

1172101

বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

বাবতী সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; আটম ও আধুনিক বর্ষসম্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; সমুদায়ত্ব এবং আর্থ ও অনার্থ্য জ্ঞাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় এসিদ্ধ ব্যক্তি-বর্গের বিবরণ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলংকার, ছন্দোবিদ্যা, ভাষ্য, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, কৃত্ত্ব, আগ্নেয়ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপাথ্য, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমীমতের চিকিৎসাশাస్త্রী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কবিত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণামুকৃতিক বৃহৎভিধান।

দশম ভাগ।

নান্দীমুখ—পর্ভুগাল।

(১৪ নং তেলিপাড়া, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ কার্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সংকলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৩ নং জীম বোমের লেন, গ্রেট ইন্ডিয়ান এসোস

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬।

মূল্য ১৩০ টাকা।



বিশ্বকোষ।

দশম ভাগ ।

নান্দীমুখ.

নান্দীমুখ

নান্দীমুখ (পুং) "নান্দো বৃদ্ধার্থঃ মুখং যন্ত । ১ কুপাদি মুখ-
বন্ধন । ২ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধোজী পিতৃগণ ।

"নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রবতো গৃহী ।" (বিষ্ণুপু°)

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও
বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ৬ জন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া থাকেন ।

(গোভিলসূত্র)

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধকে আত্মাদয়িক শ্রাদ্ধ কহে, বৃদ্ধির জন্য এই
শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, এই জন্য ইহাকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও বলে । সপ্ত-
নন্দন আত্মাদয়িক শ্রাদ্ধের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ।

"অত্মাদয়ঃ ইষ্টগাভঃ বিবাহাদিঃ । তদর্থং শ্রাদ্ধং আত্ম-
দয়িকং, তচ্চ ভূতভবিষ্যন্তেন দ্বিবিধং ভূতং পুত্রজন্মানি ভবিষ্য-
দ্বিবাহাদিঃ ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

ইষ্টবস্ত্র লাভের নাম অত্মাদয়, এই জন্য বিবাহাদিকে অত্মাদয়
কহে, এই অত্মাদয় নিমিত্ত যে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা হয়,
তাহার নাম আত্মাদয়িক । এই আত্মাদয়িক ভূত ও ভবিষ্যন্তেনে
দুই প্রকার । অত্মাদয় হইবে এই উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়,
তাহার নাম ভবিষ্যৎ, যথা বিবাহ প্রভৃতি । বিবাহাদি স্থলে
বিবাহ হইবার আগে বিবাহ হইবে এই উদ্দেশে শ্রাদ্ধ-
স্থাপন হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে ভবিষ্যৎ বলা যায় ।
অত্মাদয় হইলে পর যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাকে ভূত কহে;
যথা—পুত্রজন্মানি ।

যে দিন বিবাহ প্রভৃতি হইবে, আত্মাদয়িককর্তা তাহার
পূর্বদিন যথাবিধি সংযম করিয়া থাকিবেন, পর দিন যথাস্থানে
প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধস্থাপন করিয়া
থাকেন । নির্ণয়সিদ্ধিতে এইরূপ লিখিত আছে—

পুত্রকন্ডার জন্ম, বিবাহ ও উপনয়ন, ইহাতে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ
করিতে হয় এবং দেবব্রত, গভীধান, বজ্র, পুংসবন, দেবতা-
রাম, তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা, সকল উৎসব রাজ্যাভিষেক, বালাশ-
ভোজন প্রভৃতিতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে । এই সকল
কার্য উপস্থিত হইলে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া ঐ সকল কার্য
করিতে হইবে । বৃদ্ধিকার্য উপস্থিত হইলে বা তাহার সম্ভাবনায়
ঐ সকল কার্যের বিষয়ান্তির জন্য নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়া
থাকে । পিতৃগণ বংশধরগণের অত্মাদয়বশতঃ এই শ্রাদ্ধ ভোজন
করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন, এইজন্য ইহাকে
নান্দীমুখশ্রাদ্ধ কহে । বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে বাহারা ইহার
অনুষ্ঠান না করে, তাহাদের কার্য নিকল ও হীন হয় ।
তাহা আত্মরবিধি বলিয়া গণ্য ।

"বুদ্ধো ন তর্পিতা যে বৈ পিতরো গৃহমেধিভিঃ ।

তর্কীনমকলং জ্ঞেয়মানুরো বিমিরেব সঃ ॥" (শাত্তাভপ)

বোপদেব ও কালাদর্শ মতে নিম্নলিখিত কার্যে নান্দীমুখশ্রা-
দ্য বিধেয় । সীমন্ত, ব্রত, হুড়, নামকরণ, অরণ্যোশন, উপনয়ন,
দান, গভীধান, বিবাহ, বজ্র, তদবোধপদ্ধি, প্রতিষ্ঠা, পুংসবন,

দিগের নান্দীশ্রদ্ধে বহুদৈবতা অর্থাৎ ৬ জনের উদ্দেশে শ্রদ্ধ করিতে হইবে, যথা—শিতা, শিতামহ ও প্রশিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ৬ জনই প্রাকীর পিতৃগণ। প্রথমে মাতৃশ্রদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সামবেদিসিগের মাতৃশ্রদ্ধ না থাকায় প্রথমে পিতৃশ্রদ্ধ শিতা, শিতামহ ও প্রশিতামহ, পরে মাতামহ পক্ষ মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের শ্রদ্ধ করিতে হইবে। যজুঃ ও ঋগ্বেদিসিগের নবদৈবতা, পিতৃ, মাতৃ ও প্রিতামহ পক্ষ জানিতে হইবে।

নান্দীশ্রদ্ধে প্রতিমা বা পটে বোড়শমাতৃকা অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে হয়। বোড়শমাতৃকা পূজার পূর্বে গণপতিপূজা করিতে হইবে। গোবী, পদ্মা, শচী, মেঘা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্ট, ধৃতি, ভূট্ট, আয়াদেবতা ও কুলদেবতা এই ১৬ জন কুলমাতৃকা বা বোড়শমাতৃকা। ইহাদের পূজার পর গৃহভিত্তিতে ঘৃতধারা ৫টা বা ৭টা বহুধারা দিতে হইবে, ইহা যেন নাতিনিয়ম ও নাভ্যাক্ত না হয়। পরে যথাবিহিত শ্রদ্ধ করিতে হইবে। (নির্ণয়সিদ্ধ) শ্রদ্ধতত্ত্বে ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় লিখিত আছে।

[অস্ত্রাঙ্ক বিবরণ ও শ্রদ্ধপ্রয়োগ বুদ্ধিশ্রদ্ধ শব্দে দেখ।]

নান্দীমুখী (স্ত্রী) নান্দো বৃদ্ধার্থঃ মুখং যন্তাঃ স্ত্রীশ্চ। ১ সামগে-
তর বুদ্ধিশ্রদ্ধভোজি মাতৃগণ। (যজুর্বেদীয় বুদ্ধিশ্রদ্ধপং)

২ কুশান্তবিশেষ। (অশ্রুত হৃদয়ান ২৪ অ°)

৩ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৪টা করিয়া
অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ৭।৮।১০।১১।১৩।১৪ বর্ণ গুরু, ইহা
ভিন্নবর্ণ লঘু। লক্ষণ—

“স্বরভিদি যদি নো তো চ নান্দীমুখী গো।” (ছন্দোম°)

“সরসথগকুলালাপনান্দীমুখীং

লহরিকুজলতা চাক্ষুফেনদ্বিতীঃ।

মুরহরকলয়াসতিমাসাঙ্ক কিত্তে

প্রমুসিতকদম্বা ভাহুজা নৃত্যতীহ।” (ছন্দোম°)

৪ অবস্তীনগরবাসিনী মুনিকজা। ইনি কৃষ্ণলীলা দর্শন ক্রম
ব্রজবাসিনী হইয়া শোণমাসী আশ্রমে বাস করিতেন।

(বৃন্দাবনলীলা° ভক্তমাল)

নান্দীবাদিন্ (ত্রি) নান্দীঃ বদতিতি নান্দী-বদ-গিনি। ১ নান্দী-
শ্রদ্ধোপাঠকারী। ২ নান্দীবাদনশীল, ভেরীবাদনশীল। (ভরত)
নান্দীশ্রদ্ধ (স্ত্রী) নান্দীনিমিত্তং নান্দার্থং বা শ্রদ্ধম্। নান্দী-
মুখশ্রদ্ধ, বুদ্ধিশ্রদ্ধ। [নান্দীমুখ দেখ।]

নান্দেবর, দাক্ষিণাত্যে আন্ধ্রনগরের ২০ মাইল পূর্বে অব-
স্থিত। এখানে অকবরের রাজত্বকালে আন্ধ্রনগরের শাসনকর্তা
ধানধানানের পুত্র বিজী এরিচের সহিত, কুতবশাহী ও

আদিলশাহী রাজ্যের অন্তর্গত যাবতীর রাজ্যের শাসনকর্তা
মালিক অখরের এক ভরানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মালিক
অখর পরাজিত হন।

নান্দুর, বীরভূম জেলার সিউড়ী হইতে ১২ কোশ পূর্বে বিত
একটা গ্রাম। এখানে কবি চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন।

[চণ্ডীদাস দেখ।]

নান্দুদেব, নেপালের কর্ণাটকবংশীয় প্রথম রাজা। ইনি জয়-
দেবমল ও আনন্দমলকে পরাজিত করিয়া নেপালে যাবতীর
রাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন। ইনি ডাউগাঁও নামক স্থানে
৫০ বৎসর রাজত্ব করেন।

নাশিত (পুং) ন আপ্রোতি সরলতামিতি ন-আপ-তন্ ইট চ
(নঞাপহিট চ। উণ্ণ ৩।৮৭।) সরলজাতিবিশেষ।

কুবেরীপুরুষ হইতে পট্টকারীত্বের গর্তে এইজাতির উৎপত্তি।

“কুবেরিণঃ পট্টকার্য্যো নাশিতঃ সমজায়ত।” (পরশুরাম)

পরশুরপদ্ধতিতেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু
বিবাদার্ণবসেতুর মতে এই জাতি কত্রিয়ের ঔরসে ও শূদ্রার গর্তে
জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

“আক্ষিকঃ কুলমিত্রক গোপালো দাসনাশিতো।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাশ্বানং নিবেদয়েৎ।” (মহু ৪।২৫৩)

শূদ্রের মধ্যে নাশিতাদি ভোজ্যান্ন। গোপ ও নাশিত
ইহারা সংশূদ্র মধ্যে পরিগণিত। পরশুরপদ্ধতিতে আরও
একটা বচন দেখিতে পাওয়া যায়—

“শূদ্রকঙ্কাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।

সংস্কৃতস্ত ভবেদান্দো হসংস্কারৈরন্থ নাশিতঃ।” (পরশুর)

ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকঙ্কার গর্ভজাত সন্তান যদি ব্রাহ্মণ কর্তৃক
সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে নাশিত এবং সংস্কৃত
পুত্রকে দাস কহে। ইহার পর্যায়—কুরী, মুত্তী, দিবাকীর্ষি,
অস্ত্রাবসারী, ছত্রী, বাৎসীমুত, নথকুট, গ্রামগী, চঞ্জিল, মুণ্ড,
ভাওপুট। (অমর, শব্দর° জটা°)

নাশিতজাতি মানবদিগের মধ্যে ধূর্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

“নরাগাং নাশিতো ধূর্তঃ পক্ষিপাঈকৈব বায়সঃ।

দংষ্ট্রিগাঞ্চ শৃগালাঞ্চ খেতভিক্তপশ্বিনাম্।” (পঞ্চতন্ত্র ৩।৭০)

ক্ষোরকার্য্যে এই জাতির উৎকীর্ণিক। অশোচ্যে ইহারা
ক্ষোরকার্য্য করিলে শুদ্ধি হয়। তন্মতে ইহাদের স্ত্রী কুল-
নায়িকা হইতে পারে।

“নটী কাপালিনী বেক্ষা কুলটা নাপিতাঙ্গনা।” (তত্ত্বসার)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, হস্তানকজে শনি থাকিলে
নাপিতের অমঙ্গল হয়। (বৃহৎসং ১০।৯)

নাশিত জাতি কৃত্তিকানক্ষত্রের অধীন। (বৃহৎসং ১৫।১)

বাঙ্গালার নাশিত জাতি সাধারণতঃ বোলভাগে বিভক্ত—
আনরপুরিয়া, বামনবৈ, বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, পশ্চিম-
রাঢ়ী, মামুদাবাড়ী, সপ্তগ্রামী, সাতবারিয়া, খোটা, মোদাখালির
'কুলুয়ানাশিত', সন্দীপা নাশিত, ২৪ পরগণার হালদার
পরিবারিক, কোলিয়া পরামাণিক, হাঁসদহা-পরামাণিক ও মুন্-
খরী পরামাণিক। ইহাদের মধ্যে উত্তররাঢ়ীরা আপনাদিগকে,
দক্ষিণ ও পশ্চিমরাঢ়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। যেহেতু
তাহারা বলে যে, তাহাদের কোন পুরুষের ক্ষৌরকার্যে এরূপ
দক্ষ ছিলেন যে, নদীয়ার কোন রাজাকে নিরুজ্জীবিত করার
করিতেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক ভূমিভূমি দান
করিয়া এই আদেশ করেন যে, তিনি অথবা তাঁহার বংশধরগণ
কখনও কোন হীনজাতির স্ত্রী বা পুরুষের পদনখে হস্ত দিতে
পারিবেন না। রাঢ়ীদিগের মধ্যে আবার কুলীন ও মৌলিক
আছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই।
আনরপুরিয়া নাশিতেরা জাতীয় ব্যবসা না করিয়া বাগিচা,
চিকিৎসা প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। অনেকে নাও ও
মুহুরীর কার্যও করিয়া থাকে। সগোত্রে বিবাহ দোষমুক্ত
হইলেও এই নিয়ম সকলে প্রতিপালন করে না। ৬ হইতে ১০
বর্ষ বয়সের মধ্যে ইহাদের কন্যাদিগের বিবাহ হইয়া থাকে।
বটিক প্রথমতঃ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে, পরে বরপক্ষীয়
একজন বা অধিক লোক কন্যার বাটী যাইয়া কন্যা দেখিয়া বিবা-
হের কন্যাপণ স্থির করিয়া আইসে। এই পণ সাধারণতঃ ১০০
টাকার কম হয় না, সময় সময় ২০০ হইতে ২৫০ টাকা পর্য্যন্তও
হয়। কন্যাপক্ষীয়েরাও এরূপ বর দেখিয়া যায় ও এই সময় পাণ,
অন্নাদি, মংত্র, ছন্দ ও অন্যান্য প্রকার পরস্পরে আদানপ্রদান করে।
পাণ-দানের পর, বরপক্ষীয়েরা কন্যাকে ও কন্যাপক্ষীয়েরা
বরকে টাকা, গহনা প্রভৃতি উপহার দিয়া আশীর্বাদ করে।
তৎপরে বিবাহের দিন ধার্য্য হয় ও পণের টাকার কতকাংশ
অগ্রিম দেওয়া হয়। বিবাহের দুই দিবস আগে বর ও কন্যা-
পক্ষীয় কোন লোক পিতৃপুরুষের সম্মুখের জন্য নান্দীমুখ
প্রার্থ করে। পরদিবস অধিবাস হয়। বরকে তৈল ও
হরিতকী মাখাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করায় এবং এক সখা
স্ত্রী কুলুয়ার প্রদীপ প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত উপকরণ প্রদান রাখিয়া
বরকে বরণ করে।

বিবাহের দিন বরকে সাতবার তৈল ও হরিতকী মাখাইয়া
দ্বার্ন ও নূতন পটবস্ত্র পরিধান করায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বর
গাঢ়ী বা পাৰীতে উঠিয়া বিবাহ করিতে যায় ও বাজনা বাজিতে
থাকে। কন্যাপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক
এহ্ন করে ও পুরস্কৃত কুলার তাহাকে সাতবার বরণ করে ও

উলু দিতে থাকে। তৎপরে পটবস্ত্রপরিধানা কন্যা ও বর
সভাহলে উপস্থিত হইলে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইয়া তাহা-
দিগের বিবাহ দেন। বর, কন্যা ও কন্যার পিতা পুরোহিতকে
মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকে। তদনন্তর কন্যার হস্ত বরের হস্তের
উপর স্থাপন করে এবং সর্ব্বশেষে গৌরবচন পাঠ করিলে
বিবাহকার্য্য সম্পূর্ণ হয়। বিবাহের পর বর ও কন্যা হিন্দু
প্রথাযত বাসরঘরে নীত হয় ও তথায় প্রথমতঃ হস্ত পরিষ্কার
প্রভৃতি হয়। পরদিবস জাঁকজমাকের সহিত কন্যাকে বরের
বাটীতে লইয়া যায়। কন্যা সাধারণতঃ এক সপ্তাহ স্বামীর
বাটী থাকিয়া পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করে।

নাশিতদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু
সাধারণতঃ ইহারা এক বিবাহেই সন্তুষ্ট থাকে। ইহাদের
স্ত্রী যদি অসচ্চরিত্রা হয়, তবে পক্ষান্তরে স্ত্রী ও স্বামী উভয়কে
ডাকিয়া বিচার করে ও যদি স্ত্রীর অসচ্চরিত্রতা প্রমাণ না হয়,
তাহা হইলে স্বামী ঐ স্ত্রীকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয় ও এক-
ঘরিয়া হইয়া থাকে।

নাশিতদিগের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক ;
শাক্ত এবং শৈবও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা
অতি অল্প। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।
ইহারা মৃতদেহ লইয়া গিয়া দাহ করে এবং মৃত্যুর দিবস হইতে
ত্রিশদিবসে মৃতের শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

পরাশর মতে, ইহারা নবশাখজাতির মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণেরা
ইহাদের জলপান করিয়া থাকেন। ইহাদের খাদ্য মান্য
হিন্দুদিগের খাদ্য সদৃশ। বৈষ্ণব নাশিতেরা মাংস ভক্ষণ করে
না, কিন্তু গাজর, বাহার প্রভৃতি কয়েকপ্রকার মংত্র ভিন্ন অল্প
সর্ব্বপ্রকার মংত্র আহার করে। অনেকে কেবলমাত্র শাক
সবজি ভক্ষণ করে। শাকেরা দেবোদ্দেশে নিবেদিত ছাগ ও
ভেড়ার মাংসও ভক্ষণ করিয়া থাকে। মদ্যপান সম্বন্ধে বিশেষ
কোন নিষেধ নাই।

তাহারা সর্ব্বত্রই পুরুষাভ্যুত্থানে ক্ষৌরকার্য্য করে এবং ঐ
কার্য্য জন্য তাহারা প্রায়ই নিম্বর জমি পাইয়া থাকে। বড় বড়
সহরে তাহারা নগদ পয়সা উপার্জন করে।

হিন্দুদিগের ব্যবহৃত শুভকার্য্যে নাশিতের উপস্থিত থাকা
আবশ্যক। হিন্দুস্ত্রীরা প্রসূত হইলে অথবা কোন হিন্দুর কোন
প্রকার অশৌচ হইলে, নাশিতেরা নথ আঁচড়াইয়া বা কাটিয়া
না দিলে প্রসূত শুভ হয় না। প্রধানতঃ সপ্তগ্রামী নাশিতদিগের
স্ত্রীলোকেরা হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করে।

নাশিতেরা কেহ কেহ অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া থাকে। কেহ
ফোটক অস্ত্র করে, বস্ত্র হইলে টাকা দেয় এবং ব্যবহৃত উপদ্রব্য

বা অল্পপ্রকার কতের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তাহারা চিকিৎসা শিক্ষার জন্য কবিরাজের নিকট থাকে। বসন্তটীকা নামক একখানি গ্রন্থ তাহাদের চিকিৎসা গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করে, কিন্তু প্রায় কেহই উহা পাঠ করে না।

যাহারা কবিরাজী করে, তাহারা অনেক সময় প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। পল্লীগামে তাহাদের অত্যন্ত প্রভুত্ব। কেহ কেহ বাবসা করে। আবার আজকাল ইংরাজী শিক্ষার গুণে ছই একজন উচ্চ চাকরী করিতেছে।

নাপিতদিগকে কোন ইতর জাতির বাটীতে হস্তচালনা বা তদ্রূপ অল্প কোন কার্য করিতে দেখা যায় না। পূর্ব বাঙ্গলায়, তাহারা অপর সংশ্লেষের ন্যায় মুসলমান ও যুরোপীয়দিগকেও ক্ষৌরিকিয়া থাকে, কিন্তু চণ্ডাল, ভূঁইয়ালী প্রভৃতি জাতির ক্ষৌরিকার্য্য স্বীকার করে না। ইহারা শুঁড়িদিগের ক্ষৌরিকার্য্য করে বাটে, কিন্তু নথ কাটে না।

নাপিতদিগের জাতীয় একতা বেশ আছে। কেহ কোন নাপিতের অনিষ্ট করিলে বা তাহাকে রুচু কথা বলিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ দলবদ্ধ হয় ও অনিষ্টকারীর ক্ষৌরিকার্য্য বন্ধ করে। স্ততরাং মিষ্ট কথা বা অর্থ দ্বারা আবার তাহাদের ক্রোধ শান্তি করিতে হয়।

নাপিত যেমন লোকের ঘরের কথা জানিতে পারে, এরূপ আর কেহ পারে না। কারণ তাহারা প্রত্যেকের বাটীর ভিতর পর্য্যন্ত বাইরা থাকে।

পূর্ববঙ্গে নাপিত জাতির মধ্যে নর্তক নামক এক শ্রেণী আছে। ডাক্তার ওয়াইজ তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণ-কণ্ঠক বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ তাহাদিগকে 'নূরি' শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকেন। আধুনিক নর্তকেরা বলে যে, ভরদ্বাজ মূনির ঔরসে ও এক নর্তকীকন্যার গর্ভে তাহাদের উৎপত্তি। হিন্দুস্থানে উক্ত কণ্ঠকেরা অতাপিও উপবীত ধারণ ও শূদ্রদিগকে আশীর্বাদ করিয়া থাকে। বিক্রমপুরের নড় শ্রেণীরা ইন্দ্র কর্তৃক নির্দাসিত এক নর্তকীগর্ভ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকে। এই নড়দিগের সংখ্যা অতি অল্প বলিয়া নীচ জাতি মধ্যে বিবাহ করিতে বাধা হইয়াছে ও সেই জন্য উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহাদের ভরদ্বাজ গোত্র, উপাধি—নন্দি, ভক্ত ইত্যাদি। ইহারাও পূর্বোক্ত নাপিতদিগের ন্যায় জিংশবিন্দবে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে এবং দেবল ব্রাহ্মণের ইহাদের পোষ্যরূপে গ্রহণ করে। ইহারা চণ্ডাল, ভূঁইয়ালী প্রভৃতি নীচ-জাতি ব্যতীত সর্বজাতির বাটী নাচিয়া থাকে। ইহারা পৈশবে নৃত্য শিক্ষা করে, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গান শিক্ষা করিয়া মুসলমান নর্তকীদিগের সহিত গান বাজনা করিয়া অর্থ

উপার্জন করে। যাহারা উহা না পারে, তাহারা কৃষিকার্য্য করে অথবা দোকানদার হয়। নড়শ্রেণী তাহাদের বাজাইবার বস্ত্রকে অত্যন্ত ভক্তি ও মান্য করে। ত্রীপঞ্চমীর দ্বিবি পূজা শেষ না হইলে, তাহারা বস্ত্র বাজায় না। ইহাদের ক্রীলোকেরা সাধারণ সমক্ষে গান বাজনা না করিলেও ইহাদের জাতীয় বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ সমক্ষে গান বাজনা করিতে সজ্জিত হয় না। ইহাদের মধ্যে যাহারা মুসলমান বাইজীদিগের সঙ্গত ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহারা সময় সময় উক্ত মুসলমান বাইজীকে বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হয়।

আরও অনেক স্থানে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাপিতসম্প্রদায় আছে।

[নট দেখ।]

বাঙ্গালায় নাপিতদিগের মধ্যে এইরূপ উপাধি দৃষ্ট হয়—বারিক, ভাণ্ডারী, বৈঠ, চন্দ্রবৈঠ, দাস, ক্ষৌরকার, ধান, নর-হুল্লার, নন্দি, পরামণিক, শীল, বিশ্বাস, জোয়ারদার, মজুমদার, মণ্ডল, সরকার, শাহা, শিকদার ইত্যাদি।

মামুদাবাজী ও কোন কোন শ্রেণীর নাপিত মধ্যে—আল-মান, কানাইমদন, কাশ্যপ, গর্গাধার, দেবকী, মোদগলা, মহানন্দা, রাম, রাঘব, রাজিব, শাণ্ডিয়া ও শিবগোত্র পাওয়া যায়।

নাপিতশালা (স্ত্রী) নাপিতস্ত শালা। ক্ষৌরগৃহ। (ত্রিকাণ্ড)
নাভ (স্ত্রী) নভ-পিচ্-কিপ্। আকাশের বাধিকা, চন্দ্রের দীপ্তি।

"চতশ্রো নাভো নিহিতা।" (শব্দ ৯।৭৪।৬)

'নাভো নভসো বাধিকাঃ সোমস্ত দীপ্তয়ঃ কলাঃ।' (সায়ণ)

নাভ (পুং) স্বর্ষ্যবংশীয় নৃপভেদঃ। মহারাজ ঋতের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথপুত্র নাভ। (ভাগ ৯।১।১৩)

নাভক (স্ত্রী) নভ-ধূল্। বনতিক্ত বৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

নাভস (পুং) বৃহজ্জাতকাক্ত লম্ব ও ততদ্ স্থানভেদস্থিত গ্রহভেদ দ্বারা যোগভেদ। লম্ব প্রভৃতি স্থানে গ্রহবিশেষ থাকিলে এই যোগ হয়। বৃহজ্জাতকে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।
২ উৎপাতবিশেষ।

"ভোমঃ চরহিরভবং তচ্ছান্তিভিরাহতং শমমুপৈতি।

নাভসমুপৈতি মুহুতাং শামাতি নো দিবামিত্যেকো ॥"

(বৃহৎসং ৪৬।৫)

প্রকৃতির অল্পধাঘটনই উৎপাত। যজুর্ষাদিগের অধিতা-চরণ দ্বারা পাপসঞ্চয় হেতু উপসর্গ হয়। দেবগণ যজুর্ষাদিগের অপব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উৎপাত সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উৎপাত তিনপ্রকার—দিবা, আন্তরীক্ষ (নাভস) ও ভোম। গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির উৎপাত দিবা ও গর্গরূপ, ইন্দ্রধনু প্রভৃতি আন্তরীক্ষ উৎপাত। কাহারও কাহারও মতে—আন্তরীক্ষ উৎপাত শান্তি দ্বারা মুহুতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দিবা উৎপাত

কখনই উপশমিত হয় না। উৎপাত লক্ষণ জানা বাইলে রাজার প্রতিবিধান কর্তব্য। (বৃহৎসং ৪৬ অ°)

নাভাগ, পজাব গবর্মেণ্টের অধীন শতশ্রমণীতীরস্থ একটি দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ১৭' হইতে ৩০° ৪০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪০' হইতে ৭৬° ২০' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ২২৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা হিন্দু ৮৬%, মুসলমান ৬২৬২, খৃষ্টান ৭, জৈন ২০১, শিখ ২২১৮, সর্বসমেত ১৭১০৮। বর্তমান রাজবংশ, সিদ্ধুদেশীর জাটবংশ-সম্বৃত ফুলের প্রথম পুত্র তিলক হইতে উৎপন্ন। এই তিলক নাভা-রাজ্যে একটি গ্রাম সংস্থাপন করেন। ঝিন্দের রাজা এই একই বংশ-জাত এবং পাতিয়ালায় রাজা ফুলের দ্বিতীয় পুত্র রাম হইতে উৎপন্ন। প্রাক্তন তিনটি বংশই এই জন্ত 'ফুলফীয়া' বংশ বলিয়া খ্যাত। পজাবের গোরবন্দ্য রণজিৎসিংহ ধনুয়ার উত্তরাংশে আপনার অল্প রাজ্যবিস্তারে প্রয়াসী হইলে, নাভার রাজা ইংরাজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। তদনুসারে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে যে মাসে উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের একান্ত অনুরক্ত রাজা যশোবন্তসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা সেবেজসিংহ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিনি শিখযুদ্ধের সময় ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, এই বিশ্বাসে তাঁহাকে বার্ষিক ৫০০০০ রুপি দিয়া পদচ্যুত করা হয় ও তাঁহার পুত্র ভরপুরসিং তাঁহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি ইংরাজদিগের অতি বিশ্বস্ত ছিলেন ও সিপাহীবিদ্রোহকালে ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ধান্য ও সৈন্যসাহায্য দ্বারা উপকৃত করেন। সেইজন্ত পুরস্কার স্বরূপ জাজহার রাজ্য প্রাপ্ত হন। উহার বার্ষিক আয় ১০৬০০০ টাকা। তৎপরে জাজহার জেলার অন্তর্গত কানোদ ও বড়বানী পরগণার কতকাংশ ২৫০৫০০ টাকা নজর দিয়া গবর্মেণ্টের নিকট গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা ভগবানসিং রাজা হন, কিন্তু তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায়, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই মে তারিখের সনন্দের মর্মানুসারে, ঝিন্দের জারগীরদার (বর্তমান) হীরাসিং রাজপদে নির্বাচিত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

নাভা রাজ্যে চিনি, যব, গম, তুলা এবং তামাক উৎপন্ন হয়।

নাভাক (পুং) ঋষিভেদ। "নাভাকস্ত প্রশস্তিভিঃ।" (ঋক ৮।৪।১২) 'নাভাকস্ত ঋষেঃ' (সায়ণ)

নাভাগ (পুং) ১ বৈবস্বত মহুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১০ অ°) ২ সূর্য্যবংশীয় যযাতি রাজার পুত্র। ইহার পুত্রের নাম অজ। (রামা° ১।৭১ অ°) ২ ভগীরথনন্দন ঋতের পুত্র। (হরিবংশ

১৫ অ°, বিষ্ণুপুং।) মৎস্তপুরাণে ইনি ভগীরথপুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

নাভাগ, মহারাজ দিষ্টের পুত্র। ইহারি বিষয় মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—করুকের সাত পুত্র। ইহার সকলেই কারু নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে দিষ্টের পুত্র নাভাগ। ইনি প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াই অতীব স্বমনোহর্য্য এক বৈশ্রতনয়াকে দর্শন করেন। তাহাকে দেখিয়াই অভিযম কামমোহিত হন। অনন্তর তিনি সেই কস্তার পিতার নিকট গমন করিয়া ঐ কস্তাকে প্রার্থনা করিলেন। কন্যার পিতা করজোড়ে কহিলেন, আপনারা রাজা, আমরা ভৃত্য, বিশেষতঃ আপনারা বরদাতা, আমরা কখনই আপনাদের সমকক্ষ নহি। যদি আপনার এই কস্তার পাণিগ্রহণে নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার পিতার অমুমতি লইয়া বিবাহ করিতে পারেন। তাহাতে নাভাগ কহিলেন, গুরুজনসমীপে ঈদৃশ মন্যবোধের ব্যক্তকরা সর্বদা যুক্তিবিরুদ্ধ। ইহাতে সেই কস্তার পিতা কহিলেন, আপনার বলিতে লজ্জা বোধ হইলে আমি নিবেদন করিতেছি। কস্তার পিতা এই কথা বলিয়া মহারাজ দিষ্টের নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। দিষ্ট পুত্রের এই অভিলাষ জানিয়া ঋষিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ঋষিগণ দ্বারা পুত্রকে জ্ঞাপন করিলেন—“প্রথমে কস্ত্রিয়া পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়া পরে ইহাকে গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না।” রাজকুমার নাভাগ তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বাহির হইলেন, এবং সেই কস্তাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, 'বাহার ক্ষমতা থাকে, তিনি আসিরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।' এদিকে কস্তার পিতা দিষ্টের শরণাপন্ন হইলেন। মহারাজ দিষ্ট ধর্ম্মদ্রব্য পুত্রকে বধ করিবার জন্ত সৈন্যাদিগকে আদেশ করিলেন। তখন পিতাপুত্র তুমুল সংগ্রাম বাধিল। পুত্র পিতাকে শত্রু ও অস্ত্র দ্বারা অতিক্রম করিলেন। এই সময়ে পরিব্রাট যুনি অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করান। নাভাগ বৈশ্রতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্রত প্রাপ্ত হইলেন। কৃষি, পাণ্ডুপাল্য ও বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। ইহার ঔরসে জলন্দর নামে এক পুত্র হয়। অননী পুত্রকে কহিলেন, তুমি পৃথিবীপাল হও।

নাভাগ বৈশ্রতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্রত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভৃগুবংশীয় প্রমতির শাপে রাজা নল বৈশ্রত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে প্রমতি প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বলিয়াছিলেন, কোন ক্ষত্রিয় তোমার কন্যার বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিলে তুমি আবার ক্ষত্রিয় হইবে। নাভাগ সেই বৃত্তান্ত অবগত

হইয়া আবার কত্রিষ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পুত্র স্তম্ভন
রাজ্য প্রাপ্ত হন। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৩-১১৫ অ°)

নাভাগারিষ্ট (পুং) বৈবৰ্ণ্যত মনুৰ পুত্ৰভেদ ।

(हरिवंश ७० अ०)

নাভাদাস, (নাভাঈ) 'ভক্তমাল'-রচয়িতা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। কৃষ্ণদাস পরহারী ব্রজভাচার্যের শিষ্য ছিলেন, নাভাদাস তাহারই প্রশিষ্য ও অগরদাসের শিষ্য। ইহার অপর নাম নারায়ণ দাস। দাক্ষিণাত্যে প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এক ডোমের গৃহে নাভা জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ এইরূপ, ইনি আজন্ম অন্ধ ছিলেন। যখন ইহার পাঁচ বৎসর বয়স, একবার দাক্ষিণ হুর্ভিক্ হইয়াছিল। সেই সময় ইহার জনক জননী এক বন মধ্যে ইহাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। বিধাতার কি লীলা! সেই অবস্থায় অগরদাস ও কীল নামে দুইজন বৈষ্ণব নাভাকে দেখিতে পান। নিরাশ্রয় বালকের অবস্থা দর্শনে বৈষ্ণবব্রহ্ম বিচলিত হইলেন। কীল আপন কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া বালকের চক্ষে সিঞ্চন করিলেন। অবিলম্বে বালকের নিমীলিত আঁখি প্রফুল্লিত হইল। তখন তাঁহারা বালকটাকে আপনাদের মঠে আনিলেন। এখানে নাভা বৃত্তি হইলেন এবং যথাকালে অগরদাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। অধিক বয়স হইলে, অগরদাসের যত্নে নাভা ১০৮টা ছন্দই শ্লোকে 'ভক্তমাল' নামে সাধুজীবনী প্রকাশ করিলেন। এই অপূর্ণ গ্রন্থখানি কঠিন ব্রজভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইহার শিষ্য নারায়ণদাস (শাহজহানের রাজ্যকালে) তাহা আবার সরল করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু তথাপি সাধারণে সেই কঠিন পুস্তক বুঝিতে পারিত না। প্রিয়দাস 'কবিত্ত' হুন্দে ভক্তমালের টীকা প্রকাশ করেন। প্রিয়দাসের পর কবিশ্রীগ্রামনিবাসী লালজী নামে এক কায়স্থ (১৭৫১ খৃষ্টাব্দে) 'ভক্ত উর্দুজী' নামে আর এক টীকা রচনা করেন। তৎপরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তুলসীদাস আগর-বালা 'ভক্তমাল-প্রদীপন' নামে ভক্তমালের উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালার গোড়ীয়া বৈষ্ণবসমিগের নিকটও ভক্তমালের বিশেষ আদর হইয়াছিল। শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী ভক্তমাল অবলম্বন করিয়া তন্মধ্যে আরও অনেকগুলি বৈষ্ণব-জীবনী সংযোজন ও প্রিয়দাসের টীকা বিস্তার করিয়া বাঙ্গালায় ভক্তমাল প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

নাভানৈদিক্ট (পুং) বৈবস্বত মনুস পুত্র ও অশ্বদ্রষ্টা এক অধি।

(ଐତରେୟାକ୍ତ ୧।୨୪)

ভাতি (পুং) নহতে বগ্নতি বিপক্ষানিতি নহ বন্ধে নহ-ইঞ্
ভট্টাশ্রমেশঃ (নহোক্তচ। উপ ৪।১২৫) ১ মুখ্য নৃপ। ২ চক্র

মধ্য । ৩ ক্ষত্রিয় । ৪ শ্রমব্রতরাজপৌত্র । (ব্রহ্মপুং ৩৫ অ°)
৫ গোত্র । ৬ প্রধান । ৭ মহাদেব । (ভারত ১৩।১৭।২২)°

‘আদিষ্টঃ কথায়ো নাভির্নাভিশ্চক্রেণ পিণ্ডিকা ।

কুটুম্বতাপ্রণীর্নাভির্নাভিনিম্নোনরী তথা ॥' (অনেকার্থধ্বনিগুহ্যরী)

(पु. ३) ८ प्राण, नाई, पर्याय—नाडी, तुलसी,

উদরারবর্ত, তুলিকা, তুণী, তুলকুপিকা, তুলি । (শব্দরং)

বিষ্ণুর নাভিনেশ হইতে কমলজ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন !।

গর্ভস্থ বালকের সপ্তম মাসে নাক্তি উৎপন্ন হয়। নাক্তিতে মণিপুর নামক শতদল পদ্ম আছে।

“তদুর্কে নাভিনেশে তু মণিপুরঃ মহৎপ্রভম্ ।

মেঘাতং বিদ্যাদাত্তং বহুতেজোময়ং ততঃ ॥

মণিবজ্জিন্নং তৎপদ্মং মণিপুং তথোচ্যতে ।

दशभिः नैर्दुःखैः आदिक्तास्त्राश्रितम् ।

शिवेनाधिष्ठितः पद्मः विश्वालोकनकारणम् ॥” (तद्ध)

নাভিদেশে মণিপুর নামে পদ্ম আছে, এই পদ্ম মহাপ্রভাত্যুক্ত, মেঘ ও বিদ্রোহের তুলা আভ্যুত্থান ও বহু তেজোময়। এই পদ্ম মণিসদৃশ ভিন্ন বলিরা ইহার নাম মণিপুর হইয়াছে। এই পদ্মের দশটা দল। এই দশটা দলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত দশটা অক্ষর আছে, মহাদেব বিশ্বদর্শন নিমিত্ত এই পদ্মে অধিষ্ঠিত আছেন।

৮ অশীতপুত্র । ভাগবতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

অগ্নীত্রের ওয়সে পূর্বচিহ্নির গর্ভে নয়টি পুত্র হয়। নাভি ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। অগ্নীত্রের মৃত্যুর পর নাভি মেরুতনয়া মেরুদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে নাভি অপত্যকামনা করিয়া মেরুদেবীর সহিত একাগ্রচিত্তে যজ্ঞাচ্ছটানপূর্বক ভগবান যজ্ঞপুরুষের অর্চনা করেন। ভগবান্ এই যজ্ঞে নিত্যস্ত্রীত ইহীরা চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হন। ঋষিকৃগণ ভগবান্কে চতুর্ভুজ মূর্তিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া নানাবিধ স্তব করিতে লাগিল। তাহার পর নাভি বাহাতে তৎসদৃশ পুত্র হয়, এই বর প্রার্থনা করিল।

ভগবান্ স্বাক্ষরদিগকে কহিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা নিতান্ত মূলভ নহে, এই রাজার আমার সদৃশ পুত্র হই, ইহাই তোমাদের প্রার্থনা। কিন্তু আমার দ্বিতীয় নাই, আমিই আমার দ্বিতীয়। ইহাতে কিরূপে এই রাজার আমার সদৃশ পুত্র হইবে ? যাহা হউক, ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হওয়া উচিত নহে, যেহেতু ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্যা এবং আমার মুখ-বরূপ, যখন আমার দ্বিতীয় নাই, তখন আমি নিজেই নাভির সন্ধান হইয়া অবতীর্ণ হইব। এই বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

কালক্রমে মেরুদেবী গর্ভবতী হইলেন। যথাসময়ে মেরুদেবীর
গর্ভে ভগবান গুরুমূর্তি স্বাভাবিকরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই পুত্র

উৎপন্ন হইয়া তেজ, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কাতি ও বশঃ প্রভৃতি গুণে সৰ্বপ্রধান হইলেন। এইরূপে সৰ্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার নাতি ইহার নাম প্রাপ্ত হইলেন। নাতি বধিকালে প্রযত্নে দৈবকে সাক্ষী অভিষিক্ত করিয়া মহিষী দেবদেবীর সহিত ঋষিকাজ্যে প্রস্থান করেন ও তথায় নরনারায়ণের উদ্দেশে কঠোর তপস্তা করিয়া সমাধি অবলম্বন করেন।

(ভাগবত ৫।২৪ অ°)

নাতিকে উদ্দেশ্য করিয়া মহাবিশ্ব দুইটা স্লোক পাঠ করিতেন—

‘রাজধি নাতির ফুলা আর কোন্ পুরুষ তাদৃশ কর্ম করিতে পারিবে? যে কর্মে ভগবান্ স্বয়ং পুত্র প্রাপ্ত হইরাছিলেন। নাতি বাতীত অন্য ব্রহ্মভেদঃসম্পন্নই বা কে আছে, বাহার যজ্ঞে পুজিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রবলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্কে দেখাইয়াছিলেন?’ (জী) ৯ কল্পুরিকামদ।

নাতিকণ্টক (পুং) নাভেঃ কণ্টকইব। আবর্ত, নাইগৌড়।

নাতিকপুর (স্ত্রী) উত্তরকুরুস্থিত একটি নগর। (ব্রহ্মপু°)

নাতিকা (স্ত্রী) নাতিরব কারতীতি নাতি-কৈ-ক-টাৎ। কটভীষক।

নাতিগুড়ক (পুং) নাতির আবর্তভেদ, গৌড়। (ত্রিকা°)

নাতিগুপ্ত (পুং) প্রিয়ব্রত রাজার পৌত্র, ইহার নামে কুশবীরের মধ্যে একটি বর্ষ হয়। (ভাগ° ৫।২০।৫।)

নাতিগোলক (পুং) নাতির আবর্তবিশেষ, গৌড়। (ভট্টাধর)

নাতিজ (পুং) নাভৌ বিকোনাভৌ জায়তে জন-ড। চতুর্দশ ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাতি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। নাতিজন্ম প্রভৃতিরও এই অর্থ।

নাতিনাড়ী (স্ত্রী) নাভেনাড়ী ভূতং। নাতিতে স্থিত নাড়ীভেদ, মাতার রসবহ নাড়ীতে গর্ভস্থ শিশুর নাতি-নাড়ী প্রতিবদ্ধ থাকে। (স্ক্রজত)

নাতিনাল (স্ত্রী) নাতিস্থিতং নালম্। নাতিস্থিত নাল।

“নাতিনালমৃগালিনী।” (হর্গাখান)

নাতিনালা (স্ত্রী) নাতিস্থিতা নালা। নাভীসম্বন্ধী নাড়ী, পর্যায়—অমলা।

“তদবশ্যচ্যুতনাতিনালা কচ্চিং যুগীশামনবা প্রস্তুতিঃ।”

(রঘুবংশ ৫।৭)

নাতিপাক (পুং) বালরোগভেদ, নাতিপক হওয়া। নাতি পাকিলে হরিজা, লোথ, প্রিয়দ্রু ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈল নাতিতে মাখাইবে, অথবা ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাতিব্যাপ্ত করিবে। এইরূপ করিলে ইহা আরোগ্য হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° বালরোগাঃ)

নাতিফু (পুং) নাভৌ ভূকংপতিবৃত্ত। ব্রহ্মা। (হেম°)

নাতিবর্দ্ধন (স্ত্রী) নাভেত্তৎবৃদ্ধায়া বর্দ্ধনং ছেদনম্। নাড়ীছেদন।

“প্রাঙ্নাতিবর্দ্ধনাং পুংসা জাতকর্ম বিধীয়তে।” (মধু ২।২৯)

‘নাতিবর্দ্ধনাং নাতিছেদনাং।’ (কুল্লুক)

নাতিবর্ষ (পুং) নাভেরদ্বীপ্রপুত্রস্ত বর্ষঃ। ভারতবর্ষ। জম্বুদ্বীপস্থিত নববর্ষ মধ্যে বর্ষভেদ। অধীত্র নয় পুত্রকে নয় বর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে নাতির পৌত্র ভরত এই বর্ষকে অনেকদিন ধরিয়া ভোগ করার ইহার নাম ভারতবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ ভারতবর্ষ দেখ।]

নাতিল (ত্রি) নাতিরজাত, সিদ্ধাদিহাদিলহ্। দীর্ঘনাতিযুক্ত।

নাতিশোথ (পুং) বালরোগভেদ। বালকদিগের যদি নাতিতে শোথ হয়, তাহা হইলে একখণ্ড মৃত্তিকা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া দ্বয়ে ডুবাইয়া উষ্ণ থাকিতে নাতিতে স্বেদ দিলে নাতির শোথ ও বেদনাদি নিবারিত হয়। (শৈষজ্যার° বালরোগ)

নাতিসম্বন্ধ (পুং) নাভেরেকত্র গর্ভজাতনাভ্যাং সম্বন্ধঃ। গোত্রসম্বন্ধ। সপিতৃদিগের একগর্ভে উৎপত্তিহেতু গোত্রসম্বন্ধ।

“বাসুভেদে ততঃ শোকো নাতিসম্বন্ধসম্বন্ধঃ।” (ভট্ট)

নাভী (স্ত্রী) নাভি-বাহুলকাৎ ভীষ্। নাভি। (শব্দর°)

নাভীল (স্ত্রী) নাভীঃ লার্তি লা-ক। ১ নারীদিগের বক্ষণ, স্ত্রীলোকদিগের উরুসন্ধি, কুচ্কী। ২ নাভীগাভীর্ষা, নাভীর গভীরতা। ৩ কৃচ্ছ্র, কষ্ট। ৪ গর্ভাণ্ড, গৌড়।

‘নাভীলং বক্ষণে নারীয়াঃ কৃচ্ছ্রগর্ভাণ্ডয়ারপি।’ (মেদিনী)

নাভ্য (ত্রি) নাভেরিদমিতি নাভি-যৎ। ১ নাতিসম্বন্ধী। নাভয়ে হিতম্ যৎ (নাভিনতশ্চ। পা ৫।১।৬) ইতি ন নভাদেশঃ। ২ নাভিহিত। (পুং) ৩ মহাদেব।

“নমো নাভায় নাভায় নমঃ কটকটায় চ।”

(ভারত ১২।১৮৪।১৯)

নাম (অব্য) নামরতীতি নাম্যতেহেনেন বা নম-গিচ্ বাহুলকাৎ ড। ১ প্রোকাশ। ২ সম্ভাবনা। ৩ ক্রোধ। ৪ উপশম। ৫ কুংসন।

‘নামকোপেছভ্যুপগমে বিশ্বয়ে স্মরণেইপি চ।

সম্ভাব্যকুংসা প্রোকাশবিকরে ইপিচ দৃষ্টতে।” (মেদিনী)

‘নাম প্রোকাশসম্ভাব্যক্রোধোপগমকুংসনে।’ (অমর)

৬ বিশ্বয়। ৭ স্মরণ। ৮ বিকর। উদাহরণ যথা—‘হিমা-লয়ো নাম নগাধিরাজঃ’ এই স্থলে নাম অর্থ—প্রকাশ অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ ইত্যাদি।

৯ বিতর্কহীন শব্দকে নাম, লিঙ্গ বা প্রাতিপদিক কহে। এই নাম ৫ প্রকার।

“উপাভ্যস্তঃ কদম্বক তচ্ছিতাত্তং সমাসজম্।

শব্দাহুকরণকৈব নাম পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥” (গৌরীচন্দ্র)

উপাভাস্ত, কনস্তু, তদ্বিতাস্তু, সমাসজ ও শকাধিকরণ এই পাঁচ প্রকার নাম। ১৪ রুক্ষ, দেবদন্ত প্রভৃতি শব্দ, তাহা দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করা যায়, তাহা সেই ব্যক্তিবিশেষের নাম। শাস্ত্রানুসারে এই কএকটা নাম অবশ্যবা—

• “আত্মনাম গুরোন্নাম নামানি রূপণস্ত চ।

প্রাণান্তেহপি ন বক্তব্যং জ্যেষ্ঠপুত্রকল্পনোঃ ॥” (কৰ্ম্মলোচন)

আপনার নাম, গুরুর নাম, রূপণের নাম, জ্যেষ্ঠপুত্র ও কল্পনানাম প্রাণান্তেও বলিতে নাই। ১১ অঙ্গীক।

“অহঙ্ ভীতো নামাবগুতঃ।” (দশকু) “মিথ্যাস্তীত ইত্যর্থঃ”

নাম, দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরা কপালে যে তিলক বা চিহ্ন ধারণ করেন, তাহাকে ‘নামন’ বা ‘নাম’ কহে। বৈষ্ণবজাতি কপালে যে তেতোণা চিহ্নবিশিষ্ট অঙ্ক ধারণ করেন, সাধারণতঃ উহাই ‘নাম’ বলিয়া অভিহিত হয়। বৈষ্ণবেরা কেহ কেহ ললাটে সরল লম্ব রেখাকার রেখাসমূহ ধারণ করেন ও এই রেখার বাবধান মধ্যে বিষ্ণু বা গোলাকার চিহ্ন দেওয়া থাকে। কেহ কেহ চক্রাকার, ত্রিভুজাকার ঢালের দ্বারা বৃত্তহুটী, হুংপিও আকৃতি, বা অস্ত্র কোনরূপ চিহ্নধারণ করে। ইহার স্বল্প অংশ নিম্নদিকে ফিরান থাকে। ইহাকে তিরুনাম বা পবিত্র নাম কহে। এই তিলকচিহ্ন ত্রিশূলের প্রতিকরণ স্বরূপ, তিনটা রেখায় সম্পূর্ণ। ইহার মধ্যরেখা লোহিত ও দুইপার্শ্বের দুইটা রেখা স্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ঐ চিহ্ন করিবার জন্ত যে গুজ্রবর্ণের মৃত্তিকা ব্যবহৃত হয়, তাহাও ‘নাম’ নামে অভিহিত হয়।

[বিস্তৃত বিবরণ তিলক শব্দে দেখ।]

নামকরণ (ক্লী) নামঃ করণং যত্র। সংস্কারবিশেষ, দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একপ্রকার সংস্কার।

• ইহার বিষয় স্মৃতিতে এইরূপ লিখিত আছে,—

জাত বালকের একাদশ অথবা দ্বাদশদিনে নামকরণ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে একাদশদিনই শ্রেষ্ঠ। একাদশ দিনে নামকরণ করিতে অসমর্থ হইলে দ্বাদশদিনে করিতে পারিবে।

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার আছে, তাহার মধ্যে নামকরণ পঞ্চম সংস্কার। জাতকর্ম্মের পর এই নামকরণ করিতে হয়। সমর্থ ব্যক্তি একাদশ দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ দিনে নামকরণ করিতে পারিবেন না। গোভিল-গৃহস্থত্বের মতে জননের একাদশ দিনে, শতরাত্রের বা সংবৎসরে নামকরণ করিতে হইবে। এই পর পর সময় কেবল অসমর্থ পক্ষে বৃথিতে হইবে। সমর্থ ব্যক্তি কখন মুখাকাল অতিক্রম করিবেন না। নামকরণে একাদশদিনই মুখাকাল, দ্বাদশ প্রকৃতি দিন গোণ। ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণাবির

নামকরণের কাল এইরূপ নির্ধারিত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়দিগের ত্রয়োদশ, বৈষ্ণবদিগের বোড়শ ও শূদ্রদিগের দ্বাবিংশ দিনে নামকরণ প্রশস্ত। নামকরণ পিতারই কর্ত্তব্য। পিতা যদি বিদেশে থাকেন, তাহা হইলে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নামকরণ করিবেন। পিতার অভাবে অস্ত্র কোন কুলবৃদ্ধ করিতে পারিবেন। শতপদ চক্রানুসারে নামকরণ করিতে হইবে।

গোভিল-গৃহস্থত্বের নামকরণপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে,—

কুমারকে গুজ্রবসন পরিধান করাইয়া মাতা বামভাগে উপবিষ্ট পিতার হস্তে তাহাকে দিবেন। তৎপরে পত্নী পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিক্রম করিয়া তাহার সমুখে দণ্ডায়মান হইবেন। পতি যথাবিধি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে কুমার প্রত্যাৰ্পণ করিবেন। পরে, হোমাদি অহুষ্ঠান শেষ করিয়া, নামকরণ বিধেয়।*

নামকরণপদ্ধতি অনুসারে এইরূপে নামকরণ করিতে হয়। নামকরণ দিনে পিতা প্রাঃস্তোত্রাদি সমাপন করিয়া বিবাহ-পদ্ধতিক্রমে গোষ্ঠাদি ঘোড়শমাতৃকা ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া পত্নীকে স্বীয় বামভাগে উপবেশন করাইয়া শিলাফলকে দুইটা রেখা অঙ্কিত করিবে, পরে তাহাতে উজ্জল দীপ প্রজ্জলিত করিয়া কুমারের দক্ষিণ কর্ণে ‘শ্রীঅমুক দেবশর্মা’ এবং কন্ঠা হইলে বামকর্ণে ‘শ্রীঅমুকী দেবাসী’ বলিয়া নামকরণ করিবে। তাহার পর শান্তিভঙ্গ দ্বারা কুমারকে অভিসেচন করিয়া অহিভাঞ্চারণ করিবে। নামকরণে ককারাদি বর্ণের প্রথম, দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণ নামের আদিতে ও বিসর্গান্ত ব্রহ্মব্রহ্ম অস্ত্রে থাকা বিধেয়। ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি দ্বি-অক্ষর নাম রাখিবেন। ব্রহ্মজ্ঞানকামী চতুরক্ষর নাম রাখিবেন। গুরুব্রহ্ম নামে যুক্তাক্ষর মিলিত থাকিলে হানি নাই, কিন্তু কন্ঠার

* “একাদশে দ্বাদশে বাহুহিনি পিতা নামকৃত্যদিতি” স্মৃতি। একাদশ ইতি। মুখ্যঃকরণঃ, “সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ”।

গোভিলঃ—

“জননাদশরাত্রৌ বাষ্টে শতরাত্রৌ সংবৎসরে বা নামধেয়করণমিতি।”

(জ্যোতিষতত্ত্ব)

“ততশ্চ নাম কুর্বীত শিতৈব দশমেহনি।

দেবপূর্ব্বং নরাণ্যং হি শর্দ্ববর্দ্দ্যাদিসংযুতম্ ॥

শর্দ্বা দেবশ্চ বিপ্রায়া বর্দ্দা জাতা চ ভূভুজঃ।

ভূতিশ্চ গুপ্তশ্চ বৈজ্ঞান্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ ॥”

গোভিলঃ—

অমৃগদাস্তঃ শ্রীপাং। অমৃগদাস্তঃ দাস্তঃ যথা যশোদা ইত্যাদি।

দেবং গুপ্তং গুরুদ্বানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাম্।

সিদ্ধং সিদ্ধাদিকারঃশ্চ শ্রীপূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ ॥”

(রাঘবভট্টপুত্র প্রত্যুপাসার)

নামের আদিতে বৃত্তাকার না থাকে। ইহাদিগের নামের অন্তে 'দা' থাকিবে। যথা—সুখদা, বহুদা, বশোদা ইত্যাদি।

পারদর-গুহস্থের মধ্যে—পুকুরের নাম তক্তিতান্ত হওয়া বিধের নহে। কিন্তু ত্রীর নাম তক্তিতান্ত হইলে তত দোষাবহ নহে। যথা—গাকারী, কৈকেয়ী ইত্যাদি।

নামকরণে ব্রাহ্মণের শর্খন ও দেব, ক্ষত্রিয়ের বর্খন ও জাতা, বৈশ্যের ভূতি ও গুপ্ত এবং শূত্রের দাস অন্তে থাকিবে, এবং সকলেরই পূর্বে 'ঐ' শব্দ থাকিবে। কালক্রমে নামকরণসংস্কার অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। জাতবালকের একাদশ অথবা দ্বাদশ দিনে নামকরণ সংস্কার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যে বরং এ নিয়ম অনেকটা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এখন এদেশে অরপ্রাশনের সময়ই এই নামকরণ হইয়া থাকে।

নামকরণে এই সকল নক্সা বিহিত হইয়াছে, অশ্বিনী, মোহিনী, যুগশিরা, পুনর্নস্তু, উত্তরকঙ্কনী, ঞ্জিতি, অম্বরাধা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী। যে লয়ের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানে শুভগ্রহ থাকিবে, সেই লয়ে নামকরণ প্রশস্ত। (জ্যোতিঃসারসং)

নামকল, ১ মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সেলম্ (সালেম) জেলায় একটা তালুক। এই তালুকের উত্তরপূর্বাংশ পাহাড়ে ঢাকা এবং দক্ষিণপশ্চিমাংশ সমতলক্ষেত্র বিস্তারিত। চাউল ও অন্যান্য শস্য এখানে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

২ মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত, সেলম্ (সালেম) জেলার একটা প্রধান নগর। অক্ষা° ১১°১৩'১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১২'৪০" পূঃ। এই স্থানে নামকল তালুকের প্রধান কার্খ-চারী অবস্থিতি করেন। একজন ডেপুটী কালেক্টরও এই স্থানে থাকেন। ৩০০ ফিট উচ্চ এক পাহাড়ের উপরে এই স্থানটী নির্মিত। ইহা এক সময় ইংরাজদিগের অধিকৃত হয়, পরে হারদারআলী উহা পুনরধিকার করেন। ইহা বিষ্ণুর আবাসস্থান বলিয়া কথিত। এখানে দুইটা অতি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে।

নামগ্রাহ (ত্রি) নাম গুল্লাতি গ্রহ-অণ্। ১ নামগ্রাহক। ভাবে ঘঞ। (পুং) ২ নামগ্রহণ।

“দেবৈনসাং পিতৃণাং নামগ্রাহাৎ” (শ্লক ১০।১।১২)

নামগ্রাহম্ (অব্য) নাম-গ্রহ-ণমূল। নামগ্রহণ করিয়া।

“নামগ্রাহমরোদীং সা জাতরৌ রাবণান্তিকে।” (ভট্ট)

নামদার খাঁ, বেরারের অন্তর্গত ইলীচপুরের একজন শাসনকর্তা। সলাবৎখার পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর নামদার খাঁ ইলীচ-পুরের শাসনকর্ত্বপদে আরূঢ় হন। তিনি বিশেষ বিজ্ঞতাসহ শাসনভার বহন করায় ইলীচপুরে প্রায় ২ লক্ষ টাকা সম্পত্তির

এক জায়গীর প্রাপ্ত হন। তৎপরে নবাব উপাধি ধারণপূর্বক ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জীবনীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন।

নামদেব, একজন দেবভক্ত। নামদেবজীর দোহিরা। ইনি অতি শিশুকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, সদাই কৃষ্ণপূজা করিতেন। একদা নামদেব স্থানান্তরে বাইবার সময় নামদেবকে বলিয়া গিয়াছিলেন, তুমি প্রতিদিন কৃষ্ণবিগ্রহকে দুধ প্রদান করাইবে। নামদেব দুধ লইয়া কৃষ্ণবিগ্রহের নিকট উপস্থিত হইয়া বিগ্রহকে দুধপান করিবার জন্য বারবার অমরোধ করিতে লাগিলেন, অবশেষে যখন দেখিলেন যে, কৃষ্ণ দুধপান করিলেন না, তিনি আশ্চর্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। তখন হরি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া দুধপান করিলেন। এইরূপে কএকদিন গত হইলে তাহার মাতামহ কিরীয়া আসিলেন। তিনি এই ব্যাপারদর্শনে প্রীত হইলেন।

রাজা (বাদশা) এই ব্যাপার শুনিয়া নামদেবকে নিজ সভায় লইয়া কিছু আশ্চর্য্য দেখাইতে বলিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অনন্তর একদিন এক মৃতবৎস সমীপে তাহার প্রস্থতি গাভি ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া, রাজা তাঁহাকে বলিলেন—এই গাভি বৎসের জন্ম রোদন করিতেছে দেখিয়াও কি, তোমার মনে দয়া হইল না। পরে নামদেব বৎসকে বাঁচাইয়া দেন। একদা কোন বণিক তুলাদান কার্খ তাহাকে স্নবর্ণদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে আহ্বান করেন। তিনি একটা তুলসীপত্র কৃষ্ণনাম লিখিয়া তৎপরিমিত স্নবর্ণ প্রার্থনা করেন। কিন্তু বণিকের ভাগুরের সমস্ত ধনরত্নও তাহার সহিত তুল্য হইল না। তখন সেই ব্যক্তি কৃষ্ণনামমাহাত্ম্য দেখিয়া তাহার নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হইলেন। নামদেব রঙ্গনাথঠাকুরের মন্দির পশ্চাতে বসিয়া কৃষ্ণনাম গান করাতে রঙ্গনাথের মন্দিরদ্বার সেইদিকে ফিরিয়াছিল। ইহার চরিত্রে এইরূপ অনেক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে। (ভক্তমাল)

নামদেব, মহারাষ্ট্রীয় একজন প্রসিদ্ধ ভক্তকবি। তাঁহার পিতার নাম দামাশেঠী ও মাতার নাম গোনাই। বহুদিবসাবধি ইহা-দের সন্তানাদি না হওয়ায়, অবশেষে পঞ্চদশবৎস বিত্তোবা দেবের স্থানে উপাসনা করিতে থাকেন। কথিত আছে, দামাশেঠী একদিন প্রাতে ভীমানদীতে স্নান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় পশ্চিমধ্যে ১২ বৎসর বয়স্ক এই নামদেবকে হঠাৎ প্রাপ্ত হন ও তাঁহাকে বাটী আনিয়া অপতনিক্রিংশে প্রতিপালন করেন। নামদেব নিজে কহেন যে, তিনি তাঁহার মাতা গোনাই-এর প্রথম সন্তান। তাঁহার পিতা জাতিতে সিম্পি অর্থাৎ দয়াজী ছিলেন। তাঁহার ত্রীর নাম রাজাই।

শিশুকাল হইতেই নামদেব সর্দার বিঠোবার সন্ধির উপ-
স্থিত হইয়া, উপাসনা করিতেন এবং সংসারের উপর নিত্য
উদাস ছিলেন। একগাছি তুলসীমালা গলায় ধারণপূর্বক,
বিঠোবার মহিমাপ্রকাশক স্বরচিত গাথা স্বয়ং গান করিতেন
ও স্বহস্তে করতাল লইয়া ভাল দিতেন। কথিত আছে,
বিঠোবার তৃপ্তিবিধানার্থ চাক ও করতাল লইয়া মন্দিরে যে
বর্তমান সঙ্গীতপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, এবং পন্ডরপুরে বিঠো-
বার দেবমন্দিরে আষাঢ় ও কার্তিক মাসে দেবদর্শনোদ্দেশ্যে যে
যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে, তাহা নামদেবের প্রাথম্য্যায়ী প্রবর্তিত
হয়। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ঠিক জানা যায় নাই। তবে তাঁহার
বহু জ্ঞানদেবের মৃত্যু উপলক্ষে যে তিনি গাথা রচনা করেন,
তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৩০০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বঙ্গের মৃত্যুকালে
তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি অনর্গল লিখিতে পারিতেন ও সহস্র
সহস্র অভঙ্গ প্রস্তুত করেন। [জ্ঞানদেব দেখ।]

প্রসিদ্ধ ভক্ত তুকারামই নামদেবের সেই সমস্ত অভঙ্গের গুণ
প্রকাশ করিয়া সকলের হৃদয় আকর্ষণ করেন। নামদেব রচিত
কবিতাবলীও প্রতি প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত এবং অনেকস্থলে
বাক্যোক্তি পরিপূর্ণ। এই সমস্ত লেখাই ভক্তাদীপক। সমস্ত
অভঙ্গ ঈশ্বর-প্রেম ও মনুষ্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার
পরিচায়ক। মহারাষ্ট্রমাত্রই নামদেবকে মান্য করিয়া থাকেন।
নামদেব নীলারি, জাতিবিশেষ। সাধারণতঃ ছবলী, করজুগি,
কোড়, নবলগুণ্ড, রানীবেল্লুর এবং রণ নামক স্থানে বাস
করে। স্থায়ী নীলার করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহাদের
মধ্যে বগাড়, বস্মে, নদরি এবং পল্লী উপাধি দৃষ্ট হয়।
ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ নাই, অথবা স্বগ্রামবাসী
অগ্র্য্য লোকের সহিত ইহাদের আকারগত কোন বৈসাদৃশ্য
দৃষ্ট হয় না। ইহারা পরিশ্রমী হইলেও অত্যন্ত অপরিষ্কার।
ইহারা তাঁতিদের জন্ত স্থায়ী রং করিয়া বিক্রয় করে, কেহ
কেহ কাপড় বুনিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দুর পূর্ব দিনে কোন কার্য
করে না। ইহারা ধর্ম্মিক, ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করে, তাঁহাদের
দ্বারাই পোষ্যহিত্য করায়। পন্ডরপুর ও গোবর্ধন নামক
স্থানই ইহাদের প্রধান তীর্থ। ইহাদের গুরুকে নাগনাথ কহে।
তিনি ইহাদেরই স্বজাতীয়। ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্ত তিনি
নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহার শিষ্যরাও সঙ্গে
সঙ্গে থাকে। কিন্তু তিনি কাহাকেও স্বর্ধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা
করেন না। এই জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও স্ত্রীত্যাগ
প্রচলিত আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত থাকিতে পুনরায়
বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের জাতীয় একতা অত্যন্ত
প্রবল। সামাজিক গোলবোগ ইহাদের পক্ষায়তে নীমাসিত

হয়। কেহ এই নীমাংসা অমায়্য্য করিলে, তাহার জাতি বন্ধ।
ইহারা পুত্রদিগকে বিলালগরে পাঠায় বটে, কিন্তু তাহার
পৈতৃক ব্যবসা ভিন্ন অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে না।

নামদেব সিম্পী, মহারাষ্ট্রবাসী এক শ্রেণীর দয়ালু। ইহারা
প্রসিদ্ধ পন্ডরপুরস্থ বিঠোবার উপাসক নামদেবকেই আপনাদের
আমিষুকব বনিয়া থাকে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রায় সর্বত্রই
ইহাদিগের বাস আছে। আন্ধ্রদেশের জেলাস্থ নামদেব সিম্পীদের
মধ্যে সাধারণতঃ পুরুষেরা তাহাদের নামের সহিত শ্রেষ্ঠ শব্দ
যোগ করে।

ইহাদের বংশগত উপাধি—অবসরে, বগড়ে, বকরে, বাহু
বাহু, বায়টেক, বসালে, চোক, ডোয়ার ইত্যাদি। এক উপাধি-
ধারী লোকদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হয় না। নিজাম-রাজ্যের
অন্তর্গত তুলজাপুরস্থ দেবী, নাসিকস্থ সপ্তশৃঙ্গ, পুণাজেলাস্থ
জেরুরি নামক স্থানের খাণ্ডোবা এবং পন্ডরপুরস্থ বিঠোবা
ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা।

ইহাদের মধ্যে কোন থাক নাই। প্রধানতঃ ইহারা
শাণ্ডিলী ও মাহেন্দ্র গোত্রধারী। ইহাদের রং কাল, বলিষ্ঠ ও
সুগঠিত। ইহারা সর্দারই মরাঠা ভাষায় কথাবার্তা কহে।

পুরুষেরা পিরান, চাদর ও কোট ব্যবহার করে এবং
পুরোহিতেরা উচ্চাধার ধারণ করেন। তাহারা সাধারণতঃ
মস্তক মুড়াইয়া ফেলে, কেবল মস্তকের মধ্যস্থলে এক
গোছাচুল ও গৌর রাখে। স্ত্রীলোকেরাও ভাল ভাল কাপড় ও
অঙ্গরাগা ইত্যাদি পরিধান করে।

ইহারা সাধারণতঃ অত্যন্ত পরিশ্রমী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা-
প্রিয়, মিতব্যয়ী ও অতিথিপ্রিয়। কিন্তু জুয়াচোর বনিয়া থাকে।

স্বচীকার্যই ইহাদের পুরুষাত্মকিক ব্যবসা; তবে কেহ
বা চাকরের কার্যও করে। কেহই মুজুরের কার্য করে না।
স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য সম্পন্ন করে ও পুরুষদিগকে সেলাই
কার্যের সাহায্য করে। ইহারা মরাঠা কুণবিদিগের অপেক্ষা
জাতিতে একটু হেয়। নামদেবের জায় ইহারাও বৈষ্ণব
সম্প্রদায়ভুক্ত। সকলেই প্রায় গলায় তুলসীর মালা ধারণ করে
এবং প্রতিবৎসর আষাঢ় ও কার্তিকমাসে পন্ডরপুরস্থ বিঠোবা
দর্শনার্থ গমন করে।

ইহারা সকল হিন্দুপূর্বই পালন করে ও সংযম উপ-
বাসাদি করিয়া থাকে। তবিশ্বাসী ও যাকুরের উপর
ইহাদের শ্রদ্ধা আছে এবং ভূত প্রেত প্রভৃতি বিশ্বাস করে।
বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ এবং বিধবাবিবাহপ্রথা ইহাদের মধ্যে
বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। ইহাদের সঙ্গানাদি ভূমিষ্ট
হওয়ার পর, পঞ্চমরাত্রিতে বন্ধীদেবীর এক মৌণ্য প্রতিমূর্তি, এক

খানি পাখরের টাটের উপর স্থাপনপূর্বক তাহাতে একখানি ছুরি ও কাণ্ডে রাখে এবং বাটার কড়ীরা ফুল, পাঁচ ফল, পাণ, হরিদ্রা ও চন্দন প্রভৃতি স্থাপন করে। উক্ত দেবীর অস্ত্র একটা প্রতিমূর্তির মধ্যে একটা তার প্রবিষ্ট করা হয়। উহা সেই সন্তানের গলদেশে বুলাইয়া দেয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হঠাৎ তিন দিন পর্য্যন্ত মধু ও এরওঁতৈলমিশ্রিত পানীয় দেয়, পরে চতুর্থ দিবস হইতে মাতা শুভ্র দেয়। সন্তান হওয়ার জন্ত ইহারা ১২ দিন অশৌচ গ্রহণ করে। জরোদশ দিবসে বজ্রমাতার নামে রাতার উপরে ফুল, পাণ, দধি মিশ্রিত চাউল ও উপবীত প্রভৃতি পূজোপকরণ দিয়া তাহারা পাঁচখানি শিলা পূজা করে। ঐ দিনে আত্মীয়া প্রতিবেশিনীগণ আসিয়া সন্তানের নামকরণ করে।

বালকের দশ হঠাৎ বিশ্ববৎসরের মধ্যে ও জীলোকেরা বরদ্বা হইবার পূর্বে বিবাহিত হয়। বরপক্ষীয়েরা প্রথমে বিবাহপ্রস্তাব করেন। পরে বিবাহের পত্রের দিন বরের পিতা কস্তাকে একখানি কাপড়, একটা জামা ও একজোড়া রোপা বলয় উপহার দেন এবং স্বজাতীয় লোকের সম্মুখে কস্তার কপাল সিন্ধুর দ্বারা রঞ্জিত করিয়া তাহার হস্তে কতকগুলি মিষ্টান্ন অর্পণ করে। তৎপরে পাণ বিতরিত হইলে, বরের পিতা আহ্বান করেন। তদনন্তর বর ও কস্তার পিতা বরকস্তা উভয়ের কোম্পানী লইয়া গণকের নিকট গমন করেন ও বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া লন। শুভদিনে কস্তার গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেলে পর, তাহার কিয়দংশ একটা পাত্রে করিয়া বরের বাটীতে বরের গাত্রে দিবার জন্ত পাঠাইয়া দেওয়া হয় ও বরের বাটী হইতে ঐ পাত্রে রুটি, দাল ও গুড় কস্তার বাটীতে প্রেরিত হয়। তৎপরে সাধারণ বিবাহপ্রথা অনুসারে বিবাহকর্ম সম্পন্ন হয়। বিবাহকালে বর ও কস্তা মালা বদল করে না। বরের মাতা ঐ দিবস কস্তার বাটীতে আসিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া চিনিমিশ্রিত এক পাত্র ছদ্ম পান করিতে দেয়। পর দিবস বর, বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে বহিঃগমনে গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরণ বাজনা বাজাইতে থাকে। তৎপরে বর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গরমজলে স্নানপূর্বক, আত্মীয় বন্ধুগণসহ আহ্বারের নিমিত্ত উপবেশন করিলে, তাহার কোলে হরিদ্রা, পাঁচফল ও অস্ত্রাদি জব্য দেওয়া হয়। তৎপরে কস্তাকে সাধারণ রীতিমত বাটী লইয়া যাওয়া হয়।

ইহারা মৃতদেহের দাহ করে। ইহাদের জাতীয় একতা অতীব প্রবল। ইহারা স্ব স্ব পঞ্চায়ত মধ্যে সামাজিক বিবাদের সীমান্তা করে। কোন নিয়মভঙ্গ করিলে পঞ্চায়ত অর্থ দণ্ড করে। বায়বায় নিয়ম ভঙ্গ করিলে আতিষ্ঠ্য পর্য্যন্ত করা

হয়। ইহাদের বালকেরা বিভাগসে বায়, কিন্তু তাহারা দরজীর কার্য ভিন্ন অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে না।

ধারবারের নামদেব সিঙ্গীরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের নাম ‘নামদেব সিঙ্গী’ অপর সম্প্রদায়ের নাম ‘লিঙ্গায়তসিঙ্গী’। ইহাদের আচার ব্যবহার স্থানভেদে একটু একটু পৃথক। পূর্বোক্ত সম্প্রদায় আশ্বিনমাসে নব-রাত্রি পূজার সময় মদ ও মাংস ভক্ষণ করে।

শেখোক্ত সম্প্রদায় কণাড়ী ভাষার কথাবার্তা কহে। ইহাদের পুরুষেরা সুবর্ণ ইয়ারিং পরিধান করে।

পুণার সিঙ্গীরা বহুভাগে বিভক্ত। আর আর সমস্ত বিষয়ে সিঙ্গীদের প্রায়ই একরূপ আচার ব্যবহার দেখা যায়।

নামদ্বাদশী (জী) নামঃ দ্বাদশী। ব্রতবিশেষ। এই ব্রত অগ্র-হারণ মাসের শুক্লতৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়। এই ব্রতে গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা ও নারায়ণী এই দ্বাদশ দেবতার পূজা করিতে হয়। ইহাতে জীদিগের সকল সৌভাগ্য লাভ হয়।

“গৌরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তি সরস্বতী।

মঙ্গলা বৈষ্ণবী লক্ষ্মী শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ॥”

মার্গতৃতীয়ামারভ্য পূর্বোক্তং লভতে ফলম্॥” (দেবীপুং)

নামধাতু (পুং) নামপূর্বকোধ্যাতুঃ। সুবস্ত নাম প্রকৃতিক প্রত্যয়ান্ত ধাতুভেদ। যে সকল সুবস্তপদ পরে প্রত্যয় দ্বারা ধাতু সংজ্ঞা হয়, তাহাকে নামধাতু কহে। যথা—পুত্রকামা, ‘আয়নঃ পুত্রমিচ্ছতি,’ পুত্র এই সুবস্তের উত্তর কামা প্রত্যয় হইল। এই স্থলে পুত্রকামা নামধাতু। নামধাতুর উত্তরও ধাতুবাৎ সকল কার্য্য হইবে। সুবস্তপদের উত্তর যে কোন প্রত্যয় হইলেই যে নামধাতু হইবে তাহা নহে। নির্দিষ্ট কতকগুলি সুবস্তনিমিত্তক প্রত্যয় হয়, তাহাদিগেরই ধাতু সংজ্ঞা হইয়া থাকে, এই ধাতু সংজ্ঞকপদই নামধাতু বলিয়া আখ্যাত।

নামধারক (ত্রি) নাম মাত্রঃ পরতি ন তদর্থঃ কৰোতি ধু-ধূল। নামগাত্রধারক, বিহিত ক্রিয়াবজ্জিত বিপ্রাদি। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বীয় স্বীয় আচারপদ্ধতির অনুষ্ঠান করেন না, তাহাকে নামধারক কহে।

“অত উক্কন্ত যে বিপ্রাঃ কেবলঃ নামধারকাঃ।

পরিবক্ষ্য ন তেবাং বৈ সহস্রশুণিতেষাং ॥

যথা কাঠময়ে হস্তী যথা চর্মময়ে মৃগঃ।

ব্রাহ্মণাশ্বনদীয়ানাংরক্তে নামধারকাঃ॥” (পরশর)

যে সকল ব্রাহ্মণ বেগাদি পাঠ করেন না, কাঠনির্মিত হস্তী ও চর্মনির্মিত মৃগ, এই তিনটি কেবল নামধারক।

নামধেয় (ক্ৰী) নামৈব নাম-ধেয় (ভাগরূপনামভ্যো ধেয়ঃ। পা ৪।৪।২৫) ইত্যন্ত বার্তিকৈক্সা ধেয়ঃ। নাম শব্দার্থ।

“নামধেয়ঃ লক্ষ্যমাত্ৰং দ্বাদশাংশং বাস্ত কারয়েৎ।” (মহু ২।৩০)

নামন্ (ক্ৰী) দ্বায়তে অভ্যস্ততে যৎ তৎ, দ্বা-অভ্যাসে ইতি-মনিন্ (নামন্ সীমন্ ঘোমস্মিতি। উণ ৪।১৫০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংজ্ঞা, পৰ্যায়—আখ্যা, আত্মা, অভিধান, নামধেয়, আত্মান, লক্ষণ, ব্যাপদেশ, আত্মব, সংজ্ঞা, গোত্র, অভিখ্যা। (অমর, শব্দরং।) ২ প্রাতিপদিকরূপ শব্দভেদ।

“নিরুক্তা প্রকৃতিধেয়া নামধাতুপ্রভেদতঃ।

যৎ প্রাতিপদিকং প্রোক্তং তদান্যোনাতিরুচ্যতে।” (শব্দশক্তিপ্র°)

নাম ও ধাতু এই দুই প্রকার প্রকৃতি। প্রাতিপদিক নাম পদবাচ্য। ইহা রূঢ়, লক্ষক, যোগরূঢ় ও যোগিক এই চারি প্রকার। সন্ধেতযুক্ত নাম রূঢ়পদবাচ্য, এবং ইহাকে সংজ্ঞা কহে।

“রূঢ়ক লক্ষককৈব যোগরূঢ়ক যোগিকম্।

তচ্চতুর্ভূতপৈররূঢ়যোগিকং মন্ততেহমিকম্।

রূঢ়ং সন্ধেতবরীম্ সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্যতে।” (শব্দশক্তিপ্র°)

এই সংজ্ঞা নৈমিত্তিকী, পারিভাষিকী ও ঔপাধিকী। এই নাম উগাদান্ত, রূদন্ত, তদ্ধিতান্ত, সমাসজ ও শব্দানুকরণ এই ৫ প্রকার। [প্রাতিপদিক দেখ।]

১। কলিকালে কেবল পরমেশ্বরের নামকীর্তনই মুক্তি-

লাভের প্রধান উপায়।

“হরেনামী হরেনামী হরেনামীৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা।” (বিষ্ণুধর্মবচন)

৩ উদক। (নিঘণ্টু)

নামনামিক (পুং) নামি নামঃ নমনং প্রোক্ততা অস্তান্ত ঠন্।

পরমেশ্বর। “জিতমানসিক নামনামিক” (ভারত শাস্তি° ৪০ অ°)

নামমাত্র (ত্রি) নাম সংজ্ঞেব মাত্রা যন্ত। স্ববীর্ষ্যহীন, সংজ্ঞা-মাত্র ধারী, যাহার পূর্বে সম্পদাদি ছিল, সে যদি সম্পদাদি হীন হইয়া অবস্থান করে, তাহাকে নামমাত্র কহে।

“যথা কাকযবাঃ প্রোক্তা যথাহরণাভাবস্তিলাঃ।

নামমাত্রা ন সিদ্ধৌ হি ধনহীনান্তথা নরাঃ।” (পঞ্চতন্ত্র)

নামমালা (স্ত্রী) নামঃ মালা ৬তৎ। কোষভেদ।

নামমুক্তা (স্ত্রী) নামাক্ষরন্ত মুক্তা যত্র। অঙ্গুলীয়ক ভেদ। অঙ্ক-বৃত্তিতে অঙ্কিত নামাক্ষর (Monogram)।

নামযজ্ঞ (পুং) নামমাত্রোপ যজ্ঞঃ নামপ্রসিদ্ধয়ে দ্বা যজ্ঞঃ।

নামের জন্ত যে যজ্ঞ করা হয়। আমি এই রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছি যে, অপর কেহ এইরূপ করিতে পারে নাই, এই প্রকার নামের জন্ত যে যজ্ঞ অচলিত হয়, তাহার নাম নামযজ্ঞ।

“আত্মসত্তাবিতাত্ত্বকা ধনমানমদাদিতাঃ।

যজন্তে নামযজ্ঞেস্তে দন্তেনাবিধিপূর্ব্বকম্।” (গীতা ১৬।১৭)

আমি কুলীন, আমার সদৃশ আর কেহই নাই, আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, দান করিব, আমোদ করিব, এইপ্রকার অজ্ঞান-বিমোহিত এবং অহঙ্কার বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অহুয়াপনবশ হইয়া দন্ত সহকারে অবিধিপূর্ব্বক যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই নামযজ্ঞ। যে যজ্ঞে কোনপ্রকার শাস্ত্র নিয়ম রক্ষিত হয় না, কেবল ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহাও নামযজ্ঞ।

এইরূপ যজ্ঞে কোনপ্রকার ফল হয় না, ফলতঃ যাহারা এই-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা আপনানাই আপনার নরকের দ্বার উন্মুক্ত করে। ইহাদের আত্মরথানিতে জন্ম হয়। আত্মকল্যাণকামীর নামযজ্ঞ পরিবর্জনীয়।

নামলিঙ্গ (ক্ৰী) নাম চ লিঙ্গক তে নামো বা লিঙ্গম্। ১ শব্দ ও লিঙ্গ। ২ শব্দের লিঙ্গভেদ। ক্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্রীবলিঙ্গ শব্দের এই তিন প্রকার লিঙ্গভেদ।

“ক্রীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং ক্রীবলিঙ্গমিতি ত্রিধা।

শব্দসংস্কারসিদ্ধার্থঃ ভাষয়া নাম ভিত্তিতে।” (শব্দশক্তিপ্র°)

নামশেষ (ত্রি) নামঃ শেষোযন্ত, নাম আখ্যা এব শেষো যন্তেতি বা। ১ মৃত। ২ মরণ, কথামাত্রশেষ, দেহশূন্য।

নামসংগ্রহ (পুং) নামাং শব্দভেদানাং সংগ্রহঃ। শব্দ সকলের একত্র সংগ্রহ, অভিধান।

নামাখ্যাতিক (পুং) নাম চ আখ্যাতঞ্চ তয়োৰ্ব্যাখ্যানোগ্রহঃ নামাখ্যাত-চৈত্। নামাখ্যাত প্রতিপাদক গ্রন্থের ব্যাখ্যানগ্রন্থ।

নামাক্ষ (ত্রি) নাম নামাক্ষরমেব অক্সো যত্র। নামাক্ষর দ্বারা অঙ্কিত। “নামাক্ষবাগাঙ্কিতকেতুগাষ্ট্রি” (রঘু)

নামাদেশম্ (অব্য) নাম আদিশ্চ নামন্ আ-দিশ-গমূল্। নাম আদেশ করিয়া।

নামানুশাসন (ক্ৰী) অহুশিষাতে অর্থবিশেষবস্তুরা জায়তে-হনেন অহু-শাস-করণে লুট্, নাম অহুশাসনং। শব্দসমূহের অর্থবিশেষ জ্ঞাপক গ্রন্থ, অভিধান, কোষ।

নামাপরাধ (পুং) নামি নামবিষয়ে অপরাধঃ নামঃ সকাশাৎ অপরাধো বা। সাধুনিন্দাদিরূপ হ্রস্বদ্বৈজনক ব্যাপার বিশেষ।

“কে তেহপরাধা বিপ্রেত্রে নামো ভগবতঃ স্তুতাঃ।

বিবিন্ধন্তি নৃণাং স্তুতাং প্রাকৃতং স্থানসন্তি চ।

তৎ কথ্যতাং যথাভাগাপরাধং নামি কেশবে।

কেন কেন প্রকারেণ ভবেই তচ্ছানদিশ্চ।” (পাশ্বোত্তরখ° ১০২ অ°)

পদ্মপুরাণ মতে, সাধুদিগের নিন্দা, গুরুর অবজ্ঞা, প্রতি ও শাস্ত্রনিন্দন, হরিনামে নানার্থবাদকল্পন, দেবতা, ঈশ্বর, মাতাপিতা ও ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা এবং বৈষ্ণবের নিন্দা এই সকল নামাপ-

আমার মোহন কীদ অঙ্ককারে আলো লো।

করেছি বিস্তর সেবা আজি মোরে সাজাইবা

আঁকরি মাথায় কিরা যদি মোরে টালো লো ॥”

খণ্ডিতনায়ক—

“আসিব বলিয়া গেলা অস্ত্র সঙ্গে হলো মেলা

শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকায়ে কি বলিয়া।

মোর সঙ্গে কথা কয়্যা বকিলা অন্তরে লয়্যা

কতক করিলা ভাব এ কান্তরে হলিয়া ॥

ভিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ আসু থানু দেখি কেশ

দেখিয়া তোমার ভাব দেখ যায় অলিয়া।

কে সাধিলে মনোরথ খণ্ডিয়া পিরীতি পথ

নিজ স্থানে যাও তুমি আমি বাই চলিয়া ॥”

কলহান্তরিত নায়ক—

“অন্ন অপরাধ পায়, কেন বা দিহু খেদায়,

এবে কার মুখ চায়ে কামজালা নারিব।

বিবেচনা নাহি করি, এখন বুঝিয়া মরি,

অনুমানে হেন বুঝি রহিতে না পারিব ॥

পুনঃ দৃতী পাঠাইব, প্রীতি করি আনাইব,

সবে এক দোষ তাহে পতি হয়্যা হারিব।

হারি মানি দ্বন্দ্ব যাউক, তার অভিমান থাকুক,

তাঁহা বিনা এ সঙ্কটে তরিবারে নারিব ॥”

প্রোণিতভাষ্য নায়ক—

“কোথায় রহিল রামা, বিরহে দহিয়া আমা,

নিরন্তর কামজালা কত আর সহিব।

পিক ডাকে কুহ কুহ, ভ্রমর গুঞ্জে মুহ,

সাথে থেকে বায়ু জালা কত আর বহিব ॥

চন্দন কমল দল, পোড়া যেন দাবানল,

সুধাকর বিষধর কত সয়া রহিব।

আলো দেখি অঙ্ককার, পুরকার তিরস্কার,

হেন বুঝি অবশেষে উদাসীন হইব ॥”

প্রোণিতপত্নীক নায়ক—

“যদি যাবে আমা ছাড়া, প্রাণ কেন লও কাড়া,

আপন উৎসে হেতু আমি লয়া যাবে লো।

তোমা সঙ্গে যাবে ভাগ, আমি এড়াইব পাপ,

খেতে শুতে অহঙ্ক মনস্তাপ পাবে লো ॥

প্রবোধ করিয়া তার, তৈকিবে দারুণ দার,

এমত হইবে বাক্ত সখিত হারারে লো।

কয়া দিহু শেষ মর্শ, বুঝিয়া করহ কর্ম,

পদে পদে পাবে জালা ক-পদ এড়াবে লো ॥

ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের এই মত।

উদাহরণেতে অল্পভবে পার্য বত ॥”

পীঠমর্দ, বিট, চেট ও বিদূষক নায়কের প্রধান সহায়।

পীঠমর্দ—“রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সাধনা।

ধর্মধী সচিব পীঠমর্দ সেই জনা ॥

রমণীর সহোনা আচ, টুটয়ে আমি পরশে কাচ,

করিতে মান দিবে না স্থান দিবে না স্থান।

কি করে ক্রোধ সহে রামার, অবলা জাতি বৃদ্ধ আকার,

অলয়ে বহি নহে সে মান নহে সে মান ॥

রস তাপে হিয়ে বিনাশে পার, তপনে আপ শুকায়া যায়,

রসিয়ে মান রবে কোথায় রবে কোথায়।

প্রমদা বন্ধন সংসারে, প্রমদা আকর আক্লাদে,রি,

সদতে রাখহ স্মরণে তার স্মরণ প্রায় ॥”

বিট—“কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ।

বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ ॥

চুখ আলিঙ্গন, কামেরি দীপন,

মন্ত্র তন্ত্র আদি বত।

যাহে নারী বশ, যাহে বাড়ি রস,

এমত জানিবা কত ॥

বেশভূষা বাস, সন্দেহ সম্ভাব,

নৃত্যগীত নানা মত।

ফিরি নানা ঠাই, আর কর্ম নাই,

আমার এই সত্য ॥”

চেট—“সন্ধান চতুর সেই সময় ঘটক।

কবিগণ তার নাম বলয়ে চেটক ॥

যখন বিরলে পাব, তখন নিকটে যাব,

যদি ক্রোধে গালি দেয় তবু সয়া রহিব।

নয়নের ভঙ্গী করি, ফল কিংবা ফুল ধরি,

চারি চক্রে এক হলে ইশারায় কহিব ॥

দ্রানেতে যখন যায়, ধরিতে বসন তার,

কৌতুকে কুণ্ডীর হয়্যা জলে ডুবে রহিব।

হুঃখ বিনা নহে সুখ, দেখিতে সে চাঁদমুখ,

গ্রীষ্ম হিম বৃষ্টিপাতে পরাশ্রুত নহিব ॥”

বিদূষক—“কিবা রোষে কিবা তোষে যার হরি হাস।

বিদূষক নাম তার হাস্তের বিলাস ॥

চন্দন কমল রাগ, বদনে যে দেখ দাগ,

অপমান এই দেখ মুখে কালি চূণ লো।

দেখ দেখ শোভা কিবা, চাঁদে আলো যেন দিবা,

দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লো ॥

করিবা পরীক্ষা যদি, রসের তরঙ্গ নদী,
হুইকনে ডুবি আইস কে হয় নিপুণ লো।
আশনি দোষের বহু পরীক্ষা করিতে ডর,
আমার মাথার দোষ এতো বড় গুণ লো।”

(ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী ।)

নায়কের ৮টি সাহিত্য গুণ যথা—বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ,
‘স্বরভঙ্গ, বেগধ্ব, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রণয়।

নায়কের দশ দশা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন,
উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, অজ্ঞতা ও নিধন এই ১০টি
অবস্থা। (রসম)

সাহিত্যদর্পণে নায়কের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ স্মৃতীকো রূপগোবিনোৎসাহী।

দক্ষোহম্বরকলোকস্তোজো বৈদগ্ধ্যানীলবান্ নেতা।”

(সাহিত্যদর্পণ ৩৩৩)

দানশীল, কৃতী, স্মৃতী, রূপবান্ যুবক, কার্যকুশল,
লোকরঞ্জক, তেজস্বী, পণ্ডিত ও স্মৃশীল এই সকল গুণসম্পন্ন
হইলে তাকে নেতা বা নায়ক বলা যায়। প্রথমতঃ এই
নায়ক চারি ভাগে বিভক্ত যথা—ধীরোদাত্ত, ধীরোদাত্ত, ধীর-
ললিত ও ধীরপ্রশান্ত। আত্মপ্রাণধারণিত, ক্রমাশীল, গভীর-
স্বভাব, মহাবলশালী, অতিশয় স্থির ও বিনয়ী এই সকল গুণ-
শোভিত হইলে তাকে ধীরোদাত্ত নায়ক কহে। রাম
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধীরোদাত্ত নায়ক। মায়াবী, প্রচণ্ড, অহঙ্কার ও
দর্প প্রভৃতি যুক্ত ও আত্মপ্রাণধারণ এই সকল যুক্ত হইলে
ধীরোদাত্ত নায়ক হয়। ভীমসেন প্রভৃতি ধীরোদাত্ত নায়ক।

নিশ্চিন্ত, মৃদু ও সর্বদা নৃত্যগীতাদি প্রিয় হইলে ধীরললিত
নায়ক হয়। রত্নাবলীনাট্যকোক্ত বৎসরাজ প্রভৃতি ধীরললিত
নায়ক।

দ্বিজাদি সামান্ত নায়কগণবিশিষ্ট; ও ত্যাগী, কৃতী প্রভৃতি
গুণযুক্ত হইলে ধীরপ্রশান্ত নায়ক হয়। মালতীমাধব প্রভৃতি
নাটকে মাধবাদি ধীরপ্রশান্তনায়ক।

এই চারিপ্রকার নায়ক প্রত্যেকে দক্ষিণ, মৃষ্ট, অমূল্য ও
শঠ এই চারি চারি করিয়া ১৬ ভাগে বিভক্ত। ধীরোদাত্তাদি
সকল নায়কই এই চারিপ্রকার ভেদযুক্ত। যিনি সকল স্ত্রীতে
সমান অমুরক্ত তাহাকে নায়ক কহে। যিনি অপরাধ করিলেও
ভীত হন না, ভিরহায়েও লজ্জিত নহেন, দোষ দৃষ্ট হইলে
মিথ্যা কথা কহেন, তাহাকে মৃষ্টনায়ক কহে। যিনি একস্ত্রী-
নিরত, তাহার নাম অমূল্যনায়ক। যিনি বাহিরে অমুরাগ
দেখান, অন্তরে অস্ত্রায় আচরণ করেন, তাহাকে শঠনায়ক
কহে। এই ১৬ প্রকার নায়ক উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে

ভিন প্রকার। সর্বসময়ে নায়ক ৪৮ প্রকার। বিট, চেট
ও বিদুবক প্রভৃতি নায়কের সহায় ও নন্দনটিব। *

শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, গভীরতা, ধৈর্য্য, তেজ, ললিত ও
ঔদার্য্য নায়কের এই ৮টি স্বত্বগুণ। বীর্য্য, কার্যকুশলতা,
সত্য, মনোৎসাহ, নীচের প্রতি অতিশয় ঘৃণা ও স্পর্ধা নায়কের
এই সকল গুণসমূহের নাম শোভা। বিলাস সময়ে দৃষ্টি, ধীর
গতি, মনোহর ও সন্মিত বাক্য, ইহাকে বিলাস কহে। বিকা-
রের কারণ সত্ত্বেও চিত্ত উদ্বেগ প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে মাধুর্য্য
কহে। ভয়, শোক, ক্রোধ ও হর্ষাদিতে চিত্তের নির্বিকারতার
নাম গভীরতা। প্রবল বির উপস্থিত হইলেও স্থির ভাবে
প্রতিজ্ঞাপালনের নাম ধৈর্য্য। পরকৃত অধিক্ষেপ ও অপমান
প্রভৃতির প্রাণাত্যয়েও সহ না করার নাম তেজ। বাক্য ও
বেশে মধুরতা এবং শৃঙ্গার চেষ্টিতের নাম ললিত। প্রিয়ভাষণ,
দান এবং শত্রুর প্রতি মিত্রের তুল্য ব্যবহার, ইহার নাম ঔদার্য্য।
নায়কের স্বত্ব এই ৮টি গুণ। (সাহিত্যদর্পণ ৩ পর্বি)

নায়কভট্ট, একজন সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা, অভিনব-
গুপ্ত প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

নায়কবংশ, দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্তী মহারার এক পরাক্রান্ত রাজ-
বংশ। বিজয়নগরের সেনাপতি বা নায়ক হইতে এই বংশের
উদ্ভব, সেইজন্য এই বংশীয়গণ ‘নায়ক’ উপাধিতে ভূষিত। ১৫৫৯
খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরাদিপের সেনাপতি পাণ্ডুরাজ্য অধিকার
করিয়া মহারাজ্যে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই বংশীয়গণ
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিলেও বিজয়নগরের রাজাকে ‘অধীশ্বর’

* “ধীরোদাত্তো ধীরোদাত্তস্তথা ধীরললিতঃ।

ধীরপ্রশান্ত ইত্যয়মুক্তঃ প্রথমং চতুর্ভেদঃ ॥

অনিকথনঃ ক্ষমাবানতিগম্যো মহাস্বাঃ।

স্বৈয়ান্ নিগূঢ়মনো ধীরোদাত্তো দূতব্রতঃ কথিতঃ ॥

মার্যপঃ প্রচণ্ডপলোহকহারদর্পকৃষ্টিঃ।

আত্মপ্রাণানিরতো ধীরৈবধীরোদাত্তঃ কথিতঃ ॥

নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশঃ কলাপেরো ধীরললিতঃ ত্বাঃ।

সামান্তগুণৈর্ভূয়ান্ দ্বিজাদিকো ধীরপ্রশান্তঃ ত্বাঃ ॥

অভিধক্ষিপ্তদৃষ্টাকুলশঠকপিভিন্ধো মোড়শাধা।

এতদনেকমহিলাস্ব সমরাগো দক্ষিণঃ কথিতঃ ॥

কৃতগা অপি নিঃশঙ্কস্তর্জিতোহপি ন লজ্জিতঃ।

দৃষ্টদোষোহপি মিথ্যাবাক্য কথিতো মৃষ্টনায়কঃ।

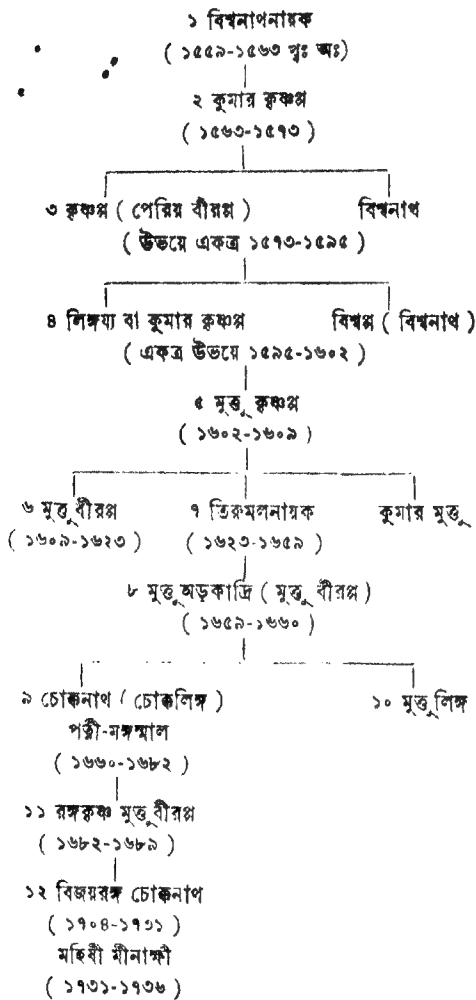
অমূল্য একনিরতঃ শঠোহয়মেকত্র বন্ধস্তাবে যঃ।

দর্শিতবহিরমুরাগো বিপ্রায়মস্তত্র গুঢ়মচরিতঃ ॥

এবাৎ ত্রৈবিধ্যাং সর্বৈবানুত্তমমধ্যাধমত্বেন।

উক্তা নায়কভেদাৎস্বায়িংশতবাংস্তো চ ॥” (সাহিত্যদর্পণ ৩পর্বি)

বলিয়া স্বীকার করিতেন। নিয়ে নায়ক-বংশ-তালিকা উদ্ধৃত
হইল—



এই নায়কবংশের আদি ইতিহাস কতকটা অপরিষ্কার। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনজন নায়ক যখন মহারাশাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে বা তাহার অনতিপরে, চম্পেশ্বর নামে একজন পাণ্ডাবংশীয় রাজকুমার মহারাজ সিংহাসনে স্থাপিত হন। এই সময় তঞ্জোরের চোলরাজ বীরেশ্বর পাণ্ডরাজ্য আক্রমণ করেন। চম্পেশ্বর বিজয়নগরে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইলেন। সদাশিবরায়ের পদাভিষিক্ত রামরাজ চোলদিগকে দমন করিবার জন্ত কোট্টির-নাগম-নায়ক নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। সেনাপতি মহারা অধিকার করিলেন, কিন্তু তিনি পাণ্ডরাজকে সিংহাসনে না বসাইয়া আপনাই রাজকাৰ্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। বিজয়নগরাধিপ রামরাজ

তাহাতে বিরক্ত হইয়া নাগমনায়কের পুত্র বিশ্বনাথকে পিতার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। পিতা পুত্রের নিকট পরাজ হইল। বিশ্বনাথ চম্পেশ্বরের পাণ্ডকে সাক্ষীগোপালের মত সিংহাসনে বসাইয়া একপ্রকার আপনাই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুপ্রসিদ্ধ মহাপ্রভুগুপ্তপ্রতিষ্ঠাতা আৰ্য্যনায়ক বা আৰ্য্যনাথ বিদ্রোহ-নিবারণকালে বিশ্বনাথকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন তিনিই বিশ্বনাথের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি হইলেন। বিশ্বনাথ তাঁহাকে “দলবায়” উপাধি প্রদান করেন। এই সময় মহারাজ্য সুশাসিত, চারিদিকে সুদৃঢ় দুর্গাদিঘারা অরক্ষিত, নান্দু মন্দির সুসংস্কৃত ও সুশোভিত থাল বিল উৎখাত, নানা গ্রাম স্থাপিত ও ত্রিশিরাপল্লী পর্য্যন্ত কৃষিকাৰ্য্য বিঘ্নিত হয়। বিশ্বনাথ তঞ্জোররাজকে বলিয়া ত্রিশিরা-পল্লীর বদলে বরম-নগর গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে, আৰ্য্যনাথ তিরুবল্লী প্রদেশে বন্দোবস্ত করিতে যান। তথায পঞ্চপাণ্ডব নামে পরাক্রান্ত পঞ্চ সামন্ত আৰ্য্যনাথের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। বিশ্বনাথ সেনাপতির সাহায্যার্থ সৈন্যে দক্ষিণদেশে গমন করেন। কিংবদন্তি আছে, সেই পঞ্চপাণ্ডবের বীৰ্য্যপ্রভাবে তাঁহার সৈন্যগণ বিচলিত হইলে, বিশ্বনাথ সেই সামন্তগণকে আহ্বান করিয়া বলেন, ‘বৃথা শত শত লোকের রক্তপাত করিয়া ফল কি? এস, তোমরা ৫ জন ও আমরা একজনে যুদ্ধ করি। যে পরাজিত হইবে, তাহাকেই এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে’। পঞ্চপাণ্ডব কহিলেন, ‘তাহা কেন? আমাদের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইয়া যুদ্ধ কর। তাহার হার হইলে আমাদের সকলের হার গণ্য করিব।’ বিশ্বনাথ তাহাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিল, তখন অপর চারিজন নির্বিবাদে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এইরূপে অবশেষে বিশ্বনাথনায়ক সেই বিস্তীর্ণ ভূভাগের এক-ছত্রা অধিপতি হইলেন। তিনি রাজ্যের সুশাসনের জন্ত ৭২ জন সামন্তকে ৭২টা পল্লীশাসন করিতে দেন। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র কুমার-কৃষ্ণ অধিপত্য লাভ করেন।

এই সময় আৰ্য্যনাথ মুসলমানদিগকে দমন করিবার জন্ত উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করেন। সেই সুযোগে পোলিগর দখিচিনায়ক বিদ্রোহী হন। কিন্তু শীঘ্রই বিদ্রোহ নিবারণিত ও বিদ্রোহিনায়ক নিহত হয়। তৎকালে আৰ্য্যনাথই রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাঁহার যত্নে বিস্তর সাধারণ হিতকর কাৰ্য্য সম্পাদিত ও অনেক হিন্দুদেবমন্দির নির্মিত হয়।

প্রবাদ এইরূপ, কুমার কৃষ্ণ সিংহল আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় বার যুদ্ধে সিংহলরাজ নিহত ও সিংহল রাজ্য অধিকৃত

হয়। কুমার কৃষ্ণ কতি অধিকারপূর্বক আগম জ্ঞানককে তথায় অভিযুক্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৎপুত্র কৃষ্ণ ও বিখ্যাত উভয়ে মিলিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু উভয়েই এক প্রকার আর্থানাথের ক্রীড়াপুত্তল স্বরূপ ছিলেন। এই সময় ‘মহাবিলিবান’ নামে এক সামন্তরাজ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই পরাস্ত হন। এই সময় ত্রিচিনপল্লী ও চিরবরম্ দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত হয়। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র লিজয়া ও বিষ্ণু উভয়ে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের রাজত্বকালে মহারা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ আর্থানাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রথমে বিষ্ণু, তৎপরে (১৬০২ খৃষ্টাব্দে) লিজয়া কাল কবলিত হইলেন। তাঁহার পিতৃবা কস্তুরী রক্ষ্য বালপূর্বক রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু সপ্তাহ মধ্যে তিনি নিহত হন ও লিজয়ার পুত্র মুত্তু কৃষ্ণ সিংহাসনে অধিরোধন করেন।

মুত্তু কৃষ্ণ রামনাদের প্রাচীন মড়বংশীয় সেতুপতিদিগকে পুনরায় স্বরাজ্যে স্থাপিত করেন। তাঁহার সময় রবার্ট ডি-নবিলিয়াসের অধীন জেহুট পাঙ্গীগণ মহারাজ প্রবল হইয়া উঠে। অনেক নীচজাতি খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিতে থাকে।

[খৃষ্টান শব্দ দেখ।]

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তিনটা পুত্র রাখিয়া মুত্তু কৃষ্ণ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই তিনজনের নাম মুত্তু বীরঙ্গ, তিরুমল ও কুমার মুত্তু।

মজালিন্দুল্ সলাতিন-নামক ইতিহাস-রচয়িতা মহম্মদ শরীফ লিখিয়াছেন, তিনি উক্ত মহারাজের সহিত তাঁহার শত শত মহিষীকে চিত্তারোহণ করিতে দেখিয়াছেন।

মুত্তু বীরঙ্গের রাজত্বকালে তঞ্জোরের সহিত যুদ্ধ বাধে। এই সময় মহিমুর হইতে এককল সেনা আসিয়া মহারা লুট করিয়া যায়। বীরঙ্গ স্বীয় রাজ্য মধ্যে খৃষ্টানধর্ম প্রচারে বিশেষ বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ত্রিচিনপল্লীতে রাজধানী ছিল।

তাঁহার পর তিরুমল নায়ক রাজা হন। তিনি ত্রিচিনপল্লী হইতে রাজপাট তুলিয়া মহারাতেই আবার রাজধানী করিলেন। তিনি ‘মহারাজমহারাজশ্রীতিরুমল শেবরি নায়গি আঘালু গারু’ এই উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়েই মহারার বৃহদাকার মন্দির সকল ও রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়। তাঁহার সময়ে মহিমুররাজ মহারাজ্য অধিকার করিবার জন্ত সৈন্ত প্রেরণ করেন। দিগুণ্ডল নামক স্থানে ললবায় রামল্লয়া বিপক্ষসৈন্ত পরাস্ত করিয়া মহিমুর পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ

ধাবিত হন। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে জেহুট-প্রবর রবার্ট-ডি-নবিলিয়াস আবার মহারার উপস্থিত হন। তাঁহার মনোযুদ্ধকর বক্তৃতার অনেকেই খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করে।

কিছুকাল পরে রামনাদপ্রদেশে সেতুপতির সহিত যোর-তর যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে তিরুমলের বিশেষ অনিষ্ট হয়। কোথায় তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবেন, না বিজয়নগরাধিপকে সর্কদাই তাঁহাকে উপহার পাঠাইতে হইত। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর-রাজের প্রতি তাঁহার কিছু অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, তাহাতে বিজয়নগরের নব রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিরুমল তঞ্জোর ও গিজির নায়কদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। বিজয়নগরাধিপ গিজি আক্রমণে উপস্থিত হইলেন। সেই অবকাশে মুসলমানেরা তিরুমলের প্ররোচনায় বিজয়নগর আক্রমণ করিল। পরে তাহারা বিজয়নগরের দক্ষিণাংশ অধিকার করিতে লাগিল। তিরুমলকেও এই সময় মহারায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। তৎপরে তিনি গোলকোণ্ডার মুসলমানরাজের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। মুসলমানেরা আসিয়া মহারা আক্রমণ করিলেন। তিরুমল কোন বাধা না দিয়া আশ্রয়-সমর্পণ করিলেন। তিরুমলের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্ত মহিমুররাজ একবার তিরুমলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শেষে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে মহারাপতিই জয়লাভ করিলেন।

মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মের উপর তিরুমলের অনেকটা আস্থা হইয়াছিল। সেইজন্তই ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উক্ত বর্ষে তাঁহাকে হত্যা করেন। তৎপরে তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী কুমার মুত্তু ব্রাহ্মণগণের উত্তেক্কার্য পিতৃসত্ত্ব পরিত্যাগ করেন ও মুত্তু অড়কাদ্রি নামে তিরুমলের এক জারজ পুত্র সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

অড়কাদ্রির অপর নাম বীরঙ্গ। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্ত ইনি ত্রিচিনপল্লী স্রবৃত্ত করেন। এদিকে মুসলমানেরা তঞ্জোর ও অপরায় স্থান আক্রমণ করিয়া শেষে ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিল। কিন্তু তাহাদের অভিসন্ধি অসিদ্ধ হয় নাই। বীরঙ্গই জয়লাভ করিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবলীলা সম্বরণ করেন।

তৎপরে তাঁহার পুত্র চোকলিঙ্গ বা চোকনাথ (শোকানাথ) ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে অধিরুদ্ধ হইলেন। প্রথমে মহারার দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহারাধিপ বয়সে অল্প হইলেও নিজ বুদ্ধিবলে দুর্ভিক্ষদিগের কৌশল বার্থ করিয়া আপনি শাসনভার ও

সৈন্যপতা গ্রহণ করিলেন। বড়বহিগণ তঞ্জোরের পলাইয়া আশ্রয় লইল। চোক্তনাথ সসৈন্তে তথায় গিয়া তাহাদিগকে দমন করিলেন। এই সময় তঞ্জোরাপিণী তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। ১৬৬০-৬৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা আর একবার ত্রিচিনপল্লী আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু এবারও তাহারা নিরীহ গ্রামবাসিগণের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তঞ্জোরের নায়ক বিজয়রায় মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া চোক্তনাথ তাহারও রাজ্য জয় করেন ও তঞ্জোররাজ বিলক্ষণ অবনত হন। ইহারই অনতিপরে, রামনাদের সেতুপতি মহারাজ অধীনতা অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু এবার চোক্তনাথ তাঁহাকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার তঞ্জোর আক্রমণ করেন। এবার তঞ্জোরে মর্যভৌমী বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। বিজয়রায় আপনাদের মানরক্ষা করিতে গিয়া সপরিবারে নিহত হন। অলগিরি নায়ক তঞ্জোরের শাসনকর্তা হইলেন। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে চোক্তনাথ চঙ্গগিরির রাজকন্যা মঙ্গম্বালের পাণিগ্রহণ করেন। মহারাজ তাহার প্রণয়ে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে নিজ ভ্রাতা মুক্তু অড়কাজির উপর সমস্ত রাজকাৰ্য্যের ভার অর্পণ করিয়া আপনি ত্রিচিনপল্লীতে থাকিয়া সেই রমণীর সহিত আনন্দ প্রেমাদে অতিবাহিত করিতেন। মঙ্গিগণ অড়কাজির সহিত যড়বস্ত্র করিতে লাগিলেন ও সকলেই তাঁহাকে স্বাধীন রাজা হইবার জন্ত উত্তেজিত করিলেন। এদিকে (১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে) শিবাজীর বৈমান্যে ভ্রাতা একোজী ও তঞ্জোরের একজন পলায়িত রাজকুমারের সহিত যোগ দিয়া সমস্ত মহারাজ্য আক্রমণ করিল। এই যের সঙ্কটকালেও চোক্তনাথের চৈতন্য হয় নাই, তিনি রমণীপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া স্থখে নিজা ঘাইতেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, তাঁহার আর নিস্তার নাই। তখন তঞ্জোরহইতে মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্ত অন্ত্রধারণ করিলেন। যুদ্ধযাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু সাজাগোজাই সার হইল। এই সময় মহিমুররাজ মহারাজ করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজীও দাক্ষিণাত্য অধিকার করিবার জন্য প্রভূত সৈন্যসহ অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু কোলরুণ নদীর বন্যায় দেশ প্রাণিত হওয়ায় তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। শিবাজী চলিয়া গেলে, মুসলমানেরা সুযোগ বুঝিয়া গিঞ্জীতে গিয়া শিবাজীর সেনাপতিকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহারাই পরাজিত হয়। এই সময় চোক্তনাথ

তঞ্জোর আক্রমণ করেন। বুঝা যায় না, কি কারণে তিনি গিঞ্জী আক্রমণ না করিয়া ত্রিচিনপল্লীতে কিরিয়া আসেন। এই সময়ে মহিমুররাজ মহারাজ অন্তর্গত দুইটা দুর্গ অধিকার করিয়া নানাস্থানে লুটপাট করিতে থাকেন। চোক্তনাথের মন্ত্রী গোবিন্দরও এই সুযোগে কোশলক্রমে চোক্তনাথকে বন্দী করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তু লিঙ্গরাজ রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। (১৬৭৭ খৃঃ অঃ)

মুক্তু লিঙ্গরাজ রাজা হইয়া রত্নম্ নামক এক মুসলমানকে আপনাদের দুর্গরক্ষক করেন। এই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণক দুর্গ অধিকার করিয়া চোক্তনাথকে মুক্ত ও তাঁহাকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই মুসলমানই দুই বৎসর রাজ্যশাসন করেন। এই সময় মহিমুররাজ, রামনাদের মড়বগণ, মহারাষ্ট্রগণ ও তঞ্জোরের মুসলমান সেনাপতিগণ মহারাজ গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহিমুরের সেনাপতি রত্নমকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। চোক্তনাথ স্বাধীন হইলেন বটে, কিন্তু মহিমুরের সেনাপতি দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। তখন তিনি আর কোন উপায় না দেখিয়া শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শম্ভুজীর সেনানায়ক অশ্বরমণ আসিয়া মহিমুরের সেনানায়ককে পরাস্ত ও বন্দী করেন। অশ্বরমণের যত্নে মহিমুরাধিকৃত স্থানসমূহ পুনরুদ্ধার হইল। কিন্তু হুচতুর মহারাষ্ট্র-সেনাপতি সে সকল ভূভাগ চোক্তনাথকে আর ছাড়িয়া দিলেন না। বরং ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিয়া বসিলেন। তাহাতে চোক্তনাথ বিশেষ মনোকষ্ট পাইয়া ভয়ঙ্কর প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পরদশবধীয় কুমার রত্নরুক্ষ মুক্তু বীরপ (১৬৮২ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে অল্পদিন মধ্যেই মহারাষ্ট্র-সেনানায়ক দুর্গাবরোধ ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। রত্নরুক্ষ বাহুবলে ক্রমে ক্রমে নষ্ট দুর্গগুলি উদ্ধার করেন ও (১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে) মহিমুর সেনাদিগকে মহারাজ হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি কখন মঙ্গিগণের উপর নির্ভর করিতেন না। আপনি সকল কার্য্য দেখিয়া বেড়াইতেন। কাহারও দোষ পাইলেই তাহার দণ্ডবিধান করিতেন, আবার কার্য্যক্ষম ব্যক্তিকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। মহারাজ গ্রহবৈগুণ্যে এমন রাজা বহুদিন জীবিত ছিলেন না। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে দারুণ বসন্তরোগে সহসা তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার এক স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। কয়েক দিবস পরে, তিনি এক পুত্র প্রসব করেন, কিন্তু প্রসুতিও তাহার চারি দিন পরে দেহ বিসর্জন করিলেন। মৃত রাজার মাতা

* Nelson's Manual of Madura Country নামক গ্রন্থে এই বিয়োগান্ত অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মঙ্গম্মাল তিন মাসের সময় পৌত্রকে রাজ্যভিষিক্ত করিয়া নাবালকের অছি স্বরূপ রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই বুদ্ধিমতী রমণীর স্ত্রাসনগুণে প্রজাগণ অতি সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছিল। এই সময় ত্রিচিনপল্লী হইতে মহারা পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে তরুমালা-শোভিত সুপ্রশস্ত রথ্যা ও পথের মাঝে মাঝে সত্র নির্মিত হইয়াছিল। এখনও সেই সকল প্রাচীন ছত্ৰের নিদর্শন রহিয়াছে।

মঙ্গম্মালের একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই সমভাবে দেখিতেন, হিন্দু বা খৃষ্টান কেহ উপেক্ষিত হইতেন না। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে রামনাদের সেতুপতি, অতি কষ্ট দিয়া জেয়টপুন্সব ডি-ব্রিটোর প্রাণসংহার করেন। তাহাতে মঙ্গম্মাল সেতুপতির উপর চটিয়া যান। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সৈন্তগণ তিরুবাকোড় হইতে কর আদায় করিতে গিয়া পরাজিত হয়। তজ্জন্ত মঙ্গম্মাল তিরুবাকোড়ের বিরুদ্ধে সময় ঘোষণা করেন। কেহ বলেন, সেই যুদ্ধে মহারার জয় হয়। আবার কেহ বলেন, তিরুবাকোড়রাজাই জয়শ্রী অর্জন করিয়াছিলেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে, তুঁতকুড়ির ওলন্দাজেরা নায়করাজের নিকট মুক্তোত্তোলন-ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় তঞ্জোরের সহিতও ছই একবার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে মহারা-রাজসভায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বুকট (Bouchet) অতি সমাদরে গৃহীত হন। মহারা-সেনাপতি দলবায় নরঙ্গয়া তঞ্জোররাজ্য বিলুপ্তি করিল। তঞ্জোরের প্রধানমন্ত্রী অথবা মহারার সৈন্তবর্গকে বশীভূত করেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মহারা ও তঞ্জোর একত্র হইয়া মহিসুরকে আক্রমণ করেন, কিন্তু কোন পক্ষে সুবিধা হয় নাই। পরবর্ষে দলবায় নরঙ্গয়া সেতুপতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত ও নিহত হন। ১৭০৪-৫ খৃষ্টাব্দে নায়করাজকুমার বিজয়রঙ্গ চোকনাথ বয়ো-প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত মন্দি-গণ মঙ্গম্মালের নামে অনেক মিথ্যা অপবাদ রটনা করিল। উষ্ণপ্রকৃতি নায়করাজ তাহাদের কুটান্তিক্রি বুঝিতে না পারিয়া মাতৃস্থানীয়া পিতামহীকে কারারুদ্ধ করেন, তথায় মঙ্গম্মাল অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। ছুট্টেরা সেই বিচক্ষণা রমণীর চরিত্রে মিথ্যা দোষ আরোপ করিলেও এখনও মহারার প্রজাগণ তাঁহাকে মাতার স্বরূপ জ্ঞান করে ও প্রাণভরিয়া তাঁহার স্মৃতিতে গান করিয়া থাকে। বিজয়রঙ্গের রাজত্বকালে মহা-জলপ্লাবনে (১৭০৯ খৃঃ অব্দে) ও তৎপরবর্ষে ভীষণ দুর্ভিক্ষ প্রজাগণের কষ্টের একশেষ হইল। সেই দুর্ভিক্ষ পরে দশ বর্ষব্যাপী হইয়াছিল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে পহ্লকোটার তোওমান সেতুপতির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হন। সেতুপতি

তাঁহাকে দমন করিতে গিয়া নিহত হইলেন। এখন রামনাদের সিংহাসন লইয়া মহাগোলযোগ বাধিল। রামনাদের অধীন শিবগঙ্গ প্রদেশ তঞ্জোর গ্রহণ করিলেন। ঝাঁকী অংশ পর-বর্তী সেতুপতির রহিল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে বিজয়রঙ্গ নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিধবা মহিষী মীনাক্ষীদেবী মহারার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বঙ্গার-তিরুমলের পুত্রকে দত্তক লয়েন। সুযোগ বুঝিয়া বঙ্গার-তিরুমল মহারা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি ত্রিচিন-পল্লীতে রাণীর প্রাণসংহার করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে সন্দরআলীরায় অধীনে মুসলমানগণ মহারা, তঞ্জোর, তিরুবাকোড় প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময় বঙ্গার-তিরুমল সন্দরআলীকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া তাহার রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তখন রাণী অতিশয় ভীত হইয়া প্রভূত অর্থদ্বারা চাঁদসাহেবকে হস্তগত করিলেন। এখন বঙ্গার-তিরুমল ত্রিচিনপল্লী পরিত্যাগ করিয়া মহারাভিমুখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। চাঁদসাহেবও চলিয়া গেলেন। কিন্তু ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার আসিয়া চাপিয়া বসিলেন। রাণী মীনাক্ষী সম্পূর্ণরূপে চাঁদসাহেবের অধীন হইয়া পড়িলেন। চাঁদ-সাহেব বঙ্গার-তিরুমলের বিরুদ্ধে সৈন্ত পাঠাইলেন। বঙ্গার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া শিবগঙ্গপ্রদেশে পলায়ন করিলেন, এখন চাঁদসাহেবই মহারার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। রাণী মীনাক্ষী হতাশে আত্মহত্যা করিলেন। এইরূপে নায়কবংশের শেষ হইল।

নায়কাবিপ (পুং) নায়কন্ত অপিঃ ৬তৎ। নৃপ, রাজা। (শব্দচং) নায়কোট, নেপালের অন্তর্গত একটা জেলা ও নগর। এই জেলা কাটমান্ডুর ১৭ মাইল পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত। নগরটা উক্ত জেলার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ হইবার অবাবহিতপূর্বে পর্য্যন্ত বর্তমান নেপাল-রাজবংশ শীতকালে এই নায়কোটে বাস করিতেন। গিরির উপর অবস্থিত হওয়ায় চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান অপেক্ষা এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ। নায়কোটের সমতল ক্ষেত্র সমবাহু ত্রিভুজাকৃতি, ইহার দুই দিকে নদী ও অপর দিকে উচ্চ পাহাড়। নায়কোট চৈত্র হইতে কার্তিক পর্য্যন্ত অত্যন্ত অশ্বাশ্বাকর। ঐ সময় মালেরিয়া জর সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এখানকার নিম্ন ভূমিসমূহ বাসের অযোগ্য। এই স্থানে বেহার ও পাহাড়তলীর শাল প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার বৃক্ষ জন্মে। তদ্বিন্ন-এখানে যেকোন উৎকৃষ্ট কমলানুবৃক্ষে, সেরূপ উত্তম নেবু প্রায় আর কোথাও দেখা যায় না। আশ্র, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

পার্বত্য, নৈবার প্রকৃতি জাতি এখানে বাস করে।
 নায়ড়, কোচীনের উত্তরাংশনিবাসী একজাতি, বাবতীর নীচ
 জাতির মধ্যে ইহারা সর্বাধিক নিকট।
 নায়ড় পালেম, নের্বর জেলার নরসী নামক স্থানের ১৭ মাইল
 উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই পরীর পূর্বদিকস্থ গিরিশৃঙ্গে
 ১৫১৯ সনতে উৎকীর্ণ একটী শিলালিপি পাওয়া যায়।
 নায়র, ১ দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ জাতি।
 [নার্যার শব্দে বিবৃত্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ বড় নোকা।

নারিকা (স্ত্রী) নরতি বা নী-ধূলু টাপ, অতই বৃক্ষ। ১ দুর্গাশক্তি।
 দুর্গাদেবীর ৮টা শক্তির নাম অষ্টনারিকা। এই অষ্টনারিকা
 বস্ত্রসহকারে পূজা করিতে হয়।

“ভতোহষ্টনারিকাদেব্যা বস্ত্রতঃ পরিপূজয়েৎ ॥
 উগ্রচণ্ডাং প্রচণ্ডাঞ্চ চণ্ডাগ্রাং চণ্ডনারিকাম্ ॥
 অতিচণ্ডাঞ্চ চামুণ্ডাং চণ্ডাং চণ্ডবীজন্তথা।
 পঞ্চোপচায়েনসংপূজ্য ভৈরবান্নাথাদেশতঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ৬১ অ°)

২ শৃঙ্গারসাবলম্বনবিভাবরূপা নারী। নারিকা দ্বিবিধা—
 স্বীয়া, পরকীয়া ও সামাজ্যবিনিতা। নারিকা শৃঙ্গাররসের আধার-
 স্বরূপ। যিনি স্বামী বিষয়ে অতি অহরক্ত তাহার নাম স্বীয়া,
 এই স্বীয়া নারিকা আবার মুখা, মধ্যা ও প্রগলভাতে ভিন
 প্রকার। এই নারিকার বিষয় রসমঞ্জরীতে এইরূপ লিখিত
 আছে—

“আভ্রস সকল রসের মধ্যে সার।
 নারিকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার ॥
 স্বীয়া পরকীয়া আর সামাজ্যবিনিতা।
 অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা ॥
 স্বীয়া—কেবল আপন নাথে অপরাধ যায়।

স্বকীয়া তাহার নাম নারিকার সার ॥—

নয়ন অমৃত নদী সর্বদা চঞ্চল যদি

নিজ পতি বিনা কভু অস্ত্র জনে চায়না।

হাস্ত অমৃতের সিদ্ধ ভুলার বিছাৎ ইন্দু

কদাচ অধর বিনা অস্ত্র দিকে ধায় না ॥

অমৃতের ধারা ভাষা পতির প্রবণে আশা

প্রিয়সখা বিনা কভু অস্ত্র কাণে ধায় না।

নতি রতি গতি মতি কেবল পতির প্রতি

ক্রোধ হলে মৌনভাব কেহ টের পায় না ॥

নারিকার ভেদ—মুখা মধ্যা প্রগলভা তাহার ভেদ তিন।

তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝই প্রবীণ।

মুখা— মুখা বলি তারে যার অহর যৌবন।

যমসন্ধি সেই কালে বুর বিচক্ষণ ॥—

দেখিছ নাগরী রূপের সাগরী

করস সন্ধি সময়।

শিতগণ মেলে রাধু বাড়ু খেলে

পূরবে কিঞ্চিৎ তর ॥

হংস খল্লরীটে দেখি পদে দিটে

কবে হল বিনিময়।

হৃদয় সরোজ পূজিতে মনোজ

পণ্ডিত হয় সংশয় ॥

নবোচ্চা—এ যদি রমণে লাজে ভরে হয় স্তম্ভ।

নবোচ্চা তাহাকে বলি প্রশ্নর বিশুদ্ধ ॥

স্বকীয়া নবোচ্চা—

হস্তেতে ধরিয়। শয্যার আনিয়া

যতপি কোলে বসার।

নানা বাকাহলে যত্নে কলে বলে

বাহিরে বাইতে চার ॥

নবোচ্চাকে বশ করণ কর্কশ

সে রস কহিব কার।

বেই পারা করে ছির করে ধরে

সে জন ব্যামোহ পায় ॥

পরকীয়া নবোচ্চা নারিকা—

আপনার পতি আছে ভরতে না শুই কাছে

গায় হাত দের পাছে এই ডরে ডরে হে।

প্রীতের বিষম কাজ সে ভরে পড়িল বাজ

লাজে পলাইল লাজ আশাবাসা হয়ে হে ॥

মুখের বাড়িও প্রীতি হৃদয়ের হয় ভীতি

তার পরে যেবা রীতি রাখ কমা করে হে।

যৌবন কমলাভূর লোভে না করিও চুর

হিয়া কাঁপে দূর দূর পাছে বাই মরে হে ॥

সামাজ্য নবোচ্চা নারিকা—

কি ছার ধনের আশে আইছ তোমার পাশে

আগে আনিতাম নাহি এত দায় হবে হে।

মুখ দেখি শোবে মুখ বুক দেখি কাঁপে বুক

মনে হতে মনে পড়ে কিলে প্রাণ রবে হে ॥

কেবা ইহা সহিবেক আমা হতে নহিবেক

কুহু হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে।

যেবা তীর্থে নাইলাম তারি পূণ্য পাইলাম

অতঃপর কমা দেহ আমারে না সহে হে ॥

বিশ্রজনবোড়া নাট্যিকা—

তন হুটী করে হাঁড়া উরু হুটী ভুজ বাধা
লাজে তরে মুদিল নয়ন।

প্রথমেতে নিরুত্তর না না না ডাহার পর
টালটোল এখন তখন ॥

যদি খায়া লাজ তর কিস্তি সজিত হয়
তবে আর না বার ধরণ।

নবীন ভূষণ বাস নব স্না হাস ভাস
নব রস কে করে গণন ॥

মৃদা—মৃদার প্রভেদ হই করিয়া বর্ণনা।

অজ্ঞাতযোবনা আর বিজ্ঞাতযোবনা ॥

অজ্ঞাতযোবনা—হয়েছে যোবন যার নহে অল্পভব।

অজ্ঞাতযোবনা তাকে বলে কবি সব ॥

সখাসবী মেলি ধাওয়া ধাই খেলি
হারি কহে যেন চোর।

অন্তদিনে ধাই সব আগের ঘাই
আজি কেন হারি মোর ॥

নিতম্ব হৃদয় ভারি হেন লয়
চক্ষুর্কণে পড়ে জোর।

কটি দেখি কীণ খন্ডা পড়ে চীন
বাড়ে খাগরার ডোর।

বিজ্ঞাতযোবনা—নিজ নব-যোবন যে ব্যক্ত করে ছলে।

বিজ্ঞাতযোবনা তাকে কবির বল ॥

দেখিলাম ঘরে ঘরে সকলে কাঁচলী পরে
নানা বর্ণে উড়ায় উড়ানী।

পরিহাস্ত জন যত নানাছলে কহে কত
বাহিরারে হইল পোড়ানী ॥

দেহের কি কব কথা সকল শরীরে ব্যথা
কত শত বিহার জলনী।

তোরে বলি প্রিয় সই লাজে কারে নাহি কই
পাছে জানে জনক জননী ॥

মধ্যা—লজ্জা আর রতি আশা সমান যাহার।

রসিক পণ্ডিতে কহে মধ্যা নাম তার ॥

রতিরসে কৃতী পতি মোরে ভালবাসে অতি
দেব নিজানুগী কণ্ঠমালা।

আঁখি আঁড়ে নাহি রাখে সন্ধ্যা কাছে কাছে থাকে
সুখ বটে কিন্তু এক জালা ॥

নখাঘাত দেখি বুকে দস্ত চিহ্ন দেখি মুখে
নবী হাসে কর্ণে লাগে তাল।

শয্যা তৈকি এই ঘোষে না ওইলে পতি ঘোষে,
শরীর হইল কালাপালা ॥

প্রগল্ভা—প্রগল্ভা সে রতিরসে পূর্ণ আশা যার।

রতিপ্রীতি আনন্দেতে মোহ হয় তার ॥

তন তন প্রিয় সই রাতির কৌতুক কই
তুয়াহিহু পতি সঙ্গে নানারূপ তাকে লো।

প্রকৃত কর্ণের বেলা মোহে দৌছে হলো মেল
একধর্ম্মেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো ॥

কিন্তু হলো কোন কর্ম্ম বুঝিতে নারিহু মর্ম্ম
অবশেষে ভাব্য মরি হাত দিয়া নাকে লো।

উঠিয়া পরিহু বাস বাকিলাম কেশ বাশ
তোর দিয়া যদি আর কিছু মনে থাকে লো ॥

মধ্যা-প্রগল্ভার ধীরাসিভেদ—

মান কালে মধ্যা প্রগল্ভার ভিন ভেদ।

ধীরধীরা আর ধীরধীরা পরিচ্ছেদ ॥

মৃদার এ ভেদ নাই তর তার মূল।

ক্রোধ হলে এক ভাব ক্রন্দন আকুল ॥

প্রকাশে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা।

সোজানুগী যার ক্রোধ সে জন অবীরা ॥

কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।

ধীরধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ ॥

[এই ধীরাদির বিশেষ বিবরণ ধীরা নাট্যিকা শব্দে দেখ ।]

পরকীয়া—অপ্রকাশে যার রতি পয়পতি সনে।

পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে ॥

উড়া আর অনুচা দ্বিভেদ হয় তার।

উড়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার ॥

অনুচা সে জন যার হয় নাহি বিয়া।

পিত্রাদি অধীন হেতু সেও পরকীয়া ॥

পরকীয়া অনুচানাত্যিকা—

তন তন প্রাণবধু পিয়াইয়া মুখমধু

এমত করিলে বশ কত গুণ কব হে।

অন্য সঙ্গে যদি পিতা মোরে করে বিবাহিতা

কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়ি রব হে ॥

এমত করিবা কর্ম্ম রহে যেন প্রীর ধর্ম্ম

বুকে মুখে হলে দাগ কলঙ্কিনী হব হে।

যাবৎ না বিভা হয় তাবৎ এমন তর

তাবতি এমন পীড়া চক্ষুনেতে সব হে।

পরকীয়া উড়া নাট্যিকা—

আপনার পতি আছে সন্ধ্যা তারে পাই কাছে

তথ্যশি দাক্ষণ মন পর লাগি মরে গো ।
 সঙ্কেত তরুর মূলে সঙ্কেত নদীর কূলে
 • ঘাটে ভোজ্যমর্থে মর্থে অন্ধকার ধরে গো ॥
 • কিকিনী কঙ্কণ রোল সুকারে চূষন কোল
 রমণে নাহিক স্মৃৎ কোটালের ডরে গো ॥
 পরকীর নাট্যিকার ভেদ—
 বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা ।
 পরকীর নানাভেদ প্রাচীন লিখিতা ॥
 বিদগ্ধা—বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে ।
 কথা শুনি কার্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে ॥
 বাধিন্দ্ৰা—চির পরবাসী স্বামী বিরহে কাতরা আমি
 বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব ।
 প্রভুর কুসুমোদ্যান বড় মনোহর স্থান
 মনুষ্যের পয়া নহে সেই স্থানে যাইব ॥
 ডাকে পিক অলিকুল ফোটে নানা জাতি ফুল,
 গাহিয়া প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব ।
 করিতে আমার তথ্য হইবে যাহার সব
 সেই বধু তারে দেখা সেইখানে পাইব ॥
 ক্রিয়া বিদগ্ধা—
 সুখে শুয়ে পতি আছে রামা শুয়ে তার কাছে
 ইসারায় উপপতি পিক ডাকে ডাকিল ।
 রামা বলে হলো দায় পতি পাছে টের পায়
 না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল ॥
 কোকিল ডাকিছে হোর, কামভয়ে পাছে বোর
 শ্রান্ত আছে নিজা যাও বলে চক্ষু ঢাকিল ।
 জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাক বনপ্রিয়
 আর কি তোমারে ভয় বলায় হই রাখিল ॥
 লক্ষিতা—পর পতি রতি চিহ্ন ঢাকিতে না পারে ।
 লক্ষিতা করিয়া কবিগণে বলে ভারে ॥
 গুপ্তা—হয়েছে হস্তেছে হবে পর সঙ্গে রতি ।
 গুপ্ত করে যে জন সে জন গুপ্ত মতি ॥
 কুলটা—পতি কোলে থাকি যার অনেকেতে কাজ ।
 কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিত সমাজ ।
 মুদিতা—পর সঙ্গে রতি আশে উল্লাসিতা যেই ।
 বিষহীন দেখিয়া মুদিতা হয় সেই ।
 সামান্তবনিতা—ধনলোভে ভজে যেই পুরুষ সকলে ।
 সামান্তবনিতা তারে কবিগণ বলে ॥
 অল্পভোগহুখিতা আর বক্রোক্তিগর্কিতা ।
 মানবতী আদিভেদে সামান্তবনিতা ॥

বক্রোক্তি গর্কিতা নাট্যিকা—
 গর্কিতা দ্বিমত হয় জগৎ আর প্রেমে ।
 দুইটা একত্র হলে হীরা যেন হেমে ॥
 রূপগর্কিতা নাট্যিকা—সুখ দেখি যদি আরম্ভী ধরে ।
 বড় বলায় ছায়া সে লয় হয়ে ॥
 মদনে জ্ঞানিত অধিক করে ।
 দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে গারে ॥
 প্রেমগর্কিতা—অনিমেষ আঁখি স্থির চরিত্র ।
 আপনার বধু করিয়া চিত্র ॥
 আমারে দেখার একি বিচিত্র ।
 কেহ বধু সখী শত্রু কি মিত্র ॥
 অবহাভেদ—এ সব নাট্যিকা পুন অষ্ট মত হয় ।
 বিশ্রলজ্ঞা সন্তোষ তাহার পরিচয় ॥
 বাসসজ্জা উৎকৃষ্টতা ও অভিসারিকা ।
 বিশ্রলজ্ঞা তার পর স্বাধীনভর্তৃকা ॥
 পণ্ডিতা তাহার পর কলহান্তরিতা ।
 প্রোষিতভর্তৃকা এই অষ্ট পরিমিতা ॥
 নাট্যিকাভেদ—উত্তমা মধ্যমা আর অধমা নিয়মে ।
 এ সব নাট্যিকা তিন মত হয় ক্রমে ॥
 উত্তমা—অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত ।
 উত্তমা তাহার নাম বলে পণ্ডিত ॥
 মধ্যমা—হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত ।
 মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম চরিত ॥
 অধমা—হিত কৈলে অহিত করয়ে যেইজন ।
 অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ ॥
 চণ্ডী—পতি প্রতি করে যেই অকারণ ক্রোধ ।
 চণ্ডী তার নাম বলে পণ্ডিত সুবোধ ॥

(ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী)

রসমঞ্জরীমতে নাট্যিকা দ্বিপদাশদধিক দশসহস্রপ্রকার ।
 সাহিত্যদর্পণে নাট্যিকার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে । প্রথমতঃ
 নাট্যিকা স্বীয়া, অস্ত্রা ও সাধারণা এই তিন প্রকার । নাট্য-
 কের যে সকল সাধারণ গুণ লিখিত হইয়াছে, নাট্যিকার সেই
 সকল গুণ থাকিবে । ইহার মধ্যে বিনয় ও সরলতাদিগুণ,
 পতিব্রতা এবং সর্কদা গৃহকার্যে নিরতা হইলে তাহাকে স্বীয়া-
 নাট্যিকা কহে । এই স্বীয়নাট্যিকা মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভাভেদে
 তিন প্রকার । প্রথমাবতীর্ণযৌবনা, মদনবিকারবতী, রতি-
 বিষয়ে প্রতিকূলা, পতির প্রতি মানবিষয়ে মুগ্ধ ও অতিশয় লজ্জা-
 বতী হইলে তাহাকে মুগ্ধানাট্যিকা কহে । বিচিত্র সুরভুক্তা,
 এবং যাহার যৌবন ও মদন প্রবৃত্তি হইয়াছে, বাক্য ভীষণ প্রগল্ভ,

এবং মহাম লঙ্কাবতী তাহাকে মধ্যা কহে। সমস্ত রতিকার্যে কুশল, কামাঙ্ক, গাঢ়ভাষণ, প্রগল্ভতা, ভাবোন্নত ও অঙ্গলঙ্কা-যুক্ত হইলে তাহাকে প্রগল্ভানারিকা কহে। মধ্যা ও প্রগল্ভা-নারিকা ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা ভেদে ৬ প্রকার।

[ধীরানারিকা দেখ।]

• পরকীয়ানারিকা পরোঢ়া ও কঙ্ককা এই দুই প্রকার। উৎসবানিতে নিরতা, কুলটা ও লঙ্কাবিহীন হইলে তাহাকে পরোঢ়ানারিকা কহে। যাহার বিবাহ হয় নাই, নবযৌবনা ও লঙ্কাবতী, তাহার নাম কঙ্ককা।

ধীরা, কলাপ্রগল্ভা এবং বেশা হইলে তাহাকে সামান্য নারিকা কহা যায়। এই সামান্যনারিকা নিগুণে দ্বেষ করে না বা অধিকগুণে অমুরক্ত হয় না। কেবল বিস্তমাত্র অবলোকন করিয়া বাহিরে অমুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। বিস্তমাত্র হইলে পুরুষকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। তঙ্কর, পণ্ডক, মূর্ণ, স্তম্ভপ্রাপ্তধন, যাহার নিকট ধন ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায়, লজ্জী ও ছন্দকাম এই সকল লোক প্রায় ইহা-দের প্রিয়-হইয়া থাকে। ইহারা মদনায়ত্তা এবং কোন কোন স্থলে সত্যামুরাগিণী। এই নারিকা রক্তা বা বিরক্তা হউক, ইহাতে রতিস্থলত। ইহা আবার ৮ প্রকার। যথা—স্বাধীনভর্তৃকা, থাণ্ডতা, অভিসারিকা, কলহাস্তরিতা, বিপ্রলঙ্কা, প্রোথিত-ভর্তৃকা, বাসকসজ্জা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা। কান্ত রতিগুণে আকৃষ্ট হইয়া যাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে না এবং যে বিচিত্র বিভ্রমাসক্তা, তাহাকে স্বাধীনভর্তৃকা কহে।

প্রিয় অঙ্গসন্তোগচিকিত হইয়া যাহার পার্শ্বে আগমন করে এবং যে ঈর্ষাক্ষয়িতা তাহাকে খণ্ডিতানারিকা কহে। যে মল্লবশংবদা হইয়া কান্তকে অভিসার করায় বা স্তম্ভ অভিসরণ করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে। ক্ষেত্র, বাটী, ভগ্ন দেবা-লয়, দ্বতীগৃহ, বন, শ্মশান, নদীপ্রভৃতির তট ও অন্ধকার যে কোন স্থান, এই ৮টা অভিসার করিবার স্থান।

যে ক্রোধপূর্ণক চাটুকর প্রাণনাথকে পরিত্যাগ করিয়া পরে সম্ভ্রু হইয়া থাকে, তাহাকে কলহাস্তরিতানারিকা কহে।

প্রিয় সঙ্কেতস্থান-নির্দেশ করিয়া পরে নিকটে আসে না ও সেই হেতু যে নিতান্ত অবমানিতা, তাহাকে বিপ্রলঙ্কানারিকা কহে।

নানা কার্যবশতঃ যাহার নায়ক দূরদেশে গমন করিয়াছে, মনোভাবহুঃখান্ধী তাহাকে প্রোথিতভর্তৃকানারিকা কহে।

• যে প্রিয় সমাগম হইবে জানিয়া বাসর সাজায় ও নিজে সাজসজ্জা করে, তাহাকে বাসকসজ্জা কহে। যাহার প্রিয় আসিবে বলিয়া কৃতনিশ্চয় ছিল, হঠাৎ কোন কারণে যদি না আসিতে পারে, তাহা হইলে সেই বিরহাতুরাকে উৎকণ্ঠিতা-

নারিকা কহে। ইত্যাদি নানাপ্রকার নারিকার ভেদ আছে, বাহ্য্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

এই সকল নারিকার অষ্টাবিংশতি সম্বন্ধ অলঙ্কার আছে। ইহার মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা এই তিনটি অষ্টক। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ওদার্য্য ও দৈর্য্য এই ৭টি অবলম্বিত। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিবেবাক, কিলকিকিত, মোটায়িত, কুটমিত, বিব্রম, ললিত, মদ, বিকৃত, তপন, মোহ, বিক্ষেপ, কুহুহল, হসিত, চকিত ও কেলি এই অষ্টাদশ প্রকার অলঙ্কার স্বভাবজ।

নির্মিকার চিত্ত প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব, অভিমত নায়ক-দর্শনে নারিকার প্রথমে ভাব উপস্থিত হয়। জনেত্রাদি বিকার দ্বারা সন্তোগেচ্ছা প্রকাশ এবং যদি অঙ্গ পরিমাণে বিকার লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হাব কহে। যে সময় নারি-কার অত্যন্ত বিকার লক্ষিত হয়, তাহাকে হেলা কহে। রূপ ও যৌবনবশতঃ যে সৌন্দর্য্য এবং ভোগাদি দ্বারা যে অঙ্গ-ভূষণ, তাহাকে শোভা কহে।

মদনবন্ধিত ছাতির নাম কান্তি। অতি বিস্তীর্ণ কান্তির নাম দীপ্তি। সকল অবস্থাতেই মধুরতাকে রমণীয়তা কহে। ভয়শৃঙ্খের নাম প্রাগল্ভ্য। সর্বদা বিনয়ের নাম ওদার্য্য। আশ্রয়প্রার্থিত অচঞ্চলা মনোবৃত্তির নাম দৈর্য্য। অঙ্গ, বেশ, অলঙ্কার, প্রেম-বাক্য প্রভৃতি দ্বারা প্রিয়ের অমুরাগ করিলে তাহাকে লীলা কহে। প্রিয়সন্দর্শনাদি জ্ঞান, স্থান-আগমন প্রভৃতির বৈচিত্র্য-করণের নাম বিলাস। কান্তি বৃদ্ধি হয় এইরূপ অলঙ্কার রচ-ণার নাম বিচ্ছিত্তি। অত্যন্ত গর্ব্ববশতঃ প্রিয় বস্ততে অনা-দরের নাম বিবেবাক। প্রিয়জনের সঙ্গমাদি ইর্ষ্যান্বিত হস্ত, অনঙ্গরোদন, ভয়, মান, শ্রম প্রভৃতির সঙ্গিলনের নাম কিল-কিকিত। প্রিয়ায়ত্তচিত্তে প্রিয়তমের কথা প্রভৃতিতে কণ-কণ্ডূয়নাদির নাম মোটায়িত। প্রিয়তম কর্তৃক কেশ, স্তন ও অঙ্গাদির গ্রহণে বস্ত্র ও হস্তাদির যে কল্প, তাহাকে কুটমিত কহে। প্রিয়তমের আগমনে অস্থানে অলঙ্কার ধারণের নাম বিব্রম। সুকুমারতাবশতঃ অঙ্গবিক্ষেপকে ললিত, যৌবনকালে গর্ব্বজাত বিকারকে মদ, বলিবার সময় লঙ্কাবশতঃ অকণ্ঠনকে বিকৃত, প্রিয়বিরহে কন্দর্পবিকারচেষ্টাতকে তপন, যে বস্ত্র জানা আছে সেই বস্ত্র যেন অজ্ঞাত বলিয়া প্রিয়তমের নিকট জিজ্ঞাসাকে মোহা, প্রিয়তম সমীপে ভূষণের অর্দ্ধ রচনা, প্রিয়-তমের প্রতি নিরীক্ষণ ও মন্দ মন্দ রহস্যলাপকে বিক্ষেপ, রমণীয় বস্ত্র দর্শনে ঔৎসুক্যকে কুহুহল, যৌবনপ্রকাশজাত নিরর্থক হাস্তকে হসিত, প্রিয় সমীপে অতি অল্প কারণে ভয় বিবল হইলে তাহাকে চকিত এবং বিহারকালে প্রিয়তমের সহিত ক্রীড়াকে

কেলি কহে। নায়িকাদিগের এই সকল সব্ব অলঙ্কার। মুখা ও কঙ্কণা নায়িকার এই সকল অমুরাগচিহ্ন জানিতে হইবে। যথা—নায়ক দর্শন হটলেই অতিশয় লজ্জিত হয়, সমুখে অবলোকন করি না। প্রকল্পভাবে অথবা ভ্রমণ করিতে করিতে বা বক্রভাবে প্রিয়তমকে অবলোকন করিয়া থাকে। প্রিয়তম কর্তৃক বার বার সিজাসিত হইলে অধোমুখী হইয়া মন্দ মন্দ ভাবে উত্তর দেয়, অথো না শুনিতে পায় এইরূপ অতি সাবধান ভাবে কহিয়া থাকে।

সকল প্রকার নায়িকাদিগের এই সকল অমুরাগ চিহ্ন জানিতে হইবে, যথা—ইহারা প্রিয়তম-সমীপে অবস্থানকে বহুমান মনে করিয়া থাকে। প্রিয়তমের বিলোকনপথে অলঙ্কতা না হইয়া গমন করে না। কেহ কেহ বা বস্ত্রপরিধান অথবা কেশবন্ধনের ছলে বাহমূল, তনু ও নাভি দেখাইয়া থাকে। প্রিয়তমের ভৃত্যদিগকে বশীভূত ও বন্ধুর প্রতি অতিশয় সম্মান করে। সখীদিগের নিকট প্রিয়তমের গুণকীর্তন এবং প্রিয়কে নিজ ধন দিয়া থাকে। প্রিয়তম নিদ্রিত হইলে নিদ্রিতা হয়, প্রিয়ের স্মৃতে স্মৃৎ ও ছুঁতে ছুঁৎ, প্রিয়কে দূর হইতে দেখিলেও ইহার দৃষ্টিপথে অবস্থান, প্রিয়তমের সমক্ষে কামাবেশের সহিত আলাপ, প্রিয়তমের যে কোন কথায় হাস্য করিয়া কর্ণকণ্ডুয়ন, কেশবন্ধন ও গোচন, কণ্ঠাপুরাদিকে চুষন, সখীর কপালে তিলক, পাদাস্ত্র দ্বারা ভূমিলিখন, প্রিয়তমের প্রতি সকটাক্ষ নিরীক্ষণ, স্বকীয় অধরদর্শন, অধোমুখে অবস্থান করিয়া প্রিয়ের সহিত বাক্যালাপ, প্রিয়তম যেখানে অবস্থান করে, কোন না কোন ছল করিয়া বারংবার সেইখানে আগমন, প্রিয় কোন বস্তু দিলে তাহা অঙ্গ দ্বারা ধারণ করিয়া বারংবার নিরীক্ষণ, প্রিয় সমাগমে অতিদ্রষ্টা, বিরহে মলিনা ও ক্লশা, প্রিয়চরিত্রে বহুমান, নিদ্রিতা হইয়া অপার্থপরবর্তন, সর্বদা অমুরক্ত, সত্য ও মধুর বাক্যকথন। ইহার মধ্যে নবোক্তা অতিশয় লজ্জাবতী, মধ্যমা মধ্যমলজ্জা এবং পরকীয়া নায়িকা লজ্জাহীন হইয়া থাকে। নায়িকাদিগের এই সকল অমুরাগ লক্ষণ।

লেখ্যস্থাপন, সিদ্ধকীর্ণণ, মুদ্রাবাণ্ড ও দূতীপ্রেরণ এই সকল দ্বারা নায়িকাদিগের ভাবাভিব্যক্তি জানা যায়।

(সাহিত্যদ' ৩ পরি')

৪ কন্তুরীভেদ। (রাজনি')

নায়িকার্চুণ্য (কৌ) চূর্ণোষধিভেদ। এই ঔষধ স্বর, মধ্যম ও বৃহৎ ভেদে তিন প্রকার। প্রস্তুত প্রণালী—

স্বরনায়িকার্চুণ্য—পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ১১০ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে ২ তোলা, গন্ধক একতোলা, পারদ অর্ধতোলা, এই সকল একত্র করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। মাত্রা একমাষা

হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্ধতোলা পর্যন্ত হইতে পারে। এই চূর্ণ অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও গ্রহণীরোগনাশক।

মধ্যম নায়িকার্চুণ্য—পুষ্কৌরু ঔষধের পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে মধ্যম নায়িকার্চুণ্য হয়। এই চূর্ণ সেবনে বাত, পিত্ত, কফ, অতীসার, গ্রহণী, কাস, শ্বাস, শূলজ্বর, প্রীহা ও আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহন্নায়িকার্চুণ্য—চিতামূল, ত্রিকলা, ত্রিকটু, বিভ্রূ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলার মূতা, যমানী, হিন্দু, পঞ্চলবণ, বুল, বচ, কুড়, মূতা, অত্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাতিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান এবং সিদ্ধি-চূর্ণ সমষ্টির সমান। এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে ও যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে।

পথা—কাজিক, দধি ও মাংস প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিদীপ্তি ও গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না গ্রহণাধি')

নায়ের (আয়ব্য) প্রধান কর্মচারী। এখন নায়ের শব্দে রাজা বা জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির কোন মহলের শাসন ও করাদায় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ কর্মচারীকে বুঝায়। মোগলদিগের সময়ের নবাব শব্দ এই নায়ের হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

নার (কৌ) নরাণ্য সমূহঃ, নর-অণ্। ১ নরসমূহ। নরশ্রেণঃ অণ্। (ত্রি) ২ নরসম্বন্ধী।

“মলমূত্রপূরীষাশ্বিনির্গতং হৃদ্যচিস্তম্।

নারং দৃষ্ট্বা তু সন্বেহ সচেলো জগদাধিবেশঃ ॥”(জগদীশধৃত স্মৃতি)

(পুং) নরশ্রাং নর-অণ্। ৪ সন্তোজাত গোবৎস। ৪ জল।

(কৌ) ৫ শুভ্র। ৬ পরমাত্মসম্বন্ধী।

‘নারং শুভ্যাং নারোহে চ।’ (বিষ্ণু)

নার, বোধে প্রেসিডেন্সির বরোদারাজ্যের অন্তর্গত, পেটলাদ মহকুমাস্থ একটা নগর। অক্ষা' ২২°২৮' উঃ ও দ্রাঘি' ৭২° ৪৫' পূঃ। এখানে ইংরাজী বিজ্ঞান্য ও হুইটা ধমশালা আছে।

নারক (পুং) নরক এব প্রজ্ঞাদিহাবণ্। ১ নরক। নরকে ভবঃ অণ্। (ত্রি) ২ নরকস্থ প্রাণী।

“অনুকম্পামিমামন্ত নারকেষিহ কুর্ষতঃ।

তদেব শতসাহস্রং সংখ্যামুপগতং তব ॥” (মার্ক' পু' ১৫।৭৩)

নারকিন্ (ত্রি) নরকো ভোগ্যত্যাগত্যাগেতি নরক-ইনি। নরকভোগী। “পরেণ বিহিতং কর্ম স্বকশ্মেতি বদেচ্চ যঃ।

স উচ্যতে ব্রহ্মঘাতী মহানারকিনারকৌ ॥”(বৃহদ্রত্নপু' উ' ৭৮অ')

নারকীট (পুং) ১ অক্ষকীট। নারেকু নরসমূহেষ্ কীট-ইব ঘৃণার্ত্ত্বাৎ। ২ স্বদংশাবিহস্তা, নিজে আশা দিয়া পরে আশা ভঙ্গ করা।

নারঙ্গ (কী) নৃগাভীতি নূনরে বাহলকাদঙ্গচ্ ধাতোবৃদ্ধি।

১ গর্জর, গাজর। (রাজনি) (পুং) ২ পিপ্লী রস। ৩ যমজ-প্রাণী। ৪ বিট। ৫ কলবৃক্ষবিশেষ। চলিত নারঙ্গী। পর্যায়—নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, জগঙ্গ, ঐরাবত, বহুবাস, যোগারঙ্গ, যোগ-রঙ্গ, সরঙ্গ, গন্ধাচা, গন্ধপত্র, বরিষ্ঠ। ইহার গুণ মধুর, অম্ল, গুরু, উষ্ণ, রোচন; বাত, আম, ক্রমি, শূল ও শ্রমনাশক, বলকর ও রুচিকর। (রাজনি)

ইহার কেশরের গুণ—অত্যন্ত স্নেহমধুর, বলকারক, বাত-নাশক ও রুচিকর।

“অত্যন্তস্নেহমধুরং বুধাং বাতবিনাশনম্।

রুচাং বাতহরকৈব নাগরঙ্গস্ত কেশরম্॥” (রাজব্)

নারঙ্গক্ষীরিণী (কী) নারঙ্গমিশ্রিতা ক্ষীরিণী। ক্ষীরিকাভেদ, নারঙ্গের গজ্জা হুতে পাক করিয়া তাহাতে খণ্ড (খাড়গুড়) ফেলিয়া পকু হইলে নাবাহিতে হইবে। পরে ইহা শীতল হইলে অল্পপকু দুগ্ধমিশ্রিত করিলে নারঙ্গক্ষীরিণী হইবে। ইহাতে কপূরাদি স্নেহকু ত্রয়া মিশ্রিত করিয়া সুরভি করিতে হইবে। ইহার গুণ বিষ্টপী, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং গুরুপাক।*

নারড়কাঠি, গুঁজবাতবাদী এক জাতি। ইহারা বলে, যৎকালে পঞ্চ পাণ্ডব ১২ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস জন্ম বনে গমন করেন। সেই অজ্ঞাতবাসের সময়, তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশে, কোরবেরা চতুর্দিকে গোবর প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। এই সময় কর্ণ, কোরবদিগের সাহায্যের জন্ম, জগতের মধ্যে প্রধান গোচোর কাঠি জাতিকে হিন্দুস্থানে আনয়ন করেন। ঐ সময় ঐ কাঠি জাতি ৭ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা—১ পাইগর, ২ পাণ্ডবা, ৩ নারড়, ৪ নাটা, ৫ মাজরিয়া, ৬ টোটারিয়া ও ৭ গরিবগুলিয়া। ইহারাই বর্তমান কাঠি জাতির আদিপুরুষ। বর্তমান কাঠিরা সেই সাতটা সম্প্রদায়ের সহিত রাজপুতদিগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা বলিয়া থাকে, যে আদিপুরুষগণ কোরবদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিরাটের গোসমুহ হরণ করে এবং কোরবদিগের পরাজয়ের পর চম্বলনদীতীরস্থ মালব নামক স্থানে আসিয়া বাস করে। কেহ কেহ বলেন যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা বৃন্তকেতু যৎকালে অদোধানগরী হইতে আসিয়া মালবে মাণ্ডব-

গড় রাজ্যস্থাপন করেন, সেই সময় তিনিই মালবে ঐ ৭টা কাঠি সম্প্রদায়কে সঙ্গে লইয়া আইসেন। কাঠিরা তৎপরে সৌরাষ্ট্রে বিস্থিত হইয়া পড়ে এবং এই জাতির বাসহেতুই সৌরাষ্ট্রে “কাঠিরাবাড়” নামে খ্যাত হয়। অধুনাশে ইহারা কচ্ছ যাইয়া, ভুজের নিকট পাবরগড় রাজ্যস্থাপন করেন। এক বৎসর এই রাজ্যে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইলে, পাটগড় সম্প্রদায়ের নেতা বিশাল, তাঁহার নিজ সম্প্রদায় ও অন্ত্যজ কাঠি জাতিকে সঙ্গে লইয়া বরড়া পাহাড়ে যাইয়া আশ্রয় লন। বিশাল তৎপরে একাকী কালাবড় নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বলা-চমারদির রাজা ধানবালায় পুত্র বেরা-বলজী এই বিশালের কন্যা রূপালদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন ও কাঠি-জাতিভুক্ত হন। তিনি সূর্য্যবংশীয় হওয়ায় সমস্ত কাঠি-জাতি তাঁহাকে আপনাদের প্রধান বলিয়া গণ্য করিত। একজ্ঞ তিনি বরড়া পাহাড়ে যাইয়া সমস্ত জাতির প্রাধান্যগ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত ঢাক নামক স্থানে যাইয়া (সম্ভবতঃ ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তন্মধ্যে বালাজী সিংহাসন প্রাপ্ত হন। একজন পরমার-রাজপুত্রের সহিত উক্ত কন্যা মাজুবাটয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহ-সম্বৃত বংশ জেবলিয়া কাঠি নামে খ্যাত। বেরাবল-জীর মৃত্যুর পর বালাজী কাঠিদিগের আদিম বাসস্থান পাবর-গড়ে আসিয়া প্রায় ৪০০ শত গ্রাম অধিকার করিয়া নৃপতি-স্বরূপ বাস করিতে থাকেন। এই সময় কচ্ছের এক বিভাগের রাজা জামশতজী, টাটপারকরের সোঢাদিগের সহিত যুদ্ধ-যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি বালাজীকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়া পাঠান। বালাজী সদলে পরিবেষ্টিত ইহা জামশতজীর সহিত পারকরের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তৎপরে পারকর অধিকারপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনকালে জামশতজীর সহিত বালাজীর কলহ উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিশোধ লইবার বাসনায় বালাজী সুর্য্যবংশ-ক্রমে সৈন্তে আগমন এবং জাম ও তাঁহার আরও ৫টা ভ্রাতাকে হনন করেন। কেবলমাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জামঅবড়া পলায়ন করিয়াছিলেন। জামঅবড়া বিপুল সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পাবরগড়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন ও কাঠিদিগকে তথা হইতে মান নামক স্থানে তাড়াইয়া দেন। কথিত আছে যে, এই স্থানে সূর্য্যদেব স্বপ্নে বালাজীর সমুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হইতে উপদেশ দেন। বালাজী তদনুসারে পুনরায় যুদ্ধ করিয়া জাম অবড়াকে পরাজিত করিলে জাম অবড়া কচ্ছ ফিরিয়া যান।

* “কিণ্ড। নারঙ্গমজ্জাং বৈ পচেৎ সর্পিষি তাপিতে।

• তত্র পণ্ডঃ বিনিক্ষিপ্য পকং মন্ডাহবতারয়েৎ॥

শীতীভূতে বিনিক্ষিপ্য মাত্রারূপতঃ পমঃ।

নারঙ্গক্ষীরিণীতোষা স্নেহকী সুরভীকৃতঃ।

বিষ্টপিত্তী হরমাতঃ পিত্তক গুরুপাচিকা।” (শকার্ণচিঙ্কামণি বৃত্তবাক্য)

তদবধি কাঠিরা খৃষ্টি-উপাসক হয়। বালাজীর বংশ বালা নামে খ্যাত। উক্ত বংশ সনৎ ১৪৮০ পর্যন্ত এই মান নগরে বাস করে। তৎপরে বালাজীর তিন পুত্র চিতলের সাম্রাজ্য অধিকারপূর্বক আর্থীয় স্বজন ও স্বজাতিগণ লইয়া তথায় বাস করিতে থাকে। বেরাবলজীর দ্বিতীয় পুত্র খুমানজীর নাগপাল নামে এক পুত্র ছিল। (বাসুকী নাগের উপাসনাহেতু তাঁহার নাগপাল নাম হয়)। নাগপালের দুইটা পুত্র—প্রথম মানসুর ও দ্বিতীয় পুত্র খাচর। মানসুরের বংশ খুমান নামে অভিহিত। মানসুরের পুত্র নাগসুর শাবরকুণ্ডলা অধিকার করিয়া স্বগণসহ তথায় বাস করেন। ইনিই শাবরকুণ্ডলার খুমান-কাঠিদের আদিপুরুষ। বেরাবলজীর তৃতীয় পুত্র লালুজীর খাচর নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহা হইতে বর্তমান খাচর-কাঠিগণ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ক্ষেমানন্দ্রের প্রথম পৌত্র পাঞ্জ হইতে সমাশ্রিত, ডাঙা এবং খোবালিয়ারা উৎপন্ন হন। দ্বিতীয় পৌত্র নাগসুরের কাল এবং নাগপাল নামক দুই পৌত্র ছিল। নাগপাল হইতে বর্তমান ভড়লি ও খদালাস্থ মখানি জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কাঠিদিগের মধ্যে কাল অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সনৎ ১৫৪২ অব্দে আপনার নামাহুসারে কালাসর গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার সনৎ কথিত আছে, তিনি দেবতা শিবের সাহায্যে বিপুলরাজ্য অধিকার করেন। কাল খাচরের ৪টা পুত্র—সামট, ঠিবা, জাবর এবং ভেজ। জাবরের বংশ কুগুলিয়া নামে খ্যাত। ঠিবোর দুইটা পুত্র ছিল দান ও লখ। দানের বংশ ঠিবানি ও লখের বংশ লখানি নামে খ্যাত। পালিয়াদের তালুকদারেরা ঠিবানি ও যশদনের তালুকদারেরা লখানি-বংশ-সম্ভূত। মামটের ৪ পুত্র—রাম, নাগ, দেবাইট এবং সজাল। চোটিলায় রাজা যজ্ঞ পরমার গুলিআনার জীলোকদিগের প্রতি অবৈধ অত্যাচার করায়, গুলিআনার অধিবাসিদিগের অসহযোগক্রমে সামট খাচরকে হত্যা করিয়া চোটিলা অধিকার ও পরমারদিগকে স্থানচ্যুত করেন। সনৎ ১৬২২ অব্দে চৈত্র মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। নাগ খাচর চোটিলায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি অতি সাহসিকতার সহিত মুলি পরমারদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী হন। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা রাম চোটিলায় রাজা হন। কিন্তু পরমারদিগের সহিত যুদ্ধে ও বিবাদে এই রাজ্য ধনশূন্য হয়। রামের বংশধরগণ রামানি নামে খ্যাত। সজাল খাচর হইতে শুরগানি ও ভাজপরা-কাঠির এবং নাগ খাচর হইতে নাগানি ও কালানিদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। বোটাড় এবং গড়রার অধিবাসী গড়ড়কারা দেবাইটের বংশজাত। চোটিলায় শাসনকর্তা

রামখাচরের ছয়টা পুত্র ছিল—১ চোমল, ২ যোগী, ৩ নাম, ৪ ভীম, ৫ যশ ও ৬ কাপড়ি। চোমলের বংশ হুড়ুমতিয়ার, এবং যোগীর বংশ গিরাসিয়ারগণ উন্নয়ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাদরের কাঠিরা ভীমের নামাহুসারে ভীমানি নামে পরিচিত এবং যশানিরা যশ হইতে উৎপন্ন। বর্ষ পুত্র কাপড়ি ধাক্কা নামক স্থান অধিকারপূর্বক তথাকার অজমের ও মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দেন। কাপড়ি খাচরের ৭ পুত্র—১ নাগাজন, ২ যশ, ৩ বস্ত, ৪ হরমুর, ৫ দেবাইট, ৬ হিষ ও ৭ বালের। তন্মধ্যে নাগাজন অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল লাখ ও মুলু খাচর। তাঁহার কন্যা প্রেমাঝার সহিত গুলিআনার বাবানি ধাক্কার (সনৎ ১৭১৩) বিবাহ হয়। মুলু খাচর মেজাকপুরে রাজধানী সংস্থাপন করেন। পরে আনন্দপুর অধিকার করিয়া লন। লাখ খাচর সাপুরের রাজা হন এবং ক্রমে মেবাশা ও ভাদলা আপন অধিকারভুক্ত করেন। মুলু খাচরের তিন পুত্র—১ বাজসুর, ২ রাম, ৩ সাহল। আনন্দপুরের বর্তমান তালুকদারেরা রামের বংশ-সম্ভূত। পূর্বোক্ত যুদ্ধবিগ্রহাদি হেতু চোবিলা জনশূন্য হইলে, বহুকাল ধ্বংসাবস্থায় ছিল। পরে সাহল মুলু, বাজসুর মুলু এবং রাম মুলু ঐ স্থানে পুনরায় লোকদিগকে আনিয়া বাস করেন। লাখ খাচরের ঔরসে ঝাড়ারিয়ার গর্ভে—তাঁহার ভীষ, কাম্প এবং ভান নামক তিন পুত্র ও দ্বানিভীমের ভগিনীগর্ভে সুর, বীর, বাঘ ও ভোক নামক পুত্র চতুষ্টয় জন্মে। কাম্প এবং ভীম ভাদলায়, বাঘ মেবাসায়, সুর সাপুর চোবারিতে, বীর সনরা ও পিপ্রালিতে এবং ভোক আজমেটে গিয়া বাস করেন। সুরের পুত্রদ্বয় ভেলা এবং নাজ, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সনৎ ১৮৩৬ অব্দে (১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) চোবাড়ির রাজা হন।

নারদ (পুং) নারঃ পরমাত্মবিষয়কং জ্ঞানং দদাতি দা-ক অপবা নারঃ নরসমূহং ত্ততি খণ্ডয়তি কলহেন ত্তো-ক্, বা নারঃ জলং পিতৃভ্যো দদাতি দা-ক। স্বনামখ্যাত মুনিবিশেষ, একজন দেবর্ষি। নামনিরুক্তি—

“নারং পানীয়মিত্যুক্তং তৎপিতৃভ্যঃ সদা ভবান্।

দদাতি তেন তে নাম নারদেতি ভবিষ্যতি॥” (আগম)

নার অর্থে জল, পিতৃদিগকে সর্বদা জল দান করায় ইহার নাম নারদ।

প্রায় সকল পুরাণেই নারদের অল্পবিস্তর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

একদা বেদবাস আপনাকে হীন বোধ করিয়া অতিশয় খিন্ন হইতেছিলেন, এমন সময় নারদ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

বেদবাস নারদকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডাদি দিয়া তাহার পূজা করিলেন। তখন নারদ ব্যাসদেবকে কহিলেন, তুমি মহাভারত-বর্ণন ও পরব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়া বৃথা কিজ্ঞা থিয় হইতেছ ? তাহাতে ব্যাসদেব কহিলেন, আমার মন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। এই কথা শুনিয়া নারদ করিলেন, তুমি ভগবানের নির্মল যশ বর্ণন কর নাই, এই জন্ত তোমার এইরূপ অবসাদ জন্মিয়াছে। ভগবানের নির্মল যশ বর্ণন করিলে এই অবসাদ দূর হইবে। আমার পূর্বজন্মবিবরণ জ্ঞাত হইলে এই সংশয় নিরাকৃত হইবে। আমার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর,—

আমি পূর্বকন্ঠে অর্থাৎ গতজন্মে কোন বেদবাদি-ব্রাহ্মণদিগের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ষাকালে যোগিগণ চারিমােসকাল একত্র অবস্থান করিতেন, তখন আমার মাতা তাঁহাদের শুশ্রূষার নিমিত্ত আমাকে নিয়োগ করেন। আমি বালচাপলা, ক্রীড়া ও লোভাদি পরিশূভ হইয়া সর্বদা ঋষিগণের অমুখবর্তী থাকিতাম। ঋষিগণ যদিও সমদর্শী ছিলেন, তথাচ তাঁহারা আমার প্রতি বিশেষ রূপাপবশ হইয়াছিলেন।

আমি একবার তাঁহাদের আশ্রয় তাঁহাদিগের ভিক্ষাপাত্র-সংলগ্ন উচ্চিষ্টাংশ ভোজন করি, তাহাতে আমার পাপমোচন হয়। ঋষিদের উচ্চিষ্ট ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে পর ক্রমে আমার চিত্তশুদ্ধি হইল এবং তাঁহাদের ধর্মে আমার রুচি জন্মিল। তাঁহারা প্রতিদিন হরিকথা গান করিতেন, তাঁহাদের সেই সকল মনোহর কথা শুনিতে পাইতাম। শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যেক পদ শ্রবণ করাতে শ্রীকৃষ্ণে আমার অতিশয় রতি হইল। ভগবানে আমার শ্রদ্ধা জন্মিলে তৎক্ষণাৎ আমার অপ্রতিহত মতি আবির্ভূত হইল। আমি সেই মতি দ্বারাই প্রেক্ষাতীত পরব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে স্বকীয় অবিত্তা দ্বারা যে এই স্থল ও সৃষ্টিদেহ কল্পিত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলাম। এই প্রকারে শরৎ ও বর্ষা এই দুই ঋতু সাগং প্রান্তঃ ও মধ্যাহ্ন এই ত্রিকালে মহাত্মা মুনিগণ কর্তৃক সংকীৰ্ত্তমান হরির নির্মল যশ বিশিষ্টরূপে শ্রবণ করাতে আমার মনে রজস্তমোনাশিনী দৃঢ়ভক্তি উদ্ভিত হয়। আমি এইরূপে ভক্তিসম্পন্ন, বিনয়যুক্ত, নিম্পাপ, শ্রদ্ধাযুক্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ঐ যোগিদের অমুগত হইয়া থাকিলে বর্ষাবসানে যখন তাহারা গমনোন্মুখ হইলেন, তখন তাহারা দীনবাৎসল্যগুণে সাক্ষাৎ ভগবৎকর্তৃক কথিত যে শুভ্র জ্ঞান তাহা রূপা করিয়া আমাকে উপদেশ করিলেন। ঐ জ্ঞানদ্বারা আমি সৃষ্টিসংহারাদি বিধানকর্তা ভগবান্ বাসুদেবের মায়ামুভব জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে জীব সকল ভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়। সৰ্ব্বনিয়ন্তা পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মকে যে কৰ্ম্মার্পণ তাহাই আধ্যাত্মিকাদি তাপগ্রন্থের মহৌষধ।

আমার বিজ্ঞানোপদেশক বিপ্রগণ দূরদেশে গমন করিলে পর আমি নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমার জননী একপুত্রা, তাহাতে তিনি ক্রীড়াতি, আবার পরাধীনা, স্ততরাং আমার রক্ষণাবেক্ষণে ইচ্ছা থাকিলেও তাহাতে সন্দেহ হইতেন না, তখন আমার বয়স পাঁচবৎসর মাত্র।

একদা আমার মাতা রাজিযোগে গৃহ হইতে নির্গত হইলে পথিমধ্যে সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আমি তাঁহার মৃত্যুকে ভগবানের অমুগ্রহ জানিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলাম। ঐ দিকের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাহান অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় অরণ্য প্রাপ্ত হইলাম। পরে অত্যন্ত শাস্তিবশতঃ বিকলেন্দ্রিয় এবং ক্ষুধাতৃষ্ণার ব্যাকুল হওয়াতে একহ্রদে স্নান ও জলপান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। তদনন্তর সেই নির্জনবন মধ্যে একটা অশ্বখবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া গুরুমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, বৃদ্ধিদ্ধারা আপনাদি হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে সেইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভক্তিবশীভূত চিত্ত দ্বারা ভগবান্ হরির চরণারবিন্দ ধ্যান করাতে ও উৎকর্ষাবশতঃ আমার লোচনদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, ক্রমশঃ হৃদয়ে হরি আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। তাহার দর্শন পাইয়া আমার সমস্ত অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইল। পরমানন্দপ্রবাহে লীন হইয়া আত্মা ও পরাত্মা উভয়কেই আর দেখিতে পাইলাম না। তখন আনন্দময় হওয়াতে ধাতা ও ধোয় এক হইয়াছিল। পরক্ষণই আর কিছুই অমুভব হইল না। অনেককাল ভগবানের আর সেই রূপ দেখিতে না পাইয়া হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইল। পুনর্বার আবার মনঃসমাধান করিলাম, কিছুতেই আর ভগবদর্শন লাভ হইল না। নির্জনবনে বসিয়া ভগবদর্শনার্থ এইরূপে বারংবার যত্ন করিতে থাকিলে ঈশ্বর স্নমধুরবাণী দ্বারা সান্বনা করিয়া আমাকে কহিলেন, নারদ! এই জন্মে তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, যেহেতু অবশেষে কুযোগিগণ আমার দর্শন পায় না। তবে যে একবার তোমাকে আমার রূপ দেখাইলাম, সে কেবল আমার প্রতি তোমার অমুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত, কেননা আমাতে অমুরাগ জন্মিলে সাধুজন ক্রমশঃ কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন। বহুদিন ধরিয়া সাধুসেবা দ্বারা আমাতে তোমার বুদ্ধি দৃঢ় কর, তাহা হইলেই এই নিম্নলিখিত লোক পরিত্যাগ করিয়া আমার পার্শ্ব হইতে পারিবে। আমাতে বুদ্ধি নিবন্ধ হইলে আর কখন তাহার বিচ্ছেদ হইবে না। আমার অমুগ্রহে প্রলয়ের পরেও তোমার স্মৃতি থাকিবে। ভগবান্ এইরূপ কহিয়া অজ্ঞান হইলেন।

অনন্তর আমিও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তস্বরূপ সেই ভগবানের গুহ্যনাম উচ্চারণ ও তাহার শুভকৰ্ম্ম সকল শ্রবণ

করিতে করিতে পৃথিবী পর্যটন আরম্ভ করিলাম এবং মৎসর-শূন্ত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

পরে যুগ্মযোগ্য সময়ে হঠাৎ আমার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর ভগবান্ পূর্ণপ্রতিশ্রুত বিত্ত্ব সত্ত্বরূপ পার্শ্বদ-শরীর আমাতে সংযোগ করিলে, আরম্ভ কর্ণ সকলের ভোগ শেষ হওয়ায়, আমার পাকভৌতিক দেহ পতিত হইল।

যখন ভগবান্ কন্নারসানে এই বিশ্ব সংহার করিলা সমুদ্রজলে শয়ন করেন, তখন আমি তাঁহার নিবাসযোগে তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইরাছিলাম। যুগ সহস্রের পর যখন প্রলয়াবসান হয়, তখন ভগবান্ নিজা হইতে উথিত হইয়া পুনর্বার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয় হইতে মরীচি অত্রি প্রকৃতি ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন, আমিও তখন উৎপন্ন হইলাম। আমি তদবধি অধস্তিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারণ করিয়া বিষ্ণুর প্রসাদে ত্রিলো-কীয় অন্তর ও বাহ্যে পর্যটন করি। কোন স্থানেই আমার গতির বাধাত নাই। স্বর-ব্রহ্মে বিতুষিত দেবদত্ত এই বীণার মূর্ছনাপূর্ণক হরিকথা গান করিতে করিতে সর্বত্র গমন করিয়া থাকি। যখন আমি হরিশুণ্ণগান করিতে থাকি, তখন তিনি আমার ক্ষদ্রে বিরাজিত থাকেন। (ভাগবত ১।১৬ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্তের মতে, নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা ইহাকে এবং ইহার ভ্রাতৃ-গণকে সৃষ্টিকার্য্যের ভারার্ণণ করেন। কিন্তু নারদ তাহাতে ঈশ্বরচিন্তার অসুবিধা হইবে ভাবিয়া এই কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন না। সেই জন্ত ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে শাপ দেন। নারদ পিতৃশাপে গন্ধমাদনপর্ব্বতে গন্ধর্ব্বয়ানিতে জন্মগ্রহণ করিয়া উপবর্ধণ ন্যসে বিখ্যাত হন। সেই জন্মে ইনি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র-রথের ৫০টা কন্যাকে বিবাহ করেন। এই ৫০টা কন্যার মধ্যে মালাবতী প্রাধান্য। একদা ইনি ব্রহ্মার সভায় রম্যর নৃত্য দেখিতে দেখিতে এতদূর কামমোহিত হন, যে তাহাতে ইহার রোতঃ ঋণিত হয়। তাহাতে ব্রহ্মার শাপে গন্ধর্ব্বদেহ ভাগ করিয়া নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময় কাশ্যকুন্ডদেশে ক্রমিল নামে একজন গোপরাজ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী স্বামিন্যোবে বন্ধ্যা হন। ক্রমিল ইহা জানিতে পারিয়া, তাহাকে ব্রহ্মবীৰ্য্যো পুত্রোৎপাদনের অমুমতি দান করেন। তদনুসারে কলাবতী ঋতুমাতা হইয়া কাশ্যপ নারদের নিকট উপস্থিত হইয়া সন্তান ভিক্ষা করেন। মুনিবর তাঁহার কথায় রাগান্বিত হইয়া গমন করিতে উদ্ভত হইলেন, এমন সময় মেনকা সেইস্থান দিয়া গমন করিতে ছিল, অনন্তর তাহার উল্লঙ্ঘন দেখিতে পাইয়া মুনি-বরের রোতঃ ঋণিত হইল। কলাবতী ঋতুমাতা ছিল, তৎক্ষণাৎ আসিয়া সেই বীৰ্য্যভক্ষণ করিয়া গৃহে গমন করিল। ইহার

বীৰ্য্যযোগে কলাবতীর গর্ভে গন্ধর্ব্ব উপবর্ধণ মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে দেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে ইহার নাম নারদ হইল। এই বালক অল্প বালকদিগকে জ্ঞান দান করিত এবং জাতিস্মরণ ও মহাজ্ঞানী এই জন্ত ইহার নাম নারদ হইরাছিল। কাশ্যপনারদের বীৰ্য্যে ইনি উৎপন্ন হন, অতএব ইনিও মুনিদিগের বরে নারদ এই নামে প্রসিদ্ধ হইরাছিলেন।

“অনাবৃষ্টাবশেষে চ কালে বালো বভূব হ।

নারঃ দদৌ জন্মকালে তেনায়ঃ নারদাভিধঃ ॥

দদাতি নারঃ জ্ঞানঞ্চ বালকভাশ্চ বালকঃ।

জাতিস্মরো মহাজ্ঞানী তেনায়ঃ নারদাভিধঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মব° ২। অ° ।)

বিপ্রগণ ইহাকে ব্রহ্মপুত্র জানিতে পারিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই মহাজ্ঞানী শিশু গঙ্গাতীরে স্নান করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে ধ্যানে বিষ্ণুর বিভূজ মুরলীহস্ত ও চন্দ্রনচচিত্ত মুষ্টি দেখিতে পাই-লেন। এই মুষ্টি দর্শন করিয়া নারদ নিতান্ত প্রীত হইলেন। ক্রিয়ংকরণ পরে এই মুষ্টি তিরোহিত হইল, তখন ইনি শোকে আকুল হইলেন। এই সময় দৈববানী হইল, যখন এই নখরদেহ নষ্ট হইবে, তখন তুমি আমার পাইবে। যথাকালে তীর্থস্থলে ক্ষদ্রে বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে করিতে নারদ তত্ত্বভাগ করেন। দেহাবসানে নারদের শাপবিমোচন হইল। তখন তিনি পুনরায় ব্রহ্মবিগ্রহে লীন হইলেন। পরে কতিপয় কল্প অতীত হইলে ব্রহ্মা যখন পুনরায় সকল সৃষ্টি করেন, তখন ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে নারদ উৎপন্ন হন। (ব্রহ্মবৈবর্তপু° ব্রহ্মব° ২।১২ অ°)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, ইনি পূর্বে সারস্বত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপোপ্রভাবে কল্যাতুরে আবার ব্রহ্মার পুত্র হন। ইনি ভগবানের তৃতীয় অবতার। ইহার মস্তকে জটা-ভার, পরিধান স্বর্গচীর, করে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও অতি বিচিত্র কচ্ছপী বীণা। মহাভারতের শলাপর্বে লিখিত আছে,—ইনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কথঞ্চিৎ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইনি দক্ষের সহস্র পুত্রকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দিয়া সংসারতাগী করাইয়াছিলেন। নারদ ইন্দ্রের নিকট এক সুখ্য স্তব শিক্ষা করিয়া ধোমাকে শিক্ষা দিরাছিলেন। যুধিষ্ঠির এই স্তব ধোমোর নিকট লাভ করেন।

কোন সময়ে নারদ ষেতবীপে গমন করিয়া বিষ্ণুর নিকট সায়ায়, স্বরূপ অবগত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণু ইহাকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে বেত্রবতী নদীর তীরস্থ বৈদন-নায়ক নগরে গমন করিলেন। ঐ নগরে বীরভদ্র নামে এক ধনী বৈশ্য ছিল। উভয়ে তাহারই গৃহে

অভিধি হইলেন, এবং তাহার পরিচর্যা তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিলেন, তোমার বহুতর পুত্রপৌত্রাদি ও অশেষ ধন-বাহনাদি হউক। অনন্তর উভয়ে তথা হইতে ভাগীরথীতটস্থ চেলিকাশ্মমে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একজন ব্রাহ্মণ স্বীয় ক্ষেত্রে হলকর্ষ করিতেছিলেন। ইহারা গিয়া তাহার নিকট অভিধি হইলেন। ব্রাহ্মণ ইহাদের যথোচিত পরিচর্যা করিলেন। কিন্তু গমন সময়ে বিষ্ণু তাহাকে কহিলেন, কখন তোমার কৃষিতে উন্নতি বা পুত্রসন্তান হইবে না। পথে নারদ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রদ্ধে, ব্রাহ্মণকে এক্রূপ শাপ দিলেন কেন? বিষ্ণু বলিলেন, এ শাপ নহে, বর। একজন মন্তস্ত্রীবি মন্তস্ত্রবধ করিয়া সংবৎসরে যত শাপ সঞ্চয় করে, লাক্ষলকারী বিজ্ঞ একদিনে তত শাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে। এজনা বাহাতে ঐ ব্যক্তির পুত্র হইয়া শাপবুদ্ধি না করে, তাহার উপায় বিধান করিয়া আসিলাম। অনন্তর উভয়ে কানাকুজ-দেশে উত্তীর্ণ হইয়া এক সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিষ্ণু নারদকে স্নান করিতে কহিলেন। কিন্তু ইনি স্নান করিয়া উত্তীর্ণ্যাত্র পরমরমণীয়া স্নানরী স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণুও অন্তহিত হইলেন। এই সময় তালধ্বজ নামক রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া ইতাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইনি দ্বাদশবর্ষ স্বামীর সহিত সুখে বাস করিলে ইহার গর্ভ সঞ্চয় হয়, যথা সময়ে এক অলাবু প্রসব করেন। ঐ অলাবু মধ্য হইতে গাকারীর শত পুত্রের জায় পঞ্চাশং পুত্র জন্মিল। ক্রমে ঐ সকল পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহাদেরও অনেক পুত্রাদি হইল। অবশেষে তাহারা রাজ্যের জন্য কুরুপাণ্ডবদিগের ন্যায় আপনা আপনি যুদ্ধ করিয়া সকলে নষ্ট হইল। ইনি তাহা দেখিয়া অতিশয় আকুল হইলেন, এবং স্বামীর সহিত নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে ও অন্যান্য দেবগণকে দ্বিগবেশে সঙ্গে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া ইহা-দিগকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলেন না। পরে নারদকে সেই সরোবরে স্নান করাইয়া পুনরায় স্বরূপ দান করিলেন। তখন বিষ্ণু নারদকে মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নারদ হস্ত করিয়া মায়ার স্বরূপ জানাইয়াছিলেন।

কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু কৌশিকের স্ত্রীতির জন্ত তুষ্টককে সভায় গান করিতে কহেন। নারদও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরে ইনি তুষ্টকর গান শুনিয়া স্তব্ধাশ্রয় হইল, এবং বিষ্ণুর উপদেশে গানশিক্ষার জন্ত উল্লেখ্যের নিকট গমন করেন। তাহার নিকটে যথানিয়মে সহস্র দিবা বৎসর গান

শিক্ষা করিয়া, ইহার মনে কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের আবেশ হইল। ইনি তুষ্টককে জয় করিবার জন্ত তাহার ভবনভিমুখে বাইরা দেখিলেন, কতকগুলি বিকৃতাকার গ্রীপকুব রহিয়াছে, ইনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, আমরা রাগ ও রাগিণী। আপনার গানে আমাদের এই হৃদশা হইয়াছে। তুষ্টক আবার গান দ্বারা আমাদের গানে করিবেন বলিয়া এখানে আসিয়াছি। নারদ ইহাদের এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। নারায়ণ নারদের আক্ষেপ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি এখনও গীতশাস্ত্রে পারদর্শী হও নাই, আমি যখন যত্নবশে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিব, সেই সময় তুমি আমার নিকট গমন করিলে গানশিক্ষার উপায় করিব।

এক সময়ে নারদ অশ্বরীষরাজার কন্যা স্রীমতীকে বিবাহ করিতে বাইরা অতিশয় অপ্রতিভ হন। [স্রীমতী দেখ।]

পরে কৃষ্ণ যত্নবশে অবতীর্ণ হইলে নারদ গানশিক্ষার্থ গমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নারদকে যথাক্রমে জাম্ববতী ও সত্যভামার নিকট দুই বৎসর গান শিক্ষা করাইলেন, কিন্তু নারদ কোন ক্রমেই স্বরায়ত্ত করিতে পারিলেন না। পরে কলিঙ্গীর নিকট দুই বৎসর শিক্ষার পর স্বর ও বীণাযোগ শিক্ষা করিলেন। শেষে ভগবান্ স্বয়ং অন্ততম গানযোগ শিক্ষা দিলেন। তখন নারদের তুষ্টকর উপর যে স্তব্ধা ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। নারদ এই গানশিক্ষার ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া হরি-শুগগন করিতে করিতে জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

(ভাগ', ব্রহ্মাণ্ড', বিষ্ণু', বরাহ', ভবিষ্যপু' অন্তত রামা')

হরিবংশ মতে—নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া মরীচি, অজি প্রভৃতিকে প্রথমে উৎপাদন করেন, তাহার পর ব্রহ্মা হইতে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, স্বন্দ, নারদ ও রোষাশ্বাক রক্তদেব জন্ম-গ্রহণ করেন। (হরিবংশ ১ অ')

ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

ব্রহ্মা পুন্দ্ৰদিগকে প্রজাসৃষ্টিতে নিয়োগ করিলে তাহারা নারদের বাক্যে বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মা ইহাকে শাপ দিয়াছিলেন,— 'তুমি সর্বদা লোকসমূহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিবে না।'

"তন্মালোকেষু তে মৃত ন ভবেৎ ভ্রমতঃ পদম্।"

(বিষ্ণুপু' ১।১৫ অধ্যায় টীকা)

আমাদের পুরাণ-সমূহে নারদ অভুলনীয় ব্যক্তি, নারদের সহিতই নারদের তুলনা করা যায়। এমন পুরাণ নাই, এমন কাব্য নাই, যাঁহাতে নারদ নাই। শিবের বিবাহ নারদ

৮. ষটক, বাগনের উপনয়ন নারদ উল্লেখী, জীবের তপস্তা নারদ
মন্ত্রদাতা, নক্ষের দর্শনাশ তাহাতে নারদ। কাবাদিতেও
বেখানে লীলা প্রধান বর্ণনীয়, তাহার মধ্যে নারদ আছেই।

৯. মাঘে—শিশুপালের অত্যাচারে অগণনপীড়িত, নারদ তাহার
উপায়বিধাতা। নৈমিষে দময়ন্তীর বিবাহে—নারদ দেবসভার
ইহার দূত ইত্যাদি। প্রায় সকল বিষয়েই নারদ বিদ্যমান।

নারদের বাহন টেঁকী, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত, কিন্তু
শাস্ত্রে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই প্রবাদের
মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা দুঃকর।
কোন স্থলে বিবাদ বাধিলে লোকে তামাসা দেখিবার জন্য
নারদের নামোচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহারও কোন শাস্ত্রীয়
প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু এই প্রবাদ বহুদিন হইতে
প্রচলিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে লিখিত আছে—

“কান্দে রাণী যেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।

নখে নখ বাজারে নারদ মূনি হাসে ॥

কোনদে পরমানন্দ নারদের টেঁকী।

আকশলী পোয়া গোণা পড়ে মেকানেকী ॥

পাখা নাহি তবু টেঁকী উড়িয়া বেড়ায়

কোণের বহুড়ী লয়ে কোনদে জড়ায় ॥

সেই টেঁকী চড়ে মূনি কান্দে বীণাযন্ত্র।

দাড়ী লড়ে খন পড়ে কন্দলের মন্ত্র ॥” (অন্নদাম°)

বেদে ইনি একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

কাত্যায়নের সর্গাক্রমিকায় লিখিত আছে, ইনি ঋকসংহিতার
৮ম মণ্ডলের ১৩শ সূক্ত ও ৯ম মণ্ডলের ১০৪ ও ১০৫ সূক্তের ঋষি।

২ শাকদ্বীপস্থ পর্দাত বিশেষ।

“নারদো নাম চৈবোক্তো দুর্গশৈলো মহোচিতঃ।

তদ্রাচলে সমুৎপন্নো পূর্ষঃ নারদপর্দাতো ॥” (মৎস্‌পু° ১২১।১১)

৩ বিশ্বামিত্রপুত্র বিশেষ। (ভারত ১৩।৪।৫৮)

৪ প্রজাপতিভেদ। ৫ কণ্ডুপমুনিপত্নীজাত গন্ধর্বভেদ।

(ভারত ১।১২৩।৫৪)

নারদ, নেপালের বৌদ্ধেরা বলেন যে, পুরাকালে বারণাসীতে
কৌশিকবংশে নারদ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন।
বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিলেন যে, সংসারের অমোঘ
আহ্লাদের আনন্দ কিছুতেই পরিচয় ও ব্যর্থ নহে। একজন্ম
তিনি হিমালয়ে বাইরা যোগ অভ্যাস করিতে থাকেন।
অবশেষে যোগবলে তিনি অলৌকিক ধ্যান-সাধন করিতে
শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারের প্রলোভন বিশেষ
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারায়, উক্ত পুত্র ও মাতলিকে
সঙ্গে লইয়া তাঁহার শিক্ষার্থ আগমন করেন। ইজের কজা

হিরী নারদের প্রেমপাশে আবদ্ধ হন। নারদকে তাঁহারা বুদ্ধ
ও হিরীকে বুদ্ধের স্ত্রী বশোদ্ধারা বলিয়া নির্দেশ করেন।

(মহাবিশ্ববদান।)

নারদ, বাঙ্গালার রাজসাহী জেলার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নদীর নাম।
প্রথমটি রামপুর বোরালিয়ার কিছু দূরে গঙ্গা হইতে বহির্গত
হইয়া পুটিয়ার নিকট মুসা খাঁর সহিত মিলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি
মুসা খাঁ হইতে বহির্গত হইয়া নাটোরের মধ্য দিয়া পূর্বমুখে গমন
করিয়াছে। ইহার একটা প্রধান শাখা নারদ নাম ধারণপূর্বক
দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতেছে। দ্বিতীয় নারদনদীতে বৎসরের
অনেক সময় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

নারদকুণ্ড, বৃন্দাবনস্থিত লীলাস্থানবিশেষ। গোবর্দ্ধন সম্বন্ধিত
অম্বন-সরোবরের নিকট। এইখানে নারদ ধ্যান করিয়া হরিশাধন
করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম নারদকুণ্ড হইয়াছে।

(ভক্তমাল, শ্রীবৃন্দাবনলীলা।)

নারদপঞ্চরাত্র (ক্ৰী) নারদকৃত পঞ্চরাত্রতন্ত্রভেদ। ইহাতে
৫টা বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা,
স্বাধায় ও যোগ। এই ৫ প্রকার উপাসনা দেবতাস্থানসংক্রান্তাদি
দ্বারা সংস্কারকে অভিগমন, গন্ধপুষ্পাদি পূজাসাধন সম্পাদনের
নাম উপাদান, দেবতাপূজাকে ইজ্যা, অখাঁহুসন্ধানপূর্বক মন্ত্র-
জপকে স্বাধায় ও অখাঁহুসন্ধানপূর্বক মন্ত্রজপ, স্তোত্রপাঠ,
নামকীর্তন এবং তন্ত্রপ্রতিপাদক শাস্ত্রাত্ম্যাসকে যোগ কহে। এই
৫টা বিষয়ই নারদপঞ্চরাত্রের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

নারদপুরাণ (ক্ৰী) মহাপুরাণভেদ। এই পুরাণ অষ্টাদশ
মহাপুরাণের মধ্যে একখানি। মহামুনি বেদবাস এই পুরাণ-
রচয়িতা। নারদের প্রতি সনকাদির উপদেশাঙ্কলে এই
পুরাণ রচিত, এইজন্য ইহার নাম নারদপুরাণ। এই
পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় বৃহস্পতির পুরাণের ৯৬ অধ্যায়ে
এইরূপ লিখিত আছে।—এই পুরাণ পূর্ষ ও উত্তর দুইভাগে
বিভক্ত। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা ২৫০০০ হাজার। পূর্বভাগ
চারি পাদে বিভক্ত। পূর্বভাগের প্রথমপাদে স্মৃতিশৌনক-
সংবাদ, স্মৃতির সংক্ষেপবর্ণন ও নানা ধর্মকথা। পূর্বভাগের
দ্বিতীয়পাদে মোক্ষধর্মকথনে মোক্ষোপায়নিরূপণ, বোদ্ধাকথন,
সনন্দন কর্তৃক নারদ প্রতি ওকোৎপত্তিকথন, মহাত্ম্যে
পশুপাশবিমোচন, মন্থশোধন, দীক্ষা, মন্ত্রোদ্ধার, পূজাপ্ররোগ,
কবচ, বিষ্ময় সহস্রনাম এবং স্তোত্র, গণেশ, স্বর্গ, বিষ্ণু,
শিব এবং শক্তির ক্রমশঃ উপাখ্যানকথন। পূর্বভাগের
তৃতীয়পাদে নারদ ও সনৎকুমারসংবাদ, পুরাণ-লক্ষণ-প্রমাণ,
দানকালকথন এবং চৈত্রাদি মাসের প্রতিপদাদি তিথি ব্রত-
বিস্তার কথন। পূর্বভাগের চতুর্থপাদে সনাতন কর্তৃক নারদের

প্রতি বৃন্দাখ্যানকথন। উত্তরভাগে একাদশীত্রতবিবরণ প্রদ, বশিষ্ঠ এবং মাকাতার সংবাদ, রুক্মাক্ষদের কথা, মোহিনীর উৎপত্তি ও সংবাদ, মোহিনীর প্রতি বহুর শাপ ও উদ্ধার, গঙ্গার পূণ্যকথা, গয়াযাত্রা, কাশীমাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য ও ক্ষেত্রযাত্রা এবং অজ্ঞাত বহু ধর্মকথা, প্রয়াগমাহাত্ম্য, কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, হরিদ্বারমাহাত্ম্য, কামোদা আখ্যান, বদরীতীর্থ-মাহাত্ম্য, কামাখ্যামাহাত্ম্য, প্রভাসমাহাত্ম্য, পূরণ আখ্যান, গোতমাখ্যান, বেদপাদের তপস্তা, গোকর্ণক্ষেত্রমাহাত্ম্য, লক্ষণের আখ্যান, সেতুমাহাত্ম্য, নর্যদামাহাত্ম্য, অবতীর্ণমাহাত্ম্য, মথুরা-মাহাত্ম্য, বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, ব্রহ্মার নিকটে বহুর গমন ও মোহিনীচরিত্র কথন। এই সকল বিষয় এই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যদি কেহ এই পুরাণ শ্রবণ করে, কিংবা অজ্ঞকে শ্রবণ করায় তাহা হইলে অস্ত্রকালে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। এই পুরাণ পূর্ণা তিথিতে সপ্তধেমুদ্রিত করিয়া উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করিলে পুণ্য লাভ হয়।

ইহার অমুক্তমণিকা শ্রবণ করিলে বা করাইলে স্বর্গ-লাভ হয়।

“যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা শ্রাবয়ত্বা সমাহিতঃ।

স যাতি ব্রহ্মণোধম নাত্রাকার্য্য বিচারণা ॥

যত্বেতদমিহ পূর্ণায়াং ধেনূনাং সপ্তকামিতম্।

প্রদত্তাদ্ দ্বিজবর্গায় স লভেদ্রোক্ষমেব চ ॥

যশ্চাত্ত্বক্রমবীমেত্যং নারদীয়স্ত বর্ণয়েৎ।

শৃণুয়াদ্বেকচিভেন সোহপি স্বর্গগতিং লভেৎ ॥”

(বৃহন্নারদীয়পুং ৯৬ অ°)

২ উপপুরাণভেদ। এখন বৃহন্নারদীয়পুরাণ নামে খ্যাত।

নারদীয় মহাপুরাণ অপেক্ষা ইহা বহু ক্ষুদ্র।

নারদশিক্ষা (স্ত্রী) নারদকৃত বর্ণোক্তারণশিক্ষাভেদ।

নারদসংহিতা, ধর্মশাস্ত্রভেদ।

নারদিন (পুং) বিশ্বাসিতের পুত্রভেদ। (ভারত অষ্টশাসন)

নারদীয় (স্ত্রী) নারদশ্রেয়ঃ নারদ-ছ। বেদব্যাসকৃত নারদের প্রতি সনকাদির উপদেশাঙ্ক মহাপুরাণভেদ।

“শুণু বিপ্র! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং নারদীয়কম্।

পঞ্চবংশতিসাহস্রং বৃহৎচিত্রকথাশ্রয়ং ॥” [নারদপুরাণ দেখ।]

নারদেন্দ্রতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

নারবেকার, থানাপুর, বেলগাম, চিকোড়ি পরগণার ও ধারবাড় প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকে গয়া হইতে আইসে। ইহারা হিন্দু, বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ নাই। ইহারা কোঙ্কণী ও মরাঠী ভাষার কথাবার্তী কহে।

নারবেকারগণ দেখিতে অতি সুকী। ইহাদের ধনীরা উত্তম বেশভূষা ও দরজেরা মরাঠীবেশ ধারণ করে। ইহারা সাধারণতঃ ঘৃত ও কাপড়ের ব্যবসা করে। কেহ কেহ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। অনেকে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের সম্বন্ধ ভূমি হইলে বার দিন পরেই নামকরণ হয়। ২ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে সম্বন্ধ-দিগের প্রথম মন্তক মুণ্ডন এবং বিবাহের সময় ইহাদের উপ-নয়ন হয়। ইহাদের পুরুষদিগের ২০ বৎসর বয়সের পূর্বে ও স্ত্রীলোকেরা বয়স্ক হইবার পূর্বে বিবাহিত হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নাই। ইহারা প্রধানতঃ শৈব; মহাদেব, গণপতি, ভগবতী, কণকাদেবী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে।

মহারাত্রীব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ত্রত উপবাসাদি করে এবং বারণসী, গোকর্ণ, মহাবালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রা করিতে যায়। ইহাদের সামাজ্য সামাজ্য বিবাদ ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি দ্বারা শীমাংসিত হয়। শঙ্কর স্বামী প্রতি বৎসর ভ্রমণোদ্দেশ্যে এই সমস্ত লোকের বাসগ্রামে আসিলে তাঁহাদের গুরুতর বিষয়ের শীমাংসা হইয়া থাকে; যেমন বিধবার গর্ভ, অবিবাহিত স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় সংস্কার, কি এক সাম্প্রদায়িক লোক অপর নীচ জাতীয় লোকের সহিত আহার ইত্যাদি। নারবেকারেরা তাহাদের সম্বন্ধদিগকে ইংরাজী পড়িতে পাঠায়। দিন দিন ইহাদের উন্নতি দেখা যাইতেছে।

নারসিংহ (স্ত্রী) নরসিংহমধিকৃত্য কৃতো গ্রহঃ অং। ১ নর-সিংহচরিতাখ্যান উপপুরাণভেদ। [নরসিংহপুরাণ দেখ।]

২ নরসিংহরূপধারী বিষ্ণু। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহার গায়ত্রী এইরূপ আছে—

“বজ্রনখায় বিদ্রোহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি।

তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।” (তৈত্তিরীয় আর ১০।১।৭)

৩ তন্ত্রভেদ।

নারসিংহ, মোহিনীদেবতাক্ত বৈষ্ণব মুনীগোত্রজ এক রাজা, ইহার পিতার নাম ক্রীশাল। (সহ্যাদ্রিখং ১।৩০।১১৭)

নারসিংহ, খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে বিজয়নগররাজ্য এই নামে অভিহিত হইত। ঐ সময়ে লিখিত ফরাসী, পর্তুগীজ ও ইংরাজী প্রভৃতি গ্রন্থে এই রাজা উক্ত নামেই বর্ণিত হইয়াছে। ১৩৪১ খৃঃ অব্দে হারসমুদ্রের বঙ্গালবংশ অবনত হইলে বিজয়-নগরের রাজগণ এই রাজ্য স্থাপন করেন। ১৪৮৭ খৃঃ অব্দে বিজয়নগরের রায় বংশ বিলুপ্ত হইলে নরসিংহ নামে এক তৈলঙ্গ রাজকুমার রাজ্যাভিষিক্ত হন। ১৫০৮ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত

• তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই রাজ্য 'নার-সিংহ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

নারসিংহ, এই নগর পঞ্জাবের শেখোপুরের ৯ মাইল দক্ষিণে, অক্ষরেখের ২৫ মাইল পূর্বদক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। নরসিংহ ও রাণসি সম্ভবতঃ একই স্থান। এই স্থানে একটা প্রকাণ্ড গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

নারসিংহগড়, ভূপালের কর্তৃত্বাধীন, মধ্যভারতের একটা করণ রাজ্য। পরশুরাম এই রাজ্যের স্থাপয়িতা। ইহার রাজধানীর নামও নারসিংহগড়। এখানে পাহাড়ের উপর একটা দুর্গ আছে।

২ মধ্যপ্রদেশের দামো জেলার একটা পুরাতন নগর। অক্ষা° ২৩°৫৯' উঃ হইতে দ্রাঘি° ৭৯°২৬' পূঃ মধ্যে এবং দামোর ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কুনার নদীতীরে অবস্থিত। মুসলমানেরা এই স্থানের দুর্গ ও মসজিদ প্রভৃত করিয়াছিল, ইহারা এই নগরকে নসরংগড় কহে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা নরসিংহগড় নাম দিয়া থাকে।

নারসিংহবপুস (পুং) নরসিংহকপী বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৬) নারা (স্ত্রী) নরস্ত্র মুনেরিয়ং, নর-অণ্ (তত্ত্বদম্। পা ৪।৩।১২০) তত্ত্বশপ্। জল।

“আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্বনঃ।” (মহু ১।১০)

এই শ্লোকের টীকার কুল্লুকভট্ট ‘নারা’ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে এইরূপ লিখিয়াছে, নর-অণ্ তাহার পর টাপু করিয়া ‘নারা’ হইয়াছে, অণ্ প্রত্যয় করিলে টাপু না হইয়া ভীপ্ হয়, এই সাধারণবিধি, এই স্থলে তাহা হইলে নারা না হইয়া নারী এইরূপ পদ হয়। কিন্তু বেদ ও স্মৃতির প্ররোগে বিকল্পে একপক্ষে টাপু হইয়া নারা পদ সিদ্ধ হইল।

‘যজ্ঞপি অগ্নিক্রান্তে ভীপ্ প্রত্যয়ঃ প্রাপ্তস্তথাপি ছান্দস-গন্ধগৈরপি স্মৃতিসু ব্যবহার্যং সর্কে বিধয়ঃছন্দসি বিকল্পস্তা ইতি পাক্ষিকোভীপ্ প্রত্যয়ঃ। তত্ত্বাভাবপক্ষে টাপি ক্রান্তে নারা ইতি রূপসিদ্ধিঃ।’ (মহু ১।১০ কুল্লুক)

নারাচ (পুং) নারং নরসমূহমাচামতীতি চমু-অদনে ড। (অন্তেষপি দ্রুততঃ। পা ৩।২।১০১) সকল প্রকার লৌহময় বাণ, লৌহ নিৰ্ম্মিতবাণমাত্রই নারাচপদবাচ্য। পর্যায়—প্রক্ষেত্বন, লৌহ-নাল। (শব্দরত্না°)

“সৰ্বলৌহান্ত য়ে বাণা নারাচান্তে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।

পঞ্চভিঃ পৃথুৈঃ পটৈক্যুঃ ক্রাঃ সিদ্ধান্তি কচ্চিত্ ॥”

(বৃহৎ শাৰ্দধর)

যে সকল বাণের সৰ্ব্বাঙ্গ লৌহময়, সেই সকল বাণের নাম নারাচ। শরের বাণে যেমন ৪টা পক্ষ আবদ্ধ থাকে, এই নারাচ

বাণে সেই প্রকার ৪টা পক্ষ আবদ্ধ থাকিবে। পক্ষগুলি শরবাণ অপেক্ষা মোটা ও বড়। এই নারাচ বাণ আয়ত্ত করা দুঃসহ।

২ দুর্দিন। ৩ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৮টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। তাহার মধ্যে ৭।৯।১০।১২।১৩। ১৫।১৬।১৮ বর্ণ গুরু, এতদ্বিত্ত বর্ণ সকল লঘু। ইহার লক্ষণ— “ইহ ননরচতুষ্কষ্টস্ত নারাচমাচক্যতে।” (ছন্দোম°)

উদাহরণ—

“দিনকরতনয়াতটীকাননে চারুসঞ্চারিণী

শ্রবণকটকটকটমেগেক্ষণা কৃষ্ণ রাধা ভয়ি।

নম্ব বিকিরতি নেত্রনারাচমে যতি ছচ্ছেদনম্

তদিহ মদনবিভ্রমোদভ্রান্তচিত্তাবধৎস ক্রতম্ ॥” (ছন্দোম°)

নারাচস্মৃত (স্ত্রী) স্মৃতিষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্মৃত এক-সের, কন্ধার্ধ চিতামূল, ত্রিফলা, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল, কটকারী, সিজআটা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ত্রয়া হই তোলা, পাকের জল ৮ সের। পরে যথানিয়মে স্মৃত পাক করিবে। এই স্মৃত হই তোলা মাত্রায় সেবন করিতে হয়। অল্পপান উষ্ণজল, স্মৃতযুক্ত যবাগু, দ্রব্ধসামিত পেয়া বা জাঙ্গলমাসের যুগ।

যথানিয়মে এই স্মৃত পান করিলে বাত, গুণ্ড, গ্ৰীহা, উদা-বর্ত, অর্শ, গ্রহণী প্রভৃতি রোগসমূহ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° গুণ্যরোগাদি°)

অন্তবিধ—স্মৃত একসের। কন্ধার্ধ সিজের আটা, দস্তীমূল, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কটকারী, তেউড়ী, চিতামূল, প্রত্যেক ১ তোলা ৬ মাশা ২ রতি। ব্যবহারমাত্রা ১ তোলা। অল্পপান উষ্ণ জল। বিরচনান্তে সূক্ষ্মক পেয় প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই স্মৃত সেবন করিলে উদরামর ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদরাধি°)

২ উদররোগের স্মৃতিষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্মৃত ৮ সের। কন্ধার্ধ লোধ, চিতামূল, চই, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, চোরকাঁকটী, আতাইচ, ত্রিফল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দস্তীমূল, প্রত্যেক ২ তোলা, গোমূত্র ১ সের, সিজের আটা ৪ পল, সোদালমজ্জা ৪ পল। জল ১৬ সের। এই স্মৃতকে বৃহন্নারাচ-স্মৃত কহে। এই স্মৃত পান করিলে উদরী ও আমবাত প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদরাধিক°)

নারাচচূর্ণ (স্ত্রী) চূর্ণোষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—চিনি এক পল, তেউড়ী এক পল, পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ভোজনের পূর্বে ২ তোলা পরিমাণে অশলেহ করিলে উদাবর্তরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদাবর্তনাধাধি°)

নারাচরস (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, হরিচ প্রত্যেক এক এক ভাগ, সর্ষ সমান নিম্ব জরপাল। এই সকল সিজের আটায় ৩ দিন মর্দন করিয়া নারিকেলের

মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া প্রৈল অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ নাতিদেখে প্রৈলেপ দিলে ও ইহার গন্ধ আত্মাণ করিলে বিরচন হয়। (ভৈবজ্যারত্না উদাবস্থাধি)

অন্তবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা, সোহাগা, মরিচ, প্রত্যেক এক তোলা, গন্ধক, শিপুল ও শুঠ প্রত্যেক দুই তোলা, নিস্তব জয়পাল ৯ তোলা। এই সকল দ্রব্য জলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অল্পপান ততুলোদক।

এই ঔষধ সেবন করিলে গুণ্ডা ও গ্লীহাদির নষ্ট হয়।

(ভৈবজ্যারত্নাবলী উদরাধিকা)

নারাটিকা (স্ত্রী) নারাচন্দ্রদাকারোহিত্যস্তা ইতি নারাচ-ঠন-টাপ্। ১ নারাটী। ২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ৮টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। তাহার ১২৩৪৫৮ বর্ণ গুরু, এতদ্বিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—“নারাটিকা তরৌ লগৌ।” (পিঙ্গল)

নারাটী (স্ত্রী) নারাচন্দ্রদাকারোহিত্যস্তা ইতি অচ্, গৌরাদিত্যঃ ভীষ্। স্বর্ণকারদিগের নারাটাকৃতি সৌহৃদ্য। চলিত নিক্তি, পর্যায়—নারাটিকা, এধিকা, এধী। (শব্দর)

নারাজোল, মেদিনীপুর জেলার একটা গ্রাম। পলাশপাই নামক একটা ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিত। (অক্ষা° ২২°৩৪'৮" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৩২'৪" পূঃ) এখানে স্মৃতীকাপড় ও মাছরের কারখানা আছে। এখানকার রাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি শুনা যায়, যে প্রথমতঃ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নীলাপুর-গ্রামবাসী লক্ষ্মণসিং নামক এক সন্ধ্যাপ, উড়িষ্যার তাৎকালিক অধিপতির সাহায্যে সুলেমানের সমসাময়িক রাজা সুবংশিংহের নিকট হইতে মেদিনীপুররাজ্য অধিকার করিয়া লন। লক্ষ্মণসিং সাতপুরুষ পর্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা অভিজিৎসিং দুইটা বিধবা স্ত্রী রাখিয়া অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম রাণী ভবানী, দ্বিতীয়ার নাম রাণী শিরোমণি। এই বিধবাদিগের রাজত্বকালে তাঁহাদের মৃত শ্বশুরের একটা আত্মীয় জঙ্গলবাসী চুরারগণ-সাহায্যে উক্ত রাজ্য মধ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। স্মৃতরাং তাঁহার নিকৃপায় হইয়া নারাজোলের জমিদার জিলোচন খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

যে স্থানে জিলোচনের সহিত রাণীদেবের সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থান অন্ত্যপিও “রাণীপাটনা” নামে উক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা ১১৬৫ সালে জিলোচন খানের সহিত রাণীদেবের এইরূপ চুক্তি হয় যে “রাণীদেবের জীবদ্দশা পর্যন্ত জিলোচন খান, তাঁহাদের রাজ্যের শাসনকর্ত্তা স্বরূপ থাকিবেন। রাণীদেবের মৃত্যুর পর তিনিই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।” এই চুক্তিক্রমে জিলোচন সমস্ত বিক্রোহদমনে প্রবৃত্ত হন ও স্বীয় বলবীৰ্য্যে

অচিরে সমস্ত রাজ্য শান্তির করিয়া স্বহস্তে সম্পত্তি শাসন করিতে থাকেন। বঙ্গাব্দ ১১৬৭ সালে বড়রাণীর মৃত্যু হয়, তাহার অন্নদিন পরেই অপুত্রক জিলোচন স্বর্গারোহণ করেন। তদনন্তর তাঁহার কোষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র উক্ত শাসনকর্ত্তৃত্ব ভারপ্রাপ্ত হন।

তৎপরে জিলোচন খাঁর মধ্য ভ্রাতৃপুত্র সীতারাম উক্ত রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অন্নদিনের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হইলে, গবর্মেন্টের খাজনা বাকী পড়ায় নারাজোলসম্পত্তি গবর্মেন্ট খাস করিয়া লন। ১১৯৩ সালের নুতন বন্দোবস্তে সীতারামের কোষ্ঠ-পুত্র আনন্দলাল পৈতৃক জমিদারী নারাজোল পুনঃ প্রাপ্ত হন। রাণী শিরোমণিও সমস্ত মেদিনীপুরের শাসনভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুন তারিখে রাণী, তাঁহাকে সমস্ত মেদিনীপুরের জমিদারী নিসর্ঘে দান করেন। নয়বৎসর কাল তিনি সুনিয়মে শাসন করিলে পর রাণী উহা পুনরায় স্বীয় অধীনে আনয়ন কর্ত্ত ১৮১০ খৃষ্টাব্দে আনন্দলালের সহিত কলহ ও অবশেষে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে আনন্দলালের মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা মোহনলাল খানকে “মেদিনীপুররাজ্য” দান করিয়া যান।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাণী শিরোমণির মৃত্যু হইলে, তাঁহার এক দূর আত্মীয় কন্দর্পসিং ঐ রাজ্যপ্রাপ্তির দাওয়া করেন। অবশেষে মামলামোকদ্দমায় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মোহনলাল জয়ী হন। মোহনলালের ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র অযোধ্যারাম ও তদনন্তর তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রলাল খান এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন।

গত বাঙ্গলা ১২৯৯ সালের মাঘমাসে মহেন্দ্রলাল খানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রলাল খান তাঁহার পৈতৃক পদারূঢ় হইয়াছেন।

ইহার জাতিতে সন্ধ্যাপ। দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। ইহার নারাজোলে কএকটা হিন্দু হিন্দুর পুষ্করী, দেবমন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন।

নারায়ণ (পুং) নারা জলং অয়নং স্থানং যন্ত। অয় গতো ভাবে লুট্। বিষ্ণু, পরমাত্মা। নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি নানাপুরাণে বানা প্রকার শিথিত আছে। যথাসম্ভব কতকগুলি প্রদত্ত হইল—

“জঙ্ঘূর্নারায়ণো নরঃ।” (ভারত ১৩।১৪৯।৩৯)

মহাভারতের এই শ্লোকের ভাবে ‘নারায়ণ’ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি দর্শিত হইয়াছে—নর শব্দে আত্মা, আত্মা হইতে

জ্ঞানাকাশাদি উভূত হইয়াছে ইহার নাম নারা, এই নারা কারণ স্বরূপে ব্যাপ্ত হয় এই জ্ঞান নারায়ণ কহে। প্রতিভে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আত্মা হইতেই আকাশ উভূত। ‘আত্মন আকাশঃ সত্ত্বতঃ’ (প্রতি)। ‘নর আত্মা ততো জাতানি আকাশাদীনি নারায়ণ তানি কার্ষাণি অয়তে কারণাত্মনা ব্যাপ্ততে নারায়ণঃ’ (ভাষ্য)

যাহা হইতে তত্ত্ব সকল জাত হয় এবং যাহাতেই বিলীন হয়, তাহার নাম নারায়ণ।

“নরাত্মাতানি তত্বানি নারায়ণীতি বিচ্যুতঃ।

তাত্ত্বোবাচনং যন্ত তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥” (মহাভারত)

অনন্যত্বাদিতি বা প্রলয়ঃ ‘ব্যংপ্রযজ্ঞাভি সংবিশতি’ ইতি-প্রভেদে। মন্ত্রতে লিখিত আছে—

“আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরন্থনবঃ।

তা যদন্তায়নং পূর্ণং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।” (মহু ১।১০)

নর শব্দে পরমাত্মা, এই নর হইতে সর্বত্র প্রস্থত বলিয়া জগৎকে নারা কহে। নারা ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ কহে। যাহা কিছু দেখা যায় বা জ্ঞাত হয়, সেই সকল বস্তুরই অন্তর ও বাহির ব্যাপিরা নারায়ণ অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ নারায়ণ জগতের সকল বস্তুতেই সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।

“যচ্চ কিঞ্চিজগৎ সর্বং দৃশ্যতে অয়তেহপি বা।

অন্তর্বহিঃ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥”

কোন মনস্তরে ভগবান্ বিষ্ণু নর নামক জ্বির অপতা হইয়াছিলেন, এইজন্ত ভগবানের নাম নারায়ণ হইয়াছে।

(অমরটীকার ভরত)

“নারায়ণ মৌক্ষণঃ পুণ্যময়নং জ্ঞানীপিতম্।

ততোজ্ঞানং ভবেদ্যজ্ঞানং সৌহৃদ্যং নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈ শ্রীকৃষ্ণজ ১.১১ অ°)

নার শব্দের অর্থ মৌক্ষ, অয়ন শব্দে অভিলাষিত জ্ঞান, যাহা হইতে মৌক্ষ ও জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাকে নারায়ণ কহে। আরও লিখিত আছে—

“নারায়ণ কৃতপাপাশ্চাপায়নং গমনং স্মৃতম্।

যতো হি গমনং তেষাং সৌহৃদ্যং নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈ শ্রীকৃষ্ণজ ১.১১ অ°)

পাপনিগদকে নারা কহে, অয়ন শব্দের অর্থ গমন, যাহা হইতে পানীর গতি হয়, তাহাকে নারায়ণ কহে।

এই প্রকার নারায়ণ শব্দের নামনিরুক্তি বহু প্রকার লিখিত আছে; বাহ্যল্য ভয়ে অধিক লিখিত হইল না। বাহ্য হইতে এই জগৎ ও ভূত সকল হইতেছে, জীবিত থাকিতেছে, এবং

অন্তিমে বাহাতেই লীন হইবে, সেই ভগবান্ পরব্রহ্মই নারায়ণ। বেদের মতে—ইনি প্রথম পুরুষ। (শতপথব্রাহ্মণ ১৩।৬।২।১, শাখ্যায়নশ্রোতসূত্র ১৬।১৩।১)

ব্রহ্মবৈবর্ত মতে, নারায়ণের চুই মূর্তি, দ্বিভূজ ও চতুর্ভূজ। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভূজ মূর্তি এবং গোলোকে দ্বিভূজ মূর্তি। মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী চতুর্ভূজ নারায়ণের পত্নী, গঙ্গা এবং তুলসীদেবী দ্বিভূজ নারায়ণের প্রিয়া।

“শ্রীকৃষ্ণস্ত্রিধাকপো দ্বিভূজশ্চ চতুর্ভূজঃ।

চতুর্ভূজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভূজঃ স্বয়ং ॥

চতুর্ভূজস্ত্র পত্নী চ মহালক্ষ্মী সরস্বতী।

গঙ্গা চ তুলসী চৈব দেবী নারায়ণপ্রিয়া ॥”

(ব্রহ্মবৈ প্রকৃতিখ° ৬৪ অ°)

নারায়ণের নামোচ্চারণ করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। তিন শত কর ধরিয়া গঙ্গাদিভীর্ষে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, একবার নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। নারায়ণ, অচ্যুত, বাসুদেব ও অনন্ত এই সকল নামোচ্চারণ করিলে মোক্ষলাভ হয়।

যাহারা নারায়ণ এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাদিগের কণন নরক দর্শন হয় না।

“নারায়ণেতি শব্দোহস্তি বাগন্তি বশবর্তিনী।

তথাপি নরকে মূঢ়াঃ পতন্তীহ কিমদ্বুতম্ ॥” (মহাভারত)

নারায়ণের পূজা করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিতে হয়।

ধ্যান—“ধ্যেয়ঃ সদা সবিত্ত্বমণ্ডলমধ্যবর্তী

নারায়ণঃ সরসিজাসনসম্মিষিষ্টঃ।

কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীট-

হারী হিরণ্ময়বপুধ্বতশ্চক্রঃ ॥” (আদিত্যস্তুত)

অতিদিন নারায়ণপূজা প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য। শালগ্রামশিলাপূজাকে নারায়ণপূজা বা বিষ্ণুপূজা কহে।

[শালগ্রামপূজা ও বিষ্ণুপূজা দেখ।]

কোন কোন কণ্ম করিলে নারায়ণের প্রীতি বা অপ্রীতি হয়, ক্রিয়াবোগসারে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“কর্ণধা যেন বিপ্রেন্দ্র তুষ্টির্মৈ দ্বিদি জায়তে।

ক্রোধশ্চ তৎ সমস্তং তে কথ্যমসি সমাসতঃ ॥”

(ক্রিয়াবোগসার ১৮ অ°)

যে, কণ্ম আমার (নারায়ণের) তুষ্টিলাভ হয়, তোমাকে সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি,—সর্বভূতে দয়া, নিরহঙ্কার, আমার উদ্দেশে ভক্তিপূর্বক ধর্মকার্য্যমুষ্ঠান, যথার্থ বাক্যকথন, মিষ্ট বস্তু বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদন, যাহার দান ও

অপমান কুল্য এবং যিনি আমাকে সর্বভূত শরীরস্থ বলিয়া অবগত আছেন, পরহিংসা-বিহীন, যিনি কার্য সকল বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া অহুতান করেন, গো ও ব্রাহ্মণ-হিতৈষী, শাস্ত্রনিয়মপরিপালয়িতা, উপকার প্রত্যাশা না করিয়া দান এবং আমার উদ্দেশ্যে বিস্তান, এই সকল আমার প্রিয়। নারায়ণের অগ্নীতিকর কার্য—হিংসা, ক্রোধ, অসত্য, অহঙ্কার, ক্রুরতা, পরনিন্দা, পরবর্জন, বিধ্বংসন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী ও জগিনীকে ত্যাগ, গুরুজনের প্রতি কটুবাক্যপ্রয়োগ, গুরুলোকের প্রতি অবজ্ঞা, যে কোন উপায়েই হউক দম্পতীর মধ্যে মনোভঙ্গকরণ, পরজবাহরণ, আরামচ্ছেদন, অলাশয় নষ্টকরণ, গ্রামনাশ, পরজীদর্শনে আকুলতা, পাপচর্যাশ্রয়ণ, অনাথ ব্যক্তির ধ্বংসকরণ, বিশ্বাসঘাতকতা, গোবীর্ষাহনন, বৃষলীপতি, অশ্বখনাশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশান্বিতে ভেদবোধ, বেদনিন্দা, একাদশীতে আহার, পরদারাসক্তি, পাপমস্ত্রণাদান, মিত্রদ্রোহ, ধাতকীনাশ, দিব্যভাগে জীসন্ম, রজস্বলাসন্তোষ, ব্রতহা সন্তোষ, অমাবস্তার রাত্রিতে ভোজন, এক স্থ্যে দুইবার ভোজন, অমাবস্তার আমিষভোজন, তৈল-ব্রহ্মণ ও জীসন্তোষ, বৈষ্ণবনিন্দা এই সকল কার্য নারায়ণের অগ্নীতিকর। (ক্রিয়াযোগসার ১৮ অ°)

কালিকাপুরাণে চতুর্ভূজ মূর্তির ধ্যান এইরূপ আছে—

“শশচক্রগদাপাশধরঃ কমললোচনম্ ।

গুরুক্ষটিকসঙ্কাশঃ কচিঙ্গীলাশুজজ্বলম্ ॥

গরুড়োপরি শুক্লাঙ্গপদ্মানগনতঃ হরিম্ ।

জীবৎসবক্ষসং শান্তঃ বনমালাধরঃ পরম্ ॥

কেয়ুরকুণ্ডলধরঃ কিরীটমুখটোজ্বলম্ ।

নিরাকারঃ জ্ঞানগম্যঃ সাকারঃ দেহধারিণম্ ॥

নিত্যানন্দঃ নিরানন্দঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগম্ ।

মস্ত্রোণেন দেবেশঃ বিষ্ণুঃ ভজ্যস্ততাননে ॥”(কালিকাপু° ২২ অ°)

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নারায়ণের গায়ত্রী আছে—

“নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি ।

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥” (১০।১।৬)

জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক নারায়ণ নামোচ্চারণ করিলে ভববন্ধন দূর হয়। ভাগবতে ইহা সমর্থিত হইয়াছে—

‘কান্তকুলদেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ দাসীর পতি হইয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বদা দাসীসংসর্গে দূষিত হন, এবং তাহার সকল সদাচার বিনষ্ট হয়। তাহার দশটি পুত্র হয়, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ। এই পুত্রের প্রতি তাহার জদয় সর্ব্বদা আকৃষ্ট ছিল। অজামিলের যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, তখন যমদূতগণ ভয়ঙ্করবেশে ইহার সমীপে উপস্থিত

হইল। অজামিল ইহাঙ্কিণকে দেখিয়া ভয়বিম্বল হইয়া নারায়ণ নামক পুত্রকে ডাকিতে লাগিল। বিমুগ্ধতাপন মুহুর্তকালে নারায়ণ নামোচ্চারণ শুনিতে পাইয়া যমদূতগণকে পরাভূত করিয়া তাহাকে বিহ্বলোকে লইয়া গেল। এই অজামিল পাণ্ডা-কন্দী হইলেও, পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিল, এবং সর্ব্বদা তাহার নাম করায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিহ্বলোক প্রাপ্ত হইল।’ (ভাগবত ৯।১ অ°) [বিষ্ণু দেখ।]

২ হৃষোদনের সৈন্তবিশেষ। (তারত ৫।৭ অ°)

৩ ধর্ম্মপুত্র ঋষিবিশেষ।

“ধর্ম্মস্ত দক্ষদুহিতর্যজনিষ্ট মৃত্যোঃ

নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ ॥” (ভাগ° ২।৭।৬)

৪ কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্গত উপনিষদ বিশেষ। মুক্তিকো-পনিষদে এই উপনিষদের নামোচ্চারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শঙ্করাচার্য্য এই উপনিষদের ভাষ্য এবং আনন্দগিরি সেই ভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন। নারায়ণ ও শঙ্করানন্দ এই উপ-নিষদের দীপিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

নারায়ণ, এই নামে বহুসংখ্যক সন্তত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

১ একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি অম্বিষ্টোমপ্রয়োগ, আচার-চতুর্দশীপরিশিষ্ট, কৌতুকবন্ধনপ্রয়োগ, চরনপদ্ধতি, জীবজ্ঞান-প্রয়োগ, মহারত্নপদ্ধতি, রত্নপদ্ধতি, রত্ন-জপবিধি, বুদ্ধিশ্রাঙ্ক-প্রয়োগ, স্থালীপাকপ্রয়োগ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ একজন জ্যোতির্বিদ। ইনি অমৃতকুল, গ্রহলাঘব, চন্দ্রকারচিন্তামণি ও তাহার টীকা প্রভৃতি রচনা করেন।

৩ একজন বিখ্যাত দার্শনিক। রত্নাকরের পুত্র ও রামেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য, ইনি সমস্ত আধ্বর্ষ্য উপনিষদগুলির দীপিকা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অধ্বর্ষ্যশিখা, অধ্বর্ষ্যশিরা, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, আত্মবোধ, আত্মবিভা, আনন্দবল্লী, আরুণেয়, ঐতরেয়, কাঠক, কালাগ্নিক্রয়, কৃষ্ণ, কৃষ্ণতাপনীয়, কেনেযিত, কৈবল্য, কৌথীতক, কুরিকা, গণপতিপূর্ব্বতাপনী, গর্ভ, গারুড়, গোপালতাপনীয়, গোপীচন্দন, চুলিকা, জাবাল, জেজোবিন্দু, তৈত্তিরীয়, দ্বিতীয়, ধ্যানবিন্দু, নাদবিন্দু, নারসিংহ, নারায়ণ, নীলরত্ন, নৃসিংহ, পরমহংস, পিণ্ড, প্রথম, প্রায়, প্রাণামিহোজ, ব্রহ্মবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মোপনিষদ, ভৃগুবল্লী, মহানারায়ণ, মহোপনিষৎ, মাণ্ডুকা, মুণ্ডক, মৈত্রেয়ী, যোগতত্ত্ব, যোগশিখা, রামতাপনীয়, বারদপূর্ব্বতাপনী, শ্বেতাশ্বতর, বক্ত, বটচক্র, সন্ন্যাস, সর্ব ও হংস প্রভৃতি উপনিষদের দীপিকা পাওয়া যায়। এই সকল দীপিকার নারায়ণের পাণ্ডিত্যের বখেট পরিচয় আছে।

- ৪ অধ্যাত্মচিন্তামণিবাখ্যানরচয়িতা।
- ৫ কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের 'ভাবদীপিকা' নামে টীকাকার।
- ৬ ঋগ্বেদাখ্যানমালা-রচয়িতা।
- ৭ বঙ্গভাষাচার্যকৃত জলভেদ নামক গ্রন্থের টীকাকার।
- ৮ গড়দর্পণরচয়িতা।
- ৯ তত্ত্ববিবাহক নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।
- ১০ দশাবতারোৎপত্তিসময়-দীপিকাকার।
- ১১ দিনত্রয়সীমাংশো নামে দ্ব্যর্থগ্রন্থকার।
- ১২ দেবীমাছাঙ্ঘ্যের একজন টীকাকার।
- ১৩ ধর্ম্মসুত্রবোধিনী নামে নব্যস্বত্বসংগ্রহকার।
- ১৪ রায়বেঙ্গের শিষ্য, জ্ঞানপ্রমাণমঞ্জরীর টীকাকার।
- ১৫ পদ্মলীলাবিনাশিনী নামে জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।
- ১৬ পার্শ্বশ্রাব্যপ্রদীপভাষ্যপ্রণেতা।
- ১৭ ভক্তিতত্ত্বগঙ্গসম্বর্ধ ও ভক্তিশাগর নামে ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা।
- ১৮ গোবিন্দপুরনিবাসী একজন সীমান্তক। ঋগ্বেদের ভাট্টদীপিকা অবলম্বনে ইনি ভাট্টজ্ঞানোক্তোক্ত রচনা করেন।
- ১৯ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি মহাভাষ্যপ্রদীপ-বিবরণ রচনা করেন।
- ২০ মাতৃগোত্রনির্ণয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।
- ২১ তৈত্তিরীয়-বিলম্ব-লক্ষণ রচয়িতা।
- ২২ বিষ্ণুস্তুতি ও বিষ্ণুশ্রাব্যরচয়িতা।
- ২৩ গোবিন্দপুরনিবাসী একজন শাস্ত্রিক, ইনি পাণিনি ব্যাকরণের লক্ষভূষণ নামক টীকা রচনা করেন।
- ২৪ সারদাতিলকভট্টের একজন টীকাকার।
- ২৫ শিবগীতার ভাষ্যপার্থ্যবোধিনী নামে টীকাকার।
- ২৬ ক্রতিরঞ্জিনী নামক অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা।
- ২৭ শাপিওকল্পলতিকারচয়িতা।
- ২৮ সোমপ্রয়োগ-টীকাকার।
- ২৯ ইনি ধবলচন্দ্রের আশ্রয়ে হিতোপদেশ রচনা করেন।
- ৩০ টাপুরগ্রামের একজন জ্যোতির্বিদ। ইহার পিতার নাম অনন্ত ও পিতামহের নাম হরি। ইনি ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মুহূর্ত্ত-মার্গও ও তাহার টীকা এবং লুপ্তমণ্ডপদর্পণ নামে একখানি জ্যোতির্গ্রন্থ রচনা করেন।
- ৩১ একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত। কৃষ্ণজীর পুত্র ও শ্রীপতির পৌত্র। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে শাশ্বায়ন-গৃহসূত্রভাষ্য রচনা করেন।
- ৩২ কেশবমিত্রের হ্রস্বাগপরিশিষ্টের পরিশিষ্টপ্রকাশ নামক টীকাকার। ইহার পিতৃপুত্রদ্বয়ের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়, ইহার পিতা গোণ, তৎপিতা উমাপতি, তৎপিতা গদাধর, তৎপিতা জগদ্বন্ধর, তৎপিতা ধর্ম্ম ও তৎপিতা পরিতোষ।

৩৩ একজন জ্যোতির্বিদ। দাদা ভাইরের পুত্র ও মাধবের পৌত্র। ইনি তাজিকসারস্বধানিধি ও হোরাসারস্বধানিধি রচনা করেন।

৩৪ নৃসিংহের পুত্র, ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে পাটীগণিত রচনা করেন।

৩৫ মলয়বাসী পণ্ডপতির পুত্র। ইনি শাশ্বায়নশ্রোতসূত্র-পদ্ধতি ও শাশ্বায়ন-সূত্রের প্রৈবাধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করেন।

৩৬ মাধবকৃত গোত্রপ্রবরের একজন টীকাকার। ইহার পিতার নাম মণ্ডুরি রঘুনাথ।

৩৭ একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইহার পিতার নাম রঘুনাথ দীক্ষিত ও জ্ঞাতার নাম বালকৃষ্ণ। ইনি উত্তররামচরিত, কাব্যপ্রকাশ, মালতীমাধব, রাধাবিনোদ, বাসবদত্তা, বিদ্যাল-ভজিকা, ছন্দমল্লটক প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার অপেক্ষিতবাখ্যান নামক উত্তররামচরিতের টীকা পাঠে জানা যায় যে, ইনি শুকদেব নামক এক ব্যক্তির নিকট থাকিতেন ও ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে বিজয়ন ছিলেন।

৩৮ গ্রন্থলিখনসুক্রম নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম রাম।

৩৯ একজন সংস্কৃত নাটককার। ইহার পিতার নাম লক্ষ্মীধর। ইনি কমলাকণ্ঠির নাটক রচনা করেন। ইনি কাঞ্চিদেপে ব্রহ্মদেশাগ্রহাণ্ডে বাস করিতেন।

৪০ একজন ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম লিখ-ভট্ট ও পিতামহের নাম কানাই ভট্ট। ইনি কালীপতি হরি-দাসের আদেশে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ণানন্দপ্রবন্ধ রচনা করেন।

৪১ শাশ্বায়নশ্রোতসূত্রের পদ্ধতিকার। ইহার গ্রন্থ হইতে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—গুজরবাসী চণ্ডাণ্ড, তৎপুত্র বামন, তৎপুত্র আনিতা, তৎপুত্র জনার্দন, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ, তৎপুত্র ভাস্কর, তৎপুত্র জগন্নাথ, তৎপুত্র শ্রীপতি, তাঁহার পুত্র এই নারায়ণ।

৪২ গুণ্ডকারগ্রন্থপ্রণেতা, ইহার পিতার নাম হীরভট্ট।

৪৩ অদ্বৈতকালানল নামে মধুমতপ্রতিপাদক গ্রন্থরচয়িতা।

৪৪ অর্গলা, কীলক, দেবীকবচ প্রভৃতি স্তোত্রের একজন টীকাকার।

৪৫ কেশবীষ ভাতকপদ্ধতির একজন টীকাকার।

৪৬ জ্ঞানসুধার একজন টীকাকার।

৪৭ মোক্ষধর্ম্মনামক ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

৪৮ সুন্দররাজের শিষ্য, সূর্যাসিকান্তের একজন টীকাকার।

৪৯ সেবনপদ্ধতিনামক সংগ্রহকার।

৫০ একজন সামুদ্রিক। ইনি তাজিকতত্ত্বসারের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

নারায়ণ, কাধারনবংশীর ৩য় রাজা। ইনি গুপ্তরাজ ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

নারায়ণ, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি স্থলসিত কবিতায় শিবরাজপুরের চন্দেল-রাজগণের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।

নারায়ণ আচার্য্য, ১ একজন সংস্কৃত কবি। কার্তবীৰ্য্যার্জুন-সংপর্বা ও তাহার টীকাকার। ২ তীর্থপ্রবন্ধকাব্য ও কল্পিণী-বিজয়কাব্যের ভাবপ্রকাশ নামে টীকাকার।

৩ কুটম্পর্ণ নামে জ্যোতিষগ্রন্থরচয়িতা।

নারায়ণকণ্ঠ, প্রসিদ্ধ শৈবদার্শনিক, রামকণ্ঠের পৌত্র ও বিদ্যাকণ্ঠের পুত্র। ইনি যুগজ্ঞ ও যুগেন্দ্রোত্তর নামক শৈবতন্ত্রের টীকা রচনা করেন।

নারায়ণ কর্ণদেব, বিজ্ঞানতত্ত্ব নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

নারায়ণ কবি, চক্রকলা নামক সংস্কৃত নাটককার।

নারায়ণক্ষেত্র (ক্ৰী) নারায়ণ ক্ষেত্রং। গঙ্গাপ্রবাহ হইতে চতুর্হস্তপরিমিত দূর পর্য্যন্ত স্থান।

“প্রবাহস্বখিং কৃতা যাবদন্তচতুর্হস্ম।

• তত্র নারায়ণঃ স্বামী নান্তস্বামী কথঞ্চনঃ ॥” (ব্রহ্মপুং)

প্রবাহ অবধি করিয়া ৪ হাত পর্য্যন্ত স্থান নারায়ণক্ষেত্র।

এই স্থানের স্বামী নারায়ণ, এই স্থানে কিছু দান বা প্রতিগ্রহ করিতে নাই।

“অত্র কিঞ্চিদন্ত্যাক সাক্ষাৎ পাত্রায় পূণ্যবান্।

অত্র প্রতিগ্রহে রাজ্ঞ ন বিক্রীতা জাহ্নবী ভবেৎ ॥

বিক্রীতায়াক জাহ্নব্যাক বিক্রীতোহুজ্জন্মানর্দনঃ।

জনাৰ্দ্দনে চ বিক্রীতে বিক্রীতং ভুবনত্রয়ম্।

কোহপি ন জাগকর্তান্ত নিঃসৰ্গপ্রসঙ্গতঃ ॥”

(বৃহদ্রথপুং ৪৫ অ°)

• নারায়ণক্ষেত্রে দীক্ষা, দেবপূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, জপ, পরোপকার, স্তবপাঠ ও মৌনব্রত বিধেয়, এবং এই স্থলে নীচালাপ পরিবর্জনীয়। (বৃহদ্রথপুং ৪৫ অ°)

নারায়ণগঞ্জ, বাঙ্গালায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা ও একটি নগর। অক্ষা° ২০° ৩৭' ১৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৩২' ৫" পূঃ। লক্ষ্মী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা হিন্দু ৯৭১৭, মুসলমান ৩৯০৮, খৃষ্টান ৮৯। এই নগর ঢাকার ৯ মাইল দূরবর্তী। মীরজুম্মার নির্মিত কতকগুলি চূর্ণ ইহার নিকটবর্তী স্থানে অজ্ঞাপি বিদ্যমান আছে। এই স্থানের ঠিক সম্মুখে কদম রহুল নামক মুসলমানদিগের তীর্থস্থান রহিয়াছে। এই স্থান পাটের জন্ম বিখ্যাত।

নারায়ণগড়, মেদিনীপুরের অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান। এখানে প্রাচীন হিন্দুস্মৃতি পড়িয়া আছে।

নারায়ণ গার্গ, নৃসিংহার্গের পুত্র। ইনি আশ্বলায়নশ্রোত ও গৃহসূত্রের ভাষ্য, আশ্বলায়ন-গৃহকারিকার ভাষ্য, আশ্বলায়ন-সূত্রপদ্ধতি ও শ্রোতসূত্রবিধি রচনা করেন।

নারায়ণ গৌসাই নৃপতি, প্রমুখৈক্য নামক জ্যোতিষ গ্রন্থকার।

নারায়ণ গোড়, মিশ্র রাগবিশেষ। বেলাবলী, নট ও গোড়-যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্না°)

নারায়ণচন্দ্র চূড়ামণি, কেশবীর বর্ষপদ্ধতির একজন টীকাকার।

নারায়ণ চক্রবর্তী, ১ ভাগবতপুরাণের একজন বিখ্যাত টীকাকার। ২ শান্তিকৃতস্বায়ত নামে স্মার্ত্ত গ্রন্থকার।

৩ একজন সংস্কৃত অভিধানরচয়িতা। ৪ পদার্থকৌমুদী-প্রণেতা।

নারায়ণচূর্ণ (ক্ৰী) চূর্ণোৎপত্তেভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—যবানী, হবুবা, ধনে, ত্রিকলা, কৃষ্ণজীরা, ঈষৎকৃষ্ণ কুন্ডলীরা, পিঙ্গলী-মূল, অজগন্ধা, শঠা, বচ, শুল্ফা, বৃহৎজীরা, ত্রিকটু, অর্ধশর্করা, চিতা, যবক্ষার, স্যাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগ, দস্তী ৩ ভাগ, অর্থাৎ উক্ত একভাগের তিনগুণ, তেউড়ী ২ ভাগ, ইজ্জবাকরী ২ ভাগ, শাটলা (চলিত সেহও) ৪ ভাগ, এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া অম্বপান বিশেষে সেবন করিলে নিম্নলিখিত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। এই চূর্ণ উদররোগে তরুকারা, গুল্মরোগে বদরীর কাথসহ, আনদ্ধ বাতে সুরাসহ, বাতরোগে প্রসন্নাসহ, বিট্ভেদে দধিমণ্ডের সহিত, অর্শরোগে দাড়িমের কাণ, পরিকর্ষিকা রোগে থৈকলসহ ও অজীর্ণরোগে উজ্জলসহ পান করিলে এই সকল রোগ নষ্ট হয়। ভগনর, পাণ্ডু, কাশ, শ্বাস, গলরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, কুজ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, দংশনজন্ম বিষ, মূলবিষ, গরদোষ ও কৃত্রিম বিবে যথাযোগ্য অম্বপানের সহিত এই চূর্ণ পান করিলে বিরোচন হইয়া বিশেষ উপকার হয়। (ভাবপ্র° উদররোগাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—গুলঞ্চ, বিড়ড়ক বীজ, ইন্দ্রযব, বেগুণ্ঠ, আতইচ, তুলসীরাজ, শুঠ, সিদ্ধিপত্র, প্রত্যেক চূর্ণ সমান, কুড়চিছালচূর্ণ সর্ব সমান, এই সকল চূর্ণ একত্র করিলে নারায়ণচূর্ণ হইবে। অম্বপান শুড় ও মধু। এই চূর্ণ সেবন করিলে রক্তাভীনার, শোথ, জ্বর, তৃণা, কাশ, পাণ্ডুরোগ, হলীমক প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অভীসারাদি°)

নারায়ণস্মৃত (ক্ৰী) স্বভৌমভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্বত ৫ সের। কাথের জন্ম পিপুল ২ সের, জল ২০ সের, শেব ৫ সের। গুলঞ্চরস ৪ সের, আমলকীরস ৭।০ সের। ককর্ষ ড্রাক্সা, আমলকী, পটোলপত্র, শুঠ, কটুকী, বচ প্রত্যেক

১ পল। যথাবিধানে পাক করিলে এই তৈল হয়। এই তৈল পান করিলে অন্নপিত্ত, দাহ ও বমি নিবারণ হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° অন্নপিত্তাধি°)

নারায়ণ ছলারি, (ছলারি নারায়ণ) ছলারি বৃষিংহের পুত্র। ইনি শ্রুতিসার ও শ্রুতিসংগ্রহ রচনা করেন।

নারায়ণতীর্থ, বাহুদেবতীর্থ ও রামগোবিন্দতীর্থের শিষ্য এবং ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর গুরু। ইনি তন্ত্রচন্দ্র নামে সাংখ্য-কৌমুদীর টীকা, জ্ঞানকুম্ভাঙ্গলি-কারিকার ব্যাখ্যা, ভক্তি-চন্দ্রিকা নামে শাক্তিলাস্ক্রয়ের ব্যাখ্যা, ভক্ত্যাধিকরণমালা ও তাহার টীকা, যোগচন্দ্রিকা, যোগশ্রুত্বয়িত্তি, বেদান্ততির টীকা, বেদান্তবিভাবনাটিকা, সাংখ্যচন্দ্র নামে সাংখ্যকারিকার টীকা, সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দুর ব্যাখ্যা, তত্ত্বচিন্তামণিগীথিত্তির টীকা ও জ্ঞানচন্দ্রিকা নামে ভাষ্যপরিচ্ছেদের টীকা রচনা করেন।

২ শিবরামতীর্থের শিষ্য। ইনি ভাটপ্রকাশিকা নামে মীমাংসা-গ্রন্থ রচনা করেন।

৩ বালবোধিনী নামে শঙ্করাচার্য্যরচিত আশ্বাবোধের একজন টীকাকার।

৪ দক্ষিণা-মুণ্ডি-স্তোত্রের ব্যাখ্যাকার।

নারায়ণতীর্থস্বামিন্, গঙ্গালহরী ও তাহার টীকাকার।

নারায়ণতৈল (ঐ) তৈলৌষধভেদে। এই তৈল স্নায়ু, বৃহৎ ও মধ্যম ভেদে ত্রিবিধ। যথা—নারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল এবং মহানারায়ণতৈল।

নারায়ণতৈল। প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ১৬ সের। কাণাধি বিষমূলের ছাল, গণিরারি মূলের ছাল, শোণামূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, পালিধামূলের ছাল, গন্ধভাদালিয়া, অম্বগন্ধা, বৃহত্তী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, পূর্ণবা, ইহাদের প্রত্যেকের ১০ পল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কন্ধাধি শুল্ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাছকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাযানি, রামা, অম্বগন্ধা, সৈন্ধব, পূর্ণবামূল, ইহাদের প্রত্যেকের দুই পল, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুধ ৬৪ সের। যথানিয়মে পাক করিলে ইহা প্রস্তুত হয়। এই তৈল পান, অভঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রশস্ত। এই তৈল ব্যবহারে পঙ্কতা, অধোবাত, শিরোরোগ, মজাস্তম্ব, হস্তস্তম্ব, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাদশোথ, স্কন্ধম্পনগতি, ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্য, গুরুহাস, বধিরতা, অল্পবুদ্ধি প্রভৃতি রোগ এবং স্ত্রীলোকের গর্ভগ্রহণব্যাঘাত নিবারিত হয়।

মধ্যম নারায়ণতৈল। প্রস্তুত প্রণালী—কাণের জন্ত বিধ, অম্বগন্ধা, বৃহত্তী, গোক্ষুর, শোণা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী,

পূর্ণবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিরারি, ও গন্ধভাদালিয়া ইহাদের মূল, পারুলমূল প্রত্যেক ২০ সের। পার্কার্ধ জল ৫১২ সের। শেষ ১২৮ সের। গোরক্ষ বা ছাগছুর ৩২ সের। তিলতৈল ৩২ সের। কন্ধাধি রামা, অম্বগন্ধা, মটরী, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাযানি, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব-লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মজিষ্ঠা, বটমধু, তগরপাছকা, মুগা, তেজপত্র, ভুঙ্গরাজ, জীবক, কুম্ভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাকলা, ঋদ্ধি, বুদ্ধি, যেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠোলা, খেত-পূর্ণবা, চোরকাঁচকা ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। গন্ধাধি কপূর, কুক্ষুম ও মুগনাভিমিলিত ৩ পল। যথানিয়মে পাক করিলে ইহা প্রস্তুত হইবে। এই তৈল ব্যবহারে পঙ্কতা, অধোবাত, শিরোরোগ, মজাস্তম্ব, হস্তস্তম্ব, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাদশোথ, স্কন্ধম্পনগতি, ইন্দ্রিয়দৌর্বল্য, গুরুহাস, বধিরতা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়, এবং ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভগ্রহণব্যাঘাত নিবারিত হয়। এই তৈল বাতব্যাধি-অধিকারে অতি প্রশস্ত ঔষধ।

মহানারায়ণতৈল। প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। কাণের জন্ত শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শঠী, বচ, এরণ্ডমূল, কণ্টকারীমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, ঝাঁটামূল প্রত্যেক ১০ পল। পার্কার্ধ জল ৬০ সের। শেষ ১৬ সের। গব্যছুর, ছাগছুর প্রত্যেক ৮ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। কন্ধাধি পূর্ণবা, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাছকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অম্বগন্ধা, সৈন্ধব, রামা প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দনে সকল প্রকার বায়ুরোগের শাস্তি হয়, এবং হৃৎকূল, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, কামলা, পাণ্ডুরোগ, অশ্বরী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং এই তৈলের কথা বলিয়াছেন, এইজন্ত ইহার নাম নারায়ণতৈল হইয়াছে।

(ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধি°)

নারায়ণদত্ত, ১ সহকৃষ্ণগম্যত্বত একজন সংস্কৃত কবি। ইনি চক্রপাণিন্তের পিতা।

২ জলাশয়োৎসর্গপদ্ধতিরচয়িতা।

নারায়ণদাস, ভারতবুদ্ধিবাদ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

নারায়ণদাস কবিরাজ, ১ গীতগোবিন্দের সর্বাঙ্গসুন্দরী নামে এক টীকাকার। রমানাথ মনোরমায় এই টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইহার বৈদ্যক পরি-জ্ঞা, স্নায়বলভ নামে ভ্রব্যগুণ ও নানোষধপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থগুলি বৈদ্যকসমাজে বিশেষ আদৃত।

নারায়ণদাস, অকবরের রাজত্বকালে নারায়ণদাস রাঠোর দাক্ষিণাত্যের ইমরের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। অকবরের প্রেরিত আসফ খাঁর সহিত ইহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি পরাভূত হন।

নারায়ণদাস সিন্ধু, ইনি নারায়ণ গোস্থানী নামে খ্যাত। ইহার পিতার নাম ব্রহ্মদাস, ইনি প্রত্নবৈজ্ঞান নামে একখানি বৃহৎ জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বৈষ্ণববৈদ্যাকশাস্ত্র রচনা করেন।

নারায়ণদেব, গজপতি বীরনারায়ণ নামে খ্যাত। ইহার পিতার নাম পদ্মনাভ, গুরু নাম কবিরাজ পুরুষোত্তম মিশ্র। ইনি অলঙ্কারচক্রিকা ও সঙ্গীতনারায়ণ নামে সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেন।

নারায়ণদেব, একজন প্রসিদ্ধ বঙ্গকবি, ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব-বিভাগস্থ ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার অসীন বোরগ্রাম নামক একটা ক্ষুদ্রপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নরসিংহ। নারায়ণদেবের বংশাবলী অনেক শাখা প্রশাখার বিভক্ত। একটা শাখার পরিচয় এই;—

(পরবর্তী নামগুলি পূর্ববর্তী নামের পুত্রজ্ঞাপক)

উদয়রাম, উদ্ধবরাম, নরসিংহ, নারায়ণদেব, চতুর্ভূজ, অভিন্না, চূড়ামণি, অনন্তরাম, ভগদেব, গোবীন্দ্রপ্রসাদ, নিমাইচাঁদ, কৃষ্ণরাম, রূপরাম, মোহনমোহনপাল, নরোত্তম, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, রামচন্দ্র জগজ্ঞান, গগনচন্দ্র। শেবোক্ত হইলেন লোক ও তাঁহাদের শাখা এখনও বর্তমান আছে। তাঁহাদের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, নারায়ণদেব, তাঁহার বংশের বর্তমান লোকের ১৭ পুরুষ পূর্বের লোক। অতএব ৩ পুরুষে ১০০ বৎসর গণনা করিলে নারায়ণদেব বর্তমানসময়ের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ হইতেন। ইনি “পদ্মপুরাণ” প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক মনসাদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের নিমিত্ত চাঁদবেণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। প্রবাদ আছে, তিনি আদৌ ভাল লেখাপড়া জানিতেন না, তবে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করেন। এই উক্তি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

তাঁহার স্বরচিত শ্লোকের একস্থলে বর্ণিত আছে যে, তিনি চৌদ্দবৎসর বয়সের সময় এইরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, বংশীধারী কৃষ্ণ স্বপ্নে আসিয়া তাঁহাকে পদ্মলেখার জ্ঞান উৎসাহিত করিতেছেন। ভাল লেখা পড়া না জানিলেও তাঁহার রচনায় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

নারায়ণধর্ম্মাধিকারিন্, একজন স্মার্তপণ্ডিত। ইনি লক্ষ্মণকাণ্ড ও ব্রহ্মাযজ্ঞকোপদ্রবহরবিধি রচনা করেন।

নারায়ণপণ্ডিত, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকার দেখিতে পাওয়া যায়। ১ অদ্বৈতকালানুত নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

২ ইনি লক্ষ্মীদাসের পুত্র, শ্রীমদাসের আদেশে গীতগোবিন্দ-টীকা রচনা করেন।

৩ নবরত্নপরীক্ষা নামক গ্রন্থকার।

৪ পাটীকোমুদী নামে জ্যোতিষশাস্ত্ররচয়িতা।

৫ শিবস্তুতিকার। ইহার পিতার নাম লিঙ্গুচি।

৬ কৃষ্ণপণ্ডিতের পুত্র, অরনির্ঘণ ও বৈদ্যাবল্লভের টীকাকার।

৭ বিশ্বনাথ পণ্ডিতের পুত্র, পিষ্টপণ্ডিত ও নরসিংদাসপ্রণেতা।

৮ হিতার্ণবরির পুত্র, ইনি আনন্দতীর্থকৃত সত্যচারস্বত্বির একখানি সুন্দর টীকা করিয়াছেন। কাহারও মতে, ইহার পিতার নাম বিশ্বনাথ।

নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্য, ১ অগ্ন্যধ্বায়ীজ্যোতিষ ও শিবজ্যোতিষ-রচয়িতা।

২ ত্রিবিক্রমের পুত্র, একজন মধুমতাবলম্বী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। ইনি মণিমঞ্জরী নামে বেদান্ত, মধুবিজয় নামে মধ্বাচার্য্যের জীবনী, মজ্জার্ন-মঞ্জরী, বিষ্ণুস্ততি, সংগ্রহরামায়ণ, অগ্ন্যধ্ববিজয় বা অগ্ন্যেয়মালিকা নামে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নারায়ণপরিব্রাজক, বতীধর নামে খ্যাত। ইনি অর্থপঞ্চক-নিরূপণ রচনা করেন।

নারায়ণপাল, ১ পালবংশীয় গোড়ের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। [পালরাজবংশ দেখ।]

নারায়ণপুর, বিজয়গড় জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। কেরিলি হইতে ১৩ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখানে কএকটা প্রাচীন ও শিল্পকাব্যবিশিষ্ট শিবমন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরে শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

২ উত্তর পশ্চিমাকাংলে বালিয়া জেলার অন্তর্গত একটা অতি প্রাচীন গ্রাম, গঙ্গাপুর হইতে অর্ধকোশদূরে ও গঙ্গার নিকট অবস্থিত। এখানে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং নারায়ণদেবের মন্দির দেখিয়াছিলেন। এখানে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

নারায়ণ পোবর, সাতারা জেলায় পিম্পোড়বুদ্রথ নামক স্থানে কৃষ্ণকবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৯ বৎসর বয়স হইতে বিবাক্ত ভ্রমণকর্ম্ম সকল ধরিতে পারিতেন, এজ্ঞা সকলেই ইহাকে নারায়ণের অবতার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া এইরূপ কহিত—যে ইনি সত্তর ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিবেন। পীড়াদি হইলে আরোগ্যলাভার্থ ইহার নিকট অনেকে আগমন করিত। সর্পাঘাতেই ইহার মৃত্যু হয়।

নারায়ণপ্রিয় (পুং) নারায়ণ প্রিয়ঃ, নারায়ণঃ প্রিয়ঃ বস্ত ইতি বা। ১ শিব।

“নারায়ণপ্রিয়মদমদাপহারম্।

• বারাগণীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥” (শিবস্তোত্র)

২ পীঠচন্দন। (নৈঋত্বে)

নারায়ণভট্ট, ভাঙ্গরভট্টের পুত্র, রূপসনাতনের শিষ্য। পুরাণে বৃন্দাবনের দ্বাদশ মাত্র বনের উল্লেখ আছে। তদ্ব্যতীত এখন যে বহুসংখ্যক বনের নাম পাওয়া যায় এবং হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ পুণ্য-রাত্রি আশায় যে সমস্ত বন দর্শন করিতে গিয়া থাকেন, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত এই নারায়ণভট্টের চেষ্টায় সেই সকল পুণ্যভূমির নামকরণ হইয়াছে। এখন বৃন্দাবনে যে বনযাত্রা ও রাসলীলা মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাও ইনি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। ঐ সকল স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্ত ইনি ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে ব্রজভক্তিবিলাস নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ব্রজভক্তিবিলাস পাঠে জানা যায়, পরম-হংস-সংহিতা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ব্রজবাসিগণ বলেন, বর্ষাণের নিকটবর্তী উঁচাগাও নামক স্থানে নারায়ণ বাস করিতেন, কিন্তু ব্রজভক্তিবিলাসে তিনি শ্রীকৃষ্ণ (বা রাধাকৃষ্ণ)-বাসী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিবার জন্ত লোকনাথ-গোষাধীশকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়া যে সকল লুপ্তস্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, নারায়ণভট্ট রূপসনাতন ও লোকনাথের সাহায্যে সেই সকল স্থানের নামকরণ করেন। তাঁহার ব্রজভক্তিবিলাসে এইরূপ ১৩৩টা বনের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যমুনার দক্ষিণকূলে ৯১টা ও বামকূলে ৪২টা অবস্থিত।

২ গোঁকুলবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। বল্লভাচার্য্য বালাকালে ইহার নিকট সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নারায়ণভট্ট, এই নামে বিস্তারিত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। ১ অপর নাম নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস-বিদ্যানন্দের শিষ্য। ইনি কল্ললতা ও তারাপদ্ধতি রচনা করেন।

২ একজন জ্যোতিষী। ইনি সমরসিংহরচিত তজিক-তত্ত্বসারের ‘কর্মপ্রকাশিকা’ নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

৩ কেয়লবাসী একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি কোটি-বিরহ, স্নেহগদ্যদেশ, স্বাহাস্থধাকর ও ধাতুকাব্য নামে কএকখানি কাব্য, নারায়ণীয়া স্তোত্র ও প্রক্রিয়াসংকল্প নামে ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।

৪ একজন টীকাকার। ইনি গৃহপ্রবেশপ্রকরণ, গোচর-প্রকরণ, যাত্রাপ্রকরণ ও বিবাহ-প্রকরণ প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন।

৫ জ্ঞানকীর্ণপরিণয় নামক নাটককার।

৬ কেশবমিশ্রকৃত তর্কভাবার একজন টীকাকার।

৭ তিথিবাক্যনির্ণয় নামে গ্রন্থরচয়িতা।

৮ একজন কবি। ইনি জিপুরদহন, দূতবাণী, রাক্ষসোৎপত্তি, রামায়ণ-প্রবন্ধ ও স্তম্ভদাহরণ নামে কএকখানি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

৯ দশকর্মপদ্ধতি ও ধর্মপ্রবৃত্তি নামে দ্ব্যর্থগ্রন্থকার।

১০ প্রায়শ্চিত্তসংগ্রহকার।

১১ (নারায়ণ সর্গজ্ঞ) নামনিধান নামে কোষ ও মানবধর্মশাস্ত্রের ভাষ্যকার। ইহার নামনিধানকোষ রায়মুক্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১২ লক্ষ্যোদয়পদ্ধতিরচয়িতা।

১৩ লঘুচন্দ্রিকা নামে যোগশাস্ত্রকার।

১৪ বিধান-রত্ন নামে দ্ব্যর্থগ্রন্থরচয়িতা।

১৫ বৃত্তোক্তি-রত্ন নামে ছন্দোগ্রন্থ ও পরীক্ষা নামে তাহার টীকারচয়িতা। ইনি তারাবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

১৬ বৃন্দরত্নাকরের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। ১৬০২ সনতে (১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে) ঐ টীকা রচিত হয়। ইনি আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

বিশ্বামিত্রবংশে শ্রীনাগনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র অঙ্গদেব, তৎপুত্র গোবিন্দভট্ট, তৎপুত্র রামেশ্বর ভট্ট, এই রামেশ্বরের পুত্র নারায়ণ।

১৭ ব্যুৎপত্তিবাদার্থ নামে জ্ঞানগ্রন্থরচয়িতা।

১৮ সংস্কারসাগর নামে ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

১৯ সমুদ্রলক্ষণ নামে বৈদ্যক গ্রন্থকার।

২০ সাধনদীপিকারচয়িতা। ইনি কাঞ্চকুঞ্জীয় শঙ্করের শিষ্য।

২১ স্তবচিন্তামণি নামে শৈবগ্রন্থরচয়িতা।

২২ গোভিলগ্রন্থলেখক একজন ভাষ্যকার। রঘুনন্দন এই ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই নারায়ণের পিতার নাম মহাবল, পিতামহের নাম রামদেব ও প্রপিতামহের নাম বাস।

২৪ একজন প্রসিদ্ধ দ্ব্যর্থ, রামেশ্বর ভট্টের পুত্র ও গোবিন্দ ভট্টের পৌত্র। ইনি খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইহার রচিত অষ্টোষ্টিপদ্ধতি, অষ্টোষ্টিপ্রয়োগ, অয়ননির্ণয়, আতুরসন্ন্যাসবিধি, আহুতিযামিরণে দাহাদিব্যবস্থা, আত্মিকবিধি, উৎসর্গপ্রয়োগ (জলাশয়স্নানোৎসর্গবিধি), কালনির্ণয়সংগ্রহ, মাধবকৃত কালনির্ণয়ের টীকা, কাশীমরণমুক্তিবিচার, গম্যকার্য্যাস্থানপদ্ধতি, গম্যযাত্রাপ্রয়োগ, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, তিথিনির্ণয়, ভূলাপুষ্কমহাদানপ্রয়োগ, জিহ্মলীসেতু, দিব্যাহুষ্ঠানপদ্ধতি, প্রয়াগসেতু, প্রয়াগরত্ন, মাসমীমাংসা, রত্নপদ্ধতি, লিঙ্গাদি

প্রতিষ্ঠাবিধি, বাস্তবপুঙ্খবিধি, যুগোৎসর্গবিধি প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহার পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ ভট্ট, এবং পৌত্র দিনকর ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত কল্যাকর ভট্ট।

২৫ নারায়ণভট্ট নামে প্রসিদ্ধ নৃতিনিবন্ধকার।

১৬ বৈষ্ণবজ্যোতিষশাস্ত্রপ্রণেতা।

নারায়ণভট্ট, একজন বৈষ্ণব। ইনি বৃন্দাবনে উঠাগ্রামে বাস করিতেন। দাউজীর সেবার, ইহার বড় আনন্দ ছিল। ইনি প্রতিদিন বৈষ্ণবগণকে ভোজ্যাদ্বারা সেবা করিতেন। একদা কোন ধনবান ব্যক্তি ইহাকে প্রয়াগতীর্থে যাইতে বলিলে ইনি দুঃখিত হইয়া তাহাকে বৃন্দাবন ও হরিভক্তিমাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য বৃন্দাবনে প্রয়াগতীর্থে দেখাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, এইখানেই সর্গতীর্থ আছে। (ভক্তমাল)

২ কাশীবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। অরঞ্জেব কর্তৃক কাশীস্থ দেববিগ্রহ সমুদয় নষ্ট হইবার পূর্বে ইনি জ্ঞানবাগীর দক্ষিণভাগে এক স্তম্ভর গন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। (ভ° ব্রহ্মণ্ড ৫৮৫-৮৬)

• নারায়ণমিশ্র, ১. সন্ধ্যাবন্দনভাষ্যকার। ২ নারায়ণমিশ্রী নামে ধর্মশাস্ত্রকার।

নারায়ণভট্টআরড়, লক্ষীধরের পুত্র। ইনি প্রয়াগসার বা গৃহাধিসাগর ও শ্রাদ্ধসাগর রচনা করেন। ইনি ভট্টোজির মত উক্ত করিয়াছেন।

নারায়ণভারতী, মারম্বতসারসংগ্রহ নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা।

নারায়ণভিষক, একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইহার কৃত কর্মপ্রকাশ, বাস্তববাদিনির্ঘর, বৈদ্যচিন্তামণি, বৈদ্যবৃন্দ ও বৈদ্যামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নারায়ণমুনি, ১ তত্ত্বত্রয়নিরূপণ ও তত্ত্বসংগ্রহ নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

২ রঘুপতিরহস্তদীপিকারচয়িতা।

৩ গণপতিতত্ত্বপ্রকাশিকা নামে গণেশমহত্মনামের ভাষ্যকার।

নারায়ণমুনীন্দ্র, জ্ঞানতিলক ও জ্ঞানবিশ্বতীর বেদান্তরক্ষা নামে টীকাকার।

নারায়ণযতি, রামায়ণতত্ত্বদর্পণরচয়িতা।

নারায়ণযতীশ্বর, স্বদর্শনস্তব-রচয়িতা।

নারায়ণযাজ্ঞিক, যাজ্ঞিক পাঠক রামচন্দ্রের পুত্র ও গঙ্গাধরের ভ্রাতা। ইহার বিরচিত কর্ণামুগা পদার্থদীপিকা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে পৌর্ণমাসেষ্টীর বিষয় লিখিত হইয়াছে।

নারায়ণরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল,

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, রসাজন, মনছাল, স্বর্ণ, পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, সৈন্ধবলবণ, আতাইচ, চই, শরগুচ্ছা, বিড়ঙ্গ, ঘমানী, গজ-পিপ্লী, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল, খেতধনু ও হরীতকী এই সকল জব্য সমান পরিমাণে লইয়া কটুতৈলের সহিত মর্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অমৃ-পান মধু। ইহা সেবন করিলে নাড়ীত্রণ ও ভগ্নময় প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না ভগ্নমরাধিকার)

নারায়ণরায়, বিক্রমসেনচন্দ্র নামে চন্দ্রকাব্যপ্রণেতা।

নারায়ণরাও, বাংলাজিরাও পেশবার তৃতীয় পুত্র। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩০এ আগষ্ট তারিখে ইহার পিতৃব্য রঘুনাথরাও ইহাকে হত্যা করেন। তৎপরে ইহার শিশুপুত্র শিবাজী মাদোরীও অভিযুক্ত হন। ইহার বংশধর বলবৎরাও এখনও বিদ্যমান আছেন।

নারায়ণরাজ, একজন চোল রাজা।

নারায়ণলক্ষি, একজন প্রাচীন সংস্কৃতকবি, স্মৃতিকর্ণায়ুতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

নারায়ণ-বন, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-আর্কট জেলার একটি সহর। অক্ষা° ১৩° ২৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩৮' পূঃ। মাজাজ রেলওয়ের পত্তরুয় ষ্টেশনের ৩ মাইল পূর্বে অন্ননদীর তীরে অবস্থিত এবং উহা কারবেটনগরের জমিদারীভুক্ত।

নারায়ণ-বন শব্দ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বহুকাল পূর্বে এই স্থান বনাকীর্ণ ছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, ভগবান নারায়ণ এই বনে বিচরণ করিতেন। চতুমুখ ব্রহ্মা এক সময়ে কাশীপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানটী অতি পবিত্র বলিয়া যজ্ঞের সীমাস্বরূপ মনোনীত করিয়া লন। এখানে ‘অমনারা চৈরম্মা’ বা মহিষাসুর-মর্দিনী আসিয়া যজ্ঞ স্থলের সীমা রক্ষা করিয়া ছিলেন, তদবধিই তিনি এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ইহা একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান।

স্থানীয় হস্তলিপি পাঠে জানা যায় যে, তজোরের মহারাজ কুলোদ্ভূত চোলের আরজ পুত্র তোত্তীমান এই স্থান আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তাহার প্রপৌত্র রাজা নারায়ণ-দেবের রাজত্বকালে মিথিলাপতি গবাসনন তিরুপতির তীর্থ দর্শনে আইসেন। এই স্থানের অবস্থাদর্শনে প্রীত হইয়া, এখানে রাজ্য স্থাপনে তিনি অভিলাষী হন এবং সেই হেতু ব্যাকটেশ্বরের আরাধনা করেন। ব্যাকটেশ্বামী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নারায়ণদেবের নিকট অতিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অনুজ্ঞা করেন। মিথিলাপতি গবাসনন নারায়ণদেবের নিকট অর্দ্ধ রাজ্য প্রাপ্ত হইলে এই নারায়ণ-বনে আপন রাজ-ধানী স্থাপন করিলেন।

গবাসন রাজার চারিটা পুত্র ছিল, ১ম আকাশ, ২য় উচ্চল, ৩য় বাঙ্কটেশ এবং ৪র্থ বর্ষন। পিতার মৃত্যুর পর আকাশরাজ সিংহাসনে অধিরোধ করেন। বর্তমান নারায়ণ-বন নগরের তিন মাইল দক্ষিণে ইনি আকাশরাজপুর নামে একটা নগর এবং আকাশরাজ-কোটাই নামে দুইটা দুর্গ নির্মাণ করেন। এক্ষণে উহার ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়।

আকাশরাজের যথাসময়ে পুত্রকন্টা না হওয়ার তিনি পুত্রোষ্টিবাগ করিতে কৃতসংকল্প হন। যজ্ঞস্থলের সীমানির্দেশ-কালীন তিনি একটা স্বর্ণপদ্ম প্রাপ্ত হন এবং তাহাতে একটা স্বর্ণবর্ণের কন্যা রহিয়াছে দেখিলেন। পদ্ম হইতে জন্ম হেতু এই অযোনিসম্ভবা কন্তার পদ্মাবতী নাম রাখেন। যজ্ঞ সমাধা হইলে যথাসময়ে রাজার একটা পুত্র জন্মিয়াছিল।

পদ্মাবতী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নারায়ণবনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন বাঙ্কটেশস্বামী এখানে পদ্মাবতীকে দেখেন এবং তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া কর প্রার্থনা করেন; তাহাতে পদ্মা অসম্মতি প্রকাশ করিলে বাঙ্কটেশ রাজার নিকট কহিলেন। রাজা শাস্ত্রানুসারে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলে বাঙ্কটেশস্বামী নারায়ণবনে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন, রাজার প্রার্থনানুসারে তাঁহারা এই বনে অবস্থান করিলেন এবং তাঁহাদের বাসের জন্ত রাজা মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। অত্য়াপি তিনি এখানে কল্যাণ-বাঙ্কটেশ নামে পূজিত হইয়া থাকেন।

আকাশরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বসবর্ণ রাজা হন। অপুত্রক থাকায় তদীয় পিতৃব্য বাঙ্কটেশ রাজা হইলেন। ইহার বংশধরেরা এখানে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পরে রামরাজ নামে জনৈক রাজা উক্ত বংশের শেষ রাজা রিবন্ধকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। রামরাজের বংশ-ধরেরা এই স্থানে একাদশ পুরুষ পর্যন্ত রাজত্ব করিলে পর বিজয়নগররাজ তাঁহাকে পরাজিত ও তদ্রাজ্য হস্তগত করিয়া লন। অতঃপর কারবেট-নগরের পোলিগারেরা এই স্থান অধিকার করিয়া এখন পর্যন্ত ভোগদখল করিতেছেন। বর্তমান সময়ে পোলিগারেরা জমিদার নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এখন ইহার কারবেট নগরে বাস করিতেছেন। পূর্বে ইহাদের কোন আত্মীয় নারায়ণবনে বাস করিতেন। সেই আবাসবাটী পুরাতন এবং ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

কল্যাণবাঙ্কটেশ-মন্দিরের বিগ্রহের মূর্তি তিরুপতির বিগ্রহের সদৃশ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়। শ্রীরামানুজমতাবলম্বীরা ঐ বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন। দেবসেবার্ঘ জমিদারেরা ক্ষয়খানি গ্রাম দান করিয়াছেন। এখানে বেদপাঠের চর্চা

বিলক্ষণ আছে। ইহার নিকটেই পদ্মাবতী ও ধাম্মনার মন্দির আছে। মন্দির দুইটা প্রাণিট প্রস্তরে নির্মিত। প্রবাদ আছে, বেঙ্কটেশস্বামী রজন্য শ্রীবল্লীপুরের বিষ্ণু শেঠী নামক এক বণিকের ধাম্ম নামী এক কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া নারায়ণ-বনে আসিয়া একত্র বাস করেন।

এই মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অগস্ত্যেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরটা অতি পুরাতন নীল (মরকত) পাথরে নির্মিত এবং পরিষ্কার কার্য্যাবিশিষ্ট। এই মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন অম্বুশাসন পাঠে জানা যায়, কুলোভুল রাজার একাদশ বর্ষ রাজত্বকালে ৮২৬ শকাব্দে বেলুরপত্ত মণিবাস নাগদেব অগস্ত্যেশ্বরের দেবের বায়নিকীর্ধার্থ চালুকাপুর নামে এবং ১০৭৮ শকে উৎকীর্ণ অপর একখানিতে রাজা ত্রিভুবনমল্লদেব দেবসেবার জন্ত কতকগুলি জমি দান করেন।

এই মন্দির হইতে প্রায় বার শত ফিট অন্তরে পূর্বোক্ত মহিষাসুরমর্দিনীর মন্দির কেমপুলাপালয়ম্ নামক স্থানে বিস্তারিত রহিয়াছে। দেবীর মূর্তি অষ্টভুজা, একপদ সিংহের উপর ও অপর পদ সোমকাসুরের উপর। মূর্তি প্রায় ৮ ফিট উচ্চ হইবে। শ্রাবণ মাসে ১৫ দিন ধরিয়া দেবীর উৎসব হইয়া থাকে।

এখানকার পূজারিরা ব্রাহ্মণ নহে, ইহারা তকশ্রেষ্ঠীয় নামক নীচ শূদ্র। ইহারা সময় সময় দেবীর অর্চনাকালীন ব্রাহ্মণ-দিগেরও পোরোহিত্য করে এবং পূজার সময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করে মাত্র, সংস্কৃত না জানিলেও ইহারা বেশ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে।

নারায়ণবন্দ্য, একজন বঙ্গবাসী বৈয়াকরণ। ইনি ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ধাতুরত্নাকর ও সারস্বতী নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

নারায়ণবর্ষন (জি) নারায়ণময় পরং বর্ষ। নারায়ণময়, শ্রেষ্ঠ নারায়ণকবচ। দেবরাজ ইন্দ্র এই নারায়ণকবচ দ্বারা রক্ষিত হইয়া রিপুসেনা সকল অবলীলাক্রমে জয় করিয়া ত্রিলোকীর ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। এই কবচের বিশেষ বিবরণ ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে। নারায়ণবর্ষা, গোড়াপিপ ধর্ম্মপালের একজন মহাসামন্তাধিপতি।

[পাশরাজবংশ দেখ।]

নারায়ণবলি (পুং) নারায়ণায় নারায়ণমুদ্রিত দেবো বলিঃ। মৃতপতিতাদির প্রাশস্তিতাত্ত্বিক কর্ম্মবিশেষ।

দুর্দ্বয় মৃতের অর্ধাৎ অবৈধ আত্মহত্যাদিগের ঐকদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্ত নারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চদেবতার উদ্দেশে দেয় বলি।

যাহারা অবৈধরূপে আত্মঘাতী হয়, তাহাদের অশৌচ বা ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিছুই হয় না, পরে তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে হইলে নারায়ণবলি দিতে হয়, অর্থাৎ নারায়ণাদি পঞ্চদেবতার উদ্দেশে বলি দিয়া তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করা হইয়া থাকে।

প্রথমে নারায়ণবলি দিয়া, পরে পূর্ণ-নরদাহ করিতে হইবে, তাহার পর শ্রাদ্ধাদি বিধেয়। এই নারায়ণবলি মৃত্যুর দিন হইতে এক বৎসর পরে করিতে হইবে।

আত্মহননের প্রায়শ্চিত্ত, তদনন্তর নারায়ণবলি, তাহার পর পিণ্ডোদকক্রিয়া এবং বুধোৎসর্গাদি করিতে হয়।

“কৃত্বা চান্ধ্রায়ণং পূৰ্ণং ক্রিয়া কার্য্য যথাবিধি।

নারায়ণবলিঃ কার্য্যো লোকগর্হাভয়ান্নরৈঃ ॥

পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পশ্চাৎ বুধোৎসর্গাদিকঞ্চ যৎ।

একোদ্বিষ্টানি কুর্স্বীত সপিণ্ডীকরণং তথা ॥

ইন্দ্রিয়ৈরপরিভুক্তা য়ে চ মৃত্যু বিধাদিনঃ।

ঘাতয়ন্তি স্বগাংনান চাণ্ডালাদিহতাশ্চ যে ॥” (হেমাদ্রি)

“অথ নারায়ণবলিং বাখ্যাতামঃ অভিশস্তপতিতস্বরাপায়ায়-
ত্যাগিনাং ব্রাহ্মণহতানাঞ্চ দ্বাদশবর্ষাণি ত্রীণি বা কুর্স্বীতেতি।”

(বোধায়ন)

আত্মঘাতির দাহাদি করিলে অর্থাৎ যাহারা দহন ও বহনাদি কার্য্য করে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এমন কি আত্মঘাতির জ্ঞ অশু পরিত্যগ ও শাস্ত্রানুমোদিত নহে। যাহারা বৈধপূর্বক আত্মহনন করে, তাহাদের নারায়ণবলি দিতে হইবে না। ইহাদের যথাবিধি উদকাদি ক্রিয়া হইবে এবং যাহাদের দৈবাৎ মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদেরও ইহা অবিধেয়। দৈবহতদিগের জ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত বা নারায়ণবলি বিধেয় নহে। কেবল যাহারা বৃক্ষপূর্বক আত্মহত্যা করেন, তাহাদের পরিভুক্তির জ্ঞ নারায়ণবলি বিধেয় অথবা গয়ায় তাহাদের পিতৃ দিলেও উদ্ধার হয়।

“গোব্রাহ্মণহতানাঞ্চ পতিতানাম তথৈব চ।

উজ্জং সংবৎসরাৎ কুর্গাৎ সর্গমোবৌদ্ধদেহিকম্ ॥” (হেমাদ্রি)

“নারায়ণবলিঃ কার্য্যঃ লোকগর্হাভয়ান্নরৈঃ।

তথা তেবাং তবৈকোচং নাভ্যথোত্তরবীদ্যমঃ ॥” (ছাগলেয়)

এই নারায়ণবলিযোগাই আত্মঘাতির বিস্তৃতি লাভ হয়, অত্ৰ কোন প্রকারে হয় না।

নারায়ণবলির বিধান হেমাদ্রি প্রভৃতির মতামুসারে নির্ণয়-
সিদ্ধিতে এইরূপ লিখিত আছে—গুরু একাদশীর দিন নারায়ণবলি দিতে হয়। যিনি নারায়ণবলি দিবেন, তিনি প্রথমে দক্ষিণমুখে উপবেশন করিবেন। পরে বিষ্ণুকে প্রেত করুনা করিয়া পুরুষস্তুত অথবা বৈষ্ণবমন্ত্রে তর্পণ করিবেন। মন্ত্র—

“অনাদিনিধনো দেবঃ শশ্যচক্রগদাধরঃ।

অক্ষয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রেত্যোক্তপ্রদো ভবঃ ॥”

পরে সংকল্প করিতে হইবে, যথা—“বিষ্ণুরাম্ তৎসদদা
অমুক গোত্রস্ত অমুকস্ত হর্ষরগাংঘাতাজদোঘনাশাখং ঔর্দ্ধদেহিক-
সম্প্রদানংযোগাতা সিদ্ধার্থং নারায়ণবলিং করিষ্যে।” এইরূপে
সংকল্প করিয়া পাঁচটা কুণ্ড স্থাপন করিবে, এই পঞ্চ কুণ্ডে ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, শিব, যম ও প্রেত এই ৫ জনকে স্থাপিত করিতে হইবে,
ইহার মধ্যে বিষ্ণুর স্ববর্ণ, ব্রহ্মের তাম্র, ব্রহ্মার রৌপ্য, যমের
লৌহ এবং প্রেতের দর্ভময় প্রতিমা করিতে হইবে।

“বিষ্ণুঃ স্বর্ণময়ঃ কার্য্যো ব্রহ্মতাম্রময়স্তথা।

ব্রহ্মা রৌপ্যময়স্তত্র যমো লৌহময়ো ভবেৎ।

প্রেতো দর্ভময়ঃ কার্য্যঃ ॥” (নির্ণয়সিদ্ধ)

অথবা পূর্বোক্ত সকল মূর্তি কেবল স্ববর্ণদ্বারা প্রস্তুত করিয়া
স্থাপন করা যাইতে পারে। তাহার পর ঐ সকল দেবতা
বোড়শোপচারে পূজা করিয়া এবং পুরুষস্তুতদ্বারা পূজা
করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে এবং যথাবিধি চক্রপাক করিয়া
পুরুষস্তুতদ্বারা ‘নারায়ণায়ৈদং’ এই মন্ত্রে হোম করিবে।

তৎপরে দেবতাদিগের অগ্রে দক্ষিণাশ্রমর্থে প্রেতকে বিষ্ণু-
রূপে স্মরণ করিয়া প্রেতের নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিয়া মধু,
দ্বত ও তিলঘুত্ৰ দশপিণ্ড এবং যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ‘অমুকগোত্র
অমুকশয়ন প্রেতবিষ্ণুকণায় তে পিণ্ডঃ উপতিষ্ঠতাং’ এইরূপে
দিয়া কুশ এবং পুরুষস্তুতদ্বারা অভিমন্ত্রণ করিয়া ‘যন্তে যমঃ’
ইত্যাদি, মন্ত্রে পিণ্ডের অল্পময়, শজ্জাদিকে অভিসিদ্ধন ও
অর্চন করিয়া ‘অমুকশয়নঃ অমুকগোত্রঃ বিষ্ণুরূপঃ প্রেতঃ
তর্পয়ামি’ এইরূপে পুরুষস্তুতমন্ত্রে তর্পণ করিবে এবং ব্রহ্মাদি
পঞ্চদেবতাকে আমায় দিতে হইবে। মন্ত্র—

“ব্রহ্মবিষ্ণুশিবো যমশ্চৈব সাক্ষরঃ।

বলিং গর্হীতা কুর্স্বন্ত প্রেতস্ত চ শুভাং গতিম্ ॥”

মিতাক্ষরার এইরূপ লিখিত আছে—পূর্বোক্ত প্রাতি দেবতার
উদ্দেশে হ্রিবিধ ফল, শর্করা, মধু গুড় ও দ্বত নিবেদন
ও পিণ্ড অভ্যর্চনা করিয়া নদীতে পরিত্যাগ করিতে
হইবে। তৎপরে নব, সপ্ত বা পঞ্চ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া
উপবাসপূর্বক রাত্রি আগরণ করিবেন। প্রভাতকালে পুনরায়
বিষ্ণু ব্রহ্মা যম প্রভৃতিকে পূজা করিয়া একোদ্বিষ্ট বিধি
অনুসারে শ্রাদ্ধপঞ্চক করিবে, এইরূপে সংকল্প করিয়া
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যম ও প্রেতকে স্মরণ করিয়া বিপ্রদিগকে
উপবেশন করাইবে। তৎপরে প্রেতস্থানে বিষ্ণুকে স্মরণ
করিয়া আত্মহনাদি তৃপ্তিপ্রদ সমাপন করিবে এবং ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, শিব ও যম এই চারি দেবতার উদ্দেশে সপরিবারে

চারিটা পিণ্ড দিয়া প্রেতের নামগোত্রাদি উল্লেখে বিষ্ণুর নামে পঞ্চম পিণ্ড দিতে হইবে। পরে ‘প্রেতায় ইদং তিলোদক-মুণ্ডতিষ্ঠতাং’ ইহা বলিয়া সতিলোদক দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষ করিয়া কার্য শেষ করিবে। (বিশেষ বিবরণ অনন্ত-ভট্টকৃত অষ্টোষ্টপদ্ধতিতে লিখিত আছে।)

মিতাকরার মতে—সর্পহতদিগের জন্তও নারায়ণবলি বিধেয়। “সর্পহতে ভয়ং বিশেষঃ। সংবৎসরং যাবৎ পুরাণোক্ত-বিধিনা পঞ্চম্যাং নাগপূজাং বিধায় পূর্ণে সংবৎসরে নারায়ণবলিং কৃৎবা সৌবর্ণং নাগং দদ্যাৎ গাঞ্চ প্রত্যাক্কাং। ততঃ সৰ্পমোক্ষ-দেহিকং কুর্যাৎ।” (মিতাকরা-প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় অশৌচঃ)।

সর্পহতদিগের এই বিশেষ যে, সংবৎসর পর্যন্ত প্রতি মাসে শুক্লপক্ষমীতে পুরাণোক্ত বিধি অনুসারে অনন্ত বাসুকী প্রভৃতি নাগদিগের পূজা করিতে হইবে এবং পায়সাদি দ্বারা পরিভূষিতরূপে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। এইরূপে সংবৎসর গত হইলে সুবর্ণ-নির্মিত নাগ ও গোদান করিয়া নারায়ণবলি দিতে হইবে।

বৌদ্যানস্বরেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের মতে সর্পহতদিগের জন্ত নারায়ণবলি দিতে হইবে না।

যিনি পিণ্ডাধিকারী তিনিই নারায়ণবলি দিবেন। নারায়ণ-বলির পর তিন দিন অশৌচ হইবে, এই অশৌচান্তে যুতের আত্মাদি কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

“তদৈব শুধাতি প্রেতো নারায়ণবলৌ কৃতে।

যো দদাতি ক্রিয়াপিণ্ডং তস্মৈ প্রেতায় বৈ স্তুতঃ॥

তস্মৈবাপৌচমুদিতং ত্রাহমেব ন সংশয়ঃ।

বিষ্ণুশ্রাদ্ধসমাপ্তৌ তু ত্রয়োদশাং দিনত্রয়ম্॥

অশৌচং পিণ্ডঃ কুর্য্যান্তু তদ্বন্ধুগোত্রজাঃ।

যন্ত বৈ মৃত্যুকালে তু ব্যুদ্ধিমা সন্ততির্ভবেৎ॥

স বসন্তরকে নিত্যং পঞ্চময়ঃ করী যথা।” (অপরাক)

যিনি নারায়ণবলি দিবেন, তিনিই কেবল অশৌচগ্রহণ করিবেন, তৎপ্রেত বা বংশজ আর কাহারও অশৌচ হইবে না। নারায়ণবলি ভিন্ন প্রেতাদির উদ্ধারের উপায় নাই। যদি কেহ আত্মঘাতী হয়, তাহার সন্ততিগণের নারায়ণবলি অবশ্য বিধেয়। যে সকল আত্মঘাতির উদ্দেশে নারায়ণবলি প্রভৃতি হয় না, তাহাদের অনন্তনরক অবশ্যভাবী। (নির্ণয়সিদ্ধ ৫ পরিচ্ছেদ)

মিতাকরার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে অশৌচপ্রকরণে এই নারায়ণ-বলির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণোক্ত নারায়ণ-বলির বিষয়ও মিতাকরার উক্ত হইয়াছে। বাহ্য্য ভঙ্গে অধিক লিখিত হইল না। [পর্ণনরদাহ ও প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

নারায়ণ বাবুরী, সভাকৌমুদী নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ, একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যাকরণ। বাণে-

স্বরের পুত্র ও জটায়কের পৌত্র। ইনি সংকিপ্তসারের টীকা, শকার্ধসন্দীপিকা নামে অমরকোষের টীকা ও ভট্টবোধিনী নামে ভট্টিকাব্যের টীকা রচনা করেন।

নারায়ণবেদরকর, নরসিংহের পুত্র, নৈষধচরিতপ্রকাশ নামে নৈষধটীকাকার।

নারায়ণবৈষ্ণবমুনি, মন্ত্ররাজ্যকৃত তোত্রকার।

নারায়ণশর্ম্মন, রামশর্ম্মার পুত্র। ইনি ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে পদার্থ-কৌমুদী নামে অমরকোষটীকা রচনা করেন।

নারায়ণশেষ (শেষ নারায়ণ) একজন বিখ্যাত জ্ঞতিবিদ। শেষ বাহুদেবের পুত্র ও শেষস্বনস্তের পৌত্র। ইহার রচিত বৌদ্যানীয়শ্রোতসর্কস্ব নামে এক বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে অয়িষ্টোম, চাতুর্মাষ, দশপূর্ণমাস, চরকসৌত্রাদি প্রভৃতি বৌদ্যানীয় কর্মকাণ্ডের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

নারায়ণশ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্তভেদ।

নারায়ণসরসু (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

“তে হপি পিত্রামাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে ধৃতব্রতাঃ।

নারায়ণসরো জগুর্ঘ্রাত্র সিদ্ধাঃ স্ব পূর্বজাঃ॥” (ভাগ ৬।৫।২৫)

নারায়ণসরস্বতী, গোবিন্দানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। ইনি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে শারীরকভাষ্যাবৃত্তিক রচনা করেন।

নারায়ণসর্বভক্ত, ভারতার্থপ্রকাশরচয়িতা।

নারায়ণসার্বভৌম, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইহার প্রণীত প্রতিযোগিজ্ঞানকারণবাদ, প্রতিপাদিকসংজ্ঞাবাদ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নারায়ণসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, ব্যবহাসার-সংগ্রহ নামে স্মৃতিনিবন্ধকার।

নারায়ণস্মৃতি, হেমাদ্রি ও নাথবাচার্য্যদ্বারা একতানি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র।

নারায়ণস্বামী, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে বহুবাপী এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। গুজরাত ও কাশ্মিরাবাড়ি এই সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক দৃষ্ট হয়। কিরূপে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি;—

নারায়ণস্বামী নামে এক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস নারায়ণস্বামী নারায়ণেরই পূর্ণাবতার। দ্বাপরযুগে ভগবান্ নারায়ণ কঠোর তপশ্চর্য্যায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। ঘটনাক্রমে হর্ক্ষাসা ঋষি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারায়ণ ও তাঁহার পার্শ্ববর্তী ঋষিগণ সকলেই ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কাজেই হর্ক্ষাসার দিকে কেহ একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। হর্ক্ষাসা অতিবিসংকার হইল না দেখিয়া নারায়ণ ও ঋষিগণকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, “তোমরা

আমাকে অবজ্ঞা করিলে, এই জন্ত তোমরা কলিযুগে ভুমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবে।”

ভদ্রস্তর কলিযুগে সহজানন্দ নারায়ণরূপে ও ঋষিগণ তাঁহার সাক্ষোপাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত সাধু রচিত ভক্ত-চিন্তামণিতে লিখিত আছে—

অযোধ্যার অন্তর্গত চুপিয়া নামক ক্ষুদ্রনগরে ১৮৩৭ সংবতে চৈত্রমাসের শুক্লদশমীতে নারায়ণস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিপ্রসাদ ও মাতার নাম বালা। আবার জ্ঞানোদয়ের মতে—তাঁহার পিতার নাম ধর্মদেব ও মাতার নাম প্রেমবতী বা ভক্তি। তিনি সাংবর্ণগোত্রজ ও সামবেদের কোথুমী শাখাধারী। তিনি পিতার মধ্যম পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠের নাম রামপ্রতাপ ও কনিষ্ঠের নাম ইচ্ছারাম। বাল্যকালে সকলে তাঁহাকে ঘনশ্রাম বা হরিকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিত। যথাকালে ঘনশ্রামের উপনয়ন হইল। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হয়। এই সময় মাতুল গিয়া মাণবককে ফিরিয়া আনিয়া গৃহধর্মপালনে নিযুক্ত করেন। প্রথমত ঘনশ্রাম ব্রহ্মচারী হইয়া ছুটিলেন। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে সংসারে ফিরিয়া আনিবার জন্ত কত মিষ্ট কথা বলিলেন। কিন্তু সে মিষ্টকথায় ঘনশ্রামের মন ভুলিল না। তিনি সংসারের মায়া কাটাইলেন। তিনি ভগবদ্প্রেমে মত্ত হইয়া ক্রমাগত ছুটিতেছেন, পাছে পাছে তাঁহার মাতুল তাঁহাকে ধরিবার জন্ত চলিয়াছেন। বারক্রেশ আসিবার পর ঘনশ্রাম দেখিলেন, তখনও তাঁহার মাতুল পাছু ছাড়েন নাই। তিনি ফিরিয়া বলিলেন, “কেন আমার পাছে পাছে আসিতেছ। আমার অন্তরে সংসাররূপ নাই। আমি আর সংসারে যাব না।”

যে দিন তিনি ব্রহ্মচারী হইলেন, সেইদিনই এক গুরু-সঙ্গু পাইলেন। সেই গুরুর নিকট যথাকালে দীক্ষিত হইলেন, একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি কেশবদরিকাপ্রশম প্রভৃতি তীর্থদর্শনে চলিলেন। রামেশ্বর দর্শন করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে নিবিড় অরণ্যে গিয়া স্তম্ভের আরাধনা করিতে লাগিলেন। স্বর্গদেব তাঁহাকে দেখা দিয়া বর দিলেন, “তুমি যে কার্য করিবে, তাহাতেই সিদ্ধ হইবে।” এখান হইতে বাহির হইয়া ঘনশ্রাম ‘নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী’ নামে নানাতীর্থ পর্যটন করিতে লাগিলেন।

১৮৫৬ সংবতে, ১৯শ বর্ষের সময় তিনি জুনাগড়ের নিকট-বুর্জী লোজ নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে এখানে মুক্তানন্দ প্রমুখ রামানন্দমতাবলম্বী প্রায় পঞ্চাশজন সাধু অবস্থান করিতেছিলেন। যুবক নীলকণ্ঠের সহিত রামানন্দগণের আলাপ হইল। মুক্তানন্দের গুরু রামানন্দের নিকট ঘনশ্রাম

সংবৎ ১৮৫৭ অব্দে ১১ই কার্তিক উপদেশ গ্রহণ করিলেন, তখন হইতে তাঁহার নাম হইল সহজানন্দ।

বিশতিবর্ষ হইতে সহজানন্দ ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি সমাধিবলে একরূপ এক জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে দেখিলেই শব্দচক্রগদাগমধারী ত্রীকক্ষ বলিয়াই মনে করিত। তাঁহার গুরু রামানন্দ লোকের মুখে শুনিয়া তাঁহার এই অসামান্য শক্তিতে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া তাঁহারও সে সন্দেহ দূর হইল। তিনি সহজানন্দকে আপনার গদীতে বসাইয়া দেহভাগ করিলেন।

তৎপরে সহজানন্দ কচ্ছদেশে আসিয়া বহুসংখ্যক মন্দির ও কুণবীজাতিকে নিজ মতে দীক্ষিত করিলেন। যে সকল কুণবী তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করিল, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ জাতি ভাগ না করিলেও মুসলমান আচার অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা পিতৃশ্রদ্ধা করিত না। মৃতব্যক্তিকে গোর মিত, কাকি ডাকিয়া তাহার আদেশে বিবাহাদি সম্পন্ন করিত। এখন সহজানন্দের উপদেশে আবার কুণবীরা শ্রদ্ধা ও নাহাদি আরম্ভ করিল।

সহজানন্দ আক্ষদাবাদে আসিয়া প্রচার করেন যে, ‘নানা প্রতিমাপূজার কোন প্রয়োজন নাই। একমাত্র নারায়ণের সেবা করিলেই মুক্তিলাভ হয়।’ তাঁহার মুখে বহু প্রতিমাপূজার নিন্দাবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মগণ পেশবার দিকট গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিল। সহজানন্দ বাধ্য হইয়া আক্ষদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

তৎপরে তিনি আক্ষদাবাদের নিকট জেতলপুরে গাহড়ভান নামক গ্রামে ও নরিয়াদের নিকটবর্তী দভণ গ্রামে ‘মহাক্ষত্র’ নামে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জেতলপুরে অবস্থানকালে বহুলোক জীপুত্রগৃহপরিজন পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছিল।

১৮৬৮ সংবতে ভবনগররাজ্যের অন্তর্গত গড়ভানামক স্থানে গিয়া কাঠিসর্দার দাদা-এডল-কাচরকে দীক্ষিত করেন। এখানে সহজানন্দ কিছুকাল কাঠিসর্দারের গৃহে মহাসমারোহে অবস্থান করেন। এখানে ৮০০ ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। তন্মধ্যে ১৫০ জন রমণী ‘সম্মাযোগী’ বা সম্মাসিনী হইয়াছিল।

তৎপরে তিনি আপন প্রধান শিষ্যগণকে পাঠাইয়া আক্ষদাবাদ, ভূজ, নরিয়াদের নিকট বড়তাল, জেতলপুর, ধোলকা, মুলিয়ে প্রভৃতি বহু স্থানে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির স্থাপন করেন। তন্মধ্যে আক্ষদাবাদের স্বামী-নারায়ণের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ।

এ সময়ে সহজানন্দ স্বামী নারায়ণ নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

এ সময় তাঁহার প্রায় লক্ষাধিক শিষ্য। সকলেরই বিশ্বাস স্বামী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অবতার। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ২৬এ মার্চ, খুষ্টানপুত্রব বিসপ হিবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিসপ-সাহেব স্বামী নারায়ণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন।*

* যখন স্বামিজী বিসপের সহিত দেখা করিতে আসেন, তখন তাঁহার সহিত দুইশত সশস্ত্র অস্বারোহী ও বহুসংখ্যক সশস্ত্র পদাতি ছিল। তখন স্বামীর সমস্ত কেশজাল পক হইয়াছে, খেত খণ্ড বন্ধের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বৃহৎ উকীষ তাঁহার শির শোভিত করিতেছে। তাঁহার উজ্জ্বল কান্তিদর্শনে বিসপেরও মনে একটু ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। বিশপ স্বামীর মুখে তাঁহার মত শুনিতে চাহেন। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, ‘ভুবনব্রহ্মা ঈশ্বর এক বই ছুই নহে। যে তাঁহাকে তদঙ্গদৃষ্টিতে ভাবে, তিনি তাঁহারই হৃদয়ে বাস করেন। সমস্ত জগৎ তাঁহারই নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। আমি তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানি। তিনিই ব্রহ্ম। এই যে কৃষ্ণমূর্তি দেখিতেছ, প্রকৃত ইহা ঈশ্বরের মূর্তি নহে। সেই ঈশ্বরকে অন্যায়সে লাভ করিবার জন্য এই কমলীয় মূর্তির আমরা পূজা করি, ভাবনা করি। সেই ঈশ্বর মানবের পরিত্রাণের জন্য খুষ্টান, মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তত্ত্বগণের উদ্ধারের জন্য এই কৃষ্ণরূপেও তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিকট জাতিভেদ নাই। সকলেই এক-জাতি, একবর্ণ। পরশ্রীকাতরতা ও ধনলোভ মহাপাপ। আমি শিষ্যগণকে এই মহাপাপ হইতে নিলিপ্ত থাকিতে উপদেশ দিই। জীবহত্যাও মহাপাপ। সর্কজীবে দয়া-প্রদর্শনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।’

১৮৮৬ সংবতে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে), গঢ়াডাঙ্গামে কাণ্ডিসন্দীরের বাটাতে স্বামিজী একটা বৃহৎ মন্দির নিৰ্ম্মাণ করেন। উক্ত বর্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লদশমীতে তিনি দেহ বিসর্জন করেন। শিষ্যগণ তাঁহার পাথরের পাছকা উক্ত মন্দিরে পূজার্থ স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন দেখানে যেখানে গিয়া স্বামিজী ধর্মপ্রচার করেন, সেই সেই স্থানেই তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার স্মরণার্থ ‘চৌড়া’ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরও গুজরাত ও কাঠিয়াবাড়ের বহু সহস্র লোক তাঁহার মতামতবলী হইয়াছে। এই সকল লোক স্বদেশীয় লোকদিগের নিকট কত যে নিগ্রহ, কত যে উৎपीড়ন সহ্য করিয়াছে, তাহা বর্ণনার অতীত। শত শত লোক প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বামিজীর প্রতি তাঁহাদের অটল ভক্তি পরিত্যাগ করিতে

পারে নাই। অল্প বিশ্বাসে সহস্র সহস্র লোক স্বামী নারায়ণের মত মানে এবং সেই মতামতেরে ধর্মীভূতান করে।

স্বামী নারায়ণ ‘শিক্ষাপত্র’ নামে ২১২ প্লোকে একখানি উপদেশগ্রন্থ ও ৫০০ প্লোকে তাহার টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই সম্প্রদায়গণের মত বিস্তৃতভাবে বুকাইবার জন্য ২৪০০০ প্লোকে ‘সংসঙ্গজীবন’ নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মত বহুল প্রচারিত হইলে তিনি অযোধ্যা হইতে রামপ্রতাপ ও ইচ্ছারামকে আনাইয়াছিলেন। তিনি আপনার গদী হুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেন—উত্তর ভাগ ও দক্ষিণ ভাগ। উত্তর ভাগের গদী আন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণভাগের গদী বড়তালে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মৃত্যুর পর রামপ্রতাপের পুত্র অযোধ্যাপ্রসাদ উত্তরভাগে ও ইচ্ছারামের পুত্র রঘুবীর দক্ষিণ-ভাগে আচার্য্যপদ লাভ করেন। এখন আন্ধ্রপ্রদেশ অযোধ্যা-প্রসাদের পুত্র কেশবপ্রসাদ ও বড়তালের গদীতে রঘুবীরের ভ্রাতৃপুত্র ভগবৎপ্রসাদ অধিষ্ঠিত আছেন।

নারায়ণাবলী, ঔদ্ধদেহিক ক্রিয়াবিশেষ। দক্ষিণাত্যে শৈব গোষ্ঠাস্থীরা পালন করিয়া থাকেন। তাঁহার বলেন যে শঙ্করাচার্য্য এই সংস্কার প্রবর্তন করেন।

নারায়ণাশ্রম (স্ত্রী) নারায়ণশ্রম আশ্রম। তীর্থভেদ।

“বারাণসী মধুপুরী পশ্চাৎ বিন্দুসরস্বতী।

নারায়ণাশ্রমো নন্দা সীতা রামাশ্রমাদয়ঃ ॥” (ভাগ’ ৭।১৪১২৬)

নারায়ণাশ্রম, নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য। ইহার রচিত অষ্টমত-দীপিকাভিযরণ, ভেদধিকারসংক্রিয়া, নারায়ণাশ্রমীয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নারায়ণাস্ত্র (স্ত্রী) নারায়ণশ্রম অস্ত্রম। বিষ্ণুর অস্ত্রভেদ। শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গ ইহা নারায়ণের অস্ত্র।

“হরিনারায়ণাস্ত্রেণ রুদ্রং বিবাহ্য কোপবান্।

নারায়ণং পাশুপতমুভেদ্যে যোম্মি রোষিতে ॥” (বরাহপু’)

নারায়ণী (পুং) বিশ্বামিত্রপুত্রভেদ।

নারায়ণী (স্ত্রী) নারায়ণশ্রমমিতি অণু টীপ্। হর্গা।

“সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্বার্থসাধিকে।

শরণো দ্রাঘকে গৌরী নারায়ণি নমোহিস্তুতে ॥”

(মার্কণ্ডেয়পু’ ৯।১৯)

সুপাখ্যা পীঠস্থানে এই মূর্তি বিরাজিত। (দেবীভাগ’ ৭।২৭।৩৬)

দেবীপুরাণে ভগবতীর নারায়ণী নামের নামনিরুক্তি লিখিত আছে, দেবী ভগবতী নার অর্থাৎ জল বা নরসমূহের আশ্রয়স্বরূপা বলিয়া তাহার নাম নারায়ণী। দেবীই চরাচর সকল জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

“জলাননা নরাধারা সমুজ্জ্বলনাপি বা ।

নারায়ণী সমাখ্যাতা নয়নারীপ্রবর্তিকা ॥

বসত্যদৃষ্টা সর্বের তুভেৎসুর্হিতা বতঃ ।

দেব্যা ব্যাপ্তমিদং সর্বং জগৎস্বাবরজজন্ম ॥” (দেবীপু)

২ লক্ষী । নাম-নিরুক্তি এইরূপ আছে—

“যশা তেজসা কটৈ নারায়ণসমাঙ্গৈঃ ।

শক্তির্নারায়ণস্তেয়ং তেন নারায়ণী হুতাঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ৪৫ অ°)

যশ, তেজ, রূপ ও গুণ প্রভৃতিতে নারায়ণের তুল্যা এবং নারায়ণের শক্তি এই জন্ত লক্ষীকে নারায়ণী কহে ।

“নারায়ণাঙ্কীকৃত্য তেন তুল্যা চ তেজসা ।

তদা তন্ত শরীরস্থা তেন নারায়ণী হুতাঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্ম° ২৭ অ°)

নারায়ণের অঙ্কীকরণরূপা, তেজঃ প্রভৃতিতে নারায়ণের তুল্যা এবং সর্বদা নারায়ণশরীরে অবস্থিত আছেন, এই জন্ত ইহাকে নারায়ণী কহে ।

৩ শতাব্দী । (হেম) ৪ গঙ্গা । (কাশীখ° ২৯১৭)

৫ মুগলয়ুনিপঞ্জী । ৬ শ্রীকৃষ্ণের সেনাভেদ । শ্রীকৃষ্ণ ভারতযুদ্ধে এই নারায়ণীসেনা চুর্যোধনের সাহায্যের জন্ত দেন এবং স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন । (ভারত)

নারায়ণী, মধ্যপ্রদেশে গীর্জাপ তহসীলের অন্তর্গত একটি স্থান । বাল্মার ১০ কোশ দূরে অবস্থিত । এখানে ৫টি প্রাচীন দেবমন্দির আছে ।

নারায়ণীতন্ত্র, একখানি প্রাচীন তন্ত্র । তন্ত্রসার, আগমতত্ত্ব-বিলাস, প্রাগতোষিণী প্রভৃতি গ্রন্থে এই তন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে ।

নারায়ণীয় (ত্রি) নারায়ণস্তেয়ং নারায়ণ-ছ । ১ নারায়ণ সম্বন্ধী । ২ তত্পাখ্যান, নারদ ও নারায়ণ ঋষির উপাখ্যান । মহাভারতের শান্তিপর্বে এই আখ্যান ৩৩৬ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিত আছে । ৩ তৎপ্রতিপাদক উপনিষত্তেদ ।

নারায়ণেন্দ্রসরস্বতী, ১ পূর্ণচন্দ্রোদয় নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ-রচয়িতা । ২ শতপথব্রাহ্মণের একজন ভাষ্যকার ।

নারায়ণেন্দ্রস্বামী, শঙ্করাচার্য্যবিরচিত পঞ্চরত্নের একজন টীকাকার ।

নারায়ণোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদভেদ । [নারায়ণ দেখ ।]

নারাশংস (পুং) নৈরাসংস্রুতে আ-শন্স কৰ্ম্মণি ষঞ, নরাশংসাঃ পিতরঃ তেবামভয়ং অণ্ । ১ পিতৃদিগের সোমপানস্থান চমস ।

“তে নারাশংসা আ বৈষদেবাৎ” (কাভ্যা° শ্রৌ° ৯।১২।৮)

‘তে চমসা নারাশংস সংজ্ঞা ভবতি’ (বর্ক)

২ তদ্বিবর্তা পিতৃগণ ।

“অথ যদি নারাশংসেব সন্ন কিঞ্চিদাপ্যতে পিতৃভ্যাঃ নারাশংসেভ্যাঃ” (শত° ব্রা° ১২।৬।৩০) ৩ পিতৃা চমসস্থিত সোম ।

“মনোবা হবামহে নারাশংসেন সোমেন” (ঋক্ ১০।৫।১০)

‘নারাশংসেন চমসগতেন সোমেন । নরৈঃ শস্ত্রস্তে ঐতি নরাশংসা পিতরঃ তেবাং চমসানিঃ কাম্পনমেব হোমঃ’ (সামগ)

৪ মন্ত্রভেদ ।

“যেন নরাঃ প্রশস্তস্তে স নারাশংসো ময়ঃ” (নিরুক্ত ৯।২)

এই মন্ত্রের দেবতা রত্ন । (যাজ্ঞ° ১।৪৫)

নারিক (ত্রি) ১ জলীয় দ্রব্য । ২ আধ্যাত্মিক ।

নারিকল (নারকল) মাজাজ প্রেসিডেন্সির অধীন কোচীন রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর ও বন্দর । অক্ষা° ১০° ২’ ৩০’’ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১২’ পূঃ । কোচীন সহর হইতে দেড়কোশ পশ্চিমে অবস্থিত । সমুদ্রের ধারে ২১০ আড়াই মাইল স্থান-কাদারপাড় দিয়া উক্ত করা আছে । তাহারই ধার দিয়া জাহাজাদি যাতায়াত করে । এই কাদার পাড় থাকায় প্রবল বাতাস বহিলেও এখানকার জল অনেকটা হ্রি থাকে । এই জন্ত যে সময় অপরাপর বন্দরে জাহাজ থাকিতে পারে না, তৎকালে এখানে নিরাপদে জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে ।

নারিকের (পুং) নারিকেলঃ লস্ত রঃ । নারিকেল । (শব্দর°)

নারিকেল (পুং) কিল ষৈতো জীড়নে চ, ভাবে ষঞ, পুষোদরাদিষাৎ হ্রঃ । স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ । (Cocos nucifera) পর্যায়—লাঙ্গলী, নারিকের, নাড়িকেল, নারীকেল, নারীকেলী, নারীকেরী, নারিকেলি, সদাপুষ্প, শিরঃফল, নারিকেল, রসফল, সুতুঙ্গ, কুর্কশেখর, দৃঢ়নীল, নীলতরু, মঙ্গলা, উচ্চতরু, তৃণরাজ, স্বকতরু, দাক্ষিণাত্য, ছরাক্ষ, দ্রাঘকফল, দৃঢ়ফল, কুর্কশীর্ষক, তুঙ্গ, স্বকফল, উচ্চ, সদাফল, শিরাকল, করকান্তস, পরোধন, মৎকুণ, কৌশিকফল, ফলমুণ্ড, চটাকল, মুণ্ডফল, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, নারকেল, সুভঙ্গ, ফলকেসর ।

(রাজনি° শব্দর° ভাবপ্রকাশ)

এই বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বাল্লালার নারিকেল বা নারকল, অপকাবস্থায় ডাব ও পকাবস্থায় খুনা, পশ্চিমাঞ্চলে নারেল বা নারিয়েল, গুজরাতে নালিয়েল, নারিয়েল বা ঝাড়া, বোম্বাইঅঞ্চলে নারেল, নার বা মহাড়, মহারাষ্ট্রে নারেলা, নারেলমাড়, তেঙ্গিন্মার, দ্রাবিড়ে তেল্লা, তেঙ্গা, তোলায় ; তৈলঙ্গে নারিকড়ম, তেঙ্গায়াকেতু, গুজ্জনারিকড়ম, কাণাডায় তেঙ্গি নরাক, মহিসুরে নার, আরবে শজরাতুন নারজিল, জোজে-হিন্দী, পারস্তে দরখতে নারিল, সিংহলে তাখিলি ও ব্রহ্মে ওঙ্গ বা উঙ্গবিন্ কহে ।

নারিকেল গাছ একবার্ষিক মধ্য পরিণতি। এই বৃক্ষের গুড়ি সবসময়, কখনও কখনও বর্ষব্যব বক্রভাবে আকাশনারী ৫০৬০ হস্ত পর্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার প্রতিপত্রের মধ্যস্থলে একটি করিয়া শলাকা বা কাণী আছে।

• ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সমুদ্র গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ও সমুদ্রতীরে এই বৃক্ষ বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নারিকেল পরিপক হইলে বুনা হয়। বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানদীর দুইধারে, সমুদ্র হইতে প্রায় ১৫০১২০০ মাইল পর্যন্ত নারিকেলগাছ দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র হইতে একপ দুই উক্ত বৃক্ষ দৃষ্ট হয় না। এমন কি কোলাবার সমুদ্রতীর হইতে একক্রোশের অধিক দূরে এই বৃক্ষ জন্মে না। যত্পূর্বক চাষ করিলে ইহা নানা স্থানে জন্মে। আসামেরও স্থানে স্থানে এই বৃক্ষ জন্মাইতে দেখা গিয়াছে। তবে প্রধানতঃ ইহা সমুদ্রতীরে ও ভারত মহাসাগরের প্রায় যাবতীয় দ্বীপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে গঙ্গার দক্ষিণপারে সমুদ্র হইতে ২০০ মাইল দূরবর্তী পর্যন্ত যাবতীয় স্থানে, ব্রহ্মপুত্রনদের উভয়তীরস্থ ভূমির কিছুদূর পর্যন্ত, মলবার ও করমণ্ডল উপকূলে, আমেরিকা ও আটলান্টিক দ্বীপে বহুল পরিমাণে জন্মে। বঙ্গোপসাগরে লাক্ষাদ্বীপ-পুঞ্জ ও নিকোবর দ্বীপে বহুকাল হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, এক্ষণে কুথির যত্নে আন্দামানদ্বীপেও জন্মিতেছে। আন্দামানের আরও ৩০১৪০ মাইল উত্তরে নারিকেল দ্বীপপুঞ্জ (Cocos) ইহা বিনা চাষে উৎপন্ন হয়। এম ডি কান্ডোলি (M De Candolle) বলেন যে “সম্ভবতঃ ভারতীয়দ্বীপ সমূহই ইহার আদিম উৎপত্তিস্থান এবং ভারতবর্ষ, সিংহ ও চীনদেশে তিন সহস্রবৎসর পূর্বে আদৌ নারিকেল বৃক্ষ ছিল না।”

নারিকেল-রোপণ-প্রণালী।—নারিকেলের চারা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ বুনা নারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়। চারা বা অতি বুড়াগাছের বুনা নারিকেলের চারা দীর্ঘজীবী ও পরিপুষ্ট হয় না। বুনা নারিকেল গাছ হইতে পাড়িয়া এক কি দেড়মাস গৃহে রাখিতে হয়, তৎপরে উহার কলা নির্গত হইলে রোপণ করিবে। রোপণক্রিয়া পৌষ হইতে চৈত্রের মধ্যে ও শ্রাবণ ভাদ্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক বৃষ্টি হইলে চারা নষ্ট হইয়া যায়। নারিকেল পুতিবার জন্ম প্রথম দুই ফিট গভীর করিয়া একটি গর্ত কাটিয়া তাহাতে বক্রভাবে নারিকেল পুতিতে হয়।

নারিকেলের উপরিভাগের দুই ইঞ্চ পরিমাণ স্থান খালি রাখিয়া নারিকেলগুলি পরস্পর ১ ফুট দূরে বসাইবে।

উক্ত গর্তে ছাই এবং লবণ দিতে হয়। উহা সারের কার্য করে এবং নারিকেলের চারাদ্ব্যসকারী কীট মারিয়া ফেলে। মধ্যে মধ্যে ইহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়। তাহা হইলে অন্নদিন মধ্যেই উক্ত নারিকেল হইতে চারা বাহির হইবে। পরে ৬ মাস কি এক বৎসর অন্তে উহা স্থানান্তরে রোপণ করিলে কালক্রমে উহা পূর্ণোক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়।

এই দ্বিতীয়বার রোপণের পূর্বে রোপণ জন্ম যে নূতন গর্ত প্রস্তুত করিতে হয়, জমি উর্বরা হইলে গর্ত অতি ছোট হইলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু যদি জমি ভাল না হয়, তবে ১ হইতে ২ গজ প্রস্থে ও ২ হইতে ৩ ফিট গভীর গর্ত প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু এই জমি যদি শীতল কর্দমযুক্ত হয়, তবে ঐ গর্ত ছাই ও বালুকা-মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। যদি জলা জমি হয়, তবে ঐ গর্তের চারিদিকে দেওয়াল প্রস্তুত করিতে হয়।

এই সমস্ত গর্তে ১৬১৭ হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। জমি বিশেষে এই অন্তরের পার্থক্যও হইয়া থাকে। চারা পুতিয়া তাহার গোড়ার চতুর্পার্শ্ব সরসভূমি পত্রাবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। যদি ঐ জমি স্বাভাবিক অমূর্কর হয়, তবে লবণ, ছাই, খড়কুচি, পচামাছ, ছাগনিষ্ঠা ও অগ্ন্যন্ত শুষ্ক-সার প্রথম একবৎসরকাল এই চারার গোড়ায় দিতে হয়। একবৎসর অতীত হইলে ঐ চারার নূতন পত্রোৎগম হইতে থাকে। ঐ সময় চারার চারিদিকের জমি কোপাইয়া তাহাতে ছাই দিতে হয়। প্রতি বৎসর বর্ষার পূর্বে এইরূপ করিতে হয়। ৪ বৎসর পরে গুড়ি দেখা দেয় ও প্রায় ১২টা পত্র বা বাইল ধারণ করে। পঞ্চমবর্ষে গুড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। তখন প্রায় ২৪টা বাইল হয়। ইহার ৪৫ বৎসর পরেই নারিকেল ফল ফলিতে আরম্ভ করে। এই বৃক্ষ বড় হইলে যদি অজ্ঞস্থানে তুলিয়া পোতার আবদ্ধ হয়, তবে প্রথমে একটি বড় গর্ত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লবণ ও কিছু সার দিয়া, তৎপরে ঐ গাছটি তুলিয়া ঐ গর্তে রোপণ করিতে হয়। তুলিবার সময় কতকগুলি শিকড় কাটিয়া ফেলিলেও কোন ক্ষতি হয় না। পূর্ণোক্ত প্রকারে বৃক্ষ প্রস্তুত হইলে উহা বৎসরে ৫০ হইতে ২০০ পর্যন্ত নারিকেলফল প্রসব করে।

যে জমি নিম্ন ও বালুকাবিশিষ্ট এবং যেখানে সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহিত হয় সেই জমিতেই উৎকৃষ্ট ও অধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মে। নিম্নোক্ত প্রকারের জমিতে ভাল নারিকেল বৃক্ষ জন্মে না।

১। যে জমির রং ঘোর কাল বা নদীর ঘোলা জলের স্তায় এবং যাহা বালুকামিশ্রিত।

২। যে মৃত্তিকা কর্দম ও বালুকামিশ্রিত লোহবৎ কঠিন।

৩। উপরে কর্ণ ও তাহার নীচে বালুকা।

৪। কর্ণ ও বালুকামিশ্রিত জমিতে পাখরের সুড়ি থাকিলে।

৫। যেখানে পশাদি সর্বদা প্রভাব করে ইত্যাদি।

(কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় প্রদেশের গোপনাথ নামক স্থানে যে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে, উহা সাধারণতঃ পাহাড়েরই হইয়া থাকে।)

মহিসুরে ৪ জাতীয় নারিকেল বৃক্ষ হয়।

১। লোহিতবর্ণবিশিষ্ট।

২। লোহিত ও সবুজমিশ্রিত।

৩। ফ্যাকসে সবুজ বর্ণের।

৪। গাঢ় সবুজ বর্ণের।

ইহার মধ্যে লোহিত বর্ণের নারিকেলগুলি অতি সুস্বাদু বলিয়া খ্যাত।

বোম্বাই প্রদেশের অনেক স্থলে নারিকেল হইতে মদ প্রস্তুত করে। এইজন্য এখানে অল্পাংশে নারিকেল প্রস্তুত হয়। মাস্তাজ, মহিসুর ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও নারিকেলের বহুল আদর দেখা যায়। বঙ্গদেশে ধর্ম্মুর বৃক্ষ হইতে মদ প্রস্তুত হয়, নারিকেল হইতে হয় না, বোধ হয় সেইজন্যই এখানে যত্র-পূর্বক প্রায় কেহই নারিকেলের চাষ করে না। নওয়াখালি, বাথরগঞ্জ, যশোর ও ২৪ পরগণায় যথেষ্ট নারিকেল জন্মে।

সিংহলে ৫ প্রকার নারিকেল জন্মে।

১। টেথিলী—ইহার বর্ণ কমলানবুর জ্ঞান এবং আকৃতি বাগানের মত চপ্টা।

২। টেথিলী অপেক্ষা ইহার আকার অপেক্ষাকৃত গোল।

৩। ইহার আকার হৃদপিণ্ডের আকৃতির জ্ঞান ও বর্ণ নীতান্ড। ছোবড়া ফেলিয়া দিলে ইহার মধ্যবর্তী নারিকেলের মালা লালবর্ণ দেখা যায়।

৪। সাধারণতঃ সর্বত্র বাজার হাটে যে প্রকার নারিকেল বিক্রয় হয়।

৫। রাক্ষস ডিম্বের জ্ঞান ছোট নারিকেল। এই নারিকেল অতি অল্প জন্মে, কিন্তু অতি সুস্বাদু।

নারিকেল গাছের অনেক শত্রু আছে। জমি যদি অত্যন্ত উর্বরা হয়, তবে সেট জমিতে একপ্রকার কীট জন্মে। উহার মতক ঈষৎ লোহিতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। উহার গাছের শিকড় দিয়া প্রবেশ করে ও গুঁড়ি ভেদ করিয়া বাহির হয়। অবশেষে গাছ মরিয়া যায়। স্থানবিশেষে এই কীটের আবার প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাদের হস্ত হইতে রক্ত পাইবার প্রধান ঔষধ লবণ। বৃক্ষের মৃতকে কিয়ৎপরিমাণে লবণ প্রক্ষেপ করিলে,

ক্রমশঃ পত্রের গোড়া দিয়া ঐ লবণ বা লবণাক্ত জল বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লবণ ভিতরে প্রবেশ করিলেই কীট বাহির হইয়া যায় অথবা মরিয়া যায়।

স্থানে স্থানে এই বৃক্ষের কাণ্ড ও নারিকেল দিয়া একপ্রকার নির্ধাস বা আটা বাহির হয়। উহা দেখিতে স্বচ্ছ ও ঈষৎ লাল আভাযুক্ত।

নারিকেলত্বক বা ছোবড়া এবং পত্রের ডাঁটার গোড়ার অংশ দ্বারা রং প্রস্তুত হয়। উহাদ্বারা কাপড় ছোপান বা রং করা যায়।

নারিকেল হইতে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, উহা চূণ বা অত্র রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়াল রং করিলে দেওয়ালের চাকচিক্য বর্ধিত ও রং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা দড়ি, কাছি, গদি, বোড়ার সাজ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। সর্বাপেক্ষা কোটীন, মাস্তাজ, লাক্ষাদীপ, মলবার, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানের নারিকেলের ছোবড়া উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যে আবার কোটীনের ছোবড়া সর্বোৎকৃষ্ট। ছোবড়ার আঁশ ভাল হইলে দড়িও ভাল হয়। উৎকৃষ্ট দড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে, যে নারিকেল গাছে একবৎসর হইয়াছে ঐ নারিকেল সংগ্রহ করিয়া, উহার ছোবড়া স্থানভেদে ৬ মাস হইতে ১৮ মাস পর্যন্ত ডিজাইয়া রাখিয়া তাহা মুলার দ্বারা পিটিয়া ও আঁচড়াইয়া আঁশ প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ আঁশের দড়ি প্রভৃতি দেখিতে অতি সুন্দর ও প্রায় শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। লাক্ষাদীপ প্রভৃতি স্থানে উক্ত নিয়মে নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ প্রস্তুত করে। কিন্তু আবার কেহ কেহ বলেন যে নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি পূর্নোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা শুভ্রতর করিবার চেষ্টা করিলে, উহার প্রকৃত গুণের অর্থাৎ কাঠিন্য বা দীর্ঘস্থায়িত্বশক্তির হ্রাস হয়।

মলবার উপকূল প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে মদ প্রস্তুত কর্ত্ত নারিকেলের গায়ে ছিদ্র করিয়া দেয়, সে সমস্ত নারিকেলের ছোবড়া উৎকৃষ্ট ও শক্ত হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে মাস্তাজ প্রেসিডেন্সিতেই অধিক পরিমাণে নারিকেলের দড়ি বা কাতা প্রস্তুত হয়। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যুরোপে প্রথম কাতার আমদানী হইয়াছিল।

নারিকেলের পত্রদ্বারা মাছর, পরদা এবং সুড়ি প্রস্তুত হয়। প্রতি পত্রের মধ্যস্থলে যে স্থল শলাকা থাকে, তদ্বারা সম্ভ্রাজ্ঞী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন কোন দীপবাসীরা এই পত্রদ্বারা ছোট নোকার পাইল নির্মাণ করে। অনেক স্থানে এই পত্রদ্বারা ঘর ছাইয়া থাকে। শুষ্ক পত্র জ্বালানী কাঠস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

নারিকেল হইতে প্রধানতঃ ছোবড়া, দড়ি, তৈল, চিনি, মিষ্টান ও মরিচা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার তৈল অতি আবশ্যক দ্রব্য। [নারিকেলতৈল দেখ।]

কচি নারিকেল শৈত্যকারক, ইহার ফুল স্ফোটক এবং তৈল কডলিতারতৈলের গুণবিশিষ্ট। সুতরাং নারিকেল অনেক সময় ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার দুগ্ধ, কাঁদির রস প্রভৃতি সমস্তই ঔষধে লাগে। ইহার জলের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন কোন ডাক্তার বলিয়াছেন যে অপরিশুদ্ধ নারিকেলের জল বা দুগ্ধ সুগন্ধবিশিষ্ট, পিপাসানাশক, শৈত্যপ্রদ এবং ইহা পিত্তজ্বর ও প্রস্রাবের পীড়ার পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই জল বেশী পান করিলেও কোন ক্ষতি হয় না এবং কাহারও কাহারও মতে ইহা রক্তপরিষ্কারক। নারিকেলের নেওয়া বা কোমল শাঁস পুষ্টিকারক, ত্রিধু গুণবিশিষ্ট ও মূত্রকারক। ইহার দুগ্ধ ও হইতে ৮ আউন্স প্রত্যহ দুই তিনবার সেবনে যক্ষ্মারোগীর ও ধাতুবিকৃত রোগীর বিশেষ উপকার হয়।

এই দুগ্ধ অতি সুস্বাদু। শিশুদিগকেও ইহা পান করান যাইতে পারে। অধিক পরিমাণে এই দুগ্ধ পান করিলে জ্বালাপ লওয়ার কার্য করে। নারিকেলের মালা অমিষ্ট করিয়া লালবর্ণ থাকিতে থাকিতে একটী পাথরবাটার ভিতরে রাখিয়া দিলে উহাতে অমি নির্গাপিত হইলে খামের ভায় জল লাগিয়া থাকে। এই খাম-জল দাঁদের মহৌষধ।

নারিকেলের শাঁস ও তৈলের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যযোগে আবার নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। বালকবালিকার গলার ভিতরে ক্ষত হইলে কচি নারিকেলের জল বিশেষ উপকারী।

নারিকেলের মাথি অতি সুস্বাদু এবং জর অবস্থায় ইহা পিত্তনাশক। বুনা নারিকেলের শাঁস, চাউল ভাজা ও শর্করা-যোগে এক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের কাঁদির রস টাটকা অবস্থায় তাড়িতরূপে ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত প্রকারে ঐ রস বাহির করিতে দেখা যায়। নারিকেলের কাঁদি দুই ফিট লম্বা ও তিন ইঞ্চি পুরু হইলে উহা নারিকেলপত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিতে হয়। তাহা হইলে আর বড় হইতে পারে না। তৎপরে ঐ কাঁদির অগ্র-ভাগ এক ইঞ্চি পরিমাণে বক্রভাবে কাটিয়া ফেলিয়া মুলায় দ্বারা ঢেঁচিয়া দিতে হয়। ৫ হইতে স্থানে স্থানে ১৫ দিন পর্যন্ত প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এইরূপে করলে উহা মুৎপাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহারই নাম নারিকেলের রস বা তাড়ি। এই রস পচাইয়া চোঁয়াইয়া লইলে আরও প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের রস, অন্ন জল ইত্যাদি যোগে কিয়ৎকণ পরে জলাংশের কতকাংশ বাষ্প হইয়া যায়। রস অবশিষ্ট থাকে,

তাহা চিনির জলের ভায় সুমিষ্ট। আরও কিছুকণ জল দিলে জলাংশ নিঃশেষিত হইলে চিনির অংশ পড়িয়া থাকে। এইরূপে নারিকেলগুড় ও নারিকেলের মিছরীও প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের শুষ্কিতে ঘরের আড়া, শাঁকোর খুঁটি, ছড়ি ও নানা প্রকার ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের মালায় উত্তম উত্তম হুঁকা প্রস্তুত হয়। পাণের সহিত সুপারির পরিবর্তে নারিকেলের কচি কচি শিকড় খাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদ মতে ইহার গুণ—নারিকেলফল শীতল, তৈলাক্ত, দুর্জ্বর, বস্তিশোধন, বিষ্টভী, বৃষা, বৃহৎ, বলকারী, পিত্তজ্বর, পিত্তদোষ ও দাহনাশক। পুরাতন বা জীর্ণ নারিকেল পিত্তকর, ভারী, বিদাহী এবং বিষ্টভী।

নবীনফলের জল শীতল, হৃদয়ের হিতকারক, দীপন, বীৰ্যবর্দ্ধক, হাল্কা। বিশ্বচিকা, তৃষ্ণা, পরিণামশূল, অন্নপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, পাণ্ডু, পিত্ত ও পিপাসানাশক। অত্যন্ত স্বাদু ও বস্তিশোধক। ফলের শাঁস কোমল, শীতল, বস্তিশোধক, শুক্ল ও বাতপিত্তনাশক। পক (বুনা) নারিকেল-গুণ—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, ক্রূচা, মধুর ও শীতল। নারিকেলের মাতি কষায়, ত্রিধু, মধুর, বৃহৎ ও ভারী।

কোমল নারিকেল অর্থাৎ নেওয়া শাঁস পিত্তজ্বর ও মূত্রদোষনাশক।

নারিকেল-জলে পিপাসা নিবারিত হয়, ইহা শীতল, হৃদা, দীপন ও শুক্রবৃদ্ধিকর।

কচি নারিকেল-জল প্রায়ই বিরচন। (রাজনিঃ ভাবপ্রঃ)

পিত্তজরে কোমল নারিকেল ও নারিকেলোদক বিহিত। নারিকেল আমাদের একটা প্রধান খাদ্য। অষ্টমীতিথিতে নারিকেল ভোজন নিষিদ্ধ। কিন্তু মহাষ্টমীর দিন দেবীর প্রসাদ নারিকেল ভোজন করা যাইতে পারে। মোহবশতঃ অষ্টমীর দিন নারিকেল ভোজন করিলে মূৰ্খ হয়। কোজাগর রাজ্যে নারিকেলোদক পান করিয়া জাগরণ বিধেয়।

“নারিকেলোদকং পীত্বা কোর্জাগর্গি মহীতলে।” (তিথিতত্ত্ব)

কাংস্তপাত্রে নারিকেলোদক মত্ততুল্য। এইজন্য কাঁসার-পাত্রে নারিকেল জলপান করিতে নাই।

“নারিকেলোদকং কাংস্তে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু।

গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রে মত্ততুল্যং যতঃ বিনা।” (কৰ্ম্মলোচন)

নারিকেল অনেকপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বুনা নারিকেল বাটার দ্রব্য, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে অতি সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল খাদ্য দ্রব্য লড্ডুক, নারিকেল-চিড়া, চক্কপুলি প্রভৃতি নানাবিধ নামে অভিহিত হয়।

নারিকেলকীরী (কীরী) নারিকেলোত্তরা কীরী। নারিকেলোত্তর খাদ্যব্যা বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—নারিকেল পাতলা করিয়া কাটা তাহাকে ৭৩ ৭৩ করিবে, পরে গোছড়, চিনি ও গব্যসহ একত্র মিলিত করিয়া মুহু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় বো সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে নারিকেলকীরী কহে। ইহার গুণ—বিশুদ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, মধুরস, শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তবায়ুনাশক। (ভাবপ্রাণ)

নারিকেলখণ্ড (খণ্ড) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সুপক নারিকেল-শস্ত শিলায় পেয়ণ ও বস্ত্র দ্বারা নিশ্চীড়ন করিয়া তাহার ৪ পল লইয়া অর্দ্ধ পোরা দ্বতে ভাজিয়া লইতে হইবে। তৎপরে ৪ সের নারিকেল-জলে ১০ সের চিনি গুলিয়া ছাকিয়া লইবে। এই জলে নারিকেল শাঁস দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ধনিয়া, পিপুল, মুতা, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, শুড়বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ১ মাষা চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, শূল ও বমি নিবারণ হয়। ইহাতে পুরুষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃহদ্রিকেলখণ্ড। প্রস্তুতপ্রণালী—৮ পল নারিকেলশস্ত শিলাতলে উত্তমরূপে নিষ্পেষণ করিয়া ৫ পল দ্বতে ভাজিতে হইবে। তাহার পর ১৬ সের নারিকেল-জলে, ২ সের চিনি গুলিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে তাহার সহিত দ্বত-ভজিত নারিকেলশস্ত ৮ পল শুঠচূর্ণ ৪ পল ও দুধ দুই সের দিয়া মুহু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে বংশলোচন, ত্রিকটু, মুতা, শুড়বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনিয়া, পিপুল, গজপিপুল ও জীরা প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা এই সকল নিষ্পেষণ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইতে হইবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা। ইহা সেবন করিলে শূল ও অগ্নিপিত্ত, হস্ত্রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ বলপুষ্টিকর, হৃদয় ও উত্তম বাজীকরণ। (ভৈষজ্যরত্না শূলধিকার)।

ভাবপ্রকাশে নারিকেলখণ্ডের প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

নারিকেল ৪ পল, ১ পল গব্যসহে ভাজিয়া নারিকেল জল সহ, তদভাবে গব্যসহ পাক করিবে। তদন্তর পাক সমাপ্ত হইলে নামাইয়া শীতল হইলে পশ্চাৎ এই সকল চূর্ণপ্রক্ষেপ করিতে হইবে।

চূর্ণ বধা—ধনিয়া, পিপুল, মুতা, দ্রাকচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর, এই সকল বস্ত্র প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। এই নারিকেলখণ্ড অগ্নির বলাবল অনুসারে

এক পল কিংবা অর্দ্ধপল পরিমাণে প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে পুরুষ, নিক্রা ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং অগ্নিপিত্ত, রক্তপিত্ত, পরিণামশূল ও ক্ষয়রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহদ্রিকেলখণ্ড। প্রস্তুতপ্রণালী—উত্তমরূপে পেণ্ডিত নারিকেল এক প্রহ, বীজরহিত কুম্বাও অর্দ্ধ আটক, এক কুড়ব গব্যসহ দ্বারা নারিকেল ও কুম্বাও ভাজিতে হইবে। তৎপরে গব্যসহ এক আটক এবং চিনি দুই প্রহ পরিমাণ উহাতে নিষ্পেষণ করিয়া সমস্ত একত্র মুহু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে, উত্তমরূপে পাক সমাপ্ত হইলে নামাইতে হইবে, তৎপরে ইহা শীতল হইলে এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হইবে। বধা—ছোট এলাচ, ধনে, আমলকী, কেতাপাফা, মুতা, বালা, বেণার-মূল, রক্তচন্দন, কিস্মিস, পাণিকল, কেতুর, দ্রাকচিনি, তেজপত্র এবং কপূর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক চারিতোলা। এই সকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে আলোড়নপূর্বক নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ এক পল পরিমাণে সেবনীয়, অথবা রোগীর অমি-বল বিবেচনা করিয়া যথামাত্রা প্রাতঃকালে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত, অরুচি, রক্তপিত্ত, অরুচি, বাতরক্ত, পিপাসা, দাহ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, ক্ষয় এবং পরিণামশূল আরোগ্য হয়। পুরাকালে ভগবান অম্বিনীকুমার ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা বর্ণ-প্রসাদক, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং পুংষ, নিক্রা ও বলপ্রদায়ক।

নারিকেলতৈল (কীরী) নারিকেলফলসম্বল তৈল। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—এই তৈল বাজীকর, গুরু, ক্ষীণধাতুর পোষক, বাত ও পিত্তনাশক, মূত্রাবাত, প্রমেহ, খাঁস, কাশ, যক্ষ্মা, বৃদ্ধি-লোপে হিতকর ও ক্ষতনাশক।

“নারিকেলকলোত্তর তৈলং বাজীকরং গুরু।

পোষণং ক্ষীণধাতুনাং বাতপিত্তপ্রণাশনম্ ॥

মূত্রাঘাতে প্রমেহে চ খাঁসে কালে চ বক্ষ্মনি।

মেধালোপে চ হিতসং ক্ষতাস্তঃকরণং তথা ॥” (আত্রেয়সংহিতা)

প্রস্তুত প্রণালী—কুনা নারিকেলসংগ্রহ করিয়া উহার বাহিরের ছোবড়া-অংশ ফেলিয়া দিলে, মধ্যে কঠিন স্বকায়ত যেদ্রবী পাওয়া যায়, উহা কাটা দ্বারা কাটিলে তদ্বাথে একপ্রকার গুত্র বর্ণের কঠিন দ্রব্য দেখা যায়। উহার নাম নারিকেলের শাঁস। ঐ শাঁস বা সারাংশ হইতেই তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে নারিকেল হইতে জলের চায় বহু ও বর্ণহীন তৈল প্রস্তুত হয়। প্রথমে নারিকেলের শাঁস, কিছু ক্ষয় জলে সিদ্ধ করিয়া তৎপরে উহা একটা বস্ত্রে ফেলিয়া হেঁচিয়া বা বাটিয়া লইতে হয়। তদনন্তর ঐ বাটা শাঁস জলের সহিত

জান দিতে লাগিলে, তৈল জলের উপর ভাসিয়া উঠে। এই তৈল অতি পুষ্টিকার ও তরল। সাধারণতঃ নারিকেলের শীস দ্বাৰায় 'ফেলিয়া পেরপক্রিয়া' দ্বারা নারিকেলতৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থানে নারিকেলের শীস অগ্ন্যুত্তাপে বা সূর্যকিরণে ভাল রূপ শুকাইয়া পরে দ্বাৰীতে পিষিয়া তৈল প্রস্তুত করে। এইরূপ নানা স্থানে নানা উপারে নারিকেল হইতে তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। নারিকেলতৈল দেশে নারিকেলতৈল শূকরের চর্শির জ্বর বন ও গুত্র।

ঐয়প্রধান স্থানে নারিকেলতৈলের রং শুভ্র, এবং জলের জ্বর তরল। টাটকা অবস্থার ইহা সুগন্ধি থাকে, কিন্তু একটু পুরাতন হইলেই উগ্র গন্ধবিশিষ্ট হয়। যুরোপে বাতি ও সাবান প্রস্তুত অল্প এই তৈলের বহুল ব্যবহার হয়। দক্ষিণাত্যে রন্ধন-ক্রিয়া, নানা স্থানে প্রদীপে পোড়াইবার জ্বল, চিত্রকাণ্ডে, সাবান প্রস্তুত করিতে ও গায়ে মাখিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন অত্যন্ত টাটকা থাকে, তখন ঔষধার্থেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

কোচীনে সর্বোত্তম নারিকেলতৈল প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও তিরুবাত্তোড়ে বিপুল নারিকেলতৈলের ব্যবসা আছে। মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপে তৈল হয় না।

নারিকেলতৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব '৮৯২। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, নারিকেলতৈলের সহিত কতকগুলি কঠিন ও বাষ্পীয় অম্ল আছে। মিসিরিন্ অম্ল ইহার একটা প্রধান অঙ্গ। এই তৈল সেবনে কঙ্কালভার তৈলের জ্বর উপকার পাওয়া যায়। ইহা অল্প দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নারিকেল দ্বীপ, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-বর্ণিত একটা দ্বীপ। কথাসিংসাগর পাঠে জানা যায়, ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে এই দ্বীপে যাত্রায় কবিতেন। এই দ্বীপ কোথায়? এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, আন্দামানদ্বীপের নিকট যে নারিকেল গাছ বেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী দৃষ্ট হয়, তাহাই নারিকেলদ্বীপ, আবার কাহারও মতে—বর্তমান মালদ্বীপ। চীনপরিভ্রাজক হিউএন্-সিয়াং এই দ্বীপে গিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায়, যে সিংহলদ্বীপ হইতে (১০০০ লি) প্রায় শত ক্রোশ দক্ষিণে নারিকেলদ্বীপ অবস্থিত। এরূপ স্থলে উপ-রোক্ত উত্তরস্থানকেই প্রাচীন নারিকেল দ্বীপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কোথায়? হুমাত্রাদ্বীপের দক্ষিণ।

১৬০৮-৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাপ্তেন কিলিং সুমাত্রার দক্ষিণে একটা দ্বীপ আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপ এখন আবিষ্কৃত্যর

নামানুসারে 'কিলিং' নামে খ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা 'কোকো' অর্থাৎ নারিকেলদ্বীপ বলিয়াই জানে। হিউএন্-সিয়াংএর বর্ণনায় এই দ্বীপই প্রাচীন নারিকেল দ্বীপ বলিয়া মনে হয়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দ্বীপের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় নাই। তৎপরে আলেকজান্ডার হেরার কতকগুলি মলয়দেশীয় স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া এই স্থানে যাইয়া বাস করেন। তৎপরে আরও কএকটা উপনিবেশ স্থাপিত হয়। দক্ষিণ কিলিং, উত্তরকিলিং, সেলিম, বেরিয়াল, রস, ওয়াটার, ডাইরে-কমন্ ও হর্সবারা দ্বীপপুঞ্জ এই কিলিং দ্বীপের অন্তর্গত। অক্ষা° ১১° ৫০' দক্ষিণ ও দ্রাঘি° ৯৬° ৫১' ৩" পূর্ব মধ্যে উত্তর কিলিং দ্বীপ অবস্থিত। এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় গুলিতে বিস্তৃত জল আছে। এখানে নারিকেল, শূকর ও অজ্ঞাত গৃহপালিত পণ্ড এবং ইক্ষু পাওয়া যায়। আডমিরাল ফিল্ডের বলেন যে, এই দ্বীপের কাঁকড়ায় নারিকেল ও মৎস্ত প্রবাল ভক্ষণ করে। কুকুরে মৎস্ত ধরে এবং মনুষ্য কচ্ছপপুষ্ঠে আরোহণ করে। অধিকাংশ সমুদ্র-পক্ষী বৃক্ষশাখায় থাকে এবং ইন্দুরেরা প্রায়ই বড় বড় তালগাছে বাসা বাঁধে। এখানে সর্বদাই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। দক্ষিণ কিলিং দ্বীপে ৯ মাইল লম্বা ও ৬ মাইল প্রস্থে একটা অন্নগভীর হ্রদ আছে। এই হ্রদের জল স্থির এবং ইহার চতুর্দিকে অনেক নারিকেল গাছ দৃষ্ট হয়। এখানে নারিকেল-ভক্ষক, 'বিলু' লেটো, 'দম্বা' প্রভৃতি নানা প্রকার কাঁকড়া পাওয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে কাহারও ক্ষুদ্র, কাহারও লম্বা লেজ আছে এবং পাওরিপণ্ডর সহিত ইহাদের অনেক সোসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নারিকেল গাছ হইতে যে সমস্ত নারিকেল মাটিতে পড়ে, তাহা ভক্ষণ করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। তবে ইহাদের গাছে উঠিয়া নারিকেলপাড়ার কথা, কেবল প্রবাদ মাত্র। ইহাদের সমুদ্রের পায়ের অগ্রভাগে অত্যন্ত দৃঢ় ও কাঁচির জ্বর দ্বিগলবিশিষ্ট দাঁড়া আছে এবং সর্ব পশ্চাত্তপদেও ঐরূপ দাঁড়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই দাঁড়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব। নারিকেল বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে, উক্ত কাঁকড়া ঐ নারিকেল লইয়া সমুদ্রের পদমন্দের সাহায্যে ইহার ছোবড়া তুলিয়া কেলে। পরে এই ছোবড়াশূন্য নারিকেলের মালার উপর নিরত তাহাদের সমুদ্রের পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিতে করিতে ছিঁড় করিয়া কেলে ঐ ছিঁড় দ্বারা উহাদের পশ্চাত্তের সূক্ষ্ম পায়ের সাহায্যে নারিকেলভাঙার সমস্ত শীস বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। ইহারা বৃত্তিকার গর্ত করিয়া তাহার ভিতরে নারিকেলের ছোবড়া

বহু পরিমাণে সংগ্রহপূর্বক তহপরি শারিত থাকে। এই কাঁকড়ারা দিনের বেলায় বাঁধতীর কাঁচা সম্পন্ন করে, কিন্তু এক্সপ প্রবাদ আছে যে তাহারা প্রতিরাত্রি সমুদ্রে যায়। ইহা অতি সুখাত্ত এবং ইহাদের সমুদ্রে বড় বড় পায়ের জিতের ন্যায়সূক্ত তৈল থাকে। এই তৈল অতি উপাদেয়।

নারিকেললবণ (স্রী) লবণোবধ ভেন। প্রস্তুতপ্রণালী—জল ও স্বচ্ছ সহিত নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধবলবণ পুরিয়া দধু করিবে। পরে তন্মধ্যস্থিত সৈন্ধব বাহির করিয়া লইবে। ৪ মাষা পরিমাণে সেবা। অমুপান উষ্ণ জল। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার পরিণামশূল বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না শূলাধি°)

নারিকেলামৃত (স্রী) ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—অপক নারিকেলশস্ত শিলাতে পেষণ করিয়া বস্ত্রে নিষ্পীড়ন করিয়া ৪ সের পরিমাণে লইয়া ৪ সের সূতে ভাজিতে হইবে। তৎপরে পাকার্ধ নারিকেলজল ৩২ সের, গব্য দুগ্ধ ৩২ সের, আমলকীর রস ৪ সের, চিনি ১২৯ সের, শুঁঠচূর্ণ ২ সের, এই সকল একত্র পাক করিবে। আসন্ন পাকে প্রক্ষেপার্ধ ত্রিকটু, শুভ্রকক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ পল, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, গাঁঠেলা, বংশলোচন ও মুতা প্রত্যেক ৬ তোলা, শীতল হইলে মধু ৯০ অঙ্কসের মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত। অমুপান দুগ্ধ ও মুগা-যুষ প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিপিত্ত ও সকল প্রকার শূল নাশ হয়। ইহা অগ্নিসন্ধীপনকর, রসায়ন, সকল প্রকার মূত্রদোষ, রক্তপিত্ত, পীনস প্রভৃতি রোগনাশক।

(ভৈষজ্যরত্না শূলাধিকার)

নারী, বর্তমান তিব্বতের উত্তরপশ্চিমাংশবর্তী একটি জনপদ। গড়বাল ও কুয়ায়ুনের মধ্য দিয়া যে ৫টি গিরিপথ ভোট অভিমুখে গিয়াছে, তাহারই প্রান্তসীমায় এই জনপদ অবস্থিত। ভোটদেশ-বাসী চীনের রাজপ্রতিনিধিগণ মোগল বা তুর্কসৈন্য লইয়া এই প্রদেশ শাসন করিয়া থাকেন। এখানকার ভাতারেরা অখ-মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই প্রদেশ অতিশয় উষ্ণ ও অল্পক্ষর। সিদ্ধ-নদপ্রবাহিত অংশ ব্যতীত এখানে অতি অল্প লোকেরই বাস দেখা যায়। তিব্বতীয়েরা এই স্থানকে নারী-খোরতুম এবং হিমালয়বাসীরা হিমদেশ বলে। প্রবাদ এইরূপ পূর্বকালে এখানে নারী বা স্ত্রীলোকই রাজত্ব করিত।

নারী (স্রী) সূর্যরত্ন বা ধর্ম্যা, নৃ-অঙ্ক (৬তোহঙ্ক । ৪৪৪৪২ ইতি বার্তিকোক্ত্যা অঙ্ক) ততো ভীন্ (শাকরবাদ্যো ভীন্ । পা ৪১১১৩) স্রী, ধর্মচারযুক্তা, পর্যায়—যোষিত, স্রী, অবলা, যোষা, সীমন্তিনী, বধু, প্রতীপদশিনী, বামা, বনিতা, মহিলা, প্রিয়া, রামা, জনি, জনী, যোষিতা, জোষিত, জোষা, যোষিতা,

ধনিকা, মহেলিকা, মহেলা, শর্মস্রী, যোষীৎ, সিন্ধুরতিলকা, স্রুজ। (জটোথর, শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি) অলঙ্কার মতে, নারীগণ প্রথমতঃ চারিভাঙিতে বিভক্ত, যথা—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শম্বিনী ও হস্তিনী।

“পদ্মিনী চিত্রিণী চৈব শম্বিনী হস্তিনী তথা।

চতস্রো জাতয়ো নার্যা রতো জেরা বিশেষতঃ ॥” (রসমঞ্জরী)

ইহার বিষয় রসমঞ্জরীতে এইরূপ লিখিত আছে—

“অত্যপার চারিভাঙি বর্ষিষ কামিনী।

পদ্মিনী চিত্রিণী আর শম্বিনী হস্তিনী ॥”

পদ্মিনী—“নয়ন কমল কুঞ্চিত কুণ্ডল,

ধনকুচস্থল যুগ্মহাসিনী।

কুজ কুজ নাসা, মুহ মন্দ তাঁবা,

নৃত্যগীতে আশা সভাবাসিনী।

দেবযিজ্ঞে ভক্তি, পতি অমুরক্তি,

অন্ন রতি শক্তি নিত্যাভোগিনী ॥

মদন আলয়, লোম নাহি হয়,

পদ্মগন্ধ কম সেই পদ্মিনী।

চিত্রিণী—প্রমাদ শরীর, সর্ব কর্ণে স্থির,

নাভি স্রুগভীর যুগ্মহাসিনী।

স্রুকঠিন শুভন, চিকুর চিকণ,

শয়ন-ভোজন-মধ্যচারিণী ॥

তিন রেখাযুত কণ্ঠবিভূষিত,

হাস্ত অবিরত মলগামিনী ॥

মদন আলয়, অন্ন লোম হয়,

কারগন্ধ কম সেই চিত্রিণী।

শম্বিনী—দীঘল শ্রবণ, দীঘল নয়ন,

দীঘল চরণ দীঘল পাণি।

মদন আলয়, অন্ন লোম হয়,

মীনগন্ধ কম শম্বিনী জানি ॥

হস্তিনী—স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর,

স্থূল পদকর যোরনাদিনী।

আহার বিস্তর, নিজা যোরতর,

রমণে প্রথর পরগামিনী ॥

ধর্মে নাহি ভর, দম্ব নিরন্তর,

কর্ণেতে তৎপর মিথ্যাবাসিনী।

মদন আলয়, বহু লোম হয়,

মদগন্ধ কম, সেই হস্তিনী ॥”

(ভারতচন্দ্রকৃত রসমঞ্জরী)

পদ্মিনী শব্দকনামক পুরুষে, চিত্রিণী যুগে, শম্বিনী যুগে

এবং হকিনী অথৈ পরিতুষ্ট থাকে। এই সকল নারী বালা, তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা ভেদে চারিপ্রকার। ১৬ বৎসর পর্যন্ত নারীদিগকে বালা, ৩০ বৎসর পর্যন্ত তরুণী, ৫০ বৎসর প্রৌঢ়া ও তৎপরে বৃদ্ধা কহে। রতিবিষয়ে বালা প্রাপকাস্রিনী, তরুণী প্রাপহারিণী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধকাস্রিনী এবং বৃদ্ধা বৃদ্ধাস্রিনী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই নারী ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা। যাহারা পরলোকে ভর, আপনার যশ ও কামদেহবশতঃ সর্বদা স্বামিসেবা করে, তাহাদিগকে সাধ্বী কহে। যাহারা ভোগ্য কল্পে প্রার্থী হইয়া কামদেহে পতি সেবা করে, তাহাদিগকে ভোগ্যা কহে, যতদিন পর্যন্ত অভিলষিত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, ততদিনই বশবর্তিনী থাকে। কুলটা কুলান্ধারকুল্যা, ইহারা সর্বদা স্বামীর প্রতি কপটরূপে সেবা করে, কিছুমাত্রও ভক্তি করে না। সর্বদা কামাতুরা হইয়া নূতন নূতন লারকে প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহারা আনার্থে স্বপতিদিগকে হনন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যাহারা ইহাদিগকে বিশ্বাস করে, তাহাদের জীবন নিফল। ইহাদের স্বভাব—জয় ক্ষুরধার তুলা, কাৰ্য্যসিদ্ধির জন্ত বাক্য অমৃতোপম, ক্রোধবহ্নার বাক্য বিষতুলা, প্রকৃতি কুংসিত, অতিপ্রায় হৃদয়ের। ইহারা অতিশয় মায়াবিনী ও সাহসে প্রবলা। ইহাদের কাম পুরুষ হইতে ৮ গুণ, আহার বিগুণ, নিদ্রারতা চতুগুণ এবং কোপ ৬ গুণ অধিক। নারী সকল দোষের আকর। ইহাদের সহিত কোনপ্রকার ক্রীড়া বা স্থখের সম্ভাবনা নাই। ইহাদের সহিত সন্মোগে বপুঃক্ষয়, অতিপ্রীতিতে ধনক্ষয়, কলহে মাননাশ, সহবাসে পৌরুষ নষ্ট এবং বিশ্বাস করিলে সর্বনাশ হয়। যতদিন ধনদোষনাদি থাকে, ততদিনই ইহারা বলীভূত থাকে, রোগী, নিগুণ, ও বৃদ্ধ হইলে ইহারা কিছুমাত্র গ্রাহ করে না। (ব্রহ্মবৈবর্ত ব্রহ্মখণ্ড ২৩ অ°)

মহর মতে নারীগণ যথানিয়মে প্রতিপালিত হইলে কল্যাণকরী ও শ্রীযুক্তিপ্রদায়িনী হইয়া থাকে।

নারীদিগকে বহমানপূরক ভোজনাদি দ্বারা সর্বদা ভূষিত করা কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের অবশ্য কর্তব্য। যে কুলে নারীগণের সম্যক সমাদর আছে, দেবতা-সকল সেইখানে প্রসন্ন থাকেন এবং যে পরিবারে নারীদিগের পূজা নাই, তাহাদের বাগাদি সকল ক্রিয়া বিফল। যে কুলে নারীগণ সর্বদা দ্রুপে অবস্থান করে, সেই কুল আত্ম বিনষ্ট হয়। নারীগণ দ্রুপে প্রাপ্ত হইয়া যে কুলে অভিসম্পাদ ঘন, সেই কুল অভিজারহতের জন্ম সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। যাহারা শ্রীযুক্তি কামনা করেন, বিবিধ সংকার্য্যকালেই হউক, আর উৎসব কালেই হউক নিজাই অশন,

বসন ও ভূষণাদি দ্বারা নারীদিগের সমাদর করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। (মহু ৩:৫৫-৬০)

নারীদিগের ৬টী কার্য্য দোষাবহ যথা—পান, দুর্জনসঙ্গের, পতিবিরহ, ভ্রমণ, পরগৃহে নিদ্রা ও বাস।

“পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনম্।

ব্রহ্মশাস্ত্রগৃহে বাসো নারীণাং দুষণানি দৃষ্টম্”

(হিতোপদেশ ১:১৩২)

নারীদিগের কোনকালেই স্বাধীনতা নাই। মনুষ্যে লিখিত আছে, নারীগণ বালিকা হইউন, অথবা যুবতী বা বৃদ্ধাই হউন কোনকালেই স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করা উচিত নহে। ইহারা বাল্যাবস্থার পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রবশে অবস্থান করিবে, কন্যা স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিবে না। ইহারা সর্বদা প্রকট মনে কালযাপন করিবে। নারীদিগের গৃহকর্মে দক্ষতা, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ব্যয়বিষয়ে অমুক্ত হস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। (মহু ৫:১৪৬-১৫০)

স্বামিগৃহে বাস, স্বামিসেবা ও গৃহকার্য্যে তৎপরতা প্রভৃতি নারীদিগের ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের স্বামী বিনা কোন পৃথক্ বস্ত্র নাই, স্বামীর অমুমতি ব্যতীত কোন ব্রত উপবাস প্রকৃতি করিতে নাই, এক স্বামী সেবা করিলেই সকল ব্রতের ফল হইয়া থাকে।

সামুদ্রিক শাস্ত্র মতে—নিম্নলিখিত চিহ্নাদি দ্বারা নারীদিগের শুভাশুভ জানা যায় ;—যে সকল নারীদিগের চরণে বস্ত্র, পদ্ম ও হলের চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী দাসী হইলেও রাজ্যের তুলা অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং নিত্য রাজভোগে জীবন অতিবাহিত করে। নারীদিগের জন্ম রোমশূভ্র, স্নেহগোল ও সরল, হাঁটুর সংযোগ স্থল উচ্চনীচতাবিহীন, এবং চুইটা হাঁটু সমান হইলে শুভ হয়। স্ত্রীদিগের উরু হস্তিগুণ্ডের জায় স্থল, সরল, সমান, স্নবর্ত্তুল, স্কন্দয়, কোমল ও স্থীতল হইলে শুভাবহ হয়, কিন্তু জন্মাদেশ লোমযুক্ত হইলে অশুভ হয়। শুনযুগল লোমবিহীন, স্থল, স্নবর্ত্তুল, কমলকোয়কবৎ ক্রমশঃ শেষে স্থন্ন, কঠোর, উন্নত, অবিরল ও পরস্পর সমান, গ্রীবদেশে হস্ত ও শল্যের জায় তিনটি রেখা-বিশিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল লোমশূভ্র হইলে শুভ লক্ষণ জানিতে হইবে।

যে স্ত্রীলোকের অধর ও ওষ্ঠ দীর্ঘ বক্রবর্ণ, মুখ অপেক্ষে জায় গোলাকার এবং মাংসজড়িত, দন্তকূলপুষ্পবৎ উজ্জ্বল ও হৃদয়, বাক্য কোকিল অথবা হংসের জায়, নাসিকা সমান ও পরিমিত রক্তবিশিষ্ট হইলে শুভাবহ জানিবে। যে কামিনীর কেশকলাপ স্বভাবতঃ কেহুমুক্ত, ক্রমবর্ণ, কোমল ও কৃষ্ণিত এবং নম্রক, হস্ত ও চরণ সমভাগে বিভক্ত, সেই সকল স্ত্রী সৌভাগ্যবতী হয়।

যে নারীর হস্তে বা পদে অশ্ব, গজ, বিবর্তক, ঘূর্ণ, বাণ, বন, ভোমর (লৌহশাবল), ধনু, চামর, মালা, ক্ষুদ্র পর্কত, কর্ণ-ভূষণ, বেলিকা, শঙ্খ, ছত্র, কমল, মীন, স্বস্তিক, চতুশ্পদ, সর্প-ফণা, উত্তম রথ ও অশ্বশু শ্রুতি যে কোন চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী রাজমহিষী হয়। যাহার মণিবন্ধ নিগূঢ়, হস্ত পদের অভ্যন্তর-ভাগের ছায় সূক্ষ্ম, করতল নিরং নহে ও উন্নতও নহে সেই সকল স্ত্রীলোক অতীব ঐশ্বর্যশালিনী হয়।

নারীদিগের উর্দ্ধ রেখা থাকিলে সকলপ্রকার সৌভাগ্য-লাভ হয়। যে রেখা মণিবন্ধ হইতে উখিত হইয়া করতলের মধ্যভাগ দিয়া মধ্যমাঙ্গুলি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহাকে উর্দ্ধরেখা কহে। যাহার অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে রেখা অন্ন ছিন্নভিন্ন ভাবে থাকে, তাহার আয়ু অল্প এবং ঐ রেখা দীর্ঘভাবে ছিন্নভিন্ন থাকিলে দীর্ঘায়ু হয়। স্ত্রীলোকের হস্তে এই রেখা থাকিলে শুভ ও না থাকিলে অশুভ হয়। গমন-কালে যে নারীর চরণের কনিষ্ঠা কিংবা অনামিকা অঙ্গুলী মুক্তিকাস্পৃষ্ট হয় না অথবা তর্জনী বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দিয়া যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই কুলটা হয়। যে স্ত্রীর জজ্বার উপরিভাগে দুইটা লোময় ও শিরাবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থাকে, উদর কলসীর ছায় স্থল ও গুহদেশ বামাবর্ত্ত হইয়া অন্ন নিম্ন হয়, সে স্ত্রী চির-দুঃখিনী হয়। যদি ঐবদেশ ক্ষুদ্র ও যোনি দীর্ঘাকৃতি হয়, তবে তাহার কুলধ্বংস হয়।

যে স্ত্রীর গলা মোটা ও চক্ষু টেরা বা পিঙ্গলবর্ণ অথবা চঞ্চল হয়, সে অত্যন্ত প্রচণ্ডা ও কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে। যে নারীর গণ্ডদেশ স্বৈতবর্ণ ও কৃপবৎ নিম্ন, সে সতীর ছায় থাকিলেও বাহিচারিণী হইবে। যাহার কপালে লব্ধমানরেখা থাকে, তাহার দেবর নষ্ট হয়। নারীদিগের উদরে ঐ লব্ধমান রেখা থাকিলে তাহার স্বপুত্রের মৃত্যু ও নিত্যদেহ উপরিভাগে ঐ রেখা থাকিলে স্বামী বিনষ্ট হয়। যাহার অথরের নিম্নে লোম জন্মে, সে অসৌভাগ্যবতী ও অশুভভাগিনী। যাহার স্তন লোমে পরিপূর্ণ, কর্ণগুণ ও দন্তসমূহ সমান নহে, সেই সকল নারী ক্লেশ ও ভয়ের কারণ হয়। যে নারীর দন্তমূলে কৃষ্ণবর্ণ মাংস থাকে, সে চৌর্য্যরূতি অবলম্বন করে ও দন্তসমূহ দীর্ঘ হইলে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। যে স্ত্রীর হস্ত শুষ্ক, বিষয় ও শিরাময়, সে দরিদ্রা হয়, যে স্ত্রীর পদের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ গমনকালে মুক্তিকা স্পর্শ করে না, তাহার পতির মৃত্যু হয় এবং ঐ স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর গমনকালে ভূমিকম্প হয়, সে শীঘ্র পতিব্যাতিনী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে। যাহার চরণের অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংলগ্নপ্রায়, নখ ভাস্কবর্ণ, পদ-দ্বয় উচ্চ শিরায়ুক্ত ও কূর্ণপৃষ্ঠের ছায় সমুন্নত এবং শুষ্ক গূঢ়-

ভাবাপন্ন হয়। সে রাজস্রী হইয়া থাকে। যে কামিনীর পদতলে রেখা থাকিলে সে রাজমহিষী হইবে। যাহার মধ্যম অঙ্গুলি অল্প অঙ্গুলির সহিত মিলিত থাকে, তাহার উত্তম ভোগ হইয়া থাকে। যাহার অঙ্গুলি দীর্ঘ সেই রমণী কুলটা হইবে। যাহার অঙ্গুলি কৃশ সেই নারী অতি নির্ধনা, অঙ্গুলিখর্ষে অল্প পরমায়ু এবং অঙ্গুলি ভয়বৎ হইলে সেই রমণী ভয় অবস্থার থাকিবে। অঙ্গুলি চেপুটা হইলে দাসী, অঙ্গুলি বিরলা হইলে দুঃখিনী এবং গায় গায় সংলগ্ন থাকিলে পতিনাশ হয়। যে নারীর চরণের নখ সমুন্নত, ক্ষিপ্ত, সমুন্নত, ভাস্কবর্ণ, গোলাকার ও সূক্ষ্ম এবং যাহার পদতলের পৃষ্ঠদেশ উন্নত, সেই রমণী রাজমহিষী হয়। যে নারীর পাঞ্চদেশ সমান সেই নারী স্থলক্ষণা। যাহার পাঞ্চদেশ পৃথু সে দুঃখাগিনী, উন্নত হইলে কুলটা এবং দীর্ঘ হইলে দুঃখভাগিনী হয়। নারীদিগের কটিদেশের পরিধি যদি এক হস্ত হয় এবং নিতম্ব সমুন্নত ও মৃশ্ব হয়, এই লক্ষণ শুভ-ফলক। নারীদিগের নিতম্ব যদি উন্নত, মাংসল ও স্থল হয়, তাহা হইলে ঐশ্বর্যলাভ এবং ইহার বিপরীত হইলে দারিদ্র্য-ভোগ হয়। নাভি গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত হওয়া মঙ্গলদায়ক। যাহার নাভি বামাবর্ত্ত, অগভীর ও উচ্চ তাহারা শোভমানা নহে। নারীদিগের স্তনদ্বয় যদি ঘন, গোলা, দৃঢ়, স্থল ও সমান হয়, তাহা হইলে প্রশস্ত ও ঐ স্তনদ্বয় যদি বিরল ও হৃদয় হয়, তাহা হইলে কলাগন্ধকর।

যে নারীর দক্ষিণ স্তন উন্নত, সে পুত্র এবং যাহার বাম স্তন উন্নত সে সৌভাগ্যশালিনী স্থলস্রী কহা প্রসব করে। যাহার স্তনদ্বয়ের মূলদেশ স্থল এবং উপরিভাগ ক্রমশঃ কৃশ হইয়া অগ্র-ভাগ স্থল হইয়াছে, সেই রমণী বাল্যকালে অর্থভোগ করিয়া পরে দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে। যাহার পাণিতল মুচ, রক্তবর্ণ ছিদ্রহিত, অন্নরেখাবিভূষিত, প্রশস্ত রেখায়ুক্ত ও মধ্যভাগে উন্নত সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। নারীদিগের করতলে বহু রেখা থাকিলে বিধবা, নির্দিষ্ট রেখা না থাকিলে দরিদ্রা এবং শিরাল হইলে ভিক্ষুকী হইয়া থাকে। যে নারীর করতলে দক্ষিণাবর্ত্তগুণ্ডল, সে নারী রাজমহিষী হয়, অথবা স্বয়ং সাম্রাজ্যে অভিষিক্তা হইয়া থাকে। করতলে শঙ্খ, ছত্র ও কমঠ চিহ্ন থাকিলে রাজ-মাতা হয়। যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটা রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূল পর্যন্ত গমন করে, সেই নারী পতিব্যাতিনী হইয়া থাকে। রমণীদিগের মধ্যে যাহার চক্ষু গোচক্ষু সদৃশ ও পিঙ্গলবর্ণ সে অত্যন্ত গর্বিতা, পারাবতের ছায় চক্ষু হইলে দুঃখীলা এবং রক্তবর্ণ হইলে পতিব্যাতিনী হইয়া থাকে। কোটর-নয়না হইলে দুঃখী, গজচক্ষু হইলে অশ্রুশতলক্ষণা এবং বামচক্ষু

কাণা হইলে পুংশলী ও দক্ষিণ চক্ষু কাণা হইলে বক্ষা হইয়া থাকে। বাহার ভ্রম পার্শ্বে বা ললাটে আঁচিল থাকে, সেই নারী রাজ্যভোগ করে। বাম কপোলে আঁচিল থাকিলে সৌভাগ্যবতী হয়। বাহার হৃদয়ে তিল বা অম্ব কোন চিহ্ন থাকে, সে সৌভাগ্যবতী এবং যে নারীর দক্ষিণ স্তনে তিলচিহ্ন থাকে, সেই রমণী চারিকল্পা ও দুই পুত্র প্রসব করে, বাহার বামস্তনে তিল বা রক্তবর্ণ অম্ব কোন চিহ্ন থাকে, সেই নারী অগ্রে এক পুত্র প্রসব করিয়া পশ্চাৎ বিধবা হয়। যে নারীর গুহদেশের দক্ষিণপার্শ্বে তিলচিহ্ন থাকে সে রাজমহিষী হয় এবং তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সেও রাজা হয়। যদি কোন নারীর নাভির নিম্নে তিল বা আঁচিল থাকে, সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হয়।

যে নারীর ললাট, উদর ও ভগ এই তিন অংশ লম্বমান, সেই রমণী খণ্ডুর, পতি ও দেবর এই তিনজনকে ভক্ষণ করে, এই জন্ত রমণীদিগের পক্ষে ইহা মহাদোষ।

যে নারী গৌরবর্ণা এবং বাহার কেশগুলি সূক্ষ্ম, সেই কামিনী অষ্টপুত্র প্রসব করে এবং বিপুল স্বথসৌভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে।

কঙ্কপৃষ্ঠবৎ বিস্তৃত এবং হস্তিকৃষ্ণের স্থায় উন্নতযোনিই নারীদিগের মঙ্গলদায়ক। যোনির বামভাগ উন্নত হইলে পুত্র জন্মিয়া থাকে। যে যোনি দৃঢ়, অবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে বৃহৎ ও উন্নত, উপরিভাগে মুখিকগাত্রবৎ বিরল রোমযুক্ত, মধ্যভাগে অপ্রকাশিত, দুইপার্শ্বে মিলিত প্রায়, গঠনে ও বর্ণে কমলদলের স্থায় ক্রমশঃ অধোদিকে সূক্ষ্ম, আকৃতিতে অশ্বখ-পত্রের স্থায় ত্রিকোণ, ইহাই মঙ্গলকর ও সুপ্রশস্ত। (সামুদ্রিক)

গরুড়পুরাণেও নারীদিগের গুণাত্ত লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে;—

যে কামিনীর কেশ আকৃষ্টিত, মুখ মণ্ডলাকার ও নাভি দক্ষিণাবর্ত, সেই নারী কুলবর্জিনী হয়। যে রমণীর দেহকান্তি স্বর্ণের স্থায় সমুজ্জ্বল ও হস্ত রক্তপদ্মের স্থায়, সেই কামিনী পতিব্রতা ও সহস্র নারীর প্রধানা হইয়া থাকে। বাহার মুখ পূর্ণচন্দ্রের স্থায় সূক্ষ্ম, দেহপ্রভা নবোদিত স্বর্ষোর স্থায় রক্তিম, নেত্রদ্বয় বিশাল, ওষ্ঠ বিষফলের স্থায় রক্তবর্ণ, সেই কল্পা চির কাল স্বথ ভোগ করে। ইত্যাদি। (গরুড়পুরাণ) বাহুল্য ভয়ে অধিক লিখিত হইল না। ২ গুরুত্বরূপাদক ছন্দোভেদ।

নারীকবচ (পুং) নারীঃ কবচঃ সমাহ ইব যজ্ঞ। সূর্য্যাবলীর মূলকরাজ। ইনি রাজা অশ্বকের পুত্র এবং সৌদাসের পৌত্র।

অশ্বক হইতে মূলক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরশুরাম নিক্ষেপ করিলে ক্রীগণ ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা হইতে

পুনর্বার ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া ইনি মূলক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। নারীগণ কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া পরে নারীকবচ নামে প্রসিদ্ধ হন। [মূলক দেখ।]

নারীকেল (পুং) [নারীকেল দেখ।]

নারীচ (ক্লী) নাড়ীচ ডন্ত-রত্নম্। শাকবিশেষ। নাগিতাশাক, এই শাক দুই প্রকার, তিক্ত ও মধুর। তিক্তের গুণ—রক্ত পিত্ত, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক। মধুরের গুণ—পিচ্ছিল, শীতল, বিষ্টপ্তী ও ককবাতকর। (রাজবর্ষ)

নারীতরঙ্গক (পুং) নারীং তরঙ্গয়তি চঞ্চলচিত্তাং কৰোতি, তরঙ্গ ক্রতো গিচ্-ধূল। নারীচিত্তচঞ্চলকারক, জার, যিঙ্গ।

নারীতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থ অতিশয় পবিত্র।

এখানে বিপ্রশাপে ৫ জন অপসরা জলজন্ত হইয়াছিল, অর্জুন ইহাদিগকে শাপ হইতে মোচন করিলে ইহা নারীতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। (ভারত ১২২৬-২৭)

নারীদূষণ (ক্লী) নারীণাং দূষণং ভতং। নারীদিগের দোষভেদ। নারীদিগের পক্ষে ৫টা কাৰ্য্য অতি দূষণীয়।

“পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনং।

স্বপ্নোহন্তগৃহবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্ ॥” (মহু)

সুরাপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, পতিবিরহ, ভ্রমণ, পরগৃহে নিদ্রা ও বাস দূষণীয়।

নারীময় (ত্রি) নারী স্বরূপে ময়ট। নারী স্বরূপ, নারী।

“বদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরস্কারজনিতং।

তদা সর্বং নারীময়মিদমশেষং জগদভূৎ ॥”

(ভট্টহরি ১১৮)

নারীমুখ (পুং) নাড়ীমুখং প্রধানং যজ্ঞ, ডন্ত রত্নম্। বৃহৎসংহিতা-মতে—কৃষ্ণবিভাগের নৈঋতদিকে অবস্থিত দেশভেদ।

(বৃহৎসং ১৪।১৭)

নারীযান (ক্লী) নারীণাং যানম্। নারীদিগের যান, অশ্ব প্রভৃতি।

“জীধনানি তু যোমোহাহুপজীবন্তি বাকবাঃ।

নারীযানানি বস্ত্রং বা তেপাপায়াস্তাধোগতিম্ ॥” (মহু ৩।৫২)

নারীকট (ত্রি) নারীণাং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ। ১ নারীদিগের প্রিয়, অভি-লষিত। (ক্লী) ২ মল্লিকা। (রাজনিং)

নারীষ্ঠ (ত্রি) নারীণাং তদাশ্রকুলো তিষ্ঠতি স্থা-ক, স্বত্ম। গন্ধর্ব্বভেদ।

“গন্ধর্ব্বাভ্যাং নারীষ্ঠাভ্যাং মহা হাহাহুহুভ্যাং স্বাহা।”

(শাংখ্যনশ্রো ৪।১০।৭)

নারুকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাতের পাঁচমহাল জেলার অধীন একটা দেশীয় রাজ্য। ইহার পরিমাণ ১৪৩ বর্গ-

মাইল। এখানে কোলি ও নায়কড়া নামক দুইজাতীয় লোক বাস করে। এখানকার রাজবংশ কোলি-জাতীয়। নায়কড়াগণ ভীলদিগের সহিত একযোগে অনেকবার বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু এখন তাহারা শান্তস্বভাব হইয়াছে। এই দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও নিবিড় অরণ্যে পরিবেষ্টিত। এখানে পুষ্করিণী ও কুপ মধ্যে স্রস্বাহ জল এবং খনি মধ্যে অন্ন পরিমাণে সীসা পাওয়া যায়। জমি বেশ উর্বরা, উহাতে যথেষ্ট খাদ্য উৎপন্ন হয়। নায়কড়া ও কোলিরা পূর্বে কাহুরিয়ার কাজ করিত। এখন ইহারা রীতিমত চাষবাস আরম্ভ করিয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহারা দহুতা দ্বারা জীবিকানির্ভর করিত। এই রাজা প্রথমে গাইকবাদের হস্তগত থাকে, কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রজাবিদ্রোহ হওয়ার গাইকবাদের ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করেন ও রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব ইংরাজ গবর্নমেন্টকে অর্পণ করেন। তদবধি এই রাজা ইংরাজের কর্তৃত্বাবধীনে রহিয়াছে। ১৮৫৮ ও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানে পুনরায় প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং নায়কড়াগণ রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করে। জম্বুঘোরা এই রাজ্যের মধ্যে একটি প্রধান স্থান। এখানকার অধিপতি বা সর্দার ষোড়শ নায়ক পল্লীতে বাস করেন। এই রাজা বুটীশ গবর্নমেন্ট দ্বারা শাসিত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তিপত্র দ্বারা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ কর স্বরূপ উক্ত সর্দার বা শাসনকর্তাকে অর্পণ করা হয়। এখানে একটি ঔষধালয় ও একটি দেশীয় বিদ্যালয় আছে।

নারুজুদ (খ্রি) ন অরুজুদঃ। অনাহত, যাহার শরীরে কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই।

নারেয় (পুং) সমাজিংপুত্র ভক্তকারের পুত্রভেদ। (হরিৎ ৩৯ অ°)

নারেস, আধুনিক রাগবিশেষ। এই রাগ বেলাবেলী ও কানড়া-যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্না°)

নারৈণা, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের মধ্যবর্তী একটি নগর। জয়পুরের ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে কতকগুলি সুন্দর মন্দির আছে। দাহুপহীদিগের প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত। জয়পুর রাজ্যের পদাতিক সৈন্যগণ এখানকার দাহুপহী হইতে উৎপন্ন এবং তাহারা 'নাগা' নামে খ্যাত। তাহারা একমাত্র ঈশ্বর উপাসনা করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহকালে তাহারা গবর্নমেন্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

নারোজী দাদাভাই, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে অরসিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি শৈশব হইতেই অতি বুদ্ধিমান ও চতুর ছিলেন। এই জ্ঞান তাঁহার ধর্মতাত্ত্বিক ও মাতা তাঁহার শিক্ষার প্রতি আদৌ অধিক করেন নাই। বিদ্যাশিক্ষার্থ তিনি

প্রথমে এল্‌ফিন্‌স্টোন-কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি ধর্মীয় অধ্যবসার ও বুদ্ধিগুণে সত্বরই শিক্ষকদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

এই কলেজেই তাঁহার বিভাজ্যাস শেষ হয়। তৎপরে আইন অভ্যাস জ্ঞান তাঁহার বিলাত যাওয়ার কথা হয়, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তাহা ঘটে নাই। তখন তিনি একটা স্কুলে সহকারী প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাহার অল্পদিন পরে তিনি এল্‌ফিন্‌স্টোন-কলেজে অঙ্ক ও দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। দাদাভাই শিক্ষক নিৰ্ব্বাচিত হইলেও, সকল সময় তাঁহার নির্দিষ্ট কার্যের জ্ঞান ব্যয় না করিয়া, সাধারণের হিতকর প্রস্তাব উদ্ভাবন ও তাহা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতেন। বোম্বাই সহরে প্রথম যে সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সে সমস্ত চিরকালই তাঁহার নিকট কৃত-জ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। বালকদিগের সাহিত্য ও দর্শন-সভা তাঁহারই প্রযত্নে এত উন্নত হইয়াছে।

৪৫ বৎসরকাল তিনি গুজরাতের "জ্ঞান-বিস্তারিণী-সভার" সভাপতি ছিলেন। তিনি গুজরাতের 'সমাচারদর্পণ' নামক দৈনিক সংবাদ পত্রে "সক্রেটিস ও ডাওজিনিসের কথোপকথন" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিতেন। তৎপরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নিজে 'রক্ত গোফতর' নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন ও পারসীদিগের মধ্যে তিনিই "একেশ্বর উপাসকদিগের পথপ্রদর্শক" নামক একটি নূতন পারসীসভার প্রথম সম্পাদক হন। এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি সভার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল করিয়াছিলেন। তিনি সর্বদেশীয় জীলোকদিগের পূর্বকালীন অবস্থার বিষয় লিখেন ও তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ব্যবসা উপলক্ষে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নারোজী প্রথম ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। ব্যবসায়ে বিশেষ অসুবিধাবশতঃ ইংলণ্ডে যাত্রা করুন বা না করুন, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ নৈকট্য করিতে চেষ্টা করাই যে তাঁহার ইংলণ্ডযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর তিনি নিতান্ত আবশ্যক ভিন্ন আর স্বদেশে আসেন নাই।

ইংলণ্ডে যাইয়া ভারতের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে এবং ভারতের সংবাদপত্রের প্রতি ইংরাজদিগের মনোভাবের জ্ঞান তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি বোম্বাই ও অজ্ঞান স্থানের বন্ধুবান্ধবের পুত্রদিগকে বিলাত পাঠাইবার জ্ঞান অমুরোধ করিয়া অনেককে বিলাত লইয়া গিয়াছেন ও অভিভাবকরূপে তাহা-দিগের সাহায্য ও পরিদর্শন প্রভৃতি করিয়াছেন। তিনি অতি সভাবাদী। তাঁহার একটা বন্ধকে স্বপ্নদায় হইতে উদ্ধার করিবার জ্ঞান তাঁহার ও লক্ষ টাকা লোকসান হয় ও বোম্বাই সহরে

তাহার যে দোকান ছিল তাহা উঠিয়া যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই প্রভাগত হইলে, বোম্বাইয়ের সত্কা তাঁহাকে একটি অভিনন্দনপত্র, মুদ্রাপরিপূর্ণ একটি থলি ও তাঁহার প্রতিমূর্তি উপহার দেন। সেই অর্থে তিনি পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটির সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বরোদায় দেওয়ান নিযুক্ত হন। একবৎসর পরেই তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটির সভ্যপদে নির্বাচিত হন। তাহার দশবর্ষ পরে বোম্বাই-আইন-প্রণয়ন-সভায় সভ্য হইলেন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি বিলাতে পার্লামেন্ট-সভায় সভ্য হইবার বাসনায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিল্ডবারির হলব্রন বিভাগের জ্ঞান দরখাস্ত করেন, উহা পার্লামেন্টের উদার-নৈতিক মেম্বরগণ কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনিই ভারতবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম পার্লামেন্টে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তাঁহার দুই বর্ষ পরে তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হইয়া ভারতে আগমন করেন। ভারতবাসী অতি সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় উদ্যমশীল ও স্বদেশবৎসল।

নারোজী পণ্ডিত, বিখ্যাত পণ্ডিতের পুত্র। ইহার রচিত লক্ষণরত্নমালা নামে ধর্মশাস্ত্র, লক্ষণশতক কাব্য ও কৃত্তি-মালা নামে সংস্কৃত কবিতাসংগ্রহ পাওয়া যায়।

নারোবার (নরবার)—মধ্যভারতে গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৫° ৩৯' ২" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৬' ৫৭" পূঃ। সিদ্ধনদের দক্ষিণ তীরে, গোয়ালিয়রের ৪৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন নগর। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে নরবারের কচ্ছবহেরা চিতোর রক্ষার্থে গমন করে, এই রূপ শুনা যায়। এখানকার দুর্গ দুর্ভেদ্য ও সুদৃশ্য। ফেরিস্তার মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুর্গ নির্মিত হয়। অল্প দিন পরেই নাশিরউদ্দীন ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ইহা দিল্লীর সম্রাট সিকন্দরলোদীর হস্তগত হয় বটে, কিন্তু অল্প কাল পরেই আবার হিন্দুদিগের শাসনাধীন হয়। গত শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রীয়েরা নরবার অধিকার করে এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদের সন্ধি দ্বারা ইহা দৌলতপুর ও সিন্ধিয়ায় কড়ুয়াধীনে আইসে। ইহার নিকটবর্তী পাহাড়ে চুষকের আকর আছে।

নারোবাল, পঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার অন্তর্গত একটি নগর। শিয়ালকোট নগর হইতে ১৭ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৫' পূঃ। এই নগরে

প্রায় ৫ হাজার লোকের বাস। এখানে অনেক পাকা বাড়ী ও ভাল পথ বাট আছে। চামড়ার ব্যবসার জ্ঞান এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখানে অতি উৎকৃষ্ট ঘোড়ার সাজ ও সূতা প্রস্তুত হয়। এখানে ডাকঘর, গবর্নমেন্ট স্কুল, থানা, মুলেকি আদালত ও শরাই আছে। নার্তিক (ত্রি) নর্ত্ত ছেদাদিষাৎ ঠঞ। অভীক্কননর্ত্তনার্হ, অতিশয় নর্ত্তনযোগ্য। (পা ৫।১।৬৪)

নার্পত্য (ত্রি) রাজসম্বন্ধীয়। (পা ৮।৩।১৫)

নার্মত (পুং) পিতৃসম্বন্ধীয়, পূর্ব পুরুষের নাম হইতে উৎপন্ন। (পা ৮।২।৯)

নার্মদ (পুং) নর্মদাসম্ভব বাণলিঙ্গ ভেদ। যে সকল বাণলিঙ্গ নর্মদা নদীতে পাওয়া যায়।

“প্রশস্তং নার্মদং লিঙ্গং পঞ্চজম্বুকলাকৃতি।

মধুবর্ণং তথা শুক্লং নীলং মরকতপ্রভম্ ॥

হংসডিম্বাকৃতি পুনঃ স্থাপনায়ং প্রশস্ততে।

স্বয়ং সংশ্রবতে লিঙ্গং গিরিতে নার্মদাজলে ॥” (হেমাদ্রি°)

যে বাণলিঙ্গের আকার পঞ্চ জম্বুকলের জায়, তাহাই প্রশস্ত।

[নার্মদাসম্ভব ও বাণলিঙ্গ দেখ।]

(ত্রি) ২ নার্মদাসম্ভবমাত্র। ৩ নার্মদাপ্রবাহিত জনপদের রাজ্য। (হরিব°)

নার্মর (পুং) অস্তুরভেদ। ইন্দ্র এই অস্তুরকে হনন করেন।

“যো নার্মরঃ সহবস্ত্রং নিহস্তবে” (ঋক্ ২।১৩।৮)

‘নূন মনুষ্যাত্মারয়তীতি নূমরঃ কাশ্চিদনুসরঃ, তস্তাপত্যং নার্মরঃ।’ (সায়ণ)

নার্মিন্ (ত্রি) নর্মযুক্ত। স্ত্রিয়াং ভীপ্।

“আ যঃ পুরং নার্মিণীমদীদেৎ” (ঋক্ ১।১৪।৩)

‘যোহয়িনার্মিণীঃ নর্মবতীঃ’ (সায়ণ)

নার্মেধ (ক্লী) সামভেদ।

নার্ম্য (পুং) ১ নরহিতকারীর পুত্র। “আ নার্ম্যস্ত দক্ষিণা-বামা” (ঋক্ ৮।২৪।২৯)

‘নার্ম্যস্য নরহিতো নার্ম্যঃ, তস্তাপত্যং নার্ম্যঃ’ (সায়ণ)

২ নরহিতসম্বন্ধীয় যজ্ঞ। (নিষক্টু°)

নার্ম্যজ্ঞ (পুং) নার্ম্যগাম্যমিব শোভনং অঙ্গং যজ্ঞ। ১ নাগরজ, নারজ নেবু। (শব্দরত্ন°) (ক্লী) ২ নার্ম্যর অঙ্গ।

নার্ম্যতিক্ত (পুং) কিরাততিক্ত। (নৈষক্টু° প্রকা°)

ইহা মনুষ্যদিগের হিতকর ও তিক্ত বলিয়া ইহার নাম নার্ম্যতিক্ত হইয়াছে।

নার্মদ (পুং) নৃষদস্তাপত্যং অণ্। নৃষদ ঋষির পুত্র।

“কৃতং বাৎ নার্মদায় শ্রবো” (ঋক্ ১।১১।৭।৮)

‘নার্মদায় নৃষদপুত্রায় বখিরায়র্ধরে’ (সায়ণ)

নারায়ণ (অর্থাৎ নারীসম্বন্ধীয়, অশ্রুজ্ঞে নারয়) মলবার ও তিরুবাঞ্চোড়েশবাসী প্রসিদ্ধ জাতি। কেহ ইহাদিগকে শূত্র, আবার কেহ ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

তিরুবাঞ্চোড়ের রাজা এই জাতিভুক্ত হওয়ার গতবারের আদেশমুতরাতে এই জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বলিবার কারণও আছে। এখন অনেকে মনুস্তিথী ব্রাহ্মণগণের দাসত্ব স্বীকার করিলেও পূর্বে ইহারা সকলেই প্রায় সেনাবিভাগে কার্য্য করিত। ইহাদের এক এক দাদ বা দলে ৬০০ নায়র সেনা থাকিত। এখনও তিরুবাঞ্চোড়ে শাস্তিরক্ষার জন্য নায়র-সৈন্য নিযুক্ত আছে।

ইহাদের মধ্যে ১৮টা শাখা আছে,—১ নার্যার বা নায়ক, ২ মেলবন, ৩ মেনোক, ৪ মুন্নিল, ৫ পড়নায়ক বা পট্টনায়ক, ৬ কুরুপ-নার্যার (চুর্গরক্ষক), ৭ কৈমল, ৮ পনিরু, ৯ কীরীয়ক, ১০ মুত্তুর, ১১ বরে নার্যার, ১২ কেদার, ১৩ কর্ত্তাবু, ১৪ ইবাদি, ১৫ নিগুনগাদি, ১৬ কন্নাডে, ১৭ মমডিয়ার ও ১৮ মনবালম্। ইহাদের মধ্যে আবার বাবসাত্তমে কএকটা শ্রেণী হইয়াছে। যথা—১ পরিয়পেওঁবর (ইহারা পুরুষাত্তমে নম্বুরীর দাসত্ব করেন, ইহারা শূত্র বলিয়া গণ্য), ২ চর্গাবর (রাজার দেহরক্ষক), ৩ পলিচান (অর্থাৎ নম্বুরীর শিবিকাবাহক), ৪ অতিকুরিটি (নম্বুরীর দাহকার্য্যে সাহায্যকারী), ৫ বটুকটেন (মন্দিরাদির তৈলপ্রস্তুতকারী), ৬ অন্তরগ (খোলা ও টালি প্রস্তুতকারী), ৭ উরলি (সামরীরাজের দাস), ৮ বেলুথিনে (রজকের কর্ম্মকারী) ও ৯ বেলকুগলবন (নাশিতের কার্য্যাবলম্বী)।

এই জাতির নারীই সর্বে স্ত্রী, এই লজ্জাই বোধ হয় ইহাদের নাম নার্যার বা নায়র হইয়াছে। লজ্জা হিন্দুরমণীগণের হৃদয়-ভূষণ, কিন্তু সে লজ্জা এই নায়র-রমণীর আছে কি না জানি না।

সকল সভ্যজাতির মধ্যে বাহাতে অবগুণ্ঠন প্রযোজন হইয়া থাকে, এই নায়র-সীমস্তিথীগণ প্রকৃত সভ্য হইলেও সে স্থলে লজ্জা বোধ করে না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় রাজা, রাজপুরুষ অথবা কোন কোন গণ্য মান্ত ব্যক্তি ইহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে, ইহারা অসঙ্কোচে অনাবৃত্তবস্ত্রে পীনপরিধায় উন্মুক্ত করিয়া অভ্যাগতের সম্মুখীন হইবে। ইহাই সভ্যতার অঙ্গ! গৃহে অতিথি আসিলেও এই দৃশ্য! বিদেশী দেখিলে হয়ত বারাক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ইহাই ইহাদের সম্ভ্রান্ত বর্ণ।

পুষ্পোদ্যমের পূর্বে নায়রকর্ত্তার তালিবন্ধন বা ‘কেতুকলাগম’ সংস্কার হইয়া থাকে। এ সময় বাটার সম্মুখস্থ আটচালা এদেশের বিবাহের আসরের মত জাল করিয়া সাজায়। শুভদিনে বজ্রবজ্রবর্ণ আমন্ত্রিত হইয়া আসেন।

গৃহস্থামিনী সকলকে আহ্বান করিয়া পরিভোবপূর্ব্বক ভোজন করান ও ব্রাহ্মণদিগকে কিছু কিছু দান করেন। যে যেমন সে সেইরূপ অর্থ ব্যয় করে। অধিকাংশস্থলে চারিদিক সমারোহ থাকে ও রীতিমত ভোজ চলে। এই সমারোহ কেবল একটা কত্তার ক্ষমতাহীন। তারবদে* অর্থাৎ সেই গৃহস্থামিনীর অধীনে বত কড়া থাকে, এককালে সকলেরই তালিবন্ধন সম্পন্ন হয়। একজন ব্রাহ্মণ-বালক বর সাজিয়া আসে। এই বরকে ‘মনবল্লন’ বা ‘মনলন’ বলে।

লম্ব স্থির হইলে, নারীগণ ‘অষ্টমাকলায়’ নামে আটটা তুক করে। মনবল্লন মনোমোহনবেশে আসরে উপস্থিত হয়, সমাগত রমণীগণ ‘আহা’ ‘আহা’ করিয়া জয়ধ্বনি করে। কত্তাগণের ব্রাতৃগণ ভগিনীকে আনিয়া মনবল্লনের পার্শ্বে বসাইয়া দেয়। জ্যোতিষীও এ সময় উপস্থিত থাকেন। তিনি শুভ লম্ব নির্দেশ করিয়া দিলে মনবল্লন কত্তার কণ্ঠে তালিবন্ধন করিয়া দেয়। সকলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে থাকে। সেদিন হইতে তিনদিন আমোদ প্রমোদ ও ভোজ হয়।

চতুর্থ দিবস বর বিদায়ের দিন। বর সকলের সম্মুখে সাধের বিবাহবেশ ছিঁড়িয়া বিবাহবন্ধন হইতে মুক্ত হন। বিবাহের মূল্যাক্রম কিছু নগদ উপহারদি লইয়া ব্রাহ্মণবালক গৃহস্থানে প্রস্থান করেন। এইরূপে ‘কেতুকলাগম’ ব্যাপার শেষ হয়। সেদিন হইতে সে ব্রাহ্মণের সহিত আর কত্তার কোন সম্বন্ধ থাকে না। কত্তাকে পত্নী বলিবার পক্ষেও ব্রাহ্মণের কোন দাবী দাওয়া নাই।

কত্তা যৌবনে পদার্পণ করিলে একটা ‘গুণদোষকারণ’ খুঁজিয়া লয়। ইহাতেও গৃহস্থামিনীর মত চাই। গৃহস্থামিনীও আপনার ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন নম্বুস্তিথী ভট্টর অথবা সরংশজাত কোন নায়র যুবর সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া গণককে ডাকিয়া বস্ত্রদানের একটা শুভদিন স্থির করিয়া লন। এইরূপ সম্বন্ধকে ‘গুণদোষকারণ’ কহে। নির্ধারিত ব্যক্তি বস্ত্র ও মাখিবার তৈল দিতে স্বীকৃত হইলে গণক শুভদিন স্থির করে। এই দিন যুবতীর বস্ত্রবাক্স মিলিত হয়। বেশ আমোদ প্রমোদ চলে। যুবক দেয় বস্ত্র লইয়া নটবরবেশে উপস্থিত হয়, গৃহস্থামিনী পাণ্ড অর্থা দিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে। তখন নটবর আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাতে গৃহস্থামিনীর হাতে কাপড় রাখিয়া দেয়। গিন্নী সেখানি আনিয়া যুবতীর হাতে দিলে ও যুবতী তাহা গ্রহণ করিলে সম্বন্ধ দৃঢ় হয়। তখন আত্মীয় কুটুম্বগণ ‘আহা’ ‘আহা’ শব্দে সম্বন্ধ প্রদান করে। তৎপরে যুবক যুবতী নির্দিষ্ট শরনককে পিষা

* সম্প্রদায় বালকবালিকাগণের সাধারণ আবেশের নাম তারবদ।

নিশি ঘাপন করে। তাহার গাৰ্হৰ্ণবিবাহ সম্পন্ন হয়। তাহার পুত্রে বতর্দিন প্রায় ও ভালবাসা থাকে, উভয়ে রাজিকালে সেবা সাংক্য করে। যুবকও অসীকৃত বস্ত্র ও তৈল বোণাইয়া থাকে। যুবকের সক্তি থাকিলে যুবতীকে অলঙ্কারাদি প্রদান করে। কিন্তু সে-সময়েই জীধন বলিয়া গণ্য, তাহাতে আর যুবকের বা তৎপুত্রের কোন অধিকার থাকে না, যুবতীর মৃত্যুর পর তাহার জীধন তারবদের সম্পত্তি হয়। উভয়ের মনোমালিঙ্গ ঘটিলে সহজেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। যুবতী যুবা-প্রসক্ত বস্ত্র কিনাইয়া দিলে আর উভয়ে কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখন উভয়েই আবার সম্বন্ধ করিতে পারে। তবে যুবতী এক সময়ে একটীর অধিক ‘গুণদোষকারণ’ করিতে পারে না। ইহাদের চরিত্রে একটা মহৎগুণ এই, একের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে আর কখন অপরের সহিত বাস্তিচার করে না। এরূপ স্থলে বাস্তিচার প্রকাশ পাইলে তাহার রীতিমত শাস্তি হইয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্বে কাহারও একাধিক ‘গুণদোষকারণ’ সম্বন্ধ থাকিত এবং যুবকগণ পর্যায়ক্রমে যুবতীর সহিত সহবাস করিত। তাহারা পঞ্চপাণ্ডবের মত নিয়মে বদ্ধ হইত। যখন কোন যুবক যুবতীর নিকট থাকিত, তৎকালে যুবতীর গৃহদ্বারে ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ড ও স্বজাতি হইলে অস্ত্র রাখিত। তাহা দেখিয়া অপর সেদিকে যাইত না। যুবতীও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণদোষকারী ভিন্ন অপরের সহিত ভুলেও কথা কহিত না। যে হিসাবে দ্রৌপদী সতী, সেই হিসাবে নায়রমণীদিগকে সতী বলিতে বাধা নাই। যুবতী যাহার সংসর্গে গর্ভবতী হয়, তাহাকেই সন্তানের পিতা বলিয়া ধরে। ঔরসজাত সন্তান পিতার পিও দিবার অথবা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয় না। যাহার ঔরসে জন্ম, সেই পিতার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা ‘তারবদ’ ধনে প্রতিপালিত ও মাতুলের অস্তো-ষ্টিক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদির অধিকারী হইয়া থাকে।

আরও বলিয়া রাখি, নায়র-যুবতীরা কখন খণ্ডর ঘর করে না, অথবা স্বামীর সহিত তাহার বিশেষ কোন সংশ্রব থাকে না। তাহারা আজীবন মাতৃগৃহেই অবস্থান করে। তাহাদের গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে মাতুলের উত্তরাধিকারী। বাস্তবিক নায়রদিগের মধ্যে ভাগিনের বা ভাগিনেরী না থাকিলে উত্তরা-ধিকারিবিহীন হইয়া থাকে। তাই পোষাপুত্রের জায়, ইহারা পোষাভগিনী গ্রহণ করে ও তদগর্ভজাত পুত্রকে উত্তরাধিকারী করিয়া যায়। কাজেই নায়র-সন্তানেরা কেহই পিতার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান নহে, আপনাপন মাতুলের উত্তরা-ধিকারী মাত্র।

পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক, সকলেই গৃহস্থামিনীর অধীন ও সকলেই তারবদধনে লালিত পালিত হইয়া থাকে। পুত্র বয়োবৃদ্ধ হইলে মাতুলের উত্তরাধিকারস্বত্বে যাহা কিছু পায় ও নিজে যাহা কিছু উপার্জন করে, তাহাই তাহার নিজস্ব, অপর ধনে তাহার অধিকার নাই। কন্যাগণের সম্পত্তিও তাহার অবিদ্যমানে তারবদের অধীন হয়। গৃহের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ থাকে, সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে, সে কার্যাদ্যক্ষ স্বরূপ গণ্য, তাহার স্বাক্ষরে সকল কার্য হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা নাই।

ইহাদের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও ইহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ, জগহতাদি পাপকার্য কখন শুনা যায় না। যুবতীগণ স্ব গৃহে বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করে।

নায়রেরা বলিয়া থাকে, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে ক্ষত্রিয়রমণীগণ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎ-পাদন করিয়াছিলেন। মলবার পরশুরাম ক্ষেত্র বলিয়া এখানকার নায়র বা ক্ষত্রিয়কুলে আজও সেই প্রথা চলিতেছে।

এখন এই জাতি ইংরাজী শিক্ষার সুশিক্ষিত হইয়া নানা স্থানে যাতায়াত করিতেছেন, সুতরাং যুবতীগণ আপন ‘তারবদ’ কিছুদিনের জন্ত পরিত্যাগ করিয়া গুণদোষকারীর অন্তঃসরণ করে। কিন্তু এরূপ বেশী নয়। কারণ ইহাদের মধ্যে নিয়ম আছে, কোন যুবতী দক্ষিণ মলবারের সীমা ‘কোরপূজা’ নদের পরপারে যাইতে পারিবে না। সুতরাং তাহার গুণদোষকারী উক্ত নদের পরপারে গেলে, তাহার আর যাওয়া ঘটে না।

সন্তান প্রসূত হইলে তাহার মাতুলই জাতকর্মাদি সম্পন্ন করে। নামকরণাদি তারবদের রমণীগণ দ্বারাই হয়। ইহাদের বালকেরা দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলে কোথাও কোথাও তাহার ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার হয়। এই সময় পূর্বকালে সকলেই অহংকার করিত। এখন অনেকে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করায় আর সকলে অস্ত্র লয় না। যে তারবদের পুরুষগণ বরাবর দৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদেরই ভাগিনেয়গণ এইরূপ প্রথা পালন করে।

নায়রসেনা মহাবীর বলিয়া গণ্য। দক্ষিণাত্যের ইতিহাস-লেখক কর্ণেল উইলক্স লিখিয়াছেন,—“the Nairs, or military class, are perhaps not exceeded by any nation on earth in a high spirit of independence and military honour”*

ইহারা বীর হইলেও নিরীহ নীচজাতির উপর অস্ত্র চালাইতে কাতর হয় না। ইহাই নায়রজীবনের প্রধান দোষ। রাস্তায়

কোন অন্তর্ধারী নায়র যাইতেছে, এমন সময় পথে ভ্রমক্রমে যদি কোন তিরস বা মক্ড়িরা তাহাকে ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই হতভাগ্যের হরত অনেক সময় মাথা থাকে না। নীচশূদ্রগণ এইরূপ নায়র দেখিয়া বহুদূরে সরিয়া না গেলে তাহারও নিস্তার নাই *। এখন বুটীশ গবর্নমেন্টের হুশাসনে ও ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নায়রদিগের উচ্চতর স্বভাব অনেকটা ছাপ হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর নায়রেরাও রীতিমত বিবাহ করিতে পার না। ভিন্ন তারবদের নায়রীর সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। বহু শত বর্ষ পূর্ণ হইতেই এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে †।

যে সময় দক্ষিণাভ্যে ইংরাজ ও ফরাসীতে ঘোর বিবাহ চলিতেছিল, তৎকালে এই নায়রসৈন্যদিগের বীরজে বুরো-পীয়গণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন ‡। হায়দরআলী ইহাদিগকে অনেক-বার দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই।

ইহাদের বেশভূষার তেমন আড়ম্বর নাই। ক্রীপুরুষ উভয়েই নম্রুরীদিগের মত অন্তর্বহিসাব ব্যবহার করে। রমণীরা গায়ে কখন ঢাকা দেয় না। তবে এখন ইংরাজীশিক্ষার গুণে কেহ কেহ পথে বাহির হইলে একখান রুমাল দিয়া নিতম্ব ও বক্ষস্থল ঢাকিয়া রাখে। শৈশবে ইহারা কাণ বিঁধাইয়া খুব মোটা মোটা মাকড়ী পরিতে দেখে। কোন কোন রমণীর কাণে দেড় ইঞ্চি মোটা রিং দেখা গিয়াছে। স্বর্ণহার, বলয়, চুড়ি, অঙ্গুরীয়, সিঁথি ও কোমরবন্ধ ইহাদের প্রধান অলঙ্কার।

কেশের উপর ইহাদের বড়ই যত্ন। কাহারও কাহারও চুল হাঁটু পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। সেই কেশপাশ কবরীবন্ধ হইলে অপূর্ণ শ্রীধারণ করে §। [চের শব্দে চিত্র প্রট্যা।]

নায়রেরা এখন ইংরাজী শিখিয়া কোট কামিজ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। তথাপি কণ্ঠে ইয়ারি ও কোমরবন্ধ কেহ ছাড়িতে পারে নাই। ইহারা পুরুষ অর্থাৎ সমস্ত মাথা কামাইয়া সম্মুখে শিখা রাখে। ক্রীপুরুষ উভয়েই বেশ গুচ্ছাচারে থাকে।

নাল (পুং) নলভীতি নল বন্ধে নল-ণ। (অভিতিকসম্ভোভো ৭। পা ৩। ১। ১৪০) ১ উৎপলাদির দণ্ড, পদ্মের ডাঁটা। ২ কাণ্ড।

“কশিৎ করাভামুপগৃহ্ণনালমালোকপত্রাভিতিকসম্ভোভো ১”

(রথ ৬। ১৩)

(ক্রী) ৩ হরিতাল। ৪ লজ্জ। (পুং) নল-ঘঞ্। ৫ জল

ক্লিগম, জলাদির প্রবাহ।

* Buchanan's Journey through Mysore &c., Vol. II. p. 44.
† Varthema, p. 141-142.

‡ Orme's Military transactions, Vol. I. p. 400.

§ “তেলুকীনাং নিতম্বে সজলযনকুটৌ কেরলীকেশপাশে” ইত্যাদি উক্তট কোকের সার্বকতা আছে।

“যথা তোরগাধিনস্তোরং বহুনালাদিভিঃ শনৈঃ।” (মার্ক'পু' ৩। ৪৩)

নাল, স্তম্ভিকর্ণামৃততৃত একজন সংস্কৃত কবি।

নাল (আরবী) বোড়ার পারের দৌহ খুর, অর্থদ্বিগের পাদতুলে যে দৌহের পাটা দেওয়া হয়।

নাল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অধীন থাকেশের অন্তর্গত একটা সামান্য ভীলরাজ্য। এখান হইতে গুড়িকাঠ আমদানী হয়।

নালকনাদ, কোড়গরাজ্যের অন্তর্গত একটা গ্রাম। রাজা দক্ষ-বীর রাজেন্দ্রের সময়ে এই স্থান কোড়গের রাজধানী ছিল। কোড়গের বর্তমান রাজধানীর ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

নালত্বাদ, (৪০ টা উদ্যান) প্রাচীন নাম নীলবতীপত্তন। বিজাপুর জেলাস্থ মুদেবিহাল নামক স্থানের ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত একখানি বড় গ্রাম। এই স্থানে ৩টা ধর্ম্মমন্দির ও ৪ খানি ধোমিত শিলাফলক আছে। ইহার একখানি শিলালিপি পশ্চিম-চালুক্যরাজ জগদেকমল্লের প্রদত্ত। থানাপুরের সঙ্গম এবং বলিলাহেবের গৌর এই স্থানেই আছে।

নালকামিণী (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Smithia sensitiva)

নালকী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Hibiscus cannabrinus.)

২ পাঙ্কীর সদৃশ একপ্রকার চৌকী।

নালন্দা, মগধের অন্তর্গত এক অতি প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্র। পাটনার ৩০ মাইল দক্ষিণে ও বড়গাঁও নামক স্থানের ২১ মাইল পশ্চিমে যমুনানদীতীরে অবস্থিত। কেহ কেহ কহেন যে, বর্তমান বড়গাঁও উক্ত নালন্দার ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়। কাহারও মতে নালন্দা বর্তমান তেলাচাঁচর নামান্তর মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পরিব্রাজকদিগের বিবরণীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধরাজ অশোক এত নালন্দার একটা বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করান। চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন-সিয়াং কহেন যে, শঙ্কর ও মুন্ডালগোমিন্ নামক ব্রহ্মজ্ঞান ব্রাহ্মণ, ঐ মঠ সুবিশাল আকারে পুনর্নির্মাণ করেন। এখনও ঐ মন্দিরের দেওয়াল স্থানে স্থানে ৫০ ফিট উচ্চ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরেই নাগার্জুন এখানে শঙ্করের নিকট কিছুদিন বিদ্যাভ্যাস করেন। হিউয়েনসিয়াংও ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন এখানে প্রজ্ঞাভজ্ঞ নামক এক বৌদ্ধ পুরোহিতের নিকট ধর্মোপদেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঐ সময় এই স্থান নালন্দা নামেই অভিহিত হইত। এখানকার মন্দিরের জায় প্রকাণ্ড মঠ ভারতে আর কোথাও ছিল না, বহুকালাবধি ইহা বৌদ্ধদিগের একটা আদরের স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। খৃষ্টের ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজকেরা এখানে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনা করিতেন।

এখানে জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য নিরন্ত ১০০ শত

‘কৃত্তবির বোধপুঙ্ক্ত নিরুৎপাদিতেন। তত্ত্বি প্রায় ১০
সহস্রাব্দিক, দায়ক ও শিখা এই স্থানে বাস করিতেন।
এই সময় বৃষ্ণক নামক রাজা বারানসীতে রাজত্ব করিতেন,
সেই সময় সৈবায় আগুন লাগিয়া, এই নালদ্বার বহুসংখ্যক
জানপাতি বোধপুঙ্ক্ত ভস্মীভূত হয়।

নালদ্বার (স্রী) বোধবিগের সম্ভারাম।

নালদ্বার (দেশজ) নালদ্বার।

নালদ্বার (পারসী) বাহারি বোকারি খুরে নাল বাধে।

নালদ্বার, জাতিবিশেষ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে
ইহাদের বাস আছে। প্রবাদ যে, তাহারা পূর্বে হিন্দু ছিল, পরে
সিদ্ধিধর অরজ্জব তাহাদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।
ইহারা আপনাদিগকে দেখে বলিয়া অভিহিত করে।

ইহারা পরম্পরের মধ্যে হিন্দুধর্মী ও অন্তর্জাত লোকের সহিত
যহারাই বা কণাফী ভাবার কথা কম। ইহারা দীর্ঘকায়,
বলবান এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের গ্রীষ্মকাল উভয়েই হিন্দু-
দিগের মত পরিচ্ছদ পরিধান করে। ইহারা পরিষ্কার ও পরি-
চ্ছন্নতার অত্যন্ত পক্ষপাতী। নালদ্বারী পরিশ্রমী, কিন্তু
সাভিশর মদিরা ও গন্ধকাপ্রিয়। বোড়া এবং গোরুর পায়ে
লোহার খুর লাগানই ইহাদের উপজীবিকা।

ইহারা ইহাদের অশ্রমী অথবা সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের
মধ্যে বিবাহ করে। কাহীকে ইহারা সমধিক মান্য করিয়া
পাকে এক তাহাযারা আপনাদিগের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা
করিয়া লয়। ইহারা স্ত্রীমতাবলম্বী, কিন্তু ধর্মে মতি গতি
নাই। সাধারণতঃ ইহারা নিতান্ত অশিক্ষিত। কেহই ইংরাজী
শিক্ষা করে না।

নালদ্বারী (পারসী) অধের নুরবন্ধনকারী।

নালদ্বার (দেশজ) নাল বাধা।

নালদ্বারী (স্রী) মহাদেবের বীণা। (হেমচন্দ্র)

নালদ্বার (পুং) নালো বংশইব। নল, কৃষ্ণভেদ।

নাল (স্রী) নল-গ, তত্ত্বাপ্। নাল, ডাঁটা। নল করণে ষঞ্।

২ জলনির্গম বার্ম, জলপ্রাণী।

নালানিয়া (দেশজ) নালানুত।

নালারেক (পারসী) অল্পবৃত্ত।

নালি (স্রী) নালরতীতি নল-শিচ্-ইন্। ১ নাকী, শিরা।

২ পদ্মাদির দণ্ড। ৩ শাকভেদ। (বিরূপকো)

নালিক (পুং) নল এবং নালদ্বারবিশেষ, স ভোক্তব্যবসানাত্ম-
ভেতি ঠন্। ১ মহিব। (স্রী) নালদ্বারভেতি। ২ পর।

নাল্য কাব্যসাধনভেদনাত্মভেতি ঠন্। অত্রবিশেষ। ইহা কবুৎ
জাতীর এক প্রকার আধেয়াত্র।

‘অত্রস্থ বিবিধং জেরং নালিকং নালিকং তথা।

বদা তু নালিকং নালি নালিকং তত্র ধারয়েৎ ॥’ (ওজনীতি)

[ইহার বিশেষ বিবরণ নালিকা শব্দে দেখ।]

নালিকা (স্রী) নাল্য এবং, অর্থে কন্ টাপি অত ইচ্ছং। ১ নাল।

২ নালিতাশাক, পাটশাক।

‘বাতলং নালিকাশাকং পিত্তয়ং মধুরক তৎ।’ (হৃদয় ১১৪৬)

৩ চন্দ্রকবা। (জটাম্বর) ৪ হস্তিকর্ণবেদনিকা। (হার্য) ৩০

‘গজাঃ সত্বং করতললোলনালিকা

ইত্যমুহঃ প্রণদিত ষট্‌মাবয়ুঃ ॥’ (মাত ১৩১৩৫)

নালিকের (পুং) নারিকেল, লরয়েক্যাৎ রত লঃ লত রশ্চ।

১ নারিকেল, এই শব্দের কোন কোন স্থলে স্রীবলিজে ব্যবহার
দেখিতে পাওয়া যায়। [নারিকেল দেখ।]

২ কৃষ্ণকিভাগের অধিকোণস্থিত দেশভেদ। (বৃহৎসং ১৪ অ’)

নালিকেল (নালিকের) কলিঙ্গের অন্তর্গত দত্তপুর নামক
স্থানের একজন রাজা। ইনি ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের অত্যন্ত পীড়ক
ছিলেন।

নালিকজ (পুং) জোণকাক, দাঁড়কাক। (হারাবলী)

নালিতা (স্রী) স্নানমথ্যত শাকভেদ। তিত্ত পাটশাক, চলিত
নালতে। [নারীচ দেখ।]

‘নালিতা পট্টশাক মিষ্টপত্রং তু নালিকা।’ (শকমালা)

নালিকোড় (দেশজ) বঙ্গ বুনবার সময় কাপড়ের সূত্র সরিয়া
যাওয়ার যে কাঁক হয়।

নালিশ (পারসী) অভিযোগ।

নালিশকর্তা (পারসী) অভিযোক্তা।

নালিশবন্দ (পারসী) ফরিদাদী, বাদী।

নালিশী (পারসী) নালিশকার।

নালী (স্রী) নালি বাহলকাৎ তীষ্। ১ শাককড়ম্বক, চলিত

ডাঁটা। ২ হস্তিকর্ণবেদনী। ৩ পদ্ম। ৪ ঘটা। ৫ নাড়ী, শিরা।

‘রসবাহিনীন্দ নালীর্জিহ্বামূলগলতালুকোয়ঃ।

সংশোবা নৃণাং মেহে কুরুতত্বকাং মহাবলাবেতো ॥’

(চরক চিকিৎসিতহা’ ২৪ অ’)

নালীক (পুং) নাল্য নলযন্ত্রাৎ কার্যতি শব্দায়তে কৈ-ক। ১ শর।

‘কর্ণিনালীকনারাচাত্ত্বৎসজ্জো মহারথাঃ।’ (ভারত ৩।৩১।১৭)

লঘুবাণের নাম নালীক, এই বাণ নলযন্ত্রে প্রেরিত হয়।

পর্কভের অভ্যাস গল্পের এবং দুর্গম্ভুৎ এই বাণ প্রযোক্তা।

‘নালীকা লঘুবাণা বাণা নলযন্ত্রেণ নোমিতাঃ।

অভ্যাসরপাতোবু দুর্গম্ভুৎ তে মতাঃ ॥’ (শাক’ধর)

(স্রী) ৩ শল্যাক। ৪ অজবণ্ড, পদ্মসূত্র। (হেমিনী)

ন-অলীকমিতি। ৫ সত্য।

“নালীকাজম্বুদ্বীপ বচনং বাণাশ্রয়ং কিং বচঃ।”

(বক্তোক্তিপঞ্চাশিকা ৪২)

৩ নারিকেলকমণ্ডলি।

নালীকিনী (ত্রী) নালীকমত্তা ইতি নালীক-ইনি, ত্রীপ্।
পদসমূহ। (শব্দরত্ন)

নালীঘটি (ত্রী) নাড়্য দণ্ডকালস্ত্র বোধনার্থা ঘটী উক্ত ল।
দণ্ডাদিভাষক ঘটীভেদ। (শব্দার্থচিত্রা)

নালীপ (পুং) কদম্বক। (নৈষট্ প্রা)

নালীত্রণ (পুং) নালীগতো ত্রণঃ। নাড়ীত্রণ। চলিত নালীষা।

নালুক (ত্রি) ১ বাহার যুগ্মে নাল পড়ে। ২ গন্ধভেদ।
৩ কৃশ, দুর্বল।

নালুয়াচাঁদা (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্তবিশেষ।

নাল্য (ত্রি) নলতাদূরদেশাদি, সম্বাশাদিভ্যাং গ্য। নলের
অদূর দেশ প্রভৃতি।

নাবা (ত্রী) ১ বাকা। “ইন্দুঃ নাবাঃ অনুবত” (ঋক্ ৯৪৫।৫)
‘নাবা বাচোহপানুভত অন্তবন’ (সায়ণ)

নাবমিক (ত্রি) নবম-ঠঞ। নবম সংখ্যায়ুক্ত।

নাবযজ্ঞিক (পুং) নবযজ্ঞস্ত তৎপ্রতিপাদকগ্রন্থস্ত ব্যাখ্যানো
গ্রন্থঃ ঠঞ। ১ নবযজ্ঞপ্রতিপাদক গ্রন্থব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষ।
নবযজ্ঞো বর্ত্ততেহস্মিন্ কালে ঠঞ। ২ নবযজ্ঞবিধানযোগ্য কাল।

নাবালক (দেশজ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

নাবিক (পুং) নাবা তরতীতি নৌ-ঠন্। নৌঘ্যচঠন্। কর্ণধার,
নৌকাচালক, মাঝি, যে নৌকার হাল ধরে।

“মহাবাতসমুদ্রুতামপরিস্ক্রিতনাবিকাম্।

অজ্ঞানোপ্রতিবন্ধাং বানোপেরান্নাবমাতুরাম্॥” (কামন্দকী ৭।৩৩)

যাহারা দাঁড়, পাইল ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে নৌকাযোগে জল-
পথে যাতায়াত করিতে সক্ষম, তাহাদের সাধারণ নাম নাবিক।
ইহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। নদী, খাল প্রভৃতি জলস্রোত
দিয়া গমন করিতে হইলে দার্শনিক বিশেষ কোন যন্ত্রের আবশ্যক
হয় না। সুতরাং এই গমনাগমনের বিশেষ কোন নিয়ম লিপিবদ্ধ
করা অনাবশ্যক। কেবলমাত্র নাবিক বা মাঝির একটু দূরদর্শন ও
বহুদর্শিতা থাকিলেই তাহারা সহজে এবং নির্ভয়ে এই সমস্ত জল-
স্রোতে যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু সামুদ্রিক নাবিকগণের
যথেষ্ট শিক্ষা, দক্ষতা ও বুদ্ধিভিত্তিক আবশ্যক। এমন সমুদ্রে গতি-
বিধির নিয়ম ও প্রণালী প্রভৃতি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

• অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসী ও ইন্ডোচীনারদের প্রথম
সমুদ্রে যাতায়াতের প্রমাণ পাওয়া যায়। মিসরবাসী অর্গর্গিপোত-
সাহায্যে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত। পুরাকালীন সমুদ্র-
নাবিকদিগের মধ্যে ফিনিকীয়গণই বিশেষ প্রসিদ্ধ; তাহারা

তাহাদের পরিচিত সকল জাতির মধ্যে সমুদ্রবানবোণে
ব্যবসা করিত। উক্তরূপে টায়র নামক বন্দরটী পৃথিবীর মধ্যে
সর্বপ্রধান বাণিজ্য-বন্দর আখ্যা ধারণ করিয়াছিল। তাহারা
লিবেনন্ হইতে “গুডিকাস্টসমূহ সংগ্রহপূর্বক” কতকগুলি
জাহাজ প্রেরিত করে। এই জাহাজের সাহায্যে তাহারা
বিশেষ উপনিবেশ স্থাপন করিতে সক্ষম হয়, এবং এই সমস্ত
নবায়ুক্ত স্থানও অচিরে নৌ-চালনা বিষয়ে প্রাধান্যলাভ
করিয়াছিল। ফিনিকীয়-উপনিবেশ মধ্যে কার্থেজ অত্যন্ত
প্রসিদ্ধ। কার্থেজের অধিবাসিরা যুরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিম
উপকূলস্থ বাবতীর স্থানে এই সমস্ত জাহাজের সাহায্যে
বাণিজ্য করিত। ইহাদের পরে গ্রীকেরা নৌ-চালন-কাণ্ডে
অগ্রসর হয়। তাহাদের আর্গো নামক জাহাজে আরোহণ-
পূর্বক কল্‌চিস হইতে উৎকৃষ্ট গুদ্র মেঘের লোম আনার কথা
অনেকেই অবগত আছেন। গ্রীকদিগের পরে, রোমের অধি-
বাসিরা জাহাজনির্মাণ ও জাহাজচালনবিদ্যা শিক্ষা করিয়া নিজ
শৌর্য্যে কার্থেজের ধ্বংসসাধনপূর্বক আলেকসান্দ্রিয়া নামক
বন্দর সংস্থাপন করেন। ইহা একদা ধনগর্ভে ও বাণিজ্যবিষয়ক
উন্নতিতে পৃথিবীর প্রায় সর্বকোণখিতরে আরোহণ করিয়াছিল।
রোমের ধ্বংসের পর কিছুদিন যুরোপে নৌ-চালন-বিদ্যাশিক্ষা ও
পরিচালন প্রভৃতির অধঃপতন হয়। তৎপরে জেনোয়াবাসিরা,
কাহারও মতে ফরাসীরা পুনরায় এই বিষয়ে মনোযোগী হয়।
তদনন্তর ভিনিসের অধিবাসিরা সমুদ্র-বানের উন্নতি চেষ্টায়
মনোনিবেশ করে। এই সময়ে ‘হেন্‌জেনটিক্’ লিগ্‌ নামক একদল
বণিক বাণিজ্য জন্ত ভারতবর্ষ ও আমেরিকার নানা স্থানে বাণিজ্য
করিতে প্রেরিত হয়, এবং নাবিকদিগের নৌ-চালনের নানা
নিয়ম লিপিবদ্ধ করে। উহা অজ্ঞাপি ‘হেন্‌জেনটিক্‌ লিগ্‌’ নামে
অভিহিত। এই সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত নাবিক-
বিদ্যা সম্বন্ধে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, পর্যায়ক্রমে তাহার
বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সহজ নহে। জাহাজ গঠন-
প্রণালীর উন্নতি ও জাহাজ চালিত হইবার জন্ত অভিনবপদ্ধতি
প্রণয়ন এবং নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হওয়াতেই যে সমুদ্র
যাতায়াতের জন্ত নাবিকদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে,
তাহাতে আর বিমূঢ়্যও সংশয় নাই। পুরাকালে দাঁড়িয়া
জাহাজের পাটাতনের উপর বসিয়া দাঁড় চালনা করিত।
কোন কোন জাহাজে ২০০ জন করিয়াও পাটাতন থাকিত।
সুতরাং জাহাজের গতি মত্তবোর সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিত।
এখন তৎপরিবর্ত্তে পাইলের স্ট্রট হওয়ার, দড়াদড়ির সাহায্যে
পাইলযোগে বে দিক্ দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়, নাবিকগণ
সে দিকেও সহজে গমনাধ্বন করিতে সমর্থ হইতেছে।

আবার তদনন্তর বাণীর কলের আবিষ্কার হওয়ার দিন দিন সমুদ্রযাত্রার বিশেষ সুবিধা হইয়া উঠিতেছে। পূর্বকালে নাবিকদিগের জাহাজ পরিচালন করার কার্যগুলি বিশেষ অল্পবিধাজনক ছিল। এখন একমাত্র দিম্বর্শনযন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায় ঐ অল্পবিধা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। পুরাকালীন নাবিকগণ, দিবাতাগে সূর্য্যোদয় হইলে এবং রাত্রিতে দ্রবতারা (North Star) উদিত হইলে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাহাজ চালাইত। কুয়াশা বা মেঘজালে আকাশ অন্ধর থাকিলে, সেই সময় জাহাজ চালাইতে পারিত না। দিম্বর্শনযন্ত্রের সৃষ্টি হওয়ায় এখন আর সূর্য্য রা অথ গ্রহ উপগ্রহের আশায় জাহাজ বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। দিম্বর্শনযন্ত্রের আবিষ্কার হইলেও উৎকৃষ্ট মানচিত্র অভাবে বতদিন পর্য্যন্ত নৌ-যাত্রার বিশেষ কোনরূপ সুবিধা লক্ষিত হয় নাই। তৎকালীন মানচিত্র ভ্রমপরিপূর্ণ ছিল। পরে মারকেটর-প্রণীত মানচিত্র প্রচলিত হইলে পুরাকালীন জাহাজ-পরিচালন-নিয়মাবলী ও যন্ত্রের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তৎপরে লগারিথমের তালিকা প্রস্তুত হওয়ায় জাহাজচালনোপযোগী সর্বপ্রকার বড় বড় অঙ্ক কসিবার বিশেষ সুযোগ হইয়া উঠিয়াছে। সেক্সট্যান্ট, কোয়ড্যান্ট ও দিম্বর্শন-সাহায্যে সূর্য্যের ও অস্ত্রাঙ্ক গ্রহের উচ্চতা এবং চন্দ্র ও অস্ত্রাঙ্ক উপগ্রহের পরস্পর দূরত্ব স্থির করা অনায়াস-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্বির নাবিকের নিকট লগারিথম-তালিকা ও নৌ-পঞ্জিকা থাকে। এই সমস্ত যন্ত্রের ও মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে নাবিকগণ স্ব স্ব জাহাজের অঙ্ক ও জাখিগন্তর স্থির করে ও জাহাজ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা যে বন্দর বা অগ্রদূত দৃষ্ট হয়, তাহারও অঙ্করেখা ও জাখিমা স্ব স্ব মানচিত্র দেখিয়া ঠিক করিয়া এবং সমুদ্রের যে সমস্ত স্থানে পাহাড় প্রভৃতি মানচিত্রে অঙ্কিত আছে, সেই পথ পরি-ভাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্রে নানাস্থানে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতেছে। তদ্বির কতকগুলি নৈসর্গিক বাপ্যারের প্রতি নাবিকদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। কারণ সামান্য সাহায্যই নাবিকদিগের বিশেষ কার্যকারী, নচেৎ সামান্য ভুল হইলেই জাহাজ দ্বারা যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। ত্রোভের বল, সমুদ্রের ভেদের রং (সমুদ্রতীরের নিকটস্থ জলের রং, গভীর জলের রং অপেক্ষা ভিন্ন), পক্ষীর গমনাগমন ইত্যাদির প্রতি তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। ঝটিকা প্রভৃতি হয় কি না তাহা নির্ধারণের জন্য নাবিকের নিকট সর্বদাই ব্যারোমিটার থাকে। এই সমস্ত অভাববস্তুর যন্ত্রের সাহায্যে এক্ষণে সমুদ্রযাত্রা অতি সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবাসী পূর্ব্বকালে যে যাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহাকে 'বানপাত্র' বলিত। বৃহৎকথায় এই বানপাত্রের বিবরণ আছে। চীনেবাও যে জাহাজে সমুদ্রে বাইত, তাহারও নাম 'বানক' বা 'বান্ধ'।

নাবিকবিদ্যা (জী) নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি পরিচালনা বিজ্ঞা। যাহারা সর্বদা সমুদ্রপথে জাহাজ প্রভৃতি পরিচালন করে, তাহাদের এই বিজ্ঞায় বিশেষ পারদর্শী হওয়া উচিত।

নাবিন্ (ত্রি) নৌরক্তাক্ত ব্রাহ্মদিবাৎ পক্ষে ইনি। পোতাধক্ষ, নাবিক, কর্ণধার।

নাবী (জী) শ্রেণীবদ্ধ নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি।

নাবোপজীবন (পুং) নাবা উপজীবনমন্ত অর্থে অলুক সমাস। নৌকাচালনোজীবী জাতিভেদ, সঙ্গতজাতি। মহাভারতে এই জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

“নিষাদো মদ্যপূরং সূতে দাসং নাবোপজীবনম্।”

(ভারত অঙ্ক ৪৮ অ°)

নাবোপজীবিন্ (ত্রি) নাবা উপজীবতি উপ-জীব-ণিনি, অলুক সমাং। নৌকাচালনোপজীবী জাতিবিশেষ। যে জাতি নৌকাচালনা দ্বারা জীবিকানির্ভর করে।

নাব্য (ত্রি) নাবা-ভাগ্যং নৌ-যৎ (নৌবয়োদধেতি। পা ৪।৪।৯১) ১ নৌকাগম্য দেশাদি, নৌকা ব্যতিরেকে যাহা পার হওয়া যায় না। নবস্ত ভাবঃ ঘঞ। ২ নূতনত্ব। ৩ তরুণাবস্থা।

নাব্যুদক (জী) 'নাবিস্থিতমুদকম্,' নাবি অগ্নিহোত্রসমাপ্তিং যাবহুদকম্। ১ নৌকাস্থিত জল। ২ অগ্নিহোত্রার্থ অগ্নি-স্থাপনস্থ স্থাপিত জল। এই জল পান করিতে নাই।

নাশ (পুং) নশ-ভাবে ঘঞ। ১ ধ্বংস, নিধন। ২ অদর্শন। ৩ পলায়ন। ৪ অল্পপলস্ত।

সাংখ্যকারগণ বস্তুর নাশ হয়, ইহা স্বীকার করেন না, তাহারা বলেন, কারণ লয়ের নাম নাশ, বস্তু কারণে লীন হইলে তাহাকে নাশ কহে। বস্তু কারণে লীন হইলে সূক্ষ্মতা হেতু তাহার উপলব্ধি হয় না। “নাশঃ কারণলয়ঃ” (সাংখ্যসূত্র)। কারণের সহিত নাশ অর্থাৎ একীভূত হওনের নাম আতাত্তিক নাশ। কার্য্যকারণে লীন হয়, পুনরুৎপন্ন সেই কারণ হইতে কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু আতাত্তিক নাশ হইলে আর তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের মতে, নাশ ধ্বংসাত্মক। এই অভাব নিত্য। জীব সকলের নাশের কারণ—

“সন্ধাৎ সন্ধ্যাতে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।

ক্রোধাৎ ভবতি সন্ধ্যাঃ সন্ধ্যাৎ স্তুতিবিভ্রমঃ।

স্তুতিভ্রমাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রপত্ততি ॥” (গীতা ২।৬৩-৪)

বিষয় সকল চিত্রা করিতে করিতে পুরুষের আসক্তি জন্মে, এই আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে মত্তভ্রংশ, মত্তভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়।

অসত্যাকরণ, পারদার্থ্য, অভ্যন্তরীণ, অশ্রোতধর্মাকরণ অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে না চলা, এই সকল করিলে অচিরে কুলনাশ হয়। অত্রাক্ষণ ও বৃথলকে বেদশিক্ষা দিলেও শীঘ্র কুলনাশ হয়।

“অন্যথাং পারদার্থ্যাক্ত তথাত্মক্য ভক্ষণং।

অশ্রোতধর্মাকরণাং ক্ষিপ্ৰং নশ্ততি বৈ কুলম্ ॥

অশ্রোত্রিয়ে বেদদান্য বৃথলেনু তথৈব চ।

বিহিতাচারহীনেনু ক্ষিপ্ৰং নশ্ততি বৈ কুলম্ ॥”

(কোশ উপবি° ১৫ অ°)

বিনষ্ট হইবার পূর্বরূপ। মন্ত্রপুস্ত্রাণে এইরূপ লিখিত আছে—
পুরুষ আচার পরিত্যাগ করিলে দেবতা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তখন নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়, এই উপসর্গ ৩ প্রকার দিবা, আস্তরীক ও ভোম। গ্রহ ও নক্ষত্রগণজনিত দিবা, উরূপাত, দিগ্গাহ প্রভৃতি আস্তরীক এবং ভূকম্পন, জলাশয়াদি দৃশিত হওয়া ভোম উপসর্গ। এই সকল উৎপাত দেখিলে নাশের পূর্বলক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। (মন্ত্রপু° ২০৩ অ°)

নাশক (ত্রি) নাশয়তীতি নশ-ণিচ-মূল। ধ্বংসক, ক্ষয়কারী, যে নাশ করে।

“তে পরম্পাপহন্তারঃ পরস্বানানু নাশকাঃ।” (ভারত ১০।২৩ অ°)

নাশন (ত্রি) নাশয়তীতি নশ-ণিচ-লু। ১ নাশক।

“ত্রিবিধং নরকস্তদং দ্বারং নাশনমাস্বানঃ ॥” (গীতা ১৬।২১)

(স্ত্রী) ২ উচ্ছেদন, বিলোপন।

নাশয়িত্রী (স্ত্রী) নাশকত্রী।

“নাশয়িত্রী বলাসত্তাশঃ” (শুক্রযজু° ১২।৯৭)

‘নাশয়িত্রী নাশকত্রী’ (বেদদীপ)

নাশিত (ত্রি) বিনাশিত, নিহত।

নাশিন্ (ত্রি) নাশঃ অস্ত্যন্তেতি নাশ-ইনি। নাশবিশিষ্ট, নাশক। যাহা চিরস্থায়ী নহে, নশ্বর।

“নশ্তোত্বে রিনিপাতে তাবনিপাতে ত্বনাশিনো ॥” (মহু ৮।১৮৫)

নাশির-ই-খত্ব, একজন পারসিক কবি। হিজিরা ৫ম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনি ভাবুক কবি এবং মুসলমান-ধর্মাবলম্বী সিরাস্প্রদায়ভুক্ত। সম্রাট অকবরশাহের রাজত্বকালে ইহার কবিত্বের বিশেষ আদর ছিল। ইহার প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে কয়হক্-ই-জাহাঙ্গীরি উল্লেখযোগ্য।

নাশির-উল্-মূলক্, ধীরবান্দ্রদেশবাসী একজন মোল্লা।

যখন বৈরাম খাঁ কান্দাহারে অবস্থান করেন, তখন ইনি

খাঁ সাহেবের বিশেষ অমুরক্ত ছিলেন। ইহার আসল নাম পীর মহম্মদ খাঁ। যখন অকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তখন ইনি বৈরামের সাহায্যে আর্মীরপদে উন্নীত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে পীর মহম্মদ আলবারাজ হাজি-খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হাজি খাঁ পলায়ন করিলে তিনি আলবার ও দেওলী-সাতারি নামক স্থান সরকারভুক্ত করিয়া লইলেন এবং হিমুর পিতাকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে ইসলাম্ ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য অমুরোধ করেন। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলে পীর মহম্মদ তাহার প্রাণসংহার করেন এবং লুণ্ঠনক্রমে সঙ্গে লইয়া অকবর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

দেওলী-সাতারি হিমুর জন্মভূমি। এই যুদ্ধে হিমুকে পরাস্ত করায় ইনি নাশির-উল্-মূলক্ উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত উপাধিতে ভূষিত হইয়া ইনি এতই গর্বিত হইরাছিলেন যে, নিজের একমাত্র আশ্রয়স্থলক বৈরামকে অবজ্ঞা করিতে ক্রটি করেন নাই। অবশেষে সেখ গড়াইয়ের প্ররোচনায় বৈরাম ইহাকে বিমানাচরণে আবদ্ধ রাখেন, পরে ইহাকে তীর্থযাত্রা করিতে অমুমতি দেন। বিয়ানা হইতে গুজরাত-যাত্রাকালে পথিমধ্যে ইনি আধম খাঁ প্রেরিত একখানি পত্র পান। ঐ পত্রের মর্ম্মানুসারে রণস্তুপগড়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। যখন শুনিলেন, বৈরাম খাঁর অমুরচরণ পশ্চাৎ অমুরণ করিয়াছে, তখন ইনি পুনরায় গুজরাত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৈরামের এট অসম্মতবাহারে অকবরশাহে হুঃখিত এবং ক্রোধাধিত হইলেন। পীর মহম্মদ বৈরামের লাজনা ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া পুনরায় দিল্লীতে আগমন করিলেন, সম্রাট অকবর ইহাকে ‘খাঁ’ উপাধি দান করিলেন। ৯৬৮ হিজিরাতে ইনি সম্রাটের আদেশে মালবজয় করিতে যান এবং ইহার সহ-যোগী আধম ফিরিয়া আসিলে ইনি মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ৯৬৯ হিজিরায় বাজবাহাছর মালব আক্রমণ করেন, তিনি পরাস্ত হইলে নাশির তাহার রাজ্য বিজাগড় অধিকার করিলেন। ইহার পর ইনি খানেশ অভিমুখে যাইয়া বুরহানপুর রাজধানী লুট করেন, এবং লক্ষ্যক্রমে লইয়া পলাইবার পথে বাজবাহাছর কর্তৃক আক্রান্ত হন, কিন্তু পলায়নকালে মর্মান্বয় জলমগ্ন হইয়া নদীগর্ভে বিনষ্ট হন।

নাশির উদ্দীন মাক্কাদ, দিল্লীর দাসবংশীয় রাজগণের মধ্যে নবম। হিজিরা ৬৪৪ হইতে ৬৬৪ অথবা ১২৪৬ হইতে ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি দিল্লীর স্থলতান আলতামসের সর্দকনিষ্ঠ পুত্র। ১২৪৬

খুঁটামে তদীয় জ্যাক্সপুত্র আলীউদ্দীন মুসায়ু গুপ্তভাবে নিহত হইলে, নানির দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি অধিক সময় বিস্তাভ্যাসে অতিবাহিত করিতেন। রাজকাৰ্য্য পরিচালনার ভার উল্লীর গরান্দীন বন্দনের হস্তে স্তূত ছিল। নক্ষনগুণ (দেওকালী)-অন্ন, রাজপুতনার অন্তর্গত নরবাররাজ ঐচাফড়দেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, চাফড়দেবের পরাক্রম ও নরবারদুর্গ অধিকার, নাগোরে ইজ্-উদ্দীন বন্দনের বিদ্রোহ এই কয়টা তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে মিরাতের রাজপুতগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, বন্দন বিশেষ দক্ষতার সহিত বারবার প্রত্যাখ্যাত হইলেও তাহাদিগকে দমন করেন। এই সময়ে জলিস নীর পৌত্র পারস্তরাজ হলাকু দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন।

বহদিন রোগগ্রস্ত থাকিয়া অবশেষে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নানির উদ্দীন পরলোকগত হন। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন। এমন কি, যখন পাঠাভ্যাসে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইত, তখন তিনি নিজ হস্তে কোরাণ লিখিতে বসিতেন। অজ্ঞাত সম্রাটগণের জ্ঞায় তাঁহার বহু স্ত্রী বা বেগম ছিল না। তাঁহার একমাত্র স্ত্রীই তাঁহার সমস্ত ধাণা ও শস্যারচনা প্রভৃতির কার্য্য করিতেন। কিরিন্তা লিখিয়াছেন, ‘একদিন সম্রাটের জন্ত কুটী প্রস্তুত করিতে তাঁহার পত্নীর হাত পুড়িয়া যাওয়ায়, তিনি স্বামী সখীপে একজন দাসীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। সম্রাট ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে উত্তর করিলেন যে, তিনি বুঝা যায়ভারবহন করিতে অক্ষম, এবং আরও তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার কর্তব্য কৰ্ম্ম সম্পাদন করিলে অন্তিমে ঈশ্বরের অশ্রুগ্রস্ত পাইবেন।’ তাঁহার এইরূপ ঈশ্বরভক্তি এবং শাস্ত্রালোচনা দেখিলে জানা যায় যে, তিনি ধর্ম্মকর্মেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, রাজকাৰ্য্য দেখিবার অবসর পান নাই।

নাশুক (জি) ধ্বংসশীল, নম্র।

নাশ্য (জি) নশ-গ্যৎ। ধ্বংসনীয়।

নাটিক (জি) নটঃ ক্রবাং স্বামিভেনাহতি বাহনকাং ঠক্। ১ নটঃ ক্রবাহ। ২ নটঃ ক্রবোর অধিকারী।

“অথ মূলমনাধাং প্রকাশক্রমশোধিতঃ।

অনন্তো মুচ্যতে রাজা নাটিকো লভতে ধনম্ ॥” (মহু ৮।২০২)

হাসিকগণ এই নানির-উদ্দীনকে আল-তামসের পৌত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভবকং-ই-নাসির নামক সাময়িক ইতিহাসে ইনি আল-তামসের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।

নাট্ট (জি) নশ-পিচ্-ট্টন। নশক। জিয়াং টাপ্। নশকজী।

“বিদ্যাভ্যে মানাট্টাভাস্পাহি” (গুরুবজ্জু ৩৭।১২)

‘নাট্টাভাঃ নশকজীভাঃ’ (বেদদীপ)

নাস (দেশজ) তাম্রকুটচূর্ণ, নম্র।

নাসকাটাপুর, নেপালের অন্তর্গত পাটন (ললিতপত্তন) প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি প্রাচীন নগর। ইহার প্রাচীন নাম কীর্ত্তিপুর। কীর্ত্তিপুর নামে পূর্বে এক ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। ইহা পরে পাটন প্রদেশের অধীন হয়। চন্দ্রগিরি-পর্বতের নিম্নে এই রাজ্য অবস্থিত।

ইহার পশ্চিমে ইক্সহান ও দক্ষিণে মহাভারত নামক প্রদেশ। এই নগরের উত্তরদিকে ১১০ ক্রোশ দূরে কাঠমাণ্ডু। কীর্ত্তিপুর নগর বাঘমতীর এক উপনদীতীরে অবস্থিত। ইহা কখনও বড় নগর ছিল না। তবে ইহার অবস্থিতি বা দুর্ভেদ্যতাবশতঃ নেপালের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি। একালেও পৃথ্বীনারায়ণের বিপুল সেনা তিনবার এই উপত্যকায় পরাস্ত হয়। ১৭৬৫-৬৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে নেবারেরা তিন বৎসরকাল গুর্খাদিগকে বাধা দিয়া রাখিয়া ছিল। তিনবৎসর পরে নেবারেরা পরাস্ত হইলেও গুর্খাদিগকে দুর্গ ও অজ্ঞাত দুর্ভব স্থানগুলি ছাড়িয়া দেয় নাই। শেষে গুর্খারা সদয় ব্যবহারের লোভ দেখাইয়া বন্ধুত্বের ছলনা করিয়া দেশে প্রবেশলাভ করে। দেশে ঢুকিয়া গুর্খারা দুর্গাধিকার করিয়া দেশের সমস্ত পুরুষের নাসিকা ও অধরোষ্ঠ ছেদন করিয়া দেয়, কেবল যাহারা বাঁশী বাজাইতে পারিত, তাহারা গুর্খা সেনাগণের দলে বাদকের কার্য্য করিতে স্বীকার করায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার পরেই নগরের প্রাচীন নাম কীর্ত্তিপুর পরিবর্তন করিয়া ‘নাসকাটাপুর’ রাখা হয়। এখানকার প্রাচীন দরবার ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে হরগৌরী মূর্ত্তির এক মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারও ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে নিৰ্ম্মিত ভৈরবের চৌচালা মন্দির এখনও ভগ্ন হয় নাই। এখানে বহু ধার্ম্মিক-সমাগম হয়। এই মন্দির নেপালের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। মন্দিরে এক বায়ব্রমূর্ত্তি চিত্রিত আছে, তাহা হইতে ইহা বায়ব-ভৈরব নামে কথিত হয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সেরিন্তা-নেবার কর্ত্তক নিৰ্ম্মিত গণেশ-মন্দির এখানকার আর একটি বিখ্যাত মন্দির। ইহার তোরণের উপরিভাগে মধ্যস্থলে গণেশ, তাঁহার বামে গরুড়াক্রাণ বৈষ্ণবীদেবী, দক্ষিণে মহারাদীনী শক্তিদেবী, ইহার পার্শ্বে মহিষাক্রাণ বরাহীদেবী, তৎপার্শ্বে শবাসনা চামুণ্ডাদেবী, বৈষ্ণবীর পার্শ্বে হত্যাক্রাণ ইজ্জাদেবী, তৎপার্শ্বে সিংহাক্রাণ মহাপদ্মী মূর্ত্তি আছে। গণেশমূর্ত্তির উপরিভাগে মধ্যস্থলে

ভৈরবমূর্তি, তক্ষকিণে ব্রহ্মাণী, বামে কজ্জাণী। ইহাদিগকে অষ্টমাতৃকা বলে। নগরের দক্ষিণে চিলন্দেও নামে এক বৌদ্ধ-মন্দির আছে।

নাসত্য (পুং) নাস্তি অসত্যং যন্ত, (নব্রাহ্মণপারোতি। পা ৩।৩।৭৫) ইতি নঞো প্রকৃতিবদ্ভাবঃ। অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

এই শব্দ-নিত্য দ্বিবচনান্ত। “নাসত্যাত্মাং বয়ন্তি দর্শতং বপুঃ।” (শুক্রবক্তৃ ১১।৮৩) এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতাদিগের মধ্যে শূদ্র। “আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়ান্তেষাং বিশশ্চ মরুতস্তথা।

অশ্বিনৌ চ স্তুতৌ শূদ্রৌ তপস্ব্যাগ্রে সমাশ্বিতৌ॥”

(ভারত মোক্ষধ°)

নাসত্য ও দশ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নামান্তর, এই স্থলে নাসত্য একবচনান্ত, কিন্তু যে স্থলে নাসত্য শব্দে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে বুঝাইবে সেই স্থলে দ্বিবচনান্ত হইবে। যথা—

“দেবী তস্তামজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।

নাসত্যৈশ্চৈব দশশ্চ স্তুতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি॥” (হরিবংশ ৯ অ°)

নাসত্য (স্ত্রী) অশ্বিনৌ নক্ষত্র।

নাসপাতি (দেশজ) উত্তরপশ্চিম ভারত ও আফগানস্থানের নিকটবর্তী প্রদেশে উৎপন্ন এক প্রকার ফল।

নাসমৌজস্ (পুং) ভজমানবংশীয় কবলবর্হির পুত্রভেদ।

“অসনোজাঃ সূতস্তস্য নাসমৌজস্ তাবুভৌ॥”

(হরিবংশ ৩৯ অ°)

নাসা (স্ত্রী) নাসতে শকায়াতে ইতি নাস-অ (শুরোশ্চ হলঃ।

পা ৩।৩।১০৩) ততষ্টাপ, বা নাস্ততেহনয়া নাস করণে ঘঞ্ টাপ্। নাসিকা, চলিত নাক, গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়ভেদ, এই ইন্দ্রিয়দ্বারা গন্ধ গ্রহণ হয়। ইহা গর্ভস্থ বালকের ৫ মাসে উৎপন্ন হয়। [নাসিকা দেখ।] ২ দ্বারোপস্থিত কাষ্ঠ, ঝনকাট, কপালি। ৩ বাসকরুক। ইহার পুষ্প নাসিকার মত এইজন্ত এই বৃক্ষের নাম নাসা।

নাসাগতরোগ (পুং) নাসাগতরোগভেদ। ইহার বিষয় সূত্রতে এইরূপ লিখিত আছে—

নাসারোগ ৩১ প্রকার। যথা—অপীনস্ত, পুতিনস্ত, নাসা-পাক, শোণিতপিত্ত, পুষ্যশোণিত, ক্ষবধু, ত্রংশধু, দীপ্তি, প্রতিনাহ, পরিস্রব, নাসাশোষ, চারি প্রকার অর্শ, চারি প্রকার শোফ, সপ্তপ্রকার অর্কুদ এবং পঞ্চপ্রকার প্রতিজ্ঞায়।

এই ৩১ প্রকার রোগের যথাযথ লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

নাসারুদ্ধরোধ, ধূপন (ভিতরে ধপ্ ধপ্ করা), পুনঃ পুনঃ পচন, ক্লেমজনন এবং গন্ধরসের অনুরূপলক্কি, এই সকল লক্ষণ হইলে অপীনস রোগ বলা যায়। ইহা বাতশ্লেষ জন্ত প্রতিজ্ঞারের সহিত সমান লক্ষণবিশিষ্ট।

গলদেশ এবং তালুস্থলে দোষ বিদগ্ধ হইয়া মুখ এবং নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্তবায়ু নির্গত হইলে পুতিনস্তরোগ বলা যায়।

নাসাগতরক্ত কর্তৃক মর্শ্বস্থানে বলবান্ পাক জুইলে নাসাপাক বলা যায়। এইরোগে ক্লেদ এবং ক্ষত হইয়া থাকে। দোষ (পিত্ত, শোণিত ও শ্লেষ্মা) বিদগ্ধ হওয়া অথবা ললাটদেশ আহতপ্রযুক্ত নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পুষ্য নির্গত হইলে তাহাকে পুষ্যরক্ত কহে।

নাসারুদ্ধ মর্শ্বস্থান দূষিত হইয়া নাসারুদ্ধ হইতে কক্ষযুক্ত বায়ু শব্দ সহকারে নির্গত হইলে তাহাকে ক্ষবধুরোগ বলা যায়।

তীক্ষ্ণ শিরোবিয়োচনপ্রয়োগ বা কটুদ্রব্যের আশ্রাণ, সূর্য্য-নিরীক্ষণ, অথবা সূর্য্যাদি দ্বারা তরুণাঙ্ঘ্রি নামক মর্শ্ব উদঘাটিত হইলে ক্ষবধু (হাঁচি) হয়, তাহাতে পিত্ততাপ মূর্ধদেশে সঞ্চিত হইয়া গাঢ় বিদগ্ধ লবণরসবিশিষ্ট কক্ষ মূর্ধদেশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নাসারুদ্ধ দ্বারা নির্গত হয়, এইরূপ হইলে ত্রংশধু রোগ বলে।

নাসারুদ্ধ হইতে ধূমের জ্বায় বায়ু নির্গত হয় এবং নাসারুদ্ধ প্রদীপ্তের জ্বায় জ্বালা করে। ইহাকে দীপ্তরোগ কহে।

উদান বায়ু যখন কক্ষ কর্তৃক আবৃত হইয়া স্বীয় মার্গে বিকৃত থাকিয়া আশ্রপণ আবৃত করে, তখন তাহাকে নাসাপ্রতী-নাহ রোগ বলা যায়।

নাসিকা হইতে অজস্র বিশেষতঃ রাত্রিকালে যদি নিশ্বল জ্বলের জ্বায় আশ্রাব হয়, তাহাকে নাসাপরিস্রাব বলে। আশ্রপণস্থিত শ্লেষ্মা বাতপিত্ত কর্তৃক শুষ্ক এবং গাঢ়তা প্রযুক্ত কঠে স্বাসক্রিয়া হইলে নাসাপরিশোষ বলে। প্রতিজ্ঞাদির বিষয় পরে বলা হইবে।

ইহার চিকিৎসা।—পুতিনস্তরোগে নাড়ীশ্বেদ, স্নেহশ্বেদ, বমন এবং শ্রংসন প্রয়োগ করিতে হইবে। তীক্ষ্ণরসযোগে লঘু অন্ন, অল্প পরিমাণে ভোজন, উষ্ণোদক পান এবং উপযুক্ত কালে ধূমপান কর্তব্য। হিঙ্গু, ত্রিকটু, ইক্ষয়ব, শিবাটী, লাক্ষা, কুঙ্কুম, কটুফল, বচ, কুষ্ঠ, এলাইচ, বিড়ঙ্গ এবং করঞ্জ এত সকল দ্রব্য গোমূত্রযোগে সর্বপণ্ডিতে পাক করিয়া নস্ত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে।

নাসাপাকরোগে নাসিকার বাহে এবং অভ্যন্তরে পিত্ত-নাশক বিধান কর্তব্য। রক্তমোক্ষণপূর্ব্বক ক্ষীরকৃষ্ণের ত্বক স্নাতসংযোগে পরিষেচন ও অলোপে প্রযোজ্য।

পুষ্যরক্তরোগে নাড়ীত্বণের জ্বায় চিকিৎসা করিবে। বমন করাইয়া অবপীড়ন, তীক্ষ্ণদ্রব্যের ধূম এবং শৌধবী দ্রব্যের চূর্ণ-নস্ত্র প্রয়োগ করিবে। ক্ষবধুরোগে মূর্ধদেশে শ্বেদপ্রয়োগ এবং ব্রিদ্ধধূম প্রভৃতি অজ্ঞাত বায়ুরোগের হিতকর বিধি প্রয়োগ করিবে। দীপ্তিরোগে পিত্ত জন্ত রোগের প্রতীকারের বিধি

অনুসারে ক্রিয়া করিবে। প্রতীনাহরোগে স্নেহপানই প্রধান এবং শ্লিষ্ণুধুম ও শিরোবিরোচন প্রয়োজ্য। বলাঠিল ও অত্যন্ত বায়ুনাশক দ্রব্যও এ স্থলে বিধেয়। নাসাশ্রাবরোগে তীক্ষ্ণ জ্ববীড়ণ নাসারন্ধ্রে নল দ্বারা প্রয়োগ করিবে এবং সেবদাক ও চিরক সহযোগে গাংস ও ঘৃতের ধুম প্রয়োগ করিবে। নাসাশোথরোগে ক্ষীরত্ব এবং অম্লতৈল নস্তে প্রয়োগ করাই সর্বোৎকৃষ্ট। স্বতপান, মাংসরস সহযোগে ভোজন, স্নেহস্বেদ এবং নৈহিক ধুমও প্রয়োজ্য। [প্রতিশ্রায় রোগের বিবরণ প্রতিশ্রায় শব্দে দেখ।] (সূত্রত উত্তরত ২২-২৩ অধ্যায়)

জ্ঞানপ্রকাশেও নাসারোগের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। সূত্রতে নাসাগতরোগে ৩১ প্রকার, বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ভাবপ্রকাশের মতে এই রোগ ৩৪ প্রকার।

বর্ণা—পীনস, পুতিনস্ত, নাসাপাক, পূবশোণিত, ক্ষবধু, ভ্রংশধু, দীপ্তি, প্রতীনাহ, পরিশ্রাব, নাসাশোথ, পঞ্চপ্রকার প্রতিশ্রায়, সপ্তপ্রকার অর্কুন্, চারিপ্রকার অর্শ, চারিপ্রকার শোণ এবং চারিপ্রকার রক্তপিত্ত।

যে রোগে নাসিকা শুষ্ক, কক্ষ কৰ্জুক অবরুদ্ধ, শুষ্ক বা কক্ষ কৰ্জুক স্লিম ও সম্ভাপযুক্ত হয় এবং শ্রোণে রসবোধ থাকে না, তাহাকে পীনস বা অপীনস বলে। এই পীনসরোগ বাতৈলৈয়িক প্রতিশ্রায়ের জ্ঞায় লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দূষিত পিত্ত, রক্ত ও কক্ষ কৰ্জুক গল ও তালুস্থলস্থ বায়ু পুত্ৰভাবাপন্ন হইলে মুখ ও নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, এইরূপ হইলে তাহাকে পুতিনস্ত বলে।

যে রোগে জ্ঞান প্রশ্রিতপিত্ত বলবান্ হইয়া নাসিকাতে বহুতর বর্ণ উৎপাদন করে এবং ঐ সকল বর্ণ পাকিয়া দুর্গন্ধযুক্ত রসে নিঃসারিত হয়, তাহাকে নাসাপাক বলে।

রক্তপিত্তের আধিক্য অথবা ললাটে অভিঘাতাদি হেতু নাসিকা হইতে রক্তামিশ্রিত পুথ নির্গত হইলে তাহাকে পুথ-রক্ত বলে।

জ্ঞানস্থিত শৃঙ্গাটকমণ্ড দূষিত হইলে, নাসিকা হইতে কক্ষের পর অভিশ্লবযুক্ত বায়ু নির্গত হয়, এইরূপ রোগকে ক্ষবধু বলে। তীক্ষ্ণ বা কটুদ্রব্য অতিরিক্ত ভক্ষণ বা তাহার দ্বাণ লইলে কিংবা সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ করিলে অথবা স্নানাদি দ্বারা নাসাবংশাস্থি ও শৃঙ্গাটকমণ্ড দূষিত হইলে আগন্তক ক্ষবধু (ইটি) উৎপন্ন হয়।

পূর্ণসন্ধিত শিরোণ্ড গাঢ় লবণরসায়ক ও বিদগ্ধ-কক্ষ পিত্তকৰ্জুক ভাষিত হইয়া নাসারন্ধ্রে হইতে বিগলিত হইলে তাহাকে ভ্রংশধুরোগ বলা যায়।

যে রোগে নাসিকা প্রোথলিতের জ্ঞায় দাহযুক্ত হয় এবং উহা হইতে ধূমবৎ বায়ু নির্গত হয়, তাহাতে দীপ্তিরোগ বলে।

বায়ুর সহিত কক্ষ মিলিত হইয়া নাসারন্ধ্রে বন্ধ করিলে তাহাকে প্রতীনাহরোগ বলে।

নাসিকা হইতে পীত বা স্বেতবর্ণ গাঢ় অথবা পাতলা দোষের শ্রাব হইলে তাহাকে নাসাশ্রাব বলে।

নাসাপ্রিত স্নেহা বায়ু কৰ্জুক শোষিত এবং পিত্ত কৰ্জুক অত্যন্ত প্রতাপ হইলে অতিকটে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে, এইরূপ হইলে নাসাশোথ বলে।

[প্রতিশ্রায়ের বিবরণ প্রতিশ্রায় শব্দে দেখ।]

পূর্বে পীনসাদি লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে। মস্তকের গুরুতা, অরুচি, নাসিকা হইতে অশনশ্রাব, স্বরভঙ্গ এবং বারংবার নিশ্বাস হইলে তাহাকে অপকপীনস বলে। এই অপকপীনসের লক্ষণাবিত স্নেহা গাঢ় হইয়া নাসারন্ধ্রে সংলগ্ন হইলে এবং স্বর প্রসন্ন ও স্নেহায় বর্ণ বিগত হইলে পীনসগত বলিয়া জানিতে হইবে। সকলপ্রকার পীনসরোগ হইবামাত্র দধি ও শুড়ের সহিত গরিচচূর্ণ সকল সময়ে ভোজন করিলে উপকার হয়।

কটুফল, পুষ্করমূল, কীকড়াশুদ্রী, ত্রিকটু, হরালতা এবং কুম্ভজীরা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ অথবা কাণ্ড আদার রসসহ সেবন করিলে পীনস ও স্বরভেদ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

ত্রিকটু, চিতা, তালীশপত্র, তিস্তিড়ী, অন্নবেতস, চই ও কুম্ভজীরা এই সকল সমভাগ, এলাচি ও দারুচিনি চতুর্থাংশ এই সকল চূর্ণে, শিশুণ পুরাতন শুড় মিলিত করিয়া যথামাত্রায় সেবন করিলে, পীনস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধের নাম যোগাদিষটী।

কণ্টকারী, দস্তী, বচ, সজিনা, তুলসী, ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকল কক্ষ দ্বারা তৈল পাক করিয়া নস্ত গ্রহণ করিলে পুতিনাসা রোগ নষ্ট হয়।

সজিনাবীজ, বহতীবীজ, দস্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকলের কক্ষ, এবং বেলপাতার রস এই সকল দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিলেও পুতিনাসা নিবারিত হয়। ঘৃত, গুগগুলু এবং মোম মিলিত করিয়া ধুম প্রয়োগ করিলে ক্ষবধু ও ভ্রংশধু নষ্ট হয়। শুঠ, কুড়, পিপ্পলী, বিষমূল ও ত্রাক্ষ এই সকল দ্রব্যের কাথ ও কক্ষদ্বারা তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া এই তৈলের নস্ত গ্রহণ করিলে ক্ষবধু রোগ ভাল হয়। দীপ্তিরোগে নিষ ও রসাজন দ্বারা নস্তগ্রহণ এবং অন্ন স্বেদ দিয়া হৃদয় ও জল পরিবেচনপূর্বক মূলযুগ্মের সহিত সেবন করিবে। নাসাশ্রাবরোগে—নাসারন্ধ্রের মধ্যে চূর্ণ নস্ত এবং নাকীদ্বারা প্রলেপ অবপীড় এবং সেবদাক ও চিতাদ্বারা তীক্ষ্ণ ধুম ও হাং-মাংস হিতকারক। (ভাবপ্রা নাসারোগার্থি)

তৈবজারতাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—সকল প্রকার পীনসরোগে প্রথমতঃ নির্জাতগৃহে অবস্থান, ঘেহ, খেদ, ধূম ও গণ্ডু ব্যবহার। পীনসরোগে গুরু ও উচ্চবস্ত্র ধারা মস্তক আচ্ছাদন এবং লঘু, উষ্ণ, লবণরস ও স্নিগ্ধ ত্রব্য ভোজন করা আবশ্যক। পক্ষমূল সিন্ধু, হৃৎ, চিতামূল, হরীতকী, ছত, পুরাতন গুড় ও বড়ল ঘূষ এই সকল পীনস নাশক। বোয়াধাদ্যূর্ণ, পাঠাদিতৈল, বাত্মিতৈল প্রভৃতি নাসারোগ নিবারণক। নাসিকায় ক্রমি হইলে ক্রমিনাশক ঔষধ গোমুত্রে পেষণ করিয়া নাসিকায় প্রদ্রোণ করিবে, এবং ক্রমি-নাশক ঔষধ সিন্ধু করিয়া তাহাধারা নাসিকা ধৌত করিবে। নাসিকা সঞ্চীর অস্ত্র সকল রোগ দোষাত্মসারে যথাবিধি চিকিৎসা করিতে হইবে। পুরাতন গুড় ১০০ পল। ক্রাধের জন্ত চিতামূল ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২১০ সের। গুলঞ্চ ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২১০ সের। এই সকল ত্রব্য একত্র করিয়া তাহাতে গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া হরীতকী-চূর্ণ ৮ সের দিয়া পাক করিবে। পাক সিন্ধু হইলে শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, গুড়তক, তেজপত্র ও এলাইচ, প্রত্যেক চূর্ণ এক পল ও যবক্ষীর ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পর দিন মধু ১ সের মিলিত করিতে হইবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া ২ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্যন্ত এই ঔষধের পরিমাণ। ইহাতে নাসারোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধের নাম চিত্রক-হরীতকী। (তৈবজারতাবলী নাসারোগাধি)

নাসাগ্র (স্ত্রী) নাসায়াঃ অগ্রা। নাসিকার অগ্রভাগ।

নাসাচ্ছিন্নী (স্ত্রী) ছিদ-ভাবে ক্ত, নাসায়াঃ ছিন্নঃ ছেনো বহাঃ, ঙীষ্। পূর্বিকা পক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)

নাসাজ্বর (পুং) নাসিকার ভিতর পিরাজের কোষার জ্বর ত্রণশ্চিয়া রক্তনির্গম ও সেই জন্ত জরের আবির্ভাব। এই জরে যদি নাসা নাট ঝাটিয়া যায় অর্থাৎ ঐ পিরাজের কোষের মত রক্তপুলী শুকাইয়া শবীরহ হয়, তাহা হইলে জর অত্যন্ত কঠিন ও দোষাধিত হইয়া উঠে। এই জরে মাথা কামড়ান, মেরুদণ্ডে দারুণ বেদনা অনুভব হয়। নাসা হইয়াছে কি না? তাহা জানিতে হইলে নাভিমূলে হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি রাখিয়া বুচ্চাঙ্গুলি নাসিকা স্পর্শকালে যদি পৃষ্ঠদেশে এবং ঘাড় বেদনা অনুভব হয়, তাহা হইলে নাসাজ্বর হইয়াছে জানিতে হইবে। নাসা ভাঙ্গিয়া দিতে হইলে কতকগুলি দুর্গা ঘাস একত্র করিয়া নক্ষারকু মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ঘুরাইতে হয়। এইরূপে ঐ ঘাসের আঘাতে রক্তকোষ কাটিয়া দূষিত রক্ত বাহির হইলে বেদনার হ্রাস ও জর কমিয়া আইসে।

নাসাদারু (স্ত্রী) দারোদ্ধিত কাষ্ঠ, চলিত কপালি।

নাসানাহ (পুং) নাসিকারোগভেদ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসান্তিক (ত্রি) নাসিকা পর্যন্ত।

“কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্ত দণ্ডঃ কার্যঃ প্রযোজ্যঃ।

লগাটসম্মিতোরাজঃ স্তান্তু নাসান্তিকো বিশঃ ॥” (মহু ২।৪৬)

নাসাপরিশোষ (পুং) শুষ্কভোক্ত নাসাগতরোগভেদ।

[নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসাপাক (পুং) নাসারোগভেদ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসাপুট (পুং) নাসিকার মধ্যগতরোগ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসারক্তপিত্ত (স্ত্রী) পিত্তাধিকা হেতু নাসিকা হইতে রক্ত স্রবণ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসার্শস্ (স্ত্রী) নাসিকা মধ্যে অর্কুণ্ড জন্মান। [নাসাজ্বর দেখ।]

নাসালু (পুং) কটুকলরুক। (শব্দচ)

নাসাবংশ (পুং) নাসা তদ্রূপাধাগো বংশইব উচ্চাৎ। নাসা-পৃষ্ঠস্থিত মধ্যভাগ।

নাসাবিবর (স্ত্রী) নাসায়া বিবরং। নাসিকা ছিদ্র, নাসারন্ধ্র।

নাসাসংবেদন (পুং) সংবিজ্ঞতেহনেনেতি সংবিন-লুট্, নাসায়াঃ সংবেদনঃ। কাজীরলতা, কাণ্ডবেল, কারবেললতা, করলা, উচ্ছে। (রাজনি)

নাসাস্রাব (পুং) নাসারোগভেদ। [নাসাগত রোগ দেখ।]

নাসিক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটি জেলা। ইহার উত্তরে থামেল জেলা, পূর্বে নিজামরাজ্য, দক্ষিণে আন্ধ্র নগর এবং পশ্চিমে থানা জেলা, ধর্মপুর ও সুর্গান্ রাজ্য, এবং থামেল-শের দাং উপবিভাগ। জেলার বিচারবিভাগের সদর নাসিকে অবস্থিত। সমস্ত জেলাটী পশ্চিমাংশ ব্যতীত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কোনস্থানে ১৩০০ এবং অপরস্থানে ২০০০ ফিট উচ্চ অধিত্যকার উপরে স্থিত। ইহার পশ্চিমাংশ দাং নামে অভিহিত। পূর্বাংশকে দেশ কহে। এই অংশে অনেক সমতল ক্ষেত্র আছে এবং সমস্ত ভূমিই কৃষিযোগ্য ও উর্বরা। নাসিকের প্রধান নদী তাপ্তী ও গোদাবরী। তন্নিম্ন গোদাবরীর কতকগুলি শাখা নদী নাসিকের দক্ষিণদিকে এবং তাপ্তীর কতিপয় উপনদী ইহার উত্তরাংশে প্রবাহিত হইতেছে। এখানকার পর্বতগুলি প্রায় সমস্তই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান, কেবল মাত্র মহাদ্রি উত্তরদক্ষিণে লম্বা। এখানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ সময়ে নির্মিত কতকগুলি দুর্গ আছে। এগুলি বর্তমান থাকিয়া বিগত কালের মহারাষ্ট্র-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানে খনিজ পদার্থ প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ এখানকার ভূমি পাষাণময়। অরণ্যে গুঁড়িকাঠ বেলী পাওয়া যায় না, জালানি কাঠ বিস্তর। নাসিক জেলার অধিক বৃক্ষাদি নাই। বহুজন্তু মধ্যে বাঘ, নেকড়ে, ভরুক ও নানাজাতীয় হরিণ এখানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

খ্রীষ্টের দুই শতাব্দী পূর্বে হইতে দুই শতাব্দী পর পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অজুতাবংশীয়রা এই জেলার শাসনকর্তা হইয়া ছিলেন। পূর্বতন হিন্দুদিগের মধ্যে চালুকা, রাঠোর, 'চেল্ল' এবং দেবগিরির যাদববংশীয়দিগের এখানে বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান রাজত্বের সময় (খৃঃ ১১৯৫ হইতে ১৭৬০ অব্দ পর্যন্ত) এই স্থান ক্রমান্বয়ে দেবগিরির (দৌলতাবাদ) শাসনকর্তা, কুলবর্গের বান্ধবী-রাজ, আফগানগরের নিজাম-শাহিবংশ এবং আফগানবাদের মোগলরাজগণের পর পর অধীনে থাকে। তৎপরে খৃঃ ১৭৬০ হইতে ১৮১৮ অব্দ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রদিগের শাসনাধীন ছিল। তদনন্তর ইটা ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইংরাজের শাসনাধীনে আসার পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যুরোপীয়গণ এখানে গো-হত্যা করিলে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয়। পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগোজীর কর্জুয়াধীনে রোহিলা, আরবী এবং ভীল-গণ একত্র হইয়া ভগানক উপদ্রব করিয়াছিল। এখানকার লোক সাধারণতঃ নাসিক সহরে বাস করিতে ভালবাসে। মহাদির তরাই প্রদেশে যে সমস্ত লোক বাস করে, তাহারা অনেকেই একস্থানে অধিক দিন থাকে না। স্থান পরিবর্তন করিয়া বাস করাষ্ট তাহাদের অভ্যাস। কারণ, তথাকার ভূমিতে পর্ব পর দুই বৎসরের অধিক ফসল জন্মে না। গ্রীষ্ম-কালে ঠোঁটরা বনে ঘাইয়া কাঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করে এবং শস্তাভাব মস্ত, ফল ও বৃক্ষের মূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। পর্বতবাসিদিগের মধ্যে ভীল, কোলি, ঠাকুর, বালী ও কাঠড়িরা প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোলিরা সর্বাধিক সস্তা এবং কাঠড়িরা সর্বাধিক দরিদ্র। মুসলমান ও মারোয়াড়িরা অল্প হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। নাসিক জেলায় বৎসরে একবার ভিন্ন প্রায় দুইবার ফসল হয় না। বাজরা নামক শস্তই এখানকার প্রধান খাদ্য। গম, তুলা, জোলা, ইক্ষু, আঙ্গুর, ডুমুর, শিয়ারা এবং কলা এখানে জন্মিয়া থাকে। খৃঃ ১৩৯৬ হইতে ১৪০৭ অব্দ পর্যন্ত এখানে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে নাসিক-জেলায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ঐ দুর্ভিক্ষের নাম 'হুর্গাদেবী-দুর্ভিক্ষ'। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এখানে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। বজা ও পঞ্চপাল প্রভৃতি পতঙ্গে ইহাদের বিশেষ অনিষ্ট করে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ভয়ানক বজা হয়। তাহাতে ভাঙা শস্তাদির বিশেষ ক্ষতি করে। ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা যায়।

এই জেলায় মধ্যে যিওলা নামক স্থানে কাপড় এবং রেশমের বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া, বোম্বাই, পুণা, সাতারা প্রভৃতি

স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। নাসিকে তাম্র, শিল্প ও রৌপ্য বাসনাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখন এই স্থানে রেলপথ হওয়ার ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

নাসিক মহকুমা নাসিক জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থিত। এখানকার ভূমি সাধারণতঃ বন্ধুর। পশ্চিমভাগ পর্বতসঙ্কুল। লম্বা উপত্যকার ভূমি অগাধ স্থানোপেক্ষা নিম্ন ও উর্বর। জলবায়ু নিত্য মন্দ্র নহে।

২ নাসিক জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯° ৫৯' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪৯' ৫০" পূর্ব মধ্যে অবস্থিত। ঋতুভেদে নাসিকের লোকসংখ্যার ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়। কারণ, সময় সময় বহুসংখ্যক তীর্থপর্যটক এখানে আসিয়া বাস করেন। মোটামুটি ২৪,৪৫০ জন লোক এখানে অবস্থিত করে। বহুদিন হইল, এখানে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইত, এক্ষণে ঐ ব্যবসা একটু মন্দীভূত হইয়াছে। শিল্প এবং তাম্রের ব্যবসার জন্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে নাসিক নগরই বিখ্যাত। এখানকার ভূতপূর্ব পেশবার নতন ও পুরাতন রাজত্ববনে মিউনিসিপালিটি ও কালেক্টর অফিস স্থাপিত আছে। এই নগর বহুকালাবধি হিন্দুদিগের একটা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। রামায়ণ-বর্ণিত পঞ্চবটী-বনও নাসিকের অতি সম্মুখে গোদাবরীর অপরাপারে অবস্থিত। কথিত আছে, হুর্গাদেবীর মূর্তি ধারণ করিয়া গোদাবরীর উত্তরতীরে ধবলাকারে বিস্তারিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত দেবালয়ের মধ্যে পঞ্চবটীতে একটা প্রস্তরময় মন্দিরে শ্রীরাম ও সীতাদেবীর মূর্তি রহিয়াছে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে রত্নরাও ওড়িকর ঐ মূর্তি স্থাপন করেন। পঞ্চবটীতে রামেশ্বরমহাদেব নামে আর একটা মন্দির আছে। পেশবা বালাজীবাজীরাওর নারায়ণরাজ বাহাদুর নামে এক প্রসিদ্ধ কর্মচারী ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মন্দির সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠা করেন। নাসিকে স্মরণ-নারায়ণ নামক মন্দিরে লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। ইহার সম্মুখে রামকৃষ্ণ বা সন্তিবিলাতীর্থ। অপর একটা মন্দিরে লক্ষণমূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। একটা শুভাভ্যন্তরে সীতাদেবীর প্রতিমূর্তি খোদিত আছে, কুহাকে সীতাগুহা কহে। এইরূপ বহুসংখ্যক দেবদেবীর মন্দিরে স্থানটি পরিপূর্ণ। এখানে অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এখানে কোকণর বা চিত্রপাবন ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। এই স্থান

সংকুত চর্চার জন্ত বিখ্যাত। এখানে কএকজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের সংকুত চতুশাঠিতে অনেক বিভাবী অধ্যয়ন করেন। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর।

নাসিকের বহু প্রাচীন শিলালিপি হইতে এইরূপ ঐতিহাসিক সত্য বাহির হইয়াছে;—

প্রথম গৌতমীপুত্র; তাঁহার প্রকৃত নাম শাতকর্ণি। তৎপুত্র পুড়ুমারি বাসিষ্ঠিপুত্র বা বাসিষ্ঠিপুত্র নামে অভিহিত। এই বাসিষ্ঠী গৌতমীপুত্রের জীবলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পূর্ব-তন প্রকৃতস্ববিদগণ নিশিরাছিলেন যে, পুড়ুমারি গৌতমীপুত্রের পিতা, কিন্তু পুড়ুমারি গৌতমীপুত্রের পিতা না হইয়া পুত্র হইতেছেন। এই শিলালিপিতে গৌতমী, এক রাজার মাতা ও এক রাজার ঠাকুরমাতা বা পিতামহী এবং বাসিষ্ঠী কেবলমাত্র এক রাজার মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব এই উভয়ের মধ্যে গৌতমী বরোজ্যোতা বলিয়া নির্ণিত হইতেছে। আরও অস্ত্রাঙ্গ শিলালিপিদৃষ্টে ডাকার ভাণ্ডারকর প্রকাশ করিয়াছেন, পুড়ুমারি পিতার রাজত্বকালে অস্ত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার মতে পুড়ুমারি নাসিকের ঐ অংশে ও তাঁহার পিতা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি তাঁহার নিজ রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন। গৌতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণি নামে এক রাজা এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বহু শিলালিপিতে তাঁহার উল্লেখ আছে। জ্যেষ্ঠ গৌতমীপুত্র, “সাতবাহনবংশের যশঃপ্রতিষ্ঠাতা” এইরূপ বর্ণিত থাকার পুরাণেক অক্ষুণ্ণতাবংশই সাতবাহন নামে পরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

গৌতমীপুত্র ধনকটকের অধিকারী বা প্রভু ছিলেন। জেনারেল কনিংহাম এই নগরকে কৃষ্ণানদীর তীরে মাস্তাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুণ্টুর জেলায় স্থিত পুরাতন ধরণিকোট বলিয়া অহমান করেন।

উপরোক্ত তিনজন রাজা ভিন্ন কৃষ্ণরাজ নামে এ বংশের অষ্ট এক রাজার নাম পাওয়া যায়। উক্ত কৃষ্ণরাজ ও গৌতমীপুত্রের মধ্যে অস্ত্রাঙ্গ কতকগুলি রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পুরাণে এই দুই রাজার মধ্যে আরও ১৯ জন রাজার নামোল্লেখ আছে। আরও কৃষ্ণরাজ প্রভৃতির রাজধানী নাসিক ও গৌতমীপুত্র প্রভৃতির রাজধানী গোবর্দ্ধননগরে ছিল, বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ একখানি শিলালিপিতে এরূপ লিখিত আছে যে গৌতমীপুত্র খগারাতবংশের উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার নিজবংশের গৌরব স্থাপন করেন। অতএব বোধ হয়, কৃষ্ণরাজ রাজত্ব করার সময় এই খগারাতবংশীরেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য অধিকার করেন। পরে গৌতমীপুত্র আবার তাঁহাদিগের হস্ত হইতে পিতৃরাজ্যের উদ্ধার করেন।

অন্ত একখানি শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, বীরসেন নামক জাতীর বা গোপবংশীয় এক রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। পুরাণে অক্ষুণ্ণতাবংশের উল্লেখের পরেই, এই বংশীয় রাজাদিগের নাম আছে এবং বোধ হয় উহারা সমসাময়িক রাজা ছিলেন। জাতীরেরা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেবল নাসিকরাজ্যের এই অংশই তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল।

দ্বিতীয় প্রথম শতাব্দী ভারতবর্ষের এই অংশে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। বর্ষাকালে ভারতের নানা স্থান হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এখানে ত্রিংশি নামক স্থানে সমবেত হইতেন। সাধারণ লোকে বস্ত্রাদি আনিয়া তাঁহাদিগকে উপঢৌকন প্রদান করিত। এই উদ্দেশ্যে লোকে টাকা জমা দিত ও তাহার হ্রদ হইতে ঐ সমস্ত বস্ত্রাদি দান করা হইত। প্রথানতঃ শিল্পকর ও কৃষকেরাই বৌদ্ধধর্মের মতাবলম্বী ছিল। ব্রাহ্মণ-ধর্মেরও এ সময়ে অধঃপতন হয় নাই। উসবদাত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগকে তুল্যরূপে দান করিতেন। এই বৌদ্ধশিলালিপিতে অত্যন্ত সম্মানের সহিত ব্রাহ্মণদিগের কথা উক্ত হইয়াছে। গৌতমীপুত্র, ‘ব্রাহ্মণরক্ষক’ নাম গ্রহণ করিয়া আপনাকে গৌর-বারিত মনে করিতেন। বিদেশীয় ভিন্ন জাতীরেরা ব্রাহ্মণধর্ম ও জাতিবিভাগের উপর যে অযথা আক্রমণ করেন, গৌতমীপুত্র তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন।

নাসিকক্ষ্ম (ত্রি) নাসিকা ধমতি শব্দায়মানাং করোতি নাসিকা ঘা-থশ ততো পূর্বপদস্ত হ্রস্বঃ যুম্ চ। (নাসিকান্তনয়োধার্থেটোঃ। পা ৩।২।২০) যে নাসিকাদ্বারা শব্দ করে, নাক ডাকায়।

নাসিকক্ষ্ময় (ত্রি) নাসিকাং নাসাস্থ জলং ধমতি পিবতীতি ধেটু পানে নাসিকা ধেটু থশ্ ততোপূর্ব হ্রস্বঃ যুম্ চ। নাসিকা-দ্বারা জলপানকারক, যাহারা নাক দিয়া জল খায়।

নাসিকবৎ (দেশজ) নাসিকার জায়।

নাসিকা (স্ত্রী) নাসতে শব্দ্যতে ইতি নাস-শব্দে ণুল্, টাপ্, টাপি অত-ইত্বং (ণুলুটো)। পা ৩।১।১৩৩) ভ্রাণেক্সিয়, চলিত নাক, পর্যায়—ভ্রাণ, গন্ধবহা, ঘোণা, নাসা, শিজিগী, নাসিকা, নস্তা, গন্ধনাগী, গন্ধবকা, নক্স। (শব্দর’রাজনি°)

নিবাস প্রবাসের একটা বাহুদ্বার এবং ভ্রাণেক্সিয়। নাসিকার যে অংশ দ্বারা গন্ধ উপলব্ধি হয়, উহা নাসিকার দ্বিতীয়াস্তরে নিহিত। মুখের উপর নাসিকার যে অংশ উন্নতভাবে রহিয়াছে, উহা কেবল গন্ধপরিপূর্ণ বায়ু শরীরভাস্তরে আনয়ন করিতে সক্ষম। নাসিকায় যত প্রকার যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে শৈল্জাণ রায়ু (নাসারক্তের অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভময় স্বকৃৎ শিরা) সর্বাপেক্ষা বিশেষ আবশ্যক। ঐ রায়ু, মস্তিষ্কের শৈল্জাণ কন্ড (Bulb) হইতে বহির্গত হইয়া নাসিকান্তরস্থ অস্থিবিশেষের মধ্য

দ্বিতীয় (Ethmoid bone) উক্ত অস্থির এবং অল্প একখানি অস্থির (Terminated bone) বিচ্ছিন্ন অংশদ্বারা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই বায়ুর গ্রাণগ্রাহক মুখসমূহ একখানি অতি স্থল (পাতলা) চর্মে উপরে অবস্থিত। এই চর্ম সমস্ত নাসারন্ধ্রে স্থতার দ্বারা আবদ্ধ। উহা কক্ষদ্বারা সর্বদাই সরস থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জীবের গ্রাণশক্তি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কীট এবং অল্পাংশ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের যে গ্রাণশক্তি আছে, তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। কিন্তু যে যন্ত্র দ্বারা তাহারা উহা অনুভব করে, তাহা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। উক্তর জীবের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ দুই প্রকার অস্থিবিভক্তির নান্দিক্য অনুসারে গ্রাণশক্তির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। অজ্ঞাত জীবের সহিত তুলনায়, মনুষ্যের উক্ত অস্থিরের বিস্তার অনেক অল্প। এই সমস্ত জীবের মধ্যে অনেকের উক্ত অস্থির মুখের ভিতরদিকে বহুদূর লম্বমান এবং এই অস্থির পাতলা স্তরসমূহ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত এবং পর্বপরে গুড়াইয়া বৃহদায়তনবিশিষ্ট হইয়াছে। আবার প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকার জীবের গন্ধগ্রহণ সম্বন্ধে একরূপ নৈসর্গিক ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। যেমন তৃণভুক জন্তরা ভিন্ন ভিন্ন ভূগের গন্ধ সুলভরূপে অনুভব করিতে পারিলেও জৈবজীবের গন্ধঅনুমানশক্তি তাহাদের আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে মাংসভোজিদিগকে শোণিত জীবের গন্ধ ভিন্ন, অল্প গন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ দেখা যায় না। যে জীবের জীবন-পারগ জ্ঞ যে জীবের অত্যাবশ্যক, ই দ্রব্য অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে থাকিলেও গ্রাণেন্দ্রিয় অনায়াসেই উহার অস্তিত্বনির্ণয় করিতে সমর্থ। মনুষ্যদ্বারা অনেক জীবের গন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ হইলেও কোন জীবের অতি সামান্য গন্ধ, তাহাদের গ্রাণেন্দ্রিয়গাহ্য নহে। মনুষ্যও অজ্ঞাত জীবের মধ্যে গন্ধঅনুভবশক্তি এতদধিক পাথকা হইবার এক মাত্র কারণ এই যে, মনুষ্যের গন্ধগ্রহণশক্তির অধিক অভ্যাস করেন না। নচেৎ আমেরিকা ও এসিয়ার উত্তরভাগের শীকারীদিগের গ্রাণশক্তি এত প্রবল যে, তাহাদের শীকারী কুকুরের গ্রাণশক্তি অপেক্ষা তাহাদের গ্রাণশক্তি নিতান্ত কম নয়।

পুঙ্খানুপুঙ্খ শৈল্প্যগ্নায়া (Olfactory nerves) গন্ধ-অনুভব-শক্তি ভিন্ন, যন্ত্রণা বা অল্প কোন প্রকারের চৈতন্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। গ্রাণেন্দ্রিয় রসেন্দ্রিয়ের সহিত একরূপ সম্বন্ধে সংলগ্ন আছে যে, সাধারণতঃ যাহা আমাদের গ্রাণেন্দ্রিয়ের উপযোগী, তাহা শরীরপোষক এবং যাহা গ্রাণেন্দ্রিয়ের অতৃপ্তিকর, তাহা শরীরের অপচয়কারক। এই গ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ই অনেক জীবও খাদ্য বাছিয়া লয়।

গন্ধের সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে গন্ধপূর্ণ অণু সকল সম্বন্ধে নাসিকার অভ্যন্তরে টানিয়া লইতে হয়, নতুবা যদি কেবলমাত্র মুখদ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করি, তবে তীব্র গন্ধমিশ্রিত বায়ুর মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিলেও এই গন্ধ অনুভূত হয় না। অতি অল্প গন্ধও অনুভব করিতে হইলে উক্ত গন্ধ মিশ্রিত বায়ু একেবারে বহু পরিমাণে অথবা কতকগুলি ঘন ঘন ও ছোট ছোট নিশ্বাস ন্যাসারন্ধ্রে ক্রমাগত গ্রহণ করিতে হয়।

ইহার শব্দ খোৎকার নামে অভিহিত হয়।

নাসিকাগ্র (ক্লেী) নাসিকায়ঃ অগ্রঃ। নাসিকার অগ্রভাগ।

নাসিকাপাক [নাসাপাক দেখ।]

নাসিকাপুট [নাসাপুট দেখ।]

নাসিকামল (ক্লেী) নাসিকায়ঃ মলম্। নাসাস্থিত মল, চলিত শিক্ণি, পোঁটা বা খাকারী। পর্যায়—শিষ্ণ্যণক, শিষ্ণ্যণ, শিষ্ণ্যণ ও সিংহান। (শব্দরং)

নাসিক্য (ক্লেী) নাসিকা এব নাসিকা স্বার্থে ষাঞ্। ১ নাসিকা।

(ত্রি) নাসিকা সংকাশাদিভ্যাং-ণ্যঃ। (বৃহৎসংহিতা) পা ৪।২।৮০)

২ নাসিকানিবৃত্তাদি। নাসিকায়ঃ ভবঃ ইতি ষৎ। (শরীর-বয়ব্যাং ষৎ। পা ৫।১।৬) ৩ নাসাভবঃ। ৪ অশ্বিনীকুমার-দয়। এই অর্থে এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। ৫ দক্ষিণদেশভেদ।

“কর্ণটিমহাটবিচিচ্ছকুটনাসিকোল্লগিরিঃ” (বৃহৎসং ১৪ অ’)

নাসিক্যক (ক্লেী) নাসিকামেব নাসিকা স্বার্থে কন্। নাসিকা।

নাসীর (ক্লেী) নাস্ শব্দে ভাবে কিপ্, নাসা শব্দে নাস্তে

গচ্ছতীতি জৈর গতো ক। নাসকের অগ্রেসর সৈন্ত। এই

সকল সেনা নাসকের অগ্রে থাকিয়া জয়শল উচ্চারণ করিতে

করিতে গমন করে, এইজন্য ইহাদের নাম নাসীর হইয়াছে।

“নাসীরপার্বদভেটু ততঃ প্রতোলাীং

লৌলীকৃতাসিসু হটাদধিকৃৎবৎসু।

বায়ব্রবঃ পুরপুরেবভবন্নকাণে

মগাভিরেব নিজবাস্পজলহৃদেযু।” (শ্রীকৃষ্ণচরিত ২।১৪৪)

(পুং) ২ অগ্রেসর মাত্র। (শব্দরত্নঃ)

নাস্তি (অব্য) ন-অস্তি, অস্তীতি বিতক্তপ্রতিকল্পমবয়ঃ

‘সহস্রপেতি’ নশব্দেব সমাঃ। অবিদ্যমানতা, সম্ভাব্য নাই।

“অতিথিবালকশ্চৈব রাজা ভাৰ্য্যা স্তবৈব চ।

অস্তি নাস্তি না জানস্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।” (চাণক্য)

নাস্তিক (পুং) নাস্তি পরলোক ঈশ্বরোবেতি মতবিশ্ব ইতি ঠক্

(অস্তি নাস্তি দ্বিষ্টং মতিঃ। পা ৪।৪।৬০) অথবা নাস্তি

পরলোকো যজ্ঞাদিমলং ঈশ্বরো বা ইত্যাদি বাক্যে কায়তি

শকায়েতি ইতি কৈ-ড। পান্ডু, ঈশ্বরনাস্তিঈবাদী, যাহারা

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহাদিগকে নাস্তিক

কহে। বেদাশ্রমপ্রাণবাহী, বাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, হিন্দুশাস্ত্র মতে, তাহারাও নাস্তিকপদবাচ্য।

“যোহবমন্তে তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়ঃ।

স সাধুভির্বিহীকার্থো নাস্তিকোবেদনিম্নকঃ।” (মহু ২।১১)

যে সকল দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ তর্কবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া ধর্মের মূল স্বরূপ বেদ ও ঋতিকে অমান্য করে, সেই সকল বেদনিম্নক নাস্তিক পদবাচ্য। ইহাদের সহিত যজ্ঞনবাজনদান প্রভিগ্রহাদি কোন বিষয়েই শিষ্টসমাজ কোনরূপ সম্পর্ক রাখিবেন না। নাস্তিক শব্দের পর্যায়—বার্হম্পত্য, চার্মাক ও লোকায়তিক। (হেমচ°)

ইহা ৬ প্রকার—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চার্মাক ও দিগম্বর। চার্মাক, বৌদ্ধ ও জৈনকেই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নাস্তিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

সাংখ্যাদি দর্শনে নাস্তিক মত খণ্ডন স্থলে বৌদ্ধদিগের মতই খণ্ডিত হইয়াছে।

নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন, প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অল্প কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না এবং ইহাদের মতে বেদও প্রামাণ্য নহে। ইহারা যে অহুমান ভিন্ন অল্প প্রমাণ স্বীকার করেন না, তাহা প্রায় সকল দর্শনেই খণ্ডিত হইয়াছে।

চার্মাকের মতে—আত্মা বা পরকাল কিছুই নাই, এই মতে ভুলদেহই আত্মা, দেহনাশের সহিতই আত্মার নাশ হইয়া থাকে। চার্মাক বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা দূরের কথা, বরং নিম্নাঙ্কলে বলিয়াছেন, তপ, ধর্ম ও যজ্ঞসম এই ত্রিবিধ লোক একত্র হইয়া বেদ রচনা করিয়াছে। অশ্বমেধযজ্ঞে যজ্ঞমানপত্নী অগ্নিশিখা গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি বিষয় ভেদের রচিত, স্বর্গনরক্যদি ধর্মপ্রণীত এবং মন্ত্রমাংসাদির বিষয় নিশাচরকল্পিত। এই মত প্রতিপাদন করিয়া চার্মাক নাস্তিক নামে অভিহিত হইয়াছেন। [চার্মাক দেখ।]

যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাহারাও নাস্তিক এই ব্যাপ্তি অনুসারে চার্মাকই প্রকৃত নাস্তিক পদবাচ্য।

সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই চারি শ্রেণীর বৌদ্ধকেই নাস্তিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা নাস্তিক কি না তাহা নির্ণয় করা অতি দুষ্কর। জগৎসৃষ্টি, কি অনাদি, ঈশ্বর আছেন কি না, এবং আত্মা আছে কিনা, বৌদ্ধেরা এ সকল গূঢ়রহস্যের আলোচনা করেন না। ইহারা এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে বাহ্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই স্বীকার করিয়া নাম-

রূপের আলোচনাতেই বৌদ্ধদর্শন সমাপ্ত। এইমতে জগৎ সৃষ্ণময়। সৃষ্ণের কারণ কি, কি উপায়েই বা সৃষ্ণের বিনাশ হয়, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার পরিপূর্ণ। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিতে গেলে বৌদ্ধদর্শনের মর্মে আত্মার অস্বীকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অজ্ঞাত দর্শনের মত কর্ম ও কর্মফল স্বীকার করিয়া থাকেন। কর্ম ও বাসনা পুনর্জন্মের কারণ। বাসনার নিরাস হইলে জন্ম হয় না, বাসনা থাকিলেই জন্ম হইবে। ইহারা আত্মা স্বীকার করেন না অথচ পুনর্জন্ম মানিয়া থাকেন। এই মত যেন বিবৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আত্মা না থাকিলেও জীবপ্রবাহরূপে জন্ম জন্মান্তর থাকিতে পারে। এইজন্য আত্মা স্বীকার না করিলেও জন্মান্তর স্বীকারে বাধা ঘটেনা। ইহা প্রাচীন বৌদ্ধমত জানিতে হইবে। বেদান্তদর্শনে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত খণ্ডনস্থলে লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেব এক হইলেও তাহার শিষ্যগণের বুদ্ধিদোষে তদীয় মত অনেক প্রকার হইয়াছে, তাহার শিষ্যমধ্যে যে যেক্রপ বুদ্ধিগাঢ় ছিল সে সেইরূপ সিদ্ধান্তগ্রহ প্রস্তুত করেন। প্রথমতঃ ইহাদের মধ্যে তিন প্রকার বাদী দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ সর্বাশ্রিতবাদী, কোন সম্প্রদায় কেবল মাত্র বিজ্ঞানান্ত্রিতবাদী, আবার অল্প একদল সর্বশূন্যবাদী। যাহারা সর্বাশ্রিতবাদী, তাহারা বলে সব আছে, ঘটপটাদি বাহ্যপদার্থও আছে, জ্ঞানাদি অন্তরের পদার্থও আছে, বাহিরে ভূত ও ভৌতিক, অন্তরে চিত্ত ও চৈতন্য। দ্বিতীয়দল বলেন, বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে। অন্তরে বিজ্ঞান আছে, তাহাই বাহিরের জ্ঞান প্রতীয়মান হয়। তৃতীয় দল বলেন, অন্তরের বিজ্ঞানও অসৎ। ইহাদের মতে ভূত ও রূপাদি গ্রাহক চক্ষু প্রভৃতি ভৌতিক। ভূত, পাণ্ডি, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু ভূতপদবাচ্য, ইহারা যথাক্রমে থর, রেহ, উষ্ণ ও চঞ্চল স্বভাবাধিত। এই সকল পরমাণু পরস্পর সংঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাদি উৎপাদন করিয়াছে। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পাঁচটা স্বক্ক। এ সকল অগাধ্য অর্থাৎ আন্তর। এ সকল সংহত (মিলিত) হইয়া সমুদয় আন্তর ব্যবহার নির্বাহ করিতেছে। ইহাদের মতে সংঘাতজনক সমস্ত পদার্থই অচেতন। পরমাণুও অচেতন, স্বক্কও অচেতন। ভোগ করে, শাসন করে ও নিয়মন করে, এমন কোন স্থির-চেতন নাই যে, তৎপ্রভাবে ঐ সকল পরমাণু সংহত হইবে। বিজ্ঞান ব্যতীত তাহারা কোন স্থির চেতন—আত্মা ও ঈশ্বর মানেন না। তাহারা বলেন, পরমাণুর ও স্বক্ক সকলের কর্তা ও অধিকার নাই। তাহারা স্বতঃই প্রস্তুত হয়,

কার্যোমুখ হই ও স্বকার্থ সাধন করে। [বিশেষ বিবরণ
বোধদর্শন দেখ।]

দিগবরণগণ নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বোধদ-
র্শনে এ সকল মত খণ্ডিত হইয়াছে। এমন কি বৈশেষিক
দর্শন ও অদ্বৈতবাদিক (অদ্বৈতনাস্তিক) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনপ্রণেতৃদিগের মধ্যে জনইয়ার্টমিল ও বেন
প্রকৃত নাস্তিক। [ইহাদের বিবরণ পাশ্চাত্যদর্শন দেখ।]

নাস্তিকতা (স্ত্রী) নাস্তিকত্ব ভাবঃ ভাবে তন্ম, ততো টাপ্।
নাস্তিকের ধর্ম, নাস্তিকের ভাব, বেদকে মিথ্যাভান, পরলোক
ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করা।

নাস্তিক্য (স্ত্রী) নাস্তিকত্ব ভাবঃ ব্যঞ্। নাস্তিকতা।

“নাস্তিক্যং বেদনিম্নাকং দেবতানাকং কুৎসনম্।” (মল্ল)

নাস্তিতদ (পুং) সহকারত্বক, আম্রত্বক।

নাস্তিতা (স্ত্রী) নাস্তি-তল্-টাপ্। নাস্তিত্ব, অবিস্ফাভানতা,
না থাকি।

নাস্তিদ (পুং) আম্রত্বক। (শব্দচং)

নাস্তিবাদ (পুং) নাস্তীতি বাসঃ। নাস্তিকদিগের বিতর্ক এবং
পক্ষ সম্বন্ধে বাদোপবাদ।

নাস্ত্য (স্ত্রী) নাস্যায়ঃ ভবঃ শরীরাবয়বভ্যাং যৎ। নাস্যভব।

“ছিন্নমস্তে ভিন্নরূপে তিষ্ঠাক্ প্রতিস্থাপ্যতে।

অক্ষভঙ্গে চ যানন্ত চক্রভঙ্গে তথৈব চ ॥” (মল্ল ৮।২১১)

(জি) ২ নাস্য সমিকৃষ্টাঙ্গি।

নাহ (পুং) নহ বন্ধনে ভাবে ব্যঞ্। ১ বন্ধন। ২ কুল। (মেদিনী)

নাহক (পায়সী) অযথা। অনাবশ্যক।

নাহন, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য। [সম্মুখ দেখ।]

এই পার্শ্বাভ্যন্তরীণ রাজ্যের রাজধানীর নামও নাহন। রাজ্য

এই স্থানে বাস করেন। নিম্নলিখিত হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে

অবস্থিত। ভারতীয় রাজধানীসমূহ মধ্যে এই স্থানের দৃষ্ট অতি

সুন্দর ও মনোহর। নাহন সহর একটি উচ্চ পাহাড়ের

উপর নির্মিত। এখানকার গৃহাদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কেবল

সহরের বাহিরে কএকটি বড় প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে।

নেপাল-যুদ্ধের সময় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা নাহন অধিকার

করেন। যুদ্ধ শেষ হইলে নাহন সম্মুখরাজকে প্রত্যর্পিত হয়,

কিন্তু গুণারা উক্ত রাজ্যের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লয়।

নাহল (পুং) নাহঃ পুরুষলিখারাদিকং লাস্তি আশ্রয়দেহন গৃহাতি

লা-ক। স্নেহভক্তিবিশেষ। (হেম ৩।৫২৮)

নাহাসত (দেশক) বৃক্ষবিশেষ। (Erthyria alba)

নাহি (দেশক) না, অভাব, নহে, নাস্তি।

নাহির, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে বে লোদিবংশ রাজত্ব করিত,

এই নাহির বংশীয়েরা সেই লোদিবংশের একটি শাখা। ইহার
জুলেমানগিরি ও সিদ্ধ নদীর মধ্যবর্তী কিন্ এবং সীতাপুর
নামক স্থানে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। ক্রমে ইহার
দেবরাজ্যের মধ্য দিয়া বহুদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে
সক্ষম হইয়াছিলেন। কালক্রমে পুরুষবাসি বেগুচীদেব পরাক্রমে
তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত হইতে হয়। এই পুরুষবাসিদিগের
শেষ আক্রমণকারী গাজী খাঁর নামানুসারে তাহার স্থাপিত
নগরের নাম দেবরাজগাঁও হইয়াছে। নাহির রাজারা ১৮শ
খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত দেবরাজগাঁওর সর্ব দক্ষিণাংশে
রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নাহিল পুর্বাবা, শাহজহানপুরের একটি নগর। চন্দন রায় কবি
এখানে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রাহুত হন। তিনি গোড়ের রাজা
কিশোরী সিংহের সভাসদ ছিলেন। এই রাজার নামানুসারে তিনি
কিশোরীপ্রকাশ নামক পুস্তক রচনা করেন। তন্নিবন্ধনসার,
কল্লোলতরঙ্গিণী, কাব্যভরণ, চন্দন-সত-সই ও পথিকবোধ
নামক কতিপয় উৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার
১২ জন ছাত্র ছিল। সকলেই উৎকৃষ্ট কবি হইয়াছিলেন।

নাহীদ বেগম, অকবরশাহের প্রধান ওমরা মুহিব আলী খাঁর
স্ত্রী ও কাশির কোকার কজা। কাশিমের মৃত্যুর পর
তাঁহার স্ত্রী প্রথমে মীর্জা হোসেনকে ও তাহার মৃত্যু হইলে
পুনরায় সিদ্ধরাজ মীর্জা জৈসা তার্থানকে বিবাহ করেন। নাহীদ
বেগম ঠাঠা পৌছিবাব পুকেই মীর্জা জৈসার মৃত্যু হয়। তাঁহার
উত্তরাধিকারী মীর্জা বাবী বেগমদ্বয়কে অত্যন্ত উৎপীড়ন করার
উক্ত মাতা ও কজা, বাবীকে ধ্বংস করার জন্য যড়যন্ত্র করিতে
থাকেন। এই যড়যন্ত্র ধরা পড়ায় মাতা কারারুদ্ধ হন, নাহীদ
বেগম ভক্তরের শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্তররাজ
তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিক্ষিত হইয়া, তাঁহার স্বামী মুহিব-
আলীখাঁকে অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ ভক্তরে পাঠাইতে সম্রাটের নিকট
প্রার্থনা করিতে বলেন। নাহীদ বেগম দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া
অকবরকে সমস্ত বিষয় জানাইলে, অকবর মুহিবআলীকে ঠাঠা
আক্রমণের জন্য সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। [মুহিবআলী দেখ।]

নাহুয (পুং) নহবস্তাপত্যং অণ্। নহয নূপের পুত্র যযাতি।

“ভুতং পরোহুহুহে নাহবায়” (ঋক্ ৭।২৬।২)

নাহুয (পুং) নহবস্তাপত্যং পুমানিতি নহব-ইঞ্ (অতইঞ্।

পা ৪।১।২৫) যযাতিরাজ। (ভূরিপ্রং)

নি (অব্য) নী-বাহুল্যকাং ডি। উপসর্গবিশেষ। গণরত্ন-

মহোদ্যুতিতে এই উপসর্গের এই সকল অর্থ লিখিত আছে,

১ সজ। ২ অধোভাব। ৩ ভগ্নভাব। ৪ তৃণ। ৫ আদেশ।

৬ নিতা। ৭ কৌশল। ৮ বন্ধন। ৯ অন্তর্ভাব। ১০ সর্পিণ।

১১ লর্ন। ১২ উপরম। ১৩ আশ্রয়। এই সকলের উচ্চারণ এইরূপ দেওয়া বাইতে পারে—১ মণিনিকর, এই স্থলে নি-উপসর্গের অর্থ সম্ব অর্থাৎ সমূহ=মণিসমূহ। ২ নিপতিত, এই স্থলে নি-উপসর্গের অর্থ অধোভাব, অর্থাৎ অধোদিকে পতন। অধোদিকে পতনের নাম নিপতন। ৩ নিগৃহীত, এই স্থলে নি-উপসর্গের অর্থ ভূশ, অত্যন্ত, অত্যন্ত পীড়িত=নিগৃহীত। ৪ নিবেশিত। এইখানে নি-উপসর্গের অর্থ আদেশ। নিবিষ্ট, নিশুণ, নিবন্ধ, নিপীত, নিকট, নিদর্শন, নিবৃত্ত, নিলয়, এই সকল পদ মনোযোগ সহকারে দেখিলেই পূর্বোক্ত অর্থ সকল পরিষ্কৃত হইবে। মেদিনীতে আরও কএকটা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়—১৪ সংশয়। ১৫ ক্ষেপ। ১৬ দান। ১৭ মোক্ষ। ১৮ বিজ্ঞাস। (মেদিনী) মুক্তবোধটাকার হর্গাদাস এই উপসর্গের আরও দুইটা অর্থ করিয়াছেন। ১৯ নিবেশ। (হর্গাদাস)

নিআজী, আফগানদিগের এক সম্প্রদায়। ইহার বঙ্গভূমিতে বাস করে ও যোরে লোদিরাজের দ্বিতীয় পুত্র নিআজখাঁর বংশীর বলিয়া পরিচয় দেয়। উক্ত লোদিবংশীয়গণ ৯৫৫ হিজিরী অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কুহায়ুন অধিকারপূর্বক উহা আপনার স্বত্বানদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন।

ইশাখীজেলা নিআজখাঁর অংশে পড়ে। তাঁহার বংশাবলী এখনও সেখানে রহিয়াছে। তাঁহাদের ৪টা কুশিব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রায় ১৬০০০ লোকের অধিকাংশই বঙ্গ ও সিন্ধু নদীর চতুর্দিকে বাস করিতেছে। ইহাদের পোষিল শাখা কেবলমাত্র খোরাসান ও দেবাজাতে ব্যবসা করে। তাহাদের মধ্যে পাঁচটা সম্প্রদায় আছে।

নিআড় (দেশজ) সরল, সোজা।

নিআন, লাটকের এক প্রকার বস্ত্র মেঘ। ইহার দৈর্ঘ্যে স্নান এবং দ্রুতগামী।

নিআমংউজা, মখজান-ই-আফগানি ও তারিখ-ই-খাঁ-জহান লোদি নামক দুইখানি পুস্তকপ্রণেতা। তিনি দিল্লীর জাহাঙ্গীরের নকলনবিশ্ ছিলেন।

নিআমংপুর, মহিষর রাজ্যের অন্তর্গত সিমোগা জেলার একটা পল্লীগাম। অক্ষা° ১৪° ২' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৬' ৫৫" পূঃ। পার্শ্বপ্রদেশ ও সমতল ক্ষেত্রবাসিনের প্রধান ব্যবসা স্থান। এখানকার প্রায় সকল ব্যবসায়ী লিজারত সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহার চতুর্দিকে নানাবিধ শস্ত, চিনি এবং সুপারি উৎপন্ন হয় ও এতদেশীয়েরা উহার বিনিময়ে বরেন্দী ও ধারবার হইতে আমদানী স্ত্রীকপড় এবং অস্ত্রাস্ত্র খট বাটা প্রভৃতি ক্রয় করে।

নিউনি (দেশজ) রাজমিস্ত্রীর কাঠনির্মিত কণিকবিশেষ।

নিউগিনি, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ পূর্বদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটা দ্বীপ। ইহার অপর নাম তানা-পাপুয়া। এখানকার ওয়েন-ষ্টেনলি গিরিশৃঙ্গ ১৩০০০ ফিট উচ্চ। ইহার উত্তর-পশ্চিম উপদ্বীপভাগ ওলন্দাজদিগের এবং দক্ষিণপূর্বভাগ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট অধিকার করিয়াছেন। এখানে প্রসিদ্ধ পাপুয়া-জাতির বাস। ইহার কতকটা আফ্রিকার নিগ্রো এবং মেওরীজাতির সমূহ। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মস্তকাদি পর্যবেক্ষণ করিলে ইহাদিগকে পলিনেসীয় শাখাভুক্ত বলিয়া মনে হয়। এখানকার রাই নদীতীরবাসিরা গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ, খুব লম্বা চওড়া ও বলিষ্ঠ। পূর্ব উপদ্বীপের অধিবাসিরা হরিভাঙা পিঙ্গল বা কটা। অপরপর জাতির পাপুয়ামালয়-বংশসমূহ।

ছড় উপসাগরের নিকটবর্তী গ্রামবাসিগণ যুদ্ধবিজ্ঞানিশুণ, শ্রমশীল, নাবিকবিজ্ঞাপারদর্শী এবং সৌখীন মৃৎপাত্র ও খেলানাদি প্রস্তুত করিতে পটু। মোরাসুবি বন্দরবাস, কোই-তাপু ও কোরিরিজাতিরা এখানকার আদিম অধিবাসী। ইহার খর্বাকার।

নিউগিনির দক্ষিণপূর্ব প্রায় তিনশত মাইলের মধ্যে ২৫টা বিভিন্ন ভাষা দৃষ্ট হয়। ইহাতেই সহজে অনুমান করা যায় যে, এখানে বহুল অসভ্যজাতির বাস আছে। এমন কি কোন কোন জাতি বৃথা মাহুঘ মারে এবং তাহাদের মাংস ভোজন করিয়া থাকে। এতদেশের বণিকেরা সচরাচর দক্ষিণপূর্বভাগের পাপুয়া-ওয়েন এবং পাপুয়া-করিজীজাতি কষ্টকর বিনা কারণে জীবন হারাইয়া থাকে। এখানে পক্ষী, মৎস্য ও ফলাদি প্রচুর জন্মে। তন্মধ্যে ইক্ষু, কুমড়া, তরমুজ, আম্র, শশা, সুপারি, শাক ও নারিকেল প্রধান।

নিউ-আরলও, নিউইব্রাইডিজ, নিউক্যালিডোনিয়া, মালিকোলা ও তানা প্রভৃতি এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

নিউজিলণ্ড, ইংরাজাধিকৃত একটা উপনিবেশ। দক্ষিণ গোলার্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে একটা দ্বীপপুঞ্জ। ইহার মধ্যে দুইটা বড় দ্বীপ এবং দক্ষিণদিকে একটা ছোট দ্বীপ আছে। ঐ স্থানের লোকেরা বৃহৎ দ্বীপদ্বয়ের উত্তরের দ্বীপটিকে এহিনোমালক এবং দক্ষিণের দ্বীপটিকে টাবেল-পোনায়া বলিয়া থাকে। একটা বিস্তৃত বোজক এই দ্বীপদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু উপনিবেশ-স্থাপনকারিরা উত্তরের দ্বীপটিকে নিউঅল্টার, মধ্যের টিকে নিউমানটোর এবং দক্ষিণটিকে নিউলিন্টার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

এই দ্বীপপুঞ্জ দ্রাঘি° ১৬৩° হইতে ১৭৮° ৩৫' পূঃ মধ্যে এবং অক্ষা° ৩৪° ২৫' ও ৪৭° ২০' দক্ষিণ মধ্যে অবস্থিত। বড়

• ধীপ ছইটার দৈর্ঘ্য ১২০০ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ১৪০ মাইল। ক্ষেত্রফল ৯৪,০০০ বর্গ মাইল। নিউলিন্ডার অথবা Stewart Island ৬০ মাইল দৈর্ঘ্য ও ৩০ মাইল প্রস্থ।

নিউজিল্যান্ডের জলবায়ু অনেকাংশে ইংল্যান্ডের মত। পুনঃ পুনঃ ঋতুপরিবর্তন এবং শীতকালের সমতা সত্বে এই উত্তরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। বায়ু জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ। শীতকালে যথেষ্ট শিশিরসঞ্চার হইয়া থাকে, ইহা বাতীত অজ্ঞাত ঋতুতেও শিশির পড়িয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে প্রায় সকল সময়েই বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু শীত ও বসন্তকালে কিছু বেশী পরিমাণে বৃষ্টি হয়।

ইহার সর্বত্রই ঋতু বাতাস প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। শীতকালে ইহার কিছু আদিক্য হয়।

যুরোপীয়দের আগমনকালে তত্রতা অধিবাসীরা তারো (*caladium esculentum*) এবং কুমেরা নামক মিষ্ট আলু (*Kumera or Sweet potato convolvulus patata*) এই দুই প্রকার বৃক্ষের চাষ করিত। ফলের মধ্যে সফেলা (*Areca Sapida*) সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার কচিপাতার শাক খায় এবং বড় পাতা দিয়া ঘর ছায়। আরও কয়েক প্রকার ফল পাওয়া যায়। ইহার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে অনেক রকম বড় বড় বৃক্ষ জন্মে। তন্মধ্যে কতকগুলি এত প্রকাণ্ড হইতে দেখা যায় যে, পৃথিবীর কোন স্থানেই এরূপ বিশাল বিটপী দেখা যায় না। এই সমস্ত বৃক্ষ হইতে বহু মূল্যের তক্তা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোরি (*Kawri*) নামক বৃক্ষের তক্তা সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

এইখানে প্রায় চুরানকই প্রকার ফার্ল (*Firl, Phormium tenax*) পাওয়া যায়। আলুর চাষ বিশেষ যত্নের সহিত করা হয়। প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে আলু স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। ভুট্টা, গম, শালগাম প্রভৃতিও জন্মিয়া থাকে।

প্রথমে এই স্থানে গ্রামা পশুর মধ্যে কেবলমাত্র কুকুর পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্তমান সময়ে যুরোপবাসিগণ গোরু, ঘোড়া, মেঘ, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু আনয়ন করিয়াছে।

এক প্রকার বাহুড় ব্যতীত অল্প কোন বস্ত্র জন্ম দেখা যায় না। নানা প্রকার জ্বলর জ্বলর পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কিবিপক্ষী (*Kiwi*) সর্বাপেক্ষা মনোহর। নিউজিল্যান্ডের নিকটবর্তী সমুদ্রে মকর ও তিমি পাওয়া যায়। ইহা বাতীত ইল (*Eels*) ও অজ্ঞাত মৎস্য তথাকার নদীতে প্রচুর।

নিউজিল্যান্ডে খনিজ দ্রব্য তত বেশী পাওয়া যায় না। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে করমণ্ডলে স্রবণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্র, লৌহ ও কয়লার খনি স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে।

এখানকার অধিবাসিগণ যুরোপের উপনিবেশস্থাপনকারী ও স্থানীয় আদিম নিবাসী। স্থানীয় অধিবাসিরা তাহাদিগকে মেওরি বলিয়া থাকে। ইহারা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং জ্বলর গঠনবিশিষ্ট।

মলয় ভাষা (*Malay language*) এবং ইহাদের ভাষা এক আদি ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের ভাষার অজ্ঞাত ভাষার কথা মিশ্রিত হইয়াছে। যখন কাণ্ডোন কুক্ প্রথম নিউজিল্যান্ড আবিষ্কার করেন, তখন এখানকার লোকেরা তথায় উৎপাদিত শস্যাদি দ্বারা প্রাণধারণ করিত। জল বৃষ্টি পড়িতে না পারে, এরূপ গৃহ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিত। কএকটা জাতি ছিল, তাহারা পরস্পর সর্বদা বিবাদ বিসম্বাদ করিত। পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম নির্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দিকে বেড়া দিয়া শত্রুর চূর্ভেদ্য করিয়া রাখিত। এই নিমিত্ত শত্রুরা সহজে আক্রমণ করিতে পারিত না।

শিল্পকার্যে নিউজিল্যান্ডবাসিদের কিছু নিপুণতা ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানোন্নতির অজ্ঞ তাহাদের বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যুদ্ধার্থ তাহারা যে ডোঙ্গা ব্যবহার করিত, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ হাত এবং ইহা অতি সুকৌশলে নির্মিত হইত। যুরোপবাসিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার নিউজিল্যান্ডবাসিরা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। ইহারা ক্রমশঃ নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে; অনেকে কৃষিকার্যের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছে এবং কেহ কেহ নাবিক হইয়া সমুদ্রযাত্রার বাহির হইয়াছে। যুরোপবাসিরা প্রথমে ইহাদের মধ্যে কামানের ব্যবহার শিক্ষা দেন। যাহারা কামান ব্যবহার করিতে শিখিল, তাহারা অজ্ঞাত জাতিকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল, এই প্রকারে বিধম সর্বনাশের সজাবনা হইল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় মিসনারী সাহেবেরা তথায় উপস্থিত হইয়া এই বিবাদের মূল উৎপাত্তি করিলেন। বর্তমান সময়ে অতি অল্পসংখ্যক লোকেই অশিক্ষিত অবস্থায় আছে। এমন কি অতি নিম্নত অংশের অধিবাসিগণও সভ্যতার সোপানে পাদক্ষেপ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত অজ্ঞাত ধীপবাসিগণের দ্বারা নিউজিল্যান্ডবাসিদের মধ্যে ‘টাপু’ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ‘টাপু’ শব্দের অর্থ এই যে কোন বস্তু স্পর্শ বা ব্যবহার করিবে না। এই নিবেদন অমাত্র্য করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। অনেক কার্য ও বস্তু এই ‘টাপু’ কর্তৃক নিষিদ্ধ হইত। লাল আলুর চাষ, নবগৃহে রক্ষিত সম্পত্তি, বীজপূর্ণ গৃহ, তীরস্থ অরক্ষিত ডোঙ্গা ইত্যাদি এই নিয়মের অধীন। বিবাহিতা স্ত্রী এবং বাগদত্তা কস্তাগণও এই প্রথা অঙ্গগত।

সমাবিষ্ট ও কবরের বস্ত্রালঙ্কারাদি টাপু ছাড়া নিবিষ্ট। পুরোহিতেরা সময় সময় কোন লোক বা বস্তুকে 'টাপু' বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ সময় সেই লোক আপনার আহার সামগ্রী নিজে গ্রহণ করিতে পারে না। অল্প কোন ব্যক্তি তাহাকে আহার ও পান করাইয়া থাকেন।

কাহারও মতে ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনবাসীরা নিউ-জিলও আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওলন্দাজ নাবিক আবেল তাসমান ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমে নিউজিলণ্ডের নাম সর্বসাধারণের কর্ণগোচর করেন।

নিউটন আইজাক, একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও জ্যোতিঃ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ইংলণ্ডদেশের লিনকলন্ প্রদেশের কোলস্টার-ওয়ার্থ গির্জার এলাকাভুক্ত উলথর্প নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৬৪২ খৃঃ অব্দে ২৫এ ডিসেম্বর নিউটন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই প্রাচীন সম্রাজবংশ হইতে উদ্ভূত। এই নিউটনবংশ পূর্বে লিনকলন্ প্রদেশের হুইটরি নগরে বাস করিত, পরে উলথর্প গ্রামের তালুকদারী পাইয়া এখানে আসিয়া বাস করেন। ইহার পিতা রটলওবাসী জেমস আস্কাফের কন্যাকে বিবাহ করেন। নিউটন যখন মাতৃগর্ভে তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এইরূপে শোকসাগরে পড়িয়া, তাহার মাতা অসময়ে পুত্র প্রসব করিলেন। ইনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। নিউটন-পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী আয় না থাকায় তাহার বিধবা মাতা নর্থ উইথামের খর্দ্যযাজককে (Rector) পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় তিন বৎসরের বালক নিউটন মাতামহীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। ছাদশবর্ষ বয়সে তিনি গ্রাউমের ব্যাকরণ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিলেও বিদ্যাভ্যাসের বিশেষ কোন উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই। এই সময়ে তিনি যন্ত্র-বিদ্যা (Mechanic) অভ্যাসে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং যথাসাধ্য কৌশলের সহিত বায়বীয়-যন্ত্র (Windmill), জল-ঘটিকা (Water-clock) ও শুভযন্ত্র (Sun-dial) নির্মাণ করেন। কিন্তু এই সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইলেও বিদ্যাচর্চায় তিনি অপরাপর বালক অপেক্ষা হীন ছিলেন। জীবনী-লেখক ক্রষ্টার লিখিয়াছেন যে, তাহার উপরিস্থ একটি বালক একদিন উপেক্ষা করিয়া তাহার পেটে লাথি মারিলে, তিনি ঘৃণায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন না ইহার বিদ্যার গর্ভ খসি করিতে পারি, ততদিন আর কাহারও সহিত আলাপ করিব না। তাঁহার এই আন্তরিক দৃঢ়তা তাহাকে বিদ্যানু-জগতের সর্বোচ্চ আসন দান করিয়াছিল। ১৬৫৬

খৃষ্টাব্দে নিউটনের দ্বিতীয় শিষ্টা 'রেভারেণ্ড বারনাবাস স্মিথের' মৃত্যু হইলে তাহার মাতা ও নিউটনকে পুনরায় উলথর্পে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই সময়ে মাতার আদেশে নিউটন বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের ঘোড় ও উদ্যানাদির উৎকর্ষসাধনে যত্নবান হন এবং এই সমস্ত কার্য নিজ অনিচ্ছাসম্মত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন হাটবারে নিউটন সঙ্গী লইয়া গ্রাউমে উৎপন্ন ত্র্যবাসমুহ বিক্রয় করিতে যাইতেন, তখন তিনি কোন স্থানে কল-কারখানা দেখিলে, তথায় দাঁড়াইয়া তাহার চক্রাদির গতি বিশেষরূপে দেখিতেন। নগরে প্রবেশ করিয়াই তিনি তাঁহার আলাপী একটা ঔষধ-বিক্রেতার বাটীতে যাইয়া তাঁহার পুস্তকালয় হইতে পুস্তক পাঠ করিতেন। এইরূপে পুরাতন গ্রন্থপাঠে তিনি এতাদৃশ আনন্দ অমুভব করিতেন যে, তাহার সঙ্গী যতক্ষণ না ত্র্যবাণি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিত, ততক্ষণ তিনি পাঠ হইতে উঠিতেন না। তাঁহার বিদ্যাভ্যাসে একান্ত আত্মরক্তি দেখিয়া, তাঁহার মাতুল 'রেভারেণ্ড ডবলিউ আসকাফ' তাঁহাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। সপ্তদশবর্ষ বয়সে তাঁহাকে আবার ক্যাথিউজের অন্তর্গত ত্রিনিটি কলেজে পাঠাভ্যাসার্থ পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এখানে তিনি ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রবেশিকা (Matriculation) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৬৬১ খৃঃ অব্দে 'সাব-সিজার' (Sub-sizar) হইয়া বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার অল্পমতি পান। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং ১৬৬৫ অব্দে 'বিএ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই কয় বৎসর মধ্যে তাহার কোন বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না। যখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর হয় নাট, তখন তিনি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বীজগণিতের অন্তর্গত দ্বিপদ উপপাদ্য (Binomial theorem) বিজ্ঞান গণিতের পরমাণুর গতি অল্পধাবন জন্ত নিয়মাবলী (principles of fluxion) এবং গতির নিয়ম (Law of force) ব্যাখ্যাকালে গ্রহগণের এমন কি চন্দ্রেরও সূর্য্যভিমুখে আকর্ষণ তাঁহার অশ্রুঃকরণে জাগিয়া উঠে এবং তিনি কতকাংশে উক্ত বিষয় প্রতিপাদনে যত্ন করেন। তিনি উৎকৃষ্ট পাথরের পৃথিবীমুখে আকৃষ্টি দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র গ্রহগণ যেক্রম পরস্পর আকর্ষণশীল, এই পৃথিবীও সেইরূপ আকৃষ্টিশক্তির অধীন।

১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে নিউটন ত্রিনিটি কলেজের আইন-সদস্য (Law-fellowship) হইবার জন্ত 'রবার্ট উডডেল' সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন, কিন্তু উভয়ে সম্যক জ্ঞানবান হইলেও তাঁহার

অধ্যাপক 'ডাঃ ব্যারো' মিঃ উভডেলকে পূর্বতন ও বরোবুদ্ধি বিবেচনায় সমস্তরূপে মনোনীত করেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লুসিয়ার সমস্ত ও 'এন্ড্র' উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্তী বৎসরে সিনিয়ার সমস্ত নিযুক্ত হন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লুকাসীয় (Lucasian) অধ্যাপক হইয়া ব্যারো সাহেবের পদ অধিকার করেন।

গণিতশাস্ত্রে পদার্পণ করিয়া তিনি প্রথমে 'দেকার্টে' (Descartes) লিপিত জ্যামিতি অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত অধ্যাপকের প্রবর্তিত জ্যামিতির সহিত বীজগণিতের সংযোজন অভ্যাস করেন। নিবিষ্টচিত্তে দেকার্টের জ্যামিতি আলোচনা করিবার কালে তাঁহার অন্তরনিহিত বৃত্তিসমূহ প্রক্ষুটিত হইতেছিল, যাহা ভবিষ্যতে তাঁহার চোঁটাকে আশাতীত ফলদান করে এবং স্বতঃপ্রসূত অমূল্যদান দ্বারা যে সমস্ত অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি সাধারণের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, বীজগণিত সম্বলিত জ্যামিতি অভ্যাসই তাহার একমাত্র কারণ। ইহার পর তিনি 'ওয়ার্লিস্'-রচিত Arithmetica Infinitorum নামক গণিতগ্রন্থ অভ্যাস করেন। ইহাতেও তিনি বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। ইহা পর্যালোচনা করিতে গিয়া, তাহার উপকর্ষে তিনি দ্বিপদ-প্রতিপাদ্য গণিত গণনার উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হন।

নিউটন পরমাণুর প্রবহনশীলগতি গণনার প্রথম উপায় ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে করনা করেন এবং উহা প্রতিপাদনার্থ পর বৎসরে "Analysis per Equationes Numero Terminorum Infinitas" নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেন। পাছে ইহাতে কোনরূপ ভুল থাকে, এই ভয়ে তিনি প্রথমে কাহাকেও ইহা দেখান নাই, অবশেষে তিনি ঐ লিপিখানি তাহার হিতৈষিবন্ধ ডাঃ ব্যারো সাহেবকে দেন। ব্যারো তাঁহার মত লইয়া, উক্ত হস্তলিখিত গ্রন্থখানি মিঃ কলিনকে দেন। কলিন সাহেব নিজে গ্রন্থখানি লিখিয়া লয়েন। ঐ গ্রন্থখানি কলিন সাহেবের কাগজের মধ্যে পাওয়া যায়। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে উহার প্রথম মুদ্রাণ হইয়াছিল।

১৬৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে মহামারীভয় উপস্থিত হয়, তখন নিউটন ক্যাথিউজ পরিভাগ্য করিয়া উলখর্শে আসিয়া নিরাপদে বাস করেন। এইখানে আসিয়া তিনি প্রথমে সকল বস্তুর স্বাভাবিক-শক্তি এবং পৃথিবীর উপরিস্থ বস্তুসমূহের ভূ-কেন্দ্রের (Centre of the Earth) দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন এবং আরও অধ্যয়ন করেন যে, ঐ শক্তি ক্রমাশয়ে বর্ধিত হইয়া চন্দ্র ও তাহার পারিপার্শ্বিক তারকাগণকেও আকর্ষণ করিতেছে। পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত

তারকা পরিবেষ্টিত চন্দ্রও পরস্পরের বৃত্তস্থিত কেন্দ্রপসারিণী আকর্ষণ-শক্তিতে (Centrifugal-force) পৃথিবীর দূরত্বানুসারে ঐ কীর্ণশক্তিকে আপনাদিগকে আকর্ষণ করিয়া উভয় শক্তিকে মধ্যস্থলে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। এই হেতু স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, ঐ সমস্ত গ্রহ ও তারাগণ স্ব স্ব শক্তিপ্রভাবে (পৃথিবীর) কক্ষাবৃত্তপথে ভ্রমণ করিয়াও স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। চন্দ্র যেমন আপনাপন কক্ষাবৃত্ত পথে (Orbit) ঘূর্ণমান চতুর্দিকস্থ পারিপার্শ্বিকগণের কেন্দ্রপসারিণী (Centrifugal) শক্তিতে আপনাদিগকে বৃত্তপথে স্থির রাখিয়াছে, সেইরূপ সৌর জগতের কেন্দ্র (Centre) স্বরূপ সূর্যের চতুর্দিকে চন্দ্রপ্রভৃতি গ্রহগণের নিজ নিজ বৃত্তপথে স্বীয় শক্তিপ্রভাবে বিচরণ করা নিউটনের জ্ঞায় চিন্তাশীল মস্তিষ্কে প্রতিভাত এই প্রতিপাদ্যটী সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। নিউটনের পূর্বে বৈজ্ঞানিক বুঁলৌ (Bouillaud) স্বর্গ্য হইতে আগত ঐরূপ আকর্ষণশক্তির প্রতিপাদন করেন। কিন্তু তিনি ইহা সরলভাষায় বুঝাইতে সক্ষম হন নাই। মহামতি নিউটন স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, গ্রহগণ নিজ নিজ আকর্ষণ-শক্তিপ্রভাবে আপনাপন কক্ষাবৃত্ত না হইয়া স্থির হইয়া রাখিয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, কেপলার প্রতিপাদিত গ্রহগণের মধ্যকর্ণের দূরতা (Mean distance) এবং ভগ্নকাল (Periodic times) উভয়ই সমভাবে বর্তমান রাখিয়াছে, এবং এই পরস্পরের স্বাভাবিক-আকর্ষণ আকর্ষণ বস্তুর দূরত্বানুযায়ী, সেই দূরতার ব্যস্তবর্গফল (Inverse square) হইতে ঐ শক্তির কম বা বেশী পরিচালিত হয়। বুঁলৌ সাহেব এইমত প্রকাশ করিলে নিউটন তাহার পক্ষসমর্থন করিয়া বলেন যে, ঐ শক্তি সমগ্র পদার্থে স্বতঃসিদ্ধভাবে বর্তমান রাখিয়াছে। নিউটন আরও বলেন, যে বস্তুর আকর্ষণ শক্তি যতই প্রবল হউক না এবং যাহা গ্রহগণের কেন্দ্রপসারিণী শক্তিকে মধ্যস্থলে স্থির রাখিয়াছে সেই শক্তির প্রবলতা নির্দিষ্ট সময় মধ্যে কোন ভ্রূণবৃত্তের উৎক্রমজার (Versed sine of the arc) সমানুপাত হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং যদি সময় অল্প হয়, তাহা হইলে বৃত্তান্তের বর্গফলকে নির্দিষ্ট গ্রহের মধ্যকর্ণের (Mean distance) দূরতা দিয়া ভাগ করিলে অথবা রেখাবিশিষ্ট গতি-বেগের বর্গফলকে ঐ দূরতা দিয়া ভাগ করিলে উক্ত শক্তির অনুপাত স্থির করা যায়।

এইরূপে গ্রহগণের স্বর্গ্যভিমুখে আকর্ষণ স্থির করিয়া, তিনি পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের আকর্ষণ নিরাকরণ করিতে অগ্রসর হন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মহামারীর প্রকোপ ইংলণ্ড হইতে অপসৃত হইলে, তিনি পুনরায় ক্যাথিউজ নগরে আগমন করেন।

এখানে আসিয়া তিনি মনোনিবেশপূর্বক এই সকল বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার মানসিক কল্যাণ ১৬ বৎসরকাল তাঁহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। পরে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে রয়েল-সোসাইটির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া পিকার্ড সাহেব-অনুষ্ঠিত যামোস্তররেখাংশের (Arc of a meridian) পরিমাণ অবগত হইয়া, তিনি পৃথিবীর ব্যাসার্ধের পরিমাণ নির্ণয় করেন। এই সময়ে তাহার পূর্বসঞ্চিত আকর্ষণ-শক্তি-প্রকরণ যাহা তিনি এতদিন ধরিয়া হৃদয়ে কলনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা ক্রমশঃই পরিষ্কৃত হইতে থাকে। ইহাতে তিনি এতই উত্তেজিত ও দ্রাব্যীয় দুর্বলতার এতাদৃশ চঞ্চল হইয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত গণনা সমাধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার পর বৎসরে তিনি কেন্দ্রাভিমুখী (Centripetal) শক্তির সাহায্যে পদার্থসমূহের গতি নিরাকরণ করিয়া কএকটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে উহা ডাঃ ভিনসেন্ট কর্তৃক রয়েল-সোসাইটিতে প্রদত্ত হয় এবং বহু বাদানুবাদের পর স্থিরীকৃত হইয়া ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাহার রূপ “প্রিন্সিপিয়া” নামক গ্রন্থে প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইহার পর নিউটন সৌরজগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এবং কোন বিশিষ্ট বস্তুর আকর্ষণে উহার তাহাতে সংলগ্নভাবে স্থিত, এই বিষয়টি নির্দেশ করেন। ইহাই মাধ্যাকর্ষণশক্তি, যাহা বহুকাল পূর্বে অশ্বদেবীর পণ্ডিতগণ স্থির করিয়া গিয়াছেন। [মাধ্যাকর্ষণ দেখ।]

গ্রহগণের পরিচালনা দেখিবার জন্ত, নিউটন ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে নিজ হস্তে একটি দূরবীক্ষণযন্ত্র নির্মাণ করেন। ঐ যন্ত্রটি অদ্যাপিও রয়েল-সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধি হইয়া প্যারিসে মহাসভায় আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ের কিছুপরে তিনি বাৎসরিক ৬০০ পাউণ্ড বেতনে টঙ্কশালার প্রধানাধ্যক্ষের পদ পান। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিস (Paris) নগরের ‘রয়েল-একাডেমি-অফ-সাইন্স’ সভার করেন-এসোসিয়েট এবং ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল-সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হইয়া তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত পদে সম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞী এনি (Queen Anne) তাহাকে ‘নাইট’ উপাধি দান করেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যু ও বাতরোগে আক্রান্ত হইয়ে এতঃ ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে কেনিংটন নগরে জীবলীলা সম্বরণ করেন। নিউটন সর্বসমেত ১২খনি পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রিন্সিপিয়া, অপটিক্স, এনালিসিস্ পার ইকোরে লানিস্ নিউমেব্রো টারমিনোয়াম ইনফিনিটাস্, এমেকড অফ

ক্লাকসন এবং এনালিসিস্ বাই ইনফিনিটস্ সিরিজ এবং বাই-বেলের সংস্কারক ছইখানি গ্রন্থ প্রধান। তিনি যে সমস্ত ক্ষুদ্র প্রবন্ধাবলী রয়েল-সোসাইটিতে অর্পণ করেন, তাহা উক্ত সোসাইটির কার্যবিবরণীর (Transactions) ৭ম হইতে ১১ম ভাগে সন্নিবিষ্ট আছে।

নিউ-ফাউণ্ডলণ্ড, গ্রেটব্রিটনের অধিকৃত একটা দ্বীপ। আটলান্টিক মহাসাগরে অক্ষা° ৪৬° ৪০' হইতে ৫১° ৩৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৫২° ২৫' হইতে ৫৯° ১৫' পশ্চিম মধ্যে অবস্থিত। ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নরওয়ে দেশবাসীরা এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করেন। অতঃপর ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে জন কাবট (John Cabot) ইহা পুনরাবিষ্কার করেন। এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন জর্জ সার জর্জ কালবার্ট (Sir George Calvert) কএকবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন; অবশেষে ১৬২৩ খৃঃ অব্দে ঐ দ্বীপের দক্ষিণপূর্বাংশে একটা উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে এখানে অপর্যাপ্ত উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে।

এই দ্বীপের ক্ষেত্রফল ৬০,০০০ বর্গমাইল। অত্রত্য অধিবাসিদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মৎস্যজীবী। অতি অল্প সংখ্যক লোকেই চাষাবাস করিয়া থাকে। সকলেই খৃষ্টধর্মাবলম্বী, কতক প্রোটেষ্ট্যান্ট (Protestant) এবং কতক (Roman Catholic) রোমান ক্যাথলিক। আটলান্টিকের মধ্যে অবস্থিত এবং অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত থাকায় এখানকার গ্রীষ্ম ঋতু অতি মনোরম; এই সময়ে দিবস ও রজনী অত্যন্ত সুখজনক। সম্প্রতি এই দেশবাসিরা কৃষিকার্যে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছে। গম, কলাই, যব, আলু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতেছে। স্থানীয় গবর্নেন্ট নানাদেশ হইতে নানাবিধ শস্তের বীজ আমদানী করিতেছেন। কিন্তু মৎস্য ধরাই দ্বীপবাসিদিগের প্রধান উপজীবিকা। তৈল ও চর্শ্বের নিমিত্ত মকর (Seals) ধরা হয়। তৈল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কড (Cod) মৎস্যও ধরা হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক লোক এই ব্যবসা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। এখান হইতে প্রচুর সামন (Salmon) মৎস্য আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। হরিণ, থেঙ্কিয়াল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

নিউ-ফাউণ্ডলণ্ডের রাজধানী সেন্টজনস্ (St. Johns) ঐ দ্বীপের দক্ষিণপূর্বাংশে অক্ষা° ৪৭° ৩৩' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৫২° ৪৩' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। তথায় জলের কল ও গ্যাসের কল আছে এবং একটা বাণিজ্যাগৃহ (Custom-house) নির্মাণ করা হইয়াছে।

উক্ত দ্বীপের দক্ষিণপূর্বদিকের তীরভূমি অতি বিশাল,

কোন সমুদ্রেরই, এরূপ বিস্তৃত তীরভূমি দেখা যায় না। এই বিশাল তীরভূমি (Great Bank) ৬০০ মাইল দীর্ঘ এবং স্থানবিশেষে ২০০ মাইল বিস্তৃত।

জর্নৈক শাসনকর্তা, একটা ব্যবস্থাপক সভা ও একটা কার্য-নির্বাহক সভা দ্বারা ইহার শাসনকার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে।

নিংটী (নিংটী) আনামের অন্তর্গত একটা নদী। শ্রীহট্ট জেলার প্রান্তস্থিত পর্বতমালা হইতে উৎপত্তি হইয়া পূর্বাতি-মুখে ইরাবতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। মাঘ মাসের অন্ত্যন্ত শীতের সময়ও এই নদী প্রায় আটশত গজ বিস্তৃত থাকে। এখান হইতে অমরাপুর ঘাইবার একটা সোজা রাস্তা আছে। জুমুর নিকটে এই নদীর উপকূলে বৃহৎ শালবন; ইহার অনতিদূরে মণিপুর হইতে আবা নগরের মধ্যবর্তী, এই নদীর তীরে কিছু উপত্যকার বীণ (melanorhea usitatissima) নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, বর্ষার প্রারম্ভে ঐ বৃক্ষের বৃক্ষ হইতে এক প্রকার নির্ঘাস বাহির করিয়া লওয়া হয়, উহাতে কাষ্ঠাদির স্কন্দরূপ পালিস্ হইয়া থাকে। এবং এই বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের গুড়ি হইতে ব্যবহারোপযোগী তক্তা ও কাষ্ঠাদি কাটিয়া লয়। উহা দেখিতে ঠিক মেহগী কাষ্ঠের মত।

নিংডুন (দেশজ) আগবনাদি হইতে জলনিঃসারণ।

নিংডান (দেশজ) নিষ্ক্ষেপণ।

নিংডানিয়া (দেশজ) হিংস্রক, অথলাভী।

নিংড়ি (দেশজ) ১ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ন। ২ চুরি।

নিংআরিয়া, বা নিয়ারিয়া, এক শ্রেণীর নীচ হিন্দু। বারাণসী অঞ্চলে ইহাদের বাস। সেক্রার দোকানের কাড়নাদি ক্রয় করিয়া ইহারা সোণা বা রূপা বাহির করে এবং ঐ লব্ধদ্রব্য বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করে।

নিংক [নিং দেখ।]

নিংকারণ (ত্রি) কারণশূন্য, অনিস্তিত।

নিংকাসন (কৌ) নিঃসারণ, বহিষ্করণ। অপসারণ।

নিংকাসিত (ত্রি) নিষ্কাশিত, বহিষ্কৃত, নিঃসারিত।

নিংক্রামিত (ত্রি) নিষ্ক্রামিত, বহিষ্কৃত।

নিংক্ষত্র (ত্রি) নি নাস্তি ক্ষত্রিয়ো যত্র। ক্ষত্রিয়রহিত স্থান, ক্ষত্রিয়শূন্য দেশাদি।

নিংক্ষত্রিয় (ত্রি) ক্ষত্রিয়শূন্য দেশাদি।

নিংক্ষিপ্ত (ত্রি) নিঃক্ষিপ্ত-ক। প্রক্ষিপ্ত, যাহা নিঃক্ষেপ করা হইয়াছে।

নিং(নি)ক্ষেপ (পুং) নিঃ-ক্ষিপ ভাবে ষঞ। ১ অর্পণ, চলিত গচ্ছিত রাখা। ২ অষ্টাদশবিধাদ্যন্তর্গত বিবাদভেদ। বিশ্বাস-

পূর্বক স্বীয় দ্রব্য অস্ত্রের নিকট জ্ঞাস বা গচ্ছিত রাখার নাম নিঃক্ষেপ। বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

“ব্রজবাং যত্র বিশস্তাং নিঃক্ষিপত্যবিশস্তিঃ।

নিঃক্ষেপো নাম তৎপ্রোক্তং ব্যবহারপদং বৃধেঃ॥” (নারদ)

স্বীয় দ্রব্য নিঃশব্দচিত্তে বিশ্বাসপূর্বক অস্ত্রের নিকট রাখিলে তাহাকে নিঃক্ষেপ কহে, ইহাকে ব্যবহারপদ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য আবশ্যক মত যদি না পাওয়া যায় এবং যাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, সে যদি আর তাহাকে প্রত্যর্পণ না করে, এই সকল কারণে রাজা ইহার বিচার করিয়া থাকেন বলিয়া, ইহাকে ‘ব্যবহারপদ’ বলা হয়।

ইহার অপর নাম জ্ঞাস—

“রাজচৌরাদিকভ্রাসাদ্যাদানান্ধ বন্ধনাং।

স্থাপাতেহন্তগৃহে দ্রব্যং জ্ঞাসঃ সপরিবীর্তিতঃ॥” (বৃহস্পতি)

রাজার ও চোরাদির ভয়ে এবং জ্ঞাতদিগকে বন্ধন করিবার জন্য অপরের গৃহে যে সকল দ্রব্য স্থাপিত করা যায়, তাহাকে জ্ঞাস কহে।

মুহুর্তে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সংকুলজাত, সদাচার, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, বহুপরিবার, ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে বুদ্ধিমান লোক ধনাদি গচ্ছিত রাখিবেন, এই গচ্ছিত রাখাকে নিঃক্ষেপ কহে। যে ব্যক্তি যেরূপে যাহার হাতে যে দ্রব্য নিঃক্ষেপ করিবে, লইবার কালে উহাকে ঐ দ্রব্য ঐরূপে দিবে। যেরূপ ভাবে গচ্ছিত রাখিবেন, যাহার নিকট থাকে, তিনি দিবার সময় ঠিক সেইরূপে প্রত্যর্পণ করিবেন। নিঃক্ষেপ-কারী একবার মাত্র চাহিলেই নিঃক্ষিপ্ত বস্তু প্রদান করিতে হইবে, যদি না দেয়, তাহা হইলে বিচারক নিঃক্ষেপকারীর অসাম্প্রদায়িক এইরূপ বিচার করিবেন। ইহাতে যদি উপযুক্ত সাক্ষী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বয়স ও রূপবান্ চর দ্বারা প্রাড়্‌বিবাক ছলক্রমে হিরণ্যাদি দ্রব্য ঐ ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিবেন, পরে নিঃক্ষেপকারি-চর নিষ্ক্ষিপ্ত বস্তু প্রার্থনা করিলে পর, সে যদি ঐ গচ্ছিত দ্রব্য যেরূপে যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল সেইরূপে এবং সেই ভাবে প্রত্যর্পণ করে, তবে উহার প্রতি অপরের অভিযোগের কোন কারণ নাই। যদি ঐ ব্যক্তি চর-দিগের নিঃক্ষেপ দ্রব্য না দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া উভয় নিঃক্ষেপ বস্তুরই দেওয়াইবেন। নিঃক্ষেপ ও উপনিধি গচ্ছিতকারীর বর্তনানে তাহার পুত্র বা ভাবী উত্তরাধিকারির হস্তে দেওয়া বিধেয় নহে। কারণ পুত্রদিগের বিনাশ হইলে ঐ দ্রব্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, জীবদশায় উক্ত দ্রব্যসমর্পণ করিলেও করিতে পারে, এইরূপ সংশয় স্থলে দেওয়া উচিত নহে। যুত-

নিঃক্ষেপ্তার পুত্রাদি উত্তরাধিকারির নিকট, যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন নিজে যাইরা প্রত্যাৰ্পণ করে, রাজা বা নিঃক্ষেপ্তার বন্ধুবৰ্গ তাহার নিকট আরও অল্প বস্তু আছে বলিয়া অতুযোগ করিতে পারিবে না। যদি এই বিষয়ের অতুযোগ উপস্থিত হয়, তবে রাজা কপটবাহার পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীতিসহকারে সেই অর্থ পাইবার চেষ্টা করিবেন এবং সেই গচ্ছিত রক্ষাকারির চরিত্র বিচার করিয়া সাক্ষ্যবাক্যে কার্যসাধন করিবেন। সমুদায় নিঃক্ষেপ প্রাপ্তির এই বিধি জানিতে হইবে।

মুক্তাঙ্কিত উপনিধি,—যত মুক্তা প্রত্যাৰ্পণ করা যায়, অথবা তাহার তিতর হইতে কিছু বাহির করিয়া না লওয়া হয়, তবে গচ্ছিত রক্ষাকারির কোন দোষ হয় না। নিঃক্ষিপ্ত দ্রব্য চোরে চুরি করিলে জলদ্বারা ধোত হইলে বা আগুনে পুড়িলে তাহার দারী হইতে হয় না। কিন্তু ঐ দ্রব্য হইতে যদি কিছু লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার দারী হইতে হয়। নিঃক্ষেপের অপলাপ-কারিকে এবং যে নিঃক্ষেপ না করিয়া নিঃক্ষেপের দারী করে, তাহাকে বৈদিক শপথাদি ও সকল প্রকার উপায় দ্বারা বিচার করিবে। যে নিঃক্ষেপ অৰ্পণ না করে, আর যে নিঃক্ষেপ না করিয়া প্রার্থনা করে, রাজা উভয়কেই সুবর্ণ-চোরেয় জায় শাসন করিবেন। অথবা গচ্ছিত দ্রব্যদ্বয়াদি ধনদণ্ড করিবেন। (মহু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। বিশেষ বিবরণ না বলিয়া যে সকল বস্তু করণপেটিকাদির মধ্যে রাখিয়া, অপরের নিকট যাহা রাখা যায়, তাহাকে নিঃক্ষেপ বা উপনিধি কহে। যাহার নিকট ইহা জ্ঞাত থাকিবে, তিনি ঠিক সেইরূপে প্রত্যাৰ্পণ করিবেন। এই ধন যদি রাজা, তত্ত্বর বা দৈবোপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আর প্রত্যাৰ্পণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি শ্রাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয়, এবং তাহার যে কোন উপদ্রবে যদি উহা নষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে তন্মূল্যপরিমিত অর্থ দণ্ড করিবেন। যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাক্রমে ঐ দ্রব্য উপভোগ করে, বা বাণিজ্যদ্বারা বৃদ্ধি করে, রাজা তাহার শক্তি অনুসারে দণ্ড করিবেন। উপভোগ করিলে মাসে শতভাগের পাঁচ ভাগ বৃদ্ধিসমেত, বাণিজ্য করিলে ইহার অতিরিক্ত লভ্যাংশ সমেত সমস্ত দিতে হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্যসং ২ অ° নিঃক্ষেপপ্র°)

বীরমিত্রোদয়ে নিঃক্ষেপ, উপনিধি ও শ্রাস এই তিনের পৃথক লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থামির সমক্ষে সকল গণিয়া দিয়া যাহা রাখা যায়, তাহাকে নিঃক্ষেপ এবং গণনা না করিয়া গৃহস্থামির অসমক্ষে বা তাহার পুত্রাদির হস্তে যাহা রাখা যায় তাহাকে শ্রাস এবং মুক্তাঙ্কিত করিয়া বা পেটারায় ঢাবি দিয়া তাহা রাখিয়া দিলে তাহাকে উপনিধি কহে।

পূর্বে যে সকল দণ্ডামির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই তিনের সমক্ষে জানিতে হইবে।

“অসম্মাতমবিজ্ঞাতং সমুত্রং যদ্বিরীকতে।

তজ্জানীয়াহুপনিধিং নিঃক্ষেপং গণিতং বিহঃ ॥” (১ নারদ)

বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে প্রদত্ত হইল না।

নিঃপ্রভ (ত্রি) নিঃগতা প্রভা যন্ত। প্রভাশূন্য। বিকল্পপক্ষে নিশ্চত হইবে।

নিঃশঙ্ক (ত্রি) নির্নাস্তি শঙ্কা যন্ত। শঙ্কারহিত, নির্ভর, ভয়শূন্য।

নিঃশম (পুং) নির্গতঃ শমাৎ, “নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থঃ পঞ্চম্যাঃ” (বাস্তিক) ইতি তেৎ সমাসঃ। ক্রোধ। (ত্রিকা°)। বিকল্পপক্ষে নিশ্শম হইবে।

নিঃশব্দ (ত্রি) নির্গতঃ শব্দো যস্মাৎ। শব্দরহিত, নীরব।

নিঃশলাক (ত্রি) নির্গতা শলাকা যস্মাৎ শলাকাদি নির্গতো বা। রহঃ, নির্জন, বিজন প্রদেশ।

“অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ।” (মহু)

নির্জন স্থলে মন্ত্রণা করিতে হয়।

নিঃশল্য (ত্রি) নির্গতঃ শল্যো যস্মাৎ। ১ দষ্টীযুক্ত। (রাজনি°) ইহা সেবন করিলে শীঘ্র শল্য নির্গত হয়। (ত্রি) ২ শল্যব্যং প্রতিবন্ধরহিত।

নিঃশুক (পুং) নির্গতঃ শুকো যস্মাৎ। যুগশালি। (রাজনি°)

নিঃশেষ (ত্রি) নির্গতঃ শেষো যস্মাৎ। সমস্ত, সম্পূর্ণ, শেষরহিত।

“উচ্ছিন্নসর্পসঙ্কল্পো নিঃশেষাশেষেষ্টৈঃ।

স্বাবগম্যো লয়ঃ কোহপি জায়তে বাগগোচরঃ ॥”

(হঠযোগদীপিকা ৪।৩২)

নিঃশেষিত (ত্রি) নিঃশেষোহসা সম্ভাতঃ, তারকাদিহাদিত্।

নিঃশেষপ্রাপ্ত, যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে।

নিঃশোধ্য (ত্রি) নির্গতঃ শোধ্যো যস্মাৎ শোধ্যান্নির্গতমিতি বা। শোধিত, মুঠ, নির্মল।

নিঃশ্রয়ণী (ত্রি) নির্নিশ্চিতং শ্রীয়তে আশ্রীয়তে অনয়েতি, শ্রি-করণে লুট, টিআং ভীষ্। কাঠঘটিত সোপান, কাঠের সিঁড়ী। পর্যায়—নিঃশ্রেণি, অধিরোহণী, নিঃশ্রেণী। (শব্দর°)

নিঃশ্রয়ণী (ত্রি) নিঃশ্রয়তি আশ্রয়তি প্রাঙ্গণাদিস্থানমিতি, শ্রি-গিনি-ভীপ্। নিঃশ্রয়ণী, কাঠের সিঁড়ী।

নিঃশ্রেণি (ত্রি) নির্নিশ্চিতা শ্রেণিঃ সোপানপঙ্ক্তিঃ যত্র। অধিরোহণী, কাঠের সিঁড়ী।

“চক্রে ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ সরস্বতীযায়িনাম্।” (রথু ১৫।১০০)

২ খঙ্করীযুক্ত। (যেদিনী) (পুং) ৩ ঘোটকবিশেষ।

“উপযুক্ত্যপরি বস্ত্র হারাবর্তী অলীকে ত্রয়ঃ ।

নিঃশ্রেণিঃ স তু বিজ্ঞেয়া রাষ্ট্রবৃদ্ধিকরঃ পরঃ ॥”

(নকুলকৃত অর্থচিহ্নসা ৪ অ’)

“অলীক্ অর্থং লগাটদেশে যে অর্থের উপযুক্ত্যপরি তিনটা অর্থবস্ত্র থাকে, তাহাকে নিঃশ্রেণি কহে। এই অর্থ রাষ্ট্রবৃদ্ধিকর ।

নিঃশ্রেণিকা (স্ত্রী) নিঃশ্রেণিরিব কার্যতীতি, কৈ-ক-টাপ্ । তৃণবিশেষ । কোম্পন দেশে ইহা নিঃশ্রেণী নামে প্রসিদ্ধ । পর্যায়—শ্রেণীবলা, নিরসা, বনবল্লরী, ইহার গুণ—নীরস, উষ্ণ, পশুদিগের বলনাশক । (রাজনি’) নিঃশ্রেণিরেব স্বার্থে কন্ । অধিরোহিণী ।

“মাহুয্যং চুলভং প্রাপ্য সেবিতা ন মহেশ্বরী ।

নিঃশ্রেণিকাগ্রাং পতিতা অথ ইত্যেব বিব্রহে ॥”

(দেবীভাগ ৪।১৩।৪০)

নিঃশ্রেণী (স্ত্রী) নিঃশ্রেণি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্ । নিঃশ্রেণী । নিঃশ্রেণ্যস (স্ত্রী) নিমিচ্চিতং শ্রেয়ঃ ততোহচ্ সমাসাত্তঃ (অচ-তুরবিচতুরেতি । পা ৫।৪।৭৭) ১ মোক্ষ ।

“বেদান্তাসত্ত্বপোজ্ঞানমিচ্ছিন্নানাক সংযমঃ ।

অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেণ্যসকরং পরম্ ॥”

(মহু ১২।৮৩)

বেদান্তাস, তপস্তা, ইচ্ছিন্নসংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা এই সকল মোক্ষকর ।

২ মঙ্গল । ৩ বিজ্ঞান । ৪ ভক্তি । ৫ অহুতাবা (পুং) নিমিচ্চিতং শ্রেয়া মঙ্গলং যন্মাং । ৬ শিব । (মেদিনী) বিকল্পপক্ষে নিঃশ্রেণ্যস পদ হইবে ।

নিঃশ্বাস (পুং) নির-শ্ব-ভাবে ঘঞ্ । প্রাণবায়ুর নাসাদ্বারা বাহিরে নিঃসারণ, নাসিকাদেশ হইতে যে বায়ু নির্গত হয় ।

“বৃথলীফেণপীতস্ত নিঃশ্বাসোপহতস্ত চ ।” (মহু)

বিকল্পপক্ষে নিঃশ্বাস এইরূপ হইবে ।

নিঃস্বয় (অবা) নির্গতং সমং যত্র (তিষ্ঠন্তপ্রভৃতীনি চ । পা ২।১।১৭) ইতি সমাসঃ । ততো স্বয়ম্ । নিষ্কা, পর্যায়—গর্হা, ছঃস্বয় । (অমর) ২ শোক । (শব্দর)

নিঃস্বন্ধি (ত্রি) নিষ্কান্তঃ সন্ধেঃ স্তৃপ্তিহাং । ‘নিরাদয়ঃ ক্রান্তা-দাথেতি সমাসঃ ততো স্বয়াদিত্যং যত্ম । ১ সন্ধিশূ । ২ দৃঢ় । (ত্রিকাণ্ড) বিকল্পপক্ষে নিঃস্বন্ধি হইবে ।

নিঃস্বামন (ত্রি) নিষ্কান্তঃ সাত্ত্বঃ ততো সমাসঃ স্বত্বক্ । সাম-রহিত । বিকল্পপক্ষে নিঃস্বামন হইবে ।

নিঃসঙ্গ (ত্রি) নির্নাস্তি সঙ্গো যত্র । ১ যেননরহিত । ২ ফলের অভিনিবেশশূন্য ।

“বেদোক্তমেব কুর্য্যাপো নিঃসঙ্গোহপি তমীষরে ।

নৈকশ্রুগিচ্ছিং লভতে রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥”

(মলমাসভবত্বত ভাগবতবচন)

নিঃসঙ্গি (ত্রি) নির্নাস্তি সঙ্গিচ্ছ । ১ দৃঢ় । ২ সন্ধিরহিত ।

নিঃসম্পাত (পুং) নির্নাস্তি সম্পাতো গমনাগমনং যত্র । ১ নিলীধ । (ত্রিকাণ্ড) (ত্রি) ২ গমনাগমনপরিশূন্য ।

“ন বৃত্তিগোধনৈর্বাপি সেব্যতে বনবৃত্তিভিঃ ।

নিঃসম্পাতঃ কৃতঃ পদ্মাতেন তদ্বিষয়াশ্রয়ঃ ॥” (হরিব ৮।১।১৪)

নিঃসরণ (স্ত্রী) নির-স্ব-সৃষ্টি । ১ মরণ । ২ উপায় । ৩ গৃহাদি-মুখ । ৪ নির্মাণ । ৫ নির্গম । (হেম)

“গর্ভবাসে মহকুৎসং দশমাসনিবাসনম্ ।

তথা নিঃসরণে ছঃখং যোনিয়স্নেহতিলাক্ষণে ॥” (দেবীভা ৪।২।২৮)

নিঃসার (পুং) নির্গতঃ সারো যন্মাং । ১ শাখোটরূপ, চলিত শেওড়া, শাঁড়া । ২ স্ত্রোমাকভেদ । (রাজনি’) (ত্রি) ৩ সাররহিত, সারশূন্য ।

“মাহুয্যে কদলীভুক্তনিঃসারে সায়মার্গনম্ ।

যঃ করোতি স সংমৃতাং জলবৃন্দসরিগে ॥” (ভুক্তিতত্ত্ব)

নিঃসারণ (স্ত্রী) নির-স্ব-গিচ্ছ ভাবে লুট্ । ১ নিঃসারণ । নিঃ-সার্যতেহনেতি নির-স্ব-গিচ্ছ করণে লুট্ । ২ গৃহাদির প্রবেশনির্গমাদি পথ । (শব্দর)

নিঃসারা (স্ত্রী) নির্নাস্তি সারো যন্মাং । কদলীবৃক্ষ । (রাজনি’)

নিঃসারিত (ত্রি) নির-স্ব-গিচ্ছ করণি ক্র । ১ বহিকৃত, পর্যায়—অবকট, নিষ্কাসিত । (জটধর) ২ সারাব্যবধান, সারের অভাবযুক্ত । “সর্কেহর্কচক্রে দম্বা নিঃসারিতাঃ ।” (হিতোপ’)

নিঃসীমান (ত্রি) নির্গতঃ সীমা যন্মাং । সীমারহিত, অবধিশূন্য ।

“নিঃসীমানন্দমাসীদ্বপনিষদ্বপম তৎপরীভূয়ভূয়ঃ ॥” (নৈষধ)

নিঃস্নেহ (ত্রি) নির্নাস্তি স্নেহো যন্ত । ১ রেহশূন্য । রেহশব্দের অর্থ প্রীতি ও ঘৃত তৈলাদি । প্রীতিশূন্য, ভালবাসারহিত ।

“অহো দশরথো রাজা নিঃস্নেহঃ স্বহৃতঃ প্রীতি ।” (রামা ২।৪২।৭) ২ রসহীন ।

“নারঃ স্পৃষ্ট্যাহি সমেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিভুযতি ।

আচম্যেব তু নিঃস্নেহঃ গামালভ্যার্কসীকা বা ॥” (মহু ৫।৮৭) ৩ তৈলবিহীন ।

নিঃস্নেহফলা (স্ত্রী) স্নেহকটকারী । (রাজনি’)

নিঃস্নেহা (স্ত্রী) নির্গতঃ স্নেহো রসো যন্মাং । অতসী । (ত্রিকা’)

(ত্রি) ২ অমুরাগরহিত ।

“যদ্বর্থে স্বকুলং তাক্রং জীবিতার্থকং হারিতম্ ।

সা মাং তাক্রতি নিঃস্নেহা কঃ স্ত্রীণাং বিশ্বসেরঃ ॥” (পঞ্চতন্ত্র ৪।৪৭)

নিঃস্পন্দ (ত্রি) নির্নাস্তি স্পন্দো যন্ত । স্পন্দরহিত, নিশ্চল ।

নিঃস্পৃহ (ত্রি) নির্গতা স্পৃহা যন্ত। আশাশূন্য, স্পৃহারহিত।

নিঃস্রব (পুং) নিঃ-স্র-অপ্। ১ অবশেষ।

“ক্রয়ো বা নিঃস্রবস্ত্র্যং বণিজ্যং লাভকুং সূতঃ।” (বাঙ্কব°)

২ নির্গমন।

নিঃস্রাব (পুং) নিঃ-স্রবতীতি নিঃ-স্র-ণ। ভক্তুরস, ভাতের মাড়, ফেন। পর্যায়—আচাম, মাসর। ২ ক্ষরণ। ৩ বার।

“বহ্বাদানোহন্নঃস্রাবঃ খ্যাতঃ পুঞ্জিতদৈবতঃ।” (কামন্দক)

নিঃস্ব (ত্রি) নির্নাস্তি স্বং ধনং যস্য। ধনহীন, দরিদ্র। ইহার লক্ষণ—“স্বপীকারো বিরুদ্ধো চ বক্রো পাদৌ শিরালকৌ।

সংযুক্তৌ পাণ্ডুরনখৌ নিঃস্বস্ত বিরলাঙ্গুলী।” (গরুড়পু°)

যাহার পাদদ্বয় বক্র, নখ সকল স্বপীকার, পাণ্ডুরবর্ণ ও শিরাল এবং সর্ঙ্গদা পরিণত থাকে, অঙ্গুলী সকল বিরল, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া জানিবে।

নিঃস্বভাব (ত্রি) নির্গতঃ স্বভাবো যস্য। স্বভাবশূন্য। বৌদ্ধ-দিগের মতে বস্তুমাত্রই স্বভাবশূন্য।

“বুদ্ধা বিবিচ্যামানানাং স্বভাবো নাবধারণ্যতে।

• অতো নিরভিগপপ্তন্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতা।” (লঙ্কাবতার)

বুদ্ধিদ্বারা বিবিচ্যমান পদার্থ সকলের স্বভাব অবধারণিত অর্থাৎ নিশ্চিত হয় নাই। অতএব সেই সকল স্বভাব নিরভি-লম্বা ও নিঃস্বভাব ইহা দর্শিত হইয়াছে।

শূন্যবাদিবৌদ্ধদিগের মতে—বস্তুর স্বরূপত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাহার নিঃস্বভাবই স্বভাবের কারণ ইহা প্রতিপাদন করিয়াছে।

নিকক্ষ (অব্য) কক্ষন্ত সমীপম্, সমীপার্থে অব্যয়ীভাবঃ। পশ্চিমাগর সন্ধিসমীপ।

“চিত্তাং পরিমিক্ষ্যামীক্ষক্ষেণ নিকক্ষে” (কাঠা° শ্রৌ°১৮।২।১)

• “পশ্চিমাগরসন্ধিঃ কক্ষন্তন্ত সমীপং নিকক্ষম্” (বেদদীপ)

নিকট (ত্রি) নি সমীপে কটতীতি নি-কট-অচ্। অদূর, পর্যায়—সমীপ, আসন্ন, সন্নিহিত, সন্নিভ, অভ্যাস, সবেশ, অন্ত, অন্তিক, সমঘাট, সদেশ, অভ্যন্ত, অভ্যণ, সবিধা, উপকর্ষ, অভিভ। (শব্দর°)

বৈদিক পর্যায়—তলিৎ, আসাৎ, অধর, ঔর্ধ্বস, অন্তরীক, আক, উপাক, অর্ধাক, অন্তমান, অবম, উপম।

(বেদনিঘণ্টু ২ অ°)

“দিবসরজনীকূলক্ষেদৈঃ পতন্তিরনারতঃ

বহতি নিকটে কালঃ শ্রোতঃসমস্তভয়াবহম্।

ইহু হি পততাং নাস্ত্যালাঘো ন চাপি নিবর্তনং

তদ্বিহ মহতাং কোরং মোহো যদেষ মদাবিলঃ।” (শান্তিপ° ৩।২)

নিকটতা (ত্রি) নিকট-তল্-টাপ্। সমীপা, নৈকট্য।

নিকটবর্তিন্ (ত্রি) নিকটে বর্ততে বৃত্ত-গিনি। সমীপস্থ, নিকটস্থ, যে নিকটে থাকে।

X

নিকটবর্তিত্ব (ক্ৰী) নিকটবর্তিনো ভাবঃ স্ব। নিকটবর্তির ভাব। নিকটস্থ (ত্রি) নিকটে ভিত্তি স্থা-ক। সমীপস্থ, যে নিকটে থাকে, নিকটস্থিত।

নিকটসম্বন্ধীয় (ত্রি) নিকট সম্পর্কীয়, নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট, স্বজন।

নিকটাগত (ত্রি) উপস্থিত, অভাগত, সমাগত। সমীপে উপস্থিত।

নিকটাগমন (ক্ৰী) নিকটে আগমনম্। উপসরতা, নিকটে আসা, উপস্থিতি।

নিকটানিকট (দেশজ) কাছাকাছি।

নিকন (দেশজ) গোময় দিয়া ধোতকরণ, গোবরযুক্ত জল দিয়া গৃহমার্জিত করণ। গৃহাদি গোময়াদি দ্বারা পরিষ্কার।

নিকনচুকন (দেশজ) গোময় দিয়া গৃহপরিষ্কার করণ।

নিকক্ষিয়া (দেশজ) ১ নিষ্ক, মস্তকহীন। ২ স্বকবিহীন ভূত-যোনিবিশেষ।

নিকর (পুং) নিকরোতীতি ব্যাপ্রোতীতি নি-ক-অচ্। ১ সমূহ, রাশি। ২ সার। ৩ জায়-দেয় ধন। ৪ নিধি। (মেদিনী)

নিকর্তন (ক্ৰী) নি-কৃত-লুট্। ১ ছেদন। (ত্রি) ২ ছেদন-কারী।

নিকর্তব্য (ক্ৰী) নি-কৃত-তব্য। ছেদনীয়।

নিকর্ষণ (ক্ৰী) নির্নাস্তি কর্ণং যত্ন। ১ সন্নিবেশ। ২ পত্তনা-দিতে পরিচ্ছন্ন প্রবেশ। নগরাদির বাহিঃস্থিত জমীড়াভূমি। ৩ গৃহাদির বাহিরে বিহরণভূমি, গৃহপ্রবেশের দ্বারস্থিত উঠান। ৪ সমীপস্থতা। ৫ প্রোঙ্গণাদির সন্নিবেশ। (ত্রি) ৬ কর্ণগরহিত।

নিকষ (পুং) নিকষতি পিনষ্টী স্বর্গাদিকং যদ্রেতি নি-কষ-ঘ (গোচরসঙ্করেতি। পা ৩।৩।১১৯) ১ কটিপাথর, সুবর্ণ পরীক্ষা করিতে হইলে এই নিকষোপলে পরীক্ষা করিতে হয়।

“নিকষে হেমরেখেব শ্রীরাঙ্গদীনপায়িনী।” (রঘু ১৩।৪৬)

(ত্রি) সুবর্ণাদির পরীক্ষার্থ কর্ণগকর্ষ।

“বদা নিগুণমাপ্রোতি ধ্যানং মনসি পূর্জম্।

তদা প্রোজায়তে ব্রহ্ম নিকষং নিকষে যথা।”

(ভারত শাস্তি ২০৫ অ°)

৩ শাণ, অস্ত্রাদি তীক্ষ্ণতামাধন অন্ত্র। (অমর)

নিকষণ (ক্ৰী) নি-কষ-লুট্। ঘর্ষণ, খনন।

নিকষা (ক্ৰী) নিকষতি হিনস্তীতি কষ-হিৎসে পচাদাচ্, তত-ষ্টাপ্। ১ রাক্ষসাতা। সুমালিকঞ্জা ও বিশ্রবার পত্নী। ইহার গর্ভে রাবণ, কুন্তকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখা জন্মগ্রহণ করে। (রামা°) (অব্য) নি-কষ-গতো-আঃ (আঃ সমিন্ নিকষিতাম্। উণ ৪।১৭৪) ২ নিকট। ৩ মধ্য। এই

‘নিকবান্ধগোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। “পয়োধিমা বন্ধচলজ্জলা-
বিলাগ্ বিলম্ব্যলঙ্কাং নিকবা হনিষ্যতি।” (মাঘ ১১৬৮)

নিকবান্ধজ্জ (পুং) নিকবায়াঃ আন্বজঃ। নিকবার পুত্র।
রাক্ষস।

নিকবোপল (পুং) নিকবনাম উপলঃ। ১ প্রত্নরভেদ, কটি-
পাথর। ২ শাপ।

নিকস (পুং) নিকসতি পিনটি স্বর্ণাদিকং যত্র নি-কস-ঘ। নিকব।
(ভরত)

নিকা (আরবী) মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবার বিবাহবিশেষ।
ঐ বিবাহের নিদর্শনপত্রের নাম নিকানায়া। আরব,
ইজিপ্ট ও পারস্যে বিবাহ উৎসবের মধ্যে নিকাই প্রধান
অঙ্গ। ভারতবর্ষে নিকা নিরুপ্ত বিবাহ মধ্যে গণ্য ও ইহা কতিপয়
নিরুপ্ত জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। (অনুচাদিগের সারী
বা বিবাহ উপলক্ষে নিয়ত ৫ দিবস আমোদ আশ্বাদ হয়,
একজ ইহার সহিত তুলনায় নিকার উৎসব নাই বলিলেই হয়।
সাদিপ্রথা অপেক্ষা নিকাপ্রথা অতি হয়ে হইলেও এখনও
ইহার আদর লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে নিকা শব্দ মুসলমান-
দিগের মধ্যে বিবাহ বিশেষকে বুঝায়। পাত্র ও পাত্রীকে
বিবাহবন্ধনে একত্র করিবার সময় কাজী যে সকল কথা উচ্চারণ
করিয়া যুক্ত করিয়া দেন, তাহার নাম নিকা। দিল্লীর নিকট-
বর্তী স্থানে নিকাকে বরাত কহে। পাত্র ও পাত্র সবর্ণ
হইলে এবং পাত্রা যদি অনুচা হন, তবেই সেই স্থলে সাদি বা
বিবাহ হয়।

নিকান (দেশজ) মুদ্রিকা ও গোময় দ্বারা গৃহাদি মার্জন।

নিকানোর, যুগের ৩০৫ পূর্বে আন্তঃগোনাসের প্রতিনিধি।
ইনি সমস্ত মিডিয়া, পার্শিয়া, এসিয়া এবং সিন্ধুনদ পর্যন্ত
সমস্ত দেশ অধিকার করেন।

নিকাম (স্ত্রী) কম ইচ্ছায়াঃ নি-কম-ঘঞ। ১ ইষ্ট, অভিলাষিত।
২ পর্যাশ। ৩ অতিশয়।

“নিকামতপ্তা দ্বিবিধেন বাল্লনা” (কুমার ৫১২৩)

নিকামন্ (ত্রি) নি-কম বাহুলকাৎ মনিন্। নিতরাং কামুক,
অতিশয় অভিলাষযুক্ত।

“সিষক্তি স্বজমানা নিকামতিঃ” (শুক ১০১২১২)

“নিকামতিঃ নিতরামভিগাখুটিকঃ” (সায়ণ)

নিকায় (পুং) নিচায়তে ইতি নিচি-ঘঞ্, আদেশশ্চ-ক।
(সম্ভ্যে চানোত্তরাদিগে। পা ৩৩৮২) ১ সমুহ। ২ সমান-
ধর্ম্ম ব্যক্তিসমূহ, সমধর্ম্ম প্রাণিসংহতি।

“তথা দেবনিকায়ানাং সেন্সাণাঞ্চ দিবৌকসাস্ ॥” (ভা° ১১২৩৪৫)
৩ লক্ষ্য। ৪ নিলয়, বাসস্থান, গৃহ। ৫ পরমাজ্ঞা।

নিকায় (পুং) নিচায়তেহস্মিন্ ধাতাদিকমিতি নি-চি-ণাৎ
প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ (পায়াসান্যায়নিকাবোতি। পা
৩১১২২) গৃহ, আলয়।

“ন প্রণায়ো জনঃ কচ্চিরিকায়াং তেহধিষ্ঠিষ্ঠতি।

দেবকার্যবিষতায় ধর্ম্মদ্রোহী মহাদেবে ॥” (ভট্ট ৫১৬৬)

নিকার (পুং) নি-কৃ-ঘঞ্। ১ পরাম্ভব। ২ অপকার। ৩ অপ-
মান। ৪ মানহানি, অবমাননা, অনাদর। ৫ তিরস্কার, লাঞ্ছনা।

৬ ধাত্যাদির উর্জ্জ্বেপণ। ৭ খলীকার। ৮ দিকার। (শকমালা)

“নিকারোহগ্রে পশ্চাদ্জনমহহ ভোক্ত্বি নিধনম্।” (শান্তিশতক)

নিকারগ (স্ত্রী) নিকারয়তি ক্লিপাত্যনেতি। নি-কৃ-গিচ্-লুট্।
১ মারণ। ২ বধ।

নিকারিন্ (পুং) যজ্ঞকরণশীল, বাহাদের স্বভাব যজ্ঞ করা।

“নিক্রম পূর্ষচিভো নিকারিণঃ” (শুক্লযজুঃ ২৭৪৪)

“নিকারিণঃ নিতরাং যজ্ঞকরণশীলাঃ” (বেদদীপ)

নিকারি বা নিকিরি, মন্তব্যাবসায়ী নীচ জাতি। বাকালার
স্থানে স্থানে ইহাদিগের বাস। ইহারা নগদমূল্যে অথবা
পুর্ক হইতে টাকা দান দিয়া জেলেদের নিকট হইতে
মাছ ক্রয় করিয়া বাজারে বিক্রয় করে বলিয়া ইহাদের
নিকারি নাম হইয়াছে। ইহারা নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগের ভ্রাতৃ
সমস্ত কার্য করে। সময়ে সময়ে ইহারা আম প্রভৃতি অশ্রাজ
ফলাদি মাথায় লইয়া ফিরি করিয়া বেড়ায়। বেহারপ্রদেশের
মুসলমান নিকারিরা মুসলিম বা মজ্জিয়া নামে অভিহিত।

নিকাল্য (ত্রি) নি-কল-ণাৎ। চালনীয়। (ত্রিকা°)

নিকাশ (পুং) নি-কাশ-ঘঞ্। ১ প্রকাশ। ২ সমীপ।

“উবাচ পূর্ণেন্দুকিকাশবক্তাঃ” (হরিব° ১৪৫ অ°)

নিকাশ (দেশজ) ১ হিসাব স্থির করণ, জমা খরচ স্থির
করিয়া প্রভুকে সেই সকল পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া।
২ জলনির্গমন, জল বাহির হওন। যথা, এই স্থলে জল
নিকাশ হয় নাই। এই অর্থে কেবল নিকাশ শব্দ ব্যবহার
হয় না। ৩ শেষ।

নিকাশীপোতা (দেশজ) জমীদারের কণ্ঠচারিরা নিকাশ
দিবার সময় যাহা দেনদার হয়।

নিকাষ (পুং) নি-কষ-ঘঞ্। সমুষ্টিখন, করণ।

নিকাসন (ত্রি) নিকাসতে শোভতে হনেন ইতি কাস-করণে
লুট্। তুল্য।

নিকিটিন-আথেনেসিয়াস্, একজন কবিবাসী পরিব্রাজক।
১৪৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে গুজরাতদেশে পদার্পণ করেন।
তৎপরে কাশ্মীর ও কোলাবা জেলার চেউল নগর ভ্রমণ
করিয়া জুররে গমন করেন, তথায় ঐ নগরের সৌন্দর্য্যাদি

দর্শন করিয়া তিনি দরিয়াল, কালিকট, সিংহল, বিদর্ভ, বিজয়নগর, কুলবর্ণী ও অশরাপর নানাস্থান পদব্রজে দর্শন করিয়া ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতভূমি পরিত্যাগপূর্বক হরমুজ, সিরাজ, ইস্পাহান, তাম্রিজ ও টিবিজ্ঞ প্রভৃতি নগর দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি এই সকল নগরাদি দর্শন করিয়া তাঁহার বাণিজ্য, ব্যবসা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় লইয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে তৎসাময়িক কাশে, হরমুজ, দরিয়াল, কালিকট, সিংহল, বিদর্ভ ও বিজয়নগরের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে।

নিকিরী, মুসলমান জাতির এক প্রকার উপাধি। ইহার মন্ত বক্রম্বারা জীবিকানির্ভর করে।

নিকিষি (ক্লী) কিশ্বাভাব, পানের অভাব।

“পুনর্নায় ব্রহ্মদ্বারা কৃতী দেবিনিকিষিম” (শুক ১.০।১.১৭)

‘দেবা নিকিষিং কিশ্বাভাবং’ (সায়ণ)

নিকী (দেশজ) নীধী, উকুন।

নিকুচি (দেশজ) ক্ষুদ্রতা, স্বল্পভাবতা। যথা, কাজের নিকুচি।

নিকুচ্যকর্নি (অবা) নিকুচো সচ্চো কণৌ যজ, ততো ইচ্ সমা। সচ্চ্যাকর্ক, যাহার কর্ণদ্বয় সচ্চিত।

নিকুঞ্চক (পুং) নিকুঞ্চতীতি নি-কুঞ্চকোটিলো ঘৃণ্। পরিমাণভেদ, কুড়বপাদ, কুড়ব পরিমাণের ৪ ভাগের এক ভাগ। অল্প অল্পসী। কাহারও কাহার মতে ৮ তোলা। ২ বানীর-বৃক্ষ, জলবেশস।

“নিকুঞ্চকঃ পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ।” (ভাবপ্রা পূর্বখণ্ড)

নিকুঞ্চিত (ক্লী) নি-কুঞ্চ-ত। ১ অঙ্গহারান্তর্গত শিরোবিশেষ। (ত্রি) ২ সচ্চিত।

নিকুঞ্জ (পুং, ক্লী) নিতর্য্য কো পৃথিব্যাং জায়তে জন-ড, পুষো-দরাদিত্য সাধু। লতাাদি পিহিতোদরকুঞ্জ, উপবনে উজ্জানে বা অরণ্যে লতা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত গৃহাকার কুঞ্জ, লতাগৃহ।

“কপিকুলমুপযাতি ক্রান্তমজেনিকুঞ্জম” (অতুস)

নিকুঞ্জবন, ভৌতবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণাবন নামে এই নিকুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ অীরাদিকা সহ বিহার করিতেন। [বৃন্দাবন দেখ।]

নিকুঞ্জিকান্না (স্ত্রী) নিকুঞ্জিকা কুণ্ডোদ্ভবা অন্না। কুঞ্জিকাবৃক্ষ-ভেদ। পর্যায়—কুঞ্জিকা, কুঞ্চবল্লরী। ইহার গুণ শ্রীবল্লী সদৃশী। (রাজনি)

নিকুন্ত (পুং) নি-কুন্তি-অচ্। ১ মস্তীবৃক্ষ। ২ কুন্তকর্ণরাক্ষস-পুত্রভেদ। ৩ দানবভেদ। (ভারত ১।৭৫ অ°) ৪ প্রহ্লাদের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬০ অ°) ৫ হর্য্যক নৃপপুত্র। (হরিব° ২.৪ অ°) ৬ বিশ্বদেবভেদ। ৭ কুরুসেনাধিপতির অন্তর্গত নৃপভেদ। (ভারত দ্রোণপ° ১৫৬ অ°)

৮ কুমারাহুচরভেদ। (ভারত সভ্যপ° ৭৬ অ°)

৯ রাক্ষসেশ নামে শিবাহুচরভেদ।

“পার্শ্বে তিষ্ঠন্তমাহুয় নিকুন্তমিদমব্রবীৎ।

রাক্ষসেশ পুরীং গন্তা শূভ্রাং বারাগনীং কুরু ॥” (হরিব° ২৯ অ°)

কুন্তকর্ণের পুত্র নিকুন্ত লঙ্কায়ুগ্মে হত হন। এই নিকুন্ত রাবণের মন্ত্রী ছিলেন।

(রামা° লঙ্করা ৪২, ৫৪ স°, লঙ্কা° ৮, ৯, ৪৩, ৫৭, ৭৫ স°)

নিকুন্ত, ১ স্বর্ষাবংশীয় একজন রাজা। অযোধ্যার ইহার রাজধানী ছিল। এই বংশে মাক্কাতা, সগর, ভগীরথ, রঘু এবং রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। নিকুন্তের প্রপিতামহ কুবলয়াশ্ব, ধুজ নামক দৈত্য বধ করিয়া ধুজমার উপাধি ধারণপূর্বক স্বনামা-হুসারে রাজপুতনার ধুজার (জয়পুর) রাজ্যস্থাপন করেন। ইহার বংশাবলী নিকুন্ত নাম ধারণপূর্বক এখানে বাস করিতেন। অযোধ্যার বংশ এক্ষণে রঘুবংশ নামে খ্যাত। মাক্কাতা এবং সগরের সহিত হৈহয় এবং তালজঙ্গদিগের নর্যদা নদীতীরে এক যুদ্ধ হয়। তদবধি এখানে এই বংশের একটা শাখা বাস করিতেছে। টড বলেন যে, নিকুন্ত বংশীয়েরা বহু-দিবস মণ্ডলগড় জেলায় বাস করিত। মেবাতের অন্তর্গত আল-বর এবং ইন্দোর ইহারাই স্থাপন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং অভিনেত্র ইহাদের রাজধানী ছিল। মুসলমানদিগের আক্রমণের পর মধ্যপ্রদেশের মধ্যে কেবল খান্দেশের চতুর্দিকে এবং আলবরে ইহাদের প্রাধান্ত বিস্তৃত ছিল। হুসেন খাঁর পূর্ব-পুরুষ আলাবল্ খাঁ উত্তর আলবরবাসী নিকুন্তদিগকে ক্ষমতা-চ্যুত করেন।

২ দৈত্যবিশেষ। সপ্তপুরীর রাজা। নিকুন্ত কৃষ্ণের মিত্র ব্রহ্মদত্তের কন্যাসমূহ হরণ করিলে, কৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া সপ্তপুর ব্রহ্মদত্তকে দান করেন।

নিকুন্তাখ্যবীজ (ক্লী) নিকুন্তাখ্যস্ত দত্তিকা বৃক্ষস্ত বীজবৎ বীজং যন্ত। জয়পাল। [জয়পাল দেখ।]

নিকুন্তিত (ক্লী) নৃত্যবিষয়ক অষ্টোত্তরশত করণান্তর্গত নৃত্য বিশেষ।

“করণানান্ত সর্বেষাং সামান্যং লক্ষণশ্চিদম্।

প্রায়ো বামকরো বক্ষঃস্থিতোহস্তঃ পুরতোহস্থগঃ ॥

পাদাভ্যাং করণং জেয়ঃ তদিত্যষ্টোত্তরং শতম্।

নিকুন্তিতঃ পার্শ্বক্রান্তমতিক্রান্তং বিবর্তকম্ ॥”

(সঙ্গীতদামো°)

নিকুন্তিলা (স্ত্রী) ১ লঙ্কার পশ্চিমভাগস্থিত একটা গুহা। ২ এই গুহা-স্থিত দেবী। ইন্দ্রজিৎ এই গুহাতে ও দেবীর সমক্ষে যজ্ঞকার্য্য শেষ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন।

"যছাতিষ্টে কৃতং কথং হতান সর্গাংশ বিজিনঃ।

নিকৃষ্টানামঃ প্রাপ্তমকৃত্যত্রক যো রিপুঃ॥"

(রানী লকা ৮৫।১১ ৮৬, ৮৭, ৮৯)

নিকৃষ্টী (স্ট্রী) নিকৃষ্ট গৌরাদিহাৎ জীষ্। ১ দস্তীযুক্। (রাজনি)

২ কৃষ্টকর্ণের কজা।

নিকুরষ (স্ট্রী) নিকুরতীতি নি-কুর বাহলক্যাৎ অষচ্। সমূহ।

এই শব্দের পুংলিঙ্গ ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়।

"আয়রুণ্যগুণকচিবিক্রমদণ্ডভাজো

যন্তাস্তিকৈশ্বনিকুরষ টবাট্টহাসঃ॥" (শ্রীকণ্ঠ ১৮।১০)

নিকুলীনিকা (স্ট্রী) নিপাত।

"গতাগতং প্রতিগতং চুক্ষীশ নিকুলীনিকাঃ।

কর্তাহস্তি মিষতাং বোধ্য ততো দ্রক্ষ্য মে বলম্॥"

(ভারত কর্ণণ ৪৯ অ°)

'নিকুলীনিকাঃ নিপাতাঃ' (নীলকণ্ঠ)

নিকুল (পুং) নরমেদয়জের অন্তর্গত বর্ষযুগে পশুদিগের বধো-
দেজ দেবতাভেদ, অথমেদযজ যে দেবতার উদ্দেশে বর্ষযুগে
পশুতনন হয়।

"ক্ষেমায়া বিমোক্তারমুৎকুলনিকুলেভাস্তিষ্ঠিনম্"

(ভুগুজ ৩০।১৪)

নিকৃত (ত্রি) নি-কৃত-ক্। ১ প্রত্যাখ্যাত। ২ শঠ। ৩ বঞ্চিত।

৪ নীচ। ৫ অপকৃত, হার্কিত, তিরস্কৃত।

নিকৃতি (স্ট্রী) নি-কৃ-তিন্। ১ ভৎসন, তিরস্কার। ২ অপ-
কার। ৩ ক্ষেপ। ৪ শঠ। ৫ শঠতা, শাঠ্য।

"ন সময় পরিরক্ষণং ক্ষমন্তে নিকৃতিপরেম্ ন ভুরিধামঃ।"

(কিরাত ১।৫৫)

৬ দৈহ্য। (শব্দর) ৭ পৃথিবী। (নিঘণ্টু) ৮ সাধাতঃ

উৎপন্ন মনুষ্য পয়ঃভেদ। (হরিব ১০৪ অ°)

নিকৃতিন্ (স্ট্রী) ১ শঠ। ২ নীচ। ৩ হুট।

নিকৃত (ত্রি) নি-কৃত-ক্। সমূল ভিন্ন, খণ্ডিত।

নিকৃতমূল (পুং) নিকৃতঃ মূলঃ যন্ত। যে বৃক্ষের মূল ছিন্ন
হইয়াছে।

নিকৃত্য (স্ট্রী) নিষ্কৃত্য, শঠতা।

নিকৃদ্বন্ (ত্রি) পরাজয়ে নিকৃষ্টনীল, ছেদক।

"নিভোদিনো নিকৃদ্বানো" (খৃষ্ ১০।৩৪।৭)

'নিকৃদ্বানো পরাজয়ে নিকৃষ্টনীলীঃ ছেদ্যঃ' (সায়ণ)

নিকৃদ্বন (পুং) নিকৃদ্বতি কৃত-লুট্। ১ ছেদনকারী। (স্ট্রী)

কৃত-লুট্। ২ ছেদন, খণ্ডন।

নিকৃষ্ট (ত্রি) নি-কৃষ-ক্। অধম। বাহার জাতি ও আচারাদি
নিম্নিত।

নিকৃষ্টপ্রবৃতি (স্ট্রী) নিকৃষ্টা প্রবৃতিঃ। নীচ প্রবৃতি। (ত্রি)
নিকৃষ্টা প্রবৃতির্ভবত্। ২ বাহার প্রবৃতি নীচ।

নিকৃষ্টতা (স্ট্রী) নিকৃষ্ট ভাবে তন্-টাপ্। নিকৃষ্টত্ব, নীচতা,
মন্যতা।

নিকৃষ্টাশয় (পুং) নিকৃষ্ট আশয়ঃ যন্ত। নীচাশয়, মন্দাশয়,
নিকৃষ্টচিত্ত।

নিকেচায় (পুং) নি-চি যঙ্লুক্, 'আদেশে কঃ' ইতি চস্ত ক।
গোময়াদির পুনঃ পুনঃ রানীকরণ।

নিকেত (পুং) নিকেততি নিবসত্যস্মিতি নি-কিত-ঘঞ।
গৃহ, আলয়। নিকেতন।

"ভিত্ত্বং স্বনিকেতেষু মদাগমনকাজয়া॥"

(দেবীভাগ ৪।১।১২)

নিকেতন (স্ট্রী) নিকেততি নিবসত্যস্মিতি নি-কিত অধি-
করণে লুট্। ১ গৃহ। (পুং) ২ পলাতু। (শব্দচ°)

নিকেল, একপ্রকার ধাতু। এই পদার্থ শূণ্য, অস্ফার, সিলিকা,
গন্ধক ও আর্সেনিক সংমিশ্রণে এবং কোবাল্ট সংযুক্ত অপরিষ্কার
অবস্থায় খনি মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধাতু অগ্নিযোগে
গুহ ও পরিশুদ্ধ করিলে দেখিতে ঠিক রৌপ্যের জায়। ইহা
স্বভাবতঃ দৃঢ়, চূর্ণোদ্য, অতি কঠোর অগ্নিতে দ্রবণীয় এবং লৌহের
মত চূষকের আকর্ষণশক্তি গ্রহণক্ষম হইয়া থাকে।

ইহার আক্কেপিক গুরুত্ব ৮.২৮। ভূগর্ভবাসী ক্রণষ্টান্দ সর্ব-
প্রথমে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে এই ধাতু আবিষ্কার করেন। এই ধাতুর
সহজে পরিষ্কার করিবার প্রণালী আজিও জানা যায় নাই। তবে
ইংলণ্ডের বামিংহামসহরবাসিগণ এই মিশ্রিত ধাতুকে চা-খড়ি
এবং ক্রোয়াইড-অফ-কেলসিয়াম সহযোগে অম্লানুপাতে গালাইয়া
থাকে। পরে ঐ ময়গাদি বিহীন পরিশুদ্ধ পদার্থকে চূর্ণ করিয়া
পুনরায় অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এই উপায়ে ধাতুগত
আর্সেনিক উপিয়া যায়। অবশিষ্ট চূর্ণ গুলি হাইড্রো-ক্লোরিক
এসিডে গালাইয়া চাপে রিচিঃ পাউডার দিয়া ঐ দ্রবলোহকে
অক্সিজেনযুক্ত করা হয়, তাহার পর ঐ লৌহ পুনরায় নেবুর রসে
(milk of lime) ডুবাইয়া দিতে হয় এবং তলায় যে কাইট বা
চূর্ণ পড়িয়া থাকে, তাহা ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে।
ঐ তরল পদার্থে কেবল কোবাল্ট ও নিকেল মিশ্রিত থাকে এবং
উহা সালফিউরেটেড-হাইড্রোজেন নামে অভিহিত হয়। ইহাতে
ক্রোয়াইড অফ লাইম্ দিলে কোবাল্ট তলায় পড়িয়া যায় ও
কেবলমাত্র নিকেল মিশ্রিত থাকে। ঐ নিকেলযুক্ত তরল
পদার্থে নেবুর রস (milk of lime) দিলে কেবলমাত্র নিকেল
ধাতু অবশিষ্ট থাকে। এই পরিশুদ্ধ ধাতু রূপার জায় চক্চকে,
নমনীয় এবং প্রায় লৌহের জায় গলনশীল। ৬০০° ডিগ্রী

(কারণ্‌হি) তাপে উত্তপ্ত করিলে ইহার আকর্ষণশক্তি হ্রাস হইয়া যায়। সাধারণ জলবায়ুতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। উত্তপ্ত বায়ুতে ইহা অক্সিডাইজ হয়।

নিকেল ধাতু তাম্রের সহিত মিশাইলে জার্মান-সিল্‌ভার (German silver) পরিণত হয়। এলুমিনাম নামক ধাতুর সহিত ইহার ২ শতাংশ মিশাইলে উক্ত ধাতুকে শক্ত করে এবং উহার শুষ্ক স্বল্প মাত্রায় বৃদ্ধি করে।

রাজপুতানা, ভাদ্‌ড়, কান্দাহার ও সিংহলের সাক্সাগায়ের নিকট অরবিন্দুর মিশ্রিতনিকেল পাওয়া যায়। এখন নিকেলের খনির অল্পতা হেতু এই ধাতু দুর্লভ হইয়াছে।

নিকোচক (পুং) নিকোচতি শব্দেতে নি-কুচ বুন। অঙ্কোট-বৃক্ষ (Alangium hexapetalum) এই শব্দ কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

“বাতামাকোড়াভিষুকং স্কুলকনিকোচকম্।

উরুমাণং প্রিয়ালঙ্ঘং বৃহৎ গুরুশীতলম্ ॥”(বাডট সূত্রস্থ ৬ অ°)

নিকোচন (ক্লী) সঙ্কচন।

• “বাবহারং প্রপ্তো ন স্কহনেনাক্সি নিকোচনেনোপহসিতঃ।”

(মহু ৮৪৫ কুল্লুক)

নিকোচক (পুং) নিকোচক প্ৰযোদরাসিদ্ধাং সাধুঃ। নিকোচক।

নিকোথক (পুং) নি-কুণ-বুন। একজন বৈদিকাচার্য্য। ইহার উপাধি ভায়স্জাত্য।

নিকোবর, ভারত মহাসাগরের একটা দ্বীপ। আন্দামানদ্বীপের দক্ষিণে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ৮টা বড় ও ১২টা ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে নিকোবর দ্বীপটী দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল ও প্রস্থে ১২ হইতে ১৫ মাইল। এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ননকারি বন্দরে ভারতগবর্মেণ্ট জাহাজ বাঁধিবার আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন।

নিকোবর দ্বীপ সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাছাড়ে পরিপূর্ণ। এখানে অপর্ণাপ্ত নারিকেলবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এখানকার অরণ্যে একপ্রকার বৃক্ষ পাওয়া যায়, তাহার গুড়ি জাহাজ ও গৃহাদি নির্মাণের উপযোগী। নানা প্রকার ফল এবং নানাজাতীয় পক্ষী এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। মৎস্য যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

নিকোবরবাসিন্দের সহিত, মলয়বাসিদিগের অনেকটা আকৃতি-গত সোসাদৃশ্য থাকিলেও নিকোবরবাসিদিগের চক্ষুর আকার দেখিলে, ইহাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের বর্ণ তাম্রবর্ণের জায় ও শরীরের গঠনপ্রণালী অতি স্বন্দর; ইহারা অধিক লম্বা হয় না, বরং খর্বাকৃতি হইয়া থাকে। ইহাদের চক্ষু চীনদিগের চক্ষুর জায়, নাসিকা ক্ষুদ্র ও

চেন্দো, মুখ অত্যন্ত বড়, ওষ্ঠ পুরু, কর্ণ দীর্ঘ, চুল কাল ও ঝাড়া এবং সামান্য দাড়ি আছে।

নিকোবরবাসিরা যে সমস্ত গ্রামে বাস করে, ১০ উঁচা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত এবং প্রত্যেক গ্রামে ১৫ হইতে ২০ খানি মাত্র গৃহ আছে। প্রত্যেক বাড়ীতে ২০ জন বা ততোধিক লোক বাস করে। মৃত্তিকার উপর আন্দাজ ১০ ফিট উচ্চ খুঁটি পুতিয়া, তাহার উপরে নিকোবরবাসিরা গৃহ প্রস্তুত করে। এই সমস্ত গৃহের আকার গোল এবং ইহাতে আদৌ জানলা থাকে না। উক্ত গৃহের তলায় এক প্রকার ঘাস থাকে। মই যোগে ঐ ঘাস দিয়া তাহারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

নিকোবরবাসিরা সাধারণতঃ মৎস্যজীবী। শূকর, গৃহ-পালিত পশুপক্ষী, কচ্ছপ, মৎস্য, নারিকেল, জাম, নানা প্রকার ফল এবং মেলোরি নামক বৃক্ষের ফলজ রটাই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা অত্যন্ত অলস, ভীক, বিশ্বাসঘাতক এবং স্ত্রী-প্রিয়। পূর্বে ইহারা অনেক সময় দস্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিত, কিন্তু এই দ্বীপ ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হওয়া পর্যন্ত এখানকার লোক শাস্ত্রস্বভাব হইয়াছে।

নিকটবর্তী দ্বীপবাসিরা পরস্পরের কথাবার্তা বুঝে না। ইহারা কুসংস্কারাক্রম, ভূত বিশ্বাস করে ও শবের গোর দিবার পূর্বে মৃতদেহ কএক দিন পলি মধ্যে রাখিয়া দেয়, পরে তাহার খাণ্ডাদির বাসন সমেত পুতিয়া ফেলে। ইহাদের কোন লিখিত ভাষা নাই। অতি প্রাচীনকালে এখানে লিখিত ভাষার পরিবর্তে হুয়া, চঙ্গ, থাল, ঘটা, মজুয়া প্রকৃতির চিত্রদ্বারা অক্ষরের কার্য সাধিত হইত।

ইহারা এক সময়ে বহু বিবাহকে চুণা করে। স্ত্রীপরিভাগ প্রথা এখানে প্রচলিত দেখা যায়। ইহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। যদিও ২১ জন লোক বয়োজ্যেষ্ঠতা হেতু অনেকের মাননীয় হয়, কিন্তু কাহারও উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না।

এখানে কৃষিকাণ্ডের আদৌ চর্কা নাই। তবে খাদ্যের জন্ত কলাগাছ, বাতাপিনেবু (sweet lime), জাম ও অজানা কতকগুলি বৃক্ষ সাগাথ পরিমাণে রোপণ করিতে দেখা যায়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতগবর্মেণ্ট নিকোবর দ্বীপকে অধিকার-ভুক্ত করিয়া আন্দামানের অধ্যক্ষের (Superintendent) শাসনাধীন করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ আন্দামানের চিফ কমিশনরের অধীন হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সমস্ত নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জ ইংরাজ গবর্মেণ্টের উপনিবেশ মধ্যে পরিগণিত হয়।

এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়া জ্বর এই দ্বীপে অতীব প্রবল। ঋতুর মধ্যে বর্ষাই প্রধান। গ্রেট নিকোবরের বন মধ্যে এক অগভ্রাকৃতি বাস করে। অজ্ঞাত

অধিবাসিদিগের সহিত তাহাদের আকার বা চরিত্রগত কোন সাদৃশ্য নাই। সম্ভবতঃ তাহারা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অসভ্য-জাতি হইবে।

নিকোলসন, বঙ্গদেশে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত জটনৈক খাত-নামঃ ইংরাজ কর্মচারী। তিনি ক্রমে ক্রমে উন্নতিসোপান অতিক্রম করিতে করিতে লেপ্টেন্যান্ট-কর্ণেলের পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। যখন তিনি পঞ্জাবের দেওয়ানী বিভাগে (Civil Commission) ডেপুটী কমিসনারের (Deputy Commissioner) কর্ম করিতেন, তৎকালে তিনি তৎকাল অধিবাসিদিগের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অনেক সদাশয় মহাশয় এ দেশের উন্নয়ন অধিকার করিয়া বহু সংখ্যক অধীনস্থ কর্মচারির প্রতি সম্ভাব্যতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং অধীনস্থ বাস্তবিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন-পূর্বক তাহাদের সন্মুখতার প্রতিশোধ দিচ্চেন এবং দিয়াছেন। কিন্তু নিকোলসনের তদীয় অধীনস্থ কর্মচারিদিগের প্রতি যেরূপ আশিপতা ছিল, সেরূপ অন্য কাহারও এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। তাহার সম্মানার্থ একদল ভারতবাসী তাহাদিগকে নিকোলসনী (The Nicholsoni) অথবা ‘নিকার নিচী ফকির’ আখ্যায় অভিহিত করিত। পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের কোন সরকারী কার্যবিবরণীতে (Official report) উপরি উক্ত মহাশয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বাক্যটি লেখা আছে - “জগতে এরূপ লোক অতি হ্রস্ব। পঞ্জাবরাজ্য সোভাগ্যক্রমে এমন একটা যত্ন লাভ করিয়াছে।” “Nature makes but few such men, and the Punjab is happy to have had one।” ১৮০৮ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আফগানদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, নিকোলসন সেই যুদ্ধার্থে নিযুক্ত হন এবং দিল্লী-নগর পুনরধিকারকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নিকোলো-দি-কোণ্টী, ভিন্সে রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র-সম্মান। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে দামাস্কাস নগরে ইনি বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। পারস্যদেশের মধ্য দিয়া মলবার ও বঙ্গদেশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। ইনি স্বধর্ম-ভাগ করিয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অপ-রাধের প্রায়চিত্তস্বরূপ পোপ (Pope Eugene) তাহাকে তদীয় দ্রুত ভ্রমণযাত্রাজ্য কীর্তন করিতে বলেন। এই সুযোগে তিনি গুজরাত, গন্ধার তীরভূমি ইত্যাদি স্থানের অতি সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন।

নিকোসিয়ার, যুবরাজ অকবরের পুত্র। ইনি প্রথমে রাজ-বিজ্ঞানী হন এবং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বয়স কালমধ্যে কাশ্মীরে প্রাপ্তভাগ করেন।

নিকোশ্য (পুং স্ত্রী) যজ্ঞীয় পত্নর উদরস্থিত নাড়ীর অংশবিশেষ। নিক্তি (দেশজ) হৃদয় তুলানোবিশেষ।

নিক্রমণ (স্ত্রী) নিতরং ক্রমতে যত্র নি-ক্রম আধারে লুট্। স্থান। “নিক্রমণং নিষদনং নিবর্তনম্” (শব্দ ১।১৬২।১৪)

‘নিক্রমণং স্থানং’ (সায়ণ)

নিক্রীড় (পুং) ১ কৌতুক, ক্রীড়া। (স্ত্রী) ২ সামভেদ।

নিকণ (পুং) কণ শব্দে নি-কণ-অপ্। (কণোবীণায়াঃ। পা ৩।৩৬৫) ১ বীণাধারি, বীণাশল্য। ২ কিসর প্রভৃতির শব্দ। পর্যায়—নিকাণ, কাণ, কণ, কণন, প্রকাণ, প্রকণ, সূকাণ, সূকণ। (ভরত)

নিকাণ (পুং) নি-কণ-ঘঞ্। নিকণ।

নিক্কা (স্ত্রী) নিক-অচ্ টাপ্। নিখা, চলিত নিকী, উকুন।

নিকুভা (স্ত্রী) নি-কুভ-ক-টাপ্। ১ ব্রাহ্মণী। ২ হৃদ্যপত্নী।

“নিকুভাকৃতং ভানো সদাপ্রীতিবিসর্জনম্।”

(হেমাদ্রি ব্রতখণ্ডত ভবিষ্যপুং)

‘নিকুভা হৃদ্যপত্নী তয়া সহিতৌহর্কং’ (ব্যাখ্যা)

নিক্শিপ্ত (ত্রি) নি-ক্ষিপ-ক্ত। ১ তাক্ত। যাহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা ক্ষেপণ করা হইয়াছে। ২ কৃতনিক্ষেপদ্রব্য, যাহা নিক্ষেপরূপে স্থাপিত হইয়াছে, যুক্ত।

নিক্ষেপক (পুং) নিক্ষেপকারী, যে নিঃক্ষেপ করে।

নিক্ষেপণ (স্ত্রী) নি-ক্ষিপ-লুট্। ১ নিক্ষেপকরণ, ফেলিয়া দেওন।

নিক্ষেপ্ত (ত্রি) নি-ক্ষিপ-ত্। নিক্ষেপকারী, যে নিক্ষেপ করে, গচ্ছিত রাখে।

নিক্ষেপ্য (ত্রি) নি-ক্ষিপ-ঘৎ। নিক্ষেপণীয়, নিক্ষেপের যোগ্য।

“নিক্ষেপ্যোহয়োময়ঃ শঙ্কুজলরাশ্তে দশাঙ্গুলঃ।” (মহু ৮।২৭১)

নিখনন (স্ত্রী) নি-খন-লুট্। ১ খনন করা, খোঁড়া। ২ মুক্তিকা। ৩ কবর দেওন।

নিখনরা (আরবী) খরচশুল্য।

নিখর্ব (পুং) সংখ্যাবিশেষ। ১ দশহাজার কোটিতে এক নিখর্ব। ২ তৎসংখ্যেয়।

“অর্কুদমন্তঃ ধর্মনিখর্বমহাপ্রাশস্তবস্ত্রাৎ।” (লীলাবতী)

(ত্রি) নিতরং ধর্মঃ। ৩ বামন, অতিশয় ধর্ম। (হেমঃ)

নিখর্বক (পুং) দশকোটি।

নিখর্বট (পুং) রাবণসৈন্তগত রাক্ষসভেদ।

(ভারত বন ২৮৪ অঃ)

নিখাটু (দেশজ) ১ ভুড়ে, অলস, কর্মহীন।

নিখাত (ত্রি) নি-খন-ক্ত। ১ খনন করিয়া প্রোথিত, স্থাপিত।

“অষ্টাদশবীপনিখাতবৃণঃ।” (রঘু) ২ ক্ষুর।

নিখাদ (দেশজ) ১ স্বরের অঙ্গবিশেষ। ২ খাদরহিত।
৩ হস্তির নাদ।

নিখিল (ত্রি) নিবৃত্তঃ খিলং শেষো বস্মাৎ। সকল, সমগ্র, সমস্ত
সম্পূর্ণ। “নিখিলমলগণানাং নাশকং কামকন্দ্যং

প্রকটয় ভগবত্যা নামযুক্তং পুরাণম্।” (দেবীভাঃ ১।২।৪০)

নিখী (দেশজ) নিকী, উকুন।

নিখুত (দেশজ) নির্দোষ, নিরুলঙ্ঘ্য।

নিগড় (পুং স্ত্রী) নিগলতি বদ্ধাতিতি নি-গল-অচ্ লভ্য ডৎ।

লোহময় পাদবন্ধনী, বেড়ী, লোহময় হস্তিপাদবন্ধন অন্মুক।

চলিত অঁদ্র, দাঁড়ুকা। পর্যায়—শৃঙ্খল, অন্মুক, হিজীর, অন্মুক।

নিগড়ন (স্ত্রী) শৃঙ্খলাবদ্ধকরণ।

নিগড়ি, সাতারা জেলার সাতারার ১১ মাইল দক্ষিণপূর্বে ও রহিম-
পুরের ৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে স্থিত কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরবর্তী
একটি গ্রাম। এখানে বিখ্যাত মহাপুরুষ রবীনাথস্বামির সমাধি
আছে। এই স্থানটী শিবাজী গোসাঁইদিগকে দান করেন।

নিগড়িত (ত্রি) নিগড়োহন্ত সজ্ঞাতঃ তারকাদিহাদিত্। শৃঙ্খলা-
বদ্ধ, যাহার চরণ নিগড় অর্থাৎ শিকল দিয়া বাধা হইয়াছে।

নিগণ (পুং) নিগরণ পুষোদরাদিত্যং সাধুঃ। হোমধুম, হোমের
ধূঁয়া।

নিগদ (পুং) গদ ভাবে নি-গদ-অপ্। (নৌ গদনদপঠস্থঃ।
পা ৩।৩।৬৪) ভাষণ, কণন, পর্যায় - নিগদ। ২ শব্দমাত্র।
৩ আগমোক্ত জপ। ৪ উচ্চৈঃস্বরে জপ।

“যএবাত্র মন্ত্রো যে নিগদঃ।” (শতপথ ব্রাঃ ১।১।১৬)

নিগদিত (ত্রি) নি-গদ-ক্ত। ১ কথিত, ভাষিত। ভাবে ক্ত।
২ কণন, ভাষণ।

নিগদুস্থনাথ, একজন তীর্থিক। তাঁহার সম্পদায়ভুক্ত বৌদ্ধ
শিষ্যগণ তাঁহার লিখিত নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া চলিত।
এই মতাবলম্বিরা ঠাণ্ডাজল খাইত না। সকল সময়ে এমন কি
পীড়া হইলেও গরম জল বাতীত ঠাণ্ডা জল খাইবার নিয়ম
নাই। ইহারা চোখ বা জীবহত্যা করিত না। [নিগ্রহ দেখ।]

নিগম (পুং) নিগমে পুর্যাং ভবঃ। নি-গম-অণ্। (তত্র ভবঃ।
পা ৪।৩।৫৩) ১ বাণিজ্য, বাণিজ্য। নিগম্যতেহত্রেতি নিগম
ষ প্রত্যয়েন সাধুঃ (গোচরসংকরেতি। পা ৩।৩।১১২) ২ পুরী,
কট। নিগম্যতে জ্ঞায়তেহনেতি। ৩ বেদ।

“কথঙ্কারং বাচ্যঃ সকলনিগমাগোচরগুণ-

প্রভাবঃ স্বং বস্মাৎ স্বয়মপি ন জানাসি পরমম্।”

(দেবীভাঃ ১।৫।৬১)

৪ বণিকগণ, হট্ট, হাট। ৫ নিশ্চয়। ৬ অধ্বা, পথ। ৭

বোম্বার্বোধক গ্রহভেদ। ৯ তত্ত্বভেদ।

নিগম শব্দে বেদই বুঝায়—বাক্য প্রকৃতি নিগম শব্দের বেদ
এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

“আদ্যং নৈষট্যকং কাণ্ডে ত্রিভীং নৈগমং তথা।”

(ঋগ্বেদের ঋতুক্রমিকা)

১০ জ্ঞায়-দর্শনের মতে পঞ্চ অবয়বের মধ্যে চরমাবয়ব।

নিগমন (স্ত্রী) নিগমাতেহনেন করণে লুট্। জ্ঞায়দর্শনের মতে
চরমাবয়বভেদ, হেতু, শেষ অবয়ব, এই দর্শনের মতে প্রতিজ্ঞা,
হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই ৫টা অবয়ব।

“হেতুপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্নচনং নিগমনম্” (গোতমহুঃ ১।২২)

প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত সাধোর উপসংহার বাক্যকে নিগমন
কহে।

নিগমবোধ, দিল্লীর সরিকটস্থ কালিন্দী (যমুনা)-নদীতীরবর্তী
একটা জনপদ, পূর্বকালে এই স্থানটী অতি পবিত্র ও দেবতা-
দিগের আবাস বলিয়া কথিত হইত। প্রবাদ এই, দানবরাজ
ধুজ (বিশাল নৃপতি) শাপ-বিমোচনের জন্ত গন্ধাবগাহনে প্রাণ
পরিভাগ-আশায় বিমানপথে কাশী অভিমুখে গমন করিতে-
ছিলেন। পথিমধ্যে তৃষ্ণার্ত হইয়া যোগিনীপুরে (এক্ষণে
যাহা দিল্লী নামে খ্যাত) যমুনায় জলপান করিবার জন্ত অবতরণ
করেন। জলপানকালে একজন ঋষিকে সম্মুখে দেখিয়া শাপ-
বিমোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ঐ মুনি তাঁহাকে কালিন্দী-
তীরবর্তী নিগমবোধ গুহা মধ্যে নারায়ণের কঠোর তপশ্চর্যা
করিতে আদেশ করেন। এইরূপে ৩৮০ বৎসর কাল অতি-
বাহিত হইলে, পাণ্ডুবংশীয় হস্তিনাপুররাজ অনঙ্গপাল তুষারের
কন্যা একদিন সখিগণপরিবৃত্তা হইয়া এই স্থানে গৌরীপূজার্থ
আগমন করেন। যমুনায় স্নানকালে ভয়ানক বুট্টী হইতে-
ছিল। এই জন্ত তাঁহারা এই গুহা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা শীর্ণকায় এই ঋষিকে দেখিতে
পান ও তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। তিনি তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট
হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাঁহাতে ঐ কন্যাগণ
“আমরা বীরপত্নী হইব এবং সর্ব সখিগণ একত্র হইয়া বাস
করিব”, এই আশীর্বাদ যাচা করিলে দানবরাজ তাঁহাদের
মনোভিলাষ পূর্ণ হইক, এই বর দান করেন এবং অনঙ্গপাল
কন্যাকে বলিলেন, যে তুমি একটা বীরমাতা হইবে, তোমার
পুত্র অসীম ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে এবং তোমার অপর পুত্র একজন
স্ববক্তা ভাট হইবে। ইহার পর ধুজ কাশীধামে গমন করিয়া
নিজ মূল শরীর ১০৮ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া গন্ধাগর্ভে আহতি
দিয়া দেবস্থানে গমন করেন। তাহার খণ্ডীকৃত জিহবাংশ
হইতে পূর্বকথিত ভাট এবং বিংশতি খণ্ড হইতে ২০ জন
ক্ষত্রিয় আজমেরে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বিংশতি ক্ষত্রিয়

মধ্যে সোমেশ্বর প্রধান। সোমেশ্বরের পুত্র বিধাত দিল্লীর
পৃথ্বীরাজ। অপরাপর অংশ হইতে কেহ কনোজ, কেহ পরিহার,
কেহ বা কালুর, করকি, নাগোর প্রভৃতি স্থানে জন্ম লাভ
করেন। আমাদের স্বদেশ-খ্যাত চাঁদ-কবি এই অংশ হইতে
লাহোরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (পৃথ্বীরাজ-রায়সী)

নিগমিন্ (ত্রি) নি-গম-ইনি। বেদবিদ। যাহারা নিগম জানে।
নিগর (পুং) নি-গৃ-অপ্ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৭।) ভোজন।
(রাজনি°)

নিগরণ (ক্ৰী) নি-গৃ-লুট্। ১ ভক্ষণ। নিগীর্ণ্যভেনেন করণে
লুট্। (পুং) ২ গল। ৩ হোমধেহু। র স্থানে ল করিলে
নিগলন পদও হইবে।

নিগহদার (পারসী) প্রহরী।

নিগহদারী (পারসী) প্রহরির কার্য।

নিগহবান্ (পারসী) প্রহরী।

নিগহবানী (আরবী) প্রহরির কার্য।

নিগাদ (পুং) নি-গদ-বিক্রমে ষঙ্ (নৌ গদনদপঠশ্বনঃ।
পা ৩।৩।৬৪) নিগদ, ভাষণ, কথন।

নিগাদিন্ (ত্রি) নি-গদ-গিনি। বক্তা।

নিগার (পুং) নি-গৃ-ষঙ্। ১ ভক্ষণ।

নিগাল (পুং) নিগার রক্ত ল। ১ ভোজন। ২ অখগলদেশ।
“ষট্‌বন্ধসমীপেষু নিগালঃ পরিকীর্তিতঃ।

অন্থাচ্চ নিগালন্ত গলমাহর্মণীবিণঃ।” (অমৃত্যুদ্যাক ২।১৪)

নিগালবান্ (পুং) নিগালোহন্ত্যভ্যন্তি, নিগাল-মচুপ্ মন্ত ব।
অখ। (শব্দচ°)

নিগু (পুং) নিগম্যতে বিদ্যাভ্যেহেনেনতি নি-গম বাহুলকাৎ ডু।
১ মন, অন্তঃকরণ। ২ মল। ৩ মূল। ৪ মনোজ্ঞ। ৫ চিত্রকর্ম।
(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ°)

নিগুৎ (ত্রি) নি-গুৎ কিপ্ তুচ্চ। ভয়াদিহেতু অবাকুলশঙ্কাকরক।
“প্রত্যক্ষোবন্ধ নিগুতঃ” (ঋক্ ১০।১২৮।৬) “নিগুতঃ ভয়েন
গলদরূপং অবাকুল শঙ্কঃ কুর্যতঃ” (সায়ণ)

নিগুড়, গুজরাতের মধ্যবর্তী একটি গ্রাম। কমলী-বোড়শত-
ভূক্তির মধ্যে অবস্থিত। ইহার পূর্বে ফলহভদ্র, পশ্চিমে বিহান
গ্রাম, উত্তরে দহিখলি গ্রাম। রাজা ২য় দক্ষ, এই গ্রামটী
কনোজগত প্রসিদ্ধ অথেষ্টী ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্যকে অগ্নিহোত্র ও
অজ্ঞান্ত ধর্মাদিষ্ট কর্তব্যসাধনের জন্য দান করেন।

নিগূঢ় (ত্রি) নিগূঢ়তে সংগ্রিতে ইতি নি-গুহ-জ, ইড়ভাবঃ।
(বস্ত বিভাষা। পা ৭।২।১৫) ১ গুপ্ত, লুক্কায়িত।

“আন্তে বিধুঃ পরমনিবৃত্ত এব মোদো

শক্তোরিতি ত্রিগুণতীজনচিত্তবৃত্তিঃ।

অন্তনিগূঢ়নরানলদাহকঃখং

জানাগি কঃ স্বরমুতে বস্ত শীতরথঃ॥” (উদ্ভট)

(পুং) ২ বনমূল্য, বনোন্মুগ।

নিগূঢ়ার্থ (ত্রি) গুপ্ত অর্থবিশিষ্ট।

নিগূঢ়ক (ত্রি) গোপনকারী।

নিগূঢ়ন (ক্ৰী) গোপন।

নিগূঢ়নীয় (ত্রি) নি-গুহ-অনীয়। গোপনীয়, গোপ্য।

নিগূঢ়ীত (ত্রি) নি-গুহ-জ। ১ আক্রমিত, আক্রান্ত। ২ পীড়িত।
৩ ধৃত, কঙ্ক। ৪ দমিত, শাসিত। ৫ বশীকৃত। ৬ দণ্ডিত।

নিগূঢ়ীতি (ক্ৰী) নি-গুহ-জিন্। দমন।

নিগূঢ় (ত্রি) নি-গুহ-ণ্যৎ। দণ্ডনীয়।

নিগোহান, মোহনলালগঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত একটি নগর।
এই সহর লক্ষৌর ২৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কথিত আছে,
অগোষ্ঠার রাজা নহুয এই নগর স্থাপিত করেন।

নিগ্রিটিং, আসামের অন্তঃপাতী একটি গ্রাম। এই স্থান হইতে
প্রতিবৎসর অনেক চা রপ্তানি হয়।

নিগ্রস্থান (ক্ৰী) নি-গ্রস্থ-ভাবে লুট্। মারণ। (হেমচন্দ্র)

নিগ্রহ (পুং) নির্যমেন গ্রহণমিতি নি-গ্রহ-অপ্ (গ্রহবৃত্তিতি।
পা ৩।৩।৫৮) ১ অগ্রহহাভাব, পীড়ন।

“নিগ্রহং প্রকৃতীনাঞ্চ কৃধ্যাৎ যোহরিবলন্ত চ।

উপদেবেত তং নিতাং সর্ববটৈঃ গুংং যথা॥” (মহু ৭।১৭৫)

২ বন্ধন। ৩ ভৎসন। ৪ সীমা। ৫ দণ্ড। ৬ চিকিৎসা।

(রাজনি°) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৪।১৪৯।২৪) ৮ মহাদেব।

(ভারত ১৩।১৭।৬৪) ৯ নিরোধরূপ যোগদ্বারা অভ্যাস ও
বৈরাগ্যবলে মনের নিরোধ। ১০ মারণ।

নিগ্রহস্থান (ক্ৰী) জায়দর্শনের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত পদার্থ-
বিশেষ।

“বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থানম্।” (গৌতমসূত্র)

প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী কোনরূপ দোষ দিলে সেই
দোষের উদ্ধারে অশক্ত হইরা প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদি
রূপ পরাজয়ের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে। নিগ্রহ-
স্থান ২২ প্রকার যথা—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞাস্তর, প্রতিজ্ঞা-
বিরোধ, প্রতিজ্ঞা-সন্মাস, হেতুস্তর, অর্থাস্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞা-
তাপ, অপার্থক, অপ্ৰাপ্তকাল, নান, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাবণ,
অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিবেক, মতান্বজ্ঞা, পর্যায়যোজ্যোপেক্ষণ,
নিরনুযোজ্যাহযোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেতুভাব। (জায়দর্শন)

নিগ্রহীতব্য (ত্রি) নি-গ্রহ-তব্য। নিগ্রহণীয়, পীড়নীয়, দণ্ডনীয়

নিগ্রাভ (পুং) [বৈ] ১ নিগ্রহ, অসহ্যভাবে ভিক্ষাগ্রহণ।

(বারুসনের ১৭।৬) ২ শত্রুবিষয়ে অপকর্ষ।

“উদ্‌গ্রাস্তঃ চ নিগ্রাস্তঃ চ ব্রহ্ম ।” (শুরযজু ১৭।৬৪)

‘নিগ্রাস্তঃ নিগ্রাহঃ শক্রবিষয়মপকৰ্ণঃ ।’ (বেন্দীপ)

নিগ্রাত্য (ত্রি) নিগ্রাহ, গ্রহীতব্য। “নিগ্রাত্যাহ দেবকৃতঃ” (শুরযজু ৩০) ‘নিগ্রাত্য নিগ্রাহা অশান্তিনিবৃত্তাঃ গ্রহীতব্যঃ’ ই ভবথ যমাদিশ্রেণোরসি যুয়ং গৃহীতান্ততো নিগ্রাত্যঃ ।’ (বেদদীপ)

নিগ্রাহ (পুং) নি-গ্রহ-ঘঞ। (আক্রোশেহবস্ত্রাগ্রহঃ। পা ৩।৩৪৫) নিগ্রহ, আক্রোশ, তোমার অনিষ্ট হউক এই প্রকার শাপ।

“সংদৃষ্ট্যন্ত বৈদেহ্যং নিগ্রাহো বোহর্ধবানরেঃ ।” (ভট্ট ৭।৪৩)

নিগ্রাহ (ত্রি) নি-গ্রহ-ণ্যৎ। নিগ্রহণীয়।

নিগ্রো, এক প্রকার অসভ্য জাতি। আফ্রিকা ইহাদের আদিম বাসস্থান। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে নিগ্রো জাতির বাস দেখা যায়। তন্মধ্যে মলয় উপদ্বীপ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপবলী, আন্দামান প্রভৃতি স্থানেই অধিক।

মলয়জাতি ও পাপুয়াজাতির সহিত নিগ্রোদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মলয় উপদ্বীপবাসী খর্বাকার নিগ্রো বা • সমাজজাতির সহিত মলয়জাতির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। আর নবগিনির বৃহৎকায় নিগ্রোদের সহিত পাপুয়াজাতির বিলক্ষণ ঐক্য আছে।

প্রধানতঃ নিগ্রোজাতি দুইভাগে বিভক্ত—১ খর্বকায় নিগ্রো ও ২ বৃহৎকায় নিগ্রো। খর্বকায় নিগ্রোর দৈর্ঘ্য ৫ ফিটেরও কম, কিন্তু বৃহৎকায় নিগ্রোদের দেহ কাহারও কাহারও ৬ ফিটের অধিক লম্বা হইয়া থাকে। প্রথমশ্রেণীর নিগ্রো ক্ষীণকায়, নাক চোপ্টা, শাশ্রু অতি অল্প, চুল কৌকড়ান, চক্ষু অত্যন্ত ছোট। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিগ্রো দেখিতে ভয়ঙ্কর।

প্রকাণ্ড ক্রম্ববর্ণ দেহ, বড় বড় চক্ষু, কৌকড়ান চুল এবং সূক্ষ্ম নাসিকাগ্র দেখিলে বীরের রূপের ভয়ের সঞ্চার হয়। এই উভয় প্রকার নিগ্রোই গাঢ় ক্রম্ববর্ণ এবং বিলক্ষণ সাহসী। ইহারা অনেকে জলপথে দক্ষাবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ভাহ করিত। কেহ কেহ মুসলমান বাদশাহের অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্যগ্রহণ করিয়াছিল। শিকার প্রভৃতি অত্যন্ত অসম সাহসিক কার্যে ইহাদের সাতিশয় স্পৃহা দেখা যায়। হরিণ, শূকর ইত্যাদি বহু পশু শিকার করিয়া তদীয় মাংসে ইহারা উদর পূর্ণ করিয়া থাকে।

আফ্রিকার নিগ্রোর সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। আমেরিকায় ইহাদের সংখ্যা খেতকার অপেক্ষা কম। লোহিতসাগর এবং পারস্ত উপসাগরের তীরবর্তী স্থানে ও মলয় উপদ্বীপে অনান ৫০ লক্ষ নিগ্রো অবস্থিতি করে।

হাটেস্ট, কাফ্রি ও নিগ্রীটো নিগ্রোজাতির তিনটি বিভিন্ন

শাখা। এতদ্ব্যতীত আন্দামান দ্বীপের পূর্বদিকে অনান বাদশ প্রকার নিগ্রো দেখা যায়। ইহাদের আকার প্রকার ও রীতি রীতির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। [বিশেষ বিবরণ কাফ্রি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নিঘ (পুং) নিঘমিতঃ নির্নিশেবেণ বা হস্ততে জায়তে ইতি নি-হন নিপাতনাৎ সাধুঃ। (নিঘো নিমিতম্। পা ৩।৩৮৭) বিষ্ণুসম, সমবিস্তার দৈর্ঘ্য পদার্থ। “নিঘানিঘতরুচ্ছরৈঃ ।” (ভট্ট)

(‘নিঘোনিমিতম্ ’) নিমিতমিহ সমারোহপরিণাহাত্যাং মিত্তং নিমিতমিত্যুক্ততে ।’ (জয়মঙ্গল)

নিঘট (পুং) নিঘটু। হৃদীপত্র।

নিঘটিকা (স্ত্রী) গুলঞ্চকন্দ। (রাজনি)

নিঘটু (পুং) নিঘটতি শোভতে ইতি ঘট্ দীপ্তৌ কুপ্রত্যয়েন সাধুঃ (যুগযাদয়শ্চ। উণ ১।৩৮) নামসংগ্রহ।

“আদ্যং নিঘটুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।”

(ঋগ্বেদভাষ্যোপক্র)

১ অভিধানবিশেষ, টীহাতে বৈদিক শব্দের অর্থ লিখিত আছে। ২ একাধবাচী পর্যায় শব্দ সকল যাহাতে নিবিষ্ট আছে, তাহাকে নিঘটু কহে। অমরকোষ, বৈজয়ন্তী ও হল্যযুধ প্রভৃতি গ্রন্থে যে স্থলে নাম সংগ্রহ আছে, সেই সেই স্থলকেও নিঘটু বলা যায়।

নিঘটু তিন অধ্যায়ে বিভক্ত, তাহার প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবাদি লোক ও দিক্কালাদি জবাবিষয়ের নাম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুষ্য ও তদবয়বাদি জবাবিষয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে মনুষ্য ও মনুষ্যাবয়বাদি জবা এবং সর্গাদি ধর্মবিষয় নিবন্ধ হইয়াছে। ৩ হৃদীপত্র, নিঘট।

নিঘর্ষ (পুং) নি-ঘষ ভাবে ঘঞ। ঘর্ষণ, ঘসা।

নিঘর্ষণ (স্ত্রী) নি-ঘষ-লুট। ঘর্ষণ, ঘসা।

“যথাহি জনকং শুদ্ধং তাপচ্ছেদনিঘর্ষণেঃ ।”

(ভারত শাস্তি ১২০ অ)

নিঘস (পুং) আদ-ভক্ণে নি-অদ-অপ্, ততো ঘসাদেশঃ (ঘঞপোশ্চ। পা ২।৪।৩৮) আহার, ভক্ষণ।

নিঘাত (পুং) নি-হন ভাবে ঘঞ। ১ আহনন। ২ অস্ত্র শর দ্বারা অস্ত্র শর হনন, উদাত্তাদি হননপূর্বক অস্ত্রদাত্ত করণ। ৩ অস্ত্রদাত্ত শর।

“উদাত্তাদিহননপূর্বকমস্ত্রদাত্তকরণং নিঘাতঃ ।” (মনোরমা)

নিঘাতি (স্ত্রী) নিহন্ততেহনয়া নি-হন-ইঞ কৃদ্বক্ (বসি-বপি-ঘদ্রিয়াজীতি। উণ ১। ৪।২৪) লোহঘাতিনী, লোহময়দণ্ড।

নিঘাতিন্ (ত্রি) আঘাতকারী, হত্যাকারী।

নিঘাসন, অসোধ্যার অন্তর্ভবী, খেদী জেলার একটা মহকুমা।

অক্ষা° ২৭° ৪১' হইতে ২৮° ৪১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২১' ১৫' হইতে ৮১° ২০' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে স্বাধীন নেপাল রাজ্য, পূর্বদিকে নানপাক্কা তহসীল, দক্ষিণে বিস্বন ও সীতাপুর তহসীল এবং পশ্চিমে লক্ষীপুর তহসীল। খেরী জেলার মধ্যে একটি বড় তহসীল, কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা অপরাপর তহসীলের তুলনায় অতি অল্প। ক্ষেত্রফল ৯০৬ বর্গমাইল। ফিরোজাবাদ, ধোরাবাদ, নিবাসন, খৈড়ীগড় এবং পালিয়া এই পাঁচটা পরগণা ইহার অন্তর্গত।

নিবাসন, খেরী জেলার একটি পরগণা। ইহার উত্তরে খৈড়ীগড়, এই উভয়ের মধ্যে সরস্বতী নদী প্রবাহমান। পূর্বে ধোরাবাদ, দক্ষিণে ভূয় এবং পশ্চিমে পালিয়া।

নিঘুন্ট (স্ত্রী) নিঘুন্টাস্থিত, নি-ঘুন্ট ভাবে ক্র। ঘুন্ট, ঘোষণ। নিঘুন্ট (পুং) ঘুন্ট সংঘর্ষে নি-ঘুন্ট বৃদ্ধ প্রত্যয়েন সাধুঃ (সর্বনিঘুন্ট-সিদ্ধেতি। উণ ১।১৫৩) ১ গুণ। ২ বায়ু। ৩ ধর। ৪ মার্গ। ৫ বরাহ। (সং-উপাঙ্গিহিত।) ৬ ভ্রম। (নিঘট্ট ৩২) নিঘু (ত্রি) নিঘুন্টতে নিগুন্টতে ইতি নি-হন ঘঞার্থে ক। ১ অদীন, আয়ত্ত, বনীভূত। ২ অহত। ৩ পুরিত, অল্পপূরণ।

“পুনর্দ্বাদশ নিঘাচ্চ লভাতে মৎফলং বৃষ্টৈঃ ॥” (সুখ্যাসিঃ)
(পুং) ৪ সুখ্যবংশীয় অনরণ্যপুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ১৫।২২)
৫ অনমিত্রপুত্র নৃপভেদ।

“অনমিত্রহতো নিরো নিমন্ত তু বহুভূঃ।” (হরিব° ৩৯ অ°)

নিম্নডান (দেশজ) ১ নিম্নাঙ্গন করিয়া জলনিঃসারণ। ২ অত্যঙ্গার করণ।

নিচক্র (পুং) অসীমকক্ষের পুত্র। যখন হস্তিনাপুর গঙ্গাজলে প্রাণিত হয়, তখন ইনি কোশাধীতে রাজধানী স্থাপন করেন। (বিষ্ণু)

নিচন্দ্র (পুং) দানবভেদ।

নিচয়ন (স্ত্রী) অন্ন যত্র গরিসংগে পান।

নিচয় (পুং) নি-চি-অচ্চ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) সমুহ।

“আহরিষামি দাক্ষণ্যং নিচয়ান্ মহতেহপি চ।” (ভারত ৪।২।৩)

২ অবয়বাবির সমুচ্চয়। ৩ নিচয়। (শব্দর°) কশ্মণি অচ্। ৪ নিচীরনান, অবয়বাবি স্থান বহুমান।

“সর্কেক্ষ্যামাঃ নিচয়াঃ পতনাস্তাঃ সমুচ্চয়াঃ।” (ভা° স্ত্রীপ° ২ অ°)
৫ সমুহ।

নিচয়ক (ত্রি) নিচয়ে কুশলঃ আকর্ষণাদিভ্যাং কন্। নিচয়-কুশল।

নিচলাবল, গোরখপুরের ৫১ মাইল উত্তরপূর্বে তহসীল মহারাজগঞ্জের তিলপুর পরগণার একটি প্রাচীন গ্রাম। এইখানে এক প্রকাণ্ড ইষ্টকনির্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নিচায় (পুং) নি-চি পরিমাণার্থায় যঞ্। রানীকৃত ধাত্তাদি। নিচি (পুং) নি-চি বাহুলকাৎ ডি। গোকর্ণনিরোদেশ, গাভির কর্ণ ও শিরঃপ্রদেশ।

নিচিকী (স্ত্রী) নিচিনা কার্যতি শোভতে ইতি কৈ-ক, গোরাদি-ভ্যাং ভীষ্। নৈচিকী, উত্তমা গাতি।

নিচিত (ত্রি) নিচীরতে স্মৃতি নি-চি-ক্ত। ১ পুরিত। ২ কাণ্ড। ৩ রচিত, সঙ্কিত। ৪ সম্যক উপাঙ্কিত। ৫ সর্গীর্ণ। ৬ নিশ্চিত। (স্ত্রী) ৭ নদীভেদ।

“কৌশিকীং ত্রিদিবাং কৃত্যঃ নিচিতাং রোহিতারণীম্।”

(ভারত ৬।১।৮)

নিচির (স্ত্রী) নিতরাং চিরঃ প্রাদি সমাসঃ। ১ অত্যন্ত চির-কাল। ২ তদ্রথী, চিরকালবর্তী।

“প্রস্থ জ্যোষ্ঠাং নিচিরাভ্যাং বৃহন্নমো” (শুক ১।১৩৩।১)

‘নিচিরাভ্যাং নিতরাং চিরকালভ্যাং নিতাভ্যাং’ (সায়ণ)

নিচু (দেশজ) নিম্ন।

নিচু (দেশজ) স্বনাথ্যাত দেশজ ফলবিশেষ। এই বৃক্ষ (*Nephelium Litchi*) খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে সর্বপ্রথমে চীনদেশে নিচুর গাছ দেখিতে পাওয়া যায় এবং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশে আনিয়া বপন করা হয়। চীনভাষায় ইহার অপর একটি নাম “টনলি”। চীন ও হিন্দী লিচি বা লিচু, ব্রহ্মকোটমউক, ইংরাজী লিচেন্স। চীনবাসীরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে নানা প্রকার নিচুর চাষ করে। বৃক্ষগুলি ৫।৬ হাত হইতে ১৬।২০ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এই ফলের আকৃতি গোল, দেখিতে ঠিক ছোট ছোট কাঁকরোলের জায়, কিন্তু গাভ্রু কাঁটাগুলি কাঁকরোলের মত ছুঁচাল না হইয়া বরং কাঁটালের মত দ্রবৎ ভোঁতা হয়। ফলের মধ্যে একটি মাত্র বীজ তাহার উপর তালশাঁসের মত কোমলাংশ পদার্থ, (ইহাই সকলে অতি স্নেহিত খাইয়া থাকে) এবং উপরিভাগে কাঁটাযুক্ত আবরণ আছে। উহার প্রত্যেক গুচ্ছে অনেকগুলি করিয়া ফল থাকে; যতদিন ঐ আবরণ হরিৎবর্ণ থাকে, ততদিন উহা কাঁচা ও পরিপক হইলে উহা রান্ধা হইবে। ফলের ভিতরের শাঁস অতি স্নিগ্ধ ও অল্প অম্লাস্বাদযুক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে অম্লযুক্ত একটু সলসলও আছে। এই ফল ভারতবাসী ও যুরোপীয়গণের অতি প্রিয়। দক্ষিণ চীন হইতে প্রথমে এই বৃক্ষ কলিকাতায় আনীত হয়। তথা হইতে বাঙ্গালার সর্বত্র, উত্তরপশ্চিম ভারতে লক্ষৌ, মুম্বাই, কলিকাতা, শাহরপুর্ন প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ হইয়াছে। তন্মধ্যে মুম্বাইকলিকাতার নিচুই সর্বোৎকৃষ্ট এবং ভগ্না হইতে কলিকাতা ও বোম্বাই প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে আনীত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।

যতদিন না নিচু কলের গাভাবরণ শুকাইয়া কাল হইয়া পচিয়া উঠে, চানবাঁসীরা ততদিন উহা খাইয়া থাকে। কিন্তু তখন আর সুস্বাদু ও সুখপ্রিয় থাকে না, যুরোপে এরূপ শুক নিচু বিক্রয় হইয়া থাকে।

চীনেরা এই নিচুপাতা হইতে একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করে। জীব জন্তু কামড়াইলে ক্ষতস্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিষ ও আগা উপশমিত হয়।

নিচুন্ধ (ত্রি) ১ গর্জন। ২ বিড়, বিড় করা।

নিচুন্দ্র (পুং) নিচমনেন পৃথিতে ততো পৃষোদরাদিভ্যঃ সাধুঃ। ১ সমুদ্র। ২ অবভূত। “সমুদ্রোহপি নিচুন্দ্র উচ্যতে নিচমনেন পৃথিতে অবভূতোহপি নিচুন্দ্র উচ্যতে নীচৈরস্মিন্ কণন্তি নীচৈর্দধতীতি বা, নীচং কৃণোতীতি বা।” (নিরুক্ত ৫।১৮)

নিচুল (পুং) নি-চুল-ক। ১ হিজল বৃক্ষ, হিজল গাছ। “ইজ্জলো হিজলশচাপি নিচুলশচাযুক্তথা।” (ভাবপ্র° পূর্বখ°) ২ বেতসবৃক্ষ।

নিচুল, একজন কবি। মহাকবি কালিদাসকৃত মেঘদূতের টীকার মন্তিনাথ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি কালিদাসের সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। ইহার উপাধি কবিরায়গীজ।

“স্থানাদস্থ্যং সরসনিচুলাহুংপততোদযুথঃ গম্” (মেঘদূত)

নিচুলক (ক্লী) নিচুল ইব প্রতিকৃতিঃ কন্ (ইবে প্রতিকৃতে)। পা ৫।৩।৯৬) নিচোলক, ঘোষাদির চোলাকৃতিপরিগাহ, কঙ্কক, বর্ষচন্দ্র।

নিচুং (ক্লী) মধ্যে সরিষেশ।

নিচেচায় (পুং) স্তরে স্তরে সাজান।

নিচেত্ (ত্রি) নি-চি-তৃণ্। লক্ষ বস্তুর সঞ্চয়কর্তা।

“নরা নিচেতারা চ কপৈঃ” (শুক ১।১৮।২)

“নিচেতারা লক্ষানাং তাসাং সঞ্চয়কর্তারৌ” (সায়ণ)

নিচেয় (ত্রি) নি-চি-য়ৎ। আটায়মান। স্রিয়াং টাপ্।

নিচেয় (পুং) নি-চর বাহুল্যক্য উন্ আদয়েচ্চ। নিতরঃ চরণশীল, অত্যন্ত বিচরণশীল।

“নিচুন্দ্র নিচেয় রসি” (শুক্রবজ্ ৩।৪৮) “নিচেয়ঃ নিতরঃ চরণতীতি নিচেয়ঃ, নিতরঃ গমনশীলোহসি” (বেদদীপ)

নিচোল (পুং) নিচোলাগতে ইতি চুল-ঘঞ। ১ আচ্ছাদন বস্ত্র। ২ স্ত্রীদিগের পরিধান বস্ত্র। চলিত পাছুড়ী, ঘোমটা, পর্যায়—নিচুল, উত্তরচ্ছদ, প্রচ্ছদপট। (হেম°)

“সম্ভবত্বাচ্ছমিতস্তীত্র শীতবলীকৃতাঃ।

আশাশকশাশিরে নীলনিচোলাচ্ছাদিতা ইব ॥”

(রাবভূত ৩।১৬৯)

৩ উত্তরীয় বস্ত্র। ৪ ঘাঘরা। ৫ সাজোরা।

নিচোলক (পুং) নিচোলাইব কামতীতি কৈ-ক। ভটাদির চোলাকৃতি সমাহ, ঘোড় পুরুষের বর্ষ, পর্যায়—কুপাল, বারবাণ, কঙ্কক। (হেম°)

নিচুভূমি (দেশজ) নির ভূমি।

নিচোড় (দেশজ) ১ নীচাশয়, ঘণিত।

নিচোড়ামি (দেশজ) নীচতা, নীচাশয়ের কার্য।

নিচুক (পারসী) নিঃসন্দেহ। মিথ্যা, স্বার্থশূন্য।

নিচুনি (দেশজ) ১ অনভিলাষ, নিঃসুহ। ২ আপদ। ৩ পুত্র।

নিচুক (দেশজ) পরিহার, হাঁকিয়া মল পরিত্যাগান্তে শাস্তাংশ।

নিচুবি (ক্লী) তীক্ষ্ণভূক্তিশেষ, ত্রিহৃত। (ত্রিকাণ্ড)

নিচুবি (পুং) ব্রাত্যকজির হইতে সর্বগাণ্ডে জাত জাতিবিশেষ।

“ভল্লোমল্লচ রাজজান ব্রাত্যাং নিচুবিরেব চ।” (মহু ১০।২২)

নিচুদ (পুং) নি-ছি-ঘঞ। ছেদন, কণ্টন।

নিচুিয়া (দেশজ) ১ নির্মূল্য করিয়া।

“নিচুিয়া ফেলিল পান কৈল নমস্কার।

মহেশের কণ্ঠে গৌরী দিল রত্নমাল ॥” (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

২ নিমিয়া।

“গন্ধর্ক নিচুিয়া সতে হরিগুণ গায়।” (অমৃতপ্র° ১৯ অ°)

নিচু (দেশজ) একাকী, কেবল।

নিচুড়িয়া (দেশজ) নিঃসহায়, বন্ধহীন।

নিজ (ত্রি) নিশ্চয়েন জ্ঞাতে ইতি নি-জন-ড। স্বীয়, আপন।

“অয়ং নিজ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।” (হিতোপদেশ)

২ নিত্য স্বাভাবিক।

নিজকর্ম্ম (ক্লী) স্বকীয় কার্য, আপনার কাজ।

নিজকৃত (ত্রি) স্বকৃত, আপনার দ্বারা কৃত।

নিজগল, মহিষের অন্তর্গত বঙ্গাল জেলার একটা ক্ষুদ্র পাহাড়।

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থানে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল।

নিজগুণ শিবযোগী, একজন কবি। “বিবেকচিন্তামণি” ইহার রচিত।

নিজগুণ, একজন মরাঠী কবি। ১৫২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৭

খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দক্ষিণভারতের

লিঙ্গায়ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন বিখ্যাত গায়ক। ইহার

রচিত সঙ্গীতশাস্ত্রীয় পুস্তকের নাম গ্রন্থ-রচন-নিবন্ধন। উহাতে

রাগ, রাগিনী, স্বর, তাল ইত্যাদির উৎপত্তি ও স্থায়িত্বকাল

প্রভৃতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।

নিজবাস (পুং) পার্শ্বতীর কোষসমূহ গণভেদ।

“নিজবাসো ঘসশ্চৈব স্থাপকর্ণঃ প্রশোষণঃ।” (হরিশ° ১৬৮ অ°)

নিজয়ি (ত্রি) নি-হন-কি-দ্রিহক। নিতরঃ হননশীল।

“অথ নিজয়িরোদসা” (শুক ৯।৫৩২)

নিজাউল (দেশজ) জঙ্গলশুল্ক, কণ্টকরহিত ।

নিজধৃতি (দ্বী) ১ শাক্তীপন্থিত নবীভেদ । (ভাগং ৪।২০।১২)
(দ্বি) নিজা ধৃতিবস্ত । ২ ধৃতিমান, বুদ্ধিমুগ্ধ ।

নিজমতাবলম্বিন্ (দ্বি) আশ্বমতবাদী, একগুঁরা, যে কেবল
নিজ মত অবলম্বন করে ।

নিজমুক্ত (দ্বি) স্বভাবমুক্ত, নিভামুক্ত ।

নিজস্ব (দ্বী) নিজস্ব স্বং । নিজদন, স্ববিত্ত, আপন ধন ।

নিজা (দেশজ) খীয়া খী, পতিব্রতা জী ।

নিজাত্মানন্দনাথ, একজন গ্রন্থকার । ইনি শ্রীবিজ্ঞাপূজাপদ্ধতি
নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ।

নিজাত্মানন্দপ্রকাশ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার । সুসিংহের
শিষ্য । ইহার রচিত ‘মহাত্রিপুরসুন্দরীপাঠকারণক্রমোত্তম’ নামে
একখানি গ্রন্থ আছে ।

নিজাম (আরবী) ১ শুল্ক । ২ প্রকৃতি, মেজাজ । ৩ গঠন ।
৪ বন্দোবস্ত । এই শব্দের নানা অর্থ । ‘নিজাম’ শব্দে সাধারণতঃ
হায়দরাবাদের শাসনকর্তাকে বুঝা যায় । আসফজাহী বংশের
সংস্থাপক ‘নিজাম-উল-মুলক’ উপাধি প্রাপ্ত হন । তাঁহার
উপাধির প্রসমাংশে ‘নিজাম’ থাকায় তৎপরবর্তী হায়দরাবাদের
রাজগণ নিজাম নামে খ্যাত ।

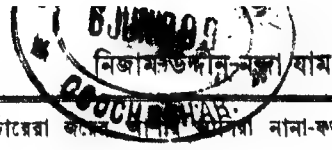
নিজাম আলী খাঁ, দাক্ষিণাত্যে নিজাম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা
নিজাম-উল-মুলক আসফজাহের ৪র্থ পুত্র । ইনি হায়দরাবাদ-
সিংহাসনে চতুর্থ নিজামরূপে আরোহণ করেন । পিতার মৃত্যুর
পর পেশবা তদীয় ভ্রাতা সলাবৎ জঙ্কে আক্রমণ করিলে
১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নিজাম বৃহানপুর হইতে আন্ধ্রনগরাস্থিত অগ্র-
সর হন । পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্তগণ রজনগাঁও ও তেলিগাঁও-
দগধেরী নামক স্থান লুট করে । এখানে মহারাজীয়াগণের
সহিত নিজাম-সৈন্তের ঘোরতর যুদ্ধ হয় । যুদ্ধে নিজাম পরাজিত
হইয়া পুণার নিকট ভীমানদীতীরবর্তী কোরেগাঁও নামকস্থানে
পলাইয়া রক্ষা পান । তিনি বেরারের শাসনকর্তা ছিলেন ।
১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র যাদোন পেশবা বালাজী বাজীরাওর
সৈন্ত কড়ুক নিজ রাজধানী সিন্ধগের নগরে অবরুদ্ধ হইলে
নিজাম আলী যাইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন । ১৭৫৯
খৃষ্টাব্দে নিজাম সসৈন্তে অকোলায় উপস্থিত হইয়া নগর লুট
করেন, জানুজী ভোন্সুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বৃহান-
পুরে পলাইয়া আসেন এবং পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া
যুদ্ধরতী হইয়াছিলেন ।

এই সময়ে নিজামের সেনাপতি কাবিজঙ্ পেশবার নিকট
হইতে কতক টাকা বুঝ লইয়া আন্ধ্রনগর জুগ্গ তাঁহাকে
ছাড়িয়া দেন । এই সুত্রে নিজামের সহিত পেশবার যুদ্ধ

বঁধে । পেশবা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভীমানদীতীরবর্তী পেড়গাঁও
জুগ্গ অধিকার করেন এবং আন্ধ্রনগরের ১৬০ মাইল দক্ষিণ-
পূর্বে উদয়গিরি নামক স্থানে নিজামকে পরাজিত করিয়া
তাঁহার নিকট হইতে আন্ধ্রনগর ও দৌলতাবাদ অধিকার
করিয়া লইলেন । ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে মহা-
রাজীয়েয়া হতবল হইলে নিজাম পুনরায় প্রবরা ও গোদাবরী
নদীর সন্নিগনস্থানে নিধিবাস তালুকের অন্তর্গত টোকার
মন্দির ধ্বংস করেন এবং পেশবার নিকট হইতে উদয়গিরির
সন্ধিসন্ধি প্রদত্ত প্রদেশের কতকগুলি আদায় করিয়া লয়ন ।

জানুজীকে পরাজিত করিয়া নিজাম আরক্ষাবাদ দখল
করিলেন এবং হায়দরাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । ১৭৬১
খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ ভ্রাতা সলাবৎকে রাজ্যচ্যুত ও কারাবদ্ধ
করিয়া নিজামরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন । ইহার
পর তিনি এই বৎসরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে
সৈন্তসাহায্য পাইবার জন্য উক্ত কোম্পানীকে উত্তর-সরকারের
৪টা বিভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । এই সময় দাক্ষিণাত্যে
মহারাত্রী ও ফরাসীপ্রাবল্য দেখিয়া ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার
এই দান লইতে অস্বীকৃত হইলেন । ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি
পুনরায় জানুজী ভোন্সুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । ইহার অবাব-
হিত পরে, তিনি পুণা আক্রমণ ও সেট নগর ধ্বংস করিয়া
উহার কতকংশ পুড়াইয়া দেন । গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি
সহোদর সলাবতের প্রাণনাশ করিলেন ।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর দিল্লীখবরের নিকট
হইতে উত্তর-সরকারের ৫ খানি বিভাগ অধিকারের সনন্দ
প্রাপ্ত হন । আপনাদিগের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য
কোম্পানি বাহাদুর কোণপল্লী জুগ্গ অবরোধ করিলেন ।
এই বৎসরে ১২ই নবেম্বর হায়দরাবাদে নিজামের সহিত এক
সন্ধি হয়, যে বাৎসরিক নয়লক্ষ টাকা পাঠলে কোম্পানী
বাহাদুর নিজামআলীকে যুদ্ধকালে সৈন্তসাহায্য করিবেন
এবং ই সরকার রাজা ইংরাজের অধিকারে থাকিবে ।
কেবলমাত্র শুটুর বিভাগ নিজ ভ্রাতা সলাবৎজঙ্কের জন্য
রাখিয়া দেন । এই বৎসর নিজাম ইংরাজের সাহায্যে বঙ্গালুর
(১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে) দখল ও পোলিগারদিগকে দমন করেন ।
নিজাম ইংরাজ ও মহারাজীয়াগণের সাহায্যে হায়দর আলীকে
আক্রমণ করিলেন এবং এই সময়ে ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ
করিয়া তিনি হায়দরের সহিত যাইয়া মিশিলেন । ১৭৬৮
খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত শান্তিস্থাপনের জন্য তিনি ১লা
মার্চ পুনরায় ইংরাজের নিকট বন্ধতার চিহ্নরূপ বাৎসরিক
পাঁচলক্ষ টাকা দইয়া দিল্লীর প্রবৃত্ত সনন্দের সূর্ত বজায়



রাখিলেন। ইরাজেরা যথাসময়ে কর প্রদান করেন না, এই অভিলার নিজাম পুনরায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলীর সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধ হইলেন।

দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতানের প্রভাব বাড়িলে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে ইরাজের বিরুদ্ধে ঈর্ষ্যভাজন হইতে নিবেদন করেন। টিপু ইহাতে কণ্ঠপাত না করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে নিজাম ও ইরাজ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই সময় নানা-কড়ুনবিশ মহারাত্রীর সৈন্য নাইয়া তাঁহাদের সাহায্যার্থ আসিয়া মিলিলেন। নিজাম টিপুকে পরাজিত করিয়া প্রথমে কড়াপা জেলা অধিকার করেন, ঐ বৎসর টিপু সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া কড়াপা ও গুরমকোতা দুর্গ ছাড়িয়া দেন। নিজাম ঐ সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ এম রেমণ্ড সাহেবকে তাঁহার কৃতসাহায্যের পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। ইহাতে মাজাজ গবর্নেন্ট তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কড়াপা আক্রমণের ভয় দেখাইয়া রেমণ্ডকে ঐ সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বলেন।

এই সময়ে মহারাত্রীগণের অভ্যুত্থানে দিন দিন তিনি হীনবল হইতে লাগিলেন। এক একটা করিয়া রাজত্বের অধিকাংশ প্রদেশেই তিনি মহারাত্রীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অবশিষ্টাংশ যাহা তিনি নিজ অংশে রাখিয়াছিলেন, তাহার জন্ত পেশবাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন।

মাধব রাওর রাজত্ব সময়ে জন্মী ভোন্সে, গোপাল রাও (পেশবার দাস) এবং অজ্ঞাত মহারাত্রী-সর্দারের পরামর্শে নিজ দেওয়ান বিঠল কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া নিজাম আলী পুণা লুট করিতে অগ্রসর হন। মাধব রাওর প্রধান প্রতিনিধি ও মন্ত্রী রঘুনাথরাও ভয়ে পুণা হইতে পলায়ন করিলে নিজাম আলী নগরে প্রবেশ করিয়া যথাসাধ্য লুট এবং নগর ধ্বংস করিতে কিছু মাত্র ক্ষেপিত করেন নাই। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন গোদাবরী নদী পার হইয়া অর্ধপথ আসিয়াছেন, সেই সময় রঘুনাথ রাও সুবিধা বুঝিয়া গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন, ইহাতে নিজামের প্রায় ৭০০০ আফগান সৈন্য নষ্ট হয় এবং তিনি স্বয়ং পলাইয়া রক্ষা পান। হায়দরাবাদ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

পেশবা অধিক কর প্রার্থনা করার নিজাম তাঁহার উপর চটিলেন এবং যুদ্ধের জন্তও প্রস্তুত হইলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মহাদেবী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে, মহারাত্রীসিবি নানা-কড়ুনবিশের ক্ষমতা বাড়িয়া ছিল। দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও তুকালাই হোলকর এই সময় পুণা ছিলেন। তাহার নানাকে উত্তেজিত করিলেন। বেরাররাজ, গোবিন্দরাও গাইকোবাড় এবং অজ্ঞাত

মহারাত্রী-সর্দারেরা একত্রিত হইয়া নানা-কড়ুনবিশের সহিত যোগ দিলেন।

নিজাম মাজরা নদী তীর বাহিয়া বিদগ্ধ হইতে অগ্রসর হইলেন, আন্ধ্রনগরের ৫৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে খড়গা নামক স্থানে আসিয়া মোহোরীগিরিপথ অবতরণকালে হরিপদ্ম ফড়কের পুত্র বাবরাও তাঁহাকে আক্রমণ করেন ও পরাজিত হন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই খড়গার যুদ্ধে মহারাত্রীগণ পরাস্ত হইলে মোংলসৈন্য পরান্দা অভিযুগে যাত্রা করে, এই সময় মহারাত্রীগণ পুনরায় আক্রমণ করে। নিজাম আসদআলী খাঁকে রেমণ্ড সাহেবের সহিত পাঠাইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করেন। এদিকে পাঠানসর্দার লালখাঁ নিজামকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন।

খড়গা (বা খুড়গা) যুদ্ধের পর, যে সন্ধি হয়, তাহাতে মহারাত্রীসেনাপতি পরওয়ার-ভাউ কর্তৃক মুক্ত নিজামমন্ত্রী নানীর-উল-মুলক এবং নিজামআলী স্বয়ং বাজীরাওর পক্ষে উপস্থিত থাকিয়া স্থির হয় যে বাজীরাও পেশবা থাকিবেন এবং নিজামের হিসাব নিকাশ হইবে।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুর মৃত্যুর পর শ্রীরঙ্গপত্তননগর ইরাজের হস্তগত হইলে পর, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইরাজের সহিত নিজামের যে সন্ধি হয় তাহাতে সাহায্যকারী সেনাদলবর্জন এবং যে সমস্ত রাজগণ নিজামরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবে ইরাজগণ তাহাদিগকে দমন করিবেন এই সঠি লিখিত থাকে। ঐ বর্জিত সৈন্তের বায়ভারবহন জন্ত নিজাম কড়াপা প্রভৃতি কএকটা জেলা ইরাজের হস্তে সমর্পণ করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই আগষ্ট নিজাম আলী হায়দরাবাদে দেহ-ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মীর্জা সিকন্দরজাহ্ রাজ্যধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার ৪৩ বৎসর রাজত্বকালে তিনি কতবার ইরাজের এবং কএকবার মহিমুর-রাজের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন। ইহাতে অসুখান হয় যে, তাঁহার চিত্ত চঞ্চল ছিল এবং তিনি দৃঢ়তার সহিত কোন কার্য করিতেন না। ইরাজের সহিত বিশেষ বন্ধুতা থাকিলেও তিনি তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন না।

নিজামউদ্দীন, ফরগণার জনৈক সুশিক্ষিত বীরপুরুষ। ইহার ভ্রাতার নাম সামুদ্দীন। উভয় ভ্রাতাই নব্বদ-বখতিয়ারের অধীনে 'জানবাজ' সৈনিকের কার্যগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিজাম-উদ্দীন-নন্দা যাম, ১৪৬০ খৃঃ অব্দে ইনি সিদ্ধপ্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। কন্দাহারের তুকালাই পুনঃ পুনঃ সিদ্ধদেশ আক্রমণ করার, তিনি ডকরগুর্গ ও খীর রাজ্যের উত্তরাংশ হারাইয়া ছিলেন। এইরূপে নিকংসাছ হইয়া ১৪৯২ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

নিজাম-উদ্দীন খাঁ, কব্বের শাসনকর্তা। মহারাজ রণজিৎ সিংহ নিজাম-উদ্দীনের বিরুদ্ধে সর্দার কতেসিংহকে প্রেরণ করেন।

প্রথমে ইনি মহারাজের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। অবশেষে স্বীয় ঠাকুরের নিমিত্ত অতুতাপ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা, কুতব-উদ্দীনকে মহারাজের নিকট প্রেরণ করেন। কুতব-উদ্দীন মহারাজের নিকট ভ্রাতার প্রতিনিধিস্বরূপ জমা প্রার্থনা করিলেন। নিজাম-উদ্দীন আরও স্বীকার করেন যে, কুতব-উদ্দীন একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া লাহোররাজের অগ্রগমন করিবেন। বিশ্বাসার্থ তিনি ছইজন পাঠানসর্দার হাজি খাঁ এবং বাগল খাঁকে লাহোরে আবদ্ধ রাখেন। অনন্তর মহারাজ একটা হস্তী ও অশ্ব পারিতোষিক দিয়া কুতবকে বিদায় দেন। এই প্রকারে নিজাম-উদ্দীন রণজিৎসিংহের অধীনে নির্জিয়ে কব্ব ভোগ লগল করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে তলীর শ্রালেক বাসল খাঁ, হাকী খাঁ ও নাজিব খাঁর জায়গীরের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি তাঁহাদের জায়গীর লগল করিলেন। তাঁহার প্রতিশোধ লইতে উদ্যমিত দেখায় নাই। উহার তিনজনে একত্র হইয়া গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উদ্দীনের মৃত্যুর পর তলীর ভ্রাতা কুতব-উদ্দীন তাঁহার স্থান অধিকার করেন।

নিজাম-উদ্দীন আফ্রাদ, খাজা, তবকৎ-ই-অকবরি নামক পারস্তগ্রন্থ রচয়িতা। হিরটিবাগী খাজা মহম্মদ মুকীমের পুত্র। ইহার পিতা বাবর শাহের বিশেষ অগ্রগত ছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ূনের গুজরাত-অধিকারকালে ইনি তাঁহার সহচররূপে আসিয়াছিলেন। অবশেষে দিল্লীখর অকবর শাহের অধীনে কার্য পান।

পুত্র নিজাম উদ্দীন অকবর শাহের অধীনে গুজরাতের বজি বা সৈন্যধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যে থাকিয়াই তিনি ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে তারিখ-ই-নিজামি বা তবকৎ-ই-অকবরি নামক ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে ১৩৩৮ হইতে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার স্বাধীনরাজগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে।

ইনি ঐতিহাসিক বণাওনির বন্ধু ও আশ্রয়দাতা ছিলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ইরাণভীন্দ্রাভীয়ে ইনি দেহত্যাগ করেন। লাহোর নগরে ইহার উদ্ভান মধ্যে ইহার গোর হয়।

নিজাম-উদ্দীন আউলিয়া, সেখ, একজন মুসলমান ফকির, ইনি সফরগঞ্জের সেখ ফকির-উদ্দীনের শিষ্য এবং সৈয়দ আফসের পুত্র। বণাওন জেলার ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রভাবজন

এবং বিখ্যাত সাধু বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে দিল্লী রাজধানীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। গরানপুরে তাঁহার কবরের উপর যে ভূতিলভ স্থাপিত আছে, তাহা মুসলমান-সমাজে তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। সময় সময় মুসলমানগণ ককির হইবার মানসে এই সমাধিমন্দিরে আসিয়া বাস করে। জ্ঞাপি মুসলমানগণ মানসিক দিব্যর জন্ম পক্ষদিনে এই সমাধি-মন্দিরে আসিয়া নমাজাদি করিয়া থাকেন।

নিজাম-উদ্দীন, সেখ, দিল্লীবাসী একজন বিখ্যাত মুসলমান ফকির। নিজামাবাদে ইহার সমাধিমন্দিরে পারস্তভাষায় ১৫৬১ খৃষ্টাব্দ বা ১১১১ হিজরায় উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

নিজাম-উদ্দীনপুর, ব্রিহত্তের অন্তর্গত একটা পরগণা। এই পরগণায় ৯টা জমিদারী আছে। সীতামাড়ীতে ইহার সদর আদালত। ইহার উত্তর ও উত্তরপূর্বে কনহোলি এবং কমড়া; দক্ষিণ এবং পশ্চিমে মহিলা লখান্দ্রিয়া নদী এবং ইহার পাখা ব্যতীত জন্ম কোন নদী এই পরগণা দিয়া প্রবাহিত হয় না। সীতামাড়ী হইতে নেপাল পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহা এই পরগণার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

নিজাম-উদ্দৌলা, নবাব, বাঙ্গালার শাসনকর্তা শীর জাকর-আলী খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার শাসন-তার প্রাপ্ত হন। ইহার আসল নাম মন্সুফুলবাক্সী। ইহার মাতার নাম মণিবোগম। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা সৈকতউদ্দৌলা বাঙ্গালার রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

নিজাম-উল্-মূলুক, বেহরী, ইনি বিজয়নগরের অন্তর্গত গোদাবরী নদীর উত্তরস্থ পাণ্ডুর নামক গ্রামের কুলকরণি কোন ব্রাহ্মণের সন্তান। দাক্ষিণাত্যের বাক্সীবংশীয় সুলতান আফ্রাদ-শাহের সৈন্য কণ্ডুক ইনি অতি বাগ্যাকালে বন্দী হন। পরে সুলতানের আদেশে ইসলাম ধর্মে দ্বারিত হইয়া ইনি রাজ-পরিবারবর্গস্থ ক্রীতদাসদিগের সহিত থাকিয়া, সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শিক্ষক দ্বারা আরবি ও পারস্ত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদশাহ ২য়, দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলে ইনি একহাজারী পদ প্রাপ্ত হন। রাজার বাজপক্ষীর প্রতাপালক ছিলেন বলিয়া ইনি বেহরী নামে সাধারণে পরিচিত। ক্রমে ইনি তৈলঙ্গের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হইলেন। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুকালে ইনি তাঁহার পুত্র মাক্কদের রাজ্যভারপরিচালনার জন্ম মজ্জি-পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার কার্যে পরিভূত হইয়া সুলতান ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বীড়, আফ্রাদনগর প্রভৃতি স্থান তাঁহাকে জায়গীর-স্বরূপ দান করেন। তিনি এই জায়গীরের কার্যভার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মালিক আফ্রাদকে প্রদান করিয়া নিজ জমতা

অপ্রতিহত রাধিবীর জন্ত মালিক কাজী ও মালিক আলমরক নামক দুই ভ্রাতাকে সৌলতাবাদের শাসনকর্তা ও তত্ত্বসহকারী নিযুক্ত করেন। তিনি এত ক্ষমতাশালী হইরাছিলেন যে, সুলতানের প্রাধান্ত ও আদেশ লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বিদগ্ধরাজ্যভবনে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হন।

পিতার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আমদ স্বাধীনভাবে নিজ জায়গীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে সুলতানের প্রভূতা উপেক্ষা করিয়া আমদ নিজাম-উল-মুল্ক বেহরী নামে আপনাকে আন্ধ্রদেবরাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ নিজামশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

[নিজামশাহী দেখ।]

নিজাম-উল-মুল্ক, দিল্লীর সুলতান শামস-উদ্দীন আলতমাসের প্রধান উত্তরী। ৬২৫ হিজরায় তিনি সম্রাটের আজায় ভক্তদুর্গ জয় করিতে গমন করেন এবং জরাজীর্ণ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট তাঁহাকে কমাণ্ড-উদ্দীন মহম্মদ-ই-আবু সৈয়দ জুনায়ড়ি উপাধিদানে সম্মানিত করেন। সুলতান রুক্ন-উদ্দীনের রাজত্বকালে, বনাগুন, সুলতান, হান্সি ও লাহোর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তা বিজোহী হইলে ইনি তীত হইয়া রাজধানী হইতে গীলুখরী নামক স্থানে পলাইয়া যান। তথা হইতে কোল প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করেন। এ স্থান হইতে পুনরায় পলাইয়া তিনি মালিক-ইজ-উদ্দীন মহম্মদ সালারীর নিকট যাইয়া যিশিলেন। রুক্নের মৃত্যুর পর আলতমাসের কন্যা সুলতান রজিয়ৎ (রিজিয়া) দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে, ইনি মহম্মদ সালারী, আলাউদ্দীন জাফি প্রভৃতি কএকজন দিল্লীর দ্বারদেশে আসিয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত করেন। এই কারণে উভয়পক্ষে দিন কতক যুদ্ধও হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রজিয়ৎ জয়ী হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, এই সময় তাঁহার আমীরগণ পরামর্শ দেয় যে, বন্ধুভাবে নিজাম প্রভৃতিকে রাজধানীতে আনা হইয়া কয়েদ করিলে শত্রুসংখ্যা কমিয়া যায়। নিজামের দলস্থ আলাউদ্দীন জাফি, মালিক সইফুদ্দীন কুজী ও তাঁহার ভ্রাতা রজিয়তের এই সূচতুর কৌশলে হত, কেহ বা কারা নিকিপ্ত হইলেন। কিন্তু নিজাম-উল-মুল্ক সরস্বত-বরদারের পার্শ্বতা প্রদেশে পলাইয়া রক্ষা পান। ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে সরস্বত-আবাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

নিজাম-উল-মুল্ক আসফজাহ, দাক্ষিণাত্যে নিজাম-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা। ইহার পূর্ব নাম চীন-কুলিচ-খাঁ। ইহার পিতা গাজী-উদ্দীন খাঁ-ফিরোজ-জঙ্গ সম্রাট আলমগীরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং উক্ত সম্রাটের অধীনে সেনাপতির কার্য করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

সম্রাট ফকর-শিয়ারের রাজত্বকালে ইনি প্রথমে পাঁচ হাজারী হইতে সাত হাজারী মনসবদারের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদার পদে নিয়োজিত হইরাছিলেন। এই পদই তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনে নিজাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূচনা করে। হায়দরাবাদে তাঁহার রাজধানী ছিল।

দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী পদ এবং নিজাম-উল-মুল্ক বাহাদুর কতে-জঙ্গ উপাধি লাভ করিয়া কুলিচ খাঁ মহারাষ্ট্রদিগের মূটপাট ও চৌখ কর আদায়ের অত্যাচার দমনমানসে আরজাবাদ অভিযুখে অগ্রসর হইলেন। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্ত তিনি তথাকার কোজদার ও জিলাদারগণকে পত্র লিখিলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদিগের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। নিজাম-উল-মুল্ক এই সময়ে মুরাদাবাদের কোজদার নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই এই কার্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিছুকাল পরে তিনি পাটন ও মালব-রাজ্যের সুবেদার হন। এইরূপে উন্নীত হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে আপন ক্ষমতা অধুনা রাধিবীর জন্ত অর্থসাহায্যে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ‘আশীরগড়’ দুর্গ অধিকার করেন।

নিজামের এই ক্রমিক উন্নতিতে কীর্ষাপন্নতর হইয়া আবদুল্লা খাঁ ও দাক্ষিণাত্যের আশীর-উল-ওমরা হোসেন আলী খাঁ নামক দুই সৈয়দ ভ্রাতা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হন। তাঁহার ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্ত হোসেন আলী নিজ সেনাপতি দিলাবর আলী বক্সী এবং রাজা ভীম ও গঙ্গসিংহ তাঁহার সহকারী হইয়া নিজামের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে দিলাবর পরাস্ত হইলে নিজাম ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বুলানপুর নগর অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে দিলাবর ধীর মৃত্যু হয়।

দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের আফগানদিগকে এইরূপে শাসনাধীনে আনিয়া তিনি আরজাবাদ নগরে ফিরিলেন এবং তথায় শাসনকার্যাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আলম আলী খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। আলম আলী পরাস্ত ও যুদ্ধে নিহত হন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে শত্রুপূরী নিরুণ্টক করিয়া ১৭২১ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজধানীতে উপনীত হন এবং সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন করেন।

সৈয়দ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর, ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া উজীর পদ ও উক্ত মন্ত্রের চিহ্নস্বরূপ যোগ্য পরিচ্ছদ, একখানি ছোরা, মণিযুক্ত খচিত একটা কলম-দান ও বহু মূল্যের একটা হীরকাজুরী প্রাপ্ত হন। এই সময় মালব ও আন্ধ্রাবাদবাসিরা এবং দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রদিগ

বিস্তারী হইয়া উঠিলে তিনি নিজ পুত্র গাঙ্গী-উদ্দীনকে উজীর পদে আপনায় প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইবার মানস করিলেন। তিনি সম্রাটের করুণাপ্রার্থনা করিয়া, জুবা হায়দরাবাদে নিযুক্ত নাজিম মুবারিজ খাঁকে ৪ হাজারী পদ ও ইমাম-উল-মুল্ক মুবারিজ খাঁ বাহাদুর-হিজবর-জঙ্গ উপাধি দেওয়াটেলেন। যে মুবারিজ এতদিন বিশ্বাসের সহিত নিজামের অধীনে কার্য্য করিতেছিল, সে আজ এতাদৃশ সম্মান লাভে গরিত হইয়া উঠিল এবং আপনাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার জ্ঞান করিয়া নিজামের অধীনতা উচ্ছেদ করিবার জন্ত অগ্রসর হইল।

নিজাম মালব অভিমুখে প্রস্থান করিলে, তাঁহার শত্রুপক্ষী-য়েয়া সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট তাঁহার নামে মিথ্যা কতক-জাল অপবাদ দিয়া অবিরোধে সম্রাটের কাণ ভারি করিতে লাগিল। তাহাদের এই হিংসার ফলে, অবশেষে করম-উদ্দীন খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তিকে উজীর মনোনীত করা হইল। নিজাম যখন পশ্চিমধ্যে অবগত হইলেন যে, তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে উজীর (পদ) কাড়িয়া অপরকে দেওয়া হইয়াছে, তখন তিনি দিল্লীর পদোন্নতির আশা ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্যে নিজামরাজ্য স্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন।

মালবে উপস্থিত হইয়াই নিজাম মুবারিজকে পত্র লিখিলেন, এবং নিজাম দ্বারা তিনি যে উপকৃত হইরাছেন, তাহাও উল্লেখ করিয়া তাহাকে বিশেষ ভৎসনা করিলেন। মুবারিজও ঔদ্ধত্য সহকারে প্রত্যুত্তর দিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধের হৃদ্যপাত হইল। আরজাবাদ হইতে ৪০ মাইল দূরে বেরারের অন্তর্গত 'সকর-বেলুড়' নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। দাউদ-খাঁ-পাণীর ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ আসিয়া মুবারিজের সহিত যোগ দেন। উভয়েই যুদ্ধে পরাজিত এবং মুবারিজ সপুত্র নিহত হন। খুজা আক্কাব খাঁ নামে তাহার একটা পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আহত পাইয়া পলায়ন করে এবং মহম্মদনগর জুর্গে যাইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। নিজাম আরজাবাদ হইতে হায়দরাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া এই বালককে অর্থ ও জায়গীর দানে সন্তুষ্ট করিয়া, তাহার নিকট হইতে জুর্গের চাবি লইলেন এবং নিজে জুর্গ অধিকার করিলেন।

নিজাম তাঁহার জীবনে কখনও দিল্লীর সম্রাটবংশের বিরুদ্ধাচারী হন নাই। দিল্লীর মহম্মদ-শাহ তাঁহার উজীর-পদ কাড়িয়া লইলেও তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন নাই। দিল্লীর রাজকীয় কার্য্য সংক্রান্ত যে কক্ষে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে তৈমুর-বংশের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেও দিল্লীর সহিত তাঁহার অসদ্ভাব ছিল না। সম্রাট মহম্মদ-শাহ

তাঁহার উপর প্রীত হইয়া 'আসফজাহ' উপাধি এবং বহু হতী ও মণিমুক্তা দিলেন। এ ছাড়া তাঁহাকে আবার আক্কাবাদের রাজ্যের সুবেদারপদে নিযুক্ত করিলেন।

নাদিরশাহ যখন ভারত আক্রমণে আসিয়া আটক অধিকার করেন, তখন নিজাম সম্রাট মহম্মদশাহের উজীর-উল-মুল্কান ছিলেন। আমীর-উল-ওমরা খাঁ-দৌরাণের মৃত্যু হইলে তিনি 'মীরবল্লী'র পদে নিযুক্ত হন। নাদির শাহ দিল্লীর সম্মুখবর্তী হইলে, নিজাম খাঁ-দৌরানের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময় বুর্হান-উল-মুল্ক নামক জনৈক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এবং ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া নাদিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, খাঁ-দৌরানের জায় উপযুক্ত ব্যক্তি আর নাই, সুতরাং নিজামের মত ব্যক্তির, তাহার পদ আকাজকা করা অজ্ঞায় এবং আরও পরামর্শ দেন যে, ছলে ভুলাইয়া নিজাম ও মহম্মদ-শাহকে বন্দী করিলে নিজে রাজ্যেশ্বর হইতে পারেন। নাদিরশাহ তাহার মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া মহম্মদ-শাহকে তাঁহার তাঁবুতে আসিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিলে, সম্রাট সদলে উপস্থিত হইলেন। নাদির সম্রাটকে বিনয় করিয়া বলিলেন যে, 'আপনার অন্তঃসূচরগণকে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা করুন এবং মাত্র গণ্য জন কএক আপনার সহিত আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। অপরাপর সকলে চলিয়া গেলে নাদির পরামর্শমত সম্রাট, নিজাম, আমীর খাঁ, ইস্‌হাক খাঁ, জাবেদ খাঁ, বিহরোজ খাঁ ও জবাহির খাঁকে বন্দী করিলেন।

ইহার পর নাদিরশাহ একদিন বিশ্বাসঘাতক বুর্হানকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি যে আমার কান্দাহারে অবস্থিতিকালে, আমি ভারতে আসিলেই পক্ষাশ ক্রোর মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলে সে টাকা কোথায়? যদি দিবসত্রয় মধ্যে উক্ত টাকা না হাজির কর, তাহা হইলে তোমার প্রাণ যাইবে। নিজাম-উল-মুল্কও তথায় উপস্থিত ছিলেন। নাদির শাহ অত্যন্ত কোপাধিষ্ট হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই তিরস্কার করেন। চতুর্-চূড়ামণি নিজাম এই উপযুক্ত সময় ভাবিয়া বুর্হানের বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্ত আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া, মর্ষভেদী কথায় আপনাদের অপমানের বিষয় উল্লেখ বুর্হানকে মাতাইয়া তুলিলেন এবং নাদিরের হস্তে মরিবার অপেক্ষা আশ্বস্ততা করিয়া মরা শ্রেয়ঃ; এইরূপ বুঝাইয়া, উভয়েই প্রাণপ্রতিরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যাইতে যাইতে পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাটীতে যাইয়াই বিধ ভঞ্জে দেহ ত্যাগ করিবেন। নিজাম বাটীর সকলকেই আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া একটা পাত্রের সর্ববৎ চালিয়া পান করেন এবং আপনাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করিলেন।

বুহান্ এই চাকুরীর বিস্ময়জনক জানিতে না পারিয়া বিষপানে আত্মজীবন বিসর্জন করেন।

কেহ কেহ বলেন, বুহানের সহিত নিজামের কোন শত্রুতা ছিল না। যখন নাদিরশাহ ভারতে আসিয়া সম্রাট মহম্মদ-শাহের সহিত যুদ্ধ করেন, সেই যুদ্ধে নিজাম ও বুহান উপস্থিত ছিলেন। নাদিরশাহের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার প্রাণবিরোধ হইয়াছিল। [নাদিরশাহ দেখ।]

নাদির চলিয়া গেলে, আমীর খাঁ বক্সীপদে এবং ইস্‌হাক খাঁ খালসার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। ইহার সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলে তিনি পুনরায় নিজ চাকুরী বিস্তারের চেষ্টা করেন। সকলে তাঁহার এই চরিত্রে অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া তিলপং গ্রামে আসিয়া বাস করেন। অবশেষে সম্রাটের মাতামহী মিহর-পুত্রবরের পরামর্শমতে আমীর খাঁ ঘাইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া আসেন।

নিজাম-উল্-মুল্ক রাজাশাসন-সংক্রান্ত কএকটা নিয়ম প্রবর্তন করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ জায়গীরদারের নিকট হইতে যে ‘চৌথ’ কর আদায় করিতেন, এক্ষণে সরূপ না লইয়া সুবা হায়দরাবাদের রাজকোষ হইতে সেই টাকা পাইবেন। অন্তর আর ‘চৌথ’ আদায় হইবে না এবং ক্ষুদ্র জমিদার বা প্রভাগের নিকট হইতে শতকরা ১০ টাকা হিসাবে যে ‘সরদেশমূলী’ কর আদায় হইত, তাহা আর মহারাষ্ট্রীয়গণ আদায় করিতে পারিবেন না। এইরূপ উপায়ে তিনি ‘কমা-ইস্‌দার’, গমস্তা এবং রাহাদারী প্রভৃতি কার্য উঠাইয়া দেন। পূর্বে যে ব্যক্তি রাহাদারীর কার্য করিত, তাহারা অযথা পথিক ও ব্যবসায়ির প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিত। মহম্মদ-শাহের মৃত্যুর ৩৭ দিন পরে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ২২এ মে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বুহানপুর নগরে শাহ-বুহান-উদ্দীন-গরিবের সমাধিমন্দিরে তাঁহার দেহ কবরস্থ হয়।

তাঁহার ছয় পুত্র ছিল,—১ম গাজিউদ্দীন ২ নাসির-জঙ্গ, ৩ সলাবৎজঙ্গ, ৪ নিজাম আলী, ৫ বসলৎজঙ্গ ও ৬ যোগলআলী।

নিজাম উল্-মুল্ক একখানি ‘দিবান’ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম ‘দিবান’ আসফ-নিজাম-উল্-মুল্ক। ঐ পুস্তক-খানি টিপু সুলতানের পুস্তকাগারে ছিল। এই পুস্তকে তাঁহার বিজ্ঞাবত্তার ও গুণগণনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

নিজামৎ, শাসনসংক্রান্ত বিচারালয়।

নিজামপত্তন, (পেটীপালী অথবা পেটাপলী) মাজারপ্রেসি-ডেন্সীর কুকায়েলার অন্তর্গত একটা সমুদ্রতীরস্থ বন্দর। অক্ষা° ১৫° ৫৪' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪২' ৩৫" পূঃ।

এই স্থান লবণের আচ্ছাদিত বিশেষ প্রসিদ্ধ। আরও এখান হইতে বহু পরিমাণে কাষ্ঠ মছলীপত্তনে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইংরাজেরা ভারতের পূর্বতীরে সর্বপ্রথমে এই বন্দরে ব্যুগ্জ্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ২৬এ আগষ্ট তারিখে এখানে অবতীর্ণ হইয়া পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে কারখানা নির্মিত হয়। উত্তর-সরকারের অংশ বলিয়া নিজাম ইহা ফরাসীদিগকে ছাড়িয়া দেন। নিজাম সলাবৎজঙ্গ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে এই বন্দর ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। পরে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সনন্দনানে উহার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ফিরিতা এই বন্দরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ওলন্দাজদিগের মালয়-সৈন্ত এই স্থানে বহুসংখ্যক যুরোপীয়ের প্রাণ সংহার করে।

নিজামপুর, চট্টগ্রামের একটা বন্দর।

নিজামবাই, দিল্লীস্থ বাহাদুর-শাহের মহিষী এবং সম্রাট জহা-নন্দ-শাহের মাতা।

নিজামবাদ, আজমগড়ের একটা সহর। এই প্রাচীন নগরটা জেলার সদর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। মুসলমান-রাজগণের পূর্বে ইহা হিন্দুদিগের অধিকারে ছিল। নিজাম উদ্দীন নামক একজন মুসলমান কবিরের কবর এই স্থানে দৃষ্ট হয়। এই কবরের উপর পারস্যভাষায় খোদিত ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি দেখা যায়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ঐ নিজাম-উদ্দীন হইতে এই নগরের নাম ‘নিজামবাদ’ হইয়াছে।

নিজাম-মুর্জা খাঁ, সৈয়দ, একজন মুসলমান সেনাপতি। ইহার পিতা কোন ব্রাহ্মণকন্ডার রূপে যোহিত হইয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণকন্ডার গর্ভে মুর্জার জন্ম হয়। তিনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সম্রাট শাহ-জহানের রাজত্বের ১ম বৎসরে ইনি পিতার সাহায্যে ৩ হাজারী সৈন্যদা-ক্ষের পদ পান। পিতার মৃত্যু হইলে ইনি মুর্জা খাঁ উপাধি লাভ করেন।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে সম্রাটের অধীনে বহুদিন কার্য করিয়া ইনি দালমৌ পরগণার ভুজুদার হইয়া তথাকার অনেকগুলি বিদ্রোহ দমন করেন। পরে লক্ষ্মীয়ের ফৌজদার হইয়াছিলেন। সম্রাট শাহ-জহানের রাজত্বের ২৪ বৎসরে ইনি পিহানী-প্রদেশের রাজস্ব হইতে ২০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি পাইতেন।

নিজামরাজ্য, (হায়দরাবাদ) দক্ষিণভারতে অবস্থিত একটা রাজ্য, বেয়ার রাজ্যের সহিত একত্র এই রাজ্যের আকৃতি অসম-কোণী চতুর্ভুজের ঞায়। এই রাজ্য বেয়ার সহ, অক্ষা° ১৫° ১০' হইতে ২১° ৪৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৫' হইতে ৮১° ২৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

বেরার রাজ্যকে বাদ দিলে অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের উত্তর অক্ষাংশ ২০° ৪' হয়। এই রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্বে প্রায় ৪৭৫ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থেও প্রায় তদনুরূপ। বেরার বাদে অবশিষ্ট নিজামরাজ্যের পরিমাণকল প্রায় ৮০০০ বর্গ মাইল। এই রাজ্যের উত্তরে এবং উত্তরপূর্বে মধ্য-প্রদেশ, দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্বে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রাজ্য, পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রাজ্য। পশ্চিমাংশে ইন্ডাস্রিগের নির্কূটস্থাদিকৃত কতকগুলি স্থান আছে। বেরার বাদ দিলে, অবশিষ্ট নিজামরাজ্যের মধ্যে পূর্ববিভাগে খমসে, নলগোণ্ড, মহবুবনগর ও নগরকর্ণুল, উত্তর বিভাগে মেহদক, ইন্দোর, বিদর, যলগণ্ডল ও শিরপুরতুয়, পশ্চিম বিভাগে বিদর, নন্দেয়, নলদুর্গ, দক্ষিণ বিভাগে রাইচুর, লিঙ্গসাগর, সোরাপুর ও গুলবর্গ এবং উত্তর-পশ্চিম বিভাগে আয়ঙ্গাবাদ, বীড় ও পর্ভানি জেলা বিস্তারিত আছে। ইহার রাজধানী হায়দরাবাদ এবং ইহার সহরতলীসমূহ একত্র সদর-জেলা নামে অভিহিত।

হায়দরাবাদ রাজ্য সমুদ্রতীর হইতে গড়ে প্রায় ১২৫০ ফিট উচ্চে অবস্থিত।

কোন কোন পাড়া প্রায় ২৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থান করিতেছে। গোলকুণ্ডায় যে দুর্গ বা সেনানিবাস আছে, উহা প্রায় সমুদ্র হইতে ২০২৪ ফিট উচ্চে নিম্নিত। তাপ্তী নদীর উপত্যকাভূমির জল কেবলমাত্র পশ্চিমমুখে কাশে উপসাগরে পতিত হইতেছে, তন্নিম্ন যাবতীয় সাম্রাজ্যের জলরাশি পূর্বাভিমুখে গোদাবরী ও কৃষ্ণানদী দিয়া বঙ্গোপসাগরে নীত হইয়া থাকে।

এখানকার জমি প্রায়ই বজুর। বালাঘাট গিরিশ্রেণী ২০০ মাইল, সচাট্রিশ্রেণী ২৫০ মাইল এবং গাবিলগড়শ্রেণী ১২০ মাইল বিস্তৃত। বেণগঙ্গা ও বন্ধার সম্মুখস্থলে এবং শেখোক্ত নদীর তীরবর্তী উপত্যকাপ্রদেশে বিস্তৃত লোহ ও পাথরিয়া কয়লার খনি আছে।

ইলায়ের ১০০ মাইল উত্তরপূর্বে আরও একটি ক্ষুদ্র কয়লার খনি দৃষ্ট হয়। শাহাবাদে চূণা-পাথরের খনি আছে।

হায়দরাবাদ রাজ্যে যে সমস্ত নদনদী বর্তমান থাকিয়া এই রাজ্যকে সুন্দররূপে অলসিত করিতেছে, তন্মধ্যে গোদাবরী, পূর্ণা, প্রাগহিতা বরদা, বেণগঙ্গা, কৃষ্ণা, ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা প্রধান।

জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর। জেলায় যে সমস্ত বালুকা-প্রস্তরময় গিরিমালা বিস্তারিত, সেখানে চক্ষুরোগ অত্যন্ত প্রবল।

হায়দরাবাদ রাজ্যে উত্তম উত্তম ষোটক, হস্তী ও উষ্ট্র পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত বস্তু খরিদ জন্ম ক্রেতাগণ বহুদূর হইতে এখানে সমাগত হয়।

এখানকার জমি সাধারণতঃ উর্বরা। 'লাল জমিন' নামক যে একপ্রকার লালবর্ণবিশিষ্ট জমি দৃষ্ট হয়, উহা বর্ষীক গিরির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা আবৃত। এখানে জমিতে সার দিয়া চাষাদি করিলে সর্বকালে সর্বপ্রকার শস্ত উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শস্তবিশেষ ঋতুবিশেষের অপেক্ষা করেনা। তুলার চাষ বহু পরিমাণে বিস্তৃত। নারিকেলবৃক্ষ অনেক আছে ও এখানকার লোক তাহার রসে তাড়ি প্রস্তুত করে। হায়দরাবাদের গ্রামসমূহে অসংখ্য আত্র ও তেঁতুলগাছ জন্মিয়া থাকে। ধাতু, গম, নানাজাতীয় ভূট্টা, জোয়ার-বজ্রা প্রভৃতি এখানকার প্রধান শস্ত। সর্ষপ, তিল ও ভেরাণ্ডা অনেক জন্মে। তন্নিম্ন শিম্ জাতীয় অনেক বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। পিঁয়াজ, রঙুন, গাজর, ধনিয়া, মূলা, গোলআলু, লালআলু, শুষ্ঠা ও তেঁতুলের চাষ আছে। তুলা, নীল এবং ইক্ষুর চাষ বহু বিস্তৃত। তামাকের চাষ অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। এখানকার ছুটি ও আনারস নাগপুরের কমলালেবুর ছায় প্রসিদ্ধ।

দৌলতাবাদের লাল আঙ্গুর অনেকস্থলে নীত হইয়া থাকে। জঙ্গলে তসরের কীট, লাঙ্গা, মোম, মধু, 'রজন ও নানা-প্রকার আটা পাওয়া যায়। গোচন্দ্রের বিস্তৃত বাগিচা আছে। সেগুণ ও শিগুকাঠ বিপুল জন্মে।

নিজামরাজ্যের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। উহার অসভ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সদয় ব্যবহারে তাহারা নানাসম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে সেথ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান সম্প্রদায়ই প্রধান। তন্নিম্ন ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বৈরাগী, বিদার, ভই, চামার, দরঙ্গী, দাঙ্গড়, গোণ্ডা, গাওলী গোঁসাই, গুজরাতি, লিঙ্গায়ৎ, যোগী, লোহার, কোমতি, কোলী, কোষ্টী, কুণ্বী, মাজ, মালী, মাহর, কুস্তকার, মহলী, মান্ভাব, মরাঠা, মারবারী, সোণার, তৈলঙ্গী, তেলী, বন্ধর, বজ্রার (মুটে), বেণে, ভীল, গন্ধ (গোড়), কোয়া, লম্বানী, পার্শী, শিখ, আরবী, রোহিলা, অসভ্যজাতি ও অজ্ঞাত কতকগুলি জাতি এই বিশাল রাজ্যে বাস করে। ইহার দক্ষিণপূর্বাংশে তেলগু ভাষা, দক্ষিণপশ্চিম জেলা সমূহে এবং কৃষ্ণানদীর নিকটবর্তী স্থানে কণাড়ী ভাষা, উত্তর এবং পশ্চিম প্রদেশে মরাঠীভাষা প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন কএকস্থলে নানারূপ মিশ্রিত ভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে তৈলঙ্গবাসিরা অধুনা। তাহারা সামান্য পণ্যকুটীরে বাস করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ লোকের মধ্যে ভাঙ্গ বা সিদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন। মদিরাপানও দোষাবহ মনে করে না এবং নারিকেল প্রভৃতি রস হইতে নানারূপ মদ্য প্রস্তুত করিয়া আনন্দের সহিত পান করে। গৌড়গণ পর্বতকন্দরে ও কাননভাষ্যত্রে বাস করে এবং

অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয় ও তখন তাহাদিগের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ কার্য করা হইয়া লওয়া যায়। ইহার বর্তমান সময়ে গিরিগুহা অথবা বড় বড় বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ (গোড়) কোটরে বাস করে এবং শীকারলব্ধ প্রাণীর মাংস, তদভাবে, পোকা, সর্প এবং বস্ত্র বৃক্ষের কল মূল্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

নিজাম রাজ্য হইতে তুলা, সর্ষপ, তিসি, তিল, দেশী কাপড়, চর্ম, ধাতুপাত্র এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি বাণিজ্যার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হয়। বিদর নগরের স্কন্দর চিত্রিত ধাতুপাত্র, আরঙ্গাবাদ ও কুলবর্গ প্রভৃতি স্থানের সোণালির পাড় দেশী কাপড় অত্যন্ত বিখ্যাত। দৌলপুর জুর্গের নিকটস্থ কাগজপুর গ্রামের বিভিন্ন প্রকারের উৎকৃষ্ট কাগজ এখনও সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকে।

বেরার সহ সমস্ত নিজাম রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৪ কোটি। ইহার প্রায় ৩ অংশ রাজস্ব নিজামের নিজ কর্তৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তাদ্বারা সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট ১ অংশের অর্থ বুটীশ গবর্নমেন্টের আমলা দ্বারা অধিকাংশ বেরার হইতেই আদায় হয়।

ইংরাজ গবর্নমেন্ট যেখানে হইতে যে রাজস্ব আদায় করেন, সেই অর্থে সেই স্থানের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া, যদি কিছু টাকা উদ্ধৃত থাকে, তবে তাহা নিজামকে ফেরত দিয়া থাকেন। এখানকার রাজস্ব-আদায়প্রণালী সাধারণপ্রণালী কিছু বিপরীত। যে স্থানে যে ফসল উৎপন্ন হয়, প্রজারা সেই সমস্ত ফসলের অর্দ্ধাংশ অথবা উহার প্রকৃত মূল্য করস্বরূপ প্রদান করে।

হায়দরাবাদ গবর্নমেন্টের স্বতন্ত্র একটা টাঁকশাল আছে। এখানে হালি-সিক্কা নামক একপ্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হয়, উহা আকৃতিতে ছোট হইলেও ওজন এবং মূল্য ইংরাজ গবর্নমেন্টের মুদ্রা তুল্য। পূর্বে এই রাজ্যের নানাস্থানে নানা আকৃতিবিশিষ্ট মুদ্রা প্রস্তুত হইত এবং টাঁকশালের সংখ্যাও অধিক ছিল।

তুর্কি-বংশীয় আসফজাহ নামক, মোগলসম্রাট আরঙ্গজেবের বিখ্যাত সেনাপতি নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বহু দিবসাবধি দিল্লীরাজধানীতে অবস্থানপূর্বক যুদ্ধ ও রাজনীতি সম্বন্ধে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করায়, ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল-মুল্ক উপাধি ধারণপূর্বক দাক্ষিণাত্যের স্ববেদার বা শাসনকর্ত্বপদে নিয়োজিত হন। তাঁহার পর হইতে এই উপাধি তাঁহার বংশগত হইয়াছে। এই সময়ে মোগল রাজ্য অস্ত্রবিবাদ ও মরাঠাদিগের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলে, আসফজাহ আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তৎপরে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন রাজা হন ও হায়দরা-

বাদে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। আসফজাহ মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে রাজত্ব লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। গোলযোগকারিগণের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাশিরজঙ্গ তাঁহার মৃত্যুর সময় রাজধানীতে অবস্থিতি করায়, আসফজাহ মৃত্যুর পরেই তিনি ধনাগার অধিকার করেন। সৈন্তেরা সহজেই তাঁহার বশীভূত হয় এবং তিনি আরও প্রচার করেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে নাশিরজঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মজঃফরজঙ্গ। ইনি আসফজাহের এক প্রিয় কন্ডার গর্ভজাত। কথিত আছে, আসফজাহ তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়া যান। তিনিও এখন রাজ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীরা দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্বস্থাপনে মনোযোগী হন। ইংরাজ নাশিরজঙ্গের এবং ফরাসীরা মজঃফরের পক্ষাবলম্বন করিলেন। অল্প দিন মধ্যেই ফরাসীদিগের কর্মচারিগণের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা মজঃফরকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, মজঃফর সহায়হীন হওয়ায় নাশিরজঙ্গ তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন। নাশিরজঙ্গ অল্প কাল মধ্যেই তাঁহার স্বদল কর্তৃক নিহত এবং মজঃফরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের স্ববেদার বলিয়া ঘোষিত হন। কিন্তু মজঃফরজঙ্গের বহু দিন এই স্বেচ্ছাভোগ ঘটে নাই। অচিরে একদল পাঠানসেনা তাঁহাকে নিহত করে। কথিত আছে, মজঃফর রাজ্য হইবার সময় এই পাঠানেরা তাঁহার অনেক সাহায্য করে ও তজ্জন্ত মজঃফর তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করেন। উহা না পাওয়ায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করে। এই সময়ে আবার রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ফরাসীরা মজঃফরজঙ্গের শিশুপুত্রকে উপেক্ষা করিয়া নাশিরজঙ্গের ভ্রাতা সলাবৎজঙ্গকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইহার অল্প দিন পরেই আসফজাহের প্রথম পুত্র গাজী উদ্দীন-নামদারী এক ব্যক্তি আসিয়া সাম্রাজ্য দখল করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে, সলাবৎজঙ্গই একছত্রা নিজাম হইয়া, ফরাসীদিগের মন্ত্রণানুসারে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু ইংরাজগণের রাইবের সাহসিকতা ও সময়নৈপুণ্যে ফরাসীরা বাতিবাস্ত হইয়া স্ব স্ব উপনিবেশরক্ষার্থ সলাবৎকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সলাবৎ এখন ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্বক সন্ধির মর্মানুসারে স্বরাজ্য হইতে ফরাসীদিগকে বহিষ্কৃত করিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার ভ্রাতা নিজাম আলী

করুক সিংহাসনচ্যুত ও ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হত হন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নিজাম আলীর সহিত ইংরাজদিগের এই মর্মে সন্ধি হয় যে, নিজাম আলী ইংরাজদিগকে সরকার প্রদেয় প্রদান করিবেন এবং ইংরাজেরা নিজামের আবশ্যকমত তাঁহাকে একদল সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন, কিন্তু যখন সৈন্যের আবশ্যক না হইবে, তখন বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা কর দিবেন। নিজামও তাঁহার সৈন্যগণের ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আরও নিজামের ভ্রাতা বসালজঙ্গ যতদিন সম্ভাব্য করিবেন, ততদিন তাঁহার অধিকৃত সরকারপ্রদেয় ইংরাজ গবর্নমেন্ট অধিকার করিতে পারিবেন না, এই স্থির হয়। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই নিজাম আলী মহিমুরের রাজা হায়দার আলীর সহিত যোগ দেওয়ায় ও বিরুদ্ধাচরণ করায় পূর্ব সন্ধি ভঙ্গ হইয়া যায়। পরে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি দ্বারা পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত নিজাম আলী মৈত্রতা স্থাপন করেন। ঐ সন্ধির মধ্যে ইহাও লিখিত ছিল যে, ইংরাজেরা এবং কর্ণাটের তদানীন্তন নবাব, নিজামের প্রয়োজনসাধনার্থ সর্বদাই দুই দল সিপাহী ও ইংরাজ-চালিত ছয়টা কামান প্রস্তুত রাখিবেন। যতদিন তাহারা নিজামের কোন কার্যে নিযুক্ত থাকিবে, তত দিন নিজাম তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজামকে এই মর্মে একখানি পত্র লেখেন যে, ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্নমেন্ট নিজামের কার্যের জন্য যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন, তাহাদিগকে নিজাম, ইংরাজের মিত্র রাজার বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারিবেন না। পর বৎসর হায়দারআলীর পুত্র টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিলে, নিজাম, পেশবা ও ইংরাজ গবর্নমেন্ট পরস্পর সন্ধি স্থাপন করেন। টিপু তাঁহার আদ্যেক রাজ্য প্রদানপূর্বক বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাকিতে স্বীকৃত হন। কয়েক বৎসর পরে নিজাম, মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধে বাপ্ত হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইতিপূর্বে মরাঠাদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় ইংরাজ গবর্নর-জেনারল সার জন সোর নিজামকে সাহায্য না করার নিজাম অগত্যা মরাঠাদিগের সহিত সন্ধি করেন। এই ছেড়ু কিছু দিন পর্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ছিল। পরে লর্ড ওয়েলেসলি গবর্নর-জেনারল হইয়া আসিলে, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের সহিত পুনরায় সন্ধি হয়, এই সময় স্থির হয় যে, ৬০০০ সিপাহী সৈন্য ও উপযুক্ত কামান নিজামের কার্যে নিযুক্ত নিযুক্ত থাকিবে এবং নিজাম তাহাদিগের ব্যয় জন্য ২৪১৭১০০ টাকা দিবেন।

তদনন্তর টিপু মৃত্যুর সহিত ত্রিরাজপুত্রের অধঃপতন

হইলে, তাঁহার রাজ্য ইংরাজ ও নিজাম ভাগ করিয়া লন। নিজামের অধিকৃত এই সম্পত্তি নিজামাধিকৃত জেলা নামে অভিহিত হয়।

যাহা হউক নিজামরাজগণ ক্রমশঃ ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট স্বাধীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, অবশেষে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নতুন সন্ধির সর্ব অন্তিমসারে নিজামের ব্যয়ের জন্য ইংরাজ গবর্নমেন্ট নিজামকে ৫০০০ পদাতিক, ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ৪টা কামান রাখিয়া দেন এবং নিজাম তজ্জনা ৫০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইংরাজ-হস্তে অর্পণ করিতে স্বীকার করেন। ইতিপূর্বে নিজাম যে সৈন্য দ্বারা ইংরাজ গবর্নমেন্টের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহা নিবারিত হইল। সিপাহী যুদ্ধের সময়, নিজাম ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ না করায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় এক সন্ধি করেন। তাহাতে নিজামকে ঐ পাঁচলক্ষ টাকা রেহাই দিয়া ইংরাজেরা বেরার রাজ্য স্বহস্তে লইলেন। বেরারের আয় ঐ সময় ৩২ লক্ষ টাকা ছিল। ইংরাজ-শাসনে উহার রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অনতিরিক্ত আয় নিজামকে ফেরত দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্তমান নিজাম মীর মহবুব আলী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে তিনিই মান-সম্মানে সকলের প্রধান বলিয়া গণ্য। এই নিজামের বর্তমান ৭১টা বড় কামান, ৬৫৪টা ছোট কামান, ৫৫১ জন গোলন্দাজ, ১৪০০ অশ্বারোহী, ১২৭৭৫ পদাতিক সৈন্য এবং বহু সংখ্যক শিক্ষিত-সৈন্য আছে।

নিজামরাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদ। ইহার পরিধি ৬ মাইল। এই নগর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, কলিকাতা হইতে ৯৬২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে মুসীনদীর তীরে শোভমান। এখানে নানাজাতীয় লোকের বাস ও সকলেই সাহসী বা যুদ্ধ-প্রিয়। হায়দরাবাদের চতুর্দিকে নানা গিরিমালা বিস্তারিত থাকায় এই নগরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অতীব মনোহর। এখানে অনেক মুসলমানের বসতি আছে। এখানকার জুমা-মসজিদ সর্বত্র প্রসিদ্ধ, উহা মক্কার মসজিদে অল্পরূপে গঠিত এবং অত্যন্ত উচ্চ। সহরের চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর হাফা ও মনোহর উদ্যানসমূহ বিস্তারিত। এখানকার কলেজ বা 'চার মিনার' অতি আশ্চর্য। এই বাটা, ৪টা প্রকাণ্ড খিলানের উপরে দণ্ডায়মান এবং সহরের প্রধান প্রধান ৪টা রাস্তা এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উপরে এক একটা তল (গেমন খিল, ত্রিতল ইত্যাদি) এক একটা বিস্তৃত অকাসের জঙ্গ, পূর্বে উৎসর্গীকৃত হয়। এখন উহা গুদামরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

মুসলিমের উত্তরাংশে ইংরাজপ্রতিনিধি বাস করেন। নিজামের ও এই প্রতিনিধির বাটীতে যাত্রারতের সুবিধার জন্য একটা সুরমা সেতু বর্তমান রহিয়াছে। নিজামের বর্তমান মন্ত্রী বার-দোরারিতে বাস করেন।

গোলকণ্ডার মুসলমানবংশের আদিপুরুষ সুলতান কুলীকুতব-শাহের অন্তন পঞ্চমপুরুষ স্থানীয় কুতবশাহ মহম্মদকুলীই ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদ নগর স্থাপন করেন। মহম্মদকুলী এই নগর স্থাপনপূর্বক গোলকণ্ডা হইতে এই স্থানে রাজধানী আনয়ন করেন এবং নিজপত্নী ভাগমতীর নামানুসারে ইহাকে ভাগনগর কহিতেন। পরে উক্ত ভাগমতীর মৃত্যুর পর উহার হায়দরাবাদ (অর্থাৎ হায়দরের নগর) নাম হয়। মহম্মদকুলী প্রবলপ্রতাপের সহিত ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া বহুদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি পুর্নোক্ত কুমা-মসজিদ, মাদ্রাসা, নহবত-ঘাটের রাজবাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র সুলতান আবুত্বা কুতবশাহ রাজ্যাভিষিক্ত হন। শাহজহানের রাজত্বকালে অরঙ্গজেব কর্তৃক কুতবশাহ পরাজিত হন ও তাঁহার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে আবুত্বার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জামাতা আবুহোসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময় অরঙ্গ-জেব কর্তৃক এই রাজ্য পুনরায় লুপ্ত ও অধিকৃত হয়। অরঙ্গ-জেব এই রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সেনা-নায়েকের উপর উহার শাসনভার সমর্পণ করেন। বহুদিবস পর্যন্ত হায়দরাবাদ রাজ্য এই প্রণালীতে শাসিত হইয়া আসিতে ছিল। অরঙ্গজেবের পুত্র বাহাদুর শাহ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে, জুল-কিকার খাঁ দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিত্বে ও দাউদ খাঁ নামক পাঠান উহার শাসনকর্তৃত্বে নিয়োজিত হন। এই সময়ে বাহাদুর শাহের পুত্রদিগের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ ও যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বাহাদুর শাহের প্রথম পুত্র জহান্দার শাহ জয়ী হন ও সিংহাসন পান এবং দ্বিতীয় আজিম-উস-শান পরাজিত ও নিহত হন। জহান্দারের সহিত ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আজিম-উস-শানের পুত্র ফরুখ-শিয়ারের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিহত হন ও শেষোক্ত ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। বাহারা, ফরুখ-শিয়ারকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি যথোচিত পুরস্কার ও উপাধি প্রদান করেন। এই সমস্ত সাহায্যকারিগণের মধ্যে চীন-কিলিচ খাঁ নামক একব্যক্তি নিজাম উলমুল্ক আসফজাহ উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে জুলকিকার নিহত ও সৈয়দ হোসেন আলী দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিষে নিযুক্ত হন। কিন্তু হোসেন আলীর ক্ষমতা দেখিয়া ফরুখশিয়ার অত্যন্ত ভীত হইয়া

পড়েন, একজন দাউদ খাঁকে উহার নিধন জন্য ইজিত করিয়া একখানি পত্র লিখেন। দাউদ খাঁ সম্রাটের ইজিতে বুরহানপুর নামক স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনাকে দাক্ষিণাত্যের রাজ-প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হোসেন আলী এই সংবাদে সান্তিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে যে যোঁরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে দাউদ নিহত হইলে, হোসেন আলী ও তাঁহার জাতা সৈয়দ আবুত্বা খাঁ সম্রাট ফরুখশিয়ারের বিরুদ্ধে দিল্লী যাত্রা করিলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সম্রাটকে যে কি চূর্ণগতি ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠক মাজেই অবগত আছেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হোসেন আলী ও আবুত্বা খাঁর হতুম মতে ফরুখ-শিয়ার হত হন। অনন্তর উক্ত দ্রাক্ষর রফী-উল্লোকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় ও মহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরুঢ় হন। ইহার রাজত্বকালে আসফজাহ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর উজীরত্ব গ্রহণ করেন। তৎপরে উজীরত্ব পরিত্যাগ ও দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি মুবারিজ খাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া, হায়দরাবাদে নিজাম রাজ্য স্থাপন করেন।

নিজাম শাহ, একজন মুসলমান জল-বাহী। পাটনানগরের নিকটে শের-শাহের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলাইবার সময় সম্রাট হুমায়ুন চৌসানদীতে জলমগ্ন হন। এই সময় ঐ ব্যক্তি নদী হইতে জল বহন করিতেছিল। সে সম্রাটের এই দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে নদী হইতে উঠাইয়া আনে। সম্রাট প্রাণ পাইয়া এই ব্যক্তিকে আগ্রায় লইয়া যান এবং কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য অর্দ্ধদিন তাহাকে আগ্রার মস্জিদে (সিংহাসনে) বসাইয়া রাখেন। তৎপরে তাহাকে আগ্রার উপাধি ও বহু ধনরত্ন দান করেন।

নিজাম-শাহ, দাক্ষিণাত্যের নিজাম-শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বাঙ্গালীবংশের রাজমন্ত্রী নিজাম-উল-মুল্ক-বেহরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রকৃত নাম আক্কদশাহ। পিতার মৃত্যুর পর, ইনি বাঙ্গালী-রাজের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে আক্কদনগরে স্বাধীনভাবে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। সেট অবধি দাক্ষিণাত্যে নিজাম-শাহীরাজগণ ১৬২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এইখানে রাজত্ব করেন। ইনি ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। [নিজাম-শাহী দেখ।]

নিজাম-শাহ বাঙ্গালী, দাক্ষিণাত্যের বাঙ্গালী-রাজবংশের বালক রাজা। ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতা হুমায়ুনশাহের মৃত্যু হইলে ইনি দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার মাতা

সুচকুয়া ও বিচক্ষণা ছিলেন। তিনি জমাতাগণকে ডাকিয়া বলিলেন যে, আমার পুত্রের বরস আটবৎসর মাত্র, নিতান্ত বালক বক্রিয়া, আমি তাহার অভিভাবকরূপে রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিব এবং মন্ত্রণাগৃহে বা অপরাপের স্থলে যথায় রাজ্য-স্বত্বীয় কোনরূপ কথাবার্তা হইবে, আমার পুত্র তথায় উপস্থিত থাকিবে।

বালক নিজাম বালাকাল হইতেই উৎসাহী, ডেজবী এবং তাঁহার মাতা ও অপরাপের পরামর্শদাতৃগণের নিকট বিশেষ বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার পিতার অত্যাচারে প্রজাগণ বৈষ্ণব উদ্ভাস্ত হইরাছিল, তাঁহার ও তদীয় মাতার এইরূপ বিনয় ও প্রজাবৎসলতায় তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইল। এই সময়ে রাজ্য-শৃঙ্খল দৃঢ় করিবার জন্ত বেরারের শাসনকর্তা মাক্কুদ-নবান উজীর পদে ও তৈলক্কে শাসনকর্তা খাজা-জহান্ উকিল-উস-সলতানন্ নিযুক্ত হন।

বালক এবং স্রীলোকপরিচালিত রাজ্য ততদূর ক্ষমতাপন্ন নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া উড়িয়া ও তৈলক্কে হিন্দু-রাজগণ নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং উভয়েই বিদগ্ধের নিকট পরাস্ত হন। ইহার পরে মালবরাজ মাক্কুদ খিলজী বাক্কী রাজ্য আক্রমণ করিলে, পুনরায় বালক নিজাম তাঁহার সহিত বিদগ্ধের নিকটে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে নিজাম পরাস্ত হইলে, রাণী পুত্র নিজামকে সঙ্গে লইয়া ভীমানদী পার হইয়া ফিরোজাবাদে উপনীত হন এবং তথা হইতে গুজরাতে দূত প্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুজরাতে শাসনকর্তা মাক্কুদ শাহের সাহায্যে মালবরাজ পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে পলাইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে মালবরাজ মাক্কুদ খিলজী পুনরায় দৌলতাবাদ দিয়া অগ্রসর হইয়া বাক্কী রাজ্য আক্রমণ করেন, এবারেও তিনি পরাজিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই সকল যুদ্ধে বালক নিজাম স্রবং উপস্থিত ছিলেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে বিবাহরাত্রি নিজামশাহের মৃত্যু হয়।

নিজাম-শাহী, দাক্ষিণাত্যে বাক্কী রাজ্য লয় প্রাপ্ত হইলে পর, তাহা হইতে পাঁচটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য গঠিত হয়। ১ আদিলশাহী, ২ কুতবশাহী, ৩ নিজামশাহী, ৪ ইমাদশাহী, এবং ৫ বরিদশাহী রাজ্য। তন্মধ্যে নিজামশাহী রাজ্য বিজয়নগরে মুসলমানধর্মাবলম্বী জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান কর্তৃক ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার রাজধানী আক্কদনগর। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বেরারের ইমাদশাহী রাজ্য আক্কদনগর রাজ্যভুক্ত হয়। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজামশাহী বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। [নিজামশাহ দেখ।]

বর্তমান আক্কদনগরের প্রাচীন নাম বাগ অর্থাৎ বাগান,

ঐ স্থানে আক্কদশাহ বাক্কীসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া জয়রে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ-পূর্বক স্বীয় মতকোপরি শ্বেতবর্ণ চক্রাতপ স্থাপিত করেন এবং নিজ নামে উপাসনা করিতে আদেশ করেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে আক্কদ জয়র হইতে বাগে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

আক্কদনগরের রাজগণ কর্তৃক এই দেশ ভিন্ন ভিন্ন জেলা অথবা সরকারে বিভক্ত হয়। একএকটি জেলা আবার পরগণা, করজাৎ, সম্মৎ, মহাল ও তালুক এবং কোথাও কোথাও দেশ ও প্রান্ত নামে বিভক্ত হইরাছে। উক্ত পদস্থ হিন্দু কর্মচারিকে রাজা, নায়ক এবং রাও উপাধি প্রদত্ত হইত এবং বহু সংখ্যক হিন্দু সৈন্যদলে নিযুক্ত হইরাছিল।

আক্কদনগরের দ্বিতীয় রাজা বুরহান নিজাম ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

হোসেন-নিজাম-শাহ (১৫৫৩-৬৫ খৃঃ অঃ) আক্কদনগরের তৃতীয় রাজা। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাম রাজা ও বিজাপুরের আলী আদিলশাহ তাহার অত্মসমরণ করিলে পর, তিনি জয়র পাহাড়ে আশ্রয় লন। সলাবৎ খাঁ ১৫৬৪ হইতে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে দেশের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন।

১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ২য় বুরহান নিজামের শিশু সন্তান বাহী-জর চাবন্দ গ্রামে কারাবদ্ধ হন। এক বৎসর পরে, তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আক্কদনগর যোগলদের হস্তগত হয়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মালিক আবদ মুত্তজা নিজাম (২য়)কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া বিশেষ ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রকাশ করেন। ১৬০৭-১৬২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মালিক আগর নামে রাজা হন, পরে আক্কদনগর রাজ্য স্বাধীনতা হারাষ্টয়া দিল্লীশরের অধীন হয়। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মুত্তজা নিজাম কারাবদ্ধ ও নিহত হন। তাঁহার স্থানে তদীয় পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

নিজামাবাদী, বাঙ্গালাদেশবাসী 'গোড়কাযহ' জাতির একটি শাখা। দিল্লীশর বলবনের পুত্র নাসির-উদ্দীন প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে ইহাদিগকে লইয়া গিয়া পশ্চিমাঞ্চলের আলাহাবাদ স্থবার অন্তর্গত নিজামাবাদ, ভাদৌই, কোলি প্রভৃতি স্থানে কাছনগোর পদে নিযুক্ত করেন। সম্ভবতঃ নিজামাবাদগ্রামে বাস হেতু এই গোড়ীর কায়স্থগণ নিজামাবাদী আখ্যা লাভ করিয়াছেন। ইহাদের প্রায় অধিকাংশই শিখ-সম্প্রদায় ভুক্ত হইরাছে এবং সকলেই নানকশাহের শিষ্য গ্রহণ করিয়াছে। [ভট্টনগর দেখ।]

নিজামি-গঞ্জাবি, একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি। ইনি গজানামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যাত্মরাগী বরমান

খাঁর রাজসভায় ইনি বিজ্ঞান ছিলেন। ইনি ৯১০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে ৫ খানি অভ্যুত্থষ্ট পুস্তক ‘খাম্‌সা’ নামে পণ্ডিতসমাজে পরিচিত। যথা—১ মধ্যকান উল্-অস্‌বার, ২ লইলী-ব-মজহুন্, ৩ খুস্বো-বসীরীন্, ৪ হক্‌-পাইকার এবং ৫ সিকন্দর-নামা (শেষোক্ত গ্রন্থখানি ১২০০ খৃষ্টাব্দে গ্রীকরাজ আলেক-সান্দরের পূর্বদেশ জয় সন্ধিক্ষে লিখিত।) তিনি খুস্বো বসীরী ও হক্‌ পাইকার রচনা করিয়া সন্দীর কিজন্-অস্‌গানের নিকট হইতে পারিতোষিক স্বরূপ বিনা খাজনার ১৪ খানি গ্রাম প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত ইনি ২০০০ শ্লোকে একখানি দিবানু লিখিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যু সন্ধিক্ষে একটু গোলমাল আছে। কাহারও মতে ১১৮০ বা ১২০০ খৃষ্টাব্দে, আবার কাহারও মতে ১২০৯ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে ইনি জীবলীলা সম্বরণ করেন।

নিজি (ত্রি) নিজ গুণে কি। শুদ্ধিযুক্ত।

নিজিমৎ (ত্রি) নিজ-মতুপ্ মন্ত ব। শুদ্ধিমান, শুদ্ধিযুক্ত।

নিজুর (দ্বী) হতা, বিনাশ।

“নিজুরো বৃক্‌শ” (ঋক্‌ ২।২৯।৬)

নিজিমুক্ষু (ত্রি) নিগ্রহীতুমিচ্ছঃ নি-গ্রহ-সন্, ততো উ। নিগ্রহ করিতে ইচ্ছক, পীড়ন করিতে অভিলাষী।

নিট্ (দেশজ) পরিষ্কার, যথার্থ, সত্য, ঠিক।

নিটন (দেশজ) নিরেট ছিন্নশূন্য, দৃঢ়, শক্ত।

নিট্‌পিটে (দেশজ) পরিষ্কারে যত্নযুক্ত, অলস।

নিটল (পুং) নি-টল-অচ্। কপাল, ভাল। (শব্দার্থকরতর)

“রাজা নিটলতলে চুখিতনিজচরণাযুজঃ” (দশকুমার’)

নিটলাক্ষ (পুং) নিটলে ভালে অক্ষি যন্ত, অচ্ সমাসাত্ত্বঃ। শিব, মহাদেব।

“রোষরুক্ষেণ নিটলাক্ষেণ দূরীকৃতচেতনে” (দশকুমার’)

নিটুট (দেশজ) সম্পূর্ণ, ক্রীড়াশূন্য।

নিটোল (দেশজ) উচ্চনীচতাহীন, চোরস, যাহার ভিতর ফাঁপা নহে।

নিঠুর (দেশজ) নিঠুর, কঠিন, নির্দিষ্ট, রূপাহীন।

নিড়ন (দেশজ) ১ তৃণোৎপাটন, ঘাস উপড়ান, ধাত্যাদিক্ষেত্রপরি-ষ্কার করণ। ২ ঘাস উপড়াইবার যন্ত্র।

নিড়্‌বিড়ে (দেশজ) কার্যমন্, কুঁড়ে, অলস।

নিড়ান (দেশজ) তৃণোৎপাটন, ঘাস উপড়ান, ধাত্যাদিক্ষেত্র বা বাগান পরিষ্কার করণ।

নিড়ানী (দেশজ) একপ্রকার অস্ত্র, এই অস্ত্রে ঘাস প্রহুতি উৎপাটন করা হয়।

নিড়ীন (স্ত্রী) নীচৈড়ীনং পতনমন্ত্যসিন্। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

“নিড়ীনমথ সংকীর্ণং তির্বাণকীর্ণগতানি চ।” (ভারত ৮।৪১।২৬)

২ ধীরে ধীরে গমন। (জটায়র)

নিড়ু জুবি, রেয়াগুটারেল হইতে ২২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে, প্রোকাভুর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এইস্থানে চারিখানি শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে ১ খানি বিদ্রোহের স্বামীর মন্দিরে, ১খানি চণ্ডেশ্বরের স্বামীর মন্দিরে এবং অপর ২ খানি ভৈরবেশ্বরের স্বামীর মন্দিরে। শেষোক্ত দুইখানির মধ্যে একখানি এত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতে পারা যায় না। প্রথমখানিতে দেখা যায় যে, ‘রামরাজ চির তিস্মাদেব মহারাজ’ বিজয়-নগরের সনাশিবের রাজত্বকালে কিছু দান করিয়া যান (১৪৬৭ শক ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ।) দ্বিতীয় শিলালিপির তারিখ ১১২৪ শক অর্থাৎ ১২০৬ খৃষ্টাব্দ। তৃতীয় খানির তারিখ ১৪৭০ সম্বৎ (১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ) এই শিলালিপিখানি রামরাজের পুত্র চির তিস্মাদেব-মহারাজের দানের বিষয় প্রকাশ করিতেছে। এই শেষের দানটীও সনাশিবের রাজত্বকালে হয়।

নিগুিকা (স্ত্রী) কলাইবিশেষ, চলিত তেওড়া, খেসারি। পর্যায়—সতীলা, তিলটী। (শব্দচ’)

নিগ্যা (ত্রি) অন্তর্হিত। (নিঘণ্টু)

“নিগ্যাঃ সংনকো যনসা চরামি” (ঋক্‌ ১।১৬৪।৩৭)

‘নিগ্যাঃ অন্তর্হিতনামৈতৎ’ (সায়ণ)

নিতস্তী (স্ত্রী) ওষধিভেদ।

“দেবীদেব্যামখিজাতা পৃথিব্যামন্তোষধে! তাং হা নিতস্তি। কেশেভাঃ” (অথর্ববেদ ৬।১৩৬।১)

নিতম্ব (পুং) নিভৃতং তমাত্রে আকাজ্জাতে কামুর্কৈরিত্তি নি-তম্ব-অচ্, বা নিতম্বতি পীড়য়তি নায়কচিত্তমিত্তি তম্ব-অচ্। ১ ক্রীকট, ক্রীলোকদিগের কটদেশের পশ্চাভাগ, চলিত পাছ। ২ স্বক। ৩ কুল, তট, তীর। ৪ পর্বতের কটক, পর্বতের বসতি স্থান। ৫ কটিমাত্র।

“তরুণ্যালিক্তিঃ কণ্ঠে নিতম্বস্থানমাপ্রিতঃ।

গুরুণাং সম্মিধানেনপি কঃ কুজতি মুহমুহঃ॥” (বিদগ্ধমুখম’)

নিতম্বদেশ (পুং) পশ্চাদেশ, পাছ।

নিতম্বিন্ (ত্রি) নিতম্ব অন্ত্যর্থে ইনি। নিতম্বযুক্ত।

“মেখলাগুণপদৈনিতম্বিভিঃ” (রঘু)

নিতম্বিনী (স্ত্রী) অতিশয়তো নিতম্বোহন্ত্যস্তা ইতি নিতম্ব-ইনি-ভীপ্। ১ প্রশস্ত নিতম্ববিশিষ্টা। ২ স্ত্রী মাত্র।

“নিতম্বিনীমিচ্ছসি মুক্তলজ্জাং

কণ্ঠে শয়ং গ্রাহনিবিক্‌বাহম্॥” (কুমার ৩।৭)

নিতন্তু (পুং) শব্দভেদ। (ভারত অহু’ ২৬ অ’)

নিত্যায় (অবা) নি-তয় প্ ততো অয় প্রত্যয়ঃ (কিমেতিঙবা-
য়েতি । পা ৪।৪।১১) সর্গদা, অনবরত, অধিকন্তু, বিশেষরূপে ।

• “স্বতয়াঃ তুদন্তি চেতো নিতরাং বিবাদিনাম্ ।” (ঋতুসং ২।৪)

নিতল (স্ত্রী) নিতরাং তলো অধোভাগে গমিন্ । সপ্তপাতালের
অন্তর্গত পাতালবিশেষ ।

“সুতলাং বিতলকৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমং ।” (বিজুপুং)

নিতাই, আসাম প্রদেশের গারো-পাহাড় জেলার একটা ক্ষুদ্র
নদী । তুরাগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে নানা
স্থানে প্রবাহিত হইয়া ময়মনসিংহজেলার কাক নদীতে আসিয়া
মিলিত হইয়াছে ।

নিতাস্ত (স্ত্রী) নিতাম্যতীতি তম-কর্তরি ক্, ততো দীর্ঘঃ (অমু-
নাসিকতেতি । পা ৬।৪।১৫) ১ অতিশয়, অত্যন্ত । ২ একান্ত ।
(ত্রি) ২ তচ্ছাস ।

“কেনাভাস্ত্র্যাপদক্ষাঙ্কিণা তে

নিতাস্তদীর্ঘকেনিতা-তপোভিঃ ॥” (কুমার ৩।৪) ।

নিতিনিতি (দেহজ) সর্গদা, নিত্য, নিয়ত, প্রত্যাহ ।

নিত্য (ত্রি) নিয়মেন ভবং নি-তাপ্ । (অব্যয়ং তাপ্ ।
পা ৪।২।১০৪) । ১ সত্য, অহরহঃ । পর্যায়—অনারত, অশ্রান্ত,
সম্বৃত, অবিরত, অনিশ, অনবরত, অজস্র, প্রসক্ত,
আসক্ত, অলঙ্ঘ্য । (জটায়ু) ২ প্রতিদিন ক্রিয়মাণ বিধিবো-
ধিত কর্ম, শাস্ত্রানুযায়ী যে সকল কর্ম প্রতিদিন করিতে হয়,
যাহার অমুষ্ঠান না করিলে প্রত্যাবায় হয়, নিত্যকর্ম । ৩ অবি-
চ্ছিন্ন পরম্পরাক, যাচার পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হয় না, যেমন বর্ণ,
বর্ণ সকল নিত্য, বর্ণের নিত্য যদি স্বীকার করা না যায়, তাহা
হইলে ইহাদের একত্রাবস্থান সম্ভবে না । একটা বর্ণ উচ্চারিত
হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার ক্ষয় হইল, ইহাতে কোন একটা শব্দই
হয় না, কিন্তু বর্ণ নিত্য ইহা স্বীকার করিলে কোন বর্ণ বিচ্ছিন্ন
হয় না, পরে বর্ণসমূহ একত্র হইয়া শব্দার্থের কোন বাধাত
হয় না । ৪ উৎপত্তি, বিনাশরহিত । ৫ শাশ্বত কালত্রয়স্থিত বস্তু ।
৬ সমুদ্র । (রাজনি) । যাহার কোনকালে কোনরূপ পরিণাম
হয় না, তাহাই নিত্য, সচ্চিদানন্দ অমর ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য,
তদ্ব্যতীত এই সকল পরিসূত্রমান জগৎ অনিত্য । “ব্রহ্মৈব নিত্যং
বস্তু ততোহনাদখিলমনিত্যম্” (বেদান্তসা) । ব্রহ্ম ভিন্ন অজ্ঞ
কোন বস্তুই নিত্য নহে । ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে
পরমাণু নিত্যপদার্থ । বেদান্তদর্শনে এইমত খণ্ডিত হইয়াছে ।

সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব সকল বিভক্ত করিতে করিতে
যেখানে বিভাগের শেষ হইবে, যাহাকে আর ভাগ করা যাইবে
না, তাহাই পরমাণু । এই পরমাণু নিত্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকল
সাবয়ব । ইহার উৎপত্তি ও লয় আছে । পরমাণুখণ্ডিই ভূত-

জৈতিক পদার্থ সকলের উৎপাদক । নৈসারিকদিগের এই মত
নিত্য ব্রাহ্মমূলক, কারণ পরমাণু সকল হয় প্রকৃতি স্বভাব না
হয় নিরুত্তিস্বভাব কিংবা উভয়স্বভাব অথবা অমুভয় স্বভাব, এই
চারি প্রকারের মধ্যে এক প্রকার স্বভাববিশিষ্ট, ইহা স্বীকার
করিতে হইবে । কিন্তু এই চারি প্রকারের কোন প্রকারই
প্রমাণসাধ্য নহে । প্রকৃতিস্বভাব (সৃষ্টিকার্যে উদ্যুত) হইলে
প্রলয় হইতে পারে না । নিরুত্তিস্বভাব হইলে সৃষ্টি হইতে
পারে না । একাধারে প্রকৃতি নিরুত্তি উভয় স্বভাব থাকিতেই
পারে না । নিঃস্বভাব হইলে নৈমিত্তিক প্রকৃতি নিরুত্তি ঘটিতে
পারে সত্য, কিন্তু তত্ত্বের নিমিত্তসকল (কাল, অদৃষ্ট,
ঈশ্বরেচ্ছা) নিত্য ও নিয়ত সম্মিহিত । স্বতরাং ইহাতেও নিত্য
প্রকৃতির ও নিত্যনিরুত্তির আপত্তি হইতে পারে ।

পরমাণুতে রূপাদি আছে, ইহা স্বীকার করাতেই পরমাণুতে
অণুত্ব ও নিত্যত্ব এ দুইএর বৈপরীত্য পাওয়া যাইতেছে । বৈশে-
ষিকদিগের মতানুযায়ী পরমাণু পরমকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য
ইহাই উপলব্ধ হয়, কিন্তু ইহা উহাদের মত নহে ।

রূপাদি থাকিলে, তাহাতে যে স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব থাকে, ইহা
সকল স্থলেই দেখা যায় । গত কিছু রূপাদিবিশিষ্ট বস্তু সমস্তই
স্বকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য । বস্তু যেমন সূত্র অপেক্ষা স্থূল
ও অনিত্য, সূত্র আবার অংশ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য । অংশ
ও অংশতর অংশতম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য । বৈশেষিকদিগের
পরমাণুও রূপাদি বিশিষ্ট । পরমাণু সকল রূপাদিমান, সেই
জন্ত তাহার কারণ (মূল) আছে, অতএব পরমাণু সেই কার-
ণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য ইহা সহজেই অনুমিত হয় । বৈশেষিকের
মতে কারণপরিশূন্য ভাবপদার্থ নিত্য । বৈশেষিকদিগের এ
নিত্যত্বের লক্ষণ অণুতে অসম্ভব । যে হেতু অণুরও কারণ
থাকা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় । ইহাদের মতে নিত্যত্বের অজ্ঞ
কারণ লিখিত হইয়াছে । তাহা এই—অনিত্য কি ? অনিত্য বিশেষ-
প্রতিষেধের অভাব । বিশেষ শব্দের অর্থ জন্তবস্তু, যে সকল
বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাই বিশেষ পদবাচ্য । এই বিশেষ পদার্থের
অভাব । যাহা জন্ত নহে, তাহাতেই অনিত্য শব্দে ব্যবহৃত
হইয়াছে, সেই বাবহারই পরমাণুর নিত্যতার অন্ততম কারণ,
অর্থাৎ অনিত্য শব্দ দ্বারাই নিত্যতা সিদ্ধ হয় । বৈশেষিক-
দিগের মতে, এই যে নিত্যসাধক কারণ, একারণেও অসং-
শয়িতরূপে পরমাণুর নিত্যতা সাধিত হয় না । কেন না, এই
মতে ‘অনিত্য’ শব্দটা সপ্রতিযোগী অর্থাৎ সাপেক্ষ । যদি
কোথাও নিত্যের প্রসিদ্ধি থাকে, তবেই তদপেক্ষা বা তৎপ্রতি-
যোগিতার অনিত্য শব্দের ব্যবহার হইতে পারে । যদি নিত্য
বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন কোন বস্তু না থাকে, তাহা হইলে অনিত্য

এইরূপ সমাস বা যোগশব্দ সৰ্বত্ৰই হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে একটা সৰ্বপ্রসিদ্ধসৰ্বকারণ, পরম ও প্রসিদ্ধ নিত্য আছে।

সেই নিত্য পদার্থই পরমাণুরও কারণ, তাহার অপর নাম ব্রহ্ম। পরমাণু ও সেই পরমকারণ ব্রহ্ম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। (বেদান্তদ ২ অ°)।

একমাত্র পরব্রহ্মই নিত্য, তিনিই সকলের কারণ, তাঁহা হইতেই এই জগৎ উৎপত্তি হইতেছে, তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে এবং পরে তাঁহাতেই লীন হইবে।

সাংখ্য মতে পুরুষ নিত্য, প্রকৃতি নিত্য। বেদান্তদর্শনে এই প্রকৃতিবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। [বেদান্ত দেখ।]

নিত্যকৰ্ম (ক্লী) নিত্যং কৰ্ম। বিহিত কার্যভেদ। যে সকল কার্য বিহিত হইয়াছে, এবং যে সকল ক্রিয়ার অহুষ্ঠান না করিলে প্রত্যাবার্ত্তাঙ্গী হইতে হয়, তাহার নাম নিত্যকৰ্ম, যেমন সন্ধ্যা, ইহা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, যদি এই কার্যের অহুষ্ঠান না করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যাবার্ত্তা (পাপ) ভাঙ্গী চইতে হয়। “নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চৈব নিত্যনৈমিত্তিকস্তথা।

গৃহস্থস্ত ত্রিধা কৰ্ম তদ্বিশ্রাম্য পুত্রক ॥

পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব।

নৈমিত্তিকং তথা চাত্ত্বং পুত্রজন্মক্রিয়াদিকম্ ॥”

(শ্রীমদ্রত্নমত মার্কণ্ডেয়পু°)

গৃহস্থদিগের তিন প্রকার কৰ্ম—নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক। পঞ্চযজ্ঞাদি কার্য নিত্য, পুত্রজন্মপ্রভৃতি জাত নৈমিত্তিক, পূৰ্ণ শ্রাদ্ধাদি নিত্য-নৈমিত্তিক। পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি কার্য সকল গৃহস্থের নিত্যকৰ্ম, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কৰ্মভিন্ন যে সকল কার্যের বিষয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই সকল কৰ্ম নিত্য। এই নিত্য কৰ্ম প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য। সমর্থ ব্যক্তি যদি নিত্য কৰ্মের অহুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে পতিত হয়, এক পক্ষ নিত্য কৰ্ম ত্যাগ করিলে প্রায়শ্চিত্তাই হয়। এক বৎসর নিত্যকৰ্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ লোকের মুখাবলোকন করিতে নাই। দৈবাৎ দর্শনে স্বর্ঘ্যদর্শন এবং স্পর্শ করিলে জ্ঞান করিতে হয়।

“নিত্যানাং কৰ্মণাং বিপ্র তস্ত হানিরহর্নিশম্।

অকুর্শ্চ বিহিতং কৰ্ম শব্দঃ পততি তদ্দিনে ॥

প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিমাংপ্রোতানপদি।

পক্ষাং নিত্যক্রিয়াহানোঃ কর্তা মৈত্রেয় মানবঃ ॥

সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্ভজ পুংসোহভিজায়তে।

ভক্তাবলোকনাং স্বর্ঘ্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা ॥

স্পৃষ্টে নানং সচেলস্ত শুদ্ধিহেতুমহানুনে ॥” (বিষ্ণুপু° ৩।১৮অ°)

এই সকল দিনে নিত্যকৰ্ম করিতে নাই। ইহার বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, জাহ্নব উর্দ্ধদেশে কৃত হইলে নিত্যকৰ্মের অহুষ্ঠান করিতে নাই, জাহ্নব অধোদেশে রক্তস্রাব হইলে নৈমিত্তিক কৰ্ম নিষিদ্ধ। কৌরকৰ্ম বা মৈথুনে ঘুমোণার অর্ধাৎ চৌরাতের উঠিলে বা বমন হইলে নিত্যকৰ্ম করিবে না। কোন দ্রব্য ভোজন করিয়া অঙ্গীর্ণ হইলে অথবা কোন বস্ত্র ভোজন করিয়া নিত্য কৰ্মের অহুষ্ঠান করিতে নাই। অনন্যশৌচ বা মরণশৌচ হইলে নিত্যকৰ্ম পরিত্যাগ করিবে। ফল মূল্যাদি যাহা ঔষধের জন্ত ক্রিত হয়, তাহা ভোজন করিয়া নিত্যকৰ্ম করা যাইতে পারে। কিন্তু ঔষধ ভিন্ন ফলাদি বা জলপান করিয়া নিত্যকৰ্ম করিবে না। জলোকা, গুড়পাদ, কুমি এবং গুণুপাদাদি জীবকে ইচ্ছাপূর্বক হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে নিত্য কৰ্মের অধিকার থাকে না। শুকনিন্দা করিলে বা স্বহস্তে ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে বা রেতঃপাত হইলে নিত্য কৰ্মাহুষ্ঠান বিধেয় নহে। (কালিকাপু° ৫৫ অ°)।

নিত্যকৰ্ম সকলের যদি অক্ষমতা হেতু অজ্ঞানি হয়, তাহা হইলেও ফল নিশ্চয় হয়, অর্থাৎ কার্যাসিদ্ধি হয়, তদবৈলক্ষণ্য ফলের অভাব হয় এই মাত্র।

“নিত্যকৰ্মণি অশক্যাদবৈশ্বগোহপি ফলনিশ্চিতির্বতীতি”

(কাঠ্য° শ্রোত° ১।২।৪৮)

বিধিপূর্বক নিত্যকৰ্মের অহুষ্ঠান করিলে, নিত্য যে সকল পাতক হয়, তাহা নিরাকৃত হয়, গৃহস্থ সকল প্রতিদিন যে পঞ্চযজ্ঞের অহুষ্ঠান করেন, এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা পঞ্চস্থনাকৃত পাপ নিরাকৃত হয়। এই জন্ত প্রত্যেকেরই নিত্যকৰ্মের অহুষ্ঠান করা অত্যাশঙ্ক্য।

বেদোক্ত নিত্যকৰ্মের অকরণে এবং স্নাতক ব্রতের লোপকরণে অহোরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

“বেদোদিতানাং নিত্যানাং কৰ্মণাং সমতক্রমে।

স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্ ॥” (মহু° ১।১।২০৪)

প্রতিদিন যে সকল কার্যের অহুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে নিত্যকৰ্ম বা প্রাত্যহিক কৰ্ম বলা যায়। নিত্যকৰ্মে কি কি কার্যের অহুষ্ঠান করা উচিত, তাহা আক্ষিকতত্ত্বে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্যন্ত যে যে কার্য অহুষ্ঠেয়, তাহাই লিখিত হইয়াছে বলিরা, উহা আক্ষিকতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে প্রাতঃকৃত্যের অহুষ্ঠান আবশ্যক।

“ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে যুগোত্তম স্বরোদেবদান্ বিজানুর্বাণী ॥” (আক্ষিকতত্ত্ব)

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া দেবতা বিজ্ঞ ও ঋষিদিগকে

স্বরণ করিতে হয়। রাত্রির পশ্চিম কাম অর্থাৎ শেষ চারি দণ্ডকে ব্রাহ্মরুহুর্ভ কহে। এই সময় জাগ্রত হইয়া সকল চিন্তা আসিবীর পূর্বে স্মৃতিতে প্রধান প্রধান দেকগণ ধ্বিগণ এবং অস্ত্র যাহারা প্রাতঃস্মরণীয় আছেন তাঁহাদিগকে স্মরণ করা কর্তব্য। তাহাদের স্মরণে চিত্তশ্রম ও প্রশান্ত হয়।

“ব্রহ্মা সুরারিসিপুরাতকারী ভাস্কঃ শশী ভূমিস্থতো বৃন্দঃ।
গুরুশ্চ গুরুঃ শনিরাহিকেকতু কুরুন্ম সর্পে মন সূত্রাতদম্ ॥”

(আহ্নিকতত্ত্ব)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রবি, শশী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু ও কেতু সকলে আমার সূত্রপ্রভাত করুন।

[বিশেষ বিবরণ প্রাতঃকৃত্য দেখ।]

শয্যা হইতে উত্থান করিয়া বিষ্ণুপাৎসর্গ, শৌচ, আচমন ও দস্তধাবন করিয়া প্রাতঃস্নান বিধেয়। প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও বাহারা সাধিক তাহারা হোম করিবেন। এই সকল কার্য প্রথম যামার্ককৃত্য জানিতে হইবে।

তৎপরে তৃতীয় যামার্ককৃত্য। তৃতীয় যামার্ক বেদাভ্যাস করিতে হইবে। তাহার পর সমিধ, কুশ ও পুষ্পাদি আহরণ বিধেয়। তৃতীয় যামার্ক পোষ্যবর্ণের অর্ধসাধনে মনোনিবেশ আবশ্যক। মাতা, পিতা, গুরু, আত্মীয় স্বজন, দীনপ্রজা সকল, অজ্ঞাগত, অতিথি ও অমি প্রভৃতি পোষ্যবর্ণ মধ্যে গণনীয়। এই তৃতীয় যামার্ক ইহাদের পরিপালনের উপায় করিতে হইবে।

চতুর্থ যামার্কে জ্ঞান, তপণ, সঙ্কোচাসনা, ব্রহ্মবজ্র ও দেবপূজা বিধেয়।

পঞ্চম যামার্ক বৈশ্বদেবাদি সমাপন করিয়া অর্থাৎ দেবতা, পিতৃ ও মমুযা এবং কীটাদি সকলকে অন্নাদি বিভাগ করিয়া দিয়া ভোজন করিতে হইবে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্ক ইতিহাস ও পুরাণাদি আলোচনা করিয়া অভিবাচিত করিতে হইবে অর্থাৎ সদালোচনায় এই সময় অভিবাচিত করা আবশ্যক।

অষ্টম যামার্ক লোকযাত্রার নিমিত্ত যে সকল কার্য আবশ্যক তাহা করিতে হইবে, তাহার পর সায়াং সন্ধ্যা। সায়াং সন্ধ্যাবসানে রাত্রিকৃত্য করিতে হইবে। এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত দিব্যাভাগে ভ্রমপ্রমাদবশতঃ যে সকল কার্যের অমুষ্ঠান করা হয় নাই, সেই সকল কার্য করিতে হইবে।

“পূর্বাঙ্কুরবিহিতং কর্ম ন কৃতং যৎ প্রমাদতঃ।

রাত্রেত্ব প্রহরং যাবৎ কর্তব্যং তদাখ্যোক্তব্যং ॥

দিবোদিতাদি কর্মাদি প্রমাদাদকৃতানি চ।

শরৎকায়ঃ প্রথমে যামে ভাসি কুখ্যাদভিজিতঃ ॥” (আহ্নিকতত্ত্ব)

তৎপরে বশ্যাবিধি ভোজনাদি শেষ করিয়া শয়ন করিবে। শয়ন ও কারোপগমনবিধিও লিখিত আছে। (আহ্নিকতত্ত্ব)

এই সকলের বিশেষ বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।

আজকাল এই সকল শাস্ত্রবিধান আর বড় কেহ মানেনা।

পূর্বকালে হিন্দুমায়েই উক্ত নিয়মে চলিতেন।

নিত্যকৌর (কৌ) নিত্যঃ কালাকালভাষতো রাগপ্রাপ্তভাঃ সদাতনং কৌরম্। বৈধেতরকৌর, অবৈধ কেশাদি ছেদন।

যে সকল দিনে ও সময়ে কৌরকার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল দিনে কৌরকার্য করিলে নিত্যকৌর বলা যায়।

“চূড়োদিতং তিথ্যবুকে বৃধেবোদ্বিগবসে নয়ঃ।

নিত্যকৌরং প্রকুরীত জন্মমাসে ন তু কচিৎ ॥”

(জ্যোতিঃসাগরসার)

জন্মমাসে কখনই কৌরকার্য করিতে নাই। কৌরকার্যে ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র ও জন্মমাস নিষিদ্ধ। বুধ ও সোমবার ব্যতীত অশুভবার নিষনীয়। নক্ষা, রিক্তা, পূর্ণিমা, অমাবস্তা ও অষ্টমী ব্যতীত অশুভ তিথি কৌরকার্যে বিহিত। রেকতী, অশ্বিনী, পুষ্যা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, স্বাতী, হস্তা, যুগশিরা, শতভিষা, পুনর্নবু ও চিত্রানকুত্র কৌরকার্যে প্রশস্ত। কৌরকার্যে বিশেষ এই যে, রাজা ব্রাহ্মণের আদেশে, বিবাহে, মৃত-স্মৃতিকালোচ্যে বন্ধনোক্ষে, যজ্ঞকর্মে ও পরীক্ষাকার্যে নিষিদ্ধ দিনেও কৌরকার্য করিতে পারেন এবং বিষ্ণুর নাম, আনন্দপুর, বা পাটলীপুত্র, পুরী, অহিচ্ছত্রানগরী এবং দিতি ও অদিতিকে স্মরণ করিয়া কৌরকার্য করা যাইতে পারে। (জ্যোতিঃ)

নিত্যগতি (পুং) নিত্যং গতির্থম্। সদাগতি, বায়ু।

“যথা বায়ুনিত্যগতি র্জলদান শতশোহম্বরে।” (ভারত ৭।৪৫।২২)

নিত্যতা (স্ত্রী) নিত্যস্ত ভাবঃ নিত্য-তল্-টাপ্। নিত্যত্ব, নিত্যের ধর্ম, নিত্যের ভাব।

নিত্যদা (অবা) নিত্য-দাচ্। সর্বদা, সকল সময়।

“পুণ্যং যথুবনং ভজ্ঞ সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ।” (ভাগ ৪।৮।৪২)

নিত্যদান (স্ত্রী) নিত্যং দৈনন্দিনং দানং। প্রতিদিন কর্তব্য দান, প্রত্যহ যে সকল দান করা যায়।

“নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমিষাতে।

অহঙ্কহনি যৎ কিক্রীদীয়েত হতুপকারিণে।

অমুক্শিত্ব কলং তৎ শ্রাদ্ভব্রাহ্মণায় তু নিত্যকম্ ॥” (গুরুপুং)

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই তিন প্রকার দান। তাহার মধ্যে প্রতিদিন কোন উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায় তাহাকে নিত্যদান কহে। এই দান অতি প্রশস্ত, নিষ্কামভাবে প্রতিদিন দান করাই নিত্যদান।

নিত্যনর্ভ (পুং) মনোবৈ। (ভারত ১৩।১৭।৪২)

নিত্যনাথ সিদ্ধ, একজন গ্রন্থকার। ইহার পিতার নাম শম্ভু-
গুপ্ত। ইহার লিখিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়—১ রস-
রত্নসমুদয়, ২ ইন্দ্রজালতরঙ্গ, ৩ কামরত্ন, ৪ উত্তরকোষ, ৫ বন্ধা-
বলী, ময়দার, ৭ রসরত্নাকর, ৮ সিদ্ধগণ্ড, ৯ সিদ্ধসিদ্ধান্ত-
পদ্ধতি। কোথাও কোথাও ইনি নিত্যানন্দ বা নেমনাথ সিদ্ধ
বলিয়া উল্লিখিত হইরাছেন।

নিত্যনৈমিত্তিক (ক্লী) নিত্যক তন্নৈমিত্তিকক্ষেতি। নিত্য-
নৈমিত্তিকত্বকর্মভেদযুক্ত।

“নিত্য নৈমিত্তিকং জেরং পরশ্রাদ্ধানিপত্তিতৈঃ।” (প্রাকৃত°)

পরশ্রাদ্ধানি কার্য নিত্যনৈমিত্তিক পদবাচ্য, যেহেতু এই
কার্যে নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয়ই আছে। শ্রাদ্ধ অবশ্য
কর্তব্য, এই জন্য নিত্য পরশ্রাদ্ধানি, নিমিত্ত জ্ঞাত করিতে হয় বলিয়া
নৈমিত্তিক, এই কারণে পরশ্রাদ্ধানিকে নিত্যনৈমিত্তিক কহে।
প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম ও নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া অভিহিত হইরাছে।
প্রায়শ্চিত্ত সকলেরই কর্তব্য, এই জন্য ইহা নিত্য, পাপিদিগের
পাপক্ষয় নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তান্তষ্ঠান অবশ্য বিধেয়, এই কারণে
ইহাকে নৈমিত্তিকও বলা যায়, অতএব এই প্রায়শ্চিত্তাদি
কর্মে নিত্য ও নৈমিত্তিক আছে বলিয়া ইহাকে নিত্য-
নৈমিত্তিক কহে।

“প্রায়শ্চিত্তস্ত নিত্যশ্রোনাঙ্গবৈকল্যেহপি ফলসিদ্ধিঃ।

তথা চ প্রায়শ্চিত্তস্ত নৈমিত্তিকত্বং নিত্যত্বঞ্চ সিতাক্ষরাক্তদাহ।”

(প্রায়শ্চিত্ত°)

নিত্যপরিবৃত (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

নিত্যপূজা-যন্ত্র (ক্লী) এক প্রকার কবচপূর্ণ মাহুনি।

নিত্যপ্রলয় (পুং) নিত্যঃ প্রাত্যহিকং প্রলয়ঃ কর্মধা°।
প্রলয়বিশেষ। প্রলয় চারিপ্রকার,—নিত্য, প্রাকৃত, নৈমি-
ত্তিক ও আত্যন্তিক। ইহার মধ্যে স্রষ্টিতে নিত্যপ্রলয়
বলা যায়; যখন স্রষ্টি হয় তখন কোন বিষয়ের জ্ঞান
থাকে না। প্রলয়কালে যেমন কার্যের বোধ হয় না,
সেইরূপ এই স্রষ্টি সময়ও কোন কার্যের জ্ঞান থাকে না,
এই জন্য প্রলয় কহে, এই প্রলয় প্রতিদিন হয়, এইজন্য ইহাকে
নিত্যপ্রলয় কহে। স্রষ্টিকালে ধর্মাদি প্রভৃতি সকল কারণ-
রূপে অবস্থিত করে। স্রষ্টির অবসানে পুনরায় তাহাদের
কার্য হয়। “স চ চতুর্বিধঃ নিত্যঃ প্রাকৃতো নৈমিত্তিক আত্যা-
ন্তিকক্ষেতি। তত্র নিত্যপ্রলয়ঃ স্রষ্টিঃ তস্তাঃ সকলকার্য-
প্রলয়রূপত্যাং ধর্মাদিষুপূর্বসংস্কারাণাঞ্চ তত্রা কারণাণ্যনা
অবস্থানঃ।” (বেদান্ত-পরিভাষা) অগ্নিপুরণের মতে—

প্রতিদিন যে প্রাণিগণের লয় অর্থাৎ নাশ হইতেছে, তাহাকে
নিত্যপ্রলয় কহে। (অগ্নিপুং ২৭৭অ°) [বিশেষ বিবরণ প্রলয় দেখ।]

নিত্যভাব (পুং) নিত্যের ভাব, অনন্ত।

নিত্যময় (ত্রি) নিত্য-ময়ট। নিত্যস্বরূপ। অনন্ত।

নিত্যযুক্ত (পুং) নিত্যঃ যুক্তঃ। সকল সময়ে সর্বলকালে বদ্ধ-
যুক্ত পরমাখ্যা। বাহার কখন বদ্ধ হয় নাই বা হইতে পারে না।

“অহং দেবো ন চান্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাঙ্ক।

সচ্চিদামিশ্বরপোহং নিত্যযুক্তক্কাবান্।” (আহিকত্ব°)

নিত্যযুক্ত (পুং) নিত্যায়ুক্তঃ যুক্তঃ। প্রতিদিন অমূল্যময়
অমিহোজাদি যুক্ত। নিত্য যজ্ঞাহুষ্ঠানে কোনরূপ ফলাভের
আকাঙ্ক্ষা নাই। এই যজ্ঞ সামিক ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদিন
করিতে হয়।

নিত্যযুক্ত (ত্রি) সর্বদা কার্যে নিযুক্ত।

নিত্যযৌবন (ত্রি) নিত্যঃ যৌবনং যন্ত। ১ স্থিরযৌবন। উপ।

(ক্লী) যৌবদৌ। (হেম ৩৩৭৪)

নিত্যবৎসা (ক্লী) সামভেদ। (পুং) ২ নিত্যবৎসযুক্ত।

নিত্যবর্ষ, রাষ্ট্রকূটবংশীয় একজন রাজা। [রাষ্ট্রকূট ঐতিহ্য।]
জগদ্বন্ধু দুই সংসার করেন, প্রথম পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে নিত্য-
বর্ষের জন্ম হয়।

নিত্যবর্ষ, ২য় নিত্যবর্ষ ‘কোটাগ বা থোটাঘ’ নামে অভিহিত।
২য় অমোঘবর্ষের দুই পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম নিত্যবর্ষ
অথবা কোটাগ বা থোটাঘ এবং কনিষ্ঠের নাম কুম্ভ ওর্থ বা
করর। কোটাগ কোন অপত্য রাখিয়া যান নাই।

[রাষ্ট্রকূটরাজবংশ দেখ।]

নিত্যবিক্রান্ত (পুং) ১ চিত্তভীত। (ক্লী) ২ হরিণ।

নিত্যবৈকুণ্ঠ (পুং) নিত্যঃ সনাতনো বৈকুণ্ঠঃ। বিষ্ণুর স্থানবিশেষ।

“উক্খং নভসি সংবিষ্টো নিত্যবৈকুণ্ঠ এব চ।

আত্মাকাশসমো নিত্যো বিকৃতচক্রবিষয়ঃ॥

ঈশ্বরেচ্চাসমুদ্ভূতো নির্লক্ষ্যস্ত নিরাশ্রয়ঃ।

আকাশবৎ স্রবিত্তারশ্চানুল্যারত্ননির্মিতঃ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিত্ব° ১৫ অ°)

আকাশমণ্ডলের সর্বোচ্চদেশে আকাশবৎ অতি বিস্তৃত
নিত্য-বৈকুণ্ঠ নামে স্থান আছে, ইহাই ভগবান্ নারায়ণের স্থান,
এইখানে নারায়ণ চতুর্ভুজরূপে বনমালাভূষিত হইয়া লক্ষ্মী,
সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসীর সহিত অবস্থান করিতেছেন। নন্দ,
সুন্দর ও কুম্ভ প্রভৃতি পাশ্চর্য এইখানে সর্বদা অবস্থিত আছে।

(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিত্ব° ১৫ অ°)

নিত্যশস্ (অবা) নিত্য শস্ প্রত্যয়ঃ। প্রতিদিনরত, সর্বদা,
সকল সময়।

নিত্যসংস্কার (ত্রি) নিত্যঃ অচলং যৎ সৎ তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক।
নিত্য ধৈর্য্যাবলী। সমস্তাবলী, যখন রক্ত ও তমোভগ্ন সৎ

কর্তৃক অভিতৃপ্ত হয়, তখন নিত্যস্বাধিকার বলা যায়, সেই অব-
স্থায় যাহারা অবস্থিত থাকে, তাহাকে নিত্যস্বয়ং কহে।

“নিত্যস্বয়ং নির্যোগঃ কেম আত্মবান্” (গীতা)

নিত্যসম (পুং) গৌতমহর্যাকো জাতাত্তরভেদে। [জাতি দেখ।]

নিত্যসমাস (পুং) সমাসভেদে, সমস্তমান যাবৎ পদরহিত
বিগ্রহ বাক্য হুচিত সমাসবিশেষ। “কুপ্রদায়োনিত্যং”

এই হর্যাক্ষসারে কৃশক ও প্রাদি শব্দের সহিত যে স্থলে
সমাস হইবে, তথায় নিত্য সমাস হইবে।

নিত্যস্তোত্র (জি) ১ সর্গদা প্রশংসিত। ২ সর্গদা পঠনীয় স্তোত্র।

নিত্যহোম (পুং) নিত্যঃ প্রত্যহঃ কর্তব্যো হোমঃ। যজ্ঞদিগের
প্রতিদিন কর্তব্য হোম, সামিক ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহ যে হোমবিধির
অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে নিত্যহোম কহে। যতদিন জীবন
থাকিবে, ততদিন হোম করিতে হইবে।

“যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” (শ্রুতি)

নিত্যা (স্ত্রী) নিত্য-টাপ্। ১ দেবীর শক্তিতে, পার্শ্বতী।

“মোজ্ঞায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গোষ্ঠে ধাত্রো নমোনমঃ” (মার্ক*পু*৮৫৮)

ইহার মতাদি তন্ত্রসারে লিখিত আছে, এই স্থলে কেবল
ধান প্রদত্ত হইল।

ধান—“অন্ধ্রমৌলিমরুণামমরাতিবন্দ্য

সম্ভোজপাশশপিপূর্ণকপালহস্তম্।

রক্তাঙ্গরাগরসনাভরণাঃ ত্রিনেত্রাঃ

ধ্যায়োচ্ছবন্ত বনিতাঃ মনবিহ্বলাঙ্গীম্” (তন্ত্রসার)

২ মনসাদেবী। (শঙ্কর)

নিত্যানন্দ্যায় (পুং) নিত্যঃ সর্গদা যথাতথ্য অনন্দ্যায়ঃ অধ্য-
য়নাত্মকঃ। সর্গদা বর্জ্যনীয় বেদপাঠকালাদি, অনন্দ্যায়কাল, যে
সকল দিনে বেদপাঠ করিতে নাই।

“ইমারিত্যনন্দ্যায়নধীমানো বিবর্জ্যয়েৎ।

অধ্যাপনঞ্চ কুর্য্যাৎ শিষ্যানাং বিধিপূর্বকম্” (মহু ৪।১০১)

অধ্যয়নশীল শিষ্য এবং বেদাধ্যাপক গুরু নিত্য অনন্দ্যায়গুলি
সর্বস্তোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। নিত্য অনন্দ্যায় সমূহের
বিষয় লিখিত হইতেছে—

বর্ষাকালে রাজ্যকালে বায়ুর অতিশয় প্রবহন শব্দ শুনিতে
পাইলে কিংবা দিবাভাগে বায়ু কর্তৃক ধূলিসমূহ উখিত হই-
তেছে দেখিতে পাইলে, অথবা বিদ্যাংগজ্ঞানসম্ভেদ বর্ষা হইলে
বা ইত্যন্তঃ উদ্যাপাত হইলে সেই অবধি পরদিন সেই সময়
পর্যন্ত অনন্দ্যায়কাল। বর্ষার সময় সন্ধ্যাকালে হোমায়ি প্র-
স্তুত করিবার সময় ঐরূপ বিদ্যাং প্রকৃতি যুগপৎ উপস্থিত
হইলে অনন্দ্যায় জানিতে হইবে। (মহু ৪ অ°)

[ইহার বিশেষ বিবরণ অনন্দ্যায় দেখ।]

নিত্যানন্দ (পুং) সগানন্দ, যাহার সর্গদা আনন্দ বর্তমান।

নিত্যানন্দ, প্রভু, রাঢ়দেশে কালনা হইতে ২ কোশ দক্ষিণে
প্রাচীন একটাকা গ্রামে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার
পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী। ইহার
আদি নাম কুবের। এই কুবেরই নিত্যানন্দ নামে সুপরিচিত।
অদ্বৈতপ্রকাশের মতে—

“তেরশত পঁচানবই শকে * মাঘ মাসে।

গুরা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে ॥” (অদ্বৈত ৪র্থ অ°)

চৈতন্যসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা বলেন, নিত্যানন্দ বলরামের
অবতার। চৈতন্যভাগবতকার বলেন,—

*মাঘমাসে গুরুপক্ষ ত্রয়োদশী শুভ দিনে।

পদ্মাবতী গর্ভে একটাকা নামে গ্রামে ॥

হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।

মূলে পিতামাতা তানে করি পিতা বাজ ॥

রূপাসিন্ধু ভক্তি দাতা প্রভু বলরাম।

অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম ॥”

নিত্যানন্দ শশিকলার জ্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।
নিত্যানন্দের অদ্বৈত বাল্যখেলার বিবরণ চৈতন্যভাগবতে আছে,
সে অপূর্ণ খেলার আভাস এইখানে দিলাম।

“কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।

কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে ॥

কোন দিন শিশু সঙ্গে নল খড়ি দিয়া।

শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাস্কিয়া ॥”

“কোন দিন শিশুসঙ্গে তালবনে যাইয়া।

শিশুসঙ্গে তাল খায় দেখুকে মারিয়া ॥”

“কোন দিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।

বানরের রূপ সব শিশুগণে ধরে ॥

ভেরেণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।

শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে ॥” ইত্যাদি। (চৈতন্যভা°)

ফলকথা, নিতাই ভগবানের লীলাস্বরূপ খেলা খেলিতেন।
প্রাণলোক এই বালকের খেলা দেখিয়া বিস্মিত হইত,
বালক কার কাছে, এ খেলা শিক্ষা করে? স্বয়ং হাড়াইপণ্ডিত
পর্যন্ত ভাবিয়া বিস্মিত হইতেন। আবার যখন যে খেলা
খেলিতেন, নিতাই তখন সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া যাইতেন,
এমন কি, সেই আদর্শ ও তাহাতে তখন ভেদ থাকিত না।

যে দিন লঙ্কণের শক্তিশেল খেলা হয়, সেদিন ভারি বিপদ
ঘটে। নিতাই ভেরেণ্ডাবন্ধরূপ শেলের আঘাতে মুক্তিত। সে
মূর্ছা খেলার মূর্ছা নহে, তাবের মূর্ছা, যথার্থই মূর্ছা।

* মতান্তরে ১৩২৮ শকে জন্ম হয়।

মিতাইর মুর্ছা দর্শনে, কি করিতে হইবে, বাসকগণ তাহা জুসিয়া গেল। ক্রমে বাসকগণের চুটাইটিতে কথা জানানামি হইল, প্রবীণবাক্তিগণ আসিলেন। মিতাইর মা বাপ পাখলের দ্বার জীড়াহানে উপস্থিত হইলেন, কতশত চেষ্টা করা গেল, কত ঔষধ প্রয়োগ করা গেল, মিতাইর মুর্ছা আর ভাঙ্গে না। ঘোর কারাকটি পড়িয়া গেল।

কোন একবাক্তি, তখন একটা শিশুকে ডাকিয়া আনিয়া অন্তর মিতা পূরীপার কথা বিজ্ঞাসা করিলেন। সে বাসক বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে মিতাইর শিক্তা তাহার শ্রয়ণ হইল, সে আনন্দে বলিয়া উঠিল, এখনই মিতাইকে জীয়াইব। তখন সেই শিশু হুহমান হইয়া গন্ধমাদন আনিতে চলিল। খেলার গন্ধমাদন আনীত হইল, তখন অল্প এক শিশু (পূর্ন শিক্তামুসারে) বৈভবরূপ ধারণ করিয়া ঔষধ আমিয়া নিত্যানন্দের নাসারন্ধ্রে ধরিল। আর বহু চেষ্টায় যে মুর্ছা ভাঙ্গে নাই, সামান্ত খেলার মিতাইর সে মুর্ছা ভাঙ্গিয়া গেল।

নিত্যানন্দ প্রায়ের নয়নস্বরূপ। গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে না দেখিলে চতুর্দিক শূন্য দেখিত। পিতামাতার কথা আর কি বলিব ?

“তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।

যুগপ্রায় ফেন বাসে ততোধিক পিতা।

তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রের ছাড়াইয়া।

কোথাও হাড়াই ওখা না যায় চলিয়া।

কিবা কৃষিকার্যে কিবা বজ্রমান ঘরে।

কিবা ঘাটে কিবা বাটে বত কন্দ্র করে।

পাছে যদি নিত্যানন্দ চক্ষু চলি যায়।

‘তিলান্দে শব্দকে বার উলটিয়া চায়।’ (১৫ ভা°)

কুবের বা নিত্যানন্দের খেলা যেমন অপক্লপ, বিদ্যাশিক্ষাও তদ্রূপ অক্লত। এরূপ প্রতিভা কেহ কোনকালে ক্ষেপে নাই, এরূপ প্রতিভা, এরূপ শক্তি মানুষের হইতে পারে, লোকের জ্ঞান ছিল না। দর্শন মাত্রই সর্বশাস্ত্র মিতাইর আয়ত্ত হইয়া গাইত। সুতরাং ভক্তিরসিকার বলেন—

“অন্ন দিবসেই কৈল বিদ্যা উপার্জন।

বাকরণ আদি শাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ।”

মিতাইর বয়স যেমন, তাহা হইতে আরও অধিক বয়স বলিয়া তাঁহাকে বোধ হইত। বার বৎসরের বাসককে বোল-বর্ধের জ্ঞান দেখাইত। সেই বয়সেই মিতাইর বিবাহের কথা উঠিল। অনেকেই স্ব স্ব কল্পা মিতাইকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। মিতাইর জননী পদ্মাবতী আসন্দে আটখানা হইয়া গেলেন। ভক্তিরসিকের লিখিত আছে—

“মিতাইর বয়স হৈল বাসকবৎসর।

বোদ্ধশব্দের প্রায় সম্মিলিত হুন্দর।

বহুজনে জানাইয়া হাড়াই পণ্ডিত।

পুত্রের বিবাহ দিতে হৈল উৎকণ্ঠিত।

একচক্রাবাসী বত ব্রাহ্মণ সজ্জন।

বিবাহ প্রসঙ্গে হই হৈলা সর্বজন।”

কিন্তু এই আনন্দ অচিরেই নিরানন্দে পরিণত হইল। তখন ১৪১০ শকাব্দ। অগ্রহারণ মাসের শেষে একটা উদাসীন, অতি তেজস্বর আকৃতি, হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইলেন। এই অতিথি একচক্রার সর্বস্বদান হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। বিদায়কালে অতিথি হাড়াই পণ্ডিতের কাছে মিতাইকে ভিক্ষা চাহিলেন। হাড়াই জ্ঞানবদনে অতিথির পুত্র দিলেন, অতিথি বিমুগ্ধ করিলেন না। পুত্রকে ভিক্ষা? সে পুত্র আবার প্রাণ হইতে প্রিয়তর—সে পুত্রকে তিলমাত্র চক্ষুর অন্তরাল করা বার না, তাঁহাকে পিতা হইয়া বিলাইলেন, এ ধারণা বর্তমানকালের লোকের না হইতে পারে, কিন্তু হাড়াই প্রাণাধিক পুত্রকে যথার্থই বিলাইলেন। তিনি এ ধর্মশব্দে যেন বিপথগামী না হন, এইজন্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

“ধর্মশব্দে ক্লক রক্ষা কর মোরে।” (৩° র°)

পদ্মাবতীকে একথা বলা হইল। যেমন পতি, তেমন পত্নী। তিনি বলিলেন—

“তোমার যে কথা প্রভু সেই কথা মোর।” (৩° র°)

এইরূপ পিতামাতা না হইলে মিতাইর জ্ঞান পুত্র জন্মেন না। পিতামাতার ক্রমরপিণ্ড ছিল বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আর কত সহিবেন। যে মুহূর্তে মিতাই গৃহের বাহির হইলেন, পদ্মাবতী ও হাড়াই সেই মুহূর্তেই, যথায় ছিলেন, সেখানে মুচ্ছিত হইলেন। বথা ভক্তিরসিকারে—

“নিত্যানন্দ লইয়া স্থানী চলি ভুরিতে।

মুচ্ছিত হইয়া হাড়াই পড়িয়া ভূমিতে।

প্রাণহীন প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী।

হৈল যে দোহবার দশা কহি কি শকতি।

কি নারী পুরুষ বত এ একচক্রার।

একপা অবগম্য হৈল মৃতপ্রায়।”

এই যে পদ্মাবতী ও হাড়াই মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের পূর্ণ জ্ঞান—সহজ জ্ঞান আর কিরিয়া আসিল না। তাঁহারা যতদিন ছিলেন, অর্দ্ধ উদ্যানবৎই ছিলেন। মিতাই তাঁহাদের ধ্যান ধারণা হইয়াছিল, মিতাইর চিন্তায় তাঁহারা প্রকৃতই ভূমিরাজিলেন। তাঁদের প্রাবেশে তাঁহারা তখন প্রতিক্রমে

নিতাইর দেখা পাইতেন, নিতাইকে বাওয়াইতেন বাওয়াইতেন, আদর করিতেন। ভাবের আবেশে আবার কখন কখন বা পুরকে হারাটয়া হা-হতাস করিতেন। ভাবে ভাবে এইরূপ রক্ত চটত। বস্ত্রঃ টেহাতেই তাঁহার বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরহবাণা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল। ভক্তিরসাকর বলেন—

“কোণা নিত্যানন্দ বলি ধুলায় লোটায়।
কি কহিতে কিবা কহে পাগলের প্রায় ॥
কণে কহে নিত্যানন্দ হৈল অনেককণ।
আঁইস কোলে করি মোর যুড়াউক জীবন ॥
কণে কহে মোর আগে চলহ ইটিয়া।
পাকিরাছে ধাত্ত মাঠে চল দেখি গিয়া ॥”
“কণে কহে চল বাপ হাটে শীঘ্র যাই।

যে ইচ্ছা তোমার তাহা কিনিব তথাই ॥” ইত্যাদি।

যাহাউক, নিত্যানন্দ আর গৃহে ফিরিলেন না। তিনি যথারীতি সন্ন্যাসপ্রায় অবলম্বন করিলেন। নিত্যানন্দের গুরুর নাম লক্ষ্মীপতি। নিত্যানন্দ ২০ বৎসর পর্যন্ত নানাতীর্থে ভ্রমণ করেন।

শ্রীমহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী ঐ সময় বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি দেখিলেন, একটা তরুণ সন্ন্যাসী পাগলের জ্ঞান ঈক্ৰমকে অব্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন। ঈশ্বরপুরী তাঁহার ভাব বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন, “ঠাকুর! এখানে কি দেখিতেছ, তোমার কানাই, নবদীপে শচীর ঘরে জন্ম নিয়াছেন, যাও তথায়, তিনি তোমারই অপেক্ষা করিতেছেন।” নিতাই শুনিয়াই নবদীপে অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

অষ্টম-প্রকাশে লিখিত আছে, নন্দনমাচাৰ্য্যের ঘরে মহাপ্রভু গিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে মিলন-দৃশ্য অতি চমৎকার!

“গোরস্থ্যের ছটা পড়ি নিত্যানন্দ চাঁদে।
গুরু প্রেমামৃতজ্যোৎস্নার ব্যাপে অব্বেচ্ছেদে ॥
ভক্তদ্বারে ভাগবতের দ্বোক পড়াইল।
শুনি নিত্যানন্দ প্রেমে মুগ্ধিত হইল ॥
চেতন পাইয়া প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
কত নাচে কত হাসে উনমত্ত সম ॥
কত কক্ষ পাইলু বুলি ছাড়য়ে হৃদয়।
কতু অবিশ্রান্ত নেত্র বহে অশ্রুধার ॥” (অষ্টমপ্রঃ)

এইরূপে ১৪৩০ শকে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সন্মিলন হয়।

সাগরে বধন নদী মিলিত হয়, সে নদী যতই কেন বড় হউক না, তখন তাহার আর স্বতন্ত্রতা থাকে না, নিতাইরও অভ্যন্তর আর স্বতন্ত্রতা রহিল না। “নিমাই নিতাই হই

ভাই, একে অন্যো ভেদ নাই” উভয়ের কার্য, উভয়ের ব্যবহারে এক, উভয়ে আর ভেদ রহিল না। নিতাইর স্বতন্ত্রতা একবারেই ছিলনা। [চৈতন্ত-চন্দ্র শব্দ দেখ।]

শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং সন্ন্যাসী, তাঁহার প্রধান প্রধান পার্শ্বদগণের প্রায় অধিকাংশই সন্ন্যাসী। ইহাতে এই ফল হইল যে, লোকের গার্হস্থ্য আশ্রমের উপর বিরাগ জন্মিল। দলে দলে অনধিকারী লোক সন্ন্যাসী হইতে লাগিল। এ শ্রোত ফিরাইতে হইবে। মহাপ্রভু দেখিলেন, নিতাই ব্যতীত আর উপায় নাই। তাঁহার প্রায় সমকক্ষ ব্যতীত অপরের উদাহরণে লোক মুগ্ধ হইবে না। তাই প্রভু নীলাচলে নিতাইর দুটা হাত ধরিয়া বলিলেন, “ভাই! জীবের উদ্ধারের জন্য তোমার অবতার। জীবের হিতের জন্য তুমি বিবাহ কর। লোকে দেখুক যে, বিবাহ করিলেই যে ধর্ম হয় না, তাহা নহে।” যদিও এই কার্যটা নিত্যানন্দ অনভিপ্রেত, নিতাই তবু প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। যথাসময়ে নিতাই গোড়ো আগমন করিলেন।

অষ্টম-প্রকাশে লিখিত আছে,—নিতাইচাঁদ তাঁহার কৃপাপাত্র উদ্ধারণদত্ত সহ বেড়াইতে বেড়াইতে অধিকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনোমোহনরূপ যে দেখে, সেই মোহিত হইতে লাগিল। ঘটনাক্রমে এখানে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যদাস তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ধারণ উত্তর করে,—

“... ইহা ব্রাহ্মণ উত্তম।

রাষ্ট্রপ্রেমী সর্বশাস্ত্রে অতি শ্রেষ্ঠতম ॥

শ্রায়চ্ছাদমণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাত্তি।

নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি ॥” (অ’ প্রঃ)

সূর্য্যদাস অতি যত্নে তাঁহাকে আলয়ে লইয়া গেলেন। তাঁহার পত্নী এই অবস্থার অসামান্যরূপদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কষ্টাদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সূর্য্যদাস লোকলজ্জার বিশেষতঃ আত্মীয় স্বজনের অসম্মতি দেখিয়া অজ্ঞাত-কুলশীলকে কষ্টাদান করিতে পারিলেন না।

নিত্যানন্দ তথা হইতে বিদায় হইয়া উদ্ধারণের সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন সূর্য্যদাস তাঁহার কস্তা বহুধার মৃতদেহ লইয়া সংস্কার উদ্দেশে গঙ্গাতীরে আসিলেন। অবস্থিত মৃতদেহ দর্শন করিয়া সূর্য্যদাসকে জানাইলেন—

“এই কস্তা যদি মুঞি জীয়াইতে পারি।

তবে মোরে কস্তা দিবা কহ সত্য করি ॥

তুমি পণ্ডিত কহে আর বহুগণ।

জীয়াইলে কস্তা দিব করিলাম পণ ॥

তাহা ওনি নিত্যানন্দ আনন্ডিত মনে ।

বৃত-সঙ্গীত নাম দিলা তার কাণে ।

হরিনামান্ত পিরা বসুধা উঠিলা ।

অলৌকিক কার্যে সন্তে বিশ্বয় মানিলা ।” (অষ্টতম)

স্বর্গদাস কন্ডাকে ঘরে আনিলেন, শুভ দিন দেখিয়া মহা সমারোহে আপন কন্ডার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ দিলেন ।

“বসুধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা ।

যৌতুক ছলে জাহ্নবীরে আশ্রয় কৈলা ॥” (অষ্টতম)

এইরূপে চির উদাসীন অবস্থত গৃহী হইলেন । তথা হইতে নিতাই পরী সহ খড়দহে আসিয়া বাস করিলেন । এখানে তিনি শ্রামস্বল্পের সেবা প্রকাশ করেন । বসুধার গর্ভে বীরভদ্র জন্ম গ্রহণ করেন ; ইহার সন্তান হইতেই কুলানগণের বীরভদ্রী থাক ও ইহারই বংশে খড়দহের গোস্বামিগণের উৎপত্তি হইয়াছে ।

[বীরভদ্র দেখ ।]

বাঘনাপাড়ায় নিত্যানন্দবংশীয় যে গোস্বামিগণ আছে, তাঁহারা জাহ্নবাবীরের পোষা রামাই-প্রভুর সন্তান বলিয়া গণ্য ; কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্তমন্ডলে রামভদ্র জাহ্নবীর পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।

“স্বর্গদাসনন্দিনী শ্রীবসুজাহ্নবী ।

পাণিগ্রহণ করিলা স্বচ্ছন্দ কৌতুকী ॥

বসু গর্ভে প্রকাশ গোস্বামি বীরভদ্র ।

জাহ্নবীনন্দন রামভদ্র মহানন্দ ॥” (চৈতন্তম)

নিত্যানন্দের প্রধান পাট খড়দহ ।

শ্রীনিত্যানন্দের অপর লীলার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব । [চৈতন্তচন্দ্র শব্দে ইহার অপরাপর অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে ।] নিতাইচাঁদ ১৪৫৬ শাকে দেহত্যাগ করেন । রম্ভাবনদাসের নিত্যানন্দবংশমালা গ্রন্থে তাহা এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে—

“চৈতন্তবিচ্ছেদে প্রভুর সদাই বিলাপ ।

কদাচিৎ বাহু হৈলে চৈতন্ত আলাপ ॥

কায়মনবাক্যে সদা চৈতন্ত খিয়ার ।

উচ্চৈঃস্বর করি চৈতন্তের গুণ গায় ॥

নিরন্তর খড়দহের অভ্যন্তরে স্থিতি ।

শ্রামস্বল্পেরে কভু দেখে গৌরমূর্তি ॥”

“কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব ।

মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব ॥”

গোড়ায় বৈষ্ণবগণ ‘নিত্যানন্দো বল সাক্ষাৎ’ ইত্যাদি স্মরণতরঙ্গের বচনে এবং অনন্তসংহিতা ও পদ্মপুরাণাদির প্রাচীন প্রমাণে নিত্যানন্দ প্রভুকে বলদেবের অবতার বলিয়া প্রকাশ করেন ।

গৌরগণোন্মেষকোপিকার কথিত আছে—

“অংশাংশে ন বিভেদেন বাহু আদ্যঃ শচীভূতঃ ।

বলদেব বিশ্বরূপো বাহুঃ সর্ব্বশোমতঃ ।

নিত্যানন্দাবধূতঃ প্রকাশেন স উচ্যতে ॥”

নিত্যানন্দভক্ত বৈষ্ণবগণ নিত্যানন্দের এই স্তবটী পাঠ করিয়া থাকেন—

“শ্রীগৌরানন্দমহাপ্রেম-গঠিত শ্রীকলেবরম্ ।

শ্রীগৌরানন্দপ্রেমপদ্মমধুপানপরায়ণম্ ॥

শ্রীগৌরানন্দভিন্নদেহমবধূতঃ মহাপ্রভুম্ ।

মহারাসরসামোদঃ রাসোন্মাদকলাধনম্ ॥

চৈতন্তপ্রজ্ঞারূপেণ শ্রীচৈতন্তপরায়ণম্ ।

বসু লীলা-বিনোদেন কৃতার্থীকৃতভূতলম্ ॥

নিত্যানন্দস্বরূপং হি নিত্যানন্দসুবিগ্রহম্ ।

শ্রীনিত্যানন্দনামানং শ্রীনিত্যানন্দধামকম্ ॥

অষ্টৈতদ্বদরানন্দমচ্যুতানন্দনন্দকম্ ।

পীনবন্ধঃ-কম্বুকণ্ঠবিশালাকসমুজ্জলম্ ॥

কোটীকল্প-দর্পণঃ দিবাগন্ধসমাবৃতম্ ।

নীলপট্টাধরধরঃ কটিকোপীনভূষণম্ ॥

লোহদণ্ডসমাবৃত্তোজ্জ্বলম্বিতবাহকম্ ।

কোটীজ্যোৎস্নাকরজরপ্রস্রাবী মুখমণ্ডলম্ ॥

মহানটনরেন্দ্রঃ জাহ্নবামুখবটপদম্ ।

ভাষু লম্বপূর্ণেশু জাহ্নবাকীবনঃ গুরুম্ ।

প্রেমপ্রদঃ দয়ালুঃ শ্রীনিত্যানন্দঃ প্রভুঃ স্নরঃ ॥”

আবার বাঁহারা নিত্যানন্দের পূজা করেন, তাঁহারা নিত্যানন্দের ধ্যান ও গায়ত্রী পাঠ করেন । ধ্যান যথা—

“ঈশদারুণস্বর্ণাভিঃ নানালঙ্কারভূষিতঃ

হারিণঃ মালিনঃ দিব্যোপবীতঃ প্রেমবর্ষণম্ ।

আবুর্গিতলোচনঃ নীলাধরধরঃ প্রভুঃ,

প্রেমানন্দ পরমানন্দ নিত্যানন্দঃ স্নরামাহং ॥” পরে—

“শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভবে নমঃ ।”

এই মন্ত্রে যথারীতি পাঠ্যার্থ্য দেন । পরে—

“ও ক্লীং নিত্যানন্দায় বিদ্রোহে অবধোভায় ধীমহি তন্নো রাম প্রচোদয়াৎ ।” এই গায়ত্রী ও “ও ক্লীং নিত্যানন্দায় স্বাহা ।” এই মন্ত্র পাঠ করেন ।

নিত্যানন্দ, এই নামে অনেকগুলি কবি ও শাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায় । নিয়ে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল ।

১ বাঙ্গালীর শিবা এবং জাতকবর্ষপদ্ধতিপ্রণেতা ।

২ ইহার অপর নাম নারায়ণভট্ট । ইনি শ্রীনিবাস বিদ্যানন্দের শিষ্য ও তারাকমলপ্রণেতা ।

০ ইনি পুরুষোত্তমশ্রমের শিবা। ইহার উপাধি আশ্রম, ইনি ব্রহ্মহৃদয়ভিত্তিকগ্রন্থ, মিতাকরা (হাক্কোগোপনিবটীকা), মিতাকরা (বৃহদারণ্যকটীকা), শিলাপত্রী ও সংকল্পব্যাখ্যান-চিত্তামনি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৪ দেবদত্তের পুত্র। ইনি ইষ্টকালশোধন ও মিরেকবিচার-সিদ্ধান্তরাজ রচনা করেন। ৫ অষ্টমতত্ত্বদীপপ্রণেতা।

৬ ক্রমদীপিকা, তত্ত্বলেশ, সিদ্ধসিদ্ধান্তগুণ্ডিত ও স্তম্ভরীপূজা-তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

নিত্যানন্দ ঘোষ, একজন বাঙ্গালী কবি। প্রায় তিনশত বর্ষের অধিক হইল, ইনি বাঙ্গালাভাষার অষ্টাদশশতাব্দী মহাতারত প্রকাশ করেন।

নিত্যানন্দ দাস, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইনি পদকর্তা বলরামদাস নামে খ্যাত। ইনি শ্রীধননিবাসী আশ্চর্যরামদাসের পুত্র, বৈষ্ণবংশসম্বৃত। ইহার মাতার নাম সোদামিনী। ইনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে আশ্চর্যরাম-দাসসম্বৃত এককটী পদাবলী পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর কবিরামদাস পদকর্তা বলরামদাসকে 'কবিনৃপ-বংশজ' (কবিরাজ) বলা হইয়াছে। নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে, ইনি বলরাম কবিরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণববন্দনায় ইনি 'সংগীতকারক' ও 'নিত্যানন্দ-দাখাত্ত' বণিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ইনি প্রেমবিলাস নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্রীমানন্দেয় কথাই প্রথমিতঃ বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ বৎসর অতীত হইল নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস রচনা করেন। ইহার রচনা জটিল।

নিত্যানন্দনাথ, রসায়নপদ্ধতিতত্ত্বপ্রণেতা।

নিত্যানন্দমনোভিরাম, একজন গ্রন্থকার। ইনি শৈব ছিলেন, বচনার্থ নামে ইহার কৃত একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গু-লোখ-পায়স অর্থাৎ হিঙ্গুল দ্বারা শোধিত পায়স, গন্ধক, তাম্র, কাংস্ত, বঙ্গ, হরিতাঙ্গ, তুঁতে, শম্ভতঙ্গ, কড়িভঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিকলা, দৌহ, বিড়ল, পঞ্চলবণ, চই, পিপুলমূল, হবুধা, বচ, লটী, আকনাগি, দেবদারু, এলাচি, বিরুড়ক, ভেউড়ী, চিতামূল, দস্তীমূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে হরীতকীর কাথে মর্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, বটিকার পরিমাণ দশরতি। অস্থপান শীতল জল। প্রোক্তকালে ইহা সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে ককর্যাতোষ কিংবদন্ত্যংসপ্রিত শ্লীপদ রোগ আঁত প্রেমিত হয়। ইহা স্লীপদাবিকারের একটা উত্তম ঔষধ এবং অর্কুণ্ড, পণ্ডবালা, বাতরক্ত, কক্ষ্যাতোষযোগ, অস্ত্রবৃদ্ধি, বাতকক, শুষ্কযোগ, ক্রমি প্রভৃতিরোগে উপকারী। স্লীপদরোগে ইহার পর আর কোন ঔষধ নাই। ইহাতে অয়িবৃদ্ধি হয়। শ্রীমান গহননাথ জগদেয় হিউর জন্ত এই ঔষধ প্রকাশ করেন। (ভৈষজ্যং স্লীপদার্থঃ)

নিত্যানন্দ শর্মা, ইনি উপাসনা-ভাষ্য নামে একখানি ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন।

নিত্যানন্দানুচর, অপরোক্ষাহুতীকাপ্রণেতা।

নিত্যানন্দাশ্রম (পুং) একজন চীকার। [নিত্যানন্দ দেখ।]

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (পুং) নিত্যক অনিত্যক নিত্যানিত্যে তে চ তে বস্তুদ্বী নিত্যানিত্যবস্তুদ্বী, তরোবিবেকঃ। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, বোদান্তমতে—ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার লাভ করিতে হইলে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক আবশ্যক, এই বস্তু নিত্য, এই বস্তু অনিত্য, ইহার সমাক বিবেক বা জ্ঞান নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন বাহ্য কিছু দেখা যায়, তাহা সকলিই অনিত্য, এই প্রকার জ্ঞানের নাম নিত্য-নিত্যবস্তুবিবেক জ্ঞান।

“ব্রহ্মং সত্যং জগন্নিথোত্যোভাব রূপো বিনিশ্চয়ঃ।

সোহং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ॥”

(শব্দার্থচিন্তামণি দ্রুতবাক্য)

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকজ্ঞানই মুমুকুদিগের প্রধান সোপান। যেমন লোকসমূহের গুরুমরীচিকার জলভ্রান্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যাধিষ্ঠিতজীবের ব্রহ্মে দৃষ্ট-ভ্রান্তি হয়। এই দৃষ্টপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, মুমুকুদিগের প্রথমে এই জ্ঞান উপার্জন করিতে হয়। এই জ্ঞান যখন দৃঢ় হয়, তখন নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক হইয়াছে জানিতে হইবে। এই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক লাভ করিতে হইলে শম, দম, উপরতি ও তিত্তিকা এই সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হইতে হইবে। এই সকল সাধন দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে ‘আমি’ এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেখ, ইঞ্জির ও মন সমস্তই ভ্রান্তিগাত্র, অস্ত্র কিছু নহে। সুতরাং আমি-জ্ঞান ও আমি-জ্ঞানের আলম্বন সমস্তই ‘রজ্জুতে সর্পবোধের জায় মিথ্যা, ব্রহ্মে যখন এই জ্ঞান অবিচালা হয়, তখন আপনা হইতেই ‘অহং’ জ্ঞানটী ইঞ্জির মন এ সকলকে তাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে।

অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলেই মুক্তি। অতএব নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান সাধন বলিতে হইবে।

প্রথমে বাহ্যিতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। (বোদান্তসার)

নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ (পুং) নিত্যক অনিত্যক একজ

সংযোগে সম্বন্ধে বিরোধঃ। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর একত্রাবস্থানরূপ বিরোধ, ভাব ও অভাবের একত্রাবস্থানরূপ বিরোধ, অর্থাৎ নিত্যবস্তুর অনিত্যবস্তুর থাকিতে পারে না, ভাবপদার্থের সহিত একত্রাবস্থান সম্ভব নহে।

নিত্যানুবন্ধ (ত্রি) রক্ষাকারী, প্রতিপালক। (দিবাবদান)
নিত্যাভিযুক্ত (ত্রি) নিত্য অভিসম্বৃত্তঃ যুক্তঃ যোগে বাপ্তঃ।
যোগিবিশেষ। যাহারা যেক্রমে কেবল দেহ রক্ষা হয় এইরূপ ভোজনাদি করিয়া এবং অল্প সকল পরিত্যাগ করিয়া যোগাবলম্বন করে।

নিত্যাত্তৈরবী (স্ত্রী) নিত্য তদাখ্যায় প্রসিদ্ধা তৈরবী। তৈরবী-বিশেষ। ইহার ধ্যান—

“বালস্ব্যাপ্তভাং দেবীং জ্বাকুসুমসমিভাম্।

মুণ্ডলাবলীরমাং বালস্ব্য-সমাংগুকাম্ ॥

স্বর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োদধরাম্।

পাশাকুলৌ পুস্তকক তথা চ জপমালিকাম্ ॥” (তন্ত্রসার)

নিত্যারিত্র (স্ত্রী) নিয়ত ঋতিক্রপ উদক আকর্ষণের-কাঠসাধন-যুক্ত। “নো গৃহায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং” (ঋক্ ১১৪০।১২)

‘নিত্যারিত্রাং নিয়ত ঋতিক্রপোদকাকর্ষণকাঠসাধনোপেতাম্’ (সায়ণ)

নিত্যোৎক্ষিপ্তহস্ত (পুং) বোধসম্বোধন।

নিত্যোদিতরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—

শোধিতরস, তাম্র, ঘোহ, স্বদ, বিস, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সম-
ভাগ এবং এই সকলের সমান ভেলা এত সমুদ্র দ্রব্য একত্র মর্দন
করিয়া ওল এবং মানকতুর রসে ৩ দিন ভাবনা দিতে হইবে।
মাত্রা কলাই প্রমাণ। অল্পপান দ্রুত। এই ঔষদ সেবন করিলে
সর্বপ্রকার অশরোগ আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যাবিশেষে)

নিথর (দেশজ) স্থির, ধীর, নিঃশব্দ।

নিদ (স্ত্রী) নিদিক বাতলকাৎ ন-লোপঃ। ১ বিধ। (স্ত্রী)

২ নিদিক। “অর্ঘ্যং নিদায়া বিপ্রেতিভিরথে” (ঋক্ ৬।১২।৬)

‘নিদায়া নিদিয়াঃ।’ (সায়ণ)

নিদন্ত (পুং) নিহিত দন্ত।

নিদন্ত্র (ত্রি) নিদাৎ বিদ্যাং ত্রাতি পলায়তে ইতি ত্রা মুগমুদিসাৎ
কু প্রত্যয়েন সাধুঃ। মনুষ্য। (ঋক্ ৮।৮) (ত্রি) নির্নাস্তি
দক্রয়ন্ত। দক্রয়োগরহিত।

নিদর্শক (ত্রি) নিদর্শয়তীতি নি-দৃশ-ণচ-ণ্ণ্। নিদর্শনকারী।

নিদর্শন (স্ত্রী) নিদর্শতেহানেতি নি-দৃশ-লুট্। উদাহরণ, দৃষ্টান্ত।

“ব্যক্তপ্রাজ্ঞেহপি দৃষ্টান্তাবুতে শাস্ত্রনিদর্শনে।” (নার্ণ-
টীকা ভরত) ২ অভিজ্ঞান।

নিদর্শনা (স্ত্রী) নিদর্শয়তীতি নি-দৃশ-ণিচ-লু-টাপ্। কাব্যালঙ্কার-
বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“সম্ভবন্ত বস্তসম্বন্ধোহসম্ভবন্ত বাপি কুত্রচিৎ।

যত্র বিষাভিযুক্তঃ বোধয়েৎ সা নিদর্শনা ॥” (সাহিত্য° ১০।৬২২)

যে স্থলে সম্ভব বস্তুর সম্বন্ধ বা অসম্ভব বস্তুর সম্বন্ধ বিষাভি-
যুক্ত বোধ হয়, সেই স্থানে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ
যে স্থলে সম্ভব বস্তুর সম্বন্ধের সহিত অসম্ভব বস্তুর সম্বন্ধের প্রাধিকান-
গম্য সামান্য বোধ হয়, অর্থাৎ উক্তরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে
যেখানে সমতা বোধ হয়, তথায় নিদর্শনা অলঙ্কার হইবে। ইহা
সম্ভব বস্তুর সম্বন্ধের সহিত অসম্ভব বস্তুর সম্বন্ধের বা সম্ভব বস্তুর
সম্বন্ধের সহিত সম্ভব বস্তুর সম্বন্ধের প্রাধিকানগম্য সামান্য হইলে
হইবে।

সম্ভববস্তুর সম্বন্ধের সহিত সম্ভববস্তুর সম্বন্ধের উদাহরণ—

“কোহত্র ভূমিবলয়ে জনান্ মুখা তাপয়ন্তু হুচিরমেতি সম্পদম্।

বেদয়ন্নিত্যি দিনেন ভাষ্কমানাসাদ চরমাচলং ততঃ।”

(সাহিত্যাদ° ১০ পরি°)

এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি জনসমূহকে মুখা পীড়া দিয়া হুচির-
কাল সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে? কেহই প্রাপ্ত হয় না।
স্বর্গ্য সমস্ত দিন তাপদ্বারা জগতের পীড়া জন্মাইয়া চরমাচল
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই স্থলে দুইটাই সম্ভব বস্তুর বর্ণনা হইল,
পূর্ণ বাক্যে বলা হইল, চিরকাল লোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া
হুচিরকাল ধরিয়া সম্পদ লাভ হয় না। পর বাক্যে বলা হইল,
স্বর্গ্য সমস্ত দিন লোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া চরমাবস্থা
প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই স্থলে দুইটা সম্ভব বস্তুর সম্বন্ধের প্রাধিকান
দ্বারা সমতা বোধ হইল, অর্থাৎ স্বর্গ্য যখন লোকের পীড়া উৎ-
পাদন করিয়া দুরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অনর্থক জনপীড়কও
অচিরকাল মধ্যে দুরাবস্থায় পতিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ
কি। এইরূপে দুইটা বর্ণনায় বিষয়ের সমতা বোধ হওয়ায়, এই
স্থলে নিদর্শনা অলঙ্কার হইল। অসম্ভব বস্তুর সম্বন্ধনিদর্শনা দুই-
প্রকার, একবাক্যগত বা অনেকবাক্যগত।

উদাহরণ—“কলযতি কুবলয়মালালিতং কুটিলং কটাক্ষবিক্ষেপঃ।

অধরঃ কিসলয়লীলামাননমস্তাঃ কলানিধেবিলাসম্ ॥”

(সাহিত্যাদ° ১০ পরি°)

ইহার কুটিল কটাক্ষবিক্ষেপ নীলোৎপলমালার সৌন্দর্য্য
অধর কিসলয়ের লীলা এবং আনন চক্রে শোভা বিস্তার কবি-
তেছে। অল্প আশ্রয়ের ধন্য বহন করিতে পারে না, কিন্তু কবি এই
স্থলে অসম্ভব বস্তুর সম্ভব বলিয়া সমতা প্রদর্শন করিয়াছেন
বলিয়া, এই স্থলে নিদর্শনা অলঙ্কার হইল। অনেকবাক্যগত -

“ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধায়তুং য ইচ্ছতি।

ঐবং স নীলোৎপলপত্রদ্বারায় শরীলতাং ছেতুং যথিব্যবস্ততি ॥”

(সাহিত্যাদ° ১০ পরি°)

শকুন্তলার এই শতাব্দীর শরীর যিনি তপঃকম করিতে উচ্চা করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি নীলোৎপল্লবের অগ্রভাগ দ্বারা শরীর লভার্কে দেয়ল অসম্ভব, এই শকুন্তলার শরীরকে তপঃকম করার প্রয়াসও উক্ত। এই স্থলে পূর্বোক্ত দুইটা বিষয়ের সমাধার নিদর্শন অলঙ্কার হইল।

দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে পরম্পরের সমান ধর্মের কথিত হয়, কিন্তু যেখানে নানা প্রবিধানগম্য হইবে, সেই সেই স্থানেই নিদর্শন অলঙ্কার হইবে, নিদর্শন ও দৃষ্টান্তে ইহাই প্রভেদ। (সাহিত্যদর্প)

দত্তির মতে ইহার লক্ষণ—

“অর্থাস্তর প্রবৃন্তেন কথিতদৃশশং কলম্।

সমসম্মির্দর্শ্যো বপি না ভাবিনর্শনা ॥” (দণ্ডী)

নিদাঘ (পুং) নিতরাং দৃষ্টান্তেহ অমেন বা নি-দৃ-ঘঞ্।
ভ্রু-নিদাঘ কুয়ন্। ১ গীষকাল। ২ উক। ৩ বর্ষ।

“তে প্রজানাং প্রজানাপান্তজসা প্রশ্রয়েণ চ।

মনোহরুনিদাঘান্তে শ্রাম্যত্রা দিবস ইব ॥” (রঘু ১০।৮৩)

নিদাঘকালে এই সকল বর্ণনীয়। ময়িকাপুষ্ণ, পাটলপুষ্ণ, তাপ, সরোবর, পণিকশোষ, বায়ু, সেক, শত্ৰু, প্রোপা, স্ত্রী, মৃগভক্ষা ও আত্মাদি কলশাক। (কবিকল্পলতা)

সুশ্রুতের মতে—নিদাঘকালে মধুর ও মিষ্টরস, দিবানিত্রা, গুরুপাকত্রবাভোজন, ব্যায়াম, উষ্ণ আহার, পরিশ্রম, মৈথুন, অভিযোষণকর ভোজন বা ক্রিয়া ও পিত্তকর রস পরিভোগ করিতে হইবে। সরোবর, নদী, মনোহর বন, চন্দন, মালা, পদ্ম, উৎপল, তালবৃক্ষভাজন, শীতলগৃহ, বর্ষাকালে অতি লঘু বস্ত্র পরিধান, শর্করাখণ্ডের সুগন্ধি হিমপানক (সরবত), শর্করাবৃত্ত মধু এবং শীতল, দ্রুতবৃত্ত মধুর দ্রব্য ভ্রবাভোজন নিদাঘ সময়ের হিতকর। রাত্রিকালে শর্করা সহযোগে চুড়সেবন বিধেয়। গাত্রে চন্দনলেপন ও মলবায়ু সঞ্চারিত স্থানে প্রাকটুত কুসুমবিকীর্ণ শয্যা শয়ন প্রশস্ত। (সুশ্রুত ৬৪ অ°)

(পুং) ৪ গুরুপাকীভাত পলন্ত্যকসির পুয়। (বিষ্ণুপু°)

নিদাঘকর (পুং) নিদাঘাঃ উজাঃ করাঃ ক্রিয়গানি যন্ত।
১ পূর্বা। ২ অর্কবৃক্ষ।

নিদাঘকাল (পুং) নিদাঘ এব কালঃ, নিদাঘন্ত কালো বা।
গীষ ঋতু, গীষময়।

“প্রচণ্ডপূর্ণ্যাস্থ্যগীরচন্দ্রমাঃ সদাবগাহকতবারিসময়ঃ।

দিনান্তরম্যোহুপাশান্তমরথো নিদাঘকালঃ সমুপাপত্তঃ প্রিয়ে ॥”

(ঋতুসংহার ১১৩)

নিদাঘ (ক্রি) নি-দো-তৃচ। নিরোধক।

“চরৎসোকশরিহ নিদাঘান্।” (ঋক ৮।৭২।৫)

‘নিদাঘান্ নিরোধকম্’ (সারণ)

নিদান (স্ত্রী) নি-নিশ্চয়ঃ ধীরভেদেনেনেতি নি-দা করণে লুট।
১ আদিকারণ।

“নিদানমিদাকুকুলন্ত সন্ততেঃ” (রঘু ৩।১)

২ কারণ। ৩ বৎসদামাষি।

“উচুশ্রিয়াগামন্তজরিতানম্।” (ঋক ৬।৩২।২)

নি-দো ছেদে ভাবে লুট। ৪ কারণকর্ম। ৫ শুদ্ধি। ৬ তপঃকলাচন। ৭ অবসান। ৮ রোগনির্ঘর। ইহার পর্যায়—
রোপলক্ষণ, আদান, রোগহেতু। (রাজনি°)

“নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাশ্চাপশয়ন্তথা।

লম্প্রাশিচ্ছেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চা দ্বতম্ ॥

নিমিত্তহেতুয়তনপ্রত্যয়োপানকারণৈঃ।

নিদানমাছঃ পর্যায়ৈঃ প্রোগুপঃ যেন লক্ষ্যতে ॥” (মাধবকর)

কি কারণে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার কারণসমূহ নিশ্চয়ের নাম নিদান। নিদান দেখিয়া রোগনির্ঘর করা যায়। মাধবকর চরকাপি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিদান নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, বৈভকমতে রোগনির্ঘরের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত গ্রন্থ।

সুশ্রুতে নিদানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সুশ্রুত ধর্মস্তরিকে রোগনিদানের বিষয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—দেহযন্ত্রস্থিত বায়ু বিকৃত হইয়া কুপিত হইলে দেহ মধ্যে যে যে স্থান আশ্রয় করে, সেই সেই স্থানে থাকিয়া যে যে ক্রিয়া করে এবং তদ্বারা যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল বিষয় কীর্তন করিয়া আমার কোতুল চরিতার্থ করুন। সুশ্রুতের এই বাক্যে ধর্মস্তরি বলিয়াছিলেন, ভগবান্ স্বয়ংই বায়ু নামে অভিহিত। ইনি স্বতন্ত্র, সর্গগত ও নিত্য। এই বায়ুই প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের মূল। ইহার ক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ। ইনি দেহস্থিত দোষসমূহের নায়ক এবং রোগ সকলের রাজা। ইনি দেহ মধ্যে আশু কার্যকারী ও শীঘ্রবিচরণশীল। বায়ু কুপিত না হইলে দোষধাতুও সমভাবে থাকে, তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় এবং বায়ুর ক্রিয়া সকলও সরলভাবে হইতে থাকে। এই বায়ু প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান এই পাঁচ নামে আখ্যাত। এই পঞ্চবায়ু দেহদিগের দেহরক্ষা করে। যে বায়ু মুখ মধ্যে সঞ্চার করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। প্রাণবায়ুদ্বারা দেহ রক্ষা, ভুক্ত অন্ন জঠর মধ্যে প্রবেশ এবং প্রাণধারণ হইয়া থাকে। এই বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই হিকা খাস প্রভৃতি রোগ জন্মে।

যে বায়ু উর্দ্ধদিকে সঞ্চার করে, তাহাকে উদানবায়ু কহে। এই বায়ু কুপিত হইলে কক্ষ-সন্ধির উপস্থিতি

রোগ সকল হইয়া থাকে। আশ্রয় ও পকাশয়ের মধ্যস্থলে সমান বায়ু অবস্থিত, এই বায়ু তরলস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া তুক্রার পরিণাক করে এবং তরলস্থিত রসসমূহ পৃথক করে। ইহা দূষিত হইলে গুণ, অগ্নিমানা ও অতিসার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। বান্ধবায়ু সর্বাঙ্গে সঞ্চার করে এবং আহায়ক রস সকল সমস্ত শরীরে বহন করিয়া থাকে। ইহা হইতে বর্ননঃসারণ ও রক্তপ্রাব প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই বায়ু কুপিত হইলে, সকল দেহগতরোগ জন্মিয়া থাকে। অপান-বায়ু পকাশয়ে অবস্থিত। ইহা দ্বারা মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ন্তব শোণিত কালে কালে আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন করে। এই বায়ু কুপিত হইলে বন্তি ও গুহ-দেশ আশ্রিত সকল প্রকার রোগ হইয়া থাকে। বান ও অপান এই দুই বায়ু একত্র কুপিত হইলে গুরুদোষ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ হয়। সকল বায়ু একত্র কুপিত হইলে দেহ ভেদ করিয়া গমন করে।

বায়ু বিবিধ প্রকারে কুপিত হইয়া স্থানবিশেষ আশ্রয় করিলে বমনাদিরোগ, মোহ, মূর্চ্ছা, শিপাসা, ক্ষুদ্রগ্রহ ও পার্শ্বদেশে বেদনা এই সকল উপদ্রবও জন্মে।

পকাশয় আশ্রয় করিলে অরুচ্য (নাড়ীর শল), নাভিশূল, কঠে মূত্রনঃসরণ, আনাহ এবং কটদেশে বেদনা প্রভৃতি হইয়া থাকে। শোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের স্থান আশ্রয় করিলে ইন্দ্রিয়-কার্যের অভাব হয়। ত্বক্ আশ্রয় করিলে বিবর্ণতা, অঙ্গক্ষুরণ, স্থপ্তি (ত্বকের সঙ্কোচভাব), চুষ্ম চুম্বন শ্রবণ, ত্বকে বেদনা প্রভৃতি হইয়া থাকে। (ইত্যাদি) (সুশ্রুত নিদানস্থান ১ অ°)

[বিশেষ বিবরণ সুশ্রুত নিদানস্থান দ্রষ্টব্য।]

পূর্বেষ্টক বায়ু সকল কুপিত হইয়াই রোগ উৎপাদন করে।

নিদানে লিখিত আছে—

“সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতো মলাঃ।” (নিদান)

কুপিত মল অর্থাৎ বায়ুপিত ও কফ রোগসমূহের নিদান। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় কুপিত হইয়া পীড়া জন্মে। পীড়া হইলে লক্ষণ দ্বারা স্থির করা যায় যে, কোন্ দোষ কুপিত হইয়াছে, তখন সেই দোষের চিকিৎসা দ্বারা বিকৃতদোষ স্বরূপ-বস্থা প্রাপ্ত হইলে উপদ্রব সকল দূর হইয়া থাকে।

২ একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু।

নিদারূপ (ত্রি) অতি দারূণ, ভয়ানক, কঠিন, নির্দিষ্ট, হুঃসহ, অসহ।

নিদিক্কা (ত্রি) দিহ-উপচয়ে নিদিক্কাতেষু দিহ-ক। লেপাদি দ্বারা বর্ধিত, পর্যায়—উপচিত। লেপিত, চলিত মাখান।

নিদিক্কা (স্ত্রী) নি-দিহ-টাপ্। এলা, এলাটি। (শব্দর°)

নিদিক্কা (স্ত্রী) নিদিহা স্বার্থে-কন্, কাপি অত-ইৎ। ১ এলা। ২ কণ্টকারিকা। পর্যায়—

“অনাক্রান্তা শূদ্রী ব্যাদ্রী তণ্ডাকী চ নিদিক্কা।”

সিংহী ধামনিকা কুত্রা বৃহতী কণ্টকারিকা।” (বৈদ্যকরত্নমালা)

নিদিক্কা (পুং) জীর্ণজরের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কণ্টকারী, শুভ্রী, গুলঞ্চ, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিঙ্গলীচূর্ণ অর্দ্ধতোলা। জীর্ণ জর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমানা, অর্জিত ও পীনসরোগে এই কাথ সেবনীয়। ইহা উষ্ণরোগ নিবারণ করে বলিয়া সন্ধ্যা সময়ে সেবন করিতে হয়। চক্রদত্তের মতে রাত্রিভরে এই কাথ সারংকালে, অন্তর্য প্রাতঃকালে সেবা। পিত্তপ্রধান স্থলে পিঙ্গলীর পরিবর্তে মধু প্রক্ষেপ করিতে হয়।

অন্তবিধ—গুলঞ্চ ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিঙ্গলীচূর্ণ অর্দ্ধতোলা। অথবা বিবছাল, শোনাছাল, গাঙ্গারীছাল, পাকুলছাল, গণিয়ারীছাল, মিলিত ২ তোলা, প্রক্ষেপার্ধ পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধতোলা। ইহাতে জীর্ণজর ও কফ নষ্ট হয়। গুলঞ্চের রস, পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে জীর্ণজর, কফ, শ্রীহা, কাস ও অরুচি নিবারণ হয়।

শ্রীহাজরে অন্তবিধ নিদিক্কা—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোন্ধুর, হরীতকী ও রড়ার ছাল মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—যবক্ষার ২ মাষা, পিঙ্গলীচূর্ণ ২ মাষা। ইহা পান করিলে শ্রীহাজর নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী জরাদিকার)

নিদিধ্যাস (পুং) নিদিধ্যাসন।

নিদিধ্যাসন (স্ত্রী) পুনঃ পুনরতিশ্রয়েন বা নিধ্যায়তীতি নি-ধ্যো সন্, ভতো ভাবে লুট্। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ। অদ্বিতীয় বস্তুতে ব্রহ্মস্বরূপিনী বুদ্ধির স্বজাতীয় প্রবাহ।

বাহার শ্রবণ ও গমন সিক হইয়াছে এবং বিধ ব্যক্তির এক-তানসাধ্য নিরন্তর চিন্তন। ‘আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ শস্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ’ (শ্রুতি) আত্মা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হয়, শ্রবণ মনন না হইলে নিদিধ্যাসন হয় না।

“নিরন্তরং বিচারো যঃ স্রুতার্থস্তত্ত্বমোমুখাৎ।

তদ্বিনিধ্যাসনং প্রোক্তং তত্কেকাগ্রং লভ্যতে।” (বিবেকচূড়া)

ওরুসুখ হইতে নিরন্তর যে স্রুতার্থের বিচার, তাহাকে নিদিধ্যাসন কহে, ইহা চিন্তনের একাগ্রতাধারা লাভ হয়। প্রথমে স্রুতিবাক্যশ্রবণ, তৎপরে মনন, তাহার পরে নিদিধ্যাসন। এই শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন একমাত্র মোক্ষের উপায়। ব্রহ্মজ্ঞান বাতীত জ্ঞানাতীত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। ‘ব্রহ্মই আমি’ ইত্যাকার অসিদ্ধি অস্বত্বের দাব ব্রহ্মজ্ঞান।

এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ। মনন ও নিদিধ্যানসহ তাহার সাহায্যকারী। শব্দকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় না। শুদ্ধরূপে শব্দীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ দারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদয় শাস্ত্রের তাৎপর্য আছে, এবিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যও শ্রবণ করে, এবং তাহার অর্থ আদরপূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকে, অগচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। আবার ঠেহাও দেখা যায় যে, শ্রবণ না করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে দেখা যায় কপিল বাসদেব প্রভৃতি কল্পজ্ঞানী। সুতরাং শ্রবণের ফল তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য এ কথা অসম্ভবরূপে কি করিয়া স্বীকার করা যায়? ঠেহার প্রত্যুত্তরে বলিয়া এত যে চিন্তের অনিশ্চলতা ও কল্পান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণফলতত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় প্রাপ্ত হয়, বাসদেবদিগ্মিরুন্দের তাহাটী হইয়াছিল। তাঁহাদের পূর্জ্ঞানের শ্রবণ এই জন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্ম আর উহজন্মে তাহাদের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যান করিতে হয় নাই। অতএব শ্রবণটী তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যানসহ তাহার সহকারী কারণ। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য শ্রবণ করিলে, তাহাও অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভববোধ প্রভৃতি ঘটনা হয়, যে ঘটনা মনন দ্বারা বিদূরিত হয়। মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম, অল্প কিছু নহি, এ অল্পভব না হয়, তাহা হইলে নিদিধ্যানের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যানের 'সাক্ষি লাভ করিবে' যাইবলেই, ঐ অল্পভব স্থিরতর হইয়া থাকে। অতএব হইলে হয় না। কোন কোন আচার্যের মতে নিদিধ্যানই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্যকারণ, শ্রবণ ও মনন ইহার সহায়। [শ্রবণ দেখ।] ২ সভ্য-বিশ্বাস প্রবাহ। ৩ অপরায়াস্ত বোধ।

“অপরায়াস্তবোধো নৈব মনোমুখ্যতে।” (যোগবাস্তিক)।

নিজুগল, মহিষুরারোহণ, ব্রহ্মণ্ড জেগের অন্তর্গত একটি দুর্গ-সুরক্ষিত পাথাড় এবং ৬৩ পাথাড়ের উপরদিকে স্থিত এক খানি গ্রাম। অক্ষা ১৩° ২২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৭' ৩১" পূঃ মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭৮০ ফিট উঁচু অবস্থিত। পোলিগার খণ্ডায়েরা এখানে স্থানীয় ভাবে রাজত্ব করতেন, তাহাদের আবাসবাটী এখনও বর্তমান আছে। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান তাহাদের উচ্ছেদপাদন করিয়া নিজে এই স্থান দখল করেন।

নিদ্দাবোল, (নিদা-দউল) মাজাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার তহসীল তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা ১৬° ৫৪' ২৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৪২' ৪১" পূঃ। মহলিপতন হইতে ৬০

মাইল উত্তরপূর্বে এবং রাজমহেন্দ্রী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর সংযোগকারিণী ইলোরা-খালের উপর অবস্থিত। এই স্থানে গোলকণ্ডার ইব্রাহিম শাহ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে একটি দুর্গ নির্মাণ করান। এখানে ৫৮০ ঘর লোকের বসতি, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

নিদেশ (পুং) নি-দিশ-বহু। ১ শাসন। ২ আজ্ঞা। ৫ কথন। ৪ নিকট। ৫ ভাজন।

‘নিদেশঃ শাসনেনহপি স্তাৎ কথনোপাস্তরোরপি।’ (মেদিনী)

নিদেশিন্ (ত্রি) নি-দিশ-গিনি। আজ্ঞাকারক। স্থিয়াং ভীপ্, নিদেশিনী। দিক্, কাষ্ঠা। (রাজনি°)

নিদেশ্ট (ত্রি) নিদিশতীতি নি-দিশ-তৃচ্। নিদেশকর্তা, আদেশকর্তা।

নিদ্রা (স্ত্রী) নিদ্রাতে ইতি নিদ্রি কুৎসায়াং ইতি রক্ নলোপশ্চ (নিদ্রেনলোপশ্চ। উণ্ ২।১৭) স্বপ্ন, চলিত ঘুমান। পর্যায়—শয়ন, স্বাপ, সংবেশ, সুপ্তি, স্বপন। (শব্দর°) কালারিক্রপ্তপত্নী, এই দেবী সিন্ধুযোগিনী। রাজিকালে নিদ্রাদেবী যোগদ্বারা লোকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন।

“কালারিক্রপ্তপত্নী চ নিদ্রা সা সিন্ধুযোগিনী।

সর্বলোকাঃ সমাচ্ছিন্না যথা যোগেন রাত্রিঃ॥” (তন্ত্র)

নৈশায়িকদিগের মতে ইহুনাড়ীতে মনঃসংযোগ হইলে নিদ্রা হয়। (জগদীশ°)

পাতঞ্জলদর্শনের মতে মনোবৃত্তিবিষেয।

“অভাবপ্রত্যায়লখনা বৃত্তিনিদ্রা” (পাত° ১।১১)

যাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদ্ভিত থাকে, তখন তাহা নিদ্রা বা সুশুপ্তি নামে অভিহিত হয়।

বস্তুতঃ নিদ্রাও এক প্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশস্বভাব সত্ত্বগুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্বেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির আলম্বন, যখন তমোময় অর্থাৎ অজ্ঞানময় নিদ্রাবৃত্তির উদয় হয়, তখন সর্ব-প্রকাশক সত্ত্বগুণটী অভিভূত থাকে, সুতরাং তৎকালে কোনও প্রকার প্রকাশ বস্তুর প্রকাশ থাকে না। সেই জন্তই লোকে বলিয়া থাকে—আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না। বস্তুতঃ তখন কোন বিষয়ক জ্ঞান ছিল না, তাহা নহে, তখন অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল। এই অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান থাকার জন্ত নিদ্রাতত্ত্বের পর তৎকালের অজ্ঞানবৃত্তিকে স্বরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অজ্ঞাত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাতত্ত্বের পর তাহা তাহার স্বরণ হয় এবং সেই স্বরণদ্বারা নিদ্রার বৃত্তি নির্ণয় হয়।

মনের পাঁচ প্রকার বৃত্তি—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিজ্জা ও স্মৃতি। এই ৫ প্রকার বৃত্তি অজ্ঞাস ও বৈরাগ্য দ্বারা রোধ করা যায়। (পাতঃ দর্শন) বেদান্তবিন্ পণ্ডিতেরা নিজ্জাকে স্মৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। [স্মৃতি দেখ।]

মন যখন রজঃ ও সত্ত্বগুণ তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন নিজ্জা উপস্থিত হয়। তমোগুণের কার্য অজ্ঞান। এই নিজ্জাকালে অজ্ঞানাত্মক জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তখন অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানই থাকে, অল্প কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না।

নিজ্জার বিষয় আয়ুর্ষেদে এইরূপ লিখিত আছে। মানব-সমূহের স্বভাবতই প্রতাহ চারিটা অভিলাষ হইয়া থাকে—আচারেচ্ছা, পানৈচ্ছা, নিজ্জা ও সুরতস্পৃহা। যখন নিজ্জা উপস্থিত হয়, তাহার বেগ ধারণ করিলে জন্ম (হাইউটা), মন্তক ও চক্ষুর গুরুত্ব, শরীরে বেদনা, তন্ত্রা এবং ভুক্ত দ্রব্যের অপাক হইয়া থাকে।

দিবাভাগে নিজ্জা হিতকর নহে। দিবানিজ্জা কক্ষফারক। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিজ্জা বিশেষ দোষাবহ নহে। গ্রীষ্মকালে ভিন্ন অপর ঋতুতে দিবানিজ্জা নিষিদ্ধ।

যাহাদের প্রতাহ দিবানিজ্জা যাওয়া অভাস, তাহাদের দিবা নিজ্জা পরিত্যাগ করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ কুপিত হয়, যে সকল ব্যক্তি বায়াম বা ত্রীপ্রসঙ্গ দ্বারা হৃদয় অথবা পথ পর্যটনে ক্লান্ত এবং অতীসার, শূল, শ্বাস, পিপাসা, হিকা, বায়ুরোগ, মদাতায় ও অজীর্ণ এই সকল রোগাক্রান্ত ও অথবা ক্ষীণদেহ, ক্ষীণকফ, শিশু, বৃদ্ধ ও যে সকল ব্যক্তি রাত্রিজাগরণ করিয়াছে, কিংবা উপবাস করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দিবা-নিজ্জা হিতকর। যাহার দিবানিজ্জা ও রাত্রিজাগরণ অভ্যস্ত, তাহাদের দিবানিজ্জা ও রাত্রিজাগরণে কোন দোষ হয় না।

ভোজনাবসানে নিজ্জা ঘাইতে হয়। ইহাতে বায়ু ও পিত্ত নষ্ট ও কফ বর্ধিত হয় এবং শরীরের পুষ্টি ও সুখ হইয়া থাকে। ভোজনের অন্তঃ ৩৫ মিনিট পরে নিজ্জা ঘাইতে হয়, আচারের অব্যবহিত পরেই নিজ্জা যাওয়া ভাল নহে।

যথাকালে নিজ্জা গেলে তন্দ্রা দাতার সমতা ও আলস্য বিনষ্ট হয় এবং শরীরের পুষ্টি, বল, বর্ণ, উজ্জ্বলতা, উৎসাহ ও জটরাগ্নি প্রাণীভূত হইয়া থাকে। শয়নকালে চোলাঙ্গনেব্র পত্রচূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া লেহন করিলে তন্দ্রা বায়ুর প্রসরতাগুণ প্রতিরুদ্ধ হয়, সুতরাং বায়ুর সঞ্চোচন হেতু স্মৃতি হইয়া থাকে।

“যদা তু মনসি ক্লান্তে কৰ্ম্মাশ্বানঃ ক্রমাবিতাঃ।

বিষয়েভ্যো নিবৰ্ত্তন্তে তদা স্থপিতি মানবঃ ॥” (ভাবপ্রঃ : ভা)

যৎকালে মানবগুণের মন, কৰ্ম্মজিহ্ম ও বুদ্ধিজিহ্ম বিশ্রান্ত-

ভাব অবলম্বন করে, এবং সকল বিষয়কৰ্ম্মনিবৃত্তি হয়, তখন মানব নিজ্জাভিভূত হইয়া পড়ে। মূর্ছা, জন্ম, তন্ত্রা ও নিজ্জা প্রত্যেকটাই বিভিন্ন। পিত্ত ও তমোগুণের আধিক্যে মূর্ছা, পিত্ত, বায়ু ও রজোগুণের আধিক্যে জন্ম, বায়ু, কফ ও তমোগুণের আধিক্যে তন্ত্রা, এবং কফ ও তমোগুণবাহুল্যে নিজ্জা হয়। যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণে শক্তি রহিত হয়, এবং দেহের গুরুতা, ক্লান্ত, ক্লান্তিবোধ ও নিজ্জাকথিতের দ্বারা অধুভূত হয়, তাহাকে তন্ত্রা কহে। নিজ্জা ও তন্ত্রা এই দুয়ের প্রভেদ এই যে, নিজ্জাতে জাগরিত হইলে ক্লান্তির অপগম হয়, এবং তন্ত্রাভিভূত ব্যক্তির জাগরণাবস্থাতেও ক্লান্তি বিদূরিত হয় না। (ভাবপ্রঃ)

হৃদয়ে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—হৃদয় চেতনার স্থান, ইহা অজ্ঞানে আবৃত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রিত হয়। নিজ্জা বৈষ্ণবীশক্তি। ইহা সকল প্রাণিকেই অভিভূত করে। যখন সংজ্ঞাবহা শিরাসকল তমোগুণ প্রমোদিত হইয়া আবৃত হয়, তখন তামসী নামে নিজ্জা উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে যে নিজ্জা হয়, তাহাকে অনববোধিনী নিজ্জা কহে। তমোগুণবিশিষ্টব্যক্তির দিবা ও রাত্রি এই উভয়কালেই নিজ্জা হয়। রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির অকারণে নিজ্জা হয়। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির অর্দ্ধরাত্রিতে নিজ্জা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাক্ষয় ও বায়ুরূপিত হইলে অথবা মন বা শরীর তাপিত হইলে নিজ্জা হয় না।

হৃদয়েই সকল প্রাণির চেতনার স্থান, তাহা পূর্বেই বলি-
য়াছি, সেই হৃদয় তমোগুণে অভিভূত হইলে দেহে নিজ্জা প্রবেশ করে। তমোগুণই একমাত্র নিজ্জার কারণ এবং সত্ত্বগুণ বোধের হেতু অথবা স্বভাবত ইহাদিগের প্রধান হেতু বলি-
য়াইতে পারে। জাগ্রদবস্থায় যে সকল গুণভাগুণ বিষয় অনু-
ভূত হয়, নিজ্জাকালে জীবাত্মা রজোগুণবিশিষ্ট মন দ্বারা সেই সকল বিষয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইলে এবং অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাইলে, জীবাত্মা নিদ্রিত না হইলেও নিদ্রিতের দ্বারা বলা যায়।

বর্তমান যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, প্রাণিগণ যে স্বাভা-
বিক অচেতন অবস্থার বশবর্তী হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যবস্থায় কাল-
যাপন করে ও যে অবস্থার পরেই কার্যকারিণী শক্তি প্রবলবেগে
পূর্ণাঙ্গপেক্ষা আনন্দ ও সাংসারের সহিত কার্যে রত হয়, সেই
অবস্থার নাম নিজ্জা বা নিজ্জাবস্থা। যেমন কোন যজ্ঞ বা কণ, বা
ব্যবহার দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, উহাতে ঐ কলের বা
যন্ত্রের উপাদান পুনঃসংগঠন ভিন্ন, শীঘ্রই উহা অতি ক্ষয়
প্রাপ্ত হইয়া, উদ্বেজ কণের অল্পপযোগী হইয়া পড়ে, সেইরূপ
হস্তপদাদির কার্যদ্বারা আমাদের দেহাত্মারও ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র
সকল নিয়ত ক্ষয় হইতে থাকিলেও উহার পরিপোষণ ভিন্ন শীঘ্রই

ঐ সকল বস্তু অকর্ণগা হইয়া পড়ে এবং ঐ বস্তুসমষ্টিকালিত দীর্ঘবেদ্য, অচিরে কার্যাক্ষম হইয়া দ্রুত নাম ধারণ করে। একজ্ঞ সামঞ্জস্য রক্ষার করণার পরমেশ্বর নিজার সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ জীবগণ জাগ্রদবস্থার কর্ম করিলে জীবের যে সমস্ত বস্তু বা বীৰ্যের হ্রাস হয়, নিশ্চিত হইলে ঐ বস্তু বা বীৰ্য নিষ্কর্মা-বস্থার অবস্থিতি করিতে থাকার উহার হ্রাস বা ক্ষয় হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। এ ছাড়া নিজায় পূর্ণকৃত আহারদ্বারা বিনষ্ট বীৰ্যের অভাব পূর্ণ হয়। এই জগত নিজার বিশেষ আবশ্যক। পৃথিবী যেমন রাত্রি ও দিবা এত দুইটা অবস্থার অধীন ও যেমন ঐ দুইটা অবস্থার আগমনেরও নির্দিষ্ট সময় অবধারিত আছে, সেইরূপ জীবদেহ নিশ্চিত ও জাগ্রদবস্থার অধীন এবং ঐ দুই অবস্থার আগমনের সময়ও নির্দিষ্ট রহিয়াছে। নির্জনতা ও অন্ধ-কায় জ্ঞান রাশিই মনুষ্য ও অনেক প্রাণীর পক্ষে নিজার উপযুক্ত সময়, কিন্তু অনেক স্থলে উহার অনেক বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। যেমন প্রজাপতিগণ দিবাভাগে, হুম্মথ নামক কীট সন্ধ্যার সময় ও মণ্ঠীট রাত্রিতে কার্য করে। পক্ষিদিগের মধ্যে হুতুম্পেচা ও অজ্ঞাত দুই একপ্রকার পক্ষী ভিন্ন আর সমস্ত পক্ষীই দিবাভাগে কার্য করে ও রাত্রিতে নিজা যায়। মাংস-জীবি ব্যায় প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ দিবাভাগে নিজা যায় এবং রাত্রিতে আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।

সাধারণতঃ নিজার দুইটা কারণ উল্লিখিত আছে। একটা মুখ্য ও অপরটা তাহার সহযোগী বলিলেও দোষ হয় না। মুখ্য কারণ এই যে, জাগ্রদবস্থার পরিশ্রমদ্বারা ইঞ্জিয়গণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, সর্পেঞ্জিয়ের কর্তা মস্তিষ্ক, বিশ্রাম ভিন্ন আর কার্য করিতে স্বীকার করে না। নিজা ভিন্ন মস্তিষ্কের বিশ্রাম অস-ম্ভব, একজ্ঞ ঐ ক্লান্তিদ্বারা নিজার আবির্ভাব হয়। কিন্তু অনেক সময় মানসিক বা শারীরিক অত্যধিক পরিশ্রম নিজার বিঘ-জনক হয়। নিজার সাধারণকারী কারণসমূহের মধ্যে, বাহ্যার মস্তিষ্কে উত্তাক্ত করেনা বা বাহ্যার মস্তিষ্কবোধগম্য কথায় বারংবার আবৃত্তি করে, তাহারাই নিজার পোষক। যেমন অন্ধকার এবং নির্জনতা সাধারণতঃ নিজার উল্লীপক এবং বাহা-দের কোন কল বা সনর রাস্তার পার্শ্ববর্তী কোলাহলপূর্ণ স্থানে থাকা অভ্যাস, তাহারাই ঐ সমস্ত গোলমালশূন্য স্থানে আদৌ নিজা বাইতে পারেন না। পূর্নোক্ত দুইটাও অজ্ঞাত কারণসমূহ, মনকে, তাহার কার্যক্ষেত্র হইতে আকর্ষণ ও ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা হ্রাস করে, হুতরায় নিজাদেশীর আগমন অনিবার্য হইয়া উঠে। নিজা আসিবার একটু পূর্ন হইতেই মনের অলসভাব (কার্য করিতে অনিচ্ছা) উপস্থিত হইতে থাকে ও মনোবোগের অভাব দৃষ্ট হয়। ইঞ্জিয়গণ বাহু দ্রুত পদার্থের অতিশ্রু উপ-

লব্ধি করিতে পারে না এবং তখন নির্জনতা ও নিশ্চলতা অতি-শ্রু প্রিয় হয়। নিজা আসিবার উপক্রম হইলে, আমাদের ধারণাশক্তির ব্যতিক্রম ঘটতে থাকে, শরীর ক্রমশঃ অসাড় হয়, চক্ষু আর দেখিতে পারে না, কণ কিছুক্ষণ শব্দের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেও উহার অর্থবোধ করিতে পারে না এবং ঐ শব্দ যেন দূরে অবস্থিত, এইরূপ অসুভব হয়। চক্ষুর পাতা মুদ্রিত এবং গ্রন্থিসমূহ শিথিল হয়। তৎক্ষণাৎই আমরা বোর নিজায় অভিভূত হইয়া পড়ি। নিজার প্রথমাবস্থার, ইঞ্জিয় ও যুক্তিশক্তি সর্বপ্রথম অচেতন হয়, কল্পনা ও অজ্ঞাত সামান্য সামান্য শক্তিসমূহ বহুক্ষণ সচেতন থাকে। নিজাবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিজা সর্বপ্রথমে অত্যন্ত গাঢ়, তৎপরে ভদ্রপেক্ষা একটু চৈতন্যমিশ্রিত, তদনন্তর জাগ্রদ-বস্থার আগমন প্রতীকার সচেতন ভাব ধারণ করে। সাধা-রণতঃ নিজা এবং চৈতন্যের মধ্যবর্তী একটা সময় দৃষ্ট হয়, ঐ সময়ে নিজার আবেগ অত্যন্ত অল্প থাকে, একজ্ঞ তখন নিশ্চিত ব্যক্তিকে অতি সহজেই জাগ্রদ হয়। বয়স, অভ্যাস, প্রকৃতি এবং ক্লান্তি অনুসারে মনুষ্যের নিজার বিশেষ ভারতম্য দৃষ্ট হয়। জ্ঞান মাতৃগর্ভে প্রায়ই চিরনিদ্রায় অভিভূত থাকে। ভূমিষ্ট হইয়া শিশু প্রথমতঃ কিছুদিন, অধিক সময় নিজায় অতিবাহন করে, বিশেষতঃ অকালগ্রন্থত সন্তানগণ, কেবল আহার্য বস্তু গ্রহণ সময় ব্যতীত অবশিষ্ট সময় প্রায়ই নিশ্চিত থাকে। তৎপরে শরীরের পূর্ণত্বের জ্ঞান যতদিন ক্ষয় অপেক্ষা পুষ্টির ভাগ অধিক আবশ্যক, ততদিন নিজার আধিক্য প্রয়োজন। যৌবনাবস্থায় শরীরে ক্ষয় ও বৃদ্ধি উভয়ই প্রায় তুল্য থাকায় নিজার ভাগ অনেক কমিয়া যায়। আবার বৃদ্ধকালে সাধারণতঃ পোষণশক্তির অভাব হেতু, উহার পূরণের জ্ঞান অধিক পরিমাণ নিজার আবশ্যক হয়। জীলোকদিগের নিজা পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক অল্প। সুস্থকায় মনুষ্যের পক্ষে অতি ঘণ্টার অধিককাল নিজা অনাবশ্যক।

প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায় যে, স্থূলকায় লোক স্ত্রীণ-কায় অপেক্ষা অত্যন্ত নিদ্রাপ্রিয়। অভ্যাস অনুসারেও নিজার ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হয়। জেনারেল এলিয়ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ ঘণ্টার অধিক সময় ঘুমাইতেন না। বিখ্যাত আধ্যাত্মিক শাস্ত্রবেত্তা ডাক্তার রিড এককালে দুই দিনের আহার্য গ্রহণ-পূর্নক দুই দিবস নিদ্রাভিভূত থাকিতে পারিতেন। আবার অভ্যাস বশে নির্দিষ্ট সময়ে নিশ্চিত ও জাগ্রিত হওয়ার কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

মিষ্টার ডাহাম্ একটা কুকুরের মস্তকের খুলি কাটিয়া মস্তিষ্ক পরীক্ষা দ্বারা এই হির করিয়াছেন যে (১) মস্তিষ্কের

উপরিস্থ শিরা ক্ষীত হইয়া মস্তিষ্কে চাপ দেয়, সেই জন্যই নিদ্রাগম হয়, এই বিষয় তুল। কারণ নিদ্রাকালে ঐ শিরা আরো ক্ষীত হয় না। (২) নিদ্রাকালে মস্তিষ্ক, অল্প সময় অপেক্ষা অনেক পরিমাণে রক্তস্রোতাবহাৰ থাকে। মস্তিষ্কের উপরিস্থ শিরাসমূহে যে কেবলমাত্র রক্তের পরিমাণ কমে তাহা নহে, অধিকতর ঐ রক্তের গতিও অতি মৃদু হয়। (৩) নিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তের গতি একরূপ ভাবে সম্পাদিত হয় যে, তদ্বারা মস্তিষ্কের ঝিল্লী পুষ্টি লাভ করে।

এই স্থলে, অত্যধিক-নিদ্রা বা তাহার বিপরীত ভাব যে অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহার দুই একটি উদাহরণ না দিলে, উদাহরণে বোঝা যায় হইবে না, এই জন্য দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম। ভিন্ন জাতীয় পুস্তক অভ্যাস দ্বারা নিদ্রাকে কএক সপ্তাহ বা মাস পর্যন্ত কোন ব্যক্তিতে স্থায়ী থাকিতে দেখা যায়। ডাঃ কার্পেণ্টার একরূপ দুইটী রোগীকে উল্লেখ করিয়াছেন। ফরাসী ডাক্তার ব্লাঙ্কেট সম্প্রতি তিনটী একরূপ রোগীর উল্লেখ করিয়া একটীর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, এই রোগী স্ত্রীলোক। আঠার বৎসর বয়সের সময় ইনি নিয়ত ৪০ দিন নিদ্রা যাইতেন। যখন ইনি ২০ বৎসর বয়সে ছিলেন তখন ৫০ দিন এবং ২৪ বৎসর বয়সে তিনি নিয়ত একবৎসরকাল ঘুমাষ্টেন। এই সময়ে তাহার সম্মুখের একটি দাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, তাহার ছিদ্র দিয়া দুই অথবা মস্তাদির ঝোল মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া তদ্বারা তাহার জীবনরক্ষা হইত। তিনি এই সময়ে গতিহীন এবং অজ্ঞান অবস্থায় অবস্থিত করিতেন। তাহার নাড়ার গতি অত্যন্ত মৃদু, নিশ্বাসপ্রশ্বাস ভ্রঙ্কর, মলমূত্রাত্যাগবিবাহিত, কৃষ্ণ হৃৎসার ভাববর্জিত, শরীর লাবণ্যময় এবং স্নেহ ছিল। এই নিদ্রাকে স্বাভাবিক নিদ্রা বলা যায় না। উহা পীড়া পদবাচ্য। (বর্তমান শতাব্দীর এই নিদ্রাবিবরণে প্রাচীন কালের কুস্তকর্ণের নিদ্রা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে কি?)

আবার কোন কোন লোককে সম্পূর্ণ নিদ্রাপ্রভাবস্থায় অথবা অল্প তদ্রূপাবস্থায় বহুদিবস অভিবাহন করিতে দেখা যায়। সম্পূর্ণ নিদ্রাপ্রভাবস্থা তীব্র পীড়াজাপক। ঐ অবস্থা ঘটিলে অচিরে দীর্ঘকালব্যাপী অর, মস্তিষ্কের প্রদাহ, স্ফোট অর, ইত্যাদি পীড়া হয়। দীর্ঘকাল অনিদ্রাবস্থায় থাকিলে মধ্যে মধ্যে প্রলাপ ও অচেতন অবস্থা আসিয়া দেখা দেয়। যদি একরূপ জাগরিত থাকার বিশেষ কোন কারণ না থাকে, তবে রোগী শীঘ্রই উৎকট পীড়াগ্রস্ত হয়। সাধারণতঃ পক্ষাঘাত, সংজ্ঞাস বা উন্মাদ রোগ তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

স্বপ্ন-নিদ্রা একরূপ কোন বিশেষ পীড়াজাপক নহে।

সাধারণতঃ যে সমস্ত লোক অত্যন্ত কার্যরত, বাহাদের মস্তিষ্ক অত্যধিক চালিত হয়, কিংবা বাহাদার নিয়ত অর্থহীনতাভোগ করেন, তাহারাই একরূপ স্বপ্ননিদ্রায় হইয়া থাকেন। আবার বাহাদার বহুদিবস হইতে গৈটে বাত, বাত, চঞ্চরোগ, মূত্ররোগ পেটের পীড়া ও মূর্ছারোগাক্রান্ত, তাহাদের নিদ্রা অনেক কমিয়া যায়।

এই অনিদ্রাবস্থা দূর করিতে হইলে অনিদ্রার কারণের চিকিৎসা আবশ্যক। উক্ত রোগী যে ঘরে থাকে সে ঘরে নির্দল বায়ুপ্রবাহ আসার পথ রাখিবে। ঘর অধিক গরম হইলে তাহার উষ্ণতা কমাইয়া দিবে; রোগী যে শযায় শয়ন করে, তাহা যেন গরম না হয়। তাহাকে রাগাইবে না, যে সমস্ত চিন্তা তাহার মনকে অত্যন্ত আকৃষ্ট, চঞ্চল ও বিরক্ত করে, সে সমস্ত ভাব আসিতে দিবে না। এই সমস্ত জোলাপ দেওয়া উচিত ইত্যাদি।

আয়ুর্বেদ মতে, গ্রীষ্ম বাতীত অপর সকল ঋতুতেই দিবা-নিদ্রা নিষিদ্ধ, কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীসংসর্গজনিতক্লেশ, ক্ষতকীর্ণ, অথবা মদ্যপানে উন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষে, বানবাহনে বা অল্প কোন-রূপ পথগমনে শ্রান্ত, কিংবা অল্প কৰ্ম দ্বারা শ্রান্ত বা অতৃপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অথবা যাহার মেদ, ঘর্ম, কক্ষ, রস ও রক্ত কীর্ণ হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে অথবা অকীর্ণ রোগীর পক্ষে দিবা-ভাগে দুই দণ্ড পরিমিতকাল নিদ্রা যাওয়া নিষিদ্ধ নহে। রাত্রি-জাগরণ করিলে যতক্ষণ জাগরণ করা যায়, দিবাভাগে তাহার অর্ধ পরিমিতকাল নিদ্রা যাইতে পারে। দিবা-নিদ্রা দেহের বিকারের স্বরূপ অতি কদর্য কৰ্ম। দিবাভাগে নিদ্রিত ব্যক্তির অধর্ম এবং সকল দোষের প্রকোপ হয়।

দোষের প্রকোপ হেতু কাস, খাস, প্রতিক্ষায়, মস্তকের ভার, অঙ্গমর্দ, অকচিৎসর ও অধিমান্দ্য এই সকল রোগ জন্মে। এই কারণে রাত্রিজাগরণ ও দিবা-নিদ্রা ত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে পরিমিতরূপে নিদ্রা যাইতে হইবে। নিদ্রা পরিমিত হইলে, দেহ অরোগ ও বলবর্ধকত্ব লাভ করে না হইয়া মধ্যভাগে থাকে, লাবণ্যবর্ধিত হয়, মন প্রকৃত এবং শতবৎসর পরমায়ু হয়। নিদ্রা আয়ত হইলে, রাত্রি বা দিবসে জাগিয়া থাকিলে বা ঘুমাষ্টিলে কোন দোষের হয় না।

নিদ্রানাশ।—বায়ুজন্ম, পিত্তজন্ম, মনস্তাপ জন্ম, ক্ষয়জন্য বা অভিযাত জন্ম নিদ্রা নাশ হয়। সেই সকল দোষের বিপরীত ক্রিয়া করিলেই সার্য হয়। নিদ্রানাশ হইলে তৈলাদি মর্দন করিবে ও মূর্ছদেশে তৈল সেচন করিবে। নিদ্রানাশে গাত্র-বিলেপন ও সংবাহন (টেপা) হিতকর। শালিতুল, গোধূম-পিষ্টান, ইন্দুরস সংযুক্ত মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, দুগ্ধ বা

মাংস রসযুক্ত ভোজন, বিলেশয় বা বিকির জন্তর মাংসে রসযুক্ত
ত্রুবা ভোজন, রাত্রিকালে ভ্রাণ, শর্করা বা শুদ্ধদ্রব্য ভোজন
এবং কোমল ও মনোহর শয্যা ও আসন প্রভৃতি ব্যবহার করা
কষ্টবা। নিদ্রার আধিকা হইলে বমন, সংশোধন, লজ্জন ও
রক্তক্ষয় করিবে, এবং মনকে ব্যাকুল করিতে হইবে।
কফ বা মেনবিশিষ্ট অথবা বিষাক্ত ব্যক্তির রাত্রিগায়ত্র
হিতকর। তৃষ্ণা, শূল, হিকা, অজীর্ণ ও অতীসারযোগে
দিবানিদ্রা হিতকর।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয় অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি জ্ঞান না হওয়া,
শরীরের গুরুতা, কৃন্তণ, ক্লান্তি ও নিদ্রার কাতরতা এই গুলি
তজ্জার লক্ষণ। তমোগুণ বাতলেয়ার সহিত মিলিত হইলে
তজ্জা এবং স্নেহায় সহিত মিলিত হইলে নিদ্রা হয়। (অশ্রুত
শারীরস্থান ৪ অ°)।

"সন্ধ্যাক্রম এব স্থাৎ জাগ্রতে স্বপতে প্রভুঃ।

তমসা প্রাবৃত্তো দেহী (যোম) চ শূভ্রতান্নতঃ ॥

দেহঃ বিশ্রমতে যশ্রান্তম্মারিত্রা প্রকীৰ্ত্তিতা।

নাসাদে চ ক্রবোধোধো লীয়েতে চান্তরাশ্বনা ॥"

(হারীতশারীরস্থান ১ অ°)।

যে সময় দেহী আত্মা তমঃ দ্বারা বাগ্ন হয়, তখন নিদ্রা
উপস্থিত হয়, মস্তগুণের প্রাবল্য হইলে বোধ হইয়া থাকে, এই
সময় অন্তরাশ্বা বিশ্রাম করে বলিয়া, ইত্যাকে নিদ্রা কহে।
অন্তরাশ্বা এই সময় নাসাদি বা ক্রবোধের মধ্যস্থলে লীন থাকে।

নিদ্রারচিত ব্যক্তি—

"কুতো নিদ্রাদিরিত্ত পরপ্রোয়াকরন্ত চ।

পরমারী প্রসক্তন্ত পরদ্রব্যভরন্ত চ ॥"

স্বপ্নস্বপ্ন—

"স্বপ্নঃ স্বপিতানুগবান্ বাসিযুক্তশ্চ যো নরঃ।

সাবকাশস্ত যো ভূত্বন্ত যন্ত দাবৈন শক্তিভঃ ॥"

(গারুড় নীতিসার)

দরিত্র, পরাধীন, পরদারিত্র ও পরদ্রব্যাপহারকের স্বপ্ন নিদ্রা
কি করিয়া সম্ভবে? যাহাদের কোনরূপ স্বপ্ন নাই এবং বাসি-
যুক্ত, যাহারা স্ত্রী কর্তৃক কোনরূপ শস্যযুক্ত নহেন এবং স্বচ্ছন্দ
ভোজন করিতে পারেন, তাহাদের স্বপ্ননিদ্রা হইয়া থাকে।

ধর্মশাস্ত্র মতে এক প্রহর রাত্রির পর ভোজনাদি করিয়া
নিদ্রা বিধেয় এবং চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে নিদ্রা পরিভাগ্য
করা কষ্টব্য হয়। শুচিত্রদেশে নির্জনস্থলে পবিত্র শযায় শয়ন
করিয়া নিদ্রা যাইতে হয়। শয়ন করিবার পূর্বে মস্তকের দিকে
একটা জলপূর্ণ মালা পূর্ণকুন্ড রক্ষা করিতে হইবে। এইকুন্ড
বৈদিক বা গারুড় মন্ত্রে রক্ষা করিতে হয়।

"ওচৌ দেশে বিবিক্তে তু গোমরেনোপলিপ্তকে।

গ্রীষ্মদকপ্রাবনে চৈব সখিশেষতু সদা বৃধঃ।

মানস্যাং পূর্ণকুন্ডক শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ।

বৈদিকে গারুড়ৈশ্বর্যে রক্ষাং কৃত্বা অপেক্ষতঃ ॥" (আহিকতত্ত্ব)

নিজ গৃহে পূর্বদিকে মস্তক করিয়া শয়ন করিতে হইবে।
আয়ুক্ষারী ব্যক্তি দক্ষিণদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে
পারেন। প্রবাসিব্যক্তি পশ্চিমদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা
যাইবেন। উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া অতিশয়
দুঃখীয়। পূর্বশিরা শয়নে ধন, দক্ষিণে আয়ু, পশ্চিম দিকে প্রবল
চিন্তা এবং উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইলে মৃত্যু হইয়া
থাকে।

"স্বগৃহে প্রাক্শিরাঃ শেতে আয়ুষ্যে দক্ষিণা শিরাঃ।

প্রত্যাক্শিরা প্রবাসে তু ন কদাচিত্তদক্ষিরাঃ ॥

প্রাক্শিরাঃ শয়নে বিদ্যাৎ ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে।

পশ্চিমে প্রবলাঃ চিন্তাং হানিৎ মৃত্যুং তথোত্তরে ॥"

(আহিকতত্ত্ব)

নিদ্রা যাইবার পূর্বে বিধুকে নমস্কার করিয়া নিদ্রা যাইতে
হইবে। এই সকল স্থানে নিদ্রা যাইতে নাই, শূজালয়, যে
বাটীতে কোন প্রাণী নাই, আশান, এক বৃক্ষ, চতুষ্পথ, মহাদেব-
গৃহ, কাঁকর, লোহু ও পাণ্ডুর উপর, ধাতু, গো, বিপ্র, দেবতা ও
গুরু উপর, ভগ্ন-শয়ন ও অশুচি হইয়া অথবা আদ্রবাস বা
নগ্নাবস্থায়, অনাগত মস্তকে, সর্পশৃঙ আকাশপ্রদেশে এবং
চৈতরাক্তলে নিদ্রা যাইতে নাই।

"শূজালয়ে আশানে চ একবৃক্ষে চতুষ্পথে।

মহাদেবগৃহে চাপি শর্করালোহুপাণ্ডুর ॥

ধাতুগোবিপ্রদেবানাং গুরুণাক তথোপরি।

ন চাপি ভগ্নশয়নে নাসুচৌ নাসুচিঃ স্বয়ম্ ॥

নাদ্রবাসা ন মগ্ধশ্চ নোত্তরাপরমস্তকঃ।

নাকাশে সর্পশৃঙে চ ন চ চৈতাদ্রমে তথা ॥"

নশ্বপেদিভাঃ। (আহিকতত্ত্ব)

নিদ্রাকর (ত্রি) নিদ্রায়াঃ করঃ। নিদ্রাকারক, নিদ্রাজনক
নিদ্রাকর্ষণ (ক্রী) নিদ্রায়াঃ আকর্ষণঃ। নিদ্রার আকর্ষণ,
নিদ্রানুতা, ঘুম পাওয়া।

নিদ্রাকারিন্ (ত্রি) নিদ্রা-ক-গিনি। নিদ্রাকর, নিদ্রাকারক।
নিদ্রাকাল (পুং) নিদ্রায়াঃ কালঃ। নিদ্রার কাল, ঘুমের সময়।
নিদ্রাকুল (ত্রি) নিদ্রায়াঃ আকুলঃ। নিদ্রাতুর, নিদ্রাপীড়িত।
নিদ্রাকুন্ড (ত্রি) নিদ্রায়াঃ আকুন্ডঃ। যাহার নিদ্রাকর্ষণ হই-
য়াছে, আগতনিদ্রা।

নিদ্রাক্রান্ত (ত্রি) নিদ্রায়াঃ আক্রান্তঃ। নিদ্রাকুল, নিদ্রাতুর।

নিদ্রাগত (ত্রি) নিদ্রাংগতঃ। নিদ্রিত, নিদ্রাণ, ঘুমন্ত, যিনি নিদ্রিত হইয়াছেন।

নিদ্রাগার (পু) নিদ্রায়া আগারঃ। নিদ্রাগৃহ, শরনাগার।

নিদ্রাগ্রস্ত (ত্রি) নিদ্রায়া গ্রস্তঃ। নিদ্রাকুল, নিদ্রাকূর।

নিদ্রাজনক (ত্রি) নিদ্রাকর, স্থপ্তজনক।

নিদ্রাণ (ত্রি) নি-দ্রা-ক্ত, তন্ত ন, ততো গৃহ্য (সংযোগাদেৱাতো ধাতো ঘটতঃ। পা ৮।২।৫৩) নিদ্রাংগত, পর্যায়—নিদ্রিত, শরিত।

“বিহিতবিবিশাম্বকো মানোন্নতসাবধীরিতো মানী।

লভতে কৃতঃ প্রবোধং সজাগরিত্বৈব নিদ্রাণঃ ॥”

(আর্যাসপ্তশতী ৫২৬)

নিদ্রাদরিদ্র (পুং) নিদ্রায়া দরিদ্রঃ অভাবঃ। ১ নিদ্রার অভাব, নিদ্রা না হওয়া। ২ একজন সংস্কৃত কবি।

নিদ্রাস্থিত (ত্রি) নিদ্রায়া স্থিতঃ। নিদ্রিত, নিদ্রাগত।

নিদ্রাযোগ (পুং) নিদ্রা এবং গভীর চিন্তা।

নিদ্রালু (ত্রি) নিদ্রাভীতি নিদ্রা-আলুহ্ (স্পৃহি গৃহীতি। পা ৩।২।৫৮) নিদ্রাশীল। অমরটীকায় ভরত এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—“নিদ্রা বিদ্যতেহস্ত গোতুণেত্যাদিনা আলুঃ” (ভরত) পর্যায় স্বপ্নক, শয়ালু, তজ্জালু। (জটধর)

“কাশী বিবর্জয়েকোবাং নিদ্রালুশ্চর্চৌরিকাম্।

জিহ্বালোলক রোগাটো জীবিতং যোহত্র বাঞ্ছতি ॥”

(পঞ্চত ৫।৪১)

নিদ্রালু (স্ত্রী) নিদ্রা দেয়দেনান্ত্যস্তা ইতি নিদ্রা বাহুল্যকং আলু। ১ বার্তাকী। ২ বনবর্ধরিকা। (রাজনি) ৩ নলীনা মক গন্ধ দ্রব্য। (শব্দচ)

নিদ্রাবস্থা (স্ত্রী) নিদ্রায়া অবস্থা। নিদ্রিত অবস্থা, ঘুমের অবস্থা।

নিদ্রাভঙ্গ (স্ত্রী) ঘুমভাঙ্গ।

নিদ্রাভাব (পুং) নিদ্রায়া অভাবঃ। ১ নিদ্রার অভাব, নিদ্রা না হওয়া, জাগরণ। ২ যোগনিদ্রা।

নিদ্রায়মান (ত্রি) নিদ্রায়া-শাগচ্। নিদ্রাণ, নিদ্রিত, নিদ্রাগত।

নিদ্রাবিমুখ (ত্রি) অনিদ্রা, জাগরুক।

নিদ্রাবৃক্ষ (পুং) নিদ্রায়া বৃক্ষ-ইব। অন্ধকার। (শব্দমালা)।

নিদ্রাবেশ (পুং) নিদ্রার উপক্রম বা ইচ্ছা।

নিদ্রাশালা (স্ত্রী) নিদ্রাগৃহ, যে ঘরে নিদ্রা যাওয়া যায়।

নিদ্রাশীল (ত্রি) নিদ্রালু।

নিদ্রাসংজন (স্ত্রী) নিদ্রাং সংজনয়তীতি সংজন-গিচ্-লুট্। প্রেমা। (শব্দমা) কক্ষ বৃদ্ধি হইলে নিদ্রা হয়।

নিদ্রিত (ত্রি) নিদ্রাংস্ত সজ্ঞাতঃ, নিদ্রা তারকাদিষাদিত্। নিদ্রাগত, ঘুমন্ত।

নিদ্রোপ্তি (ত্রি) নিদ্রা হইতে উপ্তি, ঘুম হইতে উঠা।

নিধন (পুং স্ত্রী) নি-ধা-ক্। ১ মরণ। ২ লভনস্থান হইতে অষ্টম স্থান। জ্যোতিষের মতে এই স্থানে নদী পুত্র, অত্যন্ত বৈষম্য, দুর্গ, শত্রু, আত্ম ও সঙ্কট এই সকল চিন্তা করিতে হইবে। যদি লগ্নের চতুর্থ স্থানে সূর্য্য অবস্থিত করেন এবং গ্রহের প্রাতি শনির দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে যে দিবসে ঐ স্থানে শুভগ্রহগণ দৃষ্টি করিবেন, সেই দিন নিশ্চয় নিধন হইবে।

(চুড়িরাজকৃত জাতকান্ডরণ)

নিধন স্থানে সূর্য্যাদি গ্রহগণ অবস্থান করিলে নিম্নলিখিত রূপ ফল হইয়া থাকে—

যদি লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে সূর্য্য থাকেন এবং ঐ গৃহ সূর্য্যের উক্ত অথবা স্বীয় গৃহ হয়, তাহা হইলে ঐ রবিগ্রহ অশুভতা হন, উক্ত স্থান ভিন্ন অষ্টমস্থান হইলে দৃষ্ট দিয়া প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকেন। সূর্য্য স্বীয় উক্ত অথবা স্বগৃহে থাকিয়া যাহার লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানগত হইবেন, তাহার স্বখে নিধন হইবে। উক্ত দুই স্থান ভিন্ন অষ্টমস্থানে থাকিলে কষ্ট, যাতনা ও দুঃখে মৃত্যু ঘটয়া থাকে। রবি অষ্টম স্থানে থাকিলে বজ্রাঘাত, সর্প অথবা জর এই তিনের মধ্যে যে কোন হেতুতে স্থলভূমিতে, তাহার মৃত্যু হইবে। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে চন্দ্র থাকিলে জলে মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহার কান্দ, শোথ ও জ্বররোগ হয় এবং দেহের নিয় প্রদেশ ক্লশ হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান যদি পাপগ্রহের গৃহ হয় এবং তাহাতে চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অচিরকাল মধ্যেই যমের আতিথা স্বীকার করিতে হয়। আর ঐ অষ্টম স্থান যদি চন্দ্রের স্বকীয় অথবা শুক্রের কিংবা বুধের গৃহ হয় এবং ঐ চন্দ্র যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কাশ এবং পিত্তরোগে বহুতর কষ্ট পায়। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে মঙ্গল থাকিলে অস্ত্র দ্বারা, অগ্নি অথবা রাজবিচারে, এবং ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠ, ব্রণ, অর্শ বা গ্রহণী এই সকলের মধ্যে যে কোন রোগাক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে তাহার নিধন হয়। তদনন্তর নিরয়গামী হইয়া থাকে। যদি লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে মঙ্গল থাকেন, আর ঐ মঙ্গল দুর্বল অথবা স্বীয় নীচরাসিত হন, তাহা হইলে, সে মানব অতি ভয়ানক দুষ্টব্রণ, অতিসার অথবা দগ্ধ হইয়া কোন নিম্নস্থ স্থানে নিধন হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে অষ্টম রাসিতে যদি বুধ থাকে এবং ঐ স্থান যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্র হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠতীর্থে স্বখে তাহার নিধন হইয়া থাকে এবং ঐ অষ্টমস্থান যদি পাপগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে শূল, পাদ অথবা স্রব্ধা, বা উদরের কোন প্রকার রোগে পীড়িত হইয়া রাজভবনে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। শুভবুধ যদি অষ্টম স্থানে থাকে, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ তীর্থ-স্থলে নিধন হইয়া থাকে এবং ঐ বুধ যদি পাপগ্রহের সহিত

মিলিত ও শত্রুগৃহগত হন, তাহা হইলে, তাহার বদনকম্প-
রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। লগ হইতে অষ্টম স্থানে বৃহস্পতি
থাকিলে সন্ধ্যানে পূণ্য তীর্থে মৃত্যু হইয়া থাকে। বৃহস্পতি
বীর গৃহে কিংবা শুভ গ্রহের গৃহে থাকিয়া যদি লগের
অষ্টমস্থানিতে থাকেন, তাহা হইলে সন্ধ্যানে কোন পূণ্যতীর্থে
তাহার দেহাবসান হয়। আর যদি ঐ স্থান বৃহস্পতির বীর গৃহ
বা শুভগ্রহের গৃহ না হয়, তাহা হইলেও সন্ধ্যানে মৃত্যু হয়।
লগ হইতে অষ্টমস্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য উত্তমাচারী,
রাজসেবক, মাংসপ্রিয়, সুবুদ্ধি এবং তাহার লোচনযুগল দুল
ও অস্ত্রিমে কোন স্ত্রীতীর্থে মৃত্যু হইয়া থাকে। লগ হইতে
অষ্টম স্থানে শনি থাকিলে শোকাভিতূত হইয়া বদনকম্প
বা শূলরোগাক্রান্ত হইয়া বিদেশে অথবা কোন নীচ জাতি
দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শনি অষ্টম গৃহে থাকিলে
মনুষ্য গৃহভাগী হইয়া দেশান্তরে বাস করিয়া থাকে। হয়
চৌর্য্যপরাধে তাহার নীচলোকের হস্তে প্রাণ বিসর্জন অথবা
নেত্ররোগে মৃত্যু হইয়া থাকে।

রাহ অষ্টম স্থানে থাকিলে শত্রুর সমক্ষেই মৃত্যু ঘটে। মনুষ্য
রোগী, পাপকর্ম্মনিরত, গভীরবভাব, চোর, ক্রশ, কাপুরুষ ও
ধনবান্ হইয়া থাকে এবং নানা বিষয়ে তাহার মন চঞ্চল
হয়। (কলিতোষোত্তব)

৩ তারাস্তম, বীর জন্মনক্ষত্র হইতে সপ্তম, বোধশ ও জ্যো-
তিষশক্তি নক্ষত্র। এই নিধনতার্য্য দৃষ্টিয়, এই নিধি তার্য্য
দোষ শাস্তির জন্ত তিল ও কাঞ্চন দান করিতে হয়।

“প্রত্যহো লবণং দধ্যাৎ নিধনে তিলকাঞ্চনম্।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুপুং ১০।১৬) ৫ জুল। (ত্রি) নিবৃত্তঃ
ধনং যন্ত। ৬ ধনহীন, দরিদ্র।

“ধনৈর্বাঙ্ক। লভৌনকু পরিতবোহিত্যর্থনকলম্

নিকারোহগ্রৈ পশ্চাত্তনমহঃ ভোক্তাকি নিধনম্ ॥” (শান্তিশতক)

৭ পঞ্চাবয়ব বা সপ্ত অবয়বযুক্ত সামের অস্ত্রিম অবয়ব।

“বাচি সপ্তবিধং সাম উপাসীত, যৎকিঞ্চিৎ বাচো হুমিতি
স হিত্যঃ যৎপ্রোতি স প্রোতাবা, যদেতি স আদিঃ যদুদিতি স
উল্লীধা, যৎ প্রোতীতি স প্রোতিহারঃ, যদুপেতি স উপজবঃ
বরীতি তন্নিন্দম্।” (ছান্দোগ্য উপাঃ) হেমন্তকালে নিধন
নামে সাম উপাসনা করিতে হয়।

নিধনকায় (স্ত্রী) সামভেদ। (শাট্য) ৬।১২।১৪)

নিধনক্রিয়া (স্ত্রী) নিধনত্ব ক্রিয়া। যুতব্যক্তির সংকার,
অভ্যুদয়কার্য্য।

নিধনতা (স্ত্রী) নিধনত্ব ভাবঃ, নি-ধন-তল্-টাপ্। ধনরাহিত্য,
দরিদ্রতা

“অহে নিধনতা সর্কাপদাশাস্পদম্।” (মুচ্ছকটিক)

নিধনপতি (পুং) শিব, প্রলয়কর্ত্তা।

নিধনবৎ (ত্রি) নিধনং বিভক্তে বস্ত্র নি-ধন বস্তুপু, মস্ত্র বঃ। ১
মরণযুক্ত। (স্ত্রী) ২ নিধনাবয়বযুক্ত সামভেদ।

“পঙ্তৈকো নিধনবৎ।” (শুঙ্ক বজু ১০।৫৮) ‘নিধনবৎ সাম’
(বেদদীপ)

নিধা (স্ত্রী) নিধীরতে ধার্য্যতে বন্ধননানরা নি-ধা-অ। ১ পাশ-
সমূহ। ‘নিধা পাশ্তা তবতি ষরিধীরতে’ (নিরুক্ত)

“নিধয়েব বন্ধান্।” (শুক ১০।৭০।১১) ‘নিধা পাশ্তা পাশ-
সমূহস্তরা বন্ধান্।’ (সারণ) ২ নিধান। ৩ অর্পণ।

নিধাতব্য (ত্রি) নি-ধা-তবা। স্থাপনীয়।

“তদ্ব্যাক্রাজ্য নিধাতব্যো ব্রাহ্মণেষশ্চরো নিধিঃ।” (মহু ৭।৬৩)

নিধান (স্ত্রী) নিধীরতেহ্র নি-ধা-আধারে লুট্। ১ নিধি।
২ আধার, আশ্রয়। ৩ লয়স্থান, যেখানে সকল বস্তু লীন হয়।

“এতন্নানাবতারানাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।” (ভাগ ১।৩।৬)
৪ অপ্রকাশ। ৫ স্থাপন।

নিধান, একজন কবি। ইনি আলী-আফর-খাঁ-মহম্মদীর সভা-
পণ্ডিত ছিলেন। কবিতাশক্তির বিশেষ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া
ইনি ‘শালিহোত্র’ নামে হিন্দিভাষার একখানি অখবৈদ্যাকগ্রহ
রচনা করেন। ইনি ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কবি
প্রেমনাথ ও পণ্ডিত গুমানজী মিশ্র ইহার সমসাময়িক।

নিধি, একজন কবি। ইনি খৃষ্টীয় ১৬০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন।
বারাণসীর রাজপণ্ডিত ঠাকুর প্রসাদ ত্রিপাঠী তাঁহার রচিত
‘শৃঙ্গার-সংগ্রহ’ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

নিধি (পুং) নিধীরতেহ্রোতি নি-ধা-কি। ১ নলিকা নামে
জয়াবিশেষ। ২ সমুদ্র।

“কজ্জাং শ্লোকীং নিধিকস্তকাসমাং যেনে তদান্যানয়ন্তুমক্।”

(দেবীভাগ ৩২২।১০)

৩ জীবকৌষধি। ৪ আধার। যথা—গুণনিধি, জলনিধি
ইত্যাদি। ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৭)

প্রলয়কালে সকলই বিষ্ণুতে লীন হয়, বিষ্ণু সকলের আশ্রয়
স্বরূপ, এই জন্ত নিধি অর্থে বিষ্ণুকে বুঝায়। ৬ চিরপ্রনষ্ট-
স্বামিক তৃদ্ব্যতধনবিশেষ। যে ধনাদি ভূমিতে প্রোথিত থাকে
এবং বাহার প্রভু নাই এইরূপ ধন কোন লোক প্রাপ্ত হইলে
সেই ধন কাহার হইবে এই বিষয় মিতাক্ষরার এইরূপ
নিবৃত্ত আছে,—রাজা যদি নিধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই
ধন অর্চক ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া, অবশিষ্ট নিজে গ্রহণ করিবেন।
যদি বেদবিদ সনাতনরসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে
সমস্ত ধনই গ্রহণ করিতে পারিবেন। যেহেতু এইরূপ ব্রাহ্মণ

জগতের প্রভু। রাজা ও পণ্ডিতব্রাহ্মণ ভিন্ন অশরে অর্থাৎ অপাণ্ডিতব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যদি নিধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রাজাকে দিতে হইবে, রাজা তাহাদিগকে ৬ ভাগের এক ভাগ দিয়া অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিবেন। যদি ইহার নিধি প্রাপ্ত হইয়া রাজাকে সংবাদ না দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ৮ ও বিধান করিবেন এবং সমুদায় নিধি নিজে লইবেন।

“রাজা লক্ষ্য নিধিঃ দদ্যাৎ যিক্তোহর্দ্ধং যিক্তঃ পুনঃ।

বিধানশেষবাদভ্যাং সর্বভাসৌ প্রভূতঃ ॥

ইত্যেতৎ নিধৌ লব্ধে রাজা বটায়নমাহরেৎ।

অনিবেদিতবিজ্ঞাতো দাপ্যন্তঃ ৮ গুণম্বে চ ॥” (মিতা) ব্যবহারার্থ্যায়)

যদি কোন ব্যক্তি, নিধি তাহার নিজের, এইরূপ রাজার নিকট যথার্থ প্রমাণ দেখাইতে পারে, তাহা হইলে রাজা সেই নিধিরও ৬ ভাগের বা ১২ ভাগের এক ভাগ লইয়া তাহাকে সমস্ত নিধি প্রদান করিবেন।

“নমায়মিতি যো ব্রাহ্মণিঃ সত্যেন মানবঃ।

তস্তাদদীত যড়ভাগং রাজা দাদশমেব বা ॥” (মহু)

৭ কুবেরের নব প্রকার রত্নবিশেষ। পর্যায়—পেবধি, সেবধি। (ভরত)

‘পদ্মোহস্ত্রিয়াঃ মহাপদ্মঃ শম্ভো মকরকচ্ছপৌ।

মুকুন্দকুন্দনীলাশ্চ বর্কোহপি নিধয়ো নব ॥’ (হার্যবলী)

পদ্ম, মহাপদ্ম, শম্ভু, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও বর্ক এই ৯ প্রকার নিধি। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৮ প্রকার নিধির বিষয় লিখিত হইয়াছে। যথা—

“পদ্মিনী নাম ষা বিজ্ঞা লক্ষীস্তাধিদেবতা।

তদাধারাস্ত নিধয় স্তাস্মৈ নিগদতঃ শৃণু ॥” (মার্কি পুঁ ৬৮ অ°)

পদ্মিনী নামী বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষী। নিধি সকল তাহার আশ্রিত। পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল ও শম্ভু এই ৮ প্রকার নিধি। যেখানে ঋকির আবির্ভাব, ইহাদের আবির্ভাবও সেইখানে, এবং সেই স্থলে অচিরে সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। দেবগণের প্রসন্নতা ও সাধু-গণের সেবা এই দ্বিবিধ উপায়ে ইহাদের দৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে লোকের সর্বদা ধনাগম হয়।

পদ্মনিধি—এই নিধি প্রথম নিধি, ইহা সময়ের অধিকৃত। পূত্র ও পৌত্রাদিক্রমে এই নিধির ভোগ হইয়া থাকে। পুরুষ এই নিধি কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে, দক্ষিণাসার, স্বাধাধার ও পরমভোগ-শালী হইয়া থাকে। এই নিধি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। ইহার অস্তাবে জুবর্ণ, স্রোণ্য ও তাম্রাদি বাবতীর ধাতুর ভূরি পরিমাণে ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করিত পারে।

মহাপদ্মনিধি—ইহাও সত্ত্বগুণের আধার, ইহার অধিষ্ঠানে লোকসকল সত্ত্বগুণপ্রধান হইয়া থাকে এবং সর্বদা পদ্মরাগাদি-রত্ন, প্রবাল ও মুক্তাদি ভোগ এবং ঐ সকল রত্নের ক্রয় বিক্রয় করে। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই নিধি ভোগ হইয়া থাকে। এই নিধি ৭ পুরুষের মধ্যে কাহাকেও ভাগ করে না।

মকরনিধি—ইহা তমঃপ্রধান, এই নিধি বাহার থাকে, সেই ব্যক্তি সত্ত্বপ্রধান হইলেও, তমঃপ্রধান হইয়া থাকে। তাহার বাণ, খড়্গ, অসি, ধনু ও চর্ম্ম এই সকলের ভোগ এবং নরশক্তি-গণের সহিত মিত্রতা হইয়া থাকে।

কচ্ছপনিধি—এই নিধিও তমঃপ্রধান, সেইজন্য বাহার প্রতি এই নিধির দৃষ্টি হয়, তাহার স্বভাবও তমঃপ্রধান হইয়া থাকে। সে পুণ্যপরাধের অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে অশেষবিধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কাহারও প্রতি তাহার বিশ্বাস হয় না। কচ্ছপ যেমন আপনায় সমস্ত জল সংরক্ষণ করে, সেও সেইরূপ আরও চিত্ত হইয়া লোকের চিত্ত সংরক্ষণপূর্ব্বক আশ্রয়ভাব গোপন করিয়া অবস্থিতি করে। এই ব্যক্তি বিনাশ-ভয়ে কোন বস্তুই কাহাকে দেয় না, এবং নিজেও ভোগ করে না। সমস্তই ভূমিতে পুতিয়া রাখে। এইজন্য এই নিধি এক পুরুষ মাত্র ভোগ হইয়া থাকে।

মুকুন্দনিধি—এই নিধি রজোগুণপ্রধান। এই নিধির দৃষ্টি হইলে স্বভাবও রজোময় হইয়া থাকে। সে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি সকল সন্তোগ এবং গায়ক ও নর্ত্তকদিগকে বিত্তপ্রদান করিয়া থাকে। বন্দী, শূত্র, মাগধ ও বিটদিগকে অহর্নিশ ভোগ্যবস্তু প্রদান ও তাহাদের সহিত স্বয়ং ভোগ করে। কুলটা ও তদ্বিধ অস্ত্রাস্ত্র ব্যক্তিগণের প্রতি তাহার আশঙ্কি হয়। এই নিধি বাহাকে ভজনা করে, সে একেরই সঙ্গী হইয়া থাকে।

নন্দনিধি—এই নিধি রজ ও তমঃ এই উভয় গুণময়। ইহার দৃষ্টি হইলে লোকের রাশি রাশি সমুদায় ধাতু রত্ন ও ধাতাদির সংগ্রহ ও ভোগ হইয়া থাকে, এবং সর্বদা সেই সকল রত্নাদির ক্রয়বিক্রয় করে। এই ব্যক্তি স্বজন, আগত, অভ্যাগত, সকলকে আশ্রয়প্রদান করিয়া থাকে। তাহার অন্নমাত্রও অপমান সহ্য হয় না। তাহার নিকট যে কোন বস্তু প্রার্থনা করা যায়, তাহা লাভ হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি অনেক সৌন্দর্য্যশালিনী রমণীর পতি হইয়া থাকে এবং সেই সকল স্ত্রীতেই বহুতর সন্তান প্রসূত হয়। সাতপুরুষ ধরিয়া এই নিধি ভোগ হইয়া থাকে। এই নিধির অধিপতি সকল দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, সুখে কালাতিপাত করেন।

নীলনিধি—এই নিধি সত্ত্ব ও রজঃপ্রধান। বাহার প্রতি ইহার দৃষ্টি হয়, তাহার স্বভাবও সত্ত্ব ও রজঃপ্রধান হইয়া

থাকে। সেই ব্যক্তি রাশি রাশি বস্ত্র, কাপাস, ধাতাদি, কল, পুস্প, মুক্তা, বিক্রম, শম্ভু ও তুষ্টি প্রভৃতি এবং অস্ত্রাস্ত্র জলপাত প্রভৃতি স্রবানিচয় ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যে তাহার কিছুমাত্র অসুরাগ জন্মে না, তড়াগ, দেবালয় প্রভৃতি নানাবিধ সংকর্ষে কালাতিপাত করে। এই নিধি তিন পুরুষ মাত্র ভোগ হয়।

শম্ভুনিধি—এইনিধি রজঃ ও তমোময়। এই নিধির অধিষ্ঠানে লোকের স্বভাবও রজঃ ও তমোময় হয়। এই নিধি একপুরুষমাত্র ভোগ হইয়া থাকে। এই নিধির অধিপতি একাকী দিব্যভোজন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সর্পিদা শোভিত থাকিতে ভালবাসে, অপরের কথা দূরে থাকুক, আপনার ভাষা ও পুত্রাদিকেও কিছুমাত্র প্রদান করে না। এই অষ্টনিধির বিষয় যথায়ণ বিবৃত হইল। স্বয়ং পদ্মিনী দেবী এই সকল নিধির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন। (মার্কণ্ডেয়পু' ৬৮ অ°)

৮ পৌরবংশীয় নৃপবিশেষ। ইনি রাজা দণ্ডপাণির পুত্র। মৎস্তপুরাণাদি মতে নিরামিত্র নামে বিখ্যাত ছিলেন।

(মৎস্তপু' ৫০।৮৩)

৯ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৬)

১০ ঋষিদিগের অগভূত পাঠযুত বেদ। [নিধিগোপ দেখ।]

নিধিগোপ (পুং) নিধিমুখীগামুগভূতপাঠে। বেদস্তং গোপয়তি, গুপ-অণ্। অনুচান।

“অথ যদেবাত্মব্রতী তেন ঋষিভা ঋণং জায়তে।

তন্মৈত্র্য এতৎকরোতি ঋষীগং নিধিগোপং হনুচানমাচ্ছঃ”

(শতপথব্রা' ১।৭।২।৩)

নিধিনাথ (পুং) নিধীনাং নাথঃ। কুবের, পথ্যায়—নিধীশ, নিধীশ্বর, নিধিপ্রভু।

নিধিনাথ, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি জায়সারসংগ্রহ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নিধিপ (পুং) নিধি-পা ক। ধনেশ্বর, কুবের।

নিধিপতি (পুং) নিধীনাং পতিঃ। কুবের।

নিধিপা (পুং) যক্ষাধিপতি।

নিধিপাল (পুং) যক্ষেশ্বর।

নিধিমৎ (ত্রি) ধনযুক্ত। (ঋক্ ২।৩৯।১)

নিধিরাম কবিচন্দ্র, একজন বিখ্যাত কবি। ইনি বিজুপুরের রাজা গোপালসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ‘বন্দ্য মাতা হরধ্বনি’ শীর্ষক গজাবন্দনাটী নিধিরামের ভণিতায়ুক্ত দেখা যায়। এতদ্ভ্যতীত তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে গোবিন্দমঙ্গল, দাতাকর্ণ প্রভৃতি কএকখানি কৃত্ত ও বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। কৃতিবাসী

রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে ‘অঙ্গদের রায়বার’ কবিতাটীতেও ‘কবিচন্দ্রের’ ভণিতা দৃষ্ট হয়।

নিধিরাম গুপ্ত, (প্রকৃত নাম রামনিধি) একজন স্বভাবজাত বাঙ্গালী কবি। ইনি ১৬৬৩ শকে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুরার অন্তর্গত ইল্ছোবার নিকটবর্তী ‘চাঁপ্তা’ নামক গ্রামই ইহার আদি বাসস্থান। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ইনি কার্য করিতেন; সেই কারণে ইনি কলিকাতার অন্তর্সীমী কুমারটুলি নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার সুমিষ্ট বাক্য-বিজ্ঞাস ও সরল কথায় বর্ণিত কবিতাগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী এবং সাধারণের মনোমুগ্ধকর। নিধুবাবুর রচিত কবিতার মধ্যে নিম্নলিখিত একটি ছত্র পাওয়া যায়।

‘নানান্দেশের নানান্ ভাষা।

বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ॥

ইহাতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, নিধুবাবু বঙ্গভাষানুরাগী ছিলেন। আদিরসঘটিত গীতরচনায় ইহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। এরূপ সরল ভাষায় রচিত ভাবপূর্ণ ও মনোহারিণী কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে অতি বিরল। তন্মুখ্য হইতে হ্রস্ব একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১। ভালবাসিবে ব'লে, ভালবাসিনে।

আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে ॥

বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,

তাই তোমারে দেখতে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥

২। নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল।

সাগরে প্রবেশি যদি না ছয় নীতল ॥

তুষায় চাচকী মরে, অস্ত্র বারি নাহি হেরে,

ধারাজল বিনা তার সকলি নিফল ॥

যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,

সেই নীরে নিবে যদি অনল প্রবল ॥

ইহার রচিত গীতগুলি ‘নিধুর টপ্পা’ নামে সাধারণে পরিচিত। আদিরস ভিন্ন নিধুবাবুর রচিত অল্পরূপ গীত অল্প দেখা যায়।

১৭৫৬ শকে অর্থাৎ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২৪ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু সময়ে ইহার বয়স ১৯ বৎসর ছিল।

নিধিরাম শর্মা, একজন গ্রন্থকার, ইনি ‘আচারমালা’ নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

নিধিবাস, (নিবাস) আক্ষদনগরের অন্তর্গত একটি মহকুমা। ইহার উত্তরদিকে গোদাবরী নদী, নিজাম রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিতেছে, পূর্বে শিবগাঁও, দক্ষিণে নগর এবং পশ্চিমে রাহড়ি।

ক্ষেত্রফল ৪৭৭১৩৮ একর। এই মহকুমায় ১৮০ খানি গ্রাম আছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের হস্তগত হয়।

কথিত আছে, প্রাচীন হিন্দু রাজাদের সময়, নিধিবাস অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই স্থানে বহুসংখ্যক সুসভ্য লোক বাস করিত। ১৪৯০ হইতে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিধিবাস নগর নিজামশাহী রাজগণের রাজভুক্ত ছিল। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে নোঙ্গলসম্রাট শাহ-জহানের করায়ত্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিবাজীর পৌত্র শাহ বিবাহের যোভুক স্বরূপ এই স্থান প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রদিগের হস্তগত থাকে। অধিবাসিগণ এই নগরকে নিবাস বলিয়া থাকে।

১৮০১-১৮০৩ খৃষ্টাব্দে হোলকার নিবাসের মধ্য দিয়া পুণায় যাত্রায়tt করায়, এখানকার অধিবাসিগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনন্তর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ ভীল জাতি এই দেশ লুণ্ঠন করিতে থাকে। এই সমস্ত অত্যাচারে এবং ভিক্ষে প্রাপ্তিহীন হওয়া দেশ জনশূন্য ও হতশ্রী হইয়া পড়ে। শেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ইহার অধিকারী হইলে শান্তি স্থাপিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মালিক অম্বর 'নিবাস' দিল্লীর বন্দোবস্ত ভুক্ত করেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এইখানে 'বিঘাবনী' নিয়ম প্রচলিত ছিল। মোট পাঁচজনকে 'তচ্ছা' অথবা 'কমাল' বলিত। এক গায়েমের বিষয় স্থিরীকৃত ক্ষেত্রফলকে 'রবরা' বলিত। এগারটি গ্রামে 'মুণ্ডবন্দী' নিয়মে শাস্তি আদায় হইত। নিবাস হইতে নানা প্রকার কর আদায় হওয়ায় অধিবাসিগণ অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়াছিল।

এই প্রদেশে নিবাস, শোনাই, চান্দা প্রভৃতি বারটি মহর আছে। নিবাস প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক তদ্বায় বাস করে। প্রতি বৎসর এ স্থান হইতে হাতে-পোনা কাপড় রপ্তানি হয়। নান্যুগল কঞ্চল প্রস্তুত করিয়া থাকে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী চিনির বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে। স্থানীয় জমিদারেরা ছাগ ও মেষ রাখেন। তাঁহাদের এই সমস্ত পাশ্চি প্রাপ্তি নিকটস্থ কসাইকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাই তাহাদের একরূপ ব্যবসা।

আজদনগর হইতে আরঙ্গাবাদের রাস্তা নিবাসের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আরও একটি রাস্তা নিবাসের দক্ষিণাংশ দিয়া পৈঠানে গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিবাস হইতে আরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত একটি কৃষ্ণ রাস্তা আছে।

২ নিবাস মহকুমার সদর। অক্ষা° ১৯° ৩৪' উত্তর এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫০' পূঃ, আজদনগর হইতে ৩৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

এই স্থানে একটি দাতব্য ঔষধালয় আছে। ইহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। নিবাসের পশ্চিমে প্রায় আধ পোয়া (৩ মাইল) দূরে একটি প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। ইহার বেড় ৪ ফিট। এইরূপ অল্পমান হয় যে, ইহা মন্দিরের ভগ্নাংশ। ধ্যানদেবের স্তম্ভ বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ এই যে, ধ্যানদেব যখন নিবাসে ভগবদগীতা রচনা করেন, তখন তিনি ঐ স্তম্ভের গায়ে ঠেস দিয়াছিলেন (১২৭১-১৩০০ খৃঃ অব্দ)। স্তম্ভটি একটি কুটীরে মুক্তিকা মধ্যে প্রোথিত। মাটির উপরে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪২ ফিট। ইহার মধ্য স্থানটি চতুস্তম্ভ এবং উপরে ও নিম্নে গোলাকার। ঐ চতুস্তম্ভের সম্মুখ দিকে একখানি শিলালিপিতে ২৮টি সংস্কৃত পদ ও ৭টি ছত্র লিখিত আছে।*

১২৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকবি ধানেশ্বর, নিবাসে থাকিয়া ভগবদগীতার টীকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, নিবাস মহারাষ্ট্র দেশ মধ্যে ৫ কোশ বিস্তার করিয়া গোদা বরীর নিকটে গিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এই স্থান মহালয় বা দেবতার আবাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নিধিবাস (নিবাস) সম্বন্ধে আরও গল্প প্রচলিত আছে। তদ্বাধ্য হইতে এই গল্পটি বিরক্তজনক হইবে না বিবেচনায় উদ্ধৃত করিলাম। এই গল্পটি স্বল্পপুরাণের 'মহাভাগবত' এই স্থানের বিবরণে বর্ণিত আছে। এই 'মহাভাগবত' তথাকাল অধিবাসিগণের অতি আদরের জিনিস। কেবলমাত্র ৭৮ খানি হস্তলিখিত পুথি আছে। ঐ পুস্তকের অধিকারিগণ কোনমতেই নিজ নিজ পুস্তক হস্তান্তর করিতে চাহেন না।

মহাভাগবতগ্রন্থের মতে পুরাকালে তারকাসুর নামে এক দৈত্য ছিল। ঐ দৈত্য বক্ষাকে স্ববে রূপে করিয়া, বর গহণ-পূর্বে স্বর্গে প্রবেশ করে। দেবহর্ষভ স্বর্গে স্থান পাইয়া, অস্তর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। এমন কি, ক্রমে ক্রমে দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল। অস্তরের উৎপাতে দেবগণ অস্তির হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা অনুরোধপূর্ব্ব হইয়া এক্ষার শরণ লইলেন। বক্ষা তাঁহাদের রক্ষাথ বিষ্ণুর সাহায্যে সাপেক্ষ মনে করিয়া তাঁহাকে স্বরণ করিলেন। বক্ষা স্বরণ করিমামাত্রই বিষ্ণু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর আশ্বানের কারণ অবগত হইয়া বিষ্ণু বসিলেন। কাক্ষিকের শব্দের গুণে পার্শ্বভাগে জনাগ্রহণ করিয়া ঐ দৈত্যকে সংহার করিলেন। তখন এক্ষা বিষ্ণুকে বিজয় করিলেন, কাক্ষিকের জন্মকাল পর্য্যন্ত দেবগণ কোপায় বাস

* See Bom. Gaz. Vol XVII, p. 729.

† Indian Antiquary Vol. IVII, p. 353-4.

করিবেন। তাহাতে বিষ্ণু, 'নিবাস' দেবগণের বাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তথায় দৈত্য তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে সমর্থ হইবে না। তিনি স্বয়ং নিবাসের নিয়লিখিত বর্ণনা করিয়াছেন—“বিক্রাপদেত্তর দক্ষিণভাগে, গোদাবরী নদঃদক্ষিণভাগে পঞ্চকাল লইয়া একটা তীর্থস্থান আছে, তথায় মঙ্গলময়ী বরানদী কলকল রবে প্রবাহিত হইতেছে, এই নদীর পূর্বদিকে অসাদারণ বৈষ্ণবী শক্তির বাস।” অতঃপর দেবগণ সেই নির্ধারিত স্থানে গাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মহালয়মাহাত্ম্যে নিবাস ‘মহালয়’ ও ‘নিদিবাস’ এই দুই নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এখানকার নদী প্রবরা, পাপহরা এবং বরা নামে বর্ণিত হইয়াছে। সনৎকুমার বাসের নিকট এই সমস্ত নামের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন—“মহর্ষি! এই পুণ্য স্থানের নাম ‘মহালয়’ এবং ‘নিদিবাস’ হইল কেন? ‘প্রবরা’ এবং ‘পাপহরা’ শব্দ কি নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়? এবং নদীর নাম ‘বরা’ হইবার তাৎপৰ্য্য কি? এই সমস্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আজ্ঞা হয়।”

সনৎকুমার উত্তর করিলেন, “এই স্থান মহত্তর (দেব-গণের) আশ্রয় বলিয়া ইহার নাম ‘মহালয়’ হইয়াছে। যখন বৈষ্ণব আদেশান্ত্রসারে দেবগণ এখানে আসিয়া বাস করেন, তখন তাঁহারা স্ব স্ব সম্পত্তি লইয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। নন্দীপতি কুবের তাঁহার নবানন্দি লইয়া আসিয়াছিলেন, এই সমস্তই তদবধি এই স্থানে আছে। এই নিমিত্তই ইহার নাম ‘নিদিবাস’ হইয়াছে। প্রবরা নদীর জল দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করিল, যেন আমি হামন্ত, বৈশাখ এবং সকলের আবরণক্ষণী হইতে পারি। দেবতাদের নিকট হইতে এই বর লাভ করিয়া ‘পাবরা’ (অর্থাৎ স্তম্ভিজলপূৰ্ণা নদী) নাম পাঠিয়াছে। ‘পাপহরা’ পাপদোষকারী নদী। ‘বরা’ স্বাস্থ্য-কলকলপূর্ণানন্দী।”

মহালয়মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে, পুরোক্ত বৈষ্ণবীশক্তি নিবাসের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। এখনও ইনি নিবাস-রক্ষাকারিণী দেবী বলিয়া খ্যাত। নিবাসে বৈষ্ণবী-শক্তির একটি মনোহর মন্দির আছে। বিষ্ণু বাহকে সহস্র কীরতীর কাণ্ডে যে মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবী শক্তির মূর্তিও তিক্ত হইল।

নির্ধাশ্বর (পুং) নির্ধাশ্বঃ ঈশ্বরঃ। কুবের।

নিধুবন (স্ত্রী) নিতরাং ধুবনং হস্তগদাদি কাম্পনং বহু। মৈথুন, নবম, কেলি। “অনিমিত্তমবরামঃ রাগিণীং সর্বরাঃ নবনিধুবনলীলাঃ কোটুকেনাতিবীক্ষ্য।” (শিউপালবদ ১১:১৮) নিতরাং ধুবনং কাম্পনম্। ২ কাম্প।

নিধুবন, শ্রীমদ্ভাবন ধামে স্থিত তীর্থবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা, বৃন্দা প্রভৃতি সখিপণ সহ এই স্থানে বিহার করিতেন। ইহার আদি নাম বৃন্দারণ্য বা বৃন্দাকুঞ্জ। সম্ভবতঃ বৃন্দারণ্য নাম হইতে বৃন্দাবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উক্তানে কৃত্রিম মুক্তা ও চুনির গাছ আছে। প্রবাদ আছে, শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের নিকট মণিমুক্তার অলঙ্কার চাহিলে তিনি মায়াযোগে মুক্তা ও চুনির গাছ উদ্ভাবন করেন। এই অপরিমেয় ও অমূল্য নিধির জন্ত ইহা নিধুবন নামে খ্যাত। এখানকার তমালগাছের গাঁইট কটি পাণরের মত কাল ও মন্থণ। শ্রীকৃষ্ণ মাখন বাইয়া গাছে হাত পুঁছিয়া ছিলেন এইরূপ প্রবাদ, এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নুপুর লইয়া গাছের উপর উঠিয়া লুকান, এই জন্ত কএকটা গাছে নুপুরাকৃতি ফল দৃষ্ট হয়। এই বন নারায়ণভট্ট কর্তৃক আবিষ্কৃত চৌরাশি বনের অন্তর্গত।

নিধুতি (পুং) বৃষ্টিপূত্রভেদ।

নিধেয় (ত্রি) নি-ধা-ঘৎ। স্থাপ্য, স্থাপনীয়। স্ত্রিয়াং টাপ্।

“শ্রীশ্চ পদ্মাশ্রয়া দেবি নিধেয়া বৈষ্ণববাসিনঃ।” (হরিবং ৯৮:৯)

আ এই উপসর্গের পর নিধেয় শব্দ জ্ঞালিঙ্গে টাপ্ না হইয়া ভীপ্ প্রত্যয় হইবে। যথা আনিধেয়ী।

নিধৌলী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে এটা জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। ফকতাবাদের নবাবের রাজস্বকন্ঠচারী খুশালাসিংহ এই থানে এক দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করেন। অজ্ঞাপি উহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থানের নীল ও তুলার কারবার বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

নিধান (স্ত্রী) নি-ধ্যো-লুট্। নিবৰ্ণন। দর্শন।

নিধ্রব (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ।

“নিধবানঃ কাশ্যপাবৎসারনৈধ্রবতি। (আশ্বং শ্রৌতঃ ১২:১৪৭)

নিধ্রবি (ত্রি) নিতরাং ধ্রবতি ধ্রু স্বৈৰ্য্যে কি। স্বৈৰ্য্যাদিত, স্থিরতাত্ত্বিক। “যো গন্তেযু নিধ্রবি ঋতাবা” (ঋক্ ৭৩:১) ‘নিতরাং ধ্রবস্তিষ্ঠতি’ (সায়ণ) ২ এক জন কাশ্যপ, কাত্যায়নের ঋগ্বেদাঙ্গক্রমণিকার মতে, ইনি নবম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তের ঋষি।

নিধ্রবান (পুং) ধ্রব শব্দে নি-ধ্রব-ঘঞ্। শব্দমাত্র।

নিন্ (দেশজ) অন্তর্বিবেশ। বাটালি, ছুতোর মিস্ত্রীরা এই অঙ্গ দ্বারা ছেদাদি করিয়া থাকে।

নিনঙক্ষু (ত্রি) নষ্টমিচ্ছু নশ-সন্, সনাশঃসভিক্ষ উঃ ইতি সনস্তাভঃ, ততো হুম্। নাশ করিতে ইচ্ছুক, অদর্শন করিতে ইচ্ছুক।

“অবিফবজ বক্ণনাং নিনঙক্ষু বিক্রমঃ মুক্তঃ।” (ভট্টি)

নিনদ (পুং) নি-নদ-জপ্ (নোগদনদপঠনঃ। পা ৩:৩৬৪)। ১ শব্দ। ২ রথচূলাশব্দ। (শব্দার্থচি)

নিনয়ন (স্ত্রী) নি-নী-লুট্। নিন্দাদন।

“নাভিবাহারয়েৎ ব্রহ্ম স্বধা নিনয়নানৃতে।” (মহু ২:১৭২)

‘নিরয়ং নিশাদনং।’ (কুল্লুক)। ২ পরিসেচন। ‘বহিষি পূর্ণপাত্রং
নিরয়েৎ’ (আশ্ব’ ১১০।২৩)। ‘নিরয়েৎ সিক্বেৎ’ (নারায়ণ)।
নিরন্তরত্ব (ত্রি) দেবশ্রবা উক্তবের পূরভেদ।

“নিরন্তরত্বং শব্দং দেবশ্রবা বাজায়ত।” (হরিব’ ৩৫ অ’)
নির্নদ (পুং) নি-নদ ভাবে ঘঞ। বেদশব্দের উচ্চারণভেদ।
পাদের আদি তৃতীয় যে অক্ষর তাহা অনুদত্ত করিয়া উচ্চারণ
করিতে হইবে, তাহাকে নির্নদ বলা যায়।

“তৃতীয়ে তু পাদেষাদিতো যদক্ষরং তদনুদত্তীকৃত্য ক্রমাৎ
এতচ্ছবং ভবতি তৃতীয়েষু প্রথমাদিতঃ” (আশ্ব’ শ্রৌ
৮।৩৯) ‘আদিতো যে ত্বে অক্ষরে তয়েঃ পূঙ্গমহুদাত্তং তস্মাৎ
পরং দ্বিতীয়ং উদাত্তং যথা ভবেৎ তথা নিরদেৎ নিতরাং ক্রমাৎ
তদেবোচ্চারণঃ নিরদশব্দেনোচ্চাতে’ (নারায়ণ)

নির্নাদ (পুং) নি-নদ পক্ষে ঘঞ। শব্দমাত্র।

“স্রীমহাশ্রুনির্নাদশ্চ সংজ্ঞে রাজবেশ্মনি।” (রামা’ ২।৩৪।১২)।

নির্নাদিত (ত্রি) নির্নাদ অস্ত্র সজাতঃ তারকাবিস্তারিত।
শক্তি, ধনিত।

নির্নাদিন্ (ত্রি) নি-নদ-গিনি। নির্নাদকারী, শব্দকারী।

“শম্বতেরীনির্নাদেন বেণবাণানির্নাদিনা।” (ভারত ৫।৩১৩৯)।

নির্নাহ (পুং) নীচৈনাহঃ ভূমৌ নিখননীযঃ নি-নহ কক্ষণি গাৎ।
ভূমিতে পননীয় বণিক।

“অস্তমিতশ্চেৎ নির্নাহাৎ পুরেজানশ্চেৎ।” (কাতা’ শ্রৌ
৮।৯৯৮) ‘নির্নাহাৎ বণিকাতঃ।’ (ভাষ্য) ২ মহাঘট।

“যদি পুরেজানঃ শ্রাব্যে নির্নাহাৎ গৃহীয়াৎ।”

(শতপথ ব্রা’ ৩।৯।৩৮)

‘নির্নাহাৎ অগৃহীতপ্রভৃষ্যাদেঃ।’ (ভাষ্য)

নির্নিঃস্র (পুং) নির্নিঃস্রিচ্ছ, নির্নিঃস্র-উ, বেদে নিপাতনাৎ
সাপুঃ। নিন্দা করিতে ইচ্ছুক।

“আরে তং শংসং কৃগৃহি নির্নিঃস্রোঃ।” (ঋক্ ৭.১৫২)

‘নির্নিঃস্রোঃস্রাম্বিন্তিমিচ্ছতো’। (মাগন)

লৌকিক প্রয়োগে নির্নিঃস্র এই পদ হইবে না, ‘নির্নিঃস্র’
এই পদ হইবে।

নিমিতি, (Nineveh) ঐতিহাসিক জগতে একটা অতি প্রাচীন
নগর। তাইগ্রীস নদীর পূর্বকূলে এবং বর্তমান মোসল-রাজ-
ধানীর অপরপারে অবস্থিত ছিল। ১৯শ খৃষ্টপূর্বাব্দে এই স্থানে
আসিরীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। সেই সময়কার বাণিজ্যের
উন্নতি, গৃহবাটিকাদির সৌন্দর্য ও কারুকার্য দেখিলে, এই
সমৃদ্ধিশালী নগরের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে
ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকে আট মাইল বিস্তৃত ছিল।
রাজধানী ৩৭ দ্বারা সুরক্ষিত এবং বহু বণিক বাবসা উপলক্ষে

এখানে বাস করিত। যখন যোনাথ ইস্রায়েল-রাজ জেরো-
বোয়াম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই স্থান পরিদর্শনে আসেন,
তখন এই নগর প্রদক্ষিণ করিতে তিন দিন লাগিত। ইহার পর
দিওদোরাস্ সিকুলাস্ (Diodorus Siculus) যে সময়ে এখানে
আসেন, সেই সময় ইহার চতুঃসীমা ৪৭ মাইল ছিল এবং ঐ
সীমান্ত প্রদেশ ১০০ ফিট উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ঐ
বিস্তৃত প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে সর্ষসমেত ১৫০০ টা বৃক্ষ ছিল।
প্রাচীরের প্রস্থ সপক্ষে তিনি আরও বলেন যে, উহার উপর দিয়া
তিনখানি চেরেট গাড়ী পাশাপাশিভাবে একত্র দৌড়াইতে
পারে। ৬৭০ খৃষ্টপূর্বাব্দে আসিরীয়রাজ সার্দিনেপলসের রাজত্ব-
সময়ে প্রদত্ত অনেকগুলি অমুশাসনলিপি পাওয়া যায়। তাহার
অধিকাংশই এক্ষণে যুরোপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬০৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে বাবিলন, ইজিপ্ট, মিডিয়া, আশ্বেথিয়া
প্রভৃতি স্থানের রাজগণ একত্র হইয়া এই নগর আক্রমণ করেন।
নিমিতিরাজ অশুর-ইবিলী রাজপ্রাসাদে অগ্নি লাগাইয়া সপরি-
বারে জীবন বিসর্জন করেন। এই সময় হইতে নিমিতির
অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

এখানকার লোকেরা অশুর, নিবো ও তাহার সহধর্মিণী
উমিছু, মোরোদু ও তৎপত্নী জিরাৎবগিত, ইস্তর, নির্গল, নির্নিপ,
বল, অণু ও হিয় নামক কএকটা দেবতার পূজা করিত। ইহাদের
পুস্তকাগারে কোণাকার অক্ষরে লিখিত পোড়া মাটির অমু-
শাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে। সেই সময়ে ইহাদের দর্শ, বিজ্ঞান,
ভাষা ও লিখনপ্রণালী বাবিলোনীয়গণের অনুরূপ ছিল।

এই নগরের ধ্বংসকার্য্য এত শীঘ্র সাধিত হয় যে, উহার
বিষয় পাঠ করিলেই আশ্চর্য্যগণিত হইতে হয়। অসংখ্য মূর্তিকা
স্থাপ দেখিলেই ইহার পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া
বোধ হয়। স্মরণ্য যে এই স্থান পরিদর্শনকালে অসংখ্য মূর্তিকা
করেন যে, এই স্থানে সম্ভবতঃ ১০০০০ শিলালিপি ছিল।
বর্তমান সময়ে মূর্তিকাস্থাপ ও বনরাজিবাচীত প্রাচীন নগরের
স্মৃতিচিহ্নের আর কিছুই নাই। উৎখাত মূর্তিকা মধ্যে ইহার
পূর্ব স্মৃতির কতক নিদর্শন পাওয়া যায়।

নির্নীষা (স্ত্রী) নেতুমিচ্ছা নী-সন্-অপ-টাপ্। এক স্থান হইতে
স্থানান্তরে লইবার ইচ্ছা, নয়নেচ্ছা।

নির্নীষু (ত্রি) নেতুমিচ্ছা, নী-সন-উ। নয়নেচ্ছা, লইয়া
অভিলাষী।

“তক্ষ্য প্রতিষ্ঠাং প্রাক্ তস্মিন্ নির্নীষৌ পরমেধরম্।”

(রাজতরঙ্গিনী ৩।৫০)

নিন্দক (ত্রি) নিন্দতি তচ্ছীলঃ, নিদি কুৎসায়াং বুৎ (নিদিহিং-
সেতি। পা ৩।২।১৪৬) নিন্দাকারী।

“ন ভাৱাঃ পৰ্শতা ভাৱা ন ভাৱাঃ সপ্তসাগৰাঃ।

নিন্দকা হি মহাভাৱা ভাৱা বিশ্বাসঘাতকাঃ।” (কৰ্মলোচন)

পৃথিৱীৰ পক্ষে পৰ্শত সকল বা সপ্তসাগৰ ভাৱ নহে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বা নিন্দক মহাভাৱ। পৃথিৱী ইহাদেৱ ভাৱবহন কৰিতে অসমৰ্থ।

নিন্দাতল্য (বি) নিন্দা নিন্দাইং তলং হস্ততলং যন্ত। নিন্দিতহস্ত।

নিন্দন (ক্ৰী) নিদি কুংসায়াং ভাবে লুট্। নিন্দা। (শব্দৰ)

নিন্দনীয় (বি) নিদি-অনিয়ৰ। অপবাদজনক, অপশংসা, গৰা, নিন্দা, পৰিত্যগণীয়।

নিন্দা (ক্ৰী) নিন্দনমাত নিদি-অ, (গুৰোশচ হলঃ। পা ৩৩১০৩) অপবাদ, চক্ৰতি। পৰ্যায়—নিন্দন, অবৰ্ণ, আক্ষেপ, নিন্দাদ, পৰীবাদ, অপবাদ, উপক্রোশ, জুগুপ্সা, কুংসা, গৰ্হণ, দিক্ৰিয়া। (হেম)

“গুৰোৰ্য্যত্র পৰীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ততে।

কণৌ তত্র পিণাতবৌ গম্ভবাং বা ততোহিচ্ছতঃ।” (মন্ত ২.২০০)

যে স্থলে গুৰুৰ পৰীবাদ অথবা নিন্দা হয়, সেই স্থল পৰিত্যাগ কৰা উচিত, অপবা কৰ্ণৱয় আচ্ছাদন কৰিতে হইবে। নিন্দা ও পৰীবাদেৰ প্ৰভেদ এই, যে সকল দোষ না থাকে, সেই সকল দোষ উল্লেখ কৰিয়া লোকেৰ নিকট বলাকে নিন্দা ও যথাৰ্থ দোষেৰ উল্লেখকে পৰীবাদ কহে। কুয়ুৰুও এটকপৰা পাপ্য কৰিয়াছেন। বিদ্যমান দোষেৰ অভিধানকে পৰীবাদ এৰা অবিদ্যমান দোষেৰ অভিধানকে নিন্দা কহে। “বিদ্যমান-দোষজ্ঞাভিধানক পৰীবাদঃ, অবিদ্যমানদোষাভিধানং নিন্দা।”

(কুয়ুৰু, মন্ত ২।২০০)

দেবতা ও দ্বিজ প্ৰভৃতিৰ নিন্দা মহাপাপজনক। ইহাৰ বিষয় বন্ধবৈবৰ্ত্তপুৰাণে এইকপ লিখিত আছে

শিব এবং বিষ্ণুৰ ভক্ত, বান্ধৱ, ৰাজা, স্বামী, গুৰু, পতিৱতা, পুৰী, পিতৃ, ভিক্ষু, একচাৰী ও দেবতা ইহাদেৱ নিন্দা কৰিতে নাই, নিন্দা কৰিলা মতদিন চক্ৰ শাস্তা পাকিলা ততদিন দৰিয়া কৰণসৰ নামক নৰক ভোগ হইয়া থাকে। দিবাৱায় শ্লেথা, মৃত্যু ও পুৰীয়ে শয়ন কৰিতে হয়। কান সকল দেহ ভক্ষণ কৰিব পাৰে, ইহাতে তাহাৰ নিতাম্ৰ কাতৰ হইয়া সৰুদা শব্দ কৰে।

দেৱানিদেৱ শিব, চৰ্গা, লক্ষী, সরস্বতী, সৌভ, কলসী, গঙ্গা, বেদ, সকল বহু, বপলা, পূজানন্ত, মন্ত্ৰপ্ৰদ গুৰু, এই সকলেৰ মাহাৰা নিন্দা কৰিয়া থাকেন, তাহাৰা বিদ্যাতাৰ পৰমাত্মৰ জন্মকৰণ অকুপ নৰক পতিত জন এবং সৰ্পসমূহ কষ্টক ভক্ষত হইয়া ঘোৰকপে শব্দ কৰিতে থাকেন।

মাহাৰা জ্বীকেশকে হয় দেৱতাৰ সহিত সমান কৰিয়:

থাকেন এবং ৰাণা ও তদজ্ঞা গোপী সকল এবং সদব্ৰাহ্মণদিগকে নিন্দা করেন, তাহাৰা অবট নামক নৰকে চিৱকাল ধৰিয়া অবস্থান করেন। এই নৰকে অবস্থান কৰিয়া শ্লেথা, মৃত্যু ও পুৰীৰ ভক্ষণ কৰিতে হয়।

পুৰনিন্দামাত্ৰট দৃশ্যীয়, এইজন্ম সৰ্পতোভাবে পুৰনিন্দা বৰ্জন কৰা বিধেয়। কেবল নিজেৰ নিন্দা যশেৰ কাৰণ জানিতে হইবে। (ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ শ্ৰীকৃষ্ণজ ৪০।৪১ অ)

“বেদনিন্দাৱতান্ মৰ্ত্ত্যান্ দেৱনিন্দৱতাংস্তথা।

দ্বিজনিন্দাৱতাংশ্চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥

ন চাত্মানং প্ৰশংসমা পুৰনিন্দাক বৰ্জয়েৎ।

বেদনিন্দাং দেৱনিন্দাং প্ৰমত্তেন বিবৰ্জয়েৎ ॥”

(কোষ উপ ১৫ অ)

মাহাৰা বেদনিন্দক এবং দেৱ ও দ্বিজনিন্দাৱত সেই সকল লোকে মনে চিন্তা কৰিতে নাই। আপনাৰ প্ৰশংসা, বেদ-নিন্দা ও দেৱ-নিন্দা যত্পূৰ্ণক পৰিত্যাগ কৰিতে হইবে।

যে স্থলে সজ্জনদিগেৰ নিন্দা হয়, সেই স্থল পৰিত্যাগ বিধেয়, অথবা তত্ৰাতে কোন উত্তৰ না দিয়া মোনাবগ্ৰন কৰিয়া থাকা উচিত। কদাচ সাধুনিন্দকেৰ মতাম্ৰসৰণ কৰিব না।

নিন্দাকৰ (ক্ৰি) কৰোতীতি ক-অপ্ নিন্দায়া কৰঃ। অপবাদক, পৰীবাদক, যে নিন্দা কৰে, ঘণাকৰ, অপবাদজনক।

নিন্দাস্থিত (ক্ৰি) নিন্দয়া অধিতঃ। নিন্দাযুক্ত, নিন্দিত

নিন্দাবাদাৰ্থ (পুং) নিন্দাকপোছবদঃ। মামাংসকদিগেৰ মতে অৰ্বাদভেদ।

নিন্দাৰ্হ (ক্ৰি) নিন্দনীয়, নিন্দাৱ যোগ।

নিন্দাস্তুতি (ক্ৰী) নিন্দয়া স্তুতিঃ। নিন্দাৰ্হণে স্তুতি, বাজস্তুতি।

“যদি নিন্দস্তুতিৰ্ত্তি বাজস্তুতিৰসৌ মতা।” (দেৱী, ব্যাকৰ্ত্তি দেৱ)

নিন্দিত (বি) নিন্দা-অস্মা জাতা, ইতি। নিন্দাযুক্ত, পৰ্যায়—সিক-কৃত, অপধ্বস্ত, নিভংসিত। (জটাপৰ)

“মধু পঞ্জতি মুঢ়ায়া প্ৰপাতং নৈব পঞ্জতি।

কৰোতি নিন্দিতঃ কণ্ম নৱকাম বিভেতি চ।” (দেৱীভাগ ৮।৭।৪৯)

শাস্ত্ৰ ও লোকাচাৰে মাহা বিধিত নহে, তাহা নিন্দিত।

“বিহিতসানন্তৰ্ধানং নিন্দিতস্য চ সেৱনাং।” (যাজ্ঞব)

“নিন্দিতং শাস্ত্ৰলোকযোগিঃ অহিতভোজনাদি” (দ্বিতাক্ষৰ)

অহিতভোজন ও ব্ৰাহ্মণ কষ্টক শূদ্ৰেৰ প্ৰতিগ্ৰহ প্ৰভৃতি নিন্দিত শব্দৰাচ্য।

নিন্দিতব্য (ক্ৰী) নিন্দ-তব্য। নিন্দনীয়।

নিন্দিত্ব (ক্ৰি) নিদি, কুংসায়াং হৃচ্। নিন্দাকৰক, দৃষক।

“নিকরেমাং নিন্দিতা মৰ্ত্ত্যেযু।” (ঋক্ ৩।৩২।৪)

• “নিন্দিতা দৃষকঃ।” (সাগৰ)

নিম্ভিন্ (ত্রি) নিম্ভ-ইনি। নিম্ভাকারী।

নিম্ভু (ক্ৰী) নিম্ভ্যতেঃ প্রকৃষ্যেনাসৌ নিম্ভি কুংসায়াং ঔণাদিক
উ। মৃতবৎসা, বাহার সন্তান হইয়া রক্ষা পায় না।

নিম্ভুক (দেশজ) নিম্ভক, নিম্ভাকারী।

নিম্ভ্য (ত্রি) নিম্ভ-য়ৎ। নিম্ভনীয়। দুষণীয়।

“অনিম্ভৈঃ ক্রীবিবাহৈরনিম্ভ্য ভবতি প্রজা।

নিম্ভিতৈ নিম্ভিতান্গাং তদ্ব্যয়ান্ নিম্ভ্যৎ ॥” (মহু° ৩।৪২)

নিম্ভ্যতা (ক্ৰী) নিম্ভ্যতা ভাবঃ নিম্ভ্য-তল্-টাপ্। নিম্ভনীয়তা,
দুষণীয়তা।

“বাভিচারান্তু ভর্তৃঃ ক্রীলোকে প্রাপ্তোতি নিম্ভ্যতাম্।” (মহু° ৫।১৬৪)

নিপ (পুং ক্ৰী) নিয়তং পিবত্যানেন নি-পা ষঞার্থে ক। কলস।

(পুং) নীপ পূর্বোদরাদিত্যং সাধুঃ। ২ কদম্ববৃক্ষ, নীপবৃক্ষ।

নিপক্ষতি (ক্ৰী) নীচা পক্ষতিঃ। অশ্বের দক্ষিণপাখিহিত অস্থিতে
জরোদশ অস্থি আছে, তাহার মধ্যে ষষ্ঠীয় অস্থি।

“অগ্নেঃ পক্ষতি বায়োনিপক্ষতিরিক্তা” (শুক্রযজু° ২৫।৪)

‘পক্ষন্ত পাখন্ত মূলভূতান্তহীনি বর্জকি শব্দবাচ্যানি পক্ষতি-
শব্দেনোচ্যতে। বায়োনিপক্ষতি নীচা পক্ষতিঃ নিপক্ষতিঃ’

(বেদদীপ°)

“ঈঙ্গাগোঃ পক্ষতিঃ সরস্বতৌ নিপক্ষতিঃ” (শুক্রযজু° ২৫।৫)

‘সরস্বতৌ নিপক্ষতিঃ দ্বিতীয়াপক্ষতিঃ সরস্বত্যাঃ।’ (বেদদীপ°)

এখানে নিপক্ষতি সরস্বতীদেবীর।

নিপটনিরঞ্জনস্বামী, একজন কবি। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ
করেন। শিবসিংহের মতে ইনি তুলসীদাসের জ্যেষ্ঠ নিষ্ঠাবান
ধার্মিক লোক ছিলেন। ‘শাস্ত্র-সরসী’ এবং ‘নিরঞ্জন’ নামক দুই-
খানি গ্রন্থ ভিন্ন ইহার আরও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দী পদ্য গ্রন্থ
দেখা যায়।

নিপট্ (পুং) নিপটনমিতি নি-পট-অপ্ (নৌ গদনপটনশ্চনঃ।
পা ৩।৩৮৪) পাঠ, অধ্যয়ন, পড়া।

নিপটিত (ত্রি) নি-পট-ক্ত। বাহা পড়া হইয়াছে।

নিপটিতিন্ (ত্রি) নি-পটিতমনেন ইষ্টাদিত্যৎ কর্তরি ইনি।
কৃতপাঠ, বাহা পড়া হইয়াছে।

নিপতন (ক্ৰী) নি-পত-লুট্। নিপাত, অধঃপতন, নীচে পড়া।

নিপতিত (ত্রি) নি-পত-ক্ত। পতিত, অধঃপতিত, যে পড়িয়া
গিয়াছে, চ্যুত, ভ্রষ্ট, বিগলিত।

নিপত্যরোহিণী (ক্ৰী) নিপত্য রোহিণী রোহিতবর্ণা স্ত্রী ময়ূরবৎ।
নিপত্যরোহিতবর্ণা স্ত্রী।

নিপত্য (ক্ৰী) নিপততাত্মমিতি, নি-পত-ক্যপ্, তড্‌টাপ্।
(সংজ্ঞায়াং সমজনিষদনিপতেতি। পা ৩।৩৯২) ১ যুক্তভূমি।
২ পচ্ছিলাভূমি।

নিপয়ণ (ক্ৰী) নিষিদ্ধং পরণং ক্রীতিঃ নি-পৃ-ক্রীতো ভাবে লুট্।
ক্রীতাত্ম্য, ক্রীতির অভাব।

“নিপয়ণাং পুং নরকং ততত্রায়তে” (নিরুক্তি) ২ ক্রীণন।

“নিপয়ণং পিত্রোণ তীর্ধেন” (আখ° শ্রৌ° ২।৬।১৫)

নিপলাশ (ত্রি) নিপতিতঃ পলাশং বস্ত্র। নিপতিতপত্র।

“নিপলাশমিবোবাদ” (শতপথব্রা° ৩।২।১২০)

নিপাক (পুং) নিয়মেন পচনমিতি নি-পচ্-ঘঞ°। পাক। (শব্দরত্ন°)

নিপাত (পুং) নি-পত-ভাবে ঘঞ°। ১ পতন। ২ যুক্তা।
৩ অধঃপতন।

“ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারঃ সরাস্তে।” (শকুন্তলা)

নিপতন্তি অবয়ববর্ণবিনাশাদিনা অন্তথা নিষ্পাদ্যন্তে নি-পত
কর্তরি জলাদিত্যৎ ণ। বর্ণীগমাদি দ্বারা অন্তর্ভোগ্যপদ্মান
স্বত্রানিষ্পাদ্য শব্দভেদ। [নিপাতন দেখ°]

নিপাতন (ক্ৰী) নিপাততেহেনেনেতি নি-পত-ণিচ্ করণে লুট্।
১ যারণ। ২ পাতন।

“অবগুণ্য চরেৎ কৃচ্ছ্ৰমতিকৃচ্ছ্ৰং নিপাতনে।” (মহু°)

৩ অধোনয়ন। পর্যায়া অবনয়, নিযাতন। (নয়নানন্দ°)

৪ ব্যাকরণ লক্ষণ দ্বারা অহুৎপন্নপদসাধন, ব্যাকরণের
নিয়মের বৈপরীতা, ব্যাকরণের পদসিদ্ধ করিবার জন্য স্বত্রোক্ত
যে সকল নিয়ম আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া পদসাধন।
ব্যাকরণানুসারে যদৃচ্ছাক্রমে পদসিদ্ধ করিবার স্বত্রোক্ত যে সকল
নিয়ম আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া বাহাতে পদ সিদ্ধ করা যায়।

“যলক্ষণেনানুৎপন্নং তৎসর্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্” (মহাভাষ্য)

যে সকল পদ ব্যাকরণের লক্ষণ দ্বারা সাধিত হয় না, সেই
সকল পদ নিপাতপ্রযুক্ত সিদ্ধ হইয়াছে।

“বর্ণাগমোবর্ণবিপর্যায়ক চৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।

ধাতোস্তদধাতিশয়েন গোণস্তদ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্ ॥” (জগদীশদাস)

নিপাতপ্রযুক্ত পদসিদ্ধ করিতে হইলে কোন কোন বর্ণের
আগম আবার কোনস্থলে বর্ণবিকার অথবা বর্ণনাশ করিতে
হয়। নিপাতে পদসাধনের গুরুত্ব আবশ্যক হইবে, সেইরূপই
হইবে। যথা—

“বর্ণাগমো গবেজ্জাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্যায়ঃ।

যোড়শাদৌ বিকারঃ শ্রাৎ বর্ণনাশঃ পূষাদরে ॥” (কলাপপঞ্জী)

‘গবেজ্জ’ এইপদ বর্ণাগম করিয়া যথাযথ গবেজ্জ, গো-ইজ্জ-
গবিজ্জ এইরূপ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নিপাতপ্রযুক্ত গবিজ্জ না
হইয়া গবেজ্জ হইল, এখানে অকার বর্ণাগম হইল। সিংহ, হিনস্তি
ইতি সিংহ, বর্ণবিপর্যায় হইয়া সিংহ পদসিদ্ধ হইল ইত্যাদি।

“স্বার্থে শব্দান্তরার্থন্ত তাদ্যন্তো নাশ্যাক্ষয়ঃ।

স্ববাদ্যন্তো নিপাতোহসৌ বিবিধশ্চাদিত্তেতঃ ॥” (শব্দশক্তিপ্র°)

নিপাতনীয় (ত্রি) নি-পত-পিচ্-অনীয়র। নিপাতনের উপযুক্ত।
নিপাতিত (ত্রি) নি-পত-পিচ্-ক্ত। অধোনীত, অধোক্ষিত, বাঁজাকে কেলিয়া দিয়াছে, পাতিত, বিনাশিত।

নিপাতিন্ (পুং) নিপাতঃ অস্ত্যন্তি ইনি। মহাদেব, ইনি সকলকে নিপাত অর্থাৎ নাশ করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাকে নিপাতিন্ কহে। (ভারত ১৩।১।৬৬)

নিপাদ (পুং) নিরুপ্তৌ গুণভূতো পাদোযত্র। নিম্নপ্রদেশ।

“ভবদ্বাষতো নিপাদাঃ” (শব্দ ৪।৮৩।৭)

‘নিপাদা গুণভূতদেশাঃ’ (সায়ণ)

নিপান (স্ত্রী) নিপীয়তেহ্মিরিতি। নি-পা-আধারে লুট্। কূপ-সমীপ শিলাদিনিবদ্ধ পশুদিগের পানের জন্য কৃত কূপোদ্ধৃত জলস্থান। (ভরত)

কূপের সন্নিকটে পখাদিয় জলপানার্থ কূপ জলাশয়, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অন্যায়সে জল খাইতে পারে এই অভিপ্রায়ে কূপ বা জলাশয়ের নিকটে যে খাত করিয়া জল উঠাইয়া পূর্ণ করিয়া রাখে। চৌবাচ্চা। ২ গোদোহনপাত্র। (ত্রিকা)

৩ খাতাদি, জলাশয় মাত্র।

“পরকীয় নিপানেষু ন্নায়াচ্চ কদাচন।

নিপানকর্ষঃ স্নাত্বা চ দ্রুতত্যাগেশন লিপাতে ॥” (মহু ৪।২০১)

‘নিপিবস্তু্যধ্বরতো বেতি নিপানঃ জলাশয়ঃ’ (মেধাতিথি)

এই স্থলে নিপান শব্দের অর্থ জলাশয় মাত্র। পর নিপানে কখনও স্থান করিবে না, যদি কেহ স্থান করে, তাহা হইলে নিপানকর্তার পাতের চারিভাগের একভাগ লাভ হইয়া থাকে। নি-পা-ভাবে ক্ত। ৪ নিঃশেষ পান।

নিপানী, বোম্বাই প্রদেশের বেলগাম্ জেলার একটি নগর। বেলগাম্ হইতে কোলাপুরে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার সন্নিকটে বেলগাম্ সহর হইতে ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ২৩' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৫' ১০" পূঃ। নিপানী যে রাজ্যের সদর, তাহা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের হস্তগত হয়, তৎপরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজ্যভুক্ত হইয়াছে। পরবৎসর এখানকার দুর্গটা ভঙ্গ করা হয়। এই স্থানে বাবসা বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি আছে। প্রত্যেক হাটের দিন ২।৩ সহস্র গোমহিরাবি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

নিপীড়ক (ত্রি) নিপীড়য়তীতি নি-পীড়-ণ্। ১ নিপীড়নকারী, যে পীড়া দেয়, যে ক্রোধ দেয়, যে অপকার বা অত্যাচার করে। ২ যে পাক দিয়া জল বা রস বাহির করে, যে নিষ্ক্ৰিয়।

নিপীড়ন (ত্রি) নি-পীড়-ভাবে লুট্। নিতরাং পীড়ন। পীড়ি-যুহু। দ্বিরাং টাপ্।

“কৃৎস্না দীননিপীড়নাং নিজননে বদ্ধাবচো বিগ্রহম্।” (সাহিত্যাদ্)

নিপীড়িত (ত্রি) নিতরাং পীড়িতঃ, নি-পীড়-ক্ত। ১ নিপীড়িত, পাক দিয়া বাহার জল বা রস নিঃসারিত করা হইয়াছে। ২ উৎপীড়িত, বাহার উপর অত্যাচার করা গিয়াছে। ৩ আক্রান্ত। ৪ অভিযানিত।

নিপীত (ত্রি) পা-কর্ষণি ক্ত। নিঃশেষেণ পীতঃ বা পানমত্যাভীতি অর্শাদিত্যাদহ্। নিঃশেষে পীত।

নিপীতি (স্ত্রী) নিঃশেষ পান।

নিপীয়মান (ত্রি) যাহা পান করা হইতেছে।

নিপুণ (ত্রি) পুণ রাশীকরণে নি-পুণ-ক। কার্যক্ষম, কার্য্য করিতে সমর্থ। পর্যায়—প্রবীণ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, নিক্ষাত, শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক, কৃতমুখ, কৃতী, কুশল, সংখ্যাবান, মতিমান, কুশাগ্রীষ-মতি, কৃষ্টি, বিহর, বৃহ, দক্ষ, নেদীষ্ঠ, কৃতধী, স্থধী, বিদ্বান, কৃত-কর্ম্মা, বিচক্ষণ, বিদগ্ধ, চতুর, প্রৌঢ়, বোদ্ধা, বিশারদ, স্মরণা, স্মৃতি, ভীক্ষ, প্রেক্ষাবান, বিবুধ, বিদগ্ধ, বিজ্ঞানিক, কুশলী।

(রাজনি শব্দরত্না°)

“শ্রীহর্ষোনিপুণঃ কবিঃ পরিষদপোষাগুণগ্রাহিনী।” (নাগানন্দনা°)

নিপুণতা (স্ত্রী) নিপুণত্ব ভাবঃ, নি-পুণ-তল্-টাপ্। দক্ষতা, পটুতা, অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা।

নিপুণিকা (স্ত্রী) বিক্রমোক্ষী নাটকোক্ত একজন পরিচারিকা।

নিপুর্ (পুং) নিরুহং পূর্ণ্যতে পূ কর্ষণি ক্টিপ্। লিঙ্গদেহ, স্বপ্ন শরীর। “পর্যাপুরো নিপুরো যে ভবন্তি” (শুক্রসম্ভ ২।৩০)

‘নিপুর্নঃ স্বপ্নদেহান্’ (বেদদীপ°)

ভুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা অতি স্বল্পরূপে এই শরীর পূরণ হয় বলিয়া, ইহা নিপুর্ পদবাচ্য হইয়াছে। যথা—

“অন্নমশিতং রেধা বিধীয়তে তন্ত যঃ স্ববিষ্ঠো ধাতুস্তৎপূরীয়ং যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোহগ্নিষ্ঠস্তন্ময়ঃ” (ছান্দোগ্য উপ°)

নিফল (স্ত্রী) নিরুত্তং ফলং যন্তাঃ। জ্যোতিষতীলতা। (ভাবপ্র°)

নিফাড়, ১ নাসিক জেলার একটি মহকুমা। ক্ষেত্রফল ৪১১ বর্গ-মাইল। সর্ব শুদ্ধ এখানে ১২১ খানি গ্রাম আছে। ইহার উত্তরে চান্দোর, পূর্বে যেওলা এবং কোপরগাঁও, দক্ষিণে সিনার এবং পশ্চিমে দিল্লোরি ও নাসিক মহকুমা। এই স্থানের জমি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। সমুদয় দেশ সমতল বটে, কিন্তু ঈষৎ উচুনিচু বলিয়া চেউ খেলানো। এই স্থানের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, কিন্তু গ্রীষ্ম-কালে রবির তাপ অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। গোদাবরী নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে।

২ নিফাড় মহকুমার প্রধান সহর। নাসিক নগর হইতে ত্রুড়ি মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এইখানে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।

নিফালন (স্ত্রী) সন্দর্শন, দৃষ্টি।

নিকেন (কী) নিবৃত্ত্য কেনো বসাদিতি। অকেন, অহিকেন, আকিং।

নিবড় (দেশজ) সমাপ্ত, সম্পূর্ণ।

নিবড়ান (দেশজ) শেষকরণ, সম্পূর্ণ করণ।

নিবন্ধ (ত্রি) বন্ধ, নিবন্ধ, প্রথিত, নিবেশিত। শাসিত।

নিবন্ধ (পুং) নিবধ্যাতীতি নিবন্ধ-বন্ধ। আনাহরোপ, যুক্তরোধ-রূপ রোগ। ২ গ্রন্থের বৃত্তি, পুস্তকের টীকাবিশেষ। (হেম) ৩ নিবন্ধ। ৪ বন্ধন।

“দৈবী সম্পদ্বিষোক্তা নিবন্ধায়ত্তরী মতা।” (গীতা)

৫ সংগ্রহগ্রন্থভেদ। ৬ কালবিশেষে দেয়রূপে প্রতিশ্রুত বস্ত্র, কোন তীর্থাবস্থলে বা পূণ্যদিনে ‘তোমাকে এই বস্ত্র দিলাম’ এইরূপে প্রতিশ্রুত দ্রব্য।

“দত্বাধুনিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যক কারয়েৎ।

আগামিভদ্রনৃপতিপরিচ্ছানায় পার্থিবঃ ॥” (যাজ্ঞবল্ক্যসং ১।৩।৭)

(কী) নিতরং বন্ধঃ তাললয়াদি সহিত বন্ধনং যত্র। ৭ গীত। (শব্দরত্নাং)

নিবন্ধদান (কী) নিবন্ধস্ত দানং। ধনসমর্পণ, দ্রব্যসমর্পণ।

নিবন্ধন (কী) নিবধ্যতেহেনেনান্নি বা নি-বন্ধ-লুট। ১ হেতু। ২ উপনাহ, বীণার তার উপরিভাগে যাহাতে বন্ধ থাকে, বীণা-দিয় কাণ। ৩ গ্রন্থি। ৪ বন্ধন, নিয়ম, ব্যবস্থা। ৫ গ্রন্থ।

“অমুৎস্বরূপদত্বাসা সর্বতঃ সন্নিবন্ধনা।” (শিশুপালবধ ২ অ)

নিবধ্যতেহনয়া করণে লুট। ৬ নিবন্ধসাধন। স্থিরাং ভীপু।

“বিষয়বত্তী বা প্রবৃত্তিক্রপরা মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী।” (পাতং দং)

নিবন্ধনক (ত্রি) নিবন্ধনং তৎসমীপদেশাদিঃ চতুরর্থ্যাং ক। নিবন্ধনসমীপদেশাদি।

নিবন্ধসংগ্রহ (পুং) স্রষ্টেতর একথানি টীকা।

নিবন্ধিন (ত্রি) নিবন্ধকারী।

নিবন্ধ (পুং) নিবন্ধকর্তা, গ্রন্থকর্তা, টীকাকার, প্রস্তাবলেখক।

নিবন্ধিত (ত্রি) নিবন্ধোহস্ত জাতঃ, তারকাদিদ্ভাদিতচ্। বন্ধ।

নিবর্হণ (কী) নিবর্হতে ইতি নি-বর্হ-লুট। মারণ।

“নিবর্হণঃ ধর্মধর্মেবিগহিতঃ বিশিষ্টবিশ্বাসজ্ঞাঃ স্থিতিমপি।” (নৈষধ)

নিবাজ, (নবাজ) দোয়ারবংশীয় এক ব্রাহ্মণ সন্তান। ইনি একজন সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পর্যাণ বুল্লামারাজ ছত্রশালের সভাসদ ছিলেন। আজমলাহের অল্পমতিক্রমে ইনি শকুন্তলা নাটক হিন্দীভাষায় অম্বাদ করেন। নিবাজ নামক এক মুসলমান তাঁতির সহিত অনেকে ইহার নামের গোল করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বেক নিবাজই পরিশেষে মুসলমান-ধর্মাবলম্বী হইয়া-ছিলেন। শেবোক্ত মুসলমান নিবাজ হরদোই জেলায় বিলগ্রামে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

নিবাজই, চক্ৰিশ-পরগণার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। কলিকাতা হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে দত্তপুত্রের ঠেপনের নিকট অবস্থিত। এখানে অনেক ভক্তলোকের বসতি আছে। এখানকার নারায়ণের রাস অতি প্রসিদ্ধ।

নিবাসাত (দেশজ) নির্বাত, বায়ুহিত।

নিবারী, আসামের অন্তর্গত গারোপাহাড় জেলার একটা গ্রাম। জিনারী নদীর তীরে এই গ্রামটা অবস্থিত। এই স্থানটা এখানকার বাণিজ্যের বন্দর স্বরূপ। তথায় গারো জাতিরা পার্শ্বত্যা পণ্য দ্রব্যনিময়ে চাউল, কাপড়, শুক্টা মাছ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। এখানে যথেষ্ট শাল বৃক্ষের বন আছে। ইহা হইতে গবর্মেন্টের রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ১০ বর্গ মাইল স্থান গবর্মেন্টকে দেওয়া হইয়াছিল। উহা এখন “জিনারী ফরেস্ট রিসার্ভ” নামে কথিত হয়।

নিব্রঙ্গ, পঞ্জাবের মধ্যে বশাহির জেলাস্থ একটা পার্শ্বত্যাপথ। কুনাবারের দক্ষিণে যে পর্বতশ্রেণী আছে, তদুপরি এই পথ অবস্থিত। অক্ষা° ৩৭° ২২’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৩’ পূঃ। এই পথের দুইদিকে ৩৫ ফিট উচ্চ দুইটা পাহাড় সোজা হইয়া দণ্ডায়মান আছে। এই নিমিত্ত ইহাকে একটা সদর-দরজার স্থান দেখায়। ইহার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৬০০৫ ফিট।

নিভ (ত্রি) নিয়তং ভাতীতি নি-ভা-ক। ১ সদৃশ, তুল্য, সমান।

“প্রবুদ্ধ পুণ্ডরীকাকং বালাতপনিভান্তকম্।

দিবসং শারদমিব প্রারম্ভস্থদর্শনম্ ॥” (রঘুবংশ ১০।৯)

২ প্রকাশ। ৩ ব্যাজ। (শব্দরত্নাং)

সাদৃশ্য অর্থ বুঝাইলে এই শব্দের নিত্য সমান হইয়া থাকে এবং ঐ অর্থে নিভ শব্দ পুণক্ প্রয়োগ হয় না। কোন শব্দের সহিত প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা পদ্মনিভ প্রভৃতি।

“মুখেন পূর্ণেন্দ্ৰনিভস্ত্রিলোচনা।” (মাঘ)

নিভাঁজ (দেশজ) অমিশ্রিত, অকৃত্রিম, খাটা।

নিভালন (কী) নি-ভল-গিচ্ ভাবে লুট। দর্শন। (ত্রিকাং)

নিভীম (ত্রি) ভয়ানক।

নিভূত (ত্রি) নিশ্চলং ভূতঃ। অতীত, ভূতকাল। (রাজনিং)

নিভূয়প (পুং) নিভূয় নিতরং ভূত্বা মৎস্তাদিরূপেণাবতীর্থা পাতিপা-ক। বিষ্ণু। “বিষ্ণবে নিভূয়পায় স্বাহা।” (গুরুযজুঃ ২২।২০)

নিভূত (ত্রি) নি-ভূ-ক্ত। ১ ধৃত। ২ বিনীত। ৩ নিশ্চল। ৪ একাগ্র। ৫ গুপ্ত। ৬ নির্জন। ৭ অন্তময়াসন্ন, স্বর্গ্য অন্ত হইবার নিকটবর্তী সময়।

“নভসা নিভূতেল্লা তুলা স্থিতাকর্ণেণ সমাকরোহ তৎ।” (রঘু ৮।১৫)

নিম (দেশজ) নিষশব্দের অপভ্রংশ। নিষবৃক্ষ। [নিষ শব্দে আয়ুর্কৌরীয়া বিবরণাদি দ্রষ্টব্য।]

হিন্দীতে নিম্, নীম্ বা বালনিম্, কোল ও মৌতালী নিম্, পালামৌ অঞ্চলে আগাস, পল্লাবে বকম্, জেথ, বোম্বাইয়ে বালনিম্ বা বকারন, মহারাষ্ট্রে লিথ, বা কত্থজুর, তামিলে বেম্ব বা বেগম্, তৈলঙ্গে বেপা, বপা বা তরুকা, কল্যাণীভাষায় চেবাবু, মণয়ে বেপদা, বা অরিয়বেপা, ব্রহ্মে যমাকা বা কমাকা, পারসী আজদ্-দরগ্হে-হিন্দি। এই শেবোক্ত নাম হঠাতে ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম *Melia Azadirachta* হইয়াছে। ইংরাজিতে *Margosa tree*।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্বত্রই নিম্বৃক্ষ দেখা যায়। ইহার প্রায়ই স্বভাবতঃ জন্মে, কোথাও কোথাও বা মানব যত্নে উৎপন্ন হয়। নিমগাছ ৪০ হইতে ৫০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার ছাল হইতে অতি পরিষ্কার একপ্রকার সবুজবর্ণ রস বহির্গত হয়। তাহা দ্বারা গঁদ প্রস্তুত হয়। এই রস উত্তেজক ওষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

ডোন্ সাহেব তাঁহার বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণবৃত্তান্তে নিমের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, “ইহা হইতে একপ্রকার তিক্ত রস বা নির্যাস বাহির হয়। রেশম রং করিবার সময় এই রস ব্যবহার আবশ্যক।” লিসবোয়া সাহেব বলিয়াছেন যে, নিমতৈল কার্পাসবস্ত্র রং করিতে ব্যবহৃত হয়। নিমছাল হইতে একপ্রকার হৃদ প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহা প্রায়ই কোন কাজে আইসে না; উহাতে কেবলমাত্র দড়ি বা রসি প্রস্তুত হয়।

নিমের বীজ সিদ্ধ করিয়া অথবা নিষ্পেষিত করিয়া এক প্রকার তৈল বাহির করা হয়। ইহার রং গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। নিমতৈল অত্যন্ত তিক্ত ও কটু এবং অতি হৃগ্ধবিশিষ্ট। ইহা বহুকাল হইতে মাস্ত্রাজ্ঞে প্রস্তুত হইতেছে এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে রপানি হইতেছে।

এই তৈল পচননিবারক এবং কুমিনাশক। অনেক দরিদ্র লোক ইহা প্রদীপে পোড়াইয়া থাকে, কিন্তু ইহা হইতে এক রকম অপকারক বায়ু নির্গত হয়।

সম্প্রতি সার্কান মেজর ওয়ার্ডেন সাহেব নিমের তৈল ও নিম হইতে প্রস্তুত অজ্ঞাত জিনিস সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। নিমের তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইল—

“নিমতৈল নিমের বীজ হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১২৩৫ (তাপ ১৫৫° সেন্টি°)। ১০° হইতে ৭° ডিগ্রী তাপ পর্যন্ত আভাবিক স্বচ্ছতা না হারা-ইয়া ঘনীভূত হইতে পারে। প্রায় ৩৬ ঘণ্টা কাল স্থিরভাবে রাখিলে এক প্রকার সাদা তলানি পড়ে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে এই তলানি নিরায়তন (amor-

phous)। নিমতৈলের রং পরীক্ষা করিয়া ইহা ধন্বা বাইতে পারে না। গন্ধকজ্জাবকের সহিত মিশ্রিত করিলে অতি উত্তম ধূসরবর্ণ হয় এবং ইহা হইতে রক্তনের জায় গন্ধ বহির্গত হয়। নাইট্রিক এসিডের সহিত প্রথম জ্বল লালবর্ণ হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে (বেড় ঘণ্টার) সামান্য হরিদ্রা বর্ণে পরিণত হয়। ইথর ক্লোরোফর্ম, কার্বন, বাই-সলফাইড, বেনজোল ইত্যাদিতে অতি সহজে দ্রবীভূত হয়। বিগুন্ধ সুরাসারে ইহার রং কিঞ্চিৎ সবুজবর্ণ হইতে দেখা যায়। নিমতৈল এলকোহলের সহিত পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিলে পর, ইহার দ্রুগন্ধ ও তিক্ত আশ্বাদ দূরীভূত হয়।

ব্রানেট সাহেব বলিয়াছেন যে, নিমের বীজে শতকরা ৪৫.৫০ ভাগ তৈল থাকে। দক্ষিণভারতে নিমের খইল দ্বারা জমিতে সার দেওয়া হয়। গুড়া খইল রসায়ন ও বৈজ্ঞানিক কার্যে লাগে, ইহাতে কীটের আক্রমণ নিবারিত হয়।

এই বৃক্ষের প্রত্যেক জিনিষই কোন না কোন ঔষধে আবশ্যক হয়। মুদীনশেরিফ বলিয়াছেন, শিকড়ের ছাল, শিকড় ও কচি ফল বলকারক এবং পালাজরনিবারক। তৈল, বীজ ও পাতা উত্তেজক, কুমিনাশক এবং পচননিবারক। নিমের ফুল—উত্তেজক, বলকারক এবং উদররোগনাশক। গঁদ (Gum) শ্লিথ ও বলকারক।

রস (Toddy)—শৈত্যকারক, বলকারক, ধাতু-পরিবর্ধক ও বীর্ঘ্যকারক।

অতি প্রাচীন কাল হইতে নিমের ছাল, পাতা এবং ফল আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং সুশ্রুত প্রভৃতি আদি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এই বৃক্ষ যে সমস্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তাহার প্রত্যেকটির ভাব এই যে, ইহা বহুকালাবধি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতেছে, যথা—নিম্ব অর্থাৎ সিঞ্চনকারী। অরিল্ট—রোগনাশক, পিচুর্মদ কুষ্ঠনাশক। ইউ, সি, দস্ত বলিয়াছেন যে, নিমছাল তিক্ত, বলকারক, সঙ্কোচক, জ্বর, পিপাসা বগি, বমনেচ্ছা, এবং চর্মরোগে বিশেষ উপকারী। নিমপাতা খাওয়া হয় এবং অজ্ঞাত তরকারী সহিত চড়চড়ী ও ঝোল প্রস্তুত হইয়া থাকে। দক্ষ প্রভৃতি চর্মরোগে বহুকাল হইতে নিমপাতা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। নিমফল সারক, শিথিলকারক এবং কুমি, প্রস্রাবের পীড়া ও অর্শরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। চর্মরোগ ও ক্ষত প্রভৃতিতে নিমতৈল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ঔষধের সহিত নিমছাল অরে প্রয়োগ করা হয়। নিম্বপত্রের টাটকা রস লবণের সহি কুমিরোগে এবং মধুর সহিত চর্ম ও নানাবিধ রোগে প্রযোজ্য। নিমপাতা ও আমলকী প্রত্যেকের

সিকি ভোলা রস সাধন সহ কঠুরোগে (চুলকনা), ত্রণ এবং আমবাত রোগে বিশেষ উপকারী। ক্ষত ও চর্দরোগে নিমপাতার নানাপ্রকার বাহ প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—পুলটীশ, ধাবন, মলম এবং মালিশ। নিমপাতা ও তিল সমভাবে একত্র যোগে ক্ষতস্থানে ব্যবহার্য।

মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন নিম্ন বৃক্ষের অসাধারণ গুণ দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। হিন্দুরা ইহার সমস্ত গুণ মুসলমানদিগের নিকট প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু তাহার নিজেই স্বভাবতঃ এই সমস্ত জিনিষ তাদৃশ প্রকারে ব্যবহার করিতেছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ নিম্নের উপরি উক্ত যে সমস্ত গুণের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও চিকিৎসকগণ অনেকই তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। ডাক্তার কর্ণিশ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে সবিরাম জরে নিম্নচাল, সিনকোনা ও আর্সেনিক অপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে। নিম্ন তৈল কুষ্ঠরোগে চালমুগুনা তৈলের সহিত ব্যবহার্য।

ইহার পচননিবারক গুণ থাকায়, ইহা হইতে ভৈষজ্য-সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই তৈল সহজেই জগিয়া সাবানে পরিণত হয়। ক্ষত স্থান দৌত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত কার্ঘ্যে কার্শলিক সাবান ব্যবহৃত হয়, তাহাতে ইহা বেশ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বুকানন্ হামিল্টন ইহার একটা আশ্চর্য প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মাস্ত্রাজে প্রেসবাস্তে প্রত্যেক (সন্তঃপ্রসূতা) রমণীকে এক আউন্স নিম্নতৈল দেওয়া হয়। শুষ্ক নিম্নবীজ জল কিংবা অল্প কোন তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিলে ঠিক তৈলের মত গুণ-বিশিষ্ট হয়। টট্কাপাতার রস কিয়ৎপরিমাণে পচননিবারক এবং অল্প কার্শলিক এসিডমিশ্রিত জলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিমপাতাসিদ্ধ গরমজলে ক্ষত স্থান ও ক্ষীতস্থান প্রভৃতিতে স্বেদ দেওয়া হয়।

অগ্নিমান্দ্য এবং সাধারণ দৌর্যল্যরোগে নিম্নফুল বিশেষ উপকারী। নিম্নের গঁদ অল্প ঔষধসহ অনেক রোগে ব্যবহৃত হয়। এই নিম্নই ইহার নাম আরবীয় গঁদ। এইজন্য ইহা অজ্ঞাত গঁদ অপেক্ষা বেশী আদরনীয়। বিশেষতঃ নিম্নগঁদ শ্বেতপ্রদরের উত্তেজনার ব্যবহার্য। অনেকদিনের পুরাতন কুষ্ঠরোগে ও অপরাপ রসে চর্দরোগে, ক্ষয়কাশে, অজীর্ণরোগে এবং সাধারণ দুর্বলতায় নিম্নের রস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিম্নরস দুই প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে—১ম স্বভাবতঃ গাছ হইতে নিঃসৃত হয়। ২য় কৌশলপূর্বক গাছ হইতে বহির্গত করা যায়। প্রথম প্রণালীতে রস বৃক্ষের দুই তিন

স্থান হইতে স্বল্পধারে অথবা কৌটা কৌটা করিয়া বাহির হইতে থাকে; এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিন হইতে ছয় সাত সপ্তাহ পর্যন্ত নিঃসৃত রসসঞ্চিত হইয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে রস-বহির্গতকরণ সম্বন্ধে যুগ্মশৈলিক লিখিয়াছেন যে, “কৃত্রিম উপায়ে যে সমস্ত নিমগাছ হইতে রস বহির্গত করা যায়, তাহার সংখ্যা অগতে অতি বিরল। আমি সর্বশুদ্ধ এরূপ ৩৪টা বৃক্ষের কথা শুনিয়াছি। এই সমস্ত বৃক্ষগুলি অতি অল্পদিনের এবং আকারে বিলক্ষণ বড় অর্থাৎ গাছটা খুব সতেজ হওয়া আবশ্যক। এই গাছ প্রায়ই নালাডোবা প্রভৃতি জলীয় নিকটবর্তী স্থানে জন্মিয়া থাকে; কারণ বৃক্ষটার মূলদেশ সর্বদা আর্দ্র থাকিলে প্রচুর রস নির্গত হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে রস বাহির করা হয়,—

মাটি খুঁড়িয়া তাজা রকমের একখানি নাতিস্থল নাতি স্থল শিকড় ঠিক করা হয়। পরে এই শিকড়খানা একেবারে কাটিয়া অথবা নিম্নদিক দিয়া অর্দ্ধেকখানি কাটিয়া তাহার নিয়ে একটা পাত রাখা হয়। এই পাত মধ্যে শিকড় হইতে কৌটা কৌটা করিয়া অথবা সরুধারে রস পড়িতে থাকে। এই প্রকারে যে রস বহির্গত করা হয়, তাহাতে আর স্বাভাবিক নিঃসৃত রসে বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; তবে কি না দ্বিতীয় উপায়ে প্রাপ্ত রসের পরিমাণ কিছু অল্প। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ২ হইতে ৬ বোতলের বেশী রস নির্গত হয় না। জলাশয়ের নিকটবর্তী প্রত্যেক নিমগাছ হইতেই উপরি-উক্ত উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে।” সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, মাস্ত্রাজের নিকটে মাইলাপুরে একটা আশ্চর্য নিমগাছ ছিল। এই গাছ হইতে ৩৪ বৎসর অন্তর রস বহির্গত হইত। এইরূপে ৪ বার ঐ বৃক্ষ হইতে রস বহির্গত হইবার ৩৪ দিন পূর্বে গুঁড়ীর মধ্যে একপ্রকার শৌ শৌ শব্দ হইত। যতক্ষণ পর্যন্ত গাছের ৩৪ জায়গা দিয়া রস নিঃসৃত হইতে আরম্ভ না করিত, ততক্ষণ এই শব্দ থামিত না। নিকটবর্তী লোক সমুদয় এই আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনার্থ তথায় একত্র হইত এবং যতপূর্বক রস লইয়া বাটী গ্রহণ করিত। তথাকার লোকে এ রসের বড় আদর করিত।

নিম্নবৃক্ষবিশিষ্ট স্থান অতি স্বাস্থ্যকর বলিয়া গণ্য। ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়াজরনিবারক বলিয়া প্রায়ই গ্রামের নিকটে এবং বাড়ীর নিকটে বৃদ্ধ করিয়া নিমগাছ লাগান হয়। যুরোপীয় লোকেরাও নিম্নের উক্ত গুণে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও অযোধ্যার নিমগাছবিশিষ্ট অপরাপার গ্রামে প্রায়ই জর হইতে দেখা যায় না, কিন্তু নিকটবর্তী অল্প অল্প স্থানে যথেষ্ট রোগ দেখা যায়। অপর

বৃক্ষ হইতে নিমবৃক্ষের এ বিষয়ে গুণ অধিক কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। তণাকার লোকের বিশ্বাস যে নিমগাছের গরমীর লীড়া নিদারুণের বিশেষ ক্ষমতা আছে। নিমের ডাল দিয়া বাতাস করিলে গরমী আরোগ্য হয়। ইহার একপ আশ্চর্য্য গুণ থাকার, ভারতীয় ও যুরোপীয় চিকিৎসকগণ ইহার অনেক ব্যবহার করেন এবং ভারতীয় ঔষধপ্রস্তুতকরণ গ্রন্থে ইহার সন্নিবেশ করিয়াছেন।

নিমের ছাল ও পাতা সম্বন্ধে ডাঃ ক্লিকজার এবং ডাঃ হানসুরি সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণিস সাহেব নিমছাল পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ইহাতে যথেষ্ট ক্ষার পদার্থ আছে। সেই ক্ষার পদার্থকে তিনি ‘মায়গোসাইন’ নাম দিয়াছেন। তিনি অতি অল্প পরিমাণে সাদা লম্বা লম্বা আকৃতিবিশিষ্ট ক্ষার বহির্গত করিয়াছিলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে, ইহাতে মায়গোসাইন এবং সোডা আছে। বিভিন্ন লোকের মত।—অম্বচিকিৎসায় নিমতৈল ঘাঘের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিমতৈলে উকুন নষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত ইহা আমবাতি এবং পামা রোগে ফলপ্রসূ। ছাপানি কাশে ও গর্ভচর্নী, মুর্চ্চা প্রভৃতিতে নিমতৈল আন্তরিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, বাহ্যপ্রয়োগে ইহা তর্পিতলের ত্রায় কার্য্য করে। বসন্তরোগে নিমতৈল গাত্রে মাশিল করিলে বিশেষ ফল দর্শে। কুকুরের গায়ে খোসা উঠা ও পোকা নষ্টের নিমিত্ত ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিমপাতা বাটিয়া স্তন্যোপরি প্রয়োগ করিলে হৃৎকরণ নিগারণ করে। ক্ষতরোগে অজ্ঞাত ঔষধে উপকার না দিলেও নিমপাতার বেশ ফল দর্শে। চন্দ্ররোগে ইহা বিশেষ উপকারী। নিমপাতা ঘূতে ভাজিয়া মোমের সহিত মিশ্রিত করিলে ঘাঘের অতি উৎকৃষ্ট মলম প্রসূত হয়। ডাঙ্গা নিমপাতা পিত্তনাশক বলিয়া অনেক সময় লোক খাইয়া থাকে।

নিমের ছাল পোড়াইয়া সেই ভস্ম পানারোগে ব্যবহৃত হয়। ছালের কাণ মাথাধারারোগে উপকারী। নিমের সন্ম ডালে দস্ত দাবন করিলে শরীরে রোগ হইতে পারে না, এবং পানিবাহার ও দুর্গন্ধবিহীন হয়। এদেশে এমন বিশ্বাস আছে যে, এক ক্রমে ষাটশ বৎসর কাল নিম বৃক্ষের তলায় শয়ন করিলে কুষ্ঠব্যাধি পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়।

লাহোরের সিভিল সার্জন আর গ্রে বলিয়াছেন যে, কোন কোন পুরাতন নিম গাছ হইতে এক প্রকার সাদা রস নির্গত হয়। এই রস অতি উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক। নিম-ত্রণ ফোড়া প্রভৃতিতে কিছু বেশী ব্যবহৃত হয়।

নিমপাতাভস্ম দ্ব্যন্তসহ বক্ষাবরক ক্ষতরোগে বাহ্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। দ্বানার্থে অনেকে নিমপাতাসিদ্ধ জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে জল বিতৃষ্ণ হয়।

নিমপাতার ঝোল ও বেগুণের সহিত নিমপাতা চড়চড়ী রক্ত পরিকারের জন্ত অনেকে খাইয়া থাকে। শিশুদিগকেও সময় সময় নিমপাতা খাওয়ান হয়।

নিমকাঠের বাকলের রং ধূসর বর্ণ। সারাংশের বর্ণ লাল। নিমকাঠ অতি দৃঢ় এবং স্থল্লর। এই কাঠে প্রায়ই পোকা ধরিতে পায় না। ইহাতে গাছী ও কৃত্তিকার্য্যের বস্ত্র নির্মিত হয়। ভারতের দক্ষিণাংশে ইহাতে গৃহের আসবাব প্রস্তুত হয়।

সিদ্ধসেনের জ্ঞানীলোকেরা গছের নিমিত্ত এবং উকুন মারিবার জন্ত নিমতৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। কাপড় কাগজ পুস্তকাদি পোকায় কাটিতে না পারে, এই নিমিত্ত নিমপাতা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এই পাতা মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন করিয়া আবার নূতন পাতা দিতে হয়। এ বিষয়ে ইহার প্রায় কর্পূর অথবা জাপ্পালিনের সমতুল্য। ইহার উষ্ণ গন্ধে উই বা অজ্ঞাত কাটা পুস্তক কাটিতে পারে না।

হিন্দুরা নিম গাছকে বেলগাছ প্রভৃতির ত্রায় পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া মান্য করে। তাহাদের বিশ্বাস, যখন পৃথিবী হইতে দেবগণের ব্যবহারার্থ স্বর্গে অমৃত লইয়া যাওয়া হয়, তখন কএক ফোঁটা নিম গাছের উপর পড়িয়াছিল। এই নিমিত্ত শকের প্রথম দিনে তাহারা নিমপাতা ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ ভক্ষণে তাহার আর কোন রোগ হইবে না। বুকানিন সাহেব তাহার মহিষরজমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, ২১৩ বৎসর অন্তর কোন গ্রামের লোক একত্র হইয়া একটা পিতলের পাত্রে পাঁচটা ডাল এবং একটা নারিকেল স্থাপিত করে। পরে ফুল, চন্দন ও গন্ধাজল দ্বারা নিমের পূজা করিয়া থাকে। কোন অস্থায়ী মণ্ডপ মধ্যে ইহা রাখিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত পূজা করা হয়; এই সময়ে শিবকল্পা ‘মরিয়া’র নিকট ছাগ, মেঘ ও মহিষাদি বলিদান এবং আমোদপ্রমোদ, আহাতিদিও যথেষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর ঐ পাত্রটী ধরিয়া জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। বাঙ্গালী প্রভৃতি কোন কোন হিন্দুজাতি শবদাহনাস্তে শোক প্রকাশ করিয়া তিস্তাশ্রম নিমপাতা মুখে দিয়া থাকে অথবা শবদাহের পর নিমপাতা, খুঁড়ের দাল ও চিনি মুখে দিয়া অগ্নিস্পর্শদ্বারা শুদ্ধ হয়।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে নিমের হাওয়া স্বাস্থ্যজনক এবং ইহা গৃহে থাকিলে পরিবার মধ্যে অরুদি হয় না। চলিত প্রবাদ এই;—‘নিম নিশিনা বেথানে,

বাহু মরে কি সেখানে।' [নিশিদ্ধ দেখ।] মুখ ধুইবার সময় নিমের ডালে দাঁতন করিলে মুখ পরিষ্কার এবং দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। ঢোল বা তব্‌লার উত্তমোত্তম খোল এই নিম কাঠে নির্মিত হয়। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের দানব্রহ্ম মূর্তি এই নিমকাঠে গঠিত।

নিম (পুং) শলাকা, শঙ্খ।

নিমক (পারসী) লবণ।

নিমকদান (পারসী) লবণপাত্র।

নিমকমহল, লবণ প্রস্তুতের প্রধান কার্যস্থান।

নিমকহলাল (পারসী) ১ রাজতক্ত। ২ বিনয়ী। ৩ বিশ্বস্ত। ৪ কৃতজ্ঞ।

নিমকহলালী (পারসী) ১ রাজতক্তি। ২ কৃতজ্ঞতা। ৩ বিশ্বস্ততা।

নিমকহারাম (পারসী) কৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। যাহারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

নিমকহারামী (পারসী) ১ বিশ্বাসঘাতকতা। ২ রাজবিদ্বেষ।

নিমকাজী (পারসী) নিম কণ্ঠচারী।

নিমকি (দেশজ) নেনুতা খাদ্যাবিধি।

নিমখার (নিমসর) অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর জেলার একটি নগর। গোমতী নদীর বামপার্শ্বে সীতাপুর সহর হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২০' ৫৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩১' ৪০" পূঃ। নিমখার একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এইস্থানে বহু সংখ্যক মন্দির ও পুষ্করিণী আছে। জনপ্রবাদ এইরূপ যে রাবণ সীতা হরণ করিলে পর, রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধারপূর্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন।

নিমখাসা (পারসী) মধ্যম রকম।

নিমখেরা, মধ্যভারতে ভোপাবারের ঠাকুরসামন্তরাজ বা ভীল এজেন্সীর অধীন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। বিদ্যাপর্বতের একধারে অবস্থিত। সার জন্মাকমের বাজেআপ্ত বন্দোবস্তের সময় হইতে তিব্বা গ্রামের ভুঁইয়া বা প্রধান সর্দার ধারারাজকে বার্ষিক ৫০০ টাকা কর দিবার অঙ্গীকারে পুরুষাঙ্কুরে এই রাজ্য ভোগ দখল করিতেছেন। এই ভুঁইয়া, ধারা এবং মুলতানপুরের যাবতীয় চুরী ডাকাতির জন্ত দারী। ভুঁইয়া-ভীল জাতীয় দরিদ্রসিং এখানকার সর্দার। ইনি বেশ ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছেন।

নিমগাঁও, ভীমানদীর তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র জনপদ। খেড়া হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরাংশে

ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ের উপরে খাণ্ডোবার এক মন্দির আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোবিন্দরাও গাইকবাড় এই মন্দির নির্মাণ করেন। চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিন এই মন্দিরে একটি মেলা হইয়া থাকে। মেলা উপলক্ষে প্রায় পাঁচ সহস্র যাত্রির সমাগম হইয়া থাকে। এই মন্দিরের অনেক নিকর দেবোত্তর আছে।

নিমগিরি, মাজরা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বিজয়গড় জেলায় জয়পুরবিষয়ে অবস্থিত একটি গিরিমালা। এই গিরি পূর্বঘাট গিরির সমান্তর ও প্রায় ৫০০০ ফিট উচ্চ। বংশধারা নদী এই গিরিমালা হইতে উৎপন্ন।

নিমগ্র (ত্রি) নিতরাং মগ্নঃ নি-সম্ভ-জ। জলাদিতে মগ্ন, জলাদিতে ডুবিয়া যাওয়া।

নিমচ, গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটি সহর। এই স্থানে ইংরাজদিগের একটি সৈন্তের আড্ডা আছে। মালবের উত্তরপশ্চিমে, মালব-মিবারের সীমান্ত প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৭' ৩৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪' ১৫" পূঃ। এই স্থানে রাজপুতানা-মালবা-রেলওয়ের একটি ষ্টেশন আছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে ইংরাজ ও সিন্ধিয়ার সন্ধি হয়। এই সন্ধির সূত্র অনুসারে দোলত রাও সিন্ধিয়া সৈন্তগণের আড্ডার স্থান এবং কএক বিঘা জমি প্রদান করেন। ইহার পর আর একটি সন্ধি হয়; তাহাতে ইংরাজগণ আরও কএকখানি জায়গা প্রাপ্ত হন। যখন সৈন্তেরা দূরদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিবে, তখন তাহাদের পরিবারাদি থাকিবার জন্য এখানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে ইহাতে গোলাগুলি অল্পশস্ত্র রক্ষিত হয়।

এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬১৩ ফিট উচ্চ। জলবায়ু অতি আন্যাকর। কোন সময়েই এখানে অত্যন্ত গরম অথবা অত্যধিক শীত পড়ে না। বেশী গ্রীষ্মের সময়েও রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া থাকে। নিমচের লোকসংখ্যা সর্বশুদ্ধ ২১,৬০০; তন্মধ্যে হিন্দু ১৪১৬৭ এবং মুসলমান ৫৪৩২; বাকী অজ্ঞাত জাতি।

নিমচ কলিকাতা হইতে ১১১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

নিমচা (পারসী) ছোট তরবারিবিধি।

নিমচা আফগান ও উজবিস্ত্রবাসী জাতির বিশিষ্ট উৎপন্ন এক সঙ্গর জাতি। ইহারা ভারতবর্ষীয় ককেসস পর্বতের দক্ষিণস্থ ঢালু স্থানে অবস্থিতি করে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ভাষার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। কিছু আশ্চর্যের বিষয় এই যে লাতিন ভাষার সহিতও ইহার কতক মিল দেখা যায়।

নিমচাক (দেশজ) গোলাকার কাঠখণ্ড। পাতকুয়ার নিম্নদেশ বাধাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিমন্ত্রণ (পুং) নি-মন্ত্-অণুৎ। ১ শয়ন।

“তমে কাস্তাত্তৈঃ সার্কং মন্ত্বেহং বিত্তনিমন্ত্ণম্।” (ভট্ট)

২ দান, নিমন্ত্ণন।

নিমন্ত্ণন (ক্লী) নিমন্ত্ণতেহনেতি, নি-মন্ত্ণ-ভাবে লুট্।

দান, অবগাহন।

“বীক্ষা বঃ ধনু তদ্ব্যমুতাদাং দৃড়নিমন্ত্ণনমবৈমি সুধায়াং।”

(নৈষধ ৫ স°)

নিমতান, ক্ষেত্রের শস্তনির্ণয় করিবার এক প্রকার নিয়ম।
ক্যাপ্টেন রবার্টসন* এই উপায়ে শস্তের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। কোন একটা শস্তপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে তিন রকমের তিন গাছ লওয়া হইত। তন্মধ্যে একটীতে উত্তমরূপ শস্ত, আর একটীতে মধ্যম রকম এবং অপরটীতে অতি সামান্য রকম জন্মিয়াছে। এই তিনটা গাছের শস্তগুলি গণিয়া তাহাদের গড় লইতে হয়। অনন্তর ক্ষেত্রের বৃক্ষ গণিতে হয়। পরে ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল আছে মনে করিতে হইবে। বৃক্ষসংখ্যা দিয়া শস্তসংখ্যা (গড়) পূরণ করিলে ক্ষেত্রের শস্ত পরিমাণ স্থির হইবে। রবার্টসন সাহেব বলিয়াছেন যে, উত্তরভারতবর্ষ, খানেশ ও গুজরাতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। শিবাজীর পিতা শাহজীর প্রধান কর্মচারী দাদাজী কোণ্ডদেব ১৬৪৫ পুণায় যখন বন্দোবস্ত করেন, তখন তিনি এই নিয়ম অবগাধন করিয়াছিলেন।

নিমতোর, রাজপুতানায় নিমচ ও ঝালরাপুতন যে রাজপুতের উপর অবস্থিত; সেই রাজপুতের উপর এবং নিমচ হইতে কিছু দূরে স্থিত একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। সম্ভবতঃ নিমতোর শব্দ নিমতলা বা নিমথর শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

এই গ্রামে ৩টা হিন্দু মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটা বহু প্রাচীন ও উহাতে একটা বৃহস্পতি স্থাপিত রহিয়াছে। নিমতোর মন্দিরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ও তাহার চারিদিকে মহাশয়ের মুখ খোদিত থাকায় উহা চৌমুখীরূপ ধারণ করিয়াছে। প্রবাদ এই যে এই মন্দির ও বৃষ, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে নানাহান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে গুজরাতে হইতে এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছে। বৃষটির গতি অন্ন হওয়ার মন্দির আসার একটু পরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রবাদ শুনিয়া এইরূপ অহুমিত হয় যে, সর্কাগ্রে মন্দির প্রস্তুত ও তদনন্তর বৃহস্পতি স্থাপিত হয়। মন্দিরটাও অন্ততঃ ১০০০ বৎসরেরও পূর্বে নির্মিত বলিয়া বোধ হয়।

নিমদ (পুং) স্পষ্টরূপে ও মন্যভাবে উচ্চারণ।

নিমদারী (নিধারী) পুণাজেলার একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। জুরর

হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে রেগুকাদেবীর এক বেদী আছে। চৈত্রমাসের পৌর্ণমাসীতে বার্ষিক মেলা হইয়া থাকে। অনুন ৩ সহস্রলোক নানা দেশ হইতে সমবেত হইয়া থাকে।

নিমন্ত্রক (পুং) নি-মন্ত্-লুৎ। নিমন্ত্রণকারী।

নিমন্ত্রণ (ক্লী) নিমন্ত্রাতে ইতি নি-মন্ত্-লুট্। নিযোজনবিশেষ, আহ্বান। কর্মবিশেষের অধুরোধে নির্ধারিত সময়ে আসিবার নিমিত্ত সংবাদদান। ভোক্তার জন্ত আহ্বানেই এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আবৃত্তক শ্রাদ্ধভোজনাদিতে আহ্বান। শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে পূর্বদিনে বেদজ্ঞব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোক্তার জন্ত বলিয়া আসিতে হয়, তাহাকে নিমন্ত্রণ কহে। নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণে প্রভেদ এই যে, যাহার অকরণে প্রত্যাবার হয়, তাহাকে নিমন্ত্রণ, এবং যাহাতে কোন প্রত্যাবার নাই, তাহাকে আমন্ত্রণ কহে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহা রক্ষা না করিলে পাপভোগী হইতে হয়।

“যস্যাকরণে প্রত্যাবারস্ত্রিমন্ত্রণম্।” (সিদ্ধান্তকোং)

‘ইহ ভূমীত ভবান্’ আপনি এইখানে ভোজন করিবেন, এই প্রকারে আহ্বানের নাম নিমন্ত্রণ। ‘ইহ শরীত ভবান্’ আপনি এইখানে শয়ন করুন, ইহা আমন্ত্রণ, ইচ্ছানুসারে শয়ন করিতে বা না করিতে পারে, কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা না করা হয়, তাহা হইলে পাপভাগী হইতে হয়।

যদি ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাকে যথাবিধি পূজাদি না করা হয়, তাহা হইলে নিমন্ত্রণকারী ত্রির্যাক্ষ্যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যদি ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের পূজা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে যত্রপূর্বক প্রসাদিত করিয়া ভোক্তানাদি করাইতে হইবে।

“আমন্ত্য ব্রাহ্মণং যন্ত যথাভ্যায়ং ন পূজয়েৎ।

অতিকৃচ্ছান্নং খোরাশ্ ত্রির্যাক্ষ্যোনিন্মু জায়তে॥” (যম)

প্রমাদবশতঃ নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিলে হারীতের মতে,—

“প্রমাদাষিদ্ধতং জ্ঞাত্বা প্রসাদ্যোনঃ প্রযত্নতঃ।

তর্পরিত্তা যথাভ্যায়ং সর্গং তৎকলমশ্নতে॥”

যদি বিপ্র নিমন্ত্রিত হইয়া অশ্রদ্ধাভাৱে ভোজন করিতে যায়, তাহা হইলে নরকভোগ করিয়া চণ্ডাল্যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

“আমন্ত্রিতস্ত যো বিপ্রঃ ভোক্তুমত্ৰ গচ্ছতি।

নরকাগাং শতং গতা চাণ্ডালেষ্টিজায়তে॥” (যম)

এই শ্লোকে ‘আমন্ত্রিত’ এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয়, আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ সময়ে সময়ে একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যদি ব্রাহ্মণ পূর্বে নিমন্ত্রিত হইয়া অশ্রদ্ধাভাৱে গমন করে, অথবা ভোজন করিয়া গিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার পুণ্য নষ্ট হয়।

*পূর্বে নিমন্ত্রিতোহেনে কুর্খাদিত্যপ্রতিগ্রহম্ ।

কুক্কাহারোহে বা ভুক্তো অকৃতং তত্ত নশ্চতি ॥" (দেবল)

যদি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ বিলম্ব করিয়া আসে, তাহা হইলে নরকগামী হইয়া থাকে ।

"আমন্ত্রিতশ্চিরং নৈব কুর্খাদিগ্রহঃ কদাচন ।

দেবতানাং পিতৃগাঞ্চ দাতুরনন্ত চৈব হি ॥

চিরকারী ভবেদ্ব্যোহী পচাতে নরকারিণী ।" (আদিত্যপুং)

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের পথগমন, ভারবহন, হিংসা, কলহ ও মৈথুন আচরণ বিধেয় নহে । যদি এই সকল আচরণ করে, তাহা হইলে পাপভাগী হইতে হইবে ।

ঋতুকালে স্ত্রীগমনের অবশ্য-কর্তব্যতা থাকিলেও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মৈথুন করিতে পারিবেন না । বিজ্ঞানেশ্বরের মতে নিমন্ত্রিত হইলেও ঋতুকালে স্ত্রীগমন বিধেয়, তবে মৈথুন-নিষেধ ঋতুতিরকাল জানিতে হইবে * ।

নিমন্ত্রণের এই সকল বিধি ও নিষেধ যে কথিত হইল, ইহা শ্রীক বিধয়ে জানিতে হইবে । (নির্ণয়সিদ্ধ)

পূর্বে শ্রীকালীন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহার সমক্ষে পিতৃদিগের শ্রীককার্য্যার্থুষ্ঠান হইত, অথবা ব্রাহ্মণ সকল গুণহীন হওয়ার কুশল্য ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া শ্রীকবিধির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । রঘুনন্দনও নিমন্ত্রণের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রীক করিতে হয়, শ্রীক করিব, এইরূপ স্থির হইলে পূর্বদিবসে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হইবে । নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে প্রত্যবায় হয়, আমন্ত্রণভঙ্গে প্রত্যবায় নাই এই প্রভেদ মাত্র ।

* "নিমন্ত্রিতস্ত যো বিপ্রঃ হৃদ্যানং যাতি দুঃখতিঃ ।

ভবন্তি পিতরন্তত তং মাসং পাণ্ডতোজনঃ ॥

আমন্ত্রিতস্ত যঃ শ্রীক্কে হিংসাং বৈ কুরুতে দ্বিজঃ ।

পিতরন্তত তং মাসং ভবন্তি কথিরাশনাঃ ॥

আমন্ত্রিতস্ত তং মাসং ভবন্তি শ্বেদতোজনঃ ।

নিমন্ত্রিতস্ত যো বিপ্রঃ প্রকুর্খ্যাৎ কলহঃ যদি ।

পিতরন্তত তং মাসং ভবন্তি মলতোজনঃ ॥" (আদিত্যপুং)

"আমন্ত্রিতস্ত যো বিপ্রঃ ভারমুহহতে দ্বিজঃ ।

নিমন্ত্রিতস্ত যঃ শ্রীক্কে মৈথুনং সেবতে দ্বিজঃ ।

শ্রীক্কাং দশা চ ভুক্তুঃ চ যুক্তঃ স্যাদহতৈতনঃ ॥" (শব্দ)

কৃত্যাপি মৈথুনং নিষিদ্ধঃ—

"শ্রীক্কাং করিয়ান্ কৃষা বা ভুক্তুঃ বাপি নিমন্ত্রিতঃ ।

উপোষ্য চ তথা ভুক্তুঃ নোপোষ্যচ্চ কৃত্যপি ॥" (বৃদ্ধমহু)

"বিজ্ঞানেশ্বরেণ ভূ শ্রীক্কে কৃত্যে পশ্চতোহপি ন দোষঃ ।" (নির্ণয়সিদ্ধ)

"ব্রাহ্মণানামন্ত্রোতি ব্রাহ্মণায় নিমন্ত্রা শ্রীক্কাং কুর্খ্যাৎ পূর্বে-
ছার্কী পূর্বদিনে বা নিমন্ত্রণং নস্যামন্ত্রণং যত্র প্রত্যাখ্যানে প্রত্যা-
বারতনিমন্ত্রণং যত্র প্রত্যাখ্যানে কামচারতদামন্ত্রণমিতি, পাণিনি
পুত্রভাব্যে ভেদেনোপাদানমিতি ।

"স্বকর্তৃগীতি নিশ্চিত্য দাতা বিপ্রানিমন্ত্রয়েৎ ॥" (শ্রীকৃত্য)

পূর্বদিনে যদি কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তদ্বিনেও নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে । আপত্ত্য নিমন্ত্রণ শব্দের নিরুক্তি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—

"নিবেদনং সোময়া শ্রীক্কাং কর্তব্যং তত্র ভবতো নিমন্ত্রণীয় ইত্যেবং রূপং নিবেদনং দ্বিতীয়ং বেদনং ত্র্যমহং নিমন্ত্রয়ে ইত্যনেন নিমন্ত্রণম্ ॥" (আপত্ত্য)

আগামিদিনে আমি শ্রীক করিব, তাহাতে আপনারা নিমন্ত্র-
ণীয়, প্রথম এই প্রকার নিবেদন, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, এইরূপ দ্বিতীয় নিবেদন । এইরূপ নিবেদনই নিমন্ত্রণ-
পদবাচ্য ।

নিমন্ত্রণপত্র (স্ত্রী) আস্তানপত্র ।

নিমন্ত্রিত (জি) নি-মন্ত্র-ক্ । আহুত, যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে ।

নিমন্তু (পুং) ক্রোধরাহিত্য ।

নিমন্তু (পুং) নিমীয়তেহনেনেতি নি-মি-অচ্ । (এরচ্ । পা ৩।৩।৫৬)
বিনিময়, পরিবর্তন, একটি দ্রব্য দিয়া অল্প একটি দ্রব্যগ্রহণ ।

"পকেনামন্ত নিময়ং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ ।

নিময়েৎ পক্ষ্মামেন ভোজনার্থায় ভারত ॥" (ভারত ১২।৭৮।৭)

নিমুরাজী (পারসী) কতক কতক স্বীকার ।

নিমুরাণা, রাজপুতানার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ও সহর । বেয়ার হইতে ১০ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত । নিমুরাণা নামক আল-বারের এক করদ রাজার রাজধানী । এই রাজ্যে দশখানি গ্রাম আছে । বার্ষিক আয় ২৪০০০ টাকা । নিমুরাণারাজ প্রতি বৎসর ৩০০০ টাকা কর প্রদান করেন ।

নিমরুদ, এক জন প্রসিদ্ধ যুগ্মাদক্ষ রাজা । খৃষ্টানদিগের ধর্ম-গ্রন্থে (বাইবেল-) বর্ণিত আছে যে, ইনি বাবেল, ইরেক আকাদ, কালনে এবং রেজেন্ দেশের অধিপতি ছিলেন । জর্জ স্মিথ বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি বাবিলন দেশীয় একজন শাসন-কর্তা । ইহার অধিকৃত স্থানের নাম ইরেক । ইহার বর্তমান নাম ওয়াকী । অধ্যাপক সেস্ বলিয়াছেন যে, নিমরুদের নাম পর্য্যন্ত আর কোন গ্রন্থে দেখা যায় না ।

বোগদাদ হইতে প্রায় ৯ মাইল দূরে একটি মাটির টিপি আছে । আরববাসীরা ইহাকে তুন্-অকের-কৌন্ বলিয়া

ধরক, এবং তুর্করা ইহাকে নিম্নরূপ তপসী বলিয়া থাকে। এই উত্তর শব্দের অর্থই নিম্নরূপার্থ। জাব নদীর বেছানার নিকটে একটি প্রাচীন নগর আছে, ইহা নিম্নরূপ নামে খ্যাত।

নিমা (পারসী) পোষাক।

নিমাই, চৈতন্যদেবের নামান্তর। [চৈতন্য দেখ।]

নিমাৎ, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ইহা চতুর্থ সম্প্রদায়। সিদ্ধান্তিত ইহার প্রবর্তক, এই অজ্ঞ কেহ কেহ ইহাকে নিম্বার্ক বা নিমাৎ নামে অভিহিত করেন। এই সম্প্রদায়ের অপর একটি নাম সনকাদি-সম্প্রদায়।

ইহাদের বিশ্বাস, নিম্বাদিত্য সূর্যের অবতার এবং ইনি পান্ডবমহারাজ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বৃন্দাবনের সন্নিকটে ইহার বাস ছিল।

ইহাদের সাম্প্রদায়িক নিয়মাদি লিখিত কোন গ্রন্থ নাই। ইহারা বলেন সত্যাই অরজক্কেব বাদশাহের রাজত্ব সময়ে মুসলমানগণ মথুরায় তাঁহাদের ধর্মবিষয়ক সমুদায় গ্রন্থাদি পুড়াইয়া ফেলে।

রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ ইহাদের একমাত্র উপাস্ত এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত ইহাদের প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহারা ললাটদেশে গোপীচন্দ্রনের ছটী উর্দ্ধ রেখা করে এবং উহার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ বর্চলাকার একটি তিলক অঙ্কিত করিয়া থাকে। অনেকে গলদেশে ধারণ করিবার অজ্ঞ এবং নাম জপ করিবার অজ্ঞ তুলসীকাষ্ঠের মালাও ব্যবহার করে।

নিম্বাদিত্যের কেশবভট্ট ও হরিদাস নামক দুই শিষ্য হইতে ‘বিরক্ত’ এবং ‘গৃহস্থ’ এই দুইটি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। যমুনাতীরে মথুরাসম্মিহানে ঐক্যক্রেত্র পাহাড়ের উপরে নিম্বার্কের গদি আছে। লোকের বিশ্বাস, গৃহস্থশ্রেণীভুক্ত হরিদাসের সন্তানেরাষ্ট্র তাঁহার আধিকারী হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তপাকার মহন্তগণ আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের মতে ঐক্যক্রেত্রের গদি ১৪০০ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমাকলে মথুরার সন্নিকটবর্তী স্থানে এবং বাজালা সেনে এই সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক দেখা যায়। প্রসিদ্ধ জয়দেবগোস্বামী এই মতাবলম্বী বৈষ্ণব ছিলেন।

নিম্বাতব্য (ত্রি) নি-মা-তব্য। বিনিময়যোগ্য।

“রাজারসৈমিহাতব্যো নত্বেব লবণং রসৈঃ।” (মহু ১০।২৪)

নিম্বাদ, মধ্যভারতের মধ্যবর্তী একটি জেলা, ইহার প্রধান নগর বুরহানপুর। [নিম্বার দেখ।]

নিম্বান (স্ত্রী) নিম্বীয়ভেদনেন নি-মা-লুট্। মূল্য। (সংখ্যার-গুণস্ত নিম্বানে শব্দট্। পা ৫।২।৪৭) ‘নিম্বানং মূল্যম্’।

নিম্বাকুজ, একজন বৈষ্ণব গুরু।

নিম্বার, মধ্যপ্রদেশের চিচ্ কমিশনরের অধীনস্থ একটি জেলা। অক্ষা° ২১° ৪’ হইতে ২২° ২৬’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫০’ হইতে ৭৭° ১’ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এইটি মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্তস্থ জেলা। ইহার উত্তরসীমা ধারবাজের ও মহারাজ হোলকরের রাজ্য; দক্ষিণে খানেশ জেলা, পশ্চিমে বেরার রাজ্য ও পূর্বে হোসঙ্গাবাদ।

নিম্বার জেলার উত্তরস্থ স্থানসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালায় শোভিত থাকায় সমতল ভূমি অভাবে, ঐ অঞ্চলে আদৌ কৃষিকাৰ্য্য হয় না। উত্তরপূর্বাংশে কতকদূর পর্য্যন্ত অনেক পতিত জমি আছে। তন্মিন্ন ঐ অংশের সকল ভূমি সাধারণতঃ অশুষ্ক নয়। এই জেলার দক্ষিণাংশে তাপ্তী নদীর তীরস্থ ভূমি অপেক্ষাকৃত অনেকটা উর্বরা, পশ্চিমাংশের ভূমিও অতি বস্তুর সহিত কথিত হয়। কিন্তু নর্মদানদীর সর্বোত্তরস্থ ভূমিসমূহ সর্বাধিক উর্বর হইলেও মজ্জা অভাবে উহা এখনও পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। নর্মদা ও তাপ্তীনদীর তীরস্থ ভূমি ১৫ মাইল বিস্তৃত একটি পাহাড় দ্বারা বিভক্ত। এই পাহাড় সাভপুরা পাহাড় নামে খ্যাত। এই পাহাড়ের শৃঙ্গে সমতল ভূমি হইতে ৮৫০ ফিট উচ্চে আশীশগড় দুর্গ ও একটি গিরিপথ আছে, উত্তরভারত হইতে দক্ষিণভারতে আসিবার পক্ষে বহুবিবসাবিধি ঐ পথই প্রশস্ত পথ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এককথায় বলিতে গেলে, এই জেলার অধিকাংশ স্থান পাহাড় ও অঙ্গুলে পরিপূর্ণ। পান্থবিয়া করণা এখানে আদৌ পাওয়া যায়না, তবে চাঁদগড় ও পুনাসার নিকটবর্তী জঙ্গলে দৌহের খনি দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্বার জেলার সকল অরণ্যের মধ্যে পুনাসা-বন গবর্নমেন্টের খাসে আছে। এখানে সেশু ও অজ্ঞান অনেক বড় বড় কাঠ পাওয়া যায়। তাপ্তীনদীর তীরভূমির মধ্যে দক্ষিণ-পূর্বে সে অরণ্য আছে, উহাতেও অনেক মূল্যবান বৃক্ষ বর্তমান রহিয়াছে। চাঁদগড় পরগণার অরণ্যও অতি বিস্তৃত। এই সমস্ত অরণ্য ব্যাঘ্রের বিস্তৃত আবাস ভূমি। কিন্তু ইহারা প্রায়ই গহ্বরের প্রতি আক্রমণ করে না। বজ্র-ভঙ্ক, চিতাবাঘ, নেকড়ে ও বস্ত্রবরাহ প্রভৃতি নানাবিধ হিংস্র জন্ত এই অরণ্যে বহুসংখ্যক দৃষ্ট হয়। তন্মিন্ন লীকারের উপযুক্ত হরিণ, খরগোশ প্রভৃতি বহুবিধ নিরীহ জন্ত ও বজ্র-কুকুট প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

হৈহয় রাজারা পূর্বকালে মাহিয়তীতে (বর্তমান মহেশ্বরে) অবস্থানপূর্বক প্রান্ত-নিম্বার শাসন করিতেন। পরে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন। ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা নর্মদানদীবেষ্টিত মাছাতা নামক স্থানে শিবপূজা প্রবর্তিত হয়। তৎপরে আশীশগড়ের চোহান রাজপুত্রেরা হিন্দু দেব-

দেবীর উপাসক হন। অবশেষে প্রেমার রাজপুত্রেরা আশীর-গড় অধিকার করিয়া লন। এই বংশের তাক নামক এক শাখা ১ম খৃষ্টাব্দ হইতে ১২শ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই আশীরগড়ে রাজত্ব করেন। চাঁদ কবি তাঁহাদিগকে হিন্দুবীর বলিয়া কণা করিয়াছেন। এই সময়ে নিম্নারে জৈনধর্ম প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। খাণ্ডবা ও মাক্কাতার নিকটবর্তী স্থানে অনেক মনোহর জৈনধর্মালয় অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন যখন দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন, তখন চোহানবংশীয় রাজপুত্রেরা আশীরগড়ের রাজা ছিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া, তাঁহাদের একজন ভিন্ন অস্ত্র লক্ষ লোককে বধ করেন। এই সময়ে উত্তর নিম্নার ভীম ক্ষাত্তর অলারাজার শাসনাধীন ছিল। তাঁহার কশাবলী বর্তমান সময়েও ভীমগড়, মাক্কাতা এবং সিলানী নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। কেরিত্তা বলেন যে, এই সময় দক্ষিণ নিম্নারে আশা নামক গোপবংশীয় একজন রাজা ছিলেন। তিনিই যে দুর্গ প্রস্তুত করেন, উহা তাঁহার নামানুসারে আশীরগড় নাম ধারণ করে। মূলতঃ, যে সময় মুসলমানেরা এই রাজ্য আক্রমণ করে, সে সময় এই রাজ্য যে, চোহান ও ভীলরাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রায় ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর-নিম্নার মালবের স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত থাকে ও মাণ্ডু তখন ইহার রাজধানী ছিল। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে মালকরাজ কর্ণাট দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে দক্ষিণ-নিম্নার প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র নসীর খাঁ আশীরগড় অধিকারপূর্ব্বক বৃহানপুর এবং জৈনাবাদ নগর স্থাপন করেন। ১৩৯২ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খান্দেশের ক্ষত্রবংশ ক্রমান্বয়ে একাদশ পুরুষ বৃহানপুরে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। কিন্তু গুজরাত ও মালববাসিন্দাদের আক্রমণে অনেকবার বৃহানপুর বিধ্বস্তপ্রায় হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অকবর আশীরগড় আক্রমণপূর্ব্বক ক্ষত্রবংশের শেষ রাজা বাহাদুর খাঁর নিকট হইতে নিম্নার ও খান্দেশ অধিকার করিয়া লয়েন। অকবর উত্তরনিম্নারকে বিভাগড় ও হতিয়া জেলায় বিভক্ত করিয়া, মালব সুলতান অধীন করেন। দক্ষিণ-নিম্নার খান্দেশ সুলতান অধীন হয়। রাজপুত্র দানিয়াল দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্ত্বে নিযুক্ত হইলে, তিনি বৃহানপুরে অবস্থানপূর্ব্বক রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতেন। অবশেষে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অকবর ও তাঁহার বংশাবলীর কোষলপূর্ণ উন্নত শাসন-প্রণালীর গুণে নিম্নার রাজ্য সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরুঢ় হইয়া-ছিল। ঐ সময়ে সমস্ত ভূমি জনিসমে করিত হইত।

মালব ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্তী স্থানে বাবসারিগণ পণ্য জব্দা লইয়া প্রায়ই যাতায়াত করিত। এই জেলার প্রায় সর্বত্রই কৃষকনন, পান্থশালাস্থাপন ও রাজপথ দৃষ্ট হইত। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মরাঠারা প্রথম যে খান্দেশ আক্রমণ করে, তাহাতে বৃহানপুর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশ বিলুপ্ত হইয়। তৎপরে প্রতিবৎসর ফসলের সময় মরাঠারা আসিয়া এই রাজ্যের স্থানে স্থানে লুটপাট করিত এবং ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তাহার বৃহানপুর নগরও লুণ্ঠন করে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে মরাঠারা সমস্ত উত্তর নিম্নার লুটপাট দ্বারা উৎসন্নপ্রায় করিলে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মোগলেন্দ্রা তাহাদিগকে চৌধ ও সরদেশ-সুখী দিতে বাধ্য হয়। ইহার ৪ বৎসর পরে আসফজাহ দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেও বহুদিন পর্য্যন্ত মরাঠাদিগকে চৌধ প্রদত্তি দিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু ইহাতেও মরাঠারা সন্তুষ্ট না হইয়া নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করে। অবশেষে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে পেশবা উত্তর নিম্নার প্রাপ্ত হন। পঞ্চদশ বৎসর পরে আশীরগড় ও বৃহানপুর ভিন্ন সমস্ত দক্ষিণনিম্নার তাঁহার হস্তগত হয় এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃহানপুর ও আশীরগড় লাভ করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কাণাপুর ও বেরিয়া পরগণা ভিন্ন অবশিষ্ট নিম্নার জেলা সিন্দিয়া মহারাজের রাজ্যভুক্ত হয় এবং হোল্কারও অবশিষ্ট প্রান্তনিম্নার দ্বারা স্বরাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি করেন। খৃষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজ্য এইরূপে একরূপ শান্তি উপভোগ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ঐ সময় হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, আক্রমণ, লুটপাট প্রভৃতিতে ইহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আসাইয়ের যুদ্ধে ইংরাজ গবর্নমেন্ট দক্ষিণ নিম্নার প্রাপ্ত হন, কিন্তু উহা সিন্দিয়ারাজকে প্রত্যাগিত হয়। অনন্তর ক্রমান্বয়ে ১৫ বৎসর চোলকারের কর্মচারী, পিণ্ডারী ও সিন্দিয়ার বিপক্ষ নাএব, গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা এই রাজ্য নিয়ত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। অবশেষে শেষ পেশবা বাজীরও, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সারজন ম্যাকোমের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ঐ সময়ে নাগপুরের পূর্ব্বতন রাজা অপাধাহেব আশীরগড়ে আশ্রয় লওয়ায়, ইংরাজেরা ঐ গড় অধিকার করিয়া লন। ইংরাজ এইরূপে পেশবার উত্তরাধিকারী স্বরূপ কাণাপুর ও বেরিয়া পরগণার স্বরাধিকারী হইলেন এবং আশীরগড় ও অন্ত ১৭ খানি গ্রাম যুদ্ধ করিয়া অধিকার করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সিন্দিয়ার সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে অবশিষ্ট সমস্ত নিম্নার ইংরাজ-শাসনাধীনে আইসে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হোসেনাবাদ জেলার কতকগুলি পরগণা নিম্নার জেলাভুক্ত হয়, এবং ১৮৬০

খুটাকে সিলিয়ার নিকট হইতে বিনিমর দ্বারা জৈনাবাদ ও মাঝরোড়পরগণা এবং বুর্হানপুর নগর ইংরাজেরা লাভ করেন। তৎপরে খুটীশরাজ হোলকর মহারাজকে ১৮৬৫ খুটীকে কস্তাবর, ধরগাঁ, বরবাই ও মতুলেশ্বর প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের কতিপয় জনপদ গ্রহণ করেন।

নিমার যখন প্রথম ইংরাজ রাজাভূক্ত হয়, তখন এই জেলা প্রায় জনশূন্য। শাস্তিহাপনের সুরূপাত হইলেই, অনেক কৃষিকারী এখানে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। অধিক কি কাপ্তেন (শেবে সার জেমন্) আউট্রীমের যত্নে, এখানকার দুর্ভৃত ভীলরাও শান্তভাবে ধারণ করিল।

প্রথম প্রথম এখানকার ইংরাজশাসনপ্রণালী অক্ষল লাভ করিতে পারে নাই। পরে ১৮৪৫ খুটীকে করবিভাগ সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত হওয়ার, নিমার জেলা ভূতপূর্বকালের দ্বার উন্নতিপথে ধাবমান হইতেছে। ১৮৫৭ খুটীকে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলেও এখানকার লোক আদৌ প্রভুভক্তি দেখাইতে বিমুগ্ধ হয় নাই। এই সময় তীতিয়াতোপী বহুসংখ্যক সৈন্ত লইয়া এই জেলার মধ্য দিয়া গমন করে এবং পীপুলোদ, খাওবা এবং মোগলগাঁর পুলিশবাটী বা থানা ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, কিন্তু এই জেলার কেহই তাঁহার সৈন্তভুক্ত হয় নাই।

নিমার জেলার সর্বসমেত ৬টা প্রধান নগর আছে; যথা—খাওবা, বুর্হানপুর, সাহরা, বড়গাঁ, জৈনাবাদ এবং মাঝাতা। এই সমস্ত নগরে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, কবীর-পন্থী, সংনামী, শিখ, খুটান, পালী, সিহলী ও অগ্রাণ্ড অসভ্য জাতির বাস। অসভ্যগণের মধ্যে ভীল, ককু, নাহাল, গোঁড় ও কোলরাই প্রধান। গম, তৈলকর বীজ, চাউল, ইক্ষু, তুলা ও তামাক এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। আশ্র ও মহুয়া গুল্ম যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং আফিং ও তুলার বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। গ্রেটইণ্ডিয়ান পেনেন্সুলারেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া যাওয়ায়, এখানে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ১৮৬৪ খুটীক হইতে নিমার ইংরাজ অধীনে একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে শাসিত হইতেছে। একজন ডেপুটী কমিশনার, তাঁহার সহকারী কাখাধ্যক্ষগণ ও তহসীলদারসমূহ দ্বারা শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। এখানকার রাজস্ব ৪৮১২৬০ টাকা।

নিমারের যে অংশ ফাঁকা ঐ অংশের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর নহে। কিন্তু নর্মদা ও তাপ্তীনদীর উপত্যকা ভূমিতে এপ্রিল ও মে মাসে লজ্জত গরম পড়ে। অর ও ওলাউটাই এখানকার প্রধান পীড়া।

নিমাল, পঞ্জাবে বহু জেলার অন্তর্গত মিয়ানবাণী তহসীলের

একটা নগর। লবণসাহাডের পূর্বাংশে অবস্থিত। এই নগর গুর এলাকার রাজধানী। এখানে ডাকবাংলা আছে এবং ইহার নিকট দুইটা আশ্চর্য্য গঠন বা আকৃতি খোদিত আছে, উহা শাস্তিরক্ষকদিগের থাকিবার ঘরের দ্বায়।

নিমাস্তিন্ (পারসী) হাতকাটা জামা।

নিমি (পুং) ১ অত্রিবংশোক্ত দত্তাজেরপুত্র।

“বাসন্তবোধিত্রিঃ কোরব্য পরমর্ষিঃ প্রতাপবান্।

তত্ত্ব বংশে মহারাজ দত্তাজের ইতি স্মৃতঃ।

দত্তাজেরপুত্র পুত্রোহতুঃ নিমিনিমি তপোধনঃ ॥”

(ভারত অমু, ৯১ অং)

২ কোরববংশীয় ভাবিন্দ্রভদ্র। (ভাগ ৯১২২/৯)

৩ দ্বাপরযুগীয় অমুরাংশনুভদ্র। (হরিবং ১৬১ অং)

৪ মণিলাবংশস্থাপনিত্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় নুপভদ্র। ইহার বিবরণ বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে—

ইক্ষ্বাকুর নিমি নামে এক পুত্র হয়। নিমি সহস্রবৎসর-ব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন। বশিষ্ঠ এই যজ্ঞের হোতা হন। হোতৃবরণসময় বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, ইক্ষ্ব পঞ্চশতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং সেই সময় পর্যন্ত আপনি প্রতীক্ষা করুন, আমি ইক্ষ্বের যজ্ঞ সমাপন করিয়া আপনার যজ্ঞ করিব। বশিষ্ঠের এই কথায় রাজা কোন প্রত্যুত্তর দান করেন নাই। বশিষ্ঠদেব রাজা আমার কথা স্বীকার করিলেন ভাবিয়া ইক্ষ্বের যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

এদিকে রাজা গৌতমাদি দ্বারা যজ্ঞাহুতান করিলেন। বশিষ্ঠ ইক্ষ্বের যজ্ঞ সমাপন করিয়া নিমির যজ্ঞ করিতে হইবে এই বোধে, সত্তর সেইস্থলে আগমন করিলেন। তিনি যজ্ঞস্থলে আসিয়া গৌতম সকল যজ্ঞ কণ্ঠের কর্তৃত্ব করিতে-ছেন দেখিয়া, নিদ্রাগত রাজা নিমিকে শাপ দিলেন যে যেমন তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া গৌতম দ্বারা যজ্ঞ করাইতেছ, এইরূপ তুমি হীন হইবে।

অনন্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যে কারণে বশিষ্ঠ সকল ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া বৃথা আমাকে শাপ দিয়াছেন, এই ভক্ত ভাহারও দেহ পতিত হইবে। রাজা এইরূপে প্রতি-শাপ দিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। নিমির এই শাপে বশিষ্ঠদেবের তেজঃ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর একদা উর্কশীর্ষর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃ খলিত হইল, সেই বীর্ঘ্য হইতে বশিষ্ঠ অপর দেহ লাভ করিলেন।

নিমি রাজারও সেই সূত দেহ অতি মনোহরতৈল ও গন্ধাদি দ্বারা লিপ্ত থাকায় তাহা অবিকৃত রহিল। যজ্ঞাবসানে দেবগণ বধন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, সেই সময় শুদ্ধিগুণ যজ্ঞ-

মানকে বয় বিহার জন্ত দেবগণের নিকট প্রার্থনা করেন। অনন্তর দেবগণ বরপ্রদানের জন্ত আজ্ঞা করিলে নিমি কহিলেন, আমার ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছুই নাই যে, শরীর ও আত্মার পরস্পর বিরোধ হয়। এই কারণে আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু সকল লোকেরই নয়নসমূহে বাস করিতে ইচ্ছা করি। রাণা নিমি এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, দেবগণ তাঁহাকে সকলের নেত্রে অবস্থিতি করাইলেন। এইজন্ত ভূতগণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়া থাকে। রাজার কোন পুত্র না থাকায় মুনিগণ অরাজকতাত্তরে ভীত হইয়া তাঁহাকে অরণীতে মনন করিতে লাগিলেন, তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। মৃতদেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া ঐ পুত্রের নাম জনক হয়। মননে ইহার জন্ম হয় বলিয়া, নিমি নামে প্রসিদ্ধ হন। (বিষ্ণুপুঃ ৪ অংশঃ ৫ অঃ) মনুসংহিতার টীকায় কুল্লুক লিখিয়াছেন, নিমি নিজের অবিনয়হেতু বিনষ্ট হইয়াছিলেন। (মনু ৭।৪৩ কুল্লুক) ভাগবত ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার বিবরণ লিখিত আছে। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ডের ৫৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, নিমি দেবতাদিগের বরে বায়ুভূত হইয়া প্রাণিসমূহের নেত্রে অবস্থান করেন, এই জন্ত মানবের নিমেষ হইয়া থাকে।

নিমিত্ত (ত্রি) নি-মি-ক্ত। সমলীঘবিস্তারপরিমাণ-যুক্ত। যাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান।

নিমিত্ত (স্ত্রী) নি-মি-ক্ত, সংজ্ঞাপূর্বকভাবে ন নড়ম্ব। হেতু, কারণ। “কিং নিমিত্তং মহাভাগ নিঃস্পৃহস্ত ৫ মাং প্রেতি। জাতং হাগমনং ত্রিহি কার্যং তদ্বিনিসত্তমঃ” (দেবীভাগ ১।১৮।৫) ২ চিহ্ন, শঙ্কন।

“নিমিত্তানি ৫ পশ্চাদি বিপরীতানি কেশব।” (গীতা) ৩ ফল, উদ্দেশ্য।

নিমিত্তক (স্ত্রী) নিমিত্ত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ নিমিত্ত-নিমিত্ত হইতে আগত, নিমিত্তকারণ। ২ চূষন। (শঙ্করা) ৩ নিমিত্ত।

নিমিত্তকারণ (স্ত্রী) নিমিত্ত কারণম্। কারণভেদ, সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ ভিন্ন। নৈস্বারিকদিগের মতে, কারণ তিন প্রকার, সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ। ঘটোৎপত্তির প্রেতি কুলালপণ্ড, চক্র, সলিল ও হুত্রাদি নিমিত্তকারণ।

নিমিত্তকাল (পুং) বিশেষকাল।

নিমিত্তকৃৎ (ত্রি) নিমিত্তঃ স্বরূপেন তত্ত্বাত্তত্ত্বকৃৎ কয়োতীতি কৃ-কিপ্। কাক। (রাব্রনিং) কাকের শব্দে শুভাশুভ সকল জানা যায় বলিয়া ইহাকে নিমিত্তকৃৎ কহে।

নিমিত্ততত্ত্ব (অব্য) নিমিত্ত-তত্ত্ব। কারণ ব্যতীত, কারণ ভিন্ন।

“অনাতুরঃ দ্বানি ধানি ন স্পৃশেননিমিত্ততঃ।

রোমাণি চ রহতানি সূর্য্যশেষে বিবর্জয়েৎ” (মহি ৪।১৪৩)

নিমিত্তত্ব (স্ত্রী) নিমিত্ত-ত্ব। কারণত্ব, প্রয়োজনকর্তৃত্ব।

নিমিত্তত্বশূন্য (পুং) নিমিত্ত, পাপমার্জনা, প্রোক্ষিত্ত্ব।

নিমিত্তমাত্র (স্ত্রী) নিমিত্ত-মাত্র। হেতুমাত্র, কারণ মাত্র।

“মঠৈব পূর্বে নিহতা ধার্ত্ত্যাদিঃ

নিমিত্তমাত্রঃ ত্বব সবাসাচিন্।” (গীতা)

নিমিত্তবধ (পুং) নিমিত্তেন রোখাদিহেতুনা বধঃ। রোখাদি নিমিত্ত গবাদির বধ, পাণ্ডি রোখাদি করিয়া রাখিলে যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে রোখকারিকে প্রোক্ষিত্ত্ব করিতে হয়।

“রোধেন বন্ধনে চাপি যোজনে চ গবাং বন্ধঃ।

উৎপাদমরৎ বাপি নিমিত্তী তত্র লিপ্যতে” (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

[প্রোক্ষিত্ত্ব দেখ।]

নিমিত্তবিদ্ (ত্রি) নিমিত্তং শুভাশুভলক্ষণং শেতীতি বি-কিপ্। দৈবজ্ঞ, গণক। (হেম)

নিমিত্তিম্ব (ত্রি) নিমিত্তমন্ত্যত্ব ইনি। ১ নিমিত্তযুক্তকার্য। ২ বধকর্ত্ত্বভেদ। কর্ত্তা, প্রয়োজনক, অনুমত্যা, অনুগ্রাহক ও নিমিত্তী এই পাঁচপ্রকার বধকর্ত্তা। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

নিমিত্তর (পুং) একরাজপুত্র।

নিমিত্ত (ত্রি) নিয়মদ্বারা মিশ্রিত করা।

“যুবতিঃ যুবানঃ শুভে নিমিত্তাঃ।” (শুক ১।১৬৭।৩)

“নিমিত্তাঃ নিয়মেন মিশ্রয়ন্তীম্।” (সায়ণ)

নিমিষ (পুং) নি-মিষ ষঞার্থে ক। ১ চক্ষুনিমীলনরূপ ব্যাপার, চলিত পলকপড়া। ২ তদুপলব্ধিত কালভেদ, চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই সময়কে নিমিষ কহে।

“স্বপ্নে নরে স্থখাশীনে যাবৎ স্পন্দতি লোচনম্।” (মহু)

স্বপ্নে মনুষ্য স্থখাশীনে অবস্থায় যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নেত্রের পলক পড়ে, সেই সময়ই নিমিষকাল। ৩ পরমেধর।

“নিমিষোহনিমিষঃ প্রথী বাচস্পতিঃ কণারথীঃ”

(ভারত ১।১৪৯।৩৬)

৪ হুত্রতোক্ত নেত্রবর্জ্যপ্রিত্ত রোগভেদ। [নিমেষ দেখ।]

নিমিষিত (স্ত্রী) নি-মিষ-ক্ত। নেত্রব্যাপারভেদ, পক্ষাকুলন, পলক ফেলা, নিমীলন।

নিমিষক্ষেত্র (স্ত্রী) নৈমিষারণ্য।

নিমীলন (স্ত্রী) নিমীলনানেনতি নি-মীল করণে ল্যট্। ১ ময়ন।

নি-মীল-ভাবে লুট্। ২ নিমেষ, নেত্রনিমেষরূপব্যাপার, পক্ষসঙ্কোচন।

“নয়ননিমীলনমূলঃ হুত্রিরঃ স্নানার্জ্জুলজলসিক্তঃ।”

(কলাবিলাস ১।৪৭)

ও কালবিশেষ।

“তৎসেব বিমর্শনাদিকাধীনসংযুক্তে।

নিম্নলিখনোদীলনাথো ভবেতাং সকলগ্রহে ॥” (স্বর্ধাসি ৪১৭)

৪ অবিকাল।

নিম্নীলা (স্ত্রী) নি-মীল ভাবে স্ত্রিয়াং অ। নেত্রযুগ্মেণ। করণে অ।
২ নিম্না।

নিম্নীলিকা (স্ত্রী) নিম্নীলস্বতীতি নি-মীল-পিচ্-ধূল্, টাপি-অত
ইৎ। ১ ব্যাক, হল। (শব্দরত্নাবলী)

“নীতন্ত মণ্ডলশব্দং বেলাবিত্তত তুভুজা।

সেবীঃ কামরমানন্ত চক্রে গজনিম্নীলিকা ॥” (রাজত ৬৭৩)

২ নিম্নীলন।

নিম্নীলিত (ত্রি) নি-মীল-ক্ত। ১ মূত্রিত। ২ মৃত।

নিম্নীশ্বর (পুং) ত্রিনেশ্বরভেদ। (হেমচ)

নিম্ন-পারক, ইংরাজ গবর্নর অন্তর্ভুক্তি বধন ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে
সুরাট হইতে বোম্বাই নগরে ইংরাজ অধিবাস উঠাইয়া লইয়া
যান, সেই সময়ে তিনি এখানকার বশিক নিম্ন-পারকের
সহিত এই সন্ধি করেন যে, “নিম্ন-পারক ও ব্রাহ্মণগণ বা
তাঁহার জাতীয় বেড়েরা তাঁহাদের বাতীর মধ্যে ইচ্ছামত
ধর্ম-উপাসনা করিতে পারিবেন, কেহ তাহাঁতে কোন বাধা
দিবেন না। ইংরাজ, ওলন্দাজ বা অন্য খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা অথবা
কোন মুসলমান, তাঁহাদের চতুঃসীমার মধ্যে বাস করিয়া,
প্রাণিহত্যা করিতে অথবা তাঁহাদের উপর কোন প্রকার
কুব্যবহার করিতে পারিবেন না। যদি কেহ তাঁহাদের চতুঃসীমা-
মধ্যে থাকিয়া উক্ত কোনরূপ কার্য করেন বা করিতে উদ্যোগী
হন, কিংবা করিবেন বলিয়া অহমিত হয়, তবে গবর্নমেন্টের নিকট
আবেদন করিলে, তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া হইবে।
তাঁহার তাঁহাদের জাতীয় প্রাণাভ্যাসের মতদেহে অধি-
সংযোগ করিবে এবং বিবাহের সময় ইচ্ছামত তাঁহাদের সমুদায়
উৎসবাদি করিতে পারিবেন। জোর করিয়া কাহাকেও খুঁটান
করা হইবে না, বা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে কোন
কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে না।”

নিম্নগ্রা (ত্রি) নিতরাং শোধনীয়।

“ব্রত আনিম্নগ্রা অয়ং।” (শুক ২।২৮।২) ‘নিম্নগ্রা নিতরাং
শোধনিত্রয়ো গঙ্গাদিক্রপেণ লগৎপাবরতীভার্থঃ।’ (সায়ণ)

নিম্নুল (ত্রি) নিবৃত্তং মূলং যন্ত। ১ মূলরহিত। নি-মূল-ক।
২ প্রকাশন। নিমূল ও সমূল শব্দের পর কব ধাতুর উত্তর
গমূল প্রত্যয় হয়। বখা—‘নিমূল-কাং কষতি।’

নিম্নুলিয়া, চন্দ্রায়ণের মধ্যবর্তী গ্রামবিশেষ। অক্ষা° ২৬° ৪৫’

৩০° উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৬’ পূঃ।

নিমেষ (পুং) নিম্নীয়তে পরিমীয়তে ইতি মা মানে নি-মা-বৎ,
বৎপ্রত্যয়ে ঙ্গে (অতো-বৎ। পা ৩।১।১৭) (ঙ্গেবতি। পা
৬।৪।৬৫) ১ নৈমেষ, পরীবর্ত। (ভরত) (ত্রি) ২ পরিবর্তনীয়।
“নাহং শতসহস্রৈশ নিমেষঃ পার্থিববর্ত।

দীর্ঘতাং সদৃশং মূল্যমমাতোঃ সহ চিত্তয় ॥” (ভারত ১৩।৫।১৯)

নিমেষ (পুং) নিমিষ্যতে নি-মিষ-ভাবে ঙ্গে। ১ পক্ষম্পন্দনকাল,
পলক, পর্যায়—নিমিষ, দৃষ্টিনিমীলন। (শব্দর) যে পর্য্যন্ত
মানবদিগের অকৃত্রিম নেত্রবিকাশের পর পক্ষাকৃক্কন হয়, সেই
সময়কে নিমেষ কহে, চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই
সময়কে নিমেষ কহে। “পুংসো বাবৎকালমকৃত্রিমনেত্রবিকা-
শানন্তরং পক্ষাকৃক্কনং জায়তে স নিমেষঃ।” (অমরটীকাভরত)

অগ্নিপুংরাণেণ লিখিত আছে, চক্ষুর পলক পড়ার কাল
নিমেষ, দুই নিমেষে এক ক্রটী এবং দুই ক্রটীতে এক লব হয়।

“অক্ষিপক্ষপরিক্ষেপো নিমেষঃ পরিকীর্ণিতঃ।

যৌ নিমেষো ক্রটীর্নাম যৌ ক্রটী তু লবঃ স্বতঃ ॥” (অগ্নিপুং)

২ পক্ষম্পন্দন, চক্ষুর পলকপড়া। ৩ সূক্ষ্মতোক্ষ রোগবিশেষ।

এই রোগ নেত্রের বহ্নগত হইয়া থাকে। বহ্নহিত নিমেষ-
সম্পাদনী শিরাসমূহের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া বহ্ন অতিক্রম
করিয়া সঞ্চালন করিলে নিমেষরোগ হয়। (সুশ্রুত)

[নেত্ররোগ দেখ।]

৩ স্বনামখ্যাত যক্ষবিশেষ। (ভারত ১।৩২।১৯)

নিমেষক (পুং) নিমেষ-কন্। ১ চক্ষুর পলক। ২ খদ্যোত।

নিমেষকৃৎ (স্ত্রী) নিমেষঃ করোতীতি কৃ-কিপ্-ভূচ্চ নিমেষে
নিমেষমাত্রকালে কৃৎ ক্ষুরণকার্য্যং যন্তাঃ। বিদ্যুৎ। (শব্দমালা)
নিমেষকালমধ্যে বিদ্যুতের ক্ষুরণ হয় বলিয়া ইহাকে
নিমেষকৃৎ বলা হইরাছে।

নিমেষণ (স্ত্রী) নি-মিষ-লুট্। চক্ষুরমীলন।

নিমেষণী (স্ত্রী) নিমেষণ-তীপ্। নেত্রবহ্নপ্রাণিত নিমেষ-সাধন
শিরাত্তেদ। নেত্রবহ্নে যে শিরাস্বারা নিমেষকার্য্য সম্পাদন হয়।

নিমেষকৃচ্ (পুং) নিমেষেণ নিমেষকালং ব্যাপ্য রোচতে দীপ্যতে
কৃচ্-কিপ্। খদ্যোত। (ত্রিকা°)

নিম্ন (ত্রি) নিষ্কটীয়া অভ্যাসঃ শীলময় বা নিষ্কটং রাতীতি দ্বা-ক।

নীচ, নিচু, নাবাঁল। পর্যায় গভীর, গভীর, গভীরক। (শব্দরত্না°)

“ক ঙ্গেপিতাৰ্হস্বিরনিম্নচরং মনঃ

পরশ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপরেৎ ॥” (কুমার ৫।৫)

২ অনমিতপুত্র। ইনি সত্রাজিৎ ও প্রসেনের পিতা।

(ভাণ° ৯২৪।১২)

নিম্নগ (ত্রি) নিম্ন-গম-ড। বাহা নিম্নদিকে বার, অধোগামী, নিম্নগত।

নিম্নগত (ত্রি) নিম্নং গত্যঃ। বাহা নিম্নদিকে গিয়াছে।

নিম্নগা (স্ত্রী) নিম্ন গচ্ছতীতি নিম্ন-গম-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। নদী।

“বাসুগুপ্তেন ভব্রী স্ত্রী সংযুগাত যথাবিধি।

ভাসুগুপ্তা সা ভবতি সমুদ্রেনৈব নিম্নগা ॥” (মহু ৯।২২)

(স্ত্রী) ২ নীচগামী।

নিম্নদেশ (পুং) তলদেশ, নিম্নভাগ।

নিম্ন (পুং) নিমি সেচনে অচ্, ববরোইরেক্যাৎ মঃ। বনামখ্যাত বৃক্ষ, নিম। সংস্কৃত পৰ্যায়—অরিষ্ট, সৰ্গতোভ্রজ, হিন্দুনির্ধাস, সালক, পিচুর্মর্দ, পক্কত্ব, পুরারি, হর্দন, অর্কপাদ, শূকমালক, কীটক, বিবন্ধ, নিম্বক, কৈটবা, বরষচ, ছর্দির, প্রোভ্র, পাসিত্ত্রক, কাকফল, কীরেট, নেভা, হুমনা, বিলীর্ণপর্ণ, যবনেট, পীতসারক, শীত, রাজভদ্রক, কীকট, তিক্তক, প্রিরশাল, পার্শ্বত।

রাজনির্বটের মতে ইহার গুণ—গীত ও তিক্তজনক, কক, ব্রণ, ক্রমি, বমি, শোক ও শাস্তিকারী, বলাস, বহুবিধ শিঙ-শোণ ও ক্রুরবিদাহনাশক।

ভাবপ্রকাশের মতে—গীতল, লঘু, গ্রাহী, কটুপাক, অমি-বাতকর, অহ্বা, শ্রম, কৃষ্ণা, কাস, অর, অরুচি ও ক্রিমিনাশক, পিত্ত, কফ, ছর্দি, কুষ্ঠ, ক্রমাস ও মেহনাশক।

নিমের পাতা নেত্রের হিতকর, ক্রমি, পিত্ত, বিষ, সঞ্চল-প্রকার অরুচি ও কুষ্ঠনাশক, বাতল ও কটুপাকী।

নিমফলের গুণ—রসে তিক্ত, পাকে কটু, ভেদন, মিষ্টি, লঘু, উষ্ণ এবং কুষ্ঠ, গুণ, অর্ণা, ক্রমি ও মেহনাশক।

রাজবল্লভের মতে নিম্বতৈলের গুণ—কুষ্ঠর, তিক্ত ও ক্রমিনাশক।

রাজনির্বটের মতে তৈলগুণ—নাড়াহ, ক্রমি, কুষ্ঠ, কফ, বৃগদোষ, ব্রণকণ্ডুতি ও শোকহারী, পিত্তল।

রঘুনন্দনের ভিখিত্তে লিখিত আছে, বটীতে নিম খাইতে নাই, খাইলে তির্ধাক্যোনিতে জন্ম হয়।

“আত্রা হিহা কুঠারেন নিম্ব পরিচরেতু যঃ।

বটেন্দন পরসা সিকেরৈবান্ত মধুরো ভবেৎ ॥”(রামা ২।৩৫।৯৪)

[নিম ও মহানিষ শব্দে অপরাপর বিবরণ দেওয়া।]

নিম্ব, সাতারার অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধিশালী নগর। এই সহরটি সাতারা হইতে ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই নগর মৃত সাতারারশ্মির পোষাপুত্র রাজারাম ভোন্সুর হস্তগত হয়। এই নগরের নিকটবর্তী স্থানে প্রচুর পরিমাণে আত্র জন্মিয়া থাকে। সময় সময় এখানে আত্মর জন্মে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ইহার নিকটে তারাবাইর পক্ষভুক্ত দমাজী গাইকবাড় ও পেশবার সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ইহাতে দমাজী জয়লাভ করেন। প্রায় কুড়ি হাজার সৈন্য শালপী নামক পার্শ্বতাপথে তাহার গতিরোধের

চেষ্টা করে। তিনি তাহারনিকটে নিম্ব পর্যন্ত তাড়াইয়া দেন এবং তাহার পরাজিত করেন। অবশেষে তাহার বাধা হইয়া কডকগুলি পার্শ্বত হ্রপ তারাবাইকে অর্পণ করে।

নিম্বক (পুং) নিম্ব এবং স্বার্থে কন্। ১ নিম্ব। ২ মহানিষ।

নিম্বগ্রাম, চট্টলের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম।

(ব্রহ্মবণ্ড ১৪।২৫)

নিম্বতরু (পুং) মন্ডারবৃক্ষ। (অমর)

নিম্বদেব, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি লক্ষীধর ও নাগনাথের পিতা এবং কমলদেবের পুত্র। চম্পপুর গ্রাম ইহার বাসস্থান।

নিম্বপাত্র (স্ত্রী) নিম্ববৃক্ষত পত্রঃ। নিম্বপাতা।

নিম্বরজস্ (পুং) মহানিষ।

নিম্ববীজ (পুং) ১ রাজাদনীবৃক্ষ, কীরিণী। ২ নিমের বীজ।

নিম্বগাঁ, বিজাপুর জেলায় ইন্দী সহরের ২৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থিত একটি গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরপশ্চিমভাগে জলাশয়তীরে হুম্বানের (মাকতির) একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের দ্বার উত্তরমিকে। ইহার আরতন বৃহৎ মন্দির অভ্যন্তরে সীতারামের মূর্তি এবং একটি লিঙ্গ আছে। কথিত আছে, ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ধনাই নামক একজন মেঘপালক এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির নির্মাণসম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ধনাইয়ের একটি গাভি প্রসবের পর হইতেই ক্রম হইয়া বাইত। ধনাই ইহার কারণ-অমুসন্ধিৎসু হইয়া দেখে যে, একটি সর্পের গর্ভে ঐ গোরুর প্রত্যা হৃদয় করিত হয়। উহা দেখিয়া ধনাই তাহাকে গৃহে আটক করিয়া রাখিলে, তাহার উপর রাত্রিকালে এই প্রত্যাদেশ হয় যে, সে ঐ সর্পের গর্ভের উপর মন্দির নির্মাণ করিয়া, নয়মাসকাল উহার দ্বাররক্ষা রাখে। তদনুসারে এই ব্যক্তি মন্দির প্রস্তুত করিয়া নয়মাসের পর দ্বার উন্মোচন করিলে দেখে যে, উহাতে একটি লিঙ্গ ও সীতারামের মূর্তি অর্ধসমাপ্তাবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে।

নিম্বাক (পুং) কোষফল, কাগজীনেবু।

“নিম্বারিখানো নিম্বাকঃ কুচিং কোষফলা চ সা।” (ব্রহ্মাভি°)

নিম্বাদিত্য, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিমাংশধার প্রবর্তক। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধুপুরুষ ছিলেন। বৃন্দাবনের সন্নিকটে এবং পাহাড়ে বাস করিতেন। এখানে তাহার শিষ্যগণ তাহার মৃত্যুর পর গদি স্থাপন করেন। বৈষ্ণবগণের ইহা একটি তীর্থস্থান। ইহার পিতার নাম জগন্নাথ। বাল্যকালে জগন্নাথ ইহার নাম ভাটরাচার্য্য রাখিয়াছিলেন। লোকে ইহাকে সূর্যের আংশিক অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহার কারণ, ইনি অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ইহার অপর একটি নাম নিরমানন্দ। ভক্তের মাননকার্য্য নারায়ণ স্বরূপে আবিষ্কৃত

হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই সৰ্বকে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে—

একদা এক দণ্ডী (কাহারও মতে একজন জৈন সন্ন্যাসী) তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। উত্তরে শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল, ক্রমিক শাস্ত্রালোচনায় সূর্য্য অন্তগত দেখিয়া, নিষাদিত্য আশ্রমাগত অতিথির আশ্রয় করণাভিলাষে কিছু খাদ্য সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু দণ্ডী বা জৈনের পক্ষে সন্ধ্যা অথবা রাত্রিকালে ভোজন করা বিধিসিদ্ধ নহে। সুতরাং সন্ন্যাসী তাঁহার এই অতিথ্য স্বীকার করিলেন না। ভাঙ্গরাচাৰ্য্য ইহার প্রতিকারের জন্য সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন এবং যাবৎ তাঁহার অন্নপাক ও ভোজনকার্য্য সমাধা না হয়, তদবধি সূর্য্যদেব তাঁহার প্রার্থনা ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া নিকটস্থ একটী নিষুকে আসিয়া অবস্থান করিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন বলিয়া ভাঙ্গরাচাৰ্য্য সেই অবধি নিষার্ক বা নিষাদিত্য নামে বিখ্যাত হইলেন।

“কৃষ্ণভক্ত অরুরোধে সূর্য্যদেব আসি।

এহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি ॥

ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে বসি।

সূর্য্য নিজ স্থানে গেলা লইয়া সম্মতি ॥” (ভক্তমাল)

তাঁহার তিরোধান হইলে তদীয় প্রেমান শিষ্য ত্রিনিবাসাচাৰ্য্য তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ইহার কৃত কৃষ্ণভবরাজ, গুরুপদ্পরা, দশস্নোক্তী বা সিদ্ধান্তরত্ন, মধুমুখমর্দন, বেদান্তভববোধ, বেদান্তপারিজাতসৌরভ, বেদান্তসিদ্ধান্তপ্রদীপ, স্বধৰ্ম্মাধ-বোধ, ঐতিহ্যভবসিদ্ধান্ত প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নিষ্মাকশিষ্য, শিষ্টগীতা ও সন্ন্যাসপদ্ধতি নামক গ্রন্থকর্তৃত্বাৎ।

নিষু (বী) নিষি সেবনে-উ ববয়োরৈক্যাৎ মঃ। > জঘীর, কাগজীনেবু। পঞ্চায়—নিষুক, অন্নজঘীর, দস্তাঘাতশোধন, অন্নসার, বল্লীজ, দীপ্ত, বলি, দস্তপঠ, জঘীরজ, অস্ত্র, রোচন, জস্তীর, শোধন, দীপ্তক।

রাজনিষ্টমতে ফলের গুণ—অন্নরস, কটু, উষ্ণ, গুণ্ড, আমবাত, কাস, ককরোগ, কৰ্ণরোগ ও বিহুর্দিনাশক, অগ্নি-বৃদ্ধক, চক্ষুর হিতকর, পরিপক হইলে অতি কটিকর।

ভাবপ্রকাশ মতে—অন্ন, বাতর, দীপন, পাচন, লঘু, ক্রিমি-সমূহনাশক, তীক্ষ্ণ, অন্ন, উদরশ্রমনাশক, বাত, পিত্ত, কফ ও শূলরোগে হিতকর, কঠ, নষ্ট, কঠি ও রোচনপর; জিহোষ, অগ্নি, অন্ন, বাতরোগ ও বিহারের উপকারক, মন্দ্যগি, বহুগুণ ও বিহুটিকারোগে প্রয়োজ্য। পরুফল মিঠে, স্বাদু, গুরু, বাত ও পিত্তনাশক, বিবরোগ ও বিধ, কফ, উৎক্লেস ও রক্তহায়ক, শোণ, অকটি, কৃষ্ণ, ও হৃদয়, বলা ও বৃক্ষণ।

২ টাবানেবু। পর্যায়—বীজপূর, কলপূরক, কটক, ফল-পূরক, লজ্জ, পূরক, মাতুলজুক, পূর, স্বকল, মাতুলজ, স্বগ-ছাচ, গিরিজা, পুতিমূলিকা, বীজপূর্ণ, অধুকেশর, ছোলদ, দেবদুত, অত্যন্ন, মধুকটী।

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—স্বাদু, হৃদ্য, অন্ন, দীপন, লঘু, গুণ্ড, আগ্রান, বাতপিত্ত, কঠ, জিহ্বা, হৃদরোগ, শাস, কাশ, অকটি, ব্রণ ও শোণনাশক।

ইহার ছালের গুণ—তিক্ত, হৃদয় ও কফবাতনাশক। ইহার শাঁস স্বাদু, শীতল, গুরু, বায়ু ও পিত্তনাশক।

৩ পাতিনেবু। সংস্কৃত পর্যায় কোষফলা, নিষপাক, নিষা; বৈদ্যকমতে গুণ—শীতল, অন্ন, বাতহর, দীপন, পাচন, মুখপ্রিয়, হাল্কা, রক্তশ্রাবশোষক, তেজস্বর, ক্রিমি, উদররোগ, গ্রহ, মন্দ্যগি, বাত, পিত্ত, কফ, শূল, বিহুটিকা ও বহুগুণ এই সকল রোগনাশক, বিবে হিতকর ও রুচিকর।

৪০৪ সংস্কৃত গ্রন্থে নিষু শব্দের নানা প্রকার নাম ও নানা জাতি-ভেদ দৃষ্ট হওয়ায়, এইরূপ অনুমান করা যায় যে, উক্ত ত্রয়া বহু দিবস পূর্বে হইতেই ভারতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ভারত হইতেই উহা মিসোপটেমিয়া ও মিসিয়ায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও অবশেষে শেবোক্ত স্থান হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়াছে। মিসিয়া হইতে প্রথম ঐ সমস্ত স্থানে যার বলিয়াই বোধ হয় উহা Citrus Medica নামে অভিহিত। এই জাতীয় নিষু ইংরাজীমতে তিন প্রকার যথা,—লিমন, লাইম এবং সাইট্রন। সাইট্রনের বহির্ভাগ বা খোসা অত্যন্ত পুরু, খস্খসে এবং অপরি-হার। লাইম দেখিতে কমলানেবুর আকৃতিবিশিষ্ট ও উপরিভাগ মসৃণ। সম্ভবতঃ পূর্কোক্ত জাতির আদিবাসন পূর্ববঙ্গের পার্বত্য প্রদেশ বিশেষতঃ গারো এবং খাসিয়া পাহাড় বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু শেবোক্ত প্রকার পূর্কোক্ত স্থানের অনেক উত্তরে হিমালয় হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্জাবদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

মিঠলাইম—বোধ হয়, উক্ত হইজাতীয় নিষুর উৎপত্তি স্থানের অমেক দক্ষিণে। লিমন অনেক পূর্বে চীনদেশের নিকটবর্তী স্থানে প্রথম জন্মিতে দেখা যায়। আসামে নিষু বৃক্ষ বঙ্গদেশ অগেকা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

লাইম মিঠে এবং অরুতেদে দুই প্রকার।

ইহাঙ্কে বাঙ্গালার নেবু, নেবু, বিজোলা, বেজপুয়া, বড় নেবু বা হোসানেবু, হিল্লোতে বিজোরা, লিধু, কাডলা, বড় নিষু, তুরজ, লিধু; পঞ্জাবে বজোরি, নিষু, গুজরাতে বিজোরা, তুরজ, কলক, বোম্বাই অঞ্চলে বীজপুয়া, মহালুকা, লিধু, বিজোরি; মহারাষ্ট্রে মহালুকা, লিধু; তামিল এলুবিচ-চম্পজম বা মার্তম্প পজম, তৈলকে নিষপলু, নার-বজ, মাধিপল-পলু, পুঞ্জ-

দক্ষ, বীজপূরক, মলরে গণপতিনার; পারসী তুঙ্গ ও আরবী উৎকল, উৎকল বা উতুরি।

চট্টগ্রাম, শীতাকুণ্ড, খাসিয়া ও গারো পাহাড়ে নিষু বিনা চাষেই বস্তৃক্ষের জায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এটকিন্সন্ বলেন—“ভবার, সরব্দদীর তীর, ও গঙ্গার তীরবর্তী কুমায়ুনপ্রদেশে ইহা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। ভারতের যে সমস্ত স্থানের জমি সরস অথচ উষ্ণপ্রধান, সেই সমস্ত স্থানে বেশী পরিমাণে জন্মে। সিসিলী ও কর্সিকা ধীপে ইহার বিস্তৃত চাষ হয়। ইতালীর অস্তান্ত স্থানে স্পেন, পর্তুগাল, আমেরিকা ও ব্রিজিলেও নেবুর চাষ হইয়া থাকে।

নিষু বৃক্ষের কখন কখন আটা বাহির হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মসলিপত্তন হইতে মাস্ত্রাজ-মহামেলার উহার আটা প্রেরিত হইয়াছিল। নিষুর ফুলের উত্তম সুগন্ধিতেল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। হাঙ্গেরীতে যে একপ্রকার জল প্রস্তুত হয়, তাহা এই তৈলের একটা প্রধান উপাদান। উক্ত ফলের খোসা চাপদ্বারা শোষণ করিয়া বকবস্ত্রের সাহায্যে চৌরাইলে এক-প্রকার গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, উহার নাম সিড্রাট। স্পিরিটের সহিত নিষুর তৈল ও তাহাতে নেবুর ফল মিশ্রিত করিলে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

নিষুর খোসা উষ্ণ, শুষ্ক এবং বলকারক। মধ্যের সারাংশ শৈত্যগুণসম্পন্ন ও শুষ্ককারক, বীজ, পাতা ও ফুল উষ্ণ ও শুষ্ককারক। রস শৈত্যোৎপাদক ও সঙ্কোচক। কাহারও মতে এই ফলসেবনে শরীর হইতে বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। যদি কেহ জীবনে অহিতকর বিষ ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে এই নিষু একটু অধিক পরিমাণে খাওয়াইলে, পাকস্থলীতে এক প্রকার উত্তেজনা জন্মায় এবং বিষ উঠিয়া পড়ে। গর্ভস্থ শিশুর খাসপ্রবাসের দোষ নষ্ট করে। নেবুদ্বারা প্রস্তুত চোয়ান ভঙ্গ অবসাদক; নিষুর খোসা আমাশয় পীড়ায় উপকারী। ইহার খোসা হইতে শুষ্ক মিঠাই প্রস্তুত হয়। চিনির সহিত ইহার শাঁস মাখাইয়া একপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে। কিন্তু ঐ খোসা কিম্বা শাঁসপ্রস্তুত মিঠাই সময় সময় একটু তিক্তাস্বাদ-বিশিষ্ট হয়। এটকিন্সন্ বলেন যে, বনে যে নেবু জন্মে, তাহাতে উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে খাওয়া ও ঔষধের জন্য কেবল সাইট্রিন নিষুর বেশী ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতের পশ্চিম উপকূলে এই বৃক্ষ অতি প্রকাণ্ড আকারের ও নানা জাতীয় দেখা যায়। মঙ্গলুরের অধিবাসিয়া এই বৃক্ষের উপরের ছাল অন্ন তুলিয়া ফেলিয়া তাহার নীচের পুরু মিষ্ট ছাল ভক্ষণ করিয়া থাকে। লঙ্কো, রামপুর, রোহিলখণ্ড এবং অস্তান্ত স্থানের লোক এই ছাল যতপূর্বক রন্ধা

করে। তিক্ত ও মিষ্ট উভয় প্রকার নিষুরই মজ্জা বা শাঁস শুকাইয়া রাখা হইয়া থাকে।

এই বৃক্ষের কাষ্ঠের বর্ণ বেগু এবং কাষ্ঠ বেশী দৃঢ় নহে। কাপড়ের মধ্যে নিষু রাখিলে, পোকার কাঁপড় কাটিতে পারে না।

জামির বা গোড়ানেবুকেই ইংরাজীতে lemon বলে। (Citrus lemonum.) লিমন্ শব্দটি আরবদেশীয় লিমুন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। নিষু শব্দ এখনও কাশ্মীরে চলিত থাকার যুরোপীয়েরা বলেন যে, প্রাচীন সংস্কৃতবিদেরা উক্ত আরবদেশীয় লিমুন্ হইতে এই নিষু নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হইল না। নিষু হইতে বরং লিমুন্ হইয়াছে।

বাক্সালায় ইহা গোড়ানেবু, করগানেবু, বড় নেবু বা জামির, হিন্দীতে জামির, বড়া নিষু, পহাড়ী নিষু, পহাড়ী কাগজী, পঞ্জাবে গুলগুল খাটী, গুজরাতে মিঠা লিষু, মোতুনিষু, মহারাষ্ট্রে ধোরানিষু, তামিল পেরিয়া-এছমিচ্ চম্প-পজহম্, তৈলঙ্গে পেন্দ নিম্ব-পন্দু, মলয়ে অচেরনারম, কর্ণাটে দোদা-নিম্ব হয়, পারস্তে কলীনবক ও আরবী কলবক।

যুরোপের দক্ষিণভাগে ও ভারতবর্ষে এই জাতীয় নিষুর বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। বহু নিষু হয় কি না, তাহা আজিও জানা যায় নাই। হিমালয় ও গারো প্রভৃতি পাহাড়ে যে বহু নিষু দৃষ্ট হয়, তাহা এই নিষুজাতীয় নহে। সম্ভবতঃ লিমন্ নিষু, অস্তান্ত পূর্বোক্ত নিষু অপেক্ষা আধুনিক বৃক্ষ। কত উচ্চে নিষু বৃক্ষ জন্মিতে পারে? এই কথা লইয়া একবার তুমুল আলোচন হয়; তাহাতে বিলাতের কৃষিসভা হইতে স্থিরীকৃত হয় যে ৫০০০ ফিটের অধিক উচ্চে এই বৃক্ষ জন্মে না।

ম্যাডেন নামক এক ব্যক্তি বলেন যে, আলমোরাবাসিয়া গ্রীষ্মকালে ইহার ফল পাড়িয়া খেড়ের মধ্যে রাখিয়া পরিপক্ব করে। কথিত আছে, ডাক্তার রয়েল কুমায়ুনে জামির নেবু বনমধ্যে জন্মিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার কথিত বহু নিষু বিহারি-নিষু বা পাহাড়ি কাগজী নিষু নামে পরিচিত।

ডি কান্ডোলি বলিয়াছেন যে পুরাকালীন গ্রীক ও রোমকেরা এই লিমন্ দেখেন নাই। আরবজয়ের পরে যুরোপে লিমনের বিস্তার হয়। বর্তমানকালে প্রায় সর্বত্রই ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এই জাতীয় নিষুর খোসা পেষণ করিয়া অথবা বকযন্ত্রে চৌরাইয়া তাহা হইতে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা নিষুর আতর (Essence of lemon) নামে খ্যাত। সিসিলী, কালেন্সিয়ার অন্তর্গত রেজিও এবং ফ্রান্সের অন্তর্গত মেনটোন ও নাইট নামক স্থানে নিষুতৈলের বিপুল ব্যবসায় আছে। উহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ,—

১। প্রথমে নিষুকে লম্বালম্বী ও তাগে কাটিয়া উহার খোসা ভিন্ন করিয়া রাখিতে হয়। (এই খোসা ভিন্ন করার নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার)। তদনন্তর বাম-হস্তের তর্জনীতে একখানি চেন্টা স্পঞ্জ জড়াইয়া তাহার উপরিভাগে এই নিষুর খোসা রাখিয়া নিম্নতঃ ৫০ বার চাপ দিতে হয়। এইরূপে খোসার সমস্ত জলীয় ও তৈলাক্ত পদার্থ স্পঞ্জমধ্যে সংগৃহীত এবং স্পঞ্জ রসপূর্ণ হইলে, উহা নিংড়াইয়া একটা নলযুক্ত মৃৎপাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। এই পাত্রে এই রস হইতে জলীয় ভাগ প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা পৃথক করিয়া বিত্ত্বক তৈল স্ফন্দনে চালিয়া লইতে হয়।

২। একটা মজবুদ, কাঁপা রূপসস্তার পাত্রেই তলার কতকগুলি স্ফন্দ অথচ শক্ত, ধারাল পিতলের কাঁটা লাগাইয়া একটা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়। উক্ত পাত্রেই তলদেশ নিম্নরুদ্ধ একটা নলের মধ্যে কতকটা প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে, উহা অনেকটা ফানেল বা তৈল-চালার চুল্লীর আকার ধারণ করে। এক্ষণে একটা নেবু লইয়া এই ধারাল কাঁটার উপর এক্রপ জোরে নিম্নতঃ ঘুরাও দে উহার তৈলপূর্ণ স্থানগুলি সমস্তই ভেদ হইয়া যায়। তাহা হইলে এই তৈল উক্ত নলে সঞ্চিত হইবে। এখন অল্প উপায় দ্বারা জলটা বাহির করিয়া ফেলিলেই বিত্ত্বক তৈল পৃথক হইবে। এইরূপে নেবু হইতে আরও কএকপ্রকার স্ফন্দ প্রস্তুত হয়। ফরাসীদেশেই ইহার কিছু বেশী প্রচলন।

নেবুর তৈল দেখিতে অনেকটা ক্ষীণ পীতবর্ণ, গন্ধ তীব্র ও আশ্বাদ কটু। নেবু চোঁয়াইয়া যে তৈল প্রস্তুত হয়, তদপেক্ষা টাটকা নেবু চাপ দিয়া রস বাহির করিলে, তাহা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাই উত্তম। এই তৈল শোধিত স্পিরিটে দিলে গলিয়া যায়। কার্বনের বাই-সল্ফাইডে সহজেই ইহা মিশ্রিত হয়।

নেবুর আতর স্ফগন্ধিরূপ ও অপর জিনিস স্ফগন্ধি করিতে ব্যবহৃত হয়। ফরাসীদেশের ইউ-ডি-কলোন হইতে প্রতিবর্ষে বহু পরিমাণে নেবুর স্ফগন্ধি রপ্তানী হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের মতে, নেবুর তৈলের গুণ অস্ত-প্রয়োগে উত্তেজক ও বায়ুনাশক এবং বাহ্যপ্রয়োগে উত্তেজক ও চর্শ্বপ্রদাহক।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা ফলের তিন অংশের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, (১) খোসার উপরিভাগ, (২) তৎপরে অন্তঃস্থ অর্থাৎ যেখান হইতে তৈল হয় এবং পকফলের রস। ফলের গুণ পাকাশয়ের হিতকর ও বায়ুনাশক। রসের গুণ পীতাদিরোগ-নাশক ও শৈত্যকারক। জরে ও প্রদাহিক রোগে স্ফপের, প্রবল বাতরোগ, অতিসার ও উদরাময়ে বিশেষ হিতকর এবং উগ্রমাদকবিষয়।

এই নেবুর রস হইতে একপ্রকার দানাদার বর্ণহীন এসিড পাওয়া যায়, তাহাকে সাইট্রিক এসিড বলে। ইহা সহজেই ভলে গলিয়া যায়, স্পিরিটে অল্প গলে, কিন্তু বিত্ত্বক ইথারে একবারেই গলে না। শৈত্যকারক পানীয় স্থলে এই এসিড ব্যবহৃত হয়। কাপড়ে লিখিবার কালি লাগিলে উক্ত স্থানে সাইট্রিক এসিড ঘষিয়া দিলে কালির দাগ নষ্ট হয়।

লিমন্-সিরাপ—নেবুর ছাল ১ ছটাক, নেবুর রস দেড়পোয়া ও বিত্ত্বক চিনি একসের চাই। নেবুর রস ভাল করিয়া জাল দিয়া নেবুর ছালের সহিত একটা পাত্রে ঢাকিয়া রাখ। ঠাণ্ডা হইলে ফিল্টারে চিনির সহিত মিশাইয়া একটু গরম কর। দেড় সের থাকিতে রাখ। এইরূপে লিমন্-সিরাপ প্রস্তুত হয়। ইহার আনেক্ষিক গুরুত্ব ১.৩৪।

কাগজীনেবুকে (Lime) স্থানে স্থানে পাতিনেবুও বলে। হিন্দীতে লেবু, নেবু, লিষু, নিবুন, পঞ্জাবে খাটানিষু, গুজরাতে খাটানিষু, মহারাষ্ট্রে লিষু, তামিল এলেমিচুম, তৈলঙ্গে নিম্বপন্ড, কর্ণাটে নিম্বেরনু, আরবী লিমুন, লীমুত হানীজ, লীমু, পারসী লীমু বা লীমুএ তুরস্। (Citrus acida)

হিমালয়ের বহির্ভাগে উক্ত স্থানে, গড়বাল হইতে চটগ্রামে সর্বত্র ও মধ্যভারতের নানাস্থানে কাগজীনেবুর গাছ জন্মে। নানাস্থানের জমির অবস্থানভেদে বৃক্ষ ও ফলের ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। ফলের আকার প্রধানতঃ অনেকটা গোল, মসৃণ, স্বক্ উজ্জ্বল ও সবুজ এবং পাকিলে পীতবর্ণ হয়। মানভূমে ইহার পাতায় চর্মপরিষ্কার-কার্য সাধিত হয়।

দেশীয় চিকিৎসকেরা এই নেবুই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, ইহার গুণ পৈত্তিক-বমননিবারক, শৈত্যকর ও পচননিবারক। ইহার পেয় অতি সুখাদ্য ও তৃষ্ণানিবারক। ইহার টাটকা রস মশকদংশনের বিশেষ উপকারী ও অজীর্ণ-নাশক। লবণের সহিত বহুদিন জরাইয়া রাখিয়া জারকনেবু প্রস্তুত হয়। তাহা মুখরোচক ও পাচক। খালিপেটে এই নেবুর রস খাইলে অজীর্ণ ও বাত প্রভৃতি রোগে উপকার দর্শে।

একপ্রকার পাতিনেবু আছে, তাহা অতি সুমিষ্ট। ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় মধুকর্টিকা বা অমৃতকল বলে। বাঙ্গালার মিঠানেবু, হিন্দীতে মিঠানেবু, বা মিঠা অমৃতকল, তৈলঙ্গে গজনিষু, তামিল এলেমিচুম্ ও সিংহলে দেবী বলে।

ভারতের নানাস্থানে এই নেবু দেখা যায়। ইহার ফুল ছোট ছোট, ফল ঠিক গোলাকার, স্বক্ উঠা উঠা বৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

জরে শৈত্যসম্পাদন করিতে ও জ্বাবরোগে এই নেবু যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এই নেবুর রস ভেমন আনুত হয় না। কল টাটকা খার কিংবা তাহাতে নানাখাদ্য প্রস্তুত হয়।

নিম্ন ফলপানক (জী) পানীয়ভেদ। এক ভাগ নেবুর রস, ৬ ভাগ চিনির অল, তাহাতে লবণ ও মরিচগুড়া মিশ্রিত করিবে। এই পানক অতি সুখপ্রিয়।

ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ—অত্যন্ত, বাতনাশক, অমি-
দীপক, কচা ও সমস্ত আহারে পাচক।

“নিম্ন ফলভবং পানমত্যঃ বাতনাশনম্।

বহ্নীশ্লিকরং কচাং সমস্তাহারপাচকম্॥” (রাজনির্ব্বাণ)

নিম্ভ, ধারবারের ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি গ্রাম। এই গ্রামের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ঐদত্তাজেরের একটি ইষ্টক-
নির্ম্মিত মন্দির আছে। মহাভৈরব মহন্ত জনার্দন ডাউ প্রায় ২৫০
বৎসর পূর্বে এই মন্দির নির্মাণ করেন। ইহা প্রায় ৬০ ফিট
উচ্চ। ইহার মধ্যে একটি মাটির নিয়ে কুঠারী আছে। দ্বাদশটি
গোলাকার তন্তু ও চারিটি চতুর্ভুজাকৃতি তন্তুপরি উহার
ছাদ অবস্থান করিতেছে। মৃতিকানিম্নস্থ ধরের প্রবেশপথে
দেওলের উভয় পাশেই প্রতিমূর্ত্তি সকল অঙ্কিত রহিয়াছে।
ঐ কুঠারীর মধ্যে দস্তাজের এবং দশ অবতারের ছবি আছে।
শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মের জন্য এই স্থান অতীব প্রসিদ্ধ।

নিম্ভুচ (জী) নি-ম্ভু-কিপ্। নিতরং গমন, স্তরং গমন।

“যন্নিম্ভুচি প্রবৃথি বিশ্ববেদসো” (শ্লক ৮২৭।১৯)

‘নিম্ভুচি মূর্ত্তিগতঃ’, ‘স্বাস্থ্য নিম্ভোচনে, নিতরং গমনে।

সাময়িতার্থঃ।’ (সায়ণ)

নিম্নুক্তি (জী) নিম্ভুক্তি, অন্তগমন।

নিম্নোচ (পুং) নি-ম্ভু-চ-ঘঞ্। অন্তগম্য।

“কক্কাগ্রামনিম্নোচে গীর্ণেবজগরেণ হ।

কির নঃ কুশলং ক্রয়াং গতশ্রীষু গৃহেবহম্॥” (ভাগ ৩২।৭)

‘নিম্নোচে অন্তময়ে সতি’ (ঐধরস্বামী)

নিম্নোচনী (জী) স্তমের পশ্চিমদিকের পুরীবিশেষ।

“মেরোর্দেবধানীং নাম দক্ষিণতো যাম্যং সংযমনীং নাম

পশ্চাদ্বারণীং নিম্নোচনীং নাম” (ভাগ ৫।২১।৭)

নিম্নোচি (পুং) সাত্তবৎসরী ভজমানের এক পুত্র।

(ভাগ ৯।২৪।৭)

নিয়ত (ত্রি) নি-য়-ক্ত। সংযত, কৃতসংযম, যিনি নিয়ম করিয়া
আছেন, নিয়মকারী।

“কার্ত্তিকে গুরুপুত্রস্ত দ্বিতীয়ায়ঃ নরাদিপঃ।

পুষ্পাহারো বর্ষমেকং তত্রৈব নিয়তাত্মবান্॥”

২ সেবাপর। ৩ নিত্য।

“অন্তর্ধাসিকিপুস্তস্ত নিয়তাপূর্ব্ববর্ত্তিতা।

কারণঞ্চ ভবেত্ততঃ ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্বিতম্॥” (ভাষ্যপরি ১৬)

৪ বদ্ধ। ৫ সংযুক্ত। ৬ আসক্ত। ৭ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩১)

নিয়তমানস (ত্রি) নিয়তঃ মানসঃ যেন। সংযতঃশ্রিয়, জিত-
মানস, দান্ত।

নিয়ত-ব্যবহারিককাল, জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত পুণ্যকালবিশেষ।
যে সমস্ত শুভলগ্ন বা কালাদি সর্বসাধারণে শ্রাদ্ধ, যাত্রা বা
ব্রতাদি শুভকর্ম্মে লক্ষ্য করিয়া চলে। ঐরূপ শুভকালনির্ণয়
এবং তাহার নিয়ত প্রচলনপদ্ধতির প্রসিদ্ধি হেতু, এই আখ্যা
প্রাপ্ত হইয়াছে।

সৌর, সাবন, চাত্র, নাক্ষত্র, পিত্রা, দিবা, প্রাজাপত্য (মহন্তর),
ব্রাহ্ম (কল্প) এবং বার্ষিক্য এই নয় প্রকার কালমান
জ্যোতিষশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে সৌর,
চাত্র ও সাবন এই তিনটির নিয়ত ব্যবহার দেখা যায়। সূর্য্য-
সিদ্ধান্তে তাহার প্রমাণ এইরূপ লিখিত আছে,—

“সৌরেন জ্ঞানিশোৰ্ব্বাং বড়নীতি মুখানি চ।

অয়নং বিযুক্তৈব সংক্রান্তেঃ পুণ্যকালতা”

অছোরাজ্যমান, বড়নীতি প্রভৃতি সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ,
দক্ষিণায়ন, বিযুৎ এবং সংক্রান্তির পুণ্যকালব্যবহারক জ্ঞান
সৌরকালদ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। [সংক্রান্তি দেখ।]

প্রতিপদাদি তিথি, করণ অর্থাৎ তিথির অর্ধাংশবিশেষ,
বিবাহ, ক্ষৌর, ব্রত, উপবাস এবং যাত্রাদি সর্বপ্রকার ক্রিয়া
চাত্রকালের মতাহসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

“তিথিঃ করণমুদাহঃ ক্ষৌরং সর্গক্রিয়ান্তথা।

ব্রতোপবাসযাত্রাণাং ক্রিয়া চাত্রেন গৃহ্যতে” (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

সূর্য্যসিদ্ধান্তে সাবনকাল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

“সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসকপান্তথা।

মধ্যমা গ্রহভুক্তিস্ত সাবনে নৈব গৃহ্যতে”

সূতকাদি অর্থাৎ জন্ম মরণ, চাত্রায়ণাদি প্রারম্ভিত ও যজ্ঞ-
দিনাদিপতি, মাসাদিপতি, বর্ষাদিপতি এবং গ্রহের মধ্যগতি,
সাবন কালদ্বারা এই সকল নির্ণীত হইয়া থাকে।

নিয়তাপ্তি (ত্রি) নিয়তঃ নিশ্চিতাঃ আশ্চিঃ। নাটকে প্রারম্ভ
কার্যের অবস্থাভেদ, নিয়তকলপ্রাপ্তি।

“অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তিঃ নিয়তাপ্তিস্ত নিশ্চিতা।”

(সাহিত্যদর্পণ)

অপায়াভাব হইতে নির্ধারিত যে একান্ত ফলপ্রাপ্তি তাহাকে
নিয়তাপ্তি কহে। উদাহরণ—রাজা কহিলেন, দেবীর অমুগ্রহ
পরিতাগ করিয়া আর কিছু উপায় দেখিতেছি না, এই স্থলে
কার্য্যসিদ্ধি সম্পূর্ণ দৈবসিদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে, দৈব
প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই ফলপ্রাপ্তি হইবে, এইরূপ ফলপ্রাপ্তিকে
নিয়তাপ্তি কহে।

নিয়তাত্মা (ত্রি) নিয়তঃ আত্মা যেন। সংযতঃশ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়।

নিয়তাহার (ত্রি) নিয়ত আহার যেন। পরিমিতাহারী, হ্রস্বাহারী।

নিয়তি (স্ট্রী) নিয়মাতেনয়া নি-য়ম করণে ক্তিন্। ১ ভাগ্য। ২ দৈব। ৩ অন্তঃ।

“আসাদিতস্ত তমসা নিয়তেনিয়োগা-

দাকাঙ্কতঃ পুনরপক্রমণেন কালম্ ॥” (মাঘ ৪।৩৪)

৪ নিয়ম। (মেদিনী) ৫ চতুর্দশধারিণী দেবযোগবিশিষ্টাণের অমৃতমাস্ত্রী। (অথিপুং গণভেদনামাং)

নিয়তী (স্ট্রী) নিয়মতে কালো যম, নি-য়ম-ক্তিচ্, বাহুলকাৎ ত্রীষ্। হুগা, ভগবতী।

“স্বতিঃ সংস্রবণাদেবী নিয়তী চ নিয়মতা ॥”

(দেবীপুং নিরুক্তাধ্যায়)

নিয়তেন্দ্রিয় (ত্রি) নিয়তানি ইন্দ্রিয়ানি যেন। সংযতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দমনশীল।

নিয়ন্তব্য (স্ট্রী) নি-য়ম-তব্য। নিয়মনীয়, দমনযোগ্য, শাসনযোগ্য।

“সো ভ্যোক্তো বিনিকুল্লীত লোভাদ্ ভ্রাতৃন্ যবীয়সঃ।

সোহৈকোষ্ঠঃ স্তাদভাগশ্চ নিয়ন্তব্যশ্চ রাজভিঃ ॥” (মহু ৯।২১৩)

নিয়ন্ত্রণ (স্ট্রী) নি-য়ন্ত্ৰি-শূট্। প্রতিবন্ধদূরীকরণ, একত্র স্থাপনাৰ্ণ ব্যাপারভেদ। “অনেকার্থশ্চ শব্দশৈল্যার্থে নিয়ন্ত্রণরূপং বিশেষঃ” (সাহিত্যদং ২ পরিঃ)

নিয়ন্ত্রিত (ত্রি) নি-য়ন্ত্ৰি-ক্ত। ১ অবাধ, অনর্গল।

“আগচ্চেৎ সৰ্পথা সো বৈ যম পার্শ্বে নিয়ন্ত্রিতঃ।” (ভাগ ২।৬।৫২)

২ ক্তনিয়মন। ৩ প্রতিবন্ধাদি দ্বারা একত্র স্থাপিত।

“অনেকার্থশ্চ শব্দশ্চ সংযোগদৈর্ঘ্যনিয়ন্ত্রিতঃ।” (সাহিত্যদং)

নিয়ন্তৃ (ত্রি) নিয়ন্ত্ৰতি অশ্বাদীনিতি নি-য়ম-তৃচ্। ১ নিয়মকারী, শাসক, শিক্ষক। (পুং) ২ অশ্বনিয়মকারী, সারথি।

“রেথাযাত্রমপ স্ত্রাজাদানোর্বয়নঃ পরং।

ন বাতীযুঃ প্রজ্ঞাতশ্চ নিয়ন্তরনৈর্মিত্তয়ঃ ॥” (রঘু ১সং)

৩ বিজ্ঞ। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৫)

নিয়ম (পুং) নিয়মনমিতি নি-য়ম-অপ্। (যমঃ সমুপনিবিষ্ণু চ। পা ৩।৩।৩৩) ১ প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার। ২ নিত্য। ৩ আগন্তক সাধন কর্মরূপপ্রভ।

“নিয়মঃ প্রথমঃ কৃত্য পশ্চাৎ পূজাঃ সমাচরেৎ ॥”

(দেবীভাগ ৩।২৬।২৫)

প্রথমে নিয়ম করিয়া অর্থাৎ কার্য্যারম্ভের পূর্বে উপবাসাদি করিয়া, পরে পূজা করিতে হইবে। ৪ নিয়ন্ত্রণ। ৫ নিশ্চয়।

‘নিষমো যন্তপারায়ণঃ প্রতিজ্ঞানিশ্চয়ে ত্রতে।’ (মেদিনী)

৬ যোগাঙ্গবিশেষ। পাতঞ্জলদর্শনে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাঙ্গানি।”

(পাতং দং ২।২৯)

যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের আটটি অঙ্গ। যোগাভ্যাস করিতে হইলে, পরপর যমনিয়মাদি সাধন করিতে হয়। প্রথমে যম তৎপরে নিয়ম অর্থাৎ যম নামক যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইলে, নিয়মযোগাঙ্গের অমুষ্ঠান করিতে হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্যা ও অপরিগ্রহ এই পাঁচপ্রকার কার্য্যের নাম যম। যমযোগাঙ্গ অমুষ্ঠান করিয়া নিয়মযোগাঙ্গ সাধন করিতে হয়, এইজন্ত সংক্ষেপে যম যোগাঙ্গের বিষয় লিখিত হইল। প্রথমে অহিংসামুষ্ঠান, কেবল প্রাণিবধ পরি-
ত্যাগ করিলেই যে অহিংসামুষ্ঠান সিদ্ধ হয় তাহা নহে, কোনও উপলক্ষে বা কোন সময়ে প্রাণিগণকে কায়িক, বাচিক বা মান-
সিক কোন প্রকার পীড়া না দিলেই অহিংসামুষ্ঠান সিদ্ধ হয়। এই অহিংসামুষ্ঠান পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে, চিত্ত নির্মল হয়। তাহার পর সত্যামুষ্ঠান; সত্যনিষ্ঠ হইলে চিত্ত শীঘ্রই যোগশক্তি-
লাভের উপযুক্ত হয়। তাহার পর অচোধ্য। সেই সঙ্গে ব্রহ্ম-
চর্যা থাকে আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যের মূল অর্থ বীৰ্য্যধারণ। শরীরে যদি শুক্রদাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত, স্থলিত বা বিচ-
লিত না হয়, অচল, অটল বা স্থিরভাবে থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধীশ্রিয়ের ও মনের শক্তিবৃদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশ-
শক্তি বাড়িয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে অপরিগ্রহবৃত্তি অবলম্বন
করিতে হইবে। লোভপূর্ব্বক দ্রব্যগ্রহণের নাম পরিগ্রহ। কেবল দেহযাত্রা নির্বাহের, বা শরীররক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য-
স্বীকার করাকে পরিগ্রহ স্বীকার করা হয় না। এইরূপ অমু-
ষ্ঠান করার নাম অপরিগ্রহ। এই অপরিগ্রহে চিত্তে যোগোপ-
যুক্ত বৈরাগ্যের বীজ উৎপন্ন হয়। অহিংসাদি এই পঞ্চবিধ যম—
জাতি, দেশ ও কাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়।

এই যমযোগাঙ্গ দৃঢ় হইলে নিয়ম নামক যোগাঙ্গ অমুষ্ঠান
করিতে হয়।

“শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।”

(পাতং দং ২।৩২)

শৌচ, সন্তোষ, তপস্বা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচ প্রকার অমুষ্ঠেয় ক্রিয়ার নাম নিয়ম। শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্যশৌচ ও অভ্যন্তর শৌচ। মৃত্তিকা, গোময় ও জলাদি দ্বারা শরীর পরিষ্কার করিবে। সস্ত্রবুদ্ধিকারক ও বুদ্ধিপূর্ব্বক পবিত্র দ্রব্য আহার করিবে। মৈত্রী, করুণাপ্রভৃতি সঙ্গুণ অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিতে হইবে। এইরূপ অমুষ্ঠান করিলে শরীর ও মন বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। অমৃত নামক চেতন বা আধ্য-
মিক-ভেদ শুদ্ধ ও স্বেচ্ছা হয়।

সন্তোষ, তৃপ্তি, (বিনা চেষ্টায় যাহা লাভ হইবে), তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে, কিছুদিন এই যোগাঙ্গ অহুষ্ঠান করিলে সন্তোষচিন্তে দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া থাকে। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মাদির অহুষ্ঠান করার নাম তপস্তা। প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ অর্থাৎ অর্থ স্মরণপূর্বক উচ্চারণ এবং অধ্যায়শাস্ত্রের মৰ্ম্মাহুসন্ধানের নাম থাকার নাম স্বাধ্যায়, এবং ভক্তি সহকারে ঈশ্বরপিতৃচিন্তিত হইয়া কাৰ্য্য করার নাম ঈশ্বর-প্রণিধান। এই তিনপ্রকার ক্রিয়ার নাম ক্রিয়াযোগ। তপস্তা ভিন্ন যোগসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না সমুদ্রের চিন্তে অনাদিকালের বিষয়-বাসনা ও অবিদ্যা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তপস্তাব্যতীত তাহার সম্ভাবনা নাই। চিন্তে বাসনা থাকিতে যোগ হইতে পারে না, এই বাসনানিশের জন্ত তপস্তা অবশ্য বিধেয়। এই সকল ক্রিয়াযোগ যুগপৎ অহুষ্ঠান করিতে পারিলে ভাল হয়, নচেৎ একটা করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। এই নিয়মযোগাঙ্গ আয়ত্ত হইলে এক একটা শক্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রথমে অহিংসাদি প্রাতিষ্ঠা হইলে বৈরত্যাগ প্রভৃতি শক্তি-লাভ হইয়া থাকে। [যম দেখ।]

নিয়মের প্রথমাহুষ্ঠান শৌচ, এই শৌচ সিদ্ধি দ্বারা আপন শরীরের প্রতি তুচ্ছ জ্ঞান জন্মে এবং পরসঙ্গেক্ষাও দূর হয়। বাহ্যশৌচ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে আত্মশরীরের প্রতি একপ্রকার ঘৃণা উপস্থিত হয়। তখন আর জল-বৃন্দদুল্য মরণধর্ম্মী ও মলমূত্রাদিগির অবিচার শরীরের প্রতি কোন প্রকার আস্থা বা আদর থাকে না, এবং পরশরীরসংসর্গের ইচ্ছাও নিবৃত্তি হয়। আভ্যন্তর শৌচ আরম্ভ করিলে, প্রথমে সঙ্কল্পক্তি, ক্রমে একাগ্রতা ও আত্মদর্শনকমতা হয়। ভাব-ওক্তিরূপ আভ্যন্তর শৌচ যখন চরমসীমা প্রাপ্ত হয়, অস্তঃকরণ তখন এক্রূপ অহুতপূর্ণ সুখময় ও প্রকাশময় হয় যে, তখন কিছুতেই খেদাশুভব হয় না। এই পূর্ণ পরিতৃপ্ততার নামান্তর সৌম্যমস্ত। সৌম্যমস্ত জন্মিলে একাগ্রতা-শক্তি প্রাহুত হয়, অথবা সহজ হইয়া আইসে। একাগ্রতা-শক্তি জন্মিলে ইন্দ্রিয়জয়, ইন্দ্রিয়জয় হইলেই চিত্ত তখন আত্মদর্শনে সক্ষম হয়।

সন্তোষ অভ্যাস হইলে যোগী একপ্রকার অহুপম সুখ প্রাপ্ত হয়। সে সুখবিষয় নিরপেক্ষ, সুতরাং সেই সুখ নিরতিশয়।

তপস্তাক্রমে দৃঢ় হইলে তপোনিষ্ঠ হয়। শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তপস্তাচিন্তিত হইয়া কৃচ্ছ্রব্রতপ্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত তপস্তায় রত থাকিলে, ক্রমে তখন শরীর বা মনের শক্তিপ্রতিবন্ধক জ্ঞানের আবরণ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তখন সেই তপঃসিদ্ধযোগী শরীরের ও ইন্দ্রিয়ার উপর যথেক্ষারূপে কমতা পরিচালন

করিতে পারেন। তখন তিনি আপন শরীরকে ইচ্ছাক্রমে অণুতুল্য বা বৃহৎ করিতে পারেন। তখন ইন্দ্রিয়গণ চৰ্ম্মচক্ষুর অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থে ও সূদূরবর্তী পদার্থে সংযুক্ত করিতে পারেন।

স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ হইলে, ইষ্টদেবতা সন্মর্শন হয়। সংযত-চিত্ত হইয়া সৰ্ব্বদা প্রণবজপ, ইষ্টমন্ত্রজপ, ইষ্টদেবতার স্তব-পাঠ কিংবা অস্ত্র কোনরূপ শাস্ত্রবাক্য পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাহা পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্বাধ্যায়নিষ্ঠ বা জপাদিপরিায়ণ যোগির ইষ্টদেবতা সন্মর্শন হইয়া থাকে।

ঈশ্বর-প্রণিধান—ঈশ্বরে চিন্তা-নিবেশ যখন পরিপক্বতা প্রাপ্ত হয়, তখন অস্ত্র কোন সাধন না করিলেও উৎকৃষ্টতর সমাধি লাভ হয়। ঈশ্বরপ্রণিধাতা যোগির যোগলাভের নিমিত্ত অস্ত্র কোনরূপ যোগাঙ্গ অবলম্বন করিতে হয় না। একমাত্র ভক্তিবলেই তিনি ঈশ্বরে সমাহিত হন। ভক্ত ব্যক্তি কেবল ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে উদ্বোধিত বা প্রসন্ন করিয়া তদীয় অঙ্গুগ্ৰহের তেজে আত্মরক্ষণ দৃঢ় ও বিয়সমূহ বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্তবদ্ধকৈ সমাহিত ও যোগফল প্রাপ্ত হন।

নিয়মযোগাঙ্গ অহুষ্ঠান করিলে এই সকল ফললাভ হইয়া থাকে। (পাতঞ্জলদ° সাধনপা°)

“নিয়মাঃ পঞ্চসত্যাত্মা বাহ্যমাত্মন্তরং দ্বিধা।

শৌচং তুষ্টিশ্চ সন্তোষস্তপশ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥

মানমোনোপবাসেসজ্ঞাস্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।

তপোহক্ৰোধোত্তরো ভক্তিঃ শৌচঞ্চ নিয়মাঃ স্মৃতাঃ ॥

যমাঃ পঞ্চাথ নিয়মাঃ শৌচং দ্বিবিধমীরিতং।

সন্তোষস্তপসাং জপাং বাহুদেবার্চনং যমঃ ॥” (গঙ্গড়পু°)

শৌচ, তুষ্টি, সন্তোষ, তপস্তা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মান, মোন, উপবাস, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, উপস্থনিগ্রহ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যা, অক্ৰোধ, গুরুভক্তি ও শৌচ এই সকল নিয়ম।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—যোগী আপনার মনকে তত্ত্ব-জ্ঞানের উপযোগী করিবার জন্ত, নিকামভাবে ব্রহ্মচর্যা, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অশ্রিয়গ্রহ এই পঞ্চ যম এবং স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ, তপস্তা ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই সকল নিয়ম অহুষ্ঠান করিবেন। (বিষ্ণুপু° ৬ অংশ ৭ অ°)

তন্ত্রসারে লিখিত আছে,—

“তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্ত পূজনম্।

সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব ত্রীশ্রুতিশ্চ জপোহতম্।

দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥” (তন্ত্রসার)

তপসা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, ত্রী, মতি, জপ ও হোম এই দশটি নিয়ম।

৭ বিষ্ণু। (ভারত ১০।১৪৯।৩০) ৮ মহাদেব। (ভারত ১০।১৭।৩৫) ৯ বিধিতেন।

যে স্থলে উভয়প্রাপ্তি থাকে সেই স্থলে একটা নিয়মিত হইলে এই বিধি হয়।

“বিধিত্যন্তনপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পার্থক্যে সতি।

তত্র চান্তত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যোতি গীমতে ॥” (পৌগাক্ষি)

১০ কবিতার নিয়ম।

“বর্ণয়েন্ন সমপ্যোতমিরমোহং প্রদর্শাতে।

কুর্ষ্যৎক্ৰিয়বতোব মলয়ে হেব চন্দনম্ ॥”

সামান্তবর্ণনে পৌষাং ছত্রান্তঃপুশ্বাসাম্।

ককঃ কেশকাকাহি পরোনিধিপরোমুচাম্ ॥”

(কবিকল্পলতা ১ স্তবক)

নিয়মতন্ত্র (ত্রি) বাহা নিয়মের অধীন।

নিয়মন (ক্ৰী) নি-যম ভাবে লুট্। ১ নিয়মনদ্বার্ষ। ২ নিগ্রহ। ৩ বন্ধ।

“সমতয়া বস্তুবৃষ্টিবিসৰ্জনে

নিয়মনাদসংখ্য নরাধিপঃ ॥” (রঘু ৯।৬)

(ত্রি) নি-যম-লুট্। ৪ নিয়ামক। ৫ ইতর নিবারণরূপ পরিসংখ্যার্থ, নিয়ম, বিশেষ বিধি, যে নিয়ম করিলে অন্তের নিষেধ হয়। [পরিসংখ্যা দেখ।]

নিয়মবৎ (ত্রি) নিয়মো বিস্তৃতঃস্ত নিয়ম-মতূপ্, যন্ত ব। নিয়ম-যুক্ত, নিয়মবিশিষ্ট।

নিয়মপত্র (ক্ৰী) নিয়মস্ত পত্রঃ। প্রতিজ্ঞাপত্র, সন্ধিপত্র।

নিয়মপত্র (ত্রি) নিয়মে পত্রঃ। নিয়মাস্থবতী, নিয়মাধীন।

নিয়মভঙ্গ (পুং) নিয়মস্ত ভঙ্গঃ। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, সময়োন্নয়ন, নিয়মলঙ্ঘন।

নিয়মসেবা (ক্ৰী) নিয়মেন ভগবতঃ সেবা। কার্তিকমাসে নিয়মপূৰ্ণক ভগবদাৰাধনা, নিয়মপূৰ্ণক জৈম্বরোপাসনা। হরি-ভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

“অরুণা নিয়মঃ বিকোঃ কার্তিকঃ যঃ স্কিপেন্নরঃ।

জম্বাজ্জিতস্ত পুণ্যস্ত ফলং নাপ্রোতি নারদঃ ॥

আশ্বিনস্ত তু মাসস্ত যঃ শুক্লাদধী ভবেৎ।

কার্তিকস্ত ত্রতানীহ তস্তাং কুর্গাদভিজিতঃ ॥” (হরিতজ্জিবি°১৬)

আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী হইতে নিয়মপূৰ্ণক কার্তিক-ত্রত করিতে হইবে। বাহারী নিয়ম না করিয়া কার্তিক মাস অতিবাহিত করে, নিয়মসেবা কার্তিকত্রতাত্ত্বান করে না, তাহার জন্মজন্মোপাধিত পুণ্যের ফলভাগী হয় না।

“নিয়মেন যিনা চৈব ন নয়েৎ কার্তিকং মুনৈ।

চাতুর্থাস্ত তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ ॥” (হরিত° ১৬ বি°)

নিয়মস্থিতি (ক্ৰী) নিয়মেন স্থিতিরজ। তপস্তা, তপস্তা করিতে হইলে নিয়মপূৰ্ণক অবস্থান করিতে হয়, এই জন্ত নিয়মস্থিতির নাম তপস্তা।

নিয়মানন্দ, নিষার্কের অজ্ঞ নাম। [নিষাদিত্য দেখ।]

কেহ কেহ বলেন, এই নামে নিষার্ক বেদান্তসিদ্ধান্ত নামে সংকৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

নিয়মিত (ত্রি) নি-যম-গিচ্-ক্ত। কৃতনিয়ম, নিয়মবদ্ধ, বিহিত, অবধারিত।

“কিঞ্চিৎ ক্রতঙ্গীলীলানিয়মিতজলধিং রামমধেবয়ামি।”

(মহানটক)

নিয়ম্য (ত্রি) নি-যম-যৎ। ১ নিরোদ্ধব্য। ২ নিগ্রাহ।

“যয়া নিয়ম্যা নহ দিবাচক্ষুবা।” (রঘু)

নিয়মিন্ (পুং) নী-ভাবে কিপ্, নিরে নয়নার ইনঃ প্রভুঃ বাহ-লকাৎ অলুক্ সমাস। রণ সৃশ সর্বাভিমত প্রাপ্তিসাধন।

“যেষাং নিয়মিনং রথং।” (ঋক্ ১০।৬০।২) ‘নিয়মিনং রথমিছুপমাংপ্রধানো নির্দেশঃ রথবৎ সর্বাভিমতপ্রাপ্তিসাধনং।’

(সায়ণ)

নিয়ব (পুং) নি-যু-মিশ্রণে বেদে বাহুলকাৎ অপ্। মিশ্রীভাব।

“গৌযু যুদি নিয়বঃ চরজী।” (ঋক্ ১০।৩০।১০)

‘নিয়বঃ সোমঃ প্রতি নিশ্চয়েন মিশ্রীভাবঃ।’ (সায়ণ)

লৌকিক প্রয়োগে ঘঞ্ করিয়া নিবাং এই পদ হইবে।

নিযাতন (ক্ৰী) নি-যত-গিচ্-লুট্। নিপাতন। (অ° নয়নানন্দ)

নিয়োগীও রেবাই, একটা ক্ষুদ্রাচ্ছা। ক্ষেত্রফল ১৬ বর্গ মাইল। বৃন্দেলখণ্ডের জনৈক দম্পত্যের বংশধর লক্ষণসিংহ বৃটীশ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে (১৮০৭ খৃষ্টাব্দে) পাঁচখানি গ্রানের সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে পুত্র, তদীয় পুত্র জগৎসিংহ তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। বর্তমান অধিকারিণীর নাম লালী ছলীয়া। ইনি পঞ্চাশজন সৈন্ত রাখিবার অস্বমতি পাইয়াছেন। গবর্নমেন্টকে দেয় রাজস্ব দশসহস্র টাকা।

নিয়ান (ক্ৰী) নিয়মেন যান্তি গাবো যজ্ বা আধারে লুট্। গোষ্ঠ স্থান। “যদ্বিয়ানং ভ্রাসং সংজ্ঞানং।” (ঋক্ ১০।১৯।৪)

‘নিয়ানং গোষ্ঠং’ (সায়ণ)

নিয়াম (পুং) নি-যম পক্ষে ঘঞ্। নিয়ম। (শঙ্করবাবলী)

নিয়ামক (ত্রি) নি-যম-গিচ্-লুৎ। ১ পোতবাহ। ২ নিষজ্ঞা।

“ততোহয়িং নানর্যমাহঃ সধর্ষাগ্রিনিয়ামকাঃ।” (ভার° ৩।২৭।৩৪)

৩ নিয়মকারক, কাধের প্রতিকারণের নিয়ামকতা আছে,

যেদ্রুপ কারণ হইবে কার্যও সেই প্রকার হইয়া থাকে।

“কারণস্য কার্যং প্রতিনিয়ামকত্বং।” (সর্বদর্শনসং)

৪ কৃৎ, ভক্তিত ও সমাসের অভিধানের নাম নিরামক ।

“কৃত্ত্বিতসমানামভিধানং নিরামকম্ ।” (অমর)

৫ নিরাসক ।

“লোকপ্রসিদ্ধমৈবৈতদ্ব্যরিবহে নিরাসকম্ ।” (কামিনকৌ)

নিয়ামকগণ, পারস নিরামক করিবার ঐবধনমুহ । যথা—
সর্পাক্ষী, বক্তকর্কটী, কক্ষুচী, বমচিকিলা, শতাবরী, পঞ্চপুন্দ্রী,
শরপুন্দ্রী, পুনর্গবা, মুবিকর্ণা, মন্ত্রাক্ষী, ব্রহ্মদত্তী, শিখণ্ডিনী,
অনন্তা, কাকজন্মা, কাকমাচী, পোতিকা, বিক্ষুক্রান্তা, সহচরা,
সহদেবী, মহাবলা, বলা, নাগবলা, মূর্তী, চক্রমর্দ, করঞ্জক,
পাঠা, ভারলক্ষী, নীলী, আলিনী, পদ্মচারিণী, বশ্টা, ত্রিখটা,
গোজিহ্বা, কোকিলাক, ঘনধ্বনি, আখুপলী, ক্ষীরিণী, ত্রিখুটী,
যেবজিকা, কৃষ্ণবর্ণা, তুলসী, সিংহী, গিরিকর্ণিকা এই গুলি
নিয়ামকগণ ।

“এতদ্রিয়ামকোষণাঃ পুষ্পমূললাদিভিঃ ।” (রসচন্দ্রিকা)

নিযুক্ত (ত্রি) নি-যুক্ত-ক্ । ১ অধিকৃত । ২ নিযোজিত ।
৩ প্রেরিত ।

“বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘতাক্রোবাক্‌বতো নিশি ।

একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥” (ময় ৯।৬০)

৪ অবধারিত, আজ্ঞাপ্ত ।

“ত্বয়া ছবীকেশঃ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করেমি ।” (গীতা)

নিযুৎ (পুং) নি-যু-কর্মণি কিপ্ তুচ্ । বায়ুর অর্থ । (নিঘ)

“সহস্রৈঃ নিযুতা নিযুতৈঃ ।” (ঞ্জ ১।১০৫।১)

‘নিযুতা নিযুত ইতি ঘোরোহনানাং নামধেয়ে নিযুতো ।’ (সারণ)

নিযুত (স্ত্রী) নিযুতঃ বহুসংখ্যা প্রাপ্যতেহেনেনতি, নি-যু-ক্ত ।

লক্ষ, লক্ষসংখ্যা । (অমর ৩।৫২৪)

“যে ধেনুনাং নিযুতৈঃ প্রাদাদিতি নিযুতে লক্ষৈঃ ।” (শ্রীধরস্বামী)

২ দশলক্ষ, নিযুত শব্দ দশলক্ষ এই অর্থে প্রায় ব্যবহার
হইয়া থাকে ।

“শতং সহস্রমগুণং নিযুতং প্রগুণং মতম্ ।

স্ট্রীকোটার্ষদুর্মিতি ক্রগাদ্ধশ গুণোত্তরং ॥” (রত্নকোষ)

৩ তৎসংখ্যায় ।

নিযুক্ততীয় (ত্রি) নিযুক্ততঃ ইদং নিযুক্তৎ-ছ । বায়ুদেবতাক
হবিষাদি, যে সকল ঘতাদির দেবতা বায়ু ।

“এব বা প্রাজাপত্য এব বা নিযুক্ততীয়ঃ ।” (শত° ব্রা° ৬।২।২।১৫)

নিযুক্তৎ (পুং) নিযুক্তোহাঃ সন্ত্যজ মতুৎ-মস্য বঃ । বায়ু ।

“নিযুক্তান্ সোমপীতয়ে ।” (গুরুগজ ২৭।৩২)

‘নিযুক্তান্ বায়ুঃ ।’ (বেদদীপ)

নিযুৎসা (স্ত্রী) ভরতবংশীয় প্রত্যয় নৃপের পত্নী । (ভাগ° ৫।৫।৭)

নিযুৎসার পাঠান্তর নিকুৎসা দেখা যায় ।

নিযুক্ত (স্ত্রী) নি-যুক্ত-ক্ । বাহুব্ধ । নিপূর্ণক যুক্তধাতুর
বাহুব্ধরূপত্ব, এইরূপ অর্থ বোধ হইয়া থাকে ।

“নিযুক্তকুশলান্ মল্লান্ দেবো মল্লপ্রিয়ম্ভবা ।

বোধয়িত্বা যদৌ তুরি বিত্তং বরাণি চান্ধবান্ ॥” (হরি° ১৪২।৭১)

নিযুদ্রথ (ত্রি) নিযুৎ নিযোজিতো নিযুতো বা রথো যস্য ।
গমনের নিমিত্ত নিযোজিত রথ ।

“স দত্মা নিযুদ্রথঃ ।” (ঞ্জ ১।২৬।১)

‘নিযুদ্রথো গমনার সর্গদানিয়তরথো নিযুক্তরথো বা ।’ (সারণ)

নিযোক্তব্য (স্ত্রী) নি-যুক্ত-তবা । নিয়োগার্থ, নিয়োগের যোগা ।

নিযোক্তৃ (ত্রি) নি-যুক্ত-ত্ব্ছ । নিয়োগকর্তা ।

নিয়োগ (পুং) নি-যুক্ত-বঞ । ১ প্রেরণ । ২ ইষ্টসাধনত্বাদি

বোধন দ্বারা প্রবর্তন । ৩ অবধারণ । ৪ আজ্ঞা । ৫ নিশ্চয় ।

৬ অপূত্রভ্রাতৃপত্নীপুত্রার্থ নিয়োজন ।

“বিধবায়াং নিয়োগার্থে নিযুতে তু যথাবিধি ।

গুরুবচ সুষাবচ বর্তেয়াতাং পরম্পরম্ ॥” (ময় ৬।৬২)

নিয়োগবিধির বিষয়, মহতে এইরূপ লিখিত আছে ।

নিজস্বামী দ্বারা সন্তানোৎপত্তি না হইলে, স্ত্রীসমাক্ নিযুক্তা হইয়া

দেবর কিংবা অজ্ঞ কোন জ্ঞাত দ্বারা তনয় লাভ করিতে

পারিবেন । রাজিকালে মৌনাবলম্বনপূর্বক স্বামী বা গুরু কর্তৃক

নিযুক্তবাক্তি বিধবা স্ত্রীতে একটা মাত্র সন্তান উৎপাদন করিতে

পারিবেন । কোন কোন আচার্যের মতে, একটা সন্তান দ্বারা

নিযোজকের নিয়োগোদেস্ত সফল হইতে পারে না, তজ্জন্ত ঐ

স্ত্রী ও ঐ নিযোজিত বাক্তি দ্বিতীয় সন্তান উৎপাদন করিতে

পারিবেন । নিযোজিত জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যদি শাস্ত্রানু-

গামী না হইয়া, নিয়োগবিধির উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে

প্রায়শ্চিত্ত হইবে । (ময় ৯ অ°)

এই বিধি কলি ভিন্ন কালে জানিতে হইবে ।

“উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেবহি ।” (বৃহস্পতি)

কলিতে এই ধর্ম বর্জনীয় ।

নিয়োগিন্ (ত্রি) নিয়োগোহস্যাস্তীতি নিয়োগ-ইনি । নিয়োগ-

বিশিষ্ট, নিযুক্ত । পর্যায়—কর্মদাতা, আযুক্ত, ব্যাপ্ত ।

“কৃবাধ্যাক্ষবসুৎস্বজ্য কৃত্যং নাভিরিয়োগিনাম্ ।” (রাজত° ৬।৮)

নিয়োগকর্তৃ (ত্রি) নিয়োগস্ত কর্তা । কর্মে নিযুক্তকারী, আজ্ঞা-

কারী, আদেশকারী ।

নিয়োগপত্ন (স্ত্রী) নিয়োগস্য পত্নম্ । যে পত্ন দ্বারা কোন

কার্যের ভার দেওয়া কিংবা পদে নিযুক্ত করা যায় ।

নিয়োগবিধি (পুং) বিধীয়তে ইতি বি-ধা-কি, নিয়োগস্য বিধিঃ ।

কোন কার্যে নিযুক্ত করিবার প্রথা ।

নিয়োগার্থ (পুং) নিযুক্ত করণের উদ্দেশ্য ।

নিয়োগ্য (ত্রি) নিয়োগ্যমর্হঃ, নি-যুজ-ণাৎ। নিয়োগার্থ, প্রভু, যিনি নিয়োগ করিবার যোগ্য।

“এতে বরং নিয়োগ্য নিয়োগ্যরূপ নিয়োগ্যঃ।” (প্রহ্মবি ৫অ°)

শকার্য কথ্য বুঝাইলে কথ্য অর্থাৎ জ্ঞান হইবে না, সেটাই নিয়োগ্য এইরূপ পদ হইবে।

নিয়োজক (পুং) নিয়োজয়তি নি-যুজ-ণিচ্-ধূল্। নিয়োগকারী, নিয়োক্তা।

নিয়োজন (ক্রী) নি-যুজ-লুট্। ১ নিয়োগ। ২ প্রেরণ। ৩ প্রবর্তন, জ্ঞানাদির কর্মকরণের জন্য উপদেশাদ্বয়ক ব্যাপার।

“নিয়োজনকালেইষ্টচারিণশতমান্মানয়িষ্ঠে।”

(কাঠ্য° শ্রৌ° ১১।১৮)

৪ নিতরং যোজন।

“পাশং কৃৎযা প্রতিযুক্ত্যধাতো নিয়োজনসৈব।”

(শত° ব্রা° ৩।৭।৩।১৩)

নিয়োজ্য (ত্রি) নিয়োগ্যঃ শকাঃ, নি-যুজ-শকার্থেণাৎ প্রত্যয়েন সাধুঃ। (প্রযোজনিয়োজ্যো শকার্থে। পা ৬।৩।৬৮) প্রযো, কিস্তর, নিয়োগার্থ, যাহাকে নিযুক্ত করা উচিত।

“নিশয়া বৈকুণ্ঠনিয়োজ্যখ্যমো মধুচাতঃ বাচয়ুক্তমপ্রিয়ঃ।”

(ভাগ° ৪।১২।২৮)।

(ত্রি) নিয়োজনীয়।

“ন নিয়োজ্যশচ বঃ শিষ্যা অনিয়োগে মহাভয়ে।”

(ভারত ১২।৩২।৭।৪৬)

নিয়োজ্য (পুং) নি-যুজাতে ইতি নি-যুজ-ভূচ্। ১ কুটুট। ২ বাহ-যুক্তকারী। মন্যোক্তা। (রাজনি°)

নিয়ু (অবা) নু-কৃপ্, ন দীর্ঘ। ১ বিয়োগ। ২ অত্যয়। ৩ আদেশ। ৪ অতিক্রম। ৫ ভোগ। ৬ নিশ্চিত। (গণরত্নমহোদধি)

নিয়ু একটা উপসর্গ, এই উপসর্গ, দাতাদির পূর্বে থাকিয়া অর্থ প্রকাশ করে, যথাক্রমে তাহার উদাহরণ, লিখিত হইল।

১ নিঃসঙ্গ। ২ নির্বেশ। ৩ নির্দেশ। ৪ নিষ্কান্ত। ৫ নির্বেশ। ৬ নিশ্চিত। ৭ নিবেশ। (মেরিনী)

“নিশ্চয়ে ক্রান্তান্তর্থে বিশেষপ্রতিষেধয়োঃ।” (হেমচ°)

নিরংশ (ত্রি) নির্গতো অংশাৎ। ১ হৃদ্যভ্যুজমান রাশির প্রথম রাশির ত্রিশাংশরূপ ভাগ, রাশির ভোগকালের প্রথম ও শেষ দিন, সংক্রান্তি। নির্গতো ভাগোযন্ত। ২ ভাগ রহিত।

“পতিতস্তৎস্বতঃ স্রোবঃ পশুশ্চোদ্যন্তকো জড়ঃ।

অকোহচৈবিকংস্তরোগার্থো ভর্যব্যন্তে নিরংশকঃ।” (বাঙ্ক°)

পতিত, তৎপুত্র এবং স্রোব প্রভৃতি নিরংশক, অর্থাৎ ভাগহীন, ইহাদিগকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হয় না, কেবল প্রতিপালন করিতে হয়।

নিরক্ষ (ত্রি) নির্গতঃ অক্ষতদুরতি যন্ত। অক্ষোত্তিস্তদদেশ, নিরক্ষদেশ। পৃথিবীকে উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ এই দুই ভাগ করিলে যে যেখা দ্বারা ভাগ করিতে হয়, তাহাকে বৃত্ত বলে, তাহার উপরস্থিত দেশ সকলকে নিরক্ষদেশ কহে। এই নিরক্ষদেশে দিব্যরাত্র সমান। পূর্বদিকে ভাদ্রাবর্ষে যমকোটি দেশ, দক্ষিণে ভারতবর্ষে লঙ্কা, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে রোমক ও উত্তরকুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী। এই সকল নিরক্ষদেশস্থিত দেশে দিব্যরাত্র সমান। হৃদ্য এই সকল দেশের বিষুবরেখাস্থিত হইয়া গমন করেন, এই জন্য দিব্যরাত্র সমান হয়। (হৃদ্যসি°)*

নিরক্ষরেখা (ক্রী) নাভীমণ্ডল, নিরক্ষবৃত্ত। পৃথিবীর কোন এক স্থানের দূরত্ব।

নিরয়ি (পুং) নির্গতোহয়িত্তৎসাধ্যকার্যঃ যন্তাৎ। শ্রোত ও দ্বার্ষ্ট অয়িসাধ্যাকর্ম্মরহিত ব্রাহ্মণ, যাহারা বেদবিহিত ও স্মৃত্যুত অয়ি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

“একোদ্বিষ্টঃ সদা কুর্ধ্যাৎ নিরয়িঃ শ্রাদ্ধদঃ স্বতঃ।” (উশনাঃ)

নিরয়ি ব্রাহ্মণ সর্বদা একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ বিধির অনুষ্ঠান করিবেন। সায়িক ব্রাহ্মণ যদি অয়ি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে পুত্রহত্যাতুল্য পাতক হইয়া থাকে। মনু অয়ি-পরি-ত্যাগ উপপাতক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

নিরঙ্কুশ (ত্রি) নির্নান্তি অঙ্কুশ ইব প্রতিবন্ধকো যন্ত। ১ প্রতিবন্ধশূন্য, বাধাশূন্য। ২ অনিবাধ্য। ৩ স্বেচ্ছাচারী। “নির-ঙ্কুশাঃ করয়ঃ” (লোকপ্রসঙ্গি)।

“কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকাম নিরঙ্কুশঃ।” (গীতগো°)

নিরঙ্গ (ত্রি) নির্গত অঙ্গং যন্ত। ১ অঙ্গহীন। (ক্রী) ২ রূপ-কালঙ্কারভেদ। রূপক অলঙ্কার তিনপ্রকার পরস্পরিত, শাস্ত ও নিরঙ্গ।

* “সমস্তাংমেরমধ্যাক্ত তুল্যভাগেণ ত্রৈয়ং।

ঋগেধু দিকুপূর্বাদি-নগর্যো দেবনিয়িতাঃ।

ভূবৃত্তপাদে পুঙ্কতাঃ যমকোটিভিঃ বিজ্ঞতাঃ।

ভাদ্রাবর্ষে নগরী স্বর্ণপ্রাকারভরণাঃ।

যাম্যাব্দাঃ ভারতবর্ষে লঙ্কা তম্বহতী পুরী।

পশ্চিমে কেতুমাল্যো রোমকাখ্যা একীভিতাঃ।

উদকসিদ্ধপুরীনায়া কুরুবর্ষে একীভিতাঃ।

ভূবৃত্তপাদবিষয়ান্তা দ্যাক্তোত্তঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

ভাত্যাক্তোত্তরগো মেরুত্বাখ্যানেব সুরাশ্রয়ঃ।

তাসামুপরিগো ষাতি বিষুবরেখা দিব্যকরঃ।

ন তামু বিষুবরেখা নাক্ষত্রোত্তরিরিষ্যতে।

যেক্ষরতম্বহতা যথো প্রবর্ত্যে নভঃস্থিতৈঃ।

নিরক্ষদেশসংস্থানামুত্তরে ক্রিতিজাহারে।” (হৃদ্যসি°)

“তৎপরম্পরিতং সাক্ষং নিরন্তরিত্বং চ দ্বিধা।”

(সাহিত্যম্ ১:১৩৬৯) [রূপক বোধ]

নিরন্তর (ত্রি) নির্গতমূলভাঃ, অহ সমাসান্তঃ। অস্থি হইতে নির্গত।

নিরঞ্জন (স্ত্রী) নির্গতমজিনাং। অজিন হইতে নির্গত।

নিরঞ্জন (স্ত্রী) শালাকোপারের অভ্যাস রজ্জুর প্রথম ও বর্ত্তভাগ।

“বিংশত্যরত্নশালা” (কাব্যো জ্যো ৭:১১২৪)

‘দশারত্নরত্নভাসরজ্জুঃ তত্ভাঃ প্রথমে বর্ত্তে ভাগে’ (কর্ক)

নিরঞ্জন (ত্রি) নির্গতং অজ্ঞং কঙ্কলং তদবি সমলং অজ্ঞানং বা যন্মাং। ১ কঙ্কলরহিততন্ত্রে, অজ্ঞানশূন্য। ২ দৌবরহিত। ও অজ্ঞানশূন্য, পরমাত্মা।

“তদা বিদ্বান্ পূণ্যাপাণে বিশ্ব নিরঞ্জনং পরমং সারামুপৈতি।”

(যুক্তকোপনি)

(পুং) ৪ যোগিবিশেষ।

“কানেরী পূজাপাদশ্চ নিতানাতোনিরঞ্জনঃ।” (হঠযোগদীপিকা ৭)

৫ মহাদেব। (হরিবং ভবিষ্যৎ ১৪:২)

নিরঞ্জনযতি, ভগবদ্যম-সাহায্যসংগ্রহ-রচয়িতা।

নিরঞ্জন (স্ত্রী) নিনাতি অজনমিব অন্ধকারো যত্ টাপ্। পূর্ণিমা।

নিরঞ্জনী, একটা উপাসক সম্প্রদায়। নিরানন্দস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তিনি নিরঞ্জন নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্তিত শাখা নিরঞ্জনী নামে অভিহিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রামানন্দের মত অবলম্বন করিয়া সাকার উপাসক বৈষ্ণব উদাসী হইয়াছে। ইহারা কোপীন ধারণ, কপ্তাব্যবহার, লোহিতবর্ণের শ্রী-যুক্ত তিলকধারণ ও অনেক বৈষ্ণবোচিত কার্যকলাপ করিয়া থাকেন। মাড়বার প্রদেশে ইহাদের অনেক ধর্ম্মযামির আছে। ইহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অন্ন গ্রহণ করে, এই জন্যই রামানন্দীরা বা সাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ বৈরাগীরা ইহাদের হস্তে ভোজন করে না।

ইহাদের মন্দিরে সীতারামের মূর্তি, শালগ্রামশিলা, পোস্তী-চক্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

নিরত (ত্রি) নি-রম-জ্ঞ। নিবৃত্ত। দানবপ্রাকার—

“একাং শাখাং সকরাং বা বড়্ভিরদ্বৈরদীত্য চ।

ষট্কার্মনিরতোবিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ ॥” (দেবল)

নিরতি (স্ত্রী) নিতর্য্য রতিঃ, নি-রম-জ্ঞিন্। অত্যন্ত রতি।

নিরতিশয় (পুং) নির্গতোহতিশয়ো যন্মাং নিতর্য্য অতিশয়ো বা। অত্যন্তাতিশয়, স্বাপেক্ষাধারা অতিশয়শূন্য পরমেশ্বর, যাঁহা হইতে আর অতিশয় নাই।

“তত্ত নিরতিশয়ং সর্বজবীজং।” (পাতং দ° ১:২৫)

পরমেশ্বরে নিরতিশয় জাম থাকায়, তিনি সর্বজ্ঞ অর্থাৎ জাহাজে সর্বজ্ঞতার অসুমাশক পরিপূর্ণজাবশক্তি বিভ্রম আর্হে, অল্প আশ্রয় তাহা নাই। তাহার বরূপ অন্ধকে বুঝাইতে হইলে, অন্ধমানের সাহায্য লইতে হয়। সেই অন্ধমান প্রণালী এইরূপ যে, সকল আশ্রয়তাই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, সকল আশ্রয় অসীত, অনাগত ও বর্ত্তমানে মুক্তি পাবে। কেহ বা অন্ধজ্ঞ, আবার কেহ বা তদপেক্ষা অধিকজ্ঞ। অতএব যাঁহা হইতে অধিকজ্ঞ আর আশ্রয় নাই, যাঁহাতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে, সেই পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞবীজ নিরতিশয় আছে। তদপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই। (পাতং দ°)

নিরত্যয় (ত্রি) নির্গতোহত্যয়ো যন্ত। ১ অত্যয়শূন্য।

“নিরত্যয়ং সাম ন দানবর্জিতং।” (কিত্তাত)

২ অত্যয়াত্মক।

নিরধ্ব (ত্রি) বিজ্ঞপ্তোহধ্বনঃ, প্রাঙ্গিসমাসে অহ সমাসান্তঃ। অধ্ব হইতে নিজ্ঞাত, পথ হইতে নিজ্ঞাত।

নিরমুনাসিক (ত্রি) নির্গতং অমুনাসিকং অমুনাসিকং যন্ত। অমুনাসিক ভিন্ন বর্ণভেদ। যে বর্ণে অমুনাসিকবর্ণ নাই।

“বলো দ্বিধারো নিরমুনাসিকঃ সাহুনাসিকঃ।” (যুক্তবোধ)

নিরমুনোজ্যাসুযোগ (পুং) ভায়হরোক্ত নিগ্রহস্থান।

“অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানাভিযোগঃ।” (ন্যায়সূত্র ৫:২১২৩)

বৃত্তিকারের মতে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন।

‘অবসরে যথার্থনিগ্রহস্থানোদ্ভাবনাতিরিক্তং যন্ত্রিগ্রহস্থানোদ্ভাবনং তৎ।’ (বৃত্তি ৫:৬৫)

নীলকণ্ঠের মতে ‘নিগ্রহস্থানরহিতে নিগ্রহস্থানোদ্ভাবনম্।’ (নীল)

ইহা চারিপ্রকার—হল, জাতি, আভাস ও অনবসর-গ্রহণ। (দিনকরী)

নিরমুরোধ (ত্রি) যে অমুরোধ মানেনা, অপ্রীতিকর।

(অমরশতক ৮৭)

নিরন্তর (ত্রি) নির্নাতি অন্তরং যন্মিৎ যন্মাং বা। ১ নিবিড়।

(নির্গতমন্তরং যন্মাং প্রোদিবহ) ২ সন্তত, অবিচ্ছিন্ন সন্ততিযুক্ত। সন্ততি ছই প্রকার দৈনিকী ও কালিকী, তন্মধ্যে দৈনিক বিচ্ছেদশূন্য।

“ভূভর্তৃরায়তনিরন্তরসন্নিবিষ্টাঃ।” (মাঘ)

কালিক-বিচ্ছেদশূন্য, নিরবধি।

“কপিলানাং সবৎসানাং বর্ষমেকং নিরন্তরম্।” (বনপর্ব ২৭ অ°)

৩ অনবকাশ, অবকাশশূন্য।

“সক্কনরোঃ স্তনরোরিব নিরন্তরং” (আখ্যাসপ্তশতী ৪৩৮)

৪ যন। ৫ অপরিধান। ৬ অনন্তধন, অতর্ধানশূন্য। ৭

অন্তেদ। ৮ ভাদব্যবহিত। ৯ অন্তর বা ছিদ্রহীন।

"নিরন্তরাশ্বতরবাতবৃষ্টিঃ" (কুমার ৫২৫)

১০ বিনা। ১১ অবহি। ১২ অনাসীদ। ১৩ অমধ্য।

১৪ অনন্তরাশ্ব।

নিরন্তরাভ্যাস (পুং) নিরন্তরঃ সততোহভ্যাসো যত্রঃ কৰ্মধা।

১ স্বাধায়। ২ সতত আকৃতি।

নিরন্তরাল (ত্রি) ১ অন্তরালশূন্য। ২ নিরন্তর অর্থ।

নিরঙ্কসু (ত্রি) নিরয়। 'নিরঙ্কসং নিরান্নাং।' (স্বামী)

"নিরঙ্কসং কালময়ব্রহ্মণু" (ভাগ° ৪।৩০।৪০)

নিরন্ন (ত্রি) অন্নহীন, খাদ্যভাব।

"প্রজ্ঞা নিরয়ে ক্রিতিপৃষ্ঠ এত্যা

কুংকামদেহাঃ পতিমভাবোচন।" (ভাগ° ৪।৩০।৪০)

নিরন্তর (ত্রি) নাস্তি অধঃ সৰ্ব্বত্র যত্র। ১ সৰ্ব্বত্রহিত।

২ স্বামিসম্বন্ধভাৱপ সৰ্ব্বকশূন্য ত্বেতেন।

"স্যাৎ সাহসং স্বধরবৎ প্রগভঃ কৰ্ম যৎ কৃতং।

নিরন্তরং ভবেৎ ত্বেতং স্বতাপকুস্মতে চ যৎ ॥" (মনু ৮।৩৩২)

"নিরন্তরং স্বামিপরাংকপকৃতং ত্বেতং।" (কুল্লুক)

৩ স্বামিসম্বন্ধশূন্য ত্বেতঃ। ৪ নির্কলং।

নিরপ (ত্রি) জলহীন।

নিরপত্রপ (ত্রি) নির্গতা অপত্রপা লক্ষ্য যন্তেতি। ১ খুট।

২ নির্জঙ্ঘ।

"ততো হসন্ স ভগবানহরৈর্নিরপত্রপৈঃ।" (ভাগ° ৩।২০।২৪)

নিরপরাধ (ত্রি) ১ নির্দোষিতা। (ত্রি) নাস্তি অপরাধো যত্র। ২ নির্দোষ, নিশাপ।

"জাতা নিরপরাধানাং জনানাং ব্যাপরীদৃশী।" (রাজত° ২।৩১)

নিরপবর্ত (ত্রি) ১ যে অপবর্তন করে না বা করে না।

২ ভাস্কর দ্বারা যাঁহা ভাগ করা যায়। (বীজগণিত)

নিরপবাদ (ত্রি) ১ অপবাদশূন্য। ২ নির্দোষ।

"মমাপোষ ত্তোত্রো হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ।" (মহিষসূতব)

নিরপায় (ত্রি) অপায়শূন্য, বাহ্যর বিনাশ নাই। অনন্ত, অক্ষর।

"কালাকাঙ্ক্ষী চরেন্নোকাস্মিন্নপায় ইবাশ্ববান্।" (ভারত শাস্তি)

নিরপেক্ষ (ত্রি) নির্গতা অপেক্ষা যত্র প্রাদিবহ°। ১ অপেক্ষা-

শূন্য, নিজের স্বার্থের প্রতি যে চাহে না, স্বার্থশূন্য। ২ যে অন্তের

অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীন।

"কলত্রনিরপেক্ষেচ চৌটৈতরজ দারুণৈঃ।" (রামা° ৬।২২।৪২)

৩ আশাশূন্য। ৪ অশক্তবিরক।

"সাপেক্ষনিরপেক্ষাণি ক্রতিব্যাক্যানি কোবিদৈঃ।" (জ্যোতি°)

(স্ত্রী) ৫ অনাদর, অবহেলা।

নিরপেক্ষা (স্ত্রী) নিরপেক্ষ-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ অবজ্ঞা। ২ নিরাশা।

"ভগোদ্বাভিরাশেপ রাজো চ নিরপেক্ষা।" (রামা° ২।১১।৬৫)

নিরপেক্ষিত (ত্রি) অনাহত।

"অহো জীবতি কথমাশ্বনিরপেক্ষিতঃ।" (প্রবোধচক্রো°)

নিরপেক্ষিন্ (ত্রি) ১ কোন বিষয়ে বাহ্যর অপেক্ষা বা আশা নাই। ২ সর্ববিষয়ে অনাদরকারী।

নিরভিভব (ত্রি) ১ অভিভবশূন্য, অপরাভেয়। ২ অপমানিত বা নিম্ন হইবার নহে।

নিরভিমান (ত্রি) নাস্তি অভিমানঃ যত্র। ১ অভিমানশূন্য।

"ব্রহ্মাশ্বাহুতবোহপি নিরভিমান এবাবনি যজ্ঞশূণ্য।" (ভাগ° ৫।১৫।৭)

নিরভিলাষ (ত্রি) অভিলাষরহিত।

নিরভীমান (ত্রি) নিরভিমান, অভিমানশূন্য। (মার্কপু° ২৮।১৭)

নিরভ্র (ত্রি) ১ অভ্র বা মেঘশূন্য। (অব্য) ২ মেঘশূন্য আকাশে। (শাকু°)

নিরমণ (স্ত্রী) নিরমণঃ রমণং। ১ নিরমণ রতি, অত্যন্ত অমুরাগ। (নিকট ১।৭)

নির-ম-আধারে লুট্, নিরমণঃ রমাত্যাদিন্। ২ নিরমণ

রাগাদ্যর। "অশ্বশতং নিবষ্টে নিরমণম্।" (শত° ব্রা° ১৩।৪।২।৫)

নিরমর্ষ (ত্রি) ১ অমর্ষশূন্য, দীর। ২ তেজোহীন।

নির-মসোর, ঔষধবিশেষ। আফিমের বিষনাশক। এই ঔষধ পঞ্জাব হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরের মহামেলার প্রেরিত হয়।

নিরমিত্র (ত্রি) নির্গতোহমিত্রোযন্ত। ১ শত্রুরহিত।

(পুং) ২ ৪র্থ পাণ্ডব নকুলের পুত্র। (ভার° আদি ৪৫)

৩ ত্রিগর্তরাজের এক পুত্র। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন। (ভ্রোগপর্ক ১৫৭ অ°)

৪ বার্ষদ্রথবংশীয় ভবিষ্যনুভেদ, অযুতায়ুর পুত্র। (ভাগ° ৯।২২।৩০) ৫ দণ্ডপাণির এক পুত্র। ৬ একজন ঋষি, শিবের পুত্র বলিয়া খ্যাত। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

নিরম্বর (ত্রি) অম্বর বা বস্ত্রশূন্য, দিগম্বর।

নিরম্বু (ত্রি) ১ জলহীন। ২ নিবিচ্ছিন্ন, ত্যক্তোদক।

"নিরম্বু নিষিদ্ধম্বু যেন সঃ ত্যক্তোদকঃ।" (স্বামী)

"নিরম্বুধারয়েৎ প্রাণান্ কোঃ বৈ দিবাসরাঃ শতম্ ॥" (ভাগ° ৭।৩।১৯)

নিরয় (পুং) নির্গতঃ অরোগমনঃ যত্র নির-ই-আধারে অচ। নরক।

নিরয়ণ (স্ত্রী) নির-অর-ভাবে লুট্। ১ নির্গমন। করণে লুট্।

২ নির্গমনোপায়। "পশ্চাৎ নিরয়ণঃ কৃতম্" (ঋক্ ১০।১৩৩।৬)

"নিরয়ণং নির্গমনোপায়ঃ" (সারণ)

নিরগল (ত্রি) নির্গতি অর্গলমিব প্রতিবন্ধকো যত্র। অনর্গল, অবাধ, প্রতিবন্ধকশূন্য।

“নিরর্গলান্ সর্বমেধান পূজবৎ পালয়ন্ত প্রজাঃ।” (ভারত ৭।১।৬২)
নিরর্থ (পুং) নির্গতোর্থ বস্মাৎ। ১ অর্থশূন্ত। ২ নিফল। ৩
অভিধেরশূন্ত।

নিরর্থক (ত্রি) নির্গতোর্থো যন্ত প্রাদিবহ বা কপু। ১ নিফল,
মোষ।

“ইংং জ্ঞাননিরর্থকং ক্রিতিতলেহরণো যথা মালতী।” (সাহিত্য দং)
২ অভিধেরশূন্ত। ৩ কাব্যদোষভেদ।

“নিরর্থকস্তহীতাদি পূরণৈকপ্রয়োজনম্।” (চন্দ্রালো)
৪ ভায়ব্জ্যোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। “বর্ণক্রমনির্দেশবনিরর্থকম্।”
বৃত্তিকারের মতে অবাচক পদপ্রয়োগকে নিরর্থক বলা যায়।
“নিরর্থকং নিগ্রহস্থানমবাচকপদপ্রয়োগ ইতি কলিতার্থ।”
(বিখ্যাত)

নিরর্থতা (স্ত্রী) নিরর্থন্ত ভাবঃ নিরর্থ-তল্-টাপ্। অর্থশূন্ততা।

নিরর্থদ (স্ত্রী) নরকভেদ।

নিরব (পুং) নি-কৃ-ভাবে অপ্। (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭)
১ নীরব, রবাতাব। নি-কৃ-অপ্। ২ নিশব্দ। ৩ অপালন।
৪ নির্গতরক্ষক।

“নভোজুবা যদ্বিরবন্ত বাদ” (ঋক্ ১।১২২।১১)

‘নিরবন্ত নির্গতরক্ষক’ (সারণ)

নিরবকাশ (ত্রি) নির্গতোহবকাশো যন্ত। ১ অবকাশশূন্ত,
যাহার অবকাশ নাই। ২ অসম্ভব কালান্তরকর্তব্যাক্ত কার্য।

নিরবগ্রহ (পুং) নির্গতোহবগ্রহঃ প্রতিবন্ধো যস্মাৎ। ১ স্বতন্ত্র,
স্বচ্ছন্দ। ২ অস্ত্রোচ্ছানধীনপ্রবৃত্ত যুদ্ধ, অপরের ইচ্ছার অধীন
নহে, এইরূপ যুদ্ধ।

“কেচিৎ ক্রোধমাবিষ্টা মদাক্ষা নিরবগ্রহাঃ।” (ভারত ৬।৯ অ°)

৩ বৃষ্টিপ্রতিবন্ধশূন্ত।

নিরবচ্ছিন্ন (ত্রি) ১ অনবচ্ছিন্ন, নিরন্তর। ২ বিতৃক, নির্মল। ৩
শুদ্ধ, কেবল।

নিরবদ্য (ত্রি) নির্গতঃ অবদ্যঃ দোষঃ, অজ্ঞানঃ রাগদেবাদি বা
যন্ত। ১ নির্দোষ, উৎকৃষ্ট।

“নিরবদ্যবিদ্যোদ্যোতেন দ্যোতিতঃ” (দায়ভাগ)

২ অজ্ঞানশূন্ত, রাগাদিশূন্ত পরমাত্মা।

“নিফলঃ নিষ্ক্রিয়ঃ শান্তঃ নিরবদ্যঃ নিরঞ্জনঃ।” (ধেতা° উ°)

দ্বিগং টাপ্। ৩ গায়ত্রীভেদ। (দেবীভাগ° ১২।৬।৮৪)

নিরবদ্যপুণ্যবল্লভ, প্রাচীন কনেরকি শিলাপিপিরচয়িতা।
ইনি একজন প্রধান অমাত্য। যুদ্ধ ও সন্ধির ভার ইহার উপর
অর্পিত হইয়াছিল।

নিরবধি (ত্রি) নির্গতি অবধির্যন্ত। ১ নিরন্তর, সত্য। ২ বাহার
অবধি নাই, অসীম।

নিরবয়ব (ত্রি) নির্গতোহবয়বো যন্ত। ১ অবয়বশূন্ত, আকার-
হীন। ভায় মতে পরমাণু ও আকাশাদি। ২ সর্বথা অবয়বশূন্ত
ব্রহ্ম। “নাশকারণাভাবেন নিরবয়বজ্ঞাপ্যঃ নাশাভাবঃ”।

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

নিরবরোধ (ত্রি) নির্গতি অবরোধঃ যস্য। অবরোধধরিত,
প্রতিবন্ধরহিত।

“জ্ঞাপি নিরবরোধঃ স্বৈরেন বিহরসিতি” (ভাগ° ৫।১৪।৩১)

‘নিরবরোধঃ প্রতিবন্ধরহিতঃ’ (শ্রীধরস্বামী)

নিরবলম্ব (ত্রি) নির্গতি অবলম্বোযস্য। অবলম্বনশূন্ত, বাহার
কোন অবলম্বন নাই, বাহার আশ্রয় বা সহায় নাই।

“সত্ত্বতিছেদনিরালালানং কুলানং” (শকুন্তলা)

নিরবলম্বন (ত্রি) নির্গতি অবলম্বনঃ যস্য। নিরাশ্রয়, অসহায়।

নিরবশেষ (ত্রি) নির্গতোহবশেষো যস্য। অবশেষশূন্ত, সমগ্র।
“যাবৎ নিরবশেষঃ ভবতি তাবৎ দাহয়িত্বা।” (আশ্ব° প্রো° ৩।১১।৫)

নিরবশেষিত (ত্রি) নিঃশেষিত, বাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই।

নিরবসাদ (ত্রি) নির্গতি অবসাদো যস্য। অবসাদশূন্ত, খেদহীন।

নিরবসিত (ত্রি) নিঃ অব-সো-ক্ত। ১ বাহারি ভোজন করিলে
পাত্রসংস্কার করিলেও বিতৃক হয় না। পাত্রবহিকৃত, চাণালাদি।

নিরবস্কৃত (ত্রি) দৌত, পরিস্কৃত।

নিরবস্তার (ত্রি) নির্গতি অবস্তারঃ আন্তরগং যন্ত। আন্তরগহীন।

“নরনাথ ন জানীমস্বৎপ্রি়া যম্যবসতি।

ভূতলে নিরবস্তারে শয়নানং পশু শক্য়হন্।” (ভাগ° ৩।২৬।১৭)

‘নিরবস্তারে আন্তরগহীনে’ (স্বামী)

নিরবহালিকা (স্ত্রী) নিঃ-অব-হল্-ধূল্ টাপি অতইহৎ।
প্রাচীর। (শব্দমালা)

নিরবিন্দ (স্ত্রী) পর্কতরূপতীর্থভেদ।

“অগ্নপৃষ্ঠে গয়ায়াঞ্চ নিরবিন্দে চ পর্কতে।” (ভারতঅমৃ° ২৫ অ°)

নিরশন (স্ত্রী) নিঃ-অশ-লুট্, অশনস্য অভাবঃ, অব্যয়ীভাবঃ।
অশনশ, ভক্ষণাভাব। (ত্রি) নির্গতঃ অশনঃ ভোজনাদিকং
যস্মাৎ। ভোজনরহিত।

নিরক (ত্রি) অন্ত-ব্যাণ্টৌ কৃ, হান্দসভাৎ যডম্। নিরাকৃত।

“বৃষাণ্ডে ন বধ্নয়ো নিরক্টাঃ” (ঋক্ ১।৩।৩৬)

‘নিরক্টান্তেন ইঙ্গো নিরাকৃতাঃ’ (সারণ)

(পুং) নির্গতানি অষ্টৌ বয়োব্যক্তনানি যস্মাৎ ডট্ সমা-
সাত্তঃ। চতুর্বিংশতিবর্ষীয় অর্থ।

“অশ্বশতঃ নিরক্টঃ নিরসনঃ” (শত° ত্রা° ১৩।৪।২।৫)

‘অশ্বস্য দশতুগতানি বয়োব্যক্তনানি ভবন্তি মেবৈকং ত্রীণি
ত্রীণি বর্ষাণি অহুযর্ষতে তাত্ত্বৌ ব্যক্তনানি নির্গতাত্মাদিতি
নিরক্টঃ চতুর্বিংশতিবর্ষীয়ম্’ (ভাষ্য)

নিরস (ত্রি) নিরুত্তো রসো যদ্বাৎ। নীরস, রসহীন। (পুং)
রসলা অভাবঃ। রসাতাব। ত্রিরাং টাপ্।

নিরসন (স্ত্রী) নিরসাতে ক্রিপাতে ইতি নির-অস-লুট্।
১ প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ।

“সপিত্ত্বিক্রিয়াং দৃষ্টে। রাত্তরিরসনঞ্চ তৎ।

নিরতো বস্ত্রসামাস প্রজাহিতচিকীৰ্ষা ॥” (ভারত ১৪৪১০)

২ বশ। ৩ নিষ্কিনন। ৪ প্রতিক্ষেপ।

‘নিরসনং নিরাসে স্যাৎ বধে নিষ্কিননমপি চ।’ (বিশ)

নিরসা (স্ত্রী) নিরস-টাপ্। নিঃশ্রেণিকাত্ত্বণ। (রাজশি)

নিরসনীয় (ত্রি) নির-অস-অনীয়। ১ নিবর্তনীয়, নিবারণীয়।
যাহা নিরাস করা উচিত। ২ বহিষ্করণীয়।

নিরস্ত (ত্রি) নির-অস-ক্ত। ১ অপ্রতিবাদ, তাকুশর। ২ বরিতো-
সিত। ৩ শীঘ্রোচ্চারিত বাক্য। ৪ নিরাকরণবিশিষ্ট, পর্যায়—
প্রত্যাদিষ্ট, প্রত্যাখ্যাত, নিরাকৃত, বিকৃত, বিপ্রকৃত, প্রতিক্রিষ্ট,
অপবিত্র। (হেম) ৫ নিষ্ঠূত। ৬ প্রেবিত। ৭ প্রতিহত।

‘নিরস্তগ্রন্থ নিষ্ঠাতে প্রেবিতোষৌ ক্রতোষিতে। সত্যাক্তে
চ প্রতিহতে’ (যেদিনী) ৮ সত্যাক্ত, বর্জিত।

“ময় বিষজ্ঞেনো নান্তি প্রাণাত্ত্বজ্ঞানীরপি।

নিরস্তে পাদপে দেশে এরোহপি ক্রমায়তে ॥” (হিতোপদেশ ১৪৮)

ভাবে-ক্ত। ৮ নিষ্কিনন। ৯ বিচারণ। ১০ ক্ষেপণ।

নিরস্ত (ত্রি) নির্নাস্তি অস্তঃ যস্য। অস্তশূন্য, বাহ্যর অস্ত্র নাই,
অস্ত্রহীন।

নিরস্থি (স্ত্রী) নির্গতঃ অস্থিঃ যদ্বাৎ। দুরীকৃতাস্থিক মাংস, অস্থি-
হীন মাংস, যে মাংসের অস্থি পৃথক্ করা হইয়াছে।

“মাংসং নিরস্থিঃ স্থশিরঃ পুনর্দৃশ্যচর্চিতম্।” (হুশ্রুত)

নিরস্ত (ত্রি) ১ নিরসনীয়, পরিহার্য। ২ খণ্ডনীয়।

“সম্বন্ধনং প্রধানানং নিরস্যামাক নিরুতিঃ। (কাম ১৩৫৫)

নিরস্তমান (ত্রি) ১ খণ্ডমান, দুরীকৃতমাণ। ২ চাপা।

নিরহকার (ত্রি) নির্গতোহকারো যস্য। অভিসানশূন্য, দেহ ও
ইঞ্জির প্রকৃতি ‘অহং’ আমি এই প্রকার অভিসানবর্জিত।
অভিসানরহিত। বাহ্যর দেহাদিতে আত্মাভিসান নাই,
আত্মাভিসানবর্জিত। ২ ধনবিদ্যাব্যাদি নিমিত্ত আত্মোৎকর্ষ
সম্ভাবনাহীন, অহঙ্কাররহিত, নিরভিসান।

নিরহংকৃত (ত্রি) অভিমনিশূন্য।

“এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহংকৃতঃ।” (ভাগ ৩১৬৮)

নিরহংকৃতি (স্ত্রী) নিরহঙ্কার।

নিরহংক্রিয় (ত্রি) নট্যহঙ্কার।

“লীলেক্ষসতি কৃতজ্ঞ ঋণিজো নিরহংক্রিয়ঃ।” (ভাগ ৩১৭১৩)

নিরহয় (ত্রি) নির্গতমহমিতি শ্রুতিবত। অহঙ্কারশূন্য।

“হনামহংসং নিরহং প্রপদ্যো।” (ভাগবত ৫১৩৫)

নিরহংমতি (ত্রি) নিরহঙ্কার।

“নাসঙ্কতেত্রিয়ার্থেবু নিরহংমতিরকবৎ।” (ভাগ ৪৪২৪২)

নিরহু (পুং) নির্গতমহঃ ট্ সনা। ১ নির্গত দিন। (ত্রি)
২ দিন হইতে নির্গত।

নিরাক (পুং) নির-অক-বক্তৃগতৌ ভাবে ষক্ত্। ১ পাক।
২ বৈদ। কথ্যণি ষক্ত্। ৩ অসৎ কথ্যকল।

নিরাকরণ (স্ত্রী) নির-অ-ক-ভাবে লুট্। ১ নিবারণ। ২ খণ্ডন।
৩ প্রত্যাখ্যান, দুরীকরণ। ৪ যীমানসা, সিদ্ধান্ত। ৫ অবধারণ,
নির্ণয়।

“হর্গন্তোরসাহসিকামিকটকনিরাকরণে প্রকৃষ্টযত্নঃ সনাকুর্ধ্যাৎ”
(মহু ৯২৫২ কুল্লক)

নিরাকরিয়ু (ত্রি) নিরাকরোতি তচ্চীলঃ নির-আ-ক্ ইফুচ।
(অলংকারিবাচুক্রতি। পা ৩২১৩৬) নিরাকরণশীল।
পর্যায়—ক্ষিপু।

“নিরাকরিয়ুবুভিষুবুভিষুঃ পরিতোরণম্।” (ভট্ট ৫১১)

দুরীকরণসমর্থ, প্রত্যাখ্যানকারী।

নিরাকরিয়ুতা (স্ত্রী) নিরাকরিয়ু ভাবে-তল্-টাপ্। নিরা-
করণশীলের কাথ্য বা ভাব।

“হর্ম্যেথৎ মন্দতা চ স্বপ্নে মৈথুননিমিত্তা।

নিরাকরিয়ুতা চৈব বিজ্ঞয়াঃ পাশবা গুণা ॥” (হুশ্রুত)

নিরাকাজ্জ (ত্রি) নির্নাস্তি আকাজ্জা যত্। আকাজ্জাশূন্য।
নিষ্পৃহ, স্পৃহাহীন।

নিরাকাজ্জা (স্ত্রী) আকাজ্জাশূন্যতা, নিষ্পৃহতা, স্পৃহাশূন্যতা।

নিরাকাজ্জিন্ (ত্রি) নিরাকাজ্জ অণ্ডার্থে-ইনি। নিরাকাজ্জযুক্ত।

নিরাকার (পুং) নির্গত আকারো দেহাদিদৃশ্যস্বরূপঃ যদ্বাৎ।
পরমেশ্বর, ব্রহ্ম।

“সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নিগুণং প্রভৃম্।

সর্গাধারঞ্চ সর্গঞ্চ যেষ্ছাকরণং নমামাহম্ ॥

তেজঃ স্বরূপো ভগবান্ নিরাকারো নিরাশ্রয়ঃ।

নির্দিষ্টো নিগুণঃ সাক্ষী বাহ্যারামপরাংপরঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ পঞ্চপতিখ ৩২ অ°)

পরব্রহ্ম নিরাকার, বস্তৃতঃ তাহার কোন আকার নাই।
ব্রহ্মবিষয়ক কোন তত্ত্বের আলোচনা করা, বিভ্রমনা মাত্র,
যেহেতু স্রুতি বশিরাছেন—

“হৃদোবাণো নিকর্ষন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ।” (শ্রুতি)

যে হৃদে বাইতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য প্রত্যাখ্যাত
হইয়া থাকে।

এই বিষয় বেদান্তে এইরূপ লিখিত আছে, নিরাকার ও

সাকারবোধক হই প্রকার ক্রতি দেখিতে পাওয়া যায়। বহন ক্রতিতে হই প্রকারই পাওয়া যায়, তখন ব্রহ্ম নিরাকার বা সাকার ইহার মধ্যে কোনরূপ স্থির করিতে হইবে? এইরূপ আপত্তিতে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম রূপান্বিত নিরাকার, ইহাই স্থির করা কর্তব্য। রূপান্বিত সাকার স্থির করা কর্তব্য নহে। কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্যসমূহ নিরাকার ব্রহ্মই প্রতিপাদন করিয়াছে, তিনি হুল, স্বল্প, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়। তিনি আকাশ, নাম এবং রূপের নির্বাহক, নাম ও রূপ যাহার অন্তরে তিনিই ব্রহ্ম। তিনি দিব্য, মূর্তিহীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, স্তূতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ—অজ-রহিত। তিনি অপূর্ণ, অনপন্ন, অনন্তর ও অব্যাহ। এই আত্মাই ব্রহ্ম ও সকলের অমৃত্ত্বিরূপ। এই সকল বাক্য সুধারূপে নিম্নপক্ষ ব্রহ্মাত্মতার বোধ করায়, ঐ সকল ক্রতিতে শব্দান্বয়ী নিরাকার ব্রহ্মপ্রধান এবং সাকার ব্রহ্ম-বোধক বাক্যরাশি উপাসনাবিধিপ্রধান বলিয়া অবধারণিত হয়। আরও সাকার নিরাকার, এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবোধক ক্রতি থাকিলেও, নিরাকার ক্রতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ এবং সাকারবোধক ক্রত্যর্থের প্রত্যুত্তরে লিখিত হই-
য়াছে, যেসকল সূর্যাসম্বন্ধীয় বা চন্দ্রসম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেও তাহা গজু ও বক্রাদিভাব প্রাপ্ত অকুল প্রকৃতি উপাধির সংসর্গে গজু ও বক্রাদিভাব প্রাপ্তের জ্ঞায় হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাও পৃথিব্যান্ত উপাধিসংসর্গে পৃথিব্যান্ত আকার প্রাপ্তের জ্ঞায় হন। অতএব উপাসনার উদ্দেশে পৃথিব্যান্ত উপাধি অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মের যে আকার বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বার্ষ বা বিরুদ্ধ নহে। বেদবাক্যের কতক সার্থক, আর কতক নিরর্থক, তাহা নহে, বেদবাক্য সকলই প্রমাণরূপে গণ্য।

উপাধিবোণে পরব্রহ্মের উভয় চিত্রতা—সাকার ও নিরাকার এই দ্বৈরূপা অসম্ভব, পৃথিব্যান্ত উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম তদাকার প্রাপ্তের জ্ঞায় হন, ইহা বিরুদ্ধবৎ হইলেও বাস্তবিকপক্ষে বিরুদ্ধ নহে। কেননা যাহা উপাধিসমূহের নিমিত্ত, তাহা বস্তুর ধর্ম নহে। তাহা অবিদ্যাকৃত, উপাধিমাাত্রই অবিদ্যাকর্তৃক উপস্থাপিত। স্বাত্মবিকী অবিদ্যা থাকাতাই লৌকিকব্যবহার ও শাস্ত্রীয়ব্যবহার অবতরিত হইয়াছে।

ক্রতিতেও লিখিত আছে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, একাকার ও কেবলচৈতন্য। যেসকল লবণপিণ্ড অনন্তর, অব্যাহ, সম্পূর্ণ ও রসবন, তদ্রূপ এই আত্মা অনন্তর, অব্যাহ, পূর্ণ ও চৈতন্যবন অর্থাৎ কেবলচৈতন্য। ইহাতে এইরূপ বলা হইল যে, আত্মার

অন্তর বাহির নাই, চৈতন্য জিন্ন অল্প রূপ বা আকার নাই, তিনি নিরাকার, নিরবচ্ছিন্ন, চৈতন্যই তাঁহার সার্বভৌমিকরূপ। যেসকল লবণপিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে লবণরস, অন্য কোন রসাত্তর নাই, তদ্রূপ আত্মাও অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী, তাহাতে চৈতন্য জিন্ন আর কোন রূপ নাই।

স্বভাস্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ মারদকে বলিয়াছিলেন, তুমি যে আমাকে দিবা গন্ধাদিযুক্ত অর্থাৎ মূর্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা যাহা। ইহা আমারই সৃষ্ট, এরূপ মায়িকরূপধারী না হইলে, আমাকে জানিতে পারিতে না।

“তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদমুবাচেতি—

“মারো হেবা মরো সৃষ্টো যথাং পশুসি নারদ।

সর্বভূতগুণৈশুভং নৈবাং মাং সৃষ্টং হসি ॥”

(বেদান্তভাষ্য ৩২।১৭ হৃক্ত)

ব্রহ্মের দুইটা রূপ, মূর্ত ও অমূর্ত। পরমার্থকরে তিনি অরূপ। পরম উপাধি অল্পসারে তাঁহার আরোপিতরূপ মূর্ত ও অমূর্ত, মূর্ত অর্থাৎ মূর্তিমৎ, হুল; অমূর্ত তদ্রূপিত স্বল্প। পৃথিবী, জল ও ভেজ এই তৃত্যত্র ব্রহ্মের মূর্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশধর অমূর্তরূপ। মূর্তরূপটা মর্ত্য মরণশীল। অমূর্তরূপ অবিনশী। (বেদান্ত ৩২ পা) [বিশেষ বিবরণ ব্রহ্ম দেখ।]

৩ নির্গতাত্মান।

“নিরাকারো নিরানন্দো নীনা প্রতিহতত্বনা।”

(রাম্য অর্থাৎ ১১৩ স)

নিরাকার (জি) নির্গতি আকাশং যন্ত। অবকাশশূন্য, পূর্ণ।

“কৃৎসাকারো নিরাকারো যন্তোংকিপ্তোপলা ইব।”

(রাম্য ৫।৬৫২৪)

নিরাকুল (জি) নিতরং আকুলঃ। অত্যন্ত আকুল।

“অলিকুলসকুলকুলমুহনিরাকুলবকুলকলাপে।”

(গীতগোবিন্দ ১।২৪)

২ আকুল নয়, অধ্যাকুল, শোকাহিতে যিনি অস্থির হন না।

নিরাকৃত (জি) নির-আ-কৃত-কৃত। ১ প্রত্যাপ্যাত, দূরীকৃত।

২ নিরত, খণ্ডিত। ৩ নিবারণিত। ৪ নির্গত, অবধারিত।

৫ নীমাংসিত।

নিরাকৃতি (জী) নির-আ-কৃত-কৃত। ১ প্রত্যাদেশ, নিরাকরণ, নিবারণ। নির্গতা আকৃতিবিশ্বাদিতি। (জি) ২ অনাকার, নিরাকার।

“যোহসৌ বিশ্বরূপাশ্চা পরমাত্মনিরাকৃতিঃ।” (হরিব ২১৮ অ)

৩ অশাধার। শাধারহীন, বেদপাঠরহিত। (মেদিনী)

(পুং) ৪ পঞ্চ মহাবজ্রাঙ্কনরহিত।

“যন্তো চ পণ্ডপালন্দ পরিবেতা নিরাকৃতিঃ।” (ময় ৩।১৫৪)

‘নিরাকৃতিঃ পঞ্চমহাবজ্ঞানরহিতঃ তথা চ ছন্দোগ-
পুৰিষিষ্টঃ—

“নিরাকর্তৃমরাদীনাং সবিল্লোয়ো নিরাকৃতিঃ।” (কুরূক)
৫ রোহিতমহুগুত্র। (হরিবং ৭।৬৩)

নিরাকৃতিন্ (ত্রি) নিরাকৃতমনেন নিরাকৃত-ইনি (ইষ্টাদিভাষ্য।
পা ৫।২।৪৮) নিরাকরণকর্তা।

“অলোগুণোহব্যবোধাত্তো ন কৃতী ন নিরাকৃতী।”

(ভারত শা° ২৩৬ অ°)

নিরাক্রন্দ (ত্রি) নির্নাতি আক্রন্দঃ যত্। ১ অভিযোগশূন্য।
২ স্থানবিশেষ, যেখানে কোন শব্দ শ্রুত হয় না।

নিরাক্রিয়া (স্ত্রী) ১ বহিষ্করণ। ২ অস্বীকার। ৩ প্রতিবন্ধ।

নিরাখাল, সাতারা জেলায় একটা কৃত্রিম নদী। নীরা নদীর
বামপার্শ্ব উপত্যকা ও ডীমা নদীর উপত্যকার কিয়দংশ
সিক্ত করিবার নিমিত্ত নিরাখাল কাটা হয়। নিকটবর্তী
যে সমস্ত নগরে ও গ্রামে জলকষ্ট ছিল, তথায় জলকষ্ট নিবারণের
জন্য গবর্নেন্ট এই সংকল্পের অরুচীন করেন। গ্রাম আট-
লক টাকা ব্যয়ে এই খাল কাটা হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অনারুচি-
বশতঃ পুণ্য হস্তিষ্ক হইলে, প্রধান প্রধান রাজকর্মচারিগণ
সমবেত হইয়া খালখননের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ডীমা
ও নীরা নদীর মধ্যে ইন্দাপুর উপত্যকান্ন নিৰ্মীত হইল। সেই
স্থানেই খাল খনন করা কর্তব্য বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করি-
লেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হস্তিষ্কনিপীড়িত লোকদিগকে অস-
কষ্ট হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত হোরাইটিং সাহেব তাহা-
দিগকে খননকাণ্ডে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। নীরা
নদীর বামপার্শ্ব দিয়া বরাবর নিরাখাল গিয়াছে। ইহার
দৈর্ঘ্য ১০৩ মাইল। এই খাল, পুরন্দর, ডীমঠাডী এবং
ইন্দাপুর মহকুমার ১০ খানি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রায় ২৮,০০,০০
একর জমি উর্ধ্বরা করিতেছে। জুন মাসের মধ্য হইতে
অক্টোবরের মধ্যকাল পর্য্যন্ত নীরা নদীর সমস্ত জল নিরাখাল
দিয়া অপসৃত হইতে পারে না। ডিসেম্বরের শেষভাগ পর্য্যন্তও
নীরাতে যথেষ্ট জল থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মের সময়ে নীরার জলে
কুলায় না; এই নিমিত্ত বর্ষাকালে জলসঞ্চয় করিয়া রাখা
আবশ্যক হয়। এই অভিপ্রায়ে, বেলবন্দীর নিকটে এক
চৌবাচ্চা করিয়া রাখা হইরাছে, ইহার দৈর্ঘ্য ১২ মাইল;
এবং ক্ষেত্রফল ৭১ বর্গমাইল অর্থাৎ কাইফতুনের ক্ষেত্রফল
হইতে ২ বর্গ মাইল বেশী।

অনেক স্থলে পাহাড়ের জন্ত নিরাখালের গতি বন্ধ হইয়া
পিয়াছে। কোড়ালে, মালিগাঁও এবং নিমগাঁও প্রভৃতি স্থানে
পাহাড় কাটিয়া সরলপথ করা হইরাছে।

নিরাগ (ত্রি) রাগশূন্য, রাগহীন।

নিরাগম (ত্রি) আগমহীন।

নিরাগস্ (ত্রি) নির্নাতি আগঃ যত্। নিলাপ, পাপশূন্য।

“অহো যদা নীচমনার্থাবৎ কৃতং

নিরাগসি ব্রহ্মণি গৃহতেজসি ॥” (ভাগ° ১।১২।১)

নিরাগ্রহ (ত্রি) আগ্রহহীন।

নিরাজীব্য (ত্রি) নির্নাতি আজীব্য যত্। বাহার জীবিকো-
পায় নাই।

নিরাড়ম্বর (ত্রি) আড়ম্বরশূন্য, আড়ম্বরহীন।

নিরাচার (ত্রি) নিবিলম্বিত আচারো যস্য। অনাচার,
আচারশূন্য।

নিরাতঙ্ক (ত্রি) নির্গত আতঙ্ক যত্, যদ্বাঘা। ১ ভয়শূন্য। ২
রোগরহিত। (রাজনি°)

“পুঙ্খবাসুধকীবিভ্রো নিরাতঙ্ক নিরীতয়ঃ।” (রঘু ১ সর্গ)

নিরাতপ (ত্রি) নির্গত আতপো যদ্বাঘাৎ। ১ আতপশূন্য। স্রিযাঃ
টাপ। ২ রাজি। (শব্দচ°)

নিরাত্মক (ত্রি) আত্মশূন্য, পৃথক্ আত্মা ব্যতীত।

নিরাদর (ত্রি) আদরশূন্য, অপমানিত।

নিরাদান (ত্রি) ১ আদান বা গ্রহণাত্যাব। (পুং) ২ বৃক্ষভেদ।

নিরাদিষ্ট (ত্রি) নিঃশেষ করিয়া আদিষ্ট বা বাহা পরিশেষ করা
হইয়াছে।

নিরাদেশ (পুং) সম্পূর্ণ শোধ, পরিশোধ। (ত্রি) ২ আদেশশূন্য।

নিরাধান (ত্রি) আধাররহিত।

নিরাধার (ত্রি) আধার বা আশ্রয়শূন্য।

নিরাধি (ত্রি) নির্নাতি আধিঃ রোগঃ যত্। ১ রোগশূন্য।

২ চিন্তাশূন্য, মানসিক পীড়ারহিত।

নিরানন্দ (ত্রি) ১ বাহার আনন্দ নাই। ২ শোকাকুল, শোকা-
দিতে বাহার আনন্দ নষ্ট হইয়াছে।

নিরাস্ত্র (ত্রি) নিরস্ত্র।

“পশুমেব নিরাস্ত্রঃ শয়ানঃ তে বিহঃ” (ঐতরেয়ব্রা° ২।৩।৩)

‘নিরাস্ত্রঃ নিরস্ত্রঃ’ (সারণ)

নিরাপদ্ (স্ত্রী) ১ আপদ্ বা হুঃখাদি পরিশূন্যতা। ২ নির্ভয়
অবস্থা। (ত্রি) ৩ আপদশূন্য।

নিরাবোধ (পুং) নির্গত আবোধ প্রতিবন্ধো যদ্বাঘাৎ। ১ পক্ষা-
ভাসবিশেষ। ‘নিরাবোধঃ অন্তর্দৃষ্টিপ্রদীপপ্রকাশনায়ঃ অগৃহে
ব্যবহরতি।’ (মিতাক্ষরা)

“অগ্রসিদ্ধং নিরাবোধং নিরর্থং নিশ্চরোজন্ম।

অসাধ্যং বা বিরুদ্ধং বা পক্ষাত্তাসং বিবর্জয়েৎ ॥” (যাক্ষবল্য)

(ত্রি) ২ আবোধশূন্য। ৩ ব্যাধিশূন্য। ৪ প্রতিবন্ধশূন্য।

“বাহরিত্তি ব্যবহারন্ত নিরাবাহং আগন্ধকহাং ।”

(সর্গদর্শনসংগ্রহ)

নিরাবাহকর (জি) অনিষ্ট বা ব্যাধাকর নহে ।

নিরাব্রত (জি) নির্গত আমরো ব্যাবির্বহাং । ১ রোগশূন্য, আমররহিত । পর্যায়—বার্ত্ত, কলা, নীকজ, পটু, উন্নাত, লঘু, অগদ, নিরাতঙ্ক, অনাতঙ্ক ।

“নিরামরাগাং চিত্তস্ত তত্তমধ্যে প্রকীর্তিতম্ ।”

(স্ক্রুত ১৬৬ অ°) ২ উপব্রতশূন্য ।

“ইহং নগরমভ্যালে রমণীয়ং নিরামরং ।” (ভারত ১১৫৭১৩০)

৩ রোগনাশক । “নিরামরং কুরুসরাসরং পিবা ।”

(পুং) ৪ ইড়িক, বনছাগল । ৫ শূকর । ৬ নৃপভেদ ।

(ভারত ১১১২৩৪)

৭ মহাদেব । (ভারত ১৩১৭১৪৮)

(স্ত্রী) ৮ কুশল । (ভারত ৫৭৮৮)

নিরামর্দ (পুং) মহাভারতীয় নৃপভেদ ।

নিরামালু (পুং) ১ কপিষ, ২ কংবল ।

নিরামিন্ (জি) নিতরাং রমণীলঃ । অত্যন্ত রমণীল ।

“নিরামিণো রিণবোহরেনু জাগৃধুঃ ।” (ঋক্ ২১২৩১৬)

“নিরামিণো নিতরাং রমণীলঃ” (সায়ণ)

নিরামিষ (জি) নির্গতমামিষাভিলাষো মাংসাদ্যামিষং বা যশাং প্রাদিবহ° । ১ লোমশূন্য ।

“অধ্যাক্ষরতিরাগনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ” (মহু)

২ মাংসাদি আমিষশূন্য ।

“সামিষং কুররং দৃষ্টে বধমানং নিরামিষৈঃ ।” (ভারত ১২১১১৯ অ°)

৩ আমিষরহিত অন্নাদি ।

“নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ” (তিথিতত্ত্ব)

নিরামিষাশিন্ (জি) ১ নিরামিষভোজী । ২ জিতেশ্রিয় ।

নিরায় (জি) আয়রহিত, করশূন্য ।

নিরায়ব্যয়বৎ (পুং) অলসব্যক্তি, যাহার আয় ব্যয়ের কিছুই চেষ্টা নাই ।

নিরায়ত (জি) ১ বিহৃত । ২ বন্ধ, অনায়ত ।

নিরায়াস (জি) আয়স বা চেষ্টারহিত, সহজ ।

নিরায়ুধ (জি) নিরস্ত্র, অস্ত্রহীন ।

“ন স্থপং ন বিসরাহং ন নরং ন নিরায়ুধঃ ।” (মহু ৩৯২)

নিরায়ন্ত (জি) আরন্ত বা কার্যশূন্য ।

“গৃহস্থঃ নিরায়ন্তঃ কার্যব্যবশ্চৈব তিক্ণকঃ ।” (ভারত উদ্যো°)

নিরালক (পুং) সমুদ্র-মৎস্তভেদ । (স্ক্রুত)

নিরালম্ব (জি) নির্গত আলম্বঃ অবলম্বনং বস্যা, প্রাদি বহ° ।

১ অবলম্বনশূন্য ।

“এবং যন্নি নিরালম্বে শাপাৎ শিখিলতাং গতে ।”

(হরিব° ৫৭ অ°)

২ নিরাশ্রয় । ৩ যজুর্বেদীয় উপনিষদ্ভেদ ।

নিরালম্বা (স্ত্রী) নির্নাতি আলম্বো বস্যাঃ । আকাশমাংসী ।

নিরালম্বন (জি) নির্গতঃ আলম্বনঃ অবলম্বনং বস্যা । নিরাশ্রয় ।

নিরালম্বোপনিষদ্ (স্ত্রী) যজুর্বেদীয় উপনিষদ্ভেদ ।

নিরালস্ত (জি) আলস্যরহিত ।

নিরাল্লা (দেশজ) নিভৃত, নির্জন, বিরল ।

নিরালোক (জি) নির্গত আলোকো যশাং । ১ আলোক-শূন্য, অন্ধকার । ২ আলোকরহিত, যাহা হইতে আলোক নির্গত হইরাছে ।

“কুড়া লোকান্ নিরালোকান্ ।” (ভারত ১৩২ অ°)

নিরাবর্ষ (জি) বৃষ্টি হইতে নিবারিত, বৃষ্টি হইতে রক্ষণীয় ।

নিরাশ (জি) নির্গত আশা বস্ত্ত । আশারহিত, হতাশ, যাহার আশা নাই ।

“নিরাশাঃ পিতরো যাস্তি শাপং দৃশ্বা হৃদাক্ষণম্ ।” (তিথিত°)

নিরাস্ত্র ভাবঃ ব্যঞ্° । নৈরাশ্ত্র, আশাশূন্যতা ।

“আশা বলবতী রাজন্ নৈরাশ্ত্রং পরমং হৃৎম্ ।

আশাং নিরাশাং কুশ্বা তু হৃৎম্ নুশিতি পিজ্জা ॥”

(ভারতশাস্তিপর্ব ১৭৮ অ°)

নিরাশক (জি) নিরাশকারী ।

নিরাশক্ (জি) নির্নাতি আশকো বস্ত্ত । আশকারহিত ।

নিরাশতা (স্ত্রী) নিরাশস্ত্র ভাবঃ, নিরাশ-তল্-টাণ্ । নিরাশক্, নিরাশার ভাব বা ধর্ম ।

নিরাশিত্ব (স্ত্রী) নিরাশিনো ভাবঃ, নিরাশিন্-ত্ব । আশারাহিত্য, নিরাশার ভাব ।

নিরাশিন্ (জি) হতাশ ।

নিরাশিষ্ (জি) নির্গত আশীরাশংসনং বস্ত্ত । ১ আশংসনশূন্য, আশীর্ষচেনশূন্য । ২ দৃঢ় বৈরাগ্যবশতঃ বিগতভৃক ।

“নিরাশীর্ষনির্মমো কুশ্বা যুধ্যাং বিগতজরঃ ।” (গীতা)

নিরাশ্রম (জি) নির্নাতি আশ্রমো বস্যা । আশ্রমরহিত, আশ্রম-শূন্য, আশ্রয়রহিত ।

নিরাশ্রয় (জি) নির্গত আশ্রয় আধারো অবলম্বনং বা বস্যা ।

১ আশ্রয়রহিত । অবলম্বনরহিত । ২ অসহায়, অশরণ ।

“চিত্রং যথাশ্রয়যুতে স্থাধাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া ।

তদ্বহিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্ ॥” (সাংখ্যকারিক)

২ অশেষতদর্শন দ্বারা দেহেজ্জিরাতি অভিমানশূন্য । (শকাধ°)

“তাক্কা কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যকৃত্তো নিরাশ্রয়ঃ ।”

(গীতা ৪২০)

নিরাস (পুং) নির-অস ভাবে বহু। প্রত্যাখান, নিরাকরণ, বিক্ষেপ। “বিজ্ঞানগন্ধনিরাসহেতু বঁহাপ্রতীতাদি”

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

(ত্রি) ২ নিরাসক।

“নিরাসৈরগসৈঃ প্রাষ্টৈত্তপ্যমানৈ নৃকন্দর্ভিঃ।”

(ভারত, শান্তি ২৭০ অ°)

নিরাসন (ক্ৰী) নির-আস উপবেশনে লুট্। ১ নিরসন। নির্গতঃ আসনং যস্মাৎ। (ত্রি) ২ আসনাতাবিশিষ্ট। আসনরহিত।

নিরাস্বাদ (ত্রি) নির্নাস্তি আশ্বাদো যস্য। আশ্বাদহীন।

নিরাস্বাদ্য (ত্রি) ১ আশ্বাদরহিত। ২ সন্তোষরহিত।

নিরাহারং (ত্রি) আস্থানরহিত, প্রার্থনারহিত।

নিরাহার্য (ত্রি) নির্গত আহারো বস। আহারশূন্য, আহার-রহিত।

“নিরাহারশ্চ বে জীবাঃ পাপে ধর্মে নতশ্চ যে।” (তর্পণমন্ত্র)

নিবৃত্ত আহারঃ ‘প্রাণি সমাসঃ’। ২ নিবৃত্ত আহার।

“পশ্চাত্তাপো নিরাহারঃ সর্কেষ্মী শুক্তিহেতবঃ।” (যাজ্ঞবল্ক্য)

(ক্ৰী) ৩ আহারাভাব।

নিরিস্র (ত্রি) নিচল।

“যথা দীপো নিবাতস্তো নিরিস্রো অলতে পুনঃ।”

(ভারত ১২।১৫৫৮)

নিরিস্রিণী (ক্ৰী) নি-নির্ভূতঃ জনং ইত্যতি প্রোপ্রোতীতি নির-ইন্-ইনি। ততো ঙীপ্। তিরস্রিণী, পর্যায়—অবগুটিকা, পটী, যবনিকা। (ত্রিকা°)

নিরিস্র (ত্রি) নির্নাস্তি ইচ্ছা যস্য। ইচ্ছাশূন্য।

নিরায়ণ, অয়নরহিত (Destitute of precession)। সৌর-মণ্ডলের গ্রহক, কোন নির্দিষ্টস্থান হইতে গণনা করা হয়। এই নির্দিষ্ট স্থানের নাম ‘বাসস্তিক বিষুব-পদ’। বাসস্তিক বিষুব-পদ হইতে যুরিয়া পুনরায় এই স্থানে আসিতে স্বর্ষ্যের ৩৬৫ দিন ১৪ ঘণ্টা ৩১৭২ পল সময় লাগে। এই সময়কে ‘সায়ন-বৎসর’ (the tropical year.) বলে। কিন্তু স্বর্ষ্যসিদ্ধান্তের মতে, বৎসরের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ১৫ ঘণ্টা ৩১৫২৩ পল। শেষোক্ত সময়ে স্বর্ষ্য বাসস্তিক বিষুবপদ হইতে গতি আরম্ভ করিয়া পুনরায় এই স্থান অতিক্রমপূর্বক ৮৮ ৬৮৮১ সেকেন্ড বৃত্তখণ্ড পরিভ্রমণ করে। সুতরাং হিন্দুজ্যোতির্বিদগণের মতে, গতি আরম্ভ স্থান ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরিয়া আসিতেছে; এই প্রকারে ইহা ২২ ডিগ্রীরও অধিক সরিয়া আসিয়াছে। এই উভয়ের পার্থক্য (difference) অয়নাংশ (Degrees of Precession) বলিয়া কথিত হয়।

এখন সৌরমণ্ডলস্থ পদার্থ সকলের গ্রহক হই প্রকারে গণনা

করা যাইতে পারে; যথা—প্রথম বিষুব (Equinox) হইতে; দ্বিতীয় হিন্দু জ্যোতিষিদের মতে। প্রথম প্রকারে সৌর-মণ্ডলের পদার্থসমূহের গ্রহক অয়নাংশবিশিষ্ট, অতএব এই গ্রহক সমুদায় ‘সায়ন।’ কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে গ্রহক সকল অয়নাংশরহিত, সুতরাং তাহারা ‘নিরায়ণ’ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

নিরালি, এক প্রকার নিয় জাতি। বর্তমান সময়ে, আন্ধ্রদেশ, পুণা এবং শোলাপুর এই তিন স্থানে ‘নিরালি’ জাতির বাস দেখা যায়। ইহাদের অপর নাম নীরাণি অর্থাৎ নীলরং-কারী। এই তিন জায়গার নিরালিদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানের নিরালিদের কার্যকলাপ পৃথকরূপে বর্ণনা করা গেল।

ইতিপূর্বে তাহারা কোথায় বাস করিত এবং কখনই বা তাহারা এ অঞ্চলে আসিয়াছে, এ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অনেকের বিশ্বাস যে, তাহারা মহারাষ্ট্রের ‘কুনবী’ সম্প্রদায়ভুক্ত; এবং তাহারা নীলরং কার্য আরম্ভ করার ইহারা নীলারিয়া বা নিরালি নাম পাইয়া উক্ত শ্রেণী হইতে, পৃথক থাকে আসিয়া নিয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের পুরুষেরা নামের পূর্বে আপা অর্থাৎ পিতা, এবং স্ত্রীলোকেরা নামের পূর্বে বাই এবং আই (অর্থাৎ মাতা) যোগ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা ভূমকর, কদরকর ইত্যাদি আত্মের নাম ধরিয়া ডাকিয়া থাকে। এক নামধারী দুইজনে কখনও বিবাহ হয় না। ইহাদিগের কুলদেবতার মধ্যে আন্ধ্রদেশের সোমারির ভৈরব, নিজাম রাজ্যে তুলুঙ্গাপুরের দেবী, আন্ধ্র-নগরের কাল্কাদেবী এবং পুণার অন্তর্গত জেজুরীর খাণ্ডোবা প্রসিদ্ধ। পুণশ্চন্দনাদি দ্বারা তাহারা এই সমস্ত কুলদেবতার পূজা করিয়া থাকে; ইহা ছাড়া, অস্ত্রাশ্র স্থানীয় দেবদেবীর পূজাও করে। ইহারা সমস্ত হিন্দুপর্ব ও উৎসবাদি প্রতিপালন করিয়া থাকে।

ইহারা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত বলবান্। স্থানীয় কুনবী-দিগের দ্বারা ইহাদের গঠন অতি সুন্দর। কিন্তু হাতে কালো কালো দাগ থাকায় কুনবী হইতে ইহাদিগকে অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। গৃহে এবং বাহিরে সর্বত্রই ইহারা মহারাষ্ট্রভাষায় কথা কয়।

নিরালিপুরুষগণ সমস্ত মাথা কামাইয়া, কেবল মাত্র টাকি রাখিয়া থাকে; এতদ্বারা দাড়ী ও গৌক রাখিতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা পশ্চাত্তাপে কবরী বান্ধিয়া থাকে। পুরুষেরা খুতি, চাদর, কোট এবং মহারাষ্ট্রে প্রচলিত পাগড়ী পরিধান

করে। কুতা ও খড়ম ব্যবহার করিয়া থাকে। গ্রীলোকেরা মহারাজার মহিলাগণের জায় কাপড় এবং ছোট হাতা অঙ্করাখা পরিধান করে। গ্রী পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরিধান করিতে ভালবাসে এবং সকলেই পরদিনে উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে।

ইহারা একতারা মেটে দেওয়ালের গৃহে বাস করে। এই সমস্ত ঘরের ছাদ টালি দ্বারা আবৃত। কাজনির রুটী, দাল, শাক সবজী ইত্যাদি ইহাদের প্রধানখাদ্য। ইহারা প্রতাহমান করে এবং নানান্তে সন্ধ্যাহিক সমাপন করিয়া আহালাদি করে।

নিরালিরা অতি পরিকারপরিচ্ছন্ন, শ্রমশীল, শান্তিপ্রিয়, সচ্চরিত্র, মিতব্যয়ী ও দানশীল। ইহাদের পৈতৃকবাবসা নীলয় করা। গ্রীলোকেরা নং গুঁড়া করিতে এবং কাপড় রঞ্জিত করিতে পুরুষের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা কাপড় ও চাদর বোনে, তাহারা সঙ্গতিপন্ন। শীতকালে ইহারা কিছু বেশী কাজ করে। শৈশবাবস্থায় ইহারা সামান্য মাত্র লেখাপড়া শিখিয়াই জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করে।

বিবাহ ও শ্রাদ্ধোপলক্ষে আত্মীয়বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। স্থানীয়পুরোহিতগণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। নিরালিরা স্মার্ত্ত। ইহারা আলন্দী, কালী, জেজুরি এবং তুলজাপুর প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা দৈবজ্ঞগণের গণনা, শাস্তিস্বস্তায়ন ও যাহু প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। মরাঠা কুন্বীর জ্ঞপচার পদ্ধতির সহিত, ইহাদের পদ্ধতির বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাদের মধ্যে পঞ্চায়ত আছে। সামাজিক কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে, তাহা এই পঞ্চায়ত হইতেই সীমাসিদ্ধ হয়।

সোলাপুরে নিরালিরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা— ১ম মূলনিরালি, ২য় কাড়ু অর্থাৎ শব্দর-নিরালি। এই শ্রেণীর লোকেরা এক সঙ্গে আহালাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি দেয় না। ইহাদের আদিপুরুষের নাম ‘প্রকাশ’। ইহার মাতার নাম কুকুং এবং পিতার নাম আভীর। ইহারা মহারাজার ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইহারাও আন্ধদনগরীয় নিরালির জায় মেটে ঘরে বাস করে। পুরুষের পোষাকও তাহাদের জায় এবং গ্রীলোকদিগের কাপড়, জামা ইত্যাদি বেশশব্দ ব্রাহ্মণগণের ন্যায়।

সর্বদা প্রচলিত নামের মধ্যে চিত্রকর, কঙ্ক, কালকর,

কণ্ডারকর ইত্যাদি বেশী ব্যবহৃত। ক্রিয়া কর্ত্ত উপলক্ষে ইহারা ভাত, রুটী এবং দালপুৰী আহালা করিয়া থাকে। বটে, কিন্তু সাধারণতঃ জোরালি, দাল এবং শাক সবজীই খাইয়া জীবনধারণ করে। ইহারা মাংস, মৎস্তভক্ষণ কিংবা সন্ধ্যাপান করে না।

ইহাদের গ্রী ও পুত্রকন্যাগণ কার্যের সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা অম্বাবাই, খাণ্ডোবা এবং বাঙ্কোবা।

নিরালীগণ মৃতদেহ দাহ করিয়া থাকে এবং কখন কখন বা গোর দেয়। ইহারা দশদিন পর্যন্ত শোকপ্রকাশপূর্বক অশৌচ গ্রহণ করিয়া জয়োদ্যন দিবসে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে।

পুণা এবং সোলাপুরে আন্ধদনগরবাসী নিরালিরা আসিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আচারব্যবহার অপর স্থানের নিরালিদিগের মত; তবে মধ্যে মধ্যে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

ইহাদের আকৃতি নাতিস্থূল ও ঋক্ষ; ইহারা অত্যন্ত বলবান, দাড়ী গোঁপ কিছুই রাখে না; কেবলমাত্র মস্তকের উপর একটা শিখা রাখে। দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকার ইহাদের অনেকেই বাস করিয়া থাকে। সময় সময় বাটীতে গোপালন করিয়া থাকে; কিন্তু গৃহকার্য কিংবা বাবসাকার্যের নিমিত্ত কখনও চাকর রাখে না। মদ, মাংস, মৎস্ত ইত্যাদি ব্যবহারে ইহাদের আপত্তি নাই।

প্রসবান্তে পঞ্চম দিবসে ইহারা একটা জাঁতার উপর পাঁচটা নেবু ও পাঁচটা ডালিমের কুড়ি রাখিয়া প্রদীপ জালিয়া পূজা করিয়া থাকে। দশম দিবসে প্রহুতি গুচি হইলে পর, একাদশ দিবসে সন্তানের নামকরণ হয়।

ইহারা মৃতদেহ শুভ্রবস্ত্রে আবৃত করিয়া তদুপরি পুষ্পাদি ছড়াইয়া দিয়া অশ্রানে লইয়া যায়। বিবাহিত গ্রীলোকদের মৃতদেহ হরিদ্রাবর্ণ কাপড়ে আবৃত করিয়া ফুল ও হরিদ্রা ছড়াইয়া দেয়। মৃতদেহ কেহ দগ্ধ করে, কেহ বা গোর দেয়।

নিরিস্ত্রিয় (ত্রি) নির্গতানি ইস্ত্রিয়াণি যস্মাৎ। ইস্ত্রিরশূন্য।

“অনংশো স্ত্রীবপতিভৌ জাত্যন্তবধিরৌ তথা।

উন্নতজড়মূকাশ যে চ কেচিরিরিস্ত্রিয়াঃ ॥” (মহু ৯।২০১)

স্ত্রীব, পতিত, জন্মাক, জন্মাবধির, উন্নত, জড়, মূক এবং কাণ প্রভৃতি ইহারা নিরিস্ত্রিয় অর্থাৎ ইস্ত্রিরহিত। এই সকল নিরিস্ত্রিয় ব্যক্তি পিতৃধনে অধিকারী হয় না।

নিরিন্দ্রন (ত্রি) ইন্দ্রনশূন্য।

নিরীক্ষক (ত্রি) নির-ঈক্ষ-বুল। যে নিরীক্ষণ করে, দর্শক।

নিরীক্ষণ (ক্লী) নির-ঈক্ষ-গৃহ্। ১ দর্শন, দেখা। নিরীক্ষতে নির-ঈক্ষ-দ্যা। (ত্রি) ২ দর্শক। (ভাগবত ৭।১৫।৩২)

নিরীক্ষমাণ (ত্রি) নির-ঈক-শাপচ্। যে দেখিতেছে।

নিরীক্ষা (ত্রি) নির-ঈক-ত্রিয়াং অ। দর্শন, দেখা, নয়নদ্বারা অনুভব করা।

নিরীক্ষিত (ত্রি) নির-ঈক-ক্ত। অবলোকিত।

“নিরীক্ষিতং চাক্ষরবীক্ষিতঞ্চ দৃশ্য পিষতী রতসেন উক্ত।

সমানমানকামিয়ং দধানা বিবেদবেদং ন বিবর্তনুজ্ঞঃ ॥” (নৈষধ)

নিরীক্ষ্য (ত্রি) দর্শনযোগ্য, বিবেচ্য।

নিরীক্ষ্যমাণ (ত্রি) নির-ঈক-শাপচ্। দৃষ্টমান, বাহ্যকে দেখা যাইতেছে।

নিরীধ (পারসী) মূল্যতালিকা, নিরূপিত মূল্য, ধাজনার হার। পরিভ্রমের মুকুরীর হার অথবা উপস্থিত শস্যাদির উৎপন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ।

নিরীতি (ত্রি) নির্গতা ঐতির্য্য। অতিষ্ঠাাদি শূন্য, কৃষি-প্রতিবন্ধক বৃষ্টি প্রভৃতি রহিত।

“নিরীতিভাবং গামিতেহতিবৃষ্টয়ঃ ॥” (নৈষধ)

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বৃষিক, পতঙ্গ, পক্ষী এবং নিকটস্থিত শত্রু রাজা এই ৬টা ঐতি রহিত।

নিরীশ (ক্লী) নির্গতা ঐশা যন্মাৎ। ১ কাল। (ত্রি) নির্নীতি ঐশ ঐশরো যস্য। ২ ঐশশূন্য, নাস্তিক।

নিরীষ (ক্লী) নির্গতা ঐষা যন্মাৎ। নিরীশ, কাল। (অমরটো ভরত)

নিরীশ্বর (ত্রি) নিত্যুক্ত ঐশরো যয়। ১ ঐশ্বররহিতবাদ। যে বাদে ঐশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, নাস্তিকবাদ।

“নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তমম্ ॥” (সাংখ্যপ্রবচনভাঃ)

২ তদ্বাদগুক্ত, নাস্তিক।

নিরীশ্বরবাদিন্ (পুং) নিরীশ্বরবাদোহস্যাভীতি ইনি। যে ব্যক্তি ঐশ্বর নাই, এই মত না সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করে বা এই মত অবলম্বন করে, নাস্তিকবাদী।

নিরীশ্বরবাদ (পুং) নিরীশ্বরো বাদঃ। নিরীশ্বরবিষয়ক বাদ, ঐশ্বর নাই এই মত সিদ্ধান্ত।

নিরীহ (ত্রি) নির্গতা ঐহা যন্মাৎ। চেষ্টাশূন্য। যাহার চেষ্টা নাই, নিশ্চেষ্ট। নির্গতা ঐহা চেষ্টা যন্মাৎ। ২ বিমুঃ।

“নিরূপাশিচ্চ নির্গিষ্ঠো নিরীহো নিবনাত্তকঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৭ অং)

ও যে কোন বিষয়ে হত্যাৰ্পণ করে না। যে কখন অনধিকার চর্কা করে না। ৪ শাস্ত্র প্রকৃতি, যাহার কাহারও সহিত বিবাদ বিসংবাদ নাই।

নিরীহা (স্ত্রী) নিরীহ-টাপ্। চেষ্টাবিরোধিবাণার, নিশ্চেষ্টা।

যোগক্ষেমার্থ ক্রিয়রাহিত্য। “যৈশ্বর্য্যকটৈমনিরৈশ্বর্য্যপানিহা

নিরীহরা বদন্তিতিকরা চ ॥” (ভাগঃ ৪২২২৪)

“নিরীহরা যোগক্ষেমার্থক্রিয়ারাহিত্যেন ॥” (শ্রীধরষাধী)

নিরুক্ত (ক্লী) নির-বচ-ক্ত, নি-নিশ্চয়েন উক্তং। ১ নির্বচন, বেমবেদাদিশাস্ত্রবিশেষ।

“শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।

ছন্দশ্চেতি যড়ঙ্গানি বেদানাম্ বৈদিকা বিহুঃ ॥” (শব্দরত্নাঃ)

নিরুক্ত পঞ্চ প্রকার—বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয়, বর্ণবিকারনাশ, ধাতু ও তাহার অর্থাতিশয়যোগ।

“বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়ন্ত যৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।

ধাতোন্তদর্থাতিশয়েন যোগন্তুজ্যোতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্ ॥”

(পাণিনীয় কারিকা)

যাকের নিরুক্তটীকায় দেবরাজ যজ এইরূপ নিরুক্ত শব্দের বিবরণ দিয়াছেন—

“অত উক্তাধায়নবিধেরুক্তচ্ছন্দঃপ্রবিভাগসোক্ত বিনিয়োগস্যোপলক্ষিতকর্ণাঙ্কভূতকালস্যোপদিশিতলক্ষণসম্বন্ধেবদ্যোপপত্তিজন্যং বিধয়ে নিরুক্তং নামেদঙ্গমারভাতে। প্রধানকর্ণমিতরতোহাজ্যেভ্যঃ সর্গশাস্ত্রেভ্যোক্তার্থপরিজ্ঞানান্তিবিবেচ্যং। অর্থোহি প্রধানম্। তদুপগং শব্দঃ। স চেতয়েম্ ব্যাকরণাদিহু চিন্ত্যতে। কল্পে ধ্বষি বিনিয়োগশক্তিভ্যতে। স চ পুনরর্থান্তিধানবশেন মন্ত্রাণাম্। যো যমর্থমন্তিধানেন সংস্কর্তুঃ সমর্থো মন্তঃ স তত্র বিনিয়ুজ্যতে। তদুক্তং অর্থাতিধানসংযোগমন্ত্রেণু শেষভাবঃ স্যাৎ ইতি। ন চ নিরুক্তাদৃতেহজ্ঞদঙ্গমজ্ঞা বাহুঃ শাস্ত্রমন্ত্রি তাত্পর্য্যেণ যদপেযান্ শব্দান্ নিরুয়াৎ। যদপি চ কচিৎ কচিদনাশাস্ত্রে লক্ষনির্ধেচনম্ অতএব তদিত্যুপলক্ষ্যম্। যথা শব্দলক্ষণপরিজ্ঞানং সর্গশাস্ত্রেণ ব্যাকরণাৎ এবং শব্দানির্ধেচনপরিজ্ঞানং নিরুক্তাৎ। বস্তুমাত্রমেব হি ইতরেণু শাস্ত্রেণু স্বাক্ষরিতম্ কচিৎবিধয়েম্ কচিচ্চিন্ত্যতে ত্রাক্ষণমপি চ বিধার্থবাদ-রূপমশেষমন্ত্রার্থশেষভূতমেব। মন্ত্রাক্ষণার্থপরিজ্ঞানবন্ধকথাধায়াধিদৈবধি-ভূতপরিজ্ঞানদ্বায়েণ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাগোহবিল পুরুষার্থঃ। ন চানিরুক্তো মন্ত্রার্থো ব্যাখ্যাতব্য ইতি। তন্মাত্রার্থপরিজ্ঞানান্তিবিবেচনাদিমমেব প্রধান মিত্যুপপন্নম্। অপ্যাস্যেবমখিলপুরুষার্থোপকার-বৃত্তিসমর্থস্য সংগ্রহঃ। তদ্ব্যথা—

নান্যথাভ্যোপসর্গনিপাতলক্ষণম্। ভাববিকারলক্ষণম্। নামান্য। খ্যাতজানি সর্গাণি চ যথোপনাস্য পক্ষপ্রতিপক্ষভেদা বিচার্য্যাবধারণম্। সন্ধ্যাখ্যাতজানি কানিচিৎবেদানেকথাভূতান্যাপীতি মন্ত্রাগামর্থবদ্ব্যনর্থবৎ বিচার্য্য শাস্ত্রাক্ষরপ্রয়োজনদ্বায়েণার্থবিবেচ্যাবধারণম্। পদবিভাগপরিজ্ঞান প্রতিজ্ঞানবোধাদলিখপ্রবর্তনায় আদিধ্যাত্বানেকদৈবতলিঙ্গসঙ্কেত-মন্ত্রেণু যাজ্ঞিকপরিজ্ঞানদ্বায়েণ দেবতাপরিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা। অর্থজ্ঞ-প্রশংসা। অনর্থজ্ঞাবধারণম্। বেদবেদান্তব্যুৎপত্তিঃ। সপ্রয়োজননিষ্টু সমাধায় বিরচনম্। প্রকরণত্রয়বিভাগেন নৈষটকপ্রধানদেবতান্তিধানপ্র-ভাগলক্ষণম্। নির্ধেচনলক্ষণদ্বায়েণ শব্দবৃত্তিবিধয়েপদেশঃ। অর্থ-প্রাধান্যং লোপোপধাবিকারবর্ণলোপবিপর্য্যয়ান্তবর্ণব্যাপ্তিস্বর্ণলোপ-নোদাহরণশিদ্ধা। অন্তর্ভুক্তধাতুনিমিত্তেন সম্ভার্য্যাসম্প্রসার্য্যোভয়-প্রকৃতিধাতুনির্ধেচনোপদেশঃ। ভাবিকপ্রায়োবৃত্তিভ্যো বৈগমশব্দার্থপ্রসিদ্ধিঃ। দৈগমপ্রায়োবৃত্তিভ্যো ভাবিকশব্দার্থপ্রসিদ্ধিঃ। দেশব্যবহার শব্দলক্ষ-

ব্যাপদেশঃ। তদ্বিত-সমাসান্যনির্দেচনলক্ষণম্। শিবালাক্ষণম্। বিশেষণ-
ব্যাখ্যা। তত্ত্বপরিচয়সম্বন্ধাশ্রিত্যাদিহরণান্নির্দেচনব্যবহার। নামাখ্যা-
তোপসর্গনিপাতানাং বিভাগেন নৈবট্টকপ্রকরণমুদ্রমণম্। অনেকার্থা-
নবগতসংস্কারমুদ্রমণম্। পরোক্ষকৃত্যাদিগ্নিকবস্ত্রলক্ষণম্। জ্ঞাত্যাদি-
শপথভাষ্যপাতিব্যাপ্তিরিবেদনানি। প্রশংসাদিভিত্তিক্যভিযুক্তিহেতুপদেশঃ,
নিদানপরিজ্ঞানব্যাপ্যপনানাদিষ্টদেবতোপপরীক্ষার্যাদ্যাছোপদেশকৃত-
ভূমধ্যম্। ইতরেতরজ্ঞমণম্। হানত্রয়ভেদতঃ তিস্থানৈকৈকস্যা
মহাভাগাকৃতোহনেকনামধেয়প্রতিলভঃ। পৃথগভিধানত্বংপত্তিসম্বন্ধায়া।
দেবতানামাকারচিত্তনম্। তত্ত্বসাহচর্য্যাসংস্কৃতকর্ণপুস্তকাত্মহবির্ভাক্ত-
বাজ্ঞনকাত্মনি। পৃথিবীভূমিক্কাহানদেবতানামভিধেয়াভিধানব্যাপ্তি-
প্রাধান্যকৃত্যাহরণম্। তদ্বিত-বিচারোপপত্তব্যধারণাক্রমেণ ব্যাখ্যায়া
দেবতপ্রকরণনির্ণয়ঃ। বিভাগ্যপারপ্রাপ্যপায়োপদেশঃ। মন্ত্রার্থনির্দেচন-
ধারণে দেবতাজিধাননির্দেচনকলঃ দেবতাত্ত্বায়া। ইত্যেব সমাসতো
নিকন্তশাস্ত্রচিন্ত্যবিষয়ঃ।”

নিরুক্তে বৈদিক শব্দ সকলের অর্থনিশ্চায়িত হইয়াছে।
ইহা পঞ্চাধ্যায়ীশব্দক। অধ্যয়নবিধি, ছন্দঃপ্রবিভাগ, ছন্দ-
বিনিয়োগ, উপলব্ধিত কণ্ঠ্য ভূতকাল, ও উপলব্ধিত লক্ষণ।
এই সকল অঙ্গ দ্বারা বেদের অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই
জন্ত নিরুক্ত বেদের অঙ্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। নিরুক্ত
অন্ত সকল অঙ্গ হইতে প্রধান। যেহেতু ইহাতে অর্থ লিখিত
হইয়াছে। অর্থই সর্বাঙ্গের প্রধান, যেহেতু অর্থবোধ না
হইলে কোন ফল হয় না। বৈদিক শব্দের অর্থবোধের জন্ত
নিরুক্তই প্রধান। ইহাতে তাৎপর্য্যের সহিত অশেষ শব্দ
সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনিরুক্ত অর্থও নিরুক্তসম্মত
নহে, এরূপ মন্তব্য ব্যাখ্যা করা উচিত নহে, নিরুক্তসম্মত
মন্তব্য সকল ব্যাখ্যা করিতে হয়। এইরূপে অর্থপরিজ্ঞান
হয় বলিয়া, ইহা প্রধান। ইহাতে এই সকল বিষয় প্রতি-
পাদিত হইয়াছে—

নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতলক্ষণ, ভাববিকার-
লক্ষণ, নাম ও আখ্যাতক সকল নাম ব্যাক্রমে উপলব্ধ হইয়া
পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপে বিচার করিয়া অবধারণ, পদবিভাগ-
পরিজ্ঞান, প্রতিজ্ঞানবোধের অবলম্বিত প্রদর্শনের নিমিত্ত
আদি, মধ্য ও অন্ত এবং অনৈকদৈবতলিঙ্গসম্বন্ধমস্ত্রে যাজ্ঞিক
পরিজ্ঞানদ্বারা দেবতাপরিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা, অর্থজ্ঞপ্রশংসা,
অনর্থজ্ঞাবধারণ, বেদবেদাঙ্গবাহ, সপ্রয়োজন নিষট্টসমায়-
বিরচন, প্রকরণত্রয়বিভাগদ্বারা নৈবট্টকপ্রধান দেবতাজি-
ধান প্রবিভাগলক্ষণ, নির্দেচন-লক্ষণদ্বারা শব্দবৃত্তি বিধোপ-
দেশ, অর্থপ্রাধান্যদ্বারা লোপ, উপধা, বিকার, বর্ণলোপ
ও বর্ণবিপর্যায়, এই সকল উপদেশ দ্বারা সামর্থ্যপ্রদর্শনের
নিমিত্ত আদি, মধ্য ও অন্ত লোপ এবং উপধা, বিকার, বর্ণ-

লোপবিপর্যায়, আন্তর্য বর্ণব্যাপ্তি এবং বর্ণোপজনন উদা-
হরণচিত্রা, অন্তঃ ও অন্তঃব্যতিনিমিত্ত সুস্পষ্টার্থ্য ও
অস্পষ্টার্থ্য উভয়প্রকৃতিদ্বারা নির্দেচনোপদেশ ভাবিকপ্রবৃত্তি
হইতে নৈগম শব্দার্থ প্রসিদ্ধি, দেশ ব্যবহার্য্য শব্দরূপ-
ব্যাপদেশ, শিবালাক্ষণ, বিশেষ ব্যাখ্যাদ্বারা তত্ত্বপরিচয়-
ভেদ, সংখ্যা, সংখ্য ও উদাহরণ দ্বারা নাম, আখ্যাত উপসর্গ
ও নিপাত বিভাগাদ্বারা নৈবট্ট প্রকরণের অনুরূপ,
অনেকার্থ শব্দের অনবগতসংস্কারের অনুরূপ, পরোক্ষকৃত
আখ্যাতিক মন্ত্রলক্ষণ, জ্ঞতি, আলীকান, শপথ, অভিধা, অ-
ভিধা, পরিবেদনা, নিকা ও প্রশংসাদি দ্বারা মন্ত্রভিত্তিক-
হেতুপদেশঃ; নিদানপরিজ্ঞানব্যাপ্যপনের নিমিত্ত অনাদিষ্ট
দেবতোপপরীক্ষণের জন্ত অধ্যাছোপদেশের প্রকৃতিমূল্যঃ;
ইতরেতরজ্ঞমণম্; হানত্রয়ভেদে তিনের একাবস্থা, মহাভাগ্য
কৃতের অনেক নামধেয় প্রতিলব্ধঃ; উৎপত্তি সম্বন্ধে পৃথক্
অভিধানঃ; দেবতাদিগের আকারচিত্তনঃ; তত্ত্বসাহচর্য্য,
সংস্কৃতকর্ণ, পুস্তকাত্ম, হবির্ভাক্ত ও বাজ্ঞনকাত্ম সংবন্ধঃ; পৃথিবী,
অন্তরীক্ষ, দ্বাহান ও দেবতাদিগের অভিধেয়াভিধান ও ব্যাপ্তি-
প্রাধান্যের প্রত্যাভাসঃ; এই সকলের নির্দেচনবিচার ও উপ-
পত্তি অবধারণাদ্বারা দৈবতপ্রকরণনির্ণয়ঃ; বিভাগ্যপারপ্রাপ্য-
পায়োপদেশ এবং মন্ত্রের অর্থনির্দেচনদ্বারা দেবতাজিধান
নির্দেচনকল। নিরুক্তশাস্ত্রে, এই সকল বিষয় প্রতিপাদিত
হইয়াছে।’

মুণ্ডকোপনিষদে নিরুক্ত মহাপুরুষের শ্রোতৃস্বরূপ বলিয়া
অভিহিত হইয়াছে।

“ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্ত হস্তৌ কন্মোহং পঠ্যতে।

জ্যোতিষায়ময়ং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোতৃমুচ্যতে॥” (মুণ্ডকোপনিঃ)

ছান্দোগ্য উপনিষদে জগর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

“তত্ত্বৈতরিক্তং হৃদয়মিতি জগদম্” (ছান্দোগ্যউপঃ)

অমরটীকাকার ভরত নিরুক্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন,
নিশ্চয়রূপে উক্ত = নিরুক্ত।

“প্রস্তাবস্ত প্রকরণং নিরুক্তং পদভজ্ঞনম্।” (হেমচঃ)

হেমচন্দ্রের মতে পদভজ্ঞনের নাম নিরুক্ত। ঋগুদ্রুমণি-
কায় লিখিত আছে, নিরুক্ত বেদব্যাক্রমের এক প্রধানতম
উপকরণ। ইহা বৈদিক অভিধান বিশেষ। শাকপুণি, উর্ন-
নাভ ও হোলাদিবী এই তিনজন প্রাচীন নিরুক্তকার। যাহ
ইহাদের অনেক পরবর্তী। নিরুক্তে বেদমন্ত্র সকল বর্ণাধীতি
ব্যখ্যাত হইয়াছে। যাহ উক্ত গ্রন্থে নাম, সংখ্যা, আখ্যাত,
উপসর্গ ও নিপাতের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

যাহ যে নিরুক্ত রচনা করিয়াছেন, উগ্র, দুর্গ, কন্দকারী

দেবরাজবজ্র প্রভৃতি তাহার টীকা করিয়া গিয়াছেন।
২ নিরোপদ্বারা উক্ত। ৩ নিয়ুক্ত। (নীলকণ্ঠ)

নিরুত্তক্যার (পুং) নিরুত্তঃ নামগ্রহণ করোতীতি কৃ-অণ্।
১ যাক। ২ শাকপুদি। ৩ হোলষ্ট্রীবী। ৪ মেঘদূতের একজন টীকাকার। মল্লিনাথ ইহার নামোন্মেষ্ট করিয়াছেন।

নিরুত্তকৃৎ (পুং) নিরুত্তঃ করোতি কৃ-কিপ্ তুচ্চ। নিরুত্তক্যার।

নিরুত্তক্জ (পুং) নিরুত্তঃ নিযুক্তঃ অসাং পুত্রমুৎপাদয়েচ্ছ্যক্তঃ অন্তস্তম্যাদ ভারতে জন-ড। ক্ষেত্রজ পুত্র।

“আত্ম পুত্রশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সূতঃ প্রসূতজ স্তথা।”(ভারত অহু°৪৯অ°)
‘নিরুত্তকঃ স্বক্ষেত্রে অন্তরেতঃসেকার্থমুক্ততজ্জঃ’ (নীলকণ্ঠ)

নিরুত্তকবৎ (পুং) নিরুত্তক্যার।

নিরুক্তি (স্ত্রী) নিরু-বচ-ক্টিন্। নির্বচন, প্রকৃতি ও প্রত্যয়াদি অবয়বার্থ কথনদ্বারা সুমুদিতার্থবোধন। একটা বাক্য বলিলে, তাহার প্রকৃতি ও প্রত্যয় প্রকৃতি সকল অবয়ব বিশেষের অর্থ কথন। যথা—

“কিং কারণং জগৎকারো নামৈতৎ প্রথিতং ভূবি।

জয়ংকাক নিরুক্তিত্বং যথাবৎ বক্তুর্হসি॥”

সৌতিকব্যাচ।

অরেতি ক্ষয়মার্হর্বে দারণং কারুসংজ্ঞিতং।

শরীরঃ কারু তস্যাসীৎ তস্য ধীমান্ শনৈঃ শনৈঃ॥

ক্ষয়মাস্য তীত্রেণ তপসেভ্যাত উচ্যতে।

জয়ংকারুরিতি ব্রহ্মণ্ বাস্তুকেভুগিনী তথা॥”(ভারত ১৪০ অ°)

জয়ংকারু নাম জগতীতলে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, এবং এই নামের নিরুক্তি রূপা করিয়া বলুন। ইহাতে সৌতি বলিয়া ছিলেন, জরা শব্দের অর্থ ক্ষয়, দারণ শব্দে কারু এবং শরীর বুঝায়, যিনি তপসাদ্বারা ধীরে ধীরে জরা ও শরীরকে ক্ষয় করিয়াছিলেন তাহার নাম জয়ংকারু।

এইরূপ যেস্থলে শব্দ ও অর্থ সকলের অর্থাবধারণ হয়, তাহাকে নিরুক্তি কহে।

নিরুক্তিসম্বিৎ (স্ত্রী) ধর্মশিক্ষার জন্ম যে ঐকান্তিকী ইচ্ছা হয়, বোধমতে তাহাকে নিরুক্তিসম্বিৎ কহে।

নিরুচ্ছাস (ত্রি) ১ যেখানে অধিক লোক থাকিতে পারে না, সর্গীণ। ২ যেখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে, যেখানে অত্যন্ত অধিক লোক অবস্থিতি করিতেছে, জনাকীর্ণ।
৩ আনন্দবিহীন, স্কুদ।

নিরুত্তর (ত্রি) ১ উত্তররহিত, বাহার উত্তর বন্ধ হইয়াছে।
২ রোগানিতে বা অপ্রেমিত হইয়া উত্তর দিবার পথরুদ্ধ।

নিরুৎপাত (ত্রি) উৎপাতহীন, উপজবশুদ।

নিরুৎসব (ত্রি) নির্নাশি উৎসবো যস্য। উৎসবহীন, উৎসব-রহিত।

নিরুৎসাহ (ত্রি) উৎসাহহীন।

নিরুৎসুক (ত্রি) নিতরামুৎসুকঃ। অত্যন্ত উৎসুক। নির্গত-মুৎসুকং উৎসুকতা যস্য। ২ উৎসুকাহীন।

“ময়্যপি কথন্তামমুত্য়তামুগয়াঃ প্রতি নিরুৎসুকঃ চেতঃ”(শকুন্তলা)
(পুং) ৩ রৈবতক মমুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

নিরুদক (ত্রি) জলহীন, জলাভাব।

নিরুদকাদি (পুং) পাণিনিগণস্থত্রোক্ত শব্দগণভেদ। যথা—
নিরুদক, নিরুপল, নির্দক্ষিক, নির্দ্যশক, নির্দ্যালিক, নির্বৃষ, হুস্তরীপ, নিস্তরীপ, নিস্তরীক, নিরাজিত, উদজিন, উপাজিন।
(পা ৬২।১৮৪)

নিরুদ্ধ (ত্রি) নি-রুদ্ধ-কর্মণি-ক্ত। সংরুদ্ধ, রোধবিশিষ্ট।

“ময়া নিরুদ্ধঃ পাণায়া পতিতোহহং মুখে পুনঃ।”

(দেবীভাগ° ৩।২৯।১৫)

পাতঞ্জলদর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তিভেদ। ইহার বিষয় পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—মনোবৃত্তি রুদ্ধ করার নাম যোগ। মনের বৃত্তি পাঁচ প্রকার—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এইস্থলে নিরুদ্ধ বৃত্তিই বর্ণনীয়, এইজন্য ক্ষিপ্ত প্রভৃতির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইল না। মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলতার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। মন যে স্থির থাকেনা, একবিষয়ে নিবিষ্ট থাকেনা, ইহা হউক, উহা হউক এইরূপ সর্বদাই অস্থির থাকে। মন যখন কর্তব্যাকর্তব্য অগ্রাহ করিয়া কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হয়, এবং নিজা তন্ত্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় অবস্থার নিমগ্ন থাকে, তখন তাহার মুঢ়াবস্থা।

বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত পূর্কোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অভ্যন্তরীণ ভেদ আছে, প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্কোক্ত প্রকার চাক্ষুর্য মধ্যে ক্ষণিকস্থিরতা। মন চঞ্চলস্বভাব হইলেও যে মধ্যে মধ্যে স্থির হয়, সেই ক্ষণিক স্থির হওয়ার নাম বিক্ষিপ্তাবস্থা। চিত্ত যখন ছুঃখজনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিত্তাভ্যাস চাক্ষুর্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষণকালের জন্ম নিরবত্বলা হয়, সেইরূপ অবস্থা বিক্ষিপ্তাবস্থা জানিতে হইবে।

একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ, একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্য বস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্দোষ নিশ্চল, নিরুপ্প দীপশিখার দ্বারা স্থির বা অকম্পিত ভাবে বর্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমো-বৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া, কেবলমাত্র সাত্বিক বৃত্তি উদ্ভিত থাকে, অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় সাত্বিক বৃত্তি মাত্র প্রবা-

হিত থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে, একাগ্র অবস্থা জানিতে হইবে।

এখন নিরুদ্ধ অবস্থার বিবরণ পর্যালোচনা করা যাউক। পূর্বোক্ত একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থার অনেক প্রভেদ আছে। একাগ্র অবস্থার চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থার তাহা থাকেনা। চিত্ত বন্ধন আপনায় কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া, কৃতকৃতার্থের জ্ঞায় নিশ্চেষ্ট থাকে, দৃঢ়হৃদয়ের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকিলেও তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ পরিণাম থাকেনা। এইরূপ চিত্তের অবস্থা হইলে, তাহাকে নিরুদ্ধাবস্থা কহে।

এই ৫ প্রকার চিত্তবৃত্তির মধ্যে একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থার যোগ হইয়া থাকে। চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগ শব্দের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ জানিতে হইবে।

নিরুদ্ধ অবস্থা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে ক্লিপ্ত, মূঢ় ও বিক্লিপ্ত অবস্থা দূর করিতে হয়। তাহার পরে, একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা হইয়া থাকে।

চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা হইলে, মনের লয় হইয়া থাকে, আত্মা তখন দ্রষ্টৃরূপে অবস্থান করেন। (পাতঞ্জলদ' সমাধিপা°)

নিরুদ্ধগুণ (পুং) ক্লেশরোগবিশেষ। গলবার সন্ধু হওয়া।

“বেগসন্ধারণাধ্যুর্বিহিতো গুণসংশ্রিতঃ।

নিরুপকি মহৎশ্রোতঃ স্তম্ভসর্গং কেরাতি চ ॥

মার্গস্ত সৌম্যং ক্লেশ্চৈব পুরীষং তস্ত গচ্ছতি।

তং নিরুদ্ধগুণং ব্যাধিমনেং বিভ্রাৎ সুহৃৎসম ॥”

(সুশ্রুত নিদানস্থান ১৩ অ°)

মলবেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রতিহত হইয়া গুহ্যদেশে আশ্রয় করিয়া থাকে মলনির্গমনের প্রধান শ্রোতকে বন্ধ করে। এবং স্তম্ভর প্রস্রব্ত করিয়া দেয়, তাহাতে পথের স্তম্ভতাবশতঃ অতিকণ্ঠে পুরীষ নির্গত হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণ হইলে নিরুদ্ধগুণব্যাধি কহে। এই ব্যাধি অতিশয় কষ্টকর। (সুশ্রুত)

[নিরুদ্ধপ্রকণ দেখ।]

মলবেগধারণে ক্লিপ্ত আপান বায়ু মলবাহী শ্রোতকে সমুচিত করিয়া বৃহৎধারকে স্তম্ভ করে, এতদ্ব্যতিরিক্তে মলনির্গম হয়। এরূপ দীর্ণরোগকে নিরুদ্ধগুণ বা স্নিগ্ধগুণ বলে। এই রোগে বাতস্ত তৈল দ্বারা পরিবেক ও নিরুদ্ধপ্রকণ রোগের মত চিকিৎসা করিবে। (ভাবপ্র°)

নিরুদ্ধপ্রকণ (পুং) মেদুজাতক্লেশরোগবিশেষ।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—ক্লিপ্ত বায়ু কর্তৃক মেদুচর্শ

যদি মণিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করার যেদ্বারা অগ্রভাগ আবদ্ধ থাকে; তাহা হইলে, দ্বারের অন্ততঃপ্রস্থক্ত মূত্রশ্রোত বন্ধ হয়, এতদ্ব্যতিরিক্ত বেমনা না হইয়া, মলদ্বারা মূত্র নির্গত হয় অথবা সিঁদাও বিকৃত না হওয়াতে মূত্র বাহির না হইয়া একবারে বন্ধ থাকে। এইপ্রকার বাতজ্বাধিকে “নিরুদ্ধপ্রকণ” বলে। এই রোগে লোহময়ী বিষুখী নল অথবা কাঠের নল কিংবা জড় দ্রব্যাক্ত করিয়া প্রবেশ করাইবে, শুষ্ক ও শুকরের বসা ও মজ্জাদ্বারা পরিবেক করিবে। বাতনাশক জ্বাযুক্ত চক্রতৈল প্রয়োগ করিলেও, নিরুদ্ধপ্রকণ ভাল হয়। এই রোগে তিন দিন অন্তর ক্রমান্বয়ে, স্থূলতর নল লিক্কাগে প্রবেশ করাইবে। তদ্বারা ক্রমেই বর্জিত হইবে। ছুঁচ ঢালাইয়া সমস্তকালের জ্ঞায় চিকিৎসা করিলেও এই রোগ নিবারিত হয়। এই রোগে আহারার্থ সিঁদু অন্ন প্রয়োগ করিবে। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতের মতে—যখন পুংচিহ্নের চর্ণ বায়ুক্ত হইয়া, মণি-স্থানকে আশ্রয় করে, এবং মণিচর্ণদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মূত্র শ্রোতকে রোধ করে, তাহাতে সেই মণিস্থান বিলীর্ণ না হইয়া মলদ্বারা প্রস্রাব নির্গত হয়। ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকণ রোগ কহে। (সুশ্রুত নিদান স্থান ১৩ অ°)

নিরুদ্ধ্যম (ত্রি) নির্নাতি উদ্যমঃ যন্ত। উদ্যমশূন্য, উদ্যমরহিত, নিরুদ্ধ্যোগ।

নিরুদ্ধ্যোগ (পুং) নির্নাতি উদ্যোগঃ যন্ত। নিরুদ্ধ্যম, উদ্যোগ-হীন, বাহার উদ্যোগ নাই।

“নিঃসরা লোলুপা রাজন্ নিরুদ্ধ্যোগা গতত্রয়াঃ।” (ভাগ° ৮।৮।২৯)

নিরুদ্ধিগ্ন (ত্রি) নির্নাতি উদ্বিগ্নঃ যন্ত। উদ্বিগ্নরহিত, নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনা।

নিরুদ্ধেগ (ত্রি) নির্নাতি উদ্বিগ্নো যস্য। উদ্বিগ্নশূন্য, নির্ভাবনা, নিশ্চিন্ত।

নিরুদ্ধপদ্রব (ত্রি) নির্নাতি উপদ্রবো যস্য। উপদ্রবশূন্য।

“হংসায় দহ্ননিলয়ায় নিরীক্ষকায় কৃষ্ণায় যুষ্টিযশে নিরুদ্ধপদ্রবায়।”

(ভাগ° ৬।৯।৪৫)

“নিরুদ্ধপদ্রবায় আদিশূন্যায়” (শ্রীধরস্বামী)

নিরুদ্ধপদ্রব (ত্রি) নির্নাতি উপদ্রবো যস্য। উপদ্রবরহিত, উৎপাতহীন, দৌরাঙ্কান্বিত।

“নিরুদ্ধপদ্রবাণি নঃ কণ্ঠাণি প্রবৃত্তানি ভবন্তি” (শকুন্তলা ৩।১।৩)

(রাজতরং ১।৪০, রাশা° ৫।৭।৫৬, বৃহৎস° ১।৮।২৩)

নিরুদ্ধপদ্রবতা (স্ত্রী) নিরুদ্ধপদ্রবতা ভাবঃ নিরুদ্ধপদ্রব-তল-টাপ্। উপদ্রবশূন্যতা, উৎপাতরহিতা।

“নিরুদ্ধপদ্রবতয়া রাষ্ট্রকৃৎ বৃদ্ধিমেতি” (কুল্লুক, মমু ৮।৪০২)

নিরুদ্ধপদ্রবতা (ত্রি) উপদ্রবরহিত। (বৃহৎস° ২।৭।১৮)

নিরুপাধি (ত্রি) সৎ, শঠতাবিহীন।

নিরুপপত্তি (ত্রি) নির্নাস্তি উপপত্তি যস্য। উপপত্তিশূত্র, যাহার উপপত্তি নাই।

নিরুপপদ (ত্রি) উপপদরহিত, উপপদহীন।

নিরুপপ্লব (ত্রি) উপপ্লবরহিত, উপপাতরহিত।

নিরুপভোগ (ত্রি) নির্নাস্তি উপভোগঃ যস্য। উপভোগরহিত, উপভোগহীন।

নিরুপম (ত্রি) নির্ন বিদ্যাতে উপমা যস্য। উপমারহিত, তুলনারহিত, অরূপম, যাহার উপমার স্থল নাই। ত্রিগাং টাপ্।
২ গায়ত্রী। (দেবীভাঃ ১২৬।৩০) রাষ্ট্রকূটবংশীয় এক রাজা।

[রাষ্ট্রকূট রাজবংশ দেখ।]

নিরুপরোধ (ত্রি) নির্নাস্তি উপরোধঃ যস্য। উপরোধরহিত, অপক্ষপাতী, গিনি কাহারও উপরোধ শ্রবণ করেন না।

নিরুপল (ত্রি) প্রস্তররহিত, প্রস্তরহীন।

নিরুপলেপ (ত্রি) নির্নাস্তি উপলেপঃ যজ্ঞ। উপলেপরহিত, প্রলেপশূত্র।

নিরুপসর্গ (ত্রি) উপপাতরহিত, অমঙ্গলরহিত, উপসর্গহীন।

নিরুপস্কৃত (ত্রি) ১ পবিত্র। ২ স্বাভাবিক, অকৃত্রিম।

নিরুপহত (ত্রি) ১ উপহত নয়, অনাহত। ২ শুভহৃৎক।
৩ অক্ষত।

নিরুপাখ্য (ত্রি) নির্গত উপাখ্য যস্মাৎ। ১ অসংপদার্থ, বন্ধা পুরাদি। ২ ব্রহ্ম।

“জ্ঞানবিজ্ঞানস্বক্কানং নিরুপাখ্য নিরঞ্জন।

কৈবল্যায়া গতির্দেব পরমা সা গতির্মহান” (ভারত অম্মঃ ১৭অ°)

৩ নিঃস্বরূপ। “ব্রহ্মমপি চৈতন্যবস্তম্ভাবমাত্রং নিরুপাখ্যমিতি।”

(শারী° ভাষ্য°)

নিরুপাধি (ত্রি) নির্নাস্তি উপাধি যন্ত। উপাধিশূন্য, ব্রহ্ম, উপাধি তিরোহিত হইলে জীব ব্রহ্ম হয়। এক চৈতন্ত্য সকল জীবের বিরাজমান। সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্ত্য উপাধি-ভেদে অর্থাৎ আধারদেহাদি ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের জ্ঞায় হইয়া আছে। বস্তুতঃ ইহা অভিন্ন বই বিভিন্ন নহে।

উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয় ব্রহ্মচৈতন্ত্যে আভাসিত হইয়া, মায়িক-রূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেহেতু এক, অদ্বয়, মহান ও বাপি-চৈতন্ত্যে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশ পাইয়াছে। সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক চৈতন্ত্যই সত্য। অধিক কি সত্য চৈতন্ত্যে যাহা যাহা ভাসমান, তাহাই অসত্য, সে সকল চৈতন্ত্যশ্রিত অজ্ঞানের বিদ্যাস বা বিভ্রম বাতীত অস্তিত্ব কিছুই নহে।

শক্তিরূপী ব্রহ্মশ্রিত অজ্ঞান, ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখাই-তেছে। সেইজন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একা-ভাসে ভাসিত। সেই কারণে, এখন প্রত্যেক দৃষ্টই পরস্পরী। ১ অস্তি,—আছে, ২ ভাতি,—প্রকাশ পাইতেছে, ৩ প্রিয়,—বেশ ভাল বা উত্তম এই ভাব, ৪ রূপ,—ইহা এই প্রকার, ৫ নাম,—ইহা অমুক বস্তু। এই পরস্পরের প্রথমোক্ত তিন-রূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট দুই রূপ জগৎ অর্থাৎ অজ্ঞান বিকার, এই অজ্ঞান বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। এইজন্যই জগৎ মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এই দৃষ্টমান জগৎ, তাত্ত্বিক সত্ত্বাশূত্র অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলাদিপ্রয়োগকৃত্যমান মায়াদ্বারা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, সেইরূপ মহামায়াবী জৈশ্বর্য বিনা ব্যাপারে স্বৈচ্ছাদ্বারা জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই মায়া নামে অভিহিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে বিভিন্ন। সেই প্রভেদেই জীবৈশ্বর্যবিভাগ প্রচলিত। মায়ায় উপহিত জৈশ্বর্য ও অবিদ্যায় উপহিত জীব। উৎকৃষ্ট সত্ত্বপ্রাধান্যে মায়া এবং মলিনসত্ত্বপ্রাবল্যে অবিদ্যা। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বস্ত্রও বটে। আকাশ একই, কিন্তু ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ ও পটাকাশ এইরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইলেও মহাজাদি উপাধিতে জীব, এবং এই উপাধি অপগত হইলেই ব্রহ্ম। যখন সম্পূর্ণরূপে উপাধিরহিত হয়, তখন নিরুপাধি বলা যায়। যতক্ষণ অজ্ঞান বা মায়া থাকিবে, ততক্ষণ নিরুপাধি হইবার যো নাই। সমস্ত উপাধি তিরোহিত হইলেই জীব ব্রহ্ম হয়, এইজন্য নিরুপাধি শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম। উপাধিশূন্য হইতে হইলে শ্রবণ, মনন, নিমিষাসন করিতে হয়। যতক্ষণ উপাধি থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্মে দৃষ্টভ্রান্তি হয়, যেই উপাধি চলিয়া যায়, অমনি জীব ব্রহ্মসাক্ষ্যকার করিয়া ব্রহ্ম হয়। (বেদান্তদর্শন) [ব্রহ্ম দেখ।]

নিরুপায় (ত্রি) নির্ন বিদ্যাতে উপায়ো যন্ত। ১ উপায়রহিত, উপায়হীন।

“উচ্ছিন্নামানো বলিনা নিরুপায়ঃ প্রতিক্রিয়ঃ।” (কামন্দকী)

নিরুপ্ত (ত্রি) নিরু-বপ-ক্। যজ্ঞাদিতে ভাগে ভাগে পৃথক্ করিয়া দত্ত।

“ন চ সৃষ্টিমাত্রেন নিরুপ্তেন প্রয়োজনম্” (কাভ্যা° শ্রৌ° ১৫।১৬)

নিরুপ্তি (ক্রী) নিরু-বপ-ক্ণি। (কাভ্যা° শ্রৌ° ২২।১৪)

নিরুপ্তীষ (ত্রি) উকীষশূন্য, শূন্যমস্তক।

নিরুপেক্ষ (ত্রি) নির্গত উপেক্ষা যস্মাৎ। ১ অরূপেক্ষ, উপেক্ষা-শূন্য। ২ সৎ, চাতুর্ধীন্য।

নিরুচবন্তি (ত্রি) উদারহিত, শীতল।

নিরুচ (ত্রি) নিরু-কহ-জ। ১ উৎপন্ন। ২ প্রসিদ্ধ। ৩ শক্তি
তুল্য লক্ষণদ্বারা অর্থবোধক শব্দ।

“পূর্বস্বামিসম্বন্ধাধীনং তৎস্বাম্যুপরমে যত্র ত্রয়ো স্বয়ং তত্র
নিরুচো দায়শব্দঃ” (দায়ভাগ)

৩ পণ্ডবাগভেদ। “নির্ধিত ঐক্যপ্রঃ” (আষ” শ্রৌ’ ৩।৮।৪)

‘ঐক্যপ্রো নিরুচো নাম পণ্ডঃ’ (নারায়ণ)

নিরু-উচঃ। ৪ অবিবাহিত।

নিরুচলক্ষণ (স্ত্রী) নিরুচা শক্তি তুল্যা লক্ষণা। লক্ষণাভেদ।

“নিরুচলক্ষণাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদৈব ত্বশক্তিতঃ।”

(কাব্যপ্র° টীকা) [লক্ষণা দেখ।]

নিরুচবন্তি, (নিরুহ) বন্তিভেদ। কষায় বা ক্ষীরতৈলে যে
বন্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে নিরুচবন্তি বলে।

“বন্তিধিগাহুবাখ্যাং নিরুহশ্চেতিসম্ভিজিতঃ।

যঃ স্নেহে দীপ্যতে স স্যাদহুবাসননামকঃ।

কষায়ক্ষীরতৈলৈর্ধো নিরুহঃ স নিগদাতে ॥” (সারকোমুদী)

নিরুচবন্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা, সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত
আছে—

অহুবাসন-প্রয়োগের পর, আস্থাপন প্রয়োগ করিবে।
অভ্যঙ্গ ও স্বেদপ্রয়োগ করিয়া পুরীষ মূত্র ও বায়ুর বেগ পরিত্যাগ-
পূর্বক মধ্যাহ্নকালে পবিত্র গৃহে শ্রোণদেশে ভাল করিয়া রাখিয়া,
বিলুপ্ত ও উপাধানরহিত শযায় বামপার্শ্বে শয়ন করিবে।
রোগী ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের পর দক্ষিণ শক্তি আকৃষ্টিত ও
বামশক্তি প্রসারিত করিয়া, প্রফুল্ল মনে নিশ্চলভাবে থাকিবে।
পরে বামপাশের উপরে চক্ষু রাখিয়া, ডানহাতের বুড়া আঙ্গুল ও
তর্জনী দিয়া চক্ষুর পাতা চাপিয়া রাখিবে এবং বামহাতের
কনিষ্ঠা ও অনামিকা দিয়া, বস্ত্রের মুখের অর্দ্ধভাগ সজুচিত করিয়া
মধ্যমা, প্রদেশিনী ও অনুল্ল নামক তিনটা অঙ্গুলি দিয়া, অপর
অঙ্গ মুখ ঢাকিয়া বস্ত্রমধ্যে ঔষধ পূরণ করিবে। ঔষধ পূরি-
বার সময়, বন্তি যেন অধিক আয়ত বা সজুচিত না হয়, তাহার
মধ্যে বৃদ্ধ না জন্মে অথবা বায়ু না থাকে, এইরূপে বন্তি মধ্যে
যে পর্য্যন্ত ঔষধ পূর্ণ হইবে, তাহার অন্তর্ভাগে সূতার ছই তিন
বেড় দিয়া বাধিবে। পরে ডান হাত তুলিয়া বন্তি ধারণ করিবে
এবং বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলি ও প্রদেশিনী দিয়া চক্ষু ধরিয়া, অঙ্গুলি
দ্বারা তাহার দ্ব্যন্তক মুখ ঢাকিয়া দ্ব্যন্তকমলবার মধ্যে প্রবেশ
করাইবে। পৃষ্ঠবংশের সমরেখা পর্য্যন্ত দূরে, নেত্রের কর্ণিকা
পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিয়া, রোগিকে স্থিরভাবে গ্রহণ করিতে
কহিবে। বামহাতে বন্তি ধরিয়া, ডান হাতে প্রয়োগ করিতে
হইবে। এককালে প্রয়োগ বিধেয়, তাহাতে দ্রুত বা বিলম্ব

না হয়। তারপর বন্তি তুলিয়া, এক হইতে ত্রিশবার বলিতে যে
সময় লাগে, সেই টুকু সময় অপেক্ষা করিয়া, রোগিকে উঠিতে
বলিবে। ঔষধ দ্রব্য নির্গত হইবার জন্য রোগিকে উৎকট
ভাবে বসাইবে। একমুহূর্তকাল মধ্যে নিরুচ দ্রব্য বাহির
হইয়া আসিবে। এই নিয়মে দুই তিনবার বন্তিপ্রয়োগে সম্যক
নিরুচ লক্ষণ হইলে, আর বন্তিপ্রয়োগ করিবে না। নিরুচ লক্ষ-
ণের বাড়িবাড়ি ভাল নয়, অল্প থাকাই ভাল। বিশেষতঃ
সুক্ষ্মার ব্যক্তির পক্ষে সামান্যই হিতকর।

বন্তিপ্রয়োগে সামান্যবেগে বাহার মলবায়ু নির্গত না হয়,
তাহাকে হ্রস্বনিরুচ বলে। এরূপস্থলে স্বয়ংরোগ, অঙ্গটি ও জড়তা-
দোষ জন্মে। বন্তি প্রয়োগমাত্র, বাহার পুরীষ পিত্ত, কফ ও
বায়ুক্ৰমে নির্গত হইয়া দেহ লঘু হয়, তাহা সুনিরুচ বলিয়া
জানিবে। সুনিরুচ হইলে মান ও ভোজন করাইবে। পিত্ত,
শ্লেষ্মা বা বায়ু জন্য রোগে বথাক্রমে ক্ষীর, ঘূষ বা মাংসরস খাইতে
দিবে। মাংসরস সকল দোষেই প্রয়োজ্য। দোষাদি অহুসারে তিন
ভাগ হীন, অর্দ্ধভাগহীন বা চতুর্থাংশহীন পরিমাণে, ভোজন
করিবে। তারপর দোষাহুসারে স্নেহবন্তি চালাইবে। আস্থ-
পন ও স্নেহবন্তি সম্যকরূপে প্রয়োগ করিলে মনের তৃষ্টি, দেহের
নিদ্রতা ও ব্যাধির নিগ্রহ, এই সকল লক্ষণ জন্মে। যে দিবস
আস্থাপন প্রয়োগ করা যায়, সেদিন বায়ু কর্তৃক বিশেষ অনি-
ষ্টের সম্ভাবনা। অতএব রোগিকে সে দিন মাংসরস সহ
অন্নভোজন করিতে দিবে ও অহুবাসন প্রয়োগ করিবে।
তৎপরে অগ্নির দীপ্তি ও বায়ুর গতি বুঝিয়া (কোষ্ঠদেশ বেশ
উপস্কৃত থাকিলে) স্নেহবন্তি প্রয়োগ করিবে। মুহূর্ত মধ্যে
নিরুচদ্রব্য বাহির হইয়া না আসিলে, ক্ষারমূত্র বা অম্লসংযুক্ত
তীক্ষ্ণ নিরুচ দ্বারা শোধন করিবে। নিরুচ দ্রব্য অধিককাল
শরীর মধ্যে থাকিলে, বায়ু কুপিত হইয়া বিষ্টকশূল, অরতি, অর,
আনাহ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটে। ভোজনান্তে আস্থাপন
প্রয়োগ উচিত নহে। তাহাতে দোষ সকল কুপিত হয়, বিশৃ-
চিকা ও দারুণ বমনরোগ জন্মে। এই জন্য অত্যন্ত অবস্থার
আস্থাপন দেওয়া কর্তব্য।

দুগ্ধ, অন্নরস, মূত্র, স্নেহ, কাথ, রস, লবণ, ফল, মধু, শতমূলী,
সর্ষপ, বচ, এলাচ, ত্রিকটু, রাশা, সরল, দেবদারু, হরিদ্রা, যষ্টি-
মধু, হিঙ্গু, কুষ্ঠ, শোধনী-বর্গস্থিত দ্রব্যসমূহ—কটুকী, শর্করা,
মুস্তা, বেণামূল, চন্দন, শঠা, মঞ্জিষ্ঠা, মদনফল, চণ্ডা, দ্রোণমাণ্ডা,
রসাজন, বিষফলের সার, যমানী, প্রিয়ঙ্গু, কুটজ ফল, কাকোলাী,
ক্ষীরকাকোলাী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও
মধুলিকা এই বর্গের মধ্যে, যে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা নিরুচে
প্রয়োগ করিবে। স্ব স্ব অবস্থায় নিরুচে যে পরিমাণে কাথ

প্রয়োগ করিবে, তাহার পক্ষভাগ বেহ, পিণ্ডে বর্ষভাগ ও কক্ষ
অষ্টমভাগ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক কক্ষের
অষ্টমভাগ বেহ ও সেই পরিমাণ লবণ দেওয়া কর্তব্য।

মধু, গোধূত, কল, ছত্র, অন্ন ও মাংসরস ইহাদের মধ্যে
কোন একটা আবশ্যক বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে। কক্ষ, বেহ ও
কষায়ের উল্লেখ না থাকিলেও যুক্তিক্রমে কোন একটা লইবে।
যে সকল দ্রব্য বিহিত, তাহা ভাল করিয়া পিষিয়া লইতে হইবে।

নিরুঢ়া (ঐ) নিরুঢ় স্নিগ্ধ টাপু। লক্ষণাবিশেষ।

“কাচিং লক্ষ্যতাবচ্ছেকৌতুততত্ত্বপেণ পূৰ্ণপূৰ্ণং প্রত্যায়ক-
ছাং নিরুঢ়া।” (লক্ষ্যশক্তিপ্র.) [লক্ষণা দেখ।]

নিরু উচ্চ। ২ অবিবাহিতা।

নিরুঢ়ি (ঐ) নিরু-কহ-কিন্। ১ প্রসিদ্ধি।

“নৃপবিদ্যাস্থ নিরুঢ়িমাগতা” (কিরাত°)

২ নিরুঢ়লক্ষণ।

নিরুপ (ত্রি) ১ রূপহীন। (পুং) ২ বায়ু। ৩ দেবতা। (ঐ)
৪ আকাশ। [নীরূপ দেখ]

নিরুপক (ত্রি) নিরুপয়তি নি-রূপ-ণুল্। নিরুপণকর্তা,
নিরুপণকারী।

নিরুপকতা (ঐ) নিরুপকত্ভ ভাবঃ নিরুপক-তল্-টাপু।
স্বরূপসম্বন্ধভেদ।

নিরুপণ (ঐ) নি-রূপ-ণিচ্-লুট্। ১ আলোক। ২ বিচার।
৩ নিদর্শন। (মেদিনী)

“প্রচ্ছন্ন হি মহাশ্মানন্দরক্তি পৃথিবীমিয়াম্।

দৈবেন বিধিনা বৃক্ষাঃ শাস্ত্রোক্তৈশ্চ নিরুপণৈঃ॥” (ভা° ৩।৭।১০১)

নিরুপয়তীতি নি-রূপ-ণিচ্-লু। (ত্রি) ৪ নিরুপক।

(মার্কণ্ডেয়পু° ১৬।৬৯)

নিরুপিত (ত্রি) নি-রূপ-ণিচ্-ক্। ১ কৃতনিরুপণ, নিযুক্ত,
নির্গীত, স্থিরীকৃত, নিশ্চিত। ২ বিচারিত। ৩ দৃষ্ট।

“নিরুপিতো বালকএব যোগিনাং

স্বক্লমণে প্রারূষি নির্বিবিক্তাম্॥” (ভাগবত ১।৫।২৩)

নিরুপিত্তি (ঐ) ১ নিশ্চয়ত্ব, স্থিরভাবত্ব। ২ ভাবাদির
ব্যাখ্যান।

নিরুপ্যা (ত্রি) দৃষ্ট, স্থিরীকৃত, ব্যাখ্যাত।

নিরুপ্যন (ত্রি) গরম সহিত, শীতল।

নিরুহ (পুং) নিরু-উহ করণে ঘঞ্। বস্তিভেদ।

নিরুহণ (ঐ) স্থিরত্ব, নিশ্চয়ের ভাব।

নিখতি (ঐ) নির্নিগতা ঋতি যুগা অন্ততঃ বা যন্ত। ১ অলসী।
২ দক্ষিণ পশ্চিমদিক্‌পতি।

“দৃগব্যাক্ষত সর্গশ্চ নিখতিশ্চ মহাযশাঃ।” (ভারত ১।৯৬ অ°)

৩ নিরুপদ্রব। ৪ অধর্ম-পরী। (ভারত ১।৯৬ অ°)

৫ অধর্মের কল্যাণ, হিংসার গর্ভে এই কল্যাণ জন্ম হয়।

“হিংসাতার্য্যাত্বধর্মস্য তন্ত্যং জজ্ঞে তথানৃতম্।

কন্যা চ নিখতিতন্ত্যং হৃতৌ বৌ নরকং ভয়ম্॥”

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫ অ°)

৬ যুক্তভার্যা। ৭ মূলানকত্র। (পুং) ২ রুদ্রবিশেষ।

॥ * ॥ ঋগ্বেদে নিখতি শব্দ পাপদেবতা শব্দে অভিহিত
হইয়াছে।

“দৃতৌ নিখতিয়া ইমমাজগাম।” (ঋক্ ১০।১৬০।১)

‘নিখতিয়াঃ পাপদেবভার্যাঃ দৃতৌহরুচরঃ।’ (সায়ণ)

পদ্মপুরাণে ইহার উপাখ্যান, এইরূপ লিখিত আছে।
সমুদ্র-মহানে প্রথমে নিখতি ও পরে লক্ষ্মী উৎপন্ন হয়। উদ্দা-
লকের সহিত ইহার বিবাহ হয়।

নিখতি সদাচারপূত উদ্দালকের আশ্রম অবলোকন
করিয়া, অত্যন্ত চুঃখিত হইয়া উদ্দালককে বলিয়া ছিল, এই
আশ্রম আমার বাসের উপযুক্ত নয়। যেখানে সর্বদা বেদধ্বনি
হয় এবং দেবতা ও অতিথিপূজা প্রভৃতি সংকারণের অমুষ্ঠান
হয়, সেই স্থান আমার বাসোপযুক্ত নহে। যেখানে সকল
প্রকার অসংকারণের অমুষ্ঠান হয়, সেই স্থানই আমার প্রিয়।
উদ্দালক এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেন। পরে
নিখতি স্বামিবিবাহে কাতর হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন।
লক্ষ্মী ভগিনীর দ্বংখ জানিতে পারিয়া নারায়ণের সহিত তথায়
আগমন করেন এবং নারায়ণ তাহাকে বুঝাইয়া বলেন যে,
অখণ্ডবৃক্ষ আমার অংশসম্বৃত, এই বৃক্ষে তুমি অবস্থান কর।
মন্দবারে লক্ষ্মী এই স্থানে আসিবেন এবং ঐ দিনে তোমার
পূজা হইবে। (পার্বত্যোত্তরখণ্ড ১৬১ অ°)

সংযমীপুরীর পশ্চিমভাগের দিক্‌পতির নাম নিখতি।
তাহার অধিষ্ঠিত লোককে নিখতিলোক বলে। তথায় পুণা-
শীল ও অপুণাশীল দুই প্রকার লোক বাস করে।

যাহারা রাক্ষসঘোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও পরহিংসা পর-
ষেব প্রভৃতি কুসংস্কারে বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা
পুণাশ্রমীভূত। যাহারা নীচ ঘোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ও
শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমুদয় প্রতিপালনপূর্বক, কখনও অখাদ্য-
ভোজন, পরস্পরগমন, পরদ্রব্যগ্রহণ ইত্যাদি অসং কর্ম করে
নাই; যাহারা সর্বদা সংকর্ষের অমুষ্ঠান, দ্বিজসেবা, দেবসেবা,
তীর্থদর্শনাদি করে, তাহারা সর্ববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়া উক্ত
পুরিতে বাস করিতেছে। স্নেহ হইয়াও যাহারা আত্মহত্যা
করে না ও মুক্তিকল্পে কাশী ভিন্ন অন্য তীর্থে মৃতুলাভ
করিলেও তাহারা এই স্থানে বাস করিয়া থাকে।

দিকপতি নিষ্পত্তি পূর্বকালে বিদ্বাচলের বনগধ্যে নিষিদ্ধা মন্দির ভটদেশে বাস করিতেন। ইনি শবরগণের অধিপতি পিজ্জাক নামে খ্যাত। শবরশ্রেষ্ঠ অতিশয় বলবান্ ও সচরিত্র লোক ছিলেন। পথিকগণের আপদ্ দূরীকরণার্থ বহুসংখ্যক সিংহ বাঘ নিধন করিয়া পথ নিরাপদ করিয়াছিলেন। বাধ-বৃত্তি ইহার জীবিকা হইলেও নিষ্ঠুরাচরণে পরাশ্রুত ছিলেন; কখনও বিশ্বস্ত, স্তম্ভ, ববারধৃত, জলপানে নিরত, শিশু বা গর্ভবৃত্ত জীবজন্তু হনন করিতেন না। এই ধর্ম্মাশ্রম প্রমাত্তর পথিককে বিশ্রামস্থান, ক্ষুধাতুরকে আহারদান ও দুর্গম প্রান্তরপথে পথিকগণের অহুগমন করিয়া, তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিতেন।

পিজ্জাকের এবংবিধ আচরণে, সেই প্রান্তরভূমি নগরের তুলা হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি ভয়ে পথিকের পথরোধ করিতে পারিত না। কোন সময়ে নিকটস্থ গ্রামনিবাসী পিজ্জাকের পিতৃবা, পথিকগণের মহাকোলাচল শুনিয়া, তাহাদের ধন অপ-হরণ করিবার অভিলাষে তাহাদিগকে নিধন করিবার জন্য প্রকল্পভাবে পথ অবরোধ করিয়া রহিল। দৈবক্রমে পিজ্জাকও সেই নিবস রাত্রিকালে সেই অরণ্যে যুগ্মা করিতে যাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে, “হে বীরগণ! শীঘ্র মার, পাতিত কর, নগ্ন কর।” “হে বীরগণ। আমরা তীর্থযাত্রী, আমাদের মারিও না, রক্ষা কর। আমাদের যাহা কিছু আছে, তোমরা সমস্তই লুণ্ঠন কর। আমরা পথিক ও অনাথ, কিন্তু বিশ্বনাথপরায়ণ, স্তূতরাং তিনিই আমাদের রক্ষা-কর্তা। কিন্তু তিনিও দূরে অবস্থিত, আমাদের আর কেহই রক্ষাকর্তা নাই। আমরা পিজ্জাকের ভয়সায় সর্বদা এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকি, কিন্তু তিনিও এ বন হইতে অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছেন।” এই কোলাহল শ্রবণ-পূর্বক দূর হইতে ‘ভয় নাই, ভয় নাই’ বলিতে বলিতে পথিক-বদ্ধ পিজ্জাক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “আমি জীবিত থাকিতে, কোন্ দুরাচার আমার প্রাণ-লিঙ্গ-তুলা পথিকগণকে প্রাণে মারিয়া লুণ্ঠন করিতে অভি-লাষ করিয়াছে? পিজ্জাকের পিতৃবা তোমাথ্য এই বাকা শ্রবণ করিয়া স্বীয় দলস্থ দস্তাগণকে পিজ্জাকের প্রাণবধের আজ্ঞা দিল।

পিজ্জাক একাকী এই সমস্ত দস্তাদলের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কোন প্রকারে যাত্রিগণকে আপনার বাসস্থানের নিকট আনয়ন করিলেন, কিন্তু দস্তাগণ কর্তৃক ধমুর্দগ ও কবচ ছিন্ন হইলে, অন্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত শরীর হইয়া দস্তানাশে অকৃত-কার্য্যতাবশতঃ ক্ষোভপ্রকাশপূর্বক ইহলোক পরিত্যাগ করি-

লেন। এই জনাই সেই পিজ্জাক নৈঋতের রূপে দিকপতি হইয়া, নৈঋতে অবস্থান করিতেছেন। (কাশীখণ্ড)

নিষ্পত্তি (পুং) নি-ঋ-থ-ক্। সামভেদ। (উজ্জলমত)
নিরোধ (পুং) ১ চিরকালব্যাপা, চিরসম্বন্ধীয়। ২ খালি নদ, পরিপূর্ণ। (মহীধর)

নিরোধক্য (ত্রি) নি-ঋ-ক-ধ-ণি-তবা। আবরণীয়। লোক-সমূহের যথোচ্ছাচারবারণের নিমিত্ত রক্ষণীয়। যাহারা অনায়া-চরণ করে, রাজা তাহাদিগকে রোধ করিবেন।

“আশ্রয়শোপদানাশ প্রভৃতিসলিলাকরাঃ।

নিরোধক্যাঃ সদা রাজা ক্ষীরিণশ্চ মহীরাহাঃ॥”

(ভারত শাস্তিপর্ব ৮৬।১৫)

২ প্রতিরোধনীয়।

নিরোধ (পুং) নি-ঋ-ধ-ঘ-জ্। ১ নাশ। ২ গতি প্রভৃতির প্রতি-রোধ। ৩ নিগ্রহ।

“ন নিরোধো ন চোৎপত্তি ন বন্ধো ন চ সাধকঃ।

ন মুমুর্শু ন বৈ মুক্ত ইতোবা পরমার্থতা॥” (সাংখ্যপ্রবৃত্তি শ্রুতি)

৪ নিরুদ্ধাখ্য চিন্তাবহাভেদ। চিন্তের একাগ্রাবস্থায় কেবল বহিবৃত্তি নিরোধ হয়, কিন্তু নিরোধাবস্থায় সকল বৃত্তি নিরোধ হইয়া থাকে। চিন্তনিরোধ করিতে হইলে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রয়োজন। কেবল অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা চিন্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। [নিরুদ্ধ দেখ।] চিন্ত নিরুদ্ধ হইলে নিবীজ-সমাধিলাভ হয়।

নিরোধক (ত্রি) নিতরাং রূপকি নি-ঋ-ধ-লু-। ১ নিরোধ-কারক।

নিরোধন (ক্লী) নি-ঋ-ধ-লুট্। ১ কারাগারাদিতে প্রবেশদ্বারা গতিরোধ। ২ বিষয়সংপ্রচার রহিতকরণ।

নিরোধপরিণাম (পুং) পাতঞ্জলোক্ত পরিণামবিশেষ। ইহার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে এইরূপ লিখিত আছে—

“বুখাননিরোধসংস্কারয়োরভিব্যাপ্ত্যবস্থাবৌ নিরোধক্ষণ-চিন্তাবয়ো নিরোধপরিণামঃ।” (পাতং ৩৯)

চিন্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম বুখান এবং কেবলমাত্র বিজ্ঞানসত্ত্ব পরিণামের নাম নিরোধ। চিন্তের সম্প্রজাত অবস্থা ও পরবৈরাগ্য অবস্থা—এই দুই অবস্থাঃ যথাক্রমে বুখান ও নিরোধ। এই দুই পরিণামের সংস্কার যখন, যথাক্রমে অভিবৃত্ত ও প্রাহৃত্ত হয়, অর্থাৎ যখন বুখান সংস্কার অভিবৃত্ত হইয়া গিয়া নিরোধসংস্কার পূর্ত হয়, চিন্ত তখন নিরোধ নামক অবসরের অহুগত হয়। তাদৃশ আনু-গত্যের অর্থাৎ সেই প্রকার অবসরপ্রাপ্তি বা তুষ্টান্তাব-প্রাপ্তির নাম নিরোধপরিণাম।

যোগী সংযমদ্বারা বিবিধ ঐশ্বর্য বা অলৌকিক ক্ষমতা আহরণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু কিল্প বিষয়ের জন্য, কিল্প সংযম করিতে হয়, তাহা তাহার অগ্রে জানা আবশ্যক। কোণায় কি প্রকার সংযম প্রয়োগ করিতে হয়, কোন সংযমের কি ফল, তাহা জানা না থাকিলে, ফলশূন্য হওয়া দুর্ঘট হয়। সুতরাং সংযমশিক্ষার অগ্রে সংযমের স্থানগুলি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়, এবং বিবিধ চিত্তপরিণাম—চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন বিকারভাবগুলি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতিযোগ্য করিয়া লইতে হয়। চিত্তবুখানকালে, একাগ্রতাকালে ও নিরুদ্ধ সময়ে কিল্প অবস্থার থাকে, তাহা নিপুণতার সহিত লক্ষ্য করিতে হয়। নিরোধ কালের চিত্তাবস্থা জ্ঞাত হওয়া যত আবশ্যক, বুখান কালের চিত্তাবস্থার চিত্তপরিণাম সন্ধান করা, তত আবশ্যক নহে। নিরোধপরিণামের যথার্থ স্বরূপ কি? অর্থাৎ নির্বীজ সমাধির সময় চিত্ত কিল্প ভাবে থাকে, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

যে কোন সংস্কারই হউক, সমস্তই চিত্তধর্ম, এবং চিত্তই ততাবতের ধর্মী অর্থাৎ আধার। চিত্ত যখন বিবিধ বিষয়াকারে পল্লিত হইতে থাকে, তখন তাহাতে, সেই সেই পরিণামের সংস্কার অবহিত থাকে। চিত্ত যখন কেবলমাত্র সম্প্রজ্ঞাত-বৃত্তিতে স্থিতি করে, একাগ্র বা একতান হয়, তখনও তাহাতে তাহার সংস্কার নিহিত থাকে। চিত্ত যতক্ষণ বৃত্তিশূন্য না হয়, ততক্ষণ তাহাতে সংস্কার থাকে। একাগ্রবৃত্তি অবিশ্রান্তরূপে বা প্রবাহাকারে উদ্ভিত হইতে থাকিলে, তজ্জনিত সংস্কারও তাহাতে যথাক্রমে আবদ্ধ হয়। যে সংস্কার বা স্রোত নিরোধপরিণাম ব্যতীত তিরোহিত বা অভিবৃত্ত হয় না। পরে বৈরাগ্যাভাস দ্বারা যখন বুখানসংস্কার অভিবৃত্ত হয়, তিরোহিত হয় ও নিঃশক্তি অথবা বিলীন হইয়া যায়, সেই নিরোধসংস্কার, তখন প্রবল বা পুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। চিত্ত এই সময়ে, পূর্ণসঞ্চিত বুখান-সংস্কার হইতে অপমৃত হইয়া, কেবলমাত্র নিরোধসংস্কার লইয়া অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ তখন কেবল স্ব রূপে থাকে। চিত্তের এই অবস্থা স্থায়ী হইলেই, যোগিরা তাহাকে নিরোধ-পরিণাম বলিয়া থাকেন।

এই নিরোধ অবস্থাটীও পরিণামবিশেষ। সুতরাং নিরোধ-পরিণাম এই নামটীও অর্থ জানিতে হইবে। চিত্ত যখন গুণময়, অর্থাৎ প্রকৃতিময়, তখন সে যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাতে অবিশ্রান্ত পরিণাম হইবে। কেন না প্রকৃতির স্বভাব এই যে সে স্বকালও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারেনা। সুতরাং যাহাকে নিরোধ বলা হইল, বস্তুর তাহাও এক প্রকার পরিণাম। কেননা চিত্ত তখনও পরিণত

হয়, তবে কিনা তাহা তাহার স্বরূপেরই অমূর্তরূপ। তাদৃশ স্বরূপপরিণামের অন্য নাম হৈর্ঘ্য। চিত্ত স্থির হইয়াছে একথা বলিলে, কোনরূপ পরিণাম হইতেছে না, ইহা না বুঝিয়া, এইরূপ বৃত্তিতে হইবে যে, বিষয়াবগতা বৃত্তি হইতেছে না, কিন্তু স্বরূপের অমূর্তরূপপরিণামই হইতেছে। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, হৈর্ঘ্য অথবা নিবৃত্তিক অবস্থার নামই নিরোধ-পরিণাম। সংস্কার দৃঢ় হইলেই, তৎপ্রভাবে নিরোধ-পরিণামের প্রশান্ত-বাহিতা বা হৈর্ঘ্যপ্রবাহ জন্মে। (পাতঞ্জলদ")

নিরোধিন্ (ত্রি) প্রতিবন্ধক, নিরোধকাকারী।

নির্গ (পুং) নিরস্তরং গচ্ছত্যভ্যন্তি, নির-গম-ড। (অন্যত্রাপি দৃষ্টতে ইতি বক্তব্যং। বাটিক ৩২।৪৮) দেশ।

নির্গত (ত্রি) নির-গম-ক। বহিঃপ্রাপ্ত, বহির্গত।

নির্গন্ধ (ত্রি) নির্গন্ধি গন্ধো যত্র। গন্ধশূন্য।

“বিদ্যাহীনান শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংওকাঃ।” (চাণক্য)

নির্গন্ধন (ক্লী) নির-গন্ধ অর্ধদনে ভাবে লুট্। ১ নিগ্রহন। ২ মারণ। (স্থানী।)

নির্গন্ধপুঞ্জী (ক্লী) নির্গন্ধ গন্ধশূন্য পুঞ্জং যন্তঃ। ভীপ্। শাখালিগু। (খন্ডা°)

নির্গম (পুং) নির-গম-অপ্। নিঃসরণ, নির্গত হওন।

“নৈব সা নির্গমঃ লেভে জটামণ্ডলমোহিতা।” (রামা° ১।৪৪।১১)

নির্গমন (ক্লী) নির-গম-করণে-লুট্। ১ হার। ২ প্রতিহারী। ভাবে লুট্। ৩ নিঃসরণ।

নির্গর্ভ (ত্রি) নির্গর্ভি গর্ভঃ যত্র। গর্ভরহিত, অহঙ্কারশূন্য। নিরহঙ্কার।

নির্গবাক্ষ (ত্রি) গবাক্ষরহিত।

নিগুণ (পুং) নির্গতা গুণা যস্মাৎ। সম, রজঃ ও তমোগুণাতীত, বাহ্যতে সম, রজঃ ও তমো গুণ নাই। পরমেশ্বর।

“সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নিগুণং প্রভূম্।

সর্গাধারঞ্চ সর্গঞ্চ স্বৈক্যরূপং নমাম্যহম্॥” (ব্রহ্মবৈগণেশখ° ১৩অ°)

(ত্রি) ২ বিদ্যাদি শূন্য, মূর্খ, গুণহীন।

“সগুণো নিগুণো বাপি সহায়ো বলবন্তরঃ।

তুষেণাপি পরিভ্রষ্টতুলো নানুরায়তে॥” (উত্তট)

৩ গুণরহিত, জ্ঞাহীন, যথা নিগুণ ধর্ম। [ব্রহ্ম দেখ।]

নিগুণতা (ক্লী) নিগুণত্ব ভাবঃ, নিগুণ-ভাবে ভল, টাপ্। গুণহীনতা।

নিগুণত্ব (ক্লী) নিগুণ ভাবে-ত্ব। গুণহীনত্ব, মূর্খত্ব।

নিগুণাত্মক (ত্রি) নিগুণ আত্মা যন্ত কন্। নিগুণ স্বরূপ, ব্রহ্ম।

নিগুণোপাসনা (ক্লী) নিগুণত্ব ব্রহ্মণঃ উপাসনা। নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। [ব্রহ্ম দেখ।]

নিগুণ্ডী (স্ত্রী) নির্গতা শুভ্রাং শুভ্রনাং গৌরাদিভ্যং ঙীর্।
নিগুণ্ডী। (অমরটীকা মধু) ২ নিসিন্দাগাছ।

নিগুণ্ড, মহিষের রাজ্যের অন্তর্গত চিত্তলহর্গ জেলায় একটি গ্রাম। অক্ষা° ১৩° ৪৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১৫' পূঃ। পূর্বকালে ইহা গঙ্গারাজ্যের অন্তর্গত এবং এখানে জৈনদিগের রাজধানী ছিল। কিংবদন্তী অনুসারে খৃষ্টের ১৫০ বৎসর পূর্বে উত্তর ভারতের নীলশেখর নামক এক রাজা এই স্থানের স্থাপিত। তিনি ইহার নীলবতীপাটন নাম রাখেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে উৎকীর্ণ মেরীনার তাম্রশাসনে নিগুণ্ড নাম পাওয়া যায়।

নিগুণ্ডী (স্ত্রী) নির্গতাং শুভ্রাং বেটনং যন্তাঃ ঙীর্। ১ নীল-শেকালিকা। পর্যায়—শেকালিকা, শেকালী, নীলিকা, মলিকা, সুবহা, রজনীহাসা, নিশিপুলিকা। (শব্দরং) ২ নিসিন্দা। পর্যায়—সিন্দুক, সিন্দুবার, ইন্দ্রব্রথ, নিগুণ্ডী, ইজ্রাণী, পোলোণী, শক্রাণী, কাসনাশিনী, বিম্বজুক, সিন্দুক, সুব্রথ, সিন্দুবারিত, সুব্রমা, সিন্দুবারক, করহাট। (শব্দরং)।

নিগুণ্ডী কল্প, ভৈষজ্যরত্নাবলীযুক্ত ঔষধভেদ। ভৈষজ্যরত্নাবলীর মতে পিঙ্গলা যোগিনী এই ঔষধ প্রকাশ করেন। প্রকৃত প্রণালী এইরূপ নিগুণ্ডী বা নিসিন্দামূল ৮ পল ও মধু ১৬ পল একত্র মিলাইয়া দ্বতভাগে রাখিয়া শরা দিয়া ঐ ভাগের দুখ আচ্ছাদন ও গাঢ়রূপে লেপন করিয়া এক মাস ধাত্তরাশির মধ্যে রাখিবে। এই চূর্ণ গোমূত্র ও তক্তাদির সহিত কিছু দিন সেবন করিলে সকল প্রকার রোগ ও জ্বর দূর হইয়া বল, বীৰ্য ও আয়ুর্বাধি হয়। ইহা এক মাস খাইলে কনকবর্ণ, গৃধদৃষ্টি, সর্পরোগবিবর্জিত ও পলিতহীন এবং এক বৎসর খাইলে যাবজ্জীবন বরুণকৃত ও শতব্রীহমণের ক্ষমতা হয়। গোমূত্রের সহিত যে খায়, তাহার কুষ্ঠ, পামা, বিচর্জিকা, নাড়ীভ্রণ, গুল্ম, শূল, প্লীহা ও উদররোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যরং)

নিগুণ্ডী তৈল, বৈজ্ঞানিক ঔষধভেদ। এই তৈল নানা প্রকার উপকরণভেদে বিভিন্ন রোগনাশক। ১। তৈল ৪ সের, নিসিন্দার রস ১৬ সের, কর্ণাধি কিশলাকলের মূল ১ সের, এই তৈলের নস্ত্রে গুণমালা ভাল হয়।

২। তৈল ৪ সের, মূল, পত্র ও শাখা সহিত নিসিন্দা নিংড়াইয়া রস বাহির করিবে। এই রস ৪ সের। উভয় একত্র পাক করিয়া লইবে, এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থ প্রয়োগ করিলে পামা, অপচী ও সর্পপ্রকার ত্রণ ভাল হয়।

নিগুণ্ড (ত্রি) নির্নিশ্চয়েন গুহ্যতে সংব্রিতে আত্মা অত্রোতি নির্-গুহ অধিকরণে ক্র। ১ বৃক্ষকোটর। ২ সংবৃত। ৩ নিত্যস্ত গুহ। (শব্দরং)

নিগৃহ (ত্রি) গৃহশূন্য।

নিগোর্গব (ত্রি) ১ গৌরবহীন, অহঙ্কারশূন্য। ২ স্থূল, নম্র।

নিগ্রহু (পুং) নির্গতো গ্রহেভ্যঃ। ১ ক্ষপণক। ২ দিগম্বর। পুরাকালে দিগম্বর জৈনেরা ব্রহ্মাদি আচ্ছাদন ব্যবহার করিত না, এই জন্য উহার দিগম্বর বা নিগ্রহু (গ্রহিশূন্য) নামে অভিহিত। এখন বৃটীশ আইন ও দেশপ্রথা অনুসারে কাপড় ব্যবহার করে বটে, কিন্তু আহারের সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ-বস্ত্র আহারকার্য শেষ করে। ইহার বলে “মানব বধন সম্পূর্ণ নির্ঘম, স্মার্য বস্ত্রশূন্য ও স্মার্যশূন্য হয়, তখনই মুক্তির যোগ। অভাব প্রকৃত সন্ন্যাসিদের কাপড় ব্যবহার করা অসুচিত।” [জৈন দেখ]

৩ দ্যুতকর। ৪ মুনিভেদ। ৫ নির্ধন। ৬ মূর্খ। ৭ নিঃসহায়। (ত্রি) ৮ নির্বেদপ্রাপ্ত।

‘নিগ্রহো নথকেহপি ত্রাং নিঃস্বাশিষ্যোরপি ॥’ (মেদিনী)

নিগ্রহুক (পুং) নিগ্রহ এব স্বার্থে কন্। ১ ক্ষপণক। ২ নিফল। ৩ অপরিচ্ছদ।

‘নিগ্রহকঃ ত্রাং ক্ষপণে নিফলেহ্যপরিচ্ছদে’ (মেদিনী)

৪ বস্ত্ররহিত।

নিগ্রহুন (স্ত্রী) গ্রহি কোটিল্যে নিব্-গ্রহি-লুট। মাষণ। (অমর)

নিগ্রহি (ত্রি) গ্রহিশূন্য।

নিগ্রহিক (পুং) নির্গতো গ্রহিহঁদরগ্রহিহঁত। ১ ক্ষপণক। (ত্রি) ২ নিপুণ। ৩ হীন। (শব্দরং)

‘সোহপি কথঞ্চিদনিগ্রহিকগ্রহমোচিতান্না মদহুপিষ্টঃ’ (দশকু’চ’)
প্রিয়াং টাপ্। ৪ জৈনসন্ন্যাসিনী।

‘বৃক্ষবাটিকায়াং গতৌ নিতম্ববতীং নিগ্রহিকা প্রবহে-
নোপনীতঃ’ (দশকুমার)

নিগ্রাহি (ত্রি) নিব্-গ্রহ কণ্ধণি গ্যৎ। নিশ্চয়রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ।

‘অহুলমনধ্বংসমদ্রোশমনিগ্রাহম্।’ (বৃহদায়ণ্যক উপ°)

নির্ঘটি (স্ত্রী) নির্গতো ঘটৌ যন্তাং। ১ ঘটশূন্য দেশ। ২ রাজ-করশূন্য হট্ট, যে হাটে খাজনা দিতে হয় না। (শব্দচ’)

৩ বহুজনাধীন হট্ট। (হারাবলী) ৪ ঘটাত্তাব।

নির্ঘণ্ট (পুং) নিব্-ঘণ্ট-লীপ্তৌ ঘণ্। নির্ঘণ্টন, নিঘণ্টু গণ-সংগ্রহ, গ্রন্থের সূচী।

‘ধ্বংসরীমদনাদিহলায়ুধাদীন্

বিখ্যপ্রকাশময়রকোবমশেষবাজান্।

আলোক্য লোকবিদিতাংচ বিচিন্ত্য শব্দান্

ত্রব্যাবিধানগণসংগ্রহ এব সূত্রঃ ॥

নির্দণ্ডলক্ষণপরীক্ষণনির্ণয়েন

নানাবিধোবধবিচারপরায়ণো যঃ।

সোহীতা যৎ সকলমেন মবৈতি সর্বং

তদ্বাদয়ং জগতি ভাতি নিবট্‌রাজঃ ॥" (রাজনির্ঘণ্ট)

নির্ঘণ্ট (স্ত্রী) মর্দন, সংঘর্ষ।

নির্ঘাত (পুং) নির হন-ঘঞ। বায়ুকর্ষক অভিহিত বায়ুপ্রপতন
জন্ত শব্দ বিশেষ, বায়ুর শব্দ, বায়ুতে বায়ুতে অভিহিত হইয়া
যে শব্দ উৎপন্ন হয়, প্রবলবাতা, ঝড়।

"বায়ুনাভিহতে বায়ৌ গমনাচ্চ পতত্যাধঃ।

প্রচণ্ডবোরনির্ঘোষো নির্ঘাত ইব কথ্যতে ॥" (শব্দমালা)

বৃহৎসংহিতায় নির্ঘাতের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

বায়ু কর্ষক বায়ু অভিহিত হইয়া আকাশতল হইতে
পৃথিবীতে পতিত হইলে তাহাই নির্ঘাত হয়। সেই নির্ঘাত-
দীপ্ত দিক্‌স্থিত বিহগগণ কর্ষক শব্দিত হইলে পাণকর হয়।
সূর্যোদয়কালে নির্ঘাত হইলে বিচারক, ধনী, যোদ্ধা, অসনা,
বণিক ও বৈশাগণ এবং প্রহরংশ পূর্ণাঙ্ক হইলে শূদ্র ও পৌর-
গণকে নিহত করিয়া থাকে। মধ্যাহ্ন সময়ে হইলে রাজাপ-
সেবী ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণগণকে পীড়িত করে। তৃতীয় প্রহরে
নির্ঘাত হইলে বৈশ্য ও জলদাতৃগণকে এবং চতুর্থ প্রহরে
হইলে চোরগণকে পীড়িত করে। সূর্যাস্তে হইলে নীচদিগকে
এবং রাত্রির প্রথম যামে হইলে শস্ত সকল নষ্ট হয়। রাত্রির
দ্বিতীয় যামে হইলে পিশাচগণ, তৃতীয় যামে হইলে হস্তী ও
অশ্বগণ এবং চতুর্থ যামে নির্ঘাত হইলে পদাতিকগণ হত হইয়া
থাকে। যে দিক্‌ হইতে প্রথমে নির্ঘাত উপস্থিত হয়, সেই দিক্‌
নষ্ট হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৩৯ অ') যে সময়ে নির্ঘাত
উপস্থিত হয়, সেই সময় কোনরূপ মঙ্গল কার্য্য করিতে নাই।

"উরূপাতে চ নির্ঘাতে তথৈবাকালবর্ষণে।

জিহ্নে সূর্যো বিনির্ঘিষ্টে ন কুর্ধ্যাৎ মঙ্গলক্রিয়াং ॥" (জ্যোতিস্তত্ব)

নির্ঘাতসময়ে বেদাধ্যয়ন কর্তব্য নহে।

"নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতির্বাধোপসর্জনে।

এতানাকালিকান্ বিদাদনধারানুতাবি ॥" (মল্ল)

২ অন্তর্ভেদ। (বিজয়রস্কিত)

নির্ঘাতন (স্ত্রী) নির হন স্বার্থে গিচ্‌ ভাবে লুট। স্বক্‌তোক্ত
বস্ত্রনিশ্চায়া ক্রিয়াভেদ।

"উকৃতিতং ছিদ্‌বা নির্ঘাতয়েৎ ছেদনীয়মুখং।" (অশ্বত)

নির্ঘাত্য (ত্রি) নির-হন-ণাৎ। ছেদনীয়।

নিষ্ণ-রিণী (স্ত্রী) নদী, নিষ্ণ-রিণী।

নিষ্ণ (ত্রি) নির্গতা ঘৃণা দয়া বা যম্মাৎ। নির্দয়, দয়াশূন্য।

২ ঘৃণাশূন্য, নির্দয়।

"তো ভো প্রজাপতে রাজন্‌ পশূন্‌ পশু তদ্বাদয়।

সংজ্ঞাপিতান্‌ জীবসজ্ঞান্‌ নিষ্ণ-গৈন সহস্রশঃ ॥" (ভাগ ৪।২৫।৭)

নির্ঘোষ (পুং) নির-ঘুষ-ঘঞ। ১ শব্দমাত্র।

"নিধগস্তীরনির্ঘোষমেকং শুক্লনমাস্তিতো।" (রঘু ১।৩৬)

(ত্রি) নির্গতি বোঝা বহু। ২ শব্দশূন্য।

"সংনিরমোদ্রিয়গ্রামং নির্ঘোষে নির্জনে বনে।

কায়মভ্যস্তম্‌ কংরমেবাগ্রঃ পরিচিস্তয়েৎ ॥" (ভারত ১৪।১৯।৩৬)

নির্ঘোষাক্ষরবিমুক্ত (পুং) সমাধিত্তেদের নাম।

নির্জ্ঞন (ত্রি) নির্গতো জনো বস্মাৎ। জনশূন্যস্থানাদি, বিজন।

"একস্মিন্‌ সময়ে পাণ্ডু মাতীঃ দৃষ্টা তু নির্জনে।"

(-দেবীভাগ ২।৬।৫৯)

নির্জর (পুং) জরায়ু নিরাস্তাঃ 'নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থঃ পঞ্চম্যঃ'

ইতি সমাশঃ। ১ দেবতা। দেবতা সকল জরা হইতে অতি-

ক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া নির্জর নামে অভিহিত হন।

"বিশুদ্ধ নির্জরঃ সর্বং কুশলং কথয়ন্ত বঃ।" (দেবীভাগ ৫।৮।১৮)

(ত্রি) ২ জরারহিত। (স্ত্রী) ৩ সুখা। (শব্দরত্ন) সুখা

খাইলে জরারহিত হয়, এইজন্ত নির্জর শব্দে সুখা বুঝায়।

নির্জরস্‌ (ত্রি) নির্জর শব্দের পরিবর্তে সময় সময় ব্যবহৃত হয়।

নির্জরস্বপ (পুং) নির্জরপ্রিয়ঃ স্বপঃ। দেবস্বপ বৃক্ষ।

(রাজনি)

নির্জরা (স্ত্রী) নির্জর-টাপ্‌। ১ শুভ্রী। ২ তালপর্ণী। (হেমদীন)

নির্জরায়ু (পুং) নির্গতো জরায়ুতঃ। ১ জরায়ু হইতে নির্গত।

২ জরায়ুহীন।

নির্জজর (ত্রি) নিতরাং জর্যরীভূত।

"নিষ্কৃতিঃ নির্জজরেন শীর্ণা" (গুরুযজু ২৫।২)

'নির্জজরেন নিতরাং জর্যরীভূতেন' (বেদদীপ)

নির্জল (ত্রি) নির্গতং জলং যস্মাৎ। জলশূন্য দেশাদি, জল-

শূন্য স্থান।

নির্জলৈকাদশী (স্ত্রী) নির্জলা একাদশী। জ্যৈষ্ঠ মাসের

শুক্রএকাদশী। এই একাদশীতে নিরশু উপবাস করিতে হয়,

এইজন্ত ইহাকে নির্জলৈকাদশী বলে। হরিতকিবিলাসে

এই একাদশীর বিধান দেখিতে পাওয়া যায়—

"ব্রহ্মে মিথুনস্বৈহর্কে শুক্রাশ্বেকাদশী হি য।

জ্যোষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষা জলবর্জিতা ॥

মানে চাচমনে চৈব বর্জয়িত্বোদকং বুধঃ।

উপযুক্তীত নৈবান্দ্র ব্রতভঙ্গোহস্তথা ভবেৎ ॥

উদয়াহ্নদয়ং বাবৎ বর্জয়িত্বা জলং বুধঃ।

" অপ্রযত্নাদবাপ্রোতি ছাদশদ্বাদশীকলম্ ॥"

(হরিতকিবিলাস ১৫ বি)

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্র একাদশী তিথিতে জলবর্জিত হইয়া

উপবাস করিতে হইবে। মানে, আচমন প্রভৃতি কোন

কার্যেই এই দিন জলম্পর্শ করিতে পারিবে না। যদি কোন গতিকে জলম্পর্শ হয়, তাহা হইলে ব্রতভঙ্গ হইবে। এই একাদশীর উদয়কাল হইতে পরদিন উদয় পর্যন্ত জলবর্জন করিতে হইবে। এই নিজ্জলেকাদশী করিলে ছাদশছাদশীর ফল লাভ হয়। পরদিন প্রভাতকালে অর্থাৎ ছাদশীতে স্নান করিয়া দ্বিজাতিদিগকে জল ও সুবর্ণদান করিয়া ভোজন করিতে হয়। যাহারা এইরূপ নিয়মে একাদশী করেন, তাহাদের যমভয় থাকেনা, অস্তকালে বিফুলোকে গতি হইয়া থাকে এবং পিতৃগণ উদ্ধার হইয়া থাকেন। যাহারা এই একাদশী না করে, তাহারা পাণাশ্বা, হুরাচার ও নষ্ট হইয়া থাকে।

“আশ্বাচ্ছোহঃ কৃতন্তেষু যৈরেবা নহাপোষিতা।

পাণাশ্বানো হুরাচারো হুতাশ্চো নাত্র সংশয়ঃ ॥”

(হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি°)

যাহারা এই ব্রতবিবরণ ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে, বা কীর্তন করে এই উভয়ই স্বর্গলাভ করিয়া থাকে।

নিজ্জল ব্রতবিধি—এই ব্রতে প্রথমে এই মন্ত্রে সংকল্প করিয়া জলগ্রহণ করিবে। মন্ত্র—

“একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জয়িষ্যামি বৈ জলম্।

কেশবপ্রীগনাথায় অত্যন্তদমনেন চ ॥”

জল বর্জন করিয়া একাদশীর দিন উপবাস করিতে হইবে। রাজিকালে সুবর্ণময় বিষ্ণুমূর্তি স্থাপিত করিয়া পয়ঃ প্রভৃতি দ্বারা স্নান করাইবে। তাহার পর যথাশক্তি পূজা করিয়া রাজি জাগরণ করিবে। পরদিন প্রাতঃস্নানাদি সমাপন করিয়া—যথাশক্তি জলকুন্ত ব্রাহ্মণকে এই মন্ত্রে দান করিতে হইবে। মন্ত্র,—

‘দেবদেব হরীকেশ সংসারার্ণবভারক।

জলকুন্তপ্রদানেন যান্ত্রামি পরমাংগতিম্ ॥”

(হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি°)

পরে যথাশক্তি ছত্র ও বস্ত্রাদি দানকরা কর্তব্য।

নিজ্জাল্যক (পুং) নিতরাং অর্জরীভূত। নিজ্জর। অত্যন্ত জীর্ণ।

নিজ্জিত (ত্রি) নির-জি-জ। ১ পরাজিত। পর্যায়—পরাজিত, পরাভূত, বিজিত, জিত। (শব্দর°) ২ বশীকৃত।

নিজ্জিতেন্দ্রিয়গ্রাম (পুং) নিশ্চিতানি ইন্দ্রিয়গ্রামাণি যেন। যতি, জিতেন্দ্রিয়।

নিজ্জিতি (স্ত্রী) নির-জি-জিচ। ১ জয় বা বশীভূতকরণ।

নিজ্জিস্থ (ত্রি) নির্গত মুখাস্থিত্য জিস্থা যন্ত। ১ মুখ হইতে বহির্গত করণ। ২ জিস্থাপ্ত ভেদক।

নিজ্জীব (ত্রি) নির্গত জীবরা জীবাস্তা যন্ত। জীবাস্তরহিত, প্রাণশূন্য। “চিন্তা চিন্তা ঘরোরমধ্যে চিন্তা এব গরীরসী।

চিন্তা দহতি নিজ্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতম্ ॥” (উটট)
নিবন্ধ (পুং) নির-ব্-অণ্। ১ পর্ত্তনিসংকৃত জলপ্রবাহ।

জগৎপাতা জগদীশ্বর জীবের মঙ্গল জন্ত যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একবার মাত্র বরণ করিলেই তাহার অনন্ত মহিমা অনন্তমুখে কীর্তন করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। নিবন্ধ তাহারই একটা অত্যন্তব্য ব্যাপার। যে স্থানে আদৌ জলাশয় নাই, সেই স্থানেও এই অত্যন্তব্য তৃষ্ণানাশক নিবন্ধ হইতে প্রবলবেগে নির্মলবারি উখিত হইয়া জীবের প্রতি ঈশ্বরের অনন্ত দয়া প্রকাশ করিতেছে। ইংরা-জীতে নিবন্ধকে Spring বলে। নিবন্ধ উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করার পূর্বে এই কথা প্রথম মনে রাখা আবশ্যক যে, তরল পদার্থ উচ্চনীচ অসমান অবস্থায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না। যদি একটা বক্স ও সচ্ছিন্ন দুই মুখ খোলা নলের একটীতে কিয়ৎ পরিমাণে তরল পদার্থ ঢালিয়া দেওয়া যায়, তবে যতক্ষণ দুই নলে উক্ত তরল পদার্থ সমোচ্চ না হয়, ততক্ষণ ঐ তরল পদার্থ স্থির থাকে না। যখন উক্ত নলস্থ তরল পদার্থ সমোচ্চতা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা স্থির হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কথা এই যে, জগদীশ্বর জীবের মঙ্গল জন্ত এই বৃহৎ পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার প্রত্যেক বস্তুই আশ্চর্য্য বা ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট। আমরা যে মৃত্তিকার উপর সর্বদাই ভ্রমণ, শয়ন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করি, যদি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই অদ্ভুত হইবে যে, এই মৃত্তিকাও ভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট। এক প্রকার অত্যন্ত সচ্ছিন্ন, তাহার মধ্য দিয়া জল অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। অর্ধ ছিদ্রবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহার মধ্য দিয়া সহজে জল গমন করিতে পারে না ও সেই জন্য উহা কর্দমে পরিণত হয়। তৃতীয় প্রকার মৃত্তিকা নিশ্চিন্দ বলিলেও অতুক্তি হয় না। ফলতঃ উহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না, যেমন পাছাড়, কড়িমাটি, কালমাটি ইত্যাদি।

এই কথাগুলি মনে রাখিলে, নিবন্ধ উৎপত্তির কারণ সহজ-বোধ্য হইবে। বৃষ্টিপাত বা তৃহিনজ জলসমূহ পর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া যখন প্রবলবেগে নিম্নমুখী হয়, তখন তাহার কতকাংশ জল, পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়া স্রোত বহিয়া ক্রম-নিম্ন মুখে সমুদ্র বা তাদৃশ জলাশয়ে উপনীত হয় ও নদী উৎ-পাদন করে, আর কতকাংশ জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া মেঘ উৎপাদন করে এবং অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকা মধ্যে শোষিত হয়। কিন্তু পরমাণুর যখন ধ্বংস নাই, তখন এই শোষিত জলরাশি কোথায় কি অবস্থায় অবস্থান করে? ইহার তত্ত্বাহুসন্ধান করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, পৃথিবী যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর সমষ্টি

যারা নির্ধিত, উক্ত জলরাশিও সেই স্তরসমূহ ভেদ করিয়া এক্সপ স্তরে বাইরা উপনীত হয়, বাহা উক্ত জলের পক্ষে চূর্ণো ; সুতরাং উক্ত জলরাশি আর বহুদূর অগ্রসর হইতে না পারায় উক্ত চূর্ণো স্তরের উপরিভাগে সঞ্চিত হইতে থাকে । পরে যতই সঞ্চিত জলের আধিক্য হয়, ততই উহার ধারণ জন্য বহু স্থানের আবশ্যক হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ মাধ্যাকর্ষণ নিয়তই তাহাকে কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকায় তাহার কল ধরুপ উক্ত জলরাশি, পূর্বোক্ত চূর্ণো স্তরের উপর দিয়া ঢালুমুখে ধাবিত হয় । (ভূমধ্যস্থ জলস্রোতের প্রধান কারণই এই) । এইরূপ গতির অবস্থার, যদি ঐ জলস্রোতের সমুখের ঐরূপ চূর্ণো পদার্থ উপস্থিত হইয়া গতির বাধা জন্মায় এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে যদি নিয়ত জল বহুল পরিমাণে ঐ স্রোতের অভ্যন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রকাণ্ড জলরাশি সমুখের, নিম্নে ও পার্শ্বে গমন করিতে না পারিয়া উচ্ছ্বিত সহজ ভেদ্য মুক্তিকার স্তরসমূহ ভেদপূর্বক প্রবলবেগে (কোথাও) ভূবড়ি বাজির ন্যায় স্রোতাকারে ভূপৃষ্ঠে ইহার নাম নির্ধর বা ধরুণা । চূর্ণোস্তরের অবস্থান, স্থান দেখা যায় । অহুসারে এই নির্ধরের বেগের তারতম্য লক্ষিত হয় অর্থাৎ উক্ত চূর্ণোস্তর ভূপৃষ্ঠের যত নিম্নে অবস্থিত, নির্ধরের বেগও তত বলবান ।

পূর্বত প্রভৃতি উচ্ছ্বান হইতে যে জল ভূগর্ভে প্রবেশপূর্বক পূর্বোক্ত নির্ধর উৎপাদন করে, ঐ নির্ধরের জলরাশি ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সেই উচ্ছ্বান পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া পতিত হয় । যুক্তি অহুসারে ঐ জল, উক্ত উচ্ছ্বানে সমোচ্চ পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হওয়া উচিত, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে উহা তত দূর উঠিতে পারে না ।

(ক) নির্ধরের জল যখন মুক্তিকাত্তেদপন্নায়ন হয়, তখন মুক্তিকা ভেদ করার কিয়ৎপরিমাণে উহার বেগ হ্রাস হয় ।

(খ) ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া আকাশস্থী হইলে বায়ু উহার বাধা জন্মায় ।

(গ) ঐ জল যখন ভূবড়ি বাজীর আকারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন পতিত জলবিন্দুসমূহ উত্তীর্ণ জলস্রোতের ভ্রায় পতিত হইতে থাকায়, উক্ত জলস্রোতের গতির হ্রাস হয় ।

(ঘ) উত্তীর্ণ জলস্রোতে যে ধাতুজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাও উক্ত স্রোতাবেষে উচ্ছ্বিক নীত হইতে থাকায়, উহার ভ্রায় জলের বেগের অতিকূলে কার্য করে ।

(ঙ) মাধ্যাকর্ষণও উর্দ্ধগামী পদার্থের চিরপ্রতিকূল ।

এই সমস্ত কারণ না থাকিলে, পার্শ্বত্যা প্রদেশের নির্ধর

অতি উর্দ্ধগামী হইত । অন্নদূরস্থ চূর্ণোস্তর-প্রতিহত-নির্ধর অধিক বেগবান হয় না ।

কৃপা খনন করিলে, যে জল বহির্গত হয়, তাহাও উক্ত নির্ধরউৎপাদক মুক্তিকা মধ্যে প্রবাহিত জলস্রোত ভিন্ন, অন্য কিছুই নহে । যে স্তর দিয়া, উক্ত ভূগর্ভস্থ জলস্রোত সহজে গমনাগমন করিতে পারে, সেই স্তর যে স্থানে বা যে প্রদেশে বর্ত্ত নিম্নে অবস্থিত, সেই স্থানের কৃপাও তত গভীর হয় ।

অধুনা রাজবন্দে বা সুল্লর সুল্লর উদ্ভানে যে সমস্ত কৃত্রিম নির্ধর বা কোরারা দৃষ্ট হয়, উহা স্বাভাবিক নির্ধরের অনুরূপে নির্ধিত । আলেক্সান্দ্রিয়ারবাসী হায়রো পৃষ্টজন্মের ১২০ বৎসর পূর্বে, যে অত্যাস্চর্য্য কোশলে নির্ধর প্রস্তুত করেন, উহার নির্মাণপ্রণালী সমালোচনা করিলে, কৃত্রিম নির্ধর সম্বন্ধে কতক জ্ঞান জন্মিতে পারে । হায়রোর কৃত্রিম নির্ধর বায়ু-প্রসারণগুণ-মূলে নির্ধিত । হায়রো নিম্নোক্ত উপায়ে উহা প্রস্তুত করেন ।

একখানি বড় পিত্তলের ডিস বা রেকাবেয়র মধ্যভাগে একটা ছিদ্র করিয়া, নলসংযোগে নিম্নস্থিত একটা পাত্রের উপরিভাগে দৃঢ়রূপে লাগান আছে । ঐ নিম্নস্থ পাত্রের তলদেশ হইতে দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটী নল তরিন্নস্থিত একটা জলপাত্রের সহিত সংলগ্ন । সর্ব্বোপরি রেকাবে দক্ষিণস্থ নল এবং মধ্যস্থিত পাত্রের সহিত বামদিকস্থ নল সংযুক্ত আছে এবং এই মধ্যস্থিত পাত্রটীর মধ্যে একটা ছোট বায়ুপ্রসারক নল আছে । এইরূপে দক্ষিণদিকের নল দিয়া সর্ব্বনিম্নস্থ পাত্র মধ্যে জলপ্রবেশ করিবে ও সেখানকার বায়ু চাপ প্রাপ্ত হওয়ার, বামভাগস্থ নল দ্বারা মধ্যস্থিত পাত্রে প্রবেশপূর্বক তন্ন্যায়স্থ জলের উপর চাপ প্রদান করিতে আরম্ভ করিবে । সুতরাং ঐ পাত্রের উপরিস্থ রেকাবে সংলগ্ন নল দিয়া জল উচ্ছ্বমে নির্ধররূপে পতিত হইবে ।

বায়ুর বর্ণ প্রভৃতি পূর্ববর্ণিত কারণ-সমূহ, ঐ নির্ধরের বিরুদ্ধে কার্য্য না করিলে, ঐ জল উক্ত পাত্রধরের মধ্যস্থিত জলের বাবধানাহুসারে উর্দ্ধগামী হইত । বাস্তবিক ইহা তদপেক্ষা কমদূর পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে । ইহার পর, নানাহানে নানারূপ নির্ধর প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় । সবিরাম-নির্ধরপ্রবাহ উহার প্রকারভেদ যাত্র । [কোরারা দেখ ।]

ভারতেও বহু পূর্বকাল হইতে কৃত্রিম নির্ধর প্রস্তুত হইত । কালিদাসের ঋতুসংহারে ইহা অলবস্ত্র নামে বর্ণিত আছে ।

সাধারণতঃ পার্শ্বত্যা প্রদেশই স্বাভাবিক নির্ধর স্থান, কৃত্রিম নির্ধর সর্ব্বত্রই সম্ভব । তবে অক্সাংকষ্ট রাজপ্রাসাদ বা সুল্লর সুল্লর হর্ষোর উপরিভাগে নানা প্রকার খোদিত

মূর্তির কোন না কোন স্থান হইতে উখিত এই কৃত্রিম নির্বর দেখা যায়।

পুরাকালে গ্রীকদেশীয় অনেক নগরে, এইরূপ কৃত্রিম নির্বর দেখিতে পাওয়া যাইত। পসেনাস লিখিয়াছেন, করিষের অনেক স্থানে ঐরূপ নির্বর ছিল এবং ডারনার নিকটস্থ পেগাসার মূর্তির পদতল দিয়া ঐরূপ জলস্রোত প্রবাহিত হইত। গ্রীসের আরও অনেকস্থলে কৃত্রিম ফোয়ারা ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে অনেক দৃষ্ট হয়। পল্লি নগরের রাজপথ, এমন কি অনেক বাটীও নির্বরশোভিত ছিল। নেপলস নগরের চিত্রশালিকার কতকগুলি 'ব্রোঞ্জ' নির্মিত প্রতীমূর্তি বিদ্যমান আছে, উহা হইতে কৃত্রিম উপারে নির্বর আকারে জলস্রোত প্রবাহিত হয়। ইতালীতে বর্তমান সময়ে বহু শোভাশালী নির্বর প্রবাহিত থাকিয়া অধিবাসিদিগের বিলাসিতায় পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত নির্বর নানা বর্ণে চিত্রিত, অতি বিশাল ও নানা আকারের মূর্তি হইতে বহির্গত হইতেছে। ফলকথা—চিত্রকর, মূর্ত্যকার ও রাজমিস্ত্রীরা এই সমস্ত নির্বর প্রস্তুত করিতে কলন, যুক্তি ও নৈপুণ্যের সমুদয় পরিচয় প্রদান করিয়াছে। পারিসহর প্রভৃতি স্থানেও বহুপূর্বে হইতে কৃত্রিম নির্বর প্রস্তুত প্রথা প্রচলিত ছিল।

লণ্ডননগরে জলের কোন অভাব না থাকায়, এতকাল নির্বরের তাদৃশ আদর ছিল না। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতি, সভ্যতার বিস্তার ও বায়ুগিরির প্রাবল্যসহ, মনোহর নির্বরসমূহ, এখন লণ্ডনের নানাস্থান শোভিত করিতেছে।

“সরিতো নির্বরাংশ্চৈব দদর্শাত্মদর্শনাৎ।” (ভারত ৩৬৪।৮)

বৈয়াক্ত মতে নির্বরের জলগুণ—লঘু, পথ্য, দীপন ও কফনাশক। (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশের মতে—

“শৈলসামুদ্রপ্রবাহিপ্রবাহে নির্বরো বরঃ।

স তু প্রশ্রবণশ্চাপি তদ্রত্যা নৈবরং জলম্॥” (ভাবপ্রা°)

পূর্ব্বতের সামুদ্রিক হইতে যে জল নির্গত হয়, তাহাকে নির্বর কহে, ইহার জল কটিকর, কফনাশক, দীপন, লঘু, মধুর, কটুপাক, ঐতল। (ভাবপ্রা°)

২ স্বাধা। ৩ তুযানল।

নির্বরীণী (স্ত্রী) নির্বর-ইনি-ঐণী। নদী।

“সোমপি তাং বীক্ষ্য লাবণ্যসনির্বরীণীং নৃপঃ।

বর প্রাপ পরিশব্দং তুহ্যাকাতো মুমূর্ছ তৎ॥” (কথাসরিৎ ১৭।৭)

নির্বরিন্ (পুং) নির্বরোহন্ত্যভেতি নির্বর-ইনি। গিরি।

নির্বরী (স্ত্রী) নিব-ঋ-অহ, গৌরাদিবাৎ ঐণী। নির্বর। (শব্দরত্ন)

নির্বর উপস্তিকারণম্ভোক্ত্যন্তা ইতি অহ, ঐণী। নদী।

নির্ণয় (পুং) নির্ণয়নমিতি নিব-লী-অহ। ১ অবধারণ। পর্যায় নিশ্চয়, নির্ণয়ন, নিচয়। (শব্দরত্না°)

“স তাহুবাচ ধর্ম্মাচ্চা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।

অন্ত সর্গত শৃণুত কৰ্ম্মবোগত নিৰ্ণয়ম্॥” (মহু ১২।২)

২ বিচার। পর্যায়—তর্ক, শুদ্ধা, চর্চা। (ত্রিকা°)

৩ ভায়দর্শনোক্ত বোধন পদার্থের অন্তর্গত পদার্থভেদ।

“বিমুক্তপক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ” (সৌতমস্তুত্র ১।৪১)

বাদী ও প্রতিবাদী এই দুইজনের, কোন বিষয়ে বাক্য-সংশয় উপস্থিত হইলে, তাহাতে ভায়প্রয়োগ অর্থাৎ তুমি বাহা বলিতেছ, তাহা এই কারণে প্রকৃত নহে, এইরূপে ভায়প্রয়োগ করিতে হইবে; সেই বাক্যের প্রতি দোষো-ক্তাবন ও পরে যদি ঐ দোষ সকলের উদ্ধার করিলে, যে একপক্ষের অবধারণ হয়, তাহার নাম নির্ণয়। এইরূপ নির্ণয় বিচারস্থলে জানিতে হইবে। একটী বিষয় লইয়া পরস্পরে বিচার হইতেছে, এই বিচার্য্য-বিষয়ের একপক্ষ অবধারণের নাম নির্ণয়। বাহা নির্ণীত হইবে, তাহাতে যেন কোনরূপ দোষ না থাকে, দোষহ্রষ্ট হইলে, তাহাকে নির্ণয় বলা যাইবে না। বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্য জ্ঞাত সংশয় ব্যতিরেকেও নির্ণয় হইবে। যথা—এই মনুষ্য, এইটী গো ইত্যাদি অবধারণ, ইহাও নির্ণয়পদবাচ্য। নিশ্চয়রূপে অবধারণের নামই নির্ণয়।

তর্কাদি উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে একটী বিষয়ের নিশ্চয়রূপে অবধারণকেই নির্ণয় বলা যায়।

৪ মীমাংসাকোক্ত অধিকরণের অবরবভেদ।

“বিষয়োহবিষয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষত্বপোত্তরম্।

নির্ণয়শ্চেতি সিদ্ধান্তঃ শাস্ত্রেহধিকরণং শ্রুতম্॥” (মীমাংসাদ°)

বিষয়, অবিষয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত, শাস্ত্রে এই সকল অধিকরণ। তত্ত্বকৌমুদীতে নির্ণয়ের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

“তত্র নির্ণয়ঃ সিদ্ধান্তসিদ্ধবিচার্য্য বাক্যাতাং পর্য্যাবধারণম্।”

(সাম্বাতত্বকো°)

সিদ্ধান্ত দ্বারা বাহা সিদ্ধ, অর্থাৎ যে বিচার্য্য বিষয় সিদ্ধান্ত-বাক্যদ্বারা সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে, তাদৃশ বাক্যের তাৎপর্য্যাব-ধারণের নাম নির্ণয়।

৫ বিরোধ পরিহার, চতুষ্পাদ ব্যবহারের অন্তর্গত শেষ পাদ, পরস্পরের মধ্যে কোন একটী বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে, রাজার নিকট নালিশ করিতে হয়। বাদী, প্রতিবাদী এবং সাক্ষিদিগের নিকট সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া, রাজপ্রতি-নিধি এইটী নিশ্চয় করিয়া দেন, তাহাকে নির্ণয় কহে, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় ‘জিউ’ বলা যাইতে পারে।

ব্যবহারশাস্ত্র চতুশ্লোক, নির্ণয়পাদ তাহার শেষপাদ। রাজার নিকট অভিযোগ করিলে রাজা বাহা নিশ্চিন্ত করিয়া দিবে, তাহাই নির্ণয়।

“যন্তোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাং স জয়ী ভবেৎ।

অভ্যপাদিনো যন্ত প্রবৃত্তস্ত পরাজয়ঃ ॥

স্বয়মভ্যাপনোহপি স্বচর্য্যাবসিতোহপি সন।

ক্রিয়াবসনোহপ্যেতৎ পরং সভ্যাবধারণম্।

সভ্যাবরণতঃ পশ্যাৎ রাজ্ঞা শাস্ত্যঃ স শাস্ত্রতঃ ॥”

নির্ণয় শব্দে বিচারবিভাগ বলা যাইতে পারে, কোন এক বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে, রাজা তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। সাক্ষিগণ প্রতিজ্ঞা বা শপথ করিয়া যেরূপ বলিবে, এবং বাণীপ্রতিবাদিগণ যাহা বলিবে, এই সকল কথা শুনিয়া, ধর্মশাস্ত্রানুসারে যুক্তিপূর্বক সভ্যগণ যেরূপ অবধারণ করিবেন, রাজা সেই অনুসারে দণ্ডবিধান করিবেন। অথ, পরাজয় প্রভৃতি রাজা লিখিয়া দিবে। বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে,—

“প্রমাণৈহেতুচরিতৈঃ শপথেন নৃপাজ্ঞয়া।

বাদিসম্প্রতিপত্ত্যা বা নির্ণয়োহষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥” (ব্যাস)

প্রমাণ, হেতু, চরিত, শপথ, নৃপাজ্ঞা ও বাদিসম্প্রতিপত্তি দ্বারা নির্ণয় ৮ প্রকার।

নির্ণয় স্থলে, যদি শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে যুক্তি অবলম্বন করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, যেহেতু শাস্ত্রবিরোধে, জ্ঞানই বলবান।

“ধর্মশাস্ত্রবিরোধে তু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ।

কেবলং শাস্ত্রমাপ্রিত্য ন কঠংযো হি নির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীনবিচারে হি ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥”

(বীরমিত্রোদয়ধৃত বচন)

[বিশেষ বিবরণ ব্যবহার ও বিচার দেখ।]

নির্ণয়ন (স্ত্রী) নির-নী-ভাবে লুট্। নির্ণয়। (শব্দর°)

নির্ণয়পাদ (পুং) নির্ণয়াক্রমো পাদঃ ভাগবিশেষঃ। চতুশ্লোক ভাগবিশেষঃ। চতুশ্লোক ব্যবহারের অন্তর্গত ব্যবহার বিশেষ। মিলিত সভাসদদিগের মতে—এই ব্যক্তি পরাজিত এইরূপ অবধারণ।

“মিলিতানাং সভাসদাং পরাজিতোহয়মিত্যবধারণম্” (ব্যবহারতত্ত্ব)

নির্ণয় (পুং) নিতর্য্য নামঃ নয়নম্। নিতর্য্য নয়ন, অত্যন্ত নয়ন। “পততো নির্ণয়াদেকা নাড়ুপাশেত ত্যং তৎকরোতি”

(শতপথব্রা° ১০।১।২।৫)

নির্ণায়ন (স্ত্রী) নির-নী-গিহ-লুট্। ১ নির্ণয় কারণ। ২ পক্ষ-পাদদেশ, মাতৃপক্ষাদদেশ, নির্ণয়। (শব্দর°)

নির্ণিক্ত (ত্রি) নির-গিজ-ক্ত। ১ শোধিত। ২ অপগত তাপ।

“এনষিভিরনির্ণিক্তৈঃ কৃষ্ণং স্ফটিকং স্ফটিকং ॥” (মহু)

নির্ণিজ্জ (পুং) নির-নিজ-কিপ্। ১ রূপ। (নিষট্)

“বিস্তৃত্যপিং হিরণ্যং বক্রণোবস্ত নির্ণিজ্জং” (শুক ১।২৫।১৩)

(ত্রি) ২ শোধক।

নির্ণিজ্জ (ত্রি) নির-নিজ-ক। নির্জিত।

নির্ণীত (স্ত্রী) নির-নী-ক্ত। কৃতনির্ণয়। নিশ্চরীকৃত। বৈদিক

পর্যায়—নিষ্ঠ, সত্ত্ব, সহৃত, হিরক্, প্রতীচ্য, অপীচ্য। (বেদনি°)

“নির্ণীতে ব্যবহারে তু প্রমাণমকলং ভবেৎ।

লিখিতং সাক্ষিপোবাপি পূর্বমাবেদিতং ন চেৎ ॥

যথা পক্ষেযু ধাত্রেযু নিফলাঃ প্রাবৃষো গুণাঃ।

নির্ণীতব্যবহারাগাং প্রমাণমকলং তথা ॥” (ব্যবহারত°)

নির্ণেক (পুং) নির-নিজ-কপ্। নিতর্য্য শুদ্ধ, অতিশয় শুদ্ধ।

“অপায়শ্চৈব সংযোগং হেমরূপঞ্চ সংবভৌ।

তস্মাক্তসোঃ সয়োজৈব নির্ণেকো গুণবন্তয়ঃ ॥” (মহু)

নির্ণেকক (পুং) নির-নিজ-কুল। রজক, ধোপা।

“স্ববতাং শৌভিকানাঞ্চ চেলনির্ণেককস্ত ৮।” (মহু)

নির্ণেজন (স্ত্রী) নির-নিজ ভাবে লুট্। ১ শুদ্ধি। ২ শুদ্ধি-হেতু, প্রায়শ্চিত্ত।

“কৃতনির্ণেজনাং চৈব ন বিগর্হেত কহিচিৎ।” (মহু)

নির্ণেত্ (ত্রি) নির-নী-তৃহ। নিশ্চয়কর্তা, বিবাদপদনির্ণায়ক।

নির্ণয়কারী, যিনি বিবাদভঞ্জন করিয়া দেন।

নির্ণেয় (ত্রি) নির্ণয়যোগ্য।

নির্ণোদ (পুং) স্থানান্তরকরণ, নির্কাসন। (গোভিল ৫।৬।৩)

নির্দংশিন্ (ত্রি) ১ নিতর্য্য দংশনকারী। ২ দংশনহীন।

নির্দগ্ধ (ত্রি) ১ নিশ্চয়রূপে দগ্ধ। ২ যাহা দগ্ধ হয় নাই।

নির্দগ্ধিকা (স্ত্রী) নিদিগ্ধিকা। (হেম)

নির্দট (ত্রি) নির্দয় পুর্বোদরাদিত্যং সাধুঃ। ১ নির্দয়, দয়াশূন্য।

২ পরাপবাদসংরক্ত, পরনিলাকারী। ৩ নিশ্চয়োজন।

“পরাপবাদসংরক্তে নির্দটো নিশ্চয়োজনে।” (বিখ)

৪ তীর। ৫ মত্ত। (শব্দর°)

নির্দড় (ত্রি) ১ নির্দয়। ২ নির্দয়। (হেম)

নির্দগু (ত্রি) নিঃশেষণে দগুত যন্ত প্রাণি বহু°। ১ সর্বপ্রকার দগুর্হ। ২ শূন্য, যাহার উপর সকল প্রকার দগু দেওয়া যায়।

“বাচাদগুত্রো ব্রাহ্মণানাং কক্সিরাণাং ভূজার্শপম্।

দানবগুত্বা বৈভ্রা নির্দগুঃ শূন্য উচ্যতে ॥” (ভারত শাস্তি ১৫ অ°)

৩ দগুহীন।

নির্দয় (ত্রি) নির্গতা দয়া যস্যৎ। দয়াশূন্য, দয়াহীন, নিষ্ঠুর, যাহার দয়া বিরোধিত হইরাছে।

“জাতিস্বকিতিব্রতে তাক্রব্যাঃ কৃতলক্ষণঃ।

নির্দীর্ঘ্য নির্মমকারাত্মনোরহুশাসনম্ ॥” (মহু ৯।২০৯)

নির্দয়ত্ব (স্ত্রী) নির্দয়ত্ব ভাবঃ নির্দয়-ভাবে-ব্। নির্দয়ের ভাব, নির্দয়ের কার্য।

নির্দয় (স্ত্রী) নির-দু-অপ্। ১ নির্ভর। নির্গতো দরশিত্বঃ যন্মাং। (ত্রি) ২ সার। ৩ কঠিন।

“খাননির্দয়শৈলেন বিনিঃসিদ্ধিযাতুনা।” (রামা ২।৮৫।১৯)

৪ অপজপ। নির্দীর্ঘ্যিতি বিদীর্ঘ্যিতি পতনস্থলমিতি নির-দু-বিদারে অচ্। ৫ নির্ভর।

নির্দলন (স্ত্রী) ১ দলনরহিত। ২ বিদারণ।

নির্দশ (ত্রি) নির্গতানি দশনানি যন্ত। অশোচ অতিক্রান্ত দশাহ, যাহার দশদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে।

“নির্দশং জাতিমরণং শ্রুত্বা পুত্রস্ত জন্ম চ।” (মহু ৫।৭৭)

“যথা বৈ পশুনিদশো ভবত্যাহ স মেধোভবতি।”

(ঐত° ব্রাহ্ম ৭।১৪)

নির্দশন (ত্রি) নির্গতানি দশনানি যন্ত। দশনহীন, দস্তুরহিত। যাহার দস্ত নির্গত হয় নাট, বা পতিত হইয়াছে।

নির্দস্ত্য (ত্রি) দস্তাহীন, দস্ত্যরহিত।

নির্দহস্ (অবা) নির-দশ-ভুমর্থে ‘ঈষরে তোহস্নকস্মনো’ ইতি যত্রো কল্পন। নির্দহন করিতে।

“অপশবোব তু বা ঈষরা পশুর্ন নির্দহঃ।” (তাণ্ডা ৩।২।১০)

নির্দহন (পুং) নিতরাং দহতীতি নির-দহ-ল্য। ১ ভ্রাতাক। নিনান্তি দহনো অগ্নির্হত। ২ অগ্নিশূজ।

নির্দহনী (স্ত্রী) নির্দহন-স্ত্রিয়াঃ ঙীষ্। মুর্দালতা। (রত্নমালা)

নির্দাতৃ (ত্রি) নির-দা-তৃহ্। ১ নিতরাং ছেদক। ২ দাতা। ৩ পুংলক।

“যথোক্তরিত নির্দাতা কক্ষং ধাত্ত্বক রক্ষতি।” (মহু ৭।১১০)

নির্দাহ (ত্রি) নিতরাং দাহ, অগ্নিদহ।

নির্দীক্ষ (ত্রি) নির-দীহ-ক্ত। ১ বলী। ২ মাংসল। (হেম)

নির্দীক্ষিকা (স্ত্রী) নির্দীক্ষিকা। (হেম)

নির্দিক্টি (ত্রি) নির-দিশ-ক্ত। ১ নিশ্চিত।

“নির্দিক্টিবিষয়ং কিঞ্চিপ্তাবিষয়ং তথা।

অপেক্ষিতক্রিয়ৈকৈব ত্রিধাপাদানমিযাতে ॥” (মুদ্রবোধটীকা) ২ আদিষ্ট।

নির্দেশ (পুং) নির-দিশ্ ভাবে-ঘঞ্। ১ আত্মা। ২ কথন। ৩ উপাস্ত। (মেদিনী)

“ঔং তৎসদ্বিত্তি নির্দেশো ব্রহ্মণ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।” (গীতা ১।৭।২০)

৪ অবধারণ। ৫ উল্লেখ। ৬ বর্ণন। ৭ প্রতিপাদক শব্দভেদ, নাম। ৮ চেতন।

নির্দেশক্ (ত্রি) নির্দেশীতি নির-দিশ-ক্তহ্। নির্দেশকর্তা।

নির্দেশ্য (ত্রি) দীনতারহিত।

নির্দোষ (ত্রি) নির্গতঃ দোষো যন্মাং। দোষরহিত, দোষহীন।

“নির্দোষং দর্শয়িত্বা তু স্বদোষং যঃ প্রবচ্ছতি।” (মিতাক্ষরাত বচন)

নির্দোষ্য (ত্রি) ১ জবাহীন। ২ দরিদ্র।

নির্দোহ (ত্রি) ১ দোহরহিত, মিত্র। ২ নিরীহ।

নির্বন্দ্ব (ত্রি) নির্গতো বন্দ্যঃ। শীতোকাপি বন্দ্বরহিত।

“নির্বন্দ্বঃ নিত্যসমুদ্রঃ নির্যোগক্ষেম আশ্রয়ান্ ॥” (গীতা)

নির্ঘন (ত্রি) নির্গতঃ ঘনঃ বজ্র। ১ ঘনশূন্য, দরিদ্র। (পুং) ২ জয়লব। (শব্দরং)

নির্ঘনতা (স্ত্রী) নির্ঘন-তল-টাপ্। ঘনরাহিত্য, নির্ঘনত্ব।

নির্ঘন্য (ত্রি) নির্গতঃ ঘন্যঃ। ঘন্যরহিত।

“মহাপরাধে নির্ঘন্যে কৃতান্তে স্ত্রীব কুৎসিতে।

নাত্তিকব্রাতাদাসেব কোষদানং বিবর্জয়েৎ ॥” (মিতাক্ষরা)

নির্ধারণ (পুং) নির-ধ-নিহ্ ভাবে-ঘঞ্। নিশ্চয় জ্ঞানভেদ। জাতি গুণ ও ক্রিয়ার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা স্বজাতীয় হইতে পৃথক্ করণ। নির্ধারণ।

নির্ধারণ (স্ত্রী) নির-ধ-গিহ্ ভাবে-ঘৃট্। নিশ্চয় জ্ঞানভেদ। জাতি, দেশ এবং ক্রিয়া দ্বারা সমুদয় হইতে, একদেশের পৃথক্ করণকে নির্ধারণ কহে। যথা—কৃষ্ণবর্ণগাভি হৃৎসম্পন্ন, এই স্থলে গাভির মধ্যে কৃষ্ণগাভি, গাভি স্বজাতি হইতে কৃষ্ণ গাভি এই পৃথক্ৰূপে নিশ্চয় করায় নির্ধারণ হইল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় অতিশয় বীর, এই স্থলে ক্ষত্রিয়কে শূরত্বে পৃথক্ নির্দিষ্ট করায় নির্ধারণ হইল। স্বজাতি হইতে উৎকর্ষ বা অপকর্ষরূপে পৃথক্ করিয়া কথনের নাম নির্ধারণ। যাহা হইতে নির্ধারণ হয়, তাহাতে ‘যতশ্চ নির্ধারণম্’ এই পাণিনিহিত্যাসারে বগী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। নির্ধারণে যে স্থলে বগী বিভক্তি হয়, সেই বগী বিভক্তির সহিত বগী তৎপুরুষ সমাস হয়।

নির্ধার্তরাষ্ট্র (ত্রি) ধার্তরাষ্ট্র শূজ। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রশূজ এমন স্থল।

নির্ধারিত (ত্রি) নির-ধারি-ক্ত। ১ নির্ধারণ বিষয়। ২ নিশ্চিত।

“নির্ধারিতেহর্থে লেখনং ধলুক্। ধলু বারিকম্।” (মাঘ)

নির্ধার্য (ত্রি) নির্ধার্যতে স্থিরীক্রিয়তে বা নির্ধ্রিয়তে নির-ধ-ণাৎ বা ধারি-ণাৎ। (অহলোণাৎ। পা ৩।১।২৪) ১ নির্ধারণ কর্তৃ, সাম্যজ হইতে পৃথক্ করণ। ২ নিশ্চয়। ভাবে-ণাৎ।

(স্ত্রী) ৩ অবজ্ঞা নির্ধারণ। তদ্বিত্তেহত্ব অচ্। ৪ নিঃশব্দ-কর্তৃকর্তা, নির্ভয় কর্তৃকর্তা।

“নির্ধার্যঃ কর্তৃকর্তা চ সংযতঃ সম্বসম্পদা।

বাসনেহভ্যাদয়ে বাপি হবিকারং সধা মনঃ ॥”

(শকাধিকৃতামগিধৃত বাক্য)

নিধূত (জি) নিধ-বৃ-ক্। ১ খণ্ডিত।

“কেশাকর্ষণনিধূতগোরবা মা সমিষ্যতি।” (মার্ক’ পু’ ৮৫৭৪)

২ পরিত্যক্ত। ৩ নিরত। ৪ তৎসিত।

“পূরাং বালিনা রাম রাজ্যং তাদররোপিতঃ।

পরুবাণি চ সংপ্রাণা নিধূতোহস্মি বলীরমা।” (রামা’ ৪।৮।৩২)

নিধূম্ব (জি) ধূম্বরহিত, ধূম্বীন। (হেম)

নিধৌত (জি) নিধু ধাব করণি ক্ (ক্ষে’ ৫ পুত্ৰনাসিকে চ। পা ৩।৪।১০) প্রকাশিত।

“নিধৌতোহধরশোণিমা বিলুপিতমন্তবজো মূর্জকাঃ।” (জন্মদেব)

নিধূপন (স্ত্রী) নিধ-পা-ণিচ্ ভাবে লুট্। অশ্রুতোক্ত শল্যো-
দ্ধারণার্থ ব্যাপারভেদে। (অশ্রুত)

নির্নমস্কার (জি) নির্নাতি নমস্কারঃ বহু। নমস্কারহিত,
প্রণামহিত।

“বা নির্নমস্কারা নিযুতা দেবপূজনাং।” (রামা’ ২।২৪।২৪)

নির্নয় (জি) নয়রহিত, সম্ভারহিত।

নির্নাথ (জি) নাশশূ, প্রভুহীন।

নির্নাতি (জি) ১ নাভিশূ। ২ নাতি পর্যন্ত না পৌছান।

নির্নাশন (স্ত্রী) হানাত্বরিত করণ, বহিষ্করণ, নির্কাসন।

নির্নাশিন্ (জি) নির্নাশন।

নির্নিমিত্ত (জি) কারণ বা উদ্দেশ্যাবিহীন।

নির্নিমেষ (জি) নিমেষ বা পলকশূ।

নির্নিরোধ (জি) অনিবাধী, অপ্রতিষেদ।

নির্নীড় (জি) নির্গতঃ নীড়ঃ বস্মাৎ। নীড়রহিত, আশ্রয়শূ,
বালয়হীন।

“পর্যাক্কৃত্যচলচ্ছারো নির্নীড়স্তাপবর্জিতঃ।” (ভাগ’ ৪।৬।৩১)

নির্বন্ধ (পুং) নিধ-বন্ধ ভাবে বহু। অতিনিবেশ, আগ্রহ।

“সবিন্দিভাণ ভাণীয়াস্তং নির্বন্ধং বিকরণি।” (ভাগ’ ৩।১৪।২০)

২ অভিলষিত প্রাপ্তিবিশয়ে পুনর্কায় যত্ন। (কুমারস’ ৫।৬৬)

৩ শিশুগ্রহ, শিশুদিগের স্বেচ্ছা, বিশেষ ক্রায় অজ্ঞার বিবেচনা

না করিয়া আপন মত অভিপ্রায়ের অঙ্গসরণ, জেদ, আখট।

নির্বন্ধনীয় (স্ত্রী) বিবাদ, বাকবিতণ্ডা।

“কুর্বাৎ নির্বন্ধনীয়ং যৎ ভ্রাতা জ্যোতেন নারদ।” (হরি’ ৭।২।৬৭)

নির্বন্ধিন্ (জি) অতি দরকারী, জরুরি।

নির্বন্ধু (জি) বন্ধুরহিত, বন্ধুহীন।

নির্বর্হণ (স্ত্রী) নিধ-বর্হ ভাবে লুট্। ১ নিবর্হণ, মারণ।

২ (জি) বলহীন, শক্তিহীন।

নির্বীৰ্য (জি) নির্গতঃ বাহ্যঃ বস্মাৎ। ১ অপ্রতিবদ্ধ। ২ নিরুপ-
দ্রব। ৩ বিবিক। (শল্যার্থি’ ৪) ৪ নিকশ্য।

“পরিসংলোকেষ একবিশতিনির্বীৰ্যঃ।” (শত’ ব্রা’ ৬।৭।১২)

(পুং) ৫ মল্লভাগভেদে।

“নির্বীৰ্যেনাশনিম্।” (ভৃগু যজু’ ২৫।২)

“নিশ্চিতং বাধ্যতে শিরোহহিরবাসংলয়োবজ্জাতাগঃ।” (বেদবীপ)

নির্বাধিন্ (জি) গ্রহিযুক্ত, ক্ষীত।

নিবৃদ্ধি (জি) নির্নাতি বৃদ্ধিযত্ন। বৃদ্ধিহীন, বৃদ্ধিরহিত।

নিবৃষ (জি) নির্গতঃ বৃষঃ বস্মাৎ। বৃষরহিত, পুত্ৰশূ। (হেম)

নিবৃসীকৃত (জি) কৃষরহিত। খোশামৃত।

নির্বোধ (জি) নির্নাতি বোধো বহু। বাহার হিতাহিত বোধ
নাই, যে কর্তব্য অকর্তব্য বিবেচনা করিতে পারে না, অজ্ঞান,
মূর্খ, বুদ্ধিরহিত।

নির্ভক্ত (জি) ১ অবিতক্ত। ২ ভক্তি না করিয়া গৃহীত
(ঔষধ)।

নির্ভট (জি) নিধ-ভট-অচ্। লুট্। (জিকাগু)

নির্ভয় (জি) নির্গতঃ ভয়ঃ বস্মাৎ। ১ ভয়রহিত। পর্যায়—
অভয়ঃ।

“নির্ভয়স্ত ভবেদ্যন্ত রাষ্ট্রে বাহুবলপ্রতিম্।” (মহু)

(পুং) ২ রৌচ্যমহুর পুত্রভেদে। (হরিবংশ)

৩ প্রেষ্ঠ অশ্ব।

নির্ভয়রাম ভট্ট, ব্রতোপবাসসংগ্রহ ও সধৎসরোৎসব-কাল-
নির্ণয় নামক দুই খানি সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

নির্ভয় (স্ত্রী) নিঃশেষেণ ভয়ো ভরণং যজ্ঞ। ১ অতিশয়, অতিমাত্র,
অধিক, বহুল। (জি) ২ যুক্ত।

“ভং বীরমাহোশনসী প্রেমনির্ভয়য়া গিরা।” (ভাগ’ ৯।১৮।২০)

৩ বেতনশূ ভৃত্য।

নির্ভয়স (দেশজ) নিরাশ, আশারহিত, হতাশাস।

নির্ভৎসন (স্ত্রী) নিতরং ভৎসনম্ নিধ-ভৎস-লুট্। ১ খলী-
কার, নিন্দা, তিরস্কার। ২ অলঙ্কার। ৩ ভৎসন। ৪ অভিভব।
৫ অনর্থক।

“নির্ভৎসনাশবানৈশ্চ ভবৈবাশ্রিতা গিরা।

ব্রাহ্মণস্ত পুণা রাজ্ঞ ন চক্রারপ্রিয়ং তপা।” (ভারত ৩।৩০।৪।৫)

নির্ভৎসিত (জি) নিধ-ভৎস-ক্। কৃতভৎস, পর্যায়—নিমিত্ত,
ধিকৃত, অপম্বত। (জটায়ব)

“অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাসম্।” (কুমারস’ ৩।৫০)

নির্ভাগ্য (জি) নিধ-নিষ্কটে ভাগ্যং বহু। মল্লভাগ্য, শূচ।

নির্ভাজ্য (জি) অবিভাজ্য, বাহ্য ভাগযোগ্য নহে।

নির্ভাবনা (দেশজ) ভাবনাশূ, নিশ্চিন্ত।

নির্ভিন্ন (জি) নিধ-ভিন-ক্। ১ বিদলিত, খণ্ডিত। ২ অভিন্ন,
বিকসিত।

নির্ভীক (জি) ভয়রহিত। নিঃশয়। সাহসী।

নির্ভীত (ত্রি) নিঃ-ভী-ক্ত। ভয়রহিত, ভয়শূন্য।

নির্ভূজ (ত্রি) একদিকে বন্ধ হওয়া।

নির্ভুল (দেশজ) ভ্রমশূন্য, অভ্রান্ত।

নির্ভূতি (স্ত্রী) তিরোধান, অন্তর্ধান। [বৈ]

নির্ভূতি (ত্রি) নির্গতা কৃতিবৃত্ত। বেতনশূন্য-কর্মকার। (হেম)
বেগার চাকর।

নির্ভেদ (পুং) ১ বিদারণ। ২ বিভাজন।

নির্ভেদিন্ (ত্রি) ভেদকারী।

নির্ভেদ্য (ত্রি) বিভেদযোগ্য।

নির্ভোগ (ত্রি) ভোগ বা সন্তোগরহিত, সুখহীন।

নির্মক্ষিক (অবা) মক্ষিকার্য্য অভাবঃ। অতাবার্ধে অব্যারী-
ভাবঃ। ১ মক্ষিকার অভাব। নির্গতো মক্ষিকা বহ্মাৎ।
২ মক্ষিকালক্ষণে। ৩ তদুপলক্ষিত নির্জনদেশ, নিভূতস্থান।

“কৃতং ভবতেদানীং নির্মক্ষিকং” (শকুং প্রাকৃতভাষ্যম্)

নির্মম্বন (স্ত্রী) ১ নীরাজন, আরতি। ২ সেবা। ৩ মোহা।

নিমজ্জ (ত্রি) নিম্ন-মূজ ক্রিঃ, বেদে পুৰোদরাদিভ্যং শাধুঃ।
নিতান্ত শুদ্ধ।

“যষ্টিং সহস্রান্ন নির্মজ্জমজ্জ” (ঋক্ ৮।৪।২০)

“নির্মজ্জং নিঃশেষেণ শুদ্ধান্নং গবাম্” (সারণ)

নির্মজ্জ (ত্রি) মজ্জাহীন।

নির্মগ্নুক (ত্রি) তেজশূন্য।

নির্মৎসর (ত্রি) মৎসররহিত, অহঙ্কারহীন। হিংসা বা
ক্রোধবর্জিত।

নির্মৎস্র (ত্রি) মৎস্রহীন।

নির্মথ (পুং) নির্মথাত্তেনেন নিম্ন-মথ-করণে লুট। অগ্নি-
মহুনদীক, অরণি। (হেম)

নির্মথন (স্ত্রী) ১ মহুনকরা। (পুং) ২ অগ্নিমহুন দীক, অরণি।

নির্মথ্য (স্ত্রী) ১ নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য। (ত্রি) ২ মহনের
অযোগ্য।

নির্মদ (ত্রি) নির্গতো মদো দানজলাং হর্ষণ্যগক্ষৌ বা যন্মাৎ।
১ নিরতিমান। ২ হর্ষশূন্য। ৩ দানজলশূন্য।

“নির্মদং হ্রঃখিতং দৃষ্টী পিতরো রামমজ্জবন্” (ভাগ ৩।৯২।৬৬)

নির্মধ্য (স্ত্রী) নলিকা, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (ভাবপ্রং)

[নলিকা দেখ।]

নির্ম্মনক্ষ (ত্রি) অমনক। অমনোযোগ। (কাশ্যপকী ১।৩৫)

নির্ম্মম্বুজ (ত্রি) নির্ম বিজ্ঞতে অরণ্যঃ যজ্ঞ। মম্বুযাশূজ, অরণ্য,
জনহীন স্থান।

“তন্নিম্ন নির্ম্মম্বুজেরণ্যে পিত্রলোপস্থ আশ্রিতঃ” (ভাগ ১।৩।১৩)

নির্ম্মম্বুয (ত্রি) মম্বুযাহীন, মম্বুযারহিত স্থান।

নির্ম্মম্বু (ত্রি) নির্মতি মম্বু যজ্ঞ। মম্বুশূজ, মম্বুহীন।

নির্ম্মম্বু (পুং) অগ্নিমহুনদীক, অরণি। (হেম)

নির্ম্মম্বন (স্ত্রী) ১ সম্যক মহুন। ২ মর্দন। ৩ বর্ষণ। ৪ নিংড়ন।

নির্ম্মম্বাদারু (স্ত্রী) নির্মম্বু ভং যজ্ঞার্থে বর্ষণীয় দীক অরণিঃ।
যজ্ঞে অগ্নি উৎপাদনের জন্ত বর্ষণীয় কাঠ।

নির্ম্মম্ব্য (ত্রি) ক্রোধরহিত, কোপহীন।

নির্ম্মম্ব (ত্রি) নির্ম বিজ্ঞতে ‘মম্ব’ ইত্যতিমানং যজ্ঞ। বাহার আমার
বলিয়া জ্ঞান মাই, যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য হই-
য়াছে, বাসনারহিত, মম্বতাশূন্য।

“নির্ম্মম্ব্য তন্ম ভংসকং চকুলবলরামিকম্”

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সংহিরা শেববন্ধনঃ” (ভাগ ১।১৫।৪০)

নির্ম্মম্বতা (স্ত্রী) নির্মম্ব-ভাবে তন্ টাণ্। মম্বতারাহিতা,
নির্ম্মম্বের ভাব, নির্ম্মম্বের ধর্ম।

নির্ম্মম্বম্ব (স্ত্রী) নির্মম্ব-ভাবে ম্ব। নির্ম্মম্বের ধর্ম। নির্ম্মম্বতা।

নির্ম বিজ্ঞতে মম্বম্বং যজ্ঞ। (ত্রি) ২ মম্বম্বশূজ ব্যক্তি। “ততশ্চ
সর্বত্র নির্মম্বম্বঃ সুথেন মুক্তিমাগ্নোতি” (কুল্লুক মম্ব ৬।৪২)

নির্ম্মম্ব্যাদ (ত্রি) নির্গতো মর্ম্মাদার্য্য নিরাধমঃ ক্রোডাশ্বর্থেষু
সমাসঃ। ১ মর্ম্মাদাতীত। ২ অবিলীত।

“নির্ম্মম্বাদা য়েকো যে পশ্চিমমিক্স্থিতাভ্যে চ।” (বৃহৎসং ১।৪।২১)

নির্ম্মম্ব (ত্রি) নির্গতো মলো যজ্ঞ। ১ মলহীন, মলরহিত।

“নির্ম্মলাঃ সর্গমায়ান্তি সন্তঃ স্মৃতিভো যথা।” (মহু ৮।৩।৮)

(স্ত্রী) নির্গতং মলং যন্মাৎ। ২ নির্ম্মালা। ৩ অজ্রক
৪ বৃক্ষবিশেষ। (Strychnus potatorum) দাক্ষিণাত্য ও
মধ্যভারতে এবং ব্রহ্মদেশে এই গাছ জন্মে। ইহার কাঠ অত্যন্ত
দৃঢ়। কাড়ি কাঠ ও শকট প্রভৃতি জন্ত ব্যবহৃত হয়। ইহার কল
বিশেষ উপকারী। চলিত নাম নির্ম্মালি। গিন্টার (জলপরিষ্কারক
যন্ত্র) আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে, এই ফল জলে ধসিয়া দিয়া জল
পরিষ্কার করা হইত। মধ্যস্থ শাঁস অনেকে তক্ষণ করিয়া
ধাকে। চক্ষুরোগের জন্ত হিন্দুচিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহার
করেন। এই ফল মধুর সহিত ধসিয়া কর্পূরসংযোগে চক্ষুতে
প্রলেপ দিলে, চক্ষু হইতে জলকরা রোগ উপশম হয়।
সৈন্ধবলবণ ও জলের সহিত ধসিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুর প্রদাহ
ধাকেনা। চক্ষুর বেত অংশে ক্ষত হইলে, এই ফল ব্যবহৃত
হয়। মুসলমানদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে
যে, এই ফল শৈত্যগুণবিশিষ্ট ও শুষ্ককারক ঔষধ। পেটের
পীড়া, শূলবেদনা এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিবর্ধন পক্ষে, ইহা বিশেষ
কলপ্রদ। মুক্তযন্ত্রের প্রদাহ বা ধাতুর পীড়া হইলে, ইহা
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘবাণী উদরাময় রোগে, এই ফল
১টী বা অর্দ্ধখণ্ড এবং তক্র একত্র মিশ্রিত করিয়া লণ্ডাহ দেব্য।

এই ফলের শুঁড়া চুষের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে খাটুর পীড়া আরোগ্য হয়।

এনন্দি বলেন যে, বমন করাইবার প্রয়োজন হইলে, তামিল ভাষারেরা ইহার পঞ্চল শুঁড়া করিয়া অর্দ্ধ চাম্চ পরিমাণে খাওয়াইয়া থাকেন। সুদীন সেরিক তাঁহার রুত অসমাপ্ত তৈবজ্যরন্ধাবলীতে লিখিয়াছেন যে, এই ফলের শাঁস আমাশয় ও বায়ুনলীপ্রদাহের বিশেষ উপকারী। যুরোপীয়েরা পুরোঁজ কোন রোগে ইহা ব্যবহার করেন না। ভারতীয় কবিরাজের মতে—ইহা বহুমূত্ররোগেও ব্যবহার্য।

নির্মালতা (স্ত্রী) নির্মল-তল-টাপ। বিশুদ্ধতা, স্বচ্ছতা, পরিষ্কারতা, নির্মলত্ব।

নির্মালোপল (পুং) নির্মলঃ বিশুদ্ধঃ উপলঃ। ফটিক।

(রাজনিং)

নির্মলক (ত্রি) নির্গতো মলকো বস্মাৎ। ১ মলকরহিত দেশ। অভাবার্ধে অব্যবহৃত্যঃ। (অব্য) ২ মলকাত্মক।

নির্মাল্য (স্ত্রী) ১ মূল্য। ২ পরিমাণ। (লাট্যঃ স্রো° ৮।৪।১৪)

নির্মাংস (ত্রি) নির্গতঃ মাংসঃ যত। ১ মাংসবিহীন। ২ আহারাত্মকে অতি ক্লেশ, তপস্বী ও দরিদ্র প্রভৃতি।

“নির্মাংসবাহুস্তাঃ ক্লেশেনায়াস্তি পরদেশান্।” (বৃহৎস° ৩।১০)

নির্মাংসবস্ত্র (পুং) কুমারাহুচরভেদ। (ভারত সভাপ° ৪ অ°)

নির্মাণ (স্ত্রী) নির্মাণ্যে নিম্ন-মা-লুট্। ১ নির্মাণি। ২ ঘটাদির রচনা, সংগঠন। নির্মাণতেহনেন করণে লুট্। ৩ নির্মাণ-সাধন কার্যাদি। “ক্লেশকর্মবিপাকশায়েরপরামৃষ্টঃ নির্মাণ-কার্যমিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রবর্তকঃ” (কুম্ভভাঞ্জলি) নির্গতো মানাৎ। ৪ মানাতীত।

‘পূর্ণপদাং সংজ্ঞারাং’ সংজ্ঞার্থে গড় হইবে, এইমূলে সংজ্ঞা না বুঝাইলেও আর্থপ্রয়োগে গড় হইল।

“অনকত্রগণং বোমনির্মাণং ঘনবর্জিতং।” (রাম° কি° ৪৪ অ°)

নির্মালি, শিখ জাতির অন্তর্গত সম্প্রদায় বিশেষ। তাহার ঈশ্বরারাম্যায় জীবন উৎসর্গ করে। নির্মালিরা প্রায় উলঙ্গ। সেয়িং বনেন, তাহার কাশীধামের বৈষ্ণবদিগের সম্প্রদায়ভেদমাত্র। পবিত্র থাকাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার প্রত্যহ ১০৪ বার হস্তপদ প্রক্ষালন এবং অনেকবার স্নান করিয়া থাকে। তাহার সঙ্গার ত্যাগ করে না; কিন্তু অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় সন্ধানাদিকেও স্পর্শ করিতে ভীত হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বিদিগের ভ্রাম, ইহার কোন জীবহিংসা করে না। গ্রীপুরুষ উভয়েই এই ধর্মসম্প্রদায়কৃত হইতে পারে। [শিখ ব্রটব্য।]

নির্মাল্য (স্ত্রী) নিম্ন-মল-গ্যাৎ। দেবদেবশোভিত বস্ত্র, উজ্জ্বল-

ভেদ। প্রথমে দেবতার উদ্দেশে বাহা দেওয়া হয়, অর্থাৎ নিবেদনের পর তাহাই নির্মাল্যপদবাচ্য হয়।

“অর্বাণ্ডবিসর্জনাৎপ্রবাসং নৈবেদ্যং সর্কমুচ্যতে।

বিসর্জিতে জগরাথে নির্মাল্যং ভবতি কপাৎ॥” (গুরুতপু°)

বিসর্জনের পূর্বে দেবতার উদ্দেশে কলপুশাদি উপহার নৈবেদ্য নামে অভিহিত, এবং বিসর্জনের পরেই উহাকে নির্মাল্য কহে।

দেবনিবেদিত পুশাদি। যে সকল পুশাদি দিয়া দেবপূজা হয়, পরে দেবপূজার পর ঐ নিবেদিত পুশাদি নির্মাল্য নামে অভিহিত হয়। দেব-নির্মাল্য মন্তকে ধারণ ও গাত্রে অমুলেপন করিতে হয়, এবং নৈবেদ্য ভক্তদিগকে দিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে হয়।

“নির্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্কাঙ্কে চাহুলেপনম্।

নৈবেদ্যকোপকৃষ্ণীত দম্বা তন্তুশিলালিনে॥” (তত্ত্বসার)

নির্মাল্য স্থাপন ও ক্ষেপণ করিতে হয়। পূজার পর ঈশানকোণে একটি মণ্ডল করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নির্মাল্য শেষে দিতে হইবে। বিষ্ণু বিষয়ে—‘ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ’

শক্তি-বিষয়ে—‘ওঁ শৈবিকায়ৈ নমঃ’

শিব-বিষয়ে—‘ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ’

সূর্য্য-বিষয়ে—‘ওঁ তেজস্বত্যায় নমঃ’

কালিকাদি বিষয়ে—‘ওঁ চাণালিন্তে নমঃ’

এই সকল মন্ত্রে স্থাপন করিবে।

“সূর্য্যে গণপতাবগ্রে শাক্তে শৈবেহং বৈষ্ণবে।

তেজস্বত্যায়ৈ শৈবৈকায়ৈ নমঃ।”

চাণালীং শৈবিকায় চণ্ডে বিশ্বক্সেনায় ক্রমাৎ যজ্ঞেৎ॥” (বিদ্যানন্দ)

জল অথবা তরুণে নির্মাল্য পরিত্যাগ করিতে হয়।

“উদকে তরুণে বা নির্মাল্যং তত্র সংত্যজ্যেৎ।”

(কালিকাপু° ৫৫ অ°)

কালবিশেষে দেবোদ্ভিষ্ট বস্ত্র নির্মাল্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

“মণিমুক্তাঃ সূর্য্যণীনাং দেবদত্তানি যানি চ।

ন নির্মাল্যং স্বামশাকং তাত্রপাত্রং তথৈব চ।

পটী শাটী চ বধ্যাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ।

যোদকঃ ক্লেশরৌপ্যে যামাঙ্কে ন মেষ্বরী॥

পটীবস্ত্রং ত্রিমাংসকং যজ্ঞসূত্রং স্বতম্।

বাবদমং ভবেচ্ছকং পরমাংসং তথৈব চ॥”

(তত্ত্বসার, একাদশীতমো যোগিনীতন্ত্র)

দেবতার উদ্দেশে যে মণিমুক্তা, সূর্য্যণ ও তাত্র দেওয়া হয়, তাহা ১২ বৎসর পরে নির্মাল্য হয়; পটী ও শাটী ৬ মাসে, নৈবেদ্য দত্তমাত্র, যোদক ও ক্লেশর বামাঙ্ক পরে, পটীবস্ত্র তিন

মাসে, বজ্রহ্র একদিনে এবং আর ৩ পরমাণু বজ্রকণ উৎপাদকে তাহার পর, নির্মাণ হয়।

নিবনির্মাণ ধারণ করিতে নাই, ধারণ করিলে পাশতাপী হইতে হয়।

“নির্মাণ্যং যো হি মে ভক্ত্যা শিরসা ধারয়িষ্যতি।

অন্তর্ভিন্নমধ্যাদঃ নয়ঃ পাপসমবিতঃ।

পচাতে নরকে যোরে তির্থাগ্বেণো চ কারতে ॥” (কল্পপুং)

“অগ্রাহং নিবনৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং কলাং জলম্।

শালগ্রামশিলাম্পর্শাৎ সর্বং বাতি পবিত্রতাম্ ॥”

(তিথিতত্ত্ব)

শিবনৈবেদ্য এবং পত্র পুষ্প ফল ও জল গ্রহণীয় নহে, কিন্তু এই সকল শালগ্রাম শিলাম্পর্শে পবিত্র হয়, অর্থাৎ শালগ্রাম শিলাস্পৃষ্ট হইলে তাহা গ্রহণ করিতে পারা যায়। প্রাতঃকালে নির্মাণ্য ফেলিয়া দিতে হয়। দেবতানির্মাণ্যাবৃত্ত থাকিলে পুরাকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়।

“প্রাতঃকালে সদা কুর্য্যাৎ নির্মাণ্যোত্তরণং বৃথঃ।

তৃষিতাঃ পশবো বন্ধাঃ কস্তকা চ রজস্বলা।

দেবতা চ সনির্মাণ্যা হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥” (অভিযুক্তি)

প্রাতঃকালে দেবতার নির্মাণ্য ফেলিয়া দিতে হয়, যদি তৃষিত পশু বন্ধ থাকে এবং কস্তা সরজস্বা হয় এবং দেবতা যদি নির্মাণ্যের সহিত থাকে, তাহা হইলে পুরাকৃত পুণ্য নষ্ট হয়।

প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রতিদিন যে ব্যক্তি দেবনির্মাণ্য পরিষ্কার করে, তাহার চুঃখ, দরিদ্রতা এবং অকাল মৃত্যু হয় না।

“যঃ প্রাতঃকথায় বিধায় নিত্যং নির্মাণ্যামীশত নিরাকরোতি।

ন তস্ত চুঃখং ন দরিদ্রতা চ নাকালমৃত্যুর্ন চ রোগমাত্রম্ ॥”

(নারদপঞ্চ)

‘হরিত্তিকিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

অরুণোদয় বেলায়, যদি নির্মাণ্য পরিষ্কার করা না হয়, তাহা হইলে শল্যাক্রম হয়। এক ঘটিকা বেলা হইলে মহাশলা, এক প্রেহর বেলা হইলে অতিশলা এবং তৎপরে বজ্রপ্রহারতুলা হষ্টয়া থাকে। ঘটিকা অতীতে ক্ষুদ্রপাতক এবং মুহূর্ত্ত পরে মহাপাতক, চারি ঘটিকা অতীত হইলে অতি পাতক, তিন মুহূর্ত্তপূর্ণ মহাপাতক, তৎপরে ব্রহ্মবধতুলা পাতক হয়। এই পাপাপনোদনের জন্ত প্রারশ্চিত্ত বিধেয়। অর্ধ মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সহস্র জপ, মুহূর্ত্ত পূর্ণ দেড়হাজার জপ, তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে দশ হাজার জপ ও এক প্রেহর পূর্ণ হইলে পুরস্করণ করিতে হয়, তাহাতেই এই পাপের নাশ হইয়া থাকে। প্রেহর কাল অতীত হইলে যে পাতক হয়, তাহা প্রারশ্চিত্ত করিলেও যায় না। (হরিত্তিকিবিলাসে ও বিলাস)

নির্মাণ্য (স্ত্রী) নির্মাণ্যতে ইতি নিম্ন-মূল-পাৎ তত ঠাপ্।
পূকা। (শব্দরং)

নির্ম্মিত (ত্রি) নিম্ন-মা-ক্ত। ভক্ত-নির্মাণ, গঠিত, রচিত।

“নিম্ননির্ম্মিতকারিকাবলীম্” (সিদ্ধান্তমুক্তাং)

নির্ম্মিত (স্ত্রী) নিম্ন-মা-ভাবে-ক্তিন্। নির্মাণকরণ।

“নবরসকচিরাং নির্ম্মিতমাদখতী ভারতী কবেজরতি।” (কাব্যান্দ্র)

নির্ম্মুক্ত (পুং) নিম্ন-মু-ক্ত। মুক্তকঙ্কু সর্প, খোলস ছাড়। সাপ, যে সকল সর্প অচিরে খোলস পরিত্যাগ করিয়াছে।

(ত্রি) ২ তাক্ষসংযোগ, বিযুক্ত।

“হিরনির্ম্মুক্তয়োৰ্ধোগে চিত্রাচজ্রমসোরিব।” (রঘু ১ সং)

নিঃশেষণ মুক্তাঃ ৩ বক্ষশৃঙ্গ। ৪ সঙ্গরহিত। (মেদিনী)

নির্ম্মুক্তি (স্ত্রী) নিম্ন-মু-ক্তিন্। ১ সম্পূর্ণস্বাধীনতাপ্রাপ্তি।
২ মোক্ষ।

নির্ম্মূট (স্ত্রী) নির্গতঃ মুটং যস্মাৎ। করশৃঙ্গ হষ্ট, পর্যায়—
পণ্যাজির, কচকন। (শব্দরং ত্রিকাং) (পুং) নিম্ন-মুট-ক।

২ বনম্পতি। ৩ অপূর্ণ বৃক্ষ। ৪ সূর্য। ৫ তর্পণ। (হার্য ২৫৫)

নির্ম্মূল (ত্রি) নির্গতঃ মূলং যস্ত। মূলরহিত।

“আরুহ বৃক্ষান্ নির্ম্মূলান্ গভঃ পরিতুদমিব।” (ভার ৩ ৭৫ অ°)

নির্ম্মূলন (স্ত্রী) নির্ম্মূলং কৃতৌ শিচ্-ভাবে-লুট্। উৎপাটন।

নির্ম্মেঘ (ত্রি) মেঘশূন্য।

নির্ম্মেধ (ত্রি) মেধাশূন্য, অলস, বোকা।

নির্ম্মজস্ (অব্য°) নিম্ন মজ ঐশ্বরে ভোজনকল্পনো ইতি হৃত্রোগ
তুযর্থে কল্পন। নির্মাঞ্জন করিতে।

“প্লব্ধে তু বা ঐশ্বরে পশুমিম্জঃ” (ভাগ্যত্র ২।২।৩)

‘নিম্নজঃ নির্মাষ্টমুপগময়িতুং বিনাশয়িতুগীষরাঃ’ (ভাষ্য)

নির্ম্মষ্ট (ত্রি) নিম্ন-মজ-ক্ত। প্রোক্ষিত।

নির্ম্মোক্ষ (পুং) নিতরাং মুচ্যতে ইতি নিম্ন-মু-চ্-যঞ্। ১ সর্প-
ডক্, সাপের খোলস, পর্যায়—অহিকোষ, নিষ্যরনী, কঙ্কু।

(হেম° ৪।৩৮১)

“নিজগাত্রনির্বিষেষস্থাপিতমপি সারমখিলমাদায়।

নিম্মোক্ষক ভুজঙ্গী মুকতি পুরুষস্ত বারবধুঃ ॥”

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩২৮)

২ মোচন। ৩ সমাহ। ৪ আকাশ। ৫ ডক্ মাত্র।

‘নির্ম্মোক্ষো মোক্ষকে ব্যোমি সমাহে সর্পকঙ্কুকে।’ (বিখ°)

৬ সারশি মম্বুর পুত্রবিশেষ। (ভাগ° ৮।১৩।১১)

নির্ম্মোক্ত (ত্রি) নিম্ন-মু-চ্-তৃচ্। ১ নির্মোচনকারী। ২ সংশয়-
হেদক।

নির্ম্মোক্ষ (পুং) নিতরাং মোক্ষঃ। ১ ত্যাগ। ২ নিঃশেষরূপে
মোক্ষ। “নির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ” (সাংখ্যপ্রবচনত°)

নির্ঘোচন (ক্ৰী) নিৰ্-মূচ্-গিচ্-লুট্। বৃক্তি, যোচ্।
 নির্ঘোচ্য (জি) নিৰ্-মূচ্-গ্যৎ। বৃক্তি পাইবার যোগ্য।
 নির্ঘোহ (জি) নির্গতঃ মোহো যস্মাৎ। ১ মোহশূন্ত। (পুং)
 ২ বৈবত মন্থর পুত্রভেদ। ৩ সাবর্ণিমহুর পুত্রভেদ। ৪ কাশ্মপ
 সপ্তর্ষিভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

নিম্নেতুকা (ক্ৰী) নিম্ন-ক্কা-তুন্, সংজ্ঞারং কন্, পূর্বোদরাদিস্থাৎ
 সাধুঃ। রানিশূন্ত ওষধিভেদ।

“নিম্নেতুকা তত্র ভবতি” (পঞ্চবি° ব্রা° ১৩৯।১৬)

নিম্নুক্তি [নিম্নুক্তি দেখ।]

নির্মিত্ত (জি) নির্ম বিদ্যাতে যত্নঃ যত। যত্নশূন্ত, অলস।

নির্মিত্তগ (ক্ৰী) নিৰ্-মিত্ত-লুট্। ১ নিশীড়ন। (জি) ২ যত্নশা-
 শূন্ত, বাধাশূন্ত। ৩ নিরর্গল। ৪ উচ্ছৃঙ্খল। (জটায়ব°)

নির্মাণ (ক্ৰী) নির্মাতি মদোহনেন নিৰ্-মা-করণে লুট্। ১ গজা-
 পাদদেশ। ভাবে লুট্। ২ মৌচন। ৩ অক্ষনির্গম।

“নির্মাণং বারণাপাদদেশে মোক্ষোহক্ষনির্গমে।” (মেদিনী)

৪ নিঃসরণ। ৫ প্রাণবায়ুর দেহনিঃসরণরূপ মরণ।

৬ পশুদিগের পাদবন্ধনরক্ষা। (বৈজয়ন্তী)

“নির্মাণহন্তস্ত পুরো দুধুক্ষতঃ।” (মাঘ° ১২।৪১)

নির্মাতি (জি) নিৰ্-মা-ক্ত। নির্গত, নিঃসৃত।

নির্মাতিক (জি) নির্মাতিঃ নির্মাণং বহিকরণং তৎকরোতি পিচ্-
 ধূল। নির্হারক, যে অনিষ্ট করে।

“মৃতনির্মাতিকাষ্টেব পরদাররভাশ্চ যে।” (মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫ অ°)

নির্মাতিন (ক্ৰী) নিৰ্-মতি-পিচ্-লুট্। ১ বৈরগুহি, শত্রুপ্রতী-
 কার। ২ প্রতীকার। ৩ প্রতিদান। ৪ ঋাসমর্ষণ, গচ্ছিত
 জবাপ্রত্যর্পণ। ৫ মারণ। ৬ ঋণাদির শোধন।

“নির্মাতিনং বৈরগুহৌ দানে ঋাসমর্ষণে।” (হেম°)

নির্মাতি (ক্ৰী) ১ নির্গমন, প্রস্থান। ২ মুমূর্ষু।

নির্মাতি (জি) ক্ষেত্রকর্ষক, কৃষক। [নির্মাতি দেখ।]

নির্মাতি (জি) নিৰ্-মাতি কৰ্ম্মণি যৎ। ১ শোধনীয়। ২ প্রতিদেয়।

“কজা চৈবং ন চাশ্রুত নির্মাতিয়ানেন সঙ্গতা।” (হরিব° ১৭৭ অ°)

নির্মাতিব (জি) যাদবশূন্ত স্থান, যাদবরহিত।

নির্মাতি (পুং) নিৰ্-ম-ম-ঘঞ°। পোতবাহ, নাবিক।

নির্মাতি (পুং ক্ৰী) নিৰ্-ম-ম-ঘঞ°। ১ কষায়। ২ কাথ।

(শব্দমা°) ৩ বৃক্ষাদির ক্ষীর, বৃক্ষ হইতে নির্গত রস কণ্ঠিনতা

প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে নির্মাতি কহে। চলিত—আটা।

পর্দায়—বেষ্টক। (রত্নমা°)

“লোহিতান্ বৃক্ষনির্মাসান্ ত্রশনপ্রভবাংস্তথা।

শেলুং গব্যাক পেষয়ৎ প্রায়ত্নেন বিবর্জয়েৎ॥” (মহু° ৫।৬)

৪ নিবাকী, অরণ, যথা অলাদি।

“কদলীকন্ধনির্ধাসে তৎপ্রস্থনতুলাং পঠেৎ।” (চিকিৎসারস°)

নির্ধাসিক (জি) নির্ধাসিত অধ্বরদেশঃ ততো ঠঞ°। নির্ধাস-
 সন্নিবৃষ্ট দেশাদি।

নির্ধুক্তি (জি) অসংযোগ, অমুপস্থিততা, বৃক্তিহীনতা।

নির্ধুক্তিক (জি) নির্গতা বৃক্তি যস্মাৎ, কপ্। বৃক্তিরহিত।
 বৃক্তিহীন।

নির্ধূষ (জি) বৃথভ্রষ্ট, দল হইতে পৃথক-কৃত।

নির্ধূষ (পুং) নিতরং বৃষঃ। নির্ধাস। (শব্দমালা)

নির্ধূহ (পুং) নিৰ্-উহ-ক পূর্বোদরাদিস্থাৎ সাধুঃ। ১ মন্তবারণ।

২ নাগদন্ত। ৩ হস্তিদন্তের সূদৃশ নির্মিত ছার-বেদিকার
 কাঠভেদ। ৪ শেখর। ৫ আপীড়। ৬ ছার। ৭ কাথ।

“নির্ধূহঃ শেখরে ছারে নির্ধাসে নাগদন্তকে।” (বিষ°)

নির্ধোগ (পুং) অলঙ্কার, সাজ।

নির্ধোগক্ষেম (জি) বিঘ্নবিবর্ত, বৈঘ্নকচিন্তাবিহীন।

নির্লক্ষণ (জি) নির্গতঃ লক্ষণং যত। ১ শুভ লক্ষণশূন্ত।
 ২ পাত্তুরপৃষ্ঠ। (হেম°)

নির্লক্ষ্য (জি) লক্ষ্যহীন।

নির্লজ্জ (জি) নির্লজ্জি লজ্জা যত। লজ্জাহীন।

নির্লিঙ্গ (জি) ১ যাহার কোন নিশ্চিত লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই।
 ২ যাহার লিঙ্গনাথন হয় না।

নির্লিপ্ত (জি) নিৰ্-লিপ্-ক্ত। ১ লেপনহিত। ২ সম্বন্ধশূন্ত,
 নিঃসঙ্গ, অনাসক্ত।

“নিরুপাধিচ্চ নির্লিপ্তো নিরীহো নিখনাস্তকঃ।” (ব্রহ্মবৈ° কৃষ্ণ° ৭)

নির্লুপ্তন (ক্ৰী) নিৰ্-লুপ্ত-ভাবে লুট্। বিভূষীকরণাদি।

“নথনির্লুপ্তনাদিভিরপি তৎকার্য্যসিদ্ধেঃ।”

(কাত্য° শ্রৌ° ১।৬।৬ কর্ক°)

নির্লুপ্তন (ক্ৰী) নিৰ্-লুপ্তি-ভাবে লুট্। অপহরণ, লোটা।

“অক্সানীব পরম্পরং বিদধতে নিলুপ্তনং স্তম্ভবঃ।” (সাহিত্যদর্পণ)

নির্লোথন (ক্ৰী) নিৰ্-লিখ-ভাবে লুট্। ১ মলাদির অপসারণ,
 আঁচড়ান। করণে-লুট্। ২ তৎসাধন।

“জিহ্বানিলেপনং রৌপ্যং সৌবর্ণং বাক্ষমেব চ।” (সুশ্রুত°)

নির্লেপ (জি) নির্গতঃ লেপো যস্মাৎ। ১ লেপশূন্ত, আসক্তরহিত।
 ২ পরিণামহেতুসংযোগাদি শূন্ত। ৩ পাপশূন্ত।

“লোকবেদবিবৃক্কৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাপপতাঃ।”

(কুহুমাজলি°)

নির্লেপমন্ (জি) নির্গতঃ লোম যত। লোমরহিত, টাকরোগ-
 যুক্ত।

“পটস্থত্র হরণং নির্লেপা জারতে নরঃ।” (কর্ম্মবিপাক°)

পটস্থত্র হরণ করিলে এই রোগ হয়।

নির্বয়নী (স্ত্রী) নিভয়ানী যেরূপে সংলীনো ভবতি, নিব-লী-দ্যুট, পূর্বোদরাদিভাৎ সাধুঃ। ১ কঙ্ক। ২ সর্পক্। (হেম° ৪।৩৬১)

“তত্থা অহি নির্বয়নী বয়ীকে।” (বৃহদারণ্য উপ°)

নির্বন্ধব্য (ত্রি) নিব-বচ-ভবা। নির্বাচ্য, অবয়বার্ধ কখন দ্বারা প্রতিপাদ্য।

নির্বচন (স্ত্রী) নিব-বচ ভাবে-লুট্। ১ নিব্ধক্তি, অবয়বার্ধ কখন। ২ প্রসিদ্ধ।

“সত্যং স্তেনে বলং নারীয়াং রাজ্যং হৃদ্যোথনে ভবা।

ইতি লোকে নির্বচনং লোকে চরতি ভারতঃ।”

(ভারত বনপ° ৩৩ অ°)

নির্গতং বচনং বস্ত্র। ৩ বচনশূন্ত, যোনাবলম্বন। (ত্রি)

৪ বস্ত্রব্যত্যাশূন্ত, বলিব্যার কিছু না থাকা। ৫ বাক্যাতীত।

(ভারত ৩।১৯১।৩৬)

নির্বণ (ত্রি) নির্গতো বনাৎ অসংজ্ঞায়াং গড়ম্। বন হইতে নিজ্জাত।

“নির্বণো বধ্যতে ব্যাঘ্রো নির্বাণ্ড্রং ছিত্ততে বনম্।” (ভার° উ° ২৮ অ°)

সংজ্ঞা অর্থ বুঝাইলে গড় হইবে না, সেইস্থলে নির্বণ হইবে।

নির্বপণ (স্ত্রী) নিব-বর্ণ-ভাবে লুট্। ১ দান। ২ অন্নাদির সংবিভাগ।

“অনয়ৈবাবুতা কাৰ্য্যং পিণ্ডনির্বপণং সূতৈঃ।” (মহু)

নির্বয়ণী (স্ত্রী) নিব্ধয়নী, সাপের খোলস।

নির্বয় (ত্রি) নির্গতো বরো বরণমন্ত। ১ নির্ভঙ্ক। ২ নির্ভয়।

৩ সার, কঠিন। (হেম) কোন কোন স্থলে নির্ভয় শব্দের এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

নির্বরুণতা (স্ত্রী) বরুণের অধিকার হইতে বিমোচন।

নির্বর্ণন (স্ত্রী) নিব-বর্ণ ভাবে লুট্। দর্শন। (ত্রিকাণ্ড)

নির্বৃত্তি (ত্রি) নিব-বৃত-গিচ্-কর্ম্মণি-ক্ত। নিষ্পাদিত।

নির্বৃত্ত্য (ত্রি) নিব-বৃত-গিচ্-কর্ম্মণি-ৎ। নিষ্পাত্ত, ব্যাকরণ-পরিভাষিত কর্ম্মভেদ।

নির্বহণ (স্ত্রী) নিব-বহ ভাবে লুট্। ১ নাট্যোক্তি, প্রস্তুত কথা-সমাপ্তি। প্রকৃতভাবিনয়ের নির্বাহ। ত্রিমাং টাপ্। নিষ্ঠা।

নির্বহিত্ (ত্রি) বিভক্তা, পৃথক্কারী।

নির্বাক্ (ত্রি) বাক্যহীন।

নির্বাক্য (ত্রি) বাক্যহীন, শূন্য, বহির।

নির্বাচ্ (ত্রি) ১ বহির্ভাগ, বাহ্য। ২ নির্গত।

নির্বাচ্য (ত্রি) নির্বচনীয়।

নির্বাক্ (ত্রি) নিব-অব-অঙ্-কিপ্। নির্গত।

“তদ্বাদিমে প্রাণা বিশ্বকোহবাকোহমুনির্বাকি।”

(সামখ্যায়নব্রা° ৭।১২)

নির্বাক্ (স্ত্রী) নিব-বাক্। (নির্বাকোহবাতে। পা ৮।২।১০)

অবান্তে ইতি হোমঃ। নিব পূর্বাধাতে নির্বা তত্ত নমঃ ভাবাত-

শ্চেৎ কৰ্ত্তা ন। “নির্বাকোহমুনির্বাকি। বাতে তু নির্বাকোবাতঃ।”

তট্টোজিলীকিতঃ। ১। পাণিনি বলেন, “বায়ুকর্ত্তা না হইলে,

নিব পূর্বক বা বাতুর উত্তর বিহিত নির্বা সৰ্ব্বদায় তকার স্থানে

নকার হয়। টীকাকার তট্টোজিলীকিত নির্বাণ-অগ্নি ও নির্বাণ-

মুনি এই দুই উদাহরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন

বায়ুকর্ত্তা না হইলে তকার স্থানে নকার হয় না; বথা,—নির্বাণ

বাত। পাণিনি বিশেষ্য নির্বাণ শব্দের অর্থ উল্লেখ না করার

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অমুমান করেন যে পাণিনির

সময়ে, নির্বাণ শব্দ মুক্তি অর্থে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত গ্রন্থে বহুল পরি-

মাণে পরিগৃহীত হয় নাই।

মুদ্রবোধব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেব বিশেষ্য ও বিশেষণ

উভয় প্রকার নির্বাণ শব্দই ক্র প্রত্যয়দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ

করিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্বাণ এই বিশেষণ শব্দের অর্থ

শাস্ত্র এবং নির্বাণ এই বিশেষ্য শব্দের অর্থ মুক্তি। “নির্বাণ-

ভিত্তিগবিত্তক্লোৎক্লমপ্রক্লমস্বীক্লমশপরিব্রুক্লোদাঃ। এতে ক্লান্তা

নিপাত্যন্তে। নির্বাণঃ শাস্ত্রঃ, নির্বাণঃ মুক্তিঃ।” ইত্যাদি।

(বোপদেব।) “বালগমনহিংসরোঃ, নির্বাণঃ শাস্ত্রঃ, নির্বাণঃ

মুক্তিঃ, উভয়ত্র নাচোহন্তরেতি গড়ং অস্তত্র নির্বাতঃ।” ইত্যাদি।

(হর্গাদাস।)

অমরসিংহ বিশেষ্য নিম্নবর্ণে লিখিয়াছেন—

“নির্বাকো মুনি-বহ্মাদৌ নির্বাতস্ত গতেহনিলে।” (অমর°)

নির্বাক এই বিশেষণ পদটী মুনি ও বহ্মাদির পূর্বে প্রযুক্ত হয়

এবং নির্বাত এই বিশেষণ পদটী বায়ুরহিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নলিখিত শ্লোকে নির্বাত শব্দ বায়ুরহিত অর্থে ব্যবহৃত

হইয়াছে।

“অসুখ্যামপি সুর্যোণ নির্বাতমিব বায়ুনা।” (ভারত ২।৩৬।২৮)

অভিধানকার যাদব বলেন, “নির্বাকঃ নির্বাতৌ যোকে

বিনাশে গজমজ্জনৈ।” (যাদব।) নির্বাণ শব্দ নিবৃত্তি, মোক্ষ,

বিনাশ ও গজমজ্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নানা অভিধানকার নির্বাণশব্দের নানা অর্থের উল্লেখ

করিয়াছেন। কএকটি অর্থ ও প্রয়োগ নিয়ে উদ্ধৃত হইল,—

১ গজমজ্জন। “অক্লম্ভদমিবালানং অনির্বাণস্ত দন্তিনঃ।” (রঘু ১।৭)

“নির্বাণোপাখানশরনাদীনী ত্রীণি গজকর্ম্মণি” (পালকাব্য)

২ বিনাশ। “নির্বাণভূরিষ্ঠমখাত বীথ্যং সঙ্করস্তীব বপুঃগণেন।”

(কুমার ৩।৫২)

৩ নিবৃত্তি। “অয়ে লঙ্কং নেত্র-নির্বাণম্।” (শকুন্তলা ৩ অ°)

“কুব্জিত দ্যামুংগতস্তঃ স্মরান্ত শ্লোকস্ত্রীগাজনির্বাণমজ্জঃ।” (মহা ৪।২৩)

৪ নিবিরা যাওয়া ।

“সুহৃৎতেন্নিরমোষেহপি নির্বাণালাতাষবন্ ।” (কুমার ২২°)

৫ “নির্বাণবৈরসহন্যঃ প্রশনাদরীণাম্” (বেণীসংহার ১৭)

৬ শান্তি । “নির্বাণং সমুপগমেন বদ্ধতে তে

বীজানাং প্রভব নমোহয় জীবনায় ।” (কিরাত° ১৮।৩৯)

৭ সমাপ্তি । “আরক্ককর্ণনির্বাণো জ্ঞপতৎ পাক্কভৌতিকঃ ।”

(ভাগবত° ১।৩।২৯)

৮ বিজ্ঞ । “ত্রিসাম্য সামগ্যঃ সাম নির্বাণং তেষজং ভিবক্ ।”

(ভারত ১৩।১৪৯ অ°)

৯ নান্নিসেধে জপা প্রণবপুটিত ও মাতৃকাপুটিত আভিলষিত মূলমন্ত্র ।

“মণিপুরে তু নির্বাণং মহাকুণ্ডলিনীমথঃ ।”

“অথ প্রবক্ষ্যামি নির্বাণং শৃণু সাবহিতানঘে ।

প্রণবঃ পূর্বমুচ্চাৰ্য্য মাতৃকানাং সমুচ্চরেৎ ॥

মাতৃকাণাং সমুচ্চাৰ্য্য পুনঃ প্রণবমুচ্চরেৎ ।

এবং পুটিতমূলমন্ত্র প্রজপেয়মপিপুরুকে ॥

এবং নির্বাণমীশানি যো ন জানাতি পামরঃ ।

কল্পকোটিসহস্রৈরুত্তর সিদ্ধির্ন জায়তে ॥” (আগমতত্ত্ববিলাস)

১০ বাণপুস্ত । ১০ অন্তগমন । ১১ সংগম । ১২ বিশ্রান্তি ।

১৩ নিশ্চল । ১৪ শূন্য । ১৫ বিদ্যোপদেশ । (শব্দর°)

১৬ মুক্তি । দর্শনে এই অর্থই অনেকস্থলে গৃহীত হইয়াছে । একজ্ঞ কএকটা প্রমাণ উদ্ধৃত হইল,—

“নির্বিষ্টবিষয়মেতৎ স কলাপ্তমুপেদিবান্ ।

আসীদাসন্ননির্বাণং প্রৌপাতিরিবোষসি ॥” (রঘু° ১২।১)

“বংশলগ্নীমলুক্ ত্য সমুচ্ছেদেন বিধিবাম্ ।

নির্বাণমপিমল্লেক্ হমমন্তরায়ঃ জরপ্রিয়ঃ ॥” (কিরাত° ১১।৬৯)

“মুক্তাপ্রায়ঃ যর্হি নির্বিষয়ঃ বিরক্তঃ

নির্বাণমুক্তিঃ যনঃ সহসা যথাক্ষিঃ ।” (ভাগ° ৩।২৮।৩৫)

“যত্নিতব্যঃ সমত্বেন নির্বাণমপি চেচ্ছতা ।” (ভগবদ্গীতা)

“সম্যাগ্-দর্শনং বিধবন্ততমসাত্ত্ব নিত্যসিদ্ধনির্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈব অনাবৃতিঃ ।” (শারীরকভাষ্য ৪।৪।২২)

অমরকোষে মুক্তিবাচক আটটা বিশেষ্য শব্দের উল্লেখ আছে,—অমৃত, শ্রেয়ঃ, মোক্ষ, অপবর্গ, নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, কৈবল্য ও নির্বাণ ।

‘মুক্তিঃ কৈবল্যানির্বাণশ্রেয়োনিঃশ্রেয়সামৃতম্ ।

মোক্ষোহপবর্গোহিথাজ্ঞানমবিদ্যাহমৃতিঃ স্তিরাম্ ॥’ (অমর)

উপনিষদের মতে প্রত্যগাত্ম ব্রহ্মের সমাগ্জ্ঞানদ্বারা অমৃত লাভ হয় । শ্রেয়ঃ (মুক্তি) ও প্রেয়ঃ (অজ্ঞানদর)

এই উভয়মার্গের সম্যক বিচারপূর্বক ধীর ব্যক্তি শ্রেয়ো-মার্গই অবলম্বন করিয়া থাকেন । সাংখ্যদর্শনকার কপিল বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয় তত্ত্বের ভেদজ্ঞান দ্বারা হৃৎকন্ডের অত্যন্ত ক্রম ও মোক্ষলাভ হয় । পৌত্তম্য বীর জ্ঞান-দর্শনে লিখিয়াছেন, প্রমাণ প্রমেরাদি বোদ্ধ পদার্থের সমাগ্জ্ঞানদ্বারা হৃৎক, জন্ম, প্রবৃত্তি, মোহ ও মিথ্যাজ্ঞানের ব্যাৎক্রমে উত্তরোত্তর অপারে অপবর্গ লাভ হয় । ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি বটু পদার্থের সমাগ্-জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়সাধিগম হয় । ইহাই বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের মত । পাণ্ডুললদর্শনমতে— যোগদ্বারা জীবাঙ্কার পরমাঙ্গায় লয়ের নাম মুক্তি । মীমাংসক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন, নিত্যস্বত্বসাক্ষাৎকারের নাম মুক্তি । বৈদান্তিক বলেন, পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যায় ক্রম ও কৈবল্য লাভ হয় । বৌদ্ধেরা বলেন, প্রতীত্য সমুৎপন্ন ধর্মসমূহের সমুচ্ছিন্নতা প্রপঞ্চের উপশম, রাগ, ঘেব ও মোহের ক্ষয় এবং নির্বাণ লাভ হয় ।

মুক্তিবাদগ্ৰন্থে লিখিত আছে, প্রাচীনরা সাযুক্তা, সালোকা, সামীপা, সাষ্টি ও নির্বাণ এই পাঁচ প্রকার মুক্তি স্বীকার করেন । নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীহর্ষ সাযুক্তামুক্তির বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন—

“সায়ুক্তামুক্তিঃ ভবন্ত ভবাক্ষিযাদ-

স্তাং পতুরেতা নগরীঃ নগরাজপুত্রাঃ ।

ভূতাবিধানপটুমদ্যতনীযবাপ্য

ভীমোদ্ভবে ভবতি ভাবিমবাস্তি ধাতুঃ ॥” (নৈষধ ১১।১১৭)

এইরূপে সালোকা, সামীপা ও সাষ্টি মুক্তির বিষয় বিভিন্ন গ্ৰন্থে বর্ণিত আছে ।

নির্বাণমুক্তিবিষয়ে বিজ্ঞপূরণে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়,—

“পুনশ্চ রক্তাধরধুঙায়ামোহোহজিতেক্ষণঃ ।

অজ্ঞানাহানুরান্ গতা মুমুক্ষুঃসুখানুরান্ ॥

মায়ামোহ উবাচ ।

স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্বাণার্থমাত্মনুরান্ ।

(২) “শ্রেয়শ্চ শ্রেয়শ্চ মমুখমেতত্তো সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।

শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রের্যো বৃণীতে প্রেরোমন্দো যোগক্ষেমাচ্ছীতে ॥”

(বজ্রকৌলীয় কটোপনিষৎ)

(৩) “উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্ত সর্কোৎকর্ষপ্রভেঃ ।” (সাংখ্যসূত্র)

(৪) “হৃৎকন্ডপ্রবৃত্তিমোহমিথ্যাজ্ঞানামুত্তরোত্তরায়ণে তদনন্তর্যাপাঙ্গাঃ পপবর্গঃ ॥” (ন্যায়সূত্র)

(৫) “ধর্মবিশেষপ্রভৃতাচ্ছাণ্ড্যণ্ডকর্মসামান্যবিশেষসমবাহানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্ ॥” (কণাডসূত্র)

(৬) “নাহং দেখো ন মে দেখঃ বোধোহহমিতি নিকরী ।

কৈবল্য ইব সংপ্রাপ্তে ন পরত্যক্তঃ কৃতম্ ॥” (কৈবল্যসূত্র)

(১) “আজ্ঞানী বিদ্ধতে বীর্থাঃ বিদ্যায়া বিদ্ধতেহমৃতম্ ॥”

(সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ)

তদন্তঃ পণ্ডিতাদি হৃষ্টমৈর্নিবোধত ॥

বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছত ॥

বুধ্যস্ব মে বচঃ সমাগ্ বৃথেরবমূদীরিতম্ ॥

জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিভানার্থতৎপরম্ ॥

রাগাদিহৃষ্টমত্যাগং ভ্রামাতে ভবসঙ্কটে ॥" (বিষ্ণুপু' ৩।১৮।১১-২০)

মারামোহাবতার বুদ্ধ রক্তাঙ্কর পরিশ্রানপূর্বক চক্ষুতে অঞ্জন রাগ করিয়া, অস্ত্র অস্ত্রগণের নিকট গমনপূর্বক মুহু মুহুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে অস্ত্রগণ! যদি নির্বীণ মুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কামনা থাকে, তাহা হইলে পশু-হিংসা প্রভৃতি হৃষ্টমত্যাগে কোন ফল হইবে না, জানিবে। এই জগৎ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। আমার বাক্য ভাল করিয়া বুঝ, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়াছেন, যে এই জগৎ অনাধার। ইহা ভবসঙ্কটে নিয়ত পরিত্রাণ করিতেছে এবং রাগাদি-দোষে সাতিশর দূষিত।

নির্বীণ শব্দের ব্যবহার, যে সময়েই আরম্ভ হউক না কেন, ঐ শব্দ মুক্তি অর্থে বোদ্ধদর্শনেই বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ নির্বীণ বোদ্ধদিগের মুক্তিবাক্যক পারিভাষিক শব্দ। বোদ্ধেরা মুক্তি বলিলে যাহা বুধেন, তাহা নির্বীণ শব্দদ্বারা ই প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারা যায়। যেমন ইন্দ্রন অভাবে অগ্নি নির্বীণ হইয়া যায়, সেইরূপ কাম, লোভ, মোহ, সংসার ইত্যাদির উন্মূলনে সত্তা বা অস্তিত্বের বিলোপ হয়। সত্তার নিরোধই নির্বীণ।

উদীচ্য বোদ্ধগ্রন্থের মত।

উদীচ্য বোদ্ধগ্রন্থসমূহে নির্বীণ শব্দের লক্ষণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকখানি গ্রন্থের মত উদ্ধৃত হইল,—

১। অর্থদোষ বুদ্ধচরিতকাব্যে লিখিয়াছেন,—

"কল্পণারমানা জায়ন্তো মুক্ত্যভরবিমোহিতাঃ।

নৈবীণে স্থাপনীয়াস্তৎ পুনর্জন্মনিবর্তকে ॥" (বুদ্ধচরিত)

নির্বীণ পুনর্জন্মের নিবর্তক। সংসারসমূহের ক্রয় না হইলে জন্মান্তরের উচ্ছেদ হয় না, সুতরাং সংসারসমূহের ক্রয়ের নাম নির্বীণ।

২। আৰ্য্য নাগার্জুন মাধ্যমিকসূত্রে লিখিয়াছেন,—

"নির্বীণকালে বোদ্ধেনঃ প্রসঙ্গাদ্ ভবসমস্ততঃ ॥"

(মাধ্যমিকসূত্র)

ভবসমস্ততির উচ্ছেদের নাম নির্বীণ। ভব শব্দের সাধারণ অর্থ সংসার, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্মজনিত সংসার। উর্বনাত যেরূপ স্বীয় যন্ত্রে জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বয়ং আবদ্ধ হয়, আমরাও সেইরূপ, পূর্ণ পূর্ণ সংসারবশে স্ব স্ব সংসারের স্রষ্টা করিয়া,

তাহাতে নানা প্রকার সযত্নে আবদ্ধ হইরাছি। সংসারের ক্রয় দ্বারা সংসারের উচ্ছেদসাধনই নির্বীণ।

৩। রত্নকূটসূত্রে বুদ্ধোক্তি এইরূপ আছে—

"রাগষেমোহকমাৎ পরিনির্বীণম্ ॥" (রত্নকূটসূত্র)

রাগ, ঘেব ও মোহের ক্রয়ের নাম নির্বীণ। অগ্নি যেমন ইন্দ্রন অভাবে নির্বীণ হইয়া যায়, সেইরূপ রাগ, ঘেব ও মোহের ক্রয় হইলে, জীবের আত্মাভিমান লুপ্ত হইয়া যায়। অহংকার মমকারের ধ্বংস হইলেই নির্বীণলাভ হয়।

৪। বজ্রচ্ছেদিকা গ্রন্থে বুদ্ধ বলিয়াছেন,—

"ইহ হি স্তূভুতে বোধিসত্ত্বানসংপ্রস্থিতেন এবং চিত্ত-মুৎপাদয়িতবাঃ সর্কে সত্তা ময়া অল্পপথিশেষে নির্বীণধাতৌ পরিনির্বীণয়িতবাঃ ॥" (বজ্রচ্ছেদিকা)

নির্বীণ পদার্থ অল্পপথি অর্থাৎ নির্বীণ লাভ হইলে সংসারাদি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

৫। বোধিচর্যাবতারগ্রন্থে শাস্তিদেব বলিয়াছেন,—

"সর্কত্যাগচ্চ নির্বীণং নির্বীণার্থি চ মে মনঃ ॥" (বোধিচর্যাবতার)

সর্কত্যাগের নাম নির্বীণ। সংসার, স্তূথ, হৃৎথ, আত্মাভিমান ইত্যাদি সমস্ত ত্যাগের নাম নির্বীণ।

৬। রত্নমেঘ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"তৃষ্ণা বিপ্রহাণেন নির্বীণমিতি কথ্যতে ॥" (রত্নমেঘ)

তৃষ্ণার সম্যক নিবৃত্তির নাম নির্বীণ। এই সংসার, যাহা অনাধার ও কল্পিত, সেই মিথ্যা সংসারের সহিত নিজের সযত্ন রাখিবার প্রবল ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার ক্রয় হইলেই সংসারের উচ্ছেদ, আত্মাভিমানের বিলয় ও নির্বীণলাভ হয়।

৭। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় লিখিত আছে,—

"নিরোধস্ত নির্বীণস্ত বিগমস্তত্তৎ স্তূভুতেহধিবচনং যচ্ছত গম্ভীরমিতি ॥" (অষ্টসাহস্রিকা)

নিরোধ, নির্বীণ ও বিগম ইহার। সকলেই সমার্থক এবং ইহাদের অর্থ অতি গম্ভীর। আমিষ ও সংসারের অপায়ের নাম নির্বীণ, এবং যে অবস্থার সংসারও নাই, আমিও নাই, সেই অবস্থাটি অতি চূর্নোদ ও গম্ভীর।

৮। প্রজ্ঞাপারমিতাভদ্রসূত্রে লিখিত আছে,—

"বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞাপারমিতামাপ্রিত্য বিহরতি চিত্তাবরণঃ ॥

চিত্তাবরণনাস্তিত্বাৎ অত্রস্তো বিপর্যাসাতিক্রান্তো নিষ্ঠনির্বীণঃ ॥"

(প্রজ্ঞাপারমিতাভদ্রসূত্র)

বোধিসত্ত্বের চিত্তাবরণ পরমার্থজ্ঞান অবলম্বনপূর্বক অবস্থিতি করে। চিত্তাবরণের অভাবে বিপর্যাসের অভাব ও নির্বীণলাভ হয়। সংসার মিথ্যা, আমি মিথ্যা, আত্মর ও বাহ্য জগৎ এক মহাশূন্য মাত্র, এই জ্ঞানের নাম পরমার্থ জ্ঞান। এই

পর্যায়ক্রমের অল্পকালীন সংসারভিমান ও আত্মভিমানরূপ
বিপর্যাসের ধ্বংস ও নির্বাণ লাভ হয়।

১০। শতকগ্রন্থে লিখিত আছে,—

“ধর্ম্যং সমাসতোহহিংসাং বর্ণয়ন্তি তথাগতাস্তাঃ।

শূভ্রতামেব নির্বাণং কেবলং তদিশোভয়ম্ ॥” (শতক)

বৌদ্ধগণ অহিংসাকেই সংক্ষেপতঃ ধর্ম বলিয়া বর্ণনা
করিয়াছেন এবং শূভ্রতাকেই নির্বাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া-
ছেন। যে অবস্থায় সংসারের ধ্বংস হইয়াছে, আমার নিজের
অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই অবস্থায় থাকে কি? যদি
লৌকিক ভাবায় বলিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার
করিতে হইবে, তখন শূভ্রতামাত্র অবশিষ্ট থাকে, এই শূভ্রতাই
নির্বাণ।

১০। মাধ্যমিকবৃত্তিকার চন্দ্রকীর্তি লিখিয়াছেন,—

“তদশেষপ্রপঞ্চোপশমশিবলক্ষণং শূভ্রতামাংস্য যস্মাদশেষ-
কল্পনালাতাপ্রপঞ্চবিগমো ভবতি। প্রপঞ্চবিগমাচ্চ বিকল্প-
নিবৃত্তিঃ। বিকল্পনিবৃত্ত্যা চ অশেষকর্মক্লেশনিবৃত্তিঃ। কর্ম-
ক্লেশনিবৃত্ত্যা চ জন্মনিবৃত্তিঃ। তস্মাৎ শূভ্রতৈব সর্বপ্রপঞ্চ-
নিবৃত্তিলক্ষণত্বাৎ নির্বাণমিচ্ছাচ্যতে।” (মাধ্যমিকা বৃত্তি)

শূভ্রতার জ্ঞানদ্বারা অশেষপ্রপঞ্চের উপশমরূপ প্রেরণালাভ
হয়। প্রপঞ্চের বিগমে বিকল্পের নিবৃত্তি, কর্মক্লেশের ক্ষয় ও
জন্মের উচ্ছেদ হয়, অতএব সর্বপ্রপঞ্চের নিবর্তক শূভ্রতাই
নির্বাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত মতসমূহের পর্যালোচনা করিলে দেখিতে
পাওয়া যায়, নির্বাণকালে আমিও সংসারের লোপ হয়।
সংসারসমূহের ক্ষয় হইলেই আমিও লোপ হয়, এবং এই
সংসারের ক্ষয়েই, আমার সহিত সংসারের যে সঞ্চয় ছিল,
তাহারও বিচ্ছেদ হইয়া যায়। তখন আমার পক্ষে সংসারের
অস্তিত্ব ও অভাব উভয়ই সমান। নির্বাণকালে সংসারও
পাকিল না, আমিও থাকিলাম না। আমার অস্তিত্ব আর
কখনও হইবে না, সংসারের সহ আমার পুনঃ সঞ্চয় ঘটিবে না
এবং আমার পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হইল। আমার ও সংসারের
চরমধ্বংস হইল। আমি ও সংসার উভয়েই শূভ্রতায় নিমগ্ন
হইলাম। এই শূভ্রতাই নির্বাণ।

এখন দেখা যাউক, এই শূভ্রতা কি পদার্থ। মাধ্যমিকসূত্রে
নাগার্জুন এইরূপ বুদ্ধবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“অনক্ষরশ্চ ধর্মশ্চ স্রুতিঃ কা দেশনা চ কা।

স্রুতে যন্ত তজাপি সমারোপাদনক্ষরঃ ॥”

যে পদার্থ, কোন অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সেই
জ্ঞানের পদার্থের সঞ্চয় কি বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে?

অনক্ষর অর্থাৎ ক, খ, গ, ইত্যাদি অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা
যায় না, এই মাত্র বিবরণ বাহা দেওয়া হইল, তাহাও পার-
মার্থিক পদার্থে মিথ্যা অক্ষরের আরোপ দ্বারা দেওয়া হইল।

এই শূভ্রতাপদার্থ অস্তি হুর্কৌধ। ইহা ভাব-পদার্থও
নহে, অভাব-পদার্থও নহে। শূভ্রতা নামক এমন কোন
দ্রব্য নাই, বাহা আমার নির্বাণকালে লাভ করিয়া থাকি
এবং এই সংসার ও আমিও ধ্বংস বা অভাবও শূভ্রতা নহে।
যদি শূভ্রতা নামক কোন দ্রব্য বা ভাব-পদার্থ থাকিত, তাহা
হইলে, তাহা অবশ্যই ধ্বংসশীল হইত, স্তত্রাং সেই শূভ্রতার
অধিগমে নিত্যনির্বাণ লাভ হইত না। সংসার ও আমিও
অভাবকেই বা কিরূপে শূভ্রতা বলা যায়? সংসার ও আমি
উভয়েই মিথ্যা পদার্থ। যেহেতু ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব
কখনও ছিলনা, স্তত্রাং শিরঃশূভ্র পদার্থের শিরঃপীড়ার দ্বারা
ইহাদের অভাব কিরূপে হইবে?

রত্নাবতীগ্রন্থে লিখিত আছে,—

“ন চাত্তাবোহপি নির্বাণং কুত এবান্ত ভাবতা।

ভাবাত্তাবপরামর্শকস্মো নির্বাণমুচ্যতে ॥” (রত্নাবতী)

নির্বাণ(শূভ্রতা)কে অভাব-পদার্থ বলা যায় না। ইহাকে
কিরূপে ভাবপদার্থ বলিতে পারা যায়? ভাব ও অভাব
জ্ঞানের ক্ষয়ই নির্বাণ নামে অভিহিত হয়। ভাব ও অভাব
পদার্থ পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু যে পদার্থের (শূন্যতার)
অধিগমে নির্বাণ লাভ হয়, তাহা কাহারও সাপেক্ষ নহে,
স্তত্রাং নির্বাণ বা শূন্যতা ভাব-পদার্থও নহে, অভাব-পদার্থও
নহে। এই নির্বাণ বা শূন্যতা অনির্কটনীয় পদার্থ। বাহারা
নির্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাহারা ভাব ও অভাব পদার্থের
অস্তিত্ব ও নাতিত্বের অতীত হইয়াছেন। তাহাদের অবস্থা
কোনক্রমেই বর্ণন করিতে পারা যায় না।

এই শূভ্রতা বা নির্বাণসম্বন্ধে নিয়ে কএকটি মত উদ্ধৃত হইল।

১। হিন্দু-দার্শনিক মাধবাচার্য্য বৌদ্ধদর্শনের মত সমা-
লোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

“অস্তি নাস্তি উভয় অল্পভয় ইতি চতুর্কোটিবিনিমুক্তং শূভ্রতম্ ॥”

(সর্বদর্শনসংগ্রহ)

অস্তি, নাস্তি, উভয় এবং অল্পভয়, এই চতুর্কোটি বিনিমুক্ত
পদার্থই শূভ্রতা।

২। সমাধিরাজসূত্রে লিখিত আছে—

“অসীতি নাসীতি উভেহপি মিথ্যা

সুসীতি অসুসীতি ইমেহপি অন্তাঃ।

তস্মাদুভেহস্ববিবর্জিতা

মধোহপি স্থানদ্বয়োতি পতিতঃ ॥” (সমাধিরাজসূত্র)

অস্তি ও নাস্তি উভয়ই মিথ্যা; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি ইহাও কল্পিত। স্মৃতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি উভয় অস্ত ত্যাগ করিয়া মধ্যেও অবস্থিতি করেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করিয়া অস্তি ও নাস্তির অতীত ও সত্তাহীন হইয়া পড়েন।

৩। নাগার্জুন বলিয়াছেন—

“অস্তিত্বং যন্তু পশুস্তি নাস্তিত্বং চান্নবুদ্ধয়ঃ।

ভাবানাং তেন পশুস্তি ত্রষ্টব্যোপশমং শিবম্ ॥”

(মাধামিকসূত্র)

অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অনুভব করেন, কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের উপশমরূপ প্রেয়ঃ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শূন্যতা পদার্থ “আছে” এরূপও বলা যায় না, “নাই” এরূপও বলা যায় না। ধীরব্যক্তিগণ এই পদার্থ লাভ করিয়া “আছে” ও “নাই” এতদুভয় অতিক্রম করিয়া থাকেন।

৪। রত্নাবলীগ্রন্থে লিখিত আছে—

“নাস্তিকো ভ্রগতিং যতিঃ স্নগতিং যাতানাস্তিকঃ।

যথাভূতপরিজ্ঞানোন্মোক্ষমধয়নিশ্চিতঃ ॥” (রত্নাবলী)

যাহারা “নাই” অর্থাৎ সংসার ও আমার ধ্বংসরূপ অভাবে পদার্থকেই শূন্যতা নামে অভিহিত করেন, তাঁহারা ভ্রগতি প্রাপ্ত হন এবং যাহারা তাহা করেন না, তাঁহারা ভাব ও অভাবে পদার্থের অতীত শূন্যতাকে লাভ করিয়া স্নগতি ও মুক্তি প্রাপ্ত হন।

৫। ললিত-বিস্তরগ্রন্থে লিখিত আছে—

“ন চ পুনরিহ কশিচিদস্তিস্থঃ সোহপি ন বিদ্যাতি যন্ত নাস্তি ভাবাঃ।

হেতুক্রিয়পরম্পরা জানেত তন্ত্র ভোতীহ অস্তি নাস্তি ভাবাঃ ॥”

(ললিতবিস্তর)

এই সংসারে কোন পদার্থ “আছে” এরূপও বলা যায় না এবং “নাই” এরূপও বলা যায় না। যাহারা কার্যাকারণ-পরম্পরা অবগত আছেন, তাঁহারা অস্তি ও নাস্তির অতীত হইয়া নির্বাণ লাভ করেন।

৬। রত্নাকরসূত্রে লিখিত আছে—

“শূন্যবিদ্যো নহি বিদ্যাতে কচিং অন্তরিক্ষি শকুনন্ত বা পদম্।

যন্ন বিদ্যাতি স্বভাবতঃ কচিং সা ন জাতু পরহেতু ভবিষ্যতি ॥

যন্ত নৈব হি স্বভাব লভাতে সোহস্বভাবঃ পরপ্রত্যয়ঃ কথম্।

অস্বভাবুপস্থ কিং জনিয়াতি এষ হেতু স্নগতেন দেশিতঃ ॥”

(রত্নাকরসূত্র)

এই বিষ এক মহাশূন্য। যেমন অন্তরীক্ষে শকুনের পদ বিদ্যমান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই মহাশূন্য মধ্যে কোন পদার্থ-ই বিদ্যমান নাই। পদার্থদ্বয়ের কাহারও স্বভাব বা

অন্ত নিরপেক্ষ সত্তা নাই, সুতরাং তাহারা অপর পদার্থের দ্বন্দ্ব বা জনক কিরূপে হইবে?

৭। রত্নমেঘসূত্রে লিখিত আছে—

“আদিতশূন্য অনাগতধর্ম্মা অনাগত অস্তিত্বানবিবিদ্যাঃ।

নিভামসায়কামায়স্বভাবাঃ শুদ্ধবিত্তকনভোপমসর্গি ॥”

(রত্নমেঘসূত্র)

পদার্থসমূহ আদিতে ও অন্তে শূন্যস্বভাব। ইহাদিগের কোন আধার বা স্থিতি নাই। ইহার অসার ও মারা মাত্র। শুদ্ধ অশুদ্ধ সকলই আকাশসদৃশ নির্লেপ।

৮। অনবতপ্তহৃদাপসংক্রমণসূত্রে লিখিত আছে—

“যঃ প্রত্যয়েজীয়তি সহস্রাতো ন তন্ত্র উৎপাদস্বভাবতাস্তি।

যঃ প্রত্যারাদীন্ন স শূন্য উকো যঃ শূন্যতাং জানাতি সোহগ্রমন্তঃ ॥”

(অনবতপ্তহৃদাপসংক্রমণসূত্র)

যে পদার্থ-অন্ত পদার্থসমূহের সম্বন্ধবশে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উৎপন্নই হয় নাই বলিতে হইবে। ঐ পদার্থের স্বভাব বা স্বাধীন সত্তা নাই। যাহার অন্ত নিরপেক্ষ সত্তা নাই, তাহাকে শূন্য বলিতে পারা যায় এবং যে শূন্যতা উপলব্ধি করিয়াছে সে কখনও সংসারে মত্ত থাকিতে পারে না।

৯। বুদ্ধ স্বয়ং নিয়মিত গাণায় শূন্যতার বর্ণন করিয়াছেন,—

“যথা নির্বাণগন্তীরং শব্দেন সম্প্রকাশিতম্।

লভাতে ন চ নির্বাণং স চ শব্দো ন লভাতে ॥

শব্দশচাপ্যনির্বাণমুত্তরস্তললভাতে।

এবং শূন্যে মুধুধু নির্বাণং সম্প্রকাশিতম্ ॥

নির্বাণমিবুত্তিবৃত্তং নির্বাণঞ্চ ন লভাতে।

অগ্রবৃত্তেবুধুধু যথা পশ্চাত্তথা পুরা ॥”

“নির্বাণ” এই গন্তীর পদার্থ শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই নির্বাণ লাভ করিতে পারে না। “অনির্বাণ” ইহাও একটা শব্দ এবং ইহাও কেহ লাভ করিতে পারে না। শূন্যপদার্থকেও নির্বাণ বলা যায় এবং প্রপঞ্চের নিবৃত্তিও নির্বাণ নামে অভিহিত হয়। নির্বাণ পদার্থের যে কোন লক্ষণ করা হউক না কেন, উহার সহিত জীবের গ্রাহ গ্রাহক সম্বন্ধ হইতে পারে না। যেহেতু জীবের প্রকৃত সত্তা নাই, সুতরাং সে নির্বাণ “লাভ” করিল, এরূপ কথা কিরূপে বলা যায় এবং নির্বাণ কোন ভাব-পদার্থ নহে, সুতরাং তাহার প্রাপ্তিও অসম্ভব। সংসার ও আমি উভয়ই মিথ্যা পদার্থ এবং এতদুভয়ের মিথ্যা প্রতীতিদ্বারা প্রপঞ্চের উপশম হইল বটে, কিন্তু পরমার্থতঃ বাহা ছিল তাহাই থাকিল, সেই পার-মাণ্বিক পদার্থই নির্বাণ।

নিরে নির্বাণলাভের প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।
এই সংসার দুঃখময়। জন্মলাভ করিয়া জরাশোক-পরিদেব-
দুঃখ-দোষনস্ত ইত্যাদিধারা জীব অহরহঃ সন্তপ্ত হইতেছে।
মৃত্যুতেও এই সন্তাপের চিরনিবৃত্তি হয় না, মরণের অব্যবহিত
পরেই, পুনর্জন্মলাভ হইয়া থাকে। বতদিন কৰ্ম্মের সম্পূর্ণ
ক্ষয় না হয়, ততদিন এই জন্মমরণপ্রবাহ অব্যাহতভাবে চলিতে
থাকে। বুদ্ধ বলিয়াছেন,—

“ন প্রপঞ্চন্তি কৰ্ম্মাণি কলকোটাশতৈরপি।

সামগ্রীং প্রাপ্য কালঞ্চ কলন্তি ধলু দেহিনাম্॥”

শতকোটিকরুণ কৰ্ম্মের ক্ষয় হয় না; কাল ও পাত্র প্রাপ্ত
হইলেই জীবনিগের কৰ্ম্ম ফল প্রসব করে।

কৰ্ম্মফলাভ্যাসে জীব নরক, তিৰ্য্যাক্, প্রেত, অজ্ঞর, মনুষ্য
ও দেব এই ষড়্‌বিধ লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ষড়্‌বিধ গতি *
প্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল লোকে জন্মিয়াও, আবার কখনও
অণ্ডজ, কখনও শ্বেদজ, কখনও জরায়ুজ এবং কখনও উপ-
পাদ্যজ যোনি + প্রাপ্ত হইতেছে।

কুন্তকারের চক্র যেরূপ অন্তর্নিহিত শক্তি-প্রভাবে অবিরত
বিবর্তিত হয়, জীবও সেইরূপ স্বীয় কৰ্ম্মফলে, এই সংসারচক্রে
নিরত পরিক্রমণ করিতেছে। যেমন কোন কাচকুপীর মধ্যে
কতকগুলি মধুকরকে প্রবেশ করাইয়া উহার মুখ বদ্ধ করিলে,
ঐ মধুকরগুলির কেহ উর্দ্ধে উৎক্রমণ, কেহ অধোদেশে গমন
এবং কেহ বা মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু কেহই উহা হইতে
নিষ্কান্ত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ জীবগণ স্বকীয় কৰ্ম্ম-
ফলে, এই সংসারচক্রমধ্যে কখনও নরক, কখনও তিৰ্য্যাক্,
কখনও মনুষ্য ইত্যাদি লোকে জন্মগ্রহণ করিতেছে, কিন্তু
কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

“সৰ্গ অনিত্য অকামা অক্রবা ন চ শাশ্বতাপি ন কলাঃ।”

(ললিতবিস্তর)

সংসারের সমস্তই অনিত্য, অকাম, অক্রব, অশাশ্বত এবং
কলিত।

সংসাররূপ মহাবিদ্যাক্ষকারগহনে ‡ প্রাক্ষিপ্ত অজ্ঞানপটল-
তিমিরাবৃতনয়ন প্রজ্ঞাচক্ষুরিহিত লোকদিগকে ধৰ্ম্মালোক

* “গতঃ বট্। যথা। নরকতিৰ্য্যাক্‌প্রেতোহসুরো মনুষ্যো
দেবেতি।” (ধর্ম্মসংগ্রহ)

† “চছারো যোনিঃ। তদাধা। অণ্ডজঃ সংশ্বেদজোজরায়ুজ
উপপাদ্যজকতি।” (ধর্ম্মসংগ্রহ)

‡ “অহোবত্যাং সংসারমহাবিদ্যাক্ষকারগহনপ্রাক্ষিপ্ত লোকত
অজ্ঞানপটলতিমিরাবৃতনয়ন্য প্রজ্ঞাচক্ষুরিহিত্য অবিদ্যামাহাঙ্ক্য
মহাভঃ ধৰ্ম্মালোকঃ সূর্য্যাম্।” (ললিতবিস্তর)

প্রদান ও সৰ্ব্বদুঃখ হইতে প্রমোচনের নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধ
নির্ব্বাণ-মার্গের উপদেশ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

“ধিগ্‌ বৌবনেন জরয়া সমভিক্রতেন

আরোগ্যধিগ্‌ বিবিধব্যাধিপরাহতেন।

ধিগ্‌ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন

ধিক্‌ পণ্ডিতস্ত পুরুষস্ত রতিপ্রসঙ্গঃ॥

যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধিন্‌ মৃত্যু

স্তথাপি চ মহদুঃখং পঞ্চদ্বন্ধং ধরন্তো।

কিং পুন জরব্যাধিমৃত্যুনিত্যাহবন্ধাঃ

সাধু প্রতিনিবর্ত্য চিন্তয়িত্যে প্রমোচম্॥” (ললিতবিস্তর)

যৌবনে ধিক্‌, যেহেতু জরা ইহার পশ্চাৎ ধাবমান, আরোগ্যে
ধিক্‌, যেহেতু ইহা বিবিধব্যাধিধারা পরাহত, জীবনে ধিক্‌, যেহেতু
ইহা চিরস্থায়ী নহে এবং পণ্ডিত পুরুষের সংসারাসক্তিতেও
ধিক্‌। যদি জরা, ব্যাধি বা মৃত্যু না থাকিত, তথাপি রূপাদি
পঞ্চদ্বন্ধধারণ করিতে জীবের মহাদুঃখ হইত। জরা ব্যাধি ও
মৃত্যুর সহ চিরাহবন্ধ লোকের দুঃখের কথা আর কি বলিব !
অতএব গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্ব্বক মুক্তির উপায় চিন্তা কর।

এই দুঃখসমূহের চরমক্ষণের নিমিত্ত তিনি প্রারম্ভে চতু-
র্যাসত্যের উপদেশ দিয়াছেন।

“চছারি আৰ্য্যসত্যানি। যথা। দুঃখং, সমুদয়ো, নিরোধো,
মার্গচেতি।” (ধর্ম্মসংগ্রহ)

দুঃখ, দুঃখের উদয় বা উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ বা নিরুতি
এবং দুঃখনিরোধের উপায় বা আৰ্য্য অষ্টমার্গ।

যেহেতু সকলেই অহরহঃ দুঃখভোগ করিতেছেন, অতএব
দুঃখ পদার্থ কি তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াস পাইবার
প্রয়োজন নাই। দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের ক্রম, ললিত-
বিস্তর, মাধ্যমিকসূত্র ইত্যাদি সমস্ত গ্রন্থেই বিশদরূপে বর্ণিত
আছে। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত হইতে দুঃখের উৎপত্তি ও নিরুতির
ক্রম নিরে উদ্ধৃত হইল,—

“শূণ্ড শ্রেয়সে সৰ্কে বৃষং নির্মলমানসাঃ।

তৎপ্রতীত্য সমুৎপাদং বন্ধ্যামি বো যথাক্রমম্॥

অবিভাবাসনৈবেরং দুঃখদ্বন্দ্বস্ত ভ্রমঃ।

সংসারবিধবৃক্স্ত মূলবন্ধবিধায়িনী॥

তৎপ্রত্যয়ান্ত সংস্কারাঃ কারবাছ্যানসাম্বকাঃ।

সংস্কারোখং চ বিজ্ঞানং মনঃ বঠৈজিরাম্বকম্॥

তৎপ্রত্যয়ং নামরূপং সংজ্ঞা সন্মার্শনাদিধম্।

মনঃ বঠৈজিরস্থানং বড়ায়তনমপাতঃ॥

বড়ায়তনসংস্পর্শে স্পর্শ ইত্যভিধীয়তে।

বট্‌স্পর্শাঙ্কতবো যন্ত বেদনা সা প্রকীৰ্ত্তিতা॥

তরা বিষয়সংক্লেষণাগতত্বা প্রকারেতে ।

কামাদিষু তদুদ্ভূতমুপাদানং প্রবর্ততে ॥

উপাদানোত্তরঃ কামরূপারূপময়ো ভবঃ ।

নানাব্যোনিপরাবৃত্তা জ্ঞাতির্ভবসমুদ্ভবা ॥

জরামরণশোকাদিসমুদ্ভবজ্ঞাতিসংগ্রহা ।

অবিজ্ঞাদিনিরোধেন ভেবাং ব্যাপরতি-ক্রমঃ ॥" (বুদ্ধচরিত)

বিবিধপ্রকার চুঃখ ও সংসারবিষবৃক্ষের মূল অবিজ্ঞা । অবিজ্ঞা হইতে কারিক, বাচিক ও মানসিক সংসারসমূহের উৎপত্তি হয় । সংসার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি ও জাতি হইতে জরা মরণ শোক ইত্যাদির উৎপত্তি হয় । অবিজ্ঞাদির নিরোধদ্বারা ক্রমে এই সমুদায়ের নিবোধ হয় । অবিজ্ঞাদি দ্বাদশ পদার্থ প্রতীত্য-সমুৎপাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

উদীচ্য বোধগণ সংসারের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিকৃতি একশনি চক্র । এই চক্রের কেন্দ্রস্থলে কপোতারূপী রাগ, সর্পরূপী দ্বেষ এবং শূকররূপী মোহ বিস্তারিত আছে । এই রাগ, দ্বেষ ও মোহদ্বারাই সংসারচক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে । সংসারচক্রের নেমিদেখে প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বাদশ মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে । প্রথম ঘরে একটি অন্ধ স্ত্রীলোক একটি প্রদীপের সম্মুখে আসীন আছে । দ্বিতীয় ঘরে একজন কুন্ত-কার অবিরত একটি চক্র বিঘূর্ণিত করিতেছে । তৃতীয় ঘরে একটি বানর অস্থির ভাবে লক্ষ লক্ষ করিতেছে । চতুর্থ ঘরে একখানি নৌকায় একজন আরোহী উপবিষ্ট । পঞ্চম ঘরে একখানি গৃহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে । ষষ্ঠ ঘরে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী একত্র বসিয়া আছে । সপ্তম ঘরে একটি তীর একজন মহুয্যের চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । অষ্টম ঘরে একজন মহুয্য সুরাপান করিতেছে । নবম ঘরে একটি বৃদ্ধা যন্ত্রির উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছে । দশম ঘরে আলিঙ্গন-বদ্ধ দম্পতী । একাদশ ঘরে একটি স্ত্রী সন্তান প্রসব করিতেছে । দ্বাদশ ঘরে একজন মহুয্য শব স্বন্ধে করিয়া আশানাভি-মুখে ধাবমান হইতেছে । এই প্রতীত্য-সমুৎপাদচক্রের চতুর্দিকে নবক, তির্ঘাক, প্রেত, অসুর, মহুয্য ও দেবলোকের প্রতিকৃতি । এই সকল লোকের মধ্যে মহুয্যালোকই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু বুদ্ধ বা নির্বাক কেবল মহুয্যালোকেই সম্ভব হয় । অজ্ঞাত লোকে সুখঃখাদির ভোগমাত্র হইয়া থাকে । এই ষড়-লোকের চতুর্দিকে বুদ্ধগণের প্রতিমূর্তি । তাঁহারা রাগ, দ্বেষ, মোহ ও অবিজ্ঞাদি অতিক্রম করিয়াছেন, নরকাদি লোকে

তাঁহাদের আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না । তাঁহারা ভবচক্র অতিক্রম করিয়া নির্বাক লাভ করিয়াছেন ।

এখন দেখা গেল, অবিদ্যাদির নিবৃত্তিবারা চুঃখের অন্ত্য নিবৃত্তি ও নির্বাক লাভ হইয়া থাকে । কোন উপায় অবলম্বন করিলে অবিদ্যাদির নিরোধসাধন করা যায় ? বোধগ্রাহে বর্ণিত আছে, আর্ধ্য-অষ্টমার্গের অমুগমনই সেই উপায় । সমাগৃহী, সমাক্ সংকল, সমাগ্‌বাক্, সমাক্ কৰ্ম্মান্ত, সমাগা-জীব, সমাগ্‌ব্যায়াম, সমাক্-শ্রুতি ও সমাক্-সমাধি এই অষ্টবিধ আর্ধ্যমার্গের অমুগমন দ্বারা অবিদ্যাদি নিরোধের সোপান প্রাপ্ত হওয়া যায় । অবিদ্যাদির চরম ধ্বংস করিতে পারিলেই বুদ্ধ বা নির্বাক লাভ হয় ।

উপরি উক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্তভাবে নিয়ে লিখিত হইতেছে । প্রথমে প্রাণাতিপাত, অদন্তাদান, কামমিথ্যাচার, মুরাবাদ, পৈশুজ, পারুষ্য, সন্তানপ্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যান্ধি এই দশবিধ অকুশল কৰ্ম্মপথ পরিহার করিতে হইবে ।

মহাবস্তু গ্রন্থে লিখিত আছে—

"প্রাণাতিপাতো অধর্মো প্রাণাতিপাতবৈরমণোধর্মো, অদিদানো অধর্মো অদন্তাদানবৈরমণোধর্মো, কামেযু মিথ্যাচারো অধর্মো কামেযু মিথ্যাচারবৈরমণোধর্মো সুরায়ে-রমমদ্যপানং অধর্মো সুরায়েরমমদ্যপানাতো বৈরমণো-ধর্মো, পিশুনা বাচা অধর্মো পিশুনা বাচাতো বৈরমণো ধর্মো, দশকুশলাকৰ্ম্মপথোধর্মো, দশবিধ মহারাজ অকুশলেহি কৰ্ম্মপথেহি সমমগতাঃ সবা নরকমুপপাদান্তি ।" (মহাবস্তু)

এই দশবিধ অকুশল কৰ্ম্মপথ ত্যাগ করিলে লোভ (রাগ), মোহ ও দ্বেষ, এই ত্রিবিধ অকুশলমূল * বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ত্রিবিধ অকুশলমূল নিশ্চল হইলে, চতুর্বিধ ধর্মপদ লাভ হইয়া থাকে ।

"চত্বারি ধর্মপদানি । অনিত্যঃ সর্বসংস্কারাঃ । চুঃখাঃ সর্ব-সংস্কারাঃ । নিরাশ্রয়ঃ সর্বসংস্কারাঃ । শান্ত্যং নির্বাকং চেতি ।"

(ধর্মসংগ্রহ)

সমস্ত পদার্থই অনিত্য, সকলই চুঃখবহুল, কাহারও অভাব বা অভিনিরপেক্ষ-সত্তা নাই, শান্তিই নির্বাক । এইরূপ চতুর্বিধ ভাবনাই ধর্মের চারিটি পদ ।

এই চতুর্বিধ ধর্মপদের অমুশীলন করিলে, আর্ধ্যাষ্টমার্গে প্রবেশ লাভ হয় । সমাক্-বৃষ্টি হইতে সমাক্-সমাধিপৰ্যন্ত আটটি আর্ধ্যমার্গের অমুসরণ দ্বারা অবিদ্যাদি নিরোধের দ্বার প্রাপ্ত হওয়া যায় । তদনন্তর দানপারমিতা, শীলপারমিতা, ক্ষান্তিপারমিতা, বীৰ্য্যপারমিতা, ধ্যানপারমিতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা

* "ত্রিণি অকুশলমূলানি । লোভোমোহো দ্বেষচেতি ।" (ধর্মসংগ্রহ)

এই যৎবিধ পারমিতা ও প্রতীত্যসমুৎপাদের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ হৃৎখের উৎপত্তি ও নিরোধের ক্রম বুঝিতে পারিলে, অবিন্যাসের বিলয় হইতে আরম্ভ হয়। অবিন্যাসের বিনাশে বুদ্ধের বা নির্বাণ লাভ হয়। তখন জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও হৃৎখ ইত্যাদির চির-উচ্ছেদ হইয়া থাকে। নির্বাণলাভের পর আর ভবচক্রে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, তখন আমিষ ও সংসাররূপ আমি চিরকালের অন্ত নিবিয়া যায়।

এখন সিজ্ঞান এই, যদি সংসার ও আমি উভয়েই মিথ্যা এবং শূন্যতাঃ * এই বিশ্বের প্রকৃত স্বভাব হয়, তাহা হইলে, কিরূপে আমি, তুমি, ঘট, পট ইত্যাদির ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। শব্দবিষয়, গগনকুসুম, বজ্রাপুত্র ইত্যাদি দ্বারা কোন কার্যই সম্পন্ন হইতে পারে না, কিন্তু “সংসার” ও “আমি” দ্বারা বহু কার্য সম্পন্ন হইতেছে, হৃৎখভোগ অব্যাহত চলিতেছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া বৌদ্ধগণ সত্যত্বের অবতারণা করিয়াছেন। নাগার্জুন নিম্নলিখিত সূত্রে ঐ সত্যত্বের উল্লেখ করিয়াছেন,—

“যে সত্যে সমুৎপত্তিতা বুদ্ধানাং ধর্মদেশন।

লোকসংবৃত্তিসত্যঞ্চ সত্যক্ পরমার্থতঃ ॥” (মাধ্যমিকসূত্র)

বৌদ্ধদিগের ধর্মদেশনা সাংসৃতিক (ব্যবহারিক) ও পারমার্থিক, এই দুই প্রকার সত্য আশ্রয় করিয়া প্রবর্তিত হয়।

নাগার্জুন আরও বলিয়াছেন,—

“ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ্যতে।

পরমার্থমনাগমা নির্বাণং নাবিগম্যতে ॥” (মাধ্যমিকসূত্র)

ব্যবহারিক সত্যের আশ্রয়ব্যতীত পরমার্থ-সত্যের উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না এবং পরমার্থসত্যের উপলব্ধি ব্যতীত নির্বাণ লাভ হয় না।

সত্যাব্যবহারসূত্র, লঙ্ঘ্যব্যবহারসূত্র, মাধ্যমিকসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, সাংসৃতিক (ব্যবহারিক) সত্যদ্বারা বিচার করিলে, সংসার ও আমি মিথ্যা নহে, কিন্তু পারমার্থিক সত্যদ্বারা বিচার করিলে, এই সংসার অনাধার, কল্পিত ও মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি হইবে। যখন পরমার্থসত্যের সম্যক্ জ্ঞান হইবে, তখন সংসার ও আমি মিথ্যা হইয়া যাইবে এবং তখনই নির্বাণ লাভ হইবে।

* “শূন্যতাপ্রতিপত্তিঃ হি সূত্রে সর্বধর্ম্মাণ্যে তৎ গতিঃ ন ব্যতিবর্ত্ততে।”

(অষ্টসাহস্রিকা)

“যতাব্যাহুংপত্তিঃ সদ্ধার বহামতে সর্বধর্ম্মাঃ শূন্যা ইতি দর্শিতা ইতি।
শূন্যাঃ সর্বধর্ম্মাঃ নিঃস্বভাববোদেন।” (চ্যারণতিকা)

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, নির্বাণ কোন বস্তু নহে। সংসার ও আমি এই দুই মিথ্যা বস্তু, মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃত যাহা ছিল, তাহাই থাকিবে, সেই প্রকৃত অবস্থাই নির্বাণ। এই হেতু নির্বাণ ও শূন্যতা অসংস্কৃত পদার্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রকীর্্তি বলিয়াছেন,—

“অত্রৈকে তু আকাশপ্রতিসংখ্যানিরোধনির্বাণানি অসংস্কৃতানি কল্পয়ন্তি। অপরে শূন্যতাং তথতালকণাং অসংস্কৃতানাং পরিকল্পয়ন্তি।” (মাধ্যমিকসূত্র)

যে পদার্থের উৎপাদ, স্থিতি ও বিনাশ আছে, তাহাই সংস্কৃত পদার্থ। নির্বাণ বা শূন্যতার উৎপাদ, স্থিতি বা ক্ষয় নাই, সুতরাং ইহা অসংস্কৃত পদার্থ। এ পর্য্যন্ত নির্বাণ-লাভ, শূন্যতাপ্রাপ্তি ইত্যাদি বাক্যে নির্বাণ ও শূন্যতার লাভ ও প্রাপ্তির কথা বলিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে হইলে, উহার লাভ ও প্রাপ্তি হইতে পারে না। সংসার ও আমি এই দুই মিথ্যা বস্তু মিথ্যা হইয়া গেলে, পরমার্থতঃ যাহা পূর্বে ছিল পরেও তাহাই থাকিল, সেই পারমার্থিক প্রকৃত অবস্থাই নির্বাণ। সেই প্রকৃত অবস্থা ভগবান্ বুদ্ধ আখ্য-রত্নকূটসূত্রে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

“নাত্র স্ত্রী ন পুরুষো ন সত্ত্বা ন জীবো ন পুরুষো ন পুংসলো
বিতথা ইমে সর্বধর্ম্মাঃ। অসত্ত্ব ইমে সর্বধর্ম্মাঃ। বিঠপিতা
ইমে সর্বধর্ম্মাঃ। মায়োপমা ইমে সর্বধর্ম্মাঃ। স্প্রোপমা ইমে
সর্বধর্ম্মাঃ। নিশ্চিতোপমা ইমে সর্বধর্ম্মাঃ। উদকচন্দ্রোপমা
ইমে সর্বধর্ম্মাঃ ইতি বিস্তরঃ। তে ইমাং তথাগতস্তা ধর্ম্মদেশনাং
শ্রদ্ধা বিগতরাগান্ সর্বধর্ম্মান্ পশন্তি বিগতমোহান্ সর্বধর্ম্মান্
পশন্তি অন্তঃস্বাভাবান্ অনাবরণান্। তে আকাশস্থিতেন চেতসা
কালং কুরন্তি তে কালগতাঃ সমানাঃ নিরূপধিশেষে নির্বাণ-
ধাতৌ পরিনির্বাণন্তি।”

বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন,—

“শূন্যমাধ্যমিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।

ন বিন্যতে সোহপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্ ॥”

(মাধ্যমিকসূত্রে চন্দ্রকীর্্তি কর্তৃক উদ্ধৃত বুদ্ধকথা)

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগ্রন্থের মত।

নির্বাণ সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগ্রন্থের মত উলীচামত হইতে পৃথক্ নহে।

বিস্বজিমগ্গ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

“সোসানিকজমিতি নেকগুণাবহত্তা।

নিরাননিয়হরয়েন নিসেবিতবন্তি ॥” (বিস্বজিমগ্গ)

“যম্হি অনিচ্ছ পঞ্জ্ঞসবে নিরানসত্তিকে।” (বিস্বজিমগ্গ)

নির্বাণে নিবিষ্টহৃদয় ব্যক্তির নিরন্তর অশানাচ্ সেবন

করা উচিত। শ্মশান বহুগুণের আধার। এই শ্মশান সেবন দ্বারা সাদক বৃদ্ধিতে পারিবেন, জীব ও সংসার মিথ্যা। বিনি ধ্যান ও প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তিনি নির্বাণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। অবিরত সংসারের অনিত্যচিহ্ননদ্বারা পরমার্থ জানিলাভ হইয়া থাকে এবং তদনন্তর সংসার ও আমি মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি হয়। ইহাই নির্বাণ।

ধম্মপদ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

“যতী পরমং তপো তিতিক্ষা নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা।

নাংখি রাগসমো অগ্নি নাংখি দোসসমো কলি।

নাংখি ধম্মাদি সা হুত্থা নাংখি সত্তিপপং সুত্থং ॥

জিঘচ্ছা পরমারোগা সংখারা পরমা হুত্থা।

এতং একা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুত্থং ॥

উচ্ছিন্ন স্নেহমত্তনো কুমুদং সারদিকং হব পানিনা।

সত্তিমগ্গমেব ব্রহ্ময় নিব্বানং সুগতেন পেসিতম্ ॥

সিদ্ধ ভিক্কু ইমং নাংব সিত্তা তে লহমেন্দসতি।

ছেত্বা রাগক দোসক ততো নিব্বানমেহিসি ॥” (ধম্মপদ)

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, ক্ষান্তিই পরম তপঃ, তিতিক্ষাই পরমনির্বাণ। লোভের জ্বালা অগ্নি নাই, ঘেঘের জ্বালা পাণ নাই, স্বল্প সন্দেশ ছঃখ নাই, শাস্তির জ্বালা সুখ নাই এবং ক্ষুধার জ্বালা রোগ নাই। সংসারসমূহই পরমদুঃখ। এই সকল যথাভূত বিদিত হইয়া, জীব পরম সুখের আধার-স্বরূপ নির্বাণ লাভ করে। হস্তদ্বারা শারদকুম্ভম বেষ্রপ ছিন্ন হয়, সেইরূপ স্বয়ং আত্মাভিমান ছেদন কর। তাহা হইলে, সুগতপ্রদর্শিত নির্বাণরূপ শাস্তিমার্গ লাভ করিতে পারিবে। হে ভিক্কু! এই দেহরূপ নৌকা হেঁচিয়া ফেল, তাহা হইলে উহা লয়ু হইবে। রাগ, ঘেঘ ইত্যাদি হেঁচিয়া ফেলিতে পারিলে, নির্বাণ লাভ হইবে।

এই সকল বাক্যদ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, নির্বাণ লাভ দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগণেরও চরম উদ্দেশ্য। এই নির্বাণপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহারাও প্রাণাতিপাতাদি দশবিধ অকুশল কর্মপথের পরিহার ও চতুরার্যসত্যের অমুসরণের উপদেশ দিয়াছেন।

ধম্মপদের মূলবর্গে লিখিত আছে,—

“যো পাণমতিপাততি মুসাবাদক ভাসতি।

লোকে অদিন্নং আদিয়তি পরদারক গচ্ছতি ॥

সুরামেররপানক যো নরো অমুযুক্তি।

ইধেহবমসো লোকসিং মূলং খনতি অন্তনো ॥” (ধম্মপদ)

যে ব্যক্তি প্রাণাতিপাত, মুসাবাদ, অদভাদান, পরদার-গমন, সুরাপান ইত্যাদি কার্যের অমুষ্ঠান করে, সে ইহ-লোকেই আত্মদগতির মূল বিনষ্ট করিয়া থাকে।

ধম্মপদের মূলবর্গে লিখিত আছে,—

“হুত্থং হুত্থসমুদায়ং হুত্থসল চ অতিকমং।

অসিয়কম্বট্টিকং মগ্গং হুত্থপসমমামিনং ॥

এতং ধো সরণং ধেমং এতং সরণমুত্তমং।

এতং সরণমাগম সন্মদুত্থা পমুক্ততি ॥” (ধম্মপদ)

হুত্থং, হুত্থের উৎপত্তি, হুত্থের ধ্বংস ও হুত্থ নিরোধো-পায়ক অষ্টবিধ আর্য্যমার্গ, এই চতুরার্য সত্যই স্রেষস্বর ও উত্তম শরণ, ইহাদের শরণেই সর্বদুঃখ হইতে বিমুক্তিলাভ করা যায়।

পরমংখজোতিকাগ্রন্থে লিখিত আছে,—

“এতং পুন সোতাপত্তিমগ্গং তবোতা দ্বিট্ঠি-বিচিকিচ্ছা পহানেন পহীনাপায়গমনো সত্তথত্তুরমো সোতাপন্নো নাম হোতি। সন্ধাগামি মগ্গং ভাবেত্বা রাগদোসমোহানং তত্তু-করন্তা সন্ধাগামি নাম হোতি। সন্ধিদেব ইমং লোকং অনাগত্বা ইত্থং ত্বং অরহন্তং ভাবেত্বা অনবসেসকিলেসপহানেন অরহা নাম হোতি বীণাসবো।” (পরমংখজোতিকা)

চতুরার্যসত্যের অমুগামী ব্যক্তি দৃষ্টি বিচিকিৎসা প্রহাণদ্বারা শ্রোত আপন্ন, রাগ, ঘেঘ ও মোহের ক্ষয় দ্বারা সন্ধাগামী একবার মাত্র সংসারে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অনাগামী এবং পরিশেষে সর্বক্লেশের প্রহাণদ্বারা কীণাসব হইয়া অর্হৎপদ লাভ করেন। বাঁহারা দশবিধ অকুশল কর্মপথ ত্যাগ করিয়াছেন এবং অষ্টবিধ আর্য্যমার্গের অমুসরণদ্বারা চতুরার্যসত্যের সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাও জীবনের পবিত্রতা দ্বারা সংসার-শ্রোত অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারাও শ্রোত-আপন্ন নামে অভিহিত। তাঁহাদিগকে এ সংসারে সাতবার প্রত্যাগমন করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদের নির্বাণ নিশ্চিত। নরকের দ্বার তাঁহাদের সম্বন্ধে চিরকল্প। বাঁহারা রাগ, ঘেঘ ও মোহের সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহারা সন্ধাগামী নামে অভিহিত। তাঁহাদিগকে এ সংসারে একবার মাত্র প্রত্যাগমন করিতে হইবে। তৎপরেই নির্বাণ লাভ হইবে। অনাগামিদিগের এ সংসারে আর প্রত্যাগমন করিতে হইবে না। তাঁহারা বহুবৎসর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া, আমিত্ত জ্ঞানের নিরোধদ্বারা নির্বাণ লাভ করিবেন। বাক্কর্ককায়তত্ত্ব ঘটপারমিতাপ্রাপ্ত অর্হৎগণ দেহত্যাগ মাঝেই নির্বাণলাভ করেন। অর্হৎই চরম ও পূর্ণপবিত্রতার অবস্থা। এই অবস্থার ধর্ম্মাধর্ম্ম, রাগঘেঘ ইত্যাদি নিমূল হইয়া যায়। অর্হৎদের আর এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। তাঁহার দেহমাত্র অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু সে দেহে পাপাদি প্রবেশ করিতে পারেনা। তাঁহার অস্তিত্ববীজ পূর্বেই শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং জীবনপ্রদীপ পূর্বেই

নিবিয়া গিয়াছে, তাঁহার দেহটা মাত্র রহিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে যুহু আসিয়া তাঁহার দেহের ধ্বংস সাধন করে। তিনি নির্বাণ লাভ করিয়া অস্তিত্ব ও নাতিশ্বেদ অতীত হইয়া যান। অর্হব (বুদ্ধ) ও নির্বাণের পার্থক্য এই যে, অর্হভের নিজের সত্তা থাকে, কিন্তু নির্বাণলাভ হইলে সত্তার নাশ হয়। নির্বাণ ও অর্হব (বুদ্ধ) ইহার কোন অবস্থারই রাগ, ঘেব ও মোহ থাকে না। অর্হব (বুদ্ধ)কে সোপাধিশেষ নির্বাণ ও নির্বাণকে অল্পপাধিশেষ নির্বাণ বলা যাইতে পারে।

রামচন্দ্র ভারতী ভক্তিশতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

"সর্গপ্রাণাতিপাতাৎ পরধনহরণাৎ সমাদল্লনায়া
মিথ্যাবাদাচ্চ মদ্যাত্তবতি জগতি যোহকালভুক্তে নিবৃত্তঃ।
সঙ্গীতজ্ঞসুগন্ধভরণবিলসিতাজ্জলশয্যাসনাদ-
প্যাসীদীমান্ স এব ত্রিশননরগুরো বৎসুতো নাত্র শঙ্কা ॥
জ্যোতপদ্মাদিমার্গান্ সদবয়বত্বান্ যন্তি রাগাদিদোষান্
দোষান্তে ছিন্নমূল্য হতভবগতয়ন্তং ফলেষুখী শান্তিম্।"

(ভক্তিশতক)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নির্বাণবিষয়ক সমালোচনা।

কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—নির্বাণ "শান্তি ও স্তবের আলয়" এবং অজ্ঞাত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় "শূন্যতার লয়ের নাম নির্বাণ"। এইরূপ পরস্পর বিরোধী মত অবলোকন করিয়া ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক মোক্ষমূলর এই সকল মতের পরস্পর সামঞ্জস্য সংস্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, হুহুদি গ্রন্থে বুদ্ধের নিজ উক্তি আছে এবং ঐ সকল গ্রন্থের মতে আত্মার চিরশাস্তিতে প্রবেশের নাম নির্বাণ। পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ কুট তর্কবল্বনপূর্বক অভিমতাদি গ্রন্থে নির্বাণের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তদনুসারে শূন্যতার লয়ের নাম নির্বাণ।

১৮৭০ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক চাইল্ডার্স নির্বাণবিষয়ক পরস্পর বিরোধীমতসমূহের একবাক্যতা প্রতিপন্ন করিতে গাইয়া বলেন, অর্হব (বুদ্ধ) ও নির্বাণ এই দুই শব্দই নির্বাণ অর্থে বৌদ্ধদার্শনিকগণ ব্যবহার করিয়াছেন। অর্হব ও নির্বাণ প্রায় একার্থবাচক হইলেও উহাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। অর্হব শান্তি ও স্তবের নিদান, কিন্তু সত্তার ধ্বংসই নির্বাণ। যে সকল স্থলে বৌদ্ধদার্শনিকগণ নির্বাণকে শান্তির নিকতন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ঐ সকল স্থলে নির্বাণ-শব্দে অর্হব (বুদ্ধ) বুঝিতে হইবে।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে জেম্‌স্ ডি অল্ডইন্স মহোদয় নির্বাণ বিষয়ক নানা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে অর্হব ও নির্বাণের পরস্পর ভেদসংস্থাপনপূর্বক বৌদ্ধগ্রন্থের পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য-সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে উপধি-

শেষ নির্বাণ (অর্হব) এবং অল্পপাধিশেষ নির্বাণ (নির্বাণ) উভয়েরই বর্ণনা আছে।

মহামতি বার্ণফু নির্বাণ, পরিনির্বাণ ও মহাপরিনির্বাণ এই সকল শব্দ অবলোকন করিয়া, উহাদের অর্থগত পরস্পর ভেদ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা সকলেই সমার্থক। নির্বাণের আবার অধিকতর অর্থ কি?

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত নির্বাণ ও সূখাবতীকে এক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ কেহ বা কামাবচর দেবলোক ও নির্বাণ একই পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ নির্বাণের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য না হওয়ায়, ঐরূপ অপসিদ্ধান্তের কল্পনা করা হইয়াছে।

ডাক্তার রীজ্ ডেভিডসের মতে, চিত্তের পাপশূন্য হিই অবস্থাই নির্বাণ। পূর্ণ শাস্তি, পূর্ণ জ্ঞান, ও পূর্ণ বিমুক্তি এই অবস্থার ফল।

অপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্যুগিণ্টউইট্‌ লিখিয়াছেন, যে "নির্বাণ সাক্ষাৎকার ও অর্হবলাভ একই কথা। প্রসঙ্গ সম্প্রদায়ের মতে স্বর্গ ও নির্বাণ এই দুইটি পথ বোধিসত্ত্বগণের অবলম্বনীয়। সংস্কারের অধুনা দ্বারা সূখাবতীতে পূর্ণ স্তব ভোগ করা যায় এবং সম্যক জ্ঞানের অধিগমে সংসারের উচ্ছেদ ও নির্বাণ লাভ হয়। সত্তার সম্যক ধ্বংস ও সংসারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ নির্বাণের বিষয়ীভূত।"

হেনরী আলাবার্টার লিখিয়াছেন যে, নির্বাণ শব্দের অর্থ সত্তার ধ্বংস কিনা এবিষয়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে মতভেদ আছে। বাহাইউক, ভবিষ্যৎ উদ্বোধ, হুং এবং জন্মের সম্পূর্ণ উচ্ছেদই নির্বাণ। তিনি বলেন, গ্রামবাসিগণের মতে নির্বাণ একটা স্তবের স্থান, তথায় উদ্বোধাদি কিছুই নাই, ঐ স্থান অতিশয় মনোরম ও পবিত্র। বুদ্ধদেব সংসারের আদি ও অন্ত নিরূপণ করেন নাই। বুদ্ধের মতে, পরিতৃপ্তমান জড়জগৎ হুংবয়, স্তবরাং উহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তিলাভ নিতান্ত প্রার্থনীয়। এই হুংবয় জগতের উচ্ছেদই নির্বাণ।

রেভারেণ্ড বিল্‌ টীনদেশীয় বৌদ্ধ মত সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, নানাজুনের প্রজামূল্যশাস্ত্রটাকার মতে বাহা অপ্রাণ্য, অগ্নিকৃত ও শাখতিকৃতের অতীত এবং বাহার উৎপাদ ও নিরোধ নাই, তাহাই নির্বাণ। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই, বাহা কালত্রয়ে অবিকৃত থাকে এবং বাহা দেশবিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, এরূপ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অবস্থাই নির্বাণ। উহাই তথাগতের স্বরূপ। তাঁহার মতে, সমগ্রগ্রন্থের সারমর্ম এই যে, উপাধির অতিরিক্ত (নিরূপাধিশেষ) অবস্থাই নির্বাণ।

রেভারেণ্ড ফ্রান্স্‌ তিস্তীয় বৌদ্ধমত আলোচনা করিয়া

যে হুংখের ক্ষমতাই নির্কীর্ণ। যে যেহু চতুর্থাংশের তত্ত্ব-
সম্বন্ধ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভাব্যই হুংখ, অতএব
নির্কীর্ণ শব্দের অর্থ সম্ভাব্য ক্ষমতা।

মহাবলি ওল্ডেনবর্গ, রিড্ জেভিড্, বনিয়ার উইলিয়াম্,
ডাক্তার পল্ ফেরন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নির্কীর্ণ বিষয়ে নানা
গবেষণা করিয়াছেন।

ভিক্টরীয় ভাবার নির্কীর্ণ শব্দের অর্থ হুংখের চরম ক্ষমতা।

চীন ভাবার নির্কীর্ণবাচক “মুত্য়া” শব্দের প্রয়োগ আছে।
এই মুত্য়া শব্দ সম্ভাব্য ক্ষমতা ও নির্কীর্ণ উভয়কেই বুঝায়। কল
কথা পুনর্জন্মসহিত মুত্য়াই নির্কীর্ণ।

নির্কীর্ণের আদর্শাবকাশ।

কতকাল হইল, ভারতবর্ষে হুংখ নির্কীর্ণত্বের আবিষ্কার
হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন নহে। ভগবান্
বুদ্ধই যে এই তত্ত্বের প্রথম প্রবর্তক, তাহাতে সন্দেহ নাই।
সংসার মিথ্যা, অহং মিথ্যা, এই তত্ত্ব তিনিই প্রথমে লোক-
মধ্যে প্রচার করেন এবং নিজের জীবনে, তাহার প্রদীপ্ত
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। সার্বসিহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে, বুদ্ধ
জীবলীলা সংবরণ করেন, অতএব নির্কীর্ণত্বের বয়ঃক্রম
অনুন্ন আড়াই হাজার বৎসর।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, মূল প্রজ্ঞাপারমিতা মহাকাশ্যপের
রচিত। মহাকাশ্যপ বুদ্ধের শিষ্য। প্রজ্ঞাপারমিতাগ্রন্থে
নির্কীর্ণত্ব ও অবিদ্যার হ্রাস ও বিশদ ব্যাখ্যা লিখিত আছে।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা দ্বিতীয় বোধিসত্ত্বের সময়ে
বিরচিত হয়। খৃষ্টের অন্ততঃ ৪০০ বৎসর পূর্বে, দ্বিতীয়
বোধিসত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এই অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপার-
মিতায় নির্কীর্ণত্বের যেরূপ বিশদ বিবরণ লিখিত আছে,
তাহাতে সন্দেহই অল্পমান হয়, ঐ সময়ে নির্কীর্ণ-মত লোকমধ্যে
বহুপরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল।

বুদ্ধচরিতকাব্য-প্রণেতা অশ্বঘোষ খৃঃ পূঃ ১ম কি ২য়
শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং
৬৪৫ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগকালে অশ্বঘোষকে
প্রাচীন কবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ অল্পমান
করেন, অশ্বঘোষ কবিদের ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন। তাহার
বুদ্ধচরিতকাব্য খৃঃ ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনভাষায় এবং
৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই
বুদ্ধচরিতকাব্যে নির্কীর্ণ ও অবিদ্যার যেরূপ হ্রাস ব্যাখ্যা
দৃষ্ট হয়, তাহাতে বোধ হয়, অশ্বঘোষের সময়েও নির্কীর্ণত্ব
লইয়া বিশেষ সমালোচনা চলিতেছিল।

হুংখের লগিতবিত্তর গ্রন্থ খৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহু পূর্বে

বিস্তৃষ্ট হয়। ইহা খৃষ্টের ১ম শতাব্দীতে চীনভাষায় অনু-
বাদিত হয়। এই গ্রন্থেও নির্কীর্ণবিষয়ক হুংখের তত্ত্বসমূহের
বিশদ বিবরণ দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে সুবিখ্যাত
নাপার্কুন স্বীয় মাধ্যমিকগ্রন্থে নির্কীর্ণত্বের সর্বিশেষ সমা-
লোচনা করেন।

গাথা ভাবার লিখিত এবং প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে
বিরচিত সমাধিরাজগ্রন্থ নামক গ্রন্থেও নির্কীর্ণের বর্ণনা আছে।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দীতে ধর্মপদ চীনভাষায় অনুবাদিত হয়।
এই গ্রন্থেও নির্কীর্ণ-মত বিবৃত আছে।

লঙ্কাবতারগ্রন্থ খৃষ্টের তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-
ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহাতেও নির্কীর্ণবিষয়ক অটল
প্রশ্নসমূহের মীমাংসা লিখিত আছে।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দীতে (১৪৮—১৭০) সুখাবতীবাহু চীন-
ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই সুখাবতীবাহুগ্রন্থে নির্কীর্ণত্বের
বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রজ্ঞাপারমিতাসুন্দরগ্রন্থ ৪০০ খৃষ্টাব্দে কুমারজীব কর্তৃক
এবং ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে হিউএনসিয়াং কর্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত
হয়। এই গ্রন্থেও নির্কীর্ণবিষয়ক হুংখ প্রশ্নসমূহের মীমাংসা
লিখিত আছে।

খৃষ্টের ৪র্থ শতাব্দীতে বজ্জছেদিকা গ্রন্থ কুমারজীব কর্তৃক
চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রন্থেও নির্কীর্ণ-মত বিবৃত
হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে (৫২৯ খৃঃ) বোধিক্টি নামক
কোন পণ্ডিত বহুবন্ধুর অপরিমিতাঃসুত্রশাস্ত্র চীনভাষায় অনু-
বাদিত করেন। এই গ্রন্থেও নির্কীর্ণত্বের অনেক বিবিধ
অবগত হওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বহুবন্ধু, সিঙনাং প্রভৃতি সুবিখ্যাত
পণ্ডিতগণ, এই নির্কীর্ণত্বের হ্রাসতম সমালোচনা করেন।
তদনন্তর ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে ধর্মকীর্তি, শান্তিদেব,
চন্দ্রকীর্তি প্রভৃতি মনীষিগণ মাধ্যমিকাবৃত্তি, বোধিচর্যাবতার
প্রভৃতি গ্রন্থে নির্কীর্ণত্বের সম্যক বিচার করেন।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্ববর্তী প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত,
নির্কীর্ণবিষয়ক অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থের প্রকাশ হয়। প্রথম,
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বোধিসত্ত্বকালে অসংখ্য গ্রন্থ বিরচিত
হয়। বস্তুতঃ নির্কীর্ণ প্রভৃতি অটল তত্ত্বের পর্যালোচনার
নিমিত্তই ঐ সকল বোধিসত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। অশোক, কনিষ্ক
প্রভৃতির রাজত্বকালে সকল তত্ত্বেরই সম্যক সমালোচনা হইত।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ৬০০ বৎসর

মধ্যে ভারতে নির্বাণবিষয়ক অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ বিরচিত হয় এবং ঐ সময়ে সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত হওয়ায়, নির্বাণ-মত চীনদেশেও বিস্তার লাভ করে। খৃষ্টের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতেও ভারতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধপণ্ডিত জ্ঞানগ্রহণ করিয়া নির্বাণবিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ঐ সময়ে তিব্বতীয় ভাষায় অনেক গ্রন্থ অনুবাদিত হয় এবং নির্বাণ-মত তিব্বতে প্রবেশলাভ করে।

পুরাবিদগণ খৃষ্টের ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীকে ভারত ইতিহাসের ভ্রমসামৃত অংশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সময়েই জ্ঞানচর্চায় ভারতবর্ষ মহোন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং ঐ কালে ভারতের জ্যোতিঃকণা বিক্ষুব্ধিত হইয়া, সুদূর বিত্তীর্ণ চীন প্রভৃতি রাজ্যকে ধর্মালোকে আলোকিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ খৃষ্টের ২য় শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে নির্বাণ-ধর্মের অসীম পর্যালোচনা হয় এবং এই পর্যালোচনার ফলে চীন, তিব্বত প্রভৃতি জনপদসমূহ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বুদ্ধবিহারসমূহের ধ্বংস হয়। বঙ্গদেশে নয়পালের রাজত্বের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) নির্বাণ-মত শিক্ষার জন্ত সুবর্ণপীপে (ব্রহ্মদেশে) গমন করেন। এইরূপে নির্বাণ এই ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে পুনরায় আর্ষকতা লাভ করে। [বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শন দেখ।]

নির্বাণগমি, (নির্জনগনি) পুণাজেলায় ইলুপুরের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে নীরা নদীর উপর অবস্থিত ক্ষুদ্র পল্লী। এই স্থানে মহাদেবের একটি মন্দির আছে। তীর্থযাত্রীরা অগ্রে এই মন্দির ও মধ্যস্থ মহাদেব এবং বৃষমূর্তি অবলোকন করিয়া তৎপরে সাতারার সিদ্ধনাপুর-তীর্থদর্শনে গমন করিয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, পূর্বে কোন সময়ে মহাদেব এই স্থানে অবস্থান করিতেন, তাহার বৃষ কোন এক মালীর বাগানে প্রবেশ করিলে, মালী তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহার বামহৃদে খুপিদ্বারা আঘাত করে, (ঐ ক্ষতের দাগ আজিও মন্দিরভাস্কর্য্য বৃষের হৃদয়ে রহিয়াছে।) তদনন্তর মহাদেব, উক্ত বৃষ সঙ্গে লইয়া সিদ্ধনাপুরে গমন করেন। কিন্তু বৃষ পুনরায় মালীর বাগানে প্রত্যাগমন করিলে, মহাদেব এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি ঐ স্থান সিদ্ধনাপুরে অবস্থান করিবেন ও বৃষ নির্জননিতে থাকিবেন। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে বৃষদর্শন ও পরে শিবদর্শনে গমন করিবে। মুসলমানেরা এই দেশ অধিকারের পর, এই বৃষ নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া উহার শৃঙ্গে আঘাত করিলে, শৃঙ্গ হইতে টাটকা রক্ত বহির্গত হয়। সেই জন্ত তাহারা ভীত হইয়া, আর বৃষের প্রতি অভ্যাচার করে নাই।

নির্বাণপুরাণ (স্ত্রী) বৃত্ত ব্যক্তির উদ্দেশে বলিদান।

নির্বাণপ্রকরণ, বোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের চতুর্থ খণ্ডের নাম।

নির্বাণভূয়িষ্ঠ (ত্রি) নির্বাণপ্রায়, নির্বাণোন্মুখ।

নির্বাণমণ্ডপ (পুং) কান্দিত মুক্তি-মণ্ডপাখ্য তীর্থভেদ।

নির্বাণমন্তক (পুং) নির্বাণে নিবৃত্তির্মন্তকমিব যজ্ঞ। মোক্ষ। (ত্রিকাণ্ড)

নির্বাণরুচি (ত্রি) নির্বাণে রুচিবন্ত। ১ মোক্ষসাধনাসক্ত। ২ দেব-ভেদ। "বিহঙ্কমাঃ কামগমা নির্বাণরুচয়ঃ সুরাঃ।" (ভাগ১৮।১৩।১২)

নির্বাণসূত্র (স্ত্রী) ১ একখানি বৌদ্ধসূত্রের নাম। ২ একজন বৌদ্ধের নাম।

নির্বাণিন্ (পুং) উৎসর্গিণীর অর্থভেদ। [জৈন দেখ।]

নির্বাণী (স্ত্রী) ১ জৈনদিগের শাসনদেবতাভেদ। (হেমচন্দ্র)

নির্গতা বাণী যন্ত, বাহুলকাৎ ন কপ্। ২ বাকারহিত, ভুক্তী-ভূত। যে স্থলে কপ্ প্রত্যয় হইবে, সেই স্থলে 'নির্বাণীক' এইরূপ অর্থ হইবে।

নির্বাত (ত্রি) নির্গতো বাতো বায়ুর্য়ম্মাৎ। ১ বায়ুরহিত, বায়ুশূন্য দেশ। স্থির, অচঞ্চল, নিরুক্ত।

"অস্ব্যমিব স্বর্ষণে নির্বাতমিব বায়ুনা।

ভাসিতং ফ্লাদিতকৈব কৃষ্ণেনদং সগো হি নঃ।" (ভার১২।৩৬।২৮)

নির্বাতি স্মেতি নির-বা-ক্ত। (নির্বাণোহিবাতো। পা ৮।২।৫০)

ইতি সূত্রেণ নিষ্ঠা তন্ত ন। ২ নির্গত বায়ু।

নির্বাদ (পুং) নির্জনমিতি, নির-বদ্-ভাবে ঘঞ্। ১ পরীবাদ, জনবাদ, অপবাদ, নিন্দা, লোকাপবাদ।

"কিমান্ননির্বাদকথামুপেক্ষে জারামদোষায়ুত সন্ত্যজামি।"

(ঘণ্ড ১৪।৩৪)

২ অবজ্ঞা। নির্নিশ্চিতঃ বাদঃ কথনং। ৩ নিশ্চিতবাদ।

বাদস্ত অভাবঃ। অভাবার্থেইব্যয়ীভাবঃ। ৪ বাদাত্যব।

নির্বানর (ত্রি) বানরহীন, বানরশূন্য।

নির্বাস্ত (ত্রি) বহির্গত, প্রেরিত। (দিবাবদান)

নির্বাপ (পুং) নির্গণমিতি নির-বপ-ঘঞ্। নিবাপ, প্রেত ভিন্ন বৃত পিতৃলোকোদ্দেশক দান, পিতৃলোকের উদ্দেশে যে দান করা হয়, তাহাকে নির্বাপ কহে।

"পুত্রোভ্যোহং দদাম্যদ্য নির্বাপং বিধিপূর্ব্বকম্।"

(দেবীভাগ ২।৭।১৩)

২ ভিক্ষার্থ দান, দান। ৩ ভক্ষণ। (রাঘাভূজ)

"নীলবৈদ্যবর্ণাংস্ত মুদুন্ যবসঞ্চয়ান।

নির্বাপাং পশুনাং তে দদুস্তত্ত্ব সর্ষকঃ।" (রাঘা ২।৯।১৮০)

নির্বাপণ (স্ত্রী) নির-বপ-পিচ্ লুটি। ১ বধ, ধারণ। ২ দান।

(হলায়ুধ)

৩ নির্বাণতাসম্পাদন, চলিত নিবান।

“দীপনির্বাণাৎ পুংসঃ কুয়াণ্ডচ্ছেননাৎ ত্রিযঃ।” (তিথিতত্ত্ব)
স্বার্থে গিচ্-লুট্। ৪ বণন।

“ময়া ভাবরীতিবীজনির্বাণং কৃতম্” (পঞ্চতন্ত্র ১।৪০২)

নির্বাণপয়িতৃ (ত্রি) নিৰ্-বণ-গিচ্-লুট্। নির্বাণকারী, নির্বাণক, যে নিবাইয়া দেয়।

“ময়এব তাপহেতুঃ নির্বাণপয়িতা সএব জাতঃ।” (শঙ্কুতলা)

নির্বাণপিত (ত্রি) নিৰ্-বণ-গিচ্-লুট্। ১ নির্বাণপ্রাপ্ত। ২ নাসিত। ৩ দত্ত।

নির্বাণ্য (ত্রি) ১ নির্বাণিত, নির্বাণ-যোগ্য। ২ আনন্সিত, শ্রান্তি-বিমুক্তিত।

নির্বাণ্য (ত্রি) নিচছেন ত্রিযতে নিৰ্-বণ-গিচ্-লুট্। (বহুলোপাৎ। পা ৩।১।১২৪) নিঃশব্দকৰ্মকর্তা, সম্বসম্পাদ উদ্যমদ্বারা কার্যকারী। অমরটীকায় ভরত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

“ভয়বিক্রমবাসনাভ্যাদয়াদৌ নির্বিকারঃ মনঃসং তৎ সম্পদা সম্পত্তন উদ্যমঃ কুর্সন্ যো নিঃশব্দো ভূত্বা কৰ্ম ক্রুতে স নির্বাণ্য উচ্যতে।” (ভরত, অমর ৩।১।১৩) ২ অবারণীয়।

নির্বাণ (পুং) নিৰ্-বস-ঘঞ্। ১ নির্বাসন। (ত্রি) ২ বাসহীন, প্রবাস।

নির্বাসক (পুং) নিৰ্-বস-গিচ্-লুট্। নির্বাসনকারী, যে নির্বাসন করে।

নির্বাসন (স্ত্রী) নিৰ্-বস-গিচ্-লুট্। ১ বধ, মারণ। ২ পুরাদি হইতে বহিষ্করণ। ৩ নিঃসারণ। ৪ বিসর্জন।

“নির্বাসনঞ্চ নগরাৎ প্রেক্ষায়া চ পরস্তপ।

নানাবিধানাং দ্বঃখানামভিজ্ঞানি জনান্।” (ভার ৫।১০।৫৮)

নির্বাসনীয় (ত্রি) নিৰ্-বস-গিচ্-লুট্। অনীয়্য। নির্বাসন-যোগ্য, যাহাকে নির্বাসন করা যাইতে পারে, নির্বাস্ত, নগরাদি হইতে বহিষ্করণযোগ্য।

নির্বাস্ত (ত্রি) নিৰ্-বস-গিচ্-লুট্। কৰ্মগি যৎ। নগরাদি হইতে বহিষ্কার্য।

“গ্রামঘাতে হিতাভঙ্গে পথি যোষাভিদর্শনে।

শক্তিতো নাভিধাবন্তো নির্বাস্তাঃ সপরিচ্ছলাঃ।” (মহু ৯।২৭৪)

নির্বাহ (পুং) নিৰ্-বহ-ঘঞ্। ১ কার্যাসম্পাদন। ২ নিষ্পাদন। ৩ সমাপ্তি। “স্বতিথ্যা কন্দানির্বাহে” (তিথিতত্ত্ব)

“গাবতা ভাৎসনি স্নাহং স্বীকৃণ্যতাবদধিবিৎ।” (নারদপুরা)

নির্বাহক (ত্রি) নিৰ্-বহ-গিচ্-লুট্। নিষ্পাদক, যে নির্বাহ করে।

নির্বাহণ (স্ত্রী) নিৰ্-বহ-স্বার্থে গিচ্-লুট্। নির্বাহণ, নাটোক্তিতে প্রস্তুত কথা সমাপ্তি। (ভরত)

নির্বাহিন (ত্রি) নির্বাহ অন্তর্থে-ইনি। করণশীল।

নির্বাহিত (ত্রি) নিৰ্-বহ-শিচ্-লুট্। সম্পাদিত। নিষ্পাদিত।

নির্বিকল্পক (ত্রি) নির্গতো বিকল্পো জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি বিভাগো বিশেষ্যবিশেষ্যভেদাৎ বা স্বার্থে। ততো কপ্। ১ বেদান্তোক্ত জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি বিভাগশূন্য সমাধিভেদ, যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়, তখন নির্বিকল্পক অবস্থা বলে।

২ জ্ঞায় মতে অলৌকিক আলোচনাত্মক জ্ঞানভেদ।

“তৎপ্রমাণাপ্রমাণাপি জ্ঞানং যদ্বিকল্পকম্।

প্রকারতাদিশূন্যং হি সম্বন্ধানবগাহি যৎ।” (ভায়)

এই নির্বিকল্পকজ্ঞান অতীন্দ্রিয়।

“জ্ঞানং যদ্বিকল্পকাত্মং তদন্তীন্দ্রিয়মিবাভ্যেত।” (ভাবাপরি)

বোদ্ধমতেন—নির্বিকল্পক জ্ঞানই প্রমাণ, কল্পনামুক্তহেতু ইহা

ভিন্ন আর সকল অপ্রমাণ।

“কল্পনাপোচ্যমভ্যন্তঃ প্রত্যক্ষং নির্বিকল্পকম্।

বিকল্পো বস্তুনির্ভাসাৎসংবাদাত্মপ্রপঞ্চঃ।

গ্রাহ্যং বস্তুপ্রমাণং হি গ্রহণং যদিহেচ্ছিত্য।

ন তদ্বস্তু ন তন্মানং লক্ষণলিঙ্গেন্নির্বাদিকম্।” (সর্বদর্শনসং)

[সমাধি দেখ।]

নির্বিকল্পসমাধি (পুং) নির্বিকল্পঃ সমাধিঃ। সমাধিভেদ।

জ্ঞাতৃ ও জ্ঞান্যাদির ভেদ লয়ে বা অদ্বিতীয় বস্তুতে তাহারূপে অবস্থান। যখন অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রভৃতি সকল জ্ঞান এক হইয়া যায়।

বেদান্তসারে এইরূপ লিখিত আছে—সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্বিকল্প। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনের জ্ঞান থাকিলেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্পসমাধি। এই সবিকল্প অবস্থায়, যেরূপ মৃগয় হস্তিতে হস্তিজ্ঞান সৎবেও যুক্তিকাজ্ঞান থাকে, তদ্রূপ বৈতজ্ঞান সৎবেও অবৈত জ্ঞান হয়। যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে একীভূত হইয়া, অখণ্ডাকারে আকারিতচিত্তবৃত্তির অবস্থান, এইরূপ অবস্থা হইলে নির্বিকল্পসমাধি হয়; এই সময় জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এক হইয়া যায়, জ্ঞানাত্মক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই থাকে না। যেরূপ জলে লবণখণ্ড মিশ্রিত করিলে, জলাকারে আকারিত লবণের লবণজ্ঞানের অভাবে, কেবল জলমাত্রই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞানাসৎবে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুমাত্রই জ্ঞান হয়।

এই সমাধিকে সুস্থিতি অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সবিকল্পসমাধি এই সকল ইহার অঙ্গ।

“নির্বিকারক জ্ঞানাদিভেলরাপেক্ষা দ্বিতীয়জনিত ভা-
কারাকারিতার্যুক্তিভুক্তিরতিরিতরাসেকীভাবেনাবহান্।”

(বৈদ্যসংসার) [সমাধি দেখ ।]

নির্বিকার (পুং) প্রকৃতিরত্যাগ ভাবঃ বিকারঃ স নির্গতো
বস্তুঃ । জ্ঞানাদি বস্তুভাববিকারহীন, পরমাত্মা, নিম্ন বিকার-
শূন্য, (প্রকৃতির অত্যাগ ভাবে বিকার করে, অর্থাৎ এক প্রকার
বস্তু অন্য প্রকার হইলেই বিকার ।) ২ বিকারশূন্য ।

“নিম্নাদিভোনির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে ।” (গীতা)

নির্বিকারবৎ (জি) নির্বিকারঃ বিদ্যতেহত, মতুপ, মত ব ।
অপরিবর্তনীয় ।

নির্বিকাস (জি) অক্ষুণ্ণ, বিকাশরহিত ।

নির্বিল (জি) বিস্ময়হিত, অপ্রতিহত, আপদ্রহিত । (অবা)
২ বিয়ের অত্যাগ ।

নির্বিচার (জি) নির্গতো বিচারো বস্তু । ১ বিচাররহিত ।

“রে রে বৈরিণি নির্বিচারকবিত্তে মাংসং প্রকাশীভব ।”

(চন্দ্রালোক)

২ পাতঞ্জলদর্শনোক্ত স্তম্ভবিষয়ক সমাপত্তিরূপ সমাধিভেদ ।

“এতদৈব সবিচারো নির্বিচারো চ স্তম্ভবিষয়ো ব্যাধাতা ।”

(পাতঞ্জলদর্শন ১।৪৪)

সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধিধারা স্তম্ভবিষয়ক সবিচার ও
নির্বিচারসমাধি নির্ণীত হইবে ।

সবিচার ও নির্বিচার সমাধির বিষয় স্তম্ভ এবং তাহার সীমা
প্রকৃতি । ইন্দ্রিয় তন্মাত্রা ও অহঙ্কার ইহাদের মূল প্রকৃতি ।
এই সকল ক্রমপরম্পরা অহুসারেই প্রকৃতিতে গিয়া পরি-
সমাপ্ত হয় ।

নির্ঘলচিত্ত কোন এক অভিমত বস্তুতে তন্ময় হইলে,
তাহাকে সম্প্রজ্ঞাতযোগ বলে । এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ সবি-
কল্প সমাধি প্রকৃতি নামে অভিহিত হয় । এই সমাধির চারি-
প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে । সবিতর্ক, নির্বিতর্ক,
সবিচার ও নির্বিচার । মূল আলম্বনে তন্ময় হইলে, তাহা সবি-
তর্ক ও নির্বিতর্ক এবং স্তম্ভ আলম্বনে তন্ময় হইলে, সবিচার ও
নির্বিচার নামে অভিহিত হয় । চিত্ত যখন মূলে তন্ময় হয়,
তখন যদি তৎসঙ্গে বিকল্পজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সেই
ভঙ্গ্যমত ‘সবিতর্ক’ এবং যদি বিকল্প জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে
নির্বিতর্ক আখ্যা প্রাপ্ত হয় ।

চিত্ত যে কোন পদার্থেই অভিনির্বিষ্ট হউক, অগ্রে নাম,
পরে সঙ্কেত-স্বভি, পক্ষাৎ বস্তুর স্বরূপে গিয়া পর্যাবসিত হয় ।
বেদান্ত বট শব্দ বলিলে ব-অ+ট-অ এই বর্ণ চতুর্ভয়ের জ্ঞান,
পক্ষাৎ কখুগ্ৰীবাশিমৎ বস্তু বিশেষের সহিত তাহার যে সঙ্কেত

আছে, তাহার স্বরূপ, তৎপক্ষাৎ বটাকার চিত্তবৃত্তি নিম্পন্ন হয়
কি না ? যদি হয়, তবে নিশ্চিত জানা গেল যে, প্রত্যেক
তন্ময়তার উক্ত আত্মপূর্ণিক জ্ঞানভয়ের সংগ্রহ আছে । আবার
এমনও হয় যে, বট দেখিবামাত্র অথবা বটশব্দের উল্লেখ
সমকালে কখুগ্ৰীবাশিমৎ ও তাহার সহিত বটশব্দের সঙ্কেত-
জ্ঞান এবং ব-অ+ট-অ এই বর্ণজ্ঞান অথবা বট ইত্যাকার
নামজ্ঞান অতি দীর্ঘ উৎপন্ন হইয়া, প্রথমোক্তপূর্ণ জ্ঞান
মুগ্ধ হইয়া যায় । কেবলমাত্র বটাকার জ্ঞান বা বটাকার
মনোবৃত্তিটা বিদ্যমান থাকে । অতএব যে স্থলে মূল
আলম্বনের নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, সেই স্থলে
সবিতর্ক এবং যে স্থলে সঙ্কেতজ্ঞান কি নামজ্ঞান থাকে
না, কেবলমাত্র অর্থাকার জ্ঞান থাকে, সে স্থলে নির্বিতর্ক ।
মনে কর, চিত্ত যদি কৃষ্ণে তন্ময় হয় এবং তৎসঙ্গে যদি
নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সবিতর্ক কৃষ্ণযোগ
এবং যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান না থাকে, কেবলমাত্র নব
জলধরমুগ্ধীটা ক্ষুরিত হয়, এইরূপ অবস্থার নাম নির্বিতর্ক ।
সবিচার ও নির্বিচার এইরূপ জানিতে হইবে । ইহার অব-
লম্বনীয় বিষয় স্তম্ভবস্তু । স্তম্ভ বস্তুর মধ্যে প্রথমে পঞ্চভূত,
তদপেক্ষা স্তম্ভ তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয় । তদপেক্ষা স্তম্ভ অহংতত্ত্ব ।
তাহার পর বহুতত্ত্ব এবং প্রকৃতি । ইহাই যোগের চরম সীমা ।
পরমাত্মযোগ এতদপেক্ষাও স্তম্ভ ও স্বতন্ত্র । এই যে সকল
সমাধির কথা বলিলাম, ইহারো সর্বীজসমাধি । সর্বীজসমাধির
মধ্যে সবিতর্ক সমাধিই নিরুপ্ত । নির্বিচার সমাধিই সর্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ । এই নির্বিচার যোগ উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলেই, চিত্তের
স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহ দৃঢ় হয় । কোন দোষ বা কোন প্রকার
ক্লেশ, কি কোন মালিন্যই থাকে না । সর্বপ্রকাশক চিত্তস্ব
তখন নিতান্ত নির্ঘল হয় এবং আত্মাও তখন বিজ্ঞাত হন ।
নির্বিচারযোগ সম্যক আয়ত্ত হইলে, নির্ঘল প্রজ্ঞা জন্মে, এই
নির্বিচারপ্রজ্ঞার সহিত, অন্য কোন প্রজ্ঞার তুলনা হয় না ।
কি ইন্দ্রিয়জনিত প্রজ্ঞা বা অহুমানজাত, অথবা শাস্ত্রজ্ঞান
জনিত প্রজ্ঞা, কেহই নির্বিচারপ্রজ্ঞার সমকক্ষ নহে । কেন না
উল্লিখিত প্রজ্ঞাগুলি বস্তুর একদেশ বা সামান্যকার মাত্র গ্রহণ
করে । বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারে না । কিন্তু নির্বিচার
নামক যোগপ্রজ্ঞা, কি স্তম্ভ কি বিপ্রেক্ষিত কি ব্যবহিত সমস্তই
প্রকাশ করে । তাহার কারণ এই যে, বুদ্ধি পদার্থ মহান,
সর্বব্যাপক ও সর্বপ্রকাশক । তাহার সার্বজন্যশক্তি রজ ও
তমোগুণে আবৃত থাকে, এই মলবস্তুর রজ ও তম্য অপ-
নীত হইলে, বুদ্ধির সর্বপ্রকাশশক্তি আপন হইতেই প্রো-
দ্বৃত হয় । এই অন্ত নির্বিচারপ্রজ্ঞার সহিত অন্য কোন

প্রজ্ঞার তুলনা হয় না। (পাতঞ্জলদ) [বিশেষ বিবরণ
সমাধি শব্দে উঠে।]

নির্বিকিৎস (ত্রি) নির্গত বিকিৎসা যন্ত। নিঃসন্দেহ।

নির্বিকট (ত্রি) অজ্ঞান, জড়।

নির্বিতর্ক (ত্রি) নির্গতো বিতর্ক যন্ত। ১ বিতর্কশূন্য। ২
পাতঞ্জলদর্শনোক্ত সমাধিভেদ। [নির্বিচার দেখ।]

নির্বিল (ত্রি) নিঃ-বিদ-ক্ত নির্বিল উপসংখ্যানাৎ পরত পদম্।
নির্দেশযুক্ত। ২ খিন্ন। ৩ প্রাপ্তবৈরাগ্য, বিরক্ত।

“বদুচ্ছয়া মৎকথাদৌ ভাতপ্রকৃত্য যঃ পুমান্।

ন নির্বিদ্যো নাতিসক্তো ভক্তিযোগাহন্ত সন্ধিনঃ ॥”

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

নির্বিদ্যা (ত্রি) নির্ন বিদ্যাতে বিদ্যা যন্ত। ১ বিদ্যাহীন, মুখ্।
(কামকর্ষী ৫।৫৮) ২ হিন্দুহিত জ্ঞানশূন্য।

নির্বিশিৎস (ত্রি) ১ কাণ্য করিতে অনিচ্ছুক। ২ আসক্তি-
বিহীন।

নির্বিক্ষা (ত্রি) নির্গতঃ বিক্ষাৎ। ১ বিক্ষাপর্কতনিঃসৃত।
স্ত্রিয়াং টাপ্। বিক্ষাপূর্ত হইতে নির্গত নদীভেদ।

“নির্বিক্ষায়াঃ পথি ভয়রসাত্তত্ত্বঃ সন্নিপত্য।” (মেঘদূত ৩০)

তাপী পয়োক্ষী প্রভৃতি নদী বিক্ষাপর্কত হইতে বহির্গত
হইয়াছে।

“নর্যদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যা বিক্ষাবিনির্গতাঃ।

তাপী পয়োক্ষী নির্বিদ্যা কাবেরীপ্রমুখা নদী।” (বিষ্ণুপুরাণ)

নির্বির (ত্রি) ১ ছিদ্রশূন্য। ২ অবিরাম, নিয়ত।

নির্বিবাদ (ত্রি) কলহশূন্য, আপত্তিরহিত।

নির্বিবৎস (ত্রি) জ্ঞানিতে অনিচ্ছুক।

নির্বিবেক (ত্রি) বিবেচনারহিত, অবিবেকী।

নির্বিভেদ (ত্রি) অভিন্ন, ভেদরহিত।

নির্বিমর্শ (ত্রি) চিন্তাহীন, বিমর্শশূন্য।

নির্বিরোধ (ত্রি) বিরোধহীন, অবিবাদী, নিরীহ, শান্ত।

নির্বিরোধিন্ (ত্রি) নির্বিরোধ অন্ত্যর্থে ইনি। নিরীহ,
শান্ত, নির্বিবাদী।

নির্বিশঙ্ক (ত্রি) শঙ্কারহিত, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়।

নির্বিশঙ্কিত (ত্রি) শঙ্কাহীন, ভয়রহিত।

নির্বিশেষ (ক্লী) নির্গতো বিশেষো যন্ত। ১ সর্বদৈকরূপ
বিশেষরহিত পরব্রহ্ম। (ত্রি) ২ বিশেষরহিত, তুল্যরূপ।

“অধরং সাগরং চোভৌ নির্বিশেষমগন্তত।” (রামা ৫।৭৫।৩৪)

নির্বিশেষক (ক্লী) বিশেষণরহিত, পরব্রহ্ম। (ত্রি) বিশেষণ-
রহিত। (ভাগ ২।১০।৩০)

নির্বিশেষণ (ক্লী) পার্ধকাহীনতা, অভেদত্ব।

নির্বিশেষবৎ (ত্রি) নির্বিশেষত্বা।

নির্বিশ (ত্রি) নির্গতঃ বিষঃ যন্ত। ১ বিবরহিত, বিষহীন।

নির্বিশ্ব (ত্রি) কর্ণে অনাসক্ত, আসক্তিরহিত।

“কলাং ব্রহ্মানি সমস্তানি নির্বিশ্বঃ সমাহিত্য।” (ভাগ ৪।২২।৫১)

“নির্বিশ্ব কর্ণস্থ অনাসক্তঃ” (শ্রীমদ্বাখ্যায়ী)

নির্বিশ্বয় (ত্রি) অগোচর, বাহ্য ইত্ৰি-গ্রাহ্য নহে। বিষয়-
শূন্য, ব্যাপারশূন্য।

“কিং চৈব কাব্যং প্রবিরলবিষয়ঃ নির্বিশ্বয়ঃ বা ভ্রাতা ॥”

(সাহিত্যদঃ)

নির্বিশ্বা (ক্লী) নির্বিশ-টাপ্। অবিদ্যা, তৃণভেদ। চলিত
নির্বিশী। মূলক সদৃশ তৃণ, পর্যায়—অপবিদ্যা, নির্বিশী, বিবহা,
বিষাপহা, বিষহন্ত্রী, বিদ্যাতাবা, অবিদ্যা, বিষবৈরিনী। ইহার
গুণ—কটু, শীতল, কফ, বাত ও অপ্রদোষনাশক। অনেক
বিষদোষনাশক এবং ব্রণনির্মূলকারক।

“নির্বিশ্বা কটুকা শীতলা কফবাতপ্রদোষহ্নুৎ।

অনেকবিষহন্ত্রী চ ব্রণনির্মূলকারিণী ॥” (রাজনি)

নির্বিশ্বাণ (ত্রি) শূলহীন।

নির্বিশি, ডাক্তার এফ্ হামিণ্টন বলেন যে, নেপালে যে একো-
নাইট পাওয়া যায়, উহা চারি জাতিতে বিভক্ত,—

১ সন্ধিয়া বিধ, ২ বিষ বা বিধ, ৩ বিধম ও ৪ নির্বিশি।

তিনি বলেন, নির্বিশিতে বিষজাতীয় কোন দ্রব্য নাই।

এই নির্বিশি একোনাইট বিশেষের মূল। মিঠার কোলত্রক
বলেন যে, এই নির্বিশি বিষনাশক এবং ইহা হারা শরীরের
বিষ বহির্গত হইয়া রক্ত বিগুহ্ন হয়। ডাক্তার ডাইমকের
(Dr. Dymock) মতে হিন্দুচিকিৎসকগণ একোনাইট-
টকে নির্বিশি বলেন না; হিন্দুদের উক্ত নির্বিশি অত্র এক
প্রকার লতা, উহা বিষনাশক, এবং হিন্দুদিগের নির্বিশ শব্দ
এই নির্বিশি হইতে ভিন্ন, বিষ অর্থে যাবতীয় বিষকে বুঝায়;
বিষ শব্দের অর্থ কোন নির্দিষ্ট গাছগাছড়ার বিষ।

এক কথায় বলিতে গেলে, পুরাকালে নির্বিশি নামে নির্দিষ্ট
বৃক্ষ ছিল বলিয়া বোধ হয় না; তবে যে সময়ে একোনাইট বিষ-
নাশক, যে লতাপাতাভাজ্য ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সমস্তট
ঔষধ নির্বিশি নামে অভিহিত হইত। আগাম হইতে Costus
root পাওয়া গিয়াছিল, উহাকেই অধিবাসিয়া নির্বিশি কহিত।
হিমালয়ের মেঘ-পালকেরা এক প্রকার একোনাইট ভক্ষণ
করে, উহাতে আদৌ বিষ নাই। বরং উহা বলকারক।
কোলত্রক বলেন, নির্বিশি এবং জড়বার একই। এনস্লি
(Ainslie) মতে, হামিণ্টনবর্ণিত Nirbishi শব্দ Nirbisi
হইতে পৃথক্। তিনি বলেন, Nirbisi শব্দের ল্যাটিন নাম

Curcuma Zedoaria, কিন্তু আধুনিক উদ্ভিদ বিদ্যাবিদগণের মতে Delphinium denudatum। বেহেতু হিমালয়ের কোন কোন স্থানবাসিরা শেবোক্ত ঔষধের বৃক্ষকেই নির্বিবি কহিয়া থাকে। Cynantus Lobatus নামক নেপালীয় প্রকৃত নির্বিবি বৃক্ষের মূল, তৈলে সিদ্ধ করিয়া ঐ তৈল বাতের উপর প্রলেপ দিলে, বাত আরোগ্য হয়। ভোটরাঙ্গো যে নির্বিবি আছে, উহার মূল, ভোটরোয়া, মতে বেদনা হইলে চিবার। হিমালয় পর্বতের Delphinium denudatum দক্ষিণ ভাগে জন্মে। সিমলা হইতে আরম্ভ করিয়া কুমায়ুন এবং কুলু পর্যন্ত ইহা মূলীল নামে খ্যাত। কিন্তু এখানকার অধিবাসিরা ইহাকে নির্বিবি বলে না, বা ইহা ঔষধ গুণ-সম্পন্ন বলিয়াও জানা যায় না।

গীষ মহম্মদ হোসেন ৫ প্রকার জড়বারের উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে খাটাই বৃক্ষ সর্কাপেন্সা বিশেষ উপকারী। ইহার আশ্বাদ প্রথমে মিষ্ট, পরে অত্যন্ত তিক্ত। ইহার বাহিরের রং কাল, কিন্তু ভিতরের রং বেগুনে ও কটা মিশ্রিত এবং গ্রন্থি-বিশিষ্ট। তিক্তত, নেপাল ও রংপুরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের বৃক্ষ দেখা যায়। ৪র্থ প্রকারের বৃক্ষ ঈষৎকাল, অত্যন্ত তিক্ত, এবং ইহার আকৃতি জৈতুন বা আটাঙ্গামের গাছের (Olive) জ্ঞার। কথিত আছে যে, দক্ষিণাত্যের পার্শ্বভাগে প্রদেশে ইহা জন্মে, সুতরাং উহা Delphinium or Aconitum জাতীয় নহে। প্রথম প্রকার স্পেনদেশজাত ঔষধ, উহার নাম Antila। ডাক্তার মূলীন্স সেরিক বলেন, দক্ষিণ ভারতের বাজারে তিন প্রকার জড়বার বিক্রয় হয়, উহার। বিবাক্ত পদার্থবদ্ধিত ও একোনাইটজাতীয়। এইরূপ নানা স্থানে নানা প্রকার নির্বিবি দৃষ্ট হয়।

নির্বিক্ত (ত্রি) নির-বিশ-ক্ত। ১ কৃতনির্বেশ, কৃতভোগ। ২ প্রাপ্তবেতন, লক্ষ্যভূতি। ৩ কৃতবিবাহ, বিবাহিত।

"জ্যোত্বেহনির্বিক্তে কনীয়ান্ নির্বেশাং পরিবেত্তা ভবতি"

(উষাহতঃ)

৪ কৃতায়িহোজ। ৫ ভোগ্য।

"বনির্গিতেন্নি নির্বিষ্টো ভূতেন্ন ভূতেন্ন তল্লগ্গান্।" (ভা° ১।২৫)

৬ মুক্ত।

"নির্বিক্তং বেতনলক্ষং নির্বেশোক্তভোগ্যোয়িকৃত্যক্তঃ"

(একাদশীতঃ)

নির্বীজ (ত্রি) নির্বিতং বীজমত। ১ বীজশূন্য। ২ কারণ-রহিত। (পুং) ৩ পাতঙ্গলোক সমাধিত্বং।

"ততাপি নিরোধে সর্কনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ।"

(পাতং ১।৫১)

বস্তুজাত বৃত্তি যখন নিরুদ্ধ হয়, তখন সর্কনিরোধ নামক সমাধি হয়। তাৎপর্য এই যে, যোগী বহুকাল হইতে নিরোধভাস করিতেছিলেন, এখন সেই অভ্যাসের বলে, তাহার চিত্তের সেই অবলম্বনটীও নিরুদ্ধ বা বিলীন হইয়া গেল, চিত্ত যে বীজ অবলম্বন করিয়া বর্তমান ছিল, এখন তাহাও নষ্ট হইল। সুতরাং তখন নির্বীজসমাধি হইবে। এই নির্বীজসমাধি যখন পরিপক হইল, চিত্ত তখনই অমনি আপনার চিত্তভূমি প্রকৃতি আশ্রয় করিল। প্রকৃতিও স্বতন্ত্রা হইলেন, সচ্চিদানন্দময় পরমাশ্রয় প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। তখন আর তাহার শরীর এবং জন্মমরণও হইবে না। সুখদুঃখ প্রকৃতি কিছুই হইবেনা।

(পাতঙ্গলদ°)

নির্বীজা (স্ত্রী) নির্বীজ-টাণ্। কাকলী ডাঙ্কা। (রাজনি°)

নির্বীর (ত্রি) নির্গতো বীরো যন্তাৎ। বীরশূন্য।

"নাক্ষত্বে ন চ টঙ্কিতং ন নমিতং নোখাপিতং স্থানতঃ।

কেনাপীদমহোমদকচ্ছুরতো নির্বীরমুর্কীতলম্॥" (মহানটক)

নির্বীরা (স্ত্রী) নির্গতো বীরবৎ পতিঃ পুত্রো বা যন্তাঃ। অবীরা, পতিপুত্রবিহীন। (হেমচ° ৩।১২৮)

নির্বীরধৃ (ত্রি) নির্গতা বীরধা যন্তাঃ। বীরধশূন্য, লতাশূন্য।

"ততোহধিমাংকতো রাজান্ ন মুকুন্ মুখতোক্রবা।

মহীং নির্বীরধং কঠুং সংবর্তক ইবাত্যয়ে॥" (ভাগ° ৪।৩০।৪৫)

নির্বীর্যা (ত্রি) বীর্যাহীন, নিস্তেজ। (শত° ব্রা° ২।১।২।৯)

"উপমানং মুহুঃক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্যাতামিহাৎ।"

(ভাগ° ৭।১১।৩৩)

নির্বৃক্ষ (ত্রি) বৃক্ষশূন্য, বৃক্ষহীন। (কামন্দকী° ১৪।৩৬)

নির্বৃত (ত্রি) নির-বৃত্ত-ক। স্থহ।

নির্বৃত্তি (স্ত্রী) নির-বৃত্তিন্। স্থস্থিতি, স্বচ্ছন্দ, স্থখ।

"জনকস্ত দশাং দৃষ্টা রাজ্যাস্ত মহাশ্বনঃ।

স নিবৃত্তিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ॥"

(দেবীভাগ° ১।১২।৩৯)

২ মোক্ষ। ৩ মুক্তা। ৪ শান্তি। (পুং) ৫ বিদর্ভবংশীয় বৃক্ষের পুত্র। (ভাগ° ২।২৪।৩)

নির্বৃত্ত (ত্রি) নির-বৃত্ত-ক। নিশ্চর।

"বিপ্রো ন্যানে জিভিবৈমুতে শুদ্ধিত্ব নৈশিকী।

নিবৃত্তচূড়কে বিপ্রো ত্রিরাডাকু ছিরিযাতে।" (শুভদ্রব)

নির্বৃত্তাশ্বান্ (পুং) বিহু। (ভারত ১৩।১৪২।৭৭)

নির্বৃত্তশত্রু (পুং) ষাণ্ময়গুণীয় যজ্ঞবংশীয় নৃপভেদ।

(হরিব° ১১।৭ ক°)

নির্বৃত্তি (স্ত্রী) নির-বৃত্ত-ভাবে-তিন্। নিশ্চাতি।

“ন বিনা ভাটবলিঙ্গং ন বিনা শিঙ্গেন ভাবনিহুতিঃ ।”

(সাংখ্যকা°)

(ত্রি) নির্গতা বৃত্তির্জীবিকা বৃত্ত। ২ জীবিকারহিত, জীবিকাহীন।

নির্বৃষ (জী) বর্ষণ-রহিত।

নির্বৈগ (ত্রি) গতিহীন, স্থির।

নির্বৈতন (ত্রি) বেতনহীন, বিনি বেতন গ্রহণ করেন না।

নির্বৈদ (পুং) নির-বিদ-ভাবে-বঞ°। ১ স্বাবমাননা, নিজের অপমান।

“দৈবৈবুধং কৃতং চোৎসং প্রহ্লাদস্ত পরাক্রিতঃ।

নির্বেদং পরমং প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ধর্মং সনাতনম্ ॥” (দেবীভা° ৪।১০।৩৭)

২ শাস্ত্ররসের স্থায়িতাব।

“নির্বেদঃ স্থায়িতবোহস্তি শাস্ত্রোহপি নবমো রসঃ ।” (কাব্যপ্র°) ৩ পরম বৈরাগ্য।

“ততঃ কদাচিদিবেদাৎ নিরাকারাপ্রিভেন চ।

লোকতত্ত্বং পরিত্যক্তং হুংখার্তেন ভুঞ্জং ময়া ॥”

(ভারত শাস্ত্রিপ° দ্ব্যক্ষধর্মগর্ভাধায়) ৪ বৈরাগ্য।

“তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতবান্ধ্র জ্ঞাত্ত্ব চ।” (গীতা)

৫ থেদ। ৬ বহুকালদ্বারা অসিদ্ধ-পদার্থে নিশ্চয়োজনস্ব-জ্ঞানে গহুতাপভেদ। (ত্রি) নির্গতো বোধো যস্মাৎ। ৭ বেদরহিত।

নির্বেদবৎ (ত্রি) নির্বেদ-মতুপ° মন্ত বঃ। বেদদেবী।

নির্বেধিম (পুং) সূক্ষ্মতোক্ত কর্ণবেধন আকারভেদ। (সূক্ষ্মত°)

নির্বেপন (ত্রি) কল্পনহীন।

নির্বেশ (পুং) নির-বিশ-বঞ°। ১ ভোগ। ২ বেতন। ৩ বর্জন। ৪ বিবাহ। নির পূর্বক বিশ ধাতুর বিবাহ অর্থ হইরা থাকে।

“কালমেব প্রতীকতে নির্বে(দে)শং ভূতকী যথা ।” (মহু°)

নির্বেশনীয় (ত্রি) ভোগ্য, লভ্য।

নির্বেষ্টন (ক্লী) নিতরাং বেষ্টনময়। নাড়ীটীর, স্বত্বেবেষ্টন-নলিকা। (হারাবলী)

(ত্রি) নির্গতং বেষ্টনং যস্মাৎ। ২ বেষ্টনরহিত।

নির্বেষ্টব্য (ত্রি) ১ প্রবেশনীয়। ২ পরিশোধিত। ৩ পুরস্কারযোগ্য।

নির্বেষ্টুকাম (পুং) নির্বেষ্টুং কামঃ যত্, ক্রমোহন্তলোপঃ।

বিবোধুকাম, বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

“নির্বেষ্টুকানো রোগার্ভো বিদক্ষুর্বাসনে স্থিতঃ।

অভিযুক্তস্তথাহন্তেন রাজকর্ষোদ্যাততথা ॥” (নারদ°)

নির্বৈর (ত্রি) শত্রুভাববর্জিত, বিজ, বৈরতা-রহিত।

নির্বৈরিণ (ক্লী) শত্রুতাহীন।

নির্বোধ (ত্রি) বহনকারী, বিভাগকারী।

নির্বোধ (ত্রি) জ্ঞানহীন, মূর্খ। বোধরহিত।

নির্ব্যঞ্জন (ত্রি) ব্যঞ্জনহীন।

নির্ব্যখ (ত্রি) ব্যাখ্যাহীন।

নির্ব্যধন (ক্লী) নির-ব্যখ-ভাবে-লুট্। ১ ছিত্র। ২ নিতরাং ব্যধন, নিশ্চররূপে পীড়ন। (ত্রি) ৩ ব্যাখ্যাত, ব্যাখ্যাতাব।

নির্ব্যপেক্ষ (ত্রি) নিরপেক্ষ।

নির্ব্যলীক (ত্রি) অকপট, সত্য।

“ধর্মং জ্ঞায়াং লক্ষণং নির্ব্যালীকং সমং মহৎ ।” (ভাগ° ১।৭।৪৯)

নির্ব্যকুল (ত্রি) ব্যাকুলতাপূত, স্থিরচিত্ত।

নির্ব্যাত্র (ত্রি) ব্যাত্রপরিশূত। ব্যাত্রাদির উপদ্রবরহিত স্থান।

নির্ব্যজ (ত্রি) ১ অকপট, সরল। ২ ব্যাখ্যাহীন।

নির্ব্যাধি (ত্রি) ব্যাধিশূত। রোগমুক্ত।

নির্ব্যাপার (ত্রি) নির্গতো ব্যাপারো যস্মাৎ। ব্যাপারশূত।

“দধার মৈথিলীকর্ত্ত নির্বাপারেণ বাহনা ।” (রঘু° ১৫।৫৬)

নির্বৃঢ় (ত্রি) নির-বি-বহ-ক্ত। ১ নিষ্পর। ২ সমাপ্ত। ৩ সুসম্পন্ন। ৪ স্থির, অপ্রতিবন্ধ, যথেষ্ট বিনিয়োগার্থ।

“জীবাং পতিপুত্রাদিধনে ন নির্বৃঢ়ং স্বতঃ, পুংসান্ত ভমির্বৃঢ়ং অপ্রতিবন্ধকতয়া যথেষ্টবিনিয়োগার্থভাৎ” (দায়ভাগ°)

নির্বৃহ (পুং) নিবৃহ পুৰোদরাদিভ্যং সাধুঃ। নিবৃহ, নাগদন্তা-কার কাঠ। (হেমচ°)

“দারতোরণনিবৃহদ্বজসংবাহশোভিনা ।” (ভা° বন° ১৬০ অ°)

(ত্রি) ২ বাহুরহিত সৈন্তাদি।

নিব্রণ (ত্রি) ১ ভ্রণরহিত। ২ অক্ষত।

নিব্রত (ত্রি) যাগযজ্ঞহীন। ত্রতাচারশূত। ত্রতাদিতে বীতপ্রজ্ঞ।

নিব্রক্ষ (ত্রি) ১ উন্মূলিত। ২ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

নিব্রূয়নী (ক্লী) সর্পযক্। [নিব্রূয়নী দেখ।]

নিব্ররণ (ক্লী) নিশ্চয়েন হরণং, নির-হ-লুট্। শবদাহ, দাহের জন্ত শবাদের বহির্হরণ, নিঃসারণ।

“তত্ত্ব নিব্ররণাদীনি সম্পরেত্তত্ত্ব ভাগব।

যুগিষ্ঠিরঃ কারয়িষ্য যুহুর্ন্তং হুংখিতোহন্তবৎ ॥” (শুক্লিতম্)

২ দহন। ৩ নাশন। (ভাগ° ৭।৭।২৮)

নিব্ররণীয় (ত্রি) নিঃসারণযোগ্য, শবাদের বহির্হরণ বা স্থানান্তরে অপস্থত করণ।

নিব্র্তব্য (ত্রি) অপসারিতকরণযোগ্য।

নিব্র্ত (ত্রি) ১ হস্তশূত। হস্তরহিত। ২ কশ্মাদিতে অপারগ। ৩ লোকবলহীন।

নির্হাদ (পুং) নির-হদ-বঞ°। শব্দভেদ। পক্ষিপ্রকৃতির শব্দ।

“নারসানাক নির্হাদমত্রোদকমসংশ্রমঃ ।” (ভার° বন°)

নির্হার (পুং) নির-হ-বঞ°। ১ নিখাত শল্যাদির উদ্ধরণ।

অত্যাবৰ্ধণ। ২ মলমুদ্রাদিতাগ। ৩ প্রেতদেহের দাহার্থ
বহ্নিরূপে। ৪ বধেষ্টে বিনিমোগ।

“ন নির্হারঃ স্রিঃ কুর্বাঃ কুটুবা বহমথাগাং।

স্বকাদপি চ বৃত্তাকি বৃত্ত ভর্তু রনাক্ষয়া ॥” (মহু)

নির্হারক (ত্রি) নির্হরতি বহির্ঘমরতি নিহ-হ-ধূল। গৃহ হইতে
শবদির বহিকরণ।

“প্রেতনির্হারকশ্চ বর্ষনীয়া প্রযত্ততঃ।” (মহু)

নির্হারিন্ (পুং) নির্হরতি দূরঃ গচ্ছতি নিহ-হ-গিনি। দূর-
গামিগচ্ছ।

“ইষ্টশ্চানিষ্টগচ্ছত মধুরঃ কটুরেব চ।

নির্হারী সংহতঃ সিন্ধো রক্ষো বিঘ্ন এব বা ॥” (ভা° ১২।১৮।১১)

(ত্রি) ২ নির্হরণকর্তা। ৩ শবদির বহিনিহারক।

নির্হিম (অব্য) হিমসাত্ত্বঃ অব্যবীভাবঃ। ১ হিমাত্ত্ব।
নির্গতঃ হিমঃ যম্মাং। (ত্রি) ২ হিমশূজ।

নিহৃত (ত্রি) অপসৃত। স্থানান্তরিত। বহিকৃত।

নিহৃত্য (ত্রি) ভুলক্রমে নীত।

নিহ্রুতি (স্ত্রী) স্বপচ্ছাত্ত্ব। স্থানান্তরে আনীত।

“সম্বন্ধনং প্রধানানাং নিরস্যানাক নিহ্রুতিঃ।”

(কাম’নীতি° ১৩।৫০।১)

নিহ্রুতু (ত্রি) ১ কারণহীন। তর্কবহির্ভূত।

নিহ্রুদ (পুং) নি-হ্রদ-ঘঞ। শব্দভেদ, পক্ষী প্রভৃতির শব্দ।

“সারসৈঃ কলনিহ্রুদৈঃ কচিহ্রমিতাননৌ।” (রঘু ১।৪১)

নিহ্রুদিন্ (পুং) শব্দযুক্ত। ধ্বনিত।

নিহ্রুস (পুং) নিঃশেষেণ হ্রাসঃ। নিতান্ত-হ্রাস। ক্ষয়প্রাপ্ত।

নিহ্রুক (ত্রি) নির্ভীক, সাহসী, লজ্জাদি শূন্য।

নিহ্ন, একজন ইংরাজ সেনাপাশক। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে ইনি বিশেষ
শৌর্য প্রকাশ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সময়েও ইনি বিশেষ বল,
বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিরাছিলেন। [সিপাহীযুদ্ধ দ্রষ্টব্য।]

নিলন, তিব্বতস্থ একটা গ্রাম। চুঙ্গশ (Chungsa) জেলার
জাল্লবী অথবা নিলন্ (Nilun) নদীর তীরে অবস্থিত।
ইহা চাপরালের এলাকাভুক্ত। উক্ত নগর হইতে ৬ দিনের পথ
দূরে স্থিত। অক্ষা° ৩১° ৬’ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫০’ পূঃ। সমুদ্র-
পৃষ্ঠ হইতে ১১১২৭ ফিট উচ্চ। এই স্থান হইতে চাপরাল
পর্যন্ত একটা প্রশস্ত রাস্তা আছে।

নিলন্, উত্তর ভারতবর্ষের একটা নদী। তিব্বত হইতে
প্রবাহিত হইয়া হিমালয় ভেদপূর্বক ভাগীরথী অর্থাৎ গঙ্গা
নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কলিকাতায় যে নদী হগলী
নামে প্রবাহিত, প্রকৃত পক্ষে উক্ত নদী অতি দূরবর্তী স্থান
হইতে উৎপন্ন, এই নদীকেই কেহ নিলন মনে করেন।

নিলয় (পুং) নিলীয়তে অন্নিয়তি নি-লী-অচ্। ১ গৃহ, আবাস-
স্থান। “লক্ষ্যগুণানি দিগন্তরাণি কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ঃ গচ্ছত্।”
(রঘু ২।১৫)

২ নিঃশেষরূপে লয়, অদর্শন।

৩ আশ্রয়স্থান। “তং ভূতনিলয়ং দেবং স্পর্শমুপধাবত।”

(ভাগ° ৮।১।১১)

নিলয়ন (স্ত্রী) নিলীয়তে অত্র নি-লী আধারে লুট। নীড়, দাবা-
শ্রয়। “নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ” (তৈত্তি উপ°)। “নিলয়নং নীড়মা-
শ্রয়ো মূর্ত্ত্ত্তেব ধর্ম্মঃ” (ভাষ্য) ভাবে লুট। ২ শ্লেষণ, সম্বন্ধ।

“উত্তমাজে নিলয়নং কপোতকঞ্চপ্রভৃতীনাং।” (শুল্কত)

নিলাবাল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়াবড়ের গোহেল-
বার বিভাগস্থ এক ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে মোট একটা গ্রাম
ও দুইটা বিভিন্ন করদাতা আছে। এই স্থানের বার্ষিক আয়
২৪৫০ টাকা, তদুপা হইতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে ৫১১ টাকা
ও জুনাগড়ের নবাবকে ১৫৪ টাকা খাজনা করিতে হয়।
অধিবাসিরা অধিকাংশই কাঠি জাতি।

নিলাম, (লীলাম) আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদগণ শব্দ আলোচনার
এইরূপ অর্থান করেন যে, হিন্দি নীলাম (Nilam) ও
পর্দুগীজ লীলাও (Leilao) শব্দ, চীন ‘ইলাং’
(Ye-lang) শব্দ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু আময় (Amoy)
লী-লাং (Le-lang) এবং স্বটাও (Swatow) ‘লয়-লাং’
(Loy-lang) শব্দ হইতে নিলাম শব্দ উৎপন্ন হওয়ারই
অধিক সম্ভাবনা। কোন দ্রব্যবিক্রয়ার্থ ঘোষণা করা বা প্রকাজ
স্থানে উক্ত মূল্যে বিক্রয় করার নাম নিলাম।

নিলিম্প (পুং) নিলিম্পতীতি নি-লিপ (নৌ লিপ্বের্বাচ্যঃ। পা
৩।১।১৩৮ ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্য। শঃ। দেব, দেবতা। (ত্রিকা°)

নিলিম্প-নিবর্ত্তী (স্ত্রী) নিলিম্পানং দেবানং নিবর্ত্তী নদী।
গঙ্গা। “অটাকটাহসম্ভ্রমম্রমিলিম্প-নিবর্ত্তী।”

(রাবণকৃত গঙ্গাস্তব।)

নিলিম্পা (স্ত্রী) নি-লিপ-শ, মুচাদিত্বাৎ হুম, স্রিয়াং টাপ।
ত্রীগবী। (ত্রিকা°)

নিলিম্পিকা (স্ত্রী) নিলিম্পা এব আর্থে কন্, টাপি অত ইৎ।
সোরডেরী, ত্রীগবী। (হেমচন্দ্র ৪।৩৩২)

নিলীন (ত্রি) নিতরং লীনঃ নি-লী-ক্ত। নিঃশেষরূপে লীন, সংলগ্ন,
অত্যন্ত সম্বন্ধ।

“বনানি তোরানি চ নেত্রকল্পেঃ

পূর্ণোঃ সরোজেষ্ট নিলীনভূতৈঃ।” (ভট্ট ২।৫)

নিলীনক (ত্রি) নিলীনত অদ্রদেশাদি, ইতি ঋতাদিত্যে ক।
তৎসম্বন্ধিদেশাদি, নিলীনসম্বন্ধিদেশ প্রভৃতি।

নিবন্ধন (পুং) বন্ধনান্তে উৎসর্গ ক্রীণের সংজ্ঞাভেদ।

নিবচন (স্ত্রী) নিরন্তর বচন, প্রোদিতং। নিরন্তর বচন, নিরন্তর
বাক্য। “উৎসেতনিবচনমিবান্তি” (শতব্রাং ২।৪।৪।৪)। “নিবচনং

নিরন্তরবচনং” (ভাষা) অতাবার্থে অব্যয়ীভাবঃ। ২ বচনাতাব।

নিবচনে (অব্য) নিবচনং বচনাতাবঃ, নিশাতনাৎ এতদন্তঃ।
বচন-নিরন্তর, বাক্যানিরম।

নিবৎ (ত্রি) নি বেদে বত্তি। নিরগতাদি। “নিবত্তঃ নির-
পতান্” (সিদ্ধান্তকোঃ)। “তৃণং নিবৎসপঃ” (শক্ ১।১৩।১।১১)
‘নিবৎস প্রবণমেষু’ (সারণ)। ২ নিরপেশ। “স উষতো
নিবতো যাতি বেবিতং” (শক্ ৩।২।১০)। “নিবত্তঃ নীচৈর্ভাববতঃ
প্রদেশান্” (সারণ)

নিবত্তা (স্ত্রী) ১ নিরগামী। ২ পর্কতনিরাত্তিমুখে অবতরণ।

নিবত্ত্ব বিঠোবা, প্রসিদ্ধ মন্দির, পুণা জেলার নান নামক
বিভাগে অবস্থিত। একজন গৌসাক্ষি ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৩০
খ্রষ্টাব্দে পুরুষোত্তম অধ্বানস নামক গুজরাতের এক ধনী ৩০০০০
টাকা ব্যয়ে ইহার জীর্ণ সংস্কার করেন। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমূর্তি
নিবত্ত্ব কাটা বনের মধ্যে পাওয়া যায়, সেই কারণ, উক্ত
বিঠোবাদেব নিবত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। মন্দিরটি অতি প্রশস্ত
ও মনোরম। মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে একটি বিস্তৃত উদ্যান, তথায়
মহুয়ার স্নানোপযোগী এক প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা বর্তমান রহিয়াছে।
সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকদিগের থাকিবার জন্য, এই মন্দিরের পশ্চিম
সীমায় সংলগ্ন এক বিশাল আশ্রম আছে।

নিবপন (স্ত্রী) নি-বপ-ভাবে লুট্। পিত্রাদির উচ্চেষে দান।

“অত্র বা নিবপনম্” (কাত্য শ্রো ৭।৭।২) ‘অস্মি কালে বা
উবরদেশে সেমনিবপনং ভবতি’ (কর্ক)।

“অব্যয়োধর্মনিত্য্য কৃত্বা নিবপনাম্ভ্যত।” (ভারত ১।৩।২।২)

নিবর (ত্রি) নি অস্তত্ব তণ্যার্থে বৃ-কর্তরি অচ্। ১ নিবারক।

“আহ মে নিবরো-ভুবৎ” (শক্ ৮।২৩।১৪) ‘নিবরো নিবার-
রিতা’ (সারণ)।

নিবরা (স্ত্রী) নিতরাং ত্রিষতে ইতি নি-বৃ-অপ্ (প্রবৃহনিন্টি-
গম্ভঃ। পা ৩।৩।৪৮) ইতি কণ্ণিণি অপ্ ততটাপ্। কুমারী,
অধিবাসিতাকতা। (মিতাক্ষরা)

নিবর্ত (ত্রি) প্রত্যাবৃত্ত, কিরাইরা আনা।

“আ নিবর্ত নিবর্তর” (শক্ ১০।১২।৩)

নিবর্তক (ত্রি) প্রতিবর্তক, পলারনরত, প্রত্যাপাত।

নিবর্তন (স্ত্রী) নি-বৃত-গিহ্ তাবো লুট্। ১ নিবারণ। ২ ক্ষেত্র-
ভেদ, এক বিধ পরিমাণ ভূমি।

“নিবর্তনসমং বা যো বিকবে বিনিবেদয়েৎ।

সর্বগীর্গাণিনিরে স ক্রীড়তি যুগ্মবধিঃ।

নিবর্তনশতেনাপি বা ক্রীণরতি কেশবম্।

শতবোজনবিকীর্ণে স রাজা কৃতমে ভবেৎ ॥”

(হেমাদ্রি নামধণ্ডুর্ভূত বরাহপুং)

নিবর্তন-সমভূমি যে ব্যক্তি বিজ্ঞকে দান করে, সে যুগা-
বধি স্বর্গলোকে খেলা করে। ৩ সাধন, হুসম্পন্নকরণ। ৪ ভূমি,
কার্যাদি হইতে অপসরণ। এই শব্দ ‘প্রবর্তন’ শব্দের বিপরীত
অর্থবাচক।

নিবর্তনস্তূপ, একটা বৌদ্ধ স্তূপ। হলক বুদ্ধদেবকে স্নাজোর
সীমায় ছাড্দিয়া দিয়া, পুনরায় কপিলবাস্ত অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত
হইলে, যে স্থানে রথ রক্ষা করিয়া স্বয়ং বিশ্রামলাভ করেন,
ঠিক সেই স্থলে এই স্তূপ নিৰ্ম্মিত হয়। চীনপরিব্রাজক হিউএনৎ-
সিয়াং এই স্তূপ দেখিয়া গিয়াছেন।

নিবর্তনীয় (ত্রি) নি-বৃত-গিহ্-অনীদয়। ভ্রমণশীল, প্রত্যাখ্যান-
করণযোগ্য।

নিবর্তমান (ত্রি) যে ফিরিতেছে।

নিবর্তয়িতব্য (ত্রি) নি-বৃত-গিহ্-তবা। নিবারণযোগ্য।

নিবর্তিত (ত্রি) নি-বৃত-গিহ্-ক্ত। প্রত্যাক্ষষ্ট, যাহাকে কিরাইরা
আনা হইয়াছে, নিবারিত।

নিবর্তিতব্য (ত্রি) নি-বৃত-গিহ্-তবা। যাহাকে কিরাইরা
আনা উচিত।

নিবর্তিতপূর্ব্ব (ত্রি) যে পূর্বে কিরিয়া গিয়াছে।

নিবর্তিন্ (ত্রি) ১ সংগ্রামাদি হইতে প্রত্যাবৃত্ত, পলারিত।
২ নিদিগ্ধ।

নিবর্ত্য (ত্রি) প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাক্ষষ্ট। নিবারিত। অস্তগুপ্ত। পুনপ্রাপ্ত।

নিবহঁ (ত্রি) উৎসন্ন, ধ্বংস, হত, অপস্থত।

নিবসতি (স্ত্রী) নিবসত্যভেতি, নি-বস-অতিচ্ (বহিবজ্জি-
জাশ্চিৎ। উণ্ ৪।৩০) গৃহ। (শব্দরত্নাবঃ)

নিবসথ (পুং) নিবসত্যভেতি, নি-বস-আধারে অথচ্। গ্রাম।
(হেম ৪।২৩)

নিবসন্ন (স্ত্রী) হুয়াতেহজ্জ, নি-বস আধারে লুট্। ১ গৃহ।
২ বর। (হলায়ুধ)

“দ্বিতীয়ঃ পরীদধৌ চীরমাংসং মৈথিলী।

চীরভাকুশলাদেবী সমাগ্নিবসনে শুভা ॥” (রামায়ণ ২।৩৭সং)

নিবস্তব্য (ত্রি) নি-বস-তবা। জীবনযাত্রানির্ব্বাহযোগ্য।
অতিবাহনযোগ্য।

নিবহ (পুং) নিতরামুহাতে ইতি নি-বহ পুংসীতি ষ। ১ সমুহ।

“অম্ভো রক্ততরাবিব নিত্যং রজ্যন্তি রজনবিবাহঃ ॥” (পঞ্চতন্ত্র ৪।৮)

নিতরায় রক্তীতি পৃষ্ঠাদিহ। ২ সমুহবায়ুর অধর্গত
বায়ুনিবেশঃ।

“নিবাহো বহু বাতেশঃ কোবাকি হুখপ্রঃ।

ন প্রচতো ন চ বৃহঃ প্রমারী চ প্রভজনঃ ॥” (জ্যোতিষঃ)

• যে বৎসর নিবহবার বায়ুদিগের অধিপতি হয়, সেই বৎসর কাহারও হুখকর হয় না। এই বায়ু অতি প্রচণ্ড বা অতি বৃহৎ নহে। ৭টা বায়ুর মধ্যে, প্রতিবৎসর এক একটা বায়ু অধিপতি হইয়া থাকেন।

নিবাকু (জি) নি-বহু বাহুল্যং যুৎ। নিবচনশীল।

নিবাত (জি) নিতরাং বাতি গচ্ছত্যত্র নি-বা-অধিকরণে-জ।

১ আশ্রয়। নিবাস। নিবৃত্তো বাতো যস্মিন্। ২ অবাত, বাতশূন্য।

“নিবাতগন্ধমিতিভেদে চক্ষুঃ

বৃশভ কাকঃ পিবতঃ স্তূতানন্ ॥” (স্ব ৩।১৭)

৩ শ্রাব্যভেদ্যবর্ষ, যে বর্ষ শ্রাব্যারা ভেদ করা যায় না।

(অমর ও ভরত ৩।৩৮৪)

(পুং) নিবাতক। (অভ্যাসিদ্ধাং ক। পা ৪।২।৮০)

এইরূপ পদ হইবে।

নিবাতকবচ (জি) দৈত্যবিশেষ। এই দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও সন্তোদের পুত্র। (অগ্নিপুং)

নিবাতং শ্রাব্যভেদ্যং কবচং যেযামিতি। ২ দানববিশেষ।

(পুংলিঙ্গে বহুবচনান্ত) ইহার ইন্দ্রাদির শত্রু।

“নিবাতকবচা নাম দানবা দেবশত্রবঃ।

সমুদ্রকুম্ভাশ্রিত্য হর্গে প্রতিবসন্ত্যত।

তিস্রঃ কোটাঃ সমাখ্যাতাস্ত্যল্যপবলপ্রভাঃ ॥”

(ভারত ৩।১৬৮।৭১)

মহাভারতের মতে—দেবদেবীঅমিতবীৰ্য্য প্রায় তিনকোটি দানব ছিল, ইহার নিবাতকবচ নামে খ্যাত। পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে যে, নিবাতকবচগণ স্ববীৰ্য্যে দেবেত্র প্রভৃতি অমরবৃন্দকে বারংবার পরাজয় করিয়া, দেবতাদিগের জ্ঞানোৎপাদন করে। কঠোরতপতাপ্রভাবে পিতামহ ব্রহ্মার স্রীতিবর্ধনপূর্বক, উহার নিরাপদে সমুদ্রকুম্ভিতে বাস করিবার ও দেবগণ কতৃক পরাক্রান্ত না হইবার বর প্রাপ্ত হয়। তাহাদের অধিকৃত সমুদ্রকুম্ভি ও সেখানকার সমুদয় চিত্রিত বিশাল সৌধশ্রেণী পূর্ণে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজত্বাধীন ছিল। পরে ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া, তাহার দেবরাজকে পরাজিত ও ঐ স্থান হইতে দূরীভূত করে।

বীরশ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয়, ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ দুৰ্য্যোধন-চক্রে চালিত হইয়া, বনবাসকালে অশ্বশিক্ষার্থ মহাদেবের প্রসন্নতা উৎপাদনপূর্বক তদন্তবরপ্রভাবে স্বর্গে গমন করেন। ভ্রাতার দেবরাজ, চিত্রসেন ও অস্ত্রান্ত বহুসংখ্যক অস্ত্রবিদ্রোহ, বক ও গন্ধর্ব্ব তাঁহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। দিব্যাস্ত্রপ্রেরণ,

পুনঃ পুনঃ প্রেরণ ও উপসংহার, অস্ত্রাদি-বহু ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন ও পরান্ত্রে অভিজুত বীর অস্ত্রের উদ্বোধন, এই পঞ্চবিধ বিধি সম্যক শিক্ষাদানের পর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে সন্তোষ চিহ্নস্বরূপ, বহুবিধ দিব্যাস্ত্রপ্রদানপূর্বক শুক্ল-দক্ষিণা দিবার অস্ত্র প্রীতিজ্ঞা বহু হইতে বগেন। অর্জুন শুক্ল-দক্ষিণাদানে প্রীতিজ্ঞা করিলে, ইন্দ্র তাঁহার উপর নিবাত-কবচদিগের বহুভার অর্পণ করেন।

তদনন্তর দেবতুল্য বীৰ্য্যবান্ সমরকুশল তৃতীয় পাণ্ডব মাতঙ্গিসহ শৈবরগমী দিব্য বিমানারোহণপূর্বক নিবাতকবচ-দিগের বাসস্থান সমুখে উপনীত হন। দানবগণ অর্জুনের স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালভেদী শঙ্কসেনি স্রুত হইয়া, বৈর-নির্ঘাতন অভিলাষে, দোহয়ুগল, মূল, পট্টশি প্রভৃতি নানাবিধ বজ্র ও অস্ত্রান্ত বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রগ্রহণপূর্বক সরোষে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তাহার এরূপ মারমী ছিল যে, তাহাদের মারামুদ্র প্রভাবে, দৈববলী, লবুহস্ত সবাসাটীকেও সময় সময় হত-প্রভাব হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে তিনি বহু আয়াসে সেই দুর্দ্বন্দ্ব দানবদিগকে সমুদ্রে বিনাশপূর্বক দেবতাদিগের স্রীতিবর্ধন করেন। (মহাভারত বনপর্ব ১৬৮-১৭৩ অঃ)

মহীতলের নিম্নে রসাতলে নিবাতকবচগণ বাস করিত।

(ভাগ ৫।২৪।১০, রামায়ণ ৫।৭৮।১০।)

নিবান্দ্ৰা (জী) নিতরাং বাতি গচ্ছতি পাভুতেন নি-বা-ক, নিবঃ পাতা অস্ত্রঃ পরকীরো বৎস্তো যন্তাঃ। মৃতবৎসা গাভী, যে গাভীর দুগ্ধ অস্ত্র কোন বৎস দ্বারা দোহন করা হয়।

“অভিমুশার্কিমপিষ্টা নিবান্দ্ৰা হুত্বে” (কাত্য শ্রৌ ৫।৮।১৮)

নিবান্দ্ৰবৎসা (জী) নিবঃ পাতা অস্ত্রভাঃ বৎসঃ অস্ত্রবৎসো যন্তাঃ। অহুতপায়ি পরকীরো বৎসযুক্তা গাভী।

“নিবান্দ্ৰবৎসামেষ্ট বৈ জ্রাৎ তন্তৈ পরমা জুহমানার্কং বা এতৎ পরো যন্নিবান্দ্ৰবৎসায়ঃ” (শত শ্রা ১২।৫।১।৪)

নিবাপ (পুং) নিতরামুপাতে ইতি নি-বপ-বঞ। মৃতোদেক্তক দান, মৃত ব্যক্তির উদেকে যে দান করা হয়, তাহাকে নিবাপ কহে। পর্য্যায় পিতৃদান, পিতৃতর্পণ, নিবপন, পিতৃদানক।

(শব্দরং)

“অপশোকমনাঃ কুটুবিনীং অহুগৃহীষ নিবাপদন্তিভিঃ ॥” (স্ব ৮।৮৬)

২ দানমাত্র। (ভরত)

দ্রাপ্যতে বীজমশ্মিতি। ৩ ক্ষেত্র। (রাজতর ৪।১৩০)

“অবনিং প্রেমদা গাঞ নিবাপং বহবারিকম্।

ভক্তে বিপ্র প্রদাতামি ন তু বর্ষ সঙ্কলম্ ॥”

(ভারত ৩।৩০।১৬)

নিবাপক (পুং) বীজবপনকারী, বপ্তা, বপক।

নিবাপিন্ (জি) নিবপতীতি নি-বপ-পিনি (নব্বিগ্রহিণচা-
দিজো লুপিভচঃ। পা ৩।১।১৩৪) ১ নিবাপকারী দাতা।
২ বপনকর্তা।

নিবার (পুং) নি-বৃ-ভাবে ঘঞ। ১ নিবারণ, বাধা। ঘঞ
প্রত্যয় পরে 'নি'র ইকারের বাহ্য্যপ্রযুক্ত বৃদ্ধি হইতে পারে,
তাহা হইলে 'নীবার' এইরূপ পদ হইবে। [নীবার দেখ।]

নিবারক (জি) নিবাররতীতি নি-বারি-ন্। নিবারণকারী।
“ন পাণ্ডবানাং সমরে কশিকন্তি নিবারকঃ।” (ভা° ৮।১২৭৬ শ্লো.)

নিবারণ (ক্ৰী) নি-বৃ-গিচ্ করণে শূট। নিশ্চররূপে বারণ,
নিরাকরণ।

“বধাক্যতো ধর্ম ইতীতরহিতো

ন মত্ততে তত্ত নিবারণং জনঃ।” (ভাণ° ১।৫।১৫)

নিবারণীয় (জি) নি-বৃ-গিচ্ অনৌরহ। নিবারণযোগ্য, নিবার্য।

নিবারিত (জি) নি-বৃ-গিচ্-ক্ত। কৃতনিবারণ। নিবিহ।

“নিবারিতান্তেন মহীতলেহধিলে-

নিরীতিভাঃ গমিতেহতিবৃষ্টয়ঃ।” (নৈষধ ১।১১)

নিবাশ (জি) যজ্ঞ বা গীতাদির উখিত শব্দ। “নিবাশা ঘোষাঃ
সং যজ্ঞমিত্রেয়ঃ।” (অথর্ব ১।১।১১)

নিবাস, স্থিতি। আচ্ছাদন। অদন্ত চুরাদি, পরমৈ, সন্ধ্যা, সেট।
লট-নিবাসয়তি। লোট-নিবাসয়তু। লিট-নিবাসয়াং চকার।
লুঙ-অনিবাসাৎ।

“নিবাসয়তি যশিচ্চঃ চীনাংগুকমিতি হলায়ুধঃ।” (চুর্ণাদাস)

নিবাস (পুং) নি-বস আধারে ঘঞ। ১ গৃহ। ২ আশ্রয়। (হেম°)
“অগ্নিবাসো বহুদেবসমনি” (মাঘ :১।১)

ভাবে ঘঞ। ৩ বাস।

“কুন্তকান্ত শালায়াং নিবাসং চক্রিরে তদা।” (ভারত
১।১৮৫।৬) ৩ বস্তু।

“নমশ্চন্দ্রনিবাসায় নমস্তে পীতবাসসে।” (হরিব° ১৮।১।৪৮)

নিবাসক (জি) নিবাসন্ত অদূরদেশাদি, নিবাস চতুরর্থ্যং ক।
তৎসম্বন্ধিষ্ট দেশাদি।

নিবাসন (পুং) বোধদিগের বস্তুবিশেষ।

নিবাসিন্ (জি) নি-বসতীতি নি-বস-পিনি। নিবাসবিশিষ্ট,
নিবাসকর্তা।

“তে তু কাসরমগ্রস্তি দেবরঃ পতিরুৎকলে।

ধৃত্যঃ কালীনদীতীরে কান্তকুন্তনিবাসিনঃ॥” (কাব্যোদয়)

নিবাস্ত (জি) ১ বাসযোগ্য। ২ বস্ত্রাচ্ছাদিত।

নিবিড় (জি) নিতরং বিড়তি সংহততে নি-বিড়-ক। ১ নীরব।
২ সাক্ষ, ঘন, পঙ্খায়—নিরবকাশ, নিরন্তর, নিবিবীৰ, নীরব,
বহল, লুচ্, গাঢ়, অবিরল।

“নিবিড়যটীতোকবৃন্দলাং বাসোভকুন্তানিভকুন্তানাম্”

(আর্যাসপ্তমতী ৩২০)

নাসিকার নভন্, নি-বিড়চ্ (দেবীকৃত-বিরীমটো।° পা
৫।২।৩২) ৩ নভ-নাসিকায়ুক্ত, অবটীট। জিহ্বাং টাপ।
৪ নভ-নাসিকা। (হেমচ°)

নিবিদ্ (ক্ৰী) নি-বিদ্-করণে কিপ। ১ বাক্য। (নিবট) ২
বৈষদেবের শত্রুবিষয়ে শংসনীয় মন্ত্রপদভেদ।

“কতি দেবা বাজবাক্যোতি স হৈতরৈব নিবিদা প্রতিপদে”

(বৃহদা° উপ°)

‘দেবা বৈষদেবন্ত শত্রুত্ত নিবিদি, নিবিদায় দেবভাসনা-
বাচকানি মন্ত্রপদানি কানিচিৎবেষদেবেষে শত্রুত্তে তানি নিবিৎ-
সংজ্ঞকানি তন্তাং নিবিদি বাবকো দেবাঃ প্ররক্তে’। (ভাষা)

(ধ্ব° ১।৮।১৩, ঐতরেয়ব্রা° ৬।৩।১৩ দেখ।)

৩ দ্ব্যম্ব শব্দার্থ। “রূপং পদৈরাগ্নোতি নিবিদঃ।”

(শুল্কযজু° ১।১।২৫) “নিবিদঃ দ্ব্যম্বানাগ্নোতি” (বেদবীণ°)

“সাবিত্র্যাং শট্বেকাহিকে নিবিদং দধাতি, চতুর্থকং দ্যাবা-
পৃথিবীয়াং শট্বেকাহিকে নিবিদং দধাতি অচ্ছেত্যর্ভকং
শট্বেকাহিকে নিবিদং দধাতি, বৈষদেবং শট্বেকাহিকে নিবিদং
দধাতি” (শত° ব্রা° ১।৩।১।১১)

নিবিদ্বান (ক্ৰী) নিবিদ্ দ্ব্যম্বা বীরতেহস্মিন্ ধা-আধারে শূট।
ঐক্যাহিক যজ্ঞাদি, যে সকল যজ্ঞ একদিনে নিষ্পন্ন হয়।

“তত্বেকাহিকানি নিবিদ্বানানি ভবন্তি” (শত° ব্রা° ১।৩।১।১২)

নিবিদ্বানীয় (জি) নিবিদ্ সৎকীয় বৈদিক মন্ত্রসংযুক্ত।

নিবিরীস (জি) নি-নভা নাসিকা যন্ত, বিরীসচ্ (দেবীকৃত
বিরীসটো। পা ৫।২।৩২) অবটীট, নিবিড়, নভ-নাসিকায়ুক্ত
পুরুষাদি। ২ সাক্ষ। ৩ ঘন। (ক্ৰী) নভ-নাসিকা।

“উরুনিবিরীসনিতবভারথৈদি” (মাঘ)

নিবিরুৎস্ (জি) নিবারণেচ্ছ, প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক।

নিবিষ্ট (জি) নি-বিশ-ক্ত। ১ চিত্তাভিনিবেশযুক্ত। ২
একাগ্র।

“ভবন্তি সাম্যোহপি নিবিষ্টচেতসাম্।” (কুমারস° ৫।৩।১)

৩ আবিষ্ট। ৪ প্রবিষ্ট।

“উৎপূগপরিবারো নায়কোহপ্যোষধীনা-

মমৃতময়শরীরঃ কাস্তিযুক্তোহপি চক্রেঃ।

ভবতি বিকলমুর্তির্নিগুণং প্রাপ্য ভানোঃ

পরসদননিবিষ্টঃ কো লঘুতং ন বাতি॥” (উট্টট)

৫ আবদ্ধ।

“সংসারবাসনাভালে নিবিষ্টা বৃদ্ধপামিনী।”

(দেবীভাগ° ১।১৫।৪৫) ৫ স্থিত।

“কোশলো নার হুদিতঃ কীতো জনপদো মহান্ ।

নিবৃত্তঃ সরযুতীরে প্রকৃতধনধাত্তবান্ ॥” (রামাং ১৫৫)

নিবৃত্তি (ক্রী) নি-বিশ-ক্তিচ্ । ক্রীসংসর্গ, কামাগক্ত । ক্রীলোক-
লক্ষণ ও আলিঙ্গন ।

নিবীত (ক্রী) নিবীততে স্বেতি নি-বো আচ্ছাদনে-ক্ত, ক্তে
সম্ভারণঃ । ১ আচ্ছাদনবস্ত্র, উড়নী । পর্যায়—প্রাবৃত ।
২ কর্ণলব্ধিত যজ্ঞসূত্র ।

“উপবীতঃ ভবেত্তিত্যঃ নিবীতঃ কর্ণসম্মনন্ ॥” (কৃষ্ণপু°)

গলদেশে যজ্ঞসূত্র বা প্রাবৃতবস্ত্র (উড়ানি) লগ্ধমান করিয়া
দিলে নিবীত বলা যায় ।

“অথো বাসঃ প্রতিমুচ্যোক্ষীষঃ সংবেষ্টা নিবীতে”

(কাভ্যা° শ্রৌ° ১৫৫১৩)

‘নিবীতক কর্ণে সম্মনন্’ (কর্ণ) ৩ নিবৃত্ত ।

‘নিবৃত্তক নিবীতে জ্ঞাং নিবেশনোপবেশনে ॥’ (শব্দার্থিক)

নিবীতিন্ (ত্রি) নিবীতজন্ত্যন্ত ইনি । নিবীতযুক্ত, কর্ণলব্ধিত
যজ্ঞসূত্রবিশিষ্ট ।

“কৃতোপবীতী দেবেভ্যো নিবীতী চ ভবেত্ততঃ ।

মহুয্যাংতর্পয়েজ্জন্তা ঋষিপুত্রানুযীংস্তথা ॥” (আহিকতত্ত্ব)

“উক্ত তে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যাচ্যতে বিজঃ ।

সৰ্বো তু প্রাচীনাবীতী নিবীতী কর্ণসম্মনন্ ॥” (যজু ২৬৩)

যাহার গলদেশে যজ্ঞসূত্র, মালাস জ্ঞায় দোলারমান থাকে,
তাহাকে নিবীতী কহে । ঐরূপ কর্ণলব্ধ যজ্ঞসূত্রের মধ্য দিয়া
দক্ষিণ বাহ উক্ত থাকিলে তাহাকে উপবীতী এবং বামহস্তে
উক্ত থাকিলে, তাহাকে প্রাচীনাবীতী বলে ।

নিবীৰ্য্য (ত্রি) বীৰ্যহীন, পুরুষহীন, (ধ্বজতন্)

নিবৃত্ত (ক্রী) কাভ্যারমোক হ্রস্বোভেদ । গায়ত্রী প্রকৃতি
৮ প্রকার ছন্দঃ হইতে প্রতিপাদে একটা করিয়া অক্ষর
কম ।

নিবৃত্ত (ত্রি) নিব্রিতে আচ্ছাদিতে স্বেতি নি-বৃ-ক্ত । ১ নিবীত,
উড়ানি । (অমরটীকার স্বামী) ২ পরিবেষ্টিত । (হেমচ°)

নিবৃত্ত (ক্রী) নি-বৃত্ত ভাবে ক্ত । ১ নিবৃত্তি । ২ যন্ত্রভেদ,
চিত্তবিষয় হইতে উপরম । ৩ অভাব । (ত্রি) কর্ত্তর-ক্ত ।
৪ নিবৃত্তিযুক্ত, নিবৃত্তিবিশিষ্ট । বিরত ।

“নিবৃত্ততর্ধৈরূপগীরমানাত্তবৌধধাজ্জ্যোত্সমোহস্তিরামাৎ ॥”

(ভাগ° ১০১১৪)

৫ নিবৃত্তিপূর্বক কর্ণ ।

“প্রবৃত্তক নিবৃত্ত চ দ্বিবিধং কর্ণং বৈদিকম্ ।

সর্গাদৌ স্কন্ধতা স্তঠৈঃ ক্রমণা বেদলক্ষণা ॥”

(হোমাত্রি° ব্রতখণ্ড)

নিবৃত্তসত্তাপন (ক্রী) নিবৃত্তঃ সত্তাপনং যন্ত । সত্তাপবিহীন ।

নিবৃত্তসত্তাপনীয় (ক্রী) নিবৃত্তঃ সত্তাপনং যন্ত তস্মৈ হিতঃ, হ ।
রসায়নভেদ ।

“যথা নিবৃত্তসত্তাপা মোদন্তে দিবি দেবতাঃ ।

তথৌষধীরিমা প্রাপ্যঃ মোদন্তে ভুবি মানবাঃ ॥”

(হৃক্ষত চিকি° ৩০ অঃ)

ইহার বিষয়ে হৃক্ষতে এইরূপ লিখিত আছে,—দেবগণ
যেদ্রুপ সত্তাপশূন্য হইয়া স্বর্গে বিচরণ করেন, মানবগণও সেই
রূপ নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিলে, দেবগণের জ্ঞায় সত্তাপ-
শূন্য হইয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, এই জন্ত ইহাকে
নিবৃত্ত-সত্তাপনীয় কহে ।

এই রসায়ন ৭ জন লোকের সেবন করা ঘটে না, যথা—
অনাশ্ববান্ (অজিতেজস্র), অলস, দরিদ্র, প্রেমাদী, ক্রীড়াসক্ত,
পাপকারী ও ভেদজ্ঞাপনাদী । এই সকল ব্যক্তির অজ্ঞানতা,
অনারম্ভ, অস্থিরচিত্ততা, দরিদ্রতা, অনায়ত্ততা, অধাঙ্গিকতা ও
ঔষধের অপ্রাপ্তি এই সকল কারণ জন্ত এই নিবৃত্ত-সত্তাপনীয়
রসায়ন সেবন দ্রুত হইয়া থাকে ।

ঔষধের বিবরণ—শ্বেত-কাপোতী, কৃষ্ণ-কাপোতী, গোননী,
বারাহী, কজ্জা, ছত্রা, অতিছত্রা, করেণু, অজা, চক্রকা, আদিতা-
পর্ণিনী, ব্রহ্ম-সুবর্জলা, শ্রাবণী, মহাশ্রাবণী, গোলোমী, অজলোমী
ও মহা বেগবতী এই অষ্টাদশ সোমলতা সৃষ্ণ বীৰ্য্যযুক্ত ওষধি
বলিয়া থাকে । সোম হইতে ইহা কোন প্রকার নিকৃষ্ট নহে ।
ইহার মধ্যে যে সকল ওষধি ক্ষীরহীন মূলবিশিষ্ট, তাহাদিগের
প্রদেশিনীপ্রমাণ তিনটা কাণ্ড সেবন করিতে হয় । শ্বেতকাপো-
তীর পত্র সমেত মূল সেবন বিধেয় । ক্ষীরবতী ওষধি সকলের
ক্ষীর কুড়ব পরিমাণে এককালে সেবন করিতে হয় । গোননী,
অজাগরী ও কৃষ্ণকাপোতী, ইহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এক মুষ্টি
পরিমাণ লইয়া, চুধে সিদ্ধ করিয়া পরে চুধে স্রাবিত করণানন্তর
এককালে পান করিতে হইবে । চক্রকার দুধ একবার
পের এবং ব্রহ্ম-সুবর্জলা সপ্তরাত্র সেবনীয় ।

এই নিবৃত্তসত্তাপনীয় রসায়ন সেবন করিলে শরীর যুবায়
জায়, বল সিংহকুলা, মনোহর এবং শ্রুতিনিগাহী (শ্রুতিধর)
হয় । পরমাণুও ছই হাজার বৎসর হইয়া থাকে । দ্বিষাশরীর-
ধারণ করিয়া জলদসংকরণপথাতীত নক্তরূলে অমোঘ-সম্বল
হইয়া বিচরণ করে । (হৃক্ষত)

নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা ঐ সকল ঔষধ স্থির করিতে হইবে ।
নিশাঙ্গ, কনককুলা আভাযুক্ত, ছই অঙ্গুল পরিমিত মূলবিশিষ্ট,
সর্পের জ্ঞায় আকার ও অঙ্গভাগ লোহিতবর্ণ, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত
হইলে শ্বেত-কাপোতী বলিয়া জানিতে হইবে । বিপত্র, মূলজাত,

অরুণবর্ণ, ক্রকবর্ণ রক্তবিশিষ্ট, হুই অরুণিপ্রমাণ দীর্ঘ, ও গোনসের (মণ্ডলীবেড়াশাণ) মত, ইহাকে গোনসী কহে। ক্ষীর-বৃক্ষ, সরোষ, মৃৎ ও ইস্করসের ন্যায় রসবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে ক্রককাপোতী কহে। ক্রকবর্ণ স্বরূপ ও কন্দমস্তব হইলে বারাহী জানিতে হইবে। একটা পত্র, অতিশয় ধীরবান্, অজ্ঞন-প্রভ, কন্দজাত এবং বেতকাপোতীতে সংস্থিত ছত্রা ও অতি-ছত্রা এই দুইয়েরই এইরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে। এই সকল ঔষধদ্বারা জরা ও মৃত্যু নিবারিত হয়। ময়ূরের লোমের জায় হাদশটী পত্রবিশিষ্ট, কন্দজাত ও অরুণবর্ণ ক্ষীরবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে কন্যা নামক ঔষধি কহা যায়। ঝিপত্র, হস্তি-কর্ণ, পলাশের ন্যায় পত্র, প্রচুর ক্ষীরবিশিষ্ট ও গজাকৃতি কন্দ, ইহাকে কয়েক কহে। অজার স্তনের ন্যায় কন্দ, সক্ষীর, চন্দ্র বা শম্বের ন্যায় খেত, অথচ পাণ্ডুর এবং ক্ষুণ্ণ বৃক্ষের সদৃশ, ইহাকে অজানামক ঔষধি কহে। খেতবর্ণ বিচিত্র পুষ্পবিশিষ্ট, কাকাদনীর ন্যায় ক্ষুদ্রবৃক্ষ, ইহাকে চক্রকা বলে। ইহা দ্বারা জরাসুত্যানাশ হয়। মূলবিশিষ্ট, কোমল রক্তবর্ণ পঞ্চপত্রবিশিষ্ট ও সর্কদা হৃথোর অম্ববন্তী হইলে, ইহাকে আদিত্যপর্দিনী কহে। কনকের আভাববিশিষ্ট, সক্ষীর ও দেখিতে পদ্মিনীর ন্যায় এবং বর্ষার অপগমে যে চকুদিকে প্রসারিত হয়, তাহাকে ব্রহ্ম-সুবর্চলা কহে। অরুণিপ্রমাণ বৃক্ষ, হি-অঙ্গুলপরিমিত পত্র, নীলোৎপলসদৃশ পুষ্প এবং অজ্ঞনসন্নিভ ফল হইলে, তাহাকে প্রাবণী বলে। এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট, অধিকন্তু কনকবর্ণ ক্ষীর ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে, তাহাকে মহাপ্রাবণী বলে। গোলোমী ও অজলোমী রোমবিশিষ্ট এবং কন্দযুক্ত। মূলজাত, হংস-পদী লতার জায় বিচ্ছিন্নপত্রবিশিষ্ট, অথবা সর্কতোভাবে শাখাপূর্ণীয় সদৃশ, অতিশয় বেগবিশিষ্ট ও সর্পনিখোঁকতুল্য, ইহাকে বেগবন্তী কহে। ইহা বর্ষান্তে জন্মিয়া থাকে।

এই সকল ঔষধ নিম্নলিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিয়া তুলিতে হয়। মন্ত্র—“মহেশ্বরামকৃৎপাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।

তপসা তেজসাবাপি প্রণাম্যক্ষং শিবায় বৈ॥”

প্রকাহীন, অঙ্গল, কৃত্য ও পাণকারী প্রভৃতি, ইহারা এই সকল ঔষধি প্রাপ্ত হন না। দেবদ্বারা পানাবিশিষ্ট অমৃত সোমে, অথবা সোমতুল্য এই সকল ঔষধিতে ও চন্দ্রে নিহিত করিয়াছেন।

ঔষধিপ্রাপ্তির স্থান।—সেবস্থান নামক হ্রদে ও সিদ্ধনদে বর্ষার অন্তে ও মধ্যে ব্রহ্মসুবর্চলা নামক ঔষধি পাওয়া যায়। উক্ত হুই প্রদেশে হেমন্তের পথে আদিত্যপর্দিনী এবং বর্ষার প্রারম্ভে গোনসী পাওয়া যায়। কাশ্মীরপ্রদেশে ক্ষুদ্র মানস নামক দিব্য-সরোবরে কয়েক, ক্রক, ছত্রা, অতিছত্রা, গোলোমী

অজলোমী ও মহাপ্রাবণী পাওয়া যায়। এই স্থলে বসন্তকালে ক্রকবর্ণ গোনসীও পাওয়া যায়। কোশিকী নদীর পারে পূর্বদিকে তিন যোজন ভূমি বর্ষাকালব্যাপ্ত। এই বর্ষাকালের উপরিভাগে খেতকাপোতী জন্মে। ময়ূর ও মলসেতু নামক পর্বতে বেগবন্তী ঔষধি জন্মে। এই সকল ঔষধি কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে সেবন বিধের।

যাহার অত্যুচ্চ শূক্রে দেবগণ বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই সোমগিরি ও অর্কশৃঙ্গগিরিতে সকল প্রকার ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন নদী, পর্বত, সরোবর, পথিত অরণ্য ও আশ্রম সর্বত্রই ঔষধি অহুসন্ধান করা কর্তব্য। যেহেতু এই বহুকরা সর্বত্রই রত্নধারণ করেন।

উপরিউক্ত ঔষধি সকল সেবনের নাম নিবৃত্ত-সত্তাপনীয় রসায়ন। (সুশ্রুত চিকিৎসা ৩০ অঃ)

নিবৃত্তাত্মন (ত্রি) নিবৃত্তঃ বিবদেভ্যঃ উপরতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যন্ত। ১ বিষয়রাগশূদ্ধ চেতক, যাহার চিত্ত বিষয়রাগশূদ্ধ।

(পুং) ২ বিদ্বৎ। (ভারত ১৩।১৪৯।১৬)

নিবৃত্তি (ত্রি) নি-বৃত-কিন্। ১ নিবৃত্তি, অপবৃত্তি, পর্যায়—উপরম, বিরতি, অপরতি, উপরতি, আরতি। (হেমচন্দ্র)

“বাস্তোদকঞ্চ সমধু পীতমন্তর্গতন্ত বৈ।

পাপরোগান্ত সত্তাপনিবৃত্তিং কুরতে শিব॥” (গল্পতরু ১৯৬)

২ জায়মতসিদ্ধ যজ্ঞভেদে।

“প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্।

এবং প্রায়ত্নত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিদর্শিতম্॥” (ভাষ্যপরি)

প্রবৃত্তির প্রাগভাব।

“প্রবৃত্ত্যুপাখিনা বিনাশং প্রাপ্যান্ প্রাগভাবএব নিবৃত্তি-নিরাকরণাং সাধ্যমানো নিবৃত্তিরিচ্ছাচাতে।” (একাদশীতম) ৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩১)

নিবৃত্তি, ১ বোধদিগের নিবৃত্তি ও ব্রাহ্মণদিগের মোক্ষ একই। নিবৃত্তি বা নির্বাণ শব্দের অর্থ পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করা। ২ তীর্থবিশেষ। এই স্থানে, বিজয়নগরের প্রসিদ্ধ রাজা নরসিংহদেব অনেক দান করেন। ৩ একটা জনপদ। বরেন্দ্রের উত্তর এবং বঙ্গদেশের পশ্চিমে বিরাটরাজ্যের সন্নিকটে স্থিত। ইহা গো, মেঘ, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির চারণের জন্য বিশাল ক্ষেত্রসমূহে পরিপূর্ণ। ইহার অজ্ঞ নাম মৎস্ত। কারণ এখানে বহুবিধ মৎস্ত পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্থানের যে অংশে পাহাড়ী ও অজলবাসিনা বাস করে, সেই অংশই সাধারণতঃ উক্ত নামে অভিহিত। ইহার প্রধান নগর বর্দ্ধনকূঠ, কাঞ্চপ এবং শ্রীরঙ্গ বা বিহারিকা। দ্বিতীয় নগরটী গুরাননীতীরে অবস্থিত এবং প্রথমটী একজন মূলমান্যপালনকর্তার অধীন।

এখানকার অধিবাসিরা বর্ষাকৃতি, অপরিচ্ছন্ন ও মূর্খ। যবন-
শাসিত, স্থানে জাতিবিভাগের কোন সন্ধ্যাবস্থা নাই। অধি-
বাসিরাও অত্যন্ত হুজিরাসক্ত।

নিবৃত্ত্যাজ্ঞান (ত্রি) নিবৃত্তি: আত্মা স্বরূপং বস্তু। নিবেশ।

“নিবেশস্ত নিবৃত্ত্যাজ্ঞানং কালমাত্রমপেক্ষতে ॥” (তিথিতত্ত্ব)

নিবেদক (ত্রি) নিবেদয়তীতি নি-বিদ-গিচ্-লু। নিবেদনকারী,
যে নিবেদন করে।

নিবেদন (ক্লী) নিবিষ্টভূতং বিজ্ঞাপ্যতেহনেতি নি-বিদ-লুট্।

১ আবেদন, বিজ্ঞাপন, জানান। ২ সমর্পণ।

“প্রবণং কীৰ্ত্তনং বিজ্ঞাপ্যঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অৰ্চনং বন্দনং দাস্ত্যং সখ্যামান্বনিবেদনম্ ॥” (ভাগ° ৭।৫।২৩)

নিবেদনীয় (ত্রি) নি-বিদ-গিচ্-অনীয়। নিবেদনার্থ, নিবেদন-
যোগ্য।

নিবেদয়িষ্যু (পুং) নিবেদয়িতুমিচ্ছুঃ, নি-বিদ-গিচ্-সন্, ততো
উ। নিবেদন করিতে ইচ্ছুক, জানাইতে অভিলাষী।

নিবেদিন্ (ত্রি) নি-বেদ অস্ত্যর্থো ইনি। নিবেদনকারী,
প্রকাশক।

“অপসব্যাস্ত শকুনা দীপ্তাভয়নিবেদিনঃ ॥” (বৃহৎসং ৮৬।৫৭)

নিবেদিত (রি) নি-বিদ কৰ্ম্মণি ক্ত। কৃতনিবেদন। সম-
পিত, দত্ত, উৎসর্গীকৃত।

“ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর।” (নন্দিকেশ্বরপুং)

২ জ্ঞাপিত।

নিবেদ্য (ত্রি) নি-বিদ-ণ্যৎ। নিবেদনযোগ্য, সমর্পণযোগ্য,
জ্ঞাপনীয়।

নিবেশ (পুং) নি-বিশ-ঘঞ্। ১ বিভাস। নিবিশত্যমিহিতি
অধিকরণে ঘঞ্। ২ শিবির।

“তত্ত্ব সেননিবেশোহুদ্যাক্ষমিবয়োজনম্ ॥” (ভারত ৫।৮।২)

৩ উদ্বাহ, বিবাহ।

“ততো নিবেশায় তদা স বিপ্রঃ সংশিতব্রতঃ।

মহীকটায় দারাপী ন চ দারানবিন্মত ॥” (ভারত ১।১৪।১)

৪ নিবেশন, প্রবেশ। ৫ গৃহ। (দেবীভাগ° ৩।১৯।৪৪)

“নিবেশঃ পুংসি বিজ্ঞাসে শিবিরোদ্ধাহরোরপি।” (মেদিনী)

নিবেশন (ক্লী) নিবিশত্যমিহিতি নি-বিশ-অধিকরণে লুট্। ১ গৃহ।

“সজ্জাব্য সৰ্গলোকাস্ক যযৌ রাজা নিবেশনম্ ॥”

(দেবীভাগ° ৩।২৪।৪৯)

২ নগর। (হেমচ) ৩ প্রবেশ। নি-বিশ-গিচ্-ভাবে

লুট্। ৪ স্থাপন।

“নিবেশয় মহাবাহো ভরতঃ বস্ত্রপেক্ষসে।” (রামা° ৭।৭৫।১৩)

(ত্রি) ৫ প্রবেশক।

“আকাশেবস্থিতঃ শব্দঃ সৰ্ব্বশ্রোত্রনিবেশনঃ।

নযন্তে ভগবন্ বিজ্ঞো তুভ্যং শব্দায়ান নমঃ ॥”

(হরিবংশ ভবিষ্যপর্ক ১৮।১৩)

৬ স্থিতি। নি-বিশ-গিচ্-ভাবে লুট্। ৭ বিভাস। ত্রিঃ
ভীপ্। নিবেশাধার পৃথিবী।

“তোনা পৃথিবি ভবানুক্ষয়া নিবেশনী।” (ঋক্ ১।২২।১৫)

“নিবিশন্তি অস্ত্রামিতি নিবেশনী নিবাসস্থানভূতা।” (সারণ)

নিবেশবৎ (ত্রি) নিবেশঃ বিদ্যাতে যন্ত, মতৃপ্, মন্ত ব। বিভাস-
যুক্ত, প্রক্ষেপবিশিষ্ট।

“সাগৌরসিদ্ধার্থনিবেশবস্তির্দুর্জ্ঞাপ্রবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্ ॥”

(কুমার° ৭।৭)

“গৌরসিদ্ধার্থনিবেশবস্তিঃ শ্বেতসর্বপপ্রক্ষেপবস্তিঃ” (মল্লিনাথ)

নিবেশিন্ (ত্রি) আশ্রয়প্রাপ্ত, প্রতিষ্ট, অবস্থিত।

নিবেশনীয় (ত্রি) নি-বিশ-অনীয়। প্রবেশার্থ, প্রবেশযোগ্য।

নিবেশিত (ত্রি) নি-বিশ-গিচ্-ক্ত। ১ স্থাপিত। ২ বিজ্ঞত।
৩ প্রবেশিত।

নিবেশ্য (ত্রি) নি-বিশ-ণ্যৎ। ১ নিবেশনীয়, নিবেশার্থ।

“তদিয়ে পুং প্রকাশার্থং নিবেশ্যায় ময়ি সূত্রত।” (হরিবং° ১।৫।২৮)

২ শোধনীয়।

অবস্ত্রঃ রাজপিত্ত্তৈর্নিবেশ্য ইতি মে মতিঃ। (ভার° ৩।৩৬ অঃ)

‘নিবেশ্যঃ আনুগাথং শোধনীয়ঃ’ (নীলকণ্ঠ) ৩ বিবাহার্থ।

(ভারত ১।১২।২) ৪ স্থাপিত (নগরাদি)

নিবেষ্ট (পুং) ১ আচ্ছাদন, আবরণবস্ত্র। ২ সামভেদ।

নিবেষ্টন (ক্লী) বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদন। আবৃতকরণ।

নিবেষ্টব্য (ত্রি) নি-বিশ-তব্য। নিবেশনীয়। আচ্ছাদনযোগ্য।

নিবেষ্য (ক্লী) নি-বিশ-ভাবে ণ্যৎ। ১ ব্যাপ্তি। কৰ্ম্মণি ণ্যৎ।

(ত্রি) ২ ব্যাপিরা। (পুং) ৩ ব্যাপক দেবভেদ।

“নিবেষ্যঃ যুদ্ধা।” (গুরুযজ্ঞ° ২৫।২) ৪ আবর্জ। ৫ নীহার

জল। “অথ নিবেষ্যঃ গৃহ্নতি।” (শত° ব্রা° ৫।৩।১১)

‘নিবেষ্যঃ আবর্জঃ।’ (ভাষ্য) নিবেষ্যে ভবঃ যৎ। ৬ জল-

স্তম্ভ। ৭ পণ্ডর সমুদ্রের উপরিভাগ। (কাত্য° শ্রৌ° ১৫।৪।৩৩)

(পুং) তত্ত্বভব, তত্ত্বপতি কৃত্র।

“ছন্দস্যায় চ নিবেষণায় চ।” (গুরুযজ্ঞ° ১৬।৪৪)

‘নিবেষণঃ আবর্জঃ নীহারজলং বা তত্ত্ব ভব্যো নিবেষণঃ’ (ষেদধীপ)

নিব্যাদিন্ (পুং) নিতরায় বিধাতি হন্তি শব্দান্ নি-ব্যধ-ণিনি।

*১ কৃত্তভেদ।

“নমঃ সহমানায় নিব্যাদিনে।” (গুরুযজ্ঞ° ১৬।২০)

(ত্রি) ২ নিত্য বাধ্যক।

নিব্যূঢ় (ক্লী) অভিনিবেশ, নিরন্তর চেষ্টা।

নিশ্ (ক্ৰী) নিতরাং ভ্রুতি তনুকরোতি ব্যাপারান্, শো-ক, পূর্বোদয়াদিভাষ্য সাধুঃ । ১ রাজি। ২ হরিত্রা। ত সংজ্ঞা হইলে শব্দাদি প্রত্যয় পরে নিশা শব্দ স্থানে নিশ্ আদেশ হয়। যথা—
“বিধবারাং নিযুক্তস্ত ত্বতাকো বাগ্যাতো নিশি।” (মহু)

এই হলে “নিশি” নিশাশব্দের সপ্তমীর এক বচনে নিশম হইরাছে। নিশা ই শব্দাদি প্রত্যয়ের মধ্যে ই পড়িরাছে, এইজন্য নিশাশব্দ স্থানে নিশ্ আদেশ হইল, তাহার পর নিশ্ + ই নিশি হইল।

নিশকপুর কঁুরা, ভাগলপুর জেলার একটা পরগণা। স্কেন্স-কল ৪৪৫৮-৬ একর অথবা ৬৯৬৫ ৭ বর্গমাইল। এই পরগণার সর্বমুখ ১৬৮ জমিদারী আছে। এই স্থানের অধিকাংশ জমিই অতি উর্বরা এবং প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্তাদি উৎপাদন করিতেছে।

এই পরগণার মধ্যে দুর্গাপুরের রাজবংশ অতি প্রসিদ্ধ। মধুপুর মহকুমা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে দুর্গাপুর তাঁহাদের আবাস স্থান। এই বংশের আদিপুরুষ একজন পমার রাজপুত, নাম হুসল সিংহ। ভ্রাতা মধুর সহিত ইনি পশ্চিম ত্রিহতের ঝারানগর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। প্রথমে উভয়ে ঝারবঙ্গের রাজার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিতেন।

এক দিন বৃষ্টির সময়, দুইজনে রাজার দেহরক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল; রাজা তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করেন। তথাকার স্থানীয় ভাবায় বিশ্রাম অর্থে ‘ওথ-লো’ শব্দ ব্যবহৃত করা হয়। কিন্তু ‘ওথ’ নামে পূর্বদিকে একটা জায়গা ছিল। বোধ হয়, বর্তমান উত্তরথওই তখন ‘ওথ’ নামে খ্যাত ছিল। ভ্রাতৃত্বের ‘ওথ-লো’ শব্দের অন্তরূপ অর্থ করিয়া লইলেন। ইহার প্রকৃত অর্থ তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। উভয়ে বহুসংখ্যক স্বজাতি সংগ্রহ করিয়া নির্দিষ্ট ‘ওথ’ গ্রাম জয় করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা শুদ্ধ ‘ওথ’ জয় করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। সমস্ত নিশকপুর পরগণা দখল করিয়া লইলেন। এই স্থানে স্থায়ী আবাসস্থাপনপূর্বক মধু দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দগ্রহণার্থ দিল্লী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি তথায় বাইরা মুসলমানদ্বয়ের নীক্ষিত হন। যখন দিল্লী আসিতে ছিলেন, তখন তদীয় অশুচরবর্গ তাহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণজন্য ফুৎ হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করে। মধুপুর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে লদারিঘাটে তাঁহার দেহ হইতে মৃতক বিচ্যুত করা হয়। কিন্তু তাঁহার অশিক্ষিত অথ মস্তকহীন দেহ লইয়া স্থপূলের পশ্চিমদক্ষিণে অবস্থিত নোহাটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। লদারিঘাটে তদীয় গোরস্থানে একটা মন্দির নির্মিত হয়। এই স্থানে এক

ককির বাস করিয়া থাকে। ইহার ভরণপোষণের জন্য ৪০ বিঘা জমি আরম্ভের দেওয়া হইরাছে। মধুর বংশধরগণ মুসলমান। ইহারা নোহাটাতে অবস্থান করিতেছে।

নিশ্ঠ (পুং) বলদেবপুত্রভেদ। “বলদেবোহপি দেবভ্যাং নিশ্ঠোজ্জ্বলো পুত্রাবজননঃ” (বিকৃপু ৪১৫ অঃ)।

নিশময় (ক্ৰী) নি-শম-শিচ্-সূট্। ১ দর্শন। ২ ভ্রমণ। (মেদিনী) নি পূর্বক শমি ধাতুর অব্যর্থ বিহিত আছে। যথা—

“নিশাময় তদুপজিৎ বিস্তরাকাদতো মম।” (দেবীমা)

নিশা (ক্ৰী) নিতরাং ভ্রুতি তনুকরোতি ব্যাপারানিতি নি-শো ক-টাপ্। রাজি। পর্যায়—রাজী, সন্মোজননী, শব্দী, চক্র-ভেদিনী, ষোরা, ভ্রামা, বামা, দোবা, তুদী, ভোতী, শতাকী, বাস্তবা, উবা, বাসভেরী, তমা, নিট্। (ত্রিকা)।

“সিতেষু হর্দ্যোষু নিশাহু যোবিতাং স্থপ্রস্থপ্তানি মুখানি চক্ষমাঃ।”

(ঋতুসং ১১১১)

তৎপুরুষসমাসে নিশা শব্দ বিকরে ক্রীবলিঙ্গ হয়। যথা ‘শনিশাবা’। কিন্তু সমাহার স্বল্পে সকল স্থলেই ক্রীবলিঙ্গ হইবে।

যথা—“ইন্দিয়াং জয়ে যোগং স যাতি চেৎ দিবানিশং।” (মহু)

দিবানিশং অহর্নিশং প্রভৃতি সকল স্থলেই ক্রীবলিঙ্গ হইবে।

[বিশেষ বিবরণ রাজি শব্দে দেখ।]

২ জ্যোতিষোক্ত মেঘাদি রাশি।

“অজগোপতিযুগ্মক কক্ষিধিমুগান্তথা।

নিশাংসংজ্ঞাঃ স্বভাশ্চৈতে শেবাশ্চাক্তে দিনান্বকাঃ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

৩ হরিত্রা। দারু-হরিত্রা। (মেদিনী) পর্যায়—

“হরিত্রা প্রীতিকা গোবী কাঞ্চনী বজ্রনী নিশা।

মেহরী বজ্রনী প্রীতা বর্ণিনী রাজি নামিকা॥” (বৈদ্যক-রত্নমালা)

নিশাকর (পুং) নিশাং করোতীতি নিশা-ক-ট। (দ্বিবা-বিভানিশেতি। পা ৩২।২১) চক্র।

“রবিনিশাকরয়ো গ্রহপীড়নং গজভূজকবিহঙ্গমবন্ধনম্।

মতিমতাক নিরীক্ষা দরিত্রতাং বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥”

(পঞ্চতন্ত্র ২।২০)

২ কুট্। ৩ কর্পূর। নিশাকরশচন্দ্রশিরোদেশেহস্ত্যন্তেতি

অচ্। ৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৭৭)

নিশাকরকলামৌলি (পুং) নিশাকরত চক্রস্ত কলামৌলো যন্ত। শিব।

নিশাখ্যা (ক্ৰী) নিশায়া আখ্যা যন্তাঃ। নিশাখ্যা, হরিত্রা। (অমর)

নিশাচর (পুং) নিশায়াং রাজৌ চরতীতি নিশা-চর-ট (চরেটঃ।

পা ৩২।১৬) ১ রাজস।

“অচিরাৎ যজ্ঞভির্ভাগং করিতং বিধিবৎ পুনঃ।

মার্যবিভিরনামীচমাঙ্গাভ্যে নিশাচরঃ॥” (রঘুব ১০।৪৫)

২ শৃগাল। ৩ পেচক। ৪ সর্প। (মেদিনী) ৫ চৌর।
৬ ভূত। ৭ চোরক নামক গন্ধদ্রব্যভেদ। (রাজনি) ৮ চক্র-
বাকপক্ষী। ৯ বিড়াল। ১০ তরুলিকা পক্ষী, চলিত বাছুর।
১১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৬৯) (ত্রি) ১২ রাজি-
চরমাত্র, কুলটা, পিশাচাদি। ১৩ একজন সংকল্পিত কবি। অতি-
নবগুণ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৪ নেপালী ভটেউর পক্ষী।
নিশাচরপতি (পুং) নিশাচরাণ্য ভূতানাং পতিঃ, ভূতং।
প্রমথপতি, শিব।

“ভূতো হরোজটীহাণুনিশাচরপতিঃ শিবঃ।”

(ভারত দ্রোণপ° ৫২ অ°)

২ রাক্ষসের রাবণ।

নিশাচরী (স্ত্রী) নিশাচর-স্ত্রী। ১ কুলটা। (মেদিনী)

২ কেশিনীনামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ। ৩ রাক্ষসী।

“অনির্বৃতি নিশাচরী মম গৃহাশ্রয়ে স্থিত।

নিহন্তি বিগমগমন্তিপুরাণশাস্ত্রোদিতাম্।

ক্রিয়াং তদমুগা সখী হৃদয় এব চিন্তাবিশ-

স্তয়োদর্শনকারণং হৃদয়ি কেবলং ভূপতে ॥” (উড়ট)

নিশাচর্যুগ (পুং) নিশাচর্যেব আবরকভাং। অঙ্ককার।

(ত্রিকা°)

নিশাচারিন্ (ত্রি) ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৪) ২ নিশাচর।

নিশাচ্ছদ (পুং) গুহ্যভেদ।

নিশাকুল (স্ত্রী) নিশোভয়ং কলং মধ্যপদলোপিক°। হিমকল,
শিশির। (ত্রিকা°)

নিশাট (পুং) নিশাচর্যেব অটতীতি অট-অচ্। ১ পেচক।

(ত্রি) ২ নিশাচরমাত্র।

নিশাটক (পুং) নিশাচর্যেব অটতি, নিশাবৎ কৃষ্ণভং অটতীতি
বা অট-লু। ১ গুগগুলু। (ত্রি) ২ রাজিচর মাত্র।

নিশাটন (পুং) নিশাচর্যেব অটতীতি অট-লু। ১ পেচক।

(হলানুৎ)। (ত্রি) ২ নিশাচরমাত্র।

নিশাত (ত্রি) শো নিশানে নি-শো-ক্ত (শাঙ্কোরজতরস্তাম্।
পা ৭।৪।৪১) ইতি হ্রস্বেণ ইভাভাষঃ। শাগিত, তেজিত,
ভীকীকৃত।

“পুরাণি চুর্ণাণি নিশাতমায়ুধম্।” (মাস ১৮°)

নিশাতিক্রম (পুং) নিশার অতিক্রমণ, রাজির অবসান।

নিশাতৈল, আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত তৈলবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—
কটুতৈল ১ সের, ভূতুয়াপাতার রস ৪ সের, কন্ধহরিদ্রা ৮
তোলা, গন্ধক ৮ তোলা। এই তৈল কর্ণনাগীরোগে বিশেষ
উপকারী।

নিশাত্যয় (পুং) নিশাচর্যেব অত্যয়ঃ। নিশাবসান, প্রভাত। (হেম°)

নিশাদ (পুং) নিশাচর্যেব অতি ভয়তীতি নিশা-অদ-অচ্।

১ নিবাদ। (রমানাথ)। (ত্রি) ২ রাজিভোজিরাত্র।

নিশাদর্শিন্ (পুং) নিশাচর্যেব পত্নীতি দৃশ-গিনি। পেচক।

(শকার্ধকল্পত°)

নিশাদি (স্ত্রী) নিশাচর্যেব আদির্ভূত। সাংসেজ্ঞা। ‘নিশাচর্যেব
আদিঃ’, এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিলে পুংলিঙ্গ হইবে।

নিশাদ্যতৈল, আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত তৈলোষধিশেষ। তৈল ৪ সের।
কন্ধ হরিদ্রা, আকন্দার আটা, সৈন্ধব, চিতামূল, গুগগুলু,
করবীমূল, কুড়চিহাল, মিলিত এক সের। জল ১৬ সের।
ইহাতে ভগবদ্রোগ উপশমিত হয়।

নিশাদীশ (পুং) নিশাচর্যেব অধীশঃ। নিশাপতি।

নিশান্ (পারসী) ১ ধ্বজা, চিহ্ন। ২ অভিজ্ঞান।

নিশান (স্ত্রী) নি-শো ভাবে লুট। তীক্ষ্ণকরণ, ভেজন।

“ক্রমাদেভেহত্র সন্দেহে কান্তিনিলাবিচারণে।

নিশানার্জবনিন্দাসু কণ্ঠয়েহপি কিতো মতঃ ॥” (মুদ্রবোধ)

নিশানুবর্দ্ধার (পারসী) নিশানুধারী।

নিশানুবর্দ্ধারী (পারসী) নিশানুধারির কার্য।

নিশানবালা, (নিশান-ওয়ালা মিশল্) সঙ্গত সিংহ ও মোহর-
সিংহ এই মিশল্ স্থাপিত করেন। ইহারা আট জাতি। ইহারা
‘দল’ বা দলবদ্ধ থাল্‌স। সৈন্তদলের পতাকা বাহনকারী ছিল
বলিয়া, এই সম্প্রদায় নিশানবালা নামে অভিহিত হইয়াছে।
শতদ্রু নদীর অপরপার্শ্ববর্তী স্থানে ইহারা লুণ্ঠনরুতি করিত
এবং লুণ্ঠিত জ্রাবাদি লইয়া স্বদ্রু স্থানে পলাইত। একদিন
ইহারা সমুদ্রশালী মিরাত নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে।
এখান হইতে অসংখ্য ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া, অঘালায় ইহা-
দের প্রধান আড্ডার লইয়া যায়। এই স্থানে ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র
ও খাদ্যাদি থাকিত। ইহাদের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্ত ছিল।
সঙ্গত সিংহের মৃত্যুর পর, মোহর সিংহ এই দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ
করে। মোহর নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করে। ইহার
মৃত্যু সময়ে রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর অপরকূলে অবস্থিতি করিতে
ছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র, স্বীয় দেওয়ান মোখম-
চাঁদকে একদল সৈন্ত লইয়া এই দলদল নষ্ট করিবার
আদেশ দেন। রণজিৎ সিংহের সৈন্তেরা নিশানবালাদের তথ্য
হইতে দুরীভূত করিয়াছিল। অনন্তর মোখমচাঁদ তাহাদের
ধনরত্নাদি গ্রহণ করিলেন।

নিশানাথ (পুং) নিশাচর্যেব নাথঃ ভূতং। চক্র, নিশাপতি।

“অষ্টমেষু নিশানাথে কটকৈঃ পাপবজ্জিতৈঃ।

প্রবাসী ভূতমাভি সৌম্যৈর্ভাসমানিভঃ ॥” (বটপঞ্চশিকা)

২ কর্ণু। (অমর)



নিশানারায়ণ (পুং) একজন সংস্কৃত-কবি।

নিশানী (পারসী) ১ চিহ্ন, পতাকা। ২ অভিজ্ঞান।

নিশান্ত (ক্লী) নিশাতে বিশ্রান্তে নিদ্রিত, নি-শ্রম-অবি-
করণে ক্র। গৃহ।

“তস্তাঃ স রাজোপপন্নং নিশান্তঃ

কামীব কান্তদ্বয়ং প্রসিদ্ধ।” (রবু ১৬৪০)

নিশায়া অস্তো যত্র। ২ উষা, নিশাবসান, নিশার অস্ত, শেষ।

“ন নিশান্তে পরিত্রাস্তো ব্রাহ্মণীয়া পুনঃ ধ্বংসে।” (মহু ৪১৯৯)

(ত্রি) নিতরাং শাস্তঃ। ৩ নিতান্ত শাস্ত, অতিশাস্ত।

(মেদিনী)

নিশান্তীয় (ত্রি) নিশান্ত অদূরদেশঃ নিশান্ত উৎকরাশির্বাং
হ। নিশান্ত সমিষ্ট দেশাদি। (পাণিনি ৪।২।৯০)

নিশাক্ষ (পুং) নিশায়াং অক্ষঃ। ১ রাজাক্ষ। (ত্রি) ২ রাজিকালে
যাহারা দেখিতে পার না। ৩ রাজাক্ষচক যোগভেদ।
সিংহরাশিতে সূর্য থাকিলে রাজাক্ষ হয়।

“শূরঃ স্ত্রীকো বিকলনয়নো নিয়ুগোহর্কে তদ্বস্থে

মেঘে সমস্তিমিরনয়নঃ সিংহসংস্থে নিশাক্ষঃ॥” (বৃহজ্জাতক)

‘সিংহলয়ে তদ্বস্থে চার্কো নিশাক্ষঃ রাজ্যাকো ভবতি’ (ভট্টোৎপল)

নিশাক্ষা (স্ত্রী) নিশায়াং অক্ষয়তি উপসংহরতি আত্মানমিতি
অক্ষ-অচ-টাপ্। ১ জড়কালতা। (রাজনি) ২ রাজকন্ডা।

নিশাপতি (পুং) নিশায়াঃ পতিঃ। ১ চন্দ্র।

“স্বমন্দভুক্তিসংস্কৃতা মধ্যভুক্তিনিশাপতেঃ।

দোজ্যাস্তরাদিকং কৃত্বা ভুক্তাবৃণধনং ভবেৎ॥” (স্বর্ঘ্যসি ২।৪৭)

২ কর্পূর। নিশায়ামেব পতিঃ। রাজিকালেই পতি এই-

রূপ সমাসব্যাক্য করিলে ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা কোন কোন
স্থলে ‘উপপতি’ এইরূপ অর্থ হয়। রাজিকালেই কেবল পতি,
অন্ত সময়ে পতি নহে। যথা—

“প্রাক্রণকোপেহপি নিশাপতিঃ স তাপং সুধাময়ো হয়তি।

যদি মাং রজনিজরইব সখি! স ন নিরুণকি গেহপতিঃ॥”

(আর্যাসপ্তশতী ৩৫২)

নিশাপুত্র (পুং) নিশায়াঃ পুত্র ইব। খেচর, নক্ষত্র প্রভৃতি।

“খেচরাক্ষ নিশাপুত্রান্তথা পাতালবাসিনঃ।” (হরিব ২৩৬ অ’)

নিশাপুর, খোরাশানের একটি জেলা। মেশিদের পশ্চিমে অব-
স্থিত। নিশাপুর নগর অক্ষা° ৩৬° ১২’ ২০” উ° এবং দ্রাঘি°
৫৮° ৪৯’ ২৭” পুঃ মধ্যে অবস্থিত। পেশাবাদীর বংশোদ্ভব তাপামুর
অথবা তৈমুর নামক জনৈক যুবরাজ কর্তৃক এই নগর
নির্মিত হয়।

প্রথমে আলেকসান্দর এই নগর অধিকার করিয়া, এক-
প্রকার ধ্বংস করেন। পরে আরবগণ ও তদনন্তর তুর্কগণ

এই নগর অধিকার করেন। ১২২০ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গি খাঁর পুত্র
হুলী-খাঁ দখল করিয়া নিকটবর্তিহানের প্রায় ২০ কুড়ি লক্ষ
নিরপরাধী লোকের প্রাণ সংহার করে। সেই সময় হইতে
যোগল, তুর্ক এবং উজ্জ্বক জাতিরা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ
করিয়াছে।

নিশাপুরের ৪০ মাইল পশ্চিমে একটি উপত্যকার মধ্যেই
রত্নখনি আছে। পাঁচাড় গুলিতে নানাপ্রকার মণি পাওয়া
যায়। আরও ছয়টা বড় খনি এই স্থানে আছে।

নিশাপুচ্চ (স্ত্রী) নিশায়াং রাজ্যো পুশ্যতি বিকসতীতি পুশ-
বিকাসে অহ্। কুমুদ, উৎপল। (রাজনি°)

নিশাপ্রাণেশ্বর (পুং) নিশায়াঃ প্রাণেশ্বরঃ। নিশাপতি।

নিশাবল (পুং) নিশায়াং রাজ্যো বলং যত। মেঘ, বৃষ, ধনু,
কর্কট, মিথুন ও মকর লগ্ন। রাজিকালে এই সকল লগ্ন
বলসাম্যক হয় বলিয়া, ইহাদিগকে রাজিবল কহে।

“গোহজ্ঞাধিকর্মিথুনা সমুগা নিশায়াঃ

পৃষ্ঠোদয়া বিমিথুনাঃ কথিতান্ত্রাব।

শীর্ষোদয়া দিনবলাচ্চ তবস্তি শেষা

লগ্নং সমেপ্যভয়তঃ পৃথুরোমযুগ্মম্॥” (বৃহজ্জাতক)

নিশাকালে নিশাবল লগ্নে কার্যাদি প্রশস্ত, এবং দিবাভাগে
দিনবল লগ্ন প্রশস্ত।

“শস্তং দিবা দিনবলেনিশিনক্কাবীর্ঘ্যে

রাজ্যো বিপর্যায়মতো গমনং ন শস্তম্।” (বৃহজ্জাতক)

নিশাভক্সা (স্ত্রী) নিশা হরিত্রা তবৎভক্তো যত্নাঃ। হৃদ্যপুঞ্জী,
চলিত হৃদ্যপেয়া। (শকট°)

নিশাভাগ (পুং) নিশায়াঃ ভাগঃ। রাজি।

নিশামণি (পুং) নিশামণিরিব। ১ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ কর্পূর।

নিশামন (ক্লী) নি-শম-গিচ্-লুট্। ১ দর্শন। ২ আলোচন।

(মেদিনী) ৩ শ্রবণ। (হেমচন্দ্র)

নিশাময় (পুং) শিব। (আর্যত ১৩।১৭।৫।)

নিশামিষ্ম, সুপায়ব্যাকরণের একজন টীকাকার।

নিশামুখ (ক্লী) নিশায়াঃ মুখং ভূতং। প্রদোষকাল।

“স চোপেক্ষো বৃষং হৃদ্বা কাস্তচক্রে নিশামুখে।” (হরিব ৭৮ অ’)

“ব্রতং নিশামুখে গ্রাহ্যম্।” (প্রাণ° ত°)

নিশামুগ (পুং) নিশাচরোমুগঃ পশুঃ। শৃগাল। (শকট°)

নিশামিন্ (ত্রি) শারিত, নির্যোগত।

নিশারণ (ক্লী) নি-শ্ হিংসায়াং গিচ্-লুট্। ১ মারণ। নিশায়াঃ
রণম্। ২ রাজিযুদ্ধ। (পুং) ৩ রাজিশব্দ।

নিশারত্ন (ক্লী) নিশায়াঃ নিশায়াং বা রত্নমিব। ১ চন্দ্র। (হেম°)
২ কর্পূর।

নিশারুক (পুং) তালবিশেষ। সপ্তবিধ রূপকের একটি তাল।
দ্রুত, প্রোচ, খচর, বিভব, চতুরক্রম, নিশারুক ও প্রতিভাল,
এই সপ্ত রূপক তাল।

“দ্রুতঃ প্রোচোহং খচরো বিভবচতুরক্রমঃ।

নিশারুকঃ প্রতিভালঃ কথিতাঃ সপ্তরূপকাঃ ॥” (সঙ্গীতদামোঁ)

ছইট লখু ও ছইটী গুরু এবং চতুর্বিংশতি বর্ণ হইবে, তাহা
হইলে এই তাল হয়। হস্তরসে এই তাল উক্ত হইয়াছে।

“লঘুদ্বন্দ্বং গুরুদ্বন্দ্বং তন্নাসতালকঃ স্মৃতঃ।

চতুর্বিংশতিবর্ণৈস্ত রসে হ্যন্তে নিশারুকঃ ॥” (সঙ্গীতদামোঁ)

নর্তক রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া, চারিদিকে কুহুমাদি বিকীর্ণ
করিয়া নিশারুকতালে কোমল নৃত্য করিবে।

“প্রবিষ্ট নর্তকোরঙ্গং বিকীর্ণ্য কুহুমাদিকম্।

নিশারুকং তালেন কোমলং নৃত্যমাচরেন ॥” (সঙ্গীতদামোঁ)

(ত্রি) ২ নিতান্ত হিংসক।

নিশার্ককাল (পুং) রাত্রির প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ প্রথম ছই যাম।

নিশাবন (পুং) নিশাবৎ অন্ধকারজনক বনং যত্র। শব্দ বৃক্ষ।

(রাজনিং)

নিশাবসান (স্ত্রী) নিশায়াঃ অবসানং। রাত্রির অবসান, প্রভাত।

নিশাবিহার (পুং স্ত্রী) নিশায়াং বিহারো যত্র। রাক্ষস।

“প্রচক্রতু রামনিশাবিহারো।” (ভট্ট)

নিশাবৃন্দ (স্ত্রী) নিশায়াঃ বৃন্দং সমূহং। রাত্রিগণ, বহুনিশা,
রাত্রিসমূহ। (শব্দরং)

নিশাবেদিন্ (পুং) নিশাং নিশাপরিমাণং বেত্তি বেদয়তি বা
বিদ বা বেদি-গিনি। কুকুট। (হেম ৪।৩৯০)

নিশাহস (পুং) নিশায়াং হসতি পুশ্বিকাশেন হস-অচ্, বা
নিশায়াং হসো বিকাশো যন্ত। কুমুদ, নালগাছ। (ত্রিকাণ্ড)

নিশাহাসা (স্ত্রী) নিশায়াং হাসো যন্তাঃ। শেফালিকা, শিউলী
ফুল গাছ।

নিশাহুবা (স্ত্রী) নিশায়া আহবা অভিধানং যন্তাঃ। ১ হরিজা।
২ মালবদেশে প্রসিদ্ধ জুতুকা নামে লতা।

নিশি (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ হরিজা।

(দেশজ) ৩ ভূতযোনিবিশেষ। সাধারণতঃ রাত্রিকালে এই

প্রত্যয়োনিয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকে জাগাইয়া তোলা হয়,
এইরূপ প্রবাদ। আমাদের দেশে কোন ব্যক্তির সঙ্কটাপন্ন রোগ

হইলে, তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেকোন কবি-
রাজী, হাকিমী ও এলোপাথী বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

করার প্রথা আছে, সেইরূপ শেষ নিদানে এই পৈশাচিক
প্রক্রিয়ার দ্বারা যদি কোন উপকার হয়, সেইজন্য ভ্রাত

! সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আমাদের দেশবাসিগণ, এই প্রথার

অনুসরণ করিয়া থাকেন। শুনা যায়, ভূতের অবতারণা
প্রভৃতি ভৌতিক ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে, কোন ব্যক্তির হস্তে
একটা নারিকেলের মুখ কাটিয়া দিয়া, তাহাকে নিকটবর্তী পল্লী-
সমূহে গভীর রাতে পরিভ্রমণ করিতে আদেশ করা হয়। এই
ব্যক্তি রাত্রিকালে যখন ডাব লইয়া যায়, তখন অধিষ্ঠিত প্রেত-
যোনি নারিকেল হইতে গ্রামবাসী ব্যক্তিগণের একে একে
প্রত্যেকের তিনবার নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে। এই তিনবার
ডাকের মধ্যে যদি কেহ তাহার আহ্বানে উত্তর দেয়, তাহা হইলে
নারিকেল হস্তে যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল, সে শব্দ শুনিবা-
মাত্রই, এই নারিকেলের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। তাহা হইলে,
যে ব্যক্তি নিশিভূতের আহ্বানে উত্তর দিয়াছিল, তাহার প্রাণ-
বায়ু এই অদ্বুত পৈশাচিক ক্রিয়ার বলে, নারিকেল মধ্যে আসিয়া
অবস্থান করিবে এবং এই নিশিভূতের সাহায্যে উক্ত ব্যক্তির
প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া, মৃত্যুবস্থায় শরান থাকিবে। পরে
প্রক্রিয়ারত ব্রাহ্মণ বা সাধুপুরুষের নিকট এই নারিকেল লইয়া
উপস্থিত হইলে, তিনি নারিকেল মধ্যস্থ প্রাণ লইয়া, পূর্ব
কথিত রোগীর পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন। এই ব্যক্তি
পুনর্জীবিতবৎ হইয়া পুনরায় সংসারে লিপ্ত হইবে। আমা-
দের এই অযথা বিশ্বাসের অন্তর্বর্তী হইয়া, কোন কোন
ব্যক্তি মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, অনর্থক কতকগুলি
টাকা নষ্ট করিয়া থাকেন। যতদূর বৃদ্ধিতে পারা যায়, তাহাতে
কেবল এইমাত্র স্থিরসিদ্ধান্ত হয় যে, যাহার অস্তিমকাল
উপস্থিত, পরমেশ্বর যাহার উপর একান্ত বার, ক্ষুদ্র মনুষ্যের
এমত কি ক্ষমতা আছে যে, তাঁহার সংহাররূপ হস্ত হইতে
অপরকে পরিব্রাজ্য করিতে পারে। নিশি জাগরণপ্রথার মূলে
যে সত্যই নিহিত থাকুক না কেন, আমরা তাহার বিচার
করিব না। আমাদের এইমাত্র উপলক্ষি হয় যে, এই সমস্ত
আচার নিতান্ত ছেয় এবং তাহার কোন সার্থকতা নাই।

নিশিকা (স্ত্রী) বর্ন্তলোহ। চলিত বিদ্রী।

নিশিত (ত্রি) নি-শো-ক্ত (শাঙ্ক্যেরস্তত্তত্তাম্। পা ৭।৪।১১)

১ শান্ত, তেজিত। (স্ত্রী) ২ লোহ। (রাজনিং)

নিশিতা (স্ত্রী) নি-শো-ক্ত, টাপ্। নিশীথ।

“নিশিতায়াং নির্গপেমিশিতায়াং হি রক্ষাসি প্রেরতে।”

(তৈত্তি স* ২।২।২২)

নিশিতি (স্ত্রী) নি-শো-কর্থগি-কিন্। ততো ইত্ম। তনুভূত।

“আহতিং নিশিতিং মর্ন্তো নশৎ।” (শব্দ ৬।২।৫)

‘নিশিতিং নিশিতাং তনুভূতাম্’ (সারণ)

নিশিথ (পুং) দোষার (রাত্রি) পুরভেদ। (ভাগবত ৪।১৩।১৪)

নিশিপালক (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপদে ১৫টি

করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১, ৫, ৯, ১৩, ও ১৭শ বর্ষ শুক, এতদ্বিধি সকল লঘু হইবে। লক্ষণ—

“শব্দ নিশিপালকমিৎ ভবসনান্দ রঃ।” (বৃহস্পতি টীকা)

(পুং) ২ নিশিপালক গ্রহরিত্তম।

নিশিপুষ্ণা (স্ত্রী) নিশি পুষ্পাতি বিকাশতে পুশ্-অচ্, ততো টাপ। শেফালিকা, শিউলীফুল।

নিশিপুষ্পিকা (স্ত্রী) নিশিপুশ্ণা আর্ষে কন্। শেফালিকা। (শব্দর)

নিশিপুষ্ণী (স্ত্রী) নিশি বিকশিতং পুশ্ণং যন্তাঃ, ততো কণ্ধধারয়-সমাসে সপ্তম্যা অলুক্ ‘জাতেরত’ ইতি ঙ্গেচ। শেফালিকা।

নিশিবিন্, একটা অতি প্রাচীন নগর। ইহা পারস্ত ও রোম এই উভয় সাম্রাজ্যের সীমান্তে এবং তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং দৃঢ় পার্শ্বতা দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। রোম ও আরববাসিনা বহুকাল চেষ্টা করিয়াও এই অভেদ্য দুর্গ জয় করিতে পারে নাই। এই নগর ও দুর্গ তিন শ্রেণী সূক্ষ্ম ইষ্টকপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং প্রত্যেক দুই শ্রেণীর মধ্যভাগে খাল কাটা ছিল। পারস্তরাজ শাহপুর উপর্যুপরি ৩৩৮, ৩৪৬ ও ৩৫০ খৃষ্টাব্দে ক্রমান্বয়ে ৬০, ৮০ ও ১০০ দিন অবরোধ করিয়াও বার্ষমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে ৩৬৩ খৃষ্টাব্দে জোবিয়ানের কোশলে এই রাজ্য পারস্তরাজের হস্তগত হয়।

এই দুর্গের চতুর্দিকস্থ পর্বতে, ক্রমবর্ণ কীকড়াবিছা ও বিযাক্ত সপ্ন বহুপরিমাণে দেখা যায়। যখন উত্তেজিত আরব-জাতি, ১৭ হিজিরাতে, এই নগর ৮ মাস অবরোধ করিয়া রাখে, সেই সময়ে কীকড়াবিছার কামড়ে অনেক আরবসৈন্য কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। তাহা দেখিয়া, আরবসেনাপতি কুপিত হইয়া এক হাজার জালা ভরিয়া, এই বিযাক্ত সন্ন্যাস রাত্রিকালে যন্ত্রসাহায্যে নগর মধ্যে নিক্ষেপ করেন। জালা নগর মধ্যে পতিত হইয়া ফাটিয়া যায় এবং তাহাদের কামড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক লোক মরিয়াছিল। যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা প্রভাতে হতাশাস ও ভয় মনোরথ হইয়া দুর্গরক্ষণে কৃতকাৰ্য্য হইল না। মুসলমানেরা দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশপূর্বক অধিবাসিনীগকে হত্যা করিয়া, দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পারস্তরাজ নৌশেরবানের রাজত্বকালে এই উপায়ে ঐ নগর অধিকৃত হইয়াছিল।

বর্তমান সময়ে এই নগরের সে প্রাচীন সৌন্দর্য আর নাই; সামান্য গ্রাম মাত্র দেখা যায়। ইহার চতুর্দিকস্থ ধ্বংসাবশেষ-সমূহ প্রাচীন কীর্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখন কেবল নাম্ব একশত ঘর লোকের বসতি আছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে সাদা গোলাপ ফুল জন্মে। লাল বর্ণের গোলাপ

কোথাও দৃষ্ট হয় না। এখনও পূর্বের জায় সন্ন্যাসবাদির বহুলতা দেখা যায়।

নিশীথ (পুং) নিতরায় শেরভেহজেতি নি-শী-থক্ ঐত্যায়েন নিগা-তনাং সাধুঃ (নিশীথগোপীধাবগধাঃ। উণু ২।২) ১ অর্করাজ।

“নিশীথবীণাঃ সহসা হতযিসো বভূবুয়ালেখ্য সমর্পিতা ইব।”

(রঘু ৩।৫)

২ রাজি। (মেদিনী)

“হৃতব্রীণীভং মননজ দীপনং শুভো নিশীথেহুভবতি কামিনঃ।”

(মহাস্থঃ ১।৩)

৩ রাজির পুত্রভেদ।

“প্রদোষো নিশিথো বাট ইতি লোভাসুতান্তরঃ।” (ভাগ ৪।১৩।১৪)

“নিশিথঃ নিশীথঃ।” ইতি ভাবার্থবীপিকা।

নিশীথিনী (স্ত্রী) নিশীথোহন্তান্তাঃ ইতি ইনি জীপু। রাজি।

নিশীথিনীনাথ (পুং) নিশীথিতাঃ নাথঃ। ১ চন্দ্র। (হলায়ুধ) ২ কর্পূর।

নিশীথ্যা (স্ত্রী) রাজি। (কুরিপ্র°)

নিশুভ (পুং) নি-শুভন্ত হিংসারায় ষণ্। ১ বধ। (হেমচন্দ্র)

২ হিংসন। ৩ মর্দন। ৪ অস্ত্ররভেদ।

“কশ্চপস্ত দহুর্নামর্ভাঘ্যাসীৎ দ্বিজসত্তম।

তস্তান্ত ধৌ সুতাবান্তঃ সহস্রাঙ্কশালিকৌ॥

জ্যোষ্ঠঃ শুভ ইতি খ্যাতো নিশুভশ্চাপরোহুয়ঃ।

তৃতীয়ো নমুর্চীর্নামমহাবলসমধিষ্ঠঃ॥” (বামনপু° ২৬ অঃ)

কশ্চপের দহু নামে এক পত্নী ছিল, এই দহুর গর্ভে তিনটা পুত্র হয়, শুভ, নিশুভ এবং নমুচি। এই তিন পুত্র ইন্দ্র হইতেও অধিক বলশালী। নমুচি ইন্দ্রের হস্তে নিহত হন। পরে শুভ ও নিশুভ বোরতর যুদ্ধের আরোজন করিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইয়া দানবগণের অঙ্গুগামী হইলেন। শুভ ও নিশুভ স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইলে, দেবগণ ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণের বাহার যে সকল শ্রেষ্ঠ রত্নাদি ছিল, দানবগণ তাহা বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিল। শুভ ও নিশুভ একদিন রক্তবীজ নামক একজন দানবকে অবলোকন করিয়া তাহাকে কহিলেন, ‘তুমি কি অস্ত্র দীনভাবে বিচরণ করিতেছ,’ ইহাতে রক্তবীজ কহিল, আমি মহিষাসুরের সচিব। বিদ্যাপর্বতে কাত্যায়নী দেবী ‘মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবীর ভয়ে চণ্ড ও সুণ্ড নামে দুই মহাবীর জল মধ্যে অবস্থিত করিতেছেন।’ তাহা শুনিয়া শুভ ও নিশুভ প্রতিজ্ঞা করিল, ‘মহিষাসুরহরী দেবীকে বিনাশ করিব।’ তৎক্ষণাৎ নর্দনা নদীমধ্য হইতে চণ্ড ও সুণ্ড নির্গত হইয়া, শুভ ও নিশুভের সহিত মিলিত হইল। তখন সকলে

একত্র মিলিত হইয়া, সুগ্রীব নামে একজন দূতকে বিদ্যাপর্যন্তে দেবীর নিকট পাঠাইল। দূত দেবীসমীপে উপস্থিত হইয়া দেবীকে কহিল, ‘জগৎ মধ্যে শুভ ও নিশুস্ত সর্বাংশে বীর এবং তুমিও ত্রিলোক মধ্যে সুখ্যরী। এই দুইজনের মধ্যে গাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকে বরমালা প্রদান কর।’ দেবী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ‘তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য, কিন্তু আমি একটি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে আমাকে সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে, আমি তাহাকেই বরমালা দিব।’ দূত আসিয়া ইহা দানবরাজ সমীপে নিবেদন করিল। তখন দানব-রাজ দেবীকে ধরিয়া আনিবার জন্য ধুম্রলোচনকে পাঠাইলেন। ধুম্রলোচন দেবী সমীপে গমন করিলে, দেবী একটা হস্তার পরি-ভ্যাগ করেন, তাহাতে সৈন্ত ধুম্রলোচন ভয়ীভূত হয়। তখন দানবশ্রেষ্ঠ শুভ্র অতি প্রচণ্ড সৈন্ত সমভিযাহারে চণ্ডমুণ্ডকে পাঠাইলেন। ইহারও দেবীর সহিত কিরণক্ষয় যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

চণ্ডমুণ্ড বিনষ্ট হইলে পর, ত্রিশকোটি অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রক্তবীজকে পাঠান হইল, রক্তবীজ দেবীর সহিত ঘোর-তর যুদ্ধ করিতে লাগিল, ইহার একবিন্দু রক্ত ভূমিতলে পতিত হইলে তৎসদৃশ আর একজন রক্তবীজ উৎপন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু দেবীর অমিতভেদে রক্তবীজও ধ্বংস হইল।

[বিশেষ বিবরণ রক্তবীজ দেখ।]

তখন নিশুস্ত স্বয়ং যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন। নিশুস্ত দেবীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া কহিলেন, ‘কৌশিকি ! তোমার দেহ অতি কোমল, তুমি আমাকে পতিত্রে বরণ কর।’ তখন দেবী গর্জিত বাক্যে কহিলেন, ‘তুমি আমাকে পরাজয় না করিলে, আমি কাহাকেও বরমালা প্রদান করিব না।’ তখন নিশুস্ত কাল বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেবীর হস্তে নিশুস্তও নিহত হইল। পরে শুভ্ররও এই মশা হইল। এইরূপে দানবগণ নিহত হইলে, দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, দেবীর কৃপায় দেবগণের দুর্দিন ঘুটিল; পৃথিবীও শান্ততাব ধারণ করিল। (বায়নপুং ২৬-২৭ অ°)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের মধ্যে দেবীমাহাত্ম্য অর্থাৎ চণ্ডীতে এই নিশুস্ত দানবের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির বিষয় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে লিখিত আছে, পুরাকালে নিশুস্ত ও শুভ্র নামে দুই ভাই অসুরদিগের অধিপতি ছিল। ইহার দানবদিগের রাজ্য, এমন কি যজ্ঞের হবির্ভাগ পর্যন্ত গ্রহণ করিতে লাগিল। দেবগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, দেবী ভগবতীর শরণাগত হইলেন। দেবী ভগবতী

মনোহররূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শুভ্র ও নিশুস্তের ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড এই রূপ দেখিয়া শুভ্র নিশুস্তকে কহিল, ‘মহারাজ ! হিমাচলে একটা কামিনী দেখিলাম, তাদৃশ রূপ জগতের কোথাও সম্ভব নহে, আপনায় ত্রিজীবন মধ্যে সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুই আছে, অতএব ঐ কামিনীকে আনিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন।’ শুভ্র ও নিশুস্ত এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব দূতকে দেবীর নিকটে পাঠাইলেন। দেবী দানবরাজের কথা শুনিয়া কহিলেন,

“যো মাং জয়তি সংগ্রামে সো মে দর্পং বাপোহতি।

যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥” (চণ্ডী)

যিনি আমাকে সংগ্রামে জয় এবং আমার দর্প নাশ করিতে সমর্থ হইবেন, অথবা আমার ভূলাবল হইবেন, তিনিই আমার ভর্তা হইবেন। শুভ্রনিশুস্ত দেবগণ হইতেও বলশালী। অতএব আমাকে জয় করা তাহাদের মত বীরপুরুষের নিকট অতি লঘু। আমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ থাকিলে, আমাকে পরাজয় করিয়া গ্রহণ করুন। সুগ্রীব দানবরাজকে ইহা নিবেদন করিলে, শুভ্রনিশুস্ত প্রথমে ধুম্রলোচন, পরে চণ্ডমুণ্ড ও রক্তবীজ, তৎপরে নিশুস্ত শতবর্ষ ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম করিয়া দেবী হস্তে নিহত হন। নিশুস্ত নিহত হইলে, শুভ্রও দেবীহস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। (মার্কণ্ডেয়পুং চণ্ডী) বায়নপুরাণ মতে রক্তবীজ ও চণ্ডমুণ্ড মহিষাসুরের অমাত্য ছিল, কিন্তু চণ্ডীতে ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। [শুভ্র দেখ।]

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে আর এক জন নিশুস্তাসুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শুভ্রনিশুস্তের মৃত্যুর পর দেবগণ স্তব করিলে, দেবী ভগবতী দেবগণকে বর দিয়াছিলেন, ‘বৈবস্বত মনুস্তরে অষ্টাবিংশতি বৃৎ পরিমাণে শুভ্র ও নিশুস্ত নামে অতি বলবান দুইজন অসুর জন্ম গ্রহণ করিবে, আমি নন্দগোপ-গৃহে যশোদাগর্ভে জন্ম লইয়া তাহাকে বিনাশ করিব।’

“বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।

শুস্তো নিশুস্তশ্চৈবাজ্ঞাবুৎপত্ততে মহাসুরৌ ॥

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।

ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিদ্যাচলনিবাসিনী ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুং ৯১৩৬-৩৭)

নিশুস্তন (স্রী) নি-শু-স্ত হিংসারায় ভাবে লুট্। যারণ, হনন, বধ। (হলায়ুধ)

নিশুস্তমর্দিনী (স্রী) নিশুস্তং মর্দয়তি যদ্-মিনি, ততো স্রীপ্ হর্গী। (হেম)

নিশুস্তশুভমথনী (স্রী) নিশুস্তং শুভক মণ্ডাতি, মণ্ড-লুট্ ন লোপঃ, ততো স্রীপ্। হর্গী।

“নিওন্তত্ত্বমথনী দেবী বেদেযু গীরতে ।” (দেবীপুং)

নিশ্চিন্তিন্ (পুং) নিশ্চিন্তো মোহনাশোহত্যভেতি ইনি, বা নি-
শ্চিন্ত-পিনি । বুদ্ধবিশেষ, পর্যায়—হেতু, হেতুক, চক্রসম্বন্ধ,
দেব, বজ্রকপালী, শশিশেখর, বজ্রটীক । (ত্রিকাণ্ড) ২ নাশক ।
নিশ্চুতি (দেশজ) . গাড় নিজা । নিজ্জতি শব্দের অপভ্রংশ, শব্দের
সাহিত্যেহেতু নিজাভিত্ত, এইরূপ অর্থাগম হয় ।

নিশ্চুত্যা (ত্রি) গত, উপনীত । (দিব্য) ৯৮।২৬, ২০১।২)

[নিশ্চুত্যা দেখ ।]

নিশ্চুত্ব (ত্রি) নিশ্চুত্বা সম্বন্ধ হরতি নি-শ্চুত্ব বাহুলকাৎ ভক্ বেদে
সম্প্রসারং ততো প্ৰবোধদাণিচ্ছাং সাধুঃ । নিশ্চুত্বা, সাজবদ্ধ ।

“আজাসঃ পুণ্যং রণে নিশ্চুত্বো জনশ্রিরি ।” (অক্ ৬।৫৫।৬)

‘নিশ্চুত্বঃ নিশ্চুত্বা সংবধা হর্ভীরতে পুচ্ছো বাহনতরা প্রসিকান্ধাগাঃ’
(সাধারণ)

নিশেষ (পুং) নিশায়া ঈশঃ । চন্দ্র ।

নিশৈত (পুং) নিশায়ামপি এতৎ ঈষদগমনং যন্ত । বক ।
(ত্রিকাণ্ড)

নিশোৎসর্গ (পুং) নিশার অপনয়ন, প্রাতঃকাল, উষা ।

নিশোত্ত্রা (স্ত্রী) খেত ত্রিবৃৎ, সাদা তেউড়ী । (ভাবপ্র°)

নিশোপশায় (পুং) রাত্রিতে বিশ্রামকারী ।

নিশ্চক্ষুস্ (ত্রি) চক্ষুহীন, অন্ধ ।

নিশ্চদ্ধারিংশ (ত্রি) নির্গতঃ চদ্ধারিংশতঃ শব্দস্তাৎ ড । চদ্ধা-
রিংশৎ সংখ্যা হইতে নির্গত ।

নিশ্চক্রভ্রাজ (পুং) ঐষধভেদ । প্রস্তুত প্রণালী—দ্রব্ধভ্রম,
যুতকুনারী, মধুযাম্র, বটের কঁড়ি, ছাগলের রক্ত, এই সকল
দ্রব্যের সহিত অন্ন মদন করিয়া একশতবার পুট দিতে হইবে,
তাহার পর ঐ অন্ন নিশ্চক্র হইয়া পয়রাগবৎ হইবে । এই
অন্ন দেহশোধক, রসায়ন, কফ ও বায়বর্ধক, জরা এবং
মৃত্যুনাশক । (রসেশ্বরসারসংগ্রহ)

নিশ্চপ্রচ (ত্রি) নিশ্চিতক প্রচিৎক ময়ুরবাংসকাদিভ্যাং সমাসঃ ।
নিশ্চিত অথচ প্রচিৎক বস্তু ।

নিশ্চয় (পুং) নিশ্চয়তেহেনেনতি নিশ্চ-চি-অপ্ (গ্রহবৃহ-
নিশ্চিগমচ্ । পা ৩।৩।৮) নিঃসংশয়জ্ঞান, পর্যায়—নির্ঘর,
নির্ঘরন, নিচর, সংশয়ের অল্প জ্ঞান, কোন বস্তুর সংশয় হইলে
তাহার একপক্ষ স্থিরকরণের নাম নিশ্চয় । ২ সিদ্ধান্ত ।
৩ বিষয়পরিচ্ছেদ ।

“তদভাবা প্রকারা দীপ্তপ্রকারা তু নিশ্চয়ঃ ।” (ভাবাপরিঃ)

‘তদভাব প্রকারকণ্ঠে সতি তদপ্রকারকজ্ঞানম্ নিশ্চয়ম্ ।’

(মুক্তাবলী)

৪ বুদ্ধির অসাধারণবৃত্তিভেদ ।

“মনোবুদ্ধিরহকারশিচ্ছত্ব করণমাত্তরম্ ।

সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ভঃ স্বরূপং বিবরা ইমে ॥” (বেদান্তপরিঃ)

“বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়ায়কাত্যকরণবৃত্তিঃ ।” (বেদান্তসার)

৫ অর্থাগমভেদ ।

“অজ্ঞানবিধা প্রকৃতস্থাপনং নিশ্চয়ঃ পুনঃ ।”

(সাহিত্যদ° ১০।৬৫)

অজ্ঞকে নিবেদ করিয়া প্রকৃতস্থাপনের নাম নিশ্চয়, যে স্থলে
অপ্রাকৃত বস্তু নিরাকৃত হইয়া প্রকৃত বস্তুর স্থাপন হইবে, সেই
স্থলেই নিশ্চয় অর্থকার হইবে ।

উদাহরণ —

“বদনমিদং ন সরোজং নয়নে নেকীবরে এতে ।

ইহ সবিশেষে মুদ্রদুশো মধুকর ন মুখা পরিজাম্য ॥”

(সাহিত্যদ° ১০ পরিঃ)

এই বদন পদ্ম নহে, এই ছইটী নীলোৎপল নহে—চক্ষু,
হে মধুকর! এই কামিনীর সমীপে বৃথা তুমি পরিভ্রমণ
করিতেছ । এই স্থলে পদ্ম ও নীলোৎপল এই ছইটী অল্প
বিষয়ের নিবেদ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের স্থাপন হইল । অতএব
এই স্থলে নিশ্চয়ালঙ্কার হইল ।

নিশ্চয়কথা (দেশজ) স্থিরসিদ্ধান্ত, দৃঢ়োক্তি ।

নিশ্চয়রূপ (ত্রি) নিশ্চিতের ভাব বা আকৃতিযুক্ত ।

নিশ্চয়িন্ (ত্রি) স্থিরীকৃত, যথায়ুক্ত বিবেচিত বা বিচারিত ।

নিশ্চর (পুং) একাদশ মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ ।

“অঙ্গিরাস্তোদধিকান্চ পৌলস্ত্যো নিশ্চরস্তথা ।

পুলহস্ত্যগ্নিতেজান্চ ভাব্যাঃ সপ্ত মন্বন্তরঃ ॥” (হরিবংশ ৭ অঃ)

নিশ্চল (ত্রি) নিশ্চ-চল-অচ । ১ স্থির । ২ অচল । ৩ অস-
জ্ঞাবনা, বিপরীত ভাবনারহিত ।

নিশ্চলদাসস্বামিন্, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক । ইনি প্রভাকর
নামে পঞ্চদশীর একখানি টীকা প্রণয়ন করেন ।

নিশ্চলা (স্ত্রী) নিশ্চল-চাপ্ । ১ শালপর্ণী । (রাজনি°)

২ পৃথিবী । ৩ নদীবিশেষ ।

“কৌশিকী তু তৃতীয়া চ নিশ্চলা গণ্ডকী তথা ।

ইক্সলৌহিত্যমিত্যোক্তা হিমবৎ পার্শ্বনিঃসৃত্য ॥” (মৎস্তপু° ১১৩।২২)

নিশ্চলান্ধ (পুং) নিশ্চলবৎ অন্ধং যন্ত । ১ বক । (রাজনি°)

২ পর্কত প্রকৃতি । (ত্রি) ৩ স্পন্দরহিত । জিয়াং স্বাদ্ভাৎ
বা ঙীষ্ ।

নিশ্চায়ক (ত্রি) নিশ্চিনোত্তীতি নিশ্চ-চি-লুৎ । নিশ্চয়কর্তা,
নির্ণায়ক ।

নিশ্চায়ক (পুং) নিশ্চরতীতি নিশ্চ-চর-লুৎ । ১ পুরী বক্ষর ।

২ বায়ু । ৩ বহুদ্র ।

‘নিষ্কারকঃ পুরীষন্ত কয়ে ঐষের সমীরণে।’ (বেদীনী)

১. নির্গতচারো যন্তাং, ততো কপ্। (ত্রি) ৪ চারহিত।

নিশ্চিত (ত্রি) নিঃ-চি-কৰ্ণণি-ক্ত। ১ নিশ্চয়জ্ঞানবিষয়, অব-
ধারণিত। “বেদান্তবিজ্ঞাননিশ্চিতার্থাঃ।” (বেদান্ত) ত্রিরাং
টাপ্। ২ নদী তেদ।

“কৌশিক্যং নিশ্চিতাং কৃত্যং নিচিতাং লোহতারিণীম্।”

(ভারত ভীষ্মপ ৯ অঃ)

নিশ্চিতি (স্ত্রী) নিঃ-চি-ক্তিন্। অবধারণ, স্থিরকরণ।

নিশ্চিত্ত (পুং) সমাপিভেদ।

নিশ্চিত্ত (ত্রি) নির্গত। চিত্তা যন্তাং। চিত্তারহিত, চিত্তাশূন্ত।

“মূৰ্দ্ধনঃ স্তনভঃ ভজন্ত কুমতে মূৰ্দ্ধন্ত চাষ্টৌ গুণা-

নিশ্চিত্তো বহুভোজকোহতিমূৰ্দ্ধনো রাত্রিম্বা স্বপ্নভাক্।”

(উদ্বট)

নিশ্চিত্রা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৩৮৪।১২০)

নিশ্চীৰ্য়মান (ত্রি) নিঃ-চি-কৰ্ণণি শানচ্। নিশ্চয় বিষয়।

“নহু তথাপি এবকারন্ত নিশ্চীৰ্য়মানৈন্তব সাধকত্বাভাবাৎ।”

(রামভট্ট)

নিশ্চুকণ (স্ত্রী) নিঃশেষণ চুকণম্। দন্তশাণ, দন্তশোধক চূর্ণ-
বিশেষ, চলিত মিসি। (ত্রিকাণ্ড)

নিশ্চেতন (ত্রি) নির্গত। চেতনা যন্তাং। ১ চেতনহীন, চেতন্ত-
রহিত। ২ অযৌক্তিক।

নিশ্চেতস্ (ত্রি) নির্গত। চেতঃ যন্তাং। চেতনাহীন। ঘাহার
মন বা অন্তঃকরণ যথাজ্ঞানের বহির্ভূত।

নিশ্চেট্ট (ত্রি) নির্গত। চেষ্টা যন্তাং। ১ চেষ্টারহিত, চেষ্টাহীন।
২ অকম, অসহায়।

নিশ্চেট্টা (স্ত্রী) চেষ্টারাহিত্য।

নিশ্চেট্টাকরণ (স্ত্রী) নিশ্চেট্টা চেষ্টারাহিত্যঃ ক্রিয়তেহনেন ক-
রণে লুট্। ১ কামবাণভেদ। (ত্রিকাণ্ড) ২ মনঃশিলা-
খচিত্ত ঐষৎভেদ। (বৈজ্ঞক)

নিশ্চোর (ত্রি) দহ্ম বা চোরবহির্ভূত স্থান।

নিশ্চাবন (পুং) বৈষম্যত মনস্তরের সপ্তমি মধ্যে ঋষিভেদ।

“প্রাণো বৃহস্পতিশ্চৈব দত্তৌ নিশ্চাবনস্তথা।” (হরিবংশ ৭অঃ)

২ অযিভেদ।

“যন্তন চাবতে নিতাং যশসা বচসা শ্রিয়া।

অগ্নিনিশ্চাবনো নাম পৃথিবীং স্তোতি কেবলম্।”

(ভারত বনপর্ব ১১৮ অঃ)

(ত্রি) নির্গত। চাবনঃ যন্ত। ৩ চূড়িহীন।

নিষ্কন্দস্ (ত্রি) নির্গত। ছন্দোবেলো অন্ত। বেদাধারনহীন।

“হীনক্রিয়ং নিষ্কবং নিষ্কন্দো রোমশার্শস্।” (মহ ৩।৭)

নিশ্চিহ্ন (ত্রি) নির্গত। ছিহ্নং যন্তাং। ছিহ্নশূন্ত, ছিহ্নহীন।

“সর্বং কেরোতি নিশ্চিহ্নমহুসংকীৰ্ত্তনং তব।” (ভাগ ৮।২৩।১৬)

নিশ্চুদ (ত্রি) অবিতাক্য, যে রাশিকে কোন গুণক দ্বারা ভাগ
করা যায় না।

নিশ্ম (ত্রি) নিগ সমাধৌ বাহলকাং নঙ্। সমাহিত।

নিশ্রথ্য (ত্রি) দৃঢ়বদ্ধ, অবাদিকে সাজবদ্ধকরিয়া।

নিশ্রম (পুং) কার্যাদিতে সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়।

নিশ্রয়ণী (স্ত্রী) সোপান, সিঁড়ি, মহি।

নিশ্রাবিন্ (ত্রি) অধঃপতনশীল।

নিশ্রীক (ত্রি) সোপান, সিঁড়ি।

নিশ্রোণি (স্ত্রী) সিঁড়ি, মহি।

নিশ্বস্য (ত্রি) নিশ্বাসযুক্ত। নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস
পরিভাগ করিয়া।

“ধ্যাত্বা রামেতি নিশ্বন্ত ছিন্নস্তরুরিবাংপতং।”

(রামায়ণ ২।১২।৫৫)

নিশ্বাস (পুং) নি-শ্বস ভাবে ঘঞ। বহিমুঃশ্বাস, প্রাণবায়ুর
বহির্গমনরূপ ব্যাপার। (হেমচ°) বাহিরের দিকে যে
শ্বাসবায়ু নির্গত হয়, তাহার নাম নিশ্বাস। পর্যায়—পান,
এতন।

“সংহতঃ সর্বত্রক্ষাণ্ডঃ শক্তা নিঃশ্বাসমাত্রতঃ।”

(ব্রহ্মবৈ পু° ২।১।৮৯)

নিশ্বাসসংহিতা (স্ত্রী) নিশ্বাসাখ্যা সংহিতা। শিবপ্রণীত
শাস্ত্রবিশেষ।

“এবমভাষিতস্তৈস্ত পুরাং ছিন্নস্তমভাঃ।

বেদক্রিয়াসমায়ুক্তাঃ কৃতবানস্মি সংহিতাম্।”

নিশ্বাসাখ্যাং ততস্তস্তাং লৌনা বাব্রবাশাণ্ডিলাঃ।

নিশ্বাসসংহিতায়াং হি লক্ষ্মমাত্রপ্রমাণতঃ।” (বরাহপু°)

ব্রাহ্মণদিগের অমুরোধে, মহাদেব এই সংহিতা প্রস্তুত
করিয়াছেন। ইহাতে পাণ্ডপতী দীক্ষা এবং পাণ্ডপত যোগ
বর্ণিত হইয়াছে।

নিষজ (পুং) নিতরং সজ্জি শরা যজ। নি সন্জ অধিকরণে
ঘঞ। ১ তুর্নী।

“জাতাভিষঙ্গো নৃপতির্নিষজা

হৃদ্বস্তুমৈজ্ঞং প্রসভোক্ত্যরিঃ।” (রঘু ২।৩০)

নি-সন্জ ভাবে ঘঞ। ২ নিতান্ত সজ্জ।

“কেন কার্যনিষঙ্গেণ তমাখ্যা হি মহাবল।”

(ভারত শান্তিপর্ব ২০১ অঃ)

৩ যজ্ঞ। (বেদদীপ)

নিষঙ্গি (পুং) নি-সন্জ-ঘণিন্। নোবনজে ঘণিন্। উণ ৪।৮৭)

নিভাৎ কৃষ্ণ, ভতোবক্ষঃ। ২ সমালিঙ্গ, আলিঙ্গন। ২ ধৰী।
 ৩ রথ। ৪ স্বৰ্গ। ৫ কৃষ্ণ। ৬ সারথি। (সংকিশ্তসার উপাধিবৃত্তি)
 (জি) ৭ আলিঙ্গক। (উচ্চল)
 নিবন্ধধি (পুং) নিবন্ধঃ খড়্গঃ ধীরতেহস্মিন্ খা-আধারে কি।
 খড়্গপিধান, কোষ, চলিত খাপু।
 “আভূরস্ত নিবন্ধধিঃ।” (শুক্র বহু ১৬।১০)
 “নিবন্ধঃ খড়্গঃ স ধীরতেহস্মিন্নিতি নিবন্ধধিঃ কোষঃ।” (বেদদীপ)
 নিবন্ধিন্ (জি) নিবন্ধোহস্তাত্ত ইতি ইনি। ১ ধ্বজধর। নি-সন্জ
 যিহুন্। ২ তুগীর। (শকার্ধচিন্তা) ৩ খড়্গধারী।
 “নমো নমো নিবন্ধিণে ককুভায় স্তেনানাম পতয়ে।”
 (শুক্রবহু ১৬।২০)
 “নিবন্ধিণে খড়্গধারিণে” (বেদদীপ)। ৪ নিতান্ত সজযুক্ত।
 “স্রানো নিবন্ধিণানসি কণঃ পুরঃ।” (মাঘ)
 “নিবন্ধিনি সন্তে” (মল্লিনাথ) ৫ তুগীরযুক্ত।
 “রথী নিবন্ধী কবচী ধ্বজান্।” (রঘু ৭।৫৬)
 ৭ ধ্বতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।১১)
 নিবন্ধ (জি) নিবীদতিষেদ্বি-নি-সদ-গত্যাথেতি ক্, নিষ্ঠাতস্ত ন
 (রদাত্যঃ নিষ্ঠাতো নঃ পূৰ্ণস্ত চ দঃ। পা ৮।২।৪২) উপবিষ্ট,
 শয়িত, স্থিত, অবলম্বনকারী।
 “পাদাবমুক্ষয়ন্তী শ্রীদেবকাস্চরণান্তিকে।
 নিবন্ধা পক্ষজে পূজ্যা নমো দেবৈষা শ্রিয়া ইতি ॥” (তিথিতত্ত্ব)
 নিবন্ধক (স্ত্রী) নিবন্ধ সংজ্ঞায়াঃ কন্। হনিবন্ধক শাক, চলিত
 হুগুণী শাক। (শকর) (জি) নিবন্ধ স্বাথে-ক। ২ উপবিষ্ট।
 নিবন্ধি (স্ত্রী) নি-সদ-জিন্। নিবন্ধন, স্থিতি।
 “কাতে নিবন্ধি কিমু নো মমাংসি।” (ঋক্ ৪।২।১৯)
 “নিবন্ধি নিবন্ধনং স্থিতিঃ কা” (সারণ)
 নিবৎসু (জি) নি-সদ বাহলকাং স্। নিবন্ধ, স্থিত।
 “যন্তে হস্তি পতয়ন্তঃ নিবৎসুঃ বঃ সরীসৃপম্।”
 (ঋক্ ১০।১৬২।৩)
 “নিবৎসুঃ নিবীদন্তঃ” (সারণ)
 নিবদ্ (স্ত্রী) নিবীদতাত্ত নি-সদ-আধারে কিপ্। ১ যজ্ঞদীক্ষা।
 “বা বৈ দীক্ষা সা নিবৎ তৎসজ্ঞঃ তদয়নং তৎসজ্ঞায়ণম্।”
 (শতং ব্রা ৪।৩।৭।২)
 ২ বেদবাক্যবিশেষ।
 “যং বাক্যেষু বাক্যেষু নিবদ্যস্পনিবৎসু চ।”
 (ভারত শান্তিপর্ক ৭৭ অঃ)
 “নিবদ্যকথাং বাক্যদেবতাবিজ্ঞানবাক্যেবু।” (নীলকণ্ঠ)
 তাৰে কিপ্। ৩ উপসদন।
 “অভিষেকা নিবদা গা অবস্তবঃ।” (ঋক্ ২।২।১৫)

‘নিবদা উপসদনে’ (সারণ)
 নি-সদ-কর্তরি-কিপ্। ৪ উপবেষ্টা।
 নিবদ্ (পুং) নিবীদন্তি বক্তৃবাদয়ঃ স্বরা যজ্ঞ, নি-সদ-বাহলকাং
 অপ্। ১ নিবদ্যস্বর। ২ স্বানবধ্যাত নৃপবিশেষ।
 “ভক্তাঃ স্বরঃ স্বনীতঃ নিবদোহর্থ বহীনয়ঃ ॥” (ভারত ২।২।১৫)
 নিবদন (স্ত্রী) নিবীদতাত্ত নি-সদ-আধারে লুট্। ১ ধ্বজ।
 ২ উপবেশন স্থান।
 “নিক্রমণং নিবদনং” (শুক্র বহু ২৫।৩৮)
 “নিবদনং উপবেশনস্থানম্।” (বেদদীপ) ভাবে লুট্। ৩ স্থিতি।
 “অন্থে বো নিবদনং পর্থে বো বসতিভূতা।” (শুক্রবহু ১২।৭৯)
 “নিবদনং স্থানং” (বেদদীপ)
 - (পুং) নিবীদতি পাণকমজ, লুট্। ৪ নিবাদ।
 ‘নিবাদঃ কস্মাস্বিদনো ভবতি নিবন্ধমজ পাণকমিতি’ (নিরুক্ত ৩।৮)
 নিবদ্যা (স্ত্রী) নিবীদতাত্তমিতি নি-সদ-কাপ্ (সংজ্ঞায়াঃ সমজ-
 নিবদেতি। পা ৩।৩।২৯) পণ্যবিক্রয়শালা, চলিত হাটচালা।
 ২ হট্ট। ৩ ক্ষুদ্র খট্টা। (শকার্ধচি)
 “কেচিৎ শুক্লীয়েতা লংঘনিস্বায়াঃ
 ক্রীণস্তিস্থ প্রাণমূল্যার্থশাসি।” (মাঘ)
 নিবদ্বয় (পুং) নিবীদন্তি বিষদ্যভবন্তি জনা অত্রৈতি নি-সদ-
 ঘরচ্ (নো সদেঃ। উণ্ ২।১২৪) ততো “সদ্বিরপ্রতোঃ” ইতি বহুত্বম্।
 ১ কর্দ্দম, জহাল। নিবদ্যঃ উপবেষ্টৃণাং বরঃ। ২ প্রধান উপবেষ্টা।
 “নিবদ্বয়ঃ বৃষভঃ” (শুক্রবহু ২৮।৪)
 ‘নিবীদন্তি নিবদ উপবেষ্টারন্তেবাং বরঃ শ্রেষ্ঠং বৃষভম্’ (বেদদীপ)
 নিবদ্বরী (স্ত্রী) নিবদ্বয় যিহাৎ ভীপ্। রাত্রি, নিশা।
 ‘নিবদ্বরস্ত জহালে নিশারাক নিবদ্বরী।’ (বিষ)
 নিবধ (পুং) ১ পর্কভেদ।
 “লঙ্কাদেশাক্ষিগিরিরুদ্ধদধেমকুটোহথ তন্নাৎ।
 তন্নাচ্ছাত্তো নিবধ ইতি তে সিদ্ধপাথ্যতদৈক্যাঃ ॥” (সিদ্ধান্তশিরো)
 লঙ্কার উত্তর দিকে পূৰ্ণশাগর পর্য্যন্ত দীর্ঘ হিমগিরি, তাহার
 উত্তর দিকে হেমকুট, ইহাও সমুদ্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ। ইহার উত্তরে
 নিবধ। ভাগবতে এই পর্কতের এইরূপ সীমানির্দেশ দেখিতে
 পাওয়া যায়—ইলারুতবর্ধের উত্তরভাগে উত্তরাদি দিকক্রমে
 ক্রমশঃ নীলগিরি, শ্বেতগিরি ও শৃঙ্গবান্ গিরি এই তিন পর্কত
 যথাক্রমে রম্যবর্ধ, হিরণ্যবর্ধ ও কুণ্ডবর্ধের সীমা কল্পিত
 হইয়াছে। এই তিন পর্কত পূৰ্ণদিকে দীর্ঘ। এইপ্রকার ইলা-
 রুতবর্ধের দক্ষিণদিকে নিবধ, হেমকুট ও হিমালয় নামে তিনটী
 পর্কত আছে। (ভাগবত ৫।১৬ অঃ)
 ২ পূৰ্ব্বাংশীয় রামায়জ কুশের পৌত্র নৃপভেদ। (হরির ১৫।২৬)
 ৩ চন্দ্রবংশীয় জনমেজয় নৃপপুত্রভেদ। (ভারত ১।২৪ অঃ)

৪ দেশভেদ। এই প্রাচীন জনপদের বর্তমান অবস্থান নির্ণীত হয় নাই। ব্রহ্মাওপুরাণে লিখিত আছে, এই জনপদ বিষ্ণু-চল্লস পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। (ব্রহ্মাওপু পূর্ব ৪৮ অঃ) এই নিষদকে বর্তমান জীলরাজ্য বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। “নিষদেয়ু মহীপালো বীরসেন ইতি স্রুতঃ ॥” (ভারত বন ৫২অঃ) ৫ নিষদদেশাধিপতি। ৬ নিষাদনগর। (ত্রি) ৭ কঠিন। ৮ কুরু-নামক দুপপুত্র। (ভাগ ৯২২।৫)

‘নিষদঃ কঠিনে দেশে তত্রাজ্যো পর্য্যন্ততরে ॥’ (মেদিনী)

নিষদবংশ (পুং) নিষদদেশবাসী জাতিবিশেষ। [নিষাদ দেখ।]

নিষদাধিপ (পুং) নিষদদেশের রাজা।

নিষদাধিপতি, নিষদরাজ, নলরাজ।

নিষদাবতী (স্ত্রী) বিষ্ণু-পার্বত্যের ঋক্ষপাদগিরিবিবর্ণিত নদী। (মার্কণ্ডেয়পু ৫৭।২৪)

নিষদাশ্ব (পুং-স্ত্রী) কুরু পুত্রভেদ।

নিষা, মানভূম জেলায় গোবিন্দপুর মহকুমার একটি নগর। এখানে একটি পুলিশ ষ্টেশন বা থানা আছে।

নিষাদ (পুং) নিষদাতে গ্রামশেষসীমারায় যথা নিষীদতি পাণমত্র, নি-সদ-কর্ষণ অধিকরণে বা ঘঞ্। অনার্থ্যজাতিভেদে। অর্থা-দিগের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে এই জাতি ভারতের স্থান-বিশেষের অধিবাসী ছিল।

‘নিষাদঃ কন্মায়িন্যদনো ভবতি নিষদমত্র পাণকমতি ।’

(নিরুক্ত ৩।৮)

ইহার পাণে লীন থাকে বলিয়া, নিষাদ এই নামে খ্যাত হইয়াছে। ২ বংশশরীরোত্তব জাতিবিশেষ। ইহার বিবরণ অগ্নিপু্রাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“মথামানে ততো রাজন্তশ্মিন্নরৌ প্রজজ্জিবান্।

হ্রস্বোহতিপুরুষঃ কুরুসুতরাং প্রাজ্জিঃ স্থিতঃ ॥

তে মহৈশ্বর্যম্ নৃষ্টা নিষীদেত্যত্র বংশদাঃ।

নিষাদবংশকর্তা স বভূব মুনিসত্তমাঃ ॥

বীৰয়ানশ্রবান্ বাপি বেণবামসত্তবান্।

যে চাচ্ছে বিকানিলরায় শবরা নাহলাদয়ঃ ॥” (অগ্নিপু)

রাজা বেণের উরু মথিত হইতে থাকিলে, এক কুরুবংশ হ্রস্ব-কৃতি পুরুষ উৎপন্ন হয়, এই পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র ভয়বিহ্বল-হৃদয়ে কুরুজাতি হইয়া থাকে, তাহার পর ইহাকে সকলে ‘নিষীদ’ উপবেশন কর, ইহা বলিয়াছিল। সেই হইতে এই পুরুষ নিষাদবংশের কর্তা হয়। এই পুরুষ হইতে নিষাদবংশের উৎপত্তি। বীৰর উহাদের পারিভাষিক উপাধি। মত্সর মতে এই জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে।

“ব্রাহ্মণাষ্ট্রকল্পানামবর্ত্তো নাম জায়তে।

নিষাদঃ শূদ্রকল্পায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥” (মত্স ১০।৮)

এই নিষাদজাতি পারশব বলিয়া খ্যাত।

বিবাহিতা শূদ্রকল্পাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইলে, নিষাদ জাতি হইবে। ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকল্পা বিবাহ করে এবং তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তান নিষাদ মধ্যে পরিগণিত হইবে, কি না। এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য কুরুকভট্ট লিখিয়াছেন,

‘উচ্যারঃ শূদ্রকল্পায়াং নিষাদ উৎপদ্যতে ।’ (কুরুক মত্স ১০।৮টী)

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মতেও, এই জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রা-ণীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে।

“বিপ্রামুর্দ্ধাভিষিক্তো হি কত্রিয়ারাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।

অবষ্ঠঃ শূদ্রায়াং নিষাদোজাতাঃ পারশবোহপি বা ॥”

(যাজ্ঞবল্ক্যসং ১।২৩)

মিতাক্ষরা প্রকৃতির মতে, ইহার মন্তব্যদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, এইজন্য ইহাদের অপর নাম দীবর। এই জাতি কুরুকর্তা ও পানী।

৩ স্থান বিশেষের নাম। শ্রুঃ-বারগেস্ত্ নিষাদকে বর্তমান ঘোরার নামে অভিহিত করেন, কিন্তু উহা ঠিক নহে। নলরাজার রাজ্যের নামও নিষাদ নহে, নিষদ। বোধ হয় মহাভারতের উত্তরপশ্চিম নিষাদহিস্কার ও ভাটনের জেলাকে বুঝাইত।

ব্রহ্মাওপুরাণে লিখিত আছে, পুতঙ্গলি। গঙ্গার পূর্বাভি-মুখী শাখা ক্লাদিনী নদী এই নিষাদদেশ ধৌত করিয়া পূর্ব সাগরে পড়িয়াছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, এই নিষাদ জাতি “বিক্রাশলনিবাসকঃ” অর্থাৎ ইহার বিক্রাগিরির নিকটবর্ত্তি-স্থানে বাস করিত এবং এইস্থান সম্ভবতঃ মহাভারতে নিষাদ-ভূমি নামে উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্বে লিখিত। বিনশনের দক্ষিণপশ্চিমে স্থিত একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এই স্থান লুপ্ত সরস্বতীর কুলের সন্নিকট। সম্ভবতঃ কোন নিষাদবংশীয় রাজা এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়া থাকিবে। রামায়ণের শূঙ্গবেরপুত্র এই নিষাদরাজ্যের রাজধানী। [শূঙ্গবেরপুত্র দেখ] ৪ কল্পভেদ।

৫ নিষীদস্তি বড়জায়ঃ শ্রী যত্র নি-সদ-ঘঞ্। সপ্তস্বরের অন্তর্গত শ্রব বিশেষ। নারদ মতে, এই শ্রব হস্তিস্বরের তুল্য। ইহার উচ্চারণ স্থান ললাট। ব্যাকরণ মতানুসারে দন্ত। এই স্বরের বর্ণ বৈশ্র। এই শ্রব সকল শ্রব হইতে উচ্চ।

সপ্তীভদ্রপর্বে মতে অশ্রববংশে ইহার উৎপত্তি, ইহার জাতি বৈশ্র, বর্ণ বিচিত্র, পুরুষবিশেষ জন্ম। ঋষি তুষ্ক, দেবতা সূর্য্য, ছন্দ জগতী, কল্প-বিষয়ে উপযোগী। ইহার জাতি সম্পূর্ণ। ইহার কূটনাম ৫০৪০। প্রত্যেক তান ৫৬,

সমুদারে ২৮২২৪০। ইহার স্বরূপ গণেশতুলা। বর্ণকৃতকথিত।
হান পুষ্করীপ, ইহার দেবতা হুবা। বার শনি, ইহার সময়
রাজিশেবে ৮ শত ৩৪ পল। ইহার ক্রতি উগ্রা ও শোভিনী।
মন্দর স্থানে মুক্তনা লখা এবং মধ্যস্থানে অহঙ্কতা। তারস্থানে
লোচনা। আসাবরী ও মল্লারী এই দুইটা রাগিণী নিষাদ-
বর্জিত। নারদপুরাণ মতে এই স্বর নিঃসন্তান। বীণাতে
ধৈবতাবধি মড়ক স্থান পর্যন্ত প্রথম, সপ্তক ও তৃতীরংশের শেষ
সমুদার বীণাতন্ত্রিতে নিষাদস্থান হইয়া থাকে।

“বড় ভাদ্রঃ বড়োভেদে স্বরাঃ সর্বো মনোহরাঃ।

নিষীদন্তি যতো লোকে নিষাদস্তেন কথ্যতে ॥

চতস্রঃ পঞ্চমে বড়জে মধ্যমে ক্রতরো মতাঃ।

ঋষভে ধৈবতে তিস্রো বে গাক্ষারনিষাদকে ॥” (সরীতদ্যামো°)

নিষাদকু° (পুং) দেশভেদ।

নিষাদবৎ (পুং) নিষাদোহন্ত্যন্ত সতুপ্ মস্ত ব। ১ নিষাদ স্বর।

“বড়জ ঋষভগাক্ষারো মধ্যমোঐধবতন্তথা।

পঞ্চমশ্চাপি বিজ্ঞেয়ন্তথা চাপি নিষাদবান্ ॥” (ভারত শাস্তি° ১৮৪৫)

(ত্রি) ২ নিষাদস্বরবৃত্তগানাদি। ত্রিষাং ডীপ্।

নিষাদিত (ক্লী) নি-সদ-ণিচ-ক্ত। নিষদন, উপবেশনকরণ।

নিষাদিতমনেন নিষাদিত ইষ্টাদিতাদিনি। নিষাদিতিন্ নিষাদন-

কর্তা। (ত্রি) কন্মণি ক। ২ উপবেশিত।

নিষাদিন্ (পুং) নিষীদত্যবশ্যমিতি নি-সদ-ণিনি। ১ হস্তিপক,
হস্ত্যারোহ, চলিত মাংস ৭।

“নিষাগনিষাদস্বজং চলিতং নিষাদী।” (মাৎ ৫৪১)

(ত্রি) ২ উপবিষ্ট।

“আতপাতায়সংক্টিপদীরাহু নিষাদিতিঃ।

মুগৈরুত্তিরোমহুটুজানভূসিহু ॥” (রঘু ১৫২)

নিষিক্ত (ত্রি) নি-সিচ্-ক্ত। ১ নিতাস্তসিক্ত। ২ আহিত
তুক্রাদি। তজ্জগৰ্ভ, তুক্রজাত গৰ্ভ।

নিষিক্তপা (ত্রি) নিষিক্তঃ পাতীতি বেদে নিপাতনাৎ সাধুঃ।
১ গৰ্ভরক্ষাকর্তা। ২ সোমপানকর্তা।

“বিহুং নিষিক্তপামবোতিঃ।” (ঋক্ ৭।৩৬।৯)

‘নিষিক্তপাঃ নিষিক্তস্ত রক্ষিতাঃ, যদা চমলে নিষিক্তানাং
সোমানাং পাতারং’ (সারণ)

নিষিদ্ধ (ত্রি) নিষিগতে স্মৃতি নি-সিচ্-ক্ত। নিষেধবিষয়,
প্রতিষিদ্ধ, বাহ্য করিতে নাই।

“তীর্থে তিথিবিষয়ে চ গন্ধায়াং প্রোতপক্ষকে।

নিষিদ্ধেহপি দিনে কুর্যাৎ তর্পণং তিস্মিন্মিত্রিত্ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

পদপুরাণের স্বর্গখণ্ডে নিষিদ্ধকর্মের বিষয় এইরূপ লিখিত
আছে,—

“ত্রি কৰ্ম্মান্ হুখোপারান্ মম্বিধানাং হুখাবহান্।

নিষিদ্ধমপি যজ্ঞেবাং তদেব প্রথমং বদ ॥” (পদপু° স্বর্গখণ্ড ২৭ অঃ)

ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে ভ্যাকর্ষণ, শক্রনিবর্হণ, কুবি, বাণিজ্য,
পশুপালন, অর্থের জন্ম তুক্রবা, কুটিলতা, কুদীপ ও কুবলীগমন
প্রভৃতি কার্য নিষিদ্ধ। এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মাধিত ব্রাহ্মণ
বৈদিক এবং তাত্ত্বিককার্যে বর্জ্যময়। কর ব্যতীত প্রীতিগ্রহ,
যুদ্ধে পলায়ন, বাচকের প্রতি কাতরতা, প্রজাদিগের অপালন,
দান এবং ধর্মে বিরক্ততা, স্বরাষ্ট্রের অপেক্ষা, ব্রাহ্মণের অনা-
দর, অমাত্যের অসম্মান ও তাহাদের কার্য না দেখা এবং
কৃতাদিগের প্রতি পরিহাস প্রভৃতি কার্য ব্রাহ্মণদিগের নিষিদ্ধ
কর্ম্ম। ধনলোভে মিথ্যা মূল্যকথন, পশুদিগের অপালন, সম্পদ
সঙ্গে যজ্ঞাহুষ্ঠান না করা, এই সকল কার্য বৈশ্বদিত্যের নিষিদ্ধ।
বনসকল এবং নশবিধধর্ম্ম শূত্রের নিষিদ্ধ। (পদপু° স্বর্গখণ্ড ২৭ অঃ)

শালপত্রে ভোজন ও শালপত্র ছেদন, এবং অর্থ ও বটবৃক্ষ
ছেদন করিতে নাই। (বরাহপু°) শাস্ত্রে যে সকল বর্ণের যে সকল
কার্য বিহিত হয় নাই, সেই সকল কার্যমাত্রই নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ-
কর্ম্মের অহুষ্ঠান করিলে নিরয়ভাগী হইতে হয়। ২ নিষারিত।
“মা মা না মেতি বহদা নিষিক্তোহপি তথা ভূশম্।

আলিলিক্ত প্রিয়ার দৈবাৎ পপাত ধরনীতলে ॥”

(দেবীভাগ° ২।৬।৬০)

নিষিদ্ধধাত্রী (স্ত্রী) আয়ুর্কেন্দ্রসম্বতঃপুণ্যবর্জিত ধাত্রী। সন্তা-
নাদি পালন জন্ম এই সকল ক্রীলোককে উপমাতারূপে নিষ্ক
করিতে নাই। শোকাকুলা, ক্রুধিতা, পরিশ্রান্তা, বামিযুক্তা,
বেগী বড় অথবা অতিবর্ধা, অভ্যস্ত মূলাঙ্গী, অতিশয়
ক্লশাঙ্গী, গর্ভিণী, অরুণীভিতা এবং বাহার অনুষর লম্বা বা অতি-
শয় উচ্চ (উচ্চ স্তনচূষণে বালকের গ্রাস বৃহৎ হয় এবং লম্বা
স্তন হইলে বালকের নাসিকা-মুখ আচ্ছাদিত হইয়া মৃত্যু
হয়) অজীর্ণভোজী, অপ্যাসবী, স্থগিত কার্যে আসক্তা,
হুখাধিতা ও চঞ্চলচিত্তা, এই সকল দোষযুক্তা স্ত্রীর সন্তপান
করিলে বালক বোগগ্রস্ত হয়।

নিষিদ্ধি (স্ত্রী) নি-সিচ্-ক্তিন্। নিষেধ।

নিষেক (পুং) নিষিচ্যতে প্রক্ষিপ্যতে ইতি-নি-সিচ্-ৎঞ।

১ জলাদির নিতাস্ত সেচন। ২ গর্ভাধান।

“নিষেককালে সোমে চ লীনস্তোরয়নে তথা।

জ্ঞেয়ং পুংসবনে চৈব প্রাচ্চ কৰ্ম্মাঙ্গমেব চ ॥” (প্রাচ্চতত্ব)

‘নিষেককালে গর্ভাধিতুক্রাদিহানিহে।’ (রঘুনন্দন)

[গর্ভাধান দেখ।] (স্ত্রী) ৩ রোত, তুক্র।

“গুদাদাবলম্বাং প্রাচ্চ পানাবসেচনম্।

উজ্জিষ্টাং নিষেকক দুর্বাদেব সমাচরেৎ ॥” (মহু ৪।১৫১)

‘নিষিচ্যতে ইতি নিষেকং রতশোভংসংগে’ (কুল্লুক)

• ৪ কীরণ ।

“নমু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপার্কিকপৈতি মেদিনীম্ ।”

(রঘু ৮৮৬)

নিষেকাদিকৃৎ (পুং) নিষেকাদিঃ গৰ্ভাধানাদিকং করোতীতি
কৃ-কিপ্ । গৰ্ভাধানাদি কৰ্তা । ‘আদি’ পদদ্বারা সীমন্তোন্নয়ন,
বিভাদান প্রভৃতি সংস্কার কার্য বৃত্তিতে হইবে । পিত্তাদিশুল্ল,
গৰ্ভাধানাদি কৰ্তা ।

নিষেক্তব্য (ত্রি) নি-সিচ্-তব্য । সেচনীয় ।

“আম্বনোহপি নিষেক্তব্যঃ তন্তঃ শিরসি তজ্জলম্ ।”

(হরিবংশ ৭৭৭)

নিষেচন (ক্রী) নি-সিচ্-গিচ্ লুট্ । সেচন, জলসেক ।

“বধা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্বককুজোপশাখাঃ ।”

(ভাগ ৪।৩১।১৪)

নিষেচিত্ (ত্রি) নি-সিচ্-তৃচ্ । সেচনকর্তা, নিষেককারী ।

নিষেদিবস্ (ত্রি) নি-সদ্-কচ্ । নিষেদ, উপবিষ্ট । স্ত্রিয়াঃ স্ত্রীপ্ ।
নিষেছা, উপবিষ্টা ।

নিষেক্তব্য (ত্রি) নি-সিচ্-তব্য । নিষেধনীয়, নিষেধযোগ্য ।

নিষেক্ (ত্রি) নি-সিচ্-তৃচ্ । নিষেধক, নিষেধকারী ।

নিষেক্ (ত্রি) প্রতিবন্ধকশূন্ত, যাহার দমনক বা দমনকর্তা
নাই ।

নিষেধ (পুং) নি-সিচ্-ষঞ্ । ১ প্রতিষেধ । ২ নিবৃত্তি । ৩ বিধি-
বিপরীত ।

“তিগীনাং প্ৰভাতা নাম কস্মীংগুষ্ঠানন্তো মতা ।

নিষেধন্ত নিবৃত্তান্না কালমাত্রমপেক্ষতে ॥” (তিথিতত্ত্ব)

৪ বায়ণ, নিবর্তন । নিষিদ্ধান্তেহনেন করণে ষঞ্ । ৫ অনিষ্ট-
সাধনতাদি বোধক বেদাদি বাক্যভেদ ।

‘পুরুষন্ত নিবর্তকং বাক্যং নিষেধঃ ।’ (লৌগাক্ষিক ভাস্কর)

পুরুষের নিবর্তক বাক্যের নাম নিষেধ । যে শাস্ত্রবিধি দ্বারা
লোক সকল নিবর্তিত হয়, তাহাকে নিষেধ কহে ।

‘ন কলঙ্গং ভক্ষয়েৎ’ কলঙ্গ ভক্ষণ করিবে না ইত্যাদি স্থলে

পুরুষের নিবর্তক বাক্যই নিষেধ হইল ।

নিষেধক (ত্রি) নি-সিচ্-ধূল্ । মিবারক । নিষেধকারক ।

নিষেধন (ক্রী) নি-সিচ্-লুট্ । নিষেধ, নিবারণ ।

নিষেধপত্র (ক্রী) বায়ণলিপি, যে পত্র দ্বারা কোন কার্য করিতে
নিষেধ করা যায় ।

নিষেধবিধি (পুং) নিষেধে অভাবে বিধিঃ ইষ্টসাধনতাবীহেতুঃ ।

অভাববিষয়ে ইষ্টসাধনতাবোধক বাক্যভেদ । বধা—‘একা-
বস্ত্রা নভূতীত’ একাদশীতে ভোজন করিবে না, ‘ন ভূতীত’

এই নিষেধ দ্বারা ভোজনাত্তাবরণ ইষ্টসাধনত বোধ হয়,
কিন্তু ‘অষ্টম্যাং সাংসং নান্দ্রীয়াং’ অষ্টমীতে সাংস ভোজন
করিবে না, এই স্থলে যদি অষ্টমীতে সাংস ভোজন করে, তাহা
অনিষ্টসাধনত বোধ হয়, অর্থাৎ অষ্টমীতে সাংস ভোজন জন্ত
প্রত্যাবারভাগী হইতে হয়, কিন্তু একাদশীতে ভোজন করিবে
না, এই নিষেধবাক্য ভোজননিবৃত্তিই ইষ্টসাধনীয় বিষয় অতএব
যে স্থলে অভাবই ইষ্টসাধনতাবোধক বাক্য হইবে, সেই
স্থলেই নিষেধবিধি হইবে ।

নিষেধিত (ত্রি) নি-সিচ্-গিচ্-ক্ত । প্রতিষিদ্ধ, নিবারণিত, বাধিত ।

নিষেধিন্ (ত্রি) নি-সিচ্-গিনি । নিষেধক, নিষেধকারী ।

“অকরণাগনিষেধিভিরংগুতৈঃ” (রঘু ৯।১০)

নিষেধোক্ত (ক্রী) নিষেধবাক্য ।

নিষেব (ত্রি) ১ ক্রিয়ারত, অহরন্ত । পূজাদিতে নিবর্তমান ।

২ অভ্যাসশীল । ৩ অবলোকন । ৪ বাস । ৫ পূজা । ৬ অহুসরণ ।

নিষেবক (ত্রি) ১ অহরন্ত । ২ পুনঃ পুনঃ এক স্থানে আগমন বা
এক বিষয়ে অভিনিবেশ ।

নিষেবণ (ক্রী) নি-সেব-ভাবে লুট্ । সেবা ।

“গুহ্রাঘোঃ শ্রদ্ধধানন্ত বাহুদেবকথাকৃচিঃ ।

ভ্রামহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাং ॥” (ভাগ ১।২।১৬)

নিষেবণীয় (ত্রি) নি-সেব্-অনীয়ত্ব । সেবাযোগ্য ।

নিষেবিত্ (ত্রি) নি-সেব্-তৃচ্ । নিষেবক, নিষেবনকারী ।

নিষেবিতব্য (ক্রী) নি-সেব্-তব্য । সেবনীয়, সেবার যোগ্য ।

“গুহ্রবিবৃদ্ধিদিনে নিষেবিতব্যানি রসায়নানি ॥” (বৃহৎসং ৭৫।১)

নিষেবিন্ (ত্রি) অবলোকিত, অহরন্ত, স্থখভোগী ।

নিষেব্য (ত্রি) নি-সেব-ভাবে গ্যৎ । সেবনীয়, সেবার যোগ্য ।

“মুগেন্ত্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিবা ।” (ভাগ ২।১২।২২)

নিষ্ক (পুং ক্রী) নিশ্চয়েন কার্যতি শোভতে নিষ্-কৈ-ক, বা
নিষ্ক-অচ্ । ১ চারি স্বর্ণ, চলিত মোহর ।

পাগিনিহ্মজ্জে নিষ্ক নামক প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ
আছে । ঋগ্বেদে—

“অর্হিষির্ভিঃ সায়কানি ধর্ষাইনিষ্কং ধন্তং বিধ্বংসম্” ইত্যাদি
শ্লোক পাঠ করিলে এইরূপ অল্পমিত হয় যে, উত্তরপশ্চিম
দেশীয় হিন্দুস্থানীরা যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মোহরের মালা গাঁথিয়া
গলার ধারণ করে, সেইরূপ বৈদিককালের আর্যোরাও নিজের
মালা গলদেশে ধারণ করিতেন ।

“ধরণানি দশজেরঃ শতমানন্ত রাজতঃ ।

চতুঃসৌবর্ণিকো নিকো বিজেরন্ত প্রমাণতঃ ॥” (ময় ৮।১৩৭)

এই শ্লোকের চীকার কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন—

‘চতুর্ভিঃ স্ববর্ণৈঃ নিকঃ পরিমাণেন বোধব্যঃ ।’ (কুল্লুক)

ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, চারি সুবর্ণে এক নিক হয়।
২ সাতশত সুবর্ণ। ৩ হেম। ৪ উরুভূষণ। ৫ পল। ৬ দীনার।
৭ শাস্ত্রীয় বোড়শমাসক পরিমিত সুবর্ণের অষ্টাধিক শত। ৮ চতুঃ-
সুবর্ণ পরিমিত পলপরিমাণ মানভেদ। চার মাঝ। ৯ সুবর্ণ পাঁজ।
১০ পণ। ১১ বোড়শ কাহন পরিমাণ। ১২ স্বর্ণকর্ষ। ১৩ স্বর্ণ-
পল। ১৪ কঠভূষা।

‘নির্মমস্তী সাত্বেমপতে দীনাকর্মণোঃ।

বন্ধোহলভরণে হেমপাত্রে হেমপলেহপি চ ॥’ (মেদিনী •)

নির্ককঠ (ত্রি) সুবর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট কঠ।

নির্কগ্রীব (ত্রি) যাহার গ্রীবাদেশে সুবর্ণ অলঙ্কার বিলম্বিত।

নির্কণ্টক (ত্রি) নির্গতঃ কণ্টকো যন্ত। ১ উপসর্গহীন। ২ বাধা-
রহিত। ৩ কটকহীন। ৪ শত্রুপরিশূভ, উপদ্রবরহিত।

“রাজ্যং নির্কণ্টকং কৃদ্ধা ভোক্তাস্য মেদিনীঃ পুনঃ।”

(ভারত বিরাট ৬ অঃ)

নির্কঠ (পুং) নির্গতঃ কঠঃ ক্কা যন্ত। বরণ বৃক্ষ। (শব্দচ°)

নির্কনিষ্ঠ (ত্রি) কনিষ্ঠাঙ্গুলিশূন্ত। যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলি কণ্ঠিত
হইয়াছে বা উক্ত অঙ্গুলি অপরাপর অঙ্গুলি অপেক্ষা প্রসারিত।

নির্কন্দ (ত্রি) যাহার শিকড় কন্দবিশিষ্ট নহে, বা যে কন্দ
খাল্যযোগ্য নহে।

নির্কম্প (ত্রি) নির্গতঃ কম্পো যন্ত। কম্পহীন।

“নির্বাতে নিরুপমিব প্রৌপম্য” (কুমারস°)

নির্কম্প (পুং) গর্কড়ের পুত্রভেদ।

নির্কম্প (পুং) দেবসেনাদিপভেদ।

“বলিনা বৃষপর্ণাতু সহ নিরুপম্য রণে।” (হরিব° ২৪৪ অঃ)

নির্কর (ত্রি) করশূন্ত, লাংব্রাজ জমি, যে ভূমির রাজস্ব দিতে
হয় না, রাজস্ব হইতে মুক্ত।

নির্করুণ (ত্রি) নির্দোষ করুণা যন্ত। করুণাহীন, নির্দয়, নির্মম।

নির্করুণ (ত্রি) ময়লাহীন, পরিচ্ছন্ন।

নির্কর্মণ (ত্রি) নির্দোষ কর্ম যন্ত। কার্য-বিরত, অলস।

নির্কর্ম (পুং) নিস-কর্ম ভাবে বহু। ১ নিশ্চর। ২ ইচ্ছাদি
দ্বারা স্বরূপপরিচ্ছেদ।

“স উপাধিভবেত্ত্ব নিরুপাধেয়ঃ প্রদর্শ্যতে।” (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

৩ করার্থ প্রজাপীড়ন।

“অনুকর্মণ নিরুপাধিবাধকমূর্ছনম্।

সর্বমেব ন তত্রাসৌকর্মণিতো যুধিষ্ঠিরে ॥” (ভারত ২।১৭।১৩)

৪ নিঃসারণ।

নির্কর্মণ (ক্ৰী) নিস-কর্ম ভাবে লুট। ১ নিঃসারন। ২ নিঃসারণ।

“ব্রাহ্মযজ্ঞঃ প্রিয়ানোকলশালানির্কর্মণৌষধম্।” (রঘু)

নির্কর্মণ (পুং) মরুৎগণভেদ।

নির্কল (ত্রি) নির্গতা কলা যন্তাঃ। ১ কলাশূন্ত। ২ নিরবয়ব, সম্পূর্ণ।

“সংযতাস্তাপি নক্কান্দ মতিমন্তচ্চ মানবাঃ।

দৃষ্টন্তে নিরুলাঃ সপ্ত প্রৌহাদাঃ স্ব স্ব কর্মভিঃ ॥” (ভারত ৩।২।৮।১০)

৩ ব্রহ্মা। ‘নিরুলঃ নিরুল্য শাস্তঃ।’ (শেতাশ্বতর উপনি°)

৪ নষ্টবীৰ্য। (পুং) ৫ অবধারণ।

‘নিরুলন্ত কলাশূন্ত নষ্টবীৰ্যো তু বাচ্যবৎ।’ (বিষ)

নিরুলা (ক্ৰী) নির্গতা কলা যন্তাঃ। নির্গতাবস্থা, বৃদ্ধা, রজো-
হীনা স্ত্রী।

নিরুলী (ক্ৰী) নিরুল-স্ত্রী। ঋতুহীনা, নিবৃত্তরজ্জ্বা। (শব্দর°)

নিরুলক (ত্রি) ১ কলহীন, দাগবিহীন। ২ পাপহীন।

নিরুলক্কাভীর্ষ (ক্ৰী) গুরাগোক্ত একটা পবিত্রতীর্ষ, এখানে
স্নান করিলে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। (শিবপু°)

নিরুলক (ক্ৰী) অবিশ্রাম্য। যাহা অগ্নু হইতেও অগ্নু এবং যাহা
কোন প্রকারে ভাগ করা যায় না।

নিরুল্যম্ব (ত্রি) পাপবিহীন, পাপশূন্ত, কলহীন।

নিরুল্যম্ব (ত্রি) নির্গতঃ কল্যঃ চিত্তমলভেলো যন্ত। ১ চিত্ত-
দোষশূন্ত, নির্মলচিত্ত। ২ মুমুক্ষু। (পুং) ৩ জিনভেদ। (হেমচ°)

নিরুল্যম্ব (পুং) নিক প্রভৃতি করিয়া পাণ্ডিত্যক শব্দগণ। যথা—
নিক, পণ, পাদ, মাষ, বাহ, ত্রোণ, বটি। (পাণিনি)

নিরুল্যম্ব (ত্রি) ১ নির্গতঃ কামো অভিলাষো যন্ত। ১ বিষয়ভোগে-
চ্ছাশূন্ত, কামনাশূন্ত, আসক্তিরহিত। ২ কামনারহিত কর্ম।

“বিশিষ্টকলনাঃ পুংসাং নিরুল্যমাণাং বিমুক্তিদাঃ।” (বিকৃপু°)

নিরুল্যম্বদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাহার কলে
মোক্ষ লাভ হয়। “নিরুল্যম্বদ্বয়গজপাদিকর্মণো হুংখং প্রত্যুত-
মোক্ষকলং প্রাপ্যতে।” (সাংখ্যপ্রবচনসভাষ্য)

নিরুল্যম্বদ্বয়, কামনারহিত কার্য। যে সকল কার্য আসক্তি-
পরিশূন্ত হইয়া অশ্রুতিত হয়, তাহাকে নিরুল্যম্ব কহে। গীতার
ভগবান্ অর্জুনকে এই নিরুল্যম্ব কর্মেরই উপদেশ দিয়াছিলেন।
জ্ঞানযোগ ও নিরুল্যম্বযোগ এই দুইটির মধ্যে কোনটী শ্রেয়,

* অমরটীকাকার ভরত নিক শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন,
‘শাস্ত্রীয়বোড়শমাসকপরিমিতঃ স্বর্ণঃ সুবর্ণঃ তেষাং সুবর্ণানাং অষ্টাধিক-
শতং, হেমস্বর্ণমাত্রং। উরুভূষণঃ বন্ধোহলভারঃ। পলং শাস্ত্রীয়মান-
বিশেষঃ উরুভূষণঃ পলকং হেম এবতি কেচিৎ। দীনারঃ সমাগ্রব্যবহারার্থঃ
সামবল্ল এনু নিকঃ। কেচিৎ দীনার ইতি পল ইত্যস্য বিশেষণঃ। দীনাত্রে
পলে দৌকিকপলে নতু শাস্ত্রীয়ে, সাত্ত্বাত্ত্র্যোত্র্যতিরন্তিকাপরিমিতঃ
কাকবঃ, দীনারঃ। তথাহি—

“দীনারো রোপকৈরষ্টাংশিত্যা পরিকল্পিতঃ।

সুবর্ণশুদ্ধিতমো ভাসো রোপক উচ্যতে।” (বিকৃপু°)

(অমরটীকা ভরত ৩।৭।১০)

অর্জুনের এই সম্বন্ধ হইলে তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মযোগ বা জ্ঞানযোগ এবং নিকামকর্ম এই দুইটির মধ্যে জ্ঞানযোগই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে আমাকে যৌন নিকাম কর্মমার্গে প্রেরণ করিতেছেন কেন ? ভগবান অর্জুনের বাক্য শুনিয়া তাহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, অর্জুন আমি তোমাকে কোনরূপ বিমিশ্রিত বাক্য বলি নাই, তুমি বুদ্ধিদোষে ঐরূপ বুঝিয়াছ। আমি বাহ্য কল্যাণকর, তাহাই তোমাকে উপদেশ দিয়াছি। পুনরায় ইহা সাবধিত হইয়া শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমার মোহ অপনীত হইবে। এই ভগবতে বাহ্য প্রকৃত কল্যাণ অভিশ্রব করে, তাহাদের নিমিত্ত আমি পূর্বে বেদের মধ্যে বিবিধ নিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছি, একটা জ্ঞাননিষ্ঠা আর একটা নিকাম কর্মনিষ্ঠা। এই দুইয়ের মধ্যে বাহ্য সাংখ্য অর্থাৎ আত্মবিষয়ে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন এবং ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পরেই বাহ্য সমস্ত কামনাদি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারা বাহ্য পরমাখতর নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন, বাহ্য পরমহংস, পরিব্রাজক, তাঁহাদের পক্ষেই জ্ঞাননিষ্ঠা। জ্ঞানযোগের অধিকারী না হইয়া জ্ঞানযোগ আশ্রয় করিলে তাঁহার কোন মতেই শ্রেয় লাভ হয় না, বরং নিরয়গামী হইতে হয়। বাহ্য কর্মেতে অধিকারী, পূর্ণোক্ত লক্ষণযুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিমিত্তই কপ্যযোগ নির্দিষ্ট আছে। কারণ নিকামভাবে কর্মস্থান না করিলে পুরুষ কখনই জ্ঞাননিষ্ঠা পায় না অর্থাৎ শেষে সমস্ত কর্মবিরহিত হইয়া, কেবলমাত্র ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করিতে পারে না। কেননা নিকামভাবে কর্ম করিতে করিতেই ক্রমে বুদ্ধি বিগুটি হয়, তত্ত্বজ্ঞানগ্রহণের উপযুক্ত হয়, তৎপরেই জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে। বাহ্য ব্রহ্মচর্যের পরেই বুদ্ধিবিগুটি হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী হন, তাহাদের পূর্ণজ্ঞানস্থিত কর্মস্থান দ্বারাই বুদ্ধি গুটি হইয়া থাকে। সুতরাং এ অর্থে আর কর্মস্থানের আবশ্যকতা থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান পরিপূর্ণ না হইলেও, কেবল কর্মপরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না, কেননা তত্ত্বজ্ঞান না হইলে যদি সমস্তক্রিয়া পরিত্যাগ করা হয়, তবে তাহা কেবল বাহিরের হস্তপদাদি ক্রিয়া সম্বন্ধেই সম্ভবে। অন্তরের ক্রিয়া কিছুই পরিত্যক্ত হয় না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা মন হইতে সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত কলকালের নিমিত্তও কলচ কেহ নিষ্কিরভাবে থাকিতে পারে না, কারণ স্বপ্ন, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা পরিচালিত হইয়া, হয় অন্তরে না, হয় বাহিরে, কোন না কোন কর্ম করিতে হইবে। নিষ্কিরভাবে অরহণ, বন্ধন, অরহণ, কাণ্ডের কারণ সম্বাদি গুণ থাকিলে কার্যও নিষ্কর হইবে। গুণ সকল বন্ধন বলপূর্বক

কার্য করাইবে, তখন নিকাম কর্মস্থানই মঙ্গলজনক। আরও শাস্ত্রে লিখিত আছে, যিনি হস্ত, পদ ও শিরাদি কর্মেজির বাহিরে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল দ্রবণ করিতে থাকেন, সেই বিমুক্তাত্মা ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বা কপটাচারী কহে। আর যিনি কামনা অরহণ মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিয়া অনাসক্তভাবে কেবল বাহিরেই কর্মেজির দ্বারা বিহিত কর্ম করিয়া থাকেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমিও ফলকামনাশূন্য হইয়া আপনার জাত্যুচিত যে কর্ম বিহিত আছে এবং বাহ্য নিত্য ও নৈমিত্তিক অর্থাৎ কাম্য নহে, সেই সকল কর্মের অস্থান কর, তোমার জ্ঞান অধিকারির পক্ষে কর্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্মকরাই শ্রেষ্ঠকর। বিশেষতঃ তুমি যদি হস্তপদাদি সমস্ত বাহ্যেজিরের ক্রিয়াই এককালে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে শরীরবান্ধাও নির্ম্মা হইবে না। তোমার কর্মস্থান করিতেই হইবে, যদি কর্ম ভিন্ন থাকা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে স্বধর্মোক্ত নিকামকর্মের অস্থানই বিধেয়, এই নিকাম কর্মস্থান করিলে তাহার ফলস্বরূপ সংসার বন্ধন হইবে না, কারণ নিকামভাবে ঐশ্বর্য যে কর্মের অস্থান করা যায়, তদ্ব্যতীত অল্প কর্ম দ্বারাই অর্থাৎ কামনামূলক কর্মস্থান দ্বারাই লোকের সংসার বন্ধন হইয়া থাকে। কেহ বলেন, নিকাম কর্ম হয় না, বিষ্ণুর উদ্দেশে বা অল্প কোন কামনা করিয়া কর্মস্থান করিলে, তাহা নিকামকর্ম কিরূপে হয় ? ইহাতে শাস্ত্র বলিয়াছেন, ‘অকামো বিমুক্তকামো বা’ বিষ্ণুর উদ্দেশে যে কর্ম অস্থিত হয়, তাহাকে নিকামকর্ম কহে। অতএব হে অর্জুন ! তুমিও সমস্তকামনা বা আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক কেবল ঐশ্বর্যার্থেই বিহিত ক্রিয়াকলাপের অস্থান করিতে থাক। ঐশ্বরের প্রীতিতেও যেন তোমার কামনা থাকে না, কেন না তাহা হইলেও তোমার সকাম ক্রিয়াই করা হইবে।

পুরাকালে মহুবা এবং তৎসঙ্গে নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল স্থগিত করিয়া প্রজাপতি বলিয়াছিলেন যে, হে মহুবাগণ ! মন্দত এই নিত্য নৈমিত্তিক কর্মস্থান দ্বারা তোমরা বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে থাকে। এই কর্মই তোমাদের সকল প্রকার অতীষ্ট সিদ্ধি করিয়া দিবে। এই সকল কর্মস্থানে দেবগণ প্রীত হইবেন এবং দেবতারাও তোমাদের সর্ধর্জন করিবেন। এইরূপে পরম্পর সর্ধর্জন দ্বারা ক্রমে তোমরা মুক্তি স্বরূপ পরম শ্রেয় পর্যন্ত লাভ করিতে পারিবে। কারণ ঐ কর্মস্বরূপ বজ্র দ্বারা, পরিতোষিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে নানা প্রকার অভিলষিত ভোগ প্রদান করেন, অতএব তাহাদের লব্ধ সেই সকল ভোগে প্রবৃত্তি হইয়া তাহাদিগকে সমর্পণ না করিয়া কেবল স্বয়ং ভোগ কর, তবে তাহা চৌর্য বলি

কাজেতে পারে। বেশ হইতে কর্ণের উত্থান। বেশ পরমাত্মা প্রভু-
প্রতিষ্ঠিত। তখন বধন সর্বব্যাপক, তখন তিনি কর্মমধ্যেও
অন্তর্ভুক্ত আছেন, অতএব এইরূপ কর্মসম্পাদন করা তোমার
নির্ভর কর্তব্য। বাহারা এইরূপ নিকাম কর্ণের অনুষ্ঠান না
করে, তাহারা আত্মার কোনরূপ কল্যাণ করিতে পারে না।
অতএব নিকামভাবে সমস্ত প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান
করা তোমার সর্বতোভাবে বিধেয়। বাহারা যোগী বা আত্মা-
রাম এবং এককালীন বিশেষবরূপে সমস্ত কাযনা ও বাসনাধি
পরিশুদ্ধ হইরাছেন, তাহাদের এইরূপ কর্মসম্পাদন করার প্রয়োজন
নাই। আত্মারাম ব্যক্তির কোন প্রকার নিকাম কর্মসম্পাদনের
আবশ্যকতা নাই, কেননা বুদ্ধিগুণিই নিকাম কর্ণের ফল।
কিন্তু বাহার বুদ্ধি গুণি হইরাছে, তাহার নিকাম কর্ণের আব-
শ্যকতা নাই; কিন্তু তোমার এখনও চিত্তগুণি হয় নাই। যতক্ষণ
পর্যন্ত চিত্তগুণি না হয়, ততক্ষণ তোমার নিকাম কর্মসম্পাদন
বিধেয়। চিত্তগুণির জন্ম একমাত্র নিকাম কর্মসম্পাদন। মোক্ষ
হইয়া থাকে। জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ নিকামকর্মসম্পাদনাই
বুদ্ধিগুণি পূর্ণক জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইরাছেন
এবং দেখ যে, আমার কিছুই কর্তব্য কর্ম নাই, তথাচ আমি
বিহিত কর্ণের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। এই সকল কারণে
নিকাম কর্ণের অনুষ্ঠানই বিধেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্তগুণি না হয়,
ততক্ষণ কোন নিকাম কর্মসম্পাদন করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত
জ্ঞানোন্মত্ত ও কর্মোন্মত্ত সকল শম, দম প্রভৃতি দ্বারা নিষ্কল
না হয়, ততক্ষণ কর্ম করিতে হইবে। এই কর্ম যদি সাকামভাবে
অনুষ্ঠিত হয়, হইলে তাহার ফল বন্ধন অবশ্যস্বাভাবী। কিন্তু এই
সকল কর্ম যদি নিকামভাবে অর্থাৎ আসক্তিরহিত হইয়া অনু-
ষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে চিত্তগুণি হয় এবং তদনন্তর
মোক্ষ লাভ ঘটবে। কর্মসম্পাদন কর্তব্য এই বুদ্ধিতেই কর্ম
করিতে হইবে, কর্ণের প্রতি কোনরূপ যেন আসক্তি না
থাকে, যদি কোন সামান্যরূপও আসক্তি থাকে, তাহা হইলে
সেই কর্ম নিকামকর্ম হইবে না। বর্ণাপ্রমোচিত ব্রাহ্মণ, কত্রিয়
প্রভৃতি যে বর্ণের যে সকল ধর্মসম্পাদন বিহিত আছে, তাহার
অবিরোধে সেই বর্ণের সেই সকল ধর্মসম্পাদন বিধেয়। এই
সকল কর্মসম্পাদন আসক্তিপরিশুদ্ধ হইয়া করিতে হইবে।
এইরূপে কর্মসম্পাদিত হইলে চিত্তগুণি হয়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত
কর্ণের এবং কত্রিয় কত্রিয়োচিত কর্ণের অনুষ্ঠান করিবে,
ব্রাহ্মণ কত্রিয়ের কার্য বা কত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্য অনুষ্ঠান
করিবে না। তাহাতে বর্ণাপ্রমথের ব্যাঘাত ঘটয়া থাকে।
অতএব আপ্রমোচিত কর্ম সকল আসক্তিপরিশুদ্ধ হইয়া
করিবে, তাহাই নিকামকর্ম।

নিকামিন্ (জি) নিকাম অর্থাৎ ইনি। কামনাশূন্য, নিকাম,
বিশুদ্ধ।

নিকারণ (জি) নির্মাণ কারণ বস্ত। কারণশূন্য, বৈতুপ্ত
অকারণ, বুধা, মিহামিহি।

নিকালক (পুং) নিকালরতীতি নিঃ-কালি-বুল। ১ হৃত্ত
কেশলোমাদি।

“নিকালকো দ্যুতাক্তকৃত্যং পূর্ণাঃ পরিমল্য মরণং পুতোভব-
তীতি বিভাজতে।” (বশিষ্ঠ)

নিকালন (স্ত্রী) নিঃ-কল ভাবে লুট। ১ চালন। ২ মারণ।

নিকালিক (অব্য) কালিকতাক্ষাৎ, অভাবার্থেব্যব্র্যাক্তব্যঃ।
১ কালিকের অভাব। ২ কালিহীন, ক্ষেত্ৰশূন্য, অলব্য।

“ভং হতপুত্ৰঃ রথিনাঃ বরিষ্ঠঃ নিকালিকঃ কালবশং নরায়।”

(ভারত কর্ণ ৭২ অ°)

‘নিকালিকঃ নির্গতঃ কালী কালরিভা জ্যোতঃকিত্তি’ (শীলকঃ)

নিকাশ (পুং) নিতরাং কাশতে শোভতে প্রাসাদাদৌ নিঃ-
কাশ-অহ। ১ প্রাসাদাদির উপস্থান, সাজা, বাহান্না। ২ নিকাশন,
বহিকরণ। ৩ নিঃসারণ।

নিকানিত (জি) নিঃ-কাশ-গিচ্-ক্ত। নিকানিত, নিঃসারিত।

নিকাশন (স্ত্রী) নিঃ-কাশ-লুট। নিকাশন, নিঃসারণ, নিকাশন।

নিকাসিত (জি) নিঃ-কাশ-গিচ্-ক্ত। ১ বহিকৃত, দ্বীকৃত, পর্যায়
অবকৃষ্ট। ২ নিঃসারিত। ৩ নির্গমিত। ৪ আদিত।

‘নিকাসিতো নির্গমিতঃ প্যাহিতে বিকৃততঃপি চ।’ (মেদিনী)

৬ বিকৃত, নিমিত্ত।

নিকিঞ্চন (জি) নির্গতঃ কিঞ্চন গম্যঃ ধনঃ বা যত্ন। ১ কিঞ্চন-
শূন্য, বিষয়ান্তরশূন্য।

“প্রজ্ঞানং শোচমেবাত্ম শরীরন্ত বিশেষতঃ।

তথা নিকিঞ্চনমর্থ মনসচ্চ প্রসন্নতা।” (ভারত অহু° ১০৮ অ°)

নিকিঞ্চন, একজন বৈকব। তত্ত্বমালে ইহার বিবরণ এইরূপ
লিখিত আছে,—নিকিঞ্চন হরিপাল নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র।
তিনি অতিশয় বিজ্ঞানপরাগ ছিলেন ও বৈকবদিগের
সেবা করিতে পারিলেই জীবনে সুখানুভব করিতেন। ক্রমে
বৈকবসেবার তাঁহার বশ্যসম্পন্ন নষ্ট হইল। তাঁহার বৈকবসেবা
করিবার জন্ম কপর্দক যাত্রাও রহিল না। তখন একদিন এই
বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে করি-
লেন, এইখান দিরা যে কেহ বাইবে, তাহার নিকট যাহা পাইব,
তাহা দিরা বৈকব সেবা করিব। এসময় সমস্ত গগনানু রঞ্জিত
বহিষ্কৃত হইয়া দিরা লীলাস্থলে উপস্থিত হইলেন। নিকিঞ্চন
কম্পিত অলঙ্কার লইবার জন্ম তাহাকে ধরিয়া বলিলেন, জননি!
তোমার অলঙ্কার অলঙ্কার আয়ার দিরা যাও। কক কোকু

করিবার জন্য, সেই সময় যেন দ্বারা যেখান পলাইয়া গেলেন।
করিবার রোদ করিতে লাগিলেন। তখন নিম্নলিখ করিবার করণ
ও করিবার অপহরণ করিয়া লইলেন। পরে বলিলেন, যাহাঃ! এই
সকল দ্রব্য বৈক্যবসেবার জন্য দইতেছি, আপনি আমাকে
এ সময় দান করুন। এই সময় কক্ষ নিম্ন দুই দ্বার
করিলেন। তখন নিম্নলিখ করিতে লাগিলেন। জীবন
দ্বারাতে তাঁহার বৈক্যবসেবার অসম্ভব না হয়, কক্ষ এই বর দিয়া
প্রদান করিলেন। (ভক্তমাল)

নিম্নলিখ (কী) জাতি বিশেষ।

নিম্নলিখ (কি) নির্নাতি কিংবাঃ যত। কিংবাঃ, পাপ-
রহিত। (ভাগ ৭।৭।১০)

নিম্নলিখ (পু) কুটুং গৃহাৎ নিম্নলিখ বা, নিম্ন-কু-ক। ১ গৃহ-
সমীপস্থ উপবন। এই অর্থে নিম্নলিখ শব্দ কীংবাঃ প্রদোষও
দেখিতে পাওয়া যায়।

“পরিখাশ্চৈব কোরবা প্রতোলী নিম্নলিখ চ।

ন জাতঃ প্রপত্তে শুভমেতৎ বুধিষ্টিং ॥” (ভারত ১২।৬২।৫৫)

২ ক্ষেত্রবিশেষ। ৩ কপাট। ৪ অবরোধ, অন্তঃপুর,
পত্তাট। ৫ পর্তবিশেষ।

“নিম্নলিখ গৃহোদ্যানে জাৎ কোরবকপাটয়োঃ।” (মেদিনী)

নিম্নলিখ (কী) কুট কোটিলো কুট-ইন্ (ইগুপথ্যং কিং। উপ
৪।১১২) নির্গতা কুটঃ কোটিলো যন্তাঃ। এলা, এলাচি।

“এলা হুলা চ বহলা পৃথুকা ত্রিপুটাপি চ।

ভত্রোলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিম্নলিখ ॥” (কাবপ্রা)

নিম্নলিখ (কী) নিম্নলিখ-জীব। নিম্নলিখ, এলা।

নিম্নলিখ (কী) কুমারায়ুচরমাকুভেদ। (ভারত শল্য ৪৭ অ)

নিম্নলিখ (কি) কুতুহলশূন্য।

নিম্নলিখ (পু) নিম্ন-কু-অ-ক। ১ দক্ষিণক। (কি) নির্গতঃ
কুস্তো যন্তাঃ। ২ কুস্তশূন্য।

নিম্নলিখ (কি) নির্গতঃ কুলং অবরবান্যঃ সমূহো যন্তাঃ। অব-
রবসমূহশূন্য। কুস্তাভ্যুতঃ প্রদোষে নিম্নলিখ অর্থে নিম্নলিখ
শব্দের উত্তর ভাচ্ হয়, যথা—

“নিম্নলিখাকরোক্তি দাক্ষিণ্যং, নিম্নলিখবতীত্যর্থঃ”

দাক্ষিণ্যে নিম্নলিখ করিতেছে। নির্গতঃ কুলং সপিপ্তাদির্ঘত।

২ সপিপ্তাদি কুলরহিত।

“বশাৎপুত্রাচ্ চৈব জাৎ রক্ষণং নিম্নলিখ চ।

পতিব্রতাহ চ কীং বিধবাযাকুতাহ চ ॥” (মহ)

নিম্নলিখ (কি) নিম্নলিখ-অভ্যুততভাবে দি, ক-কর্ণি-ক।

“কামদ্যাপাং নিম্নলিখতানাং ॥” (জ্ঞপ্ত)

নিম্নলিখ (কি) কোণীতশূন্য।

নিম্নলিখ (কি) নিম্ন-কু-ক। ১ নিম্নলিখ। ২ জাতঃ।

৩ নিম্নলিখ। ৪ নিম্নলিখ। ৫ অতঃকৃত ৬ ৭ খতিত।

“কাকৈ নিম্নলিখ খতিঃ কবলিতঃ বীতিভিরান্দোলিতঃ ॥”

(পকাতোজ) (পু) ৭ রক্ষণশূন্য।

“অশ্বাচ্চ চিত্ররশ্মিঃ তথা নিম্নলিখ নৃপম্ ॥” (হরিব ২০৪ অ)

নিম্নলিখ (পু) নিম্নলিখ কুহয়তে, কুহ বিদ্যাপনে অচ্। কু-
কোটর। কুদাদিহিতঃ শব্দজাত রচ্।

নিম্নলিখ (কি) মৃত, স্থানান্তরিত, অপসারিত, পাপনির্মুক্ত।

নিম্নলিখ (কী) নিম্ন-ক-কিন্। ১ নিম্নলিখ। ২ নিম্নলিখ
৩ পাপাদি হইতে উদ্ধার। ইচ্ছাপূর্বক ভ্রাণ বধ করিলে
তাহার নিম্নলিখ নাই।

“ব্রহ্মে চৈব মিথ্যে হুরাপে শুক্লভরণে।

সর্বত্র বিহিতাসভিঃ কৃত্যে নান্তি নিম্নলিখ ॥” (প্রাশস্তিত্ত্ব)

(পু) ৪ অবিবিশেষ। (ভারত ৩২।১৮।১৪)

নিম্নলিখ (কি) নিম্ন-কু-ক। ১ সারঃ। ২ নিম্নলিখ।

নিম্নলিখ (পু) যজ্ঞিঃ স্তোমকারিতঃ শংসনাস্থক শব্দভেদ।

“যাদানি তু হোতু নিম্নলিখ স্তোমকারিতঃ শব্দম্”

“আব” শ্রৌতম্ ২।১।১৪)

(পু) ২ শব্দভাষ্য গ্রহণীয় যজ্ঞপাত্ররূপ গ্রহভেদ।

“যরতীয়াচ্ মে নিম্নলিখ মে” (শুক্লযজু ১৮।২০)

“প্রউগং শংসতি নিম্নলিখ শংসতীতি” (শ্রুতি)

নিম্নলিখ (কি) কেবলন্ত ভাবঃ কেবলম্। নিম্নলিখ কেবলম্
অসহায়ঃ যন্ত। ১ নিম্নলিখ কেবলম্। ২ অজ্ঞাসহকারী, অজ্ঞের
অসহকারী। ৩ নিরপেক্ষ।

“নিম্নলিখোপায়েন পাপেন তির্থাগোনিম্নলিখ ॥”

পুণ্যপাপেন মাহুয়াং পুণ্যৈনিকেন সেবতাম্ ॥”

(ভারত শান্তি ৩০৪ অ)

৪ নিম্নলিখ কেবলম্। ৫ মোক্ষহীন।

নিম্নলিখ (পু) নিম্ন-কু-ব-ক। নিম্নলিখ, বহির্নিঃসারণ।

নিম্নলিখ (কী) নিম্ন-কু-লুট। অন্তর্যবয়ের বহির্নিঃসারণ

“দক্ষশর্করোপকুশকর্ণালুকনিম্নলিখদ্বিত্যাক্ষ দক্ষবেষ্টাঃ ॥”

(অশ্রুত) তুং বাহির করণ, খোলা ছাড়ান।

নিম্নলিখ (কি) ১ উত্তোলনযোগ্য। ২ উৎপাতনশীল (চি-
টার জায়)। ৩ অন্তর্যবর হইতে বিহীন। ৪ নিম্নলিখ, দূরীভূত।

নিম্নলিখ (কি) নিম্ন-কু-তবা। নিম্নলিখযোগ্য।

নিম্নলিখ (কি) নির্নাতি কোরবঃ যন্ত। কোরবশূন্য,
কোরবহীন।

নিম্নলিখ (কি) নির্গতঃ কোশাখ্যাঃ নগরীঃ, তৎপূর্ব-
নামে গোপতেন হুঃ। কোশাখিনগরী হইতে নির্গত।

নিজ্জন্ম (পু) নির-ক্রম-ব-ক্। ১ গৃহাদি হইতে বহির্গমন।

২ প্রথম নিজ্জন্মকৃত শিশুর সংস্কার বিশেষ।

“অহন্তেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিজ্জন্মঃ।” (বাক্যকথা ১১২)

নিজ্জন্মণ (স্ত্রী) নির-ক্রম-লুট। ১ গৃহাদি হইতে বহির্গমন।

২ দশবিধ সংস্কারের মধ্যে সংস্কারভেদ। শিশুদিগের জননোত্তর প্রথম নির্গমন, এই নিজ্জন্ম শাস্ত্রানুসারে করিতে হয়।

“চতুর্থে মাসি কর্তব্যং শিশোনিজ্জন্মণং গৃহাৎ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

জননাবধি চতুর্থ মাসে শিশুদিগের নিজ্জন্মণ করিবে।

শৌনকও, চতুর্থ মাসে শিশুদিগের নিজ্জন্মণ করিবে, ইহাই বলিয়াছেন—

“চতুর্থে মাসি পুণ্যার্থে শুক্রে নিজ্জন্মণং শিশোঃ।” (শৌনক)

কিছু কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে তৃতীয় মাসেও নিজ্জন্মণের বিধি লিখিত আছে, যথা—

“মাসে তৃতীয়ে শশির্জ্বলিপকে ঋণাকরে শৌতনগোচরস্যে।

উৎপাতপাপগ্রহবজ্রিতে ভে নিকাসনং সৌখ্যকরং শিশুনাম্।”

(রাজমার্তণ্ড)

জনন হইতে তৃতীয় মাসে শিশুদিগের নিজ্জন্মণ শুভপ্রদ।

নিজ্জন্মণ শব্দের অর্থ বৃহস্পতি এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“অথ নিজ্জন্মণং নাম গৃহাৎ প্রথম নির্গমঃ।

অকৃত্যারং কৃত্যারং স্ত্রীদায়ুঃ স্ত্রীনাশনং শিশোঃ।” (বৃহস্পতি)

প্রথম শিশুদিগের গৃহ হইতে যে নির্গমন—বাহিরে আসা—

তাহার নাম নিজ্জন্মণ। শিশুদিগের যথোক্ত বিধানে এই নিজ্জন্মণ কার্য যদি না করা হয়, তাহা হইলে শিশুর আয়ু ও স্ত্রী নষ্ট হয়।

এই স্থলে এইরূপ অনিষ্টফলভিত্তিবারা নিবেদন বিধি কথিত হইয়াছে অর্থাৎ যথোক্ত বিধানে শিশুদিগের নিজ্জন্মণ অবশ্য বিধেয়। শাস্ত্রানুসারে নিজ্জন্মণকার্য করিলে সম্পত্তিবৃদ্ধি ও লীলায় লাভ হয়।

“কৃত্তে সম্পত্তিবৃদ্ধিঃ স্ত্রীদায়ুর্বর্জনমেব চ।” (বৃহস্পতি)

যম-সংহিতায় লিখিত আছে,—

“তৃতীয়ে মাসি কর্তব্যং শিশোঃ সূর্যাদর্শনম্।

চতুর্থে মাসি কর্তব্যমগ্নেস্ত্রজ্ঞানং দর্শনম্।” (যম-সং)

শিশুদিগের তৃতীয় মাসে সূর্যাদর্শন এবং চতুর্থ মাসে অগ্নি ও চন্দ্রদর্শন কর্তব্য। গোভিলগৃহসূত্রেও লিখিত আছে, তৃতীয় মাসে নিজ্জন্মণ করিবে।

“জননাদ্যতৃতীয়ে জ্যোৎস্বন্তং তৃতীয়ারাম্।” (গোভিল)

কোন কোন ধর্মশাস্ত্রের মতে তৃতীয় মাস এবং কোন কোন মতে চতুর্থ মাসে নিজ্জন্মণের কাল বিহিত দেখা যায়, ইহাতে পরস্পর বিরোধ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জ্যোতিষতত্ত্বে ইহার ব্যবস্থা এইরূপ লিখিত আছে,—

সাক্ষেদিগিগের তৃতীয় মাসে এবং বহুবর্ষেদিগেও অথোদিত-
বিগের চতুর্থ মাসে নিজ্জন্মণ করিতে হইবে।

“মাসে তৃতীয় ইতি তু হোমোপানাম গোভিলেন

জননাত্তরং তৃতীয় শুক্লতৃতীয়ারামিতি।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

নিজ্জন্মণের বিহিত দিন,—যিহ্মা জিন্ন তিথি অর্থাৎ চতুর্থা, অষ্টমী ও চতুর্দশী জিন্ন তিথি, শনি ও মঙ্গল জিন্ন বার এবং আশ্বী, অশ্বেবা, কৃত্তিকা, ভরণী, মঘা, বিশাখা, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ ও শতভিষা জিন্ন নক্স, কজ্জা, তুলা, কৃত্ত ও সিংহলগ্নে তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে শিশুদিগের নিজ্জন্মণ প্রশস্ত।

“আশ্বীধোমুখবজ্রিতাহপহভেদক্কেবরিক্তে তিথৌ

বারে ভৌমশনীতরে ষটতুলাকজ্জাভুগোত্রাদয়ে।

সক্‌টেষথ চতুর্থমাসি যদি বা মাসে তৃতীয়ে বিধা-

বক্ষীণে শুভদে শিশোরতিনবং নিজ্জন্মণং কারয়েৎ ॥ (পীপিকা)

সামবেদিগিগের নিজ্জন্মণের বিধির ভবনবতট্ট এইরূপ লিখিয়াছেন,—শিশুর জাত দিবস হইতে যে তৃতীয় শুক্লপক্ষ, তাহার তৃতীয়া তিথিতে প্রাতঃকালে কুমারকে দান করাইবে, তাহার পর দিব্যবাসন হইলে, সারং সন্ধ্যার পর জাতশিশুর পিতা চন্দ্রাভিমুখে কৃতাজলি হইয়া অবস্থান করিবেন। অনন্তর মাতা বিত্তক বস্ত্রে কুমারকে আচ্ছাদন করিয়া দক্ষিণদিকে ভর্তার বাম পার্শ্বে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া, শিশুর মস্তক উত্তরদিকে রাখিয়া পিতাকে অর্পণ করিবেন। তাহার পর, মাতা বামির পশ্চাৎ হইয়া উত্তরদিকে গমন করিয়া চন্দ্রের অভিমুখে অবস্থান করিবেন। এই সময় পিতা নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবেন—

মন্ত্র—“প্রজাপতি ঋষিরহষ্টপুঙ্খন্দচন্দ্রো দেবতা কুমারস্ত
চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ও বস্ত্রে সূর্য্যমে জদরং হিতমন্তঃ
প্রজাপতৌ বেদাহং যন্তে তদব্রহ্মমাং পৌত্রমবং নিগাম্।

প্রজাপতি ঋষিরহষ্টপুঙ্খন্দচন্দ্রো দেবতা কুমারস্ত চন্দ্রদর্শনে
বিনিয়োগঃ। ও যৎ পৃথিব্যা অনায়ুতং দিবি চন্দ্রমসি প্রিতং বেদ-
মৃততাহং বেদ নামমাং পৌত্রমবং ঋষম্।

প্রজাপতিঋষিরহষ্টপুঙ্খন্দইন্দ্রাদী দেবতে কুমারস্ত চন্দ্র-
দর্শনে বিনিয়োগঃ। ও ইন্দ্রাদী শর্গ বজ্রতং প্রজায়ৈ মে প্রজা-
পতী যথারং ন প্রমীয়তে পুত্রো জনিঅ্যা অধি। এই তিনটী মন্ত্র
জপ করাইয়া পিতা পুত্রকে চন্দ্র দর্শন করাইবেন। তদনন্তর
চন্দ্রকে অর্ঘ্য দিতে হইবে।

অর্থমন্ত্র—

“স্বীরোদার্ববস্তুত অজিনেত্রসমুত্তব।

গৃহাণার্থং নশাচ্ছেদং রোহিণ্যা সহিতোযম ॥”

স্বর্গকে অর্থা দিতে হইলে এই গল্পে দিতে হয়—

“এহি স্বর্গসহস্রাংশো ভেকোরাসে লগৎপতে ।

অষ্টকপায় মাং তত্ত্বং গৃহাণার্থং দিবাকর ॥”

তাহার পর পিতা, সেই প্রকারে কুমারকে উত্তর নির
করিতা হাতার নিকট দিলে । তাহার পর বখাবিধি ‘বামদেব্য’
প্রভৃতি দ্বারা শাস্তিকর্ম করিতা অহিহ্রাবধারণ করিতা গৃহে
প্রবেশ করিবে । ইহার পর, অপর গুরুপক্ষজয়ে তৃতীয়া তিথিতে
সারসঙ্ঘার পর, পিতা চত্রাতিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ
করিবেন । তাহার পর এই মন্ত্রে জলাঞ্জলি ভ্যাগ করিবেন,—

মন্ত্র—“প্রজাপতিঃ বিরহুপ্ হৃদশ্চন্দ্রোদেবতা কুমারস্ত
চন্দ্রদর্শনে বিনিরোগঃ । ঐ বদন্তচন্দ্রমসি কৃতং পুথিবা হৃদয়ং
প্রিতং তদহং বিধাত্ত্বং পত্ন্যাহং পৌত্রমযং কদম্ ।” তাহার পর
অমন্ত্রক দুইবার জলাঞ্জলি দিতে হইবে ।

পরে শাস্তিকার্য ও অহিহ্রাবধারণ করিতা গৃহে প্রবেশ
করিবে । (ভবদেবভট্ট) ৩ সংসারাসক্তিত্যাগান্তে বনগমন ।

(হু* হরিবংশ ২।৫৫)

নিষ্ক্রমগিকা (জী) পুত্রের চতুর্থ মাসে স্বর্গদর্শনার্থ গৃহের
বহিরাগমন ।

নিষ্ক্রমগিত (জি) নিষ্ক্রম সঙ্গাতার্ষে তারকাদিধানিত্ ।

সঙ্গাতনিষ্ক্রমণ, যাহার নিষ্ক্রম হইয়াছে ।

নিষ্ক্রম (পুং) নিষ্ক্রীয়তে বিনিমীয়তেহেনেনেতি নির-জী-অচ্

(এরচ্ । পা ৩।৩।৫৬) ১ কৃতি, যেডন । ২ বিনিময়প্রভা, তুল্য

মূল্য দ্রব্যাদ্বারা বিনিময় দ্রব্য । ভাবে অচ্ । ৩ ক্রয় । ৪ বুদ্ধি-

যোগ । ৫ সামর্থ্য । ৬ নির্গমন । ৭ প্রত্যাপকার । ৮ বিনিময় ।

“সমুৎকিপনং পুথিবী ভূতাবরণং বরপ্রদানস্ত চকার শূলিনঃ ।

অসত্ত্বারাজিত্বতা সসত্ত্বমব্রুংগ্রহা স্নেব্রুংথেন নিষ্ক্রম ॥” (মাঘ)

২ বিক্রয় ।

“নিষ্ক্রমবিলগ্নাভ্যাং ভর্তৃর্ভাৰ্থা বিযুচ্যতে ।” (মহু)

নিষ্ক্রামণ (জী) নির-ক্রম-গিচ্-লুট্ । [নিষ্ক্রমণ দেখ ।]

নিষ্ক্রিয় (জি) নির্গতা জিরা, ততো বহুন্ । জিরাণি ব্যাপারশূন্ত ।

“নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরপেক্ষং নিরজনম্ ।” (ঋতি)

আত্মা নিষ্ঠুগ, নিষ্ক্রিয়, তাহার কোন কার্য নাই ।

“নিষ্ক্রিয়স্ত তদসম্ভবাৎ ।” (সাংখ্য ১।৪৭)

আত্মা নিষ্ক্রিয় হইলে, তাহার গতি কিরূপে হয়? যে
নিষ্ক্রিয় তাহার গতি অসম্ভব । পূর্ণ ও সর্বব্যাপক আত্মার
কোথাও প্রবেশ ও নির্গম নাই । আকাশ কি কখনও কোথার
বার, না আইসে? বাহা পরিস্ক্রিয় বস্তু, তাহারই প্রবেশ ও
নির্গম হয়, অস্তের সম্ভবে না । আত্মাকে পরিস্ক্রিয় স্বীকার
করিলে, তাহা অপেক্ষে সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা প্রমাণ-বহিত্ ।

ঋতিতে আত্মার পরলোকগতিরূপ জিয়ার উল্লেখ আছে
সত্য, কিন্তু তাহা ঔপাধিক, বাস্তব নহে । আত্মার লিঙ্-
ধরীরূপ উপাধি, ইহপরলোক গমনাগমন করে, তাহা দেখিয়া
ঋতি উপচারক্রমে তদুপহিত আত্মার পরলোকগতি বর্ণনা
করিয়াছেন । বাস্তবিক পক্ষে, আত্মা কোথাও বান না,
আসেনও না । যেমন কোন ঘট এক স্থান হইতে অস্ত্র স্থানে
গেলে পর, তদুপহিত আকাশ গিয়াছে, বলিয়া উল্লেখ করা
যায়, ঋতুক্রম আত্মার গতিও ঠিক তদ্রূপ জানিতে হইবে ।
অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয় ।

“অথ দ্রব্যাপ্রিতা জেরা নিষ্ঠুগা নিষ্ক্রিয়া গুণাঃ ॥” (ভাবাপরি)

নিষ্ক্রিয়ত্ব (জী) নিষ্ক্রিয়স্ত ভাবঃ, তল-টাপ্ । নিষ্ক্রিয়ের ভাব,
অলসতা । অমনোবোধিতা ।

নিষ্ক্রিয়াত্ব (জী) নিষ্ক্রিয় আত্মা বস্তু, নিষ্ক্রিয়ান্ন, তন্ত ভাবঃ
তল-টাপ্ । নিষ্ক্রিয়বস্তুপতা, নির্গম্য । অনবধানতা ।

নিষ্ক্রীতি (জী) মুক্তি ।

নিষ্ক্রোধ (জি) নির্নাতি ক্রোধঃ যন্ত । ক্রোধহীন, ক্রোধশূন্ত ।

নিষ্ক্লেশ (জি) ক্লেশহীন । বৌদ্ধমতে দশবিধ ক্লেশ হইতে মুক্ত ।

নিষ্ক্লেশলেশ (জি) নির্নাতি ক্লেশক্লেশঃ যন্ত । ১ ক্লেশলেশশূন্ত ।
নিষ্ক্লেশ ।

নিষ্কৃৎ (পুং) নিঃসৃতঃ কাণ্ডো যজ্ঞ । মাংসাদির কাণ, চলিত
ঝোল । পর্যায়—রসক । (হেমচ ৩।৭৭)

নিষ্ঠকন্ (জি) নির-তক-সহনে-কনিপ্ ততো বেদে সাধুঃ ।
নিতরায় সহনশীল ।

নিষ্ঠকরী (জী) নিষ্ঠকন্ বনোরচ্ ইতি জীপ্, রশ্চাত্তাদেশঃ ।
নিতান্ত সহনশীল ।

“বাসীং নিষ্ঠকরীমিচ্ছ” । (অথর্ক ৫।২২৩)

নিষ্ঠপন (জী) গোড়ান ।

নিষ্ঠপু (জি) ১ উজ্জলীকৃত, বার্ষিক দ্বারা চকচকে করা ।
২ উৎকৃষ্ট রত্ননুষ্ক ।

নিষ্ঠক্য (জি) ১ পাক খুলিয়া মোচন করা । ২ তর্কের অব্যোমা ।

নিষ্ঠানক (পুং) নিষ্ঠান্তানকঃ শব্দভেদঃ, ততো বহুং টুৎক ।
সব্যর্থ শব্দ ।

“নিষ্ঠানকস্ত ব্রহ্মহাংস্তব সৈন্তস্ত চাতবৎ ॥”

(ভারত ভীম ৪৮)

নিষ্টি (জী) নিশ-সমার্থো-জিচ্ । অদিতিসমপ্তী, দিতি ।

“নিষ্টিগ্র্যঃ পূর্বমাত্যাকবোতয়ঃ ॥” (লক ১।১১-১।১২)

‘নিষ্টিগ্র্যঃ নিষ্টিং দিতিং বসপত্নীং গিরীতীতি নিষ্টিগ্রীং দিতি
ভক্তাঃ’ (সারণ)

নিষ্টিগ্রী (জী) অদিতি । [নিষ্টি দেখ ।]

নিষ্ঠু (জি) নিস্-ভূ-কিপ্ বেমে বাহলকাং উ, ততো যৎ
ইষক। শক্রদিগের অভিভাবক, শক্রবিধেতা।

“এ ব উগ্রায় নিষ্ট্রে।” (ঋক্ ৮।৩২।২৭) “নিষ্ট্রে শত্রু
নিষ্ঠরতে” (সারণ)

নিষ্ঠ্য (পুং) নির্ভা ত্যায়তে তৈ-ক। নিস্-গভার্ধে ভাপ্ বা,
(অব্যয়াং ভাপ্। পা ৪।২।১০৪) ইত্যন্ত “নিসো গভ” ইতি
বাভিকোক্তা ভাপ্, ততো বিসর্গলোপঃ যৎ ইডক।

১ চণ্ডালাদি। ২ স্নেহজ্ঞাতিভেদে। ৩ পুত্রাদি।

“যং যে নিষ্ঠো যমযাতো নিচধান।” (শুক্রযজুঃ ৫।২৩)

‘ষ্টো ষ্টো শকসজ্বাতয়োঃ, নিতরাং ত্যায়তি সজ্বাতরূপেণ
সহ বর্তত ইতি নিষ্ঠাঃ। যথা, নির্গত শরীরায় ত্যায়তি বিস্তীর্ণো-
ভবতীতি নিষ্ঠাঃ পুত্রাদিঃ, বা নির্ভতো বর্ণাপ্রমেন্তো নিষ্ঠাঃ
চণ্ডালাদিঃ।’ (বেদদীপ)

নিষ্ঠ (জি) নিতরাং তিষ্ঠতীতি নি-হা-ক। ১ নিতরাং স্থিতিশীল,
স্থিত। “অথবা হেতুস্মিষ্ঠবিরহা প্রতিগোপিনা।” (ভাষ্যপরি)
২ তৎপর।

নিষ্ঠা (স্ত্রী) নিতরাং তিষ্ঠতীতি নি-হা-ক, ততো যৎ ঞ্জিয়াং
টাপ্-চ্। ১ নিশ্চিন্তি। ২ নাশ।

“যদাক্ষিতাবেব চরাচরস্ত বিদায় নিষ্ঠাং প্রভবক নিতাম্।”
(ভাগবত ৫।১৮।৮)

৩ অন্তঃসীমা। ৪ নির্বহণ। ৫ বাচ্চা। ৬ ধর্ম্মাদিতে প্রভা।

“লোকহেগ্নিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানহন।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥” (গীতা)

ধর্ম্মাদিবিষয়ে ঐকান্তিক অমুদ্রাগের নাম নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা
হই প্রকার—জ্ঞাননিষ্ঠা আর কর্ম্মনিষ্ঠা। বিবেকদিগের পক্ষে
জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্ম্মযোগির কর্ম্মনিষ্ঠাই প্রমত্ত। এই ধর্ম্মনিষ্ঠা
দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা হই, নৈতিক ব্যক্তি অনায়াসে ঐশ্বর্য্য রক্ষা
করিতে সমর্থ হয়। ৭ অবধারণ।

“জ্ঞাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ স্বকপ্রোজং মন এবচ।

ন নিষ্ঠামধিগচ্ছন্তি বুদ্ধিত্তামধিগচ্ছতি॥” (ভারত আশ্ব ৬৬৫)

৮ বাকরণ-পরিভাষিত ক্ত, ক্তবতু প্রত্যয়।

“ক্ত ক্তবতু নিষ্ঠা।” (পা ১।১।২৬)

ক্ত এবং ক্তবতুর নিষ্ঠা সংজ্ঞা হয়। ৮ প্রাপ্তি।

“ভগবন্তং হরিং প্রোয়ো ন ভজন্ত্যস্বকিভ্যাম্।

ভেষামশান্তকামানং কা নিষ্ঠাহবিজিতায়নাম্।”

(ভাগ° টীকার শ্রীধর)

নি-হা-কিপ্। ৯ স্থিতি, যথাকৃতস্থিতি।

“জাতো নিষ্ঠামধর্ষণো য়ীরাণ্।” (ঋক্ ৩।৩।১০)

‘নিষ্ঠাং পূর্ণং যথাস্থিতিঃ।’ (সারণ)

নিতরাং তিষ্ঠতি তুভ্যক্তর আধারে বাহলকাং অ।

১০ প্রেরকালে সর্ব্বভূতস্থিতির আধার বিষ্ণু।

নিষ্ঠা (স্ত্রী) নিস্-হা-কিপ্। যথাকৃত স্থিতি। বাহল্যপ্রযুক্ত
বিসর্গ লোপ করিলে নিষ্ঠা এইরূপ হয়। (ঋক্ ৩।৩।১০)

নিষ্ঠাগত (জি) নিষ্ঠাং গতঃ, ‘যিতীরাভ্রিভেতাদিনা যিতীরাভ্রং
পূরযঃ।’ নিষ্ঠাপ্রাপ্ত।

নিষ্ঠান (স্ত্রী) নি-হা করণে লুট্। বাঞ্জন। ভক্তাভ্যাসেন।

“আত্মৈশ্চাবিকবায়াহৈনিষ্ঠানবরসক্য়ৈঃ।

ফলনিবৃহসংসিক্কেঃ যুগৈর্গন্ধরসাদিভৈঃ॥” (রামা° ২।৯।৬৭)

নিষ্ঠানক (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫ অ°) নিষ্ঠান
স্বার্থে কন্। ২ নিষ্ঠান, বাঞ্জন।

নিষ্ঠান্ত (জি) নিষ্ঠা নাশোহন্তে যন্ত। নাশান্ত বন্ত, যে বস্তুর
অন্তে নাশ আছে।

“নিষ্ঠান্তঃ পঞ্চাঙ্গি যং কাক্রং ধর্ম্মক কেবলম্।” (ভা° শ্রীপর্ক ১১ অঃ)
২ নিতরাং স্থিতান্ত।

“নানাদিরথ নিষ্ঠান্তো মাছুবা বহবো যথা।” (ভা° অহু° ১০ অঃ)

নিষ্ঠাব (জি) নিষ্ঠায়ুক্ত। (ঐত° ব্রা° ৫।২।৯)

নিষ্ঠাবৎ (জি) নিষ্ঠা বিস্তৃত্তেহন্ত, নিষ্ঠা মতুপ্ মন্ত ব। নিষ্ঠায়ুক্ত॥

নিষ্ঠিত (জি) নি-হা-ক। নিতরাং স্থিত বন্ত।

“দেবদ্বিষাং নিগমবদ্বনি নিষ্ঠিতানাং।” (ভাগ° ২।৭।৩৬)

‘দেবদ্বিষাং দৈত্যানাং নিষ্ঠিতানাং নিতরাং স্থিতানাং।’ (শ্রীধর)

নিষ্ঠা জাতা অন্তেতি তারকাদিত্যাদিত্। ২ নিষ্ঠাবিশিষ্ট,
নিশ্চররূপে স্থিত। ৩ সম্যক জ্ঞাতা।

“রক্ষিতা অস্যা ধর্ম্মস্ত স্বজনস্ত চ রক্ষিতা।

বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞে ধর্ম্মকর্মেদে চ নিষ্ঠিতঃ॥” (রামা° ১।১।১৪)

নিষ্ঠীব (পুং) নি-ষ্টিব-ভাবে যঞ, বাহলকাং দীর্ঘঃ। ঈবন,
শ্লেষাদির মুখ হইতে নিরসন। (হেমচ°)

“নিষ্ঠীবঃ পাথতো দারাদেকস্তাক্রা নিমীলনম্।” (বাতট)

নিষ্ঠীবন (স্ত্রী) নি-ষ্টিব-ভাবে লুট্, ঠিৎসিষ্যোলুট্ দীর্ঘো বা
ইতি দীর্ঘঃ। (স্বামী) বা পূর্ব্বোদরাদিভ্যাং সাধুঃ। মুখ দ্বারা
শ্লেষাদির মন, চলিত ছেপ, থুথু। পর্যায়—নিষ্ঠেব, নিষ্ঠিত্তি,
নিষ্ঠেবন, নিষ্ঠেবা।

“কুতেহবলীক্ষে বাস্তে চ তথা নিষ্ঠীবনাদিহু।

কুর্ধ্যাদাচমনং স্পর্শং গোপুষ্ঠতর্কদর্শনম্॥” (মার্ক° পু° ৩৪।৩০)

নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু কেলিলে পুনরায় আচমন করিতে হয়।

নিষ্ঠীবন (স্ত্রী) ভৈষজ্যরসাবলীর্বাণিত ঔষধভেদ। এই ঔষধ
কুলি করিতে হয় বলিয়া ইহাকে নিষ্ঠীবন কহে। সৈন্ধব, তুঠ,
পিপুল ও মরিচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া, আদার রসে ভলিবে, পরে
আকর্ষ পর্য্যন্ত মুখে উঠা পূর্ণ মাত্রায় ধারণ করিবে। এইরূপ ধারণ।

করিলে পুনঃ পুনঃ রেখা উঠিতে থাকে। এই ক্রিয়া স্বাভাবিক, মজা, পান্ন, মস্তক ও গলা হইতে অতি পাচকশক্তি সংলগ্ন বা শুষ্ক সমুদয় রেখা আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের তার লবু বোথ হয়। ইহাতে পক্ষিভেদ জর, মূর্ছা, নিদ্রা, কাস, গলরোগ, শ্বশ্ব ও চক্ষের তার, জড়তা, উৎক্লেশ, এই সমুদায় নিবারণিত হয়। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া এক চুই তিন বা চারিবার পর্য্যন্ত নিম্পত্তন ব্যবহার্য্য। ইহা সান্নিপাতিক রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্নাঙ্গী জরানিহার)

নিম্পত্তি (স্ত্রী) নিম্পত্তি করোতি কৃতো নিম্পত্তি-গিহ-ভাবে-ক। নিম্পত্তিবনকরণ।

“বাচঃ পক্ষ্মা নিম্পত্তিঃ কৃতং চাণ্ডঃ কথিতম্।” (বৃহৎসং ৫০অঃ)

নিম্পত্তুর (স্ত্রী) নি-স্মা-মল্ল নাদয়শ্চেতি উরচ্। ১ পক্ষ্ম, কঠিন। (ত্রি) ২ কঠোর। ৩ অঙ্গুলি বাক্য।

“গুহ্যলক্ষ্যমধ্যমকানাং বচনং নিম্পত্তুরং বিদুঃ।

যদন্তথা বচো নীচং স্ত্রীপুংসমৈথুনাশ্রয়ম্।” (নীতি)

৪ তত্ত্বদ্বিধি।

“হিংস্রাভবতু তে বুদ্ধিরেতান্ন কুরু নিম্পত্তুরম্।” (ভট্ট)

নিম্পত্তুরতা (স্ত্রী) নিম্পত্তুর ভাবঃ নিম্পত্তুর-তল-টাপ্। নিম্পত্তুরের কাণা, নিম্পত্তুরের ভাব, কঠোরতা।

নিম্পত্তুরিক (পুং) নাগভেদ। (ভারত উত্তোগপর্ক ১০২ অঃ)

নিম্পত্তুর্য (ত্রি) নি-স্মি-কৃত ততো উট্। (ক্ষেদুঃ শৃড়িতি। পা ৩।৪।১২) ১ কিশু। ২ উল্লীর্ণ। ৩ মুখদ্বারা নিরস্ত শ্লেষ্মাদি, ধু ধু ফেলা। “শ্লেষ্মনিম্পত্তুরিতি বাস্তানিনাদিত্যেতেন্দু কামতঃ।” (মহু)

নিম্পত্তুর্যিতি (স্ত্রী) নি-স্মি-কৃতিন্। নিম্পত্তিবন।

নিম্পত্তুর্য (পুং) নি-স্মি-কৃত-যজ্ঞঃ। নিম্পত্তিবন।

নিম্পত্তুর্যন (স্ত্রী) নি-স্মি-কৃত-ভাবে লুট্। নিম্পত্তিবন।

নিম্পত্তুর্য (ত্রি) নি-স্মা-ক, ‘নিমদীভ্যাং প্রাতেঃ কোশলে’ ইতি সূত্রেণ যৎ, যৎ চুৎ। কুশল।

“আতিথ্যানিকা বনবাসিমুখ্যাঃ” (ভট্ট ২।২৬)

নিম্পত্তুর্য (ত্রি) নিতর্য্য প্রাতেঃ স্মি-স্মা-কৃত, ততো যৎ, যৎ চুৎ (নিমদীভ্যাং প্রাতেঃ কোশলে। পা ৮।৩।৮৯) ১ বিজ্ঞ। ২ নিপুণ। “বস্ত্র কথ্যন্ত নিম্পত্তুর্যো দাষ্ট্যাক্ষত্রবহিঃকৃতঃ।

স সংস্পৃক্তাং নাপ্রোতি বধকাইতি রাজতঃ।” (জুক্তত সূত্র ৩০অঃ)

৩ পারগত। (ভাষা ১।৪।২১) ৪ প্রধান।

নিম্পত্তুর্য (ত্রি) নিতান্ত পক্ষ্ম। অতিশয় পক্ষ্ম ব্যঞ্জন। পর্য্যায়—কথিত। ২ কথিত দশমূল্যাদি।

“পক্ষ্মবান্নিম্পত্তুর্যো এতামাপো ভবন্তি।” (শত° ব্রা° ৩।৪।১।১)

নিম্পত্তুর্য (ত্রি) পক্ষ্মশূন্য, নির্মল।

নিম্পত্তুর্য (স্ত্রী) নিম্প-পত-লুট্। নির্গমন। নিম্পত্তয়।

নিম্পত্তুর্য (পুং স্ত্রী) রাজাদিগের পতাকাশূন্য দণ্ডবিশেষ।

যুক্তিকল্পতরুতে এই নিম্পত্তুর্যকল্পের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—ইহাতে কেবল পতাকা থাকিবে না, সপতাককল্প যে পরিমাণ হইবে, ইহাও সেই পরিমাণ হইবে, ইহাতে দণ্ড, পক্ষ, পদ, কুন্ত, বিহগ ও মণি বিভাজ্য করিতে হইবে।

“পূর্ববন্ধগুনিয়মস্তত্র দৈর্ঘ্যে বিশেষণম্।

দণ্ডঃ পক্ষাণি পয়ঃ কুন্তশ্চ বিহগো মণিঃ ॥

নিম্পত্তুর্যো ধ্বজো রাজাঃ বড়্ভিতরেতেঃ সূসংস্থিতৈঃ।

জয়ঃ কপালো বিজয়ঃ ক্ষেত্রং তত্র শিবঃ ক্রমাৎ ॥” (যুক্তিকল্পতরু)

নিম্পত্তুর্য (ত্রি) নিম্প-পত-বাহলকাৎ ইচ্চ, ততো যৎ।

নিতান্তপতনশীল।

“ইতিহাসি প্রমাণীনি বুদ্ধাঃ সংযম্য যজ্ঞতঃ।

সর্বতো নিম্পত্তুর্যনি পিতা বালানি বায়ুজাম্ ॥”

(ভারত শাস্তিপর্ক ২৫ অঃ)

নিম্পত্তুর্যতা (স্ত্রী) নির্গতো-পতিঃ সূতশ্চ-যজ্ঞাঃ, ততো বাচ্য যজ্ঞঃ। অবীরা স্ত্রী, পতিপুত্রহীন নারী।

নিম্পত্তুর্য (স্ত্রী) নিম্প-পদ-কিন্। ১ সমাপ্তি। ২ দিকি।

“ক্রিয়ায়াঃ পরিম্পত্তুর্য্যাপারাদনস্তম্।

বিবন্ধতে যদা তত্র করণৎ তদা স্তম্ ॥”

(রামতর্কবাগীশম্বত কারিকা)

৩ নাদের অবস্থাবিশেষ। নাদের চারিপ্রকার অবস্থা,—আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিম্পত্তি। এই নিম্পত্তিনাদ যোগাবস্থায় বীণা ধ্বনিবৎ হয়।

“আরম্ভস্ত ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়োহপি চ।

নিম্পত্তিঃ সর্বযোগেবু স্তাদবস্থা চতুষ্টয়ম্ ॥” (হটযোগদীপী ৪।৭৩)

“কজ্জগ্রহিৎ যদা ভিষা সর্বপীঠগতোহনিলঃ।

নিম্পত্তৌ বৈকল্যঃ শব্দঃ কণাধীশাংগো ভবেৎ ॥” (হট° দী° ৪।৭৩)

৩ অবধারণ, নিম্পত্তি। ৪ পরিপাক। ৫ চুক্তি। ৬ সীমাংসা।

৭ নির্কাহ। ৮ অনুপাত (Ratio)।

নিম্পত্তুর্য (ত্রি) নির্গতঃ অস্ত্র পার্শ্বেন নিঃসৃতঃ পত্রঃ শরপুচ্ছো যন্ত। ১ একপার্শ্ব নিষ্কিপ্ত সপুচ্ছশরের অপর পার্শ্ব নির্গমযুক্ত যুগাদি, যে সপুচ্ছশর যুগের একপার্শ্ব ভেদ করিয়া অপর পার্শ্ব দিয়া নির্গত হয়, এইরূপ যুগ প্রকৃতি।

সপত্র ও নিম্পত্তুর্য শব্দের উত্তর কক্ষ্ণ শব্দের প্রয়োগে ডাচ্ প্রত্যয় হয়। “নিম্পত্তুর্যকরোতি, যুগং সপুচ্ছশরস্ত্র অপরপার্শ্বেন নির্গমনাৎ নিম্পত্তুর্য্য করোতীত্যর্থঃ।” (পাগিনি)

নির্গতঃ পত্রঃ যন্ত। ২ নির্গতপত্রক, বাহ্যর পত্র নির্গত হইয়াছে।

নিম্পত্তুর্য (ত্রি) নির্গতঃ পত্রঃ পর্ণঃ যন্ত কপ্। ১ পত্রশূন্য। ত্রিঃ টাপ্।

নিষ্পত্রিকা (জী) নিষ্পত্রক-টাপ, টাপি অত ইত্য়। করীর
বৃক। (রাঅনি°)

নিষ্পত্রাকৃতি (জী) নিষ্পত্র-ভাচ্, ক-ভাবে-জিন্। অতি-
বাহন। (হেঘ)

নিষ্পদ্ (জী) নির-পদ-কিপ্। ১ নির্গত। "নিষ্পদো মুদগজানাং"
(ঋক্ ১০।১০২।৬) 'নিষ্পদঃ নির্গচ্ছন্তঃ' (সারণ)

নিষ্পাদ (ত্রি) ১ পাদহীন। (জী) নির্গতঃ পদং পাদো যন্ত,
ততো যন্তন্। ২ পাদহীন যান, নৌকাদি।

"নৌকানাং নিষ্পদং যানং তন্ত লক্ষণমুচ্যতে।

অখাদিকন্ত যদ্ যানং স্থলে সর্গং প্রতিষ্ঠিতম্।

জলে নৌকৈব যানং স্তাদতন্তাং যন্ততে বহেৎ ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

[নৌকা দেখ।]

নিষ্পাদী (স্ত্রী) নির্গতঃ পাদোহস্তাঃ পাদোহস্তলোপঃ, ততো
কুন্তপদ্যাদিভাং ঙীপ্, পত্ন্যভাং বিসর্গন্ত যঃ। ১ পদহীনা স্ত্রী।

নিষ্পন্দ (ত্রি) নির্গতঃ স্পন্দো যন্ত। স্পন্দনরহিত।

"মৈথিলীতনরোদাসীতনিষ্পন্দমুগমাপ্রসম্।" (রঘু ১৪।৩৭)

যে স্থলে বিসর্গ লোপ হইবে না, সেই খানে 'নিষ্পন্দ'

এইরূপ পদ হইবে।

নিষ্পন্দন (ত্রি) স্পন্দনশূন্য, কন্দনরহিত।

নিষ্পন্ন (ত্রি) নির-পদ-ক্ত। ১ নিষ্পত্তিবিশিষ্ট। ২ সম্পন্ন, পর্যায়
সিদ্ধনিবৃত্ত।

"নিষ্পাপত্যং ফলং বিদ্ধি তীর্থন্ত মুনিসন্তম।

কৃষ্ণে: ফলং যথালোকে নিষ্পন্নায়ন্ত ভঙ্গম্।" (সেবীভাগ° ৩।৮।২২)

৩ সমাপ্ত, সম্পাদিত, কৃতনিষ্পাদন।

নিষ্পরিকর (ত্রি) ১ বাহা যুক্তহস্ত নহে। ২ প্রস্তুত না হওয়া।
৩ দৃঢ়সংকল্পহীন।

নিষ্পরিগ্রহ (ত্রি) নির্গতঃ পরিগ্রহঃ বস। বিবয়াদি সজি-
রহিত, কছা পাছকাদি ভিন্ন ব্যবহারহিত, বাহার কোনরূপ
পরিগ্রহ নাই।

"আন্তঃস্তানমাখারনিষ্পন্দো নিষ্পরিগ্রহঃ।" (মার্কপু° ১৬ অঃ)

নির্নাতি পরিগ্রহঃ পত্নী যস্য। ২ জীশূন্য। ৩ অবিবাহিত।

নিষ্পরিচ্ছদ (ত্রি) ১ পরিচ্ছদশূন্য। ২ অচ্ছদশূন্য।

নিষ্পরিদাহ (ত্রি) বাহা দগ্ধ হয় না, বাহা সহজে পোড়ে না।

নিষ্পরীক্ষ (ত্রি) বাহার পরীক্ষা হয় নাই।

নিষ্পরীহার (ত্রি) বাহা পরীহার করা যায় না।

নিষ্পরুষ (ত্রি) ১ কোমল, গীতবাঁজাদির মুহূবর। (দিব্যা° ৩।২৪)
২ বাহা কর্কশ নহে।

নিষ্পবন (স্ত্রী) নিস-পূ-ভাবে লুট, ততো বন্তঃ। ধাত্বাদির নিষ্প-
করণ। "নিষ্পবনাদি কলীকরণান্তঃ ভেদেন" (কাট্য° শ্রৌ°)

নিষ্পাণ্ডব (ত্রি) পাণ্ডবশূন্য।

নিষ্পাদ্ (পুং) নির্গতো পাদৌ বস্য, অভ্যলোপঃ ততো বিস-
র্গস্য যঃ। নির্গতপাদক।

নিষ্পাদক (ত্রি) নির-পদ-পিচ্-লুট্। নিষ্পত্তি-কারক।
"ব চাখ্যবিসরে ভল্য মতী সহায়ঃ কিন্তু স্বরসেব নিষ্পাদকঃ"
(সাহিত্যধ°)

নিষ্পাদন (স্ত্রী) নির-পদ-পিচ্-লুট্। নিষ্পত্তি করণ, শেষ-
করণ, সম্পাদন, সমাপন, নির্বাহ।

নিষ্পাদিত (ত্রি) নির-পদ-পিচ্-ক্ত। ১ সম্পাদিত। ২ উৎপাদিত।
৩ চেষ্টিত।

নিষ্পাদ্য (ত্রি) নিস-পদ-পিচ্-ণ্যৎ। সম্পাদ্য, সাধ্য, নির্বাহ
করিবার যোগ্য।

নিষ্পান (স্ত্রী) নিঃশেষরূপে পান।

নিষ্পাব (পুং) নিষ্প্রুতে ভূষাণাপনয়নে শোখাতেহনে নির-
পূ-করণে ঘঞ্। ১ ধাত্বাদির নিষ্প্রীকরণ, বহলীকরণ, পর্যায়
পবন, পব, পূতীকরণ।

‘ধাত্বাদিনিষ্প্রীকার্য বহলীকরণাদিবি।

তথাচ পূতীকরণে নিষ্পাবঃ পবনং পবঃ ॥’ (শব্দরত্নাবলী)

২ স্থপাদির বায়ু। এই কুলার বাতাস দিয়া ধাত্ত প্রভৃতির
ভূষশূন্য করা হইয়া থাকে। ৩ রাজমাষ, চলিত বরবটী।
৪ বিবিকল। ৫ কড়ঙ্গ।

‘নিষ্পাবঃ স্থপপবনে রাজমাসে কড়ঙ্গরে।

পবনে শিখিকায়াক নিষ্পাবো নির্বিকলকে ॥’ (বিধ°)

৭ যেত শিখী, চলিত সাদা শিম। ভাবপ্রকাশে এইরূপ
নির্মিত আছে, নিষ্পাব, রাজশিখী, বলক এবং যেতশিখিক,
এই কএকটা একপর্যায়ক শব্দ। গুণ—মধুর, কষায় রস, রস্ক,
অন্ন, বিপাক, গুরু, সারক, শুষ্ক, পিত্ত, রক্ত, মূত্র, বায়ু ও
বিষ্ঠাবিবদ্ধজনক, উষ্ণবীৰ্য, বিব, কক্ষ, শোথ ও শুক্র-
নাশক। ৮ বিশুদ্ধ পরিমাণ।

নিষ্পাবক (পুং) নিষ্পাব এব স্বার্থে কন্। যেতশিখী, ইহার
ত্রটকলের গুণ—মলবদ্ধকারক ও গুরু। (রাঅনি°)

‘নিষ্পাবকো বৈববলাশোফগুক্রান্তকো রস্কগুণে বিদাহী।

কষায়কঃ স্তান্মধুরো গুরুকঃ স্তন্যাস্তপিত্তকঃ করেতি বাতম্ ॥’

(হারীত প্রথম স্থান ১০ অঃ)

নিষ্পাবী (স্ত্রী) নিষ্পাব-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শিখী বিশেষ। চলিত
বোরা বা বরবটী। ইহা দুই প্রকার। হরিশর্গার পর্যায়—গ্রামজা,
ফলিনী, নথ-পুর্লিকা, মণ্ডলী ফলিকা, শিখী, গুচ্ছকলা, বিশাল-
ফলিকা, নিষ্পাবি, চিপটি। গুত্রার পর্যায়—অমূলিকলা, নথ-
নিষ্পাবিকা, বৃন্তনিষ্পাবিকা, প্রায়্যা, নথ-গুচ্ছকলা, অশরা।

ইহাদের গুণ কবায়, মধুর রস, কঠিন্তকর, মেঘা, দীপন ও
কটিকারক। (রাজনি°)

নিপ্পিষ্ট (ত্রি) নি-পি-ক। চূর্ণীকৃত, মর্দিত, ঘূট।

নিপ্পীড় (ত্রি) নি-পি-ক-অচ। নিপ্পীড়ন।

নিপ্পীড়ন (ক্ৰী) নি-পি-ক-শূট। নিপ্পীড়ন, নিংড়ান।

নিপ্পীড়িত (ত্রি) নি-পি-ক-ক। নিপ্পীড়িত, বাহানিংড়ান হইয়াছে।

নিপ্পতিগন্ধিক (ত্রি) স্বর্গীয় বা মেঘতোম্যা চাঁটলের সলক-
বিশিষ্ট। (দিব্যাবলান ১২০১২)

নিপ্পত্র (ত্রি) নির্নাতি পত্রঃ যন্ত। অপত্রক, পত্রহীন।

নিপ্পুরাণ (ত্রি) পুরাণশূন্ত, পুরাতন শূন্ত, পুরাতন কোন বস্তু
না থাকা, যুগান্তকালে সমস্ত পুরাতন বস্তুরই ধ্বংস হয়।

“ততো যুগান্তে ভূতানামেব চাহঞ্চ সূত্রত।

সহিতৌ বিচরিত্যাবো নিপ্পুরাণকরাভৌ ॥” (হরিব° ৪৬ অঃ)।

নিপ্পুরুষ (ত্রি) পুরুষশূন্য, পুরুষহীন।

নিপ্পুলাক (ত্রি) নির্গতপুলাকো যন্মাং। ১ পুলাকরহিত,
ধান্যাদির তুচ্ছধান্যরহিত। (পুং) ২ জৈনভেদ। (হেম)

নিপ্পেষ (পুং) নি-পি-ক-ঘঞ। ১ নিপ্পীড়ন। ২ নিঘর্ষণ।
৩ চূর্ণন। অভাবার্ধে অব্যবহৃত। ৪ পেষণাতাব।

“আয়ুধানাঞ্চ নিপ্পেষোরধানাঞ্চ মহান্বনঃ ॥” (রামা° ৩১০১৪২)

নিপ্পেষণ (ক্ৰী) নি-পি-ক-শূট। ঘর্ষণ, পেষণ, চূর্ণন, মর্দন।

নিপ্পৌরুষ (ত্রি) পৌরুষহীন।

নিপ্পকল্প (ত্রি) নির্গতঃ প্রকল্পো যন্ত। ১ প্রকল্পিত কল্পশূন্ত।
(পুং) ২ অরোহণ মনস্তরীর সপ্তবিভেদ। (হরিব° ৭ অঃ)

নিপ্পকারক (ত্রি) নির্গতঃ প্রকারকঃ যন্ত। প্রকারকশূন্ত,
নির্বিষয়ক।

নিপ্পকাশ (ত্রি) নির্গতঃ প্রকাশঃ যন্মাং। প্রকাশহীন,
যাহার প্রকাশ নাই।

“নিপ্পকাশমিবাকাশং সেনরোঃ সমপদ্যত ॥” (ভা° ৬।৫৩৭৪)

নিপ্পচার (ত্রি) প্রচারশূন্ত, একস্থানে অবস্থিতকর।
২ গতি রহিত।

নিপ্পতাপ (ত্রি) প্রতাপহীন। হেয়, নীচ।

নিপ্পতিক্রিয় (ত্রি) প্রতিক্রিয়ারহিত, প্রতীকারহীন। যাহার
প্রতীকার করা যায় না।

নিপ্পতিগ্রহ (ত্রি) প্রতিক্রিয়াহীন।

নিপ্পতিঘ (ত্রি) প্রতিবন্ধকশূন্ত।

নিপ্পতিবন্ধ (ত্রি) প্রতিবন্ধরহিত।

নিপ্পতিপক্ষ (ত্রি) প্রতিপক্ষশূন্ত, শত্রুহীন।

নিপ্পতিভ (ত্রি) নির্নাতি প্রতিভা যন্ত। ১ অভ্য। ২ জড়।
নির্গতা প্রতিভা দীপ্তিযন্ত। ৩ দীপ্তিশূন্ত।

“কীণাকারাহু তারাহু স্তম্ভনিপ্পতিভাহু চ।

নৈশমতর্দধে রূপমুদগচ্ছদ্বিবারকঃ ॥” (হরিব° ৮২।৩৪)

নিপ্পতিভান (ত্রি) ভীত, কাপুরুষ।

নিপ্পতীকার (ত্রি) প্রতীকাররহিত। বিষশূন্ত।

নিপ্পতীপ (ত্রি) সমুৎপত্তি, কাল কাল করে চেয়ে থাকা।
উদ্বেগবিহীন দৃষ্টি।

নিপ্পত্যাহ (ত্রি) নির্গতঃ প্রত্যাহঃ বাধা যন্ত। প্রত্যাহরহিত,
নির্বিঘ্ন, বাধাশূন্ত। ত্রিষাং টাপ্।

“নিপ্পত্যাহমুপান্নহে ভগবতঃ কোমোদকী লক্ষণঃ ॥”

(কালীখণ্ড ২৯।১০৩)

নিপ্পধান (ত্রি) প্রধানশূন্ত, নেতৃহীন।

নিপ্পপঞ্চ (ত্রি) অপঞ্চশূন্ত, সংস্করণ।

নিপ্পপঞ্চাত্ম (পুং) শিব, মহাদেব।

নিপ্পভ (ত্রি) নির্গতা প্রভা যন্ত। প্রভাশূন্ত, দীপ্তিরহিত।

পর্যায়—বিগত, অরীক। (অমর ৩।১।১০০)

“নিপ্পভন্ত রিপুতাস ভূভূতাং ধুমশেষইব ধূমকেতনঃ ॥” (রঘু° ১।৮১)

নিপ্পভাব (ত্রি) প্রভাবরহিত।

নিপ্প্রমাণক (ত্রি) প্রমাণশূন্ত।

নিপ্পযজ্ঞ (ত্রি) যজ্ঞহীন, যজ্ঞশূন্ত।

নিপ্পয়োজন (ত্রি) নির্গতঃ প্রয়োজনঃ যন্মিন্। প্রয়োজন-
রহিত, প্রয়োজনশূন্ত।

“অত্রথাহি মহাবাহো লঘুনা মুপদেশতঃ।

শুরুণামুপদেশোহি নিপ্পয়োজনতঃ ব্রজেৎ ॥” (প্রায়শ্চিত্ততন্ত্র)

নিপ্পবাণ (ত্রি) নিতরায় প্রকর্ষণে উন্নতে, নি-প্র-বে-করণে
লুট। তন্ত্র-বিমুক্ত বাস, নূতন বস্ত্র, যে কাপড় কেবল এই
মাত্র তাঁত হইতে নির্গত হইয়াছে।

নিপ্পবাণি (ত্রি) নির্গতা প্রবাণী তন্ত্রবায়শলাকা অস্বাদন্ত বা।
(নিপ্পবাণিচ। পা ৫।১।৬০) ইতি-নিপাতাতে। নূতনবস্ত্র,
পর্যায়—অনাহত, তন্ত্রক, নবাবধর, আহত, অহত, নববস্ত্র।

(শঙ্করব্রাহ্মণীঃ)

নিপ্প্রাণ (ত্রি) নির্গতঃ প্রাণাঃ প্রাণাবয়বঃ যন্ত। শ্বাসপ্রাণ-
সাদিশূন্য, প্রাণশূন্য।

“সংস্ফাতিমিবাতি নিপ্প্রাণ সন্মুক্তি ॥” (হরিব° ৪৬ অ°)

নিপ্প্রীতি (ত্রি) নির্নাতি প্রীতিযন্ত। প্রীতিশূন্য, ভালবাসা-
রহিত।

নিফল (ত্রি) নির্গতঃ ফলঃ যন্তাং। ফলশূন্য, নিরর্থক।

“কৃত্যে ভীর্থে যদেতানি দেহানি নির্গতানি চেৎ।

নিফলঃ শ্রম এবৈকঃ কর্বকস্য যথাভবা ॥” (দেবীভাগ° ৩।৮।২৫)

২ ফলশূন্য ধান্যকাণ্ড, পলাশ, চলিত নাড়া।

নিফলা (স্ত্রী) মনুষ্যং কলং বস্ত্রাঃ, চাপ্। বিগত-রজস্বা স্ত্রী, ৫০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্। পর্যায়,—নিফলী, নিফলী, নিফলা, বিফলী, বিফলা, ঋতুহীন, বিরজা, বিগতার্জবা। (জটায়র)। ৫৫ বৎসরের পর স্ত্রীলোকদিগের ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, সেই হইতে আর সন্তান সন্তাননা থাকে না, এইজন্য উহাদিগকে নিফলা কহে। (সুশ্রুত)

নিফেন (স্ত্রী) নির্গতং কেনং যস্য। ১ কেনরহিত, উপরতকেন। “যৎকাণ্মানং নির্বেগং নিফেনং নিফলং লঘু।” (সুশ্রুত)

নিষ্পন্দ (পুং) নি-স্পন্দ-ভাবে ঘঞ, বাহুলকাৎ যৎ। ক্ষরণ, জলাদির স্রব-স্রবণ। (স্ত্রী) নিষ্পন্দ-অচ্। ২ নিষ্পন্দযুক্ত।

নিষ্যত (স্ত্রী) নি-সিব-ক্ত, ততো উট্ যৎ। নিতান্ত গ্রথিত।

নিষ্যন্ধি (স্ত্রী) নির্গতঃ সন্ধিঃ সন্ধানং বস্ত্র, স্রবামাদিভ্যং যৎ। সন্ধিরহিত।

নিষ্মম (অবা) নির্গতা সমা যন্ত, তিষ্ঠদণ্ডপ্রভৃতীনি চ স্রজাসুসারে অবারীভাবঃ। ততো ঘৎ। বৎসরাতীত।

নিষ্যামন্ (স্ত্রী) নির্গতং সাম যস্য, স্রবামাদিভ্যং যৎ। সামশূনা।

নিষ্যেধ (পুং) নি-সিধ-ভাবে ঘঞ, ততো স্রবামাদিভ্যং যৎ। নিতান্ত সেধ।

নিস্ (অবা) নি-স্-কিপ্। উপসর্গভেদে। এই উপসর্গে নি-লিখিত কয়টি অর্থবোধ হইয়া থাকে। ১ নিষেধ। ২ নিচ্চর। ৩ সাকলা। ৪ অতিক্রম। নিস্ ও নিস্ এই দুই উপসর্গ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। [নির দেখ।]

নিসংকল্প (স্ত্রী) সংকল্পরহিত।

নিসংস্ত্র (স্ত্রী) সংজ্ঞাহীন।

নিসম্পাত (পুং) নিবৃত্তং সম্পাতঃ সঞ্চারো যত্। নিশীথ, অর্দ্ধরাত্রি। (শব্দর) নি বা নিস্ এই উপসর্গ হইলে নি-সম্পাত এইরূপ পদ হইবে।

নিসর (স্ত্রী) নিসরতি নি-স্-অচ্। নিতান্ত গায়ক, গমনশীল। “মনাবেহংস্তাপং ক্রোধায় নিসরম্” (শুক্র যজু ৩০।১৪)

নিসর্গ (পুং) নি-স্-জ-ঘঞ। ১ স্বভাব। ২ স্বরূপ। ৩ সৃষ্টি। “নিসর্গহর্যৌষধমবোধবিক্রমঃ ক ভূপতীনাথ্যরিতং ক ভক্তবঃ” (কিরাত ১।৬১) ৪ রূপ। ৫ দান।

“ন হেবাধৌ সোপকারে কৌসীলীং বুদ্ধিমাণুনাং।

ন চাধেঃ কাল সংরোধাদিসর্গোহস্তি ন বিক্রমঃ” (মহু ৮।১৪৩)

নিসর্গজ (স্ত্রী) নিসর্গজ্জাতে জন-ড। স্বভাবজাত, নিসর্গজাত।

“এবং স্বভাবঃ জ্ঞাতা সাং প্রজাপতিনির্গমম্।” (মহু ৯।১৬)

নিসর্গায়ুস্ (স্ত্রী) আয়ুর্বিষয়ক গণনাভেদে। ইহার বিবর বৃহজ্জাতক প্রভৃতি জ্যোতির্গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

সর্বাগ্রে আয়ুর্গণনা প্রয়োজন, যেহেতু যজ্ঞোদয় পরমায়ুর

উপর ঐহিক ও পারত্রিক সকল কার্য নির্ভর করে। এই আয়ুর্গণনা চারিপ্রকার—অংশায়ু, পিত্তায়ু, নিসর্গায়ু ও জীবায়ু। ইহার মধ্যে বাহাদের লয় বলবান্, তাহার পক্ষে অংশায়ু, সূর্য্য বলবান্ হইলে পিত্তায়ু, চন্দ্র বলবান্ হইলে নিসর্গায়ু এবং বাহার লয়, চন্দ্র ও রবি এই তিনই বলহীন, তাহার পক্ষে পিত্তায়ুগণনা করিতে হয়। আয়ুর্গণনার গ্রহদিগের উক্ত ও নীচ রাশি এবং উচ্চাংশ ও নীচাংশ জানা আবশ্যক। এই নিসর্গায়ু প্রভৃতি গণনার আয়ুপল আনয়ন করিতে হয়।

বাহার জন্মকালে লয় ও চন্দ্র উভয়ই বলবান্, তাহার অংশায়ু ও নিসর্গায়ু এই উভয়বিধ গণনা করিতে হইবে। এই উভয়বিধ আয়ুর্গণনা করিয়া এই দুই আয়ুর অঙ্ক যোগ করিলে, যোগফলের অর্দ্ধবর্ষ, মাস ও দণ্ডাদি বাহা হইবে, তাহাই আয়ু-স্থির করিতে হইবে।

বাহার জন্মকালে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ই বলবান্, তাহার পক্ষেও পিত্তায়ুই প্রশস্ত। পিত্তায়ু ও নিসর্গায়ু গণনা করিয়া, ঐ গণিত আয়ুরের অঙ্কে একত্র যোগ করিয়া, যোগফলের অর্দ্ধবর্ষ, মাস ও দণ্ডাদি বাহা হইবে, তাহাই পরমায়ু জানিতে হইবে।

নিয়লিখিতরূপে নিসর্গায়ু গণনা করিতে হয়। চন্দ্রের আয়ু, পল গ্রহণ করিয়া, তাহাকে ৬০ দিবা ভাগ করিয়া যত কলা বিকলাদি হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি চন্দ্রদণ্ড নিসর্গায়ু জানিতে হইবে।

বুধের আয়ুপল গ্রহণ করিয়া, তাহাকে ৩ দিবা গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহাকে ২০ দিবা ভাগ করিয়া যত কলা, যত বিকলা ভাগফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি বুধের নিসর্গায়ু হইবে।

রবি ও শুক্রের আয়ুপল গ্রহণ করিয়া ৩ দিবা ভাগ করিলে যত কলা বিকলাদি ভাগফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি রবি ও শুক্রের নিসর্গায়ু হইবে।

মঙ্গলের আয়ুপল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ৩০ দিবা ভাগ করিলে যত কলা বিকলাদি ভাগ ফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি মঙ্গলের নিসর্গায়ু হইবে।

বৃহস্পতির আয়ুপল গ্রহণ করিয়া, তাহাকে ৩ দিবা গুণ করিয়া যে গুণফল থাকে, তাহাকে ১০ দিবা ভাগ করিলে যত কলা বিকলাদি ভাগফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি বৃহস্পতির নিসর্গায়ু হইবে।

শনির আয়ুপল গ্রহণ করিয়া, তাহাকে দুই দ্বানে রাখিবে। পরে একটা অঙ্কে ৬ দিবা ভাগ করিলে বাহা ভাগফল হইবে, দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে তাহা বিদ্রোগ করিলে

যত কলা বিকলাদি অবশিষ্ট থাকিবে, তত দিন ও দণ্ডাদি শনির নিসর্গায়ুঃ হইবে।

এই নিয়মে আয়ুঃপল গণনা করিতে হয়। জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করিবে, সেই গ্রহক্ষুণ্ডের রাশি অংশ, কলাদির অঙ্ক এবং সেই গ্রহের উক্ত রাশি ও অংশের অঙ্ক, এই উভয়ের অন্তর করিলে রাশ্যাদির অঙ্ক যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার রাশির অঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিবে। গুণফল অংশাঙ্কের সহিত যোগ করিবে, পরে ঐ যোগ বা অংশকে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া কলাঙ্কের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্কসংখ্যার নাম সেই গ্রহের আয়ুঃপল।

যদি ঐ ৬০ দিয়া গুণিত যোগ কলায় ছয় রাশির কলায় অর্থাৎ দশ হাজার আট শত হইতে নূন হয়, তাহা হইলে একশ হাজার ছয় শত হইতে বিরোগ করিতে হইবে। অবশিষ্টাঙ্ক যাহা থাকিবে, তাহাই সেই গ্রহের আয়ুঃপল জানিবে।

অত্র প্রকারে আয়ুঃপলানয়ন—জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করিবে, সেই গ্রহক্ষুণ্ডের রাশি অংশ-কলাদির অঙ্ক এবং সেই গ্রহের নীচ রাশি ও অংশের অঙ্ক এই উভয়ের অন্তর করিলে রাশ্যাদির অঙ্ক যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার রাশির অংশকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া, গুণফল অংশাঙ্কের সহিত যোগ করিবে। পরে ঐ যোগ বা অঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া, কলাঙ্কের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্কসংখ্যার নাম সেই গ্রহের আয়ুঃপল। কিন্তু ঐ নীচান্তরিত রাশির অঙ্ক যদি ছয়ের নূন হয়, তাহা হইলে ঐ রাশ্যে ছয় যোগ করিয়া, তাহাকে পূর্ক প্রক্রিয়ামতে কলা করিলে, যে অঙ্ক সংখ্যা হইবে, তাহাই সেই গ্রহের আয়ুঃপল। এই উভয় বচনোক্ত গণনার প্রণালীমাত্র ভিন্ন, কিন্তু ফল একরূপ জানিতে হইবে।

মঙ্গল ভিন্ন গ্রহগণ শত্রু বা অশিষ্ট গৃহস্থিত হইলে পূর্কোক্তরূপে আয়ুঃপল আনয়ন করিয়া, তাহা হইতে তৃতীয়াংশ বিরোগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কই সেই গ্রহের আয়ুঃপল হইবে।

গুরু ও শনি ভিন্ন গ্রহগণ অন্তগত হইলে, পূর্কোক্ত আয়ুঃপল হইতে, তাহার অর্ধাংশ বিরোগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই আয়ুঃপল হইবে।

গ্রহগণ শত্রুগৃহস্থিত হইয়া অন্তগত হইলে, আয়ুঃপলের অর্ধাংশ বিরোগ করিতে হইবে। গুরু ও শনি শত্রুগৃহস্থিত হইয়া অন্তমিত হইলে, আয়ুঃপলের তৃতীয়াংশ বিরোগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ককে আয়ুঃপল বলিয়া গ্রহণ করিবে।

এইরূপে আয়ুঃপল স্থির করিয়া, পূর্কোক্ত প্রকারে নিসর্গায়ুঃ গণনা করিবে।

পিণ্ডায়ুঃ, নিসর্গায়ুঃ ও জীবায়ুঃ এই তিন প্রকার গণনাতেই এই নিয়মে আয়ুঃপল স্থির করিয়া, তাহার পর গণনা করিতে হইবে।

নিসর্গায়ুঃ গণনাকালে আয়ুঃহানির গণনার প্রক্রিয়া করিতে হইবে। (রাঘবানন্দ কৃত বিদগ্ধতোষিনী) [পিণ্ডায়ুঃ গণনার বিষয় পিণ্ডায়ু শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নিসার (পুং) নি-স্ব-ঘঞ। সমূহ। (ত্রিকা)

নিসিদ্ধু (পুং) বৃক্ষবিশেষ। চলিত নিসিন্দা গাছ, পর্ধার সিদ্ধক, সিদ্ধ, তাপিজ, গুরু-পৃষ্ঠক, সিদ্ধবার, ইন্দ্রহরিব, নিগুণ্ডী, ইল্লাগিকা।

নিস্কু (পুং) অস্ত্ররজ্জ্ব (শব্দচ) প্রহ্লাদজাতা ফলাদেব পুত্র। (ভারত বনপং ১২ অং)

“হয়গ্রীবো নিস্কুশ্চ বীরঃ পঞ্চনখন্তথা।” (হরিবং ১২১ অং)

‘নিস্কু’ এইরূপ পাঠান্তর আছে।

নিসূদক (ত্রি) নিসূদয়তি নি-সূদ-ঘল্। হিংসক, হিংসাকার।

“গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাহ্রেয়ীনিসূদকঃ।” (যাজবল্ক্যসং ৩।২৫০)

নিসূদন (স্ত্রী) নি-সূদ-ভাবে লুটি। ১ নিহিংসন। ২ বধ প্রবাসনং নিসূদনং নিহিংসনমিতি বধপর্ধ্যায়ং প্রবাসনপদং পঠন্ত্যাভিধানিকাঃ (কুল্লুক ৯।২৪)

(ত্রি) নি-সূদ-ল্য। ৩ বিনাশক, নিসূদক, হিংসক।

“বলনিসূদনমর্থপতিঃ তং শ্রমহনং মহাদগুধারায়ম্।” (রঘু ৯।৩)

নিসূতা (স্ত্রী) নিতরং সূতা, নি-সূ-ক্ত স্ত্রিয়াং টাপ্। ত্রিভা, চলিত তেউড়ী। [ত্রিভা দেখ।]

নিসূফট (ত্রি) নি-সূফ-ক্ত। ১ নাস্ত, অপিত। ২ প্রেরিত ও দস্ত। ৪ মধ্যস্থ। (ত্রিকা)

“ন স্বামিনা নিসূফটোহপি শূদ্রো দাস্তাধিমুচ্যতে।

নিসর্গজং হি তন্তস্ত কস্তম্মান্তদপোহতি।” (মহু ৮।৪১৪)

নিস্কট্যর্থ (পুং) নিস্কটঃ ন্যস্তঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যন্মিতি দূতবিশেষ। দূত তিন প্রকার—নিস্কট্যর্থ, মিথ্যার্থ ও সন্দেহহারক। যিনি উভয়ের ভাব জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং উত্তর প্রদান করেন, এবং কার্য্য সুসিদ্ধ করেন, তাঁহাকে নিস্কট্যর্থ কহে।

“নিস্কট্যর্থঃ মিথ্যার্শ্চ তথা সন্দেহহারকঃ।

কার্য্যাপ্রয়োজিত্বা দূতো দূতান্যপি তথা ত্রিধা।”

তল্লক্ষণ—

“উভয়োর্ভাবমুরীর স্বয়ং বদতি চোত্তরম্।

স্মৃষ্টং কুরুতে কশ্ম নিস্কট্যর্থং স সূতঃ।” (সাহিত্যদং ৩০৭)

২ ধনের অপব্যয় ও পালনাদিতে নিযুক্ত পুরুষবিশেষ। ব্যবহার-তবে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

“যঃ স্বামিনা নিরুক্তোহপি ধনরায়পালনে ।

কুবীড়বিবাগিকো নিস্ঠার্থঃ স স্বতঃ ॥” (যাবহারতঃ)

যিনি ধনবিষয়ে আরব্যপরিদর্শন এবং কুবীড়, কুবি ও বাসিকা
কাণ্ডে প্রভু কর্তৃক নিযুক্ত হন, তাঁহাকে নিস্ঠার্থ কহে ।
৩ পুরুষবিশেষ । সঙ্গীতনামোদরে লিখিত আছে—

“ধীরঃ স্থিরমতিঃ শূরঃ স্বামিকার্যবিধায়কঃ ।

স্বপৌরুষপ্রকাশী চ নিস্ঠার্থঃ স উচ্যতে ॥” (সঙ্গীতনামোদর)
যিনি ধীর, স্থিরমতি, শূর, প্রভুর কার্য্যবিষয়ে তৎপর, এবং
নিজ পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নিস্ঠার্থ কহে ।

নিসোড় (ত্রি) : নি-সহ ঙ, ততোঃ, ওষ্যাম যঃ ।
নিভাস্ত সহ ।

নিস্কুটে, মিউল সাহেব ইহাকে ‘হস্তক-বস্ত্র’ গ্রাম বলিয়া নির্দেশ
করেন । এই হস্তক-বস্ত্র নগর, বর্তমান ভবনগরের নিকট
ছিল; অধুনা ইহা হাথবাল নামে খ্যাত । বলভাবংশের ১ম
ঋবসেনের প্রবৃত্ত শাসনে ইহার উল্লেখ আছে । পেরিপ্লাস
নিজ গ্রন্থে এই স্থান ‘অষ্টক’ নামে বর্ণনা করিয়াছেন ।

নিস্তব্ধ (ত্রি) নির্গতঃ তব্ধঃ বাস্তবঃ রূপং স্বরূপং বা যন্ত ।
অসংপদার্থ, তব্ধহীন, সাংখ্যমতে চতুর্বিংশতিবৃহৎ বস্তৃপদ-
বাচ্য, তত্ত্বাত্মিক যাহা, তাহা নিস্তব্ধ বা অসংপদার্থ ।

নিস্তনী (স্ত্রী) নিস্তর্যঃ স্তনবদ্যাকারোহস্তাস্তা ইতি অচ্, গৌরা-
দিভ্যং ঙীষ্ । ১ বাটকা, চলিত বড়ি । (শব্দচ)

কোন কোন পুস্তকে ‘নিস্তনী’ স্থলে ‘নিস্তলী’ এইরূপ
পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

নির্গতো স্তনৌ যস্তাঃ স্ত্রিয়াঃ স্বাস্ত্রভ্যং ঙীষ্ । ২ স্তনরহিতা স্ত্রী ।

নিস্তব্ধ (ত্রি) পুত্রহীন, বংশরহিত ।

নিস্তম্ভ (ত্রি) নিক্রান্তা তম্ভা যন্ত । ১ তম্ভারহিত । ২ আলস্ত
শূত্র, চঞ্চল । ৩ স্তম্ভ, সবল ।

নিস্তম্ভি (ত্রি) নির্গতা তম্ভিরালস্যং যস্য । আলস্যরহিত,
অনলস্য ।

নিস্তমস্ক (ত্রি) তমবিহীন, অন্ধকারশূত্র, আলোকবিশিষ্ট ।

নিস্তম্ভ (ত্রি) স্তম্ভবিহীন, যথায় থাম নাই ।

নিস্তরণ (কৌ) নিস্তর্য্যভ্যন্তেনেনতি নির-তৃ-করণে লুট । ১ উপায়,
নিস্তার, তরণ । ২ নির্গম । ৩ পারগমন ।

নিস্তরীক (অব্য) তরে দেয়ঃ ঙকঃ তরীকঃ তরীকস্যাভাবঃ,
অভাবে অব্যয়ীভাবঃ । ১ তরণার্থ দেয় করের অভাব । (ত্রি)
২ তরীকশূত্র ।

নিস্তরীপ (ত্রি) তরীং পাতি, পা-ক, তরীপঃ নির্গতস্তরীপঃ
বস্মাৎ । ১ নৌকাপালকশূন্য । (অব্য) অভাবার্থে অব্যয়ী-
ভাবঃ । ২ তরীপাভাব ।

নিস্তর্য্য (ত্রি) তর্য্যহীন, করনাতীত, যাহা তর্য্যের অবিবরী-
ভূত । ধারণার বহির্ভূত ।

নিস্তর্য্য (ত্রি) দমিত, জিত, বলশূত্র ।

নিস্তর্য্য (ত্রি) নি-স্তম্ভ-ক্ত । ১ নীরব । ২ স্পন্দরহিত, স্পন্দশূন্য ।

নিস্তহণ (কৌ) নির-তৃহ-হিংসার্য্য ভাবে লুট । মারণ,
হনন, বধ ।

নিস্তল (ত্রি) নিরস্তঃ তলং প্রতিষ্ঠা যস্য । ১ বহুল । (কৌ)
২ তলশূন্য, অতল । ৩ চল । (মেদিনী) নিভাস্তঃ তলং ।
৪ তল । (হেম) নিস্তল-স্ত্রিয়াং ঙীষ্ । নিস্তলী বাটকা । (শব্দচ)

নিস্তার (পুং) নির-তৃ-ব্ধ । ১ নিস্তরণ । ২ উদ্ধার । ৩ পার-
গমন । ৪ অভীষ্টপ্রাপ্তি ।

“জীর্ণা তরিঃ সরিদত্তী গভীরনীরা বালা বয়ঃ সকলমিখমনর্থহেতুঃ ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃপোদরীণাং যদ্যাবৎ তদসি সশ্রুতি কর্ণধারঃ ॥”
(উষ্ণট)

নিস্তারক (পুং) নি-তৃ-লু । ১ নিস্তারকর্তা, পরিত্রাতা ।
২ মোক্ষদাতা ।

নিস্তারণ (কৌ) নির-তৃ-লুট । ১ নিস্তারকরণ । ২ পারগমন ।
৩ জয়করণ । ৪ মুক্তকরণ ।

নিস্তারবীজ (কৌ) নিস্তারস্য সংসারসমুদ্রসমুত্তরণস্য বীজম্ ।
সংসারতরণকারণ । সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার হইবার হেতু,
যাহাতে এই ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় ।

“অরণ্য কীর্তনং বিষ্ণোর্কটনং পাদসেবনম্ ।

বল্লনঃ স্তবনং নিত্যং ভক্ত্যা নৈবেদ্যভক্ষণম্ ॥

চরণোদকপানঞ্চ তন্মন্ত্রজপনং তথা ।

ইদং নিস্তারবীজঞ্চ সর্বেষাম্পীড়িতং ভবেৎ ॥” (ব্রহ্মবৈঃ পুং ৩৩অ)

ভগবানের নাম অরণ্য, কীর্তন, অর্চন, পাদসেবন, বল্লন,
স্তবন এবং প্রতিদিন ভক্তিপূরক নৈবেদ্যভক্ষণ, চরণোদকপান
ও বিষ্ণুমন্ত্রজপ এই সকল একমাত্র নিস্তারবীজ, অর্থাৎ উদ্ধারের
একমাত্র উপায় । মহানির্কাণতন্ত্রেও নিস্তারবীজের বিষয় এই-
রূপ লিখিত আছে—

“কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেহতি ছত্তরে ।

নিস্তারবীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্ ॥

সাধনানি বহুতানি নানাতন্ত্রাণ্যগামিষু ।

কলৌ দুর্দলজীবানামসাধানি মহেশ্বরী ॥” (মহানির্কাণতন্ত্র)

ঘোর পাপযুগে কলিকালে লোক সকল তপোহীন হইলে,
ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তার-বীজ । নানাতন্ত্র ও আগম-
মিতে বহুপ্রকার সাধন সকল লিখিত হইয়াছে, হে মহেশ্বরী,
কলিকালে দুর্দল জীবের পক্ষে তাহা অসাধ্য । অতএব ভব-
সমুদ্রপার হইবার ব্রহ্মমন্ত্রই একমাত্র উপায় ।

নিবন্ধিত্ব (ত্রি) নিবন্ধ-ত্ব-স্ব-শত্। নিবন্ধ হইতে ইচ্ছুক, নিবন্ধারভিলাষী।

“অঙ্গঃ সন্ধিশিতো ধাত্বা হৃতং নিবন্ধিত্বতাম্।” (ভাগ° ১।২।২২)

নিবন্ধিময় (ত্রি) নির্গতনিবন্ধঃ যন্তাৎ। ভিমিশূন্য, ভিমিশীন।

নিবন্ধীর্ণ (ত্রি) নিবন্ধ-ত্ব-কৃত। পরিব্রাজ্য, রক্ষিত, যুক্ত।

নিবন্ধতি (ত্রি) শুভিশূন্য, প্রশংসাহীন।

নিবন্ধ্য (ত্রি) নিবন্ধ্য-কৃত যন্তাৎ। ১ বিতুষীকৃত, ধান্য যবদি।

যে সকল ধান্য বা যব প্রভৃতির তুষ বাহির করা হইয়াছে।

“পূর্বেচ্ছাদক্ষিণামৌ নিবন্ধ্যাবতৃষ্টযবানাম্” (কাত্য° শ্রৌ° ৫।৩।২)

২ নির্মল।

নিবন্ধ্যক্ষীর (পুং) নিবন্ধ্যঃ পরিব্রজ্যঃ ক্ষীরং যস্যোতি। গোধূম।

(রাজনি°)

নিবন্ধ্যরত্ন (স্ত্রী) নিবন্ধ্যঃ নির্মলা রত্নঃ। কটক। (রাজনি°)

নিবন্ধ্যিত (ত্রি) নিবন্ধ্য কৃতো গিচ্-কৃত। অধিহীন, যে সকল তত্ব-লাপি তুষশূন্য করা হইয়াছে। ২ লঘুকৃত। ৩ ত্যক্ত। (মেদিনী)

নিবন্ধ্যকটক (ত্রি) তৃণ ও কটকপরিশূন্য।

নিবন্ধ্যজন্ম (ত্রি) নির্গতঃ তেজো যন্তাদিতি। তেজোরহিত, তেজোহীন। “ইদং কবচমজ্জায়া কবচানাং পঠেতু যঃ।

সর্বং তস্য বৃথা দেবি নিবন্ধ্যো ন চ সিদ্ধিদম্॥” (ব্রহ্মযাং গায়ত্রী°)

নিবন্ধ্যদ (পুং) নিবন্ধ্য-ত্ব-ভাবে ঘঞ্। নিবন্ধ্য বাথন।

“তেষু কালেষু নিবন্ধ্যো যাক্তেনোপজায়তে।” (জুহুত°)

নিবন্ধ্যদন (স্ত্রী) নিবন্ধ্য-ত্ব-ভাবে লুট্। নিবন্ধ্য বাথন।

নিবন্ধ্যয় (ত্রি) তোরহীন, জলশূন্য।

নিবন্ধ্যংশ (ত্রি) ভয়হীন, ভীতিশূন্য।

নিবন্ধ্যপ (ত্রি) লজ্জাহীন।

নিবন্ধ্যংশ (পুং) নির্গতশ্লিষ্টশ্লোকাঙ্কুলিভাঃ ততো সমাসে ডচ্ সমাসান্তঃ। (সংখ্যায়ান্তৎপুরুষস্য ডচ্চাচাঃ। পা ৫।৪।১১৩)

ইতি বাস্তিকোক্ত্যা ডচ্। ১ খণ্ডা।

“নকুলটমায় নিবন্ধ্যশো শুকভারসহো দৃঢ়ঃ।” (ভারত ৪।৪।১২৪)

(ত্রি) ২ নির্দয়। (মেদিনী) ৩ জিহ্মশূন্য। ৪ মন্তভেদ।

“নবাকরো অযযতো মহানিবন্ধ্যঃ কৈরিতঃ।” (ভক্তসার)

নিবন্ধ্যংশধারিন্ (ত্রি) নিবন্ধ্যঃ ধরতীতি নিবন্ধ্য-ধ-পিনি। খজা-ধারী। ইহার লক্ষণ—

“সুৰূপপদ্রুগঃ প্রাণশূদ্ৰভুক্তিঃ কুলোচিতঃ।

শূরঃ কেশসহস্ৰৈব খজাধারী প্রকীৰ্ত্তিতঃ॥” (মৎস্কপু° ২৮২অ°)

নিবন্ধ্যংশপত্রিকা (স্ত্রী) নিবন্ধ্যঃ খজা-ইব পত্রমন্তাঃ, অতীতি ঠন্। সুহীযক, চলিত সিজগাছ।

নিবন্ধ্যশিন্ (ত্রি) নিবন্ধ্যঃ খজাঃ বাধ্যংযেনাত্যত ইতি ইনি। খজাধারী।

“সরসালোহিতোক্ষীবা নিবন্ধ্যশিনো যাক্তয়েয়ঃ।” (আশ° শৃ° ২।৭)

নিবন্ধ্যটী (স্ত্রী) নিবন্ধ্য, বড় এলাচী।

নিবন্ধ্যগুণ্য (ত্রি) নিবন্ধ্যঃ ত্রৈগুণ্যং, ত্রিগুণকার্য্যং

সংসারাৎ। ১ কামাদিশূন্য। ২ সংসারাভীত। যাহার ত্রিগুণের

সকল কার্য্য তিরোহিত হইয়াছে, সম্ব, রজঃ ও তমোগুণের

যিনি অতীত হইয়াছেন। “নিবন্ধ্যগুণ্যো ভবান্ধ্বন।” (গীতা)

নিবন্ধ্যগুণ্যপুষ্টিক (পুং) রাজধৃত্তরবন্ধ, চলিত বড় ধুতুরাগাছ।

(রাজনি°)

নিবন্ধ্যব (পুং) বিক্রয় বা বাজার করিয়া যে অবশিষ্ট দ্রব্যাদি থাকে।

নিবন্ধ্যহ (ত্রি) নির্গতঃ স্নেহঃ প্রেমতৈলাদিকং বা অস্ত। ১ প্রেম-শূন্য। ২ তৈলশূন্য। (পুং) ৩ মন্তভেদ।

“শতদ্বয়ং বিনবতিরেকহীনা তথাপি বা।

যাবচ্ছতদ্বয়ং সংখ্যা নিবন্ধ্যহস্তে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ॥” (ভক্তসার)

বিকল্প পক্ষে স হইবে, সেইস্থলে নিবন্ধ্যহ এইরূপ পদ হইবেক।

নিবন্ধ্যহফলা (স্ত্রী) নিবন্ধ্যহং ফলং যন্তাঃ। খেতকটকারী।

(রাজনি°) পক্ষে “নিবন্ধ্যহফলা” নিবন্ধ্যহফলা এইরূপ পদ হয়।

নিবন্ধ্যন্দ (ত্রি) নির্গতঃ স্পন্দো যন্ত, বাহ° বিসর্গলোপঃ। ১ স্পন্দনরহিত।

“স্বপ্নে ঘনে নৈষধ কেশপাশে

নিপত্য নিবন্ধ্যন্দরী ডব্ধ্যাম্।” (নৈষধ ৮।১৩)

নিবন্ধ্যন্দ-ঘঞ্। ২ স্পন্দন। (ত্রিকাণ্ড)

“অনিবন্ধ্যান্দানশনান্দ তত্র নিবন্ধ্যহীনঃ স্তম্ভগন্ধিনস্তে॥”

(ভারত ১২।৩৩৫।২)

নিবন্ধ্যন্দতর (ত্রি) নিবন্ধ্য-তরপ্। একান্ত স্পন্দনরহিত।

নিবন্ধ্যন্দত্ব (ত্রি) নিবন্ধ্যের ভাব।

নিবন্ধ্যন্দিন্ (ত্রি) নিবন্ধ্যঃ অন্ত্যস্তেতি ইনি। নিবন্ধ্যযুক্ত।

নিবন্ধ্যশ্ (ত্রি) ১ বিখ্যাত। ২ আদরনীয়।

নিবন্ধ্যহ (ত্রি) নির্গতঃ স্পৃহা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভাবনা যন্ত। স্পৃহাশূন্য।

“নিবন্ধ্যহ সর্ককামেভোযুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা।” (গীতা ৬।১৮)

নিবন্ধ্যহা (স্ত্রী) অগ্নিশিখারূপ।

“অম্বলা নিবন্ধ্যহা চাপি মালিনী বিকুবলতা।” (শব্দচ°)

নিবন্ধ্যদ (পুং) নিবন্ধ্য-ত্ব-ভাবে ঘঞ্। ১ তন্দন, ক্ষয়ণ।

“মাকন্দরসনিত্তম্বনুরোকারকারিণে।

প্রবগানন্দিনাবেতৌ বন্দিনামিব রাজতঃ॥”

(প্রসন্নরাবনটকে পঞ্চধরমিশ্র)

নিবন্ধ্যভে ইতি কর্তরি অচ্। (ত্রি) ২ ক্ষয়ণশীল। “নিবন্ধ্য”

ইহার বিকরে যব হয়। (অহুবিপর্কভিভিভাঃ ত্তলভেরপ্রাপিবু।

পা ৮৮৭২) অগ্র, বি, পরি, অভি ও নি এই সকল উপসর্গ পূর্বক অন্যান্যের বিকল্পে সর বহ হয়, প্রাপ্তি অর্থ বুঝাইলে হয় না। বধা—নিষাঙ্গ, নিস্তম্ভ।

নিষ্রব (পুং) নি-ঋ-অপ্। ১ ভক্ষণও, ভাতের মাড়। ২ অপকরণ।

নিষ্রাব (পুং) নিষ্রাবাতে ইতি নিষ্র-গিহ-বঞ। ১ ভক্ষণমুহুর-মণ্ড, চলিত ফেন, ভাতের মাড়, পর্যায়—মাসর, আচাম। নি-ঋ-বঞ। ২ জব।

“শাভুনিষ্রাবনিষ্রাবঃ সান্নপ্রববৃত্তিতম্।” (হরিবং ৯৬৯)

নিষ্রাবিন্ (ত্রি) বাহা ক্ষরণশীল নহে। স্রোতশূন্য, বেগশূন্য।

নিষ্র (ত্রি) নির্গতঃ স্বঃ ধনঃ যন্ত। দরিদ্র, দীন। বিকরণক্ষে ‘নিষ্র’ এইরূপ পদ হইবে।

নিষ্রন (পুং) নি-শ্বন-অপ্ (নৌ-গদ-নদপঠশ্বনঃ। পা ৩।৩।৬৪) শব্দ। “যথা প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা গজেন মধুসূদন।

স্বরমাণোহভিনিক্রান্তো এবঃ তষ্টেব নিষ্রনঃ।” (ভা° ৭।২৬৩)

নিষ্রান (পুং) নি-শ্বন-পক্ষে-ঘঞ। শব্দ।

“বিদ্যাং কৃত্যথ নিষ্রানং মেরুং কৃত্যথ বৈ ধ্বজম্।”

(ভা° দ্রোণ° ২০৩ অঃ)

নির্সঙ্গীম (ত্রি) নিজস্বা সীমা যন্মাৎ, বাহুলকাৎ বিসংগত স। অবশিশূন্য, অপরাধ।

নিহ্ (ত্রি) নিহন্তি নি-হন-ড। নিহন্তা, হননকারী।

“অতি নিহো অতিহন্তঃ।” (শুক্রবৃৎ ২৭৬)

নিহঙ্গ, শিখদিগের মধ্যে বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ। ইহার নানককে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু অজ্ঞাত শিখদিগের সহিত বিশেষ কোন সাপৃষ্ঠ দৃষ্ট হয় না। ইহারায় স্বীয় জীবনের মমতা করেনা। স্মৃত্যের পরের জীবননাশেও ইহাদের কুণ্ঠিত হইবার কোন কারন নাই।

নিহঙ্গ শব্দটী সংস্কৃত নিঃসঙ্গ শব্দের রূপান্তর, তাহার সন্দেহ নাই। উৎকলস্থিত উল্লিখিত নামধারী বৈষ্ণবেরা বিরক্ত অর্থাৎ উদাসীন। ইহারা মঠ প্রস্তুত করে, পূজারীদ্বারা বিগ্রহ-সেবা করাইয়া থাকে। রাজিকালে ইহারা মঠে বাস করে এবং নিবাভাগে ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, মঠের ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা কখনও তুল্লাদি সামাজ্য ভিক্ষা গ্রহণ করে না। জনসমাগে ইহাদের বিশেষ আধিপত্য আছে। সর্বসাধারণে নিহঙ্গগণের প্রতি যথাবিধি ভক্তি ও সম্মানপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। মিহঙ্গ বৈষ্ণবের ব্রত হইলে, তাহার চেলা অর্থাৎ অঙ্গুগত নিহঙ্গ শিষ্যেরা মঠেই তপীয় লবদাহ করিয়া একটা ইষ্টকমর বেদি নির্মাণ করায় ও সেই বেদির উপর তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিয়া, কএক

দিন পর্যন্ত তাহাতে জল-সেচন করে। চেলা না থাকিলে, প্রতিবাসী ভ্রাতৃলোকে ঐরূপ অশোচনীয় করিয়া থাকে।

নিহন্ (পুং) নি-হন-কিপ্। হননকারী।

নিহনন (ক্ৰী) নি-হন-লুট্। ১ মারণ, বধ। ২ নিষাড।

[নিষাড দেখ।]

নিহন্ত (ত্রি) নি-হন-তৃচ্। ১ হননকর্তা।

“নিহন্তা বৈরকারাণাং সত্যং বহুতরঃ সন্ম।

পারমথিকরামন্ত শক্তেরত্বকরো রণে।” (ভট্ট)

(পুং) ২ মহাদেব, ইনি প্রলয় অর্থাৎ হনন করেন বলিয়া, ইহাকে নিহন্তা কহে।

“ভগহারা নিহন্তা চ কালো ব্রহ্মা পিতামহঃ।” (ভা° ১০।১৭।৭৫)

নিহন্তব্য (ত্রি) নি-হন-তবা। হননযোগ্য, বধযোগ্য।

নিহব (পুং) নি-হ্বে-অপ্, ততো সস্ত্যসারণম্ (হ্বেঃসস্ত্যসারণঞ্চ। পা ৩।৩।৭২) আহ্বান।

“আদিত্য উকারঃ নিহব একারঃ।” (ছান্দোগ্য উপ°)

‘নিহব ইত্যাহ্বানমেকারঃ স্তোমঃ’ (সায়ণ)

নিহাকা (ক্ৰী) নিহত্য জহাতি ভুবমিতি নি-হা-ত্যাগে কন্। (নোহঃ। উপ° ৩।৪৪) গোথিকা।

“সাকং বাতন্ত প্রাজ্যা সাকং-নন্ত নিহাকরা।” (শুক্ল° ১০।২৭।১৩)

নিহার (পুং) নিহর্যঃ ত্রিযন্তে পন্থা যেন নি-হ-ঘঞ। ১ নীহার, হিম। ২ কুজাটিকা।

রাজিকালে অথবা নিবাভাগে বৃক্ষপত্র ও ঘাস প্রভৃতির উপরিভাগে যে জলকণাসমূহ সঞ্চিত হইতে দেখা যায়, তাহার নাম নীহার। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একমত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আরিষ্টটল কোন স্থানে লিখিয়াছেন যে “এই নীহার একপ্রকার বৃষ্টি। বায়ুর সহিত যে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে, উহা কোন প্রকারে শীতলত্ব প্রাপ্ত হইলে, উক্ত বাষ্পসমূহ ঘনীভূত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুৎ বৃষ্টির স্থায় পতিত হয়।” কেহ কেহ বলেন যে, “শৈত্য-বশতঃ নীহার হয় না, নীহার হেতুই শৈত্যের উৎপত্তি হয়। কোন পদার্থবিজ্ঞানবিৎ বলেন যে, শৈত্য নীহার-উৎপত্তির একটা আংশিক হেতু হইলেও, ভূমি হইতে সর্দঙ্গা যে রস নিয়ত বাষ্পাকারে উত্থিত হইতেছে, উহাও একটা বিশেষ কারণ।” আধুনিক পণ্ডিতগণ এই সমস্ত মতের পোষণ না করিয়া বলেন যে, “এই বিশ্বসংসারস্থ সমুদয় বস্তুই প্রতিপক্ষেই তাপ-বিকীরণ ও তাপ-গ্রহণ করিতেছে। তন্মধ্যে রাজিতে তাপগ্রহণ অপেক্ষা তাপবিকীরণের ভাগ অধিক। কারণ তেজের আদিভূত সূর্য্যদেব হইতে নিবাভাগে সমস্ত বস্তুই বহু-পরিমাণে তাপ গ্রহণ করে, কিন্তু রাজিতে সেরূপ তাপদায়ক

জ্বরের অভাব হেতু, জ্বরামাত্রই তেজ গ্রহণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাপ বিকীরণ করে। ইহার কালে জ্বরা সকল দিবা-জাগ্রত অপেক্ষা রাত্রিতে অধিক শীতলতা প্রাপ্ত হয়। অতএব নীহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণনায় মত এই যে, 'জ্বরা সকল সন্ধ্যার পর হইতে অধিক পরিমাণে তাপবিকীরণপূর্ণক শীতলত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাহার নিকটবর্তী স্থানের বায়ুসংশ্লিষ্ট জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া উঠে এবং ক্রমে ঘনীভূত হইয়া নিকটস্থ জ্বরের উপর-সঞ্চিত হইতে থাকে। কারণ বায়ু যতই উষ্ণ হয়, ততই উহার উপাদান সকল বিস্তৃষ্ট হইয়া পড়ে ও বাষ্পধারণশক্তি ততই প্রবল হয়। কিন্তু বায়ু যতই শীতলত্ব লাভ করিতে থাকে, ততই উহার অণুসকল ঘন সন্নিবিষ্ট হইতে আরম্ভ করে, সুতরাং বাষ্পগ্রহণশক্তি ততই কম হইয়া পড়ে। এই জন্য বায়ু শীতলত্ব প্রাপ্ত হইলে, অধিক পরিমাণে বায়ুর জলীয় বাষ্প তদবস্থায় ধারণ করিয়া রাখিতে না পারায়, উক্ত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুরূপে পতনোন্মুখ অবস্থায় সময় সময় পত্রাদিতে পতিত হইতে থাকে। এই পতনোন্মুখ অবস্থায় উক্ত জলকণাসমূহ শীতল জ্বরের স্পর্শ পাইলেই তাহাতে সংলগ্ন হইয়া যায়। সঞ্চিত জলের নাম নীহার।' পূর্ণোক্ত জলবিন্দু সঞ্চিত না হইয়া, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতম জলবিন্দুরূপে প্রাতিত হইলে, কুয়াশা নাম ধারণ করে।

আকাশে যে দিন ঘোর ঘনঘটা বা প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হয়, সেদিন তাদৃশ নীহার সন্ধ্যার দেখা যায় না কেন? ইহার কারণ অল্পসন্ধান করিলে পূর্ণোক্ত মত আরও পরিষ্কৃত বা দৃঢ় হইতে পারে। ইহার কারণ অধিক মেঘ হইলে, উহার তেজ-সমৃদ্ধ বিকীর্ণ হইয়া ভূগুষ্ঠে পতিত হয়, সুতরাং ভূপৃষ্ঠ হইতে তাপ বিকীরণ হওয়ার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রবল বেগে বায়ু বহিলে, সকল গরম বায়ু আনীত হইতে থাকে, এজ্ঞ তাপবিকীরণকার্য্য সূক্ষ্মরূপে সম্পন্ন হয় না। এই সমস্ত কারণে ঐ সময় তাদৃশ নীহার দেখা যায় না। আরিষ্টটল ও কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, ঘোর মেঘশূণ্ড ও প্রবল বাতাহীন রাত্রিতেই কেবল নীহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু ডাক্তার ওয়েলস্ এ কথা স্বীকার করেন না। প্রবল বাতাসংযুক্ত রাত্রিতে মেঘ না থাকিলে অথবা ঘোর মেঘাচ্ছাদিত রাত্রিতে বায়ুর গতি অধিক না থাকিলে, ঘাস প্রভৃতি জ্বরের উপর যে নীহার সঞ্চিত হয়, তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু ঘোর মেঘ ও প্রবল বায়ুবিপ্লিষ্ট রাত্রিতে নীহারসন্ধ্যার কখনই দৃষ্ট হয় না। উক্ত ডাক্তারের মতে, সময় ও স্থানভেদে উক্ত নীহারের ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। বৃষ্টি হওয়ার পরে যথেষ্ট নীহারসন্ধ্যার দেখা যায়, কিন্তু দীর্ঘকাল বৃষ্টি না হইলে সেরূপ নীহারসন্ধ্যার

হয় না। কখন কখন দিবাভাগেও নীহার দেখা গিয়াছে। কোন কোন দেশে, দক্ষিণ বা পশ্চিম দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে, অত্যন্ত নীহারসন্ধ্যার হয়, কিন্তু উত্তর বা পূর্ববায়ু-প্রবাহিতাবস্থায় সেরূপ নীহার দেখা যায় না। বসন্ত ও শরৎ-কালে সেরূপ নীহারসন্ধ্যার সম্ভব, গ্রীষ্মকালে সেরূপ নহে। কারণ পূর্ণোক্ত দুই সময়ে, দিবা ও রাত্রির বায়ুর তাপের ন্যূনাতিরেক, শেষোক্ত কালের অপেক্ষা অধিক। যে দিন প্রাতেকালে অত্যন্ত কুয়াশা হয়, তাহার পূর্বে রাত্রিতে অধিক নীহারসন্ধ্যার দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাত্রিতে যদি অত্যন্ত মেঘ হয় ও উহার পর দিন প্রাতে যদি আকাশ নির্মল থাকে, তবে ঐ সময় অনেক নীহারসন্ধ্যার দৃষ্ট হইয়া থাকে। হেমন্ত ও শীত ঋতুই আমাদের দেশে নীহারপাতের উপযুক্ত সময়। এই সময় রাত্রিতে যেখানি হইলে অল্প পরিমাণে নীহারসন্ধ্যার হয়, কিন্তু পরবর্তী দিনে উক্ত নীহার কুয়াশারূপে পরিণত হইয়া থাকে।

আবার যদি আকাশ নির্মল ও বায়ু স্থির থাকে, তবে মধ্য-রাত্রিতে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে অধিক নীহারসন্ধ্যার দেখা যায়।

যে সমস্ত জ্বরের উপর নীহারসন্ধ্যার হয়, তাহাদের ও তরিকটস্থ স্থানের উষ্ণত্ব নীহার-সন্ধ্যার-স্থচক তাপের* (Dew-point) কম না হইলে, ঐ সমস্ত জ্বরের উপর নীহারসন্ধ্যার হয় না। একই সময়ে, বায়ুর একই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে পৃথক পরিমাণে নীহার সঞ্চিত হইয়া থাকে। ধাতু জ্বরের উপর অত্যন্ত অল্প পরিমাণে নীহার জন্মে, কিন্তু ঘাস, কাপড়, খড়, কাগজ, মৃৎপাত্র ও মাসের উপর প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। ধাতু সকল অল্প পরিমাণে তাপবিকীরণ করে, এজ্ঞ ঘাস কাপড় ইত্যাদি তাপবিকীরণশক্তিসম্পন্ন বস্তুর উপর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে নীহারসন্ধ্যার হয়। জৈব পদার্থ-সমূহও ঐ হেতু যথেষ্ট নীহারসন্ধ্যার হইতে দেখা যায়। পালকের উপর প্রচুরপরিমাণে নীহার সঞ্চিত হয় আবার যে সমস্ত বস্তু আকাশের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিজড়মান থাকে, তাহাদের উপর যেরূপ নীহার জন্মে, অল্প কোন অবস্থা-পর পদার্থের উপর সেরূপ জন্মে না। একই ওজনের দুই গোছা পশম লইয়া উহার এক গোছা একখানি তক্তার উপরে ও অল্প গোছা তক্তার নীচে রাখ, এই অবস্থায় উভয় পশম অনাবৃত স্থানে রাত্রিতে স্থাপন করিলে, প্রাতে উক্ত দুই গোছা পশমের ওজনের পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। তক্তার উপরিস্থ

* বায়ুর উষ্ণতা যতদূর কমিলে নীহার সন্ধ্যার আরম্ভ হয়, তাপেক্ষা একই পরম হইলে উহা বাষ্প, এবং একই ঠাণ্ডা হইলে এই নীহার ভূবায়ু পরিণত হয়।

পশন, আকাশের ঠিক সাফাৎ সৰ্বক স্থাপিত হওয়ার উহা অধিক পরিমাণে নীহার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়।

নিবাতাগে নীহার-সঞ্চারসম্বন্ধে মিটার স্পেসার বলেন, “পৃথিবী হইতে রাত্রি কিংবা দিবা, সকল সময়েই এবং আকাশের সকল অবস্থাতেই, তাপবিকীরণক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। সাধারণতঃ, সূর্য্য যখন দৃষ্টিপরিচ্ছদকবৃত্তের উপরে অবস্থান করে, তখন পৃথিবীর তাপবিকীরণ ও তাপগ্রহণশক্তি সমান থাকে। যে সমস্ত স্থানে সূর্য্যের কিরণ লম্বভাবে পতিত হইতে পারে না, সেই সমস্ত স্থান সূর্য্য ও অস্ত্র পদার্থ হইতে যে তাপ গ্রহণ করে, সময় সময় তদপেক্ষা অধিক তাপবিকীরণ করে; এজন্য সেই সমস্ত স্থানে নিয়ত সমস্ত দিন নীহার সঞ্চিত হইতে থাকে।” ডাক্তার জোসেফ ডি হকার লিখিয়াছেন যে, নেপালের পূর্বভাগে স্থানে স্থানে প্রাতে ১০টার পূর্বে ও বৈকালে ৩টার পর সূর্য্যের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। এই সমস্ত স্থানে এত অধিক পরিমাণে তাপবিকীরণ হয় যে, নিয়ত তথায় নীহারসঞ্চার হইতে দেখা যায়।

নিহারিকা (Nebulae), আকাশস্থ এক প্রকার ক্ষীণালোকবিশিষ্ট পদার্থ। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নাই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা অবলোকন করিলে, মেঘের (নিহার) আকৃতিমত দেখায় বলিয়া ‘নিহারিকা’ নাম হইয়াছে।

সম্প্রথমে টেলস্কোপ সিটাবিলিস্ গ্রহে নিহারিকার বিষয় সামান্যরূপে অবগত হওয়া যায়। দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলের সমষ্টিই নিহারিকা। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে গিমলন্স মেরিয়াস্ একটা নিহারিকা আবিষ্কার করেন। এটা পূর্ণাবিবক্ত নিহারিকাসমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে হাইন্স জ্যোতির্গোষ্ঠী সিনাটস্ ঠিক তরুণ একটা পদার্থ ‘অরিয়ন্’ নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আবিষ্কার করেন। হাইন্সেনস্ সাহেব ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার বিষয় প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহার পূর্বে যে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন না বলিয়া, আফ্রাদে অধীর হইয়া পড়েন। নিহারিকার নিকটবর্তী স্থান ঘোর তমসাক্রম; এই নিমিত্ত তিনি মনে করিলেন যে, আকাশের মধ্য দিয়া স্বর্ণের জ্যোতির্গয় রাগা তাহার নয়নপথে পতিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেবলমাত্র ২০২২টা নিহারিকা দেখা গিয়াছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্বিদ লাসেলী (LaCailli) ইহা ছাড়া আর ৪২টা নিহারিকার বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

১ম শ্রেণী,—দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে, এইগুলিই প্রকৃত নিহারিকারূপে দেখা যায়, অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট আকার দৃষ্ট হয় না; ২য় শ্রেণী নক্ষত্রে পরিণত হওয়ার উপযুক্ত এবং ৩য় শ্রেণী নিহারিকাপদার্থপরিবেষ্টিত নক্ষত্র। অস্ত্র একটা ফরাসী পণ্ডিত ১০৩টার অধিক নিহারিকা আবিষ্কার করেন।

ইহাদের পর হার্সেল নিহারিকার বর্তমান বিবরণ প্রকাশ করিলেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটিতে হাজার নিহারিকার এক তালিকা দেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আর এক হাজারের তালিকা এবং ১৮০২ সালে পাঁচশতের অস্ত্র এক তালিকা প্রদান করেন। শেষবারে তিনি নক্ষত্রমণ্ডলের পদার্থসমূহ ষাদশভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেন। যথা,—

১। অনন্তসংযুক্ত তারকা (Insulated stars)।

২। যুগ্ম-তারকা (Binary stars) অর্থাৎ দুইটা নক্ষত্র একত্র হইয়া সাধারণ তারকাক্ষের চতুর্দিক্ আবর্তন করে।

৩। ত্রয় বা ততোধিক তারকা (Triple or multiple)।

৪। গুরুবদ্ধ তারকা বা ছায়াপথ (Milky way)।

৫। নক্ষত্রপুঞ্জ।

৬। নক্ষত্র-গুচ্ছ (Clusters of stars)। এই শ্রেণী ও ৪র্থ শ্রেণীতে পার্থক্য এই যে ইহাদের আকৃতি গোলাকার এবং কেন্দ্রাভিমুখে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে।

৭। নিহারিকা।

৮। নাক্ত্রিক নিহারিকা (Stellar Nebulae) তাহার নিকট ইহার অতীব দূরবর্তী নক্ষত্রশ্রেণীর মত দেখা হয়।

৯। শুভ্র নিহারিকা (Milky Nebulosity)—এই শ্রেণীতে তারামালা নিহারিকা সদৃশ এবং শুভ্র নিহারিকা একত্র দৃষ্ট হয়।

১০। নিহারিক-নক্ষত্র (Nebulous stars) নৈহারিক-বায়ুতে পরিবেষ্টিত।

১১। গ্রহসম্বন্ধীয় নিহারিকা (Planetary Nebulae)। এই শ্রেণীর নিহারিকা গ্রহগণের দ্বারা সম্পূর্ণ গোলাকার, কিন্তু ক্ষীণ আলোকবিশিষ্ট।

১২। কেন্দ্রবিশিষ্টগ্রহ-নিহারিকা (Planetary nebulae with centres) শোভোক্ত দৃশ্য দেখিলে সহজেই বোধ হয় যে, নিহারিকাসমূহ দিন দিন উজ্জ্বল বিস্মৃতে ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতেছে।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটিতে নিহারিকার তারকাকৃতিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রেরণ করেন নিহারিকা আকাশমণ্ডলে বিচ্ছিন্ন অবস্থার আছে, ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি পরস্পর আকর্ষণবশতঃ একত্র হইয়া পদার্থে পরিণত হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং ক্রমশঃ একত্র হইয়া

কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়াছে; ইহাই তাঁহার প্রবেশের সারাংশ।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ছোট হার্সেল উত্তর ধ-মণ্ডলের নিহারিকা সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া, তাহার বিবরণী প্রকাশ করেন। ইহাতে ২০০৬টা নিহারিকার কথা আছে; তন্মধ্যে তিনি ১৭৭০০ আবিষ্কার করেন। এইরূপ আরও কএকজন সাহেব এ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রকাশ করেন।

কান্ট (Kant) এবং লাপলাসের (Laplace) মত এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় পদার্থই কোন এক সময়ে বায়বীয় নিহারিকা-বহাৱ ছিল। সেই সময় ইহাদের তাপ অত্যন্ত অধিক ছিল। পরে ক্রমাগত ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করায় কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র স্থিরীকৃত করিয়া, তাহার চতুর্দিকে ঘনীভূত হইতে লাগিল। অন্তর তাহাদের গতি আরম্ভ হইল। এই প্রকারে আমাদের সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি হইল।

আমরা শুক কেবল এই বিশ্বজগতের অস্তিত্ব অবগত আছি, এইরূপ আরও বহু বিশ্ব থাকিতে পারে, তাহাতে বিদ্যুৎমাত্রও সম্ভব নাই।

সম্প্রতি জ্যোতির্বিদগণ বলেন যে, পদার্থ সমুদয় প্রথমে বিচ্ছিন্নবাহার অসংখ্য উদ্ভাপ্তর (Meteorites)-রূপে বর্তমান ছিল। তখন তাহাদের উত্তাপ তত অধিক ছিল না। পরস্পর সংঘর্ষণ ও আকর্ষণবশে নিহারিকাগণের সঙ্কোচন বৃদ্ধি হয়। সঙ্কোচন বৃদ্ধি হওয়ায় উদ্ভাপ্তরখণ্ডের সংঘর্ষণ অতি বেগী হইতে থাকে, এই নিমিত্ত নিহারিকা সকল ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ করে। তাপ দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া, নক্ষত্ররূপে পরিণত হয়। নিহারিকা হইতে নক্ষত্র হইলে পর, প্রভৃতির নিয়মানুসারে ইহারা তাপবিকীরণ করিতে থাকে। তাপবিকীরণ হওয়ায়, ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত শীতল হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু নক্ষত্ররূপে পরিণত হইলেও, ঘনীকরণজন্য উত্তাপ কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঘনীকরণজন্য উত্তাপ যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, বিকীরণজন্য তাহা অপেক্ষা অধিক উত্তাপ বহির্গত হয়; অতএব পরিণামে এই নক্ষত্র শীতল হইয়া গ্রহরূপে পরিণত হয়। গ্রহের সঙ্গে নক্ষত্রের যে সম্বন্ধ, নক্ষত্রের সঙ্গে নিহারিকারও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ নক্ষত্র ঠাণ্ডা হইয়া গ্রহ হয়। পক্ষান্তরে নিহারিকা ঠাণ্ডা হইয়া নক্ষত্র হইয়া থাকে।

নিহারিন্ (জি) [নিহারিন্ দেখ।]

নিহাল, বেয়ারের অন্তর্গত মেলখাটের আদিমবাসী। ইহারা ক্ষমতাহীন হইয়া বেয়ারের কোকুদিগের দাসত্ব স্বীকার করে। নিহালদিগের আদিম বাতৃভাবার লোপ

হইতেছে। আধুনিক নিহালেরা কোকুভাষা অগ্রহণ করিতেছে। কোকুদিগের সহিত নিহালদিগের সম্মিলিত আছে। কিন্তু নিহালেরা কোকুদিগকে উচ্চ শ্রেণীস্থ মনে করিয়া তাহাদের সহিত একত্র উপবেশন করে না। নিহালেরা পূর্বে অত্যন্ত গোর চুরি করিত। ইহারা অত্যন্ত অলস। ইহাদের অনেকেই প্রায় নিরুদ্বী, অতি সামান্য লোকই কৃষিকার্য করে। নিহালেরা হিন্দু হইয়াছে।

নিহাল খাঁ, অযোধ্যার রায়-বেরেলী বিভাগের অন্তর্গত মজাফর-খাঁ তালুকের ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে নিহালগড় নামে একটি গ্রাম আছে, তথায় মুক্তিকানিশিষ্ট একটি দুর্গ আছে। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নিহাল খাঁ নামক এক ব্যক্তি উহা নির্মাণ করেন।

নিহালগড়, [নিহাল খাঁ দেখ।]

নিহালসিংহ, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পৌত্র ও মহারাজ খজাসিংহের পুত্র, মাতার নাম চাঁদকুমারী। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কানুনগাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সেনাপতি জেনারেল ও কোর্টকে সঙ্গে লইয়া পেশাবর প্রদেশ জয় করিতে অগ্রসর হন। উক্ত বৎসরের মে মাসে পেশাবর নগর ও দুর্গ তাহার অধীন হয়। পরে তিনি দেৱা-ইস্‌গাইল খাঁর শাসনকর্তা শাহ নবাজখাকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত এবং সরফাজ খাঁর নিকট হইতে তোকদুর্গ জয় করিয়া নিজ অধিকারভুক্ত করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে মহারাজ রণজিৎসিংহ দেশীর রাজা ও ইংরাজ সেনাপতি প্রভৃতি বহুলোক নিমন্ত্রণ করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিন মাস রাজত্বের পর খজাসিংহ রাজ্যভ্রষ্ট হইলে নবনিহাল ১৮ বৎসর বয়সে রাজাধিকার প্রাপ্ত হন।

সাহসিকতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার বলে নিহালসিংহ পঞ্জাব সিংহাসনে অধিরোধণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজ-জাতির উপর তাঁহার বিশেষ প্রজ্ঞা ছিল না। ইংরাজের সহিত যুদ্ধমানসে তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহবিবালে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তিনি মন্দির রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাকে পরাজিত ও কমালগড় দুর্গ জয় করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাগত হইবার কালে, যখন রাজধানীর নীচে পৌঁছেন, ঠিক সেই সময়ে উপরের খিলান ডালিয়া তাঁহার উপর পতিত হয় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বাবা, ককির প্রভৃতির উপর তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। একমাত্র ব্রাহ্মণের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কাহারও কথা তত গ্রাহ্য করিতেন না।

নিহালসিংহ, (অলখালিয়া) অলখালিয়া মিশলের সর্দার

কংডনিংয়ের কোর্টপুত্র। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যাবিকার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে একক জন তাঁহাকে হত্যা করিবার অস্ত্র প্রসাদ যথোক্ত হুকাইরা তাঁহাকে গুপ্তভাবে আক্রমণ করে, কিন্তু তিনি নিজ সাহসিকতার আশ্রয় লইয়া সন্মুখ হন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড অক্লাম্প পঞ্জাবের নয়া দিরা কাবুলে অগ্রসর হন, তখন নিহাল খাত্তা দিরাবরাহ করিয়া ব্রিটিশসৈন্যের বিশেষ সহায়তা করেন। কাবুলস্থিত তিনি হইল সৈন্য ও পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম শিখযুদ্ধের সময় তাঁহার চরিত্রে ইংরাজের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়, কারণ তিনি রসদাদি দিয়া ইংরাজ সৈন্যের সহায়তা করেন নাই। এই দোষে শতদ্রুপ দক্ষিণস্থিত বাৎসরিক ৬৬৫০০০ টাকা আয়ের একটা সম্পত্তি ইংরাজ গবর্নেন্ট তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। ২য় শিখযুদ্ধে তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া ইংরাজের সহকারিতা করেন। এই সাহায্যের জন্য তিনি ‘রাজা’ উপাধি পান। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে তিনি প্রায় সমুদ্র রাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র সগবীর-সিংহকে দিয়া যান, এবং বিক্রম সিংহ ও সুরেন্দ্র সিংহ নামক অপর দুই পুত্রকে এক এক লক্ষ টাকা জায়গীর প্রদান করেন।

নিহালগড় চক্ জঙ্গল—অথোয়ার জলতানপুর জেলার একটা সহর। জলতানপুর হইতে ৩৬ মাইল পশ্চিমে লোকো যাইবার পথে অবস্থিত।

নিহিংসন (স্ত্রী) নি-হিংস ভাবে লুট। মারণ, বধ।

নিহিত (ত্রি) নি-ধা-ক্ত, ধা হানে হি। (দধাতেহিঃ। পা ৭।৪২) ১ আহিত। ২ স্থাপিত। ৩ নিষ্কিপ্ত।

“ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পশ্যঃ ॥”
(ভারত বনপ) ৩।৩২।১১২)।

নিহীন (ত্রি) নিতরাং হীনঃ। নীচ, পামর।

“নিহীনৈঃ পরিক্রিষ্টাঙ্গীঃ সমুপকৃতি মাং কথম্ ॥”
(ভারত ৩।২২।১১২)

নিহুব (পুং) নিহুয়তে সত্যবাক্যমনেনতি নি-হু-অপ্ (অদো-রপ্। পা ৩।৩৭)। অপলাপ। পর্যায়—নিহুতি, অপহুতি, অপহুব। (শব্দরং)

“নিহুবে ভাবিতো দণ্ডাৎ ধনং রাজ্ঞে চ তৎসমম্ ॥” (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১১)
২ নিকৃতি। ৩ অবিখ্যাস।

“নিহুবঃ পুংসি নিকৃতাং ববিখ্যাসাপলাপয়োঃ ॥” (মেদিনী)
৪ গুপ্ত। (শব্দরং) ৫ শুভি।

“ধ্যায়ননিষ্টং যৎ কিঞ্চিৎ প্রাগিগ্রাহ্যং চেতসা।

জ্ঞেয়ং ব্যক্তিত্যন্তং নিহুবঃ সমাশ্রুত্যে ॥” (মহা ৯।২।১)

নিহুদান (স্ত্রী) নি-হু-দাট। নিহুব।

নিহুতি (স্ত্রী) নি-হু-জিন্। নিহুব। (শব্দরং)

নিহুদান (পুং) নি-হু-দ-অ-। শব্দ।

“নারসৈঃ কলনিহুদৈঃ কচিহ্নবিভাননৌ ॥” (মহা ১।৪১)

নী (ত্রি) নয়তি নী-কর্তৃরি কিপ্। প্রাপক।

নীক (পুং) নীরতে ইতি নী প্রাপণে কন্ (অভিযুদীভ্যো দীর্ঘচ। উপ ৩।৪৭) বৃদ্ধবিশেষ। (উজ্জল)

নীকযিন্ (ত্রি) প্রসারণশূচ।

নীকার (পুং) নি-ক-ব-অ- বক্রি বাহুল্যকং দীর্ঘঃ। (উপ-সর্গস্ত বধ্যা মহাব্যবহলম্। পা ৬।৩।১২২) ক্তকার। (শব্দরং)

নীকাশ (ত্রি) নিতরাং কাশতে ইতি নি-কাশ-অ- ভূতো উপসর্গস্ত দীর্ঘঃ। (ইকঃ কাশে। পা ৬।৩।১২৩) ক্তা, উপমা।

“আকাশনীকাশতটং তীরবানীরসমুদ্রাম্ ॥” (ভারত ৩।১৮২।১৩)

(পুং) ২ নিশ্চয়। (মেদিনী)

নীকুলক (পুং) এবরভেদ। (হেমাজি)

নীক্ষণ (স্ত্রী) নীক্ষতেহনেন নি-ষ্টক করণে লুট। পাকারি পরীক্ষাধন কাঠভেদ।

“ধরীক্ষাং মাংসপচনাচ্” (শব্দ ১।১৫৩।১৩)

“নীক্ষণং পাকপরীক্ষাধনং কাঠম্” (শায়ণ)

নীচ (ত্রি) নিকৃষ্টাধীঃ লক্ষ্যৈঃ শোভাং চিনোত্তীতি চি-ঙ।

১ জাতি গুণ ও কার্যাদি দ্বারা নিকৃষ্ট, হীন, বর্জ্য। পর্যায়,—বিবর্ণ, পামর, প্রাকৃত, পৃথগ্জন, নিহীন, অপদ, জাতি, ক্ষুদ্রক, ইতর, অপদ, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, বেতক, থলক। (শব্দরং) নীচের সহিত সংসর্গ সর্বতোভাবে বর্জ্যনীর।

“ন প্রাপোতি স্বঃ কিঞ্চিচীচসঙ্গমহানপি।

প্রোতসঙ্গান্নহাসেবো নয়ো ভগ্নবিত্ত্বিঃ ॥

প্রবিক্র নিলয়ঃ নীচঃ স্ত্রীখনাদিকমিহাত্যে।

স্বয়ং নেতুঃ ন শকোতি তদা নায়রতি ধ্বংস ॥” (ক্রিয়াণো)

২ অক্ষ, পর্যায়,—বামন, শুক, ধর্ম, হুস্ব। (অমর)

৩ নিয়। (পুং) ৪ চোরক নামে গজদ্রব্য। (রাজনি)

৫ গ্রহাদির স্থানভেদ।

যে গ্রহের যে যে রাশি উচ্চস্থান হয়, সেই গ্রহের ঐ উচ্চ স্থান হইতে গণনার যে রাশি সপ্তম স্থান হয়, সেই স্থান সেই গ্রহের নীচস্থান হইবে। উচ্চাংশের যেরূপ গণনা, নীচাংশেরও সেইরূপ। যথা—রাহির উচ্চস্থান মেষ, তাহার উচ্চাংশ দশ, অতএব নীচাংশও দশ হইবে এবং নীচাংশের শেষ অংশকে সূর্যনীচাংশ বলা যায়। এই স্থানে গ্রহগণ থাকিলে নিতান্ত দুর্বল হয়, এইরূপ অস্ত্র রাশির নীচাংশ ও সূর্যনীচাংশ গণনা করিয়া গ্রহদিগের বলাবল দেখিতে হইবে।

এই উচ্চ নীচ জামিয়ার ভক্ত নিয়ে একটি তালিকা দেওয়া হইল।

গ্রহের নাম	উচ্চ রাশি	নীচ রাশি	উচ্চাংশ-ভোগের কাল	নীচাংশ ভোগের নাম
রবি	মেঘ	তুলা	১০ দিন	১০ দিন।
চন্দ্র	বৃষ	বৃশ্চিক	১০।৩০ পল	১০।৩০ পল।
মঙ্গল	মকর	কর্কট	৪২ দিন	৪২ দিন।
বুধ	কন্যা	মীন	২ দিন	২ দিন।
শুক্র	কর্কট	মকর	২ মাস	২ মাস।
শুক্র	মীন	কন্যা	২৫ দিন ০।১২ পল	২৫ দিন ০।১২ পল
শনি	তুলা	মেঘ	২০ মাস	১২ মাস।
রাহু	মিথুন	ধনু	১২ মাস	১২ মাস।
কেতু	ধনু	মিথুন	১২ মাস	১২ মাস।

এইরূপে নীচরাশি জানা বাইবে। রাশি নীচস্থিত হইলে মঙ্গল দিরা থাকে। (ফলিতজ্যোতিষ)

নীচক (ত্রি) নীচ এব স্বার্থে কন্। বামন, থর্ক। (শব্দরং)

নীচকদম্ব (পুং) নীচঃ কদম্বো বদ্বাং। মণ্ডীর। (নৈষট্ঠপ্রং)

নীচকা (স্ত্রী) নিকটমীং শোভাং চকতি প্রতিহন্তি। চক প্রতি-
ঘাতে অচ-টাপ্। উত্তমা গো, নৈচিকী, ভাল গোক।

নীচকিন্ (পুং) নিকটমীং শোভাং চকতি চক প্রতিঘাতে
বাহুলকাং ইনি। ১ উচ্চ। ২ উপরিভাগ। ৩ উত্তম গবীমান্।

নীচকৈস্ (অব্য) নীচৈস্ ইত্যব্যয়ন্ত টে প্রাগকচ্ (অব্যয়
সর্গানামকচপ্রাকটঃ। পা ৫।৩।১১) ১ নীচৈস্, কুজ।
২ অন্ন। ৩ অধম। ৪ নীচ। ৫ নম্র। ৬ অধঃ। ৭ থর্ক।

নীচগ (স্ত্রী) নীচং নিয়মেশং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ নিয়গামিজল।
২ নিয়। “অহরপটুম্বুধো নীচগোহন্যৈক্ষিতো বা

ন সকলফলদাতা পুষ্টিদোহতোহনাথা যঃ।” (বৃহৎসং ১৯।২২)

৩ রাশিদিগের স্বীয় উচ্চস্থান হইতে সপ্তমস্থান।

“তৎসপ্তমং ভবেদীচম্” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

৪ পামর। জিহাং টাপ্। ৫ নীচবর্ণগামিনী স্ত্রী।

“নীচগামিনাং প্রাপা চন্দ্রনৈমণ্ডলং লিখৎ।”

(ভূতডামরতত্ত্ব)

নীচগা (স্ত্রী) নীচগ-টাপ্। নিয়গা, নলী।

“সঙ্গমরতি বিদ্যেব নীচগাপি নয়ঃ সরিং-

সমুদ্রমিব চরুর্কঃ নুণং ভাগ্যমতঃ পরম্।” (হিতোপদেশ)

নীচগৃহ (স্ত্রী) রবি প্রভৃতি গ্রহের য য উচ্চ স্থান হইতে সপ্তম
রাশি। [নীচ দেখ।]

নীচতা (স্ত্রী) নীচত ভাবঃ, নীচ-ভল্-টাপ্। নীচত, অধমত,
কুস্ব, সঙ্গীর্ণতা, অপকর্ষত, হীনতা।

নীচভোজ্য (পুং) নীচভোজ্যঃ। ১ পলাতু। (শব্দরং)

(ত্রি) ২ নীচভোজ্যমাজ।

নীচযোনি (ত্রি) নীচা যোনিরন্তান্ত ব্রীহাদিকাং ইনি।
নীচজাতিযুক্ত।

“এতৎকৃতযুগে বৃন্তং সর্কেষামেব ভারত।

প্রাণিনাং ধর্মবুদ্ধীনামপি চেন্নীচযোনিনাম্॥” (হরিব ১৯৮ অঃ)

নীচবজ্র (পুং স্ত্রী) নীচমহৎকষ্টং বজ্রম্। বৈজ্ঞান্তমপি। (রাজনিন্)

নীচা (অব্য) নিকটমীং শোভাং চিনোতি বাহুলকাং ডা।

নীচৈস্, নীচ। “নীচা সন্তমুদনয়ঃ।” (শব্দ ২।১৩।১২)

‘নীচা নীচম্’ (সারণ)

নীচাৎ (অব্য) নিকটমীং চিনোতি বাহুলকাং ডাতি। নীচ,

নীচৈস্। “নীচাত্ত্বকা চক্রযুগ পাতবে।” (শব্দ ১।১১।২২)

নীচামেটু (ত্রি) অধোমুখলিঙ্গ।

নীচায়ক (ত্রি) নিতরাং নিশ্চয়েন বা চিনোতি নি-চি-ঘুল্।

নিতান্ত চায়ক।

নীচাবয়স্ (ত্রি) ভগ্নভাবপ্রাপ্ত।

“নীচাবয়া অভবৎ বৃদ্ধপুত্রৈঃ।” (শব্দ ১।৩২।৯)

নীচাশয় (ত্রি) নীচ আশয়ঃ যত। কুরচেতা, নীচবৃন্তি।

নীচিকী (স্ত্রী) নৈচিকী।

নীচীন (ত্রি) জাগেব স্বার্থে থ অঞ্চতে ন লোপাৎ লোপে

পূর্বাণো দঘীঃ। ভগ্নভূত, অধোমুখ।

“নীচীনবারং বরণঃ কবক্ষম্।” (শব্দ ৫।৮।৩০)

‘নীচীনবারং অধোমুখবিলম্’ (সারণ)

নীচু (দেশজ) অধোদিক্, নিম্ন, তল।

নীচৈর্গতি (স্ত্রী) নীচৈঃ গতিঃ। ১ মন্দগমন। ২ নিম্নগতি।

নীচৈস্ (অব্য) নি-চি-উ, নৈর্দীর্ঘশচ। (নৌ-দীর্ঘশচ। ঊণ

৫।১৩) ১ নীচ। ২ নৈর। ৩ অন্ন। ৪ অহুচ্চ।

“নীচৈর্জুতাপরি চ দশা চক্রনৈমিক্রমেণ।” (মেঘদূত ১০৮)

নীচকুর্মা, ছোটনাগপুরের কুর্মাভাতির এক শাখা। ইহার

পরিণত বরসে কস্তার বিবাহ দিরা থাকে। কিন্তু বিবাহের

পূর্বে সহবাসের কোন বাধা নাই। অপরাপর করণকারণ

সাধারণতঃ অপরাপর নিকটবর্তী জাতির মত।

নীচোচ্চমাস, চন্দ্র ২৭ দিন ৩০ ঘণ্টা ১৬.৫৬ পলে একবার

পৃথিবী বেটন করে। এই সময়ের মধ্যে চন্দ্রকেতুর

একবার পরিভ্রমণ সম্পন্ন হয়। ইংরাজী জ্যোতিষে ইহাকে

‘Anomalistic month’ বলে। ‘নীচ’ (perigee) শব্দের অর্থ

পৃথিবী ও চন্দ্রের গমনকালীন সর্বাংশে নিকটবর্তী স্থান

‘উচ্চ’ (apogee) শব্দে পৃথিবী ও চন্দ্রের সর্বাংশে দূরবর্তী

স্থান। অতএব নীচোচ্চমাসের অর্থ এই যে, যে সময়ের

মধ্যে চর 'নীচ' হইতে গমন করিয়া পুনরায় তথায় কিরিয়া আইসে, অথবা 'উচ্চ' হইতে পুনরায় উচ্চ স্থানে কিরিয়া আইসে। [ভিথিশক ঐষ্টব্য।]

নীচোচ্চবৃত্ত (ক্রী) বৃত্তভেদ। একটা বৃত্ত বাহ্যর কেন্দ্র কোন এক বৃত্ত বৃত্তের মধ্যে ভ্রমণ করে। (Epicycho)

নীচোপগত (জি) খগোলের নিম্নভাগে অবস্থিত।

নীচ্য (জি) নীচি ভব্য ভ্রম্ ৪৭, নলোপারোপো পূর্বাণো দীর্ঘঃ। নিম্নভব, ভ্রম্ভূতভব।

নীড় (পং ক্রী) নিতরং ঈভ্যতে স্ত্যতে স্তৃপ্ত্যৎ নি-ঈড় ৪৭। পক্ষিবাসস্থান। চলিত পাখীর বাসা। পর্যায়—কুলায়।

“মার্গান্ত বন্তে মুখশরনীড়ৈশ্চকঃ স্তপর্গৈ পুংযো বিবিঞ্চে।”

(ভাগবত ৩৫।৩৯)

যে জাতীয় পক্ষী যে যে ঋতুতে গর্ভোৎপাদন করে, ঠিক সেই সময়ে তাহার আপনাপন বাসা নির্মাণ করিতে যত্নবান হয়। এই বাসা তাহার সচরাচর বৃক্ষাদির উচ্চতম ডালের উপর রচনা করিয়া থাকে। যখন গর্ভিণী-পক্ষীর ডিম্বপ্রসবকাল সন্নিকটবর্তী হইয়া আসে, তখন উভয়ে এক একটা কুরিয়া কুটা কাটা ঠোঁটে করিয়া লইয়া কোন বৃক্ষে বাইয়া নীড় রচনা করে। এই নীড় একরূপ স্ক্রকোশলে নির্মিত হয় যে, ইহার বহির্ভাগে হাত দিলে কাঁটা বিঁধার জায় অসুভব হয়, কিন্তু যে স্থানে পক্ষিণী অণ্ডাদি প্রসব করে, সেই স্থান বাটার জায় খোলবিশিষ্ট ও বহির্দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কোমল। চিল, কাক প্রভৃতির বাসা সাধারণতঃ এইরূপ। চড়াই, শালিক প্রভৃতি গৃহাদির কাটাতে আপনাপন নীড়, ঘাস কুটা দিয়া নির্মাণ করে। কাঠিঠোঁকরা প্রভৃতি কোন কোন পক্ষী বৃক্ষাদির কোটর মধ্যে আপনাপন নীড় মনোনীত করিয়া লয় এবং তাহাতেই অণ্ডাদি প্রসব করে। গৃহপালিত কুকুট, হংস, পারাবতাদি পক্ষী আপনাপন নির্দিষ্ট কুলায় খড় ঘাস ও নিজ মলসংযোগে নীড় রচনা করে। অপর পক্ষে, বাবুই পক্ষীর বাসা অতীব আশ্চর্যজনক। এই বাসা দেখিতে ঠিক গুড় ঝিঙে বা ধুঁধুলের মত, কেবল তলার একটা মাত্র গর্ত। ইহার ভিতরের প্রবেশপথ এবং আবাসভূমি বড়ই স্ক্রকোশলে গঠিত। প্রবাদ, ইহার রাজিকালে আপন নীড়ে আলো দিবার জন্য জোনাকিপোকা ভিতরে আটকাইয়া রাখে এবং উহার মধ্যে অণ্ডাদি প্রসব করে, কিন্তু তন্মধ্যে নিজেরা সর্পদা থাকে না। এই জন্য আমাদের দেশে সকলেই বলিয়া থাকে ‘ঘর থাক্তে বাবুই ভিজে’। অতি হের প্রাণী চারুচিকা, বেকর কোশলে আপনায় নীড় পক্ষীর কোমলপালকে প্রথিত করিয়া নির্মাণ করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ইহার এই নীড় ভরবাটীর কড়ি বা বরগা সংলগ্ন করিয়া রাখে এবং অভ্যন্তরভাগে কোমল ভূগুচ্ছ দিয়া উত্তর মধ্যভাগ আরও কোমলতর করে। বাহুড়ের নীড় কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহার সচরাচর ভরগৃহাদি বা নির্জন গৃহাদির কড়িতে, অথবা কোথাও বৃক্ষাদির ডালে দিবাভাগে স্থলিয়া থাকে। এই তাহাদের মনোমত নীড়। সন্তান প্রসব করিতে হইলে, আপনায় বেকর ডাল বা কড়ি ধরিয়া স্থলিয়া থাকে, সেইরূপ সন্তান-মিকেও প্রসবের পরেই স্থলাইয়া দেয়। কাকাতুরা প্রভৃতি পার্শ্বতীয় পক্ষিগণ পক্ষতের কাটাতে ও বৃক্ষাদির উপর নীড় রচনা করে। ময়ূরাদি পক্ষতগোত্র বা মুক্তিকা খনন করিয়া একটা গর্ত করে অথবা গাছের ডালে বাসা করে এবং তাহাতে গুচ্ছ লতাপাতা দিয়া রাখে। কোন কোন জাতীয় পাতিহাঁস আভাবিক অবস্থায় পক্ষতের শিখরদেশে অথবা বৃক্ষাদির উপরে নীড় নির্মাণ করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া ও তন্নিকটবর্তী দ্বীপসমূহে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং বোর্নিওদ্বীপের উত্তরপশ্চিমে এক-জাতীয় পক্ষী আছে, তাহার পতীর জঙ্গলে মুক্তিকা, বাদু বা রাবিশযুক্ত স্থান খনন করিয়া, অথবা একস্থানে গুচ্ছপাতা, গাছের ডাল, মাটী, পাথর ও পচা কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে অণ্ডাদি প্রসব করিয়া, উপরে প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ পদার্থ চাপা দিয়া থাকে। এই তাহাদের নীড়, তাহার নিজে ডিমে তা দেয় না, স্থরের উত্তাপে বা মুক্তিকার আভ্যন্তরিক গরমে উহা ফুটিয়া হানা বাহির হয়। ভারতীয় শকুনি জাতীয় পক্ষী প্রভৃতির নীড় দেখিতে অতি কদর্য, কেবল কতকগুলি গাছের ডাল বা কক্ষির বুনন দ্বারা গঠিত। উহার ঠিক মধ্যস্থলে একটা গর্ত আছে। ঐ গর্ত তৃণাদি পদার্থ দ্বারা পাতলা অথচ কোমল আচ্ছাদনবিশিষ্ট। অণ্ডপ্রসবের সময় পুরাতন ছিন্নবস্ত্র আনিয়া, তাহার উপর দিয়া আরও কোমল করে। কখনও বা ক্রাকড়ার পরিবর্তে মাহুকের মাথার চুল, পরিভ্যক্ত পশমাদি বা কাঁচা গাছের পাতাও দিয়া থাকে। এই নীড়ের ব্যাস সাধারণতঃ ২ হইতে ৩ ফিট ও খাড়াই প্রায় ৪ হইতে ১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আফ্রিকার উটুপক্ষী পাহাড়ের উপর এবং বাহার পালিত তাহার উচ্চভূমিতে অণ্ডপ্রসবসময়ে হংসাদির মত নীড় নির্মাণ করে।

ভারতসমুদ্রের স্ত্রমাত্রা, বোর্নিও, যবদ্বীপে এবং চীনদেশের সমুদ্র-উপকূলে একপ্রকার তালচড়াই (Swallow) আছে, তাহার পক্ষতগৃহামধ্যে আপনাপন যুথের লাল সহযোগে যে নীড় নির্মাণ করে, তাহা চীনবাসী ও যুরোপবাসীর বড় উপায়ে খাঙ। উহাদের যুথনিঃসৃত এই লাল সমুদ্র উপকূলে জাত কোন পদার্থ হইতে প্রাপ্ত। কেম্পকার সাহেব

অসুস্থমান করেন, উহা এককাতীর সমুদ্রকীটের সমষ্টিতে নির্মিত।
বিজ্ঞানবিদ পৈতান, উহা কোনরূপ মৎস্যের ভিন্ন বা সমুদ্রকুল-
বর্তী ক্ষুদ্রকাতীর মৎস্যের সাহায্যে গঠিত, এইরূপ বিবেচনা
করেন। উহার আকৃতি একটা হংসজিহ্বের সদৃশ। এই
নীড় প্রকৃত অবস্থায় উক্ত তালচড়াই পক্ষীর মল ও পালকে
আবৃত থাকে। ব্যবসায়ীরা পক্ষতগাছ হইতে নীড় সংগ্রহ
করিয়া, উক্ত মল ও পক্ষ ধোত করে; তখন এই নীড় দেখিতে
ঠিক একখানি সাদা ঝিক্কের মত। উহা একরূপ উপাদেয় যে,
যুরোপবাসী ও চীনবাসীরা ইহার গুণে মোহিত হইয়া, উহাতে
ঝোল প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে। এই ঝিক্কের মত পদার্থ-
বিশিষ্ট নীড়ংশে যুরোপীয় ‘আইসিংগাস’ নামক মাছের
পট্টপটির তুল্য উপাদেয় এবং কেবলমাত্র ধনবান ব্যক্তিই উহার
আখ্যাদ্যগ্রহণে সক্ষম। উহার এক ডোলায় মূল্য ৫ পাঁচ
টাকারও অধিক।

চীনবাসীদের সংস্কার আছে যে, নীড় ভক্ষণ করিলে
শরীরে সর্পদা নবযৌবন বর্তমান থাকে। এই কারণ তাহারা
প্রতি বৎসর কএক হাজার মণ ঐরূপ নীড় সংগ্রহ করিয়া
রাখে। এই নীড় সচরাচর দুই প্রকার হয়। শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট
নীড়ের দাম অধিক। শতকরা প্রায় ৪টা শাদা পাওয়া যায়
মাত্র। ইহাই উপাদেয় খাদ্য মধ্যে গণ্য। কৃষ্ণবর্ণের নীড়
যব্বীপের রাজধানী বটেভিয়া নগরে বিক্রীত ও তথায় গালাইয়া
উৎকৃষ্ট শিরাষ (আটাৎ পদার্থ) রূপে পরিণত হয়। কেহ
কেহ বলেন, এই কাল নীড় কিছুকাল গরমজলে চুয়াইয়া রাখিলে
কতকাংশে শাদা হইয়া আইসে। পক্ষতগাছর মধ্যে এই নীড়
একত্র অনেক দেখা যায়।

২ স্থান। ৩ রথীদিগের অধিষ্ঠানস্থান।

“স তয় নীড়ঃ পরিতৃকুবরঃ পপাত ভূমৌ হতবাজিরধরাৎ”
(রামাং ৩।৫।৩৯)। ৪ রথাবয়বভেদ।

“প্রদক্ষিণং রথনীড়পরিরহঃ” (কাত্যায়ণ শ্রোতঃ ১৮।৫।১৮)।

নীড়ক (পুং স্ত্রী) নীড়ে কাষতি প্রকাশ্যে কৈ-ক। খণ্ড,
পক্ষী। (শকার্থিৎ) ত্রিমাং জাতিত্বাৎ জীব্।

নীড়জ (পুং স্ত্রী) নীড়ে কায়তে জন-ড। পক্ষী। ত্রিমাং
জাতিত্বাৎ জীব্।

নীড়জেন্দ্র (পুং) পক্ষুঃ। “অনুজিহ জিতনীড়জেন্দ্রবেগে
কৃতনিবিড়াসনমুদ্রবতাবপীড়্যে।” (শিবস্তুতি)।

নীড়ি (পুং) নিত্যঃ ইলজ্জত্র, নি-ইল স্বায়ে-ইন্ লজ্জ ভ।
জিবাণ, আবাসস্থান। “ডেনাসো অস্বরত নীড়য়াঃ” (বৃক্ ১০।২২।৩)।

নীড়োত্তম (পুং স্ত্রী) নীড়ে উত্তমতি, উ-তু-অ-ত-বা নীড়ে
উত্তমো বহু। খণ্ড, পক্ষী। ত্রিমাং জাতিত্বাৎ জীব্।

নীতি (স্ত্রী) নী-কৰ্শপি ভ। ২ প্রাপিত। ১ হাশিত। ৩ হৃদিত।
৪ অভিবাহিত।

“নীতিঃ যদি নবনীতিঃ নীতিঃ নীতিঃ কিমেতেন।

আতপতাপিতত্বমৌ মাধব! মা ধাব মাধব!” (উত্তট)

নীতি (স্ত্রী) নীয়েতে সংলভ্যভে উপায়াদয় ঐহিকানুস্মিকার্থ
বাস্তবমনা, নী-অধিকরণে করণে বা জিন্। ১ নর, শুক্রাদি-
উক্ত রাজবিদ্যা। ২ তচ্ছাত্র। ভাবে-জিন্। ৩ প্রোপ।
৪ তদধিষ্ঠাত্রী দেবীভেদ।

“শিষ্টাশ্চ দেব্যঃ প্রবরাঃ হীঃ কীৰ্ত্তিহীতিরেব চ।

প্রভা যুতিঃ ক্ষমাকৃতিনীতিবিদ্যা দয়া মতিঃ ॥” (হরিবং ২৫৬ অঃ)

নীতিশাস্ত্র, হিতাহিত বিবেচনার শাস্ত্র। নীতিশাস্ত্র
অধ্যয়ন করিলে ভাল মন্দের জ্ঞান জন্মে। মানব প্রনীতিপরায়ণ
হইলে অগতে নানারূপ বিপদালা ঘটিয়া থাকে। এইজন্য সৰ্বাগ্রে
নীতিপরায়ণ হওয়া প্রয়োজন। মহাভারতের শান্তিপর্বে
নীতিশাস্ত্রের বিষয় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—যুধিষ্ঠির
জীমদেবকে নীতিশাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি
বলিয়াছিলেন, সত্যযুগে সৃষ্টির কিছুদিন পরে লোকসকল
পাপপথে চলিতে লাগিল, দেবগণ ইহা অবলোকন করিয়া
ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি সুর-
গণকে সোধোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা ভীত হইও না,
আমি অচিরে ইহার উপায় করিতেছি। এই কথা বলিয়া
এক খানি লক্ষ অধ্যায়বৃত্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। ঐ
শাস্ত্রে—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ; সত্য, রজ ও তম
এই তিন গুণ; বুদ্ধি, ক্ষয় ও সমানক্ষ নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ;
চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য ও সহায় নামে নীতিজ যজুর্বর্গ,
কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ড-
নীতি, অমাত্য, রক্ষার্থনিবৃত্ত চর ও গুপ্তচরবিষয়, রাজপুত্রের
লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা,
ভেদকারক যন্ত্রণা ও বিদ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়,
সংকার, বিত্তগ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার
লক্ষি, চতুর্বিধযাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্মবৃত্ত বিজয়
ও আত্মরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চ-
বর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ ও অপ্রকাশ সেনার বিষয়, অষ্ট-
বিধ গুহ বিষয়প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ডারবাহী, চর,
পোত, ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাস্ত্র, বস্ত্রাদি ও অস্ত্রাদিতে
বিষয়োগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথ-
গমনের প্রহরকত্রাদিজনিত সমগ্র গুণ, ভূমিগুণ, আশ্রয়কা,
আশ্রয়, রথাদি নির্মাণের অঙ্গসম্বন্ধ, ময়ূষা, হস্তী, পশু ও রথ-
সম্ভার উপায়, বিবিধবৃক্ষ, বিভিন্ন বৃক্ষকোশল, ধূমকেতু প্রভৃতি

গ্রন্থগণের উৎপত্তি, উৎপত্তি নিপাত, ভূপ্রণালীক্রমে বৃদ্ধি, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রধান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যবাসনামোচন, সৈন্যদিগের হর্ষোৎপাদন, শীড়া, আগ্নেয়কাল, পর্বাভিজ্ঞান, শত্রুধ্বংসন, পতাকাগণি প্রদর্শনপূর্বক শত্রুর অস্ত্রকরণে তদ-সকারণ, চোর, উগ্রব্যবহা, অরণ্যবাসী, অগ্নিশাড়া, বিব-প্রণোক্তা, প্রতিকল্পকারী প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন, বন্যদি প্রভাবে হস্তীদিগের বলহ্রাস, শত্রু উৎপাদন, এবং অস্ত্রযুক্ত ব্যক্তির আরাধন, ও বিবাসজননদ্বারা পররাষ্ট্রে শীড়া-প্রদান, সপ্তাঙ্গরাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা, কার্যসামর্থ্য, কার্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুদ্বন্দ্বিত মিজের সংগ্রহ, বলবানের শীড়ন ও বিনাশসাধন, শত্রু ব্যবহার, খেলের উদ্ভাবন, ব্যায়াম, দান, জব্যাসংগ্রহ, অজ্ঞতব্যক্তির ভরণপোষণ, জ্ঞত-ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, বাসনে অনাসক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, জিবর্গের কারণ ও গুণদোষ, অসং অভিসন্ধি, অজ্ঞগতদিগের ব্যবহারাদির প্রতি লক্ষ্য, অনবধানতাপরিহার, অলক্ষ্যবিষয়ের লাভ, লক্ষ্যস্তর বৃদ্ধি, প্রবৃত্তি বর্ধ, অর্থ, কাম এবং বাসন বিলাসের জন্ত দান, যুগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান ও স্ত্রী-সন্তোগ, এই চারি প্রকার কামজ বাক্যপাক্ষ্য, উগ্রতা, দণ্ডপাক্ষ্য, নিগ্রহ, আত্মতাগ ও অর্থদ্বয় এই ৬ প্রকার ক্রোধজ, মোট দশ প্রকার বাসন ; বিবিধযন্ত্র ও যন্ত্রকার্য, চিত্তবিলোপ, চৈতন্যচ্ছেদন, অবরোধ, কৃষি প্রভৃতি কার্যের অলুশাসন, নানা প্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধো-পায়, পণব, আনব, শম্ব ও ভেরীজব্য উপার্জন, লক্ষ্য রাজ্যে শক্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সহিত আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাদ্রল্যবস্তুর স্পর্শ, শরীরসংস্কার, আহার, আত্মিকতা, এক পথ অবলম্বনপূর্বক অভ্যাসলাভ, সত্য মধুর বাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য, চন্দ্রাদিহানের প্রত্যেক ও পরোক্ষ ব্যবহার, অমুসন্ধান, ব্রাহ্ম-ণের অলওনীয়তা, যুদ্ধাঙ্গুসারে দণ্ডবিধান, অজ্ঞজীবগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডলবিষয়ক চিন্তা, বিসম্প্রতি প্রকার শারীরিক প্রতিকার, দেশ, জাতি ও কুলের বর্ধ, ধর্মাদি মূলকার্যের প্রণালী, মায়া-যোগ, নোকাণিমজ্ঞানাদি দ্বারা মণীপব্যবহার, এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

পদ্যবোধি ব্রহ্ম এই নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে কহিলেন, আমি জিবর্গসংস্থাপন ও লোকের উপ-কার সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সারস্বত এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভা-বন করিয়াছি। এই নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, নিগ্রহ ও অঙ্গগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক লোক রক্ষা করিবার বুদ্ধি অন্বিবে। এই শাস্ত্র-

দ্বারা জগতের সমুদয় লোক ইন্দ্রপ্রভাবে পূর্বকার্য কলনাতে সমর্থ হইবে, এই জন্ত এই নীতি শাস্ত্রনীতি নামে অভিহিত হইবে।

ব্রহ্ম এইরূপে লক্ষ্যাদায়ত্ন নীতিশাস্ত্র রচনা করিলে, প্রথমে মহাদেব গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাবর্গের আত্মর অলভা অবগত হইয়া, এই নীতিশাস্ত্র সংক্ষেপে কীর্তন করেন। ইহা দশ সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত এবং বৈশালাধ্য নামে বিখ্যাত। তৎপরে ভগবান ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্তন করিয়া, বাহনভক্ত এই আখ্যা প্রদান করেন। অনন্তর বৃহস্পতি ঐ বাহনভক্ত গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায় কীর্তনপূর্বক বাহস্পত্য নামে প্রচার করেন। পরিশেষে শুক্রাচার্য ইহাই লইয়া এক সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্তন করেন। এই শুক্রনীতিই আমরা মানবগণের সহজ পাঠ্য। ইহা অধ্যয়ন করিলে হিতাহিত জ্ঞান জন্মে। (ভারত শাস্তিঃ ৫৯অঃ)

কালিকাপুরাণে নীতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

রাজা সগর মহামুনি ঐক্যে নীতিসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, মুনিবর! আত্মা, পুত্র ও তর্ক্যার প্রতি যে নীতিপ্রয়োগ করা উচিত, তাহা বিশেষরূপে কীর্তন করুন। ইহাতে ঐক্য বলিয়াছিলেন, আমি নীতিবিষয় কীর্তন করিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর;—

‘প্রথমে জ্ঞানবৃদ্ধ, ভগ্নোবৃদ্ধ ও বরোবৃদ্ধ, অমুর্বাধিত, উদার-চিত্ত, বিপ্রমণ্ডলীর সেবা কর্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট প্রতিদিন প্রতিভূতিবিহিত বিধিব্যবস্থা শ্রবণ করিবে। তাঁহারা যাঁহা বলি-বেন, রাজা তৎক্ষণাৎ তাহা করিবেন। শরীর এক ধানি রথ, পঞ্চ কণ্ঠস্থির তাহার ঐটী অশ্ব, আত্মা তাহার আরোহী রথী, জ্ঞান অশ্বের লাগাম, মন তাহার সারথি। অশ্ব সকলকে বিনীত করিতে হইবে, সারথিকে রথীর বশ করিবে, লাগাম দৃঢ় এবং শরীরের হৃদয়ে সম্পাদন করা অবশ্য বিধেয়। রথী ছর্দিনীত অশ্ব-চালিত রথে আরোহণ করিয়া, অশ্বদিগের ইচ্ছানুসারে গমন করিতে করিতে বিপথে উপনীত হয়, আবার সারথি রথীর অব্যাহত হইয়া ইচ্ছামত অশ্বচালনা করিলে, রথী বীর হইলেও তাহাকে রিপূর অধীন করিয়া ফেলে। এইজন্ত বিষয় ভোগ করিবার সময়, ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিবে। জ্ঞান যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহা করা সর্বাগ্রে প্রেরণ। জ্ঞানরূপ কণা দৃঢ় হইলে এবং সারথি বশবর্তী থাকিলে, বিনীত অশ্ব ঠিক পথেই চালিত হইয়া থাকে। এইজন্ত সকলের নিজ নিজ ইন্দ্রিয় ও মন বশে রাখিয়া জ্ঞানপথে থাকিয়া আত্ম-হিতাহিত্য বিধেয়। স্বেচ্ছাক্রমে ভোগ করিবে, কিন্তু বিপথে মন দিবে না। দেখা উচিত বলিয়া দেখিবে, ঐংস্রুকা সহকারে কিছুই দেখিবে না। জ্ঞোভব্য হইলে শ্রবণ করিবে, অভিরিঞ্চ

বিষয় শ্রবণ করিবে না। ধীর রাজা শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুতেই হঠাৎ বিশ্বাস করিবে না। রাজা স্বেচ্ছাক্রমেই বিষয় ভোগ করিবে, তৎপ্রতি আসক্ত হইবে না। এইরূপ হইলেই তিনি জিতেপ্রিয় হন। শাস্ত্রানুশীলন ও বুদ্ধিসেবাই ইঙ্গিয়ভগের হেতু। অরুদ্ধসেবী ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ রাজা অচিরে শত্রুবশ হইয়া পড়েন। প্রসন্নতা, প্রাগলভ্য, উৎসাহ, বাক-পটুতা, বিবেচনা, কুশলতা, সহিষ্ণুতা, জ্ঞান, মৈত্রী, কৃতজ্ঞতা, শাসনদার্তা, সত্য, শৌচ, কার্যদ্বিরতা, পরের অভিপ্রায়জ্ঞান, সচ্চরিত্রতা, বিপদে ধৈর্য, ক্রেশসহিষ্ণুতা, গুরু, দেব ও বিজ-পূজা, অসুয়াহীনতা ও অক্রোধতা প্রভৃতি গুণসকল রাজা অভ্যাস করিবেন। রাজা কার্য্যাকার্য্যবিভাগ, ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখিবেন। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই চতুর্বিধ উপায় যথাস্থানে প্রয়োগ করিবেন। সামপ্রয়োগস্থলে ভেদপ্রয়োগ মধ্যম, দানপ্রয়োগস্থলে দণ্ড-প্রয়োগ বা দণ্ডপ্রয়োগস্থলে দান প্রয়োগ অধম। সাম-প্রয়োগস্থলে দণ্ডপ্রয়োগ অধমাপেক্ষা অধম। সাম, দান এই দুইটা উপায় পরস্পরেই পরস্পরের সাহায্যকারী। রাজা এই সকল উপায় প্রয়োগস্থলে মৌখিক সৌজন্ত প্রকাশ করিবেন। রাজার পক্ষে কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, অভিমান ও মদ ইহাদিগের আতিশয্য শত্রুত্ব নিবারণ। ক্ষোভ এবং গর্হ ব্যতীত, কাম প্রভৃতির যথাকালে কিছু কিছু ব্যবহার করা হইতে পারে। রাজগণের তেজই স্বর্ঘ্যের জ্যায় তীব্র। গর্হ তাহার রোগ, অতএব রোগগুক্ত দেহের জ্যায় গর্হমিশ্রিত তেজকে পরিত্যাগ করিবে। মুগয়াসক্তি, দ্যুতক্রীড়া, অত্যন্ত জী-সন্ডোগ, পানদোষ, অর্থদূষণ, বাক্পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য, রাজা এই ৭টা দোষ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। অভিভুত, চোর, চতাকারী, এবং আততায়ীদিগের উপরে নরপতি সর্বদা দণ্ড-পারুষ্য প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু কদাপি বাক্পারুষ্য প্রয়োগ করিবেন না। কার্য্য বুঝিয়া ক্রমা এবং তেজস্বিতা অবলম্বন করিবেন।

অভিমান, হুতি, আশ্রয়গ্রহণ, বৈধ, সন্ধি এবং বিগ্রহ এই ৬টা গুণ সতত অভ্যাস করিবে। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন সকলকেই ত্রিবিধ প্রভাব দেখাইবে। জিগীষা, ধর্ম্মকার্য্য, অষ্টবর্গ এবং শরীরযাত্রানির্কাহেও উৎসাহসম্পন্ন হওয়া বিধেয়। কৃষি, হর্গ, বাগিচা, সেতুবন্ধন, গজবাজিবন্ধন, ধনি আকরাধিকার, করগ্রহণ এবং শূত্র-নিবেশন, চরশূত্রাদি স্থানে চরাদি স্থাপন, ইহা অষ্টবর্গ। এই অষ্টবর্গে চরনিয়োগ করিতে হইবে। এই অষ্টবর্গে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের কার্য্যাকার্য্য পরি-জ্ঞানের জন্য ৮ জন চর নিযুক্ত করিবেন।

মন্ত্রীসহ রাজা প্রোদ্যাকালে নির্জনস্থানে বসিয়া চরমুখে সকল বার্তা শুনিবেন। একবেশধারী, উৎসাহবর্জিত, সর্কার পরিচিত, অতি দীর্ঘাকৃতি, ধর্ম্মকার, সতত দিবাচারী, বৈদ-সম্পন্ন, নির্ভীক, ধনসম্পত্তিবিহীন, পুত্রদারবর্জিত, এই সকল লোক চর হইবার উপযুক্ত নহে। বহুদেশতত্ত্ববিৎ, বহুভাষাভিজ্ঞ, পরাভিপ্রায়বেত্তা, দৃঢ়ভক্তি-সমর্থ ও নির্ভর ব্যক্তিকে চর নিযুক্ত করা উচিত। অস্ত্রপূরে বৃক্ক, ধীর, শিত্তকুল্য পুরুষদিগকে এবং বিচক্ষণ বর্ষধরদিগকে (খোজা) বা বুজা রমণীমণ্ডলীকেও চর নিযুক্ত করিবেন। রাজা কখন একাকী শয়ন বা ভোজন করিবেন না। রাজা বহুবিদ্যাবিশারদ, বিনীত, সংকুলোদ্ভব, ধর্ম্মার্থকুশল ও সরলচিত্ত ব্রাহ্মণদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। জীগণকে সর্দা অন্ততঃ রাখিবেন। জীগণ স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিলে, মহৎ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। রাজা পুত্র এবং পত্নীকে বহিঃপ্রদেশে বা অস্ত্রপূরে স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করিতে দিবেন না। রাজা এই সকল নীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্য পালন করিলে লোক সকল নীতিবহির্ভূত কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। রাজা জনীতিপারায়ণ হইলেই, চরিত্র-দিকে বিশৃঙ্খলা এবং জনসমূহ অবিনীত হইয়া থাকে। এইজন্য নীতি শব্দে প্রথমে রাজনীতির কথা বলা হইল।

(কালিকাপুঃ ৮৪ অঃ)

লোক সকল বিনীত কি অবিনীত, তাহার পর্য্যবেক্ষক রাজা, রাজা জনীতিপারায়ণ ব্যক্তিকে পালন এবং অবিনীতকে দণ্ডবিধানাদি দ্বারা তাহাকে সুপথে আনিবেন। এইজন্য রাজাদিগের রাজনীতিবিশারদ হওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়।

অগ্নিপূরণে নীতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

‘রাম লক্ষ্মণকে নীতিবিষয়ে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন :—
বিনয়ই নীতির মূল। শাস্ত্রনিশ্চয়সহকারে বিনয়ের উৎপত্তি হয়। ইঙ্গিয়বিজয়ই বিনয় নামে অভিহিত। সকল লোকেরই সর্বদা বিনীত ভাবে থাকা আবশ্যক। শাস্ত্রজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধৃতি, দক্ষতা, প্রাগলভ্য, ধারয়িত্ব, উৎসাহ, বাক্যসংযম, ওদার্য্য, আপং কালে সহিষ্ণুতা, প্রভাব, শুচিতা, মৈত্র, ত্যাগ, সত্য, কৃতজ্ঞতা, কুল, লীল ও দম এই সকল গুণ সম্পত্তির হেতু।

ইঙ্গিয় সকল মত্তহস্তীর জ্ঞান, স্বভাবতঃ উদ্যম হইয়া হৃদ-য়কে বিভ্রাবিত করিতেছে এবং বিষয়রূপ বিশাল অরণ্যে সতত ধাবনোন্মুখ হইতেছে, জ্ঞানরূপ অকুল দ্বারা তাহাকে বশ করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি ইহাতে অমনোযোগ করে, সে প্রজলিত বহি শিরোদেশে স্থাপন করিয়া নিজা যায়। শত্রু, অগ্নি, জল ও ইঙ্গির ইহাদিগের কাহাকেও বিশ্বাস নাই। বিশেষতঃ সর্কাপেক্ষা ইঙ্গিরের শক্তি ও বেগ অধিক।

বোগসিক্ত পরমর্ষিদগকেও মহা ইঞ্জিরবেগে বিচলিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, দৈর্ঘ্যরূপ আলাদা জ্ঞানরূপ পৃথক্বে বন্ধন না করিলে, ইঞ্জিরূপ মন্তহতীর বৃত্তীকরণ করা কখনই সাধ্যারত্ত হয় না। ইঞ্জিরবেগে বুদ্ধি বিচলিত, বনযুগিত, ক্ষয় চঞ্চল, আত্মা অবগত, চৈতন্ত বিচ্ছিন্ন এবং জ্ঞান বিপর্যয়। অতএব সর্গধা যত্নপর হইয়া, ইঞ্জিরহতীকে বশ করিবে। ইঞ্জিরূপ দুর্দান্ত হতী বশীভূত হইলে সংসার এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরও বশীভূত এবং পরাক্রান্ত হন। ঈশ্বর বশ হইলে নির্দোষরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে অগম্য সন্দেহ নাই।

কান, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, মান ও মদ ইহাদের নাম অরি যড়-বর্গ। এই যড়বর্গ পরিহার না করিলে কোন মতেই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রে কান বিষায়িতরূপ বর্ণিত হইয়াছে, কেননা ইহার জ্ঞান, বিব ও অগ্নি অপেক্ষাও ভয়ানক। নিত্য প্রশান্তচিত্ত ও কামানলে পতিত হইলে, একান্ত অস্থির হইয়া থাকে। সংসারে কামপ্রভাবে যেকোন লোকের আশু পতন হয়, এরূপ আর কিছুতেই নহে। অতএব সর্গধা জ্ঞানরূপ স্মৃতিতল সলিলে কামানল নির্দোষ রাখা একান্ত কর্তব্য।

যতপ্রকার শত্রু আছে, ক্রোধ সর্গাপেক্ষা প্রধান শত্রু। এইজন্য ক্রোধকে মহারিপু কহে। শরীরে ক্রোধ থাকিলে অস্ত্র শত্রুর প্রয়োজন হয় না। ক্রোধ সমস্ত পুথিবীকে বিপাক করে এবং বন্ধুকেও বিকৃত করিয়া থাকে। ক্রোধ ও বিষধর অজগর উভয়ই এক পদার্থ। লোকে সর্প দেখিলে যেমন ভীত হয়, ক্রোধশীল ব্যক্তি হইতেই তেমনি ভীত ও উদ্বেলিত হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বিচার নাই, বাচাবাচা জ্ঞান নাই। অনেকে ক্রোধবশে আত্মঘাতী হয়। ক্রোধ সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ। ক্রোধের অংশে তমোগুণ হইতে প্রজ্ঞাসংহার বা স্মৃতিবিনাশজন্যই ক্রোধের জন্ম হইয়াছে, এইজন্য ক্রোধকে ত্যাগ করিলেই সুখ, না করিতে পারিলে, চিরকালই অসুখ ও অসুস্থিভোগ করিতে হয়। ক্রোধপরতন্ত্র ব্যক্তি কোনকালেই শান্তিলাভ করিতে পারে না, শান্তি না হইলে জীবন বৃথা ও বিতৃষ্ণনামাত্র। জানিয়া শুনিয়া ক্রোধকে আশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নহে। এইজন্য সকলের ক্রোধ পরিহার করা বিধেয়। বিশেষতঃ বাহ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের ক্রোধপরিহার পরমধর্ম্ম। ক্রোধপর নরপতি, নরপতি নামের অযোগ্য।

লোভের আকার প্রকার ও স্বভাবাদি অতীব ভীষণ। সমস্ত সংসার পাইলেও উহার পরিতৃপ্তি হয় না। লোভ অপেক্ষা স্বপ্নাপাণ্ড আর নাই। লোভে বুদ্ধি বিচলিত ও বিষয়লিপ্সা

প্রোচুত হয়। বিষয়লিপ্সার অভিকৃত ব্যক্তির কোন লোকেই সুখ নাই। লোভী লুপ্ত বস্তুর অবেশে সতত ধাবিত হয়, কিন্তু সুখ তাহাকে ভাগ করিয়া চুরে অবস্থান করে। এইজন্য লোভীর সুখ আকাশকুসুমবৎ ও স্বপ্নকল্পনাবৎ একান্ত অলীক। অতএব প্রত্যেকের লোভ সর্বতোভাবে পরিভ্রাণ্য।

মোহের নাম পূর্ণ বিকার। অজ্ঞাত বিকারের প্রতিকারের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু মোহবিকারের ঔষধ নাই বা বৈদ্য নাই। একমাত্র সদগুরু ও সংশিক্ষা ইহার প্রকৃত ঔষধ। মোহ হইতে মুক্তার স্মৃতি হইয়াছে, অতএব মোহকে দূরে পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।

আধীক্ষিকী, ত্রী, বার্তা ও দণ্ডনীতি এই কয় বিষয়ে যাহারা বিশেষ অভিজ্ঞ ও ক্রিয়াবান, নরপতি এই সকল লোকের সহিত বিনয়ান্বিত হইয়া যথাযথ রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিবেন। আধীক্ষিকীতে অর্থবিজ্ঞান, ত্রীতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বার্তাতে অর্থানর্থ এবং দণ্ডনীতিতে জ্ঞানজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত আছে।

অহিংসা, অনুভাবা, সত্য, শৌচ, দয়া ও ক্ষমা সর্গধা ইহাদের অমুষ্ঠান করিতে হইবে। সতত প্রিয়বাক্যকথন, পরের দুঃখ দূরীকরণে অভিলাষ, দরিদ্রদিগকে ভরণাদি, দুর্বল ও শরণাগতের রক্ষা, এই সকল কার্য্য সর্গাপেক্ষা উপকারী।

যে দেহ আধিবাধির মন্দির, যাহা অদ্য কিংবা কল্য অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, যে দেহ মাংস, মূত্র ও পুরীষাদি অসার বস্তুর সমষ্টি, এই শরীর রক্ষার জন্য কোনরূপ দুর্নীতি অবলম্বন করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

আপনার সুখেচ্ছার কখনও কাহাকে পীড়ন করা সঙ্গত নহে। লোকে যেমন পৃথিবী সন্ধানকে অঙ্গলি প্রদর্শন করে, কল্যাণ-কামনায় দুর্জনের নিকট তেমনি বা তাহা অপেক্ষাও অঙ্গুর বিধানে অঙ্গলি বিধান করিবে।

কি সাধু, কি অসাধু, কি শত্রু, কি মিত্র অথবা দুর্জন বা দুজন সকলকে সর্গধা প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করিবে। মিষ্টবাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবলীকরণ আর নাই। শত অপরাধও মিষ্টকথায় তৎক্ষণাৎ ক্ষান্ত হইবার সম্ভাবনা। ইহা জানিয়া সর্গধা মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করা উচিত। যাহারা প্রিয়বাদী তাহারাই দেবতা এবং যাহারা ক্রুরবাদী তাহারাই পশু। ভক্তি ও আন্তরিকতাপূর্ণহৃদয়ে সর্গধা দেবপূজা বিধেয়। দেবতাবৎ গুরুজনের ও আত্মবৎ ব্রহ্মদিগের সাদর সম্ভাষণ করা উচিত। প্রণিপাত দ্বারা গুরুকে, সত্য ব্যবহারে সাধুকে, স্নেহিত কর্ণে দেবতাদিগকে, প্রেম বা দানে স্ত্রী ও ভৃত্যদিগকে এবং দাসিগণ দ্বারা ইতর জনকে বশীভূত ও অভিযুক্ত করিবে।

পরকার্য্যে অনিলা, স্বপ্নের পরিপালন, দীন দয়া, সর্গ

মধুরবাক্য, অকৃত্রিম স্নেহে প্রাণ দিয়া উপকার, গৃহাগত ব্যক্তিকে আশ্রয়দান, শক্তি অল্পস্বারে দান, সহিত্যুতা, স্বীয় সম্বন্ধিতে অহংসেক, পরের উন্নতিতে অমৎসর, বাহাতে লোকের মনস্তাপ জন্মে এরূপ কথা না বলা, বাহাতে লোকের কোনরূপে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা এরূপ কার্য না করা, বাহাতে ইহলোক বিনষ্ট হয় এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত না হওয়া, বাহাতে আত্মার ও পরের মানি জন্মে, এরূপ ব্যবহারে নিবৃত্ত থাকা, যৌনব্রতচরিত্রতা, বন্ধুগণের সহিত বরসংযোগ, স্বল্পনে সম-দৃষ্টি এই সকল ব্যবহারনীতি বলিয়া কথিত এবং ইহাই মহাত্মগণের চরিত্র। (অয়পু' ১৫৭-১৫৯ অঃ)

আর্য্যজাতির সামাজিক উন্নতির সহিত নীতিশাস্ত্রের সমাদর, মহাভারত হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন যে সকল নীতিশাস্ত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে উপন্যাসপ্রণীত শুক্র-নীতি ও কামন্দকপ্রণীত কামন্দকীয় নীতিসার প্রধান ও প্রাচীন। এ ছাড়া ক্ষেমেন্দ্রবিবচিত নীতিকল্পতরু বা নীতিগতা, লক্ষীপতি রচিত নীতিগতিত শাস্ত্র, বিদ্যারণ্যাতীথরচিত নীতিতরঙ্গ, নীতিদীপিকা, বেতাগভট্টরচিত নীতিপ্রদীপ, দাধিবেনরচিত নীতিমঞ্জরী, শম্ভরাজরচিত নীতিমঞ্জরী, নীলকণ্ঠের নীতিময়ুখ, বরকচিহ্নরচিত নীতিময়, চণ্ডেশ্বররচিত নীতিরত্নাকর, সোমদেবপুরি-রচিত নীতিবাক্যানুত, ত্রয়োদাজ গুপ্তরচিত নীতিবিলাস, কৰ্ম্মশঙ্কর-রচিত নীতিবিবেক, ষটকর্পরচিত নীতিসার, মধুসূদনরচিত নীতি-সারসংগ্রহ, চাণক্যনীতি, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় চতুর্থশতাব্দে কামন্দকীয় নীতিসার দ্বন্দ্বীপে নীত হয়। নীতি, হিমালয়পর্বতের সন্নিকটস্থ গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটি গিরিপথ। অক্ষা' ৩০° ৪৬' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি' ৭৯° ৫১' ৫০" পূঃ, কুমায়ুন হইতে তিব্বত যাইবার সর্বাধিক উৎকৃষ্ট পথ। এই পথের আবিষ্কার হেতু ভারতবর্ষের সহিত তিব্বত, চীন-ভারত ও চীনদেশের বাণিজ্যরক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

কাপ্তেন ব্যাটন সপ্তপ্রথমে খাউলীনদীর তটদেশে এই বস্তু স্থির করেন। ক্রমান্বয়ে খাউলীনদীর তট দিয়া এই পথ উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ঐ পথ দিয়া আরও অধিক উত্তরাভিমুখে আরোহণ করিলে, সেইস্থলের স্বাভাবিক দৃশ্য ও বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয়। ঐ বৃক্ষ সকল উর্দ্ধে প্রায় তুব্বারশাখির নিকট পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাটন সাহেব প্রথমে যে স্থানের বর্ণনা করেন, তাহা আমাদের হিন্দুশাস্ত্রবর্ণিত বিষ্ণুপ্রয়াগ জিন্ন অপর কিছুই অল্পমান হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে যে পঞ্চ মহা-প্রয়াগের কথা আছে, এই বিষ্ণুপ্রয়াগ তাহার মধ্যে একটি; উহার নিকটে খাউলী ও জলকানন্দের যুক্তবেদী। উক্ত

জলকানন্দা বৈদ্যনাথের বিষ্ণুপাদপদ্মের নিকট বিষ্ণুগঙ্গা নামে পরিচিত। এই বিষ্ণুপ্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্য কন্দপুরাণের হিম-বন্দণেও বর্ণিত আছে।

ঐ পথে যাইতে, প্রায় ৬৮৪২ হস্ত উর্দ্ধে একটি বৃহৎ পরী আছে, এখানকার অধিবাসীরা এই গ্রামকে নীতি বলে। এই গ্রামের পূর্বদক্ষিণ পর্বত হইতে নীতিনদী প্রবাহিত। ইহার উপ-তাকা ভূমির চতুর্দিকে বৃক্ষাদি ও তুব্বারমণ্ডিত উচ্চচূড়াবলবী পর্বতপরিবেষ্টিত। নগরের সম্মুখভাগে নদীর সন্নিকটে ক্ষুদ্র ভূমিতে শস্তাদির চাষ হইয়া থাকে। এখানকার অধিবাসীরা আকারগত সাদৃশ্যে ভোটদিগের মত। পর্বতবাসীরা সরল ও নিষ্কিবাদী। এখানে খ্রীলোকদিগের উপর কৃষিকার্য্যের ভার অপিত আছে। বৎসরে চারিখাস তাহার উত্তম শস্ত উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। নীতকালে যেরূপ তাহার নিজ আবাস পরিত্যাগ করিয়া নিম্নদেশে পলায়ন করে, সেইরূপ গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পুনরায় পূর্ব-আবাসে প্রত্যাগমনপূর্বক কুটার বাগান ও পথ বরফ হইতে বাহির করিয়া লয়। স্থানীয় ভোট জাতী-য়েরা স্বভাবতঃ উগ্র এবং তাহাদের পরিচ্ছদাদি লোমশ চর্মে গঠিত। ইহাদিগের এতদূর স্বভাব যে কোন দূরবর্তী বন্ধুর সহিত ইহারা কোন লক্ষ্য রাখে না এবং আমোদ আমোদকালে তাহাদিগের আমন্ত্রণ করে না।

গ্রামের উত্তরে আর বসতি নাই এবং ভূমি ক্রমশঃ সমুদ্রত হইয়া এককালে হস্তীর শুণ্ডের মত চূড়া খাড়া হইয়াছে। উপরের পর্বত কেবল চূড়াবিশিষ্ট, দুইটী শিখরের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ খাত দৃষ্ট হয়। এই পথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে দুইটী চূড়ার উপর কাঠের সেতু নির্মিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশে দ্রাববাহনের জন্য কেবল ছাগ ও মেঘের সাহায্য আবশ্যক। অত্র কোনরূপ যানবাহনের প্রয়োজন হয় না।

জুন মাসের প্রথমে প্রাতঃকালে এখানকার উত্তাপ ৪০° হইতে ৫০° পর্য্যন্ত এবং যিগ্রহের ৭০° হইতে ৮০° পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সময়ে প্রতি রাতে সামান্য পরিমাণে বৃষ্টি ও বরফ পড়ে। এখানকার চাষ বাসের এই প্রকৃত সময়। বৃক্ষাদি নব পল্লবযুক্ত গোলাপাদি পুষ্প প্রফুল্লিত এবং বর প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইতে থাকে।

বেলা তিনটা না বাজিতে বাজিতে সন্ধ্যা দেখা দেয়। এই সময়ে পর্বতের উপরে মেঘরাশি আসিয়া নানাবর্ণে রঞ্জিত হয় এবং এই স্থানে থাকিয়া উচ্চ শব্দে তুব্বার ও মিয়তম প্রদেশে জল ঢালিতে থাকে। যদিও সচরাচর বজ্রাঘাত বা বিদ্যুৎ দেখা যায় না, কিন্তু এখানে কৃষ্ণপক্ষরাত্রের বরফাবৃত শিখর-দেশসমূহ প্রতিকলিত অপূর্ণ আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া

সর্বত্রই এই অসাধারণ আলোকে আলোকিত করে। ছান মানে প্রান্তকাল হইতে বরফ গলিতে আরম্ভ করে এবং বেলা তিনটার পর হইতে সারারাত্রি তুষারপাত হইতে থাকে। শীতকালের প্রাকালে উপত্যকাকূনি প্রায় সবতাই বরফে আবৃত হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মের আরম্ভে এই বরফ গলিয়া নদ নদীতে পড়িয়া তাহার কলবর বন্ধিত করে।

এই নীতি-বাটের সর্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৮১৪ ফিট। পর্বতের প্রায় ১০০০০ হস্ত উর্দ্ধে বায়ুর অত্যন্ত হ্রাসত-কণ্ডা খাসজিয়ার বিশেষ রূপে অরুণত হয়। এমন কি সময় সময় নিশাসবদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগের লক্ষণ হইয়া থাকে। নীতিপর্বতের অধিবাসিবৃন্দের অভ্যাসহেতু তাহাদের তন্তব্র অসহ বলিয়া বোধ হয় না। কাপ্তেন ব্যাটন সাহেব বলেন, এই স্থান ঠিক হটলওয়ের সদৃশ এবং ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য লাক্সমবারের মত। এই স্থান হইতে তিব্বতদেশ অন্ন অন্ন দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে।

অক্টোবর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত, এই স্থান নিরবচ্ছিন্ন নীহারে মগ্নিত থাকে। এই সময়ে উক্ত গিরিপথ ব্যতীত পর্বতারোহণের আর স্বতন্ত্র পথ নাই। কুমায়ুন পর্বতবাসীরা বলে যে, এককবৎসর হইল, তথাকার অপরাপর গিরিপথগুলি হুর্গম হইয়াছে; পূর্বে যে স্থান তরুউদ্ভিদাদি দ্বারা শোভিত ছিল, এখন সেই স্থান শুণ্যপাকার তুঘারে আচ্ছাদিত।

ভোটবাসীগণের সংস্কার আছে যে, পর্বতশিখর হইতে বায়ুর অন্ন আঘাতে প্রচুর নীহাররাশি স্থলিত হইয়া নিম্নদেশে পতিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহারা সর্বদা বন্দুক বা বাতাস্ত্রের শব্দ করে ন্ন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ওয়েব বাগিজ্যের ছলে চীনের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্ত নীতির নিকটবর্তী চীনরাজ-অধিকৃত দেব-নগরে ব্যবসায়ত্বের প্রয়াসী হইয়া বার্ষিকনোরথ হন।

নীতিঘোষ (পুং) নীতিরেব নীত্যাঙ্কো বা ঘোবো যন্ত। ১ বৃহ-স্পতিরথ। (ত্রিক) নীতেন্নরন্ত ঘোবঃ ধ্বনিঃ। ২ নয়ধ্বনি।

নীতিস্ত (ত্রি) নীতিং জানাতি জ্ঞা-ক। নীতিবেদী, নীতি-কুশল, নীতিবিশারদ।

নীতিপ্রদীপ (পুং) ১ নীতিরূপ প্রদীপ। ২ জানালোক। ৩ বেতালভট্ট কৃত একখানি নীতিগ্রন্থ।

নীতিমৎ (ত্রি) প্রাপ্তোনে নীতিবিদ্যাতেহন্ত, যত্বপু। প্রাপ্ত নীতিযুক্ত।

“কদাচিত্র গাঙ্গেয়ঃ সর্বনীতিমতাঃ বরঃ” (ভারত ১১১৭৯ অ°)

নীতিরত্ন (স্ত্রী) ১ নীতিকথা-রূপ বহুশূলা রত্ন বাছান্তে নিহিত আছে। ২ বরকটি-কৃত গ্রন্থবিশেষ।

নীতিবাক্যামৃত (স্ত্রী) ১ নীতিবেটনোপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ অমৃতকর প্রেমক। ২ শব্দানুশ্রাব্য গ্রন্থ।

নীতিবিদ্যা (স্ত্রী) নীতিবিবরকবিদ্যা।

নীতিশাস্ত্র (স্ত্রী) নীতীনাং শাস্ত্রঃ। নীতিজ্ঞাপক শাস্ত্রভেদ, নীতিবিবরকশাস্ত্র। ঔশনসহৃত, কামন্দক, পঞ্চতন্ত্র, নীতিসার, নীতিমালা, নীতিমধু, হিতোপদেশ ও চাণক্যসার সংগ্রহ প্রকৃতি শাস্ত্র। [নীতি দেখ।]

“ভার্গবো নীতিশাস্ত্রং তু জগন্নাং জগতোহিতম্” (ভা° ১২।২১০ অ°)

নীতিসঙ্কলন (স্ত্রী) জ্ঞানগর্ভ ও নীতিবিবরক প্রসঙ্গমালা সন্নি-বিষ্ট গ্রন্থ।

নীতিসার (পুং) নীতিরেব সারো যন্ত। ইজ্জের প্রতি বৃহস্পতি কর্তৃক উক্ত নীতিশাস্ত্রভেদ। চাণক্য ইহা হইতে সংগ্রহ করিয়া চাণক্যশতক প্রণয়ন করিয়াছেন। গরুড়পুরাণের ৮ম অধ্যায়ে এই নীতি-সার লিখিত আছে, চাণক্য তাহা হইতেই নীতিশতক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ৮ম অধ্যায়ের প্রথম ৮টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

“সন্ধিঃ সন্ধং প্রকুরীতি সন্ধিকামঃ সন্না নরঃ।

নাসন্ধিরিহ লোকায় পরলোকায় বা হিতম্ ॥

আপনর্থে ধনং রক্ষণং দারান্ রক্ষণং ধনৈরপি।

আত্মানং সততং রক্ষণং দারৈরপি ধনৈরপি ॥

যো এবাণি পরিত্যজ্য অএবাণি চ সেবতে।

এবাণি তন্ত নন্ততি অএবাং নষ্টমেব চ ॥

রাজাং পালয়তে নিত্যং সত্যধর্মপরায়ণঃ।

নির্জিত্য পরসৈন্তানি ক্ষিতিং ধর্মোণ পালয়েৎ ॥

কৃত্যো বহুবিধা জেয়া উত্তমাদয়মগামাঃ।

নিয়োক্তব্যো যথাধর্মু ত্রিবিধেষেব কর্মসু ॥

শুণবস্ত্রং নিম্ভীত শুণহীনং বিবর্জয়েৎ।

পণ্ডিতে চ শুণাঃ সর্বৈ মুখ্যে দোষাশ্চ কেবলম্ ॥

ন কশ্চিৎ কস্তচিৎ মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্তচিৎপ্রিয়ঃ।

কারণাদেব জারন্তে মিত্রাণি রিপবন্তথা ॥

কৃত্যার্থাং কুমিত্রকঃ কুরাজানঃ কুসৌদনম্।

কুব্ধরঃ কুদেখকঃ দুরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥” (গরুড়পু° ৮।১—৮)

নীথ (পুং) নয়তি প্রাপয়তীতি নী-কথ্ (হনিকুসিনীরাশিকশিভাঃ কথ্। উণ° ২।২) ১ নিয়ন্তা। ২ প্রাপয়িতা। নী-ভাবে কথ্ ॥

৩ নয়ন। ৪ স্তোত্র। “নীথাবিদো জয়িতারঃ” (শাক ৩।২১৫)

‘নীথাবিদোস্তোত্রোভিভাঃ’ (সারণ)

(পুং) ৫ প্রাপণহেতু, নয়নহেতুভূত।

‘প্রতিবৎস্তা নীথাদর্শি’ (শাক ১।১০৪।৫)

‘নীথানয়নহেতুভূতা’ (সারণ) (স্ত্রী) ৬ জল ॥

নীত্র (স্ত্রী) নিতরাং ঐরতে ইতি নি-ধ্ব লবিভূজাদিষাং কঃ ।

১ বলীক, ধরের চালের হাঁইচ । ২ বন । ৩ নেমি । ৪ চক্র । ৫ রেবতী-নক্ষত্র । ৬ হেমচ°) ইহার পাঠান্তর নীত্র এইরূপ দেখা যায় ।

“গৃহাণি নৌত্রৈরিব তত্র রেবতঃ” (মাঘ)

নীনাহ (পুং) নি-নহ-ভাবে ষঞ্, বাহলকাৎ দীর্ঘঃ । নিবন্ধ, নিতরাং বন্ধন ।

“বপাশ ইব কাক্যাম্ব ইব নীনাহম্” (অথর্ক° ১৯।৫৭।৪)

নীপ (পুং) নী-প (পাণিবিষয়ঃ পঃ । উণ্ ৩২৩) বাহলকাৎ ণপাভাষঃ । কদম্ববৃক্ষ ।

“তাক্ষা কদম্বকুটজার্জুনসর্জনীপান্ ।

সশৃঙ্খলাহুপগতা কুম্বমোদনমশ্রীঃ ॥” (ঋতুসংহার ৩।১৩)

কোন কোন স্থানে নীপ শব্দ ক্রীবলিঙ্গে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ।

“নীপং সত্যার্গকং পীলু তৃণশৃঙ্খং বিকল্পতম্ ।

প্রাচীনামলকক্ষেপ দোষং গরহারি চ ॥” (চরক সূত্র° ২৭ অ°)

২ ধারাকদম্ব । ৩ বন্ধুকবৃক্ষ । ৪ নীলাশোকবৃক্ষ বা কল ।

৫ দেশভেদ । ৬ গিরির অধোভাগ । ৭ পারস্যের পুত্র ।

৮ নীপের বংশ । (হরিব° ৩০ অ°) [কদম্ব দেখ ।]

নীপাতিথি (পুং) কথবংশোভব একজন ঋষি । ইনি ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৩৪ সূত্র রচনা করেন ।

নীপ্য (ত্রি) নীপে গির্ঘাধোভাগে ভবঃ, নীপ-যৎ । ১ তত্র ভব, যাহা গিরির অধোভাগে হয় । (পুং) ২ কল্পভেদ ।

“নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ” (গুণরত্ন° ১৬।৩৭)

‘নীপোগির্ঘাধোভাগঃ তত্র ভবঃ’ (বেদাদীপ)

নীত্র (স্ত্রী) নমতি প্রাপয়তি স্থানাং স্থানান্তরমিতি নী-প্রাপণে নক্ (দ্ধারিতকীতি । উণ্ ২।১৩) বা নির্গতং রো অগ্নির্ঘাৎ ।

১ জল । “অগ্নেরাপঃ” (ঋতি) অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয় ।

[বিশেষ বিবরণ জল দেখ ।]

২ রস । (উপাসিকোষ)

“বাপ্যস্তবং তদ্প্রবদন্তি ধীরা নীরং সমাসেন নিগদ্যতেহজ্জ ।”

(হার্যোত প্রথম স্থান ৭ অ°)

(পুং) ৩ রাজপুত্রভেদ ।

নীরক্ত (ত্রি) রক্তশৃঙ্খ, বর্ণহীন, কাঁকাসে ।

নীরজ (ত্রি) রক্তশৃঙ্খ । কোতুকশৃঙ্খ ।

নীরজ (স্ত্রী) নীরে জলে জায়তে জন-ড । ১ পদ্ম ।

“নীভং জন্ম নবীননীরজবনে পীভং মধুংস্ফোরা ।” (ভ্রমরাষ্টক ৪)

২ কুটৌষধি । (মেদিনী) ৩ মুক্তাকল । ৪ উজ্জ্বল জড়,

চলিত উষিভাল । ৫ উল্লী । (রাজনি°) ৬ জলজাত মাত্র ।

(পুং) ৭ রজোণ্ডকার্য্যরোগশৃঙ্খ মহাদেব ।

“উত্তিংত্রিবিধকো বৈভোবিরজো নীরজো হমরঃ ॥” (ভা° ১৩।১৭।৪৬)

নীরজস্ (ত্রি) নির্নাতি রক্তঃ ধূলিঃ কুম্বমপরাগাদির্বা । ১ নিধূলি-দেশ । ২ পরাগশৃঙ্খ পুষ্প । ৩ রজোণ্ড কার্য্যরোগাদিশৃঙ্খ ।

“সর্কা মণিসরী ভূমিঃ সর্ককাঞ্চনবালুকা ।

সর্কশৃঙ্খসংস্পর্শা নিশ্চয়া নীরজাঃ শুভা ॥” (ভারত ১৩।৮।২০)

(স্ত্রী) গতান্তবা স্ত্রী, অরজকা স্ত্রী ।

নীরজস্ (ত্রি) নির্নাতি রক্তঃ যজ্ঞ, ততো কপ্ । ১ রজোশৃঙ্খ ।

২ পরাগশৃঙ্খ পুষ্পাদি । ৩ রজোণ্ড কার্য্যরোগাদি শূন্য ।

“নীরজকে সদানন্দে পদে চাহং নিবেশিতঃ ॥” (প্রবোধচক্রো°)

নীরজাত (ত্রি) নীরং জায়তে জন-ড । ১ জলজাত মাত্র । ২

অন্নাদি । “আদিত্যাজ্জারতে বৃষ্টি বৃষ্টেরজঃ ততঃ প্রজাঃ ।” (গীতা)

বৃষ্টি হইতে অন্নাদির উদ্ভব হয়, এই নীরজাত শব্দে

অন্নাদি বুঝায় । একমাত্র অন্ন হইতেই প্রজাদির উৎপত্তি ও

রক্ষা হইয়া থাকে ।

“অন্নংগপি প্রভবতি পানীয়াৎ কুলসত্তম ।

নীরজাতেন রহিতং ন কিঞ্চিৎ সম্প্রবর্ততে ॥

নীরজাতন্ত ভগবান্ সোমো গ্রহণেশ্বরঃ ।

অমৃতঞ্চ সূধা চৈব সূধা চৈবামৃতং তথা ॥” (ভা° অহ° ৬৭ অ°)

(স্ত্রী) ২ কমলাদি ।

নীরত (ত্রি) নির্গতং রতং রমণং যন্তাৎ । বিরত, রমণাতাবশৃঙ্খ ।

“দিশি দিশি নীরতরঙ্গে নীরতরঙ্গে মমাপি হৃদয়েশঃ ।

আয়াতঃ সখি ! বর্ষা বর্ষাদপি যাতু বাসরো দীর্ঘঃ ॥” (উদ্ভট)

নীরদ (পুং) নীরং জলং দদাতীতি দা-ক । ১ মেঘ ।

“নিচিতিং থমুপেতা নীরদৈঃ প্রিয়হীনো জদরাব-নীরদৈঃ ।” (ঘটকপু°)

২ মুক্তক । (রাজনি°) (ত্রি) নির্নাতি রদো দন্তো যজ্ঞ ।

৩ রদশৃঙ্খ, দন্তশৃঙ্খ ।

“আশ্বান্য নিরবশং বিরহি বধূনাং যুদুনি মাংসানি ।

করকামিবেশ মন্ত্রে নিষ্টীবতি নীরদোহস্থীনি ॥” (উদ্ভট)

নীরধি (পুং) নীরানি ধীরতেহস্মিন্ নীর-ধা-কি (কণ্ঠগাধি-

করণে চ । পা ৩।৩।৩৩) সমুদ্র । (শব্দরত্না°)

নীরনিধি (পুং) নীরানি জলানি ধীরতেহস্মৈতি নির-ধা-কি । সমুদ্র ।

“পারজলং নীরনিধেরপশুং সুরারিরানীলপলাশরাশীঃ ॥”

(মাঘ ৩।৭০)

নীরজ্জ (ত্রি) নির্নাতি রজ্জুং ছিন্নং যস্মিন্ । ১ ধন । (হেম)

“নীরজ্জুঃসমিশিরাং ভুবং ব্রহ্মভীঃ ।

শাশকং যুহুরিব কোতুকাং কটেরতাঃ ॥” (মাঘ ৬।৮৩)

২ ছিন্নরহিত ।

নীলপ্রিয় (পুং) নীলং প্রিয়ং যজ্ঞ । ১ জলবেতস । (নৈষট্ঠপ্রকা°)

(ত্রি) ২ জলপ্রিয় মাত্র ।

নীরাঙ্গ (স্রী) পর।

নীরাব (জি) রবপুত্র, ভক্ত।

নীরস (পুং) নিতরাং রসো যজ্ঞ। ১ দাক্ষিণ্য। (জি) নির্নাতি রসো যজ্ঞ। শূদ্রারাদি রসশূন্য।

“শূদ্রারী চেৎ কবিঃ কাব্যো জাতঃ রসনয়ঃ জনৎ।

স এব চেদশূদ্রারী নীরসঃ সর্বমেব তৎ ॥” (উট্ট)

নীরসন (জি) নির্নাতি রসনা যজ্ঞ। ১ কাকীরহিত। ২ রসনাশূন্য।

নীরাধু (পুং) নীরত আধুঃ। উত্তর, উবিড়াল। পর্যায়—
জল-নকুল, জলবিড়াল, জলগ্রব, উত্তর, জলাধু, নীরজ, নকুল।
(শব্দরত্না)

নীরাঙ্গন (স্রী) নিঃ-রাঙ্গ ভাবে লুট্। নীরাঙ্গনা, নীপাদি দ্বারা
প্রতিমাদির আরাট্রিক।

নীরাঙ্গনা (স্রী) নিতরাং রাঙ্গনং যজ্ঞ, নিঃ-রাঙ্গ-পিচ্-বৃচ্, নীরত
শাস্ত্রানুসৃত্ত অঙ্গনং ক্লেপো যজ্ঞ সা নীরাঙ্গনা বা। ১ নীপাদি
দ্বারা প্রতিমাদি দেবতার আরাট্রিক, চলিত দেবতার আরাতি,
নির্যজ্ঞন। তথিতত্ত্বে রঘুনন্দন এইরূপ লিখিয়াছেন—

“যবপিষ্টপ্রদীপাদৈশ্চ ত্যজ্যখাদিপন্নৈঃ।

ওষধীভিষ্ঠ মেধাভিঃ সর্গবীজৈর্ষবাদিভিঃ ॥

নবম্যাং পূর্বকালে তু যাত্রাকালে বিশেষতঃ।

যঃ কুর্যাৎ শ্রদ্ধা বীর দেব্যা নীরাঙ্গনং নরঃ।

শম্ভুভেদ্যাদি নিন্দৈর্জগৎপশ্চ পুঙ্কলৈঃ ॥

যাবতো দিবসান্ বীর দেব্যা নীরাঙ্গনং কৃতম্।

তাবৎ কল্পসহস্রাণি চূর্ণালোকে মহীয়তে ॥” (তিথিতত্ত্ব)

পিষ্ট প্রদীপাদি, চূত্বাখাদি পন্নব, মেধা, ওষধি প্রভৃতি এবং
সর্গবীজ যবাদি দ্বারা ভক্তিপূর্বক নবমী তিথি, পূর্বকাল,
অথবা যাত্রাকালে দেবীর নীরাঙ্গন করিতে হইবে, সেই
সময় শম্ভু ভেদী প্রভৃতির শব্দ এবং জয় শব্দোচ্চারণ করিবে।
যে কল্পদিন দেবীর নীরাঙ্গন করা হয়, সেই কল্পসহস্র পর্যন্ত
চূর্ণালোকে গতি হইরা থাকে। পঞ্চনীরাঙ্গন করিতে হয়।

“পঞ্চনীরাঙ্গনং কুর্যাৎ প্রথমং দীপমালায়া।

ষিভীয়ঃ সোদকাজেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা ॥

চূত্বাখাদিপন্নৈশ্চ চতুর্থং পরিকীর্ষিতম্।

পঞ্চমং প্রসিপাতেন স্টাষ্ট্রাজেন যথাবিধি ॥” (কালোত্তরতত্ত্ব)

প্রথমে দীপমালাদ্বারা আরাতি করিতে হইবে, তাহার পর
উনকাজ অর্থাৎ পদ্মপুঙ্ক জল, তৎপরে ধৌতবস্ত্র ও চূত্বাখাদি
পন্নব দ্বারা নীরাঙ্গন করিবে, প্রসিপাতদ্বারা পঞ্চম নীরাঙ্গন
হইবে। এইরূপে পঞ্চনীরাঙ্গন হইরা থাকে। আরাট্রিক
প্রদীপ দ্বারা নীরাঙ্গন করিতে হয়, এই প্রদীপে ৫ বা ৭ টা
[বস্তিকা জালিয়া দিতে হয়।

“কুহুবা ওষকপূর্বরত্নচন্দননিষিদ্ধাঃ।

বস্তিকাস্ত সপ্ত বা পঞ্চ কুহা বন্দাপনীরকম্ ॥

কুর্যাৎ সপ্তপ্রদীপেন শম্ভুভেদীদিবান্যনৈঃ।

হরোঃ পঞ্চপ্রদীপেন বহুশো ভক্তিভংগঃ ॥” (পারোত্তরতত্ত্ব ১০৭ অ°)

কুহুম, অঙ্কুর, কর্পূর, রত্ন ও চন্দন ইহা দ্বারা সপ্ত
বা পঞ্চ বস্তিকা নির্মাণ করিতে হইবে, পরে শম্ভু ভেদী প্রভৃতি
বান্যপূর্বক সপ্ত প্রদীপ এবং শম্ভুবিধে পঞ্চ প্রদীপ দ্বারা
ভক্তিপরায়ণ হইরা আরাট্রিক করিতে হইবে। হরিত্তিকিবিলাসে
দেখিতে পাওয়া যায়, আরাতি করিবার পূর্বে মূলমন্ত্রে তিনবার
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মহাবান্য ও জয়শব্দপূর্বক শুভপাত্রে যুক্ত বা
কর্পূরদ্বারা বিঘম বা অনেক বস্তিকা (সলিতা) জালিয়া
নীরাঙ্গন করিতে হইবে।

“ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ দ্বা পুষ্পাঞ্জলিভয়ম্।

মহানীরাঙ্গনং কুর্যাৎ মহাবান্যজয়ম্বনৈঃ ॥

প্রজ্ঞালয়েত্তদর্থক কর্পূরেণ যুজেন বা।

আরাট্রিকং শুভে পাত্রে বিষয়ানেকবস্তিকম্ ॥” (হরিত্তিকি বি°)

প্রথমে বিষ্ণুর চতুষ্পাদন্তল ও নাভিদেশে দুইবার, তাহার
পর মুখমণ্ডলে একবার এবং সপ্ত অঙ্গে ৭ বার আরাট্রিক
করিতে হইবে।

“আদৌ চতুষ্পাদন্তলে চ বিষ্ণৌ বৈ নাভিদেশে মুখমণ্ডলেকম্।

সর্বেষু চাঙ্গেষুপি সপ্তবারান্

আরাট্রিকং ভক্তজনস্ত কুর্যাৎ ॥” (হরিত্তিকিবিলাস)

অনেক বস্তিকা প্রজ্জলিত করিয়া আরাট্রিক করিলে, কল্পকোটি
পর্যন্ত বিষ্ণুলোকে গতি হয়।

“বহুবর্তিসমায়ুক্তং জলন্তং কেশবোপরি।

কুর্যাৎ আরাট্রিকং যন্ত কল্পকোটিং বেসদ্বিবি ॥” (বহুপু°)

পূজাদি মন্ত্রহীন বা ক্রিয়াহীন হইলে, পরে নীরাঙ্গন
করিলে সকল সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ পূজাদিতে যে সকল অভাব
হয়, তাহা নীরাঙ্গনে ঘটে প্রাপ্ত হয়।

“মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃত্যং পূজনং হরোঃ।

সর্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃত্যে নীরাঙ্গনে শিবে ॥” (বহুপু°)

দেবতার নীরাঙ্গন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

দ্বাধারা দেবদেব বিষ্ণুর নীরাঙ্গন অবলোকন করেন, তাহার
সপ্তকল্প ব্রাহ্মণ হইরা অন্তকালে পরম-পদলাভ করেন।

“নীরাঙ্গনঞ্চ যঃ পঠেৎ দেবদেবস্ত চক্রিণঃ।

সপ্তকল্পানি বিপ্রাঃ ভাদস্তে চ পরমং পদম্ ॥” (হরিত্তিকিবিলাস)

দেবতার আরাট্রিক অবলোকন করিবে এবং হস্তদ্বয়ে
বন্দনা করিবে; এইরূপ করিলে কোটিগুল উদ্ধার ও
বিষ্ণুর পরমপদপ্রাপ্তি হইরা থাকে।

“ধূপ চারিদিক পড়ে করাত্যাক প্রবলতে ।

কুলকোটি সমুদ্ভূত ব্যক্তি বিকোঃ পরং পদং ॥” (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

২ শাস্তিভেদ, রাগগণ নীরাঙ্গন শাস্তিকার্য সম্পন্ন করিয়া শক্রবিজয়ে গমন করিবেন ।

ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

ভগবান্ বিষ্ণু জাগরিত হইলে, তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মল্লভাগণের নীরাঙ্গন করিতে হইবে । কাঠিক গুরুপক্ষের পূর্ণিমা, বাদলী ও অষ্টমীতে কিংবা আশ্বিনমাসে নীরাঙ্গন নামে শাস্তি করিতে হইবে । নগরের উত্তর-পূর্বদিকে প্রশস্ত ভূমিতে, প্রশস্ত দার-বোদ্ধন হস্ত উন্নত ও দশহস্ত বিদ্যুত একটা তোরণ করিতে হইবে, তাহাতে সর্ক, উদ্বরণশাখা ও ককুভময় এবং কুশ বহল এক শাস্তি-নিকেতন করিবে । উহার দ্বারে বশবিনির্দিষ্ট মন্ত, ধ্বজ ও চক্র নির্মাণ বিধেয় । শাস্তিগৃহ ও অস্ত্রাস্ত্র সকলের পুষ্টির জন্য অশ্বগণের গলদেশে প্রেতিসরণমন্ত্রদ্বারা, ভ্রাতৃত্বক শালিগ্রাম, কুড় ও সিদ্ধার্থ বন্ধন করিবে এবং যবি, বরণ, বিশ্বদেব, প্রজাপতি, ইন্দ্র ও বিষ্ণু সম্বন্ধীয় মন্ত্রে শাস্তিগৃহে ৭ দিন অশ্বগণের শাস্তি করিবে । সেই অশ্বগণ পুণ্যাহে শম্ব, তুর্ঘ্য-ধ্বনি ও গীতধ্বনি দ্বারা বিমুক্তভয় এবং পূজিত হইলে, পরম্ব-বাক্যে বা অস্ত্র প্রকারে তাদৃশী হয় না । অষ্টম দিনে কুশ ও চারদ্বারা আবৃত আশ্রমায়িক তোরণের দক্ষিণদিক হইতে উত্তরাভিমুখে বেগীর উপরে স্থাপনীয় । চন্দন, কুঠ, সম্রা (মজিষ্ঠা), হরিভাল, মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, বচ, দাড়ী, অমৃত, অজ্ঞন, হরিদ্রা, সুবর্ণ, অঘিমধু, কটন্তরা, ত্রায়মাণা, সহদেবী, শেতবর্ণ, পূর্ণকোষ, নাগকুম্ভ, স্বপুণ্ড্রা, শতাবরী, সোমরাজী ও পুষ্প এই সকল দ্রব্যে কলস পূর্ণ করিয়া প্রচুর মধুপায়স যাবক প্রভৃতি, নানা প্রকার ভক্ষ্য সহিত বলি উপহার দিবে । খদির, পলাশ, উদ্ভম, কাঞ্চরী বা অশ্বখদ্বারা যজ্ঞীয়কাষ্ঠ করিতে হইবে । ঐশ্বর্যপ্রার্থীদের পক্ষে স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা ত্রক্ নির্মাণ করা কর্তব্য । রাজা পূর্বমুখে অশ্ববৈদ্য ও দৈবজ্ঞগণ-সহিত অগ্নি সমীপে উপবেশন করিবেন । পরে লক্ষণযুক্ত অশ্ব ও শ্রেষ্ঠ হস্তীকে রান ও দীক্ষিত করাইয়া অক্ষত, শেতবস্ত্র, গন্ধদ্রব্য, মালা ও ধূপ দ্বারা অভ্যর্চিত করিয়া বাক্যদ্বারা সাধনা এবং বাদ্যযন্ত্র শম্ব, পুণ্যাহ শব্দ করিতে করিতে আশ্রম-তোরণের সমীপে আনিবে ।

এইরূপে আনীত অশ্ব সকল, যদি দক্ষিণচরণ সমুৎক্ষেপণ-পূর্বক অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই নরেন্দ্র অচিরে বিনা যত্নে শত্রুগণকে জয় করিতে সমর্থ হন । কিন্তু অশ্ব ভীত হইলে রাজার অশুভ হয় ।

পুরোহিত যথাবিধি অভিমন্ত্রণ করিয়া খাদ্যপ্রদান করিলে,

অশ্ব যদি তাহা আশ্রয় বা আহার করে, তাহা হইলে ক্ষয় হয় । কিন্তু ইহার বিপরীত হইলে অশুভ হইয়া থাকে । উদ্ভমের শাখা কলসজলে প্রাণিত করিয়া নৃপ ও নাগসমর্থিত সেনা ও অশ্বগণকে শাস্তিপৌষ্টিক মন্ত্রদ্বারা পুরোহিত স্পর্শ করিবেন এবং রাষ্ট্রবৃদ্ধির জন্য আভিচারিক মন্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ শাস্তি করিয়া, পুরোহিত মুখের শক্রপ্রতিকৃতিনির্মাণপূর্বক শূলদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেন । পুরোহিত অভিমন্ত্রণ করিয়া অশ্বকে ধ্বনীন (লাগাম) প্রদান করিবেন । তৎপরে রাজা এইরূপে নীরাঙ্গিত হইয়া উত্তরপূর্বদিকে গমন করিবেন । তখন চারিদিকে নানাপ্রকার মাদ্রলিক ধ্বনি হইতে থাকিবে । এই সময় সৈন্ত সকল আল্লাদিত, অশ্ব, হস্তী ও নরগণে পরি-বৃত্ত, নির্দল প্রহরণসকল দীপ্তিময়, বিকারশূন্য এবং অরি-পক্ষের ভয়োদ্দীপক হয়, সেই রাজা অচিরে পৃথিবীজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । (বৃহৎসং ৪৪ অং)

কালিকাপুরাণে নীরাঙ্গনাশাস্তির বিধি এইরূপ লিখিত আছে,—

নীরাঙ্গন শাস্তিদ্বারা অশ্ব, গজ প্রভৃতি সৈন্ত বর্দ্ধিত হয় । আশ্বিন মাসের ষ্টিতিযুক্তা শুক্লা তৃতীয়াতে নিজপুরের জ্ঞান-ভাগে উত্তমস্থান সংস্কার করিতে হইবে । তাহার পর অষ্টম দিবস উপস্থিত হইলে নীরাঙ্গন করিতে হইবে ।

রাজা মহাবল ও মনোহর একটা অশ্বকে ৭ দিন পর্য্যন্ত গন্ধ-পুষ্প ও বস্ত্রাদি দ্বারা আরাধনা করিবেন । তৃতীয়াদিতে পূজা করিয়া উক্ত অশ্বকে যজ্ঞস্থানে উপস্থাপিত করিবেন । তাহার চোঁটী-সারে শুভাগুভ জানা যাইবে;—অশ্ব ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি পলায়ন করে, তাহা হইলে রাজার ক্ষয় হয় এবং অশ্ব যদি অশ্রু ত্যাগ করে, তাহা হইলে রাজপুত্রের মৃত্যু হয়, অশ্ব যদি ভূমি গমনে প্রতিকূলতাচরণ করে, তাহা হইলে রাজমহিষীর মৃত্যু ও অশ্ব যদি মুখ নাশা চক্ষু প্রভৃতিতে শব্দ করে, তাহা হইলে যে দিকে সম্মুখীন হইয়া ঐ শব্দ করে, সেই দিকের বিপক্ষ সকল বিনষ্ট হয় । ঐ অশ্ব যদি দক্ষিণপাদের অগ্রভাগ উত্তোলন করিয়া রাখার অগ্রে অবস্থান করে, তাহা হইলে ভূপতি সকল বিপক্ষকেই পরাজয় করেন ।

দশমীতিথিতে প্রাতঃকালে নীরাঙ্গন করিবে, দৈববশতঃ উক্ত তিথিতে অসমর্থ হইলে উক্ত দশমীর পর দ্বাদশীতে নীরা-ঙ্গনা শাস্তি করিবেন । ইহাতেও যদি বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইবে নিজপুরের জ্ঞানভাগে বোদ্ধনহস্তপরিমিত স্থানের মধ্যে দশহস্ত পরিমিত বিপুল তোরণ নির্মাণ করিবে । ৩২ হাত দীর্ঘ ও ১৬ হাত পরিমাণ বিদ্যুত বজ্রগুণ নির্মাণ করিবেন । বেগীর উত্তরভাগে অভ্যুতম বেগী নির্মাণ করিবেন । এই স্থানে

পুরোহিতগণ ভাগ সংস্থাপন করিয়া পূজা করিবেন। শাল, উদ্ভব অথবা অর্জুনবৃক্ষের শাখাকে মন্তসম্বাহিত চক্র এবং স্বকল্যাণ বিতুষিত করিবেন।

পুষ্ট, শান্তি এবং সিদ্ধার্থ ষোড়শের কর্তৃত্বে শালি-কুষ্ঠ ও ভগ্নাতক বাঁধিয়া দিবে। রাজা বৈকুণ্ঠমণ্ডল নির্মাণ করিয়া দিকপাল প্রভৃতির পূজা করিবেন। পুরোহিত সপ্তাহ-কাল দ্বত, তিল এবং পুশ একত্র করিয়া ঘূর্ষা, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে হোম করিবেন। ধর্মার্থকামাদি চতুর্কর্গ সিদ্ধির জন্য প্রত্যেক দেবের উদ্দেশে সহস্রবার অথবা ১০৮ বার হোম বিধেয়। তাহার পর যুগ্মর ৮টি ষট নানাপ্রকার পন্নব দিয়া স্থাপন করিতে হইবে। পুরোহিত এই সকল ঘটে মজিষ্ঠা, হরিভাল, চন্দন, কুষ্ঠ, প্রিয়দ্রু, মনঃশিলা, অজ্ঞন, হরিজা, শ্বেতদণ্ডী প্রভৃতি এবং ভগ্নাতক, সহদেবী, শতাবরী, বচা, নাগকেশর, সোমলতা, সুগুস্তিকা, তুণ্ড, করবীর, তুলসীদল প্রভৃতি দ্রব্য নিক্ষেপ করিবেন। এইরূপ করিয়া ৭ দিন পূজা ও হোম করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত এই নীরাঙ্গনা শান্তি শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত রাজা রাত্রিকালে গৃহে অবস্থান করিবেন। শান্তির জন্য যজ্ঞতুমিতে থাকিবেন না এবং এই সময় মধ্যে কোন রূপ যানারোহণ নিষিদ্ধ। এই ৭ দিন দেবগণকে নানাপ্রকার উপহারে ভোগ দিতে হইবে।

সপ্তম দিনে খণ্ডা চর্চাপ্রভৃতিতে বিতুষিত হইয়া ভোরণ-প্রান্তে সূর্য্যপুত্র রেমন্তকে সূর্য্যপূজাবিধানে পূজা করিবেন। তখন রাজা হোমকুণ্ডের উত্তরভাগে বায়ুচর্চা উপবিষ্ট হইয়া অশ্বকে দর্শন করিবেন। পুরোহিত এই সময় যন্ত্রপুত অন্নপিণ্ড উপস্থাপিত করিবেন। যদি অশ্ব ঐ অন্ন ভোজন অথবা ভ্রাণ করে, তাহা হইলে কার্য্যাহানি হইয়া থাকে। পরে পুরোহিত উদ্ভব, আত্র অথবা বকুলের শাখা ঘটজলে প্রাবিত করিয়া শাস্তিমন্ত্রে সেচন করিবেন। এইরূপে শাস্তিকার্য্য শেষ হইলে, রাজা ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া উত্তরপূর্বদিকে সকল প্রকার জাতি ও চতুরঙ্গবল লইয়া প্রস্থান করিবেন। ঋষিক্, পুরোহিত ও আচার্য্য প্রভৃতি সকলে সাবধানে নিমিত্ত-সকলের শুভাশুভ দর্শন করিতে গমন করিবেন।

রাজা এইরূপে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিবেন, তাহার পর পূর্বদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইবেন। অনন্তর আচার্য্য প্রভৃতিকে বধোপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করিবেন। এই তৃতীয়াতে যদি রাজার জাত্যশোচ বা মৃত্যুশোচ থাকে, তাহাতেও এই নীরাঙ্গনা উৎসব হইতে পারিবে। (কালিকাপু ৮৫ অঃ)

নীরা—(নিরা), একটা নদীর নাম। সহ্যদ্রিপর্ব্বতের ভঙ্ক নামকস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপূর্ব প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত

হইয়া পুনার দক্ষিণদীঘার উপস্থিত হইয়াছে। তথায় ইহা নিবগদ্ধার সহিত মিশিয়াছে। অনন্তর পূর্ববাহিনী হইয়া, পুনার দক্ষিণদীঘা নির্দেশ করিতেছে। অবশেষে একশত মাইল দূরত্বের নয়সিংহপুর জেলার দক্ষিণপূর্বকোণে ভীমা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

নীরিন্দু (পুং) নি-ইন্ কল্পনে-ভাবে-কিপ্, নীরা নিতর্য্য কল্প-নেন ইকন্তি হুভগেন শোভতে তডো ইন্-উণ্। অশ্ব-শাখোষ্ট বৃক্ষ, আশ্বে ওড়াগাছ।

নীরুচ্ (জি) নিশ্চিতং যোচতে কচ্-কিপ্, রলোপে পূর্বাণো দীর্ঘঃ। নিত্যন্ত দীপ্তিনীল।

নীরুজ্ (পুং জী) নি-কজ্ ভাবে-কিপ্, রলোপে পূর্বাণো দীর্ঘঃ। ১ রোগাভাব, পর্য্যায়—স্বাস্থ্য, বার্তা, জনান্ন, আরোগ্য। (জি) নির্মালি রুগ্ রোগো যত। ২ পটু, পর্য্যায়—উদার, বার্তা, কলা। (হেম)

“এতেন পালো বর্জ্জতে নীরুজো নিরুপজবাঃ।”

(স্ক্রুত চিকি ২৫ অঃ)

নীরুজ্ (জি) নির্গতা রুজা রোগো যত, রলোপে পূর্বাণো দীর্ঘঃ। রোগরহিত, রোগাভাববিশিষ্ট।

“শাখোহপি শুবরাভেন স্ত্যতা সপ্তাশ্ববাহনম্।

পূতাব্য নীরুজঃ শ্রীমাংস্তন্মারোগাদিমুক্তবান্ ॥” (শাশ্বশূরান)

(স্ত্রী) ২ কুষ্ঠোবধ, চলিত কুড়। (জটায়ু)

(পুং) ৩ উদারী, চলিত ছোট কেশ। (জী) ৪ রোগভেদ,

অজগলিকারোগ।

“মিথ্য সর্বা গ্রথিতা নীরুজা মুদগমিষ্ঠা।” (স্ক্রুত)

নীরুপ (জি) নির্মালি রূপং যত, রলোপে পূর্বাণো দীর্ঘঃ। রূপাভাববিশিষ্ট, রূপহীন। “নীরুপস্তাপি কালস্ত ইন্দ্রিয়-বেদ্যাত্ম্যাপগমেনেতি” (বেদান্তপরি)

নীরেণুক (জি) নির্গতঃ রেণুঃ পাণ্ডুর্ঘন্যং, রলোপে পূর্বাণো দীর্ঘঃ। ধূলিশূন্য স্থান।

নীরোগ (জি) রুজ-ব-ঞ, রোগঃ, নির্মালি রোগো যত রলোপে পূর্বাণো দীর্ঘঃ। রোগহীন।

নীরোহ (পুং) অচ্ছুরিত হওরা, গজান।

নীল, নীলবর্ণীভাব, নীলবর্ণকরণ। জ্বালি, পরম্পেকী, স্ক, সেট। লট নীলতি, লোট নীলত্। লিট নীলী। লৃণ্ অনীলীৎ।

নীল (পুং) নীলভীতি নীল-অচ্। ১ স্বনামখ্যাত বর্ণ, ভ্রাম-বর্ণ। (জি) ২ নীলবর্ণযুক্ত। ৩ পর্ব্বতভেদ, এই পর্ব্বত ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে। ইহা ইলাবৃত ও রমাকবর্ষের সীমা, এই পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্ব লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার

বিস্তার বিসহজ বোজন। (ভাগ ৫১৩৮) ৪ বানরভেদ।
 ৫ নীলী, নীলোৎপাদি। ৬ নিধিভেদ। ৭ লাহন। ৮ মঙ্গল-
 দোষ, মঙ্গল শব্দ। ৯ বটবৃক্ষ। ১০ ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থিত
 স্বনামখ্যাত পর্বতভেদ। ১১ ইন্দ্রনীলমণি, ইহার অধিষ্ঠাতৃ-
 দেবতা শনি। পর্যায়—সৌবীরাজন, নীলাগ্নন, নীলোৎপল, তৃণ-
 গ্রাহী, মহানীল, সুনীলক। ৩৩—তিক্ত, উষ্ণ, কফ, পিত্ত ও
 বায়ুনাশক। শরীরে ধারণ করিলে শনি মঙ্গল দান করেন,
 যাহার শনিগ্রহ বিরুদ্ধ হয়, তাহার পক্ষে এই মণিদান ও ধারণ
 শুভাবহ। [উৎপত্তি ও পরীক্ষাদির বিষয় ইন্দ্রনীল ও নীলা
 শব্দে দেখ।] ১২ নাগভেদ। (ভারত ১৩৫ অঃ)।
 ১৩ ক্রোধবশ গণাংশজাত ছাপরংগেরনৃপভেদ। (ভারত আদি
 ৬৭০ শ্লোক) ১৪ অজমীড় রাজার নীলিনী পত্নীতে জাতপুত্র।
 (বিজয়পু ৪ অংশ ১৯ অঃ) ১৫ মাহিষ্যতীর একজন রাজা।
 ইহার একটা পরমা স্ত্রীকী কন্যা ছিল, অগ্নি এই কন্যার রূপে
 মুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণবেশে নীলরাজার নিকট উপস্থিত হন ও এই
 কন্যা প্রার্থনা করেন। রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট না হওয়ার অগ্নিদেব
 প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। তখন রাজা নানাপ্রকার স্তবাদি
 করিয়া সেই কন্যা প্রদান করেন। অগ্নিদেব ঐ কন্যার পানি-
 গ্রহণ করিয়া, নীলকে বর দেন যে, ‘তোমার শত্রু হইতে আর
 কখন ভয় হইবে না। যে কোন নরপতি এই নগর অবরোধ
 করিবেন, তিনিই অগ্নিতে দগ্ধ হইবেন।’ পরে পাণ্ডুনয়
 সহদেব রাজসুয়যজ্ঞের পূর্বে এই মাহিষ্যতী-পুত্রী অবরোধ
 করিয়া মহারাজ নীলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। সহদেব
 হঠাৎ সৈন্য সকল অগ্নিপ্রজ্বলিত দেখিয়া ভীত হন এবং অগ্নি-
 দেবের স্তব করেন। অগ্নি স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দেন
 : এবং সহদেবকে বলেন, ‘আমি ধর্ম্মরাজের সকল অভিপ্রায়
 অবগত আছি, এবং এই নীলরাজের কুলে যে পর্য্যন্ত বংশধর
 সন্তান থাকিবে, তদবধি আমাকে এই পুরী রক্ষা করিতে হইবে।
 অনন্তর নীল অগ্নিদেবের আজ্ঞানুসারে সহদেবের পূজা করেন।
 সহদেব সেই পূজা গ্রহণ করিয়া, তাহাকে করায়ত্তপূর্ণক দক্ষিণ-
 দিকে প্রস্থান করেন। (ভারত ২১০ অঃ) ১৬ কাচলবণ।
 ১৭ তালীশপত্র। ১৮ বিব। (শব্দার্থটি) ১৯ নৃত্যাজের অষ্টো-
 তরশত করণাঙ্গগতকরণভেদ। (সঙ্গীতদামো) ২০ বমভেদ।

“বৈবস্বতায় কালায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।” (যমতর্পণমন্ত্র)

২১ নীলবস্ত্র, নীলীরক্ত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির নীলবর্ণ বস্ত্র
 পরিধান করিতে নাই।

“নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং ব্রাহ্মণোহ্যেকস্য ধারণেৎ।

অহোরাত্রোবিভোতা ভূত্বা পঞ্চগব্যোন শুভতি ॥

রৌমকূপে বদা গচ্ছেৎসোনীলাগ্ধং কচ্ছতি।

ত্রিবার্ণধু চ সামাজ্যং তপ্তকৃচ্ছুঃ বিশোধনম্।

পালনং বিজয়শ্চৈব তত্ত্বা চোপজীবনম্।

পাতিনঞ্চ ভবেদ্বিপ্রৈ ত্রিভিঃ কৃচ্ছৈর্ব্যাপোহতি ॥” (মিতাকর)

ব্রাহ্মণ যদি নীলীরক্ত (নীল) বস্ত্র ধারণ করেন, তাহা
 হইলে একদিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্যে শুদ্ধ হইবেন।
 যদি কাহারও লোমকূপে নীলের রস গমন করে, তাহা
 হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের তপ্তকৃচ্ছু আচরণ
 করিতে হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রত যদি এই বৃক্ষ রোপণ করে,
 তাহা হইলে তিন কৃচ্ছু চাক্ষায়ণ করিতে হয়। জীগণ যদি
 ক্রীড়ার্থ এই নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে, তাহা হইলে দোষ
 হয় না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর যদি এই বস্ত্র পরিধান
 করে, তাহা হইলে ভর্তার অগ্রে নরক হইয়া থাকে। কঞ্চল
 ও পট্টস্থত্রে যদি নীলবর্ণ থাকে, তাহা হইলে দোষ হয় না।

“নীলীরক্তস্ত যদ্বস্ত্রং দূরতত্বদ্বিবার্ণয়েৎ।

জীণাং ক্রীড়ার্থসন্তোগে শয়নীরেন দুযতি ॥

মুতে ভর্তারি যা নারী নীলীবস্ত্রং ধারণেৎ।

ভর্তাগ্রে নরকং যতি সা নারী তদনন্তরম্ ॥

কঞ্চলে পট্টস্থত্রে চ নীলীদোষো ন বিদ্যতে ॥” (বিধানপারি)

ইহার মধ্যে শূদ্রদিগের পক্ষে বিশেষ বিধান আছে, ব্রাহ্মণগণ
 শুভ্র বস্ত্র, ক্ষত্রিয় রক্তবস্ত্র, বৈশ্য পীতবস্ত্র এবং শূদ্র নীলবস্ত্র
 পরিধান করিবে। অতএব এই বিধানানুসারে শূদ্রদিগের
 পক্ষে নীলবস্ত্র পরিধান দোষাবহ নহে।

“ব্রাহ্মণস্ত সিতং বস্ত্রং নৃপতে রক্তমুশ্ণগম্।

পীতং বৈশ্যস্ত শূদ্রস্ত নীলং মলবদ্বিধ্যতে ॥”

“নীলং মলবৎ কৃষ্ণমিতি” (বিধানপারিজাত)

২২ মাত্রাবৃত্তভেদ। লক্ষণ—

“তালপায়েধরনায়কতোমরবজ্রধরং

পাগিহৃতঞ্চ বিধার ভামিনীবৃত্তবরম্।

নীলমিদং কণিনায়কপিজলসংলপিতং

পণ্ডিতমণ্ডলিকাসুখদং সখি কর্ণগতম্ ॥”

(পিজলাচার্য)

নীলবর্ণ বস্ত্র—শুক, শৈবাল, দূর্বা, বাণভূণ, বুধ, বংশাঙ্কুর,
 মরকত, ইন্দ্রনীল মণি, সূর্য্যাস্ত প্রভৃতি। (কবিকরলতা)
 ২৩ নীলাগ্ন বৃক্ষ।

“নীলভারীলপত্রিকা।” (বৈদ্যকর)

২৪ বানরসেনাপতি ভেদ, এই বানর রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের
 সময় অনেক সহায়তা করিয়াছিল।

নীল (নীল) এক রকম গাছ। ইংরাজী, করাসী ও জর্জণ নাম
 ইণ্ডিগো (Indigo), লাতিন নাম ইণ্ডিগোফেরা (Indigo ferra)।

পৃথিবীতে ২৫০০০ প্রকার নীল গাছ দেখা যায়, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ রকম আছে।

যে নীল হইতে রং প্রস্তুত হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম *Indigofera tinctoria* বাঙ্গালা ও হিন্দীতে নীল, সংস্কৃতে নীলিকা, ভোটে বন্দনা, তুর্কী ওসমা, সিঙ্কপ্রদেশে জিল বা নীর, বোম্বাই অঞ্চলে নীলা বা গুলি, মহারাষ্ট্রে নীলি, গুজরাটে গলি বা নীল, তামিল নীলম্, তেলগু নীলমম্মু, কণাড়ী নীলী, ব্রহ্মে মৈনাই, মলয়ে নীলম্, আরবী নীলাজ, পারসী নীল্হ।

নীলের আদি ইতিহাস সৰ্ব্বত্র কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন উদ্ভিদবিজ্ঞানবিদগণ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং আরবদেশে ইহা বজ্রাবস্থায় জন্মিত। কিন্তু যে নীল হইতে রং প্রস্তুত হয়, (অর্থাৎ *Indigofera tinctoria*)



নীলবৃক্ষ।

তাহা প্রথম কোন্ দেশে জন্মে, তাহার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, সর্বপ্রথমে গুজরাটে জন্মে, কেহ বা বলেন ভারতবর্ষে জন্মে; এইরূপে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডি কান্দোলি লিখিয়াছেন যে, সংস্কৃত কবিগণ যখন 'নীলি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তখন ইহা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের বৃক্ষ। নীল রং পৃথিবীর অনেক স্থানেই প্রচলিত ছিল। নীলবৃক্ষ (*Indigofera tinctoria*) ছাড়া অজ্ঞাত বৃক্ষ হইতেও নীল রং প্রস্তুত হইত। অতএব বিভিন্নদেশে বিভিন্ন প্রকার গাছ হইতে নীল রং পাওয়া যাইত।

নীল শব্দের অর্থ বৃক্ষ (তু) বর্ণ এবং কাহারও মতে কালো এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে সংস্কৃত কবিগণ নীলমক্ষিকা, নীলপক্ষী, নীলগো প্রভৃতি অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ভারতবর্ষের সহিত যুরোপের বাণিজ্য আরম্ভ হইল, তখন এদেশ হইতে নীল প্রেরিত হইতে লাগিল। সেখানকার উদ্ভিদজ্ঞানবিদগণের পাণ্ডিত্য সম্পাদনার্থ নীল নিষাদ হইত। যুরোপের মধ্যে হলণ্ডদেশের লোকেরা নীল রং করিতে স্নমক বলিয়া প্রথমে প্রসিদ্ধ হয়। এমন কি, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমেও ইংরাজেরা রং করিবার জন্য তথায় কাপড় পাঠাইয়া দিত। এই ব্যবসা করিয়া অনেক ওলন্দাজ বড়লোক হইয়াছিল। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি গঠিত হয় এবং হলণ্ড যথেষ্ট নীল আনীত হয়। এই নিমিত্ত অজ্ঞাত ব্যবসারীদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। করাসীদেশে রঙের আয়ের উপর রাজার আয় নির্ভর করিত; এই নিমিত্ত রাজা ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তথায় নীল রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিলেন।

১৬০২ খৃষ্টাব্দে ৪র্থ হেনরী (Henry IV.) আদেশ ঘোষণা করিলেন যে, যদি কেহ নীল রং ব্যবহার করে, তবে তাহার আঁগড়ও হইবে। জর্জীতেও নীল ব্যবসা বর্ধ করিবার নিমিত্ত কঠোর আইনজারি হইয়াছিল। এই প্রকার যুরোপের সর্বত্রই ওয়াড চাসের (Woad plantation) বিশেষ অবনতি হইতে দেখিয়া, নীল ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছিল; কিন্তু কিছুতেই সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অল্পদিন মধ্যেই ভারতের নীল রং তথাকার চিরপ্রচলিত রঙ্গের স্থান অধিকার করিল।

রাণী এলিজাবেথের সময়ে, ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে নীল রং ও ওয়াড হইতে প্রস্তুত রং সমভাবে ব্যবহারের অধুমতি দেওয়া হয়। পশ্চিমে জঁয়ং কালো রং দেওয়ার নিমিত্ত তখন নীল ব্যবহৃত হইত। তখনও তথায় ইহার নীল রংরূপে ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। অল্পকালের মধ্যে ইংলণ্ডবাসীগণ নীল বিসাক্ত্রব্য বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলেন; অতএব ইহার ব্যবহার বন্ধ করা হইল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আইন প্রচলিত ছিল। তাহার পর ২য় চার্লস্ বেলজিয়ম্ হইতে স্ককোশলী নীলকরদিগকে আনয়ন করিলেন। তাহারাই ইংলণ্ডের লোকদিগকে তথ্যবিষয়ে শিক্ষা দান করিতে লাগিল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুরাট এবং বোম্বাই হইতে প্রচুর পরিমাণে নীল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত প্রাচীন বিবরণ মধ্যে বঙ্গদেশজাত নীল সৰ্ব্বত্র কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন যে চন্দননগরে করাসীদের একটি নীল কুঠী ছিল। এই কুঠী হইতেই ভারতবর্ষে নীলচাষের পুনরুদ্ধার হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও ততোধিক উন্নতি হয় নাই। পরে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেখিল যে, নীলের জন্য

করাণী ও স্পেনের উপনিবেশ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, তখন হইতে তাহারা বঙ্গদেশে নীলোৎপত্তির নিমিত্ত যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।

আমেরিকা হইতে যুরোপীয় বণিকগণ বাঙ্গালার নানাস্থানে আসিয়া কুঠী করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ভারতবর্ষ হইতে এত উৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন হইতে লাগিল যে, ফ্রান্স ও স্পেনকে অতি-ক্রম করিয়া উচ্চস্থান গ্রহণ করিল। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে যশোরে প্রথমে নীলের চাষ আরম্ভ হইল। ইহা হইতেই বোম্বাইয়ের নীলচাষ এক রকম বন্ধ হইয়া গেল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দেও গুজরাতে নীল প্রস্তুত হইত। নগর ও পল্লীর নিকটে নীলকুঠীতে ব্যবহৃত পুরাতন পাখাদি পড়িয়া রহিয়াছে মধ্যে মধ্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্রয়কদিগকে দাদ দিয়া নীল চাষের উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে যখন তাহারা দেখিলেন যে, একাধো বিলক্ষণ লাভ আছে, তখন (১৮০২ খৃঃ অব্দে) অগ্রিম টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি নগর টাকায় নীল কিনিবার নিমিত্ত একটা কুঠী স্থাপিত করিলেন। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, যুরোপ-বাসিনীগের উৎসাহেই প্রথমে এদেশে নীলের বিস্তৃত চাষ আরম্ভ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্ধসের নীল ২৪০ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইত।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নীল-চাষের অল্প জমিদার এবং বণিকগণের সহিত ক্রয়কগণের সম্বন্ধ অমঙ্গলজনক ও বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া দাঁড়াইল। অনেক স্থানে জমিদারগণ সাহেবদিগকে পতনিন সার্ভে জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহারা আবার ঐ জমি রাইয়তের নিকট বিলি করিতে লাগিল। কিন্তু প্রত্যেক রাইয়তেরই কতক জমিতে নীল জন্মাইতে হইত। কোথাও বা স্থানীয় জমিদারগণ প্রজাদিগের দ্বারা নীলচাষ করাইয়া লইতেন। লর্ড মেকলে এই সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, নীলচাষের অল্প প্রজার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হইত। প্রজাগণ এক রকম জমিদারের ক্রীতদাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার এই প্রবন্ধটা সেই সময়ের শোচনীয় অবস্থার বিশেষ ফলস্বরূপ হইয়াছিল।

কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৯ আইন অনুসারে কএকজন কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা সত্যাসত্যের অনুসন্ধান করিয়া গব-র্নেন্টকে জানাইতে লাগিলেন। উক্ত আইন অনুসারে চুক্তি-কারক চুক্তি অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য, কিন্তু যে স্থলে স্থলে বলে কিংবা কোশলে চুক্তি (contract) হইত, তথায় সেই চুক্তির

মিরসাহসারে কার্য করিতে কেহই বাধ্য নহে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনদ্বারা “নীলচুক্তি আইন” নিবারণিত হইয়াছে। ১৭৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে বেহারেও এইরূপ অত্যধিক ব্যবহার আরম্ভ হয়; কিন্তু দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজাবর্গের প্রতি নীলকর সাহেবগণ বিশেষ দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় দেন বলিয়া, গবর্নেন্ট এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না। কেবলমাত্র কোন পক্ষ হইতে আইন বিরুদ্ধ কার্য না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। বর্তমান সময়ে এ সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন ব্যক্তি চুক্তি করিলে, সেই অনুসারে কার্য করিতে সে বাধ্য হইবে, নতুবা আইন মতে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া বলপূর্ব্বক কেহ কাহারও দ্বারা নীলচাষ করাইতে পারিবে না।

মধ্যে মধ্যে নীলবাবসায়িগণের সমিতি গঠিত হইত। এই সমিতি হইতে অনেক নিয়ম গঠিত হয়। সেই নিয়মানুসারে তাহারা কার্য করায়, নীলকৃতির কার্য সুনিয়মে সম্পন্ন হইতেছে। গবর্নেন্ট নীলের উপর শুক উঠাইয়া দেওয়ার দিন দিন ব্যবসার বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্টের পূর্বে নীল বিদেশে পাঠাইতে হইলে প্রত্যেক মণে ৩ টাকা করিয়া শুদ্ধ দিতে হইত, কিন্তু তখন হইতে নীল প্রস্তুতের ভগ্ন মূল্য করা ১ টাকা এবং নীল পাতার এক টনের (২৭ মণ ৯ সের) উপরও ৩ টাকা দিতে হইত। ক্রমে এই সকল কর উঠানিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালা হইতে নীলচাষ আমেরিকা ও ওয়েস্টইন্ডিস্ প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমশঃ মাদ্রাজের অধিবাসি-গণের চক্ষু ইহার উপর পতিত হইল। তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত নীলের চাষ করিতে লাগিল। নানাকারণে নানাস্থান হইতে ইহার চাষ উঠিয়া যায়। বাঙ্গালার যে সমস্ত রাইয়ত নীল চাষ করিত, তাহারা জমিদারগণের নিকট হইতে উহার বিনিময়ে অতি সামান্য মূল্যমাত্র পাইত এবং তাহাদের আহার্য্য শস্তের মূল্য উৎপন্ন করিতে সময় পাইত না। কিন্তু মাদ্রাজ প্রদেশে এরূপ অসুবিধা ছিল না, কারণ তথায় নীল ও যে শস্ত জন্মিত, তাহার উন্নতি বই অবনতি দেখা যায় নাই। জিহতেও প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নীলের চাষ।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এক এক প্রণালীতে নীলের চাষ হয়। বাঙ্গালার তিন প্রকারে নীলচাষ হইয়া থাকে, তিনটা গুণক্ হান্ন হইতে এই তিন প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে। যথা—নিম্ন বাঙ্গালা, উত্তর বেহার এবং দক্ষিণ বেহার। নিম্ন বাঙ্গালার যে সমস্ত স্থানে নীল উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে কতক জলসমৃদ্ধ

আর কতক বৃষ্টির জলে বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়, অতএব ইহার কোথাও জলের আবশ্যক হয় না। আরও ঐ সমস্ত স্থান নুতন চর বলিয়া, নীলবীজ যেমন তেমন প্রকারে ছড়াইয়া রাখিলেই পাছ হয়, বিশেষ ব্যয়ের আবশ্যক করে না।

মিঃ ডব্লিউ এম রীড তাঁহার নীলচাষের ব্যবসা ও উন্নতি-বিষয়ক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, উত্তর-বিহার প্রভৃতি অতি উচ্চ স্থানে এ রকম সামান্য চাষে নীল উৎপন্ন হয় না, তথায় অতি গভীর করিয়া জমি কোদাল দিয়া কোপাইতে হয়, পরে বিশেষ রূপ চাষ এবং সার দেওয়া আবশ্যক। চাষের পর মই দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। মই দেওয়ার পর, যে সমস্ত ঢেলা অভয় অবস্থার থাকে, তাহা হাত দিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এই কাজটা বালক বালিকা ও গ্রীষ্মকালের সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রায় ১০০ লোক একত্র শ্রীবদ্ধ হইয়া মৃগুর দিয়া ঢেলা ভাঙিতে থাকে। সকলের সমকালীন আঘাত হইতে তানলরবিশিষ্ট সঙ্গীতবৎ শব্দ বাহির হইতে শুনা যায়।

নিম্ন বাঙ্গালার জমি সকল সমুদ্র হইতে অতি সামান্য উচ্চ, বর্ষাকালে বৃষ্টি ও বজ্রার জলে অধিকাংশ স্থল ডুবিয়া যায়। শরতের প্রারম্ভে জল শুকাইতে আরম্ভ করে। ঐ সময়েই এ দেশে নীল-বীজ বপন করা হয়; অতএব এখানে আর উত্তর বেহার প্রভৃতি স্থানের স্থায় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া চাষ করিতে হয় না। কার্তিকমাসের প্রথমে নদীর তীর ও চর সমস্ত জাগিলে, ধামার করিয়া বীজ লইয়া আর্দ্র স্থানে বপন করা হয়। একরূপ স্থানে চাষ করা অসম্ভব এবং আবশ্যকতা হয় না। কৃষক বাঁশ কিংবা কলাগাছের উপর ভর দিয়া, ঐ পিচ্ছিল স্থানে বীজ ছড়াইয়া দেয়। বীজগুলি ২ইঞ্চ পরিমাণ মৃত্তিকামধ্যে গোথিত হইয়া অল্পদিন মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। নিম্ন বাঙ্গালার এই প্রকার চাষকে ছিটানী বলে। ছিটানীর অর্থ ছড়াইয়া ফেলা।

ছোট ছোট নীল-চারার সহিত অনেক বজ্রগাছ, ঘাস প্রভৃতি জন্মে। নুতন চরে কাউগাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে ইহার নীলের বিষম শব্দ। একবার বজ্রমূল হইলে নীলের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত কৃষকেরা বজ্রপূর্বক এই আগাছা তুলিয়া ফেলে। আর সময় সময় গোসহিবাদি ঘাটা তুল ও বজ্রগাছ খাওয়াইয়া থাকে।

নিম্ন বাঙ্গালার যে সমস্ত স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ, তথায় চাষ করিয়া নীল বুনান হয় বটে, কিন্তু উত্তরবেহারের মত খনন কিংবা ভূতাত্ত্বিক পরিপাটীরূপে চাষ করিবার আবশ্যক হয় না। একবার কিংবা দুইবার জমি চাষিয়া পরে মই দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। এই উচ্চ ‘ডেকালি’ স্থানে ত্রিহত ও উত্তরবেহার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বীজ ছড়াইতে হয়। তাহার কারণ

উত্তরবেহার এবং ত্রিহতে এক প্রকার বয়স্কান বীজ বপন করা হয়। ইহা হইতে ১টি কিংবা ২টির অধিক বীজ একস্থানে পড়িতে পারে না। নিম্নবঙ্গে এই দুই রকম বপনকাঁচা কার্তিকমাসে হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানেই বর্ষাকালে, নুতন সার জমির উপর পড়িয়া থাকে, অতএব এ সমস্ত স্থানে আর সার দিবার আবশ্যক হয় না, কিন্তু উত্তর-বেহারে স্বভাবতঃ এই কাঁচা হয় না। তথায় ‘ছিট’ (অর্থাৎ নীলরস বাহির করিয়া যে গাছ পরিভাগ করা যায়) দিয়া সার দেওয়া হয়।

দক্ষিণ বেহারে বৎসরে দুইবার বীজ বপন করা হয়। ভাদ্রমাসে বৃষ্টির সময় একবার বুনান হয়; ইহাকে আবাঢ়ী বলে। আবাঢ়ী নীলের ভরসা অতি কম, কারণ রীতিমত রোজ-বৃষ্টি না পাইলে প্রায়ই হয় না। আর একবার যে এখানে বুনান হয়, তাহার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। বৎসরের প্রায় সকল সময়ই বপন করা হইয়া থাকে এবং আবাঢ় প্রাণমােসে এই নীলকাটা হয়, এই সময়ের নীলকে ‘খুন্তী’ বলে। কিন্তু খুন্তী শব্দে দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে উঠ নীলকে বুঝায়। রীড সাহেব শেখোক্ত কসলকে ‘নন্দ’ নামে অভিহিত করেন। পৌষ মাস মাসে ইহা বোনা হয়। ইহার চারা হইলে একবার, এমন কি, কখনও কখনও দুইবার করিয়া কাঁটিয়া দিতে হয়। আকিমের ভূমে কিরং পরিমাণে নীল জন্মান হইয়া থাকে, ইহাকে ‘জমান’ নীল বলে। চৈত্র বৈশাখমােসে এষ্ট নীল বোনা হয়।

রাইয়তগণ ‘আসামীবর’ নিয়মে নীল বপন করিয়া থাকে। আকিম উঠিয়া গেলে, তথায় নির্দিষ্ট পরিমাণ নীল জন্মাইয়া দিবার অল্প উক্ত নিয়মে রাইয়ত অগ্রিম টাকা লইত।

উত্তর-বেহারে ফাল্গুনমােসের প্রথমে নীল বপন করা হয়। ফুল হইলে বৃষ্টিতে হইবে যে, নীল পাকিয়াছে এবং কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে। এই স্থানে সচরাচর আবাঢ় মাসে ফুল হইয়া থাকে। বৎসর গতিকে কোন বার একটু পূর্ণে কোন বার একটু পরেও ফুল দেখা যায়।

উপযুক্তরূপ বৃষ্টি না হইলে, এই স্থানে ঝাল, কৃপ প্রভৃতি আবশ্যক হয়। কৃষকেরা কৌশলপূর্বক একটা বাঁশের এক-দিকে বালুতী এবং অপর দিকে কোন ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া তাহার দ্বারা অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে জল তুলিয়া বৃষ্টির অভাব পূরণ করিয়া থাকে। কখনও কখনও বা চামড়ার খলিতে জল পুরিয়া বাঁড়ের পৃষ্ঠে করিয়া আনিয়া নালার মধ্যে দেওয়া হয়। নিম্নরূপে চাষে প্রায়ই স্থানান্তর হইতে জল আনিয়া দিতে হয় না, কারণ চৈত্র মাসে যদি বৃষ্টি একেবারে না হয়, তবে জমি সমস্ত কাটিয়া বাওয়ার পাছগুলি হীনভেক হইয়া পড়ে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয়

নী ; আবার যখন দুই পড়ে, তখন পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। তবে যদি নিত্যন্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কোথাও উপরি উক্ত নিয়মে জল দেওয়া হয়। উত্তর-বেহার প্রভৃতি স্থানে জলোত্তলন যন্ত্রালাও জল উঠান হইয়া থাকে।

নিয়-বাল্যালার নীল যদিও এক কার্তিক মাসে সমস্ত বুনা হয়, তথাপি ইহা বিভিন্ন সময়ে কাটা হইয়া থাকে। এক রকম নীল আবাত্ত প্রাচণ এবং সময় সময় তাত্র মাসেও কর্তন করা হয়। এই শারদীয় নীল আট মাস জমিতে থাকে। বাসন্তিক নীল জন্মান লইয়া, অনেক সময় লোকের মনে গোলযোগ উপস্থিত হয়। কারণ কৃষকগণ যখন আশু ধাত্ত রোপণ করিবার নিমিত্ত অভিশর বাস্ত থাকে, তখনই ইহা কাটা হয়। এক দিকে জীবিকানির্ভারের উপায়—ধাত্ত জন্মাইবার ইচ্ছা, অপর দিকে অর্থপিপাসা; কৃষকেরা কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু কোনক্রমে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলেও, সময় সময় বলপূর্বক তাহাদের হাতে নীল বুনা হইত। ইহা লইয়া কৃষকগণের সহিত ও নীলকুঠিওয়ালাদের সহিত মধ্যে মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ হইত। কিন্তু নীল বুনারের এই দুই দুঃখবিধা ছিল যে, অজন্মা হইলে ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইত না, কারণ ইহার খরচ খুব অল্প। নীল কাটিবার সময়, প্রথমে নীচু স্থানের নীল কাটিতে হয়, কারণ বজ্রা আসিয়া সমস্ত নষ্ট হইতে পারে; বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এই আশঙ্কা বেশী। কাটিবার পর আঁটা বাক্স হয়। পরে গোবর গাড়ীতে কিংবা নোকার করিয়া কুঠীতে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় ভিজাইবার পাত্র মধ্যে রাখিলে পর, কৃষক নিজ দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইল।

বাল্যালার ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থলেও যথেষ্ট পরিমাণে নীল জন্মে, সেই সমস্ত স্থলে, যে প্রণালীতে নীলের চাষ হইয়া থাকে, তাহা উপরি উক্ত প্রণালী অপেক্ষা বিশেষ কিছু বিভিন্ন মতে। তবে স্থানবিশেষে, বিভিন্ন সময়ে বীজবপন ও কর্তনাদি হইয়া থাকে। স্রুতর কৃষকগণ অনেক সময়ে নীলের সঙ্গে অল্প শস্তও জন্মাইয়া থাকে। নিয় বাল্যালার কার্তিক মাসে নীলের সঙ্গে সরিষা প্রভৃতি বপন করা হয়। বোম্বাই প্রদেশে নীলের সহিত তুলা, কাউনি লানা প্রভৃতির চাষ দেওয়া হয়।

প্রত্যেক বিধার ৪৫ সের নীলবীজ বপন করিতে হয়। যেদিনীপুরে প্রত্যেক বিধা হইতে প্রায় ৪ তাড়া নীল জন্মে। এইরূপ ২৫০ টা তাড়াতে একমণ রং প্রস্তুত হয়। সকল তাড়ার সমান পরিমাণ রং উৎপন্ন হয় না। বশোরে যে তাড়া প্রস্তুত হয়, তাহার এক হাজারে, ৩ হইতে ৭ মণ পর্যন্ত রং হইয়া থাকে। সেরিক সাহেব বলিয়াছেন যে, হাজার তাড়ার ৩

হাজার পরিমাণ রং প্রস্তুত হইতে পারে। এরূপ এক তাড়ার ওজন ৩০০ পাউণ্ড। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক একমণ জমিতে ৫৫০২ পাউণ্ড পরিমাণ নীলগাছ জন্মিয়া থাকে। ম্যানগুন সাহেব লিখিয়াছেন যে, রাজমহলে প্রত্যেক একারে ৩০১০ তাড়া নীল জন্মিয়া থাকে এবং তথাকার প্রত্যেক একারে ১২ পাউণ্ড রং হইয়া থাকে। ডাক্তার ম্যাকক্যান্ বিশেষ সতর্কতার সহিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক একারে বোম্বাই ২০ এবং বাল্যালার ১০১২ পাউণ্ড পর্যন্ত নীল হইয়া থাকে।

কলিন্ সাহেবের রিপোর্টে জানা যায়, বাল্যালার প্রত্যেক বিধায় প্রায় ১৫৭ টাকার নীল হইয়া থাকে; ইহা হইতে ৩ টাকা খাজনা দিতে হয়, চাষের খরচ জন্ম ৪৭ বা ৫৭ টাকার এবং কুঠীর কর্মচারিদিগকে কিঞ্চিৎ খুব দিতে হয়; অবশিষ্ট ৫ বা ৭ টাকা রাইয়ের লভ থাকে, কিন্তু বিধাত্মকিতে ধাত্ত বপন করিলে, প্রত্যেক বিধায় ৮। ১০ টাকা লাভ হয়; কিন্তু ধাত্ত সকল বৎসর সমান পরিমাণে জন্মে না; অথচ যদি নীল না বুনাইয়া কেবল ধান বুনা যায়, তবে ধাত্তের দাম কমিয়া বাইবে এবং লাভও সেই সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া আসিবে।

নীলের অন্য প্রতিদ্বন্দী পাট। পূর্বে যে সমস্ত জমিতে নীল হইত, তাহার অধিকাংশ স্থানেই এখন পাট জন্মে। বিদেশে রপ্তানি জিনিষের মধ্যে এই দুইটা সর্বপ্রধান। নীল-চাষের একটু সুবিধা আছে যে, অগ্রিম টাকাটা পাওয়া যায়। এ প্রলোভনটা বড় সহজ নহে। যদি কুঠীতে নীল না লইত কিংবা কৃষকেরা বপন না করিত, তবে কোন পক্ষেই লাভের সম্ভাবনা থাকিত না। নীল না জন্মিলে কুঠী বন্ধ থাকে, এই নিমিত্ত দেশীয় জমিদারগণ ও বদিক সাহেবগণ বাধ্য হইয়া অগ্রিম টাকা দিতেন। এরূপ অগ্রিম দেওয়া কোন দোষের নহে, তবে কিনা প্রত্যেক ব্যাপারে (Concern) নির্দিষ্ট দর ধাৰ্য্য ছিল, (অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বক প্রজারা বেশী মূল্য চাহিতে পারিবে না)। এইরূপ একচেটিয়া বন্দোবস্ত ন্যায়সঙ্গত নহে। বঙ্গের নানা স্থানে বহুসংখ্যক মুলিয়াং কুঠী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, পূর্বে অভ্যাচারপূর্বক প্রজাদিগের হাতে নীল জন্মান হইত, কারণ তাহা হইলে এ সমস্ত কুঠী এরূপ ভয় দশার পরিণত হইত না। এ সম্বন্ধে অন্যান্য ঘটনাবলী পক্ষাৎ দেওয়া বাইবে।

আসাম ও ব্রহ্মদেশে নীল জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে কুঠীর নিকটস্থ জমির ভিনাংশের একাংশে প্রজাবর্গ বাধ্য হইয়া নীল বপন করিত। অন্তর্গত শুধু বাল্যালার নহে, অপরায়ণ স্থানেও প্রজাপীড়ন চলিত নহে।

মাস্ত্রাজের মধ্যে নেন্দ্র এবং কড়াপা জেলা নীলের প্রধান স্থান। এই অঞ্চলে কিছু বিভিন্ন উপায়ে নীল উৎপাদন করা হয়। এখানে দুই প্রকারে চাষ হইয়া থাকে। প্রথম 'গুন্মা চাষ'। দ্বিতীয় 'ভিকা চাষ'। প্রথম প্রণালীতে জমি সামান্য রকমে বৃষ্টির জলে কর্ষণোপযোগী হইলে চাষ দেওয়া হয়, পরে সার দিয়া কখনও বৈশাখ মাসে, কখনও কখনও বা আষাঢ় প্রাৰ্ণে বীজ বুনান হয়। এই প্রণালীতে বৃষ্টির জলের উপর সম্পূর্ণ-রূপ নির্ভর করিতে হয়। দ্বিতীয় অর্থাৎ আর্দ্রপ্রণালীতে বৃষ্টির জলের অপেক্ষা করিতে হয় না। পুকুর অথবা পাত-কোয়ার নিকটে বীজ বপন করা হয়। এই সমস্ত জমি পুকুরের জলে সর্বদা সিক্ত থাকার আর প্রায়ই চাষে জলের আবশ্যক হয় না। কখন কোন স্থানে অতি সামান্যরূপ কর্ষণ প্রয়োজন হয়। চাষের পর গোবর দিয়া সার দিতে হয়; কোন কোন স্থলে পুকুরের নীচে মেঘপাল ৩০৪ দিন পর্য্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহাদের মলমূত্রাদিতে জমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। অনন্তর জল দিয়া ঐ স্থান কাঁদা কাঁদা করিয়া লয়, পরে যখন কাঁদা শুকাইয়া কিঞ্চিৎ শক্ত হয়, তখন বীজ ছড়ান হয়। ৩০৪ দিনমধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, ইহাতে যদি কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়, তবে একবার জল সিক্কন করিলে নিশ্চয়ই চারা জন্মিবে। গাছ হইলে পর প্রায় সপ্তাহান্তর জল দিতে হয়। বুননের তিন মাস পরে, একবার কাটা হয়। আবার আর তিন মাস পরে দ্বিতীয় বার কাটিতে হয়।

নীলের বীজ জম্মাইবার দুই প্রকার উপায় আছে। নীল কাটিয়া লইলে ক্ষেত্রের সীমান্তপ্রদেশে ২০টা করিয়া গাছ থাকে, ইহাতে কল জন্মিলে তাহা সংগ্রহ করিয়া, পর বৎসরের জন্ত রাখিয়া দেয়, অথবা কোন জমিতে শুষ্ক বীজের জন্ত নীল বপন করে। বঙ্গদেশের প্রাচীন নীলআবাদের বিবরণী পাঠে জানা যায়, এ দেশের নীলের বীজ পূর্বকালে উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে আসিত। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, কোন স্থানে বীজ ভাল জন্মে এবং কোন স্থানে কেবল পাতা ভাল জন্মে। কোর্টাদপুরে এক রকম বীজ জন্মে, ইহাকে 'সেনী' বলে। উক্ত স্থানে যেখানে ৫০ বার চাষ করিয়া নীল বুনিতে হয়, তথায় এই বীজ বিশেষ উপযুক্ত, কিন্তু সেনী হইতে যে গাছ উৎপন্ন হয়, তাহা কিছু বিলম্বে কাটিতে হয়। বশোর, পূর্ণিয়া ও সেনী বীজ হইতে যে গাছ হয়, তাহাও অনেক বিলম্বে পরিপক হয়। পূর্ণিয়ার বীজ উক্ত প্রদেশের এবং চড়া জমির পক্ষে অত্যন্ত কলপ্রদ। পাটনা এবং কাঁপপুর হইতে যে বীজ আমদানী হয়, তাহা চড়া এবং সেহড়া জমির উপযুক্ত। এই বীজোৎপন্ন বৃক্ষ কিছু অগ্রে পরিপক হয় অর্থাৎ জুনমাসের

মধ্যেই কাটিবার উপযুক্ত হয়। মাস্ত্রাজীবিজ হইতে আরও নীল নীল করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা তত জ্বিয়মানক নহে। তাহার কারণ, নদীতে পরিষ্কার জল না হওয়া পর্য্যন্ত কুটির কার্য আরম্ভ হয় না। কিন্তু যে সময়ে মাস্ত্রাজী বীজের নীল হয়, তখন নদী বালুকার যথেষ্ট থাকে। নীলবীজের মূল্যের কিছুই স্থিরতা নাই। প্রতি মণ ৪ চারি টাকা হইতে ৪০ চারি টাকার পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। গয়া ও তম্রিকটবর্তী স্থানে প্রত্যেক বিঘার প্রায় ৩৭ সের করিয়া বীজ বপন করে। যে সমস্ত নীলগাছ বেশী সতেজ হয় না, সেইগুলি প্রায় বীজের জন্ত রাখিয়া দেওয়া হয়; এরূপ গাছ হইতে প্রতি একারে প্রায় ৬ মণ করিয়া বীজ উৎপন্ন হয়। জম্মান নীলের নীল কাটিয়া লইলে মূলদেশে ভূমিতে থাকে, তাহা হইতে প্রত্যেক একারে ৪ মণ বীজ জন্মে।

যদিও অতি সহজে এবং বিনা যত্নেই প্রায় নীল হইয়া থাকে, তথাপি ইহাতে সময় সময় যত্নেই বিঘ্ন ঘটে;—(১) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অনাবৃষ্টি হইলে অনেক সময় পাতা শুষ্কিয়া যায়। (২) যখন গাছ সকল পরিপক হয়, তখন ১ ইঞ্চ লম্বা, এক প্রকার সবুজ বর্ণ পোকা জন্মে; ইহাকে মাল-পোকা বলে। এই পোকা জন্মিলেই বুঝিতে হইবে যে, নীল কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু যদি ২০ দিন বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে পোকা পাতা কাটিয়া খাইয়া ফেলে। (৩) ১ ইঞ্চ হইতে ২ ইঞ্চ লম্বা এক রকম বড় পোকা মধ্যে মধ্যে জন্মিয়া থাকে। ইহারী নীলের বিশেষ ক্ষতিকারক। অধিক কি, সম্ভার পূর্বে কোন জমিতে এই পোকা দেখা গেলে, হয়ত পরদিন প্রাতঃকালে, সমস্ত ক্ষেত্র বৃক্ষহীন দেখা যায়। (৪) ঝড়, শিলাবৃষ্টি, গাছ কর্তনের পর উঠান নামান, জলে ডিঙান ইত্যাদি যে কোন কারণে পাতা নষ্ট হয়, তাহাতেও রঙের হানি হয়। (৫) অতি-বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এ উভয়ই ইহার অনিষ্টকর। (৬) নীলের গাছ বেশ সতেজ থাকিলেও দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে থাকে বলিয়া, ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি অনেক কারণে নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে এবং অযোধ্যার গড়লী নামে এক প্রকার পোকা জন্মে, তাহারা নীল বৃক্ষের পরম শত্রু। সময় সময় এত অধিক জলীয় বাতাস বহে যে, গাছ সমস্ত ডাটী-সার হইয়া যায়, মোটেই পাতা থাকে না এবং পরে যদিও জন্মে, তাহাতে রং উৎপন্নকারী পদার্থ জন্মে না। মাস্ত্রাজে পঙ্গপাল, গোলদি পুরুণ্ড এবং কবালি পুরুণ্ড বা শূরাপোকা ইত্যাদি পোকাকার বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। বুদ্ধি-টিগালু নামক কীট ১ হইতে ২ ইঞ্চ পর্য্যন্ত গাছ গজাইলে নষ্ট করে। যদি ইহাদিগকে এই অবস্থার দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এই বৎসরের নীল ঐ পর্য্যন্তই শেষ। সিউএল সাহেব (E. J. Sewell)

লিখিয়াছেন যে, গাছ হইলে দুই মাসের মধ্যে বৃদ্ধি এবং আণ্ডাইম্‌গল-পুষ্টিগুণ নামক দুইটি উপাত্ত আছে। প্রথমটীতে পত্রগুলি সাধা হইয়া যায়, দ্বিতীয়টীতে কালো হইয়া আইসে এবং ক্রমে পত্র খরিয়া পড়ে। সি, কাঙ্ সাহেব (C. Kough) আরও একটা নূতন রোগের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে পত্রের উপর এক রকম সাধা শুষ্কার মত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার অল্প দিন পরেই গাছটা মরিয়া যায়।

সমস্ত বঙ্গদেশে কি পরিমাণ স্থানে কত নীল উৎপন্ন হইত, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত সর্বপ্রথমে ডাক্তার এইচ ম্যাককান্ (Dr. H. McCann) চেষ্টা করেন। স্থানীয় কর্মচারিগণের বিবরণী হইতে তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় সাত লক্ষ একার পরিমিত জমিতে নীল জন্মান হইত। সংপ্রতি ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে গণনার জানা যায় যে, প্রায় তের লক্ষ একার জমিতে নীলের চাষ হইয়াছিল। ঐ বৎসরের উৎপন্ন নীলের পরিমাণ সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে বেহারে ১৯১৭১৬ একার জমিতে নীল চাষ হয় এবং প্রত্যেক একারে গড়ে ২০ পাউণ্ড নীল জন্মে। আর নিম্নবাল্যার ৩৪০৮৫ একার জমিতে চাষ হয়, প্রত্যেক একারে ১২ পাউণ্ড পরিমাণ নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে বেহার ও নিম্নবাল্যার কত পাউণ্ড করিয়া নীল উৎপন্ন হয়, তাহা বিশেষ রূপ অবগত হওয়া যায় নাই। কিন্তু টমাস কোম্পানির বিবরণীজ্ঞসারে জানা যায় যে, উপরি উক্ত কয় বৎসরে ক্রমান্বয়ে ৩৮৩২৬০৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রতি একারে ৬ পাউণ্ড নীল জন্মিয়াছিল। কিন্তু ডাঃ ম্যাককান্ জমির যেকোন পরিমাণ দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমিত স্থানে নীলের চাষ হইত। গত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে সর্বমুদ্র প্রায় চৌদ্দ লক্ষ একার পরিমাণ জমিতে নীল-চাষ হইয়াছিল এবং ১৫৬৪০১২৮ পাউণ্ড নীল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। তাহা হইলে প্রত্যেক একারে ১১'১ পাউণ্ড নীল জন্মিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যবহার জন্ত বিশ লক্ষ পাউণ্ড নীল যুক্ত ছিল; তাহা হইলে প্রত্যেক একারে ১২'৬ পাউণ্ড পরিমাণ নীল জন্মিয়াছিল। সুতরাং মোটের উপর ধরা যাইতে পারে যে বঙ্গদেশে একার প্রতি ১২ পাউণ্ড এবং বেহারে ২০ পাউণ্ড করিয়া নীলোৎপন্ন হইত।

নীল রং প্রস্তুত করিবার উপায়।

নীল রং প্রস্তুত কৃষ্টিভেই হইয়া থাকে, এই কৃষ্টিকে সাধারণে কনসার্ন (Concern) বলে। প্রত্যেক কৃষ্টিতে বস্ত্র, জল রাখিবার পাত্রাদি ও অপরাপর আবশ্যকীয় জগাতি এবং কুণী, মজুরদার

ও কর্মচারিগণ থাকে। এই সমস্ত কর্মচারীর উপর একজন অধ্যক্ষ থাকে। এই কার্য্যধ্যক্ষ বিশেষ সুদক্ষ, বহুদর্শী ও সর্বকার্য্যকুশল হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ পরিষ্কার জল সংগ্রহ করিতে পারা অধ্যক্ষের প্রধান কার্য্য। তাহার কারণ পরিষ্কার জল এবং নীলগাছ বাতীত কুঠীর কার্য্য চলিতে পারে না। নীল হইতে কি প্রকারে রং বাহির করা হয়, তাহাই নিম্নে বলা হইতেছে। কাঁচা বা সবুজ গাছ হইতে এবং শুক পত্রাদি হইতে নীল বাহির করিবার এই দুইমাত্র উপায় আছে।

১। কাঁচা গাছ হইতে রং বহিষ্করণ।

নীল প্রস্তুতকার্য্যে পরিষ্কার জলসংগ্রহ করা বিশেষ আবশ্যক। এই নিমিত্তই নদী কিংবা প্রভূত জলপূর্ণ জলাশয়ের নিকটে কুঠী করিতে হয়। সাধারণতঃ জলতোলনযন্ত্রদ্বারা (Pump) সর্বোচ্চ পাত্রের জল তুলিয়া রাখে। দশ হাজার ঘনফুট পরিমাণ জল ধরে, একশ চৌবাচ্ছার ময়লাদি থিতাইয়া জল পরিষ্কার করিবার জন্ত কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখা হয়।

উল্লিখিত বড় চৌবাচ্ছা বাতীত ছোট ছোট আরও অনেক-গুলি চৌবাচ্ছা থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে ভ্যাট্‌স্ (Vats) বলে। এই চৌবাচ্ছাগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিবার জন্ত নলের প্রয়োজন হয়। এই ভ্যাটগুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—টিপিং ভ্যাট্‌ (Steeping Vat) এবং বিটিং ভ্যাট্‌ (We-ating Vat)। বড় চৌবাচ্ছাটির ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌবাচ্ছাগুলির অর্থাৎ ভ্যাটগুলির আকার সকল কুঠীতে সমান নহে। নীলের আমদানী অমুসারে বিভিন্ন কুঠীতে বিভিন্ন আকারে নির্মিত হয়। যে সমস্ত কুঠীতে ১২টি টিপিং-ভ্যাট্‌ থাকে, সেগুলির পরিমাণ সাধারণতঃ ২৪ × ১৮ × ৫ ফিট। এই সমস্ত চৌবাচ্ছা ইট ও সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত। এই গুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজান থাকে। ইহাদের সম্মুখে যুক্তিকানিজে আরও কতকগুলি প্রশস্ত ও অল্প গভীর চৌবাচ্ছা থাকে, ইহাদিগকে বিটিংভ্যাট্‌ বলে। টিপিংভ্যাটের নিম্নদেশে একটা করিয়া ছিদ্র আছে। বহির্দেশ হইতে উহাতে কাঠের ছিপি আটকান থাকে। ঐ ছিদ্রে নল লাগাইয়া টিপিংভ্যাট্‌ হইতে বিটিংভ্যাটে যোগ করিয়া দেয় এবং পরে ঐ ছিপি খুলিয়া দিয়া টিপিংভ্যাটের প্রস্তুত রস, বিটিংভ্যাটে আনীত হয়। এইরূপ বিটিংভ্যাটেরও উদ্ধাধোভাগে কতকগুলি করিয়া ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র নলের সহিত সংলগ্ন।

টিপিং ভ্যাট্‌ (অর্থাৎ ভিডাইবার পাত্র) কি নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, অজ্ঞাত পাত্রের বিবরণ দেওয়ার পূর্বে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। নীলের আঁটা কুঠীতে যুক্ত হইলে বস্ত্র সত্ত্বর সত্ত্বর, ইহার মধ্যে সূক্ষ্মলভাবে সাজাইয়া রাখা হয়।

সাজাইবার সময় পত্রবিশিষ্ট অংশ অর্থাৎ অগ্রভাগটা মধ্যে রাখিয়া স্তরে স্তরে সাজান হয়, এইরূপে সাজাইয়া ইহার উপর বড় বড় কাঠ চাপা দেওয়া হয় এবং সমভাবে সজুচিত করিয়া রাখা হয়। অনন্তর সমস্ত নীলগাছ ঢাকিয়া জল দেওয়া হয়। এই প্রকারে ৮-১০ ঘণ্টা ডিজাইয়া রাখিলেই পচনক্রিয়া এক-প্রকার শেষ হইল। তখন ইহা হইতে বৃন্দুৎ উঠিয়া জল মধ্যে নীল হইতে থাকে। অতি উৎকৃষ্ট নীল প্রস্তুত করিতে হইলে, বেশী সময় ডিজাইয়া রাখিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু বেশী সময় ডিজাইয়া রাখিলে, কিছু বেশী পরিমাণে নীল প্রস্তুত হয়। উপযুক্ত সময় মত ডিজান হইলে পর, ট্রিপিং-ভাটের ছিপি খুলিয়া তরল পদার্থ বিটিংভাটে অর্থাৎ আলোড়নপাত্রে আনীত হয়। এই সময় ঐ তরল পদার্থের বর্ণ দেখিয়া বলা যাইতে পারে যে কিরূপ ‘রং’ হইবে। যদি সবুজের আভাযুক্ত অন্ন পীতবর্ণ হয়, তাহা হইলে নীল অতি উৎকৃষ্ট হইবে। যদি মসীরা (Madeira) সরাপের মত রং হয়, তবে বুঝিতে হইবে, নীল স্কন্দে হইয়াছে। যদি ঈষৎ পিঙ্গল ও সবুজ বর্ণ মিশ্রিত এবং অন্ন লাল মিশ্রিত গাঢ় নীল বর্ণের হয়, তাহা হইলে রং মধ্যম হইয়াছে জানিবে। আর যদি ময়লাযুক্ত লালবর্ণ হয়, ইহাই তাম্রাক্ত নীল—অতি খারাপ হইয়াছে বুঝিবে। এই প্রকারে উক্ত জল নলমুখে গড়াইয়া আসিলে, অবশিষ্ট গাছ পড়িয়া থাকে, তাহা বাহিরে ফেলিয়া রাখা হয়। ইহাকেই ছিট বলে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই ছিট দিয়া জমিতে সার দেওয়া হয়, ইহা অনেক সময়ে কাঠের কার্য করে।

অনন্তর বিলোড়নপাত্রে রস আনীত হইলে, নানা প্রকারে আন্দোলিত হইয়া থাকে। অতি পূর্বে খেজুরগাছের ডগা কিংবা অল্প কোন বস্তু দিয়া নাড়া হইত। বর্তমান সময়ে মুজুরেরা হস্তদ্বারা এই কার্য সম্পন্ন করে। এই সমস্ত চৌবাচ্চার মধ্যে ১০-১২ জন লোককে নামাইয়া দেওয়া হয়, ইহাদের কটিদেশ পর্যন্ত জলগম্ভে নিমগ্ন থাকে। ইহারা দুই শ্রেণীতে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড় বা হাতা দিয়া নাড়িতে থাকে। সময় সময় শুধু হস্তদ্বারাও আন্দোলন করিতে দেখা যায়। প্রথমে অতি আন্তে আন্তে কিন্তু নিয়মমত নাড়িতে থাকে, ক্রমশঃ এত অধিক বেগ দেওয়া হয় যে, বড় বড় টেঙের মত উঠিতে থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া অত্যন্ত জোরে আন্দোলন করিলে রং নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কতকগুলি পর্যন্ত এইরূপ নাড়িতে হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। দেহে পচনের নানাবিধা-বশতঃ কখন বা অধিক সময়, কখন বা অল্প সময় বিলোড়ন করিতে হয়। সাধারণতঃ ২ বা ২১০ ঘণ্টা এইরূপ করিবার পর,

প্রথমে গাঢ় সবুজবর্ণ শেবে বেগুনিয়া রং এবং অবশেষে ধোয় নীলবর্ণ দেখা যায়। এই আলোড়নপাত্রে দুইটা ক্রিয়া নিশ্চয় হয়, ১ম তরলপদার্থের উপর বায়ুস্থিত অক্সিজেনক্রিয়া এবং ২য় রং প্রস্তুতকারী কণাসমূহ একত্র হইয়া, একটু বৃহদাকার ধারণ। রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের মত এই যে, আলোড়িত হইবার পূর্বে জলবৎ পদার্থ ঠিক নীল (Blue) নহে, বরং ইহাকে সাদাটে নীল বা হোয়াইট ইণ্ডিগো বলা হইয়া থাকে।

বাতাস হইতে অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, ইহা নীল পরিশুদ্ধ হয়। আলোড়নক্রিয়া দ্বারা অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া, অজ্ঞাত উপায়ে অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া আন্দোলন না করিলেও চলিতে পারে, সাদা নীল জলে দ্রবণীয়; কিন্তু সাদা নীল যখন অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া (ব্লু) রংবিশিষ্ট নীল হয়, তখন ইহা জলে দ্রব হয় না। চৌবাচ্চার নীচে তলানি পড়িয়া থাকে। ইহাই নীল প্রস্তুত করিবার মূল জিনিষ। কিছুকাল স্থিরভাবে থাকিলে নিম্নদেশে উহা সরের মত পড়িয়া থাকে, আর উপরে নীলবর্ণ পরিষ্কার জল টলগল করিতে থাকে। অনন্তর চৌবাচ্চার গাছ-স্থিত ছিদ্রগুলি খুলিয়া দিয়া উপরকার জল বাহির করা হয়। ইহা কখন কখন জমিতে সার দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রায়ই ফেলিয়া দেওয়া হয়। সমস্ত জল বহির্গত হইলে, বালুতা পুরিয়া কাদার মত নীল লইয়া ছাঁকনির উপর রাখা হয়। এইরূপে অনেক খড়কুটা পাতা ছাঁকিয়া ফেলা হইয়া থাকে।

ইহার পর একটা নলের মধ্য দিয়া একটা পাত্র মধ্যে আনীত হয়। ঐ পাত্রের নাম পাল্প ভাট (Pulp Vat)। ইহার আকৃতি ১৫×১০×৩ ফিট। ইহার উপরেই ‘বয়লার পাম্প’, ইহা দ্বারা কাদা নীল বয়লার মধ্যে নীত হয়। উপরি উক্ত নলের মধ্য হইতে বাহির হইবার পূর্বে নীল আবার ছাঁকিয়া বাহির করে। কারণ নলের অগ্রভাগে কাপড় অথবা নলের মুখে খোলের চালনি দিয়া বাঁধা থাকে। ইহা বাতীত জল-শোষকবস্তুর নলের মুখেও চালুনি বা ছাঁকনি থাকে, অতএব যশাক্রমে তিনবার ছাঁকা হইয়া বিটিং ভাট হইতে বয়লার মধ্যে আনীত হইয়া থাকে।

বয়লার গুলি অধিকাংশ স্থলে লৌহের পরিবর্তে, পাঁচলা তামারপাত দিয়া নির্মিত হয় এবং অজ্ঞাত পাত্রের দ্বারা বাহিরে না রাখিয়া ঘরের ভিতর রক্ষিত থাকে। তামারপাতে করিবার তাৎপর্য এই যে, তাহা হইলে সমভাবে এবং শীঘ্রই প্রসন্ন হয়, অতঃপর নীল পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। এই সমস্ত বয়লারের আকৃতি সাধারণতঃ ২৫ ফিট দৈর্ঘ্য ১২ ফিট বিস্তৃত এবং ৪ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে।—ইহার

মধ্যে নীল রাখিয়া কিছু পরিষ্কার জল দেওয়া হয়। অনন্তর অল্প অল্প জল দিয়া উহাকে গরম করিতে হয়, যতক্ষণ বাষ্প উঠিতে আরম্ভ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত জল দিতে হইবে। এই সময় অনন্তর কাটি দিয়া বাড়িতে হয়। আন্তে আন্তে তিন ঘণ্টাকাল পর্যন্ত জল দিলে পর, যখন একটা স্বগন্ধ বহির্গত হয় এবং বৃন্দব্দ সমস্ত উপরে উঠিতে থাকে, তখন বন্ধিতে হইবে যে জাল শেষ হইয়াছে।

অনন্তর বয়লার হইতে লইয়া ইহা একটা প্রেশত টেবিলের উপর রাখা হয়। ইহাকে “ড্রপিং ভাট” (Dripping vat) কহে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪০ ফিট। টেবিলের উপর একখানি আর্দ্র-বস্ত্র পাতিয়া দেয়। তাহারই উপরে নীল ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই কাপড় ছাঁকিয়া ভিতর দিয়া যে জল বাহিরে পড়ে, তাহা আবার পাশ্প (জলোত্তোলক) দ্বারা লইয়া পুনরায় নীলের উপর দেওয়া হয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লান্ত লাল জল বাহির না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিতে থাকে। ৫৬ ঘণ্টা মধ্যে সমস্ত জল বাহির হইয়া যায় এবং বস্ত্রখণ্ডের উপরে নীল জমা হইয়া থাকে। তাহার পর সমস্ত নীল এক স্থানে রাখিয়া কাপড়ের একপার্শ্ব উঠাইয়া তাহার উপর দিয়া রাখে। পরে ইহার উপরে কোন একটা ভারী জিনিষ চাপা দিয়া রাখিতে হয়। কএক ঘণ্টাকাল এইরূপে রাখিলে, অবশিষ্ট জল বাহির হইয়া যাইবে এবং নীল ঠাণ্ডা হইবে।

তাহার পর ঐ নীল লইয়া, এক রকম বাস্তের মধ্যে রাখা হয়। এই বাস্তকে প্রেস্ বলে। এই বাস্ত কাঠনির্মিত এবং চতুর্ভুজ। ইহার আন্তান্তরিক দৈর্ঘ্য ৪২ ইঞ্চি, প্রস্থ ২৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১২ ইঞ্চি। ইহার চারিদিকের গায়ে অনেক-গুলি ছিদ্র আছে।

ইহার উপর ও নিম্নের ডালা খোলা। এই উপরের ও নীচের তক্তা আলগা লাগান থাকে। মধ্যদেশ ভিজা কাপড়ে ঢাকা। টেবিলের উপর হইতে নীল আনিয়া, এই বাস্ত মধ্যে রাখা হয়, তাহার উপর কাপড়খানি ঢাকা দিয়া, বাস্তের ডালা আলগা চাপা দিতে হয়। জুপ্ ও লিভার (Lever) দ্বারা ডালার উপর যথেষ্টরূপ চাপ দেওয়া যাইতে পারে। জুপ্টা ক্রমে এক এক পাক ঘুরাইবে; এইরূপে প্রায় ৫ ঘণ্টা কাল পর্যন্ত চাপ দিতে হয় অর্থাৎ যখন ইহা হইতে আর জল বাহির হইতে দেখা যায় না এবং উচ্চতা ৮ ১/২ ইঞ্চি হইতে ৩ বা ৩ ১/২ ইঞ্চি কমিয়াছে, তখন চাপ তুলিয়া লইবে। পরে ধীরে ধীরে বাস্তের ক্রমেটা সরাইয়া লইবে। এইরূপে ৪২ ইঞ্চি লম্বা একখানি নীল-পিষ্টক বা নীলবড়ি (Cake) বাহির হইবে।

এই নীলবড়ি ৩ ১/২ ইঞ্চি দীর্ঘ ও প্রস্থ করিয়া, টুকরা টুকরা

করিয়া কাটা হয়। বাস্তের নিম্নের তলার উপর সমস্ত নীল রাখিয়া কাঠখণ্ডে আবদ্ধ পিতলের তার দিয়া টোকা কাটা হয়। প্রত্যেক খণ্ডের উপর কুঠীর মার্কা এবং ঐ দিনের নম্বর অঙ্কিত থাকে। অনন্তর এই নীলবড়িগুলি শুকাইবার জন্য অল্প আর একটা ঘরে আনীত হয়। এই ঘরকে নীল শুকাইবার গৃহ বলে। এই ঘরগুলি অতি বড় বড়; সাধারণতঃ ১০০ ফিট দৈর্ঘ্য, ৫০ ফিট প্রস্থ ও ২০ ফিট উচ্চ। ইহার মধ্যে অনায়াসে বায়ুসঞ্চালন হইতে পারে এবং বৃষ্টির ছিটা কিংবা ঝাপ্টা বাতাস না প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ ভাবে নির্মিত হইয়া থাকে। ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচা বাঁধা থাকে। এই মাচাগুলি এরূপ তফাৎ যে, ছোট ছোট বালকেরা হামাগুড়ি দিয়া, ইহার মধ্যে যাতায়াত করিতে পারে। নীলবড়ি কাটা হইলে পর, এই সমস্ত মাচার উপর শুকাইতে দেওয়া হয়। শুকাইবার সময় মধ্যে মধ্যে বড়িগুলি উল্টাইয়া দিতে হয়।

এইখান হইতে নীলবড়ি আর একটা কামরায় লইয়া সাজাইয়া রাখে। এই ঘরের নাম সোরোটিং রুম। এখানে বড়ির উপরের রংকে ঘর্ষাক্ত করিয়া উজ্জ্বল করে। এই ঘরে বড়ি পর পর করিয়া দেওয়ালের মত সাজাইয়া রাখে। উহার উপর কবল কিবা ভূষি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ঘরের দয়জা বিশেষ সতর্কতার সহিত বন্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক, কারণ বেশী বাতাস প্রবেশ করিলে, বড়ি নষ্ট হইবার খুব সম্ভাবনা। প্রায় ১৫ দিন পর্যন্ত এরূপ ভাবে রাখিলে, নীলবড়ি ঘর্ষাক্ত হয়। তাহার পর ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া খুলিতে হইবে। যেহেতু একেবারে খুলিলে, বড়ি ফাটিয়া যাইতে পারে। এইরূপ করার নীলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়।

নীলবড়ি ভালরূপ শুকাইতে অন্ততঃ তিনমাস লাগে। শুকাইবার পর বড়িগুলির গাত্র পরিষ্কাররূপে মুছিয়া বাস্তে বোঝাই করে। প্রায়ই একদিনের প্রস্তুত বড়ী এক এক পৃথক্ বাস্তে ভরিয়া রাখা হয়।

২য়। শুকনাপাতা হইতে নীল বাহির করিবার উপার।

এই প্রণালীতে যে নীল প্রস্তুত হয়, তাহা তত উৎকৃষ্ট হয় না, তবে কি না ইহাতে একটু সুবিধা এই যে, নীল কাটিয়া আনিবার পর, যখন ইচ্ছা তখন নীল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ২১৫ দিন গৌণ হইলে পর, বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। সামান্য প্রজারা, বাহাদের কুঠী নাই, অস্ত্রের কুঠী ভাড়া করিয়া ঐ প্রস্তুত করে, তাহারাই প্রায় এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। এই প্রণালীতে এক প্রথমোক্ত আর্দ্র প্রণালীতে অল্প কোনও পার্থক্য নাই। কেবলমাত্র প্রথম অবস্থায় নীলপাছগুলি না শুকাইয়া পচাইতে দেওয়া হয়। শুক

হইলে পর পাতা অগ্নিয়া যায়। এই শুকপাতা একমাস কাল রাখিলে পর, সবুজবর্ণ হইতে ক্রমশঃ নীলের আভাসকর ধূসরবর্ণে পরিণত হয়। তাহার পর ঐ শুকপাতার সহিত তাহার ৩ গুণ জল দিয়া টিপিংভাটের মধ্যে রাখিয়া দেয়। এই অবস্থায় ক্রমশঃ পাতাগুলি জলমধ্যে নিমজ্জ হইবে। ইহা হইতে শেষে সবুজবর্ণ জল বহির্গত হইবে, তাহাই বিটিংভাটে লইয়া পূর্ববৎ উপারে নীল-রং প্রস্তুত করিতে হইবে।

ডাক্তার শর্ট (Dr. Shortt) ইহা অপেক্ষা আরও একটা সহজ উপায়ের কথা বলিয়াছেন। এই প্রণালীতে ক্ষেত্র হইতে আনীত, তাজা নীল একবারেই বয়লার মধ্যে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। পরে জল দিয়া সিদ্ধ করিলে চলে। এইরূপ সিদ্ধ করিতে করিতে ইহা হইতে সমস্ত রং বাহির হইয়া আইসে। সিদ্ধ করিবার সময় হাতার মত যন্ত্র দিয়া পাতাগুলি জল মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা উচিত যে, কখন জল ফুটিতে আরম্ভ করে, কারণ তখনই জাল কমাইয়া দিতে হইবে এবং বয়লারের ছিপি খুলিয়া চোরান জলের (কাথের) রং দেখিয়া, সিদ্ধ কাথও বন্ধ করিয়া দিবে। যখন ইহার বর্ণ কিঞ্চিৎলাল হইবে, তখন বৃদ্ধিতে হইবে যে জাল শেষ হইয়াছে। ইহা হইতে কাথ লইয়া বিটিংভাটে ফেলিয়া আন্দোলিত করিতে হইবে। ইহার সুবিধা এই যে, অল্প সময়ের মধ্যে কাথাসম্পন্ন হইয়া থাকে। বিটিংভাট হইতে লইয়া পাল্প বয়লার (Pulp Boiler) মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর পূর্বপ্রণালী মত সমস্ত করিতে হইবে।

সম্প্রতি মিঃ রিচার্ড অলফার্টস একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইহাতে সবুজ নীল এবং নীলবর্ণ নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে। নীলগাছের তাজা পাতাগুলি থলের মধ্যে পুরিয়া, টিপিংভাটে রাখিতে হইবে। যে থলের মধ্যে পাতা পুরিতে হইবে, তাহাতে চাপ দিলে সঙ্কুচিত হয়। ইহার উপর বিশেষ-রূপ চাপ দিলে, জলের সহিত বর্ণকারী রস বাহির হইয়া আইসে। যদি গ্লিন-ইন্ডিগো প্রস্তুত করিতে হয়, তবে গাছগুলি সম্পূর্ণ পরিবার পূর্বে, এই প্রক্রিয়া করিতে হইবে; আর যদি ব্লু-ইন্ডিগো প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা একটু বেশী পচিলেই ভাল হয়। আর আর প্রক্রিয়া পূর্ববৎ।

নীল প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট খরচের আবশ্যক। সেরিক সাহেবের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, কুমার মণ (৭২ পাউণ্ড ১০৪ আউন্স) প্রতিবিধায় ৩০ টাকা খরচ পড়ে। যদি নীল-গাছ বিশেষ ভাল হয় এবং নীলের দর যদি মধ্যম রকম হয়, তবে মণ করা ৫০ টাকা হইতে ৭৫ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

ব্লু-নীল তাম্রসংযোগে বাহুরে ড্রব হয় এবং কুটিতে থাকে। যদি বেশী উত্তাপ দেওয়া যায়, তবে উজ্জ্বল এবং ধূসর শিখাবিশিষ্ট হইয়া পুড়িতে থাকে। ০° ডিগ্রী হইতে ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত শুষ্ক ক্লোরিন ইহার উপর কোন ক্রিয়া করে না। কিন্তু যদি ঐ নীল জলদ্বারা একটু কাঁচা করা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে তাহার ভিতর ক্লোরিন দিলে প্রথমে সবুজবর্ণ হয়, তদনন্তর হরিদ্রাবর্ণ হয়, ব্রোমিন এবং আইওডিন্ তাপের সাহায্যে এতদূর কাঁচা করিয়া থাকে। (বর্তমান রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানশাস্ত্রে নীলের (Indigo blue) শাস্ত্রিক চিহ্ন $C_{10}H_8NO$ or $C_{11}H_{10}N_2O_2$ নির্দেশ করেন। জল, সুরাসার, ইথর (Ether), মুছ আরক (Dilute acid), ক্ষার (Alkali) ইত্যাদি জব্যে ইহা ড্রব হয় না। গন্ধক জাবকের (Sulphuric acid) সহিত ড্রব হইয়া একস্ট্রাক্ট অব ইন্ডিগো (Extract of Indigo) প্রস্তুত হয়।

নীলদ্বারা রেশম, পশম, কার্পাস বস্ত্র ইত্যাদি রং করা হইয়া থাকে। বস্ত্রাদি রং করিবার পূর্বে ব্লু-ইন্ডিগো অর্থাৎ নীলবড়ী অস্ত্রাজ জব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটা চৌবাচ্চায় গুলিতে হইবে। বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন জব্য মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। কোন প্রণালীতে চূণ ও ফেরাস্ সলফেট (Ferrous Sulphate $FeSO_4$) মিশ্রিত করিতে হয়। কোন প্রণালীতে কার্বনেট অব পটাশ (Carbonate of Potash), কুঁড়া (Brans), আবার কোনও উপারে চূণ ও কার্বনেট অব সোডা (Carbonate of Soda) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপারে রং প্রস্তুত করিয়া থাকে। এক পাউণ্ড নীল শুঁড়া তিন পাউণ্ড চূণ এবং চারি পাউণ্ড কার্বনেট-অব-সোডা একত্র জলে গুলিয়া তাহার সহিত ৪ আউন্স চিনি মিশ্রিত করিতে হয়। যদি ৭৮ ঘণ্টা মধ্যে পচনক্রিয়া আরম্ভ না হয়, তবে আর কিঞ্চিৎ চিনি ও চূণ মিশ্রিত করিতে হইবে। ঠাণ্ডার দিন হইলে অগ্নির উত্তাপ দিবে, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র ঐ নীল কার্যোপযোগী হইবে। উল্লিখিত কএকপ্রকার প্রণালী ব্যতীত, আরও অনেক প্রণালী আছে। সেই সমস্ত প্রণালীতে ব্লু-ইন্ডিগো হইতে শুষ্ক ইন্ডিগো বিভিন্ন হইয়া থাকে। (ইহার রাসায়নিক চিহ্ন $C_{10}H_8NO$ or $C_{11}H_{10}N_2O_2$) এই সাদা ইন্ডিগো হইতে অল্পকাল কর্তৃক হাইড্রো-জেন বায়ু বহির্গত হইলে আবার ব্লু-ইন্ডিগো প্রস্তুত হয়। সেই ব্লু-ইন্ডিগো হইতে বস্ত্রাদি নীলবর্ণে রঞ্জিত করা হয়।

প্রথমতঃ বস্ত্রাদি যাহা রঞ্জিত করিতে হইবে, তাহা পূর্বোক্ত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত রক্তের গামলা মধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

শেষে পুনঃ পুনঃ ইহা ঐ রঙ্গের মধ্যে ডুবাইতে থাকিবে, কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সহিত এই কার্য করিবে। কেননা সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র হইবার পূর্বে যদি তরল পদার্থের বাহিরে উঠান হয়, তাহা হইলে বায়ুস্থিত অক্সিজানের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রং হইয়া যাইবে এবং পাত্রের নিম্নস্থিত তলানি লাগিলেও রং ধারণ হইবার সম্ভাবনা। অতএব ভালরূপে বস্ত্রখানি সিক্ত হইলে, অর্থাৎ ইহার সর্বত্র সাদা নীল প্রবেশ করিলে, শুকাইবার জন্য অল্পস্থানে নাড়িয়া রাখিতে হইবে। এই সময় বায়ুস্থ অক্সিজেন (Oxygen) উহা হইতে হাইড্রোজেন (Hydrogen) গ্রহণ করিয়া জল প্রস্তুত করিবে। এই জল বাষ্পরূপে ধারণ করিয়া উড়িয়া যাইবে। অনন্তর সাদা নীল হইতে হাইড্রোজেন বাহির হইলে, ইহা নু-নীল হইয়া বস্ত্র-খণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়, বস্ত্রখানি রঞ্জিত হইবে। যদি একবারে আশাশুভ্যায়ী রং না ধরে, তবে আবার ডুবাইতে হয়। পশমী দ্রব্য রং করিতে হইলে, অগ্রে ইহা দিগকে গরমজলে সিদ্ধ করিতে হয়, তাহার পর অল্প উষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে রঙ্গের পাত্র মধ্যে ফেলিতে হইবে। রং করিবার পূর্বে গাম্ভা হইতে রঙ্গের উপরিস্থিত ফেনা ফেলিয়া দিতে হইবে। রং করা হইলে পর, অল্প পরিমাণ আরক মিশ্রিত জলে (Acidulated water) ধোত করিতে হইবে। যদি বেশী পাকা রং করিবার আবশ্যক হয়, তবে ইহা আবার ফটকিরি অথবা বাইক্রোমেট অব্ পটাশ (Bichromate of Potash) এবং টার্টারিক্ এসিডে (Tartaric acid) জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হইবে।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, নীল গাছ ছাড়া ওয়াড প্রভৃতি অল্পাত্ত বৃক্ষ হইতেও এইরূপ রং প্রস্তুত হইত। এই স্থানে তাহাদের বিস্তারিত তালিকা দেওয়া গেল। পূর্বে আল্কাতরা (Coal tar) হইতে নীল রং প্রস্তুত হইত। মাজাজের গেল-নীল, (Nerium Indigo), বোম্বাই ও রাজপুতনার বননীল (হিন্দী স্বর্ণপংক), পারপুরিয়া, (Tephrosia Purpuria) ও হিমালয়ের পার্শ্ব জাতিরা বনবেদী বা পুশী (Marsdenia tinctoria) হইতে রং প্রস্তুত করিত। যবদ্বীপে M. Parviflora এবং চীনদেশীয় মিয়াউ-লিগাউ (Isatis Indigotica) নামক বৃক্ষ হইতেও নীল প্রস্তুত করে। ইহা ব্যতীত Gymnema Tingens এবং কেচাই (Acacia Bugta) ইত্যাদি বৃক্ষজাত পত্রাদি নীল রং প্রদান করিত।

ভারতবর্ষ যবনের হস্তগত হইবার পূর্বে, প্রজাবর্ণ করের পরিবর্তে ফসলের কিয়দংশ জমিদারকে প্রদান করিত। সম্রাট অকবরশাহ্ এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া, নিয়মিত করে বন্দোবস্ত

করেন। অকবরের মৃত্যুর পর এবং ইংরাজগণের অধিকারের পূর্বে, এই কর আদায়ের সময় প্রজার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হইত। মূল জমিদার কোন ব্যক্তির উপর যতদূত সম্ভব, অধিক মূল্য গ্রহণে বন্দোবস্ত করিয়া, কর আদায়ের ভার দিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার তৃতীয়ের নিকট ঐরূপ বন্দোবস্ত করিতেন। এই প্রকারে সামান্য কৃষিকীর্ষিগণের কঠিন পরিশ্রমলব্ধ অর্থ হইতে অনেক অলস ও বিলাসিগণ অসমুদায়ের অর্থোপার্জন করিত। যখন খেতকার রাজপুরুষগণ এদেশের সিংহাসন অধিকার করিলেন; তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, এরূপ করগ্রহণপ্রথার সংস্কার হওয়া আবশ্যক, এবং বাহাতে একেবারে মালিকের নিকট খাজনা পৌছে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এই মর্মে তাঁহারা খাজনা সম্বন্ধে অনেক নতুন আইন বিধান করিলেন।

সিঃ ম্যাকডোনেল বাঙ্গালার নীলচাষ এবং রাইয়তি-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এদেশে তিনপ্রকার নীলচাষের বন্দোবস্ত ছিল; যথা—জিরাট, আসামীবর এবং খুসগী। জিরাটিতে নীলকর স্বয়ং বেতনভোগী কৃষক দ্বারা নীল উৎপন্ন করাইয়া থাকেন। আসামীবর নিয়মে জমি প্রজার দখলে থাকে, প্রজা স্বয়ং ইহাতে নীল জন্মাইয়া জমিদারের নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু জমিদার বিধা প্রতি নির্দিষ্ট কর হইতে কিঞ্চিৎ বেশী দাবী করিতে পারেন না। খুসগী অনুসারে প্রজারা আপন ইচ্ছামত নীল চাষ করে। এ প্রথা অনুসারে প্রজা জমিদারের নিকট কোন হুজুর দাবী বা বাধ্য নহে।

মহুসহিতায় ব্রাহ্মণ কর্তৃক নীলের চাষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নীলের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, এই তৈল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

নীলের রস মৃগী ও স্নায়বিক রোগে ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মা কানীতে ও কত স্থানে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়াকালে নীল অনেক প্রয়োজনে লাগে।

অনেক প্রসিদ্ধ যুরোপীয় ডাক্তার নীলের নানাপ্রকার গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে কএকটি নিয়ে দেওয়া গেল।

দীর্ঘকালস্থায়ী মস্তিষ্করোগে দেশীয় চিকিৎসকেরা নীলরস ব্যবহার করেন। প্রস্রাব বন্ধ হইলে নিম্নপাতার পুন্ড্র প্রয়োগে প্রস্রাব হয়। ইহা খনিজ দ্রব্যজাত বিষনিবারক, অগ্নগণের ক্ষতনাশক, উদরাধান এবং প্রস্রাবের সহকারী। পশুদিগের রোগে এই রঙ অনেক সময় উপকারক। শৈকো বিষ নিবারণের জন্য কোথাও কোথাও নীলের শিকড়ের কাথ দিয়া থাকে। [নীলী ও নীলিকা দেখ।]

২ সম্ভ্রুতি এদেশে একটা নতুন গাছ আসিয়াছে, এদেশীয় সংবাদপত্রে ইহাকে ‘নীল বৃক্ষ’ বলা হইয়াছে। ইহাকে ‘নীল বৃক্ষ’ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহার পত্র নীলবর্ণ। এ গাছের আদি উৎপত্তিস্থান অষ্ট্রেলিয়াদেশ। ইহার নাম ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus)। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে বিলুপ্ত যে বংশভূক্ত, ইহাও সেই বংশসম্বৃত। উদ্ভিদশাস্ত্রে এই বংশকে মার্টাসি (Myrtaceae) বলে। এই নীলবৃক্ষে প্রায় ১৫০ প্রকার ভেদ আছে। এই বৃক্ষ খুব বড় হইয়া থাকে। এমন কি ২০০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত হয়। ইহার গা হইতে এক প্রকার আঠা বা গাঁদ বাহির হয়, তাহাও ময়ষ্যের নানাকার্য্যে লাগে। ইহার পত্র হইতে একপ্রকার তৈল হয়, অনেক পীড়ায় তাহা একটা মহৌষধ।

ইহার পত্র ও পুষ্প দেখিতে অতি সুন্দর। নিজদেশে ইহা অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। পাঁচবৎসরের মধ্যে খুব বড় হয়। ষোলবৎসরে ৬০ হাত উচ্চ হয়, তখন এত মোটা হয় যে, মানুষে আঁকড়াইয়া পায় না। পঞ্চাশবৎসরে ১৫০ হাত উচ্চ হয়। এই সময় গুঁড়ির বেড় ৪০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ষাট সত্তর হাত পর্য্যন্ত গাছটী অতি সরল হইয়া উঠে। এই বৃক্ষদ্বারা নির্মিত তক্তা ও কড়ি দীর্ঘকালস্থায়ী হয় এবং অত্যন্ত কাঠের ছায় ইহাতে পোকা বা খুণ ধরে না। ইহার কাঠ পোড়াইলে যথেষ্ট পটাশ (Pot. sh) বা ক্লার পাওয়া যায়। যে স্থানে ম্যালেরিয়া জরের প্রাদুর্ভাব আছে, সে স্থানে এই নীলবৃক্ষ পুতিলে শুনা যায় যে, দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়। এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন, “জরনাশক বৃক্ষ”। ইহার যে ম্যালেরিয়াবিষ নাশ করিবার বাস্তবিক ক্ষমতা আছে, সে বিষয়ে ডাক্তার বেটলি অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার পত্র চোয়াইলে যে তৈল বাহির হয় তাহা একপ্রকার কপূরের ছায়। ইহা আরক বা টিংচাররূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অজীর্ণ, পক্ষাঘাত ও অন্ত্রের পুরাতন রোগ, সর্দি, কৃমিবাত প্রভৃতি নানারোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার বায়ুনিবারণশক্তিও বিলক্ষণ আছে।

ইতালি ও আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে ম্যালেরিয়া জরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব; তথায় আনকাল লোকে নীলবৃক্ষ রোপণ করিতেছে এবং দেখা গিয়াছে যে ইহাতে ফলও ভাল হইয়াছে। যে স্থানে বারমাস লোকে কম্পজরে কীপিত, যে স্থানে লোকের স্রীহা বহুৎ বাড়িয়া পেট মৃদলের আকার ধারণ করিত, যে স্থানে শিশুদিগের প্রাণরক্ষা হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া

ছিল, আজ এই নীলবৃক্ষের গুণে সে সব স্থানে সুস্থকার সবল বীরপুরুষের জন্ম হইতেছে।

নীল, সূর্য্যবংশীয় রাজা বীরচোলের গুরু। যখন বীরচোল দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তখন নীল তাঁহাকে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে পূর্বপুরুষগণের যদি ইন্দ্রলোক প্রাপ্তির আশা কর, তবে আমার উপদেশ অনুসারে কাৰ্য্য কর। তাহার উপদেশানুযায়ী বীরচোল “পরকেশরী চতুর্দেবীমঙ্গলম্” নামক গ্রাম দান করেন।

নীল, নাগদিগের একজন রাজার নাম। ইনি নীলপুরাণ রচনা করেন। যখন বৌদ্ধগণ নীলপুরাণোক্ত উৎসবাদি বন্ধ করিয়া দেন, তখন নীলাবর্ষণ হইতে আরম্ভ হয়; অনন্তর চন্দ্রদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি করার নীল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভূদায় বর্ষণ নিবারণ করেন এবং স্বীয় পূজা পুনর্দ্বার স্থাপিত করেন।

নীল, আফ্রিকার একটা বৃহৎ নদের নাম (নীলনদ)। ইংরাজীতে ইহাকে নাইল (Nile) বলে। ইজিপ্টের মধ্যে এইটা সর্বাংশে বড় নদী। বহর-উল-অরবিয়াদ্ অর্থাৎ শুভ্র নদী ও বহর-উল-অজরাক্ অর্থাৎ নীল নদী এই উভয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আকাশী ভ্রাতৃগণ আবিসিনিয়ার দক্ষিণে অক্ষা° ৭° ৪২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৩৪° ৩৮' পূঃ ইহার উৎপত্তিস্থান নির্দেশ করেন। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী ভ্রমণকারিগণ বলেন যে, তাঁহারা নীলনদের উপনদী উমাকে নীল নাম দিয়াছিলেন এবং ইহার উৎপত্তিস্থান আরও অনেক দক্ষিণে নির্ণয় করেন। নীলনদ নায়েরাভদ্র হইতে প্রভূত জলরাশি বহন করিয়া নিউবিয়া, হলুফে, চেডী, ডমার, চাকী, ডঙ্গালা, মহস্ ইত্যাদি দেশে উর্ব্বরাশক্তি প্রদান করিতেছে। আশৌরান নামক স্থানে ইহা ইজিপ্টে গিয়া পড়িয়াছে।

এই স্থান হইতে ক্রমান্বয়ে উত্তরদিকে অক্ষা° ২৪° উঃ হইতে বরাবর অক্ষা° ৩০° ১২' উঃ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া দুই শাখার বিস্তৃত হইয়াছে। একটা শাখার উপর রোজেটা নগর, ঐ শাখা আলেক্সান্দ্রিয়া নগরের নিকট দিয়া পশ্চিমদিকে গিয়াছে; অপরটা ইহার কূলে পূর্ববাহিনী, ডেমিএটা নগর। এই প্রত্যেক শাখারই সাতটা পৃথক পৃথক মোহনা আছে। এই নদের উপর মধ্যে মধ্যে ছয়টা জলপ্রপাত আছে, তন্মধ্যে ইজিপ্ট ও নিউবিয়ার সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত প্রাতটী সর্বাংশে প্রধান। ইহার বর্ত্তমান নাম এথ-বিরহী, পুরাকালে ইহা ফিলো (Philo) নামে অভিহিত ছিল।

গ্রীষ্মকালে নীলনদের জল অনেক উচ্চে উঠিয়া থাকে। জুলাইমাসের প্রথমে কারবো নগরে এই জলবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। তথায় রোডস্ বীপের নিকটে ইহার জলবৃদ্ধি মাপিবার নিমিত্ত একটা স্তম্ভ নির্মিত আছে। ইহাকে নীলোমিটার কহে। প্রথম ৬৭ দিন অতি অল্প পরিমাণে জল বাড়িতে থাকে, অন্তরায় হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ জানা যায় না; ইহার অল্প দিন পরেই যথেষ্ট পরিমাণে জল বৃদ্ধি হয় এবং ২০ অথবা ৩০ এ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছিয়া কিছুকাল স্থির ভাবে থাকে; অনন্তর ধীরে ধীরে কমিতে আরম্ভ হয়। এরূপ জলবৃদ্ধির কারণ এই যে, গ্রীষ্ম-ঋতুতে প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হয়, ঐ বৃষ্টির জল নীলনদ দিয়া সমুদ্রমধ্যে আসিয়া পড়ে। নীলনদের যে শাখার উপর রোজটা নগর, তাহার বিস্তৃতি ৬০০ ফিট; যে শাখার ডেমিএটা তাহার বিস্তার ১০০ ফিটের অধিক নহে। নীলনদ ও কারবোখালের বাধের মধ্যে একটা মুগ্ধস্তুম্ভ নির্মিত হয়। জল বর্ষাকালে যতদূর উর্দ্ধে উঠিয় থাকে, ইহার উচ্চতাও ঠিক তত খানি করা হয়। এই স্তম্ভকে অরুল অথবা কুমারী বলে। সাধারণ লোকে ইহা দ্বারা নীলের জল মাপিয়া থাকে। যখন জল প্রবলবেগে খালের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন স্রোতে স্তম্ভটা ভাসিয়া যায়। ইঞ্জিন্টবাসীদের মধ্যে পুরাকালে স্রোতের বেগনিবা-রণার্থ প্রত্যেক বৎসর একটা করিয়া কুমারীবিসর্জনে দেওয়া হইত, শুনা যায়। প্রত্যাহ যে জলবৃদ্ধি হইত, তাহা সহর মধ্যে ঘোষণা করা হইত। যে দিন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিত, তাহার পর আর ঘোষণা করা হইত না এবং নীলোমিটারের শেখ গবর্মেন্টের নিকট হইতে জল বৃদ্ধির প্রত্যেক অঙ্কের জন্য কিছু কর আদায় করিয়া থাকে।

নীলক (জী) নীলমেঘ স্বার্থে কন। ১ কাচলবণ, চলিত কালাছুন। ২ বর্জলৌহ, চলিত বিদ্রী। ৩ অসনবৃক্ষ, চলিত পিমাশাল। ৪ কলায়, মটর। নীলেন বর্ণেন কারতি-কৈ-ক। (পুং) ৫ ভ্রমর।

“যথা মধুকরীং ধায়ন্ নীলকন্তর্যমোভবেৎ।”

(বৃহৎসংহিতা)

● বীজগণিতোক্ত অব্যক্তরাশির সংজ্ঞাভেদ।

“যাবতাবৎ কালকো নীলকোহভোবর্ণো

নীতো লোহিতশ্চৈবগাভ্যঃ।” (বীজগং)

নীলকণা (জী) ককজীরা, কালজীরা।

নীলকণ্ঠ (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ কণ্ঠো বস্ত্র। ১ শিব নীলকণ্ঠ-নাথের কারিণ—

“ত্রৈলোক্যং মোহিতং বস্ত্র গন্ধমায়ায় তদ্বিবম্।

প্রাগ্রসম্ভোজকরকার্ণং ব্রহ্মণো বচনাচ্ছিবঃ।

দধার শুগবান্ কণ্ঠে মম্বমূর্তির্মহেশ্বরঃ।

তদাপ্রভৃতি দেবস্ব নীলকণ্ঠ ইতি শ্রুতঃ॥” (ভারত ১১৮।৪৩-৪৪)

দেবগণ অমৃতোৎপত্তির পরেও সাগরমন্ডনে ক্রান্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ মন্ডন করিতে লাগিলেন, তখন সূর্য অগ্নির দ্বায় ভগ্নমণ্ডল আবৃত করিয়া কালকূট বিধ উৎপন্ন হইল, তাহার গন্ধদ্বাণেই ত্রিলোকস্থিত লোক সকল অচেতন হইয়া পড়িল। তখন ব্রহ্মার অমুরোধে মম্বমূর্তি ভগবান্ মহেশ্বর সেই কালকূট বিধ পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন এবং তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইলেন। (ভারত ১১৮ অঃ)

পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পুরাকালে দেব ও দৈত্যো এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে দেবগণ দিন দিন ক্ষমতাহীন ও সৈন্তহীন হইয়া নিতান্ত স্ত্রীদ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এমন কি অবশেষে তাঁহাদের বড় সাধের স্বর্গরাজ্যও শত্রুদিগের হস্তে পতিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। তখন তাঁহারা শত্রুদমনের উপায় উদ্ভাবন জন্য মেরুপর্বতের উপরিভাগে এক বিরীটসভার অধিবেশন করেন। ঐ সভায় চতুর্ধুখ ব্রহ্মা সভাস্থ দেবগণকে চক্রী বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ করিতে উপদেশ দেন। ব্রহ্মার উপদেশানুসারে দেবগণ কাতর হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু তাঁহাদিগকে দৈত্যহন্ত হইতে রক্ষার উপায় বলিয়া দেন। তিনি প্রথমে তাঁহাদিগকে দৈত্যদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্বক সমুদ্রমন্ডন করিতে বলেন। মন্দরপর্বত উহার মন্ডনদণ্ড ও সপরাঙ্গ বাহুরিক মন্ডনরজ্জ্বরূপে নির্ধারিত হইল। তিনি আরও বলেন, “সমুদ্র মন্ডন দ্বারা যে অমৃত উৎপন্ন হইবে, উহা ভক্ষণ করিয়া, অগ্রে তোমরা অমরত্ব লাভ কর। দৈত্যদেরও তোমাদের সহিত সমুদ্র মন্ডন করা আবশ্যক। কারণ তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্য তোমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক।”

দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর উপদেশক্রমে দৈত্যরাজ বলির নিকট সন্ধির স্তম্ভ উপস্থিত হইলে, বলি, তাঁহার প্রস্তাব অমুমোদন করেন, কিন্তু অমৃতের অংশ চান। ইন্দ্র, অংশ দানে সম্মত হইলে, দেব ও দৈত্য একত্র হইয়া হৃদয়সমুদ্রমন্ডনে প্রবৃত্ত হন।

বিষ্ণুর উপদেশানুসারে হৃদয়সমুদ্রের উপর ঐবদমূলক পাহাড়াছড়া নিক্ষেপ করিয়া, মন্দরপর্বত ও বাহুরিক সাহায্যে দেবদৈত্যে মন্ডন আরম্ভ করেন। কিন্তু অভলম্পর্শ সমুদ্রের উপর মন্দরপর্বত ভাসমান থাকিতে না পারিয়া ক্রমশঃ নিম্ন-

● অমৃতপানের পূর্বে দেবগণ, মন্ডনোর জার, বৃত্তাকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইতেন।

গাঙ্গী হইতে থাকার প্রথমতঃ মন্থনক্রিয়ার অভ্যাস ব্যাঘাত জন্মিল। বিষ্ণু ইহা দেখিয়া ভৎসনাং কুর্নরুপধারণপূর্বক মন্থনপূর্বতক পৃষ্ঠে ধারণ করেন। তৎপরে দেবদৈত্যগণ সানন্দে মন্থনকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

মন্থন করিতে করিতে সমস্ত ঔষধের গাছগুলি, সমুদ্রজলে বা হৃদয়ে মিশ্রিত হইলে, একপ্রকার ভীষণ বিষ* সমুদ্রের উপরে ভাসিয়া উঠে। উহার ভয়ানক গন্ধ ও তেজে বহুসংখ্যক দেব ও দৈত্য মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করেন। এই ব্যাপার দেখিয়া মৃত্যুভয়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালবাসী সকলেই সেই পতিতপাবন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের শরণাগত হন। শরণাগত-পালক আন্তর্য্য প্রাণিগণের ক্লেশ দূর করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সেই ভয়ানক বিষ, অভিলুপ্তসেবা পেরজ্ঞানে পান করিয়া জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। যিনি অনাদি ও অনন্ত, অজর ও অমর, অজর ও অজের এই সামান্য বিষে তাঁহার কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা না থাকিলেও, সেই সর্লৌষধিনিয়ন্তাও এই ভয়ানক বিষের বীৰ্য্যধারণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হন নাই। ঐ ভয়ানক বিষ পরিপক না হওয়ার তিনি অত্যন্ত অন্তর্দাহ অশুভব করিতে থাকেন। অবশেষে উহা উর্দ্ধগামী হইয়া তাঁহার গলদেশ নীলাকারে পরিণত করে। সেই হেতু মহাদেব নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত।

২ ময়ূর।

“যামধ্যান্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ স্নহঃঃ।” (মেঘদূত ৭২)

৩ পীতসার। ৪ দাতাহ। ৫ গ্রাসটক। ৬ খঞ্জরীট।

বিজয়া দশমীর দিন নীলকণ্ঠ (খঞ্জন) দর্শন করিতে হয়।

“কৃতা নীরাঞ্জনং রাজা বলবুদ্ধৌ যথাবলম্।

শোভনং খঞ্জনং পশ্চেৎ জলগো গোষ্ঠসরিধৌ।” (তিথিতত্ত্ব)

রাজা নীরাঞ্জন কার্য্য সমাপন করিয়া গোষ্ঠ সরিধানে তলের উপর থাকিয়া জলগ হইয়া খঞ্জন দর্শন এবং পরে তাহাকে এই মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। মন্ত্র—

“নীলগ্রীব শুভগ্রীব সর্লকামফলপ্রদ।

পৃথিব্যামবতীর্ণোহসি খঞ্জরীট নমোহস্ত তে।”

“ঋং যোগযুক্তো মুনিপুত্রকন্মদৃশ্রুতামেতি শিখোক্ষমেন।

ঋং দৃশ্রুসে প্রৌরুষি নির্গতায় ঋং খঞ্জনান্ধ্যামরো নমস্তে ॥”

(তিথিতত্ত্ব)

যদি অজ, গো, গজ, বাজি বা মহোরগ ইহাতে অবস্থিত হইয়া খঞ্জন দর্শন করা হয়, তবে রাজ্যলাভ ও কুশল হইয়া থাকে। ভষ্ম, অহি, কেশ, নখ, রোম ও ত্বব ইহাতে অবস্থান করিয়া দেখিলে দৃঃখ হইয়া থাকে।

* কোন কোন মতে বাহুরি বুধ হইতে ঐ বিষ বাহির হয়।

“অজেনু গোয়ু গজবাক্সিমহোরগেনু।

রাজাপ্রাঃ কুশলাঃ শুচিনাথলেনু ॥

ভস্মাহিকেশনখরোমত্ববেষু দৃষ্টৌ।

দৃঃখং দদাতি বহলঃ খলু খঞ্জরীটঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

যদি অশুভ খঞ্জন দর্শন হয়, তাহা হইলে দেবতা ও ব্রাহ্মণ-দিগকে পূজা ও দান এবং সর্লৌষধি জলে দান করিতে হয়।

“অশুভং খঞ্জনং দৃষ্টৌ দেবব্রাহ্মণপূজনম্।

দানং কুর্য্যীত কুর্য্যাক্ত স্নানং সর্লৌষধীজলৈঃ ॥”

(তিথিতত্ত্ব, হর্গোৎসবতত্ত্ব)

এই পক্ষীর গলদেশ নীলবর্ণযুক্ত সেই জন্ত ইহাকে নীলকণ্ঠ (Cyanacula Suecica.) বলে।

বঙ্গালাদেশে ইহাদের নাম নীলকণ্ঠ সিদ্ধদেশে হৃষক, হিন্দী হুসেনী-পিচ্চ। পুংক্ষির সমুদ্র গাত্র ও পক্ষের বর্ণ কটা। গলার কণ্ঠভাগ গাঢ় নীল, মধ্যস্থলে পাণ্ডুটিয়া রং। গলদেশের নীলরঞ্জের পর একটা কালদাগ ও তাহার নীচে পাণ্ডুটিয়া রঞ্জের রেখা দৃষ্ট হয়। চক্ষু হইতে নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত একটা দাগ আছে, পেট পাঁজর ও পুচ্ছের তলভাগ জৈবৎ সাদা ও মধ্যভাগ কটা। ঋী-পক্ষীর সমগ্র তলদেশ জৈবৎ সাদা এবং বক্ষস্থল বিস্মৃক কটা রেখাসম্বিত। কোথাও কোথাও পক্ষিবেশের উপরোক্ত রঞ্জের বিভিন্নতা দেখা যায়। ঠোট কাল, চক্ষুর তারার পার্শ্ব কটা, মুখবিবর হরিদ্রাভ, পদদ্বয় অমৃ-জ্বল মাংসবর্ণ। ইহার লম্বা ৫ হইতে ৯, ও লম্বা ২—৩ ইঞ্চ।

শীত ঋতুতে ইহারা সমগ্র ভারত, সিংহলদ্বীপ, দক্ষিণচীন ও উত্তর আফ্রিকার আসিয়া দেখা দেয়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভাব হইলে হিমালয়ের উত্তরে শীতপ্রধানদেশে পলাইয়া যায়।

(ঋী) ৭ মূলক, মূল। (রাজনি) ৮ পীতসালবৃক।

নীলকণ্ঠ, নেপালের অন্তর্গত একটা তীর্থস্থান। কাটমণ্ডু হইতে সেখানে যাইতে প্রায় ৮ দিন লাগে। অক্ষা° ২৮° ২২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৪' পূঃ। পরিব্রাজকগণ জুলাইমাসের শেষ ভাগ হইতে আগষ্টমাসের প্রথম কয়েক দিন মধ্যে এই স্থান ভ্রমণ করিতে গিয়া থাকেন। অগ্রসময়ে তুষার ও বৃষ্টির জন্ত এখানে যাওয়া যায় না। এই স্থানে ৮টা প্রস্তবণ আছে, তন্মধ্যে একটা উচ্চ। সূর্য্যাকুণ্ড ইহার ১ মাইল দূরে অবস্থিত এবং এই কুণ্ডের ঠিক পরেই উচ্চ গৌশাইস্থান নামক গিরিশৃঙ্গ উর্দ্ধদিকে গগনভেদ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এই পাহাড়ের পূর্বদিক হইতে কোশিকী নদীর একটা শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। এখানকার লোক সাধারণতঃ অর্কুদ্রোগাক্রান্ত হয়। কল্পপুরাণে হিমবৎশেও নীলকণ্ঠমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

নীলকণ্ঠ, ১ একজন পণ্ডিত। ইনি জ্ঞানীচরিতের একখানি টীকা

৩ ভূমিকা লিখেন। ইহার পিতার নাম ভট্টগোপাল এবং পুত্রের নাম ভবভূতি। ২ অশোচনশতকরচরিত। ৩ আশ্বলায়নপ্রোত-স্বত্রের একজন টিপ্পনীকারক। ৪ কুণ্ডমগুণবিধানরচয়িতা। ৫ কৃষ্ণপূজাপ্রয়োগরচয়িতা। ৬ কোকিলাদেবীমাহাত্ম্যসংগ্রহ-প্রণেতা। ৭ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি গান্ধারীটীকা রচনা করেন। কথিত আছে, পদ্মলক্ষীকোড় ইহার রচিত। ৮ চিমনিচরিত্র নামক সংস্কৃত চরিত্রপ্রণেতা। ৯ একজন দারভাগের টীকারকার। ১০ নারায়ণগীতারচয়িতা। ১১ প্রকৃতিবিহারকারিকাসম্বলনকারী। ১২ বালার্কণ্ডতি-রচয়িতা। ১৩ বিবাহসৌখ্যবর্ণনাপ্রণেতা। ১৪ বৈরাগ্যশতক নামক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ১৫ শঙ্করমন্ডার-সৌরভরচয়িতা। ১৬ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি শব্দ-শোভা নামক একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১৭ শ্রীচ-বিবেকের এক টীকারকার। ১৮ একজন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক। ইনি সৌরপৌরাণিকমতসমর্থন নামক অতি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন। ১৯ শ্রীরাধাভাবাকার। ২০ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। ইহার পিতার নাম অনন্ত এবং পিতামহের নাম চিত্তামণি। ইনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই-গুলিই প্রধান—গৃহপ্রবেশপ্রকরণটীকা, গোচরপ্রকরণ-টীকা, গ্রহকোভুক, গ্রহলাঘব, জৈমিনিস্থরটীকা, স্রবোদিনি, জ্যোতিষকোমুদী, টোড়রাজ, তাজিক, তিথিরত্নমালা, দৈবজ-বল্লভ, প্রগ্রকোমুদী, প্রগ্নতত্ত্ব, মকরন্দ, মুহূর্ত্তচিহ্নাংশটীকা, বর্ষ-তত্ত্ব, বর্ষফল, বিবাহপ্রকরণটীকা, সংজাততত্ত্ব, সারগীকোষ্টক। ২১ রামভট্টের পুত্র। ইনি কাশিকাতিলক প্রণয়ন করেন। ২২ কুণ্ডোক্ষোত্তরচরিত্র, ইহার পিতার নাম শঙ্করভট্ট। ২৩ মহাভারত ও দেবীভাগবতের একজন বিখ্যাত টীকারকার। দার্শন্যগোষ্ঠে ইহার জন্মস্থান। পিতার নাম রত্ননাথ দেশিক ও মাতার নাম লক্ষ্মী, গুরুর নাম কাশীনাথ ও শ্রীধর। ইনি শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত। রত্নজীর উৎসাহে ইনি দেবীভাগবতের টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হন।

নীলকণ্ঠক (পং) চটকপক্ষী, চড়াইপাখী।

নীলকণ্ঠ ত্রিপাঠী, একজন বিখ্যাত হিন্দী কবি। খৃস্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে কাণপুর জেলার জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইহার পিতা প্রাত্যহ এক মন্দিরের দেবীমূর্ত্তি দর্শন ও পূজা করিতেন। দেবী তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া একদিন তাঁহাকে দেখা দেন ও ৪টা মধুঘোষ গন্তক দেখাইয়া, উহার তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। সময়ে তিনি এই ৪টা পুত্র লাভ করেন,—চিত্তামণি, ভূষণ, যতিরাম, ঙ্টাপঙ্কর বা নীলকণ্ঠ। শেষোক্ত ব্যক্তি একটা পুণ্যস্থানের আশীর্বাদে কবি হন।

নীলকণ্ঠদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি খ্যাতনামা অঙ্গরদীক্ষিতের সহোদর আত্মা। দীক্ষিতের পৌত্র ও নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র। ইনি আনন্দসাগর স্তব, নীলকণ্ঠবিজয়চম্পু, শিবতন্ত্ররহস্য, চিত্রমীমাংসা অলঙ্কার, কৃতাবধবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

নীলকণ্ঠভট্ট, একজন বিখ্যাত দার্শনিক, ইনি ব্যবহারমুখ্যনামক নিবন্ধ রচনা করেন, এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্রের আইন বলিয়া গণ্য।

২ আর একজন দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি শুদ্ধিনির্ণয়নামক গ্রন্থ রচনা করেন। অযোধ্যার ইহার জন্মস্থান। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জীবনীলা সঞ্চরণ করেন।

৩ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইহার পিতার নাম রামভট্ট, কোড়িনাগোত্রে পাণেকাবংশে ইহার জন্ম। ইনি তর্কসংগ্রহ-দীপিকা প্রকাশ রচনা করেন।

নীলকণ্ঠমিশ্র ১ পর্যায়ার্ণব নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

২ একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি, ১৬০০ খৃষ্টাব্দে দোমরাবে বড়বাঁকি জেলার অন্তর্গত হোলাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

নীলকণ্ঠযতীন্দ্র, যতীন্দ্রপ্রবোধিনি নামক ধর্মনিবন্ধকার।

নীলকণ্ঠরস (পং) রসসঙ্গারসংগ্রাহক ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, চিতা, পদ্মকাষ্ঠ, দারুচিনি, রেণুকা, মুতা, চিত্রক, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলমূল, এলাচ, নাগকেশর, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও তাম্র সমভাগ এবং সমুদয়ের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় একত্র করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, খাস, প্রসেহ, বিষমজ্বর, হিকা, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ, মূচগর্ভ ও বাতরোগ প্রভৃতি অল্পপান বিশেষের সহিত সেবন করিলে ভাল হয়। এই ঔষধ ব্রহ্মা কর্তৃক আবিষ্কৃত। ইহা ভিন্ন মহানীলকণ্ঠরস নামে আর একটা ঔষধ আছে।

মহানীলকণ্ঠরস প্রস্তুতপ্রণালী—তিমিপিপ্তে ভাবিত মীনা

১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দুর, ১৬ তোলা, অন্ন ২৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারী, ব্রাহ্মীশাক, নিসিন্দা, শঠী, মুক্তিরী, শতমূলী, গুড়ুচী, তর্লমাখনা, তালমূলী, বৃন্দারক ও চিতা ইহাদের ভাবনা দিয়া ত্রিকণা, ত্রিকটু, মুতা, চিতা, এবাইচ, লবঙ্গ, জাতিফল, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, মিশ্রিত করিয়া ২ রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতরোগ, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ ও অল্প সকল রোগ প্রশমিত ও শতকামিনীরমণে শক্তি হয়। ইহাতে ধুবেষ্ট আহারকমতা, কন্দর্প সৃশ্ব রূপ, যোধারী, বলবান, প্রোজ, জীমের জায় বিক্রম ও চেষ্টাবান হয়। এই ঔষধসেবনে বদ্ধা

সারীরও লক্ষ্যন হয়। এই ঔষধ সেবনাবধি ২১ দিন বৈধন নিবিধ। (রসেশ্বরসারসংগ্রহ)

নীলকণ্ঠলিঙ্গায়ত, একশ্রেণীর তত্ত্বাব। বিজাপুর জেলায় অনেক নগর ও গ্রামে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিঙ্গায়তের দুইভাগে বিভক্ত বিলেজাদর এবং পড়সলু লিঙ্গায়ত। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরে বিবাহ ও আহারপ্রথা প্রচলিত নাই। শেখোক্ত সম্প্রদায়কে প্রথম শ্রেণী পতিত ভাবে, হুতরাং তাহাদের সহিত আহার করিতেও অস্বীকার করে। লিঙ্গায়তদিগের ৬৩টি উপাধি আছে। একই উপাধি-বিশিষ্ট জীপুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না। নিম্নত গৃহে থাকিয়া চরকা কাটিতে কাটিতে ইহারা নির্বীৰ্য ও পাণ্ডুর হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা নাতিহীন, নাতিদীর্ঘ ও হুল। রং কটাশে, সর্সাদাই যেন বিমর্ষ, চক্ষু কোটরগত এবং নাসিকা চোপটা ও লম্বা। জীলোকেরা গৃহের বাহির হইয়া সমস্ত কার্য করে, ইহাদিগকে পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক বলবানু দেখায়। অজ্ঞাত দেশীয় লিঙ্গায়তদিগের দ্বারা ইহারা আপনাদের মধ্যে অবিভক্ত কণাভীভাষা ব্যবহার করে। ইহারা সাধারণ মেটেঘরে বাস করে, কদাচিৎ কাহাকেও একতলা ঘরে থাকিতে দেখা যায়। ডাল, কঁচি, শাক, সবুজি ও চাটনি প্রভৃতিই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা সানন্দে পলাশু রত্নাদি ভক্ষণ করে, কিন্তু মাংসভোজন করে না। বিবাহের ঘটকালী, বিবাহ, দ্বিতীয় বিবাহ এবং মানসিক পুজা দিব্যার দিন ইহারা আত্মীয় স্বজনদের ভোজ দেয়।

পুরুষেরা প্রোতাহ এবং জীলোকেরা সোম ও বৃহস্পতিবারে স্নান করে। ইহারা ধূমপান ও তামাক ব্যতীত অল্প কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না।

এই লিঙ্গায়তেরা দাড়ী রাখে না ও মস্তক মুণ্ডন করে, কিন্তু গোঁফ কাটে না। টুপি, চাদর, পিরান, ফতুয়া এবং জুতা পরিয়া থাকে। ইহাদের পুরুষেরাও কেহ কেহ ইয়ারিং ও অজ্ঞাত নানাবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করে। জীলোকেরা চুলের বেশী অথবা খোপা ধারণ করে। মেয়েরা বরহা হইবার পূর্বে পর্যন্ত চুলে জুল পরে। জীলোকের মধ্যে আঙ্গরাখার প্রচলন অধিক। সাধারণতঃ তাহারা মহারাষ্ট্র-দিগের পরিচ্ছদ ধারণ করে, জীলোকদিগের অল্পত গহনার মধ্যে (কাণের) সুমুকি, বশ্টি, (নাকের) নক্ত, (পসার) মল্লমুহুর, ইনিগিতিক, বজ্জতিক, (কাঁকালের কোদরপাটা) প্রধান। শেখোক্ত গহনা অল্পবয়স পর্যন্ত ব্যবহার্য। [লিঙ্গায়ত-শব্দে অল্প বিবরণ উঠে।]

নীলকণ্ঠশিকা (জী) ময়ূরশিকা। (জাবগকাণ)

নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য, ব্রাহ্মণমীমাংসাক্ষারচরিতা।

নীলকণ্ঠাক (জী) নীলকণ্ঠঃ মহাদেবভক্তপ্রিয়ঃ অকোঃ সপ-মালা যজ। ১ কৃত্যাক। (রাজনি°) নীলকণ্ঠঃ খণ্ডনভক্ত বাকি-নীল অকিণী বক্ত, সমাসে বহু সমাসান্তঃ। (জি) ২ খণ্ডনভুক্ত অকিণুক্ত। জিহাং জাতিবাৎ জীপু।

নীলকন্দ (পুং) নীলঃ কন্দঃ মূলং যন্ত। মহিবকন্দেদ। পর্যায়—সর্পাক, বনবাসী, বিবকন্দ, মহিবীকন্দ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফবাতায়র ও মুখজাড্যানশক, দৃঢ়িকর, সিতের ক্ষাস্তিকর। (রাজনি°) ২ নীলবর্ণ মূল।

নীলকমল (জী) নীলঃ কমলঃ পদ্মম্। পর্যায়—উৎপল, নীল-পদ্ম, নীলপদ্ম, নীলাজ। ইহার গুণ—শীতল, বায়ু, জ্বগলি, শিত-নাশক, দৃঢ়িকর, শ্রেষ্ঠ রসায়ণ, দেহদার্যাকর এবং কেশহিত-কারক। (রাজনি°)। [উৎপল দেখ।] ২ নীলবর্ণ জল।

নীলকর, যে নীল প্রস্তুত করে। নীলকরের অভ্যাসের সম্বন্ধে ছই একটি কথা বলা হইয়াছে। [নীল দেখ।] এখন এ বিষয়ের একটু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। ক্রমশঃ নীলকরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নীলকর সাহেবগণ নীলপাত উৎপাদনের জন্য নিজ আবাদ ও রাইয়তী আবাদ এই দুই প্রণালী অবলম্বন করেন। যে ভূমি নিজ আবাদে থাকিত, তাহার কতকাংশ ভূত্ব দ্বারা আবাদ করাইতেন ও কতকাংশ রাইয়ত দ্বারা আবাদ করিয়া লইতেন। রাইয়তী আবাদের বিবরণ এই যে প্রত্যেক রাইয়ত যে পরিমাণ ভূমি আবাদ করিবে, তাহাকে নীলকরেরা কিছু টাকা অগ্রে দান করিতেন, এবং তাহার নিকট এক অঙ্গীকারপত্র লেখাইয়া লইতেন যে, “এত পরিমাণ জমিতে নীল উৎপন্ন করিয়া দিব বলিয়া এত টাকা অগ্রিম লইতেছি। যদি দুইভিসন্ধিপূর্বক অগ্ৰথা করি, তবে আপনাদের যে ক্ষতি হইবে, তাহা আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ পূরণ করিতে বাধ্য।” এক বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত এই অঙ্গীকার পালনের নিয়ম হইত। রাইয়তকে প্রতি বিঘায় ছই টাকা করিয়া দান দেওয়া হইত। রাইয়তের যে ভূমি উৎপন্ন ও উত্তমরূপে করিত হইত, তাহাই কুঠীর ভূত্বেরা নীল-বপনের জন্য চিকিত করিয়া নিত।

যে পরিমাণ দান রাইয়তের অঙ্গীকারপত্রে লিখিত হইত, নীলকরগণ তাহা সম্পূর্ণরূপে দিতেন না। বাহা দিতেন, তাহারও কিয়দংশ আবাদ এদেশীয় ভূত্বেরা গ্রাস করিতেন। প্রারম্ভে অধ্যাপিক বোঝ নীলকর সাহেবদিগের কর্মে নিযুক্ত হইত। তাহারা, প্রকৃত প্রিয়পাত্র হইবার জন্য ও তাহার ইচ্ছা-সাধনের জন্য কোন গতি কর্ম করিতে, হুজি হইত না।

রাইয়তগণ আপন ইচ্ছানুসারে কোন কসল জমাইতে পারিত না। বখন অল্প কসল জমাইলে বিশেষ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা, তখন বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে নীল বুনিতে হইত। একে প্রতিবৎসর নীলপাতা উত্তমরূপে উৎপন্ন হইত না, তাহার উপর আবার রাইয়তেরা তাহার সমুচিত মূল্যও পাইত না, অতরাং তাহার প্রায় কখনই দাননের দায় হইতে বিমুক্ত হইতে পারিত না। একবার দানন লইলে তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ঐ দানন পরি-শোধিত হইত না। দাননজালে পতিত না হইবার জন্ত কেহ চেষ্টা করিলে তাহার জাতি, মান, ধন ও প্রাণ সকলই যাইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিত। পল্লীগ্রামস্থ সকলকেই ঐ দানন লইতে হইত। যাহাদের নিজের লাঙ্গল গোরু না থাকিত, তাহাদিগকে অপর লোক দ্বারা ভূমি আবাদ করাইয়া নীলপাতা উৎপন্ন করিয়া দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত নীলকরের নিজ আবাদী জমিতে যে নীল উৎপন্ন হইত, তাহার কোন কার্খার আবশ্যক হইলে প্রজাদিগকে সামান্য বেতনে সে সমস্ত কার্খা করাইয়া লওয়া হইত। আরও কুঠীর ব্যবহারের জন্ত তাহাদিগকে বাঁস খড় প্রভৃতি বিনা মূল্যে দিতে হইত।

নব্বীণ ও যশোর জেলায় নীলকরের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। নীলকর সাহেবদিগের দেওয়ান নায়েব গোমস্তা তাকিদগীর প্রভৃতি এদেশীয় ভৃত্যেরা, প্রভুর অভীষ্ট-সিদ্ধি-করণান্তর, আপনাদের ইষ্টসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া রাইয়ত-দিগের প্রায় সর্বস্ব হরণ করিতেন। যে সমস্ত নীলপাতা কুঠীতে আনীত হইত, কর্মচারিগণ কিঞ্চিৎ না পাইলে, তাহা যথোচিত রূপে মাপ করিয়া লইতেন না। নীলপাতার হিসাব করিবার সময় আবার কিছু হস্তগত না হইলে যথার্থ হিসাব করিতেন না। রাইয়তেরা তাহাদিগকে আপন আপন ক্ষেত্র অথবা গৃহজাত কোন দ্রব্যের অংশ না দিলে তাহাদের যন্ত্রণা ও ক্রতির সীমা থাকিত না। নীলকর সাহেবেরা এ সকল বিষয় জানিয়াও জানিতেন না এবং শুনিয়াও শুনিতেন না। নরহত্যা, গোহত্যা, গৃহদাহ, বাটীভঙ্গ ইত্যাদি যে কিছু কার্খার প্রয়োজন হইত, ইহার তাহা অসঙ্কচিতচিত্তে সম্পাদন করিতেন।

পূর্বে নীলকর সাহেবগণ যে প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করিত, তাহা কাহারও অবদিত নাই। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে, লর্ড সাহেবের বক্তৃতায় এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জলজলিখনে তাহার প্রকৃষ্ট চিত্র প্রতিফলিত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই মে তারিখে যশোর জেলার নীলকর সাহেবেরা নাম স্বাক্ষর করিয়া গবর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক বাহাদুরের সরকারে আবেদনপত্র পাঠান, তাহা পাঠ করিলে বড়ই তাহাদের অত্যাচারের কথা প্রকাশ পায়।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গবর্নেন্ট যে আইন জারি করেন, তাহার প্রভাব বর্ধকর্য্য এই আবেদনের উদ্দেশ্য। সেই জন্ত তাহারা দর-খাস্ত মধ্যে একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে 'ঐ আইন দ্বারা রাইয়তের পক্ষে বিশেষ সঙ্গল হইয়াছে। নীলকর সাহেবেরা প্রজাদিগের অত্যাচার কর্ষে কোনরূপ প্রতিকারের উপায় না দেখিয়া নিজে জোর করিয়া তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতেন, এই আইন দ্বারা সেইরূপ শাসন হইতে প্রজাগণ যে এককালে বিমুক্ত হইল এবং ইহাতে যে সুফল ফলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' পরে লিখিয়াছেন, 'এই আইনের বলে, এতদেন্দীয় কুঠির সম্বাদিকারী অথবা স্থানীয় জুট জমিদার, তালুকদার বা মণ্ডল (মোড়ল) এবং সাধারণের উত্তেজনার উত্তেজিত হইয়া রাইয়তগণ সম্ভাব্যতাই অবাদ্যতার কর্ষ ও দাঙ্গা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।—পক্ষান্তরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আইনের ৫ ধারা-মতে যশোর জেলার দেওয়ানী আদালতে যত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, যশোর জেলায় নীলের কৃষি যথার্থরূপেই নির্লব্ধ হইতেছে। কিন্তু ৫ আইন জারি হওয়া অবধি প্রজাগণ আমাদের একরার মুক্ত হইবার জন্ত দরখাস্ত করিতেছে।' ইহার পরেই আবার তাহারা লিখিতেছেন, '১৮৩০ সালে কোন মোকদ্দমা হয় নাই। পরবর্তী ১৮৩১ সালে ৫৮ আটা-মটী,—৩২ সালে তেত্রিশটি এবং—৩৩ সালের জাহুরারী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে তেইশটি মোকদ্দমা রুজু হইয়াছিল।' ইহাতে সহজেই অনুমান হয় যে ক্রমশঃই এইরূপ অত্যাচারের সংখ্যা বাড়িতেছিল। আদালতে নালিশ না হইলেই যে অত্যাচার চরম সীমায় উঠে না, একথা ঠিক নহে। অতি কষ্টে প্রসিদ্ধিত হইয়াই দরিদ্র কৃষক বিচারপতির আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইত।

ইহার পর তাহারা গায়ের ঝাল ঝাড়িবার জন্ত জেলদের নদী মধ্যে বাঁশ ও বৃক্ষের ডাল বা জঙ্গলি নল দ্বারা স্রোত-অব-রুদ্ধ করণরূপ অবৈধ কার্খাদি রাজসমীপে উপস্থিত করেন এবং ইজামতী, মাতাভাঙ্গা, চুর্ণি, জলদী প্রভৃতি নদী মুক্তকরণার্থ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে যে আইন হয়, তাহা যশোর জেলাস্থ চিত্রা ও অপরপার গমনাগমনোপযোগী নদীর উপর যাহাতে চলিত হয়, তাহার প্রার্থনা করেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম আবেদনপত্র যায়, তখন লর্ড বেন্টিক বাহাদুর ইহার বখার্বতা নিরূপণ করিবার জন্ত 'সকলকে আহ্বান করেন। পরে আইন পাশ হইবার পর তাহারা বর্তমান আবেদনের আবশ্যকতা বিবেচনার এই উত্তর দিয়া ছিলেন যে, 'নীলের মূল্য নূন হওয়ার যশোরের মজুরদিগের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। নীলপ্রস্তুত কার্খা অনেক ব্যয় হয়,

জতরা আমরা পূর্বকার মত আর তাহাদের উপকার করিতে পারি না এবং ইতিপূর্বে তাহাদিগকে যে টাকা কর্ষ দিরাছি, তাহার আদায়ের জন্ত দাওয়া করিতে হইতেছে।' ইহাই যে নীলকরদিগের দাদনের টাকা তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এই টাকা আদায়ের অভ্যাচারে কত শত দরিদ্র প্রজা যে সর্বস্বান্ত হইয়াছে, কত লোকের যে গৃহানি ভগ্নীভূত করা হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

(সমাচারদর্শন ১৮৩৩, ৬ই জুলাই।)

দাদনগ্রাহীকে নীলকরের বর্ণীভূত রাখিবার নিমিত্ত বহুবিধ আইন বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু দাদনগ্রহণকারিগণের কঠিনিবারণ জন্ত প্রায় কোন বিধিই বিধিবদ্ধ হইল না। গবর্নমেন্টের নিষেধ ছিল যে, রুটনবানীরা এ দেশে ভূসম্পত্তি করিতে পারিবে না, তথাপি তাহারা রাইয়তবশীকরণের জন্ত জমিদারের নিকট অনেক গ্রাম তাঁহাদের এদেশীয় ভৃত্যদিগের নামে ইজারা লইতেন। দেশীয় জমিদারগণ তাঁহাদের বাসনা পূরণ করিতে পরায়ুগ হইলে, ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত এবং চূর্ণল জমিদার পাইলে তাহাকে অবসর করিয়া ফেলিতেন। সময় সময় সাহেবদের কর্ষচারিগণ যথাযোগ্য রাজদণ্ড পাইতেন, তথাপি তৎকালীন দণ্ডবিধি আইনানুসারে ইংরাজেরা জেলা আদালতের বিচার্যধীন না থাকাতে তাঁহাদের কোন শারীরিক দণ্ড হইত না বলিয়া তাঁহারা আপনাদের অতীত সাধনে নিঃশঙ্কচিত্তে অটল থাকিতেন। এইরূপ অনেক প্রজা নিপীড়িত হইয়া বাসস্থান পরিভ্রাণ করিল, অনেকে তাহাদের পদানত হইয়া রহিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহ হইলে অনেক নীলকর সাহেব গবর্নমেন্ট কর্তৃক এসিষ্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলে রাইয়তদিগের ক্রেশ আরও বৃদ্ধি হইল।

ছড়াগা রাইয়তদিগের ক্রেশ নিবারণ জন্ত, দেশস্থ একজন সফল মিশনারি বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের হিংস্রমোচন হইল না। নীলকর সাহেবেরা ও ইংরাজ রাজপুরুষেরা এক দেশবাসী, এক জাতীয়, একধর্মাবলম্বী এবং পরস্পর আহার ব্যবহার, আশ্রয়তা ও আদান প্রদান থাকিতে, আর রাজপুরুষের মধ্যে কেহ কেহ নীলকরের সাহায্য করিতে, এ প্রদেশস্থ সাধারণ লোকের মনে এই পুঙ্খমাত্র জন্মে যে, নীলব্যবসায় গবর্নমেন্টের বিশেষ স্বার্থ আছে, অতএব আমাদের বতই হিংস্র হউক না, গবর্নমেন্ট কখনই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অগ্রহণ করিবে না। কালক্রমে মকঃমেলের অনেক লোক সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন এবং জেলার নানা বিভাগে এদেশীয় সুবিজ্ঞ

ডেপুটীকালেক্টর ও পুলিশের কার্যে শিক্ষিত ও ধর্মভীরু দারোগা সকল নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ইহার গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় প্রজাবর্ণকে বুঝাইতে পারিলে, তাহাদের ক্ষমতা হইতে অমূলক সংস্কার ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে জেলা বায়াসতের তলানীতন ম্যাজিস্ট্রেট অনবরৎ আসলি ইউনসাহেব, ঐ জেলার নীলকর ও রাইয়তদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, এক পরওয়ানা জারি করেন যে, জমিতে ফসল বপন করা প্রজার ইচ্ছা, ইহাতে কেহ কোন প্রকার বিঘ্ন জন্মাইলে তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। পূর্বে রাইয়তদিগের চিন্তাক্ষেত্রে আশা ভরসার যে অল্প হইয়াছিল, তাহা এই পরওয়ানা দ্বারা একেবারে বাড়িয়া উঠিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সমস্ত রাইয়ত একত্র হইয়া ধর্মঘট করিল যে, প্রাণান্তেও নীল আর বপন করিবে না। অতিনীচই নীলকর ও প্রজাবর্ণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। সেই সময় উদারচেতা কল্লণক্ষয় জে পি গ্রাট সাহেব বঙ্গরাজ্যের লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর ছিলেন। নীলকরের আশুকঠনিবারণ, নীল কার্যের প্রচলিত প্রণালীর তথ্যসন্ধান, এবং এই কার্যের কোন নির্দেশপ্রণালী নির্ধারণ নিমিত্ত ১৮৬০ খৃঃ অব্দের ১১শ বিধি প্রকাশ করিলেন। প্রথমোক্ত বিষয়নিষ্পাদনের জন্ত ম্যাজিস্ট্রেটেরা যত্ন করিতে লাগিলেন এবং শেষোক্ত কার্যায় সম্পাদনার্থ পাঁচজন কমিশনার* নিযুক্ত হইলেন। কমিশনারগণ বিশেষ অহমসন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে চারিজন নীলকার্য-প্রণালীর বহুবিধ দোষ কীর্তন করিয়া গবর্নমেন্টের নিকট বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলেন। ইহাতে নীলকর সাহেবেরা পূর্বমত বলপ্রয়োগে অশক্ত হইয়া বহুতর চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে লাগিলেন। যদিও এই মোকদ্দমায় অনেক রাইয়তের সর্বস্বান্ত হইয়া গেল, তথাপি তাহাদের প্রতিজ্ঞা অটলই রহিল। কেহ আর নীলের চাষে অগ্রসর হইল না। অচিরে নীলকরের সৌভাগ্যস্বার্থ অন্তমিত হইল। অনেকের কুঠী ও ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল। এখন যে সমস্ত নীলকর সাহেব আছেন, তাঁহাদের আর পূর্ব মত প্রভাব নাই।

নীলকাথক (পুং) মহারাজহৃত কল, ভাল আম।

নীলকান্ত, বনামখাত পক্ষি-বিশেষ (Urocissa Occipitalis) মুসোরি পাহাড়ে নীলকান্ত এবং সিঙ্গা পর্বতে দিগদল নামে পরিচিত। ইহাদের মস্তক, ষাড় ও বুক কাল, ষাড়ের নিম্নে সাদা, চুড়ার কতকাংশ সাদা, পুচ্ছ নীল ও অগ্রভাগ সাদা লাগনুক্ত, পাখনা কটা। ইহাদের কর্ণদেশও নীল আভাযুক্ত।

* W. S. Setonkar, President, R. Temple, W. F. Ferguson, Rev. J. Sale, Baboo Chandra Nath Chatterji,

ইহাদের ষ্টোট ও পদ্যর লাল, চকু পাটল অথচ কটা, কিন্তু
বুড় পক্ষীর লাল। চক্কর পদ্যর কটাশে লাল ও ধাং পাওটে।

ইহারা লম্বে প্রায় ২৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হইয়া থাকে। পুচ্ছ
প্রায় ১২ ইঞ্চি, ডানা ৮ ইঞ্চি। বৃথবিবর হইতে ষ্টোট ১৮
ইঞ্চি লম্বা হয়।

হিমালয় পর্বতে শতরূপ উপভাষ্য হইতে মেপাল পর্যন্ত,
আসামের নাগাপাহাড়, শ্রাম, ব্রহ্মদেশ, আরাকান, ভামো ও
তেনাসেরিম এবং পূর্ববঙ্গের পার্শ্বপ্রদেশে এই জাতীয় বহু
পক্ষী দেখা যায়।

ইহারা প্রায় তিনটি হইতে ছয়টি পর্যন্ত একত্র বিহার
করে। মার্চ হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত ইহারা ডিম পাড়ে ও
শাবক উৎপাদন করে। বৃক্ষাদির উচ্চ কিংবা নিম্নভালে ইহারা
ডাল পালা দিয়া নীড় রচনা করে এবং তন্মধ্যস্থ গর্তে ওটি
হইতে ওটি পর্যন্ত অণু প্রসব করিয়া থাকে।

কেহ কেহ এই পক্ষীকে নীলকর্ক মনে করে। কিন্তু নীলকর্ক ও
নীলকান্ত দুই স্বতন্ত্র পক্ষী। ২ বিজু. ও মণিভেদ। [নীলা দেখ।]

নীলকান্ত শাহ, মধ্যভারতের নাগপুর বিভাগস্থ চম্বাপুর জেলার
গোড় রাজ্যদিগের শেষ রাজা। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বিখ্যাস-
হাতক ছিলেন, এজন্য সমস্ত প্রজা তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত।
১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোন্সে চান্দা আক্রমণ করিলে কেহই
নীলকান্তের পক্ষে অস্ত্রধারণ করে নাই, সুতরাং রঘুজী বিনা
রক্তপাতে ঐ জেলার অধীশ্বর হন। কিন্তু দুই বৎসর পর্যন্ত
তিনি উক্ত স্থানের আংশিক আর লইয়া রাজ্য্য হস্তক্ষেপ করেন
নাই। অবশেষে নীলকর্কশাহকে বন্দী করিয়া সমগ্র স্থান নিজ
অধিকারভুক্ত করেন। এই সময় হইতে চান্দা ভোন্সে রাজ্য
মধ্যে পরিগণিত হয়।

নীলকায়িক (ত্রি) ১ নীলশরীরবিশিষ্ট। (পুং) ২ বোদ্ধ-
দেবতাভেদ।

নীলকুচী, নীলপ্রস্রুতের কারখানা।

নীলকুস্তলা (স্ত্রী) নীলা নীলবর্ণাঃ কুস্তলা যন্ত্রাঃ। পার্শ্বতীর
সম্বিভেদ। "সখী রত্নমুখী নাম অগাধবৎ শুচিস্থিতা।

তাং বিবার্ধপরা প্রাহ সখী স্য নীলকুস্তলা।"

(বৃহৎসংস্কৃত ৩৪)

নীলকুরটক (পুং) নীলকিটী, নীলকুল, কুলকিটী।

নীলকুস্তমা (স্ত্রী) নীলবর্ণাঃ কুস্তমা। (রাজনি)

নীলকেশী (স্ত্রী) নীলিকাশ্বক, নীলগাছ।

নীলক্রান্তা (স্ত্রী) নীলেন নীলবর্ণেন ক্রান্তা। বিজ্ঞক্রান্তা,
কল্পগ্রন্থবিজ্ঞ। (রাজনি)

নীলকোঁক (পুং) নীলঃ কোঁকঃ। নীলবক, কালবক, চলিত

কোঁকবক। পক্ষীর—নীলান, দীর্ঘশ্রীব, অতিজাগর। (শব্দরং)
স্ত্রিয়াঃ আভিষাৎ ত্রীপ্।

নীলখিয়াং, (নীলখিয়াং শব্দের প্রকৃত অর্থ নীলকর্ক)
নেপালের মধ্যবর্তী একটা হ্রদ। ইহার নাম নীলখিয়াং
হ্রদ বা গোসাইকুণ্ড। কথিত আছে, দেবগণ যখন অমৃতের
আশায় সমুদ্র মন্থন করেন, তখন তাহা হইতে বিষ উঠিয়াছিল।
মহাদেব ঐ বিষ পান করিয়া বহুপায় অধীর হইয়া পড়িলেন।
অনন্তর কোন ক্রমে ছর্গার মন্ত্রবলে সজীবিত হন, কিন্তু যন্ত্রণা
হইতে নিম্ভুতি পান নাই। পরে জালা নিবারণ নিমিত্ত নিম্ভুত
তুষারাচ্ছাদিত স্থানে ত্রিশূলের আঘাত করায় তিনটি স্রোত
বহির্গত হয়। এই তিনটি স্রোত মিলিত হইয়া একটা হ্রদ প্রস্তুত
করে। ইহারই নাম নীলখিয়াং। স্বন্দপুরাণে হিমবৎশ্রেণী
এই নীলকর্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

নীলগঙ্গা (স্ত্রী) ননীভেদ। (শিবপুং)

নীলগঙ্গা, ১ পূর্বীয়া জেলার অন্তর্গত ধর্মপুত্র ও হাবেলি পরগণার
মধ্যস্থ একটা স্থান। এখানে একটা নীলকুঠি আছে।

২ যশোরের অন্তর্গত চাঁচড়া হইতে এককোশ অন্তরে,
ভৈরবনদীতীরে অবস্থিত।

নীলগণেশ (পুং) নীলা গণেশঃ। নীলবর্ণ গণেশ।

"কর্ণিকার্য্য চতুর্দিক্ প্রথমং পূজয়েদিমান্।

গণাদিপং গণেশানং তৃতীয়ং গণনায়কম্ ॥

গণকীড়ং পীতগোররক্তনীলকচঃ ক্রমাৎ ॥" (শারদাতি ১৩ পৃঃ)

নীলগর্ভ (ত্রি) নীলঃ গর্ভে যন্ত। নীলমধ্য, যাহার মধ্যদেশ নীলবর্ণ।

নীলগাই, মৃগজাতীয় জন্তুবিশেষ। সচরাচর নীলগাই নামে
পরিচিত। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বুবাৎসর্গ যজ্ঞে নীলবৃষ নামক
কোন জন্তুর উৎসর্গ হইত এবং তাহার বহুফল শাস্ত্রে লিখিত
আছে। নীলবৃষ বলিলে সামান্ততঃ নীলরঙের ঘাঁড় বলিয়া মনে
হয়। কিন্তু উক্ত গুণযুক্ত ঘাঁড় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়
না বলিয়া, আধুনিক স্মৃতিকারেরা নীলবৃষ শব্দে কোন প্রকৃত,
জন্তুর নাম স্বীকার করেন না। শুদ্ধিতবে লিখিত আছে,—

"লোহিতো যন্ত শ্বপেন মুখে পুচ্ছ চ পাণ্ডুরঃ।

শ্বেতকুরবিধাণভ্যাম্ স নীলবৃষ উচ্যতে ॥"

রক্তবর্ণ শরীর, মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুর, কুর ও শৃঙ্গ শ্বেতবর্ণ;
এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত জীবের নাম নীলবৃষ। উক্ত লক্ষণে
নীলবৃষের কোন অঙ্গ নীলবর্ণের তাহা অসম্ভবমান করা যায় না।
নীলগাই নামে প্রসিদ্ধ মৃগশ্রেণীভুক্ত যে চতুষ্পদ জন্তু আছে,
তাহা দেখিতে লোহিতাভ নীলবর্ণেরও বটে এবং কতকাংশে
মৃগজাতির অঙ্গরূপ। এই নীলগাই যে পুর্নতন প্রজ্বলারিগের
নীলবৃষ তাহা অনায়াসে স্বীকার্য্য হইবে।

গাও বা গাই জীলিঙ্গ পাতিশকের অপভ্রংশ। নীলগাই বলিলে সাধারণতঃ জীলিঙ্গে বৃগীদিগকে বুঝিতে হইবে। বজ্রাদিতে উৎসর্গের ক্রম বুঝের প্রয়োজন হয়, এই কারণ শাস্ত্রকারেরা নীলগাই উল্লেখ না করিয়া নীলবৃষ উল্লেখ করিয়াছেন।

এই অন্তর আকার স্বাকৃতি এবং যুগজাতীয়, কিন্তু ক্রকসার হইতে আকারানুগত অনেক বিভিন্ন। পুরুষ জাতীয় নীলগাই ৬; হইতে ৭ ফিট লম্বা এবং ৪; ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। জীলিঙ্গাতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উভয়েরই বর্ণ রৌচ প্রস্তরের জায় নীলবৃষের লোমের অগ্রভাগ অন্ন ভাস্কর্যযুক্ত। বৃগীর ধূসর ভাস্কর্যযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণায়ত। মুখ ও মস্তক বৃগের জায়, কিন্তু ঘোড়ার মুখের সহিত কতক সাদৃশ্য আছে। শৃঙ্গদ্বয় প্রায় ৭ বৃকল লম্বা এবং সম্মুখে ঈষৎ বক্র। ছুইটী শৃঙ্গের মূলদেশে চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটি কাশলোমের দাগ আছে। কর্ণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, গলদেশ বক্র, সম্মুখে নড় ও দৃঢ়। কেশরগুলি অশ্বের কেশরের জায়। স্বল্প বৃষদের জায় উচ্চ ও কেশসমূহসমবিত। সম্মুখে ছুইপদের মূলদেশে গোর সাধারণ জায় লোলমাংস লম্বমান, পনচতুষ্টয় সর ও যুগ্ম ক্ষুরযুক্ত। স্বচ্ছা-পেক্ষা পৃষ্ঠদেশ কিছু উচ্চ, পশ্চাভাগ গর্দভের পিঠের মত, পুরু ও তদনুরূপ। পৃষ্ঠের উপরিভাগ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ লোমে আয়ত। পদের লোম কৃষ্ণবর্ণ ও ঘন। উদর ও বক্ষদেশ প্রায় সাদা।

ইহার দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে না। কখনও সাতটি আটটি বা বিংশতিটি একত্র ভ্রমণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশ হইতে মহিন্দর পর্য্যন্ত, পঞ্জাবরাজ্য এবং রামগড় হইতে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর পাদভূমি পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গভীর বনে বাস করিতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহাবিশিষ্ট অথবা জনহীন মাঠে ইহার বিচরণ করিয়া থাকে। ইহার অত্যন্ত সতর্ক, দ্রুতগামী ও বলিষ্ঠ; এমন কি, অতি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া বহুকণ ইহাদিগের অনুসরণ করিলেও সহজে ইহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না। ইহার সহজেই পোষ মানে, কিন্তু কখন কখন সহজেই পালককে শৃঙ্গদ্বারা আক্রমণ করিয়া থাকে। আক্রমণের পূর্বে সম্মুখের পদে আঘাত ভূমিতে পাতিরা ছিন্নশৃষ্ঠে লক্ষ্য করে, পরে সবলে লক্ষ্যপ্রদানপূর্বক সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়।

ইহার ছোট ছোট গাছের পাতা, ঘাস ও কলাদি খাইয়া উদরপূরণ করিয়া থাকে। উভয়ের জায় চারিটি পা সুড়িয়া বিদ্রাঘ করে, কখনও গভীর মত পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করে।

না। শিকারীরা নীলবৃষ শিক্রিয়া তাহার চৰ্ণ কাটিয়া লয়। ঐ চৰ্ণ অত্যন্ত পুষ্ক ও শক্ত; যাঁদের ও বক্ষস্থলেক চৰ্ণে উত্তম উত্তম দেহীর চাল প্রস্তুত হয়। ইহার পালিত অবস্থার সাধারণ গোজাতির জায় পর্ববতী হয় এবং এককালে ছুইটী করিয়া শাবক প্রসব করিয়া থাকে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, উবা তাহার পিতা প্রজাপতির জয়ে রক্তবর্ণ রোহিত বৃগীরূপ ধারণ করিলে, প্রজাপতি তদানক অব্যাক্রমে তাহাকে অনুসরণ করিলেন। দেবগণ এই অভ্যচার দমনে অশক্ত হওয়ার দ্বাৰা বিরাহিণীর সমষ্টি হইতে রক্তমূর্তি সৃষ্টি করিলেন। রক্তদেব অব্যাক্রমী প্রজাপতিকে বাণে বিদ্ধ করিলে, অব্যাকাল (বৃগলিরা পূম্ব) রূপে আকাশে আশ্রয় লইলেন।

ঐ অব্যাকাল কোন জাতীয় বৃগ, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা কঠিন। পূর্বকালীন বৃগবিশেষের নাম, বর্তমান সমগ্র বৃগজাতির পর্যায়রূপে গৃহীত হইয়াছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যে সামগ্ৰাচার্য্য অব্যাকাল বৃগবিশেষের নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ‘গোমৃগ’ শব্দে গো ও বৃগের সম্ময় তদানক বস্ত্রপণ্ডবিশেষ বলিয়া বর্ণনা আছে। উপরিলিখিত ছুইটী বৃগই নীলগাই বলিয়া সম্ভবপর বোধ হয়। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে প্রজাপতির আশ্রয়যোগ্য বৃগরূপ, ভীষণবল উগ্ৰদেহী দ্রুতগামী নীলগাই বলিয়া মনে হয়। শব্দকরক্রেমেও অব্যাকাল নীলাদক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জী নীলগাই যেরূপ রক্তবর্ণ, অব্যাকাল পক্ষীর রোহিতবর্ণ হওয়া অসম্ভব নহে।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

‘অব্যাকালীলাদকশাপি গবয়ো রোহি ইত্যপি।

গবয়ো মধুরোবলাঃ সিদ্ধোক্ষাঃ ককপিভলঃ॥’

ইহাতে আরও জানা যায় যে অব্যাকাল অপর একটি নাম নীলাদক, স্তত্রয়াং স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, অব্যাকালীয় হরিণ নীলগাই ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এই নীলবৃষ জাতীয় হরিণ যে অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকমতে— ইহার মাংসের গুণ—মধুর রস, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কফ ও পিত্তবর্ধক।

নীলগার, জাতিবিশেষ। নীলবৃষ করাই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। বিজাপুর জেলার নানা স্থানে এই জাতির বাস। ইন্দ্রি ও সিঙ্গাপুরে ইহাদের প্রধান আচ্ছাদ। সাধারণতঃ সহর ও উন্নত গ্রামসমূহে এই নীলগারদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কান্দানদীপ দক্ষিণে যে যে স্থানে কাপড় বুনবার প্রথা বেশী প্রচলিত, সেখানেই ইহাদিগের বহু লোক দেখা যায়।

ইহাদের কুলগত কোন নাম নাই, স্থানের নামানুসারে ইহারা আপনাদের নাম রাখে। ইহাদের মধ্যে কোন সম্প্রদায় বা বিভাগ নাই, কিন্তু অনেক শাখা আছে, তন্মধ্যে চিত্রকর ও কদরনবর প্রধান। নীলগিরগণ দেখিতে অন্ধর, নাতিদীর্ঘ, নাতিদুঃ, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান। জীলোকেরা পুরুষদিগের অপেক্ষা কৃষ্ণ ও ক্ষুদ্র। ইহাদের মাতৃভাষা কণাড়ী। সাধারণতঃ এই জাতীয় লোক মিডভোলী, কিন্তু রন্ধনকার্যে নিতান্ত অপটু। সকল গোড়া লিঙ্গায়তদিগের ভায় ইহারা মল বা মাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু লিঙ্গায়তদিগের সহিত ইহাদের চরিত্র ও পৌরুষ সন্ধে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। ইহারা কার্পাসের সূতার কাপড় রং করে। অতি অল্প সংখ্যক কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। নীল, চূণ, ফলাপাচের ছাই ও তরবুদীলের পরস্পর লগ্নিশ্রমে এই কাপড় রং প্রস্তুত হয়। বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী হেতু ইহাদের বাবসায়ে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ লোকই ঋণজালে জড়িত। বিবাহ ও অশ্রু কোন বিশেষ ঘটনায় ইহারা প্রায়ই কর্কশ করে। শুদ্ধ লিঙ্গায়ত অপেক্ষা ইহারা হীনজাতি। কিন্তু তাহাদের সহিত ধর্ম্মশালায় এক পংক্তিতে ভোজনের নিবেদন নাই। ইহাদের জী, পুরুষ ও সন্তানগণ, প্রাতঃকাল হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এবং ২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে। ইহারা লিঙ্গায়তের এক শাখা এবং জন্মকে অত্যন্ত মান্য করে। জন্ম ইহাদের গুরু, তিনিই সকল ধর্ম্মকার্য্য করেন। কোলাপুরের অন্তর্গত সিদগেরি নামক স্থানে জন্মের বাস। ইহাদের সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি লিঙ্গায়তদিগের হইতে একটু পৃথক্। ইহারা সন্তানদিগকে সামান্য সামান্য অক্ষ লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেয়। ইহারা জাতীয় বাবসা ভিন্ন অশ্রু কোন বাবসা অবলম্বন করে না। মোটের উপর ইহাদের বর্তমান অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে।

নীলগিরি, ১ মাজাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা গিরিশ্রেণী ও জেলা। নীলগিরি জেলা পূর্বে অতি ক্ষুদ্র ছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণপূর্ব বৈনাদের অক্টোব্রলেনি বিভাগ এই জেলাভুক্ত হয়; পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মলবারের অন্তর্গত বৈনাদ তাসুকন নবলকোড়, চেরামকোড় এবং মননাদের কোন কোন অংশ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এই জেলার আয়তন পূর্বা-পেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই জেলা উত্তরদক্ষিণে ৩৬ মাইল এবং পূর্বপশ্চিমে ৪৮ মাইল বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ-ফল ৯৫৭ বর্গ মাইল। ৩৮ বর্গমাইল মাগভূমি, ৩৯ বর্গমাইল অক্টোব্রলেনি উপত্যকা, এবং ২৪০ বর্গমাইল বৈনাদ বিভাগ। নীলগিরি জেলার উত্তরে মহিষরাজা; পূর্বে ও দক্ষিণপূর্বে

কোরঘাতোর জেলা; দক্ষিণে মলবার ও কোরঘাতোরের কতকাংশ এবং পশ্চিমে মলবার। রাজকীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির উতকামণ্ডে অবস্থিতি করেন।

নীলগিরি পাহাড় পূর্বে কোরঘাতোর ও মলবারের অন্তর্গত ছিল। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নীলগিরি প্রদেশ লইয়া পৃথক্ জেলা স্থাপিত হয়। একজন কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি খাজনা আদায় করিতেন ও তত্ত্বি দায়রার বিচার ও দেওয়ানী বিচারের কাজ চালাইতেন।

কমিশনার ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর, জেলার মাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত দায়রার জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহকারী কমিশনার, প্রধান সহকারী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। তত্ত্বি একজন সবজজ ও খনাপারের ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। উতকামণ্ডে একজন ডেপুটী ভহশীলদার আছেন। বর্তমান সময়ে উতকামণ্ডে সমস্ত বিচারবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে এই উতকামণ্ডে মাজাজ প্রেসিডেন্সীর রাজধানী হয়। নীলগিরি জেলায় ৫টা উপবিভাগ আছে। পেরঙ্গনাদ, তোড়ানাদ, মেকনাদ, কুনননাদ এবং দক্ষিণপূর্ব বৈনাদ। নীলগিরি প্রদেশের আদিম অবস্থা দুঃখের। এইমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় যে, হায়দর আলীর ১০০ বৎসর পূর্বে তোড়ানাদ, মেকনাদ ও পেরঙ্গনাদ নামক স্থানে তিন জন শাসনকর্তা ছিলেন। মলাইকোট, হলিকলহুর্গ ও কোটাগিরিতে তাঁহাদের স্মৃৎ দুর্গ ছিল। স্মরণ্য এই গিরি যে পূর্বে কোম্বুদেশ অর্থাৎ পূর্ব চেরদেশের অন্তর্গত ছিল এবং তদনন্তর ১৭শ খৃষ্টাব্দে মহিষরের অন্তর্গত হইয়াছে, এরূপ অজ্ঞান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। আরও অজ্ঞানিত হয়, যে হায়দর আলী পূর্বেই দুইটা দুর্গ অধিকারপূর্বক অধিবাসীদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট কর আদায় করেন। টিপু সুলতানও কোটাগিরি দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মিঃ জলিবান্ এই স্থানে প্রথম ইংরাজ কুঠী প্রস্তুত করেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নীলগিরি জেলা বহন অশ্রু কাহারও অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তখন ইহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র ছিল। ইহার চতুর্দিকে দুইটা গিরিশ্রেণী মধ্যবর্তী অধিত্যকাক পরিবেষ্টন করিয়া জেলাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। এই অধিত্যকা প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালা নীলবর্ণ ভূপ দ্বারা মণ্ডিত। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ধরসমূহ কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে সমোচ্চ দণ্ডারবান থাকিয়া অভাবমাহুর্গ প্রকাশ করিতেছে। এই গিরি সাধারণতঃ প্রায় ৬০০০ ফিট উচ্চ। বৈনাদ ও মহিষরের মধ্যবর্তী মাগভূমি

হইতে মোর নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থান হইতে পশ্চিম ঘাটের দক্ষিণপশ্চিমকোণে হুগুপাহাড়। ইহার এক শাখা দক্ষিণমুখে বহুদূর গমন করিয়াছে।

প্রধান গিরিশৃঙ্গ—বোমবেটা ৪৭০০ ফিট উচ্চ, কুবিরাফোড় ৮৫০২ ফিট, বেবইবেটা ৮৪৮৮ ফিট, মকুর্ডি ৮৪০২ ফিট, দাবঙ্গোলবেটা ৮৬০ ফিট, কুগ ৮০৫০ ফিট, কুগযোগ ৭৮১৬ ফিট, উতকামণ্ড ৭৩৬১ ফিট, ভাবুবেটা ৭২২২ ফিট, হোকবেটা ৭২৬৭ ফিট, উলবেটা ৬৯১৫ ফিট, কোড়নান ৬৮১৫ ফিট, দেববেটা ৬৫৭১ ফিট, কোটাগিরি ৬৫৭১ ফিট, কুগবেটা ৬৫৫৫ ফিট, মিমহট্ট ৬৩১৫ ফিট, কুনর ৫৮৮২ ফিট ও রদস্বামীশৃঙ্গ ৫২৩৭ ফিট উচ্চ। এই জেলায় ৩৫৫ গিরিশৃঙ্গ বা ঘাট আছে। যথা—কুনর, সেগুর, হুডালুর, সিংপাড়া, কেটাগিরি এবং অনেকগুলি।

এখানকার নিম্নলিখিত নদীগুলি প্রধান। মোরনদী নীলগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া ভবানীনদীতে পতিত হইতেছে। পাইকার নদী মোররের একটা শাখা, অপর নদীর নাম বেরপুর। উতকামণ্ড হইতে উৎপন্ন হইতে ৭২২০ ফিট উচ্চে অবস্থিত ও প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত। এখানকার উপত্যকাপ্রবাহিত পশ্চিম-ভিমুখী জলস্রোতের মধ্যস্থানে একটা কৃত্রিম বাঁধ দিয়া এই হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছে। এখানে কেবল এক জাতীয় মৎস্য দেখা যায়।

এই সমস্ত মালভূমির অধিকাংশ ভূগ ও সেই স্থানজাত বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কুণ্ডা ও অন্যান্য কএকটা পাহাড়ে সোণার গাছ জন্মে। পাহাড়ের নিম্নভাগে ঢালু স্থানের উপর বহু বৃক্ষ-শোভিত। এই বৃক্ষসমূহদ্বারা কার্যোপযোগী স্কন্দর তক্তা প্রস্তুত হয়। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কাল, কিনো, কাঁঠাল, কালকাঠ ও সেগু প্রভৃতিই প্রধান।

মালভূমিতে যে সোণা জন্মে, উহা চিরকালই সবুজ থাকে। ইহার কচি কচি পত্রের রং অতি মনোহর। [সোণা দেখ।]

বায়ু, ভল্ক, শাস্ত্র এবং একপ্রকার পার্কতা ছাপ এখানে পূর্বে বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইত, কিন্তু শিকারীদিগের সর্বদা যাতায়াত জন্য উহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। নেকড়ে, চিতাবাঘ, বজ্রশকর, বজ্র ভেড়া, খরগোস, বজ্রকুট প্রভৃতি এখানে অনেক দেখা যায়।

নীলগিরি জেলায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও পার্শ্ব অনেক আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কড়িয়, শেঠী, বেলাল (ভূমিকর্ষক), ইন্দৈর (মেঘপালক), কম্পালর (কুত্রয়), কপকন (লেখক বা কায়দ), কৈকলর (তত্ত্বাবহ), বজ্রিন্দ (চাষা), কুশবন্দ (কুস্তকার) ও সতানী (মিশ্রজাতি) প্রভৃতিই প্রধান।

খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে ইংরাজ, যুরোপীয় বা আমেরিকা-কেনীর প্রেরা, নিম্ন ইংরাজ ও এদেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্যাই অধিক। অসভ্য পর্বতবাসীর সংখ্যাও কম নহে।

ইংরাজী, কণাড়ী এবং তামিল এখানকার প্রধান ভাষা। এখানকার আদিবাসিবাসিনগ ৫ জাতিতে বিভক্ত—বড়গ, ইকলর, কুকব, কোটা এবং তোড়া। এই সমস্ত অসভ্যজাতিরা অভ্যস্ত বলিষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে তোড়াগণ সর্বাপেক্ষা অধিক সাহসী; ইহারা দীর্ঘকায়, সুগঠিত এবং শিকার ও যুদ্ধপ্রিয়। ইহাদের অকসৌত্ব ও বলবীৰ্য দেখিলে বোধ হয়, ইহাদের ভীকবংশে জন্ম নয়। আবার সুবন্ধিন নাসিকা, দীর্ঘকপাল, গোলমুখ এবং কুকবর্ণ গৌর দাড়ী ও ক্র মেখিলে স্পষ্টই অলুমান হয়, যে ইহারা সিংহজাতীয়। তোড়াদিগের আকার প্রকার যেন সাধারণ হইতে অনেক বিভিন্ন, পোষাক পরিচ্ছন্নও সেই-রূপ পৃথক। ইহারা একখানি মাত্র কাপড় এরূপভাবে পরিধান করে যে, উহা তাহাদের বলিষ্ঠ শরীরের পরিচায়ক বটে। ইহাদের আচার ব্যবহার অতি নিকৃষ্ট। অপরিষ্কারবাহার থাকাই ইহাদের স্বভাব। ইহারা সকল জাতীয় মিলিয়া একটা প্রীলোকের পাণিগ্রহণ করে। গোচারণ ও গোপের কাৰ্য্যই ইহাদের একমাত্র অবলম্বন।

কণাড়ী ও তামিলমিশ্রিত একরূপ ভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। ইহারা হিরিঅদেব বা উদর-দেবতা এবং শিকারের দেবতার উপাসনা করে। ইহাদের বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর আত্মা পুণ্যস্থানে বা স্থানান্তরে গমন করে।

তোড়াদিগের বাটীতে সাধারণতঃ পাঁচখানি ঘর থাকে। তিনখানিতে তাহারা বাস করে, একখানি গোবর জগ্ন এবং অপর খানিতে গোবৎস থাকে।

বড়গেরা বিজয়নগররাজ্যের ধ্বংসের পর বোধ হয় ৩০০ বৎসর পূর্বে দ্বিভিক্ষপ্রাপ্ত হইয়া, এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেছে। দেশীয় জাতিগুলির মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই অধিক এবং ধনে, সৌন্দর্য্যে ও সভ্যতার ইহারাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষেরা সমস্তলবাসীদিগের জায় পোষাক পরিধান করে, মস্তক ও কটিতে বস্ত্রও থাকে। এতদ্বির অল্প একখানি বহু মূল্যের ঢালর দিরা শরীর ও স্তন্যদেশ আচ্ছাদন করে। প্রীলোকেরা দুই বাহুমূল্যের (বগোলের) ঠিক নীচে, একগাছি দড়ী বাঁধিয়া তাহাতে কাপড় পরিধান করে, স্তন্যরাং দুই হস্ত, গল ও কব্জের উপরিভাগ এবং পায়ের হাঁটুর নীচে খালি থাকে। ইহারা বড় অলঙ্কারপ্রিয়। রৌপ্য, পিত্তল বা সোহের আংটি, হালু, বালা, চিক, সাতনর, কর্ণ ও নাসিকার গহনা পরিধান করে। ইহাদের প্রধান দেবতা রদস্বামী।

কোটীগণ মধ্যমাকার, সুগঠিত ও সুস্বাদু। ইহাদের কপাল ছোট, মাথা উচ্চ, কণা বিস্তৃত এবং দীর্ঘকেশ আলুসারিতভাবে থাকায় হুল্লর সুবস্ত্রী আরও হুল্লর দেখায়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের জায় হুল্লর বা সুগঠিত নয়। অনেকের কপাল অত্যন্ত উচ্চ, নাসিকা খাঁসা এবং দৃষ্টি চিত্তাশ্রুতার পরিচায়ক। কোটাজাতি কৃষিক্ষমী হ্রস্বত এবং ভারবহনকার্যে বিশেষ দক্ষ। ইহারা সাধারণতঃ তোড়া ও বড়গদিগের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করে। কতকগুলি কাননিক দেবতাকে (বাহাদের প্রতিস্তুতি নাই) ইহারা পূজা করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কণাড়ী ভাষাই ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। ইহারা ৭টী গ্রামে বাস করে; উহার ৬টী পর্বতের অধিত্যকাপ্রদেশে ও অবশিষ্টটী গুড়ালুয়ে। ইহাদের বাসগৃহ অত্যন্ত অপরিস্কৃত ও নিম্ন।

অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে কুরুষরাই অত্যন্ত নিম্নতম। ইহারা ধর্মকার, কৃষ্ণবর্ণ ও কদাকার। ইহাদের চুল আলুখালু এবং শরীর প্রায় উল্লঙ্গ।

কুরুষদিগের শরীর রোগীর জায় কৃশ, পেট অত্যন্ত মোটা, মুখ বৃহৎ, দাঁত অযথা উচু এবং ওষ্ঠ অত্যন্ত পুরু। স্ত্রীপুরুষের আকৃতিগত কোন বিশেষ পার্থক্য নাই, বরং তাহাদের নাসিকা অপেক্ষাকৃত কুশ্র এবং চেহারা কৃষ্ণ। তাহারা প্রায়ই এক খানি কাপড়ে শরীর আবৃত করিয়া রাখে। কেহ বা কেবল মাত্র কোমরে কাপড় পরিয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পুরুষোন্মিখিত পিন্ডল ও লৌহ প্রভৃতির গহনা পরে।

সাধারণতঃ পর্বতের উপত্যকা ও বনজঙ্গলে ইহাদের বাসস্থান। অবিভক্ত তামিল ভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। এই জাতি সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করে না। ধর্মবিশ্বাস ইহাদের মধ্যে আদৌ নাই বলিলেও অস্বাভাবিক হয় না। তবে ইহারা প্রাকৃতিক কএকটা দৃশ্য বস্তুর উপাসনা করে মাত্র। কুরুষদিগের মধ্যে যাহারা পর্বতবাসী, তাহারা বড়গদিগের শৌর্যেহিত্য করিয়া থাকে। অস্ত্রজাতিরা এই কুরুষদিগকে অত্যন্ত ভয় করিলেও, ইহারা আবার তোড়াদিগের ভয়ে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত।

ইকুলজাতি নীলগিরি পাহাড়ের সর্বনিম্ন ঢালুপ্রদেশে এবং পাহাড়ের তলদেশ হইতে ফাঁকাহান পর্যন্ত সমস্ত জঙ্গলে বাস করে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা পর্বতের অধিবাসী নহে।

এই জাতীয় লোক দেখিতে বেশী হুল্লরও নয়, কুৎসিতও নয়। অস্ত্রজাতি অনেক জাতি অপেক্ষা ইহারা বলবান্। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং কৃষ্ণকায়। ইহারা বাটীতে লেংটি ও বাটীর বাহিরে দেশীর লোকের জায় পরিচ্ছন্ন পরিধান করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা কটদেশে সামান্য একখানি কাপড় ছুই পরণা করিয়া পরিধান করে বটে, কিন্তু তন্নিম্ন

শরীরের আর সকল ভাগই অনাবৃত থাকে। ইহারা অত্যন্ত অলসপ্রিয়। সকলেই প্রায় শোহিতবর্ণের মালা গলবেশে ধারণ করে এবং বাজু, বালা ও কঙ্কণ প্রভৃতি ধারণ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। ইকুলগণ সর্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ করে এবং শিকার-কার্যে অত্যন্ত নিপুণ। ইহাদের ভাষা তামিল, কণাড়ী ও মলয় ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন। এই সমস্ত পার্শ্বজাতিদের মধ্যে ইকুল ও কুরুষ ভিন্ন অবশিষ্ট পার্শ্বজাতিদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। বড়গজাতি দিন দিন সমৃদ্ধিশালী হইতেছে।

নীলগিরি পাহাড়ে যব, গম, নানাপ্রকার কলাই, গোলআলু, পেঁয়াজ, রসুন, সর্ষপ ও ভেঁরেণ্ডার বীজ জন্মে। এক বৎসর মধ্যে এখানে গোলআলুর ২১০ বার ফসল হয়। তন্নিম্ন নানাপ্রকার বিলাতী শাকসব্জীও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

কাকি, চা ও সিন্ধুকোনা এখানে প্রচুর জন্মে। পূর্বে বৈনাদ ও কোড়গ প্রদেশে কাকি জন্মিত, তৎপরে উহা নীলগিরি পাহাড়ে অনীত হয়। এখানে তিনপ্রকার চার চাষ হইয়া থাকে। নীলগিরি পাহাড়ের পশ্চিমাংশে অনেক উচ্চে এই চা জন্মে। এখানকার চার অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই জানা যায় যে, চারুক শীতপ্রধান দেশেই সর্বাপেক্ষা ভাল জন্মে, এই অসুমান তত বিধাসংযোগ্য নহে।

এই জেলার সকল স্থান অদ্যাপি কৃষিযোগ্য হয় নাই। যে নিম্নে অধিকাংশ ভূমি কবিত হইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। কবিত আছে, তোড়াজাতি সর্বাপেক্ষা বলশালী ও সাহসী হওয়ার অতি পূর্ণ হইতে তাহারা পাহাড়ের সকল উপত্যকার আপনাদের উপজীবিকার উপায়-স্বরূপ গোধন ও মহিষাদি জীব জন্তু চরাইয়া বেড়াইত। ঐ সমস্ত অধিকৃত প্রদেশে অস্ত্র কেহ গোচরণ বা কৃষিকার্য্য করিতে পারিত না। কিন্তু যখন নানা স্থান হইতে নানাদেশীর অসভ্য ও হুল্লজ লোক অসিয়া এই সমস্ত পার্শ্বপ্রদেশে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের জীবনোপায় জন্ত তোড়া-দিগের অধিকৃত স্থান কর্ষণ করিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ প্রভুত্বশালী তোড়ারাও স্রবোগ বৃদ্ধিরা তাহাদিগের নিকট কর দাওয়া করে। আগন্তুকগণ অগত্যা ঐ কর দিতে বাধ্য হয়। এমন কি, ইংরাজেরাও কিছু দিন পূর্কোক্ত করের হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। প্রায় এই অবস্থায় ইংরাজরাজ-ত্বের প্রথম অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হয়।

তদনন্তর ইংরাজ শাসনাধীনে পার্শ্বপ্রদেশের সমুদয় প্রদেশের প্রজাসিগের মধ্যে রূহিরতি জমি বন্দোবস্ত করিবার নিয়ম প্রচাৰিত হয়। প্রত্যেক প্রজাতি নির্দিষ্ট করদাখানপে পাঠা দ্বারা এক একটা গ্রাম জমা করিয়া লইবার এক ঐ

কয়দানে অশক্ত হইলে, ভারতীয় খাজনার আইন অনুসারে ঐ প্রকার জমা বিক্রয়াদি হইবারও নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পতিত জমি বিলি বন্দোবস্ত করিবার এইরূপ নিয়ম হইয়াছে যে, কোন একবন্দ জমির জন্ত কেহ আবেদন করিলে, গবর্নেন্ট অগ্রে উহার সীমা স্থির এবং তদনুগত জমি জরিপ করিয়া, গেজেটে বা প্রকাশ্যে অত্র কোন স্থানে, উক্ত জমি বন্দোবস্ত হইবার যথাবিধি নোটিশ বা বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। পরে যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ কর দিতে স্বীকৃত হন, তাহার সহিত ঐ জমি লেখাপড়া দ্বারা বন্দোবস্ত হয়। যদি কেহ বৈদ্যমানস্থ পতিত জমি বা জঙ্গল, চা, কাকি বা সিন্ধুকোনার চাষের জন্ত জমা করিয়া লয়, তবে প্রথম তিন বৎসর তাহাকে আদৌ খাজনা দিতে হয় না, তৎপরে প্রতি বৎসর পূর্বোক্ত প্রকার জমির প্রতি একর ১০ আনা ও শেযোক্ত জঙ্গলের ঐ পরিমাণ জমির জন্ত ২২ টুই টাকা খাজনা দিতে হয়; কিন্তু এককালে বিনা সেলামীতে ঐ, খাজনার ২৫ গুণ টাকা দিলে আর তাহাকে কোন কালে খাজনা দিতে হয় না। তবে যাহারা পূর্বতন বন্দোবস্ত অনুসারে জমির খাজনাদি সরবরাহ করেন, তাহারা এই সুবিধা ভোগ করিতে পান না।

তোড়াজাতি পূর্বে যে বিশাল ভূভাগে গোচারণ প্রভৃতি কাগ্য করিত, উহার জন্ত কাহাকেও খাজনা দিত না। এই-পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম ও উত্তরভাগে তাহার সর্বদাই গোমহিষাদি বিচরণ করাইত, সুতরাং উহাদের বিশৃঙ্খল প্রভৃতি দ্বারা ঐ সমস্ত স্থানের জলবায়ু দূষিত হওয়ায়, আশ্ব্যের বিয় উৎপাদন করিয়াছে। এই হেতু গবর্নেন্ট ঐ সমস্ত স্থানে প্রতি বৎসরে কএক মাস গোচারণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ঐ সমস্ত জমি গবর্নেন্টের পতিত জমির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তবে প্রত্যেক তোড়ার বাটীসংখ্যা পঞ্চাশ একর ভূমি ও তদনুযায়ী জঙ্গল তাহার অধিকারে রহিয়াছে। উক্ত ভূমির প্রতি একরে গবর্নেন্টকে ১০ আনা খাজনা দিতে হয়। এইরূপে প্রায় সাত হাজার একর ভূমি তোড়ানিগের অধীন আছে, কিন্তু কার্যতঃ তাহারা এই পার্শ্বভাগদেশের পতিত জমিতেই গোমহিষাদি চরাইয়া থাকে। জমিজমা হস্তান্তর নিয়মাদিও এখানে প্রচলিত আছে। জমির মূল্য গুণানুসারে গৃহ্যক। উতকামণ্ডের জমি এখন অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

নীলগিরি জেলায় কখনও দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যায় নাই। তবে সমতলভাগে কসলের দাম অধিক হইলে, পর্বতবাসীদিগের মধ্যেও দুর্ভূলা হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার গরিব ইংরাজ ও নীলগিরির অধিবাসীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ অসুস্থতা উপস্থিত হইয়াছিল।

নীলগিরি জেলা পর্বতসঙ্কুল হইলেও গমনাগমনযোগ্য পথ-সংখ্যা বহুতে আছে, বলা বাইতে পারে। এখানকার প্রধান রাস্তা কুনুরবাট ও উতকামণ্ড। উতকামণ্ড হইতে একটা পথ কর্কণহরিতে এবং অপরটা শুভালুঙ্গের ও তৃতীয়টা অবশকিতে চলিয়াছে। প্রথম পথ দিরা মহিষুরে বাইতে হয়। কুনুর হইতে পথ কোটাগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত। কোটাগিরি-বাট-রোডও বাগিছাদির বিশেষ উপযোগী। এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিপথ দিরা বাতায়ত করা যায়, কিন্তু গোয়ান ঐ সমস্ত পথে চলিতে পারে না।

এই সমস্ত স্থানে ভাল জবা কিছুই প্রাপ্ত হয় না। তবে তোড়ার একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করে মাত্র। এখান হইতে চা, কাকি ও সিন্ধুকোনা অত্র নীত হইয়া থাকে।

বড় হাটবাজার এই জেলায় অধিক নাই। উতকামণ্ডে প্রতি মঙ্গলবার একবার হাট হয়। এই হাটই সর্বাপেক্ষা বড়। কুনুরে প্রতি রবি ও মঙ্গলবারে এবং কোটাগিরিতে প্রতি সোমবারে হাট বা 'মতি' বসে। তোড়ানিগের মধ্যে 'কহু' উৎসব প্রচলিত আছে। প্রতি বৎসর মৃত্যুহ তিথিতে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসবে মহিষাদিবধ ও নৃত্যাদি হইয়া থাকে। বড়গ ও কোটাগিরির ঐরূপ বার্ষিক উৎসব আছে। তছপলফে নৃত্যগীত এবং মেঘ ও মহিষাদি বলি হইয়া থাকে।

নীলগিরি জেলায় উতকামণ্ড পুস্তকালয় এবং লাভ-ডেলহ লরেন্স-আশ্রমের বিষয় কিছু বলা উচিত। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আটত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটা হর্য্য প্রাপ্ত করা হয়। তদ্ব্যযয়ে উক্ত পুস্তকালয় স্থাপিত। ইহাতে প্রায় ১২০০০ পুস্তক আছে। ইহার বার্ষিক আয় ৭৪০০ টাকা। শেযোক্ত লরেন্সনিবাসে ইংলণ্ডীয় সৈনিকগণের পুস্তকভাণ্ডার পালিত ও শিক্ষিত হয়। ইহার বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা। এই জেলায় একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র ছাপা হয়।

নীলগিরি পাহাড়ে অনেক পুরাতন কীর্তিস্তম্ভ বা মৃত ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভের ভয়াবশেষ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ পর্বত-শৃঙ্গেই উহা স্থাপিত। এই সমস্ত স্তম্ভের অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলায়, উহার মধ্যে অনেক অস্ত্র ও নানাপ্রকার পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। তোড়ানাদ ও পরঙ্গনাদ নামক স্থানের স্তম্ভে বহু প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট ব্রোঞ্জনির্মিত বিবিধ পাত্রাদি ও নানাপ্রকারের অস্ত্রশস্ত্র দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত স্তম্ভের আকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। কোন ব্যক্তি বা জাতির অভ্যুদয়ের সময়, কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে, ঐ সমস্ত স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করা দুঃসাধ্য। কোটাগিরির নিম্নভাগে যে সমস্ত কীর্তিস্তম্ভ আছে, তাহার অনেকগুলির মধ্যে মৃত্যুকাল

নির্মিত কতকগুলি পুতলাকৃতি ও তাহাদের শিরোদেশে ভাতারদেশীয় উষ্ণীয় বিদ্যমান। আর কতকগুলি ঘোর লাল এবং অত্যন্ত চাক্চিক্যশালী মৃৎপাত্র আছে। ডাক্তার কল্ডওয়েল (Dr. Caldwell) বলেন যে, বর্তমান অধিবাসিগণের মধ্যে কেহই এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষকে আপনাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক নির্মিত বলিয়া স্বীকার করে না, সুতরাং বোধ হয়, এই সমস্ত কীর্তিস্তম্ভ এবং তৎকালীন অধিবাসীরা বর্তমান নীলগিরি-বাসীগণের অনেক পূর্বতন লোক। কতকগুলি স্তম্ভ বৃত্তস্থচীর আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার একটা ভাঙ্গিয়া দেখা গেল, যে তাহার মধ্যে অনেক বৃক্ষ জন্মিয়াছে। এই বৃক্ষাবলী দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সমস্ত কীর্তিস্তম্ভ অন্ততঃ ৮০০ বৎসরেরও পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল।

বর্তমান সময়ে যে সমস্ত স্তম্ভ পরীক্ষার অস্ত্র ভাঙ্গা হইয়াছে, তাহার অনেক গুলিতে পিডলের পাত্র, চুলী, মৃৎপাত্র, নানা-প্রকার গৃহ সামগ্রী ও তাঁরের ফলা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। তদ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে, তাহারা শকদেশের অধিবাসী (Scythic) ও তোড়াদিগের পূর্বপুরুষ। কিন্তু এই সমস্ত কীর্তিস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা তাহার মধ্যস্থ দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতেও তোড়ারা বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না। একজ্ঞ অনেকে বলেন যে, উক্ত পূর্বতন অধিবাসীরা তোড়াদিগের আদিপুরুষ নহে। যদিও তোড়াগণ এই সমস্ত স্থানে স্বভাতির সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তথাপি তাহারা প্রাগুক্ত লোককে আপনাদের আদি পুরুষ স্বীকার করে না; তদপেক্ষা একটা আধুনিক জাতিকে এবং সময় সময় কুরুধদিগকেই আদিপুরুষ বলিয়া থাকে। ডাক্তার স্ট (Dr. Shortt) লিখিয়াছেন যে, “এখানকার অধিবাসীরা কহে যে, পাণ্ডুরাজদিগের সহচরগণ এই সমস্ত কীর্তিস্তম্ভ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া থাকিবেন এবং এই পাণ্ডা রাজারা এককালে নীলগিরিতে রাজত্ব করিতেন।” বড়গদিগেরও অনেকের এই বিশ্বাস, কিন্তু তাহারা বলেন যে, এই পাণ্ডাবংশীয়গণ কুরুধ নামে অভিহিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিদগণও এই শেখোক্ত মতের পোষকতা করেন। প্রবাদ আছে যে, কুরুধগণ এক সময়ে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে তাহারা বিদেশীয় রাজার আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, গিরি জঙ্গল প্রভৃতি দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মাত্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও ভারতের নানা স্থানে ঐরূপ কীর্তিস্তম্ভ বা স্মৃতিস্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে প্রোথিত মৃতদেহের অস্থি প্রভৃতি দেখা যায়।

নীলগিরি পাহাড়ে এক অতি প্রাচীন বেন্দা জাতির বাস ছিল। ইহারাই সিংহলস্থ বেন্দা জাতির আদি পুরুষ।

এখানকার জঙ্গলকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা বাইতে পারে। (১) নীলগিরির পূর্ব এবং দক্ষিণ ঢালু-প্রদেশ, (২) উত্তরস্থ ঢালু প্রদেশ ও মোয়ার উপত্যকা, (৩) দক্ষিণ-পূর্ব বৈনাদ, (৪) সোলা জমিবার অধিত্যকা।

প্রথমোক্ত প্রদেশে ভাল ভাল সেগুন ও নানা জাতীয় বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিভাগটা চন্দনবৃক্ষবহুল। তৃতীয় বিভাগে অনেক চারা চন্দনবৃক্ষ আছে, তৃতীয় বিভাগে বৃহৎ বৃহৎ সেগুন, খেতশাল বা শিশু, বিজশাল বা পিয়াশাল প্রভৃতি বৃক্ষ এবং লাল ও সাদা রংবিশিষ্ট দেহদার জন্মে। শেষোক্ত বিভাগে সোলা গাছ অপব্যাপ্ত দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত সোলাগাছ প্রায় ৫০৬০ ফিট লম্বা হয়।

উতকামণ্ড, কুহর এবং ওলেনিটন প্রভৃতি স্থানে এখন অষ্ট্রেলীয় দেশীয় নীলবৃক্ষ ও অন্যান্য অনেক নূতন বৃক্ষ রোপিত হইতেছে। এই নীল বৃক্ষ এখানে এত শীঘ্র বর্ধিত হয় যে, তাহারা ১০ বৎসর পরেই কার্যোপযোগী হইয়া থাকে। [নীল দেখ।]

নীলগিরিপ্রদেশ প্রায় ছয় হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। পূর্ব ও পশ্চিম দিক্স্থ সমুদ্রকূলের সমদ্রবর্তী ও যথা সময়ে তথায় চুইটী মন্সুন (monsoon) বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এবং ইহার নিকটে এইরূপ উচ্চ অস্ত্র কোন পার্বত্য না থাকায় এখানকার জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যবর্ধক। এখানে মশকাদি কীটপতঙ্গ বা ক্ষতিকর জীবজন্তু নাই। স্থানীয় উত্তাপ সকল সময়েই গড়ে প্রায় ৫৮° ফারেনহাইট। এপ্রিল মে মাসেও উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় না, কেবল মাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম মন্সুন বায়ু বহিলে গ্রীষ্মকাল জানা যায়।

এই পার্বত্য প্রদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ৪৫ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়। জ্বর ও বাতরোগ সচরাচর লোককে আক্রমণ করে। বর্তমানকালে এখানকার জলবায়ু ভাল হওয়ায় এত স্থান দাক্ষিণাত্যের স্বাস্থ্য-নিবাস রূপে নির্ধারিত হইয়াছে।

ডাক্তার সেরডন বলেন যে, এই পাহাড়ে প্রায় ১১৮ জাতীয় পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

নীলগিরি, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটা দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২১° ১৮' ৫০" হইতে ২১° ৩৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ২২' হইতে ৮৬° ৫১' ৩০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর এবং পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য, দক্ষিণে ও পূর্বে বালেশ্বর জেলা। এই রাজ্যের একতৃতীয়াংশ পার্শ্বাত্য-ভূমি, এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গলপরিপূর্ণ ও অবশিষ্টাংশ চাষাবাসের উপযুক্ত। এখানে এক প্রকার মূল্যবান কাল পাথর পাওয়া যায়,

উহা হইতে ঘাট, রেকাব প্রভৃতি অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। হিন্দু, মুসলমান, বৃটান, সীওতাল এবং ভূমিজ জাতিরাই এখানকার অধিবাসী। রাজ্যের রাজধানী অক্ষা° ২১° ২৭' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৪৮' ৪১" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই রাজ্যের মোট বার্ষিক আয় ২১৭৯০ টাকা, ভদ্রাধ্য হইতে বৃটান পর্বতটিকে ৩৯০০ টাকা কর দিতে হয়। রাজ্যে ১৮টা খুল আছে। রাজার সৈন্তসংখ্যা ২৮ জন। কথিত আছে—ছোটনাগপুরের রাজার কোন আত্মীয় উড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্রসেবের কঙ্কাকে বিবাহ করিয়া এই রাজ্য স্থাপন করেন। ক্ষত্রিয় কৃষ্ণচন্দ্র মুরদরাজ হরিচন্দন এই বংশের চতুর্দশ রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

২ নীলচিলের নামান্তর।

নীলগিরিকর্ণিকা (গ্রী) গিরিকর্ণিকাভেদ, নীলপুষ্প, নীলা-পরাজিতা। (রাজনি°)

নীলগুণ্ড, একটা ক্ষুদ্র গ্রাম, ধারবার জেলায় গড়গের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে উত্তম মর্শ্ব-প্রস্তরনির্মিত একটা নারায়ণমন্দির ও তাহার সম্মুখে একটা মণ্ডপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দিরের ছাদ, ১২টা গোলা-কার খামের উপর স্থাপিত। ইহার দেওয়ালে পুরাণোক্ত নানা মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। এই গ্রামের উত্তরদিক্‌য় ফটকের পূর্বদিকে ১০৪৪ খুষ্টাকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

২ জাতিভেদ, ইহার হিমালয়ের অন্তর্গত গড়বাল ও কুমাওন নামক স্থানে বাস করে। ইহাদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি হুণদেশবাসীদের মত।

নীলগ্রীব (পুং) নীলা নীলবর্ণা গ্রীবা যন্ত। ১ মহাদেব।
(ভারত অঃ ৩২। ৭৪)

(ত্রি) ২ নীলবর্ণ গ্রীবাযুক্ত, নীলগ্রীবাবিশিষ্ট।

নীলজু (পুং) নিলজ্জতি গচ্ছতি তি নি লগি-গতৌ জু-নিপাতনাৎ পূর্বসীর্ঘঃ। (ধ্বজসুপীড়নীলজু লিঙ। উণ্ ১। ৩৭) অতি ক্ষুদ্র জন্তুমাত্র। কুমিভেদ। ২ শৃগাল। ৩ ভ্রমরালী। ৪ প্রহম।

(মেদিনী)

নীলচন্দ্রান্ (গ্রী) নীলং চন্দ্রং ফলস্বং যন্ত। ১ পঞ্চবক, ফলশা গাছ। নীলং চন্দ্রং, কন্দ্রধারণঃ। ২ কৃকাজিন। (ত্রি) ১ নীল-চন্দ্রবিশিষ্ট।

নীলচ্ছদ (পুং) ১ গরুড়ের নামান্তর। ২ খর্জুরবৃক্ষ। নীল পক্ষবিশিষ্ট। (ত্রি) ৩ পক্ষীবিশেষ কোকিল।

নীলজ (গ্রী) নীলাজ্জায়তে জন-ড। বর্তলোহ, চলিত মিশ্রী। (ত্রি) ২ নীলজাত। নীলাৎ নীলপর্কতাৎ জায়তে ইতি জন-ড, দ্বিরাং টাপ্। নীলপর্কতাৎপর নদীভেদ, বিভক্তানদী।

“পাশাপসেনুযকেন জগোদানুতকর্ণণা।

সপ্তাহমতবধায়া নিমিলানীলজা সন্নিঃ।” (রাজতরং ৪। ৯৬)

নীলকিণী (গ্রী) নীলা নীলবর্ণা কিণী। নীলবর্ণ কিণীপুষ্প-বৃক্ষ। পর্যায়—নীলকুমুদ, নীলকুমুদা, বালা, বাণা, দাসী, কণ্টার্কগলা। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, গড়ামর, শূল, বাত, কফ, কাস ও জ্বগ্লেবনাশক। (রাজনি°)

নীলতন্ত্র (গ্রী) চীনোচারাধিপ্রকাশক তন্ত্রভেদ।

নীলতরা, গাছারদেশস্থ উরবেলারূপপ্রবাহিত একটা নদী। কথিত আছে বুদ্ধদেব এই স্থানে গমনপূর্বক উরবেলকাত্তপ, গরাকাত্তপ ও নদীকাত্তপ নামক তিনভ্রাতার অহঙ্কার চূর্ণ করেন। উক্ত ভ্রাতৃত্বের আপনাদিগকে অর্হৎ বলিয়া পরিচয় দিয়া লোকদিগকে প্রবঞ্চিত ও আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পাঁচ শত, মধ্যমের তিন শত এবং কনিষ্ঠের দুই শত শিষ্য ছিল। বুদ্ধদেব উক্ত ভ্রাতৃত্বকে নিজ ধর্ম্মে আনয়ন উদ্দেশে, তথায় গমনপূর্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট রাজ্যোপাধি অন্ত তাহার অমিশালা বা মন্দিরে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। উরবেল তাহাতে এই উত্তর প্রদান করে, যে স্থান দিবার পক্ষে তাহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ঐ ঘরে প্রকাণ্ড তীর্থ বিবধর একটা সর্প আছে। বুদ্ধদেব ঐ উত্তরে মনোযোগ না দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। পরে নানা উপায়ে উক্ত সর্পকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া পূর্বোক্ত ভ্রাতৃগণকে দেখান। তাহার অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বুদ্ধদেবের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নীলতরু (পুং) নীলতরুঃ। নারিকেল। (রাজনি°)

নীলতা (গ্রী) নীলস্ত ভাবঃ নীল-তল্-টাপ্। নীলত্ব, নীলের ধর্ম্ম।

নীলতাল (পুং) নীলতালঃ। হিঙ্গালবৃক্ষ। তমাল।

নীলদূর্বা (গ্রী) নীলা দূর্বা। হরিষ্রণ দূর্বা, পর্যায়—নীলকুম্বী হরিতা, শাস্তবী, শ্রামা, শীতা, শতপক্ষিকা, অমৃত, পুতা, শত-গ্রন্থি, অমৃফবক্ষিকা, শিবা, শিবেটা, মজলা, জয়া, জুতাগা, ভূতহরী, শতমূলা, মহোদধী, বিজয়া, গোবী, শাস্তা, বামনী। (ধ্ব° নিঘণ্টু°)

ইহার গুণ—হিম, তিক্ত, মধুর, তুবর (কষায়), লঘু, রক্তপিত্ত, অতীসার, কফ, বমন ও জরনাশক। (রাজনি°)

মতান্তরে রক্তিকর ও বাতনাশক। ভাবপ্রকাশমতে, পর্যায়—কুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপক্ষিকা, শশ, সহস্র-বীর্ঘা, শতবরী। গুণ—হিম, তিক্ত, মধুর, তুবর, কফ, পিত্ত, অত্র, বীষপ, কৃষ্ণা ও মাহনাশক।

নীলক্রম (পুং) নীলবর্ণ অসনবৃক্ষ। (রাজনি°)

নীলধ্বজ (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ ধ্বজ ইব। ১ তমালবৃক্ষ।

(ত্রি) ২ নীলধ্বজবিশিষ্ট।

(পুং) ৩ নৃপভেদ, এই নীলধ্বজ মাহিয়তী নগরীর

অধিপতি ছিলেন। ইহার বিষয় জৈমিনিভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—

রাজা নীলধ্বজ মাহিষতী নগরীর অধীশ্বর ছিলেন। ইহার পত্নীর নাম জালা, পুত্রের নাম প্রবীর। ইহার স্বাহা নামে একটি কন্যা হয়। এই কন্যার যখন বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত হইল, তখন রাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পটমণ্ডপে সহস্র সহস্র রাজা অবস্থান করিতেছেন, ইহাদের কাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ কর। স্বাহা সলম্বভাবে উত্তর করিলেন, মানুষ লোভের বশীভূত ও মোহে আচ্ছন্ন, আমি মানুষকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব আপনি দেবলোকে উপযুক্ত বর সন্ধান করুন। নীলধ্বজ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পতিত্বে বরণ কর, শুনিয়াছি তিনি মানুষী কামনা করেন। স্বাহা এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ‘পিতঃ! দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সর্বশ্ব হরণ করিয়াছেন, তপস্বীগণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া থাকেন, পরের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারেন না, মর্ষি গোতমের ভার্য্যার সতীত্ব নাশ করা প্রভৃতি বহুবিধ অকার্য্যমুদ্রান করিয়াছেন, এই জন্ত আমি তাকে বরণ করিতে ইচ্ছা করি না।’ অগ্নিই সকল বস্তুকে পবিত্র করিয়া থাকেন, এইজন্ত পাবক অগ্নিকেই আমি পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি। নীলধ্বজ অগ্নিদেবের সহিতই কন্যার বিবাহ দিলেন। অগ্নিদেব বিবাহ করিয়া মাহিষতী নগরীতে অবস্থান করিতেন। কোন শত্রু আসিয়া এই নগরী অবরোধ করিলে অগ্নি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করিতেন। এইজন্ত কেহই ইহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিত না। যখন অর্জুন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া চতুর্দিক্ বিজয় করিয়া বেড়ান, সেই সময় ঐ অশ্বমেধীয় অশ্ব মাহিষতীনগরীতে প্রবেশ করে। প্রবীর পত্নী ও সর্গাদিগের সহিত লতানগুপে ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় যদুকাক্রমে ঐ অশ্ব ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। প্রবীরমহিষী মদনমুগ্ধা ঐ সুন্দর অশ্বের মস্তকে জয়পত্র দেখিয়া ঐ অশ্ব ধরিতে বলেন।

প্রবীর এই যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণ করিয়া পুর মধ্যে লইয়া গেলেন, পরে সমস্ত ক্রীমগুণী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কেবল স্বয়ং প্রবীর সৈন্সে যুদ্ধ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে অর্জুন ও বৃককেতুর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইল। প্রবীর বিপর্য্যয়ের পরজালে এককালেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তখন পাবকপ্রতিম নীলধ্বজ ত্রিন অকৌহিণী সৈন্সের সহিত সমাগত হইয়া প্রবীরকে খুঁজ করিলেন এবং অগ্নিকে যুদ্ধে বরণ করিলেন। অগ্নিদেব যুদ্ধক্ষেত্রে

উপস্থিত হইলে অর্জুনের সৈন্স সকল দম্ব হইতে লাগিল। তখন অর্জুন নারায়ণায় শরণ করিলেন। অগ্নি এই নারায়ণায় নীরীকণ করিয়া শাস্তমুর্ধিধারণ করিলেন এবং রাজা নীলধ্বজকে বুঝাইয়া বলিলেন, আপনি অশ্ব প্রত্যর্পণ করুন। ভগবান্ বিষ্ণু যাহার সহায়, তাহার সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করে, এরূপ ব্যক্তি কে আছে? রাজা ইহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া অশ্ব প্রত্যর্পণ করাই স্থির করিলেন। এদিকে রাজমহিষী জালা কোপাধিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজকোষে বিপুল অর্থ, হয়বাহিনী সেনা ও পুত্রপৌত্রাদি বিদ্যমান থাকিতে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অশ্ব প্রত্যর্পণ করা নিতান্ত অজ্ঞায়। রাজা মহিষীর কথা শুনিয়া পুনর্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তখন আবার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে নীলধ্বজের মহাবল পুত্র ও ভ্রাতৃগণ নিহত, রথ ভগ্ন ও সারথি নিপতিত হইল, স্বয়ং নীলধ্বজও মুর্ছিত হইয়া রথোপরি পতিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে লইয়া গেল। পরে রাজা নীলধ্বজ সংজ্ঞা লাভ করিয়া জালাকে ভৎসনা করিয়া নানা উপহারের সহিত অর্জুনকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। এদিকে রাজমহিষী জালা তৎক্ষণাৎ ভ্রাতা উগ্রকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, নিজ হরাবহার বিষয় পরিচয় দিয়া অর্জুনকে বধ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, কিন্তু উগ্রকুর ইহাতে সম্মত হন নাই। তখন জালা জালয় হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে বাইয়া পাণ্ডবগণ ভীষ্মদেবকে অত্যাচারে বধ করিয়াছে, এই কথা বলিলে, তাহা শুনিয়া গঙ্গাদেবী ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমান প্রদান করেন যে, অশ্ব হইতে ৬ মাসের মধ্যে অর্জুনের শির ভূপতিত হইবে। তখন জালা স্বকার্য্য সিদ্ধ হইবে জানিতে পারিয়া অগ্নিতে দেহ পরিত্যাগ করেন ও ভয়ানক বাণরূপে আবির্ভূত হইয়া ধনঞ্জয়ের সংহারবাসনায় বজ্রবাহনের ত্বণীয় মধ্যে প্রবেশ করিলেন। (জৈমিনিভারত ১৫ অঃ)

[মহাভারতের বৃত্তান্ত নীল শব্দে দেখ।] ও কামরূপের একজন রাজা। [কামরূপ দেখ।]

নীলনাগ, কাম্বীর রাজ্যস্থ একটি হ্রদ। এই হ্রদ হইতে একটি জলস্রোত বহির্গত হইয়া বরাযুগার নিকটে সিদ্ধদেশস্থ ইরাবতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অক্ষা° ৩৩° ৪৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৭' পূর্বমধ্যে ও শ্রীনগরের ২১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে পীরপঞ্জাল পর্বতের উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এই হ্রদ হিন্দুদিগের অতি পবিত্র তীর্থ।

নীলপট্ট, একজন কবি।

নীলপল্লী, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গোদাবরী জেলায়:

একটা নগর। অক্ষা° ১৬° ৪৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ১৩' পূঃ। ইহার ৫ বাইল উত্তরে করিম অবস্থিত। এই স্থানে ইংরাজবিশেষের একটা বাণিজ্যকুঠী আছে।

নীলনিগুণ্ডী (স্ত্রী) নীলা নিগুণ্ডী। নীলবর্ণ লিঙ্গবারবৃক্ষ, চলিত নীল নিসিন্দে। (রাজনি°)

নীলনির্ধাসক (পুং) নীলবর্ণে নির্ধাসে যত, কপ্। ১ নীলাসন বৃক্ষ, চলিত পিরাসাল গাছ। ২ কৃষ্ণবর্ণ নির্ধাস, কৃষ্ণবর্ণ নির্ধাসবৃক্ষ।

নীলনীরজ (স্ত্রী) নীলা নীরজা পদ্ম। নীলপদ্ম, নীলকমল।

নীলপঙ্ক (স্ত্রী) নীলা পঙ্কমিব। ১ অক্ষকার। (ত্রি) ২ কৃষ্ণবর্ণ কর্ণম, কাল কাঁসা।

নীলপটল (স্ত্রী) অক্ষবিশেষের দৃষ্টির অবরোধক যন্ত্রভেদ।

নীলপত্র (স্ত্রী) নীলা পত্রা পর্ণা পুষ্পফলা যত। ১ নীলবর্ণ উৎপল, নীলপদ্ম। ২ শুণ্ডতৃণ। ৩ অক্ষক বৃক্ষ। ৪ নীলাসন-বৃক্ষ। ৫ দাড়িম। (রাজনি°) নীলা পত্রা কর্ণধা°। ৬ নীলবর্ণ পত্র। (ত্রি) ৭ নীলবর্ণ পত্রযুক্ত।

নীলপত্রিকা (স্ত্রী) নীলপত্রী।

নীলপত্রী (স্ত্রী) ১ নীলবৃক্ষ, নীলগাছ। ২ শরপুষ্ক, চলিত বননীল।

নীলপদ্ম (স্ত্রী) নীলা পদ্ম। নীলবর্ণ পদ্ম, নীলাৎপল।

নীলপর্ণ (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। (স্ত্রী) ২ বৃষ্ণারবৃক্ষ, পরগাছা।

নীলপিঙ্গল (ত্রি) নীলক তৎ পিঙ্গলক্ষেতি, বর্ণো বর্ণেন ইতি স্বত্রেণ কর্ণধারয়ঃ। নীল অথচ পিঙ্গল বর্ণযুক্ত।

নীলপিঙ্গলা (স্ত্রী) নীলা চ পিঙ্গলা চেতি। নীল অথচ পিঙ্গল-বর্ণযুক্ত। গোষ্ঠাতিভেদে, যে সকল গাভীর বর্ণ নীল অথচ পিঙ্গল, তাহাকে নীলপিঙ্গলা কহে।

“গবাং জাতিস্ত বক্ষ্যামি শৃণুৈকমনা বিজ।

প্রথমা গোরকপিলা দ্বিতীয়া গোরপিঙ্গলা ॥

তৃতীয়া রক্তকপিলা চতুর্থী নীলপিঙ্গলা।

পঞ্চমী শুকপিঙ্গলা দশমী শ্বেতপিঙ্গলা ॥”

(বৃহৎসংস্কৃত উত্তরখ° ১৫ অঃ)

নীলপিচ্ছ (পুং) নীলা পিচ্ছা যত। ত্রেনপক্ষী। (রাজনি°)

নীলপিট (পুং) বোধবিশেষের রাজকীয় অস্থশাসন ও ইতিবৃত্ত-সংগ্রহ।

নীলপিষ্টোড়ী (স্ত্রী) নীলারীবৃক্ষ, নরবুড়ওড় হিন্দীভাষা।

নীলপূর্ণবা (স্ত্রী) নীলা পূর্ণবা। কৃষ্ণবর্ণ পূর্ণবা শাক। পর্যায়—নীলা, জামা, কৃষ্ণাখা, নীলবর্ষাভূ। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রসায়ন, জ্বরোপ, পাণ্ডু, শব্দ, শ্বাস, বাত ও ক্ষয়নাশক। (রাজনি°)

নীলপুর (স্ত্রী) কান্নীরের একটা পুর।

“কীর্তিরাজত তনবাস স চ নীলপুরপ্রভোঃ।

লকা কুবনমভ্যাখ্যাং রিপোহ্মিরামরোহভবৎ ॥” (রাজত° ৭।৫৮৩)

নীলপুরাণ (স্ত্রী) পুরাণভেদ।

“ক্রিয়া নীলপুরাণোক্তামজ্জিন্নরায়গমবিধঃ ॥” (রাজত° ১।১৭৮)

নীলপুষ্প (পুং) নীলা পুষ্পা যত। ১ নীলভুজরাজ। ২ নীলা-রান। ৩ গ্রহিণী। (স্ত্রী) ৪ নীলবর্ণ কুহুম।

নীলপুষ্পা (স্ত্রী) নীলা পুষ্পা যতঃ। বিষ্ণুজাতা, অপরাজিতা, নীলাপরাজিতা।

নীলপুষ্পিকা (স্ত্রী) নীলা পুষ্পা যতঃ। কপ, কাশি-অত ইৎ। অতনী, চলিত মসনে। ২ নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। (রত্নমালা°)

নীলপুষ্পী (স্ত্রী) নীলা পুষ্পা যতঃ, জীব। ১ নীলবৃক্ষ, শেকালিকা।

“নীলপুষ্পী তু নিগুণ্ডী শেকালী সুবহা চ সা।” (রত্নমালা°)

২ অতনী। (ভাবপ্র°)

নীলপৃষ্ঠ (পুং) নীলা পৃষ্ঠা ধুম্রপেণ যত। অঘি।

“আবোধম নীলপৃষ্ঠম।” (অঙ্ ৫।৪৩।১)

নীলপোর (পুং) ইক্ষুভেদ।

“পৃষ্ঠীপত্রো নীলপোরো নৈপালী দীর্ঘপত্রকঃ।

বাতলাঃ কক্ষপিত্তমাঃ সর্ববায়ু বিদাহিনঃ ॥” (স্বশ্রুত°)

নীলফলা (স্ত্রী) নীলা ফলা যতঃ। শব্দবৃক্ষ।

নীলফামারী, ১ বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা মহকুমা। এই মহকুমার পরিমাণফল ৬৩৮ বর্গমাইল। এখানে ৩৯২টা গ্রাম আছে। নীলফামারী মহকুমার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, সাঁওতাল এবং অজ্ঞাত কতিপয় অসভ্য জাতির বাস। সমস্ত মহকুমার মধ্যে ডিমলা, জলধাড়া ও দরবাগী নামক স্থানে থানা আছে। ২ নীলফামারী মহকুমার অন্তর্গত একটা গ্রাম। এই স্থানে মহকুমার যাবতীয় আদালত প্রকৃতির অধিবেশন হয়। এই স্থানে কৃষিকার্যের অন্ত্যস্ত উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে।

নীলভ (পুং) নীল ইব ভাতি ভা-ক। ১ নীলবর্ণ আভাবিশিষ্ট, নীলাভ। ২ চন্দ্র। ৩ মেঘ। ৪ মক্ষিকা।

নীলভণ্টা (স্ত্রী) শীতশালবৃক্ষ, চলিত পিয়াশাল।

নীলভূ (স্ত্রী) নীলা ভূমংপতি যত। নীলপঙ্কতোৎপন্ন নরীভেদ।

নীলভুজরাজ (পুং) নীলো ভুজরাজঃ। নীলবর্ণ ভুজরাজ, চলিত নীলকেওরিয়া, হিন্দী নীলভেগরিয়া। পর্যায়—মহাভুজ, মহানীল, জুনীলক, নীলপুষ্প, জামল। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষু, কেশরঞ্জন; কক, আম, শোণ ও শিথানাশক। (রাজনি°)

নীলমক্ষিকা (স্ত্রী) নীলা নীলবর্ণা মক্ষিকা। নীলবর্ণমক্ষিকা।

“স্বাত্মলিপ্তং যথাপি ভজতে নীলমলিকং ।

স্বপ্নক্লিৰ্বতি যোহন্যাকং ব্রজতি তে গত্যুযঃ ॥” (সুশ্রুত)

নীলমণি (পুং) নীলং নীলবর্ণঃ মণিঃ । স্বনামখ্যাত মণিবিশেষ,
ইন্দ্রনীলমণি, পারস্তভাষার ইহার নাম ‘নীলম্’ । পর্যায়—মসার ।
(হারাবলী) [নীলা দেখ ।]

নীলমণ্ডল (ক্ৰী) পদ্ম, ফলস।

নীলমল্লিকা (ক্ৰী) ১ বিষ্ণু । (নৈষট্‌প্ৰে) ২ কপিথ, কংবেল ।

নীলমাধব (পুং) নীলো নীলবর্ণো মাধবঃ । বিষ্ণু, জগন্নাথ ।

“প্রেমিতোহহং হরিং ব্রষ্টুমব্রহ্মং নীলমাধবম্ ।

দৃষ্ট্৷ বাবৎ স্পতিভং বার্তাং মেঘামি সোহপ্যহম্ ॥”

(উৎকলখ° ৭অঃ)

নীলমাষ (পুং) নীলঃ মাষঃ । রাজমাষ, চলিত বরবটী । (রাজনি°)

নীলমীলিক (পুং) নীলবর্ণিনীলনমস্তাত্তি নীল-মীল-ঠন ।
খড়োত । জোৎস্নাকীট । (শব্দমালা)

নীলমুক্তিকা (ক্ৰী) নীলা নীলবর্ণা মৃত্তিকেব । ১ পুষ্পকাসীস ।
২ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা, কালমাটি । নীলা মৃত্তিকা যত্র । ২ নীল-
মৃত্তিকায়ুক্ত দেশাদি ।

নীলমেহ (পুং) মেহরোগবিশেষ । পিত্তজ্ঞ নীলমেহ হয়,
এই নীলমেহে শালসারাদি বা অম্বখ কবার প্রয়োগ করিতে হয় ।
এই মেহে শুক্র নীলবর্ণ হইয়া নির্গত হয়, এই জ্ঞাত ইহাকে
নীলমেহ কহে । (সুশ্রুত চিকি° ১১ অঃ) [প্রমেহ দেখ ।]

নীলমেহিন্ (পুং) নীলং নীলবর্ণং শুক্রং মেহতি মিহ-পিনি ।
নীলবর্ণ মেহযুক্ত ।

“পৈত্তিকেষু নীলমেহিনম্ ।” (সুশ্রুত চিকি° ১১ অঃ)

নীলযষ্টিকা (ক্ৰী) কৃষ্ণবর্ণ ইক্ষুভেদ, কালজী আক ।

নীলরত্ন (ক্ৰী) ইন্দ্রনীলমণি ।

নীলরাজি (পুং) নীলানাং রাজিঃ । তমস্ততি, অন্ধকাররাশি ।

“নিশাশশাঙ্কতনীলরাজয়ঃ ।” (ঋতুসংহার ১২)

নীলরুদ্রোপনিষদ্ (ক্ৰী) উপনিষত্ত্বৈদ ।

নীলরূপক (পুং) বৃক্ষভেদ, পাহাড়ীপিপুল, চলিত ভাষায়
পরেশ, সূর্য্যমাষ ।

নীললোচন (ত্রি) নীলং লোচনং যন্ত । নীলবর্ণ নেত্রযুক্ত ।
যে সকল লোক শাক চুরি করে, পরজন্মে তাহাদের চক্ষু
নীলবর্ণ হয় ।

“শাকহারী চ পুরুষো জায়তে নীললোচনঃ ॥” (শাভাতপ)

নীললোহ (ক্ৰী) নীলং নীলবর্ণং লোহম্ । বর্তলোহ, বিদূরী ।
(রাজনি°)

নীললোহিত (পুং) নীলশালো লোহিতশ্চেতি, (বর্ণোবর্ণেন ।
পা ২।১।৬৯) ইতি যুজ্ঞেণ কর্মধারয়ঃ । শিব ।

“সংযুগে সাংযুগীনং ভূম্যাক্ষং প্রসহেত কঃ ।

অংশাবৃত্তে নিবিক্রান্ত নীললোহিতয়েতসঃ ॥” (কুমার ২।৫৭)

চৈত্রমাসে নীললোহিত শিবের উদ্দেশে ব্রত করিতে হয়,
এই ব্রতে ত্রিসঙ্খ্য দান করিয়া রাজিকালে হবিষাশী এবং
জিতেন্দ্রিয় হইয়া নানাবিধ উপহার ও উৎসবের সহিত শিবপূজা
করিবে, পরে সংক্রান্তির উপবাস ও হোম করিয়া ব্রতসমা-
পন করিতে হইবে । ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইলে কিছুই অলভ্য
থাকে না ।

“চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যান্ ত্যাগীতমহোৎসবৈঃ ।

স্বাখ্য ত্রিসঙ্খ্যং রাজ্ঞো চ হবিষাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

কিমলভ্যাং ভগবতি প্রসন্নং নীললোহিতে ।

উপোষ্য হৃদ্যং সংক্রান্ত্যাং ব্রতমেতৎ স্মরণেৎ ॥”

(বৃহৎসংপু° মাসকৃত্য)

মহাদেবের কর্ণদেশে নীল ও মস্তক লোহিতবর্ণ এই জ্ঞাত
শিবের নাম নীললোহিত হইয়াছে । (স্বামী) ২ মিশ্রিত-
নীললোহিতবর্ণযুক্ত, বেগুনে রং ।

নীললোহিতা (ক্ৰী) ১ ভূমিজন্ম, ভূঁই জাম । ২ শিবা, পার্শ্বতী ।

নীললোহি (ক্ৰী) বর্তলোহ । (রাজনি°)

নীলবৎ (ত্রি) নীলং নিলরো বিদ্যতেহত, মতুপ্ মস্ত বঃ ।

১ নিবাসযুক্ত । “নীলবৎ সধস্থং নভো ন রূপং ।” (ঋক ৭৯।৭৬)

“নীলবৎ নীলং নিলরো নিবাসঃ ।” (সায়ণ) ২ নীলবর্ণযুক্ত ।

নীলবড়ি (দেশজ) পিত্তাক্রান্ত নীলের দলা ।

নীলবর্ণ (দেশজ) নীলের রং ।

নীলবর্ষাভূ (ক্ৰী) নীলা নীলবর্ণা বর্ষাভূঃ । ১ নীলপূর্ণবর্ষা ।
(পুং) ২ কৃষ্ণবর্ণ ভেক, কাল ব্যাঘ্র ।

নীলবল্লী (ক্ৰী) নীলা নীলবর্ণা বল্লী । বলাক, পরগাছা । (রত্নমালা)

নীলবসন (ত্রি) নীল্যা রক্তং অণ্ নীলং বসনং যন্ত । ১ নীল-
বস্ত্রযুক্ত । ২ শনিগ্রহ, শনির পরিধের বস্ত্র নীল, এই জ্ঞাত নীল-
বসন শব্দে শনিকে বুঝায় । (পুং) ৩ বলরাম । নীলং বসনং
কর্মধারয়ঃ । ৪ নীলবর্ণবস্ত্র ।

নীলবস্ত্র (পুং) নীলং বস্ত্রং যন্ত । ১ বলরাম । (ক্ৰী)
২ নীলবর্ণ বস্ত্র । ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রতের এই নীলবস্ত্র পরিধান
করিতে নাই, করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, অজ্ঞানে করিলে
নীলশব্দোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধেয় । জ্ঞানপূর্বক করিলে বিগুণ
করিতে হয় । নীলবস্ত্র ধারণ করিয়া দান, দান, তপস্বী, হোম,
স্বাধ্যায় ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোন পুণ্যকার্য অমুষ্ঠিত
হয়, তাহা বিফল হয় ।

“দানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্ ।

বৃথা তত মহাবাজো নীলীবস্ত্রং ধারণাৎ ॥” (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

নীলবানর, একপ্রকার বানর বিশেষ (Innus silenus) বানরের রাজা অর্থাৎ Lion Monkey বলিয়াও ইহারা অভিহিত। ইহাদের বর্ণ কালো, মস্তক কটা লোমে আবৃত, মুখে ঝাড়ের চতুর্দিকে উক্ত বর্ণের দাঁড়ি হইয়া থাকে। লেজের অগ্রভাগে শুষ্কবদ্ধ কতকগুলি লোম আছে। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ ফিট এবং লেজ ১০ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। এই বানরজাতি বিভিন্ন প্রদেশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; কেহ কেহ ইহাকে Papio কেহ বা Cynocephalus এবং কেহ বা Macacus জাতীয় বলিয়া থাকেন। কিন্তু লেসন এবং গ্রে-সাফেব ইহাকে স্বতন্ত্র প্রতীকীকৃত করিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি লক্ষণ হনুমানজাতীয় বানরের মত; যথা—দন্ত দৃঢ়, মুখ ঈষৎ লম্বা এবং শুষ্কবিশিষ্ট লেজ। কিছুকাল পূর্বে যুরোপবাসীগণ ইহাদিগকে ভারতের দক্ষিণাংশ ও সিংহলবাসী বলিয়া জানিত। বকন ইহাদিগকে যে Wanderoo নাম দিয়াছেন তাহা এই সিংহল দেশীয় হনুমানের মত। কিন্তু টেম্পেলটন এবং লেয়ার্ড বলিয়াছেন যে, সিংহলদ্বীপে ইহাদিগকে কখনও দেখা যায় না। ভারতবর্ষের পশ্চিমঘাট পর্বতের উক্ত প্রদেশস্থ জঙ্গলমধ্যে ইহাদের বাস। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোড়ে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অতি নিবিড় ও অগম্য অরণ্য মধ্যে থাকিতে ইহারা ভাল বাসে। ইহারা প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়। এক এক দলে ১২টা ২০টা কিংবা ততোধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহারা বিশেষ সতর্ক ও লাজুক। কিন্তু অত্যন্ত ক্রোধী ও হিংস্র এবং কমাচিৎ অহুকরণপ্রিয়।

নীলবীজ (পুং) নীলং বীজং যন্ত। নীলাসনবৃক্ষ, চলিত পিরাশাল।

নীলবুহা (স্ত্রী) নীলবর্ণ বৃক্ষভেদ, চলিত নীলবোনা। পর্যায়—নীলবুহা, অজাঙ্গী, নীলপুলী, অভিলোমশা। (রত্নমালা)

“নীলবুহারসন্তৈলসিদ্ধকাজিকাসংযুতঃ।

কচ্ছং পুরণাং কর্ণে নিঃশেবক্রিমিপাতনঃ॥

(বৈদ্যকচক্রপানি সর্গীরোগাধিকার)

নীলবৃক্ষ (পুং) নীলো বৃক্ষঃ। বৃক্ষপ্রভেদ। পর্যায়—নীল, বাতাসি, শোকাশন, নরনামা, নথবৃক্ষ, নথাসু, নরপ্রিয়। ইহার গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ, লঘু, বাতাসয় ও নাসান্থর্যনাশক। (রাজনি)

নীলবৃন্ত (স্ত্রী) নীলবর্ণ বৃন্তং যন্ত। তুল।

নীলবৃন্তক (স্ত্রী) নীলবৃন্ত-কণ্। তুল। (রাজনি)

নীলব্রহ্ম (পুং) ব্রহ্মবিশেষ।

“লোহিতো বস্ত বর্ণেন ব্রহ্মে পুচ্ছে চ পাণ্ডরঃ।

বৈভ্যঃ পুরবিবাণাভ্যাং স নীলো ব্রহ্ম উচ্যতে॥” (ওড়িতব)

যে ব্রহ্মের বর্ণ লোহিত, ব্রহ্ম ও পুচ্ছে পাণ্ডরবর্ণ, ক্ষুর এবং বিবাহ খেতবর্ণ, তাহাকে নীলব্রহ্ম কহে। নীলব্রহ্ম পারিতোষিক শব্দ, পুরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে তাহাকে নীলব্রহ্ম বলা যায় না।

“লোহিতো বস্ত বর্ণেন শম্ববর্ণঃ পুরোব্রহ্মঃ।

লাজুলশিরসোচ্চৈব স বৈ নীলব্রহ্মঃ স্বতঃ॥” (ওড়িতব)

যাহার বর্ণ লোহিত, ধূস্র, লাজুল ও শির শম্ববর্ণ, তাহাকে নীলব্রহ্ম কহে। এই নীলব্রহ্ম উৎসর্গ করিলে গয়া শ্রাদ্ধাদি ফল্য ফল হইয়া থাকে।

“জারেরন বহবঃ পুত্রা যদোকোহপি গয়াং ব্রজেৎ।

বজ্জেহা অবধেধেন নীলং বা ব্রহ্মং দ্বিজেন॥” (দেবীপুং)

অনেক পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে যদি একটীক গয়ায় যায়, অথবা অথমেই ব্রহ্ম করে, বা নীল ব্রহ্ম উৎসর্গ করে, তাহা হইলেও পিতৃকুল উদ্ধার হইয়া থাকে। [নীলগাই দেখ।]

নীলব্রহ্মা (স্ত্রী) নীলং নীলবর্ণং পুশ্পকলাদিকং বর্ষতি প্রমুতে ইতি ব্রহ্ম-ক, ততরাপ্। বার্তাকী। (রাজনি)

নীলব্রত (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। যৎপ্রমাণে এই ব্রতের বিবরণ লিখিত আছে—

“বস্ত নীলোৎপলং হৈমং শর্করাপাত্রসংযুতম্।

একান্তরিতনক্কাশী সমাশ্লেষে ব্রহ্মতং দদেৎ।

বৈষ্ণবং স পদং যাতি নীলব্রতমিত্যং স্বতম্॥” (যৎপ্রমাণং)

যিনি হৈম নীলোৎপল শর্করাপাত্রসংযুত করিয়া ব্রহ্মত সহিত দান করেন, অন্তিমে তাঁহার বৈষ্ণবপদলাভ হয়। এইরূপ করার নাম নীলব্রত। এই ব্রতচরণের সময় রাজিতে ভোজন করিতে হয়।

নীলশিখণ্ড (ত্রি) নীলঃ শিখণ্ডো যন্ত। ১ নীলবর্ণশিখণ্ডযুক্ত। (পুং) ২ রত্নভেদ।

“রত্নজটীশভেদজনীলশিখণ্ডকর্ণকৃতং” (অথর্কসং ২১৭।৬)

নীলশিগু (পুং) নীলঃ শিগুঃ। শোভাজন বৃক্ষ, সজ্জনে গাছ।

নীলবণ্ড (পুং) নীল বা কৃষ্ণবর্ণ বঁড়।

নীলসঙ্খ্যা (স্ত্রী) নীলা সঙ্খ্যাব। কৃষ্ণাপরাজিতা। (রাজনি)

নীলসরস্বতী (স্ত্রী) ত্রিভীজ বিদ্যা, তারাদেবী।

“মাতর্নীলসরস্বতি প্রণমতাং সোভাগ্যসম্পদং প্রদেৎ।” (তারাতোত্র)

[তার ও দশমহাবিদ্যা দেখ।]

নীলসহচর (পুং) নীলপুশ্প, ঝিটীফুল, নীলবাঁটা গাছ।

নীলসার (পুং) নীলঃ সারো যন্ত। তিস্রফুল, তুঁদগাছ। (রাজনি)

নীলসিদ্ধহার (পুং) কৃষ্ণবর্ণ সিদ্ধহার বৃক্ষ। চলিত কাল-নিম্ব, হিন্দী নীলসিদ্ধহার। পর্যায়—নীতসহা, নিওড়ী, নীলসিদ্ধ, সিন্দুক, কশিকা, কুতকেলী, ইজ্রাণী, নীলিকা, নীল-

নিষ্পত্তি। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, রূক্ষ, কাস, মেদা,
শোথ, বায়ু, প্রদর ও আশ্মানরোগনাশক। (রাবনি°)

নীলস্কন্ধা (তী) নীলঃ স্কন্ধো যন্তাঃ। গোকর্পীলতা।

(নৈষট্ঠপ্ৰকা°)

নীলহো (সিংহলী), সিংহলদ্বীপজাত এক প্রকার বস্তৃক্ষ। ইহার
পুষ্প, শুষ্ক হইয়া মাট্রই, বীজের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম নীল
জন্মে। তাহার গন্ধ বাদামের মত। পুষ্প শুষ্ক হইলেই মধু-
মক্ষিকারা সেহান পরিভাগ করে ও যেন ইন্দ্রজালবৎ হঠাৎ
ময়ূর, বস্ত্র-কুট্ট এবং ইন্দুর আসিয়া ঐ জঙ্গল অধিকার করে।
যথাসময়ে ফল পাড়িলেই এই বৃক্ষ মরিয়া যায়।

নীলা (তী) নীলো নীলবর্ণো হস্তাতাঃ অহু, ততষ্টাপু। ১ নীল-
বর্ণ মক্ষিকা। চলিত কাল মাছী। ২ নীল পুনর্ব্বা। ৩ নীলীবৃক্ষ,
নীলগাছ।

“কুজকো ভদ্রতরগি বৃহৎপুষ্পোহতিকেসরঃ।

মহাসহা কটকাঢ্যা নীলালিকুলসঙ্কলা” (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

৪ নীলবর্ণ ছদ্মপুষ্পপ্রতানবহল লতাবিশেষ।

“বেণা ইরাবতী নীলা উত্তরাৎ পূর্ব্ববাহিনী”

(হারীত প্রথমস্থান ৭ অঃ)

৫ নদীবিশেষ। (ভারত ৩৯।৩১)

৬ মঞ্জাররাগের তী। (বৃহদ্রত্নপু° ৪৪ অঃ)

৭ (দেশজ) ইন্দ্রনীল, ইংরাজীতে ইহাকে Sapphire বলে।

সিংহলদ্বীপের মধ্যগত রাবণগন্ধার সমিহিত পদ্মাকর প্রদেশে
ইন্দ্রনীল উৎপন্ন হয়। প্রাচীনকালে পারস্ত ও আরবদেশে
পাওয়া যাইত। বর্তমান সময়ে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত সোণাত ও
কিয়াংপো এবং শ্রামদেশ হইতে অতি উৎকৃষ্ট নীলকান্ত মণি
আমদানী হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা,
অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানেও নীলা পাওয়া গিয়াছে শুনা যায়।

নীলা হীরকজাতীয় রত্নবিশেষ। ইহা অতি মূল্যবান জিনিষ
বলিয়া অনসমাজে বিদিত, কিন্তু যে সমস্ত দ্রব্যে হীরকাদি প্রস্তুত
হয় অর্থাৎ হীরক প্রভৃতিতে মৌলিক পদার্থে বিচ্ছিন্ন করিলে যে
দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা অতি সামান্য মূল্যের জিনিষ। নীলা
অক্সাইড্ অর্ অলুমিনা (Oxide of alumina) এবং অক্স-
সাইড্ অর্ কোবাল্ট (Oxide of cobalt) এই দুইটা পদার্থে
প্রস্তুত। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, অক্সিজেনবায়ু (Oxygen)
এবং অলুমিনিয়াম্ কোবাল্ট (Alumium Cobalt) নামক
অতি সামান্য দ্রব্যই ইহাতে দেখা যায়। তবে রত্নাদির মূল্য বেশী
হইবার কারণ এই, কোন বিজ্ঞানবিৎ গতিত কৃত্রিম উপায়ে
হীরকাদি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের দিন
দিন যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে এবং উদ্ভিষিত বিষয় লইয়া

যেরূপ চর্চা চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, অল্প দিন মধ্যেই
এ অভাব পূরণ হইবে।

সমস্ত নীলার রং এক রূপ নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি
নীলপদ্মের জায়, কতকগুলি নীলবসনের অল্পরূপ, কতক বা
সুশীর্ণিত তরবারির রং, কতক ভ্রমরের রং, কতকগুলি কৃষ্ণ-
বর্ণ, আবার কতকগুলি শিবনীলকণ্ঠের জায়, কতক বা
ময়ূরপুচ্ছের তারার জায় এবং কতকগুলি কৃষ্ণাপরাজিতা-
পুষ্পের সদৃশ। সমুদ্রের নির্মাল জলরাশিরূপ নীলরঙের বৃন্দ
এবং কোকিলকণ্ঠ বর্ণের নীলাই সচরাচর দেখা যায়। সচরা-
চর ইহাকে বর্ণভেদে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—
শ্বেতের আভাযুক্ত নীল, রক্তের আভাযুক্ত নীল, পীতের
আভাযুক্ত নীল এবং কৃষ্ণের আভাযুক্ত নীল। এই চারি
শ্রেণীর ইন্দ্রনীল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া
অভিহিত হয়।

পদ্মরাগ যেমন উত্তম, মধ্যম, ও অধম ভেদে ত্রিবিধ। [পদ্মরাগ
দেখ।] ইন্দ্রনীলও সেইরূপ ত্রিবিধ। যথা,—(১) সাধারণ
ইন্দ্রনীল, (২) মহানীল, ইহা শতগুণ দুগ্ধে নিকৃষ্ট হইলেও
নিজ নীলবর্ণে সমুদায় দুগ্ধকে নীলবর্ণ করিয়া তুলে।
(৩) ইহার মধ্য হইতে ইন্দ্রধনুর জায় আভা নিঃসৃত হয়।
শেখোক্ত প্রকারের ইন্দ্রনীল অতি দ্রুভ, দৈবাৎ যদি কোথাও
পাওয়া যায়, তবে অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে।
গুরুত্ব, মৃদুত্ব, বর্ণাঢ্যত্ব, পার্শ্ববর্তিত্ব ও রঞ্জকত্ব এই পঞ্চবিধ
গুণবিভূষিত ইন্দ্রনীলই শ্রেষ্ঠ। যে ইন্দ্রনীলের আপেক্ষিক
গুরুত্ব অতি অধিক অর্থাৎ প্রমাণে অতি অল্প হইয়াও
ওজনে অধিক ভারী হয়, তাহাকে গুরু কহে। গুরু
ইন্দ্রনীল বংশবৃদ্ধিকর। যাহা হইতে সর্বদা রেহ নির্গত
হয়, তাহার নাম স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীল, ইহা ধনবৃদ্ধিকারক। প্রাতঃ-
কালের সূর্য্যোদয়যুগে ধারণ করিলে যে ইন্দ্রনীল হইতে নীলবর্ণ
শিখা নির্গত হয়, তাহাকে বর্ণাঢ্য বলা যায়, বর্ণাঢ্য ইন্দ্রনীল-
দ্বারা ধনখাজাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে ইন্দ্রনীলের একদেশে
ক্ষটিক, রক্ত, স্বর্ণ বা অল্প কোন তৈজস পদার্থ লক্ষিত হয়,
তাহার নাম পার্শ্ববর্তী, পার্শ্ববর্তী ইন্দ্রনীল হইতে বশোলাভ
হয়। যে ইন্দ্রনীল কোন পাত্রের স্থাপন করিলে সমুদায়
পাত্রটী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, তাহার নাম রঞ্জক, রঞ্জক ইন্দ্রনীল
লক্ষী, যশ ও বংশ বৃদ্ধি করে। অজক, জাস, চিত্রক, স্নুদগর্ভ,
অশ্বগর্ভ ও য়োক্ষা, এই ছয় প্রকার দোষ ইন্দ্রনীলে লক্ষিত হইয়া
থাকে। যে ইন্দ্রনীলের উপরিভাগে অত্রের ছায়া ছায়া দৃষ্ট
হয়, তাহাকে অত্রক কহে, এই প্রকার ইন্দ্রনীলধারণে
আয়ু ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। যে চিক্খারা ইন্দ্রনীলকে সহসা জ্বল

বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে জ্ঞান করে, জ্ঞানবারা ন্যস্তর উপায় হয়। বাহা নানাবর্ণে বিভিন্ন ভাহার নাম চিত্রক, চিত্রক-দোষে কুল নষ্ট হয়। বাহার মধ্যভাগে মুক্তিকা সন্নিহিত থাকে, তাহাকে মূলগর্ভ বলে, মূলগর্ভ দোষ হইতে গাত্রকণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ দুর্যোগ জন্মিয়া থাকে। বাহার অন্তরে প্রান্তরখণ্ড লক্ষিত হয়, তাহার নাম অঙ্গগর্ভ, অঙ্গগর্ভ দোষবিনাশের হেতু। বাহা শর্করাযুক্ত, তাহাকে রৌক্ষ্য বলে। রৌক্ষ্যদোষ-প্রিত ইঙ্গনীলধারী ব্যক্তিকে দেহ তাগ করিতে হয়। দোষ-হীন অথচ গুণযুক্ত ইঙ্গনীলমণি বাহার নিকট থাকে, তাহার আয়ু ও বল বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি বিগুহ ইঙ্গনীল ধারণ করে, নানায়ুগ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, এবং তাহাতে আয়ু, কুল, যশ, বুদ্ধি, লক্ষী ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। গুণসম্পন্ন ও দোষ-যুক্ত পদ্মরাগধারণে যেরূপ গুণভাগ হইয়া থাকে, ইঙ্গনীলেরও তদ্রূপ।

গুরুত্ব ও কাঠিন্য অনুসারেই ইঙ্গনীলকে কচ হইতে পৃথক বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। যে ইঙ্গনীলে জীবৎ লোহিতের আভা দৃষ্ট হয়, তাহাকে টিটিভ বলে। টিটিভ জাতীয় মণি ধারণমাত্রই গর্ভিণী-স্ত্রী স্তখে সন্তান প্রসব করে। (গুরুত্বপূর্ণ)

পদ্মরাগের মত নীলা তিন প্রকার অবস্থায় পাওয়া যায়। যথা—(১) শুভ্র স্বচ্ছ চূর্ণের পাথর (White Crystalline lime-stone) মধ্যে নিহিত অবস্থায় দেখা যায়; (২) পাহাড়ের নিকটবর্তী মুক্তিকা মধ্যে শিথিল অবস্থায় পাওয়া যায়; এবং (৩) রক্তপ্রসবি-কাকর মধ্যে সময় সময় দেখা যায়। সাধারণতঃ দ্বিতীয় উপায়েই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

অগ্গ্ণারের জন্ত ইঙ্গনীলের এত আদর। ইহা দ্বারা আংটা, নীল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নীলা এত কঠিন যে, ইহার উপর খোদাইয়ের কাজ করা বড় শক্ত। এরূপ অসুবিধা সত্ত্বেও ইঙ্গনীলে ক্ষোদিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীসের জুপি-তরের (Jupiter) উজ্জ্বল মুখাকৃতি এই ইঙ্গনীলে ক্ষোদিত আছে শুনা যায়। মারলবুরো (Marlborough) সংস্থানে যে সমস্ত প্রাচীন জিনিষ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মেডুসার মস্তক (Medusa's head) নীলায় প্রস্তুত দেখা যায়। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটা প্রাচীন প্রতিমূর্তি এই প্রস্তরে নির্মিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইঙ্গনীলে নানা প্রকার ব্যাধি ও অমঙ্গল নাশ করিয়া থাকে। ইহা যে কেবল ভারতবাসিগণের বিশ্বাস, তাহা নহে। যুরোপের অনেক মহাত্মারা ইহার পঙ্ক-সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। এপিফেনিস্ (Epiphanes) বলেন যে, মোসেসের (Moses) নিকট যে দৃষ্ট পর্কভো-

পরি উদ্ভিত হইয়াছিল, তাহা ইঙ্গনীলে হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সর্বপ্রথমে তাহার নিকট যে নিরমাবলী প্রদান করেন, তাহা নীলার লিখিত ছিল। পুণ্যাত্মা জেরোম (St. Jerome) বলিয়াছেন যে, ইঙ্গনীল ধারণ করিলে রাজার প্রিয়পাত্র হয়, শত্রু বশীভূত হয়, বন্ধন বিমুক্ত হয়। যাকে ধারণ করিলে বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি ও অমঙ্গল নিবারিত হয়। কোন লম্পট লোকে পরিধান করিলে, ইহার ঔষ্ণ্য নষ্ট হয়। অসুখীদের উপরি-ভাগে ধারণ করিলে, কামবৃত্তি নিবৃত্তি হয়, এই নিমিত্ত অনেক ধর্ম্মযাজকগণ ইহা ধারণ করিয়া থাকেন। কঠে ধারণ করিলে জ্বর আরোগ্য হয়, কপালে রক্তস্রাব নিবারণ করে। ইঙ্গনীল-চূর্ণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া চক্ষের উপর রাখিলে বালুকা কণা, কীট প্রভৃতি বাহাই চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করুক না কেন, তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিবে; এবং চক্ষু ওষ্ঠা কিংবা বসন্ত-রোগজনিত চক্ষুপ্রদাহ ইত্যাদি আরোগ্য হইবে। ছত্থের সঙ্গে ঐ চূর্ণ সেবন করিলে, জ্বর, মূর্ছা, বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। বিষ-নাশকশক্তি ইহার এত অধিক যে, যে গাঙ্গ কিংবা শিশি মধ্যে মাকড়সা অথবা অন্য কোন বিষধর প্রাণী থাকে, তাহাতে ইঙ্গনীল রাখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে।

পদ্মরাগের মত ইঙ্গনীলের আকার অনুসারে মূল্য বেশী হয় না। হীরকের দ্বারা জ্যোতিঃপরিচ্ছন্নতা অনুসারে মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। অতি উৎকৃষ্ট নীলা এক ক্যারাটের কম ওজন হইলে (ক্যারাট—প্রায় ৪ রতি) ৪০ টাকা হইতে ১২০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হয়, এবং এক ক্যারাট হইলে ১২০ হইতে ২৫০ টাকা হইয়া থাকে। কোনও কোন ইঙ্গনীল হইতে নক্ষত্রের দ্বারা জ্যোতিঃ বহির্গত হয়। এই জ্বলি হিন্দুদিগের বিশেষ পবিত্র জিনিষ। ইহার মূল্য ২০০ হইতে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত খাঁটি ইঙ্গনীল রাত্রি দিন সকল সময়ে নীলবর্ণের আভা বিস্তার করে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, দিবসে দুই খণ্ড নীলা একই আভা প্রদান করিতেছে, কিন্তু রাত্রিতে বিভিন্ন জ্যোতিঃ বিতরণ করিতেছে। সময় সময় ইঙ্গনীলে অনেক দোষ দেখা যায়। ইহাতে অনেক ময়লা থাকে, দাগ থাকে, ও কাটা, চির প্রভৃতি নানারকম দোষ থাকে। ইহা ব্যতীত সকল স্থানে সমান রং থাকে না। কখন কখন বালি ও লোহচূর্ণ সহিত উত্তপ্ত করিয়া দাগগুলি তোলা হয় এবং সর্বত্র সমান রংবিশিষ্ট করা হয়।

সাধা ইঙ্গনীল দেখিতে অনেকটা হীরকের মত। এমন কি উত্তমরূপে কাটা ও পালিস না হইলে ইহাকে হীরা হইতে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ায়। দুই খণ্ড কাচ লইয়া তন্মধ্যে এরূপ সূক্ষ্মকোশল রং স্থাপিত হয় যে, সমস্ত জিনিষটী

রক্ষিত বোধ হয়। জনভিজ লোকেরা প্রায়ই ইহাকে নীলা বলিয়া মনে করে এবং অনেক স্থলে প্রচারিত হয়।

ইংরেজরাজত্ব আবারগরে ১৮৫১ ক্যারাট ওজননের এক ঋণ নিম্নত উল্লঙ্ঘন বর্ণবিশিষ্ট ইঙ্গনীল দেখিয়াছিলেন। পারি (Paris) নগরীয় খনিজের চিত্রশালিকায় (Musée de minéralogie) ১৩২৬ ক্যারাট পরিমাণের একখানি নীলা আছে। এই প্রস্তরখনির নাম “উডেন-স্পুন-সেলার” হইয়াছে। তাহার কারণ বঙ্গদেশের এক জন দরিদ্র কাঠের হাতা বিক্রয়কারী সর্বপ্রথমে ইহা পাইয়াছিল। অবশেষে ইহা নানা হস্তপরিবর্তনের পর ফরাসী দেশীয় কোন বণিকের নিকট ১৮২০০০ ফ্রাঙ্কে বিক্রীত হয়। পোপের রাজকোষে কয়েক খানি স্বন্দর স্বন্দর নীলা আছে। ডেন্‌ডেনের গ্রীন্‌ ভন্টস্ নামক স্থানে অত্যাশ্চর্য্য সুবৃহৎ ইঙ্গনীল আছে। রুশের কোন কাউন্টপত্নীর (Countess) অতি পরিষ্কার ও মনোহর ডিম্বাকৃতি ইঙ্গনীল পারিনগরীয় মোহনমেলার সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। লণ্ডন-মহামেলার এইচ্‌ টি হোপ সাহেবের (H. T. Hope) সংগৃহীত একখানি নীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং তথায় এ জে হোপ সাহেব (A. J. Hope) তাহার ধরজ্যোতি নীলা (Sapphire Marveilleux) সর্বজন সমক্ষে দেখাইয়াছিলেন। এই খানি দিনের বেলায় নীলবর্ণ এবং রাত্রিতে বেগুনি আভাযুক্ত দেখায়। ইংলণ্ডের মহারাজ ৪র্থ জর্জ রাজমুকুটে ধারণ করিবার জন্য একখানি সুবৃহৎ নীলা কিনিয়াছিলেন। মীর্জাপুরের মোহান্তের নিকট কোন এক সময়ে অতি উৎকৃষ্ট একখণ্ড ইঙ্গনীল ছিল। রায় বদরীদাস মোকিমের হস্তের অঙ্গুরীতে একখানি স্বন্দর নীলা বসান আছে।

নীলাক্ষ (পুং) নীলে অক্ষণী যন্ত। ১ নীলবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। ২ রাজহংস।

নীলাক্ষিতদল (পুং) নীলাক্ষিতঃ দলঃ যন্ত। তৈলকন্দ।

(নৈষট্‌প্রা°)

নীলাক্ষ (পুং) নীলং অক্ষং যন্ত। ১ সারসপক্ষী। (রাজনি°) স্রিয়াঃ আভিহাংসী ভীষ্। (জি) ২ নীলবর্ণাঙ্কযুক্তমাত।

নীলাঙ্গু (পুং) নিতরায় লিঙ্গভীতি নি-লিগি গভৌ কু, ধাতুপসর্গয়োঃ দীর্ঘত্বাৎ। ১ কুমি। ২ ভ্রমরালী। ৩ শুবিয়। (বিষ°)

নীলাঞ্জন (স্ত্রী) নীলং অঞ্জনং। ১ সৌবীরাঞ্জন।

“নীলাঞ্জনচরপ্রাধাং রবিসুহৃৎ মহাগ্রহম্।

ছায়ায়া গর্ভসমুভূতং বন্ধে ভক্ত্যা নর্দৈশ্চরম্॥” (নবগ্রহস্তোত্র°)

ইহা উপধাতুবিশেষ, ইহা শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শোধনপ্রণালী—

“নীলাঞ্জনং চূর্ণরিচা জ্বীরয়ত্‌ভাবিতম্।

দিনৈকমাত্রে শুদ্ধং ভবেৎ কার্ঘ্যে বোজরেন্॥” (সমুদ্রসার°)

নীলাঞ্জন চূর্ণ করিয়া জ্বীররসে ভাবনা দিতে হইবে, তাহার পর একদিন রোদ্রে শুকাইলে বিশুদ্ধ হইবে। এইরূপে নীলাঞ্জন শোধিত হইলে ব্যবহারোপযুক্ত হয়। ইহার গুণ—কটু, শ্লেষ্মা, মুখরোগ, নেত্ররোগ, ত্রণ ও দাহনাশক। উষ্ণ, রসায়ন, তিক্ত ও ভেদক। (রাজবল্লভ) ২ ভূখ, ভূতে।

নীলাঞ্জনা (স্ত্রী) নীলং যেন্যং অঞ্জয়তীতি অঞ্জ-গিচ্-লু-টাপ্। বিহাৎ। (জটায়র°)

নীলাঞ্জনী (স্ত্রী) নীলবৎ অঞ্জেত্বেন্নরতি অঞ্জ-গিচ্-লু, ততো ভীষ্। কালাঞ্জনীকুপ, কালাকর্ণানিকিনী।

নীলাঞ্জসা (স্ত্রী) ১ অঙ্গরোভেদ। ২ নদীবিশেষ। ৩ বিহাৎ।

নীলাদ্রি (পুং) ১ নীলপর্বত। ২ শ্রীক্ষেত্রের নীলাচল।

নীলাদ্রিকর্ণিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণাপরাজিতা। (রাজনি°)

নীলাপরাজিতা (স্ত্রী) নীলা অপরাজিতা। নীলবর্ণ অপরাজিতা লতা। পর্যায়—নীলপুন্দ্রী, মহানীলী, নীলগিরিকর্ণিকা, গবাদনী, বাজগন্ধা, নীলসন্ধা, নীলাদ্রিকর্ণী। ইহার গুণ—শিশির, তিক্ত, রক্তাভীসার, জ্বর, দাহ, ছর্দি, উন্মাদ, মদশ্রম-জন্তু পীড়া, খাস ও কাশনাশক। (রাজনি°)

নীলাজ (স্ত্রী) নীলমজম্। নীলপদ্ম, নীলোৎপল।

নীলাস্বর (পুং) নীলমধরং যন্ত। ১ বলদেব। ২ শনৈশ্চর। ৩ রাক্ষস। (জি) ৪ নীলবস্ত্রযুক্ত। (স্ত্রী) নীলং অধরং কর্মধারয়ঃ। ৫ নীলবস্ত্র। ৬ তালীশপত্র। (রাজনি°)

নীলাভ (জি) নীলযুক্ত।

নীলাঙ্গুজ (স্ত্রী) নীলং অঙ্গুজং কর্মধারয়ঃ। নীলপদ্ম।

নীলাঙ্গুজম্বন্ (স্ত্রী) অঙ্গুনি জম্ব যন্ত, অঙ্গুজম্বন্ নীলং অঙ্গুজম্ব। নীলোৎপল, নীলপদ্ম।

নীলাঙ্গান (পুং) আ-স্তা-ল্য, আঙ্গানঃ, নীলঃ আঙ্গানঃ। পুণ্ড্রভেদ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কফ, বায়ু, শূল, কণ্ডু, কুঠ, ত্রণ, শোফ ও বৃগদোষনাশক। (রাজনি°)

নীলাঙ্গী (স্ত্রী) নীলা অঙ্গী। ক্ষুণ্ণভেদ, নল্লবুলগুড়। (হিন্দী°) পর্যায়—নীলপিঠোড়ী, ভ্রামারী, দীর্ঘশাবিকা। ইহার গুণ—মধুর, রুক্ষ ও কফভাণনাশক। (রাজনি°)

নীলারুণ (পুং) নীলঃ অরুণঃ বর্ণোবর্ণেন ইতি সমাসঃ। ১ সূর্যোদয়কালে অরুণবর্ণমিশ্রিত নীলাকাশ। ২ নীল ও অরুণবর্ণবিশিষ্ট।

নীলালু (পুং) নীলং নীলবর্ণং আলুঃ কর্মধারয়ঃ। কলভেদ, পর্যায়—অসিতালু, ভ্রামালালু। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, পিত্তদাহ ও ভ্রমনাশক।

নীলাঞ্জী (স্ত্রী) নীলঃ নীলবর্ণঃ অনন্তে ব্যাপ্রোক্তি অশ-অশ
সৌরভিহাং জীব। ১ নীলনিষ্ঠা (স্ত্রী) ২ নীলসিদ্ধবার। (রাজনি)

নীলাশোক (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ অশোকঃ। নীলবর্ণ অশোক।

“সালেন কশ্যপাণী রক্তাশোকেন রক্তান্নানী চ।

পাণ্ডুঃ কীরিকরা নীলাশোকেন স্ককরকঃ ॥” (বৃহৎসং ২৯)

নীলাশ্মন (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ অশ্মা। নীলবর্ণপ্রস্তুতভেদ,
নীলকান্তমণি, নীলমণি।

“নীলাশ্মাতিভিদ্ভ্রান্তসোহপরত্ৱ।” (মাঘ)

নীলাশ্ব (পুং) পেশভেদ। (রাজত ৮।৩২।১৫)

নীলাসন (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ অসনো বৃক্ষভেদঃ। ১ অসনবৃক্ষ-
বিশেষ। চলিত পিরামাল পাছ। পর্যায়—নীলবীজ, নীলপত্র,
সুনীলক, নীলক্রম, নীলসার, নীলনির্বাণক। ইহার গুণ—কটু,
মীতল, কষায়, সারক, কৃষ্ট, কণ্ডু ও দক্ষনাশক। অসনবৃক্ষ
মধ্যে সিতাননই শ্রেষ্ঠ। (রাজনি) ২ রতিবন্ধবিশেষ।

“লিঙ্গোপরিস্থিতা নারী শয্যাং কৃত্বা পদব্রয়ম্।

হৃদয়ে দত্তহস্তা চ বক্শ্যে নীলাসনো মতঃ ॥” (স্বয়ম্বীপিকা)

নীলি (পুং) নীল-ইন্। জলজন্তুভেদ।

“মত্তং নীলিক লাক্ষাক সর্বাংষ্টকশফাংস্তথা।” (মহু)

‘নীলির্জলজন্তুঃ।’ (কুসুমক)

নীলিকা (স্ত্রী) নীল ক-টাণ্ কাপি অত-ইত্থং বা নীলীব কন্
টাণ্, পূর্ণহৃদ্বঃ। ১ নীলসিদ্ধবার। পর্যায়—নীলী, নীলিনী,
তুলী, কালদোলা, নীলিকা রজনী, ত্রীকলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা,
মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেলী, নীলপুষ্পা। (ভাবপ্রাণপূর্ণাং ৩)

২ শেকালিকা। ৩ নেত্ররোগবিশেষ। সুক্ষ্মতে এই

রোগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। লোম চতুর্থ পটলে
অবস্থিত করিলে তিমিররোগ হয়। এই তিমিররোগে এক
কালে যদি দৃষ্টিরোধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে লিঙ্গনাশ
কহে। তিমিররোগ অতিশয় গভীর না হইলে চক্ষু, সূর্য্য, বিদ্রাৎ
ও নক্ষত্রবিশিষ্ট আকাশ দেখিতে পায় এবং নির্মলভেদঃ ও
জ্যোতিঃপদার্থ দৃষ্ট হয়। লিঙ্গনাশরোগের এই অবস্থাকে
নীলিকা বা নীলিকাচ কহে। ইহা বায়ুকর্ষক জন্মিলে
সকল পদার্থ অরূপবর্ণ, সচল ও আবিল দেখায়। পিত্তকর্ষক
জন্মিলে আনিত্য, খণ্ডোত, ইন্দ্রধনু, তড়িৎ ও সঘরপুচ্ছের ভায়
বিচিত্রবর্ণ অথবা নীল কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, অথবা ষেতবর্ণ মেঘের
ভায় অত্যন্ত হুল, মেঘশূন্য সময়ে মেঘাচ্ছরের ভায় অথবা সমস্ত
জলপ্রাবিতের ভায় এবং রক্তকর্ষক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও
অঙ্গকারময় দেখায়।

কক্কজ এই রোগ জন্মিলে সমস্তই ষেতবর্ণ ও শিথ, সরি-
পাতক হইলে সকল পদার্থ হরিত, ভ্রাম, কৃষ্ণ, ধূস প্রভৃতি

বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট ও বিরূতের ভায় দৃষ্ট হয়। সকল পদার্থই
ধিমা বা বহুধা অথবা হ্রস্ব বা দীর্ঘ, বিষভাব দেখায়।

(বৃহত্ত উৎ ৭ অঃ)

৪ কুম্মরোগভেদ।

“ক্রোধায় সংপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ।

মুখমাগতা সহসা মণ্ডলং বিন্ধ্যজাত্যতঃ ॥

নীলকঃ হস্তকং ভ্রাবং তং ব্যাকমিতি নির্দিষ্টেণ ॥” (মাধবকর)

ক্রোধ বা পরিশ্রমদ্বারা বায়ু কুপিত ও পিত্তের সহিত

সম্মত হইয়া মুখদেশকে আশ্রয় করে, এইজন্য মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
দীড়কা হয়, ইহাকে মুখব্যঙ্গ কহে। এই লক্ষণাঙ্ক চিহ্ন শরীরে
বা মুখে উৎপন্ন হইলে তাহার নাম নীলিকা কহে। ইহাকে
ভাষায় মেচেতা বলে।

ইহার চিকিৎসা—শিরাবোধ, প্রলেপ এবং অভ্যঙ্গ দ্বারা
মুখব্যঙ্গ, নীলিকা, জঙ্ঘ ও তিলকালকের চিকিৎসা করিতে
হইবে। বটের কুড়ি ও মসুর একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ
দিলে ইহা সারিয়া যায়। মধুর সহিত মজিষ্ঠা পেষণ করিয়া
অথবা শশকের রক্ত লেপন করিলে, বা বরুণবৃক্ষের ছাল ছাগমুত্র-
দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মুখব্যঙ্গ ও নীলিকা নষ্ট হয়।
আকন্দ্রের আটা ও হরিদ্রা একত্র মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে
বহদিনের নীলিকাও নষ্ট হয়। ত্রুৎ মসুর পেষণ করিয়া
তাহাতে দ্রুত মিশাইয়া মুখে প্রলেপ দিলে এই নীলিকা
রোগ প্রশমিত হয় এবং মুখকান্তি উজ্জল হয়। বটের কচি-
পাতা, মালতী, রক্তচন্দন, কুড়, কালীয়াকড়া ও লোধ এই সকল
দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নীলিকা নষ্ট হয়।
এই রোগে কুম্মাদিভৈলই সর্বোৎকৃষ্ট। কুম্মাদিভৈলের
প্রস্তুত-প্রণালী—তিলভৈল ৮ সের, কক্কাজ কুম্ম, ষেতচন্দন,
লোধ, পতঙ্গ (কেতরে), রক্তচন্দন, কালীয়াকড়া, বেণারমূল,
মজিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তেজপত্র, পদ্মকর্ষ, পদ্মমূল, কুড়, গোরোচনা,
হরিদ্রা, লাক্ষা, দারুহরিদ্রা, গেরিমাটী, নাগকেশর, পলাশমূল,
প্রিয়ঙ্গু, বটাক্ষর, মালতী, মোম, সর্ষপ, সুরভিবচ, (মহাভরিতচ)
এই সকল ঔষধকে অর্দ্ধ ছটাক। জল ৮২ বত্রিশ সের।

এই ভৈল যুগ্ম অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে
ব্যঙ্গ, নীলিকা, তিলকালক, মাধক, জঙ্ঘ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত
হইয়া চন্দ্রমণ্ডলের ভায় মুখকান্তি উজ্জল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

৫ জলের জর।

“ভূমেদ্বারা বৃক্ষত কোটরঃ জলন্ত নীলিকা ॥”

(নিদানে বিজয়রস্কিত)

নীলিকাচ (পুং) নেত্ররোগবিশেষ। [নীলিকা দেখ।]

নীলিন্ (জি) নীলঃ প্রশস্ততরা হস্তান্ত ইতি ইন্। প্রশস্ত-
নীলবর্ণবৃক্ষ।

নীলিনী (জী) নীলিন্ জীপ্। ১ নীলীবৃক্ষ। ২ নীলবৃক্ষা বৃক্ষ,
চলিত নীলবোনাগাছ। ৩ শ্রামত্রিপুটা। ৪ অজমীড়ের পত্নী।
(হরিবং ৩২।৪৫)

নীলী (জী) নীলো নিশ্চান্তধেন হস্তান্তাঃ, নীল-অচ্, ভতে
গোরাদিভাং জীষ্। বৃক্ষভেদ, নীলের গাছ। পর্যায়—কালা,
শ্রীতকিকা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুখা, তুণী,
মোলা, নীলিনী, নীলা, তুলী, শ্রোগী, মেলা, নীলপত্নী, রাজী,
নীলিকা, নীলপুশ্পী, কালী, শ্রামা, শোধনী, শ্রীফলা, গ্রামা,
ভজা, ভারবাহী, মোচা, কৃষ্ণা, বাজ্রনকেলী, মহাফলা, অসিতা,
শ্রীতনী, কেশী, গীরটিকা, গন্ধপুশ্পা, শ্রামলিকা, রঙ্গপত্নী, মহা-
বলা, হিররঙ্গা, রঙ্গপুশ্পী, দুলি, দুলিকা, দ্রোণিকা। (শব্দরং)

ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কেশহিতকর, কাস, কফ,
বায়ু ও বিষোদার, বামি, শুষ্ক, জন্ত ও ত্রণনাশক। (রাজনিং)

ভাবপ্রকাশ মতে—রেচক, তিক্ত, কেশহিতকর, ভ্রমনাশক।

উষ্ণের গুণ—উদর, প্রীহা, বাতরক্ত ও কফবায়ুনাশক। (ভাবপ্রং)

[নীল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ২ নীলিকারোগ। (মেদিনী)

নীলিমন্ (পুং) নীলস্ত ভাবঃ ইমনিচ্। নীলবর্ণ।

"কঙ্কলমহানবিলোচনচুষনবিরচিতনীলিমরূপম্।" (শ্রীতগোবিন্দ)

নীলীরাগ (পুং) ১ প্রেমভেদ। ২ হিরপ্রেমপুরুষ। পর্যায়—
হিরসৌন্দর্য। ৩ নায়কনায়িকার পূর্বরাগবিশেষ।

"নীলাকুসুমমঞ্জিষ্ঠাঃ পূর্বরাগোহপি চ ত্রিধা।" (সাহিত্যদং)

নীলীরাগ, কুসুমরাগ ও মঞ্জিষ্ঠারাগ এই তিনপ্রকার
পূর্বরাগ। ইহার লক্ষণ—

"নচাতি শোভতে যদ্রাপৈতি প্রেমমনোগতম্।

নীলীরাগঃ স বিজ্ঞেয়ঃ যথা শ্রীরামসীতসৌঃ॥" (সাহিত্যদং)

যে স্থলে মনোগত প্রেম অপগত হয় না এবং অতিমাত্র
শোভিত হয়, এই রাগকে নীলীরাগ কহে। রামসীতার রাগ
নীলীরাগ।

নীলীরোগ (পুং) চক্ষুরোগভেদ। [নীলিকা দেখ।]

নীলেশ্বরম্, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত, দক্ষিণ কাণাড়া
জেতার মধ্যস্থ কাসরগোড় তালুকের একটা নগর। অক্ষা°
১২° ১৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৮' ৪০" পূঃ। এখানে সাধারণতঃ
হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের বাস। পেনসন্প্রান্তঃ রাজ্য এই
স্থানে অবস্থিত করেন। ইহাই কাণাড়ার সর্বদক্ষিণপ্রান্তস্থ
নগর এবং কেরলদেশের পুরাকালীন সীমা।

নীলোৎপল (জী) নীলঃ নীলবর্ণঃ উৎপলঃ। নীলপদ্ম (A blue
lotus, Nymphaea caerulea) চলিত নীলশাপলা। পর্যায়—উৎপ-

পলক, কুবলয়, ইন্দীবর, কন্দোখ, সৌগন্ধিক, স্নগন্ধ, কুড়ুলক-

অসিতোৎপল, কন্দোট, ইন্দ্রাবর, ইন্দীবর, নীলপদ্ম।
ইহার গুণ—অতি স্বাদু, শীত, স্নিগ্ধ, সৌখ্যকারী, পাচক
অতিতিক্ত এবং রক্তপিত্তনাশক। (রাজনিং) [উৎপল দেখ।]

নীলোৎপলময় (জি) নীলোৎপল-ময়ট্। নীলপদ্মসামান্য,
নীলপদ্মবৃক্ষ।

নীলোৎপলাদ্যমৃত (জী) নীলোৎপলামাং নাম দ্বতং। চক্রপাণি-
নতোক্ত দ্ব্যতোষধভেদ। (চক্রান্ত)

নীলোৎপলিন্ (পুং) নীলোৎপলং ধার্যধেন তদ্বর্ণো বা অন্ত্য-
স্তেতি ইনি। ১ মঞ্জুধোষ, শিবান্ধভেদ। (ত্রিকাং) ২ জৈন-
গুরু বা শিক্ষক, মঞ্জুশ্রীর নামান্তর।

নীলোদ (পুং) নীলজলবিশিষ্ট সাগর বা নদী।

নীবর (পুং) নয়ত্যাখ্যং যত্র কুজচিৎ দেহযাত্রানিষ্পাদনায়েতি
নী-ঘরচ্ প্রত্যয়েন নিষ্পাদনাং গুণাভাবেন সাধুঃ। (ছিন্নর-
ছয়রেতি। উৎ ৩।১) ১ ভিক্ষুপরিব্রাজক। ২ বাণিজ্য।
৩ বাস্তব, বসতিস্থান। ৪ পক্ষ। (জী) ৫ জল।

(সংক্ষিপ্তসার উগাদিং)

নীবাক (পুং) নিরন্তরং নিরন্তং বা উচ্যতে ইতি নি-বচ্-ঘঞ, কুৎসং
উপসর্গস্ত দীর্ঘৎ চ। ১ মূল্যাদিকাহেতু খাত্তাদিতে লোকসমূহের
আদরাতিশয়। ২ তুলাধরণাধিক্য। ক্রমক্রমান্বয়, মূল্যাদিকাহেতু
নিশ্চয়রূপে পরিচ্ছেদন। পর্যায়—প্রণাম। ছপাদ্যত্ব, হ্রলভত্ব।
(অব্যয়) ৪ বচননিবৃত্তি।

নীবার (পুং) নি-বৃ-ঘঞ, উপসর্গস্ত দীর্ঘৎ। পৃথগ্ভাভেদ।
চলিত উড়ীধান, হিন্দী তিলী। পর্যায়—ভৃগধাত্ত, বনত্রীহি,
অরণ্যধাত্ত, মুনিধাত্ত, ভৃগদ্রব্য, অরণ্যশালি। ইহার গুণ—সধুর,
স্নিগ্ধ, পবিত্র, পথ্য, লঘু। (রাজনিং)

"প্রসাধিকা তু নীবারভৃগান্তমিতি চ দ্ব্যতম্।

নীবারঃ শীতলোগ্রাহী পিত্তঃ কফবাতকৃৎ॥" (ভাবপ্রং)

পর্যায়—প্রসাধিকা ও ভৃগান্ত। গুণ—শীতল, গ্রাহী, পিত্ত-
নাশক; কফ ও বায়ুকরক। [ধাত্ত দেখ।]

নীবারক (পুং) নীবার এব স্বার্থে কন্। নীবার, ভৃগধাত্তভেদ।

নীবি (জী) নিবায়তি নিবীয়তে বা নি-বো-ইঞ, যলোপঃ পূর্বস্ত
দীর্ঘঃ (নৌ বো) যলোপঃ পূর্বস্ত চ দীর্ঘঃ। উৎ ৪।১৩৫)

১ পরিপণ, বাজি। ২ বণিকদিগের মূলধন। ৩ রাজপুত্রাদির
বন্ধক। (সুভূতি) ৪ শ্রীকটীব্রতবন্ধ, ভাবায় কৌচড়ী।

"একব্রতাদ্বোধোনীবী রোদমানা রজঃশলা।" (ভারত ২।৬৩।১২)

"শ্রীকটীব্রতবন্ধ" এই স্থলে শ্রীউপলক্ষণমাত্ৰ, পুরুষ-
কটীব্রতবন্ধঃ বুঝাইবে। ৪ ব্রতমাত্র। ৫ পরিহিত বস্ত্র
বামাজগ্রহি।

“নীবাং বিলম্বত পরিহিতবস্ত্র বাসকগ্রহিৎ মোচরিয়া
আচমনমাহ বোধায়নঃ।” (বহুর্দেশী শ্রাব্যতত্ত্ব)

শুভদিগের পিতাদি শ্রাদ্ধে দোটকবন্ধন। (মধুরেশ)

নিবি-কুদিকারাদিতি বা ভীষ্ম।

নীবাভার্য (ত্রি) বস্ত্রের মালিন্যনিবারণ জন্য উপরিব্ধ আচ্ছাদক।
নীবৃত্ত (পুং) নিরতঃ বর্ত্ততে বসত্যত্র জনসমূহঃ ইতি নী-বৃ অধি-
করণে কৃপ্। ততো পূর্লগদন্ত দীর্ঘঃ (নহিবৃত্তিবিধিবিধিক্রি-
সহিতনিবৃ কো। পা ৬।৩।১১৬) জনপদ, দেশ।

নীত্র (স্ত্রী) নিতরং ত্রিয়তে বৃ-বাহলকাং ক পূর্লদীর্ঘশ্চ।
১ ছদিপ্রান্তভাগ, চলিত ছাঁটি। পর্যায়—বলীক, পটলপ্রান্ত।
২ নেমি। ৩ চন্দ্র। ৪ রেবতীনক্ষত্র। ৫ বন। অমরকোষে
‘নীত্র’ ইহার পাঠান্তর নীত্র এইরূপ লিখিত আছে।

নীশার (পুং) নিঃশেষণ নিতরং বা শীর্ণস্তে হিমবায়াদয়ো-
হনেন অশ্রাদত্ব বা শৃ-ঘঞ, উপসর্গস্ত দীর্ঘত্বং। ১ হিম ও
বায়ুনিবারক আবরণবস্ত্র, চলিত পর্দা প্রভৃতি, হিমালি
প্রাবরণধনমহস্ত্র। কাণ্ডার। (নয়নানন্দ)। মশারি। ২ কাণ্ড-
পথ, চলিত কানোং।

“গৌরিবাক্তনীশারঃ প্রারণ শিশিরে ক্লশঃ।” (সিকৌ ৩।৩।২১)

নীষহ (ত্রি) অতিক্রম, জয়।

নীহার (পুং) নিদ্রিয়তে ইতি নি-জ-ঘঞ উপসর্গস্ত ঘঞীতি দীর্ঘত্বং।
১ ঘনীভূত শিশির। পর্যায়—অবশ্রায়, ভূবার, ভূহিন, হিম,
প্রালেয়, মহিকা, খচল, নিশাজল, নিহার, মিহিকা। (শব্দরত্নঃ)
“খাণ্ডবধ্ব বনং সর্বং পাণ্ডবো বহভিঃ শরৈঃ।

প্রাচ্ছাদয়দমেয়াশ্মা নীহারেণেন চক্ষুশ্চ।” (ভার ১।২২৮।২)

ইহার গুণ—কফ ও বায়ুবর্জক। (রাজব) ২ কুণ্ডাটিকা।

[নিহার দেখ।]

নীহার, হিমালয়ের পাদদেশস্থিত একটি প্রাচীন জনপদ। পৌরা-
নিক উজ্জ্বাহন জনপদের দক্ষিণপশ্চিমে এবং বর্ত্তমান কাবুল ও
সরথাস নদীর সঙ্গমস্থলে জলালাবাদ নগরের সন্নিকটে অবস্থিত
ছিল। এই নগর মৎস্ত ও বামনপুরাণে নিগর্হর বা নিরাহার
এবং আৰ্য্যাবর্ত্তমানচিত্রে নিগর্হর নামে উল্লিখিত হইয়াছে।
অধ্যাপক লাসেনের ধারণা এই স্থানের নাম নগরহার। তিনি
অহ্রমান করেন, টেলিমি বর্ণিত উদ্যানপুরের নিকটবর্ত্তী নগর
নামক জনপদ উজ্জ্বাহনের নিকটবর্ত্তী নিগর্হর বলিয়া বোধ হয়।

২ গোমতীতীরবর্ত্তী একটি গ্রাম। (ভা ৩।৩।৫৬ অধ্যায়)

নীহারস্ফোট, বহলাকার নীহারপিণ্ড, বরকের বড় বড় পিণ্ড।
নীহারিকা (Nebulae) যে সকল নক্ষত্র চক্ষুর গোচর নহে, কিন্তু
দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে কুণ্ডাটিকাবৎ প্রতীয়মান হয়।

[নিহারিকা দেখ।]

মু (অস্ত) নোতি মনতি বা। হু, নম বা নিভ্র্যাদিত্যং হু। ১ বিতর্ক।

“নিষ্কপচামরশিখাচ্ছূতকর্ণভাঃ

ধাবন্তি বসন্তি তরন্তি হু বাকিনস্তে।” (শকুন্তলা ১ অঙ্ক)

২ অপমান। ৩ বিকর। ৪ অহুন্নয়। ৫ অতীত। ৬ প্রের।

৭ হেতু। ৮ অপদেশ। ৯ আদেশ। ১০ অহুতাপ। ১১ সংশয়।

১২ সম্মান। ১৩ সোধোন। ১৪ অপমান।

“কথং হু রাজঃস্বমিতঃ কৃষিতঃ শ্রমকর্ষিতঃ।” (ভারত ৩।৬।১২)

মু (পুং) অহুস্বার। (বোপদেশ)

“মুবা পূর্লগদন্ত দীর্ঘত্বং হু পুরগামিনৌ।” (দুর্গাদাস)

মুজা (দেশজ) নম্র বা বিনয়ী, নীচ, হেলা, বক্র।

মুকসান্ (আরবী) ক্ষতি, হানি।

মুগ্গিন, দিল্লীর নিকটবর্ত্তী একটি নগর। এই নগর উত্তর
শাহরানপুর জেলার অন্তর্গত। অক্ষা° ২৯° ২৭' উঃ এবং
দ্রাঘি° ৭৮° ২৬' পূঃ। এখানে কএকটি পুরাতন কীর্তি দেখিতে
পাওয়া যায়; তন্মধ্যে কালখার চূর্ণ প্রসিদ্ধ।

মুস্করো, আসামের অন্তর্গত একটি জেলা। এই স্থানের রাজা
ভীর্ষসিংহ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে স্বীয় রাজ্য সন্ধিপত্র দ্বারা ইংরাজের
হস্তে সমর্পণ করেন। এই সন্ধির মর্ম্ম এই যে, কোম্পানি
রাজাকে বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন।
রাজা দেশের আইনামুসারে প্রজাপালন করিবেন। যদি কোন
বাক্তি কোম্পানির অধিকৃত স্থান হইতে অজ্ঞার কার্য্য করিয়া
রাজার রাজ্যে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে
কোম্পানির নিকট অর্পণ করিবেন।

মুজিৎ-উদ্দৌলা, (নজিৎ) রোহিলখণ্ডের জনৈক শাসনকর্ত্তা।
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি দিল্লীর শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং শাহ
আলমের ক্ষেত্রপুত্র যুবরাজ জেওয়ান বখ্তের প্রতিনিধি হইয়া
রাজকার্য্য নির্বাহ করেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর ১৭৬৯
খৃষ্টাব্দে পেশবা মাধোরাও বহুসংখ্যক সৈন্যসংগ্রহ করিয়া হিন্দু-
স্থান জয় করিতে প্রেরণ করেন। বিশ্বজী কৃষ্ণ, মাধোজী সিন্ধিয়া
এবং তুকাভী হোলকরের সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।
ইহারা রাজপুত রাজাদিগকে পরাভব করিলেই মুজিৎ-উদ্দৌলার
মনে ভীতির সঞ্চার হইল এবং শশবাত্তে সন্ধির প্রস্তাব করি-
লেন। কিন্তু পাণিপথের যুদ্ধে ইনি মারাঠাদিগের বিরুদ্ধে
বিপুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তজ্জন্ম মাধোজী সিন্ধিয়া প্রতি-
হিংসনালে দগ্ধ হইয়া ভীহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না।
বিশ্বজী কৃষ্ণ সন্ধির বিবরণ শেখবার কর্ণগোচর করাইলেন।
পেশবা আদেশ করিলেন যে, মুজিৎ-উদ্দৌলার সঙ্গে বন্ধুত্ব না
হইলেও প্রস্তাবিত বিষয়ের উপকারিতা বিচারপূর্ব্বক তদন্তে
হানি কি? তখন মহারাষ্ট্রীয়গণের ইচ্ছা কোশলক্রমে এই স্থান

ইংরাজের হস্ত হইতে বাহির করেন; কিন্তু তাঁহাদের এ আশা ফলবতী হইল না। অল্পদিন মধ্যেই মুজিব-উদৌলা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন।

মুজিব খাঁ, (নাজিব খাঁ) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণের প্রভাব খর্ব্ব হইলে মুজিব খাঁ দিল্লীসম্রাটের সভায় পুনর্বার প্রতিনিধিত্ব লাভ করিলেন।

নবাব উজীর মুজিব খাঁকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সম্রাটসভায় তাঁহাকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। মুজিব খাঁ অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। রোহিল-খণ্ডবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি ইংরাজ এবং মুজিব-উদৌলার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি জাঠদিগকে পরাভব করেন। সমস্ত আগ্রায় তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। যখন তিনি দূরদেশে নানা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন আপনার লোকের মধ্যে কেহ কেহ শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আবদুল আহম্মদ খাঁকে বাদশাহের সভায় স্বীয় প্রতিনিধি রাখিয়াছিলেন। ইহারই হস্তে রাজকার্য্য এবং সাংসারিক কার্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই নতন দেওয়ানকে মুজিব-উদৌলা খ্যাতি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সম্রাটের নিকট প্রভুর কুৎসাকীর্জন করিয়া স্বীয় প্রাধিক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। মুজিবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শড়যন্ত্র চলিতে ছিল, তাহা যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই তাহা নয়, তখন তাঁহার হৃদয় গাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিল। ইহা অপেক্ষা সহজগুণে শ্রেষ্ঠ কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং প্রাণপণে তাহার উদ্ধারসাধনে যত্ন করিতেছিলেন। তাঁহার মুশিক্ষিত পদাতিক সৈন্তের গুণেই এই বিরাট ব্যাপারে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। যে সময় দিল্লীর সম্রাট ইংরাজদিগের আশ্রয়ে ছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের কর্তৃক উক্ত পদাতিক সৈন্তের উৎকৃষ্টাংশ মুশিক্ষিত হইয়াছিল। মুজিবখাঁর অধীনে বিখ্যাত ছইদল সৈন্ত ছিল। ইহার একদল জর্জবাসী সমরর হস্তে এবং অপর দল করাসী মাডকের অধীনে ছিল।

মুজিব খাঁ নিম্নে অসাধারণ ক্ষমতা বিস্তার করিলেন। তিনি জুলফিকার খাঁ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আমীর উল্ওমরাও হইলেন। অনন্তর জায়পরায়ণতা ও দৃঢ়তার সহিত সম্রাট ও সাম্রাজ্য এই উভয়েই শাসন করিতে লাগিলেন।

মুজিব-উদৌলা, (নাজিব উদৌলা) রোহিলখণ্ডের একজন খ্যাতনামা মুদক বীরপুরুষ এবং জমিদার। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ ইহাকে সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বাদশাহের অল্পস্থিতিকালে উজীর নাজিব-উদৌলাকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার নিজের লোক নিযুক্ত করেন। দিল্লীর

রাজপুত্র আলীজহর পিতার উজীরের ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া নাজিবের নিকট আসিয়া আশ্রয় লন। পুনর্বার বাদশাহ নাজিব উদৌলাকে সেনাপতিত্বে বরণ করেন। এই সময়ে ২য় আলমগীরের উজীর সাহেব-উদ্দীন স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রঘুনাথ রাও (রাঘব) এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মাগব হইতে দিল্লীযাত্রা করিয়া নগর অবরোধ করিলেন। নাজিবউদৌলা কোন ক্রমে পলায়ন করিলেন। রাঘব হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিয়া সৈন্তসমূহ ছই দলে বিভক্ত করিলেন। একদল লাহোরে রহিল এবং একদল দিল্লীতে রহিল। শেবোক্ত দলের নেতৃত্ব দত্তজী সিন্দিয়ার হস্তে প্রাপ্ত হয়। তিনি সাহেব-উদ্দীনের পরামর্শমত নাজিব উদৌলা এবং রোহিলখণ্ডবাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। অবশেষে নাজিব-উদৌলা গোবিন্দপাঠের সমুদ্র সৈন্ত নষ্ট করিয়া গঙ্গাপারে তাড়াইয়া দেন। ইতিমধ্যে আহম্মদ শাহ আলী ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব অধিকার জ্ঞাত আসিয়া নাজিবের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে একত্র হইয়া দত্তজী সিন্দিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করেন। আহম্মদশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলী জহর শাহ আলম উপাধিধারণপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই সময়ে রোহিলাগণ অত্যন্ত ক্ষমতালালী হইয়াছিল। ইহারা আফগানসৈন্ত হইতে উৎপন্ন এবং দিল্লীতে আসিয়া বাস করিতেছিল। এই সময় সর্দার নাজিবউদৌলা স্বীয় স্বাধীনতা বিস্তার করিলেন এবং রোহিলখণ্ডে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরমাসে নাজিব-উদৌলার মৃত্যু হয়।

মুজিব খাঁ, (নাজিব খাঁ) রোহিলখণ্ডের একজন শাসনকর্তা। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ যখন রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার বহু ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়।

মুজিব-খাঁ (নাজিব খাঁ) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মস্তিষ্ক গ্রহণ করেন, ও ১৭৮২ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মুজিবাবাদ, (নাজিবাবাদ) মুরাদাবাদ জেলার একটা নগর। দিল্লী হইতে ৯৫ মাইল উত্তর পূর্বে, অক্ষা° ২৯° ৩৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১২' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সহরের এক মাইল পূর্বে পতুরগড়হর্গ অতি উৎকৃষ্ট নীলপ্রস্তুতে নির্মিত। অদ্যাপি ইহা বিশেষ কারুকার্যের পরিচয় দিতেছে। হিন্দুস্থান এবং কান্দীনের মধ্যে ব্যবসাস্থাপন উদ্দেশ্যে নাজিব-উদৌলা এই নগর স্থাপন করেন। এখনও এখানে কাঠ, বাঁশ, তাম্র ইত্যাদির বাণিজ্য জুল্লারূপে চলিতেছে।

মুজিবগড়, (নাজিবগড়) কাণপুর জেলার অন্তর্গত আলাহাবাদের মধ্যবর্তী একটা নগর। কাণপুর সহর হইতে ১০

ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে পক্ষার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। বর্তমান সময়ে একটা প্রেসিড বাগিচাহান। ইহার সন্নিকটে নীলকুঠা থাকায় ইহা আরও প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মুটুকা, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবাসী জাতিবিশেষ। যিকি পূর্বতের শীতপ্রধান স্থান হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্তই ইহাদিগের বাস আছে। ইংরাজেরা ইহাদিগকে ‘মুটুকা কল-বীর’ নামে আখ্যাত করিয়াছেন, কিন্তু এই নাম তাহাদের দেশীয় নহে। দলভেদে ইহারা চেম্বক, ক্রীটসপ, ওয়াকান, মুটুলোমা বা ক্রামথ নামক স্থানীয় আখ্যায় অভিহিত।

ইহাদের অবয়ব ধর্ম্ম অগচ্ছল, দেখিতে প্রায় ইংরাজদিগের তুল্য গৌরবর্ণ। কিন্তু দেশব্যবহারবশতঃ ইহারা সর্বদাই সর্সাক্রে নানাপ্রকার মুক্তিকা লেপন করিয়া রাখে। ইহাদের মস্তকের অবয়ব অপরাপর মহুষ্যের তুল্য। কিন্তু দেশীয় এক কদম্বা ব্যবহার হেতু ইহাদের সকলের মস্তক চেপ্টা দেখা যায়। এই কারণে ইহাদের মস্তক কোন্ জাতীয়ের সদৃশ তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইয়া উঠে। পুত্র জন্মি-বাত্রাই তাহার মস্তকের দুইপার্শ্বে দুইখানি কাঠফলক (তক্তা) সজ্ঞারে বাঁধিয়া রাখে। কিছুকাল পরেই তাহাদের মস্তক চিরকালের জ্ঞাত চেপ্টা হইয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ বিকৃতিবস্থায় তাহাদের মস্তকের বা বুদ্ধিস্বত্তির কোন হানি হয় না। ইহারা কণ্ঠ্য এবং অসভ্যতামুখারী সূচক; কিন্তু এতাদৃশ শীতল স্থানে বাস করিয়াও ইহারা উপযোগী বস্ত্রাদি বয়ন করিতে জানে না, এই কারণে ইহারা সর্বদা সলোম ভল্লুকচর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা বেশ জুকেশলে ও তৎপরতার সহিত আপনাদের বাসোপযোগী গৃহাদি ও প্রয়োজনমত নৌকাদি নির্মাণ করিয়া লয়।

ইহাদের আহার ব্যবহার অত্যন্ত মহুষ্যজাতি হইতে পৃথক্। সামান্য মৎস্তই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। উহা ধরিবার জ্ঞাত ইহারা সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। শীতকালে ভোজনের নিমিত্ত ইহারা পূর্ব হইতে মৎস্তাদি সংগ্রহ করিয়া শুক করিয়া রাখে। এই মৎস্তসংগ্রহব্যাপার শেষ হইলে পর ইহারা সকলেই মহানন্দ উপভোগ করে। তৎকালে কোন কোন দলপতি বন মধ্যে গিয়া অনাহারে ঐক্সজালিক মস্তসাধন করিতে থাকে। এইরূপ তপসকারীদিগকে ‘ভামিশ’ বলা হয়। মুটুকাদিগের বিশ্বাস যে, দলপতির তপস্কালা ‘নোলোক’-নামা এক দেবতার সহিত কণোপকণন করে এবং তাহার রূপায় নানারূপ অলৌকিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

প্রবাদ আছে, মুটুকারা নরমাংস ভোজন করে, কিন্তু ইহাদিগকে সেরূপ নৃমাংসানী বলিয়া বোধ হয় না। কেবলমাত্র

‘ভামিশ’ তপস্বিগণ এক একদিন কুকলোমবিশিষ্ট চর্ম্ম আচ্ছাদন দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া এবং মস্তকে বকল নির্মিত লালবর্ণের মুটু ধারণপূর্ব্বক বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া গ্রামে প্রবেশ করে। তাহাদিগকে দেখিবারামাত্রই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পলায়নপর হয়। কেবলমাত্র সাহসিক বা সাহস-অখ্যাতির অভিজাতী কোন কোন ব্যক্তি তাহাদের সন্মুখে অগ্রসর হয়। ভামিশ এইরূপ ব্যক্তিকে দেখিবারামাত্র তাহাকে ধরিয়া তাহার হস্ত হইতে মুটু তিন গ্রাস মাংস দংশন করিয়া কাটিয়া লয়। ঐ দংশনের সময় ধীর হইয়া ত্তক থাকাই প্রাণ-সনীর, অস্তথাপক্ষে তাহার নিন্দা হইয়া থাকে। ভামিশ অনার্য্যে এবং শীঘ্র দংশন করিয়া মাংস না লইতে পারিলেই তাহার অপবাদ হয়। উল্লিখিতপ্রকারে যত মাংস ভোজন হইয়া থাকে, তাহাতেই যতদূর নরমাংসভোজী হওয়া সম্ভব, ইহারা ততদূর মাংসাশী। এতদ্বিত্ত ইহারা অল্প নরমাংস ভোজন করে না।

ইহাদের ভাষা অসুশীলন করিয়া দেখিলে, ইহাদের অজ্ঞাতক জাতির শাখা বলিয়া মনে হয়। এই উত্তরজাতির ভাষায় অনেক শব্দের শেষভাগে ‘ৎল’ বা ‘ৎলী’ যোগ দেখা যায় এবং উভয়ই এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ হু’একটা শব্দ ও তাহার অর্থ উদ্ধৃত করা গেল যথা— ‘আপুহুইল্লিংল’ = আলিঙ্গন; ‘ভোমকস্তিক্সিংল’ = চুষন; ‘হিংলৎলিংল’ = জ্বলন; ‘আগুকায়াৎল’ = যুবতী, রমণী ইত্যাদি।

ইহাদের গৃহাদি কাঠনির্মিত, অত্যন্ত অপরিষ্কৃত ও মৎস্ত-গন্ধে পরিপূর্ণ। গৃহমধ্যে কাঠে খোদিত কতকগুলি পুস্ত-লিকাও থাকে। কখন কখন মৎস্ত ধরিবার সমস্ত ব্যাপারও দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত করিয়া রাখে। ইহাদের আবাসস্থান যেরূপ অপরিষ্কার, পরিধেয় বস্ত্রাদিও তদনুরূপ।

কার্পাস বস্ত্র আলো নাই বা তখননকোশল ইহারা জাত নহে। ভল্লুকাদির চর্ম্মব্যতীত ইহারা ‘পাইন’ বৃক্ষের ছালে নির্মিত একপ্রকার মাহুর পরিধান করে, সময়ে সময়ে ঐ মাহুরের অন্তঃগুহ সলোমচর্ম্মে আবৃত করিয়া ধারণ করে। কেহ কেহ বা মলিন্দার ছাত্ত একপ্রকার কবল প্রস্তুত করে।

ইহাদের প্রধান খাদ্য মৎস্ত, ঐ ত্রয়ো গৃহ পরিপূর্ণ রাখে, উহার তীরগন্ধে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাই কঠিন। মুটুকারা সামান্য মৎস্তের তৈল পান করে এবং তাহার ডিম দিয়া এক প্রকার রোটিকা প্রস্তুত করে। শীতকালে কেবল ওটকী সামান্য তাহাদের প্রাণধারণের একমাত্র অবলম্বন।

ইহারা অত্যন্ত অসভ্য, এজন্য ইহাদের বুদ্ধিরূপিত ভূত জ্ঞাত নহে। সুগা এবং মৎস্তধারণ জিন তাহারা আর

কিছিরকর্ণে নিযুক্ত থাকে না। আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ইহারায়
সকল মার্কিনজাতি হইতে সর্বপ্রকারে নিষিদ্ধ।

মুটী (দেশজ) কোন বস্তুকে একত্র জড়াইয়া প্রস্তুত গোলাকার
পদার্থ।

মুটীহাটী (দেশজ) জড়াইয়া প্রস্তুত গোলাকার বস্তু, গোলা,
গোলতাড়া, বাজিল।

মুড় (দেশজ) খড় বা বাসের গোছা।

মুড়ফেলান (দেশজ) কোন অনিশ্চিত বিষয়ে কৃতকার্য হইবার
আশায় টাকা বাজী রাখা বা প্রতিজ্ঞা করা।

মুড়মুড় (দেশজ) ১ অরসংযোগে ইতস্ততঃ দোলা। ২ কোন
ব্যক্তির নিকট পাইবার প্রত্যাশায় তাহার পশ্চাতে ঘোরা।

মুড়িশুড়ি (দেশজ) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অখণ্ডিত প্রস্তররাশি।

মুড়ি (দেশজ) অখণ্ডিত ক্ষুদ্র প্রস্তরবিশেষ।

মুন (দেশজ) লবণ।

মুত (ত্রি) মু স্ততে ক। স্তত, পুজিত, প্রশংসিত।

“তং বেদশাস্ত্রপরিমণ্ডিতশুদ্ধবিৎ

চর্ণাধরঃ সুরমুনীপ্রসূতঃ কবীন্দ্রম্।

কৃষ্ণভিষং কনকপিঙ্গজটাকলাপং

ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্ ॥” (পুরাণ ইতি প্রসিদ্ধি)

মুতারিয়া, মালবের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সহর। অক্ষা° ২৪° ৭’
উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৫’ পূঃ।

মুতি (স্ত্রী) ম-ভাবে-জিন্। ১ স্ততি।

“পরশুপতিভিঃ স্থান্ শুণ্ণান্ খাপয়ন্তঃ।” (ভট্টহরি) ২ পূজা।

মুত্ত (ত্রি) মুদ-স্ত পাক্ষিকো নত্বাতাবঃ (মুদবিদেতি। পাচা২।৫৬)
১ ক্ষিপ্ত। ২ প্রেরিত।

মুদি (দেশজ) মুলোদর, মেটাপেট, ভুঁড়ি।

মুনখণ্ড, বালেশ্বরের একটি পরগণা। ক্ষেত্রফল ৩০৬৬ বর্গ-
মাইল। এই পরগণায় সর্বশুদ্ধ ২৭টি জমিদারী আছে এবং
মোট আয় ১১০২০।

মুন্দরবার, খানেশ জেলার একটি নগর। পূর্বে এই নগর
অতি বড় ছিল। এখনও ইহার চতুর্দিকে একটি ভগ্ন প্রাচীর
আছে। অক্ষা° ২১° ২৫’ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৫’ পূঃ। এই
নগরের নিকটস্থ জমি অতিশয় উর্বরা, কিন্তু জলাভাবে
উপযুক্ত শস্যাদি জন্মে না। সহর হইতে একপোয়া
ঘুরে দাদংপীরের কবর আছে। তথায় কবরের উপর
মন্দির আছে, ইহা ব্যতীত আরও কএকটি মন্দির ইহার
নিকটে আছে।

মুন্সিয়াল, (অপর নাম গাজীপুর) বালাঘাট জেলার অন্তর্গত
একটি বহুজনাকীর্ণ সহর। ইহার চারিদিকে কাদার প্রাচীর

এবং মধ্যে একটি দুর্গ আছে। অক্ষা° ১৫° ২৩’ উঃ এবং
দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭’ পূঃ।

মুন্ন (ত্রি) মুদ-স্ত নিষ্ঠা তত্ত পূর্ণপদন্ত চ নঃ। ১ হৃত, ক্ষিপ্ত।
২ প্রেরিত।

“প্রসঙ্গ তেজোভিরসম্মাতাং গতিরমদ্বয়ামুন্নমুন্নমং তমঃ।”

(মাঘ ১।২৭)

মুনা, বালেশ্বর জেলার অল্পরা পরগণার একটি প্রকাণ্ড বাঁধ।
সমুদ্রের ধার দিয়া প্রায় ১৫ মাইল পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত রহিয়াছে।
অক্ষা° ২০° ৫৮’ হইতে ২১° ১২’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৫২’
হইতে ৮৬° ৫৫’ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রের জল বাহাতে
গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্যই এই মুনা বাঁধ
প্রস্তুত হয়। কিন্তু সময় সময় ইহাতে হিতে বিপরীত ঘটে। গামাই
এবং মাতাই নদীর সংযোজক ঝালের মুখে মুনা বাঁধ; ১৮৬৭
খৃষ্টাব্দে গামাই নদীর জল এই বাঁধের ভিত্তি বাহির হইতে পারে
নাই, তজ্জন্ত বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়; কিন্তু ঈশ্বরের অমু-
গ্রহে বাঁধ জলের বেগ সহ্য করিতে না পারায় আপনা হইতে
ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভগ্নস্থান দিয়া নির্ঝরে জল বহির্গত হয়।

মুনা, দিনাজপুরের একটি নদী।

মুনি, মুশিদাবাদ হইতে ৭৪ মাইল উত্তরপশ্চিমকোণে অবস্থিত
একটি ক্ষুদ্র নগর। অক্ষা° ২২° ৫৬’ উঃ এবং ৮৭° ৮’ পূঃ।

মুন্সিয়া (দেশজ) ১ শাকবিশেষ। ২ একপ্রকার নীচ জাতি।
গয়া, শাহাবাদ, চম্পারণ, সারণ প্রভৃতি জেলায় এই জাতির
বাস। সোরা প্রস্তুতই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। ইহা ব্যতীত
অনেকে চাষ আবাদ এবং মাটি কাটিয়া জীবিকানির্ভাহ
করে। কি প্রকারে মুন্সিয়া জাতি উৎপন্ন হইল, সে সম্বন্ধে
কোন উপাখ্যান জানা যায় না; তবে এই মাত্র শুনা যায়
যে বিছরভক্ত নামক জনৈক যোগী হইতে অবধিগার জন্ম
হয়। উক্ত যোগী-বিদূর লোনা মাটিতে বসিয়া তপস্চরণ করায়
তপোভ্রষ্ট হন। তাঁহার আর যোগাভাসে অধিকার রহিল
না। রামচন্দ্র তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়া সোরা প্রস্তুত করিতে
আদেশ দিলেন। বিন্দ এবং বেলদারদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও
এইরূপ প্রবাদ আছে। কাহারও মতে, বিন্দজাতির পূর্বপুরুষ
হইতে মুন্সিয়া এবং বেলদার উৎপন্ন হইয়াছে।

বেহারের মুন্সিয়াজাতির মধ্যে সাতটা সম্প্রদায় আছে; যথা—
অবধিয়া বা অবোধ্যাবাসী, ভোজপুরীয়া, খরাওঁত, মধরা, ওড়,
পচাইরা, সেমারবার। এক সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে পরস্পর
বিবাহাদি হয় না। এই নিষিদ্ধ বিবাহাদি সেওরা একটু কঠিন
হইলেও সাক্তকুল, পিতৃকুল প্রভৃতিতে বিবাহ প্রতিবন্ধক
নিয়মের শিথিলতাহেতু বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে।

অতি নিকট রক্তের সংশ্লিষ্ট হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু অল্প তিনকুলে তিনপুরুষ এবং কোন কোন মতে পাঁচপুরুষ পর্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ। হুনিয়াজাতিরা অল্পবয়সেই কন্যার বিবাহ দেয়, কিন্তু অর্থাভাবশতঃ কেহ কেহ একটু বেশী বয়সেও বিবাহ দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু কাহারও ছয়ের অধিক পত্নী প্রায়ই দেখা যায় না, এবং বংশরক্ষার্থে কেহ একাধিক পরিবার গ্রহণ করিলেও নিষ্পনীয় নহে। সাগাই প্রধায় বিধবাগণ নূতন স্বামী গ্রহণ করিতে পারে এবং ইচ্ছামত স্বামী মনোনীত করিতে পারে, কিন্তু বনিষ্ঠ কুটুম্বের মধ্য হইতে লইতে পারে না। মৃতস্বামীর কনিষ্ঠভ্রাতার সহিত অর্থাৎ দেবরের সহিত বিবাহ হওয়াই ইহারা উপযুক্ত মনে করে।

পত্নী অসতী হইলে অথবা পতিপত্নীর সহিত মিল না হইলে পক্ষায়ত হইতে পত্নীপরিহারের অমুমতি দেওয়া হয়। এইরূপে এক স্বামী পরিত্যাগ করিলে, হুনিয়া স্ত্রীলোকেরা অল্প স্বামীগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যদি একবার অল্পজাতির সঙ্গে সহবাস করে, তাহা হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে এবং আর স্বজাতির মধ্যে বিবাহ করিতে পারিবে না।

ত্রিচতুর্থী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের বিবাহাদি কার্যে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ইহাদের বিবাহপ্রথা অল্পজাতির প্রথা অপেক্ষা একটু পৃথক। বরের মূল্য কুলরীতি অনুসারে এক জোড়া কাপড় এবং এক টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্যন্ত। এই মূল্যের নাম তিলক। বিবাহের পূর্বে এই মূল্য নির্ণয় করিতে হয়। বিবাহের পর কন্যা বরযাত্রিগণের সঙ্গে স্বস্ত্রালায়ে যায় না। যতদিন পর্যন্ত দ্বিতীয় সংস্কার না হয়, ততদিন পিত্রালায়েই থাকে। দ্বিতীয় সংস্কারের পর বর আত্মীয়কুটুম্বপ্রভৃতি লোকজনসহ সমারোহের সহিত স্নানকোণে বাতীতে লইয়া আইসে। ইহাকে দ্বিরাগমন বলে।

অবদিয়া হুনিয়ার মধ্যে ‘আম্মাউই মাড়ী’ বলিয়া একটা আশ্চর্য্যাপ্রকৃতি প্রচলিত আছে, এই পদ্ধতি অনুসারে বরকন্যাকে বিবাহের সময় স্থানান্তরে থাকিতে হয়।

বেহারে প্রচলিত হিন্দুধর্মই হুনিাদের ধর্ম। ইহাদের মধ্যে শাক্তের সংখ্যাই অধিক; কিন্তু বৈষ্ণবও অল্পপরিমাণে দেখা যায়। ভগবতী ইহাদের প্রধান আরাধ্যদেবী। ইহারা বন্দী, গোঠেরা এবং শীতলার পূজা মঙ্গলবার, বুধবার এবং শনিবারে করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ও বালকেরা বিশেষ কোন দেবদেবীর পূজা করে না; তবে সময় সময় স্ত্রীলোকগণ শীতলাপূজার যোগ দেয়। সন্ন্যাসী ফকিরগণই এই জাতির গুরু। ইহাদের মৃতদেহ দাহ করা হইয়া থাকে। পাঁচবৎসরের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার দেহ না পোড়াইয়া গোর দেওয়া হয়।

নোনামাট হইতে সোরা ও লবণ প্রস্তুত করা ইহাদের পৈতৃক ব্যবসা। বর্তমান সময়ে ইহাদের মধ্যে অনেকে রাজ্য নিৰ্ম্মাণ, পুরিণীখনন, অটোমোবিলনিৰ্ম্মাণ, বর ছাওয়া প্রভৃতি মজুরের কার্য করিয়া থাকে। কেহ কেহ আজ কাল কিঞ্চিৎ জমাজমিও করিয়াছে। যাহাদের জমি জমা নাই, তাহার শীতকালে কার্যের জন্ত নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই সময়ে ইহারা কুটার নিৰ্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করে। বঙ্গদেশে আসিয়া ইহাদের অনেকে গোয়ালী প্রভৃতির বাড়ীতে চাকরের কার্য করিয়া থাকে।

পাটনা, মুন্সের এবং মুজাফরপুরের হুনিয়ারা কুর্খী, কোইরী প্রভৃতি জাতির সমকক্ষ এবং ব্রাহ্মণগণ ইহাদের জল খাইয়া থাকেন। কিন্তু ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, চম্পারণ, শাহাবাদ ও গয়ার হুনিাদের জল কেহ পান করে না, তথায় ইহারা তাঁতির সমতুল্য। ইহারা ইন্দুর ও শূকর খাইয়া থাকে। ইহাদের সকলেই প্রায় মদিরাপ্রিয়।

মুন্স, শাদকের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একটি জেলা। হিমা-লয়ের উত্তরপশ্চিমে শায়ুক নদীর তীরে অক্ষা° ৩৫° হইতে ৩৬° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° হইতে ৭৮° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। তিস্তের মধ্যে এই স্থান অতি উচ্চ এবং অধূর্ষরা। নিম্ন মুন্সের গ্রামসংখ্যা তত অধিক নহে, তবে কি না এখানকার ভূমি সকল অপেক্ষাকৃত বেশী উর্বরা, তজ্জন্ত চাষবাসও বেশী রকম।

মুন্সনী, আরম্মাবাদের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১২° ৪১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৩' পূঃ।

মুমহুলকোট, মলবার প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র সহর। কোলিকট হইতে ৫২ মাইল পূর্বোত্তর ভাগে; অক্ষা° ১১° ৩২' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

মুন্সি, (মুন্সি) বেগুনীহানের কলাতের অন্তর্গত মুন্সের এক-শ্রেণীর লোক। ইহারা মুসলমানধর্মাবলম্বী। করাতীর মুন্সিগণ কোন রাজপুত্রের গর্ভসম্বৃত বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। উক্ত রাজপুত্রীর নয়টি পুত্র জন্মে, এই নিমিত্তই ঐ জাতিকে নওমর্দি বলে। বর্তমান সময়ে ইহারা ২২টি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সমুদায় শাখাই উল্লিখিত ৯ পুত্র হইতে উৎপন্ন।

মুয়াজ্জিদমহম্মদ, (নওরাজিদ) নবাব আলীবর্দীর ভ্রাতৃপুত্র। আলীবর্দী বেহারের নবাবীপদে নিযুক্ত হইলে পর, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রের সহিত এক কন্যার বিবাহ দেন। ইহার গর্ভে মীর্জা-মহম্মদের জন্ম হয়। এই মীর্জামহম্মদ শেষে সিরাজউদৌলা বলিয়া বিখ্যাত হন। সিরাজের নানাদোষ সত্ত্বেও আলীবর্দী ১৭৫৬ অব্দে তাহাকে বীর উত্তরাদিকারী করেন; এই জন্ত মুয়াজ্জিদ মহম্মদ বিলক্ষণ অসন্তোষ প্রকাশ করেন; কেননাই

সিংহাসনে তাঁহারই দাবী বেশী। তিনি কয়েক বৎসর ঢাকার শাসনভার গ্রহণ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। এই অর্থে তিনি একদল সৈন্ত রাখিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অসাধারণ দীক্ষার কিংবা যুদ্ধবিশারদ ছিলেন না; তাঁহার মন্ত্রিষর হোসেনকুলিখা ও হোসেনউদ্দীন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার দেখিলেন যে, ইহাদিগকে বিনাশ করিতে না পারিলে আর নিরাপদের সম্ভাবনা নাই। এই সময়ে মুয়াজ্জিস্ মহম্মদ ও হোসেন কুলিখা একত্র মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন এবং হোসেনউদ্দীন ঢাকার শাসনকর্তার প্রতি-নিষিদ্ধরূপ বাস করিতেছিলেন। আলীবর্দী ভাবিলেন, সাব-ধানতার সহিত এই মন্ত্রিষরকে কর্তৃ হইতে অপসৃত করিতে পারিলেই মঙ্গল। পাছে মুয়াজ্জিস্ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঢাকার গিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, সিরাজ-উদ্দৌলার এই ভয়ে নিশ্চিন্ত না হইয়া কোন বিবেচনা না করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ত কয়েক জন ঘাতক নিযুক্ত করিলেন। ইহারা ঢাকার প্রবেশ করিয়া নিরাপদসময়ে হোসেনউদ্দীনকে নিধন করিল এবং ২৪ দিন পরে মুর্শিদাবাদের সহরের মধ্যে দিবাভাগে হোসেনকুলিখাকে হত্যা করিল। মুয়াজ্জিস্ এবং তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ আহম্মদ পরস্পর পৃথকভাবে নবাবীপদ পাইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন দুই ভাই একত্র হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিরাজউদ্দৌলার অস্থিতির ক্রটি নাই, তিনি উপরোক্ত উপায়ে ভ্রাতৃদ্বয়কে শমনভবনে পাঠাইয়া দিলেন।

মুয়ান (দেশজ) নতকরণ, বাঁধন।

মুয়েভা, জুয়ান ডি, পর্তুগালের জনৈক সেনাপতি। ১৫০১ খৃঃ অব্দে পর্তুগালের যখন তৃতীয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তখন ইনি সেনাপতি হইয়া এদেশে আসেন। কোচিনে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, তথাকার রাজা পর্তুগীজদিগের সহিত সম্বাবহার করিতেছেন। কনানুরের রাজা তাঁহাকে মরিচ ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্য ধারে দিয়াছিলেন; কিন্তু কালিকটের সামরীরাও এখনও প্রতিহিংসার উদ্দীপ্ত হইয়া মুয়েভার বিরুদ্ধে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করেন। কোচিনের রাজা তাঁহাকে কুলে লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু মুয়েভা সেরূপ কাপুরুষ ছিলেন না; যেমনই বিশেষর জাহাজ সমুখীন হইতে লাগিল, অমনি তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাদের একশত জাহাজকে একত্র আক্রমণ করিলেন যে, তাহার অনন্যোপায় হইয়া সন্ধিসূচক পতাকা উঠাইতে বাধ্য হইল। মুয়েভা তাহাদের সহিত একত্র উন্নয়ন ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, সামরীরাও তাঁহাকে কালিকটপর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তিনি আশঙ্ক-

ক্রমে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া বীর জাহাজ বোকাই করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

মুরউল্লাপুর, জিপুরাজেলার একটা পরগণা। ক্ষেত্রফল ৭৩০ বর্গমাইল। এই পরগণার সর্ব্বশুদ্ধ চারিটা জমিদারী আছে।

মুর (আরবী) ১ জ্যোতিঃ, আলোক। ২ দাড়ী। [নূ দেখ।]

মুরতিউজ্জ, অরুন্ডিরা পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটা নগর। এই স্থানের অধিবাসীরা প্রস্তরের স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া থাকে। লেফটেন্যান্ট ইউল সাহেব বলেন যে, এই স্তম্ভের সহিত উহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে।

মুরি, বেহারের জেলাদের একটা শাখা। ইহার গালাচ চুড়ি ও আলতা প্রস্তুত করে। কৃষ্ণনগরের জনৈক রাজা ইহাদিগকে উড়িয়া হইতে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। ইহার জহরতেরও কার্য্য করে।

মুরী (দেশজ) ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষ।

মুল (দেশজ) ক্ষুদ্রহস্তবিশিষ্ট, ছিন্ন হস্ত।

মুবেল রায়, (নবল রায়) এতাবাজেলাবাসী একজন সকসেনী কায়স্থ। তাঁহার জীবনের প্রাকালে তিনি অযোধ্যার নবাব বুর্হান উল-মুলকের অধীনে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হন।

বুর্হান গত হইলে, তাঁহার ভাগিনের সফদর জঙ্গ অযোধ্যার নবাব-উজীরপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি নবলরায়কে রাজা উপাধি দান করিয়া, সৈন্তাধ্যক্ষ ও আপন সহকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে সফদরকে কএক বৎসর দিল্লীতে থাকিয়া বিদ্রোহী দমন করিতে হইয়াছিল এবং মহারাজ নবলরায় স্বয়ং জুজুখার সহিত অযোধ্যাপ্রদেশের শাসনকার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। যখন বাদশাহ মহম্মদশাহ আলীমহম্মদ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া, শম্ভল জেলাস্থ বঙ্গধর্ম্ম জয়ে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন নবাব-উজীরের আদেশে মহারাজ নবল শম্ভলে বাইয়া একদিনেই ঐ দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিয়া শত্রুকে হস্তগত করেন। ইহাতে সফদর সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বহু স্বখ্যাতি করেন এবং বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দান করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রোহিলা-আফ-গানগণ বিদ্রোহী হইলে, মহারাজ নবল তাহাদের দমন করিতে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে তিনি আহম্মদ খাঁ বঙ্গশের বিরুদ্ধে বহুকণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ইহার পর তৎপুত্র খুশাসিংহ রাজা হন।

মুবেল (বা) নবলসিংহ, ভরতপুরের জাটবংশীয় রাজা দ্বার্য্যমজের তৃতীয় পুত্র, দ্বিতীয়পত্নীর প্রথম গর্ভজাত। দ্বার্য্যের প্রথম স্ত্রীর দ্বিতীয় পুত্র রতনসিংহের মৃত্যু হইলে, তদীয় পঞ্চবর্ষবয়স্ক পুত্র

খেরীসিংহ মহলিলা কর্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। নবলসিংহ রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনার জন্য ত্রাহুপুত্রের কর্তৃত্বাধীনে নিয়োজিত হন। প্রায় একবৎসর পরে খেরীসিংহের মৃত্যু হইলে, জুবলসিংহ সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজ্যাশাসন করিতে লাগিলেন।

নবল রাজাবর্ধনে প্রায়শী হইয়া, ১১৯৬ খ্রিঃাব্দে বাঙা জাটের পুত্র অজিতসিংহের নিকট হইতে বামালগড় দুর্গ কাড়িয়া লন। এই সময়ে অজিতের সাহায্যের জন্য দিল্লী হইতে রাজসৈন্য তাহার বিরুদ্ধে আগ্রসর হয়; কিন্তু পথিমধ্যে নবল কর্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করে। এই যুদ্ধে তিনি দিল্লীর অধিকারস্থ সিকেন্দ্রা ও অজ্ঞান স্থান দখল করিয়া লন। পরে সম্রাট শাহ আলম সৈন্যদ্বারা নজফখাঁকে তাহার বিরুদ্ধে পাঠান। হাল ও বর্সানের নিকটে উভয়দলে যুদ্ধ হয়। পূর্বে নবল যে সকল স্থান নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে নজফখাঁ করিনাবাদ ও অকবরবাদ জয় করিয়া, পরে দীর্ঘ দুর্গ জয় করিতে অগ্রসর হন। এই দুর্গে নবলসিংহ অবস্থান করিতেছিলেন। নজফখাঁ কর্তৃক এই দুর্গ ছই বৎসর অবরুদ্ধ থাকে। সেই সময়ের মধ্যে নবলের মৃত্যু হয়।

মুবিগঞ্জ, অর্থাৎ তবিবাক্তার গঞ্জ। আগ্রার অন্তর্গত একটি নগর। ককথাবাদ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অক্ষা° ২৭° ১৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

নুসরুখাঁ তোগলক, (নসরতখাঁ) কিরোজ তোগলকের পৌত্র। ১৩৯৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীর জমিদারগণ ছই দল ভুক্ত হন। ইহার মধ্যে এক দল বাদশাহ মহম্মদের ও অপর দল নসরতের পক্ষ অবলম্বন করেন। এইরূপে গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইল এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিষম হত্যাকাণ্ড চলিল। ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে নসরত একবালখাঁর হস্তে পড়িলেন এবং ক্রীড়া-পুতুল হইলেন। কিন্তু শেষে একবাল নসরতখাঁ ও তাঁহার দলবলকে নগরের বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

নুখুর, দিল্লীর অধীন একটি ক্ষুদ্র নগর। অক্ষা° ২৯° ৫৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৭' পূঃ। শাহরানপুর নগরের ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

নূজবিড় (নূজবীড়) মাজার প্রেসিডেন্সীর ককাজেলার অন্তর্গত একটি জমিদারী। এই প্রাচীন স্থানটী কোন বাকি জমিদারের এলাকাভুক্ত। পরিমাণক ৬৯৪ বর্গমাইল। এই

জমিদারীটা ৩৭ ভাগে বিভক্ত যথা—১ বেরপ্রাগড়া, ২ বোত্তল, ৩ বীর্জাপুর, ৪ কশিলেরপুর, ৫ তেলীপ্রোদু ও ৬ মহলা। ইহার সর্বসম্মত বাৎসরিক আয় প্রায় ৩১৭০০০ এবং দেয় রাজস্ব প্রায় ১৪১০০০।

২ উক্ত জমিদারীর সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬° ৪৭' ২৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪৩' ২০" পূঃ। এখানে প্রায় ১২০০ ঘর লোকের বসতি আছে। বেজবাড়া হইতে ২৬ মাইল উত্তরপূর্বে উরুভূমির উপর এই নগর স্থাপিত।

এখানে একটি প্রাচীন মৃত্তিকানির্মিত দুর্গ আছে; এখন উহা জমিদারদিগের আবাসবাটীরূপে পরিণত হইয়াছে। এখানকার বেকটেশ্বরস্বামীর মন্দির প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত সময়কার একটি বৃহৎ মূল-মানধর্মমন্দির আছে, অতি অল্প লোকেই উহার আদর করে। ইহার চতুর্দিকস্থ স্থিলাল বনরাজি, গভতাকীতে এই নগরকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই গ্রাম হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে পেরিলসিড গ্রাম পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, উহাই এই নগরপ্রবেশের একমাত্র পথ। এখানে নারিকেল ও আম্রের অনেক বাগান আছে।

নূজগুলা, ককাজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। বিছকোণা হইতে ৯ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার অম্ববাকদেব-মন্দিরের সম্মুখে এবং মণ্ডপের সম্মুখস্থ স্তম্ভগাত্রে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। এই গ্রামের ১ মাইল উত্তরে একটি প্রাচীন দুর্গের ভাষাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নূজিকল, দক্ষিণ ভারতের একটি নদী। কোড়গরাজের পশ্চিম-বাট পর্বতের মেরকারা শাখার নিকটবর্তী সম্প্রাজী উপত্যকা হইতে উৎপত্তি এবং পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া মাজাজের দক্ষিণকাণ্ডা জেলা অতিক্রমপূর্বক কাসরগোড়ের নিকটে বসবনী নামে আরব্যোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

নূত (জি) নু-স্তবনে কর্মণি ক্ত। স্তত।

নূতন (জি) নবএব তনপ্ নবস্ত নূরাদেশশ। (নবস্ত নূর-দেশস্ত নূতনপ্ৰাশ্চ প্রত্যয়া বক্তব্যঃ। বাস্তিক ৫।৪।২৫) ইত্যন্ত বাস্তিকোক্ত্য তনপ্। অপুস্তান, পর্যায়—প্রত্যগ্র, অভিনব, নবা, নব, নবীন, নূত, সত্ত্ব, অজীর্ণ, অভ্যগ্র, প্রতিনব। (জটায়র) “প্রশমহিতপূর্বপার্শ্বিৎ কুলমদ্ধাদনতনেনব্রম্।” (রঘু ৮।১৫)

নূতনদ্বীপ, ভারতমহাসাগরস্থিত বোর্নিও দ্বীপের উত্তরপূর্বে অবস্থিত একটি দ্বীপপুঞ্জ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণে এই নামে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। উত্তরস্থ দ্বীপপুঞ্জ ৪° ৪৫' উত্তর অক্ষাংশে এবং ১০৯° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। অষ্টোবর হইতে ডিসেম্বরমাস পর্য্যন্ত চীনবন্দরভিত্তিবুদী জাহাজ সকল নিরাপদে

* চাহার-গুলজার-মুছাই গ্রন্থে লিখিত আছে যে রতনসিংহের পুত্রের নাম রণজিতসিংহ, কিন্তু মাজমাউল্ অখবর নামক ইতিহাসে এই রণজিত দুর্গামরের কনিষ্ঠপুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে। চাহার-গুলজারে লিখিত আছে, ইনি রণজিতের বিরুদ্ধে অনেকবার বিদ্রোহী হন। ইনি মহারাজার সেনা সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনী ও বাসবদেশ জয় করেন।

এই বীপের দক্ষিণপথে গমনাগমন করে। দক্ষিণস্থ বীপপুঞ্জ অক্ষা° ৩° উঃ ও দ্রাঘি° ১০২° পূঃ মধ্যে এবং বোর্নিও বীপের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। মধ্যস্থ বৃহৎবীপ লম্বে ৩৪ মাইল এবং প্রস্থে সর্বত্রই প্রায় ১৩ মাইল। ইহার চতুর্দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী দৃষ্ট হয়। এই বীপগুলি প্রায়ই পর্তুগীজ। ইহার কোন কোনটা এত উচ্চ যে ৪৫ মাইল দূর হইতেও ইহার শিখরদেশ দেখা যায়। এখানে মলয়জাতির বাস।

নূতনপল্লী, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর কলকাতার নন্দীকোটকুর ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটা গ্রাম। এখানে আজ্ঞানবের একটা উন্নতমন্দির ও ঐ মন্দিরগাত্রে একখানি অস্পষ্ট শিলালিপি আছে।

নূত (ত্রি) নব এব নবস্ত রূপ নূরাদেশচ। নূতন।

“নত ইহা সমতয়োন রায়ঃ সংচক্ষে পূর্ণা উষসো ননুহাঃ।”

(ঋক ৭।৮।২০) ‘নূত্ নূতনাশ্’ (সায়ণ)

নূদ (পুং) হৃদতি রোগাদানিষ্টমিতি হৃদ-ক পৃষোদরাদিত্যাৎ দীর্ঘঃ। অপ্রথাকার ব্রহ্মদারবৃক। [ব্রহ্মদার দেখ।]

নূন, উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলার একটা প্রধান নদী। জেলার মধ্যভাগ হইতে উৎখিত হইয়া অক্ষা° ১৯° ৫৩’ ৩০” উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৩৮’ পূঃ দয়ানদীতে আসিয়া মিলিয়াছে। পরে দয়ানামে প্রবাহিত হইয়া চিত্রাহদে পতিত হইয়াছে। এই নদীতে সময় সময় বন্যা আসিয়া তীরস্থ শস্যাদি নষ্ট করে। ইহার তীরভূমি স্বভাবতঃ উচ্চ এবং জলস্রোত আটকাইবার জগ্গ স্থানবিশেষে বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত।

নূনম্ (অব্য) হু উন্নয়তীতি উন পরিহাণে অম্। ১ তর্ক, উহ। ২ অর্থনিশ্চয়।

“স্বর্গদক্ষ তথা প্রোক্তঃ জ্ঞানিনঃ সোক্ষনঃ তথা।

ন ভবিষ্যতি তন্নূনমনয়াদেবকল্পয়া ॥” (দেবীভাগ ১।১০।৩৬)

৩ অবধারণ। ৪ স্মরণ। ৫ বাকাপূরণ, পাদপূরণার্থ শব্দ।

৬ উৎপ্রেক্ষা।

“মধ্যে শব্দে এবং প্রায়ো নানমিত্যেবমাদয়ঃ।”

(সাহিত্যদ° ১০ পরি)

নূপুর (পুং স্ত্রী) নৃ-ক্ণি লুবি পুরতি পুর অগ্রগমনে-ক। স্বনাম-খ্যাত পাদভূষণ, চলিত নেপুর, পর্যায়—পাদাঙ্গদ, তুলাকোট, মঞ্জীর, হংসক, পাদকটক, পদাঙ্গদ। (শব্দরত্না°)

“গুণবানপি মোক্ষার্থং পাদে লুপ্তি নূপুরঃ।

হারস্ত মুকভাবেন কণ্ঠবস্ত্রভক্তাং গতঃ ॥” (উদ্ভট)

নূপুরঘণ্ট (ত্রি) নূপুরঃ বিদ্যতেহন্ত, মত্পৃ মন্ত ব। ১ নূপুরযুক্ত (চরণ)। ২ নূপুরযুক্ত্যত্র।

নূর্ব (আরবী) আলোক। জ্যোতিঃ, সৌন্দর্য। যেমন নূর-উল্

ইমান অর্থে ‘ধর্ম্মের-আলোক’, নূরজহান শব্দে অগজ্যোতিঃ বা অগভের সৌন্দর্য এইরূপ বুঝায়।

নূরআলীশাহ, মুসলমানদিগের স্বকী সম্রাটের একজন গুরু এবং মীর মনুখ আলীশাহের পুত্র ও শিষ্য। ইহার পিতা দাক্ষিণাত্যবাসী সৈয়দআলী রজা নামক জনৈক মুসলমান কর্তৃক দীক্ষিত হন। পারস্তরাজ করীম খাঁর রাজত্বকালে, ইহার পিতাপুত্রের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া সিরাজনগরে উপনীত হন ও তথায় আপনাদের অবলম্বিত নূতন মত প্রচার করেন। অল্পদিন মধ্যে প্রায় ত্রিশহাজার লোক তাঁহাদের শিষ্য গ্রহণ করে। নূরআলী প্রথমে ইস্পাহান নগরে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্ত বক্তৃতা করেন। তাঁহার বয়স অত্যন্ত অল্প হইলেও তিনি দয়া ও দাক্ষিণ্যে বুদ্ধের অধিক ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক-গণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই গুণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। দিন দিন তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বাড়িতে দেখিয়া ইস্পাহানস্থ ধর্ম্মগাজকগণ বড়ই উদ্বেগ হইলেন। পরে ষড়বস্ত্র করিয়া স্বকী সাম্রাজ্যিক মতের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করিয়া রাজা আলীমর্দন খাঁর নিকট পবিত্র ও সত্য ইসলাম ধর্ম্মস্থাপনের জন্ত আবেদন করেন এবং বলেন যে ইহারাই সত্য-ধর্ম্মের উপর লোকের অবস্থা কমাইতেছে। রাজা তাহাদের এই পত্র পাইয়া জলিয়া উঠিলেন এবং সত্যধর্ম্মের উপর বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিয়া এই আদেশ করেন যে, এরূপ সত্যধর্ম্মের নিন্দাবাদ ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং রাজনীতিবিরুদ্ধ। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি হুকুম দিলেন যে, এই বিরুদ্ধাচারীদের নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দাও। সেই সঙ্গে কাহারও কাহারও অপমানজনক দাড়ি কাটিয়া দিতে অহুমতি করেন। মূর্থ সৈনিকগণ এই আদেশ পাইয়া, কোন বাচ বিচার করিল না, বাহাকে সম্মুখে পাইল তাহার নাক, কাণ ও দাড়ি কাটিয়া দিল। এই সময়ে মুসলমান-ধর্ম্মজগতে অনেক নিরীহ ইসলাম-ধর্ম্মসেবীকে এই নিগ্রহ-ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া মোসলনগরে ফিরিয়া আসেন। এবাদ, বিষভক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১২১৫ হিজিরায় ঐ নগরে তাঁহাকে প্যাগম্বর জোনাসের কবরপার্শ্বে গোর দেওয়া হয়। এই সময় তাঁহার প্রায় ষাটহাজার শিষ্য হইয়াছিল।

নূরউদ্দীনকরারী, একজন কবি। ১৭৪ হিজিরায় গিলান প্রদেশ পারস্তরাজ তহমাস্পের অধিকারে আসিলে, ইহার পিতা ‘মোলান আবদুর-রজাক’ নিষ্ঠুররূপে নিহত হন। ইনি প্রথমে গিলানের শাসনকর্তা আহম্মদ খাঁর অধীনে কব্ব করিতেন। পিতার মৃত্যু এবং আহম্মদের রাজত্বাচ্যুতি দেখিয়া, তিনি কোরাঙ্ক-বিনে পলাইয়া যান। পরে ১৮৩ হিজিরায় তিনি স্বয়ং এবং

ভাৱীৰ ভাতা আবুল-কৎ ও হবানকে সৰ্কে লইয়া ভাৱতবৰ্ষে পলাইয়া আসেন। সন্মতি অক্ৰমণৰ প্ৰথমে তাহাকে সৈন্তা-
খাৰে পদে নিৰোধ কৰেন, কিন্তু তিনি অজ্ঞাৰণে নিভাতই
পৰাধুৰ ছিলেন। এক সময়ে তিনি বীৰ দল মধ্যে বিনা অস্ত্ৰে
আসিয়া উপহিত হইলে, তাহাৰ সঙ্গিণ তাহাকে উপহাস
কৰিতে লাগিল। তাহাতে তিনি উত্তৰ কৰেন যে, তাহাৰ
মত (বিদ্ভাৱগী) লোকের বুদ্ধবিদ্যা ভাল লাগে না। তিনি
আৰও বলিলেন যে, বধন তৈমুৰ দেশ অধিকাৰে অগ্ৰসৰ হন,
তখন তিনি উত্তৰবাদি ও পোটলাপুটী দেশের মধ্যস্থলে লইডেন
এবং ক্ৰীলোকদিগকে সৰ্গলগ্নতাতে ৰাখিডেন। কেহ তাহাকে
বিজ্ঞপচ্ছলে বিধান ব্যক্তিৰ অবস্থা জিজ্ঞাসা কৰায়, তিনি
উত্তৰ দেন যে ক্ৰীলোকদিগেরও পশ্চাতে বিধান ও পণ্ডিতগণের
ধাক্কাৰ স্থান, কাৰণ বিদ্যাভুৱাগী ব্যক্তি কখনই সাহসী
হইতে পাৰে না।

তাহাৰ এই অসম্ভাৱতৰে অসন্তুষ্ট হইয়া, সন্মতি অক্ৰমণ
তাহাকে ৰাজকাৰ্য্যেৰ প্ৰয়োজনে বাক্সাল পাঠাইয়া দেন।
তথায় ১৮৮ হিজ্ৰায় মুজাফৰ খাঁৰ শাসনাধীনে বাক্সালৰ যে
ৰাষ্ট্ৰবিপ্লৱ হয়, তাহাতেই তাহাৰ মৃত্যু ঘটে। তাহাৰ কবিত্ব-
শক্তি যত থাকুক না থাকুক, তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৱিশিষ্ট ও চিন্তাশীল
ছিলেন। তাহাৰ একটু পাগলৰ ছিট ছিল। তিনি নিজ
ভাতা আবুল-কৎকে মূৰ্ত্তিমান্ সঙ্গায়, হুমানকে প্ৰত্যক্ষ
স্বৰ্গীয় হুখ এবং আপনাকে প্ৰেমের অবতায় বলিয়া ভাবিডেন।
এই কাৰণে তিনি সকল সময়েই কাহাৰও সহিত মিশিডেন না।

নূরউদ্দীনসুৱাই, পজাবের বজী-দোৱাৰ বিভাগের অন্তৰ্গত
একটা নগৰ। ইৰাবতী নদীৰ বামকূলেৰ ২৭ মাইল দক্ষিণপূৰ্বে
এবং লাহোৰ নগৰ হইতে ৩৪ মাইল পূৰ্ব-দক্ষিণে অকা
৩১° ৩০' উঃ এবং দ্ৰাঘি° ৭৫° ৫২' পূৰ্বে অবস্থিত।

নূরউদ্দীনমহম্মদ মীৰ্জা, ইনি আলাউদ্দীন মহম্মদের পুত্ৰ ও
পাজা হোসেনের পোত্ৰ। সন্মতি বাবরের কজা গুলকণ বেগমকে
ইনি বিবাহ কৰেন। ইহাৰই কজা সঙ্গিৰা জুলতানায় সহিত
অক্ৰমণের অন্তিমতে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে (জানুৱাৰে) ধানুধান বৈৰাম
খাঁৰ বিবাহকাৰ্য্য সম্পন্ন হয়।

নূরউদ্দীনমহম্মদ উকি, একজন মুসলমান প্ৰৱন্ধকাৰ। ইনি
'জানো-উল-হিকায়া' নামে একখানি ঐতিহাসিক গ্ৰন্থ লঙ্ঘন
কৰেন। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীৰ আল্‌তামাসের সৈন্তাধ্যক্ষ
নিজাম-উল-হুসক মহম্মদের নামে ঐ পুস্তকখানি উৎসৰ্গ কৰেন।

নূরউদ্দীন সৈকদুর্নী, একজন মুসলমান কবি। হিৱাটের
বোৱানান প্ৰদেশের অন্তৰ্গত কামনগরে ইনি জন্মগ্ৰহণ কৰেন।
মহম্মদ সত্বে তাহাৰ বিভাশিকা-শেব হয়। বাবৰ শাহের নিকট

পৰিচিত হইবার পূৰ্বে, ইনি হুমানের বন্ধু লাভ কৰেন।
সন্মতি হুমান ইহাকে অভিশপ্ত ৰেহ কৰিডেন। সকল সময়েই
আপনাৰ সৰ্কে ৰাখিডেন। সন্মতি ইহাৰ আচরণে পৰিতুষ্ট
হইয়া সৈকদুৰ পৰগণা জাৱগীৰ স্বৰূপ ইহাকে দান কৰেন।
এই অবধি তিনি সৈকদুৰী আখ্যা প্ৰাপ্ত হন। সন্মতি অক্ৰমণের
নিকট ইনি সামান্য পৰগণাৰ কোজদাৰী ও 'নবাব-ভৱখান'
উপাধি লাভ কৰেন। সামান্যৰ কোজদাৰণদে থাকিয়া ইনি
সেৱমহম্মদ দিবানকে ধনুৰী নামক স্থানে পৰাজিত কৰিয়া ১৭৩
হিজ্ৰায় তাহাৰ প্ৰাণনাশ কৰেন।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৭ হিজ্ৰায়, ইনি যমুনা নদী হইতে
কৰ্ণাল পৰ্য্যন্ত একটা খাল কাটাইয়া দেন; এই খাল সৈমু-লহৰ
নামে প্ৰসিদ্ধ। ঐ বৎসৰ সন্মতি অক্ৰমণশাহের পুত্ৰ জাহাঙ্গীৰ
জন্মগ্ৰহণ কৰিলে, ইনি আদমের সহিত সন্মতিপুত্ৰের 'সেখ-বাবা'
নামকরণ কৰেন। ইনি জুলতান সেলিমের মাজ্জের জন্ত
উক্ত খালেরও সৈমু নাম দেন। বিভাচৰ্চায় জন্ত কেহ কেহ
ইহাকে মোল্লা নূরউদ্দীন বলিয়া সোধোন কৰিত। কাব্য-
জগতে ইনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ কৰেন। সাময়িক কবিগণ
ইহাকে 'নূৰী' আখ্যা দেন। ইহাৰ কৃত একখানি - 'দিবান' ও
স্তোত্ৰমালা পাওৱা যায়।

নূরউদ্দীনসেখ, একজন ঐতিহাসিক। ইনি পাৱতভাৱায়
'তাবিখ-কাশ্মীৰ' নামে একখানি কাশ্মীৰপ্ৰদেশের ইতিহাস
ৰচনা কৰেন। এই গ্ৰন্থের শেষখণ্ড হায়দৰ মলিক ও মহম্মদ
আজিম কৰ্ত্তক সম্পূৰ্ণ হয়।

নূরউল-হক্ (সেখ বা শাহ) একজন প্ৰৱন্ধকাৰ। দিল্লীবাসী
আবুল হকবিন্ সৈমুদীনের পুত্ৰ। ইনি পিতায় লিখিত
ইতিহাসের পূৰ্ণ সংস্কাৰ কৰিয়া 'জুবদৎ-উৎ-তাবিখ' নাম দিয়া
প্ৰকাশ কৰেন। পূৰ্ণগ্ৰন্থে যে সকল ভুল ও ছাড় ছিল, তাহা
যথাস্থানে সন্নিবেশিত কৰিয়া উজ্জলভাৱায় পুস্তকখানি নিজ
পোষককৰ্ত্তা ও আত্মীয় সন্মতি জাহাঙ্গীৰের প্ৰধান কৰ্ম্মচাৰী
মুৰ্ত্তাজা খাঁৰ মনোমত কৰিয়া প্ৰচাৰ কৰেন। ইনি সহী
বুখাৰী ও ইসলামধৰ্ম্মবিষয়ে একটা "সাৱা" লিখেন। সন্মতি
আলমগীৰের ৰাজত্বকালে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ইহাৰ মৃত্যু হয়।

অল-মসাকা, অল-দোলাৰী ও অল-বুখাৰী এই কয়টা ইহাৰ
মৰ্যাদাসূচক নাম। ইহাৰ ইতিহাসে বাঙ্গালা, দাক্ষিণাত্য,
দিল্লী, গুজৰাত, মালৱ, জোনপুৰ, সিন্ধ, কাশ্মীৰ প্ৰভৃতি দেশের
ৰাজগণের সম্বন্ধিত ইতিহাস লিখিত আছে।

নূরউল-হক্, একজন বিচাৰপতি। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বিভৱমান
ছিলেন। তিনি বৰেলীতে কাজীৰ কাৰ্য্য কৰিডেন। পাৱত-
ভাৱায় কবিতা লিখিতে বিশেষ পাৱদৰ্শী ছিলেন। পাৱতভাৱায়

তিন লকেরও অধিক লোক রচনা করেন। তাঁহার কবিতারচনার মধ্যে লোকাকারে লিখিত কোরাণের টীকা, জারিয়া ও পারস্তভাষায় লিখিত কাশীদা সংগ্রহ, কএকটি মসলাবী এবং পারস্তভাষায় তিনখানি দিবান্ পাওয়া যায়। তাঁহার কবিশক্তির জন্য তিনি ‘মুনাইম’ উপাধি প্রাপ্ত হন।

নূর-উল্লা-সুত্তরী, সম্রাট অকবর শাহের রাজসভায় একজন ওমরাও। ইহার আসল নাম ‘নূর-উল্লাহ-সরীফ-উল্ হসেন উল্ সুত্তরী’। ইনি ‘মজলিস-উল্ মোমিনীন’, নামে একখানি গ্রন্থরচনা করেন। এই বিদ্বত জীবনীতে ‘সিরা’ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ওমরাওদিগের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। ইতি-হাস সঞ্চকে ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ৫ম মজলিস বা ভাগে কেবলমাত্র এবানগত জীবনী ও ব্যবহার-জীবনগণের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে এবং প্রত্যেক চিকিৎসক বা হাকিমের জীবনচরিত্রের শেষভাগে তাঁহাদের কৃত গ্রন্থাদির নামও বর্ণিত হইয়াছে। সিরা সম্প্রদায়ের মতের উপর তাঁহার একান্ত আস্থা থাকায়, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বিশেষ নিগ্রহভোগ করিতে হইয়াছিল।

নূর-উল্লা-বেগম, শীর্ষা ইব্রাহিম হসেনের কন্যা ও জগদগুরু বেগমের গর্ভজাতা, মুজাফর হসেন শীর্ষার ভগিনী। যুবরাজ সেলিমের সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই সেলিম ভবিষ্যতে ভারতের ইতিহাসে জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত। ১০২৩ হিজরায় ইনি বর্তমান ছিলেন।

নূর-ও-কিরাত, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তবর্তী কাবুলনদীর শাখা। নূর ও কিরাত নামক দুইটি শাখা বিভিন্ন স্থান বহিয়া, একত্র মিশিয়া কাবুল নদীতে পতিত হইয়াছে।

নূরকোণ্ডী, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। বিজাপুর রাজধানী হইতে ৩৮ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। লালপাথরের পাহাড়ের উপর এই নগর স্থাপিত এবং এখানকার গৃহাদিও উক্ত প্রান্তরে নির্মিত। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাহাড়ের উপর একটি স্তূপ ও চতুর্ভুজ চূর্ণ রক্ষিত আছে। ইহার শিল্পকার্য ও গঠনাদি তত সুলভ নহে, দেখিতে মোটামুটি পাথর সাজান। ইহার চতুর্দিক উচ্চ ঘূরচাশোভিত।

নূরুল, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর প্রদেশের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র কেল্লা। বাটপ্রভা ও মালপ্রভা নামক দুইটি নদীর সমন্বয়ে অবস্থিত। এই কেল্লার বাদামী ও রাবহর্ণ নামে দুইটি নগর আছে।

মুন্সীগঞ্জ, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরা জেলার অধীন একটি ক্ষুদ্র নগর। এই নগর ঢাকা সহরের ৫৫ মাইল উত্তরপূর্বে এবং অক্ষা ২৩° ৪৫' উঃ ও দ্রাঘি° ৯১° ৫' পূর্বে অবস্থিত।

২ খুলনা জেলার অধীন একটি গওগ্রাম। এখানে রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

৩ উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের ছোটনাগড় শাসনাধীন একটি নগর। মুজাফরনগর হইতে হরিদ্বার বাইবার পথে, মুজাফর নগর হইতে ২২ মাইল উত্তর-পূর্বে, অক্ষা° ২২° ৪১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৯' পূর্বে অবস্থিত।

মুন্সীগড়, যোগলরাজধানী দিল্লীর নিকটবর্তী একটি নগর। এখন ইহা সেলিমগড় নামে খ্যাত।

মুন্সিঘাট, বোম্বাই প্রদেশের পুণাজেলার অন্তর্গত একটি নগর। পেশবা নারায়ণ রাওর মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র যদুনাথ ও ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। বালকের সিংহাসনপ্রাপ্তিতে নির্বাচিত হইয়া রঘুনাথরাও সুরাটে ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থনা করেন। ইংরাজসৈন্যগণ পুণানগরের কুড়িকোশ দূরবর্তী মুন্সিঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মহারাজারপণ পুণা হইতে উক্ত নগর অভিমুখে অগ্রসর হন। তথায় উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে কোনপক্ষই জয়লাভ করে নাই, কিন্তু রাজ্যকালে ইংরাজ সৈন্যধ্যক্ষ পেশবার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া, রঘুনাথকে তাঁহার করে অর্পণ করেন।

মুন্সী, সিন্ধুপ্রদেশের একটি বৃহৎ গ্রাম। অক্ষা° ২৬° ০৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ৫৩' পূঃ। সেবান ও লরখানা নামক স্থান-দ্বয়ের মধ্যে এবং প্রথমোক্ত নগরের দশ মাইল উত্তরে, সিন্ধুনদের তিনমাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের চতুর্দিকস্থ ভূমি সমভল এবং জমিতে বৎসর বৎসর পলিপড়ায় ইহার উর্বরতা সম্পাদন হইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া অনেকগুলি খাল কাটা আছে, সেই হেতু এখানে প্রচুর পরিমাণে ফসলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে মুসলিম ইল্লারাজ জলেও চাষ হয়।

মুন্সীজাহান, (মুন্সীজাহান, মুরমহল, মেহেরুল্লাহ) ভারতবর্ষের যোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিলা। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এই রমণীরস্ত্রের সহিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিবাহ হয়। তদবধি ১৬ বৎসরকাল মুন্সীজাহানের জীবনীই জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ইতি-হাস। মুন্সীজাহান মহিলা হইয়া অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন হইয়া-ছিলেন, তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত সম্রাট কোন কার্যই করিতেন না, কাজেই তাঁহার আত্মীয় স্বজনরা রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; অতরাং মুন্সীজাহানের ইতিহাস ঐ সময়েরই ভারতেতিহাসের এক প্রয়োজনীয় অংশ বটে।

মুন্সীজাহানের ইতিহাস অসুন্দরান করিয়া, এ পর্যন্ত বাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার পিতামহ হইতেই কিছু কিছু পূর্বজন বিবরণ পাওয়া যায়, তৎপূর্বে আর কিছুই পাওয়া যায় না। মুন্সীজাহানের পিতামহের নাম খাজা ময়মদ

শরীফ। পারভানপুরে জেহান্নাম নগরে তাঁহার বাস ছিল। পারভের অন্তর্গত খোরসান প্রদেশে বধন মহম্মদ-খাঁ-সরফ-উদ্দীন-উলু-ডাকনু "বেগলার বেগী" ছিলেন, তখন খাজা মহম্মদ শরীফ তাঁহার স্ত্রী ছিলেন (১) এবং সেই সময়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাপন কবি ছিলেন। "হিজরী" (২) এই উপন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি কবিতা লিখিতেন। পূর্বোক্ত উলু-ডাকনুর পুত্র বধন তাতার-মুলতানপদ লাভ করেন, তখন এই খাজা মহম্মদ শরীফ তাঁহার উজীরপদে নিযুক্ত হন। উক্ত মুলতানের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র কোরাডাক খাঁর সময়েও খাজা মহম্মদ শরীফই উজীরপদে বর্তমান ছিলেন। (৩) তৎপরে কোরাডাক খাঁর মৃত্যু হইলে, পারস্তরাজ শাহ তামাশ খাজা মহম্মদ শরীফকে ডাকাইরা রাজ্য নামক রাজ্যের উজীরপদ প্রদান করেন। (৪)

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ইনি পারস্তরাজ শাহ তমাস্পেরই উজীরপদে নিযুক্ত হইরাছিলেন। মোগলসম্রাট হুমায়ুন শাহ যখন শেরশাহকর্তৃক ভাঙিত হইয়া পারস্তরাজ শাহ তমাস্পের অতিথি হইরাছিলেন, তখন শাহ তমাস্প যে সকল আর্মীর ও কৰ্মচারীকে তাঁহার সেবাশুজ্জ্বার নিযুক্ত করেন, তন্মধ্যে উজীর খাজা মহম্মদ শরীফও ছিলেন (৫)। ১৮৪ হিজরার খাজা মহম্মদ শরীফ পরলোকগত হন। এ সময় তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি হইরাছিল।

খাজা মহম্মদ শরীফের দুই ভ্রাতা ছিলেন, একজনের নাম খাজা মীর্জা আব্দুল ও অপরের নাম খাজালাজি খাজা (৬)।

৯৮৪ হিজিরার খাজা মহম্মদ শরীকের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার আগামহম্মদ-ভায়ের ও মীর্জা গায়সউদ্দীন মহম্মদ নামে দুই পুত্র বর্তমান। আগামহম্মদ-ভায়েরও পিতার স্তায় 'বাস্নি' উপনামে কবিতা লিখিতেন (৭)। মীর্জা গায়সউদ্দীন মহম্মদও

তখন পরিণতবয়স্ক, বিবাহিত, দুই পুত্র ও দুই কন্যা পিতা হইরাছেন। শীর্ষা পার্শ্বকীন্ দুসম্বান ইতিহাসে নব্বন্ধে পারসবেশ নামে কথিত। গ্রীসী ইম্রাজ ঐতিহাসিকেরা "পারসবেশ" শব্দকে "আরাত্" শব্দের অপভ্রংশ ভাবিয়া "আরাসবেশ" নামে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পারসবেশ আলাউদ্দৌলার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই আলাউদ্দৌলা (শীর্ষা আলাউদ্দীন) আগামোনা নামক এক ব্যক্তির পুত্র। যখন খাঁজা মহম্মদ শরীফের মৃত্যু হয়, তখন পারসের মহম্মদ শরীফ ও শীর্ষা আবুলহসন নামে দুই পুত্র এবং রনীজা ও খামিজা নামে দুই কন্যা হইরাছিল। এই পুত্রকন্যাচতুষ্টয় পারস্যদেশেই জন্মগ্রহণ করে।

৯৮৪ হিজিরায় গায়স্বেগের পিতৃহিরোগ হয়। পিতার মৃত্যুর পরই গায়স্ স্ত্রীপুত্রকন্ডা লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। ইতিহাসে জানা যায়, এসময় তাঁহাকে অতিশয় দুর্দশায় পড়িতে হইয়াছিল।

বাহা হউক, গায়স্বেগ্‌ দারাগজা লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নী আবার গতিঙ্গী ছিলেন। কেবল গতিঙ্গী নহে, আসন্নপ্রসবও বটে, কিন্তু দুয়টেরে এতই লীড়ন যে গায়স্বেগ পত্নীর প্রসবকাল পর্যন্ত দেশে ভিত্তিতে পারিলেন না; আসন্নপ্রসব পত্নী ও চারিটা পুত্রকজা লইয়া (১) দেশত্যাগ করিলেন; পত্ন্যবস্থানের স্থিরতা ছিল না, নিঃসহায়ে বৎসামান্য ধনরত্ন লইয়া দেশত্যাগপূর্বক পূর্বাভিমুখে প্রেহান করিলেন। শিশুবিয়োগ-বৎসরেই গায়স্বেগ স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। (২)

ক্রমে গায়স্বেগে পারুল ছাড়াইয়া আফগানস্থানের সীমান্তবর্তী কান্দাহারের মরুভূমিতে প্রবেশ করিলেন। এখানে দল্লাতে উঁহাদের যথাসর্ব্ব কড়িয়া লইল। বিপদের উপর বিপদে পড়িয়া গায়স্ পথবাহী বনিকগণের নিকট আহার্য্য ভিক্ষা করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মরুভূমি শেষ হইয়া বনপ্রান্তে উপনীত হইলেন। এই সময় পথপ্রবে, দুর্দশার দুর্ভাবনার, পীড়িত হইয়া গায়স্বেগের পত্নী প্রসববেদনার কাতর হইয়া পড়িলেন। অসহ্যের সহ্য ভগবান, তাই সে অবস্থার আর কোন অভ্যাহিত হইল না, তিনি অশ্রুধারীয়ে এক অশ্রুপূর্ণহৃদয়ী কভা প্রসব করিলেন। এই কভাই ভারতের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যী নৃবাহান।

কথা কোলে নইরা গায়ন্দম্পতী বাপা কুলগোচনে
আকুল হইরা উঠিলেন। এ শিওকথা নইরা পথ অতিক্রম

(c) *Iktal-nama-i-Jahangiri* (Elliot Vol. VI. p. 403.)

(2) *Ain i-Akbari* (Blochmann, p. 622.)

(৩) *Ain-i-Akbari* (Blochmann, p. 508.) তুঘলক ও একবাল-
নামার কোরাযাক খাঁর উল্লেখ নাই।

(e) *Ikbāl-namā-i-Jahāngiri* (Blochmann, p. 408.)

(e) বিহকোষ ৭য় ভাগ ৬৮ পৃষ্ঠা, জাহাজীর শব্দ দেখ।

(৫) এই দুইমাতার সহিত ভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। জ্যেষ্ঠ বীর্জা আশ্বমদেবের পুত্র খাজা আমিন রাষ্ট্রী (পারত দেশে রায়সহরাসী), 'কালান্দার' বা ম্যাক্টিটে ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পর্যটক ও কবি বলিয়া পাত্য। ১০০২ হিজরার উহার "হক্ক ইক্বিস" নামক গ্রন্থ রচিত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মকত এই কাব্যের ও কবির আদর ছিল। খাজালালি খাজা ও তৎপুত্র খাজাশাহর উভয়েই সাহিত্যসেবী ছিলেন। Ain-i-Akbari (Blochmann p. 506.)

(9) *Ain-i-Akbari* (Blechnmann p. 623.)

(2) Ain-i-Akbari (Blochmann, p. 510-11.)

(2) *Id.*, p. 508.

করিলেন কিরপে! সত্বেহতা ধনীগ্রহিণী গারসুপতী কড়া কোড়ে লইয়া পথ চলিতে গেলে, তাঁহাকে হস্ত জীবনভাগ করিতে হইবে অথবা হুদাভাবে বনমধ্যে শিওটার মাতৃকোড়েই পরমায়ু ফুটাইবে, এই ভাবিয়া উভয়ে অনেক কাঁদিলেন, শেষে সজ্ঞাজাত কড়াকে ভগবচ্চরণে নির্ভর করিয়া পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন। বৃক্ষপথে শোয়াইয়া বৃক্ষপত্রের আচ্ছাদন দিয়া গারসুবেগ ভারতের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যকে মরুভূমিতীরস্থ বনপ্রান্তে পথের ধারে এক বৃক্ষতলে শোয়াইয়া রাখিয়া সত্বেহতা পত্নীকে একটা অশ্বতরে আরোহণ করাইয়া প্রেহান করিলেন। তখন তাঁহাদের দুইটীমাত্র অশ্বতর অবলম্বন ছিল, পুত্র, কড়া ও পত্নীকে মধ্যে মধ্যে তাহাতে চড়াইয়া আনিতেছিলেন (১)। সদ্যজাত সন্তান এল্পে পরিভাগ করিয়া গারসু-বগিতা অবিরল-ধারার অশ্রমোচন করিতে করিতে স্বামীর অনুবর্তিনী হইলেন। অর্ধক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইতে না হইতে শোকে মোহ আসিল, গারসুবনিতা অজ্ঞান হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। গারসু দেখিলেন, যাহার প্রাণের আশঙ্কায় সদ্যজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, শিশুর বিচ্ছেদে তাঁহারই সেই দশা উপস্থিত! তখন পত্নীকে স্নহ করিয়া বসাইয়া আবার কিরিয়া কড়াকে আনিতে গেলেন। যেখানে শিওটা ছিল, গারসু আসিয়া দেখিলেন, সেখানে এক বিবধর কণা বিস্তার করিয়া শিশুকে আচ্ছাদন করিতেছে। দেখিয়াই গারসু ভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চীৎকার শুনিয়া সর্প যেন চমকিয়া উঠিয়া পলায়ন করিল, গারসু ছুটিয়া গিয়া কড়াকে তুলিয়া লইলেন এবং দ্রুতপাশে পরিবারবর্গের নিকট কিরিয়া আসিলেন ও সমস্ত বিবরণ বলিলেন। সকলে ভগবান্কে ধন্যবাদ দিয়া আবার যাত্রা করিলেন। (২)

এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে ভারতগামী একদল বণিক উপস্থিত হইল। এই দলের অধ্যক্ষ মল্লিক মসুউন্। তিনিও সতীক আসিতেছিলেন। গারসুবেগ হৃৎপ্রার্থনায় মল্লিক মসুউন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। মল্লিক মসুউন্ গারসু-পরিবারের আচার ব্যবহার ও আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহাদের পরিচয় লইলেন। গারসুবেগও তাঁহার সন্মুখভাষা বুঝ হইয়া আত্মপূর্বিক বর্ণনা করিলেন। মল্লিক মসুউন্ তখন নবজাত কড়ার অতুলনীয় রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া স্বীয় পত্নীকে দেখাইলেন। মসুউন্-পত্নীও সেই রূপ দেখিয়া এবং স্বামীর মুখে বিবরণ শুনিয়া আনন্দ সহকারে স্বয়ং সেই কড়ার লালনপালনের ভার লইলেন এবং কড়ার খাদ্যরূপে কড়ার মাতাকেই নিযুক্ত

করিলেন। গারসুপতী এই অভাবনীর আশ্রয় পাইয়া কৃতজ্ঞতার অতিক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। (৩)

মল্লিক মসুউন্ ও গারসুবেগ উভয়ে একত্রই বাত্মা করিলেন। উভয়ে সতীতিও জয়িল। কথায় কথায় গারসুবেগ জানিলেন, মল্লিক মসুউন্ ভারতের মোগলসম্রাট অকবরের নিকট সুপরিচিত। মল্লিক মসুউন্ প্রস্তাব করিলেন, ভারত-বর্ষে উপস্থিত হইয়া গারসুবেগকে সম্রাট-সদনে পরিচিত করিয়া দিবেন। গারসু এই ভবিষ্যৎ সুবিধার আশায় মল্লিক মসুউন্দের নিকট বিশেষ বিনীত, কৃতজ্ঞ ও বাধ্য হইয়া রহিলেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে (২) মল্লিক মসুউন্ গারসুবেগকে লইয়া, সদলে ভারতের অজ্ঞাতম রাজধানী লাহোরে উপনীত হইলেন, বাদশা অকবর তখন লাহোরেই ছিলেন (৩)। গ্রীষ্মকালে তিনি এই স্থানেই থাকিতেন।

এক দিন গারসুকে লইয়া মল্লিক মসুউন্ সম্রাট-দরবারে উপনীত হইলেন। দরবারে গারসুর আর একজন অভাবনীয় বান্ধব মিলিল। জাকিরবেগ আসফ্ খাঁ নামক একজন উচ্চ পদের রাজকর্মচারীর সহিত ঘটনাক্রমে পরিচয় হইল। পরিচয়ে প্রকাশ পাইল গারসুবেগ ও জাকিরবেগ একবংশজাত। এই জ্ঞাতির সাহায্যে মীর্জা গারসুউদ্দীন মহম্মদ সম্রাট-দরবারে পরিচিত হইলেন।

সম্রাট তাঁহার বিবরণ জ্ঞাত হইয়া আশ্রয় দিলেন এবং কিছুদিন পরে তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে তিনশত সৈন্যের মনসবদার নিযুক্ত করিলেন ৬ অক্টোবর গারসুবেগ-তেহারানী ভারতে আসিয়া এইরূপে মনসবদার হইলেন, এই সময়ে অকবর বাদশাহের রাজত্বের ৪০শ বৎসর (১০০৩ হিজরি) চলিতেছিল। (৪)

গারসুবেগ এইরূপে সম্রাট অকবর শাহ কর্তৃক মনসবদার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, ক্রমশঃই সম্রাটের প্রীতিভাজন হইতে লাগিলেন। অগ্রে অগ্রে উভয়ের বনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইল। কথায় কথায় অকবর শুনিলেন যে, সম্রাট হুমায়ুন শাহ যখন শেরশাহ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পারস্তে পলায়ন করেন, সেই সময় গারসুবেগের পিতা খাজা মহম্মদ শরীফ তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া অকবর শাহের হৃদয় কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি উক্ত বিবরণ অবগত হইবার

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 509) বিবৃতি ৭১ ভাগ ৩৮ পৃ।

(২) বিবৃতি ৭১ ভাগ ৩৮ পৃ।

(৩) Elliot's Mubimadhan Historians, Vol. VI. p. 897. Dow's Hindostan III. p. 23.

(৪) Ain-i-Akbari (Blochmann, p. 509.)

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann, p. 509)

(২) Dow's History of Hindostan, Vol. III p 23.

পরই তিনশত সৈন্তের মনুববার পারস্যবৎসকে প্রথমে কাবুলের বেওয়ানী পথে, পরে একহাজারী মনুববার পথে এবং বুভাত্ত সেওয়ানের (পারস্যিক বাণ্যারের অধ্যক্ষ) পথে নিযুক্ত করিলেন।* ক্রমে পারস্যের পত্নীর সহিত অকুবরমহিষী সেলিমবাতা মরিয়ম-জম্বানীর অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ও সখিৎ হইল। তিনি প্রায় কতাকে লইয়া বাদশাহ-বেগমের অন্তঃপুরে বাইতেন। (১) যে অপূর্ণ সৌন্দর্যললামত্বতা কতকা কান্দাহারের মরপ্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কন্যা তখন বালিকা, তাঁহার নাম হইরাছিল মেহেরলিসা অর্থাৎ ‘রমণীকুল-দিনমণি’।

পারস্যবৎস ক্রমশঃ উন্নতির মুখে দেখিতে লাগিলেন, নিজ পরিবারে সুব্যবস্থা করিয়া লইলেন। যে কতায় জন্ম হওয়ার পর হইতে তাঁহার চরুদার ক্রমশঃ অবসান হইল, পারস্য সেই কন্যার সর্বপ্রকার শিক্ষাবিধানার্থ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সর্বদা পরিচর্যার জন্য দিলারানী নামে এক ধাত্রী নিযুক্ত হইল। (২)

মেহেরলিসা নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রবিদ্যা এবং কণ্ঠ্য ক্রমশঃ পরিণত হইয়া উঠিলেন, নিজে কবিতা ও গানরচনার পারদর্শিনী হইলেন। তাঁহার সুবশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেলিম-জম্বানী তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। মেহেরলিসা সময়ে সময়ে তাঁহার তৃপ্তির জন্য নাচিতেন, গাহিতেন, কবিতা রচনা করিয়া শুনাইতেন। (৩)

একদিন পারস্যবৎস নিজ বাটীতে রাজ্যের সম্রাট লোক-দিগকে নিমন্ত্রণ করেন। শাহজাদা সেলিমও নিমন্ত্রিত হন। সেলিমের আসল নাম মহম্মদ মুহ-উদ্দীন, ১৭৭ হিজরীর (১৫৬২ খ্রষ্টাব্দে) ১৮ই রবিউল আউয়ল তারিখে কতেপুর সহরে সেখ-সলিম-চিষ্টির ভবনে তাঁহার জন্ম হওয়ার তিনি ‘সেলিম’ নামে কথিত হইতেন। এই সময় তাঁহার যৌবনকাল। তগবান্ সিরেহের কন্যা যোথাবাইয়ের সহিত এবং বিকানের রাজ রায়সিরেহের কন্যার সহিত সেলিমের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, পারস্য তবনে শাহজাদা উপস্থিত হইরাছিলেন। উৎসব সমাপ্ত হইলে অত্যাগতেরা চলিয়া গেলে পারস্যবৎস শাহজাদা সেলিমের অন্ত মন্য

কানরন করিলেন। তখন নিয়ম ছিল, রাজা বা রাজপুত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে নিমন্ত্রণকর্তার পরিবারস্থ রমণীগণকে লব্ধে আসিতে হইত। পারস্যবৎস তাহাই করিলেন। মেহেরলিসা ও অন্তান্ত রমণী আসিয়া শাহজাদার সংবর্দ্ধনা করিলেন। মেহেরলিসা হরপাঞ্জ সুব্রাজের হস্তে দিলেন। সেলিমও কলর্ণ-লাছন আর মেহেরলিসাও রতিবিনিমিত্ত। এই শুভাবসরে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাহার পর মেহেরলিসা কোকিলকণ্ঠে বীণাবিনিমিত্তে দেববালায় হাবতাব দেখাইয়া গান করিলেন। সেই যুগু তানে শাহজাদার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। মেহেরলিসাও তখন সুবতী, বিন্যাসলে ও সহবাসগুণে শোকচরিত্রও কিছু কিছু বৃদ্ধিতেন। সেলিমের ভাব দেখিয়া বৃদ্ধিতে পারিলেন, সুব্রাজ তাঁহার গানে মোহিত হইরাছেন। তিনি তখন নাটিতে আরম্ভ করিলেন। সেলিমের বোধ হইতে লাগিল, যেন হস্তপদাদির সকালনে রূপকণা বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি নিজের মর্যাদা তুলিয়া গিয়া অনিবেশনরত্নে মেহেরলিসার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুগঠন ও শোভা দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ এই সময় বায়ু-সকালনে মেহেরলিসার অবগুণ্ণ সরিয়া পড়িল, নৃত্যের ভাল-তলতলে তিনি তাহা সংযত করিতে পারিলেন না, লজ্জা ও কীর্তিবিকড়িত সঙ্কোচসহকারে সুব্রাজের মুখের দিকে দৃষ্টিক চাহিয়াই মুখ নামাইলেন। সেই দর্শনে, সেই কটাক্ষে সেলিমের অন্তরে অল্পরূপ জলিয়া উঠিল। মস্তকাবরণ তুলিয়া দিবার ছলে মেহেরলিসা নৃত্য বন্ধ করিলেন। সেলিমও বিদায় হইলেন। নৃত্যের পর বতকণ তিনি ছিলেন, ততকণ তাঁহার আর বাক্যাকৃষ্টি হয় নাই। (১)

তাহার পর উত্তরোত্তর উভয়ের মনেই উভয়ের প্রতি অল্পরূপ বাড়িতে লাগিল। সেলিম মেহেরলিসালাভে একান্ত উৎসুক ও যত্ন-পন্নায়ন হইয়া পড়িলেন। কথটা ক্রমে তাঁহার পিতামাতার কাণে উঠিল। বাদশাহ অকুবর কিছু পুত্রের এ অতিপ্রায় ভাল বলিয়া বোধ করিলেন না। কারণ তখন নিয়ম ছিল, কোন রাজকন্যাকর্তী কতায় বিবাহ দিতে চাহিলে সম্রাটের নিকট অল্পমতি লইতেন। পারস্যবৎসও ইতাল্লু নামক তুর্ক জাতীয় আদী-কুলী-বেগ নামক এক রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত নবীন হুই শতঃমনুববারের সহিত বিবাহ সন্ধি স্থির করিয়া সম্রাটের অল্পমতি লইরাছিলেন। একবার একজনকে কত্যা-

*. বিবাহের “জাহাজীর” নক দেখ—৭ম ভাগ ৯৮ পৃঃ।

Ain-i-Akbari (Blochmann p. 509.)

(১) Dow's Hindostan III. p. 24.

(২) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 510.)

Waki'at-i-Jahangiri (Elliot's History of India Vol. VI. p. 506.)

(৩) বিবাহের ৭ম ভাগ ৯৮ পৃঃ; Ain-i-Akbari (Blochmann, p. 524.)

(১) Dow's Hindostan III. p. 24-25.

বিবাহের “জাহাজীর” পক্ষে সিদ্ধি হইরাছে, যে সেলিম মাতৃগৃহে নৃত্যরূপপরাণা মেহেরলিসাকে এক দিন হঠাৎ দেখিতে পান। ৭ম ভাগ।

দান কৰিতে অহুমতি দিয়া পুত্ৰেৰ অহুৰোধে আবার তাহা
রহিত কৰিতে বাদশাহ বড় ভাল বুলিলেন না, বরং বাহাতে
প্রস্তাবিত পুত্ৰেৰ সহিত পাত্নীৰ বিবাহ শীঘ্ৰ সুসম্পন্ন হইয়া যাব,
তজ্ঞান দেওয়ান গায়সবেগকেও অহুৰোধ কৰিলেন। তাঁহাৰ
বিবাহ হইল, অপৰেৰ সহিত পৰিণীতা হইলে সেলিম মেহে-
ৰুন্নিয়াৰ আশা নিশ্চয়ই পৰিত্যাগ কৰিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু
ঠিক তাহা হইল না। বিবাহেৰ সমস্ত স্থিৰ হইয়া গেলেও
সেলিম একদিন পিতাৰ নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত কৰিলেন।
বাদশাহ গুনিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, পুত্ৰকে যথেষ্ট তিরস্কাৰ
কৰিয়া বিদায় দিলেন। সেলিম তিরস্কৃত হওয়ায় লজ্জায়
ক্ষেপে অপদস্থ হইয়া ফিৰিয়া আসিলেন। সেই দিন হইতে
তিনি প্রকাণ্ড মেহেৰুন্নিয়াৰ আলোচনা পৰিত্যাগ কৰিলেন। (১)

আলী-কুলী-বেগ ইন্তাজুল প্রকৃত তুৰকদেশীয় হইলেও,
ইহাকে প্রথমতঃ পারস্তৰাজেৰ ভৃত্যত্ব স্বীকাৰ কৰিতে হইয়াছিল।
ইনি সফাবিদংশীয় ২য় ইসমাইলেৰ জনৈক 'সফাৰ্চি' (ভোজন-
পৰিচাৰক) ছিলেন। ইসমাইলেৰ মৃত্যু হইলে আলী-কুলী-
বেগ কান্দাহাৰ হইয়া ভারতে চলিয়া আসেন। মূলতানে ইহাৰ
সহিত তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি মীৰজা আবদুল রহিম খান-
খানানেৰ পৰিচয় হয়। তিনি ইহাকে সেনাদলে গ্ৰহণ
করেন। খানখানান তখন ঠাট জয় কৰিতে যাঁহিতে ছিলেন।
আলী-কুলী তাঁহাৰ সহিত গমন করেন। এই যুদ্ধে আলী-কুলী
বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ কৰায় বিশেষ সন্মান লাভ করেন।
খানখানান ৯৯৯ হিজিৰায় (অক্টোবৰেৰ ৩৪শ বৎ-
সৰে) সিদ্ধ জয় কৰিয়া যখন দরবারে ফিৰিয়া আসেন, সেই
সময় তিনি আলী-কুলী-বেগ ইন্তাজুলকে সম্রাটসমীপে পৰিচিত
কৰিয়া দেন। সম্রাট খানখানানেৰ নিকট তাঁহাৰ যুদ্ধে এই নবীন
যুৱাৰ কাৰ্য্যকুশলতা অবগত হইলে তাঁহাকে চুইশত সৈন্তেৰ
মনসবদাৰপদে নিযুক্ত করেন। ইহাৰ পৰা আলী-কুলী কুমাৰ
সেলিমের সহিত রাণা প্রতাপেৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াও বিশেষ
সুখাতি অৰ্জন কৰিয়াছিল। (২) অকবৰ বাদশাহ এই কাৰ্য্যে
শ্ৰীত হইয়া ইহাকে 'শেৰ-আফগান' উপাধি প্রদান করেন। (৩)
এই সময়েই সেলিম-মেহেৰুন্নিয়াৰ পূৰ্বোক্ত ঘটনা চলিতে-
ছিল। অকবৰ ইহা দেখিয়াই দেওয়ান গায়সবেগকে এই
নবীন যুৱকেৰ সহিত কজা সম্পাদন কৰিতে অহুৰোধ কৰিলেন।

বাদশাহেৰ অহুৰোধে এই বিবাহ অতি শীঘ্ৰই শেষ হইল। (১)
১৫৬৬ খৃষ্টাব্দেৰ কিছু পূৰ্বে এই ঘটনা ঘটে। বাদশাহ
পুত্ৰেৰ দুৰ্দমনীয় আকাজ্জাৰ কথা জানিতেন, তাহাৰ উপৰ
তাঁহাকে নিরাশ কৰা হইল। কে জানে ইহাৰ পৰা কোনরূপ
কুৎসিত কাণ্ড ঘটিবে কিনা?—অতএব সাবধান হইয়াৰ জন্ত
আলী-কুলী-বেগকে বৰ্ত্তমানের জায়গীৰ ও তথাকার তুঘলদাৰী
পদ দিয়া সম্রাট তাঁহাকে সস্ত্রীক বন্ধনেশে পাঠাইয়া দিলেন।
এইরূপে আশাৰ ধন বহু দূৰে সরিয়া গেলে এবং সম্রাটেৰ
ভয়েও সেলিম ইচ্ছা কৰিয়াই বেন মেহেৰুন্নিয়াকে ভুলিয়া
রহিলেন।

বাজালায় আসিবার পূৰ্বেই আলী-কুলী "শেৰ-আফগান"
উপাধি লাভ করেন। বহুশ্ৰে নিরস্ত অবস্থায় এক ব্যাভবধ
কৰিয়া উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। (২) সেলিমের সাম্ৰাজ্য-
লাভেৰ পূৰ্বে মেহেৰুন্নিয়া সৰ্ব্বদে আৰ বিশেষ কিছু জানা
যায় না।

১৫১৪ হিজিৰায় (১৬০৫ খৃষ্টাব্দে), কুমাৰ সেলিম জাহাং-
গীৰ (পৃথীজয়ী) উপাধি গ্ৰহণ কৰিয়া রাজ্যারোহণ করেন।
ইনি রাজ্যলাভ কৰিয়াই অস্ত্রাস্ত্ৰ সংকৰ্ষেৰ মধ্যে নিজের
সুস্থ আশা মেহেৰুন্নিয়ালভেৰ জন্ত নানা আয়োজন কৰিতে
লাগিলেন।

জাহাংগীৰ মেহেৰ-উন্নিয়াৰ পিতা গায়সবেগকে পাঁচহাজাৰি
মনসবদাৰ পদে উন্নীত করেন। ইনি তখন কেবল হাজাৰী
মনসবদাৰ ও বাদশাহেৰ সাংসারিক অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সম-
য়েই দেওয়ান উজীৰ খাঁৰ মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহাৰ পদশূন্য হইয়া

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 524.)

আইন-ই-অকবরী বলেন, জাহাংগীৰ সম্রাট হইয়া ইহাকে এই তুঘল-
দাৰী পদে নিযুক্ত করেন, কিন্তু "তুঘলক জাহাংগীৰ" নামক জাহাংগীৰেৰ
লিখিত জীবনচৰিতে ইহাৰ কোন উল্লেখ নাই। আইন-ই-অকবরীতে
শেৰ-আফগানেৰ হত্যাকাৰী কুতবউদ্দীনেৰ বিবরণ মধ্যে কিন্তু লিখিত
হইয়াছে যে, যখন জাহাংগীৰ কুতবউদ্দীনকে বাজালায় স্তবদাৰপদে নিযুক্ত
কৰিয়া পাঠান, তখন শেৰ-আফগান বৰ্ত্তমানের তুঘলদাৰপদে অধিষ্ঠিত
ছিলেন, সুতরাং তাঁহাৰ ই পদ অকবৰ কর্তৃক এদন্ত বলিয়াই বোধ হয়।
Ain-i-Akbari (Blochmann p. 496.)

(২) আইন-ই-অকবরীতে ৪২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে তিনি রাজ-
পুত্ৰানাৰ যুদ্ধে বীরত্ব প্রদৰ্শন কৰায় জাহাংগীৰেৰ নিকট হইতে ঐ উপাধি
প্রাপ্ত হন এবং ডাউসাহেব বলেন জাহাংগীৰ রাজ্যারোহণ কৰিবার পৰা
ইহাকে এই উপাধি দেন। (Dow's Hindostan Vol. III. p. 4-5.)
কিন্তু বিবিসবার্ণসএছ ৩ পৰ্ক (১৮৫১) ২২৩ পৃষ্ঠায় এবং ৮ তারিখিচরণ
চট্টোপাধ্যায় কৃত ভারতবর্ষেৰ ইতিহাসেৰ ১২৩ পৃষ্ঠায় আলী-কুলী-বেগ
কর্তৃক ইতিপূৰ্বে আৰও একটা ব্যাভবধেৰ কথা লিখিত হইয়াছে।

(১) Dow's Hindostan Vol. III. p. 55.

(২) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 524.)

(৩) Iktal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 402.)

কিন্তু একবালমামাৰ অন্তৰ্ভুক্ত (Elliot Vol. VI. p. 404) লিখিত আছে,
'শেৰ-আফগান' উপাধি জাহাংগীৰ কর্তৃক প্রদত্ত হয়।

পড়ে। জাহাঙ্গীর গারদবেগকে সেই পদে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া “ইংল-উকোলা” (রাজার অমূল্য ধন) উপাধি প্রদান করিলেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই দারদার, নিশান প্রভৃতি সম্মানচিহ্ন দাবহারের আদেশ দিলেন। মেহের-উরিসার দ্বিতীয় ভ্রাতা মীর্জা আবুল হসনকে পাঁচহাজারি মনসবদার পদে নিযুক্ত করেন এবং শের-আফগানের আরগীর ও বর্জমানের কুশলদার পদ মন্তর করিয়া পাঠাইলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে (১০১৫ হিজরীর) মেহের-উরিসার ছোট ভ্রাতা মহম্মদ শরীফ, কারারুদ্ধ কুমার খস্রুকে রাজ্যদান ও বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে খুন করিবার ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় মহম্মদ শরীফ ধৃত ও নিহত এবং সন্দেহবশে তাঁহার পিতা ইংমদ্ উকোলাকেও কারাবাসে ঘাইতে হয়। অবশেষে ইংমদ্ উকোলা কিছুদিন পরে ছই লক্ষ টাকা অর্থও দিয়া অব্যাহতি পান। সম্রাট কিন্তু তাঁহার পদাদি কাড়িয়া লয়েন নাই, কারণ তখনও তিনি মেহের-উরিসাকে বিশ্বস্ত হন নাই। (১)

এই বৎসরেই জাহাঙ্গীর স্বীয় ধাত্রীপুত্র কুতুবউদ্দীন খানিচিশীকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম সেখ খুব। ইহার মাতা কতেপুর-নিবাসী সেখ সেলিমের কন্যা এবং ইহার পিতাও বদাওনের জনৈক সেখবংশীয়। যখন কুমার সেলিম পিতৃস্রোহী হইয়া আলাহাবাদে ছিলেন, তখন, তিনিই ইহাকে কুতুবউদ্দীন খা উপাধি দিয়া বিহারের সুবাদার করিয়া পাঠান। যাহা হউক, এখন ইহাকে বাঙ্গালার সুবাদার করার একটু উদ্দেশ্য ছিল। কুতুবউদ্দীন শের-আফগানকে দিল্লী দরবারে পাঠাইয়া দিবার জন্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন। শের-আফগান সুবাদারের অদীন কণ্ঠচাষী হইয়া, তাঁহার মুখে সম্রাটের আদেশ জ্ঞাত হইলেও ঘাইতে অস্বীকৃত হইলেন। শের-আফগান এ আহ্বানের কারণ অজ্ঞানেই বুঝিয়াছিলেন। (২) কুতুবউদ্দীনও শের-আফগানের সন্দেহ অমুখাবন করিতে পারিয়া, অমুচর সমভিব্যাহারে বর্জমানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় ভাগিনের গায়সকে শের-আফগানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি শের-আফগানকে যেন বুঝাইয়া দেন, যে দিল্লী গেলে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হইবে না। তাহার পর, কুতুবউদ্দীন শের-আফগানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন। শের-আফগান সুবাদারকে প্রত্যুদগমন করিতে গেলেন। কুতুবউদ্দীন এই অবকাশে স্বীয় হস্তে চাবুক নাড়িয়া স্বীয় অমুচরগণকে শের-আফগান-হত্যার

আদেশ করিলেন। শের-আফগান চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অর্থ কি? কুতুবউদ্দীন হাত নাড়িয়া আপনার অমুচরবর্গকে নিবেদন করিলেন এবং শের-আফগানের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করিলেন। এদিকে তাঁহার অমুচরেরা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে দেখিয়া ও তাঁহার ইঙ্গিতের অস্তার্থ বুঝিয়া, শের-আফগানকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলিল। শের-আফগান এই বাপারে নিবেদন-মধ্যে নিজ তরবারী কোষমুক্ত করিয়া কুতুবউদ্দীনের দিকে ধাবমান হইলেন এবং তিনি বাধা দিবার পূর্বেই তাঁহার উদরে আবুল তরবারী বসাইয়া দিলেন। কুতুবউদ্দীন দৃঢ়কায় ও সরল লোক ছিলেন। তিনি বিদ্ধ-উদর হই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, স্বীয় অমুচরগণকে শের-আফগানের মস্তক কাটিতে বলিলেন। অশ্বাখী নামে একজন কাশ্মীরী সেনাপতি শের-আফগানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইলেন। (১) উভয়ের যুদ্ধে শের-আফগান মস্তকে বিষম আঘাত পাইলেন। তলবারে তাঁহার মাথা ছকাক হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার হস্তাও জীবিত রহিলেন না। শের-আফগানের অসির আঘাতে অশ্বাখীও পঞ্চত পাইলেন। কুতুবউদ্দীন তখন বিদ্ধ-উদরে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াছিলেন। অশ্বাখীকে পড়িতে দেখিয়া তিনি সমস্ত সৈন্তের প্রতি শের-আফগানকে আঘাত করিতে আদেশ দিলেন। অতুল সাহসী শের-আফগান সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনেককে হতাহত করিয়া অবশেষে নিজেও পতিত হইলেন। (২) শের-আফগান যখন যুদ্ধে যান, তখন তাঁহার মাতা তাঁহার মাথার “দুবল্গা” (উকীষ) বাঁধিয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন,—“বাবা, যুদ্ধে যাও, কিন্তু দেখিও, যেন তোমার মাতার অশ্রু বিগলিত হইবার পূর্বে তোমার শত্রুর মাতার অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়।” এই বলিয়া শিরশ্চূড়ন করিয়া বিদায় দেন। শের-আফগানের মাতৃ-আশীর্বাদ সফল হইয়াছিল। তিনি মরিবার পূর্বে কুতুবউদ্দীনকে শের-খাসাবশিষ্ট এবং অশ্বাখীকে হস্তগত দেখিয়া মুকামুখে পতিত হন। (৩) কুতুবউদ্দীন শের-আফগানের মৃত্যু শুনিয়া নিজ ভাগিনেরকে বর্জমানে গিয়া শের-আফগানের পরিবার-বর্গকে বন্দী ও তাঁহার সম্পত্তি অবরোধ করিতে আদেশ দিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথেই তাঁহারও মৃত্যু হইল। কতেপুর শিক্রীতে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়।

(১) Ikbal-nama-i-Jhangiri গ্রন্থে এই ব্যক্তির নাম গীর খা লিখিত আছে। (Elliot VI. p. 402.) Dow বলেন, ইহার নাম আক খা তিনি পাঁচহাজারি মনসবদার। (Dow's Hindostan, II. 24.)

(২) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 496-97.)

(৩) Nadir in Ain-i-Akbari (Blochmann p. 525.)

and Ikbal-nama-i-Jhangiri (Elliot Vol. VI. p. 402.)

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 500.) Tazook-i-Jahangiri (by Major D. Price p. 27.)

(২) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 496.)

এই কুতুবখীন ১২২০ হিজরার কস্টমের জুয়া কস্মিন্দ নির্মাণ করেন। (১)

কথিত আছে, শের-আফগান রণস্থলে নিহত হন নাই। তিনি আহত হইয়া বৃহৎ-ভেদ করিয়া স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যুদ্ধ তরবারী হস্তে ধীর শবনগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, শরী শত্রুহস্তে পতিত হইবার পূর্বেই তাঁহাকে বধ হস্তে বধ করিয়া কুতুবিতে নিজের সম্মুখে রাখা হইল না। তাঁহার শাওকী তখন সেখানে ছিলেন। তিনি আসাতাকে এই ভাবে আসিতে দেখিয়া, উদ্বেগে ক্রুদ্ধিতে পারিলেন এবং কস্তার আত মুতুনবিবারণাধী শবনগৃহের দ্বার আগুলাইয়া ধাক্কাইয়া বলিলেন, 'মেহের-উরিসাও সজীব রক্ষার্থে হুপে ধীপ সিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তুমি এখন নিজের কতস্থানের ত্রিবিংশাবিধান কর।' শের-আফগান ইহা শুনিয়া যেমন নিশ্চিন্ত হইলেন, অমনি তাঁহার হৃদয়ের আবেগ কমিয়া গেল। তিনি অতিরিক্ত রক্তক্ষয়জন্য দুর্বলতার ভ্রমে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। বর্জমানের বহরাম সকা নামক কবির পবিত্র-আশ্রয়ের নিকট তাঁহার সমাধি হয়। (২)

কোন ইতিহাসে লিখিত আছে, জাহাঙ্গীর রাঙ্গারোহণ করিয়াই, মেহের-উরিসা-লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক শের-আফগানকে সুরাইবায় জঙ্গ যে কেবল কুতুবখীনকেই বিহিত আদেশ দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন এমন নহে। গোলম রাঙ্গারোহণ করিয়াই শের-আফগানকে রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করেন। শের-

আফগান উপস্থিত হইলে, সম্রাট তাঁহাকে মহা আশ্রয়ে গ্রহণ করিলেন। শরত্ব যজ্ঞের শেষে জাহাঙ্গীর, সম্রাটের আর এখন কোন রূপ হুম্মা নাই। তাঁহার ধর একমনি উত্তরে নেদের-বাড়ী জঙ্গলে কুপরা করিতে গেলেন। শীকারীরা সংবাদ দিল নিকটেই এক বৃহৎ ব্যাঘ্র আছে, সে নিকটস্থ গ্রামগুলি হইতে অনেক গোক মারিতেছে। জাহাঙ্গীর জঙ্গলে ব্যাঘ্রশীকারের গমন করিলেন। চারিদিক হইতে ধাওয়া করিয়া ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া মধ্যস্থলে আনা হইল। সম্রাট বেন রহতজঙ্গে প্রস্তাব করিলেন, আমার এত মহাবীর অস্ত্রচরের মধ্যে কে একক ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিতে পার, সে অঙ্গুর হও। অনেকেই গল্পগল্পের মুখাবলোকন করিয়া নিশ্চেষ্ট রহিল। অনেকে শের-আফগানের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিল। শের-আফগান সে দৃষ্টির অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনজন অমিত-সাহস ওমরা তরবারী হস্তে প্রস্তুত হইলেন। ইহাদিগকে দেখিয়া, শের-আফগানের অভিমানে আশ্বাস লাগিল। একে ব্যাঘ্রশীকারে তাঁহার পূর্ব খ্যাতি আছে, তাহাতে উপস্থিত সময়ে বশের তিন জন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "একটা বনের পণ্ডকে আক্রমণ করিবার জন্য অস্ত্রহস্তে বাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না। জগদীশ্বর পণ্ডকে যেমন দংশনখাদ্য দিয়াছেন, মানুষকেও তেমন হস্তপদাদি দিয়াছেন।" জাহাঙ্গীরেরা বলিলেন, "ব্যাঘ্র অপেক্ষা মানুষ ধীনবল হুতরাং অস্ত্রাধায়া ব্যতীত তাহাকে জয় করা অসম্ভব।" শের-আফগান বলিলেন—"আমি আপনাদের ভ্রম সংশোধন করিতেছি।" এই বলিয়া অসি চর্খ ত্যাগ করিয়া রিক্ত হস্তে ব্যাঘ্রাভিমুখে চলিয়া গেলেন। জাহাঙ্গীরের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, কিন্তু মুখে শের-আফগানকে এ দৃষ্টান্তসিক কার্যে বাইতে নিষেধ করিলেন। শের-আফগান বাধা না মানিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। সকলে তাঁহার সাহসের জন্য প্রশংসা করিবে কি মূর্থতার জন্য নিন্দা করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। ব্যাঘ্রের সহিত শের-আফগানের যুদ্ধ বাধিল, বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সর্বশরীর কতবিকৃত হইয়া শের-আফগান ভগবানের কৃপায় মুখে জরী হইলেন, তাঁহার হস্তে ব্যাঘ্র বিনষ্ট হইল। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি উঠিল। সম্রাট অন্তরে ব্যথিত হইলেন, মুখে মহা হুখ্যাতি করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। তাঁহার পর, কত শরীরে পান্ডু করিয়া যখন শের-আফগানের হইতে বাসার কিনিতেছিলেন; সেই সময়ে সম্রাট তাঁহাকে পথে মারিবার জন্য দাহতকে এক গলিপথে একটা মতহতী রাখিতে গোপনে আদেশ দিলেন। শের-আফগান পথে দহ হতী দেখিয়া

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 497.)

(২) Khaf-Khan (I. p. 267).—Ain-i-Akbari (Blochmann p. 524-25.)

একবালানামার লিখিত আছে, শের-আফগান বাহাদুর আসিয়া কতকটা বিজোহী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুতুবখীন বাজারার শাসনকর্তা হইয়া আসিবার সময়, শের-আফগানকে দমন করিবার জন্য আসিষ্ট হন। যদি তিনি বক্ততা শীকার করেন, তবে তাঁহার আরগীরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে, আর বক্ততা শীকার না করিলে তাঁহাকে দ্বিগুণে পাঠাইতে বা দ্বিগুণে আসিতে অনর্থক বিলম্ব করিলে, তাঁহাকে তথায় দণ্ড দিতে আদেশ পান। শের-আফগান কুতুবখীনের আদেশ অমান্য করিলে কুতুবখীন, জাহাঙ্গীরকে সন্ধান দিলেন এবং জাহাঙ্গীরের, নুতন আদেশ আসিলে তিনি শের-আফগানকে দমনার্থে অগ্রসর হইলেন। (Elliot, Vol. VI. p. 402) কিন্তু আইন-ই-আকবরীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। জাহাঙ্গীরের বলিখিত ইতিহাসেও কিছু দেখা যায় না। যোগ্য হই, শের-আফগানের এই বিজোহীতাপার একবালানামার এইরকম মুতাব্ব্ব বা সেলিমের ব্যবহার যে ম্যাসকত হইয়াছিল, তাহা অমান্য করিবার জন্য তাঁহার উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। অথবা সেকালে একজন বিজোহীতাপার নিত্য-ব্যাপার ছিল, কিন্তু বাস্তবিক শের-আফগান বিজোহী হইয়াছিলেন কিনা তাহা অন্য কোন মূল্যবান ইতিহাসিক কিছুই লিখেন নাই।

কিছুনাও ভীত হইলেন না, শিবিকা ফিরাইতে আদেশ দিলেন। হতী পথ আগ্গাহিয়া দাঁড়াইল। বাহকেরা মুত্য়া উপস্থিত দেখিয়া পাল্কা কেলিয়া পলাইল। শের-আফগান তখন বিপদ বুঝিয়া সর্বদিকে বেদনাশ্রয়ে ও পাখী হইতে বাহির হইলেন এবং নিজ নিত্য সঙ্গী ক্ষুদ্র তলবারিয়ারা হতীওমূলে ভীমবলে এমন আঘাত করিলেন যে, তাহাতেই গুও কাটিয়া ভূমে পড়িল, হতী গর্জন করিতে করিতে পলাইয়া গেল ও কিছুদূর গিয়া মরিয়া পড়িল।

সম্রাটের বড়ই উদ্বেগ ছিল। তিনি প্রাসাদের এক জানালা হইতে শের-আফগানের এই ধ্বংসবাপার দেখিতেছিলেন। শের-আফগান সেই অবস্থায়ও হতী বিনাশ করার, প্রাসাদের জানালায় দাঁড়াইয়া সম্রাট লঙ্কিত ও স্ত্রিয়মান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শের-আফগান এই ব্যাপারে আরও উৎফুল্ল হইয়া অসম্পূর্ণচিত্তে সম্রাটকে সংবাদ দিতে গেলেন। সম্রাট মুখে অল্প প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলেন। শের-আফগান পরে বর্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন। ছয় মাস আর কোন উপাত্ত হয় নাই। ইহার পরই কুতুবউদ্দীন সুবাদার হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। তিনি সম্রাটের গুপ্ত আদেশেই হউক বা নিজে সম্রাটের প্রিয়কার্যসাধন করিয়া আরও প্রিয়পাত্র হইবার জন্যই হউক, শের-আফগানকে অবসর বুঝিয়া হত্যা করিবার জন্য ৪০ জন দস্তাবে নিযুক্ত করিলেন। শের এই ঘটনা জানিতে পারিয়া সতর্ক হইয়া সর্বদা গৃহদ্বার রুদ্ধ রাখিতেন। একদিন রাত্রিতে দ্বারবানের অসতর্কতায় তাহার গৃহ প্রবেশ করে এবং শের-আফগানের শরনগৃহে প্রবেশ করিয়া, নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। দলের মধ্যে একজন বৃদ্ধ বলিল, “নিদ্রিতকে বধ করিবার জন্য ৪০টা আঘাত একবারে কি প্রয়োজন? মাছুষোচিত ব্যবহার কর, একজনেই কাজ নিকাশ কর।” এই কথোপকথনে শের জাগিয়া উঠিলেন এবং নিমেষ মধ্যে স্বীয় অসি নিকাশিত করিয়া বলিলেন, “বীরের কণ্ঠে এই” এই বলিয়া গৃহকোণে দাঁড়াইয়া দস্তাবিগের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। ১৯২০ জনে আহত হইয়া পলাইল। ২০১২ জন মারা গেল। যে বৃদ্ধের কথা তিনি জাগ্রত হইয়াছিলেন, সে বৃদ্ধ পলাইল না। শের-আফগানও তাহাকে পুরস্কার দিয়া, তাহাদের নিযোজ্য পরিচর লইলেন এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, ‘বাও এই সংবাদ চতুর্দিকে প্রচার করিবা নাওগে।’ এই সময়ে, তিনি সুবাদারের রাজধানী স্বাক্ষরহলে ছিলেন এবং এই ঘটনার পরই বর্ধমানে চলিয়া আসেন। তাহার পর কুতুবউদ্দীন অধীনস্থ কর্মচারীদের

কার্যাবলীর ওষাবধারণের হলে তাঁহানদের বন্দোবস্ত করিয়া বর্ধমানে উপস্থিত হন। শের-আফগান প্রত্যাগমন করেন। কুতুবউদ্দীনের হতীপকের দোবে শের-আফগান উদ্বেগ বৃদ্ধিতে পারিয়া কুতুবউদ্দীনকে আক্রমণ ও বিনাশ করেন। কুতুবের অল্পচরবর্ণ গুলি করিয়া মারে। ছয়টা গুলি ও অনাথা তীর সহ করিয়াও শের অধ হইতে নামিয়া মক্কাভিমুখে দাঁড়াইয়া মক্কার উদ্দেশে একমুঠা ধূলি বীর মস্তকে দিয়া ধান্নিকের মরণের জ্ঞার শেষশয্যায় শয়ন করিলেন। (১)

শের-আফগানের মৃত্যুর পর মেহের-উরিসা উপযুক্ত প্রহরী বেষ্টিতা হইয়া দিল্লীতে প্রেরিতা হইলেন। সেখানে পৌছিলে তিনিই কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুর নিমিত্ত বন্ধিনীভাবে থাকিতে আদিষ্ট হইলেন। অন্ধবরমহিষী ককিয়া বেগমের সহচরীগণের মধ্যে তিনি নিযুক্ত থাকিলেন (২)। কেহ কেহ বলেন মেহের-উরিসা জাহাঁগীরের গর্ভধারিণী মরিয়ম-জমায়ীর নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত হন (৩)।

যে মেহের-উরিসা একদিন কটাক্ষে কুমার সেলিমকে এমন মোহিত করিয়াছিলেন যে, তাহারই ফলে আজ তাঁহার বৈধব্য এবং ভারতের অধীশ্বরীক এতটা নিকটবর্তী হইল, সেই মেহের-উরিসা প্রাসাদে আসিয়া এইরূপে তৃষ্ণীকৃত হওয়ার, বড়ই মর্শ-পীড়া পাইলেন। জাহাঁগীর কেন এমন করিলেন, তাহার স্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ বলেন, প্রিয়পাত্র কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুর জন্য তিনি অতিশয় শোকার্ত হইয়াছিলেন।

শের-আফগানের ঔরসে মেহের-উরিসার গর্ভে একটি কন্যা হইয়াছিল, উহার আনন্দের নাম লাডলী (লালী) বেগম, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নাতুনানাহারের তাহারও মেহের-উরিসা নাম রাখা হইয়াছিল। মাতার সহিত এই বালিকাও দিল্লীতে আসিয়াছিল।

শের-আফগানের মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে জাহাঁগীর আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, “এই কালামুখ নরাদম নরকে চিরকাল পচিবে।” (৪)

মেহের-উরিসা সুলতানা ককিয়া বেগমের মহলে রহিলেন। বেগমসাহেব তাঁহার পরিচর্যার জন্য কএকজন ক্রীতদাসীও নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রাসাদে আসিবার পর সম্রাট জাহাঁগীর মেহের-উরিসার কোন সংবাদ লইলেন না। বাহার জন্য

(১) Dow's Hindostan, Vol. III, p. 26-32.

(২) Ain-i-Akbari (Blochmann) p. 509, and Wakiat-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI, p. 398.)

(৩) Ikbāl-nama-i-Jahargiri (Elliot VI, p. 404.)

(৪) Ain-i-Akbari (Blochmann) p. 524.

আজীবন বন্ধ, কোশল, খুন ইত্যাদি করিলেন, তিনি পার্শ্ববর্তী হইলেন ও আর একবার তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। মেহের-উরিসা ইহাতে তো চমৎকৃত হইবেনই, অন্যান্য সকলেও বিস্মিত হইয়া পড়িল। সম্রাট এমনটা কেন করিলেন, কেহ বুঝিতে পারিল না। মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও ইহার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, প্রিয়পাত্র কুতুবুদ্দীনের মৃত্যুর স্তম্ভ গভীর শোকার্ত হইয়া তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর স্থলিখিত বিবরণ মধ্যে কোন কারণের উল্লেখ না করিয়া কেবল লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রথম প্রথম আমি তাঁহাকে গ্রাহ্যই করিতাম না। সুতরাং ইহার কারণ চির-অজ্ঞাত রহিয়া গেল। সম্রাটের অবজ্ঞার পরিমাণটা আবার কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মেহের-উরিসার দৈনিক আহারের নিমিত্ত ঘোটে ৮০/০ আনা মাত্র ব্যয় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন (১)।

মেহের-উরিসা স্বামিশোক ও বাদশাহের অবজ্ঞানিত কষ্টে প্রথমতঃ অতিশয় দুঃখান্না হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষে আপনা-আপনি ক্রমশঃ বাধিয়া লইয়া বাহাতে সম্রাটের নয়নপথবর্ত্তিনী হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুলতান ককিয়া বেগমসাহেবা তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। মেহের-উরিসার অলোকসামান্যরূপ দেখিয়া তিনিও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ ভুবনমোহিনী সুলতানী এমনভাবে তৃষ্ণাকৃত রহিবেন, ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি স্বতঃপ্রসূত হইয়া বাদশাহকে অমুরোধ করিলেন। বাদশাহ কিন্তু বিমাতার অমুরোধও কাণে তুলিলেন না (২)।

মেহের-উরিসা শুনিলেন, কিন্তু আর নিরাশায় মুগ্ধ না হইয়া স্বয়ংই বাহাতে বাদশাহের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। তিনি দৈনিক ব্যয়ের স্তম্ভ বাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার পরিচারিকাবর্গের ব্যয় অতি কষ্টে নির্বাহ হইত। এই স্বত্র ধরিয়া তিনি হুটী এবং শিল্পকর্মে মন দিলেন। নিজে ঐ সকল কার্য ভালই জানিতেন, তাহার উপর অসাধারণ বুদ্ধির প্রভাবে নূতন ককা, ফুল, পাড়, নক্সা ইত্যাদি উদ্ভাবন করিয়া তাহাই প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, রেশমীবস্ত্রে নানাবিধ রং ফলাইতে ও চিত্র করিতে লাগিলেন; অহরন্তর গহনার নানাপ্রকার নূতন আদর্শ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, পুরাতন গহনার ঐবৎ পরিবর্তন করিয়া তাহাদিগকে আরও সুসুন্দর করিতে লাগিলেন। এই সকল কার্য তিনি স্বহস্তে করিতেন এবং আপনার পরিচারিকাদিগকে

শিখাইয়া তদ্বারাও করাইতেন। ক্রমে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে, পরিচারিকাবারা তাহা বেগম-মহলের নানা স্থানে বেচিবার স্তম্ভ পাঠাইয়া দিতেন। বেগমগণ ও বেগমকন্যাগণ মহা আগ্রহে ও আদরে ঐ সকল নূতন নূতন সখের এবং বিলাসের সামগ্রী ক্রয় করিতেন। অল্পদিনে এইরূপে মেহের-উরিসার কারুকাবোয় প্রাশংসা বেগমমহলে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কোন বিলাসিনীই তাঁহার প্রস্তুত হই চারিটা দ্রব্য নিজ গৃহে রাখিতে না পারিলে স্বীয় ঘর সুসজ্জিত বলিয়া বোধ করিতে পারিতেন না। সুতরাং এই স্বত্রে মেহের-উরিসার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তখন তিনি দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া দিল্লীর সমস্ত আমীরওমরার অন্তঃপুরে পাঠাইতে লাগিলেন। সেই সকল স্থানেও সমান আদর ও সমান আগ্রহ জন্মিল। ক্রমে নিনী ছাড়াইয়া আগরায় তাঁহার দ্রব্যাদির রপ্তানী হইতে লাগিল। তখন তিনি যথেষ্ট ধনে ধনবতী হইলেন। উপযুক্ত অর্থ পাইয়া মেহের-উরিসা নিজ পরিচারিকাবর্গের বেশভূষার এত পারিপাট্য করিয়া দিলেন, যে তাহারাই বাদশাহজাদী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরে নিজের বাসগৃহাদিও অতি সুন্দররূপে সাজাইয়া কেলিলেন, কিন্তু নিজের অঙ্গে সর্বদা স্বেতবর্ণের সামান্য মোটা কাপড়ের পরিচ্ছন্ন ভিন্ন আর কিছুই ব্যবহার করিতেন না। এই অবস্থায় তাঁহার চারিবৎসর কাটিয়া গেল। সম্রাটের নিষ্ক্রান্তপুত্রের প্রত্যেক গৃহ হইতে, দরবারের প্রত্যেক আমীরওমরার মুখ হইতে এমন কি দিল্লী ও আগরায় সকল সম্রাণ্ড ব্যক্তির নিকট হইতে মেহের-উরিসার শিরপ্রাশংসা এত প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্য্যন্তও শুনিতে পাইলেন; তাঁহার কোতুল আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, এমন কি তিনি নিজেই একদিন মেহের-উরিসার কারখানায় গিয়া ঐ সকল দেখিবেন বলিয়াও সঙ্কল্প করিলেন।

মেহের-উরিসাকে হঠাৎ চমকিত করিবার স্তম্ভ বাদশাহ তাঁহার এ উদ্দেশ্য কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না (১)।

১০২০ হিজিরার (জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ষষ্ঠবৎসরের) প্রথমদিনে (২) সম্রাট হঠাৎ মেহের-উরিসার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কক্ষশোভা ও গৃহসজ্জাদির চমৎকারিত্ব দর্শনে বাদশাহ বাস্তবিকই বিস্মিত হইলেন। মেহের-উরিসা তখন একখানি খট্টার অর্কশয়না থাকিয়া স্বীয় পরিচারিকাবর্গের শিল্পকাবোয় ভাস্বাবধান করিতেছিলেন, তাঁহার পরিধানে স্বেত মসলিনের সামান্য পরিচ্ছদ, কিন্তু বহুমূল্য শোভাময় পরিচ্ছদ-পরিধারিণী অনেকগুলি পরিচারিকা গৃহশোভা বাড়াইয়া

(১) Dow's Hindostan Vol. III, p. 33.

(২) Dow's Hindostan Vol. III, p. 33, and Ikbal-nama-Jahangiri (Elliot Vol. VI, p. 404.)

(১) Dow's Hindostan Vol. III, p. 34.

(২) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI, p. 404.)

মতলাকারে বসিয়া বস কার্য করিতেছিল। মেহের-উল্লিহা বাহাদুরকে দেখিয়া বিষমচকিতমননে সসঙ্কোচে ক্রম উঠিয়া কুর্পিস করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বাহাদুর এই সময়ে সামান্য হৃদযন্ত্রনতিতে মেহের-উল্লিহার বরবপুর অফুলসীয়া শোভা ও মাধুরী দেখিয়া অবাক হইলেন। অল্পপ্রত্যক্ষের সরগ গঠন, পরিমিত আকার এবং সমস্ত শরীরের লাবণ্য দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, সৌন্দর্যই বেন সৃষ্টিমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সম্রাট কিয়ৎকাল নিম্নমুখ নয়নে অবাক হইয়া এই রূপরাশি দেখিলেন, পরে ঘটায় উপবেশন করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বিভিন্নতা কেন মেহের-উল্লিহা? তোমার পরিচারিকাদের পরিক্ষেপে এত পার্থক্য কেন?” মেহের-উল্লিহা উত্তর দিলেন, “জাহাপনা, যাহারা দাস্য করিতে জন্মিয়াছে, প্রভুর ইচ্ছানুসারেই তাহাদিগকে লাজসজ্জা করিতে হয়। আমার ক্ষমতার বতটা সম্ভব আমি ততটা ইহাদিগকে সুখিনী করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমি আপনার বাদী, আপনার অভিপ্রায়ানুসারে নিজের পরিক্ষণ মনোনীত করিয়া লইয়াছি।” মেহের-উল্লিহার এই বিনীত অথচ ঈষৎ শ্বেষবাক্য উত্তরে জাহাঙ্গীর পরম ক্রীত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্ণাঙ্গরূপ পূর্ববৎ প্রবলবেগে উন্মীলিত হইল, তিনি মিষ্টকথায় মেহের-উল্লিহাকে আশ্বাস দিয়া চলিয়া আসিলেন এবং পর দিন মেহের-উল্লিহার সহিত স্বীয় বিবাহঘোষণা এবং তাহার আয়োজন করিতে প্রাক্তন আদেশ করিলেন (১)।

জাহাঙ্গীর নিজ লিখিত বিবরণ মধ্যে মেহের-উল্লিহার সহিত দ্বিতীয় বার প্রথম দর্শনের বিশেষ কোন কারণ দেন নাই, কেবল লিখিয়াছেন, “অবশেষে আমি কাজীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে বিবাহ করিলাম। বিবাহের সময় তাহাকে ‘সেন-মোহর’ (বিবাহকালীন বর কর্তৃক কস্তাকে অবস্ত্রদের বোতুক) বরপ ৫ মেসকল পরিমিত ৮০ লক্ষ আশরাফি (৭ কোটি ২০ লক্ষ সিকা টাকা) এবং একছড়া মুক্তার কণ্ঠী (ইহাতে ৪০টা মুক্তা ছিল প্রত্যেকটির মূল্য ৪০ হাজার সিকা টাকা সুতরাং ১৬ লক্ষ সিকা) প্রদান করিয়াছিলাম।” (২) ১০২০ হিজিরার প্রথম মাসের ৩য় বা ৪র্থ দিবসে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত শের-আফগানের বিধবাপত্নী মেহের-উল্লিহা বেগমের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইল। মেহের-উল্লিহার বয়স তখন ৩৪ বৎসর এবং জাহাঙ্গীরের বয়স প্রায় ৪২ বৎসর হইয়াছিল। (৩)

বিবাহের পর জাহাঙ্গীর নবপত্নী মেহের-উল্লিহার নাম পরিবর্তন করিয়া “নূর-মহল” অর্থাৎ “অমৃতপুরালোক” এই নাম দিলেন, কিন্তু অল্প দিন পরে তাহাও পরিবর্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে “নূরজাহান্” এই নাম রাখিলেন।

নূরজাহান্ চিরবাহিত সাম্রাজ্যী পদলাভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় রূপ ও অসামান্য বুদ্ধির প্রভাবে জাহাঙ্গীরের উপর সর্বতো-মুখী ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তার করিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার বুদ্ধির প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া সর্বদা বলিতেন, “নূরজাহান্কে বিবাহ করিবার পূর্বে আমি বিবাহের যথার্থ অর্থ বুঝিতাম না, তাঁহার হস্তে রাজ্যের ভার এবং রাজ-কোষের সমস্ত মণিমাণিক্যাদির ভার দিয়া আমি নিশ্চিত হইয়াছি। আমার এক সের স্ত্রী ও অর্দ্ধ সের মাস ভিন্ন আর কিছু আরোজন নাই” (১)। নূরজাহানের বিবাহের পর তাঁহার পিতা গায়সবেগ প্রধান মন্ত্রী (বকীল-ই-কুল) পদে নিযুক্ত এবং ৬ হাজারী মনসবদার ও ৩ হাজার অখারোহীর অধিনায়ক হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দশম বর্ষে (১০২৫ হিজিরায়) গায়সবেগ আরও সম্মান প্রাপ্ত হন। তিনি দরবারের মধ্যেই স্বীয় সম্মানমুচক ডকা বাজাইবার আদেশ পাইলেন। এ সম্মান বড় কেহ পাইত না। ইহার ৫ বৎসর পরে নূরজাহানের মাতৃবিয়োগ হয়। ১০৩০ হিজিরায় গায়স্ সেই মরুসহচরিত্রী স্ত্রুতঃপথের সজিনী প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইলেন। এই সময় গায়স্কে জামাতার সহিত কান্দীয়ে ঘাইতে হয়। পথে ভয়ঙ্কর গায়স্ পীড়িত হইয়া পড়েন। সম্রাট ও নূরজাহান্ তখন কাব্রা হুর্গ দেখিতে গিয়াছিলেন। গায়সের অবস্থা মন্দ হওয়ার তাহারা সংবাদ পাইবামাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন গায়সের সুসুখ অবস্থা, লোক চিনিতে প্রায় পারিতেছেন না। নূরজাহান্ অশ্রুপূর্ণনয়নে পিতার শব্দ-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সম্রাটকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ইনি কে চিনিতে পারেন?” গায়স্ এক জন জুজ্বি, তখনও তাঁহার কবিশক্তি নষ্ট হয় নাই, তিনি কবি অনওয়ারীর একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া কস্তার কথার উত্তর দিলেন। উহার ভাবার্থ—“যদি অজ্ঞানও এখানে আসিয়া দাঁড়ায়, সেও লগাটের বিশালতা দেখিয়া সম্রাটের উপস্থিতি বুঝিতে পারে।” জাহাঙ্গীর শব্দের বালিস ধরিয়া ছই বটা কাল দাঁড়াইয়াছিলেন। কএক বটা পরে গায়সের মৃত্যু হইল। পত্নীর মৃত্যুর ৩ মাস ২০ দিন পরে ১০৩১ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু হয়। আগ্রার নিকট তাঁহার কবর হয়। ইহার সমাধিস্থির দেখিতে সুলতান ও উরুখোয়া। গায়সের মৃত্যুতে জাহাঙ্গীরও শোকাবুত হন।

জাহাঙ্গীর নিজে বলিয়া গিয়াছেন, সহস্র বিবদনর বহু

(১) Dow's Hindostan Vol. III p. 35.

(২) Tuzuk-i-Jahangiri (Autobiographical memoirs of Jahangir-byajor. D. Price p. 27)

(৩) পৌরমানে এই পদ্য করা গেল। (Ain-i-Akbari p. 509 note.)

(১) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI p. 405.)

শপেক্ষা একমাত্র তাঁহার সঙ্গ অতীব প্রীতিকর। গায়সের কেহ শত্রু ছিল না, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তাঁহার এক মাত্র দোষ ছিল, তিনি ঘুম লইতেন এবং ঘুম চাহিতে বিশেষ লুকাচুরি করিতেন না। (১)

নূরজাহান্ দিন দিন সম্রাটের উপর এতই প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন, যে তাতার, পারস্ত হইতে দিন দিন তাঁহার যত আত্মীয় দিল্লীতে আসিতে লাগিল। তাহার সাক্ষাতে প্রধান রাজকর্মচারীর পদে নিযুক্ত হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ভ্রাতা বাদশাহ্ একবরের সময় হইতেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, ভগিনী ভারতাবধীরী হওয়ার তাঁহাদের পদোন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অতি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের প্রধান পদলাভের মূলে যে তাঁহার নিজের এবং তাঁহার পিতা প্রধান মন্ত্রীর প্রভাব কার্যকর হয় নাই, এমন কথাই নহে। এমন কি, এই সময় হাজী-কোকা নামে এক ব্যক্তি (সক্স-সহর) রাজ্যান্তঃপুরের পরিচারিকা-নিয়োগের অধ্যক্ষ ছিল; নূরজাহানের ধাত্রী দিলারানী নূরজাহানের রূপায় এই ব্যক্তির উপরেও কর্তৃত্বলাভ করিয়া “সদরি-অনাস্” পদবী-লাভ করিয়াছিল। সদরি-অনাস্ দিলারানীর সহি-মোহরযুক্ত ছাড়া না পাইলে সক্স-সহর হাজী কোকা কোন পরিচারিকার নিয়োগ-মঞ্জুর বা বেতন প্রদান করিতে পারিতেন না। এই রমণী “সমুদ খাল” রূপে (ধর্ম্মার্থে) যে সকল ভূমি নিজ মোহরাস্থিত করিয়া দান করিয়াছিল, তাহা বিনা আপত্তিতে সম্রাট কর্তৃক অহুমো-নিত হইয়াছিল। (২)

নূরজাহানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিষয় ইতিপূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভ্রাতা গীর্জা আবুল হাসন্ আসফ্ খাঁ (৩র্থ) উপাধি লাভ করিয়া পাঁচজাহারী মনসব্দার হইয়াছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ কতে-জঙ্গ উপাধি লাভ করিয়া ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠভগিনীপতি হাকিম-বেগ দরবারে একজন বিশিষ্ট ওমরা ছিলেন।

নূরজাহানের পূর্ব স্বামীর ঔরঙ্গ লাড়লী বেগম নামে যে কত্কা জম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই কত্কার সহিত ১৬০১ হিজিরায় জাহাঙ্গীরের পঞ্চম পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ দেন।

নূরজাহান্ ক্রমশঃ রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারেই কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। এমন কি উপাধি বিতরণের ব্যাপারেও তাঁহার

সম্বন্ধের আঁবস্তক হইত। শাসন, যুদ্ধ, নদী, নাক্ষত্রিক প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার আদেশ ভিন্ন কোন কার্যই হইত না। কেবল তাঁহার নামে “খুত্বা” পাঠ ব্যতীত আর সকল বিষয়েই তিনি সম্রাটের অধিকার নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। রাজ্যের সমস্ত কাগজপত্রে দলীল দত্তাভেজে ছাড়-ফরমাণে সম্রাটের নামের পরই তাঁহার নামও লিখিত হইত। খ্রীলোক-দিগকে যে সকল ভূমি দান করা হইত, তাহাতে নূরজাহানের মোহর অস্থিত থাকিত। রাজ্যের মুদ্রায়ও তাঁহার নাম ও এইরূপ কবিতা মুদ্রিত হইত,—“সম্রাটের আদেশে স্বর্ণমুদ্রা রাজী নূরজাহানের নাম বক্ষে ধারণ করার স্বর্ণের জ্যোতি শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।” নূরজাহান্ এতটা ক্ষমতা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখন তাহার অপব্যবহার করেন নাই। তাঁহার পিতৃ-বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনকে প্রধান কর্মে নিযুক্ত করায়, তাঁহার প্রতি ঐতিহাসিকগণ কেহই পক্ষপাতদোষ আরোপিত করেন নাই। তাহার কারণ, তিনি তাঁহাদিগকে শাসনে রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারাও কখন রাজ্যের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হন নাই। তাঁহারা সকলের সহিত সদ্যবহার, শিষ্টপালন ও দৃষ্টদমন করিতেন, স্ত্রতঃ তাঁহাদের কেহ হিংসা করিত না। এই সকল লোক নিজ নিজ কর্তব্যপালনে নিপুণ ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাদিগকে রাজ্যের আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে দেখিত না। তাঁহাদের পদোন্নতি আত্মীয়তাহেতু ঘটত না, বরং কৃতকারিতার জন্মই ঘটত, এজন্য ঐতিহাসিকেরা নূরজাহান্কে দোষ দিতে পারেন নাই এবং তিনিও অজ্ঞগতপালনের দোষ হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

নূরজাহান্ পরমদয়ালবতী ছিলেন। অনাথা বালিকার সন্ধান পাইলেই তিনি তাহাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা ও বিবাহাদি দিয়া সংসারী করিয়া দিতেন। এইরূপে তাঁহাচারী পাঁচশতাধিক বালিকার সংস্থান হইয়াছিল।

এইরূপে ক্ষমতা লাভ করিয়া, ক্ষমতার সদ্যবহার করিয়া নূরজাহান্ জাহাঙ্গীরের মন্তপানাসক্তি কমাইতে চেষ্টা করেন। ১০৩১ হিজিরায় শরৎকালে জাহাঙ্গীরের খাসরোষ পীড়া জন্মে। তিনি তখন কাশ্মীরে ছিলেন, কেবল ছদ্মমাত্র পান করিতে পারিতেন। কোন চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। মদ্য-পানে ঈষৎ উপশম বোধ করিতেন বলিয়া শেষে তাহারই মাতা বাড়াইয়া দিলেন, দিবসেও মদ্যপান করিতে লাগিলেন। নূরজাহান্ ইহার কুকল বুঝিয়া কেশলে উহার মাতা কমাইয়া দেন এবং সেবাগুণে স্বামীকে আরোগ্য করিয়া তুলেন। এই হইতে জাহাঙ্গীরের মদ্যপানের পরিমাণ কমিয়া যায় (১)।

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 409-10.) and Autobiographical memoirs of Jahangir, p. 95, Wakiat-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 382) লিখিত আছে, ইহার মৃত্যু ১০০০ হিজরি ১৫ই আশ্বিন তারিখে হয়।

(২) Wakiat-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 398, and Ain-i-Akbari (Blochmann p. 810.)

নূরজাহান যে কেবল বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন এমন নহে, তিনি বীর্যশালিনীও ছিলেন। তাঁহার প্রথম স্বামী শের-আফগান ব্যতীত বাকীরা যে সাহস দেখাইয়াছিলেন, তিনিও সে সাহসে অস্বীকারী ছিলেন না। ১০২৮ হিজিরায় মধুরার নিকটে একটা ব্যাঘ্রের মহা উপদ্রব ঘটে। শিকারীরা জাহাঙ্গীরকে সংবাদ দিলে জাহাঙ্গীর হস্তিদল পাঠাইয়া ব্যাঘ্রের চারি পার্শ্বে ঘিরিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন এবং সন্ধ্যাকালে নূরজাহান ও অমুচরবর্গের সহিত তথায় গমন করিলেন। জাহাঙ্গীর স্বহস্তে কোন প্রাণীবধ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি, নূরজাহানকে গুলি করিতে আদেশ দিলেন। ব্যাঘ্রের গর্জে হতী অস্থির হইয়া উঠিল, হাওদার ভিতর হইতে লক্ষ্য স্থির করা অতি দুষ্কর হইল। সে স্থলে কেবল মীর্জা রত্নম নামে এক অব্যর্থলক্ষ্য শিকারী উপস্থিত ছিল, কিন্তু এই ব্যাঘ্রের প্রতি সে ক্রমাগত তিনটী গুলি মারিলেও তিনটাই ব্যর্থ হইল, কিন্তু নূরজাহান সেই অস্থির হতীর উপর হইতে অপরূপ শিক্ষাবলে এক গুলির আঘাতেই ব্যাঘ্রটিকে বিনাশ করিলেন (১)।

দরবারে কোনও কবি এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কবিতায় বলিয়াছিলেন, “যদিও নূরজাহান স্ত্রীলোক, তথাপি তিনি শের-আফগানের পত্নীতো বটে।” “জানি-শের-আফগান” অর্থাৎ শেরগানের পত্নী বা ব্যাঘ্রনাশিনী রমণী এই বিবরণ জাহাঙ্গীরের স্মৃতিস্থ।

শাহরিয়ার নূরজাহানের জাগ্রতা হওয়ায় এবং নূরজাহানের প্রভাব অবগত হইয়া জাহাঙ্গীরের অন্যান্য পুত্রগণ চমকাইয়া উঠিলেন। সম্রাটের পুত্রগণের মধ্যে যুবরাজ খোররম (পরে যিনি শাহজাহান নামে বিখ্যাত হন) সর্বাঙ্গেক্ষা বুদ্ধিমান, বীর, কর্ষ-কুশল এবং পিতামহ অকবরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আজমীরের পূর্ব-দক্ষিণে রামশিরের নিকট রাজী নূরজাহানের অতি বিদ্বত জয়গীর ছিল। ১০৩১ হিজিরায় শেষে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরের প্রথমে সংবাদ আসিল যে, যুবরাজ খোররম নূরজাহানের ও রাজকুমার শাহরিয়ারের জয়গীরের অধিকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছেন। শাহরিয়ারের কর্মচারী চৌলপুরের কোজদার আস্-উল-মুলুকের সহিত যুদ্ধ হওয়ার উত্তরপক্ষে অনেক সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া, জাহাঙ্গীর শাহজাহানের

অধীনস্থ সৈন্যদল দিল্লীতে পাঠাইয়া দিতে এবং তাঁহাকে তাঁহার নিজ জয়গীরে সন্তুষ্ট থাকিয়া কর্তব্যপন্থ হইতে বিচলিত না হইবার জন্য অঙ্গশাসনপত্র প্রেরণ করিলেন। শাহজাহান পিতার আদেশ মানিলেন না। প্রধান সেনাপতি মীর্জা আবদুল রহিম খানখানান্ শাহজাহানের সহিত যোগ দিলেন। অবশেষে ২৫ হাজার অঝারোহী লইয়া আসফখাঁ (নূরজাহানের ২য় ভ্রাতা) বিনুচপুরের নিকট বিজোহীদের উপর আশ্রয় করিলেন। অবশেষে ১০৩২ হিজিরায় সুতামদ্-উদদৌলা আল-কাহির মহকত খাঁ কুমার পরবেজের অধীনে থাকিয়া ৪০ হাজার অঝারোহী লইয়া বিজোহ-ধমনে অগ্রসর হন। আজমীরের নিকটে মহকত খাঁ কোশলক্রমে বিজোহীদিগের মধ্যে ভেদ ঘটাইয়া তাহাদিগকে ছর্দল করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে খানখানান্ শাহজাহানকে পরিত্যাগ করিলে তিনি দক্ষিণাভিমুখে উড়িষ্যায় পলাইয়া গেলেন। এই ঘটনার সম্ভবতঃ নূরজাহান শাহজাহানের উপর চট্টায়া যান এবং জীবিত্যে বীর জামাতার জন্য দিল্লীর সিংহাসন প্রত্যাশীশূন্য করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শাহজাহানের অন্য অনিষ্ট করিতে নূরজাহানের ইচ্ছা ছিল না, কারণ মহকত খাঁ যখন ত্বরিত রণাভিমুখে অগ্রসর হন, তখন নূরজাহানই গোপনে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে গুজরাতে পথে পলায়ন করিতে পরামর্শ দেন। (১)

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের একবিংশতি বৎসরে ১০৩৫ হিজিরায় মহকত খাঁ বাঙ্গালায় সুবাদার হন। তিনি সুবাদার হইয়া বাঙ্গালা হইতে হতী (যাহা প্রতিবৎসর ধরিয়া পাঠাইতে হইত) ধরিয়া পাঠান নাই। আরববাসী দোস্ত-গায়ের নামক জনৈক কর্মচারীজারা হতী পাঠাইতে এবং মহকত খাঁকে দরবারে উপস্থিত হইতে সম্রাট আদেশ দেন। মহকত হতী পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু শুনিলেন যে সম্রাটের অমুমতি না লইয়া তিনি কজার বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া, কিদাই খাঁর উপর তাঁহার জামাতাকে ধরিবার আদেশ হইয়াছে। এ সময় সম্রাট সদলে কাবুলের দিকে যাইতেছিলেন। বেহাত (বিতস্তা) নদীর তীরে তাঁহার শিবির পড়িয়াছিল। নবাব আসফখাঁ সমস্ত সৈন্য লইয়া নদীর অপরপারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সম্রাটের শিবিরদক্ষিণে বিশেষ কোন সৈন্য ছিল না। মহকত খাঁ নিজ মান সত্তম ও জীবনের সমুদ্বিগ্ন বুদ্ধি ২০০ রাজপুত-সৈন্য লইয়া সম্রাটশিবিরে প্রবেশ করেন। একবালনামার গ্রহকার সুতামদ্ খাঁ এই সময়ে সম্রাটের বক্ষী ও বীর ভূমিকায় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তিনি সম্রাটের স্বাক্ষর পার্শ্বক কক্ষের থাকিতেন। মহকত সৈন্যে গিয়া রাজকক্ষ বেটন

(১) Wakiat-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 367)

আইন-ই-অকবরীতে (৪২৫ পৃ) চারিটা ব্যাঘ্রের কথা পাওয়া যায়। ভ্রমণে ২টা ব্যাঘ্র এক এক গুলিতে এবং দুইটা দুই দুই গুলিতে নূরজাহান কর্তৃক হত হয় এবং ব্যাঘ্র শিকারে নূরজাহান নিজেই আত্ম করিয়া সম্রাটের আদেশ গ্রহণ করেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

(২) Maasir-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 465)

করিলেন। সৈন্যেরা ঘোরের পর্দা ছিঁড়িয়া ফেলিল। ঘররক্ষকেরা ভিতরে গিয়া সম্রাটকে সংবাদ দিল। সম্রাট বিস্মিত না করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহার জন্য রক্ষিত পার্বীতে আরোহণ করিলেন। মহম্মত খাঁ নিকটে আসিয়া বলিলেন, নবাব আসফখান হিংসা ও তাচ্ছিল্য সহ করিতে না পারিয়াই আমি জাঁহাপনার শরণ লইলাম। আমি যদি প্রাণদণ্ডের উপযোগী হই, তবে আদেশ দিন, আমি আপনার সম্মুখেই নও ভোগ করিতেছি। তাহার পর সৈন্যগণ পার্বী ঘেরিয়া দাঁড়াইল। রাগে সম্রাট দুইবার শীর তলবারিতে হাত দিলেন। কিন্তু দুইবারই মনস্তর্য বদলী কর্তৃক ধৈর্যধারণে এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে অস্বস্তিক হইলেন। সম্রাটও বুঝিলেন। তৎপরে মহম্মত খাঁ সম্রাটকে তাঁহার নিজ অশ্বে উঠিতে বলিলেন। সম্রাট তাহা না উঠিয়া তাঁহার নিজ অশ্ব ও পোষাক আনিতে আদেশ দিলেন। মহম্মত পোষাক পরিতে অবসর না দিয়া সম্রাটের অশ্ব উপস্থিত হইলেই তাহাতে চড়িতে অস্বরোধ করিলেন। কিয়দূর তাঁহাকে অশ্বে লইয়া গিয়া হস্তীতে উঠান হইল, হাওদার উভয়পার্শ্বে রক্ষী নিযুক্ত হইল। পরে শিকারের ছল করিয়া, মহম্মত সম্রাটকে লইয়া নিজায়ে গমন করিলেন এবং শীর পুত্রগণকে সম্রাটের রক্ষীস্বরূপ নিযুক্ত করিলেন।

মহম্মত যে সম্রাটকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন, ইহা কৌশলে সাধারণকে বুঝিতে দেন নাই। সকলে এমন কি রাজ্ঞী নূরজাহান পর্যন্ত জানিলেন না। মহম্মত খাঁ যখন সম্রাটকে বন্দী করেন, তখন তাঁহার মনে বুদ্ধিমত্তী নূরজাহানের কথা মোটেই উদিত হয় নাই। কএকদিন অতীত হইলে, সে কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি সম্রাটকে পুনরায় রাজপ্রাসাদে পাঠাইবার কল্পনা করিলেন, কিন্তু এদিকে নূরজাহান সন্দেহ করিয়া ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। মহম্মত এই সংবাদ পাইয়া নিজ ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং অবিধাৰেও নূরজাহানকে বন্দিনী করেন নাই বলিয়া আশনাপনি ওষ্ঠ কামড়াইতে লাগিলেন। শেষে কুমার শাহরিয়ারকে সম্রাটের সঙ্গে বন্দী রাখিবার উদ্দেশ্যে সম্রাটকে শাহরিয়ারের ভবনে লইয়া গেলেন।

এদিকে নূরজাহান ব্রাহ্মণবির উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অপরিণামদর্শিতার জন্য তিরস্কার করিলেন। নবাব আসফখানও লজ্জিত হইলেন। সকলেই তখন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, পরদিন মহম্মতকে আক্রমণ করিয়া সম্রাটকে উদ্ধার করাই কর্তব্য। পরম্পরায় এ সংবাদ সম্রাটকর্ণে পৌঁছিল। তিনি এ ভুল উপায় ভাগ করিতে পরামর্শ দিয়া গোপনে মুকারিব খাঁকে পাঠাইলেন। তিনি নদীপার হইয়া যুদ্ধ করিতে নিবেদন করিলেন।

দূত রাজঅম্বুরী লইয়াও গিয়াছিল, কিন্তু আসফখান মহম্মতের কূটকৌশল বুঝিয়া উক্ত পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না।

মহম্মতও সংবাদ রাখিতেন, তিনি নদীর উপরিস্থ সেতু পুড়াইয়া দিলেন। ফিদাই খাঁ সম্রাটের বন্দীত্ব শুনিয়াই কএকজন অসমসাহসী বীরকে সঙ্গে লইয়া সাতারিয়া নদীপার হইতে গেলেন। কএকজন নদীবগে এবং জলের সীতলতার মারা গেল, ছয় জনমাত্র পরপারে উত্তীর্ণ হইল। তন্মধ্যেও চারিজন শত্রুহস্তে হত হইল। ফিদাই নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝিয়া আবার সাতারিয়া পার হইয়া আসিলেন। অবশেষে আসফখান নূরজাহানকে লইয়া সদলে হাতীতে ও ঘোড়ার সাতারিয়া নদীপার হইলেন। নূরজাহান লোক পাঠাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিলেন,—“এখন ইতস্ততঃ করিলে সকল বার্থ হইবে। শত্রুরা জাঁহাপনাকে লইয়া পলাইয়া যাইবে। তাহাতে তাঁহার প্রাণের আশঙ্কাও আছে।”

পার হইবার সময় সাত আটশত রাজপুতসেনা যুদ্ধহস্তী লইয়া জলমধ্যেই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। নূরজাহানের হস্তীওও বিপক্ষেরা তরবারির ভীম আঘাত করিল, হস্তী ফিরিল, পশ্চাৎ হইতে সকলে তীরবর্ষা মারিতে লাগিল। কুমার শাহরিয়ারের কন্যার ধাত্রীর সঙ্গে একটা তীর-বিদ্ধ হইল (১)। নূরজাহান নিজে সেটা টানিয়া তুলিয়া ফেলিলেন, তাঁহার সর্ব শরীর রক্তে ভাসিয়া গেল। হাতী ফিরিয়া রাজ্ঞীকে লইয়া রাজপ্রাসাদে চলিয়া গেল। আসফখান পার হইতে গিয়া ঘোড়া হইতে নদীতে পড়িয়া যান এবং জিনের রেকাব ঘুরিয়া তুলিতে তুলিতে কিয়দূর গেলে পর ঘোড়া তাঁহার ভারে ডুবিয়া মারা পড়ে। একটা কান্দীরী নাবিক সেই সময়ে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করে। আসফখান উদ্বেগ ও পরামর্শ এই রূপে বিফল হওয়ায় তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ফিদাই খাঁ কতিপয় অস্ত্রচর ও কতিপয় সম্রাটভৃত্যকে লইয়া নদীপার হইয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদিগকে হটাইয়া সদলে কুমার শাহরিয়ারের প্রাসাদে বেখানে সম্রাট বন্দী ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিপক্ষের যে বহু সংখ্য অস্বারোহী ও পদাতি বর্তমান ছিল, তাহারা পুরী প্রবেশে বাধা দিল। ফিদাই খাঁ ফটক হইতে রাশি রাশি

(১) ডাউ সাহেবের ইতিহাসে নূরজাহানের কতক শাহরিয়ারের পত্নীই আহত হইয়াছিলেন, বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ এ সময়ে ওরঙ্গ আলিকে লইয়া ধাত্রীসহ নূরজাহান যে হাতীতে চড়েন নাই, ইহা অনুমানে বুঝা যায়। তাহার কতক কয়েক ছিলেন ইহা বড় বেশী কথা নহে। (Dow's Hindostan, Vol. III. p. 91.)

তীর ত্যাগ করিতে লাগিলেন। যে ঘরে সম্রাট ছিলেন, সেই ঘরেও দু'একটা তীর সিয়া পড়িল। মুখলিস খাঁ নামে এক ব্যক্তি সম্রাটের জীবনের আশঙ্কা দেখিয়া নিজ শরীরদ্বারা সম্রাটকে আবৃত করিয়া পাঁড়াইল।

বিপক্ষগণে কিদাই খাঁর কতিপয় অনুচর হত হইল, তিনি নিজেও আহত এবং তাঁহার অস্ত্র মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। তখন জয় অসম্ভব ভাবিয়া, কিদাই খাঁ করিতে বাধ্য হইলেন এবং নদী পার হইয়া রোহতস্ হুর্গে ফিরিয়া গেলেন। আসফখাঁও লজ্জিত এবং পরাস্ত হইয়া নিজ ভায়গীরের অন্তর্গত আটকহুর্গে পলাইয়া গেলেন। মহম্মত জয়ী হইয়া আসফ খাঁকে ধরিবার জন্ত নিজ পুত্র বিহরোজ ও একজন রাজপুত-সেনাপতির অধীনে বিপুল সেনাদল পাঠাইয়া দিলেন। আসফ খাঁর সেনাবল ছিল না। তিনি পরাজিত হইলেন এবং সপুত্র ধৃত হইয়া মহম্মতের পক্ষগ্রহণে প্রতিজ্ঞা ও শপথবদ্ধ হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া মহম্মত সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া আটকে উপস্থিত হইলেন এবং সম্রাটের অহুমতি লইয়া হুর্গে প্রবেশ করিলেন। আসফখাঁ ও তাহার পুত্র প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া সম্রাটসদনে নীত হইলেন। আটকহুর্গ মহম্মতের সেনানীর অধীনে রহিল। সম্রাট কিছুদিন জলালাবাদে থাকিয়া কাবুলে গমন করেন। অবশ্য মহম্মতও সঙ্গে ছিলেন এবং তখনও সম্রাটের বন্দিত দূর হয় নাই। (১)

আসফখাঁ সপুত্রে বন্দী হইলে, নূরজাহান লাহোর হইতে পলাইতে ছিলেন; কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, মহম্মত তাঁহাকে সম্মানে রাখিয়াছেন এবং মহম্মতের সহিত আপোসে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে। স্বামী স্বজন্মে আছেন জানিয়া নূরজাহান সুস্থির হইলেন এবং মহম্মত গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মহম্মতও সম্রাটের পত্রাধুয়ারী সকল বিবাদ মিটিয়া যাইবার কথা নিবেদন করিলেন এবং শেষে নূরজাহানকে সম্রাটের সঙ্গে কাবুলে যাইতে বা তাঁহার ইচ্ছামত অন্যত্র যাইতে বাধা দিবেন না বলিয়া জানাইলেন। নূরজাহান স্বামী সঙ্গে লইতে আর বিধা করিলেন না, লাহোর ছাড়িয়া স্বামীসকাশে উপস্থিত হইলেন। মহম্মত সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে মহা-সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

মহম্মত এইরূপে নূরজাহানকে হস্তগত করিয়া তাঁহার

কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন এবং শীঘ্রই জানিতে পারিলেন যে নূরজাহান খাঁর জানাতাকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টায় আছেন। মহম্মত এই কথা সম্রাটকে জানাইলেন এবং বলিলেন আবশ্যক হইলে রাজী হয়ত সম্রাটের প্রাণ পর্যন্ত লইবেন। অতএব এই সময়েই তাঁহাকে নষ্ট করা উচিত। সম্রাট বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নূরজাহানের বধাদেশ স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। মহম্মত যথাকালে সে আদেশ নূরজাহানকে দেখাইলেন। নূরজাহান কহিলেন, সম্রাট এখন বন্দী, তাঁহার স্বাধীনতা কোথা! আমি একবার দেখা করিতে চাই। প্রার্থনা রক্ষিত হইল। স্বামীকে দেখিয়া নূরজাহান কাঁদিয়া ফেলিলেন, যে হস্তে সম্রাট বধাদেশ লিখিয়াছিলেন, তাহা অশ্রুজলে সিক্ত করিলেন। সম্রাট আকুল হইয়া মহম্মতকে বলিলেন, মহম্মত! এই একটা জীলোককে কি তুমি ছাড়িয়া দিতে পার না! মহম্মতও মুগ্ধ হইলেন এবং কোন কথা না বলিয়া রক্ষিণকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। নূরজাহান মুক্ত হইলেন। মহম্মতের এই আচরণে তাঁহার বন্ধুর ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন, এই দস্যব, এই ভুলে তাঁহাকে ঠেকিতে হইবে, বাস্ত্রী কবলে পাইলে তাঁহার অস্থি চর্ষণ করিবে। ঘটিলও তাই। নূরজাহানের দ্বন্দয়ে এই অপমান প্রস্তরাস্থিত রেখার ন্যায় বসিয়া গেল। (২)

বাদশা-বেগম কাবুলে ছয়মাস অবস্থিতি করেন। এই সময়েই ইহার শাহ ইম্মাইলের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। মহম্মত খাঁর শিবির বাদশাহী শিবিরের কিছুদূরে ছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে বাদশাহের সহিত আদিয়া দেখা করিতেন।

নূরজাহানের ক্ষয় পূর্ণ অপমানে দিন দিন জন্মিয়া যাইতে ছিল। কিসে মহম্মতকে প্রতিশোধ দিতে পারিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবনে সর্বদা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নূরজাহান এই সময় স্বামীর সঙ্গে সর্বদা থাকিতেন এবং উদ্ধারের জন্ত নানা পরামর্শ দিতেন। সম্রাট কিন্তু সে সকল পরামর্শ গ্ৰহণ করেন না। তিনি তখন মহম্মতের সহিত মিলিয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদনে চেষ্টা করিতেছিলেন। মহম্মতও সম্রাটের ব্যবহারে দিন দিন তৎসম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হইতে ছিলেন। সম্রাটও তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি সেই বিশ্বাস একবারে দূরীভূত করিবার জন্ত নূরজাহানের সকল পরামর্শ অকপটে মহম্মতের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এমন কি নূরজাহান যে মহম্মতের প্রাণনাশের পরামর্শ করিতেছিলেন ও তাঁহার ক্রান্তপুত্রবধু (শারেকা খাঁর পত্নী ও শাহ মবাজের কন্যা) সুবিধা

(১) একবালদামার নূরজাহান কখন কোথায় কিরূপে মিলিত হন, তাহার কোন উল্লেখ নাই, তবে কাবুলভ্রমণের সময় তাঁহাকে সম্রাটের সন্ধিরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; হুতরাং কাবুলপ্রবেশের পূর্বেই জলালাবাদের ছাউনিতে মিলিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা বাইত পারে।

পাইলোই যে গুলি মারিয়া মহকতের প্রাণ সংহার করিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন।

মহকত পিত্তরাবক-বিহঙ্গিনীর উদ্ধারার্থ এই সকল বৃথা চেষ্টার কথা শুনিয়া তাঙ্কিলোর হাসি হাসিতেন। নূরজাহান তাহাও শুনিতে পাইতেন, শেষে আর তাঁহার সঙ্গ হইল না। তিনি মহকতকে পৃথিবী হইতে সরাইবার চেষ্টা করিলেন। এবার সম্রাটকেও জানাইলেন না। মহকত যে পথ দিয়া বাদশাহী শিবিরে আসিতেন, একদিন সেই পথের উপর এক সন্ধ্যা গলিতে প্রত্যেক বাটার পথের ধারের জানালার এবং গলির ছই মুখে গুপ্তস্থানে কাবুলী বন্দুকধারী লোক রাখাইলেন। মহকত অস্বাভাবিক ভাবে গলিতে প্রবেশ করিয়া অন্ধক অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি পথের উত্তরপার্শ্বের অট্টালিকা হইতে গুলিবর্ষণ হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে মহকতের গায়ে লাগিল না, তিনি বায়ুবেগে গলির মুখে বন্দুকধারীদিগকে বিমর্শিত করিয়া সামান্য আহত হইয়া স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। কাবুলীরা সম্রাটের রক্ষিসৈন্যের মধ্যে পাঁচশকে বিনষ্ট করিল। তাহার পর তিনি সম্মুখে সম্রাটকে ইহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট বাস্তবিকই ইহার কিছু জানিতেন না, স্মৃতরাং তদন্তরূপ উত্তর দিলেন। তখন মহকত কাবুলীদিগের সেই প্রদেশ অবরোধ করিলেন। কাবুলীরা ভীত হইয়া পড়িল। নগরের প্রধান প্রধান লোকে মহকতের নিকট অতি বিনীতভাবে উপস্থিত হইলেন, সম্রাটও তাঁহাদের পক্ষ হইতে মহকতকে ক্ষমা করিতে অস্ব-রোধ করিলেন। ঐ কার্যের কয়েকজন নেতাকে ধরিয়া দেওয়ার মহকত সন্তুষ্ট চিত্তে অবরোধ উঠাইয়া দিলেন। নেতা কয়েকজনও সামান্য দণ্ড পাইল। মহকত ইহার পরই কাবুলের ছাউনী তুলিতে আদেশ দিলেন এবং লাহোরাভিমুখে চলিলেন (১)।

নূরজাহান দেখিলেন স্বামী তাঁহার পরামর্শে কর্ণপাত করিতে-ছেন না, কাজেই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া অস্থসন্ধান করিলেন। প্রকৃততঃ তাঁহার আর আশ্রিত বাকী রহিল না। তখন তিনি স্বামীকেও আর বিশ্বাস করিলেন না, গোপনে উদ্ধারের পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং সম্রাটকেও প্রবোধ দিবার জন্য তাঁহার সহিত মিথ্যা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রত্যক্ষভাবেও তিনি কতকটা চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি বেতন দিয়া অহুচর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার খোজাখাক হসিয়ার খাঁ হই হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া লাহোরে অগ্রসর হইলেন। তখন নূরজাহানও রাজকৃত্যপরিচরে অনেকগুলি

লোকসংগ্রহ করিয়াছিলেন। হসিয়ার রোহতস্ হইতে কিছুদূরে থাকিয়া নূরজাহানকে সংবাদ পাঠাইলেন। নূরজাহান স্বামীকে নিজ সৈন্তপরিদর্শনের জন্য আগ্রহ স্বীকারে অস্বরোধ করিলেন। সম্রাট স্বীকার করিলেন। তিনি স্বীয় পরিচারক বলদ খাঁ দ্বারা মহকতকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে সেদিনকার দৈনিক কুচকাওয়াজ যেন বন্ধ থাকে, কারণ সম্রাট সেদিন বেগমের অস্বাভাবিক পরিদর্শন করিবেন। মহকত প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, পরে খাজা আবুল-হসন তুর্কদ্বারা তাঁহাকে স্বীকার করাই-লেন। রাজপ্রাসাদ হইতে উত্তরপার্শ্বের রাজ্যের অস্বাভাবিক নদীর তীর পর্যন্ত সারি দিয়া দাঁড়াইল। নদীর অপর পারে হসিয়ার খাঁর সেনাদল রোহতস্ দুর্গ পর্যন্ত দাঁড়াইল। বাদশাহ ও বেগম অর্থে অগ্রসর হইলেন। কিয়দূর গেলে পশ্চাৎ হইতে সৈন্তদল ক্রমে ক্রমে সম্রাটের পশ্চাতে চলিল, শেষে দ্রুতপদে সকলে বাদশাহবেগমকে লইয়া নদীপারে গিয়া রোহতস্ দুর্গে উপনীত হইল। এইরূপে রাজ্য নূরজাহানের বুদ্ধিবলে সম্রাট চিরবন্দিত হইতে উদ্ধার পাইলেন। নূরজাহান স্বামীকে উদ্ধার করিয়াই ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রের উদ্ধারার্থ সম্রাটকে দিয়া মহকত খাঁর উপর এক আদেশ-পত্র পাঠাইলেন। ঐ পত্রে মহকত খাঁকে ঠট্টপ্রদেশে শাহজাহানের বিরুদ্ধে গমন করিবার, আসফখাঁ ও তাঁহার পুত্র আবু তালেবকে (পরে শায়স্তা খাঁকে) দরবারে পাঠাইবার, শাহজাদা দানিয়েলের পুত্রদ্বয়কে ও মুথলিস্ খাঁর পুত্র লক্ষ্মী খাঁকে পাঠাইয়া দিবার আদেশ ছিল এবং তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরিত হইবে এ কথাও ছিল। মহকত দেখিলেন ভাগ্যগতি ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, স্মৃতরাং আর গোলমাল না করিয়া সকলকে পাঠাইয়া দিলেন। কেবল আসফ খাঁকে পাঠাইলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি ঠট্ট যাইতেছেন, এ সময় তিনি আসফ খাঁকে ছাড়িতে পারেন না। কারণ নূরজাহান বেগম হইতে তিনি প্রতিপদে প্রতিশোধের আশঙ্কা করিতেছেন। তিনি ঠট্টের দিকে ফিরিলেই, স্বাধীনতা-প্রাপ্ত আসফখাঁ হয়ত তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন; অতএব লাহোর অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। নূরজাহান এই সংবাদে অতিমাত্র অলিয়া গেলেন। তিনি পুনরায় আদেশ পাঠাইলেন। তখন মহকত ঠট্টের দিকে রওনা হইয়াই ভীত হইয়া আসফখাঁকে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রকে কিছুদিন আটকাইয়া রাখেন।

ডাউ সাহেবের ইতিহাসে সম্রাটের উদ্ধারের অন্যরূপ বর্ণনা আছে। মহকতের রাজ্যাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি সম্রাটের নিকট পদ ও স্বর্গদ্বার কোন হানি হইবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়া ক্রমশঃ সম্রাটের উপর কর্তৃত্বত্ব কমান্বিত হইলেন। তাঁহার স্বামী

কমাইয়া দিলেন এবং যে সকল রাজকীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে লইয়াছিলেন, তাহার অনেক সম্রাটকে ছাড়িয়া দিলেন। এই সম্ভাবনারেও মুর্জাহানের প্রতিহিংসাচেষ্টা কমিল না, বরং বাদশাহী ক্ষমতার পুনঃপ্রাপ্তিতে তিনি আরও সুযোগ পাইলেন। তিনি বুঝাইলেন, “এইরূপ একটা ভয়ানক দুর্দান্ত ক্ষমতাশালী ও কুটিললোক, যে সম্রাটকে বন্দী করিতে পারে, তাহাকে যদি বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দেওয়া যায় বা তাহার মৌখিক আত্মগত্যে বন্দীভূত হইয়া যদি তাহাকে আদর করা যায়, তবে প্রকারা কি আর সম্রাটকে প্রকৃত সম্রাট বলিয়া মানিবে?” এই বলিয়া বেগম সাধারণ সমক্ষে তাঁহার প্রাণদণ্ডা চাহিলেন, সম্রাট সে আদেশ দিলেন না, বরং তাঁহাকে এসম্বন্ধে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। মুর্জাহান স্থায়ী নিকট বিফল মনোরথ হইয়া একজন খোজাকে সম্রাটশিবির হইতে প্রবেশ বা নির্গমনের সময় মহব্বতকে বিনাশ করিবার জন্য গুলি করিতে আদেশ দিলেন। জাহাঁগীর এই আদেশ শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মহব্বতকে সংবাদ দিলেন। মহব্বত এরূপ গুপ্তহত্যার কতদিন কিরূপেই বা বাধা দিবেন এই ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন, শেষে সম্রাটের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া একাকী গোপনে ঠট অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

মুর্জাহান এই সংবাদ পাইয়া চতুর্দিকের শাসনকর্তাদিগকে মহব্বতকে খুঁজিয়া ও ধরিয়া দিবার আদেশপত্র পাঠাইলেন। তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রচারিত ও তাঁহাকে ধরিবার জন্য পুরস্কারধোষিত হইল।

আসফা ভগিনীর এতটা নির্ভর আদেশ ভাল বলিয়া বোধ করিলেন না। তিনি মহব্বতের গুণাবলী জানিতেন এবং নিজেও তাঁহার সম্ভাবনারে বন্দীভূত ছিলেন।

মহব্বত মুর্জাহানের আদেশে তাড়িত কুকুরের ন্যায় নানা স্থানে লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে একদিন ছদ্মবেশে অসম সাহসে নির্ভর করিয়া ঠট হইতে অঝারোহণে ২ শত ক্রোশ পথ পার হইয়া কর্ণাল নামক স্থানে বাদশাহী ছাউনীতে আসফার শিবিরে আসিলেন। রাত্রি ৯টার সময় আসফের গৃহঘরে উপস্থিত হইলে এক খোজা চিনিতে পারিয়া আসফকে সংবাদ দিল। আসফ মহব্বতের মলিন বেশ ও দুর্দশা দেখিয়া তাঁহাকে আসিফনপুর্ষক কীদিতে লাগিলেন। মহব্বত অন্যান্য কথার পর বলিলেন, সম্রাটের হ্রৈণতাই সম্রাটের সর্বনাশ করিল। মুর্জাহান্ বেক্রপ অকৃতজ্ঞ এবং তাহার জন্যই এখন আমার এতটা দুর্দশা, তখন আমি আর একজনকে সম্রাট করিব বলিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছি। কুমার পরবেজ ধার্মিক ও বদ্ব হইলেও দুর্জয়না এবং নিকোষ, কিন্তু শাহজাহান্

সর্বাংশে উপযুক্ত, তাহার সহিত যুদ্ধে আমি তাহাকে পরাজয় করিয়াছি। কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি কোন গভিকে প্রাণটি ফিরাইরা আনিরাছি মাত্র। অতএব আপনি আমার সাহায্য করিলে আপনার জামাতাকে আমি রাজ্য দিতে পারি। আসফ অপ্রার্থিত বদ্ধ পাইয়া বিমিত ও গ্রীত হইলেন এবং সৈন্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। মহব্বত চলিয়া গেলেন।

ইহার পর দক্ষিণের গোলযোগের সংবাদ আসিল। সম্রাট মহব্বতের মত সেনাপতির অভাব উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিলেন। আসফা সেই সুযোগে মহব্বতের মার্কনার আদেশ বাহির করিয়া লইলেন। মহব্বত আবার পূর্ন সন্ধান ও পদাদি পাইয়া সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়া শাহজাহানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন (১)।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন,—ইতিমধ্যে সম্রাট সদলে লাহোরে উপস্থিত হন। আসফা সেখানে উপনীত হইলে, তাঁহাকে পঞ্জাবের সুবাদার ও প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হইল এবং সমস্ত রাজনৈতিক ও রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রণাসভায় সভাপতিরূপে কার্য্য করিবার আদেশও দেওয়া হইল। এই সময় মহব্বত ঠাঁ বঙ্গদেশ হইতে ২২ লক্ষ মুদ্রা আনাইতে ছিলেন। বিহারের নিকট শাহাবাদে উহা পৌছিল, সম্রাট সংবাদ পাইয়া সৈন্ত পাঠাইয়া তাহা কাড়িয়া লন।

ইহার পর শাহজাহান্ ঠটপ্রদেশ হইয়া পারস্তের অধীশ্বর শাহ্ অববাসের সাহায্য প্রার্থনার বাইবার উদ্যোগ করেন। ঠটপ্রদেশে পৌছিলে কুমার শাহরিয়ারের কর্মচারী সর্দার উল-মুল্ক দুর্গ হইতে গোলা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অস্থচর-বর্গকে বিনষ্ট করেন। এই সময়ে ৩৮ বৎসর বয়সে কুমার পরবেজের মৃত্যু হয় (১০৩৫ হিজিরা)। কাজেই শাহজাহান্ ঠট পরিত্যাগ করিয়া নাসিকে পলায়ন করিলেন। মহব্বত ঠাঁ শাহাবাদে ২২ লক্ষ টাকার বঞ্চিত হইয়া সকল আশা ত্যাগ করিয়া রাজপুতনার রাণার রাজ্য মধ্যে পার্শ্বপ্রদেশে লুকাইত থাকেন; পরে শাহজাহান্ নাসিকে আছেন শুনিয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলেন। শাহজাহানের এসময় এরূপ এক জন লোকের প্রয়োজন ছিল, তিনি মহব্বতকে নিকটে আসিতে আদেশ দিলেন। এ সময়েও মহব্বতের সহিত ২০০০ অঝারোহী ছিল। জুনির নামক স্থানে আসিয়া উভয়ে মিলিত হন।

১০৩৭ হিজিরায় সম্রাট জাহাঁগীরের পীড়া হয়। দিন দিন তাঁহার আহার বদ্ধ হইয়া আসিল, কেবলমাত্র কএক পাখ্য ত্র্যাকারস ব্যতীত আর কিছুই পাইবার উপায় রহিল না,

চিকিৎসা চলিল, বিশেষ কল দেখা গেল না। কান্দীর হইতে তাঁহাকে পাকী করিয়া লাহোরে পাঠান হইল। এই সময়ে কুমার শাহরিয়ার একপ্রকার উপদেষ্টাভাৱে অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইলেন, যুধমণ্ডলের ক্ষত্র, গুপ্ত, ক্রপন, মন্তকের কেশ ও গাত্ররোম ঝরিয়া গেল। তিনি লজ্জিত হইয়া পিতার নিকট হইতে লাহোরে পলাইয়া আসিলেন। সম্রাটও পর্কত হইতে নামিতে ছিলেন। পথে বৈরমকল (ব্রহ্মকাল ?) নামক স্থানে পৌঁছিয়া চিরশিকার-প্রিয় সম্রাটের শিকারের ইচ্ছা জন্মিল। গ্রামালোকে নৃপাদেশে বন হইতে একটা হরিণ তাড়াইয়া আনিল। সম্রাট কষ্টে বন্দুক উঠাইয়া গুলি করিলেন। হরিণ গুলি খাইয়াও ছুটিয়া তাহার হরিণীর নিকট গিয়া পাড়াইল ও পড়িয়া মরিল। কোন লোক ইহার শব্দাঙ্কন করিতে গিয়া পর্কত উপর হইতে পড়িয়া মরে। ইহা দেখিয়াই দুর্কল-মন্তিক সম্রাটের মন অতি মাত্র বিকৃত হইয়া গেল। তাঁহার যেন বোধ হইল, তিনি যমদূতকে দেখিতে পাইতেছেন। ঐ স্থান হইতে দুই দণ্ডের পথ নামিয়া রাজ্যের নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এই সময় তিনি একপাখী স্ত্রী চাহিলেন, কিন্তু গিলিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতে (২৮এ সফর ১০৩৭ হিজিরায়) সম্রাট নূরউদ্দীন জাহাঙ্গীর পরলোক গমন করিলেন (১)।

আসফখাঁ তখন ইরাদত খানখানি আজমের সহিত পরামর্শ করিয়া যুত যুগরাজ খুসরু পুত্র দাওয়ার বংশকে বন্দিত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যের আশা দিলেন। দাওয়ার বংশ তাঁহাদিগকে তৎসময়ে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিয়া লইলেন। অবশেষে আসফ খাঁ তাঁহাকে অগ্রে আরোহণ করাইয়া তাঁহারই মন্তকে রাজহুত্ব দিলেন এবং সকলে অগ্রসর হইলেন। নূরজাহান এই সময়ে ভ্রাতাকে বহুবার সাক্ষাতের জন্য অহরোধ করিলেন, কিন্তু আসফখাঁ নানা অছিলা করিয়া দেখা করিলেন না। দাওয়ার বংশকে আশাস দেওয়া হইলেও আসফখাঁ তাঁহার প্রতিজ্ঞা রাখিলেন না। তিনি বারাগমী নামক একজন অতি ক্রান্তগামী দূত পাঠাইয়া শাহজাহানকে এবং মহকমতকে সংবাদ দিলেন, পত্র লিখিবার অবকাশ হইল না। অভিজ্ঞানস্বরূপ নিজ অঙ্গুরী প্রদান করিলেন। এরূপ করিবার কারণ ছিল (২)। ইহার কথা নূরজাহান-মহলের সহিত ১০১৮ হিজিরায় কুমার শাহজাহানের বিবাহ হয়। স্ততরাং জামাতার জন্য তিনি সিংহাসন নিরাগত

রাখিবার উদ্দেশ্যে অপর প্রতিদ্বন্দীদিগকে বাধা দিবার জন্যই যেন দাওয়ার বংশকে সিংহাসনের আশা দিয়া দাঁড় করাইলেন।

পরদিন ভীমবর হইতে রীতিমত আয়োজন সহকারে সম্রাটের যুতদেহ আনিয়া লাহোরে নূরজাহানের উদ্যানে সমাহিত করা হইল। এই স্থলে অন্যান্য আমীরেরা আসফ খাঁর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মতেই চলিতে লাগিলেন। দাওয়ার বংশ সম্রাট বলিয়া রীতিমত বিধোষিত হইলেন এবং ভীমবরে সেদিন তাঁহারই নামে খোতবা পড়া হইল (১)। নূরজাহান ভ্রাতার এই কার্যে মহা অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যুত সম্রাটের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং সেই স্থানেই আমীর ওমরাগণের মধ্যে স্বপক্ষে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য মহা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আসফ খাঁ সে চেষ্টা বিফল করিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার শিবিরে বন্দিনীর স্বরূপ রাখিয়া দিলেন (২)।

ওদিকে শাহরিয়ার পিতার যুত্ব সংবাদ পাইবামাত্র লাহোরের রাজকোষ অধিকার করিয়া বসিলেন, তদ্বারা সৈন্যদল সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার পত্নী নূরজাহানের কন্যা মেহেরুন্নিসাও স্বামীকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া প্রচার করাইলেন। সৈন্য ও সেনাপতিগণকে স্বপলে আনিতে শাহরিয়ারের এক সপ্তাহের মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গেল। শাহজাদা দানিয়েলের ভ্রাতৃপুত্র মীর্জা বাইশিন্দার এই সময় পলাইয়া আসিয়া লাহোরে ভ্রাতৃপুত্র শাহরিয়ারের আশ্রয় লইলেন। শাহরিয়ার পিতৃব্যকে সেনাপতি করিলেন। তিনি সৈন্যদল লইয়া নদী পার হইয়া অপর তীর অধিকৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। আসফ খাঁ ও দাওয়ার বংশ উভয়ে হাতী চড়িয়া আসিতে আসিতে দেখিলেন নদীতীরে ও ক্রোশ জুড়িয়া বিপক্ষসৈন্য পাড়াইয়াছে। তাঁহাদের সৈন্যের সংখ্যা কম ছিল, কাজেই তাঁহারা ভীত হইলেন, কিন্তু পরে যখন যুদ্ধ বাধিল, তখন শাহরিয়ারের অশিক্ষিত সৈন্য গোলাঘাতে ভীত হইয়া অস্ত্রচালনের পূর্বেই তল দিল। দূরে পর্কত-শিখরে তিন সহস্র অঝোরাহী লইয়া শাহরিয়ার পাড়াইয়াছিলেন। ভয়দূতে সংবাদ দিবায়া তিনিও সদলে নামিয়া হুগাঁত্র করিলেন। পরদিন আসফ খাঁ অশিক্ষিত রাজভক্ত সৈন্য ও বীর-গণের সাহায্যে পুনরায় হুগাঁত্রিকার করিলেন।

শাহরিয়ার অন্তঃপুরে লুকাইয়াছিলেন। ক্রিয়াজ খাঁ তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া দাওয়ার বংশের আদেশে পরদিন

(১) Ikbal nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 451-55.)

(২) Dow's Hindoostan Vol. III. p. 118. and Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 456.)

(১) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VII. p. 456.)

(২) Dow's Hindoostan Vol. II. p. 118.

তাহার চকু হুটী নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। শাহজাহান দানিয়েলের অপার হুই পুত্রও বন্দী হইল (১)।

ওদিকে বারানসী কান্নীরের পাহাড় হইতে ২০ দিনে গোলকুণ্ডার পৌঁছিয়া (১০৩৭ হিজিরা) ১৯ রবিঅল আউরল তারিখে ছুনির নামকস্থানে মহাবত খাঁর ভবনে উপস্থিত হইয়া আসক্ত্বাপ্রেরিত সংবাদ জানাইল। শাহজাহানও সংবাদ পাইলেন, পরে তাহার ২০এ তারিখে শুজরাতের পথ ধরিয়া যাত্রা করিলেন। অহুশ্রাবাসে পৌঁছিলে শাহজাহান খুশরকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে কুমার খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্শ, কুমার শাহরিয়ার ও শাহজাহান দানিয়েলের পুত্রগণকে মারিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন। তাহার পর ১০৩৭ হিজিরা ২রা জমাদিয়ল্ আউল তারিখে লাহোরে সর্বসম্মতিক্রমে শাহজাহান সন্মতি হইলেন। ২৬ তারিখে দাওয়ার বক্শ, তাহার ভ্রাতা গরশাম্প, শাহরিয়ার এবং দানিয়েলের পুত্রগণকে নিহত করা হইল। আসফ খাঁ এ বিষয়ে কোন সন্ধান লইলেন না। পরদিন সকলে আগরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ২৬ তারিখে শাহজাহান সদলে আগরায় উপস্থিত হইয়া সর্ববাদী সন্মতি বয়িয়া গৃহীত হইলেন (২)।

শাহরিয়ারের মৃত্যু হইলে নূরজাহানের সকল আশা সকল চেষ্টা নষ্ট হইয়া গেল। তিনি রাজনৈতিক বাপার হইতে এক-বারে অবসর লইলেন। শাহজাহান তাহার বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ইহার পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন সামান্যভাবে শুক্লবসনে বিধবাচারে জীবন যাপন করেন। এই সময়েই তিনি সর্বদা পাঠ ও পারসীতে কবিতা রচনার নিযুক্ত থাকিতেন। “বুক্ফি” উপ নামে তিনি স্বরচিত কবিতায় ভগিনী দিতেন। আমোদ উৎসবে তিনি আর কখন মিশেন নাই (৩)।

নূরজাহান অসামান্য রমণী ছিলেন। রাজনীতিকে তিনি নবদর্শনে রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক হইয়া তিনি যে ভাবে ভারতসাম্রাজ্যের শাসন পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, অকবরের জার রাজনীতিজ্ঞ বাদশাহের পুত্র হইয়া জাহাঙ্গীরেরও সে ভাবে চালাইবার ক্ষমতা ছিল না। নূরজাহানের মত বুদ্ধিমতী রমণী পত্নী না পাইলে জাহাঙ্গীরকে হরত খুসরুর বিদ্রোহে বা শাহজাহানের বিদ্রোহে সিংহাসনচ্যুত অথবা মহাবত খাঁর চিরবন্দিকে থাকিতে হইত। নূরজাহানের বুদ্ধি, সাহস, কোশল,

ধূর্ততা, দক্ষা, মেহ, মমতা ও কর্তব্যনিষ্ঠতা সমস্তই যথেষ্ট ছিল; তবে মহাবতের সহিত তাহার ব্যবহার বিশেষ নিম্ননীয়। স্বাধীক হইয়া তিনি যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যে সকল হুটী কোশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সকল ভুলেই তাহার পতন এত শীঘ্র সাধিত হইয়াছিল।

লাহোরে ৭২ বৎসর বয়সে ১০৫৫ হিজিয়ার ২৯ শওরাল তারিখে ভারতেশ্বরী নূরজাহান দেহ ত্যাগ করেন। স্বামীর কবর পাশ্বে নিজ নির্মিত কবরে তাহার দেহ সমাহিত হয়।



নূরজাহান।

নূরজাহান যেমন অতুলনীয়-অপার্থিব-সৌন্দর্যশালিনী ছিলেন, তেমনি সৌন্দর্যপ্রিয়া ও বিলাসিনীও ছিলেন। শের-আফগানের মৃত্যুর পর যখন তিনি জাহাঙ্গীরের বন্দিনী ছিলেন, তখন নূতন নূতন আদর্শে গহনা, রেশমী বস্ত্রের ফুল নক্সা প্রস্তুত করিয়া ও নূতন ধরণে জড়োরা গাঁথাইয়া নিজ শিরকুশলতার ও সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়া ছিলেন। পরে মহিষী হইয়া বিলাসিতার চূড়ান্ত কএকটি বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ভুবনে চির প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। “আতর-ই-জাহাঙ্গীরী” নামে সর্বোৎকৃষ্ট গোলাপজল, পেশওয়াজের জড় হুস্ত চিকণ “ছদামী” নামক বস্ত্র (ওজনে ছইদাম মাত্র,) ওড়নার জড় “পাঁচ-তোলিয়া” বস্ত্র (ওজনে ৫ তোলা মাত্র,) “বাদলা” নামক বুটনার বা শুভলার হুস্ত রেশমী কাপড় এবং জরী তাহারই মত্বকের উদ্ভাবিত বস্ত্র। “করাস-ই-চন্দনী” নামক চন্দনবর্ণের কাপেট তাহার সকল শিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিল্প ও পরম শোভা-বিশিষ্ট (১)।

বিত্তীয়বার বিধবা হইয়া নূরজাহান ঈশ্বরারাদনার ও পতি

(১) Dow's Hindoستان Vol. III. p. 114 and Elliot Vol. VI. p. 437.

(২) Dow's Hindoستان Vol. III. p. 116 and Ikbāl-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 438.)

(৩) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 510.)

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 510.)

চিকিৎসা এত মনোনিবেশ করিয়া ছিলেন যে, ভাষণে তাঁহার চির-প্রিয় রাজনীতিও পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। (১) এই রূপে প্রবৃত্তি দমন করাও রুদরের অঙ্গ বলের কথা নহে।

নূরপুর, পজাব প্রদেশের কাওরা জেলার অন্তর্গত একটি তহসীল। অক্ষা° ৩১° ৫৮' হইতে ৩২° ৩০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৮' হইতে ৭৬° ১১' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৫১৪ বর্গমাইল। এই তহসীলে ১৯২টি গ্রাম ও নগর আছে। এখানে চাউল, গম, মকা, যব, ছোলা, ইক্ষু, তুলা ও অন্যান্য শাকসবজী উৎপন্ন হয়। এখানকার তহসীলদারই দাওজদার ও রাজস্ব বিভাগীর বিচারকার্য ও শাসনকর্তার কার্য্য করিয়া থাকেন। এখানে তিনটি থানা আছে।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান সহর এবং মিউনিসিপালিটির অধীন একটি নগর। ধর্মশালা নামক স্থান-নিবাসের ৩৭ মাইল দক্ষিণে, চকী স্রোতবতীর একটি শাখার উপর, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে দুই হাজার ফিট উচ্চে অক্ষা° ৩২° ১৮' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৫' ৩০" পূর্বে অবস্থিত। পূর্বে এই নগর একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজা বহু সমতল ক্ষেত্র হইতে এই নগর উঠাইয়া নিকটবর্তী পাহাড়ের এক পার্শ্বের উপরিত্যাগে দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া স্থাপিত করেন। বহুকাল ধরিয়া এই নগরের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি থাকায়, ইহা উক্ত জেলার প্রধান নগররূপে গণ্য ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে শাল-বুনন ব্যবসার হ্রাস হওয়ার এই নগরের পূর্ব শ্রীবৃদ্ধির হীনতা হইয়াছে এবং অস্বাভাবিক জনসংখ্যাও দিন দিন কমিতেছে। ক্রাফ-ফ্রিসিং-বৃদ্ধির অব্যবহিত পরেই এখানকার বাণিজ্যের অবনতি হয়। এখানে সামান্য পরিমাণে যে সমস্ত শাল ও পশমী বস্ত্রাদি বুনন হয়, তাহা কাশ্মীর বা অমৃতসহর-নিবাসিত বস্ত্রাদি অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই রাজপুত, কাশ্মীরি এবং ক্রিষ্ণ। এই ক্রিষ্ণ মুসলমান রাজগণ কর্তৃক উপীড়িত হইয়া লাহোর হইতে পলাইয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরপ্রদেশে হৃত্তিক সময়ে অগ্নে হইতে প্রোতাপ্যাত হইয়া কাশ্মীরিগণ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন এবং আসিয়ার কালে পশমী বস্ত্রাদি বুনবার উপযুক্ত বস্ত্রাদিও সঙ্গে নইয়া আসেন। সেই সময় হইতে এই স্থান শালবুননার অল্প ব্যাতি লাভ করে।

এখানকার কাশ্মীরিগণ এখন শালবাকলার পরিবর্তে শুভীলোকায় চাষ করিয়া রেসমাদি তৈরীর ও বিক্রয়পযোগী করিতেছে। এখানে একটি বৃহৎ বাজার, আদালত, ওষাধাল,

বিদ্যালয় এবং দুইটি সন্নাই আছে। নিকটবর্তী স্থান হইতে নানা জবাাদি আমদানী হয়।

ইরাবতী ও বিপাসা নদীরদের মধ্যবর্তী ১৬ মাইল বিস্তৃত ভূভাগ নূরপুর জেলা নামে খ্যাত। ইহার উত্তরে চন্দ্র-ভাগা নদী, পূর্বে চম্বারান্না, পশ্চিমে পজাবরাজের অধীনস্থ কএকটি হিন্দুস্বামী ও বিপাসা নদী এবং দক্ষিণে হরিপুর। এই জেলার প্রকৃত্ত্য বিধেরে বাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা নিয়ে সরিবেশিত হইল। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আবুল-কজল এই স্থানকে দময়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানকার অধিবাসীরা 'দহমেরী' এইরূপ নামোচ্চারণ করিয়া থাকেন। তারিখ-ই-অলুফ নামক গ্রন্থে ইহা দমাল নামে উক্ত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে লিখিত আছে, এই স্থান হিন্দুস্থানের প্রান্তভাগে একটি পর্বতের উপর স্থাপিত।

এই দহমেরী বা দহমেরী জেলার রাজধানী পাঠান-কোট। এই পাঠানকোট নগর ইরাবতী ও বিপাসা নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার নিকটস্থ পর্বতে কাওড়া ও চম্বানগর এবং সমতলক্ষেত্রে লাহোর ও জালন্ধর নগর থাকায় এই নগর বাণিজ্যের উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া গণিত ছিল। এই স্থানের প্রাচীন হিন্দুস্বামীগণ পাঠান জাতীয় রাজপুতশাখাসমুহৃত এবং পাঠানিরা বা পৈঠান নামে সাধারণে পরিচিত। ইহারা মুসলমান বা আকগানজাতির পাঠানশাখা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই পাঠানিরা বা পৈঠান শব্দ সংস্কৃত 'প্রতিষ্ঠান' নামক জনপদের অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হয়।

গোদাবরীতীরবর্তী বিখ্যাত পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান জনপদের কোন রাজা এই নগর স্থাপন করিয়া থাকিবেন, ইহাই সম্ভবপর।

ইব্রাহিম-গজনবি নামক জনৈক মুসলমান এই পঠিয়ান বা পঠিয়ানকোট দুর্গ বহুদিন অবরোধের পর জয় করেন। ক্রমশঃই ইহার পূর্বতন হিন্দু নাম লোপ পাইয়া বর্তমান মুসলমান অধিকারে পাঠানকোট নামে পরিচিত হইয়াছে।

এখানকার পুরাতন দুর্গের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাহার চারিদিকে ছয় শত বর্গফিট এবং উচ্চে ১০০ ফিট একটি মৃত্তিকা স্তূপমাত্র আছে। এই স্থানে যে সমস্ত ইটকাপি পাওয়া যায়, তাহা অতিশয় বড় এবং দেখিবামাত্রই ইহার প্রাচীনত্ব ও প্রাচীন হিন্দুগণের নির্মিত বলিয়া উপলব্ধি হয়। এখানে ক্রীক্সাস জৈলাস (King Zoilus) শকরূপতিদিগের মধ্যে গোণ্ডকরেশ (Gondophares), কনিষ্ক ও হরিকেশ অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া যায়। আরও আন্তর্জাতিক বিষয় এই যে, পাঠান-কোটে হিন্দুস্বামীগণের সময়েরও ভাষ্কর্য্য পাওয়া গিয়াছে। ঐ মুদ্রার উপর পালি অক্ষরে ঐশ্বর্য্য নাম খোদিত আছে। ঐ

মুজাফ্ফি প্রায় ছই হাজার বৎসরের পুরাতন হইবে। এইরূপ মুজা অপর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় নাই এবং কেবল এই স্থানেই পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ডাঃ কনিংহাম্ এই জেলাকে প্রাচীন ঔরঙ্গর দেশ বলিয়া স্বীকার করেন।

পাণিনি উরুশর বৃক্ষ (Ficus glomerata) সমন্বিত দেশকে ঔরঙ্গর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান নূরপুর জেলারও বহু পরিমাণে এই জাতীয় গাছ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত অনেকানেক দেশীয় গ্রাছে এই ঔরঙ্গর দেশ পঞ্জাবের উত্তরপূর্বে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ আছে। বরাহমিহির উরুশরবাসীর সহিত কপিঠলবাসীদিগের সন্ধু নির্ণয় করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও ত্রিগর্তবাসী ও কুলিন্ধজাতির সহিত ইহাদের সন্ধু বর্ণিত আছে। * এতদ্ব্যতীত প্রাচীন “দহ্মেরী বা দহ্মবরী” শব্দ যে ঔরঙ্গর নামের অপভ্রংশ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন ঔরঙ্গর জনপদ ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ যাহা এক সময়ে দহ্মেরী নামে সাধারণে পরিচিত ছিল, তাহা পৈঠানরাজগণের সময়ে পঠান্‌কোট নাম ধারণ করে। পরে মুসলমান অধিকারে পাঠান্‌কোট এবং জাহাঁগীরের রাজত্বে নূরজাহানের নামে নূরপুর নাম প্রাপ্ত হয়। এখানে যে সমস্ত তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকলগুলিই চতুস্তম্ভ। ইহার এক পৃষ্ঠে একটা মন্দির ও অপর পৃষ্ঠে একটা হস্তী ও বৃক্ষ আঁকিত আছে। এই মন্দিরের পার্শ্বভাগে বৌদ্ধদিগের স্বস্তিক ও ধর্মচক্র এবং তলদেশে একটা সর্পমূর্তি খোদিত আছে। অপর পৃষ্ঠের বৃক্ষটির চারিদিকে বৌদ্ধসাময়িক বেড়া আঁকা এবং তাহার পার্শ্বে ঔরঙ্গর নাম খোদিত দেখা যায়। এই সকল প্রমাণবলে এবং নূরপুর ভিন্ন অত্র এইরূপ মুদ্রা না পাওয়ার ডাঃ কনিংহাম্ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই স্থানকেই ঔরঙ্গর রাজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। [বিশ্বকোষে, প্রাচীন আর্ষাবত্তের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।]

ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্বে এই নাম সাধারণে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে আবু-রিহান্ নামক জনৈক ব্যক্তি জালন্ধরের রাজধানী দমাল (অন্তান্ত মুসলমান গ্রাছে এই স্থানের নাম দেহ্মারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) + বোধ হয় এই সময়ে ত্রৈগর্ত বা কাণ্ডুভাবাসীরা এই স্থান নিজ অধিকারে আনিরাছিল। এই সময়ের পর হইতে সম্রাট অকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে এই স্থান যে একজন ক্ষুদ্র হিন্দু সর্দারের অধীন ছিল,

তাহাতে সন্দেহ নাই। অকবরশাহের রাজ্যারোহণের পূর্বে ১৬৫ হিজিরায় বখশ পৈঠানরাজ ভকতমল সিকেন্দর-নুরের সহযোগী হইয়া মানকোট নামক স্থানে মোগল-সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখন বৈরাম খাঁ তাহাকে বন্দীভাবে আনিয়া অতিশয় নৃশংসতার সহিত হত্যা করেন।

নূরপুর রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস, মুসলমান ও শিখদিগের যুদ্ধের সময় নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নূরপুরের কোতওয়াল শেখ মহম্মদ আমীর তথাকার দেবীশাহ নামক জনৈক ৯৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট রাজবংশের যে কতক ইতিহাস ছিল, তাহা হইতে যে তালিকা সংগ্রহ করেন এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নূরপুর ইতিহাস সম্বন্ধে বতটুকু লিখিয়াছেন, পরস্পরের বিবরণে সম্পূর্ণ মিল আছে।

এখানকার রাজগণ বিঘোলী, মল্লী ও সূখত প্রভৃতি দেশের রাজগণের মত আপনাদিগকে পাণ্ডুবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের জাতীয় আখ্যা পাণ্ডীয়। দেবীশাহ বলেন, ইহার অর্জুনবংশোদ্ভব তেজরাজাতীয় রাজপুত। তাঁহার মতে,—জয়পাল ও ভূপাল নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন, তন্মধ্যে জয়পাল দহ্মেরীতে এবং ভূপাল পৈঠান নামক জনপদে রাজ্য করেন। জয়পালের পর হইতে তিনি যে করটী রাজার নাম দিয়াছেন, তাহাদের রাজত্বকালের নির্দ্ধারিত তারিখ না পাওয়ার সম্রাট অকবর বাদশাহের রাজত্বের পূর্বসময়ের কেবল আঠার জন রাজার নাম লিখিত হইল। যথা—

১ জয়পাল, ২ গোজপাল, ৩ সূখীনপাল, ৪ জাগংপাল, ৫ রামপাল, ৬ গোপালপাল, ৭ অর্জুনপাল, ৮ বর্ষপাল, ৯ যতনপাল, ১০ বিজয় বা বিজয়পাল, ১১ জোধানপাল, (ইনি তিহাঁরগরাজকন্তাকে বিবাহ করেন), ১২ রাণা কিরাতপাল, ১৩ ককপাল, ১৪ জসুপাল, ১৫ কলসপাল (ইনি জম্বুজকন্তার পাণিগ্রহণ করেন), ১৬ নাগপাল, ১৭ পূর্ণীপাল, ১৮ বিলো ও ১৯ ভকতপাল। শেষ রাজা ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন ও ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে মানকোটের যুদ্ধে বৈরাম খাঁ কর্তৃক নিহত হন। তৎপরে ২০শ বোহারিয়ার ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার মুদ্রা হয়।

২১শ বহুদেব—ইনি ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। সম্রাট অকবরের রাজত্বের ৪২ বৎসরে একবার বিদ্রোহী হন। ইহার পর সম্রাট তাঁহার রাজ্য উপাধি কাড়িয়া লয়েন এবং পরে তাঁহাকে মান ও পঠান প্রদেশের জমিদাররূপে গণ্য করেন। ইহার পাঁচবৎসর পরে, তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হইলে পঠানরাজ্য তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজাধিকার পান।

২২শ শ্রবাস রাজাধিকার প্রাপ্ত হইয়া জাহাঁগীরের বিরুদ্ধে

* বৃহৎ-সংহিতা ১০শ অধ্যায়।

† Hall's Edition Vishnupurāṇa, Vol. II. p 180.

‡ Elliot's Muhammadan Historians, Vol. I. p. 62..

বিরোধী হইলে সম্রাট ১০২৭ হিজিরার তাঁহার কন্যারাজা বিক্রমসিংহকে প্রেরণ করেন। স্বর্ঘ্যমর ভীত হইয়া প্রথমে বহুস্বাক্ষ-নির্ধিত নূরপুর হুর্গে, পরে চব্বারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিক্রমসিংহ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দৌ, হারা, পহারী, ঠট, পক্রোত, হর ও জবালী হুর্গ দখল করেন। পরে বহুগংখক হতী, অশ্ব ও ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া দিল্লিতে পাঠাইয়া দেন। * ১০১৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্ঘ্যমর রাজ্যচ্যুত হইলে তদীয় ভ্রাতা জগৎসিংহ (২০শ) রাজা হইলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর জগৎসিংহকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি শ্রীত হইয়া তাঁহাকে ৩০০ সৈন্তের অধ্যক্ষের পদ এবং রাজা উপাধি দান করেন।

১০৪৭ হিজিরার তিনি শাহজহানের বিপক্ষে বিরোধী হইয়াও পুনরায় তাঁহার বক্ততা শ্রীকার করায়, শ্রী অধিকার প্রাপ্ত হন। ১০৪২ হিজিরার বা ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি দারাসেকোকে কান্দাহার লইয়া যান এবং পেশবারে তাঁহার যুদ্ধ হয়। তৎপুত্র রাজা রূপ ১৫ শত সৈন্তের অধ্যক্ষপদ এবং রাজা উপাধি পান। ইনি তারাগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুগণকে হুর্গাধিকার দেন। ১০৭৭ হিজিরার তাঁহার যুদ্ধ হইলে তৎপুত্র রাজা মাহাতা রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার লিখিত কাব্য হইতে মহামাঙ্গ বীমন্ সাহেব যে বংশপরিচয় ও অত্মতর্কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ ঘটনাই মিঃ ব্রুকমান সাহেবের অল্পবাদিত পাদশা-নামার বর্ণিত কাহিনীর সহিত ঐক্য দেখা যায়। এই গ্রন্থে রাজা জগৎসিংহের গুণগরিমাই অধিক লিখিত আছে। ১০০ ইহার পর ২৬শ রাজা দরোখাত, ২৭শ পৃথ্বীসিংহ, ২৮শ রাজা ফতেসিংহ এবং ২৯শ রাজা বীরসিংহ (১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন)।

মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি হইতে শিখজাতির অভ্যুদয় পর্যন্ত পঞ্জাবের এইরূপ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি শাস্ততাব ধারণ করিয়া ছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মিঃ ফরেষ্টার যখন নূরনগর পরিদর্শনে আইসেন, তৎকালে তিনি এই রাজ্যের শাস্ততাব দেখিয়া

লিখিয়া গিয়াছেন যে, নিকটবর্তী স্থানসমূহ অপেক্ষা এখানকার শাসনবিধি অনেক ভাল এবং শিখদিগের বেশী উপদ্রব নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রঞ্জিতসিংহ রাজা বীরসিংহকে বন্দী করিয়া তদীয় রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। বীরসিংহ এই সময় গলাইয়া রক্ত পান। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বন্দী হইয়া মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যুদ্ধ হইলে বংশোদ্ভূত সিংহ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন।

রাজা বহুদেব সমতলক্ষেত্রের পাঠানকোট নগর অকুবর বাদশাহের হস্তে অর্পণ করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনিই পুরুতগাত্রোপরি এই নূতননগর স্থাপিত করিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহের মনস্তটীর ভক্ত নূরজাহানের নামানুসারে নূরপুর নাম দিয়াছিলেন। *

২ অবোধাগ্রদেশের অন্তর্গত একটি নগর। লক্ষৌ সহর হইতে ৩৪ মাইল উত্তর-উত্তরপূর্বে এবং কাণপুর হইতে ৭৬ মাইল উত্তরপূর্বে, অক্ষা° ২৭° ১৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ১৩' পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

৩ পঞ্জাবের সিন্ধুনাগর পোয়াব বিভাগের একটি নগর। বিতস্তা নদীর দক্ষিণকূল হইতে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে (অক্ষা° ৩২° ৪০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৩৮' পূঃ) অবস্থিত।

৪ উক্ত বিভাগের আর একটি নগর। বিতস্তা নদীর দক্ষিণকূলের ১৪ মাইল পশ্চিমে এবং লাহোর নগরের ১২২ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত।

৫ উক্ত প্রদেশের দমন বিভাগে সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে এবং মুলতান নগরের ৯০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমদক্ষিণে অবস্থিত একটি নগর। অক্ষা° ২৯° ৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৩৬' পূঃ।

৬ বান্দালার ঢাকাখেলার জালালপুরের অন্তর্গত একটি নগর। ঢাকাসহরের ২২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইহা বান্দালার ছোটলাটের শাসনাধীন।

৭ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ছোটলাটের এলাকাধীন, বিজনৌর জেলার একটি নগর। অক্ষা° ২৯° ৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৮' পূঃ।

নূরম, অকুবর শাহের বৈমাত্র ভাই। সম্রাটের রাজত্বের একত্রিশ বৎসরে ইনি টারাপরুতে আকপানজাতির সহিত যুদ্ধ করেন। পরে যখন মানসিংহ উড়িষ্যাভ্যন্তরে ভ্রম বান্দালার আসেন, সেই সময় ইনি একহাজার সৈন্তের নায়ক হইয়া উড়িষ্যা অগ্রসর হন।

নূরমা, আসানের পারোজাতির দেবভাত্তব।

নূরমঞ্জিল, আগ্রানগরস্থ একটি উদ্যান। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইহা নির্মাণ করেন। বর্তমান সময়ে ইহা 'শেহরাবাগ' নামে

* পশ্চিম-ই-কাওরা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—যুদ্ধজয়ের পর এই বন্দী রাজার নাম নূরউল্লাহ জাহাঙ্গীরের নামানুসারে 'নূরপুর' হইয়াছিল। (Elliot, Vol. VI. p. 592.)

† স্থানীয় প্রবাদ এবং মাহাতাখিরচিত কাব্যে লিখিত আছে যে রাজা জগৎসিংহ মুলতান সৈন্তকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তদনুসারে লিখিত আছে যে, জগৎসিংহ পরাজিত হইয়া দৌ, নূরপুর প্রভৃতি হুর্গ পরহস্তে অর্পণ করিয়া অবশেষে তারাগড়ের যুদ্ধে আরসমর্পণ করেন। [Elliot, Vol. VII. p. 96 & Vol. V. p. 591.]

** Proceedings Asiatic Society of Bengal, 1872, p. 156 and Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1875, p. 301.

সাধারণে পরিচিত। উদ্যান মধ্যে একটি বিস্তৃত ইম্বারা আছে, তাহা দেখিলেই লীলী বলিয়া ভ্রম হয়।

নূরুন্নাহ, শিল্পপ্রদর্শনের একজন শাসনকর্তা। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতা রান্ধন কলহোরার মৃত্যুর পর তত্ত্বাবধায়কতা গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি লন্ডনপুত্রগণের নিকট হইতে নহর উপবিভাগ অধিকার করেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেবান ও তদ্বিনী রক্ষাও গ্রহণ করতলপত্ত হয়। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তত্ত্বাবধায়ক হইয়া আসিয়া দিল্লীর নিকট হইতে ঠাই ও শিকারপুত্র অধিকার করিয়া নূরুন্নাহকে লন্ডন ও পঞ্জাব প্রদেশের শাসনভার দিয়া প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে নূরুন্নাহ ঠাইর সুবাদার শাসক আলীকে তিন লক্ষ টাকা দিয়া তাহার নিকট হইতে ঠাই প্রদেশ ক্রয় করিয়া লন। ইহাতে নাদির ক্রোধাবিত হইয়া দিল্লীর নিকট তদীয় সামন্ত নূরুন্নাহকে দমন করিবার জন্য সিন্ধ ও পঞ্জাব অভিযানে অগ্রসর হন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া নূরুন্নাহ অমরকোট পলাইয়া যান। অবশেষে শিকারপুত্র ও শিবপ্রদেশ নাদিরকে দিয়া আত্মসমর্পণ করেন। নাদির তাঁহাকে শাহ-কুলী খাঁ উপাধি দেন এবং ঐ মন্ত্রের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বাৎসরিক কুড়ি লক্ষ টাকা কর দিতে হইয়াছিল। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ হরাণী সিন্ধপ্রদেশ দখল করিয়া তাঁহাকে শাহ নবাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নূরুন্নাহ কর দিতে না পারায় আহমদ তাঁহার সহিত বন্ধ করিতে অগ্রসর হন। নূরুন্নাহ হরারীর আগমন সংবাদ পাইয়া অশ্বমেধের পলায়ন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

নূরুন্নাহ, পঞ্জাবের জালন্ধর-দোয়াব জেলার কল্লোর তহসীলের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নগর। জালন্ধর সহরের ১৬ মাইল দক্ষিণে, জলতানপুরের ২৫ মাইল দক্ষিণপূর্বাংশে এবং কল্লোর হইতে ১৩ মাইল পশ্চিমে (অক্ষা° ৩১°৬' উঃ এবং ৭৫°৩৭' ৪৫" পূঃ মধ্যে) অবস্থিত। বহু পূর্বকাল হইতেই যে এখানে একটি নগর বিস্তারিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানকার মৃতিকাদি খননকালে ১০' x ১১' x ৩' মাপের যে ইটক পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপরে হস্তলিখিত এবং সেই হস্ততলে এক ক্রস হইতে ৩টা অর্ধচন্দ্র অঙ্কিত আছে। এই ক্রস ইটকগুলি পূর্বভদ্র হিন্দুরাজগণের সময়ে প্রস্তুত হয়।

ঐতিহাসিক এখানে যে সমস্ত মন্দির পাওয়া গিয়াছে, তাহাও অতি প্রাচীন। তন্মধ্যে পুন্ড্রিকাটা (Punch-marked) প্রোথ্য মন্দির, কল্লোর রাজবংশের তাম্রমুদ্রা এবং দিল্লীর

মহাশালের মুদ্রা ও বিভিন্ন সময়ের মুসলমান রাজগণের প্রাচীন-মুদ্রাদিও এই প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর এই নগরের ধর্ম মন্দির করাইয়া নিজ প্রিয়ভগ্না পত্নী নূরুন্নাহের নূর-নহল নামে এই নগর পুনরায় স্থাপিত করেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীরের হুকুমে এখানে একটি বৃহৎ সরাই নির্মিত হয়, ইহাই এখানকার মেখিয়ার জিলা। ইহা সাধারণে বাহাদুরী সরাই নামে পরিচিত। ইহার এক কোণবিশিষ্ট চূড়া আছে; সর্বসমেত ইহার পরিমাণ ৫২১ বর্গ ফিট। ইহার পশ্চিমদিকের প্রবেশদ্বার কতেপুরসিলি হইতে আনীত মাল প্রস্তরে নির্মিত। এই সরাইএর পাশে দেব, দৈত্য, পরী, হতী, গজ, উষ্ট্র, ঘোড়া, বানর, মনুষ্য, অসুরোহী বোদ্ধপুরুষ এবং তীরন্দাজ প্রভৃতি মূর্তি খোদিত আছে। কিন্তু ইহার শিল্পকাৰ্য্য তত সুন্দর নহে।

প্রবেশদ্বারের উপরে একদণ্ড প্রস্তরকলকে খোদিত যে শিল্প আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই স্থান কল্লোর (কল্লোর) জেলার অন্তর্গত, কিন্তু কেহ কেহ ঐ শিল্পের অন্তর্গত পাঠ করিয়া 'কোট কপূর' বা 'কোট কল্লোর' এই পাঠ প্রকাশ করেন। পূর্বদ্বার দিল্লী মুখে, —পশ্চিমদ্বারের ভাষা একই প্রস্তরে নির্মিত। ইহার উপরেও পারস্তভাষায় একখানি শিল্পশিল্পি খোদিত ছিল, কিন্তু পূর্বদ্বারের গঠনাদি একবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিম বা লাহোরমুখীদ্বারের উপরে যে শিল্পকলক উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, সাম্রাজ্যী নূরুন্নাহের আদেশে কল্লোর জেলার এই 'নূরসরাই' ১০২৮ হিজরায় স্থাপিত হয়, কিন্তু ইহার নির্মাণকাৰ্য্য ১০৩০ হিজরায় সমাধা হইয়াছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে জালন্ধর-সুবাদার নাজিম জাকারিয়া খাঁ এই সরাই নির্মাণ করান; কিন্তু ইহার পশ্চিম বা পূর্বদ্বারের শিল্পশিল্পি হইতে জানা যায় যে, বেগম নূরুন্নাহের আজ্ঞায় এই 'নূরসরাই' নির্মিত হয়। জাকারিয়া খাঁর কথা নিতান্ত অবলম্ব্য নহে, কারণ তথাকার উৎকীর্ণ কলক হইতে জানা যায় যে, তিনি ইহার নির্মাণবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

এখানে একটি মুসলমান কবীরের কবর আছে। প্রতি বৎসর তথায় একটি মেলা বসে এবং তৎকালে বহু মুসলমান আসিয়া থাকে। স্থানীয় সিউনিসিপালিটি লোক শিল্প প্রায় ১৮ এক টাকা কর আদায় করিয়া থাকেন। এখানে গম ও চিনির বিস্তৃত ব্যবসা চল। ঐতিহাসিক জাকারিয়া, পুলিশ, ডাকঘর, পবর্নেশ-সাহায্যকৃত ন্যাশনাল হস্পিটাল ইত্যাদি বিদ্যালয় আছে।

মুন্সাহাবলী, একজন মুসলমান ধার্মিক কবীর। পঞ্জাবের কিরোরপুৰ নগরে তাঁহার বাস ছিল। তথায় প্রাতি বৃহস্পতিবারে তাঁহার কবরে আসিয়া বহুলোক নেমাজ করে। এতদ্ব্যতীত নিকটস্থ ফিক্কা অধিবাসীরাও এই কবর দর্শনে আসিয়া থাকে। মহরম উৎসবের একদিন পরেই এখানে একটি মেলা হয়। প্রায় ৫৫ বৎসর হইল, যখন সন্ন্যাসী হেনরীলরেন্স এই স্থান পরিদর্শনে আইসেন, তখন তিনি এই ক্ষুদ্র কবরের নিকট বহু লোকসমাগম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদুত্তরে এই ভগ্নাবশিষ্ট কবরনির্মাণের আদেশ দেন এবং আগত লোকদিগের অবস্থানের জন্য নিকটস্থ ভগ্ন অট্টালিকাদি ভাঙ্গিয়া জমিতে পরিণত করেন। কিরোরপুৰে চলিত প্রবাদ আছে এই যে, প্রথমে কাণ্ডেন লরেন্স সমস্তই ভূমিসং করিবার আদেশ দেন। নিশাযোগে তিনি স্বপ্ন দেখেন কে যেন তাঁহাকে রজ্জ্বাঘাত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতেছে এবং বলিতেছে, তুমি যদি আমার কবর ধ্বংস কর, তাহা হইলে তোমার নিস্তার নাই। পরদিন প্রাতে লরেন্স সাহেব কোতোয়ালকে ডাকাইয়া কবর নির্মাণ এবং পার্শ্ববর্তী গৃহাদি ভাঙ্গিবার আদেশ দেন।

নূরাং, আলাহাবাদের মধ্যবর্তী একটি সহর এবং গিরিসঙ্কট। তিমারী হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৪' পূঃ।

নূরাবাদ, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর, অক্ষা° ২৬° ২৪' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩' ৩০" পূঃ, লক্ষ্মণদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। আগ্রা রাজধানী হইতে এই নগর ৬০ মাইল দক্ষিণে, গোয়ালিয়র হইতে ১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র দূর্য্য পর্য্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত আছে, তাহার উপর স্থাপিত। মুসলমান রাজত্বে এই নগর আগ্রার এলাকাধীন ছিল।

মোগলরাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই এই নগরের পূর্ব-সমৃদ্ধি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। এখানকার গৃহাদি সমস্তই প্রস্তরনির্মিত। ১০৭১ হিজিরায় এখানে একটি মসজিদ এবং তৎপর বৎসরে মোতামিন্দ খাঁ কর্তৃক বৃহৎ সরাই নির্মিত হয়। এই ছইটীর উপর ছইখানি শিলাকলক খোদিত আছে। সরাইটীর এখন ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়।

এখানে লক্ষ্মণদীর উপর একটি সাতখিলানবিনিষ্ট সেতু আছে। ইহার সন্নিকটে সন্ধ্যাট অরঙ্গজেব ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে একটি সূর্য্যহং প্রমোদ উদ্যান নির্মাণ করান। এই সূর্য্য উদ্যান মধ্য দিল্লীর আহম্মদশাহ এবং তাঁহার পরবর্তী সন্ধ্যাট ২য় আলমগীরের উজীর গাজী উকীন্ খাঁর (১৭৫২ খৃষ্টাব্দ) পত্নী ভগ্নাবশেষের স্মরণার্থ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে

একটি তত্ত্ব নির্মিত হয়, উহা এখনও বিদ্যমান আছে। এই কামিনী নিজ প্রথম মানসিক বৃত্তিসমূহের বলে নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের ভাষা অতি সরস ও প্রাঞ্জল। তাঁহার রচিত হিন্দীভাষার গীতগুলি অদ্যাপিও লোকে প্রশংসা ও আদরের সহিত গাহিয়া থাকে। ঐ বৃত্তি-তত্ত্ব পারভাষার উৎকর্ষ যে কএকটি কথা লিখা আছে, তাহা কেবল তাঁহার বিরোগাত্ত বর্ণনামূলক।

নুরি, মুলতানপ্রদেশের সিদ্ধুবিভাগে ফুলানী নদীতটে অবস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম। হায়দরাবাদ নগরের ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

নুরোকল-বেটী, কোড়গরাজ্যের অন্তর্গত একটি অত্যুচ্চ পর্বত-শিখর। পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর মেরকারা অধিতাকার দক্ষিণ-পশ্চিমশাখা নুরোকল পর্বতশ্রেণীর উপর স্থাপিত। এই পর্বত-শিখর কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থানে ব্যবধানরূপে দণ্ডায়মান আছে। সিদ্ধপুরঘাট বাইবার পথে মেরকারা হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পর্বতের উচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলে কোড়গরাজ্যের দৃশ্যসমূহ অতি সুন্দর দেখায়।

নূহ, পঞ্জাব প্রদেশের গুরগাঁও জেলার মধ্য তহসীল। অক্ষা° ২৭° ৫৭' হইতে ২৭° ১০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৮' হইতে ৭৭° পূর্ব মধ্যে অবস্থিত। ভূমির পরিমাণ ৪০৩ বর্গমাইল। এখানে সর্বসমেত ২৫৪ খানি গ্রাম ও নগর আছে।

এখানে বাজরা, জোয়ার, যব, ছোলা, গম, তুলা, ফলমূলাদি এবং অপরাপর শস্যের চাষ হইয়া থাকে। এখানকার তহসীলদারই শাসনকার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। এখানে একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত আছে, তহসীলদার তাহার বিচারকর্তা। এতদ্ব্যতীত এখানে তিনটা থানা আছে।

২ উক্ত তহসীলের সদর এবং মিউনিসিপালিটীর অধিকৃত নগর। অক্ষা° ২৮° ৬' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২' ১৫" পূঃ। গুরগাঁও নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে, অলবার বাইবার পথে অবস্থিত। এখানকার নিকটবর্তী স্থানসমূহে এবং লবণযুক্ত পুকুরিণী হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া, নানা স্থানে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত। কিন্তু এখন সধরসুদ হইতে লবণ প্রস্তুত হওয়ার, এখানকার বাসদার হ্রাস হইয়াছে। এখানে বিদ্যালয় ও ঔষধালয় আছে।

নূহ, মধ্যপ্রদেশের নূকিল পরগণার অন্তর্গত একটি নগর। বসুন্ধারী বাসকুল হইতে ৪ মাইল দূরে উক্ত জিলদটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫১' উঃ এবং ৭৭° ৪২' পূঃ।

নূহ-হোতিয়ারী, পিন্ড্রপ্রদেশের অন্তর্গত একটি গ্রাম।

উদয়লাল হইতে তিনমাইল উত্তরপশ্চিমে এবং মতিয়ারীর প্রায় ১১ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানকার পীর নূহ-হোতিয়ানির মরগা ১০২২ হিজিরার নিশ্চিত হয়।

নূ, নর। ভাদি, পরশৈ, সক সেট। লট নরতি। লোট নরহু। বিধিলিঙ নরেৎ। লঙ অনরৎ। লিট ননার। লুঙ অনারীৎ। লুট নর্তা। এই নৃ ধাতু অনোপদেশ বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এই জন্ত গদের কারণ থাকিলেও গড় হইবে না। যথা—‘প্রনরতি’ এই স্থলে ‘প্র’ এই ‘র’র পরে ‘নরতি’র ন গড় হইতে পারিত, কিন্তু গোপদেশ ভিন্ন বলিয়া গড় হইল না।

নৃ (পুং) নী-ঋন্ ডিঙ। ১ মহুযা। ২ পুরুষ।

“অজ্ঞ কৃতযুগে নৃণাং যুগদ্বাদাহরুপতঃ ॥” (মহু)

(ত্রি) ৩ নেতা। (পুং) ৪ শকু। স্রিয়াং জাতিত্বাৎ ডীঘ্ বৃকৌ, নারী।

এই শব্দের রূপ পিতৃশব্দের মত হইবে যথা—না, নরো, নরঃ ইত্যাদি। যজ্ঞীর বহুবচনে “নৃণাং নৃণাং” এই দুটা পদ হইবে, কেবল এই মাত্র প্রভেদ।

নৃকপাল (ক্লী) মূঃ কপালং ৩তৎ। নরকপাল, নীর্বাণি।

নৃকুকুর (পুং) ১ মহুযাদেহে কুকুর সদৃশ। ২ কুকুর সদৃশ ব্যবহারবিশিষ্ট মহুযা।

নৃকেশরিন্ (পুং) কেশরঃ প্রাচুর্যগোস্তান্ত ইতি ইনি, না চাসৌ কেশরীচেতি। ১ নরসিংহাবতার, নৃসিংহরূপ বিষ্ণু। ‘না কেশরীব’ এইরূপ উপমিত সমাস করিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ এইরূপ অর্থ হইবে।

নৃগ (পুং) একজন রাজা। মহাভারতে লিখিত আছে,—

দ্বারকানগরে যুবালকগণ এক কুপমধ্যে বৃহদাকার এক কুকলাস দেখিয়া, তাহাকে তুলবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে না পারিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া, ঐ কুকলাসকে উদ্ধার করিয়া তাহার পূর্জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কুকলাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পূর্জন্মে নৃগ নামে রাজা ছিলাম। ঐ সময় আমি সহস্র বছরের অস্থান ও নানা প্রকার সংকার্য করিয়াছি। ভগবান্ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আপনি প্রতিনিয়ত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু আপনার এইরূপ দুর্গতির কারণ কি? তখন সেই কুকলাসরূপী মহারাজ নৃগ বাহুবলকে বলিলেন, পূর্বে এক অমিহোদ্রী ব্রাহ্মণ কোন কারণবশতঃ বিদেশে বাইলে, তাহার একটা ধেনু বৃথপ্রষ্ট হইয়া আমার গোধন মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পণ্ডরককেরা আমার সহস্র

ধেনুর মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিয়াছিল। আমি এই সহস্রধেনু এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। একদা ঐ ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে প্রত্যাপ্ত হইয়া, নিজ ধেনুর অধেষণ করিতে করিতে আমি যে ব্রাহ্মণকে গোদান করিয়াছিলাম, তাহার আলয়ে সেই ধেনু দেখিতে পাইলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণের নিকট ঐ ধেনু চাহিলে তিনি কহিলেন, রাজা নৃগ আমার এই ধেনুদান করিয়াছে, তখন চুইজনেই আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন আমি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট কহিলাম, আমি আপনাকে সহস্রধেনু দান করিতেছি, আপনি আমাকে এই ধেনুটা প্রত্যর্পণ করুন। ব্রাহ্মণ আমার এই কথায় কহিল, এই ধেনু সকল মূলক্ষণাক্রান্ত, অতএব আমি আপনাকে এই ধেনু প্রত্যর্পণ করিতে পারিব না। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন আমি নিরুপায় হইয়া প্রবাংগত ব্রাহ্মণকে কহিলাম, ভগবন্, আমি আপনার সেই ধেনুর পরিবর্তে লক্ষ ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। তিনি ইহাতে কহিলেন, আমি অনায়াসে নিজের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ, কি জন্ত রাজগণের দানগ্রহণ করিব। তিনি এই কথা বলিয়া বিষয়টিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর আমি অগ্নদিন পরেই কাশ্যধর্মী-ভ্রমারে কলেবর ত্যাগ করিলাম। যখন আমি যমলোকে উপস্থিত হইলাম, তখন ধর্মরাজ যম আমার পুণ্যকর্মের বিবিধ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, আপনি ব্রাহ্মণের ধেনু অপহরণ করায় যে দারুণ পাপ করিয়াছেন, তাহার ফল অগ্রে গ্রহণ করিবেন না, প্রথমে পুণ্যফল ভোগ করিবেন। ইহাতে আমি বলিলাম যে, আমি প্রথমে পাপফল ভোগ করিব। যম এই কথা শুনিয়া কহিলেন, এখন আপনি পাপের ফল ভোগ করুন। সহস্র বৎসর পরে দ্রুত ক্ষয় হইলে, ভগবান্ বাহুবল আপনাকে উদ্ধার করিবেন, পরে আপনি এই সনাতনলোক প্রাপ্ত হইবেন। আমি তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া তির্থাগৃহোনিগত ও অধঃশিরা হইয়া কুপ মধ্যে নিপতিত হইলাম। এই পূর্ন বৃত্তান্তসমুদায় আমার স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূত হইল না। এখন আপনি রূপা করিয়া আমার পরিত্রাণ করুন। তখন রাজা নৃগ কৃষ্ণের আদেশে দিব্যবিমানারোহণ করিয়া সুরশাসে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ নৃগ স্বর্গারোহণ করিলে, ভগবান্ বাহুবল লোকের হিতার্থ এই বাক্য বলিয়াছিলেন যে, নৃগ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, অতএব ব্রাহ্মণ হরণ করা কখনই কর্তব্য নহে। আরও দেখ, সাধুসমাগমে মহারাজ নৃগের নরক হইতে মুক্তিলাভ হইল। অতএব

সাধুসংসর্গে কখনই নিফল হইবার নহে। দান করিলে
বেশপ ফল লাভ হয়, অপহরণেও তরুণ অর্থ হইয়া থাকে,
ইহা সকলের জানা কর্তব্য। (ভারত অমুশাসন পূর্ব ৭০ অঃ)
২ ওষধতের পোত্র। ৩ উদীনরের ঔরসে নৃগায় গর্ভজাত পুত্র,
তিনি বোধের বংশের আদি পুরুষ। ৪ মহুর পুত্রভেদ। ৫ জুয়-
তির পিতা।

নৃগধূম (পুং) তীর্থভেদ। (শকাধিচি°)

নৃগা (স্ত্রী) উদীনরের পত্নী ও নৃগরাজের মাতা।

নৃচক্ষুস্ (পুং) নুন চষ্টে ভক্ষায়েন পশুতীতি নৃ-চক্ষ অহ্ন, বা
অসি (চক্কেব্ধলং শিক। উণ্ ৪।২৩২) ১ রাক্ষস। ২ দেব।

“নৃচক্ষসাং ভাগোহসি” (তন্ত্র যজু° ১৪।২৪)

‘নুন শুভাশুভকর্তৃন চক্ষতে জানন্তি যে তে নৃচক্ষসো দেবাঃ।’

(বেদদীপ)

“নৃচক্ষস্তু অভিচক্ষতে হবিঃ।” (ঋক্ ১০।১০৭।৪)

‘নৃচক্ষসঃ নৃণাং ব্রহ্মনজানিহ্রাদীন দেবাংশ্চ।’ (সায়ণ)

৩ মহুযাদর্শক।

“শ্রেনো নৃচক্ষা অগ্রেষ্ঠা চক্ষধাব পশ্যামি।” (তাণ্ড্য° ব্রা°)

নৃচক্ষুস্ (পুং) নৃণাং প্রজানাম্ চক্ষুরিব। সুনীথরাজপুত্র।

(ভাগবত ৯।২২।৪১)

বিষ্ণুপূরণ মতে—সুনীথপুত্র ঋচ, তৎপুত্র নৃচক্ষুস্।

“তদ্ভাদপি সুনীথঃ সুনীথানৃচঃ ততো নৃচক্ষুঃ।” (বিষ্ণুপু° ৪।২১)

নৃশ্ব (ত্রি) নৃ-হস্তি হন-ক। নরঘাতক।

নৃচন্দ্র (পুং) রক্তিনাররাজের এক পুত্র।

নৃজঙ্ঘ (ত্রি) নৃ-অন্তি, অদ-জ, ততো জঙ্ঘাদেশঃ। নরজঙ্ঘক,
মহুযাখাদক।

নৃজল (স্ত্রী) যুঃ জলং ৬তৎ। ১ মহুযানেত্রজল। ২ মানবমূত্র।

নৃজাতি (স্ত্রী) নরজাতি, মহুযাজাতি।

নৃজিৎ (ত্রি) ১ নায়কের জেতা। “সত্রাজিতে নৃজিত উর্ধ্বরাজিতে”

(ঋক্ ২।২১১) ‘নৃজিতে নৃণাং নায়কানাং জেত্রে’ (সায়ণ)।

২ একাহভেদ। (সাংখ্যায়নশ্রোতমুত্র ১৪।৪০।১)

নৃত, নর্তন, গাত্রবিক্ষেপ। দিবাদিগণীয়, পরম্, অক, সেট্। লট্
নৃততি। লোট্ নৃত্যতু। বিধিলিঙ্ নৃত্যেৎ। লঙ্ অননর্তৎ। লিট্
ননর্ত, ননৃত্তুঃ। লুট্ নর্তিতা। লুট্ ননৃত্ততি, নর্তিষ্যতি। লুঙ্
অননর্তীৎ, অননর্তিষ্টাৎ, অননর্তিষ্ৎ। সনৃ-নিননর্তিষতি, নিননৃত্ততি। যঙ্
নরীনৃত্যতে। যঙ্লুক্ নরীনার্তি, নর্তিষি, নরীনার্তি, নর্তিষ্যতি,
গিচ্ নর্তয়তি, নর্তয়তে। লুঙ্ অননর্তৎ, অনীনৃতৎ, ক নৃত।
আ-নৃত, কশ্মন। “মকড়িরানন্তিত নক্শমাণে।” (রঘু ৪।৪২)

নৃত ষাড়্ অণোপদেশ ষাড়্, এই জড় এই ষাড়ুর নিমিত্ত
থাকিলেও গড় হইবে না। বধা—‘প্রনৃত্যতি’ এই হলে ‘প্র’

এই রকারের পর ‘নৃত্যতি’ এই নকারের গড় হইতে পারিত,
কিন্তু গোপদেশ নহে বলিয়া গড় হইল না।

“নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনন্ত হৃদন্তে।” (গীতগো°)

নৃতি (স্ত্রী) নৃত নর্তনে ইন্ সচ কিৎ। (ইঙপথাৎ কিৎ। উণ্
৪।১১৯) নর্তন। (শব্দর°)

নৃতু (পুং) নৃত্যতীতি নৃত বাহুলকাৎ কুঃ। ১ নর্তক।

“নৃতু জনিনন্ যজ্ঞিরানাম্।” (ঋক্ ৬।৩০।৫)

‘নৃতু ইতি নৃত্যন্তবধিনো’ (সায়ণ) নৃত্যত্যাভেতি অধিকরণে কু।

২ ভূমি। ৩ কুমি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিভূতি)

নৃতু (ত্রি) নৃত-কু। ১ নর্তক। নুন তুর্জতি তুর্জ-কিপ্।
২ নরহিংসক।

নৃত্ত (স্ত্রী) নৃত-ভাবে ক্ত। নৃত্য।

“নৃত্তজ-শস্ত্র প্রবরাদ্ভনানাম্ ধমুকরক্ষতপশ্বিনাঞ্চ।” (বু° সং ৪।৭৩)

নৃত্য (স্ত্রী) নৃ-ক্যপ্ (ঋহপথাৎকৃগিচুতেঃ। পা ৩।১।১১০)

তালমানরসাস্রয় সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপ। চলিত নাচ,
পর্যায়—তাণ্ডব, নটন, নাট্য, লাস্ত, নর্তন, নৃত্ত, নাট, লাস,
লাস্তক, নৃতি। (শব্দর°)

নৃত্য মানবগণের স্বভাব সিদ্ধ, কি পুরাকাল বা আধুনিক
সুসভা সময়, সকল কালেই নৃত্য প্রচলিত। পুরাকালে
যে রূপ ভাবে নৃত্য হইত, এখন আর তাহা হয় না, রূপান্তরিত
ভাবে হইয়া থাকে। মহাদেব স্বয়ং সর্পদা নৃত্য করিয়া
থাকেন, স্বর্গে অঙ্গরোগগণ মনোহর নৃত্য করিয়া দেবগণের মন-
স্তৃষ্টি সম্পাদন করেন।

মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা, তিনি নিজেই স্বর্গে
অঙ্গরোগগণকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। প্রায় সকল পুরাণেই
দেখা যায়, দেবমন্দির প্রাশিক্ষণ করিয়া নৃত্য করিলে মহাপুণ্য
সঞ্চয় হয়। চৈতন্তদেব তাঁহার শিষ্যগণকে নামোচ্চারণপূর্বক
নৃত্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

অতি পুরাকালে গ্রীকগণ উৎসবোপলক্ষে নৃত্য ও গান
করিতে করিতে দেবমন্দির প্রাশিক্ষণ করিতেন। রিহদিদিগের
মধ্যেও নৃত্য বহুকাল হইতে প্রচলিত। ইজাইলগণ লোহিত-
সাগর পার হইয়া আনন্দসহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন। গ্রীক-
দিগের নৃত্য অভিনয় প্রাধান্য অস্তিত্ব। ইহাদিগের ভয়ানক
রসের নৃত্য দেখিয়া, অনেকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইত।

গ্রীক-শিল্পবিদ্যাশিলায় ভাঙ্গরগণের প্রস্তরখোদিত প্রতি-
মূর্তিতে নৃত্যের নানা প্রকার ভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়াছে। হোমর,
আরিস্ততল, শিওর সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে নৃত্যের বিশেষ উল্লেখ
করিয়াছেন। আরিস্ততল নৃত্যের বিবিধ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া
‘পোইটীজ’ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

স্পার্টানগণ যুদ্ধকালে নৃত্য করিবার জন্য পঞ্চমবর্ষ হইতে নৃত্য শিক্ষা করিত। তাহাদের যুদ্ধের এই নৃত্যের নাম 'পাইরিফ' নৃত্য।

সম্রাট রোমকগণ ধর্মকাব্য ভিন্ন, আমাদের সম্রাট নৃত্য করিতেন না। আমাদের নিমিত্ত নৃত্য তত্ত্বাবসারিগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইত। মিশরদেশীয় নর্তকীগণের নাম 'আলমী'। ইহারা উত্তম উত্তম কবিতা গান করিতে করিতে নৃত্য করে। এই নৃত্য আমাদের দেশের হিন্দুস্থানী নাচের সহিত কতকটা মিলে।

ইুরোপীয়দিগের মধ্যে সম্রাটবর্গ হইতে সাধারণ লোক সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। কোন জী বা পুরুষ যিনি 'বলে' (Ball) নাচিতে না পারেন, তিনি অকর্মণ্য ও সভ্য-সমাজভুক্ত হইবার যোগ্য নহেন। এই বলের নৃত্য অনেক প্রকার, 'পোকা', কোরাডিল, কন্ট্রা ড্যান্স' ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন অভিনয় কাণ্ডোও অনেক প্রকার নৃত্য আছে।

আমাদের দেশে সঙ্গীতশাস্ত্রানুযায়ী যে সকল নৃত্য আছে, তাহার বিষয়ই এখন আলোচনা করা যাউক।

পুরাণাদি প্রায় সকল ধর্মশাস্ত্রেই নৃত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে নর্তক বা নর্তকী নৃত্য করিবে, তাহার রূপ থাকিবে, অরূপা নর্তকীর নৃত্য নিন্দনীয়।

“নৃতো নালমরূপেণ সিদ্ধির্নাট্য রূপতঃ।

চাক্ষুণ্ডিনবরূপে নৃত্যমন্ত্রবিধুনা।” (মার্কণ্ডেয়পু’)

অরূপ নৃত্য নৃত্যপদবাচ্য নহে। স্মররূপবিশিষ্ট নৃত্যই নৃত্য। দেবদেবীর পূজায় নৃত্য করিলে অশেষ প্রকার মঙ্গল লাভ হয়।

“নৃত্যমানস্ত বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু বহুধ্বরে।

মহাজা যেন গচ্ছতি ছিষা সংসারসাগরম্ ॥

ত্রিশংখসহস্রাণি ত্রিশংখবর্ষশতানি চ।

পুঙ্করদীপমাসাদ্য মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া ॥

পুঙ্করাজ পরিব্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।

ফলং প্রাপোতি স্ত্রোত্রোণ মম কর্ণপরায়ণঃ ॥” (বরাহপুরাণ)

যাহারা দেবোদ্দেশে নৃত্য করে, তাহারা সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করে।

“যো নৃত্যতি প্রকৃষ্টায়া ভাবৈবর্বহুভক্তিতঃ।

স নির্দহতি পাপানি জন্মান্তরশতৈরিণি ॥” (ভারতমাহাত্ম্য)

যিনি প্রকৃষ্টভক্ত্যবলম্বিত অতিশয় ভক্তিযুক্ত হইয়া নৃত্য করেন, তিনি শতজন্মান্তরের পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। হরিতক্তি-বিলাসেও লিখিত আছে—

“নৃত্যভ্যং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈবুধম্।

উজ্জীয়েত শরীরং সর্বে পাভকপক্ষিণঃ ॥” (হরিতক্তিবি’)

যাহারা বিজয় অগ্রে তালিকাবাদন দ্বারা অর্থাৎ তাল দিতে দিতে নৃত্য করে, তাহাদের শরীরস্থিত সকল পাতক বিদূরিত হয়। প্রায় সকল ধর্মশাস্ত্রেই দেবদেবীকে নৃত্যের প্রশংসা লিখিত আছে।

রামায়ণে ও ভাগবতের দশমস্কন্ধে নৃত্যের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। মহাভারতের বিরাট-পর্বে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্জুন উত্তম নর্তক ছিলেন এবং তজ্জ্ঞান তিনি (বৃহন্নলাসুপে) বিরাটের অন্তঃপুরে জীবিতগকে নৃত্যশিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ধর্মসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, নৃত্য যাহাদের উপ-জীবিকা তাহারা নিকৃষ্ট, যথা—রাজক, চর্মকার, নট প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট জাতি; নৈবাৎ যদি ইহাদের অন্ন ভক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মত প্রভৃতি সকল ধর্মশাস্ত্রেই নটজাতি ও নৃত্যের উল্লেখ আছে, অতএব এদেশে নৃত্য চর্চা অতীব পুরাতন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

নৃত্যের লক্ষণ।

“দেশরূচ্যা প্রতীতোহথ তালমানরসপ্রিয়ঃ।

সবিলাসোহঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বৃথৈঃ ॥” (সঙ্গীতদামো’)

যে দেশের যে প্রকার রচি, তদনুসারে তাল, মান ও রসাপ্রতি বিলাসযুক্ত অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য।

নৃত্য দুই প্রকার, তাণ্ডব ও লাস্য। পুংনৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রীনৃত্যকে লাস্য কহে।

“স্ত্রীনৃত্যং লাস্যম্ভাষ্যতঃ পুং নৃত্যং তাণ্ডবং নৃত্যম্ ॥”

(সঙ্গীতনারায়ণ)

তত্ত্ব নামক মুনি তাণ্ডব নৃত্যের বিধি রচনা করিয়াছিলেন, এ বিষয় ভরতমল্লিক অমরকোষের টীকায় বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন। তাণ্ডব ও লাস্য এই বিধি নৃত্যই দুইপ্রকার। প্রথম পেলবি, আর দ্বিতীয় বহুরূপ।

“তাণ্ডবঞ্চ তথা লাস্যং বিবিধং নৃত্যমুচ্যতে।

পেলবিবহুরূপঞ্চ তাণ্ডবং বিবিধং মতম্ ॥” (সঙ্গীতদামোদর)

অভিনয়শুল্ক অঙ্গবিক্ষেপকে পেলবি, আর ছন্দ, ভেদ প্রভৃতি বহুবিধ অভিনয় সহকারে যে অঙ্গবিক্ষেপ, তাহাকে বহুরূপ বলে।

লাস্য নৃত্যও দুই প্রকার, ছরিত ও যৌবত। ভাবরসাদি ব্যঞ্জক অভিনয় সহকারে নায়ক নায়িকা উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন চূড়নাদি পূর্বক যে নৃত্য তাহাকে ছরিত বলে। আর কেবল নর্তকী-রং যে লীলাসহকারে নৃত্য করে, তাহাকে যৌবত কহে।

“হুরিতং যৌবতকোতি লাভং বিধিমুচ্যতে ।

বাহ্যভিনয়ৈর্জ্ঞানৈবৈরসৈরশ্লেষচূষণৈঃ ॥

নাট্যিকানারকৌ রঙ্গং নৃত্যাতঙ্কুরিতং হি তৎ ॥

মধুরং বহুলীলাভিনটীভির্ষত্র নৃত্যতে ।

বর্ণাকরণবিজ্ঞানং তন্নাট্যং যৌবতং মতম্ ॥” (সঙ্গীতদামো°)

গান হইতে বাস্ত এবং বাস্ত হইতে লয়। তাহার পর লয়

তাল সমারম্ভ নৃত্য করিতে হইবে।

“গেরাহুভিত্তিতে বাস্তং বাস্তাহুভিত্তিতে লয়ঃ ।

লয়তালসমারম্ভং ততো নৃত্যং প্রবর্ততে ॥” (সঙ্গীতদামোদর°) ।

যত প্রকার বিশেষ বিশেষ নৃত্য আছে, তাহাদিগের সকল-কেই অর্থাৎ চিত্তরঞ্জক অঙ্গবিক্ষেপ মাত্রকেই নৃত্য বা নর্তন কহে। নর্তননির্ণয়ে লিখিত আছে—

“অঙ্গবিক্ষেপৈবশিষ্যং জনচিত্তাহুরঞ্জনম্ ।

নটেন দর্শিতং যত্র নর্তনং কথ্যতে তদা ॥” (নর্তন-নির্ণয়°)

যে স্থলে নট নানা প্রকার অঙ্গবিক্ষেপের সহিত লোকের চিত্তাহুরঞ্জন করে, ইহাকেই নর্তন বা নৃত্য কহে। এই নর্তন তিন প্রকার নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত ।

“নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ত্রিবিধং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥” (নর্তন-নির্ণয়°)

ইহার মধ্যে নাট্যনাট্যকাদি অর্থাৎ দৃশ্যকাব্য ও তদগত কথা, দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রসাদি চারি প্রকার অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে তাহাকে নাট্য কহে। নাট্য—

“নাট্যাদিকথাদেশবৃত্তিভাবরসানুশ্রয়ম্ ।

চতুর্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনৌভিঃ ॥” (নর্তন-নির্ণয়°)

নৃত্য।—কোন আখ্যায়িকা বাহা পুস্তকের অঙ্গুগত বা নেপথ্য-বিধানের অধীন নহে, অথচ রসভাবাদি অভিনয় দ্বারা বিভূষিত ও তত্তদুপ রসভাবাদি অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে তাহাকে নৃত্য কহে। ইহা সঙ্গীতহীন হইলে সকল লোকেরই মনো-হারী হয়। এই নৃত্যের লক্ষণ হিন্দুস্থানের তরফাওয়ালাদিগের মধ্যে অনেকাংশে দৃষ্ট হয়।

“অশুভসঙ্গীতভিনয়সম্পন্নং ভাবভূষিতম্ ।

সঙ্গীতহীনম্ নৃত্যং সর্গলোকমনোহারম্ ॥” (নর্তন-নির্ণয়°)

নৃত্ত।—অভিনয়বর্জিত, চমৎকারজনক অঙ্গবিক্ষেপ বিশেষের নাম নৃত্ত ।

“হস্তপাদাদিবিক্ষেপৈশ্চমৎকারাশোভিতম্ ।

ভ্যক্ত্যভিনয়মানন্দকরং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্ ॥” (নর্তন-নির্ণয়°)

এই নৃত্ত তিন প্রকার—বিষম, বিকট ও লঘু।

বিষম।—শব্দসঙ্কটের মধ্যে এবং রঙ্কুতে পরিভ্রমণ ইত্যাদি প্রকারের নাম বিষম নৃত্ত। এই নৃত্ত মাদ্রাজী বাজীকরদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়

বিকট নৃত্ত।—বৈষ্ণবাজনক বেশভূষাদিবাণার বিকট নৃত্ত।

লঘু নৃত্ত।—অন্ন উপকরণ অবলম্বনপূর্বক উৎসাহাদি গতি বিশেষের নাম লঘু-নৃত্ত। এই নৃত্ত রাসধারীদিগের মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।

“নৃত্তে ভেদজয়ং চান্তি বিষমং সঙ্কটং লঘু ।

শব্দসঙ্কটেরজ্ঞাদি ভ্রমণং বিষমং হি তৎ ॥

বিক্রপতোহঙ্গবেশাদিবাণারং বিকটং মতম্ ।

উপেতং করণেররৈরুৎসাহ্যে লঘু নৃত্তম্ ॥” (নর্তন-নির্ণয়°)

নর্তক বা নর্তকীগণ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্প প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তু সকল বিকীরণ করিয়া প্রথমে অমুরূপতালে কোমল নৃত্য আরম্ভ করিবে। বিষম ও উৎকৃষ্টাবিহীন নৃত্যের নাম কোমল নৃত্য।

“প্রবিজ্ঞ নর্তকী রঙ্গং বিকীর্য কুসুমাদিকম্ ।

নিসরকেন তালেন কোমলং নৃত্যমাচরেৎ ।

তদ্বিমোদ্ধতাত্মৈস্তত্ত্ব বিহীনং কোমলং ভবেৎ ॥” (সঙ্গীতদামো°)

রঙ্গপ্রবেশের পর যে নৃত্য তাহা দুই প্রকার। বন্ধ ও অবন্ধ নৃত্য। বন্ধ নৃত্যে গতি, নিয়ম ও চারী প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ার নিয়ম থাকে। অবন্ধ নৃত্যে তাহা থাকে না।

নৃত্যের মধ্যে অনেক ব্যাপার ও বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মত্তক, চক্ষু, ক্র, মুখ, বাহু, হস্তক, চালক, তলহস্ত, হস্তপ্রচার, করকর্ষ, ক্ষেত্র, কাটি, অভ্যু, স্থানক, চারী, করণ, রেচক প্রভৃতি শারীরিক অনেক প্রকার ব্যাপার আছে। নৃত্যশালা, নর্তকলক্ষণ, রেখালক্ষণ, নৃত্যঙ্গ ও তাহার সৌষ্ঠব ইত্যাদি অনেকপ্রকার জ্ঞাতব্য আছে। পণ্ডিত বিট্ঠল এই সকল বিষয় নর্তননির্ণয়ের চতুর্থ প্রকরণে বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন। *

নৃত্য ও অভিনয়ে মত্তক, দৃষ্ট ও ক্র প্রভৃতি চালনাদির অনেক প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে মত্তক সৰ্ব্বদে ১৯ প্রকার।

* নর্তননির্ণয়ে চতুর্থপ্রকরণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা য়োক আছে,—

“অখ্যাত্যস্মি শিরোহক্ষিভ্রমুখরাগান্ধ বাহবঃ ।

হস্তকা হস্তকরণা চালা হস্তপ্রচারকাঃ ॥

করকর্ষাণি ক্ষেত্রাণি কট্যভ্যু স্থানকানি চ ॥

চাৰ্য্যলভ ভূগতা যোমগতাঃ করণরেচকাঃ ॥

লক্ষণং নৃত্যশালায়া নটন্ত চ লক্ষণম্ ।

রেখায়া লক্ষণং পদাং নাত্যজ্ঞানি চ সৌষ্ঠবম্ ॥

চিত্রকং ভাসকং মূত্রাঃ প্রমাণক সভাসনঃ ।

সভাপতিঃ সভায়াং নিবেশো বৃক্ষলক্ষণম্ ॥

বংগত লক্ষণং তত্র পদ্যভ্যঙ্গপ্রবেশনম্ ।

বিবিধং নর্তনং চারিণী ক্রমহে লক্ষণং ক্রমাৎ ॥” (নর্তননির্ণয়°) ১৯

ভেদ, দোষরহিত রসভাবাদিবাঙ্গক অবলোকনের নাম দৃষ্টি। এই দৃষ্টি তিন প্রকার রসদৃষ্টি, স্থারিদৃষ্টি ও সঞ্চারিদৃষ্টি। ইহা তিন ব্যক্তিচরিত্রদৃষ্টিও আছে। নর্তক বা নর্তকীদিগের পক্ষে এই দৃষ্টিবিজ্ঞান যেরূপ কঠিন, এরূপ কঠিন আর কিছুই নহে। শৃঙ্গার, বীর, করুণপ্রভৃতি রসভাব সকল এই দৃষ্টি দ্বারা মুর্ত্তিমান করিতে হইবে। ইহার মধ্যে রসদৃষ্টি ৮ প্রকার, স্থারিতাবপ্রকাশক দৃষ্টি ৮, ব্যক্তিচরিত্রদৃষ্টি ২০, সমষ্টিতে ৩৬ প্রকার দৃষ্টি আছে। ইহা তিন তারাকর্ম অর্থাৎ গণিবিকার-সাধক বাপারও আছে। ক্রবিকার ৭ প্রকার—সহজা, উৎক্লিষ্টা, ক্লিকিতা, রেচিতা, পতিতা, চতুরা ও ক্রকুটী। অন্তরস্থিত রসভাব যাহাতে মুখে প্রকাশ পায়, তাদৃশ মুখবর্ণকে মুখরাগ কহে। ইহা ৪ প্রকার। বাহ, (অর্থাৎ নৃত্যকালে ক্রিপে হস্ত সঞ্চালন করিতে হয়, তাহা) ১৮ প্রকার—যথা উর্দ্ধ, অধোমুখ, তির্ঘ্যক, অপোবিদ, প্রসারিত, অচিন্তা, মণ্ডল, গতি, স্বতিক, বেষ্টিত, আবেষ্টিত, পৃষ্ঠাঙ্গ, অবিক, ক্লিকিত, সরল, নম্র, আন্দোলিত ও উৎসারিত। নৃত্যকার্শে অহরাগজনক অবাঙ্গ অথচ অর্থ-প্রকাশক যে হস্তাঙ্গুলির বিভাস বা বিক্ষেপবিশেষ তাহাকে হস্তক কহে। ইহা তিন প্রকার—সংযুত, অসংযুত ও নৃত্যহস্ত। এই সংযুতহস্তের ভেদ আবার ৩৮ প্রকার। অসংযুত ও নৃত্যহস্তের ভেদ ৩২ প্রকার। পতাক, হংসপক্ষ, গোমুখ, চতুর, নিকুঞ্চক, সর্পাশ্রা, পক্ষাঙ্গ, অর্দ্ধচন্দ্রক, চতুর্খু ইত্যাদি।

চালক।—বংশী বা অন্তবিধ লয়বস্ত্রের অহুগত করিয়া হস্ত বিরচনের নাম চালক। নৃত্যে এই চালক বিষয়ের অনেক বিবরণ লিখিত আছে। ইহা তিন করকর্ম, যথা—উৎকর্ষণ, বিকর্ষণ, আকর্ষণ, পরিগ্রহ, নিগ্রহ, আস্থান, রোদনসংশ্লেষ বিশ্লেষ, রক্ষণ, মোক্ষণ, বিক্ষেপ, ধ্বন, বিসর্জন, তর্জন, ছেদন, ভেদন, ফোটন, মোটন, তাড়ন, এই সকল হস্তকর্ম নামে কথিত। নৃত্যকার্যে এই সকল হস্তকর্মেরও বিশেষরূপ পরিজ্ঞান আবশ্যক।

হস্তক্ষেত্র।—পার্শ্বদ্বয়, সমুখ, পশ্চাদ, উর্দ্ধ, অধঃ, মস্তক, ললাট, কর্ণ, স্বক, নাভি, কটি, শীর্ষ, উরুদ্বয়, এই ত্রয়োদশ হস্তক্ষেত্র, অর্থাৎ হস্তবিজ্ঞানের প্রধান স্থান। নৃত্যকালে এই সকল স্থানে হস্ত বিভাস করিতে হয়।

কটি।—নির্দোষ নৃত্যযোগ্য ক্রশ কটি ৬ প্রকার, যথা—ক্রশা, সমাক্রিষ্টা, নিবৃত্তা, রেচিতা, কম্পিতা ও উদ্বাহিতা। নৃত্যে ইহাদের সাধন ও লক্ষণ বিশেষরূপে জানা আবশ্যক।

চরণ।—নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার। যথা সম, অকিত, ক্লিকিত, সূচ্যগ্র, তলসকর, উদ্বেষিত, বটিত, উৎসেধক, বটিত, মর্দিত, পার্শ্বিক, অঙ্গগ ও

পার্শ্বগ। নৃত্যে ইহাদেরও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ জানা আবশ্যক।

স্থানক—আত্মরক্তিকজনক অর্থে অঙ্গসরিরেণবিশেষের নাম স্থানক। এই স্থানক অসংখ্য প্রকার, তন্মধ্যে নৃত্যে ২৭ প্রকারের লক্ষণ প্রয়োজনীয়। ইহাদের নাম সমপাদ, পার্শ্বিক, স্বতিক, সংহত, উৎকট, অর্দ্ধচন্দ্র, মান, নন্দ্যাবর্ত, মণ্ডল, চতুরঙ্গ, বৈশাখ, আবহিক, পৃষ্ঠাখান, তলোখান, অখক্রান্ত, একপাদিক, ত্রাঙ্গ, বৈষ্ণব, শৈব, আলীঢ়, খণ্ডহৃতি, প্রতালীঢ়, সম-হৃতি, বিধমহৃতি, কুর্খাসন, নাগবন্ধ, গারুড় ও রুঘুভাসন।

চারী।—ইহার সাধারণ লক্ষণ এই যে যাহাতে পাদ, জল্লা, বন্ধ ও কটি এই কএকটি স্থানকে আরম্ভ করা যায়। ইহা আরম্ভ হইলে তদ্বারা বিরচণ করার নামও চারী। সঞ্চরণবিশেষে উহার কোন অংশের নাম চারীকরণ, কোন অংশের নাম ব্যায়াম। এই ব্যায়াম পরস্পর ষটিত অংশবিশেষের নাম ষণ্ড। ষণ্ডসমূহের নাম মণ্ডল।

“চারীভিঃ প্রস্তুতং নৃত্যং চারীভিশ্চেষ্টিতং তথা।

চারীভিঃ শব্দমোক্ষচ চার্যো যুদ্ধেযু কীর্তিতাঃ ॥” (নর্তকনির্ণয়)

চারী প্রথমতঃ দুই প্রকার ভৌমী ও আকাশিকা। ভূমিতে যে সঞ্চরণ বিশেষ, তাহাকে ভৌমী এবং শূন্ডে যে গতি-বিশেষ তাহাকে আকাশিকা-চারী কহে। এই উভয়বিধ চারীর আশয় ৮২ প্রকার। ইহাদের নাম—সমপাদা, স্থিতাবর্তী, শক-টাশ্রা, বিচায়া, অধ্যাক্ষিকা, আগতি, এলকা, ক্রীড়িতা, সমসরিতা, মন্তনী, মন্তলী, উৎসান্নিতা, উড়িতা, তুল্লিতা, বন্ধা, জনিতা, উগুণী, রথচক্রা, পরীযুতা, নৃপরাপাদিকা, তির্ঘ্যঙ্কুশা, মরালা, করিহতা, কুলীরািকা, বিল্লিতা, কাতরা, পার্শ্বরেচিতা, উল্ল-তাড়িতা, উল্লবেগী, তলোদ্ভূতা, হরিণত্রাসিকা, অর্দ্ধমণ্ডলিকা, তির্ঘ্যক্ক্লিকিতা প্রভৃতি ভৌমী চারীর অন্তর্ভুক্ত। অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, যুগলতা প্রভৃতি ৩১ প্রকার আকাশচারী।

করণ।—নৃত্যকালে যে হস্তে হস্তে, পদে পদে, বা হস্তপদে সংযোগ করে, তাহার নাম করণ। এই করণ নানা প্রকার তন্মধ্যে ১৬ প্রকার করণ নৃত্যোপযোগী, তাহাদের নাম—লীন, সমনধ, ছিন্ন, গজাবতরণ, বৈশাখ, রেচিত, পশ্চাক্রান্ত, পুশ্প-পুট, পার্শ্ব, জাহ্ন, উর্দ্ধজাহ্ন, মণ্ডপক্ষ, তলবিলাসিত, বিভ্রাস্ত্রান্ত, চন্দ্রাবর্তক, স্তম্ভিত, ললাটভিলুক, নামলতা ও বৃশ্চিক। নৃত্যে ইহাদের লক্ষণাদি বিশেষরূপ আবশ্যক।

পূর্বে যে সকল পদার্থের উল্লেখ করিলাম, ইহাদের সংযোগ ও বির্যোগবশতঃ বহুবিধ নৃত্য হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। নৃত্য আর কিছুই নহে, কথিত নিয়ম সকল আরম্ভ করিয়া তালসংযোগ করিলে উহাই নৃত্য নাম ধারণ

করে। নৃত্য করিতে হইলে পূৰ্ণোক্ত নিয়ম সকল বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ নৃত্য দুই প্রকার, বন্ধ ও অনিবন্ধ। গতাদি নিয়মের অধীন যে নৃত্য, তাহার নাম বন্ধ-নৃত্য, আর অনিয়মে অর্থাৎ কেবল ভালগরসংযুক্ত নৃত্যের নাম অনিবন্ধ নৃত্য। এই বন্ধ ও অনিবন্ধ নৃত্যের কতকগুলি নাম লিখিত হইল। যথা—কমলবর্তনিকানৃত্য, মকরবর্তনিকা ও মায়ূরিনৃত্য, ভানবীনৃত্য, মৈনীনৃত্য, মৃগীনৃত্য, হংসীনৃত্য, কুকটীনৃত্য, রজনীনৃত্য, গজগামিনীনৃত্য, নৈরিনৃত্য, করণনৈরিনৃত্য, মিত্রনৃত্য, চিত্রনৃত্য, নেত্র, অণ্টোল্ল, কুবাড়, চক্রবন্ধ, নাগবন্ধ, বৃন্তলতিকা, আলুক, হুন্ন, রূপক, উপরূপ, রবিক্রক, গম্ববন্ধ ইত্যাদি বহুশ্রেণীর নৃত্য আছে।

নৈরিনৃত্য—চতুরশ্রেণী স্থিতি করিয়া রাসনামক তালে ও বিলম্বিত লয়ের অঙ্গুগত হইয়া নৈরিনৃত্য আরম্ভ করিতে হইবে। তৎপরে রথ, চক্র, পাট এবং যথায়োগ্য গতি অবলম্বন করিবে। প্রতিদিকে পতাকহস্ত হইয়া তলসকার করিতে হইবে। বাম ও দক্ষিণভাগে নীরি (বিগুহ গতি) প্রকাশ করিবে। ইচ্ছাতে রেখা ও সৌষ্টব্য সংযোগ করিবেক। তৎপরে দৃষ্ট পথ বাতীত অল্প যে কোন চারী অবলম্বন করিয়া বাহু ভ্রমরিকা বন্ধনপূর্বক চতুরশ্রেণী মুক্তি অর্থাৎ নৃত্য সমাপন করিবেক।

চক্রবন্ধ—এই নৃত্য যে কোন ক্রততালে আরম্ভ করিবে, পরে সঙ্গীণ ও অনেক প্রকার গতি দ্বারা হুন্নরূপে প্রবৃত্ত কুবাড় নামক গীতজাতির গীত ও ঐ জাতীয় তাল যোজনা করিয়া হস্ত, বাহু, বামপদ প্রভৃতি ছয় অঙ্গ তৎপরিমিত তাল দ্বারা মিলাইয়া ল-অন্ত তাল যদি সমান মাত্রায় গৃহীত হয় আর ক্রত এবং লঘু ল-হয় যদি তাহাতে থাকে, তবে পূর্ব পূর্ব মাত্রা পরিভাগপূর্বক ক্রমে অগ্রিমাদি আশ্রয়ে নৃত্য করিবে। নটপ্রধান ব্যক্তি এই নৃত্য অল্প তাল দ্বারাও করিবে। নৃত্য-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাকে চক্রবন্ধ বলিয়া থাকেন। *

(নর্তকনির্ণয়)

* কথ্যঃ তত্র বিধানৃত্যং বন্ধকং চানিবন্ধকম্।

পত্যানিমিরমৈযুক্তং বন্ধকং নৃত্যমুচ্যতে।

চতুরশ্রেণী স্থিতির্ধ্রুৱ রাসতালপিৱোলমঃ।

রথচক্রকপাটেন পরেণ চ যথোচিতম্।

গতিঃ পতাকহস্তক প্রত্যাপঃ তলসকারঃ।

নীৱীৰং পতিসকারঃ ক্রমাৎ সয্যাপসয্যোঃ।

রেখানৌর্ভবসংশ্লঃ সপ্তমোৱেৱিৱচ্যতে।

উভয়োন্ধ্যাপি সর্কেষু বিদ্যা বৃষ্টকপিষ্টকম্।

বাক্যভ্রমরিকাঃ বন্ধাঃ মুক্তিঃ জ্ঞাৎ চতুরশ্রেণক।

চক্রবন্ধ—কংকিত্তালানুপক্রমঃ অরোপে বহলক্রতান্।

সঙ্গীর্ণদৈকগতিভিঃ প্রবৃত্তং হসংসাহরম্।

এই যে সকল নৃত্যের বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইল। এখন ইহার মধ্যে অধিকাংশ নৃত্যই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন সচরাচর যে সকল নৃত্য প্রচলিত, তাহা সকলই প্রায় আধুনিক। ইহার মধ্যে ধ্যামতা, বাইনাচ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। নর্তকনির্ণয় বাতীত নৃত্যপ্ররোপ, নৃত্যবিলাস, নৃত্যসর্গ, নৃত্যশাস্ত্র ও অশোকমল্ল বিরচিত নৃত্যাদ্যায় নামক কএকখানি গ্রন্থে নৃত্যের প্রকরণাদি বিশেষরূপে লিখিত আছে। মল্লিনাথ কীরাতার্কুনীর নাটকের টীকায় নৃত্যবিলাস ও নৃত্যসর্গের উল্লেখ করিয়াছেন।

নৃত্যকালী (স্ত্রী) শক্তিরূপভেদ।

নৃত্যপ্রিয় (স্ত্রী) নৃত্যং প্রিয়ং যন্ত। ১ নর্তনপ্রিয়।

(পুং) ২ তাণ্ডবপ্রিয় মহাদেব। (ভারত ১৩।১।৭৪৯)

ব্রিয়ং টাপ্। কুমারহুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

নৃত্যশালা (স্ত্রী) নৃত্যশালা। নাট্যগৃহ, নাচঘর, যে গৃহে নৃত্যাদি হয়, তাহাকে নৃত্যশালা কহে।

নৃত্যস্থান (স্ত্রী) নৃত্যস্থানম্। নৃত্যের স্থান, নৃত্যাদিকরণ, রঙ্গস্থান। *

নৃত্যেশ্বর (পুং) মহাভৈরবভেদ।

নৃদেব (পুং) নৃষু নরেষু মধ্যে দেবঃ, না দেব ইব ইত্থাপমিত-সমাসো বা। রাজা।

“অগ্নানগালা বিপুলাতপত্রৈর্দেবা নৃদেবাস্ত ভিদ্মাং ন ভেজুঃ।”

(নৈষধ ১০।১৩৩)

নৃধর্ম্ম (পুং) নৃনরস্ত ইব ধর্ম্মো যন্ত, ইতি অনিচ্ (ধর্ম্মাদনিচ্-কেবলাৎ। পা ৪।৪।১২৪) ১ কুবের। (স্ত্রী) ২ নরধর্ম্মযুক্ত।

নৃধৃত (স্ত্রী) মনুষ্য কর্তৃক শোষিত (সোমাদি)।

“নৃধৃতঃ অজিযুতে বহিষি প্রিয়ঃ” (ঋক ৯।৬২।৪)

‘নৃধৃতঃ কণ্মনেভুভির্মহুযোঃ শোষিতঃ’ (সারণ)

নৃনমন (স্ত্রী) নৃতি নমাতে নম-কর্ম্মণি লুট পূর্বপদাদিতি গণ্ডে প্রাপ্তে সতি ক্ষুভাদিহাৎ ন গতম্। মনুষ্যনমনীয় দেবাদি।

নৃপ (পুং) নূন নরান্ পাতি রক্ষতি ইতি নৃ-পা-ক। নরপতি, রাজা। ইহার লক্ষণ—

“চতুর্ভোজনপর্যন্তমধিকারী নৃপস্ত চ।

হুবাড়াবাঞ্চ তলেপঃ তারঙ্গপচিতকং।

হস্তবাসস্তি ভিঃ সর্বাধারপদ্যহস্তকৈঃ।

বড় ভিরলৈকতুর্ভির্বা তালৈকভিত্তিকৈঃ।

সহানবাত্রাভ্যন্তে ক্রতলব্যাবি দৌ বহিঃ।

পূর্বপূর্বঃ পরিত্যজ্য স্বমিষ্যত্রিসমিষ্যতেঃ।

এতদেবান্যত্যাগে নৃত্যং হুবারটাজ্ঞৈঃ।

চক্রবন্ধঃ ভদ্রাখ্যাতঃ নৃত্যবিদ্যাশিখার্যৈঃ।”

যে রাজা তচ্ছতঃশঃ স এব মণ্ডলেখরঃ ।

তচ্ছতঃশঃ রাজা রাজেন্দ্রঃ পরিকীর্তিতঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৮৬ অঃ)

বাহার অধিকার চতুর্দশ যোজন, তাহাকে মুপ কহে, ইহার শতগুণ অধিক হইলে রাজা বা মণ্ডলেখর কহে। ইহার দশ গুণ অধিক হইলে তাহাকে রাজেন্দ্র বলা যায়।

মূপপ্রশংসা—

“অপুত্রস্ত মুপঃ পুত্রো নির্ধনস্ত ধনঃ মুপঃ ।

অমাতুর্জননী রাজা অতাতস্ত পিতা মুপঃ ॥

অনাথস্ত মুপো নাথঃ হৃৎকৃত্ত্বঃ পার্থিবঃ পতিঃ ।

অভূতাত্ত মুপো ভূতাঃ নৃপএব নৃপাং সথা ॥

সর্কদেবময়ো রাজা তস্মাস্মার্মধ্যে মুপঃ ॥” (কালিকাপুং ৫০ অঃ)

রাজা অপুত্রের পুত্র, নির্ধনের ধন, বাহার মাতা নাই তাহার জননী, পিতৃহীনের পিতা, অনাথের নাথ, বাহার ভর্তা নাই তাহার পতি, অভূতোর ভূতা, একমাত্র রাজাই সকলের সথা, রাজা সর্কদেব স্বরূপ। মুপ ছুটির দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন। জগৎ অরাজক হইলে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা এবং লোকসমূহ ভয়বিহীন হয়, এই জন্য ভগবান্ চরাচর জগতের রক্ষার জন্য মুপকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের এই অষ্টদিক্ পালের অংশে রাজা জয়গ্রহণ করেন। এই জন্য রাজা সর্ক দেবময়।

মহুসংহিতায় মূপোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

‘রাজধর্ম্ম অর্থাৎ রাজগণের অমুঠের কার্য্য সকল, তাহার উৎপত্তির বিষয় এবং যে প্রকারে তিনি পরমসিদ্ধি লাভ করেন, সেই সকল বিষয় বলিব।

‘মূপ অষ্টদিক্‌পালের অংশ হইতে জয়গ্রহণ করেন বলিয়া অতিশয় তেজস্বী, এই জন্য সকল প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। নরপতি প্রভাবে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ এবং মহেশ্বরের তুলা। মুপ দেবতা হইয়াও মনুষ্যরূপে অবস্থান করেন, এইজন্য তাঁহাকে নরদেব কহে। রাজা প্রয়োজনীয় কার্য্যকাণ্ড, স্বকীয়শক্তি এবং দেশকালের সম্যক্ পর্যালোচনা করিয়া ধর্ম্মানুসায়ে সকলপ্রকার রূপই ধারণ করিয়া থাকেন। যিনি প্রেম প্রাকিলে মহতী শ্রীলাভ, বাহার পরাক্রমপ্রভাবে বিজয়লাভ, বাহার ক্রোধ যুত্মর বসতিস্থল, তিনি সর্কভেজোময়। কাহারও মুপের প্রতি ক্রোধ বা ঘেব করা কর্তব্য নহে। রাজা শিষ্ট প্রতিপালন ও হুটদমনের জন্য যে ধর্ম্মনিয়ম সংস্থাপন করেন, সেই সকল ধর্ম্মনিয়ম কাহারও উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। বিধাতা রাজার সকলের

অন্ত সর্বপ্রাণীর রক্ষাকর্তা, ধর্ম্মরূপ ও আত্মত্ব ব্রহ্মভেজোময় নও স্বজন করেন। রাজা স্বয়ং এই দণ্ড পরিচালন করেন। এই দণ্ডের ভয়ে চরাচর সমুদয় জগৎ স্ব স্ব ভোগস্থখে প্রেতিষ্ঠিত আছে, কেহই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারে না। এক দ্বায় দণ্ডই চাতুর্ব্যর্থ্য ধর্ম্মের প্রেতিভূতরূপ। দণ্ডই সমুদয় প্রজাকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সকলে নিদ্রিত হইলে একমাত্র দণ্ডই জাগরিত থাকেন। রাজা অনলস হইয়া ধর্ম্মানুসায়ে দণ্ডপরিচালনা করিবেন।

মূপগণের কর্তব্য কথ্য—নরপতি শাস্ত্রানুসায়ে হুটের দণ্ড-বিধান, বিদেশীর শত্রুকে তীক্ষ্ণ দণ্ডে দমন এবং অকপটভাবে আত্মীয় স্বজনের প্রতি সরল ব্যবহার করিবেন ও স্বরাগরণে ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রমাবান্ হইবেন।

যে মুপ সন্মচার ও সুপ্রথাপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসায়ে রাজ্যশাসন করেন, এমন কি যদি তাহাকে উচ্ছৃঙ্খলিতা জীবিকানির্ভাহ করিতে হয় এবং তাহার ধনসম্পত্তি নিতান্ত অল্প থাকে, তথাপি তাহার যশোরশ্মি জগতে বিস্তৃত হইয়া থাকে। যে মুপের আচার ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, যিনি উচ্চাঙ্গ রিপুগণের বশীভূত, তাঁহার ধনসম্পত্তি অধিক হইলেও তিনি ইহলোকে নিন্দা এবং অন্তিমের নিরয়গামী হইয়া থাকেন। রাজা প্রতিদিন প্রভাতে শয্যাভ্যাগ করিয়া বেদজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞান ব্রাহ্মণ-গণের সেবা এবং তাঁহার বাহা আদেশ করেন, সেই সকলের অনুষ্ঠান করিবেন। রাজার বিনীত হওরা সর্কভোক্তাবে বিধেয়। রাজা কামজ দশ ও ক্রোধজ আট এই আঠার প্রকার বাসনে কদাচ আসক্ত হইবেন না। সম্রাটের সহিত পরামর্শ করিয়া বড়বর্গের বিচার করিবেন।’ (মহু ৭ অঃ) [মূপসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ রাজন্ দেখ।]

মূপকন্দ (পুং) মূপপ্রিয়ঃ কন্দঃ, কন্দানাং মূপঃ শ্রেষ্ঠো বা। রাজপলাতু।

মূপগৃহ (ক্লী) মূপাণাং গৃহম্। রাজমন্দির, রাজা কিরূপভাবে গৃহাদি নির্মাণ করিবেন, বৃহৎসংহিতায় (৫৩ অধ্যায়ে) ও ঔশনস-নীতিপরিশিষ্টে (১ অধ্যায়ে) তাহার বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে—

“রাজগৃহং সত্যাবধ্যং গব্যধ্বজশালিকম্।

প্রশস্তবাপীকৃপাদিললবষ্ট্রেঃ সুশোভিতম্ ॥

সর্কতঃ স্তাৎ সমতুল্যং দক্ষিণোচ্চমুদ্বন্ধম্।

শালাং বিনা নৈকভূজা চতুশালাং বিনা শুভা ॥” ইত্যাদি।

(ঔশনস-নীতিপরিঃ ১ অঃ) [রাজগৃহ ও বাস্তুকিয়া দেখ।]

মূপঞ্জর (পুং) অজান্ মূপান্ জরতি বি-খন্। পৌরবমূপভেদ। (হরিবংশ ২০ অঃ)

নৃপতি (পুং) পাতি পা-ভতি, নৃণাং পতিঃ ৬তৎ । ১ রাজা ।

“অতস্ত বিপরীতত নৃপতেরজিতাশ্বনঃ ।

সংক্ষিপাতে যশো লোকে ব্রতবিন্দুরিবাস্তসি ॥” (মহু ৭১০৪)

২ কুবের ।

নৃপতিবল্লভ (পুং) ১ বটিকাঙ্ক চক্রদত্তোক্ত ঔষধবিশেষ ।
রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত
আছে—জায়ফল, লবঙ্গ, মুখা, এলাচি, সোহাগা, হিঙ,
জীরা, তেজপাতা, জোয়ান, শুঠ, সৈন্ধবলবণ, লোহ, তাম্র,
অন্ন, পারদ, গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেকে ৮ তোলা । মরিচ
১৬ তোলা, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ বা আমলকীর রসে
পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে । শ্রীমন্ন গহননাথ
বিবেচনা করিয়া ইহা নির্মাণ করিয়াছেন । এই ঔষধ সেবনে
অগ্নিমান্দ্য, বিস্মৃতি, প্লীহা, শুষ্ক, উদরী, অঙ্গীলা, বক্র, পাণ্ডু,
কামলা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় । এই ঔষধসেবনে
দীর্ঘজীবনলাভ ও রোগী রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে ।
এহী-অধিকারের ইহা একটা উত্তম ঔষধ । (রসেন্দ্রসার-
সংগ্রহ, গ্রহণীচিৎ) । ইহা ভিন্ন এই অধিকারে বৃহৎপতিবল্লভ,
ও দুই প্রকার ‘মহারাজ নৃপতিবল্লভরস’ নামক ঔষধের প্রস্তুত-
প্রণালী লিখিত আছে ।

বৃহৎপতিবল্লভ প্রস্তুতপ্রণালী ।—পারা, গন্ধক, লোহ,
অন্ন, মীসক, চিতা, তেউড়ী, সোহাগা, জায়ফল, হিঙ,
দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপত্র, জীরা, জোয়ান, শুঠ,
সৈন্ধবলবণ ও মরিচ প্রত্যেকে একতোলা, স্বর্ণ দুই আনা,
আদার রস ও আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া দুই মাষা পরি-
মাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে । প্রাতঃকালে উঠিয়া
ইহা ভক্ষণ করিয়া ঈশ্বিত বস্ত্র ভোজন করিলে উদরের আর
কোনরূপ গোলযোগ থাকে না । এই ঔষধসেবনে অগ্নি-
মান্দ্য, অঙ্গীর্ণ, অর্শ, গ্রহী, আমাঙ্গীর্ণ, উদরী প্রভৃতি রোগ
প্রশমিত হয় । (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, গ্রহণীচিকিৎ) । নৃপতি-
বল্লভ ঔষধ ভৈষজ্যরত্নাবলীতে শ্রীনৃপতিবল্লভ নামে আখ্যাত
হইয়াছে । বৃহৎ নৃপতিবল্লভের নাম বৃহৎ নৃপবল্লভ । (ভৈষজ্য-
রত্নাবলী) । (ত্রি) ২ রাজগণের প্রিয় । (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্ ।
৩ রাজপত্নী, রাজমহিষী ।

নৃপতীন্দ্রবর্ষা, ব্যাধপুত্রের একজন রাজা । ইহার পরবর্তী,
রাজা জয়বর্ষা মহেন্দ্র পুর্নতে বাইরা রাজা স্থাপন করেন ।

নৃপতুল, ১ম. দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীর একজন রাজা ।
ইনি ৩৭ গোবিন্দরাজের পুত্র । মাজ্জাজ প্রেসিডেন্সীর আর্কট
জেলার প্রাপ্ত ইহার সময়ে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসনে
ইহার কংশপরিচয় আছে । এই তাম্রশাসন দ্বারা ইনি

ব্রাহ্মণগণকে ‘প্রতিমাদেবী চতুর্বেদী মঙ্গল’ নামক গ্রাম
দান করেন ।

ইনি ভাহ্মমানীর কজা পৃথিবী-মাণিক্যকে বিবাহ করিয়াছি-
লেন । ইনি চালুকা, অভূষণ প্রভৃতি জাতিকে জয় করিয়া,
পরে মাজ্জাথেট নগর পুনর্নির্মাণ করেন । এই নগরই, তাহার
বংশধরগণের রাজধানীরূপে গণ্য ছিল । এই প্রাচীন নগর
বর্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মানথেরা বা মালখেড় ।

ইনি বহু দিন পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । ৭৭০ শকে
তাঁহার রাজত্ব সময়ে উৎকীর্ণ আর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া
গিয়াছে । ফ্রিট সাহেব ১ম অমোঘবর্ষ ও অতিশয়বল ইহার
এই দুইটা নাম উল্লেখ করিয়াছেন ।

২ উক্ত বংশে অপর একজন রাজা, গোবিন্দের উপাধি ।
৮৫১-৮৫২ শকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে উৎকীর্ণ ধারবাড় জেলার
বন্ধাপুর তালুকে তাহার একখানি শিলালিপি আছে ।
ইনি ৭৪৫—৮৫৭ শকের মধ্যে ২য় ভীমরাজের সহিত যুদ্ধ
করেন । [রাষ্ট্রকূটরাজবংশ দেখ ।]

নৃপত্নী (স্ত্রী) নৃণাং পতিঃ, পালয়িত্রী, নাস্তাদেশঃ নাস্তদ্বাং
স্ত্রিয়াং ভীপ্ । মহুয়াদিগের পালয়িত্রী স্ত্রী । যে স্ত্রীলোকগণ
মহুয়াদিগকে পালন করেন ।

“অভিনো দেবো রবসা সহঃ শর্মণা নৃপত্নী” (ঋক্ ১২২১১১)
‘নৃপত্নীঃ মহুয়াগাং পালয়িত্র্যাঃ ।’ (সায়ণ)

নৃপত্ন (স্ত্রী) নৃপত্ন ভাবঃ, নৃপ-ত্ব । রাজত্ব, রাজার কার্য ।

“বিদ্বৎক নৃপত্বক নৈব তুলাং কদাচন ।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্জজ পূজ্যতে ॥” (চারণকা)

নৃপদ্রুম (পুং) নৃপপ্রিয়ো দ্রুমঃ । আরব্ধ, সোনালু (ভাবা) ।
রাজাদনীবৃক্ষ, ক্ষীরিণী । (রাজনিং)

নৃপপ্রিয় (পুং) নৃপাণাং প্রিয়ঃ । ১ বেটবংশ, চলিত বেড়
বাঁশ । ২ রাজপলাশু, লাল পেঁয়াজ । ৩ রামশরবৃক্ষ । ৪
শালিধান্ত, আমন ধান । ৫ আশ্রবৃক্ষ । ৬ রাজশুক পক্ষী, হিন্দী
রাজশূণা । (ত্রি) ৭ রাজবল্লভ, রাজার প্রিয়পাত্র ।

নৃপপ্রিয়ফলা (স্ত্রী) নৃপপ্রিয়ং ফলং যন্তাঃ । বার্তাকী, চলিত
বেগুন ।

নৃপবদর (পুং) বদরাণাং নৃপঃ, রাজদন্ডাদিহাং পূর্ননিপাতঃ ।
রাজবদরবৃক্ষ, চলিত নারিকেলের কুল ।

নৃপপ্রিয়া (স্ত্রী) নৃপপ্রিয় স্ত্রিয়াং টাপু । ১ কেতকী, কেরাফুল ।
২ রাজধর্ম্মরী, পিত্তিখেড়ুর ।

নৃপমন্দির (স্ত্রী) নৃপাণাং মন্দিরম্ । রাজগৃহ, সোণ, প্রাসাদ ।
নৃপমাঙ্গল্যক (স্ত্রী) নৃপত্ন মালয়াং বস্ত্রাং, কপ্ । আহল-
বৃক্ষ, কান্দীর দেশে তরবটগাছ কহে । (রাজনিং)

মৃণালিন (কী) মৃণত ভোজননত মানসাবেকং বাস। মৃণ-
ভির ভোজনকালাবেকং বাসভেদ। রাজগণের ভোজন-
কালজাপক বাস বিশেষ। (ত্রিকা°)

মৃণরত্ন, দাক্ষিণাত্যের পূর্বচান্দ্রাবংশীয় এক রাজা, ৪৪
বিশুবর্ষনের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত এবং নরেন্দ্র মৃণরাজ ২য়
বিজয়াদিত্যের ভ্রাতা। ইহার পিতা ত্রিপুরের কলচুরিবংশীয়
ছিলেন, এবং ইহার মাতা হৈহয়বংশসম্বৃত।

[চান্দ্রাবংশ দেখ।]

মৃণলক্ষ্মণ (কী) মৃণাং লক্ষ্মণ ৬ তৎ। রাজচিহ্ন, ছত্রচাম-
রাদি, মৃণলক্ষ্মণ।

মৃণলিঙ্গধর (পুং) ধরতীতি-ধৃ—অচ, মৃণলিঙ্গত ধরঃ।
মৃণবেশধারী।

“নিজগ্রাহকোজসা বীরঃ কলিং দিগ্বিজয়ে কচিং।

মৃণলিঙ্গধরং শূদ্রং ব্রহ্মণ গোমিথুনং পদা ॥” (ভাগবত ১।১৬।৪)

মৃণবল্লভ (কী) চক্রপাণিদন্তোক্ত পঞ্চ যুত ও তৈলবিশেষ।
ভৈবজ্যরত্নাবলীতে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ লিখিত
আছে—তিলতৈল বা গব্য যুত ১০ সের, হুঙ্ক ১/২ সের।
ভাবার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, জাক্স, শালপর্ণী, কণ্টকারী,
বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েল, বিড়ঙ্গ, মজিষ্ঠা, চিনি, রাসা, নীলোৎ-
পল, গোক্ষুর, গুণ্ডরীককাঠ, পুনর্নবা, সৈন্ধব, পিপুল প্রত্যেক
২ তোলা, তৈল পক্ষে প্রত্যেক দ্রব্য ২১ তোলা করিয়া দিতে
হইবে। মৃণবল্লভ যুত বা তৈল যথাবিধানে প্রস্তুত করিতে
হইবে, এই তৈলের নমু ব্যবহারে বা এই যুত সেবনে তিমির,
রাজ্যক্ষতা, লিঙ্গনাশ, মুখনাশ, দৌর্বল্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ
প্রশমিত হয়। (ভৈবজ্যরত্নাবলী নেত্ররোগাধি°)। (পুং)
২ রাজাত্ম বৃক্ষ। (ত্রি) ৩ রাজপ্রিয়মাত্র।

মৃণবৃক্ষ (পুং) রাজবৃক্ষ, সোনাগুণাঙ্ক।

মৃণশু (পুং) না পত্তরিব, বা না চান্দৌ পত্তশ্চেতি। ১ নরপত্ত।
“যাশ্চ ত্রিষো মৃণশু খাশ্চি” (ভাগ° ৫।২৬।৩২) ২ বৃক্ষ।

মৃণশার্ঙ্গীল (পুং) মৃণঃ শার্ঙ্গীল ইব ‘উপমেয়ং ব্যাঘ্রাদিভিঃ
শ্রেষ্ঠার্থে’ ইতি যত্রেণ কর্ণধারঃ। রাজশার্ঙ্গীল, রাজশ্রেষ্ঠ।
(রামায়ণ ২।৪২।২।)

মৃণশাসন (কী) মৃণত শাসনঃ ৬ তৎ। রাজশাসন, রাজার
শাসন। “শাসনং কীদৃশং কার্যং রাজা নিভাং প্রজাহু চ।

দাসে ভূত্যে চাখ্যায়াম্ পুত্রে শিষ্যেহপি বা কচিৎ ॥

বাগ্ধণ্ডং পুরুষং নৈব কার্যং তদেবসংস্থিতে।

ভুলশাসনমানানি নাপকরাপি বা কচিৎ ॥”

(ঐশনসনীতিপরি° ১অঃ)

রাজা প্রজা, দাস, ভূতা, ভাষা, পুত্র, শিষ্য প্রভৃতির

প্রতি কিরূপ শাসন করিবেন, তাহার বিবরণ ঐশনসনীতিপরি-
শিষ্টে ১৬ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

[রাজশাসন দেখ।]

মৃণসভ (কী) মৃণাং সভা তত্তঃ তৎপুরুষসমাসে স্ত্রীবচন।
(সভা রাজামহাব্যপূর্ণাৎ। পা ২।৪।২০)। মৃণদিগের সভা,
রাজগণের সভা। রাজলক্ষ ও অমহাব্য শব্দপূর্ণক সভাশব্দের
সহিত সমাস হইলে স্ত্রীবলিঙ্গ হইয়া থাকে, অতঃ হলে হয় না।
অমহাব্য শব্দ রক্ষা পিষাচ প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ। যথা রক্ষাসভা,
ইত্যাদি। কাকসভা, দেবদত্তসভা ইত্যাদি হলে সভা শব্দ
স্ত্রীবলিঙ্গ হইবে না। বহুবচন হলেই স্ত্রীবলিঙ্গ হইবে, এক-
বচনে হইবে না।

“রাজা রাজসভা কাখ্যা হুগুণা চ মনোরমা।

ত্রিকোঠৈঃ পঞ্চকোঠৈঃ বা সপ্তকোঠৈঃ হবিষ্বতা ॥”

(ঐশনসনীতিপরি° ১ অঃ)

রাজা হুগুণ মনোরম ত্রিকোঠ, পঞ্চ কোঠ বা সপ্তকোঠ
বিষ্মত রাজসভা প্রস্তুত করিবেন। এই রাজসভা নির্মাণের
বিশেষ বিবরণ ঐশনসনীতিপরিশিষ্টে ১ অধ্যায়ে লিখিত
আছে। [রাজসভা দেখ।]

মৃণহুতা (কী) মৃণত হুতা। ১ রাজকড়া। ২ ছুন্দরী।

“ছুন্দরী মৃণহুতা বালেহো গর্ভঃ প্রোক্তঃ ॥” (বৃহৎসং ৮।৭।৪)।

মৃণাংশ (পুং) মৃণার দেহোংশঃ ভাগঃ। ১ রাজাকে দেহ
যষ্ঠাংশরূপ ভাগ। রাজাকে ৬ ভাগের এক ভাগ কর দিতে
হয়। এই রাজগ্রাহ্য করকে মৃণাংশ কহে। ২ রাজপুত্র।

মৃণাকৃষ্ট (পুং) মৃণেণ আকৃষ্টঃ। ক্রীড়ার নিমিত্ত রাজকর্তৃক
আকৃষ্ট রাজা। চতুরঙ্গ প্রভৃতি খেলা করিবার জন্য আকৃষ্ট
রাজা। “মৃণাকৃষ্টো যদা রাজা গমিষ্যতি মুখিষ্ঠির ॥”

তদা রাজা হি রাজানং বাতেহপি তম্ হনিষ্যতি ॥”

(তিথ্যাদিতম্—চতুরঙ্গক্রীড়নম্)

মৃণাক্ষণ (কী) মৃণত অক্ষণঃ ৬ তৎ। রাজবাটীর উঠান।

মৃণাণ (কী) মৃণাং পানং ততো গম্য। কর্ণনেতার পান-
যোগ্য। “সত্রকোশং সিকতা মৃণাণ” (শুক ১।১২।১।৭)

‘মৃণাণং মৃণাং কর্ণণেতৃণাং পানযোগ্যং’ (সারণ)

(পুং) ২ দেবগণের পানসাধন। “বা মৃণাণো বর্ষ সীবাধনম্”

(শুক ১।১২।১।৮) ‘মৃণাণো নেতৃণাং দেবানাং পাতব্যঃ,

দেবপানসাধনঃ’ (সারণ)।

মৃণাত্ত (পুং) মৃণাং পাতা রক্ষকঃ। মহাবলিগের সর্দার রক্ষক।

“অবুত্বতো নরাং মৃণাত্তা” (শুক ১।১৭।১।১)।

‘মৃণাত্তা অমরীমানাং পুত্রভৃত্যাদিরূপাণাং বহুনাং মহাব্যাপাং

সর্দার রক্ষকো ভব’ (সারণ)

নৃপাঙ্কর (পুং) নৃপত আঙ্করঃ। ১ রাজপুত্র।

নৃপাঙ্কর (স্ত্রী) নৃপাঙ্কর-টাপ্। ১ রাজকন্যা।

“স্বরধরঃ স্ত্রীমৃপাঙ্করঃ দিশঃ পতির্ন প্রবিবেশ শেষঃ ॥”
(নৈষধ ১০ অঃ) ২ কটুভূষী। (রত্নমালা)

নৃপাঙ্কর (পুং) নৃপমাত্রকর্তব্যঃ আঙ্করঃ। রাজস্বরবজ্র, প্রত্যেক
রাজারই এই যজ্ঞাহুষ্ঠান করিতে হয়, ইহা অবশ্যকর্তব্য।

“রাজস্বরেন যজ্ঞত” (শ্রুতি), রাজগণ রাজস্বর যজ্ঞ করিবেন,
ইহাই শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, এইজন্ত নৃপাঙ্কর শব্দে রাজাহু-
ষ্ঠিত যজ্ঞমাত্র না বুঝাইয়া রাজস্বরবজ্রই বুঝাইবে।

নৃপাঙ্কর (পুং) রাজভৃত্য।

নৃপাঙ্ক (স্ত্রী) নৃপপ্রিয়ঃ অঙ্গরঃ। ১ রাজার নামক ধাতুভেদ।
(রাজনিঃ) নৃপত অঙ্গরঃ। নৃপের অঙ্গ, নৃপের গুণন।

নৃপাঙ্কর (স্ত্রী) রাজপরিবর্তন।

নৃপাভীর (স্ত্রী) অভীররতি স্থচয়তি ভোজনকালমিতি, অভি-ঈর-ক,
অভীর, নৃপত অভীরং ভোজনকালস্থচকবাদ্যবিশেষঃ। ভক্তভূষা,
রাজগণের ভোজনকালীন যে বাদ্য হয়, তাহাকে নৃপাভীর
কহে। (ত্রিকাঃ)

নৃপাময় (পুং) আময়নাং রোগাণাং নৃপঃ, রাজদস্তাদিত্যাং
পূর্ননিপাতঃ। ১ রাজবন্দ্য, ক্ষররোগ, এই রোগ রোগের রাজা,
এই জন্ত ইহাকে নৃপাময় কহে। নৃপত আময়ো ব্যাধিঃ ৬ তৎ।
২ নৃপের পীড়া। রাজার রোগ।

নৃপায়া (ত্রি) নৃভিনেভুতি দৈবৈঃ পায়াম্। নেতা দেবগণ-
কর্তৃক পেয়, দেবগণের পানযোগ্য সোম।

“বস্ত্রী রজা নৃপায়াঃ” (ঋক ২।৪।১৭)

‘নৃপায়াঃ নৃভিনেভুতি দৈবৈঃ পাতব্যং সোম’ (সায়ণ)

নৃপাল (পুং) নৃন পালয়তি পালি-অণ্। নৃপতি, রাজা।

“অশ্বৈ নৃপালাঃ কিল তত্র তত্র

বলিঃ হরিবাস্তি সলোকপালাঃ।” (ভাগবত ৪।১৬।২১)

নৃপালয় (পুং) রাজপ্রাসাদ।

নৃপাবর্ত (স্ত্রী) নৃপ ইব আবর্ততে ইতি আ-বৃত্ত-অচ্। রাজা-
বর্ত্তন, মণিবিশেষ।

নৃপাসন (স্ত্রী) নৃপত আসনম্। রাজাসন, পর্যায়—ভদ্রাসন,
সিংহাসন, রাজা যে আসনে উপবেশন করেন।

“ধমভ্যাবিক্ষুতপত্রনেত্রো

নৃপাসনায়াং পরিহৃত্য দূরাং।” (ভাগবত ৩।১।২৮)

নৃপাস্পাদ (স্ত্রী) নৃপত আস্পাদঃ ৬ তৎ। রাজহান, রাজপ্রতিষ্ঠা।

নৃপাহর (পুং) নৃপঃ আহারতে গচ্চেনেতি, আ-হে-অচ্।
১ রাজপলাতু। (রাজনিঃ) নৃপ ইতি আহারঃ সংজ্ঞা যত।
২ রাজনাম, নৃপসংজ্ঞক।

নৃপীট (স্ত্রী) উদক, জল। (নিষট্) এই নৃপীট শব্দ কৃপীট
শব্দের পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃপীতি (স্ত্রী) পা-রক্ষণে ভাবে ক্তিন্, জাত ঈৎ পীতি, নৃপাং
পীতি ৬ তৎ। ১ মহাব্যরক্ষণ। কর্তরি ক্তিচ্। (ত্রি) ২ মহাব্য-
রক্ষক। “বক্বে অয়তো নৃপীতো” (ঋক ৭।২০।৮) ‘নৃপীতো
নৃপাং রক্ষকে’ (সায়ণ)

নৃপেশস্ (ত্রি) নররূপ।

“নৃপেশসো বিদধেয়ু প্রজাতা” (ঋক ৩।৪।৫)

‘নৃপেশসো নৃপরূপাঃ’ (সায়ণ)

নৃপোচিত (পুং) নৃপেয় উচিতঃ। ১ রাজমাধ। (ত্রি)
২ রাজযোগ্য।

নৃবাহু (পুং) নৃপাং বাহুঃ। কর্ণনেতা ঋত্বিকৃদিগের বাহু।
“নৃবাহুভ্যাং চোদিতো ধারয়া সূতো” (ঋক ৯।৭২।৫)

‘নৃবাহুভ্যাং কর্ণ-নেতৃগামুজিহাং বাহুভ্যাং’ (সায়ণ)

২ নরবাহুমাত্র।

নৃভর্তৃ (পুং) নৃপাং ভর্তা। মহুযাদিগের রক্ষক। (বৃহৎস° ৯।৩।৪)

নৃভোজস্ (ত্রি) আকাশজাত।

“নভোজাঃ পৃষ্টং হর্যাতস্তু দর্শি” (ঋক ১০।১২।৩২)

বাচস্পত্য ও সেন্টপিটাস্বের্গের ওয়াটার বকে ‘নৃভোজস্’
এই শব্দ ধরিয়াছেন, কিন্তু ইহা প্রামাণিক, যেহেতু সভায়া ঋক-
বেদে ‘নভোজাঃ’ এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়।

নৃমণস্ (ত্রি) নৃম্ যজমানেষু মনো যত্ন। ততো গত্বং। রক্ষিতব্য
যজমানের প্রতি অমুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্রাদি দেব। “তং পিপ্রো
নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ” (ঋক ১।৫১।৫) ‘নৃমণঃ নৃম্ যজমানেষু
রক্ষিতব্যে অমুগ্রহবুদ্ধিযুক্তঃ, নৃম্ মনো যত্ন। (ছন্দস্যাদবগ্রহাৎ।
পা ৮।৪।২৬) ইতি গত্বম্।’ (সায়ণ) ২ ধন।

“অম্রভ্যাং নৃমণমভরাশ্রভ্যাং নৃমণস্তসে” (ঋক ৫।৩৮।৪)

‘নৃমণস্তসে ধনমিচ্ছসি, নৃমণস্-কাচ্’ (সায়ণ)

নৃমণা (স্ত্রী) প্রক্ষণীপস্থিত মহানদীভেদ।

“অরুণা নৃমণান্দীরসী সাবিদ্রী সূজাতা ঋতন্তরা সত্যন্তরেতি
মহানদাঃ” (ভাগবত ৫।২।৬)

নৃমনি (পুং) পিশাচভেদ। যেমন ছুট্ট গ্রহবলে মানবশরীরে
বিশেষ ক্ষতি হয়। (পার’ গৃহ° ১।১৬) সেইরূপ এই পিশাচ
গ্রহের প্রকোপে বালকবালিকা রোগগ্রস্ত হয়।

নৃমৎ (ত্রি) মহুযাবিশিষ্ট, মানবসমস্তিত।

নৃমর (ত্রি) মহুযোর হস্তা, রাক্ষস। বাহারিা মহুযা মারে।

নৃমাংস (স্ত্রী) নৃপাং মাংসং। নরমাংস, মহুযাদিগের মাংস।

নৃমাদন (ত্রি) নৃপাং মাদনং। ঋত্বিক ও যজমানের হর্বাৎ-
পাথক সোম। “যজ্ঞপ্রিয়ং নৃমাদনং” (ঋক ১।৪।৫)

‘নৃণাং ঋষিগবজমানানাং হর্বহেকু’ (সারণ)

নৃমিথুন (ক্ৰী) নৃণাং মিথুনম্। ময়্যোর ত্রীপুরুষযুগ, ত্রী ও পুরুষ।

“মৎস্তো যটী নৃমিথুনং সগৰং সৰীণং” (বৃহজ্জাতক)

নৃমেধ (পুং) না মিধ্যতেহহ্ন মিধ-আধারে যজ্ঞ। পুরুষমেধযজ্ঞ, নরমেধ যজ্ঞ, যজ্ঞকর্মেদে ৩০ অধ্যায়ে এই যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ২ ঋষিভেদ।

“নৃমেধং প্রজ্ঞাস্তব্ধসমং” (ঋক্ ১০।৮০।১৩)

‘নৃমেধমেতন্নানং ঋষি’ (সারণ)

নৃম্গ (ক্ৰী) নৃভিন্নায়তেহভ্যজতে ঋ-যজ্ঞার্থে ক, ততো গতং (হৃদস্যাদবগ্রহাৎ। পা ৮।৪।২৬) ধন। (নিষক্টু)। “অগ্ন্যভ্যং নৃম্গমাভরাস্ত্যভ্যং” (ঋক্ ৫।৩৮৪)

‘নৃম্গং ধনম্’ (সারণ)

নৃযজ্ঞ (পুং) সূর্য্যার্থো যজ্ঞঃ। প্রতিদিন গৃহস্থদিগের অবশ্য-কর্তব্য পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত অতিথিপূজনরূপ যজ্ঞ। গৃহস্থগণের প্রাত্যহ পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। নৃযজ্ঞ তাহার মধ্যে একটি।

“অধাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্।

হোমো দৈবো বলিভৌতঃ নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্॥

ঋষিগজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্কদা।

নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥” (মহু)

অতিথিপূজার নাম নৃযজ্ঞ, যথাবিধি অতিথিসেবা সকলেরই অবশ্যকর্তব্য। যাহারা পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাদের পঞ্চমুনা জন্ত পাতক নষ্ট হয়।

নৃযুগ্ম (ক্ৰী) সূ যুগ্মম্। নৃমিথুন, নরযুগ্ম, ত্রীপুরুষ মিথুন।

নৃলোক (পুং) না এব লোকঃ। নরলোক, মহুয়ালোক।

নৃবৎ (ত্রি) না পরিচারকাদিরস্ত্যস্ত মতুপ্ বেদে মন্ত ব। পরিচারক নরযুক্ত।

“ভরহাজে নুবত ইহ্ন! সূরীন্ দিবি” (ঋক্ ৬।১৭।১৪)

‘নুবতঃ মহুয়াবতঃ’ (সারণ)। লৌকিক প্রত্যয়ে এই শব্দ ‘নৃমৎ’ হইবে, মতুপের ন-স্থানে ব হইবে না, কেবল বৈদিক প্রয়োগেই ‘নৃবৎ’ এই পদ সিদ্ধ।

নৃবৎসথি (ত্রি) অধ্বর্ষাদিসহায়যুক্ত কর্ত্তনেন্তা। “যজ্ঞে নৃবৎসথা সদমিদি প্রমুয়া” (ঋক্ ৪।২।৬), ‘নৃবৎসথা নরঃ কর্ত্তণাং নেভারো অধ্বর্ষাদয় তত্ত্বন্তঃ সথারোহুষ্ঠাতারো যজমানা যন্ত স তথোক্তঃ’ (সারণ)

নৃবরাহ (পুং) না চাসৌ বরাহশ্চেতি বরাহরূপযুক্ত ভগবদবতারঃ। বরাহরূপধারী ভগবান্।

“নৃবরাহস্ত বসতিমহলোকে প্রতিষ্ঠিতা।

নৃসিংহস্ত তথা প্রোক্তা জনলোকে মহাশ্বনঃ॥” (পদ্মপুং সূত্রীখ ২৮ অঃ)

এই নৃবরাহরূপী ভগবান্ বলির হারী হইরাছিলেন।

“শৌকর্য্যং রূপদাহ্যং দ্ব্যর্ভাক্ত চ দ্ব্যর্ভাক্তনঃ।

ভবিষ্যামি ন সন্কেহো ব্রহ্ম শব্দে দ্ব্যর্ভাক্তনঃ॥”

(পদ্মপুং সূত্রীখ ২৮ অঃ)

আমি শৌকর্য্য অর্থাৎ বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই ছুরাখা বলির হারী হইব, ইহাতে সন্দেহ নাই। নৃবরাহ-দেবের মূর্ত্তি—আকার বরাহের ভায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল মহুয়াসদৃশ। হস্তে শব্দ, চক্র, গদা ও পদ্ম। দক্ষিণে ও বামে শব্দ, লক্ষ্মী বা পদ্ম। বাম কূর্ণরে ত্রী ও চরণযুগলে পৃথিবী ও অনন্ত। এইরূপ মূর্ত্তি গৃহে স্থাপন করিলে রাজ্যলাভ ও অক্তিমে অনন্তস্বর্গ লাভ হইরা থাকে। (অগ্নিপুং ৩০ অঃ)

নৃবাহণ (ত্রি) নেতৃত্বোচা, নামকবাহক।

“অদ্যা যযাং নৃবাহণং” (ঋক্ ২।৩৭।৫)

‘নৃবাহণং নেত্রো যুঁবরো বোচারং’ (সারণ)

নৃবাহন (পুং) না বাহনং যন্ত। নরবাহন কুবের। বৈদিক প্রয়োগে গন্ত হইরা নৃবাহণ হইবে।

নৃবাহস্ (ত্রি) নরবাহক, ইজ্ঞ ও ভাহার সারথি প্রভৃতির বোচা অর্থাৎ বাহক।

“রথে শোণা যুজু ইতি নৃবাহসা” (ঋক্ ১।৬।২)

‘নৃবাহসা নৃণাং পুরুষাণাং ইজ্ঞভৎসারথিপ্রমুখাণাং বোচারো।

নৃবাহসা নূন্ বহত ইতি ‘বহেবহিহাধাত্যাহ্ণকসি’ (উণ ৪।২২০)

ইত্যাহ্ন পিদিত্যাহ্নভূতেবৃদ্ধিঃ। নিষ্ঠাধাত্যাহ্নভঃ। সূপাং সূদুগিতি দ্বিবচনস্তেতি ভাদেশঃ’ (সারণ)

নৃবেষ্টন (ত্রি) না বেষ্টনং যত। ১ মহুয়াবেষ্টিত। (পুং) ২ মহাদেব (হেম)

নৃশংস (ত্রি) নূননরান্ শংসতি হিনতীতি নৃ-শনৃ-অণ্ (কর্ণগণ্। পা ৩।২।১) ১ জরু। ২ পরমোহী। যে মানবগণের প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। নির্দয়, পরানিষ্টকারী। নিমিত্তা ত্রী বিবাহ করিলে নৃশংস পুত্র হয়।

“ইতরেযু তু শিষ্টেযু প্রশংসা নৃতবাদিনঃ।

জায়ন্তে হর্ষিবাহেযু ব্রহ্মধর্ম্মমিষঃ স্তুতাঃ॥” (মহু ৩।৪১)

চারিটী ইতর বিবাহ অর্থাৎ গাছক, আশ্রয়, রাকস ও পৈশাচ বিবাহ করিলে তাহাতে নৃশংস, মিথ্যাবাদী, ধর্ম ও বেদবিষেবী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা নৃশংস, তাহাদের অন্ন ভোজনও করিতে নাই।

“নৃশংসরাজরজকৃত্তরবধকীর্ষিনাম্।

চৈলধাবনুরাজীবিনহোপপতিবেশনাম্॥” (ব্রাহ্মবক্য ১।১৬১)

নৃশংস রাজা, রজক কৃত্তর, বধকীর্ষী, চৈলধাব, অর্থাৎ বস্ত্রের মলাপনরনকারী, সুরাজীর্ষী ও বে উপপতি ঘরে লইরা থাকে, এই সকল লোকের অন্ন ভোজন করিতে নাই।

নৃশংসতা (ক্ৰী) নৃশংসতা ভাবঃ, ভাবে তল্, ততটাপ্। নির্দ-
রতা, ক্রুরতা।

নৃশংসবৎ (জি) নৃশংসঃ বিদ্যাতে হন্ত, মতুপ্ মত বঃ। পাপকণ্ঠী,
ক্রুরকণ্ঠী, নৃশংসতাবিশিষ্ট। (ভারত ৪।৯৭৫ শ্লোক)

নৃশৃঙ্গ (ক্ৰী) নৃশংস শৃঙ্গম্। অলীক পদার্থ।

“নাসহুংপাদো নৃশৃঙ্গবৎ।” (সাংখ্যসূত্র ১।১১২)

বেদগণ নরশৃঙ্গোৎপত্তিঃ অসম্ভব, তদ্রূপ অসত্তের উৎপত্তি
বা আকস্মিক জন্ম হইতে পারে না। এই জন্ত নৃশৃঙ্গ শব্দে
অলীক পদার্থ বোধ হইয়া থাকে।

নৃশোবা বা নরশোবা, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর প্রদেশের
অন্তর্ভুক্ত কোলাপুর সামন্তরাজের অধীনস্থ একটা গ্রাম।
কৃষ্ণা ও পঞ্চগঙ্গা নদীর সম্মিলনস্থলে অবস্থিত। এখানে কৃষ্ণা-
নদীর কূলে সোপানরাজিবিরাজিত ঘাটের উপরে নরসিংহ
দেবের মন্দির আছে। সম্ভবতঃ এই নৃসিংহদেবের মন্দির হইতে
এই স্থানের নামকরণ হইয়া থাকিবে। এখানে কএকঘর
ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাঁহারা ই দেবপূজায় পৌরোহিত্য করেন।
পূর্বোক্ত ঘাটের অপর পারে করন্দর নগর। এখানকার
ঘাট অতীব সুন্দর এবং তীরবর্তী স্থানসমূহের দৃশ্যও মনোরম।

নৃষদ্ (পুং) নরি পুরুষে অন্তর্ধামিতয়া সীদতি সদ-কিপ্। বেদে
বহু। ১ পরমাশ্রা।

“নৃষদয় সদত সযোম” (ঋক্ ৪।৪০।৫)

‘নৃষৎ, নৃষু মনুষ্যেযু চৈতন্তরূপেণ সীদতীতি নৃষৎ, অনেন
পরমায়ুস্বরূপত্বমুক্তম্।’ (সায়ণ) ২ কথঞ্চিদ্বয় পিতৃধর্মি ভেদ।

“উতঃ কথং নৃষদঃ পুত্রমাহঃ।” (ঋক্ ১০।৩১।১১)

৩ মনুষ্যস্বামী। “ঋবসদং ত্বা নৃষদং মনঃসদম্।” (শুক্রযজুঃ ৯।২)

‘নৃষদং নৃষু মনুষ্যেযু সীদতি ইতি নৃষদ তৎ।’ (বেদদীপ)

নৃষদন (ক্ৰী) নরঃ নেতারঃ ঋত্বিজঃ তেষাং সদনং, বেদে বহু।

যজ্ঞগৃহ, যাগশালা। “সমুতো রথা নরো নৃষদনে।” (ঋক্ ৫।৭।২)

‘নৃষদনে যাগগৃহে’ (সায়ণ)

নৃষদ্বন্ (জি) মনুষ্যে অবস্থানকারী।

“প্রহোতা জাতো মহারাজোবিরূষদ্বা।” (ঋক্ ১০।৪৩।১)

‘নৃষদ্বা নৃষু সীদন্। সপেঃ কনিপ্, কৃৎসরঃ’ (সায়ণ)

নৃষা (জি) পুত্রশাতা। “গোবা ইত্রো নৃষা অন্ত খলা।” (ঋক্
৯।২।১০) ‘নৃষাঃ পুত্রাণাং দাতা’ (সায়ণ)

নৃষাচ (জি) প্রাণরূপে মনুষ্যদিগকে সেবমান।

“ইত্রকৃত্তর অনৃষাচো” (ঋক্ ১।৫২।৯)

‘নৃষাচঃ প্রাণরূপেণ নৃনু সেবমানাঃ।’ (সায়ণ)

নৃষাতা (ক্ৰী) মনুষ্যদিগের সংভক্ত।

“নৃষো নৃষাতা শবসন্তকান” (ঋক্ ৭।২৭।১)

‘নৃষাতা নৃশাং সংভক্তা’ (সায়ণ)

নৃষাহ্ (জি) শত্রুমহুযাদিগের অভিভাবিতা।

“নরং নৃষাহং মহিষ্টঃ” (ঋক্ ৮।১৩।১)

‘নৃষাহং নৃশাং শত্রুমহুযাণাং অভিভাবিতারং’ (সায়ণ)

নৃষাহ্ (জি) শত্রুদিগের অভিভাবক।

“জানঃ শুয়ং নৃষাহ্যং বীরবন্তঃ” (ঋক্ ৯।৩০।৩)

‘নৃষাহ্যং নৃশামন্যবিরোধিনামভিভাবকম্’ (সায়ণ)

নৃযূত (জি) যু-প্রেরণে কশ্মণি-ক্ত, নৃভিঃ যূতঃ ও তৎ। ত্রোতৃগণ-
কর্তৃক প্রেরিত। “সিমা পুরুনৃযূতো।” (ঋক্ ৮।৪।১)

‘নৃযূতো নৃভিত্তদীর্ঘৈঃ ত্রোতৃভিঃ প্রেরিতঃ’ (সায়ণ)

নৃসিংহ (পুং) না চাসৌ সিংহশ্চেতি কর্মধারয়ঃ। ভগবদবতার-
ভেদ। নরসিংহরূপী বিষ্ণু। নৃসিংহাবতার, দশাবতারের মধ্যে
চতুর্থ অবতার।

“সিংহস্ত ক্রুড়া বদনং মুরারিঃ সদা করালঞ্চ সুরক্কেতনৈরম্।

অর্ধং বপুর্ধৈ মনুজস্ত ক্রুড়া যযৌ সভাং দৈত্যপভেঃ পুরস্তাৎ॥”

(অগ্নিপুরাণ)

বদন সিংহসদৃশ, নেত্র রক্তবর্ণ ও অপরাক্ষ শরীর মানবের মত,
ভগবান্ মুরারি এইরূপে নরসিংহ মূর্তি ধারণ করিয়া দৈত্যপতির
অগ্রে সভায় গমন করিয়াছিলেন।

অগ্নিপুরাণের মতে—নৃসিংহমূর্তি স্থাপন করিবার এইরূপ
বিধান আছে। নৃসিংহের বদন ব্যাদিত, বাম উরুতে ক্ষতদানব,
গলদেশে গালা, হস্তে চক্র ও গদা, এই অবস্থায় তিনি দৈত্য-
পতির বক্ষ বিদারণ করিতেছেন। (অগ্নিপুং ৩০ অঃ) নৃসিংহ,
মহাবিষ্ণু ইহার মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় তন্ত্রসাধানে বিশেষরূপে
লিখিত আছে। নৃসিংহমন্ত্র যথা—

“উগ্রং বীরং বদেৎ পূর্বং মহাবিষ্ণুমনস্তরং।

অলস্তং পদমাতায়া সর্কতো মুখবীরয়েৎ॥

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং যত্নামৃত্যুং বদেত্ততঃ।

নম্যামাহমিতি প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরক্রমঃ॥” (তন্ত্রসার)

এই নৃসিংহমন্ত্র মামাপুটিত এবং সর্কফলপ্রদ।

“উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং অলস্তং সর্কতোমুখং।

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং যত্নামৃত্যুং নম্যামাহম্॥”

এই মন্ত্রে নৃসিংহদেবের পূজা করিতে হইবে। এই মন্ত্রের
আদিতে ও অন্তে “হ্রীঃ” এই যোগ করিয়া অপাদি করিলে
সাধকের অশেষ প্রকার কল্যাণ হয়। এই মন্ত্রের পূজা-
প্রারোহণ,—সামান্য পুণ্যপদ্ধতি অনুসারে প্রোক্তকৃত্যাদি যথাগন
করিয়া বিষ্ণুপূজাপদ্ধতিক্রমে পীঠস্থানান্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিয়া
ঐশ্ব্যামিত্যাস, করজাস, অলজাস ও মন্ত্রজাস করিবে। অনন্তর
নৃসিংহদেবের ধ্যান করিতে হইবে।

ধান—“ধানিক্যাদিসমপ্রভং নিজকৃতা সংজ্ঞরকোণং

জান্নানাকরানুজ্ঞং ত্রিনয়নং রাষ্ট্রানসংভূষণম্।

বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং নংষ্ট্রোগ্রবক্তেজ্জলসং

জালা জিহবদারকেশরচয়ং বন্ধে নুসিংহং বিভূম্॥”

‘নুসিংহদেবের দেহকান্তি মাণিক্যাদির জার উজ্জল, শরীর প্রত্যয় রাক্ষসগণ সর্বদা ভীত, হস্তদ্বয় জামুঘরের উপর বিভক্ত, ইনি ত্রিনয়ন এবং রত্নভূষণে ভূষিত। ইহার হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র। দেহে অর্দ্ধমহুয্যাকার ও অর্দ্ধ সিংহসদৃশ। বিকট বদন হইতে অগ্নিশিখার জার জিহবা নির্গত হইতেছে।’ এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খ স্থাপনপূর্বক বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি ক্রমে পীঠপূজা ও পুনর্বার ধ্যান আবাহনাদি দ্বারা পূজা করিয়া আবরণপূজা করিবে। এইরূপে নুসিংহদেবের পূজা করিতে হয়। এই মন্ত্রের পুরস্চরণ ৩২ লক্ষ জপ। যথাবিধি পুরস্চরণ করিয়া ঘৃতগুক্ত পায়স দ্বারা ৩২ সহস্র হোম করিতে হইবে।

• নুসিংহদেবের মন্ত্রান্তর—

“পাশঃ শক্তিনরহরিরজ্জুশো বর্ষ্য ফটু মন্ত্রঃ।

যড়ক্ষরো নরহরেঃ কথিতঃ সর্বকামদঃ॥” আঃ হ্রীং ক্রৌ

ক্রৌ হুঁ ফটু, নুসিংহদেবের এই যড়ক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্র সর্বকামপ্রদ। যথাবিধানে এই মন্ত্রে নুসিংহদেবের পূজা করিতে হইবে। এই মন্ত্রের পুরস্চরণও লক্ষ জপ। পরে ঘৃত দ্বারা ৩২ সহস্র হোম করিতে হয়।

নুসিংহদেবের একাক্ষর মন্ত্র—

“ক্ষরো বহ্নিমাংকটো মনুবিদ্যুসমধিতঃ।

একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সর্বকালফলপ্রদঃ॥”

ক্রৌ ইহাই নুসিংহদেবের একাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্র সর্বকামফলপ্রদ। এই মন্ত্রে যথাবিধানে নুসিংহদেবের পূজা করিতে হয়। এই মন্ত্রের পুরস্চরণ ৮ লক্ষ জপ। জপের দশাংশ হোম।

নুসিংহদেবের অষ্টাক্ষর মন্ত্র—

“জয়জয়ঃ সমুচ্চায়া শ্রীপূর্বো নুসিংহ ইত্যপি।

অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো মণিঃ।”

‘জয় জয় শ্রীনুসিংহ’ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সাধকদিগের কামপ্রদ মণি। যথাবিধানে এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। এই মন্ত্রের পুরস্চরণ ৮ লক্ষ জপ। জপের দশাংশ হোম।

নুসিংহদেবের যড়ক্ষর মন্ত্রের ধ্যান—

“কোপাদালোলজিহ্বং বিবৃতনিজমুখং সোমসুখ্যামিনেজঃ।

পাদানানান্তিরক্তপ্রভমুপরিমিতং তির্যৈত্যোন্নগাজম্।

শঙ্খ চক্রং সপাশাচ্ছলকুলিঙ্গপাদাংকণাশ্চহস্তং

ভীষং তীক্ষ্ণাগ্রশৃঙ্গং বহ্নিময়বিবিধাকরমীড়ে নুসিংহম্॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হইবে। (তন্ত্রসার)

নুসিংহদেবের বস্ত্র বিবরে তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে।

নুসিংহবস্ত্র—

“বীজং সাধ্যাসমধিতং প্রাবলিখেদ্বাধোহষ্টপদ্রেবধো

মন্ত্রাণান্ ক্রতিশো বিভজ্যা বিলিখেৎ লিপ্যা বহির্বেষ্টিয়েৎ।

বাহুে কোণগবীজকঙ্কবস্থাগেহযেরনাতৃতং

যন্ত্রং ক্ষুদ্রবিষগ্রহাময়রিপুপ্রধ্বংসনং শ্রীপ্রদম্”

মধ্য স্থলে বীজ ও সাধ্যানামাদি লিখিয়া, অষ্টদলে

‘উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্বতো মুখং,

নুসিংহং জীবণং ভজ্যং যুক্তামৃত্যুং নমামহং’

এই মন্ত্রের চারি চারিটা মন্ত্র বিভাজ্য করিতে হইবে।

তাহার চতুর্দিকে মাতৃকা বর্ণ অর্থাৎ অকারাদি বর্ণ দ্বারা পরিবৃত্ত করিতে হইবে। তাহার বহির্ভাগে ছট্টিটা ভূপুর লিখিয়া উহার প্রত্যেক কোণে ক্ষৌ এই মন্ত্র লিখিতে হইবে।

এই যন্ত্র যথাবিধি পূজা করিয়া ধারণ করিলে ক্ষুদ্র বিষ গ্রহদোষ, ব্যাধিনাশ, শত্রুধ্বংস ও লক্ষ্মীলাভ হয়। ভূর্জপত্র লিখিত যন্ত্র ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ধারণ করা যাইতে পারে। (তন্ত্রসার)

[নুসিংহ অবতারাদির বিষয় নরসিংহ দেখে।]

২ ঘোড়শ রতিবন্ধাস্তগত নবম বন্ধ। লক্ষণ—

“পাদৌ সংপীডা যোনৌ চ হটাল্লিকপ্রবেশনম্।

হস্তয়োর্বৈষ্টয়েদগাত্রং বন্ধো নুসিংহসংজ্ঞকঃ॥” (রতিমঞ্জরী)

না সিংহ ইব উপমিত কর্মধারয়ঃ। ৩ নরশ্রেষ্ঠ।

“ইষ্টৌ মহার্হৈঃ ক্রতুভিনুসিংহাঃ সন্ত্যজা দেহান্ জগতিং প্রপন্নাঃ।”

(ভারত ৯।৫৩।২৪)

৪ স্তন্যামখ্যাত নৃপবিশেষঃ। (মহাশিখ ৩।১৪০)

নুসিংহ, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাণ্ডা জেলায় বিষ্ণুর অবতার নরসিংহ বা নারসিংহদেবের পূজা প্রচলিত আছে। তথাকার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নরনারী এই পূজার বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জীলোকদিগের বিশ্বাস এই নুসিংহদেবই তাহাদিগকে সন্তানাদি দান করেন এবং তাহাদের বিপদকালে উদ্ধার করেন।

এই পূজা উদ্দেশে তাহার একটা নারিকেল লইয়া থালায় উপর রাখে ও প্রথমে পরিষ্কার জল দিয়া উহা ধোত করে; পরে চন্দন বাটরা তাহাতে প্রলেপ দেয় এবং ঐ চন্দন দিয়া নারিকেলের উপর একটা তিলক কাটিয়া (সচরাচর ত্রাঙ্কণেরা নাসিকার উপর যেরূপ ফাঁটা কাটে) তাহার উপর অন্ন পরিমিত চাউল ছড়াইয়া দেয়। ঐ নারিকেলকে পুষ্পমালায় বিভূষিত করিয়া, তাহার সম্মুখে ধূপ জ্বালে, পরে যথাবিহিত পূজাহারের উক্ত নারিকেলের পূজা করে। পূজান্তে গিটারাদি ভোগ দেওয়া হয় এবং ঐ সকল প্রদান স্বর্গহে ও প্রতীবেশী

বালক ও বৃদ্ধসিগকে বিলাইয়া দেয়। সাধারণতঃ প্রতি রবিবারে কিংবা মাসের প্রথম রবিবারে এই পূজা হইয়া থাকে।

এখানকার লোকে নরসিংহদেবকে সাধারণতঃ ভয় ও ভক্তি করে। সকলেরই বাহতে রোপানিশ্চিত কবচ (বাহতা) বা আংটা আছে। তাহার উপর নৃসিংহমূর্তি খোদিত। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ লোকেই সংস্কারবশতঃ বাটীতে এইরূপ নারিকেল রাখে ও পূজা করে। মাতা কিংবা শাওড়ী পূজা আরম্ভ করিলেই কন্ডা বা পুত্রবধূকেও সেই সঙ্গে যোগ দিতে হয়। কোন বন্ধানারী পূজার্থ কোন গোণী বা চেলার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে নরসিংহপূজার বিধি দেওয়া হয়। প্রবাদ, এইরূপ পূজা করিলে, নরসিংহদেব রাত্রিতে তাহাদিগকে স্বপ্ন দিয়া থাকেন। কাহারও জ্বর হইলে নরসিংহের চেলা আসিয়া তাহার রোগ ঝাড়াইয়া দেয়। এই সময়ে কখন কখন আগাদের দেশের শীতলার গানের মত নরসিংহের গানও হইয়া থাকে।

নৃসিংহ, ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত শিওনিজেলাহ্ একটা মন্দিররূপে পূর্বত। বেণগঙ্গা নদীর উপত্যকাভূমি হইতে একশত ফিট উচ্চ। এই পাহাড়ের উচ্চভূে নরসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উহার মধ্যভাগে বিষ্ণু নৃসিংহমূর্তি। পূর্বতের নিম্নভাগে এই নামে একটা গ্রামও আছে।

নৃসিংহ, একজন রাজা। কুমারিকাভক্ত চম্পকমূন্নির কুলে জাত রাজা নাগমণ্ডনের পুত্র। (সহ্যাদ্রি ৩১৪২)

নৃসিংহ, অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। যে যে গ্রন্থ যাহার রচিত, সেই সেই গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থকারের যথাসম্ভব পরিচয় নিম্নে সরিবিষ্ট হইল।

১ আপস্তম্বসোমটীকা, আশ্বাধায়মপ্রয়োগ, চয়নপদ্ধতি, প্রয়োগপারিজাত, বিধানমালা ও সংস্কার প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

২ কাশ্যক্র, জাতককলানিধি, জৈমিনিসূত্রটীকানিবন্ধ-শিরোমণুক্ত নির্ণয়, কেশবাকের জাতকপদ্ধতির প্রৌঢ়মনোরমা নারী টীকা, যন্ত্ররাজোদাহরণ, হিলাজদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা।

৩ গণেশ-গদা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

৪ দত্তকপুত্রবিধানরচয়িতা। ইহার উপাধি ভট্ট।

৫ নলদায়টীকাপ্রণেতা।

৬ বন্ধকোমুদী নামক গ্রন্থকর্তা।

৭ বীরনারসিংহাবলোকনপ্রণেতা।

৮ বৃন্দরসায়টীকারচয়িতা।

৯ শিবভক্তিবিলাসনামক গ্রন্থপ্রণেতা।

১০ শূকারভবকভাষণপ্রণেতা, ইনি আপনাকে হারীত-বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

১১ ইনি কুশলের পুত্র, সংকিশ্তমাসের অন্তর্গত ষাট-পাঠের গণমার্গ ও নারী টীকা রচয়িতা।

১২ একজন জ্যোতির্বিদ। ইনি দিবাকরের পৌত্র, কৃষ্ণদৈবজের পুত্র, গণেশ দৈবজের ভ্রাতৃপুত্র এবং কমলাকরের পিতা। ইনি তিথিচিন্তামণিটীকা, সিদ্ধান্তশিরোমণিবাসনাবার্তিক ও সূর্যাসিদ্ধান্তবাসনাভাষা রচনা করেন।

১৩ জাতকমঞ্জরীপ্রণেতা, ইনি নাগনাথের পুত্র ও মোদগল্য গোত্রসম্বৃত।

১৪ নারায়ণ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহের পৌত্র, ইহার ভ্রাতার নাম গোপীনাথ। হোয়শাল রাজ্যের অন্তর্গত বরুবাড়ু গ্রাম ইহার জন্মস্থান। ইনি প্ররোগ-রত্ন নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫ একজন জ্যোতির্বিদ, ইনি রামদৈবজের পুত্র ও কেশবের পৌত্র। ইনি গণেশ দৈবজের নিকট জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার কৃত গ্রন্থকোমুদী, গ্রন্থদীপিকা ও হিলাজদীপিকা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

১৬ এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত, ইহার কৃত কালনির্ণয়দীপিকা-বিবরণ ও তিথিনির্ণয়সংগ্রহটীকা নামক দুই খানি জ্যোতির্গ্রন্থ আছে; ইনি ভগবন্মাকোমুদীপ্রণেতা লক্ষ্মীধরাচার্যের পিতামহ এবং বিটঠলাচার্যের পিতা। ইহার পিতার নাম রামচন্দ্রাচার্য। ইনি গোপালপণ্ডিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭ ইহার উপাধিভীর্ষ। ইনি শঙ্করসম্প্রদায়িদিগের অষ্টম গুরু।

নৃসিংহ অঙ্গদী (নরসিংহ-অঙ্গদী) মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কাণাড়া জেলার উল্লিঙ্গড়ী তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৩° ২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২২' পূঃ। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে টিপু-সুলতান যখন মঙ্গলুর হইতে এই স্থান দিয়া বাইতে ছিলেন, তখন এই স্থান শত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত এবং পূর্বতো-পরি দুরারোহ স্থানে অবস্থিত দেখিয়া, এখানকার প্রাচীন নাম পরিবর্তন করিয়া এখানে জামালাবাদ নগর স্থাপন করেন। এই নগরের পশ্চিমে অভূত পূর্বতশিখরে একটা দুর্গ নির্মাণ করিয়া তিনি এই নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সৈন্যের সহিত টিপুসুলতানের রক্ষিত সৈন্যদের ছয় সপ্তাহকাল যোঁর যুদ্ধ হয়, অবশেষে টিপু সেনাধ্যক্ষ আত্মহত্যা করিলে, ইংরাজসহকারী কোড়গের রাজা জামালাবাদনগর ধ্বংস করেন। ইহার পাশ্বে বর্তী গ্রামসমূহ এখনও বহুসংখ্যক মুসলমানের বাস আছে।

নৃসিংহ আচার্য, ১ একজন পণ্ডিত, ইনি কুশিকবংশোদ্ভব। কেহ কেহ বলেন, ইনি রামাহজের পিতা।

২ অনঙ্গসর্গস্বভাষণপ্রণেতা লক্ষ্মী নৃসিংহের পিতা।

৩ একজন দার্শনিক, শঙ্করাচার্য্যকৃত ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, নারায়ণোপনিষৎসার ও শঙ্করাচার্য্য বিরচিত ষেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন।

৪ শেখানস্কৃত পদার্থচক্রিকা নামক গ্রন্থের টীকাকার।

৫ অনন্তভট্টের ভারতচন্দ্রটীকা-রচয়িতা।

৬ মন্ত্রচিন্তামণিপ্রণেতা।

৭ জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ্যার একজন পণ্ডিত। ভরদ্বাজগোত্র বাধুলবংশীয় বরদাচার্য্যের পুত্র। ইনি কালপ্রকাশিকা নামে একখানি সংক্ষিপ্ত জ্যোতিঃগ্রন্থ রচনা করেন।

৮ চন্দ্রভারতের সরস্বতীনাট্য টীকাকার।

নৃসিংহকবচ (স্রী) নৃসিংহ কবচম্। তন্ত্রসারোক্ত নৃসিংহদেবের কবচভেদ, বিপ্লববারক মন্ত্রভেদ। এই কবচ ভূর্জপত্রের লিখিয়া যথাবিধি জুদয়ে ধারণ করিলে, সকলপ্রকার বিপদ নাশ হয়। “নারদ উবাচ।

ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেন তাত্ত্বন্থর জগৎপতে।

মহাবিষ্ণো নৃসিংহ কবচং ত্রিহি মে প্রভো ॥

যন্ত প্রপঠনাদ্বিদ্ধান ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥

ত্রৈলোক্যবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন।

কবচং নরসিংহ ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥

যন্ত প্রপঠন্যং বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।

অষ্টাং জগতাং বৎস পঠনাদ্ ধারণাদ্যতঃ ॥” ইত্যাদি।

তন্ত্রসারে লিখিত আছে—

নারদ ব্রহ্মার নিকট মহাবিজু নৃসিংহদেবের কবচের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, হে নারদ! তুমি ত্রৈলোক্যবিজয় নামক নৃসিংহকবচ শ্রবণ কর, এই কবচ পাঠ করিলে বাগ্মী লাভ হয় এবং ত্রৈলোক্যবিজয়ী হয়। আমি এই কবচ ধারণ করিয়া অষ্টকর্ষক লাভ করিয়াছি। ইহা পাঠ ও ধারণ করিয়া লক্ষ্মীদেবী ব্রিজগৎ পালন করিতেছেন, মহেশ্বর ইহারই প্রভাবে জগৎসংহার করিতেছেন, দেবগণ দীপীকর প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কবচ ব্রহ্মমন্ত্রময়, ইহা দ্বারা ভূতাদি নিবারিত হইয়া থাকে। মুনি দুর্দাসা এই কবচপ্রসাদে ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়াছিলেন। এই ত্রৈলোক্যবিজয়কবচের ধর্ম—প্রজাপতি, হনু—গায়ত্রী, বিজু—নৃসিংহদেবতা।

এই কবচ যথাবিধি ভূর্জপত্রে লিখিয়া, গুটিকাকরণান্তর স্বর্ণপাত্রে রাখিয়া যদি কেহ কঠে বা বাহুদেশে ধারণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি স্বয়ং নৃসিংহরূপী হইয়া থাকেন। গ্রীণ এই কবচ বামবাহুতে এবং পুরুষেরা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিবেন। কাকবক্ষা, মৃতবৎসা, অন্নবক্ষা এবং নষ্টপুজানারী

এই কবচ ধারণ করিলে বহু পুণ্যবতী হয়। এই কবচপ্রভাবে সকল বিপদ বিনষ্ট হয়, সাধক জীবমুক্ত হয়। যে গৃহ বা যে গ্রামে এই কবচ থাকে, ভূতপ্রেরণা সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া অতিদূরে গমন করে। ব্রহ্মসংহিতার এই কবচ কথিত হইয়াছে। তন্ত্রসারেও এই কবচের অস্তিত্ব বিবরণ দ্রষ্টব্য। (তন্ত্রসার)

নৃসিংহগড়, মধ্যপ্রদেশের দমো জেলার একটি প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২০° ৫৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২৬' পূঃ। দমো নগরের ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং হট্ট পরগণা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। পূর্বে এই নগর আলাহাবাদ মহকুমার অধীন ছিল। মুসলমান রাজত্ব সময়ে এখানে একটি দুর্গ ও মসজিদ নির্মিত হয়। মুসলমানেরা এই স্থানকে নশরৎগড় নামে অভিহিত করিয়াছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্র অত্যাচারে উক্ত নামের পরিবর্তে নরসিংহগড় নাম প্রবর্তিত হয়। এখানে মহারাষ্ট্রীয়গণের নির্মিত আর একটি দুর্গ আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজসৈন্য ইহার কতকাংশ ধ্বংস করিয়া ফেলে।

২ হোলকররাজের অধীন মালব প্রদেশের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। স্থানীয় সামন্তের শাসনবিশৃঙ্খলায় ও গৃহবিবাদে এই রাজ্য উৎসন্ন হইতেছিল। অরাজকতার কোষাগার দিন দিন অর্থহীন হইয়া পড়িল। এই সময়ে প্রজাবর্গও এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যবাসীরাও বিশেষ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। অবশেষে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন হেনলী এই সামন্তরাজ্যের আয়-নির্ধারণের জন্ত নিযুক্ত হইয়া বাৎসরিক ষাট হাজার টাকা ধাওয়া করেন। অক্ষা° ২০° ৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৩' পূঃ।

৩ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত হোলকররাজের অধীনস্থ ছুপাল এজেন্সীর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ও পরগণা। জুমির পরিমাণ ৬২৩ বর্গ মাইল।

রাজগড়ের রাবতবংশীয় সামন্তরাজের মন্ত্রী আজব সিংহের পুত্র পরশুরাম ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে পিতৃগণে নিযুক্ত হন। পরে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ইনি রাবতগণের নিকট হইতে, এই নৃসিংহগড় রাজ্য বলপূর্বক পৃথক করিয়া লইলেন এবং স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। এই রাজ্যের আয় হইতে হোলকররাজকে বাৎসরিক ৮৫০০০ টাকা কর দিতে হয়।

পিত্তারি দহ্মাদল কর্তৃক এই পরগণা উৎসান্নিত হইলে, এই স্থানের অধ্যক্ষ দেওরান সুভগসিংহ বাকী খাজনার দায়ী হইয়া পড়েন। উক্ত ঋণপরিশোধের জন্ত তিনি ও পুত্র কুমার চরেনসিংহ তথাকার স্থানদার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীজনককজী সিন্ধিয়াকে উক্ত ঋণের জন্ত একখানি খত দিয়া দায়িত্ব

হুজ্রে আবদ্ধ হন। ঐ ৭৭ হোলকরের সরকারে দৌছিলে, রাজা মল্লুরাও হোলকর নৃসিংহগড়ের অধিপতি হুজগসিংহকে ১২১১ হিজিরার নিজ নামে স্বাক্ষর করিয়া যে পরওয়ানা দেন, তাহাতে ছয় বৎসরে সেলিমসাহী মুন্সায় তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিবার কথা লিখিত ছিল।

এখানকার সামন্ত সর্দার উমাং জাতীয় রাজপুত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা উপাধি ও সম্মানসূচক ১১টা ভোপ পান। সিন্ধিয়া ও দেবাসরাজও ইহাঙ্গিকে কিছু কিছু কর দিয়া থাকেন।

৪ উক্ত নরসিংহ রাজ্যের প্রধান নগর। একটা উক্ত ভূমির উপরে হ্রদের তীরে এই নগর স্থাপিত। ইহার কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে পর্বতগাত্র কাটিয়া ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সর্দার অচল সিংহ এই দুর্গ নির্মাণ করেন। উহাই বর্তমান রাজপ্রাসাদ।

নৃসিংহচক্রবর্তী, একজন দেবীমাহাত্ম্যটীকারচরিত।

নৃসিংহচতুর্দশী (স্ত্রী) নৃসিংহপ্রিয়া নৃসিংহব্রতোপলক্ষিতা বা চতুর্দশী। বৈশাখমাসের শুক্লা চতুর্দশী, এই তিথিতে নৃসিংহ দেবের উদ্দেশে ব্রতাহুষ্ঠান করিতে হয়।

“বৈশাখ্য চতুর্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রীনৃসিংহরী।

জাতভদ্রদন্ত্যং তৎপূজাংসবং কুরীত সততম্ ॥” (নারসিং°)

বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে নৃসিংহদেব অবতার হন, অতএব এই দিনে তাঁহার উদ্দেশে পূজা, ব্রত ও মহোৎসব করিতে হইবে। এই ব্রত প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যকর্তব্য।

ব্রতবিধি—“বর্ষে বর্ষে তু কর্তব্যং মম সন্ততিকারণম্।

মহাশুদ্ধমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈর্ভবতীকৃত্যিঃ।

কিঞ্চ,— বিজ্ঞায় মন্দিরং যন্ত লজ্যয়েৎ স তু পাপভাক্।

এবং জ্ঞাত্বা প্রকর্তব্যং মন্দিরং ব্রতমুত্তমম্ ॥

অগ্রথা নরকং যতি যাবচ্ছন্দ্রবিবাকরো ॥”

(বৃহৎ নারসিংহপু°)

প্রতি বর্ষে ভগবান্ নৃসিংহদেবের সন্তুষ্টিয় জন্ম এই অতি শুভ ও শ্রেষ্ঠ ব্রত সকলেরই অহুষ্ঠেয়, এই ব্রতাহুষ্ঠান করিলে ভব ভয় দূর হয়। যাহারা এই দিন জ্ঞানিতে পারিয়া লজ্যন করে, অর্থাৎ ব্রতাহুষ্ঠান না করে, তাহারা পাপভাগী হয়। ইহা জানিয়া মন্দিরে অর্থাৎ নৃসিংহচতুর্দশীতে এই উত্তম ব্রত করিবে। ইহার অজ্ঞাচারণ করিলে যত দিন মৃত্যু ও চন্দ্র থাকিবে, ততদিন নরক হইবে।

এই ব্রতধিকারী—

“সর্বৈবামেবলোকানামধিকারোহস্তি মদ্ব্রতে।

মন্তকৈস্ত বিশেষেণ প্রাণেয়ং মৎপরায়ণৈঃ ॥” (নারসিংহপু°)

এই নৃসিংহব্রতে সকল লোকেরই অধিকার আছে, ইহাতে

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিভাগ নাই, বিশেষতঃ মনন্তকগণ একাগ্র হইয়া এই ব্রতাহুষ্ঠান করিবেন।

প্রহ্লাদ ভগবান্ নৃসিংহদেবের নিকট এই ব্রতের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, তোমাকে এই ব্রতের বিষয় বলিতেছি, তুমি অবহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। পুরাকালে অবন্তীপুরে বহুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি অতিশয় বেদপারগ, এবং নানাবিধ সৎশুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহার পত্নীর নাম সুনীলা। সুনীলা যথার্থই সুনীলা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ঐটা পুত্র জন্মে। এই পুত্রগণের মধ্যে কনিষ্ঠ অতি দুর্বিনীত ছিল। সে অবশেষে বেদশাস্ত্র হইয়া তাহার সহিত সুরাপান আরম্ভ করিল, এবং সর্বদা সেই বিলাসিনীর গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। একদিন বেদ্যার সহিত ইহার বিবাদ হয়, এই বিবাদ করিয়া দুই জনেই উপবাসী থাকিল, এই দিন নৃসিংহচতুর্দশী ছিল। তাহারা দুই জনে বিবাদস্থলে উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করার তাহাদের এই মহৎ ব্রতের অহুষ্ঠান করা হইল।

সেই বেদ্য ও বহুদেবতনয়ের এই ব্রতপ্রভাবে তেঁমার (প্রহ্লাদের) ত্রায় ভক্তি জন্মিল। সেই বেদ্য এই ত্রিলোকে সুখচারিণী হইয়া অন্তিমে স্বর্গে অঙ্গরা হইয়া নানাবিধ উপভোগ করে। ব্রাহ্মণকুমারেরও স্বর্গগতি হয়। এই ব্রতমাহাত্ম্য অধিক কি বলিব, ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার জন্ম এই ব্রতাহুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহার প্রভাবেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, দেবগণ এই ব্রতপ্রভাবে দেবতা হইয়া স্বর্গে সুখে অবস্থান ও সকল সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। যে সকল মানব এই ব্রতাহুষ্ঠান করেন, কলকোটিশতবৎসরেও তাহাদের পুনরারূতি হয় না। এই ব্রতপ্রভাবে অপুত্র পুত্রলাভ, দরিদ্র লক্ষ্মী এবং রাজাকামী রাজালাভ করে। আমার ভক্তগণ এই ব্রত করিয়া যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই লাভ হয়। যে সকল লোক এই ব্রতমাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে, তাহাদের ব্রহ্মহত্যাজন্ম পাপ নিরাকৃত হয় এবং সকল অভিলାষ পূর্ণ হয়। (বৃহৎনারসিংহপু°)

ব্রতদিননির্ণয় যথা—

“বৈশাখে শুক্লপক্ষে চ চতুর্দশ্যাং মহান্তিথৌ।

সায়ং প্রহ্লাদধিকারমদহিফুঃ পরো হরিঃ ॥

স্বাতীনক্ষত্রযোগে তু শনিবারে হি মদ্ব্রতম্।

সিদ্ধযোগস্ত যোগে চ লভ্যতে দৈবযোগস্তঃ ॥

সর্বৈরেতৈস্ত সংযুক্তৈহত্যাকোটিবিনাশনম্।

কেবলক প্রকর্তব্যং মন্দিরং কলকাজিকৃতিঃ।

বৈকবৈনতু কর্তব্যং স্রবিত্বা চতুর্দশী ॥” (বৃহৎনারসিংহপু°)

বৈশাখমাসের গুরুপক্ষের চতুর্দশী যষাতিথিতে ভগবান পরব্রহ্ম প্রহ্লাদের প্রতি খিককার সজ্জ করিতে না পারিয়া সায়ংকালে নরসিংরূপে অবতীর্ণ হন। এই দিনে তৎক্ষণাৎ ব্রত অবশ্য বিধেয়। এই দিন যদি স্বাতিনক্ষত্র, শনিবার এবং দৈবক্রমে যদি সিদ্ধিবোগ হয়, তাহা হইলে এই দিনে ব্রতাহুষ্ঠান করিলে কোটীহত্যার পাতক দূর হইয়া পাকে। যদি এই চতুর্দশী স্মরণবিধা হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবগণ এই দিনে ইহার অহুষ্ঠান করিবেন না। এই ব্রত করিতে হইলে প্রাতঃকালে উঠিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্মরণ করিয়া সংবম করিবে। নিয়মকালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,

“শ্রীনৃসিংহ! মহোগ্রস্থং দয়ং কুরু মমোপরি।

অদ্যাহং তে বিদ্যাস্তামি ব্রতং নির্বিন্যতং নয়ং” ইত্যাদি।

এই দিন মিথ্যালাপ, পাপিসঙ্গ প্রভৃতি দুষ্কার্য্য পরিবর্জনীয় এবং সর্বদাই নৃসিংহমূর্তির ধ্যান করিতে হইবে। তৎপরে মধ্যাহ্নকালে নদী বা কোন পূতজলে স্নান করিয়া পটুবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহে আসিয়া, পবিত্র স্থানে একটা অষ্টদলপত্র করিবে। তাহাতে একটা কলসী স্থাপন করিবে। ইহার উপর হেমময় নৃসিংহ ও লক্ষ্মীপ্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। এই পূজায় প্রথমে প্রহ্লাদের পূজা, তাহার পর মূলপূজা বিধেয়। এই পূজায় চন্দন, পুষ্প, দীপ, নৈবেদ্য ও পূজার পৃথক পৃথক মন্ত্র আছে। হরিত্তিকবিলাসের ১৪ বিলাসে এই সকল মন্ত্র ও অগ্ন্যস্ত্র বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না। (হরিত্তিকবিলাস ১৪ বিলাস)

নৃসিংহদেবের পূজা করিয়া এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়।

মন্ত্র—“মহেশে যে নরা জাতা যে জনিযান্তি মংগুরঃ।

তাংস্বমুক্তর দেবেশ দ্বঃসহাং ভবসাংগরাং ॥

পাতকার্ণবময়স্ত ব্যাধিহঃখাধুরাশিভিঃ।

তীব্রৈস্ত পরিভূতস্ত মহাভঃখগতস্ত মে ॥

করাবলম্বনং দেহি শেবশায়িন্ জগৎপতে।

শ্রীনৃসিংহ রম্যাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন ॥” ইত্যাদি (হরিত্তিক ১৪)

নৃসিংহঠকুর, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ভগবদগীতার্ধসঙ্গতি-নিবন্ধ, কাব্যপ্রকাশটীকা ও প্রেমাপনব নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রণেতা। ইনি কাব্যপ্রকাশটীকা রচনার একস্থলে ধাবক কবিকৃত রত্নাবলীনাটিকা শ্রীহর্ষরাজ সঙ্গিগানে বিজয় ও ভক্তজয় বহু অর্থপ্রাপ্তিবিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গ থাকায় কেহ কেহ তাঁহাকে বৈদ্যানাথ, নাগেশ ও জয়রামপ্রভৃতি টীকাকারের সমসাময়িক বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে নাগেশের মত উক্ত থাকায় তাঁহাকে তৎপরবর্তী বলিয়া বোধ হয়।

নৃসিংহতাপনীর (পুং) উপনিষদ্বিশেষ। শঙ্করাচার্য্য এই উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

নৃসিংহদেব, ১ কৌশিক কুলোদ্ভব বৈদ্যনাথার্য্যের ভাগিনের। ইহার বংশগোত্র। ইনি ভেদধিকারভক্তার নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

২ কর্ণাটদেশের একজন রাজা। ইনি জ্যোতির্বিদ্যার পণ্ডিতের প্রতিপালক।

৩ মিথিলাদেশের একজন রাজা। ইহার সভায় কবি বিদ্যাপতি বিদ্যমান ছিলেন।

৪ একজন জ্যোতির্বিদ, বিষ্ণু দেবজের পুত্র, ইনি সূর্য্য-সিদ্ধান্তভাষ্য রচনা করেন।

৫ উড়িষ্যার একজন রাজা। [গাঙ্গেরবংশ ও উৎকল দেখ।]

নৃসিংহদেব নৃপতি, একজন বিখ্যাত পদকর্তা। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—

“নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয়।

দূরদেশ পতঙ্গী যার রাজ্য হয় ॥”

যে সময়ে ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাবে ব্রাহ্মণাদিও তাঁহার নিকট নীক্ষিত হইতে থাকেন, কুলের ভেদ প্রায় তিরোহিত হইয়া যায়, তখন অনেক ব্রাহ্মণ এই নরসিংহরায়ের আশ্রয় লন। নরসিংহ রায়ের সভায় অনেক দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। রূপনারায়ণ নামক দ্বিবিজয়ী পণ্ডিত ইহারই অমাত্য ছিলেন। [রূপনারায়ণ দেখ।]

ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনায় রাজা ঐ সকল পণ্ডিত লইয়া নরোত্তমের সহিত বিচার করিতে গমন করেন। শেষে বিচারে পরাস্ত হইয়া, সপলে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে রাজা তত্ত্বশ্রেণীতে গণ্য হন ও পদ রচনা করেন। প্রেমবিলাস বলেন,—

“রাজা নরসিংহ রায় সর্বাংশে উত্তম।

তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর নরোত্তম ॥

নরসিংহ রায়ের বখিরী রূপমালা।

ভিহৌ শাখা সঙ্গী হরিনামেতে উতোলা ॥”

রূপনারায়ণ রাজার এত প্রিয় ছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে “ভাই” সম্বোধন করিতেন। এ সম্বোধন অস্বচিতও নহে, যখন গুরু সম্পর্কে একজন অপরের ভ্রাতা ছিলেন। কবি গোবিন্দদাস ইহাদের গুণ গাইয়াছেন—

“কমলালালিত, চরণ কমল মধু, পাওরে সেই হুজান।

রাজা ময়সিংহ, রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস অহুমান ॥”

নৃসিংহদেব, শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য, যানভূমের একজন ভূপতি। তিনিও পদ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবী

হইয়া রহিয়াছেন। সারাবলীগ্রহে তাহার সমাজ একটু কথা আছে,—

“আচার্য্য প্রভুর শিষ্য নৃসিংহরাজন।

মহাবিশ্বানু কবি হরিভক্তিপরায়ণ ॥

পূর্ণপুরুষ হইতে মানভূমে স্থিতি।

পদকর্তা রাজা বলি সর্বত্র ধীর খ্যাতি ॥”

নৃসিংহদৈবভক্ত, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। ইনি স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের ভাষ্য ও তিথিচিন্তামণিটীকা প্রণয়ন করেন। গোলগ্রাম নগরে তরবারগোত্রে ইহার জন্ম হয়। ইহার বংশ-পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—রাজপুত্রিত দিবাকরদৈবভক্তের ৫ পুত্র, তাহার মধ্যে কৃষ্ণদৈবভক্ত জ্যেষ্ঠ, ইনি বিজয়দ্বায়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পুত্র নৃসিংহ।

নৃসিংহনন্দর, রাজ্য প্রেসিডেন্সীর তিনেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। অক্ষা° ৮° ৪২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২′ পূঃ, তিনেবল্লী নগরের ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

নৃসিংহপুরাণ (স্ট্রী) উপপুরাণ ভেদ। [নারসিংহপুরাণ দেখ।]

নৃসিংহবন, কৃষ্ণবিভাগে বর্ণিত পশ্চিমোত্তরদিকস্থিত দেশভেদ।

“অশ্বককুলতলহাড়রী রাজানৃসিংহবনখসাঃ।” (বৃহৎসং ১৪।২২)

নৃসিংহপঞ্চানন, একজন গ্রন্থকার। ইনি জ্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক জ্যায়গ্রন্থের একখানি টীকা সঙ্কলন করেন। ইহার পিতার নাম গোবিন্দ।

নৃসিংহপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, একজন নৈয়ায়িক। ইনি বেদ-লক্ষণানামী তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তির একখানি টীকা রচনা করেন।

নৃসিংহপুর (নরসিংহপুর) দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। পুণা নগর হইতে ৯০ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ৫৫′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৯৬′ পূঃ।

৩ উড়িষ্যা বিভাগের অন্তর্গত কটকরাজ্যের অধীন একটা সামন্তরাজ্য। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সামন্তরাজ যানসিংহ হরিচন্দন, মাননীয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ৬৬০১ কাহন কড়ি কর দিতে প্রতিজ্ঞত হন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে রাজার প্রধান মন্ত্রী বালরুক পট্টনায়কপ্রমুখ রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক সতী-দাহ নিবারণ ভক্ত প্রতিজ্ঞত হইয়া কোম্পানী বাহাদুরের নিকট সন্ধি পত্র লিখিয়া দেন। ইহা সাধারণতঃ কিল্লা নর-সিংহপুর নামে খ্যাত। [নরসিংহপুর দেখ।]

নৃসিংহপুরী পরিত্রাজ্জ, একজন গ্রন্থকার। ইনি রত্নকোষ নামে একখানি পুস্তক সঙ্কলন করেন।

নৃসিংহ ভট্ট, এই নামে কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়—

১ দশরূপের একজন টীকাকার।

২ বিষ্ণুধর্ম্মসীমান্তসংগ্ৰহিত।

৩ বিষ্ণুপুরাণের একজন টীকাকার।

৪ একজন স্মার্ত পণ্ডিত, ইহার উপাধি শ্রীমান্দক, ‘স্বতিনিবদ্ধ’ গ্রন্থ ইহার রচিত।

৫ হরিহরানুসরণধাতা নাটকপ্রণেতা।

৬ সংস্কাররত্নাবলীপ্রণেতা, ইনি সিদ্ধভট্টের পুত্র।

নৃসিংহভারতী, একজন ঈশ্বরভক্ত পণ্ডিত। ইনি দেবী-মহিমস্তোত্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নৃসিংহ ভূপতি, একজন চোলরাজ। ইনি পূর্বচালুক্যবংশীয় চোলরাজ বিজয়ের ভূপের পৌত্র ও উপেন্দ্রের পুত্র। দাক্ষিণাত্যের বিশাখপত্তন জেলার পঞ্চদারলু গ্রামের ত্রিধর্ম্ম-লিঙ্গেশ্বর দেবমন্দিরে ১৩৫০ সংবতে উৎকীর্ণ ইহার সময়ের একখানি শিলাফলক আছে। [চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

নৃসিংহ মুনি, ১ একজন বৈদান্তিক। ইনি বেদান্তরত্নকোষ রচনা করেন। ২ রামমন্ত্রার্থ গ্রন্থ-প্রণেতা।

নৃসিংহ যজ্ঞনু, মহিম্বরবাসী একজন পণ্ডিত। ইনি প্রয়াগরত্ন ও শ্রোতকারিকা নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

নৃসিংহ যতীন্দ্র, একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইনি বেদান্ত-পরিভাষাকার ধর্ম্মরাজ অধরীন্দ্রের গুরু।

নৃসিংহ রায়, বিজয়নগরের নরসিংহ রাজা। ইনি বীর নরসিংহ বা নৃসিংহেন্দ্রের পিতা। ইনি তিলাজী দেবী ও নাগলা দেবীকে বা (নাগাসিকাকে) বিবাহ করেন। [বিজয়নগর দেখ।]

নৃসিংহবংশী, (নরসিংহপোতবংশী) পল্লববংশীয় একজন রাজা। ইনি প্রায় ৫৫০ খৃষ্টাব্দে কাকীপুরস্থ কৈলাসনাথ বা রাজসিংহেশ্বর-দেব-মন্দির স্থাপন করেন। [পল্লববংশ দেখ।]

নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর, কালীচরণ মিত্র নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার বাড়ী বাঁটোয়ার সাত ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়ার নিকট রাজুর গ্রামে। কালীচরণের সন্তান হইয়া মরিয়া যাইত। একদা একটা সন্তান মরিলে তাঁহার স্ত্রী ঘাটে বসিয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময় ঠাকুরমন্ডলের (জানদাসের) সহিত তাঁহার দেখা হইল। [জানদাস দেখ।] তিনি গিরাপন্নীর দুঃখবাস্তা শুনিয়া দয়াদ্রষ্টিতে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, বলিলেন, “এবার তোমার যে পুত্র হইবে, সে বাঁচিবে ও প্রভুর অনেক কাজ করিয়া যাইবে।” মিত্র ঠাকুরাণী কহিলেন, পুত্রটী বাঁচিলে সঙ্কল-ঠাকুরের চরণে তাঁহাকে অর্পণ করিবেন।

এই শেষ পুত্রই নৃসিংহবল্লভ। নৃসিংহের বয়স বোড়শবর্ষ হইলে ঠাকুরমন্ডল তাঁহাকে মন্ত্রদান করেন। নৃসিংহ বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম হরেকৃষ্ণ ঠাকুর।

পুর হওয়ার পর একদা "প্রভু" (বোধ হয় নিত্যানন্দ প্রভু) তাঁহাকে দর্শন দিয়া বিষয়ত্যাগ করিতে বলেন। এই আদেশে নৃসিংহ গৃহত্যাগপূর্বক বীরভূম জেলার ময়নাডল জঙ্গলে সতীক বাস ও কৃষ্ণ ভজন করিতে লাগিলেন। এই সময় অনেক লোক তাঁহার শিবা হয়। এই সময়ই তিনি কাঁদড়া হইতে নিম্ন বৃক্ষ আনাহিয়া গৌরান্দের বিষ্ণুভর নামে মূর্ত্তি স্থাপন করেন; এই মূর্ত্তির নির্মাণকর্ত্তা ভাঁকরের নাম কেনারাং, ইহার বাড়ী কেদুলির নিকট স্নগোল গ্রাম। এ মূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজমান।

কিন্তু নৃসিংহবল্লভ মনোহর-শাহী গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। নৃসিংহ স্বকৃত পদে নবাবিকৃত সুরে গীত গাইয়া ভজন করিতেন; ইহাই "মনোহরশাহী।" মনোহর শাহী পরগণার সৃষ্ট হয় বলিয়া, ইহার নাম মনোহর-শাহী হইয়াছে।

ময়নাডল কীর্ত্তনের জন্য প্রসিদ্ধ, আজিও তথায় গিয়া ঠাকুর-গণ অনেক লোককে কীর্ত্তনশিক্ষা দিয়া থাকেন।

নৃসিংহবাজপেয়ী, ১ একজন পণ্ডিত। ইহার কৃত আচার ও ব্যবহার এবং ঋতিমীমাংসা নামক দুই খনি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ২ বিধানশালারচয়িতা।

নৃসিংহশাস্ত্রী, একজন বিখ্যাত নৈরায়িক। ইনি অক্ষকার-বাদ নামে একখনি গ্রন্থ রচনা করেন।

নৃসিংহ সরস্বতী, ১ একজন খ্যাতনামা বৈদান্তিক। কৃষ্ণানন্দের শিষ্য। ইনি ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসীবাণী তদীয় প্রতিপালক গোবর্দ্ধনের অধুরোধে সুবোধিনী নামে একখনি বেনাস্তসারটীকা প্রণয়ন করেন।

২ শঙ্করসম্প্রদায়ের ১৫শ গুরু।

নৃসিংহ সূরি, একজন পণ্ডিত। ইনি দাক্ষিণাত্যের বেঙ্কটগিরি-নিবাসী শিবস্বরের পুত্র। বেঙ্কটাস্রিনাথীর গ্রন্থতন্ত্র নামে ইহার রচিত একখনি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নৃসিংহানন্দ, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ভাস্কর রায়ের গুরু। ইনি ললিতাসহস্রনামপরিভাষা ও বারিবহ্নারহস্ত নামে দুইখনি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

নৃসিংহারণ্য মুনি, একজন পণ্ডিত। ইনি বিষ্ণুভক্তিসম্রোদর রচনা করেন।

নৃসিংহাশ্রম, ১ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও মহীধরের গুরু। ২ গীর্জাশ্রমসরস্বতী ও জগদ্বাশ্রমের শিবা এবং নারায়ণ-শ্রমের গুরু। ইহার রচিত অমৈতরীপিকা, অমৈতপঞ্চরত্ন, অমৈতবোধীপিকা, অমৈতরত্নকোষ, অমৈতবাদ, তত্ত্ববোধিনী-সংক্ষেপশারীরকটীকা, তত্ত্ববিবেক, পঞ্চপাদিকা, বিষয়-

প্রকাশিকা, ভৈরবিকার, বাচ্যরত্ন ও বেদান্তবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নৃসিংহেন্দ্র, বিজয়নগর রাজবংশের একজন রাজা। ইনি নরপ অবনিপাল বা নৃসিংহারের পুত্র। ইহার মাতার নাম তিন্নাকী দেবী। [বিজয়নগর দেখ।]

নৃসেন (স্রী) নৃপাং সেনা, ততো বিক্রমপক্ষে স্রীবৎস (বিভাবা সেনেতি। পা ২৪৮২৫) মল্লাদিগের সেনা। বিক্রমপক্ষে স্রীবল্লভ না হইলে "নৃসেনা" এইরূপ পদ ও ত্রীলিঙ্গ হইবে।

নৃসোম (পুং) না সোমশত্রু ইব, ইত্থাপমিতকর্ণধারয়ঃ। নরশ্রেষ্ঠ। "তথেষ্টাপম্পৃষ্ট পয়ঃ পবিত্রং সোনোত্তরবার্যঃ সরিতে নৃসোমঃ।" (রঘু ৫৮২)

নৃহন্ (ত্রি) নৃনৃ হস্তি, হন-কিপ্। শত্রুহতা, নরঘাতক।

"আরে গোহা নৃহা বধো বো।" (ঋক্ ৭।৫৩।১৭)

"নৃহা নৃপাং শত্রুণাং হতা" (সারণ)

নৃহরি (পুং) না চাপৌ হরিশ্চেতি। নৃসিংহাবতার, নৃসিংহরূপী বিষ্ণু। "পেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকর্ণ-

কোলোহভবৎ নৃহরিবামনযামদগ্নাঃ।

যোহভূদ্ বভূব ভরতাঃ প্রজকুরুবদঃ

কবী সত্যক ভবিতা প্রহরিষাতেহরীন্ ॥" (বোপদেশ)

নৃহরি, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। ইনি বোগেশ্বরীভক্ত, ভাস্কর নামক ঋষির কুলে জন্মগ্রহণ করেন। (সহ্যাদ্রি ৩৩।১২৮)

নৃ, নীতি। ক্রাদি, পাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ নৃণাতি। লোট্ নৃণাতু। লুঙ্ অনারীৎ। এই ধাতু অণোপদেশ, এজন্ত গন্তের কারণ থাকিলেও গন্ত হইবে না। যথা—প্রনৃণাতি। (বোপদেশ) পাণিনিমতে—"নৃ নয়ে" এই অর্থে নৃ ধাতু হ্রস্ব স্বকারান্ত এবং গোপদেশ।

নৃ, নয়, ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ নয়তি। লুঙ্ অনারীৎ। পিচ্ নয়তি। এই নৃ ধাতুও গোপদেশ।

নেআর (দেশজ) ১ অবগবাদের পেটীবন্ধ। ২ কাপাসনির্মিত পুরু কিতা বিশেষ।

নেউটপাড়া (দেশজ) ১ বহুতাহাশল। ২ কথোপকথন বা প্রস্তাব। ৩ যাতায়াত।

নেউটিয়া (দেশজ) ১ কিরিয়া আদিয়া। ২ অতিশয় বনিট।

নেউটে (দেশজ) ১ বুঝিয়া কিরিয়া কাছে আনা। ২ বনিট। ৩ বশীকৃত প্রাণী। ৪ মেহাবিক্যবশতঃ সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে জমণ।

নেউরালিয়াপতন, সিংহলদ্বীপের কাণ্ডী রাজধানীর ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটা উচ্চ পর্বতের অধিকাংশ ছুনি। ইহার চতুর্দিক ১৫২০ মাইল দীর্ঘত্ব স্থান

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চ। এই বিস্তীর্ণ অধিকাংশ শীতাতপের স্থানে স্থানে পর্বতশৃঙ্গগুলি উন্নত থাকায় দূর হইতে এক একটা সামান্য পর্বত বলিয়া ভ্রম হয়। এই প্রায়-সমতল ভূভাগের চতুর্দিকস্থ ভূমি অধিকাংশের দ্বারা দেখাইলেও স্থানে স্থানে উচ্চতা ও নিম্নতাবশতঃ অপূর্ণ শোভাধারণ করিয়াছে। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। এখানে প্রায়ই মাস্থ্যের বাস নাই। বাসোপযোগী গল্পরাতিতে এবং প্রশস্ত ভূমিতে অসংখ্য হস্তী স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

নেউর, ছোটনাগপুরের অন্তর্গত চাকডকার রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটা নদী। কোরেয়া রাজ্যের ব্যবধানে যে পর্বত আছে, তথা হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপূর্বাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

নেউল (দেশজ) নকুল, বেজী। [নকুল দেখ।]

নেউলী (ব্রী) হটযোগেভদ। ইহার পাঠান্তর নেউলী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রযামলে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“নেউলীগোগয়াত্রৈণ আসনে নেউলোপমঃ।

নেউলীসাধনাদেব চিরজীবী নিরাময়ঃ ॥

তৎকারণং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারণয়।

ভুক্তা মুদগারপক্ষক বারৈকং প্রতিচালয়েৎ ॥” (রুদ্রযামল)

যৌথী যোগ শেন হইলে তাহার পর এই নেউলী যোগ করিতে হইবে, ইহাতে প্রথমে মুদগারপক্ষ ভোজন করিয়া নিজোদর কালন করিতে হইবে। হটযোগে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

নেউলবিশি, উড়িষ্যাবিভাগের কটকজেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। ভূমির পরিমাণ ৩৯৪ বর্গমাইল। এখানে বোম্ব ও নয়াপাড়া নামে দুইখানি বিশিষ্ট গ্রাম আছে।

নেও (পারসী) ১ নিম্ন। ২ হতাশ। ৩ নিয়ম। ৪ ভিত্তি। ৫ সমাজ।

নেওলা (আরবী) ১ গালপোরা জিনিস। ২ এক টুকরা জিনিস।

• কাহানের গোলায় মত পাটের বা নেকড়ার সুড়ি।

নেওটিনি, অ্যাথোয়া প্রদেশের উনাও (ওনাও) জেলার একটা নগর। মোহন নগরের দুই মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সাই নদীর কূলে অবস্থিত। এক সময়ে দীক্ষিত উপাধিধারী রাজা রাম, মুগরার আসিয়া, এই স্থানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যান এবং বন কাটাইয়া নেওটিনি নগর স্থাপন করেন। এই নগরের এক স্থানে প্রাচীন রাজগণের দুর্গ ছিল। বর্তমান অধিকাংশীরা বীহ নামক স্থানকে উহার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সেই সময় হইতে রাজা অপর

পর্যন্ত দীক্ষিতবংশীয় নরপতিগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। অবশেষে পল্লবীপতি মাক্‌সুদের সেনাপতি মীরন মহম্মদ ও জহীর-উদ্দীন ভারত আক্রমণে আসিয়া, ইহাকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া, আপনারা রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই মুসলমানদের বংশধর অদ্যাপি এই নগরে বাস করিতেছে, এই নগরের দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। এখানে নানা প্রকার শাকসবজী ও গাছগাছড়া প্রকৃতির বিস্তৃত চাস আছে।

নেওধূরা, ইহার অপর নাম রঙ্গ-বিদঙ্গ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটা গিরিপথ। অক্ষা° ৩০° ২৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩৭' পূঃ। এখান হইতে ধোলানদী প্রবাহিত। এই সঙ্কট অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে যাইলে হুগদেশ অথবা তিব্বতের দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশে পৌছান যায়। এখানে বহুসংখ্যক ভূটিয়ার বাস আছে, উহার ধর্ম্মনগর হইতে এই স্থানে ছাগল ও ভেড়া পুঠে করিয়া ধাতুগমাদিশস্ত্র, বনাত, তুলা, লোহনির্ম্মিত তেজসাদি ও অস্ত্রাশ্রয় বাণিজ্যার্থ লইয়া আইসে এবং তৎপরিবর্তে লবণ, স্বর্ণচূর্ণ, সোহাগা ও পশুমাди লইয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৫০০ ফিট উচ্চ।

নেং (দেশজ) পদ, অঙ্গুলি, চরণ।

নেংচান (দেশজ) খজগতি, খোঁড়ান।

নেংট (দেশজ) উলঙ্গ, বিবস্ত্র, দিগম্বর।

নেংটা (দেশজ) উলঙ্গ, বস্ত্রহীন।

নেংটিয়া (দেশজ) এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জাতীয় ইন্দুর।

নেক্ (পারসী) শুভ, দোষহীন, পবিত্র।

নেকড়া (দেশজ) ছিন্নবস্ত্র, কানি, ছেঁড়া কাপড়।

নেকড়িয়া (দেশজ) ব্যাঘ্র বিশেষ, গোবাঘা, নেকড়ে বাঘ।

নেকড়ে বাঘ, ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাঘ্র বিশেষ। (Canis pallipes)

ইহার অতিশয় হিংস্র। অপরূপ হিংস্র জন্তুরা যেমন শীকার সম্মুখে পাইলেই আসিয়া ধরে, কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে বা পলাইয়া গেলে আর তাহার পশ্চাদ্ভাবসরণ করে না। ইহার সেরূপ শ্রেণীর জীব নহে, এমন কি সময় সময় ইহার শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই তিন মাইল পর্যন্ত ছুটিয়া যায়।

ইহাদের গায়ে বর্ণ ময়লাযুক্ত সাপা মিশ্রিত কৃষ্ণ লাল। গায়ের কতকগুলি লোমের অগ্রভাগ কাল, এই কারণে ইহাদের আরও ভয়াবহ দেখায়। চারিটা পদ ও যুগ্মের রং কিছু ফিকে। লেজ পাতলা অথচ বড় বড় লোম বিশিষ্ট ও অগ্রভাগ কাল। কাণ দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট। লেব মড়ক হইতে পশ্চাদ্বেশ পর্যন্ত প্রায় ৩৭ ইঞ্চি, লেজ ১৭ ইঞ্চি ও থাড়াই ২৬ ইঞ্চি।

এই জাতীয় ব্যাঘ্রের নাম দেশভেদে বিভিন্ন। বঙ্গ—নেকড়ে বা নেকড়া। মধ্য-ভারতে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে স্থানবিশেষে ভেরা, ভেরিয়া, ভারিয়া বা ভরিয়া। দাক্ষিণাত্যে—লান্দাগ, বুন্দেলীখণ্ডে—বিধানা। কোন কোন স্থানে হুগদার বা হুরার। কণাড়ী—তোলা। তেলগু—তোরাবু। তিব্বতে চাক, কুমায়ুন ও নীতিগিরিপথে চকোদি এবং ইংরাজীতে wolf বলে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই নেকড়ে দেখা যায়। যুরোপে নানান স্থানে যে নেকড়ে বাঘ দেখা যায়, তাহাদের দাঁত এখানকার নেকড়ের অপেক্ষা বড়। ইহার জীবজন্তু শীকারে বিশেষ পটু। সময় সময় নিকটবর্তী গ্রামে বাইরা ইহার শিশুসন্তান, বাছুর, ছাগল, হাঁস প্রভৃতি লইয়া পলায়ন করে। ইহার শৃগালজাতীয় এবং দেখিতেও ঠিক শৃগালের মত। সময় সময় ইহার ও বিশেষ দৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এলিয়ট সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি মহারাষ্ট্রদেশে শীকারে গমন করেন, তখন তাঁহার শিক্ষিত কুকুরেরা একদল নেকড়ের পশ্চাদ্ভ্রমণ করে। ক্রমাগত এক মাইল দৌড়াইলে হঠাৎ নেকড়েরা ফিরিয়া কুকুরদিগকে আক্রমণ করে ও প্রায় ১০০ গজ দূরে সাহেবের অশ্বের নিকট পর্যন্ত তাড়াইয়া আসে, অগ্র এক সময়ে এইরূপে আক্রান্ত হইলে, একটা নেকড়ে তাঁহার কুকুরদলে মিশিয়া এক মাইল একত্র গিয়াছিল।

ইহার গর্ভের মধ্যে বা পর্বতগহবরে ৩৪টা শাবক প্রসব করে। ব্যস্ত্রী ১০টা করিয়া শুন থাকে। ইহার বড় ডাকে না, সময় সময় কুকুরের মত এগুট চিংকার করে।

কুমায়ুন ও নীতি উপত্যকার নেকড়ে বাঘ কিছু বড়। ইহাদের মুখ ও পা সাদা, লেজে কাল দাগ নাই। গাত্র ও লেজের লোম পশমের ছায় কোমল। তিব্বতের নেকড়ের রং লাল বা সোণালির মত। মুখ ঈষৎ কটা এবং তলভাগ সম্পূর্ণ সাদা। ইহার যুরোপীয় নেকড়ের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। এতদ্ব্যতীত উত্তরমেরুস্থ শীতপ্রধান দেশে নানা জাতীয় নেকড়ে দেখা যায়। আমাদের দেশে চিতাবাঘকে (Hyæna Striata or Striped Hyæna) কেহ কেহ নেকড়া বাঘ বলিয়া থাকেন, কিন্তু এই জাতীয় ব্যাঘ্র নেকড়ে হইতে স্বতন্ত্র।

[ব্যাঘ্র ও চিতা-ব্যাঘ্র দেখ।]

নেকনজর (পারসী) সদয় দৃষ্টি, শুভ দৃষ্টি, ভাল ভাবে দেখা।

নেকনাম (পারসী) গৌরবান্বিত, সুখ্যাতিস্বত, যশস্বী, বিখ্যাত।

নেকনামী (পারসী) সুখ্যাতি, সুনাম।

নেকমর্দ, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলায় আলবাড়ী পরগণার অন্তর্গত ভবানন্দপুর (ভবানীপুর) গ্রামের মধ্যস্থিত একটা স্থান। অক্ষা° ২৫° ৫৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৮' ৩০" পূঃ।

স্থলিক নদীর ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে নেকমর্দন নামক জনৈক মুসলমান পীরের কবর থাকার মুসলমান-সমাজে এই স্থান অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য এবং সেই কবিরের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। প্রতিবৎসর এখানে তাহারই উদ্দেশে একটা মেলা হয়। ১লা বৈশাখ হইতে ৬৭ দিন উক্ত মেলা থাকে; তৎকালে প্রায় দেড়লক্ষ লোকের সমাগম হয়। শোণপুরে যেসকল হরিহরছত্রের মেলার হস্তী, অশ্ব ও গবাদির হাট হয়, এখানেও ঐরূপ পঞ্চানি আনীত হইয়া থাকে। উক্ত জেলার বড়গাঁও পরগণারও নেকমর্দনের উদ্দেশে আর একটা মেলা হয়।

নেক-বিহার, হিন্দুকুশপর্বতের অন্তর্গত একটা হরারোহ গিরি-সঙ্কট। এই স্থান প্রায় সকল সময়েই ভূষারে আবৃত থাকে। সন্ধ্যা হইতে পর দিন বেলা ত্রিপ্রহর পর্যন্ত প্রবল স্রোত ভূষাররাশি এই ঢালু পথ বহিরা নিম্ন প্রদেশে আসিয়া পড়ে।

নেকা (দেশজ) নির্দোষ, হাবা, বোবা, বুদ্ধিশূন্য।

নেকামি (দেশজ) মিথ্যা, পাগলামি, ভাঁড়ামি, ছলপূর্বক পাগলামি।

নেকার (দেশজ) বমি, তক্তার।

নেকো-শিয়ার, হুলতান, সম্রাট অরঙ্গজেবের পৌত্র এবং মহম্মদ-অকবরের পুত্র।

নেথরা (পারসী) চালাকী, ঠাট্টা, রসিকতা। ছল, কপট।

নেথরামী (চলিত) চালাকী, ছলনা, কপটতা।

নেওরা (দেশজ) গোড়া, খজ।

নেঙা (দেশজ) বামহস্তপ্রধান, যে ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তের পরিবর্তে বাম হস্তব্যবহারে পটু।

নেঙ্গ (দেশজ) ১ এক পদ, ধাপ। ২ পাশঘর।

নেঙ্গমারা (দেশজ) পা দিয়া জড়াইয়া আখাত বা কেলিয়া দেওয়া।

নেঙড়া (দেশজ) বোঁড়া, খজ।

নেঙ্গুচা (দেশজ) বিশিষ্টরূপে প্রস্তুত করা মাংস। মাংসপ্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য বিশেষ।

নেঙ্গুড় (দেশজ) লাজুল, লেজ, পুচ্ছ।

নেজ (দেশজ) লেজ, পুচ্ছ, লাজুল।

নেজক (পুং) নিজ শুকো বুল। নির্জেক, রজক।

“লাগলী ফলকে স্নেহে নৈলজ্যামেককঃ শনৈঃ।

ন চ বাসাংলি বাসাভিনির্হয়ের চ বাসয়েৎ ॥” (মহু ৮।৩৯৬)

নেজন (স্ত্রী) নিজাতোহর নিজ আধারে লুট। ১ নেজকাল, রজকাল।

“রাশয়ঃ প্রত্যদৃশ্যস্ত বাসসাং নেজেনেধিব।” (ভারত শ্রো° ১৮৮)

তাবে লুট। ২ শোদন।

নেজা (পারসী) অস্ত্রবিশেষ, ভল্ল, বড়স।

নেজাড় (দেশজ) ঘোড়ার হুচি বা লেজাড়া।

নেজামৎ (আরবী) নিজামৎ, নবাব নাজিমের সম্পত্তি।

নেজারামসিংহ, রেবাগ্রদেশে বাঘেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দার একজন বাঘেলা সর্দার। ইনি রাজা উপাধিধারী ও সত্রাট অক্‌বর শাহের সমসাময়িক ছিলেন। ফতেপুরের হরিনাথ কবির একটা দৌহা শুনিয়া ইনি তাঁহাকে লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

নেড়ু সুনম্, উত্তর আর্কট জেলার বনিবাস তালুকের অন্তর্গত একটা গ্রাম। এখানকার হুইটা প্রাচীন মন্দিরের গায়ে অনেকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

নেড়ু মাড়ুণ, (নেড়ু মারণ) দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যবংশীর একজন রাজা। ইনি নেলবেলী* যুদ্ধে জয় লাভ করেন। চোলরাজের এক কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। নিজে জৈন-ধর্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার স্ত্রী শৈব ছিলেন। এক সময়ে রাজা পীড়াগ্রস্ত হন, তাঁহার ভাণ্ডা রোগ উপশমের জন্ত জৈন পুরোহিত ডাকাইয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিতে বলেন। তিনি অকৃতকার্য হইলে, রাণী শৈবাচার্য্য তিরুপান-সত্‌ত্বনরকে আনাইয়া তাঁহার অলৌকিক মন্ত্রসাহায্যে রাজাকে আরোগ্য করেন। রাজা তাঁহার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া, তাহার নিকট শৈবমত্রে দীক্ষিত হন।

নেটা (দেশজ) ছাটা, যাহার বামবাহুর বল দক্ষিণ হস্ত হইতে অধিক।

নেটুয়া (দেশজ) নর্তক, নাচওয়াল।

নেড় (দেশজ) কঠিন মল। লণ্ডনকের অপভ্রংশ।

নেড়া (দেশজ) ১ কেশহীন, মুণ্ডিত মস্তক। ২ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভেদ।

নেড়াবাচা (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য।

নেড়াসিজ (দেশজ) সিজরুক।

নেড়ী (দেশজ) ১ বৈষ্ণবসিঙ্গের স্ত্রীভেদ। ২ গায়িকাভেদ। কোন পক্ষাদি উপলক্ষে বজ্রের পরিতে স্ত্রীলোকগণ যে গান করে, তাহাকে নেড়ীর-গান কহে।

নেড়ুমঙ্গলম্, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটরাজ্যের তঞ্জাবুর জেলার একটা নগর। তঞ্জাবুর রাজধানী হইতে প্রায় ২২ মাইল

পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে হিন্দুপথিকদিগের জন্ত অনেকগুলি পাহ-নিবাস এবং প্রাচীন দেবদেবীর মন্দিরাদি দৃষ্ট হয়।

নেড়িয়ারবন্তম্, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর নীলগিরি-পর্বতশ্রেণীর শুড়াপুরঘাটের উপরে অবস্থিত একটা গ্রাম। ইহার উচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া মলবার উপকূল ও বৈনাদ জেলা দৃষ্টিগোচর হয়। এই গ্রাম উতকামণ্ড হইতে ২২ মাইল দূরে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৮০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। (অক্ষা° ১১° ২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৬' পূঃ।) এখানে গবর্নমেন্টের সিনুকোনা গাছের চাস হয়।

নেড়ু মনগড়, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর জিবাঙ্কোড় রাজ্যের একটা তালুক বা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৪০ বর্গমাইল। সর্ব-সমেত ৬৮টা গ্রাম ইহার অন্তর্গত।

নেড়্যা (দেশজ) ইতর মুসলমান, চলিত নেড়ে।

নেৎ(দ্) (অব্য) নী-বিচ, বাহুলকাৎ তুচ্ বা নেদ-বিচ্ বাহ° চাদি°। ১ শব্দ। ২ প্রতিষেধ। ৩ সমুচ্চর। (মনোরমা)। ন-ইৎ নৈব, নহে, এইরূপ অর্থ।

“নেষদপচেত যাতে।” (গুরুয়জু° ২।১৭)

‘ন-ইৎ এবার্থে নৈব’ (মহীধর।)

নেত (দেশজ) উৎকৃষ্ট বস্ত্রবিশেষ।

“নেতের পতাকা উড়ে মন্দিরে মন্দিরে।” (জয়ানন্দ চৈতন্যম°)

নেতব্য (জি) নী-তব্য। ১ নেতব্য। গ্রহণীয়। ২ প্রাপণীয়।

নেতা (দেশজ) গৃহপরিষ্কারার্থ ছিন্ন বস্ত্র। গোবর ও মাটি গুলিয়া ছেঁড়া কাপড় দিয়া গৃহ পরিষ্কার করা হইয়া থাকে, ঐ ছিন্ন বস্ত্রের নাম নেতা।

নেতা (দেশজ) নায়ক, পরিচালক। [নেতৃ দেখ।]

নেতাজী পালকর, একজন মহারাষ্ট্রসর্দার। তিনি ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে, শিবাজীর আদেশমত অঝারোহী মহারাষ্ট্রীয়সৈন্য লইয়া দাক্ষিণাত্যের মোগলরাজ্য লুট করিতে অগ্রসর হন। এই সময়ে তিনি অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত প্রত্যেক গ্রাম ধ্বংস ও প্রত্যেক নগর লুটপাট করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কতক করও ধাৰ্য্য করিয়া লইলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করিয়া আরজাবাদের পার্শ্বস্থিত গ্রামে বাইরা উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে আরীর-উল্-ওমরা সারেক্তা খাঁ রাজকুমার মুআজিমের পদে দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিগ্ৰহণ করিয়াছিলেন। এই উপজন্ম দমনের জন্ত তিনি অসংখ্য সেনাবল লইয়া আরজাবাদ হইতে আন্ধ্রদেশনগর ও পেডুগাঁও অতিক্রম করিয়া পুণা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে বখন সারেক্তা খাঁ পুণায়

* এই স্থান সম্ভবতঃ তিরুবেলবেলী বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ পাণ্ড্যরাজ উত্তরদিক্ অথবা সিংহল হইতে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পরাজয় মধ্যেই পলায়ন করেন এবং তৎপরে পরাজিত শত্রুগণকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। (Ind. Ant. XXII. p. 63.)

অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে নেতাজী আক্ষদনগরের নিকটবর্তী গ্রামসমূহ জালাইয়া দিয়া ধানি লুট করিতে আরম্ভ করিলে, সারেন্তা খাঁর একদল সৈন্য আসিয়া তাঁহার উপর পড়ে। এই সময়ে উত্তর পক্ষে বোরতর যুদ্ধ হয়। পরে যখন নেতাজী দেখিলেন জয়ের সম্ভাবনা অতি অল্প, তখন তিনি পলাইতে উত্তোগী হইলে, বিজাপুরের সেনাধ্যক্ষ রত্নম-জয়ান্ তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষরূপে আহত হন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যপর্ষন্ত তিনি পুনরায় এই সমস্ত প্রদেশ লুট করেন। অবশেষে ১৬৬৫ সালের আগষ্টমাসে মহারাত্রিকেশরী শিবাজী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন, উভয়ে আক্ষদনগর ও আরম্বাদেবের নিকটস্থ স্থানসমূহ লুট করিয়া বহু রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নেতাদেবী, তৈরবিবিশেষ। নেপালের নেবার জাতীয়েরা ইহাকে শক্তির অংশ ভাবিয়া পূজা করেন। নেপাল-রাজধানী কাঠমান্ডুতে যে তৈরবমূর্তি আছে, ইনি তাঁহার সঙ্গিনী। বিষকাটী-উৎসবের কিছু পূর্বে কাটমাণ্ডু সহরে ইহার সম্মানের জন্য নেপালবাসীরা প্রতি বৎসর মহোৎসব করেন। এই মহোৎসবে স্বয়ং নেপালরাজ ও তাঁহার অধীনস্থসদস্যগণ এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু মতাবলম্বী সকলেই যোগদান করিয়া থাকেন। এই উৎসব নেতাদেবীর-যাত্রা নামে পরিচিত।

নেতি (পুং) হটযোগভেদ। (হটযোগ ২২২)

নেতীযোগ (পুং) হটযোগভেদ। এই যোগের বিষয় ঋত-যামলের উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—

“নেতীযোগবিধানানি শৃণু বীরপুজিত।
যেন সর্ব মন্তকস্থ কফানাং দাহনং ভবেৎ ॥
স্বপ্নস্বপ্নে দৃঢ়তরং প্রদ্যায়ান্সিকাবিলে।
মুখরন্ধ্রে সমানীয় সন্ধানে সমাপ্রিয়েৎ ॥
পুনঃ পুনঃ সদা যোগী যাতয়াতেন ঘর্ষয়েৎ।
ক্রমেণ বর্ধনং কুর্যাৎ সূক্ষ্ম পরমেখর।
নেতীযোগেন নাসায়া রন্ধুং নিখলকং ভবেৎ ॥”(হটযোগ)

নেতীযোগের বিধান বলিতেছি, যে নেতীযোগ অবলম্বন করিলে, সকলের মন্তকস্থিত কফের নাশ হইয়া থাকে। এই যোগ করিতে হইলে প্রথমে একটি দৃঢ় স্বপ্নস্বপ্ন নাসারন্ধ্রে দিয়া মুখমধ্য হইতে বাহির করিতে হইবে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে ক্রমে স্বপ্ন একটু করিয়া স্থল করিয়া দিতে হইবে। এই নেতীযোগ করিলে নাসারন্ধ্র নিখল হয়।

নেতুড় (বেশজ) পরম্পর সংলগ্ন বা লুঠ, জড়াইয়া থাকা।

নেতু (পুং) নয়তি নী-তুহ। ১ প্রত্ন। ২ নির্বাহক। ৩

নারক। ৪ প্রবর্তক। ৫ প্রাপক। (পুং) ৬ নিষব্ধক। (রাজঃ) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩১৪২৩৭)

নেতু (স্ত্রী) নেতুর্ভাষা, নেতু স্ব। নারকতা, অধ্যাক্তা।

নেতুমৎ (ত্রি) নেতুংক, নারকরূপে নিযুক্ত। অয়িআনয়নকারী।

“তা বা এতাঃ প্রবতোঃ নেতুমতাঃ পথিমতাঃ”

(ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ১২।৪)

নেতুেকল, দাক্ষিণাত্যের বেঙ্গারী জেলার আদোনি তালুকের অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে পর্বতগোপরে আত্মনেদের একটি মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরপীঠস্থানের নিকটে একখানি প্রস্তরের উপর তৈলঙ্গী ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি আছে। এই গ্রাম ও শস্তগল গ্রামের গীমার মধ্যভাগে আর একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়।

নেত্রে (স্ত্রী) নীরতে নয়তি বানেনেতি নী-করণে ট্রন্ (দারী শসেতি। পা ৩।২।১৮২) চকু, নয়ন।

“নাভয়ন্তীং স্বকে নেত্রে মচাভাকামানুভাম্।

ন শত্রেৎ প্রসবন্তীক তেজকামো দ্বিজোভমঃ ॥” (মহু ৪।৪৪)

২ মন্থনাম। ৩ বস্ত্রভেদ। ৪ বৃক্ষল। ৫ রণ। ৬ জটী।

৭ নাড়ী। ৮ প্রাপিতা। ৯ নয়নসাধন। (ত্রি) ১০ প্রবর্তক। (স্ত্রী) ১১ বস্ত্রিশালকা। ১২ চকুর গোলকহিত বহিদেবতাক তৈজস ইন্দ্রিয়ভেদ। (পুং) ১৩ হৈহয়-নৃপপুত্র-ভেদ। (ভাগ্ ৯।২৩।৬৬) ১৪ বিষসংখ্যা, নেত্রশঙ্কে ২ অঙ্ক ব্যাখ্য।

নেত্রকনীনিকা (স্ত্রী) নেত্রয়োঃ চকুযোঃ কনীনিকা। চকুর তারা।

নেত্রকোষ (পুং) নেত্রয়োঃ কোষঃ। নেত্রগটল।

নেত্রচ্ছদ (পুং) নেত্রে ছালাতেহনেতি ছদ-পিচ্-ক, ততো হ্রস্বঃ। নেত্রপিধারক চর্মপট, চখের পাতা, চকুঃপদ্ম।

নেত্রজ (ত্রি) নেত্রাৎ জারতে জন-জ। নেত্রজাত, চকুর জল।

নেত্রজল (স্ত্রী) নেত্রগোর্জলম্। চকু হইতে পতিত জল, অশ্রু।

নেত্রতা (স্ত্রী) নেত্রস্ত ভাবঃ নেত্র-তল-টীপ্। নেত্রের ভাব ও ধর্ম।

নেত্রপর্যাস্ত (পুং) নেত্রয়োঃ পর্যাস্তঃ অন্তঃ কোণঃ সীমা।

১ অপাক, চকুর কোণ। (ত্রি) ২ নেত্রাবধিক, নেত্র অবধি।

নেত্রপাক (পুং) নেত্রযোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

“কুটো মুহঃ অবৈদ্যসমুক্ষীতাসু পিচ্ছিলম্।

সংরঞ্জী পচাতে বশ্চ নেত্রপাকঃ শ শোককঃ ॥”(সুশ্রুত উত্তঃ)

কণ্ডু, উপদেহ অর্থাৎ পাতাজোড়ালগা, অশ্রুপাত, পক উড়ুয়ের দ্বার আকার, দাহ, সংহর্ষ, তান্রবর্ণ, তোল, গোরব, শোক, মুহুঃস্থঃ উক, শীতল ও পিচ্ছিল আবাবসংগত এবং

পাকিয়া উঠা। এই সকল লক্ষণ হইলে শোথ নেত্রপাক এবং শোথ না থাকিলে অশোথ নেত্রপাক জানিতে হইবে। (জ্বরজ্ঞ)
নেত্রপিণ্ড (পুং) নেত্রঃ পিণ্ড ইব যন্ত। ১ বিড়াল। জিহ্বাং জাতিত্যাং জীব। (স্ত্রী) ২ নেত্রগোলক।

নেত্রপুষ্করা (স্ত্রী) নেত্রয়োঃ পুষ্করা জলং যন্তাঃ যৎসেবনা-
দিতার্থঃ। রত্নজটা লতা, রত্নরাড় গাছ।

নেত্রপ্রবন্ধ (পুং) নেত্রে প্রবধাতেহেনৈন প্র-বন্ধ-করণে লুট।
নেত্রপুট।

“কর্ণবোতঃ সূকুমারকঞ্চ নরনপ্রবন্ধমসম।” (বৃহৎসং ৫৮।৭)

নেত্রপ্রসাদনকৰ্ম্ম (স্ত্রী) চক্ষুঃপ্রসাদনকার্যাবিশেষ। যে
কার্য করিলে চক্ষুঃ প্রসন্ন হয় এবং দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে;
যেমন কঙ্কল ইত্যাদি।

নেত্রবন্ধ (পুং) নেত্রবোঁধঃ ৩তং। চক্ষুঃস্থয়ের আবরণরূপ
বালক্রোড়াবিশেষ। না জানিতে পারে এইরূপে পশ্চাদ্ধিক
হইতে আনিয়া হস্ত দিয়া চক্ষু আবরণ করাকে নেত্রবন্ধ কহে,
ইহা বালকদিগের একপ্রকার ক্রীড়া। চোখফুটল, কাণামাছি।

“অদৃশ্যনেত্রবন্ধস্যোঃ কচিমৃগবগেহয়া।” (ভারত ১০।১৮।৮)

নেত্রমল (স্ত্রী) নেত্রমৌলম্। চক্ষুর মল, দূষিকা, পিচুটা।

নেত্রমীনা (স্ত্রী) নেত্রয়োঃ মীনা মুত্রাণং যন্তাঃ, পূয়োদরাদিত্যাং
লত ন। যবতিজা লতা। (রাশনিং) ইহা সেবনে নেত্র
মীলন হয়। ‘নেত্রমীলা’ এইরূপ পাঠই সাধু।

নেত্রমুন্ (ত্রি) নেত্রং তৎপ্রচারং মুখাতি মুখ-কিপ্। দৃষ্টির
উপঘাতক, দৃষ্টিপ্রচারণাশক।

“বহন্তি যে নেত্রমুখং দিব্যং মায়াময়ং রথম্।” (ভাণ্ড বনপং ৪২ অঃ)

নেত্রযোনি (পুং) নেত্রাণি যোনিভিজাতানি যন্ত, নেত্রাণি যোনয়
ইব যন্ত ইতি বা। ইন্দ্র, গোতমের শাপে ইন্দ্রশরীরে সহস্র-
যোনি হয়, পরে তাহাই নেত্রাকারে পরিণত হয়, এই কল্প
তাঁহাকে নেত্রযোনি কহে। নেত্রঃ অত্রিলোচনং যোনিরুৎ-
পত্তিকারণং যন্ত। ২ চক্ষু, চক্ষু অত্রিলোচন হইতে উদ্ভূত
হইয়াছিলেন, এই কল্প তাঁহাকেও নেত্রযোনি কহে।

নেত্ররঞ্জন (স্ত্রী) নেত্রে রজাতে অনেন রঞ্জ করণে লুট।
কঙ্কল, কাজল।

“এষ নৌ কথিতো ধূপঃ পুণ্ড্রাত নেত্ররঞ্জনম্।

যেন তুযাতি কামাখ্যা ত্রিপুরা বৈষ্ণবী তথা॥” (কালীপুং ৭৯)

কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—অঙ্গনের মধ্যে
সৌবীর, ভাষল, তুখ, ময়ূর, ত্রিকর, দর্শিকা এবং মেঘনীল এই
৬ প্রকারই প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে সৌবীর অবরূপ, যামুন, প্রসন্নর,
ময়ূর ও ত্রিকর রত্ন, মেঘনীল তৈজস—ইহাদিগকে শিলাপাটে
অথবা তৈজসপাত্রে বসিয়া রস বাহির করিয়া দেবদেবীকে

দিতে হইবে। তামাদি পাত্রে ঘৃত ও তৈলাদি লিপ্ত করিয়া
অমিতে ভাতাইলে যে কাজল হয়, তাহাকে দর্শিকা কহে।
সকল প্রকার কাজলের অভাবে দেবীকে দর্শিকাজল দিতে
হইবে। বিধবা কাজল প্রস্তুত করিলে তাহা দেবীকে দেওয়া
যায় না। (কালিকাপুং ৭৯ অঃ)

নেত্ররুজ্জ (স্ত্রী) রুজ-কিপ্, নেত্রয়োঃ রুজ্। নেত্রপীড়া,
নেত্ররোগ।

নেত্ররোগ (পুং) নেত্রয়োঃ রোগঃ। চক্ষুঃপীড়া। এই রোগের
বিষয় হুঙ্কতে এইরূপ লিখিত আছে—

নিজ বুদ্ধাক্ষুষ্ঠের উদরদেশের পরিমাণ ছই অঙ্গুলি নেত্র
বৃদ্ধবৃদের বিস্তার। সমুদায়ে ইহার পরিমাণ সার্ক ছই অঙ্গুল।
ইহার আকার গোস্তনের দ্বার স্ববৃত্ত এবং সকল ভূতের গুল
হইতে উৎপন্ন। নেত্রবৃদ্ধবৃদের মাংস ক্ষিতি হইতে, রক্ত অগ্নি
হইতে, কৃষ্ণভাগ বায়ু হইতে, শ্বेतভাগ জল হইতে এবং অশ্রুমার্গ
আকাশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। নেত্রের তৃতীয়াংশ কৃষ্ণমণ্ডল
এবং দৃষ্টিস্থান কৃষ্ণমণ্ডলের সপ্তমাংশ। নেত্রস্থয়ের মণ্ডল ৫, সন্ধি
৬ ও পটল ৫টি। ৫ মণ্ডল, যথা—পদ্মমণ্ডল, বস্মমণ্ডল, শ্বेत-
মণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডল। ইহাদের প্রত্যেককে যথা-
ক্রমে পরেরটি পূর্কটীর মধ্যগত। সন্ধি ৬ প্রকার, যথা—
পদ্ম ও বস্মমধ্যগত সন্ধি, বস্ম ও শুক্লের মধ্যগত সন্ধি,
শুক্ল ও কৃষ্ণের মধ্যগত সন্ধি, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের
মধ্যগত সন্ধি, কলীনিকা ও অপাঙ্গগত সন্ধি। প্রথম পটল
তেজজলাশ্রিত, দ্বিতীয় মাংসাশ্রিত, তৃতীয় মেদ আশ্রিত,
চতুর্থ অস্থি আশ্রিত, পঞ্চম দৃষ্টিমণ্ডলাশ্রিত। উর্দ্ধগত
শিরাধারী দোষসমূহ দ্বারা নেত্রভাগে দারুণ রোগ সকল
হয়। আবিলাতা, সংরক্ত (কটকটানি), অশ্রুপতন, গুরুত্ব,
দাহ, রাগ প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে অথবা নেত্রবস্মকোষে শূক
পূর্ণের দ্বার অর্থাৎ যেন কাটা কুটির আছে এরূপ বোধ
হইলে কিংবা নেত্রের প্রকৃতরূপ বা পূর্কোক্তরূপে ত্রিরাশক্তির
ব্যাঘাত ঘটিলে নেত্রদোষগুরু বলিয়া জানিতে হইবে। এই-
রূপ অবস্থা হইলেই উত্তমরূপে চিকিৎসা বিধেয়। নেত্র-
রোগের নিদান—উষ্ণাভিতাপ, জলপ্রবেশ, দূরদর্শন, স্বপ্ন-
বিপর্যায় অর্থাৎ দিব্যভাগে নিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, স্থিরদৃষ্টি,
রোদন, শোক, কোপ, ক্রোধ, অভিঘাত, অভিভৈধুন, শুক্ল,
কাজী, অন্ন, কুলখ ও মাষকলাই সেবন, বেগধারণ, অথবা
শ্বেদ, রজো বা ধূমসেবন, বমনের ব্যাঘাত বা অভিযোগ,
বাস্পবেগধারণ এবং সূক্ষ্মদর্শন নিরীক্ষণ এই সকল কারণে
দোষ কুপিত হইয়া নেত্ররোগ জন্মে। এই নেত্ররোগ ৭৬
প্রকার। ইহার মধ্যে বায়ুজন্ম দশবিধ, ককজন্ম ত্রয়োবিধ,

রক্তমল্ল বোদ্ধ, সন্নিপাতক পঞ্চবিংশতি ও বাহরোগ দুই প্রকার। ইহার মধ্যে হতাবিমহ, নিমেষদৃষ্টিগত, গম্ভীরিকা ও বাতহতবন্ধন, বায়ু ক্রম চক্ররোগের মধ্যে এইগুলি অসাধ্য। বায়ু কাচরোগ যাঁপা, এবং অন্ততোবাত, শুকাক্ষিপাক, অধিমহ, অভিযান, এবং মারুত এই সকল রোগ সাধ্য। পিত্তজ রোগের মধ্যে হ্রস্বভাতা, জলশ্রাব, পরিম্নায়ী, এবং শীলীরোগ অসাধ্য। কাচরোগ, অভিযান, অধিমহ, অম্মাভূষিত-দৃষ্টি, শুকিকা, পিত্তবিলম্বদৃষ্টি, পোথকী, এবং লগণ এইগুলি যাঁপা। কফজাত নেত্ররোগের মধ্যে শ্রাবরোগ অসাধ্য, কাচরোগ যাঁপা। অভিযান, অধিমহ, বলান-গ্রথিত, শ্লেষ-বিলম্ব দৃষ্টি, পোথকী, লগণ, কুমিগ্রহি, ক্লিন্নবন্ধ ও শ্লেষাপনার্হ, শ্লেষজ রোগ মধ্যে এইগুলি সাধ্য। রক্তজাত নেত্ররোগ মধ্যে রক্তশ্রাব, অজকা, শোণিতার্হ, অবলম্বিত এবং শুক্ররোগ অসাধ্য। রক্তজ কাচরোগ যাঁপা এবং মহ, অভিযান, ক্লিষ্টবন্ধ, হর্ষোৎপাত, সিরাজ, অঞ্জম, সিরাজাল, পর্কণী, অত্রণ, শুক্র, শোণিতার্হ ও অর্জুন এইগুলি সাধ্য। পুণ্ড্রাব, নাকুলান্ধ, অক্ষিপাক ও অলজী এই রোগ সকল সর্বদোষজ, অতএব ইহা অসাধ্য। সন্নিপাতক কাচরোগ ও পক্ষাকোপরোগ যাঁপা। বদ্যাববন্ধ, শিড়কা, প্রস্তার্থ্য, মাংসার্হ, দ্বায়ার্হ, উৎসঙ্গিনী, পুণ্ড্রালস, অর্ধদৃষ্টাববন্ধ, অর্ধবন্ধ, শুক্রার্হ, শর্করাবন্ধ, সশোফ ও অশোফ এই দুই প্রকার পাকরোগ, বহলবন্ধ, অক্লিন্নবন্ধ, কুন্তীকা ও বিষবন্ধ, এই রোগ সকল সাধ্য। বাহু রোগ দুই প্রকার—সনিমিত্ত ও অনিমিত্ত।

নেত্ররোগ ৭৬ প্রকার, তাহাদের মধ্যে ৯টা সন্ধিগত, ২১ বর্জগত, ১১ শুক্রভাগস্থিত, ৪ ক্রকভাগস্থিত, ১৭ সর্কত্রগত, ১২ দৃষ্টিগত এবং দুই বাহুরোগ, এই সর্ব সমেত ৭৬ প্রকার।

নেত্রের সন্ধিগত রোগ ৯ প্রকার—পুণ্ড্রালস, উপনাস, পুণ্ড্রাশ্রাব, শ্লেষাশ্রাব, রক্তাশ্রাব, পিত্তাশ্রাব, পর্কণিকা, অলজী এবং কুমিগ্রহি। নেত্রের সন্ধিস্থানে পক্ষশোফ জন্মিয়া তাহা হইতে পুতিগন্ধবিশিষ্ট পুয় নির্গত হইলে, তাহাকে পুণ্ড্রালস রোগ কহে। তুশ্রুতে উত্তরতন্ত্রের ১ম অধ্যায় হইতে ৯ অধ্যায় পর্যন্ত নেত্ররোগের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

[প্রত্যেক বিভিন্ন রোগের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভাবপ্রকাশে নেত্ররোগাধিকারে নেত্রের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—বায়ু বীর বৃদ্ধাজলির দুই অংশ নিত্রমণ্ডলের পরিমাণ। পক্ষ, বন্ধ, বেষত, ক্রক ও দৃষ্টি এইগুলি নেত্রমণ্ডলের অঙ্গ। অঙ্গ দুইটা নেত্রমণ্ডলে ৭৮ প্রকার রোগ হয়। চরকের মতে ১৪ প্রকার। দৃষ্টিতে ১২ প্রকার। ক্রকগত ৪ প্রকার,

শুক্রগত ১১, বর্জগত ২১, পক্ষগত ২, সন্ধিগত ৯, এবং সমস্ত নেত্রব্যাপক ১৭ প্রকার।

নেত্ররোগের নিবান।—আতশাদি দ্বারা উত্তপ্ত ব্যক্তির জলে অবগাহনহেতু নয়নভেজের অভিতব, দূরহ বন্ধদর্শন, নিত্রাবিশর্ষার অর্থাৎ নিবানিত্রা ও সাত্ত্বিকাগরণ, অম্মাদি দ্বারা উপঘাত, নেত্রের দুলি বা ধুমপ্রবেশ, বমনবেগ-ধারণ, অত্যন্তবমন, শুক্র, আরনাল, জল, কুলথকলায় ও মাষকলায় অতিরিক্ত সেবন, মলমূত্রের বেগধারণ, অতিশয় ক্রন্দন, শোকজন্ত সন্তাপ, যন্তকে আঘাত, ক্রন্তগামী যানে আরোহণ, ঋতুবিপর্যয়, দৈহিক ক্রেশপ্রযুক্ত অভিতাপ, অতিরিক্তদ্রীপস্রব, অশ্রুবেগধারণ, এবং অতিশয় বন্ধদর্শন, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া নেত্ররোগ উৎপাদন করে। পূর্কোক্ত কারণে প্রকুপিত দোষ শিরাসমূহ দ্বারা উর্ক দেশকে আশ্রয় করিয়া নেত্রপীড়াদায়ক হয়।

নেত্রদৃষ্টির লক্ষণ—দৃষ্টি ক্রমমণ্ডলের মধ্যস্থিত ময়ূরদলের অর্থাৎ অর্দেক ময়ূরের পরিমাণ, নিমেষ বিষয়ে ক্রোনাকি পোকার জায়, এবং নিমেষ অভাবে অধিকগার জায় দোতমান, সচ্ছিত্র, বাহুপটল-আবৃত এবং উহা নীতসাম্য অর্থাৎ নীত ক্রিয়াতে প্রশান্ত থাকে, ইহা পক্ষভূতাত্মক ও চিরস্থায়ী ভেদোন্ময়।

পটল-বিবরণ—বাহুপটল রসরক্তাশ্রিত, দ্বিতীয় পটল মাংসাশ্রিত, তৃতীয় পটল মেদমাংসাশ্রিত, এবং চতুর্থ পটল কাল-কাহ্নিসংস্থিত। পটলসমূহের স্থিরতা নেত্রমণ্ডলের পক্ষ-মাংসের এক অংশ। প্রথম পটলে দোষসঞ্চয় হইলে রোগী কখন অস্পষ্ট এবং কখনও স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। দ্বিতীয়ে দোষ সঞ্চিত হইলে স্পষ্টরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। মক্ষিকা, মশক, কেশ, জালক, মণ্ডল, পতাকা, মরীচি ও কুণ্ডলাকৃতি দর্শন হয়, কখনও বা জলপ্রাবিতবৎ বা দৃষ্টি-অন্ধকার ইত্যাদি বিবিধ প্রকার প্রতিক্রিয়া দর্শন করে, এবং দৃষ্টিভ্রমহেতু দূরহ বন্ধকে সঙ্গীপবর্তী ও সঙ্গীপহ বন্ধকে দূরহ বোধ হয়। অতিশয় চেষ্টা করিলেও হৃদিকাহ্নি দর্শনে সমর্থ হয় না।

তৃতীয় পটলগত দোষের বিবরণ।—তৃতীয় পটলে দোষ আশ্রয় করিলে উর্দ্ধদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, অধোদিকে কিছুই দেখা যায় না। উর্দ্ধদিকে স্থলাকার পদার্থ সকল বজ্রাবৃতের জায় বোধ হয়, এবং প্রাপিসমূহের কর্ণ, নাসিকা ও চক্ষু বিকৃত দেখায়। উহাতে যে দোষ বলবৎ হইয়া কুপিত হয়, সেই দোষ অনুসারে ঐ সকল বন্ধ যুক্ত ভাবে দৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাতাদিগত হইলে অরুণবর্ণ, পিত্তাদিগত হইলে পীত বা নীলবর্ণ, কফাদিগত

গুরুবর্ণ দৃষ্ট হয়। পটলের অগোদে দোষ অবস্থান করিলে সূর্যপঙ্খিত বস্ত্র, উদ্ধদেশে দোষ অবস্থিত করিলে সূর্য বস্ত্র, এবং দোষপার্শ্বস্থ হইলে পার্শ্বস্থিত বস্ত্র দেখা যায় না। পটলের সর্গস্থান বাপিয়া দোষ থাকিলে তিন্ত্র ভিন্ন রূপ মিলিত ভাবে দৃষ্ট হয়। দোষ মধ্যস্থ হইলে বৃহৎ বস্ত্রকে ছোট দেখায়, দোষ ত্রিধাক ভাবে থাকিলে এক জ্বা ছুইটীর জ্ঞায় দেখা যায়, দুইপার্শ্বে থাকিলে এক বস্ত্র দ্বিধাকৃত এবং একস্থানে স্থিরভাবে না থাকিলে এক বস্ত্রকে বহুসংখ্যক বলিয়া বোধ হয়।

বাহু পটল দোষের বিবরণ—কুপিতদোষ বাহুপটলে অবস্থান করিলে সর্বতোভাবে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়। ইহাই কাহারও কাহারও মতে তিমির বা লিঙ্গনাশরোগ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। (ভাষ্যে ৪ ভাগ।) [ইহার অজ্ঞাত বিবরণ চক্ষুরোগ দেখ।]

সুশ্রুতে নেত্রের সর্গস্থানগত রোগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—অভিযানরোগ চারিপ্রকার, অধিমহুরোগ ৪, শোফ-যুক্ত পাক, শোফহীনপাক, হতামিমহ, অনিলপর্ধ্যায়, শুকাক্ষিপাক, অগ্রতোবাত, অন্নাদুযিতাদৃষ্টি, সিরোংপাত এবং সিরাহর্ষ এই সকল প্রকার নেত্ররোগ প্রায় অভিযান জন্ম জন্মে। এই অভিযানরোগ জন্মিবামাত্রই প্রতীকার করা কর্তব্য। বায়ু জন্ম অভিযান হইলে নেত্রের শুকতা, সত্ত্বর্ণ (কুটুহুনি), পুরুষভাব, শুকতা এবং তাহা হইতে শীতল অশ্রুপাত এবং শিরোদেশে অভিভাণ, এই সকল লক্ষণ জন্মে। পিত্তকর্ষক অভিযানরোগ জন্মিলে নেত্রে দাহ, পাক, শীতপ্রিয়তা, ধূম ও বাষ্পের উল্লম, উষ্ণ অশ্রুপাত, এই সকল লক্ষণ এবং নেত্র শীতবর্ণ হয়। কফজন্ম অভিযানরোগ হইলে নেত্রে উষ্ণম্পর্শে অভিলাষ, শুকতা, শোফকণ্ড পক্ষ্মসংলগ্ন শীতলতা এবং মুহুমুহঃ পিচ্ছিলস্রাব এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। রক্তজন্ম অভিযানে নেত্র রক্তবর্ণ হয় ও রক্তবর্ণ আঞ্জী সমস্ত তাহাতে দৃষ্ট হয়, নেত্রের খেতভাগ পর্যন্ত অত্যন্তরক্তবর্ণ হয় ও তাহা হইতে তাম্রবর্ণ অশ্রুপতন এবং পিত্তজ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ইহার যথাবিধানে প্রতীকার না করিলে ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি হইয়া অধিমহুরোগ জন্মে। এই অধিমহু হইলে নরনে তীব্র বেদনা এবং নেত্র উৎপাটিত বা মথিত হওয়ার জ্ঞায় বাতনা হয় এবং শিরোদেশের অর্ধ ভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। বায়ুজ অধিমহু নেত্রে উৎপাটিত ও মথিতের জ্ঞায় বেদনা হয়, ও তাহাতে সংখর্ব, তোদ, ভেল, সংরক্ত, আবিলতা, আকুঞ্চন, আক্ষোভন, আখান, কম্প, এবং বাধা, এই সকল উপদ্রব হইয়া শিরোদেশের অর্ধভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। পিত্তজ অধিমহু নেত্র রক্তবর্ণ, আঞ্জীতে পরিপূর্ণ, আবিলশিষ্ট, অমি বা ক্ষার কর্তৃক ঘর্ষের জ্ঞায় বাতনাদুষ্ক হয়; কুলিয়া ও পাকিয়া উঠে। শরীরে

বেদ নির্ভর হয়, দৃষ্টি শীতবর্ণ, মুহুর্বা ও শিরোদেশে দাহ জন্মে। স্নেহজন্ম অধিমহু শোখ, অন্ন সংরক্ত, ভ্রাব, শৈত্য, পৌরব, পিচ্ছিলতা এবং নেত্রহর্ষ, নেত্রে এই সকল উপদ্রব হয় দৃষ্টি আবিল এবং সকল পদার্থ পাণ্ড পূর্ণের জ্ঞায় দেখে। নাসিকার আখান ও মস্তকে ব্যতনা হয়। রক্তজন্ম অভিযানে নেত্র রক্তবর্ণ ও তোদবিশিষ্ট, চক্ষুর্দিকে অমিশ্রলুপ বোধ এবং সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল রক্তময় বলিয়া বোধ হয়, স্পর্শ সূক্ষ্ম হয় না। অধিমহু রোগ স্নেহজন্ম হইলে সপ্তরাত্রি, রক্ত জন্ম হইলে পঞ্চরাত্রি, বায়ু জন্ম হইলে ষড়্রাত্রি, এবং পিত্তজন্ম হইলে মিথ্যাচারপ্রযুক্ত সদাই দৃষ্টি নশ হয়।

কণ্ডু, উপদ্রব (পাতা ভোক্তা লাগা), অশ্রুপাত, পক উদ্ভূ-য়ের জ্ঞায় আকার, দাহ, সংখর্ব, তাম্রবর্ণ, তোদ, পৌরব, শোফ, মুহুমুহঃ উষ্ণ, শীতল ও পিচ্ছিল আশ্রাব, সংরক্ত ও পাকিয়া উঠা, সশোফ নেত্রপাকের এই সকল লক্ষণ। অশোফ নেত্রপাকে শোফ বাতীত অপর সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। নেত্রের আভ্যন্তরিক শিরাতে বায়ুস্থিত হইয়া দৃষ্টিকে প্রতি-ক্ষেপণপূর্বক হতামিমহ নামে অসাধ্য রোগ জন্মে। কুপিত বায়ু পক্ষ্মঘর ও জ্বর আশ্রয় করিয়া সঞ্চারণপূর্বক কখন বা ক্রমগে, কখন বা পক্ষ্মমধ্যে বেদনা জন্মে, ইহাকে বাতপর্ধ্যায় কহে। নেত্রবয় কঠিন ও রুদ্ধ হইলে অথবা দৃষ্টি আবিল হইলে এবং নেত্র উন্মীলন করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইলে শুকাক্ষিপাক বলা যায়। অন্ন বা বিদাহী জ্বা ভোজন করিলে নেত্র অত্যন্ত কুলিয়া উঠে ও নীল আভ্যুজ রক্তবর্ণ হয়, ইহাকে অন্নাদুযিত দৃষ্টি বলে। বেদনা থাকুক না থাকুক সমস্ত চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে শিরোংপাতরোগ বলে। এইরূপ কিছুদিন থাকিলে নেত্র হইতে তাম্রবর্ণ আশ্রাব হয় ও রোগী দেখিতে পায় না।

(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬ অঃ) [অজ্ঞাত বিবরণ ও চিকিৎসা ততদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নেত্ররোগহন (পুং) নেত্ররোগ হন্তি হন-কিপ্। বৃষ্টিকালী বৃক্ষ। চলিত বিছুটা গাছ, ইহাতে নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

নেত্ররোমন (স্ত্রী) নেত্ররোঃ রোম। নেত্রপক্ষ। (হেম)
নেত্রবস্ত্র (স্ত্রী) নেত্ররোবস্ত্রমিব আচ্ছাদকং। নেত্রজ্বল, চলিত চক্ষুর পাতা।

নেত্রবস্তি (ত্রি) পিচকারির জ্ঞায় যন্ত্রভেদ। (সুশ্রুত)

নেত্রবারি (স্ত্রী) নেত্ররোধারি। অক্ষজল।

নেত্রবিষ্ (স্ত্রী) নেত্ররোধিষ্টি। নেত্রযল, পিচুটি।

“নেত্রবিষ্ চক্ষুঃ সোহো বাতুনো ক্রমশো মলাঃ।” (সুশ্রুত)

নেত্রবিষ (পুং) নেত্রে বিধং বস্ত্র। বিষদর্পভেদ।

“আশীবিবান্ নেত্রবিবান্ কোপয়েত পতিতঃ।” (ভা° ২।৬২ অঃ)

দিবা-সর্পিদিগের দৃষ্টি ও নিবাসে বিব আছে।

“দৃষ্টিনিবাসবিধা দিবাঃ সর্পাঃ।” (সুশ্রুত)

নেত্রোত্তম (পুং) নেত্রয়োঃ উত্তমঃ ৩তৎ। চক্ষুদ্বয়ের উন্নীলনাদি ব্যাপারসাহিত্য।

“নেত্রোত্তমং নিমেষকং তৃষ্ণাং কাসং প্রজাগমম্।

লভতে দন্তচালকং তান্ধান্তান্ধাপত্রবান্॥” (সুশ্রুত)

নেত্রোপ্তন (স্ত্রী) নেত্রয়োঃ অপ্তনং। কঙ্কল, শূন্য। নেত্র-
লেপে মাত্র।

নেত্রোনন্দ, জয়বাত্রা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

নেত্রোন্ত (পুং) নেত্রয়োঃ অন্তঃ। অপাকদেশ।

“নেত্রোন্তপাদকরতাধরোষ্ঠীজিহ্বাঃ

রক্তানখাশ্চ থলু সপ্তসুধাবহানি।” (বৃহৎসং ৬৮ অঃ)

নেত্রোভিষ্যন্দ (পুং) নেত্রয়োঃ অভিষ্যন্দঃ ৬তৎ। নেত্ররোগ-
ভেদ। অভিষ্যন্দরোগ, এই রোগ সংক্রামক।

“প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজননাৎ।

সহ শয্যাসনাক্রাপি বস্ত্রমালায়ুলেপনাৎ॥

কুষ্ঠং অরুচ্য শোণকং নেত্রোভিষ্যন্দং এব চ।

উপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরানরম্॥” (সুশ্রুত)

প্রসঙ্গ, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যা
শয়ন, একত্র উপবেশন, এক বস্ত্রপরিধান ও মালা প্রভৃতি
লেপন হেতু কুষ্ঠ, জ্বর, শোথ, নেত্রোভিষ্যন্দ ও উপসর্গিক রোগ
সকল এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়।

সর্বনেত্রগত অভিষ্যন্দরোগ চারিপ্রকার—বাতজ, পিত্তজ,
কফজ ও রক্তজ। এই রোগে নেত্রে দুঃসহ বেদনা হয়।

বাতজ-অভিষ্যন্দরোগে নেত্রস্থিতিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত, জড়-
ভাবাপন্ন, রুদ্ধ ও শুষ্কভাববিশিষ্ট হয়, উহাতে বালুকাপতনের
ভ্রায় কন্ কন্ করে এবং উহা হইতে শীতল অশ্রুস্রাব হয় এবং
রোগীর শিরঃশূল ও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক-অভিষ্যন্দ—ইহাতে নেত্রগ্রাহ ও পাকযুক্ত, উষ্ণ ও
শীতবর্ণ হয়, চক্ষু হইতে ধূমোলগমবৎ বোঁধ এবং অত্যন্ত অশ্রু-
নির্গম হয়। নেত্রে শীতক্রিয়া করিলে সুখানুভব হইতে থাকে।

ক্লেমিক-অভিষ্যন্দ—ইহাতে চক্ষু শুষ্ক, শোথ, কণ্ডুযুক্ত,
ক্লিষ্ট ও শীতল হয় এবং চক্ষু হইতে বারংবার পিচ্ছিলস্রাব নির্গত
হইয়া থাকে, এই রোগে উষ্ণক্রিয়াঘারা সুখানুভব হইয়া থাকে।

রক্তজ-অভিষ্যন্দ—ইহাতে চক্ষু তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ হয়,
নেত্রের চক্ষুস্পার্শ্ব শিরাসমূহ অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয় এবং পৈত্তিক
অভিষ্যানের সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে। এই রোগ উপযুক্ত-
রূপে চিকিৎসিত না হইলে ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া অধিমহরোগ
হয়। (ভাবপ্রকাশ ৪র্থ ভাগ।)

ইহার চিকিৎসা—বালুকাজ অভিষ্যন্দ বা অধিমহ হইলে
পুরাতন ঘৃতঘারা নিষ্পদ করিবে, যথাবিধি ক্রমে শ্বেদ প্রয়োগ
এবং শিরাবেধনপূর্বক রক্তমোক্ষণ করিবে। ইহাতে তর্পণ,
পুটপাক, ঘৃম, আশ্যোতন, নভ, বেহণরিষেচন, শিরোবিষেচন,
জলচর বা জলীয় দেশের বাতর পত্তর মাংস অথবা অন্নকাথের
পরিষেচন কর্তব্য। ঘৃত, বসা, মেদ ও মজ্জা একত্র উষ্ণ
করিয়া প্রয়োগ করিলে এই রোগ ভাল হয়, ইত্যাদি। সুশ্রুতে
উত্তরতন্ত্রের ৯ হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই নেত্রোভিষ্যানের
বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। (সুশ্রুত)

নেত্রোময় (পুং) নেত্রস্ত আমরো রোগঃ। চক্ষুরোগ।

“বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎক্লেমিকভিষ্যন্দতুর্বিধঃ।

প্রায়শ জায়তে ধোরঃ সর্বনেত্রোময়াকরঃ॥” (মাধবকর)

নেত্রোম্মু (স্ত্রী) নেত্রস্ত অম্মু জলম্। অশ্রু, চক্ষুর জল।

নেত্রোন্তসু (স্ত্রী) নেত্রস্ত অন্তঃ। অশ্রু।

নেত্রোরি (পুং) নেত্রস্ত অরিঃ শত্রুঃ। সেহগুহক, চলিত
মনসা (সিজ্ গাছ)। (রাজনি)

নেত্রোবতী, মাহাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কাণাড়া জেলার প্রবা-
হিত একটা নদী। অক্ষা° ১৩° ১০' ১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°
২৬' ২০" পূর্বের উত্তিতে হইয়া পশ্চিমাভিমুখে মঙ্গলুরের নিকট
(অক্ষা° ১২° ৫০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫২' ৪০" পূঃ) সাগরে
আসিয়া মিশিয়াছে। কুমারদারি নামক আর একটা শাখা নদী
উপলব্ধি গ্রামের নিকট আসিয়া উহার সহিত মিলিয়াছে।
উপলব্ধি হইতে এই মিলিত স্রোত নেত্রোবতী নাম ধারণ করিয়া
মঙ্গলুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বজ্রার সময় উপলব্ধি ছাড়াইয়া আরও
উপরে নৌকাবোঁগে যাত্রায়াত করা যায়। কিন্তু সচরাচর
মঙ্গলুর ও উপলব্ধিদির মধ্যবর্তী স্থানসমূহে নৌকাযোগে পণ্যপ্রবাহ
নইয়া লোকে ব্যবসায়শিল্প করে।

স্বল্পপূরণাত্তরগত সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে—স্বর্বা-
বংশোদ্ভব হোমাজন রাজার পুত্র ময়ুর নামক নৃপতি অহিন্দের
হইতে আগত বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের বাসের জ্ঞাত্য একটা গ্রাম
দান করেন। তদাধো নেত্রোবতীর উত্তরতটে অবস্থিত গজপুরি
নামে একটা গ্রাম, এখানে নৃসিংহমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপর
একটীর নাম বৈকুণ্ঠ-গ্রাম, ইহার উত্তরে কোটালিলেশ, পূর্বে
সিদ্ধেশ্বর, দক্ষিণে সীতানদী ও পশ্চিমে লবণসমুদ্র। এই
গ্রাম দেববিগ্রহাদির জন্ম জগতীতলে বিশেষ বিখ্যাত ছিল।
(সহ্যাদ্রি ২।৮।৯—১১)

নেত্রিক (স্ত্রী) পিচকারি, বড় চাকার মত যন্ত্র।

নেত্রী (স্ত্রী) নীরতহনয়তি নী করণ-ট্রুন্ (নারী শসতি।
পা ৩।১।১৮২) বিখ্যাত ভীম্ব। ১ নারী। ২ নারী।

৩ নদী। নর-ভীতি নী-তহ, ভীপ্। ৪ প্রাপণকর্জী।
৫ শিক্ষিত্রী।

“বস্তু মে ভবন্তী নেত্র তবিষাকৃতিদর্শিনী ॥” (ভারৎ ৫।১৩৮।১৩)
নেত্রোপমকল (পুং) নেত্রোপমং নয়নকুল্যং কলং বস্তু। বাতাদ,
চলিত বাদাম। (ভাবপ্রকাশ)

নেত্রোষধ (স্ত্রী) নেত্রস্ত ঔষধম্। ১ পুঙ্কাসীস। (রাহনি°)
২ চকুরোগৌষধমাত্র।

নেত্রোষধী (স্ত্রী) নেত্রস্ত ঔষধী। অজশ্লী, চলিত কৌকালতা।
(রত্নমালা)

নেদ, গতি। ভ্রাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নেদতি। লোট্
নেদতু। লিট্ নিনেদ। লুট্ নেদিতা। লুঙ্ অনেদীৎ।

“যা হতা উজ্জলস্তে যা হতা অতি নেদস্তে” (বৃহৎ উপ°)।

নেদিষ্ঠ (ত্রি) অয়মস্মাতিশয়েন অস্তিকঃ, অস্তিক ঈষ্টম্ অস্তিক-
শব্দস্ত নেদাদেশঃ (অস্তিক বাতায়োনেদস্যাদৌ। পা ৫।৩।৬৩)।
১ অস্তিকতম, অতিনিকট। (ত্রি) ২ নিপুণ। (পুং) ৩ অঙ্কোট
বৃক্ষ। (জটপার)

নেদিষ্ঠতম (ত্রি) নেদিষ্ঠ-তমপ্। অতিশয় নিকট। “নেদিষ্ঠ
তমা ইযং স্থানঃ” (খক্ ৯।৯।৫)

নেদিষ্ঠিন্ (পুং) নেদিষ্ঠং জন্মতঃ সন্নিষ্ঠস্থানং বিদ্যাতেহন্ত ইনি।
সোদর ভ্রাতা, সখোদর ভাই।

“উপনহ নেদিষ্ঠিনমুপদ্যাক্ষ তেন” (কাত্য° শ্রৌ° ২।৫।১৩।২৮)

‘নো নেদিষ্ঠী সো ভ্রাতা স্থানং’ (কক্)

নেদীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন অস্তিকঃ, অস্তিক-ইয়স্মন্,
ততো অস্তিকস্ত নেদাদেশঃ। নেদিষ্ঠ, অতি নিকটস্থ, অতিনিকট।
দ্বিযং ভীপ্।

নেদীয়স্তা (স্ত্রী) নেদীয়-ভাবে-তল্-টাপ্। অতি সমীপতা।
নেনেমৌ, মাজাজের তিনেবলী জেলার শাতুর তালুকের অন্তর্-
গত একটি গ্রাম। শাতুর নগরের ৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত।
এখানকার অনন্তরাজস্বামীর মন্দিরের সমুখস্থ প্রস্তরে মহারার
চৌকালঙ্গ নায়ক প্রকৃতির সময়কার (১৫৮৩ সনতে উৎকীর্ণ)
একখানি শিলালিপি আছে। তথাকার পেরুমালের মন্দিরেও
চৌকালঙ্গের সময়কার ১৫৮৭ সনতে উৎকীর্ণ আর একখানি
শিলাপট দেখা যায়।

নেপ (পুং) নয়তি প্রাপয়তি শুভয়তি নীপ, ততো ণৎ।
(পানী বিবিভাঃ পঃ। উণ্ ৩।২৩) ১ পুরোহিত। ২ উদক।
(সাক্ষিপ্তসার উপাধিঃ)

নেপচুন, নবাবিহিত গ্রহবিষয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কনালী
জ্যোতির্বিদ লেভিয়ার (M. Leverrier) সর্বপ্রথমে এই
চলনশীল নক্ষত্র দেখিয়া, তাহাকে গ্রহ (planet) শ্রেণীভুক্ত

করেন। এই গ্রহ সূর্য হইতেও ২৮২৫০ লক্ষ মাইল দূরে
অবস্থিত। [খগোল দেখ।]

নেপথ্য (স্ত্রী) নী নিহ, ণৎ, নেঃ নেতা তন্ত পথ্যম্। ১ বেশ।
২ ভূষণ।

“রাজেন্দ্রনেপথাবিধানশোভা

তস্তোদিতাসীং পুনরুক্তদোষা ॥” (রঘু ১৪।২)

৩ বেশস্থান, নাট্যকারি অভিনয়ার্থ সজ্জাভূমি। অভিনয়
স্থলে নট নটীগণ যেখানে বেশ রচনা করে, তাহাকে নেপথ্য
কহে। ইহাকে সাজঘরও বলা যাইতে পারে। ৪ অলঙ্কার।
৫ রঙ্গভূমি।

“বাক্যাত্মার্থতয়া যত্র পাত্রং নৈব প্রবেশততে।

নেপথ্যমিতি প্রাকৃত্তে প্রযোজ্যং তত্র নাটকে ॥” (ভরত°)

নর্তক-নির্ঘণে নেপথ্য বিধানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।
অভিনয়ে নেপথ্যবিধি বিশেষ প্রয়োজনীয়। নেপথ্যবিধি
চারি প্রকার—পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গরচনা।

“চতুর্নিধন্ত নেপথ্যং পুস্তোহলঙ্কারকতথা। সংজীবচাঙ্গরচনা”
(নর্তক-নি°) পুস্ত-নেপথ্য আবার ৩ প্রকার। সন্ধিয়া,
ভাজিমা ও চেষ্টিমা। বস্ত্র বা চর্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্মাণ করা
যায়, তাহার নাম সন্ধিয়া। সেই দৃশ্য যদি যন্ত্রঘটিত হয়, তাহা
হইলে ভাজিমা এবং যে দৃশ্য চেষ্টনাম থাকে, তাহা চেষ্টিমা।

পুস্ত-নৈপথ্য—“শৈলয়ানবিনানানি চর্যবর্ণাযুধধ্বজাঃ।

যানি ক্রিয়ন্তে তাজ্জেব স পুস্ত ইতি সংজিতঃ” (নর্তক-নি°)
মালা, আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য তত্তদঙ্গশোভার নিমিত্ত
যে নির্মাণ করিতে হয়, তাহার নাম অলঙ্কার নেপথ্য।

যথা,—“অলঙ্কারশ্চ বিজ্ঞেয়ো মালাভরণবাসমাম্।

নানাবিধ সমাযোগো যথাক্ষেপ্ণ্য বিনির্মিতঃ ॥” (নর্তক-নি°)
নেপথ্য হইতে যে প্রাণিপ্রবেশ হয়, তাহার নাম সংজীব।

“যঃ প্রাণিনাং প্রবেশন্ত স সংজীব ইতি স্মৃতঃ।” (নর্তক-নি°)
মালা ও আভরণাদি এবং বেত, পীত, নীল ও লোহিতাদি
বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে যথাযথ ভাবে যে বিভাস করা
যায়, তাহার নাম অঙ্গ-রচনা। (নর্তক-নি°)

নেপাল, হিমালয়ের পাদমূলে ভারতবর্ষান্তর্গত স্বাধীন-রাজ্য।

এই রাজ্যের বর্তমান উত্তরসীমা তিস্ত-রাজ্য, পূর্বসীমা
ইন্দ্রাজ-করদ সিকিমরাজ্য, দক্ষিণসীমা ইন্দ্রাজাধিকৃত হিন্দু-
স্থান ও পশ্চিমসীমা ইন্দ্রাজাধিকৃত কুমায়ুন ও রোহিলখণ্ড
প্রদেশ। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কুমায়ুন ও তৎপশ্চিমে শতজ-
নদীর তীর পর্যন্ত এই রাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল। ১৮১৬
খৃষ্টাব্দের সন্ধি-সূত্রে ঐ সকল স্থান ইন্দ্রাজাধিকারভুক্ত হই-
য়াছে। পশ্চিমে কালী বা সরস্ব নদী, দক্ষিণে অরোণ্ডার নদে

ছুওকা পর্বত, চম্পারপোর মধ্যে সোমেশ্বর পর্বতের উচ্চ ভূমি এবং পূর্বে মেচি নদী ও শ্রুগাট পর্বতই নেপাল ও ইংরাজরাজ্যের মধ্যে সীমা-রেখারূপে নির্দিষ্ট আছে।

শক্তিসঙ্গতত্রে নেপালের সীমা এইরূপ লিখিত আছে—

“জটেশ্বরং সমারতা যোগেশান্তং মহেশ্বরী।

নেপালদেশো দেবেশি সাধকানাং সুসিদ্ধিঃ ॥”

জটেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যোগেশ্বর পর্যন্ত নেপাল দেশ, এই স্থান সাধকদিগের সিদ্ধিপ্রদ।

নেপাল নামের উৎপত্তি।

হিমালয় পর্বতের তটদেশে, যে পার্বত্য অংশে গোষ্ঠ-জাতির বাস, তাহাকে তিব্বতীয় ও হিমালয়ের উপরিস্থ অহিন্দু পার্বত্য জাতির ভাষায় ‘পাল’ দেশ* কহে। বর্তমান নেপাল-রাজ্যের পূর্বাংশ ও সিকিম প্রদেশ তথাকার আদিম অসভ্য লেপ্চা জাতি কর্তৃক ‘নে’ নামে অভিহিত হইত। লেপ্চা, নেবার ও অপরাপর কএকটি পরস্পর সংলগ্ন জাতীয়ের চৈন-ভারতীয় ভাষায় ‘নে’ শব্দের অর্থ ‘পর্বত গুহা, যেখানে গৃহাদির মত আশ্রয় লইয়া মানুষ থাকিতে পারে।’ তিব্বত ও ব্রহ্মে এবং লামাদিগের ভাষায় ‘নে’ শব্দের অর্থ ‘পবিত্র গুহা বা দেবতার উদ্দেশ্যে রক্ষিত পবিত্র স্থান বা পাঠ।’ ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে গোষ্ঠজাতির বাসভূমি হিমালয়তটস্থ পাল দেশে যেখানে কাবার স্তূপ† ও স্বয়ম্ভূনাথ প্রভৃতি ‘নে’ অর্থাৎ পবিত্র তীর্থ স্থান আছে, তাহারই সমষ্টিকে নেপাল (অর্থাৎ পালরাজ্যান্তর্গত পবিত্র তীর্থ বা বাসভূমি) বলা হইত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই পাল দেশের যে ভাগে নেবার জাতির বাস ছিল, তাহা পূর্বে ‘নে’ নামে কথিত হইত। ‘নে’ নামক স্থানে বাস করিত বলিয়াই এই জাতির নাম ‘নেবার’ হইয়াছে। এই নেবার জাতীয় লামারা প্রথমে বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া, আপনাদিগের দেশে বৌদ্ধকীর্তি সমূহ স্থাপন করেন এবং তাঁহাদেরই নাম সঙ্কতে এই স্থানের নাম নেপাল হইয়াছিল বলিয়া ধারণা হয়। এই স্থান লেপ্চা-কথিত ‘নে’ নামক স্থান হইতে স্বতন্ত্র।

“নেপাল” এই নামটি সমগ্রদেশের নহে; যে উপত্যকার এই রাজ্যের রাজধানী কাঠমান্ডু নগর অবস্থিত, সেই উপত্যকার নামই নেপাল, তাহা হইতেই সমগ্ররাজ্যের নামকরণ

হইয়াছে। এই রাজ্য পূর্বপশ্চিমে ২৫৬ ক্রোশ দীর্ঘ এবং উত্তরদক্ষিণে স্থানবিশেষে ৩৫ হইতে ৭৫ ক্রোশ বিস্তৃত। অক্ষা° ২৬° ২৫’ হইতে ৩০° ১৭’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৬’ হইতে ৮৮° ১৪’ পূঃ। ভূমির পরিমাণ ৫৪০০০ বর্গ মাইল।

প্রাকৃতিক বিভাগ।

নেপালরাজ্য অভ্যন্তরঃ পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব এই তিনটি বৃহৎ উপত্যকার বিভক্ত। চারিটি অত্যুচ্চ পর্বতশিখর এই তিনটি উপত্যকা-বিভাগের প্রধান কারণ। ইংরাজাধিকৃত কুমায়ুন-প্রদেশে অবস্থিত নন্দাদেবী-শিখরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী একত্র মিলিত হইয়া কালীনদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদীই নেপালরাজ্যের পশ্চিম উপত্যকার সীমা। নন্দাদেবী হইতে একশত ক্রোশ পূর্বে ধবলগিরিশিখর (দেশীয় নাম চুগল্জা) অবস্থিত। ইহার ঠিক দক্ষিণে গোরাকপুর নগর। এই পর্বতশিখর মধ্য উপত্যকার পশ্চিমসীমারূপে অবস্থিত। নন্দাদেবীশিখর ও ধবলগিরিশিখর এই উভয়ের মধ্যে পশ্চিম উপত্যকা অবস্থিত। ধবলগিরি হইতে ২০ ক্রোশ পূর্বে গোসাঞিগাশিখর অবস্থিত। পূর্বাঞ্চল নেপালনামক উপত্যকার ঠিক উত্তরে, এই গোসাঞিগাশিখর পর্বত বিরাজিত। এই পর্বতশিখর পূর্ব উপত্যকার পশ্চিমসীমা এবং ধবলগিরি ও গোসাঞিগাশিখর পর্বতের মধ্যে মধ্য-উপত্যকা অবস্থিত। গোসাঞিগাশিখর হইতে ৬৫ ক্রোশপূর্বে ইংরাজাধীন সিকিমরাজ্যে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘাশিখরই নেপালের পূর্ব-উপত্যকার পূর্বসীমা। এই পর্বতের দক্ষিণাঙ্গের কতকাংশ ও সিকিম নেপালরাজ্যের পূর্বসীমা রেখারূপে নির্দিষ্ট।

গিরিপথ।

নেপালান্তর্গত হিমালয়পৃষ্ঠভেদ করিয়া তিব্বতরাজ্যে যাইবার অনেকগুলি গিরিপথ আছে, কিন্তু এই পথগুলি প্রায় ভূষারারূপ থাকে। ইহার মধ্যে যে পথটি সর্বাপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত, সেটি যুরোপের সর্বোচ্চ পর্বত অপেক্ষাও উচ্চ।

১ থকলা-খর পথ বা গড়িগাথ—নন্দাদেবী ও ধবল গিরিশিখরের মধ্যস্থলে। শতক্রন্দীর উৎপত্তিস্থানের নিকট কর্ণালী নদীর কর্ণালী নামক উপনদী উৎপন্ন হইয়া, এই পথ দিয়া তিব্বত ত্যাগ করিয়া নেপালে প্রবেশ করিয়াছে। যে স্থানে কর্ণালী নদী তিব্বত সীমার পদাৰ্পণ করিয়াছে, সেই স্থানে থক নামক গ্রাম। এই গ্রামের নামেই এই পথের নাম হইয়াছে। থক গ্রামে তিব্বত হইতে আনীত লবণের বিস্তৃত ব্যবসায় আছে।

২ যন্তং পথ—ধবলগিরি হইতে ২০ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। ধবলগিরির পাদমূলে তিব্বতের দিকে ঐ নামে এক প্রদেশ আছে, তাহার নামেই এই পথের নামকরণ হইয়াছে। যন্তং প্রদেশ ধবলগিরির উত্তরে হইলেও উহার রাজ্য নেপালের

* তিব্বতীয় ভাষায় ‘পাল’ শব্দের অর্থ পশম। হিমালয়ের এই অংশে পশম (সোম)-বহুল ছাগ অনেক পাওয়া যায় বলিয়া, তাহারাই এই স্থানকে পাল দেশ বলিত। এরূপ অর্থ হইলেও হইতে পারে।

† An account of this Stupa, See Proc. of The Bengal Asiatic Society 1892,

কর। মধ্য উপত্যকা হিমালয়ের ভূভাগের উত্তর ও দক্ষিণ পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী এক উচ্চস্থানে অবস্থিত। এই রাজ্য গোর্খারাজ্যসংলগ্ন অঙ্গভূক্ত নহে। মধ্য গিরিপথের উত্তরভাগে প্রধান রাস্তার উপর মুক্তিনাথ নামে এক গ্রাম আছে। ইহা তীর্থস্থান এবং এখানেও তিব্বতীয় লবণের ব্যবসায় আছে। মধ্য হইতে আটদিনে এবং ধবলগিরির কোড়ম্ব মালীভূম প্রদেশের প্রধান নগর বিনিসহর হইতে চারিদিনে মুক্তিনাথ তীর্থে যাওয়া যায়।

৩ কেরাং পথ—গোসাক্রিধান পর্বতের পশ্চিমে।

৪ কুটি পথ—গোসাক্রিধান পর্বতের পূর্বে। এই উত্তর পথ রাজধানী কাঠমাণ্ডুর নিকটবর্তী বলিয়া এই দুই পথ দিয়াই তিব্বতীয় তীর্থযাত্রীরা এবং ব্যবসায়ীরা প্রতিবৎসর শীতকালে নেপালে আসে। নেপাল রাজধানী কাঠমাণ্ডু হইতে তিব্বত রাজধানী লাসা যাইবার রাস্তা কেরাং পথ দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। টেংরী নামক স্থানে এই রাস্তা কুটিপথের রাস্তার মিলিয়াছে। কুটিপথের রাস্তাই তিব্বতে যাইবার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সোজা ও ছোট; কিন্তু এ পথে টাটু চলে না।

চীন যাইবার জন্য নেপাল-রাজদূতদল যাইবার সময় কুটিপথ দিয়া যায়, কিন্তু আসিবার সময় চীনদেশীয় টাটু আনিতে হয় বলিয়া কেরাং পথ দিয়া কিরিয়া আসে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে চীনসৈন্য এই কেরাং পথ দিয়াই আসিয়াছিল। কুটিপথের পশ্চিমস্থ ভূভাগের পর্বতকে খুর্দভূমি (তাম্রভূমি) বলে এবং উহার পূর্বস্থ পর্বতের নাম তাঁবাকুশী। এই পর্বত হইতে তাম্রকুশী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা কুশীনদীর একটা উপনদী। কুটরা নদীও (কুশীনদীর সপ্ত উপনদীর অন্ততম) এই কুটিপথ দিয়া প্রবাহিত।

৫ হাতিরা পথ—কুটিপথের ২০২৫ ফ্রোশ পূর্বে। কুশীনদীর সপ্ত উপনদীর প্রধান অঙ্গন নদীও এই পথ দিয়া নেপালে প্রবেশ করিয়াছে।

৬ বল্লং বা বল্লকন পথ—কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিমে একবারে নেপালের পূর্বসীমান্তে এই পথ অবস্থিত। এই সকল পথ দিয়া তিব্বতীয়েরা শীতকালে নেপালে যাতায়াত করে।

নদীর অববাহিকা।

নেপালের যে তিনটা প্রাকৃতিক বিভাগের উল্লেখ করা গিয়াছে। ঐ তিনটিকে আরও তিন নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। নেপালে তিনটা প্রধান নদী স্বর্ধরা, গণ্ডক ও কুশী বর্ষাকালে পশ্চিম ও পূর্ব উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং বর্ষাকালে ঐ তিন উপত্যকা ঐ তিন নদীর নামে তত্তৎ নদীর অববাহিকা বলিয়া কথিত হয়। ঐ তিনটা উপত্যকা তিন গণ্ডকী ও

কুশীনদীর মধ্যে নেপাল উপত্যকা, এই উপত্যকাতেই কাঠমাণ্ডু নগর অবস্থিত। এখানে বাঘমতী নদী প্রবাহিত। এই নদী যুদ্ধের সন্ধুখে গঙ্গায় মিলিয়াছে। এই চারিটা নদীর অববাহিকার পার্শ্বভাগে নেপালের সমস্ত ভূখণ্ড স্বভাবতঃ বিভক্ত। এতদ্বির পার্শ্বভাগে নেপালের দক্ষিণাংশে নেপালরাজ্যের অন্তর্গত যে ভূখণ্ড আছে, তাহা 'তরাই' নামে আখ্যাত হয়।

রাজ্য-বিভাগ।

পূর্বোক্ত প্রাকৃতিক বিভাগগুলি আবার নানা খণ্ডে বিভক্ত।

১ পশ্চিম-উপত্যকা বা স্বর্ধরা-অববাহিকা প্রদেশ—এই ২২টা খণ্ডে বিভক্ত। এই স্বর্ধরা-অববাহিকা একত্রে বাইশীরাজ্য বলে। এই বাইশ রাজ্যে বাইশজন রাজা বা জমীদার আছেন, তন্মধ্যে একজন রাজা প্রধান এবং অপর একজন জমীদার তাঁহারই করদ। জুমলা, জগবীকেট, চাম, আচাম, রুগম, মুবিকেট, রোয়ান্না, মল্লিকজ, বলহং, দৈলিক, দরমেক, দোতি, হুলিয়ানা, বম্ফি, জেহরি, কালাগাঁও, হাড়িয়া কোট, শুটম ও গজুর এই বাইশটা রাজ্য। ইহার মধ্যে জুমলা-রাজ্যই প্রধান। তিনিই অপর একজনদের উপর আধিপত্য করেন। জুমলারাজ্যের রাজধানীর নাম চিরাচিন। এই রাজ্যের অধিপতি গোর্খাগণকর্তৃক পরাজিত হইবার পূর্বে ছচলিশটা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। কালীনদী ও গোর্খারাজ্যের মধ্যে ঐ ছচলিশটা রাজ্য ছিল, তন্মধ্যে বাইশটা কালীনদীর অববাহিকার ও চক্লিশটা গণ্ডকনদের অববাহিকার অবস্থিত। এই সকল সামন্তরাজ জুমলারাজকে মন্ত্র, পণ্ড ইত্যাদি দ্রব্যাদি দান কর দিতেন। যদিও এখন জুমলারাজ্যের সে প্রভাব নাই, তথাপি অস্ত্রাস্ত্র সামন্তরাজ এখনও তাঁহাকে চক্রবর্তীরাজ বলিয়া স্বীকার করেন ও নির্দিষ্টকর দিয়া থাকেন। ছচলিশ রাজ্যের মধ্যে গণ্ডক অববাহিকার চক্লিশটা রাজ্য বাহাঙ্গর-শাহ্ কর্তৃক নেপালের রাজ্যভুক্ত হয়। এই চক্লিশ ও বাইশীরাজ্যের রাজগণ এখনও রাজা নামে কথিত ও রাজবংশীয় বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। ইহার এখন নেপালরাজ্যের জায়গীরদার মাত্র। এই সকল রাজার ৪৫ হাজার হইতে ৪৫ লক্ষ টাকা আয় আছে। ইহাদের সকলেরই স্ব স্ব অঙ্গদারী অমুচর আছে। এই অমুচর সংখ্যা কাহারও ৪৫ শত আর কাহারও ৪০৫০ জন মাত্র।

জুমলারাজ্যের পরই এখন দোতি রাজ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার রাজধানীর নাম দোতি (ছাতি) বা গীপেং (গীপ্তি)। এই রাজ্যে লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। দোতি নগরটা কালীনদীর বেত-গঙ্গা নামক শাখার বাহুতীরে এবং

বৈরেন্সি নগর হইতে ৪২০ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে হইল পলাতি ও কএকটা কামান আছে।

তৎপরে হুলিয়ারা। অসোয়াসীয়াতে এই নগরে নেপালী-স্বাক্ষার আছে। লক্কৌ হইতে ইহা ৬০ ক্রোশ উত্তরে। হুলিয়ারা নগরের ২৫ ক্রোশ উত্তরপূর্বে পেতানা নগর। এই নগরে নেপালীদের শেলখানা ও বাক্সখানা আছে। এ প্রদেশে সোরা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। হুলিয়ারা-মটী নামে বিখ্যাত উপত্যকা রাষ্ট্রানীলীর উত্তরতীরে বিস্তৃত।

২ মধ্য উপত্যকা বা গণ্ডক-অববাহিকা প্রদেশ—

নেপালীরা অতি প্রাচীনকাল হইতে এই প্রদেশে পরিজ্ঞাত। তাহার ইহাকে সপ্তগণ্ডকী উপত্যকা বলে। সপ্তগণ্ডকী অর্থে গণ্ডকনদের উপাদানস্বরূপ সাতটা উপনদী। এই সাতটা নদীই খলগিরি ও গোসাঞিখান-শিখরের চিরতুষারক্ষেত্রে উৎপন্ন। নদী সাতটীর নাম,—ভরিগর, নারায়ণী বা শালগ্রামী, খেত-গণ্ডকী, মরসাংগড়ী (মৎস্তাজি), ধরমড়ী, গণ্ডী ও ত্রিশূলগঙ্গা। ইহার মধ্যে ভরিগর ও নারায়ণী; খেতগণ্ডকী ও মরসাংগড়ী; ত্রিশূলগঙ্গা, ধরমড়ী ও গণ্ডীনদী একত্র মিলিত হইয়া পুনরায় তিনটা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তৎপরে যে স্থানে মিলিত হইয়া গণ্ডকনাম ধারণ করিয়া সোমেশ্বর পর্বতের এক পথ দিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থানটিকে ও সেই গিরি-পথকে ত্রিবেণী বলে। ত্রিশূলগঙ্গার উৎপত্তিস্থলের নিকট ক্ষুদ্র বৃহৎ ২২টা হ্রদ আছে। ইহার মধ্যে গোসাঞি-খানশিখরে গোসাঞিকুণ্ড বা নীলখিয়ং (নীলকণ্ঠ) কুণ্ডই বৃহৎ এবং এই হ্রদের নামানুসারে সমস্ত পর্বতটিকে গোসাঞি-খান বলে। এই হ্রদের মধ্য হইতে এক জীবৎ নীলবর্ণ ত্রিষাক্তি পর্বতখণ্ড উথিত হইয়াছে। এই শিখর জল ভেদ করিয়া উঠে নাই বরং জলপূর্ণ হইতে এক ফুট নিম্নেই আছে। বহুজল বলিয়া তাহা অতি স্পষ্ট দেখা যায়। সেই পর্বত-খণ্ডই নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রতীমূর্তিরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আঘাট, প্রাণ ও ভাস্কর্য্যে এখানে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া, রান করে ও নীলকণ্ঠের পূজা দেয়। এ পথ যেমন দুর্গম তেমনই ভয়াবহ। এই কুণ্ডের উত্তরতীরে একটি অভূতাক পর্বত আছে। ঐ পর্বতচূড়স্থ তিনটা খাদ হইতে তিনটা নিখরিলী নিঃসৃত হইয়াছে। ঐ তিনটার জলধারা ত্রিশকিট নির্দৈ পতিত হইয়া আর একটি হ্রদে সঞ্চিত হইতেছে। এই ত্রিধারার নাম ত্রিশূল-ধারা। কথিত আছে সমুদ্রমহানকালে বিবপানের পর শিব বিবেক জ্ঞানার ও তৃষ্ণার কাতর হইয়া হিমালয়ের এই তুষার-ক্ষেত্রে জলাবেশে আসেন। এখানে জল না পাইয়া পর্বতগাত্রে ত্রিশূলধাতু করায় এই তিন নির্ঝরিলীর উৎপত্তি হইয়াছে।

তৎপরে মহাদেব নিরে ভইরা এই ত্রিধারা পান করেন এবং এই শরনস্থানে গোসাঞিকুণ্ড বা নীলকণ্ঠ হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে।

হ্রদগর্ভস্থ ত্রিষাক্তি প্রস্তরখণ্ডই সেই শরিত মহাদেবের প্রতীমূর্তি বলিয়া গণ্য হয়। তীর্থযাত্রীরা বলে হ্রদতীরে পাড়াইয়া দেখিলে দেখা যায়, যেন ভগবান নীলকণ্ঠ সর্প খবার হ্রদগর্ভে ভইয়া আছেন। যিঃ ওচ্চক্ষিচ্ছ অহুমান করেন, এই শিখরোপম প্রস্তরখণ্ড বহু পূর্বে কোন হিম-শিখার সহিত স্থলিত হইয়া হ্রদ গর্ভে ঐরূপ ভাবে পড়িয়া জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই তীর্থ-স্থানে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরময় বৃষ ও দেড় ফুট উচ্চ নরগ মূর্তি ভিন্ন আর কোন প্রতীমূর্তি নাই। কএকটা স্তম্ভও আছে, পূর্বে তাহাতে এক বৃহদখণ্ডী স্থলান থাকিত। এখন সে খণ্ডী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গোসাঞিখান পর্বতে আর কোথাও শিবমূর্তি বা তল্লিঙ্গের চিহ্ন নাই। এই হ্রদে আসিবার পথে চন্দনবাড়ী গ্রামের নিকট এক ফুট উচ্চ এক প্রস্তরখণ্ড গণেশপ্রতিমা বলিয়া পূজিত হয়। এই গণেশকে “লোড়ী গণেশ” বলে। এই গোসাঞি-কুণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া গণ্ডকের পূর্ব উপনদীর নাম ত্রিশূল-গঙ্গা। সূর্য্যকুণ্ড নামক হ্রদের উত্তরাংশ হইতে ত্রিশূল-গঙ্গার আর এক উপনদী বেত্রবতীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই সূর্য্যকুণ্ড হইতেই টাড়ী বা সূর্য্যবতী নদীও বহির্গত হইয়াছে। দেবীঘাট নামক স্থানে সূর্য্যবতী ত্রিশূলগঙ্গার মিশিয়াছে। এই দেবী ঘাট নয়কোট (নবকোট) নামক এক উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। ইহাও তীর্থস্থান। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেবী ভৈরবীর মন্দির নবকোট নগরে আছে, কিন্তু প্রতিবৎসর তুষার গলিয়া গেলে, যখন এখানে লোক আসে, তখন উত্তর নদীর সন্মমস্থলে লম্বা লম্বা তক্তা এবং স্থপীকৃত পর্বত-রাশি দ্বারা এক মন্দির প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ঐ দেবীর পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে, দেবীর প্রতিমা পূর্বে এই স্থানেই ছিল, শেষে বঙ্গদেশে নবকোটে স্থানান্তরিত হয়। টাড়ী বা ত্রিশূলগঙ্গার স্বভাবতঃ বেগ এত বেশী এবং বর্ষাকালে উহা এত বাড়ি যে, উহার উত্তর পার্শ্ব প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়। এই জন্ডই দেবী বঙ্গদেশে আপনার প্রতিমা অজ্ঞাত স্থানান্তরিত করান। গণ্ডক-অববাহিকা যে চক্কিশটা ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত বা পূর্বে যে চক্কিশীলারাজের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বর্ষা-অববাহিকার অন্তর্গত বাইশী রাজাধিপতি জুমলারাজের অধীন ছিল; সেই রাজাগুলির নাম—টানাং, গুলকোট, মালীকুম, শতহং, গড়হং, পোথুরা, ভড়কোট, রেসিং, খেরিং, খোয়ার, পাল্পা, বেতুল, তানসেন, গুলমি, পন্ডির নবকোট, খচি বা খকি, ইস্কা, ধরকোট সুবিকোট, (পন্ডিম), খিলি, সলিয়ারা, বিখা, পৈসোন, লইলন,

বহু, ককি, লমজু, ও প্রথম। এগুলি এখন গোৰ্খা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গোৰ্খার সমস্ত গণ্ডক-অববাহিকাকে মালভূম, খচি, পাল্পা ও গোৰ্খা এই চারি ভাগে বিভাগ করিয়া লইয়াছে। মালভূমপ্রদেশ ঠিক খলসিয়ির নিয়ে ভরিরগর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার রাজধানী বিনি-সহর নারায়ণী নদীতীরে অবস্থিত। খচি প্রদেশ মালভূমের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। পাল্পা প্রদেশ বিশেষ বিস্তৃত না হইলেও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিভাগ। ইহা উত্তরভারতের গোরক্ষপুর জেলার সীমান্তে অবস্থিত। ইহার উত্তরে নারায়ণী নদী। ইহার নিয়ে গোরক্ষপুরের ঠিক উত্তরে “বেতুল খাস” নামক ভূমি প্রদেশ অবস্থিত। এই ভূমিই অযোধ্যার অন্তর্গত তুলসীপুর হইতে গণ্ডক নদের পশ্চিমে পালি সহর পর্যন্ত বিস্তৃত। শাল-বনে পূর্বতের নিম্নপ্রদেশ ও দক্ষিণাংশ পরিব্যাপ্ত। পশ্চিম নব-কোট বিভাগ গণ্ডক নদের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা পাল্পা প্রদেশেরই এক অংশ। বর্তমান গোৰ্খাদিগের পূর্ব পুরুষ রাজপুত্রগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত হইলে প্রথমে এই প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। পরে তাহারা ষেত-গণ্ডকী তীরে লমজু প্রদেশে উঠিয়া যান। পাল্পা নগরই প্রধান সহর। বেতুল ও গুল্মি সহর দুইটিও প্রসিদ্ধ। পাল্পা নগর হইতে ২০ ক্রোশ পূর্বে তানসেন সহর অবস্থিত। এখানে পাল্পা প্রদেশের সেনা-নিবাস আছে। এখানে একটি দরবার, বাজার এবং টাকশাল আছে। এই টাকশালে তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হয়। পাল্পা প্রদেশে গুরাজাতীয় লোকেরা নানাবিধ কাপাস বস্ত্র প্রস্তুত ও তাহার ব্যবসা করে।

গোৰ্খারাজ্য গণ্ডক-অববাহিকার পূর্বোক্ত অংশে ত্রিশূল-গঙ্গা এবং মরস্তাংগড়ী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। রাজধানী গোৰ্খা নগর হিম্মানবনজঙ্গ পূর্বতের উপর ধর্মগড়ী নদী তীরে কাঠমাণ্ডু নগর হইতে দশকোটির রাস্তা দিয়া এই সহর ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গোৰ্খা প্রদেশের পশ্চিম দক্ষিণাংশ পোখরা উপত্যকা। এই উপত্যকার প্রধান সহর পোখরা ষেত-গণ্ডকী নদীতীরে অবস্থিত। এই সহরটা বৃহৎ। ইহার লোক সংখ্যাও বেশী। এই স্থানের ভাষা ত্রব্যার ব্যবহার প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতিবৎসর এক মেলা হয়, তাহাতে সমস্ত পোখরা উপত্যকার উৎপাদিত শস্ত এবং তাম্র ত্রব্যাদি বিক্রয় হয়। নেপাল উপত্যকা হইতে পোখরা উপত্যকা অনেক বড়। এখানে অনেকগুলি হ্রদ আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদটি এত বড় যে প্রদক্ষিণ করিতে দুই দিন লাগে। এই সকল হ্রদের অধিকাংশই বড় গভীর, ইহাদের তীর হইতে জল-পৃষ্ঠ প্রায় ১৫০২০০ ফিট নিয়ে, হুতরাং ক্রবিকাণ্ডে এ সকল

হ্রদে কোন উপকার হয় না। পাল্পা ও বেতুল প্রদেশের মধ্যে গণ্ডক নদের পশ্চিমতীরে গোহুতালী-ফড়ী নামক উপত্যকা এবং গণ্ডকের পূর্বে চিতবন বা চৈতন-ঘড়ী নামক উপত্যকা এবং ইহার উত্তরে মকবন বা মাধনঘড়ী নামক উপত্যকাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। চিতবন উপত্যকার রাস্তা নদী প্রবাহিত। ইহা জীম-ফেড়ী নামক স্থানের কিছু পূর্বে শিশপাশি পর্বতে উৎপন্ন হইয়া সোমেশ্বর পর্বতের উত্তরে গণ্ডক নদে মিশিয়াছে। এই নদীর উপরেই হেটবারা সহর। চিতবন উপত্যকার বৃহৎবৃক্ষের বন অপেক্ষা বৃহৎ ঘাসের জঙ্গলই বেশী। এই সকল জঙ্গলে গণ্ডারই অধিক। পশ্চিম ও মধ্য উপত্যকার সমস্ত প্রধান সহরের মধ্য দিয়া একটি বড় রাস্তা আছে। এই রাস্তা কাঠমাণ্ডু হইতে নবকোট, গোৰ্খা, টানাং (উত্তরে এক শাখা দ্বারা লমজু), পোখরা, শতহং, তানসেন, পাল্পা (দক্ষিণে এক শাখা দ্বারা বেতুল), গুল্মি, পেস্তানা ও সালিয়ানা হইয়া দোতি (দীপৈং) পর্যন্ত গিয়াছে। দোতি হইতে জগরকোট ও জুমলা পর্যন্ত এক শাখা আছে।

ও পূর্ব উপত্যকা বা কুশী-অববাহিকা প্রদেশ—এই অববাহিকা সাধারণতঃ “সপ্তকৌশিকী” বলিয়া খ্যাত। মিলকী বা ইন্দ্রাণী, ভুটীয়া-কুশী, তাধা (তাম্র) কুশী, লিথু, হুধকুশী, অরুণ এবং তামোর বা তাধর নামে সাতটি উপ-নদীর যোগে কুশী বা কৌশিকী নদীর উৎপত্তি। এই সাতটি নদী তুমারক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় সমান্তর ভাবে প্রবাহিত হইয়া বর্ষাক্ত বা বড়হুজ নামক স্থানে সকল গুলি একত্র হইয়াছে, পরে কুশী বা কৌশিকী নামে প্রবাহিত হইয়া ইংরাজরাজ্য পূর্ণিমা জেলায় গিয়া রাজমহল পর্বতের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। মিলকী বা ইন্দ্রাণী নদী ভুটীয়া-কুশীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তাধাকুশী লিথু ও হুধকুশী এই তিনটি স্কোশী (স্বর্ধকুশী) নদীতে মিলিত হইয়াছে। তৎপরে এই দুই যুক্তনদী এবং অরুণ ও তাধোর বড়জুত্রঘাটে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। অরুণ নদীদ্বারা কুশী-অববাহিকা প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত। অরুণ দক্ষিণতীরে হুধকুশী পর্যন্ত বিস্তৃত যে ভূখণ্ড তাহা কিরাভ-দেশ বলিয়া খ্যাত এবং কাম-তীরের ভূখণ্ডকে লিথুনা বলে। এই দুই প্রদেশ আবার কুজ কুজ বাহারী হুবার বিভক্ত। প্রত্যেক হুবার চারি পাঁচ খানি গ্রাম আছে। লিথুনা পূর্বে যিকিম-রাজের ছিল, পরে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ কর্তৃক চিরদিনের মত নেপাল রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এই প্রদেশে বিজাপুরমন্দির উপত্যকার বিজাপুর সহর একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

কুশী-অববাহিকার দক্ষিণে যে ভূমি আছে তাহাকেই

প্রধানতঃ নেপাল তরাই বলে, উহা দুইভাগে বিভক্ত বলল তরাই ও প্রকৃত তরাই।

নেপালের তরাই :

নেপাল তরাই পশ্চিমে ওরেকানদী হইতে পূর্বে মিচিনদী পর্যন্ত বিস্তৃত, বিস্তার প্রায় ১১০ ক্রোশ। ইহার উত্তরে চেরিয়াখাটা পর্বতমালা এবং দক্ষিণে ইংল্‌জরাজ্য পূর্ণিমা, জিহত, চম্পারণ প্রভৃতি জেলার সীমান্তে উত্তরারাজ্যের সীমানিক্রমক ভাঙ্গাবলী আছে। যেখানে কুশীনদী নেপাল তরাই ছাড়া-ইয়া ইংল্‌জরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তথায় নেপাল-তরাই-এর বিস্তার কেবল ৬ ক্রোশমাত্র, অল্প গড়ে ১০ ক্রোশ হইবে। এই মরুদেশবিশূদ্র জমী লম্বাখাটী দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরাংশে অর্থাৎ চেরিয়াখাটা পর্বতমালায় দক্ষিণে গওকতীর হইতে কুশীনদী পর্যন্ত স্থানকে ভবর বা শালবন বলে। বিশোলিয়া নামক স্থানের পশ্চিম হইতে শালবনের বিস্তার ক্রমশঃই অল্প হইয়া গিয়াছে। এই বনে লোকাবাস নাই বলিলেই হয় কেবল নদীর কূলে যেখানে কৃষিক্ষেত্র হইয়াছে, সেই খানেই এক একখানি কুটার কোথাও বা ক্ষুদ্রগ্রামের মত দেখা যায়। শালবনে শাল, শিগু, সেবদাক প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মে। চেরিয়াখাটা পর্বতমালায় উপরে ঐ সকল গাছ খুব বড় বড় হয়। গওক ও মিচিনদীর মধ্যে বাঘমতী বা বিজুমতী, কমলা, কুশী ও ফোনকাই নদীই প্রধান। কুশীব্যতীত অন্য সমস্ত নদীই তরাই-এর মধ্যে গ্রীষ্মকালে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। কতকগুলি নদী গ্রীষ্মকালে পর্বতগাত্রে অতি ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত বনমধ্যে ভূগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু বন পার হইয়া আবার তাহাদিগকে প্রবাহিত হইতেও দেখা যায়। কিন্তু বর্ষাকালে এ সকল নদীর প্রবাহ সর্বত্র সমানভাবে ও বেগে বহিতে থাকে।

নেপাল-তরাইয়ের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ শালবনের দক্ষিণাংশে প্রকৃত তরাই-ভূমি অবস্থিত। ওরেকা হইতে কমলা নদী পর্যন্ত এই তরাইয়ের বিস্তৃতি অধিক এবং কমলা হইতে কুশী পর্যন্ত ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কুশীর পূর্বে মিচি পর্যন্ত তরাই প্রদেশকে মোরঙ্গ দেশ বলে, ইহার বিস্তার ২৪০ ক্রোশের অধিক কোথাও নাই। এই সমস্ত তরাই প্রদেশ নেপালরাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার শালনকর্তা খজাবল নামক স্থানে অবস্থিত করেন। উহা বিশোলিয়ার এক ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। ইহার অধীনে দুই দল সেনা সর্বদা উপস্থিত থাকে। প্রকৃত তরাই ৪টী জেলার বিভক্ত, ১ বড়া, ৩ পারসা, ২ মোচত, ৩ শলর-সপ্তারি ও ৪ মোহতারি। গওকের কোড়র প্রথম জেলার মধ্য দিয়াই কাঠমান্ডুর রাস্তা

গিয়াছে। বিশোলিয়ার নিকটবর্তী পারসা নামক স্থানে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন সিলবী পরাক্রম হন, উহার দুইটা কামান শত্রু-হস্তগত হয়। মোচত জেলা পারসার সীমা হইতে বাঘমতী পর্যন্ত বিস্তৃত। বানিন্দী নদীর তীরে মোচত জেলার সীমান বাঘমতী হইতে ৭৪০ ক্রোশ পশ্চিমে সিম্‌রোন নগরের ধ্বংস-বশেষ অবস্থিত। এই ধ্বংস স্থান বহু বিস্তৃত ও গভীর বনাচ্ছা-দিত, ঐতিহাসিক উদ্দেশে ইহা পরিদ্রষ্ট হওয়া উচিত। এই ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানে প্রাচীন মিথিলারাজ্যের রাজধানী ছিল। সে কালে মিথিলারাজ্য পূর্বপশ্চিম হইতে গওক এবং উত্তর-দক্ষিণে নেপালের পর্বতমালা হইতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১০২৭ খৃষ্টাব্দে মিথিলারাজ নান্যাদেব কর্তৃক সিম-রোন্-নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩২২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট গার্স-উদ্দীন জোগলক নাজপবংশীর হরিসিংহদেবকে পরাজিত করিয়া সিমরোন্ নগর ধ্বংস করেন। হরিসিংহদেব নেপালে পলাইয়া যান এবং নেপাল জয় করিয়া তথায় রাজা হন। বাঘমতীর তীরে বাহারবার গ্রাম অতি স্বাধীন ও শুক স্থান। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম নেপালযুদ্ধে মেকর আডশ এই স্থানই প্রথম আক্রমণ ও জয় করেন।

শলরসপ্তারি জেলা বাঘমতী হইতে কমলা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জেলার সীমান্তে প্রাচীন নগর জনকপুরের ভগ্নাবশেষ আছে। মোহতারি জেলা কমলা হইতে কুশী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। কুশীর দক্ষিণতীরে সীমান্তের নিকট ভাল্লরবা নামক স্থানে সেনাবাস আছে। কুশীর পূর্বে হইতে মিচি নদী পর্যন্ত তরাইয়ের নাম মোরঙ্গ, বড় সমতল দেশ। এই দেশের ভূমি কর্মময়, অলবানু মাগেরিয়াপূর্ণ। তরাইয়ের মধ্যে এই দেশ সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। নদীগুলির জলও অতিশয় দূষিত, এমন কি অনেক গুলিই বিষাক্ত। মোরঙ্গ ব্যতীত তরাইয়ের অনায়া ভূমি অতি উর্বরা এবং সকল শস্যেরই উপযোগী, ইক্ষু, অচ্চিনে ও তামাকও হইতে পারে। কুশীর পশ্চিমাংশের জঙ্গলে হস্তীর সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। মোরঙ্গে এখন বেশী হাতী পাওয়া যায়, তবে পূর্বাংশে কমিয়া গিয়াছে।

নেপাল-উপত্যকা।

গোসাঞিগান পর্বতের অন্তর্গত ধৈবদ পর্বতের ঠিক দক্ষিণে সপ্তগুপ্তী ও সপ্তকোশিকীর মধ্যে যে উচ্চ উপত্যকা প্রদেশ বর্তমান, তাহারই নাম নেপাল-উপত্যকা। এই উপত্যকা ত্রিকোণাক, ইহার দৈর্ঘ্য পূর্বপশ্চিমে ১০ ক্রোশ এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তার ৭৬ ক্রোশ। এই উপত্যকার পশ্চিমে ত্রিপুরগলা নদী, পূর্বে মিলাকি বা ইত্রাণী নদী। উপত্যকার চতুর্দিকেই পর্বতবেষ্টিত, তন্মধ্যে উত্তরে ধৈবদ পর্বতমালায়

শিবপুরী, কাকরি, পূর্বে মহাদেব-পোখরাশিখর, দেবচৌকা (দেবচোয়া), পশ্চিমে নাগার্জুন পর্বত এবং দক্ষিণে শেখপাণি পর্বতমালায় চন্দ্রগিরি, চম্পাদেবী এবং ফুলচৌকা (ফুলচোয়া) প্রভৃতি পর্বতশিখরই ঠিক সীমান্বরণে অবস্থিত। নেপাল উপত্যকাই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফিট উর্ধ্বে অবস্থিত। নেপাল উপত্যকার চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতশিখর বর্তমান থাকায় ইহার চতুর্দিকেই আরও কএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকা আছে, সেগুলি প্রাকৃতিক ব্যবধানসত্ত্বেও নেপাল উপত্যকার সহিত একত্র গণ্য হইয়া থাকে। এই সকল উপকণ্ঠ উপত্যকাগুলির মধ্যে দক্ষিণপশ্চিমে চিংলঙ্গ উপত্যকা (বাঘমতীর উপনদী পানৌনী কর্তৃক বিধৌত)। পশ্চিমে ধুমা ও কাশপু উপত্যকা (ত্রিশূলগঙ্গার উপনদীর ধুমা ও কাশপু দ্বারা বিধৌত), উত্তরে নবাকোট উপত্যকা (তৎপার্শ্ব চাউড়ী, লিখু ও সিন্দুরা নামক ত্রিশূলগঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর উপত্যকা সকল, তত্তরাশী নদী দ্বারা বিধৌত) এবং পূর্বে বনেপা উপত্যকা (স্বর্ণকুশী নদীর উপনদীদ্বারা বিধৌত) এত কএকটি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত উপত্যকার প্রবেশের গিরিপথ আছে।

নেপালের গিরিমালা।

নেপাল উপত্যকার চতুর্দিকবর্তী পর্বতমালা বিশেষ অসিদ্ধ। এই সমস্ত পর্বতশিখর পরস্পর সংযুক্ত থাকায়, গিরিপথ ও নদীদ্বারা ব্যতীত অল্প কোনদিকে হইতে এই উপত্যকার প্রবেশ করা যায় না।

উত্তরস্থ শিবপুরীপর্বত আট হাজার ফিট উচ্চ। ইহার শিখরদেশ শাল ও সিন্দুরক সমাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞাত পর্বত অপেক্ষা ফুলদেহ।

পশ্চিমস্থ কাকরি পর্বতের সহিত শিবপুরী পর্বতের যোগ আছে। উত্তরের মধ্যে 'সঙ্গ' নামক গিরিপথ বিদ্যমান। কাকরি পর্বত ৭ হাজার ফিট উচ্চ।

পূর্বোত্তরস্থ মণিচূড় পর্বতের সহিতও শিবপুরী-শিখরের যোগ আছে, তবে কোন গিরিপথ নাই, পর্বত-দেহই খুরিয়া গিয়াছে। মণিচূড়ের চূড়াও ৭ হাজার ফিট উচ্চ।

উপত্যকার ঠিক পূর্বে মহাদেব-পোখরা-শিখর বর্তমান। ইহাও প্রায় ৭ হাজার ফিট উচ্চ। ইহার সহিত পূর্বোত্তর-কোণস্থ মণিচূড়পর্বতের যোগ আছে। উত্তর শিখরের মধ্যে অল্পোচ্চ পর্বতমালা বিস্তৃত।

দক্ষিণপূর্বে ফুলচৌকা বা ফুলচৌক পর্বত অল্পদূর ও বহুদূর বিস্তৃত। ইহার উচ্চতা ৮ হাজার ফিট। মহাদেব-পোখরা-শিখরের নিকে ইহা হইতে রাশিচৌকা নামে একটি

শিখর বহির্গত হইয়াছে। এই দুই পর্বতের মধ্যে সিয়া বনেপা উপত্যকার বাইবার গিরিপথ বর্তমান। পশ্চিম দিকে এই পর্বত হইতে মহাত্মারতশিখর নামে এক পর্বত বাঘমতী নদীর ফুল পর্বাঙ্গ বিস্তৃত। ফুলচৌকা পর্বতের অত্যুচ্চ শিখরে হুন্সর সিন্দুরবনের মধ্যে দেবী তৈরবী ও মহাকালের মন্দির আছে। এই দুই হিন্দুমন্দিরের নিকট বৌদ্ধদিগের মন্দির মন্দিরও আছে। এই পর্বত হইতে নেপাল উপত্যকার সম-তল ক্ষেত্র এবং হিমাশয়ের ভূয়ারাভূত শিখরের অতি হুন্সর দৃশ্য দেখা যায়।

উপত্যকার ঠিক দক্ষিণে পূর্বোক্ত মহাত্মারতশিখর বিস্তৃত, ইহারই পশ্চিম সীমা দিয়া বাঘমতী নদী নেপাল উপত্যকা হইতে বাহির হইয়াছে। চতুর্দিক পর্বতবেষ্টিত নদীর মধ্যে এই নদী-পাত ব্যতীত আর কোথাও অবচ্ছেদ্য নাই।

দক্ষিণপশ্চিমে চন্দ্রগিরি পর্বত ৬ হাজার ৩ শত ফিট উচ্চ। ইহার পূর্বাংশকে হাতীবন বলে। এই স্থানে বাঘমতী প্রবাহিত। চন্দ্রগিরির দক্ষিণপূর্বস্থ শিখরের নাম চম্পাদেবী।

উপত্যকার ঠিক পশ্চিমে মহাত্মারত পর্বতের পূর্বে ইন্দ্র-স্থান শিখর অবস্থিত। ইহা ঠিক পর্বতশিখর নহে। ইহার পৃষ্ঠদেশ কতকটা কুজাকার এবং নেপাল উপত্যকা হইতে ১০০০-১৫০০ ফিট উচ্চ। প্রকৃত প্রভাবে ইহা ইহার পশ্চিমস্থ দেবচোয়া বা দেবচৌক পর্বতের অংশ। ইন্দ্রস্থান গভীর বনাকীর্ণ। ইহার দক্ষিণ ভাগে উচ্চ স্থানে একটি অন্নগভীর হ্রদ ও তাহার তীরে দুইটি মন্দির আছে। এখানে হস্তিপৃষ্ঠে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রস্থান পর্বতের উপর কেশপুর ও চব্বর নামক দুই সহর আছে। ইহার পূর্বাংশ থানকোটের নিম্নে আর একটি উপত্যকা-চন্দ্রগিরির পাদমূলে অবস্থিত। এই দেবচোয়া-পর্বত নাগার্জুন, মহাত্মারত ও ফুলচৌকা পর্বতের সহিত সংযুক্ত।

পশ্চিমোত্তরে নাগার্জুন পর্বত ৭ হাজার ফিট উচ্চ। ইহার উপরে অতি উত্তম কাটোংপাদক গভীর বন আছে। পূর্বাভিমুখে এই পর্বত হইতে স্বরভূনাথ ও বালানী নামক দুই শিখর বহির্গত হইয়াছে। এই দুই শিখর উপত্যকার অন্তর্দিকে বিস্তৃত হওয়ার উপত্যকার ভিত্তিকৃতি সীমা রেখা বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। নাগার্জুনপর্বত দক্ষিণে দেবচৌকা পর্বতের সহিত এবং উত্তরে কাকরি পর্বতের এক অল্পোচ্চ শিখরের সহিত সংযুক্ত।

এই কম পর্বত নেপাল উপত্যকার ঠিক সীমান্তে অবস্থিত। এতদ্বিত্ত উত্তরপূর্বকোণে তীরবন্দী ও কুমারপর্বত নামে দুই শিখর অবস্থিত, তীরবন্দী পর্বত নেপাল উপত্যকার

নিকটবর্তী সকল পর্বত অপেক্ষা উচ্চ। ইহার সর্বোচ্চ শিখরকে কোলিরা পর্বত বলে। উহা উপত্যকাভূমি হইতেও ৫ হাজার ফিট উচ্চ। ইহার সহিত পূর্বদিকে কাকরি পর্বতের যোগ আছে। এতদ্ব্যতীত মধ্য বে গিরিপথ তাহা ৬ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই দুই পর্বতের উত্তরে মনকোট উপত্যকা এবং পশ্চিমে কালপু নদীর উপত্যকা।

কুমার, ভীরবন্দী, কাকরি, শিবপুরী, মণিচূড় ও মহাদেব-পোখরা এই ছয় পর্বত বিশৃঙ্খল হইতে ইজ্জতীয় তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ও জিবজিবিত। (গাঁসারিখানের দক্ষিণ) পর্বত-মাটির সহিত লম্বাভাবাবে অবস্থিত। চতুর্গিরি, জুলচোয়া, মণিচূড়া, শিবপুরী, নাপাঙ্গুন প্রভৃতির উত্তরাংশ সকল গভীর বন্যাক্ষর এবং চিতাবাঘ, ভালুক ও বন্য শূকরের আবাস স্থান।

নেপাল-উপত্যকার পূর্বাধার।

হিন্দুদিগের মতে এই উপত্যকা বহুকাল পূর্বে একটা ডিহাকৃতি অতি বৃহৎ ও গভীর হ্রদরূপে ছিল। ঐ সমস্ত পর্বত সেই হ্রদের তীর হইতেই উঠিয়াছিল।

বৌদ্ধেরা বলেন, মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বই-এই বৃহৎ হ্রদের জল নিঃসারণপূর্বক ইহাকে স্থলর বাসযোগ্য উর্বরা উপত্যকার পরিণত করিয়াছেন। তিনি নিজ তরবারি দ্বারা কোটবার নামক এক পর্বতশিখর কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সেই পথে জল-রাশি বাহির করিয়া দেন। জুলচোয়া ও চম্পাদেবী পর্বতের মধ্য যে খাদ দিয়া বাঘমতী প্রবাহিত, প্রবাদ এই যে সেই খাদই মঞ্জুশ্রী ঐরূপে করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রীর উপাখ্যান পরিত্যাগ করিলেও এই উপত্যকাই যে এক সময়ে জলময় ছিল ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনে বহুকালে উপত্যকার পরিণত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা যায়। এই উপত্যকার আকার অসম-ডিহাকৃতি।

উপত্যকার নদী।

বাঘমতী—শিবপুরী পর্বতের উপরে উত্তরদিকে বাঘঘার নামক স্থানে একটা নির্ধর হইতে উৎপন্ন হইয়া শিবপুরী ও মণিচূড়ের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া কিরিয়া শিবপুরী পর্বতের উপরে গোকর্ণ নামক ভীষণস্থানের নিকট শিৱালমতী বা শিৱা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বাঘ-মতী দক্ষিণাভিমুখে প্রাচীন বৌদ্ধকেন্দ্র কেশচেত্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তৎপরে গজেশ্বরী খাদের মধ্য দিয়া আসিয়া গুণপতিমাথ ক্ষেত্রের প্রায় তিন দিক্ বেটন করিয়া দক্ষিণপশ্চিমমুখে রাজধানী কাঠমান্ডুর নিকটে আসিয়াছে। কাঠমান্ডু ইহার দক্ষিণতীরে ও পটন নগর ইহার বামতীরে

অবস্থিত। তৎপরে দক্ষিণমুখে এক খাদ বাহিয়া চকর নামক প্রাচীন নগরের নিকট দিয়া চতুর্গিরিপর্বতস্থলে বিস্তৃত হইয়া চম্পাদেবী ও হহাভারতশিখরের মধ্য কিয়দিক পর্বতের নিম্ন খাদ দিয়া নেপাল উপত্যকা জ্ঞাপ করিয়া গিয়াছে। এখানকার বৌদ্ধেরা বলে, গোকর্ণের নিকটস্থ খাদ, গজেশ্বরী খাদ, চকরের নিকটস্থ খাদ ও কিয়দিক পর্বতের নিম্ন খাদ মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের তলবারি আঘাতে উৎপন্ন। শিবমাগী নেবার ও অজ্ঞাত হিন্দুরা উহাদের উৎপত্তি বিস্তার প্রত্টি আরোপ করিয়া থাকে। বিজুমতী, থোবিকোলা বা ক্রমমতী, মনোহরা ও হরুমানমতী এই চারিটা বাঘমতীর প্রাধান উপনদী। বিজু-মতীর অপর নাম কুম্বতী, ইহা শিবপুরী পর্বতের দক্ষিণাংশে বড় নীলকণ্ঠ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিজুনাথ নামক প্রাচীর নিকট পর্বত ত্যাগ করিয়া উপত্যকার প্রবেশ করিয়াছে। এখান হইতে দক্ষিণমুখে নাপাঙ্গুনপর্বতের জুল ঘুরিয়া বালানী ও স্বরকুনাথ নামক ভীষণ স্থানের দ্বায় দিক্ দিয়া কাঠ-মান্ডু নগরের পশ্চিমাংশে উপস্থিত হইয়াছে। তৎপরে নগরের কিছু নিরে দক্ষিণে বাঘমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দুই নদীর সঙ্গম স্থলে অনেক গুলি মন্দির ও একটা বৃহৎ ঘাট আছে। এই স্থানে শবদাহ স্তুতের পক্ষে বড় পুণ্যপ্রদ বলিয়া সকলে এই স্থানেই শবদাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। বাঘমতী ও বিজুমতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা উপাখ্যান আছে। বৌদ্ধেরা বলে, যখন ক্রকুঙ্কল নামক চতুর্ধ সামব বুদ্ধ তীর্থদর্শনোদ্দেশ্যে নেপালে আসিয়া শিবপুরীপর্বতে উপ-স্থিত হন, সেই সময়ে তাহার কয়েক জন অহুচর স্থানের শোভা দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ স্বীকার করে এবং সেই স্থানে চিরকাল বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তাহাদিগের অভিষেকের অস্ত্র ক্রকুঙ্কল কোথাও জল পাইলেন না। তখন দেবশক্তির আরাধনা করিয়া এক পর্বতগায়ে বৃদ্ধাচুর্ট প্রবেশ করাইয়া দিলেন। সেই ছিন্ন দিয়া দৈববলে একটা নির্ধরগী করিতে লাগিল। সেই নির্ধরের দ্বারাই বাঘমতী বা বাঘমতী নামে খ্যাত। তৎপরে সেই জলে অভিষেক হইল। নব বৌদ্ধগণের সুগুণের পর স্তুতীকৃত কেশরশি প্রত্নরীকৃত হইয়া গেল। ইহাই বর্তমান বৌদ্ধতীর্থ কেশচেত্য়। এই সকল কেশের কিয়-দংশ বায়ু-কর্জুক অন্তর্য বলে প্রকিপ্ত হওয়ার তথ্য ঐরূপে আর এক জনগণা বহির্গত হইল, উহাই কেশবতী বা বিজুমতী নদী। স্ববর্ণমতী ও বদরী নামে বিজুমতীর আরও দুইটা উপনদী আছে। থোবিকোলা বা ক্রমমতী শিবপুরী পর্বতে উৎপন্ন হইয়া কাঠমান্ডুর দক্ষিণ কোণ পূর্বে বাঘমতীতে মিলি-য়াছে। ইহার তীরে হরিগাঁও ও দেবপটন। মনোহরা বা

মনোমতী মণিচূড় পর্বতে উৎপন্ন হইয়া পটিন নগরের সম্মুখে বায়মতীতে পড়িয়াছে।

হুম্মানমতী মহাদেবপোখরা পর্বতের এক ছদ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভাটগাঁও নগরের দক্ষিণ দিয়া কংসাবতী নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া চান্দনারায়ণের নিম্নে বনোহরার সহিত মিলিত হইয়াছে।

কৃষি।

নেপালের চাষবাস এবং উদ্ভিজ্জাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি তৎস্থানের জলবায়ু ও হেমস্তাদি ষড়ঋতুর উপর নির্ভর করে। এই রাজ্যের সকল স্থান সমতল না হওয়ার এবং স্থানে স্থানে উপত্যকাদি উচ্চ ও নিম্নভূমি থাকায়, এখানকার প্রকৃতির বিলক্ষণ বিপর্যয় দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের ক্রমনিম্ন প্রদেশে ও নেপালের পার্বত্য উপত্যকাদিতে স্মিটফল ও আহার্যোপযোগী শাকসবজী প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জলবায়ুর গুণাবল্যসারে পর্বতাংশের কোন কোন স্থানে সূর্য্য বংশ (বাশ) ও বড় বড় বেতগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অল্পাংশে কেবলমাত্র সুল্লরীবৃক্ষ ও দেবদারুগাছের সংখ্যাই অধিক। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে পিচ, আখরোটি, তুতফল, গৌরীফল (Rashberry) প্রভৃতি স্মিটফলের গাছও জন্মিতে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলির উপত্যকাকৃতিতে যেখানে গ্রীষ্মের প্রাণবর্ধা অধিক সেই সকলস্থানে সুপক আনারস ও ইন্ডু এবং অপরাপর স্থানে যব, গম, কাঙনি প্রভৃতির বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। এখানে শীতকালে কমলানেবু জন্মে। পর্বতাদি উচ্চভূমিতে বর্ষাকালে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার, সময়ে সময়ে কলাদি হাজিরা মষ্ট হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে এই বৃষ্টিতে মুক্তিকা সিক্ত হওয়ার গ্রীষ্ম ঋতুতে ধান, মকা ও অল্পাংশ শস্তের চাষে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এখানকার অনেকাংশে জমিতে ঋতুভেদে বৎসরের মধ্যে তিনবার চাষ হইয়া থাকে। শীতকালে যে জমিতে গম, যব, সরিষা ও ফলান প্রভৃতির চাষ হয়, বসন্তের প্রারম্ভে সেই সকল ভূমি পুনরায় কষিত হইয়া মূলা, লগুন (রক্তন) ও আলু প্রভৃতি রোপিত হয়, আবার বর্ষাকালে ঐ সকল ক্ষেত্রে ধান, মকা, বা মরিচ বপন করা হয়। পর্বতে চালু গাছসমূহ সিঁড়ির আকারে অনেক উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত কাটিয়া, যে সকল সমতলভূমি পাওয়া গিয়াছে, তাহার নানাস্থানেই মটর, কলাই, ছোলা গম ও যবাদি দৃষ্ট হয়। এখানে সরিষা, মজিষ্ঠা, ইন্ডু ও এলাচী প্রচুর জন্মে। যেখানে এলাচীগাছ জন্মে, সেখানে বেশ জল থাকা চাই, তাহা না হইলে কমল উদ্ভব হয় না।

চাউল নেপালবাসী সকলেরই খাদ্য। এই কারণে রাজ্যের

সকল স্থানেই এক এক রকম ধাতের চাষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নিম্ন ও জলসিক্ত ভূমিতেই ধাত উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত নেপালে আরও নানা প্রকার চালের চাষ হয়, তাহাকে নেপালীরা 'বিয়া' বলিয়া থাকে। এই সকল ধাত পরিপক হইতে গ্রীষ্ম বা বর্ষার প্রয়োজন হয় না। পর্বতোপরি অতি উচ্চ ও শুষ্কস্থানে এই ধাত জলের বিনা সাহায্যে উৎপন্ন ও পরিপক হয়। পর্বতোপরি জমির পারিপাট্যের জন্য লাঙ্গল বা অন্ত কোন যন্ত্রের আবশ্যকতা নাই। নেপালীরা কায়িক পরিশ্রমে হস্তধারাই জমিকে শস্তবপনোপযোগী করিয়া লয়। জমির উর্বরতা সম্পাদনের নিমিত্ত তাহারা গৃহাদির আবর্জনা, গোবর ও একপ্রকার নীলামাটি ছড়াইয়া সার দেয়। নেপালের তরাইনামক স্থানে চাউল, অহিকেন, খেত সরিষা, তিসি, তামাকু এবং উষ্মের প্রভূত চাষ হইয়া থাকে। এই প্রদেশের চারিদিকে খাল ও পর্বতনিঃসৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোতবিনী প্রবাহিত থাকায় এখানে কখনই জলাভাব হয় না।

এই তরাই প্রদেশের বন-বিভাগে শাল, খেতশাল, পিরাশাল, খদির, শিওবৃক্ষ, কঙ্ককাঠ, কালিকসেট, মুলতা, শুনী, বট (বড়) এবং 'ভঙ্ক' (এই গাছ আমাদের দেশের বাবলাগাছের মত শক্ত; ইহাতে উত্তম উত্তম গাড়ির ঢাকা ও 'ধুরা' প্রস্তুত হয়) তুলা, ডুমুর ও গর্দ উৎপাদনকারী বৃক্ষসকল স্থানেই দেখা যায়।

পর্বতের উপরিস্থ বনে সুল্লরী, তিলপত্র, মন্দার, পাহাড়ী-কাঁঠাল, কজুর, তালীসপত্র, মণ্ডল, শূঙ্গাট (পানিফল), আখরোটি, চম্পক, শিরীষ, দেবদারু ও ঝাউ প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। এতদ্ব্যতীত খাদ্যোপযোগী খোবানী, পিয়ারা ও চা এবং অল্পাধি-সৌর্ধবের জন্য নানাজাতীয় স্তগন্ধবিশিষ্ট পুষ্পবৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়।

জমি হইতে কৃষকের সাহায্যে নানাজাতীয় শস্ত ও উদ্ভিজ্জাদি উৎপন্ন হইলেও এখানকার মুক্তিকার নানা প্রকার কন্দ ও ওষধিলতা বা ছোট ছোট গাছগাছড়া জন্মিয়া থাকে। এখানকার তিক্তাস্বাদযুক্ত এবং স্তগন্ধবিশিষ্ট বৃক্ষাদির নির্যাস হইতে নানাপ্রকার রং প্রস্তুত হয়। ইহা নেপালীদিগের বড়ই আদরের জিনিস।

'জীরা' নামক একপ্রকার গাঁজাগাছের পাতার রস হইতে 'চরস' উৎপন্ন হয়। ইহা সেবনে মাদকতা বৃদ্ধি করে। এদেশে ইহাই 'নেপালী চরস' নামে খ্যাত। নেবারীরা উক্ত জীরাগাছের নীরস পত্রগুলি কুটিরা তাহাতে স্তার আঁশেরা যত একপ্রকার পদার্থ বাহির করে এবং তাহা বুনিয়া একজাতীয় স্ত্রবস্ত্র নির্মাণ করে।

কৃত্য।

নেপালের পার্বত্য অংশ হইতে যে সমস্ত মূল্যবান প্রস্তর ও অপরিষ্কৃত ধাতু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বেশ অনুমান হয় যে, নেপালের কোন কোন অংশে লুপ্তখনি বিদ্যমান আছে। যুক্তিকার অন্ন নিয় হইতে তাম্র, লৌহ প্রভৃতি খনি দেখা গিয়াছে। তাম্র উৎকৃষ্ট হইলেও এখানকার লৌহ অজ্ঞাতমান অপেক্ষা নিকট। এখানে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়, তাহা নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নেপালে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রিত ও অপরিষ্কৃত খনিজ পদার্থসমূহ পাওয়া যায়, তাহার বিশেষ আলোচনা করিলে জানা যায়, যে ঐ সকল মিশ্রিত পদার্থে অনেক মূল্যবান ধাতুর অংশ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এখানে নানাজাতীয় প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মার্বেল, গ্রেট, চূর্ণাপাথর এবং লাল ও পীতবর্ণের প্রস্তরগুলিই উল্লেখযোগ্য।

গোর্খা প্রদেশের নিকটে একপ্রকার স্বচ্ছ কৃষ্ণাল (Crystal) প্রস্তর পাওয়া যায়, উহা উত্তমরূপে কাটাইলে হীরকের জায় উজ্জ্বলতাসম্পন্ন হয়। এখানকার মাটি এত উৎকৃষ্ট যে কিছুকাল পরে তাহা প্রায় সিমেন্টের মত দৃঢ় হইয়া যায়।

বাণিজ্য।

নেপাল রাজ্যের বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্বে, দেখিতে হইবে, কোন্ কোন্ রাজ্যের সহিত নেপালবাসীদের ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষ সংস্রব আছে। হিমালয় পর্বতের অপর-পারস্থিত তিব্বতদেশ এবং দক্ষিণস্থ ইন্দো-চীনাধিকৃত ভারত-সাম্রাজ্য, এই উভয়ের সহিত তাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা লক্ষিত হয়। তিব্বতদেশে যাইতে যদিও অনেক গুলি গিরিপথ আছে, কিন্তু সকল গুলিই প্রায় তুরারারূপ। কেবল কাঠমাণ্ডু নগরের উত্তরপূর্বদিকে দিয়া যে পথটা কুশী নদীর উপনদী ধরিয়া সীমান্তবর্তী নীলম্ বা কুটী নামক অভ্যন্তর পর্যন্ত গিয়াছে, তাহা উচ্চে প্রায় ১৪০০ ফিট এবং অপর যে পথটা (২০০০ ফিট উচ্চ) গণ্ডক নদীর পূর্বাভিমুখী স্রোত অতিবাহন করিয়া সীমান্তে কিরণ গ্রামের পার্শ্ব দিয়া তাড়ম্ গ্রামের সন্নিকটে মান্ধু নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এই দুইটা পথ ধরিয়াই নেবারীরা সাধারণতঃ তিব্বত-রাজ্যে গমনাগমন করে। পণ্য-জব্য লইয়া যাইবার জন্য বিশেষরূপ যানবাহনাদি নাই; এক-মাত্র পার্বত্য জাগ ও ভেড়ার পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া এই সকল পথে বাওয়া যায়; অশ্ব বা শকটাদি লইয়া এরূপ দুর্গম-পথে যাইবার উপায় নাই। তিস্ত হইতে পশ্চীম লাল ও এক প্রকার পশম-নির্মিত মোটা কাপড়, লবণ, সোহাগা, যুগনাভি, চামর, হরিভাল, পারদ, স্বর্ণরেণু, শূণ্ডা, 'মজিঠ' (মজিঠা),

চরস, নানাপ্রকার ওষধি ও শুষ্ক ফলাদি নেপালে এবং তৎ-পার্শ্ববর্তী ইন্দো-চীনাধিকৃত রাজ্যসমূহে আমদানী হইয়া থাকে। অপর পক্ষে নেপাল হইতে তাম্র, শিল্প, লৌহ ও কাংশ্মিনীর্জিত তৈজসাদি, বিলাতীকাপড়, লৌহজাত জব্যাদি, ভারতোৎপন্ন কাপাসবস্ত্রাদি, সুগন্ধি মসলা, তামাকু, জুপারি, পাণ, নানা ধাতু এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি তিব্বতে রপ্তানি হয়।

নেপালীরা ভারতের সহিত যে ব্যবসা বাণিজ্য করে, তাহা প্রায়ই নেপাল-সীমান্ত হইতে ৭০০ মাইলের অন্তর্ভুক্ত সকল হাট বাজারে আসিয়া থাকে। নেপাল হইতে ভারতের স্থানে স্থানে যে সমস্ত পণ্য জব্য রপ্তানী হয়, তাহার উপর নেপাল-রাজ শুদ্ধ ধাৰ্য্য করিয়া দিয়াছেন; এরূপ ভারত হইতে যাহা নেপালে আমদানী হয়, তাহা হইতে কর আদায় করা হইয়া থাকে। এইরূপে শুদ্ধ অর্থ সমস্তই রাজকোষে গৃহীত হইয়া থাকে। রাজার আদেশে, দেশবাসীর সৌখিনতা ও বিলাসিতার জন্য যে সকল জব্য নেপালে নীত হয়, তাহার উপর অধিক শুদ্ধ নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু স্বদেশীয়ের আবশ্যকানুসারে যে সকল বস্ত্র আমদানী হয়, তাহার উপর রাজা অল্প পরিমাণে কর লইয়া থাকেন। এই সকল শুদ্ধ আদায়ের জন্য প্রত্যেক হাটে এবং ভিন্ন দেশে লইয়া যাইবার প্রত্যেক পথে এক একটা কুতঘর স্থাপিত আছে। কখন কখনও এই কুতঘরের কার্য নির্দ্ধারের জন্য ঠিকাদার অথবা মহাজন-দিগকে নিলাম করিয়া দেওয়া হয়। তামাকু, এলাচ, লবণ, পয়সা, হস্তদস্ত ও চকোর-কাঠ প্রভৃতি নেপাল গবর্নমেন্টের একচেটিয়া ব্যবসা। এই ব্যবসা-পরিচালনের জন্য রাজপরিবার-ভুক্ত অথবা রাজকল্পাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। এতদ্বিন্ন সকল জ্রোহই অপরায়ণ লোকের অধিকার আছে, কিন্তু সকলেই শুদ্ধ দিতে বাধ্য। এই শুদ্ধ জ্রব্যের শুদ্ধ, বোকা বা সংখ্যাচুসারেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

কাঠমাণ্ডু হইতে যে পথে নেপালজাত জব্যসমূহ ভারত-বার্ষ নীত হয়, তাহা সিগৌলী হইতে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর অভিমুখে প্রথমে নেপাল-সীমান্তে রাক্শুল গ্রাম অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যাবালা, হাতোরা, ভীমকেড়ী ও থানকোট নগর দিয়া রাজধানীতে পৌঁছিয়াছে। পূর্বে এই পথ দিয়া চম্পারণ-জেলায় মধ্য দিয়া পাটনা নগরে আসিত, কিন্তু বর্তমান সময়ে সিগৌলী পর্যন্ত রেলপথ বিস্তার হওয়ায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই সকল সুবিধা সম্বন্ধে এখানকার দুর্গমপথে জব্যাদি লইয়া বড় কষ্টে পড়িতে হয়। কোথাও বলদ, কোথাও ঘোড়া বা শকটাদির সাহায্যে এবং স্থান বিশেষে কুলীর সাহায্যে আসিতে হয়। সিগৌলী হইতে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত যে রাস্তা

দিয়াছে, তাহা প্রায় ২২ মাইল। স্থানীয় নদী বা প্রোতাদিতে কেবল মাত্র শাল ও অশ্রাজ চকোর কাঠ ভাসাইয়া আনা হয়।

চাউল ও অশ্রাজ শস্ত, তৈলকর বীজ, যুত, টাটুঘোড়া, গো-ঘোষাদি, শীকারীর জন্ত শিকরে পক্ষী, ময়না পক্ষী, শাল প্রভৃতির চকোর, অহিফেন, যুগনাতি, চিরতা, সোহাগা, মস্তিষ্কা, তারপিন্টেণ, বদির, পাট, চর্ম, ছাগলের লোম, শুট, এলাচী, লক্ষা, হলুদ এবং চামরের জন্ত চামরী-গোয় ল্যাজ প্রভৃতি নানাজাত্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে আমদানী হয় এবং এখান হইতে তুলা, তুলানির্মিত বস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র (সেনী ও বিলাতী), পশরী কাপড়, শাল, কাড়ন, ক্রুনেল, রেশম, কিংখাপ বা বুটাদার চিকণ কাপড়, কারুকর্মযুক্ত খালর বা করির পাড়, চিনি, মরিচাদি ময়লা, নীল, তামাকু, সুপারী, সিন্দুর, তৈল, লাক্ষা, লবণ, লক চাউল, মহিব, ছাগল, ভেড়া, ভাঙ্গ ও তাহার পাত, পিত্তলের অলঙ্কার, মালা, আরঙ্গী, শীকারের জন্ত বন্দুক ও বারুদ এবং দার্জিলিং ও কুমায়ুন হইতে 'চা' প্রভৃতি জব্য নেপালে রপ্তানী হইয়া থাকে। যেরূপ চম্পারণ দিয়া পাটনা নগরে যাইবার পথ আছে, সেইরূপ ষারবঙ্গ জেলার মীর্জাপুর নগরে এবং পুর্ণিয়া জেলার মীরগঞ্জ নগরে নেপাল হইতে জব্যাদি লইয়া যাইবার জন্ত দুইটা রাস্তা আছে।

বাণিজ্যার্থ উৎপন্ন জব্য।

নেপালের সকল ভাতির মধ্যে নেবারগণ অধিক পরিশ্রমী। নেবারেরা খ্রী-পুরুষ উভয়েই পরিশ্রম করিতে সমর্থ। নেবারী জীলোক এবং পূর্বভবাসী মগরজাতীয় পুরুষগণ কার্পাসবস্ত্র-বরনে বিশেষ পটু। ইহার সাধারণতঃ আপনাদের পরিধানের উপযুক্ত এক প্রকার মোটা কাপড় বোনে এবং অশ্রাজ দেশে রপ্তানীর জন্ত তাহারা আর এক রকমের বস্ত্র নির্মাণ করে। সাধারণ লোকে গাত্রাচ্ছাদনের জন্ত এক প্রকার পশমনির্মিত কবল ব্যবহার করে, এক কবল তুটীয়াগণ বুনিয়া থাকে। নেপাল-রাজগণ এবং অশ্রাজ সম্রাজ ব্যক্তিগণ যে সকল পোষাক ও পরিচ্ছদ পরে, তাহা চীন, যুরোপ প্রভৃতি নানাস্থান হইতে এখানে আনীত হয়। স্বদেশজাত মোটা কাপড়ের উপর তাহাদের বিশেষ স্পৃহা দেখা যায় না।

নেবারী-পুরুষগণ লোহ, তাম্র, পিত্তল ও কাংস হইতে নানাবিধ ভৈজসাদি নির্মাণ করে। পাটন ও ভাতগাঁও নগরে এই সকল ধাতুর বিস্তৃত কারবার আছে। এখানে সুন্দর সুন্দর খটা তৈয়ারী হয়।

ইহার কতকাংশে চুতায়ের কার্যও করিতে পারে। কাঠাদি কাটিবার জন্ত ইহার প্রায় করাতের ব্যবহার করে না,

বাল ও বাটালি দ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিয়া লয়। ইহার এক প্রকার চারাগাছের ছাল হইতে মোটা রকম কাগজ প্রস্তুত করে। ঐ গাছের নাম 'জেকু' বা 'মহাদেব কা ফুল' (Daphne)। প্রথমে গাছের ছাল কোন পাত্রে রাখিয়া গরম জলে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইলে তাহা একটী খলে ঢালিয়া ফুটিয়া লয়। যতক্ষণ না ঐ কাথ ময়লা-তালের মত হয়, ততক্ষণ ঐরূপ করিতে থাকে, পরে বথানিরমে উহা জলে শুলিয়া তাঁকনী দিয়া হাঁকিতে হয়। ইহার পর থাক্রি কেলিয়া দিয়া নির্মল অংশ কাপড়ে ধরিয়া রাখে। ক্রমে জল বরিয়া গেলে ঐ পদার্থ একখানি সমান কাঠের উপর ঢালিয়া শুকাইয়া লয় ও সেই সঙ্গে শাঁক বা কোন মন্থণ কাঠের সাহায্যে উহা ধরিয়া চিকণ করে। কালী নদীর তীরবর্তী ফুটিয়ারাও এইরূপে কাগজ তৈয়ার করিয়া থাকে। কাঠমাগুতে তিন সেম কাগজের দাম সিক্তা সত্তের আনা। কোন বস্ত্র বাধিবার পক্ষে এই কাগজে বিশেষ সুবিধা হয়, কারণ ইহা অতি দৃঢ়।

নেপালীরা চাউল ও অশ্রাজ শস্ত হইতে সুরানার এবং গম, মউরা ফুল, ও চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। তাহারা এই মদ্যকে 'রুকনী' বলিয়া থাকে। ইহা সুমিষ্ট, অশ্রাজ মদ্যের জ্ঞান ইহার তীব্রমাদকতাশক্তি নাই।

প্রচলিত মুদ্রা।

নেপালে বর্তমান সময়ে যে মুদ্রা প্রচলিত আছে এবং সময়ে সময়ে যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে ঐ সকল মুদ্রার কিরূপ দাম, তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

পূর্বপ্রচলিত মুদ্রা	তাহার দাম
স্বর্ণ	
আশ্রুফি	২০ টাকা
পাটলে	৮/০ আনা
মুকা	৪০/৮ পাই
মুকী	২/৪ পাই
আনা	১/৮ পাই
দাম	১২ পাই
রৌপ্য-মুদ্রা	
রূপী	৮/৪ পাই
মোহর	১০/৮ পাই
মুক	৮/৪ পাই
মুকী	৮/৮ পাই
আনা	১/১০ পাই
দাম	১৫ পাই

তাম্র-মুদ্রা

পরসা ২ পাই
দাম ১০ অর্ধ পাই

এখন নেপালে যে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত তাহার নাম মোহর। বাঙ্গালার ইংরাজ-প্রচলিত মুদ্রার উহার দাম ছয় আনা আট পাই। কিন্তু এরূপ মুদ্রার আর প্রচলন নাই, কেবলমাত্র গণনার জন্য আবশ্যক হয়। বর্তমান সময়ে নেপালে বেরূপ মুদ্রাও হইতেছে, তাহা এইরূপে বিতক্ত—

৪ দামে ১ পরসা
৪ পরসার ১ আনা
১৬ আনার ১ মোহরী-রূপী

এতদ্বিধা এখানে আরও তিনটি বিভিন্ন প্রকারের তাম্রমুদ্রা প্রচলিত দেখা যায়। ইংরাজাধিকৃত বরাইচ হইতে চম্পারণ পর্যন্ত স্থানসমূহে যে চৌকা তাম্রমুদ্রা দেখা যায়, তাহাকে আমাদের দেশে চিপ্লে পরসা বলে; কিন্তু উহা সাধারণ ভূট্টা বা গোরখপুরী পরসা নামে পরিচিত। ৭৫টা ঐরূপ পরসার মূল্য আমাদের এক টাকার সমান, কিন্তু নেপালীরা ঐ পরসার এত অভ্যস্ত যে তাহারাই এইরূপ ৮টা পরসার মূলে ইংরাজ প্রচলিত পরসা লইতে হইলে ৯ টার কম গ্রহণ করে না। এই সকল চিপ্লে পরসা নেপাল রাজ্যের পাল্পা জেলার অন্তর্গত তানসেন গ্রামের টাঁকশালে নির্মিত হয়।

এই রাজ্যের পূর্বে এবং উত্তর-পূর্বাংশ এক প্রকার কাল মুদ্রা প্রচলিত আছে, উহা লোহিয়া-পরসা নামে খ্যাত; ইহাতে লৌহমিশ্রিত থাকার উহার দামও অল্প। এইরূপ ১০৭টা পরসার সহিত আমাদের টাকার দামের তুলনা হইতে পারে। লোহিয়া পরসা প্রভৃতির জন্য পূর্বসিদ্ধ পূর্বতন্ত্রেণীতে অনেকগুলি টাঁকশাল আছে, তন্মধ্যে থিকা-মেক্কা গ্রামের টাঁকশালটি উল্লেখযোগ্য। এখনও চম্পারণ ও পুর্গিয়া দিয়া ঐ সকল মুদ্রা উত্তরবিহারে আসিয়া থাকে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় যে নূতন পাতলা তাম্র মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহা গোলাকার। উহা কলের সাহায্যে নিষ্পত্তি এবং তাহার উপর রাজার নামও অঙ্কিত। এই নূতন মুদ্রার প্রচলন হওয়ার পরে রাজধানী মধ্যে লোহিয়া-মুদ্রার চলন একবারে রহিত হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কণের জন্য কাঠমাণ্ডু নগরে একটা স্বতন্ত্র টাঁকশাল আছে।

পূর্বে নেপাল রাজ্যে যে সকল রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহা বর্তমান মুদ্রা অপেক্ষা বড়। এই রাজ্যের দক্ষিণে সকল স্থানেই নেপালী মোহরের পরিবর্তে ইংরাজী টাকা প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজ-প্রচলিত নোটেরও কতক আদর হই-

তেছে। কাঠমাণ্ডু সহরে এই নোটের বিশেষ আদর, কারণ টাকার লেন-দেনে নোট থাকিলে তাহা হইতে শতকরা কিছু লাভ পাওয়া যায়।

বর্তমান সময়ে নেপালে যে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহার এক পুটে রাজা জরেন্দ্রবিক্রম সাহ দেব ও ত্রিশূল এবং অপর দিক গোরখনাথ, মধ্যে শ্রীভাবানী ও ত্রিশূল অঙ্কিত আছে। বেণ্ডল সাহেব লিখিয়াছেন যে, নেপালে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মুদ্রা হইতে স্থানীয় প্রাচীন ইতিহাসভাষ্যের অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায় *। কিন্তু বোধশ শতাব্দীর পরবর্তী কালের মুদ্রা হইতেই ঐতিহাসিক সময় নিরূপণ ও রাজ্যপদের নাম নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে †।

ভোল ও ওজন।

এই রাজ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, অক্সাভ ধাতু, তাম্র ও জলীয় পদার্থ ওজন ও তাহার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য যে সমস্ত বাটখরা বা মাপ প্রচলিত আছে, তাহা পরপর লিখিত হইল।

স্বর্ণ	রৌপ্য
১০ রতি বা লালে—১ মাষা	৮ রতি বা লালে—১ মাষা
১০ মাষার —১ ভোলা	১২ মাষার —১ ভোলা

তাম্র ও পিত্তলাদি ধাতুর মাপ।

৪০ ভোলা	—১ সুববা
৪ সুববার	—১ চুকপী বা পোরা
৪ চুকপীতে	—১ সের
৪ সেরে—১ ধারপী—একধারপীর ওজন ইংরাজী একডু'পরেস ৫ পাউণ্ড	

তাম্র অধ্যাদির মাপ	তাম্রল পর্যায়ের পরিমাণ
২ মনর	—১ সুড়বা ৪ পীরাতে—১ চৌধাই।
৪ সুড়বার	—১ পাবী ২ চৌধাইরে—১ আধ-চুকপী।
২০ পাবীতে	—১ সুড়ী ২ আধ-চুকপীতে—১ চুকপী।
১ পাবী—ইংরাজ একডু'পরেস ৮ পাউণ্ড	৪ চুকপীতে—১ সুড়বা—১ সের
	৪ সুড়বার—১ পাবী।

সময়-নিরূপণ।

বর্তমান কালে ধনবান নেপালীমাজেই যুরোপ হইতে আনীত ঘটিকাঘড়ের সাহায্যে সময়াদি নিরূপণ করিলেও, পূর্বকাল হইতে ভারতবাসীর অভ্যুৎকরণে তাহারিগণের মধ্যে সময়-নিরূপণের জন্য যে পরিমাণ আছে তাহা এই;—

৬০ বিপলে	—১ পল
৬০ পলে	—১ ঘড়ি=২৪ মিনিট।
৬০ ঘড়ীতে	—১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা

* Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft, 1882. p. 651.

† Bendall's Catalogue of Buddhist Manuscripts Cambridge. Intro. XI.

প্রভাত সময়ে যখন হস্তের লোম অথবা গৃহাদি ছাতের উপরিস্থ খোলা স্পষ্টরূপে গণিতে পারা যায়, ঠিক সেই সময় হইতেই ইহাদের দিবসের আরম্ভ কাল।

প্রাচীন সময়ে নেপালীরা একটা তামার হাঁড়ীর তলার ছিদ্র করিয়া, উহা কোন একটা পাত্রস্থিত জলের উপর ভাসাইয়া দিত। ঐ হাঁড়ীর গাত্রে একরূপ ভাবে ছিদ্রটা কাটা যে, তলদেশস্থ জল অগ্নে অগ্নে হাঁড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, হাঁড়ীকে পাত্রস্থ জলমধ্যে ডুবাইতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিত। এইরূপ প্রত্যেক বার পূরণ ও নিমজ্জন লইয়া এক এক ঘণ্টা সময় নিরূপিত হয়। আমাদের দেশে পূজাদির সময় যেরূপ কাস্ত্র নির্মিত গোলাকার ঘড়ির ব্যবহার আছে, পরে সেইরূপ ঘড়ীর সাহায্যে এক দুই ক্রমে দিনমানে লক্ষিত হইয়া সাধারণে সময় জ্ঞাপন করে। ইহাদের মধ্যে দিবা ও রাত্রি চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রভাত হইতে পূর্নাকাল পর্যন্ত, তাহার পরে ঘড়ির অঙ্ক পুনরায় এক হইতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। ঐরূপ নিয়মে সন্ধ্যার পর হইতে মধ্যরাত্রি এবং তৎপরে পরদিন প্রভাত পর্যন্ত এইরূপ ভাবে চলিয়া আইসে; কিন্তু আমাদের দেশে দিনরাত্র দুই ভাগে বিভক্ত;—যথা মধ্যরাত্রি হইতে মধ্যাহ্ন অর্থাৎ বেলা ১২টা এবং ১টার পর হইতে পুনরায় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত।

জাতি-তত্ত্ব।

পর্বত-শ্রেণী দ্বারা এই দেশ বহুধা বিচ্ছিন্ন হইলেও রাজ্য-মধ্যে অনেকগুলি উপত্যকার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল উপত্যকাভূমিতে নানাবিধ পার্শ্বভীরা জাতির বাস দেখা যায়, তাহারা এখানকার আদিম অধিবাসী মধ্যে গণ্য। কালী-নদীর পূর্বস্থিত উপত্যকাসমূহে, যে কমটী প্রধান প্রধান জাতির বাস আছে তাহাদের নামই উল্লেখযোগ্য। (১) মগর জাতি—ভেরী ও মৎস্তেশ্বরী বা মৎস্তাজ্বরী নদীরদ্বয়ের মধ্যবর্তী পর্বতময় প্রদেশে ইহাদের বাস। ইহারা অত্যন্ত সাহসী, সৈনিকবৃত্তির দ্বারা ইহারা জীবিকা-নির্বাহ করে। (২) গুরগ জাতি—উক্ত মগর জাতির বাসভূমি হইতে হিমালয়ের তুমারারূত স্থানপর্যন্ত সমুদ্র পর্বত-খণ্ডে ইহাদের বাস। (৩) নেবার জাতি—কাঠমাণ্ডু উপত্যকার ‘নে’ নামক প্রদেশের আদিম অধিবাসী। নেপালের কৃষি প্রভৃতি সমস্ত কার্যই ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইলেও, এই জাতীয় সকলেই ধনহীন। এই উপত্যকা ভূমির পূর্বমুখ পাক্ষ্য ভূমিতে (৪) লিখু বা যাক্স-খুয়া ও (৫) কিরাভী বা খোখে জাতির বাস। (৬) লেপ্চা জাতি—সিকিম ও দার্জিলিং বিভাগের পশ্চিমপার্শ্বে ও নেপালের পূর্বসীমান্তে বাস করে। (৭) ভূটিয়া জাতি—

লিখু, কিরাভী ও লেপ্চাজাতির বাসভূমির উত্তরস্থ পর্বতের উপত্যকাদিতে এবং তিব্বতসীমান্ত পর্যন্ত স্থানসমূহে এই জাতির বাস দেখা যায়। ভূটিয়াদিগের মধ্যে ‘লে’ নামক স্থান-বাসীগণ লোকপা এবং তৎপার্বত্য জাতি চুকপা নামে খ্যাত। হিমালয়ের অপর পারে তিব্বত সশীপদেশে ভোটিয়া জাতির বাসভূমে রাংবো, সিয়েনা বা কাঠভোটিয়া, পলু-সেন, থা-সেন, সর্প প্রভৃতি পার্শ্বভীরা জাতির বাস আছে। এতদ্ভিন্ন নিম্নতর উপত্যকাদিতে এবং নেপালের ‘তরাই’ প্রদেশে (৮) কুশবার, (৯) সেনবার ও (১০) হায়ু, বোটিয়া (ইহারা ভূটিয়া হইতে স্বতন্ত্র) দূরে বা দহরী, ব্রামু, বোন্না, চেপাং, কুন্না, থারু প্রভৃতি জাতির বাস আছে। এতদ্ব্যতীত (১১) নুনবার ও (১২) সুম্বি বা তমর নামে আরও দুইটা বিভিন্ন জাতি আছে।

কালী বা সারণা নদীর পশ্চিমাংশে কুমায়ুন প্রদেশে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজপুতনা হইতে গোৰ্খা জাতি এখানে আসিয়া বাস করে। ইহাদের ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে পাঁড়ে ও উপাধ্যায় এবং কত্রিয়দিগের মধ্যে খুশ ও পলা নামে থাক দেখা যায়। এখন নেপালের সমস্ত জাতির উপর ইহারাই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। [গোৰ্খা দেখ।]

ইংরাজ-রাজ অস্বীকার করেন যে, সমগ্র নেপালে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোকের বাস, কিন্তু নেপালী-রাজ-দরবারের তালিকায় হইতে জানা যায় যে, এখানকার লোক সংখ্যা বাহ্যিক লক্ষ হইতে ছাপান লক্ষের মধ্যে। নেপালে কোন কালে আদম-সুমারী না হওয়া, প্রকৃত জন সংখ্যা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন।

পূর্নোক্ত আদিমজাতি সমূহেও এখানে বোধনাথ ও অরজু-নাথের মন্দিরের সন্নিকটে ভূটান ও তিব্বতবাসী জাতির বাস আছে। কাঠমাণ্ডু উপত্যকার কান্দীরা ও ইরাকী মুসলমান বণিক সম্প্রদায়ের বাস আছে। ইহারা বহু পূর্বকাল হইতেই এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

নেপালে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির সৃষ্টি হওয়ার, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গৃহস্থেরই একজন স্বতন্ত্র পুরোহিত আবশ্যক। এই সকল পুরোহিত, ধর্ম্ব্যাজক ও গুরু আপনাপন শিষ্য বা যজ্ঞমানেব প্রদত্ত দক্ষিণা, ক্রিয়ালব্ধ দ্রব্যাদি এবং ব্রহ্মোত্তর জমি হইতেই, ভরণ-পোষণ করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে রাজ-গুরুই সকলের অপেক্ষা অধিক মাননীয়। রাজ্য মধ্যে তিনি একজন কমতাপন্ন ব্যক্তি, তাহার বাক্য অমাত্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। নেপালরাজ প্রদত্ত জমির উপলব্ধভোগ ব্যতীত, তিনি দেশবাসী-পুণের মধ্যে জাতিগত কোন দোষের মীমাংসা করিবার বিশেষ অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন। নেপালীগণ ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ

ভক্তি করিয়া থাকেন। কোনরূপ পীড়া বা আত্ম-বিশদ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিয়মও প্রচলিত আছে।

জানবান ব্রাহ্মণ বাতীত এখানে দৈবজগৎগণেরও বাস আছে। কেহ কেহ পৌরোহিত্য করিলেও দৈবজ-বৃত্তিই তাহাদের জাতীয় ব্যবসা। ভবিষ্যৎ কথার উপর নেপালীদের বিশেষ আস্থা আছে, এমন কি এক বিন্দু ঔষধসেবন হইতে যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি ইচ্ছা কর্ষে দৈবজ্ঞেরা শুভকাল না নির্ণয় করিয়া দিলে, ইহারা কোন কার্যেই হস্তক্ষেপ করে না।

বৈদ্যজাতি—আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র আলোচনা করাই ইহাদের ব্যবসা। নেপালীরা বৈদ্য অবস্থাপন্নই হইত না, প্রত্যেক পরিবারেই এক এক জন বৈদ্য নিযুক্ত থাকে। এখানে সাধারণের উপকারার্থ কোন ঔষধালয় নাই।

ধাঁহার লেখক, (কেলাগী) বা হিসাব-নবিসের কার্য করেন, তাহার নেবার-জাতিগত হইলেও বর্তমানকালে তাহারো অন্তঃ প্রবীড় হইরাছেন।

এখানে ব্যবহার-জীবের বেশী আদর নাই। পূর্নকার মত আর অরাজকতা লক্ষিত হয় না। সন্ন জন্ম বাহ্যহরের জ্ঞানসনে নেপালীগণ বর্তমান সময়ে আর কোনরূপ কুকার্যে মত্ত থাকিতে সাহস করে না। এখানকার যিনি প্রধান বিচার-পতি তাহার মাসিক বেতন চইশত টাকা। এ কারণে বিচারককে স্বপক্ষ-সমর্থনের জন্য প্রতিবাদিগণ ঘুষ দিয়াই অধিকাংশ স্থলে অব্যাহতি পান।

বহু পূর্নকাল হইতেই বাঙ্গালানেশের সহিত নেপালের সংস্রব ছিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস বখান্ধানে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই নেপালে বাঙ্গালীর বসবাস আরম্ভ হইরাছিল। এই সকল পূর্নতন বাঙ্গালী সম্প্রদায় ক্রমশঃই নেপালী অচার-ব্যবহার অঙ্গুরণ করিয়া এবং তথাকার প্রচলিত হিন্দু বৌদ্ধ ও পর্তুবাসিগণের আদি ধর্মপ্রচার অঙ্গবর্তী হইয়া, নেপালরাজ্যবাসী মধ্যে পরিগণিত হইরাছেন। উঁহার ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া অথবা বাণিজ্যাদি কাব্য-ব্যপদেশে, এই পার্শ্বপ্রদেশসমূহে আসিয়া উপস্থিত হন, তন্মধ্যে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্নোন্নিষিত জাতিগণ ছাড়াও নেপালের স্থানে স্থানে আরও এককটি জাতির বাস দেখা যায়। কাঠ-ভুটীয়া জাতির বাসস্থানের নিকটবর্তী পর্বতমালায় থকসিয়া ও পাকীয়া নামে অপর দুইটি জাতি আছে; উহার পরম্পরে মিত্রভাবে পায়। নেপালের স্থানে স্থানে পহি বা পমি, বায়ু বা কায়, থপ বা থপিয়া, কোলি, ডোম, মাকি, হরি, পড়বালী, কুনেত, মোগ্কা,

কক, বন, দকর, হর, যুংর (নেপালের পশ্চিমাংশে) এবং দক্ষিণভাগে নেপালের তরাই প্রদেশের সন্নিকটে ও মধ্যভাগে কোচ, বোদো, বিমাল, কীচক, পল, কুম্, হরি বা দরি, বোধপা এবং অবলিয়া-জাতির বাস আছে। এই অবলিয়া জাতির মধ্যে আরও এককটি থাক আছে; বখা—গরো, দোলখলি, বত্তর বা বোর, কুদি, হালক, থক, মরহা, অমাং, কেত্রাং, যাদি প্রভৃতি।

যে সকল প্রধান প্রধান জাতির বিবরণ পূর্নোন্নিষিত হইরাছে, তাহাদের মধ্যে জাতিগত ব্যবসা হইতে যে যে সম্প্রদায় বিশিষ্টাখ্যা লাভ করিয়াছেন এবং সেই সেই ব্যবসাজিহানে যে যে থাকের উপস্থিতি হইরাছে, তাহার একটা তালিকা দিলাম।

চুনারা (ছুতার), সাকি (চর্মকার বা চামার), কামি (কামার), জুনার (দেক্রা বা স্বর্ণকার), গাইন্ (বাড়কর ও গারেন), ডানর (গায়ক, ইহারা আপনাপন ত্রীলোক-দিগকে বেস্তায়ুক্তি অবলম্বন করার), দমাই (দরজী), আগরী (খননকারী), কুম্হল ও কিররি (কুমার), পো (ডোম, ইহারা জল্লাদ ও ঘরামির কার্য করে), কুন্ (চর্মকার), নাথ (কসাই), চমাথল (ধাতু, বাহারী ময়লা কলে), ডোম বা যুগী (বাদ্যকার সম্প্রদায়), কো (কামার), থুসি (ধাতুশোধনকারী), অব (স্থপতি), বালি (কৃষক), নৌ (নাপিত), কুমা (কুস্তার), সমত্ (ঘোবা), তট্ট (দড়ি ও চিতাবস্ত্র নির্মাতা), গথা (মালী), সাবো (জোক বসাইয়া রক্তক্ষরণকারী), ছিল্লি (বস্ত্রাদি রংকারী), সিকমি (ছুতার), দকনি (গৃহাদি-নির্মাতা বা রাক্ষসী), লোহোঙ্গকমি (পাথরকাটা কামার)।

পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার।

নেপালীদিগের মধ্যে গোণাজাতিই বেশকুচা ও অলপারিপাটো অন্যান্যজাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। গ্রীষ্মকালে সাধারণে সাদা বা নীলবর্ণের কাপাসবস্ত্র নির্মিত পায়-জামা, কুর্তি বা হাটু পর্যন্ত লম্বা চাপকানের মত জামা পরিধান করে। সকলেরই কোমরে একক হাত লম্বা কাপড়ের কোমর-বন্ধ জড়ান থাকে এবং তাহাতে 'কুকড়ী' নামক নেপাল-দেশীয় বক্রছোরা লম্বাধ করিয়া রাখে। শীতের প্রারম্ভে তাহার পূর্নোক্তরূপ পরিচ্ছদাদি ধারণ করে বটে; কিন্তু তাহাতে তুল্য পুরিয়া লয়, বাহারী ধনী, তাহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তাহার জামার ভিতরে ছাগলের লোম লেপ দিয়া লয়। মস্তকশোভার জন্য ইহারা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে। উহা কালরঞ্জের কাপড় খেসর্বৈস তাবে জড়ান। সূচরচিত তাহার

পাণ্ডা বা জরি ও কিতা বসান মাথার খুলির অল্পবারী এক প্রকার টুপি মস্তকে ধারণ করে।

নেবারীরা সাধারণতঃ কোমর পর্যন্ত কাপড় পরে এবং লীত ও গ্রীষ্মের অধিক্যে মোটা সূতী বা পশমী কাপড়ের জামা ব্যবহার করে। ইহাদের মধ্যে বাহারী ব্যবসাদি দ্বারা ধনশালী হইয়াছে এবং বাহারী সচরাচর কার্ষোপলক্ষে তিব্বত-দেশে গিয়া থাকে, তাহার চুড়িদার ইজার, চাপকানের ন্যায় লম্বাঝামা ও মস্তকে পশমনির্মিত টুপি পরিধান করে। হরসিদ্ধি নামক স্থানে যে সকল নেবারী বাস করে, তাহারী গ্রীলোকদিগের আগরার মত অথবা অবতৃত-সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় পারের গাঁট পর্যন্ত লম্বা আল-খান্না ব্যবহার করে। ঐ জামার কোমরের নিকট কৌটার মত তাঁজ করা থাকে। ইহাদের মস্তকে সাধা বা কালকাপড়ের টুপি আছে, উহার ভিতরেও তুলা দেওয়া এবং উহার চারি দিক ১ ইঞ্চি উলটান থাকে।

নেপালে আর আর যে সকল জাতি আছে, তাহাদের পরিচ্ছন্ন প্রায়ই পূর্বোক্ত রূপ, তবে স্থানবিশেষে কিছু মাত্র ইতর-বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। গ্রীলোকদিগের মধ্যে বেশভূষার বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। সকল জাতীর গ্রীলোকেরা প্রায়ই এক বৎ কাপড় লইয়া সমুখভাগে বাঘার মত কুঁচি করিয়া পরে। ইহাদের পরিধান প্রথা অতি অপূর্ণ। সমুখভাগে যে কাপড়ের কুঁচি পটিসমূহ বিলম্বিত থাকে, তাহা প্রায়ই পদযম আচ্ছাদিত করিয়া মুক্তিকা স্পর্শ করে; কিন্তু পশ্চাত্তাগের কাপড় এত ছোট করিয়া গুলাইয়া দেয় যে, উহা কখনও হাঁটুর নিম্নে পড়ে না। রাজপরিবারভূক্তা রমণীগণ এবং দেশীয় ধনী ব্যক্তির গ্রীকস্তাগণ বাঘার মত কুঁচি করিয়া পরিবার জন্য যে কাপড় ব্যবহার করেন, তাহা লম্বে প্রায় ৬০ হইতে ৮০ গজ। ঐ বস্ত্র মসলিন কাপড়ের ন্যায় সূক্ষ্ম। ধনিক-পত্নী কখনই এরূপ দীর্ঘবস্ত্র পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতে পারেন না। ধনী বা উচ্চ কুলো-ক্তবা রমণীগণ নিজবংশমর্যাদা ও সম্মান-রক্ষার জন্য এরূপ অসা-মান্য বেশভূষার ভূষিত হইয়া জনসমাজে আদরলীল হন।

গ্রীলোকগণ সকলেই প্রায় চুড়িদার হাতাবিশিষ্ট জামা এবং 'সাড়ী' (শাল বা জরির উড়ানী) ব্যবহার করে। ভার-তের সমস্তলক্ষেত্রবাসীদিগের মত কখন সর্গগায়ে, কখনও বা কোমরে জড়াইয়া রাখেন। ইহাদের মস্তক-আবরণ কোনরূপ বিশেষ পরিচ্ছন্ন নাই। নেবার-রমণীগণ তাহাদের চুল মাথার মধ্যভাগে চূড়াকারে বাঁধিয়া রাখে, কিন্তু অভ্যন্ত গ্রীলোক তাহা-দের বেশী বিনোদিত ভূজ্য সূচ্য পৃষ্ঠদেশে লম্বমান করিয়া দেয় এবং তাহার প্রান্তভাগে রেশম বা সূতার সূচী বাঁধিয়া কেশের গ্রী-সম্পাদন করে।

নেপালী রমণীগণ বড়ই অলঙ্কারপ্রিয়। তাহারী বধাপক্তি আপনাপন অলঙ্কারের অস্ত্র নানাবিধ আভরণ পরিধান করে। ধনীরা গ্রী-কস্তা যেক্ষপ মণিমুক্তাপ্রবালাদি জড়িত এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ধারণ করে; সেইরূপ পাছাদীদিগের মধ্যেও আপনাপন সামর্থ্যবাহী গহনাদি দেখা যায়। ধনী ব্যক্তি নিজ পরিবারবর্গের অলঙ্কারে বুদ্ধির অস্ত্র মস্তকে (স্বর্ণ বা পিতলের) জড়োয়া ফুল, গলার শোণা বা প্রবালের মালা, হস্তে অঙ্গুরি ও বালা, কর্ণে কর্ণ-ফুল, ফুল বা স্বদেশীয় প্রেথার-নির্মিত কাণবালা, নাকে নাককড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার সৌখি-নতার সৃষ্টি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অসভ্য ভূটীয়াগণও স্বজা-তীয় কামিনীফুলের অস্ত্র ফুলেমালী-পাখর, প্রবাল ও অভ্রান্য মূল্যবান পাথরের মালা বা ভারি চেন-হার, রূপার বৃহদাকার মাছলী বা তক্তি এবং শাঁকার-বালা প্রভৃতি নানাবিধ অল-ঙ্কার প্রস্তুত করে।

গ্রীলোকমাজেই সুগন্ধি-পুষ্পের বিশেষ অলঙ্কারী। তাহারী শিরশোভাবুদ্ধির অস্ত্র সর্কদাই মস্তকে ফুল গুঁজিয়া রাখে। কোন পক্ষাদি উপস্থিত হইলে, তাহাদের কেশ ও কবরী বিবিধ ফুলসাজে সজ্জিত হয়। স্বাভাবিক কন্যাতারী হইলেও তাহাদের পুষ্পসূহা অতিশয় অধিক। এই অস্ত্র তাহারী পুষ্প পাইলেই আত্মাণের অস্ত্র হাতে করিয়া লয় অথবা প্রকৃতি-সত্যের মর্যাদা-রক্ষার্থে, তাহার অস্ত্রমত নিদর্শনপুষ্পকে মাথার তুলিয়া, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করে।

রাজপুরুষগণের পরিচ্ছন্ন প্রথা স্বতন্ত্র। তাহারী মস্তকে জরি ও মণিমুক্তাধচিত এবং উপর পালকের চূড়া শোভিত তাঁজ, অঙ্গে রেশমের বলমলে অথবা চুড়ীদার হাতাবিশিষ্ট চাপকানের মত হাঁটু পর্যন্ত লম্বমান জামা, পায়জামা এবং পায়ের জুতা। সকলেই রমাল ও তরবারী ব্যবহার করেন। রাণা অস্ত্র বাহাদুরের মস্তকে যে মুকুট শোভিত ছিল তাহার মূল্য দুানা-দিক একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। সৎসংজাত ভদ্রসন্তানগণ সকল সময়ে মাথার টুপি, বেনীমানের মত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা, কোমরবন্ধ, কুকড়ীছোরা এবং পায়জামা ও জুতা ধারণ করেন। সৈনিক বিভাগের অধ্যক্ষগণ সাধারণতঃ ইংরাজ-সেনা-নায়কদিগের অলঙ্কারে বেশভূষা করেন।

বাঘা ও পানীর।

নেপাল রাজ্যে ব্রাহ্মণ, জজির, বৈজ্ঞ ও খ্রী প্রভৃতি জাতি-বিভাগ হইলেও, ধর্মাত্মক সম্বন্ধে তাহার কোন বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টগোচর হয় না। এখানে বাহারী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরি-চিত, তাহাদের আচার-ব্যবহার ও ধর্ম-প্রণালী সমস্তই ভার-তের সমস্তলক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মত। কিন্তু রাজ্যের অধি-

কাম্ব ব্যক্তিই অত্যন্ত মাংসপ্রিয়। গোষ্ঠী জাতীয়েরা সাধারণতঃ উত্তরস্থ পার্বত্য-প্রদেশ এবং তরাইভূমি হইতে আনীত খাসী ও আভাকারা তেঁতা প্রকৃতির মাংস ভোজন করে। ইহারা অত্যন্ত শীকারপ্রিয়। ধনবান ব্যক্তিমাঝেই শীকারবিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহারা সকল সময়েই প্রায় শীকারে বহির্গত হন এবং ইচ্ছাক্রমে, হরিণ, বক্স-শূকর ও সোশালু, গোষ্ঠাও, কুবাক-দেবী, ছুরেল, বুইনটিল প্রভৃতি পর্বতজাত পক্ষী শীকার করিয়া তাহার মাংস খাইয়া থাকে।

অনেকেই শূকর-শিশু পুথিয়া থাকে ও ইংলণ্ডের প্রথামত উহাদের খাওয়ারিয়ার বড় করে। বালা হইতে পালিত শূকর-শাবক প্রতাপালকের অত্যন্ত বশীভূত হয়; এমন কি দেখা যায় যে, সময় সময় তাহারা কুকুরের মত আপনাপন প্রভুর পদান্বসরণ করিয়া রাত্তার বিচরণ করিতেছে। নেবারগণ মহিষ, ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মোরগ প্রভৃতি পক্ষির মাংস এবং ভারত-বর্ষের লম্বা লেজবিশিষ্ট ছাগলের (ছবা) মাংস ভোজনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানকার মগর ও গুরঙ্গ জাতিরা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু তাহাদের কার্য-কলাপাদির উপর লক্ষ্য রাখিলে, সহজেই তাহাদিগকে নীচ-শ্রেণীর বলিয়া অনুভব হয়। মগর জাতি শূকরমাংসপ্রিয়, কিন্তু তাহারা মহিষের মাংস ভোজন করে না। তথিগণীতে গুরঙ্গেরা মহিষ মাংস ভোজনে আত্মা প্রদর্শন করে, কিন্তু তাহারা শূকর মাংস স্পর্শ পর্যন্তও করে না। লিছু, কিরাটী ও লেপ্চা প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদিগের খাদ্য-প্রণালী নেবার-জাতির মত।

অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-সাধারণ যদিও মাংসাদিভোজন ও নান্য-প্রকার বিলাস দ্রব্য উপভোগ করিতে সমর্থ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও নিম্ন-শ্রেণীস্থ ব্যক্তির অন্তর্গত সচরাচর মাংসাদির উপভোগ ঘটয়া উঠে না। ইহারা মাংসপ্রিয় হইলেও অর্থাভাব বশতঃ, সকল সময়ে আপনাপন খাদ্যের উপর মাংস বোকাইতে পারে না। এই জন্য সাক-সবজী দ্বারা উহারা উদর-পূরণ করিতে বাধ্য হয়। উহারা প্রায়ই চাউলের অন্ন, শাক-দির ব্যঞ্জন, কাঁচা বা কাঁচা লণ্ডন বা পেরাজ এবং মূলা প্রভৃতির তরকারী রাখিয়া ভক্ষণ করে। মূলা পচাইয়া তাহারা এক-প্রকার চাটনী প্রস্তুত করে এবং উহা অন্নাদির সহিত খায়, নেপালীরা উহাকে 'সিন্কা' বলে। উহা অতিশয় হৃদয়গুরু এবং নিত্যস্থ দৃষ্টি।

নেবারগণ ও অন্যান্য নিম্ন-জাতীয়েরা অত্যন্ত দরিদ্রসত্ত্বেও তাহারা আপনাপন পান-নিপালা পরিতৃপ্তির জন্য চাউল অথবা গোয়ন হইতে এক প্রকার নিকট মদ্য চোলাই করে, উহাই এখানে রুক্সী নামে খ্যাত। এখানকার উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ

দধিরা পান করেন না। জ্বারণ বাঁহারা সমাজের নেতা এবং জাতীয়তার বাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের মদ্যপান নিত্যস্থ গর্হিত। এরূপ সমাজস্থলস্থল তদ্রূপ ব্যক্তি মদ্যপান করিলে তাঁহার জাতি-পত্তন হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বদেশে উৎপন্ন মদ্য অপেক্ষা, অধুনা নেপালে বিলাতী ব্রাণ্ডী ও ভান্‌শিন্‌ মদ্যের প্রভূত আমদানী হইতেছে।

নেবার প্রকৃতি জাতিগণ আমাদের জন্য যে মদ্য পান করে, তাহা তাহারা যথুহেই তৈয়ারী করিয়া লয়। ইহার জন্য রাজাকে কোন মাতুল দিতে হয় না, কিন্তু যদি কেহ এরূপ মিশ্রিত রুক্সী মদ্য বাজারে বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মাতুল দিতে বাধ্য। নেবারগণ সকল সময়েই মদ্য পান করে, কিন্তু তাহাদিগকে কখনও মাতুল হইতে দেখা যায় নাই। কেবলমাত্র মেলা প্রকৃতি পর্বোপলক্ষে অথবা ধান্যাদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তুলিয়া পুজিবার সময়, তাহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করে। পার্বত্য কোল-জাতির মধ্যে 'ইাড়িরা' যেরূপ প্রচলিত, রুক্সী-মদ্য ইহাদের মধ্যেও তদ্রূপ।

উত্তম, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর সমস্ত লোকেই চা খাইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বাঁহারা নিত্যস্থ গরিব, বাঁহাদের চা কিনিবার আদৌ সংস্থান নাই, কেবল সেইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই চা খাইতে অক্ষম। এই চা ভিক্ত হইতে আনীত হয়। ইহাদের 'চা' প্রস্তুত প্রণালী দুই প্রকার—(১) মসলাদির সহিত একত্র সিদ্ধ করিয়া যে চা প্রস্তুত হয় তাহার আবাদ্য মদ, চিনি, নেবুর রস ও জায়ফল মিশ্রিত জব্যের মত। (২) চুড় ও স্নত সহযোগে প্রস্তুত। ইহা কতকংশে ইংরাজী চকোলেটের (Chocolate) মত। এতদ্ভিন্ন নেপালীরা চা-পিষ্টক খাইতে ভালবাসে। উহা যেরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাহা এই;—চট্টকা চার পাতার সহিত চর্বি, চাউলের জল অথবা খারগুরু পদার্থ সংযোগে কিছুকণ রোজে রাখিয়া দেয়, পরে উহা গাঞ্জিরা উঠিলে তাহাকে চোকা বা লম্বা পায়ে পুরিয়া অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া লয়। চুড় প্রকৃতির সহিতও ইহা খাওয়া যায়। চীন ভাষায় ইহার নাম তুন্-কাউ। ইংরাজী প্রণালীতে প্রস্তুত চা বিশেষ আদরীয় নহে। কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর নেপালীরা, বাঁহারা কলিকাতার আসিরাছেন তাঁহারাই উহার পক্ষপাতী।

বিবাহ-প্রথা।

সৌখিনতা-প্রিয় নেপালীগণের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহ তাঁহাদের পক্ষে এক প্রকার অঙ্গসৌষ্টব মাত্র। বাঁহারা অপেক্ষা কৃত্ত ধনবান, তাঁহারা একাধিক পত্নী রাখিতে কুণ্ঠিত হন না। বহুপত্নীপরিবৃত্ত থাকা নেপালীগণের সম্মানের চিহ্ন, এই কারণে কোন কোন ধনী ব্যক্তি ৫০-৬০টা দারপরিগ্রহ

করিলেও তাঁহার মনের আশা তুষ্ট হয় না। বহু বিবাহের স্রোত নেপালে দৈনন্দিন প্রবল, তেমনিই বিধবা-বিবাহ একবারে নিষিদ্ধ। পূর্বে এখানে অসংখ্য অসংখ্য সতী-দাহ হইত। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী এই অপূর্ণ স্বার্থ-তাগ, নেপালীর কঠোর মনে অসামান্য ধর্ম-জ্যোতিঃ ঢালিয়া দিয়াছিল। এই সকল রমণীগণও যে ধর্ম-জগতে 'সতী' নাম ক্রয় করিয়া এবং ভারতের বক্ষে ধর্মস্তম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক সমগ্র জগতে আপনাদের সেই চিরস্মরণীয় কীর্তি ঘোষণা করিয়া সকলের পূজা হইয়াছেন, তাহাতে বিস্ময়াৎ সংশয় নাই।

পূর্ব্বতন রাজপুরুষদিগের নিয়মাবলী যথেষ্টাচারিতাদোষ-দুষ্ট থাকায় এবং রাজা রাজ্যশাসনে শিথিলপ্রবৃত্ত হওয়ার, রাজ্যে বিধম বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। রাজপুরুষগণের আত্মবিচ্ছেদে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটে। এই সময়েই জঙ্গ বাহাদুর রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাণা জঙ্গবাহাদুর নেপালের রাজ্যভার নিজ হস্তে লইয়া যখন দেখিলেন যে, এখনও তিনি শত্রুপক্ষীয়ের কুদৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই; তখন তিনি নেপালের সম্রাট-বংশীয় অনেকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, অনেককে চরিতার্থ করিলেন। এই বিবাহের মুখা উদ্দেশ্য এই যে, শত্রুদল আর কোন মতে তাঁহার বিপক্ষতা-চরণ করিবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত তিনি সেই সময়ে দেশের গণ্যমান্য ও ক্ষমতাপন্ন সকল ঘরেই আপনায় পুত্র, কন্যা ও ভ্রাতৃদিগের বিবাহ দিয়া সম্বন্ধস্থ্যে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে আপনাকে বিপক্ষদল হইতে নিরাপদ বিবেচনা করিয়া, তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডযাত্রা করেন এবং তথায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরে ২ই ফেব্রুয়ারী নেপাল-রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। স্বদেশে আসিয়াই তিনি ইংরাজের অহুকরণে সাময়িক অশ্রুশ্রাব্য এবং কোজদারী আইনাদির পরি-বর্জন করিয়া দেশে সুব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। এই সময়ে তিনি সতীদাহ-নিবারণ সম্বন্ধে কএকটি নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করেন। সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁহার সংশোধিত নিয়মাবলী এই-রূপ—(১) পুত্রবতী স্ত্রীলোকগণ ইচ্ছাসম্বন্ধে সহমরণে যাইতে পারিবে না। (২) সতী স্নানাকাঙ্ক্ষিণী কোন রমণী যদি সহমরণে যাইয়া, স্বামীর অলক্ত-চিত্তা দর্শনে ভীত এবং সাক্ষাৎ শমনরূপ অগ্নিতে জীবন-বিসর্জন করিতে কাতর হয়; তাহা হইলে কখনই সে রমণী অগ্নি-প্রবেশ করিতে পারিবে না। পূর্ব্বকার নিয়ম ছিল যে, যদি কোন রমণী একবার সহমরণে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, আশানের এরূপ বীভৎস-দৃষ্ট দেখিয়া তাহার অন্তরাখ্যা চমকিত হইলেও, তাহার আত্মীয়গণ বলপূর্ব্বক তাহাকে শমন ভবনে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইত।

ঐ রমণী পলাইতে চেষ্টা করিলে, লণ্ডকাঘাতে তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই রমণী পক্ষ প্রাপ্ত হইত। জঙ্গবাহাদুরের কৃপায় অসংখ্য রমণীগণ এইরূপ নৃশংস অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইরাছে। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত-গণ তাহার এই নবানুমানিত মত 'অসম্মত ও অমৌক্তিক এবং ধর্ম্মের ব্যাঘাতজনক' এরূপ বিবক্ষিত বাক্য বলিলেও, তিনি তাহাদের সতামত উপেক্ষা করিয়া, নিজস্বত স্থাপনের জন্ত দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

গোষ্ঠীজাতির দাম্পত্য-প্রণয়ে একবার অবিবাহিত জন্মিলে, অথবা পত্নী ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ হইলে, তাহার স্ত্রীলোক-সিগকে অতিশয় পীড়ন করে। কোন রমণী যদি ভ্রম ক্রমে বিপথগামিনী হয়, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে গৃহ মধ্যে সুনিয়মে রাখিয়া তাহার চরিত্র-সংশোধনের চেষ্টা করে অথবা তাহার পূর্ব্ব আচারিত পাপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উত্তম-মধ্যম বেজাঘাত দ্বারা, তাহাকে পুনরায় সুপথে আনিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু যদি দেখে যে, ইহাতেও তাহাকে শোধরান গেল না, তাহা হইলে তাহাকে বাবজীবন বন্দী করিয়া রাখে। যে ব্যক্তি উপপতি হইয়া অপরের পত্নীতে আসক্ত হয় এবং তাহাকে স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে এবং ঐ স্ত্রীর স্বামী যদি জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার পত্নীর ধর্ম্মহত্যা উপপতি, তাহার প্রণয়িনীর স্বামীর কুকড়ীর আঘাতে, প্রথম-দর্শনেই ভূতলশায়ী হইয়া থাকে। সম্রাট জঙ্গবাহাদুর দেখিলেন যে, এরূপ অবৈধ-প্রণয়ে কেবলমাত্র জাতীয়তার অবনতি এবং এইরূপ সতীত্ব-হরণে স্বদেশের মানি ও আত্মশ্রদ্ধার সম্ভা-বনা; তজ্জন্ত তিনি বিধিত বিবেচনা করিয়া, তাহা নিবারণে যত্নবান্ হইলেন। তিনি আইন প্রচার করিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি অবৈধরূপে উপপত্নী-প্রেমে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। দোষী ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া তাহার বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে, রাজাজ্ঞায়সারে ঐ রমণীর স্বামী আসিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে তাহার পত্নীর সতীত্বাপহারী উপপতিককে ধিক্ত করিয়া ফেলে; কিন্তু তাহার মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব-সময়ে প্রাণরক্ষার জন্ত তাহাকে একটা মাত্র অদৃষ্ট-পরীক্ষা করিতে দেওয়া হয়। এই কারণে ঐ দোষী ব্যক্তিকে তাহার জীবন-সংহর্ত্তা হইতে কএক হস্ত ব্যবধানে দাঁড় করাইয়া, ঐ ব্যক্তিকে পলাইতে আদেশ দেওয়া হয়। যদি ঐ দোষী ব্যক্তি কোন উপায়ে আপনায় জীবন রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পুনর্জীবন লাভ হইয়া থাকে। তাহার আর বিচার হইবে না। এতদ্বিধি ঐ উপপতির প্রাণরক্ষার আরও দুইটি উপায় আছে,

কিন্তু নেপালী-অন্তঃকরণে তাহা অতিশয় হের বলিরা বিবেচিত। তাহার বয়ঃ হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে সম্মুখে ডাকিবে, কিন্তু প্রাণ গেলেও তাহার উপপত্নীর পতির উদ্ভেলিত পদের নিয় দিরা শরীর গলাইরা লইবে না। নেপালীমতে এরূপ যুগিত-প্রণয় অল্পসরণে জাতিভাগ করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আর, যদি ঐ স্ত্রীলোক বলে যে, এই ব্যক্তি তাহার প্রথম উপপতি নহে বা সর্বপ্রথমে তাহাকে কুপণে লইয়া যায় নাই, তাহা হইলে রাজা ঐ স্ত্রীর কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বিচারার্থ আনীত উপপতিকে মুক্তি দান করেন। এইরূপে অন্তের স্ত্রীর সহিত গুপ্তভাবে প্রণয় করিতে গিয়া, কত শত সমান্তবংশীর যুবকগণ অকালে এবং দ্রবুন্ধির বশে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বস্তুতঃই জীবনরক্ষার্থ ছাড়িয়া দিলেও, ঐ উপপতির অদৃষ্টে পলায়ন ঘটরা উঠে না, কারণ দোড়াইরা পলাইবার সময় কেহ না কেহ পা বাড়াইয়া তাহাকে আটকাইয়া ফেলিয়া দেয়।

ব্যক্তিচার ও জাতিভঙ্গদোষের জন্ত পূর্ক নিয়মমতে নেপালীদিগকে অতি গুরুতর সাজা পাইতে হইত। এরূপ কার্যে এতাদৃশ দারুণ সাজা ও পাশবিক অত্যাচার, স্বভাবতঃই বিজ্ঞোহের উদ্ভেজক ছিল।

বর্তমানকালে ঐ সকল নিয়ম পরিবর্তিত হইয়াছে, এখানে তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন। নেবার, লিঙ্গ, ক্রিয়াতী ও ভূটীয়াজাতী বৌদ্ধ হইলেও তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রভূত প্রভাব দেখা যায়। এই কারণে ঐ জাতিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী বা থাকের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাদের পরস্পরের আচার-ব্যবহার প্রায় পরস্পরের অনুরূপ।

এখানকার নেবার প্রভৃতি অপরাপর জাতি অপেক্ষা গোঁর্খাদিগের বিবাহবন্ধনের কিছু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ভারত-বাসী হিন্দুদিগের মত ইহাদের একবার বিবাহ হইলে, তাহার বিয়োগ-বাতীত আর কোনরূপ বিচ্ছেদ বা স্ত্রী-পরিভাগের নিয়ম নাই। স্ত্রী-ত্যাগ এবং সেই স্ত্রীর পত্যন্তরগ্রহণ অতীব কদাকার, উহা বাস্তবিকই জাতীয় গৌরবের হানিজনক। নেবারগণ আপনাপন কজার বালাবহাতেই একটি বেলের (স্ত্রীকল) সহিত বিবাহ দিয়া থাকে। পরে ঐ কজা বয়ঃ-প্রাপ্ত ও ঋতুমতী হইলে, তাহার একটা মনোমত স্বামী খুঁজিয়া আনিতে হয়। যদি ঐ নব-দম্পতীর মনে প্রণয়সঞ্চারণ না হয় এবং সর্বদা কলহে দিন যায়, তাহা হইলে ঐ কজা তাহার স্বামীর মাথার বালিসের নীচে একটি সুপারী রাখিয়া বরাবর চলিয়া আইসে। ইহাতেই ঐ স্বামী বুঝিতে পারিবেন যে, তাহার নববিবাহিত-পত্নী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃ

গিয়াছে। সম্ভ্রান্তি এই স্বামীত্যাগপ্রথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এখন এত সহজে আর কেহ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃস্থানে গমন করিতে পারে না।

ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। প্রায় ইহাদের মধ্যে কাহাকেও বিধবা হইতে হয় না। ইহাদের মনে মনে বিশ্বাস যে, পতি হইতে পত্যন্তর গ্রহণ করিলেও, বাল্যকালের বেলের সহিত বিবাহ জন্ত সীমন্তের সিন্দূর কখনই ঘুচিবে না।

ইহাদের স্ত্রীলোকেরা ব্যক্তিচার-দোষে দুষ্ট হইলে, অতি সামান্য মাত্র সাজা পায়। কিন্তু যে উপপতির সহবাসে তাহার পাত্তিব্রতা-ধর্ম নষ্ট হইয়াছে, সেই উপপতি যদি ঐ পত্নীপরিভাক্ত স্বামীর পূর্ক-বিবাহের সমগ্র খরচাদি না দিয়া, তাহার স্ত্রীকে বিনা কষ্টে ভোগদখল করিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহাকে কারাগারে যাইতে হয়।

ইহারা মৃত দেহ দাহ করে এবং বিধবারা ইচ্ছা করিলে সতীর পদাঙ্গুসরণপূর্কক সহসরণে গমন করিতে পারে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকার, তাহাদের আর অজ্ঞ পক্ষ গ্রহণ করিতে হয় নাই। ইহাদের মধ্যে কখন কখনও দু'একটা সতীদাহ দেখা গিয়া থাকে।

শাসন-প্রণালী।

প্রাচীনকালে নেপালীগণের মধ্যে কেহ বিশেষ দোষ করিলে, তাহার কোন অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিত বা দেহের স্থানে স্থানে ভোরা কাটিয়া চিরিয়া দিত কিংবা দারুণ কোড়ার আঘাতে এমন কি তাহার প্রাণ বিয়োগও হইত। সর্বজন-বাহ্যর ইংলও হইতে প্রত্যাগত হইয়া পূর্কোক্ত কতকগুলি নৃশংস আইন উঠাইয়া দিয়া, রাজা-শাসনসম্বন্ধে নিয়মিত কএকটা নূতন আইন প্রচার করেন। কোন ব্যক্তি রাজদ্রোহী হইলে, বা রাজকীয় কার্য সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, অথবা বুদ্ধভেদ হইতে পলায়ন প্রভৃতি রাজা-সংক্রান্ত কোন দোষ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন-কারাবাস অথবা তাহার শিরচ্ছেদ দণ্ডাক্ষা প্রচারণিত হয়। গবর্নমেন্টসম্বন্ধীয় কোন ব্যক্তি ঘুষ লইলে, অথবা রাজ-তহবিল নষ্ট করিলে, কিংবা অপরের অজ্ঞাতে রাজকোষ হইতে টাকা লইয়া, কোন ব্যক্তিকে ধার দিয়া তাহার নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করিলে, তাহাকে তৎক্ষণেই কোন বিশেষরূপ জরিমানা বা যেমদ দেওয়া হইবে এবং সেই সুহৃৎই তাহার চাকরী বাইবে।

গাভী কিংবা নরহত্যা করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরচ্ছেদ দেয় আদেশ হইয়া থাকে। যদি কেহ গাভীর গাভর্য্য অন্ধান

হারা কতবিক্ত করে, অথবা পূর্বে বিবেচনা না করিয়া, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তাহাকে বাব-জীবন বন্দী থাকিতে হয়। রাজনিয়ম-উন্নয়নকারী ব্যক্তিকে তাহার দোষাভ্যাসের জরিমানা বা কারাবাস ভোগ করিতে হয়।

কোন নীচ শ্রেণীর লোক, যদি আপনাকে উচ্চ বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সেই ভক্ত কোন সম্ভ্রান্তকুলশীল ব্যক্তিকে আপনার স্মৃতি অন্ন ও জল খাওয়াইবার ভক্ত অহরোধ করে, এবং তাহাকে স্বভাতিচ্যুত করিতে প্রয়াস পায় তাহা হইলে, উক্ত ব্যক্তিকে জরিমানা, করণ, অথবা তাহার সর্বস্ব রাজকীর সম্পত্তিকৃত্ত করা হয়। কখন কখন তাহাকে চিরতরে ক্রীতদাস-রূপে বিক্রয় করা হইয়াও থাকে। কিন্তু এই জাতিভ্রষ্ট ভক্ত ব্যক্তি উপবাসাদি ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এবং গুরু ও পুরোহিতকে নির্দিষ্ট অর্থদণ্ড দিয়া অত্যাতিমধ্যে পুনরায় গৃহীত হয়।

ব্রাহ্মণ ও রমণীগণের শিরশ্ছেদের বিধান নাই। ঈশ্বরের অঙ্গগৃহীত অবলা নারীজাতির সর্বৌচ্চ ও সুকঠিন দণ্ডাজ্ঞা-কঠিন পরিশ্রমের সহিত চির-নির্কাসন। ব্রাহ্মণগণের উপরও এই একই নিয়ম, তবে বিশেষ এই যে, ব্রাহ্মণগণ কারাবাসে বাইরা জাতীর গোরব-নাশের সঙ্গে সঙ্গেই জাতিচ্যুত হন।

সেনা-বিভাগ।

রাজ্য-রক্ষা ও রাজ্যশাসনসম্বন্ধে নেপালরাজের বহু অর্থব্যয় হইয়া থাকে। যেমন স্ত্রনিয়মে সৈন্তগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই কামান ও বন্দুকাদি তৈয়ারের জন্য অনেক পরিশ্রম ও অর্থস্বয় হয়। গোর্খাদলই সৈনিক দলের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। এখানে রাজবেতনভোগী প্রায় ষোল হাজার সৈন্য আছে, উক্ত সেনাদল ২৬টি বিভিন্ন রেজিমেন্টে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত নেপালরাজের নিয়মামুসারে কতক লোক সৈনিকবিভাগে নির্ধারিত-সময় মত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, কার্ধ্য হইতে অবসর লইতে পারে। এই সকল লোক সংসারে লিপ্ত থাকিলেও পুনরায় আবৃত্তক হইলে সৈন্ত-দলভুক্ত হইতে পারে। রাজ্যে এইরূপ বিধি প্রচলিত থাকায়, নেপালরাজের সৈন্যসংগ্রহসম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা আছে। তিনি ইচ্ছা করিলেই এক দিনে প্রায় ৭০ হাজার শিক্ত নেপালসৈন্য যোগাড় করিতে পারেন।

ইংরাজী প্রণালীর অনুকরণে এখানকার সৈন্যগণ শিক্ত, কিন্তু তাহা বলিয়া সকল বিষয়েই ইংরাজী নিয়ম নাই। সৈন্যের বিভাগ এবং দলহ নারক অধিনায়কাদি পদ সকলই ইংরাজের অনুরূপ হইলেও, তাহাদের ইংরাজের ভায় ক্রমিক পদোন্নতি নাই। রাষ্ট্রপুত্র বা রাজকুটুম্বগণ বৎসরে বৎসরে ক্রমে উচ্চ পদ পাইয়া থাকেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধ বিচক্ষণ কর্মচারীগণকে

প্রায়ই সাময়িক বিভাগের নিরপন্ন ভোগ করিতে দেখা যায়, ইহাদের সহজে উন্নতি হয় না।

সেনাদলের দৈনিক পরিচ্ছদ নীলরঙের সূতীজামা ও শার-জামা; সাময়িক বেশ,—লালবর্ণের জামা, কাল ইজার, পাখের লাল ডোরা, পায়ে জুতা ও মাথার টুপী এবং শ্বদলের চিকুযুক্ত একখানি রূপার তক্ত। কামানবাহী সেনাদলের পোষাক নীল। অখাদি পরিচালনের স্থান না থাকায় নেপালরাজের অখারোহী সেনার সংখ্যা অতি অল্প। এখানে বাফন, গোলা ও গুলি প্রভৃতি প্রস্তরের কারখানা আছে।

এখনও সৈন্যের শিক্ষার ভক্ত কুচকাওয়াজ হয়। পার্শ্বতীয় প্রদেশে ইহারা যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু। ইংরাজগণের সহিত দুইবার যুদ্ধে ইহারা যে কার্যতৎপরতা ও যুদ্ধকুশলতা দেখাইয়াছিল, তাহাই এই জাতির বীর্ষ্যবন্তার গোরব-স্থল। ইহাদের কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রাদি ততদূর সুবিধাজনক নহে। নেপালরাজের ৪টি পাহাড়ী-কামান (Mountain-battery) আছে। যখন সর্দার বাবরজন্ নেপালসৈন্তের চালক হইয়া ইংরাজসৈন্যাদ্যক্ষকে আপনার ব্যবহারে পরিতুষ্ট করেন, তখন ইংরাজরাজ বহুত্বের নিদর্শন স্বরূপ, ঐ চারিটা যন্ত্র নেপালরাজকে উপহার দেন। রাজার অস্ত্রাগারে অসংখ্য কামান থাকিলেও প্রত্যহই এখানে কামান ও অস্ত্রাদি নির্মিত হইয়া থাকে।

দাস-প্রথা।

নেপালে এখনও দাসদাসীবিক্রয়প্রথা প্রচলিত আছে। সামান্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণও আপনাপন গৃহকার্যের সুবিধার জন্য ক্রীতদাস ক্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দাস-প্রথা আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলিত দাসব্যবসার অনুরূপ। এখানকার দাসগণ কেবল মাত্র গৃহকর্মাদি করে এবং প্রায় একরূপ স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে। আফ্রিকার বিক্রীত দাসগণ তাহাদের প্রভু কর্তৃক সময় সময় বিশেষরূপে নিগৃহীত হইতেন, কিন্তু নেপালের দাসদাসীগণ কতকাংশে ভারতবাসীর গৃহে রক্ষিত দাসদাসীর মত। নেপালে একবার মাত্র ক্রয়কালে দাস দিতে হয়। ধনবান ব্যক্তিমাঝেই এইরূপে বহুসংখ্যক দাসদাসী ক্রয় করিয়া থাকেন।

নেপালের বর্তমান দাসসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। অগম্যগমন বা জাতি-স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্রভৃতি নিবৃত্তিপাশে লিপ্ত হইলে অথবা জাতিগত কোন দোষ করিলে সেই স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ রাজ্যদেশে সপরিবারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। এইরূপে দিন দিন নেপালের দাসসংখ্যা বর্ধিত হইতেছে।

ক্রীতদাসীগণ সর্বদাই গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকে, এতদ্ব্যতীত

ভাহাদিগকে কাঠকাটা, ছাগল-ঘোটকাটির জন্ত ঘাস কাটা প্রভৃতি অনেকগুলি পুরুষোচিত কার্যও করিতে হয়। কোন কোন ধর্মী ব্যক্তি এই সকল দাসীদিগকে আপনার বাসভবনের বহির্ভাগে বাইতে সেন না; কিন্তু তাহারা প্রায়ই অধিকাংশ সময় খেজার বিচরণ করিয়া থাকে। এই সকল রমণীর চরিত্র ততদূর পবিত্র নহে। ভাহারা প্রায়ই গৃহস্থিত কোন না কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ-প্রণয়ে আসক্ত হয়। যদি কেহ তা গৃহস্থাসীর সহবাসে এই দাস-রমণীর গর্ভে সন্তানাদি হয়, তাহা হইলে এই ত্রীলোক আপনার স্বাধীনতা পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এ সময়ে সে এত সমভায় কড়ীভূত হয় যে, সে আর কখনই এ গৃহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। এখানে জীতদাসীর মূল্য ১৫০০ হইতে ২০০০ এবং দাস-ক্রয় করিতে হইলে ১০০০ হইতে ১৫০০ টাকা দিতে হয়।

দেবদেবীর পূজা ও উৎসবাদি।

দেবদেবী বিশেষ ভক্তিপ্রিয়ক নেপালে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে নিম্নসংখ্যায় প্রায় ২৭০০টা উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র বা দেবালয় আছে এবং এই সকল দেব-মন্দিরে পূর্ণোৎসব উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় বৎসরের প্রত্যেক দিনেই এক ছুই বা ততোধিক পূর্ণোৎসব ধাৰ্য্য আছে। পড়ে প্রায় ছয়মাস কাল ইহাদের পূজা ও উৎসবানিতে অতিবাহিত হয়। ভিন্ন দেশীয় কোন ব্যক্তি নেপালে আসিলে দেখিতে পাইবেন যে, এখানকার পার্শ্ব ও উৎসবের শেষ নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানকার লোক এই সকল উৎসবে লিপ্ত থাকিয়াও কিরূপে তাহাদের জীবিকা নির্বাহ করে। প্রত্যেক নির্দিষ্ট পূর্ণদিন ও তৎসম্বন্ধ উৎসবাদি সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। এখানে যে সকল প্রধান প্রধান পীঠ বা দেবালয় আছে, তাহাদের পূর্ণদিন ও উৎসবদির উৎপত্তির কথা অতি সংক্ষেপে লিখিলাম।

১। মৎস্তজনাথবাত্মা—নেপালের অধিষ্ঠাতৃদেবতা মৎস্তজনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদাদি যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। পাটনের অন্তর্গত ভোগমতী গ্রামে এই মন্দির ও লিঙ্গ স্থাপিত। বৎসরের প্রথম দিন (বৈশাখমাসের ১লা তারিখে) প্রথম উৎসব আরম্ভ হয়। এই দিন বিগ্রহদ্বয়ের পর রাজার ভরবারি তাঁহার পাশদেশে রাখিয়া পূজা করা হয়। পূজান্তে একখানি রসসজ্জিত রথে মৎস্তজনাথের মূর্তি তুলিয়া পাটনে লইয়া যায় এবং ভাণ্ডার প্রায় একমাসকাল অবস্থানের পর পূর্ণদিনে ও শুক্ল-লগ্নে পুনরায় বেগমতী গ্রামে আনয়ন করা হয়। এই দিনে বিগ্রহকে কবলে কড়াইয়া লইয়া যায় এবং স্থানে স্থানে সকলের

সম্মুখে এই আবরণবস্ত্র খুলিয়া দেখান হয়। ইহাতে লোক-দিগকে জানান হয় যে, দেবতা পরিব হইলেও একখানি শুকলী (কবল) ব্যতীত আর কিছুই লইয়া বান নাই। তিনি সকলকে জানাইতেছেন যে আপনার পন অবস্থার সঙ্কট থাকাই ভাল। ইহার নাম শুকলী-ঝাড়া-উৎসব। পাটন হইতে প্রত্যাবর্তন সময়ে পথিমধ্যে যে যে স্থানে, সেবকদের আহ্বানের জন্ত বিগ্রহের অধিষ্ঠান হয়, তথাকার অধিবাসিগণ খাদ্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। নেবারগণের মধ্যেও নেপালের অধিষ্ঠাতা আর্ধ্যালোকিতেশ্বর-মৎস্তজনাথ দেবের বড় ও ছোট দুইটা পূর্ণদিন ধাৰ্য্য আছে। [বিশেষ বিবরণ পাটন ও মৎস্তজনাথ দেখ।]

২। নেতাদেবীর-গাড়া বা দেবীবাড়া [নেতাদেবী দেখ।]

৩। পুতপতিনাথ বাড়া [পুতপতিনাথ দেখ।]

৪। বজ্রযোগিনী-গাড়া—বোদ্ধদিগের উৎসব। বোদ্ধব্যতীত হিন্দুরাও অধুনা তাঁহার উপাসনা করে। লহু নামক গ্রামের মণিচূড় নামক পূর্ণিতে এই দেবীর মন্দির আছে। ওরা বৈশাখ এই উৎসবের পূজাপাত হয়। এই সময়ে একখানি খাটের উপর বজ্রযোগিনী-মূর্তি রাখিয়া ক্লেদ করিয়া লহুসহর প্রদক্ষিণ করা হয়। এই মন্দিরের সম্মুখে বজ্রযোগিনীর মন্দির। দেবীমূর্তির সম্মুখে সর্গদাহী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখা হয় এবং সেইখানে একটা মহাবীর মন্ত্যাক্রান্তি আছে।

৫। সিধীবাড়া—কাঠমাণ্ডু ও স্বরভুনাথের মধ্যবর্তী বিষ্ণুমতী নদীর তীরে ২১এ জ্যৈষ্ঠ এই উৎসব হয়। ভোগদানের পর তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তিগণ ছুইদল হইয়া পড়ে এবং দুই দলই পরস্পর পরস্পরের উপর ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করে। পূর্বকালে যদি কেহ ইষ্টকের আঘাতে মর্জিত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে বিপক্ষদলের লোক তাহার চেতনহীন দেহ লইয়া গিয়া নিকটবর্তী কঙ্কণেরী মন্দিরে বলি দিত। রাজার আদেশে আজকাল বালকদিগের ইষ্টক-নিষ্ক্ষেপ নিবারণিত হইয়াছে।

৬। গোমিয়া মঙ্গল বা মণ্টাকর্ণ—মণ্টাকর্ণ নামক রাকসকে স্বদেশ হইতে তাড়ানই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে প্রবাদ মণ্টাকর্ণ বা বেঁটু পূজা করিলে গৃহস্থ বালক-বালিকাদের কাহারও ধোঁসুপাচড়া হয় না। নেবার বালকেরা মহোলাসে খড়ের একটা প্রতিমূর্তি করিয়া রাতার রাতার বেড়াইয়া বেড়ায় ও প্রত্যেক লোকের কাছে ভিক্ষা করে। ১৪ই শ্রাবণ উৎসবান্তে বালকেরা উক্ত মূর্তি জ্বালাইয়া আমোদ প্রমোদ করে।

৭। বাড়া-বাড়া—বোদ্ধমার্গী নেবার জাতির পুরোহিত-

গণ-চাই শ্রাবণ ও ১৩ই ভাদ্র হইল দিন প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে বার্ষিক স্বর্ণপ চাউল ও শস্তাদি আহরণ উদ্দেশ্যে বহির্গত হন। এই ভিক্ষা-বৃত্তির অর্থ এই যে, প্রাচীন কালে বীড়াদিগের পূর্ব-পুরুষ বৌদ্ধপুরোহিতগণ ভিক্ষুক ছিলেন। সেই মহাশয়গণের বংশধরগণ তাঁহাদের অসুষ্ঠের সংকল্প পালন জন্য বৎসরে দুই বার যাত্রা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। এই ভিক্ষালব্ধ ত্রাবোই তাঁহাদের প্রায় এক বর্ষের জীবিকা সংগৃহীত হয়।

উক্ত দিনে নেবারীগণ স্ব স্ব বাড়ী বা দোকান, পুন্ডাদি দ্বারা সজ্জিত করে এবং সেই গৃহস্থপরিবারভুক্ত-সমগীগণ এক এক ধামা চাউল ও অজ্ঞাত শস্ত লইয়া দোকান বা বাড়ীর সদরে আসিয়া বসে। বীড়াগণ দ্বারদেশ দিয়া যাইলে, সকলেই তাঁহাদিগকে প্রভূত শস্ত দিয়া বিদায় করে। কোন ধনবান্ নেবারী উক্ত নির্দিষ্ট দিবসস্থর ব্যতীত যদি অল্প এক দিনে শুণ্ডভাবে অর্থাৎ আপনি একাকী বীড়াদিগকে ঐক্যে ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিতে ইচ্ছা করেন; তাহা হইলে প্রভূত অর্থ বার না করিলে তাঁহার এ যনয়ান্য পূর্ণ হইতে পারে না। এই উৎসবে যে বীড়া প্রথমে গৃহস্থের চৌকাঠে পদাৰ্পণ করিবে, তাহাকে কিছু বেশী দান করিতে হইবে। যদি গৃহস্থ এই উৎসবে উপলক্ষে রাজাকে নিমন্ত্রণ করেন, তজ্জন্য অবশ্যই তিনি রাজদানানুসন্ধার্ষ একখানি রৌপ্যসিংহাসন, ছত্র ও রক্তনৈভজসাদি রাজচরণে অর্পণ করিয়া আপনার মর্যাদারক্ষা করিবেন।

৮। রাধি-পূর্ণিমা—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই এই উৎসবে যোগদান করেন, কিন্তু উভয় দলের পার্থক্যাদি স্বতন্ত্র। বৌদ্ধগণ ঐ দিবসে পবিত্র নদীতে স্নান করিয়া দেবদর্শনে যাবিরে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ আপনার শিষ্য বা যজমানের হাতে সজ্জিত নৃত্য বীথিয়া দেন এবং তজ্জন্য তাহার নিকট হইতে কিছু দক্ষিণা আদায় করিয়া লন। অনেক গুণ্য-সকলোদ্দেশ্যে গৌসাক্রিখান নামক পর্বতের তটবর্তী নীলকণ্ঠ-হ্রদ বা গৌসাক্রিখুণ্ড নামক স্থানে স্নানার্থ আসিয়া থাকেন।

৯। নাগ-পঞ্চমী—প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে নাগ ও গরুড়ের যুদ্ধ উপলক্ষে এই উৎসব হয়। চাঙ্গু-নারায়ণের মন্দিরে যে গরুড়মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, নেপালীদের বিশ্বাস ঐ দিনে দেবমূর্তি বুদ্ধরোহণ জন্ত ঘামিতে থাকেন। পুরোহিতগণ একখানি গামছায়া ঐ মূর্তি মুছিয়া রাখেন। এইরূপ সকলেরই বিশ্বাস যে সেই গামছায় একগাছি হুত্র ও সর্পবিধের দ্বিবেশ উপকারী।

১০। জয়াঠেলী—শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে এই উৎসব হয়।

১১। গোষ্ঠ বা গাভী-যাত্রা—কেবলমাত্র নেবারীজাতির মধ্যে এই উৎসব প্রচলিত। কোন গৃহস্থের পরিবারভুক্ত কোন লোক মরিলে, সেই পরিবারস্থ সকলেই ১লা ভাদ্রে গাভীরূপ ধরিয়া রাজপ্রাসাদের চারিদিকে ভ্রমণ ও নৃত্য করিয়া বেড়াইত। এখন কেবল মুখসে মুখ ঢাকিয়া সাধারণে নৃত্যগীত করে যাত্রা।

১২। বাঘ-যাত্রা—গাভীযাত্রার আবাবহিত পরেই ৩রা ভাদ্র নেবারগণ বাঘ সাজিয়া নৃত্যগীত করে। উহা গাভীযাত্রার অনুরূপ যাত্রা।

১৩। ইন্দ্র-যাত্রা—২৬এ ভাদ্র কাঠমাণ্ডু নগরে এই উৎসব হয় এবং ক্রমাগত ৮ দিন কাল থাকে। প্রথম দিনে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে একটি উচ্চ কাঠের ধ্বজা প্রোথিত হয় ও রাজ্যের নর্তকসম্প্রদায় মুখস পরিয়া, প্রাসাদের চতু-স্পার্শ্বে নৃত্যগীতাদি করে। তৃতীয় দিন রাজা কতকগুলি বালিকা আনাইয়া কুমারীপূজা করেন; পরে তাহাদিগকে বানারো-হণে নগরের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। যখন ঐ কুমারীগণ নগর পরিক্রম করিয়া, রাজপ্রাসাদে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন একখানি গদির উপর স্বয়ং রাজা বসেন অথবা রাজতরবারি আনিয়া তাহার উপর রাখিয়া দেওয়া হয়; রাজ-সরকারভুক্ত কর্মচারিগণ নানাবিধ উপঢৌকন ও নজরানা দিয়া থাকেন। ঐ দিন অনন্ত চতুর্দশী। গোথারাজ পৃথ্বীনারায়ণ এই পর্বদিনে সদলে আসিয়া কাঠমাণ্ডু নগরে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। যখন রাজার বসিবার জন্য গদি বাহির করা হইল, তখন গোথারাজ তাইয়া ঐ গদিতে উপবেশন করিলেন। নেবার-গণ সকলেই উৎসবে মগ্ন এবং নেশার অভিভূত, কাজেই তাহারা বিপদের প্রতি অন্ত্রধারণ করিতে পারিল না। নেবাররাজ নগর হইতে পলাইয়া গেলেন, পৃথ্বী-নারায়ণও নির্বিবাদে নেপালরাজ্য দখল করিলেন। এই পর্ব দিনের মধ্যে যদি ভূমি-কম্প হয়, নেপালীদের বিশ্বাস, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা; এই কারণে নেবারগণ ভূমিকম্পের পর দিন হইতে পুনরায় আবার আট দিন ধরিয়া ঐ উৎসব করে।

১৪। দশেরা বা চুর্ণোৎসব—মহালয়ার পর হইতে বিজয়া-দশমী পর্যন্ত দশ দিন এই উৎসব। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে দশেরা উৎসব উপলক্ষে যে সকল কৰ্ম্মাদি বিহিত আছে, এখা-নেও ঠিক সেইরূপ হয়। উৎসবের স্থিতিকাল দশ দিন, ঐ দশ দিনে অনেক মহিষ ও ছাগবলি হয়, কিন্তু বাল্যলার মত এখানে মৃত্তিকার চূর্ণপ্রতিমা গঠিত হয় না। প্রথম দিনে অর্থাৎ ঘটস্থাপনার সময়ে ব্রাহ্মণেরা পূজার জন্য নির্দায়িত

হানে বাদি পঞ্চ শত বশন এবং পবিত্র নদীর জল সেচন করে।
দশম দিনে তাহার শিষ্যাদি হইতে লক্ষ উপঢৌকনাদির
পরিবর্তে আশীর্বাদস্বরূপ বরের শীঘ্র উপহার দেয়।

১৫। দেওয়ালী—ধনাদিত্যী লক্ষ্মীদেবীর পূজা উপলক্ষে
কাতিকী অমাবস্তায় এই পর্বে উৎসব হয় এবং নগরবাসীরা
সারারাত্রি দ্ব্যতক্রীড়া করে। রাত্রির মধ্যে জুমাখেলা নিষিদ্ধ
হইলেও এই উৎসব সময়ে তিন রাত্রি ও তিন দিন কোন বাধা
নাই। জুমাখেলার অচুরাঙ্গী ব্যক্তিগণের গমনাগমন হেতু রাত্তা
লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির বাজী
খেলা সবেও শুনা যায় যে, তাহার সময় সময় আপনাব
ক্রীকেও বাজী রাখিয়া খেলা করে। এক সময়ে এক ব্যক্তি
নিজের হাত কাটিয়া বাজী রাখে এবং ঐ বাজী জিত হইলে
সে প্রতিপক্ষকে বলে যে, তুমি তোমার হাত কাটিয়া আমার
বাজীর টাকার শোধ দাও অথবা তোমার পূর্বলক্ষ সমুদ্র অর্থ
আমাকে প্রত্যর্পণ কর। এরূপ লোক জগতে অতি বিরল।

১৬। কিচা-পূজা—নেবারজাতির মধ্যে কেবলমাত্র কুকুরের
উৎসব হয়। ১৬ই কাতিক, নেবারগণ কেবলমাত্র কুকুরের
পূজা করে। ঐ দিন নেপালস্থ প্রায় সমস্ত কুকুরজাতির
গলায় পুষ্পমালা শোভিত দেখা যায়। মহিষ, কাক এবং
ভেক প্রভৃতি জীবপূজার জন্তও এরূপ দিন ধার্য্য আছে।

১৭। ভাইপূজা বা ভ্রাতৃ-বিতীরা—কাতিকী শুক্লাদ্বিতীয়ার
রমণীগণ স্ব স্ব ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া ভ্রাতার কপালে কঁোটা
দিবার পূর্বে পদধর ধৌত করিয়া তাহার গলায় মালা দিয়া
মিষ্টান্নাদি ভোজন করিতে দেয় এবং ভ্রাতাও ভগিনীর সন্তোষ
বিধানের জন্ত, তাহাকে কাপড় অলঙ্কার বা অখাদি দিয়া থাকেন।

১৮। বাল্য-চতুর্দশী বা শত—১৪ই অগ্রহায়ণ এই উৎসব
হয়। ঐ দিনে দেশবাসীগণ পশুপতিনাথ মন্দিরের অপর
পার্শ্ববর্তী নৃগুহলী নামক বনে যাইয়া, বানরদিগের ভোজনার্থ
চাউল, কলা ও মিষ্টান্নাদি ছড়াইয়া দেয়।

১৯। কাতিকী-পূর্ণিমা—এই পর্বে উৎসবে একমাস পূর্বে
অনেক ত্রীলোক পশুপতিনাথের মন্দিরে যায় এবং এই
একমাসকাল উপবাস করে। ঐ সকল রমণী কেবলমাত্র
বিগ্ৰহের স্নানধৌত জল বাতীত আর কিছুই পান করে না।
মাসের শেষ দিন অর্থাৎ কাতিকী পূর্ণিমাত্তে উপবাস অন্তে
তাহারা উৎসবাদি করে। ঐ দিন পশুপতিনাথের মন্দির
আলোকমালায় ভূষিত হয় এবং সারারাত্রি নৃত্যগীতে অতি-
বাহিত হইয়া থাকে। পরদিন যে পর্বততটে দেবমন্দির অবস্থিত,
সেই কৈলাস-পর্বতের উপরে রমণীগণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া,
আপনারা কুইবাতির ধন্যবাদ লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

২০। গণেশ-চৌথ বা চতুর্থী—মাঘ মাসে গণেশের মন্দির
জন্ত এই উৎসব হয়। সারাদিন উপবাস করিয়া স্নাত্তিতে
ভোজনাদি করে।

২১। বসন্তোৎসব বা গ্রীষ্মকর্মী—বঙ্গদেশের মত।

২২। হোলী বা দোল-লীলা—ফাল্গুন মাসের শেষ দিনে
এই উৎসব। ঐ দিন রাজপ্রাসাদের সম্মুখে একখানি ‘টায়’
বা কাঠখণ্ড পুতিয়া তাহাতে নিশানাদি শোভিত করে এবং
রাত্রিকালে উহা অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করে। ইহাকে আমাদের
দেশের মেড়া-পোড়ান বলে। নেপালীদের মধ্যে প্রবাদ আছে
যে এরূপে তাহার গত বৎসরকে জ্বালাইয়া নূতন বৎসরের
আগমণ প্রতীক্ষা করে।

২৩। মাঘী-পূর্ণিমা—মাঘ মাসে নেবারযুবকগণ প্রত্যহই
পুতলিলা বাঘমতীর জলে স্নান করে। বাহাদের মানসিক
থাকে, তাহার মাসের শেষ দিনে কেহ হস্তে কেহ পৃষ্ঠে, কেহ
বক্ষে কেহ বা পদে অগ্নি জ্বালাইয়া হুসজ্জিত তুলিতে
চড়িয়া স্ব স্ব স্থানের ঘাট হইতে দেব-দর্শনে গমন করে।
অপরূপ স্নান-বাড়ীয়াও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক একটা
ছিন্ন কলসী জলপূর্ণ লইয়া যায়। ঐ কলসীর ছিন্ন হইতে
ঝারার জল কঁোটা কঁোটা যে জল বাহিরে পড়ে, সকলেই সেই
জল পবিত্রজ্ঞানে হাতে করিয়া লইয়া মাথায় দেয়। ঐ দিবস
অনেকেই অগ্নি জ্বালাইয়া রাত্তা দিয়া যায় বলিয়া নেবারগণ
চক্ষে নীলবর্ণের চসমা দেয়। এই বাহ উৎসব সর্বভোক্তাবে
হাস্তোদীপক।

২৪। ঘোড়া-যাত্রা—একটা অখমেলা। ১৫ই চৈত্র
রাজার আদেশে রাজকর্ণচারিগণ আপনাপন অশ্ব লইয়া
সাধারণ কুচকাওয়াজ হানে উপস্থিত হয়, এখানে সন্ন্যাস-
বাহাদুরের প্রতিমূর্তির নিকট রাঙ্গা ও অপরূপ উজ্জ্বল
কর্ণচারী উপস্থিত থাকেন। সকলেই আপনাপন অশ্ব
আরোহণ করিয়া ঘোড়া দৌড় করায়। যে শুভের উপরে জয়-
বাহাদুরের মূর্তি স্থাপিত, সেই শুভ-নির্মাণের বাৎসরিক
উৎসবে একটা বৃহৎ মেলা হয়। গবর্মেন্ট-সংক্রান্ত কর্ণচারিগণ
কুচকাওয়াজের জন্ত নির্দিষ্ট ভূমিতে আসিয়া তাহু গাড়ে।
এখানে এই দিনও রাত্রিতে অনবরত আমোদ ও জুমা খেলা
হয়। শেষ দিনে প্রতিমূর্তির চারিদিকে আলোক-মালায়
হুসজ্জিত করিয়া উৎসব ভঙ্গ করে।

২৫। শিশাচ-চতুর্দশী—বজ্রেশ্বরী-বাছলা-দেবীর পর্ব দিন।
চৈত্র কৃষ্ণাষ্টমীতে নানাস্থান হইতে এই দেবীমন্দিরে লোক
আসিয়া সমবেত হয়। এই দিন দেবীর সমক্ষে নরবাল হইয়া
থাকে। জ্যোতিষীর দিন অবিহাতি বালক এবং কুমারীগণের

ভোজ হয় এবং নিশাচ-চতুর্দশীর ব্রতকর আরম্ভ হইয়া থাকে। সেই রাত্রিতে সর্বজন শ্রদ্ধাশ্রমে এবং অগ্নি-রক্ষা করিয়া থাকে। পরদিন প্রভাতে বজ্রবরীদেবীকে একখানি রথে তুলিয়া, নগরে ভ্রমণান্তে মন্দির-নিষ্কটস্থ মহাদেবমূর্তির পার্শ্বে আনিয়া স্থাপন করা হয়। দেবীর রথযাত্রাপূর্ণ মহাধর্মধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

২৬। পঞ্চলিঙ্গ-ভৈরবযাত্রা—আশ্বিনের শুক্লপক্ষীয়তে এই উৎসব আরম্ভ হয়। প্রবাদ, ঐ দিনে মহাভৈরব আসিয়া বগিচী বা কাশ্মিরী দেবীর সহিত উক্ত স্থানে কেলীবিহার করেন।

২৭। হীল্যা-যাত্রা—কান্তিপুর স্থাপনের বহুপূর্ব হইতে দেবমাহাত্ম্যপ্রকাশের স্তম্ভ এই উৎসবের সৃষ্টি হয়।

২৮। ককযাত্রা—দেবকীর্তিবোধবার্ষ মহোৎসব। কান্তিপুর-স্থাপনের পূর্ব হইতে এই প্রাচীন উৎসব নেপালে প্রচলিত।

২৯। লাখিরা-যাত্রা—শাক্যমুনি বখন বোধি-তরুতলে ধ্যাননিমগ্ন, তখন ইন্দ্র তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে আসিয়া তাহার যোগবলে পরাকৃত হন। পরে ব্রহ্মা দিব্যগণ শাক্যবৃদ্ধকে আশীর্বাদ করিতে আসেন। সেই উদ্দেশ্যে এই উৎসবের সৃষ্টি।

৩০। ভৈরবী-যাত্রা ও বিঘকাটা উৎসব—জাতগাঁও নগরের অধিষ্ঠাতা ভৈরবদেবের উদ্দেশ্যে নেবারজাতির উৎসব। বৈশাখ মাসের প্রথম দুই তারিখে এই উৎসব হইয়া থাকে। ইহারই সমীকটে শক্তিধরপীঠী ভৈরবীমূর্তি নেতাদেবীর মন্দির আছে। ঐ দিন ভৈরবমন্দিরের সমুখে একখানি চকোরকাঠ পুতির। তাহার পূজা হয়। ইহার নাম লিঙ্গযাত্রা বা বিঘকাটা।

৩১। অমিতাভ-বুদ্ধের উৎসব—স্বরজুনাথের মন্দির হইতে নানাবিধ পবিত্র উপকরণ ও সাজসজ্জাদি এবং অমিতাভ বুদ্ধের মাখার মুকুট আনিয়া কাঠমাণ্ডুতে এই উৎসব হয়। পূজাদির পর বীড়া নামে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে খাণ্ডাদি শস্য এবং নানা-প্রকার জব্যাদি দান করা হয়। পরে দেবোচ্ছিষ্ট নৈবেদ্যাদি রাস্তার ছড়াইয়া দেয়, ঐ সময়ে আগন্ত বৌদ্ধ-নেবারীগণ বুদ্ধের পবিত্র প্রসাদ পাইবার আশায় কাড়াকাড়ি করে। ইহার পর বীড়া-ভোজন হয়, তৎপরেই সকলে একত্র হইয়া রাস্তার বাহির হয়।

৩২। রথ-যাত্রা—ইন্দ্রযাত্রা হইতে ইহা স্তম্ভ। ১৭৪০-১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা অরপ্রকাশমজের রাজত্ব সময়ে এই উৎসব আরম্ভ হয়। এক সময়ে একটা সপ্তমবর্ষীয়া বীড়া-বালিকা প্রেলাপ করিতে করিতে বলে যে, সে কুমারী দেবী বা শক্তির অংশসম্ভূত। রাজা এইরূপ কথা ভাণ করিয়া দেবী সাজিতে ইচ্ছুক দেখিয়া তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং তাহার জমিজমাদি রাজসম্পত্তিভূক্ত করিয়া লন। সেই রাত্রিতে রণি বাহু-রোগগ্রস্ত হইলেন। তাহার উদ্ভোগ প্রেলাপে

প্রকাশ পাইল যে তাহার উপর দেবী ভর করিয়াছেন। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া ভক্তিত হইলেন। তিনি সর্বসময়কই বীড়া-বালিকার ঈশ্বরী প্রতিপাদন করিয়া, তৎকালেই বখাবিহিত পূজা দিয়া, তাহার ক্রোধ উপশম করিলেন। রাজা ঐ কন্তাকে বদেশে আনিয়া তাহাকে জারগীর দান করেন। প্রতি বৎসর ঐ কন্তাকে রথে চড়িয়া নগরের রাস্তার রাস্তার লইয়া বেড়ান হইত। ইহা হইতেই রথযাত্রা-উৎসবের সৃষ্টি। বেবন উড়ি-বার জগদাধ বলরাম ও মধ্যে স্তম্ভদ্বারা দেবী অবস্থিত আছেন, সেইরূপ এখানেও দেবী মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুইটা বীড়া-বালক নিযুক্ত থাকে। ইহার ভৈরব বা মহাদেবের পুত্র গণেশ ও কুমার (মহেন্দ্র) রূপে গণ্য। ঐ কুমারী অষ্ট-মাতৃকা বা কালীদেবীর ভার পুজিত হইয়া থাকেন।

৩৩। স্বরজু-মেলা বা স্বরজুপন্থিক-দিন—স্বরজুদেবের জন্ম-দিন উপলক্ষে আশ্বিনী পূর্ণিমার এই উৎসব হইয়া থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে জ্যৈষ্ঠমাসে স্বরজুনাথের মন্দিরের চুড়া প্রভৃতি বজ্রাবৃত করিয়া দেয়। এই পূর্ণি দিনে ঐ মন্দিরবরক বস্ত্রের উন্মোচন করা হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগের ইহা মহাপূণ্য দিন, ঐ দিন নেপালের সকল উপত্যকার বুদ্ধদিগের পূজা হইয়া থাকে।

৩৪। ছোট মংস্তেজ্রনাথ যাত্রা—কাঠমাণ্ডু নগরের একটা বাৎসরিক মহোৎসব। পাটনে যেরূপ পদ্মপাণির উৎসব হয়, এখানেও সেইরূপ সমস্ত-ভদ্রের উদ্দেশ্যে একটা উৎসব হইয়া থাকে; কিন্তু সমস্ত-ভদ্রের নামমাহাত্ম্য সাধারণে বিশেষ ব্যাপ্ত না থাকায় এই পার্বণোৎসব নেপালের অধিষ্ঠাতা মংস্তেজ্র-নাথের নামানুসারে ছোট-মংস্তেজ্রনাথ যাত্রা নামে পরিচিত। চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই পার্বণোৎসব হয়। ইহার স্থিতি চারি দিন। কিন্তু দৈব হ্রস্বপাকে যদি রথচক্র ভাঙ্গিয়া যায়, অথবা রথযাত্রার কোন ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপ আরও এক দিন উৎসব হইয়া থাকে। প্রথম দিন রাণী-পোখরা হইতে আসন-তাল, পর দিনে আসন-তাল হইতে দরবার, তৃতীয় দিনে দরবার হইতে লাখন-তাল এবং চতুর্থ দিন ঐ স্থান হইতে বুরিা পুনরায় রাণী-পোখরার রথ ফিরিয়া আইসে।

৩৫। রামনবমী-উৎসব—শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোপলক্ষে গোঁরা জাতির অঙ্গুষ্ঠিত উৎসব। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে স্বর্গদেব উত্তরারণে পদার্পণ করেন, গোঁরাগণ এই শুভ দিনে আপনাপন দলমধ্যে পূজা ও দেবতাদিগকে মনোবৃত্ত জব্যাদি উৎসর্গ করেন। পর দিন নবমী তিথি, ঐ পূণ্যতিথিতে হিন্দুদিগের উৎসব দেখিয়া বৌদ্ধ নেবারগণ অষ্টমী হইতে একাদশী পর্যন্ত সমস্তভদ্রের উৎসব দিন স্থির করিলেন।

৩৬। নারায়ণপূজা ও উৎসব—শিবপুরী পর্বতের সাহস্রশ্রেণী বড় নীলকণ্ঠ গ্রামে এবং নাগার্জুনপর্বতের নিম্নস্থ বালাজী গ্রামে বিষ্ণুপূজার মহা ধুম হইয়া থাকে। প্রথমে বড় নীলকণ্ঠে এই উৎসব হইত, এখানে একটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মধ্যভাগে অনন্তশযাশায়ী নারায়ণের স্তূপস্থিতি বিদ্যমান আছে। ঐ বিষ্ণুস্তম্ভের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শালগ্রাম আছে। গৌসাক্রিধান পর্বতের নীলকণ্ঠ হ্রদতীরবর্তী মহাদেবের স্তূপস্থিতি দেখিয়া নেপালবাসীরা এই নারায়ণস্তম্ভকেও মহাদেবের স্তম্ভ বলিয়া মনে করেন।

বড় নীলকণ্ঠতীর্থে নেপালরাজ এবং রাজপরিবারভূক্ত কোন ব্যক্তির গমন নিষিদ্ধ, কিন্তু অপরাপর সকল বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ এই তীর্থে বাইতে পারেন। প্রায় দেড়শত বৎসর গড় হইল, নেবারগণ উহার অধিকরণে বালাজীতে ঝালা-নীলকণ্ঠ নামে নতুন নারায়ণস্তম্ভ স্থাপন করেন। উভয় স্থানেই হিন্দুর বিষ্ণুদেবতা বৌদ্ধগণের পূজার সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুগণ এখানে কেবলমাত্র নারায়ণস্তম্ভের পূজা করে এবং মানসিক ত্রাবাদি উপহার দেয়; কিন্তু বৌদ্ধগণ পূজাস্থে নাগার্জুন পর্বতস্থিত বৌদ্ধচৈত্যা দর্শনে গমন করে।

৩৭। উপরোক্ত যাত্রা ব্যতীত মঠস্নাত যাত্রা (৩৮), শৃঙ্গবেরী যাত্রা (৩৯), লোকেশ্বর যাত্রা (৪০), খঙ্গল-লোকেশ্বর-যাত্রা প্রভৃতি বহুতর যাত্রা আছে।

ক্ষুদ্রপুরণে হিমবৎশে ও স্বরকুপুরণে উক্ত যাত্রার কোন কোনটির বিষয় বর্ণিত আছে।

নেবারজাতির উৎসবে পার্শ্ব-কাঁচা বত হউক আর নাই হউক, উৎসবোপলক্ষে নৃত্যগীত, মাংসভোজন ও মদ্যপান ঘণ্টেই আছে।

ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশীতে নেপালীরা শিবপূজা ও রাজি-জাগরণাদি করে। প্রত্যেক ব্যক্তি পণ্ডপতিনাথের মন্দিরে যার ও বাসমতীতে দান করে।

অসিদ্ধ হানাদি।

নেপাল উপত্যকার মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে চারিটামাত্র নগর আছে। বিভিন্ন রাজার সময়ে ঐ চারিটা নগরই রাজধানী হইয়াছিল। বর্তমান রাজধানী কাঠমান্ডু এবং প্রাচীন রাজধানী কীর্তিপুর, পাতন ও ভাতগাঁও এই চারিটা নগরই বিষ্ণুমতী নদীর তীরে। এতদ্বির আর যে সকল অসিদ্ধ স্থান আছে, তাহার অধিকাংশ তীর্থস্থান বা মন্দিরাদির জন্তই বিখ্যাত, কিন্তু সেগুলি গ্রাম মাত্র। নেপাল উপত্যকার এইরূপ যে কোন স্থান আছে, তন্মধ্যে বড় নীলকণ্ঠ গ্রাম, বালাজী বা হোট নীলকণ্ঠ গ্রাম, স্বরকুনাথ গ্রাম, (এই কয়টা

বিষ্ণুমতী নদীর অববাহিকার অবস্থিত), হরিগ্রাম, হর, (কল্পমতী তীরে) চবিয়ার গ্রাম ও বোধানাথ গ্রাম (কল্পমতী ও বাসমতী নদীর মধ্যবর্তী উচ্চভূমিতে) গোকর্ণগ্রাম, দেবপাটন গ্রাম, চক্করসহর, কিলকিল, সহর (বাসমতীপ্রবাহিত খাদ চতুর্ভুজের উচ্চে), লক্কুসহর, চাকুনারাগ্রাম, জিঙ্গিসহর (মনোহরা নদীর নিকটবর্তী), গোদাবরী গ্রাম (গদৌরি, কুলচোরা-পর্বতস্থলে) খানকোটনহর (চক্কগিরি পর্বতস্থলে অবস্থিত), এই কয়টাই উল্লেখযোগ্য।

কাঠমান্ডু, কীর্তিপুর, পাতন ও ভাতগাঁও এই চারিটা নগর মেবাররাজগণের সময় প্রাচীরদ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত ছিল এবং গমনাগমনের জন্য ঐ প্রাচীরের দানাদ্বায়ে ভোরপ নির্মিত হইয়াছিল। গোষ্ঠাধিকারের সময় হইতে এই সকল প্রাচীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অধিকাংশ ভোরপ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু নগরসীমা সেই প্রাচীন প্রাচীরের ভিত্তিদ্বাযাবধি এখনও নির্দিষ্ট আছে। সেকালের নিয়মাক্রমে নীচজাতীয় হিন্দুনা (মেথর, কসাই, জল্লাদ ইত্যাদি) কোন নগরসীমায় অন্তর্ভাগে থাকিতে পারে না। মুসলমানদিগের প্রতি এ বিধান নাই। অনেক মুসলমান নগর মধ্যেই বাস করে। প্রতি নগরের প্রত্যেক কটকের সংলগ্ন এক একটা টোলা বা পল্লী আছে। এই সকল পল্লীর মিউনিসিপালিটি স্বতন্ত্র। এই মিউনিসিপালিটির হস্তে সেই সেই পল্লীর সংস্কার ও রক্ষার ভার থাকে। এই চারিটা নগরের প্রত্যেক নগরে একটা রাজপ্রাসাদ বা দরবার আছে। ইহা নগরগুলির প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রত্যেক প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত কতকটা খোলামঠি আছে, ইহার উপর দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিতে হয়। এই দরদানের চতুর্দিকে নানাবিধ মন্দির আছে। নগরগুলির অভ্যন্তরে এইরূপ প্রশস্ত খোলা মাঠ দেখা যায়। কাঠমান্ডু নগরে এরূপ মাঠের সংখ্যা ৩২টা। বিচারালয় প্রকৃতি সাধারণ কর্মস্থানাদি এইরূপ এক একটা মাঠের ধারে অবস্থিত। কাঠমান্ডু, পাতন ও ভাতগাঁও প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি দরবারের নিকটবর্তী। এমন কি কয়েকটা দরবারের সীমার মধ্যে অবস্থিত। কীর্তিপুরের দরবার পর্বতের উচ্চ স্থানে ছিল, এখন তাহা ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে। তাহার নিকটবর্তী কোন কোন মন্দির এখনও অল্পবিস্তর ভগ্নাবস্থায় বর্তমান আছে। দরবারগুলির পশ্চাদিকে রাজকোদান ও হস্তাশালা।

কাঠমান্ডু নগর আরতাকার। বৌদ্ধেরা বলেন এই নগর মধ্যী কর্তৃক তাহার তরবারীর আকারে নির্মিত। হিন্দুরা বলেন, ভদ্রানীর খল্লাকাব্দে এই নগর নির্মিত হইয়াছে।

বাহারই বঙ্গ হউক, ইহার সুদূরভাগ দক্ষিণদিকে বাঘমতী ও বিষ্ণুমতীর সঙ্গমস্থলে এবং উত্তরদিকে তিম্বেল গ্রামে উহার আগ্রভাগ করিত হইয়া থাকে।

কাঠমাণ্ডু উত্তরদক্ষিণে অর্ধ ক্রোশ এবং প্রায়ে কোথাও বা তাহার কিছু বেশী। কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন নাম মল্পপাটন। দরবারের সমুখস্থ এবং প্রাচীন কাঠময় তবনকে নেবারেরা চিরকাল কাঠমাড়ু (কাঠমণ্ডপ) বলিয়া থাকে, ইহা হইতে কালে নগরের নামও “কাঠমাণ্ডু” হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৫৯৬ অব্দে রাজা লক্ষ্মীসিংহ মল্ল এই কাঠমণ্ডপ নির্মাণ করান। ইহা কোন দেবমন্দির নহে। দেশবাণী ও আগন্তুক সন্ন্যাসীদিগের বাসের জন্যই উহা নির্মিত হয়। অত্য়পি উহাতে ঐ কার্য্যই হইয়া থাকে। এখন উহার মধ্যে শিবমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন ৩২টা কটকের কয়েকটি আজিও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। ঐ ৩২টা কটকের সংশ্লিষ্ট ৩২টা টোলা এখনও ঠিক আছে তন্মধ্যে আসানটোলা (সহরের উত্তরাংশে রাণীতলাও এর নিকট), ইন্দ্রচক, দরবার-চক, কাঠমাণ্ডু টোলা, টোবা টোলা ও লখন টোলা প্রভৃতি পল্লী উল্লেখযোগ্য।

দরবার চক দরবার বা প্রাসাদ অবস্থিত। প্রাসাদের উত্তর দিকে তলিঙ্গ মন্দির, দক্ষিণে বসন্তপুর নামে মন্ত্রপাগুহ ও নূতন দরবার (অভ্যর্থনা-গৃহ), পূর্বে রাজ্যোদ্যান ও হস্তাশালা এবং পশ্চিম দিকে সিংহদ্বার। প্রাসাদে সেকালে নেবারদিগের প্রস্তুত প্রাচীন গঠনের গৃহাদি ও ক্রমশঃ প্রস্তুত নূতন নূতন গঠনের গৃহ আছে। এখনকার বিলাতী ধরনের গৃহাদিও আছে।

কাঠমাণ্ডু নগরের মধ্যে হিন্দুমন্দির বহুগুলি আছে, তন্মধ্যে তলিঙ্গ মন্দির ব্যতীত আর কোন মন্দির তাদৃশ শোভা-যুক্ত বা উল্লেখযোগ্য নহে। বৌদ্ধমন্দির নগরের নানা স্থানে, তন্মধ্যে ‘কাঠমাণ্ডু’ ও ‘বুদ্ধমণ্ডল’ নামে মন্দির দুটি উল্লেখযোগ্য।

কাঠমাণ্ডু নগরে ৬০ হইতে ৮০ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে নেবারদিগের সংখ্যাই অধিক। নগরের বাহিরে পূর্বদিকে ঠাণ্ডীখেল নামক মাঠে সৈন্তদিগের সূচকাওয়াজ হয়। ইহার মধ্যস্থলে প্রস্তরবেদিকার উপর সজ্জবাহাদুরের এক গির্দী করা প্রতিমূর্তি আছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অতি ধুমধামে জগদ্বাহাদুর নিজেই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বাকদখানার জগদ্বাহার মন্দির আছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জগদ্বাহাদুর ইহা নির্মাণ করান। ঠাণ্ডী খেলের রাস্তার ধারে মহাকালের এক অতি প্রাচীন ক্ষুদ্র মন্দির আছে। নেপালের সমস্ত হিন্দু মন্দির অপেক্ষা এখানে বেশী বাড়ী আসিয়া থাকে। ইহার মধ্যে জগদ্বাহার নামে শিবের যে মূর্তি আছে, বৌদ্ধেরা সেই মূর্তিকেই

পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করে। মহাকালের কপালে আর একটি ক্ষুদ্র মূর্তি খোদিত আছে। হিন্দুরা ইহাকে কি বলে তাহা জানা যায় না (সম্ভবতঃ চন্দ্র মূর্তি বলে), কিন্তু বৌদ্ধেরা উহাকে পদ্মপাণির ললাটজাত অমিত্যভ মূর্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। বাহা হউক এই মন্দিরে এই নিমিত্ত একই প্রতীমাকে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন দেবতাজ্ঞানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই পূজা করিয়া থাকে।

নগরের উত্তরপশ্চিমকোণে রাণী-পোখরা নামে যে সরোবরের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার মধ্যস্থলে দেবীমন্দির আছে। ইহাতে বাইবার জন্ত পশ্চিম তীর হইতে সেতু আছে। ইহার উপর লতানিয়া গাছ জন্মিয়া বড়ই শোভাকর হইয়াছে। পূর্বে এই হ্রদের অতুল শোভা ছিল, কিন্তু জগদ্বাহাদুর ইহার চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দেওয়ার সে শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রাণী-পোখরা সরোবরের পূর্বোত্তরকোণে নারায়ণের একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহার চতুর্দিকে দেবদাকর স্তম্ভর বন। স্থানটি বড় মনোরম। নিকটেই একটি নির্বর আছে। এই স্থানটির নাম নারায়ণহিষ্টি। এই মন্দিরের সম্মুখে আধুনিক চুণ বালির কাজ করা কতেজঙ্গ-চৌতরা নামক অট্টালিকা। পূর্বে এখানে কতেজঙ্গ বাস করিতেন। রাণী পোখরার দক্ষিণে এক প্রস্তরময় হস্তীর উপর রাজা প্রতাপমল্ল ও তাঁহার মহিষীর প্রস্তরময়ী মূর্তি আছে। এই মহিষীই এই সরোবর নির্মাণ করান।

কাঠমাণ্ডু সহরের পশ্চিমে স্বয়ম্ভূনাথ পাহাড়ের দক্ষিণে উচ্চ-ভূমিতে বজ্রাবার ও কাওয়াজের মাঠ আছে। এখানে গোলন্দাজ সেনার কাওয়াজ হয়। সহরের দক্ষিণে বাঘমতী ও বিষ্ণুমতীর সঙ্গমস্থলে বাঘমতীর দক্ষিণতীরে সেনাপতি বোম বাহাদুর কর্তৃক নির্মিত ২১৩ শত গজ বিস্তৃত এক প্রস্তরনির্মিত বৃহৎ খাট আছে। কাঠমাণ্ডু, কাতিপুর, জিনদেশী প্রভৃতি নামেও ইহা অভিহিত হয়। কথিত আছে রাজা গুণকামদেব ৩৮২৪ কল্যাকে (৭২৩ খৃষ্টাব্দে) এই নগর স্থাপন করেন।

রাণী পোখরার আরও দক্ষিণে ঠাণ্ডীখেল বা তুড়িখেল নামক কাওয়াজের মাঠ। ইহার পশ্চিমে ধারারা নামক এক প্রস্তরস্তম্ভ, জীমসেন ঠাণা নামক জনৈক সেনাপতি ইহা নির্মাণ করেন। ইহা উচ্চে ২৫০ ফিট। ইহার মধ্যে সোপান ও জানালা আছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বজ্রাবাতে ইহার অনেকাংশ নষ্ট হইয়াছিল, আবার মেরামত হইয়াছে। এখানে জীমসেন-নির্মিত এইরূপ আরও একটি স্তম্ভ ছিল, তাহা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বর্তমান স্তম্ভটির গঠন ও কার-

কাৰ্য্য অতি উৎকৃষ্ট ও গোভাসম্পন্ন। কাঠমাণ্ডুৰ অৰ্দ্ধ কোশ উত্তরে ইংৰাজ ৱেসিডেণ্টেৰ আবাসবাটী ও উদ্যান।

কাঠমাণ্ডু হইতে যে সেতুদ্বাৰা বাঘমতী পাৰ হইয়া পাটনে প্ৰবেশ কৰিতে হয়, সেই সেতুৰ উত্তৰাংশে এক প্ৰস্তৰময় বৃহৎ কচ্ছপেৰ পৃষ্ঠেৰ উপৰ এক প্ৰস্তৰস্তম্ভ আছে; তন্ত্ৰেৰ শীৰ্ষদেশে এক প্ৰস্তৰময় সিংহমূৰ্ত্তি বিভূষিত। এই অকুতাকাৰ স্তম্ভও সেনাপতি ভীমসেন ঠাণা কৰ্ত্ত্বক নিৰ্ম্মিত। সেতুটীও তাঁহাৰই কীৰ্ত্তি।

পাটন—নেপালেশ্বৰ পক্ষে সৰ্বাপেক্ষা বৃহৎ নগৰ। ইহাৰ অপৰ নাম লণিত-পদ্মন। ইহা কাঠমাণ্ডু হইতে দক্ষিণপূৰ্বে তিন পোয়া পথ দূৰে বাঘমতীৰ দক্ষিণ শিকৈ উচ্চ ভূমিৰ উপৰ অবস্থিত, গোৰ্খা-বিজয়েৰ পূৰ্বে নেপাল যে তিন ৰাজ্যে বিভক্ত ছিল, ইহাই তৎকালেৰ নেবাৰমাজেৰ ৰাজধানী। [পাটন দেখ।]

কীৰ্ত্তিপুৰ—চন্দ্ৰগিৰি পৰ্ব্বতেশ্বৰ উপৰিস্থিত গিৰিপথেশ্বৰ নিজে যে সকল গ্ৰাম ও নগৰ আছে, তন্মধ্যে থানকোট সৰ্ব্বতকটী বিখ্যাত। ইহাৰই পূৰ্বদিকে পৰ্ব্বতেশ্বৰ উপৰ অনেকগুলি গ্ৰাম আছে, তন্মধ্যে কীৰ্ত্তিপুৰই প্ৰধান। ইহা পূৰ্বে এক স্বাধীন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ছিল, অবশেষে পাটনৰাজ ইহা অধিকাৰ করেন। কীৰ্ত্তিপুৰ নিকটবৰ্ত্তী সমতল ভূভাগ হইতে ৩৪ শত ফিট উৰ্দ্ধে এবং পাটন ও কাঠমাণ্ডু উত্তৰ নগৰ হইতে দেড় কোশ দূৰে অবস্থিত। এই নগৰ প্ৰাচীনকালে বহুবিভূত ছিল না, কিন্তু চিৰকালই ইহাৰ চুৰ্ভেদ্য-ভূগ্ৰ বিখ্যাত। ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ৩ বৎসৰ অবরোধেৰ পৰ গোৰ্খাৰাজ পৃথ্বীনাৰায়ণ এই নগৰ ছলনাপূৰ্ব্বক গ্ৰহণ করেন এবং বিধাসংঘাতকতা কৰিয়া নগৰে প্ৰবেশপূৰ্ব্বক আবাসবুদ্ধবিনিতা সমস্ত নগৰবাসীৰ নাসিকা ছেদন কৰান। কেবল যাহাৰা বাঁশী বাজাইতে জানিত, তাহাৰাই ধাচিয়া গিয়াছিল। কাদাৰ গাইসিনি, মামক এক জন পাদৰী এই সময় কীৰ্ত্তিপুৰে ছিলেন, তিনি তাঁহাৰ নেপাল ইতিহাসে এসবন্ধে অনেক নিষ্ঠুৰ ঘটনাৰ উল্লেখ কৰিয়া গিয়াছেন এবং কৰ্ণেল-কাৰ্কাপ্যাটিকও ঐ ঘটনাৰ ৩০ বৰ্ষমূহ পৰে যখন কীৰ্ত্তিপুৰে গিয়াছিলেন, তখনও তিনি স্থাৰ ঐ ৰূপ ছিন্নমস্ত অনেক ব্যক্তিকে দেখিয়া ছিলেন। কীৰ্ত্তিপুৰেৰ লোকসংখ্যা প্ৰায় ৪ হাজাৰ। পৃথ্বীনাৰায়ণেৰ আদেশে কীৰ্ত্তিপুৰেৰ নাম পৰিবৰ্ত্তিত হইয়া “নাসকাটা পুৰ” নামে অভিহিত হয়। তদবধি এই নগৰ ক্ৰমশঃই ধ্বংস-হইয়া যাইতেছে, মন্দিৰ বা অট্টালিকাৰ সংৰক্ষণ কৰিবায় কোন চেষ্টা হয় নাই। প্ৰাচীন তোরণ ও প্ৰাচীৰ এখনও ধ্বংসপ্ৰায় অবস্থাৰ প্ৰস্তাৰমান আছে। এখানে কেবল নেবাৰদিগেৰ বাস। জলবায়ু অতি স্বাভাৱিক, পৰ্ব্বতস্থলত গলগঙৰোণী একটাও এখানে নাই। এখানকাৰ দৰবাৰ ও নিকটবৰ্ত্তী মন্দিৰাদি-সহৰেৰ

পশ্চিম সীমাৰ ক্ৰমে পৰ্ব্বতেশ্বৰ উপৰ অবস্থিত। এখন ইহাৰ যে ধ্বংসাবশেষ বৰ্ত্তমান, তাহা হইতে প্ৰকৃত আকাৰ কিৰূপ ছিল, তাহা স্থির কৰা হুস্তহ। শীতবৰ্ষ প্ৰস্তৰ-(এখন এখন প্ৰস্তৰ নেপালে আৰ প্ৰস্তৰ হয় না)-নিৰ্ম্মিত হইটী মন্দিৰ এখনও বৰ্ত্তমান আছে। ইহাৰ ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, প্ৰাচীয়ে জলল হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি হাতী সিংহ প্ৰভৃতি প্ৰস্তৰমূৰ্ত্তি এখনও রক্ষিত অবস্থায় বৰ্ত্তমান আছে। এই মন্দিৰ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে নিৰ্ম্মিত হয় ও ইহাতে হৰগৌৰী মূৰ্ত্তি প্ৰতিষ্ঠিত ছিল।

এখানকাৰ সমস্ত মন্দিৰই ধ্বংসপ্ৰায়, কেবল বে গুলিৰ কতকাংশ ব্যৱ গোৰ্খা-ৰাজকোষ হইতে প্ৰাপ্ত হয়, সেই গুলিৰ সংৰক্ষণ ইহাৰ থাকে। ভৈৰৱেৰ মন্দিৰই এখান মন্দিৰ। এখানে উৎসবদিনে বহুবাৰী সমাগম হয়। মন্দিৰ মধ্যে কোন মহাব্যাক্তি বা লিঙ্গৰূপী দেবপ্ৰতিমা নাই, তৎপৰিবাৰ্ধে এক প্ৰস্তৰময় নানা ৰূপে রক্ষিত ব্যাক্ত মূৰ্ত্তি আছে। উহাই দেবমূৰ্ত্তিৰূপে পূজিত হয়। এই মন্দিৰেৰ নিকটে আৰু দুই তিনটী মন্দিৰেৰ ধ্বংসাবশেষ আছে।

কীৰ্ত্তিপুৰেৰ উত্তৰাংশে পৰ্ব্বতেশ্বৰ উপৰ গণেশেৰ একমন্দিৰ আছে। এই মন্দিৰেৰ তোরণ অতি সুন্দৰ এবং উৎকৃষ্ট খোদিত কাৰুকাৰ্য্যশোভিত। এই সকল খোদিত শিল্পেৰ মধ্যে অধিকাংশই পৌৰাণিক চিত্ৰ। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে জৈৰী জাতীয় পেরিত্তা-নেবাৰ এই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা করেন। এই তোরণেশ্বৰ কপালীতে মহামূৰ্ত্তি গণেশ, বামে ময়ূৰোৰোহিণী কুমারী তাহাৰ বামে মহি-বামোৰোহিণী বাৱাহী, তাহাৰ বামে শিবামোৰোহিণী চাম্ৰুণ্ডা এবং গণেশেৰ দক্ষিণে গৰুড়ামোৰোহিণী বৈষ্ণৱী, তাহাৰ দক্ষিণে ঐরা-বতামোৰোহিণী ইন্দ্ৰাণী, তাহাৰ দক্ষিণে সিংহবাহিনী মহালক্ষ্মী আৰ গণেশেৰ উৰ্দ্ধে মহামূৰ্ত্তি ভৈৰৱ, শিব তাহাৰ বামে ধ্বংস-মোৰোহিণী ব্ৰহ্মাণী এবং দক্ষিণে বৃষামোৰোহিণী কামাণী মূৰ্ত্তি খোদিত আছে। এই অষ্ট দেবীমূৰ্ত্তিকে অষ্টমাতৃকা বলে। উত্তৰ দ্বাৰেৰ কোণে মধ্যবিমূৰ্ত্তক বৃষ্টকোণী বজ আছে এবং উত্তৰ পাৰ্শ্বে পঞ্চমূৰ্ত্তি সিংহ মূৰ্ত্তিৰ নিজে কলস ও শ্ৰীবৎস খোদিত আছে।

কীৰ্ত্তিপুৰেৰ দক্ষিণ-পূৰ্ব্বাংশে “চিমনদেও” নামে একটা বৌদ্ধ মন্দিৰ আছে। এই মন্দিৰ ক্ৰমে হইলেও ইহাৰ গাত্ৰে বৌদ্ধ দেবদেৱীৰ, বৌদ্ধ শাস্ত্ৰোক্ত ঘটনাৰ এবং বৌদ্ধ চিত্ৰ ঘটনাৰ যে সমস্ত বিচিত্ৰ চিত্ৰ সুস্পষ্ট ৰূপে খোদিত আছে, সেই সমস্তেৰ জন্ম এই মন্দিৰটীৰ আদৰ বোধী। কীৰ্ত্তিপুৰেৰ পূৰ্বে কাঠমাণ্ডুৰ এক কোশ দক্ষিণে চৌম্ভাল নামে গ্ৰাম, তাহাৰ দেড় কোশ পূৰ্বে ভাতগাঁও।

ভাতগাঁও—মহাদেব-পোথৰা শিখৰ হইতে দেড় কোশ এবং কাঠমাণ্ডু হইতে দক্ষিণ পূৰ্বদিকে ৪ কোশ দূৰে হনুমান্

বতী নদীর বামতীরে, ভাতগাঁও নগর অবস্থিত। এই নগরের পূর্বে ও দক্ষিণে হনুমাননদী নদী এবং উত্তরে ও পশ্চিমে কংসা-বতী নদী প্রবাহিত, এই নগর শম্ভাকৃতি। [ভাতগাঁও দেখ।] ভাতগাঁও ও কাঠমাণ্ডুর মধ্যে নদীবুদি ও থেমি নামক গ্রাম। থেমি গ্রামে অতি সুন্দর যুগ্মর জব্যাদি প্রস্তুত হয়।

ফিরিকিঙ্গ—এই ক্ষুদ্র নগর বাঘমতী নদীর দক্ষিণে অবস্থিত।

চাপাগাঁও—পাটন হইতে দক্ষিণমুখে যে রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর এই ক্ষুদ্র নগর অবস্থিত। এই নগরের নিকট এক পবিত্র কুঞ্জ মধ্যে একটা অতি প্রাচীন মন্দির আছে।

হরিসিকি—পাটন হইতে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তার উপর এই প্রাচীন গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। ইহাকে ক্ষুদ্র নগর বলাও চলে।

গোদাবরী বা গদৌরী—ফুলচোরা পর্বতের পাদমূলে এবং পাটন হইতে দক্ষিণপূর্বাভিমুখী রাস্তার উপর এই নগর অবস্থিত। এই নগর নেপালের মধ্যে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিকীর্তিত। প্রতি দ্বাদশ বৎসর পরে এখানে এক নির্ব্বয়ের নিকট একমাসব্যাপী মেলা হয়। স্থানীয় লোকের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে, দক্ষিণাভ্যন্তর গোদাবরী নদীর সহিত এই নদীর সংযোগ আছে এবং তদনুসারে এই স্থানের নামকরণও হইয়াছে। ইহার নিকটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির ও পুষ্করিণী আছে। গোদাবরীর এলাচির ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। এখানকার এলাচ বিক্রয়ে বেশ আয় হয়। এই স্থানে পর্বতের শিখরদেশে গোলাপ, জাতি, যুথি, ও বজ্র কুহুমের এত প্রাচুর্য্য যে, সেরূপ নেপালের আর কোথাও নাই বলিলেই হয়। এই ফুলের প্রাচুর্য্য হইতে এই পর্বতের নাম ফুলোচ বা 'ফুলচোরা' হইয়াছে। এই পর্বতের শীর্ষদেশে এক ক্ষুদ্র পবিত্র মন্দির আছে, সেখানে বহুযাত্রী সমাগম হয়। মন্দিরের নিকট দুইটা যুৎসুপের উপর একটাতে তাঁতিনিগের কতকগুলি মাছু ও অপরটাতে একটা ক্রিশূল প্রোথিত আছে।

পশুপতিনাথ—কাঠমাণ্ডু হইতে পূর্বোত্তরমুখে এক পথ বাহির হইয়া নবসাগর, নন্দীগাঁও, হরিশাঁও, চবাহিল ও দেওপাটন গ্রামের মধ্য দিয়া পশুপতিনাথ পর্থাৎ গিয়াছে। পশুপতিনাথ তীর্থস্থান কাঠমাণ্ডু হইতে দেড় কোশ পূর্বোত্তর দিকে অবস্থিত। [পশুপতিনাথ দেখ।]

চাঙ্গু-নারায়ণ—পশুপতিনাথ হইতে দুই কোশ দূরে এই নগর অবস্থিত। ইহার নিকটে মনোহরী নদী প্রবাহিত। চাঙ্গু-নারায়ণ চারি গ্রামের সমষ্টি। প্রত্যেক গ্রামে চারি নামে চারিটা নারায়ণ মন্দির আছে। তত্তৎ দেবতার নামানুসারে সেই

সেই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। বাংলাদেশে রথের সময় একদিনে "তিন ঠাহুর" (বড়দেহের ভ্রামহ্মন, সাঁইবনের নন্দ-হুলাল ও বরভণ্ডের বরভক্তী বা রাধাবরভ) দর্শন যেমন পুণ্যজনক বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ একদিনে এই চারি নারায়ণ-মূর্তি দর্শন করাও এদেশে বহুপুণ্যজনক বলিয়া দর্শনার্থীরা শত-ক্ৰোশ সহিয়াও তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। চারি নারায়ণের নাম চাঙ্গুনারায়ণ, বিশঙ্কু নারায়ণ, শিখর-নারায়ণ এবং এচাঙ্গু নারায়ণ। এই চারি গ্রামের সীমা প্রায় ২২ কোশ।

শঙ্কু—চাঙ্গুনারায়ণ হইতে পূর্বোত্তর দিকে এক কোশ দূরে শঙ্কু নগর। ইহাও তীর্থস্থান। এখানেও বহুযাত্রীর সমাগম হয়। এখানে সিকি-বিনায়ক নামে গণেশের মন্দির বড় বিখ্যাত। নেপাল প্রদেশে বিনায়ক নামে চারিটা গণেশমূর্তি প্রসিদ্ধ। এই চারিটা মধ্যে এই শঙ্কু নগরে সিকি-বিনায়ক, ভাতগাঁও এর সূর্য্য-বিনায়ক, কাঠমাণ্ডুতে আশু-বিনায়ক ও চক্করনগরে বিয়-বিনায়ক মন্দির অবস্থিত।

গোকর্ণ—পশুপতিনাথের এক কোশ পূর্বোত্তর দেশে বাঘমতী তীরে অবস্থিত। ইহা নেপাল-তীর্থের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার নিকট সরঙ্গবাহাহরের ঘড়ে একটা যুগ্মর বন গঠিত হইয়াছে।

বোধনাথ—পশুপতিনাথ ও কাঠমাণ্ডুর মধ্যে পশুপতিনাথ হইতে প্রায় অর্দ্ধ কোশ উত্তরে বোধনাথ (বুদ্ধনাথ) নামে গ্রাম অবস্থিত। একটা বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দিরের চতুর্দিকে চক্রাকারে এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটার বেদী গোলাকার ইষ্টক-নির্ম্মিত, সেই বেদীর উপর পূর্ণগর্ভ গম্ভীজাকৃতি মন্দির। তাহার চূড়া পিন্ডলনির্ম্মিত। বেদীর গায়ে কুলঙ্গী মধ্যে বোধিসত্ত্বগণের প্রতিমা আছে। এই কুলঙ্গীগুলি ১৫ ইঞ্চি উচ্চ ও ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। মন্দিরের বাস প্রায় ১০০ গজ। এই মন্দির ভূট্টা ও তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের বিশেষ আদরের স্থান। শীতকালে উক্ত বৌদ্ধগণ এই মন্দির দর্শনে আসে। এই ব্যক্তিসমাগমে এখানে ধাতুনির্ম্মিত বিশেষ বিশেষ আকারের মাছলী, কবচ, তাগা ও ও কণ্ঠী প্রভৃতি বিস্তর বিক্রীত হয়, ভূট্টারাই ইহা অধিক ব্যবহার করে।

নীলকণ্ঠ—শিবপুরী পর্বতের পাদমূলে নীলকণ্ঠের তীরে নীলধিং বা নীলকণ্ঠ নামে গ্রাম বর্তমান। এখানকার নীলকণ্ঠ দেবতার বিবরণ ইতিপূর্বে শিবপুরী পর্বতের বর্ণনামূলে উল্লিখিত হইয়াছে।

বালাজী—কাঠমাণ্ডু হইতে কিছুমাত্র দূরে হইয়া একটা নিকুম্ভের প্রান্তে নাগার্জুন পর্বতের পাদমূলে বালাজী গ্রাম অবস্থিত। এই পর্বতের কতকাংশ সরঙ্গবাহাহর কণ্ঠক প্রাচীর

বেষ্টিত হইরাছে, উহার মধ্যে সুরক্ষিত সুগবন। এই পর্বতের পাদদেশে কতকগুলি নির্ঝর এবং ঐ নির্ঝরের নিম্নে এক বৃহদাকার শায়িত মহাদেব মূর্তি আছে। এই গ্রামে নেপালীধিপতির উদ্যানবাটিকা বিদ্যমান।

স্বরত্ননাথ—কাঠমাণ্ডু হইতে পশ্চিমে তিন পোয়া পথ দূরে স্বরত্ননাথ গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে পর্বতশিখরে বৌদ্ধ দেবতা স্বরত্ননাথের মন্দির। মন্দিরে উত্তিবার জন্য চারি শত সোপান আছে। মন্দিরটী ২৫০ ফিট উর্ধ্বে অবস্থিত।



স্বরত্ননাথের মন্দির।

সোপানাবলীর মূলে শাকাসিংহের এক প্রকাণ্ড মূর্তি বিদ্যমান। সোপানাবলীর উর্দ্ধভাগে ৩ ফিট উচ্চ বেলীর উপর ইন্দ্রের বস্ত্রের এক মূর্তি আছে। [স্বরত্ননাথ দেখ।]

ভোগমতী—কীৰ্ত্তিপুত্রের আড়াই কোশ দক্ষিণে বাঘমতীর পূর্বতীরে এই গ্রাম অবস্থিত। রথের উপর এই গ্রামে মৎস্তেন্দ্রনাথের প্রতিমা ছয় মাস কাল থাকে। প্রবাদ আছে, নরেন্দ্রদেব ও তাঁহার আচার্য্য যখন পাটন হইতে পবিত্র বারিপুর কলস লইয়া রপোতল পর্বতে ফিরিতে ছিলেন, তখন একদিন এই গ্রামে বাস করেন।

নবকোট—নবকোট (নয়াকোট) উপত্যকার প্রধান নগর। কাঠমাণ্ডু হইতে পূর্বোক্তর দিকে ৮০ কোশ দূরে অবস্থিত ধৈবঙ্গ বা জিবজিবরা পর্বতের দক্ষিণপশ্চিমমুখে যে শিখর আছে, তদুপরি এই নগর প্রতিষ্ঠিত। এই নগরের পূর্বে অর্দ্ধকোশ দূরে ত্রিশূল-গঙ্গা এবং পূর্বে ও দক্ষিণে অর্দ্ধকোশ দূরে তাকী বা সূর্য্যমতী নদী প্রবাহিত। এই নগরে দুইটা দরবার বা প্রাসাদ আছে। নেপালের বিখ্যাত ভৈরবী দেবীর মন্দির এই নগরে অবস্থিত। ইংরাজের সহিত নেপালের শেষ যুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এই নগরে নেপালীধিপতির প্রাসাদ ছিল। ১৮১৩

বুটাকো-নেপালনিষিদ্ধি এখানকার বাস ভাঙ্গ করিয়া কাঠ-সাজুকেই চিরবাস করিবার ব্যবস্থা করিরাছেন এবং তদবধি এখানকার প্রাণাদাদি ভয়োন্মুখ হইয়াছে। স্বর্গমতী নদীর দিকে ঘন শালকম আছে। চৈত্র মাসে নরাকোট উপত্যকার ও তরাই প্রদেশে ম্যালেরিয়া জরের প্রাচুর্য্য হইতে থাকে।

দেবীঘাট—নরাকোট নগরের তিন পোতা পথ দূরে দেবী-ঘাট নামক স্থান। এই স্থানে ত্রিশূলগঙ্গা ও স্বর্গমতী নদী মিলিত হইয়াছে। এই সন্ধ্যা স্থানে তৈরবী দেবীর মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে ম্যালেরিয়া প্রকোপের সময় এই দেবীমন্দিরে বহুবাড়ীর সমাগম হয়। এ মন্দিরে কোন প্রতিমা থাকে না, এই সময়ে নরাকোটের তৈরবী দেবী এখানে আনীত হন।

ভাঙ্গুরী—তরাই প্রদেশে। এই নগরে নেপাল বাইবার অস্ত্র কুশী নদী উৎপত্তি হইতে হয়। এই স্থানের নিকটে তৃণাচ্ছাদিত জঙ্গল প্রায় ষাট থাকায় উহা সৈন্তবাসের উপযুক্ত।

রঙ্গেলী—মোরঙ্গ তরাইএর মধ্যে এই স্থানটি বাহ্যনিবাস-রূপে গণ্য। মোরঙ্গের অস্ত্র সকল স্থান অস্বাভাবিক হইলেও রঙ্গেলীর জল বায়ু অতি উত্তম। নদীর জলও ভাল।

তরাই প্রদেশে হুম্মানগড়, জলেশ্বর, বুড়হরী প্রভৃতি সহর আছে।

নেপাল উপত্যকা হইতে পশ্চিমে কুম্ভাওন বাইতে হইলে নিয়মিত প্রসিদ্ধ স্থান গুলির কথা বিয়া বাইতে হয়—

ধানকোট নেপাল উপত্যকার সীমান্তবর্তী। ইহা একটা ক্ষুদ্র জঙ্গল সহর।

মহেশডোবঙ্গ—কাঠমাণ্ডু হইতে দশ কোশ পশ্চিমে। এই গ্রামের নিয়ে ত্রিশূল-গঙ্গা ও মহেশ খোলা নদীর সন্ধ্যা।

ডাকোট ঘাট—কাঠমাণ্ডু হইতে বিশ কোশ পশ্চিমে। এখানে সেনাপতি ভীমসেননির্মিত কতকগুলি প্রস্তর মন্দির আছে।

গোধানগর—ধরমতী নদীর পূর্ব বা দক্ষিণতীরে কাঠমাণ্ডু হইতে ২৬ কোশ দূরে এই নগর অবস্থিত। হুম্মানবনজঙ্গ পর্বতের উত্তর ইহা প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী।

টানাহল—কাঠমাণ্ডু হইতে ৩৪ কোশ দূরে। ইহা ভ্রাম্যক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী। ইহার দরবার তথ্যপ্রায়।

পোখরা—সেতুগঙ্গা নদীতীরে। ইহা একটা ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। নগরটি বৃহৎ ও বহু অনাবীর্ণ। মর্য্য প্রকার দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। অসংখ্য প্রাণাদাদির ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এখানে এক বৃহৎ বাণিজ্য মেলা হয়।

পতহং—পোখরার ভার ইহাও একটা ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। এখানে একটা দরবার আছে।

তানসেন—পোখরার ভার একটা স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। পান্ডা প্রদেশের সেনাধিপতি এইখানে আছে। এক সময়ে দৈন্ত ও এক জন কাজী এখানে থাকেন। এখানে এক নতুন দরবার ও হাট আছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তর মন্দির ব্যবসায় বহুবিদ্যুত। এখানকার টাকশালে তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হয়। কাঠমাণ্ডু হইতে ৩১ কোশ পশ্চিমে এই নগর অবস্থিত।

পান্ডা নগর—কাঠমাণ্ডু হইতে ৬৩ কোশ দূরে। এখানে এক দরবার ও তৈরবনাথের এক মন্দির আছে।

পেটানা—কাঠমাণ্ডু ৮৬ কোশ পশ্চিমে। এখানে বালু-সের ও বন্দুকের কারখানা আছে। নিকটবর্তী মুখিনিয়া-স্তনজঙ্গ গ্রাম হইতে এখানে বিস্তর সোরা আমদানী হয়।

সলিগানা—পোখরা রাজ্যের ভার স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। কাঠমাণ্ডু হইতে একশত দশ কোশ পশ্চিমে ইরবলখোলা নদীর উপর অবস্থিত। এখানে দরবার ও মন্দিরাদি আছে।

জয়কোট—এক প্রাচীন রাজধানী। ডেড়ী-গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার দরবার ও দেবীমন্দির ভয়প্রায়।

তরিয়া—ধৈবঙ্গপর্বত ও জিবজিবিয়া পর্বতের এক শাখার উপর তরিয়া নামক গ্রাম। এখানে ভোটিয়া জাতির বাস আছে। তাহার নিকটে এক স্বাভাবিক বৃহৎ গুহাবৎ স্থান আছে। সেখানে ২৩ শত শতক থাকিতে পারে। গোসাঞিখান পর্বতের তীর্থযাত্রীরা এই স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকে। নেবারগণ ইহাকে ভীমল পাণ্ডু ও পার্বতীরেরা “ভীমল-গুফা” বলে। প্রবাদ এইরূপ, ভীমল নামে এক নেবার-কাজী তিস্তজয়্যার্ব এক দল সৈন্ত প্রেরণ করেন। তিস্ততের লামা উপর হইতে এই গুহার ছাদের ভার পর্বতখণ্ডকে নিরুহ সৈন্ত দল চাপা দিবার জন্য পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ভীমল হস্ত দ্বারা ইহার বেগ ধারণ করিয়া পতন নিবারণ করেন। তদবধি ইহা ঐরূপ আছে।

হুচা—ভীমল-গুফা হইতে দশ কোশ দূরে হুচা গ্রাম। এখানে এক প্রস্তরনির্মিত বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরের মূলে কুলঙ্গীতে বৌদ্ধ জিম্বুতি এবং হুড়ার দ্বিতল ছত্র আছে। এই গ্রামের নিকটে চান্দাবাড়ী পর্বতের উপর দোড়ী-বিনায়কের মন্দির আছে। দোড়ী-বিনায়কের মন্দিরে একখানি মূর্তিহীন প্রস্তরখণ্ড গলপের প্রতিমারূপে শুল্কিত হয়। এই মন্দির অতিপ্রাচীন। বাইতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হস্তের সঙ্গি এই মন্দিরে রাখিয়া বাইতে হয়, সন্ধ্যা বিনায়কের কোমল পঙ্কিতে হয়।

ইতিহাস ও পুরাতন।

নেপালের বিবাসবোধ্য প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যায় না। পৌরাণিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অথর্ষশ্রুতিসিষ্টে, কল-পুরাণে নগরখণ্ডে (১০২।১৬) ও মহাব্রাহ্মণে (৩৯।৩), রেবাক্ষণ্ডে, দেবীপুরাণে, পঞ্চপুরাণে (৮-১২), অগ্নিষ্টেনে-পুরাণান্তর্গত জৈন হরিবংশে (১১।৭২), বৃহদ্রাশ্ত্রি, বারাহী তন্ত্রে, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ও হেমচন্দ্রের হুবিমাবলী চরিতে নেপালের সামান্য উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধতন্ত্রে ও বৌদ্ধ ব্রহ্মপুরাণে এবং কলপুরাণের দ্বিবংখণ্ডে নেপালের অসংখ্য বর্ণনা আছে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থে কেবল অলৌকিক উপাখ্যানাবলী বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা সুবিধাজনক নহে।

তুনিয়াছি, নেপালের নানাবিধে সমৃদ্ধিশালী পুরাতন বংশীয়গণের গৃহে বিভিন্ন সময়ের রাজবংশাবলী সংগৃহীত আছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী নেপালে অবস্থান কালে একরূপ বংশাবলীর সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু হৃৎখের বিষয় তিনিও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। অধুনাভূত কালে রচিত পার্শ্বতীয়-বংশাবলী নামক পুথিতে একরূপ মোটামুটি নেপাল-রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন যুরোপীয় ঐতিহাসিক একরূপ বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া নেপালের ইতিহাস সংকলনে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি, ঐ সকল আধুনিক গ্রন্থে প্রকৃত ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ না হওয়ার এবং উক্ত বংশাবলীর রচয়িতৃগণ অতীতকালের অজ্ঞাত ইতিহাস গোঁজা মিশ্রিয়া পূর্ণ করিতে যাওয়ার, উহার মধ্যে কোন কোন অংশে প্রকৃতকাহিনী বর্ণিত হইলেও তাহার কোন অংশ প্রকৃত ও কোন স্থান অপ্রকৃত, তাহা বাছিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বাহ্যিক একরূপ বংশাবলীর সাহায্যে নেপালের ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

বৌদ্ধ-পার্বতীয়-বংশাবলীর মতে,—নেমুনি কর্তৃক সর্ব প্রথমে গোপালবংশ নেপালের অন্তর্গত মাতাতীর্থে রাজত্ব লাভ করে। এই গোপালবংশ ৫২১ বর্ষ নেপালে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহার ১৫৩৬ বর্ষ পরে জিতেন্দ্রাবতি নামে ক্রিয়াত বংশীয় এক ব্যক্তি রাজত্ব করিত। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ কালে জিতেন্দ্রাবতি পাণ্ডবগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।

এক কুরুক্ষেত্রের সময় প্রায়শই তাঁহার জীবনীলা দেখ হইয়া ছিল। এই বিবরণটি প্রকৃত ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রাহ্য কি না, তৎপক্ষে বিলম্বন সন্দেহ আছে। তবে এইরূপ বোন হই, বহন কোন সত্য আর্থালভান। নেপালে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন নাই, তৎকালে নেপালে গোঁদেব-প্রতিপালক ও মুগরাশীল গোপাল ও ক্রিয়াতগণেরই আধিপত্য ছিল।

সম্রাট নেপালের তরাই হইতে যে অশোকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বোধ হয় যে, নেপালের দক্ষিণাংশে এক সময়ে শাক্যরাজগণ রাজত্ব করিতেন ও তথায় জনাবতার শাক্য বুদ্ধ আকির্ষিত হন। বুদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-পুরাণে শাক্যবংশীয় কএকজন রাজার নাম পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয়, বুদ্ধদেবের পরেও শাক্যবংশীয় ৫১৭ পুরুষ এ অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে সম্রাট অশোকের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

হীরাই পরে নেপালে পরাক্রান্ত লিচ্ছবিরাজগণের অধিকার হইয়াছিল। যদিও পার্শ্বতীয় বংশাবলী মধ্যে ‘লিচ্ছবি’ নামের উল্লেখ নাই, কিন্তু আমন্ত্রা খাতিদাখা প্রত্নতত্ত্ববিদ ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী যত্নে এই প্রথিত রাজবংশের বিলম্বন পরিচয় পাইয়াছি। নেপালের পুরাতন সংগ্রহ করিবার জন্য নেপালে গিয়া তিনিই সর্বপ্রথম ২৩ খানি পুরাতন শিলালিপি উদ্ধার করেন। তাঁহার সংগৃহীত শিলালিপিগুলির মধ্যে ১৫ খানি লিচ্ছবিরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ। তৎপরে বেণ্ডল সাহেব আরও তিন খানি প্রতিলিপি প্রকাশ করেন। এই ১৮ খানি লিপির উপর নির্ভর করিয়া, ডাক্তার ব্রিট ও ডাক্তার হোরনলি লিচ্ছবিরাজগণের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু হৃৎখের বিষয়, যথেষ্ট মালমসলা তাঁহাদের আয়ত্তাধীন থাকিলেও তাঁহারা প্রকৃত ভিত্তিহীনপনেন তেমন উদ্যোগী হন নাই, তাঁহারা কিরূপ ভাবে লিচ্ছবিরাজগণের রাজ্যকাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই অগ্রে প্রকাশ করিব।

পণ্ডিত ভগবান্ লাল তাঁহার সংগৃহীত ১৫ খানি শিলালিপি হইতে নেপাল-রাজগণের বৈকল্প ধারাবাহিক নাম ও কাল-নির্ণয় করিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

১। অরদেব ১ম—প্রায় ১ খৃষ্টাব্দ। (১৫শ লিপি)

(১) Some Considerations on the History of Nepal by Pandit Bhagavan Lal Indrajī.

(২) Dr. Bhagavan Lal Indrajī's 23 Inscriptions from Nepal, translated from Gujarati by Dr. Bühler.

(৩) C. Bendall's Journey in Nepal, p. 71-79 সম্রাট উক্ত বেণ্ডল সাহেব আরও ৮খানি শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই।

(৪) Indian Antiquary, 1884. p. 427.

(১) Indian Antiquary, Vol. XIII. p. 411.

(২) এই সকল ইতিহাসের মধ্যে Francis Hamilton's Kingdom of Nepal, Kirzpatrick's Nepal, J. Prinsep's Useful Tables, D. Wright's History of Nepal উল্লেখযোগ্য।

২। ২২-১২শ—এই ১১ জনের নাম শিলালিপিতে ছাড়
হইয়াছে। (১৫শ লিপি ।)

১৩। বুধদেব—প্রায় ২৬০ খৃঃ অঃ। (১ম ও ১৫শ লিপি ।)

১৪। শঙ্করদেব—প্রায় ২৮৫ খৃঃ অঃ। (১ম ও ১৫শ লিপি ।)

১৫। ধর্মদেব—(রাজ্যবতীর সহ বিবাহ) প্রায় ৩০৫ খৃঃ অঃ।
(১ম ও ১৫শ লিপি)

১৬। মানদেব সংবৎ ৩৮৬—৪১০ বা ৩২৯-৩৫৩ খৃঃ অঃ।
(১-৩য় ও ১৫শ)

১৭। মহীদেব—প্রায় ৩৬০ খৃঃ অঃ।

১৮। বসন্তদেব বা বসন্তসেন—সংবৎ ৪৩৫ বা ৩৭৮ খৃঃ অঃ।
(৪র্থ লিপি ।)

১৯। উদয়দেব—প্রায় ৪০০ খৃঃ অঃ।

২০ হইতে ২৭। এই ৮ জনের নাম ১৫শ শিলালিপিতে
পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২৮। শিবদেব ১ম, প্রায় ৬১০ খৃঃ অঃ (৫ম লিপি ।)

মহাসামন্ত অংশুবর্মা (পরে মহারাজ) ৩৪-৪৫ খ্রিঃ-
সংবৎ বা ৬৪০-১ হইতে ৬৫১-২ খৃঃ অঃ (৬-৮শ লিপি ।)

২৯। ১৫শ লিপিতে ছাড়।

৩০। ঞ্চদেব—খ্রিঃসংবৎ ৪৮ বা ৬৫৪-৫৫ খৃঃ অঃ।
(৯ম লিপি ।) জিফুগুপ্ত খ্রিঃসংবৎ ৪৩৮ বা ৬৫৪-৫৫ খৃঃ অঃ।
(৯ম-১০ম লিপি ।)

৩১। ১৫শ লিপিতে নাম ছাড়। জিফুগুপ্ত ও সন্তবতঃ

৩২। বিজুগুপ্ত। (৯ম লিপি ।)

৩৩। নরেন্দ্রদেব—প্রায় ৬৯০ খৃঃ অঃ।

৩৪। শিবদেব ২য়, (আসিতাসেনের দৌহিত্রী ও মৌঘরি-
রাজ ভোগবর্মার কন্যা বৎসদেবীকে বিবাহ করেন।) খ্রিঃ-
সংবৎ ১১৯-১৪৫ বা ৭২৫-৬—৭৫১-২ খৃঃ অঃ (১২-১৪শ লিপি ।)

৩৫। জয়দেব ২য়, পরচক্রকাম (গোড়োপ্তকলিকোশলাধিপ
জগদন্তবংশীর হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন)
খ্রিঃসংবৎ ১৫০ বা ৭৫৯-৬০ খৃঃ অঃ। (১৫শ লিপি ।)

উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর, বেণ্ডল সাহেব নেপাল
হইতে ৩১৬ সংবৎ জাপক শিবদেবের এক খানি শিলালিপি
প্রকাশ করেন, ইহাতেও অংশুবর্মার নাম থাকায়, প্রায়তর্বিৎ ব্রিট
সাহেব ঐ অক্ষ গুপ্তসংবৎ জাপক অর্থাৎ ৬২৫-৬ খৃষ্টাব্দের লিপি
বলিয়া প্রকাশ করেন। এই লিপিরানির সাহায্যেই তিনি পূর্বোক্ত
জগদ্বাল্লভ ও ভাস্কর বুল্লর সাহেবের মত উদ্ভাৱিত করেন।

ভাস্কর ব্রিট সাহেবের মত।

ভাস্কর ব্রিট সাহেবের মতে, শিবদেবের সময়ে উৎকীর্ণ
৩১৬ অক্ষ-চিহ্নিত লিপিরই সর্বপ্রাচীন। তাহার উপর নির্ভর

করিয়া তিনি যে কালাত্মকমিক সংকীর্ণ রাজবিবরণ প্রকাশ
করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১। (মানগৃহ হইতে) ভট্টারক মহারাজ লিচ্ছবিকুলকেতু
শিবদেব [১ম], ইনি মহাসামন্ত অংশুবর্মার উপদেশে বা অহু-
রোধে ৩১৬ (গুপ্ত) সম্বতে অর্থাৎ ৬০৫ খৃষ্টাব্দে একখানি
ভাস্করপ্রদান প্রদান করেন। এই শাসনের দ্রুতক নামি-
ভোগবর্মণ।

২। (কৈলাসকূটবন হইতে) মহাসামন্ত অংশুবর্মা ৩৪
হইতে ৪৫ হর্ষ-সংবৎ অর্থাৎ ৬৪০ হইতে ৬৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত
রাজত্ব করেন।

৩। অংশুবর্মার পর কৈলাসকূটবন হইতে খ্রিঃখৃঃগুপ্তের
লিপিতে ৪৮ সংবৎ অর্থাৎ ৬৪৩ খৃষ্টাব্দ ও মানগৃহাধিপ ঞ্চদেবের
নাম আছে।

৪। বুধদেবের প্রপৌত্র, শঙ্করদেবের পৌত্র ও ধর্মদেবের পুত্র
মানদেব ৩৮৬ গুপ্ত সংবতে অর্থাৎ ৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

৫। পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবদেব (২য়)
১১৯ হর্ষ সম্বতে অর্থাৎ ৭২৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

৬। তৎপরে ৪১৩ গুপ্ত সংবতে অর্থাৎ ৭৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে
মানদেব নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়।

৭। তৎপরে আবার ২য় শিবদেবের আর একখানি
লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৪৩ হর্ষ সংবতে অর্থাৎ ৭৪৮
খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন।

৮। মানগৃহ মহারাজ শ্রীবসন্তসেন ৪৩৫ গুপ্ত সংবতে
অর্থাৎ ৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়মান ছিলেন।

৯। জয়দেব (২য়)—বিক্রম পরচক্রকাম—১৫০ হর্ষ সংবৎ
বা ৭৫৮ খৃষ্টাব্দ। ইহার লিপিতে পূর্বতন লিচ্ছবিরাজগণের
বংশাবলী বর্ণিত হইয়াছে।

১০। রাজপুত্র বিজয়সেন ৫৩৫ গুপ্তসংবৎ অর্থাৎ ৮৫৪
খৃষ্টাব্দ। ভাস্কর ব্রিট উপরোক্ত রাজগণের পর্যালোচনা করিয়া
হির করিয়াছেন যে, নেপালের ছই স্থানে ছইটা রাজবংশ
রাজত্ব করিতেন, তন্মধ্যে একবংশ নেপালের প্রাচীন লিচ্ছবি-
রাজবংশ ও অপর বংশ মহাসামন্ত অংশুবর্মা হইতে আরম্ভ,
তিনি এইরূপে ছইটা বিভিন্ন রাজবংশের তালিকা প্রকাশ
করিয়াছেন—

(১) Dr. Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol.
III. pp. 177 ff.

(২) ভাস্কর ব্রিট এই ভোগবর্মাকে মহাসামন্ত অংশুবর্মার ভ্রাতৃ-
পতি মনে করেন। p. 177 n.

শিলালিপি মধ্যই পাওয়া যায়। ইহার বহুস্থলে প্রযুক্ত ক, জ, ত, দ, ধ, প, ইত্যাদি অক্ষরের হ্রীদ যুগ্মীয় ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে সহজেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল ইহার ন, ম, শ, ষ এই কয়টা অক্ষর আমরা পূর্বতন লিপিতে পাই নাই, যুগ্মীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এ ছাড়া অ, আ, ই, এই তিনটা স্বরের যে রূপ আছে, তাহা কেবল যুগ্মীয় ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দীর ধোমিতলিপির মধ্যে অনেক অস্থলস্থান করিয়াও বাহির করিতে পারি নাই।

যুগ্মীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী উৎকীর্ণ মহানামের গরাস্থ লিপি ও যুগ্মীয় ৭ম শতাব্দী উৎকীর্ণ সোনপাত হইতে প্রাপ্ত সম্রাট হর্ষ-বর্ধনের লিপি আলোচনা করিলে সহজেই জানিতে পারা যায় যে, উক্ত মানদেবের লিপি, শোভাক্ষর সময়ের লিপি অপেক্ষা কত প্রাচীন। স্মৃতরাং মানদেবের শিলালিপির অক্ষরবিভাগ দেখিয়া, যুগ্মীয় ৭ম কি ৮ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া কোনক্রমেই গ্রহণ করিতে পারি না, বরং যুগ্মীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া সহজেই গ্রহণ করিতে পারি। এক্ষণস্থলে মানদেবের লিপিতে যে অক্ষ-নির্দেশ আছে, তাহা শকাব্দাভাষ্যক অক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন সোমের হয় না। পণ্ডিত ভগবানলাল তাহা বিক্রমসংবৎসরের অক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর-ভারতে যুগ্মীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোন লিপিতে বিক্রমসংবৎসরাব্দক অক্ষ এ পর্যন্ত স্পষ্ট পাওয়া যায় নাই। বরং যুগ্মীয় ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ উত্তরভারতীয় বহুসংখ্যক লিপিতে কেবল 'সংবৎ' নামে শকসংবৎসরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষণে আমরা শকসংবৎ বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

৩য় অর্থাৎ বসন্তসেনদেবের লিপি। ডাক্তার স্ক্রিট এখানি যুগ্মীয় ৮ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে যে কারণে আমরা মানদেবের লিপির প্রাচীনত্ব স্থাপনে চেষ্টা করিয়াছি, সেই সেই কারণে আমরা বর্তমান শিলালিপি খানিও যুগ্মীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অক্ষর অর্থাৎ ৪৩৫ শক-সংবৎসরের লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

৪র্থ অর্থাৎ ৫৩৫ সংবৎ-অঙ্কিত লিপিখানি ডাক্তার স্ক্রিট সাহেবের মতে যুগ্মীয় ৯ম শতাব্দীর লিপি। কিন্তু এই লিপির অক্ষরের হ্রীদ ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ লিপি মধ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কোন একটা পূর্ণ শব্দের হ্রীদ যুগ্মীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীর লিপিতে পাওয়া যায় না।*

প্রথমতঃ শিবদেব ও অংগুবর্ধার সময়ের লিপি দেখিলে যুগ্মীয় ৭ম শতাব্দীর লিপি বলিয়াই যেন মনে হয়। কিন্তু বখন আমরা আপনাদের হোরি-উজ্জ-মঠের তালপাতের পুথিগুলির প্রতিলিপি দর্শন করি, তখন শিবদেবের লিপি যুগ্মীয় ৭ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে মহাসন্দেহ উপস্থিত হয়। হোরি-উজ্জ-মঠের পুথিগুলি সমস্তই ভারতের লেখক কর্তৃক উত্তরভারতে বসিয়া লিখিত হয় এবং ৫২০ খ্রষ্টাব্দের কিছু পূর্বে বৌদ্ধাচার্য্য বোধিধর্ম কর্তৃক চীনদেশে নীত হয়। চীনদেশ হইতে ৬০৯ খ্রষ্টাব্দে আপানে যায়। এই পুথির প্রতিলিপি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষমূলর প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদুপে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার বুল্লার ঐ পুথি যুগ্মীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগের লেখা বলিয়া অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়াছেন। এই পুথির লিপিতে ঐয় শিবদেব ও অংগুবর্ধার সময়ের লিপিতে পরস্পর অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়লিপির অক্ষরবিভাগ ও ছাঁদে অনেকটা মিল থাকিলেও বরং শিবদেবের শিলালিপিতে অনেকটা প্রাচীনরূপ রক্ষিত হইয়াছে। ডাক্তার বুল্লার সাহেব বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন, শিলালিপিতে আমরা যে অক্ষরবিভাগ দেখিতে পাই, রাজকীয় দলীলপত্রে ব্যবহৃত হইবার বহু পূর্বে তাহা বিষংসমাজের লিপি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

লেখাপড়ায় প্রথমে যাহা ব্যবহৃত হইত, কালে তাহাই রাজকীয় (ধোদিত) লিপিতে প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কথা হইতেছে, যদি বিষংসমাজে পুস্তক-রচনা-কালে কোন বিশেষ অক্ষর ব্যবহৃত হয়, তাহা কেন সেই সময়েরই রাজকীয় দলীলপত্রে প্রযুক্ত না হইবে? প্রাচীন শিলালিপি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রাজকীয় শাসনাদি রাজসভাস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত হইত, এমন কি তান্ত্র-শাসনের কোন কোন শ্লোক রাজারা আপনাই রচনা করিয়া কবির শক্তির পরিচয় দিতেন। এক্ষণস্থলে রাজগণ সাময়িক পুস্তকাদির উপযুক্ত অক্ষরের হ্রীদ গ্রহণ নী করিয়া পূর্বতন অক্ষরের হ্রীদ গ্রহণ করিবেন, ইহা কতদূর সম্ভবপর, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই কারণেই বোধ হয়, গুজরপতি রাষ্ট্রকূটরাজ দাদ প্রশান্তরাগের হস্তাক্ষর দর্শন করিয়া ডাক্তার বুল্লার লিখিয়াছেন, 'অধিক সম্ভব, যুগ্মীয় ৬ষ্ঠ

(Cunningham's Arch. Surv. Reports Vol. I.) of Dharmapala (Cunningham's Mubabodhi) and of Devapala (Ind. Ant. XVII. p. 310.)

(১) Professor Max Müller's Letter, in the Transactions of the 6th International Congress of Orientalists held at Leiden, pp. 124-128.

(২) Anecdota Oxoniensia, Vol. I. Pt. III. p. 64.

* Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. plates xxi and xxxii P.

(১) Dr. Bühler's Gandriia, (Indischen Palmographie) IV Tafel.

(২) এই লিপিগুলি ইষ্ট—The inscription of Gopala

শতাব্দীর প্রথম ভাগেও উত্তরভারতের অর্ধাংশে ছই প্রকার হস্তাক্ষর প্রচলিত ছিল।’

পূর্বেই লিখিয়াছি ডাক্তার ফ্রিট্‌ শিবদেবের লিপি মানদেবের বহুপূর্ববর্তী বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু খোদিতলিপির ধারাবাহিক কালানুসারী অক্ষরতত্ত্ব আলোচনা করিলে, যেন মানদেবের খোদিতলিপি বহু প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। এরূপ স্থলে কোনটী গ্রাহ্য? পরে প্রকাশ পাইবে, যদি আমরা উপরোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদের নির্দেশিত ৭ম শতাব্দে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬৩৫-৬৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা শিবদেব ও মহাসামন্ত অংগবর্মার প্রকৃতসময় স্বীকার করি, তাহা হইলে সাময়িক ইতিবৃত্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে। এরূপ স্থলে যদি ডাক্তার বুল্লারের মতানুসারে এক সময়েই দুই প্রকার লিপির হাদ প্রচলিত ছিল, স্বীকার করিয়া শিবদেব ও তাঁহার মহাসামন্তকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না। (পরে প্রকাশ পাইবে!)

উক্ত লিচ্ছবিরাজের সময়কার যে ছই খানি খোদিত-লিপির প্রতিক্রপ বেণ্ডল সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, ছই খানিই এক সময়ের লিপি হইলেও পরস্পর বর্ণ-বিজ্ঞাসের একটু ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়। প্রথম খানির স্বর-চিহ্নের হাঁদ যেমন ‘f’ ‘f’ দেখিলেই দ্বিতীয় অপেক্ষা আধুনিক অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পর-বর্তী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় লিপির অপূর্ণ ‘f’ এবং ‘f’ দেখিলে ইহার প্রাচীনত্ব সন্দেহ তেমন সন্দেহ থাকে না। পণ্ডিত ভগবানলালের প্রকাশিত ৫ম শিলালিপিও উক্ত শিবদেব প্রদত্ত হইলেও ইহার ‘জা’ কার দেখিলে বেণ্ডলের প্রকাশিত লিপির সমকালীন বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ পণ্ডিত ভগবানলালের ৭ম লিপির আকার ‘f’ এবং বেণ্ডল সাহেবের ১ম লিপির ‘f’ মিলাইয়া দেখিলে শেথোক্ত ‘f’ বহু শতাব্দী-পরবর্তী বলিয়া মনে হইবে। পণ্ডিত ভগবানলালের ১ম সংখ্যক লিপির আকার, তাঁহার ৭ম সংখ্যক লিপিতে কতক পূরিপূষ্টি লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই কারণেই পণ্ডিতবর ৭ম লিপি ১ম লিপির বহু পরবর্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বেণ্ডল সাহেবের প্রকাশিত ১ম ও ২য় সংখ্যক শিলালিপি এবং পণ্ডিত ভগবানলালের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম লিপির অক্ষর আলোচনা করিলে, ৮ম খানি সর্বশেষে উৎকীর্ণ হইলেও সর্বপ্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। ৮ম লিপির ৩য় পঙ্ক্তির “বার্ডেন” শব্দের

‘বা’ আর ১ম সংখ্যক লিপির ২য় পঙ্ক্তির ‘বা’ মিলাইয়া দেখ, উভয়ে প্রভেদ নাই। কিন্তু ১ম সংখ্যকের বর্ণাবলী মাজা-পুন্ড আর ৫ম হইতে ৮ম কিকিয়াত্জা আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে হোরিউজীর পুণিতে ১১ষ্ঠ মাজা থাকার ৫ম হইতে ৮ম লিপি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর কোন সময়ে উৎকীর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর এত আপত্তি থাকিতেছে না। ৯ম, ১০ম ও ১১ম—এই তিন খানির বর্ণনা পাঠ করিলে ৫মাদির পরবর্তী বলিয়াই বোধ হয়। ১২শ হইতে ১৫শ লিপির অক্ষরাবলী সন্মুখে উপরোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের বিশেষ মতভেদ নাই। তবে ঐ সকল শিলালিপি-বর্ণিত ২য় শিবদেব ও ২য় জয়দেবের রাজ্যকাল সন্মুখে আমাদের সন্দেহ আছে, তাহা পরে বলিব।

পণ্ডিত ভগবানলাল, ডাক্তার বুল্লার ও ডাক্তার ফ্রিট্‌ সকলেই ১২শ সংখ্যক লিপির অক্ষ ‘১১৯’ পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যবর্তী অক্ষর কিরূপে লম্ব সংখ্যানির্দেশক বলিয়া স্থির করিলেন, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। নেপালের ও উত্তর-ভারতের খোদিত লিপি-সমূহের সংখ্যাবাচক অক্ষরাদি নির্ণয় করিবার জন্য যত প্রকার তালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া মিলাইয়া দেখিলাম, তাহা হইতে উক্ত মধ্য অক্ষরটী ‘১০’ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না, উহা ‘১০’এর পরিবর্তে ‘৪০’ সংখ্যানির্দেশক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই লিপির অক্ষ ‘১৪৯’ এইরূপ পাঠ করিতে পারি।

এরূপ ১৫শ লিপির সংখ্যানির্দেশক অক্ষ উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ‘১৫৩’ পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সংখ্যানির্দেশক তিনটী অক্ষরের শেষ অক্ষরটী ও ১২শ সংখ্যক লিপির শেষ অক্ষর একই রূপ। এখন কথা হইতেছে, একটিকে তাঁহার ‘৩’ ও অপরটী ‘৯’ এরূপ পাঠ করিবার কারণ কি? সম্ভবতঃ উভয়ের শেষ অক্ষ ‘৯’ হইবে। এই কারণে ১৫শ লিপির সংখ্যা-ক্ষরগুলি ‘১৫৯’ বলিয়া স্থির করিলাম।

ধারাবাহিক ইতিহাস।

পণ্ডিত ভগবানলালের সংগৃহীত লিচ্ছবিরাজ জয়দেব-পর-চক্রবর্তীর শিলাপটে এইরূপ বংশাবলী আছে—

(২) ভগ্নরাক্ষস শব্দের শেষ অংশে ইতিপূর্বে যে লিচ্ছবিরাজগণের সম তারিখ লিপিত হইয়াছে, এখন বিশেষ আলোচনা দ্বারা তাহারও স্থানে স্থানে ভ্রম প্রমাণ লক্ষিত হইতেছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল।

(১) Dr. Bühler's Remarks on the Horiuzi palmleaf MSS. (Anec. Oxon, Vol. I. pt. III. p 65.)

সিদ্ধবি (দুর্গাশায়ী)
 ভৃগুপ (পুশ্পপুরে বাস)
 (ভৃগুপের বধাক্রমে ২০ জন, পরে)
 জয়দেব (১ম, নেপালাধিপ)
 (১১ জন ঐ বংশীয় রাজা)
 ...
 বৃষদেব
 শকুদেব
 ধর্মদেব
 মানদেব (৩৬-৪১৩ শক)
 মহীদেব
 বসন্তদেব (৪৩৫ শক)
 উদয়দেব^১
 নরেন্দ্রদেব
 শিবদেব ২য় (১৪৩-১৪৯ অনির্দিষ্ট সংবৎ)
 জয়দেব-পরচক্রাক (১৫৯ অনির্দিষ্ট সংবৎ)

নেপালাধিপ লিচ্ছবিরাজগণের সময়কার যতগুলি শিলা-
 লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে উপরোক্ত ১৫শ লিপিবর্ণিত-
 বংশাবলী প্রকৃত ধারাবাহিক ও অনেকটা সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ
 করা যাইতে পারে। উক্ত বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়াই
 আমরা নেপালের প্রাচীন ও প্রামাণ্য সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতে
 আগ্রসর হইব।

নেপালের পার্বত্য-বংশাবলী অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক
 বিবরণপূর্ণ হইলেও ইহার মধ্যে মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক কথা
 প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা পণ্ডিত ভগবান্ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ
 একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই বংশাবলীর এক স্থানে
 লিখিত আছে—

‘দুর্গাবংশীয় রাজা বিশ্বদেববর্ম্মা ঠাকুরীবংশীয় অম্বুবর্ম্মাকে
 আপন হুহিতা অর্পণ করেন। এই রাজার সময়ে বিক্রমাদিত্য
 নেপালে গমন করেন এবং তথায় আপনার অক্ষ প্রচলিত করেন।’

‘অম্বুবর্ম্মাও রাজা হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যলু (কৈলাস-
 কূট) নামক স্থানে আপনার রাজধানী করেন। তাঁহার

সময়ে বিভুবর্ম্মা লণ্ডনির্ভরযুক্ত এক জলপ্রপাতী প্রস্তুত করিয়া
 তাঁহার নিকট এক খানি উৎকীর্ণ শিলাপট্ট^২ স্থাপন করেন।’

পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ও ভাক্তার বৃহস্র বলিয়াছেন, ‘অম্বু-
 বর্ম্মার সময়ে যে বিক্রমাদিত্য নেপালে গমন করেন, এই বিবরণটি
 সম্পূর্ণ ভ্রমময়। বোধ হয় শ্রীহর্ষদেবের বিজয়-উপলক্ষে তাঁহার
 অক্ষ নেপালে পরিগৃহীত হয়, সেই কৌণ দ্বিতীয় বিক্রমদত্তপ
 বংশাবলী মধ্যে ভ্রমক্রমে প্রদর্শিত হইয়া থাকিবে।’

ইহার অম্বুবর্ম্মা হইয়া ভাক্তার স্ক্রিট ও অম্বুবর্ম্মার সময়ে
 উৎকীর্ণ লিপিগুলির অক্ষগুলি শ্রীহর্ষসংবৎ জ্ঞাপক বলিয়া
 স্বীকার করিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে, সম্রাট হর্ষদেব নেপালে কি গিয়া-
 ছিলেন এবং তথায় কি তাঁহার অক্ষ প্রচলন করিয়াছিলেন?
 এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বাণভট্টের
 হর্ষ-চরিত, চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত,
 ম-তোরান্‌-লিনের বিবরণ ও রাজা হর্ষবর্দ্ধনের আপনার
 খোদিত লিপিতে হর্ষ কর্তৃক নেপাল-বিজয় ও হর্ষসংবৎ
 প্রচারের কোনকথা কোথাও লিখিত নাই। হর্ষদেব যে কখন
 নেপাল জয় করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণই
 পাওয়া যায় নাই। এরূপ স্থলে হর্ষদেব কর্তৃক নেপালে হর্ষসংবৎ
 প্রচারের কথা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

এখন না করিবার কারণও আছে। যদি আমরা অম্বু-
 বর্ম্মার খোদিত লিপির অক্ষগুলি শ্রীহর্ষসংবৎ-জ্ঞাপক বলিয়া
 গ্রহণ করি, তাহা হইলেও সাময়িক বিবরণের সহিত বিরোধ
 উপস্থিত হয়। অম্বুবর্ম্মার প্রসঙ্গে যে ‘৩৪’, ‘৩৯’, ‘৪৪’, বা
 ‘৪৫’ অক্ষ-চিহ্ন আছে, তাহা শ্রীহর্ষসংবৎ-এর অক্ষ বলিয়া ধরিলে
 ৬৪০ হইতে ৬৫১ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু চীনপরিব্রাজক হিউএন্-
 সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এই ক্ষেত্রসারী তারিখে নেপালে যাত্রা
 করিয়াছিলেন^৩। তিনি নেপাল দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,
 ‘অম্বুবর্ম্মা নামে এখানে এক জন রাজা ছিলেন, তিনি নিজে
 বিদ্বান্ ছিলেন ও বিদ্বানের সমাদর করিতেন। তিনি নিজেও
 শব্দবিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, নেপালে তাঁহার
 অখ্যাতি বিস্তৃত^৪।’

চীনপরিব্রাজকের উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া উপরোক্ত
 পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, ‘চীনপরিব্রাজক নেপালে আদৌ

(১) পণ্ডিত ভগবান্‌লাল যে পাঠ উদ্ধার করিয়া এক্ষণ করিয়াছেন,
 ভদ্রস্বামী উদয়দেবের পর ১৩ জন রাজা, ভৃগুপের নরেন্দ্রদেব রাজা হন।
 কিন্তু তাঁহার এই অংশের পাঠ ঠিক হয় নাই। [বিব্রকোব ৩য় ভাগ ৪০০
 পৃষ্ঠায় টিঙ্গনী দেখ।] ঠিক উদয়দেবের পর কে রাজা হন, তাহা শিলা-
 লিপিতে অস্পষ্ট। পরে (ভৃগুশায়ী) নরেন্দ্রদেব রাজা হন।

(২) পণ্ডিত ভগবান্‌লাল প্রকাশিত ৮ম শিলালিপি।

(৩) Wright's History of Nepal, and Ind. Ant. 1884,
 p. 418.

(৪) Indian Antiquary, 1881, p. 424.

(৫) Cunningham's Ancient Geography of India.

(৬) Beal's Records of Western World, Vol. II, p. 81.

বান নাই। বুদ্ধির রাজধানী পর্যন্ত গিরাছিলেন এবং তথা হইতে লোকসুখে ও নিরাশিখা থাকিবেন। বাস্তবিক তখনও অংগবর্ষার মৃত্যু হয় নাই।’

উক্ত সমালোচনা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। যে ব্যক্তির “স্থখ্যাতি নেপালের সর্বত্র বিস্তৃত,” তাঁহার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপনে যে ভুল হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। চীনপরিব্রাজক অংগবর্ষার রচিত গ্রন্থেরও পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ হলে তাঁহার বিবরণ অসূলক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। চীন-পরিব্রাজকের পূর্বে যে অংগবর্ষার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং অংগবর্ষার খোদিত লিপির অঙ্ক শ্রীহর্বসংবতের অঙ্ক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উহা গুপ্ত-সংবতের অঙ্ক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইহা মনে করিবার অল্প কারণ আছে।

গুপ্ত সম্রাটগণের সহিত যে লিচ্ছবিরাজগণের বনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে কিছুনা সন্দেহ নাই। ডাক্তার স্মিট অসঙ্কোচে লিখিয়াছেন, ‘গুপ্তসংবৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লিচ্ছবিসংবৎ। লিচ্ছবিরাজবংশের নিকট হইতে আদি গুপ্তরাজগণ সংবৎ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আর আপত্তি উঠিতে পারে না। আমি মনে করি, লিচ্ছবিদিগের মধ্যে সাধারণতঃ বিলুপ্ত ও রাজতন্ত্র আরম্ভ হইতে অথবা ১ম জয়দেবের রাজ্যারম্ভ হইতেই উক্ত সংবৎ আরম্ভ হইয়াছে।’

গুপ্তরাজ লিচ্ছবির সহিত সম্বন্ধহুত্রে আরম্ভ হওয়ার, আপনাকে গোরবাবিত জ্ঞান করিলেও, তাঁহারই যে লিচ্ছবি অঙ্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনুমান ভিন্ন ইহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। বরং লিচ্ছবিগণ গুপ্তসম্বৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

পার্কীতীয় বংশাবলীতে অংগবর্ষার কিছু পূর্বে বিক্রমাদিত্য-আগমনের প্রসঙ্গ আছে, তাহা নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি না।

ভারতে বহুসংখ্যক বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(১) “And no objection could be taken by the Early Gupta kings to the adoption of the era of a royal house, in their connection with which they took special pride, I think, therefore, that in all probability the so called Gupta era is Lichchhavi era, dating either from a time when the republican or tribal constitution of the Lichchhavis was abolished in favour of a monarchy; or from the commencement of the reign of Jayadeva I, as the founder of a royal house in a branch of the tribe that had settled in Nepal.” (Fleet's *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III. Intro. p. 136.)

তদন্থে তিনি নেপালে-গমন করেন, তিনি গুপ্ত সংবৎ-প্রবর্তক প্রথম গুপ্তসম্রাট। তাঁহার নাম চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তিনি (নেপালের) লিচ্ছবিরাজ-রহিত। কুমারদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধ হুত্রে গুপ্তসম্রাট আপনাকে বিশেষ সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে বোধ হয় তাঁহার হুজুর ‘লিচ্ছবর’ এই গোরবস্পর্শী শব্দ খোদিত হইয়াছে। উক্ত লিচ্ছবিরাজরহিত কুমারদেবীর গর্ভেই গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন।

এই গুপ্তসম্রাট বাহবলে নেপালাদি সমস্ত সীমান্ত নরপতি-গণকে আপনায় বশে আনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আলাহাবাদে উৎকীর্ণ খোদিত লিপিতে স্পষ্টাকারে বিদ্যোবিত হইয়াছে। কিন্তু নেপালের লিচ্ছবিরাজগণ কোন্ সময়ে যে গুপ্তরাজ-গণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এ পর্যন্ত তাঁহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এরূপ হলে সমুদ্রগুপ্তের পিতা ও লিচ্ছবিরাজকামাতা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য কর্তৃক নেপালে (গুপ্ত) সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই অফুট আভাস পার্কীতীয় বংশাবলী হইতে পাওয়া যাইতেছে।

বংশাবলীতে লিখিত আছে, ‘অংগবর্ষার শতর বিধদেব যখন নেপালের রাজা তৎকালে বিক্রমাদিত্য নেপালে গিয়া-ছিলেন ও নিজ অঙ্ক প্রবর্তিত করিয়াছিলেন।’ এই অংশ এইরূপ পাঠ করিলে বোধ হয় আর কোন ঐতিহাসিক গোল থাকে না—

“চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শতর বিধদেব (৭) যখন নেপালের রাজা (অংগবর্ষা তখনও রাজকীয় উক্ত পদ লাভ করেন নাই) তৎকালে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নেপালে গিয়া কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন ও তথায় আপনায় অঙ্ক চালাইয়া আসেন।”

প্রথম গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩১২-২০ হইতে ৩৪৭-৪৮ খ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে তিনি কোন সময় নেপালে গিয়াছিলেন।

লিচ্ছবিরাজ মানদেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি, তিনি ৩৮৬ শকে (৪৬৪ খ্রষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেছিলেন। বিধদেব তাঁহার প্রপিতামহ। তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে, যে সময় গুপ্ত সম্রাট নেপালে আগমন করেন, সেই সময়েই আমরা বিধদেবকে লিচ্ছবিরাজসনে অধিষ্ঠিত দেখি। ইহাতে এই বোধ হয়, পার্কীতীয় বংশাবলী-রচয়িতা ‘বিধদেব’ স্থানে ‘বিধদেব’ এই প্রামাণিক পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

বিধদেবের পর ৩৫ গুপ্তসংবতে অর্থাৎ ৩৪৪-৫ খ্রষ্টাব্দে মহা-সামন্ত অংগবর্ষার অভ্যুদয়। পণ্ডিত গুণবান্দ্যাল প্রভৃতি উপ-রোক্ত পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন, ‘প্রথমে প্রথমে তিনি রালোপাধি

এখানে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ৪৮শ অব্দ হইতে তিনি 'মহা-রাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হইরাছেন'। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তিনি স্বেচ্ছায় কখন রাজোপাধি গ্রহণে অগ্রসর হন নাই। তিনি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পরাক্রমে ও বিন্যাবুদ্ধিতে প্রাধান্য লাভ করিলেও কখন তিনি সম্মানিত লিচ্ছবিরাজগণকে অব-হেলা করিয়া 'রাজোপাধি' গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিজ খোদিত লিপিতে "রাজোপাধি" নাই। মহাসামন্ত উপা-ধিতেই সজ্জ হইয়াছিলেন। ১ম শিবদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায়, লিচ্ছবিরাজ মহাসামন্ত-অংগুবর্ষার পরাক্রমে আপনার রাজ্যালসী রক্ষা করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। সম্ভবতঃ যে সময়ে তিনি আপনার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহে উপস্থিত হইরাছিলেন, সেই সময়ে উক্ত ৪৮শ অব্দে জিফুগুপ্তের লিপি খোদিত হইয়া থাকিবে।

পূর্বতন ও অধুনাতন ভারতীয় সামন্তগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে 'রাজা, মহারাজ' ইত্যাদি সমুচ্চ উপাধিতে ভূষিত দেখি। মহা-সামন্ত অংগুবর্ষাও যে সেইরূপ তাঁহার অধিকার মধ্যে জিফুগুপ্ত প্রভৃতি অধীনস্থ ব্যক্তি কর্তৃক 'রাজাধিরাজ' আখ্যায় অভিহিত হইবেন তাহা অসম্ভব নহে এবং ঐরূপ রাজোপাধি দেখিয়া তিনি যে লিচ্ছবিরাজগণের অধীনতা-মুক্ত হইয়া একজন স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য হইরাছিলেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। এখনও যেমন নেপালরাজের অধীনে রাজা উপাধিদারী বহুসামন্ত আছেন, লিচ্ছবিরাজগণের সময়েও এইরূপ ছিল। তবে অংগুবর্ষা সর্বপ্রধান সামন্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, লিচ্ছবিরাজগণের নিকট রাজোচিত মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে।

তাঁহার অভ্যুদয়কালে ঐবদেব লিচ্ছবিরাজধানী মানগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত ভারতবর্ষে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। যেমন মালবরাজ মহাসেনগুপ্তের ভগিনী মহাসেনগুপ্তার সহিত স্থাবীশরাধীপ আদিভ্যাবর্দ্ধনের বিবাহ হয়, সেইরূপ বোধ হয় সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সহিত ঐবদেবের ভগিনী ঐবদেবীর পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইরাছিল*।

ঐবদেব ৪৬ (গুপ্ত) সংবতে অর্থাৎ ৩৬৭-৮ খৃষ্টাব্দে রাজা-সনে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তাঁহার সময়ে উৎকীর্ণ জিফুগুপ্তের

শিলালিপি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে উক্ত সংবতের পূর্বেই মহাসামন্ত অংগুবর্ষার মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু তখনও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ৩১৬ (শক) সংবতে অর্থাৎ ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, তাহা বেণ্ডল সাংহেবের প্রকাশিত লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায়।

মহাসামন্ত অংগুবর্ষা ঐবদেব ও শিবদেব উভয়ের রাজত্ব-কালেই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার যত্নে নেপালের সম্বন্ধিক শ্রীযুক্তি হইয়াছিল। এই সময়ে নেপালে লিচ্ছবিরাজগণ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। অংগুবর্ষার সময়ে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, এক দিকে তিনি যেমন হিন্দুধর্মের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন, অপর দিকে সেই-রূপ বৌদ্ধদিগকেও আদর করিতেন। নেপালে যে বহুদিন গুপ্তসংবৎ প্রচলিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না। কারণ শিব-দেবের সময় হইতে আবার পূর্বপ্রচলিত (শক)-সংবতের প্রচার দেখা যায়।

ঐবদেব ও শিবদেবের পর কালাহুনারে আমরা মানদেবের নাম প্রাপ্ত হই। ইহার সহিত ঐবদেব ও শিবদেবের কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানিতে পারি নাই, তবে তাঁহার সকলেই যে লিচ্ছবি-বংশীয় ছিলেন, বিভিন্ন শিলালিপি হইতে এইটুকু মাত্র জানিতে পারি। বোধ হয়, শিবদেবের পর ধর্মদেব, তৎপরে তৎপুত্র মানদেব রাজা হন।

মানদেব ৩৮৬ হইতে ৪১৩ শক (৪৬৪ হইতে ৪৮১ খৃষ্টাব্দ) অবিরোধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় মাতৃ-ভক্ত ও মহাবীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার সময়ে মহাসামন্ত অংগুবর্ষাবংশীয় ঠাকুরীরাজগণ সম্ভবতঃ লিচ্ছবিরাজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানদেবের শিলাপটে লিখিত আছে, "তিনি পূর্বপথে যাত্রা করেন। তথায় পূর্বদেশপ্রাপ্ত সামন্তগণকে বশীভূত করিয়া রাজা (মানদেব) নির্ভীক সিংহের জ্ঞান পশ্চিম দেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় সামন্তের মন ব্যবহার শুনিয়া তিনি

- (১) "আর্য্য পূর্বপথে তত্র চ শঠা যে পূর্বদেশপ্রাপ্তাঃ
সামন্তাঃ প্রণিপাতবদ্বারিঃপ্রজ্ঞেদনোল্লিখিতঃ ॥
তানাজাবলম্বনো নরপতিঃ সংহাণ্ড্য তন্মায় পুনঃ
নির্ভীঃ সিংহ ইবাহুসোংকটনটঃ পশ্চাত্তবদ্বারিণাম্ ॥
সামন্তত চ তত্র হুট্টগরিভঃ প্রজ্ঞা শিরঃ কম্পরন্
বাহুঃ হস্তিকরণমঃ শ শনকৈঃ স্পৃষ্টাঃত্রবীলকিতম্ ॥
আহুতো বহি সৈতি বিক্রববশাদেব্যাত্যসো মে বশঃ
কিং বাটৌর্বহতিবিধাত্ত্বমিতিঃ সংকেপতঃ কথ্যতে ॥"
(মানদেবের ৩৮৬ (শক)-সংবতের লিপি)

(১) Epigraphica India, Vol. I. p. 68-73.

(২) ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৪০০-৪১৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন।
বোধ হয়, রাজ্যভিষেকের বহু পূর্বে তাঁহার সহিত ঐবদেবীর বিবাহ
হইরাছিল।

গর্ভিতভাবে বলিয়াছিলেন, 'যদি সে আমার আদেশানুযায়ী না হয়, আমার বিক্রমপ্রভাবে (নিশ্চয়ই) সে পরাজিত হইবে।' উক্ত পশ্চিমবাসী সামন্ত সম্ভবতঃ মহাসামন্ত অংগবর্ষাবংশীয় কেহ হইবেন।

এই মানদেবের রাজত্বকালে জয়বর্ষা নামে এক ব্যক্তি বর্জ-মান পত্তপত্তিনাথের মন্দিরে জয়েশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই লিঙ্গ নষ্ট হইয়াছে। সেই স্থানে এখন মানদেবের পিতা শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত ১৪ হাত উচ্চ একটা ত্রিশূল বিদ্যমান।

মানদেবের পর তৎপুত্র মহীদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ের কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তৎপরে বসন্তদেব পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। ৫৩৫ (শক) সম্বতে (৫১৩ খ্রষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ ইহার সময়কার খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে। ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, ইনি একজন মহাবীর ছিলেন, বিজিত সামন্তগণ ইহার বন্দনা করিতেন।

এই বসন্তদেবের সময়েই সম্ভবতঃ আর্ঘ্যাবলোকিতেশ্বরের প্রভাব নেপালমার্গে বিস্তৃত হয়। পার্শ্বীয়-বংশাবলীতে লিখিত আছে,—'৩৬২৩ কলি-গত্যে অবলোকিতেশ্বর নেপালে উপস্থিত হন (১)।'

পূর্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিত ভগবান্দাল প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ব-বিংগণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, যে পার্শ্বীয়বংশাবলীতে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ থাকিলেও ইহাতে ঐতিহাসিক কণারও অভাব নাই। উপরে অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে যে টুকু উদ্ধৃত করিলাম, উহার মূল সত্য প্রকুর থাকিতে পারে।

৩৬২৩ কল্যাণে অর্থাৎ ৫২২ খ্রষ্টাব্দে বোধ হয় বসন্তদেব সমস্ত সামন্তকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া নেপালে অবলোকিতেশ্বরের পূজা ও প্রাধিক্ত প্রচার করেন। সেই হইতে অদ্যাবধি অবলোকিতেশ্বর বা মংস্তেজনাথ নেপালের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

বোধ করি, বসন্তদেবের অধস্তন ২য় শিবদেব ও ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে যে সংবৎ অঙ্ক আছে, "তাঁহা উক্ত অবলোকিতেশ্বরের সার্বজনিক পূজা-প্রকাশের ও রাজ্য বসন্তদেব কর্তৃক সার্বভৌমিক রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইবার সময় হইতে গণিত হইয়া থাকিবে।

* জুগের নিয়ম এই মোকের পরবর্তী মোকগুলি নষ্ট হওয়ার সামন্তের দায় পাওয়া গেল না।

(১) "ঐতিহাসিকলিপিষু পুস্তকসংস্করণে।

নেপালে জয়তি ঈশান আর্ঘ্যাবলোকিতেশ্বরঃ।"

বসন্তদেবের পর তৎপুত্র উদয়দেব রাজা হন। ডাক্তার ক্রিটের মতে উদয়দেব লিচ্ছবিবংশীয় নহেন, তিনি ঠাকুরীবংশীয় অর্থাৎ অংগবর্ষাবংশীয়। ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে উদয়দেবের পূর্বে যে সকল রাজার বংশাবলী দেওয়া আছে, তাঁহারা লিচ্ছবিবংশীয় হইলেও (উক্ত পুরাবিদেবের মতে) উদয়দেব হইতেই ঠাকুরীবংশের বর্ণনা আরম্ভ (১)। কিন্তু মূল শিলালিপি পাঠ করিলে উদয়দেব লিচ্ছবিবংশীয় ও বসন্তদেবের পুত্র বলিয়াই জানা যায়। উদয়দেবের পর ঠিক কে রাজা হন, তাহা শিলালিপিতে কিছু অস্পষ্ট। কিন্তু পরেই নরেন্দ্রদেবের বিবরণ স্পষ্ট আছে।

এই নরেন্দ্রদেবের পরাক্রমের কথা ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ ইহার পরাক্রমে কাঞ্চকজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন নেপালবিজয়ের সমর্থ হন নাই। ইহার রাজত্বকালে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং অতি অল্পকালের জন্য নেপালে পদার্পণ করিয়াছিলেন। চীনপরিব্রাজক লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমরা নানাপরিত অতিক্রম ও উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া নেপালদেশে আসিলাম। এদেশ ভূদারময় পর্বতমালাবেষ্টিত। পর্বত ও উপত্যকা পর পর সংযুক্ত।" এইরূপ দেশের প্রাকৃতিক ও দেশের লোকসাধারণের অবস্থাবর্ণনের পর তিনি লিখিয়াছেন, "এখানে বিহাসী ও অবিহাসী (অর্থাৎ বৌদ্ধ ও হিন্দু) উভয় সম্প্রদায় একত্র বাস করে। সম্ভারাম ও দেবমন্দির ঘন ঘন সন্নিবিষ্ট, তথায় মহাযান ও হীনযান মতাবলম্বী প্রায় ২০০০ শ্রমণের বাস। রাজা ক্ষত্রিয় ও লিচ্ছবি-

(১) মূল মোক এই—

"ঈশান বহুব্রহ্মদেব ইতি প্রতীতো রাজ্যতত্ত্বমহাপ্রশাসনপঞ্চপাতী।

অকৃত্ততঃ শঙ্করদেব নামা ঈশ্বর্গদেবোপাদপাদি তস্মাৎ

ঈশানদেবো নৃপতিততোক্ততঃ মহীদেব ইতি প্রসিদ্ধঃ।

আসীদসন্তদেবোআদ্যাস্তসামন্তবলিতঃ।...

অস্তান্তরেপাদয়দেব ইতি দ্বিতীয়াস্তাতঃ স্ততশ নরেন্দ্রদেবঃ।

মনোমতো নতসমন্তনরেন্দ্রমৌলিহাঙ্গারজোনিরপাংগলপাদপীঠঃ।"

(২য় জয়দেবের লিপি।)

উক্ত মোকে "অস্তান্তরে" এইরূপ থাকার ডাক্তার হিউ উদয়দেব হইতে ভিন্ন বংশের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী মোকে 'ততঃ' ও 'অকৃত্ত' পদ দ্বারা পুত্রপরম্পরা নির্ণীত হওয়ার এখানেও "অস্তান্তরে অকৃত্ত" এই রূপ অর্থ করিতে হইবে। এখানেও যে উদয়দেবকে বসন্তদেবের পুত্র বলিয়া নির্দেশ করিবার জন্তই যে, পূর্ববর্তী মোকের দ্বারা এখানে "অস্তান্তরে" অর্থাৎ ইহার (বসন্তদেবের) পর' এরূপ লিপিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বংশীয়। তিনি অভিজ্ঞ, নির্মল চরিত্র ও উন্নতপ্রকৃতি। বৌদ্ধ-ধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে।" ইত্যাদি।

চীনপরিব্রাজক যে লিচ্ছবিরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সম্ভবতঃ নরেন্দ্রদেব। নরেন্দ্রদেব সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে ও নেপালী বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত আছে। ২য় জয়দেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, নরেন্দ্রদেবের পূর্ব হইতেই লিচ্ছবিরাজগণ বৌদ্ধশাসনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন (১)।

নরেন্দ্রদেবের পর, তৎপুত্র ২য় শিবদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। মগধরাজ আদিত্যসেনের দৌহিত্রী ও মোঘরিয়ায় ভোগবন্দার কন্যা বৎসদেবীর সহিত শিবদেবের বিবাহ হয়। ইহার সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ১৪০, ১৪৫ ও ১৪৯ (অনির্দিষ্ট) সংবৎ অঙ্কিত আছে (২)। এতদ্বারা অনুমান হয়, ইনি ৬৬৫ হইতে ৬৭১ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র—২য় জয়দেব লিচ্ছবিরাজ্যাসন অলঙ্কৃত করেন। ইহার অপর নাম পরচক্রকাম। ইহার সময়কাল ১৫৯ সংবৎ-চিহ্নিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি গোড়, উড়ু, কলিজ ও কোশলাধিপ হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন। এই হর্ষদেবকে আমরা ইতিপূর্বে হর্ষবর্দ্ধন মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন জানিতেছি, ইনি কনোজরাজ হর্ষবর্দ্ধন নহেন। যে বংশে কামরূপাধিপতি কুমার ভাস্করবর্ম্ম জন্মগ্রহণ করেন, ২য় জয়দেবের ঋণ্ডর হর্ষদেবও সেই বংশ উদ্ভূত করিয়াছিলেন। আসাম-অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনসমূহ পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইনি কুমার ভাস্করবর্ম্মার পুত্র অথবা পৌত্র-স্থানীয়। তেজপুরের তাম্রশাসনে ইনি 'হরিষ' নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

পার্বত্যীয় বংশাবলীতে শঙ্করদেবের ৪ পুরুষ পরে 'গুণকাম' নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। বংশাবলীমতে ৭২০

খৃষ্টাব্দে তিনি কাঠমাণ্ডু নগর স্থাপন করেন। পরচক্রকাম ও গুণকাম যদি এক ব্যক্তির উপাধি হয়, তাহা হইলে ২য় জয়দেবকে ৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপালের রাজ্যাসনে অধিষ্ঠিত দেখি।

২য় জয়দেবের পর, প্রায় আড়াই শত বর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সময়কাল নেপাল ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণাদি এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। নেপালাধিপ রাধদেব ৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২০এ অক্টোবর তারিখে একটা নূতন অক্ষ প্রচলন করেন, ইহাই নেপালী সংবৎ নামে খ্যাত; তৎপরে প্রাচীন পুথি হইতে বহু অনুসন্ধানে অধ্যাপক বেঙ্কল সাহেব যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

রাজার নাম	পুথিতে প্রাপ্তকাল	রাজধানী।
নির্ভর রত্ন	১০০৮ খৃঃ অঃ	
ভোজ রত্ন	১০১৪ "	
লক্ষীকাম	১০১৫-১০২০ "	
জয়দেব		কাঠমাণ্ডু।
উদয়		"
ভাস্কর		পাটন।
বালদেব		
প্রহ্লাদকামদেব	১০৬৫ "	
নাগার্জুনদেব		
শঙ্করদেব	১০৭১-১০৭২	
বাগদেব	১০৮০ "	
রামহর্ষদেব	১০৯০ "	
সদাশিবদেব		
ইন্দ্রদেব		
মানদেব	১১০৯ "	
নরেন্দ্র	১১৪১	
আদম	১১৪৫-১১৬৬	
রত্নদেব		
মিত্র বা অনুভূত		
অরিন্দেব		
[রণশূর]	১২২২ ?	
সোমেশ্বর	}	
রাজকাম		
অজমল		
অভয়মল	১২২৪ ?	
জয়দেব	১২৫৭	... ভাতান্দ।
অনন্তমল	১২৮০-১৩০২	... কাঠমাণ্ডু।

০ ইহার পর ৬০ বর্ষ কে কে রাজত্ব করেন, তাহাদের নাম পাওয়া যায় নাই।

(১) "শ্রীমান্ বভূব বৃষদেব ইতি অষ্টীভো

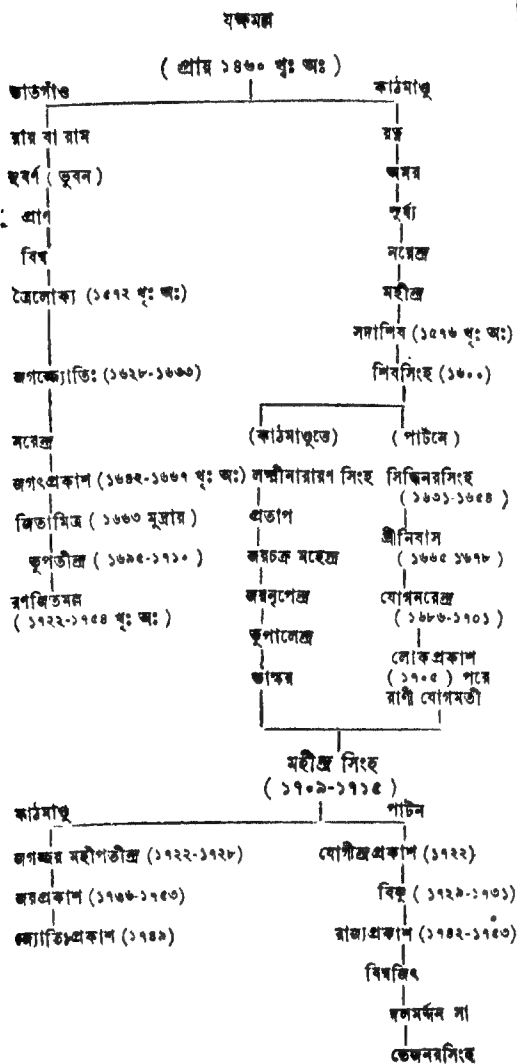
রাজোত্তমপ্রগতশাসনপক্ষপাতীঃ" (জয়দেবের লিপি ৮ম শ্লোক।)

(২) পণ্ডিত ভগবানলাল ও ডাক্তার ফ্রিট্‌স্‌প্রুফ প্রস্তুতকৃতবিদগণ পূর্ব-বর্ণিত ব্রহ্মদেব, ও অংগুষ্ঠার খোদিত লিপির অক্ষ বৈরূপ শ্রীহর্ষ-সংবতের অক্ষ বলিয়া ধরিয়াছেন, পরবর্তী ২য় শিবদেব ও ২য় জয়দেবের খোদিত-লিপির অক্ষগুলিও সেইরূপ শ্রীহর্ষ সংবতের অক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী রাজ্য পরবর্তী অক্ষগুলি শ্রীহর্ষাধ্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, নেপালে যে কোন সময়ে শ্রীহর্ষাধ্ব প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, এই জন্য সেযোক্ত বৃণতিঘরের শিলালিপি-বর্ণিত অক্ষ নেপালের কোন বিশেষাধ্ব বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। এ সম্বন্ধে এখনও বহু অনুসন্ধান আবশ্যক।

জন্মদিন	১৩৬৪-১৩৬৪ খৃঃ অঃ।
জন্মস্থান	১৩৬৪-১৩৬৪ " "
মৃত্যুদিন	১৩৬২ " "
মৃত্যুস্থান	১৩৬৩ " "
জন্মকাল	১৩৬২ " (কাঠমাণ্ডু।)
মৃত্যুকাল	১৩৬২-১৩৬৩ " "

যক্ষমলের পর তাঁহার সন্তানমধ্যে নেপালরাজ্য হই অংশে বিভক্ত হয়। একের রাজধানী ভাতগাঁও ও অপরের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। নিয়ে রাজবংশাবলী ও তাঁহাদের সমস্তের মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে যে বর্ষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল—



উহার পরেই নেপালে পৌৰাণিকতা বিস্তৃত হয়। উপরোক্ত রাজগণ সম্বন্ধে বৈষ্ণব সংকীর্ণ ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহাই লিখিত হইতেছে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তাহার পূর্বে হইতেই ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রদেশসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাভ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল রাজগণ পরস্পরের প্রতি আক্রোশ ও ঈর্ষানন্দে আত্মনাপনি বৃদ্ধিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া, দিন দিন সৈন্তসংখ্যা ও অর্থহানি হওয়ার বিশেষ চরিত্র হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা গৃহশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার এবং স্বদেশে আপনাদেব মানমর্যাদা ও ক্ষমতা অক্ষুর রাখিবার জন্য বহির্দেশস্থ শত্রুগণকে স্বয়ং আসন পাতিয়া দিলেন। তাহাতে এইমাত্র কল হইল যে, ভারতবাসীর আমন্ত্রণে মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া বিশেষরূপে অভ্যর্থিত ও সন্মানিত হইয়া আপনাদের জন্য সুরক্ষিত আসনে উপবেশন করিলেন। মুসলমানগণ বহুসংখ্যক ভারতে পদার্পণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারতের তৎকালের অবস্থা সহজেই উপলব্ধ হইয়াছিল। কালে তাহারা বহুসংখ্যক বিনিময়ে ভারতসাম্রাজ্য অধিকার করিলেন। নেপালের ভাগ্যক্ষেত্রেও একদিন ঐরূপ অবস্থা ঘটয়াছিল।

১৩২২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজা হরিসিংহ দেব দিল্লীর মুসলমান-সম্রাট কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, তিনি অযোধ্যা হইতে মিথিলার রাজধানী সিমরাওনগড়ে সশস্ত্রে পলাইয়া রক্ষা পান। ৪৪৪ নেপালী সম্বতে (১৩২৪ খৃঃ অঃ) তিনি পুনরায় দিল্লীর তোগলকশাহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, সিমরাওনগড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে বিষম যুদ্ধ করেন, অবশেষে পরাজিত হইয়া তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক নেপালে বাইরা আস্রয় লাভ করেন। এই সময়ে নেপালে বর্ষব্যপী রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা হরিসিংহ দেব যখন এখানে আসিলেন, তখন তিনি এখানকার রাজগণের পূর্ব-প্রভাব হ্রাস দেখিয়া স্বয়ং ঐ নেপালরাজ্য করায়ত্ত করিয়া লইলেন। প্রবাদ এই যে, রাজা হরিসিংহের রাজ্যে যবনের উৎপাত দেখিয়া দেবী কুলজা-তবানী রাজাকে এই মুসলমানসম্পৃষ্ট রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নেপালের উচ্চতম প্রদেশে বাইরা রাজ্যস্থাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন। রাজা তাঁহার আদেশানুসারে এই প্রদেশে আসিলেই ভাতগাঁওর ঠাকুরী রাজগণ ও অধিবাসিবর্গ সকলেই তাঁহার দেবীর প্রত্যাশে প্রবণ করিয়া তাঁহারই হস্তে নেপাল দরবারের সমস্ত কার্যভার অর্পণ করেন।

তিনি নেপালে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই, তথায় কুলজা

দেবীর অরণ্যে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরের নাম মূল-চৌক। ভোটায়াগণ তাঁহার অধিষ্ঠিত তুলজা দেবীর মাহাত্ম্য-প্রবণে দেবীমুক্তি অপরণ্যে ভাতিগাঁও অভিযুখে অগ্রসর হইল। যখন তাহারা সম্পূর্ণ নদীর তীরে উপনীত, তখন ভোটায়া সৈন্তগণ দেখিল, প্রাক্কলিত হতাশন ভাতিগাঁও নগরের চারিদিক দাহন করিতেছে। দেবীর অদ্বুত ক্ষমতা দেখিয়া ভোটায়াগণ ভীত ও বিস্মিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাহশাহ মহম্মদ ভোগলক চীনমুন্ডা জাতি অধিকারের জন্ত আপনার ভাগিনের সেনাপতি খন্দ-মালিককে দশ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্ত-সমভিব্যাহারে চীনসীমা আক্রমণ করিতে আদেশ দেন, তখন তাহার সেনাদল এই নেপাল রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে সৈন্তগণের অত্যাচারে নেপাল বিশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল। মুসলমান সেনাগণ বহুকাষ্টে পরীতাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া নেপালসীমান্তে চীন-সৈন্তের সাক্ষাৎ পান। এখানে উত্তর সৈন্তের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। একে শীতের প্রভাব তাহাতে আবার তাহাদের পক্ষে সেই স্থান অস্বাভাবিক হওয়ায়, মুসলমান সৈন্তগণ দিন দিন নষ্ট হইতে লাগিল; অবশিষ্ট সৈন্তগণ বাহারা চীনসৈন্তের রণে প্রাণ দিল না, তাহারা দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিল। সম্রাট তাহাদের পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়াই, প্রাণনাশের আদেশ দেন।

রাজা হরিসিংহদেব প্রায় ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে তৎপুত্র মতিসিংহদেব ১৫ বৎসর ও তৎপুত্র শক্তিসিংহদেব ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার সহিত চীনসম্রাটের বিশেষ সৌজন্য থাকায় তিনি বনেন (বণিকপুর) গ্রামের পূর্ববর্তী পলাম্-চৌক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। তথা হইতে তিনি চীনরাজসভায় নানা উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিতেন এবং পক্ষান্তরে চীন-সম্রাট তাহাকে ৫০৫ চীনাঙ্কের লিখিত একখানি অমুমোদনপত্র ও শীলমোহর পাঠাইয়া দেন। তৎপুত্র শ্রীমতিসিংহদেব প্রায় রাজত্বের ১৫ বৎসর পর পুত্র সম্ভান না থাকায় তাহার একমাত্র কন্যা ও ভাতিয়াকে রাজ্যসম্পদ দিতে বাধ্য হন। রাজা নাত্তপদেব নেপাল আক্রমণ করিলে নেপালের মলবংশীর রাজা ত্রিহুতে পলাইয়া রক্ষা পান। উক্ত মলরাজবংশে শ্রীমতিসিংহদেব আপনার কন্যার বিবাহ দেন। এই যুগে নেপালে মলরাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। ৫২৮ নেপাল-সম্বতে নেপালে উদ্যানক ভূমিকম্প হয় এবং তাহাতে মৎস্যভ্রমণার্থে ও অপরাপর কতকগুলি মন্দিরাদি ধ্বংস হইয়া যায়।

হরিসিংহদেব-বংশের রাজত্ব শেষ হইলে মলরাজ জয়ভদ্রমল প্রথমে নেপালের রাজত্ব ও সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৫

বর্ষ রাজত্বের পর জয়ভদ্র পরলোক গত হইলে, তৎপুত্র নাগমল রাজ্যেশ্বর হন। ইনি ১৫ বৎসর রাজ্যশাসন করিলে, তাহার পুত্র জয়ভদ্রমল ১১ বৎসর কাল প্রজাপালন করিয়া নিজ রাজ্যসম্পদ পুত্র নগেন্দ্রমলের হস্তে সমর্পণ করেন। রাজা নগেন্দ্রমল ১০ বৎসর ও তৎপুত্র উগমল ১৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিলে পর, তৎপুত্র অশোকমল রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। ইনিই বিজয়মতী, বাগমতী ও ক্রমমতী নদীত্রয়ের মধ্যবর্তী স্থানে শ্বেতকালী ও রক্তকালী স্থাপন করিয়া, সেই স্থানকে পূণ্যভূমি কালীধামের অধিকরণে উত্তরকালী বা কালীপুর নামে অভিহিত করেন। নিজ ভুলবলে রাজা অশোকমল ঠাকুরী রাজগণকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের রাজধানী পাটন নগর অধিকার করেন।

ইহার পুত্র জয়সিদ্ধিমল রাজ্যারোহণ করিয়া, তাহার পূর্ব-তন রাজগণকৃত শাসনবিধির বিশেষ সংশোধন ও কএকটা নূতন নিয়ম প্রচার করেন। ইহারই রাজত্বকালে জাতি-মর্যাদা সংস্থাপিত হয়। সমাজশাসন করিয়া এবং ধর্ম-সংক্রান্ত কতকগুলি নবপ্রণা প্রচলন করিয়া তিনি সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। আর্থা-তীর্থের অপরদিকে বাগমতীর কূলে ইনি রামচন্দ্র, তৎপুত্র লব ও কুশের মূর্তি স্থাপন এবং গোরকনাথদেবের মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ললিত-পাটনের কুন্তেখর মন্দির ও অন্যান্য অনেকগুলি দেবমন্দির ইহারই প্রতিষ্ঠিত। ইনি ৪৩ বৎসর রাজত্ব করিলে পর, তৎপুত্র রাজা জয়কুমল রাজ্যাসনে উপবিষ্ট হন। ইনি প্রথমে শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্তিত ধর্মমত শিক্ষা করিয়া ভারতের দাক্ষিণাত্য হইতে ভট্ট ব্রাহ্মণ আনিয়া পশুপতিনাথদেবের পূজার ভার অর্পণ করেন। এই সময় হইতেই ভারতবাসী হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ-গণ নেপালে প্রকৃত হিন্দুমতে দেবপূজাবিধি প্রচলন করেন। ইহার রাজত্বকালে ধর্মরাজ মীননাথ-লোকেশ্বরের মন্দির নির্মিত হয়, ঐ মন্দিরে সমস্ত-ভদ্র বোধিসত্ত্ব, পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য বোধিসত্ত্বগণ এবং নানা দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ৫৭০ নেপাল-সম্বতে ইনি একটা হর্গনির্মাণ করান এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত কএকটা বিশেষ নিয়ম প্রচলন করেন। ভাতিগাঁওয়ের তচপালটোল গ্রামে ইনি দত্তাজেয়ের একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। রাজা গুণকাম-দেবের প্রতিষ্ঠিত লোকেশ্বর দেবমূর্তি ঠাকুরীরাগণের সময়ে যমলা নামক স্থানের ভয়মন্দির-স্থূপের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি ঐ দেবমূর্তির সংস্কার করাইয়া কাঠমাণ্ডুতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মূর্তি এখন যমলেশ্বর নামে খ্যাত। ইনি পাটন ও কাঠমাণ্ডুর রাজগণকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা বক্ষমল্লের তিন পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভাতগাঁও, দ্বিতীয় রণমল্লকে বনেপা, তৃতীয় রত্নমল্লকে কাঠমান্ডু ও কন্যাকে পাটনের সারভরাজ্য ভাগ করিয়া দেন। কিন্তু ক্রমশঃই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হওয়ার সকলে হীনবল হইয়া পড়েন। রাজা বক্ষমল্ল এইরূপে আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেও প্রকৃত বংশধর অভাবে অথবা কোন অভিযানীর কারণে বনেপা ও পাটনরাজ্য ভাতগাঁও ও কাঠমান্ডুর রাজবংশের করায়ত্ত হয়। এই কারণেই নেপালের ইতিহাসে গোৰ্খা আক্রমণের পূর্বে উক্ত দুইটি রাজ্যের বৎকিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। ৫৯২ নেপালী সংবতে তাঁহার মৃত্যুতে নেপালরাজ্য এইরূপে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রায়মল্ল ভাতগাঁওএর পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ভাতগাঁও রাজ্য পূর্বে দুধকুশী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার বংশে ভাতগাঁওএ তৎপুত্র প্রাণমল্ল, পরে তৎপুত্র বিখমল্ল রাজা হন। বিখমল্ল অনেকগুলি মঠ ও দেবমন্দির স্থাপন করেন। ইহার পুত্র ত্রৈলোক্যামল্লের রাজত্বের পর তৎপুত্র জগজ্যোতিমল্ল শাসনভার গ্রহণ করেন। ইনিই ভাতগাঁওএ আদিভৈরবদেবের রথযাত্রা-উৎসব প্রবর্তন করেন। ইহার জীবলীলা শেষ হইলে, তৎপুত্র নরেন্দ্রমল্ল রাজা হন। ইহার পর তৎপুত্র জগৎপ্রকাশমল্ল রাজপদ পাইয়া ৭৭৫ নেপাল-সংবতে অনেক কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। ততপালটোল-গ্রামে দ্বারসিংহ ভারো ও বাসিংহ ভারো নামে দুই ব্যক্তি ভীমসেনের উদ্দেশ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৮২ নেংসং তিনি বিমলাব্রহ্মমণ্ডপ ও ৭৮৭ নেংসং গরুড়ধ্বজ নামে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করান। ইহার পুত্র রাজা জিতাসিত্র (৮০২ নেংসং) একটি ধর্মশালা, নারায়ণ-মন্দির ও (৮০৩ নেংসং) দস্তাজেরেশের মন্দির স্থাপন করেন। ইহার পুত্র রাজা ভূপতীন্দ্রমল্লের রাজত্ব সময়ে নেপালে একটি সুবৃহৎ দরবার ও নানা দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি স্বয়ং ও পুত্র রণজিতের সাহায্যে ৮৩৮ নেংসং ভৈরবদেবের মন্দিরে স্বর্ণ ছাদ নির্মাণ করিয়া দেন। রণজিতমল্ল পিতার মৃত্যুর পর শাসনভার গ্রহণ করিয়া নেপালে অনেক অদ্ভুত কীর্তি রাখিয়া যান। ইনি ৮৫৭ নেংসং অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরে একটি বৃহৎ ষটী কুলাইয়া দেন। ইহারই রাজত্বকালে ভাতগাঁও, ললিত-পাটন ও কাষ্টিপুর-রাজগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। গোৰ্খাদেশাধিপতি রাজা নরভূপাল তৎকালীন রাজাদিগকে এইরূপ হীনবল দেখিয়া নেপাল আক্রমণ করিলেন। তিনি ত্রিশূলগঙ্গা নদী পার হইয়া নেপালে উপস্থিত হইলে, নবকোটির বৈশম্য তাহার বিরুদ্ধে

অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে গোৰ্খারাজ পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাপন করেন।

গোৰ্খাপতি নরভূপালের পুত্র রাজা পৃথ্বীনারায়ণ রণজিতের রাজত্ব-সময়ে নেপাল পরিদর্শনে আগমন করেন। 'রণজিত তাঁহার আতিথা-গ্রহণে ও বিনীত আচার-ব্যবহার দর্শনে নিজ পুত্র বীর-নৃসিংহমল্লের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপন করিয়া দেন, কিন্তু যুবরাজ অকালে মানবলীলা সম্বরণ করার ভাতগাঁওর পৃথিবংশীর রাজগণের অস্তিত্ব লোপ হয়।

রাজা বক্ষমল্ল দ্বিতীয়পুত্র রণমল্লকে বগিকপুর (বনেপা) ও আর সাতটি গ্রামের শাসনভার অর্পণ করেন। তাহার অধিকারসীমা পূর্বে দুধকুশী ও পশ্চিমে সন্ধানামক স্থান এবং উত্তরে সঙ্গাচক ও দক্ষিণে মেদিনা-মল নামক বস্ত্রভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বগিকপুরের কোন ব্যক্তি (৬২২ নেংসং) পণ্ডপতিনাথকে একখানি মূল্যবান কবচ ও একমুখী কুদ্রাক উপহার দিবার কালে রাজাকে একখানি শাল উপঢৌকন দেন। ঐ শাল অজ্ঞাপিও কাষ্টিপুর রাজধানীতে রক্ষিত আছে।

রাজা বক্ষমল্লের তৃতীয় পুত্র রাজা রত্ন বা রত্নমল্ল পিতার বিভাগানুসারে কাঠমান্ডুর রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। এই রাজ্যের পূর্বে সীমায় বাঘগাতি, পশ্চিমে ত্রিশূলগঙ্গা, উত্তরে গোসাঞিখান ও দক্ষিণে পাটন-বিভাগের উত্তর সীমা। রাজা রত্নমল্ল পিতার মৃত্যু সময়ে; তাঁহার নিকট হইতে তুলজাদেবীর বীজমল্ল গ্রহণ করেন, প্রবাদ ঐ মন্ত্রবলে দেবী তাঁহার উপর সর্সদাই পরিতুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আপনাপন দ্রাব্যবিধাসের অমু্যবলে ভ্রাতার ভবিষ্যৎ উন্নতিতে কাতর হইয়া, ক্রমশঃই কনিষ্ঠের উপর বিরক্তভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপ মনোমালিখে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়।

রাজা রত্নমল্ল একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে নীলতারার দেবী তাঁহাকে বলিতেছেন, 'যদি তুমি কাষ্টিপুরে বাইতে পার, তাহা হইলে কাজীগণ তোমাকে নিশ্চয়ই রাজা করিবে'। তদনুসারে রাজা প্রাতঃকালে গাত্ৰোখান করিয়া দেবীকে প্রণামপূর্বক ঠাকুরীরাজগণের প্রধান কাজির নিকট উপস্থিত হইলে, কাজী তাঁহার রাজ্যপ্রার্থিবিষয়ে অঙ্গীকার করেন এবং নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্ত কাজী এক দিবস দ্বাদশজন ঠাকুরী-রাজকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া বাজনাতির সহিত বিশপ্রয়োগে তাঁহাদিগকে শমনস্তবনে প্রেরণ করিলেন। রত্নমল্ল কাষ্টিপুরের সিংহাসন অধিকার করিয়াই ঐ কাজির চরিত্রে বিশেষ সন্দিহান হইয়া, তাহার জীবন নাশ করেন। স্বপ্নদৃষ্ট বাক্য মিথ্যা হইলেও তিনি যে ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া কাষ্টিপুর দখল করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৬১১ নেং সং, তিনি নবকোটের ঠাকুরীগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এহান হইতে তিনি নানা প্রকার সুল ও কল লইয়া পশুপতিনাথের পূজা দিয়া ছিলেন, সেই কারণে আজিও নবকোট হইতে জবাবি আনা-ইয়া উক্ত দেবমূর্তির পূজা হইয়া থাকে।

ইহার রাজত্বকালে কুলু নামক ভোটিয়া জাতি বিজোহী হইয়া রাজার উপর বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করে। রাজা ভোটিয়া-দমনে বার্ষমনোরণ হইলে, দেবধর্মী গ্রামবাসী চারি জন জিহতিয়া-ব্রাহ্মণ পাজার সেনরাজগণের অধীনস্থ সৈন্ত লইয়া রক্তমন্ডের সাহায্যে উপস্থিত হন। এই কুকু-তানা-জোয়ার নামক গ্রামে ভোটিয়া পরাজিত হইলে, রাজা ব্রাহ্মণদিগকে কএকখানি গ্রাম ও বহু ধন রত্ন দান করেন। ইহারই শাসনকালে ভোটিয়া-বিজোহের পর নেপালে যবন-(মুসলমান) জাতির বাস আরম্ভ হয়।

ইনি ৬২১ নেপালী-সংবতে তুলজাদেবীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীমূর্তি স্থাপন করেন। কাতিপুর ও ললিত-পাটনের অধিবাসীদিগকে বশে আনিয়া, শেয়াগড়ি পর্বতের চিংল উপত্যকার তান্ত্রখনি হইতে তাঁমা লইয়া স্মৃতিচার (১) পরিবর্তে তান্ত্র-পয়সা প্রচলন করেন।

রক্তমন্ডের মৃত্যুতে তৎপুত্র অমরমল কাঠমাণ্ডুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্ব-সময়ে বণিকপুরের কুনোরেরা অনন্ত-নারায়ণের মূর্তি লইয়া পশুপতির মন্দিরে স্থাপন করিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু রাজার আদেশ না পাইয়া তাহারা সেই রাত্রি মধ্যেই বাহলাদেবীর মন্দিরের পার্শ্বে আর একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া, উহার মধ্যেই নারায়ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। ভুবনেশ্বরের উপাসক মনি আচার্য্যের বংশধরগণ ৯ জন কুমার ও কুণারীর উদ্দেশ্যে একটি যাত্রা উৎসব করেন। প্রতি বৎসর ৮ই আষাঢ় এই উৎসব হইয়া থাকে। প্রবাদ ৬৭৭ নেং সং, যে দিন মনি আচার্য্য ‘মৃতসজীবনী’ অশ্বষণে বহির্গত হন, সেই দিন ঐ উৎসব দিন; তাহার বংশধরগণ তদীয় অন্তর্ধানবার্তা শুনিয়া অস্বাষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিলে, তিনি দেবপাটন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের অভি-প্রায় বুঝিয়া স্বইচ্ছায় অগ্নিতে প্রবেশ করেন।

রাজা অমরমল মদনের পুত্র অভয়রাজকে মুদ্রাক্ষণের কর্তৃত্ব-ভার দিয়া তাহাকে ‘মুদ্রীনারকর’ পদে অভিষিক্ত করেন। এই ব্যক্তি নিজ অর্থে অনেক মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়াছিল।

এই রাজা থোকনার মহালক্ষ্মী দেবী, হলচোক দেবী,

মান-মইছু দেবী, পচলি-ভৈরব ও লুন্ডিকালীর স্বর্গাদেবী, কনকে-ধরী, ঘণ্টেধরী ও হরিসিদ্ধির পূজার মৃত্যু-উৎসব প্রচলন করেন। পূর্বে কনকেধরীদেবীর পূজায় নরবলি হইত বলিয়া এখন উক্ত দেবীর পূজা ও উৎসব রহিত হইয়াছে। উপরোক্ত উৎসবের কোন কোনটা বারবৎসর অন্তরে সম্পন্ন হয়।

ললিতপুর, বন্দগাঁও, খেচো, হরসিদ্ধি, লুন্ড, চাপাগাঁও, করকিজ, মৎস্তেশ্বরপুর বা বাগমতী, থোকনা, পাঙ্গা, কীর্তি-পুর, থানকোট, বলধু, লতঙ্গল, হলচোক, ফুটম, ধর্মহলী, টোখা, চপলিগাঁও, লেলেগ্রাম, চুকগ্রাম, গোবর্গ, দেবপাটন, নন্দীগ্রাম, নম্শাল, মালীগ্রাম বা মাংগল প্রভৃতি বিশিষ্ট জনপদ তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। কাঠমাণ্ডু হইতে পশুপতিগ্রামে বাইবার পথে নন্দীগ্রাম অবস্থিত, এই গ্রাম নম্শাল ও মালীগ্রাম একসময়ে বিশালনগর নামে খ্যাত ছিল, এখানে প্রাচীন কীর্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে।

নেপালী গণনার ৪৭৭ বর্ষ রাজত্বের পর, অমরমল লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র স্বর্গমল রাজা হন। ইনি রাজ্যসন প্রাপ্ত হইয়াই, ভাতগাঁওর রাজার নিকট হইতে রাজ্য শব্দরদেবের স্থাপিত চামুনারায়ণ ও শম্ভুপুর গ্রাম অধিকার করেন এবং শম্ভুপুরে বাইয়া বজ্রবোগিনীদেবীর উপাসনার জন্ম, ছব. বৎসর কাল তথায় বাস করিয়া অবশেষে কাতিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন। “এখানে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র নরেন্দ্রমল ও পরে তৎপুত্র মহীন্দ্রমল রাজা হন। ইনি দরবারের সমুখে মহীন্দ্রেশ্বরী ও পশুপতিনাথের মন্দির নির্মাণ করান। ইনি ভারতের রাজধানী দিল্লী বাইয়া সম্রাটকে নানা জাতীয় হংস ও লীকারি-পক্ষী উপহার দেন এবং তাঁহার নিকট হইতে মুদ্রাক্ষণের আদেশ চাহিলে, সম্রাট তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া রোপামুদ্রা প্রচলনের অনুমতি দেন।

রাজা মহীন্দ্রমল স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া স্বনামাঙ্কিত ‘মোছর’ নামে রোপামুদ্রা মুদ্রাক্ষণ করেন। এই মুদ্রাই নেপালের প্রথম রোপামুদ্রা। ইহার পূর্বে আর কখনও নেপালে রোপা-মুদ্রা ছিল কি না তাহা জানা যায় না। এই সময়ের পূর্বে নেপালে যে সমস্ত তাম্রমুদ্রা পাওয়া যায়, তাহার উপরে বৃষ, সিংহ, হস্তী প্রভৃতি জন্তর প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে।

ইহারই বয়ে কাতিপুর নগর বহুজনাকীর্ণ হইয়াছিল। ৬৬৯ নেং সং মাঘমাসে ইনি উক্ত নগরে তুলজা-ভবানীর প্রতি-ষ্ঠার জন্ম একটি মন্দির নির্মাণ করান। ইহার রাজত্বকালে ৬৮৬ নেং সং বিফুসিংহের পুত্র পুরন্দর-রাজবাসী ললিত-পাট-নের দরবারের সমুখভাগে নারায়ণের জন্ম একটি মন্দির স্থাপন করেন। রাজা মহীন্দ্রমলের এই পুত্র ছিল, জোড়ের স্নান সন্ধ্যা

(১) স্মৃতিচার বা স্মৃতি প্রাচীন নেপালীমুদ্রা, ইহার বর্তমান মূল্য ৮ পয়সা বা দুই আনা।

শিবসিংহ এবং কনিষ্ঠের নাম শিবসিংহ মল্ল, ইহার মাতা ঠাকুরী-
কংশসম্বৃত্তা ছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র সদাশিব রাজ্যভার গ্রহণ
করেন, কিন্তু তিনি দম্পতি ও স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। কোন
মেলা বা যাত্রা উপলক্ষে রাজপথে কোন সুলক্ষী স্ত্রীলোক
তাহার নয়নপথে পতিত হইলে, তাহার করকবল অতিক্রম
করিতে ঐ রমণীর শক্তি থাকিত না। এইরূপে তিনি কতপুত্র
ফুল-ললনার ফুলে কালি দিরাছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলা-
সিতার বশবর্তী হইয়া তিনি ক্রমশঃই রাজকোষ শূন্য করিতে
লাগিলেন। প্রজাগণ তাহার এতাদৃশ ব্যবহার দেখিয়া
দিন দিন তাহার উপর প্রত্যাশাই হইতে লাগিল। এক দিন
যখন তাহারা দেখিল রাজা মনোহরার অভিমুখে গমন করি-
তেছেন, তখন তাহারা সদলে যষ্টি ও মূলগর লইয়া তাঁহাকে
আক্রমণ করিল; রাজা ভীত হইয়া ভাতগাঁও এ প্রান্তর লই-
লেন, কিন্তু তরুণরূপিত পিতা তাহার জঘন্ত চরিত্রের বিষয় অবগত
হইয়া, তাঁহাকে বলী করেন। রাজা সদাশিব কিছুদিন পরে
তথা হইতে পলাইয়া আইসেন। রাজা সদাশিব হইতে প্রকৃত
স্বর্গ্যবংশের আধিপত্য নেপাল হইতে অস্তিত্বিত হয়।

প্রজাগণ সদাশিবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তদীয় বৈমাত্র
ভ্রাতা শিবসিংহমল্লকে রাজপদে বরণ করেন। রাজা শিবসিংহ
জ্ঞানী ছিলেন। ইনি মহারাষ্ট্র-দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনায়ে
তাঁহাকে গুরুপদে অভিষিক্ত করেন। ইহার রাজত্বকালে সূর্য্য-
বজ্র নামে কান্তিপুরবাসী জনৈক তান্ত্রিক তিব্বতের রাজধানী
লাসা নগরে গমন করেন। ইহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মীনারসিংহ-
মল্ল ও কনিষ্ঠ হরিশ্বরসিংহমল্ল। কনিষ্ঠ হরিশ্বর কিছু উগ্র প্রকৃ-
তির লোক ছিলেন, তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই ললিতপাটন
শাসন করিতে অগ্রসর হন। ইহার মাতা গঙ্গারানী কান্তিপুর ও
বড়-নীলকণ্ঠের মধ্যে একটা উদ্যান প্রস্তুত করেন, উহা রাণী-
বন নামে সাধারণে পরিচিত। বর্তমান ইংরাজ-রেনিডেমীর
অনতিদূরে উক্ত উদ্যানের ঋণসাধনিত উচ্চ প্রাচীরাদি দেখিতে
পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্বে এই ভয়-উদ্যানই জঙ্গবাসীদের
শিকারের জন্য হরিণশাবক পাঁচনের স্থানরূপে পরিগণিত ছিল।

এক সময়ে হরিশ্বরসিংহ যখন দেখিলেন যে, তাহার পিতা
মৃগয়ার বহির্গত হইয়াছেন, তখন তিনি কোন বিবাদেয় অছি-
লার বীর ভ্রাতা লক্ষ্মীনারসিংহকে দরবার হইতে বাহির করিয়া
দিরাছিলেন। ১১৪ নং রাজা শিবসিংহ স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির
পুনঃ সংস্কার করিয়া দেন। কিছুকাল পরে রাজা ও রাণী গঙ্গা-
কোষী কালের কোড়ে শায়িত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারসিংহ
কান্তিপুরে রাজা হন। ইহার কোন আত্মীয় ভীমসিংহ

ভোট দেশে গমন করিয়া কান্তিপুর ও ভোট এই উভয় স্থানকে
বাখিরাপুত্রে আত্মক করেন। এইরূপে ব্যবসা-ব্যাপারে ভোট
হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য নেপালে আনীত হইয়াছিল। কাজী ভীম-
মল্লের যত্নে ভোটরাজ্যের সহিত রাজা লক্ষ্মীনারসিংহের এই সন্ধি
হয় যে, ব্যবসা উপলক্ষে কোন ব্যক্তি তিব্বত রাজধানী লাসা
নগরে জীবন হারাইলে, তাহার স্বাবর অস্বাবর সমুদায় সম্পত্তি
নেপাল গবর্নেন্টকে প্রেরণিত হইবে। ইহার সাহায্যে সীমান্ত-
বর্তী কুটী নারক প্রদেশ নেপালের এলাকাকৃত্ত হয়।

ভীমসিংহ তিব্বত-রাজধানী লাসা হইতে স্বদেশে আসিয়া,
রাজার উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক
তিনি রাজা লক্ষ্মীনারসিংহকে নেপালের একচ্ছত্র রাজা করিতে বহুবান্
হন, কোন ব্যক্তি রাজাকে বলে যে, ভীমসিংহ স্বয়ং রাজ্য লইবার
জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, আপনার জন্ত সমস্ত ব্যাপারই
মৌখিক; রাজা এই কথা শুনিয়া উদ্বেগেই তাহার শিরশ্ছেদের
আদেশ দেন। ভীমসিংহ জীবদ্দশাতে ধর্মশিলা বিগ্রহের একটা
ভাস্কর্য আয়ত্ত করিয়া দেন। অমঙ্গলি এইরূপ, দক্ষিণ-
ভারতবাসী নিত্যানন্দস্বামী নামক জনৈক ব্রাহ্মচারী এই সময়ে
নেপালে আগমন করেন, কিন্তু তিনি কোন মূর্তিকেই প্রণাম
করিতেন না। রাজা এই কথা শুনিয়াই ক্রোধাধিত হইলেন ও
ব্রাহ্মচারীকে বিগ্রহাদি প্রণাম করিতে আদেশ দেন। নিত্যানন্দ-
স্বামী বিগ্রহ লক্ষ্যে মস্তক নত করিবামাত্রই চত্রেখরী, ধর্ম-
শিলা, কামদেব প্রভৃতির মূর্তি ভাঙ্গিয়া যায়। ভীমসিংহের হত্যার
তাঁহার প্রীকর্তৃক আশিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ রাজার মস্তক বিকৃত
হইয়া পড়ে এবং তিনি রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতে অক্ষত-
কাৰ্য্য হইলে, তদীয় পুত্র প্রতাপমল্ল ১৫৯ নং সং নেপালের
রাজ্যসনে উপবেশন করেন। ১৭৭ নং সং ১৬ বৎসর কারা-
বাসের পর রাজা লক্ষ্মীনারসিংহের মৃত্যু ঘটে।

তিনি ইজ্রপুর নগর ও জগন্নাথদেবালয় স্থাপন করেন।
১৭৪ নং সং মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে তিনি কালিকাদেবী-
তোত্র রচনা করিয়া প্রত্যয়ের উপর তাহা খোদিত করেন এবং
স্থানে স্থানে দেবালয়ে গ্রথিত করিয়া দেন, ঐ দেবগীতি ১৫টী
বিভিন্ন ভাষায় বর্ণমালার রচিত *। ইনি বিদ্যান ও বহুশাস্ত্রে
পণ্ডিত ছিলেন এবং ১৫১৩৬টী বিভিন্ন ভাষা জানিতেন।

ইহার রাজত্ব সময়ে জামার্পী-নামা নামে জনৈক ভোটবাসী
নেপালে আসিয়া ১৬০ নং সং স্বয়ম্ভূনাথের গর্ভকাষ্ঠ বদলাইয়া
দিরা ভণ্ডাকার দেবমূর্তি সকল গিড়ি করিয়া দেন এবং উক্ত
মন্দিরের দক্ষিণস্থ বিলাসে রাজা লক্ষ্মীনারসিংহের নাম খোদিত

* D. Wright's History of Nepal নামক পুস্তকে ঐ পিঙ্গা-
সিগির একখানি প্রতিকৃতি আছে।

করা হয়। ৭১০ নং সং রাজা প্রতাপমল স্বরূপাখের মহায়া বর্ণনা করিয়া আর একটি কবিতা রচনা করেন এবং তাহা প্রস্তরে খোদিত করিয়া দেবমন্দিরের গায়ে সংলগ্ন করিয়া দেন। তিনি নিজ প্রচলিত মুদ্রাতে ‘কবীন্দ্র’ উপাধি সংযোজিত করিয়া আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমে দুইটা ত্রিহত-রাজকন্ডার পাণিগ্রহণ করেন। পরে যৌবনবতাবস্থলত চপলভায় তিনি ইঞ্জির-লালসা পরি-তৃপ্ত করিবার জন্য, নেপালী প্রথামত প্রায় তিন হাজার রমণীকে আপনায় পত্নীরূপে বরণ করিয়াছিলেন। এই অতৃপ্তবাসনার বশে তিনি একসময়ে একটি বালিকার জীবন-হস্তা হইয়াছিলেন। স্বকৃত পাণে ভীত হইয়া তিনি এবং পরিবারস্থ সকলেই পাণ-মোচনের জন্য তুলাদান উৎসব করেন।

ইহার রাজত্বকালে মহারাষ্ট্র হইতে লক্ষকর্ণভট্ট ও ত্রিহত হইতে নরসিংহঠাকুর নামে ব্রাহ্মণদ্বয় নেপালে আগমন করেন এবং রাজার নিকট পরিচিত হইয়া ‘গুরু’ উপাধিতে ভূষিত হইলেন। রাজা প্রতাপমলের পাণিবেশ্যমন্ড, নৃপেন্দ্রমন্ড, মহীপেন্দ্র (মহীপতীজ)-মন্ড ও চক্রবর্তীজমন্ড নামে চারিটা পুত্র জন্মে। চারি জনেই পিতার ইচ্ছামত তাহার জীবিতাবস্থায় প্রত্যেকে এক এক বৎসর রাজ্যশাসনস্থখ উপভোগ করেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র মহীপতীজের শাসন সময়ে, রাজা পুত্রের সাহায্যে ৭৮৮ নং সং অক্ষোভাবুদ্ধমন্দিরের সমুখস্থ ধর্মধাতুমণ্ডলে একটি ইঞ্জের বজ্রাকৃতি স্থাপন করেন। চতুর্থ পুত্র চক্রবর্তীজ একবৎসর রাজত্ব করিয়া জীবলীলা সম্বরণ করেন। ৭৮৯ নং সংবতে চক্রবর্তীজ যে মুদ্রা প্রচলন করেন, তাহার পৃষ্ঠে বাণাত্র পাশ, অঙ্কুশ, কমল ও চামর অঙ্কিত দেখা যায়।

পুত্রের মৃত্যুতে রাজ্যভাড়া কাতর হইলে, রাজা তাঁহার শোকাপনোদনের জন্য একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুষ্করিণী রাণী-পোখরী নামে খ্যাত। ৮০৯ নং সং, রাজার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র মহীন্দ্রমন্ড তুপালেন্দ্র নাম গ্রহণ-পূর্বক রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ৮১৪ নং সং তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র শ্রীভাষ্মরমন্ড চতুর্দশ বৎসরে রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে আশ্বিন মাসে দশেরার উৎসব লইয়া পাটন ও ভাতগাঁওবাসিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বৎসরে নেপালে মহামারীভয় হয় এবং সেই রোগে ৮২২ নং সং তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর সন্ধ্যা লঙ্কে কতিপয়ের স্বর্ষাকর্ষীর রাজবংশের লোপ হয়। রাজার পত্নী ও অপরাধময় শ্রীপদ সতীদাহ হইবার পূর্বে, আপনাদের বিশেষ আশ্রয় ভগবদ্রায়কে রাজ্যদান দিয়া আপনারা স্বর্গ-ধামে গমন করেন।

রাজা ভগবদ্রায়ের পাঁচ পুত্র। রাজেন্দ্রপ্রকাশ ও জয়প্রকাশ তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজ্যপ্রকাশ, নরেন্দ্রপ্রকাশ ও চন্দ্রপ্রকাশ পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজার জীবিতাবস্থায় জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্র ও কনিষ্ঠ চন্দ্রপ্রকাশ মানবলীলা সম্বরণ করেন। রাজ্য পুত্রদ্বয়ের বিরোধে মহা-শোকাবুল হইলে, তাঁহার অধীনস্থ বশ-সিপাহিগণ আসিয়া তাঁহার শাসনা বিধান করিলেন এবং রাজকুমার রাজ্যপ্রকাশের রাজপদপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে অস্ত্ররোধ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাজা শুনিলেন যে গোপালিন্দ্রাজ পৃথ্বীনারায়ণ নবকোট পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তিসমূহ শত্রুহস্তগত ভাবিয়া, তিনি বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। ৮৫২ নং সং তিনি মানবদেহ পরি-ত্যাগ করিলে, তৎপুত্র জয়প্রকাশমন্ড কাঠমাণ্ডুর সিংহাসন অধিকার করেন। কুমার রাজ্যপ্রকাশ সিংহাসনলাভে বিমুগ্ধ হইয়া পাটনে চলিয়া যান এবং তথায় রাজা বিষ্ণুমন্ডের আভি-ষেকের প্রীত হইয়া, সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা বিষ্ণুমন্ডের পুত্র না থাকায় তিনি রাজ্যপ্রকাশকে স্বীয় সিংহাসন দিতে প্রতিক্ষিত হন।

রাজকর্ণচারী ঠারিগণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রপ্রকাশকে দেব-পাটন, শঙ্কু, চাম্র, গোকর্ণ ও নন্দীগ্রাম নামে পাঁচখানি গ্রামের আধিপত্য প্রদান করায়, তিনি ঠারিগণের কার্যে বিরক্ত হইয়া তাহারিগণকে বন্দী এবং ভ্রাতাকে উক্ত পঞ্চগ্রামের অধিকারচ্যুত করেন; কাজেই নরেন্দ্রপ্রকাশকে পিতৃ-রাজধানী কাঠমাণ্ডু পরিত্যাগ করিয়া ভাতগাঁওএ যাইয়া বাস করিতে হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে নরেন্দ্রপ্রকাশের মৃত্যু হয়।

বাহা হউক, উক্ত ঠারিকর্ণচারিগণ কালে নিরুত্তিলাভ করিয়া, রাণী দয়্যাবতীর পক্ষ অবলম্বনপূর্বক তদীর আঠার মাসের পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশকে সর্বসমক্ষে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রাজা জয়প্রকাশ দরবার পরিত্যাগ করিয়া ললিত-পাটনে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু তথাকার প্রধানেরা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন না, অগত্যা তিনি রাণী দয়্যাবতীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে গোদাবরী গমন করিলেন; তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া গোকর্ণের এবং অবশেষে ওল্লেবরীর মন্দিরে আসিয়া আশ্রয়লাভ করিলেন। এখানে একজন ভক্ত তাঁহাকে দেবীর পুত্র দিয়া শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যে সৈন্যল কতিপয় হইতে আসিতেছিল, তাহারা তাঁহারই হস্তে নিহত হয়। রাজা কতিপয়ে প্রত্যা-বৃত্ত হইয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন এবং শিশু জ্যোতিঃ-

প্রকাশকে বিখণ্ড করিয়া, তাহার মাতা রাণী দ্বাবতীকে লক্ষীপুর-চকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

রাজা জয়প্রকাশ এইরূপে আপনায় শত্রুপক্ষ দমন করিয়া নবকোট আক্রমণ করিলেন। গোখারীজ পৃথীনারায়ণ পরাস্ত হইয়া স্বদেশে পলাইয়া গেলেন। ইহার আটবৎসর পরে পৃথীনারায়ণ পুনরায় নবকোট আক্রমণ করেন এবং ৩২ জন ত্রিহতবাসী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর কাড়িয়া লয়েন। উক্ত ব্রাহ্মণগণ নেপালের রাজসকালে সকলই নিবেদন করিলেন। এই সময় হইতেই রাজার অদৃষ্ট ভাঙিতে সূত্রপাত হইল। রাজা কিছু বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিলেন না। যখন তিনি শুনিলেন কালীরাম ঠাপা নামক জনৈক ব্যক্তি পৃথীনারায়ণকে নবকোটের অধিকার দিবার জন্য সহায়তা করিতেছে, তখন তিনি তাহাকে ডাকাইয়া সমস্ত বলিলেন। কালীরাম তাহার কথায় আপনায় নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিলেও, যখন তিনি চাবহিলের গৌরীবাটে সন্ধ্যা জপ করিতেছিলেন, তখন রাজপ্রেসিডেণ্ট গুপ্তচর আসিয়া তাহার প্রাণ সংহার করে।

অশ্বখরীর রূপায় জয়প্রকাশ পুনর্বার রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া, কৃতজ্ঞতার জন্য মন্দিরের সমুখস্থ ঘাট এবং চতুর্দিকস্থ গৃহাদি নির্মাণ করান এবং উক্ত দেবীপূজার ব্যয়ের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। তিনিই উক্ত দেবীপূজার উৎসবে লোক খাওয়াইবার প্রথা প্রচলন করেন। পতপতিনাথের মন্দিরের নিকটে তিনি একটি বেদীর উপর মূর্তিকানির্মিত কোটী-শিবলিঙ্গপূজার পদ্ধতি প্রচলন করেন। উহা কোটি-পার্বি-পূজা নামে খ্যাত।

এই সময়ে পৃথীনারায়ণ সা বহুসৈন্য লইয়া কীর্তিপুর আক্রমণ করিলেন। উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ নেপালরাজের পক্ষের সর্দার শক্তিবল্লভের অধীনস্থ বীর হাজার সৈন্য কম হইয়াছিল। উভয় পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইলেও, রাজা জয়প্রকাশ পৃথীনারায়ণকে রাজা হইতে বহিষ্কৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু ঠারিগণ সীমান্তবর্তী ত্রিহতবাসী ব্রাহ্মণগণের উপর ঈর্ষানয়ন হইয়া পুনরায় পৃথীনারায়ণের নিকট গমন করেন এবং তাঁহাকে নেপালের কতকাংশ প্রদান করেন।

এই সময়ে রাজা রণজিৎসহ ভাটগাঁওর সিংহাসনে আসীন। তিনিও গোখারীগণকে পরাস্ত করিবার মানসে নাগাসিগাহী-বিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ৮৮৭ বঙ্গাব্দ মাসে এখানে ২৪ বর্ষার মধ্যে ২১ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। ইহার আট মাস পরে ৮৮৮ বঙ্গাব্দে পৃথীনারায়ণ পুনরায় কতিপয় আক্রমণ করিলেন। ঐ দিন ইজ্রাবাড়া-উৎসব ছিল। নেপালী সৈন্য এবং নগরবাসী সকলেই মদ্যপানে বিভোর, কাজেই তাহার

ইহা এক ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। রাজা তখন দেবী-মন্দিরে উপাসনার রত, এই সময়ে পৃথীনারায়ণ আসিয়া কতিপয় ও পরে ললিতপুর অধিকার করিলেন।

রাজা বক্ষমল পাটন অধিকার করিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যাকে পাটনের শাসনভার অর্পণ করেন। কালে এই জনশব্দ কাঠমাডুয়াজের অধিকারভুক্ত হয়। রাজা শিবসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হরিহরসিংহমহল এই প্রদেশ শাসন করিতে আই-সেন। হরিহরসিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সিদ্ধিরসিংহ রাজা হন। ইনি অতিশয় জ্ঞানবান্ ছিলেন। তাঁহার অনেক কীর্তি নেপালের স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। ৭৪০ বঙ্গাব্দে তিনি তাঁহার গুরু বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের অমৃত্যুস্মরণার্থে তুলজা দেবীর পুণ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫৭ বঙ্গাব্দে সৎ কাম্বলমাসে পুনর্লক্ষ্মীকৃত্যে আয়ুর্মান যোগে তিনি কোট্যাহতিভজ্ঞ করিয়া রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বুদ্ধমার্গীসম্প্রদায়ের উপর বিশেষ আস্থা বান্ ছিলেন। রাজা স্বয়ং হঠকাবিহার ভূমিমাংস করিয়া তাহার পুনর্নির্মাণ করেন। এতদ্ভাতিত অন্ত্যজ সকলের যত্নে জ্যেষ্ঠবর্ণ ভজল, ধর্ম্মাকৃতি-ভব, ময়ূর বর্ণ বিষ্ণু, বৈষ্ণববর্ণ, ওকালীকৃত্ত বর্ণ, হুক, হিরণ্যবর্ণ, যশোধর্যবাহ, চক্র, শক, দত্ত, গন্ধ, বহাধা, জোবাধা ও ধুমবাহা নামে কএকটি বিহার নির্মিত হইয়াছিল। এখানকার জম্মীবিহার 'নির্মাণিক' অর্থাৎ বাহারা নির্মাণতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্য; তাহারা বারপরিগ্রহ করে না। এখানে নির্মাণ-সম্প্রদায়ীদিগের আরও পাঁচটি বিহার আছে।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, রাজা লক্ষ্মীরসিংহের আকীর্ষ্য কাজী ভীমসেনের সাহায্যে নেপালে তিব্বতবাসীর সহিত বাদি-জোর জন্য যে সন্ধির প্রস্তাব হয়, তাহার সর্বে ললিতপুরের বণিকসম্প্রদায় ও ভোটজাতির সহিত ব্যবসা আরম্ভ করে।

৭৬৯ বঙ্গাব্দে তিনি তওয়ারপানের নিকটবর্তী তাঁহার কৃত ধারার ও পুরনীর নিকটে একটি জুগোলমণ্ডপ নির্মাণ করেন। ঐ মন্দিরের উপরিত্যগে কাঠে নক্ষত্রাদির প্রতিরূপিত ও স্বর্গীয় দেবতাদিগের মূর্তি খোদিত আছে। উক্ত বৎসরে পৌষ মাসে মকরসংক্রান্তি-উৎসবে তিনি বাহাশূণ্যবাসী জ্ঞানকীনাথ চক্রবর্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে অষ্টাদশ মহাপূরণ দান করেন। ৭৭২ বঙ্গাব্দে তিনি তীর্থযাত্রার বহির্গত হন। ৭৭৪ বঙ্গাব্দে নেপালে ভয়ানক ঝড় হয়, তাহাতে নেপালের অনেক-জমি, মন্দির ও গৃহাদি ভগ্ন হইয়া যায়। তিনি ধর্ম্মরত থাকিয়া মন্দিরাদি স্থাপন ও ভূমিদান প্রকৃতি সংকর্ষে জীবনের অবশিষ্ট-কাল অতিবাহিত করেন। ৭৭৭ বঙ্গাব্দে তিনি রাজাসন পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসার্থ গ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে, নেপালে

একপ সন্তান-সম্পন্ন রাজা আর হয় নাই, তাহার নাম গ্রহণ করিলে সর্বপাপ ক্ষয় হয়।

তাহার পর ত্রিনিবাসময় ১২ই জ্যৈষ্ঠ সূরিতে (৭৭৭ নেং সং) মৎস্তক্কাথের উৎসব দিনে নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৭৭৮ নেং সং, ভাতগাঁও ও ললিতপুররাজ একত্র হইয়া কান্তিপুররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই সময়ে ত্রিনিবাস ও প্রতাপমল্লের মধ্যে কালিকাপুরাণ ও হরিবংশ স্পর্শে মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং ভাতগাঁও, ললিতপুর ও কান্তিপুর গত্যাতের জন্ম যে এক একটা পণ আছে, তাহা এই যুদ্ধ হইতে খোলা রাখিতে পরস্পর প্রতিশ্রুত হন।

৭৮০ নেং সং, ভাতগাঁয়ের রাজা জগৎপ্রকাশময় চান্দুর নিকটনর্তী সেনানিবাসে অগ্নি লাগাইয়া ৮ জনকে হত্যা ও ২১ জনকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। ইহাতে রাজা ত্রিনিবাস প্রতাপমল্লের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে বন্দাগ্রাম ও চম্পারণ-সেনানিবাস অধিকার করেন, পরে তাহার চোরপুত্রী জয় করিলে, ভাতগাঁওর রাজা হতী ও অর্থ দিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ৭৮২ নেং সং, তাহার বোধগাঁও নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। তথায় ৭ দিন অবস্থানের পর তাহার নক্শদেশগাঁও জয় ও লুট করেন এবং খেনী অধিকার করিয়া স্ব স্ব রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন।

রাজা ত্রিনিবাস ৭৮৩—৭৯৮ নেং সং মধ্যে অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ ও কতকগুলির সংস্কার করেন। ৮০১ নেং সং, তিনি ভীমসেনের উদ্দেশ্যে একটা বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেন। তাহার পর তৎপুত্র যোগনরেন্দ্রমল্ল সিংহাসন লাভ করেন। ইনি মণিগুপ নামে একটা বৃহৎ বাড়ী নির্মাণ করান। ইহার বালকপুত্রের লোকান্তর হইলে ইনি রাজৈশ্বর্যে উদাসীন হইয়া সংসারপথ ত্যাগ করেন। এই সময়ে সাধারণের আগ্রহে কান্তিপুরের রাজা মহীপতীজ বা মহীজসিংহমল্ল পাটনের রাজা হন। ইহার মৃত্যু হইলে জয়প্রকাশরাজা রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইহার মৃত্যু হইলে যোগনরেন্দ্রের একমাত্র কন্যা রত্ন-মতীর পুত্র বিষ্ণুমল ৮৪৩ নেং সং রাজা হন। তাহার রাজত্বকালে মহা হস্তিক ও অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। তিনি অনেক পুরস্কার ও নাগসানন করিয়া কষ্ট-দেবতার শান্তিবিধান করেন। তাহার পুত্র না থাকায় তিনি রাজ্যপ্রকাশমল্লকে পোষাপুত্র গ্রহণ করেন। রাজ্যপ্রকাশ শাস্ত্রশ্রুতির লোক ছিলেন। এই কারণে প্রধানেরা বড়বয়স করিয়া তাহার দুই চকু বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে তাহার জ্ঞাতা জয়প্রকাশ ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত প্রধান ও কাৰীদিগকে কারাবদ্ধ করেন। রাজা রাজ্যপ্রকাশ চকু উৎপাটনের দাঙ্গা বস্ত্রা সহ করিতে না পারিয়া অকালে লীলা সম্বরণ করেন।

এই সময়ে পাটনের ঢালাছোকাছাতীয়া অষ্টাঙ্গ প্রধানেরা ভাতগাঁও হইতে রাজা রণজিতকে আনিয়া পাটনের শাসনভার অর্পণ করিলেন, কিন্তু তাহার একবর্ষকাল শাসনে তাহার পরিভ্রষ্ট না হইয়া তাহাকে রাজা হইতে তাড়াইয়া দেন। ইহার অবাবহিত পরেই তাহার পুনরায় কান্তিপুরের রাজা জয়প্রকাশকে আনিয়া তাহারই হস্তে পাটনের সিংহাসন দান করেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাহার উপর এক বৎসর রাজ্য দিয়াও প্রধানেরা নিশ্চিত হইতে পারিলেন না; তাহার পুনর্বার বিষ্ণুমল্লের দৌহিত্রকে রাজ্যভার প্রদান করেন। তাহার নাম রাজবিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎের চারিবৎসরকাল রাজত্বের পর প্রধানেরা বড়বয়স করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করেন। অতঃপর তাহার নবকেটে যাইয়া রাজা পৃথীনারায়ণের অল্পমতি-ক্রমে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দলমর্দন স্যামক জনৈক ব্যক্তিকে আনিয়া পাটনের সিংহাসনে বসাইলেন। দলমর্দন প্রধানদিগের বিনাপরামর্শে রাজকাব্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এক সময়ে পৃথীনারায়ণ তাহার বিরোধী হইলে তিনিও জ্যেষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহার এই আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে প্রধানেরা তাহাকে তাড়াইয়া, বিশ্বজিৎের বংশোদ্ভব তেজনরসিংহমল্লকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

তেজনরসিংহ তিনবৎসর রাজত্ব করিলে, পৃথীনারায়ণ নেপালে আগমন করেন। তিনি পাটন আক্রমণ করিলে রাজা তেজনরসিংহ ভাতগাঁও পলাইয়া যান। পৃথীনারায়ণ দেখিলেন যে প্রধানেরাই একমাত্র হস্তাকর্তা, কাজেই তিনি এই বিশ্বাসঘাতকদিগকে ধৃত ও নিহত করেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন লর্ড ক্লাইব ধীরে ধীরে বঙ্গের বঙ্গে পদক্ষেপ করিয়া বুঢ়ীশ সৈন্যের নির্ভীকতার ভারতে ইংরাজ জাতির ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যভিত্তি গাঁথিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বাঙ্গালার উত্তরদিকে হিমালয়ের পাদস্থলে নেপালরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তাধীনে বিভক্ত থাকিয়া পরস্পর বিপদে জড়িত হইতেছিল। পূর্বোন্নিখিত ভাতগাঁও, কাঠমাণ্ডু ও পাটনের শেষ ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, যখন তেজনরসিংহ পাটনের সিংহাসনে এবং অগুজক রাজা জয়প্রকাশ কাঠমাণ্ডুতে আসীন, তখন ভাতগাঁওর অধিপতি রাজা রণজিৎমল্ল কোন সামন্ত কারণে উক্ত রাজত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সসৈন্তে তাহাদের আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। রাজা রণজিৎ স্বদেশ-বৈরিরূপের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্ত এবং আপনাকে কাঠমাণ্ডু, পাটন ও ভাতগাঁওর একেশ্বর রাজা করিতে মানস করিয়া দ্বন্দ্বজ গোঁর্থাপতি পৃথীনারায়ণকে সাহায্যে আহ্বান করি-

লেন। আপনার মনগর্কে উত্তেজিত রণজিৎ বুলিলেন না, তাহার এই গৃহবৈরিতার বৈশিষ্ট্যে ভবিষ্যতে কি বিষয় বল কলিবে। রাজা পৃথ্বীনারায়ণ এই আশঙ্কায় মনে মনে উৎকল হইলেন, তাঁহার ক্ষম্যে পুনরায় নেপালজয়ের আশা জাগিয়া উঠিল। যে নেপাল তাঁহার পূর্বপুরুষগণ আক্রমণ করিয়াও ব্যর্থগনোত্তর হইয়াছিলেন এবং নিজেও যেখানে হইতে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছেন; সেই রাজ্যলিপ্সা আজিও তাহার ক্ষম্যে হইতে অপসৃত হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতা দলমর্দনকে প্রথমে পাটনের শাসনভার প্রদান পরে প্রবন্ধনা করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্করণ-ব্যাপার, তখনও তাঁহার ক্ষম্যে বিশেষরূপে জাগিতেছিল। কাজেই তিনি রণমন্ডের আহ্বান উপেক্ষা করিলেন না। বিচক্ষণ রণজিৎ অরুদিনেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সাহায্যকারী বন্ধু তাঁহাদেরই শত্রুতাসাধনে উদ্যত। তখন রাজা রণজিৎ আপনাকে হীনবল বিবেচনার পরম্পরে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং পরম্পরে সেই সন্ধিবলে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া শত্রু ও শত্রুসৈন্যকে তাড়াইতে কৃতসংকল্প হইলেন; কিন্তু কার্যতঃ তাহাতে কোন সফল ফলে নাই।

রাজা পৃথ্বীনারায়ণ পূর্বোক্ত রাজগণকে একত্র দেখিয়া আর তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন না। তিনি নিজের বল বৃদ্ধি করিবার জন্ত, পার্শ্ববর্তী সর্দারদিগকে ছলে বা বলে স্বদলে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে ভাতগাঁওর পূর্ববর্তী ধলখেল ও চৌকোটাবাসিগণের সহিত প্রায় ছয়বার যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আপনার বশে আনেন। পরে চৌকোটে একটা গড়নির্মাণ করিয়া তিনি আপনার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহেন্দ্রসিংহ রায় নামক জনৈক রাজ-পুরুষ গোৰ্খাদিগের সহিত ১৫ দিন অনবরত যুদ্ধ করে। ঐ যুদ্ধে প্রথম গোৰ্খারা পরাজিত হইয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু পরবর্তী যুদ্ধে মহেন্দ্রসিংহ রায় ভূমিশায়ী হইলে, চৌকোটায়গণ রণক্ষেত্রে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করে। পরদিন প্রভাতে পৃথ্বীনারায়ণ রণভূমি পরিদর্শনে আসিল, মহেন্দ্রসিংহের বরণা-বিদ্ধ মৃত-দেহ দেখিয়া তাঁহার বীরত্বের বিস্তার প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে কএকদিন রাজপ্রাসাদে রাখিয়া বিশেষ সমাদরে ভোজন করাইলেন। অবশেষে ভরণ-পোষণের জন্ত তাহাদিগকে পনাবতী, ব'নেপা, নাল, খবু, সলা প্রভৃতি পাচখানি গ্রাম দান করিয়া তাঁহার পূর্ব অধিকৃত নবকোট রাজ্যে প্রত্যাপন করিলেন।

কীর্তিপুরের প্রথম যুদ্ধ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়। ইহার কএক মাস পরে, রাজা পৃথ্বীনারায়ণ পুনরায় ছইবার এই নগর

আক্রমণ করেন। তৃতীয়বারের আক্রমণ ও জয়ের পর যে ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা কাহার পারসেনিগ নেপাল-খিসনের প্রকাশিত তালিকা পাঠে বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

[নাসকাটাপুর দেখ।]

কীর্তিপুরে এই পাশবিক অত্যাচার দেখাইয়া পৃথ্বীনারায়ণ পাটন জয়ান্ত্রিলাবে অগ্রসর হইলেন। পাটনরাজ ভেজনরসিংহ আত্মসমর্পণ করিবার অব্যবহিত পূর্বে পৃথ্বীনারায়ণ শুনিলেন যে, কাপ্তেন কীন্সলকের অধীনে ইংরাজসৈন্য নেপাল-তরাইর দক্ষিণপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া অস্তপথে চলিয়া গেলেন এবং পাটনরাজ ভেজনরসিংহ প্রায় একবৎসরকাল নিশ্চিন্ত থাকিলেন।

কীর্তিপুরের এই অত্যাচারকাহিনী নেবাররাজ ইংরাজ-রাজকে জানাইলে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কীন্সলক সাহেব নেপাল পার্শ্বভেদে সার্বভৌমত্বে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন বর্ষাকাল, ইংরাজসৈন্যগণ এখানে মন্ড জলবায়ুনিবন্ধন ও খাদ্যদ্রব্যের অভাবে পীড়িত হইয়া বড় কষ্টভোগ করিতে লাগিল, কাজেই তাহারা হরিজর্নের সমুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল। কীন্সলক সৈন্যকে ফিরিলেও প্রায় একবৎসরকাল গোৰ্খাগণ নেপালে প্রবেশ করে নাই। পুনরায় ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্ৰযাত্রা-উৎসবে পৃথ্বীনারায়ণ কাঠমাণ্ডু আক্রমণ করেন। কাঠমাণ্ডুরাজ ও রাজা ভেজনরসিংহ বহুবার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াও নিফল হইলেন, যখন তাহারা দেখিলেন যে নেপালের সম্রাট ব্যক্তি ও তাঁহাদের আত্মীয়গণ সকলেই পৃথ্বীনারায়ণের পক্ষ, তখন আর কোন বিরোধ না করিয়া তাহারা ভাতগাঁওএ আশ্রয় লইলেন।

রাজা রণজিতের একমাত্র পুত্র বীর-নরসিংহকে বধিত করিবার জন্ত তাঁহার অস্ত্র স্রীগর্ভজাত 'সাতবাহালিয়া' (সপ্ত-পুত্র)-গণ বড়বস্ত্র করিয়া গোৰ্খাপতিককে কেবলমাত্র রাজ্যেশ্বর নামও আপনাদের মধ্যে সম্পত্তি ও সিংহাসনভাগ করিয়া লইবার বন্দোবস্ত করিলেন, পরে আপনাদের এই উদ্দেশ্য ও প্রস্তাব রাজা পৃথ্বীনারায়ণকে জ্ঞাত করেন। তদনুসারে গোৰ্খাপতি জটমনে ভাতগাঁওএর ভবিষ্যৎ রাজ্য গ্রাস করিবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইলেন।

গোৰ্খারাজ তাঁহাদের পূর্বোক্ত পরামর্শমত ভাতগাঁও আক্রমণ করিলেন। সাতবাহালিয়াগণ কএক ঘণ্টা ধীকা আওরাজে যুদ্ধ করিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে লুকাইয়া আপনাদের তুলি ও বাকদ শত্রুদিগকে পাঠাইয়া দিলেন এবং আপনাদের হুমকিত হুগ্ধর শত্রুগণকে ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। গোৰ্খাগণ নগরে প্রবেশ করিয়াই, তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। দয়-বারের সমুখভাগে একবার ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজা জয়-

প্রকাশের পক্ষে গুলির আঘাত লাগায় তিনি অবসর হইয়া পড়েন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই এই বুদ্ধ হইয়াছিল, এই বুদ্ধ হইতেই নেপালের পূর্বতন রাজবংশের অধঃপতন হয় ও গোপীরাজবংশ নেপালের সিংহাসনে ভবিষ্যৎ রাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

রাজা পৃথীনারায়ণ সা রণজয়ী হইয়া পরবারে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তথায় রাজ্যের প্রকাশ, রণজিৎ ও তেজনরসিংহ সকলেই সমানীন ছিলেন। উভয়ের কথাবার্তার পরস্পর শ্রীত হইলেন। পৃথীনারায়ণ রণজিৎসঙ্গে আপনার ভাতৃগণ ও রাজ্যে পূর্বমত রাজ্য থাকিতে বিশেষ অতুলনরমির করিলেন, কিন্তু রণজিৎ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, আত্মীয় স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ, সুতরাং আর রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন না, বরং কালীধামে যাইয়া বৃদ্ধাবস্থার বিশেষরূপে সেবার জীবন অতিবাহিত করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, গোপীপতি তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাইবার সময় চন্দ্রগিরির উপর দাঁড়াইয়া তিনি সাতবাহালিয়ারদের শঠতা ও পুত্র বীর নরসিংহের হত্যার কথা পৃথীনারায়ণকে জানাইলেন। রাজা পৃথীনারায়ণ বিশ্বাসঘাতক-রাজদ্রোহী সাতবাহালিয়ারগণকে সপরিবারে ডাকাইলেন এবং তাহারা রাজপদের জন্ত পিতার শত্রুতাচরণ করিয়াছে বলিয়া তিনি তাহাদের নাসাজ্জ্বল করিয়া দিলেন ও তাহাদের স্থাবর ও অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি হস্তগত করিয়া লইলেন।

রাজ্যপ্রকাশ প্রার্থনা করিলেন যে, গুলির আঘাতে আমি মৃত্যু হইয়া রহিয়াছি। অতএব ভোমরা আমাকে পশুপতি-নাথের আর্ঘ্যদাটে লইয়া চল এবং তথায় আমার দেহমুক্ত হইলে, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিও।

ললিতপুররাজ তেজনরসিংহ যখন দেখিলেন যে তাহার আত্মীয় রণজিৎকর্তৃক এই অভাবনীয় বিপদ নেপালের অন্তর্গত নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তিনি কাহাকে দোষ দিবেন। এই সমস্ত ভাবনার তাহার মনে দারুণ কোভ ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মোনাবলম্বন করিলেন এবং একমনে ঈশ্বরপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে পৃথীনারায়ণ তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসার্থ আগ্রসর হইলেও, তিনি কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া, গোপীপতি তাহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষীপুরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এইখানেই নেপালের স্বতন্ত্রতা শেষ নরপতি তেজনরসিংহ বাহাদুর অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

রাজা পৃথীনারায়ণ নেপালসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, কিরাত ও লিম্বুভাতির বাসভূমি আপনায় অধিকারভুক্ত করেন।

ক্রমশঃই এক-একটি করিয়া প্রায় নেপালের বর্তমান সীমার অন্তর্ভুক্ত সমুদায় প্রদেশ তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। উত্তরে ক্রিগোণ ও কুটী, পূর্বে বিজয়পুর ও সিকিমসীমান্তবর্তী মিচি নদী, দক্ষিণে মক্খানপুর (মাখনপুর) ও তরায়ী (তরাই) এবং পশ্চিমে সপ্তগুড়কী, এই সীমার বধ্যস্থিত বিতীর্ণ ভূভাগ রাজা পৃথীনারায়ণের শাসনাধীন হয়। ভাতৃগণ ও হইতে কাম্বি-পুরে আসিয়া তিনি বসন্তপুর নামে একটি বৃহৎ ধর্মশালা নির্মাণ করেন। ইনিই সর্বপ্রথমে নিষ্ঠুর 'পুংবর' জাতিকে রাজার সমীপে অনিতে অহুমতি দেন *। প্রায় ৭ বৎসর রাজত্বের পর ঋতুকীভীরব্র বোহনতীর্থে ১১৫ বৎসর তাহার প্রাণ বিরোধ হয়।

পৃথীনারায়ণের দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সিংহপ্রতাপ সা পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন এবং কনিষ্ঠ সা বাহাদুর বেতিয়ারাজ্যে নির্বাসিত হন। আচার্যগণের কুচক্ষে পড়িয়া ১৯৮ নেপালে তিনি নব্বয় মানবদেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রণ-বাহাদুর রাজ্যাসন গ্রহণ করিলেন এবং আচার্যদিগের চরিত্রে সম্মানন হইয়া, ইন্দ্রাণীপীঠের সমুখে তাহাদিগকে হত্যা করেন। পরে অল্প কোন কারণে বিরক্ত হইয়া তিনি মদ্রি-নায়ক বংশরাজ পাড়ের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার খুলতাত সা বাহাদুর নেপালে আসিয়া রণ-বাহাদুরের প্রতিনিধি হইলেন, কিন্তু রাজমাতা রাজেন্দ্রলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়ার, তিনি পুনর্বার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং রাজমাতা স্বহস্তে শাসনভার লইয়া রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। রাজমাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও কার্যক্ষমা ছিলেন, তাঁহারই যত্নে ও উদ্যোগে গোপীর পশ্চিম মহা পাহা ও কক্ষির মহাবর্তী সমুদায় ভূভাগ নেপাল-রাজ্যাস্ত-গত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সা বাহাদুর নেপালে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহে চৌকীলী ও বাইলী সামন্তরাজা, লমজুক ও টমহৌ এবং পশ্চিমে গজানদীতটবর্তী স্থান, শ্রীনগর ও কক্ষি

* যখন এখন কীর্তিপুরের যুদ্ধে রাজা পৃথীনারায়ণ, রাজা জয়প্রতাপ যন্ত্রের নিকট পরাজিত হইয়া একখানি ডুলী করিয়া পলাইতেছিলেন, তখন একজন সিপাহী তাঁহার প্রাণ লইবার জন্য বন্দা উত্তোলন করিলে, অপর একব্যক্তি তাঁহার হাত ধরিয়া বলে 'ইনি রাজা, সুতরাং আমাদের "অবধ্য"।' এই সময়ে একজন দুহান ও একজন কসাই তাঁহাকে কক্ষে করিয়া একরায়ে দবকাটে লইয়া যায়। রাজা দুহানের কার্যতৎপরতাঃ প্রীত হইয়া বলেন 'সাবান পুং'। এই দিল হইতে ঐ দুহানের জাতীয়েরা সকলেই 'পুংবর' নামে জাতীয় সংজ্ঞা লাভ করে। ইহারা রাজার অমর্যাদা স্মরণ করিতেও পারে।

পর্ষদ সমুদায় কৃত্য ও পূর্বে কিরাতরাজ্য ও তৎপরে পর্যন্ত স্থান নেপাল-সীমার কলমের বৃত্তি করিয়াছিল।

১৭১১ খৃষ্টাব্দে গোষ্ঠীগণ নেপাল, তিব্বত ও ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে বাণিজ্য সম্বন্ধকার জন্ত একটা সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই সময়ে চীনরাজের সহিত গোষ্ঠীগণের, চীনরাজ-শত্রুর অধিকৃত সিংগারচা নামক স্থানের আক্রমণ লইয়া খোর হুজ বাধে। চীনরাজী ধুমপান ও কাঙ্গী ধূম্রনের অধীনে চীন-সৈন্য আসিয়া খজিরা, রসোয়া ও গোসাঞিখান পর্বতের নির-দেশে দেওরালী নামক স্থানে নেপালীদিগকে উপযুগপরি পরা-জিত করে। নেপালীগণ পরাজিত হইয়া, প্রথমে ধুনচু ও তৎপরে খবোয়ার পলাইয়া যায়। এই যুদ্ধে মরিনারক নামোদর পাঁড়ে বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে চীনসৈন্য কর্তৃক এইরূপে পরাজিত হইয়া, নেপালীগণ সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি প্রথমে চীনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অস্বীকৃত হন। পরে অনেক বাগবিত্ততার পর ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মেজর কার্ণপাটিককে কাঠমাণ্ডুতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ইংরাজের সাহায্য পৌছিবার পূর্বেই নেপালরাজ চীন-সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়া নিশ্চিত হন।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে রণবাহাদুর বিংশতি বৎসরে পদার্পণ করেন এবং স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিলে, কোন যুদ্ধে তাঁহার পুত্রত্বের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহার কলে, সা বাহাদুরকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখা হয়।

রণ বাহাদুর ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত অত্যাচার ও কঠোরতার সহিত রাজশাসন করিলে, সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া, মন্ত্রিনারক নামোদর পাঁড়ের সাহায্যে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বাসীগীধামে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী গুপ্তী রাজকন্ডার পুত্রসন্তান না হওয়ায়, রাজা রণ বাহাদুর একটা বিধবা মিশ্র-রমণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং ইহারই গর্ভে গীর্জাপ্রবোধ বিক্রম সা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাজপুত্ররাজের ব্রাহ্মণকন্ডাগ্রহণ অবৈধ, ইহা দেখাইয়াই তাঁহাকে রাজ্য হইতে অপসৃত করা হয়।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে নেপাল ও ইংরাজরাজের সহিত একটা সন্ধি হয়। ঐ সন্ধি সন্ধিতে নেপালের রাজকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্ত কাপ্তেন ডবলিউ ডি নর নামক একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট হইয়া নেপালে অবস্থান করেন। প্রথমে নেপালীরা এই ইংরাজ-রাজপুত্রকে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, অবশেষে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি নেপাল-রাজধানীতে উপ-স্থিত হন। তৎপরে এক বৎসর থাকিয়া তিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে

কিরিয়া আইসেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডরেষ্টেঙ্গলি নেপালের সহিত পূর্বসন্ধির সমুদায় সর্ত্ত ভঙ্গ করেন এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দে যে মাসে পুনরায় সন্ধিপ্রস্তাব হয়।

রাজা রণ বাহাদুর চারিবৎসরকাল সন্ন্যাসীবেশে কাঙ্গীধামে থাকিয়া, পুনরায় নেপালে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখানে আসিয়াই তিনি তাঁহার শত্রুবর্গ ও নামোদর মন্ত্রীকে শমনভবনে প্রেরণ করেন এবং রাজ্য মধ্যে নৃতন আইন প্রচার করিয়া, কাঙ্গী অতিযুগ্মে অগ্রসর হন। যুদ্ধে কাঙ্গীরাধিপতি সংসারচাঁদকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য নেপালসীমান্তভুক্ত করেন।

রাজা রণ বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র গীর্জাপ্রবোধ বিক্রমসা রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইনি রাজ্যরক্ষার জন্ত ভীমসেন ঠাপাকে আপনায় প্রধানমন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ভরানক ভূমিকম্প হয়; তাহাতে অনেক মনুষ্য বিনষ্ট হয় এবং মন্দিরাদি ধ্বংস হইয়া যায়।

ইহার পিতা রণবাহাদুর সর্বপ্রথমে নেপালে আঙ্গরিক স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। ইনিও শিভগৌরব অর্জনের জন্ত ঢাক (ডবল পরগা) নামক তাম্রমুদ্রা স্বনামাঙ্কিত করিয়া প্রচার করেন এবং থম্বহিল-খেল নামক স্থানে গুলি ও বারুদের কারখানা নির্মাণ করান। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ সন্ধিপ্রস্তাব করিলেও নেপালের সহিত ইংরাজবণিকগণের বাণিজ্য সম্বন্ধে দিন দিন সঙ্কটাব লক্ষিত হইতে লাগিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নেপালীগণ ক্রমাগত ইংরাজ সীমান্তে আসিয়া উপদ্রব করার ইংরাজগণ উক্ত ১৮১৪ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে জেনারল মরলি ও উড বিশেষ-রূপে আহত এবং জেনারল গিলিসপি হত হইলেন; কিন্তু জেনারল অষ্টরলানী বুটান গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজগণ মক্‌বানপুর নগর ও দুর্গ অধিকার করিলে, গোষ্ঠী-রাজ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সন্ধিযুগ্মে ইংরাজদিগকে নবাধিকৃত দেশ-গুলি ছাড়িয়া দেন এবং ইহার কিছুদিন পরে ইংরাজেরা নেপালরাজকে তৎপরিবর্তে তরাই প্রদেশ অর্পণ করেন।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসর্ত্ত বজায় রাখিবার জন্ত মিঃ গার্ডিনার নামক জনৈক ইংরাজ রেসিডেন্টরূপে নির্বাচিত হইয়া কাঠ-মাণ্ডুতে আসন করেন। এই সময়ে রাজা অন্নবরক হওয়ার, সর্দার ভীমসেন ঠাপার হত্যে শাসনভার ক্ষত ছিল। ইংরাজের এই যুদ্ধবিগ্রহের অব্যবহিত পরেই নেপালে ভরানক বসন্ত রোগা হয়। এই মারী ভয়ে নেপালবাসী বড়ই ভীত হইয়া-ছিল, বিবাক্রমে প্রকান্ত রাজ্যপথে নরমাংস সুখে লইয়া গৃহীনি ও কুসুধগণ এমিক্‌ ভদিক্‌ গ্রহণ করিয়া বেড়ায়।

লাগিল। নেপালের এই বীতংস দৃত দেখিয়া সকলেই বিশেষ সন্তোষিত হইয়া পড়িল। রাজা দরবার মধ্যেই রহিলেন। শীতলাদেবীর রূপায় তাঁহার শরীর বসন্তে আবৃত হইল, ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ইহার মৃত্যুর পর, তাঁহার তিনবর্ষ বয়স পুত্র রাজেন্দ্রবিক্রমলা বাহাদুর সম্বন্ধে লক্ষ নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং রণ বাহাদুরের বিধবাপত্নী ললিত-ত্রিপুরাহঙ্করাদেবী রাজকন্যা ও সর্দার ভীমসেন ঠাপা তাঁহারই আদেশমত বালক-রাজের রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ওয়ালিচ উদ্ভিদত্ত্ব অবগত হইবার জন্য নেপালে গমন করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রাজার এক পুত্র সন্তান হয়।

ভীমসেনের এইরূপ একাধিপত্যে সকলেই বিমিত ও সন্তোষিত হইলেন। পত্নপতিনাথমন্দিরে তিনি যে অর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত কপাট দান করেন এবং তাঁহার স্কৃত ধারা ও ধর্মশালা প্রভৃতি দেখিয়া ক্রমশঃই রাজার মনে দিকার উপস্থিত হইল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাণীর প্ররোচনার উপাধিকে বন্দী করিতে আগ্রহ হইলেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বড় নেপালের বারুদখানার আগুন লাগিল। রেসিডেন্সী ভাঙ্গিয়া যায় ও অনেক লোক মারা পড়ে।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা সেনাপতি মাতঙ্গরসিংহকে কলিকাতার পাঠাইয়া দেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রণজয় পাণ্ডে মহারাজকর্তৃক নেপালের সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলে ভীমসেন ও মাতঙ্গর হতাশ হইয়া পড়েন। এই সময় কোনরূপ কৌশলে মাতঙ্গরকে পক্ষাবত্যাগী রণজিৎসিংহের নিকট কোন বিশেষ পরামর্শের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কএক বৎসর কাল চেষ্টা করিয়া অবশেষে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ভীমসেনকে বন্দী করেন। এইখানেই ভীমসেন আত্মহত্যা করিয়া নিজ হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়াছিলেন। নেপালের এই বীরচেতা সৈনিক পুরুষ প্রায় ২৫ বৎসর রাজ্য-শাসন করিয়া গতান্ব হইলে তাঁহার মৃতদেহে অতি জঘন্যভাবে কার্টিমাতুর রক্তার উপর দিয়া বিজয়মতী তীরে আনা হইয়াছিল।

ভীমসেনের মৃত্যুর পর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নেপালের শাসনবিভাগে বিশেষ গোলযোগ ঘটে এবং এই যুগে ইংরাজের সহিত যুদ্ধের সূচনা হয়; মহামতি হুসন্ সাহেবের জুখুখার বিপদের সকল আশঙ্কাই নির্মোচিত হইয়া যায়। উক্ত বৎসরে বড় রাণী রণজয় পাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করেন। অপর দিকে ছোট রাণী ভীমসেনের আত্মীয় মাতঙ্গর সিংহ পক্ষ হইতে বিরীতা আসিলে তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে বরণ করিলেন। রাজকর্তৃক ও

সৈন্যদল মাতঙ্গরের এই সময়ে পক্ষ অবলম্বন করায় তিনি নিজ বিক্রমে শীঘ্রই ঐ পাণ্ডেবংশ উৎসাদিত করিলেন।

এই সময়ে নেপালের এক মাত্র গৌরবশ্বল, অদ্ব্যুত বল, বুদ্ধি ও বীর্যবানী জঙ্গবাহাদুর সামান্য সৈনিকরূপে আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির আভাস দিতেছিলেন। ইনি বালনরসিংহ নামে সৈনিক নেপালী কাজীর পুত্র ও রাজমন্ত্রী মাতঙ্গরের নিকট আত্মীয়। মাতঙ্গর এই বালকের ভারী ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিয়া বড়ই ভীত হইয়াছিলেন। ইংরাজ রেসিডেন্ট হেনরী লরেন্স এই বালকের বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

জঙ্গবাহাদুর প্রাচীন প্রধান রাজমন্ত্রীর সহিত বড়বয়স করিয়া, ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে সে মাসে মাতঙ্গরকে হত্যা করিয়া আপনি রাজ্যের একমাত্র হর্তাকর্তা হইলেন; কিন্তু গগনসিংহ প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত রহিলেন। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে সর্দ হেনরী লরেন্স নেপাল পরিত্যাগ করিলে, মিঃ কল্ডিন্ নেপালের রেসিডেন্ট হইয়া গমন করেন।

মাতঙ্গরের মৃত্যুর পর, রাজা ও রাণী উভয়েই জঙ্গবাহাদুরের হস্তে ক্রীড়াপুতলীর ভার রহিলেন। এই সময় রাজমন্ত্রী গগনসিংহ ও যজ্ঞপ্রভৃতি রাজকীয় দলের সহিত রাণী ও জঙ্গবাহাদুরের মত-বৈষম্য উপস্থিত হয়। এই বিবাদযুগে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বরে নেপাল-রাজধানীতে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। রাজা গভীর রাত্রে পলাইয়া কল্ডিন্ সাহেবের আশ্রয়ে উপস্থিত হন, ইতিমধ্যে নেপালের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জঙ্গবাহাদুর ও তাঁহার সৈন্যদল কর্তৃক শমনসদনে প্রেরিত হয়। রাজা রেসিডেন্সী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে কোটপ্রাসাদের চতুর্দিকস্থ নানায় রক্তপ্রোত প্রবাহমান।

জঙ্গবাহাদুর স্রাভদলে পুঠি হইয়া, নেপালের মধ্যে একজন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইলেন। যে সকল পূর্বতন সর্দারেরা তাঁহার বিক্ষেপে মত্তক উত্তোলন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই জঙ্গবাহাদুরের তরবারির আঘাতে বশালরে প্রেরিত হইল। রাজা ও সর্দার বিপদ দেখিয়া বারান্দা অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। যে রাণী আপনার পুত্রের সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য জঙ্গবাহাদুরের সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনিও প্রবঞ্চিত হইয়া কান্দিধামে প্রেরিত হইলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজা নেপালরাজ্যলাভ্যার হইবার নেপাল আক্রমণ করেন, কিন্তু অল্পকালব্যয় হওয়ার পেয়ে তরবারি হুখে বন্দী হন। এইরূপে রাজা রাজহত্য হইলে, তাঁহার বংশবরের হস্তে সিংহাসন লিপ্ত হয়।

রাজা রাজেন্দ্রবিক্রমের নেপালের বহির্ভাগে বাস ও তাঁহার

মন্ত্রকের বিক্রমবিক্রম দ্বারা দেশের আগ্রহে ও সহায়ত্বভিত্তি
রাজপুত্রকুলডিলক্ব করায় হুয়েজবিক্রম সাহ সমসেরক
নেপালের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা হুয়েজবিক্রমের
হত্ম পর তৎপুত্র ত্রৈলোক্য-বীর বিক্রম সাহ বাহাদুর সমসের-
জন্ম নেপালের রাজা হন। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ১লা ডিসেম্বর
তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজা বীরবিক্রম জন্মবাহাদুরের কস্তার পাপিগ্রহণ করেন।
তাহারাই গর্ভে রাজার উরসে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ৮ই আগষ্ট
তারিখে জন্মবাহাদুরের দৌহিত্র নেপালসিংহাসনের দ্বাবী
উত্তরাধিকারীর অধ্ব হন।

নেপালের অধুনাতন ইতিহাস এবং রাজ্যের একেশ্বর ক্রমতা
মন্ত্রিগণের উপর ভিত্তি থাকায় নেপালের ইতিহাস ঐ মন্ত্রিগণের
কার্যকারিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। একমাত্র প্রধান
মন্ত্রীই নেপালের হর্ত্তাকর্ত্তা ও বিধাতা; রাজা কেবলমাত্র
কাঠপুতলিকার ভায়া। রাজ্যের কোন বিষয়ে বা কোন কার্যে
তাহার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। রাণা জন্মবাহাদুরের
সময় হইতেই মন্ত্রিকুলের এই স্বাধীনতা ও ক্ষমতার বৃদ্ধি পাইয়াছে
এবং তাহার সময় হইতেই নেপালের ইতিহাস তাহার বংশ
আখ্যা মধ্যে গণ্য হইয়াছে। নেপালের পূর্বরাজবংশাবলির
ইতিহাস শেষ করিয়া, এখন জন্মবাহাদুর ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনা-
বলীর উল্লেখ করিয়া নেপালের ইতিহাস শেষ করিলাম।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে দলীপসিংহের মাতা চাঁদকুমারী লাহোর
পরিভ্রমণ করিয়া, নেপালে পলাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। জন্ম
বাহাদুর রাজ্যের সমস্ত সম্রাট হয়ে নিজ পুত্রকস্তার বিবাহ,
বিলাতগমন, অদেশে আসিয়া নতুন আইন প্রবর্তন, সামরিক
বিভাগের সংস্কার এবং শত্রুহস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া
বলবীর্ঘের ও উন্নতবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে জন্মবাহাদুর তাহার এক ভ্রাতাকে পান্না ও
কুতবল প্রদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে
মোগিন্দুই বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের অধেষণে নেপালের মধ্যভাগে
সাইবার অধ্যয়ন আঁখান করিলে, জন্মবাহাদুর বিশেষ সরল-
ভার সহিত তাহার এই আঁখানপূরণে অস্বীকৃত হন।

পূর্বসঙ্গির মর্ত্ত্যমুখ্যে নেপালরাজ্য প্রতি পাঁচ বৎসরে
নজরাণা ও উপত্যকন বরূপ অর্থ ও ত্র্যাবি দিয়া একজন দূত
কীনসরাটের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। এই দূতকে ত্র্যাবি
সহায় তিব্বতের বধ্য দিয়া যাইতে হয়। তিব্বতীয়েরা ঐ রাজ-
দূতের অবমাননা করায়, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নেপালরাজ্য তহাসের
এইরূপ অসহ্যাবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার দণ্ডবিধানের অপ্র-
সন্ন হন। এই দূতের আয় বিপ্লবরূপে সন্নিহিত হইলেও পার্শ্ব-

ভীর মধ্য অতিক্রম করিতে নেপালী-সৈন্যবিন্দকে বিশেষ কষ্ট
ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে নেপালীর মধ্যে চান্দী-
গোর মাংসভোজনপ্রথা প্রচলিত হয়। সমস্ত কুমিত্তে তিব্ব-
তীয়েরা ও ভোটিয়ারা পরাত হইলেও, নেপালীগণ জ্বা, কেরল
ও কুটী গিরিপথ হইতে তাহাদিগকে ডাকাইতে পারে নাই।
১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নবেবর মাসে ভোটিয়ারা কুটী, কেরল ও জ্বা
দখল করে এবং কাঠমাণ্ডু হইতে পুনরায় নেপালী সৈন্য প্রেরিত
হইলে, তাহার এক একটা করিয়া ছাড়িয়া দেন, কিন্তু ইহাদের
গোলযোগ দীর্ঘ না কয়, জন্মবাহাদুর নতুন সামরিক-কর
লইয়া ছব দল সৈন্য প্রেরিত করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে
তিব্বতের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে নেপালীরাও তিব্বতের
অধিকৃত প্রদেশ সমূহ ছাড়িয়া দিলে, তিব্বতরাজ বাৎসরিক
১০০০০ টাকা দিতে এবং শাসা রাজধানীতে একজন গোষ্ঠী
কর্মচারী রাখিতে স্বীকৃত হন।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে জন্মবাহাদুর নেপালের মহা-
মন্ত্রীর পদ নিজ ভ্রাতা বাম-বাহাদুরকে দিয়া আপনি মহারাজ
উপাধিগ্রহণপূর্বক কাকি ও লুমজল প্রদেশের শাসনভার লইয়া
তৎপ্রদেশে গমন করেন। এই সময়ে মিঃ মোগিন্দুই নেপালে
প্রবেশের অস্বমতি পান। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে নেপালসৈন্যের মধ্যে
বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু জন্মবাহাদুরের যত্নে উহা
দীর্ঘই নির্দাপিত হইয়াছিল। এই বৎসর জুন মাসে ভারতের
মোর সিপাহীবিদ্রোহের সময় জন্মবাহাদুর ১২০০০ পদাতিক
সৈন্য ও ৫০০ গোলন্দাজ পাঠাইয়া ইংরাজের বিশেষ সহায়তা
করেন। জুন মাসের শেষে তিনি মহামন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের
পদ গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং ইংরাজ-শত্রুদমনে অগ্রসর হন। ১৮৫৮
খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহিগণের মধ্যে লজোর রাণী ও তাহার পুত্র,
বুজি-কাদার, নানাসাহেব, বালাসাহেব, মাদু-খাঁ, বেগমসাধব
প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিদ্রোহি-নেতা নেপালে আসিয়া আশ্র-
রক্ষা করেন। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে নেপালরাজ ইংরাজের সহযোগে
বিদ্রোহিদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ১৮৬০
খৃষ্টাব্দে নানাসাহেবের পরীক্ষণ নেপালে আশ্রয়লাভ করেন।
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লজোর বেগম এখানে খাপটলীর নিকটে
বাস করিয়াছিলেন।

সিপাহীযুদ্ধে এইরূপে সাহায্য করার ইংরাজরাজ নেপালকে
সুদূরই প্রদেশের কতকাংশ ছাড়িয়া দেন এবং সর্দার জন্মবাহা-
দুরকে জি মি বি উপাধি দান করেন। ভারতের সিপাহী-
বিদ্রোহের পর, নেপাল ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই
ঘটে নাই, কেবলমাত্র পূর্বকৃত সঙ্গির মধ্যে ইংরাজরাজ্য
হস্তান্তর পদ্ধতি কোন দোষী ব্যক্তি নেপালে বাইরা লুকাইলে

তাহার প্রত্যর্পণ ও নেপাল হইতে কোন দোষী ব্যক্তি ইংরাজ অধিকারে আসিয়া লুকাইলে ইংরাজরাজ তাহাকে কিরাইরা দিতে বাধ্য' এইরূপ একটা সৰ্ত্ত লিখিত হয়।

১৮৭৩-৭৪ খৃঃ অব্দে তিব্বতের সহিত পুনরায় বিবাদ বাঁধে, কিন্তু উহা শীঘ্রই থামিয়া যায়। ঐ বৎসরে জঙ্গবাহাদুর ইংরাজরাজ হইতে সম্মানসূচক জি, সি, এস, আই, উপাধি পান এবং চীনসম্রাট তাহাকে খোন্-লিন্-শিম্-মা-কো-কাল্-বাল্-তান্ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৪ তিনি ইংলণ্ড-বাজার জন্য সপরিবারে বোম্বাই সহরে আগমন করেন এবং তথায় পীড়িত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। জঙ্গবাহাদুরের পর মহারাজ বীর সম্ভের জঙ্গ রাণা বাহাদুর কে সি এস আই নেপালের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কুর্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আগমন করেন।

নেপালের প্রকৃত ইতিহাস কি তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। কারণ নেপালীগণ ইংরাজ বা অন্য কোন ভিন্ন-দেশীয় ব্যক্তিকে কাঠমাণ্ডু রাজধানীর চতুর্পার্শ্বে ১৫ মাইল বিস্তৃত ভূমির বহির্ভাগে গমন করিতে দেয় না; কিন্তু ইংরাজ-রাজের বিশেষ চেষ্টায় তাহার কতকাংশের উদ্ধার হইয়া, ইতিহাসতত্ত্বের কতক আভাস প্রদান করিতেছে। নেপালীগণ প্রায় চাষায়াসে বৎসর গণনা করিয়া থাকেন, এতদ্বিরি তিথি-নক্ষত্র মিলাইবার জন্য সময় সময় মাস ও দিন কমাইরা লয়। এই সকল কারণে বর্তমান বৎসর গণনার সহিত পূর্ববর্তী নেপালীগণের বিশেষ অনৈক্য লক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহাই যে পূর্বদত্ত নেপালরাজগণের রাজত্বকাল নির্ণয়ের একমাত্র অন্তরায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নেপালের বর্ষ।

নেপাল উপত্যকার হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রায় সমান প্রভাব দেখা যায়। হিন্দুগণ শিবমার্গী এবং বৌদ্ধগণ বুদ্ধমার্গী নামে কথিত হইয়া থাকে। কালপ্রভাবে উভয়ধর্মের এমন অবিচ্ছেদ্য সংমিশ্রণ হইয়া গিয়াছে যে, এখন অনেক স্থলে অনেক ধর্মভ্রাতা, অনেক আচার ব্যবহার বৌদ্ধধর্মমূলক কি শৈবধর্মমূলক তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বর্তমান বুদ্ধমার্গীদের কৃত্য, কর্তব্য, রীতি নীতি, যাজ্ঞগণের বিশেষাবিকার, নিরশ্রের সামাজিক ব্যবস্থা সবই জাতিভেদে বিভিন্ন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। নেবারীদিগের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হিন্দু বা শিবমার্গী ও অর্ধেক বৌদ্ধ বা বুদ্ধমার্গী। বুদ্ধমার্গী নেবারীরা হিন্দুধর্মের পক্ষিয়া তিনটী শ্রেণী বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দু চাকুর্গ—জাক্স, কজির, বৈকুণ্ঠ

শূত্রের ভায়, তাহাদের মধ্যে বাঁচা, উদাস ও জাপু এই তিন শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দুর কজির বর্ণের ভায় এখানে বৌদ্ধদিগের মধ্যে বুদ্ধাবাসারী কোন শ্রেণী নাই। হিন্দু চাকুর্গের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্যকার্য যেমন নৃদ বিধিব্যবস্থা আছে, এখন নেবারী বৌদ্ধদিগের উক্ত তিন শ্রেণীর শ্রেণীগত পার্থক্যকার্য ঠিক সেইরূপ নৃদব্দ বিধিব্যবস্থা প্রচলিত। হিন্দুরাও যেমন বর্ণগত নিয়মাদির অপব্যবহার করিলে শ্রেষ্ঠ বর্ণ হইতে বিচ্যুত হয়, নেপালী বৌদ্ধেরাও শ্রেণীগত পার্থক্য রক্ষা করিতে না পারিলে, ঠিক সেইরূপে জাতিচ্যুত হয়। অষ্ট প্রকার ব্যবসায়কে ইহার অতি দৃঢ়া করে। এই অষ্ট-ব্যব-সায়ের মধ্যে কোন একটা ব্যবসা কেহ অবলম্বন করিলেই জাতিচ্যুত হয়। কসাই বা পশুমাংস-ব্যবসারী, এক শ্রেণীর গীতবাসাজীবী, কাঠের করলাব্যবসারী, চর্ম-ব্যবসারী, মৎস্যজীবী, নগরের জঙ্গাল অপসারক (খাকড়) এবং রজক—এই কয়-প্রকার ব্যবসারী যেমন হিন্দুর মধ্যে অতি নীচ বলিয়া গণ্য, বৌদ্ধের মধ্যেও তজ্জপ। এই সকল ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, বৌদ্ধদিগেরও জাতিচ্যুতি ঘটে।

বৌদ্ধদিগের জিবর্ণের মধ্যে বাঁচা নামক যাজ্ঞশ্রেণী হিন্দু-জাজ্ঞগণের মত সর্বশ্রেষ্ঠ। উদাসশ্রেণী পণ্যজীবী, হিন্দু বৈশ্যগণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে। এই উভয় শ্রেণী ভিন্ন আর সমস্ত লোক জাপু নামে কথিত, হিন্দুর শূত্রের সহিত ইহাদিগের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। জাপুদিগের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী। এই শ্রেণী হইতেই নেপালী দাসদাসী পাওয়া যায়। নিরশ্রের কার্যকাণ্ডও ইহার করা করা থাকে।

বাঁচা ও উদাসগণকেই একপ্রকার প্রকৃত বৌদ্ধাচারী বলা যাইতে পারে। জাপুরা শৈব ও বৌদ্ধ আচার অবিশিষ্ট-ভাবে পালন করে। অনেকস্থলে জাপুরা শৈবদেবতাকে বৌদ্ধ বলিয়া ও বৌদ্ধদেবতাকে শিব বলিয়াও পূজাদি করে।

হিন্দুর চাকুর্গ্য মধ্যেও যেমন আবার নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে, এই বৌদ্ধ-জিবর্ণের মধ্যেও অনেকটা সেইরূপ আছে। হিন্দু জাতিভেদে যেমন জীবিকাকর্মের জন্ত বর্ণগত ব্যবসায়মূলক, বৌদ্ধদিগের মধ্যেও কতকগুলি বিভাগ ঠিক সেই রূপে উদ্ভূত। ইহাদেরও বর্ণগত ব্যবসায় আছে। এই সকল বর্ণগত ব্যবসায়ের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ে এখন আর জীবিকা-নির্কোহোপযোগী অর্থগণ হয় না। সেজন্য স্থলে তদব্যবসারীরা কোন এক প্রকার সাধারণ ব্যবসার (যেমন কৃষি) অবলম্বন করে, কিন্তু অপর কোন প্রকার বর্ণগত ব্যবসায় অবলম্বন করে না, অর্থাৎ কান্নারে পোহরকোর ব্যবসায়ে জীবিকাকর্ম করিতে না পারিলে চাব করিবে, কিন্তু কান্নারের বা দুতাবের

ব্যবসার লইবে না। প্রত্যেক নেবারীর (কি হিন্দুর কি বৌদ্ধের) একটা না একটা বংশগত ব্যবসার আছে, অধিকার অস্ত্র সে অস্ত্র বাহা কিছু কলক না কেন, কোন না কোন সময়ে তাহাকে সেই বংশগত ব্যবসার অবলম্বন করিতেই হইবে এবং তদনুষ্ঠেয় বাহা কিছু আছে, তাহা চিরকালই করিতে হইবে (অর্থাৎ বাদ্দালীর মধ্যে কামার, ছুতার, সেকরা প্রভৃতি জাতীর লোকে কেরানীগিরি অবলম্বন করিলেও যেমন তাদ্রমাসের শেষদিনে বিশ্বকর্ষার পূজা করিতে বাধ্য, সেইরূপ ইহাদিগকেও করিতে হয়)।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে বাঁচাশ্রেণীই সর্বশ্রেষ্ঠ ও মান্ত। পূর্বে যাহারা বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিতেন, নেবারীরা তাহাদিগকেই বাণ্ডা বা বাঁচা (সংস্কৃত পণ্ডিত) নামে অভিহিত করিত। হিন্দুস্থানের বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে যেমন ভ্রমণ বলা হইত, এখানেও সেইরূপ “বাঁচা” নাম হয়। পূর্বে এই শ্রেণী অর্হৎ, ভিক্ষু ও শ্রাবক ইত্যাদিতে বিভক্ত ছিল। পূর্বে ইহারা সন্ন্যাসী ছিলেন, এখন এরূপ বিভাগের চিহ্নও নাই। যখন বৌদ্ধমঠের বাঁধাবাধি করিয়া গেল, সেই সময় ইহাদের সন্ন্যাসগ্রহণের একান্ত কর্তব্যতাও লোপ পাইল। অর্হৎ ও শ্রাবক এখনও কতকগুলি লোক মধ্যে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা এখন আর কোন মতেই ভিক্ষু নহে। তাহারা এই এখন স্বর্ণরৌপ্যের ব্যবসায় করিয়া থাকে। এখনকার বাঁচাদিগের মধ্যে নয়টী শ্রেণী আছে। প্রত্যেক শ্রেণীরই একটা না একটা বংশগত ব্যবসার আছে। এই নয় শ্রেণীর মধ্যে শুভাল বা শুভাজু নামক শ্রেণীই প্রধান। “গুরুভজ” বা “গুরু সাহেব” শব্দ হইতে ঐ নামের উৎপত্তি। যাজকতাই ইহাদের বংশগত কর্তব্যকার্য, কিন্তু এখন আর কেবল ঐ ব্যবসায় যাত্রা অবলম্বন করিয়া থাকে না। ইহাদের অনেকেই দারিদ্র-পীড়িত। এখন অনেকেই কৃষি, অট্টালিকা-নির্মাণ, স্ত্রীকার্য, মূর্ত্তা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে, আবার অনেকে মহাজনীও করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত এবং ধর্ম্মকৃত্যাদি জানে, তাহারা এই পণ্ডিত ও পুরোহিতের কার্য করে। যাহারা এইরূপে যাজকতা করে, তাহাদেরও অনেকে আবার কোন কোন ব্যবসায় করিয়া থাকে। শুভাজুর মধ্যে যিনি যাজকতা করেন, তিনি বজ্রাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক শুভাজুকে যৌবনের পূর্বে বজ্রাচার্য্যের কর্তব্য শিক্ষা করিতে হয়। বজ্রাচার্য্যের স্বত্ব ও ধাত্মাধিষ্ঠার অধিতে হোম করেন। এই হোমাদি ও মন্ত্রাদি বাল্যকালে শিখিতে হয়। যতদিন শিক্ষা থাকে, ততদিন তাহাকে ভিক্ষু বলে। কোন ভিক্ষু স্বগৃহেও শিক্ষাব্যবহার যাজকতা করিতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষিত ভিক্ষুকে সন্তান-জননের পূর্বে বজ্রাচার্য্যপদে দীক্ষিত হইতে হয়।

দায়িত্ব, দূর্ভতা, পাশাচার বা অস্ত্র কোন কারণে যদি কেহ সন্তান-জননের পূর্বে বজ্রাচার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ও তাহার বংশধরগণ চিরকালের মত বজ্রাচার্য্য হইবার অনধিকারী হইয়া পড়ে এবং ভিক্ষু নামেই আখ্যাত থাকে। শুভাজু শ্রেণীর বালকগণের বজ্রাচার্য্য হইবার অধিকার আছে। বজ্রাচার্য্যদিগের যাজকতাকালে শিক্ষার্থী ভিক্ষুগণ সহায়তা করে। স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবসায়ী ভিক্ষু নামক শ্রেণীর লোকেও এরূপ সহকারিতায় অনধিকারী নহে। ভিক্ষুরা দেবতাকে জ্ঞান করায়, বেশ করায়, উৎসবের সময় বহন করে, দেবসম্পত্তির রক্ষা করে, উৎসবের আয়োজন ও তত্ত্বাবধান করে। শুভাজু-সন্তান দীক্ষাভ্রষ্ট হইলে বজ্রাচার্য্য লইতে পারনা বটে, কিন্তু সম্বংশম্রাত ব্রাহ্মণসন্তান হিন্দু হইলেও যদি শুভাজুগণ কর্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে রীতিমত শিক্ষাদানের পর বজ্রাচার্য্য করা হয়।

শুভাজু ও ভিক্ষু ব্যতীত বাঁচাদিগের মধ্যে আর কোন শ্রেণী যাজকতায় কোন কার্য করিতে পায় না। অস্ত্র সাত শ্রেণীর বাঁচার মধ্যে অনেকে বংশানুক্রমে স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, লৌহদ্রব্য ও পিত্তলদিগর বাসন-নির্মাণ, দেবতা-গঠন, কামান-বন্দুকাদি নির্মাণ এবং কাঠে খোদাই-কার্য করিয়া থাকে। এই নয় শ্রেণীতে পরস্পর আদান প্রদান ও আহাতি দিলে। বাঁচাগণ আগুনাদিগের এই নয়শ্রেণীর বৌদ্ধ ব্যতীত অপর শ্রেণীর সহিত আহাতি বা আদান প্রদান করে না। বাঁচাগণ যদিই কোন-ক্রমে নিয়শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের সহিত পানাহার বা আদান প্রদান করে, তবে তাহাদের জাতিচ্যুতি ঘটে এবং যাহার সংস্পর্শে তাহার জাতি নষ্ট হয়, সেই জাতিভুক্ত হইয়া থাকে। বাঁচার মশক মুগুন করে, কিন্তু অজ্ঞাত বৌদ্ধগণ ঝুটি অংশুরে কেশসংস্কার করিয়া থাকে। অনেকে চুল কাটে না, অনেকে শিখাধানে দীর্ঘবেণী বিলম্বিত রাখে। কাহারও এই বেণী কুণ্ডলী করিয়া বাঁধা থাকে। বাঁচাস্ত্রীলোকেরা কেশসংস্কারের বিশেষ পক্ষপাতি নী। বাঁচাদিগের পোষাকের কোন বিশেষত্ব নাই। কোন উৎসবদিগর সময়ে ইহারা প্রাচীনকালের বৌদ্ধ-মঠবাসীদিগের জায় পরিচ্ছদ পরিধান করে। প্রথমে একটা চোত (জাঁটার্টা) আঁ-রাখা, তাহার নাম “চীবর”; তাহার উপর একটা দীর্ঘ আলখাল্লা, নাম “নিবাস” আর একটা দীর্ঘ চাদরের কটিবন্ধ। চীবর কটিদেশ পর্যন্ত দীর্ঘ, নিবাস পদতলে উর্দ্ধে গ্রহি পর্যন্ত দীর্ঘ এবং কটিদেশের নিকট চৌবন্ধী জোড়ার মত কৌচকান। চীবর ও নিবাস কটিদেশে একত্র জোড়া থাকে। পূর্বে নেবারীদিগের একটা সাম্প্রদায়িক পরিচ্ছদ ছিল, তাহাই

বাঁঢ়ারা এখন নিত্য ব্যবহার করে। উৎসবের সময় যখন দেবদীর্ঘি লইয়া ইহাদিগকে কোন কার্য করিতে হয়, তখন ইহারা দক্ষিণ হস্তটামাত্র জামার হাতার মধ্য হইতে বাহির করিয়া লয়। ইহাতে দক্ষিণ হস্তের সঙ্গে সঙ্গে বক্ষার্দ্ধও অনাবৃত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত পোষাক রক্তবর্ণ বা অলক্তবর্ণের হইয়া থাকে। অনেকে নানাবিধ পীতবর্ণের পোষাকও পরে। বজা-চাৰ্ঘ্য ও ভিক্কাগণের পোষাকে কোন প্রভেদ নাই, কেবল শিরো-ভূষা বিভিন্ন। বজাচাৰ্ঘ্যের মস্তকে তাম্রবর্ণের নানা কারুকার্য-বিশিষ্ট মুকুট, হস্তে বা কটিবন্ধে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং হস্তে বজ্রদণ্ড ও বটী, গলার ১০৮টা দানার বিচিত্রবর্ণের ক্ষটিকমালা বা অম্ববিধ মালা থাকে। মালার একপার্শ্বে ক্ষুদ্র বটী ও অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র বজ্র বুলান এবং আর একটা নানাবর্ণের ক্ষটিকখণ্ড-খচিত বজ্র ধুকধুকির জায় স্থলিতে থাকে। ভিক্কাদিগের মস্তকে রঙ্গিণ-বস্ত্রের উষ্ণীয় থাকে, তাহাকে 'উড়ান টুপি' বলে। এই টুপির উপরে একটা পিত্তলের বোতাম বা বজ্র থাকে এবং টুপির সম্মুখে একটা চোতোর আকৃতি থাকে। সামান্য সামান্য উৎসবে এবং বাঁঢ়াখাতায় বজাচাৰ্ঘ্যেরাও উড়ান টুপি ব্যবহার করে। ভিক্কাদিগের গলায় সামান্য মালা, দক্ষিণহস্তে "খিক্কা-লিকা" নামক দণ্ড ও বামহস্তে "পিওপাত্র" নামক পিত্তলের স্থালী থাকে। ইহাতে লোক ভিক্ষাদান করে।

বাঁঢ়ারা যেখানে বসাবর বাস করে তাহাই বিহার বা মঠ নামে খ্যাত। এই সকল বিহার বা মঠাদি প্রধান প্রধান বৌদ্ধমন্দিরের নিকটে অবস্থিত। যে সকল বংশ অতি প্রাচীনকাল হইতে যে বিহার বা মঠে বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা এমন জন্মিয়াছে যে তদনুসারে এক এক বিহার বা মঠবাসীদিগকে এক একটা ক্ষুদ্রসম্প্রদায় বলা যায়। এইরূপ এক এক সম্প্রদায় মধ্যে আবার বিশেষ বিশেষ কতকগুলি আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তদ্বারা কে কোন বিহারের বা কোন মঠের লোক তাহা বুঝা যায়। বাঁঢ়ারা শাস্ত্রস্বভাব, পরিশ্রমী, স্ফাটচরী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে আর এখন বৌদ্ধ-ধর্মোক্ত কি সন্ন্যাসী কি গৃহীত আচার-ব্যবহার অবিকৃতভাবে প্রচলিত নাই। বৌদ্ধধর্মে কোন স্থলে মন্ত্রমাংসাহার বা মাদক ব্যবহারের নিয়ম নাই এবং মধ্যাহ্নের পূর্বেই দৈনিক আহার সমাপনের বিধান আছে, কিন্তু বাঁঢ়ারা সেকালের বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর স্থানভিষিক্ত হইয়াও, এই সামান্য নিয়মও প্রতিপালন করে না। ইহারা সুবিধা পাইলেই ছাগ ও মহিবমাংস আহার করে, বহুতে ছাগ বিনাশ করে, অতিশয় মদ্যপানাদি করে এবং দিবসে যখন ইচ্ছা দুই চারিবার ভোজন করিয়া থাকে। মদ্যপানী

হইলেও, ইহাদের মধ্যে মাতাল নাই বলিলেই চলে। অজ্ঞাত বৌদ্ধগণ বাঁঢ়াদিগকে ঠিক ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করে। ব্রাহ্ম-গণকে দান করা হিন্দুর পক্ষে যেমন পুণ্যজনক, বাঁঢ়াদিগকে দান করা নেপালী বৌদ্ধগণ ঠিক তদ্রূপ বিবেচনা করে। বাঁঢ়ারাও ধর্মহীন ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ দান লইতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

উদাসগণ বাণিজ্যব্যবসায়ী এবং হিন্দুর বৈশ্ববর্ণের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে সাতটা শ্রেণী আছে, ১ম শ্রেণীর নাম উদাস। তিব্বত ও চীনের সহিত যত ব্যবসায় সবই এই উদাস শ্রেণীর একচেটিয়া। এই সাত শ্রেণীর একেকটা বংশগত ব্যবসায় আছে, তবে ইহারা বাঁঢ়াদিগের ন্যায় ব্যবসায় করিতে তাদৃশ বাধ্য নহে। ইহারা সকলেই মহাজনী করে, অধিকতর মিশ্র-ধাতুর দ্রব্যাদি ও খাদ্যমিশ্র দ্রব্যাদি প্রস্তুত, প্রস্তুতের অটালি-কাদি ও ভাঙ্কের কার্য, দেবতামূর্তিনির্মাণ, নিত্যব্যবহার্য তৈজসাদি নির্মাণ, ছুতারের কার্য, খোলা ও ইটকাদি নির্মাণ প্রভৃতি কুমারের কার্যও করে। উদাসেরা গৌড়া বৌদ্ধ। প্রকাশ্যে ইহারা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে না, অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনাদের পোরোহিত্য করায় না। ইহারা ধর্মকর্মে বজাচাৰ্ঘ্যের উপদেশ লয়। উদাসেরা কখন বাঁঢ়া শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু বাঁঢ়ারা ইহাদের সহিত আহারব্যবহার করিয়া ইহাদের দলে মিলিতে পারে। উদাসেরা সাত শ্রেণীতে একত্র আহার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা জাপুগণের সহিত আহার ব্যবহার করে না। ইহারা একসময়ে বিশেষ ধনী হইয়া উঠিয়াছিল, ব্যবসায়ের হীনতায় ইহাদের অবস্থা আজ-কাল ততটা উন্নত নাই। এখন বাঁঢ়ারাই বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রাধান্যলাভ করিতেছে।

অন্যান্য সমস্ত বৌদ্ধই জাপুশ্রেণী মধ্যে গণ্য। ইহাদের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার আরও বিকৃত। বৌদ্ধাচারের সহিত ইহারা হিন্দুর আচার অবিক্ষেদ্যরূপে মিশাইয়া ফেলিয়াছে। হিন্দুর মন্দিরাদিতে গিয়া উৎসবের সময় ইহারা পূজা দেয়। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়ও ইহারা উভয় মিশা-ইয়া একরূপ মিশ্রভাবে কার্য নির্বাহ করে। ইহাদের সামা-জিক কার্যের সময় বজাচাৰ্ঘ্যের সঙ্গে সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকেন। ইহাদের মধ্যে তিনটা শ্রেণী আছে। সকল শ্রেণীর বংশগত ব্যবসায় আছে। ছয় শ্রেণীর কৃষিসংক্রান্ত কর্ম, এক শ্রেণীর জমীর পরিমাণাদি ও এক শ্রেণীর কৃত্তকার্যবৃত্তি। কৃষিকারী ছয় শ্রেণীর নামই জাপু। উদাসগণের পরেই ইহারা স্থান পায়। জিহ প্রকার জাপুর মধ্যে উক্ত প্রকৃত জাপুগণ সামা-জিক বিধান অনুযায়ী শ্রেণী অপেক্ষা সম্মানার্থ। প্রকৃত জাপু

অপনাদের হয় শ্রেণী ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর সহিত পানাহার ও আদান প্রদান করে না। অন্যান্য ২৪ শ্রেণীর মধ্যে পটুয়া, বজ্রজনকারী, কানার, কলু, মালী, চীকাবার, অস্ত্রচিকিৎসক, নাপিত, নিয়ন্ত্রণের ছুতার, ডোম, গোয়াল, কাঠুরিয়া, ঘরপাল, ডুলিবেহারী ইত্যাদি প্রাধান্য। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম “সর্দি”—তাহাদের জাতীয় ব্যবসা তৈলপ্রস্তুত-করণ। নেবারীদিগের মধ্যে এখন এই সর্দিরাই ধনী। ইহারা এখন উদ্যোগদিগের ন্যায় মহাজনী ও বাণিজ্যব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শেবোক বিশিষ্ট বৌদ্ধগণের হস্তে হিন্দুরা জল গ্রহণ করে না, তবে সর্দি প্রভৃতি কএক শ্রেণী নেপাল-রাজ-সরকারের অঙ্গগ্রহে অপাচরণীয় হইয়াছে।

আজকাল বৌদ্ধগণের মধ্যে এই সকল জাতিভেদ ক্রমশঃই মূঢ়বদ্ধ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন যে সকল ব্যবসা অবলম্বন করিলে বৌদ্ধগণের জাতিচ্যুতি হয়, সেই সকল ব্যবসায়ী আট শ্রেণীর লোকেরা “পতিত” বলিয়া গণ্য। ইহাদিগের স্পষ্ট কোন ভ্রব্য কি বৌদ্ধ কি হিন্দু কেহই গ্রহণ করে না। এই আট শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরে আহারব্যবহার নাই। এ দেশীয় বর্ণব্রাহ্মণগণের জ্ঞান নীচ শ্রেণীর বর্ণবীচারা উক্ত নীচ শ্রেণীর যাজকতা করে।

নেপালী বৌদ্ধদিগের মধ্যে বাঁচাদিগের সমিতিতে ধর্মসম্বন্ধীয় সংশয়াদির মীমাংসা হয় এবং “গতি”র বিধানানুসারে সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা হয়; কিন্তু কোন বিষয়ে বিচারধীন হইলে গোষ্ঠাদিগের ব্রাহ্মণপ্রধান যাজক-রাজগুরুর অধীন হইতে হয়। এ সম্বন্ধে কোন বৌদ্ধবিচারক নাই। রাজগুরুর বিচারালয়ের নাম ধর্মাদিকরণ এবং তিনি নিজে ধর্মাদিকারী। তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জাতিগত বিবাদের বিচার করেন। বিচারে অর্ধদণ্ড, কারাদণ্ড, প্রাণদণ্ড বাহাই হউক না কেন, অপরাধী বৌদ্ধ হইলেও সে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দণ্ড ভোগ করে। রাজগুরু সে সম্বন্ধে বৌদ্ধশাস্ত্রে দৃকপাত করেন না।

নেপালী বৌদ্ধেরা তিব্বতীয় লামাদিগের প্রধানত্ব অস্বীকার করে না। ইহারা লামাকে বৌদ্ধধর্মের প্রাথম স্থান বলিয়া গণনা করে; কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে উভয় দেশে কোন সম্বন্ধই বর্তমান নাই। তিব্বতীয়েরা নেপালী বৌদ্ধদিগকে হিন্দু অপেক্ষা একটু ভাল বলিয়া বিবেচনা করে। তাহারা স্বয়মুনাথ, বোধনাথ ও কেশট্যেতা-দর্শনে আসিয়া থাকে, কিন্তু নেপালী বৌদ্ধধর্মের কোনই সংবাদ লয় না, বা উৎসবাদিতে মিশে না।

গতির নিয়মানুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পরিবারের কর্তাকে একবার করিয়া সামাজিক ব্যক্তিদিকে ভোজ দিতে হয়। একরূপ এক একটা ভোজে সহস্র মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। গরীবের পক্ষে এই ভোজ দেওয়া বড়ই কঠিন হয়।

কেহ এই ভোজ দিতে না পারিলে জাতিমধ্যে হীন হইয়া থাকে। সে হীনতা জাতিচ্যুতির দমান। আর একটা নিয়মানুসারে কোন পরিবারে কেহ মন্ত্রিলে তজ্জাতীয় প্রত্যেক পরিবার হইতে এক এক জন পুরুষকে সেই মৃতের সংকারে বোণ দিতে হয় এবং ষাশনাহে অশোচাত্মের দিনও উপস্থিত হইতে হয়। নেপালী বৌদ্ধদিগের মৃতদেহ দাহ করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর দাহস্থান স্বতন্ত্র, তবে সবগুলিই নদীতীরে। গতির নিয়মলম্বন করিলে অপরাধী তজ্জাতীয় প্রধানগণের বিচারে অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হয়। গুরু অপরাধে জাতিচ্যুতিও ঘটে। জাতিচ্যুত ব্যক্তির মৃতদেহ পথে পরিত্যক্ত হয়। শেবে দুর্দাকরাসে টানিয়া লইয়া গিয়া বনমধ্যে ফেলিয়া দেয়।

নেপালী বৌদ্ধগণের উপাত্ত বিবরণ।

নেপালী বৌদ্ধগণ আদি-চৈতন্যকে আদিবুদ্ধ নামে এবং আদিকারণরূপীকে আদি-প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করিয়া, সর্ব-শ্রেষ্ঠ দেবদেবীরূপে উপাসনা করে। আদিবুদ্ধ স্বয়ম্ভু, জ্ঞানময়, তাঁহার কর্তা নাই, তিনিই সমুদয়ের কর্তা। আদিকারণরূপী আদি-প্রজ্ঞা আদিবুদ্ধেরই আশ্রয়রূপ। ইহাদের মতে আদিবুদ্ধের বা আদিপ্রজ্ঞার কোনমূর্তি কল্পিত হইতে পারে না। কোন মন্দিরে বা কারকাঠোর মধ্যে ইহাদের কোন মূর্তি দেখা যায় না। নেপালের প্রধান বৌদ্ধমন্দির আদিবুদ্ধের নামে উৎসর্গীকৃত। লোকে বিশ্বাস করে যে ঐ সকল মন্দিরে আদিবুদ্ধের আবির্ভাব আছে।

নেপালে জ্যোতিঃকেই আদিবুদ্ধের স্বরূপ ভাবিয়া নমস্কারাদি করে। সকল জ্যোতিই এরূপ পূজা পায় না। সূর্য্যারশি হইতে নির্গত জ্যোতিই আদিবুদ্ধজ্যোতিঃরূপে পূজিত হন। সূর্য্যালোককেও তাঁহারই জ্যোতিঃ বলে।

বৌদ্ধেরা ত্রিমূর্তি বা ত্রিরত্নকে পূজা করে। বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্য এই ত্রিমূর্তিই ত্রিরত্ন নামে খ্যাত। সামান্ততঃ বুদ্ধ ও সত্য পুরুষরূপে ও ধর্ম স্ত্রীরূপে কল্পিত ও চিত্রিত হইয়া থাকে। এই ত্রিমূর্তি ধর্মই প্রজ্ঞাদেবী, ধর্মদেবী ও উগ্রতারা দেবী নামে কথিত হন। নেপালে ত্রিরত্নসেবার বিশেষ আধিক্য দেখা যায়। প্রায় সকল মন্দিরেই ত্রিরত্ন বা ত্রিমূর্তি খোদিত আছে; লোকে ইহাদের পূজা করে। লোকের বসত-বাড়ীতে সদরদরজার উপর চৌকাটে বা প্রাচীর গায়ে, শয়ন-গৃহের ভিত্তিতে, বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের মন্দির-গায়ে, এই ত্রিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্রিমূর্তির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ প্রতিমা দেখা যায়। ত্রিমূর্তির মূর্তি তিনটা প্রায়ই পাশাপাশি। কোথাও মধ্যস্থলে বুদ্ধ, কোথাও মধ্যস্থলে ধর্ম-মূর্তি খোদিত আছে। ত্রিমূর্তিই প্রাকৃতিক পদের উপর আসীন। মধ্যস্থলের মূর্তি সাধারণতঃ বৃহৎ হয়। বুদ্ধমূর্তি

শ্রোতৃ পুঙ্খ, ধর্মমূর্তি সুবতী রমণী এবং সত্য কিশোরবর পুঙ্খ-
রূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ত্রিরসে অকোত্য অথবা শাক্য-
সিংহ বৃক্ষের আকৃতিই গৃহীত হয়। ধর্ম চতুর্ভুজা, দুইদিকের
নিয় দুই হস্ত, বক্ষস্থলে বিপর্যস্তভাবে সংরক্ষিত ও অঙ্গুষ্ঠাঞ্জের
সহিত তর্জনির অগ্রভাগ মিলিত, উর্দ্ধ দুই হস্তের মধ্যে এক
হস্তে পদ্ম বা জপমালা ও অন্তহস্তে পুথি থাকে। কোনও
বোধিসত্ত্বের মূর্তিই সত্যমূর্তিরূপে গৃহীত হয়। কোন কোন
সত্যমূর্তি চতুর্ভুজ, কোন কোন মূর্তি দ্বিভুজও দেখা যায়।
ইহার দুই হস্ত পুষ্টাঙ্গলিবদ্ধ, অস্ত্র একহস্তে মণিগর্ভ পদ্ম বা
পুথি ও অপর হস্তে মণিনির্মিত জপমালা।

প্রথমতঃ আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার উপাসনা, তৎপরে ত্রিরত্ন-
পূজা, তৎপরে ধ্যানী ও মানবভেদে বিবিধ শ্রেণীর বুদ্ধ এবং
ঊহাদের শক্তি ও বোধিসত্ত্বগণের উপাসনা প্রচলিত আছে।

ধানীবৃক্ষ সংখ্যা পাঁচটি (কোন মতে ছয়টি)। মানব বৃক্ষের সংখ্যা সাতটি (কোন মতে নয়টি)। ধানীবৃক্ষগণের শক্তিগণ তাঁহাদের পক্ষী এবং বোধিসত্ত্বগণ তাঁহাদের পুত্র। ধানীবৃক্ষগণের সংজ্ঞা, শক্তি, বোধিসত্ত্ব, গুণ, ভূত, ইন্দ্রিয়, আয়তন, বাহন, বর্ণ, চূড়া ও মুদ্রা স্বতন্ত্র। নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

সত্যো বা বুড় নান	পঙ্ক্তি বা ভার্য নান*	পুঁজ বা বোপিনবান্য	ওগ বা খাড়া নান
১। বৈরাটন ...	বজ্রাঙ্গীঘরী ...	সমন্তত্ব ...	হবিগুড় বর্ষাভূ...
২। অকোতা ...	লোচনা ...	বজ্রপানি ...	অদর্শন ...
৩। রয়সত্তব ...	সারকী ...	রয়পানি ...	প্রতিবেকণ ...
৪। অনিতাত ...	পাওয়া ...	পাঙ্গপানি ...	মাস্তি ...
৫। অমোবাসিত্ত ...	তার।	বিষপানি ...	কৃত্যাহুতন ...
৬। রয়সব †	বজ্রসম্বাসিত্তিকা ...	ঘটাপানি ...	* * *

* বজ্রাঙ্গীঘরী ষড়পারিণি, সপ্তাকী (যুগে দুই, কপাল এক, ইত্যন্তব্যে দুই, পাণ্ডুলক্ষ্যে দুই)। নেপাল "সপ্তলোচনী" নামে প্রসিদ্ধ। পাওয়া পঞ্চপারিণি মাতা বলিয়া "পদ্মিনী" নামেও কথিত হয়। ইহার বামবেতে কামাল। থাকে। এতদ্ভিন্ন সকল দেবীই সম্মান-পঞ্চপারিণি ও ঝামারী চুড়া এবং বাহন চিকৈ চিত্রিত।

† সমন্তত্বের বোকারী নাম "জল বহনব" হোতি যন্ত্রেজবাজার ঈশবাসিত্ত। বজ্রপানির বোকারী নাম "মহাকাল ঘেব"। পাঙ্গপানির

হতই পদ্ম দেখে ভিনটেই মণি আছে। ইনি মণি ও পদ্মের অধিষ্ঠাতা।
ইঁহার মন্ত্র—‘ওঁ মণিপদ্মে হুং’। বিশ্বপাণির হস্তেও উনুত তলবারী।
সমস্ত বোধিসত্ত্বের মুকুটে পিতৃমূর্তি ও উত্তর পাশে সবুদান পদ্ম থাকে।
দক্ষীণপাণির হস্তে বট। থাকে।

* প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ৬৪ বুদ্ধের নামাবলি নাই। তান্ত্রিক মহাভল্লবী বৌদ্ধসংগের সন্দেশে ইহা ৬৪ খ্যাতী বুদ্ধভক্ত্যে কথিত হইল। ইহা নিই তন্ত্র-মতের প্রচারক। ইহা সম্রাট সাধনার প্রচারকর্তা বলিয়া ই'হার নাম 'বোধগায়' ও উল্লস বুদ্ধি বলিয়া 'সিদ্ধস্বর' নামেও কথিত হইল।

১।	সন্ধ্যা বা যুগ্ম নাম	তৃত নাম	অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয় নাম	অধিষ্ঠান বা আবাসন নাম	বর্ণ	চূড়া চিহ্ন	মুদ্রা প্রকার।	... ধর্মহস্তমুদ্রা (বক্ষ্যমণে কোড়িকর, উৎকরাগ, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গ- সংযুক্ত ও বায়বজ্ঞানিমুখ)
২।	বৈবোচন	... কিত্তি বা সুধিবী	... চন্দ্র বা বুদ্ধিশক্তি	... রূপ বা বর্ণ ও আকার	... বেত	... চক্র	... ধর্মহস্তমুদ্রা (বক্ষ্যমণে কোড়িকর, উৎকরাগ, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গ- সংযুক্ত ও বায়বজ্ঞানিমুখ)	
৩।	অকোভা	... অঙ্গ বা জল	... কর্ণ বা শ্রবণশক্তি	... শব্দ	... নীল	... যজ্ঞ	... তুনির্লম্বমুদ্রা (বাম হস্ত কোড়িকর, দক্ষিণ কর দক্ষিণ হাঁটুর উপর বিরা বর মুদ্রা দ্বারা উভয় ভাবে তুনি- সংযুক্ত)	
৪।	স্বপ্নমুদ্রা	... অগ্নি বা তেজ	... দামিকা বা শ্রাবণশক্তি	... গন্ধ	... পীত	... সমুদ্রপঙ্খ	... বর্জন (ভয়?) মুদ্রা (সমস্ত আকোভাঙ্গুলা কেবল বক্ষমুদ্রা নিমিত্তি- মুখ)	
৫।	অবিত্যক্ত	... মনঃ বা বায়ু	... জিহ্বা বা বাসপ্রহরণশক্তি	... রস	... রক্ত	... এক চিহ্ন গণ্য	... ধ্যান মুদ্রা (উভয় হস্ত উভয়ভাবে একের উপরে আর, একটিকে দক্ষিণ এবং কোড়িকর)	
৬।	অনোমিত্তি	... যোগ বা আকাশ	... বৃহ বা স্পর্শশক্তি	... স্পর্শ	... হরিৎ	... যজ্ঞর বা বিষবজ্র	... আবাহনমুদ্রা (বাম হস্ত-কোড়িকর ও প্রসারিত, দক্ষিণহস্ত-বক্ষর, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনাঙ্গসংযুক্ত এবং বাম বক্ষ্যজিহ্ব এবং পশ্চাদ্বংশে সপ্তমর্গের দ্বারা)	
৭।	ব্রহ্মমুদ্রা	... বুদ্ধি	... মন	... বায়ু ও ধর্ম (জগৎ)	... বর্ণী	... * * *	... * * *	

২। মানববুদ্ধ।

বুদ্ধ	তারা	বোধিসত্ত্ব।
১। বিগম্বী বুদ্ধ ...	বিগম্বাতী ...	মহামতি।
২। শিখী ...	শিখামালিনী ...	রত্নধর।
৩। বিশ্বত্ব ...	বিশ্বধরা ...	আকাশগঙ্গ।
৪। ক্রতুচ্ছন্দ ...	ক্রতুগতী ...	শকরঙ্গল।
৫। কনকমুনি ...	কণ্ঠমালিনী ...	কনকরাজ।
৬। কস্তপ ...	মহীধরা ...	ধর্মধর।
৭। শাকাসিংহ ...	যশোধরা বা বজ্রতার।	আনন্দ।
৮। দীপঙ্কর ...	}	
৯। রত্নগর্ভ ...		

মানববুদ্ধগণের তারাগণ পত্নী বটেন, কিন্তু বোধিসত্ত্বের পুত্র, নহেন শিখা। ইহার সকলেই পীত বা স্বর্ণবর্ণ, ভূম্পির্শ-মুদ্রাবিশিষ্ট, সিংহবাহন। যাহারা পাঁচটা ধ্যানীবুদ্ধ স্বীকার করেন, তাহারা তত্ত্বমতে দক্ষিণাচারী নামে এবং যাহারা ৬টা ধ্যানীবুদ্ধ স্বীকার করেন, তাহারা তত্ত্বমতে বামাচারী নামে কথিত হন।

৭ম মানববুদ্ধ শাকাসিংহের চরণপূজাও নেপালে প্রচলিত। ইহাতে ৮টা মঙ্গলচিহ্ন আছে, ত্রীবৎস বা কোমলভ-চিহ্ন, পদ্ম, ধ্বজ, কলস, চামর, ছত্র, মংস্তম্বগুল ও শঙ্খ এবং গুল্কদেশে একের মধ্যে আর একটা অঙ্কিত এরূপ সহস্রচক্র চিহ্নও আছে।

মহুত্মী বোধিসত্ত্ব নেপালীদিগের মধ্যে বিশেষ উপাত্ত। ইনি মহুত্মী, মহুঘোষ ও মহুনাথ নামে খ্যাত। নেপালের প্রায় সর্বত্র ইহার মন্দির আছে। স্বয়ম্ভূনাথের নিকটস্থ মন্দিরই প্রধান। ইনি নেপালীদিগের মতে বিশ্ববিনাশক ও রক্ষাকর্তা; নেপালী শিল্পকীর্তীদিগের নিকট কতকটা হিন্দুর সমতুল্য ও বিশ্বকর্ষভাবে পূজা পাইরা থাকেন। ইহার ঘিভুজ ও চতুর্ভুজ প্রতিমা দেখা যায়। ঘিভুজ প্রতিমার একহাতে খড়্গ ও একহাতে পুস্তক। চতুর্ভুজ প্রতিমার অঙ্গ দুই হাতে ধারণের থাকে। ইহার মন্দিরের সম্মুখে মণ্ডল নামে একখণ্ড প্রস্তর থাকে, তাহাতে মহুত্মীচরণচিহ্ন উৎকীর্ণ দেখা যায়। মহুত্মীচরণের গুল্কদেশে চক্ৰচিহ্ন আছে। চম্পাদেবীপর্গতে ইহার এক পত্নী বরদার (লক্ষ্মীর) এবং ফুলচোরা পর্গতে অপর পত্নী মোক্ষদার (সরস্বতীর) মন্দির আছে।

নেপালী বৌদ্ধদিগের মধ্যে হিন্দুর শৈবচার ও তন্ত্রচার মিশ্রিত হইরা যাওয়ার তাহার অনেক শৈবদেবতা ও তান্ত্রিক উপাত্ত বোনিদিগের উপাসনা করিয়া থাকে। নেপালে

স্বয়ম্ভূনাথই আদিবুদ্ধরূপে এবং ভগ্নেশ্বরীই আদিপ্রজ্ঞারূপে পূজিত হন। ধ্যানীবুদ্ধগণের মধ্যে অমিতাভ, উৎপত্তি ও পুত্র এবং মানববুদ্ধগণের মধ্যে শাকসিংহ এবং বোধিসত্ত্ব মহুত্মী সর্কাপেক্ষা প্রধান উপাত্ত। এতদ্বিধ বুদ্ধচরণ, মহুত্মী-চরণ, ত্রিকোণ প্রভৃতি বিশেষভাবে পূজিত হয়।

নেপালী বৌদ্ধেরা ধাতুমণ্ডল নামে আর একপ্রকার চিহ্নের পূজা করে। ধাতুমণ্ডল ঘিবিধ, বজ্রধাতুমণ্ডল ও ধর্মধাতুমণ্ডল। বজ্রধাতুমণ্ডল বৈরোচনবুদ্ধের সহিত এবং ধর্মধাতুমণ্ডল মহুত্মী বোধিসত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট। বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধমন্দিরের নিকট এই সকল ধাতুমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা আছে। এগুলি গোলাকার বা অষ্টকোণী ২।৩ ইঞ্চি মোটা প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত। ধাতুমণ্ডলগুলিতে পদ্মচিহ্ন খোদিত থাকে। প্রতিমা বসাইবার জন্য বা চরণচিহ্ন খুদিবার জন্য এরূপ মণ্ডল আবশ্যক হয়। যেমন বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণের পবিত্র স্থানান্তিতে বা তাঁহাদের অবশেষের উপর চৈত্যা নির্মিত হয়, সেইরূপ দেবতার পবিত্রস্থানাদির উপর বৃহৎ বৃহৎ ধাতুমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। বৃহৎ বৃহৎ ধাতুমণ্ডল তত্ত্ব বা বেদির উপর স্থাপিত হয়। এই সকল মণ্ডলে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি ও চিহ্নাদি অঙ্কিত থাকে। ধর্মধাতুমণ্ডলে ২২২ প্রকার চিহ্নের কম থাকে না। সম্বন্ধেত্রী ক্রমবৃহৎবৃহৎ-মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষে শাস্ত্রোক্ত শৃঙ্খলানুসারে এক একপ্রকার চিহ্ন খোদিত হয়। বজ্রধাতুমণ্ডলে ৫০।৬০ প্রকার চিহ্নের অধিক থাকে না। এই উত্তরবিধ মণ্ডলের চিহ্নাদির শৃঙ্খলা স্বতন্ত্র।

এতদ্বিধ হিন্দুর দিকপালের ছায় বৌদ্ধদিগেরও উপাত্ত চারিজন দৈব রাজা আছেন। তাহারাও দিকপাল। খল্লাপাণি খল্লারাজ পশ্চিমাধিপতি, চৈত্যাধারী চৈত্যা রাজ দক্ষিণাধিপতি, বীণাপাণি বীণরাজ পূর্বাধিপতি এবং ধ্বজধারী ধ্বজরাজ উত্তরাধিপতি।

শিবমার্গী হিন্দুদিগের নিম্নলিখিত দেবতারাই কি হিন্দু কি কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই উপাত্ত,—

ভৈরব ও মহাকাল, ভৈরবী বা কালী, গণেশ, ইন্দ্র ও গরুড়। ভৈরবের মূখ বৎস্ত্রনাথের রথের সমুৎপত্তিগে সালের থাকে। বৌদ্ধেরা এই মূখকে যদিও রথের অলঙ্কার-বিশেষ বলে, তবুও অতি পবিত্র বলিয়া এপিতাভূবিহার মধ্যে রক্ষা করে। ভৈরবের দৈত্যশব্দারোহী বিগ্রহ অনেক বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে মন্দিরের রক্ষাকর্তা বা দ্বারপালরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। মহাকাল গণাধিপতি গণেশের গণভূক্ত হইলেও, ইহার প্রতিমা বৌদ্ধমন্দিরের উত্তরপাশে দৃষ্ট হয়। মহুত্মীমন্দিরের চরণমণ্ডলের একপার্শ্বে গণেশ ও একপার্শ্বে

হিন্দুধর্মী মহাকাল মূর্তি আছে। মহাকাল প্রতিমাই অনেক স্থলে ভ্রমণাবি বোধিসত্ত্বের বিগ্রহরূপে পূজিত হন।

সিক্কিমাতা গণেশ বৌদ্ধদিগের নিকট বুদ্ধিলাতা বলিয়া প্রভা, ভক্তি ও পূজা পাইয়া থাকেন। পশুপতিগণের দণ্ডদেব-মন্দিরের নিকট অশোককণ্ঠা চাকমতীর প্রতিষ্ঠিত এক অতি প্রাচীন গণেশমন্দির আছে। 'চাকবিথি' বিহারের বাঁচা-পুরোহিতগণই এই গণেশের পূজক।

কালী বা ভৈরবীমূর্তি কোন বৌদ্ধমন্দিরে বা তরিকটে দেখা যায় না, তবে ইহার যে সত্ত্ব স্বতন্ত্র মন্দির আছে, বৌদ্ধেরা সেখানে গিয়া পূজা দেয়। অনেক কালীমন্দিরে বাঁচা-পূজক আছে।

ইজ্ঞ অপেক্ষা ইজ্ঞবজ্র বৌদ্ধগণের নিকট পবিত্র ও উপাত্ত। বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব এক সময়ে ইজ্ঞকে জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বজ্র অর্ঘ্যচিহ্ন স্বরূপ কাড়িয়া লইয়া-ছিলেন। বজ্র ভুটানীদের মধ্যে "দোর্জে" শব্দে উল্লিখিত হয়।

স্বয়ম্ভূতাদের মন্দিরের সমুখে ধর্ম্মধাতুমণ্ডলের উপর এক ৫ ফিট দীর্ঘ বজ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। অকোত্তাবুদ্ধের চিহ্ন বজ্র। একটা বজ্র লম্বভাবে ও আর একটা বজ্র তন্মধ্যদেশে আড়ভাবে স্থাপিত হইলে বিশ্ববজ্র নামে কথিত হয়, ইহা অমোঘসিদ্ধ বুদ্ধের চিহ্ন। হিন্দুরা লিঙ্গ ও যোনিকে যেমন দেবদেবীর প্রতি-নিধিরূপে পূজা করে, সেইরূপ বজ্র ও যকী বুদ্ধ ও প্রজ্ঞাদেবীর প্রতিনিধিরূপে নেপালে পূজিত হয়। হিন্দুধর্ম্মটার মূর্তিভাগে যেমন গরুড়, জনক, পদ্ম প্রভৃতি মূর্তি থাকে, বৌদ্ধধর্ম্মটার মূর্তিভাগেও সেইরূপ প্রজ্ঞা বা ধর্ম্মের সুখ অঙ্কিত দেখা যায়।

হারিতী (শীতলা) ও গরুড়ের মূর্তি প্রায় সকল বৌদ্ধমন্দিরে আছে। বৌদ্ধ গরুড়ের মূর্তির গলার সর্পমালা, হস্তে সর্পবলয় ও চক্রে মৃত সর্প এবং উভয়পদের নিয়ে অর্দ্ধনারী সর্পাকার নাগ-কঙ্কার মূর্তি আছে। অমোঘসিদ্ধ বুদ্ধের বাহনও গরুড়। প্রায় সকল বৌদ্ধমন্দিরে ও বৈষ্ণব দেবদেবীর মন্দিরে গরুড়মূর্তি আছে। গরুড়ের স্বতন্ত্র মন্দির নাই। লিঙ্গ ও যোনিপূজাও বৌদ্ধেরা লইয়াছে এবং লিঙ্গকে আদিবুদ্ধ বা স্বয়ম্ভূতাদের পুণ্য-ভাগ রূপে এবং যোনিকে স্বয়ম্ভূ-পদের মূলস্থ আদি নির্ভর বা গুরুদেবীর স্থান বলিয়া গণনা করে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে অধিকাংশ ইহার উপাসক নহে। হিন্দু শিবলিঙ্গের গায়ে বৌদ্ধেরা বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করিয়া তাহাকে বৌদ্ধের উপাসনার উপযোগী করিয়া লয়। লিঙ্গবস্তুকও চৈতন্য আকারে পরিবর্তিত করে। শিবলিঙ্গের যোনিভাগের পরিধিতে একটা সর্পবহু খুঁদিয়া থাকে এবং 'পেনেট' ভাগ ভাঙ্গিয়া দেয়, এই সর্প কর্কটকরূপে গণ্য। এইরূপ খোদিত লিঙ্গকে

বিশেষ হৃদয়গুণে পরীক্ষা না করিলে, সহজে উহাকে হিন্দু-শিবলিঙ্গ বলিয়া বুঝিবার উপায় থাকে না। ত্রিকোণচিহ্ন যেমন যোনিপীঠরূপে হিন্দুতান্ত্রিকের উপাত্ত, বৌদ্ধেরা ত্রিকোণকে কখন ত্রিভুজের চিহ্ন, কখন গুরুদেবীর প্রতীতি দেবী চিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করে। হিন্দু-তান্ত্রিকের অঙ্গে যন্ত্রধারণের জ্ঞান বৌদ্ধেরাও অঙ্গে এই ত্রিকোণ যন্ত্রধারণ করে।

বৌদ্ধেরা যেমন হিন্দুদেবদেবীর উপাসনা করে, সেইরূপ হিন্দুরাও অনেক বৌদ্ধদেবদেবীকে হিন্দুদেবদেবী প্রতিমা বলিয়া স্বীকার করে ও পূজা করে। ইহার গুরুদেবীকে ভগবতীর স্বরূপ বলিয়া থাকে। মধুশ্রীকে হিন্দুরা ক্রীদেবতা সরস্বতীরূপে পূজা করে, তাঁহার দুই পত্নীও লক্ষ্মী সরস্বতীরূপে হিন্দুর নিকট মান্য। বংশীচূড় অমিত্যবুদ্ধ ও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য হন।

এতদ্বিধ স্বয়ম্ভূতাদি পূর্বতের শীতলাদেবীর মন্দিরে হিন্দুর জ্ঞান বৌদ্ধেরাও ইহাকে হিন্দুদেবী বলিয়াই পূজা করে।

নেপালী শিবমার্গী হিন্দুরা অধিকাংশ তান্ত্রিক শৈব। শাক্তের সংখ্যা বড় অল্প। হিন্দুদিগের উপাত্ত দেবদেবীর বিবরণ ইতিপূর্বে পূজা ও উৎসবদিগের মধ্যে লিখিত হইয়াছে। [নেবার দেখ।]

নেপিয়ার, (সার চার্লস জেমস) একজন ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি আডমিরাল নেপিয়ারের (Admiral Napier) জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে আইরিস্ বিদ্রোহের সময় দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি ২২শ সংখ্যক রেঞ্জিমেণ্টের পতাকা-বাহকের (Ensign officer) পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সার জন মুরের সাহায্যার্থ তিনি ৫০ম সংখ্যক পদাতিক সৈন্তের অধ্যক্ষ হইয়া স্পেন-দেশে গমন করেন। এই সময়ে করুণার যুদ্ধে আহত হইয়া, তাঁহার পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি বন্দী হন। পরে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া তিন বৎসর কাল বেকার থাকেন। এই সময়ে তিনি সামরিক বিভাগীয় নিয়মাবলী, উপনিবেশ ও আর্যলগ্নের অবস্থা সম্বন্ধে কএকখানি গ্রন্থ লিখেন। পুনরায় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সতের-সেনাদল ভুক্ত হইয়া স্পেনদেশে যুদ্ধার্থ গমন করেন, ঐ সময়ে তিনি পুনরায় আহত হন। বেডালসের যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। পরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-আমেরিকার সামরিক কার্যে চলিয়া যান। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের সর্বপ্রধান সৈন্যধ্যক্ষ (Commander-in-chief) হইয়া আগমন করেন। লর্ড এলেনবরা গবর্নর-জেনারেল হইয়া ভারতে আসিলে,

নেপিরার তাঁহাকে আকর্ষণ-বৃত্ত সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। আকর্ষণবাহনে ইংরাজের হস্তবস্থা দেখিয়া সিদ্ধপ্রদেশের আধীরাগণ ইংরাজের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিতে বৃত্তবান হন। এই সময়ে মেজর আউট্রাম (সার জেমস) সিদ্ধ-প্রদেশের রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি আধীরগণের এইরূপ ঔকতো ভীত হইয়া রাজপ্রতিনিধি এলেনবরাকে জানাইলেন। তিনি নেপিরাকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিলেন। তাহাতে প্রথমে আধীরগণের উপর আক্রমণ করিয়া, তাহাদের উচ্ছেদ করাই স্থির হইল। লর্ড এলেনবরা উক্ত প্রদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য নেপিরাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া, তাহার তত্ত্বাবধানের আদেশ করিলেন। তিনি সিদ্ধপ্রদেশে উপস্থিত হইয়াই, পূর্বপ্রস্তাবিত সন্ধিপত্র আধীরগণ সাহাবাধ শৈল্পরকার জন্ত যে, তিনলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইংরাজকে দিতে প্রতিক্ষিত ছিল এবং আধীরের অধিকার হইতে জাহাজের অগ্নির জন্ত যে কাষ্ঠাদিসংগ্রহের কথা লিখিত ছিল, ঐ সর্গ পাঠ করিয়া পুনরায় তিনি অপর একখানি সন্ধিপত্র লেখাইয়া লইলেন। তাহাতে বেন অসাধবানতা প্রযুক্ত তিনলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির পরিবর্তে আধীরগণের অধিকারভুক্ত প্রদেশের অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের সম্পত্তি এবং বন হইতে জাহাজের অগ্নির জন্ত কাষ্ঠসংগ্রহেরও কথা লিখিত হইল। নেপিরার তৎক্ষণাৎ উক্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইলেন। আধীরেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবশেষে তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী নেপিরার মরুদেশস্থ ইমামগড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন। আধীরেরা পূর্ব হইতেই তাঁহার হঠকারিতার বিষয় জানিতেন। তাঁহার আগাই বৃষ্টিরাছিলেন যে নেপিরার তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবেন। এই জন্ত তাঁহার যুদ্ধের কোন ঘোষণা পাইবার পূর্বেই ইমামগড় পার হইয়া হারদরাবাদ অভিযুগে যাত্রা করিলেন। নেপিরার দুর্গ জয় করিয়া দেখিলেন তথায় জনমানব নাই, এই কারণে দুর্গ ধ্বংস করিয়া শত্রুগণের অস্থগণ করিলেন। এদিকে হারদরাবাদ নগরে আধীরগণ একত্র হইয়া মেজর আউট্রামের সহিত সন্ধির কথাবার্তা স্থির করিতেছিলেন। নেপিরারও বাস্তব হইয়া হারদরাবাদ অভিযুগে আসিতে ছিলেন। আধীরেরা তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়াই ভয়ে সন্ধিপত্র স্ব স্ব নাম সহি করিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আধীরেরা সহি দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অধীনস্থ বেলুচ-সর্দারেরা ইংরাজের বৃত্ততা স্বীকার করিল না, বরং তাহার আধীর-বিপ্লব এই কার্যে আপনাদিগকে অপমানিত, হুগিত ও অশ-

ন্থ এবং প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত জাবিয়া, ক্রমশঃই ইংরাজের শত্রুতাচরণে বহুপরিবর্তন হইতে লাগিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাহার দলবদ্ধ হইয়া রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল। মেজর আউট্রাম হারদরাবাদের দ্বার জবন পরিত্যাগ করিয়া নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আধীরগণ তাঁহাকে পূর্বেই সংবাদ দিয়াছিল।

সার চার্লস নেপিরার এই অত্যাচারে অত্যন্ত কোপাধিত হইলেন। তিনি ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলুচদিগকে আক্রমণ করিলেন। সিরামীর নিকটে উত্তর দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বেলুচ দল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, নেপিরার হারদরাবাদ অধিকার করিলেন এবং আধীরগণের বহুসূচ্য অলঙ্কার ও অস্ত্রতাদি নিজের আয়ত্ত করিয়া লইলেন। যে সমস্ত অস্ত্রতাদি নেপিরার নিজ লতা অংশে লন, তাহার নাম প্রায় সাত লক্ষ টাকা হইবে। ঐ সময়ে তিনি মেজর আউট্রামকে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দিতে চাহিলে, তিনি ঐরূপ অর্থগ্রহণ অত্যন্ত বিবেচনার তাহা লইতে অস্বীকৃত হইলেন। পরে ঐ টাকা বিভিন্ন দাতব্যালয়ে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়।

পুনরায় ২২এ মার্চ ১৮৪০ খৃঃ, বেলুচদল আধীর শের-মহম্মদের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া হারদরাবাদের নিকটবর্তী হুকা নামক স্থানে একত্র হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, কিন্তু এই যুদ্ধেও তাহার পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক এই যুদ্ধকে নরান্দার যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধকালে নেপিরার যেক্স সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, তাহা নেপোলিয়ান-বিজ্ঞতা ডিউক অব ওয়েলিংটনের কথায় স্পষ্ট জানা যায়। উক্ত ডিউক যুদ্ধের প্রসঙ্গে বলিয়া ছিলেন যে এই যুদ্ধ যথার্থই বীরত্বযুদ্ধ, জুচ-তুর সেনানী নেপিরারের গুণগন্যপ্রকাশক এবং এই জয়ে তাহারই গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র।

যদিও নেপিরার সিদ্ধপ্রদেশের অধীন কএকটা বেলুচ-সর্দারকে যশে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু সকলেই একবারে তাহার বৃত্ততা স্বীকার করে নাই। কচ্ছগুণ্ডা, মরি, হুগুটা প্রকৃতি উত্তরপশ্চিমসীমান্তবাসী কএকটা বেলুচজাতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে নাই। ইহার কতকালে পারস্ত ও সিদ্ধর আধীরগণের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের রাজ্য লুণ্ঠনাদি করিত। এ সময়েও তাহার প্রায় আঠার হাজার লোক একত্র হইয়া অবাধ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। নেপিরার ইহা দেখিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী, সপলে শত্রুবিব্রের সম্মুখীন হই-

সেন। বিদ্রোহীদের নেতা সর্দার রিজা খাঁ অনেক যুদ্ধ করিয়াও শেষে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। উক্ত বৎসরের মার্চমাসে হানীর বিদ্রোহ শান্তমূর্তি ধারণ করিল। নেপিরার নিজ কোলে ও বৃত্তিতে বহুগুণ সামরিক কার্যে গুণগণনা দেখাইরাছিলেন, সেইরূপ সাহসেই এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া, তিনি সমস্ত সিদ্ধান্তকে জ্ঞানসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তের ধারাবাহিক কার্যপ্রণালী, যুদ্ধ ও জ্ঞানসন প্রভৃতি যে সকল কার্য লইয়া সর জেমস্ আউটরামের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়; নেপিরার কৃত সেই সমস্ত কার্যের আলোচনা করিয়া আউটরাম স্মরিত গ্রন্থে বিশদরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। নেপিরারের শতদোষ থাকিলেও তাঁহা হইতে যে সিদ্ধান্তে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যগমন করেন। পরে পঞ্জাবের শিখযুদ্ধের সময় তাঁহাকে পুনর্বার ভারতে আসিতে হয়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে আফগানী মাসে, যখন চিলিয়ানবালার যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ-সেনানী লর্ড গাফ্ পরাজিত হন, রাজপ্রতিনিধি হার্ভি নেপিরারকে ইংরাজ গবর্নর কর্তৃক অপনয়ন করিবার জন্ত অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। নেপিরার যুদ্ধ করিবার পূর্বে সেনাপতি গাফ্ শিখদিগকে গুজরাতে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পূর্বকার স্নানিকর পরাজয়ের প্রতিশোধ লইলেন। এই সময় রাবলপিণ্ডিতে সর কলিন্ কাচেলের অধীনে যে দুই দল লৈজ ছিল, তাহারা বেতন না পাওয়ার বিদ্রোহিতার লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল। নেপিরার এই সংবাদ পাইয়াই কাচেল-সাহেবকে লিখিলেন যে তুমি প্রথমে তাহাদিগকে বেশ বুকাইরা বেশে আনিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহাতেও যদি তাহারা তোমার কথার কর্ণপাত না করে, তাহা হইলে শত্রুবেলে তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বেশে আনিবে; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার ঐ দল আপনা হইতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। বাহাইউক, এই সময় হইতেই ভারতের ভবিষ্যৎআকাশে কালমেঘ উদয় হইতেছিল, যে লোমহর্ষণ সিপাহীবিদ্রোহের কথা তনিলে আজও শরীর রোমাঞ্চ হয়; ইহাই সেই ভাবী জীবন হত্যাকাণ্ডের কর্ণপাত মাত্র।†

এই সময় হইতে নেপিরার বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত সৈন্যবলের উপর লক্ষ্য রাখিলেন। তিনি দেখিলেন প্রায় ২৪০০ সৈন্য-বেটের মধ্যে বিদ্রোহের আভাস দেখা বাইতেছে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দগড়ের ৩৬ সংখ্যক সৈন্যের পরাভিকল বিদ্রোহী হইলে,

নেপিরার তাহাদিগকে দমন করিয়া কর্ণ হইতে অব্যাহতি দেন ও তৎপরিবর্তে গোৰ্ণা সৈন্যে ঐ দল পূরণ করেন। এখানে নেপিরারের জীবনে উদারতার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল; তিনি রাজপ্রতিনিধিগকে প্রাণে না মারিয়া সকলকেই দরবার পাত্র বিবেচনার ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইংরাজ-রাজের অবিচারে প্রজাবর্গের মধ্যে এইরূপ রাজভক্তির উচ্ছেদ দেখা যায়। তজ্জন্য তিনি দরবার বশবর্তী হইয়া পূর্বনিয়মে থানাদারি মূল্য বেশী হইলেও, বহুগুণ নিয়মিত অতিরিক্ত হারে মূল্য দিবার নিয়ম ছিল, সেই হারের অধিক দাম দিবার মনস্থ করিয়া তিনি আদেশ প্রচার করিলেন এবং যতদিন না গবর্নর-জেনারেল রাজধানীতে উপস্থিত হন, তদবধি তাঁহার আদেশ অক্ষর রাখিবার অতিমত প্রকাশ করেন।

এইরূপ আইনজারি করার লর্ড ডালহৌসী নেপিরারের উপর চট্রিয়া গেলেন এবং সেনাপতির এরূপ ক্ষমতাগ্রহণের জন্য তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার ও যথেষ্ট অপমান করিয়াছিলেন। এই হেতু উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। নেপিরার কেবলমাত্র ক্ষমতাহীন দর্শকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি নিজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন এবং তথায় ভাবী সিপাহীবিদ্রোহ ও ভারতের শাসনকার্যের ভবিষ্যৎ বিশৃঙ্খলার বিষয়ে গভীরগবেষণাপূর্ণ কএকটি কথা লিখিয়াছিলেন*। দিল্লীতে সিপাহীবিদ্রোহ হইবার পূর্বে নেপিরার কোন একজন সেনানীকে লিখিয়াছিলেন যে এসিয়ার নানা-স্থান হইতে দিল্লীরাজধানীতে লোকসমাগম হওয়ার এবং তথায় যুরোপীয় সৈন্য না থাকায়, তিনি ভাবী বিপদ সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়াছেন। উক্ত সেনানী সেই সময় দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কি সাহেব লিখিয়াছেন যে নেপিরার দিল্লীতে সৈন্যসংগ্রহ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।

এই নির্ভীক সেনানী জীবনের অন্তিম পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিষয়ে কালক্ষেপ করিয়া পোর্টসমাউথের নিকটবর্তী ওক্সফোর্ড-নগরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দেহ বিসর্জন করেন।

তাঁহার হস্তলিপি অতিশয় সুন্দর ছিল। তাঁহার ভাষা ও শব্দবিন্যাস দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি অন্যকথার ভাবগ্রাহী অনেক কথার ভাবার্থ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার লিখিত পত্রাদি পাঠ করিলে তাঁহাকে সময়-ব্যবসারী বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ তিনি কাণ্ডেন জাংকস্কে অক্‌বরশাহের জঙ্গলস্থান অপরকোট আক্রমণ করি-

* The Conquest of Sind.

† Holmes' History of the Indian Mutiny.

* Times July 24. 1857 p 5 and August 17. p 2.

বার জন্ম আদেশপত্র লিখিয়া পাঠান। ঐ পত্রে লিখিত আছে, যে তিনি ২২এ কিংবা ২৩এ তারিখে দীরপুর আক্রমণ করিবেন। আনীরেরা তাঁহাদের এলাকা হইতে হিংস্রভাবে কাঠ আহরণ করিতে বারগ করিলে তিনি উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, যদি তাঁহাকে আলাইবার জন্ম কাঠ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি আনীরের রাজধানী হারদরবাব আলাইবা দিবেন। তাঁহার পর তলি বীরপুরুষোচিত, কিন্তু কোন কোন পরে তাঁহার জ্ঞানের ও বিশিষ্ট দরদার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণাটী হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাইভেট জেমস্ নীরারির পত্রোত্তরে লিখিলেন যে, 'পদোন্নতির জন্ম আমি তোমার অধ্যক্ষকে অল্পরোধ করিতে পারি; কিন্তু যদি তুমি তোমার দেশীয় জনগণের জ্ঞান মদিরাসক্ত হইয়া যুধাসময়ের অপব্যয় কর, তাহা হইলে আমার সময় নষ্টের কতিপয় বয়স যদি তাহার দ্বিগুণ সাজা গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার 'লাল কর-পোরাল' পদের জন্ম আমি চেষ্টা করিতে পারি।' তিনি পরেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, 'দেখ আমি মদিরাসক্ত নই বলিয়া, আজ মেজর জেনারেল ও সিদ্ধর গবর্নর হইয়াছি; তুমিও মদিরাসক্ত না হইয়া আমার পত্রাঙ্কসারে কার্য করিলে, শীঘ্রই উন্নীত হইবে; সেই আশায় আমি চাহিয়া রহিলাম।' * ভারতের ভূতপূর্ব সেনাধ্যক্ষ সার চার্লস্ নেপিয়ার জি, সি, বি, যে মদ্যপান করিতেন না, † এই পত্রই তাহার প্রমাণ।

নেপালক (স্বী) নেপাল স্বার্থে কন। নেপাল।

নেপালজা (স্বী) নেপালে দেশে জায়তে জন-ড-টাণ্। নেপাল-জাতা, মনঃশিলা।

"নেপালজা মরিচম্বরদাঙ্গানি" (স্বপ্নত)।

নেপালকক্সল (পুং) কুণাখা চিত্তকথণ। (শব্দার্থচিৎ)

নেপালনিম্ব (পুং) নেপালোত্তরো নিম্বঃ। নেপালদেশোত্তর নিম্ব। পর্যায়—নৈপাল, তুণনিম্ব, জরাগুরু, নাজীতিত, নিত্রারি, সন্নিপাতরিপু। ইহার গুণ—ঋতল, উষ্ণ, লঘু, তিক্ত, যোগবাধি, অত্যন্ত কক্ষ, পিত্ত, অস্ত্র, শোফ, তৃষ্ণা ও অরনাশক। (রাজনিঃ)

নেপালমূলক (স্বী) হস্তিকম্প সঙ্গ মূলভেদ। (রাজনিঃ)

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, অগণিত্যত বীর। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন। কর্শিকা বীরের প্রধান স্থান এজেন্সিও নামক নগরে তিনি জন্মিত হন।

নেপোলিয়নের জন্মের দুই বৎসর পূর্বে ফরাসীরা এজেন্সিও অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং নেপোলিয়ন ফরাসী প্রজা হইয়া জন্মিয়া ছিলেন। নেপোলিয়নের পিতা চার্লস্ বোনাপার্ট ব্যবহারবীরী ছিলেন, কিন্তু ফরাসীরা কর্শিকা আক্রমণ করিলে তিনি ওফালতী ছাড়িয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পাকল পেরলির সহিত মিলিত হইয়া দেশের অন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে কাত হন নাই। যখন নেপোলিয়ন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার পিতামাতা একস্থান হইতে অন্যস্থানে পলায়ন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা ফ্রান্সের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। নেপোলিয়নের পিতা সত্যতঃ ব্যশেষতঃ ছিলেন। তাঁহার মাতা লিটিসিয়া রেলিগিলী বেরুগ জুজরী, সেইরূপ সদগুণশালিনী ছিলেন। বংশমর্যাদার তাঁহাদের কেহ হীন ছিলেন না।

নেপোলিয়ন পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার একটা ছোট ও তিনটা কনিষ্ঠভ্রাতা এবং তিনটা ভগিনী ছিল। কিন্তু বালক হইতে নেপোলিয়ন ছোটের উপরেও প্রভুত্ব করিতেন। শৈশবে পিতার কোড়ে বসিয়া নেপোলিয়ন কর্শিকাবাসীদের বীরত্ব-কাহিনী শুনিতে। ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে পেরলি বেরুগ অবিচলিত সাহস, অদম্য উৎসাহ ও অদ্বুত বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, তৎপ্রবণে বালক মোহিত হইতেন। পিতামাতার একস্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন ও তাঁহাদের কষ্টসহিত্যতার পরিচয় শুনিয়া তিনি মনে করিতেন যে, ঐ সময়ে তিনি উপস্থিত থাকিলে কখনই ফরাসীদিগকে কর্শিকা অধিকার করিতে দিতেন না।

অতি অল্পবয়সে নেপোলিয়নকে পিতৃবিরোধগ্ৰস্ত অল্পভব করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা তাঁহাকে ও অন্যান্য সন্তানদিগকে যজ্ঞের সহিত লালনপালন ও শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন বাল্যকালে একওঁয়ে ও অতিশয় অভিমানী ছিলেন। তাঁহার মাতা ভিন্ন কেহই তাঁহাকে শাসন করিতে পারিতেন না। তিনিও বলপ্রয়োগ অপেক্ষা মিষ্ট-কথায় নেপোলিয়নকে স্বপথে আনিবার চেষ্টা করিতেন। তাই বলিয়া লিটিসিয়া পুত্রকে অযথা আদর দিতেন না। কোন দোষ করিলে, তখনই তৎক্ষণা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন। নেপোলিয়নও পরে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার মাতাই তাঁহার চরিত্রগঠন করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের মাতৃতত্ত্ব অতি প্রবল ছিল।

ফরাসীরা কর্শিকা অধিকার করিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন যে, সত্যতঃ ব্যশেষতঃ কএকটা বালককে তথা হইতে ফ্রান্সে লইয়া

* Parl. Papers, Vol. XLVII (1854), Life of Sir C. Napier, Vol. IV. An article by Sir H. Lawrence (Calcutta Review, Vol. XXII, Holmes' Indian Mutiny.

† J. Douglas' Bombay & Western India, Vol. II. p. 94.

সিয়া বিনাযারে তাহাদিগকে সামরিক-বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। কর্ণিকার শাসনকর্তা কাউন্ট মারবৌক বোনাপার্ট-পরিবারের সহিত সত্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। এজন্য অপরাপর বালকের সহিত নেপোলিয়নকেও ফ্রান্সে পাঠাইবার জন্য তিনি তাঁহাকে মনোনীত করিলেন। এ সময় নেপোলিয়নের বয়স দশবৎসর মাত্র। বালক মাতার নিকট বিদ্যার লইবার সময় কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ন ত্রীন নামক স্থানের সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। সেখানে ফ্রান্সের উচ্চব্যবশেষত্ব ভূস্বামী ও ধনীদিগের সম্মানগণ অধ্যয়ন করিত। তাহার বিদেশী বালকের পোষাক পরিচ্ছদের অপরিপাটা দেখিয়া বিক্ষণ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ন বালা হইতে নির্জনপ্রিয় ও চিন্তাশীল ছিলেন। এখন বিদ্যালয়ে আসিয়া একমনে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিনি ধনীসম্মানগণের সহিত মিশিতে ভালবাসিতেন না। তাহাদের নায় বৃথা সময় নষ্ট করাও তাঁহার ভাল লাগিত না। বিলাসিতা দেখিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি বিলাসপ্রিয় ধনীসম্মানদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। নিজে একাগ্রচিত্তে পাঠাভ্যাস করিয়া পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান লাভ করিতেন। তাঁহার পরীক্ষায় সাক্ষ্য দেখিয়া ধনী সম্মানেরা তাঁহাকে আদর করিতে লাগিল ও আবশ্যক হইলে তাঁহাকে দলপতি করিত। নেপোলিয়ন তাহাদিগকে লইয়া বরফের কেন্দ্রা করিতেন; বরফের গোলাগুলি করিয়া চূর্ণরক্ষা ও অক্রমণ শিক্ষা করিতেন। পঠদশার বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্র তাঁহার প্রিয়পাঠ্য ছিল। দর্শন, নায় প্রভৃতি তর্কপ্রধান শাস্ত্র তাঁহার ভাল লাগিত না। চরিতপাঠে ও হোমরের কাব্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। জর্মণ ভাষা শিখিতে তিনি আমোদলাভ করিতেন না। হস্তলিপিও তাঁহার ভাল ছিল না। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৭৮৪ পর্যন্ত ত্রীনের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি বৃত্তিসাভ্য করেন এবং পারীর রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। সেখানে তিনি একবৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন এবং একমল গোলন্দাজ সৈন্যের লেপ্টেনেন্ট পদ লাভ করিলেন। ষোড়শবর্ষীয় বালকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

নেপোলিয়ন কিছুদিন সৈন্যদলে কার্য্য করিয়া এক সময় ছুটী লইয়া কর্ণিকার গেলেন। মাতা ও ভ্রাতাভগিনীদিগের সহিত মিলিত হইয়া তিনি পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার পিতৃসখা পেরলির সহিত পরিচয় হইল। পেরলি নেপোলিয়নের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্যস্বকারে তাঁহাকে স্বীয় মতাবলম্বী করি-

বার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন পেরলিকে ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দেখিলেও, তাঁহার সকল কথায় সাহায্য দিতে পারিলেন না। ছুটী ফুরাইলে নেপোলিয়ন সৈন্যদলে আসিয়া মিলিত হইলেন। এই সৈন্যদল যখন যেখানে অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হইত, তাঁহাকেও তখন সেইখানে বাইতে হইত। তিনি অন্যান্য সৈনিককর্তার নায় বৃথা আমোদে কাল কাটাইতেন না। সে সকল স্থানের অধিবাসীদিগের সহিত মিলিয়া তাহাদের রীতিনীতি ও অবস্থার বিষয় অবগত হইতে চেষ্টা করিতেন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। ফ্রান্সের প্রজাগণ প্রচলিত শাসননীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। এই সময় বোর্কোবংশীয়েরা ফ্রান্সে রাজত্ব করিতে ছিলেন। রাজা ঘোড়শ লুই শাস্ত্রস্বতাব ও প্রজাহিভৈষী ছিলেন। পঞ্চদশবর্ষের অধিককাল তিনি রাজ্যাসনে আসীন ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও সাহায্যে আমেরিকায় যুক্তরাজ্য ইংরাজ অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ববর্তী রাজগণ অনেক ব্যয়সাধ্য যুদ্ধকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য হইয়া আসিতেছিল।

ঘোড়শ লুইএর রাজত্বকালে অনেক মন্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজকোষ ধনে পূর্ণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে সভা আহ্বান করিয়া প্রজাসাধারণের কর্তব্যনির্ণয়ের ব্যবস্থা হইল। প্রজাগণ প্রচলিত শাসননীতির পরিবর্তন চাহিয়া রাজকমতার সন্মোচন করিতে চাহিল। তাহার দেখাইল যে, ফরাসী শ্রমজীবীগণ অমার্য্যিক পরিশ্রম করিয়াও নিজ উন্নয়ন সংস্থান করিতে সমর্থ হয় না। কর-ভার কিন্তু অধিকাংশই তাহাদিগকে বহিতে হয়। ফরাসী ভূস্বামিগণ ও পারদ্রীগণ যথেষ্ট ব্যয় ও উপযুক্ত করভার বহন না করিয়া, জাতীয়-পরিগ্রহ আনয়নের কারণ হইয়াছে; তাহারাই অবৈধ কাণ্ডে যথেষ্ট অপব্যয় করেন, কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট প্রজা বা প্রতিবেশীর চুৎখমোচনে যত্নশীল হন না। কাজেই সহায়ত্বত্বির হুত্র দিন দিন ছিন্ন হইতেছিল। এ অবস্থার প্রজাসাধারণের বিষে-বন্ধিতে ধনী ও ভূস্বামীদিগের ভয়ানক হইবারই কথা। তাহারাজার পরণাপন হইল। রাজা তাহাদিগের সমর্থন করিতে সিয়া নিজেও বিপর হইলেন। রাজা প্রজাসাধারণের মতামত সাধারে চলিতে সীকার করিলে, বিশেষকোন গোলযোগ হইত না। রাজকমতার কিছু সন্মোচন হইত মাত্র। জাতীয় সভার সর্বপ্রধান রাজনৈতিক বক্তা মিরাবৌ জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই রাজকমতার বিলোপ হইত না। তাঁহার মৃত্যুতে রাজপক্ষ দুর্বল হইয়া পড়িল। রাজার অপরিণামদর্শিতার শেষে রাজা ও

রানী উভয়েই অবমানিত, নিগৃহীত ও বন্দী হইলেন। ফ্রান্সের রাজনৈতিক-আকাশ দেখাচ্ছন্ন হইল। তুরোপের অজ্ঞাত রাজ-গণ প্রজাপতির বিকাশে প্রয়াস পলিলেন। অষ্ট্রিয়রাজ পুইয়ের ভালক ছিলেন। তিনি প্রসীয়ার ও সার্ডিনীয়ার রাজাদিগকে স্বমতে আনিয়া, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধাধোপা করিলেন। করাসী-রাজ ও সমরারোজন করিল। অষ্ট্রীয় ও প্রসীয়ার সৈন্ত পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। করাসীরা বিবেচনা করিল তাহাদের রাজ্য পলায়ন করিয়া দেশের শত্রুগণের সহিত যোগ দিতে বাইতে ছিলেন। ইহা শুনিয়া তাহারা রাজারাজিকে দেশের পক্ষ বলিয়া কাঁসী দিতে বিলম্ব করিল না। তখনতঃ ফ্রান্সে সাধারণ-তত্ত্ব স্থাপিত হইল। এদিকে তুরোপীয় রাজগণ পুনরায় যুদ্ধে আগমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দিক হইতে ফ্রান্স আক্রান্ত হইল। দেশের মধ্যেও ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল। লোকসাধারণ রাজনৈতিক ক্ষমতালোভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পর-স্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। অনেক স্বদেশপ্রেমিক স্বাধীনচেতা ব্যক্তি জরাদহস্তে প্রাণ হারাইতে লাগিলেন, রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল।

ফ্রান্সের অন্তর্বিদ্বেহের সুযোগ পাইয়া কর্শিকাবাসীরা স্বদেশকে স্বাধীন করিতে সচেষ্ট হইল। পেরলি পুনরায় তাহাদের অধিনায়ক হইলেন। নেপোলিয়ন এই সময় জাতীয়সৈন্তের অধিনায়করূপে কর্শিকায় ছিলেন। পেরলি তাঁহাকে সম্পূর্ণ আনিয়া ইংরাজহস্তে কর্শিকা সমর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন তাহাতে সম্মত হইলেন না। ফ্রান্সের সহিত কর্শিকার অধিকতর অবস্থাগত সম্বন্ধ দেখিয়া তিনি পেরলির ঘরের বিরুদ্ধবাদী হইলেন। এজন্য পেরলি তাঁহার শত্রু হইলেন। পেরলির উত্তেজনায় কর্শিকার লোকেরা নেপোলিয়নের গৃহ ভাঙ্গসাৎ করিল। তিনি নানাবিপদে উত্তীর্ণ হইয়া দাডা ও প্রাত্যভগিনী সমতিবাহারে ফ্রান্সে পলাইয়া আসিলেন এবং মার্সয়েল নগরে বাস করিলেন। তদবধি পরিবার-প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি চাকরীর প্রার্থনা করিলেন এবং একজন গোলন্দাজসৈন্তের কাপ্তেন পদ লাভ করিয়া টুলোঁর অবরোধকাণ্ডে প্রেরিত হইলেন। টুলোঁ ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলবর্তী নগর। তথাকার রাজপক্ষীয় অধিবাসীরা নগরটী ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। দাধারণতন্ত্রের পক্ষ হইতে অনেক চেষ্টা করিলেও এই স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। নেপোলিয়ন গোলন্দাজসৈন্তের অধিনায়করূপে আসিয়া, নিজ বুদ্ধিকোশলে নগর অধিকার করিলেন এবং ইংরাজেরা পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এখানেই

ইংরাজের সহিত নেপোলিয়নের প্রথম সাক্ষাৎ। অতঃপর নেপোলিয়নের পদোন্নতি হইল এবং তিনি অষ্ট্রিয়সৈন্তের বিরুদ্ধে আনন্দ-পর্যন্তের ভলদেশে বাইতে আদিষ্ট হইলেন। সেখানেও তাঁহার পরামর্শবৃত্ত কার্য করিয়া করাসীসৈন্য অনেক সুবিধালাভ করিল। কিন্তু গর্বমগ্ন সন্দেহক্রমে নেপোলিয়নকে পদচ্যুত করিলেন। দুই সপ্তাহ পরে নেপোলিয়ন বুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু পুনরায় কর্শ পাইলেন না। এজন্য তিনি রাজবানীতে গমন করিলেন। তথায় অর্থাভাবে তাঁহাকে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। এমন কি আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু ডিম্যশিসের অবা-চিত্ত অর্থসাহায্যে সে ব্যাভা রক্ষা পাইয়াছিলেন। কখনও বা তুর্ককে বাইরা হুলতানের অধীনে কার্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাহাহউক শীঘ্রই তাঁহার কষ্টের অবসান হইল।

করাসীদিগের জাতীয়-সমিতি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন-কার্য চালাইয়া লোকের বিরাগভাজন হইল। পারীসনগরের জনসাধারণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অরধারণ করিতে উন্মত্ত হইল। এই বিপদের সময় উক্ত সমিতি নেপোলিয়নকে রাজধানীস্থিত সৈন্যগণের সহকারী-সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। নামে মাত্র সহকারী হইলেও সমস্ত কার্যের ভারই নেপোলিয়নের উপর ন্যস্ত হইল। তিনি ছয়সহস্র সৈন্যমাত্র লইয়া বিজোহ-দমনে সমর্থ হইলেন। ক্রতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জাতীয়-সমিতি নেপোলিয়নকে সেনাপতির পদ প্রদান করিলেন।

এই সময়ে জাতীয়-সমিতি পাঁচজন লোকের হস্তে শাসন-ক্ষমতা দিয়া, অপর দুইটা জাতীয়সভার হস্তে ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও কার্যপরিদর্শনের ভার দিলেন। পাঁচজন শাসনকর্তা ডিরেক্টর নামে অভিহিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে ব্যারাস্ নামক ডিরেক্টর নেপোলিয়নের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় নেপোলিয়ন ইতালীস্থিত করাসীসৈন্তের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। জোসেফাইন্ নামী একটা সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থবোধ করেন। উক্ত রমণী সর্বাংশে নেপোলিয়নের উপযুক্ত ছিলেন। যেমন সুলতানী, সেইরূপ সঙ্গলশালিনী ও বিনীতস্বভাবা হওয়ার, তিনি নেপোলিয়নের মনোহরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। জোসেফাইনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক আস্থা গভীর ছিল। জোসেফাইনও বীরপ্রবরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহার একটা পুত্র ও একটা কন্যা ছিল—নেপোলিয়ন নিজ সন্তানের দ্বারা তাহাদিগকে ভালবাসিতেন। একদা পত্নীর সহবাসে

নেপোলিয়ন অধিক দিন কাটাতে পারিলেন না। শীঘ্রই তাঁরূকে সৈন্যদলে বাইরা উপস্থিত হইতে হইল।

এই সময় ইতালীসীমান্তস্থিত ৩৬ হাজার ফরাসীসৈন্যের দ্রুতবাহার একশেষ হইয়াছিল। শত্রু কর্তৃক বার বার পরাজিত হইয়া, তাহারা একবারে ভাঙোৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহাদের পরিসের বস্ত্র ছিন্ন এবং পদতল পাছকাবিহীন হইয়াছিল। কএকমাস খেতন না পাওয়ার আহারের কষ্টও ভোগ করিতে ছিল। নেপোলিয়ন তাহাদিগকে ভরার উৎসাহিত করিলেন এবং ইতালীতে লইয়া গিয়া তাহাদের সকল অভাব দূর করিবেন এরূপ আশা দিলেন। অন্নবরঞ্চ সেনাপতির উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইয়া, ফরাসীসৈন্য আল্পস-পর্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুপূর্ণ ইতালিদেশে উপস্থিত হইল এবং বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্যকে ক্রমাগত কএকটা যুদ্ধে পরাজিত করিল। সার্ডিনিয়ারাজ নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর অষ্ট্রীয়সৈন্য আক্রান্ত ও পরাজিত হইল। কিন্তু তাহারা হারিয়াও হারিল না। যুদ্ধবিশারদ সেনানীগণের অধীনে অষ্ট্রীয়-সম্রাট অনবরত সৈন্যদল পাঠাইতে লাগিলেন। নেপোলিয়নও ক্রমাগত তাহাদিগকে লোডি, আর্কোলা, রিভোলি ও কাটিলিয়ন প্রভৃতি স্থানে পরাজিত ও বিনষ্ট করিলেন। সমগ্র লম্বার্ডিপ্রদেশ ফরাসীরা অধিকার করিল ও তথায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। অষ্ট্রীয়-সম্রাটের উরমসের, আলভিভি, প্রোভেরা প্রভৃতি সমরকুশল সেনাপতিগণ বার বার পরাস্ত হইলেও তিনি সন্ধিস্থাপনে অগ্রসর হইলেন না। নেপোলিয়ন ইতালী হইতে নিজের সৈন্যদিগের অভাব মোচন করিয়া ফ্রান্সে বহু অর্থ, মূল্যবান চিত্র প্রভৃতি পাঠাইয়াছিলেন। এখন অজ্ঞাত স্থানের ফরাসীসৈন্যের সাহায্যার্থেও কিঞ্চিৎ অর্থ পাঠাইলেন। অতঃপর অষ্ট্রীয় আক্রমণের উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রীয়সেনাপতি রাকপুত্র চার্লস তাঁহার প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। নেপোলিয়ন ভিয়েনা হইতে অন্নবুর উপস্থিত হইলে অষ্ট্রীয়-সম্রাট অগত্যা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কাল্পো-ফর্মিও নামক স্থানে সন্ধি লটল। ফরাসীরা উত্তর ইতালি-লাভ করিল।

যুদ্ধ আর করিয়া নেপোলিয়ন রাজধানীতে প্রত্যাপ্ত হইলেন। দেশের লোক সুলভকণ্ঠে তাঁহার বশোপান করিতে লাগিল। সমস্ত যুরোপের চক্ষু নেপোলিয়নের দিকে আকৃষ্ট হইল। এখন সকলেই নেপোলিয়নকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য উৎসুক হইল। এই সময়ে নেপোলিয়ন ইংলণ্ড-আক্রমণের আয়োজন করিতে আদিষ্ট হইলেন ;

কিন্তু ইংলণ্ড আক্রমণ করা ফরাসীদের আর্থরিক ইচ্ছা ছিল না। অতঃপর নেপোলিয়ন মিসর আক্রমণ করিতে প্রেরিত হইলেন এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মে তারিখে টুল্লোর বন্দর হইতে ৪০ হাজার সৈন্যসহ মিসরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কএকজন বিদ্বান, পুরাতত্ত্বজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি নেপোলিয়নের সহিত গমন করিলেন। পশ্চিমধ্যে মার্টো অধিকার করিয়া নেপোলিয়ন মিসরের উপকূলে পৌঁছিলেন।

ইংরাজ-রণতরী তাঁহার অহুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা ফরাসী রণতরীর সাক্ষাৎ পাইয়া আক্রমণ ও কতক নষ্ট করিল। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন মিসর অধিকার করিতে সসৈন্তে মধ্যদিকে অগ্রসর হন। তৎকালে মিসর নামযাত্র তুর্কদের স্থল-তানের অধীন থাকিলেও, মাল্লুকোরা তথায় আধিপত্য করিতে ছিল। নেপোলিয়ন কএকটা যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া, মিসর অধিকার করিয়া লইলেন। ভারতবর্ষ আক্রমণ করা নেপোলিয়নের একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই জন্য টিপুসুলতানের সহিত তিনি দ্রুত পাঠাইয়া সন্ধি স্থাপন করেন। একবার ভারতে আসিতে পারিলেই তিনি ইংরাজবণিকগণকে বিপন্ন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিখ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিত্রতা করিয়া, নূতন সাম্রাজ্যস্থাপনেও রূতকার্য হইতে পারিতেন, কিন্তু স্থলপথে তুর্কদের দিকে অগ্রসর হইবার সময় একর নামক স্থান তিনি অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। ইংরাজের সাহায্যে তুর্কীসৈন্য নেপোলিয়নকে বার্থ মনোরথ করিল। তিনি মিসরে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে ইংরাজ-সাহায্যে প্রকাণ্ড একদল তুর্কীসৈন্য মিসর আক্রমণ করিল। কিন্তু নেপোলিয়ন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিলেন। তিনি অবিলম্বে সংবাদ পাইলেন ফ্রান্স চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়সম্রাট সন্ধিভঙ্গ করিয়া ইতালী আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছেন। অজ্ঞাত রাজগণ স্বযোগ বুঝিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ফরাসীরা কএকটা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া নেপোলিয়ন স্থির থাকিতে পারিলেন না। মিসর-শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া এবং সাহসী সেনাপতি ক্রেবারকে সৈন্যপত্যা দিয়া কএকজন অগ্রচর ও সেনানী লইয়া নেপোলিয়ন একখানি ক্ষুদ্র শোভে আরোহণ করিলেন এবং আফ্রিকার কূল দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ আগষ্ট-বর্ষদেশাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৪১ দিবস সমুদ্রপথে থাকিয়া ফ্রান্সের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। পশ্চিমধ্যে ইংরাজরণতরী তাঁহার ক্ষুদ্র পোতখানি ধরিবার জন্য অহুসরণ করিয়াছিল। দৈবাহুগ্ৰহে নেপোলিয়ন নিরাপদে দরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এ সময় করাসীরা ভিরেটের উপাধিধারী শাসনকর্তাদের উপর বিরক্ত হইরাছিল। স্বাৰ্ধশর ভিরেটেরগণ দেশের হিত-সাধনে সৰ্ব্ব হন নাই। কাজেই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন আবশ্যক হইরাছিল। দেশের সকললোকই নেপোলিয়নের আগমনে বিশেষ উৎসাহিত হইল। সকলেই তাঁহার সৰ্ব্বজন্য করিতে লাগিল। কিন্তু কোন কোন ভিরেটের তাঁহার প্রতি-কূল আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে সকলের প্রিয় হইরাছেন, ইহা তাঁহাদের ভাল লাগিল না। তাঁহাকে চক্রান্ত-কারী বলিয়া ঘৃণ ও বন্দি করিতেও কেহ কেহ প্রবৃত্ত হইল। কার্যতঃ নেপোলিয়ন ভিরেটেরবিগের ক্ষমতালোপ করিয়া নিজে সৰ্ব্বস্বত্ব হইলেন। তিনি একপাশে সকল বিষয়ের বন্দো-বস্ত করিয়াছিলেন যে, বিনা রক্তপাতে তিনি সকল ক্ষমতা স্বহস্তে পাইলেন। তিনি প্রধান কন্সল (Consul) হইলেন। অপর দুইজন তাঁহার সহকারী হইল। নতুন শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইল। সকলেই আশার উৎকল হইয়া, নেপোলিয়নের কার্যা প্রণালীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ফ্রান্সের সৰ্ব্বময়কর্তা হইয়া নেপোলিয়ন প্রথমতঃ যুরোপীয় রাজগণের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। অষ্ট্রীয়-সম্রাট ও ইংলণ্ডকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহার স্বীকৃত হইলেন না। সন্ধির আশা নাই দেখিয়া, অগত্যা নেপোলিয়ন যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু ফ্রান্সের আভ্যন্তরিক অবস্থা তৎকালে এরূপ শোচনীয় হইরাছিল যে, তিনি অতি কষ্টে চল্লিশহাজার সৈন্তসংগ্রহ করিলেন। অষ্ট্রীয়-সৈন্তগণ এই সময় ইতালী পুনরধিকার করিয়া ফরাসী সেনা-পতি মেনেসাকে জেনোয়া নগরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নেপোলিয়ন-সৈন্য মহাহরারোহে আদ্রস্পর্কতের উচ্চশিখর অতিক্রম করিয়া অষ্ট্রীয়সৈন্যের পশ্চাত্তাগে উপস্থিত হইলেন। তাহার শত্রুর আগমন আশঙ্কা করে নাই, এরূপ সহসা তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। অবশেষে মরেকো নামক স্থানে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। অষ্ট্রীয়-সেনাপতি মেলাস বাতীজার সৈন্য লইয়া ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এ সময়ে আঠারহাজার ফরাসী সৈন্যমাত্র তথায় উপস্থিত ছিল। স্বয়ং নেপোলিয়ন যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়াও মেলাসের গতিরোধ করিতে সৰ্ব্ব হইলেন না। উত্তরপক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ফরাসীসৈন্য পশ্চাৎ পদ হইল। মেলাস যুদ্ধ জয়ী হইরাছেন মনে করিয়া যুরোপীয় রাজগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, নেপোলিয়নকে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু পরকণে আর একদল ফরাসী সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হওয়ার মেলাস পরাস্ত হইলেন এবং

সমগ্র ইতালী শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়া, তিনি স্বকোপিতবুধে পলায়ন করিলেন। যুদ্ধের করিয়া নেপোলিয়ন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অষ্ট্রীয়সম্রাট পরাস্ত হইয়াও, সহসা সন্ধি করিতে উদ্যোগী হইলেন না। কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ থাকিল মাত্র। পুনরায় দুইকবার বলপূর্বক হইল। অষ্ট্রীয়সম্রাট পুনরায় পরাস্ত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। এবার এককটি প্রদেশ ফরাসীদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর ইংরাজ গবৰ্ণমেন্ট দেখিলেন, তাঁহাদের মিত্ররাজ অষ্ট্রীয়সম্রাট ফরাসীদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইরাছেন। এখন তাঁহারাও স্বদেশের উদারনৈতিকগণের পরামর্শ অনুসারে নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি করিতে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ-দূত লর্ড কর্ণওয়ালিসের চেষ্টার সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহাই এমিলের সন্ধি নামে খ্যাত। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ২৭এ মার্চ এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই সন্ধিযারা ইংরাজেরা সিংহল ব্যতীত তাবৎ যুদ্ধলব্ধস্থান ফরাসী ও ওলন্দাজদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর যুরোপীয় অন্যান্য রাজগণের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল। এতদিন যুরোপে যে মহাসমরানল জ্বলিতে ছিল, নেপোলিয়নের চেষ্টার তাহা নিৰ্ম্মাপিত হইল। ফরাসীরা ক্রতজতার চিহ্নরূপে তাঁহাকে যাবজীবন কন্সল রিযুক্ত করিয়া, উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন।

এই সময়ে ফ্রান্সের ভূতপূর্ব রাজবংশীয় রাজপুত্র লুই ফ্রান্সের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় নেপোলিয়নকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে নেপোলিয়নকে পুরস্কাররূপে সৰ্বোচ্চপদ প্রদান করিতে চাহিয়া-ছিলেন, কিন্তু ফরাসীরা বোর্কোবংশীয়গণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ জানিয়া, তিনি তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহাতে রাজপক্ষীয় লোকেরা ভিতরে ভিতরে নানাপ্রকার যড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহার গুপ্তভাবে নেপোলিয়নকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিল। এক সময়ে তাহার পথে তাঁহার অস্থান বাক্স দিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই। নেপোলিয়ন দয়াপরবশ হইয়া দেশ হইতে তাড়িত যে ফরাসীদিগকে স্বদেশে ফিরিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তাহার এখন অবসর পাইয়া তাঁহারই প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এমিলের সন্ধির পর, ইংরাজেরা বাণিজ্যবিত্তারের সুবিধা অব্ধেণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফরাসীদিগের বাহাতে শিল্পবাণিজ্যের অবনতি হইতে পারে, ইংরাজদিগকে নেপোলিয়ন এরূপ সুবিধা দিতে পারিলেন না, ইংরাজেরা অসন্তুষ্ট হইলেন। ভূমধ্যসাগরস্থ মাল্টা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া সন্ধি-

জল হইল। পূর্ণকৃত সন্ধিয়ার ইংরাজেরা মাঠা ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যত দিন গত হইতে লাগিল, ততই উক্ত দীপ ছাড়িতে তাঁহাদের মায়ী হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন সন্ধিসম্মতরূপে কার্য্য করিতে ইংরাজ-দূতকে দীড়াদীড় করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংরাজের সহিত নেপোলিয়নের বিবাদ বাধিল। এমিলের সন্ধিসূত্রে একবৎসর যৌলদিন মাত্র উভয় জাতি আবদ্ধ থাকিয়া পুনরায় যুদ্ধজ্ঞা করিলেন। যুদ্ধাধাণা করিবার পূর্বে ইংরাজ-রণতরী কএকখানি করাসীরা বাণিজ্যপোত আটক করিলেন। নেপোলিয়নও প্রতিশোধ লইবার জন্য ফ্রান্স ও তদধিকৃত দেশসমূহে যে সকল ইংরাজ কার্য্যোপলক্ষে অবস্থিত করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদিগকে আটক করিলেন। অতঃপর ইংলণ্ডের শৈতৃক-রাজ্য হেনড্রি ফরাসীরা অধিকার করিল, কিন্তু বাহাতে উত্তরজাতির মধ্যে বিবাদের দীর্ঘ নিষ্পত্তি হয়, তজ্জ্ঞ নেপোলিয়ন সচেষ্ট হইলেন। ইংরাজেরা জলযুদ্ধে প্রবল। তাঁহাদের অর্থসাহায্যে যুরোপীয় সকল রাজাই ফ্রান্সের পক্ষ হইতে পারেন, তাহা নেপোলিয়ন বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। ইংরাজজাতিকে বিশেষ বিপর্য্য করিতে তাঁহার ইচ্ছা উদ্দীপ্ত হইল। তিনি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু করাসীরা স্থলে প্রবল হইলেও জলযুদ্ধে ইংরাজদিগের সমকক্ষ ছিল না। এজ্জ তিনি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের উদ্যোগ করিলেন। ফ্রান্সের সকল লোকই এই কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহ দেখাইতে লাগিল। অনেক লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থসাহায্য করিল। ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে রণপোত নির্মিত হইতে লাগিল। ছোট বড় নানাপ্রকার পোতনির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল। বুলোয়নি প্রভৃতি স্থানে অনেক সৈন্ত সমবেত হইল। ইংরাজ গবর্নেন্ট ভীত হইলেন। এ সময় উইলিয়ম-পিট ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বুদ্ধিকৌশলে নেপোলিয়নকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজনীতি-কৌশলে ক্রিয়া, অস্ট্রিয়া ও নেপলস প্রভৃতি স্থানের রাজগণ ফ্রান্স আক্রমণ করিতে সম্মত হইলেন; পিট তাঁহাদিগকে যুদ্ধের বায়স্বরূপ ভূরিপরিমাণ অর্থদান করিতে প্রীকৃত হইলেন। ইংলণ্ডের অর্থসাহায্যে অস্ট্রিয়া ও কন-সম্রাট সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের নিকট এ সকল সংবাদ পৌছিল, কিন্তু তিনি ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া সকল গোলযোগ মীমাংসা করিতে পারিবেন মনে করিয়া তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে নেপোলিয়নকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার জন্ত বোর্কোপক্ষীয় লোকেরা চেষ্টা করিতে লাগিল। হুই একজন সেনাপতিও এই চক্রান্তে যোগ

দিলেন। একজন রাজপুত্র ফ্রান্সের মীমান্তভাগে থাকিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে করাসী-পুলিশ ইহার সংবাদ পাইল। তাহাদের চেষ্টায় দীর্ঘই বড়বস্ত্রকারীরা ধৃত হইল। লকলেই অপরাধ স্বীকার করিল এবং ইংরাজদিগের নিকট অর্থসাহায্য পাইয়াছে তাহাও বলিল। ধৃতব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মহত্যা করিল, কেহবা অস্বাস্থ্য হস্তে প্রাণবিসর্জন দিল। মীমান্তবাসী রাজপুত্রটীও ধৃত হইলেন। সামরিক-বিচারালয়ে তাঁহার বিচার ও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। নেপোলিয়ন সমরমত সংবাদ পাইলে রাজপুত্রটীর প্রাণরক্ষা করিতে, কিন্তু তাহা হয় নাই। এজ্জ কেহ কেহ নেপোলিয়নকে দোষ দিয়া থাকেন। বাহা-হউক, করাসীরা বুঝিতে পারিল যে, নেপোলিয়নের জীবন কত মূল্যবান এবং গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার প্রাণ হারাইবার বিরূপ সম্ভাবনা, সেজ্জ দীর্ঘই তাহারা তাঁহাকে ফ্রান্সের সম্রাটপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। রোন হইতে পোপ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করেন। পূর্বে কখনও কোন রাজার অভিষেককালে পোপ উপস্থিত হন নাই।

সম্রাটপদে আসীন হইয়া, নেপোলিয়ন পুনরায় সন্ধির চেষ্টা করিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, সমরানল একবার প্রজ্জলিত হইলে সহজে নির্বাপিত হইবে না। এজ্জ সন্ধির প্রার্থনা করিয়া ইংলণ্ডেরকে পত্র লিখিলেন, কিন্তু ইংরাজ গবর্নেন্ট সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই নেপোলিয়ন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি সমুদ্রতীরে পূর্বেই এক-লক্ষ বাটীহাজার সৈন্ত ও ভূরিপরিমাণ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সৈন্ত পার করিবার অনেক নৌকাও সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু এক বছর রণতরী না লইয়া তিনি যাত্রা করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন না। তাঁহার নোসেনাপতি একবছর রণতরী লইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। ইংরাজ-রণপোতও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া স্পেনের উপকূলে উপস্থিত হইলেন এবং একবছর ইংরাজ-রণতরী পরাজিত করিলেন; কিন্তু কএকখানি রণপোত সামান্তরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার, বুলোয়নিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিল না। নেপোলিয়ন অধীরভাবে নোসেনাপতির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেনাপতি সমরমত আসিয়া উপস্থিত না হওয়ার তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। এই সেনাপতির দৌর্ভেদ্য শেষে করাসীররণপোত বিধ্বস্ত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন ইংলণ্ড আক্রমণের সঙ্কল্প পরিভাগ করিয়া অস্ট্রিয়া অভিমুখে বাণিত হইলেন। তাঁহার নোসেনাপতি যদি সমরমত আসিয়া উপস্থিত

হইতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অন্তর্গত কি ঘটিল বলা যায় না। ভাগ্যবলে ইংলণ্ড রক্ষা পাইল। এমিকে অষ্ট্রিয়ৈন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়া উল্লেখ্য নামক স্থান অধিকার করিল। কয়েকটা তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রতাপে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া নেপোলিয়ন সৈন্যে অনুপ্রাণিত করিয়া দিলেন এবং প্রতাপে অগ্রসর হইয়া উল্লেখ্য নামক স্থান অধিকার করিয়া চতুর্দিক হইতে বেঁটন করিলেন। পরদিনে পরাজিত ও বন্দী হইল। অতঃপর নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়-রাজধানী ভিয়েনা অধিকৃত করিয়া দিলেন। অবশেষে ভিয়েনা অধিকৃত হইল। তখন কয়েকটা আসিয়া উপস্থিত হইরাছিল। অটোনিজ নামক স্থানে উত্তর সৈন্যের লাক্ষ্য হইল। সমবেত অষ্ট্রিয় ও কয়েকটা পরাজিত ও বন্দী হইল। অষ্ট্রিয়-সম্রাট গ্যুস্তাভ নাই দেখিয়া, সন্ধির প্রার্থনা করিলেন এবং স্বয়ং আসিয়া নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময় নেপোলিয়ন কয়েকটা সৈন্যসহ বন্দী করিতে পারিলেন। কিন্তু তাহা না করিয়া নিজ উপরতা দেখাইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। তদনন্তর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বুদ্ধিকোশলে ফ্রান্সের এই বিপদ ঘটনা ছিল, যুরোপীয় রাজগণ ফ্রান্সের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইরাছিলেন। এখন তাহাদের পরাজয় ঘটিলে মনোহরণে মন্ত্রি প্রবর প্রাণত্যাগ করিলেন। পিটের মৃত্যুতে চার্লস্ কক্স প্রভৃতি উদার নৈতিকগণ মন্ত্রিসভা করিলেন। নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি স্থাপন কর্তব্য একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হওয়ার সন্ধি স্থাপিত হইল না।

রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নেপোলিয়ন দেশহিতকর কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। নানা স্থানে রাস্তা, সেতু ও খাল খননাদি হইতে লাগিল। পারীসহরের নিয়ন্ত্রণে যে সকল পয়ঃপ্রণালী ছিল, তাহার সংস্কার কার্য আরম্ভ হইল। তৎকালে ফরাসীরা ভারতীয় চিনি ব্যবহার করিত, কিন্তু ইংল্যান্ডের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার চিনি প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিল। এজন্য নেপোলিয়ন বিট্রুল হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করিলেন। তদবধি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিট্র চিনি প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপ চতুর্দিকে দেশহিতকর কার্য আরম্ভ করিয়া, নেপোলিয়ন সকলের ধনবাদের পাত্র হইলেন। পূর্বেই তিনি ‘কোড-নেপোলিয়ন’ নামক ব্যবস্থাপত্রক বিধিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে রোমানকালিক ধর্ম বিপ্লবের সময় অস্বীকৃত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন পুনরায় তাহা স্থাপন করিলেন। তিনি বংশধরাদির আদর না করিয়া ভগ্নাবশেষে সকলকে রাজকার্যে নিয়োগ করিতেন এবং ভদ্র ও বিদ্বান

লোকের সম্মান করিতেন। বিশ্বদর্শকের উন্নতিকর কার্য করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। তিনি ফ্রান্সে বিজ্ঞানের স্থাপন ও বালিকা বিদ্যালয়ে উৎসাহ দিয়া ফ্রান্সে নবযুগের আধিক্য করিয়া গিয়াছেন। তাহার দায়িত্ব ছিল যে, যা ভাল হইলে সম্মান ও ভাল হয়, এজন্য বালিকারা বাহ্যে উত্তমরূপ আচরণ গৃহকর্তৃ ও সম্মানপালনাদি শিক্ষা করে, তন্মধ্যে তিনি তেজিত ছিলেন। তাহার শিক্ষকেরা উপস্থিত হইলে নেপোলিয়ন আশীর্বাদিত সাহায্য করিতেন। তিনি ছাত্রবৃন্দের সমস্ত যে সকল লোকের নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিলে বিশেষ আশ্বাসিত হইতেন।

এই সময়ে নেপোলিয়ন ব্যাভেরিয়া ও উরুচেরগের অধিপতি-কয়েক রাজ্যোপাধি দান করেন। অত্যাধি ঔরুগার এই উপাধি ভোগ করিতেছেন। অতঃপর নেপোলিয়নকে লিহোলন্দ্র্য করিয়া তৎপরে বীর কোর্ডোভা জোসেফকে প্রভিত্তি করিলেন। উক্ত ভূপতিতে নেপোলিয়ন তিনবার কমা করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্থবার ইংল্যান্ডের উত্তম-নার নেপোলিয়ন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধোৎসাহ করিয়াছিলেন এবং নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ের যুদ্ধার্থ গমন করিলে ইতালি স্থিত ফরাসীদিগকে আক্রমণ করেন। কাজেই তাহাকে স্বপক্ষে রাখিলে ফ্রান্সের অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহাকে পরচ্যুত করিলেন। নেপোলিয়ন আনন্দের সহিত জোসেফকে অত্যাধি করিয়াছিলেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রুসিয়ার সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধ অপরিসীম হইয়া উঠিল। পূর্ববাদের অষ্ট্রিয় যুদ্ধসময়ে প্রুসিয়া কয়েক সহিত যোগদান করিত, কিন্তু অটোনিজ নেপোলিয়ন জরলাত করায়, সাহস করিয়া তাহারা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয় নাই। এখন কয়েক উৎসাহ ও সৈন্যসাহায্য পাইবার আশায় প্রুসিয়ার যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইল। প্রুসিয়ার অধিপতি ফ্রেডরিক উইলিয়ম পাঁচতমাব বিজয়নশীল ছিলেন। তিনি শাস্তির পক্ষপাতী হইলেও, এখন তাহার মত টিকিল না। তাহার সহধর্মী ও রাজপরিবারস্থ সকলে ভূমধ্যী ও সেনাপতিগণের সহিত একমত হইয়া যুদ্ধ করাই স্থিরনিদ্ধান্ত করিলেন। নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়াগমনকালে প্রুসিয়ার দিক্ত কোন স্থান দিয়া বাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রুসিয়ার দিক্ত তিনি মিট-কথার ভূট করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাকে সপক্ষে রাখা নেপোলিয়নের একান্ত ইচ্ছা ছিল। একজন ইংলণ্ডের পৈতৃকরাজ্য হনোবর অধিকার করিয়া, নেপোলিয়ন তাহাকে দিয়াছিলেন। এখন প্রুসিয়ার নেপোলিয়নকে হস্ত ও ইতালী ছাড়িতে বলিল। নেপোলিয়ন স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই

বুদ্ধ বাধিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে করাচীয়া প্রবিয়ার প্রবেশ করিল। দুই একটা খণ্ডবুড়ের পর, মেনা নামক স্থানে উত্তরণকে সাক্ষাৎ হইল। কএক বর্টা ভীষণ বুড়ের পর প্রবিয়ার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। সেই দিবসেই প্রবিয়ারাজ ৬৩ হাজার সৈন্ত লইয়া নেপোলিয়নের একজন সেনাপতিকের ঔরতাদ নামক স্থানে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সেনাপতি ২৬ হাজার সৈন্তমাত্র লইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। অতঃপর হুতভঙ্গ প্রবেশসোণগ দলে দলে আশ্রয়পর্ণ করিতে লাগিল। করাচীয়া রাজধানী বার্লিন অধিকার করিল। প্রবিয়ারাজ পলায়ন করিয়া কবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়ন শত্রুরাজ্য অধিকার করিয়াও শাস্তি-স্থাপনে বস্ত করিলেন এবং প্রবিয়ারাজকে তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কব-সম্রাটের অমতে সন্ধিস্থাপন করিতে চাহিলেন না। নেপোলিয়ন জুঁক হইলেন। যুদ্ধ ভিন্ন উপারান্তর নাই দেখিয়া, নেপোলিয়ন কবিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। কবদিগের সহিত প্রথমে কএকটা খণ্ডবুড় হয়। অবশেষে ফ্রিডলাণ্ড নামক স্থানে কবসৈন্ত পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইলে গতান্তর নাই দেখিয়া কব-সম্রাট সন্ধির প্রার্থী হইলেন। কবসম্রাটের সহিত টিলসিট নামক স্থানে নেপোলিয়নের সাক্ষাৎ হইল। নেপোলিয়নকে সঙ্গরে গ্রহণ করিয়া, কবসম্রাট তাঁহার সহিত বন্ধুত্বপুত্রে আবদ্ধ হইলেন। নেপোলিয়ন অপরাপর রাজগণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দেখিয়া, তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনের মূল্য নাই দেখিয়া, কবসম্রাটকে স্বপক্ষে আনিতে যত্নশীল হইলেন। নেপোলিয়নের ব্যবহার ও কার্যে মুগ্ধ হইয়া, কবসম্রাট আলেকসান্দার তাঁহার চিরবন্ধু হইবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

পূর্বে পোলণ নামে একটা বস্ত্র রাজ্য ছিল; কিন্তু কবিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া উক্ত রাজ্যটা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এখন নেপোলিয়ন প্রবিয়ার অংশে যে ভাগটা ছিল সেটা পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন। সাক্সনিয় অধিপতিকের রাজ্যোপাধি দিয়া তাঁহার তত্তাবধারণে এই ক্ষুদ্র প্রদেশটা স্থাপন করিলেন। প্রবিয়া হইতে অপর একভাগ লইয়া ওয়েস্টফেলিয়া নামে একটা রাজ্য সংগঠন করিলেন এবং নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা জিরোমকে সেই রাজ্য প্রদান করিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে তাঁহার অপর এক ভ্রাতা হলণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

যখন কবের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন অষ্ট্রিয়সম্রাটও পোপনে পুনরায় যুদ্ধোদ্যম করিতেছিলেন; কিন্তু কব

পরাজিত হওয়ার, তিনি সমরোত্তোগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। ইংরাজেরা সকলকেই যুদ্ধে উৎসাহ দিতেছিলেন, অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন ও যুদ্ধোপকরণ পাঠাইতেছিলেন; কিন্তু যুরোপীয় শক্তিগুণ পরাজিত হওয়ার, তাঁহাদের সকল আশাই নির্মূল হইল। তাঁহারা করাচীদেশে জলপথে কাহাকেও বাণিজ্যার্থ যাইতে দিবেন না, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে নেপোলিয়নও নিজরাজ্যে ও মিত্ররাজ্যে ইংরাজদিগের বাণিজ্যব্যবস্থাইলে, অধিকার করিবার জন্ত আপন কর্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন। বাণ্টিকসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের কুল পর্যন্ত ইংরাজের পণ্যজব্য আনয়ন করা রহিত হইল। কবসম্রাট ও নেপোলিয়ন উভয়ের শত্রুকে অতঃপর নিজস্ব জ্ঞান করিয়েন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এখন যুরোপের মধ্যে ক্ষুদ্র পৃষ্ঠগাল ভিন্ন ইংরাজের আর মিত্র রহিল না। সকলেই নেপোলিয়নের বশীভূত হইল। বিশেষতঃ কবসম্রাটের বন্ধুত্বলাভে নেপোলিয়ন এখন আপনাকে বলীয়ান মনে করিতে লাগিলেন। কবসম্রাট আভেক-সাল্লার ইংরাজরাজকে সন্ধি করিতে অহরোধ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া বরং গর্জিতভাবে উত্তর করিলেন। কাজেই তিনিও ইংরাজের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর পৃষ্ঠগালরাজকে স্বপক্ষে আনিবার জন্ত নেপোলিয়ন চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যদি নেপোলিয়ন শাস্ত্রমতাব প্রবিয়াপতিকের অধিকাংশ রাজ্য ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার ক্রতজতা ও চিরবন্ধুত্বলাভে সমর্থ হইতেন। অথবা যখন প্রবিয়ার রাণী নেপোলিয়নের নিকট আসিয়া গাণ্ডিবার্গ জুর্গটীমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেও বোধ হয় প্রথমতিকে মিত্রতাপাশে বদ্ধ রাখিতে পারিতেন; কিন্তু রাণীকে যুদ্ধের মূলীভূত কারণ জানিয়া নেপোলিয়ন উদারতা দেখান নাই। কাজেই প্রবিয়াধিপতি অন্তরে নেপোলিয়নের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এদিকে পৃষ্ঠগালরাজ নেপোলিয়নের কথামত ইংরাজের পক্ষ ভাগ্য না করায়, তাঁহার রাজ্য করাচীয়া আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের শেষে এই ঘটনা ঘটে।

এই সময়ে স্পেনদেশীয় রাজপরিবার মধ্যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। রাজা চার্লস রাজকক্ষে মনোবোগ করিতে নাই। রাণীর প্রিয়পাত্রেরা রাজকার্য্য চানাইত। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছামত চলিতে পারিতেন না। কাজেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজপুত্র কার্লিনাও পিতাকে বলপূর্বক রাজ্যচ্যুত করিতে বনহু করিয়া, মাতার সূত্বে রটনা করিতে লাগিলেন এবং রাণীর প্রিয়পাত্রকে বিশেষ লাঞ্ছিত করিলেন। রাজকুমার

কলপূর্বক রাজা চার্লসকে সিংহাসন ভাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং প্রজাসাধারণকে শিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে আদেশ দিলেন ; কিন্তু নেপোলিয়নের বিনামূল্যেতে রাজাসন অধিকার করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার মন্ত লইবার জন্য রাজপুত্র ক্রাঙ্গে আসিলেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজা চার্লস যশরিবারে নেপোলিয়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র মাতার কুচরিত্রের কথা বলিলে, রাণীও সকলের সম্মুখে রাজকুমারকে জারজ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। রাজা পুত্রকে রাজবিরোধী বলিয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। নেপোলিয়ন মহা সমতার পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অতঃপর রাজা চার্লস সন্তোষের সহিত আপন রাজা নেপোলিয়নকে ছাড়িয়া দিলেন। রাজকুমার নিজ স্বত্ব সহসা পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হওয়ার রাজবিরোধী বলিয়া তাঁহার বিচার হইবার কথা হইল। তখন প্রীত হইয়া রাজকুমার স্বত্বত্যাগ করিলেন। এইরূপ বিনা চেষ্টাতেই নেপোলিয়ন স্পেন হস্তগত করিলেন এবং নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা জোসেফকে নেপোলস হইতে আনাইয়া স্পেনের রাজা করিলেন ; কিন্তু নিজে না লইয়া, যদি নেপোলিয়ন স্পেনদেশের রাজ্যসনে কনিষ্ঠ রাজকুমারকে বসাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জায়গরতা প্রকাশ পাইত। এ সময় স্পেনবাসীরা নিতান্ত হীনাবস্থায় ছিল। তাহারা যুরোপীয় অজ্ঞাত জাতি অপেক্ষা শিক্ষা ও সভ্যতায় অনেক পশ্চাৎ পড়িয়াছিল। স্পেনের উন্নতিমাধন নেপোলিয়নের একান্ত অভিলাষ ছিল। স্পেনের উন্নতিশীল লোকেরা নেপোলিয়নের কার্যে সন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু ভূস্বামী ও পাদরীগণ অজ্ঞ লেখকদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল এবং শীঘ্রই বিরোধ-বন্ধি জলিয়া উঠিল। ইংরাজ গবর্নমেন্ট বিরোধীদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং তাহাদের সাহায্যার্থ সৈন্ত পাঠাইলেন। একদল ফরাসীসৈন্তকে স্পেনবাসীরা পরাস্ত করিল। স্বয়ং নেপোলিয়ন স্পেনে আসিলেন এবং কএকটা যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইলেন। ইংরাজ সেনানী পরায়ন করিলেন। তাঁহার সৈন্য পোতারোহণ করিল ; কিন্তু সৈনিকপ্রধান ফরাসীদের গোলায় আঘাতে নিহত হইলেন। ফরাসীরা সন্ধানের সহিত তাঁহাকে গোর দিল।

নেপোলিয়নের স্পেনে গমনরূপ সুযোগ পাইয়া, অষ্ট্রীয়সম্রাট পুনরায় যুদ্ধসজ্জা করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে বিরক্ত হইলেন না। রুসিয়ার সহিত নেপোলিয়নের যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন অষ্ট্রিয়াও গোপনে যুদ্ধসজ্জা করিতেছিল ; তৎপরে নেপোলিয়ন জরী হওয়ার অষ্ট্রীয়সম্রাট অস্ত্রধারণে আত্ম ছিলেন। এখন সর্বদিকে নেপোলিয়ন স্পেনে অবস্থিত

করিভেছে এবং স্পেন অধিকার করিতেই বিব্রত আছেন, ইহা তাহারা অষ্ট্রীয়সম্রাট অবগারণ করিলেন এবং যুদ্ধরাজ্যের পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র চিন্তিত হইলেন। তাঁহার সৈন্তসকল লানাহানে অবস্থিত থাকার, তিনি যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রস্তুত ছিলেন না ; কাজেই এ অবস্থায় শান্তিরক্ষা তির উপায় মাই দেখিয়া তিনি শান্তির চেষ্টা করিলেন। রুসসম্রাটকে যথাস্থ মানিয়া বিবাদ মিটাইতে চাহিলেন ; কিন্তু অষ্ট্রীয়সম্রাট নিজ সুযোগ বুঝিয়া ছিলেন, একজন সন্ধির কথার কর্ণপাত না করিয়া ক্রাঙ্কের মিত্ররাজ্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া নেপোলিয়ন ক্রতপদে ক্রাঙ্কে আসিলেন এবং কিপ্রতাসহকারে সৈন্তসংগ্রহ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া ৪ লক্ষ অষ্ট্রীয়সৈন্তের গতিরোধ করিতে কিছুদূর হইলক সৈন্তসংগ্রহে সমর্থ হইলেন। সেই সেনাবাহিনী লইয়াই তিনি অগ্রসর হইলেন এবং পুনরায় অষ্ট্রীয় রাজধানী ভিয়েনা অধিকার করিলেন। অবশেষে ওয়েগ্রামের যুদ্ধে অষ্ট্রীয়-সৈন্ত একেবারে পরাজিত হইল। তখন নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়-সম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড করিতে ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু যে কারণেই হউক সে সমস্ত কার্যে পরিণত করেন নাই। অষ্ট্রীয়সম্রাট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। ইত্যবসরে ইংরাজেরা বেলজিয়ম আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

এই যুদ্ধাবসানে নেপোলিয়ন দেখিলেন যুরোপীয় রাজগণ তাঁহাকে শান্তিসুখ ভোগ করিতে দিতেছেন না। যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরে ব্যাপ্ত হওয়ার দেশের অজ্ঞান অর্থনাশ ও শোণিতপাত হইতেছে। দেশহিতকর কার্যে তাদৃশ মনোযোগ দিবার জরুর ঘটতেছে না। ফরাসীনোবল বিস্তারের সুযোগে এবং শিরবাণিজ্যের উন্নতিকার্যেও তিনি বিশেষ মনোযোগী হইতে পারিতেছেন না ; এজন্য যুরোপীয় কোন রাজবংশের সহিত তিনি শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপনে যত্নশীল হইলেন। তদীয় পরী জোসেফাইন অশেষ গুণশালিনী ও স্বামীগতপ্রাণা হইলেও তাঁহার ঔরসে গর্ভধারণ করেন নাই। তিনি পুত্রমুখ দেখিয়া স্থনী হইতে পারিলেন না। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি রাজবংশীয় কোন কন্ডার পাণিগ্রহণ করিতে মনন করিলেন। খুটানদের মধ্যে একপত্নী থাকিতে অল্পপত্নী বিবাহ নিষিদ্ধ কার্য। এজন্য জোসেফাইনকে ছাড়িবার আবশ্যকতা হইল। নেপোলিয়ন কেবলমাত্র নিজের অজ্ঞ হইলে, এজন্য কার্য কখনই করিতেন না ; কিন্তু ক্রাঙ্কের হিতের জন্য তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, পত্নী-পরিত্যাগ তাঁহার নিরঙ্ক

কোন কথা। একদিকে দেশের অর্থাভাবগে যেমন প্রাণ-
সলীর, অপর পক্ষে রাজনীতির জন্য পরীত্যাগ তেমনই দৃষ্টির
হইলেও পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। কর্গাণী সেনেট-
সভা তাঁহার এই কার্যের অনুমোদন করিলেন। জোসেফাইন
নিজ উদারতা দেখাইয়া ইহাতে সম্মতি দিলেন। পরে অষ্ট্রীয়-

সম্রাটকুমারী বেরারা লুইসার সহিত ১৮১০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে
নেপোলিয়নের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইল এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের
মার্চ মাসে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিষ্ট হইল। নেপোলিয়ন ও
ফ্রান্সবাসীদিগের ইহাতে আনন্দের সীমা রহিল না। চতুর্দিকেই
এ সময় অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজ করিতেছিল।



নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

এই সময় নেপোলিয়ন শুনিলেন, রুশসম্রাট তাঁহার মিত্র
হইয়াও অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া এবং সুইডেনের সহিত ইংলণ্ডের
বাগিকাসমূহকে নুতনচুক্তি করিতেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের বাগিকা-
ত্রব্য দেশে প্রবেশ করিতে দিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকি-
লেও তাঁহারই রাজ্য দিয়া ইংল্যান্ডের পণ্যত্রব্য যুরোপে প্রবেশ-
লাভ করিতেছে। রুশসম্রাট মিত্রতা ছাড়িয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ
করিতে উত্তেজিত হইতেছেন এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দেও পূর্ব পূর্ব
পর্যায়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য বেন বলপন্নাকার অবসর

অবেশ্য করিতেছেন। শান্তিরক্ষার প্রয়াসী হইয়া নেপোলিয়ন
রুশসম্রাটকে স্বপক্ষে আনিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। ইংল্যান্ডের
বাগিকাবিষয়ক বিধানের কড়াকড়ি কমানিতে চাহিলেন; কিন্তু
তাঁহাতেও রুশসম্রাট সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি তুরস্কের অন্তর্গত
কএকটা প্রদেশ অধিকার করিতে চাহিলেন এবং নেপোলিয়ন
কোনও কালে পোলওরাজ্য পুনরুৎস্থাপনে ব্রতী হইবেন না,
এরূপ প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু ইহাতে নেপোলিয়ন সীকৃত
হইলেন না। কাজেই যুদ্ধ অপরিবার্য হইয়া উঠিল।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন সাত্বে ডিনলক করানী পদাতি, ঘাটীহাজার অবারোহী, বারশত কানান লইয়া নেপোলিয়ন কবলীনায়ে উপস্থিত হইলেন। অষ্ট্রীয় ও প্রুসীয় সৈন্যেরা তাঁহার সহায়তার জন্য চলিল। নেপোলিয়ন আর একবার সন্ধির চেষ্টা করিলেন এবং ক্রুসসম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইলেন না। এই সময় যদি নেপোলিয়ন পোলওরান্দা পুনঃসংস্থাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা পাইত। একটা সাহসী-জাতিকে স্বাধীন করা হইত। ক্রুসসম্রাটকে যুরোপীয় শক্তি-পুঞ্জ হইতে দূরে রাখা হইত এবং ক্রুসযুদ্ধে অজয় শোণিতপাত করিতে হইত না; কিন্তু বিধাতার লিপি কে খণ্ডাইবে? করানী-সৈন্য রুসিয়া প্রবেশ করিল। শত্রুগণ পদে পদে পরাজিত হইতে লাগিল। বরোডিনো নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে ক্রুসেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। নেপোলিয়ন ক্রুসিয়ার প্রধান নগর মস্কাউ অধিকার করিলেন। এখন ক্রান্ত হইতে তিনি প্রায় সহস্রকোশ দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। নেপোলিয়ন মনে করিয়াছিলেন, মস্কাউ-নগরে শীতকাল কাটাইয়া পল্লবৎসর ক্রুসরাজধানী সেন্ট-পিটার্সবার্গ আক্রমণ করিবেন; কিন্তু ক্রুসেরা মস্কাউ-নগরে অগ্নিপ্রদান করায় তাঁহার সকল আশাই নির্মূল হইল। মস্কাউ-নগর ভস্মীভূত হওয়ার শত্রুমিত্র সকলেই বিপর হইল। মস্কাউনিবাসী ক্রুসগণের দুরাবস্থার একশেষ হইল। নেপোলিয়ন যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রুসদের বর্করতায় ও নির্ভরতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে প্রত্যাগমন প্রেরণ মনে করিয়া মস্কাউ পরিত্যাগ করিলেন। ১৯এ অক্টোবর করানীরা মস্কাউ ত্যাগ করিল। এদিকে দারুণ শীত উপস্থিত। তুষারপাত হইতে লাগিল। কুয়াশার চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন হইল। দিবাভাগেও পথনিরূপণ কষ্টকর হইয়া পড়িল। আহারীয় অভাবে অশ্ব ও সৈন্য মরিতে লাগিল। নেপোলিয়ন কাতর হইলেন এবং স্বয়ং পদব্রজে গমন করিয়া তাহাদের সহিত সহায়ত্বূতি দেখাইতে লাগিলেন। এরূপ ৩৭ দিন দিনরাত পথ চলিয়া এবং পদে পদে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া নেপোলিয়ন পোলও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল সেনা কিন্তু অধিকাংশই যত্ন-মুখে পতিত হইয়াছিল, অল্পমাত্র অবশিষ্ট ছিল।

নেপোলিয়নের দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া মিত্ররাজগণও শত্রু হইলেন, প্রুসিাপতি সর্কাগ্রে অস্ত্রধারণ করিলেন। নেপোলিয়নের শত্রুও অষ্ট্রীয়সম্রাট ভুলে ভুলে ব্হারোজন করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের জটনক সেনানী তাঁহারই প্রদানে জইভেনের রাজা হইয়াছিলেন। তিনিও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে,

নিজ জয়ভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ইংরাজ সবশেষে সকলকেই অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। শ্মেনদেশেও বিগুণতর উৎসাহের সহিত ব্হারোজন হইল। স্পেনে ইংরাজসেনানী ডিউক-অফ্ ওয়েলিংটন করানীসেনাপতি বেসিনার নিকট পরাজিত হইয়া লিস্বনে পলায়ন করিয়াছিলেন, পুনরায় উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইয়া স্পেনে প্রবেশ করিলেন। নেপোলিয়ন ও করানীরা ইহাতে ভীত না হইয়া সমরারোজন করিলেন। পুনরায় নতুন সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন ব্হুদ্যাত্রা করিলেন; কিন্তু এবার তিনি শিক্ষিত বহুদলী সৈন্যের পরিবর্তে অল্পবয়স্ক অজাতশত্রু অর্ধশিক্ষিত সৈন্য লইয়া গমন করিলেন। এই সৈন্যগণও লট্জেন ও বট্জেন নামক স্থানে প্রকাণ্ড শত্রুসৈন্য পরাজয় করিতে সমর্থ হইল। নেপোলিয়ন ড্রেসডেন অধিকার করিলেন। সাক্সনিরাজ নেপোলিয়নের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই; এজন্য শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। এখন নেপোলিয়ন তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর কিছুদিন যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য ক্রুসসম্রাট প্রস্তাব করিলেন। সন্ধিস্থাপনের আশায় নেপোলিয়ন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। অষ্ট্রীয়সম্রাটের মধ্যবর্তিতার সন্ধির কথাবার্তা হইতে লাগিল; কিন্তু সন্ধি করা রাজগণের ইচ্ছা ছিল না। তাঁহারা প্রস্তত না থাকায় কেবল যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সকলেই প্রস্তত হইল। অষ্ট্রীয়সম্রাট নিজ সম্বন্ধ ভুলিয়া তিনলক সৈন্যসহ ব্হুদ্যাত্রা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা অসদ্বত দাবী করিয়া বলিলেন, কেন না তাহা হইলে নেপোলিয়ন স্বীকার করিবেন না। যাহা হউক নেপোলিয়ন যদি এই সন্ধিসর্ত্তে স্বীকৃত হইতেন তাহা হইলে সকলদিক্ রক্ষা পাইত। যতই কেন অপমান-কর ও লক্ষ্যজনক হউক না, এই সন্ধি স্বীকার করা নেপোলিয়নের কর্তব্য ছিল। ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ার অষ্ট্রীয়সম্রাটও শত্রুর দলে যোগ দিলেন। শত্রুগণ চতুর্দিক্ হইতে নেপোলিয়নকে আক্রমণ করিল। ড্রেসডেনের যুদ্ধে নেপোলিয়ন সব-বেত ক্রুস, প্রুস ও অষ্ট্রীয়সৈন্যের উপর জয়লাভ করিলেন। শত্রুসৈন্য অনেক বিনষ্ট হইল; কিন্তু যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন সহসা পীড়িত হওয়ার যুদ্ধক্লেশের সম্যক্ কল লাভ করিতে পারিলেন না। নতুবা এই যুদ্ধের পরই শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইত; কিন্তু এখন বৈষ তাহাদের অমুত্ব হইলেন।

অতঃপর যুরোপীয় রাজগণ চতুর্দিক্ হইতে নেপোলিয়নকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। খণ্ড যুদ্ধে নেপোলিয়ন স্বয়ং যেখানে উপস্থিত না থাকিতেন, সে সকল যুদ্ধে তাঁহারা জয়ী হইতে লাগিলেন। অবশেষে লিপ্সিক্ নগরে উভয় সৈন্যের

সাক্ষাৎ হইল। সমবেত রাজগণের পক্ষে প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্য এবং নেপোলিয়নের পক্ষে কেবল লক্ষ সৈন্যমাত্র উপস্থিত হইল। দুই দিন তরানক যুদ্ধ হয়। ত্রিশহাজার সাক্ষর-সৈন্য যুদ্ধকালে নেপোলিয়নের পক্ষ ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিল। নেপোলিয়ন তাহাতে ক্ষীণ হইলেন না। কিন্তু শুনিলেন, তাঁহার যুদ্ধোপকরণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। পরদিন যুদ্ধ করিতে পারেন এমন বাধন বা গোলাগুলি নাই। অগত্যা তাঁহাকে পশ্চাদ্গমন করিতে হইল। ইতিপূর্বে নেপোলিয়ন বার্লিন অধিকার করিয়া তথায় সৈন্যস্থাপনের মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু সেনানীগণের মত না হওয়ায়, তাহা করিতে পারেন নাই। এখন হটিয়া ফ্রান্স-সীমায় আসিতে হইল। চতুর্দিক হঠাৎ ফ্রান্স আক্রান্ত হইল। পদপালের জায় শত্রু-সৈন্য ফ্রান্সে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই সময় নেপোলিয়ন স্পেনের রাজকুমার ফার্দিনান্ডকে পৈতৃকরাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ নিরন্তর হইল না। স্পেনীয় এবং ইংরাজ-সৈন্য দক্ষিণদিক হঠাৎ ফ্রান্স আক্রমণ করিল। পূর্ন হইতে অষ্ট্রিয়সৈন্য দলে দলে অগ্রসর হইল। উত্তর হইতে রুশ, প্ৰুশ ও সুইডেনসেনা ফ্রান্স ছাইয়া কেলিল। নেপোলিয়ন নিজ বীরত্ব ও সমরকৌশল দেখাইয়া তিনমাসকাল শত্রুগণের গতিরোধ করিলেন। কিন্তু একটা শত্রুদল বিনষ্ট হইলে, নূতন সৈন্যদল আসিয়া তাহাদের দলপুষ্টি করিল। নেপোলিয়নের আর নূতন সৈন্যপ্রাপ্তি ঘটে নাই। তথাপি তিনি যুষ্টিমের সেনা লইয়া বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য আক্রমণ ও পরাজয় করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কলোদর হইল না। লক্ষ লক্ষ শত্রুসৈন্যকে কএক সহস্র সেনা লইয়া তিনি কতদিন বাধা দিবেন। তিনি একদিক আক্রমণ করিলে তাহার অপরদিক দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তিন মাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর শত্রুসৈন্য রাজধানী প্যারিস-সহর অধিকার করিল। তাঁহার বিখ্যাত সেনানী ও কণ্ঠচাৰী অনেকেই শত্রুর দিকে ভয় করিল। কিন্তু সৈন্যগণ ও সাধারণলোক নেপোলিয়নের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল।

যুরোপীয় রাজগণ বোর্কোবংশীয়দিগকে ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নেপোলিয়ন উচ্চা করিলে কিছু কাল যুদ্ধ চালাইতে পারিলেন। কিন্তু অন্তর্বিদ্বেহ ও বৃথা শোণিতপাত তিনি জলবাসিভেদন না। কাজেই ভূমধ্যসাগরস্থ এল্‌বা নামক ক্ষুদ্রদ্বীপের আশ্রিত্য ও ফ্রান্স হইতে কিছু দূরিত পাইয়া এল্‌বাতেই গমন করিলেন। কএক শত প্রকৃতভক্ত-রক্ষী-সৈন্য তাঁহার সহিত চলিল। তাঁহার গ্রীষ্ম তখন অষ্টমাস ইষ্ট্রাটেই অধীন থাকায়, তাঁহার সহিত মিলিতে পারিল না।

নেপোলিয়ন এল্‌বাবীপে গমন করিয়া, সেখানকার অধিবাসীদিগের উত্তিক্রমে মনোযোগ করিলেন। পঞ্চ ঘণ্টা প্রস্তুত হইতে লাগিল। নেপোলিয়নের পক্ষে নিকট হইয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর ছিল। এখানে তিনি বৃথাসংখ্য প্রজাতি-কর কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময়ে অনেক বিদেশী লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। তিনিও ভাষাদিগের সহিত অমায়িক ব্যবহার করিতেন এবং নিজের শ্রেয় বুদ্ধিবিশয়ক কথা কহিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতেন। নেপোলিয়ন ইংরাজদূতের সহিত কথাবার্তায় অনেক সময় কাটাইতেন। ফ্রান্সে রাজত্বকালে তিনি অধিক ঘুমাইবার অবকাশ পাইতেন না, এখানে আসিয়া বেশী ঘুমাতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরও একটু পূর্যাপেক্ষা হুল হইল।

এদিকে ফ্রান্সে অষ্টাদশ লুই রাজা হইল, চতুর্দিকে অসন্তোষ-বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন প্রজাপক্ষের সম্রাট ছিলেন, বংশমর্যাদা অপেক্ষা গুণের আদর অধিক করিতেন। কিন্তু লুই পুরাতন রীতাসুসারে বংশমর্যাদার পক্ষপাতী হইলেন। ফ্রান্সের এত বড় বিপ্লবেও তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। কাজেই তিনি অবিলম্বে প্রজার অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। শত্রু কর্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তিনি প্রজালোকের বিরক্তির কারণ হইয়াছিলেন। এখন সকলেই নেপোলিয়নের পুনরায়গমন কামনা করিতে লাগিল। এই সময়ে অষ্ট্রীয় রাজধানী ভিয়েনা নগরে যুরোপীয় রাজগণের বৈঠক বসিয়াছিল। তাঁহার রাজনীতিঘটিত সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতেছিলেন। নেপোলিয়নকে স্থানান্তরিত করিয়া কোন সাগরমধ্যস্থ দ্বীপে আবদ্ধ করিয়া রাখা যুক্তযুক্ত মনে করিলেন। নেপোলিয়ন এই সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার গ্রীষ্মকে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে না দিয়া অষ্ট্রীয়-সম্রাট দারুণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ফ্রান্স হইতেও নেপোলিয়নের রক্তি বন্ধ হইয়াছিল। কাজেই নেপোলিয়ন আর থাকিতে পারিলেন না। করাসীদের মনোভাব জানিতে পারিয়া, তিনি ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করিলেন। তাঁহার সহিত কএক শত শরীররক্ষী সৈন্যমাত্র ছিল। কিন্তু প্রতিপদেই তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজা লুই নেপোলিয়নের গতিরোধার্থে বেসরকারি সৈন্য পাঠাইতে লাগিলেন, তাহার নেপোলিয়নের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল। ২০এ মার্চ নেপোলিয়ন রাজধানীতে পৌঁছিলেন। সর্বসাধারণ কর্তৃক সাধরে সম্বর্ধিত হইলেন। লুই পরায়ন করিলেন। নেপোলিয়ন মনে আনিয়াছিলেন যুরোপীয় রাজগণ

তাহার সহিত সন্ধি করিবেন না, তথাপি একবার তাহার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহার দূতগণ কোনও রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। রাজগণ নেপোলিয়নের আগমন সংবাদ পাইয়া পুনরায় যুদ্ধ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। মশলক সৈন্য ক্রাণ্ড-আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইল। ইংরাজ-সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটন তাহাদের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। অগত্যা নেপোলিয়নও যুদ্ধের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার চেষ্টায় এক লক্ষ ত্রিশহাজার সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। নেপোলিয়ন মনে করিয়াছিলেন প্রষ ও ইংরাজসৈন্যদ্বয়কে মিলিত হইতে অবসর না দিয়া আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিবেন। কিন্তু স্বদেশদ্রোহী ফুচির অন্য শত্রুরা নেপোলিয়নের সকল সংবাদই অবগত হইতেছিল। এমন কি যুদ্ধারম্ভের অল্প পূর্বে দুইজন সেনানী শত্রুদলের সহিত মিলিত হইল এবং নেপোলিয়নের গুপ্তসম্ভরণ প্রকাশ করিয়া দিল। তথাপি নেপোলিয়ন ১৪ই জুন প্রষ-সৈন্য আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। তাহারা ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে না পারে, এই অন্য তাহাদের অনুসরণ করিতে ত্রিশহাজার সৈন্য পাঠাইলেন এবং উনসত্তর হাজার সৈন্য লইয়া স্বয়ং সর্ব ইংরাজসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। ১৭ই জুন উভয়সৈন্যের সংঘর্ষ হইল, কিন্তু সেদিন বেলা অধিক না থাকায় যুদ্ধারম্ভ হটল না। রাত্রিতে অত্যন্ত বৃষ্টি হইল। এই বৃষ্টিই নেপোলিয়নের কাল। ১৭ই জুন রাত্রিতে বৃষ্টিপাত না হইলে, যুরোপের মানচিত্র ভিন্নরূপ ধারণ করিত। নেপোলিয়ন সমগ্র শত্রুসৈন্য পরাজয় করিয়া জয়লাভে সমর্থ হইতেন এবং পুনরায় সর্বতোমুখী প্রভুত্বস্থাপনে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু নিয়তির পুস্তকে যাহা লিখিত ছিল, তাহা কে থগাইবে। কএক ফৌট বারিপাতেই নেপোলিয়নের সর্বনাশ হইল। যুদ্ধিকা আর্জ থাকায় প্রাতে যুদ্ধারম্ভ হইল না, কেন না তোপশ্রেণী উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিবার অসুবিধা হইল। বেলা ১২টার সময় যুদ্ধ বাধিল। ফরাসীরা প্রাতে যুদ্ধারম্ভ করিতে পারিলে, বেলা দুইটার পূর্বে তাহা শেষ হইত। স্তব্রায় প্রষেরা আসিয়া ইংরাজদিগের সহিত যোগ দিবার অব্যবহিত পূর্বে যুদ্ধকাৰ্য্য সমাধা হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। ফরাসীরা ভীমমর্মে ইংরাজের দক্ষিণ ও বামপার্শ্ব আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দিল। ইংরাজ-সৈন্যের মধ্যভাগে পদাতির্য্য আঠারটি চতুষ্কোণ আকারে অবস্থিতি করিতেছিল। ইংরাজসেনাপতির এই চল্লিশ হাজার সৈন্য ভিন্ন অপর সকলে পলায়ন করিয়াছিল। ফরাসী অধ্যায়োহী সৈন্য এখন এই চতুষ্কোণ আক্রমণ করিল। তাহারা সংখ্যায়

বারহাজার হইলেও অসামান্য বীরত্ব দেখাইয়া ইংরাজের ষাটটি তোপ অধিকার করিল। আঠারটি চতুষ্কোণ আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে হতভল করিয়া ফেলিল। বেলা তখন প্রায় সাড়টা বাজিয়াছে। ইংরাজ-সেনাপতি কেবল রাত্রিদিন প্রষ-সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে ফরাসী সৈন্তের দক্ষিণভাগে ষাটী হাজার প্রষ-সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে তাহাদের অহ-সমর্থকারী ফরাসী-সেনাপতি যদি আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলেও নেপোলিয়নের জয় হইত। কিন্তু তিনি আসিলেন না। বুদ্ধিমান ফরাসীসৈন্য বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। কেবলমাত্র বারশত রক্ষীসৈন্ত নেপোলিয়নের সহিত রহিল। তাহারা যথাসাধ্য শত্রুর গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। নেপোলিয়নের ইচ্ছা ছিল, শেষ পর্যন্ত এই সৈন্তদলের সহিত থাকিয়া যুদ্ধকে আলিঙ্গন করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। তাহার অশ্বের বন্না ধরিয়া সেনাপতির্য্য তাঁহাকে ফিরাইলেন। শরীর-রক্ষিণ যুদ্ধানিচ্ছর করিয়া যুঝিতে লাগিল। তাহারা শত্রুর আক্রমণে অস্ত্রত্যাগ করিল না। একে একে প্রাণ বিসর্জন করিল।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে আসিলেন। এখনও আশীহাজার সৈন্ত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের জাতীয়সমিতি নেপোলিয়নকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে অহুরোধ করিলেন। সাধারণ-তত্ত্বের পক্ষপাতিগণ নেপোলিয়নপুত্রকে রাজা করিতে চাহিলেন। তিনি পদত্যাগ করিলে ফ্রান্স রক্ষা পাইবে, এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ন কাল বিলম্ব করিলেন না। রাজ-চিহ্ন ত্যাগ করিয়া অনাত্ম বাইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু কাৰ্য্যতঃ শত্রু কর্তৃক রাজা লুই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যাইয়া আশ্রয় লওয়া নেপোলিয়নের একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া আমেরিকায় যাওয়া সহজ নহে দেখিয়া, অনেক নৌসেনাপতি নেপোলিয়নকে গুপ্তভাবে লটয়া বাইতে চাহিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে বথন শুনিলেন, 'ইংলেণ্ডে তিনি পদোচিত অতিবিশংকার লাভ করিতে পারেন'; তখন ইংরাজের পোতারোহণ করিয়া ইংলেণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু এ সময় উদারনৈতিক রাজপুংসেরা ইংলেণ্ডে সর্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাহারা সম্মানের দিকে বা ধর্মের দিকে না তাকাইয়া, নেপোলিয়নকে সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে লইয়া গিয়া প্রহরী-বেষ্টিত রাখিলেন। কএকটি অশ্রুদারমতি রাজপুংসের জন্ম ইংলেণ্ডে নেপোলিয়নের প্রতি ব্যবহার অতি গণিত হইয়াছিল। রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে নেপোলিয়ন দিন দিন দুর্বল হইতে

গামিলেন। উক্ত বীপের জলবায়ুও অস্বাভাবিক ছিল। সেইজন্য শীতই তিনি শীতিল হইলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইংরাজ-গবর্নেন্ট নেপোলিয়নের প্রতি জীবিতকালে বৈরুপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, মৃত্যু হইলেও সেইরূপ তাঁহার মৃতদেহে ক্রান্তে কিরাইয়া না দিয়া দয়াদায়িত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু দয়াময়ী মহারাজী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আসীন হইলে, করাসীয়া নেপোলিয়নের মৃতদেহে প্রার্থনা করে। অবিলম্বে তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হইয়াছিল। নেপোলিয়নের মৃতদেহে অতি সমারোহে পারী সহরে সমাহিত হইল।

নেপোলিয়নের জ্ঞান সর্বজনপ্রিয় সম্রাট এ পর্যন্ত কেহ পাশ্চাত্যদেশে জন্মিয়াজেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার স্বভাব নির্মল ও চরিত্র বিদগ্ধ ছিল। তিনি দেখিতে বৈরুপ স্ত্রী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার ব্যবহারও সেইরূপ উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহার সৈন্তেরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিত। সর্বসাধারণের তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। করাসীয়া তাঁহার নামে আশ্রয় ও ভক্তিপূরক উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাঁহার নামে এখনও সকলেই উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া থাকে। নেপোলিয়নের চরিত্রক ইংরাজেরাও এখন তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে কাপিয়া প্রকাশ করেন না। এদিকে এই অল্পবয়সে তিনি বৈরুপ যুদ্ধবিজয় পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই বয়সেই অজ্ঞানত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভও করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার দয়ালুতারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যে সকল ব্যক্তির সহিত বালাকালেও মৈত্রিকবৃত্তি অবলম্বনকালে তাঁহার আন্তরিক আলাপ হইয়াছিল, তিনি সম্রাটপদ পাইয়াই যোগ্যপুত্র কর্তৃপক্ষ অথবা মাসহারা স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। বিভাগের অবস্থানকালে যিনি তাঁহাকে হস্তলিপি শিখাইয়াছিলেন, অর্থাভাব জানাইলে তিনি সেই বালা-গুরুকে ঐরূপ পুরস্কারে উপকৃত করিয়াছিলেন এবং পুস্তকোক্ত বরকের কোলা-নির্মাণ সময়ে তাঁহার কোন সমপাঠী তাঁহার আদেশে অমনোযোগী হইলে তিনি একখণ্ড বরকটুকু লইয়া তাহাকে ছুড়িয়া মারেন; ঐ বরকের আঘাতে বালকের মস্তক কাটিয়া যায়। এই বালক তাঁহার উন্নতি সময়ে আসিয়া আপনাত বর্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি চিনিতে পারিলেন এবং তাহাকে যথোচিত সাহায্য দান করিয়া দয়ালু পরাক্রান্ত দেখাইয়া ছিলেন। যে ভিষিকিশের অর্থে একদিন নেপোলিয়ন-পরিবারের অরসংস্থান চলিয়া ছিল, বীর নেপোলিয়ন ক্রান্তের সর্ববাদিসম্মত রাজা

হইয়া বিস্তর অল্পসম্বানের পর তাঁহার উত্তমর্গের জন্য পরিশোধ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন।

নেম (পুং) নয়তীতি নী-মন্ (অভিত্তমুহুরিত্তি। উণ্ ১।১৩৯) ১ কাল। ২ অবধি। ৩ খণ্ড। ৪ প্রাকার। ৫ কৈতব। ৬ অর্দ্ধ। ৭ গর্ত। ৮ নাট্যাঙ্গি। ৯ অস্ত্র। ১০ সায়ংকাল। ১১ মূল। ১২ অর্দ্ধ। “হিতং জনিম নেমমুদ্যাতম্।” (শক্ ২।৬৮।৫) ‘নেমমর্জ্জ’ (সায়ণ) ১৩ অন্ন। ১৪ দিকের উত্তরবর্তী। (নিষট্) অর্দ্ধ এই অর্থে নেম শব্দ সর্বনাম।

নেমধিত (জি) নেমং হিতঃ, নেম-ধা-ক্ত, ততো ধাতো হি। অর্দ্ধভাগধারী ইজ্জ। (শক্ ১।৭২।৪ সায়ণ)

নেমধিত্তি (জী) নেম-ধা-ক্তিন্, ধাতো হি। ১ অন্তর্ধান। নেমং ধীরতেহুধ ধা-ক্তিন্। ২ সংগ্রাম, যুদ্ধ। (নিষট্)

নেমম্মিয় (জি) নেমম্মিয়পূরক গমনকারী। শক্ (১।৫৭।২) ‘নেমম্ম ইষাঙ্গীজ্জং প্রাপ্পুবত্তীতি নেমম্মিয়ঃ। ইষুগতাবিত্তাং নেমম্মিয়ো নেমম্মিয়পূরকং গচ্ছন্তঃ। যদা নীত্ত প্রাপণ ইত্যান্নাদর্জিত্ত-স্বিত্যাদিনা মন্ প্রত্যয়ঃ।’ (সায়ণ)

নেমনাধিসিক্, একজন গ্রহকার। [নিত্যনাথ দেখ।]

নেমাদিত্য, দয়াজীকথা বা নলচন্দ্র নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ত্রিবিক্রমভট্টের পিতা ও ত্রীধর পণ্ডিতের পুত্র। ইনি শান্তিল্য-গোত্রীয় ছিলেন।

নেমাবুর, মালবপ্রদেশের অন্তর্গত হিম্মিয়ার অপরাপার্শে নর্মদার উত্তরকূলে স্থিত একটি নগর। অক্ষা° ২২° ২৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ। এই নগর হোলকর-রাজের অধীন।

নেমি (জী) নয়তি চক্রমিত্তি নী-মি। (নিষোমি। উণ্ ৪।৪৩) ১ চক্রপরিধি, রথচক্রের ভূমিস্পর্শী ভাগ। পর্যায়—প্রাধি, নেমী। “মনোহত্তিরামাঃ শৃংখলো রথেনেমিম্বনোদুধৈঃ।” (রঘু ১।৩৯) ২ কুপোপরিস্থিত পটপ্রান্তভাগ। ৩ প্রান্তভাগ। “অজরদেক-রথেন সমেদিনী সুদধিনেমিম্বিজাশরাসনঃ।” (রঘু ২।১০)

৪ ভূমিস্থিত কুপপট। ৫ কুপসমীপে সজ্জারপার্শ্ব ত্রিদাক বস্ত্র। ইহার পর্যায়—ত্রিকা। ৬ কুপের নিকট সমান স্থল।

‘নেমিনেমীতিকা চ জ্ঞাৎ কুপান্তিক সমস্থলে।’ (শব্দরত্না°)

নেমি (পুং) ১ জিনবিশেষ। (হেম ১।২৮) ২ তিনিশব্দক, মথুরাদি প্রদেশে তিনাশ এই নামে খ্যাত। ৩ দৈত্যবিশেষ। (ভাগ° ৮।২।১।২) নয়তি শব্দ বিনাশমিত্তি নী-মি। ৪ বস্ত্র।

(নিষট্ ২।২০)

নেমিগ্রাম, চন্দ্রবীপের অন্তর্গত একটি গ্রাম। (ব্র° খ° ১০৩৯)

নেমিচক্র (পুং) পরীক্ষিতবংশজ অসীমকৃষ্ণের পুত্র। ইনি কোশাধীপুত্রীতে রাজধানী স্থাপন করেন। (ভাগ° ২।২২।৩৯) রাজাবলীতে ইহার রাজবংশানুসার এইরূপ লিখিত আছে—

“গরাহরে জতে নদ্যা কোশাং নিবসন্ দুহা।

দ্বীপপুতিমিতান্ বর্ষান্ তথা মাসত্রাধিকান্।

তুচ্ছা ভোগান্ গতাঃ স্বৰ্গং হুণ্ডং রাজ্যেহভিষিচ্য চ ॥”

(স্বাক্ষরী ১ পরি°)

নেমিচন্দ্র, একজন বিখ্যাত তর্কিক। ইনি বৈয়াক্ষরিক শিষ্য ও সাগরেন্দ্র যুনির গুরু। সাগরেন্দ্র-শিষ্য মালিকাচন্দ্র ১২৭৬ সনতে প্রচলিত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি তর্ক-শাস্ত্রে কণাদের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তদেব, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বাণবচন প্রেমিকের গুরু। ইহারই অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত বাণবচন প্রেমিকা মাসবীতামার লিখিত তিলোদয়ার বা ত্রিলোকিনার গ্রন্থের সংস্কৃতভাষার টীকা রচনা করেন।

নেমিচন্দ্রসূরি, উত্তরাধারনবৃত্তি নামে জৈনগ্রন্থের টীকাকার। ইহার শেষে গ্রন্থকার আত্মপরিরচন দিয়াছেন। ইনি আখ্যান-মণিকোষ ও বীরচরিত টীকা নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ সম্পাদন করেন। ইহার আদ্যনাম দেবেন্দ্রগণি। পরে ইনি নেমিচন্দ্র নাম ও সৈদ্ধান্তিক শিরোনাম উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি বৃহৎ-গচ্ছ শাখাসম্বৃত। আত্মদেব হরি ইহার ‘উচ্চৈশ্রবা অংশে উদ্রব’ ইত্যাদি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

নেমিতীর্থ, একটা পবিত্রতীর্থস্থান। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণকালে এই নেমিতীর্থে স্নান ও ইহার ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

নেমিন্ (পুং) নেম উর্জমস্তাতীতি নেম-ইনি। তিনিশব্দক।

নেমিনাথ, একজন জৈন তীর্থঙ্কর। ইহার অপর নাম নেমি বা অরিশটনেমি। রাজা সমুদ্রবিজয়ের ঔরসে রাণী শিবাদেবীর গর্ভে ৯ মাস ৮ দিন গর্ভবাসের পর হরিবংশকূলে শ্রাবণী শুক্লাপক্ষমীতে কস্তুরাশিতে চিত্রানক্রে সৌরীপুর নগরে অবতীর্ণ হন। ইহার হস্তে চিহ্ন শঙ্খ, শরীরমান ১০ ধনু, বর্ষ শ্রাম ও আয়ুঃকাল হাজার বৎসর ছিল। রাজকুমার অসাধারণ ক্ষমতাপাশী ছিলেন। বহুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণ ইহার দ্রাতৃসম্পর্কীয়। হিন্দুধর্মশাস্ত্রে গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের অনেক অনৌকিক ক্ষমতার উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, নারায়ণ-অবতার হারকাপতি কৃষ্ণব্যতীত আর কেহই তাঁহার পাঞ্চদন্ত শঙ্খ বাজাইতে সমর্থ নহে। একদিন ঘটনা-ক্রমে নেমিনাথ দ্রাতা কৃষ্ণের রক্তিত শঙ্খটা লইয়া সজোরে হুঁ দিয়া তাহার নাদ শোষণা করিলেন। কৃষ্ণ দুঃ হইতে তাহারই শঙ্খের নাদ শুনিয়া ক্রতপদে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে তাহারই দ্রাতা এই উপস্থিত ধনির একতম কারণ। শ্রীকৃষ্ণ দ্রাতার এই অধিতীর ক্ষমতা

দেখিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অগ্রসর হইলেন। দ্রাতার অসীমবল ও বীর্যের হ্রাসের জন্য চক্রবর্ত্তমানি তাঁহার নদীপে একশত গোপিনী পাঠাইয়া দিলেন এবং বাহাতে তাঁহার কামের উদ্বেগ হর, এইরূপ বাক্যে তাঁহাকে মোহিত করিতেও আদেশ করিলেন। গোপকুললনাগণ তাঁহার দিকট গমন করিয়া তাঁহাকে মানারূপ বিক্রয় করিতে লাগিল এবং বাহাতে নেমি বিবাহিত হন, এই ভাবে অনেক কথা করিলেও তিনি অতিশয় বিরক্তিসহকারে তাহা অগ্রাহ করেন। পরে বিশেষ-রূপে লালিত ও ভিন্নরূপ হইলে, তিনি বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্বেগ ছিল যে, নেমিনাথের বীর্যক্ষয় হইলেই তাঁহার বলক্ষয়ের সম্ভাবনা; সুতরাং তিনি নিরন্তর চেষ্টা করিয়া শেষে গির্গারের রাজা উগ্রসেনের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহের পাত্ররূপে মনোনীত করিলেন। মিছারিত দিনে নেমিনাথ জুনাগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন; নগরে পৌছিয়াই তিনি দেখিলেন, নগরবাসী সকলেই বিবাহোৎসবে মগ্ন। বিবাহ-যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য অসংখ্য হাগ আনীত হইয়াছে, সেই হাগ-বলি দিয়া নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের জোজ হইবে। এই আশো-দের দিনে অসংখ্য জীবহত্যা ও তাহাদের চীৎকার শুনিয়া তাঁহার মনে করণায় সঞ্চল হইল; মানবজীবনের সুখ অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল; তিনি জীবগণের দুর্গতির কথা ভাব করিয়া বড়ই কাতর হইলেন। তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য সংসারাত্মক ভাগ করিয়া সতীক সন্ন্যাসি-বেশে গির্গার-পার্শ্বতে বাইরা বাস করিতে লাগিলেন।

এখানে আসিয়া তিনি অতি কঠোরভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রাণবশাসের গুরু ভীতে সৌরীপুর নগরে যেতল বৃক্ষতলে একহাজার সাধুসঙ্গে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে ৫৪ দিন ছাগ্র থাকিয়া ৫৫ দিবসে আশ্বিনী অমাবস্তার শক্রজয় নগরে তাঁহার জ্ঞানলাভ হইল। ইহার পর সাত শত বর্ষ জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিয়া আবারে গুপ্তাষ্টমী তিথিতে শক্রজয় নগরে পন্ন্যাসনে উপবেশন করিয়া মোক্ষলাভ করিলেন। উজ্জয়ন্ত পর্বতের + যে স্থলে তাঁহার ব্রতদেহ পতিত থাকে, তাহা জৈনমতান্তরেই পবিত্র তীর্থ। এখানে তাঁহার পদচিহ্নের উপর একটা ছত্র নির্মিত আছে, উহা নেমিনাথ-ছত্র নামে

* জুনাগড়হুগের নিকটবর্তী ভুসরিয়া-কুণ্ড নামক স্থানের পার্শ্বদেশে এই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আদিত লোকে দেখাইয়া থাকে। Ind. Ant. Vol. II, p. 139.

+ সংস্কৃত উচ্চরত ও প্রাকৃত উচ্চরত, গির্গারের নানাতর দ্বিত, বর্তমান কাটরাবাড় জেলার জুনাগড়ের নিকটে অবস্থিত। কেহ কেহ এই স্থানকে রৈবত বলিয়া অনুবাদ করেন। [উচ্চরত দেখ।]

প্রসিদ্ধ, ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি গুফা রাজ্যসভীর বাসগৃহ বলিয়া কথিত হয় *। (জৈনগ্রন্থ।)

*[ইহার সত্যবল্লভী শিবাসম্প্রদায়ের বিস্তৃত তালিকা জৈনশব্দে লিখিত হইয়াছে।]

দাক্ষিণাত্যবাসী জৈনবিগের উত্তরপুর্বাংশে লিখিত আছে যে, ত্রিখণ্ডাদিপতি অর্থাৎ ত্রিজগতের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন +।

হেমচন্দ্রসুরি-বিরচিত ত্রিখণ্ডশিলাকাপুরুষচরিত নামক গ্রন্থে নেমিনাথের আত্মজীবনী ইতিহাস বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

নেমিশাহ, রতনদ্বিগীটাকা-প্রণেতা।

নেমিসেন, দিগম্বর জৈনবিগের মাথুর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অমিতগতির শিষ্য এবং মাধবসেনের গুরু। ইনি কমলাকর নামক এক ব্যক্তিকে স্বার্থে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

নেমী (জী) নেমি বাহুলকাং জীঃ। নেমি, তিনিশব্দক।

নেয় (ত্রি) ১ লইবার যোগ্য (সাজা)। ২ লওয়াইয়া আনয়ন। ৩ অভিবাহন। (সময় ইত্যাদি)

নেয়তক্ষরাই, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জিলাকোড় রাজ্যের অন্তর্গত একটি তালুক। ভূপরিমাণ ২১০ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব সমেত ১৫১টা গ্রাম আছে।

নেয়পাল (পুং) রাজপুত্রভেদ।

নেয়ার্থতা (জী) কাবাদোষভেদ।

"গ্রামোহ্রস্রীতসন্ধিধেনোর্থনিহতার্থতা।" (সাহিত্যদ্ব° ৭।৪৪)

নেয়াল (দেশজ) একপ্রকার ফিতা। নেয়ার।

নেয়ে (দেশজ) ১ নৌকাবাড়ী, নাকী। ২ স্থান করিয়া—যেমন নেয়ে আসি।

নেয়ো (দেশজ) ১ তলতলে, নরম (নেয়ো কাঁঠাল)। ২ উকপেট, নেউয়ো। " * * পাতে ভাত খেয়ো পেট করেছে নেয়ো। "

নেয়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থানেশ জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৫° ৫৬' উঃ ও জাতি° ৭৪° ৩৪' পূঃ। দোলিয়া হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে পাঞ্জরা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। পূর্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং এখানে এক সময়ে বহু মুসলমানের বাস ছিল, চতুর্দিকস্থ কবরই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এখন সে সৌন্দর্য্যের দিন দিন হ্রাস দেখা যাইতেছে।

২ বোরারের অন্তর্গত বুন জেলার একটি নগর। ইহার অপর একটি নাম পার্ণাশ্ব। ধারবার জেলার উত্তরে ও দেওভালের

১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ২৯' উঃ এবং জাতি° ৭৭° ৫৫' পূঃ। এখানকার রক্তার জাতির রংএর বিস্তৃত ব্যবসা আছে। প্রতি সপ্তাহে এখানে হাট হয়।

নেয়নালা, বোরার প্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলা। অক্ষা° হইতে বরদা নদী পর্য্যন্ত সমুদায় পার্শ্বাভিমুখ ভূভাগ এই জেলার অন্তর্গত, ইহার প্রাচীন নাম নারায়ণালয়। নেয়নালা নগরই মুসলমান-রাজগণের সময়ে ইহার সদর রূপে গণ্য ছিল। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে 'এই পার্শ্বতশিখরস্থ নগরে একটি বৃহৎ দুর্গ ও অনেক গুলি প্রাসাদতুল্য গৃহাদি আছে'। এই নগর পূর্ণা নদীতীরে অবস্থিত। এখন ইহার পূর্ব সমুদ্রি নষ্ট হইয়াছে, লোকসংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে।

নেয়-পিঙ্গলাই, বোরার রাজ্যের অন্তর্গত অমরাবতী জেলার একটি নগর।

নেয়ালি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বেলাগাম্ জেলার অন্তর্গত একটি নগর। শম্বেধর ও হকেরি নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। এখানে একটি দুর্গ আছে। সিদোজী রাও নিখলকর (অগ্নাসাহেব) ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ আক্রমণ করেন।

নেরি (বা) নারি, মধ্য-প্রদেশের চান্দা জেলার বরোরা তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর। চিমুরের ৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২৮' উঃ ও জাতি° ৭৯° ২৯' পূঃ। বর্তমান নগরের পার্শ্বে পুরাতন নেরিনগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পুরাতন নগর শ্রীহীন। এখানে ধাতাদি নানাসমাজের চাস হয়। এতদ্ব্যতীত তামা ও পিত্তলের তৈজসাদি ও কার্ণাসবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হয়।

পুরাতন নগরংশে দুইটা ভগ্ন দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটি অতিশয় প্রাচীন মন্দির আছে। উহার চতুর্দিকস্থ স্তম্ভ ও কার্ণাধ্যাগুলি অসংখ্য গুহাসমিদের কার্ণাধ্যার অঙ্করূপ। এখানে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্মিত কতকগুলি সমাধিস্তম্ভ আছে।

নেরিঞ্জপেট, কোয়ম্বাতোর জেলার উত্তরভাগে শ্রীরঙ্গপত্তনের ৮ মাইল দক্ষিণপূর্বে কাবেরী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নগর। এখানকার নিকটবর্তী পাহাড়ে বহু ভগ্নক পাওয়া যায়।

নেয়রুর, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সাবস্তবাড়ী জেলার অন্তর্গত একটি নগর। বলাবলী গ্রাম ও সহমাপুর গ্রামদ্বয়ের মধ্যে এবং হুন্দরবাড়ী নগর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ৬২২ শকে চালুকা বংশীয় রাজা বিরয়াদিত্য দেবদামী নামক জনৈক ব্যক্তিকে এই নগর দান করেন। এই স্থান হইতে আরও কতকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

* শব্দকোষমহাভাষ্য—১৩৭ অধ্যায়।

† Wil. Mack. Col. Vol. I. p. 146 and Ind. Ant. II. p. 159.

২ মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়ম্বাতোর জেলার ককর তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১১° ০' ১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১১' ৪০" পূঃ। পূর্ব করর হইতে ৪১০ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে শিব ও বিষ্ণুর দুইটি প্রাচীন মন্দির আছে।

নেরেগল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ধারবার জেলার অন্তর্গত একটি নগর। কুমলের দুই মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ও হামল হইতে ১৪ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানকার সর্বেশ্বরের মন্দিরটি অতি প্রাচীন, ইহার ছাদ ২৪টি স্তম্ভের সমুদায় উপর রক্ষিত। সর্বেশ্বরের মন্দিরে ১২৯ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্তী পুরুরিগী-তটে ও বসন্নার মন্দিরে আরও কএকখানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

নেরো, হাজারিবাগ জেলার ভাওখর পরগণার নিকট ও শক্রী নদীর অববাহিকার পশ্চিমস্থ ১৭০৭ কিঃ উচ্চ একটি পর্বত।

নেবুল্লা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত বাণ্ণা উপরিভাগের একটি নগর। সাতারা নগরের ৪৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ৬' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° ১৫' পূঃ। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ইসলামপুরে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হওয়ার এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

নেলকোট বা নেলকোট, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সির অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। পেলকোটার ২৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামের সন্নিকটে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে, সম্ভবতঃ উহা পলিগারগণের সময়ে স্থাপিত।

নেললি, মাস্ত্রাজের কোয়ম্বাতোর জেলার ধারাপুর তালুকের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ধারাপুর নগর হইতে ১৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার শিব ও বিষ্ণুমন্দিরে অনেকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

নেলবেলী, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তিরেবলী বা তিরবেলী জেলার প্রাচীন নাম। [তিরেবলী দেখ।]

নেলমঙ্গল, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত বঙ্গালুর জেলার একটি নগর। অক্ষা° ১৩° ৬' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২৬' পূঃ। এই নগর মেলমঙ্গল তালুকের সদর। অতি পূর্বকালে এখানে একটি নগর ছিল। লোক মুখে শুনা যায়, উহার প্রাচীন নাম 'ভূমণ্ডন'। উক্ত নগরের ধ্বংসাবশেষের উপর এই নগর স্থাপিত। এখনও সমগ্র প্রাচীন কীষ্টি লুপ্ত হয় নাই।

নেলসন, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সি কোয়ম্বাতোর জেলার পরদাঘ

তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১০° ৪৬' ১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৬' ২০" পূঃ।

২ উক্ত প্রেসিডেন্সির মলবার জেলার এর্নান তালুকের অন্তর্গত একখানি গড় গ্রাম। অক্ষা° ১১° ১৭' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১৫' ৪৫" পূঃ। এখানে গবর্নেন্টের বিদ্যুৎ যোগ্য কাঠের আবাস আছে। কেহ কেহ এই দুই স্থানকে নীলসন বলিয়া থাকেন।

নেলসন হোরেশিও, লর্ড নেলসন ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ নৌসেনাপতি ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উহা দ্বারা ইংলণ্ডের সৌবলের গৌরব বিশেষ বৃদ্ধি হয়। যখন তিনি শিক্ষাব্যবহার ছিলেন, তখন এক সময়ে ভারতবর্ষেও আসিয়া ছিলেন। ভারতের উপকূলেই তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তিনি সাধারণে 'আদমিরাল নেলসন' নামেই পরিচিত।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত নরফোকশায়রের বার্গহাম-ট্রোপ নামক স্থানের রেইর রেভঃ মিঃ নেলসনের ঔরসে হোরেশিও নেলসনের জন্ম হয়। তিনি পিতার গুণ সজ্ঞান। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। নর্থ ওয়াশাম নগরে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা হয়; কিন্তু ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতুল কাপ্তেন সাকলিং তাঁহাকে নৌ-সেনাবিভাগে শিক্ষাধিকারে নিযুক্ত করিয়া দেন। কাপ্তেন সাকলিং 'রেনজোনেবল' নামক ম্যানোয়ারী জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন; কিছুদিন পরে ভাগিনেয়কে নিজ জাহাজে রাখিয়াই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঐ জাহাজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অভিমুখে যাইতে আদিষ্ট হয়। এই সঙ্গে নেলসনও গমন করেন। যখন তিনি ফিরিলেন, তখন তিনি নাবিকবিদ্যায় পটুতালভ করিয়াছেন। এই সময়ে তিনি রাজকীয়-কর্ম করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করেন; কিন্তু অল্প পরেই তাঁহার মাতুল যখন "ট্রাফাল্ড" নামক জাহাজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, তখন আবার তাঁহাকে তাঁহার সহিত যাইতে হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কমডোর কিপ্স ও কাপ্তেন ল্যাটউইজী যখন উত্তরপশ্চিম সমুদ্র দ্বারা পথ-আবিষ্কারে বহির্গত হন, তখন যুবক নেলসন ল্যাটউইজের জাহাজে কর্ম লইয়া গমন করেন, এই সময়ে তিনি কোশলী, সাহলী ও কার্ধ্যাকম বলিয়া জুখাতি লাভ করেন।

পরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সি-হর্ষ নামক জাহাজে কার্য পান। তিনি নিজ দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন, "কাপ্তেন কার্ধ্যারের ২০ কামানযুক্ত জাহাজের প্রধান মাড়লে চড়িয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য আমি প্রথম নিযুক্ত হই। কিছুদিন পরে আমাকে 'কোয়ার্টার-ডেকে' কাজ করিতে হয়। এই জাহাজে থাকিবার সময় আমি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও বাঙ্গালা হইতে কসারার মধ্যে প্রায় সকল স্থানই

দেখিরাহি।” যে নৌদল মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ সময়ে ভারতভিত্তিতে আসে, আদমিরাল সার এডওয়ার্ড হিউজ তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। “সি-হর্ষ” জাহাজ কাপ্তেন কার্ণারের অধীনে এই দলে ছিল। আব্রাহাম পারসন্সের ভ্রমণ বিবরণ হইতেও জানা যায় যে, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে “সি-হর্ষ” জাহাজ বোম্বাই উপকূলে নঙ্গর করিয়া অবস্থান করিতেছিল। নেলসনের নৈনন্দিন লিপিতে তাঁহার ভারতদর্শনে অভিজ্ঞতার কথা বা তদ্রূপ নগরায়িত কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। নেলসন্ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে আসিয়া লেণ্টেন্যান্টের পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াই লাউন্সটফ্ট ক্রিগেটের দ্বিতীয় অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। আমেরিকায়ুগে এই ক্রিগেট গিয়াছিল। এখানেও নেলসন্ প্রচুঙ্গ লাভ করেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে নেলসন্ ‘পোট-কাপ্তেন’-পদে নিযুক্ত হইয়া “হিকিনব্রোক” জাহাজের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। এই জাহাজ লইয়া তিনি ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ্ বীপপুঞ্জ গমন করেন এবং সেন্নিকোপসাগরের তীরবর্তী কোর্ট সান জুয়ান অধিকার করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেন। এই যুদ্ধের পর তাঁহার পীড়া হয়। পীড়া আরোগ্য হইবার কিছুদিন পরেই ‘অল্‌বিয়ারলে’ জাহাজের অধ্যক্ষ হন; তাহার পর বোরিয়াস জাহাজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ডিউক অফ ক্লাইক (যিনি চতুর্থ উইলিয়ম নামে ইংলণ্ডের রাজা হন,) পেগাসাস নামক জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন। ঐ জাহাজ নেলসনের অধীন ছিল। এই সময়েই নেলসনের বিবাহ হয়। প্রথমে নেভিস্ বীপের বিচারপতি মিঃ উইলিয়ম উডওয়ার্ডের কন্যাকে, পরে ঐ বীপের ডাঃ নেসবিটের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে নেলসনের কোন সন্তান হয় নাই।

তাহার পর ফ্রান্সের সহিত যখন ঘোর যুদ্ধ বাধিল, সেই সময় ‘আগামেম্মন’ জাহাজের অধ্যক্ষ হইয়া নেলসন্ টুলো-সহরের সমুখে উপস্থিত হন। ব্যাটিল্য অবরোধের পর দক্ষিণ-কালভিতে গমন করেন, তথাকার নৌ-যুদ্ধে তাঁহার চক্ষু নষ্ট হয়। এই সময়ে তাঁহার যুদ্ধকৌশল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির কথা বিবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আদমিরাল হথামের অধীনে নেলসন্ করাসী জাহাজদলের সহিত সাহস ভরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মিনার্ডা জাহাজে ‘কমোডোর’ নিযুক্ত হইয়া করাসীদের ‘লা-সেবিন’ নামক জাহাজ আটক করিলেন; কিন্তু স্পেনীয় বহর করাসী সাহায্যে আসিয়া পড়ায় তিনি ঐ জাহাজখানি ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন। ইহার পরই তিনি সেন্ট-ভিন্সেন্ট বন্দর অভিক্রম করিয়া গোপনে করাসী-জাহাজের অন্বেষণ করেন। কমোডোর নেলসন্ তৎপরে ‘ভান্টসীয়া জিপিডালা’ নামক জাহাজ আক্রমণ করিয়া পরে

সানবিকোল ও সানজোসেফ জাহাজ আক্রমণ ও জয় করেন। এই কার্যের পুরস্কার-স্বরূপ নেলসন্ কে, লি, বি, উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পর কেডিক-অবরোধকারী জাহাজদলের অধিনায়ক হইয়া প্রেরিত হন। কেডিক নগর গোলায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও তিনি অক্ষতকাঁধে হইয়াছিলেন। তাহার পর টেনিরিকের যুদ্ধে গোলায় আঘাতে নেলসনের দক্ষিণ বাহ নষ্ট হয়, এই যুদ্ধে ইংরাজের জয় হয় নাই। আঘাত পাইয়া তিনি স্বদেশে আসেন এবং একসহস্র পাউণ্ড বার্ষিককুর্তি লাভ করেন। এই পেনসন পাইবার আবেদন পত্রে লিখিত আছে, ব্যাটিল্য ও কালভি অবরোধে তিনি বর্ধেট সাহায্য করেন এবং তাঁহাকে সর্বসমেত ১২০ বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর অনেকদিন নেলসন্ কোন কার্যে নিযুক্ত হন নাই।

তৎপরে যখন সংবাদ আসিল, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট টুলো পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন নেলসন্ আরলুজ সেন্ট-ভিন্সেন্টের অস্থবতাহুসারে নেপোলিয়নের অন্বেষণ করিতে প্রেরিত হন। নেলসন্ রণতরী লইয়া ইতালীর উপকূল ঘুরিয়া তাঁহার অবস্থানে আলেকসান্দ্রিয়া অভিমুখে গমন করেন। নেলসন্ নেপোলিয়নকে সদলে না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। পুনরুত্থমে নেলসন্ সিসিলির দিকে যাত্রা করিলেন। সিসিলিতে বিশেষ সংবাদ পাইয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেলসন্ আবার আলেকসান্দ্রিয়া হইয়া আবুকীর উপসাগরের মুখে উপস্থিত হইলেন। এই থানে করাসীদিগের প্রথমপ্রেরণী কএকখানি ক্রিগেট নঙ্গর করিয়া আছে দেখিতে পাইলেন। আদমিরাল নেলসন্ ইহা দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ যুদ্ধারম্ভের আদেশ দিলেন। নিকটবর্তী এক বীপের উপর নেপোলিয়নের যুদ্ধ জাহাজগুলি রক্ষার্থ কামানপ্রেরণী সজ্জিত ছিল। যুদ্ধ বাধিল; নেলসন্ স্বীয় বহরের কএকখানা জাহাজ শত্রুর জাহাজদলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। করাসী নৌবল এইরূপে ছইদিকে আক্রান্ত হওয়ার প্রমাদ গণিল। শত্রুর প্রায় পুরাজয় হইয়াছে, এমন সময়ে নেলসনের “এল’ওরিএন্ট” জাহাজে আগুণ লাগিল; সে আগুণ নিভিল না। গোলাবর্ষণ চলিতে লাগিল। পরদিন প্রভুতবে দেখা গেল শত্রুপক্ষের দুখখানি জাহাজ অক্ষত অবস্থায় উপসাগর হইতে বাহির হইয়া সাগরের গর্ভে গিয়া ঝাঁড়াইয়া আছে, অস্ত সবগুলিই অকর্ষণ্য হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের সংবাদ ও জয়ের কথা ইংলণ্ডে পৌঁছিল, নেলসনের উপর সম্মানসূচক ‘বারন অফ দি নাইল’ উপাধি বর্ধিত হইল এবং তিনি লর্ড প্রেরিতে গণ্য হইলেন। তাঁহার পেনসনও

বাড়িয়া বার্ষিক ৩ হাজার পাউণ্ড হইল। বিদেশেও তাঁহার প্রাকৃত খ্যাতি ও সম্মান লাভ হইয়াছিল। নেপলস-রাজ তাঁহাকে নিজ রাজ্য মধ্যে ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া ‘ডিউক অফ ব্রুসি’ আখ্যায় ভূষিত করিলেন। ইহার পর লর্ড নেপলস্ সিসিলি গমন করেন। এই সময়ে নেপলসে বিজোহ বটে, রাজা প্রায় রাজ্যচ্যুত হইরাছিলেন। নেপলস্ সংবাদ পাইয়া এখানে আসিয়া বিজোহমন ও রাজাকে বিপক্ষ করিলেন। দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লর্ড নেপলস্ মহা সমারোহে অভ্যর্থিত হইলেন। এই সময়ে যুরোপের উত্তরাংশের অস্তিত্ব রক্ষণ সমবেতচেষ্টায় ইংলণ্ড-ফ্রান্সের বড়বস্ত্র করেন। ইংরাজ গবর্নেন্ট জানিতে পারিয়া ভীত হইলেন এবং এই চেষ্টা বার্থ করিবার জন্য এক বছর রণতরী সজ্জিত করিয়া সান্ন হাইড্ পার্কারকে প্রধান অধ্যক্ষ এবং লর্ড নেপলস্কে দ্বিতীয়পদে বরণ করিলেন।

এই বছর লইয়া কাটিগাট উপসাগরে পৌঁছিলে, দিনেমার-পণ প্রণালী মধ্যে ইংরাজরণতরী প্রবেশে বাধা ছিল। ২৭ এপ্রেল পুর্সাকে যুদ্ধ বাধিল। দিনেমারদিগের ১৭ খানি জাহাজ ভস্মীভূত ও নিমজ্জিত বা অধিকৃত হইল। ডেয়ার্কারাজ অবস্থা বুঝিয়া নেপলসনের সহিত সন্ধি করিলেন। তৎপরে লর্ড নেপলস্ সুইডেনরাজকে কৌশলে বাধ্য করিয়া বালটিকসাগরে ইংরাজ-বাণিজ্যের আদেশ গ্রহণ করিলেন। এইকাৰ্যের পর, লর্ড নেপলস্ দেশে আসিলে ব্যারন পদ হইতে ‘ভাই-কাউন্ট’ পদে উন্নীত হইলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বুলনির নিকট ইংলণ্ড-জন্মের বাসনায় এক রণতরীর বিশূল আয়োজন করিতেছিলেন, নেপলস্ এই আয়োজন ফ্রান্স করিতে অগ্রসর হইলেন। বিস্তার চেষ্টা করিয়াও শত্রুর বিশেষ ক্ষতি করিতে না পারায়, লর্ড নেপলস্, দেশে ফিরিলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরেই আবার যুদ্ধ বাধিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে “টিক্টরী” জাহাজের অধ্যক্ষ হইয়া ভূমধ্যসাগরে অগ্রসর হইতে হইলেন। তাঁহার শত চেষ্টাতেও এবার তিনি করাসী বহরকে আটকাইতে পারিলেন না। তাহারাই কৌশলে টুলো পরিভ্রমণ করিয়া কেডিজ আসিয়া মিলিত হইল। লর্ড নেপলস্ অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক নৌবল লইয়া করাসীদের পশ্চাদভ্রমণ করিলেন। অত্যপার করাসীরা ও স্পেনীরেরা একত্র ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ট্রাকলগার অন্তরীপের সমুখে নেপলস্কে আক্রমণ করিল। ২১এ তারিখে যুদ্ধ বাধিল। নেপলস্ “ইংলণ্ডের আশা প্রত্যেক ব্যক্তি দেশরক্ষার্থ আপনাপন কর্তব্য পালন করিবে” এই বাক্য-চিহ্নিত বহু পতাকা উড়াইয়া গিলেন। তাঁহার ভিক্টরি জাহাজের সহিত প্রাচীন ঐতিহাসী ‘ভান্টিসিয়া ত্রিপিদাম’ জাহাজের

যুদ্ধ বাধিল। বিপক্ষ পক্ষ হইতে নেপলসনের জাহাজে শিলা-বৃষ্টির ন্যায় অজস্র গুলিঝুটি হইতে লাগিল। তিনি নিজে চাউনিবিকে খুরিয়া ফিরিয়া অধ্যাক্ষতা করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। হঠাৎ একটা গুলি তাঁহার কবচদেশ ভেদ করিল। এই আঘাতেই তিনি বঁটা মধ্যে লর্ড নেপলসনের প্রাণ-বারু বহির্গত হইল। যে সময়ে নেপলসনের জীবন নষ্ট হইল, সে সময় বিপক্ষের পরাভবও এক প্রকার অবধারিত হইয়া-ছিল। নেপলসনের মৃত্যুর পর আদমিরাল কলিংউড অধ্যাক্ষতা পাইয়া জুকেশলে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন।

নেপলসনের অভাবে ইংলণ্ডে গভীর শোক ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের জন্ত বাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিদান-স্বরূপ লর্ড হোরেশিও নেপলসনের স্নাতা মেডারেও উইলিয়াম নেপলস্কে আরল পদবী দিয়া লর্ড শ্রেণীতে গণ্য করা হইল এবং তাঁহার বার্ষিক পেনসন ৬ হাজার পাউণ্ড নির্দিষ্ট হইল। নেপলসনের দুই ভগিনীও প্রত্যেকে ১০ হাজার পাউণ্ড এবং ভূসম্পত্তি ক্রয়ের জন্য উত্তরে অতিরিক্ত একলক্ষ পাউণ্ড পাইলেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে লর্ড নেপলসনের মৃতদেহ সেন্ট-পলস্ কেমিড্রালে সমাহিত হয়।

নেল্লিকারু, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার মঙ্গলুর তালুকের অন্তর্গত একটা গ্রাম। মঙ্গলুর নগরের ২৭ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

নেল্লিতীর্থ, দক্ষিণ কাণাড়ার মঙ্গলুর তালুকের অন্তর্গত একটা গ্রাম। মঙ্গলুর নগরের ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার একটা পুরাতন মন্দিরে প্রাচীন কণাড়ী ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপ্য আছে।

নেল্লিপটলা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর আর্কট জেলার পল-সনের তালুকের অন্তর্গত একটা গ্রাম। উক্ত তালুকের সদর হইতে পাঁচ কোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের উত্তরাংশে দেবরকোণ্ডা পর্বতের শিখরদেশে একটা শুভমন্দিরের বহির্দেশস্থ পর্বতগ্রাভে একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। উহার অক্ষরাবলী কতকাংশে ভেলগু ভাষায় অল্পরূপ। বর্ণ-গত সাদৃশ্য থাকিলেও উহাকে স্পষ্ট তেলগু বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

নেল্লিয়াম্পতি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোট্টান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটা গিরিশ্রেণী। পালবাট নগর হইতে ১০ কোশ দক্ষিণে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই পর্বত কোথাও ৩০০০, কোথাও বা ৪০০০ ফিট উচ্চ। ১৫০০ হইতে ৪০০০ ফিট উচ্চ-ভূমিতে শাল, চন্দন প্রভৃতি অনেক মূল্যবান গাছ জন্মে এবং স্থানবিশেষে এলাচী, আদা, মরিচ প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে কাকির চাষ আরম্ভ হয়। উক্ত কাকি চাষের দিন দিন বিশেষ উন্নতি দেখা বাইতেছে।

এই পর্বতের বহু প্রদেশে কেদার নামে একটা অসভ্য জাতির বাস আছে। ইহাদের আচার ব্যবহার কতকাংশে বৈনাদ জেলায় কুন্ডর জাতির সদৃশ। ইহার। ফলমূল ও বহু জাত ফলদিগের উপর জীবিকা নির্বাহ করে। এতদ্ব্যতীত ইন্দুরাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুও খাইরা থাকে। সকল সময় ইহার। একস্থানে বাস করে না। ইহাদের জাতিগত কোন একটা ব্যবস। নাই। বনবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ কার্যোপযোগী হুড়ী প্রস্তুত করে।

নেত্রু, সিংহলদ্বীপজাত বৃক্ষবিশেষ। আট বৎসর অন্তরে পুষ্পিত হয়। ঐ সময়ে পুষ্পের আশ্রয় ঠিক কাঁচা মধুর মত। ইহার ফল হইতে প্রচুর মধু পাওয়া যায়; এই জন্য সিংহলবাসীরা এই বৃক্ষকে মধু-গাছ বলিয়া থাকে।

নেত্রুর, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে ইংরাজাধিকৃত একটা জেলা। দক্ষিণ-ভারতের পূর্বদিকস্থ করমণ্ডলকূলে অবস্থিত। ইহার পূর্বসীমা বঙ্গোপসাগরের অবজিন্ন তরঙ্গমালায় বিদৌত, পশ্চিমে বেলাগোড়া পর্বতমালা উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাকে কড়পা ও কর্ণুল জেলা হইতে পৃথক্ করিতেছে, উত্তরে কুন্ডা জেলা এবং দক্ষিণে উত্তর-আর্কট ও চিন্নলপট জেলায় ইহার সীমা নির্দেশ করিতেছে। অক্ষা ১৩° ২৫' হইতে ১৫° ৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৯' হইতে ৮০° ১৪' পূঃ। ভূমির পরিমাণ ৮৭৩৯ বর্গমাইল।

জেলার সদর নেত্রুর নগরের নামানুসারে এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। স্থানীয় ভাষায় এই নগরে নাম নেত্রুর বা নেত্রি-উর। উর শব্দে গ্রাম এবং নেত্রি শব্দে আমলকী বৃক্ষ। জনশ্রুতি এইরূপ যে নেত্রুর নগর রামায়ণোক্ত অতি প্রাচীন দণ্ডকারণ্যের একাংশে স্থাপিত। এই আমলকী বন হইতে কোন প্রাচীন সময়ে উক্ত দণ্ডকবনের অন্তর্ভুক্তি ছিল।

এই জেলা নানাজাতীয় বৃক্ষাদি পরিশোভিত হইলেও এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ততদূর তৃপ্তিকর নহে। জল-বায়ুর ক্রান্তবশতঃ এবং স্বাভাবিক দৃশ্যাদির কোনরূপ বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত না হওয়ায় বিদেশীয়ের পক্ষে এইস্থান সাধারণতঃ আনন্দোদ্দীপক নহে। পশ্চিমে বেলা-গোড়ার গিরিশ্রেণী স্থাবর-জলমায়াক সুবীৰ্ণ অববয়ব বিস্তারপূর্বক বিভীষিকাময়ী জীবজন্তু-সমূহ দ্বীপবন্ধে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত জলরাশির উচ্ছ্বসিত উর্জিত আঘাতে তীরবর্তী প্রস্তরভূমি চূর্ণ হইয়া সেই বেলাভূমিকে বাসুকায়ন করিয়া ফেলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মধ্যবর্তী সমুদ্রের ভূভাগ 'নাবাল'

হওয়ায়, কতকাংশে চাষবাসের উপযোগী হইয়াছে; কিন্তু ইহার অত্যন্ত অধিকাংশস্থানই উর্বরতাবিহীন। সমুদ্রতীর অভিক্রম করিয়া জমি ক্রমশঃই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অধিকাংশস্থানই পর্বতময় ও বনরাশিতে পরিপূর্ণ এবং অধুর্জরবোধে পরিত্যক্ত। কেবলমাত্র এক-একটা গ্রামের নিকটে চাষবাস ও ছোটখাটো স্থল্যর বৃক্ষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমদিকের সমগ্রভূমিই পর্বতময় ও অধুর্জর। এই পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরের নাম পেঞ্চলা কোণ্ডা (উচ্চ ৩০০০ ফিট)। এই শিখর-সংলগ্ন অপর একটা শৃঙ্গের নাম উদয়-গিরিধর্গ। ইহার উচ্চতা ৩০৭৯ ফিট। জেলার সকল স্থান হইতেই এই শিখরের উচ্চ চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জেলার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য স্থান আছে। উহা সাধারণতঃ দেখিবার জিনিস। ঐ স্থানের নাম শ্রীহরিকোটাধীপ। ঐ দ্বীপের একদিকে অতলস্পর্শী লবণ-সমুদ্র ও অপরদিকে ক্ষীণ-কলেবর পালিকট বৃক্ষ। এই দুই জলরাশির ব্যবধানে বাঁধরূপে দণ্ডায়মান বাসুকাতুমি যাহা এখন দ্বীপ নামে অভিহিত, অবশ্যই বলিতে হইবে, উহা জগদীশ্বরের গৌরব ও স্বভাবের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।

এখানে পেয়ার (পিনাকিনী), সুবর্ণমুখী ও শুভলাক্সা নামে তিনটা প্রধান নদী আছে, পূর্বদিক পর্বতের অধিত্যকাভূমি হইতে তিনটাই উদ্ভূত। এতদ্ব্যতীত পর্বতগাত্র হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত নানাদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এতগুলি নদীতে জলসঞ্চয় হইলেও এখানকার উর্বরতা বা বাণিজ্যের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। একমাত্র পেয়ার নদীই কেবল বন্নার সময় জলপূর্ণ হয়। এই নদীতে জলসঞ্চয়ের জন্য নেত্রুর নগরের নিকটে একটা "আনিকাট" নির্মিত আছে।

বনমধ্যে আজ কালা আর বহু ও হিংস্রজন্তু দেখা যায় না। ব্যাঘ্রের সংখ্যা অতি বিরল, নাই বলিলেই চলে। সময় সময় কড়পা জেলা হইতে ছোটখাটো ছট্কাইরা এখানে আসিয়া থাকে। চিতাবাঘ, ভরলু, শান্তর-হরিণ, কুম্ভার ও গুলদার হরিণ, বাইসন জাতীয় মহিষ এবং বন্যবরাহ এখানে প্রচুর দেখা যায়। পক্ষীজাতির মধ্যে কাদাখোঁচা, কলহংস, জলদী-কপোত ও তিতির-পক্ষীই প্রধান।

নানাজাতীয় প্রস্তর সত্ত্বেও এখানে মৃত্তিকা মধ্যে একপ্রকার লৌহমিশ্রিত কর্দম পাওয়া যায়, ঐ মৃত্তিকা গৃহাদি ও রাস্তা-নিৰ্ম্মাণের বিশেষ উপযোগী। এই খনিজ পদার্থে মালমসলা অত্যন্ত দৃঢ় করে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এখানে ভাস্করানি পাওয়া গিয়াছে। মৃত্তিকা হইতে চূর্ণ-নোহও পাওয়া যায়। এখানকার লোকে উহা একত্র গলাইয়া রূপান্তরিত করে এবং আবস্তক-

মত বরাহি নির্বাণ করিয়া লয়। কোথাও কোথাও যুক্তিকা মধ্যে অন্ন সোরা পাওয়া যায়।

এখানকার জলবায়ুর প্রভাব সকল বস্তুতেই সমান, কখনও জাপের হ্রাস বা বৃদ্ধি উপলব্ধি হয় না। জলবায়ু স্বভাবতঃ ক্ষম হইলেও বায়ুপ্রাণ। গ্রীষ্মকালে বন পশ্চিম হইতে উষ্ণ বায়ু বহিতে থাকে, তখন বড়ই কষ্টকর বোধ হয়। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম মন্থন বায়ু প্রবাহিত হইলে (অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন এবং কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে) বৎসরের এই দুই সময়ে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর-পূর্ব মন্থন বায়ুতে জেলার উত্তরাংশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুতে জেলার দক্ষিণাংশেই অধিক বৃষ্টিপাত লক্ষিত হয়।

জলবায়ুর প্রেক্ষাপে সাধারণতঃ এখানে কএকটি বিশেষ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। স বিরাম-জ্বর, বাত, কুষ্ঠ, গোম, মি, অজীর্ণ, আমাশয়, বিহুচিকা ও বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রভাবই অধিক। সময় সময় এখানে বসন্ত ও ওলাউঠা ভয়ানক সংক্রামক হইয়া পড়ে।

এখানে যে বিস্তীর্ণ বনরাজি দেখা যায় এবং যাহা এক সময়ে সুবিদ্যুত নওকারণের অংশ ছিল বলিয়া কথিত হয়; সেই বস্ত ভূভাগ বেলীকোণ্ডার পূর্বদিকের ঢালুপ্রদেশে এবং রায়পুর আয়কুড়, উদয়গিরি ও কণিগিরি তালুকের এলাকামধ্যে অবস্থিত। রক্তচন্দন, অঙ্গুর, পিরাশাল, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষসমূহ গবর্মেণ্টের রক্ষিত-বন মধ্যে গণ্য হইয়াছে। পালিকট হ্রদের অন্তর্ভুক্তী শ্রীহরিকোটাঘাটের বালুকাময় স্থানে যে বনবিভাগ আছে, তাহাতেও নানাজাতীয় বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। এই বনে কুচিলা, জামুন, ডেডীমারম, কনকচম্পা প্রভৃতি বৃক্ষই বিস্তার, এতদ্বির জালানি কাঠের উপযোগী প্রচুর কাঠ এখান হইতে মাস্ত্রাজে নীত হয়। এই জেলার স্থান বিশেষে বড়-রিটা (বে ফলে শাল, জামিয়ার, অলঙ্কার প্রভৃতি ধৌত করা যায়), তেতুল ও বেত্রগাছ প্রচুর দেখা যায়। উপরিউক্ত বন-বিভাগ ব্যতীত সমুদ্রতীরের বালুকাতুমির উপর গবর্মেণ্টের এক প্রকার কাউগাছ এবং স্থানে স্থানে তাল, নারিকেল ও হিজলি বাদামের চাষ আছে।

বন্য জাতিই এখানকার আদিম অধিবাসী। সর্বত্রই ইহাদের বসবাস আছে। শ্রীহরিকোটাঘাটে যে অল্প সংখ্যক বন্য জাতির বাস দেখা যায়, তাহাদের আচার-ব্যবহার কত-কাংশে স্নানদের সদৃশ। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই বীপ ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধিকারে আসিলে, ইংরাজগণ বন্যজাতিদের অতিশয় ঘৃণিত ও পৈশাচিক আচার বিদূরিত করিয়া, তাহাদের জাতীয়অবস্থা উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান হন; কিন্তু তাহারা

আপনারদের বস্ত ও অসভ্যজীবন পরিভাগপূর্বক চাষবাস ও শ্রমবিপ্লব পূর্বক জীবিকানির্ভাহ করিতে অস্বীকৃত হয়। ইহারা বন-জঙ্গলে বেড়াইতে ভালবাসে ও সৌখিনতা ইহাদের দ্বারা হানি পায় না। ইহারা জীবিতবংশীর, সকলেই তেলও ভাষায় কথা কর। অনেকাংশে হিন্দুদিগের করণ-কারণের অনুকরণ করিলেও, ইহারা আপনাপন প্রথামত জুড়-বোদির পূজা করে। ইহারা মুতার পর শব্দেহ গোর দেয়।

যেকালা নামে আর একটা ভ্রমশীল জাতি আছে, ইহারা তামিলবংশীর। চেছু, ডোন্নারা, জ্বালী বা লম্বাঙ্গী জাতী-রেরা মরাঠাভাষায় কথা কর।

এখানে শেঠী (ব্যবসায়ী), বেঙ্গলার (কৃষক), আদাইয়ার (গোচারক), কন্ডালর (কারিগর), কণ্ডন (লেখক) কৈক-লর (জাতি) বরিয়ান (মজুর), কুশাবন (কুমার), শতানি (মিশ্রজাতি) সেধুডবন (জ্বলে), সানাম (তাড়ি-কর), অষ্টান (নাশিত), বান্নান (রজক) প্রভৃতি কএকটি বিভিন্ন জাতির বাস আছে। এতদ্বির আরবী, লকাই, মোগল, পাঠান, শেখ, সৈয়দ প্রভৃতি মুসলমান জাতির বাসও দেখা যায়। নেত্র, অকোলা, বেকটগিরি, ককুড়, অড্ডিকি, কবলী ও শুভুর নগরে যুরোপীয় ও খৃষ্টিয়ানগণের বাস আছে। এখানে প্রথমে রোমান কেমলিক মিসন ও তৎপরে ১৮৪০ খৃঃ অঃ আনেকারিয়ার বাপ্তিষ্ট মিসন আগমন করেন। ক্রমে দ্রুট ও জার্মানির লুথার সম্প্রদায়িগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রদেশের বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবাসী ও সিংহলদ্বীপবাসীর সহিত সুদূর-দেশবাসী রোমক-জাতির বাণিজ্যের সংস্রব ছিল। ১৭৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে নেত্র নগরের নিকটস্থ স্থানের যুক্তিকা হইতে যে সনস্ত প্রাচীন রোমক-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, মাস্ত্রাজের গবর্নরের মুদ্রিত পত্র হইতে জানিতে পারা যায়*। কর্ণেল মেকেটী

* The Asiatic Researcher, Vol. II, p. 322 নামক পুস্তকে ই পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার বর্ণন এই—'নেত্র নগরের নিকটে কোন কৃষক লালল লইয়া যুক্তিকা কর্তৃক একটা প্রাচীন হিন্দুদিগের চূড়ার তাহার লালনের কাল চৈকিত্য বায়। পরে অনুসন্ধানতৎপর হইয়া ই স্থান গমন করিলে, ই স্থান মধ্যে একটা পাথ্রে কতকগুলি রোম-সৈন্যের মুদ্রা ও পদক পাওয়া যায়। ই সময়ে মানবীর ডেভিডসন মাস্ত্রাজের শাসনকর্তা ছিলেন; কৃষক ই মুদ্রা সোপান দ্বায়ে বিক্রয় করিলে তিনি বয়ঃ এড্রিয়ান ও ফাউস্টিনার (Adrian and Faustina) সময়কার অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর দুই খানি পছন্দ করিয়াছিলেন এবং দশাষ জারীর-উল্ ওমরা তদন্থ হইতে ত্রিশ খানি গ্রহণ করেন। এতদ্বির ট্রাজান সময়েরও কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ই মুদ্রা গবর্নর-বাহাদুর দপ্তকে দেখিয়াছেন। তিনি

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কোরবাতোর জেলার স্থানে স্থানে কতকগুলি মুদ্রা প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোরবাতোর, শোলাপুর, কড়পা, মহরা, এবং কন্নুরের ১০ মাইল পূর্বে কোটায়মের নিকটবর্তী পূর্বে অগষ্টাস, রুডিয়াস, ফেলিওলা, সেভারাস্ এন্টোনিয়াস, কোমোডাস্, গোট, ট্রাজান, ড্রাস্, জেনো প্রভৃতি রাজগণের সময়কার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রা হইতে বেশ জানিতে পারা যায় যে, অতি পূর্বকালে রোমকবণিকগণ করমণ্ডল উপকূলে আসিয়া ভারতীয় পণ্যস্রাব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। করমণ্ডল উপকূলই যে তৎকালে বাণিজ্যের প্রধানস্থান বলিয়া গণ্য ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চীনদেশ ও আরব-দেশের নানান স্থান হইতে ব্যবসায়িগণ বাণিজ্য উপলক্ষে এই প্রদেশে আসিত। করমণ্ডলকূলে প্রাপ্ত চীন ও আরবী মুদ্রাই তাহার প্রমাণ। পূর্বে চীনরাজ্য ও পশ্চিমে লোহিতসাগর-তীরবর্তী মুসলমানগণের রাজ্যসমূহের লোকেরা সেই প্রাচীন সময়ে বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতে আসিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিরেবল্লী জেলায় প্রায় লক্ষটাকার অধিক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ৩১টা মাস্জাদ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল মুদ্রার কতকগুলি আরবী ও কতকগুলি কিউফিক ভাষার নামাঙ্কিত। আরবীয় মুদ্রাগুলি প্রায় খালিক্, আভাবেগ, আবুয ও মামলুক-বর্গীংবংশীয় রাজগণের সময়কার। এই মামলুক-বংশীয় রাজগণ ইজিপ্টে রাজত্ব করিতেন, তাহা ইতিহাস পাঠক মাজেই অবগত আছেন। কতকগুলি মুদ্রার উপর ল্যাটিন ভাষায় আরাগণরাজ ওয় প্রিজোর নাম খোদিত। ইনি ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। মামলুক-বর্গীংবংশীয় জলভানের সহিত এক সময়ে তাঁহার সন্ধি হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ সন্ধিসূত্রে তাঁহার মুদ্রা ইজিপ্টে ও তথা হইতে বাণিজ্য-ব্যাপদেশে ভারতে আসিয়া থাকিবে। ত্রিবাকোড়রাজ ও রেনি-ডেট-জেনারল কালেন্ সাহেবের নিকট কতকগুলি প্রাচীন রোমক মুদ্রা আছে*। কতকগুলি মুদ্রার আবার ড্যালেন্টি-নিয়ান্, থিওডোসিয়াস্ ও ইউডেসিয়াস নামও খোদিত আছে। এই সকল মুদ্রার ধারাবাহিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিলে এবং মুসল-মানগণের ইতিহাস পাঠ করিলে বেশ বোধ হয় যে, বহু-শতাব্দী ধরিয়া নেত্র ও সমস্ত করমণ্ডল-উপকূল প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-

স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল।† ‘তজ্জিরা-তুল্ অম্বার’ নামক ইতি-হাসে লিখিত আছে যে, কন্নু হইতে নীলাবর (নেত্র) পর্যন্ত প্রায় তিন শত ‘কন্নল’ বিদ্যুত সমুদ্রের উপকূল দ্বারা নামে খ্যাত। এখানকার রাজগণের উপাধি দেবর। চীন ও মহাচীন-বাসিগণ তাহাদের ‘জক’ নামক জাহাজে তদদেশজাত স্তম্ভ কার-কার্যাবিশিষ্ট দুলভবস্তুসমূহ বোকাই করিয়া, এই প্রদেশে বিক্র-য়ার্থ লইয়া আসিত। সিদ্ধ ও তৎপার্বর্তী জনপদবাসী মুসল-মানেরাও এই দেশে বাণিজ্য জন্ত অর্ণবোপোতাহাব্যে আগমন করিত। ইরাক্ হইতে খোরাসান পর্যন্ত স্থানসমূহ এবং রুম ও যুরোপের স্থানে স্থানে যে সকল প্রাচীন ও স্তম্ভর গৃহ-সজ্জা এবং সখের দ্রব্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কতকাংশ এক সময়ে এই বাণিজ্যবহুল ভারত-উপকূল হইতে নীত হইয়াছিল। পারস্ত-উপসাগরস্থ দ্বীপবাসিগণের অর্থ ও মণিমুক্তাদি এক সময়ে এই প্রদেশ হইতে আদৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন স্তম্ভর পাণ্ডা এই প্রদেশের রাজা, তখন কায়স্ দ্বীপের বণিকগণ ও মালিক উল্ ইসলাম্ জমাল্ উদ্দীন তাঁহাকে বাণিজ্যার্থ করস্বরূপে প্রতিবৎসর তদদেশ-জাত ১৪০০ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হন। আরও জানা যায় যে, স্তম্ভরবর্তী চীন ও অজান্ত দেশ হইতে যে সকল স্তম্ভর ও স্তম্ভদ্রব্য এই স্থানে আসিত, রাজা সর্বপ্রায়ে করস্বরূপ তাহারও মধ্যে কতক বাছিয়া লইতেন+। এতদ্ভিন্ন নেবুকাডনেজার ও নিকোর সময়ে বাবিলন ও ইজিপ্টদেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য উপ-লক্ষে ভারতে আসিতেন, তাহা তৎসময়ের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়। [নেবুকাডনেজার দেখ।]

বর্তমান সময়ে দক্ষিণ-ভারতের আর সেই বাণিজ্যগৌরব নাই। প্রায় খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ঐক্লপ ব্যবসা-স্রোত চলিয়াছিল, ক্রমশঃই হ্রাস পাইয়া এখন প্রায় তাহা একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। ঐ প্রাচীন ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গাই নেত্রের নীলবর্ণ ‘সালেম্ পোরী’ নামক বস্ত্রও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পূর্বকালে ঐ বস্ত্র ওয়েট-ইণ্ডিজ দ্বীপ-বাসী নিগ্রো জাতির আগ্রহের সহিত পরিধান করিত। এই কারণে ঐ বস্ত্রের কখনও অনাদর হয় নাই। এখন নেত্র হইতে আর কার্পাস বস্ত্র বিশেষে রপ্তানী হয় না। দেশবাসিগণ আপনাদের পরিধেয় বস্ত্র বস্ত্রাদি বয়ন করে। নেত্র নগরের ‘নিকটবর্তী কোবুর গ্রামে এক প্রকার স্তম্ভ বস্ত্র ও কমানের উপযোগী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। শ্রমজীবিন্ধ সাধারণতঃ চট প্রস্তুত ও কাপড় রং করে। কেহ কেহ বা তাম্র, পিত্তল ও কাস্ত-

উদ্ধলতা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে মুদ্রাগুলি এত নূন বেন এই মাত্র টাক-পাল হইতে আঁকা হইয়াছে এবং অলপষ্ট কতকগুলি মুদ্রার উপরকার দায় বলিয়া উল্লিখিত গিয়াছে।”

* Indian Antiquary, Vol. VI. p. 215-16.

* Indian Antiquary, II. p. 241-42

† Elliot's Muhammadan Historian, Vol. III. p. 32-33.

পাছ নির্বাণ, ভাঙ্গরকার্য, নৌকানির্বাণ, ও বাছুর প্রভৃতি
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

রেলপথ বিস্তারের পূর্বে হইতেই এখানকার বাণিজ্য অব-
নতির দৃষ্টপাণ্ড দেখা যায়। কড়পা ও কর্ণলবাসিগণ তুলার
বিনিময়ে নেত্রুর হইতে লবণ লইয়া বাইত। সমুদ্রতীরে
কেবলমাত্র শতাব্দির রপ্তানী হইয়া থাকে। তুলা, চাউল,
নীল, তামাক, কলাই ও অন্যান্য শস্যের চাষ আছে এবং উপ-
কূলস্থিত কোটপাট্‌ ও ইটমুতুলা নামক বন্দরদ্বয়ের এখনও ঐ
সকল বেশজাত দ্রব্যের রপ্তানি ও বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্যার্থ
উৎপন্ন নানাদ্রব্য আমদানি হয়।

সময় সময় জল ও খুটির অভাবে, পেরার নদীর বজায় ও
সমুদ্রকূলস্থ ঝটিকার এখানকার শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়া
থাকে। ১৮০৪, ১৮০৬, ১৮২০, ১৮২৮, ১৮৩২, ১৮৩৬, ১৮৫২,
১৮৫৭, ১৮৭৪, ১৮৭৬ ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঝড় ও বজায় এখানে
হুতিক উপস্থিত হয়। ১৮৭৬-৭৮ এখানে যে হুতিক উপস্থিত
হয়, তাহাতে মোটেই শস্যাদি জন্মে নাই। এই সময়ে প্রায়
৬০০০০ গো-মেঘ ও অসংখ্য মজুদা অশ্রান্তভাবে কালের কবলে
পতিত হইয়াছিল।

এখানকার অধিবাসিগণ আচার-ব্যবহার ও ধর্মসম্বন্ধীয়
ক্রিয়াকলাপে অনেকাংশে হিন্দুদিগের অনুকরণ করিলেও,
মুসলমান মহরম উৎসবে অনেক হিন্দুই যোগদান করে। নেত্রুর
জেলায় ১২০ খানি গ্রামে প্রতি বৎসর মহরম উপলক্ষে হিন্দু
মুসলমান উভয়েই অগ্নি জালিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। বুমর-
শাহ-মদ্রর নামক জনৈক মুসলমান পীরের মাহাত্ম্য-কীর্তি-
নের জন্ত, মুসলমান ফকিরগণ মধুমাসে ছুইটা বিভিন্ন স্থানে
ছুইবার অগ্নিক্রীড়া করে। ঐ সময় তাহার অগ্নির উপর
ভ্রমণ বা গড়গড়ি করিয়া থাকে *।

এই প্রদেশের কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। অতি পূর্বকাল
হইতেই এই স্থান দাক্ষিণাত্যের তৈলজরাজ্যের অংশরূপে
গণ্য হইয়া আসিতেছে। এই কারণেই পূর্বতন বণিকগণ কর-
মণ্ডল-উপকূলস্থ নেত্রুর ও তন্নিকটবর্তী তৈলজরাজ্যের অন্ত-
র্গত বন্দরসমূহে আসিয়া পণ্যক্রয় ক্রয় করিত। এই রাজ্যে এক
সময়ে বাবর, চাঙ্গা, কল্যাণ ও গণপতিবংশীয় নরপতিগণ
রাজত্ব করিতেন এবং উক্তবংশীয় রাজগণের সময়ে এই স্থান
কবলা বাণিজ্যে যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহা
রোমক, চীন ও আরব দেশীয় মুদ্রা এবং এখানকার রাজগণের
শিলালিপি হইতে জানা যায়। [বাবর, চাঙ্গা প্রভৃতি ব্রট্রা।]

এখানকার মন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা

যায় যে, মহাপ্রভুপালী বিজয়নগরের নরপতিকংশীয় রাজা কৃষ্ণদেব
রায়ালু কতকগুলি মন্দিরনির্বাণ ও কতকগুলির জীর্ণ সংস্কার
করিয়া দেন *। রাজা কৃষ্ণদেব ১৫০৯ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ
পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রবাদ হইতে জ্ঞাত
হওয়া যায় যে, খুটির একাদশ শতাব্দীতে এখানে মুক্তি
নামে একজন সর্দার আধিপত্য করিতেন এবং তিনি চোল-
রাজগণের সামন্তরূপে গণ্য ছিলেন। চোলরাজগণের পূর্ববর্তী
সময়ের কোন ঐতিহাসিক-তথ্য না পাওয়ায় অসম্ভব হয়,
কড়পা, বেলারী, অনন্তপুর, কর্ণল প্রভৃতির দ্বারা এই প্রদেশের
অপর্যাপ্ত অংশ প্রসিদ্ধ দণ্ডকারণের বিবিধ পথে নিহিত
ছিল। কেবলমাত্র বাণিজ্যের উপযোগী সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর
সকল পূর্বোক্ত রাজগণের অধিকারভুক্ত থাকিয়া, দেশবিদেশে
ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যগোবরষাষণা করিয়াছিল। মুক্তির
পর খুটির দ্বাদশ শতাব্দীতে সিদ্ধরাজ এখানে রাজত্ব করিতেন,
এই সময়ে যাদববংশীয় কএকজন সর্দার এই জেলার উত্তরাংশে
আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন।

নেত্রুর নগরের অতি প্রাচীন অধিবাসী বেষ্টগিরির রাজ-
বংশীয়গণের প্রাচীন বংশাবলী হইতে জানিতে পারি যে, এই
বংশের পূর্বপুরুষগণ মুসলমানগণের সহিত অনেকবার যুদ্ধ
করিয়াছিলেন। সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজত্ব সময়ে মালিক
কাফুর ১৩১০ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ আক্রমণ করেন। তৎপরে
কুতুবশাহীবংশীয় মুসলমানগণ ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য জয়
করিয়া গোলকুণ্ডায় রাজধানী স্থাপন করে।

পূর্বে লিখিত হইয়াছে, নেত্রুর নগরের কোন ধারাবাহিক
ইতিহাস পাওয়া যায় নাই, তাহার একমাত্র কারণ তৎকালের
কোন রাজাই এই নগরে আপনাত্মক আবাস বা রাজধানী মনো-
নীত করেন নাই। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে এই জেলার আর্মের্ছোন
নগরে ইংরাজবণিকগণের অবস্থান হইতেই এই জেলার
ইবানীকন ইতিহাস আরম্ভ হয়।

১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ কর্তৃক আদ্বারনানগরে ইংরাজগণ
নিহত ও নির্জিত হইলে, ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী নামক বণিক-
সম্প্রদায় করমণ্ডল উপকূলে মসলিপত্তন ও পটপোলি (বর্তমান
নাম নিজামপত্তন) নগরে (১৬১১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) তাহা-
দের বাণিজ্য কুঠিতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করেন। ইহার
চতুর্দশ বর্ষপরে, ওলন্দাজদিগের উৎপীড়নে জর্জরিত হইয়া
ক্রান্তিস্থ তে নামক ইংরাজ-কর্মচারী সকলে হুগলী-পত্তন গ্রামে
পলাইয়া যান। উক্ত গ্রামে পৌঁছিলে, গ্রামপতি মুনালিয়ার ইংরা-
জের বিক্কাচরণ করিয়াছিলেন। তাহাকে দমন করিয়া তে

লাহেব উক্ত লোকেশ নামস্থানে এই গ্রামে আর্মগম বুড়েশ্বর নামে একটি চূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই ১৪ বৎসর পরে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে মাস্তাজের সেন্টজর্জ চূর্ণ স্থাপিত হয়।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে ইংরাজ ও করাসীদিগের ‘কর্ণাটিক যুদ্ধ’ হইতেই এখানকার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। এই সময়ের ইতিহাস পাঠ করিলে বেশ জানা যায়, দক্ষিণাত্যের পূর্ণউপকূলে করাসী ও ইংরাজগণ আধিপত্য বিস্তারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নাজিব্ উল্লা তাঁহার ভ্রাতা নবাব মহম্মদ-আলীর প্রদত্ত নেত্র প্রদেশের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। এই বৎসরে মহম্মদ কমান্ নামে জনৈক মুসলমান নেত্র নগরে প্রবেশপূর্বক নাজিবউল্লাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ঐ ব্যক্তি তিরুপতির মন্দির ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলে, ইংরাজের হস্তে উহার রক্ষার ভার সমর্পিত হয়। উভয় দলে যোঁর যুদ্ধ হইলে প্রথমে ইংরাজগণ পরাজিত হন, অবশেষে তাঁহার পুনরায় কমান্কে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন।

নাজিব্ উল্লা স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কিছু দিন পরে (১৭৫৭ খৃঃ অব্দ) নিজ অধীনতা উচ্ছেদ করিবার জন্ত ত্রাতার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইলেন। নবাব মহম্মদ আলী তাঁহার ইংরাজবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নাজিব্ উল্লাও আপনায় পক্ষ দৃঢ় রাখিবার জন্ত করাসীগণের সাহায্য লইলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজগণ পরাস্ত হইলে, কর্ণেল ফর্ড উক্ত ক্ষতির অঙ্গ জবাবদিহি হইয়া মাস্তাজে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নাজিব্ বলাসৎ জঙ্গ ও মহারাত্রীগণকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে করাসী সেনাপতি লাণী সৈন্ত লইয়া মাস্তাজ হইতে অপস্থত হইলে, তিনি ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং ইংরাজ কর্তৃক ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্বপদে নিয়োজিত হইয়া ইংরাজরাজকে বাৎসরিক ত্রিশ হাজার ‘পাগোডা’ দিতে প্রতিজ্ঞিত হন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজগণ বহুতে কর্ণাটপ্রদেশের রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে টিপু সহিত সন্ধি হইলে, উহার শাসনভার পুনরায় নবাবের হস্তে অর্পিত হয়। অবশেষে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ চিরকালের মত এই প্রদেশের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

২ নেত্র জেলার অন্তর্গত একটি তালুক বা উপবিভাগ। কু-পরিমাণ ৬৩৮ বর্গ মাইল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে দুইটা দেওয়ানী ও ষ্টী কোর্টার আদালত স্থাপিত হয়।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। পেরায় (শিবাবিনী)

নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪° ২৬' ৩৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১' ২৭" পূঃ। ইহার প্রাচীন নাম সিংহপুর। এই স্থানেই বর্তমান ইংরাজগণের আবাস আছে। এখানকার মুসলমানের মন্দিরটী ত্রিনৈত্র ওরফে মুক্তি নামক জনৈক রাজ কর্তৃক স্থাপিত হয়। তেলগুদেশে ইনি ‘মুক্তি মহারাজ’ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে মুসলমানগণের সময়ের একটি কেল্লা আছে।

পরে এই নগর ‘দুর্গামেট্টা’ নামে সাধারণে পরিচিত হয়। এখনও নেত্রের উপকণ্ঠে ঐ নামে খ্যাত। এই নগর হইতে মাস্তাজে স্থলপথে ট্রাঙ্করোড ও জলপথে বাকিংহাম খাল দিয়া গমন করা যায়। এই নগরের গঠন ও জলবায়ু নিত্যন্ত মন্দ নহে। যুরোপীয়গণের আবাসবাটার অপর পার্শ্বে নরসিংহ-কোণাপর্কতের উপর কতকগুলি মন্দির আছে। এখানে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে ‘ঠিকনা সোমরজু’ নামে এক কবি তেলগু ভাষায় সংস্কৃত মহাভারতের অহুবাদ করেন। ইহার সম-সাময়িক মোল্লা নামে একটি জীকবিও রামায়ণ অহুবাদ করিয়া বিদ্যার্চকের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজকবি অলসানি পেড্ডানা রাজা কৃষ্ণদেবের সভায় বর্তমান ছিলেন।

নেবতী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটি বন্দর। অক্ষা° ১৫° ৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩২' পূঃ। বেল্গোলার ৮ মাইল উত্তরে, মলবানের ৬১০ মাইল দক্ষিণে এবং পূর্বে গুজরাত রাজধানী গোয়ার ১৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। পূর্বে এই নগর বিজাপুরের এলাকাভুক্ত ছিল। এখানে একটি চূর্ণের ভগ্নাবশেষ আছে। মিঃ রেনেল প্রকৃতি পুরাবিদগণ এই স্থানকে টলেমি-কথিত ‘নিট্রি’ বা প্লিনি বর্ণিত ‘নিট্রিাস’ বলিয়া অহমান করেন। এখন এই স্থানের আর সেরূপ বাণিজ্যের শ্রীযুক্তি নাই, ক্রমশঃই উহার হাস পাইতেছে। ১৮১৮—১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সৈন্তগণ এই বন্দর আক্রমণ করে এবং গোয়ার আঘাতে চূর্ণ ভাঙিয়া মহারাত্রীগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়।

নেবহী, রাজপুতনার অজমীরের অন্তর্গত একটি নগর। জয়পুর রাজধানী হইতে ৩৭ মাইল দক্ষিণপূর্বে ২৬° ০০' উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৫° ৪৪' পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ৮০ বৎসর পূর্বে এই নগর বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং বহু লোকের বসবাস হেতু ইহার আরওনও বিস্তৃত ছিল। আমীর খাঁ বখন এই স্থান আক্রমণ করিয়া লুট করে, তখন এখানকার অধিবাসীরা পলাইয়া অন্তঃগমন করে। শেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এখানে শান্তি স্থাপিত হইলে, পুনরায় লোকসমাগম হইয়া জনতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই নগর একটি পর্কতের কেন্দ্রে অবস্থিত। ইহার পশ্চাৎপাশে সরল ভাবে বর্তমান উক্ত পর্কত এক

সমুখ জয়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তরভূমি। পূর্বতের উপরি-
ভাগে নদগর্ভ হ্রদ। হ্রদটির দূরত্ব ১৫০০ পোলাকার
দূরত্ব নির্ধারিত আছে। নগরের সমুখস্থ বাসুকাবর ভূমিতে
প্রচুর শরিষাও তৈল ও শিল্পলগ্ন আছে। এতদ্ব্যতীত স্থানে
স্থানে উদ্যান, সেবকবৃক্ষ, ক্রান্তি চৌবাচ্চা ও সঙ্গী-নাহের
ব্যতিক্রম রক্ষিত আছে।

নেবারগঞ্জ-কুম্ভারাজগঞ্জ, অরোণাগ্রন্থের উনাও
বেলার অন্তর্গত হইল। গাজলংগর নগর। বোহননগরের
হই নাইল পূর্বে অরোণা হইতে লক্ষী বাইবার পুরাতন
নবাবী রাজ্যের উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৪৭' ১০" উঃ এবং
দ্রাঘি° ৮০° ৪৫' ২১" পূঃ। এখানে নবাব সুলতান জঙ্গের
নায়েব মহারাজ নবলমার এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে
অরোণার শেব নবাব ওয়াজিদ-আলী শাহের রাজত্ব-সময়
মহারাজ বাসুকা উক্ত নগরের সরকারে মহারাজ-গঞ্জ নামে
আর একটি নতুন নগর স্থাপন করেন। ওয়াজিদ-আলী
শাহ ইংরাজের মজরবন্দী হইয়া কলিকাতার নিকটবর্তী মুচি-
বালা (Garden Reach) নামক স্থানে বাস করিতে ছিলেন।
১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ঐ বাসভবনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত গঞ্জ
জমির বৃহৎ। হইলী নগরে বাতাসান্তের জল মধ্যে মধ্যে
সেতু নির্মিত আছে। অত্যন্ত চাষবাস সম্বন্ধে নেবারগঞ্জে
নানাপ্রকার পিত্তলনির্মিত জিনিষ তৈয়ারী হইয়া বাণিজ্যার্থ
নানাস্থানে প্রেরিত হয়।

নেবার, নেপাল-রাজ্যবাসী আদিম জাতিবিশেষ। যে স্থান
এখন 'নেপাল-প্রপার' নামে খ্যাত এবং যে উপত্যকা ভূমিতে
বর্তমান কাঠমান্ডু নগর স্থাপিত, সেই স্থানই এই জাতির
আদি বাসস্থান।

নেপালদেশে নির্ধিত হইয়াছে যে, এই স্থানে গোমবহল
জাগজাতির বাস থাকার তিব্বতবাসীরা হিমালয়ের এই ভট-
ভূমিকে 'পালদেশ' বলিত (তিব্বতীয় ভাষায় পালদেশের অর্থ
পশর)। এই পালদেশের যে উপত্যকাংশে নেবার জাতির
বাস ছিল, এই উপত্যকা বহু পূর্বকাল হইতেই 'নে' নামে
প্রসিদ্ধ। এই 'নে' নামক স্থানের অধিবাসী বলিয়া তাহাদিগকেও
উক্ত স্থানের নামানুসারে নেবার বা নেবারী নামে অভিহিত করা
হইয়াছে। আদিম নেবারজাতি বহুপূর্বকালে অসভ্য থাকিলেও,
তাহারা বৌদ্ধধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদিগকেও
উন্নতির সোপানে উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহারাই নেপালে
প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের স্থাপনকর্তা। এখন নেপালরাজ্যে
যে সমস্ত প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দুকীর্তি দেখা যায়, তাহা ইহা-

মিশ্রের উদ্ভবে ও ধরে নির্মিত হইয়াছিল। পালদেশের
'নে' নামক স্থানবাসী পূর্বতন নেবারীমিশ্রের পৌরব ও শ্রম-
বর্ধার্থে তাহাদেরই বাসভূমির নামে এই রাজ্যের নাম 'নেপাল'
হইয়াছিল।

ইহাদের আকৃতি গোষ্ঠাদিগের অপেক্ষা ধর্ম এবং মুখাকৃতি
বেশিলে সহজেই তাহাদিগকে 'মোদলীর' বলিয়া ধারণা হয়।
ভারতের সহিত তিব্বতের নৈকট্য থাকার, উত্তর জাতির মধ্যে
সংশয় ঘটয়াছে। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে যখন বৌদ্ধমত তিব্বতে
প্রচলিত হয় এবং নেবারীরাও যখন বৌদ্ধমত গ্রহণ করে,
সেই সময় হইতেই উত্তরজাতির মধ্যে আদান প্রদান হইয়া
থাকিলে অথবা অন্ত কোন সময়ে তিব্বতীয় রক্তশোভ নেবার-
গমনীতে প্রবাহিত হইয়া থাকিলে। কারণ নেবারী জাতির
ধর্মপ্রাণ, ভাষা, বর্ণাভিজ্ঞান ও তাহাদের বাহ্যগঠন-প্রাণ-
লীর উপর লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তিব্বতীয় সংস্রব
ব্যতীত নেবারজাতির মধ্যে এরূপ প্রকোপাত্তর কখনই ঘটবার
সম্ভাবনা থাকিত না। ইহাদের বর্তমান ধর্মের কএকটি ক্রিয়া-
কলাপই তাহার একমাত্র নিদর্শন।

অনেকে অস্বীকার করেন, পূর্বকালে নেপাল উপত্যকা
এবং তদন্থ হইতে তুবারাভূত হিমালয়পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে
যে সকল জাতি বাস করিত, তাহারা চীন ও তিব্বত জাতির
মিশ্রণে উৎপন্ন। যখন বৌদ্ধগুরু মচ্ছুী মহাচীন হইতে
নেপালে আসিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করেন, সেই সময় ভারত-
বাসীর সহিত তিব্বতীয় 'অথবা মহাচীনবাসীর সংস্রবে এই
নেবার জাতি গঠিত হইয়া থাকিলে। নেবারজাতির তিব্বতীয়
পূর্বগুরুগণ আবার হিন্দুস্থানবাসী পার্শ্বীয়জাতির সহিত
বিবাহাদি করায়, তাহাদের পূর্বসূরীকালক বৌদ্ধমতের অবয়ব-
মধ্যে নববিবাহিত হিন্দুদিগের ধর্মপ্রচার কতকগুলি প্রকরণ
সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন। এই কারণে নেপালের প্রচলিত
বৌদ্ধধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের সন্নিগন হওয়ায়, তাহাদের এখন-
কার বৌদ্ধধর্মমত অনেকাংশে বিকৃতভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। বহুকাল
হইতে নেবারজাতির অন্তরে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব এবং তাহাদের
শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ধর্মজ্ঞ ক্রিয়াকলাপাদির বিশেষবিধি লিখিত
থাকিলেও, তাহারা উক্ত ধর্মমত উপেক্ষা করিয়া, হিন্দুধর্মের
আশ্রয়ে যে সমস্ত আচার ব্যবহার অভ্যাস করিয়াছে;
বর্তমানকালে তাহাদের উপর আত্ম প্রদর্শন করে, ইহাদের
মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত নিয়মাদির বিশেষ আদর দেখা যায়।

অপর কেহ কেহ বলেন যে, সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের সম-
স্ত ক্ষেত্র হইতে অসংখ্য পরিভ্রামক, তীর্থযাত্রী ও প্রবাসী
হিন্দুগণ নেপালের এই পবিত্র উপত্যকা-ভূমিতে আসিয়া বাস

করে। এই নবগত হিন্দুগণ অথবা তাহাদের বংশধরগণ কালক্রমে এখানকার আদিবাসী অথবা ঔপনিবেশিক ভিক্ত-জাতির সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। এইরূপে ভারতবাসীর সহিত ভিক্তীর সংমিশ্রণে এই নেবার জাতির উদ্ভব হইয়া থাকিবে। ভারত হইতে তাদ্ভিত হইয়া অথবা স্বদেশ হইতে বাহারা ধর্মপ্রচার-উদ্দেশ্যে এখানে আইসেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। ইহারা তীর্থদর্শন উপলক্ষে অথবা হিষালর প্রদেশ-পরিদর্শনমানসে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কতকংশও হিন্দু ছিলেন। এই হিন্দুপ্রবাসীদিগের মধ্যে কেহ বা নেপালে আসিয়া বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন, কেহ বা স্বদেশের উপর আত্ম স্থাপন করিয়া হিন্দুপ্রথাগুসারে ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিতে থাকেন। নেপাল-প্রবাসী উত্তর মতাবলম্বীরাই এই স্থানকে স্বদেশ করিয়া লইলেন এবং তথাকার আদিম অধিবাসীদিগের কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহী হইলেন। এতরূপে প্রাচীন পার্বত্য অধিবাসিগণের মধ্যে একত্র হিন্দু ও বৌদ্ধমত সংঘটিত হওয়ার দুইটী মতই এখানে প্রাধান্য লাভ করে।

অতি প্রাচীনকালে এই আদিম জাতির মধ্যে জাতিগত কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হইত না। ইহারা যেরূপ ভারতের প্রান্তদেশে পক্ষতোপরি বাস করিয়া, জগতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইত, সেইরূপে এই অরম্ভপ্রদ স্থানে বাস করিয়াও তাহারা স্বভাবতঃই সরল ও নিরীহ হইয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর, ইহাদিগের মধ্যে উদাসীন বা সন্ন্যাসী এবং গৃহী এই দুইটী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বাহারা বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী, তাহারা বাঁচা নামে পরিচিত। ক্রমে এই বাঁচা শ্রেণী চারিটী বিভিন্ন থাকে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই চারি শ্রেণীর মধ্যেও আবার উচ্চমিয় ক্রম লক্ষিত হয়। যে শ্রেণী যে পরিমাণে যোগভাস করে, সেই শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণে সেইরূপ শ্রেষ্ঠতা লাভ করে এবং সমাজে মান্যাস্পদ হয়। অপর পক্ষে গৃহিগণ নানাবিধ বিষয়কার্য্যে ও ব্যবসায়ে আপনাদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে।

যে সকল প্রবাসী হিন্দুধর্ম রক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরগণ অথবা অন্ত্যস্ত নেবারীরাও কালমাহাত্ম্যে হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠে। পূল হইতে তাহাদের মধ্যে যে সামান্য প্রক্রিয়া লক্ষিত হইত, কালে তাহা পরিপুষ্ট হইয়া পূর্ণমাত্রায় (হিন্দুধর্ম) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে হিন্দুমতাবলম্বিগণ সরাসর্য্যকরণ পূর্ব্বজন অধিবাসিদিগের মধ্যে কতক-গুলিকে হিন্দুধর্ম দীক্ষা দিয়া তাহাদিগকে স্বধর্ম দীক্ষিত করেন। এইরূপে এক সময়ে নেপালমাত্রে ব্রাহ্মণধর্মের

প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার অব্যবহিত পরে হিন্দু-নেবারগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র এই চারিটী জাতিগত বিভাগ ক্রমিত হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে এই ভেদ রক্ষিত হইলেও, বৌদ্ধগণ এরূপ কোন স্বতন্ত্র নিয়মে আবদ্ধ নহেন।

ক্রমে নেবারীদিগের মধ্যে দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়। যে সকল নেবারী বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন, তাহারা বুদ্ধমাগী ও বাহারা হিন্দুধর্মের উপর আত্মবান, তাহারা নিবোধাসনা করার, সাধারণ শিবমাগী নামে পরিচিত হন।

এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পূর্বাণর কোনরূপ বাদ বিস্তার ঘটে নাই। সমস্ত নেবার জাতির মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোক হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং অবশিষ্ট সকলেই বৌদ্ধ বা মিশ্রভাবাগর।

শিবমাগী নেবারদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উপাধায়, লবজু ও ভজু বা ভাজু এই তিনটী বিভিন্ন থাক আছে। ক্ষত্রিয়-শ্রেণীতে ঠাকজু বা মল (ইহারা আদি নেবাররাজবংশীয়, রাজ্য-প্রাপ্ত হইয়া এখন ইহারা গোষ্ঠাদলে সৈনিকের কার্য্য করিতেছে) ও নিখু (ইহারা দেবমূর্ত্তির রং করে)। বৈশ্য শ্রেণীতে জোপি, আচার, বদি ও গাওক-আচার প্রভৃতি চারিটী স্বতন্ত্র থাক আছে। ছত্রি মধ্যে শিরাস ও সেরিটা নামে দুইটী থাক দেখা যায়। ইহারা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পরে আদান প্রদান করে। শূত্র শ্রেণীতে মধি, লখিপর ও বোহো-শাও প্রভৃতি তিনটী থাক আছে। ইহারা সকলেই দাসমুতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। উপরি উক্ত চৌদ্দটী থাকের সকলেই হিন্দু, ইহারা কেহই বুদ্ধের পূজা করে না বা বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত মন্দিরাদিতে গমন করে না। ইহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করেনা বা একশ্রেণী অস্ত্রের সহিত একত্র আহার করে না।

বুদ্ধমাগী বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নেবারদিগের মধ্যে তিনটী প্রধান শ্রেণী-বিভাগ আছে—

১ম।—গৌড়া বা ওা বা বাঁচা, ইহাদের মস্তকমুণ্ডিত।

২য়।—গৌড়াবৌদ্ধ। ইহারা সাধারণে উদাস নামে পরিচিত, প্রত্যেকের মাথার উপর চুলের মুঠী গ্রহিবদ্ধ থাকে।

৩য়।—নিরশ্রেণীর বৌদ্ধ—ইহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম-সেবী। সাংসারিক অবস্থার হীনতাবশতঃ ইহারা নিরমুতি অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

প্রথমোক্ত বাঁচা শ্রেণীর নেবারগণের মধ্যে আবার ৯টী স্বতন্ত্র থাক আছে। ১ ভজাজু, ২ বজহাজু, ৩ বিখু, ৪ ভিন্জু, ৫ নেভার, ৬ নিভর-তাড়ি, ৭ টকাপি, ৮ গন্ধাডি ও ৯ চিবড়া তাড়ি। ইহারা পৌরোহিত্য হইতে সোণাঙ্গপার অলঙ্কার, ভোজনপাত্রাদি ও বন্ধুকাহি নির্মাণ, এমন কি স্বজাতির প্রভৃতির নিকট কর্তব্য করে। দ্বিতীয় উদাস শ্রেণী—ইহারা

লক্ষ্যেই অহাঙ্গন বা ব্যথসারীরা কার্য করে এবং তিনাত ও ভোজ্যাদির নানাবিধে বাপিচার্য গমন করে। একজন বাঁচা নেবার ইচ্ছা করিলে উদাস হইতে পারে; কিন্তু বাঁচা অপেক্ষা নিকট উদাস কখনই বাঁচাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। পকা-জ্বরে উদাস-নেবার ইচ্ছা করিলেই জাহ্নু নেবারের দলভুক্ত হইতে পারে; কিন্তু জাহ্নু বিশেষ চেষ্টা করিলেও তৎপ্রাপ্ত হইতে পারে না। এই জাহ্নু নেবারগণ চাববাস করিয়া জীবিকাকর্ষন করে। নেবারজাতির মধ্যে ইহারা ক্রমশঃপ্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাদের এক শাখা সর্ষি (ভেলী বা কলু) ইহারা ধনবান্। এতদ্বির উদাস প্রেমের মধ্যে কানার, লোহারকর্ষি (যাহারা পাথর কাটিয়া সুহাসি নির্মাণ করে), নিকর্ষি (ছুতার), ভাষ্য, অবর, বন্ধিকর্ষি প্রভৃতি হরটা থাক আছে, তৃতীয় অর্থাৎ মিশ্রিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মট, দলু, কুস্তার, কলকুলা, জাহ্নু বা কিসিনিনি, বোদী, চিত্রকর, দাতা, হিঙ্গা কউরা বা নেকর্ষি, নৌ (নাগি), সর্ষি (কলু), টিলা, পুলপুল, কোশা, কোনার, গড়খো (মালী), কাটটার, টট্টী, বগ্‌হেজী, হুঙ্গবাস, বলা, লমু, দলী, পিহি, সাওবা, নলগাওবা, বলাদী, গোকো, নলী, নাই বা কসাই, কোবি, মুস্ত, ধোবী, কুহু, পুরিমা, চমুকরক, সংখার প্রভৃতি ৬৮টা বিভিন্ন শাখা পাওয়া যায়। [নেপাল শব্দ দেখ।]

এই নেবার জাতি যে এক সময়ে নেপালের সর্বস্বকর্তা ছিল, তাহা নেপালের ইতিহাসে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। নেবাররাজ ধর্মদত্ত দেবপাটনে দানদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে আদিবুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পণ্ডপতি-নাথের মন্দিরও ইহা দ্বারা স্থাপিত হয়। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে দেব-পাটনের দরবারের খরচে ঐ মন্দিরের সংস্কার হইয়াছিল। গোষ্ঠী-অভ্যুদয়ের সময় ঐ মন্দিরের তাম্রকলস ভাঙ্গিয়া লওয়া হয় এবং নেবাররাজ তাহার মূল্যে এই বুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহ করিয়াছিলেন *।

নেবারদিগের মধ্যে ভেক ও সর্পপূজা বিশেষ প্রচলিত। ভেকপূজার জন্য নানালোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণব সকল আদিম অসভ্যজাতির মধ্যে কোন কোন বিশিষ্ট কন্ডর পূজা প্রচলিত আছে, নেবারদিগের এই ভেক-পূজা তাহারই অন্তরঙ্গ। অগ্রে কেহ কেহ বলেন, নেবারীরা নাগপূজার উপর বিশেষ আস্থাবান, এই কারণে তাহার সর্পের একমাত্র আহার এই ভেক জাতির সমাদর করিয়া থাকে। কিন্তু নেবারগণ বলে যে, এই ভেকের আহ্বাসেই বর্তমানে বৃষ্টি পড়িত হয় এবং ধরা জলপূর্ণ হইলেই তখন শস্য-শ্যামলা হইয়া থাকেন। ভেকের ভাকে আকাশ হইতে

জলধারা পড়িত হয়, এবং এই জলধির ভেকজাতি কড়া-প্রবৃত্ত হইয়া জলাভূমি, করবা, অথবা জলের সন্নিহিত ভূগর্ভ মধ্যেই বাস করে বলিয়া, নেবারীপণ ভেকের সহিত জলির নিকট সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে। ভেকজাতির জন্য জলভে কলি-পাত হয়, এই কারণে ভেককে জলের দ্বিতীয় কারণ জ্ঞানে তাহার পূজাবিধি প্রচলন করিয়াছে। জাপান দীপেও কিউ-সিউ জলাভূমিতে মহা উৎসবে ভেকের পূজা হইয়া থাকে†।

নেবারীপণ কার্তিক মাসের ১৫ তারিখে এই পূজা করে। ঐ দিন তাহার নানাবিধ জব্য লইয়া, কোষ পুষ্করিতে বার এবং তথায় নানাবিধ জব্য রাখিয়া, ততঃসংযোগে একটা জুরি আলিয়া এই মর পাঠ করে, 'হে পরমেশ্বর তুমিমাথ, আমাদের প্রার্থনা মত এই উপহার গ্রহণ ও সমর হত জলদানে আমাদের শস্য সকল রক্ষা করুন।'

যখন মঞ্জু শ্রীমহাটী হইতে এই নেপালরাজ্যে আগমন করেন, তখন কার্ঠমাধুর উপত্যকাদেশ জলপূর্ণ ছিল। মঞ্জু আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইবার জন্য পর্বতগাত্র কাটিয়া ঐ সঞ্চিত জল বাহির করিয়া দেন। জলযথো যে সকল সর্প ও অন্তান্ত জলজন্ত ছিল, ক্রমশঃই জলপ্রোতে তাহার বাহির হইয়া পড়িল। যখন নাগরাজ কর্কোটক ধারমুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মঞ্জু শ্রী তাহাকে ভিতরে থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহার বাসের জন্য টপ্পা নামে একটা বিহৃত ক্রম বা পুষ্করী নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নাগরাজ কর্কোটকের নাহান্নাপ্রকাশজন্য নেপালে সর্পপূজা প্রচলিত হয়।

শ্রাবণমাসে নাগপক্ষীতে এই পূজা ও উৎসব হয়। যেখানে ৪টা অথবা পাঁচটা জলধারা একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানটাই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত। এই পূজার একজন পুরোহিত আবশ্যক। পূজার দিনে ঐ ব্যক্তি রীতিমত প্রোষ্ট-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া চাউল, সিন্দুর, সমভাগে মিশ্রিত হুঙ্ ও জল, পিটুণী, হুল, য়ত, মাখন, জামকল, মসলা, চন্দন ও ধূনা প্রভৃতি উপকরণ একটা পাতে লইয়া নলীতটে গমন করে এবং পূজা-সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগত হয় †।

[নেবারগণের অন্তান্ত বিবরণ নেপাল শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নেপাল, অযোধ্যাপ্রদেশের বালু-মট নগরের ২ মাইল উত্তরে এবং গঙ্গার পুরাতন খাঁদ কলাগী নদীর সন্নিকটে পচনাই নালার উপর স্থাপিত একটা প্রাচীন গ্রাম। এখানে অনেক-গুলি-মূর্তিকা ও ইষ্টকাদির ভগ্ন ভূপ দেখা যায়। ঐ ভগ্নাবশেষই

* Murray's Hand-book to Central and Northern Japan, 1884.

† Indian Antiquary. Vol. XXII. p. 293-295.

ইহার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক, উহা কাঞ্চকুল-রাজধানী হইতে প্রায় ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গানদীর পূর্বকূলে অবস্থিত।

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন-সিয়াংএর ভ্রমণ-স্মৃতিভাষ্যে জানা যায় যে, তাঁহারা কাঞ্চকুল হইতে বহির্গত হইরা গঙ্গানদী পার হইলেন। পরে উক্ত মহানগরী হইতে প্রায় ৩ বোজন ০ বা ১০০ লি + পঞ্চ গঙ্গার পূর্ব-কূল হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া নবদেবকুল (No-po-li-po Kiu-lo) নামক এক সমৃদ্ধিশালী নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। হিউএনসিয়াং এই নগরের নাম সন্ধ্যা লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব এখানে পাঁচ শত স্নানসকল ধর্ম সন্ধ্যা উপদেশ দেন, তাহাতে তাহাদের পূর্ব আত্মরিকমত্তের পরিবর্তন ঘটে। ঐ অত্মরগণ তাঁহার নিকট ধর্ম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, লক্ষ্যভিত্তি ত্যাগপূর্বক নব জন্ম লাভ করিয়াছিল। এই স্থান হইতে নতুন দেবজাতির উৎপত্তি হয় বলিয়া, এই গ্রাম 'নবদেব-কুল' নামে পরিচিত হয়।

ডাঃ কনিংহাম্ নেবাল গ্রামের প্রাচীন কীর্তিসমূহ দেখিয়া বিস্মিত হন এবং পূর্বকথিত চীনপরিব্রাজকদের আত্মমায়িক দূরত্বের মধ্যবর্তী হওয়ার তিনি এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষকে প্রাচীন নবদেবকুল নগরীর নিদর্শন বলিয়া অনুমান করেন। তিনি আরও বলেন যে, হিউএনসিয়াং এই নগর পরিদর্শনকালে যে সমস্ত গৃহাদির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে বোধ হয়, বর্তমান নেবাল ও বাজ্জ-মউ নগরে যে সকল ভগ্ন গৃহাদি ও তুপাদির ধ্বংসাবশেষ আছে, উহাই সেই প্রাচীন কীর্তির রূপান্তর মাত্র। বাজ্জ-মউ নগর হইতে নেবালের ব্যবধান দুই মাইল হইলেও, বাজ্জ-মউর প্রান্তভাগে স্থিত যে উচ্চ চিপি সমূহ দেখা যায়, সেই স্থান হইতে নেবালগ্রামের দূরত্ব এক মাইলেরও কম হইবে। হিউএনসিয়াং নবদেবকুল নগরের প্রায় তিন মাইল বেড় লিখিয়াছেন। তাহা হইলে বেশ অনুমান করা যায় যে, বর্তমান নেবালগ্রাম ও বাজ্জ-মউর যে অংশে প্রাচীন ভগ্নবাটিকাদি আছে, তাহার কতকাংশ লইয়া, সেই সময়ে বহুজনসংখ্যাপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নবদেবকুল নগরী, গঠিত হইরা থাকিবেক।

এখানকার ধ্বংসাবশেষ সন্ধ্যা অধিবাসীদিগের মুখ হইতে শুনা যায় যে, এক সময়ে এই নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও হর্ষাশ্রিত্যে পরিপূর্ণ ছিল। মুসলমানগণের প্রথম আক্রমণ

সময়ে, এখানে মল নামে একজন হিন্দু রাজা বাস করিতেন। এই সময়ে সৈয়দ আগাউদ্দীন বিন-খান্ নামে একজন ককির এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া, কাঞ্চকুল হইতে আগমন করেন। রাজা নিজ রাজ্যে যখনই বসতি হইবে তাবিরা, তাহাকে বেশাঙ্করে বাইতে আদেশ করিলেন। ককির তাঁহার কথা অবহেলা করিলে, তিনি নিজ অস্ত্রের পাঠাইয়া তাঁহাকে বাজ্জ-মউ হইতে তাড়াইয়া দেন। তাহাতে সেই ককির কষ্ট হইয়া শাপ দিলেন যে "সিইই তোর রাজ্য ভূমিমাং হউক।" এখনও এই গ্রামের ধ্বংসাবশিষ্ট অংশকে অধিবাসীরা উচ্চ-খেরা (উচ্চা পাটা) নগর বলিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস—ঐ ককিরের শাপে গৃহাদি উচাইয়া পড়ে এবং সেই ভগ্নাবশেষের এখন এক একটা বৃহৎ চিপি বাজ্জ-মউ ইয়া আছে। ককির নেবালে স্থান না পাইয়া বাজ্জ-মউ নামক স্থানে চলিয়া আসেন। এখানে তাহার কবরের উপর লিখিত আছে যে ৭০২ হিজিরার তাহার মৃত্যু হয়। অধিবাসীরা সকলেই তাহাকে যতি বা ব্রহ্মচারী বলিয়া, মাজ্জ করে।

কেহ কেহ বলেন, এই বাজ্জ-মউ নগর উচ্চ মুসলমান সন্ন্যাসী কর্তৃক স্থাপিত হয়, কিন্তু সাধারণে বলিয়া থাকেন যে এখানে বাজ্জ নামে একজন রাজক বাস করিত, তাহারই নামানুসারে এই নগরের নাম বাজ্জ-মউ হইয়াছিল। মুসলমান সন্ন্যাসীর কবরের সমুখে তাহাকে গোর দেওয়া হইয়াছিল। বাহাই হউক, এই গল্পের মূলে কোন সত্য নিহিত না থাকিলেও সে সময়ে অর্থাৎ ব্রোদশ শতাব্দীতে যখন ঐ ককির এই নেবাল নগরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ইহার সৌন্দর্য দেখিয়া বিমোহিত হন; তাহাতে কোনমাত্র সন্দেহ নাই। বাস্তবিকপক্ষে যখন হিউএনসিয়াং এই স্থান দেখিয়া যান, তখন তাঁহার পরবর্তী ছয় শতাব্দীতেও যে সেই সমস্ত প্রাচীন কীর্তির কতকাংশ রক্ষিত ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা বাইতে পারে।

বাজ্জের সমাধিসন্ধির যে প্রস্তরলিপি আছে তাহাতে জানা যায়, যে ঐ সন্ধির ৭৮২ হিজিরার কিয়োজশাহ্ ভোগলকের রাজত্ব-সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। মুসলমান সন্ন্যাসীর সমাধিসন্ধিরের ইষ্টকগুলি ১৪ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি এবং তাহাতে তাঁহার চারিটা অঙ্গুলির চিহ্ন আছে। ইহার বারান্ডা ও সমুখভাগে প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের সময়ে তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। যে উচ্চ চিপি উপর এই সন্ধির স্থাপিত, তাহা দেখিলেই কোন প্রাচীন হিন্দুকীর্তির ভগ্নাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। নেবালে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কেবল উচ্চ উচ্চ চিপি, সেউল বা প্রাচীর, বজ্জ ইষ্টক, প্রস্তরের ভগ্ন-প্রতিমূর্তি, পোড়ান স্ফটিক

• Boal's Fa-hian, chap. XVIII. p. 71.

† Julien's Hwen Thsang, Vol. II. p. 265.

ফাঁকফাঁক ও খুঁতলাকানি এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বুহা ও মালা পাওয়া যায়।

এখানে যে সকল চিপি আছে, তাহার মধ্যে 'হেওরাডি' সর্বাধিক বৃহৎ। এই স্থান খননকালে দুইটি বৃহৎ প্রাচীর দেখা গিয়াছিল, উহার প্রত্যেক ইটখানি ১৫'x২' লম্বা। পিভলাদি চিপির মধ্যে একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি ও কএকটি বুদ্ধদেবের মূখ পাওয়া গিয়াছে। গ্রামের সাড়ে তিন হাজার কিট পশ্চিমোক্তরে 'দানোথেরো' নামে আর একটি বৃহৎ ও উচ্চ চিপি আছে। এখানে ব্রাহ্মণদিগের অধীনে একটি মন্দির ও কএকটি প্রতিমূর্তি আছে। নেবাল গ্রামের উত্তরংশে মহাশেব ও ফুলবাড়ী নামে দুইটি স্থান। এখানকার মন্দিরগুলি ব্রাহ্মণধর্মের পরিচায়ক। ইহার পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে পছনাই নাগার তীরে আরও কএকটি তৃপ ও ইটকাসি দেখা যায়।

হিউএন্সিয়ায় নবদেবকুল নগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—এই নগরের উত্তরপশ্চিমে এবং গঙ্গার পূর্বকূলে একটি দেবালয় ছিল, তাহার মণ্ডপ ও চূড়া অতিশয় উচ্চ এবং কারুকাৰ্য্যও মনোহর। নগরের এক মাইল পূর্বে তিনটি বৌদ্ধ স্তম্ভারাম। এই স্তম্ভারাম অতিক্রম করিয়া দুইশত পাদ গমন করিলে, অশোকনির্মিত একশত কিট উচ্চ একটি তৃপ দেখা যায়। এই স্থানে বুদ্ধদেব সাতদিন ধরিয়া ধর্মমত শিক্ষা দেন। এই তৃপে তাহার শরীর প্রোথিত ছিল। ইহারই সন্নিকটে শেখোক্ত চারিজন বুদ্ধের বসিবার আসন ও তাহাদের ভ্রমণস্থান রহিয়াছে। উপরি উক্ত তিনটি স্তম্ভারামের অর্ধমাইল উত্তরে গঙ্গার কূলে অশোকনির্মিত দুইশত কিট উচ্চ আর একটি তৃপ আছে। এখানে বুদ্ধদেব ৫০০ শত রাকসকে বনতে প্রবেশিত করেন। ইহার নিকটে চারিটি বুদ্ধাসন। কিছু দূরে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখপীঠ বলিয়া আর একটি তৃপ দৃষ্ট হয়।

বর্তমান নেবালগ্রাম ও বাগড়মউ নগরে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহার সহিত হিউএন্সিয়ায়-বর্ণিত বৌদ্ধ ও হিন্দু কীর্তিসমূহের সামঞ্জস্য করিলে উভয়ের মধ্যে অনেক সৌগন্ধ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত যে তৃপের উপর বাগড়-রজকের কবর আছে, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাহাকেই বুদ্ধদেবের কেশ ও নখপীঠ বলিয়া অহমান করেন। স্রোমা-ডি-কোরোসি (Csoma-de-Korosai) সাহেব তাঁহার তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সমালোচনাকালে একখানি গ্রন্থ হইতে একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, "সম্পক নামে একজন শাকা কপিলবাস্ত হইতে বিভ্রান্ত হইলে, বুদ্ধের নখ ও চুল লইয়া পলাইয়া আসেন এবং বাগড় নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তিনি বাগড়ের রাজা হইয়া উপরি উক্ত নখ ও কেশ বৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত

করিয়া, তাহার উপর একটি চৈত্র্য নির্মাণ করিয়া দেন। এই কীর্তিতত্ত্ব তাহারই স্থান ও কীর্তি ভবিষ্যৎকালে বহন করিতেছে।" পরিভ্রাজক হিউএন্সিয়ায় নবদেবকুলের যে অংশে বুদ্ধের চুল ও নখপীঠ দেখিয়াছিলেন এবং এখন বাহা বাগড়-মউ নামে খ্যাত, সম্ভবতঃ তাহাই তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে বাগড়ের অশ্রবণে বাগড় নামে লিখিত হইয়া থাকিবে।

নেবুকাডনেজার, বাবিলন দেশের একজন প্রসিদ্ধ প্রাচীর রাজা। তিনি সম্ভবতঃ ৫৯৮ হইতে ৫৬২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পিতার জীবদ্দশাতেই তাহার যশঃসৌরভ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা নবো-পল-সর মিলীয়ারাজ সারক্সারেশ ও ইলিপ্তরাজ নিকোর সহিত মিলিত হইয়া তাইএস্-নদীতীরবর্তী নিমিভি নগর জয় করিতে অগ্রসর হন। ৬০৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে আসিরীয়গণের অধঃপতনে উক্ত রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়ে। মিলীয়া প্রদেশ ও উত্তর আসিরীয়া হইতে সাইলিসিয়া পর্য্যন্ত ভূভাগ মিলীয়ারাজ সারক্সারেশের, আসিরীয়ার দক্ষিণাংশ ও আরবের কতকাংশ বাবিলনরাজের এবং সাইলিসিয়ার দক্ষিণ ও কারকেমিস্ জনপদের পশ্চিমাংশবর্তী স্থানসমূহ ইলিপ্তের করতলগত হয়। [নিমিভি দেখ।]

এই যুদ্ধে নেবুকাডনেজারও পিতার অশ্রবণী হইয়াছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত নিমিভি-দুর্গ-জয়ের তাহাদের শৃঙ্গগরিমা সমগ্র পশ্চিমএসিয়ার রাজ্য হইয়া পড়িল। তিনি নিজ প্রতিভা-বলে বাবিলনকে এসিয়ার পশ্চিমপ্রান্তের কেন্দ্রস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিকটবর্তী নরপতিগণ এই সময়ে তাঁহার নিকট মস্তকনত করিয়াছিল। ৬০৫ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে তিনি পিতার আদেশমত ইলিপ্তরাজ ২য় নিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁহাকে কারকেমিস্ নগরের নিকটে পরাজিত করিয়া সিরীয়া দখল করিয়া লইলেন। ৬০২ খৃঃ পূঃ, পালেত্তিনে বিদ্রোহ হইলে তিনি সশস্ত্র তথায় উপস্থিত হন। খাইবার পথে তিনি টায়র জয় করিয়া, জুডানগর আক্রমণ করেন। জুডারাজ জোহাইরা চীনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, সেই সিংহাসনে নিজ গুল্লতাত জেডুকিয়াকে উপবেশন করাইলেন। পালেত্তিনের বিদ্রোহদমনপূর্বক তিনি জুডারাজকে বন্দী করিয়া বাবিলনে ফিরিয়া আনিলেন। অতঃপর তাঁহার গুল্লতাত বিদ্রোহী হইলে ৫৮৯ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি নিজ সেনাপতি নেবুজরদনকে সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দমন করিতে পাঠাইয়া দেন। ৫৮৭ খৃঃ পূঃ, জেডুকিয়া পরাজিত হইলে, জেরুসালেম নগরী তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। নগর প্রবেশ করিয়াই তিনি মন্দিরাদি ধ্বংস করিতে ও সমগ্র নগর জালাইয়া দিতে আদেশ করি-

লেন। জেরুসালেমের চতুর্ভুজ উৎপাটিত ও তাহার পুরাদি শমনভবনে প্রেরিত হইল। জেরুসালেমের পবিত্র মন্দিরের ভৈরবগাদি ও মূল্যবান ধনরত্নাদি লইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিলেন। পথিমধ্যে জুডানগর জয় ও লুট করিলেন এবং তথাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। উক্ত বৎসরে তিনি পুনরায় টায়র নগর অবরোধ করেন। প্রবাদ এই, কএক বৎসর অবরোধের পর, ৫৭২ খৃঃ পূঃ অব্দে এই নগর তাহার অধিকারে আসিয়া ছিল।

ইতিমধ্যে যিহূদীগণ পুনরায় বিজ্রোহী হইয়া কালদিয়ার শাসনকর্তা গেদালিয়াকে হত্যা করে। এই ঘটনায় আচরণে উদ্বেজিত হইয়া তিনি পুনরায় ৫৮২ খৃঃ পূঃ অব্দে জেডানগর আক্রমণ করেন এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই তিনি বন্দী করিয়া বাবিলনে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর মরুভূমির প্রান্তবর্তী জাতিদিগকে দমন করিতে রুতসকল হইয়া তিনি তথায় মনোযোগী হন এবং আরবের অজ্ঞানত্বান ও দখল করিয়া লন।

৫৭২ খৃষ্টপূর্ণাব্দে তিনি স্বীয় সৈন্তের অধিনায়ক হইয়া ইজিপ্ট রাজ্যে গমন করিয়া হোত্রা নামক তদ্রাজ্যধিপত্যকে পরাজিত করিয়া রাজ্যলুণ্ঠন করেন এবং অহমেশ নামক একজন সেনাপত্যকে সেই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া, বাবিলনে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে বাবিলন-সাম্রাজ্য বিজুতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল।

মহাপ্রভাবশালী সম্রাট নেবুকাডনেজারের রাজত্ব সময়েই বাণিজ্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। তাহার রাজত্বকালে ইজিপ্ট ও বাবিলনবাসিরা ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইজিপ্টরাজ ২য় নিকোঃ বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য নীলনদের সহিত লোহিতসাগরের সংযোগার্থ একটা খাল কাটরা দিতে মনস্থ করেন।

নেবুকাডনেজার অনেকানেক মন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন। বাবিলনের প্রসিদ্ধ 'সেগুগল' মন্দির ও তেমিন-সমি-ইংসিতি নামক শুভ ইউফ্রেটিস্ নদীতীরে অবস্থিত তীর্থস্থান ও ধর্ম্মমন্দিরসমূহ এবং বাবিলন নগরের চতুর্দিকস্থ বিখ্যাত ও প্রশস্ত প্রাচীর তিনি পুনর্নির্মাণ করিয়া দেন। বাবিলন মহানগরীতে যে 'আকাশ-উদ্যান' (Hanging Garden of

Babylon) সত্যজগতের মধ্যে আশ্চর্য্য কীর্তি বলিয়া পরিগণিত এবং বাহা নিষ্ঠার্তার অলৌকিক কাব্য ও অসীম বুদ্ধির পরিচায়ক, সম্রাট নেবুকাডনেজার অপরিসীম অর্থ কর করিয়া জগতে সেই কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

দানিয়েল-লিখিত ঘটনাবলী পাঠে জানা যায় যে, তিনি বৃদ্ধাবস্থায় উন্মাদ রোগগ্রস্ত হন। ৫৬২ খৃঃ পূঃ, তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র অমিল মরুদক * রাজ্যভার গ্রাস্ত হন। দানিয়েল ও এলিকারেল পুত্রকে তাহার নামের বিভিন্ন পরিভাষা দৃষ্ট হয়। বিবৃতন শিলালিপিতে নবোখোদ্রোসির, নবুখত্রচর ও নবুখত্রচর এইরূপ তিনটা নামান্তর দেখা যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে 'বখৎ অল-নসর' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

নেলান (দেশজ) উদ্ভেজনা। টোয়ান।

নেশা (আরবী) ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, ঈশ্বা, আগ্রহ, ঝোঁক। কোন বস্তু খাইবার বা পান করিবার ইচ্ছা বা আগ্রহের নাম নেশা। যেমন তামাকু খাইবার নেশা, এরূপ স্থলে 'তামাকু সেবনেচ্ছা বা আগ্রহ' এইরূপ অর্থসঙ্গতি হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'নেশা' শব্দে মাদক দ্রব্যসেবনজনিত মত্তিকে যে মন্ততা জন্মে, তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় 'ইন্টেলিকেশন' শব্দে ইহার অর্থযোজনা হইরাছে। 'নেশা' শব্দে মত্তিকের উচ্চতাবদ্ধক মাদকতাসুখাত্মক এবং তজ্জনিত মত্তিকের বিকৃত ভাব পরিফুট হইলেও, 'আমি নেশা করিব' এখানে মাদক দ্রব্য সেবনজনিত মন্ততা প্রকাশ না করিয়া; বরং মাদকদ্রব্যসেবনেচ্ছা বা পানে আকাঙ্ক্ষা এইরূপ অর্থ ব্যক্ত হইয়া থাকে। 'আমার নেশা হইরাছে' এখানে 'নেশা' শব্দে মাদকতার পূর্ণাভাস পাওয়া যায়। সিদ্ধি, গীজা, চরস, চণ্ড, অহিকেন, মদা, তাড়ী প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে বা নেশার মত্তিকে এবং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মাদকতাজনিত যে সকল বিভিন্ন ভাব লক্ষিত হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ মাদকতা শব্দে লিখিত আছে।

[মাদকতা দেখ।]

নেশাখুরী (পারসী) নেশাখোরের কার্য। মাদকতা-সেবন।

নেশাখোর (পারসী) মাদকসেবী। মদ্যপানাসক্ত।

নেশাবাজ (পারসী) অত্যন্ত মাদকসেবী।

নেট (গ্রী) ন ইটন, নএর্থন শব্দে সহ স্পৃহণেতি সমাসঃ।

১ অনিট, ইট নর। ২ তৎসাদান নিবিক, বাহা শাস্ত্রে নিবিক হইরাছে, তাহার অমৃত্যানে অনিট হর, এই জন্ত তাহা নেট।

"অতিক্রম্যঃ ক্রমদেহা নেটী বীনাথিকান্যচ" (বৃহৎসং ৬১ অঃ)

নেট (পু) শিপ-কু। লোট। (শব্দার্থ)

* হিরোডোতস্ লিখিয়াছেন যে, ইজিপ্টরাজ লোহিতসাগরের ইজিপ্ট-উপকূল বাণিজ্য-বিস্তারকরে এক বছর সজ্জিত জাহাজ পাঠাইয়া দেক্ ঐ জাহাজ লোহিতসাগর দিয়া আফ্রিকায় দক্ষিণ দুরিমা পুরবার ক্রমব্রাজ্যের সন্নিবেশ করিয়া দুই বৎসর পরে স্বদেশে আগমন করে। এই বড়ল বটমা পাঠ করিলে পূর্বভূমি বৈদেশিক বাণিজ্যের আকাশ পাকড়া যায়।

"বখা মহাবর্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নেই খিন্ততি।" (ভারত অঙ্ক ১২ অং)

'নেইঃ সাংগতিঃ' (নীলকণ্ঠ)।

নেই (পুং) নরতি শুভমিতি নী-ত্ব-প্রত্যয়েন সাধুঃ (মণ্ড-
নেইঃ বৃত্তি। উৎ ২।৯৬) ১ অঙ্ক। (সংকিশোর উপাধি-
বৃত্তি।) ২ বৃত্তদেব।

"অভিবজ্ঞঃ গৃহীহিনোয়াবোনেটঃ শিবঃ বৃত্তনা" (অঙ্ক ১।১৫।৩)

'নেটঃ বৃত্তঃ' (সারণ)

নেট্র (ত্রি) নেট্রিয়ন্ বাহু অণু। নেট্রসখী। "নেট্রাদৃত্তি-
রিষাতে" (অঙ্ক ১।১৫।১।)

নেসগাঁ, বোখাই প্রেসিডেন্সির বেলগাম জেলার শাপগাঁও
তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। শাপগাঁওর সদর হইতে ৩৪০
ক্রোশ উত্তরে বেলগাম হইতে কলাঙ্গি বাইবার পথে অবস্থিত।
প্রতি সোমবারে এখানে হাট হয়। বস্ত্রবন্দন ও অলঙ্কার নির্মাণ
অধিবাসীদিগের প্রধান ব্যবসা। এখানকার বাসবের মন্দিরটি
অতি প্রাচীন। ইহার ধ্বংসাবশেষের কারুকাজগুলি বড়ই
জুলুম। মন্দিরের সম্মুখদেশে বাসবেখর শিবের মাহাশ্বে
প্রতি দ্বাদশবৎসরে একটি উৎসব হয়। রটবংশীর রাজা ৪র্থ
কার্ত্তবীৰ্য্যের রাজত্ব সময়ে ১১৪১ শকে উৎকীর্ণ একখানি
শিলালিপি মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন আছে। উক্ত শিলালম্বক
হইতে জানা যায় যে, নেসগাঁ প্রকৃতি হুথানি গ্রামের শাসন-
কর্ত্তা বাচের-নারক তিনটি লিঙ্গমন্দির স্থাপনা করেন এবং
রাজা কার্ত্তবীৰ্য্যের আদেশানুসারে উক্ত মন্দিরাদির ব্যয়-
নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি ভূমিদানের কথাও লিখিত আছে।
এখানকার অর্দ্ধভগ্ন জৈনমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জিনমূর্ত্তির তলদেশে
খুঁটির একাদশ বা দ্বাদশশতাব্দীর প্রচলিত অক্ষরে খোদিত আর
একখানি শিলালিপি আছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে দুর্গিয়ার-বাঘের
পঞ্চাদশসংগ্রহ করিতে, নেপানির 'দেশাই' সর্দার এখানে আসিয়া
সর্ব্বেসে ইংরাজসেনানী ওরেলস্লির সহিত মিলিত হন।

নেহার খাঁ, একজন আভিসিনীয় সেনাপতি। নিজামশাহী রাজ্যে
বখন চাঁদবিবি বালকরাজ বাহাদুর খাঁর অভিভাবিকা হইয়া-
ছিলেন, সেই সময় (১৬২৪ খৃষ্টাব্দে) নেহার খাঁ সেনাপতিপদে
নিযুক্ত ছিলেন। সূত রাজা ইব্রাহিম খাঁর মৃত্যু হওয়ার প্রধান
মন্ত্রী মিক্রা মাহু আহমদ নামক আর একটি বালককে রাজা
বলিয়া প্রচার করেন। সেনাপতি ইখলাস খাঁ আহমদের রাজ-
সংস্কারে সন্দেহ করিয়া আর এক বালককে রাজা বলিয়া
ঘোষণা করিলেন। নেহার খাঁ প্রথম ব্রহ্মানু নিজাম-শাহের
এক ৭০ বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধপুত্র শাহ-আলীকেও সিংহাসনের
প্রার্থিক্রমে উপস্থিত করিলেন। এদিকে হুলতান চাঁদবিবি
ইব্রাহিমের পুত্র বাহাদুরকে বখার্ব উত্তরবিহারী মনোনীত

করায় এক সিংহাসনে তিনটি বালক রাজপদের ঐতিহ্য
হইলেন। অকবরপুর মৌর্য মিক্রা মাহু প্রার্থিনীত আসিয়া
বখার্ব হইলেন। মোগলবৃদ্ধ ইখলাস খাঁ পরাভূত হন। সিংহাস-
নী মোগলসেনা ত্যাগ করিয়া আশ্রয়নগর গড়ে দিয়া চাঁদ হুল-
তানার সহিত যোগ দিলেন। সিংহাসন-প্রার্থী শাহ-আলী এই
বৃদ্ধ সাহচর্য্যে ক্ষয় হইলেন। অতঃপর নেহার খাঁ মন্ত্রিপদে
অভিষিক্ত হন। এই সময়ে চাঁদবিবির সহিত সন্ন্যাসী অকবর-
শাহের বৃদ্ধ বটে। অকবরের অধীনে মোগলসেনা অগ্রসর
হইলে, নেহার খাঁ প্রথমে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, শেষে ছদ্ম
নামক স্থানে পলায়ন করেন। [বাহাদুর নিজাম শাহ দেখ।]
নেহাই (হিন্দী) ১ কামারেরা যে লৌহখণ্ডে তপ্ত লৌহ পিটে।
২ নিহানী।

নেহারি (দেশজ) দেখি।

নেহাল, পার্শ্বভা আদিম জাতিবিশেষ। বেরারের অন্তর্গত বরদা
নদীতীরস্থ মেলঘাট পর্ব্বতের বনাংশে ইহাদের বাস। বৃক্ষাদির
মূল ও কল ইহাদের একমাত্র আহাৰ্য্য। সকলেই স্বাধীন-
ভাবে বস্ত্রভূমির ভিতরে অতিশয় কঠোর জীবন নির্ব্বাহ করিয়া
থাকে। জাত্যাংশে ইহারা গোড় অপেক্ষা নিকট। কোথাও
কোথাও ইহারা গোড়ের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। থাকিলে
ইহারা জীল জাতির সহিত এক শ্রেণীতে আবদ্ধ। বিবাহাদি
সম্বন্ধে কোন ধরা বাধা নিয়ম নাই।

নৈ (দেশজ) নব শব্দের অপভ্রংশ। ১ সূতন, সজ্জাত, গোবৎসাদি।
২ কৈলে বাহুর, ত্রী গো-বৎস।

নৈঃস্ব (স্ত্রী) নিঃস্বস্ত ভাবঃ, অণু। নির্জনত্ব। ব্যঞ্, নৈঃস্ব।

নৈক (ত্রি) ন একঃ ন একর্থশব্দেন লহস্বপেতি সমাসঃ। অনেক।

(পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১০।১৪২।১।)

নৈকচর (ত্রি) নৈকঃ সংখ্যাত্মক চর-ট। সংখ্যাত্মকচারী,
'শুকরাণি'। মিলিত বিচরণকারী, শূকর প্রকৃতি সকলে মিলিত
হইয়া বিচরণ করে, এই অজ্ঞ উহাঙ্গিকে নৈকচর কহে।

"অপি চ বৃকঃ সাল্যাকোহস্ততো বা নৈকচরঃ" (ভাগ ৫।১৮।১০)

নৈকজ (পুং) নৈকধা ভারতে জন-ত, পূর্ব্বদেবদ্বাদশ্বাং ধা লোপঃ।
ধর্ম্মরক্ষার জন্য অনেকবার কার্যমান, পরিশেষে। "সুধমো নৈক-
জোহগ্রঃ" (ভারত ১০।১৪২।১০।)

নৈকটিক (ত্রি) নিকটে বসতি নিকট-ঠক্ (নিকটে বসতি।
পা ৪।৪।৭০) নিকটবর্ত্তী, নিকটস্থ।

"ব্রতীমবাপলীপ্রাঃ সূচনঃ পরিপূজয়ন।

পর্ব্বদামহাব্রতৈর্যট নৈকটিকাশ্রয়ান্" (ভট্ট ৪।১২)।

নৈকট্য (স্ত্রী) নিকটত ভাবঃ, নিকট-ব্যঞ্। নিকটস্থ।

"বাঘতে তক নৈকট্যাং সর্গঃ ন বগবেধঃ।" (কথাস ১৫।২৫)

নৈকতী (স্ত্রী) নৈক ভাৱতে ভাৱ-ভ, গৌৱাদিভাং ভীৎ।

গোষ্ঠি। ভৱ ভব পল্যাদিভাং অণ্। (জি) নৈকত-গোষ্ঠিতব।

নৈকদূশ (পুং) বিৰামিত্বেৰ পুৰুষভেদ। (ভাৱত ১০।২৫৩ অঃ)

নৈকথা (অব্য) নৈক প্ৰকাৰে-বাচ। অনেক প্ৰকাৰ।

“শিৰোঃ পতিভা বৃক্ষা বিভিহ্নৈকথা ভৱোঃ।” (ভাৱত ৩।১১ অ°)

নৈকপৃষ্ঠ (পুং) ৰাজপুৰুষভেদ। (ভাৱত ৬।৩৪২ শ্লোক)

নৈকভেদ (জি) নৈকো ভেদোযত। উক্ৰাচ, অনেক প্ৰকাৰ।

নৈকমায় (জি) নৈকা মায়। যত। ১ অনেক কপট, বহুপ্ৰকাৰ মায়াক। (পুং) ২ পৰমেশ্বৰ (ভাৱত ১০।১৪৯।৪৬)

“ইহো মায়ান্তিঃ পুৰুষপদৈৰতে” (শ্ৰুতি)

এই সকল শ্ৰুতি দ্বাৰা জানা যায়, পৰমেশ্বৰ বহুমায়াকৃত,

এই জন্ত নৈকমায় শব্দে তাঁহাকে বুজায়।

নৈকৰূপ (জি) নৈকং রূপং যত। ১ নানাকৰূপ। (পুং) ২ পৰমেশ্বৰ। (ভাৱত ১০।১৪৮।৪২)

নৈকবৰ্ণ (জি) বহুবৰ্ণসম্বিত।

নৈকশস্ (জি) বহুবাহ, অনেকবাহ।

নৈকশস্ত্ৰময় (জি) নানাবিধ অস্ত্ৰযুক্ত।

নৈকশূদ্র (পুং) নৈকানি চত্বাৰি শূদ্রানি যত। পৰমেশ্বৰ।

“নৈকশূদো গদাগ্ৰজঃ” (বিষ্ণুস°) ভগবান্ বিষ্ণুৰ চাৰ

শূদ্র ও তিন পাদ, এই জন্ত তাঁহাকে নৈকশূদ্র কহে।

নৈকবেয় (পুং) নিকৃষায়া অপত্যং, ঢক্। নিকৃষায়জ, ৰাক্ষস।

নৈকসানু (পুং) নৈকে সানবো যত। পক্ষতভেদ।

নৈকসানুচৰ (পুং) নৈকসানো চৰতীতি চৰ-ট। শিব।

(ভাৱত অহ° প° ১৭ অ°)

নৈকায়ান্ (পুং) নৈক আত্মা স্বৰূপং যত। পৰব্ৰহ্ম, পৰমেশ্বৰ, বিষ্ণু। (ভাৱত ১০।১৪৯।৬০।) “তদৈক্যত বহুত্বাম্” (শ্ৰুতি) এক আনি বহু হইব, ইত্যাদি প্ৰকাৰ শ্ৰুতিতে নৈকায়ান্ শব্দে বিষ্ণুকে বুজায়।

নৈকৃতিক (জি) নিকৃত্য। পৰাপকাৰেণ জীবতি নিকৃত্য। নিষ্কৃততয়া চৰতি বা নিকৃতি-ঠক্। ১ স্বাৰ্পণ, যে নিষ্কৃততয়া দ্বাৰা জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। শঠ, নিষ্ঠুৰ। ৩ কটুভাৱী।

“অথো দৃষ্টিনৈকৃতিকঃ স্বাৰ্থানবনতৎপৰঃ।” (মহ ৪।১৯৬)

নৈকেনজলী, মহিম্বয়েৰ অন্তৰ্গত একটা ক্ষুদ্ৰ নগৰ। চিত্তল-জৰ্গ হইতে ২১ মাইল উত্তৰ-পশ্চিমে অবস্থিত।

নৈকাত্ত (জি) নিখননযোগ্য। প্ৰোথিতব্য।

নৈগম (জি) নিগম এব স্বাৰ্থে অণ্। ১ ব্ৰহ্মপ্ৰতিপাদক উপনিষদৰ বেদভাগ। ২ নৱ, নীতি। নিগমে ভব-অণ্। ৩ বসিক্ৰম।

“একং বসুধৈৱ কুটুম্বম্। স্বাক্ষৰা নৈগমাত্মনা।” (সামা° ২।৭।২০)

‘নৈগমা বসিধঃ’ (সামাহু্যক) ৪ নাগৰ। (জি) ৫ দিল্লি-সম্বন্ধী। ৬ নিষট্টু গ্ৰহাংশভেদ।

“আদ্যং নৈষট্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।” (নিষট্টুভাষ্য) প্ৰথম নিষট্টু দ্বিতীয় নৈগম। ৭ নিগমশাস্ত্ৰবেত্তা।

“দ্বিচ্ছেন্ডো বলমুখোভ্যো নৈগমেভ্যাক্ৰ নিত্যশঃ।”

(ভাৱত ১০।৬৭।৪) ৭ শ্ৰুতি।

‘নৈগমো নৱপৌৰোপনিষদ্বিতীযু বাণিজ্যে।’ (হেম ৩।৫৩১)

৮ পথ। ৯ নাৱক। ১০ নগৰবাসী লোক।

নৈগম, পঠাৱিৰ জাতীয় একজন ৰাজা। সৌবল্যাদিবিধুলে ৰাজা জাদলিকৈৰ বংশে ইহাৰ জন্ম। একবীৰা ইহাদেৱ কুল-দেবতা। (সহ্যাদ্ৰিখ° ২৭।৫৭)

নৈগম, দেৱাধ্বজ। গুপ্ত-শিলালিপিতে দেখা যায় যে, বিষ্ণুবৰ্দ্ধন-ৰাজ্যেৰ সময়ে যষ্টদন্ত নামক জনৈক ৰাজকৰ্মচাৰী হইতে নিগম-বিদ্যাৰ বিশেষ আদৰ হয়। শিলালিপিতে যষ্টদন্ত এই জন্ত নৈগমদিগেৰ আদি-পুৰুষ বলিয়া বৰ্ণিত আছে।

নৈগমিক (জি) নিগমে ভবঃ, তন্ত ব্যাখ্যানো বা শ্বগয়নাদিভাং ঠক্। ১ নিগমভব। ২ তদ ব্যাখ্যানগ্ৰন্থ। ৩ তাহাৰ অধ্যাপক।

নৈগমেয় (পুং) ১ কুমাৰাহুচৰভেদ। (ভাৱত ৩।২০১।৭)

২ অশ্বতোক্ত বালগ্ৰহভেদ। ইহাৰ পাঠান্তৰ নৈগমেয।

নৈগমেয (পুং) অশ্বতোক্ত বালগ্ৰহভেদ। অশ্বতোক্ত ৯টী বাল-গ্ৰহেৰ উল্লেখ আছে, তাহাৰ মধ্যে নৈগমেয নবম গ্ৰহ। বালকগণ এই গ্ৰহ কৰ্কট পীড়িত হইলে ফেনবমন, দেহমধ্য-ভাগ বিনমিত, উষ্মেগ, বিলাপ, উৰ্দ্ধদৃষ্টি, জ্বৰ, দেহে বসাগন্ধ, এবং অচেতন অবস্থা প্ৰাপ্ত হয়।

ইহাৰ চিকিৎসা—বিষ, অগ্নিমহু, নাটাকয়জ, ইহাদিগেৰ কাথ এবং সূৰ্য্য, কাজী, ধাত্মান-পৰিষেচন, প্ৰিয়ঙ্গু, সৱলকাঠ, অনন্তমূল, শোলকা, কুটয়ট, গোমূত্ৰ, দধিমন্ত ও অন্নকাজী, এই সকল যোগে তৈল পাক কৰিয়া অভ্যঙ্গ কৰিতে হইবে। দশমুলেৰ কাথ, ছদ্ম ও মধুৰগণ, এবং খেজুৰেৰ মাতি, এই সকল যোগে পাক কৰা যত পান, হৰীতকী, জটীলা, এবং বচ অঙ্গে ধাৱণ, খেতসৰ্পণ, বচ, হিন্দু, কুঠ, ভন্নাতক ও অজমোহা, এই সকলে ধূপ প্ৰদোষ্য। ৰাত্ৰিতে লোক সকল নিদ্রিত হইলে মৰ্কট, উলুক এবং গৃধ্ৰেৰ পুৰীষনিষ্পিত ধূপ, তিল, তণ্ডুল, এবং বিবিধ প্ৰকাৰ ভক্ষ্যাদি দিয়া এই গ্ৰহকে বৃক্ষমূলে নিবেদন কৰিবে। ষট্ৰুক্ষেৰ তলে উপহাৱদ্বা নিবেদন কৰিতে হইবে। এই গ্ৰহেৰ মানমন্ত্ৰ—

“অজাননচলাক্ষিভঃ কামৱলী মহাযশাঃ।

বালং পালয়িতা দেৱো নৈগমেমোহন্তিৱক্ষতঃ।”

(অশ্বত উত্তৰতত্ত ৭৫ অ°) [নবগ্ৰহ-সংগ্ৰহ]

নৈগেন্ন (পুং) নাকবেদের শাখাভেদ।

নৈষকটুক (স্ত্রী) নিমকটুক পঞ্চায়তবহুরিক্তা প্রকৃত্য ঠক্।

আত্মকবিত প্রকৃতিধার্যজ্ঞানিক নিমকটুক প্রকৃতিধার্যক।

"পৌরাতন্যের পঞ্চায়তনাম নৈষকটুক যতন।" (নিমকটুকা)

নৈচাশাখ (স্ত্রী) শূজ সখী ধন।

"বেরো নৈচাশাখ সখবন" (অক্ ৫৫০।১০)

নৈচাশাখ নীচাখ পূজবোনিব্ উৎপাদিতা শাখা পূজ-
পৌরাতন্যপরা যেন স নীচাশাখ, তত্তেজমিতাণ্। পূজা-
শতৈশ্চ একবলৈঃ পূজাবেদী পতত্যা ইতি চ পাতকহেতুভেদে
স্বরূপাং। পতিতত সখদ্বিধন নৈচাশাখ (সারণ)

নৈচিক (স্ত্রী) নীচা ভবতীতি ঠক্। গো-শিরোভাগ, গোকর
মাথা। (হেম)

নৈচিকী (স্ত্রী) নীচৈকরতীতি ঠক্, বা নিচিঃ গোকর্ণমিরোদেশঃ,
ততঃ বার্ধে কন্, প্রকৃত্য নিচিকরতঃ, ততো জ্যোৎসামিতা
ইত্যাণ্, ততো জীপ্। উত্তমসাতী। (অমর)

নৈচিত্য (জি) নিচিত্তে ভবঃ, নানিবাং গ্য। নিচিত্ত দেশতর।

নৈচুল (স্ত্রী) নিচুলভেদং অণ্ কলস্ত পৃথক্ প্ররোগে অণো ন-
লুপ্। ১ নিচুলসখী হিঙ্গলকলাদি, চলিত হিঙ্গলবীজ।

"নিগলী সর্ষপাষ্টের নাগরঃ নৈচুলং কলম্।" (সুশ্রুত)

কলশব্দের যদি পৃথক্ প্ররোগ থাকে, তাহা হইলে অণের
লোপ না হইয়া নৈচুল এইরূপ পদ হইয়া থাকে। কল শব্দের
সহিত একত্র প্ররোগ থাকিলে অণের লোপ হইয়া 'নিচুলকল'
এইরূপ পদ হইবে।

নৈজ (জি) নিজন্তেদমিতি নিজ-অণ্। নিজসখী, বীর।

"আগ্নেয়ত চ পার্জন্তঃ নৈজঃ পাণ্ডপতত চ।"

(ভাগবত ১০ স্ক° বাণযজ্)

নৈজদ্বব (পুং) সরস্বতীনদীতীরবর্তী স্থানভেদ।

নৈতিক (স্ত্রী) নীতিসম্বন্ধীয়। নীতিমূলক।

নৈভুত্তি (পুং) নিভুত্ত-অপত্যার্থে ইন্। ১ নিভুত্তের পুত্র।

নৈতোশ (পুং) হননকারীর অপত্য। "তুর্গরী তু নৈতো-
শেব" (অক্ ১০।১০।৩০) 'নৈতোশেব, নিতোশতি বধকর্ম্ম।

নিতোশরতীতি নিতোশঃ, ভক্তাপত্য নৈতোশঃ (সারণ)

নৈত্য (জি) নিত্যে বীজতে নিত্য-বৃষ্টাদিহাদল্। ১ নিত্য
বীজমান। নিত্যঃ বিহিতঃ অণ্ বা বার্ধে অণ্। ২ নিত্য-
বিহিত কর্ম্ম। ৩ নিত্যকর্ম্ম, দৈনন্দিন কার্য।

নৈত্যক (জি) নৈত্য-বার্ধে কন্। নৈত্য, নিত্যকর্ম্ম।

"অপাং সমীপে নিরত্যে নৈত্যকং বিধিমাহিতঃ।" (মহ)

নৈত্যশাস্ত্রিক (জি) নিত্যঃ শক্ আহ ইত্যর্থে ঠক্। নিত্য-
শাস্ত্রবাকী। বাহ্যায় শব্দের নিত্যশ্রীকায় করেন।

নৈতিক (জি) নিজঃ বিধিক্রমঃ। নিত্যবিহিত, নৈতিক
কার্য প্রতিদিন করিতে হয়।

"সত্যং পঞ্চ মহাবজ্ঞান নৈতিকং বুদ্ধিকর্ম্ম চ।" (মহ)

সত্য ঠ পঞ্চ মহাবজ্ঞ ইহা নৈতিক কর্ম্ম, ইহার অজ্ঞান
না করিলে প্রজ্ঞাব্যবসায়ী হইতে হয়। [নিত্যকর্ম্ম শেখঃ]

নৈদাখ (জি) নিদাখত ইং বেদে শৈবিকোক্ত্য। নিদাখবহুরী।

"অবত্তে নৈদাখে সমিবেব কোশরতি।" (শতপথত্রা ১৩।১।১৩)

লৌকিক প্ররোগে নৈদাখ এইরূপ প্ররোগ হইবে না।

লৌকিক প্ররোগে "নৈদাখিক" এইরূপ পদ হইবে।

নৈদাখিক (জি) নিদাখত শুভবাচিৎসেন 'কালার্টঠক্' ইতি
ঠক্। নিদাখ শুভসংখী, গ্রীষ্মকৃতসংখী। (ভাগ ৩।১৪।৩৭)

নৈদাখীয় (জি) নিদাখসংখী।

নৈদান (পুং) কারণ, উৎপত্তি। "হাল আসদা সংযোগেভেতি
নৈদানাঃ।" (নিরুক্ত ৩৯।)

নৈদানিক (জি) নিদানঃ রোগকারণং বেতি, তৎপ্রতিপাদকং
গ্রন্থমধীতে বা ঠক্। ১ রোগনিদানাত্তি। ২ তৎপ্রতিপাদক-
গ্রন্থ অধোতা। বাহ্যায় রোগনিদান গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এবং
তদ্বিষয়ে বাহ্যায় অভিজ্ঞ।

নৈদেশিক (জি) নিদেশং করোতি ঠক্। কিত্তর, দাস, বাহ্যায়
আদেশ প্রতিপালন করে।

"নৈদেশিকৈর্ব্যত বশে অনোহরম্।" (ভাগবত ৬।৩।১)

নৈদ্র (জি) নিজা-অণ্। নিজাত্তব, নিজাসংখীয়।

নৈদন (স্ত্রী) নিদনসেব বার্ধে, অণ্। ১ নিদন, বরণ। ২ লক্ষ্য-
পেক্ষা অষ্টম স্থান। জাতবালকের লক্ষ্যস্থান হইতে অষ্টমস্থান।

"গুঠৈর্বাদশকেস্তনৈদনগৃহৈঃ পাতৈর্গজিয়ঠায়গৈঃ।" (বৃ-সং ৯৮।১৮)

নৈদান (জি) নিদানেন নিবৃত্তং সঙ্গলসিহাং অক্। নিদানসাধ্য।

নৈদেয় (পুং) নিদিসংখীয়।

নৈদ্রব (পুং) নিদ্রবগোত্র গবর ঋষিভেদ।

"নিদ্রবাগাং কাশ্রপাবৎসারনৈদ্রবেতি।"

(আশ্ব° স্ত্রী ৬।১৪।৬)

নৈদ্রবি (পুং) গজুর্দেলাধাপক কাশ্রপ ঋষিভেদ।

"কাশ্রপানৈদ্রবেঃ কাশ্রপো নৈদ্রবি।" (শতপথ ১৪।২।৪।১০)

নৈনার, প্রতপ্রকাশিকা-রচিত্তা স্ত্রুণ্মনাচার্যের নামান্তর।

নৈনারাচার্য, অধিকরণচিন্তামণি, আচার্যপ্রপত্তি, আচার্য-
প্রার্থনা, আচার্যমঙ্গল, তত্ত্বত্রয়চুলক, তত্ত্বমুক্তাকলাপকী,
মহত্ত্বত্রয়চুলক ও সারমন্ত্রচুলক প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

নৈনারকোবিল (নির্দারকবিল), মাহাত্ম্যের অন্তর্গত মহারা ভেলার
রাসনাদ হইতে ৮ কোশ উত্তর পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত।
এখানে এক অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ শিবমন্দির আছে। বজ্রবিদী

কাককাঠের জন্ত বিখ্যাত। শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্বে মেলা ও বহু যজ্ঞসমাপন হয়।

নৈনিতাল, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত কুম্ভা-
জন জেলার অবস্থিত একটি পার্বত্য নগর। অক্ষা° ২৯° ২২'
উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ২৯' ৩৫" পূঃ। নগরের নিম্নেই একটি
বৃহৎ হ্রদের শোভাময় দৃশ্য। ইহা একটি স্বাস্থ্যনিবাস ও যুরো-
পীয়দিগের গ্রীষ্মাবাস। উত্তরপশ্চিমের ছোটলাট গ্রীষ্মকালে
এই নগরে আসিয়া বাস করেন। এখানকার চতুর্দিকে পার্ব-
ত্য প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে
এই নগর ৬৪০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে এই
নগরে প্রায় ১১ হাজার লোক উপস্থিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই
সেপ্টেম্বর তারিখে নৈনিতালে এক ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে।
সেই ঝড়ে পার্বত্যপুন্দের একাংশ ধসিয়া যায় ও ১৫০ জন লোক
মারা পড়ে। মিউনিসিপালিটি ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নগর-
সংস্কার ও রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। শিশু-বিজ্ঞান-বিভাগের পর
এখানে পীড়িত সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছে। ৩৪০ ইংরাজ
সেনা এখানে চিকিৎসার জন্ত থাকিতে পারে। যে হ্রদের
তীরে সহরটি অবস্থিত, উহা দৈর্ঘ্যে অর্ধকোশ এবং বিস্তারে
৪ শত গজ। এই হ্রদের উত্তরপার্শ্বে শেরকুণ্ড ও লুড়িয়াকর্ষ
নামে দুই পর্বতশিখর আছে। হ্রদে বৎসে মৎস্য দেখা যায়।
নৈনিতাল যে উপত্যকার অবস্থিত, উহা দৈর্ঘ্যে এক কোশ ও
বিস্তারে অর্ধকোশ। পর্বতে প্রচুর চক্ষুশি পাথর পাওয়া যায়।
এই হ্রদের নাম নরনতাল, এই নরনতাল হইতেই নয়নীতাল বা
নৈনিতাল নাম হইয়াছে।

নৈপ (ত্রি) নীপত বিকারঃ নীপ-রজতাদিভ্যাং বাঞ্ছ। নীপবিকার।

নৈপাতিক (ত্রি) নিপাতনহেতু প্রয়োগযুক্ত।

নৈপাতিধ (স্ত্রী) সামাজ্যে।

নৈপাত্য (স্ত্রী) নিপাতত ভাবঃ, ব্রাহ্মণাদিভ্যাং বাঞ্ছ। নিপাতের
ভাব।

নৈপাল (পুং) নেপালে নেপালাধিপতেশ্চ ভবঃ, অণ্। ১ নেপাল-
নিধ। নেপালভব নিধ। (ত্রি) ২ নেপালদেশসম্বন্ধী।
৩ ভূনিবিশেষ।

"কিরাতকোহজো নৈপালঃ সোহর্জতিকো অরাতকঃ।" (ভাবপ্রা°)
৪ ইক্ষুভাতিভেদে।

"সুচীপজো নীলপোহো নৈপালো নীর্ণপজকঃ।

বাতলাঃ কপিত্তয়ঃ সক্ষমার্য বিদাহিনঃ।" (ভাবপ্রা° ২ ভাগ)

নৈপালিক (স্ত্রী) নেপালে ভবঃ ইতি ঠক্। তাত্র। [ভাত্র দেখ।]

নৈপালী (স্ত্রী) নৈপাল-ভূপ। নবমল্লিকা, চলিত নেবারী।

"নৈপালী কবিতা তজ্জৈঃ সপলা নবমল্লিকা।" (ভাবপ্রা° পু°)

২ মনঃশিলা।

"মনঃশিলা মনোভূমী মনোহা নাগজিম্বিকা।

নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিব্যোবধিঃ শূভা।" (ভাবপ্রা°)

৩ শেকালিকা। (মেদিনী) ৪ নীলী। (শব্দর°)

নৈপালীয় (ত্রি) নেপালদেশভব। নেপালদেশস্থিত।

নৈপুণ (স্ত্রী) নিপুণত ভাবঃ, কর্ণ বা অণ্। (হারনাত্তদ্ব্যাদিত্যো-
হণ্। পা ৪।১।৩০) নৈপুণ্য, নিপুণতা।

"প্রাকটাতপি নৈপুণঃ মহৎ পরবাচ্যানি চিরায় গোপিতুম্।"

(মাধ ১৩।৩০)

নৈপুণ্য (স্ত্রী) নিপুণত ভাবঃ কর্ণ বা, বাঞ্ছ (ভগবতেন
ব্রাহ্মণাদিভ্যাং কর্ণপি চ। পা ৪।১।১২৪) নিপুণতা, নিপুণকর্ষ।

নৈবদ্ধক (ত্রি) নিবদ্ধত অদূরদেশাদি বরাহাদিভ্যাং কৃৎ।
(পা ৪।২।৪০) নিবদ্ধসমীপ দেশাদি।

নৈবৃত্ত (স্ত্রী) নিবৃত্তত ভাবঃ, ব্রাহ্মণাদিভ্যাং বাঞ্ছ। নিবৃত্তত্ব,
অচাক্ষ্য। "শূভা চ পুরুষব্যভ্যো নৈবৃত্তোহন চ পাণ্ডবঃ।

অনুশংসো বদাত্তশ্চ দ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ।" (ভারত উৎ ৫২ অ°)

নৈময়ক (ত্রি) নিময়-বরাহাদিভ্যাং কৃৎ। (পা ৪।২।৪০) নিময়ের
অদূর দেশাদি।

নৈময়গক (স্ত্রী) ভোজ, নিময়িত ব্যক্তিগণের ভোজন।

নৈময় (পুং) বণিক, ব্যবসায়ী।

নৈমিত্ত (ত্রি) নিমিত্তে ভবঃ, নিমিত্তত শকুনশাস্ত্রত ব্যাখ্যানো
গ্রহো বা গুণগয়নাদিভ্যাং অণ্। (পা ৪।৩।৭৩) ১ নিমিত্তত্ব।
২ শকুনরূপ নিমিত্তসূচক গ্রন্থাব্যর্থান।

নৈমিত্তিক (ত্রি) নিমিত্তং বেত্তি, তৎপ্রতিপাদকগ্রন্থসমীতে
বা উক্তাদিভ্যাং ঠক্। ১ নিমিত্তান্তজ্ঞ। ২ নিমিত্তরূপ শকুন-
শাস্ত্রাধ্যোতা। (দ্বিষাবলান ১৬৮।১২।) নিমিত্তাদাগতঃ ঠক্।
নিমিত্ত মাত্র আশ্রয় করিয়া কর্তব্যকর্ম। কোন এক নিমিত্ত
উপস্থিত হইলে সেই নিমিত্ত জন্ত যে সকল কার্য অমুষ্ঠিত হয়,
তাহাকে নৈমিত্তিক কহে। বথা—পুত্রজননে জাতেষ্টযজ্ঞের
অমুষ্ঠান, গ্রহণ জন্ত গলাধান।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দ্বানমিষ্যতে।" (তিথিত°)

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ। দান, গ্রহণ ও
সংক্রান্তি প্রভৃতি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যে দান করা যায়,
তাহাকে নৈমিত্তিক দান কহে। স্বাভাবিক নৈমিত্তিকের লক্ষণ
এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—

"নৈমিত্তিকত্ব নিমিত্তনিশ্চয়বোধিকারিকর্তব্যত্বম্।" (তিথিত°)

নিমিত্ত নিশ্চয় হইলে অধিকারীর কর্তব্যতা, অধিকারীর অর্থাৎ
যে শাস্ত্রকার্যে বাহার অধিকার আছে, এবং তৎ অধিকারীর,
নিমিত্তনিশ্চয় হইলে তাহার যে কার্য, তাহাকে নৈমিত্তিক কহে।

“বহু পাপোপশাটো চ দীর্ঘতে বিহ্বাৎ করে।

নৈমিত্তিক তত্ত্বিষ্টে দানং সত্ত্বিহুত্বম্” (গুরুপু)

পানশাতির ভক্ত পণ্ডিতদিগকে বে দান করা যায়, তত্ত্ব-
ছিষ্ট বে দান তাহাকে নৈমিত্তিক দান কহে।

“নিমিত্তশাস্ত্রমাত্রিত্য যো ধর্মঃ সম্প্রবর্ততে।

নৈমিত্তিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রোচ্যন্তিবিবিধাঃ।

চাণ্ডালশবপুত্রাদি স্পৃষ্টাঃ সাতাং রক্ষণাৎ।

দানার্থং বদা দ্ব্যতি দানং নৈমিত্তিকং তু তৎ” (মলমাসতত্ত্ব)

৫ নিমিত্তাধীন, নিমিত্তভক্ত।

“গুরুশ্চ বে রসবতী যদ্যেনৈমিত্তিকো ব্রহ্মঃ।” (ভাবাপরি)

নৈমিত্তিক-লয় (পুং) নৈমিত্তিকঃ ব্রাহ্মণো দিব্যদাননিমিত্ত-
বশাং যো লয়ঃ। প্রেলয়বিশেষঃ।

“চতুর্ভুগ সহস্রাব্দে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ।

অনাবৃষ্টি-কলাতে ভারতে শতবার্ষিকী” (গুরুপুরণ)

চতুর্ভুগ সহস্রবৎসর অন্তে নৈমিত্তিক লয় হয়, ইহার নাম
ব্রাহ্মণ্য। এই সময় শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি এবং সপ্তদিবাকর,
উদিত হয়, এই সপ্তসূর্য্য জলপান করিয়া জগজ্জর শোষণ করে,
পরে নানাবর্ণ মহামেঘ সকল বর্ষনত বর্ষন করে, ইত্যাদি
প্রকারে এই নৈমিত্তিক প্রেলয় উপস্থিত হয়।

নৈমিশ (ক্রী) নিমিশমেব স্বার্থে অণ্। নিমিশারণ্য।

“পৃথিব্যাং নৈমিশং ক্ষেত্রমন্তরীক্ষে চ পুরুষম্।

অয়ানামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে”

(ভারত ৩।৩৫৭০ শ্লোক)

পৃথিবীতে নৈমিশক্ষেত্র প্রেষ্ঠতীর্থ।

নৈমিশ্রি (পুং) নিমিশ্রিত অপত্যং, ইচ্ছ। নিমিশ্রের অপত্য।

যুবা অপত্য বুঝাইলে কচ্ হয়। নৈমিশ্রারণ। নিমিশ্রের যুবা
অপত্য। (পা ২।৪।৬১)

নৈমিষ (ক্রী) ১ অরণ্যরূপ তীর্থভেদ, নৈমিষারণ্য।

নৈমিষ, বসুনাগদীর দক্ষিণতটবাসী জাতিবিশেষ। মহাত্মারত ও
পুরাণাদিতে এই জাতির উল্লেখ আছে।

নৈমিষকুঞ্জ (ক্রী) তীর্থভেদ, নৈমিষারণ্য তীর্থভেদ।

“ততো নৈমিষকুঞ্জক সমাসাত কুরুবহঃ।

ঋষয়ঃ কিল রাজেন্দ্র নৈমিষেয়াস্তপশ্বিনঃ” (ভারত বনপ ৮০)

নৈমিষারণ্য (ক্রী) নিমিষান্তরমাত্রেন নিহতং আশ্রয়ং বলং
বজ্র, ততস্তং নৈমিষং অরণ্যং। অরণ্যবিশেষ, নৈমিষ-ক্ষেত্র।

“এবং কৃষা ততো দেবো হুনিং গৌরমুখং তদা।

উবাচ নিমিষেনেবং নিহতং দানবং বলম্।

অরণ্যোহস্মিন্ততেন নৈমিষারণ্যাসংজ্ঞিতম্।

ভবিষ্যতি ধর্মার্থং বৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ” (বরাহপুরাণ)

গৌরমুখ হুনি এখানে নিমিষকাল যথো অত্মরসে ৩

ভাবানের বল ভবীভূত করিয়াছিলেন এই ভক্ত এই স্থান
নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছে। দেবীভাগবতে নৈমিষারণ্যের
বিষয় এইরূপ অবগত হওয়া যায়—ঋষিগণ কলিভয়ে ভীত
হইয়া নৈমিষারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন, পিতা-
মহ ব্রহ্মা আবাদিগকে মনোমরচক্র প্রদানপূর্ব্বক বসিয়াছিলেন,
হে ঋষিগণ! তোমরা সকলেই এই মনোমরচক্রের অঙ্গগমন কর,
যে স্থলে ইহার সেমি বিশিষ্ট হইয়া পড়িবে, তাহাই পরম পবিত্র
ক্ষেত্র বসিয়া আসিবে। সেই স্থলে কলি কখন প্রবেশ করিতে
পারিবে না। বতদিন সত্যযুগ উপস্থিত না হয়, ততদিন নির্ভয়ে
সেই স্থানে অবস্থান কর। ঋষিগণ ব্রহ্মার আদেশে সমস্তদেহ
দেখিতে ইচ্ছা করিয়া সেই চক্রের অঙ্গগামী হইলেন। সেই
চক্র সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্ব্বক আবাদের সময়েই বিশিষ্টদেমি
হইয়া পড়িল। সেই অবধি এই স্থান নৈমিষক্ষেত্র বা নৈমিষা-
রণ্য নামে খ্যাত হইয়াছে। এই স্থান অতি পবিত্র, কলির
এইখানে প্রবেশাধিকার নাই। (দেবীভাগ ১।২।২৮।৩৫)
কুর্পুরণের ৪০ অধ্যায়ে নৈমিষারণ্যের এইরূপ উৎপত্তি-
বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়—

“ততো যুযোচ ততঃক্ষেত্রং তে চ তৎ সমগ্রব্রহ্মণম্।

ভক্ত বৈ ব্রহ্মতঃ ক্ষিপ্রং যজ নৈমিষাধীযাত”

নৈমিষং তৎ স্মৃতং নান্য পুণ্যং সর্ব্বত্র পুণ্ডিতম্”

(কুর্পু ৪০ অ)

বিকুপুরণে লিখিত আছে—এই ক্ষেত্রে গোমতীতীরে দান
করিলে সর্ব্বপাপ হয়।

সৌতিমুনি ঋষিগণ সমবেত হইয়া এখানে মহাত্মারত
পাঠ করিয়াছিলেন।

গোমতীতীরবর্তী এই নৈমিষারণ্য এখন নিমবার বা নিমসর
(নৈমিষসর) নামে খ্যাত। আইন-ই-জকবরী নামক স্থানদান
ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এখানে একটা বৃহৎ দুর্গ ছিল।
এতদ্ভাতিত হিন্দুদিগের অনেক দেবমন্দির ও একটা বৃহৎ পুষ্ক-
রিণী আছে। এই পুষ্করিণী চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই,
দানবদিগের সহিত বুদ্ধকালে, এইখানে বিষ্ণুর হৃদর্শন চক্র
আসিয়া পড়ে। পুষ্করিণীর আকৃতি ষট্‌কোণী, ব্যাস প্রায়
৮০ হাত। ইহার মধ্যভাগ হইতে একটা জলস্রোত নির্ঝরা-
কারে উদ্ভিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে জলাভূমির উপর দিয়া
প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানের নাম গোমাবরী-নালা। এই
সরোবরের চতুর্দশার্ধে অনেকগুলি মন্দির ও ধর্মশালা নির্মিত
আছে। এই পবিত্র চক্রতীর্থের দক্ষিণপশ্চিমে উক্তভূমির
উপর এই দুর্গ স্থাপিত। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ১১০০ ফিট।

এই দুর্গের পশ্চিমাংশই উক্ত চুড়া শাহ-বুজ্ব নামে খ্যাত। এই দুর্গের স্থানে স্থানে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, ইহার দ্বার ও শাহ-বুজ্ব এই দুইটী স্থান অতি প্রাচীন ও হিন্দু রাজ্যের সময়ে নির্মিত। উক্ত দুই স্থানের গঠনাদি ও স্থিতিকাবি দেখিলে তাহার প্রাচীনত্বের আর সন্দেহ থাকে না। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, এখানে যে প্রাচীন-দুর্গ ছিল তাহা পাণ্ডবরাজপুত্রের সময়ে গঠিত হইয়াছিল, পরে সেই ক্ষাসাবশেষের উপর দিল্লীর আল্লা-উল্লী-বিলজীর উল্লীর হাফাজল (ইনি একজন স্বধর্মত্যাগী হিন্দু-সন্তান) ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গ পুনর্নির্মাণ করেন।

গোমতীর অপর পার্শ্বে ওয়াবর ওয়াডীহ্ ও বেন্ নগর নামে একটা অতি বিস্তৃত গড়বেষ্টিত কুমি দৃষ্টিগোচর হয়। উহাই তথাকার লোকে বেগরাজার প্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

নৈমিষারণ্য (জি) নিমেষবৃক্ষের অপর্য্য। বুঝা অপর্য্য বুঝাইলে ক্ষ হয়। নৈমিষারণ্য—তরীস বুঝা অপর্য্য। (পা ২।৪।৩১)

নৈমিষি (পুং) নিমিষতি নিমিব-ক, নিমিষততাপত্য ইঞ। নৈমিষারণ্যবাসী।

নৈমিষীয় (পুং) নিমিষত ইৎ, হ। নিমিষসম্বন্ধী। “সহ বৈ নৈমিষীয়াণামুপাধা বভূব।” (ছন্দোগা উপ।)

নৈমিষেয় (জি) নিমিষে তব্য, নিমিষেতব্য বাহুলক্যং চক্। ১ নিমিষারণ্য। ২ নৈমিষসম্বন্ধী।

“অবয়ঃ কিল রাজেন্দ্র নৈমিষেয়াতপস্বিনঃ।” (ভারত বন ৮০ অ°)

নৈমিষ্য (পুং) নিমিষসম্বন্ধী। নৈমিষীয়।

নৈমেষ্য (পুং) নি+মি-প্রণিধানো অণো যৎ, ইতি যৎ, ততঃ পার্শ্বে প্রজ্ঞাভণ্। পরিবর্ত, বিনিরম।

নৈম্ (জি) নিমসম্বন্ধী। (বৃহৎসংহিতা ৫৩।১১৭)

নৈম্যগ্রোধ (ক্লী) জগ্রোধস্ত বিকারঃ, ততঃ প্রকাদিতোহণ্। (পা ৪।৩।১২৪।) তস্ত বিধানসামর্থ্যং কলে ন লুক্, ততো নয়ুজি-রৈক্যগমস্ত (জগ্রোধস্ত চ কেবলস্ত। পা ৭।৩।৫) ১ জগ্রোধ কল। চলিত বটের ফল। ২ জগ্রোধজাত চমসাদি। “নৈম্যগ্রোধঃ জবতি স্বপায়মাবরুৎকৈ” (শতপথব্রা ১২।৭।২।১৪)

নৈম্যক্ (জি) ক্কাধিকার ইতি অঞ (প্রাণিরজতানিতো ২ঞ। পা ৪।৩।১৫৪) ভক্ষুগুণজাত বস্তচর্কাদি, ভক্ষুগুণের চর্কাদি।

নৈম্যত্য (ক্লী) নিরতত ইৎ নিরত-ব্যঞ। নিরতত্ব।

নৈম্যমিক (জি) নিরমাদাপত্যঃ ঠক্। নিরমবিধিপ্রাপ্ত কর্ণ, ঋতুভাষণগমনাদি।

নৈম্যয় (জি) ভারত ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ ঋতুভাষণিহাৎ অণ্। (পা ৪।৩।১৩) ভারতব্যাখ্যান গ্রন্থ।

নৈম্যয়িক (পুং) ভারত পৌত্তাবিপ্রাপ্তঃ ঠক্। ভারতবিশেষঃ অস্মিতে

বেতি বা ভারত-ঠক্। (জকৃৎখাদিহাৎ ঠক্। পা ৪।২।৩০) ১ ভারতবেত্তা। ২ ন্যায়্যভ্যেতা। পর্য্যায়—স্বাপক্যম্, স্মরণ্যদিক, আর্হিত। (অটাদর।)

“নৈম্যয়িকানাং সুখেন বরুণস্তান্মজেন চ।

পরাজিতো যত্র বন্দী বিবাদের মহাস্তন।” (ভারত ১।২।৩৩৯)

নৈম্যসিক (জি) স্তানবিন্।

নৈরঞ্জনা (ক্লী) নবীভেদন। গয়াজ্যোত্স কন্দলীই পূর্বে এই নামে কথিত হইত। এখনও ইহার পশ্চিমাভিমুখিনী শাখা নীলাঙ্গন বা লীলাঙ্গন নামে পরিচিত হইয়া উক্ত জেলায় মোহানী নদীতে মিলিত হইয়াছে।

নৈরন্তর্য্য (ক্লী) নিরন্তরস্ত ভাবঃ নিরন্তর-ব্যঞ্। নিরন্তরত্ব, অবিরুদ্ধ, সর্বদা। “সতু ধীর্ধকালনৈরন্তর্য্যাসংকারাসেন্নিতো দৃঢ়ভূমিঃ।” (পাতঞ্জলহ্)

নৈরপেক্ষ (ক্লী) নিরপেক্ষস্ত ভাবঃ ব্যঞ্। অপেক্ষা-শূন্যত্ব। “নৈরপেক্ষেহপি প্রকৃতাপকারেহবিবেকোহনিসিদ্ধম্” (সাংখ্যহ্)

নৈরয়িক (জি) নিরয়ে বসতি ঠক্। নরকবাসী।

“পক্ষেপ্রিয়া এব দেবা নরা নৈরয়িকা অপি।” (হেমচন্দ্র)

নৈরর্থ্য (ক্লী) নিরর্থস্ত ভাবঃ কর্ণবা, নিরর্থ-ব্যঞ্। নিরর্থকতা।

নৈরাশ্য (ক্লী) নিরাশ্যনো ভাবঃ, ব্যঞ্। নিরাশ্যতা।

নৈরাশ্র (ক্লী) নিরাশ্রস্ত নিরাশ্রস্ত ভাবঃ ব্যঞ্। আশাশূন্যত্ব। “আশা হি পরমং হৃৎসং নৈরাশ্রং পরমং সুখম্।

যথা সম্ভজ্য কাত্তাশাং সুখং সুখাপ পিজলা।” (সাংখ্যপ্র° ভাব্য) আশাই হৃৎসংসার কারণ, নৈরাশ্রই পরমসুখের প্রকৃতি পিজলা কাত্তাশা পরিভাগ করিয়া সুখে নিশ্চা গিয়াছিল। আশা ত্যাগ না করিলে সুখ অগ্রপরাহত, এই জ্ঞত বাহারা সুখাভিলাষ করেন, তাহাদের আশা পরিভাগ সর্বতোভাবে বিধেয়। নৈরাশ্রই সুখ “নিরাশঃ সুখী পিজলাবৎ” সাংখ্যসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

নৈরাশ্র (পুং) শরভ্যাগমস্ত বিশেষ।

নৈরুক্ত (জি) নিরুক্তস্ত ব্যাখ্যানে গ্রন্থঃ তত্র ভবো বা অণ্। (অনুগমনবিভিঃ। পা ৪।৩।৭৩) ১ নিরুক্ত সম্বন্ধী। ২ নিরুক্ত-ব্যাখ্যান-গ্রন্থ। ৩ তাহাতে আসক্ত, নিরুক্তব্যাখ্যান গ্রন্থে আসক্ত, নিরুক্তবেত্তা।

“ত্রৈবিদ্যো হৈতুকতর্কো নৈরুক্তো বর্ণগাঠকঃ।” (মহা১২।১১১)

নৈরুক্তিক (জি) নিরুক্তঃ নির্বচনঃ বেতি, তৎপ্রঃ অধীভে বা, উক্তখাদিহাৎ ঠক্। (পা ৪।২।৩০) ১ নির্বচনান্তি। ২ নিরুক্ত-গ্রন্থাধ্যোতা।

নৈরুক্তিক (পুং) নিরুক্তঃ প্রয়োজনবস্ত ঠক্। সুকতোক্ত বক্তিত্বঃ। [নিরুক্ত-বস্তি বেষ।]

নৈর্ঘ্য (পুং) নিবৃত্তিরপত্য, অণ্। ১ রাকস, নিবৃত্তির পুত্র।

“জ্ঞানি নিবৃত্তির্ভাষ্য নৈর্ঘ্যে বৈ রাকসঃ ১”

(ভারত ১৩৩৫৬)

২ পশ্চিমদক্ষিণকোণাধিপতি। জ্যোতিষমতে দক্ষিণপশ্চিম কোণাধিপতি রাহু।

“সূর্য্যঃ তত্রঃ ক্রম্যন্তঃ সৈহিকৈঃ শনিঃ শশী।

সৌম্যগ্রন্থমগ্রী ৫ প্রোগাধিনিসীমায়ঃ ১” (জ্যোতিষ)

নিবৃত্তিরপত্য অণ্। ৩ নিবৃত্তিরপত্য। (স্রী) ১ মূল্য মকর।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নিবৃত্তিরপত্য অণ্, ততো স্রীপ্। দক্ষিণ ও পশ্চিম-দিকের মধ্য দিক্, নৈর্ঘ্য তৎকোণ।

“বসঃ বা শিব্রবৃণাবুৎকৃত্যধার চাক্রলৌ।

নৈর্ঘ্যঃ শিশ্যাত্তিষ্ঠানিণাভারজিকঃ ১” (মহা ১১১০৫)

নৈর্ঘ্য (স্রী) নিবৃত্তি অণ্। ৪ নিবৃত্তির অণ্।

“নৈর্ঘ্যে হুহিতরকমায় ন প্রসবঃ সূর্য্যঃ ১” (মহা ১১১০৫)

নৈর্ঘ্য (স্রী) নিবৃত্তি সৈবতা বত্, আবে বাহুলকাৎ বক্।

নিবৃত্তিসেবতাক পঞ্চাধি, যে সকল পশুর সেবতা নিবৃত্তি।

“গর্ভন্ত পশুমালা নৈর্ঘ্যঃ স বিদ্যতি ১” (বাহুলকাৎ ৩২৮০)

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, ব্যঞ্। নির্গত, গৃহীনতা।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নিগত ভাবঃ কর্ণ বা নিগত-ব্যঞ্। নিগত, গৃহীনতা।

“পরিব্রজিতোহপি নৈর্ঘ্যে উত্তমশ্রোকলীলায়।

গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদগীতবান ১” (ভাগ ২।১১০)

নিগত প্রাপ্ত হইতে পারিলে ব্রহ্মলাভ হয়, যত দিন পর্য্যন্ত গুণের কোন কার্যও থাকে, তত দিন সংসার ও হঃখ অবস্তাভাবী। যখন নৈর্ঘ্য লাভ করা যায়, তৎক্ষণাৎই সকল হঃখ তিরোহিত হয়।

“নৈর্ঘ্যং ব্রহ্ম চাপ্রাপ্তি সগুণতারিবর্ততে ১”

(ভারত শাস্তি ২০৫ অ°)

২ তত্ত্বজ্ঞানযোগ।

“জ্ঞানযোগস্ত মরিতো নৈর্ঘ্যো ভক্তিলক্ষণঃ ১” (ভাগ ৩।৩২।০২)

নৈর্ঘ্য (স্রী) নিবৃত্ত ভাবঃ, ব্যঞ্। নিবৃত্ত, হৃদ্যশ্রুত।

নৈর্ঘ্য (স্রী) ১ পুত্রাদি জন্মের প্রথম দশদিন অতিবাহন।

২ কোন বিশদজনকগ্রন্থকোষপুস্তক সময়ের অতিক্রমণপ্রণালী।

নৈর্ঘ্য (স্রী) ১ সূতা, চাকর। ২ অধীন।

নৈর্ঘ্য (স্রী) হননযোগা শক্রর জন্ত প্রয়োজ্যমান হবিঃ।

(অর্থ ৬।৭।১)

নৈর্ঘ্য (স্রী) নিবৃত্তের ভাব, নিবৃত্ত। [নৈর্ঘ্য দেখ।]

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, ব্যঞ্। ১ নির্গত, অমৃত।

২ বিবর-বৈরাগ্য।

“বিবরোহিত কংকরো নারদো বল উচ্যতে ১

ভেবেব হি বিরাগত নৈর্ঘ্যায় নরুদাভ্যত ১” (প্রাশস্তি°)

বল হই প্রকার—বাহ ও অভ্যন্তর। বিবরের প্রতি আস-
ক্তিকে মানস-বল করে। এই মানসবলের প্রতি বে বিরাগ,
তাহার নাম নৈর্ঘ্য। বিবরের প্রতি বিরাগ হইলে চিত্ততত্ত্ব
অর্থাৎ নির্গত হয়। বাহিরের নির্গততাকে নৈর্ঘ্য বলা যায় না।
কারণ বাহু নৈর্ঘ্য কবিক। অভ্যন্তর নির্গত হইলে প্রকৃত
নির্গততা লাভ হয়। চিত্ত বিবরে আসক্ত থাকিলে কখনও
নির্গত হইতে পারে না। যখন বিবর বৈরাগ্য হয়, তখন চিত্ত
আপনা হইতেই নির্গত হয়।

নৈর্ঘ্য (স্রী) আলোকিক, অনৈর্ঘ্যিক। (বিদ্যা° ১৮৩।২৬)

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গতভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গতভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত হস্তসামগ্রী, নির্গতহস্ত। (অর্থ ৩।৩৩।১০২)

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

নৈর্ঘ্য (স্রী) নির্গত ভাবঃ, অণ্। নির্গতভাবঃ।

“নিবেদনীয়ং ব্রহ্ম নৈবেদ্যমিতি কথ্যতে।” (হুতি)
দেবোদেশে নিবেদনীয় বস্তুমাজই নৈবেদ্যপদবাচ্য। নৈবেদ্য
শব্দের নাম-নিরুক্তি আরও দেখিতে পাওয়া যায়—

“চতুর্বিধং কুলেশানি ব্রহ্ম বহুশাষিতম্।
নিবেদনং তবেৎ তুষ্টির্নৈবেদ্যং তদুদাস্তম্ ॥”

(কুলার্ণবভক্ত ১৭ উ°)

হে কুলেশানি ! বহু রসাষিত চতুর্বিধ ব্রহ্ম-নিবেদনে আমার
অতিশয় তৃষ্ণা হয়, এই জন্য উহাকে নৈবেদ্য কহে।

তদ্ব্রহ্ম সকল—

“সমিভেন সুত্তেনে পায়সেন সসর্পিবা।
সিতোদনং সক্ষমলি-বধ্যাট্টম্চ নিবেদয়েৎ ॥” (প্রপঞ্চসার)
সমিত (শর্করাসহিত), সযুত বিত্তম্চ পায়স, সিতোদন,
(খেতায়), কদলি ও দধি প্রভৃতির সহিত নিবেদন করিতে হয়।

নৈবেদ্য পঞ্চবিধ—

“নিবেদনীয়ং যদ্ব্যবৎ প্রোশতং প্রোষতং তথা।

তত্কাহং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি কথ্যতে ॥

তক্ষাং ভোজ্যাক লেহক পেষং চোষ্যক পক্ষমম্।

সর্কর চৈতরৈবেদ্যমার্য্যাধ্যাতৈ নিবেদয়েৎ ॥” (ভক্তসার)

প্রোষত তক্ষীর যে সকল বস্তু দেবতাকে নিবেদন করা হয়,
তাহার নাম নৈবেদ্য। ইহা ৫ প্রকার—তক্ষা, ভোজ্য, লেহ,
পেষ ও চোষ্য। যথাবিধানে দেবতাপূজা করিয়া ইহা নিবেদন
করিতে হয়।

নৈবেদ্যান-সমর—

“অক্ষীক বিসর্জনাৎ ব্রহ্ম নৈবেদ্যং সর্করুচ্যতে।

বিসর্জিতে জগন্নাথে নির্খালাং ভবতি অণাৎ ॥

পঞ্চরাত্রবিদো মুখ্য নৈবেদ্যং ভুক্ততে স্তবম্ ॥” (গরুড়পু°)

বিসর্জনের পূর্বে তক্ষাদ্রব্যকে নৈবেদ্য কহে। বিসর্জন
হইলে তাহার পর ইহা নির্খালাপদবাচ্য হয়।

নৈবেদ্যস্থাপনের ক্রম—

“নৈবেদ্যং দক্ষিণে ভাগে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতে।

পক্ষক দেবতা বামে আমান্নকৈব দক্ষিণে ॥” (পুরাণচরিত)

“দক্ষিণতঃ পরিভ্যজ্য বামে চৈব নিধাপয়েৎ।

অভোজ্য তত্তবেদরং পানীয়ক স্ত্রোপামম্ ॥” (ভক্তসার)

দেবতার দক্ষিণভাগে নৈবেদ্য রাখিয়া নিবেদন করিতে হয়।
দেবতার অগ্রে বা পৃষ্ঠদেশে নৈবেদ্য রাখিতে নাই। ইহাতে
বিশেষ এই যে, পক্ষ নৈবেদ্য দেবতার বামভাগে এবং আমান্ন
দক্ষিণভাগে রাখিতে হয়। দেবতার দক্ষিণভাগ পরিভ্যাজ
করিয়া বামদিকে নৈবেদ্য রাখিতে হইবে, দক্ষিণে রাখিলে উহা
অভোজ্য এবং পানীয় স্ত্রোপাম হয়।

দক্ষিণে ও বামে এই দুই দিকেই নৈবেদ্য রাখিবার বিধান, ও
নিবেদ্য দুই হয়, ইহার ভাৎপর্বা এই পক্ষ নৈবেদ্য দেবতার
বামদিকে এবং আমান্ননৈবেদ্য দক্ষিণদিকে রাখিয়া উৎসর্গ
করিতে হয়। নৈবেদ্যান-কল—

“নৈবেদ্যেন ভবেৎ অর্ঘ্যো নৈবেদ্যেনামৃতং ভবেৎ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাচ্চ নৈবেদ্যেযু প্রতিষ্ঠিতা ॥

সর্করভক্তলং নিত্যং নৈবেদ্যং সর্করুচীমম্।

জাননং যাননং পুণ্যং সর্করভোগ্যময়ং তদা ॥”

(কালিকাপু° ১৬৯ অ°)

নৈবেদ্যাদানে বর্গ ও মোক্ষলাভ হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষ নৈবেদ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। নৈবেদ্যাদানে সকল বজ্ঞের
কল, জ্ঞান, যান ও পুণ্যলাভ হয়।

নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার সময় মুক্তা প্রদর্শন করিতে হয়।

তদ্ব্যুত্যা বখা “নৈবেদ্যমুদ্রাসমুচ্চ-কনিষ্ঠাভ্যাং প্রদর্শয়েৎ।

“কনিষ্ঠানামিকাভূট্টৈর্মুদ্রাপ্রাণতঃ কীর্তিতায় ॥

তর্জনীমধ্যমাভূট্টৈরপানতঃ তু মুদ্রিকা।

অনামামধ্যমাভূট্টৈরুদানতঃ তু সা মুদ্রা ॥

তর্জনানামধ্যমাভিঃ সাত্ত্বীভিত্তিতুর্বিধা।

সর্করাভিঃ সা সমানতঃ প্রাণাদয়েযু যোজিতা ॥” (বায়ল)

অমুচ্চ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলিসংযোগে নৈবেদ্যমুদ্রা প্রদর্শন
করিতে হইবে। ইহাতে বিশেষ এই যে—প্রাণ, অপান, উদান,
ব্যান ও সমান এই পঞ্চবায়ুর উদ্দেশে নিবেদন করিতে হইবে।
কনিষ্ঠা, অমামিকা ও অমুচ্চদ্বারা প্রাণবায়ুর; তর্জনী, মধ্যমা ও
অমুচ্চদ্বারা অপান বায়ুর; অনামা, মধ্যমা ও অমুচ্চদ্বারা উদান
বায়ুর, তর্জনী, অনামা ও মধ্যমা দ্বারা ব্যান বায়ুর এবং সকল
অঙ্গুলিদ্বারা সমান বায়ুর মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে।

দেবোদেশে নৈবেদ্য উৎসর্গ হইলে তাহা ব্রাহ্মণকে দিতে
হয়। যাহারা দেবদত্ত নৈবেদ্য ব্রাহ্মণকে দান না করে,
তাহাদের নৈবেদ্য ভক্ষীভূত এবং নিফল হয়।

“সাক্ষাৎ খাদতি নৈবেদ্যং বিপ্রকণী জনাধিনঃ।

ব্রাহ্মণে পরিভূটে চ সন্তোঃ সর্কদেবতাঃ ॥

দেবার দক্ষা নৈবেদ্যং বিজ্ঞান ন প্রযজতি।

ভক্ষীভূতক নৈবেদ্যং পূজনং নিফলং ভবেৎ ॥”

(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজয়ং ২১ অ°)

“শূদ্রশ্চেভ্যস্তিতকচ্চ নৈবেদ্যভোজনোৎসুকঃ।

আমায়ং হরয়ে দক্ষা পাকং কৃচ্চা চ খাদতি ॥” (ব্রহ্মবৈ° ২১ অ°)

হরিতক শূদ্র যদি নৈবেদ্য ভোজনে ইচ্ছা করে, তাহা
হইলে, হরিকে আমার নিবেদন করিয়া তাহা পাক করিয়া ভক্ষণ
করিতে পারে।

নৈবেদ্যভোজন কল—

“কথা চৈবোপবাসন্ত ভোক্তব্যং যাদনীনেনে ।

নৈবেদ্যং তুলসীমিশ্রং হত্যাকোটিবিনাশনম্ ॥

অগ্নিষ্টোমসহস্তৈশ্চ বাজপেয়শভৈতথ্য ।

তুল্যং কলং ভবেদেবি বিকোটনৈবেদ্যভক্ষণং ॥” (কলপু)

একাদশী দিনে উপবাস করিয়া বাসন্তীতে তুলসীমিশ্র নৈবেদ্য ভোজন করিলে কোটিহত্যার পাপ বিনষ্ট হয় ।

লহর অগ্নিষ্টোম এবং শত বাজপেয় বজ্র অঙ্কুর্তান করিলে যে কল হয়, হরিকে নিবেদিত নৈবেদ্যভোজনে তৎসমূহ কললাভ হয় ।

আহিকতবে নৈবেদ্যের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে ;—
মোচক (কলী কল), পনস, জম্বু, প্রাচীনামলক (কয়মর্দক), মধুক ও উড়ুয়র প্রভৃতি কল জুশক হইলে নৈবেদ্যে দেওয়া যাইতে পারে । অপর্যুষিত পক বস্ত্র নৈবেদ্যে দিতে হইবে । খণ্ডাখ্যামিকৃত পক বস্ত্র পর্যুষিত হয় না । যব, গোহূম ও শালি দ্বতভায়া সংকৃত করিয়া তিল, তুলসাদি ও মাষ নৈবেদ্যে দেওয়া যাইতে পারে । যে সকল বস্ত্র অভক্ষ্য, তাহা নৈবেদ্যে দিতে নাই । অভক্ষ্য, যে বর্ণের যে বস্ত্র তক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল বস্ত্র ও যে দিনে যে ত্রয্য তক্ষণ নিষিদ্ধ, সেই সকল ত্রয্য সেই সেই দিনে নৈবেদ্যে দিতে নাই ।

“মাহিষং বর্জয়েন্নাসং ক্ষীরং দধি দ্বতভায়া ।” (আহিকতবে দেবল)

মাহিষয়ত, দুগ্ধ ও দধিভায়া নৈবেদ্য দেওয়ার বিধেয় নহে ।

দ্বত চণ্ডালাদি ও কুজুরাকর্কুক দৃষ্ট হইলে, তাহা নৈবেদ্যে অপ্রয়োজ্য ।

“যদযদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মান্বনঃ ।

তৎ তস্মৈবেদ্যেদ্যং তদানন্ত্যায় কর্যাতে ॥” (আহিকত)

যাহা কিছু অভিলষিত বস্ত্র এবং যাহা নিজের বিশেষ ঐতিকর, সেই সকল বস্ত্রই অতীষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে, এইরূপ নৈবেদ্য অনন্তকলপ্রদ হইয়া থাকে ।

“ভ্যম্বেৎ পাদোদকং বস্ত্র নৈবেদ্যঞ্চ ভ্যম্বেচ্চ যঃ ।

ষট্টিবর্ষহস্তাপি রৌরবে নরকে পচেৎ ॥” (আহিকত)

যিনি যে দেবতার অর্চনা করেন, তিনি সেই দেবতার নৈবেদ্য তক্ষণ করিবেন । যিনি অযহেলাপূর্বক নৈবেদ্য ভোগ করেন, তাঁহার ষট্টিবর্ষবৎসর নরকভোগ হইয়া থাকে ।

যাহা কিছু অভিলষিত বস্ত্র, তাহা দেবতাকে নিবেদন না করিয়া তক্ষণ করিতে নাই, অতএব প্রিয়বস্ত্র মাত্রই দেবতাকে দিয়া প্রসাদরূপে তাহা তক্ষণ করিবে ।

“বিকোটনিবেদিতং পুণ্যং নৈবেদ্যং বা কলং জলম্ ।

প্রোত্তিমাশ্রয়ে ভোক্তব্যং ভ্যাগেন ব্রহ্মহা জনঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত ভগ্ন ৩৭)

বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রোত্তিমাশ্রয় তক্ষণ করিবে, যিনি পরিভ্রাণ করেন, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয় ।

বিষ্ণুনৈবেদ্য-তক্ষণে কতপ্রকার পাপ ভাঙ্গা বিস্মৃত হয় । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ঐক্ককের অধ্যায়ে ৩৭ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে । শিব ও সূর্যের নৈবেদ্য তক্ষণ করিতে নাই ।

“অগ্রাঙ্কং শিবনৈবেদ্যং পজ্ঞং পুণ্যং কলং জলম্ ।

শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ সর্গং বাতি পবিত্রতাম্ ॥” (আহিকত)

কলপুশাদি ও শিব-নিবেদিত নৈবেদ্য অগ্রাঙ্ক, অর্থাৎ ইহা তক্ষণ করিতে নাই । ইহাতে বিশেষ এই যে, যদি এই নৈবেদ্য শালগ্রাম শিলাস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পবিত্র হয় । শালগ্রাম-স্পৃষ্ট শিব-নৈবেদ্য তক্ষণে মোহাবহ হয় না । ইহার ভাষ্যার্থ এই যে শালগ্রাম শিলায় শিবপূজা করিলে সেই নৈবেদ্য-ভোজন করা যাইতে পারে ।

“দধা নৈবেদ্যবজ্রাদি নামহীত কথঞ্চন ।

ভাক্তব্যঃ শিববুদ্ধিত্ত তদানানে ন তৎ কলম্ ॥” (একাদশীত)

বজ্র এবং নৈবেদ্যপ্রভৃতি শিবোদ্দেশে দত্ত হইলে, তাহা আর পুনরায় গ্রহণ করিতে নাই, গ্রহণ করিলে তাহার কল লাভ হয় না । আবার শাস্ত্রান্তরে শিবনৈবেদ্যের তক্ষণ উক্ত হইয়াছে—

“রোগং হরতি নির্মালাং শোকস্ত চরণোদকম্ ।

অশেষং পাতকং হন্তি শ্চৈব নৈবেদ্যভক্ষণম্ ॥”

(শাক্তানন্তর)

শিব-নির্মালাধারণে রোগ, চরণোদক পানে শোক এবং নৈবেদ্য তক্ষণে অশেষ পাতক নাশ হয় ।

শিবনৈবেদ্য তক্ষণ করিতে নাই, ইহার পৌরাতনিক উপাখ্যান এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

‘একদা সনৎকুমার বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সেই সময় তগবান্ বিষ্ণু আহারে ব্যাপৃত ছিলেন । ভক্তবৎসল বিষ্ণু সনৎকুমারকে দেখিয়া স্বভুক্তাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ প্রসাদ দেন, সনৎকুমার কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া আত্মীয়-সিগকে দিবার জন্ত কিঞ্চিৎ লইয়া আসিয়াছিলেন । তিনি সিদ্ধান্ত্রমে আসিয়া শীঘ্র গুরু মহাদেবকে কিঞ্চিৎ প্রদান করেন, মহাদেব এই প্রসাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তক্ষণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । এমন সময় পার্শ্বতী আসিয়া শীঘ্র পুত্রের নিকট এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুপিত হন । মহাদেবকে এই শাপ দিলেন, যেমন আপনি বিষ্ণুর প্রসাদ আমাকে না দিয়া নিজ তক্ষণ করিয়াছেন, সেই জন্ত ভগতে অদ্য হইতে যে সকল লোক আপন নৈবেদ্য তক্ষণ করিবে, তাহার পক্ষময় কুকুরযোনি প্রাপ্ত হইবে ।

“কলাপ্রকৃতি রে সোকা নৈবেদ্য ভুজতে তব।

তে জৈরকং সারসেরা ভবিষ্যত্যেব ভারতে ॥” (শ্রীকৃষ্ণজন্মঃ)

এইরূপ শাপ দিয়া বিষ্ণুর প্রসাদ ভক্ষণ করিতে পারেন নাই বলিয়া পার্শ্বজী অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মপাণ্ডে ৩৭ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।)

ইহার কারণান্তর লিঙ্গার্চনতন্ত্রে ১৩১৪ পটলেও বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে—

“হৃৎকং তব নিশীল্যং ব্রহ্মদীনাং কৃপানিধে।

তৎ কথং পরমেশান! নিশীল্যং তব দৃষিতম্ ॥” (লিঙ্গার্চনঃ)

কালিকাপুরাণে নৈবেদ্যের বিবরণ এইরূপে লিখিত আছে।

প্রশস্ত এবং পবিত্র নিবেদনের বস্তুর নাম নৈবেদ্য। এই নৈবেদ্য তত্ত্ব (ভাত) প্রকৃতি তেবে ৫ প্রকার। এই ৫ প্রকার নৈবেদ্যের মধ্যে দেবীর বাহা সর্বাঙ্গপেকা প্রিয়, তাহার বিবরণ কথিত হইতেছে। ৫ প্রকার নৈবেদ্যই দেবীর প্রিয়। নাগর, কপিথ, জ্বাক্ষা, ক্রমুক, করক, বদর, কোল, কুয়াণ্ড, পনস, বকুল, মধুক, রশাল, আত্মাতক, কেশর, আখোট (আকুরোট), শিওখর্জুর, কল্লণ, শ্রীফল, ডহ, ওহর, পুরাগ, মাধব, কর্কটাকল (কাঁকড়), জাশর, বীজপূর, জ্বল, হরীতকী, আমলক, ৬ প্রকার নারঙ্গক, দেবক, মধুর, শীত, পটোল, ক্ষীরবৃক্ষজ (শশা আদি), পটল, সালজ, বৃন্ত, অরিজ, কমলীফল, তিলুক, কুন্তুর, শীত, কারবেল, কল্লমজ, গর্ভাবর্ত প্রকৃতি ও নানাবিধ বস্তুর দিয়া দেবীর নৈবেদ্য দিতে হইবে। স্নেহাতক, বিধ, শৈলকপ্রকৃতি ফল ভিন্ন সকল ফলই দেবীর প্রিয়। মাতুলঙ্গ, নটক, করমর্দ, রশালক, ইহা কামাক্ষা দেবীকে নিবেদন করিতে হয়। শূকটক, কশেক (কেওর), শালুক, মশাল, শূকবেল, কাঞ্চন, মূলবন্দ, কুমুদক প্রকৃতি ফল, পরমার, শিঠক, দাবক, কুশর, মোদক, পুথুক, চিড়ে ও গড়ক এই সকল দ্রব্যের নৈবেদ্যে দেবী ভুট্ট হন। গো, মহিষ, অজা, আবিষ্ক, এবং দুগ ইহাদের হৃৎ স্কলপ্রকার মধু, শুদ্ধধানা (জড়ের সুত্বকী) শর্করা, সর্ষপিষ্ক, অর, পান এবং মাংস দেবীর নৈবেদ্যে প্রশস্ত। আম্রিকা, পরমার, শর্করার সহিত দধি ও দুগ এই সকল বস্ত্র মহাদেবীকে অর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। শর্করা, মধুশিঙ্গ জ্বর, শালজ, ব্রহ্মক, কটক, মাধ, মূল্য, মন্দর, তিল, জলা (ভাত) ও বন প্রকৃতি সকল প্রকার শত, দেবীকে নৈবেদ্য দেওয়া যায়। বেঙ্গল তরু দ্রব্য হউক না কেন, তাহা কেন-করকাদি সন্ধ্যায় করিয়া নৈবেদ্য দেওয়া হইতে পারে। সংস্কার্য অর্ঘ্য বেঙ্গলে সন্ধ্যায় করিতে হয়, সেইরূপ সন্ধ্যায় করিয়া নৈবেদ্য দিতে হইবে। বাহা পুতিবঙ্গসংস্কৃত, দধি এবং ভোজনের

অযোগ্য তাহা দ্বারা নৈবেদ্য দিবে না। স্নগন্ধ ও কপূরবান্ধিত ভাঙ্গুল দেবীকে দিতে হয়। যে সকল দুগ ও পক্ষী বলিদানে হেমিত হয়, তাহার মাংস, গণ্ডার, বার্জিনল এবং ছাগ মাংস ও মৎস্য রন্ধন করিয়া দেবীকে নৈবেদ্য দেওয়া যায়। খর্জুর, শিঙাখর্জুর ও সয়ুত যবচূর্ণ দেবীকে নিবেদন করিলে, রাজহরকললাভ ও কুশরার (খিচুড়ী) নৈবেদ্যে অতুল সৌভাগ্য লাভ হয়। নারিকেল জলদানে অমিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ এবং জায়ুর, লবলী, ধাত্রী ও শ্রীফল দানে অমিষ্টোম ফল প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে গমন করে। জ্বাক্ষা, শর্করা ও নারঙ্গক, ইক্ষুদণ্ড, নবনীত, নারিকেল ফল, শর্করা ও মধিযুক্ত পের বস্ত্র, নীবার ও কলার দধির সহিত একত্র কুট্টিত করিয়া দেবীকে নিবেদন করিলে লক্ষ্মীবান্ধ, রূপবান্ধ ও ইহলোকে অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মরীচ, পিঙ্গলী, কোষ, জীরক ও তত্ত্ব ইহাদের সংস্কার করিয়া দেবীকে নিবেদন করিতে হয়। রাজমাধ, মন্দর, পালঙ্ক, পোতিকা, কলিশাক, কলার, ব্রাহ্মীশাক, মূলক, বাজক, লক্ষীক, চটুক, হিলমোচকা, চুচুরিফল পত্র ও পুনর্গবা প্রকৃতি শাক দেবীকে নৈবেদ্য দেওয়া হইতে পারে। ময় এবং কাগবিক্রম ও গুরুভারসম্বিত নৈবেদ্য দেবতাকে অর্পণ করিবে না। রাজত বা সৌবর্ণাদি পায়ে দেবতার নৈবেদ্য দিতে হইবে। (কালিকাপুং ৭০ অং)

ঘণ্টা বাজাইয়া দেবতার উদ্দেশে নৈবেদ্য দান করিতে হয়।

“ধূপে দীপে চ নৈবেদ্যে দ্রপনে বসনে তথা।

ঘণ্টানাদং প্রকৃকীত তথা নীরাজনেহপি চ ॥” (বিধানগাং)

নৈবেশ (জি) নিবেশেন নিরুত্তং সঙ্কলানিহাদগু। (পা ৪১২।৭৫)
নিবেশনিরুত্ত, বিবাহনিরুত্ত।

নৈবেশিক (স্ত্রী) নিবেশায় পার্হায় হিতং, নিবেশ-ঠক।
নিবেশনের জন্ত যেকজ্ঞা প্রদানের যোগ্য হয়।

“ভূদীপাংসারবস্ত্রাভিলসর্পিঃপ্রতিশ্রবান্।

নৈবেশিকং স্বর্ণধূর্য্যং দত্তা স্বর্ণে মহীয়তে ॥” (যাজুর্ব্রহ্ম ১।২১০)

২ বিবাহাৰ্হ দীপমান জব্য। “নৈবেশিকং বিবাহোচিতং জব্যম্ ॥”
(তত্ত্বিতং)

নৈশ (জি) নিশার ইদম্ নিশা-অণ্ (তত্ত্বেনম্। পা ৪৩১।২০)
নিশাসবজি।

“দলিলময়ে শশিনি রবেদীষিত্তয়ে সুর্জিতান্তমো নৈশম্ ॥”

(বৃহৎসং ৪।২)

নিশার্য্য তব নিশ-অণ্। ২ নিশাভব। “পূর্বাং সন্ধ্যাং
জপান্তিষ্ঠম্ নৈশমেনো ব্যপোহতি ॥” (ময় ২।২১০)

নৈশিক (জি) নিশার্য্য তবম্, নিশা-ঠক্ (নিশাঙ্গদোবা-
ভ্যাক। পা ৪৩১।১০) ১ নিশাতব। ২ নিশাব্যাপক। জিয়ার ভীপ্।

“বৃশসকৃত্ত্বাপাং বিকৃত্ত্বৈনিকী স্বতা।” (মহ ৪।৩৭)

নৈকিত্য (ত্রি) নিকিতত ভাব্য, ব্যঞ্। নিষ্ঠর।

নৈশ্চেষ্ট্রস (ত্রি) নিশ্চেষ্ট্রসার হিতম্। নিশ্চেষ্ট্রসাম্বন।

“তচ্চবৈব তু শূদ্রত বর্গো নৈশ্চেষ্ট্রসঃ পরঃ।” (মহ)

নৈশ্চেষ্ট্রসিক (ত্রি) নিশ্চেষ্ট্রস প্রয়োজনমত ঠক্। নিশ্চেষ্ট্রসাম্বন। বিকরণকে ‘স’ স্থানে বিলগ্ন হইয়া নিশ্চেষ্ট্রসিক এইরূপ পর হইবে।

নৈষদিক (ত্রি) ১ নিষদভব। ২ উপবিষ্ট, উপবেশনকারী।

নৈষধ (পুং) নিষধানাং রাজা, নিষধ-অণ্। নলরাজা। (ভারত-অ ৫০।১৬) ২ নিষধদেশাধিপতি।

“স নৈষধভার্ষগতোঃ স্তুতায়ুং পাদরাসাস নিষিক্ষকঃ।”

(রঘু ১৮।১)

৩ বর্ষবিশেষ। অযুধীপাধিপতি অধীশ্বরীয় পুত্র হরিবর্ষকে নিষধবর্ষ দিয়াছিলেন।

“তৃতীয়ং নৈষধং বর্ষং হরিবর্ষীয় সন্তবান্।” (বিষ্ণুপু ২।১২০)

(ত্রি) নিষধোহভিজ্ঞনোহস্ত অণ্। ৪ পিত্রাদিক্রমে নিষধদেশবাসী। যেখানে বহুবচন হইবে, সেই স্থলে অণের লুক্, যে অণ্ নিমিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার লোপে বৃদ্ধিরও অভাব হইবে, তখন ‘নিষধা’ এইরূপ পদ হইবে। ইহার অর্থ নিষধদেশবাসী লোকসকল এবং ভদ্রদেশের নৃপসমূহ এইরূপ হইবে। নৈষধং নলমধিকৃত্য কৃতো গ্রহঃ অণ্। ৫ নল-নৃপচরিতরূপ মহাকাব্যভেদ। এই কাব্য ২২ সর্গে সম্পূর্ণ। অীর্ষ ইহার রচয়িতা।

“উদিতো নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ।” (উট্ট)

ইহার তাৎপৰ্য্য—নৈষধ কাব্যের নিকট মাঘ ও ভারবি কিছুই মহে। ইহা ভিন্ন আরও প্রবাদ আছে যে—

“উপমা কালিদাসস্ত ভারবেরণগৌরবম্।

নৈষধে পদলালিতাং মাঘে সস্তি জয়ো গুণাঃ ॥” (উট্ট)

কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগুরুত্ব, নৈষধের পদলালিতা এবং মাঘে এই তিন গুণই আছে। বাস্তবিক নৈষধ কাব্যের পদলালিতা অল্পমম। সংস্কৃতভিজ্ঞমাত্রই ইহার যথার্থতা অস্বত্ব করিতে পারেন। নৈষধসম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, অীর্ষদেব নৈষধ-কাব্য প্রণয়ন করিয়া তাহার আত্মীয় এক আলঙ্কারিকে দেখিতে দেন, তিনি বিশেষরূপ পর্যালোচনা করিয়া বলিলেন, আমি একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ লিখিয়াছি, তাহার দোষ-পরিচ্ছেদের অর্ন্ত আমাকে অনেক গ্রন্থ দেখিতে হইয়াছে, কিছুদিন পূর্বে তোমার এই পুস্তক খানি আমার হস্তগত হইলে এই একখানি গ্রন্থ হইতে আমার সকলই দোষ-পরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ হইত।

সংস্কৃত মহাকাব্যের মধ্যে ইহা একখানি প্রধান কাব্য ভবিষ্যে যতদূর নাই।

(ত্রি) ৬ নিষধসম্বন্ধী।

নৈষধীয় (ত্রি) নৈষধত ইদম্ ‘বৃদ্ধাক্’ ইতি ক্। নলসম্বন্ধী।

“কাব্যো চাক্ষুশি নৈষধীরচরিতে সর্গোহরমাদিগ্ভ্যঃ।” (নৈষধ ১স)

নৈষধ্য (পুং) নিষধত লক্ষণা তদুপাত্তাপত্যম্ নাদিগ্ভ্যঃ প্য।

নিষধনৃপের অপত্য। স্মিরা-টাপ্।

নৈষাদ (পুং) নিষাদস্ত অপত্যং বিদাদিগ্ভ্যঃ। নিষাদের অপত্য।

হরিতাদিগ্ভ্যঃ বৃনি কক্। নৈষাদারন—নিষাদের যুবা অপত্য।

নৈষাদক (ত্রি) নিষাদেন কৃতম্, কুলানাদিগ্ভ্যঃ সংজ্ঞারঃ বৃঞ্।

(পা ৪।৩।১১৮) নিষাদকৃত পদার্থভেদ।

নৈষাদিক (পুং স্ত্রী) নিষাদস্ত অপত্যম্ ইতি অকক্। নিষাদের অপত্য।

নৈষাদি (পুং) নিষাদস্ত অপত্যং ইতি আর্ষে ইঞ্। নিষাদের অপত্য। “ন স তং প্রতিকগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্।”

(ভারত ১।১৩৪।৩২)

আর্ষপ্রয়োগেই ‘নৈষাদি’ এইরূপ পদ হয়, লৌকিকপ্রয়োগে বিদাদি হেতু অঞ্ প্রত্যয় হইয়া ‘নৈষাদ’ এইরূপ হইবে।

নৈষিধ (পুং) নিষধঃ নলো বাচকতয়াহস্ত্যস্ত, অণ্, পুংষোদরা-দিগ্ভ্যঃ সাধুঃ। তন্মামক নলরূপ দক্ষিণায়ি।

“তস্মিন্ বসন্তীজো যমো রাজা নভো নৈষিধোহনন্মতঃ।”

(শতপথ ব্রা ২।৩।২।১)

‘নলো নৈষধ ইতি নিষধাধিপতিনঃ প্রসিদ্ধো রাজা অযা-হার্যপচনোহস্মিঃ এষ এব নলো নৈষিধ ইতি নির্দিষ্টঃ। নিষধ-রাজস্ত চ নলস্ত দক্ষিণায়েষ্ট সাম্যমাহ’ (ভাষা)

নৈক্ষপ্ত্য (স্ত্রী) নিক্ষপ্ত্যে ভাব্য, ব্যঞ্। বিধিপূর্বক সর্বকর্ণ-ত্যাগ। “ন কর্ণগামনারস্তাং নৈক্ষপ্ত্যং পুরুষোহনুতে।”

(গীতা ৩।৪)

আসক্তিপরিশৃঙ্খ হইয়া বিধিপূর্বক কৰ্ম করিতে করিতে কৰ্মত্যাগ করিতে পারা যায়।

নৈক্ষশতিক (ত্রি) নিক্ষতমস্ত্যস্ত ঠঞ্। (পা ৫।২।১১৬) নিক্ষতমানযুক্ত।

নৈক্ষসহস্রিক (ত্রি) নিক্ষহস্রমস্ত্যস্ত ঠঞ্। নিক্ষহস্র পুরি-মাণযুক্ত।

নৈক্ষিক (পুং) নিক্ষে হেদি দীনারে তদাণ্যে নিযুক্তঃ ঠক্। কোবাধ্যক্, টক্শালায় অধ্যক্। নিক্ষেপ ক্রীতম্, ঠঞ্ ‘অসমাসে নিক্ষাদিত্যঃ’ ইতি ঠঞ্। ২ নিক্ষক্রীত। সমাস স্থলে ঠঞ্ না হইয়া ঠক্ হইবে। অসমাসস্থলেই ঠঞ্ হইবে। নিক্ষক্ বিকার্য, ‘কৃতব্যং পরিণাম্যঃ’ ইতি ঠঞ্। ৩ নিক্ষবিকার্য।

নৈক্ষিক (স্রী) নিক্কন-বাঞ্। নিক্কনয়।
নৈকৃতিক (ত্রি) পরবৃত্তিজননপর, বার্থসাধনতৎপর।
 “অনুভূতঃ প্রাকৃতঃ তন্মঃ শঠো নৈকৃতিকোহনসঃ।
 বিদ্যাশী শীর্ষস্থত্রী চ কঠা তামস উচ্যতে ॥” (সীতা ১৮১৮)
 ‘নৈকৃতিকঃ পরবৃত্তিজননপরঃ’ (শাক্তরত্নাভা)
নৈক্রমণ (ত্রি) নিক্রমণে শিশোপূর্বাধ্ববির্গমনকালে দীর্ঘতে
 ভ্রম কার্যং বা ঘূর্টাদির্ভাং অঞ্ (পু ৫।১০।৭) ১ নিক্রমণ-
 কালে দীর্ঘমান বস্তু, নিক্রমণ সংহারকাণীন যে বস্তু দান
 করা যায়। নিক্রমণসময়ে কর্তব্য কার্য।
নৈতিক (ত্রি) নিষ্ঠা বিদ্যাতেহস্যোতি নিষ্ঠা-ঠক্। ১ ব্রহ্মচারিত্তেদ,
 বাহ্যার উপনয়নের পর মরণ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া
 গুরুগৃহে অবস্থান করেন, তাহাদিগকে নৈতিক-ব্রহ্মচারী কহে।
 “নৈতিকো ব্রহ্মচারী তু বসনচাচার্যাসমিধো।
 তদভ্যবেহন্ত তনয়ে পত্ন্যাং বৈবানরেষপি ক।
 অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেজ্রিয়ঃ।
 ব্রহ্মলোকমবাগোতি নচেহ আরভে পুনঃ ॥”
 (যজ্ঞবল্ক্য ১।৪৮-৪৯)
 নৈতিক ব্রহ্মচারিগণ আচার্য্য সমিধান্নে যাবজ্জীবন বাস করি-
 বেন, আচার্য্যের অভাবে আচার্য্যগৃহের, তদভাবে তাহার পত্নীর
 সমীপে এবং তিনি না থাকিলে অরিহোত্রীয় অগ্নির নিকটে
 যাবজ্জীবন বাস করিবেন। জিতেজ্রিয় নৈতিক-ব্রহ্মচারী এই
 বিধি অবলম্বন করিয়া থাকিলে অস্তিমকালে মুক্তিলাভ করেন।
 ইহসংসারে আর তাহাকে জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।
 যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের নামই নৈতিক-ব্রহ্মচর্য্য। ২ মরণ-
 কালে বিহিত কর্তব্য। ৩ ব্রতবিশেষাসক্ত। ত্রিযাং ভীপ্।
 “ইমামবহাং পশুভ্যঃ পশ্চিমাং তব নৈতিকীম্।” (হরিব ৮৮ অ)
নৈষ্ঠুর্য্য (স্রী) নিষ্ঠুরত্ব ইদং, নিষ্ঠুর-বাঞ্। নিষ্ঠুরতা, নিষ্ঠু-
 রের কার্য।
নৈষ্ঠ্য (স্রী) নিষ্ঠায়ুক্ত, ব্রতনিয়মাদি আচরণশীল।
নৈক্ষিহ (স্রী) নি-রিহ বাঞ্, আর্থে বহু। রাগাভাব।
 “যঃ কাময়েত নৈক্ষিহং পাপান্” (আৰ্ ১ শ্রো ১।৭।৩৫)
 ‘নিরৈহন্ত ভাবঃ নৈক্ষিহং’ (ভাব্য)। নিস্ পূৰ্ণক হইলে
 ‘নৈক্ষিহ’ এইরূপ পদ এবং বিকল্প পক্ষে ‘নৈক্ষিহ’ হইবে।
 লৌকিক-প্ররোপে ‘নৈক্ষিহ’ এইরূপ পদ হইবে।
নৈপ্পুরুষ্য (স্রী) নিপ্পুরুষ-বাঞ্। (পা ৪।৩।৪১) নিপ্পুরুষের ভাব।
নৈম্পিশিক (স্রী) শেবণকারীর কার্য।
নৈম্পিশিক (ত্রি) নিম্পেশণকারী।
নৈফল (স্রী) নিকল-বাঞ্। নিফলতা।
নৈসর্গিক (ত্রি) নিসর্গদায়ক ঠক্। স্বাভাবিক

“গুহ্যমবিরং ভক্তিঃ ক লক্। পরমানন্দঃ।
 কত বা শিক্ষিতা রাজ্ঞঃ কিংবা নৈসর্গিকী তব ॥” (ককিপু ২৩অ)
নৈস্ত্রিশিক (পু) নিস্ত্রিশঃ বহুলঃ প্রেরণনত ঠক্।
 (পা ৪।৪।৫৭)
 বহুলধারী, বাহার প্রেরণ বহুল তাহাকে নৈস্ত্রিশিক
 কহে। পর্যায়—অসিহেতি, অসিহেতিক। (শব্দরত্নাবলী)
নৈহারিকনক্ষত্র (স্রী) Nebulous Stars যে সকল নক্ষত্র
 নীহারিকা নক্ষত্রের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।
নৈসর্গিক-বিধান (স্রী) নৈসর্গিকঃ বৎ বিধানং। Natural
 Phenomenon স্বাভাবিক বিধান। মানবজাতির ঐশিক
 নিয়মাহুসারী পরস্পর ব্যবহার-ব্যবহাপক শাস্ত্র।
নৈসর্গিকীদশা, জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত দশাভেদ। [দশা দেখ।]
নৈহাটী, বাঙ্গালার চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটি নগর।
 কলিকাতা রাজধানী হইতে ২৩০ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর কূলে
 অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩০' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৭'
 ৪০" পূঃ। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ট্রেট রেলওয়ের একটি স্টেশন
 আছে। গঙ্গার অপরপারে ছিত হুগলী নগরের সহিত
 এই নগর সেতু দ্বারা সংযোজিত হওয়ায় এবং ইষ্টারণ
 বেঙ্গলের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সংযোগ থাকার বাগি-
 জোর বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখানে বিদ্যালয় ও মাজিষ্ট্রেটের
 আদালত আছে। লোক সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার।
নো (অবা) নহ-ভো। অভাব, না, নিবেধ।
 “নো শক্যঃ স্মার্তকর্ম্ম প্রতিদিনগহনং প্রত্যাবারুকুলাধাম্।”
 (অপরাদ্বতজন ত্তোত্র ৭)
নোজা (দেশজ) নিচু, বক্র।
নোআফুটকী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। Cardiospermam
 Halicacabum
নোআলতা (দেশজ) নবলতা বৃক্ষ বিশেষ। Dalbergia
 Scandens.
নোঙ্গ-ক্রম, আসামপ্রদেশের খশিরা পর্বতস্থিত খারিম
 রাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহার নিকটে প্রচুর খনিজ
 লৌহ পাওয়া যায়। উহা অগ্নিসংযোগে গলাইরা সমতলক্ষেত্রে
 প্রেরিত হয়। এই লৌহ অতিশয় উৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা স্থানীয়
 অধিবাসীরা আপনাপন ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রাদি নির্মাণ
 করিয়া থাকে।
নোঙ্গ-খাও, আসামের খশিরা পাহাড়ের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র
 রাজ্য। এখানকার খশি রাজবংশের উপাধি সিংহ। ১৮২৬
 খৃষ্টাব্দে খশিরা রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথমে এই স্থানের রাজার
 সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ ঘটে এবং তাহার কলে নিধনপ্রাপ্ত

উহার রাজ্য দ্বিা আসামে বাইবার একটি রাজ্য বিস্তারের আশেপাশে। কিন্তু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সহিত ইহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। খামারগণ তৎকালে এই নগরের হইল ইংরাজ কর্মচারী ও সিপাহীদিগকে হত্যা করে। বিজোহীরা দ্বিতীয় হইলে এই নগরে ইংরেজরা পলিটিক্যাল এজেন্টের সদর স্থান বলিয়া মনোনীত করেন, পরে উহা চেরাপুঞ্জি হইয়া বর্তমান সিগংনগরে স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এখানে সিন্‌কোনার চাষ আরম্ভ হয়। স্বভাবতঃ আলু, চাউল, কাঙনি, মকা, দারুচিনি ও জ্বার এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। অধিবাসিগণ ব্যবহার্যপোষ্য কার্পাসবস্ত্র বরন করে, এবং লৌহ হইতে অস্ত্রশস্ত্রও নির্মাণ করিয়া থাকে। বর্তমান রাজার নাম উকিন্‌ সিংহ।

নোঙ্গতরুমে, আসাম প্রদেশের খামিরা পর্বতের অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইহাকে কেহ কেহ বার-নোঙ্গতর-মে, বলিয়াও থাকেন। এখানকার রাজা বা শাসনকর্তার উপাধি সর্দার। কমলানৈব, সুপারি ও পাণ এখানে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। আনারস গাছের পাতা হইতে জাঁস বাহির করিয়া তাহার স্ত্যার অধিবাসীরা একপ্রকার জাল প্রস্তুত করে এবং পাহাড় হইতে চূর্ণপাথর কাটিয়া বিক্রয়ার্থ আনে। এই সকল জিনিষই বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নোঙ্গ-কোইন, খামিরা পর্বতের অন্তর্গত একটি সামন্তরাজ্য। সর্দার উ-বর্ধসিংহ বর্তমান রাজা। ইহার উপাধি সিএম্। চাউল, কাঙনি, তেজপাত, রবার, লাক্সা ও মোম এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। মৃৎপাত্র, কার্পাস বস্ত্র ও নোহাঙ্গ নির্মাণের বিস্তৃত ব্যবসার আছে। এখানে চূর্ণপাথর ও কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে। সিলং হইতে এখানে আসিবার একটি রাস্তা আছে।

নোঙ্গঙ্গঙ্গ, আসামের খামিরা পর্বতের একটি সামন্তরাজ্য। বর্তমান সর্দারের নাম সিএম্ উ শস্তো সিং। কামরূপের নোজারার হওয়ার এবং উক্ত জেলার লীমান্তবর্তী 'মঠে'র অরণ্য-বিভাগে তাহার অংশ হইতে অর্ধসম্পত্তি হয়। চাউল, কাঙনি, আলু, মধু ও মোম প্রধান উৎপন্ন জব্য। লৌহখনিও আছে।

নোঙ্গসোফো বা নোবোসোফো, খামিরা পর্বতের এলাকাবর্তী একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। সিএম্ উ কসন্ এখানকার বর্তমান সর্দার। আলু, চাউল, মকা প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। অধিবাসিগণের মধ্যে মাহ্‌য়ের ব্যবসা বিস্তৃত।

নোঙ্গর (পারগী) নোকা বা জাহাঙ্গিরী বাইবার লৌহযন্ত্রের।

নোঙ্গরা (দেশজ) অপরিস্কৃত, সরসাস্থ, কবচ।

নোঙ্গরবেড়া, আসামের অন্তর্গত একটি নগর। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ কূলে গোমালপাড়া হইতে ২৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

নোগ্রাম বা নবগ্রাম, উত্তরপশ্চিম লীমান্তপ্রদেশে দুহক-আই জেলার অবস্থিত ইংরাজাধিকৃত একটি গ্রাম। বর্ধন হইতে ১১ ক্রোশ পূর্বে ও ওহিন্‌ নগরের ৮ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ইহারই পার্শ্বে রাগীঘাট নামক পর্বত। এই গ্রামে ও পর্বতে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে, দেশের শাসনকর্তা কোন রাগী এই পর্বতের উচ্চ-শিখরে বসিয়া চতুর্দিক অবলোকন করিতেন। দূরস্থিত উৎখিত ধূলি তাহার নয়নপথে পতিত হইলেই তিনি বোশান্ত-রহ বণিকগণের ভারত-আগমন বুঝিতে পারিতেন এবং তাহা-দের ভাণ্ডার লুট করিবার জন্য ঈর্ষগণকে আদেশ দিতেন। এই রাগীর নামানুসারেই পর্বত ও নিকটস্থ গ্রাম রাগীঘাট নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্যাপিও রাগীঘাটের শিখরদেশে রাগীর প্রস্তরাসন নির্দিষ্ট হয়। সেই স্থান হইতে হতনগরে সমতলক্ষেত্র পর্যন্তও দেখা গিয়া থাকে। এখানকার ধ্বংসাদিও রাগীঘাটের ধ্বংস বলিয়া খ্যাত।

[বিশেষ বিবরণ রাগীঘাট শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নোচেৎ (অব্য) নো চ, চেৎ চ। নো যদি, না হয় যদি এইরূপ অর্থ।

নোজলী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাহারাপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। পাণ্ডুর নগরের ১ মাইল দক্ষিণে ও বড়পুর গ্রামের ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৫৩' ২৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২' ৫২" পূঃ।

নোট (জি) নট অচ্, পুরোদরাদিভ্যং সাধু। নট। ত্রিহাং জাতিভ্যং ঙী।

নোট (ইংরাজী) যুরোপ, আমেরিকা ও ইংরাজাধিকৃত, ভারত-বর্ষে প্রচলিত কাগজের (Parchment) মুদ্রা বিশেষ। রাজ্য ভেদে ও মুদ্রার মূল্যাদিকে ইহার ভারতম্য লক্ষিত হয়।

নোড় (দেশজ) কোন দাখুতে অপর এক সম্বন্ধাত্মক মিশ্রণ।

নোড়া (দেশজ) ক্ষুদ্রশিলা, পেষণী।

নোগ (সী) লবণ।

নোগম্বাড়ী, বর্তমান মহিষুর জেলার উত্তরাংশ যাহা এখন চিত্তলহরী জেলা নামে খ্যাত, তাহা অতি প্রাচীন সময়ে নোগম্ব-প্রজাতিগণের দেশ বা নোগম্বাড়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিল *।

নোগম্বারী, চান্দুকাবন্দীর অনৈক রাজ্য। [চান্দুকা দেখ।]

নোপা (দেশজ) লবণাক্ত, লবণ আবাসযুক্ত।

নোপাটেনেরা (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। *Silurus porosus*.

নোপাতিটা (দেশজ) বৃক্কবিশেষ। *Solanum pubescens*.

নোৎ (অব্য) ন চ উচ্চ। নহে, না। "অতিমাত্রমবদ্ধত নোদিবদিব মশ্শুন।" (অপর্যক ৫।১৯।১)

নোদন (ক্ৰী) হ্রদ-ভাবে লুট। ১ খণ্ডন। নিহু ভাবে লুট। ২ প্রেরণ। ৩ সংযোগভেদ।

"অতিবাত্তো নোদনঞ্চ শব্দহেতুরিহাদিঃ।" (ভাবাপরি)

নোদ্য (ত্রি) অপসারণযোগ্য।

নোদস্ (পুং) হু অসি-ধূট চ। শ্বভিভেদ।

নোদসিংহ, পঞ্জাবদেশের মহারাজ রণজিতসিংহের পূর্বপুরুষ। তাঁহার পিতা বুদ্ধসিংহ পিতার আদেশানুসারে নানকের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শিখসম্প্রদায়ভুক্ত হন। বুদ্ধসিংহ পঞ্জাবের নানান্দান হইতে যে সকল প্রবাদি লুট করিতেন, তাহা স্মৃথের-চকগ্রামে নিজ আবাস বাটিতে লইয়া রাখিতেন। স্মৃথেরচক নামক স্থানে তাঁহার বাস ছিল বলিয়া তাঁহার দলভুক্ত শিখগণ 'স্মৃথের-চক-মিশ্ল' নামে আখ্যাত হইল। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ নোদসিংহ, তিনি পিতার মিশ্লেই রহিলেন। কনিষ্ঠ চান্দাসিংহ হইতেই 'সিক্কিদ্ধন-বালা' নামক থাকের উৎপত্তি হয়।

তৎকালে 'পারবি' বা দম্ভ্য-ব্যবসায় জাতীয়তার গৌরব-স্থচক ছিল; এই অজ্ঞ নোদসিংহ অজ্ঞ কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্বেই, সম্মানস্থচক দম্ভ্যনেতা হইতে মনস্থ করিলেন এবং তদ্বারা বহু অর্থ উপার্জনের আশাও তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। ত্রিবিধ্য উন্নতির আশায় তিনি রাবলশিঙির সীমা হইতে শতদ্রব তীরবর্তী সমুদায় স্থান লুট করিয়া প্রভুত্ব অর্থ সংগ্রহ করিলেন। এই সময়ে কি শিখ, কি জাট, কি সীমান্ত-বর্তী সর্দারগণ, সকলের অপেক্ষা তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। তিনি বিশিষ্ট ধনশালী হইয়া স্বদেশীয়ের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি মাজি-খিয়ার সন্নি-হাটবংশীয় গোলাবসিংহের কজার পাণিগ্রহণ করেন। অন্তঃপন্ন নোদসিংহ ফররুলপুরিয়া-মিশলের সর্দার নবাব কর্ণুলসিংহের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এই সময়ে আমেন্দাশ আব্দালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। নানা স্থান হইতে বহু ধনরত্ন লইয়া নোদসিংহ স্মৃথেরচকে আসিয়া বাস করিলেন এবং সর্বসাধারণে তাঁহাকে স্মৃথেরচকের সর্দার বা সামন্তরাজ বলিয়া ঘোষণা করিল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আকগানগণের একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে একটি সোলা আসিয়া তাঁহার মৃত্যকে লাগে। যদিও এই আঘাতে

তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু তিনি প্রায় ৫ বৎসর কাল অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি চরৎ-সিংহ, দলসিংহ, চেংসিংহ ও মল্লীসিংহ নামে চারিটা পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

নোধা (অব্য) নব-ধাহ, পুষ্যে। নবধা।

"নোধা বিধারকপং স্ব" (ভাগ ৩২৩৪৫)

নোনগড়, জয়নগর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে কিছুদূর নদী-তীরে স্থাপিত একখানি গ্রাম। কেহ কেহ ইহাকে নোনগড় বলিয়া থাকেন। এখানে একটি ভগ্নমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী ও খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের অন্ধরে ধোমিত একখানি শিলালিপি আছে। ঐ প্রস্তরমূর্তির ভাস্করকাণ্ড ও মথুরায় প্রাপ্ত উক্ত সময়ের ধোমিত প্রতীমূর্তির অনুরূপ। চীন-পরিব্রাজক হিউএনসিয়াং লি-ইন-নি-লো নামক স্থান ভ্রমণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই স্থানে একটি বৌদ্ধ স্তম্ভারাম ও স্তূপ আছে। বর্তমান নোনগড়েও ঐরূপ দুইটা চিহ্নের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার স্তূপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এবং তাহার প্রাচীনত্বের আলোচনা করিলে এই নোনগড়, চীন-পরিব্রাজক-দুই লি-ইন-নি-লো বলিয়া বোধ হয়।

নোনা (ক্ৰী), আতার জায় একপ্রকার বৃক্ষ ও ফল। ২ লবণাক্ত।

নোনাই (ননাই) আসাম প্রদেশে প্রবাহিত দুইটা নদী ১ ভুটান-পর্বত হইতে উৎথিত হইয়া দরঙ্গ জেলার পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে আসিয়া পড়িয়াছে। ২ মীকীর পর্বত হইতে উৎথিত হইয়া সালনা ও চাপানাল নামক স্রোতদ্বয়ে কলেশ্বর বর্ত্তিত করিয়া হরিয়ামুখ গ্রামে ব্রহ্মপুত্রের কলঙ্গ শাখায় আসিয়া পড়িয়াছে।

নোনোথাল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বিদ্যাদারী নদীর একটি শাখা।

নোনেকবি, একজন হিন্দী গায়ক কবি। বুদ্ধেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দা নগরে ১৮৪৪ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরিদাস।

নোনেরা, উত্তরপাশ্চিম-প্রদেশের আগ্রাবিভাগের হাইন্ডুরী তহসীলের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। জেলার সদর হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে, ৫০ ফিট উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। এই উচ্চ স্তূপের পূর্বদিকে দ্বিত একটি প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টকাদি লইয়া উত্তরদিকে একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল।

নোপস্কাড (ত্রি) ন-উপাতিষ্ঠিত স্থা-ভূহ। দ্বয়ঃ। ন উপ-তিষ্ঠিত স্থা-ভূহ। ২ ইন্দ্রিয়বিশেষ।

“বৃণামকৃত্ত্বাণাং বিততি নৈষধী বৃতা।” (মহু ৪৬৭)

নৈষধিত্য (ত্রি) নিষ্ঠিত্ত্য ভাবঃ, যাঞ্। নিষ্ঠয়।

নৈষ্ঠশ্রেয়স (ত্রি) নিষ্ঠশ্রেয়সঃ ক্রিয়ণ্। নিঃশ্রেয়সসাধন।

“তত্শ্রবৈব তু শূদ্রস্ত যথো নৈষ্ঠশ্রেয়সঃ পরঃ।” (মহু)

নৈষ্ঠশ্রেয়সিক (ত্রি) নিঃশ্রেয়সঃ প্রয়োজনমত্ ঠক্। নিষ্ঠশ্রেয়সাধন। বিকল্পপক্ষে ‘স’ স্থানে বিসর্গ হইয়া নিঃশ্রেয়সিক এইরূপ পদ হইবে।

নৈষদিক (ত্রি) ১ নিষদভব। ২ উপবিষ্ট, উপবেশনকারী।

নৈষধ (পুং) নিষধানান্ রাজা, নিষধ-অণ্। নলরাজা। (ভারত-৩।৫০।১৬) ২ নিষধদেশাধিপতি।

“স নৈষধভার্ষণতেঃ স্তুতারাযুৎপাদরামাস নিষিক্ষকঃ।”

(মহু ১৮।১)

৩ বর্ষবিশেষ। জম্বুদ্বীপাধিপতি অদ্রীএ স্বীয় পুত্র হরিবর্ষকে নিষধবর্ষ দিয়াছিলেন।

“তৃতীয়ঃ নৈষধঃ বর্ষং হরিবর্ষার মত্তবান্।” (বিষ্ণুপু ২।১।২০)

(ত্রি) নিষধোহভিজ্ঞানোহস্ত অণ্। ৪ পিত্রাদিক্রমে নিষধদেশবাসী। যেখানে বহুবচন হইবে, সেই স্থলে অণের লুক্, যে অণ্ নিমিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার লোপে বৃদ্ধিরও অভাব হইবে, তখন ‘নিষধ’ এইরূপ পদ হইবে। ইহার অর্থ নিষধদেশবাসী লোকসকল এবং তদ্দেশের নৃপসমূহ এইরূপ হইবে। নৈষধঃ নলমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। ৫ নল-নৃপচরিতরূপ মহাকাব্যভেদ। এই কাব্য ২২ সর্গে সম্পূর্ণ। শ্রীর্ষ ইহার রচয়িতা।

“উদ্বিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ।” (উদ্বট)

ইহার তাৎপৰ্য্য—নৈষধ কাব্যের নিকট মাঘ ও ভারবি কিছুই মহে। ইহা ভিন্ন আরও প্রবাদ আছে যে—

“উপমা কালিদাসস্ত ভারবেরথগৌরবম্।

নৈষধে পদলালিতাং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।” (উদ্বট)

কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগুরুত্ব, নৈষধের পদলালিতা এবং মাঘে এই তিন গুণই আছে। বাস্তবিক নৈষধ কাব্যের পদলালিতা অল্পম। সংস্কৃতভিজ্ঞমাত্রই ইহার বথার্থতা অমৃতভব করিতে পারেন। নৈষধসম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, শ্রীর্ষদেব নৈষধ-কাব্য প্রণয়ন করিয়া তাহার আত্মীয় এক আলঙ্কারিককে দেখিতে দেন, তিনি বিশেষরূপ পর্যালোচনা করিয়া বলিলেন, আমি একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ লিখিয়াছি, তাহার দোষ-পরিচ্ছেদের জন্য আমাকে অনেক গ্রন্থ দেখিতে হইয়াছে, কিছুদিন পূর্বে তোমার এই পুস্তক খানি আমার হস্তগত হইলে এই একখানি গ্রন্থ হইতে আমার সকলই দোষ-পরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ হইত।

সংস্কৃত মহাকাব্যের মধ্যে ইহা একখানি প্রধান কাব্য ভবিষ্যে মতবেশ নাই।

(ত্রি) ৬ নিষধসম্বন্ধী।

নৈষধীয় (ত্রি) নৈষধস্ত ইদম্ ‘বৃত্বাচ্’ ইতি ক্। নলসম্বন্ধী।

“কাব্যে চাক্ষুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোহরমাদির্গড়ঃ।” (নৈষধ ১স)

নৈষধ্য (পুং) নিষধস্ত লক্ষণায় ভূপত্যাগতাম্ নাদিহাং যা।

নিষধনূপের অপত্য। স্ত্রিয়াং-টাপ্।

নৈষাদ (পুং) নিষাদস্ত অপত্যং বিদাদিহাদাৎ। নিষাদের অপত্য।

হরিতাদিহাং যুনি কক্। নৈষাদারন—নিষাদের ঘৃণা অপত্য।

নৈষাদক (ত্রি) নিষাদেন কৃতম্, স্থলানাদিহাং সংজ্ঞার্যং বুঞ্।

(পা ৪।৩।১১৮) নিষাদকৃত পদার্থভেদ।

নৈষাদিক (পুং ত্রি) নিষাদস্ত অপত্যম্ ইতি অকঙ্। নিষাদের অপত্য।

নৈষাদি (পুং) নিষাদস্ত অপত্যং ইতি আর্বে ইঞ্। নিষাদের অপত্য। “ন স তং প্রতিজ্ঞগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্।”

(ভারত ১।১৩৪।৩২)

আর্ষপ্রয়োগেই ‘নৈষাদি’ এইরূপ পদ হয়, লৌকিকপ্রয়োগে বিদাদি হেতু অঞ্ প্রত্যয় হইয়া ‘নৈষাদ’ এইরূপ হইবে।

নৈষিধ (পুং) নিষধঃ নলো বাচকতয়াহস্ত্যস্ত, অণ্, পুৰোধারাদিহাং সাধুঃ। তন্মামক নলরূপ দক্ষিণায়ি।

“তস্মিন্ বসন্তীক্ৰো যমো রাজা নভো নৈষিধোহনরন্তঃ।”

(শতপথ ব্রা ২।৩।২।১)

‘নলো নৈষধ ইতি নিষধাধিপতির্নলঃ প্রসিদ্ধো রাজা অযা-হার্যপচনোহমিঃ এষ এষ নলো নৈষিধ ইতি নির্দিষ্টঃ। নিষধ-রাজস্ত চ নলস্ত দক্ষিণাংশেচ সাম্যমাহ’ (ভাষ্য)

নৈকশ্রুত্যা (স্ত্রী) নিকশ্রুত্যা ভাবঃ, যাঞ্। বিধিপূর্বক সর্ককর্ণ-ভাগ্য। “ন কর্ণগামনারস্তাং নৈকশ্রুত্যা পুরুষোহমুতে।”

(গীতা ৩।৪)

আসক্তিপরিশৃক্ত হইয়া বিধিপূর্বক কৰ্ম করিতে করিতে কৰ্মভাগ্য করিতে পারা যায়।

নৈকশতিক (ত্রি) নিকশতমন্ত্য ঠঞ্। (পা ৫।২।১১৬) নিকশতমানযুক্ত।

নৈকসহস্রিক (ত্রি) নিকসহস্রমন্ত্য ঠঞ্। নিকসহস্র পক্ষি-মাণযুক্ত।

নৈক্ষিক (পুং) নিকে হেরি দীনায়ে তদাপারে নিযুক্তঃ ঠক্।

কোষাধ্যক্ষ, টঙ্কশালার অধ্যক্ষ। নিক্ষেপ ক্রীতম্, ঠঞ্ ‘অসমাসে

নিক্ষাদিত্যঃ’ ইতি ঠঞ্। ২ নিক্ষত্রীত। সমাস স্থলে ঠঞ্

না হইয়া ঠক্ হইবে। অসমাসস্থলেই ঠঞ্ হইবে। নিক্ষত

বিকারঃ, ‘কৃতবৎ পরিণামাৎ’ ইতি ঠঞ্। ৩ নিক্ষবিকার।

নৈকিকত্ব (স্রী) নিকিঞ্চন-ব্যঞ্। নিকিঞ্চন।

নৈকৃতিক (ত্রি) পরবৃত্তিচ্ছেননপন্ন, আর্থাধনতৎপন্ন।

“অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ ততঃ শঠো নৈকৃতিকোহনসঃ।

বিবাসী দীর্ঘহৃদী চ কৰ্ত্তা তামল উচ্যতে ॥” (গীতা ১৮২৮)

‘নৈকৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেননপন্নঃ’ (শাঙ্করভাষ্য)

নৈক্রমণ (ত্রি) নিক্রমণে শিশোগৃহাদবহির্গমনকালে দীর্ঘতে তত্র কার্যং বা বৃষ্টাদিবাং অঞ্ (প্ল ৪১১৯৭) ১ নিক্রামণ-কালে দীর্ঘমান বস্ত্র, নিক্রামণ সংস্কারকালীন বে বস্ত্র দান করা যায়। নিক্রামণসময়ে কর্তব্য কার্য।

নৈষ্ঠিক (ত্রি) নিষ্ঠা বিভাভেহস্যেতি নিষ্ঠা-ঠক্। ১ ব্রহ্মচারিভেদ, বাহারা উপনয়নের পর মরণ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া শুক্লগৃহে অবস্থান করেন, তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী কহে।

“নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসমিধৌ।

তদভ্যবেহত তনয়ে পত্ন্যাং বৈবানরেহপি ক ॥

অনেন বিধিনা মেহং সাধয়নু বিজিতেজস্রঃ।

ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি নচেহ জারতে পুনঃ ॥”

(যাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৮-৪৯)

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ আচার্য্য সমিধানে যাবজ্জীবন বাস করিবেন, আচার্য্যের অভাবে আচার্য্যপুত্রের, তদভাবে তাহার পত্নীর সমীপে এবং তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয় অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন। জিতেজস্র নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী এই বিধি অবলম্বন করিয়া থাকিলে অন্তিমকালে মুক্তিলাভ করেন। ইহসংসারে আর তাহাকে ভট্টরথরূপা ভোগ করিতে হয় না। যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের নামই নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য। ২ মরণ-কালে বিহিত কর্তব্য। ৩ ব্রতবিশেষাসক্ত। স্মিরাং ভীপু।

“ইমামবস্থাং পশ্চাত্তাঃ পশ্চিমাং তব নৈষ্ঠিকীম্ ॥” (হরিব ৮৮ অ’)

নৈষ্ঠুর্য্য (স্রী) নিষ্ঠুরত্ব ইৎ, নিষ্ঠুর-ব্যঞ্। নিষ্ঠুরতা, নিষ্ঠুরের কার্য।

নৈষ্ঠ্য (স্রী) নিষ্ঠায়ুক্ত, ব্রতনিয়মাদি আচরণশীল।

নৈষ্টিঙ্ঘ (স্রী) নি-স্টিং ব্যঞ্, আর্ষে বহুম্। রাগাভাব।

“যঃ কাম্যেত নৈষ্টিঙ্ঘঃ পাপানু” (আৰ্ণ’ শ্রৌ ২।৭।৩৫)

‘নিদেহত ভাবঃ নৈষ্টিঙ্ঘ’ (ভাষা)। নিস্ পূৰ্ব্বক হইলে

‘নৈষ্টিঙ্ঘ’ এইরূপ পদ এবং বিকল্প পক্ষে ‘নৈষ্টিঙ্ঘ’ হইবে।

লৌকিক-প্ররোগে ‘নৈষ্টিঙ্ঘ’ এইরূপ পদ হইবে।

নৈশ্চুর্য্য (স্রী) নিশ্চুর্য্য-ব্যঞ্। (পা ৪১৩৪১) নিশ্চুর্য্যের ভাব।

নৈশ্চিলিকত্ব (স্রী) শেখকারীর কার্য।

নৈশ্চিলিক (ত্রি) নিশ্চিলণকারী।

নৈশ্চল (স্রী) নিশ্চল-ব্যঞ্। নিশ্চলতা।

নৈসর্গিক (ত্রি) নিসর্গাদায়িত্ব ঠক্। স্বাভাবিক

“পৃথ্বীমবাসিঃ ভক্তিঃ ক লক্। পরমাত্মনঃ।

কন্ত বা শিক্ষিতা রাজন্ কিংবা নৈসর্গিকী তব ॥” (কবিশু ২৩৬)

নৈস্ত্রিংশিক (পু) ত্রিংশিঃ বক্লঃ প্রহরণমত্ব ঠক্।

(পা ৪।৪।৫৭)

বভ্রসংঘারী, বাহার প্রহরণ বক্ল তাহাকে নৈস্ত্রিংশিক কহে। পর্যায়—অসিহেতি, অসিহেতিক। (শব্দরত্নাবলী)

নৈহারিকনক্ষত্র (স্রী) Nebulous Stars বে সকল নক্ষত্র নীহারিকা নক্ষত্রের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।

নৈসর্গিক-বিধান (স্রী) নৈসর্গিকং বৎ বিধানং। Natural Phenomenon স্বাভাবিক বিধান। মানবজাতির ঐশিক নিয়মায়সারী পরম্পর ব্যবহার-ব্যবহাপক শাস্ত্র।

নৈসর্গিকীদৃশ্য, জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত দর্শ্যভেদ। [দৃশ্য দেখ।]

নৈহাটী, বাঙ্গালার চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটা নগর। কলিকাতা রাজধানী হইতে ২৩৪ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫৩’ ৫০’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৭’ ৪০’’ পূঃ। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের একটা স্টেশন আছে। গঙ্গার অপরপারে স্থিত হুগলী নগরের সহিত এই নগর সেতু দ্বারা সংযোজিত হওয়ার এবং ইষ্টারণ বেঙ্গলের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সংযোগ থাকার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখানে বিদ্যালয় ও মজিষ্ট্রেটের আদালত আছে। লোক সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার।

নো (অবা) নহ-ভো। অভাব, না, নিবেদন।

“নো শক্যং স্মার্তকর্ম্ম প্রতিদিনগহনং প্রত্যবাসীকুলান্যাম্ ॥”

(অপরাধভঞ্জন ভোক্তা ৭)

নোজা (দেশজ) নিচু, বক্র।

নোআফুটকী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। Cardiospermam Halicacabum

নোআলতা (দেশজ) নবলতা বৃক্ষ বিশেষ। Dalbergia Scandens.

নোজ-ক্রম, আসামপ্রদেশের খশিরা পর্বতস্থিত খ্যারিম রাজ্যের অন্তর্গত একটা গ্রাম। ইহার নিকটে প্রচুর বনজ লোহ পাওয়া যায়। উহা অরিসংযোগে গলাইরা সমতলক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। এই লোহ অতিশয় উৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীরা আপনাপন ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া থাকে।

নোজ-খাও, আসামের খশিরা পাহাড়ের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার খশিরা রাজবংশের উপাধি সিংহ। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে খশিরা রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথমে এই স্থানের রাজার সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ ঘটে এবং তাহার ফলে সিংহরাজ

উহার রাজ্য দ্বিা আসামে বাইবার একটি রাজ্য নির্দেশের আদেশ দেন। কিন্তু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত ইহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। খাশিরাগণ তৎকালে এই নগরের হইলেন ইংরাজ কর্তারী ও নিশাহীদিগকে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা দমিত হইলে এই নগরে ইংরাজেরা পলিটিক্যাল এজেন্টের সদর স্থান বলিয়া মনোনীত করেন, পরে উহা চেরাপুঞ্জি হইয়া বর্তমান সিংগনগরে স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এখানে সিন্‌কোনার চাষ আরম্ভ হয়। স্বভাবতঃ আলু, চাউল, কাঙনি, মকা, দারুচিনি ও রবার এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। অধিবাসিগণ স্ববহারোপ-বোণী কার্পাসবস্ত্র বরন করে, এবং লৌহ হইতে অস্ত্রশস্ত্রও নির্মাণ করিয়া থাকে। বর্তমান রাজ্যের নাম উকিন্‌ সিংহ।

নোঙ্গরমেন্‌, আসাম প্রদেশের খাশিরা পর্বতের অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইহাকে কেহ কেহ বার-মোকতর-মেন্‌ বলিয়াও থাকেন। এখানকার রাজা বা শাসনকর্তার উপাধি সর্দার। কমলানেশ, জুপারি ও পাণ এখানে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। আদামস গাছের পাতা হইতে জল বাহির করিয়া তাহার সূতায়া অধিবাসীরা একপ্রকার জাল প্রস্তুত করে এবং পাছাড় হইতে চূর্ণাপাথর কাটিয়া বিক্রয়ার্থ আনে। এই সকল জিনিষই বিক্রয়ার্থ নানাহানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নোঙ্গ-কোইন্‌, খাশিরা পর্বতের অন্তর্গত একটি সামন্তরাজ্য। সর্দার উ-বর্ধসিংহ বর্তমান রাজা। ইহার উপাধি সিএম্‌। চাউল, কাঙনি, তেজপাত, রবার, লাক্সা ও মোম এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। মৃৎপাত্র, কার্পাস বস্ত্র ও লৌহার নির্মাণের বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। এখানে চূর্ণাপাথর ও তরলার খনি পাওয়া গিয়াছে। সিংহ হইতে এখানে আসিবার একটি রাস্তা আছে।

নোঙ্গল্লঙ্গ, আসামের খাশিরা পর্বতের একটি সামন্তরাজ্য। বর্তমান সর্দারের নাম সিএম্‌ উ শর্ভো সিং। কামরূপের মৌজাদার হওয়ার এবং উক্ত জেলার সীমান্তবর্তী 'মঠেকার' অরণ্য-বিভাগে তাহার অংশ হইতে অর্থসঙ্গতি হয়। চাউল, কাঙনি, আলু, মধু ও মোম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। লৌহখনিও আছে।

নোঙ্গসোফো বা নোবোসোফো, খাশিরা পর্বতের এলাকাবীম একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। সিএম্‌ উ কসন্‌ এখানকার বর্তমান সর্দার। আলু, চাউল, মকা প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। অধিবাসিগণের মধ্যে বাছুরের ব্যবসা বিস্তৃত।

নোঙ্গর (পারসী) নোকা বা জাহাজদি বাঁধিবার লৌহবস্ত্রভেদ।

নোঙ্গর (দেশজ) অপরিস্কৃত, ময়লাহুল, কদম্ব।

নোঙরবেড়া, আসামের অন্তর্গত একটি নগর। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তুলে গোয়ালপাড়া হইতে ২৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

নোগ্রাম বা নবগ্রাম, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে ব্রহ্ম-জাই জেলার অবস্থিত ইংরাজাধিকৃত একটি গ্রাম। নর্থন হইতে ১১ কোশ পূর্বে ও ওহিন্‌ নগরের ৮ কোশ উত্তরে অবস্থিত। ইহারই পার্শ্ব রাণীঘাট নামক পর্বত। এই গ্রামে ও পর্বতে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় প্রচার এইরূপ যে, দেশের শাসনকর্তা কোন রাণী এই পর্বতের উচ্চ-শিখরে বসিয়া চতুর্দর্শ অবলোকন করিতেন। দূরস্থিত উপস্থিত ধূলি তাহার নয়নপথে পতিত হইলেই তিনি দেশান্তরস্থ বণিকগণের ভারত-আগমন বুঝিতে পারিতেন এবং তাহাদের ভাণ্ডার লুট করিবার জন্য কৈন্তগণকে আদেশ দিতেন। এই রাণীর নামাঙ্কনপত্রই পর্বত ও নিকটস্থ গ্রাম রাণীঘাট নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্যাপিও রাণীঘাটের শিখরদেশে রাণীর প্রস্তরাসন নির্দিষ্ট হয়। সেই স্থান হইতে হস্তনগরে সমতলক্ষেত্র পর্য্যন্তও দেখা গিয়া থাকে। এখানকার ধ্বংসাবশেষ রাণীঘাটের ধ্বংস বলিয়া খ্যাত।

[বিশেষ বিবরণ রাণীঘাট শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নোচেৎ (অব্য) নো চ, চেৎ চ। নো যদি, না হয় যদি এইরূপ অর্থ।

নোজলী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাহারাপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। পাণ্ডুর নগরের ১ মাইল দক্ষিণে ও বড়পুর গ্রামের ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৫৩' ২৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২' ৫২" পূঃ।

নোট (ত্রি) নট অচ, পূর্বোদারাদিবাৎ সাধু। নট। স্ত্রিরাং জাতিবাৎ ভীষ।

নোট (ইংরাজী) যুরোপ, আমেরিকা ও ইংরাজাধিকৃত, ভারত-বর্ষে প্রচলিত কাগজের (Parchment) মুদ্রা বিশেষ। রাজ্য ভেদে ও মুদ্রার মূল্যাদিকে ইহার ভিন্নতম্য লক্ষিত হয়।

নোড় (দেশজ) কোন ধাতুতে অপর এক মলধাতুর মিশ্রণ।

নোড়া (দেশজ) ক্ষুদ্রশিলা, পেষণী।

নোগ (স্কী) লবণ।

নোগব্বাড়ী, বর্তমান মহিন্দ্র জেলার উত্তরাংশ বাহা এখন চিত্তলহরী জেলা নামে খ্যাত, তাহা অতি প্রাচীন সময়ে নোগ-প্রজাতিগণিত দেশ বা নোগব্বাড়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল *।

নোগব্বারী, চাঙ্গাবল্লীর জনৈক রাজা। [চাঙ্গাবল্লী দেখ।]

নোণা (বিশজ) লবণাক্ত, লবণ আবাদযুক্ত।

নোণ্যুটেকরা (বিশজ) মৎস্তবিশেষ। *Silurus porosus*.

নোণাঠাটি (বিশজ) বৃক্ষবিশেষ। *Solanum pubescens*.

নোং (অব্য) ন চ উক্ত। নহে, না। “অতিমাত্রমবর্জিত
নোদিসিবিষ মস্পৃশন।” (অথর্ক ৫।১৯।১)

নোদন (ক্লী) হ্রদ-ভাবে লুট। ১ খণ্ডন। নিচু ভাবে লুট।
২ প্রেরণ। ৩ সংযোগভেদ।

“অতিমাত্রো নোদনঞ্চ শব্দেহুচুরিহাসিঃ।” (ভাবাগরি°)

নোদ্য (জি) অপসারণযোগ্য।

নোদস্ (পুং) হু অসি-ধূট চ। ধ্বিভেদ।

নোদসিংহ, পজাবকেশরী মহারাজ রণজিতসিংহের পূর্বপুরুষ।

তাহার পিতা বুদ্ধসিংহ পিতার আদেশানুসারে নানকের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শিখসম্প্রদায়ভুক্ত হন। বুদ্ধসিংহ পজাবের নানাছান হইতে যে সকল দ্রাবাদি লুট করিতেন, তাহা সুখের-চকগ্রামে নিজ আবাস বাটীতে লইয়া রাখিতেন। সুখেরচক নামক স্থানে তাহার বাস ছিল বলিয়া তাহার দলভুক্ত শিখগণ ‘সুখের-চক-মিশল’ নামে আখ্যাত হইল। তাহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ নোদসিংহ, তিনি পিতার মিশলেই রহিলেন। কনিষ্ঠ চান্দাসিংহ হইতেই ‘সন্ধিজন-বালা’ নামক থাকের উৎপত্তি হয়।

তৎকালে ‘ধারবি’ বা দস্থা-বাবসার জাতীয়তার গৌরব-দৃঢ়ক ছিল; এই জন্ত নোদসিংহ অজ্ঞ কোন রুতি অবলম্বন করিবার পূর্বেই, সম্মানহৃৎক দস্থানেতা হইতে মনস্থ করিলেন এবং তদ্বারা বহু অর্থ উপার্জনের আশাও তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় তিনি রাবলপিণ্ডির সীমা হইতে শতক্রুর তীরবর্তী সমুদায় স্থান লুট করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিলেন। এই সময়ে কি শিখ, কি জাট, কি সীমান্ত-বর্তী সর্দারগণ, সকলের অপেক্ষা তাহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। তিনি বিশিষ্ট ধনশালী হইয়া স্বদেশীয়ের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি মাজি-খিয়ার সন্সি-জাটবংশীয় গোলাবসিংহের কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর নোদসিংহ ফয়জলপুরিয়া-মিশলের সর্দার নবাব কর্ণুলসিংহের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এই সময়ে আমেদশাহ আব্দালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। নানা স্থান হইতে বহু ধনসম্বল লইয়া নোদসিংহ সুখেরচকে আসিয়া বাস করিলেন এবং সর্বাধারপণে তাহাকে সুখেরচকের সর্দার বা সানস্ভরাজ বলিয়া বোষণা করিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তাহার সহিত আকগানগণের একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে একটি গোলা আসিয়া তাহার মস্তকে লাগে। যদিও এই আঘাতে

তাহার বৃদ্ধা হর নাই, কিন্তু তিনি প্রায় ৫ বৎসর কাল অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি চরৎ-সিংহ, দলসিংহ, চেংসিংহ ও মরীসিংহ নামে চারিটা পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

নোধা (অব্য) নব-ধাহ, পূর্বো°। নবধা।

“নোধা বিধায়রূপং স্থং” (ভাগ° ৩।২০।৪৫)

নোনগড়, জয়নগর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে কিজুল নদী-তীরে স্থাপিত একখানি গ্রাম। কেহ কেহ ইহাকে লোনগড় বলিয়া থাকেন। এখানে একটা ভয়মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী ও খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের অক্ষরে খোদিত একখানি শিলালিপি আছে। ঐ প্রস্তরমূর্তির ভারতকাব্যও মন্দির প্রাপ্ত উক্ত সময়ের খোদিত প্রতিমূর্তির অল্পরূপ। চীন-পরিব্রাজক হিউএনসিয়াং লি-ইন্-নি-লো নামক স্থান ভ্রমণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই স্থানে একটা বৌদ্ধ সন্ধ্যায়াম ও স্তূপ আছে। বর্তমান নোনগড়েও ঐরূপ দুইটা চিহ্নের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার স্তূপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এবং তাহার প্রাচীনত্বের আলোচনা করিলে এই লোনগড়, চীন-পরিব্রাজক-দৃষ্ট লি-ইন্-নি-লো বলিয়া বোধ হয়।

নোনা (ক্লী), আতার জায় একপ্রকার বৃক্ষ ও ফল।
২ লবণাক্ত।

নোনাই (ননাই) আসাম প্রদেশে প্রবাহিত দুইটা নদী ১ ভূটান-পর্বত হইতে উৎথিত হইয়া দরঙ্গ জেলার পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে আসিয়া পড়িয়াছে। ২ মীকীর পর্বত হইতে উৎথিত হইয়া সালনা ও চাপানোলা নামক স্রোতদ্বয়ে কলংবর বর্ধিত করিয়া হরিয়ামুখ গ্রামে ব্রহ্মপুত্রের কলঙ্গ শাখায় আসিয়া পড়িয়াছে।

নোনাখাল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বিনোদধরী নদীর একটি শাখা।

নোনেকবি, একজন হিন্দী গায়ক কবি। বুদ্ধেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দা নগরে ১৮৪৪ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরিদাস।

নোনেরা, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের আগ্রাবিভাগের মাইনপুরী তহসীলের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। জেলার সদর হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে, ৪০ কিটু উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। এই উচ্চ স্তূপের পূর্বদিকে স্থিত একটি প্রাচীন মন্দিরের ‘ইষ্টকাদি লইয়া উত্তরায়ণে একটি দূর্গ নির্মিত হইয়াছিল।

নৌপদ্মাত্ত (জি) ন-উপতিষ্ঠিত স্থা-তৃহ্। দূরহ। ন উপ-তিষ্ঠিত স্থা-তৃহ্। দূরহ। ন উপ সর্বাংশে তিষ্ঠতি ধঃ নঃ, স্থা-তৃহ্। ২ হীনার্থবিশেষ।

“মহাবাহী ক্রিয়াবোধী নোয়াখালি নিকন্তরঃ।

আহুতঃ প্রাণশাী চহীনঃ পঞ্চবিধঃ বৃত্তঃ” (মিতাক’ বাব’ মা’) নোমুদী, ভারতবর্ষের সৌম্যত্ববর্তী বেলুচ জাতির একটি শাখা। সেবান হইতে খুটী পর্যন্ত স্থানে ইহাদের বাস আছে। নোয়া, পশ্চিম-এসিয়ার প্রাচীনতম খৃষ্টানদিগের একজন পেট্রিয়ার্ক বা মহাপুরুষ। সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর যখন দেখিলেন যে ধরাবাসী মানবগণের অধাৰ্মিকতার ও অত্যাচারে ধরিত্রী ভারগ্রস্ত হইয়াছেন, তখন তিনি ভূত্বার লাঘবের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে তিনি ধার্মিকপ্রবর নোয়াকে আত্মীয় স্বজন সহিত একখানি জাহাজ নির্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থানের আদেশ দিলেন। ঐ জাহাজ সাধারণে ‘নোয়াস্ আর্ক’ বা নোয়ার জাহাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। নোয়া সপরিবারে জাহাজে আরোহণ করিয়া নিরাপদ হইলে, জগৎপতি মহাপ্রাণের পৃথিবী জলমগ্ন করিলেন, সকল জীব জন্তুই ইহজগৎ ছাড়িয়া পরলোকে গমন করিল। সাত মাস কাল ক্রমাগত জলস্রোতে ভাসিয়া নোয়ার জাহাজ আনিয়া আরারাত গিরিশৃঙ্গে ঠেকিল। এখানে আশ্রয় পাইয়াই তিনি জগদীশ্বরের প্রীত্যর্থ বলি দিলেন, জগদীশ্বর ও তাহার মুক্তির জন্য প্রতীক্ষিত হইলেন।

এই স্থানে অবতরণ করিয়াই নোয়া জমিতে আত্মরূপের চাব করিলেন। একদিন তিনি আত্মর রস পান করিয়া মস্তাবস্থায় নিজ পুত্র হামের পার্শ্বে আসিয়া নিদ্রিত হইলেন। হাম পিতার দৌর্য্যল্য বৃত্তিতে না পারিয়া, ভ্রাম ও জাকত নামক তাহার অপর দুই ভ্রাতাকে ডাকাইয়া পিতার মাদকতাজনিত অজ্ঞশিথিলতা ও নিদ্রিতাবস্থা দেখাইয়া আত্মপুৰ্ব্বিক সকল বিষয় জ্ঞাপন করিল। পক্ষান্তরে তাহার পিতার এতাদৃশ অবস্থাদর্শনে বিশেষ লজ্জিত হইল এবং তাহার সর্বাবয়ব একখানি বস্ত্রে আবরিত করিয়া রাখিল। নিদ্রাভঙ্গে নোয়া পুত্রগণের এই আচরণ বৃত্তিতে পারিলেন এবং ভ্রামের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ‘তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হউক’ এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন। পৃথিবী জল প্রাপ্ত হইবার ৩৫০ বর্ষ পরে ধার্মিক নোয়া স্বর্গধামে গমন করেন। ইহার পূর্ণ জীবন কাল ৯৫০ বৎসর ছিল।

মুসলমান ইতিহাসেও নোয়ার উল্লেখ আছে। বাস্তানীয়া-বংশীয় ৫ম রাজা বিবর-আল্প হোসেনের পৌত্র জহুসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হন। ইনি কুকর্মান্বিতে রত থাকার জগদীশ্বর তাহার পূর্বকৃত পাপ খণ্ডনের জন্য নোয়াকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন, কারণ নোয়া তাহাকে পাণের কথা বুঝাইলে যদি অমৃত্যুতে তাহার পাপ খণ্ডন হয়। রাজা কোনরূপ

অনুশোচনা না করায়, পরম পিতা পরমেশ্বর ধরাতারহরণের জন্য মহাপ্রাণের উপহিত করিলেন। ইহাতে পাণীনিগের মৃত্যু ঘটে। নোয়ার মৃত্যুর প্রায় এক হাজার বৎসর পরে ভ্রামের পুত্র জুয়াক রাজা হন *।

কেবাক গ্রামের দক্ষিণে, জেবল হইতে ১ ক্রোশ দূরে বেকার সমভলক্ষেত্রের উপর বালবেকবাসিগণ নোয়ার কবর নির্দেশ করিয়া থাকে। এই কবরটী লম্বে ১০ ফিট, প্রস্থে ৩ ফিট ও উচ্চে ২ ফিট, ইহারই উপরে প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ একটি আকৃতি গঠিত আছে। ইহারই ২ ক্রোশ দূরে হারমিসের ভগ্নমন্দির। ইংরাজী বাইবেলের নোয়া, হিব্রু বাইবেলের শিওক্স বা একেডিয়ান নোয়া এবং অস্ত্রাজ ভাষায় ইহার ঘটনাবলী বিভিন্ন নামে বর্ণিত আছে। [লক্ষ্য দেখ।]

নোয়াখালি, বালার লেপ্টেনান্ট গবর্নরের অধীন একটি জেলা। ইহার উত্তরসীমার ত্রিপুরা জেলা ও পার্শ্বতীর-ত্রিপুরা রাজ্য; পূর্বে পার্শ্বতীর-ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম জেলা ও মেঘনা নদীর পূর্বাভিমুখী সন্ধ্যীপ নামক খাল; দক্ষিণে বঙ্গোপ-সাগর ও পশ্চিমে মেঘনা নদী। অক্ষা° ২০° ২২’ হইতে ২৩° ১৭’ ৩০’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৪০’ হইতে ৯১° ৪০’ পূঃ। ভূমির পরিমাণ ১৬৪১ বর্গ মাইল। নোয়াখালি বা সুখারাম নগরই ইহার প্রধান সদর।

এই জেলার পশ্চিম দিয়া মেঘনা নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র মুখে বহু শাখা বিস্তার করিয়াছে। ঐ শাখাস্রোতে জেলার অধিকাংশ স্থান ছিন্ন ভিন্ন। বর্ষাকালে বৃষ্টির প্রাচুর্য্য হেতু নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া প্রায় সকল স্থানই জলপ্রাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে এখানকার গ্রামাদি জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কৃত্রিম মুক্তিকার পোতার উপর নির্মিত। প্রত্যেক গৃহের চতুষ্পার্শ্বে মাটির বাঁধন-স্বরূপ নারিকেল ও সুপারি গাছ পুতিয়া রাখিতে হয়। এখানকার বেগমগঞ্জ, গোপীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের পুষ্করিণীগুলিরও চারিদিকে জল আটকাইবার জন্য মুক্তিকার বাঁধ দেওয়া আছে। কারণ জল, ঝড়, বজ্র প্রভৃতিতে সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া সকল স্থানই জল মগ্ন করিয়া দেয়। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলি শাখা-নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, উহা প্রায় ব-দ্বীপ আকার ধারণ করিয়াছে। জেলার অধিকাংশ স্থান নিম্ন ও জলপ্রাপ্ত হইলেও ইহার উর্বরত্বের হ্রাস হয় নাই। যে সকল স্থান সম্ভ্রান্তি

* তারিখই মুকদ্দসী নামক মুসলমান ইতিহাসে নোয়ার বংশাবলী এইরূপ বর্ণিত আছে। ১ নোয়া, ২ তংপুত্র ৩ কারা, ৪ তংপুত্র তারা, ৫ তংপুত্র ৬ অববাল আল্প, ৭ তংপুত্র জুয়াক বা বিবর-আল্প।

সমুদ্রগর্ভ হইতে উৎথিত হইয়াছে, তাহাতেও চাব বাস চলিতেছে। রত্ননন্দন-পূর্ণতের অংশ এই জেলার পড়িয়াছে। অধিবাসীরা তাহাকে ‘বড়িরার দালা’ বলে। এই গিরিরামলা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ৬০০ ফিট উচ্চ ত্রিপুরার সীমা অভিক্রম করিয়া নোয়াখালিতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। সাহাবাজপুর, হাতিরা, বামুনী ও সন্ধ্যাপ এবং ডাকাতিয়া বড়কেনী নামক পাখা নদী করদিতে সকল সময়েই নৌকাদি বাতায়ত করে। এই সকল নদী পাখার বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রমুখে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বা চরের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার মধ্যে সন্ধ্যাপ, হাতিরা, লরেল, শিবনাথ, তুম, বিকটমু, কালী ও লক্ষ্মীদিয়া প্রভৃতি চরগুলিই উল্লেখযোগ্য। জলশ্রোতে দিন দিন ধৌত হইয়া লক্ষ্মীদিয়া ক্ষয় পাইয়া জল মগ্ন হইয়াছে। চাঁদপুর দিয়া নতুন খাল কাটিয়া দেওরায়, ডাকাতিয়া নদীর মুখে পলি পড়িয়া উহার শ্রোতবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎপ্রস্রিতে সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইতেই যেখন ও ফেনী নদীতে বজ্রার স্রুতপাত হয়। অনাবস্থা বা পূর্ণিমার পর কএক দিন উপস্থাপরি বজ্রা প্রবল থাকে। বজ্রার সময় এখানকার জলশ্রোতের গতি খণ্টায় প্রায় ১৫ মাইল প্রবাহিত হয়। জেলার উত্তরাংশে বিদ্যুত স্রুপারি বন আছে। বাঘ, নেকড়া, মহিষ, শূকর, নানা প্রকার হরিণ ও বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানকার ভূতত্ত্ব পুষ্কায়পুষ্কায় আলাচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে এই জেলা এক সময়ে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। কালে নদীর জলশ্রোতে প্রবাহিত স্তুতিকারাদি সমুদ্রমুখে পলির আকারে পতিত হইয়া ক্রমশই উচ্চভূমিতে পরিণত হইয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, বর্তমান ত্রিপুরা জেলার যেখানে মেহের নামক গ্রাম অবস্থিত, সেই স্থানই একসময়ে বাল্যলার সমুদ্রকূলবর্তী দক্ষিণসীমারূপে নির্দিষ্ট ছিল। সাধারণে ঐ ভূমিকে আজও ‘আসনি’ ভূমি বলিয়া থাকে। এতদ্বির ইহার দক্ষিণ ভাগে যে সকল বাবাল ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একসময়ে ‘ব’ দ্বীপের জায় সমুদ্রতীরে নদীমুখে পলি পড়িয়া উৎপন্ন হইয়াছে।* কএকশতাব্দী ধরিয়া নোয়াখালি, জুধারাম বা তুলুয়া নগরের নানি ভূমিতে পাওয়া গেলেও, কোন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। ত্রিপুরা প্রকৃতি তত্ত্ব-পার্ববর্তী রাজ্যের উল্লেখ থাকার বেশ অল্পমান হয় যে, ঐ সকল পার্ববর্তী জনপদ এক সময়ে বিশিষ্টাতি লাভ করিয়াছিল।, তৎকালে এই নোয়াখালি বা তুলুয়া বিভাগ সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। শুণ্ড সত্রাট সমুদ্রগর্ভের আলাহাবাদ-স্তম্ভের খোদিতলিপি হইতে জানিতে পারি যে,

তিনি ত্রিপুররাজের, নিকট হইতে করসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় নোয়াখালি জলমগ্ন ছিল কিংবা জলাভূমি বা লতাগুচ্ছ পরিবৃত্ত ছিল, তাহার কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাহাই হউক, এই প্রশ্নে সমুদ্রগর্ভ হইতে উৎথিত হইবার সময় হইতেই প্রবল প্রতাপশালী ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে উচ্চবংশীর হিন্দুজাতির বাস ছিল না। ত্রিপুরা-রাজ্যগণের মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব দ্রাস হইলে, এখানে যে সকল চাষা ও নিকটে শ্রেণীর লোক বাস করিত, তাহারও ক্রমে আপনাপন অবস্থানরূপ নিরপ্রেণীর হিন্দুদিগের অধিকরণ করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রবাহ আছে যে, কোন প্রাচীন সময়ে এখানে বিশ্বস্তর শূর নামক অনেক উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসন্তান চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ দেবতীর্থদর্শনে আসিয়া এই জেলার বাস করেন। বখতিয়ার-ই-খিলজী গোড় আক্রমণ করিলে পর, তিনি স্বেচ্ছাধিকৃত রাজ্যে বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ৬১০ বঙ্গাব্দে বা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ দর্শনান্তর নোয়াখালিতে আসিয়া বাসস্থাপন করিলেন। এই সময়ের পরবর্তীকালে স্বেচ্ছা কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কএকজন তাঁহার সঙ্গে এবং অপরে তাহার অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছিল। রাজা বিশ্বস্তর সমুদ্রে দান করিতে গিয়া আপনার রাজচিহ্ন সকল হারাইয়া ফেলেন। রাজা চুখিতান্তঃকরণে বারাহীদেবীর উপাসনা করিলেন। দেবীর প্রসাদে একটা বক অগ্রসর হইয়া রাজাকে সেই স্থান দেখাইয়া দিল। ঐ স্থান বেগমগঞ্জের নিকটে, আজিও ‘বৃন্দির’ নামে খ্যাত। রাজা বিশ্বস্তর শূর নোয়াখালিতে অবস্থান কালে বারাহীদেবীর উপাসনার জন্য এখানে মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া ফেল, উক্ত দেবীর নাম-মাহারো এই স্থান বারাহীদেবীর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

রাজা বিশ্বস্তরের চতুর্ধবংশীয় রাজা শ্রীরামদানু রামগজ খানার এলাকাধীন শ্রীরামপুর গ্রাম স্থাপন করেন। ইহার নিৰ্ম্মিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা বিশ্বস্তরের অষ্টম পুরুষে (?) রাজা লক্ষণ দাপিকা ক্রমগ্রহণ করেন। ইহার কৃত ‘বিখ্যাতবিদ্যর’ ও ‘কৌতুকরসাকর’ নামক দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইনি বাল্যলার শূর-বংশীয় রাজা আদিশূরের অধিকরণে এই প্রদেশে অনেকগুলি

* রাজা বিশ্বস্তরের বাসভবনের নিকট একখানি প্রাচীন পুথিতে ১০ই শাখ ৩১০ বঙ্গাব্দে (১২০৩ খৃষ্টাব্দে) বিশ্বস্তরের আদমন বিধিত আছে। (Census Rep. of Noakhali 1891.) কিন্তু হুটার সাহেব তুলুয়ায় “প্রায় ১৭২০ খৃঃ অব্দ” ইত্যদ্বি লিখিয়াছেন। (Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. VI. p. 247.)

বেহুনিং ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং তাহাদিগের বাসের জন্ম ঈশানপুর, বিলপাড়া, লতপাড়া, চৌপালী, বাবুপুর ও বারাহী-নগর কএকখানি গ্রাম দান করেন। বখন ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাবপুর বুর্জা উদ্দেখ বঁা সৈন্যে চট্টগ্রাম জয় করিতে আগ্রসর হন, তখন তিনি ফুলদার খানাদার করন থাকেও তাহার সাহায্যার্থ আগ্রসর হইতে আবেশ ঘেন। এই সময়ে রাজা লক্ষ্মণমাদিক্য সোঙ্গলসৈন্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়া বাঙ্গালার নবাব সরকারে বাৎসরিক কিছু কর দিতে বাধ্য হন।

বখতিয়ার-বিলদীর গৌড় আক্রমণের প্রায় ৪০ বৎসর পরেই এখানে হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রবাদ আছে, এই সময়ে বারজন মুসলমান কবির এইখানে আসিয়া ইসলাম ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাহাদের মধ্যে বখতিয়ার-মইনুদর নামা একজন মুসলমান সন্ধ্যাপের রোহিণী মৌজার অন্তর্গত এক গ্রামে আপনার 'আন্তানী' স্থাপন করেন। ঐ স্থান আজিও এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ীদিগের বিশেষ পূজ্য। ১২৭২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ভুগুরল কর্তৃক দক্ষিণপূর্ববঙ্গ আক্রমণের সময়েও কতক মুসলমান এখানে আসিয়া থাকিবে। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্তা ইলিয়াস খাজা (সামস্ উদ্দীন) এই প্রদেশ লুট করেন। ১৫২৩—৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নসরৎ-শাহের চট্টগ্রাম আক্রমণ হইতেও এখানে মুসলমানগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে খান্ আজিম কর্তৃক আফগানগণ পরাস্ত হইলে, কতকাংশ উত্তরপশ্চিমে চলিয়া যায়, অবশিষ্ট লোকে এই দিকে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এতদ্বিন্ন এই সকল মুসলমানের এদেশে বসবাস হইবার বহুপক্ষেও আরবদেশীয় বলিকগণ সিদ্ধ ও মলবার উপকূল হইতে সমুদ্র দিয়া বাণিজ্যার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। আরবীয় ভূগোলবিদগণ তাহাদের গ্রন্থে এই স্থান আরবীয় প্রাচীন উপনিবেশ ও বাঙ্গালার উপকূল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উত্তরোত্তর মুসলমান-সমাগমে এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের দিন দিন পুষ্টিসাধন হইতে লাগিল। তাহারা যে কেবলমাত্র নিরশ্রমের হিন্দুদিগকে দীক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে; তাহারা উক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদিও করিয়াছিলেন। এইরূপে হিন্দুরমণিতে মুসলমানসংস্রবে পুত্রাদি উৎপন্ন হইলেও, তাহার দারিদ্র্যপ্রীড়িত হিন্দু অধিবাসীর পুত্রকন্ডা ক্রয় করিয়া লালনপালন করিত এবং পরে তাহাদিগকে ইসলাম্ ধর্মে দীক্ষা দিয়া মুসলমান জাতির সংখ্যা বিস্তার করিয়াছিল। পক্ষান্তরে আরবগণও এদেশে আসিয়া বিবাহ করায়, এখানে মুসলমানগণের মধ্যে বিভিন্ন থাক বা শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ সকল

মুসলমান 'করাছি' বা কোরাণ-মতাকলবী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধর্মের কোনরূপ গোঁড়ামী দেখা যায় না।

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সিজার-ক্রোডারিক নামক কঠোর জিসিন্স বেলীর পর্য্যটক এই স্থান পরিদর্শনে আসিয়া সিবি-রাছেন, 'সন্ধ্যাপের অধিবাসিগণ 'মুহ' নামক দ্রব্যের মত এবং এখানে কাঠাষি এত সস্তা যে, কনডাক্তিনোপলের জলজান আলেক্সান্দ্রিয়া অপেক্ষা ছবিধানক বিবেচনার এখান হইতে তাহার জাহাজাদি নির্মাণ করিয়া লইতেন*। এখানে লবণের বিস্তৃত কারবার ছিল। প্রতি বৎসর ২০০ শত জাহাজ লবণ এখান হইতে নানান্থানে প্রেরিত হইত।† খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে পর্তুগীজদিগের অভ্যাস হয়। তাহারা আরাকান-রাজের অধীনে কর্ম স্বীকার করে। রাজা তাহাদের কর্মে পরিতুষ্ট হইয়া অনেক ভূমি দান করেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাদের উচ্ছেদসাধনে বস্ত্রবান্ হন। এইখানেই কতকগুলির জীব-লীলা শেষ হয়। অপর জাহাজে করিয়া পলাইয়া রক্ষা পায় এবং গঙ্গানদীর মোহানায় জলপথে দ্রব্যাবৃত্তি করিতে থাকে।

পর্তুগীজগণের এতাদৃশ অত্যাচারে উৎসীড়িত হইলে, তাহাদের দমন-উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাপের মোগল-শাসনকর্তা ইব্রাহিম বঁা কতে বঁা ৪০ খানি রণপোত ও ৬০০ সৈন্ত লইয়া দক্ষিণ-শাহাবাজপুর স্বীপে পর্তুগীজদিগকে আক্রমণ করেন†। এই যুদ্ধে কতেবঁা সপলে পরাজিত হইলে, পর্তুগীজগণ তাহার জাহাজাদি অধিকার করিয়া লয়। যুদ্ধজয়ে উন্নতি হইয়া তাহারা আপনাদের মধ্য হইতেই সিবাটিয়ান্ গঞ্জালিস্ নামক এক ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়া বাঙ্গালী-খৃষ্টান ও পর্তুগীজ সাহায্যে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে সন্ধ্যাপ আক্রমণ ও মুসলমানদিগের দুর্গ অবরোধ করেন। মুসলমানগণ শিক্ষিত ও কৌশলী পর্তুগীজগণের সহিত যুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম হইল না। গঞ্জালিস্ দুর্গ অধিকারের পর প্রায় হাজার মুসলমানকে হত্যা করিয়া সন্ধ্যাপে কতেবঁা-কৃত পর্তুগীজ-হত্যার প্রতিশোধ লইলেন। গঞ্জালিস্ সন্ধ্যাপ অধিকার করিয়া, পরে হাজার পর্তুগীজ, ছই-হাজার দেশী, ছই শত অশ্বারোহী ৮০ খানি রণপোত ও কামান সংগ্রহ করিয়া শাহাবাজপুর ও প্যাটেলডালা নামক স্থান দুইটা অধিকার করিলেন।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ পর্তুগীজদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। কথা হইল, আরাকানপতি স্থলপথে এবং গঞ্জালিস্ নৌবল লইয়া জলপথে

* Taylor's Topography and Statistics of Dacca, p. 70.

† উহার কতকাংশ এখন বাঘরগর জেলার এলাকাধীন।

আক্রমণ করিলেন। উত্তরদলে অগ্রসর হইয়া প্রথমে লক্ষীপুর ও ভুলুয়া অধিকার করিলে পর যোগলসৈন্ত আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করে এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যায়। গজালিস্ গণন তুলিল যে তাহার মিত্র আরাকানরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, তখন সে বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে রাজার অধীনস্থ জাহাজের অধ্যক্ষগণকে হত্যা করিয়া ঐ সকল জাহাজ অধিকার করিলেন এবং আরাকান-রাজা অধিকার করিবার জন্য তৎকালে উপনীত হইলেন।

গজালিস্ আরাকান রাজধানী-আক্রমণে বিকল মনোরথ হইয়া প্রত্যারত্ত হইলেন এবং গোয়ার পৰ্তুগীজ শাসনকর্তার নিকট পরাজয়-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তদনুসারে ডন ফ্রান্সিস্ ডি মেনেসিসের তত্ত্বাবধানে গোয়া হইতে সেনাদল আসিয়া আরাকানে উপস্থিত হইল, গজালিস্ ও তাহার সহিত মিলিত হইলেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে মিলিত পৰ্তুগীজসৈন্ত মগদিগকে আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে পৰ্তুগীজ-সেনাপতি নিহত হন এবং গজালিস্ পরাজিত সেনাদল লইয়া রণে ভঙ্গ দিল। পরবৎসরে আরাকানরাজ সন্ধ্যীপ আক্রমণ করিলেন ও পৰ্তুগীজ দহাদিগকে তাড়াইয়া আপনি এইস্থান অধিকার করিয়া লইলেন।

ভ্রমণকারী পারকাস্ (সম্ভবতঃ ১৬২০ খৃষ্টাব্দে) লিখিয়াছেন, 'সন্ধ্যীপে দুইশতবর্ষের পুরাতন একটা মসজিদ আছে, এতদ্ব্যতীত বিজয়প্রায়ে ও জেলার উত্তরভাগে আরও কতকগুলি ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন মসজিদ দেখা যায়। এখানকার মুসলমান অধিবাসীরা যেখন নদীর মোহানার দহাদিগকে দ্বারা জীবিকা-নির্ভর করিত। সন্ধ্যীপের দিলাই নামক রাজা দহাদিগের সহায়তার জন্য অনেক সৈন্ত রাখিয়াছিলেন। এই রাজা অবশেষে বাঙ্গালার নবাব কর্তৃক ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদের লোহ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এখানেই তাহার জীবনীলা শেষ হইয়াছিল।'

করাচী-পৰ্ব্বাটক বার্মিয়ারের লিখিত বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, যোগল কর্তৃক পৰ্তুগীজদিগের পরাজয়ের পর, আরাকানরাজ তাহাদিগকে ও অপরাপর কিরীকীদিগকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দান করেন। আরাকানরাজ ইহাদিগের সাহায্যে যোগল আক্রমণ হইতে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা করিতেন। মগ ও পৰ্তুগীজ মিশ্রিত দহাসম্প্রদায়ের লুণ্ঠন অত্যাচারে উদ্ভক্ত হইয়া যোগল-সম্রাট অরঙ্গজেব বাঙ্গালার শাসনকর্তা সারেন্তা বাকের মগ-অত্যাচার-দমনের জন্য আদেশ করেন। এতদ্ব্যতীত সাধ-নের জন্য ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে সারেন্তা খাঁ ওলন্দাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বটেডিয়া রাজধানীতে দূত পাঠাইলেন। তিনি

জানিতেন যে, স্থলপথে এরূপ বৃহৎ বৃহৎ নদনদী অতিক্রম-পূর্বক সৈন্তদল লইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করা নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং জলপথে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনার তিনি প্রস্তুত হইলেন। বটেডিয়া হইতে ওলন্দাজসৈন্ত আসিবার পূর্বেই তিনি দহাদিগকে অরঙ্গজেবের আরাকান আক্রমণের ভয় দেখাইলেন এবং যদি তাহার বস্ততা স্বীকার করে, তাহা হইলে সম্রাট তাহাদিগকে প্রার্থনামত জমি দিতে প্রতীকৃত আছেন এইরূপ লোভ দেখাইয়া কৌশলে তাহাদিগকে শান্ত করিয়া আপনার দলভুক্ত করিলেন। ভুলুয়ার থানাদার করদ-খাঁও তাহার নিকট একজন পৰ্তুগীজ পাঠাইয়া দেন। ইহার পর সারেন্তা খাঁ হঠাৎ একদিন অন্যান্য পৰ্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিলেন ও নৌকার তুলিয়া ঢাকা অভিমুখে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াই তিনি তাহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে ও অর্থ দানে বন্দীভূত করিয়া ঐ সকল লোক-সমভিবাচারে সন্ধ্যীপ অধিকার করিলেন। পরে সেই বাহিনী লইয়া ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে ওলন্দাজগণ মানো-য়ারী জাহাজ লইয়া বাঙ্গালার উপস্থিত হইল। সারেন্তা খাঁ আপনার কার্যোদ্ধার করিয়াছেন ভাবিয়া ওলন্দাজদিগকে স্মিত মুখে বিদায় দিলেন। মিঃ বার্গিয়ার ওলন্দাজ রণপোতের অবস্থান ও তাহার অধ্যক্ষগণকে দেখিয়াছিলেন।

নোয়াখালি স্থবন্দোবস্তে রাখিবার জন্য সারেন্তা খাঁ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আফগানকে ৫০০ সৈন্ত দিয়া নগররক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। সেই সঙ্গেই সংগ্রামগড়ে (আলম্গীর নগর) দুর্গ স্থাপন করিয়া হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ সরিককে সৈন্তসহ তথায় প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে সন্ধ্যীপে দিলাবর নামে জনৈক জমিদার ছিলেন। তিনি বাহিরে সম্রাটের পক্ষাবলম্বী হইলেও অন্তরে মগজাতির বন্ধ ছিলেন। তিনি যোগলের সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ার আরুল হুসেন কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হন। অতঃপর বন মধ্যে পলাইয়া পুনরায় সৈন্তসংগ্রহ করেন এবং সেই সেনা-বল লইয়া আবার যোগলসৈন্তের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে, ধৃত ও অবশেষে জমিদার মুনোবীরের তত্ত্বাবধানে নবাব-সর-কারে প্রেরিত হন।*

করদ খাঁ নোয়াখালি হইতে এবং নবাবপুত্র বুদ্ধবর্ষ উমের খাঁ সসৈন্তে যাত্রা করিয়া ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ২রা জাম্বুয়ারী চট্টগ্রামে উপনীত হন। ১৬ই জাম্বুয়ারী যোগলসৈন্তে জয়লাভ করিলে

টাইগ্রাস নদীর বোগল কর্তৃক অধিকৃত হইল এবং ভুলুয়ার বানাবারও সত্ৰী কর্তৃক মনস্বদার পথে উন্নীত হইলেন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মানসীর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেন্দ্র নদীর মোহানার সঙ্গীয়া গ্রামে কাপড়ের জুতা একটা কুঠী স্থাপন করেন। এতদিন চারপাড়া, কালীরাণী, কাববা ও লক্ষীপুর গ্রামেও সেই সময়ে এককটা কুঠী নির্মিত হয়। এই সকল কুঠীর অংশাবশেষ আজিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মুখারাম নগরেরও চর হইতে উৎপন্ন লবণের ভদার-কের জুতা একজন দারোগা নিযুক্ত হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লবণের গুহ এবং ভুলুয়া ও অংশাবার পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার এই দারোগার উপর ভর্তুকি থাকে।

এখানে হিন্দুদিগের মধ্যে উক্ত শ্রেণীতে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কারহ, মধ্যম পুত্রের মধ্যে বাবাই, ছুতার, কামার, কুসার, শাপিত, গোলাম কারহ, তেলী ও তাঁতি এবং নিম্ন বা মিশ্র জাতিতে জুগী, জেলিয়া, কৈবর্ত বা হালিয়া, নমসূত্র ও খোবা প্রভৃতি এককটা জাতি দেখা যায়। পূর্বোক্ত মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের আদিম অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, তাহারা ক্রমান্বয়ে হিন্দুগণের ক্রিয়াকলাপাদি অনুকরণ করিয়া আপনাদের সামাজিক অবস্থার কতক পরিমাণে উন্নতি করিয়া লইয়াছে। এখন কি, সময়ে সময়ে নিম্নশ্রেণীর লোক মধ্যশ্রেণীতে এবং মধ্যশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইতে চেষ্টা পাইতেছে। যে সকল ব্রাহ্মণ মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর যাত্রকতা করেন, তাহারা বর্ণ-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সহিত আদান প্রদান করেন না। বিবাহ-বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি আচার ব্যবহার ও ধর্মকর্ম অসত্য জাতির দ্বারা আসিও এখানকার নিম্নশ্রেণীর কোন কোন পুত্রের মধ্যে লক্ষিত হয়।

সন্ধ্যাপ ও ভুলুয়ার সঙ্গীপবর্তী স্থানে বিবাহাদি পরস্পর অন্তর। উপরি উক্ত উচ্চ, মধ্য বা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বজাতি বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও মূলদেশবাসিগণ কেহই স্বপবর্তী-দিগের সহিত আদান প্রদান করেন না। সন্ধ্যাপে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, স্থলীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বশোর-নিবাসী বৈদ্যানাথ গুহ নামক জনৈক কারহ সন্ধ্যাপের অধিবাস হন। পূর্বোক্ত বিখ্যাত মহারাজ দিল্লী ও তাহাকে অধিকারবিচ্যুত করিয়া এই প্রদেশ হইতে তাড়ান হইলেন। উক্ত গুহ কারহ আপনাদের প্রজাপণের শাসনিক উন্নতির জন্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে আদান প্রদান প্রচলন করেন। তাহারা বিবেচনার 'সংগোষ্ঠে' বা

সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিবাহ বৈবাহিক, এক জাতি হইয়া বিবাহও সেইরূপ বিবাহ পরিহার্য। এইরূপে রাজা বৈদ্যানাথের সভ্যদ্বারা সন্ধ্যাপের অধিবাসীরা ক্রমান্বয়ে মিশ্রিত হইয়া পড়ে। তাহারা এ অল্পজাতি অবস্থার পরিমাণে আপনাদের হিন্দু বস্ত্র পরিধান করিলেন, তাহারাও ভুলুয়া প্রভৃতি স্থানবাসী হিন্দুগণের নিকট নিকটে বোধে পরিভাষিত।

এখানে মহারাজ বালগসেন-প্রতিষ্ঠিত কৌলীক-প্রধার কোন আদর নাই। এখন যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান এই দেশে বাস করিতেছেন তাহারা সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী রাজা লক্ষণ দণ্ডিকের সময় অথবা জিয়ারাম মহারাজ কর্তৃক এই দেশে আনীত হইয়াছেন। ইহাদের ক্রিয়াকলাপ সকলই এদেশীয় ব্রাহ্মণের মত। সামাজিক অবস্থার এখানকার বৈদ্যের কারহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়। যেমন নদীর পশ্চিম তীরবর্তী বৈদ্যগণ কারহদিগকে কড়া দান করে না। স্বজাতির সংখ্যা অল্প হওয়ার এখানকার বৈদ্যের স্থানবাসী কারহ-কর্তার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে।

নোরাখালিতে উক্ত শ্রেণীর কারহের সংখ্যা অতি বিরল। এখানে নিম্ন শ্রেণীর পুত্রের মধ্যে গোলাম কারহ, শিকার ও তাঁতীরা প্রভৃতি বিশিষ্ট শূদ্রগণ ধনবান হইলে ছোট কারহ বংশে বিবাহাদি করিতে সমর্থ হয়। এই ধনী শূদ্রসন্তানগণ দুই এক পুরুষ পরে প্রকৃত কারহ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। এইরূপে অনেক শূদ্রসন্তান কারহ বলিয়া পরিগণিত হওয়ার অজ্ঞাত পুত্রেরা তাহাদের উপর দীর্ঘপর্যন্ত হইয়া আপনাদের কারহশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

জুগীগণ এক সময় খুব শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। ইহারা 'বাক্তা' ও 'আরহ' কাপড় বুনিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ব্রজবল্লভ রায় নামক জনৈক জুগী ইংরাজের কৃষ্টিয় দালাল ছিল। ইহার পুত্র বাক্তা কাপড় প্রস্তুত ও তদ্ব্যপিজ্যে বিশেষ উন্নতি করিলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর তাহাকে রাজা উপাধি ও অনেক লাঘবদান ক্রয় দান করেন। এখন আর এই বাণিজ্যের উন্নতি নাই। ইহাদের মধ্যে সন্ধ্যাপী ও ভুলুয়া এই দুইটা লোক আছে। জেলদিগের মধ্যে ভুলুয়া, কালো, চাট-গাঁও ও কৈবর্ত নামে চারিটা ভাগ আছে। কেবলমাত্র চাট-গাঁও থাকের মধ্যে বিদ্যাবিবাহ প্রচলিত আছে, আর তিন ঘরে এখন ঐরূপ 'সাক' রহিত হইয়াছে। কৈবর্ত বা হালিয়ারাম—ইহাদের অধিকাংশই কৃষি ও মৎস্যভীষী। এখানকার চণ্ডালগণ নমসূত্র নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে

* স্থানীয় জনসাধারণ মুখারাম নগরবাসীর নামানুসারে এই নগরের মুখারাম নাম হইয়াছে। এখানে উক্ত নগরবাসী মহাপ্রভুর কৃত একটা দ্রষ্টব্য দীর্ঘ আছে।

বাঁহারি, সরলা, অন্নবাড়িয়া ও সন্ধ্যাপী নামে চারিটা থাক আছে। সন্ধ্যাপবাসিগণ অধিকাংশই দস্তাবেজ করিয়া জীবিকা-কর্জন করিত। এখন প্রায়ই চাষবাস করিয়া শান্তভাবে দিনযাপন করিতেছে। নিম্নে কএকটা শাখার নাম লিখিত হইল :—

দেশী গুঠান (চাষ বা চাকুরী), বৌদ্ধ এবং মগ (হালুটী), মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে শেখ, সৈয়দ ও পাঠান (চাষ চাকুরী, খয়রাত), জোলা (বস্ত্রবন্দন ও চাষ), বেদিয়া (সাপখেলা ও ভোজবাড়ী), দাই (গোরু, ছাগল খাসিকরা ও নাড়ীকাটা), আচার্য্য ও গণক (প্রতিমানিস্তাণ, গণনা, ছুতারের পৌরোহিত্য) ব্রাহ্মণ, ভাট, বর্ণব্রাহ্মণ ও জুগীতব্রাহ্মণ (বাজকতা), বেনে, বৈষ্ণব ও বৈরাগী, বরোজ বা বারুই (পাগরোপণ), বেহারী, কাহার, ভূঁইয়ালী ও গড়ি (নীচ-শ্রেণীর কার্য্য); চমার ও মুচী, ছুতার, ছত্রি খোবা, ডো (মস্তবিক্রম), গন্ধবলিক ও গন্ধপাল, গোমালী, জুগী, জেলিয়া, কামার, কুমার, কঁসারি, কায়স্থ (উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর), কত্রিয়, কুড়ি (চিড়া মুড়িপ্রস্তুতকারী), কাপালী (ছালা প্রস্তুত ও গীতবাদ্য), মালাকার, নাপিত, নমঃশুভ্র, নট, পাটনী (মাছধরা ও বিক্রয়), পাটিয়াল (শীতলপাটী প্রস্তুতকারী), পোদ, শাঁখারি, সন্ন্যাসী (বানর নাচান, চিকিৎসা ও ভিক্ষা), শাহা, সোণার, সঙ্গোপ, স্তবর্ণবলিক, তাঁতি, তেলী, তিপুয়া ও ভুড়ি প্রভৃতি।

মুসলমানগণের মধ্যে সকলেই কোরাণ-মতামুসারী (করাজী)। ইহারা নেমাজও করে এবং অনেক হিন্দু পূজা-দিতেও যোগদান করে। ইহারা অস্ত্রাস্ত্র মুসলমান পীরকে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে না। প্রত্যেক গ্রামে এক একজন ‘হাজি’ থাকে।

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই শৈব ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মাত্রেই বৈষ্ণব। এখন শীতলাদেবী ও নাগপূজাই প্রবল। মগেশ্বরীদেবীর বাহন বলিয়া ইহারা গৃধ্রেরও উপাসনা করে। এই পূজা মগজাতির নিকট হইতে গৃহীত।

এখানকার হিন্দুদিগের বিবাহপদ্ধতি স্বতন্ত্র। কস্তার বাটীতে বর না গিয়া, বিবাহের পূর্বে বরের গৃহেই কস্তা লইয়া যাওয়া বিধি। যথা লয়ে বরকে গৃহের বহির্দ্বার প্রাঙ্গণে আনিয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের সম্মুখে পুরোহিতমহাদি পাঠ করিয়া থাকেন। অতঃপর কস্তাকে অন্তর হইতে বাহিরে আনিয়া বরের চতুর্দিকে সাত পাক ঘোরান হয়। সম্প্রদান কার্য্য সকলই এ দেশের মত। পর দিন বেলা ১২ টার সময় বর ও কস্তা উভয়েই বাটীর বাহিরে আনিয়া উত্তমরূপে তৈল ও

হরিদ্রা মাখান হয়। অতঃপর বাটীর মধ্যস্থ উঠানে লইয়া গিয়া ‘বাসি-বিবাহ’ কার্য্য শেষ হয়। এখানে বিবাহোৎসব উপলক্ষে গ্রামের ১২ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক ক্রীগণ একত্র হইয়া নানারূপ গীত গায়। পূর্নবিবাহও এরূপ গীত হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ গীত সাধারণতঃ অমূল্য। চণ্ডাল, নাপিত, জেলে ও মুচী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহে কোন শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না, কেবল পরস্পরের মতসাপেক্ষ। এরূপ বিবাহে তাহাদের জাতিচ্যুতি ঘটে না।

কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে পূজ্য ১৫ হইতে ২০ এবং কস্তা ১০ বৎসরের হইলেই বিবাহিত হয়। এখানকার মুসলমানগণের বিবাহ-প্রথা হিন্দু হইতে কতকংশে পৃথক্। বিবাহদিনে বর আত্মীয় স্বজন ও গ্রামস্থ নিমন্ত্রিত বরযাত্রী সঙ্গে লইয়া কস্তার বাটীতে উপনীত হয়। অস্ত্রা-গতেরা নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলে, এক ব্যক্তিকে উকীল ও অপর দুইজনকে সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর বর এই উকীলের হস্তে দিয়া কতকগুলি দ্রব্য কস্তাকে উপহার দেয়। কস্তা ঐ সকল অভিমত দ্রব্য লইয়া বিবাহের সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, উকীল বরের নিকট আসিয়া সকল কথা বাক্ত করে এবং উক্ত সাক্ষীদের তাহার কথার সমর্থন করিয়া থাকে। ইহার পর আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজন ও তদন্তে বিবাহ হয়। বিবাহের পর কস্তাকে বরের আলয়ে লইয়া যাওয়া হয়।

এই জেলায় নানাজাতীয় ধাত্তের চাষ হয়। বৎসরে চৈত্র বৈশাখে যে আউল ধাত্ত বোনা হয়, শ্রাবণ ভাদ্রে তাহা কাটা হয় এবং যে আউল জ্যৈষ্ঠ আবারে উগ্ধ হয়, তাহা কাটিক অগ্রহায়ণে কাটা হইয়া থাকে। আমন ধাত্তও প্রায় এরূপ একই সময়ে বৎসরে দুইবার রোপিত ও কণ্ঠিত হয়। কলাই, সরিষা, নারিকেল, লক্ষা, জুপারি, হলুদ, ইক্ষু, পাট ও পাণের বিস্তৃত চাষ আছে। এই সকল উপপজ্যাত দ্রব্য নিকটবর্তী ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার রপ্তানী হইয়া থাকে এবং ঐ সকল স্থান হইতে এখানে নানাদ্রব্যের আমদানী হয়। সময় সময় ঝড়, বন্যা বা শল্যাদিতে কীট লাগিয়া শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি করে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে এখানে ভয়ানক ঝড় হয় এবং সেই জন্ত মেঘনার বক্ষ ক্ষীত হইয়া জেলার অধিকাংশ স্থান ধোত করে। ঐ সময়ে সুখারাম, বামনী, আদীরবীণা, ও মীর্জা-সরায় নগরে এবং হাতিয়া ও সন্ধ্যাপে সর্বসম্বন্ধে প্রায় দুইলাকের অধিক লোক জলমগ্ন হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রবল ঝড়ে মোরাখালি ও চট্টগ্রামের

অধিকাংশ স্থানই গৃহশূন্য হইয়াছিল। প্রবল বাত্মার ও বন্যার ঘোড়ে কতলোক যে ভাষিয়া জীবলীলা শেষ করিয়াছিল, তাহার ইহুতা নাই।

২ নোয়াখালি জেলার উপবিভাগ, উক্ত জেলার সদর অধারাম, বান্দী, সন্ধ্যাপ, হরিয়া, লক্ষীপুর, বেগমগঞ্জ ও রামগঞ্জ নগর ইহার অন্তর্গত।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। [অধারাম দেখ।]

নোয়াকোট (বা) নবকোট, নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত হিমালয়তটস্থিত একটি নগর। ত্রিশূলগঙ্গা-নদীর পূর্বকূলে অবস্থিত। ঐশ্বর্য পর্বতের নিকটবর্তী গিরিপথ দিয়া সহজে তিব্বত কিংবা চীনবাসিগণ নবকোটরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে চীনসৈন্ত এখান দিয়া নেপালে প্রবেশ করিয়া নেপাল আক্রমণ করে। এখানকার মহামারা বা ভবানীর মন্দিরের উপরিভাগে চীনসৈন্তের নিকট হইতে লক্ষ কতকগুলি স্রব্য যুদ্ধকয়ের গোরবচিহ্ন স্বরূপ সংলগ্ন আছে। [নেপাল দেখ।]

নোয়ামি, ভারতবর্ষের উত্তরাংশে কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটি গিরিপথ। ইহার একদিকে উচ্চ হিমালয়নিধর ও পূর্বদিকে কাশ্মীরের উপত্যকাত্মমি। ইহার সর্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বারহাজার ফিট। অক্ষা° ৩৩° ৪৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪' পূঃ।

নোয়াপুর্ (নবপুর্) গুজরাত প্রদেশের অন্তর্গত একটি নগর। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে এইস্থানে ইংরাজসৈনিকের আবাস মনোনীত হয়।

নোয়াপুর্ (নবপুর্) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থালেশ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই গ্রামে কএকখর ব্রাহ্মণের বাস আছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রামে এবং ইহার চতুর্দিকস্থ পার্শ্বতীয় অংশে ভীলজাতির বাসই অধিক।

নোয়ারবন্দ, আসামপ্রদেশের কাছাড় জেলার একটি নগর। শিলচরের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লুমাই ও কুকী-আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য এখানে ইংরাজরাজ সৈন্ত-সংস্থান করিয়াছেন। ইহার নিকটে বিস্তৃত চার চাষ আছে।

নোয়িল, মাজাজ প্রেসিডেন্সির কোরঘাতোর জেলার একটি নদী। বেলিন্গিরি শ্রেণী হইতে উৎপিত হইয়া কাবেরী নদীতে মিলিত হইয়াছে। নিকটবর্তী স্থানের চাষবাসের সুবিধার জন্য এই নদীতে ছয়টা আনিকাট আছে।

নোর, আসামের দক্ষিণে ও আবা নগরের উত্তরে এবং কিলু-এম ও গ্রাবতী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত একটি জনপদ। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ব্রহ্মের রাজার অধীন ছিল, এখানকার সামন্তরাজ আসামের রাজবংশীয়। ইহাদের ভাষা ভ্রামদেশের ভাষা হইতে কতক স্বতন্ত্র। কোন কোন স্থানবাসীরা কাসি-

মান বা কাসিমান এবং কেহ বা খয়লোন বদিরা আপনাদের পরিচয় দেয়।

নোরোজ-ই-জালালি (বা নোরাজ-ই-জালালী) মুলশান-ধর্মশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ দিন। জলতান মালিক-শাহের আদেশে জ্যোতির্বিদ ও জরাজীর্ণবিদগণ বৎসর, ঋতু, মাস ও কালনির্ণয়ের জন্য পুনরায় গণনা আরম্ভ করেন। উক্ত গণনার ফলে স্থিরীকৃত হয় যে, দ্বাদশ রাশির প্রথম মেঘরাশিই বসন্ত কালের প্রথমে বিবৃজ্যন্তি অতিক্রম করিয়া অরুন বৃত্তে গমন করে। এই কারণে উক্ত দিন হইতে মুলশানগণের মাস ও বৎসর গণনা চলিয়া আসিতেছে।

নোবিমেট্‌লা, মাজাজের অন্তঃপুর ভাদুকের অন্তর্গত একটি গ্রাম। শুটী হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার আঙ্গনেরের মন্দিরে ১৫৫৮ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

নোবিলিয়াস্‌ রবার্ট-ডি, একজন পর্তুগীজ মিসনারি। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রথমে মহারা নগরে আগমন করেন। এই সময়ে তিরমল নায়ক এখানে রাজত্ব করিতেন। এখানকার হিন্দু অধিবাসিগণ খৃষ্টীয় বাতকপ্রধান নোবিলিকে তথ্যবোধ-নাগর নামে অভিহিত করেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মাজাজের নিকটবর্তী গ্রামে তাহার জীবলীলা শেষ হয়। [খৃষ্টান দেখ।]

নোত্রা, উত্তর-ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের লদাখ বিভাগের অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। করকোরম গিরিশ্রেণীর এগার হাজার ফিট উর্ধ্বে অবস্থিত। ইহার চতুর্দিক জ্যোতক বা নোত্রা নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত। দেশকিৎ ইহার প্রধান গ্রাম। অক্ষা° ৩৪° ৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৭' পূঃ।

নোহর [ইসলাম গড় দেখ।]

নোহলা, চাপুকাবংশীয় রাঙ্গা অবনিবর্ধার কন্যা। ইনি যুগ্মত্ব রাজপুত্র কেশরবর্ধকে বিবাহ করেন। ইহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও শিবলিঙ্গ নোহলেখর নামে খ্যাত।

নৌ (দ্রী) দুদাতে নেয়তি দুদ-প্রেরণে-ডৌ (সাহসিকতায় ডোঃ। উণ্ ২৬৪) ১ নৌকা, জলোপরি গমন তরণি। ২ বহুচালনীর নৌভেদ। মহাভারতে এইরূপ নৌকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণা—

“ততঃ স প্রোষিতো বিদ্বান্ বিহরেণ নরদগা।

পার্শ্বান্য দর্শয়ামাস মনোমানুসংগামিনীম্ ॥

সর্ববাস্তবসংসং বাবৎ যজ্ঞযজ্ঞাং পতাকিনীম্।

শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্কিপ্রভিতিঃ স্তুতাম্ ॥” (ভা° ১।১৫০।১৫৫)

এই যজ্ঞ চালনীর নৌকা শব্দ কালের জাহাজই বোধ হয়, বর্তমান সময়ে জাহাজের যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহা

পূর্ণোক্ত বহুচালনীর নৌকার সহিত তুল্য। এই নৌকা মনোমাকতগামিনী, বস্ত্রে চালিত ও ইহাতে নানা প্রকার লতাকা সজ্জিত হয়। অতএব এই চালনীর নৌকাকে জাহাজ প্রণীত করিলে যোগ হয়, সোবাহ হইবে না। [নৌকা দেখ।]

নৌকর্ণধার (পু) নাবঃ কর্ণঃ ধারয়তি, ধারি-অণ্। নাবিক, বাহার নৌকার হাল ধরে, তাহাদিগকে নৌকর্ণধার কহে।

“স্বভিন্দুধুস্বনানি পদা বণিজো নৌকর্ণধারশ্চ” (বৃহৎসং ৫ অ°)

নৌকর্ণী (স্ত্রী) নৌরিব কর্ণে যতঃ, ঙীর্। কুমারসুচর মাহুভেদ। (ভারত ৯৩৯ অ°)

নৌকর্ণন (স্ত্রী) নাবিকর্ণা, চালনাবিকাণারঃ। নৌকাতে কাৰ্য্য, নৌকাবন্দনাদি কার্য্য।

“নিহাযো মর্গবৎ সূতং দাসং নৌকর্ণকীর্নিনাম্।” (মহ)

নৌকা (স্ত্রী) নৌরেব আৰ্বে কন্ ত্রিয়াং টাপ্। তরণি, নদী প্রভৃতিতে চলিবার নিমিত্ত কাষ্ঠাদিনির্মিত যানবিশেষ। পর্যায়—কারিক, নৌ, তরিকা, তরণি, তরি, তরী, তরুণী, তরুণ, পালালিকা, তরুণবা, হোড়, বাধু, কার্ণট, কহিক, গোক, বহন। (ভট্টাচার্য) যান দুই প্রকার, জলযান ও স্থলযান, নৌকা নিম্নলিখ্য যান।

“নৌকায় নিশানং যানং তত্ত লক্ষণমুচ্যতে।

অবাসিকত্ব বদ্যানং স্থলে সর্গং প্রতিষ্ঠিতম্।

জলে নৌকৈব যানং জ্ঞানতত্ত্বায় বহুতো বহেৎ।” (যুক্তিকল্পতরু)

নৌকা প্রকৃতি জলযানকে নিম্নলিখ্য, এবং অখাদি যানকে স্থলযান কহে। জলে নৌকাই একমাত্র যান, অর্থাৎ জলপথে যাইতে হইলে নৌকাই তাহার একমাত্র উপায়। এই জন্ত নৌকা প্রস্তুত ও নৌকারোহণ প্রকৃতি তত্ত দিন সেবিয়া করিতে হয়।

নৌকা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে কাষ্ঠনির্মাণ করিতে হয়। কাষ্ঠদ্বারা চারি প্রকার—ব্রাহ্মণ, কজির, বৈশ্য ও শূদ্র।

“বৃক্ষাঙ্গুর্দৈবগদিতা বৃক্ষদ্বাতিত্বতুবিধা।

সমাদেবৈব গদিতং তেষাং কাষ্ঠং চতুर्वিধম্।” (যুক্তিকল্পতরু)

এই চারি প্রকার কাষ্ঠের মধ্যে লঘু, কোমল ও সুবট যে কাষ্ঠ তাহা ব্রহ্মজাতীয়। যে কাষ্ঠ দৃঢ়াঙ্গ, লঘু ও অক্ষত তাহা কজির, বাহা কোমল ও শুষ্ক তাহা বৈশ্যজাতি, দৃঢ়াঙ্গ ও শুষ্ক যে কাষ্ঠ, তাহা শূদ্রজাতি। প্রথমতঃ কাষ্ঠের এই চারি জাতির মধ্যে যে কাষ্ঠ নৌকা হইবে, তাহা কোন জাতীয় তাহা স্থির করিতে হইবে। এই লক্ষণ টিক করিয়া বিজাতি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইবে। তৎকালে নৌকার কজির-জাতি কাষ্ঠই প্রথম। অপরোপ পণ্ডিতদিগের মতে লঘু ও সুবট কাষ্ঠ নৌকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

“লঘু বৎ কোমলং কাষ্ঠং সুবটং ব্রহ্মজাতি তৎ।

দৃঢ়াঙ্গং লঘু বৎ কাষ্ঠমক্ষতং কজরাজি তৎ।

কোমলং শুষ্ক বৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।

লক্ষণবয়বযোগেন বিজাতিঃ কাষ্ঠসংগ্রহঃ।

কজিরকাষ্ঠৈর্বাতিতা তৎকালে সুখলক্ষণ নৌকা।

অন্তে লঘুভিঃ সুবটৈর্বিদগতি জলস্থলপাদে নৌকাম্।” (যুক্তিকল্পতরু)

দুই বিভিন্নজাতীয় কাষ্ঠে নৌকা গঠন করিলে তাহা শুভকলম হয় না।

নৌকা প্রথমতঃ বিধি ও সামান্য নৌকার লক্ষণ রাজহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ (সাক্ষহস্তমণ্ডে প্রমাণ হাত বৃদ্ধার) এবং পরিমাহ তাহার চারিভাগের একভাগ, উন্নতি ও এই পরিমাণে হইলে, তাহাকে ক্ষুদ্রনৌকা কহে, অর্থাৎ বহুতাই নৌকা হইবে, তাহার চারিভাগের একভাগ বিবৃতি ও সেই পরিমাণ উন্নতি, এইরূপ হইলে তাহাকে ক্ষুদ্র নৌকা কহে। বহু হাত দীর্ঘ, তাহার অর্ধেক পরিমাহ এবং তিনভাগের একভাগ উন্নতি যে নৌকা তাহার নাম মধ্যমা।

এই সামান্য নৌকাদশবিধ। যথা—ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, অভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা ও মহারা। সাক্ষ এক এক হস্ত বৃদ্ধি হইলে পূর্ণোক্ত ভীমা প্রকৃতি নৌকা হইবে, উন্নতি ও প্রণীপত, ইহার অর্ধেক হইবে। ঐ দশবিধ নৌকার মধ্যে ভীমা, অভয়া ও গর্ভরা নৌকা শুভজনক নহে।

“সাক্ষহস্তমিতাবাসা তৎপাদপরিমাহিণী।

তাবদৈকোন্নতা নৌকা ক্ষুদ্রেতি পদিতা বৃথৈঃ।

অতঃ সাক্ষমিতা যামা তদর্ধপরিমাহিণী।

জিতোপেনাশিতা নৌকা মধ্যমেতি প্রচক্ষ্যতে।

ক্ষুদ্রাথ মধ্যমা ভীমা চপলা পটলাভয়া।

দীর্ঘা পত্রপুটা চৈব গর্ভরা মহারা তথা।

নৌকাদশকল্পিতাক্তং রাজহস্তৈরমুকমম্।” (যুক্তিকল্পতরু)

দীর্ঘ-নৌকার লক্ষণ—রাজহস্তের দীর্ঘ ইহার ৮ ভাগের একভাগ পরিমাহ দশাংশের এক অংশ উন্নত, এইরূপ নৌকা হইলে তাহাকে দীর্ঘা কহে। ইহাও দশবিধ—দীর্ঘিকা, তরুণি, দোলা, গঘরা, পামিনী, তরি, জল্যালা, পামিনী, ঘরনী ও বেশিনী।

রাজহস্ত পরিমাহ এক এক হাত বৃদ্ধি হইলে পর পর লক্ষণভাঙ নৌকা হইবে। পর পর লক্ষণভাঙ নৌকাতেও উন্নতি ৭৭ ও পরিমাহ অষ্টাংশ হইবে। এই দশ প্রকার মধ্যে দোলা, পামিনী ও পামিনী নৌকা ক্ষুদ্রপ্রমাণ হইয়া থাকে।

“সাক্ষহস্তমিতা অভীশপরিমাহিণী।

নৌকাং দীর্ঘিকা নাম দশাংশেনোন্নতাপি চ।

বার্ষিক তরপিশোলা পত্রা পানিনি তরি।

জন্মলা পানিনি চৈব গারিণী বেগিনী তথা।" (যুক্তিকল্পতর)

নৌকাতে নানা প্রকার ধাতু দ্বারা চিত্রকাৰ্য্য করিতে হয়।
বধাক্রমে কনক, রক্ত ও তাম্রে ব্রহ্মাদির আভূতি চিত্রিত
করিবে; পরে সিংহ, রক্ত, পীত ও নীল প্রভৃতি বর্ণে স্ফোভিত
করিতে হইবে। কেশরী, মহিষ, নাগ, বিরূপ, ব্যাঘ্র, পক্ষী ও
ভেক ইহাদের মুখ নৌকার মুখে বিস্তৃত করা বাইতে পারে।

জলে নৌকা ভিন্ন অস্ত্র যে কোন বান আছে, তাহা জঘন্ত-বান।

"নৌকাজ্ঞতো জলে বানঃ জঘন্তমিতি শ্রুতে।

তদেহা বহবতে হু পাশ্চাত্যানাং প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।" (যুক্তিকল্পতর)

জলপথগমনে জ্যোতীযান, যটীনৌকা, কলবান, চন্দ্রবান,
বৃক্ষবান ও জন্তুবান এই সকল বানই নিষিদ্ধ।

নৌকা গঠন আরম্ভ করিবার সময় উত্তম দিন চর ও
মকরাদি ৬টা লগ্ন এবং বিহিত নক্ষত্র দেখিয়া নৌকা গঠনে
প্রবৃত্ত হইবে। (যুক্তিকল্পতর)

নৌকাকৃষ্ণ (ক্লী) চতুরঙ্গক্লীড়াভেদ।

নৌকাদণ্ড (পুং) নৌকার পরিচালনার্থে যো দণ্ডঃ। ক্ষেপণী।
চলিত ধ্বজী বা লগী।

নৌক্রম, নৌকাশ্রেণীসংযুক্ত সেতু। নৌকানির্ধিত পুল।

(দিব্যাং ৫৫১৭)

নৌগাঁও (নবগ্রাম বা নওগাঁ) আসামের চিচ্চ কমিসনারের
অধীন একটা জেলা। ইহার উত্তরে ব্রহ্মপুত্রনদ, পূর্বে শিব-
সাগর, দক্ষিণে খাশিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্বত এবং পশ্চিমে
কলঙ্গ নদী ও কামরূপ জেলা। অক্ষা° ২৫° ৪৫' হইতে
২৬° ৪০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° হইতে ৯৩° ৫৪' পূঃ। নওগাঁ
নগর ইহার প্রধান নগর।

এই জেলার চতুর্দিকে যেমন কামরূপ, শ্রীকীর, খাশিয়া
ও জয়ন্তিয়া পর্বতমালা বিরাজিত, তেমনিই পর্বতগাজবাহিনী
নানা নদীতে এই উপবিভাগ পতথা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।
ধানেশ্বরী (ধানশিরা), কলাগী, দিধর, দেওপানী, ব্রহ্মপুত্র
ও কলঙ্গ নদীই প্রধান। দিধু, ননাই, কাশিলী, বঘুনা, বড়-
পানি, মিহাল ও কিলিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখানদী ব্রহ্মপুত্র
ও কলঙ্গের বৃত্তি করিতেছে।

কানামা-পর্বতের কানামা দেবীর মন্দির উল্লেখযোগ্য।
এই মন্দির কোচবিহার-রাজবংশের কোন রাজকর্তৃক নির্মিত
হইয়া থাকিবে। প্রবাদ, এই স্থান পূর্বে একটা বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে
পরিণত ছিল। বৌদ্ধভাস্কর্য্যী রাজা নরনারায়ণ ১৫৬৫
খৃষ্টাব্দে এই মন্দির পুনর্নির্মাণ করিয়া দেন।

[কানামা ও কামরূপ দেখ।]

পার্বতীয় অলম্ব্যাজির দত্তে শীকির, পায়ে, ক্রুকি ও
মাগাধাই প্রধান। ইহার কতকাংশে হোটানগপুরের
ওরাওন, কোল ও সাঁওতালবিপ্লবের দত্ত। এখানে কোচ আভির
সংখ্যাই অধিক, ইহার অল্পত জাতি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী
যদিয়া গণ্য। এখানকার ভোমজাতি উত্তরপশ্চিম ও দাক্ষিণাত্য
অপেক্ষা সামান্যিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নীত। ইহার
কোচিরা জাতিতে আপনাদের গুরু ও পুরোহিতের কাৰ্য্যে
বরণ করে। এতদ্বিধি এখানে ললু, কাছাক ও নেপালী এবং
অল্পত নানা দেশবাসী ব্যক্তিগণ কাৰ্য্যোপলক্ষে আসিয়া বাস
করিতেছে।

২ উচ্চ জেলার প্রধান নগর। কলঙ্গ নদীর পূর্বতীরে
অবস্থিত।

৩ মধ্যভারতের কুন্বেল-খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর
ও সেনানিবাস। ইহার এক পার্শ্বে ইংরাজাধিকৃত হামিরপুর
জেলা ও অপর দিকে হুজুরের সামন্তরাজ্য। এখানে লর্ড
মেওর স্মরণার্থ কুন্বেলখণ্ডের সামন্তরাজ 'রাজকুমার-কলেজ'
নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

নৌচর (জি) নাবা চরতি চর-ট। নৌকাচরণশীল, বাহার
নৌকার বিচরণ করে।

"বাসোনাথঃ শিবজলপথঃ কণ্ঠেণ নৌচরণাম্।" (রঘু)

নৌজীবিক (জি) নাবা জীবিকা বস্ত। নৌচালনাদি-
জীবিকায়ুক্ত, বাহার নৌকা চালনা করিয়া জীবিকা
সিদ্ধি করে।

নৌতীর্থা (জি) নাবা নৌকয়া তীর্থাং তরণীয়ং। নৌকাগম্য-
দেশাদি। নাবা।

নৌদণ্ড (পুং) ১ নৌকাদির মধ্যস্থিত কাঠদণ্ড। ২ ধাঁড়।

নৌ নিধিরাম, একজন গ্রাহকার। ইনি গরুড়পুরাণানার-
সংগ্রহ ও টাকা রচনা করেন। ইনি হরিনারায়ণের পুত্র এবং
রাজা শাহুলের পুরাণপাঠক পণ্ডিত সুখলালজীর পৌত্র।

নৌযান (ক্লী) নৌকাদিতে আরোহণ করিয়া দেশান্তরে গমন।
(সামন্তর° ১১২০১)

নৌযায়িন্ (জি) নাবা বাতি বা-পিনি। নৌকা দ্বারা নদ্যাদির
পারগামী। নৌযায়িনগকে তরণ্য দিতে হয়। এই তরণ্যোন্নয়
বিষয় মনুতে এইরূপ লিখিত আছে। নদীমার্গে দূরাদূর বাতারা
করিতে হইলে নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা এবং গ্রীষ্ম বর্ষাদি কাল
বিবেচনায় তরণ্য দিহ করিতে হইবে। সমুদ্রস্রব্দে এই
নিয়ম আছে, তাহার পণ্য মনুভবত হইবে। গভীণী প্রী, পরি-
ব্রাজক, ভিক্র, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণ ইহার নৌকার
মইলে তাহার তরণ্য দিতে হইবে না। রিক্তশকটাদি

নৌকার পার করিতে হইলে একপদ মাত্রল, এক পুরুষের বহনযোগ্য ভারে অর্ধপদ, পত এবং ত্রীলোক পারে চতুর্থাংশপদ, এবং ভারপূর্ণ মন্ত্রবোয় পারে পনের আট ভাগের এক ভাগ দিতে হয়। নৌকার বাইতে বাইতে যদি নাবিকের দোষে নৌযাত্রীর জ্বা নষ্ট হয়, তাহা হইলে নৌকাহ নাবিকেরা মিলিয়া আপন আপন অংশ হইতে ঐ কতি পূরণ করিয়া দিবে। নাবিকের দোষে চুরি হইলে তাহাও নাবিককে দিতে হইবে। কিন্তু দৈবদোষে নষ্ট হইলে তাহার কতিপূরণ করিতে হইবে না। (মন্ত্র ৮ অঃ)

নৌবৎ খাঁ নবাব, সম্রাট অকবরের একজন সেনাপতি। ইনি শাহ-জহানের অন্তঃপুরের নিকট ১৭০ হিজিরায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সাধারণে 'নীলীছত্রি' নামে প্রসিদ্ধ। এখান উহার অবস্থা ভগ্নপ্রায়।

নৌবতপুর (মহবৎপুর) উত্তরপশ্চিমের বারাগসীজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা° ২৪° ১৪' ৪৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২৭' ৪০" পূঃ। এখানে বলবতসিংহের তহশীলদার বিশ্বনাথ-সিংহপ্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির ও সরাই আছে। কর্ণনাশা নদী পার হইবার জন্য এখানে একটি প্রস্তরনির্মিত স্থল সেতু আছে।

নৌবন্ধনতীর্থ, হিমালয়পর্বতের তীর্থবিশেষ। মহাপ্রলয়ের পর ময় এখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। [মন্ত্র দেখ।]

নীলমতপুরাণে লিখিত আছে—মহর্ষি কতপ তীর্থভ্রমণে আসিলে তাঁহার পুত্র নীল কনখলে আসিয়া পিতাকে নিবেদন করিলেন, সংগ্রহ দৈত্যের পুত্র জলোত্তরের উপদ্রবে ধরা সংক্ৰান্ত হইয়াছে। তদনন্তর কতপ ব্রহ্মা ও শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় আপন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার আরাধনার ভূট হইয়া দেবসম্মুখে সম্মুখে নৌবন্ধনতীর্থে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। কংসনাগের উত্তরে হিমালয় পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে এই তীর্থ স্থাপিত। এখানে আসিয়া ব্রহ্মা উত্তরে, বিষ্ণু দক্ষিণে এবং শিব উত্তরের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া জলোত্তর কৈতাকে ব্রহ্মের ভিত্তর হইতে বাহিরে আসিতে আদেশ করিলেন। দ্বয়সমুদ্র তাঁহাদের আদেশ অমান্য করিলে বিষ্ণুর পরামর্শানুসারে শিব ত্রিশূলদ্বারা পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া দিলেন। তাহাতে জল বহির্গত হইলে বিষ্ণু অস্তমুর্জিতে জলমধ্যে প্রবেশপূর্বক জলোত্তরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিধন করিলেন। কেহ কেহ আরায়াট পর্বতে বেখানে নোয়ার আহাঙ্ক আসিয়া তঁকে তাহাকে নৌবন্ধন-তীর্থ বলিয়া মনে করেন। [নোয়া দেখ।]

নৌবিদ্যা, জাহাজাধি পরিচালনবিদ্যা। [নাবিক শব্দ দেখ।]

নৌবাসন (স্রী) নাবি বাসন। ১ নৌকাতে বিদ্য। ২ নৌকার বিদ্য।

নৌবাহ (জি) নাব্য বাহয়তি বাহি-অণ্। নৌকাবাহক, বাহারা নৌকা বহন করে, চলিত দাঁড়ী। (জিকা°)

নৌশেরবান, পারস্তরাজ কুবাদের পুত্র। ইনি সাধুতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তন্মত পশ্চিমে যুরোপ ও পূর্বে ভারতাবি নানারাজ্যে তাঁহার 'সৎ' এই স্তনাম ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি মুসলমানগণের মধ্যে 'আদিল' এবং গ্রীকগণের মধ্যে খসরু (Chosroes) নামে খ্যাত হইয়াছেন। ৩৩১ খ্রষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যাবিকার পাইয়াই, তিনি রাজ্যভরের জন্ত অগ্রসর হইয়া রোমকদিগের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে, তিনি কোন রোম সম্রাটকে বন্দী করিয়াছিলেন। ইহার রাজত্ব সময়ে সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের শান্তি-ভিক্ষা, সিরিয়ারাজের অধীনতা, অস্তিওক-জয়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে নানাস্থানে পারস্তরাজের যুদ্ধ-জয়, ইবিরিয়া, ক্যাপকোস, কসিশ্ এবং যুকসাইন প্রভৃতি স্থানজয়ের রোমকগণ কর্তৃক তাঁহার বীর্যের কথা উল্লেখ, ইত্যাদি নানা ঘটনায় রোমের ইতিহাসের সহিত মুসলমান ঐতিহাসিকগণের লেখায় অনেক মিল দেখা যায়। নৌশেরবান রোমকসম্রাট জাষ্টিনিয়ানকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করিয়া প্রতিবৎসর তাঁহার নিকট হইতে করস্বরূপ ত্রিশহাজার স্বর্ণমুদ্রা আদায় করিয়াছিলেন। যুদ্ধরাজ নৌশেরবান ৮০ বৎসর বয়সে রোমরাজ জাষ্টিন ও টাইবিরিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্মা করেন। নানাক্রমেষ সফল করিয়াও এই বোধপূর্বক কিছুতেই নিরুৎসাহ হন নাই। অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও পূর্ণ উদ্যমে উৎফুল্ল হইয়া তিনি কিছুদিন পরে ৫৭২ খ্রষ্টাব্দে দারা ও সিরীয়ানগর করতলগত করেন। প্রায় ৪৮ বৎসরকাল অক্ষুণ্ণপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়া ৫৭২ খ্রষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরপ্রাপ্ত হন।

ইহারই রাজত্বকালে সিরিয়ারাজের একবৎসর পূর্বে ৫৭১ খ্রষ্টাব্দে-ইসলামধর্ম প্রবর্তক মহম্মদের জন্ম হয়। স্বয়ং মহম্মদও সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় রাজার রাজত্বে জয়গ্রহণ করার আপনাকে গৌরবাবিত মনে করিতেন। সর জনু মাল্কমের পারস্তভ্রমণবৃত্তান্ত ও অন্যান্য পারস্তগ্রন্থে পূর্বদিকে ভারতে ও সিন্ধুপ্রদেশে এবং উত্তরে করগা রাজ্যে তাঁহার আগমন ও আক্রমণের কথা লিখিত আছে। সর হেনরী গুটজার সাহেব লিখিয়াছেন, বলতীরাজপুত্র গুহ নৌশেরবানের কস্তার পাণিগ্রহণ করেন।

০ চীনদেশের গ্রন্থে তাঁহার করগা আক্রমণের কথা লিখিত আছে এই জন্ত তাঁহার ভারতাক্রমণও সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয়।

নৌশেরবাণী, বেলুচিস্তানবাণী আতিবিশেষ।

নৌচেন (স্রী) নামঃ সেচেন, সুবাসিনীবাং বস্তু। নৌকা-সেচন।

নৌসারি, বরদারাজের অন্তর্গত একটি নগর। [নবসারি দেখ।]

নৌসহর, পলাব-রাজ্যের পেশাবর জেলার অন্তর্গত একটি তহসীল। কাবুলনদীর উত্তরে এবং দক্ষিণভাগে কোহাট-সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি উচ্চ-বিভাগ। ইহার অপর একটি নাম খালসাখটুক-তহসীল।

২ উচ্চ তহসীলের প্রধান নগর। অক্ষা° ৩০° ৫৯' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১' ৪৫" পূঃ। কাবুলনদীর দক্ষিণ-কূলে, পেশাবর নগর হইতে ৩০ কোশ পূর্বে অবস্থিত। এখানে ইংরাজরাজের সেনানিবাস আছে।

৩ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সিদ্ধপ্রদেশের হারদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। ইহার উত্তরে ও পশ্চিমে সিদ্ধনদী, পূর্বে ধরেরপুররাজ্য, ধর ও পার্কর জেলা; এবং দক্ষিণে হালা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ২৯৩৯ বর্গমাইল।

এখানে চাঁদবাসের উন্নতির জন্য ৯৮টী খাল আছে। তন্মধ্যে নসরংনামক খাল নুরমহম্মদ কলহোরার রাজত্ব সময়ে কাটা হইয়াছিল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে শাহপুরের যুদ্ধের পর সিদ্ধপ্রদেশ তালপুর সর্দারদিগের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে মীর কতে আলী ও রত্নম খাঁ কর্তৃক আব্দুল নবি কলহোরা পরাজিত হইলে, কান্দিহার ও নৌসহর তালপুরের শাসনকর্তা মীর সোহাব খাঁর হস্তগত হয়। ১৮৩০ সোহাবের মৃত্যু হইলে মীর রত্নম ও মীর আলীমুরাদ নামক তাহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদস্থলে যে যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে আলীমুরাদ জয়লাভ করেন এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রার উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা মুসলমানদিগের অধিকারে থাকে। পরে তাহাদের অসম্মতভাবে জুড় হইয়া ইংরাজরাজ ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন।

৪ উচ্চ তহসীলের অন্তর্গত একটি ভালুক।

৫ উচ্চ তহসীলের প্রধান নগর। এই পরগণার মোরো নগর হইতে ১৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। তালপুরের মীর-রাজগণের সময়ে এখানে গোলন্দাজসৈন্যের আবাস ছিল। এই নগর খ্রীঃ ১৮০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়।

৬ নিকোহাবাদ তহসীলের অন্তর্গত একটি গ্রাম। সৈনপুরী নগরের ৩৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। সজাউ শাহজহানের রাজত্বসময়ে হাজি অখু সৈয়দনামক জনৈক মুসলমান কর্তৃক এই গ্রামের পত্তন হয়। এখানে তাহার এবং তদীয় স্ত্রীর আটকুমাধীর স্মৃতি মন্দির আছে।

এতদ্ব্যতীত ইহার সন্নিকটে অনেক স্থান, সমাধিমন্দির ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নৌসহর অত্রো, সিদ্ধপ্রদেশের নীকারপুর ও নভর উপ-বিভাগের অন্তর্গত একটি ভালুক। ভূ-পরিমাণ ৪০২ বর্গ মাইল। এখানে একটি নদর ও ১০৮টী গ্রাম আছে।

নৌহাজারি, বাহালায় ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

ন্যাক (স্রী) নি-অকি। বাহ'ন লোপঃ। বিটার কীট।

ন্যাকারুকা (স্রী) ন্যক জিরডেসো পুর্বোদরাপিবাং ক লোপে সাধু। পত্নংকীট, বিভাক্রমি। (হারাংবদী) কেহ কেহ বলেন ইহার পাঠান্তর অন্তকারকা।

ন্যাকার (পুং) ন্যক জিরডে ইতি ক-বঞ। ন্যককরণ, নীচ-করণ। পর্যায়—অবজা, পরীহার, পরিহার, পরাভব, অপ-মান, পরিতব, তিরস্ক্রিয়া তিরস্কির, অবহেলা, হেলা, অব-হেলন, হেলন, অনাদর, অভিতব, হুকণ, হুকণ, রীড়া, অভিত-ভুতি, নিকৃতি, অহুকণ, অহুকণ, নীকার, অবহেল, অমানন, ক্ষেপ, নিকার, ধিক্কার। (শব্দরত্না°) বিমাননা। (কালিদাস) "ন্যাকারো হ্রসবে বে যদরত্নপ্রাপসৌ তাপসঃ।

দোংপায়েব নিহতি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ ॥"

(মহাভাটক ৯।১৪)

ন্যাক্ত (জি) নি-অন্য-ক, ততঃ কুৎস্ব। নিতান্ত অজ্ঞানমুক্তীকৃত।

"অগ্নিজ্ঞতাঃ পরীক্ষাংজানামুচ্যঃ স্রাঃ।" (তৈত্তি° ব্রা° ১।৩।১৪)

ন্যাক (জি) নত, নিত্যগে ন্যত। (তৈত্তি° ব্রা° ১।৩।৪।২)

ন্যাকাল্লী (জি) নিম্ননিকে ন্যত অল্পলী।

ন্যাক (পুং স্রী) নিয়তে নিকৃতে বা অক্ষীণ বস্তু সমাসে বহু। ১ মহিব। ২ জামদগ্না, পরশুরাম। ৩ কাংরা। (স্রী) ৪ মহিব-কৃণ। (জি) ৫ নিকৃষ্ট।

ন্যাকজাতি (স্রী) নীচ জাতি, বাহার নীচ আংশে জন্ম।

ন্যাক্তাব (পুং) নীচো ভাবঃ। নীচত্ব, নিকৃষ্টত্ব ভাব। নম্রতা।

ন্যাক্তাবন (স্রী) নতকরণ, নীচত্বপ্রাপণ, হুণার সহিত ব্যবহার-করণ।

ন্যাক্তাবয়িত্তি (জি) যে নত করে। নম্রকারী।

ন্যাক্রোধ (পুং) ন্যক রণন্তি ইতি কৃৎ-অহ্। ১ বটবৃক্ষ।

"গনলোড়ুন্নর্যবৎ-প্রাক্তপ্রোধবিত্তিঃ।" (ভারত ৪।৩।১৬)

২ শমীবৃক্ষ। ৩ বায়বপরিমাণ, দুই বাহ বিভক্ত করিলে

যে পরিমাণ হয়, তাহাকে ব্যাস কহে, চলিত 'বাণ'। ৪ বিহু।

৫ মোহেসৌমি। ৬ উগ্রসেন রাজার পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩।৭।৩০)

৭ মহাদেব। (ভারত ১০।১।৭।৪০) ৮ বাহ। ৯ বারানসী

অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১০ সুবিষপর্বা।

ইহার মাসগুণ বাহু, লঘু, বলকারক ও জিহোবান্যক। ২ হুনি-
 তেজ। (খেনি) (ত্রি) নিতরাং গজা। ৩ নিতান্তগমনশীল।
 আকুতুরহ (পুং) নাকুরিব ভূকঃ। ত্রোনাক বৃক, শোনাক।
 আকুশিরস্, ককুতঃ। (ঋক্ প্রাতি ১৬।২৩)
 আকুসারিণী (স্ত্রী) বৃহতী কলোভেন। (ঋক্ প্রাতি ১৩।২৩)
 আকুদ্গি (পুং) কুহনিমিত্ত শব্দগণভেদ। বধা, ভুত, মণ্ড,
 ভুগ, মূরগপাক, ফলেপাক, ক্ষেপপাক, মূরগপাক, ফলেপাক,
 মূরগপাক, ফলেপাক, ভুত, বহু, ব্যতিবহু, অহবহু, অববহু,
 উপবহু, ঋপাক, মাংসপাক, মূলপাক, কপোতপাক, উলু-
 পাক। সংজ্ঞা অর্থে মেঘ, নিদাঘ ও অবদাঘ; ন্যগ্রোধ ও বোরুণ
 (পা ৭।৩।৫৩।)
 আকু (পুং) নি-অনু-ব-গ্। নিতরাং অকুণ, নিতান্ত অকুণ।
 “সোমস্ত নাকো যদরুণপুশানি ফান্ধনানি।” (শত্ ব্রা° ৪।৫।১০)
 আকু (স্ত্রী) নিতরাং অকুণ। ক্ষুরোগবিশেষ, চলিত মেচেতা।
 “মণ্ডলং মহদ্রুগং বা শ্রাবং বা যদি বা সিতম্।
 সহস্রং নীলজং গাত্রো নাকুং তদভীযতে ॥” (ভাবপ্রকাশ)
 শ্রামবর্ণ বা গুরুবর্ণ হউক, শরীরের অন্নস্থান বা অধিক স্থান
 ব্যাপিরা বেদনাবৃত্ত বা বেদনাবিহীন মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন উপর
 হইলে তাহাকে নাকুরোগ কহে। শিরাবেধ, প্রলেপ ও
 অভ্রাশ্রাব্য নাকুরোগের চিকিৎসা করিবে। ক্ষৌরিকের
 ককু হৃদয়দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা সিদ্ধিপত্র,
 বুদ্ধদারক ও শিঙকাঠ চূর্ণ করিয়া তাহা দ্বারা উদ্বর্তন করিলে
 নাকু ও মুখব্যাক রোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র° ৪র্থ “ক্ষুরোগা”)
 ক্ষুরত মতে লক্ষণ—ছোট কিংবা বড়, শ্রাম অথবা গুরুবর্ণ,
 গোলাকার, বেদনামূল্য ও শরীরের সহিত সমকালে জাত যে চিহ্ন
 মূহুর শরীরে দেখা যায়, তাহাকে নাকু কহে। (সুশ্রুত)
 (ত্রি) ২ নিতরাং অকু, অত্যন্ত নির্মল।
 আকু (ত্রি) নিতরাং অকুতি অনু-বিহ্। ১ নিয়। ২ নীচ,
 বর্ল। ৩ কাংর্য। (বিখ)
 আকু (স্ত্রী) নিতরাং অকুণ গমনং। নিতরাং গমন, অতিশয় গমন।
 “নাকুনে চুর্গে চিদাত শরণম্।” (ঋক্ ৮।২।৭।৮) ২ ভগুভাব।
 আকুতি (ত্রি) নি-অক-শিচ্-ক্ত। অধঃকিপ্ত। (হেম)
 আকুলিকা (স্ত্রী) নিমকুতা অকুলিঃ। নিমকুতে ভুত হস্তপুট।
 আকু (পুং) নিতরাং অকুঃ। চরমভাগ, শেষভাগ।
 আকু (পুং) নি-ই-অচ্ (এরু। পা ৩।৩।৫৬) অপচর, নীশ।
 আকু (স্ত্রী) হ্রস্ব। “অপামিধং ভয়নং সব্রহ্ম বিবেশনম্।”
 (ঋক্ ১০।১৫২।৭) “নমস্তি নিতরাং গজকুম্মিরিতি ভয়নং হ্রস্বঃ।”
 (সায়ণ)
 আকু (ত্রি) নি-অর্। অবীকৃত।

আকু (পুং) নি-অর্। অবীকৃত।
 “ন ভোমামুন্যবীহীঃ।” (ঋক্ ১০।১০।৭।৮) “স্বাখং
 নিকুটঃ গতিঃ।” (সায়ণ)
 (ত্রি) নিকুটো অর্থো বত। ২ নিকুটার্থ। ৩ ধ্বংস।
 আকু (স্ত্রী) ১ দশগণিত অর্কুণ সংখ্যা। ২ ভৎসংখ্যার।
 “অনুভকার্কস্ক নার্বণক সব্রহ্মতঃ।” (গুরুবহু° ১৭।২)
 “অর্কুণং দশগণং নার্কুণং।” (বেদবীণ)
 আকু (পুং) নিকুটঃ অর্কুণির্দেবো দেবান্তরং বস্মাং। কতভেদ।
 “অর্কুণির্দেবো দেব উশানস্ত ভবুনিঃ।” (অথর্ব ১।১।১৪)
 আকু (ত্রি) নি-অস-কর্ম-ক্ত। ১ কিপ্ত। ২ তাকু। ৩ বিকৃত।
 ৪ নিহিত। ৫ স্থাপিত।
 আকু (ত্রি) যে দণ্ডে নত করিয়াছে। (আর সাজা দিবেনা)
 আকু (ত্রি) ১ স্থাপিত দেহ। ২ মৃত দেহ।
 আকু (পুং) কুতং শত্রং বেন। ১ পিতৃলোক। (ত্রিকা°)
 “অক্কেদনঃ শৌচপরঃ সত্যং ব্রহ্মচারিণঃ।
 ভুতশত্রু মহাতপাঃ পিতরঃ পূর্লদেবতাঃ ॥” (মহু ৩।১২২)
 (ত্রি) ২ তাকু-শত্রু, বাহ্যার শত্রু পরিত্যাগ করিয়াছে।
 আকু (স্ত্রী) দোষীয়া বক্ষণ।
 “ভুক্তিকা কুরোহিণ হুতগংকরনী” (অথ° ৬।১০৯।১)
 ‘হে শম্মপুঙ্গিকো নাকুিকা দোষীয়াগমণম্’ (ভাষ্য)
 আকু (ত্রি) নি-অকু-ক্ষেপে কক্ষণি বাহুলক্যং আর্থে বৎ।
 ১ স্থাপনীয়। ২ তাকুবা।
 “অকুনাঙ্কুণং বীতংসো। ন কুতং গাতিং তদা।”
 (ভারত° ৭।২০০ অ°)
 আর্ধ প্রযোগে ‘কুত’ এইরূপ পদ হইবে, কিন্তু লৌকিক
 প্রযোগে বৎ না হইয়া গ্যৎ, এবং ‘কাত’ এইরূপ পদ হইবে।
 আকু (পুং) মাসের শেষ দিন। অমাবস্তার সায়ংকাল।
 “অমাবস্তারং কুহেহনি বিজায়তে।” (কৌশিকহু° ৭।২)
 আকু (স্ত্রী) নিতরাং ক্যতে ইতি নি-অক-গ্যৎ। কুট তপুল,
 চলিত মুড়ী, পর্যায় কুটাম, কুহব। (শব্দ°)। ২ তাল চাউল।
 আকু (ত্রি) কুহোমিহং কুহু অণ্। রহুগুণচর্চ।
 আকু (পুং) ভদ্রনিমিত্তি নি-অদ-ভক-শে-ণ (নৌগ চ। পা ৩।৩।৬০
 আহার।
 আকু (পুং) নিরমেন ভীয়েতে ইতি নি-ইণ্-ব-জ্ (পরিভ্রো-
 নীণো-ব্রাত্যব্রোহঃ। পা ৩।৩।৩৭) ১ উচিত। পর্যায়—অব্রোহ,
 ক্রম, সেশগুণ, সমরস। ২ বিহু।
 “অগ্রণীগ্রামিনীঃ প্রীমান্ ভাবো নেতা সখীরণঃ।” (বিহুস
 সহস্রনাম) নীরতে প্রাপ্যতে বিবক্তিতার্থা বেন নী-ব-জ্-
 প্রত্যয়েন নিপাতনাং সাধুঃ (অথারজাদোষাবসংহারান্তঃ।

পা ৩০১২২) ৩ সাধু। ৪ নীতি। ৫ ভোগ্য। ৬ ভোগ। ৭ মুক্তি। (চিন্তামণি)

৮ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমনাঙ্ক পঞ্চ অবয়ব বাক্য। এই পঞ্চ অবয়ববাক্যই ন্যায়। অবয়ব-পঞ্চকে অঙ্গ কহে, এই এক একটা অবয়ব ভায়ের অঙ্গ। অত-এব এই পঞ্চঅবয়বযুক্ত বাক্যই ভায়ের মূল বাচ্য। ভায় বলিলে ভায় শব্দকেই বুঝায়, এইজন্য প্রথমে ভায় শব্দের মূল যে গৌতম যুগ তাহার বিষয়, তৎপরে নব্য ভায়ের বিষয় দেখাইয়া বর্ণ্যক্রমে ভায়শব্দের ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইবে।

গৌতম ভায়।—গৌতমযুগত যুগাকারে প্রথিত পদার্থসমূহের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। গৌতম দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমার্ধকে প্রমাণাদি বোদ্ধশ পদার্থের উদ্দেশ, আদ্যতৎসাক্ষাৎকার ও মোক্ষরূপ প্রয়োজন প্রতিপাদন, অনন্তর তত্ত্বজ্ঞানার্থীন মুক্তির উৎপত্তিক্রম, এবং প্রমাণ পদার্থের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, এই চারি প্রকার লক্ষণ, পরে দৃষ্টার্থ অদৃষ্টার্থভেদে শব্দবিভাগ এবং প্রমের লক্ষণ ও প্রমের বিভাগপূর্বক আত্মা শরীরনিরূপণ ইন্দ্রিয়, ভূত ও অর্ধবিভাগ, বুদ্ধি লক্ষণ, মনোনিরূপণ, প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও তদ্বিভাগ, দোষ, প্রোক্তাতাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ ও সংশয়-লক্ষণ, সংশয়ের কারণ-নির্দেশ, প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত লক্ষণ, সিদ্ধান্ত বিভাগ, এবং সর্বস্ততঃসিদ্ধান্ত, প্রোক্ততঃ-সিদ্ধান্ত, অমিকরণসিদ্ধান্ত, অনুপগমসিদ্ধান্ত লক্ষণ, জ্ঞানাবয়ব বিভাগ, প্রতিজ্ঞাহেতু, বাতরেকীহেতু, উদাহরণ, ব্যতিরেকাদাহরণ, উপনয় ও নিগমনলক্ষণ, তর্ক ও নির্ণয়নিরূপণ; দ্বিতীয়া-র্ধিকে—বান, জর, বিতণ্ডা লক্ষণ এবং হেতুভাসবিভাগ, সবাতি-চার, বিরুদ্ধ, প্রেকরণসম, সাধাসম ও অজীতকালরূপ, বাস্তি-চারী বিরুদ্ধ, সংপ্রতিপক্ষিত, অসিদ্ধ ও বাধিত এই পঞ্চবিধ হেতুহেতুর লক্ষণ, অতঃপর ফললক্ষণ ও ফলবিভাগ; বাক্ফল, 'সামান্যফল ও উপচারফল, এই ত্রিবিধ ফলের লক্ষণ ও তৎসম্বন্ধী পূর্বপক্ষ ও সমাধান, অনন্তর জাতি ও নিগ্রহ-স্থানের লক্ষণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম আর্ধিকে সংশয়স্বকী পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত, এবং প্রমাণচতুষ্টয়স্বকী পূর্বপক্ষ ও তৎসমাধান, প্রোক্তকলকণে আক্ষেপ ও সমাধান, জনাসিদ্ধিবিষয়ে মুক্তি ও প্রোক্তসিদ্ধান্তস্বকী, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে প্রোক্তাহেতুস্বকী বাক্য, প্রোক্তকে অনুমিততৎস্বকী ও তৎ-সমাধান অবয়বীকণ ও তৎসমাধান, অনুমানপূর্বপক্ষ, তৎ-সমাধান, উপমানপূর্বপক্ষ, তৎসমাধান, উপমানের অনু-মানান্তর্ভাবস্বকণ, এবং শব্দপ্রমাণসম্বন্ধে পূর্বপক্ষ, ও বেদ-প্রমাণাণ্যক্ষেপ, তৎসমাধান, বেদবাক্যবিভাগ, বিমিলকণ,

অর্ধবাদবিভাগ, ও অনুবাদলক্ষণ, বেদপ্রমাণে মুক্তি, প্রমাণ-চতুষ্টয়স্বকী আক্ষেপ, তৎসমাধান, শব্দের অনিত্যত্বসমাধান, শব্দাবিকারনিরাকরণ, কেবলবাক্য, কেবলভুক্তি ও কেবল জাতিতে শক্তির নিরাকরণ, ও জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট বাক্যিতে পদের শক্তিপ্রতিপাদন, বাক্যি, আকৃতি, ও জাতির লক্ষণ; তৃতীয় অধ্যায়ে—আত্মাদি ষাণ্ণবিধ প্রমেরের পরীক্ষা, ইন্দ্রিয়-চৈতন্ত্যবাদ, শরীরাত্মবাদপ্রভৃতিদ্বন্দ্ব, চক্ষুর অবৈতন্ত্য-নিরাকরণ, মনের আত্মত্বনিরাকরণ, ও আত্মার নিত্যত্ব-প্রতিপাদন, শরীরের এক ভৌতিকত্বকখন, ও পার্থিবত্ব মুক্তি, ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব ও নানাত্ব পরীক্ষা, জ্ঞপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পঞ্চবিধ অর্ধ সর্বক্কে পরীক্ষা, জ্ঞানবয়ের অযোগ্যপদ্যপ্রতিপাদন, বাদনিরাস, বুদ্ধির আত্মত্বপ্রতি-পাদন, বুদ্ধি যে শরীরগুণ নহে, ইহার বিশেষরূপে প্রতি-পাদন, মনের পরীক্ষা ও শরীরের পুরুষাদৃষ্ট নিশাদ্যত্বপ্রতি-পাদন; চতুর্থ অধ্যায়ে—প্রবৃত্তি ও দোষপরীক্ষা এবং জ্ঞান-স্তর সর্বক্কে সিদ্ধান্ত, উৎপত্তিপ্রকার প্রদর্শন, দুঃখ ও অপবর্গের পরীক্ষা, তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি, অবয়বী ও নিরবয়বপ্রকরণ, পঞ্চমাধ্যায়ে-জাতিবিভাগ, সাধর্মানসম, বৈধর্মানসমপ্রভৃতি অনেক-বিধ জাতিবিশেষের প্রতিপাদন, অনন্তর নিগ্রহস্থান বিভাগ, প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর প্রভৃতি দ্বাবিশতিপ্রকার নিগ্রহস্থানের লক্ষণ, তৎপর হেতুভাসের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তভাবে ভায়দর্শনের পদার্থসকল আলোচনা করা যাইতেছে, বিচার প্রভৃতির বিষয় নব্য-ভায়স্থলে আলোচনা করা যাইবে।

মহর্ষি গৌতম প্রথমে বোদ্ধশপদার্থের নিরূপণ করিয়া-ছেন। যথা—প্রমাণ, প্রমের, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বান, জর, বিতণ্ডা, হেতুভাস, ফল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। এই বোদ্ধশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিশ্চেষ্ট লাভ অর্থাৎ মুক্তি হইয়া থাকে। এই সকল পদা-র্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলেই কি তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয়, অথবা বিলম্বে হইয়া থাকে ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ। আত্মাদি প্রমেরের বা পূর্বোক্ত বোদ্ধশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে, প্রথমে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হয়, এই মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে তৎকাৰী বর্ণ্যা-ধর্মেরও নাশ হয়, বর্ণ্যাধর্মরূপ নিবৃত্তিনাশে জন্মেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে, জন্মনিবৃত্তি দ্বারা দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। মিথ্যা-জ্ঞান, দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখ ইহাদের মধ্যে পূর্বপদার্থ পর পরের কারণ। শরীরসম্বন্ধে জীবমুক্ত হইতে পারে, কিন্তু গৌতম বা বাংস্তারন ইহার বিষয় কিছু বলেন নাই। পরবর্তী

নৈয়ামিকেরা শ্রীবক্তুর বিবর বলিয়াছেন। শ্রীবক্তৃপুস্তক-
বের প্রারম্ভিক অঙ্ক শারীরিক কতিপয় দৃশ্য থাকে, কিন্তু
তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ বোধ উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া ত্রীপুজাদি
'বিরোধ-জনিত ও মানসিক দৃশ্য' এক বোধ উৎপন্ন হয় না
বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানীর প্রকৃতি (যন্ত্র বা চেষ্টা) বর্ণনামূলক উৎপন্ন
করিতে পারেন না। স্ততরাঃ জ্ঞানার্ণব না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীবক্তৃ-
শব্দবাচ্য হয়।

এই বোধের গম্যার্থ জানিতে হইলে প্রমাণ প্রয়োজন।
এই অঙ্ক ইহার পরেই প্রমাণের বিবর লিখিত হইয়াছে।

প্রমাণের লক্ষণ ও বিভাগ—

প্রমা বা প্রমিতি অথবা বর্ণার্থজ্ঞানের করণকে প্রমাণ
বলে। ইহার তাৎপর্য্য, বাহ্য দ্বারা বর্ণার্থরূপে বস্তুসকলের
নির্ণয় করা যায়, তাহাকে প্রমাণ কহে। প্রমাণ চারি প্রকার
বলিয়া প্রমাণজ্ঞান ও চারি প্রকার। যথা প্রত্যক্ষ, অহু-
মিতি, উপমিতি এবং শাস্ত্রবোধ। প্রত্যক্ষ প্রমিতিকে প্রত্যক্ষ,
অহুমিতিতে অহুমান, উপমিতিকে উপমান ও শব্দজ্ঞানকে
শব্দ প্রমাণ কহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ—

নয়নাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বর্ণার্থরূপে বস্তুসকলের যে জ্ঞান হয়,
তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমিতি কহে। ইহাই সহজ লক্ষণ। গৌতম-
সূত্রে ইহার এইরূপ লক্ষণ আছে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের
সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষ, ইহা অব্যাপদেশ্য,
অব্যক্তিচারী ও ব্যবসায়রূপ। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সম্বন্ধ
হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।* অব্যাপদেশ্য
শব্দের অর্থ নামোল্লেখের অযোগ্য। বাৎস্তায়নভাষ্যমূলে
বোধ হয়, উক্ত বিশেষণটি তাহার মতে পুরুষসৎ বিশেষণ,
অর্থাৎ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তিব্যবহৃত নহে। (অব্যাপ্তি শব্দের
অর্থ, লক্ষ্য লক্ষণের অগমন) ইহাকে সহজ কথায় অপ্রসঙ্গ
বলা হইতে পারে।

অতিব্যাপ্তি, (অলক্ষ্য লক্ষণের গমন) ইহাকে অতিপ্রসঙ্গ
বা অতিব্যাপ্তি বলা হইতে পারে। যে পদার্থের লক্ষণ করা
হয়, তাহাকে লক্ষ্য কহে।)

প্রথম ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধাধীন রূপরসাদির জ্ঞান হইলে রূপ-
রসাদির নামোল্লেখপূর্ব্বক “রূপ জানিতেছি, রস জানিতেছি”
ইত্যাদিরূপে রূপরসাদির জ্ঞানের ব্যবহার হইয়া থাকে।
ব্যবহারকালে রূপাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান শব্দবিশিষ্ট করিয়া শব্দ-
জ্ঞান হইতে পারে, এই ভ্রমনিরাসার্থ উক্ত বিশেষণ প্রসঙ্গ
হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ অন্য রূপাদিপ্রত্যক্ষাশ্রয় জ্ঞান

ব্যবহার কালে শব্দদ্বারা উল্লিখিত হইলেও উহা শব্দ জ্ঞান-মত
বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞান নহে। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ অন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান
ব্যবহার কালে পরিবর্তিত হয় না, পূর্ব্বরূপই থাকে। বাৎ-
স্তায়ন ভাবের এইরূপ ভাষণবা।

কেহ কেহ বলেন, অহুমিতিব্যাপ্তি অব্যাপদেশ্য বিশেষণটি
প্রসঙ্গ হইয়াছে। ব্যক্তিকার বলিয়াছেন অহুমিতি ইন্দ্রিয়-
সম্বন্ধ অঙ্ক হয় না বলিয়া অহুমিতিতে অতিপ্রসঙ্গ ও হইতে
পারে না।

বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন, অব্যক্তিচারী শব্দের অর্থ ভ্রমভিন্ন
এবং ব্যবসায় শব্দের অর্থ নিশ্চয়। মরীচিকাসিদ্ধে ইন্দ্রিয়-
সম্বন্ধবশতঃ জলাদিভ্রমে উহার প্রত্যক্ষপ্রমাণব্যবহারার্থ
অব্যক্তিচারী এই বিশেষণ প্রসঙ্গ হইয়াছে এবং দূরত্ব ব্যক্তির
হাণ্ড প্রকৃতিতে পুঙ্খবদাদি ব্রহ্মেণ প্রত্যক্ষপ্রমাণকণের প্রম-
দ্যবসায় ‘ব্যবসায়’ এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। বহুবচন-
টীকাকৃত বাচস্পতিমিশ্র প্রকৃতি প্রৌঢ় নৈয়ামিকগণ এবং বিশ্ব-
নাথ প্রকৃতি নব্যনৈয়ামিকেরা বলেন ‘ইন্দ্রিয় সম্বন্ধজনক অব্যক্তি-
চারী (যথার্থ) জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষের লক্ষণ। অব্যাপদেশ্য ও
ব্যবসায় এই দুইটি প্রত্যক্ষের বিভাগ, অব্যাপদেশ্য শব্দের
অর্থ, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, অব্যবসায় শব্দের অর্থ, সর্বিকল্পক
প্রত্যক্ষ।

যে জ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধকে বিবর করে, তাহা
সর্বিকল্পক, যথা নীল বট ইত্যাদি। এই জ্ঞান নীলরূপাশ্রয়
বিশেষণ এবং বটরূপ বিশেষ্যের সম্বন্ধকে বিবর করিয়াছে, অত-
এব এই সর্বিকল্পক জ্ঞানকে বিশিষ্টবুদ্ধি বলে। যে জ্ঞান
সম্বন্ধকে বিবর করে না, তাহা নির্বিকল্পক, বটরূপাদির সহিত
চক্ষু সম্বন্ধ হইলে প্রথম পৃথক পৃথকরূপে বট ও বটাদির
যে জ্ঞান হয়, তদ্ব্যতীত প্রথম জ্ঞান নির্বিকল্পক, উত্তর জ্ঞান
সর্বিকল্পক। এই নির্বিকল্পক জ্ঞানের আকার শব্দ দ্বারা
প্রদর্শন করা যায় না বলিয়া উহাকে অব্যাপদেশ্য বলে, ‘বট,
বটত্ব’ ইত্যাদিরূপ নির্বিকল্পকজ্ঞানের যে আকার প্রদর্শন
করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিমান
ব্যক্তিমানই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা নির্বিকল্পক জ্ঞানের
প্রকৃত আকার নহে, যে হেতু তাৎপার্য্যকারক জ্ঞানও বটাপে
বটাদির অসম্বন্ধ জ্ঞান হইয়া থাকে বলিয়া তাৎপার্য্যকারক
জ্ঞান সর্বিকল্পক। নির্বিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া
উহা অতীন্দ্রিয়, কিন্তু অহুমান দ্বারা উহার অর্থাৎ নির্বিকল্পক
জ্ঞানের অহুমিতিরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

সামান্ততঃ নিয়ম আছে, বিশিষ্ট-বুদ্ধির অতি বিশেষণ জ্ঞান
কারণ, যেহেতু পূর্ব্ব বটত্ব, বটত্বাদিরূপ বিশেষণ জ্ঞান

* ইন্দ্রিয়সম্বন্ধাধীন রূপরসাদির জ্ঞান হইলে রূপ-
রসাদির নামোল্লেখপূর্ব্বক “রূপ জানিতেছি, রস জানিতেছি”
ইত্যাদিরূপে রূপরসাদির জ্ঞানের ব্যবহার হইয়া থাকে।
ব্যবহারকালে রূপাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান শব্দবিশিষ্ট করিয়া শব্দ-
জ্ঞান হইতে পারে, এই ভ্রমনিরাসার্থ উক্ত বিশেষণ প্রসঙ্গ
হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ অন্য রূপাদিপ্রত্যক্ষাশ্রয় জ্ঞান

থাকিলে ঘটনাক্রমাদি-বিশিষ্ট ঘটের জ্ঞান হয় না। এই জ্ঞাত ঘটনাবিশিষ্ট ঘটজ্ঞানের পূর্বে বিশেষরূপে ঘটভাব (ঘট) জ্ঞান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ঘটের সবিকল্প-জ্ঞান পূর্বে ঘটের অসুস্থিত্যাদিরূপে কোন সবিকল্পক জ্ঞান না থাকিলেও ঘটে চক্ষুঃসংযোগাদিবশতঃ ঘটভাববিশিষ্ট ঘটজ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং অগত্যা তাদৃশ বিশিষ্টবুদ্ধির পূর্বে ঘটভাবের নিরীকল্পক জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। এই নিরীকল্পক জ্ঞানের প্রতি অন্য কারণ অসম্ভব বলিয়া ইঞ্জিয়-সম্বন্ধে মাত্রই কারণ স্বীকার করা হইয়াছে এবং ইঞ্জিয়-সম্বন্ধে কারণ আছে বলিয়া ঘটভাবের নিরীকল্পক জ্ঞানের সহিত ঘটের নিরীকল্পক জ্ঞান স্বীকার করা হইয়াছে।

এখানে একটা বিবেচ্য এই যে, উক্তরূপে সবিকল্পক জ্ঞানের প্রতি নিরীকল্পক জ্ঞান কারণ হইলে এবং নিরীকল্পক জ্ঞানের প্রতি ইঞ্জিয়সম্বন্ধে কারণ বারণ, হইলে সর্বত্রাদির ও সবিকল্পকনিরীকল্পকজ্ঞানেও উক্তরূপে কার্যকারণভাব স্বীকার করিতে হইবে, এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, রজ্জুতে চক্ষুঃসম্বন্ধ হইলে, রজ্জু রজ্জুত্বের নিরীকল্পক জ্ঞান হইয়া রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞানরূপে সবিকল্পক জ্ঞানই সর্বদা হইতে পারে, এবং রজ্জুতে সর্বত্রভ্রম কদাপি হইতে পারে না, যে হেতু রজ্জু রজ্জুত্বে চক্ষুঃসম্বন্ধে আছে বলিয়া রজ্জুত্ব বিশিষ্ট বুদ্ধির কারণ রজ্জুত্বরূপে বিশেষজ্ঞান অবশ্য আছে এবং সর্বত্র চক্ষুঃসম্বন্ধে নাই বলিয়া এইটী সর্ব ইত্যাকার সর্বত্র বিশিষ্ট বুদ্ধির কারণ সর্বত্ররূপে বিশেষজ্ঞান নাই। অজ্ঞানবশতঃ সর্বত্রের স্মৃতি হইয়া দূরত্ব দোষ-নিবন্ধন সর্বত্রের রজ্জুতে ভ্রম হয়, এইরূপে বলিলেও আশঙ্কা থাকে যে, সর্বত্রভ্রম অসুস্থিত্য-ব্যক বা প্রত্যক্ষাত্মক, তন্মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং অতিবেশ-ব্যক জ্ঞাত স্মরণ-সংক্রান্ত-সাদৃশ্যজ্ঞানাদি নাই বলিয়া ঐ সর্বত্র-ভ্রম অসুস্থিত্যাত্মক হইতে পারে না এবং সর্বত্র সম্বন্ধে না থাকি। প্রত্যক্ষ সর্বত্র ও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

রজ্জুতে রজ্জু প্রত্যক্ষ হইবে না কেন? ইহার উত্তর এই রূপ—প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও অলৌকিকপ্রত্যক্ষ। তন্মধ্যে অলৌকিকপ্রত্যক্ষে ইঞ্জিয়সম্বন্ধে কারণ নহে। এক্ষণে দেখ, রজ্জুতে যে সর্বত্রভ্রম হইয়া থাকে, উহা লৌকিক প্রত্যক্ষ নহে, অলৌকিক প্রত্যক্ষ সর্বত্রভ্রমে সর্ব ইঞ্জিয়সম্বন্ধে না থাকিলেও জ্ঞান হইতে পারে।

দূরত্ব দোষ-নিবন্ধন রজ্জু ও রজ্জুত্বে সম্যক সম্বন্ধ হইতে পারেনা বলিয়া রজ্জুতে রজ্জুত্বের প্রত্যক্ষ হয় না। এখানে আর একটা আশঙ্কা হইতে পারে যে, ইঞ্জিয়সম্বন্ধে বসি লৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ না হয়, তাহা হইলে রজ্জুতে ইঞ্জিয়-

সম্বন্ধবাস্তবিকের রজ্জুত্ব সর্বত্রভ্রম হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞানের বিবরণ হই প্রকার, বিশেষ্য এবং বিশেষ-বৎ। এইটী সর্ব ইত্যাকারক রজ্জুতে সর্বত্রভ্রমে, রজ্জু বিশেষ্য, সর্বত্র বিশেষণ। ইহার মধ্যে রজ্জুজ্ঞান প্রত্যক্ষ লৌকিকজ্ঞান সর্বত্র প্রত্যক্ষ অলৌকিক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ লৌকিক বলিয়া রজ্জু জ্ঞানার্থে চক্ষুঃসম্বন্ধে আবশ্যক বলিয়া রজ্জুতে চক্ষুঃ সম্বন্ধে না থাকিলেও রজ্জুতে তাদৃশ সর্বত্র প্রত্যক্ষ হইবে না।

এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ৬ প্রকার, দ্রাঘত্ব, রাসন, চাক্ষুঃ, ঘ্রাণ, স্রাবণ ও মানস। দ্রাঘ, রসনা, চক্ষু, শ্রুতি, স্রোত্র মন এই ৬টা ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। যথুবাতি রস ও তলত মধুরত্বাদি জাতিক রাসন, নীল পীতাদি রূপ ঐ রূপ বিশিষ্ট দ্রব্য, নীলত্বপীতত্ব প্রভৃতি জাতি, এবং ঐ ঐ রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া এবং যোগাত্মক সমবায়াদির চাক্ষুঃ, উত্তত দীত উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদির ঘ্রাণ, শব্দ ও তলত বর্ণত্ব, ধ্বনি-ত্বাদি জাতির স্রাবণ এবং সুখত্বাদি আত্মরূপিত্ব গুণের আত্মার সুখত্বাদি জাতির মানসপ্রত্যক্ষ হয়।

অসুস্থিত্য—ব্যাপ্যপদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অসুস্থিত্য কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য এবং যে পদার্থ না থাকিলে, যে পদার্থ না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে। যথা—কোন স্থানেই বহুবাস্তবিকের ধূম থাকে না বলিয়া বহি ধূমের ব্যাপক। এই জ্ঞাত লোকের পদার্থাদিতে ধূম দর্শন করিয়া বহির অসুস্থিত্য করিয়া থাকেন। এই অসুস্থিত্য তিন প্রকার, পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট।

প্রত্যক্ষপূর্ণক জ্ঞান অসুস্থিত্য। লিঙ্গজ্ঞানপূর্ণক লিঙ্গীর জ্ঞানকে অসুস্থিত্য কহে।

যে পদার্থের অসুস্থিত্য হইবে, তাহাকে লিঙ্গী বলে এবং যে পদার্থ দ্বারা অসুস্থিত্য করা হইবে, তাহাকে লিঙ্গ বলে। যথা পূর্বতে বহির অসুস্থিত্যতে বহি লিঙ্গী, ধূম লিঙ্গ, এবং পূর্বতে পক্ষ। পরবর্তী নৈদারিকগণ লিঙ্গকে হেতুসামান্যাদি নামে এবং লিঙ্গীকে সাধ্যাদি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। গৌতম বাৎস্ত্যাদি লিঙ্গবিশিষ্ট পক্ষকে সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। পক্ষশব্দের মৌটামুটি অর্থ, যে পদার্থে অসুস্থিত্য করা হইবে। কিন্তু গৌতম বা বাৎস্ত্যাদি পক্ষ শব্দের এতাদৃশ অর্থ কোন স্থলেও করেন নাই। উদ্যোৎকরাণি করিয়াছেন।

পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট, এই ত্রিবিধ অসুস্থিত্যের বাচক পূর্ববদাদি শব্দের অর্থ নানা লোকে নানারূপে করিয়া-

ছেন। কিন্তু বাৎস্যর বৈশিষ্ট্য অর্থ করিয়াছেন, তাহাই এই স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ববৎ অস্থান—কারণবর্ণনে কার্যের অস্থানকে পূর্ববৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক, যেমন যেখের উত্তরি দর্শন করিয়া বৃত্তির অস্থান, অতিশয় মেঘ হইয়াছে, এই স্থলে মেঘরূপ কারণ দর্শন করিয়া অতিরে বৃত্তি হইবে, এই বৃত্তিরূপ কার্যের অস্থানকে পূর্ববৎ অস্থান কহে।

শেষবৎ অস্থান—কার্যদর্শন করিয়া কারণের অস্থানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্যলিঙ্গক অস্থান কহে। বেঙ্গল নদীর অভ্যন্ত বৃত্তি দর্শন করিয়া বৃত্তির অস্থান।

সামান্যতোদৃষ্ট অস্থান—কারণ ও কার্যভিন্ন কেবল বাধ্য যে বস্তু তাহাকে দর্শন করিয়া যে অস্থানিতি হয়, তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অস্থান কহে, যথা গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ শব্দর সন্দর্শনে তুরঙ্গকের অস্থানকে হেতু করিয়া গুণের অস্থান এবং পৃথিবীর জাতিকে হেতু করিয়া ত্র্যবাক্য জাতির অস্থান। বাৎস্যর সামান্যতোদৃষ্ট অস্থানের কোন লক্ষণ করেন নাই, কিন্তু এইরূপ উদাহরণ দিয়াছেন—সূর্যের গমনাস্থান ইহা সামান্যতোদৃষ্ট অস্থান। উদ্যোতকর ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি কার্য-কারণ ভিন্ন লিঙ্গক অস্থানকে সামান্যতোদৃষ্ট অস্থান বলিয়াছেন। এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, সূর্যের গমনাস্থান এই স্থলে লক্ষণাত্মক উদাহরণ হইতে পারে কি না? ইহাতে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, ঐ গমনাস্থানে লিঙ্গ কি কি? যদি সংযোগই লিঙ্গ হয়, তাহা হইলে ঐ সংযোগ গতির কার্য বলিয়া শেষবৎ অস্থানের অন্তর্গত হইয়া পড়ে, সুতরাং কার্যকারণভিন্ন লিঙ্গক হইতে পারে না। দেশান্তর-প্রাপ্তি ও দেশান্তর সংযোগ হইতে ভিন্ন নহে, অতএব দেশান্তর-প্রাপ্তিজন্য বিষয়বাদি হেতু করিতে হইবে, এই স্থলে দেশান্তর-প্রাপ্তি গতিকার্য হইলেও দেশান্তরপ্রাপ্তিজন্য বিষয় গতিকার্য না বলিয়া তাদৃশ লিঙ্গক অস্থান শেষবৎ অস্থানের অন্তর্গত হইতে পারে না, সুতরাং সূর্যের গমনাস্থান সামান্যতোদৃষ্ট অস্থানের উদাহরণ হইতে পারে। ইহা অনেক বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা এই স্থলে কষ্ট করনা করিতে হয় বলিয়া বলাকাপত্তি প্রভৃতি লিঙ্গক জলাশয়াদির অস্থানকে একদে সাধু উদাহরণরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

বাৎস্যর দ্বিতীয় কল্প—যে অস্থানের লিঙ্গলিঙ্গী সর্বত্র পূর্বে দৃষ্ট, তাহা পূর্ববৎ, যথা ধূলিলিঙ্গক বহুস্থান প্রসঙ্গমান (যাহার প্রসক্তি আছে) ইত্যর ধর্ম নিরাকৃত হইলে অবশিষ্ট ধর্মাত্মক শেববৎ। যথা শব্দে গুণভাজমান, সংপদার্থ বলিয়া শব্দে

• ভাব মতে ত্র্যবাক্য ও কল্প সং।

ত্র্যবাক্য, ত্র্যবাক্য এবং কল্পভাজক বর্ণভাজকের প্রসক্তি আছে, এখন শব্দ এক ত্র্যবাক্য সমবেত। বলিয়া ত্র্যবাক্য নহে, শব্দ সঙ্গাভ্যাস জনক হয় বলিয়া কল্প নহে, সুতরাং ত্র্যবাক্য কল্প নিরাকৃত হইলে শব্দে অবশিষ্ট গুণের অস্থান হয়। লিঙ্গ প্রভৃতি লিঙ্গীর সর্বত্র অপ্রত্যাক হইয়া কোন ধর্ম দ্বারা লিঙ্গের সঙ্গা-নতা (একরূপতা) নিবন্ধন অপ্রত্যাক লিঙ্গীর অস্থান দ্বারা-ন্যাতো দৃষ্ট, যথা ইচ্ছাদি দ্বারা আস্থার অস্থান। প্রয়োগ যথা—

ইচ্ছাদি গুণ, গুণলক্ষণ ত্র্যবাক্য, অতএব ইচ্ছাদি ও ত্র্যবাক্য-বৃত্তি। এখন দেখ, ইচ্ছাদির আধার আস্থারূপ ত্র্যবাক্য এবং ইচ্ছাদির সর্বত্রও প্রত্যাক নহে, ইচ্ছাদিতে গুণভাজক ধর্ম দ্বারা ত্র্যবাক্য অন্য গুণের সহিত সমানতানিবন্ধন ইচ্ছাদির ত্র্যবাক্যভিত্তিক সিদ্ধি দ্বারা সামান্যতঃ ত্র্যবাক্যরূপে আস্থারই সিদ্ধি হইয়াছে।

উদয়নাচার্য, গঙ্গেশ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি পূর্ববদানিষ্টে যথাক্রমে কেবলাধারী, কেবলবাতিরেকী এবং অধরবাতিরেকী এই তিন প্রকার অস্থান বলিয়াছেন এবং তাহাদের ঐ কেবলাধারী প্রভৃতির লক্ষ্য ও লক্ষণ মতভেদে নানারূপ ধারণ করিয়াছে।

উদয়ন মতে—কেবলমাত্র অধর-সহচার জ্ঞানদ্বারা যে স্থলে হেতুসাধার ব্যাপ্তি নির্ণয় হয়, সেই স্থলের হেতু কেবলাধারী। কেবল-বাতিরেক-সহচারদ্বারা যে স্থানে হেতু সাধার ব্যাপ্তি নির্ণয় হয়, সেখানে হেতু কেবলবাতিরেকী। উত্তর সহচার দ্বারা যে স্থানে ব্যাপ্তি নির্ণয় হয় সেই স্থানে হেতু অধরবাতিরেকী।

গঙ্গেশের মতে—যে স্থানে কেবল অধর ব্যাপ্তি জ্ঞানদ্বারা অস্থানিতি হয়, সেই স্থলে যে অধরব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাই কেবলাধারী। কেবল-বাতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা অস্থানিতি হইলে ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান কেবল-বাতিরেকী, উত্তরবিধ ব্যাপ্তি দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান অধরবাতিরেকী।

উদয়নমতের প্রভৃতি এই পূর্ববাদি ভিন্ন কেবলাধারী, কেবলবাতিরেকী এবং অধরবাতিরেকী অস্থান স্বীকার করিয়াছেন। বাহ্যাত্মক এবং ইহা মধ্যভাজের বিষয় বলিয়া অধিক আলোচিত হইল না।

অধর ও ব্যতিরেক ভেদে গৌতমের মতেও অস্থান যে বিভিন্ন, তাহা গৌতমোক্ত হেতু প্রভৃতি লক্ষণদর্শনে সন্দেহই ক্ষয়প্রাপ্ত করিতে পারেন।

উপমান—কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তি

• শব্দ আকাশরূপ একমাত্র ত্র্যবাক্য সমবেত। শব্দের অর্থ সম-বায় সর্বত্র। ঐ সমবেত অধরবৎ অধরবী, ত্র্যবাক্য গুণ ও কল্প, ত্র্যবাক্য ও কল্প সামান্য বা জাতি এবং পরস্পরভেদে বিশেষ থাকে। অধরবাক্য ত্র্যবাক্য এক ত্র্যবাক্য থাকে না, ত্র্যবাক্যভিত্তিক থাকে, অতঃ ত্র্যবাক্য সমবেত হয় না।

পরিচ্ছেদকে উপমিত্তি কহে। যথা যে ব্যক্তি পূর্বে গবয়জন্ত সন্দর্শন করে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে, গোসদৃশ গবয়, অর্থাৎ যে বস্তুর আকৃতি অধিকল গৌর আকৃতি তুল্য, গবয় শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে এই জ্ঞান জানে যে, যে বস্তু গোসদৃশ হইবে, গবয় শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে। গবয় শব্দদ্বারা গবয় জন্ত বুঝায় জানে না। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির নয়নশব্দে গবয় জন্ত পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের আকৃতি গৌর আকৃতি তুল্য দেখিয়া এবং পূর্বকৃত গোসদৃশ গবয় এই বাক্যের স্মরণ করিয়া বিবেচনা করে, যদি গোসদৃশ জন্তকে গবয় শব্দে বুঝায়, তবে যখন এই জন্তটি গোসদৃশ হইতেছে তখন এই জন্তই গবয়পদবাচ্য হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ গবয়শব্দের শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিত্তি কহে।

গৌতমহুত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ—‘প্রসিদ্ধসাধৰ্ম্ম্য দ্বারা সাধ্যানিষ্ঠের নাম উপমিত্তি, তৎকরণ উপমান।’ বাৎস্তায়ন ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, অতিদেশবাক্যপ্রযোজ্য নৃতিসহকারে প্রসিদ্ধ বস্তুর সাদৃশ্যজ্ঞানদ্বারা অপ্ৰসিদ্ধবস্তুরবিষয়ক সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর (নামনামীর) বোধ উপমিত্তি।

এক বস্তুতে অপর বস্তুর ধর্ম্মকথনকে অতিদেশ বাক্য বলে। ‘গোকুর মত গবয়’ এই বৃদ্ধবাক্যই অতিদেশ বাক্য।

গবয় গোসদৃশ—অরণ্যাবিহীন গবয় দেখিয়া কোন গ্রামবাসী অভিজ্ঞব্যক্তির নিকট শুনিয়াছিল যে, গোসদৃশ জ্ঞানবশতঃ অতিদেশবাক্যধীন সংজ্ঞার নিবন্ধন ‘গোকুর মত গবয় হয়’ এই বাক্য স্মরণ করিয়া ঐদৃশ জন্তই গবয় সংজ্ঞার সংজ্ঞী বা এরূপ জন্তর নামই গবয়, ইত্যাদ্যাকার সংজ্ঞা সংজ্ঞীর বোধই উপমিত্তি। গৌতম উপমিত্তির কোন বিভাগ করেন নাই। উদয়নাচাৰ্য্য প্রভৃতি সাধৰ্ম্ম্য ও বৈশৰ্ম্ম্যভেদে উপমিত্তি দ্বিবিধ বলিয়াছেন, এই স্থলে উহা আলোচিত হইল না।

শব্দপ্রমিত্তি বা শব্দপ্রমাণ—শব্দদ্বারা যে বোধ হয়, তাহাকে শব্দবোধ কহে। যেমন শুক্লর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ছাত্রদের উপদিষ্ট অর্থের শব্দ বোধ জন্মে। গৌতমহুত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ, আশুবাক্যের নাম শব্দ, ঐদৃশ শব্দজন্ত বোধ শব্দপ্রমাণ। এই শব্দপ্রমাণ দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক।

যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক, আর বাহার অর্থ অদৃষ্ট তাহাকে অদৃষ্টার্থক কহে। ইহার উদাহরণ এইরূপ, ‘তুমি গৌরবর্ণ’, ‘আমার পুত্রক অতি উত্তম’ ইত্যাদি সিদ্ধার্থক বাক্য, আর ‘বাগ করিলে বর্ণ হয়’, ‘বিকুপ্তার বিজুর প্রীতি হয়’, ইত্যাদি বিবিধবাক্য। গৌতম এইরূপ প্রমাণ বলিয়া প্রেমের পদার্থ নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রেক্ষপদার্থ—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন,

প্রযুক্তি, বোধ, প্রেত্যভাব, কল, হৃৎ ও অপবর্গভেদে দ্বাদশ প্রকার। বুদ্ধিব্যক্তির পক্ষে উক্ত আত্মাদি পদার্থ বর্ধাৎ জানবোধ্য বলিয়া প্রেমের। প্রমাণ দ্বারা এই প্রেমের পদার্থ হির্য করিতে হয়, এই জন্য প্রেমের প্রমাণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে বর্ধাৎ জ্ঞান বিষয়রূপ প্রেমের লক্ষণের নিখিল পদার্থই লক্ষ্য হইতে পারে, এই নিমিত্ত উত্তরকালীন নৈয়ারিকেরা নিখিল পদার্থকেই প্রেমের বলিয়াছেন। এই দ্বাদশবিধ প্রেমের বর্ধাৎ লক্ষণ ক্রমে লিখিত হইল।

আত্মা—ইচ্ছা, বেদ, প্রবৃত্ত, বুদ্ধ, জ্ঞান, ইহা আত্মার (জীবাত্মার) লিঙ্গ অর্থাৎ অহুমানক গুণ। কেহ কেহ লিঙ্গ শব্দের অর্থ লক্ষণ এইরূপও করেন—বাহার জ্ঞানাদি আছে তিনি আত্মা। যিনি চৈতন্যময়, তিনিই আত্মপদবাচ্য। আত্মা সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরাদির অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হইত না।

যেদ্রুপ রথগমন দ্বারা সারথির অহুমান করা হয়, সেইরূপ জড়াস্বকদেহের চেষ্টাদি দেখিয়া আত্মাও অহুমিত হইতে পারে, চৈতন্যশক্তি শরীরাদির সম্ভবে না, কারণ যদি ঐ শক্তি শরীরাদির থাকিত, তাহা হইলে মৃতব্যক্তির শরীরেও চৈতন্যের উপলব্ধি হইত সন্দেহ নাই এবং যখন আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, আমার চক্ষু বিকৃত হইয়াছে এইরূপ সকল লোকেরই প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন আত্মা যে শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে জিন্ন তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এই আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

মহুয়া, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল জীবাত্মাপদবাচ্য, পরমাত্মা এক পরমেশ্বর। কুহুমাজলির আলোচনা স্থলে আত্মার বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

শরীর—বাহ্য চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ হৃৎ ভোগের আরতন তাহাকে শরীর কহে।

ইন্দ্রিয়—ভৌতিক ইন্দ্রিয় ৫ প্রকার, জ্ঞান, রসনা, চক্ষু, শ্রবণ এবং শ্রোত্র। তূতও ৫ প্রকার ক্ষিত্তি, অণু, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

অর্থ—(ইন্দ্রিয় বিষয়) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দভেদে অর্থ ৫ প্রকার। এস্থলে অর্থ শব্দটি পারিভাষিক। গন্ধ-রসাদি এক এক ইন্দ্রিয়ের একএকটি বিশেষ বিষয় বলিয়া গন্ধাদি মাত্রকেই ঘোটাঘুটা ইন্দ্রিয়ার্থ বলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষবিষয় পদার্থমাত্রই ইন্দ্রিয়ার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বুদ্ধি—বুদ্ধি, জ্ঞান ও উপলব্ধি একপদার্থ। সাংখ্যেরা বুদ্ধি নামক অচেতন অন্তঃকরণরূপ জব্য স্বীকার করেন এবং উক্ত

ঈশ্বরের স্তববিশেষকে জ্ঞান এবং চেতন আদ্যের ধর্ম উপলব্ধি স্বীকার করেন, নৈরাসিকেরা উহা স্বীকার করেন না, ইহার বিবরণে আলোচিত হইবে।

স্বাভাবিক বিবরণ আছে তাহাকে বুদ্ধি করে। এই ইন্দ্রিয় বিবরণে বলা যাইবে।

মন—আত্ম-গুণ, জ্ঞানস্বাদিপ্রত্যক্ষকরণ।

নৈরাসিকেরা এককালে অনেক ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান স্বীকার করেন না, অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষকালে শ্রাবণ বা স্পর্শন প্রভৃতি হয় না। যথা—কোন ব্যক্তি গণিত বিষয়ে প্রবিধান করিলে, তখন গণিত শাস্ত্রবিধারক জ্ঞান জিন তাহার অন্ত কোন শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞান হয় না, ইহার কারণ কি? যদি ইন্দ্রিয় মাত্রই কারণ হইত, তাহা হইলে লিখিত অঙ্কাদিতে বেদগুণ চক্ষুঃ স্পর্শকর্ষ আছে, সেক্ষণ তাৎকালিক শব্দাদিতে ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সঞ্চর আছে বলিয়া উহার অঙ্কাদি চাক্ষুষের জ্ঞান শব্দ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়সম্বন্ধমাত্র প্রত্যক্ষের কারণ নহে, অল্প একটা কোনও কারণ আছে, যাহা থাকিলে জ্ঞান হয় এবং না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এই কারণ আর কিছুই নহে, মনঃ-গযোগ। কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ নহে। এই নিমিত্ত পৌত্তম বলিয়াছেন, এককালে জ্ঞানহীন না হওয়া মনের অস্থায়ীক। প্রবৃত্তি—(যত্ন) তিন প্রকার। মনঃপ্রাপ্তিত দয়া ও অনুরাদি, ব্যাক্যপ্রাপ্তি মধুর ও পঙ্কবাদি এবং শরীরপ্রাপ্তি পরোপকার ও হিংসাদি। এই সকল প্রকার যত্নই ত্রিবিধ, পাণ ও পুণ্যরূপ।

দোষ—যাহা লোককে প্রবৃত্ত করার উহা দোষপদবাচ্য, এই দোষ ত্রিবিধ। রাগ (অভিলাষ) দোষ ও মোহ। রাগ, দোষ ও মোহবশে লোক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অন্তথা নহে। রাগ, দোষ ও মোহের মধ্যে মোহ অধিক নিম্নতর। কারণ মোহ না থাকিলে রাগ দোষ হয় না।

রাগ—কাম, মৎসর, শূদ্রা, তৃষ্ণা, লোভ, মায়া ও দম্বাদি-ভেদে রাগপদার্থ নানাবিধ। বস্তুরবিশয়ের অভিলাষকে কাম, নিজ প্রয়োজন ভিন্নও পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণে-ছাকে মৎসর কহে। পরগুণের নিবারণেছাও মৎসর। বাহাতে কোন বিষয়ের হানি না হয়, এমনত বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছাকে শূদ্রা, আর আনার সম্বন্ধিত বস্তুর ক্ষয় না হউক, এত-রূপ ইচ্ছাকে তৃষ্ণা, কার্পণ্যাদিভেদে তৃষ্ণাও নানাবিধ। উচিত ব্যয় না করিয়া ধনরক্ষণেছাকে কার্পণ্য কহে। যাহা দ্বারা পাপ হইতে পারে, এক্ষণ বিষয়ের প্রার্থীছাকে লোভ কহে। পরবন্ধনছার নাম মায়া, হলক্রমে নিজের ধার্মিকতাদি প্রকাশ করিয়া স্বকীয় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাগনেছাকে দম্ব কহে।

ক্রোধ, ईর্ষ্যা, অহুয়া, অমর ও অভিমানাদিভেদে দোষও নানাপ্রকার। সেবাদির সমুদায়-জনক দোষকে ক্রোধ ও সাধারণ বনাদি হইতে নিলাপগ্রাহী এক অশীল প্রভি অপার অশীল যে দোষ হয়, তাহাকে ইর্ষ্যা। পরগুণে বিষয়ের নাম অহুয়া।

প্রাণি-বিশাশজনক দোষকে ক্রোধ, ইর্ষ্যাও অপকারীর প্রতি প্রোষণকার্যসম্বন্ধ ব্যক্তির দোষকে অমর এবং তাদৃশ অপ-কারীর অপকার করিতে না পারিয়া যুগ্ম আত্মাবমাননাকে অভিমান কহে।

বিপর্ষ্য, সংশয়, তর্ক, মান, প্রমাণ, ভয় ও পোকাদি ভেদে মোহও নানা প্রকার। অর্থার্থ নিশ্চয়কে বিপর্ষ্য কহে। যে যে গুণ বাস্তবিক নিশ্চয় নাই, সেই সকল গুণ নিজে আরোপ করিয়া আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করাকে মান, এবং অস্থিরমতিতাকে প্রমাণ বলা যায়। অনিষ্টজনক কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তৎপ্রতীকারে নিজের অসামর্থ্যজ্ঞানকে ভয়, আর ইষ্টবস্তুর বিরোধ হইলে পুনর্বার তাহার অপ্রাপ্তির সম্ভাবনাকে শোক কহে।

প্রোক্তভাব—পুনর্জন্ম, বারংবার উৎপত্তিকে অর্থার্থ একবার মরণ আর একবার জন্মগ্রহণ এবং পুনরায় মরণ ও তদনন্তর জন্মগ্রহণরূপ আবৃত্তিকে প্রোক্তভাব কহে। আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধি দ্বারা পুনর্জন্ম সিদ্ধ হয়।

কল—দোষ-সহকৃত প্রবৃত্তি-জনিত যে লুপ্ত বা হুৎথেয় ভোগ উহা কল, কলের প্রতি দোষসহকৃত প্রবৃত্তিই কারণ।

হুৎথ—যাহা লোকের দোষ বা প্রতিকূলবেদনীয়, তাহাকে হুৎথ কহে। এই হুৎথ দুখ ও গৌণভেদে দুই প্রকার। বাহা হুৎথান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া প্রতিকূলবেদনীয়, তাহা দুখ এবং বাহা হুৎথান্তরকে অপেক্ষা করিয়া প্রতিকূলবেদনীয় হয়, তাহা গৌণ হুৎথ। গৌতম বলিয়াছেন, জন্মের সহিত সত্যত হুৎথ অহুসন্ত থাকে বলিয়া জন্ম হওয়া হুৎথ।

অপবর্গ—হুৎথের অত্যন্তনিবৃত্তিই অপবর্গ। অত্যন্ত শব্দের অর্থ বাহার পর আর হুৎথ হইবে না। মোক্ষসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। বাৎসর্যন বলিয়াছেন, হুৎথ শব্দের অর্থ হুৎথ-রূপ জন্মের,—অত্যন্ত শব্দের তাৎপর্ষ্য গৃহীত জন্মের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ জন্মগ্রহণ না করা। শব্দবিশিষ্ট প্রভৃতি বলেন, হুৎথের অহুৎথগামই হুৎথবিশোধক। বিবনাথ প্রভৃতি বলেন, হুৎথবিশোধক শব্দের অর্থ হুৎথনাশ এবং জন্মবিশোধন স্বতঃ-প্রয়োজন হইতে পারে না বলিয়া মুক্তির স্বতঃপ্রয়োজনস্ব-রূপার্থ প্রোক্ত হুৎথনিবৃত্তিকে বুদ্ধি এবং তদ্রূপ হুৎথ শব্দও প্রোক্তহুৎথপর বলিয়া বর্ণিত। যাহা হউক, গৌতমের অভি-

প্রায়ের সহিত প্রকৃত বিষয়ের কাহারও বিশেষ বিরোধ নাই। কিন্তু-সুস্থতিকালে যখন না দেখিলে ক্রেশের অভাব থাকে বলিয়া অপর্যাপ্ত হইতে পারে, গৌতমের এইরূপ হুজে অভাব বল অসংপাদন, নাশন নহে। কারণ, স্বপ্রায়র্শন ক্রেশনাশের প্রতি কারণ হইতে পারে না; কিন্তু যখন না থাকিলে ক্রেশ উৎপন্ন হয় না, বলিয়া অসংপাদনের প্রতি প্রয়োজনক হইতে পারে। এখন দেখা যাউক সুস্থিতিকালীন ক্রেশ অসংপাদকে দৃষ্টান্ত কেওরা হইয়াছে বলিয়া মুক্তিপ্রয়োজক দোষরূপ ক্রেশনাশ ও ক্রেশাসংপাদই গ্রহণ করিতে হইবে এবং দোষাসংপাদ হুঃখনাশের কারণ না বলিয়া দোষের অসংপাদ প্রয়োজ্য এবং হুঃখের অসংপাদরূপ মুক্তি গৌতমের অভিপ্রোক্ত ইহা বুঝা যায়। এই দ্বন্দ্ব প্রকার প্রায়ের।

প্রোদগ ও প্রায়ের বলা হইল, এখন সংশয়ের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

সংশয়—সাধারণ ধর্মজ্ঞান, অসাধারণ ধর্মজ্ঞান এবং বিপ্রতিপত্তি বাক্যার্থ জ্ঞান ও উপলব্ধির আবাসস্থিতি সংশয়ের প্রতি কারণ। অসংপাদকির আবাসস্থিতিও কেহ কেহ স্বতন্ত্র কারণ বলেন, কিন্তু উহা ব্যাংজ্ঞানাদি কাহারও মতসিদ্ধ নহে।

উভয়ের সমান বা একধর্মকে সাধারণ ধর্ম কহে, যথা স্থাপ্ত ও পুরুষের উর্দ্ধত সমান, সুতরাং সাধারণ ধর্ম। যাহা কি সমানজাতীয়, কি অসমানজাতীয় কাহারও ধর্ম নহে, এরূপ ধর্মকে অসাধারণ ধর্ম বলে। অবগতিরগ্রাহ্যসত্তা শব্দের অসাধারণ ধর্ম, শব্দের সজাতীয় অজ্ঞত্বের বা শব্দের অসজাতীয় ত্রাব্যধর্ম কোথাও অবগতিরগ্রাহ্য সত্তা নাই, এই অসাধারণ ধর্ম জ্ঞানাতীত শব্দে গুণবাদি সংশয় হইয়া থাকে। পরম্পরবিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়কে বিপ্রতিপত্তিবাক্য বলে। কেহ বলিল আত্মা আছে, কেহ বলিল আত্মা নাই, এইরূপ ‘আত্মা আছে কি না’ বিরুদ্ধার্থ জ্ঞানহেতু এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে।

উপলব্ধির আবাসস্থিতি শব্দের অর্থস্থিরতা না থাকা, বা অপ্রমাণ্য সংশয়, সরোবরাদিতে জল জ্ঞান সত্য হয়; কিন্তু আবাস প্রথম পরীক্ষিকান্তে প্রথম জলজ্ঞানের ভ্রম হইলে, পরে যে সময় নিকট বাওরা যায়, তখন জলাভাব জ্ঞান হইয়া জলজ্ঞানের মিথ্যার বোধ হয়। অসংপাদক শব্দের অর্থ অজ্ঞানের বা বিপরীত জ্ঞানের স্থিরতা না থাকা, বা অপ্রমাণ্যসংশয়, যথা—মূলবিশেষে প্রথমে জলের জ্ঞান হইল না, বরং জলের অভাবই বোধ হইল, কিন্তু পরে বধন জল দেখা গেল, তখন জলাভাব জ্ঞানে মিথ্যার বোধ হইল, তজ্জনা অন্যত্র জলাভাব জ্ঞানে অপ্রমাণ্য সংশয় হইয়া জল আছে কি না, এইরূপ সংশয়ই

হইয়া থাকে। আবাসস্থিতি শব্দের অন্যান্যও হইতে পারে। বিশদাধ প্রকৃতি অপ্রোদগা সংশয় এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রয়োজন—যে বস্তু ইচ্ছানিবন্ধন লোকে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রয়োজন, যথা লুপ্ত, হুঃখনিবৃত্তি প্রভৃতি। সুখাদির ইচ্ছাবশতঃই লোকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। গৌতম প্রয়োজনের কোন বিভাগ করেন নাই। গদ্যধর মুক্তিবাদে গৌণ ও মুখ্যভেদে দ্বিবিধ প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন।

অভিলষণীয় বিষয়ের সম্পাদক বলিয়া যে বিষয় অভিলষণীয় হয়, তাহাকে গৌণ আর তদতিরিক্ত কেবল অভিলষণীয় বিষয়কে মুখ্যপ্রয়োজন কহে। যাহা জীবের স্বভাবতঃ ইষ্ট, তাহাই মুখ্য প্রয়োজন, যথা লুপ্ত ও লুপ্তভোগ এবং হুঃখনিবৃত্তি। কিন্তু যাহা স্বভাবতঃ ইষ্ট নহে, কিন্তু লুখাদির জনক বলিয়া ইষ্ট হয়, তাহা গৌণ প্রয়োজন। যথা—ভোজনাদি, স্বভাবতঃ ভোজনাদির ইচ্ছা হয় না, ভোজন লুপ্তজনক বা ক্ষুধাদিজনিত হুঃখনিবৃত্তিজনক বলিয়া ভোজনের ইচ্ছা হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত—প্রকৃত বিষয়ের দৃষ্টীকরণার্থ যে পৌলক স্থলের উপক্ৰম করা যায়, সেইস্থলকে দৃষ্টান্ত কহে, অর্থাৎ লোকজ্ঞ এবং শাস্ত্রজ্ঞ উভয়ে যে বিষয় স্বীকার করে, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলা যায়। যথা এই পর্কতে অগ্নি আছে যেহেতু ধূম দেখা যাউতেছে, যে যে স্থলে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলেই বহি থাকে, যেমন রজনশালা, এই স্থলে রজনশালা এই অংশই দৃষ্টান্ত শব্দবাচ্য।

সিদ্ধান্ত—অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রাসূত্রে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে। ইহা এইরূপ ইত্যাদ্যাকারসংস্থিতি বা পরিগ্রহের অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয় স্বীকার বা স্বীকৃত পদার্থের নাম সিদ্ধান্ত। যথা—কি হইলে মুক্তি হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ‘তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়, এইরূপ নিশ্চয় করা। এই সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার—সর্বতত্ত্ব, প্রতিতত্ত্ব, অধিকরণ এবং অভ্যুপগম। যে বিষয় সকলশাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে, এইরূপ বিষয় স্বীকারের নাম সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত। যেরূপ পরধনাংপরন, পরস্রীসংসর্গ প্রভৃতি দোষ সর্বতোভাবে অকর্তব্য, আর নীনের প্রতি দয়া প্রভৃতি সংকর্ম সকলশাস্ত্রেরই অভিনত, ইহাই সর্বতত্ত্বসিদ্ধান্ত। যে বিষয় শাস্ত্রান্তরসঙ্গত নহে, এতদ্বিষয়ের স্বীকারকে প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত কহে; অর্থাৎ যাহা একশাস্ত্রসিদ্ধ কিন্তু অন্তশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত যথা—ইন্দ্রিয়ের বৈতিকত্ব সাংখ্যশাস্ত্র বিরুদ্ধ, কিন্তু ভ্যাসশাস্ত্র সঙ্গত অতএব উহা প্রতিতত্ত্বসিদ্ধান্ত।

এক পদার্থের সিদ্ধি হইলে তাহার আত্মবসিক যে পদার্থের সিদ্ধি হয়, তাহা অধিকরণসিদ্ধান্ত। যথা—ইন্দ্রিয়ের নান্যত্ব সিদ্ধিয়ার ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন আত্মরূপ এককতা সিদ্ধ হই-

যাকে। ইহা অবিকল্পশিদ্ধান্ত। যে বিবর সাক্ষ্যবৃত্তে বলা হয় নাই, অথচ তাহার বর্ণকথনদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা অকল্পগমসিদ্ধান্ত।

বধা—পৌত্তম মনকে সাক্ষ্য ইঞ্জির বলেন নাই, অথচ মনকে সূত্র সাক্ষ্যকারি করণ স্বীকার করিয়া প্রকারান্তরে ইঞ্জির বলিয়াছেন।

অবয়ব—বিচারক বাক্যবিশেষকে অবয়ব কহে। অবয়ব ঐ—প্রতিজ্ঞা; হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। এই পঞ্চাবয়বকে জ্ঞায় কহে।

প্রতিজ্ঞা—যে বিবরের ব্যবস্থাপন করিতে হইবে, তাহার উপজ্ঞাসকে প্রতিজ্ঞা কহে। বধা—পূর্বতে বহির সাধনার্থ ‘পূর্বতে বহিমান্’ অর্থাৎ পূর্বতে অগ্নি আছে ইত্যাদিবাক্য।

হেতু—কি হেতু পূর্বতে বহি আছে, এই জিজ্ঞাসা নিরাসার্থ তদনুসারক হেতুর যে উপজ্ঞাস, তাহাকে হেতু কহে। অর্থাৎ সাধাকে সাধন করিবার জন্য প্রযুক্ত সিদ্ধবাক্যকে হেতু বলে। যেমন ঐ স্থলেই ‘ধূমাৎ’ অর্থাৎ ধূমহেতু এই বাক্যের উপজ্ঞাস। এই হেতু ত্রিবিধ, অযয়ী ও ব্যতিরেকী। পূর্বতে ধূম থাকিলে বহি থাকে কেন? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ, ‘যো যো ধূমবান্ স স বহিমান্’, অর্থাৎ যে যে স্থানে ধূম থাকে সেই সেই স্থানেই বহি থাকে যথা—রজনশালা ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগকে ব্যতিরেকী উদাহরণ কহে।

১। প্রতিজ্ঞা। পূর্বতে বহি আছে বা পূর্বতে বহিমান্।

২। হেতু। ধূম আছে বলিয়া।

৩। উদাহরণ। যে যে স্থানে ধূম আছে, তথায় বহি আছে যেরূপ পাকশালাদি।

উক্ত উদাহরণ বাক্য দ্বারা বহিবিশিষ্ট পূর্বতরূপ সাধ্যের সহিত পাকশালাদিরূপ দৃষ্টান্তের ধূমবতাদিরূপ সাধনার্থ বা এক রূপভাবে হওয়ার এই স্থলে অযয়ীহেতু হইয়াছে।

ব্যতিরেকী হেতু—আর পূর্বোক্ত লক্ষ্যনিরাকরণার্থ ‘তদৈবং তদৈবং’ অর্থাৎ যে স্থানে বহি না থাকে সে স্থানে ধূমও থাকে না, বধা—পুঙ্খরিণী ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগকে, ব্যতিরেক উদাহরণ কহে। অর্থাৎ যে জ্ঞায়বাক্যের অন্তর্গত উদাহরণ বাক্য দ্বারা সাধ্য ও দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্য বা বিরুদ্ধরূপতা বোধ হয়, সেই জ্ঞায়ান্তর্গত হেতুবাক্যকে ব্যতিরেকী হেতু বলে।

১ প্রতিজ্ঞা। পূর্বতে বহিমান্।

২ হেতু। ধূম আছে বলিয়া।

৩ উদাহরণ। যে স্থানে ধূম নাই তথায় বহি নাই বধা—হ্রদ জলাশয় প্রকৃতি।

এই উদাহরণ বাক্যদ্বারা পূর্বতরূপ পক্ষের (বহির অভাব

প্রকৃতি বিরুদ্ধবর্ণের) দ্বন্দ্ব-বোধ-হইতেছে অতএব এই স্থলে ব্যতিরেকী হেতু হইয়াছে।

সাধ্য দৃষ্টান্তের একরূপতাক্ষণ সাধনার্থনিবন্ধন অবয়বব্যতিরেক-কল্পনা প্রাচীন সঙ্গত। ইহাতে নবোরা বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞায়ের অন্তর্গত উদাহরণ বাক্যদ্বারা হেতু ও সাধ্যের (সিদ্ধীর) অবয়বসহচার বা অবয়বব্যাপ্তি বোধ হয়, সেই জ্ঞায়ান্তর্গত হেতুবাক্য অবয়বীহেতু। (বস্তুবয়ের একত্রাবস্থানকে অবয়ব-সহচার বলে, অভাববয়ের একত্রাবস্থানকে ব্যতিরেক-সহচার বলে এবং উহার ঐ সহচারবর নিমত্ত বা অব্যাপ্তিচারী হইলে, উহাকে কেবল অবয়ব ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলে।)

পূর্বোক্ত যে যে স্থানে ধূম আছে তথায় বহি আছে, এই উদাহরণ বাক্যে ধূমরূপ হেতুর এবং বহিরূপ সাধ্যের অবয়ব সহচার বা ধূমে বহির অবয়বব্যাপ্তি বোধ হইল বলিয়া তদ্রূপ হেতুবাক্য অযয়ীহেতু। যে বাক্য দ্বারা হেতুসাধ্যের ব্যতিরেক সহচার বা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বোধ হয়, সে জ্ঞায়ান্তর্গত হেতুবাক্য ব্যতিরেকী হেতু।

উপনয়—পক্ষে হেতুবোধক বাক্যের নাম উপনয়। ব্যতিরেকী উপনয়স্থলেও হেতুর অভাবের অভাব হওয়ার প্রকারান্তরে হেতুর বোধ হইয়া থাকে। এই উপনয়ও ত্রিবিধ, অযয়ী ও ব্যতিরেকী। অযয়ী বধা—

যে যে স্থানে বহি আছে, তথায় ধূম আছে। বধা—পাকশালা।

উপনয়। পূর্বত যেরূপ অর্থাৎ ধূমবান্। ব্যতিরেকী বধা—যেখানে বহি নাই, তথায় ধূম নাই, বধা—গ্রহাদি।

উপনয়। পূর্বত যেরূপ নহে। (অর্থাৎ ধূমাতাব পূর্বতে নাই)।

নিগমন—হেতু কখন দ্বারা প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কণনকে নিগমন বলে, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের উপসংহার বাক্যকে নিগমন কহে। যেহেতু ‘তদ্বাৎ বহিমান্’ অর্থাৎ সেই হেতু পূর্বতে বহি আছে, ইত্যাদি বাক্য।

নিগমন—অতএব (অর্থাৎ ধূম আছে বলিয়া) পূর্বত বহিমান্।

অনেক নবানৈরাদিক উপনয় ও নিগমন বাক্যার্থবোধেও ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন এবং পূর্বত একরূপ পক্ষে বহিব্যাপ্যবান্ ইত্যাদি অর্থ করেন। এই সকল বিবর আরও সুস্পষ্টত্বস্বরূপে নবাত্মারে আলোচিত হইয়াছে, তাহা সহজবোধ্য হইবে না বিবেচনার পরিত্যক্ত হইল।

এ স্থানে অনেকের আশঙ্কা হইতে পারে যে, অন্তর্দর্শনিকগণ (বৈদান্তিক) উদাহরণ উপনয় ও নিগমন এই ত্রিবিধ অবয়বব্যাপ্তি স্বীকার করেন এবং তিন অবয়বই তাহাদের মতে

জ্ঞান, গৌতমের মত পঞ্চাবয়ব স্বীকার করেন না, গৌতম পঞ্চাবয়ব কেন স্বীকার করিয়াছেন এ সম্বন্ধে চিন্তাবিশিষ্ট প্রকৃতি এইরূপ বৃত্তি দিয়াছেন। প্রথম দেখিতে হইবে জ্ঞান প্রয়োগ হয় কেন? এ বিষয়ে সকলোই স্বীকার করিবেন, যে কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে ঐ সংশয়নিবারণার্থ তৎপ্রমাণীন জ্ঞান প্রয়োগ হইয়া থাকে; অতএব দেখা উচিত কিরূপ প্রেমে জ্ঞান প্রয়োগ হয়। যথা—পূর্বতে অগ্নির সংশয় হইলে পূর্বতে অগ্নি আছে কি না? এইরূপ প্রশ্ন হয়।

ইহার উত্তরে যদি বলা যায় যে, যে স্থানে ধূম আছে তথায় বহি আছে, তাহা হইলে প্রশংসার এই বাক্যদ্বারা সংশয় নিবৃত্ত হয় না বলিয়া অজিজ্ঞাসিত দোষরূপ অর্থান্তরগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অতএব ঐ প্রশ্নের উত্তরে প্রথম তোমাকে বলিতে হইবে, পূর্বতে বহি আছে। তৎপরে বহি আছে তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে ধূম আছে বলিয়া, তৎপরে ধূম আছে বলিয়া বহি থাকিবে, তাহারই বা শাস্ত্র কি? তখন বলিতে হইবে, যে স্থানে ধূম আছে তথায় বহি আছে, ধূম থাকিলে বহি থাকিতেই হইবে। যথা—পাকশাল। অতএব প্রশাণীন প্রতিজ্ঞাদিক্রমেই বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া নৈয়ামিকেরা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকেই জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন।

বাৎসায়ন-ভাষ্যে অবগত হওয়া যায় যে, কেহ কেহ দশ প্রকার অবয়ব স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি ৫ প্রকার, অগ্নি জিজ্ঞাসা, সংশয়, শব্দপ্রাপ্তি, (প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের স্বার্থনির্ণয়ক্ষমতা) প্রয়োজন ও সংশয়বাদাস (সংশয় নিবৃত্তি) এই দশ প্রকার জ্ঞানাবয়ব। গৌতম প্রতিজ্ঞাদি বাক্যপঞ্চকেই নির্ণেতব্য অর্থের নির্ণয়বিষয়ে সমর্থ বলিয়া উক্ত বাক্যপঞ্চকেই জ্ঞানাবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পরম্পরা ক্রমে নির্ণেতব্য অর্থের নির্ণয় বিষয়ে উপযোগী হইলেও অতঃ তাদৃশ অর্থনির্ণয়ে সমর্থ হয় না বলিয়া জিজ্ঞাসাদি পঞ্চকে ন্যায়াবয়ব বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

কেহ কেহ উদাহরণ ও উপনয় এই দুইটিকে মাত্র ন্যায়াবয়ব স্বীকার করেন, যে হেতু এই দুইটাই সাধ্য সিদ্ধির উপযোগী। বাস্তিপক্ষার্থবাদি নির্ণয় দ্বারা নির্ণেতব্য অর্থের নির্ণয় করে। ইতিমধ্যে মত ন্যায়াবয়বের সংখ্যা বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে। গৌতম ন্যায়ের পঞ্চাবয়ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া পঞ্চাবয়বের বিষয় লিখিত হইল, অন্যান্য মতের বিষয় আলোচিত হইল না।

তর্ক—আপত্তি বিশেষকে তর্ক বলে, অর্থাৎ সন্দেহ পদার্থ বিষয়ক যুক্তি সম্বলিত উহা (উদয়ন) তর্ক পদব্যাচ। যথা

পূর্বতে যদি বহিমান্ না হয়, তবে ধূমবান্ হইতে পারে না, যে হেতু ধূম বহিমাণা, ইত্যাদি। গৌতম তর্কের কোনরূপ বিভাগ করেন নাই, কিন্তু অন্যান্য নৈয়ামিকগণ ইহা ৫ প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন, আত্মাশ্রয়, অজ্ঞাতাশ্রয়, চক্রক, অববস্থা ও প্রমাণবোধিতার্থপ্রসঙ্গ।

নির্ণয়—অসম্বন্ধ জ্ঞানই নির্ণয়, অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষ দ্বারা যে অর্থাবধারণ তাহাকে নির্ণয় বলে।

বাদ—পরম্পর জিগীষু না হইয়া কেবল একত্ববিষয়ের তৎ-নির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারকে বাদ বলে, অর্থাৎ প্রমাণ ও তর্কদ্বারা স্বপক্ষ সাধন ও পরপক্ষস্বপূর্ণক সিদ্ধান্তের অবি-রোধী পঞ্চাবয়বযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি ও প্রকৃতি কখনকে বাদ বলে। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বাদী ও প্রতিবাদীর উভয়ের বাক্য কিরূপে প্রমাণতর্কাদিবিধি হইতে পারে, ইহার উত্তরে এইরূপ, যে লক্ষণই প্রমাণাদি শব্দের অর্থ বাহা (বাহাতে প্রমাণ, তর্ক প্রভৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে), তাহাই বৃত্তিতে হইবে। যদি লোকে ভ্রমবশতঃ প্রমাণাভাস, তর্কাভাস, সিদ্ধান্ত এবং জ্ঞানাভাস প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বিচারের বাতুল্যহানি হয় না।

বাদবিচারে সকলে অধিকারী নহে। বাহ্যিক প্রকৃত বিষয়ের তৎ-নির্ণয়েচ্ছা, স্বার্থবাদী, স্বত্বকতাদিনোবশত, যথাকালে প্রকৃতোপযোগী কখনে সমর্থ, সিদ্ধান্তবিষয়ের অপলাপ করে না এবং যুক্তিসিদ্ধবিষয় স্বীকার করিয়া থাকে, তাহারাই বাদবিচারে অধিকারী।

কিন্তু বিজিগীষাবশতঃ লোকে যদি প্রমাণাদি বলিয়া প্রমাণ-ভাবাদি প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বাদ হইবে না। তৎ-নির্ণয়ের নিমিত্ত বাদপ্রতিবাদই বাদলক্ষণের লক্ষ্য, এবং নিজপক্ষ দৃঢ় করিবার জন্য হেতু উদাহরণের অধিক প্রয়োগ যুক্ত বলিয়া বাদবিচার স্থলে অবরোধের আধিক্য গোরাবহ নহে। উদাহরণ বা উপনয়রূপ অবয়বপ্রয়োগ না করিলে প্রকৃতার্থ সিদ্ধ হয় না বলিয়া লক্ষণস্বত্ব পঞ্চাবয়ব শব্দ দ্বারা নূনাবয়বেরই প্রতিবেশ করা হইয়াছে, অধিকের নিবেশ করা হয় নাই। লক্ষণস্বত্ব পঞ্চাবয়বযুক্ত এই পদদ্বারা হেতুভাসের স্মরণ এবং সিদ্ধান্তবিরোধী শব্দদ্বারা অপসিদ্ধান্তেরও স্মরণ করা হইয়াছে। হেতুভাস নিগ্রহস্থানান্তর্গত হইলেও হেতু-ভাসের পৃথগভিধান করা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বৃত্তিকার ও বাস্তিককার প্রকৃতির মত এইরূপ।

বাস্তিককার—যায়ে কখনীর বলিয়া হেতুভাসের পৃথগভিধান হইয়াছে, একথা স্বীকার করিলে ও নূনাত্মক অপসিদ্ধান্তাদিও যায়ে কখনীর বলিয়া তাহারও পৃথগভিধান করা হইতে পারে,

অতএব সিন্ধ্যাপ্রবর্তনকালসম্বন্ধেই হেতুভাস পৃথকরূপে কথিত হইয়াছে।

বৃত্তিকার—সিদ্ধান্তানুসারে হেতুভাস কখনেই বিঘ্ন-বিঘ্ন ভেদে জানা যাইতে পারে, এই ভ্রম হেতুভাসের পৃথ-
কভাবে কোন আবৃত্ততা নাই, এইরূপে ব্যক্তিকের
প্রতি দোষারোপ করিয়া অতঃপর বীমাংসা করিয়াছেন।
ভাব্যকারের বড়ই সুক্লিষ্ট এইরূপে এখানে আর অন্য মত-
সকল আলোচিত হইল না।

জল—প্রমাণ, তর্ক, ছল, জাতি এবং নিগ্রহ স্থান দ্বারা
ব্যাখ্যাসংগত স্বপক্ষসাধন এবং পরপক্ষ প্রতিবেদনকৃত বাকী ও
প্রতিবাদীর উক্তি ও প্রত্যুক্তিকে জল বলে। জল বিচারবিধিগো-
পনতঃ হইয়া থাকে। এই জলে প্রমাণভাস, তর্কভাস ও
অবরোধভাস প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্বপক্ষ সাধন ও পরপক্ষ-
প্রতিবেদনকৃত বিধিগোপনীয় উক্তি প্রত্যুক্তিই একতরপক্ষে জল-
পদবাচ্য।

বিতণ্ডা—স্বপক্ষ সাধনরহিত পরপক্ষপ্রতিবেদক জলকেই
বিতণ্ডা কহে।

হেতুভাস—প্রকৃতবিষয়ের বাস্তবিক সাধন না হইলেও
অপাতভাসে প্রকৃতবিষয়ের সাধন বলিয়া বাহ্যিক বোধ হয়,
তাহাকে হেতুভাস কহে। অর্থাৎ ইহার মোটামুটি অর্থ—অসা-
ধক বা চুটহেতুকেই হেতুভাস কহা যায়। যাহার জ্ঞান হইলে
প্রকৃতভাসের সিদ্ধি হয় না, তাহাকে অসম্মিতবিষয়ে দোষ
বলা যায়। এই দোষ ৫ প্রকার, ব্যক্তিকার, বিরোধ, প্রক-
রণসম, অসিদ্ধি এবং কালাত্যয়। দোষ ৫ প্রকার বলিয়া
চুটহেতু (হেতুভাস) ও ৫ প্রকার, ব্যক্তি ব্যক্তিভাস, বিরুদ্ধ,
প্রকরণসম, অসিদ্ধি এবং অতীতকাল।

ব্যক্তিভাস ও অব্যক্তিভাস—হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তির অত্যা-
ধিকার সাধ্যভাবের ব্যাপ্তি না থাকিতে ব্যক্তিভাস এবং ব্যক্তি-
ভাসহীন হেতুকে অব্যক্তিভাস বলে। ব্যক্তি পর্যায়ে ধূম আছে, বহি
আছে বলিয়া, এখানে ধূম সাধ্য, বহি হেতু, ধূমশূন্য অরোগো-
লকে (নৌহাণ্ড) এবং ধূমশূন্য পর্যায়ভেদে বহি আছে
বলিয়া বহিতে ধূম বা ধূমভাস কাহারও ব্যাপ্তি নাই, অতএব
ধূমশূন্য স্থানে স্থিতি এবং ধূমশূন্য স্থানে স্থিতি, এই উভয় স্থিতি-
রূপ সাধ্য ও সাধ্যভাব ব্যাপ্তির অত্যাধিকার বহিতে ধূমের ব্যক্তি-
ভাস, এবং ব্যক্তিভাসবিহীন বহি অব্যক্তিভাস। ইহার তাৎপৰ্য্য,
ধূম থাকিলে বহি থাকিতেই হইবে, কিন্তু বহি থাকিলে যে
ধূম থাকিবে তাহা নহে, ধূম থাকিতেও পারে, নাও পারে।
পর্যায়ভাসে বহি হেতু ধূম আছে সত্য, কিন্তু অরোগোলকে ধূম
নাই এই জন্য ইহা ব্যক্তিভাস। ব্যক্তিভাস-জ্ঞান থাকিলে পক্ষে

সাধ্যব্যাপ্ত্যহেতু জ্ঞানরূপ সিদ্ধিশব্দক হইতে পারে না বলিয়া
প্রকৃতভাসসিদ্ধিও হইতে পারে না হেতুভাস ব্যক্তিভাস বোধ হয়।

বিরুদ্ধ—বাহ্য প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী তাহাকে বিরুদ্ধ
বলে। বিরূপ পর্যায়সকল কারণহীন এই সিদ্ধান্ত বীকার করিয়া
পৃথিবী প্রকৃতি বস্তুর রূপাদির মূলকারণ গন্ধাদি পর্যায় নাই
এইরূপ বলিলে বিরূপ মূলকারণ রূপাদির অত্যাধিকার পূর্ণোক্ত
সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া বিরুদ্ধ।

প্রকরণসম বা সংপ্রতিপক্ষ—তুল্যবল পরামর্শকালীন পর-
স্পর বিরুদ্ধ অর্থসাধনের নিমিত্ত তুল্য বলসংযোগ-সংকারে
প্রযুক্ত হেতুধর্মকে সংপ্রতিপক্ষ বলে। এক পক্ষ বলেন, শব্দ
রূপাদির ন্যায় বহিরিঙ্গ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া অনিভ্য, আবার আর এক
পক্ষ বলেন, শব্দ আকাশাদির ন্যায় স্পর্শশূন্য বলিয়া নিভ্য।
এখানে যে সময় অন্যতর পক্ষে হেতুভাসাদির উদ্ভাবন না
হইবে, সে সময়ে বহিরিঙ্গ্রিয়গ্রাহ্য এবং স্পর্শশূন্যরূপ হেতু-
দ্বারা পরস্পর বিরুদ্ধার্থ সাধনে সমানবলহীন বলিয়া সংপ্রতিপক্ষ,
কিন্তু অতঃপরপক্ষে তর্কাদি দ্বারা বলের আধিক্য বা হেতুভাসাদি
দ্বারা নূনতা হইলে সংপ্রতিপক্ষ হইবে না। পরস্পর বিরুদ্ধার্থ
সাধনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হেতুধর্মের অসঙ্গতি হইতে পারেনা বলিয়া
সংপ্রতিপক্ষ হলে উত্তরকালে যে পক্ষে যাদুশ হেতুভাস উদ্ভাবিত
হইবে, সেপক্ষীয় হেতু তাদৃশ হেতুভাস দ্বারা চুট হইবে। উভয়
পক্ষে হেতুভাস থাকিলে উভয়পক্ষই চুট হইবে। যদি ব্যক্তি
প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থ কোন পক্ষে হেতুভাস উদ্ভাবন না
করেন, তবে তৎকালে হেতুর চুটর বাবহার হইবে না।

অসিদ্ধ—সাধ্যের ভার হেতু যদি পক্ষে অসিদ্ধ বা অনিশ্চিত
হয়, তবে তাহাকে অসিদ্ধ বলে। যথা ছায়া জবা, গতি
আছে বলিয়া, এখানে ছায়া পক্ষ, জবাব্যভাসাধ্য গতি হেতু।
অর্থাৎ এ স্থলে গতিতে হেতু করিয়া ছায়ার জবাব্য সিদ্ধ
করা হইল। কিন্তু নৈমিত্তিকমতে ছায়াতে জবাব্য (জবা) যেরূপ
অসিদ্ধ, সেইরূপ গতিমতও অসিদ্ধ বা অনিশ্চিত বলিয়া
এইরূপ হেতু অসিদ্ধ বা সাধ্যসম।

কালাতীত বা ব্যথিত পক্ষে সাধ্যসাধ্য কাল অতীত হইলে
পক্ষে সাধ্যসাধনের জ্ঞান হেতুকে কালাতীত বলে। যাহার
একদেশ নিরাকাল অতীত হইলে অতিহিত হয়, সেই হেতুকে
কালাতীত কহে।

ছল—বক্তা যে অর্থতাৎপৰ্য্য যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে
শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তথিগতীত অর্থ বরনাপূর্ণক
মিথ্যা যে দোষারোপ করা তাহাকে ছল কহে। বাস্তবিকের
অর্থভ্রমকরনা অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রায়হীনে অজ্ঞার্থ বা তাৎপৰ্য্য
করনা করিয়া বাস্তবিকের প্রত্যাখ্যানকে ছল কহে। যথা—

আমি হরিষ প্রসাদ খাইতেছি। এখানে হরি শব্দের বিহীন
তাৎপৰ্য্য গ্রহণ না করিয়া বানররূপ অর্থকল্পনা করিয়া
তাহাকে তিরস্কার করা হইয়াছে। এই ছিল ত্রিবিধ, বাক্-
ছিল, সামাজ্য ছিল উপচার ছিল।

অনেকার্থশব্দপ্রয়োগ করিলে বাণীর অভিপ্রার্থ ভিন্ন
অর্থ কল্পনা করিয়া বাদিবাক্য প্রত্যাখ্যানকে বাক্ছিল কহে।
যথা—‘সমাগত ব্যক্তি নবকলণধারী, এই বাদিবাক্য শ্রবণ
করিয়া প্রতিবাদী বলিতেছে, ইহার একখানা কল আছে
নবখানা কল কোণার। এই প্রতিবাদীর বাক্যই বাক্ছিল।
নবকলণশব্দে, নূতনকলণ এবং ৯ খানা কল, এই দুই অর্থ
হইতে পারে, কিন্তু বাদী নবকলণে নূতন এই অর্থে ব্যবহার
করিয়াছে, কিন্তু প্রতিবাদী ঐ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ৯ সংখ্যা
এইরূপ অর্থ করিয়াছে। এখানে প্রতিবাদী বাণীর বাক্যের
দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ করার বাক্ছিল হইয়াছে।

সম্ভবপর সামাজ্যতঃ অর্থাভিপ্রায়ে অভিহিত বাদিবাক্যের
অসম্ভব অর্থ কল্পনা করিয়া সামাজ্যধর্মের কদাচিত্ অতিক্রম নিব-
ন্ধন বাদিবাক্য প্রত্যাখ্যানকে সামাজ্যছিল কহে। যথা—বাদী
বলিল, ‘এই ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্’। ইহাতে প্রতিবাদী বলিল
ব্রাহ্মণ যদি বিদ্বান্ হয়, তবে ব্রাহ্মণ-শিশুও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদ্বান্
হউক, কিন্তু তাহা হয় না, সুতরাং তোমার কথা মিথ্যা।

এখন দেখ বাণীর অভিপ্রায় যে, সামাজ্যতঃ ব্রাহ্মণে বিদ্যা-
শব্দবাক্য, প্রতিবাদী, ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্বান্ হইবে, বাদি-
বাক্যের ঈদৃশ অসম্ভব অর্থ কল্পনা করিয়া বিদ্বান্ ভিন্নও ব্রাহ্মণ
হয়, অতএব ব্রাহ্মণশব্দ সামাজ্যধর্ম বিন্যাসকে অতিক্রম করিয়া
থাকে বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হওয়া সম্ভব, অতএব এই
বাক্যে প্রতিবাদী মিথ্যারোপ করিয়াছে, সুতরাং প্রতিবাদীর
উক্ত বাক্য এখানে সামাজ্যছিল।

শব্দের বাক্য ও লক্ষণিক ভেদে অর্থ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে
একতরবার্ধিপ্রায়ে বাণী শব্দপ্রয়োগ করিলে অপসার্য কল্পনা
করিয়া বাদিবাক্য প্রত্যাখ্যানকে উপচারছিল বলে। যথা
বাদী বলিল, ‘আমার বন্ধু গজার বাস করেন’, এই কথা
প্রতিবাদী কহিল, তোমার বন্ধু তটে বাস করেন বলিয়া তোমার
কথা মিথ্যা। এইরূপ দেখ, গজা শব্দের দুইটা অর্থ প্রথম
বাক্যার্থ গজাঘল, দ্বিতীয় লক্ষ্যার্থ গজাভীর। বাণী লক্ষ্য-
র্থাভিপ্রায়ে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিয়া
প্রতিবাদী ভাষার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

যেখানে শব্দের শক্তিতে বা লক্ষণভেদে লক্ষ্য অনেক
প্রকার হইবে, সেই স্থানে বাক্ছিল হইবে। আর যে স্থানে
শক্তিলক্ষণভেদে লক্ষ্য অনেক প্রকার হইবে সে স্থানে

উপচারছিল হইবে। এই মাত্র বাক্ছিল ও উপচারছিলের
প্রভেদ।

জাতি—ব্যাধিনিরপেক্ষ কোন সাধারণ বা বৈধর্ম্য দ্বারা
পরপক্ষ ষণ্ডনকে জাতি বলে। এই জাতিতে ব্যবধাতক
উত্তর বা অসম্ভব বলে। অসম্ভবকে অর্থাৎ বাদিকর্তৃক
সংস্থাপিত মত দ্বারা অসমর্থ অথবা নিজমতেই হানিকরক
যে উত্তর তাহাকে জাতি বলে। এই জাতি ২৪ প্রকার।
যথা সাধারণ্যসম, বৈধর্ম্যসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বর্ণ্যসম,
অবর্ণ্যসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গ-
সম, প্রতিদৃষ্টান্তসম, অহুৎপত্তিসম, সম্পদসম, প্রকরণসম,
অহেতুসম, অর্থাপত্তিসম, অবিশেষসম, উপপত্তিসম, উপলক্ষি-
সম, অহুৎপত্তিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম এবং কার্য্যসম।

১। সাধারণ্যসম—ব্যাধিনিরপেক্ষ স্থাপনাত্তর বস্তুর
সাধারণ্যমাত্র গ্রহণ করিয়া স্থাপনার্থ বিপরীতার্থের আপাদন
বা প্রসঙ্গনকে সাধারণ্যসম বলে। যথা—ঘটবৎ, প্রযত্ননিম্ন
বলিয়া শব্দ অনিত্য, এই স্থাপনাতে প্রতিবাদী বলিল, যদি
ঘটের ধর্ম প্রযত্ন নিম্নরূপ বলিয়া শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে
আকাশধর্ম স্পর্শশূন্য ও শব্দ আছে বলিয়া শব্দ অনিত্য হইতে
পারে, এই প্রতিবাদী-মত আপাদনই জাতি। এই প্রকার শব্দ
স্থানেই জাতি হইবে। বাদিবাক্যের সাধারণ্য গ্রহণ করিয়া বাদি-
বাক্য ষণ্ডনে উদাত্ত হয় বলিয়া বাদিপক্ষও দ্বারা নিজ পক্ষও
খণ্ডিত হয়, সুতরাং জাতান্তরকে ব্যবধাতক উত্তর বলে।

২। বৈধর্ম্যসম—ব্যাধিনিরপেক্ষ বৈধর্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া
প্রত্যবহানকে বৈধর্ম্যসম বলে। যথা—বাহা বাহা অনিত্য নহে,
তাহা প্রযত্ন নিম্ন নহে, যেহেতু আকাশ। শব্দ প্রযত্ননিম্ন,
সুতরাং শব্দ অনিত্য। এইরূপ স্থাপনার প্রতিবাদী কহিল,
যদি নিত্য আকাশে বৈধর্ম্যপ্রযত্ননিম্ন আছে বলিয়া শব্দ
অনিত্য হয়, তাহা হইলে অনিত্য ঘটবৈধর্ম্য স্পর্শশূন্য আছে
বলিয়া শব্দ নিত্য হউক। প্রযত্ন নিম্নপদার্থ সাবরব হয়,
যথা—ঘট, শব্দ সাবরব নহে, অতএব ঘটবৎ অনিত্য নহে।

৩। উৎকর্ষসম—দৃষ্টান্তসাধারণ্যমাত্র গ্রহণ করিয়া পক্ষ
সাধ্যতর দৃষ্টান্তধর্মের আপাদনকে উৎকর্ষসম বলে। যথা
যদি ঘটধর্ম প্রযত্ন নিম্ন আছে বলিয়া শব্দ ঘটবৎ অনিত্য
হয়, তাহা হইলে ঘটবৎ রূপবান্ হউক।

৪। অপকর্ষসম—দৃষ্টান্তসাধারণ্য গ্রহণ করিয়া পক্ষ
পক্ষবৃত্তি ধর্মের অভাবাপাদনকে অপকর্ষসম কহে। যদি
ঘটধর্ম প্রযত্ন নিম্নরূপ আছে বলিয়া শব্দ ঘটবৎ অনিত্য
হয়, তাহা হইলে ঘটবৎ অপপ্রাণ (প্রবণত্বের অপো-
চক) হউক।

২। বর্ণনাম—পক্ষসাধন্য আদান করিয়া দৃষ্টান্তে পক্ষ-
মুক্তি সন্ধিত সাধ্যব্যাধির আপাদনকে বর্ণনাম বলে।

৩। অবর্ণনাম—দৃষ্টান্তসাধন্য গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্ত পক্ষে
অবর্ণনের অর্থাৎ দৃষ্টান্তধর্ম নিশ্চিতরূপে সাধ্যব্যাধির আপা-
দনকে অবর্ণনাম বলে।

৭। বিকল্পনাম—যেদুবিধিই দৃষ্টান্তের ধর্ম নানাপ্রকার
অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া তৎসাধন্যপ্রযুক্ত পক্ষে নানাবর্ণনের আপা-
দনকে বিকল্পনাম বলে।

৮। সাধ্যনাম—পক্ষ ও দৃষ্টান্তের সাধন্য গ্রহণ করিয়া
লিঙ্গবিশিষ্ট পক্ষের দ্বারা দৃষ্টান্তের সাধনীয়াৎ-আপাদনকে সাধ্যনাম
বলে।

এই প্রকার আর সকল লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত আছে,
বাহ্যভায়ে এবং ঐকল লক্ষণ দ্ব্যর্থ্য হইবে বিবেচনা
করিয়া আর লক্ষণ সকল লিখিত হইল না।

নিগ্রহস্থান—প্রতিজ্ঞাতবিষয়ে প্রতিবাদী দোষ দান করিলে
সেই দোষের উদ্ধারে অশক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাতবিষয়ে পরি-
তাপাদিরূপ পরাজয়ের যে কারণ, তাহার নাম নিগ্রহস্থান।
অর্থাৎ বাহা দ্বারা নিগ্রহ হইয়া থাকে, তাহাই নিগ্রহস্থান।
প্রকৃতার্থ-বিচারোপযোগী জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান এবং বিচার্য
বিষয়ের অজ্ঞানমূলকই বাণী নিগ্রহীত হইয়া থাকে বলিয়া
ভাদৃশপ্রতিপত্তি (বিপরীত জ্ঞান) অপ্রতিপত্তি অজ্ঞান
দ্বারা সমস্ত নিগ্রহস্থান অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে, এই জ্ঞাই
গৌতম প্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান
বলিয়াছেন। এই নিগ্রহস্থান ২২ প্রকার। যথা—প্রতিজ্ঞা-
হানি, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসংক্ৰান্ত, হেতুত্ব, অর্থান্তর,
নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থক, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, নান,
অধিক, পুনরুক্ত, অনন্তভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিজ্ঞা, বিক্ষেপ,
কর্তৃত্বজ্ঞান, পর্য্যায়বোধ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোগ, অপসিদ্ধান্ত এবং
হেতুভ্রাস। এই ২২ প্রকার নিগ্রহস্থান। সামান্তপ্রকার
বোধের জন্ত ইহার ছটা একটর বিষয় প্রস্তুত হইল।

প্রতিজ্ঞাহানি—বদৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টান্তধর্ম স্বীকারকে
প্রতিজ্ঞাহানি বলে। যথা ঘটৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া পক্ষ অনিত্য
এই স্থাপনাতে প্রতিবাদী বলিল, নিত্য ব্রহ্মাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনিত্যত্ব সাক্ষ্য হইতে পারে না, এইরূপ
দোষারোপ করিলে বাণী বলিল, তবে ব্রহ্মাদি আভিৎ ঘটৎ
নিত্য হউক।

প্রতিজ্ঞান্তর—প্রতিজ্ঞাতার্থ বিষয়ের প্রতিবেদন করিলে
অন্তর্ধর্ম দ্বারা প্রতিজ্ঞাতার্থের কথনকে প্রতিজ্ঞান্তর কহে।
যথা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ঘটৎ পক্ষ অনিত্য, এই স্থাপনাতে

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্রহ্মাদি নিত্য বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই অনিত্যত্ব-
সাক্ষ্য হইতে পারে না, প্রতিবাদী এইরূপ দোষারোপ
করিলে, বাণী বলিল, ব্রহ্মাদি বহুনির্দিষ্ট, কিন্তু ঘটৎ পক্ষ
বহুনির্দিষ্ট নহে, অতএব আভির সহিত একরূপ না বলিয়া
ঘটৎ পক্ষ অনিত্য হইবে ইত্যাদি।

প্রতিজ্ঞাবিরোধ—প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধকে প্রতিজ্ঞা-
বিরোধ বলে। যথা—ঘটাদিগ্রহ্য রূপাদিগুণবাহিরেই ঘটাদির
উপলব্ধি হয় না। রূপাদিগুণবাহিরের ঘটাদির অঙ্গুপলব্ধি
হয়। ঘটাদিনির্দিষ্ট রূপাদিগুণ ভিন্নতার অসমাপক না হইয়া বরং
প্রতিবেদক হয় বলিয়া প্রতিজ্ঞা ও হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ।
[ইত্যাদি আর আর সকল লক্ষণ তৎতৎ শব্দে ক্রমে।]

এই বোদ্ধশ পদার্থের লক্ষণ লিখিত হইল। এই সকল
পদার্থের তৎজ্ঞান হইলে আন্তত্বজ্ঞান জন্মে। আত্মা যে শরী-
রাদি হইতে পৃথগ্ভূত তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।
সুতরাং শরীরাদিতে আত্মত্ববুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মে না,
এইরূপে রাগ ও ঘেবের কারণস্বরূপ ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত
হইলে রাগ ও ঘেবের উৎপত্তি হয় না, যদি রাগ ও ঘেবই
নিবৃত্ত হইল, তবে উহাদের কার্যস্বরূপ কর্ম ও অধর্মাদিক
প্রযুক্তির পুনর্বার উৎপত্তির সম্ভাবনা কি? আর যখন ধর্ম
ও অধর্মই জন্ম গ্রহণের মূলীভূত হইয়াছে, তখন ধর্মাদি
নিবৃত্ত হইলে জন্মাদি নিবৃত্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য
কি। সুখ ও দুঃখের আয়তনস্বরূপ শরীরাদির অভাবে
তৎজ্ঞানীর মরণান্তর আর সুখ বা দুঃখ কিছুই জন্মে না।
সুখ ও দুঃখ এককালেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, ঐ দুঃখনিবৃত্তিকে
মুক্তি কহে।

প্রমাণ ও প্রমেয়ের বিষয় লিখিত হইতেছে। প্রমাণ
দ্বারা প্রমেয়পদার্থ নিরূপিত হইবে।

গৌতম বোদ্ধশ পদার্থের বিষয় বর্ণনা করিয়া পরীক্ষার
বিষয় বলিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা
বলা যাউক। জায়দর্শনে অনেক পদার্থের পরীক্ষার বিষয়
লিখিত হইয়াছে, কোন বিষয় স্বীকার করিতে যে যুক্তি
উপভোগ করা যায়, তাহাকে তাহার পরীক্ষা কহে। যে যে
বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহার তত্ত্বাবধারণের জন্ত পরীক্ষা
হইয়া থাকে। অসন্ধিত বিষয়ের পরীক্ষা হয় না। প্রমাণাদির
কোন কোন স্থানে সংশয় আছে তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব।

চার্ভাক এক প্রত্যক্ষই প্রমাণ স্বীকার করেন, অনুমানাদি
সকল স্থলে সত্য হয় না বলিয়া তাহাকে প্রমাণ বলিয়া
স্বীকার করেন না। যথা যেষোক্তিতদর্শনে বৃষ্টিসাধক অনুমান
প্রমাণ হইতে পারে না, সুতরাং অনুমানও প্রমাণ নহে,

যে হেতু অহুমান বিবরে কখন সত্য ও মিথ্যা, বা পরস্পর বিভিন্নত হওয়ার অহুমানাদিতে প্রামাণ্যসংশয় হইয়া থাকে। ইহাতে জ্ঞানদর্শনের অভিপ্রায় এই যে, প্রমাণই অহুমান। সামান্য যোগোক্তিদর্শনে বৃষ্টিসাধক অহুমান প্রমাণ নহে, যোগোক্তি বিশেষ দর্শনই বৃষ্টিসাধক অহুমান প্রমাণ, অতএব সামান্য যোগোক্তি দর্শনে বৃষ্টির অহুমিতি মিথ্যা হইল, অহুমিতির অনোগ্য স্থানে অহুমিতি করা হইয়াছে বলিয়া উহা অহুমানতার দোষ। অহুমানের কোন দোষ নহে। যে প্রকার সাধন প্রকৃতি বিবরে অহুমিতির হেতু, যদি তাদৃশ সাধন দ্বারা অহুমিতি মিথ্যা হয়, তাহা হইলেই অহুমানের অপ্ৰমাণতা বলা যাইতে পারে। ভাবিবৃষ্টাভুমানবিশেষে যোগোক্তিই হেতু, সামান্য যোগোক্তি হেতু নহে, সুতরাং সামান্য যোগোক্তিদর্শনজাত অহুমিতি মিথ্যা হইলেও তাহা দ্বারা অহুমানের অপ্ৰামাণ্য হইতে পারে না।

গৌতম অহুমানপ্রামাণ্য সন্ধকে প্রতিকূল তর্কমাত্র নিরাস করিয়াছেন। গৌতমের পরবর্তী নৈসারিকগণ অহুমান প্রামাণ্য সন্ধকে অহুকূল তর্কও দেখাইয়াছেন। ঐ সকল মত বাহ্যভায়ে এবং বক্তব্যের সহজ বোধ হইবে না বলিয়া সামান্যভাবে প্রসক্ত হইল।

জীবমাত্রই ভবিষ্যৎস্থলভের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। আমি দেখিতেছি এবং শুনিতেছি, ইত্যাদি অহুভব করিয়া থাকে এবং প্রবণযোগবিষয় প্রবণের জন্য এবং দৃষ্টবিষয়ের দর্শন জন্য যত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু বধির ব্যক্তি প্রবণের জন্য ও অন্ধ দর্শনের জন্য যত্ন করে না। ইহার কারণ চিন্তা করিলে সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, যে বধির তাহার প্রবণেজ্ঞান নাই এবং যে অন্ধ তাহার চক্ষুরিঞ্জিয় নাই বলিয়া সে তাহার পক্ষে অযোগ্য বিবেচনার দর্শন বা প্রবণের জন্য যত্ন করে না, অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বধির ও অন্ধ নিজ ইঞ্জিরের অভাব জানে, এখন দেখ, নিজ প্রবণেজ্ঞিয় বা চক্ষুরিঞ্জিয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের অগোচর বলিয়া তাহার বোধ প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে পারে না। 'অতএব আবার চক্ষু আছে' এই জ্ঞানের প্রতি অহুমানকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরে নব্যনৈসারিকেরা ইত্যাদি রূপে বহুতর যুক্তি দিয়াছেন।

বৈশেষিকৈকদেবী কতিপয় পণ্ডিত বলেন, উপমান ও শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, উপমান ও শব্দ অহুমান প্রমাণের অন্তর্গত। বৈশেষিক ভ্রমজ্ঞানবশতঃ পুরুতে বহির অহুমিতি হইয়া থাকে, এবং গোদাদৃশ জ্ঞানবশতঃ জন্তবিশেষে (গবয় নামধারিণে) অহুমিতি হইয়া থাকে, সেইরূপ উপমান অহুমান হইতে ভিন্ন প্রমাণ নহে।

বাহ্যার শব্দের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য স্বীকার না করেন, তাঁহার বলেন 'পরমা অতি সুন্দর' এতাদৃশস্থলে প্রথম পর এবং সুন্দর এই শব্দের প্রবণদ্বারা পর ও সৌন্দর্যের স্বরণ হয়। বৈশেষিক প্রত্যক্ষপ্রমাণাদি দ্বারা অপ্ৰত্যক্ষ পুরুতমত্ব বহির অহুমিতি হয়, সেইরূপ চৈত্র্য বাইতেছে ইত্যাদি প্রত্যক্ষ শব্দদ্বারা অপ্ৰত্যক্ষ চৈত্র্যগমনাদির অহুমিতি হইয়া থাকে, বৈশেষিক অহুমিতিস্থলে ধূমাদি হেতুর সহিত বহিষাদি সাধ্যের নিয়তসম্বন্ধ আছে, সেইরূপ চৈত্র্যাদিপদের সহিত চৈত্র্যাদি পদার্থেরও নিয়তসম্বন্ধ আছে। পর ও পদার্থের নিয়তসম্বন্ধ স্বীকার না করিলে চৈত্র্যপদ দ্বারা বৈশেষিক চৈত্র্যের বোধ হয়, সেইরূপ চৈত্র্য ভিন্ন অন্য বস্তুও বোধ হইতে পারে। অতএব পর ও পদার্থের নিয়তসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং প্রামাণ্য সন্ধে অহুমান শব্দের কোন পার্থক্য নাই।

এ বিষয়ে গৌতমের মত এইরূপ—উপমান ও শব্দ অহুমান প্রমাণান্তর্গত হইতে পারে না। কারণ সামান্যতঃ অহুমিতি হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ, অর্থাৎ যে স্থানে হেতু-সাধ্যের ব্যাপ্তি জানা আছে, সেই স্থানেই অহুমিতি হইয়া থাকে, যে স্থানে জানা নাই, সে স্থলে সাধ্যের অহুমিতি হয় না। উপমিতি বা শব্দজ্ঞানবোধ ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতিরেকেও হইয়া থাকে। উপমিতিস্থলে পদার্থের সাদৃশ্য জ্ঞানমাত্র আবশ্যক, ব্যাপ্তিজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই।

এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি কেবল গো-সাদৃশ্য জ্ঞানই গবয় নামধারিক-জ্ঞানের কারণ হয়, তবে মহিষাদিতেও গবয় নামধারিকের জ্ঞান হইতে পারে। যদি বল, সামান্যতঃ গো-সাদৃশ্য মহিষে থাকিলেও বিলক্ষণ গো-সাদৃশ্য মহিষে নাই বলিয়া মহিষে গবয় নামধারিক হইবে না। সাদৃশ্য শব্দদ্বারা বিলক্ষণ সাদৃশ্য বস্তুর অভিপ্রেত জানিতে হইবে। বিশেষতঃ উপমানদ্বারা পূর্বে অজ্ঞাত গবয় পদবাচ্যই জ্ঞানরূপ সংজ্ঞা সংজ্ঞীর বোধ হয়।

বহি ও ধূমাদির জ্ঞান ঘটাদি পদ ও পদার্থের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, কারণ স্বাভাবিক সম্বন্ধ সকল লোকেই একরূপ জানিয়া থাকে, কিন্তু ঘটাদি শব্দসম্বন্ধ সকলে সমান জানে না, অতএব শব্দ অহুমান প্রমাণান্তর্গত হইতে পারে না। নবাত্মারাই এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে এবং অজ্ঞাত নানামত ব্যক্তি হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, প্রত্যক্ষ-প্রমাণও অহুমানের অন্তর্গত স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, এই বাদিনত খণ্ডিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বা অর্থাপত্তি, সম্ভব, অভাব এবং ঐতিহ্য এই ৪ প্রকার অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেন; কিন্তু গৌতম

এই সকল বস্তু করিয়া অর্থশক্তি, অতাব এবং সম্ভব অর্থসাম-
গ্রমাণের অন্তর্গত এবং ঐতিহ্য শব্দপ্রবাহের মধ্যে নির্বিশেষ
করিয়াছেন।

প্রশ্নেরপরীক্ষা—কেহ কেহ বলেন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই সকল
বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই আত্মা
বা জ্ঞানী। আবার কেহ কেহ বলেন এই শরীর প্রত্যক্ষকর্তা,
কাহারও বা মতে মনই কর্তা।

ইহাতে নৈয়ারিকদিগের সিদ্ধান্ত এইরূপ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রি-
য়কে আত্মা বলা যায় না, কারণ চক্ষুরাদি এক এক ইন্দ্রিয় দ্বারা
সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, এক এক ইন্দ্রিয় দ্বারা এক-
একটা বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এখন দেখ তোমাকে
বলিতে হইবে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ভিন্ন বলিয়া স্পর্শাদির
প্রত্যক্ষকর্তাও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমি গোলাপের রূপ ও
স্পর্শ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং আমি পূর্বে দেখিয়াছি-
লাম, ইদানীং স্পর্শ করিয়াছি ইত্যাদি সাক্ষ্যলৌকিক স্মৃতি
দ্বারা রূপ ও স্পর্শের একই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

তিত্ত্বিড়ী (টেক্সল) দর্শনে বা ইহার বিষয় চিন্তা করিলে
জিজ্ঞাসাতে অস্বস্তি আসিয়া থাকে, ইহা লৌকিক, এখন দেখ,
যদি ইন্দ্রিয় আত্মা হইত, তাহা হইলে তিত্ত্বিড়ী-প্রকার চক্ষুর
সমাহৃত্যব ছিলনা বলিয়া রসের স্মৃতি হইতে পারে না এবং
চক্ষুর ধর্ম তিত্ত্বিড়ী-দর্শন জিজ্ঞাসার উত্তরক হইতে পারে না
বলিয়া জিজ্ঞাসাও স্মরণ হইতে পারে না।

অচেতন দমি ও গোবরসংযোগে বৃত্তিক উৎপন্ন হইয়া
থাকে এবং বেদবিজ্ঞাত মনিকাদি প্রারোক্তত মনুষ্যাদি দর্শন
করিয়া ভয়ে পলায়ন করে, এখন দেখ, ঐ বৃত্তিকের উপাদান
গোময়াদি অচেতন এবং সংস্কারশূন্য বলিয়া উপাদানকারণ
হইতে সংস্কারের সংক্রম অসম্ভব। সুতরাং ভয়হেতু স্মরণ
হইতে পারে না। নৈয়ারিকদিগের মত, পূর্বজন্মের সংস্কারদ্বারা
আত্মার ইহজন্মে স্মরণ হইতে পারে।

মনকেও আত্মা স্বীকার করা যায় না, কারণ মন সুখ-
দুঃখাদি জ্ঞানে করণ, করণ কর্তা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে,
অতএব মন কর্তা হইতে পারে না। চক্ষুরাদি জ্ঞান করণ-
সাপেক্ষ হইলেও সুখদুঃখাদি জ্ঞান করণসাপেক্ষ নহে, একথা
বলা যায় না, কারণ সামান্ত্রিক জ্ঞানমাত্রই করণসাপেক্ষ। ইহা
চুইয় বলিয়া সুখদুঃখাদি জ্ঞানও বে করণসাপেক্ষ, তাহা আমরা
অস্বস্তি করিতে পারি এবং জ্ঞানবশের অযোগ্যত্ব কাল্পনিক মন
অতি সূক্ষ্মবৃত্তি দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অতিসূক্ষ্ম
মন আত্মা হইতে পারে না। আত্মা নিত্য কি অনিত্য, তাহার
বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

সাধারণতঃ যোকেব প্রযুক্তির প্রতি দৃষ্টি (ইষ্টসাধনতা-
জ্ঞান) কারণ, দৃষ্টি না থাকিলে কোনও বিষয়ে প্রযুক্তি হয়
না, এখন দেখ, জ্ঞানমাত্র দৃষ্টিকারী ও গর্ত হইতে
অর্ধনিঃসৃত বানর শিশুর শাখাবলম্বনে প্রযুক্তি হয় কেন?
ইহাতে নান্তিকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন, বৈরাগ্য অভাবতঃই
বিনাকারণে পশুদিগের বিকাশ এবং সন্ধ্যাত হইয়া থাকে, সেইরূপ
স্বভাবতঃই উক্ত প্রযুক্তির উদয় হয়। ইহার উত্তরে নৈয়ারিকগণ
বলেন যে, কার্যমাত্রই কারণসাপেক্ষ, এইরূপ পশুদিগের বিকাশ
ও সন্ধ্যাত স্বভাবতঃ বিনাকারণে হয় না, অতএব পশু প্রযুক্তির
বিকাশাদিৎ স্বভাবতঃ প্রযুক্ত হইবে একথা বলা যায় না, কিন্তু
প্রযুক্তি-কারণ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ইহজন্মে অসম্ভব, কারণ বানরাদি
শাখাবলম্বনাদি ইষ্টসাধন ইহজন্মে প্রত্যক্ষ করে নাই। ইহজন্মে
প্রত্যক্ষ না করিতে অন্য সমস্ত অজ্ঞতবজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক
বলিয়া ইষ্টসাধনতার প্রত্যক্ষভিন্ন অজ্ঞতবজ্ঞানও স্বীকার
করা যায় না, অতএব স্মরণ স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু
স্মরণ পূর্বাভূতবস্তুত্বেরক হয় না, এজন্য আত্মার পূর্বে
এবিষয় অজ্ঞতব ছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বানর-
শিশু প্রযুক্তির শাখাবলম্বনে ইষ্টসাধনতার অজ্ঞতবজ্ঞান ঐতিক
অসম্ভব বলিয়া এই জন্মের পূর্বেও আত্মা ছিল এবং ঐ সময়ে
তাহার এ বিষয় অজ্ঞতব ছিল, ঐ অজ্ঞতব জ্ঞান সংস্কার হইতে
ইহজন্মে এ বিষয়ে স্মরণ হইয়া প্রযুক্তি হইয়াছে, একথা স্বীকার
করা আবশ্যিক। এক্ষণে পূর্বজন্মের প্রাথমিক প্রযুক্তির কথা
আলোচনা করিলে তাহার পূর্বকালেও আত্মা ছিল ইত্যাদি-
রূপে তৎপূর্ববর্তী সকল জন্মের পূর্বে আত্মাও বর্তমান ছিল।
ইহাতে এইরূপ জ্ঞান গেল যে, কোনও জন্ম সময়ে উৎপন্ন না
হইলেও অবশ্য আত্মাকে নিত্য স্বীকার করিতে হইবে।

আত্মার প্রথম জন্মস্মরণ কিরূপে হয়, এই নান্তিকদিগের
প্রশ্নে নৈয়ারিকদিগের মত এইরূপ,—আত্মার জন্মপ্রবাহ অনাদি
সুতরাং প্রথম জন্ম হইতে পারে না। বাহ্যল্যভয়ে এবিষয়
আর অধিক লিখিত হইল না।

শরীর-পরীক্ষা—শরীর সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।
কেহ কেহ বলেন পক্ষবৃত্ত্যযোগে শরীর উৎপন্ন হয় বলিয়া
শরীর পাক্তৌত্তিক। আবার কেহ কেহ বলেন, আকাশযোগে
শরীরে থাকিলেও আকাশ উপাদান কারণ নহে, অতএব
শরীর চাক্তৌত্তিক। আবার কেহ বলেন, বায়ুযোগে থাকিলেও
শরীরের বহির্দেশে এবং অভ্যন্তরে সঙ্গমমন্ডল বায়ু উপাদান
কারণ হইতে পারে না। ইহাতে গৌতম বলেন, শরীর পার্থিব।
শরীরে পৃথিবীর স্তম্ভ গন্ধ প্রত্যক্ষমূলক বলিয়া শরীর পার্থিব।
অন্যাদি শরীরে উপষ্টমাত্র, অর্থাৎ সহযোগী সহযোগদাতা।

ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা—ইন্দ্রিয় সবকেও মতভেদ আছে, কেহ কেহ বলেন, অধিষ্ঠান গোলকাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত সন্নি-
কর্ষ না হইলে ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, সন্নির্কর্ষব্যতিরেকে
প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে চক্ষুঃসম্বন্ধিত বিষয়ের ন্যায় অসম্বন্ধিত
বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অতএব ইন্দ্রিয়ের সহিত
বিষয়ের সন্নির্কর্ষপ্রত্যক্ষ অবশ্য কারণ স্বীকার করিতে হইবে।
এখন দেখ, অধিষ্ঠান গোলকাদিকে ইন্দ্রিয় স্বীকার করিলে
গোলকের সহিত বিষয়ের সন্নির্কর্ষ হয় না, অতএব এইরূপ হইলে
যটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইজন্য স্বীকার
করিতে হইবে, গোলকাদি-অধিষ্ঠান হইতে ইন্দ্রিয় ভিন্ন, কিন্তু
গোলকাদি হইতে ইন্দ্রিয় ভিন্ন হইলেও ইহার উপাদানাদি কি ?
ইহাতে গৌতম বলেন, ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক, অর্থাৎ দ্রাণ পার্থিব,
রসনা জলীয়, চক্ষু তৈজস, শ্রু বারবীর ও শ্রোত্র আকাশীয়।

ইন্দ্রিয়ের নানাধর্ম পরীক্ষা—কেহ কেহ বলেন, সর্বসমীর-
ব্যাপী এক স্থগিঃস্বীয় স্বাভাভেদে নানারূপ বিষয় গ্রহণ করিয়া
থাকে। ইহার উত্তরে নৈয়ারিকগণ বলেন, এক স্বক্ৰমাত্র
ইন্দ্রিয় হইতে পারে না, কারণ একত্ব ইন্দ্রিয় হইলে হস্তাদি
দ্বারা স্পর্শ প্রত্যক্ষ কালে রূপাদিরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে,
চক্ষুঃসম্বন্ধিত স্বক্ৰমাত্র রূপাদি গ্রহণ করিবে, অস্ত্র স্বক্ৰম করিবে না।

বুদ্ধিপরীক্ষা—পরীক্ষা মূর্ত হইতে জ্ঞানবান্ অতিরিক্ত ;
কিন্তু কেহ কেহ বলেন, আত্মা চেতন, জ্ঞানবান্ নহে, মহত্তর
চিহ্নাদি নামক বুদ্ধিরূপ অন্তর্যকরই জ্ঞানবান্। সাংখ্যমতে
চৈতন্য ও জ্ঞান বিভিন্ন, ইহার এবিধের অল্পতর প্রমাণ দেখা-
ইয়াছেন, যথা ‘আনাদের জ্ঞানের বিষয় আছে’ আমি জানি-
তেছি বলিলেই কি জানিতেহ, এইরূপ একটু আকাঙ্ক্ষা থাকে।
বিষয়ব্যতিরেকে কোন জ্ঞান হয় না, কিন্তু তাহার চৈতন্য
হইয়াছে এই কথা বলিলে কি বিষয় চৈতন্য হইয়াছে এই
আকাঙ্ক্ষা থাকে না। পূর্বে অচেতন (অপ্রবোধ) হইয়াছিল,
এখন চৈতন্য হইয়াছে এইমাত্র বোধ হইয়া থাকে। চৈতন্যের
কোনও বিষয় নাই। অতএব সবিষয়ক এবং নির্বিষয়ক চৈতন্য
এক হইতে পারে না, জ্ঞানের মূল শক্তি চৈতন্য, উহা
আত্মার ধর্ম, জ্ঞানাদি বুদ্ধির ধর্ম, জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম হইলেও
বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত নহে। কারণ বুদ্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞানের
কোন উপলব্ধি হয় না। বিষয়কেন্দ্রে প্রসন্ন করিয়া বুদ্ধিই
যটপটাদির আকার ধারণ করিয়া জ্ঞান নামে অভিহিত হয়,
যাহাকে পূর্বে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, এখন তাহাকে
আমি জানিতেছি ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং জ্ঞান আদি
দ্বারা বুদ্ধির নিত্য লিঙ্গ হইয়াছে এবং চেতন অপ্রাকৃতিক ও
বিস্তৃত, আত্মাতে ঐক্য বিধি প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না।

বলিয়া যটাদি জ্ঞানও আত্মার হইতে পারে না। ইহাতে নৈয়া-
রিকদিগের অভিমত এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান বুদ্ধি করিয়া থাকে,
বা আত্মা করিয়া থাকে ইহা সন্দেহ, অতএব প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা
বুদ্ধির নিত্য লিঙ্গ হইতে পারে না। জ্ঞানাত্মকের নিত্যতা
আনাদের অনতিপ্রোক্ত নহে। চৈতন্য এবং জ্ঞান ইহা বিভিন্ন
নহে। আমার চৈতন্য ছিল না, এখন আমার চৈতন্য হই-
য়াছে, ইত্যাদি সার্বলৌকিক ব্যবহার দ্বারা চৈতন্যের বিষয়
স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল ‘এবিধের আমার চৈতন্য
ছিল না’, ইহার অর্থ এবিধের আমার মনঃসংযোগ ছিল না,
তবে যুদ্ধেরও মনঃসংযোগ হয় বলিয়া তৎকালে চৈতন্য থাকে
না, পুনর্বার মন স্বাভাবিক অবস্থাতে আসিলেই জ্ঞান
হইতে পারে বলিয়া মন স্বাভাবিক অবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়াছে
এই তাৎপর্য্যই এখন তাহার চৈতন্য হইয়াছে ইত্যাদি ব্যবহার
হয়। চৈতন্যজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত হইলেও মনঃসংযোগ অতি-
রিক্ত নহে, জ্ঞানাত্মকের মনঃসংযোগ আছে বলিয়া চৈতন্য ও জ্ঞান
ইহা একপদার্থের ধর্ম নহে একথা বলা যায় না। বুদ্ধি বিষয়ের
জ্ঞানমাত্র, কিন্তু উপলব্ধি করে না। কারণ উপলব্ধি জ্ঞান
হইতে বিভিন্ন নহে। অতএব ইহাও অস্বল্প বুদ্ধিতে জ্ঞান
স্বীকার করিলে উপলব্ধিও স্বীকার করিতে হইবে। চেতন,
অপ্রাকৃতিক ও বিজ্ঞ আত্মাতে স্বীকার না করিলেও বুদ্ধি ধর্ম
জ্ঞানাদির প্রতিবিম্ব স্বীকার করিয়াছে, অতএব আত্মাকে
প্রতিবিম্ব করিতে পারে না, একথাও ভুলি বলিতে পার না।
ইহাতে যদি বল, বুদ্ধি ও জ্ঞানাদি বিভিন্ন নহে, ইহাতেও বিবে-
চনা করিয়া দেখিলে যটপটাদি নিখিল বিষয় জ্ঞানও থাকা
আবশ্যক, কিন্তু কদাপি যটাদি নিখিল বিষয়জ্ঞান হয় না
ও নিখিল জ্ঞানের সত্তা অল্পতর হয় না এবং এক জ্ঞানবানে
অখিল জ্ঞানাত্মক বুদ্ধির ন্যায় স্বীকার আবশ্যক বলিয়া সকল
জ্ঞানের ন্যায় হইতে পারে। এক জ্ঞান নষ্ট হইল, এক জ্ঞান
থাকিল, ইহা বলা যায় না। যটজ্ঞান ও পটজ্ঞান এক বুদ্ধি
হইতে অভিন্ন হইলে যটজ্ঞান ও পটজ্ঞান এক হইতে পারে,
কিন্তু নৈয়ারিকদিগের মতে জ্ঞানাদি ভগ্ন এবং আত্মাত্মক পর-
স্পর বিভিন্ন এবং যটজ্ঞান ও পটজ্ঞান পরস্পর বিভিন্ন,
সুতরাং পূর্বোক্ত আপত্তি হইতে পারে না।

মনঃ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত এককালে সংযুক্ত হইতে পারে
না, ক্রমশঃ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিভিন্নকালে সংযুক্ত হইয়া
থাকে ও বিভিন্ন বিষয়ের সহিত এককালে ইন্দ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ
হয় না বলিয়া এককালে নিখিল জ্ঞান হয় না। এই বুদ্ধি
বিষয়ে আত্মক অনেকপ্রকার বিস্ময়প্রাপ্তি প্রদর্শিত হই-
য়াছে। [বিশেষ বুদ্ধি শব্দে ব্রহ্মত্ব]

[illegible]

একমাত্র অগ্নিশিখরে মনঃসংযোগ হইলে সকল ইঞ্জিনের সহিত মনঃসংযোগ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই মতে এককালে সকল ইঞ্জিনখারা প্রত্যেক হইতে পারে; কিন্তু নৈয়ারিকনিগের সতে ইঞ্জির বিভিন্ন বলিরা অতি হ্রস্ব মানের সহিত এককালে সকল ইঞ্জিনের সংযোগ হইতে পারে না, মনঃসংযোগরূপ কারিগ না থাকাতে প্রত্যেক হইবে না। যদি বল একত্বে ইঞ্জিন হইলেও গোলকাদি অগ্নিশিখা-শ্রিত ভগ্নভাগই চক্ষুরাদি ইঞ্জির স্বীকার করা হইবে এবং ভাস্কর ভগ্নভাগে মনঃসংযোগ না থাকিলে প্রত্যেক হইবে না, তবে যদি বিভিন্ন ভগ্নভাগকে ইঞ্জিন স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ইঞ্জিনের নানাভাবে স্বীকার করা হইল।

প্রাচীন জাতির বিষয় মোটাছুটা এক প্রকার বলা হইল।
এখন নব্য-জাতির বিষয় সংক্ষেপভাবে দু-এক কথা বলিতে
চেষ্টা করিব।

নবান্যায়-বিষয় বলিতে হইলে প্রথমে প্রমাণের বিষয় বলা আবশ্যিক। গণেশ গৌতমসহস্রকে মূল অবলম্বন করিয়া প্রমাণ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই প্রমাণচক্রের নিরূপণ করিয়া চিন্তামণি প্রস্তুত করেন। এই চিন্তামণিই নব্য ন্যায়ের প্রথম। নবান্যায়-প্রদর্শিত সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইজন্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে প্রমাণাদির বিষয় পর্যালোচিত হইল।

প্রমাণ বা স্বার্থজ্ঞান—স্বাধীন ও বিস্বাসী ভেদে প্রমাণ ও অপ্রমাণ দুই প্রকার। ইহা প্রামাণ্যস্তম্ভিত বুদ্ধির বিভাগ। তন্মধ্যে পূর্ণাঙ্গুত বস্তুর জ্ঞানই প্রমাণ, ভ্রান্তির সকলই অপ্রমাণ। এইরূপ লক্ষণ যে পূর্ণের ছিল, তাহা প্রমাণ পদার্থের চারিপ্রকার বিভাগ দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হয়, কেননা লব্ধজ্ঞানে প্রচলিত তদ্বৎ তৎপ্রকার জ্ঞানের (সেই পদার্থের অবিকরণে সেই পদার্থের জ্ঞানই) জ্ঞানে প্রমাণ এইরূপ প্রমাণলক্ষণ হইলে বৃত্তিও প্রমাণের অন্তর্গত হয়। সুতরাং তৎকরণস্থ লইয়া প্রমাণের পক্ষবিধবাগ্ধতি হয়। নীমাংগক গোভমের এই তাৎপর্য অহয়রণ করিয়াই অগুহীত-প্রাতিহ প্রমাণ এই লক্ষণ করিয়াছেন। তবে যদি প্রমাণক লব্ধ-ভবের সাধনক্ষণ প্রমাণেরই বিভাগ করিয়াছেন, এইরূপ বলা যায়, তবে বৃত্তির কারণে তাৎপূর্ণ প্রমাণস্থ নাই বলিয়া তাহার প্রমাণা-গ্ধতি হয় না। বস্তস্তঃ ইহাই বুক, অগুহীতপ্রাতিহই প্রমাণ এই

লক্ষণে ধার্ম্যাবাহিক প্রত্যক্ষাভিপ্রায়েতে অব্যাপ্তি ঘোষ হয়; যে
বেহু পূর্বাভূত বস্তুকে বিবরণ করে বলিয়া অস্বীকৃত (অনভূ-
ত) পদার্থগ্রাহিত তাহাতে থাকে না এবং ভ্রমেও অভি-
যাপ্তি ঘোষ হয়। এই উক্তই উপন্যাসার্থে কুহনমাজলি গ্রন্থে
“অপ্রাপ্তেরাবিকপ্রাপ্তেরলক্ষণনপূর্ব্বিক্। যথার্থভূতবো মান্য
অনপেক্ষকরযোতে।” অপরূপক্ অর্থ্য অস্বীকৃতগ্রাহিতরূপ
প্রমাণ লক্ষণযুক্ত হয় না, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত প্রকার অব্যাপ্তি ও
অভিযাপ্তি ঘোষ হয়, অতএব যথার্থভূতবস্তুই প্রমাণলক্ষণ।
অস্বাভাবিকভাবে তাহূন প্রমাণ নাই বলিয়া প্রমাণ চ্যুত্ৰিখ। উক্ত
কারিকাব্যাস্য ইহাও প্রতীত হয় যে, অস্বতব ও স্মৃতিভেদে জ্ঞান
হই প্রকার এবং অস্বতব ও ভ্রম, প্রমাণভেদে দুই প্রকার, ইহা
প্রাচীন পরম্পরা-অস্বীকৃত, নতুবা নীমানসকলমত সকল অস্ব-
তবই যথার্থ হইলে “যথার্থভূতবো মান্য” এই মূলে যথার্থপদ ব্যব-
হব। গোতম যে প্রত্যক্ষলক্ষণে অব্যাপ্তিচারী পদব্যাং যথার্থ
ইন্ড্রিয়সমিকর্ষ ব্রহ্ম জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন, তাহাও প্রমা-
প্রত্যক্ষ লক্ষণাভিপ্রায়ে ইহা বলিতে হইবে। স্মৃতিতে প্রমা বলিয়া
ভান্ত্রিক ব্যবহার না থাকার কারণ কি? স্মৃতি ও তবিশিষ্ট
তৎপ্রকারকরূপ প্রমাণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, তাহাকে প্রমাণ
অস্বত বলা উচিত। তাহা হইলে যথার্থ জ্ঞানমাত্রই প্রমা
এইরূপই লক্ষণযুক্ত হয়, এই উক্তই পরিচ্ছেদে বা নবা-ভায়ে
“ভ্রমভিন্নত্ব জ্ঞানমাত্রোচ্যতে প্রমা” এইরূপ লক্ষণ প্রণীত
হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে স্মৃতি, যম্মানকারক অস্বতব-
লাপেক বলিয়া তাহাতে ভান্ত্রিকের প্রমাণব্যবহার নাই, অস্বতব,
সমানকারক অস্বতবাস্বতের আপেক্ষা করে না বলিয়া তাহা
প্রমা বলিয়া ভান্ত্রিক ব্যবহার আছে।

“মিতিঃ সমাক্ পরিচ্ছিন্নিস্বভা চ প্রমাতৃতা ।

তদযোগ্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে ॥”

আচার্য্য বলেন, যথার্থজ্ঞত্বের প্রমাণলক্ষণ হইল, ঈশ্বরে ভাদৃশ প্রমাণহীন কৃত্তিমত্বলক্ষণ প্রমাতৃত্ব থাকে না; যে হেতু ঈশ্বরজ্ঞান নিত্য, তাৎপাশ্বে প্রমাণলক্ষণরূপ প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ্যাদির অন্ততমত্বলক্ষণ যথার্থ অজ্ঞত্বত্ব নাই, সুতরাং অন্তরূপ প্রমাণলক্ষণ যুক্ত হয়। সম্যক পরিচ্ছিন্নি অর্থাৎ স্মৃতিভিন্ন যথার্থজ্ঞানই প্রমা, তাহার আশ্রয়ই প্রমাতা তদবোধগবাবচ্ছেদ অর্থাৎ কোন কালে প্রমার অসত্তা না থাকাই প্রামাণ্য ইহা গোতমভিত্তিপ্রেত, নতুবা "ব্রাহ্মবুদ্ধেদপ্রামাণ্যবজ্ঞ তৎপ্রামাণ্যং আশুপ্রামাণ্যং" এই ব্রহ্ম আশুপ্রামাণ্যগণের সঙ্গতি হয় না, আশু—অর্থাৎ বাঁকাধোঁচের যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষলক্ষণ বেদবহু ঈশ্বরে প্রামাণ্য থাকে না, কারণ, কল্পপ্রমা নাই বলিয়া প্রমাসাধনরূপ প্রমা-করণবহু ঈশ্বরে অসম্ভব। যে প্রামাণ্যকে হেতু অধিগ

সমস্ত বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপিত হইবে, ঐদৃশ প্রামাণ্য গোড়ামি-জিহ্মেত হইলেও “প্রত্যাক্সমানশাঃ প্রমাণানি” এই স্থলে প্রমাণ শব্দটা বর্থাৎ প্রমাণতাব্যবহারে উক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে, নতুবা চতুর্বিধ প্রমাণ সম্ভব হয় না। তৎচিন্তামণিকার গল্পশোপাখ্যার মতে, সকল পদার্থতত্ত্বেরই প্রমাণাধীন সিদ্ধি হয়, অতএব প্রমাণতত্ত্বের বিবেচনা সর্বথা কর্তব্য, ইহা মনে করিয়া তিনি প্রত্যক্ষাদি ভেদে চারিখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব-চিন্তামণি প্রণয়ন করিয়াছেন—“প্রমাণাধীন সর্বোৎকৃষ্ট বাস্তবিকতঃ প্রমাণতত্ত্বমত্র বিবিচ্যতে” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করায় অভিপ্রায় এই প্রমাণতত্ত্ব নিরূপণ করিতেছি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেই লোক জানিতে পারিবে, এই শাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলে সকল বিষয়ের অস্তিত্ব হইবে, গৌতম প্রমেয়সংশয় প্রকৃতি বাহ্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত্ত্ব ও প্রমাণের বিস্তারপ্রসঙ্গেই বিবেচিত। বস্তুতঃ তাহাতে প্রমাণতত্ত্বের প্রথম প্রমাণ সম্বন্ধে এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন, “প্রমাণাধীনঃ তত্ত্বঃ প্রতিপাদয়ঃ শাস্ত্রঃ পরম্পরয়া নিঃশ্রেয়সেন সম্ব্যতে।” অর্থাৎ এই শাস্ত্র হইতে যে প্রমাণাদির তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা পরম্পরা নিঃশ্রেয়সাধন বলিয়া এই শাস্ত্রের সহিত যুক্তির পরম্পরা অমূল্যপ্রযোজকভাবে সম্বন্ধ আছে। ইহা বলা স্বরকারের কিরণ সম্ভব হয়, যে হেতু প্রমাণতত্ত্বের জ্ঞান প্রমাণতত্ত্বজ্ঞানসাপেক্ষ, অতএব যে প্রমা জানে না, তাহার প্রমাণজ্ঞান হইতে পারেনা। আর বিশিষ্ট জ্ঞান বিশেষণজ্ঞানসাপেক্ষ বলিয়া যে প্রমাণতত্ত্বজ্ঞান অগ্রে হওয়া আবশ্যিক, সেই প্রমাণতত্ত্বের জ্ঞানই স্বতঃ কি পরতঃ হইতে পারে না। কারণ প্রত্যাক্সরমতে জ্ঞান প্রামাণ্যের স্বতঃই গ্রহণ্য অর্থাৎ উক্ত মীমাংসক বলেন, যে জ্ঞানের প্রমাণ (প্রামাণ্য) সেই জ্ঞানেরই বিষয়, যেহেতু জ্ঞানমাত্র স্বপ্রকাশস্বরূপ। অতএব মীমাংসক মতে “মিতিমিতামেয়ক ত্রয়ঃ জ্ঞানমাত্রস্ত বিষয়ঃ।” প্রমা ও প্রমাণজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় এই সকলই উৎপন্নজ্ঞানের বিষয়। এইরূপ চিরন্তন উক্তি আছে। তত্বে বলেন, জ্ঞানমাত্রই অতীন্দ্రిয় বলিয়া জ্ঞানোৎপত্তির পরকণ্ঠেই ঘটজাত হইয়াছে এই অসুভবসিদ্ধি জ্ঞাততালসিক অজ্ঞানতত্ত্বের বিষয় সকল জ্ঞানের প্রামাণ্য হয়। সুচারি মিশ্র বলেন, জ্ঞানোৎপত্তির পরে, ‘আমি বর্থাৎরূপে ঘট জানি’ এই প্রকার যে জ্ঞানের মানস অজ্ঞত বা অজ্ঞব্যবসায় তাহারই বিষয় জানীর সকল প্রমাণ। এই সকল মীমাংসকদিগের মত প্রত্যক্ষ নব্যজ্ঞানে উত্থাপন করিয়া অনভ্যাসে দোষোৎপন্ন জ্ঞানে প্রামাণ্যসংশয়গ্রন্থপত্তি প্রকৃতি দোষ উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং অজ্ঞান যদি প্রমাণ নির্দেশক হয়, তবে অজ্ঞানগত প্রামাণ্যের অজ্ঞানগত অজ্ঞানাত্মক এবং

তদন্ত প্রামাণ্যের অজ্ঞানগত ভাবের অজ্ঞানাত্মকতাহেতুক অনবস্থানোপ-বটে। নব্য নৈয়ারিকগণ এই সকল দোষের উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—সকল প্রকার ব্যাপ্তি-জ্ঞানেই যে প্রামাণ্য সন্দেহ হইবে এবং ঐ প্রামাণ্য-নির্ণয়ের জন্য অজ্ঞানাত্মকতা তাহাতে প্রমাণ নাই স্বতরাং অভ্যাসোৎপন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপ অজ্ঞানে প্রামাণ্যের মানস অজ্ঞতবরূপ নির্ণয় সম্ভব আছে, অতএব অনবস্থা দোষ নাই। তাঁহারা নানাপ্রকার মাধ্যমিক প্রকৃতি কর্তৃক উত্থাপিত দোষের নিরাসপূর্বক প্রামাণ্যবাদে প্রামাণ্যনির্ণয়ের উপসংহার করিয়াছেন; তাহাতে প্রাচীন জ্ঞান হইতে চিন্তামণি গ্রন্থে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া চিন্তামণি গ্রন্থ নব্যজ্ঞানের নামে গণ্য হইয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে যাইয়া স্থানান্তিত্বের বিচারনিবন্ধন রথুনামনিরোমণিকৃত দীপ্তি, মধুরানাম তর্কবাসীশকৃত রহস্য, জগদীশকৃত দীপ্তিপ্রকাশিকা ও গদাধর ভট্টাচার্যকৃত দীপ্তিভট্টা এই সকল গ্রন্থ এত দুরূহ ও বিবৃহত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা বঙ্গভাষায় সম্যক বুঝাইতে চেষ্টা করা অসম্ভব। এই জন্য তাহা পরিত্যক্ত হইল।

গল্পশোপাখ্যার অসংখ্য প্রকার লক্ষণ দেখাইতে যাইয়া নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন অর্থাৎ অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদক-ভাব, প্রতিযোগ্যজ্ঞোতিভাব, নিরূপানিরূপকভাব, বিষয়বিষয়ি-ভাব, প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব, কার্যকারণভাব ও প্রকার-প্রকারীভাব এই সকল বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া লক্ষণসম্বন্ধি বিশেষণপ্রক্ষেপাদি তদনুসারে করিতে যাইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। সেই সকল কথা পূর্বতন গ্রন্থকার-দিগের আলোচ্য বলিয়া মনে হয় নাই। পরে স্থানান্তিত্বপ্রভাবে তাহা লইয়া একমুগ্ধতার উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রত্যক্ষ প্রমা—জ্ঞান, রসনা, চক্ষু, শ্রবণ ও শ্রোত্র, এই পঞ্চবিধ বহিরিন্দ্రిয়ের গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দাদি ও পুণ্ড্র-বাদি অর্থের এবং অন্তরীন্দ্రిয় মনের স্মৃতি-পাদি আত্মার সহিত সন্ধাধীন যে ভ্রমভিন্ন জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমা, তাহা ব্যবসায়াত্মক নির্বিকল্পভেদে দুই প্রকার, এই অর্থ নবীন মত-সিদ্ধ। কারণ প্রাচীনরা নির্বিকল্পজ্ঞান কল্পনা করেন নাই। ভাষ্যকার বলেন, অব্যাপদেশ (শব্দ ভিন্ন) ব্যবসায়াত্মক (নিশ্চয়-জ্ঞক) অব্যভিচারী (তৎশব্দে তৎপ্রকারক যে ভ্রম বা ব্যভি-চারী জ্ঞান, অস্তিত্ব) ইন্দ্రిয়সম্বন্ধি অন্য জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমা। স্বর ও ভাষ্যকারের পরবর্তী নৈয়ারিকগণ প্রত্যাক্সের অনেক ইন্দ্రిয়সম্বন্ধিগণের লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দুই

প্রকারে বিভাগ করেন। উদাহরণে লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় প্রকার, বর্ণা—সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় ও তবিশেষণতা এই বহুবিধ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্রব্য ও দ্রব্যসমবেত (গুণ, কর্ম, জাতি) এবং দ্রব্য সমবেত সমবেত (গুণ স্ব কর্ম প্রকৃতি) লক্ষ লক্ষ, তত্ত্ব-পদার্থবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃতির বহুক্রমে প্রত্যক্ষের কারণ, আর আলৌকিক সন্নিকর্ষ ও সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও বোগজ-ধর্মভেদে তিন প্রকার বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে সামান্য-লক্ষণা স্বীকার না করিলে যে কোনও ধূমাদি পদার্থে চক্ষুঃ-সংযোগান্তর সন্নিকর্ষে ধূমের প্রত্যক্ষান্তর নিখিল ধূমের ধূম স্ব সামান্য ধর্মরূপে জ্ঞান অসম্ভব, যেহেতু স্থানান্তরস্থিত ধূমে চক্ষুর সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ অসম্ভব, স্থানান্তরস্থিত নিখিল ধূমের ধূম স্ব সামান্য ধর্মরূপে জ্ঞান স্বীকার না করিলে বহির বাতি-চার (বহিঃস্থদেশবৃত্তি) সংশয় জন্মিতে পারে না। প্রত্যক্ষ-ধূমে (সন্নিকর্ষে ধূমে) বাতিচারবিরোধী বহিঃস্থ দেশবৃত্তি-রূপ ব্যাপ্তির নির্ণয়েহেতু এবং অপ্রত্যক্ষ ধূমের অল্পপরিমিত বলিয়া কোন ধূমে বাতিচার সংশয় হইবে, যেহেতু সংশয় মাত্রই ধর্মজ্ঞান সাপেক্ষ, তবে সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিলে, ধূম স্ব সামান্যধর্মের জ্ঞানরূপ চক্ষুর আলৌকিক সন্নিকর্ষবলে ধূমরূপে সকল ধূমের অল্পত্ব সম্ভব হয়, অনন্তর উক্ত অল্প-ভবজনিত সংশয় ব্যতিক্রমে ধূমজ্ঞানরূপ উদ্বোধক সহকারে নিখিলধূমের উপস্থাপক হয় বলিয়া ধূমান্তর বহিঃস্থ দেশবৃত্তি-য়ের সংশয় উপপন্ন হয়, আর জ্ঞানলক্ষণা স্বীকার করিলে রজ্জ্ব ও স্থিতি প্রকৃতিতে সর্প ও রজতজ্ঞানরূপ ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না, যেহেতু ভ্রমাবিধান স্থিতির সম্বন্ধে চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ থাকিলে তাহাতে সর্প বা রজতজ্ঞান হইবে বলিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত সমবায়রূপ চক্ষুঃসন্নিকর্ষও নাই। তবে জ্ঞান-লক্ষণা স্বীকার করিলে অল্পত্ব উপর সর্প ও রজতজ্ঞানরূপ আলৌকিক সন্নিকর্ষবলে দোষসহকারে উক্ত ভ্রমাত্মকপ্রত্যক্ষজননে চক্ষুরাতি সমর্থ হয়, এই সকল বিষয় লইয়া নব্য নৈয়ায়িকগণ এত সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ বিচার করিয়াছেন যে, তাহাতে সামান্যলক্ষণা প্রকৃতি এক এক অংশে এক একখানি বিস্তৃত এই হইয়া পড়িয়াছে, তৎপ্রসঙ্গে অনেক পদার্থের খণ্ডন ও সংস্থান করিতে যাইয়া নানারূপ তত্ত্বপট প্রকৃতির কার্যকারণত্ব ও ভাগভাবাদি স্বীকারের বৃত্তির উপন্যাস করিয়া প্রাচীন ন্যায় হইতে নব্যজ্ঞান যেন এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া গড়াইয়াছে।

প্রত্যক্ষের অল্পমিতি ও শব্দনিরাণ—যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞানকর-
ক জ্ঞানই অল্পমিতি, তেজস্বী ধূমাদির হেতু বহুধারিত অল্প-
মান। আর একদেশে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতে বুদ্ধাদির অপর

অপরের প্রত্যক্ষ বিরূপ সম্ভবপর ? ইহাতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অল্পমিতি জিন্ন প্রত্যক্ষ সারক যে প্রমিতি নাই, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না, যেহেতু বুদ্ধ বা শাখাদিক্রমে কোন একদেশের যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাধীন জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা কখনই অল্পমিতির অন্তর্গত হইতে পারে না। কারণ উক্ত জ্ঞানের পূর্ণে কোনও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের জ্ঞান নাই, অতএব বিশেষ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ প্রকৃতির একদেশ নাই বলিয়া তাহা পদার্থ প্রত্যক্ষ অল্পমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, অতএব প্রত্যক্ষপ্রমাণে অল্পমিতির শব্দ অযুক্ত। আর বুদ্ধাদি প্রত্যক্ষ স্থলে একদেশ মাত্রের উপলব্ধি হইয়া থাকে ইহাও বলা যায় না, কারণ অবয়ব হইতে অবয়বী যে পৃথক ইহা প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং অবয়ব প্রত্যক্ষকালে অবয়বী-রও প্রত্যক্ষ কেন না হইবে। চক্ষুঃসংযোগ যৎকালে চক্ষুর অবয়বে অর্থে তৎকালেই স্বতন্ত্র অবয়বী যে সমুদিত বুদ্ধ তাহাতেও জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বুদ্ধে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষরূপ কারণসম্বলনের অব্যবহিত পরক্ষণে যে চক্ষুর জ্ঞান হয়, তাহা অবশ্যই প্রত্যক্ষ কারণ জন্ম বলিয়া এবং ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুজ্ঞান জন্ম নয় বলিয়া প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে। এই প্রকারে একদেশে সন্নিকর্ষবশতঃ সমুদিত বুদ্ধের প্রত্য-
ক্ষোপপত্তি করিবার নিমিত্ত গোতম দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম আদিকৈ অবয়বিসিদ্ধি-প্রকরণের আবিষ্কার করিয়াছেন, “সাধাভাবয়-
বিনিসন্ধেঃ” অর্থাৎ সাক্ষ্যভাবিকম্পাদি বিবক্ষ্য ধর্মবয়ের একত্র সমাপত্তিরূপ সাধা হেতু অবয়বী অবয়ব হইতে স্বতন্ত্র কি না ? এই প্রকার সন্ধেহের উত্তরন ও সমাধান করিয়াছেন, “সর্গাগ্রহণঃ অবয়বাসিদ্ধিঃ” অর্থাৎ স্বতন্ত্র অবয়ব অবয়বী সিদ্ধ না হইলে পরমাণুপুঞ্জই সকল বলিতে হইবে। বুদ্ধাদি যদি পরমাণুপুঞ্জ হইতে স্বতন্ত্র না হয়, তবে পরমাণুগত রূপাদির মহত্ত্বাবনিবন্ধন যেমন প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ পরমাণুপুঞ্জ ও পরমাণু হইতে তিন্ন নয় বলিয়া বুদ্ধাদিগত রূপাদির অল্পপল্লি আপত্তি হয়। আর অবয়বী স্বতন্ত্র স্বীকার করিলে তাহার মহত্ব-
প্রভাবে বুদ্ধ ও বুদ্ধগত রূপাদির উপলব্ধি হইতে পারে। আর একদেশের ধারণ বা আকর্ষণে সকল বুদ্ধের ধারণ ও আক-
র্ষণের উপপত্তি হয়, তেজস্বী দণ্ডাদির একদেশ উত্তোলন বা আকর্ষণ করিলে অপর দণ্ড উত্তোলিত বা আকৃষ্ট হয়। পরমাণুপুঞ্জাত্মক হইলে একের ধারণে অপরের ধারণ সেরূপ হয় না, তদ্রূপ একদেশী পরমাণুপুঞ্জের ধারণে অপর পরমাণু-
পুঞ্জের ধারণ অসম্ভব হেতু একদেশ ধারণ ও আকর্ষণে বুদ্ধের ধারণ ও আকর্ষণের অল্পপত্তি হয়। আর ঘটাদি পরমাণু হইতে স্বতন্ত্র না হইলে তাহা দ্বারা দণ্ডাদির অনিয়নও অসম্ভব, অত-

এব এক্ষেপে চক্ষুঃসমিকর্ষ হইলেও সমস্ত বস্তু চক্ষুঃসমিকর্ষ হইয়াছে ইহা বলা যায় এবং এই সমিকর্ষবলে সমুদিত বস্তুকের উপলব্ধিও যুক্তিযুক্ত।

এখন প্রত্যক্ষ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সমিকর্ষ অম্বয় সম্বন্ধে আশঙ্কা হইতে পারে, ইন্দ্রিয় কি যথাস্থানে থাকিয়া বিষয়ের সহিত সংগম হয়? অথবা বিষয়ে না পড়িয়া প্রত্যক্ষ জন্মায়। ইহাতে, চক্ষুঃস্থানে থাকিয়া স্বীয় রশ্মি ছড়াইয়া বিষয়ের সহিত যুক্ত হয়, এই উত্তর সঙ্গত হয় না; কারণ সূর্য্যকিরণের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া চক্ষুর কিরণ আছে তাহা বলা যায় না। ইহাতে “রাত্রিকরনয়নরশ্মিদর্শনাৎ” এই সূত্র দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, রাত্রিকালে মাঝার শাদুল প্রকৃতির চক্ষুতে রশ্মির দৃষ্ট হয় বলিয়া মনুষ্য-চক্ষুতেও রশ্মি আছে ইহা দৃষ্টান্তবলে সিদ্ধ হয়। তবে চক্ষুরশ্মি অগ্ন্যুত্তরূপ-বান্ বলিয়াই তাহার উপলব্ধি হয় না, চক্ষু মাঝাই রশ্মি-বিশিষ্ট, যেহেতু তেজঃপদার্থ যেমন রাত্রিকর মাঝার চক্ষু, এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা মনুষ্য-চক্ষুতেও রশ্মির অল্পমান জায়সিক। আর চক্ষু তেজঃপদার্থ না হইলে রূপাদি বিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে না, যেসকল পার্থিব বস্তুাদি এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এই সকল গুণের মধ্যে চক্ষু কেবল রূপপ্রকাশক, অতএব চক্ষু তেজঃপদার্থ। চক্ষু পার্থিব হইলে গন্ধেরও গ্রাহক হইত। চক্ষুর রশ্মি থাকিলেও বিষয়ে যুক্ত না হইয়াই বিষয়প্রকাশক, কারণ কাচ এবং অঙ্গ ও ক্ষুদ্রিক প্রকৃতি স্বচ্ছ-পদার্থের অন্তর্-নিত বিষয়েরও উপলব্ধি হয়। “অপ্রাপ্যগ্রহণং কাচাভ্যপটল-ক্ষুদ্রিকান্তরিতোপলব্ধিঃ” এই সূত্র দ্বারা উক্ত আশঙ্কা করিয়া, আবার “ন কুড্যান্তরিতাভূতালোকরপ্রতিবেশঃ” এই সূত্র দ্বারা তাহাই নিরাস করিয়াছেন। যদি চক্ষু ইন্দ্রিয় অসমিকৃষ্ট পদার্থের প্রত্যক্ষ জন্মাইতে সমর্থ হইত, তবে ভিত্তি দ্বারা অন্তরিত পদার্থেরও জ্ঞান জন্মাইতে পারিত। যখন প্রাচীনাদি প্রতি-বন্ধকবশে চক্ষুঃকিরণ যে বস্তুতে পড়িতে পারে না, সেই বস্তু আমরা কখনই উপলব্ধি করিতে পারি না, অতএব ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সমিকর্ষ থাকিলেই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় ইহাই সিদ্ধান্ত সঙ্গত। তবে যে কাচ, অঙ্গ প্রকৃতির ব্যবধানে থাকিয়াও অর্থ সকল চাক্ষুঃ প্রত্যক্ষ বিষয় হয়, তাহাতে বক্তব্য এই “অপ্রতিষাভাৎ সমিকর্যোপপত্তিঃ। আদিত্যরশ্মিঃ ক্ষুদ্র-কান্তরিতোহপি দাঙ্ঘে অবিধাতাৎ” কাচ প্রকৃতি স্বচ্ছপদার্থ নয়নরশ্মির প্রতিরোধক হয় না। অতএব কাচাদি দ্বারা ব্যবহৃত বস্তুতেও চক্ষুরশ্মির পতিত হইতে পারে, যেসকল আদিত্যরশ্মি ক্ষুদ্রিক বা কাচবিশেষে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তদা-বৃত্ত দাঙ্ঘ বস্তুতে লীন হয়, তদ্রূপ তেজঃপদার্থ চক্ষুর রশ্মি

সকল কাচ অঙ্গ প্রকৃতি ভেদ করিয়া ব্যবহৃত পদার্থে সংযুক্ত কেন না হইবে? এই রূপ বলিতে পার না যে, আদিত্যরশ্মিও ক্ষুদ্রিকান্তরিত দাঙ্ঘ পদার্থে প্রবেশ করে না, তাহা হইলে তদন্তরিত দাঙ্ঘ শুষ্ক দাঙ্ঘ পদার্থের উষ্ণতা ও দাঙ্ঘ জন্মিতে পারে না। যেমন কুন্তল জলে তেজঃপদার্থ স্থা ও বলি প্রবিষ্ট হইয়া উষ্ণতাদি সম্পাদন করে, তদ্রূপ চক্ষুঃ স্বীয় রশ্মিদ্বারা দূরস্থ বস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে, এই প্রণালীতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে প্রাপ্যকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা বলেন, বিষয়ের প্রতিবিম্ব চক্ষুতে পড়িলেই চক্ষুঃবিদ্য-প্রকাশক হয়, ইহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেন না কাচাদি প্রকৃতি দ্বারা ব্যবহৃত বা আবৃত যে পার্থিব পদার্থ তাহার প্রতিবিম্ব চক্ষুতে পড়িতে পারে না, যেহেতু তেজোতিরিক্ত পদার্থের কাচাভ্যভেদ করিয়া চক্ষুতে যাইয়া প্রতি-বিম্বিত হইবার শক্তি নাই। কাচাভ্যই তাহাতে প্রতিবন্ধক। দর্পণ প্রকৃতিতে মুখের প্রতিবিম্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে, মুখে চক্ষু-সমিকর্ষ বাতীত উহা কিরূপে সম্ভব হয়, অতএব বলিতে হইবে চক্ষুরশ্মি দর্পণাদিতে প্রতিবৃত্ত হইয়া উলটিয়া মুখে পতিত হয়, এইরূপ সমিকর্ষবশে ও দর্পণের দোষে মুখের বিপরীত-ক্রমে ভ্রাম্যক উপলব্ধি হয়। এখন চক্ষুরশ্মি না মানিলে দর্পণাদিতে মুখের প্রতিবিম্ব উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না বলিয়া অবশ্যই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

অতঃপর অমুমিতলক্ষণ ও বিভাগ কথিত হইতেছে। “অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমভূতানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সাম্যাত্তো দৃষ্টকোতি।” তৎপূর্ব্বক অর্থাৎ লিঙ্গ লিঙ্গী (হেতু সাধোর) নিয়তসম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষপূর্ব্বক (অবিদ্যাব্যাপ্তরূপ ব্যাপ্তিনির্গয়করণক) যে জ্ঞান, তাহাই অভূতান। তাহা ত্রিবিধ, পূর্ব্ববৎ (কারণ-লিঙ্গক), শেষবৎ (কার্য্য-লিঙ্গক) ও সাম্যাত্তোদৃষ্ট অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য ভিন্ন লিঙ্গক, এই তিন প্রকার। নব্য-জ্ঞানতত্ত্বমতে কেবলারম্ভী, কেবল-বাহিরেরকী ও অধরবাহিরেরকী এই তিন প্রকার যেমন অভূতান হয়, তদ্রূপ স্বার্থাভূতান ও পরার্থাভূতানভেদে অভূতান দ্বিবিধ।

ভূমাদিলিঙ্গে মহানসাদিতে বহির সহচার জ্ঞানাত্মীন ‘যে ধূমবান্ তাহারাই বহিস্ত’ ইত্যাকারক ব্যাপ্তির অনুভবজন্য সংস্কারবিশিষ্ট পুরুষের পুরুষাদিতে ভূমদর্শনানন্তর ধূম, বহির নিয়ত সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এই প্রকার ব্যাপ্তিস্বরূপাত্মীন, বহিঃ-ব্যাপ্তি বিশিষ্টহেতু পুরুষে আছে ইত্যাদিরূপ যে হেতুতে ব্যাপ্তি ও পক্ষবর্ননানির্গয় তাহাই স্বার্থাভূতান। আর বারী কিংবা প্রতিবাহীর অন্য যে মধ্যস্থাদি তাহার নির্গমার্থ যে অন্ত-মান (ব্যাপ্তিনির্গয়) তাহাই পরার্থাভূতান, এই পরার্থাভূতান

ভাষ্য-সাধ্য অর্থাৎ পরকর্তৃক উক্তাভিভাষ্য হইতে উৎপন্ন হয়। গৌতম ভাষ্য লক্ষণ স্পষ্টতঃ না বলিলেও প্রতিজ্ঞা (সাধ্যের নির্দেশ), হেতুপ্রয়োগ (সাধ্যজ্ঞাপকের উল্লেখ), উদাহরণ (দৃষ্টান্তকথনযোগ্য ব্যাপ্তিবোধক বাক্য), উপনয়, (উদাহরণসামান্যী অবয়ব বিশেষের উপভাস) অর্থাৎ প্রকৃত উদাহরণে উপদর্শিত ব্যাপ্তিবিধি হেতুর পক্ষবৃত্তিবোধক বাক্য, নিগমন (সেই হেতুকারী জ্ঞাপনীর সাধ্যের উপসংহার) “যথা পক্ষতো বহিমান্ ধূমঃ, যো যো ধূমবান্ স স বহিমান্, যথা মহানসঃ, তথাচারণঃ, তন্মাদয়ঃ বহিমানিতি,” এই পক্ষবিধ অবয়বের উল্লেখ করাতেই পক্ষাবয়বোপপন্নবাক্য ভাষ্য, এই লক্ষণ, গৌতমভাষ্যপ্রভেদে অঙ্কুরিত হয়। ভাষ্যকার বলেন, “প্রমাণৈরর্থগামীকরণং ভাষ্যঃ” অর্থাৎ প্রমাণনিচয় দ্বারা অর্থের পরীক্ষা যে বাক্য হইতে হয়, সেই বাক্যই ভাষ্য, ভাষ্যের অনন্তরবর্তী প্রাচীন নামে “পক্ষরূপোপপন্নলিঙ্গপ্রতিপাদকং বাক্যং ভাষ্যঃ” এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ পক্ষসম্বন্ধ, সপক্ষসম্বন্ধ, বিপক্ষসম্বন্ধ, অসংপ্রতিপাদিতত্ব, ও অবাদিতত্ব এই পক্ষবিধ ধর্মাবিভক্ত হেতুর নির্ণয় যে বাক্য হইতে হয়, তাহাই ভাষ্য, উক্ত সকলপ্রকার লক্ষণেই অতিব্যাপ্ত্যাগি দোষ হয়, কারণ প্রতিজ্ঞা অপর ভাষ্যের হেতুনিষিদ্ধি পক্ষবাক্যও ভাষ্য হইতে পারে এবং হেতুর পর প্রতিজ্ঞা, অনন্তর উদাহরণনিবৃত্ত্যক্রমে প্রয়োগবশিত বাক্যসমূহে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, আর ভাষ্যোক্ত প্রমাণদ্বারা যে বাক্য হইতে অর্থপরীক্ষা হয় তাহাই ভাষ্য, এ লক্ষণেও ন্যায়ের উপযোগী তর্কাদি প্রতিপাদক পরকীর হেতু দোষের জ্ঞাপক এবং স্বপক্ষের অধিকবলতাপ্রতিপাদনার্থ উক্ত সেই সেই অর্থের জ্ঞাপক শ্রুতি প্রকৃতি সকল বাক্যই ভাষ্য লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে, আর পক্ষোপপন্ন লিঙ্গ, এই বাক্যে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া পক্ষসম্বন্ধি পক্ষরূপ বিশিষ্ট লিঙ্গের প্রতিপাদক বাক্যকেও ভাষ্য বলা যায় না, এই অজ্ঞ নব্য-ভাষ্যপ্রবর্তক গঙ্গেশোপাধ্যায় বলেন, “কিঞ্চদ্বিমিত্তিরমকারণলিঙ্গপরামর্শপ্রয়োজকশালজ্ঞানজনকবাক্যং ভাষ্যঃ” অহুমিত্তির চরম কারণ যে সাধ্যব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হেতুর পক্ষে সমাজ্ঞানরূপ পরামর্শ তাহার প্রয়োজক যে শালজ্ঞান, তজ্জনক বাক্যই ভাষ্য। এইরূপ চিন্তামণির লক্ষণের উপর দীর্ঘতিকা করিয়া উপনয় বাক্যে অতিব্যাপ্তি প্রকৃতি দোষ দেখিয়া স্বতন্ত্র লক্ষণ করিয়াছেন,—“উচিতাহ-পূর্কীকপ্রতিজ্ঞাপকবাক্যং ভাষ্যঃ” উচিতাহপূর্কীক অর্থাৎ বধাক্রম ও বধোপযুক্ত আত্মপূর্কীক-ক্রমে উক্ত যে প্রতিজ্ঞাদি পক্ষ, তৎসমুদায়ক বাক্য ভাষ্য। এই লক্ষণও উদাসীন বাক্য-স্তর সহিত প্রতিজ্ঞাদি সমুদায় এবং ন্যায়দ্বয়াদিক সমুদয়ে অতি-

ব্যাপ্তিব্যাপ্যার্থ পদ্যবর ভট্টাচার্য্যপ্রকৃতি নামাঙ্কন বিশেষণ প্রক্ষেপ ও পরিভাষ্য করিয়া,—“প্রতিজ্ঞাদিপ্রতিপাদকত্বদ্বর্ষ-বিষয়কবৎকিঞ্চিৎসাধ্যবোধনিরূপিতশব্দজ্ঞাননিষ্ঠা বা ন জনকতা তত্ত্ববজ্জ্ঞেয়ককোটিপ্রতিবৎকিঞ্চিৎজ্ঞানীরবিষয়ভাষ্যবর্ণনব্যাপক-সমুদায়বাক্যম্” এইরূপ অটল বহু পদ্যার্থবিশিষ্ট লক্ষণ প্রণয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ সেই হেতুজ্ঞাপ্য সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষত্ব অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার্থ যে সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ, হেতুজ্ঞাপকের অর্থ যে হেতু জ্ঞাপ্য, উদাহরণার্থ যে হেতু জ্ঞাপক, সাধ্যবিশিষ্টে হেতুবিশিষ্ট, উপনয়ার্থ যে সাধ্যের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হেতুবিশিষ্ট পক্ষ, এই সকল অবগাহী যে সমুদায়-বলনন যে কোনও একটা শব্দবোধ তন্নিরূপিত (তাহার) শব্দজ্ঞাননিষ্ঠ যতগুলি কারণতা ঐ সকল কারণতার অব-জ্ঞেয়ক যে বৎকিঞ্চিনী সকল বিষয় তাহার আশ্রয় বর্ণনের ব্যাপক যে সমুদায়, তাদৃশ সমুদায়ের আশ্রয় যে বাক্য তাহাই ভাষ্য। এই প্রকার লক্ষণের উপরও যে যে দোষ হয় তাহার উদ্ধারের জন্য আবার বহুতর পাতড়া সৃষ্ট হইয়াছে, উহার প্রত্যেক পদের অর্থাদি ও ব্যাখ্যা দেখাইতে বাইরা নব্যনৈসারিকগণ বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহার অর্থ দেখাইতে হইলে অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ি, অতএব এই স্থানেই বিরত হইলাম।

হেতুভাস।—মূলমূলে বা ভাষ্যে হেতুভাসের সামান্য লক্ষণ উল্লেখ না থাকিলেও চিন্তামণিকার গঙ্গেশ সামান্য লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, “যদিবয়কত্বেন লিঙ্গজ্ঞানতাহুমিতি-প্রতিবন্ধকত্বঃ” অর্থাৎ বাহার নির্ণয়সবে অহুমিতি হয় না তাদৃশদোষবিশিষ্ট যে পদার্থ হেতুত্বে অতিমত হয় তাহাই হেতুভাস, হেতু নয় (সাধক নয়) অথচ হেতুর ভাষ্য দীপ্তমান তাহাই হেতুভাসলক্ষণের ব্যুৎপত্তিসভ্য অর্থ। উক্ত লক্ষণের অলঙ্ঘ্য ‘বহিমান্ ধূমমিত্যাগি’ সঙ্কেতুতে অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু বহিমান্ পক্ষত্ব এই প্রকার ভ্রমেরও বহিমান্ পক্ষত্ব এই অহুমিত্তির প্রতিবন্ধকত্ব থাকায় যে বহুভাষ্য বিষয়রূপে অহুমিতি প্রতিবন্ধকতা সেই বহুভাষ্যরূপদোষবিশিষ্ট ধূমাদি হয়, এই অজ্ঞই দীর্ঘতিকা করিলেন, সাধু বিশিষ্ট বিষয়ক নিশ্চয়ত্বটী প্রকৃত অহুমিত্তির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্ত বৃত্তিরূপ অব-জ্ঞেয়কতাবিশিষ্ট হয়, তাদৃশ বিশিষ্টই দোষ, জলে বহিমান্ ব্যাপ্তি করিলে ধূমাদি হেতুতে বহিমান্ অলঙ্ঘ্য দোষ হয়। যেহেতু বহিমান্ জলবিষয়ক নিশ্চয়ত্ব প্রকৃতাহুমিত্তির যে প্রতিবন্ধকতা তাহার অতিরিক্ত স্থানে আবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু পক্ষত্ব বহিমান্ সাধ্যতাহলে প্রকৃতাহুমিতি প্রতিবন্ধকতাল্পত্ব যে বহুভাষ্যবান্ এই প্রকার পক্ষানবগাহী বহুভাষ্যবাম্ প্রকারক নিশ্চয় তাহাতে

বলাভাববিষয়ক নিশ্চয় আছে বলিয়া ভাব্য পদে বলা-
ভাবকে ধরা পেল না। কেন না ভ্রমের বিষয় যে বলাভাব
অবিশিষ্ট পক্ষত হয় না বলিয়া তাহাকে ধরা যায় না। পক্ষত
বলিমান্ এই অমুমিতিতে শুদ্ধ বলাভাববান্ এই নিশ্চয়ও
প্রতিবন্ধক হয় না। নীতিতিকারের লক্ষণের উপরও দোষ
হয়, কারণ বাধকালে ইচ্ছাপ্রযুক্ত যে আহাৰ্য বা অপ্রোমাণ্য
জ্ঞানান্বিত বহিশৃঙ্গ জলবিষয়ক নির্ণয় অমুমিতির প্রতিবন্ধ-
কতাপ্ত বলিয়া বহিশৃঙ্গ জলবিষয়ক নিশ্চয়তাই উক্ত প্র-
বন্ধকতাপ্ত বৃত্তি হইল, সুতরাং বহিশৃঙ্গ জলরূপবাধে দোষ-
লক্ষণেরও তৎফলীয় হেতুতে দোষবরূপ চূড়ান্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি
দোষ হয়, এইজন্য জগদীশ গদাধর প্রভৃতি বলেন, অনাহাৰ্য
অপ্রোমাণ্য জ্ঞানান্বিত নিশ্চয় বৃত্তিঅবিশিষ্ট বন্ধপবিশিষ্টব-
স্বের ব্যাপক হয়, প্রকৃত্যমুমিতি প্রতিবন্ধকতা তদ্রূপ বিশিষ্টই
দোষ। তদ্ব্যবহী হইবে। জগদীশ ও গদাধর এই লক্ষণের উপর
অসংখ্য দোষ দেখাইয়া নিবেশপ্রবেশপূর্বক অঙ্গসম ও অভূত-
পূৰ্ণ বিচারচাতুর্য দেখাইয়াছেন, সাধ্যসাধনগ্রহের অবিরোধী
অথচ প্রকৃতসাধ্য ব্যাপ্তিগ্রহের বিরোধিতামের বিষয় যে
তাহাই ব্যক্তিগত। সেই ব্যক্তিগত সাধারণ, অসাধারণ ও অঙ্গ-
পসংহারী ভেদে তিন প্রকার, সাধ্যশূন্যদেবহিত হেতু সাধারণ,
যথা—শব্দ নিত্য, যেহেতু স্পর্শশূন্য, এইস্থলে নিত্যাকার সাধ্য-
শূন্য যে স্পন্দ তাহাতে নিস্পন্দ হেতু আছে বলিয়া নিত্যতা-
শূন্য বৃত্তি নিস্পন্দেই সাধারণ হইল। সাধ্যাধিকরণে অস্ব-
হেতু অসাধারণ শব্দ দ্রব্যবান্ যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এই-
স্থলে দ্রব্যসাধ্যের অধিকরণে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নাই বলিয়া
অসাধারণ হইল। এইরূপে বৃত্তিতে হইবে। তেবলা-
বরী সৰ্বত্র বাচ্যবাদিপক্ষতাবচ্ছেদকাদি অঙ্গপসংহারী। পক্ষ-
বৃত্তি সাধ্যব্যাপকীকৃত্যভাবের প্রতিযোগী হেতু বিরুদ্ধ যথা—
গোষ সাধ্যক অস্বাদি হেতু, পক্ষ পক্ষতাবচ্ছেদকাত্তাবাদি
আশ্রয়সিদ্ধি, হেতুশূন্য পক্ষই স্বরূপসিদ্ধি, যথা—ব্রহ্মে বহিঃসাধ্যক
ধূমাদি। বার্ষিকশেষণরূপ বাপ্যসিদ্ধি হয় এইজন্য নীলধূম
হেতু করিলেও চূড়ান্ত হয়। বিরোধিপরাশ্রয়কামীমহেতু
সংপ্রতিপক্ষিত, যথা—শরীর অচেতন, যেহেতু ভৌতিক, যে যে
ভৌতিক, তাহারাই সকলেই চৈতন্তবিশীন, যেমন বট শরীর
প্রভৃতি নৈরাক্ষরিকের এই বাক্যের সমাকালে যদি চার্লীক
বলে, শরীরই চৈতন্তবিশিষ্ট যেহেতু সচেত, যে যে সচেত তাহা-
রই সচেতন, যে সচেতন নয়, সে সচেতও নয়। এইরূপ
চৈতন্তের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট চেষ্টাবান্ শরীর, আর অচেতনত্ব
ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ভৌতিকত্ববান্ শরীর এই প্রকার সচেতনত্ব ও
অচেতনত্ব এই বিরোধিপরাশ্রয়ের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট চেষ্টাও ভৌতি-

কত্ব হেতুর এককালে একপক্ষে পরামর্শকালে সংপ্রতিপক্ষ-
লোভযুক্ত হেতুর কোনও পক্ষের সাধনীর পরামর্শের অস্বাভাবিক
হয় না। তখন যদি, “অশরীর শরীরেই অনবদ্যেবহিতং
মহাৎ বিজ্ঞানান্ যথা বীরো ন শোচতি” ইত্যাদি প্রভৃতির
উল্লেখ করে, তবে শরীর চৈতন্তবাদ পক্ষ স্বীকৃত হয়। তখন
সমানবলতা নাই বলিয়া হেতু সংপ্রতিপক্ষিত হয় না। শরীর
চৈতন্তপ্রাণ নয়, ইহার প্রতিপাদক বেদপ্রমাণকালে চৈতন্তের
ব্যাপ্তিবিশিষ্টচেষ্টার শরীররূপপক্ষে নির্ণয়ককবিরোধিপরাশ্রয়
অপ্রোমাণ্য জ্ঞান হইল চৈতন্ততাবের অঙ্গবান্ই সং হয়।
সাধ্যশূন্য পক্ষই বাধ, যথা—ব্রহ্মবক্তিবিশিষ্ট ধূমহেতুক এইস্থলে
বহিশৃঙ্গ ব্রহ্ম বাধদোষ হইল। পরকীর হেতুতে হেতুভাবের
উত্থাপন বেরূপ স্বসাধ্যাঙ্গমান লব্ধক উপযোগী, তদ্রূপ স্বীয়
হেতুতে ব্যাপ্তিপক্ষার্থতা দেখানও প্রকৃতোপযোগী, এইজন্য
ব্যাপ্তি কি পদার্থ স্বরূপ তাহা জানা উচিত।

ব্যাপ্তিবাদ—অতি প্রাচীনকালে লিঙ্গলিঙ্গীয় নিয়তসম্বন্ধ-
রূপই ব্যাপ্তির উল্লেখ ছিল, অনন্তর তাহাই অব্যক্তিরিত
সম্বন্ধ ও অবিনাশ্যবসম্বন্ধ বলিয়া উক্ত হইল। পরে সিদ্ধ-
পুরুষ গঙ্গেশ প্রাচীন পরম্পরাপ্রচলিত অব্যক্তিরিতত্ব
পক্ষেরই পাঁচ প্রকার অর্থ বাহা উল্লেখ করিয়া দোষ দেখা-
ইয়া নিরাকরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাধ্যাতাবদবৃত্তি এই
লক্ষণে সাধ্যশূন্যদেহে হেতুর না থাকাই ব্যাপ্তি, এইরূপ যথা-
প্রকারে অসম্ভব হয়, কেন না সাধ্যাধট উত্তরের অভাব ও
সাধ্য-প্রতিযোগিক বলিয়া সাধ্যাতাব, উত্তরাতাব সর্বত্রই
আছে, সুতরাং তদধিকরণে বৃত্তিতাই ধূম আছে। এই
অব্যাপ্তি কিংবা অসম্ভব দোষে এবং “ধূমবান্ বহুঃ” ইত্যাদি
স্থলে অভিব্যক্তি দোষ হয় বলিয়া অনন্তর, সাধ্যসামান্য-
তাব ও তাদৃশবৃত্তিতাসামান্যতাব প্রভৃতি লক্ষণ নিবেশ
করিয়াছেন। যৎকিঞ্চিৎ সাধ্য থাকিলেও সাধ্যসামান্য-
তাব অভাব থাকে না, সুতরাং পক্ষতে সেই বহি নাই এই-
রূপ প্রতীতি হইলেও বহি নাই ইহা বলা যায় না। সাধ্য-
সামান্যতাব নিবেশ করিয়া লক্ষণের অর্থ এই হয় যে, অমু-
মিতির বিধেয়তাক্রম সাধ্যতাব অবচ্ছেদকভিন্ন যে ধর্ম তন্নিষ্ঠ
অবচ্ছেদকতার অনিরূপক এবং সাধ্যাতাবচ্ছেদকনিষ্ঠ অবচ্ছেদ-
কতার নিরূপক যে প্রতিযোগিতা, তাহার নিরূপক যে অভাব,
তদধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাত্ত্বব্যাপ্তি, বহি বট উত্তর নাই
এই প্রতীতিসিদ্ধি অভাব সাধ্যাতাবচ্ছেদকের অতিরিক্ত উত-
রত্বনিষ্ঠ-অবচ্ছেদকতার নিরূপক বলিয়া তাদৃশসাধ্যাতাব
নয় বলিয়া সাধ্যসামান্যতাবাধিকরণ ধূমাবিকরণ হয় না,
সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ হয় না। সাধ্যাতাবাধিকরণবৃত্তিহাসামান্য-

সম্বন্ধাবচ্ছেদ্য সাধ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্মাবচ্ছেদ্য এই উভয়ের অভাব থাকে সেই হেতুর ব্যাপক হয়, সেই সম্বন্ধে সেই ধর্ম-বিশিষ্ট এবং তাদৃশ ব্যাপকীভূত সাধ্যের অধিকরণে হেতুর সম্বন্ধই ব্যাপ্তি হইল। ষাণ্ম প্রতিযোগী ঘটাদির অধিকরণ ধূমাদিরূপ হেতুর অধিকরণে বর্তমান যে যে ঘটাদির অভাব, তদীয় প্রতিযোগিতানাবচ্ছেদই সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও বহিষ্কার-চ্ছিন্ন এই উভয়ের অভাব আছে, সুতরাং সংযোগসম্বন্ধে বহিষ্কারবিশিষ্ট ধূমের ব্যাপক হইল। তাহার অধিকরণে ঐ ধূম আছে, সুতরাং ধূমও বহিষ্কার ব্যাপ্য হইল। সিদ্ধান্ত লক্ষণের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ইহার ঘটক যে অবচ্ছেদকতা তাহা কিরূপ, স্বরূপসম্বন্ধরূপ না প্রতিযোগিতার অনতিরিক্তবৃত্তি-রূপ। এইরূপ আশঙ্ক্যপূর্বক অবচ্ছেদকত্ব নির্ধাচন করিয়া অবচ্ছেদকত্বনিরূপিতা দীপ্তিকার আর এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সকল নব্যজ্ঞানের লক্ষণ বুঝিতে হইলে নব্যন্যায়ের বুৎপাদিত অভাব ও প্রতিযোগিতার কি সম্বন্ধ প্রতিযোগিতার ও অবচ্ছেদকতারই বা কি সম্বন্ধ, আর কে কাহার অবচ্ছেদক হয়, অবচ্ছেদক শব্দেরই বা কি অর্থ, অবচ্ছেদকতা কত প্রকার, নিরূপিতত্ব ও নিরূপকত্ব, অধিকরণত্ব, আধেয়ত্ব, বিষয়ত্ব, বিষয়িত্ব, প্রকারতা, প্রকারিতা প্রভৃতি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক এবং কোন পদার্থ লইয়া নানারূপ লক্ষণ ও তাহার দোষাভাবাদান করিতে করিতে ব্যাপ্তিবাদও এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, তাহা অধ্যয়ন করিতে তিন চারি বৎসরের আবশ্যক।

‘গুণভাবঃ স এব প্রতিযোগী’, যাহার অভাব সেই ব্যক্তিই অভাবের প্রতিযোগী হয়, যেহেতু প্রতিযোগ অর্থাৎ প্রতিকূল-সম্বন্ধ তাহাতে আছে, প্রতিযোগীর অসাধারণ ধর্মরূপ যে প্রতিযোগিতা, তাহার ইতরব্যাবর্তক বিশেষকই অবচ্ছেদক। সেই অবচ্ছেদক বিবিধ,—সংযোগাদিতে সম্বন্ধ অবচ্ছেদক এবং প্রতিযোগ্যাংশে প্রকারীভূত ধর্ম অবচ্ছেদক প্রতিযোগিতার নিরূপিত অবচ্ছেদকতা, অবচ্ছেদকতার নিরূপক প্রতিযোগিতা, এবং প্রতিযোগিতার নিরূপক (নির্ণায়ক) অভাব ইত্যাদি বিষয়ে যাহারা অভিজ্ঞ, তাহারাই উক্তবিধ লক্ষণ বুঝিতে অধিকারী।

চার্লস বলেন, “সরুসিমং ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে সতি ত্রাং” “তদে-বত্ব ন ভবতি উপায়াভাবাং” অর্থাৎ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অহমিত্তি-রূপস্বতন্ত্রপ্রমাণ তব্বেই সিদ্ধ হয়, যদি ব্যাপ্তিনিশ্চয় সিদ্ধ হইতে পারে, সেই ব্যাপ্তিনির্ণয়ই তোমাদের উপায়ের অভাব হেতু অসম্ভব। এই জ্ঞান ব্যাপ্তির সিদ্ধান্ত করিয়াও নৈরাসিকেরা ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে যদিও

বারবার সহচারদর্শন ব্যাপ্তিনির্ণায়ক না হয়, তথাপি ব্যাপ্তির জ্ঞানের অসম্ভব সহচারজ্ঞান যে ব্যাপ্তিনির্ণয়ের কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা তুষ্টিপ্রার্থী ভোজনার্থ প্রবৃত্ত হইত না এবং যে ভবিষ্যদ্বোজন ভবিষ্যতুষ্টির কারণ, তাহার সম্পাদনের জন্ত প্রাণিবৃত্ত এত ব্যাকুল হইত না। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান ব্যাপ্তি বহন কোথাও প্রবৃত্ত লেখা যায় না। তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, ভোজনপ্রবৃত্ত পূর্ববের ভোজনে তুষ্টিরূপ ইষ্টসাধনত্ব নির্ণীত ছিল, তাদৃশ ইষ্টসাধনত্বনির্ণয় কখনই প্রত্যক্ষাত্মক হইতে পারে না। ভবিষ্যদ্বোক্তনের তুষ্টিসাধনত্ব সম্বন্ধে কোনও উপদেশ বা স্মৃতি নাই। কেবল-মাত্র, ভোজনই তুষ্টিসাধন এইরূপ সকল ভোজনে তুষ্টিসাধনত্ব জ্ঞানাত্মক ব্যাপ্তিনির্ণয়বশতঃ, ভবিষ্যদ্বোক্তনে তুষ্টিসাধনতার অহুমানাত্মক নির্ণয় হইয়া থাকে। সুতরাং ভোজনতুষ্টির অসাধকও হয়, এইরূপ ব্যাপ্তিচার্যসম্মান না থাকিয়া যে কোন ভোজনেই তুষ্টিসাধনতার জ্ঞানরূপ তুষ্টিসাধনতার সহচার-দর্শনে ভোজনত্ব তুষ্টিসাধনতার অব্যাপ্তিচারিত সম্বন্ধরূপ পূর্বোক্ত ব্যাপ্তিনির্ণয় অবশ্যই স্বীকার্য। এইরূপ বিচার-পূর্বক সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া ব্যাপ্তিগ্রহোপায় নামক ব্যাপ্তি-বাদের অন্তর্ভূত গ্রন্থান্তর প্রণীত হইয়াছে। অনেক স্থলে ব্যাপ্তির সংশয় নিরাকরণার্থ তর্কও বিশেষ উপযোগী হয়। মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, “অবিজ্ঞাততত্ত্বের্থে কারণোপপত্তিঃ তত্ত্বজ্ঞানার্থ উত্তরকঃ।” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাপ্যের আরোপ প্রযুক্ত হয় যে ব্যাপকের আরোপ তাহাই তর্ক, অর্থাৎ যে পদার্থ ছাড়িয়া থাকে না তাহার আরোপ বা আপত্তি করিয়া যে, সেই পদার্থের আরোপ হয়, তাহাই তর্ক পদার্থ। সেই তর্কপদার্থের প্রয়োজন অবিজ্ঞাততত্ত্বপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান। সেই তর্ক পূর্বক ইহাই নব্যজ্ঞানের অতিমত-মাস্ত্রাশ্রয়, অজ্ঞাতাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, তদন্তব্যার্থিতার্থপ্রসঙ্গ, এই পাঁচ প্রকার তর্ক। তর্কের বিশেষ প্রতিপাদন করিতে যাইয়া “তর্ক” নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ব্যাপকপদার্থের অভাববস্তানিশ্চয় যেহেতু থাকে, সেই স্থানই ব্যাপ্যের আরোপা-ধীন ব্যাপকের আর্হাধ্যারোপরূপ তর্ক হইয়া থাকে। পরন্তু যদি বহিঃশূন্য হয়, তবে নিধূম হউক। এইরূপ বহুভাবাত্মক ব্যাপ্যের আরোপাধীন ধূমভাবাত্মক ব্যাপকের আরোপই তর্ক হইল। উক্ত তর্কবলে আপাদকীভূত ধূমভাবের অভাব-স্বরূপ ধূমবস্তা নির্ণয়ধীন আপাদ্য বহুভাবের অভাবস্বরূপ বহিষ্কার অহুমানাত্মক নির্ণয় হয় এবং ধূম যদি বহিঃব্যাপ্তিচারী হয়, তবে বহিঃ জ্ঞান না হউক, এই প্রকার তর্কবলে বহিঃ-জ্ঞান নির্ণয়ধীন বহিঃব্যাপ্তিচার্য্যত্ব বুঝে নির্ণীত হইয়া থাকে।

তিনি চিন্তামণিতে ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়, তর্কনির্কলন পরে উপাধি ও সায়াতলক্ষণা; অনন্তর পক্ষভাষ্যনির্কলন অর্থাৎ নির্ণীত পরার্থের অহুমিতি হয় না বলিয়া অহুমিতির প্রতি সাধাসন্দেহ ও ইচ্ছারূপপ্রাচীন মতসিদ্ধ পক্ষভাষ্য কারণবিরোধপূর্বক অহুমিৎসাম্প্রদায়িক সাধানির্দেশের অভাবকে কারণ বলিয়া ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। ইহার উপর জাগদীশী গাঙ্গাধরী প্রকৃতি বিদ্যুত নীকা রচিত হইয়াছে। গঙ্গেশ পরামর্শের কারণার্থ নির্কলন, পরে ভাষ্যবর, তদনন্তর হেতুভাষ্য নিরূপণ, শেষে ইন্দ্রবাহুমান বর্ণন করিয়া অহুমানবৎ শেষ করিয়াছেন।

শেষ শব্দও। শব্দের প্রমাণা—অহুমান বৈয়াক্ত প্রত্যাক্ষাভ্যাসিকবস্তুর প্রমাণ, শব্দ ও তত্ত্ব প্রত্যাক্ষানুমানোপমান হইতে স্বতন্ত্র প্রমাণ। মহর্ষি গৌতমকৃত “আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ” এই ব্রহ্মসূত্র শব্দপ্রমাণের লক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। আপ্ত অর্থাৎ বাক্যার্থ গোচর বথার্থ জ্ঞানবান পুরুষ, তত্ত্বচারিত যে বাক্য তাহাই প্রমাণ। নবাত্মারম্ভে আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, তাৎপর্য ও যোগ্যতাবদ্বাক্যই প্রমাণ। যেহেতু বক্তার বাক্যার্থবিষয়ক জ্ঞান থাকিলেও তত্ত্বচারিত শ্লোকাদি হইতে অপর অতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রোক্তক শব্দবোধ জন্মিয়া থাকে। তবে লোকিকবাক্য হইতে অনেক সময় ভ্রমাত্মক শব্দবোধ উৎপন্ন হয়; এক্ষণে সকল লোকিক বাক্যের প্রমাণা নাই; ভ্রম, প্রমাদ, প্রোক্তরূপ, করণাপটব এই দোষচতুষ্টয়-রহিত আপ্ত পুরুষোক্তারিত সকল বাক্যই প্রমাণ। তাদৃশ আপ্তোক্তারিত বলিয়াই যের প্রমাণা। “মন্ত্যুর্জ্ঞেয়প্রমাণাবচ্চ তৎ প্রমাণাৎ আপ্তপ্রমাণাৎ” এই ভাষ্যসূত্র দ্বারা শব্দপ্রমাণা পরীক্ষাপ্রকরণে উক্ত তাৎপর্যমূলকই বেদপ্রমাণা সিদ্ধান্ত হইয়াছে ও আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, তাৎপর্য ও যোগ্যতাবিশিষ্ট বাক্য যে স্বতন্ত্র প্রমাণ, তৎসম্বন্ধে পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত করিতে বাইরা শব্দপ্রমাণা নামে চিন্তামণির অন্তর্গত এক বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে। আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, তাৎপর্য ও যোগ্যতা এই চারি বিষয়েই চারিখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তদনন্তর শব্দানিত্যতাবাদ ও তৎপরে প্রবাহের অবচ্ছেদন নিত্য সন্ধে উক্তগ্রন্থরচনা নামে আরও একখানি গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বাক্যপ্রবণের পর যে একটা বিশিষ্টজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই শব্দবোধ। সেই শব্দবোধ পদজ্ঞানই কারণ, যেহেতু পদজ্ঞান পদার্থের বৃত্তি জন্মাইয়া, উক্ত বিশিষ্টবোধের জন্মকূল হয়। অনেক সময় পদজ্ঞান প্রাথমিক প্রত্যাক্ষাত্মক হইলেও পদের অসম্মিগানে নিমিসসন্দেহে মৌলিক শ্লোকাদির শব্দবোধ হইয়া থাকে বলিয়া পদের জ্ঞানমাত্রই ভাষ্য কারণ। পুস্তকদর্শনে আনন্দের যে জ্ঞান হয়, তাহা চিন্তা

বিশেষরূপ অকার্য্যি অক্ষরে জ্ঞানপুস্তকপদবৃত্তি হয় বলিয়াই তাহা হইতে পুস্তকপ্রতিপাদ্য বিষয়ের জন্মকূল হয়। ভাষ্য প্রমাণ—কোনও ব্যক্তি যদি তোমার পুত্র জন্মিয়াছে কিংবা পুত্র জন্মিয়াছে এইরূপ প্রমাণ করে, তখন হর্ষ ও বিবাদসর্বত্রই বৃষ্ট হয়, অতএব বলিতে হইবে, শব্দ হইতে বনি কেবল পরার্থোপস্থিতি বা পুত্র-জন্ম ও মরণ এবং সম্বন্ধের মরণ মাত্রই হয়, তবে হর্ষ ও বিবাদ কোনও প্রকারেই সম্ভব হয় না। কারণ কোনও ব্যক্তি জন্ম কিংবা মরণ শব্দমাত্র হইতে হর্ষবিবাদোপপন্ন হয় না। তবে আমার পুত্র জন্মিয়াছে ইত্যাদি বিশিষ্টবৃত্তি হইলেই হর্ষাদি উপপন্ন হয়। ইহাকে বিশিষ্টবৃত্তি বৃত্তি বলা যায় না। কেন না পূর্বে ঐরূপ অসম্ভব হয় নাই। ইহাকেও প্রত্যক্ষ বলা যায় তাহাতে পারে না, যেহেতু তাদৃশ বিশিষ্টার্থে ইঞ্জিরসমীকর্য নাই। আবার ইহা অহুমানও নয়, কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যাপ্তির উপস্থাপক কেহই নহে। ইহা উপমান বলিয়াও নির্দেশ করা যায় না। কারণ তৎকরণীকৃত পরার্থের শক্তি-প্রোক্ত কোনও সাদৃশ্যজ্ঞান নাই। সুতরাং শব্দবোধ স্বতন্ত্র প্রমাণ এবং তৎকরণ শব্দপ্রমাণসমীকর হইল।

ষট্ কণ্ঠতা, আনয়ন কৃতি ইত্যাদি মিত্রাকাক্ষা বাক্য ঘটাদি অর্থের বৃত্তিবশতঃ উপস্থাপক হইলেও ষট্ কণ্ঠতাক আনয়ন কর্তব্য ইত্যাদি বিশিষ্টবৃত্তি জন্মে না বলিয়া ষটপদোত্তরবিশিষ্ট যে “অন্” পদ, এবং “অন্” পদোত্তরবিশিষ্ট আত্মপূর্বক নীপদ, নীপদোত্তরবিশিষ্ট “হি” পদবন্ধন “বটমানয়”, ইত্যাদি স্থলীয় আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানের কারণতা, উক্ত অবয়বদ্বিতে অবশ্য স্বীকার্য্য। ‘বলিনা সিক্তি’ ইত্যাদি যোগ্যতাবিহীন বাক্য হইতে অবয়ববোধ হয় না বলিয়া বহিকরণকল্পিত রূপ যোগ্যতাজ্ঞান ও শব্দবোধে কারণ। সেচনরূপ পদার্থে বহিকরণকল্পের বাধ আছে বলিয়া তাদৃশ যোগ্যতাজ্ঞান অসম্ভব। সুতরাং বহিকরণকল্পসক ইত্যাকার অবয়ববোধ হয় না। যে পদের অর্থের সহিত অবয়ববোধ হয়, সেই পদের অর্থের সেই পদে সত্যই যোগ্যতা, তাদৃশ যোগ্যতার প্রোক্তক জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ নিদান। পদের অবয়ববোধে উচ্চারণরূপ আসক্তি-জ্ঞানও কারণ। বক্তার অভিপ্রায়রূপ তাৎপর্য্যনির্ণয়াত্মক উক্ত অবয়বদ্বিতে কারণ হয়।

এই শব্দবোধে “ষট্ কণ্ঠতা” ইত্যাদি আত্মপূর্ব্যবিশেষরূপ আকাঙ্ক্ষা ও বক্তার ইচ্ছাবন্ধন তাৎপর্য্যের নির্ণয়, নিকটে উচ্চারণরূপ আসক্তি এবং বাহ্যে বাহ্যে অবয়ব তাহাতে ভাষ্য বাধ না থাকারূপ যোগ্যতার জ্ঞান ধারণ কারণ পদ পরার্থের নিরন্তর সন্ধিরূপ বৃত্তিজ্ঞানও কারণ, সেই বৃত্তি সন্ধিতে এবং লক্ষণা অন্তর্ভুক্তরূপ। গাঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বলেন, “সম্বন্ধতোলাকণা চার্ঘ্যে

পদবৃত্তি।" জগদীশ বলেন, "আত্মানিকত্বাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধো
সত্তাঃ, নিত্য আত্মানিকত্ব বা শক্তিরিতি গীয়েতে।" আত্মানিক
এবং আধুনিক ভেদে সঙ্কেত দুই প্রকার, তন্মধ্যে ভগবদ্বিচ্ছারূপ
নিত্যসঙ্কেত অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এই অর্থ লোকের অল্পভব-
গম্য হউক এই প্রকার ঐশ্বর্যীয় ইচ্ছাই নিত্যসঙ্কেত তাহারই
নাম পদের শক্তি। সৃষ্টিকাল হইতে গো প্রকৃতি শব্দের গবাদ্যর্থ
তাৎপৰ্য্যে প্রয়োগ দেখিয়া অল্পমিত হয় যে, ঐশ্বরেরই এরূপ ইচ্ছা
আছে যে, গোশব্দ গবাদ্যর্থের অল্পভাবক হউক, এই প্রকার
ভগবদ্ ইচ্ছারূপ গো-পদের শক্তিগ্রহমূলকই কালান্তরে 'গো
আনয়ন কর' এই প্রকার সাকাক্ষ গবাদিপদজ্ঞানাত্মীন গবাদ্যর্থের
স্মরণ হইয়া গোর আনয়ন কর্তব্য, এই প্রকার অল্পভব হয়।
শাস্ত্রকারোক্ত নদী এবং বৃদ্ধি প্রকৃতি পদের ত্রীলিঙ্গবিহিত
উ, ঈপ্ ও আর, ঐ, ঐ, প্রকৃতিতে যে আধুনিক শাস্ত্রকারীয়
সঙ্কেত অর্থাৎ শাস্ত্রকারের যে নদীপদ, উ, ঈ ও বৃদ্ধিপদ আর
প্রকৃতি বর্ণের অল্পভাবক হউক, এই প্রকার ইচ্ছা, তাহাই আধু-
নিক সঙ্কেত, ইহার নামান্তর পরিভাষা। প্রথমতঃ সঙ্কেত-
গ্রহের উপায় বৃদ্ধিব্যবহারকেই শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করিয়াছেন,
এইজন্য জগদীশ বলেন, "সঙ্কেতঃ গ্রহঃ পূৰ্ণঃ বৃদ্ধ্য ব্যবহারতঃ।
পশ্চাদ্বেবোপমানাদ্যোঃ শক্তিধীপূৰ্ণকৈরসৌ" ॥ প্রথমতঃ
ব্যাংগর কোন পূৰ্ণবয়স শব্দাত্মীন ব্যবহার দেখিয়া বালকের
শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে, পরে শক্তিজ্ঞানপূৰ্ণক সাদৃশ্য জ্ঞানরূপ
উপমান ব্যাকরণ, কোষ, আশ্রয়, শিক্ষণের সন্নিধি ব্যাক-
শেষ ও বিবরণ, প্রকৃতি হইতে পদের শক্তি বা সঙ্কেতগ্রহ হয়,
যে পদের সঙ্কেতগ্রহ নাই তাহার শব্দসম্বন্ধরূপ লক্ষণাজ্ঞানও
থাকে না, সুতরাং সেই পদের জ্ঞানাত্মীন কাহারও শাব্দাল্পভব
হয় না, এই শক্তিনির্বাচন করিতে যাইয়া গদ্যধর ভট্টাচার্য্য
আঁত হ্রস্ব এক বিবৃত্ত গ্রহ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কিরূপ
শক্তিজ্ঞানের শাব্দবোধের প্রতি জনকত্ব এবং শক্তিই বা কি
পদার্থ, কোন পদের কিরূপ অর্থে শক্তি ইত্যাদি বিশেষরূপে
প্রতিপাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কার্য্যাবিত্তি স্বার্থে পদের শক্তি
ও শাব্দাল্পভবে সামর্থ্যরূপ, বীমাংসকাত্তিমত শক্তির এবং জাতি-
শক্তিবাদ প্রকৃতি নিরাস করিয়াছেন।

জগদীশ শব্দের প্রামাণ্য সঙ্কেত পরমত নিরাকরণপূৰ্ণক
শব্দ যে স্বতন্ত্র প্রমাণ ইহা সংস্থাপনান্তর প্রকৃতি, প্রত্যয় ও
নিপাত এই তিন প্রকারে সার্বকশব্দের বিভাগ করিয়াছেন,
তন্মধ্যে নাম ও ধাতুভেদে প্রকৃতি দুই প্রকার, সেই নাম রূঢ়,
লক্ষক, যোগরূঢ় ও যোগিক ভেদে চারিপ্রকার। বাহার যে অর্থে
সঙ্কেত আছে, সেইপদ সেই অর্থে রূঢ়; উক্ত রূঢ়নামই সংজ্ঞা
বলিয়া খ্যাত। সেই সংজ্ঞা তিন প্রকার—নৈমিত্তিকী,

পারিত্যিকী ও ঔপাধিকী। গো মনুষ্য প্রকৃতি সংজ্ঞা গোশব্দ,
মনুষ্যজ জাতিবিশিষ্টের বাচক বলিয়া নৈমিত্তিকী, এবং
আধুনিক সঙ্কেতবিশিষ্ট নদী বৃদ্ধাদিপদই পারিত্যিকী সংজ্ঞা।
বিশেষগুণবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানাদি অল্পগত উপাধিবিশিষ্টে সঙ্কেত
বলিয়া ভূত দ্রুতাদি শব্দ ঔপাধিকী সংজ্ঞা। লক্ষক নাম
নানাবিধ—জহৎস্বার্থলক্ষণা, অজহৎস্বার্থলক্ষণা, নিরূঢ়লক্ষণা
এবং আধুনিকলক্ষণা ইত্যাদি। পদজ্ঞানী শব্দ স্বঘটক
পদের বৃত্তিলভ্য অর্থের সহিত রূঢ়ার্থ—পদাদির বোধজনক
বলিয়া যোগরূঢ়। পাচকাদি শব্দ কেবল স্বঘটকপদের যোগার্থ
মাত্রের অল্পভাবক বলিয়া যোগিক। এই সকল বিষয় নার-
প্রকরণে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতি, প্রত্যয় ও
নিপাতাদির লক্ষণও যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর
যোগিক নামের অন্তর্গত সমাসের লক্ষণও বিভাগ প্রতিপাদন
করিয়া সমাসনামক স্বতন্ত্র প্রকরণ হইয়াছে। তদনন্তর বটকা-
রকের ও উপকারকের ব্যুৎপাদনপূৰ্ণক কারক নামে স্তূরীর্থ
প্রকরণ রচিত হইয়াছে। এই কারকপ্রকরণে প্রত্যয়ের বিভক্তি,
ধাত্বংশ, তদ্ধিত ও কৃৎ এই চারি প্রকারে বিভক্ত বিভক্তি প্রকৃ-
তির সামান্ত্র লক্ষণও বিশেষ লক্ষণ বর্ণিত। বিভক্তি দুই প্রকার,
সুপ্ ও তিড্। তন্মধ্যে সুপ্ কারকার্থ আর ইতরার্থ, ধাত্বর্থে যে
বিভক্ত্যর্থ প্রকার বলিয়া অল্পভবের বিষয় হয়, তাহাই কারকার্থ,
আর ভাদৃশ স্ববর্ধই কারক। তদিতর স্ববর্ধই উপকারক।
বৃদ্ধ হইতে পত্র পড়িতেছে, এখানে বৃদ্ধপদোত্তর পঞ্চমীবিভক্তির
অর্থ যে বিভাগ তাহার পত্র ধাতুপদ্যাদি অধঃসংযোগাবচ্ছিন্নস্পন্দে
অধঃসংযোগের জনকীভূত চলনে জনকতা সঙ্কেত অধর হয়,
সুতরাং তাহা অপাদানকারক। এই প্রকারে কারক বিভ-
ক্তির ও বিভক্ত্যর্থের অধরাস্বভাবক জ্ঞান করিয়া সকল
কারকের লক্ষণ নির্বাচন ও ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।
গদ্যধর ভট্টাচার্য্য প্রথমাদি ব্যুৎপত্তিবাদ নামক বিবৃত্ত গ্রহ
রচনা করিয়া প্রথমাদির অর্থ, তাহার অধর ও বহুলরূপে
তৎসবন্ধে আত্মসদিক বিচারপূৰ্ণক সমতসংস্থাপন করিয়াছেন।
দ্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিবাদে অভেদাধরের কারণাদি নির্দেশ ও
তৎসবন্ধে বিচার করিয়াছেন। দ্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিবাদেও
দ্বিতীয়াদির অর্থ ও ধাত্বর্থের সহিত কিরূপ সঙ্কেত ইত্যাদি বিষয়
লিখিয়াছেন।

বৌদ্ধ-জ্ঞান।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-নৈমিত্তিক ধর্ম্মকীর্ত্তি-রচিত জ্ঞানবিন্দুগ্রন্থে বৌদ্ধ-
জ্ঞান সঙ্কেত বাহা লিপিত আছে—নিরে তাহার সংকল্প
বিবরণ উদ্ধৃত হইল। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ-

জ্ঞানের বিষয় ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে বার্ষ ও পরাবার্ষ-জ্ঞানের বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। সমাগ্জ্ঞানপূর্ণক সকল পুরুষার্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে, পুরুষার্ধসিদ্ধি বিষয়ে সমাগ্জ্ঞানই একমাত্র কারণ। সমাগ্জ্ঞান লাভ হইলে নির্লান হইয়া থাকে। হিন্দুস্তার মতেও 'জ্ঞানানুষ্ঠানঃ' অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের মতে সমাগ্জ্ঞান হইলে সকল পুরুষার্ধ সিদ্ধ হয়। অতএব বাহাতে সমাগ্জ্ঞান লাভ হয়, তাহার প্রতি সকলেরই বর অবশ্যবিধেয়।

এইজন্য প্রথমেই সমাগ্জ্ঞানের বিষয় লিখিত হইতেছে—
'অবিলম্বাদক যে জ্ঞান' তাহার নাম সমাগ্জ্ঞান। বাহাতে কোনরূপ বিসংবাদ (বিপরীত-জ্ঞান) এবং বিরোধ প্রকৃতি নাই তাহাই সমাগ্জ্ঞানপদবাচ্য। প্রমাণদ্বারা ই বস্তুর স্বরূপবোধ হইয়া থাকে, অতএব সমাগ্জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, প্রমাণের বিশেষ আবশ্যক। অর্থাৎবস্তুই প্রমাণের ফল, প্রমাণ দ্বারা যে অর্থের অবগতি হয়, তাহাতে আর কোনরূপ সংশয় থাকে না, তখন পুরুষার্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যে সকল বিষয় অধিগত নহে, প্রমাণ দ্বারা তাহারই অবগতি হইয়া থাকে। পুরুষ প্রথমে যে জ্ঞানদ্বারা অর্থ জ্ঞাত হয়, সেই জ্ঞানানুসারে প্রবৃত্তি হইয়া অর্থলাভ করিয়া থাকে। যে সকল অর্থ দৃষ্টরূপে অবগত হয়, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত এবং বাহা লিঙ্গ (হেতু) দর্শনহেতু নিষ্কররূপে অর্থাবোধ হয়, তাহা অল্পমানের বিষয়। এই প্রত্যক্ষ ও অল্পমান নিখিল অর্থসমূহের প্রদর্শক, এইজন্য এই দুই প্রমাণ। ইহাই সমাগ্-বিজ্ঞান, এতদতিরিক্ত অস্ত্র আর কিছু সমাগ্বিজ্ঞান নহে। পাইবার নিমিত্ত শকা যে অর্থ তাহার নাম প্রাপক, এবং প্রাপক বলিয়াই প্রমাণ পদবাচ্য। এই দুই জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত যে জ্ঞান, তাহা দ্বারা প্রদর্শিত যে অর্থ, তাহা অত্যন্ত বিপদান্ত হইয়া থাকে। যেরূপ মরীচিকায় জল, পূর্বেই বলিয়াছি বাহা পাইবার জন্য শকা তাহা প্রাপক এবং এই প্রাপক বলিয়াই প্রমাণ, কিন্তু মরীচিকায় জল পাওয়া যায় না, এই স্থলে জলের প্রাপক নাই, সূতরাং প্রমাণও হইবে না। মরীচিকায় জলের অত্যন্ত অসত্তা আছে, এইজন্য উহাতে জলপ্রাপ্তি অসম্ভব। যে যে স্থলে বস্তুর প্রাপক হইবে না, তথায় প্রমাণও হইবে না; সন্দেহ স্থলে জগতে ভাব ও অভাবযুক্ত কোন পরার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তাহা বস্তুর প্রাপক নহে, সূতরাং সংশয়ও ভ্রমবৎ প্রমাণ হইবে না। সমাগ্জ্ঞান হইলে তৎকণাৎ পুরুষার্ধ সিদ্ধি হইবে না, পুরুষার্ধ সিদ্ধির প্রতি সমাগ্জ্ঞান সাক্ষাৎ কারণ নহে, পূর্বদ্বারা। সমাগ্জ্ঞান লাভ হইলে পূর্বদৃষ্টের স্মরণ হয়, স্মরণ হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে প্রযুক্তি, প্রযুক্তি হইতে

পুরুষার্ধ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এইজন্য সমাগ্জ্ঞান সাক্ষাৎ কারণ নহে,* পূর্বদ্বারা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সমাগ্জ্ঞান দুই প্রকার প্রত্যক্ষ ও অল্পমান। এই দুই দ্বারা সমাগ্জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেস্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর উপলব্ধি হয় না, সেই স্থলে অল্পমান দ্বারা হইয়া থাকে অল্পমান-জ্ঞানও প্রত্যক্ষবৎ জানিতে হইবে। এই প্রত্যক্ষও অল্পমান দ্বারা নিখিল বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান হইবে, নিখিল বস্তুতত্ত্বের স্বরূপবোধ হইলে তখন সমাগ্জ্ঞান লাভ হয়। এই প্রত্যক্ষ ও অল্পমানকে প্রত্যক্ষ ও মানপ্রমাণ বলে। যথাক্রমে ইহার লক্ষণের বিষয় বলা যাইতেছে।†

প্রত্যক্ষ—বাহা কমনাপোড় ও অদ্রান্ত তাহাই প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বাহা কমনাপোড় (কারণিক) নহে এবং অদ্রান্ত বাহাতে কিছুমাত্র ভ্রম নাই, তাহাই প্রত্যক্ষ পদবাচ্য। যে কোন অর্থের সাক্ষাৎকারি যে জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ, চক্ষুর সহিত বিষয়েশ্রিয় জন্য যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়-প্রিত জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষ পদবাচ্য হইবে।

কমনাপোড় ও অদ্রান্ত এই দুইটি বিশেষণ বিশ্রুতিপত্রি-নিরাকরণের জন্য উক্ত হইয়াছে, অল্পমান নিরুত্তির জন্য নহে।

তিমির, আঁতুস্রমণ, নোয়ান, সংকোভ, প্রকৃতিতে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে প্রকৃতরূপে বস্তুর অববোধ হয় না, এইজন্য দ্রান্ত-ত্বের নিরাস করা হইয়াছে।

এই প্রত্যাক্জ্ঞান চতুর্ধি—ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ও যোগিজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের যে জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-প্রিত যে জ্ঞান তাহাকে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান কহে। এই ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান দুই প্রকার পরস্পরোপকারী ও এককার্যকারী। বাহা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় নহে সেই স্থলে মনোবিজ্ঞান হইবে।

* "সমাগ্জ্ঞানপূর্ণিকা সর্বপুরুষার্ধসিদ্ধিরিতি তৎস্বাংপাদ্যতে। বিবিধঃ সমাগ্জ্ঞানঃ প্রত্যক্ষঃ অল্পমানকঃ তত্র প্রত্যক্ষঃ কমনাপোড়সম্বন্ধঃ। অভিলাষসংযোগ্যপ্রতিভাসপ্রতীতিঃ কমনা তত্রা রহিতঃ তিরিহাতস-মণনোবাদসংকোভান্যনাতিবিস্রমঃ জ্ঞানঃ প্রত্যক্ষঃ।" (ভারবিলু।)

† "অল্পমানঃ বিধাঃ। বার্থঃ পরার্থকঃ। তত্র বার্থঃ ত্রিগুণান্নিলাদ্যদৃ-মেয়ে জ্ঞানঃ তদল্পমানঃ। প্রমাণকল্যাবস্থাভ্রাপি প্রত্যক্ষবৎ। ত্রৈক্যণঃ পুনর্নিদ্রাত্ত্বমেয়ে সর্বমেব। সপক এব সর্বঃ। অসপকে চাসর্বমেব।"

(ভারবিলু।)

‘পরার্থানুমানঃ শকাঙ্ককং বার্ষানুমানতজ্ঞানান্যকং। ...

অস্মাবিধং বার্থঃ। যেন যঃ প্রতিপদ্যতে তৎস্বার্থঃ। পরমাদিন্য পরার্থঃ যেন পরঃ প্রতিপদ্যতে তৎস্বার্থঃ।

ত্রিগুণান্নিলাদ্যদৃগ্নয়গ্রন্থমেবাভ্যবদনঃ জ্ঞানঃ তৎস্বার্থানুমানসিদ্ধিঃ।

(ভারবিলুকা।)

যাহা সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রসিদ্ধ তাহা মূল্যবান প্রত্যক্ষ। যে রূপ দ্বারা আত্মবেদিতা হয়, তাহা আত্মসংবেদন বা আত্মজ্ঞান।

যোগ অর্থে সমাধি, এই যোগ বাহার আছে তাহাকে যোগী কহে, এবম্বূত যোগীর যে জ্ঞান তাহাকে যোগি-প্রত্যক্ষ বা যোগিজ্ঞান কহে। প্রত্যক্ষের এই চারি প্রকার বিভাগ জানিতে হইবে। ধর্মোত্তরাচার্য-রচিত্তি নারবিন্দু টীকার ইহার বিবরণ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

অজ্ঞান—এই মতে অজ্ঞান প্রমাণ দুই প্রকার; স্বার্থ ও পরার্থ অর্থাৎ স্বার্থজ্ঞান ও পরার্থজ্ঞান। ইহার মধ্যে পরার্থজ্ঞান শব্দাত্মক ও স্বার্থজ্ঞান জ্ঞানাত্মক। এই দুয়ের মধ্যে অভ্যন্তর ভেদবশতঃ পৃথক লক্ষণ নির্দিষ্ট হইল। স্বার্থজ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ, ইহাতে কোনরূপ শব্দোচ্চারণ করিতে হয় না। যে অজ্ঞানে আপনাই প্রতিপন্ন হওয়া যায়, অর্থাৎ আপনার জন্য যাহা, তাহা স্বার্থজ্ঞান, আর যাহা দ্বারা পরকে প্রতিপাদন করা যায়, অর্থাৎ পরের জন্য তাহা পরার্থজ্ঞান। এই স্বার্থ ও পরার্থ জ্ঞানের মধ্যে প্রথমে স্বার্থজ্ঞানের বিবরণ বলা যাইতেছে। স্বার্থজ্ঞান—ত্রিরূপ অর্থাৎ ত্রিবিধলিঙ্গ উপর অজ্ঞানের আলম্বন অর্থাৎ অজ্ঞানের বিষয়ীভূত যে বস্তু তাহার আলম্বন যে জ্ঞান, তাহাই স্বার্থজ্ঞান।

ত্রিবিধ লিঙ্গ যথা—অজ্ঞানেরবিষয়ে সত্তা (অস্তিত্ব) অজ্ঞান-মানের বিষয়ীভূত যে বস্তু তাহাতে অস্তিত্ব। সপক্ষে সত্তা এবং অসপক্ষে অসত্তা এই তিন লিঙ্গদ্বারা স্বার্থজ্ঞান জ্ঞান হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধলিঙ্গের বিবরণ ভাববিন্দুটীকার এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অজ্ঞানের ও সপক্ষে যে সত্তা এবং অসপক্ষে অর্থাৎ বিশেষে যে অসত্তা, তাহার নাম লিঙ্গ। এখন ইহাদের অর্থের বিবরণ দেখা যাক। অজ্ঞানের অজ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুমাত্রই অজ্ঞানের শব্দে তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু ইহাদের মতে অজ্ঞানের বলিলে ঠিক এইরূপ বুঝায় না, নিশ্চয়তঃ যে হেতু ও লক্ষণ তদ্বিষয়ে যে ধর্মী তাহা অজ্ঞানের (১) অর্থাৎ ব্যাপ্তির নিশ্চয়কালে যে ধর্ম তাহাই অজ্ঞানের। জানিবার নিমিত্ত অভি-লম্বিত বিষয়ই ধর্ম, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ই ধর্ম নামে অভিহিত হয়। এই অজ্ঞানের যে সত্তা (অস্তিত্ব) ইহা প্রথম। দ্বিতীয় সপক্ষে সত্তা-সমান অর্থ সপক্ষ অর্থাৎ সাধারণের সহিত তুল্য যে অর্থ তাহাকে সপক্ষ কহে। (২) এই সপক্ষে যে সত্তা (অস্তিত্ব)

তাহা দ্বিতীয়। তৃতীয় অসপক্ষে অসত্তা। অসপক্ষ সপক্ষতির অর্থাৎ বিশেষ তাহাতে যে অসত্তা (অনস্তিত্ব) (৩) তাহা তৃতীয়। এই ত্রিবিধ লিঙ্গ হইতেই পরার্থজ্ঞান হয়।

বস্তু ধারণের প্রতি দুইটী হেতু। এক প্রতিবেদন হেতু, অপর সমর্থক হেতু। অর্থাৎ কোন একটা বস্তুসাধন করিতে হইলে তাহাতে প্রতিবেদক হেতু ও সমর্থক হেতু দিতে হয়। এই প্রতিবেদক হেতু একাদশ প্রকার। স্বভাবানুপলব্ধি, কার্যানু-পলব্ধি, ব্যাপকানুপলব্ধি, স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি, বিরুদ্ধব্যাপ্তো-পলব্ধি, বিরুদ্ধকার্যোপলব্ধি, কার্যাবিরুদ্ধোপলব্ধি, ব্যাপক-বিরুদ্ধোপলব্ধি, কারণানুপলব্ধি, কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি ও কারণ-বিরুদ্ধকার্যোপলব্ধি। এই একাদশ প্রকার প্রতিবেদক হেতু।

স্বভাবানুপলব্ধি—স্বাভাবিক অজ্ঞানলিঙ্গ। “নাত্র ধুম উপ-লব্ধিকল্পপ্রাপ্ততাহুপলব্ধঃ ॥ এইখানে ধুম নাই, যেহেতু এখানে উপলব্ধি লক্ষণ প্রাপ্তির অর্থাৎ বাহ্যে ধুম বোধ হইতে পারে এইরূপ কোন বিষয়ের উপলব্ধি বোধ নাই, এই হেতুতে স্থিরীকৃত হইল যে ‘নাত্র ধুম’ অর্থাৎ ধুম নাই, যদি ধুম থাকিত তাহা হইলে ধূমানুপলব্ধির বোধ থাকিত। ইহা ধূমজ্ঞানের প্রতিবেদক বলিয়া প্রতিবেদক হেতু হইয়াছে।

কার্যানুপলব্ধি—কার্যের অজ্ঞানলিঙ্গ যথা—“নেহ প্রতিবেদ-সামর্থ্যানি ধূমক্ষরণানি সত্তি ধূমাতাৎ ॥” পূর্বে বলা হইয়াছে ধুম নাই এই ধূমের স্বভাববশতঃ অপ্রতিবেদসামর্থ্য যে ধূম কারণ তাহাও নাই, যখন ধূম নাই, তখন ধূমকারণও নাই, এই জন্য কার্যের অজ্ঞানলিঙ্গ হইল।

ব্যাপকানুপলব্ধি—ব্যাপক বস্তুর অজ্ঞানলিঙ্গ যথা—“নাত্র শিংশপা বুদ্ধাতাৎ ॥” এই স্থলে শিংশপা বুদ্ধ নাই, যেহেতু বুদ্ধতাব আছে, শিংশপা এক প্রকার বুদ্ধ, যদি সেইখানে কোন প্রকার বুদ্ধ না থাকে তাহা হইলে শিংশপা বুদ্ধরূপ ব্যাপকের অভাবহেতু শিংশপা ব্যাপকের অজ্ঞানলিঙ্গ হইল।

স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি—স্বভাববশতঃ যাহা বিরুদ্ধ তাহার অজ্ঞানলিঙ্গ যথা—“নাত্র শীতস্পর্শোদগ্রেতি ॥” এখানে অগ্নির শীতস্পর্শ নাই। অগ্নিতে শীতস্পর্শ স্বভাববিরুদ্ধ অন্তএব স্বভাববিরুদ্ধ বস্তুর উপলব্ধি হইতেছে, যেখানে অগ্নি থাকে সেই স্থলে উষ্ণস্পর্শ থাকিবে, অগ্নিতে শীতস্পর্শ বা জলে উষ্ণস্পর্শ হইতে পারে না, অন্তএব এই স্থলে স্বভাব বিরুদ্ধোপলব্ধি।

বিরুদ্ধ কার্যানুপলব্ধি—বিরুদ্ধ কার্যের উপলব্ধি, যথা—“নাত্র শীতস্পর্শো বৃষাতি” এই স্থলে শীতস্পর্শ নাই, যেহেতু বৃষ আছে,

(১) “অত্র কোহজ্ঞানের ইতিগতঃ। অত্র হেতুলক্ষণ—নিশ্চয়তঃ ধর্মী-রূপেতঃ। অতঃ তু সাধ্যপ্রতিপত্তিকালে সন্ধ্যাতঃ প্রকৃতঃ। স্যাম্বিন্দিত-কালে তু ধর্মীহজ্ঞানের ইতি নির্দিষ্টকালঃ প্রকৃতঃ।”

(২) “কঃ সপক্ষঃ। সমানোর্থঃ সপক্ষঃ সমানঃ সন্ধ্যাৎ যোর্থঃ পক্ষে-সপক্ষঃ। সাধ্যার্থন্যযোগ্যঃ সমানঃ পক্ষে-সপক্ষঃ।”

(৩) “স সপক্ষঃ অসপক্ষঃ। সপক্ষো বা স তদ্বিত্তি নোহসপক্ষঃ। কত-সপক্ষোহন্যস্তিত্বঃ। ততঃ সপক্ষাবতঃ তেন চ বিরুদ্ধঃ।” (ভাববিন্দুটীকা)

দুই থাকিলে উৎকর্ষ থাকিবে, এই বিবৃদ্ধি কার্যের উপলব্ধি হইতেছে। বিবৃদ্ধি ব্যাপ্তোপলব্ধি—বিবৃদ্ধি যে ব্যাপ্তি তাহার উপলব্ধি।

কার্যবিবৃদ্ধোপলব্ধি—কার্যবিবৃদ্ধি যে বস্তু তাহার উপলব্ধি।

ইত্যাদি লক্ষণ ক্রমে ভ্রূবোধ হইয়াছে বলিয়া পরিভ্রান্ত হইল।

স্বার্থীভূতমানের পরে পরার্থীভূতমান লিখিত হইয়াছে।

পরার্থীভূতমান শব্দস্বরূপ, ইহাতে পরকে বুঝাইবার জন্ত অসুস্থমানসূচক শব্দোচ্চারণ করিতে হয়। যেমন তুমি নিশ্চয় জানিবে বখন ঘুম দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই বহি আছে ইত্যাদি। “পরশৈ ইদং পরার্থং পরার্থং অসুস্থমানং পরার্থীভূতমানং” পরের নিমিত্ত যে অসুস্থমান তাহা পরার্থীভূতমান। কারণে কার্যোপচার অর্থাৎ কারণ দর্শনে যে কার্যের অসুস্থমান, তাহাই পরার্থীভূতমান। গৌতম-মতে লিঙ্গজ্ঞানপূর্বক লিঙ্গীর যে অসুস্থমান তাহা প্রার একই প্রকার। এই পরার্থীভূতমান দুইপ্রকার সাধর্মাণ্য এবং বৈধর্মাণ্য। বাস্তবিক ইহার অর্থতঃ কোন ভেদ নাই। প্রয়োগস্থলে ভিন্ন হয় বলিয়া প্রয়োগস্থান্যেই এই দুই প্রকার ভেদ হইয়াছে। এই পরার্থীভূতমানে ব্যাপ্তি, অস্বয়, ব্যতিরেক প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই পরার্থীভূতমান দ্বারাই প্রথমতঃ ও বর্তমান প্রভৃতি তীর্থঙ্করদিগের জৈনমত এবং গৌতম ও কশিপ্রভৃতির মত খণ্ডিত হইয়াছে।

ধর্মকীর্তি পূর্ব পূর্ব জৈন ও হিন্দু প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মত খণ্ডন করিয়া সমাগ্জ্ঞানের বিষয় স্থির করিয়াছেন। এই সমাগ্জ্ঞান লাভ হইলে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, আর কোনরূপ প্রয়োজন থাকে না। ইহার বিশেষ বিবরণ জায়বিন্দু ও তংটাকার বিবৃদ্ধিরূপে লিখিত আছে।

বৌদ্ধদিগের ন্যায়শাস্ত্রের ন্যায় জৈনদিগেরও স্বতন্ত্র তর্কশাস্ত্র আছে। জৈনেরা জ্ঞানদানের মধ্যে অমিকাংশ তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। [স্বাক্ষর দেখ।]

ভারতীয় জ্ঞানশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কিহুপে এই ভারতবর্ষে জ্ঞানদর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা সহজ নহে। বর্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবৃদ্ধিমতাবলম্বীদিগের মত খণ্ডন করিবার জন্ত হিন্দুগণ তর্কের বহুবিধ নিয়ম প্রচার করেন। হিন্দু এবং বৌদ্ধগণের পরস্পর সংঘর্ষের পরিণামে গুটীপূর্ব পক্ষমণীভাবীতে জ্ঞান-শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়।

আবার কোন ভারতীয় পণ্ডিতের মতে—“বৈদিক বাক্যসমূহের সমন্বয়সাধন-নিমিত্ত জৈমিনি যে সকল তর্ক ও তাহার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহাই পূর্বে জ্ঞাননামে অভিহিত

হইত। আপত্য-ধর্মসমূহের বিস্তার অর্থাৎ যে ন্যায় শব্দের উল্লেখ আছে, উহা জৈমিনির পূর্ব-সীমাংসা-নির্দেশক এবং ঐ অর্থাৎ যে ন্যায়বিৎ শব্দ আছে, তাহার অর্থ সীমাংসক। সাধবাচার্য পূর্ব-সীমাংসার যে সার-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার নাম ন্যায়মালাবিভার। বাচস্পতিমিত্র ও ন্যায়-কশিকা নামে আর একখানি সীমাংসা গ্রন্থ রচনা করেন। (১) এইরূপে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে জানা যায়, পূর্বে ভারতীয় শব্দ সীমাংসা অর্থেই ব্যবহৃত হইত। যেমন অর্থ বিশদ করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল তর্ক বা জ্ঞান ব্যবহৃত হইত, ঐ সকল ন্যায় অর্থমূল্যভাবে সংগৃহীত হইয়া যে শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়, তাহাই আত্মীকী-বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বাস্তবিক মহর্ষি জৈমিনির উদ্ভাবিত তর্কসমূহই আত্মীকী বিদ্যার বীজ। ঐ তর্কসমূহ ন্যায় নামে খ্যাত ছিল। শব্দের নিভ্যান্টিভা, জীবাত্মার স্বরূপ, যুক্তি ইত্যাদি তত্ত্বসমূহ আত্মীকী বিদ্যার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া গৌতম যে দার্শনিক মত প্রচার করেন, তাহাই কালক্রমে ন্যায়-শাস্ত্র নামে প্রচলিত হইল।” (২)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও উক্ত ভারতীয় পণ্ডিত জ্ঞানদর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কালনির্ণয় ও যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনার উহার অধিকাংশ সীচীন বলিয়া বোধ হইল না। বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের পর হিন্দু ও বৌদ্ধের সংঘর্ষে ন্যায় বা তর্কবিদ্যার উৎপত্তি হয়, অথবা সীমাংসার তর্কসমূহ যে পূর্বকালে আত্মীকী নামে প্রচলিত ছিল এবং পরে গৌতমের ন্যায়-মত প্রচারিত হইলে আত্মীকী শব্দ যে ন্যায়-শাস্ত্ররূপে গণ্য হইয়াছে, এ যুক্তির সমর্থন করা যায় না। [সীমাংসা দেখ।] ন্যায়-শাস্ত্রের বীজ উপনিষদে পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় হইতেই নানা দার্শনিক মত প্রচলিত হইতে থাকে। গৌতম উহার কোন কোন মত সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া আপনার মত মধ্যে সম্মিলন করেন।

বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে, উপনিষদে বা বেদান্তে হেতু, উদাহরণ ও নিগমন এই তিনটি মাত্র অবয়ব স্বীকৃত হই-

(১) সাধবের জৈমিনীর জ্ঞানমালাবিভার গ্রন্থের ‘জায়’ নাম দেখিয়া এমন কিছুই বলা যায় না, সীমাংসাদর্শন হইতে তর্কশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা হইলে অপরাপর দর্শন-হইতেও তর্কশাস্ত্রের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। যেমন কশিপুত্র জ্ঞানতাবা (সাংখ্য), আনন্দবোধকৃত ন্যায়সকল (যোদ্ধা), রামসমূহের ন্যায়পরিপত্তি (যোদ্ধা), ক্ষেমানন্দকৃত ন্যায়রত্নাকর (যোগ), বরজাচার্যের ন্যায়লীলাবতী (বৈশেষিক) ইত্যাদি।

(২) Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XIX, (1897.) p. 325-27.

রাহে। পরে দেখা যায় যে, ন্যায়শাস্ত্রপ্রবর্তক গৌতম যুক্তি-
যারা, প্রতিজ্ঞা ও উপনয় এই দুইটী অভিরিক্ত ধরিতা পঞ্চাবয়ব
স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ গৌতমশূত্রের ১।১।৩২ শূত্রের
বাংত্ৰায়ন ভাবে, “দশাবয়বানেকে নৈয়ারিক্য বাক্যে সঙ্কল্পতে”
ইত্যাদি উক্তি দেখিয়া বলেন যে, গৌতমের ন্যায়শূত্র গ্রন্থিত
হইবার পূর্বেও নৈয়ারিকগণ বিদ্যমান ছিলেন (১), বাংত্ৰা-
য়নের পূর্বে কোন কোন নৈয়ারিক ১০টী অবয়ব স্বীকার
করিতেন, বাংত্ৰায়ন তাঁহাদের দ্বাদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন।
কিন্তু গৌতমের পূর্বে অপর কেহ যে ১০টী অবয়ব স্বীকার
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাতাব।

সকল হিন্দুশাস্ত্রের মতে—গৌতমই ন্যায়-শাস্ত্রের প্রবর্তক।
শৌনকসম্বন্ধিত চরণবৃহৎ এই ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র অথর্ববেদের
উপাঙ্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে—

“প্রতিপদমমুপদং ছন্দোভাষা ধর্মো যীমাংসা ন্যায়ান্তর্ক
ইতুপাদানি।” (চরণবৃহৎ)

মুন্নিশাস্ত্রের মতে—ন্যায়শাস্ত্র ১৪শ বিদ্যার অন্তর্গত।
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—“জাতুকর্ণ নামক ২৭ম ব্যাসের
সময়ে প্রভাসতীর্থে যোগাচ্ছা সোমশর্মাণর আবির্ভাব, অক্ষপাদ,
কণাদ, উলূক ও বৎস এই চারিজন তাঁহারই পুত্র।” (২)

প্রসিদ্ধ জর্জন-পণ্ডিত ওয়েবার সাহেব তাঁহার “সংস্কৃত
সাহিত্যের ইতিহাসে” লিখিয়াছেন, তিনি অক্ষপাদ নামটী মাধবা-
চার্যের সর্দর্শনসংগ্রহে পাইয়াছেন (৩)। কিন্তু অক্ষপাদ
নামটী নিভান্ত আধুনিক নহে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উক্তি দ্বারা
প্রমাণিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই লিখিয়াছেন যে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও মহাভারত যবদীপে প্রেরিত হইয়াছিল।
সুতরাং খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীরও বহুপূর্ব হইতে ‘অক্ষপাদ’ নাম
চলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধদিগের লঙ্ঘ্যভার-
শূত্রে অক্ষপাদ-দর্শনের উল্লেখ আছে। উদ্ভোতকরাচার্য
ন্যায়বাক্তিকে এবং তৎপরে বাচস্পতিমিশ্র বাক্তিকতাৎপর্য-
টীকার ন্যায়শাস্ত্রপ্রবর্তক অক্ষপাদকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ

আরম্ভ করিয়াছেন। উদ্ভোতকর ও বাচস্পতিমিশ্র উভয়েই
মাধবাচার্যের বহুপূর্ববর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

অক্ষপাদ নাম কেন হইল, এ সম্বন্ধে আধুনিক নৈয়ারিক-
সমাজে এইরূপ আধারিকা প্রচলিত আছে, ‘কৃষ্ণবৈশ্যায়ন
বেদব্যাস গৌতমশ্রীত ভারতশূত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত
গৌতম প্রতিজ্ঞা করেন যে আর বেদব্যাসের মুখদর্শন করিবেন
না। তাহাতে বেদব্যাস তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা করিলেন।
কিন্তু গৌতম যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অক্ষপা হইবার নহে।
পরে গৌতম পাদে অক্ষি প্রকাশ করিয়া তদ্বারা ব্যাসের মুখাব-
লোকন করিলেন। তাহা হইতে গৌতমের নাম অক্ষপাদ হইল।’

এ আধারিকটী কোন পুরাণাদিতে নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
হইতে জানিতে পারি, অক্ষপাদ ও কণাদের পর কৃষ্ণ-বৈশ্যায়ন
ব্যাস আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। আবার মহাভারতে আদি
পর্বে (২।১৭৫) ও শান্তিপর্বে (১৮।১৪৭-৪৮) আত্মিকটী
ও তর্কবিদ্যার যথেষ্ট নিন্দাবাদ আছে।

“আত্মিকটীং তর্কবিদ্যামহুরকো নিরর্থিকাম্।

হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসংহ হেতুমঃ ॥

আক্রোষ্টী চাভিবক্তা চ ব্রহ্মব্যাকোচ্চ চ বিজ্ঞান্।”

এমন কি আত্মিকটী ও তর্কবিদ্যামহুরাগীর শৃগালগোনি-
প্রাপ্তির কথাও বেদব্যাস ও বান্দীক লিখিতে ছাড়েন নাই।
বোধ হয় ইত্যাদি নিন্দাবাদদর্শনেই অক্ষপাদের আধারিকটী
কল্পিত হইয়া থাকিবে।

আত্মিকটী সম্বন্ধে মধুসূদন সরস্বতী প্রাধানভেদ নামক
গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“ন্যায় আত্মিকটী পঞ্চদ্বারী গৌতমেন শ্রীত।”

কৃষ্ণবৈশ্যায়নের সময় যে নৈয়ারিকগণ বিশেষরূপে বিদ্যমান
ছিলেন, মহাভারত হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতের সুবিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ উপরোক্ত
মহাভারতবর্ণিত আত্মিকটী ও তর্কবিদ্যা শব্দের এইরূপ
ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

“ঈশা প্রত্যক্ষ তামহুপ্রভা ঈশা অরীক্ষা ধ্বাদিদর্শনেন
বহ্যাদ্যহুমানং তৎপ্রধানাত্মিকটীং তর্কবিদ্যাং কণ্ডকাক-
চরণাদিপ্রীতং শাস্ত্রং।”

দেবদ্বারী, বিমলবোধ প্রভৃতি মহাভারতের প্রাচীনতম
টীকাকারগণও নীলকণ্ঠের অম্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মহানহিতার মেধাতিথি-ভাব্যো ‘আত্মিকটী’ তর্ক-
বিভার্ষণাত্মিক’ এইরূপ লিখিত আছে। কোনও প্রাচীন
সংস্কৃত গ্রন্থে আত্মিকটী শব্দের অর্থ ‘পূর্বযীমাংসা বর্ণিত
যুক্তি’ এরূপ কোন কথাই পাইলাম না। সুতরাং আত্মিকটী-

(১) Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XIX. p. 327.

(২) “সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রমাগতে।

জাতুকর্ণো বদ্য ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ।

তদাপাহঃ ভবিষ্যামি সোমশর্মা যিকোভনঃ।

প্রভাসতীর্থেসান্য যোগাচ্ছা লোকবিক্রতঃ।

তত্রাপি মত পুত্রো ভবিষ্যতি তপোধনঃ।

অক্ষপাদঃ কণাদক উলূকো বৎস এব চ।” (ব্রহ্মাণ্ড, অম্বরূপ ২৩ অঃ)

(৩) Weber's Sanskrit Literature, p. 246.

বিজ্ঞানীরাশাস্ত্রসমূহ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। শীমাংসা-
মূলক হইলে বেদবাস কখনই আধুনিকীকরণ বিচার্য
করিতে নাই। বেদবাস আধুনিক বা নৈরায়িকবিগের
কেন মিথ্যা করিয়াছেন?

আদিপর্বে ২।১৭৫ নোকে—

"নৈরায়িকানাং যুগ্মে বর্ণনাত্মকেন চ।" ইত্যাদি স্থলে
বিমলবোধ হুতাশ্রয়প্রকাশিনী নামক ভারতীকায় লিখিয়াছেন,
'নৈরায়িকানাং যুগ্মে যুক্তিরেব বলীয়সী নহুঃ প্রতিপত্তি মনা-
নানেন' অর্থাৎ নৈরায়িকগণ প্রতিপত্তি প্রমাণ অপেক্ষা যুক্তিই
প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু শীমাংসকগণ তদ্বিপরীতে
যুক্তি অপেক্ষা সর্বতোভাবে প্রতিপত্তি প্রমাণ স্বীকার করিয়া
ধাকেন। প্রতিপত্তি অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতেই
নৈরায়িকগণ বেদবাসের নিকট নিম্নিত হইয়াছেন।

শীমাংসকগণ বেদ অপোক্তবের এবং নৈরায়িকগণ বেদ
পোক্তবের বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও নিম্নার অন্যতম
কারণ হইতে পারে।

মহাসংহিতার ভাষ্যে মেধাতিথিও লিখিয়াছেন,—"তর্ক-
প্রধান গ্রন্থ। লৌকিকপ্রমাণস্বরূপে পরা ভ্রাতৃবৈশেষিক-
লোকারতিকা উচ্যতে।...কপিলকণাদক্রিয়ামবিরথতানি গ্রন্থা-
স্তানি হি শব্দঃ প্রমাণং তথা চাক্ষপাদমুদ্রম্। প্রত্যক্ষানুমানো-
পমা শব্দঃ প্রমাণানি বৈশেষিকা অপি" (১২।১০৬) এখানে
মেধাতিথিও ভ্রাতৃবৈশেষিককে লোকারতিক, কপিল প্রভৃতি
নিরীক্ষরবানীর সহিত একত্রে গীত করিয়াছেন।

মহাভারত ব্যতীত রামায়ণে অব্যোধ্যাকাণ্ডে 'নৈরায়িক'
শব্দের উল্লেখ আছে, তদ্বারা অনুমান হয়, রামায়ণ-রচনার
পূর্বেও ভ্রাতৃবৈশেষিক প্রচলিত হইয়াছিল। এতদ্বির পাপিনি
উক্তাদিগণে 'ভ্রাতৃ' ও উক্ত গণমূলক ৪।২।৬০ সূত্রে নৈরায়িক
শব্দ স্বীকার করিয়াছেন। সূত্রতে তর্কগ্রন্থের নাম এবং চরক-
সংহিতার বেদ, উপনয়, প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি বহুতর
পারিত্যকিক শব্দ দ্বারা ভ্রাতৃবৈশেষিক প্রসঙ্গ স্থচিত হইয়াছে।

শব্দরাসী শীমাংসাত্মক উপবর্ষের ভাষ্য হইতে বচন
উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে উপবর্ষ
গৌতমের ভ্রাতৃবৈশেষিক বিশেষরূপে অবগত ছিলেন ও গৌতমের
মত অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। জৈনবিগের উত্তরাধারন-
বৃত্তি, ত্রিবিষ্টপলাকাপুস্তকচিত্রিত, ঋষিমণ্ডল-প্রকরণ প্রভৃতি
গ্রন্থপাঠে জানা যায় উপবর্ষ মহারাজ নন্দের সময়ে খৃষ্টপূর্ব
৫ম শতাব্দীতে বিজ্ঞান ছিলেন। *

* "অনন্তরঃ বর্জমানবাসিনীর্জানবাসরাং।

গভারঃ বর্জবৎসব্যাসেব বসোৎভবমূঃ" (হরিবংশীচরিত ৩২-২)

উপবর্ষের বহুতর প্রমাণ-যুক্তি সূত্রকর্ত্তে বলিতে পারা যায়
যে, শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাবের বহুশতাব্দস্বরূপ পূর্বে যে গৌতমের
ভ্রাতৃবৈশেষিক প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহামহোপাধ্যায় চক্রাক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন,
সকল দর্শনসূত্রের মধ্যে বৈশেষিকসূত্রই প্রথম। কাহারও
কাহারও মতে ভ্রাতৃবৈশেষিক সকল দর্শনের শেষ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন
দর্শনসূত্রসমূহ আলোচনা করিলে কোন্‌ খনি অগ্রে বা কোন্‌
খনি পরে গ্রথিত হয়, তাহা স্থির করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।
আবার একই দর্শনের একই কথা ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে দেখিতে
পাওয়া যায়। যেমন গৌতমসূত্রের ৩২।১৪ সূত্র ও ব্রহ্মসূত্রের
২।১।২৪ সূত্র, আবার কণাদসূত্রের ৩।২।৪ সূত্র ও গৌতমসূত্রের
১।১।১০ সূত্র মিলাইলে, ভিন্ন দর্শন হইলেও যেন একই কথা
দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ স্থলে কে কাহার পূর্ববর্তী তাহা
স্থির করা অসম্ভব। এইরূপ ভিন্ন দর্শনে এক কথা পাইরা
দার্শনিকগণ অনুমান করেন, গৌতম, কণাদ বা বাদরায়ণের
সময়ে বা তৎপূর্বে লোকসমাজে এই সকল যুক্তি বা দৃষ্টান্ত
প্রচলিত ছিল। বাস্তবিক যে সকল যুক্তি বা সিদ্ধান্ত সার্বজনিক
বা সকলের মনে সমরবিশেষে উদ্ভূত হইতে পারে, তাহা যে
অপরে স্বতঃপ্রসূত হইয়াই গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আর
বিচিত্র কি! কিন্তু সকল দর্শনেরই একটু বিশেষত্ব বা পারিত্যকি-
কত আছে, তাহা এক দর্শন ভিন্ন অপর দর্শনে নাই এবং সেই
বিশেষত্ব-নিবন্ধনই ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে।

যে দর্শনের বাহ্য বিশেষত্ব, তাহার প্রসঙ্গ যদি আমরা
ভিন্ন দর্শনে পাই, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে দর্শন
অপর দর্শনের বিশেষ-মত গ্রহণ করিয়াছেন, সে দর্শন পরবর্তী-
কালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রে "ন বরং বটপদার্থ-
বাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ" (১।২৪) ইত্যাদি সূত্রে স্পষ্ট
বৈশেষিক মতবৃত্তন, "পঞ্চাবয়বসংযোগাৎ সূক্ষ্মসংযুক্তি"
(৪।২৭) ও "যোড়শাদিব্যপোবম্" (৪।৮৬) ইত্যাদি সূত্রে স্পষ্ট
গৌতমসূত্রের বৃত্তন এবং "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (১।১০) ইত্যাদি সূত্রে
পাণ্ডুলিপিগ্রন্থের মত বৃত্তিত হইয়াছে।

জৈমিনির শীমাংসা-সূত্রে "ঐতর্য্যকিক শব্দভাষ্যে সর্বত্র
জানমুপদেশোহব্যতিরেককর্ত্তার্থেহুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরা-
য়ণতানপেক্ষত্বং" (১।১।৪১)

"কর্ত্তাশাপি জৈমিনিঃ কলার্থত্বং" (৩।১।৪) ইত্যাদি সূত্রে
বাদরায়ণের মত বৃত্তন ও জৈমিনির নাম পাওয়া যায়।

আবার বেদান্তসূত্রে "সাক্ষাদপ্যবিরোধে জৈমিনিঃ" (১।২।২৮)

"সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শনতি" (১।২।৩১)

আবার "তদ্ব্যপ্যপ্যি বাদরায়ণসম্ভবাৎ।" (১।৩।২৬) এতদ্বির

১৭৩৩ ও ১৭৫৮ খ্রিঃ জৈমিনির মত এক "তর্কপ্রতিষ্ঠান" (২১১১১) ইত্যাদিহ্মে জ্ঞানশাস্ত্রের মত খণ্ডিত হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণাদ্বারা দেখা যাইতেছে, সাংখ্যহ্ম, জৈমিনি-হ্ম ও বোদ্যহ্মে অপর দর্শনের মতখণ্ডন ও সেই সেই দর্শনকারের নাম রহিয়াছে এবং পাতঞ্জলহ্মেও পরমাণুপ্রসঙ্গ খাতায় কেহ কেহ বৈশেষিকের পরবর্তী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু বৈশেষিক ও জ্ঞানহ্মে আমরা অপর কোন দর্শনকারের নাম বা মতামত পাই না। এরূপ স্থলে জ্ঞান বৈশেষিকহ্মই প্রচলিত অপরাপর দর্শনহ্মে হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে পারি। মহামহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম।

জ্ঞানহ্মের (১১১৫) ভাষা বাৎস্তায়ন যেক্রপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তাহার পূর্ব হইতেই হ্মের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ হইয়াছিল। আবার এক স্থানে বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন, গৌতম যাহা বাহ্যাবোধে উল্লেখ করেন নাই, তাহা বৈশেষিক দর্শন হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে বোধ হয়, বৈশেষিক ও জ্ঞান এই দুইটা লইয়া একটা দর্শন গণ্য হইত এবং নৈয়ায়িকগণ সকল কথা গৌতমহ্মে না থাকায় বৈশেষিক সাহায্যে সকল বিষয় মীমাংসা করিতেন। বাৎ-বিক জ্ঞান ও কণাদহ্মে আলোচনা করিলে দুইটা এক মাত্রার গর্ভজাত, এক সন্ধে বর্ধিত এবং একত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এরূপ বোধ হয়। দুইএর মধ্যে যেন বৈশেষিককে ষোষ্ঠ ও অক্ষপাদকে কনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। বৈশেষিকের অনেক কথা জ্ঞানহ্মে, আবার জ্ঞানশাস্ত্রের অনেক কথা বৈশেষিকহ্মে বিবৃত আছে। কণাদহ্মে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষটপদার্থ এবং গৌতমহ্মে প্রমাণ, প্রমের, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবরূপ, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জর, বিতণ্ডা, হেতুভাস, চল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থান এই বোড়শ পদার্থের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, গৌতম ও কণাদ উভয়েই যখন বিশেষরূপে তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তখন একের নাম জ্ঞান ও অপরের নাম বৈশেষিক হইবার কারণ কি?

কণাদ তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিলেও একটা ছুপ্রণালী-রূপে ও অশৃঙ্খলভাবে এই শাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই, তিনি 'বিশেষ' নামে একটা বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন বলিয়া তাহার দর্শন বৈশেষিক নামে খ্যাত। [বৈশেষিক দেখ।]

আর গৌতমহ্মে অপর সকল দর্শনাপেক্ষা অশৃঙ্খলভাবে জ্ঞানের বিবৃত আলোচনা আছে বলিয়া উহার জ্ঞানদর্শন নাম হইয়াছে। এসবকে রঘুনাথ লৌকিক জ্ঞান-সংগ্রহে লিখিয়াছেন—

"অসাধারণ্যেন ব্যাপদেশো ভবতি ইতি জ্ঞানঃ। যথা গৌত-মোক্তশাস্ত্রে প্রমাণানি বোড়শপদার্থপ্রতিপাদনেহপি তদেক-দেশজ্ঞানপদার্থস্ত অজ্ঞানাপেক্ষয়া প্রাধান্যেন প্রতিপাদনাং ন্যায়শাস্ত্রমিতি তত্ত্ব সংজ্ঞা।"

ন্যায়হ্মের ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন লিখিয়াছেন—

"প্রদীপঃ সর্ববিজ্ঞানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।

অপ্রিয়ঃ সর্বধর্মণাং বিজ্ঞানোদ্যোগে প্রকীর্তিতঃ।" (১১১১) তর্কবিজ্ঞা সকল বিজ্ঞান প্রদীপ স্বরূপ, বাবতীর কর্মের উপায় ও নিখিল ধর্মের আশ্রয়।

মানব মিথ্যাজ্ঞানবশেই নানা কর্ম্মাচুঠান করিয়া কল্মলাত ও বহু দুঃখভোগ করে। স্মৃতরাং মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে লোকের দুঃখোচ্ছেদ হইতে পারে না। দুঃখোচ্ছেদ করিতে হইলে প্রথম মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ আবশ্যক। সর্বত্র তত্ত্ব-জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক। আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলেই মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন মিথ্যাজ্ঞানজন্য দুঃখ আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির পরম উপায়। এই আত্মতত্ত্ব সন্ধকে সম্প্রদায়ভেদে নানাপ্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য ইহাতে লোকের নানারূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে আত্ম-তত্ত্বের নির্ণয়জ্ঞান হওয়া দুষ্কর। অতএব সন্দেহ দূর করিয়া নির্ণয় করিতে হইলে বিচার আবশ্যক। সুসূ-কিরূপে তাহার বিচার করিবেন, মহর্ষি গৌতম ন্যায়-হ্মে এই বিচারপ্রণালী নিরূপণ করিয়াছেন এবং বিচার করিতে হইলে তাহার প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি পদার্থ না জানিলে বিচারপ্রণালী লোকে জানিতে পারে না বলিয়া প্রমাণাদি পদার্থেরও নিরূপণ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের মূল উদ্দেশ্য মুক্তি। মিথ্যাজ্ঞান কিরূপে দুঃখের মূল কারণ এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে কি প্রণালীতেই মুক্তি হয়, জ্ঞানদর্শনে তাহা আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞানহ্মে নির্দিষ্ট বোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির মূলকারণ বটে, কিন্তু সাক্ষাৎকারণ নহে, পরম্পরাকারণ। এই নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান হইলেও পরকণেই লোকের মুক্তি হয় না। গৌতমের মতে জ্ঞানহ্মে কথিত ক্রমাদ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে। মুক্তির বিষয়ে চতুর্বিধ তত্ত্বজ্ঞান ক্রমঃ হেতু হইয়া থাকে। যথা—তত্ত্বব্রহ্মণ, তত্ত্বাত্মহ্মণ, তত্ত্বজ্ঞানাত্ম্যাস ও অবশেষে তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞান করিতে করিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারণ-লাভ। [শৈব পাণ্ডপত দেখ।]

গোতমবৃদ্ধের পরই বাৎস্তারন-ভাষা দেখিতে পাই। বাৎস্তারন খ্রিষ্ট খে ভাষা করিয়াছেন, অনেক নৈয়ায়িকের বিশ্বাস, ভাষাগ্রন্থসমূহের মধ্যে তাহাই প্রথম। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বাৎস্তারনভাষা রচিত হইবার পূর্বে এবং গোতমের মত সূত্রে নিবদ্ধ হইবার পরে, কোন কোন ভাষা বা জ্ঞানবিবরণমূলক গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা বাৎস্তারনের জ্ঞানভাষা ও উপবর্ষের মীমাংসা-ভাষা হইতে কতকটা বুঝা যায়। বাৎস্তারন যে দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকগণের উল্লেখ করিয়াছেন, গোতমের পূর্বে দশাবয়ববাদ প্রচারিত থাকিলে অবশ্যই তিনি উল্লেখ করিতেন, তিনি এ সম্বন্ধে নিরুত্তর থাকতেই আমাদের বিশ্বাস, পঞ্চাবয়ববাদ জ্ঞানসূত্র প্রচারিত হইবার বহুপরে উক্তমত প্রচারিত হইয়া থাকিবে। বাৎস্তারন সেই দশটী অবয়বের নাম এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—জিজ্ঞাসা, সংশয়, শকাশান্তি, প্ররোজন, সংশয়বাদাস, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। কোন্ সময়ে এই দশটী অবয়ব স্বীকৃত হয়, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। জৈনদিগের ষাটশাঙ্গসমূহ মধ্যে পঞ্চাবয়বের অতিরিক্ত কোন কোন অবয়বের আভাস পাওয়া যায়। এখানে ভগবতীসূত্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে বোধ হয় জৈন-নৈয়ায়িকগণ প্রথমে অতিরিক্ত অবয়ব স্বীকার করেন।

পাশ্চাত্য এবং এদেশীয় কোন কোন পণ্ডিতের মতে বাৎস্তারন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কিন্তু আমরা বাৎস্তারনকে এত আধুনিক লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে বাসবদত্তাকার ব্রহ্মমল্লাগ, ন্যায়স্থিতি, ধর্মকীর্তি ও উদ্যোতকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানবর্তিককার উদ্যোতকরাচার্য্য, দিভ্য়গাচাখ্যের মত খণ্ডন করিয়া বাৎস্তারনের মত স্থাপন করিয়াছেন। এদিকে আবার দিভ্য়গাচাখ্য তাঁহার “প্রমাণসমুচ্চয়ে” বাৎস্তারনের মত নিরাস করিবার জন্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং বাৎস্তারন দিভ্য়গের পূর্ববর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক, দিভ্য়গ কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মোক্খমূল্যপ্রমুখ সংস্কৃতবিদগণ ঘোষণা করিয়াছেন, কালিদাসের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিভ্য়গাচাখ্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের যুক্তি এই—

* মরিনাথ মেঘবৃন্তের টীকার দিভ্য়গকে কালিদাসের প্রতিবন্দী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মেঘবৃন্তের উক্ত ব্লোকের টীকার অপর আটজন জৈন-টীকাকারগণ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করেন নাই অথবা অপর কোন আটজনপ্রমুখ দিভ্য়গ ও কালিদাসের সমসাময়িক সম্বন্ধ আর কোন ঘোষণা পাওয়া যায় নাই।

প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নালন্দাবিহারে বৌদ্ধাচার্য্য শীলভদ্রের মিকট বোগশাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসেন। শীলভদ্র জরসেন নামক তাঁহার এক শিষ্যকে হিউএনসিয়াংএর অধ্যাপনার নিযুক্ত করেন। যোক-মূল্যের মতে উক্ত শীলভদ্র ও দিভ্য়গাচাখ্য উভয়েই বোধিসত্ত্ব আচাৰ্য্য অসঙ্গের শিষ্য। উক্ত প্রমাণ অঙ্গুলারে দিভ্য়গাচাখ্য হিউএনসিয়াংএর শতাব্দিকবর্ষ পূর্বের অর্ধাং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইতেছেন। তারনাথ ও রত্নধর্মরাজ নামক তেটদেশীয় আধুনিক ইতিবৃত্তকারের উপরে নির্ভর করিয়া মোক্ষমূল্য লিখিয়াছেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের কনিক ও অসঙ্গের মধ্যে ৫০০ বর্ষের ব্যবধান দেখা যায়। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কনিকের অভিব্যক্তি হয়। তাহা হইলে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ্বে অসঙ্গ ও ব্রহ্মবজ্র সময় ধরা যাইতে পারে। দিভ্য়গ কালিদাসের প্রতিবন্দী ও অসঙ্গের শিষ্য। অসঙ্গ ও ব্রহ্মবজ্র বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক, সুতরাং বিক্রমাদিত্য, কালিদাস ও দিভ্য়গ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইতেছেন।

মোক্খমূল্যের উক্ত মত এখন অধিকাংশ লেখকই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত মত সঙ্গীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। হিউএনসিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও তাঁহার জীবনীপাঠে এমন বোধ হয় না যে, তাঁহার ঐক শীলভদ্র অসঙ্গ বোধিসত্ত্বের শিষ্য ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং অসঙ্গবোধিসত্ত্ব, তাঁহার ভ্রাতা ব্রহ্মবজ্র ও শীলভদ্রের বখেই পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কোথাও শীলভদ্রকে অসঙ্গের শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। শীলভদ্র অসঙ্গের শিষ্য হইলে চীনপরিব্রাজক কখনই নিরুত্তর থাকিতেন না; তাহা হইলে উল্লেখ করিয়া ওরূপ গোরবঘোষণা করিতেন। অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব চীন-পরিব্রাজকের বহুশত বর্ষ পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। অসঙ্গের ভ্রাতা ও শিষ্য ব্রহ্মবজ্র পরিচয়স্থলে চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, “বুদ্ধনির্মাণের পর সহস্রবর্ষ মধ্যে ব্রহ্মবজ্র ও তাঁহার শিষ্য মনোজিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন।” চীনশাস্ত্রবিৎ জায়এল্ বিল্ সাহেব উক্ত বিবরণের টীকা লিখিয়াছেন, ‘তৎকালে চীনবৌদ্ধগণ ৮৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বুদ্ধের নির্মাণকাল কল্পনা করিতেন।’ এরূপস্থলে ব্রহ্মবজ্র ও তাঁহার ভ্রাতা অসঙ্গ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক হইতেছেন।

চীন-বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায়, ব্রহ্মবজ্র ও দিভ্য়গাচাখ্য উভয়েই অসঙ্গের শিষ্য, এরূপ স্থলে দিভ্য়গাচাখ্যকেও ২য় কি ৩য় শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরা যায়।

চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মবজ্র আশ্বত্থারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার উপস্থিত হইয়াছিলেন।

“जीराद्वयं वा त्रयं वा भुक्ताः हवन्तुः अथवाचनः ।”

পরিভ্রাজক হিউএনসিয়া উজ্জয়িনী-বর্ণনাকালে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ৩০ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ৫৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শিলা-মিত্তা বিক্রমাব্দিত্য নামে একজন মহাপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান রাজা উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এখন বোধ হইতেছে, বাসবদত্তাকার সুবহু (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) উক্ত শিলামিত্তা-বিক্রমাব্দিত্যের সত্য উদ্ধল করিয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুবহু বাসবদত্তার মিথ্যাগ, ভ্রামহিতি, উদ্ভোতকর, ধর্মকীর্তি, মনোগ প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণের নাম উদ্ধার; এতদ্বির, 'কেচিচ্ছৈমিনিমতানুসারিণ ইব তথাগতমতপ্রাসিনঃ' এবং 'সীমাংসাত্ম্য ইব পিহিতদিগব্রহ্মবর্ণনঃ'—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্টের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে মিথ্যাগ, উদ্ভোতকরাচার্য্য, ধর্মকীর্তি, কুমারিল প্রভৃতি আবি-তৃত হইয়াছিলেন। সুবহুর কত পূর্বে তাঁহার ধর্মজগৎ আলোকিত করিয়াছিলেন, জৈনশাস্ত্রসমূহ হইতে তাঁহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধজৈনমতভেদকারী সীমাংসাবাদিক-কার ভট্ট কুমারিল সমস্তভ্রমরচিত আপ্তসীমাংসার প্রতিষ্ঠাপিত ভ্রামহমতের খণ্ডন করিয়াছেন। উহুস্তরে তাঁহার পরবর্তী দিগব্রহ্মাচার্য্যগণ জৈনশ্লোকবাস্তবিক ও অপরাপর বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়া কুমারিলকে যথেষ্ট আক্রমণ করেন। এই সকল প্রতিবাদকারীর মধ্যে আপ্তসীমাংসার অষ্টমহল্লী নারীটাকা-কার বিজ্ঞানেশ্বর নাম প্রথম দেখিতে পাই। প্রসিদ্ধ জৈনপট্ঠর মাণিক্যানন্দী তাহার "পরীক্ষামুখ" নামক গ্রন্থে আপ্ত-সীমাংসার টাকাকার অকলঙ্ক ও বিজ্ঞানেশ্বর নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার প্রসিদ্ধ জৈনকবি ও দিগব্রহ্মাচার্য্য প্রভাচন্দ্র 'প্রমেরকমলমার্জিত' নামক পরীক্ষামুখটাকাকার অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও মাণিক্যানন্দীর প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন।*

রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের গুরু প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য জিনসেন ৭০৫ শকে অর্থাৎ ৭৮০ খৃষ্টাব্দে হরিবংশপুরাণ রচনা করেন।

(১) পুরাণোক্তা কে, বি, পাঠক—এই প্রভাচন্দ্রকে অকলঙ্কের শিষ্য মনে করিয়া সহস্রমতে পণ্ডিত হইয়াছেন। যে শ্লোকটির কণ্ঠ করিয়া তিনি অকলঙ্ককে প্রভাচন্দ্রের গুরু করিয়াছেন, সে শ্লোকটি এই—

"মাণিক্যানন্দিশিষ্যপ্রতিমপ্রবোধ ব্যাখ্যার বোধসিদ্ধির পুনঃ প্রবোধঃ।

প্রারম্ভাতে সকলসিদ্ধিবিধৌ সমর্থে মূল প্রকাশিতজগদ্রবজ্ঞানার্ণবে।

বোধঃ কোপ্যসঃ সমস্তবিষয়ঃ প্রাপ্যাকলঙ্কঃ পদঃ

জাতভেদে সমস্তবস্তুবিষয়ঃ ব্যাখ্যায়তে তৎপরাং।

কিং ন ঈগণভূজিসেনপ্রসবতঃ প্রাপ্তপ্রভাবঃ ধর্মঃ

ব্যাখ্যাতপ্রতিমঃ বজো জিনপতেঃ সর্বোত্তমব্যাখ্যকঃ।"

(প্রমেরকমলমার্জিত)।

তাঁহার আদিপুরাণে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ, পাণ্ডকেশরী, প্রভাচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃকুব্জচন্দ্রাদির গ্রন্থের উল্লেখ আছে—

"চজ্ঞাতোত্তমব্রহ্মণঃ প্রভাচন্দ্রঃ কথং ভবে।

কথা চন্দ্রেবরঃ বেন পথব্যাখ্যাতঃ জবৎ ১

চন্দ্রেবদত্তভক্ত বণঃ কেন ন শক্তভে।

বদ্যাকলঙ্কবরাণি সত্যং শেখরতাঃ পতন্ত্।

ভট্টাকলঙ্কজীপালপাণ্ডকেশরিয়ঃ ভণাঃ।

বিদ্যবৎ হদরাকলঙ্কঃ হারায়ন্তেতি নির্মলাঃ।"

উপরোক্ত শ্লোকে জিনসেন বেরূপ ভাবে প্রভাচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। প্রভাচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক হইলে অবশ্যই জিনসেন তাহা বলিতেন। এরূপ স্থলে প্রভাচন্দ্রকে আমরা জিনসেনের পূর্ববর্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মাণিক্যানন্দী তাঁহার পূর্ববর্তী, কারণ প্রভাচন্দ্র নিজগ্রন্থে মাণিক্যানন্দীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। দিগব্রহ্মদিগের সরস্বতীগণের পট্টাবলীমতে মাণিক্যানন্দী ৫৮৫ বিক্রমসংবতে অর্থাৎ (৫২৮ খৃষ্টাব্দে) পট্ঠর হইয়াছিলেন। পট্ঠর হইবার পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাণিক্যানন্দী 'পরীক্ষামুখ' রচনা করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মাণিক্যানন্দী বিদ্যানন্দ পাণ্ডকেশরীর নাম ও তাঁহার আপ্তসীমাংসটাকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এরূপস্থলে বিদ্যানন্দ মাণিক্যানন্দীর পূর্ববর্তী ও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর কোন সময়ের লোক হইতেছেন।

প্রভাচন্দ্র ও জৈনশ্লোকবাস্তিকার বিদ্যানন্দ উভয়েই কুমারিলভট্টের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে মিথ্যাগ, উদ্ভোতকর, ধর্মকীর্তি, ভট্টহরি, শবরদ্বারী, প্রভাকর ও কুমারিলের নাম স্পষ্ট উদ্ধৃত হইয়াছে। এ ছাড়া বিদ্যানন্দ 'ব্রহ্মবৈশ্ববাদ' নামে শব্দরাচার্য্যপ্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

বেদী দিনের কথা নয়, অধ্যাপক পিটার্স সাহেব গুজ-রাতের পাটন-সহর হইতে জৈনাচার্য্য মল্লবাদি-বিরচিত ন্যায়-বিশ্ব-টিগ্নন নামে একখানি জৈনন্যায়-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ধর্মোত্তরাচার্য্য ধর্মকীর্তিরচিত ন্যায়বিশ্বর যে টাকা লিখিয়া-

উক্ত শ্লোকটিতে এমন কোন কথা নাই, যাহাতে আমরা প্রভাচন্দ্রকে অকলঙ্কের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অকলঙ্কের কথা মাণিকা-নন্দী ব্যাখ্যা করেন, প্রভাচন্দ্র আবার তাহার ব্যাখ্যা করেন, এতদ্বারা ভুল শিষ্যের কোন সম্ভব পাওয়া যায় না। মাণিক্যানন্দী অকলঙ্কের ভ্রাতৃ-বিদ্যাসুত পান করিয়াই বোধ লাভ করিয়াছিলেন, জৈনগ্রন্থ অনন্তবীর্ঘ্যে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। বলা—

"অকলঙ্কবচোহভ্যোথেকম্বরে বেন ধীমত।

ভারবিদ্যাসুতঃ ভট্টে নামো মাণিক্যানন্দিনে।" (অনন্তবীর্ঘ্য)

ছেন, সেই টীকার মত খণ্ডন করিবার জন্যই মল্লাবী 'ন্যায়-বিন্দু-টিপ্পন' প্রকাশ করেন। পিটার্সন সাহেব জৈনশাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছেন যে, মল্লাবী ৮৮৪ বীরগত্যকে অর্থাৎ ৩৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। (১)

এখন আমরা জৈনশাস্ত্রাঙ্কস্বারে দেখিতেছি, মল্লাবীর পূর্বে ধর্মোত্তর, তৎপূর্বে ধর্মবীর্জি, তৎপূর্বে উদ্যোতকরাচার্য্য এবং উদ্যোতকরের পূর্বে দিগ্ভাগাচার্য্য হইতেছেন। প্রথমে কোন গ্রন্থপ্রচার, পরে খ্যাতিবিস্তার, তৎপরে তাহার বাদ-প্রতিবাদ হইয়া টীকা টিপ্পনী প্রকাশ নিত্যকাল অল্প সময়ে হইতে পারে না। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মুদ্রাবদ্ধ ছিল না, অথবা এখনকার মত পুস্তকপ্রচারেরও সুবিধা ছিল না। একপস্থলে একখানি পুস্তক রচিত হইয়া সর্বত্র প্রচারিত হইতে এবং ভিন্ন সমুদায় কর্তৃক তাহার টীকা টিপ্পনী প্রকাশ হইতে অন্ততঃপক্ষে ৩০০ বর্ষ হওয়া চাই। তাহা হইলে মোটামুটি মল্লাবীর শতাধিক বর্ষ পূর্বে আমরা দিগ্ভাগাচার্য্যের আবির্ভাব অনায়াসেই স্বীকার করিতে পারি। ইতিপূর্বে চীনদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থস্বারে জানা গিয়াছে, দিগ্ভাগাচার্য্যের গুরু অসঙ্গ ও বহুবল্লু খৃষ্টীয় ২য় কি ৩য় শতাব্দীর কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এখন জৈনগ্রন্থ বৌদ্ধমতেরই সমর্থন করিতেছে।

পূর্বে বলিয়াছি, বিদ্যানন্দ পাত্রকেশরী খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে অকলঙ্ক ও সমস্তভজের নাম ও গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন। এই অকলঙ্ক অষ্টশতী নামে সমস্তভজের আশ্রমীমাংসার টীকা লিখিয়াছেন। সুতরাং সমস্তভজ যে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর বহু পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেতদ্বার জৈনদিগের বহুধরতরগঞ্জের পটাবলীমতে বনবাণীগঞ্জ-প্রবর্তক সমস্তভজস্বরি ৫৯৫ বীরগত্যকের কিছুপূর্বে অর্থাৎ ৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পটাবলীমুক্ত হন। জৈনদিগের মতে, তৎপূর্বে তিনি আশ্রমীমাংসা রচনা করেন। এই সমস্তভজের আশ্রমীমাংসায় বিভিন্ন দার্শনিক মত খণ্ডনের মধ্যে স্মারভাষ্যকার বাৎস্তায়ন মূনির মতখণ্ডনও দৃষ্ট হয়। সুতরাং বাৎস্তায়ন খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর বহুপূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র বাৎস্তায়নের আর কএকটি নাম প্রকাশ করিয়াছেন—

'বাৎস্তায়নো মল্লাগঃ কোটিল্যঃচণকায়জঃ।

অন্যঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোহুজলঃ সঃ ॥' (অভিধানচি°)

হেমচন্দ্রের উক্তি দ্বারা বাৎস্তায়নকে আমরা নন্দবংশের

উচ্ছিন্নকারী চণক্য বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু পাল্লভা ও দেশীয় সংস্কৃতাহ্বরাণী পুরাবিদগণ হেমচন্দ্রের উক্ত ঘটনের উপর আস্থাবান নহেন। কারণ, তাঁহাদের মতে বাৎস্তায়ন খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক। তাঁহাদের যুক্তি পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এখন হেমচন্দ্রের উক্তি প্রামাণ্য কি না, তাহাই দেখিতে হইবে।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে সুবল্ল 'মল্লাগ বিরচিত কামস্বাজের' উল্লেখ করিয়াছেন, আবার সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য ও বাচস্পতিমিশ্র পক্ষিলস্বামীর নাম দিয়া বাৎস্তায়নের স্মারভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। মহেশ্বর বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে লিখিয়াছেন—

"মল্লাগোহম্মতাজে বাৎস্তায়নমুনাবপি।" ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা বাৎস্তায়নের অপর নাম যে মল্লাগ ও পক্ষিলস্বামী ছিল, তাহা প্রমানিত হইতেছে। এখন কথা হইতেছে—কামস্বজ-রচয়িতা বাৎস্তায়ন ও স্মারভাষ্যকার বাৎস্তায়ন উভয়ে এক ব্যক্তি কি না ?

ন্যায়ভাষ্য ও কামস্বজের ভাষা মনোযোগপূর্বক পর্যালোচনা করিলে এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষ আপত্তি থাকে না। বীহারী বাৎস্তায়নভাষ্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার কামস্বজের—

"অনিত্যবাদায়ুযো যথোপপাদঃ বা সেবেত ॥ ৫ ॥ ত্রুক্ষুঃসেব বা বিদ্যা-গ্রন্থাদিত ॥ ৬ ॥ অলৌকিকবাদপূর্ণার্থব্যবহৃতানাঃ শাস্ত্রাৎপ্রবর্তনঃ সৌকিকবাদদুর্ভাবাক প্রভেদেত্যন্ত মাসমতকপাদিতাঃ শাস্ত্রাদেব নিবারণ-ধমঃ ॥ ৭ ॥ তৎ প্রতের্ধর্মজসমবায়াক প্রতিপন্নতে ॥ ৮ ॥"

ইত্যাদি উক্তি একবার অবধান করুন। তার পর ন্যায়ভাষ্য ও কামস্বজের আরম্ভ দ্রষ্টব্য। একে 'নমো প্রমাণায়' ও অপরটিকে 'নমো ধর্মার্থকামেভ্যঃ' ইত্যাদি কন্দবীরের উক্তি পাইবেন। জৈনদিগের উত্তরাধারনবৃত্তি, স্বধিমণ্ডলপ্রকরণ, পরিশিষ্টপক্ষ, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি গ্রন্থে চণক্য চণিহু বা চণকায়জ, বিষ্ণুগুপ্ত ও কোটিল্য নামে আখ্যাত হইয়াছেন। সুবিরাবলী-চরিতে চণক্য অসাধারণ নীতিশাস্ত্রবিদ ও তর্কবিদ্যাবিশারদ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। এ ছাড়া কামস্বজে লিখিত আছে—

"পাটলিপুত্রিকায়াঃ গদিকান্যো নিরোগানন্তকঃ পৃথক চকার। ভদ্র দত্তকপিত্তঃ প্রণীতানাঃ শাস্ত্রাবয়বান্যেকদেশেব্যাহতঃ সর্বমজেন গ্রহেন কামস্বজমিদং প্রণীতং ॥"

এখন বাৎস্তায়নের নামান্তরগুলি, পাটলিপুত্র নগর হইতে কামস্বজসংগ্রহ, চণক্যের তর্কবিদ্যাবিশারদ আখ্যায় এবং বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থস্বারে খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্বে বাৎস্তায়ন ও চণক্যের আবির্ভাব ইত্যাদি পর্যালোচনা করিলে যেন বোধ

হয়, বাস্তবায়ন ও চাপকা একই ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু নিম্নলিখিত কিছু বলিতে পারা যায় না।

বৈশেষিকশাস্ত্রের ভাব্যকার প্রশস্তগান অনেক স্থলে বৌদ্ধ-মত নিরাকরণ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবায়ন কোথাও বৌদ্ধ-প্রদত্ত উত্থাপন করেন নাই। তাঁহার সময়ে বুদ্ধমত বিশেষ-রূপে প্রচলিত থাকিলে অপরাপর ব্রাহ্মণভাব্যকারদিগের ন্যায় তিনিও বৌদ্ধমত খণ্ডনের চেষ্টা করিতেন। ইহাতে বোধ হয়, বাস্তবায়নের সময়ে বৌদ্ধমত বিশেষরূপে প্রচলিত হয় নাই। এতদ্বারাও বাস্তবায়নকে অতি প্রাচীনকালের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

বিভিন্ন সময়ের নৈয়ায়িকগ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া এখন আমরা ন্যায়দর্শনকে কএকটি স্তরে বিভক্ত করিতে পারি।

১ম সূত্রযুগ। ২য় ভাব্যযুগ। ৩য় সংস্ব-যুগ। ৪র্থ সম-ধন বা বাধ্যযুগ। ৫ম নব্য ন্যায়ের আবির্ভাব।

১ম যুগে অর্থাৎ সূত্রযুগে গৌতমের মূল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথমে তাঁহার মতানুবর্তী শিষ্যসম্প্রদায়ই কেবল সূত্র-লোচনা করিতেন। ঐ সময়ে কেবল তাঁহার শিষ্যসমূহের মধ্যে শিষ্যপরম্পরার অধীত বা আলোচিত হইত। তখন সূত্রসমূহ নৈয়ায়িকগণের কর্ণধ ছিল, লিপিবদ্ধ হয় নাই। তৎপরে বহুশতাব্দী অতীত হইলে শিষ্যপরম্পরা মধ্যে প্রকৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা লইয়া গোলযোগ আরম্ভ হইল, তখনই ন্যায়সূত্র লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। পার্থনাথ, মহাবীর প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণের মতানুসারী নৈয়ায়িকগণ ন্যায়সূত্রের অর্থ লইয়া স্ব স্ব স্বাধীন মত এমন কি বেদবিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী নৈয়ায়িকগণের ক্ষণে আঘাত লাগিল। এখন সূত্রসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে প্রকৃত সূত্রার্থ বুঝাইবার প্রয়োজন হইল। এই সময়ে ভাব্যযুগের প্রবর্তন। বাস্তবায়ন এই যুগে স্বর্ণায়ুস্বরূপ প্রোদ্বৃত্ত হইয়া আপনার অসাধারণ যুক্তি ও বিদ্যাপ্রভাবে ভাব্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সুবিচারপূর্ণ প্রমাণ-শাস্ত্রের আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার সুবিচার-প্রণালী পর্যালোচনা করিলে তাঁহাকে আমরা ভারতের আরিষ্ট-টল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। খৃষ্টপূর্ব ৫ম হইতে খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী পর্যন্ত ভাব্য-যুগ অর্থাৎ এই সময় হিন্দুনৈয়ায়িকগণ স্বাধীনভাবে সূত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছিলেন।

সম্রাট অশোকের প্রাধিক্রমভাঙের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মও বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল। হিন্দুদর্শনিকগণ এখন চাপা পড়িলেন। এখন হইতে বৌদ্ধগণ বৈশেষিক ও সূত্রের বিশেষ আদর করিতে লাগিলেন। এই সময় যে সমস্ত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল,

তাহাতে সূত্র বৈশেষিকের পূর্ণপ্রভাব লক্ষিত হয়। কর্ম্মকলে কর্ম্মগ্রহণ ও নানাবিধ যোনিরূপ, কর্ম্মহুৎখণ্ডণ, কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরকে গিয়া পুরস্কার বা দণ্ডপ্রাপ্তি, কর্ম্মগ্রহণনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তিই হুৎখ হইতে পরিভ্রাণের উপায়, আনন্দের হইলে মুক্তিলাভ এবং মুক্তিই পরম পুরুষার্থ ইত্যাদি সূত্র-বৈশেষিকের মত বৌদ্ধশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অধিক সম্ভব, ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্র হইতেই বৌদ্ধগণ উক্ত মতগুলি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এই কারণেই বোধ হয় পরবর্ত্তিকালে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ অপরাপর হিন্দুদর্শনিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিদগণের নিকট নিতান্ত ছের বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এমন কি মেধাতিথি মহত্ত্বাবো নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগকে বেদবিরুদ্ধবাদী লোকায়ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির সহিত সমান গণ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী হইতে স্পষ্ট সংস্বযুগের সূত্রপাত। এই সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জুন ‘ন্যায়দ্বারতারণশাস্ত্র’ প্রকাশ করেন। ইহারই কিছুকাল পরে ভাব্যদ্বিৎ প্রসিদ্ধ দিগম্বরচার্য্য সমস্তস্তত্র আশ্রমীমাংসার ন্যায়শাস্ত্রের খণ্ডন করেন। তাঁহার শতাব্দী পরে জৈনতর্কশাস্ত্রবিৎ অকলঙ্ক ‘ন্যায়-বিনিশ্চয়’ বা ‘প্রমাণ-বিনিশ্চয়’ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া জৈন-দিগের মধ্যে এক অভিনব ন্যায়যুগ প্রবর্তন করিলেন। অক-লঙ্কের পর বৌদ্ধসমাজে নাগার্জুনরচিত ন্যায়দ্বারতারণ-শাস্ত্রের ধর্ম্মপালকৃত ব্যাখ্যা, বহুবদ্ধ সম্পাদিত সম্ভবতঃ ন্যায়দ্বারতারণসূত্র এবং দিগ্‌গাচার্যের ‘প্রমাণ-সমুচ্চয়’ প্রকাশিত হইয়া বৌদ্ধদিগের মধ্যে ন্যায়প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ঐ সকল ন্যায়গ্রন্থে বিশেষরূপে বেদবিরুদ্ধমত সকল প্রকাশিত হইয়া-ছিল। উক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে দিগ্‌গাচার্যের ‘প্রমাণসমুচ্চয়’ গ্রন্থই প্রধান ন্যায়গ্রন্থ বলিয়া বৌদ্ধসমাজে গৃহীত হইয়াছিল। তিনি ন্যায়ের ১৬ পদার্থের মধ্যে কেবল ‘প্রমাণ’ স্বীকার করিয়া স্বীয় গ্রন্থে প্রমাণ সত্যকেই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

এই সময়ে দিগ্‌গাচার্যের বিষম দংশন হইতে হিন্দুন্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যোতকরাচার্য্য ‘ন্যায়বাস্তিক’ প্রচার করেন। ন্যায়বাস্তিকের আঘাত তৎকালীন বৌদ্ধসমাজ অসহ্যবোধ করিয়াছিলেন। অবিলম্বেই অসহ্যের অনাতম শিষ্য ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণসমুচ্চয়ের উপর ত্রাণাব্যাহিক লিখিয়া উদ্যোতকরাচার্যের মত খণ্ডন করিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি ‘ন্যায়বিন্দু’ নামেও একখানি স্বতন্ত্র ন্যায়গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বিনীত-দেব সর্বপ্রথম তাহার টীকা লেখেন। প্রমাণবাস্তিকের খণ্ডন করিবার জন্য তখন কোন হিন্দুনৈয়ায়িক বর্তমান ছিলেন না। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত গীমাংসক প্রভাকর ও কুমারিলভট প্রোদ্বৃত্ত হইয়া দিগ্‌গা, ধর্ম্মকীর্ত্তি,

সমস্ততত্ত্ব প্রকৃতি বোধ ও জৈনাচার্যগণের মত খণ্ডন করিলেন। ধীমাংসাবাস্তিককারের মত খণ্ডন করিবার জন্য অল্পকাল পরেই, বৌদ্ধনৈয়ারিক ধর্মোত্তরাচার্য্য তর্কসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার ন্যায়বিন্দুটীকার ধীমাংসকের মত খণ্ডিত হইয়াছে। তৎকালে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে যেমন শাস্ত্রসংগ্রাম চলিতেছিল, জৈনদিগের সহিতও বৌদ্ধদিগের সেইরূপ তর্কযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। জৈনদিগের প্রবন্ধচিত্তামণিতে লিখিত আছে—“এক সময়ে শিলাদিত্যের সভায় যেতাশ্বর জৈন ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে ঘোরতর তর্কসংগ্রাম উপস্থিত হয়। উভয় সম্প্রদায় এইরূপে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিল, ‘যে পক্ষ বিচারে পরাস্ত হইবে, তাঁহারিগকে দেশ ছাড়িয়া বনবাসী হইতে হইবে।’ বিচারে বৌদ্ধেরাই জয়লাভ করিল। যেতাশ্বর জৈনেরা বনবাসী হইল। শত্রুজয়ের পবিত্র আদিনাথ মুক্তি বুদ্ধরূপে গণ্য হইলেন। শিলাদিত্যের ভাগিনেয় মল্লভখন নিতান্ত শিশু থাকায় বৌদ্ধেরা তাঁহাকে আর বনবাসে পাঠাইতে চাহিল না। ক্রমে সেই মল্ল বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে স্বভাবের প্রতিষ্ঠাস্থাপন ও বৌদ্ধ দর্শ চূর্ণ করিবার জন্য দিব্যরাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবী সরস্বতীর রূপায় তাঁহার নয়চক্র লাভ হইল। এই নয়চক্র-প্রভাবে মল্ল বৌদ্ধদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রভাবে আবার যেতাশ্বর ধর্ম প্রাধান্য লাভ করিল। তিনি বারী উপাধি লাভ করিয়া এখন হইতে আচার্য্য মল্লবাসী নামে খ্যাত হইলেন।”

৩৫৮ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে মল্লবাসী ‘ভায়-বিন্দুটল্লন’ প্রকাশ করিয়া ধর্মোত্তরাচার্য্যের মত খণ্ডন করেন। ইহারই কিছুকাল পরে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে দিগম্বরচার্য্য বিদ্যানন্দ-পাত্রকেশরী সমস্ততত্ত্বের ভ্রাতৃদমত স্থাপন ও কুমারিলের মত খণ্ডন করিবার জন্য জৈনলোকবাস্তিক প্রচার করেন। তিনি ‘প্রমাণপরীক্ষা’ নামক ন্যায় গ্রন্থে দিগ্ভাগের মত বিশেষ-রূপে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার ঐ ন্যায় গ্রন্থখানি দিগম্বর-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে।

এই বিদ্যানন্দের সমকালে ভারতবর্ষে আমরা শঙ্করাচার্য্য-রূপ বৈশিষ্ট্যের বিকাশ দেখিতে পাই। ইহার প্রভাব বৌদ্ধ, জৈন ও অপসারের দার্শনিক নক্সগুলি ধীমপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। বেদান্তের গৌরব-প্রভা সমস্ত ভারতে প্রতিভাত হইল। শঙ্করাচার্য্য মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য উপরোক্ত উপবর্ষ প্রকৃতি দার্শনিকগণের নাম বা মত উদ্ধৃত এবং অসাধারণ উপনিষদীয় জ্ঞানবলে সকল দর্শনের মত খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার অভ্যাসকালে বৌদ্ধ, জৈন ও

ধীমাংসক মতই ভারতে প্রবল ছিল, এ সময়কার নৈয়ারিক ও বৈশেষিকগণ বৌদ্ধ ও জৈন-সমাজে যেন মিশিয়াছিলেন অর্থাৎ এ সময় বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মধ্যেই অনেক নৈয়ারিক ও বৈশেষিক দর্শনবিৎ আবিস্কৃত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ও জৈনদিগের সহিত নৈয়ারিক ও বৈশেষিকদিগকে যুগ্মর চক্ষে দেখিয়াছেন। ন্যায় ও বৈশেষিকে অতি নিকট সম্বন্ধ। ন্যায়-দর্শনে প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে বৈশেষিক দর্শনও পাঠ করিতে হইত, তাহা ন্যায়ভাব্যকার বাৎস্যায়নের উক্তি হইতেই জানা যায়। শঙ্করাচার্য্য বৈশেষিককে অর্দ্ধবৈশিষ্ট্য বা অর্দ্ধবৌদ্ধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্যের শারীরকতাবাদি প্রচারিত হইলে নৈয়ারিক ও বৈশেষিকগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ-দর্শনে হিন্দুনৈয়ারিকগণ বৈশেষিককে অবহেলা করিতে থাকেন। বৈশেষিক বিচ্ছিন্ন হইলে ন্যায়দর্শনেরও অবনতির স্বরূপাত হয়। দিগম্বর পট্ঠর মণিকানন্দী ৮৫৫ সন্থতের অর্থাৎ ৫২৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে প্রমাণপরীক্ষার ব্যাখ্যাস্বরূপ পরীক্ষা-সুখ নামে একখানি বিস্তৃত ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে সমস্ততত্ত্ব, অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের মত আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার পর প্রসিদ্ধ জৈনকবি ও নৈয়ারিক প্রভা-চন্দ্রের অভ্যাস। তিনি প্রেমেরকমলমর্ত্তিও নামে পরীক্ষা-সুখের একখানি টীকা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে জৈন ন্যায়-মতের সমালোচনা এবং উপবর্ষ, দিগ্ভাগ, উদ্যোতকর, ধর্মকীর্তি, ভর্জুহরি, শবরস্বামী, প্রভাকর ও কুমারিল প্রভৃতির মত স্থানে স্থানে খণ্ডিত আছে। এতদ্বির তাঁহার গ্রন্থে ব্রহ্মবৈতবাদ ও নিরাকৃত হইয়াছে।

তৎপরে ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যে আর কোন খ্যাতনামা হিন্দুনৈয়ারিক বা হিন্দুন্যায়গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বাণভট্ট ‘জৈনকবিভিঃ’ ইত্যাদিরূপে হিন্দু নৈয়ারিকদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতির মালতী-মাধব হইতেও জানা যায় যে ৮ম শতাব্দীতে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। এই সময় বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য কমলশীল আবিস্কৃত হইয়া জৈন ও হিন্দুমতখণ্ডনার্থ ‘তর্কসংগ্রহ’ নামে বৌদ্ধমতপূর্ণ একখানি ন্যায়গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তর্কসংগ্রহের প্রথমেই কমলশীল লিখিয়াছেন—

“কর্মভৎকলসম্বন্ধব্যবহাদিসমাপ্রসঙ্গঃ ॥

গুণজব্যক্তিব্যক্তিমতসমবাসাদ্যাদিভিঃ ।

শূন্যমোহোপিতাকারশব্দপ্রত্যয়গোচরম্ ॥

স্পষ্টলক্ষণসংযুক্তপ্রমাদিতীরনিকিতম্ ॥

অনীরশপি নাংশেন বিশ্রীকৃত্য পরাশ্রকঃ ॥
অসংক্রান্তিমদাত্তং প্রতিবিধিমসিতম্ ॥
দর্শপ্রেক্ষকসকোহ-নিরুক্তমগডং পঠৈঃ ॥
অতঃপ্রতিভিনিঃসকো জগদিতবিধিৎসরা ॥
অনয়কদাসাশ্বায়সারীকৃতমহাদয়ঃ ॥
যঃ প্রেতীত্যসুংপাদং জগাদ বদতাং বরঃ ॥
তং সর্গজং প্রণম্যঃ ক্রিরতে তর্কসংগ্রহঃ ॥”

কমলশীল আপন তর্কসংগ্রহে ঈশ্বরকারিবাদ, কপিল-কল্পিত আত্মবাদ, ঔণনিষদকল্পিত আত্মবাদ ও ব্রহ্মবৈত-বাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীে শিবাসিদ্ধান্তাচার্য্য প্রমত্তপাদ রচিত বৈশেষিক সূত্রভাষ্যের উপর ঘোমবতী নামে বৃত্তি এবং সপ্ত-পদার্থী রচনা করিয়া প্রাচীনমত সংস্থাপন করেন। এইখান হইতেই সমর্থন বা ব্যাখ্যাযুগের সূত্রপাত। কণাদ প্রথমে যটপদার্থ স্বীকার করেন এবং প্রমত্তপাদ বিশদ ভাষা দ্বারা তাহা বুঝাইয়া যান। এখন শিবচাৰ্য্য ত্রয়া, গুণ, কর্ম, সমাজ, বিশেষ ও সমবায় এই যটপদার্থ ব্যতীত ‘অভাব’ নামে আর একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিলেন। হিন্দু নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বর-কারণবাদ অর্থাৎ অগৎপ্রভৃতি ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছিলেন। বাৎস্তা-য়নদ্বায়া, উদ্যোতকরচাৰ্য্যের ব্যস্তিক প্রভৃতি প্রাচীন ন্যায় গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকারণবাদ খণ্ডন করিয়া ঈশ্বকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। অপরদিকে জৈনরাও আন্তরীমাংসা, প্রমাণরীমাংসা, প্রমাণপরীক্ষা, প্রমাণসমূচ্চর, প্রমেয়র-মার্জিত, প্রমেয়কমল-মার্জিত, ন্যায়াবতার, ধর্মসংগ্রহণ, তদ্ব্যবসূত্র, নন্দীসিদ্ধান্ত, শকা-স্তোত্রবিগন্ধহস্তিমাভাষ্য, শাস্ত্র-সমূচ্চর প্রভৃতি গ্রন্থে অগৎপ্রভৃতি ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করেন। শিবাসিদ্ধান্ত ন্যায়চাৰ্য্য তাঁহার গ্রন্থে ঈশ্বরবাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করিলেও তাহার উদ্দেশ্য বিশেষ অসিদ্ধ হয় নাই। তাঁহার অব্যবহিত পরেই জৈনাচার্য্য অন্তরদেব হরি ‘বাদমহার্ণব’ নামক ন্যায়গ্রন্থ লিখিয়া জৈনমত সংস্থাপন করিলেন। তৎপরে ভট্টারক দেবসেন ৯২০ সন্থতে ‘নরচক্র’ নামে একখানি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিয়া তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করেন। ইহারই পরে বড়দর্শনটীকাঙ্ক সূত্রসিদ্ধ বাচস্পতিমিশ্রের অভ্যুদয়। তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাব কাল লটার মতভেদ ছিল। কিন্তু তাহার ‘ন্যায়সূত্রনিবন্ধ’ প্রকা-শিত হওয়ার তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন গোল নাই। উক্ত ন্যায়সূত্রনিবন্ধের শেষভাগে লিখিত আছে যে তিনি এই গ্রন্থ ৮৯৮ শকে সম্পূর্ণ করেন।

“ন্যায়সূত্রমিককোহসাবকারি জুবিয়াং যুগে।

শ্রীবাচস্পতিমিশ্রের বন্ধবব্ধ (৮৯৮) বৎসরে ॥”

তাঁহার ন্যায়ব্যস্তিকতাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে ‘লিখিত আছে—

“ইচ্ছামি কিমপি পুণ্যং হস্তরত্ননিবন্ধকময়ানাম্।

উদ্যোতকরগবীনাতিজরতীনাং সমুচ্চরপাং ॥”

ব্যস্তিক তিনি উদ্যোতকের ঈশ্বরকারণবাদ সংস্থাপন-করণ জন্যই ন্যায়ব্যস্তিকতাৎপর্য্যটীকা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বিশেষরূপে ঈশ্বরমাহাত্ম্য কীর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারই অন্তকাল পরে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য আবির্ভূত হন। উদয়নাচার্য্য-রচিত লক্ষণাবলী শেবে গ্রন্থরচনার কাল লিখিত আছে—

“তর্কীয্যাক্রমমিত্তেবতীতেষু শকাব্দতঃ।

বর্ষেব্দনয়নশক্রে হুবাখাং লক্ষণাবলী ॥”

উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়, বাচস্পতিমিশ্রের ৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৯০৬ শকে উদয়নাচার্য্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বাচস্পতিমিশ্র বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের মত নিরাস করিয়া বিশেষরূপে ঈশ্বরবাদ ও আত্মবাদ প্রচারে যত্নবান হন নাই বলিয়া উদয়নাচার্য্য ‘জায়ব্যস্তিকতাৎপর্য্যপরিগুচ্ছি’, কুসুমালি, বোধদিকার, আদ্যতত্ত্ববিবেক, ক্রিরণাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া সকল বোধাদিবিভিন্ন মত বিশেষরূপে খণ্ডন করিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে হিন্দুসমাজে আবার অতিনব জায়যুগের আবির্ভাব হইল, একথা বলিলেও অতুক্তি হয় না। বলিতে কি তিনিই আবার হিন্দুগণের মধ্যে জায়প্রাধান্ত স্থাপন করিলেন এবং তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি প্রভাবে বোধদিগের মূলচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই উদয়নাচার্য্যের সময়ে, দক্ষিণ-রাঢ়ে হাবড়ার অন্তর্গত ভূমুহট গ্রামে শ্রীধরাচার্য্য পান্ডুরাস রাজার আশ্রয়ে প্রমত্তপাদভাষ্যের বৃত্তিস্বরূপ জায়কন্দলী রচনা করেন। জায়কন্দলীর শেষে লিখিত আছে, ‘জাধিকদশোত্তরনবশতশকাঙ্কে জায়কন্দলী রচিতা।’ অর্থাৎ ৯১৩ শকাঙ্কে জায়কন্দলী রচিত হয়।

এই জায়কন্দলী হইতে জানিতে পারা যায়, ৯০০ বৎসর পূর্বেও এই বঙ্গদেশে জায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র বিশেষ-রূপে আলোচিত হইত। ইহার পর ভা-সর্গজ জায়সারভূষণ নামে একখানি সূত্র অথচ গবেষণাপূর্ণ জায়গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপরেই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আনন্দ নামে জনৈক কান্দীর-নৈয়ায়িকের সন্ধান পাই। কিন্তু চুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থের অস্থসন্ধান পাইলাম না। এই সময়ে নরচক্রহরি নামে একজন জৈনাচার্য্য জায়কন্দলী-টীকন

রচনা করিয়া আবার জৈনমত স্থাপনের চেষ্টা করেন; তাহার দেখাদেখি সিদ্ধসেন নামক অপর একজন জৈন প্রায় ১২৪২ সন্থতে 'প্রমাণ-প্রকাশ' নামে একখানি জৈন-শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করেন। এই সময়ে বিজয়হংসগণি নামে আর একজন জৈন পণ্ডিত ভা-সর্লজ রচিত জায়-সারের টীকা লিখিয়া জৈন-কাণ্ডবাদ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পান। ১২৫২ খৃষ্টাব্দে সারঙ্গের পুত্র রাঘবভট্ট জায়সারবিচার নামে জায়সারের আর একখানি টীকা লিখিয়া হিন্দুনৈয়ায়িকমত সংস্থাপন করেন। তৎপরে রামদেবমিশ্রের পুত্র বরদরাজ ন্যায়-দীপিকা, তর্কিকরক্ষা প্রভৃতি কএক খানি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন; এতদ্ব্যতীত মাধবাচার্য্য সর্লদর্শনসংগ্রহে তর্কিকরক্ষার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার পর জয়ন্তভট্ট ১২৯৩ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে জায়-কলিকা ও জায়মঞ্জরী নামে দুইখানি জায়গ্রন্থ রচনা করেন। ১২২৬ শকে অর্থাৎ ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জৈনাচার্য্য জিনপ্রভুহরি যড়দর্শনী নামে একখানি দার্শনিকগ্রন্থ রচনা করিয়া জৈনকাণ্ডবাদ খণ্ডন করিতে যত্নবান হন। তৎপরে ভিলকহরি ও পরে জিনপ্রভের উপদেশমত ক্রমাগত তাহার দুই শিষ্য এই তিন জনে তিনখানি জায়কন্দলী-পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। শেথোক্ত দুইজনের নাম রত্নশেখরহরি এবং রাজশেখরহরি। রাজশেখরহরি জায়কন্দলীপঞ্জিকায় লিখিয়াছেন, 'প্রথমে প্রশস্তপাদ বৈশেষিকহরির ভাষ্য প্রকাশ করেন; তৎপরে বোমশিবাচার্য্য বোমমতী নামে তাহার বৃত্তি, পরে শ্রীধরাচার্য্য জায়কন্দলী নামে সম্বর্ভ, তৎপরে উদয়নার্য্য কিরণাবলী ও অবশেষে শ্রীবৎসাচার্য্য লীলাবতী লিখিয়া যান। এই শেথোক্ত চারিখানি গ্রন্থই সাধারণের সহজবোধ্য না হওয়ার তিনি এই জায়কন্দলীপঞ্জিকা লিখিতেছেন।' তাহার গ্রন্থে জায়-বৈশেষিকের অনেক কথা থাকিলেও, তিনি প্রচ্ছন্নভাবে পূর্বতন জৈন-নৈয়ায়িক-দিগের মতসমর্থন করিয়াছেন। তিনি প্রকাশে জৈনবাদ নিরাকরণ না করিলেও, তাহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাহাকে নিরীকরবাদী বলিয়া বোধ হয়। সুপ্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্যের সময় হইতেই ভারতবাসী বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটয়াছিল। এই রাজশেখরের পর হইতে দেখা যায় জৈনদার্শনিকগণেরও অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে। রাজশেখরের কিছু পূর্বে কেশরমিশ্রের তর্কভাষা রচিত হয়। ইহারই পর নব্যজায়ের আবির্ভাব।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রাহুত হইলেন। তিনি অসাধারণ তর্কশক্তিপ্রভাবে 'তত্ত্ব-চিন্তামণি' প্রকাশ করিয়া নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে যুগান্ত

উপস্থিত করিলেন। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ কৈবল্যাসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। যদিও উদয়নের সময় হইতে জটিল তর্কসমূহের আলোচনা হইতেছিল, কিন্তু তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। তাহারা মূল পদার্থতত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, বৃথা আড়ম্বরে প্রবৃত্ত হন নাই। এখন গঙ্গেশ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিখণ্ডাত্মক তত্ত্বচিন্তামণি নামে এক বিস্তৃত প্রমাণ গ্রন্থ প্রচার করিলেন। পূর্বতন নৈয়ায়িকগণ ১৬শ পদার্থ স্বীকার করিলেও ইনি কেবল "প্রমাণ" স্বীকার করিলেন। তাহা হইতে এই প্রমাণ লইয়াই নব্যজায়ের সূত্রপাত। তিনি প্রত্যক্ষখণ্ডে প্রামাণ্যবাদে—“অথ জগদেব দুঃখপঙ্কনিমগ্নমুন্দিধূরুটাদিশবিত্তাহানে-ষভার্বিততমাগাধীক্ষিকীং পরমকারুণিকো মুনিঃ প্রণিনায়। তত্র প্রেক্ষাবৎপ্রত্যাহং প্রমাণাদিপদার্থতত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়-সামিগম ইতি” এইরূপে জায় বা আধীক্ষিকী শাস্ত্রের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেও গোতম যে উদ্দেশ্যে জায়শাস্ত্র দর্শন মধ্যে গণ্য করেন, গোতমের সেই সাধু উদ্দেশ্য নব্যজায়ের আবির্ভাবে নৈয়ায়িকগণ ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। গোতম ও বাৎজায়নাদি প্রবর্তিত জায়দর্শনে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, জৈনতত্ত্ব প্রভৃতি দর্শনপ্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে, নব্যন্যায়ের আবির্ভাবে ন্যায়শাস্ত্রের দার্শনিক লোপ পাইবার উপক্রম হইল। নবানৈয়ায়িকগণের অপবর্গ প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু প্রাচীনেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, নব্যেরা তাহা করেন নাই। নব্য জায়ে কোন কোন স্থানে মূলপদার্থ-তত্ত্বের অতি সক্ষিপ্ত আলোচনা থাকিলেও তাহা উল্লেখ-যোগ্য নহে। গঙ্গেশের চিন্তাগণিতে জৈনানুমান, অপূর্ব-বাদ ইত্যাদি স্থান ভিন্ন অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত অল্প। এমন কি, গঙ্গেশ স্থানে স্থানে গোতমেরও মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে কেবল তর্কের আড়ম্বরে দেখা যায়। এই তর্কের তুফানে পড়িয়া নবানৈয়ায়িকগণ প্রাচীন জায়শাস্ত্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। নবানৈয়ায়িকগণ কেবল বাক্য লইয়া বিচার, লক্ষণসমূহেরও বিশেষণ পদের খণ্ডন, বিশেষণান্তরপ্রক্ষেপে তাহার সমর্থন ইত্যাদি বাস্তবজগতের ঘটনা বিস্তার করিয়াছেন। তাহারা বীজশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কেবল তর্কমার্গেরই আশ্রয় লইয়াছেন। প্রত্যক্ষ, উপমান, অনুমান ও শব্দ এই চারিটা প্রমাণরূপ ভিত্তির উপর নব্যজায়-শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। গঙ্গেশ এই নব্যজায়ের প্রবর্তক হইলেও সংস্থাপক নহেন, তৎপরেবর্তী কালে তৎপুত্র বর্দ্ধমান, তৎপরে পক্ষধর মিশ্র, কচিদত্ত, বাহুদেব সার্কভোম, রঘুনাথ-শিরোমণি, জয়রাম তর্কালঙ্কার, মধুনানাথ তর্কবাগিশ, গদাধর

ভট্টাচাৰ্য, মিনকমিশ্র প্রভৃতি খ্যাতনামা নৈময়িকপন
অসাধারণ বিচাৰ ও বুদ্ধি-প্রজ্ঞাবে নব্যজ্ঞানত সহায়ন কৰিয়া
পিয়াহেন।

মিথিলায় নব্যজ্ঞানের কলকূট হইলেও, মিথিলাকে নব্য-
জ্ঞানের জীলাকেও বলিয়া গ্ৰহণ কৰিতে পাৰি না। স্বয়ংভীৰ
জীলানিকেতন নবজীপথৰই প্রকৃত নব্যজ্ঞানের মূলভূমি।
[বাহুদেব সার্কভোম ও রত্ননাথ শিরোমণি এইখা।]

এবান এইরূপ, বঙ্গদেশে পূৰ্ণকালে জ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ চৰ্চা
ছিল না। বঙ্গবাসী মিথিলায় জ্ঞানশাস্ত্র পড়িতে বাহিতেন, তথায়
পাঠ সাধ হইলে গুৰু-মিকট অধীত পুৰি কেলিয়া আসিতে
হইত। পুথির অভাবে একেধে জ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত
না। অবশেষে সুপ্ৰসিদ্ধ বাহুদেব সার্কভোম সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্র
ও কুহুমাজলির পদাংশ কৰ্ণহ কৰিয়া বঙ্গদেশে আনয়ন করেন
এবং তিনিই প্রথমে নবজীপে জ্ঞানের টোল খুলিয়া ন্যায়শাস্ত্র
অধ্যাপনা কৰিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য রত্ননাথ
শিরোমণি মিথিলায় সুপ্ৰসিদ্ধ নৈময়িক পঞ্চধৰ্মমিশ্রকে তৰ্ক-
শাস্ত্রে পরাজিত কৰিয়া নবজীপে ন্যায়প্রাধান্য স্থাপন করেন।
তাঁহার চিন্তামণিধীৰিত নামে তত্ত্বচিন্তামণির টীকায় তাঁহার
প্রতিভা ও অসাধারণ-তৰ্কপট পৰিস্ফুট হইয়াছে। অশেষ-
প্রকাশনামক বৈকবগ্রন্থে লিখিত আছে, মহাপ্ৰভু চৈতন্যদেবও
একখানি তৰ্কশাস্ত্রের টীকা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন-প্রসিদ্ধ
নৈময়িক তাঁহার টীকারূপে আপনায় মানের লাগব ভাবিয়া
দুঃখপ্রকাশ কৰায় গৌৰাঙ্গদেব গলায় জলে আপনায় টীকা
খানি কেলিয়া গেল।

বাস্তবিক ক্রীচৈতন্যদেবের অভায়কালে নবজীপে যে ন্যায়-
প্রাধান্য স্থাপিত হয়, আজিও নবজীপের সেই জ্ঞান-গৌৰব সমস্ত
সত্যজগতে বিধোবিত হইতেছে। আজও মিথিলা, কালী,
কাকী, ভৈলঙ্গ প্রভৃতি বহুদূর দেশান্তর হইতে শিক্ষাধিগণ
নবজীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কৰিতে আসিয়া থাকেন।

নব্য নৈময়িকদিগের মধ্যে ইহাৰা নানা গ্ৰন্থ লিখিয়া
খ্যাতিলাভ কৰিয়াছেন, অকাৰাদিক্ৰমে তাঁহাদের নাম ও
গ্ৰন্থের নাম প্রকাশিত হইল। এই নবান্যায়যুগে বিশ্বনাথ, শঙ্কর-
মিশ্র প্রভৃতি গৌতমব্ৰহ্মবৃত্তি ও শ্ৰাৱীচী ন্যায়ের সংক্ষিপ্তবিবরণ
প্রকাশ কৰিয়াছেন, তাঁহাদের কএকখানি গ্ৰন্থ নবন্যায়ের
অন্তৰ্গত না হইলেও এই যুগে লিখিত বলিষ্ঠ তাঁহাদের নামও
এই তালিকামধ্যে পৃথীত হইল।

গ্ৰন্থকাৰ।

ন্যায়গ্ৰন্থের নাম।

অৰিহোম তট—তত্ত্বচিন্তামণিটীকায়ের টীকা।

X

অনন্ততট—পঞ্চমজ্ঞানী।

অনন্তাচাৰ্য—পতকোচীপতন ও বঙ্গপনককণ।

অনন্তদেব—বাক্যভেদবাদ।

অনন্তন্যায়ৰণ—কলিকাতায়ী নামে ভাৰ্ণাশিৰোমণি টীকা, তৰ্ক-

সংগ্ৰহটীকা।

অনন্তদেব ভট্টাচাৰ্য—বিবৰ্ত্তারহত।

অনন্ত—বাদ্যটীকা।

উদ্যাপতি উপাধ্যায় (বঙ্গপতিৰ পুত্ৰ)—পদাধীৰ নিম্মচক্ৰ।

কালীধৰ—অৰ্থমজ্ঞানী।

কলকতৰ্কালজ্ঞান—সাহিত্যবিচাৰ।

কলকত—মনোৰমা নামে ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকা।

কলকন্যায়বালীশ ভট্টাচাৰ্য—(গোবিন্দ ন্যায়ালজ্ঞানের পুত্ৰ)

ন্যায়সিদ্ধান্তমজ্ঞানীৰ ভাবদীপিকা নামে টীকা।

কলকতট আডে (কালীবালী কলকতট) ১ কালিকা নামে গাণ-
ধৰীবিবৃত্তি, ২ মঞ্জুবা বা জগদীশজ্ঞানবীণী, ৩ সিদ্ধান্তলক্ষণ
নামে জাগলীশী টীকা, ৪ বাক্যভেদিকা, ৫ কলকতটী
জ্ঞান, ৬ সিদ্ধান্তমজ্ঞানী। এতদ্বিধে অনেক কৃত্য কৃত্য
পাতড়া লিখিয়াছেন; যথা—অন্তাপরচতুইমিহত-
টীকা, অশ্বমিতিগ্ৰন্থটীকা, অশ্বমিতিসজ্জিতবিবৃত্তি, অব-
জ্ঞেদকবনিক্তিক্তিরহতটীকা, অববৰগ্ৰহণহতটীকা, অববৰ-
টিগ্ননী, অসিদ্ধপূৰ্ণপক্ষগ্ৰহণহতটীকা, অসিদ্ধগ্ৰহণহত-
টীকা, আখ্যাতবাদটিগ্ননী, উদাহরণলক্ষণগ্ৰহণটীকা, উপাধি-
দ্বকতাবীজগ্ৰহণটীকা, কুটমতিতলক্ষণগ্ৰহণটীকা, কেবল-
বাত্তিকৈগ্ৰহণহতটীকা, কেবলধৰিগ্ৰহণহতটীকা, চক্ৰ-
দলক্ষণী, চৈত্ৰক্ৰপবিচাৰদীপিকা, তৰ্কগ্ৰহণহতটীকা, তৰ্ক-
রহতটীকা, তৃতীয়মিশ্রলক্ষণগ্ৰহণটীকা, দ্বিতীয় চক্ৰবল্লিলক-
গ্ৰহণটীকা, দ্বিতীয়প্রগল্ভলক্ষণগ্ৰহণটীকা, দ্বিতীয়মিশ্রলক্ষণ-
গ্ৰহণটীকা, পক্ষতাটীকা, পঞ্চলক্ষণী গ্ৰহণটীকা, পরামৰ্শ-
পূৰ্ণপক্ষগ্ৰহণটীকা, পরামৰ্শরহতটীকা, পূজলক্ষণগ্ৰহণ-
টীকা, পূৰ্ণপক্ষগ্ৰহণবিবৃত্তি, প্রতিজ্ঞালক্ষণ গ্ৰহণটীকা, প্রথম
চক্ৰবল্লিলক্ষণগ্ৰহণটীকা, প্রথমমিশ্রলক্ষণ গ্ৰহণটীকা, বাধ-
সিদ্ধান্তগ্ৰহণহতটীকা, লিঙ্গবিশেষণ, বিকল্পগ্ৰহণহতটীকা,
বিকল্পপূৰ্ণপক্ষগ্ৰহণ গ্ৰহণটীকা, বিশেষনিক্তিক্তিগ্ৰহণটীকা,
বিশেষব্যাপ্তিরহতটীকা, ব্যাপ্তিগ্ৰহণহতটীকা, ব্যাপ্তি-
মুগমরহত, ব্যাপ্তিবাদ, শক্তিবাদ, সজ্জিবাদ, সংপ্রতি-
পক্ষগ্ৰহণহত, সংপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্ত, সত্যভিচাৰগ্ৰহণহত,
সাম্যভিক্তিক্তিরহত, সামান্যলক্ষণরহত, সামান্যভাবরহত,
সংপ্রকাশবানার্থ, হেতুভাস ইত্যাদি। এ হাড়া কতকগুলি
ক্ৰোড়পদ্য লিখিয়াছেন।

ককাদাস—নঞবাদট্রনী, তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তির প্রেমাদিগী নামে টীকা।

ককভট্ট—পঞ্চলক্ষণীটীকা, সিংহবাহীটীকা।

ককমিত্র আচার্য—অহুমিতিপরিমার্শ, গদ্যধরীটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তিপ্ৰকাশ, বৃহত্তর্কতরঙ্গিনী, তর্কপ্রতিবন্ধক-রহস্ত, লঘুতর্করূপ, তর্করূপাংকশ, নঞবাদটীকা, লঘুন্যায়রূপ, পদার্থখণ্ডনট্রনব্যাখ্যা, পদার্থপারিজাত, বাধবুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতাবিচার, তবানন্দীপ্রদীপ, বাদসংগ্রহ, বাদরূপাকর, বায়ুপ্রত্যাক্তবাদ, শক্তিবাদটীকা, সামগ্রীপদার্থ, সিদ্ধান্তরহস্ত।
(এতদ্বিত্বক একখানি ক্রোড়পত্র।)

ককমিত্র—চিন্তামণি।

কেশবভট্ট—ন্যায়চক্রিকা, ন্যায়তরঙ্গিনী।

কেশবভট্ট (অনন্তের পুত্র)—তর্কভাষার তর্কদীপিকা নামে টীকা।

কোণ্ডট্ট (ভট্টোজ দীক্ষিতের ভ্রাতৃপুত্র)—তর্কপ্রদীপ, তর্করত্ন, ন্যায়পদার্থদীপিকা।

কোণ্ডভট্টদীক্ষিত—তর্কভাষাপ্ৰকাশিকা।

গঙ্গাধর—তর্কদীপিকাটীকা।

গঙ্গাধর—ন্যায়চক্রিকা, সামগ্রীবাদ।

গঙ্গাধর (সদাশিবের পুত্র)—তর্কচক্রিকা।

গঙ্গারামভট্ট—ন্যায়কুতূহল।

গঙ্গারাম ভট্টী (নারায়ণের পুত্র)—তর্কামৃতচবক ও তাহার টীকা, দিনকরীখণ্ডন।

গঙ্গেশ উপাধায়—তত্ত্ব-চিন্তামণি (নব্যজ্ঞানের মূলগ্রন্থ)।

গঙ্গেশ দীক্ষিত—তর্কভাষাটীকা।

গঙ্গেশ দীক্ষিত (ভাবা বিশ্বনাথ দীক্ষিতের পুত্র ও বিজ্ঞানভিক্ষুর শিষ্য)—তর্কভাষার তত্ত্বপ্রবোধিনী নামে টীকা।

গদ্যধর ভট্টাচার্য—কুসুমাজলিবাখ্যা, গদ্যধরী নামে (তত্ত্ব-চিন্তামণিদীপ্তি ও তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের টীকা) সুবিকীর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ। ইহার রচিত বহুসংখ্যক পাণ্ডড়া পাওয়া যায়।
তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য,—

অন্তএবচতুঃসিরহস্ত, অহুঃকরণবিচার, অহুঃপসংহারিগ্রন্থরহস্য, অহুঃপসংহারিবাদ, অহুঃমাননিরূপণ, অহুমিতিট্রন, অহুমিতি-তত্ত্ববাদ, অহুমিতিমানসবাদার্থ, অহুমিতিরহস্ত, অহুমিতি-সংগ্রহ, অনাখ্যাতিবাদ, অধঃবাদটীকা, অধঃপ্রতিরেকী, অপূর্ববাদ, অবচ্ছেদকতানিক্তি, অবচ্ছেদকতাবাদ, অবয়বগ্রন্থরহস্ত, অবয়বনিরূপণ, অষ্টাদশবাদ, অসাধারণ-বাদ, অসিদ্ধগ্রন্থরহস্ত, আকাশবাদ, আখ্যাভবাদ বা আখ্যাভবিচার, আত্মতত্ত্ববিবেকদীপ্তিটীকা, আলোক-ট্রনী, উপপত্তিবাদ, উপাধঃগলক্ষণটীকা, উপনয়লক্ষণটীকা,

উপলব্ধিবিচার, উপাধিবাদ, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, কারক-বাদ, কেবলপ্রতিরেকিরহস্ত, কেবলপ্রতিরেকিরহস্ত, চতুর্দশলক্ষণী, চিত্তরূপবাদ, তদ্বাদিসংস্কৃতিবিচার, তর্কগ্রন্থরহস্ত, তর্কবাদ, তাৎপর্যজ্ঞানকারণতাবিচাররহস্ত, ভাদ্যাদ্যবাদ, ভুলানাদি-ভাবপ্রত্যয়বিচার, দ্বিতীয়প্রগল্ভলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়লক্ষণ-টীকা, দ্বিতীয়াদিব্যাংপত্তিবাদ, ধর্মিতাবচ্ছেদকপ্রত্যাসক্তি, ধর্মিতাবচ্ছেদকবাদ, নঞবাদটীকা, নঞবাদসম্বন্ধবিচার, দ্ব্যর্থতাবচ্ছেদকবাদার্থ, নব্যমতরহস্ত, নব্যমতবিচার, নির্দারণবিচার, পক্ষতাবাদ ও পক্ষতারহস্ত, পক্ষতাবাদার্থ, পঞ্চলক্ষণী, পঞ্চবাদটীকা, পরামর্শরহস্ত, পরামর্শবাদার্থ, পূর্বপক্ষগ্রন্থটীকা, পূর্বপক্ষরহস্ত, পূর্বপক্ষব্যাপ্তি, পূর্ব-সিদ্ধান্তপক্ষতা, প্রতিক্ষালক্ষণটীকা, প্রত্যক্ষখণ্ডসিদ্ধান্ত-লক্ষণ, প্রথমপ্রগল্ভলক্ষণটীকা, প্রথমলক্ষণবিবরণ, প্রবৃত্ত্যাদি, প্রাগভাববাদ, প্রামাণ্যবাদটীকা, প্রামাণ্যবাদ-সংগ্রহ, বাধগ্রন্থরহস্য, বাধতাবাদ, বাধবুদ্ধিবাদ, বাধবুদ্ধি-পদার্থ, বুদ্ধিবাদ, ভূয়োদর্শনবাদ, মঙ্গলবাদ, মুক্তিবাদ, মুক্তি-বাদার্থ, মোক্ষবাদ, রক্তকোষবাদার্থরহস্ত, লক্ষণবাদ, লঘু-বাদার্থ, লিঙ্গকারণতাবাদ, লিঙ্গোপলৈঙ্গিকবাদার্থ, বায়ুপ্রত্য-ক্ষবাদ, বিধিবাদ, বিধিব্যবহরণবাদার্থ, বিরুদ্ধগ্রন্থরহস্ত, বিরুদ্ধ-পৃষ্ঠপক্ষগ্রন্থটীকা, বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত টীকা, নিরোধবাদ, বিরোধি-গ্রন্থ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-জ্ঞানবাদার্থ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার, বিশেষজ্ঞানপদার্থ, বিশেষ্যনিরুক্তিটীকা, বিশেষ্যব্যাপ্তি, বিষয়তাবাদ, বৃত্তিবাদ, বাধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্নবাদ, বাধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্নতাবাদ, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়টীকা, ব্যাপ্তিনিরূপণ, ব্যাপ্তি-পঞ্চকটীকা, ব্যাপ্তিবাদ, ব্যাপ্ত্যনুগমটীকা, ব্যাংপত্তিবাদ, ব্যাংপত্তিবাদার্থ, শক্তিবাদ, শব্দপরিচ্ছেদ, শব্দালোকরহস্ত, সংশয়পক্ষতাবাদ, সংশয়বাদ, সংশয়বাদার্থ, সঙ্গতিবাদ, সঙ্গতামুখ্যমিতিবাদ, সংপ্রতিপক্ষরহস্ত, সংপ্রতিপক্ষপত্র, সংপ্রতিপক্ষপূর্বপক্ষটীকা, সংপ্রতিপক্ষবাদগ্রন্থ, সং-প্রতিপক্ষবাদ, সর্বমানসমুক্তিবাদ, সবাভিচারগ্রন্থরহস্ত, সবাভিচারবাদ, সবাভিচারসামান্যনিক্তি, সবাভিচার-সিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সহচারবাদ, সহচারিগ্রন্থরহস্ত, সাদৃশ্য-বাদ, সাধারণগ্রন্থরহস্ত বা সাধারণবাদ, সাধারণসাধারণ-গাহুপসংহারিবিরোধগ্রন্থ, সামগ্রীবাদ, সামগ্রীবাদার্থ, সামান্য-মিরুক্তিগ্রন্থরহস্ত, সামান্ততাব, সামান্যতাবব্যবস্থাপন, সামান্তলক্ষণটীকা, সামান্যবাদটীকা, সামান্যতাবসাধন, সিংহবাহীলক্ষণী, সিংহবাহী, সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্ত, সিদ্ধান্ত-লক্ষণক্ৰোড়, সিদ্ধান্তব্যাপ্তি, হেতুলক্ষণটীকা, হেতুভাসনিরূ-পণ, হেতুভাসসামান্যলক্ষণ ইত্যাদি।

তপানক বিভাবীপ (মহুৎপনের শিবা)—আত্মতত্ত্ববিবেক-
নীতিবিদীকা, জায়কুজমালিবিবেক, শকালোকবিবেক।

তত্ত্ব—তর্কভাবাটীকা।

তত্ত্বপণ্ডিত—ভবানন্দীটীকা ও 'তত্ত্বপণ্ডিত' নবজায়মতবিচার।

গোপালনাথ মৈথিল (মহামহোপাধ্যায়)—তত্ত্বচিন্তামণির 'রশ্মি-

চক্র' নামে টীকা, তত্ত্বচিন্তামণিনীতিবিভক্তোত্ত, তর্কতত্ত্ব-
নিরূপণ, জায়সিদ্ধান্ততত্ত্ব, পঞ্চাকারসাক্ষর।

গোপালনাথভাট্য—অনুপলব্ধিবাদ, অহুমিতিমানসতত্ত্ববিচার,
অন্তরতাববাদ, আত্মতত্ত্বাতিসিদ্ধিবাদ, জৈববাদ, জৈবমহুৎ-
বাদ, একতত্ত্ববিদ্যাবাদ, কারণতাবাদ, জ্ঞানকারণতাবাদ,
স্বন্দলকণবাদ, নবামতবাদ, পরামর্শবাদার্থ, বাধবুদ্ধিবাদ,
রাজপুরুষবাদ, বাদভিত্তিম, বাদকটিকা, বিধিবাদ, শিবা-
শিক্ষাবাদ, সমাপ্তিবাদ, সাত্ত্ববাদ। (কুহ কুহ গ্রহ।)

গোপীকান্ত (বেণীন্দ্রের পুত্র)—জায়গ্রন্থীপ।

গোপীনাথ মিশ্র—তত্ত্বচিন্তামণিসার।

গোপীনাথ মোদী—জায়কুজমালিবিলাশ বা জায়বিলাস।

গোপীনাথ ঠাকুর (ভবনাথের পুত্র)—তর্কভাবাটীকাপ্রকাশিকা।

গোলোক জায়রত্ন—মাথুরী-ক্রোড়ের জায়রত্ন নামে টীকা।

উক্ত টীকার অঙ্গীভূত অনেক পাঠ্য পাওয়া যায় যথা—
অহুমিতিবিশেষণ, অসিকপূর্ণপক্ষ, অসিকসিদ্ধান্ত, উপাধি-
পূর্ণপক্ষ, উপাধিসিক, কূটমতিতলক্ষণ, কূটমতিতলক্ষণ,
কেবলাধারী, তৃতীয়প্রগল্ভ, তৃতীয়মিশ্র, দ্বিতীয়মিশ্রলক্ষণ,
পক্ষতাপ্রতিপক্ষ, পক্ষতাসিদ্ধান্ত, পঞ্চলক্ষণী, পরামর্শ-
পূর্ণপক্ষ, পুঙ্খলক্ষণ, প্রতিজ্ঞা, প্রথমচক্রবর্তী, প্রথমমিশ্র,
বাধপূর্ণপক্ষ, বাধসিদ্ধান্ত, সামান্যনিকটিক, হেতু ইত্যাদির
বিবেচন।

গোবর্দ্ধন মিশ্র (বলভদ্রপুত্র) তর্কভাবাটীকা, ন্যায়বোধিনী
নামে তর্কসংগ্রহের টীকা।

গোবর্দ্ধনবর—নারায়ণলব্ধবোধিনী নামে তর্কসংগ্রহের টীকা।

গোবিন্দী—গান্ধারী টীকা।

গৌরীকান্ত সার্কভোম—ভাবার্থলিপিকা নামে তর্কভাবাটীকা,
তর্কসংগ্রহটীকা, সুভাবলী ও 'গৌরীকান্ত' নামে নবা-
ন্যায়মতবিচার।

গৌরীনাথ—তর্কপল্লব।

চক্রধর—জায়মণিরগ্রন্থতত্ত্ব।

চতুর্ধ পণ্ডিত—তত্ত্বচিন্তামণিনীতিবিচার।

চন্দ্রনারায়ণ আচার্য—কুজমালিটীকা, গান্ধারীসাহস্রম, গান-
ধরের অহুমানবত্তের টীকা, গৌতমব্রহ্মজুতি, জাগদীশী-
ক্রোড়টীকা, জাগদীশীচতুর্ধলক্ষণীপত্রিকা, তত্ত্বচিন্তামণি-

টিপ্পনী, তর্কসংগ্রহটীকা, ন্যায়ক্রোড়পত্র। (ইহার রচিত
অনেক পাঠ্য পাওয়া যায়।)

চন্দ্রভট্ট—তর্কপরিভাষা।

চন্দ্রভট্ট—(বিশ্বনাথের পুত্র, বৃদ্ধী ১০৭ শতাব্দী।) তর্ক-
ভাবাটীকাপ্রকাশিকা, নিকটিক্রিয়পণ, চন্দ্রভট্টীয়।

জগদানন্দ—ন্যায়মীমাংসা।

জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য—(ভবানন্দের শিষ্য, ১৬৪৯

বৃষ্টাব্দের পূর্বভন)—তত্ত্বচিন্তামণিনীতিপ্রকাশিকা (ইহা
জাগদীশী নামে খ্যাত), তর্কদীপিকাভাষ্য, তর্কমুদ্রত,
তর্কালঙ্কারটীকা, ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশনীতিবিদীকা, শক-
লক্ষণপ্রকাশিকা। (ইহার জাগদীশীর অন্তর্গত অনেক
কুহ কুহ পাঠ্য স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায়। যথা—

অহুমিতিগ্রন্থত, অবচ্ছেদকসমীক্ষিক, অবয়বগ্রন্থত, অ-
ভাষ্যতাবাদ, আসত্ত্ববিচার, উদাহরণলক্ষণনীতিবিদীকা,
উপনয়নলক্ষণনীতিবিদীকা, উপাধিগ্রন্থত, উপাধিবাদ-
টীকা, কেবলব্যতিরেকগ্রন্থত, কেবলাধারীগ্রন্থত, তৃতীয়-
চক্রবর্তিনলক্ষণনীতিবিদীকা, তৃতীয়প্রগল্ভলক্ষণনীতিবিদীকা,
দ্বিতীয়চক্রবর্তিনলক্ষণনীতিবিদীকা, দ্বিতীয়লক্ষণনীতিবিদীকা,
পক্ষতাপ্রতিপক্ষ, পক্ষতাপূর্ণপক্ষগ্রন্থত, পঞ্চলক্ষণী,
পরামর্শপূর্ণপক্ষটীকা, পরামর্শগ্রন্থত, পরামর্শহেতুতাবিচার,
পুঙ্খলক্ষণটীকা, পূর্ণপক্ষগ্রন্থত, প্রতিজ্ঞালক্ষণনীতিবিদীকা,
প্রথমচক্রবর্তিনলক্ষণটীকা, প্রথমলক্ষণটীকা, প্রামাণ্যবাদ,
হাথগ্রন্থত, ভাবরত্নসামান্য, ভূমোদর্শন, বিরুদ্ধগ্রন্থত,
বিশেষনিকটিক, বিশেষলক্ষণটীকা, বিশেষব্যাপ্তিরগ্রন্থত,
বিসয়তাব্যাপ্তিবাদার্থ, ব্যাপ্তিকরণধর্মসিদ্ধান্তাবটীকা,
ব্যাপ্তিগ্রন্থত, ব্যাপ্তিপক্ষটীকা, ব্যাপ্তিবাদ, ব্যাপ্তাস-
গমগ্রন্থত, সলতাহুমিতিবাদ, সংপ্রতিপক্ষগ্রন্থত, সং-
প্রতিপক্ষপূর্ণপক্ষগ্রন্থত, সংপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থত, সং-
প্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থত, সংপ্রতিপক্ষসামান্যনিকটিক, সংপ্রতিপক্ষ-
সিদ্ধান্তগ্রন্থত, সামান্যনিকটিকগ্রন্থত, সামান্যনিকটিকটীকা,
সামান্যলক্ষণটীকা, সামান্যলক্ষণ ও সামান্যভাবগ্রন্থত, সিংহ-
বাহুটিপ্পনী, সিদ্ধান্তলক্ষণগ্রন্থত, সিদ্ধান্তলক্ষণটীকা, হেতু-
ভাস ইত্যাদি।

জগদ্বাচতর্কপঞ্চানন—'জগদ্বাচী' ন্যায়।

জগদ্বাচ পণ্ডিত—নব্যবোধবিবেক।

জগদেব (পঞ্চধর মিশ্র) তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক, (চিন্তামণি-
প্রকাশ, শকালোক বা আলোক নামেও খ্যাত), জ্ঞান-
পদার্থী, ন্যায়পদার্থমালা, জায়লীলাবতীবিবেক।

অমরেন্দ্র (সুসিংহের পুত্র)—ভারতবর্ষীয়সার ।

অমরেন্দ্ররাজকিত—তর্কভাষ্য ।

অমরেন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য—(রায়জ্যেষ্ঠের শিষ্য)—তত্ত্বজিজ্ঞাসা-
মণিধর্মিণীভিত্তিকা, জ্ঞানকুসুমমণিভিত্তিকা, জ্ঞানসিদ্ধান্তমালা,
পদার্থমণিমালা । (ইহার রচিত অনেক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় ।)

অমরেন্দ্র—ভারতবর্ষীয়সার ।

অনন্দেরাজ—ভারতবর্ষীয়সার ।

অর্ক্যন্যায়রাজ—গুরুভাষ্য ।

অজ্ঞান—অন্যথায্যাত্তিবাধ, সামান্যনিরুক্তিক্রোড় ।

জিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন (নবমীপবাসী) ভারতবর্ষীয়সার ।

জিলোচনাচার্য—ভারতবর্ষীয়সার ।

জ্যোতিষ—জ্যোতিষ-ভাষ্য ।

দিনকর—দিনকর বা ভারতবর্ষীয়সার ।

দুর্গাদত্ত সঙ্গীত—ভারতবর্ষীয়সার ।

দুর্গাদত্ত ভট্টাচার্য—গাঙ্গারীভাষ্য ।

দেবদাস—ভারতবর্ষীয়সার ।

দেবনাথ—তত্ত্বজিজ্ঞাসামণিভিত্তিকা ।

ধর্মরাজ ভট্ট—ভারতবর্ষীয়সার ।

ধর্মরাজ নীলকণ্ঠ (ত্রিবেদীনাথের পুত্র) তত্ত্বজিজ্ঞাসামণি-
প্রকাশনীতি, তর্কভাষ্য (তত্ত্বজিজ্ঞাসামণির টীকা),
ভারতবর্ষীয়সার, ধর্মরাজনীতি ।

নরসিংহরাজ—প্রকাশিকা, ভারতবর্ষীয়সার ।

নাগেশভট্ট—পদার্থমণি ।

নারায়ণ সার্কভোম—প্রতিযোগিতান্যায়সংগ্রহ, প্রাতিপদিক-
সংগ্রহ ।

নারায়ণভট্ট—ভারতবর্ষীয়সার ।

নিখিরাম—ভারতবর্ষীয়সার ।

নীলকণ্ঠভট্ট—তর্কসংগ্রহনীতি ।

নীলকণ্ঠরাজ—গাঙ্গারীভাষ্য, জাগরীভাষ্য, তত্ত্বজিজ্ঞাসামণি-
নীতিভিত্তিকা ।

নৃসিংহপঞ্চানন (গোবিন্দপুত্র)—ভারতবর্ষীয়সার ।

পট্টাভিরাম পাত্রী—তর্কসংগ্রহনীতি, ন্যায়মঞ্জরী, প্রকাশিকা,
প্রভা ।

প্রাণভট্টাচার্য—(অপুষ্ক নামেও পরিচিত, নরপতির পুত্র) তত্ত্ব-
জিজ্ঞাসামণিভিত্তিকা ও ত্রিবেদী নামে খণ্ডনখণ্ডভাষ্য ।

বলভট্ট—ভারতবর্ষীয়সার ।

বলভট্ট ভট্ট (বিষ্ণুদেবের পুত্র) তর্কভাষ্যপ্রকাশিকা, শক্তিবাদ-
নীতি ।

বালক—ভারতবর্ষীয়সার ।

বালক (পুত্র মহাদেব সিন্ধুরের সহিত) ভারতবর্ষীয়সার-
বলীপ্রকাশ ।

ভগীরথদেব (রামচন্দ্রের পুত্র ও অমরেন্দ্রের পৌত্র)—ভাষ্যপ্রকা-
শিকা, ভারতবর্ষীয়সার ।

ভবনাথ—খণ্ডনখণ্ডভাষ্য ।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ—(বিদ্যাবিসেসের পিতা) তত্ত্বজিজ্ঞাসামণি-
বাধ্য, ভবানন্দী বা গুণার্থপ্রকাশিকা নামে তত্ত্বজিজ্ঞাসামণি
নীতিভিত্তিকা, পদার্থমণিভিত্তিকা । (ইহার পাতড়া
নৈমায়িক সমাজে সমাদৃত ।)

ভবানীশঙ্কর—প্রকাশিতভাষ্য ।

ভারত ভট্ট—তর্কপরিভাষ্য (তর্কভাষ্যের টীকা) ।

মণিকর্ণ মিশ্র—ভারতবর্ষীয়সার, ভারতবর্ষীয়সার ।

মধুরানাথ তর্কবাগীশ—মধুরানাথ বা মধুরী, তত্ত্বজিজ্ঞাসামণি-
নীতি, তত্ত্বজিজ্ঞাসামণিভিত্তিকা, তত্ত্বজিজ্ঞাসামণ্যলোকনীতি,
সিদ্ধান্তরহস্য । (ইহার রচিত বিস্তর পাতড়া পাওয়া
যায়, সেগুলি এক একখানি স্বতন্ত্র ধর্মিলে প্রায় ২০০
খানি হয় ।)

মধুসূদন—তর্কসংগ্রহভাষ্য, তত্ত্বজিজ্ঞাসামণ্যলোককট্টকোকার ।

মহাদেবভট্ট—ভাষ্যপ্রকাশিকা ।

মহাদেবভট্ট দিনকর—(দিনকর নামে খ্যাত) ইনি পিতার
সহযোগে দিনকরী প্রভৃতি রচনা করেন । (উপরে দিন-
করের নাম উল্লেখ ।)

মহাদেব পুণ্ডরীকচর (পুণ্ডরীকচর) (মুকুলেশ্বরপুত্র)—ভারত-
বর্ষীয়সার, ভবানন্দীপ্রকাশ (ভবানন্দীর টীকা), মিতভাষ্য
নামে ভারতবর্ষীয়সার । (ইহার রচিত অনেক পাতড়া পাওয়া
যায় ।)

মহেশ ঠাকুর—তত্ত্বজিজ্ঞাসামণ্যলোককট্টক ।

মহেশ্বর—তত্ত্বজিজ্ঞাসামণিভিত্তিকা, তত্ত্বজিজ্ঞাসামণিভিত্তিকা ।

মাধবমিশ্র—অনুমানালোকনীতি ।

মাধবদেব—তর্কভাষ্যসংগ্রহ, ভারতবর্ষীয়সার, প্রমাণাদিপ্রকাশিকা ।

মাধবদেবভট্ট—তর্কসংগ্রহভাষ্যনিরুক্তি ।

মুকুলভট্ট গাড়াগল—(অনন্তভট্টের পুত্র) বিশ্বরূপ, তর্কসংগ্রহ-
চক্রিকা নামে তর্কসংগ্রহের টীকা, তর্কসংগ্রহনীতি ।

মুকুল দাস—ভারতবর্ষীয়সার ।

ভারত লোগাশি—(মুগল ভট্টের পুত্র) তর্কভাষ্য ও ন্যায়-
সিদ্ধান্তমণিভিত্তিকা ।

মুহুরি ভট্ট—তর্কভাষ্য ।

মোহনপ্রভিত—তর্কভাষ্য ।

যজ্ঞপতি উপাধায়—তত্ত্বচিন্তামণি-প্রতিনামে তত্ত্বচিন্তামণি-
টীকা ।

যজ্ঞমূর্তি কালীনাথ—তত্ত্বচিন্তামণিটীকা ।

যতিবর্ষ—তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তিবাখ্যা ।

যতীশ পণ্ডিত—জায়সংক্ষেপ ।

যজ্ঞভট্ট—জায়পারিজাত ।

যাদবপণ্ডিত বা যাদববাস—(নৃসিংহের পুত্র) অমুহানমঞ্জরীসার,
জায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার ।

রঘুদেব জায়সার ভট্টাচার্য—রঘুদেবী বা গুণাধীনীপিকা নামে
তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাখ্যা । (রঘুদেবের অনেক পাতড়া
পাওয়া যায় ।)

রঘুনাথ পর্বত—জায়রত্ন নামে গদাধরের পঞ্চবাদের টীকা ।

রঘুনাথ শিরোমণি—(বাহুদেব সার্কভোমের শিষ্য) আশ্বত্থ-
বিবেকটীকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তি,
জায়কুসুমাজলিটীকা । (শিরোমণির অনেক পাতড়া পাওয়া
যায় । যথা—অষ্টেতেষ্বরবাদ, অপূর্ববাদরহস্য, অবয়ব,
আকাঙ্ক্ষাবাদ, আধ্যাতবাদ, কেবলবাত্তিরেকি, গুণনিরূপণ
ধর্মিতাবচ্ছেদকপ্রতাসত্তি, নগ্নবাদ, নিরোজাশ্রয়নিরূ-
পণ, নিরোধলক্ষণ, পক্ষতা, প্রামাণ্যবাদ, যোগাত্মরহস্য,
বাক্যবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, লক্ষ্যবাদার্থ, সামান্তনিকৃষ্টি, সামান্ত-
লক্ষণ ইত্যাদি ।)

রঘুপতি—তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক ও লক্ষ্যলোকরহস্য ।

রত্ননাথভট্ট—দিনকরীটীকা ।

রত্নাচার্য—উত্তরপত্র, গোবর্দ্ধনপত্র ।

রত্ননাথ—জায়বোধিনী নামে তর্কসংগ্রহের টীকা ।

রত্নেশ—লক্ষণসংগ্রহ ।

রমানাথ—জাগলীশী টিঙ্গনী ।

রাঘবপঞ্চানন ভট্টাচার্য—আশ্বত্থপ্রবোধ ।

রামাচার্য—তর্কভট্টাচার্য ।

রামকৃষ্ণ—তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তিটীকা (অধিদীপ্তিভাবার্থ),
নায়দর্পণ ।

রামকৃষ্ণ (ধর্মরাজাধরীস্ব)—রুচিরত্নের তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশের
টীকা (জায়শিখামণি) ।

রামকৃষ্ণ আচার্য—জায়সিদ্ধান্তন ।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী (রঘুনাথশিরোমণির পুত্র)—জায়-
লীপিকা, নায়লীলাবতীপ্রকাশ ।

রামচন্দ্র নায়বংশীশ—অধিবাদবিচার, আসত্তিরহস্য, বস্ততা-
বিচার, বিধিবাদবিচার, বিরোধবিচার, শব্দনিত্যতা-
বিচার ।

রামচন্দ্র ভট্ট—দীনকর্ষকভিত্তি তর্কসংগ্রহলীপিকাপ্রকাশের টীকা,
নায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশটীকা ।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য সার্কভোম—প্রমাণতত্ত্ব, মোক্ষবাদ, বিধিবাদ ।

রামনাথ—তর্কসংগ্রহটিঙ্গন, নায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটিঙ্গন ।

রামনারায়ণ—অমুহিতিনিরূপণ ।

রামভট্ট সার্কভোম—(ভবনাথের পুত্র)—কুসুমাজলিকারিকা-
ব্যাখ্যা, নায়রহস্য নামে নায়হৃত্যটীকা, নানাস্থবানতত্ত্ব,
সমাসবাদতত্ত্বপদার্থগুণটিঙ্গনী ।

রামভট্ট সিদ্ধান্তবাগীশ—লক্ষ্যলক্ষ্যপ্রকাশিকাপ্রবোধিনী, তর্ক-
তরঙ্গিনী ।

রামভট্ট ভট্ট—তর্কভট্টাচার্য, তর্কসংগ্রহলীপিকা-ব্যাখ্যা, প্রভা,
ব্রূপসম্ভিবাদটীকা, দিনকরের মঙ্গলবাদটীকা ।

রামলিঙ্গ (কল্যাণদেব পুত্র)—নায়সংগ্রহ নামে তর্কভাবার টীকা ।

রামানন্দ—জায়মুক্তাবাখ্যা ।

রামানন্দাচার্য—মণিসার নামে 'তত্ত্বচিন্তামণিমণিসারের' সমা-
লোচনা ।

রায়নরসিংহ পণ্ডিত—তর্কসংগ্রহলীপিকাপ্রকাশ, প্রভা নামে
জায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকা ।

রুচিরত্ন—(দেবদত্তের পুত্র ও জয়দেবের শিষ্য) কুসুমাজলিপ্রকাশ-
মকরন্দ, তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, তর্কপাদ, তর্কসার, পদার্থগুণ-
ব্যাখ্যামকরন্দ । (রুচিরত্নের অনেক পাতড়া পাওয়া যায়)

রুচিনারায়ণচম্পতি (বিজ্ঞানবিশেষের পুত্র)—ভবানন্দীকরকাতর্ক-
নির্ণয়ের টীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তি, কুসুমাজলিকারিকা-
ব্যাখ্যা, নায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকা, বাদপরিচ্ছেদ, বিধিরূপ-
নিরূপণ, লক্ষ্যপরিচ্ছেদ । (রুচিনারায়ণচম্পতির অনেক পাতড়া
নানাস্থানে পাওয়া যায় ।)

রেকেলবেঙ্কট—চেরুভট্টরত্ন তর্কভাবাটীকার টিঙ্গনী ।

লক্ষ্মীদাস—অমুহানলক্ষণ ।

বংশধর মিশ্র—(জগন্নাথের ব্রাহ্মপুত্র) আধীক্ষিকী বা নায়মতত্ব-
পরীক্ষা নামে নায়হৃত্যের হৃতি, যোগলক্ষ্যবিচার, বিধিবাদ ।

বজ্রভট্ট—ভবানন্দপ্রকাশ ।

বর্দ্ধমান উপাধায় (গজেন উপাধ্যায়ের পুত্র) খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-
প্রকাশ, তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, জায়কুসুমাজলিপ্রকাশ,
নায়হৃত্যের জায়নিবন্ধপ্রকাশ, নায়পরিপট্টপ্রকাশ,
প্রেমেরতত্ত্ববোধ ।

বাচস্পতি—বর্দ্ধমানেন্দু, নায়তত্ত্বাবলোক, নায়রত্নটীকা ।

বামলজ—নায়কুসুমাজলিটীকা ।

বাহুদেব সার্কভোম—তত্ত্বচিন্তামণিব্যাখ্যা, সমাসবাদ, সার্কভোম-
নিকৃষ্টি ।

বিকল্পীকৃত বস্তু—আমোদ নামে ন্যায়মুত্তের টীকা।
 বিনায়ক ভট্ট—ন্যায়কোমুদী নামে তাকিকরকার টীকা।
 বিজ্ঞানবীরী প্রসাদ—তরঙ্গিণী নামে তর্কসংগ্রহটীকা, ন্যায়সিদ্ধান্ত-
 মুক্তাবলী টীকা।
 বিদ্যভট্ট—তর্কপরিভাষাটীকা।
 বিশ্বনাথ—তত্ত্বচিন্তামণিশঙ্করটীকা, তর্কতরঙ্গিণী, তর্কসংগ্রহ-
 টীকা।
 বিশ্বনাথভট্ট—গণেশকৃত তত্ত্বপ্রবোধিনীর ন্যায়বিলাস নামে
 টীকা।
 বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন—(বিদ্যানিবাসের পুত্র) ভাষাপরিচ্ছেদ
 বা কারিকাবলী, মুক্তাবলী নামে তাহার টীকা, ন্যায়-
 তত্ত্ববোধিনী, ন্যায়সুত্রভূতি, পদার্থতত্ত্বাবলোক, সুবর্ণতত্ত্বাব-
 লোক। (ইহারও কতকগুলি পাতড়া পাওয়া যায়।)
 বিশ্বনাথপ্রসন্ন—তর্কদীপিকা।
 বিশ্বেশ্বর—তর্ককুতূহল, ন্যায়প্রকরণ।
 বিশ্বেশ্বরপ্রসন্ন—তর্কচক্রিকা।
 বীরস্বাধবাচার্য—অসম্ভবপত্র।
 বীরেশ্বর—আগদীশীটীকা।
 বেঙ্কটচাৰ্য্য—তত্ত্বচিন্তামণি, দীপ্তিক্রোড়, তত্ত্বার্থদীপিকা নামে
 তর্কসংগ্রহটিপনী।
 বেঙ্কটরাম—ন্যায়কোমুদী।
 বেণীন্দ্র বাণীশ ভট্ট—তর্কসময়গুণ।
 বেদান্তাচার্য্য—(বল্লভ নৃসিংহের পুত্র) অহমানের পৃথক্-
 প্রামাণ্যগুণ।
 বৈজ্ঞান্য—তর্করহস্য, জায়কুসুমাজলিকারিকাভাষ্য।
 বৈজ্ঞান্য গাঢ়গিল—তর্কচক্রিকা নামে তর্কসংগ্রহের টীকা।
 বৈজ্ঞান্য দীক্ষিত—রুচিন্তরচিত তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশের টীকা।
 ব্রজরাজ গোস্বামী—জায়সার।
 শঙ্করভট্ট—সামাজিকনিক্ক্রোড়।
 শঙ্করমিশ্র—গাদাধরীটীকা, আগদীশীটীকা। (ইহার অনেক
 পাতড়া পাওয়া যায়।)
 শম্ভর আচার্য্য—শম্ভরীর বা জায়সিদ্ধান্তদীপ, জায়নয়, জায়-
 ধীমাংগাপ্রকরণ, জায়রত্নপ্রকরণ, শম্ভরমাল।
 শেন শঙ্কর—জায়মুক্তাবলী, লক্ষণাবলীবিভূতি, পদার্থচক্রিকা।
 শিতিকর্ণ—তত্ত্বচিন্তামণিটীকা।
 শিবযোগী—ন্যায়প্রকাশটীকা।
 শিবরাম বাচস্পতি—নব্যমুক্তিবাদ টিপনী।
 শেখানন্দ—ন্যায়সিদ্ধান্তদীপপ্রভা, পদার্থচক্রিকা।
 শ্রীকর্ণ দীক্ষিত—তর্কপ্রকাশ নামে ন্যায়সিদ্ধান্তব্রজরীটীকা।

শ্রীনিবাসাচার্য্য—অবধবক্রোড়, ন্যায়সিদ্ধান্ততত্ত্বাবৃত্ত।
 শ্রীনিবাস ভট্ট (কালীবাণী)—জয়তকরতরু নামে তর্ক-
 দীপিকা টীকা।
 সচ্চিদানন্দ শাস্ত্রী—ন্যায়কোমুদ।
 হরমদাচার্য্য (বাসাচাৰ্য্যের পুত্র)—চিন্তামণিবাক্যার্থদীপিকা,
 তর্কদীপিকাটীকা।
 হরনারায়ণ—গাদাধরীটীকা, আগদীশীটীকা। (ইহার অনেক
 পাতড়া পাওয়া যায়।)
 হরি—প্রমাণপ্রমোদ।
 হরিকৃষ্ণ—উপসর্গবাদ।
 হরিন্দাস জায় বাচস্পতি তর্কালঙ্কার—তত্ত্বচিন্তামণ্যমুমান্থ-
 টীকা, তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকটীকা, জায়কুসুমাজলিকারিকাভাষ্য।
 হরিরাম তর্কালঙ্কার (গদাধরের গুরু)—তত্ত্বচিন্তামণিটীকা।
 (ইহার অনেক পাতড়া পাওয়া যায়।)
 হরিশর—তাকিকরক্সাংগ্রহটীকা। [বৈশেষিক শব্দ দেখ।]

পাশ্চাত্য-ন্যায়দর্শন (LOGIC.)

সংস্কৃত জায় শব্দ যুরোপীয় লজিকের ঐতিহাসিক স্বরূপ
 সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে
 গেলে ভারতীয় জায়দর্শন ও যুরোপীয় লজিকের মধ্যে সামান্য
 সাদৃশ্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতীয় জায়দর্শনে এমন অনেক
 বিষয় লিখিত আছে, বাহা আদৌ যুরোপীয় পণ্ডিতদিগের
 মতে জায়শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। মুক্তিমাগের
 সোপান-নিরূপণই ভারতীয় প্রাচীন জায়দর্শনের প্রধান আলোচ্য
 বিষয়, কিন্তু যুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে উহা Philosophy
 proper or metaphysics অর্থাৎ সাধারণতঃ দর্শনশাস্ত্র বলিলে
 বাহা বুঝায়, তাহারই ঐতিপাঠ বিষয়। আমাদের দেশে জায়দর্শন
 যেমন বড়দর্শনের মধ্যে দর্শনবিশেষ, যুরোপীয় ন্যায়দর্শন বা
 লজিক সেরূপ দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে ; যুরোপীয় ন্যায়দর্শন
 বিজ্ঞানের একটা শাখা (Science) বিশেষ এবং পাশ্চাত্য
 ন্যায়কে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়াই তদনুসারে লজিকের
 সংজ্ঞা (Definition) লিখিত হইয়াছে।

কোন কোন পণ্ডিত ন্যায়কে চিন্তার নিয়ামক-শাস্ত্রবিশেষ
 বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন (Science of the laws of thought
 as thought)। কেহ কেহ বলেন যে, লজিক বা ন্যায় যুক্তি-
 প্রবোধকশাস্ত্র (Science as well as the art of reasoning)
 অপর পণ্ডিতদিগের মতে লজিক বলিতে সাধারণতঃ প্রমাণের
 নিবোধক বুঝায় (Science of proof or evidence.)

জুতরাং ভারতীয় ন্যায়দর্শনের যে অংশ প্রমাণের অন্তর্গত
 অর্থাৎ যে অংশটিতে প্রমাণের নিয়মাবলী এবং প্রমোদ-প্রণালী

সকল বর্ণিত হইয়াছে, বাহা ভারতীয় নব্যজ্ঞানের মূখ্য বিষয়, তাহাই যুরোপীয় ন্যায়দর্শন বা লজিকের আলোচ্য বিষয়।

প্রমাণের উপরই সকল বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ভর করে। সত্যনির্ণয়ই যখন সকল প্রকার চিন্তাবলী বা কাৰ্য্যপ্রণালীর মূখ্য উদ্দেশ্য, তখন অস্ত্রে প্রমাণের বাথার্থ্য অবাথার্থ্য নির্ধারণ করা আবশ্যক। সুতরাং লজিকে প্রাধান্যঃ প্রমাণ কাহাকে বলে, প্রমাণের উদ্দেশ্য কি, নির্দোষ প্রমাণ বরূপ কি, হেতুভাঙ্গ (Fallacies) সংশোধনের উপায় কি, সত্য-নির্ধারণ করিতে হইলে কিরূপ প্রণালীতে চিন্তা প্রয়োগ করা আবশ্যক, এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রীকপণ্ডিত আরিষ্টটলই পাঁচাত্ত ন্যায়ের উদ্ভব-কর্তা। আরিষ্টটলের বহুপুর্ক হইতে জ্ঞানের অংশতঃ প্রচলন থাকিলেও, আরিষ্টটলই প্রথম ন্যায়কে পৃথক্ শাস্ত্ররূপে প্রবর্তিত করেন। আরিষ্টটলের পুর্বে ন্যায়ের নিয়মাবলী দর্শনশাস্ত্রে প্রযুক্ত হইত; জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া কোন পৃথক্ শাস্ত্র ছিল না।

দার্শনিক সজেক্টিভ্ সৰ্ব্বাঙ্গে ন্যায়প্রচলিত নিয়মাবলীর কতক কতক করিয়া যান। সজেক্টিভ্‌সের নজ-দর্শনের প্রমাণ্য বিষয়গুলিও ন্যায়ানুযায়িত প্রক্রিয়ার সাধিত হইয়াছে। তর্কশাস্ত্রের সংজ্ঞাপ্রকরণ (Definition or notion) সজেক্টিভ্‌স কর্তৃক প্রবর্তিত। ব্যাপ্তিসিদ্ধান্ত (Synthetic reasoning or induction) সজেক্টিভ্‌স প্রচার করেন। সজেক্টিভ্‌সের পরবর্তী দার্শনিকগণ সজেক্টিভ্‌সের পদানুসরণ করিয়া গিয়াছেন। দার্শনিক চিন্তা সকল শাস্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, চিন্তার পদ্ধতি বা ক্রমের (Method) আবশ্যক এবং চিন্তার ক্রমও ন্যায়ানুযায়িত প্রমাণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং দর্শনশাস্ত্র যখন ব্যক্তিগত চিন্তামাত্র না হইয়া শাস্ত্র-বিশেষ হইয়া পড়ে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ানুযায়িত প্রমাণপ্রণালীরও (Logical method) উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। সজেক্টিভ্‌সের মৃত্যুর পর দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয়ের সহিত তর্কশাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল। এখন তর্কশাস্ত্র বলিলে বাহা বুঝায়, তখন লজিক্ বলিলেও তাহাই বুঝাইত। তৎকালে লজিকের অপর নাম ছিল Dialectic বা তর্কশাস্ত্র। প্লেটোর দর্শনেও এরূপ Dialecticএর আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। Dialectics গ্রিক আদ্যদের দেশীয় ন্যায়দর্শনের অঙ্গরূপ। Dialecticsএ প্রমাণপ্রয়োগপ্রণালী ব্যতীত আরও দর্শনের অনেক সাধারণ বিষয় বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ এখন Metaphysics বলিলে বাহা বুঝায় তৎকালে Dialectics বলিলে তাহাই বুঝাইত।

সজেক্টিভ্‌সের পরবর্তী প্লেটোর সমসাময়িক দার্শনিকগণের

মধ্যে আন্টিস্‌থিনিজ্ (Antisthenes) লজিকের আংশিক উন্নতিসাধন করেন। আন্টিস্‌থিনিজ্‌সের দার্শনিকমত, বস্তু-বাদ Nominalism বা নামবাদ। আন্টিস্‌থিনিজ্‌সের মতে বস্তুমাত্রই সংজ্ঞাবাচক এবং সংজ্ঞা সকলই বস্তুর সত্তা, এবং যুক্তি (reason) সংজ্ঞার পরিবর্তন (Transposition of names) ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং আন্টিস্‌থিনিজ্‌সের মতে লজিক অক্ষশাস্ত্রের সমস্থানীয়। তৎপরে ষ্টোইক-দর্শনে (Stoic philosophy) তর্কের কতক আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যাদেবধনের ন্যায়ানুযায়িত পদ্যানিরূপণই ষ্টোইক-দার্শনিকগণের মতে তর্কশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সত্যের নির্যাক, (Ascertainment of the criterion of truth) এই পদ্য তাহাদের মতে বাস্তববিষয়ের উপর নির্ভর করে না (Not objective), উহা সাংসদিক বা আন্তর ধর্মবিশেষ (Subjective or a priori)। ষ্টোইক-দর্শনে তর্কশাস্ত্রের উন্নতি এইখানেই পর্যাবসিত হয়।

এপিকিউরিয়ান (Epicurean) দার্শনিকগণের মতে তর্কশাস্ত্র সত্যাদেবধনের উপায়স্বরূপ অড়বিজ্ঞানের সহায়কশাস্ত্রবিশেষরূপে পরিগণিত। উপরিউক্ত দার্শনিক-মত সকলের শ্রেণী-বিভাগে লজিকের উল্লেখ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তর্কশাস্ত্রের অন্নই উন্নতি হইয়াছিল। আরিষ্টটলের পুর্ক পর্যন্ত 'লজিক' পৃথক্ শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। দার্শনিক আরিষ্টটলই তৎপুর্কবর্তী dialecticকে পরিবর্তিত করিয়া লজিক বা জ্ঞানশাস্ত্ররূপে প্রবর্তিত করেন।

অরগেনন্ (Organon) নামক গ্রন্থে আরিষ্টটল জ্ঞানের বা লজিকের অবতারণা করেন। এই গ্রন্থে কেবল তর্কের অন্তর্নিহিত বিষয়সকল আলোচিত হয় নাই, দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত জটিলত্বের শীমাংসারও অবতারণা করা হইয়াছে। অরগেননে Metaphysics এবং জ্ঞানশাস্ত্রের জটিল সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অরগেনন বর্তমান তর্কশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ বলিলেও, উহা অবিমিশ্র-তর্কশাস্ত্র নহে।

অরগেনন নামক গ্রন্থে আরিষ্টটল প্রথমতঃ সংজ্ঞা বা নাম-প্রকরণ সম্বন্ধে (Determination of the categories) আলোচনা করিয়াছেন। ইন্ড্রিগ্রাঙ্ক বস্তুমাত্রই সংজ্ঞাবাচক; পদার্থবাদেরই এক একটা ধর্ম বা গুণ লইয়া এক একটা সংজ্ঞার আরোপ করা হইয়াছে। যে গুণগুলি কোন না কোন পদার্থবাদেরই সাধারণ ধর্ম, আরিষ্টটল সেই সাধারণ ধর্মগুণ-গুলিকে লইয়া এক একটা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

আরিষ্টটলের জ্ঞান সকলের শ্রেণীবিভাগ সাধারণতঃ দশটি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—জব্য (Substance), মেধ্ব বা

পরিমাণ (Quantity), ধর্ম বা গুণ (Quality), সম্বন্ধ (Relation), দেশ (Space), কাল (Time), অবস্থান (Position), অধিকারিত্ব বা অধিকার, (Possession), (জ্ঞা ও গুণের অন্যান্য সম্বন্ধকে অধিকারিত্ব বলে) কার্যকারণগুণ (Action), যে জ্ঞেয়ের উপর অন্ত কোন গুণ বা পদার্থের কার্যকারী ক্ষমতা থাকে, সেই গুণ (Passion)। আরিষ্টটলের অরগেননের প্রথম প্রবন্ধে এইরূপ পদার্থ সকলের প্রণীতিভাগ নির্ণীত হইয়াছে।

অরগেননের দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভাব ও ভাব্যের সম্বন্ধবিষয়ে সবিস্তার আলোচনা আছে। ভাব্য কি পরিমাণে ভাবপ্রকাশে সমর্থ, ভাবমাত্রই ভাব্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় কি না, ভাব ও ভাব্যের বিরোধ কি প্রকারে সম্ভব, সম্পূর্ণভাবে কিরূপে ভাব্য প্রকাশিত হয়, (Logical propositions) এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বীক্ষাণীত হইয়াছে।

অরগেননের তৃতীয়-প্রবন্ধ কতিপয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেই ভাগগুলিকে বিশ্লেষণপাদ (Analytic Books) বলে। চিন্তাপ্রণালীর ক্রম কিরূপ, কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে কিরূপে যুক্তি-প্রয়োগ করিতে হয়, ইহাই এই অংশের প্রতিপাদ্য বিষয়। সাধারণতঃ যুক্তি (Reasoning) লইয়া পুস্তকের এই অংশ লিখিত হইয়াছে।

এনালিটিকের প্রথমভাগে নিগমনমূলকযুক্তির (Syllogism or Deductive reasoning) বিষয় বিবৃত হইয়াছে। নিগমনমূলক-যুক্তির (Syllogistic reasoning) ভিত্তি কিরূপ, নিগমনমূলক যুক্তির, প্রয়োগপ্রণালী কিরূপ, ইত্যাদি এই ভাগের আলোচ্য বিষয়।

উক্ত এনালিটিক্ গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ কএকটি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম দুইভাগে স্বতঃসিদ্ধযুক্তিপ্রণালী সম্বন্ধে (Apodictic arguments) লিখিত হইয়াছে। অবশিষ্ট আটভাগে প্রচলিতযুক্তি বা বাদসম্বন্ধে পর্যালোচিত হইয়াছে। অবশেষে একটা প্রবন্ধে (Essay on the Sophistical Elenchi) ভ্রান্ত্যুক্তি বা হেত্বভ্রান্তের (Fallacies) আলোচনা আছে।

অরগেননের উপরিউক্ত বখাসংক্ষেপ সারোচ্চার হইতে আরিষ্টটলের সময়ে তর্কশাস্ত্রের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং বর্তমান সময়ের বা কি পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সামান্য অভিনবকল্পকে দেখিলেই বুঝা যায় যে, আরিষ্টটলের সময় হইতে উদ্ভাবিত তর্কশাস্ত্র (Formal or Deductive Logic) অতি অল্পই উন্নতি লাভ করিয়াছে। 'করম্যাল লজিক'কে আরিষ্টটল বে অবস্থার

রাখিয়া গিয়াছিলেন, সামান্য পরিবর্তন ছাড়াই দিলে, উহা প্রায় তদনুরূপ অবস্থাতেই আছে। নিগমনমূলক-ভাবের (Deductive Logic) প্রয়োগ-প্রণালী আরিষ্টটলের নির্দিষ্টপথেই এ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। আরিষ্টটলের 'ডিডক্টিভ লজিক' বর্তমানকালে দার্শনিক কান্ট (Kant) ও হামিলটন-প্রবর্তিত 'করম্যাল-লজিকে' পরিণত হইয়াছে। আরিষ্টটলের ভাবের বা লজিকের দার্শনিকভিত্তি অস্তিত্ববাদের (Realism) উপর প্রতিষ্ঠিত। আরিষ্টটল জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে বাস্তবজগৎ এবং অন্তর্জগতের ঐক্যই সত্যের স্রোতক। অন্তর্জগতে বিরোধবশতঃ (Contradiction) যাহা অসম্ভব করা যায় না, বাস্তবজগতেও তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং উভয়ের অবি-রোধই (Absence of contradiction) সত্যের স্বরূপ হুচনা করে। আরিষ্টটলের মতে সত্য বলিতে চিন্তার সঙ্গতি (Inner consistency) বুঝায় না; বাস্তব জগতের সঙ্গতি একা বুঝায় (Correspondance with external realities), সুতরাং আরিষ্টটলের 'ডিডক্টিভ-লজিক', বর্তমান 'করম্যাল লজিক' নহে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে নিওপ্লাটোনিজম (Neo-Platonism) নামক দার্শনিকমতের প্রচার হয়। নিওপ্লাটোনিষ্টদিগের মতে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলে সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যায় না, আত্মার অন্তর্জ্যোতি হইতেই প্রকৃতজ্ঞান সম্ভব (Inner mystical subjective exultation), আত্মার এইরূপ উন্মেষিত অবস্থাকে নিওপ্লাটোনিষ্ট দার্শনিক আনন্দময় দশা (Ecstasy or rapture) বলিয়া গিয়াছেন। নিওপ্লাটোনিষ্ট পণ্ডিতগণ দ্বারাও লজিকের কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। তাহারও দার্শনিকপ্রবর আরিষ্টটলের মত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। নিওপ্লাটোনিষ্ট পণ্ডিত প্লটিনাস (Plotinus) আরিষ্টটল-বৃত্ত অরগেননের উপক্রমণিকা (Introduction) লিখিয়া গিয়াছেন। তদনুসরণেই পণ্ডিতগণও আরিষ্টটলের দার্শনিক-গ্রন্থসমূহের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে খৃষ্টধর্মাবলম্বী মহাজনগণ ও (Church fathers) আরিষ্টটলের ভাবমতেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এই সময় হইতে আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ ও ইহুদীজাতির বিদ্বান-মণ্ডলীর মধ্যেও আরিষ্টটলের দর্শন বিশেষরূপে আদৃত হয়। আরিষ্টটলের মতের অনুসরণেই আরবদেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে আভিনেন্স (Avicenna) এবং আভিরোস (Avirosses) এই দুই পণ্ডিতের নাম সমধিক বিখ্যাত।

যুরোপে মধ্যযুগে (Middle Ages) যে দার্শনিক মতসমূহের আবির্ভাব হয়, তাহাকে সাধারণতঃ স্কলাস্টিক ফিলজফি (Scholastic philosophy) বলে। স্কলাস্টিক-দর্শন নুতন একটা দার্শ-

নিক মত নহে। মধ্যযুগে খৃষ্টধর্মের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল এবং আরিষ্টটলের প্রভাবও তখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। দ্বন্দ্বাত্মিকদর্শন এই দুয়ের সংঘর্ষে উৎপন্ন হইয়াছিল। দ্বন্দ্বাত্মিক দর্শনের বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহার অবিচল্য ভাবই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে ব্যক্তি হইয়াছে (Reconciliation of Reason and Faith)। খৃষ্টধর্মের সহিত দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য প্রতিপাদনই দ্বন্দ্বাত্মিকদর্শনের লক্ষ্যভূতবিষয় ছিল। আরিষ্টটলের দর্শনের এই সময়ে সমধিক প্রাচুর্য্য হয়, পূর্বে অনেক পণ্ডিত আরিষ্টটলের চিন্তা প্রভুত করিয়াছেন। উক্ত মাহাত্ম্যের লজিকের এই সময়ে বহুল চর্চা হইয়াছিল। আবিলার্ডের পূর্বে (Abelard 1049-1142 A. D.) আরিষ্টটলের লজিকের সামান্য অংশই পণ্ডিতসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। আরিষ্টটলের পদার্থ বিভাগ প্রণালী (The Categories) এবং 'ডি ইন্টারপ্রিটেশনে' লজিকের এই দুই অংশের সামান্য প্রচার হইয়াছিল। অজ্ঞান অংশের সামান্য বিবরণ বোথিয়াস (Boethius) এবং অগাস্টিনের (Augustine) গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লজিকের অন্যান্য অংশের প্রচার হয়। অতঃপর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আরিষ্টটলের লজিকের মূলগ্রন্থ অরগেননের সমধিক আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে আরিষ্টটলের সিলজিস্টিক বা অন্যান্যসংপ্রায়িকাবৃত্তি (Syllogistic reasoning) কিঞ্চিৎ প্রসার লাভ করে। আরিষ্টটলের সংযোজন-মূলক বৃত্তিসকলের মধ্যে (Syllogistic doctrine) সোরাইটিস্ (Sorites) নামক তর্ক বিশেষের উল্লেখ ও বিবরণ আছে। মধ্যযুগে গোক্লেনিয়াস্ (Goclenius) নামক পণ্ডিত ভিন্ন প্রকারের সোরাইটিস্ (Sorites) বা বৃত্তি শ্রেণীর উল্লেখ করেন। এই বৃত্তি তাহার নামানুসারে (Goclenian Sorites) কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লজিকের ক্রম বা প্রণালী একরূপ থাকিলেও মধ্যযুগে আরিষ্টটলের লজিকের দার্শনিক ভিত্তির রূপান্তর হইয়াছিল।

আরিষ্টটলের ন্যায়মত সত্যবাদের (Realism) উপর প্রতিষ্ঠিত। আরিষ্টটল বাহ্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মনের বাহ্যজগতের ব্যাপার সকল ধারণা করিবার শক্তি আছে তাহাও স্বীকার করেন। বাহ্যমহুয়া প্রত্যক্ষ করে, বলিয়া বিশ্বাস করে তাহার বাহ্যজগতে অস্তিত্ব আছে। স্তূত্রমাং বাহ্য মানসরাজ্যে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, জগতেও তাহার অস্তিত্ব নাই (Contradiction of things constitutes contradiction of thoughts), কারণ মানসরাজ্যের ব্যাপার-ভুলি বাহ্যজগৎ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আরিষ্টটলের মতে

সত্যের লক্ষণ (Criterion of truth) কেবল মানসিক সঙ্গতি অসঙ্গতি নহে (Subjective consistency or inconsistency) বরং উহা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব বা সঙ্গতি-সাপেক্ষ (Objective consistency—external reality)। আরিষ্টটলের এই সত্যবাদ (Realism) মধ্যযুগে দ্বন্দ্বাত্মিক পণ্ডিতগণের সময়ে নামবাদে (Nominalism) পর্য্যবসিত হয়। নামবাদ বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় যে নামই সত্য-জ্ঞাপক। নাম ব্যতীত অস্ত কিছু বস্তুর সত্য নির্দেশ করে না। নামেই বস্তুর সত্য পর্য্যবসিত হয়। কোন বস্তুর নাম দ্বারা নির্দেশ করিলে ইঞ্জিরপত অধুত্বের (Sense-perception) উদ্বোধন করা হইয়া থাকে; তদ্ব্যতীত ইঞ্জিরের পরোক্ষ আর কোন পন্থার অস্তিত্ব নির্দেশ করা হয় না। যেমন বৃক্ষ বলিলে কোন না কোন একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের প্রতিকৃতি মনোমধ্যে উদ্ভূত হইয়া থাকে—এই প্রতিকৃতিটী যেমন শাল, তমাল, বকুল ইত্যাদি কোন না কোন একটি বৃক্ষেরই হইবে। বৃক্ষ বলিলে এমন কিছু বুঝায় না বাহা শালও নয়, তালও নয়, বকুলও নয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন ইঞ্জিরগোচর বৃক্ষের প্রতিকৃতি নয়। মহুয়া এই লক্ষ্য মনে করিলে সাধারণতঃ মনোমধ্যে কি প্রতিকৃতির উদ্ভব হয়? মহুয়া বলিয়া একটি নির্দিষ্ট প্রতিকৃতি নাই। মহুয়া বলিলেই সাধারণতঃ রাম, শ্রাম কি বহুর অর্থাৎ কোন না কোন নির্দিষ্ট মহুয়ের প্রতিকৃতি মানসপটে উদ্ভূত হয়, সেই প্রতিকৃতিটী একটি নির্দিষ্ট রকমের, সেটী হয় শীর্ণ, না হয় তৃণ, না হয় মধ্যমাংকার; বর্ণ হয় গৌর, না হয় কৃষ্ণ, কিংবা এত-দুস্তরের মধ্যে বাবস্থিত। সাধারণতঃ রাম, শ্রাম বা বহু বলিলে যেমন কোন এককটি নির্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট প্রতিকৃতি মনোমধ্যে উদ্ভূত হয়, তেমনই মহুয়া এই লক্ষ্যের অন্তরূপ এমন কোন প্রতিকৃতি নাই, বাহ্য মহুয়াসমূহেরই প্রতিকৃতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অপরাপর পদার্থসমূহ সম্বন্ধেও সেইরূপ। নাম কেবল ইঞ্জিরগোচর প্রতিকৃতিটী মনে উদ্ভূত করিয়া দেয়, নামের সহিত ইঞ্জিরগত মানসিক প্রতিকৃতির অভ্যাসগত (Through experience) এমন একটি সম্বন্ধ আছে যে, নামটী উচ্চারিত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট পদার্থটী মনে পড়ে (Association of ideas), এই দার্শনিকমতকে নামবাদ (Nominalism) বলে। মধ্যযুগে এই নামবাদ (Nominalism) এবং অস্তিত্ববাদ (Realism) সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা চলিয়াছিল। বর্তমান কালেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মিটে নাই। উত্তরপন্থার সমর্থনকারী বৃত্তিসকল প্রদর্শিত হইয়াছে। ইংলণ্ডদেশীয় এম্পিরিকাল দার্শনিকমত-সমর্থক (Empirical

School) হিউম, জনষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি নামবাদের পোষক এবং জার্মানদেশীয় ট্রেন্ডেলেনবার্গের (Trendelenburg) মতানুবর্তী পণ্ডিতগণ শেবেক মতের অর্থাৎ অস্তিত্ববাদের (Realism) সমর্থক। মধ্যযুগের দ্ব্যলৌকিক সময়ের (Scholastic Period) অধিকাংশ এই দুই মতভেদ লইয়া ব্যস্ত হইয়াছে। নামবাদের অনাধিক প্রভাবে লজিক চিন্তাপ্রণালীর নিয়ামক না হইয়া বাস্তবিকজ্ঞানোপায় পরিণত হইয়াছিল। লজিকের ব্যবহারগত অংশই (Formal or Linguistic aspect) প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দ্ব্যলৌকিক বা মধ্যযুগের দার্শনিকমত সকলের আভ্যন্তরিক অন্তর্ভাবিত হইয়াই ইহার অধঃপতনের মূল। বাইবেলোক্ত ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের (Revelation) সহিত যুক্তির সামঞ্জস্য বিধান করা এক প্রকার অসাধ্যসাধন হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকাংশ পণ্ডিতই বুঝিয়াছিলেন, এক্ষণে সামঞ্জস্যবিধান একরূপ অসম্ভব এবং এক্ষণে অস্বাভাবিক ও অসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দার্শনিকমতও অস্বাভাবিক এবং সারহীন।

তত্ত্বের গ্রীক ও লাতিন-দর্শনশাস্ত্র এবং সাহিত্যের চর্চাও দ্ব্যলৌকিকমতের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে মধ্যযুগে দার্শনিক চর্চা একরূপ বাদ বা তর্ক-বিচারের উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। প্রেটো এবং আরিষ্টটল প্রভৃতির দার্শনিকমত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আংশিকরূপে অনুবাদিত হইয়া বিকৃতভাবে বর্ণিত এবং শিক্ষিত হইত। মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনের সহিত প্রেটোর এবং আরিষ্টটলের পুস্তক সকল গ্রীক ভাষায় মুদ্রিত হইয়া পাঠিত হইতে লাগিল, সুতরাং তাহা বিকৃতভাবে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা কতক পরিমাণে বিরোধিত হইল।

ধর্মসংস্কার (The Reformation) এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট (Protestants) মতের অভ্যুদয়ও অবনতির কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বাজকসম্প্রদায়ের (Church) প্রভাব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন চিন্তার প্রসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং যুক্তি এবং বিশ্বাসের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা আর বাজকদিগের একদেশদর্শিত্বের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীনচিন্তার বশবর্তী হইয়া লয়প্রাপ্ত হইল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতিও এই স্বাধীন চিন্তার ফল এবং ইহাও দ্ব্যলৌকিকমতের অধঃপতনের আর এক কারণ।

দ্ব্যলৌকিকমতের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিয়াছিল, ইংলণ্ড দেশীয় লর্ড বেকন (Lord Bacon) তাহার অন্যতম নায়ক। বেকনই বর্তমানকালের 'ইণ্ডাক্টিভ' লজিকের একরূপ সৃষ্টিকর্তা। তাহার নোতাঙ্ক অরগেনাম বা নব্যতন্ত্র

নামক গ্রন্থে (Novum Organum) তিনি নিজ মত প্রচার করিয়াছেন। বেকন আরিষ্টটলবৃত্ত ন্যায়মত সকল সত্যাবেষণের পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করেন না। বেকনের মতে আরিষ্টটল-প্রবর্তিত যুক্তি বা সিদ্ধান্ত (Syllogism) সত্যাবেষণের (Scientific investigation) অস্বকুল নহে, ইহা কেবল বাদ বা তর্কের অস্বকুল (Suitable for disputation)। মধ্যযুগে আরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র বৈরাগ্য অথবা অদৃষ্ট হইত, বেকন কেবল সেইরূপ ইহাকে অতিরিক্ত ঔদাসীন্যের চক্ষে দেখিয়াছেন। বেকনের নব্যতন্ত্রে নিগমন অংশ ন্যায়ের অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হইয়া ব্যাপ্তি (Inductive) ভাগ অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্র বা লজিকের এক্ষণে আমূল পরিবর্তন দার্শনিক ভিত্তির (Underlying philosophical basis) পরিবর্তনের সহিত সংঘটিত হইয়াছে। বেকনের পূর্ব দার্শনিকেরা অন্তর্জগৎই দর্শনের ভিত্তি এবং লীলাভূমি বলিয়া গিয়াছেন। বেকনের সময়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দৃষ্টি বহির্জগতের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং বহির্জগৎই দর্শনের ভিত্তিভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বহির্জগৎই অন্তর্জগতের নিয়ামক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল (Experience became the criterion of truth)। বেকন নিজে পথপ্রদর্শন ভিন্ন লজিকের সামান্যই উন্নতিসাধন করিয়াছেন। নিগমনমূলক ন্যায়শাস্ত্রে বৈরাগ্য ফাঁকি বা কৃতকর্তার উল্লেখ এবং তৎসমূহ-নিরাসের প্রকরণ প্রকটিত আছে, বেকন সেইরূপ কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে ব্যাপ্তি (Induction) ভ্রম প্রসাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, সেই উপায়গুলি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; সেইগুলিকে ব্যাপ্তিসূত্র (Canons of Induction) বলে। ইহা ভিন্ন বেকন কর্তৃক তর্কশাস্ত্রের আর কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। বেকন নব্যপ্রণালীর পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তদনুসরণ করিয়া তৎপরবর্তী জনষ্টুয়ার্ট মিল এবং বেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্তমান ব্যাপ্তিমূলক তর্কশাস্ত্র (Inductive Logic) প্রণয়ন করিয়াছেন এবং নিগমনের অংশকেও (Deductive Logic) ব্যাপ্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইংলণ্ড ছাড়া ফ্রান্সের অন্যান্য দেশেও প্রাচীন গ্রীক দর্শন এবং মধ্যযুগের দ্ব্যলৌকিক দর্শনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল। ফ্রান্সদেশীয় দার্শনিক ডেকার্টে (Descartes) প্রাচীন দর্শনমত সকলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া নিজ দার্শনিকমত প্রচার করেন। তদ্ব্যবহিত ডিসকোর্স-ডি-লা মেথড (Discourse-de-la-Methode) বা চিন্তা-প্রণালী নামক

পূর্বে তাঁহার দার্শনিক মত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ডেকার্টে অজ্ঞাত মত সকল ত্রাণ্ডি-বিজ্ঞিত হিঁর করিয়া নিজে সত্যাত্মসন্ধানের প্রণালীনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। অবিসংবাদিত সত্য কি? এই প্রশ্ন প্রথমেই তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভূত হয়। বহু চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাস্তবতাই (Cogito, ergo sum) কব সত্য; আমিই ভাবিতেছি, অতএব আমি আছি; এই জানে সংশয় করিবার উপায় নাই। কারণ সংশয় করাও এই অস্বভাবসাপেক্ষ। এই বাস্তবত্বের সাহায্যে অজ্ঞাতবিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হয়। অতঃপর অজ্ঞাতবিষয়ে সত্যাসত্য কিরূপে নির্ধারণ করিতে হইবে, ডেকার্টে তদ্বিষয়ে সেখ (Methods) গ্রন্থে যে পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ এই—আত্মগত অস্বভাব এবং স্বতঃ-সিদ্ধজ্ঞানই সত্যের দ্যোতক (Subjective clearness and distinctness)। যখন কোন বিষয় স্পষ্ট এবং নিঃসংশয়রূপে (Subjective certainty or intuition) তখন উহা কান্টনিক বিষয়, উহা ডেকার্টের মতে সত্য অর্থাৎ বাস্তবগতে উহার অস্তিত্ব আছে।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে বোধগম্য হইবে ডেকার্টের দার্শনিকমত তাঁহার লজিকের উপর কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। স্পষ্টজ্ঞান (Distinctness and clearness) সত্যের দ্যোতক বলিয়া তিনি প্রমাদের উৎপত্তি সন্দেহে বলিয়াছেন যে, অস্পষ্টজ্ঞানই (Indistinctness of thought) প্রমাদের কারণ। স্থানান্তরে লজিকের সন্দেহে তিনি বলিয়াছেন—“যে বহুসংখ্যক নিয়মের প্রস্তাবনা না করিয়া নিম্নলিখিত চারিটি নিয়ম অবলম্বন করিলেই লজিকের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। সেই নিয়ম চারিটি এই—১ম, যতক্ষণ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান না হয়, ততক্ষণ কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে নাই। সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন সন্দেহের বিষয় যেন সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত না থাকে। দ্বিতীয়তঃ কোন দ্বন্দ্ব বিবয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, সেই বিবয়টিকে তত্ততরূপে বিভাগ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বিভাগকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলে দীর্ঘাংশ বিবয়ের সিদ্ধান্ত স্থগণ হইয়া আসিবে। তৃতীয়তঃ কোন বিবয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে চিন্তাপ্রণালী এক্ষণে প্রয়োগ করিবে যে, যেগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ সেইগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্ব বিবয়ে প্রবেশলাভ করিতে হইবে; চিন্তাগুলির মধ্যে যেন পর পর একটা স্থালা থাকে। চতুর্থতঃ—পরিপেবে দীর্ঘাংশ বিবয়টির আলোচনা এবং সমালোচনা করিয়া দেখা

আবশ্যক যে, কোন প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যক্ত হয় নাই। ডেকার্টের মতে উপরি উক্ত এই চারিটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই লজিকের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। ডেকার্ট-প্রবর্তিত কার্টেসিয়ান স্কুল হইতে লা-লজিক (La Logique) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ডেকার্টের পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি দার্শনিকগণ ডেকার্টের ভাবমতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

ডেকার্টের পরবর্তী দার্শনিকগণের মধ্যে স্পিনোজার স্পিনোজা।

(Spinoza) নাম সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পিনোজার দার্শনিকমত অনেকটা এমেশীর অদ্বৈতবাদের অনুরূপ। প্রত্যক্ষভাবে লজিকের কোন উন্নতিবিধান বা প্রবর্তিত প্রথার পরিবর্তন না করিলেও স্পিনোজার দার্শনিকমত তৎকালীন প্রচলিত লজিকের উপর যে প্রভূত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যুরোপীয় লজিক প্রমাণের নিয়ামকশাস্ত্রবিশেষ এবং সত্যই প্রমাণা-বিষয়। সুতরাং সত্য কি এই বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলেই লজিকের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। স্পিনোজার মতে মানসিক প্রতিকৃতি বা আইডিয়া (Idea) সহিত বস্তু (Object) একাই সত্যাপদবাচ্য। বিদ্বজ্জ্ঞান (Intuition) দ্বারা প্রত্যক্ষ সত্যোপলব্ধি হইয়া থাকে। স্পিনোজার মতে জ্ঞান ত্রিবিধ—আত্মমানিক বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান (Imaginatio), পরোক্ষ জ্ঞান (Ratio) অর্থাৎ যে জ্ঞান প্রমাণের উপর নির্ভর করে এবং বিদ্বজ্জ্ঞান (Intellectus); ইহার মধ্যে পরোক্ষ-জ্ঞানই (Ratio or immediate knowledge) লজিকের বিবেচ্য বিষয়। উপরিউক্ত সাধারণ দর্শনের কএকটি কথা ব্যতীত স্পিনোজা লজিক সন্দেহে আর কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

যুরোপ-মহাদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে, স্পিনোজার আবির্ভাবকালে ইংলণ্ডেও দার্শনিক যুগান্তর উপস্থিত হয়।

ইংলণ্ডদেশীয় দার্শনিক জন লক্ (John Locke) লক্।

বেকন-প্রবর্তিত দার্শনিকপ্রণালী সকল মনস্তত্ত্ব দ্বিতীয় বিবয়ে (Psychological problems) প্রয়োগ করেন। পূর্ণ দার্শনিকগণের প্রবর্তিত প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া দার্শনিকপ্রবর বেকন অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দার্শনিক অন্বেষণপ্রথা উদ্ভাবন করেন (The method of philosophical inquiry based upon observation and experiments upon experience); তৎপরবর্তী দার্শনিক লক্ সেই প্রথাগুলি কার্যতঃ দার্শনিক অন্বেষণে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। বেকনের কথা ছাড়িয়া দিলে, লক্ই বর্তমান সময়ের ইংলণ্ডদেশীয় এম্পিরিকাল-দর্শনের স্রষ্টাকর্তা (Empirical school) তৎকাল-

শিত পদ্ধতিলেপন করিয়াই হিউম (Hume), মিল (Mill), বেন (Bain) প্রভৃতির আধুনিক দার্শনিকমত সৃষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। লকের পরবর্তী অন্যান্য দার্শনিকমত পরোক্ষভাবে লকের দর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। লকের প্রবর্তিত মত খণ্ডন করিবার জন্য দার্শনিক রিড (Reid) প্রবর্তিত স্কটিশ দর্শন (Scottish School) উদ্ভূত হয়। জর্জ-মেনার দার্শনিকপ্রবণ ক্রিটিকাল দর্শনের (Critical Philosophy) উদ্ভবও একই কারণসমূহ। লক-প্রবর্তিত পদ্ধতিলেপন ভেঙিয়া হিউমের নাতিকতার খণ্ডন করিবার জন্যই উত্তর দর্শনের অভ্যুত্থান হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল; এমন কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না, যাহা প্রত্যক্ষমূলক নয় (Nihil est Intellectu, quod non fuerit in sensu) ইহাই লক-প্রবর্তিত দর্শনের মূলমন্ত্র। লকের এই দার্শনিক মতই বর্তমান এম্পিরিকাল লজিকের (Empirical Logic) মূল।

জর্জ দার্শনিক লিভনিজ (Leibnitz) অনেক বিষয়ে লকের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তিনিই প্রথমে জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of knowledge) বিষয়ে লকের বিরুদ্ধে “মানসিক লিপিবদ্ধ। সাংসদিকজ্ঞান অর্থাৎ যে বস্তু বা বিষয়গুলি স্বতঃই মনে হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, বাহ্যবিষয় হইতে গৃহীত হয় নাই, (Doctrine of innate ideas) এই মতের পক্ষ সমর্থন করেন। লিভনিজ তাঁহার সাধারণ দার্শনিকমত “মনাডোলজি” (Monadologie) নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাধারণ দার্শনিকমত লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ না থাকায় সংক্ষেপে নিম্নে সারোচ্চার করিয়া দেওয়া গেল। দার্শনিকমত বিষয়ে লিভনিজ সম্পূর্ণরূপে স্পিনোজার বিপরীত পন্থা এবং মত অবলম্বন করিয়াছেন। স্পিনোজা যেমন সমস্ত জাগতিক ব্যাপার একের (One) বিকাশ এবং জগতে যাহা কিছু নানাবিধভাবে বলিয়া বোধ হয়, উহা সমুদ্রতরঙ্গ যেমন সমুদ্রের, সেইরূপ একই মহাপদার্থের অংশ বলিয়া গিয়াছেন, লিভনিজ সেইরূপ দেখাইয়াছেন যে, বহুর (Many) সমষ্টি হইতেই একের সৃষ্টি; জগতে যাহা কিছু একত্ববোধক বলিয়া বোধ হয়, উহা বহুর সমষ্টিসমূহ। এই নানাবিধ্যপক পদার্থগুলিকে লিভনিজ ‘মনাড’ (Monad) নামে অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ পরমাণু বা আটম (Atom) বলিলে যাহা বুঝায়, লিভনিজ কথিত ‘মনাড’ ঠিক তৎসমরূপ নহে। মনাড ইঞ্জিরের অণুগঠন ক্ষুদ্র পদার্থবিশেষ (Metaphysical points) ‘মনাড’ সকল নানা অবস্থাপন্ন, কতকগুলি অচেতন যেমন জড়পদার্থ। লিভনিজ এইগুলিকে নিদ্রাবশে লুপ্তচেতনা (Sleeping monad)

বলিয়াছেন। কতকগুলি অচেতন যেমন বুদ্ধাদি, কতকগুলি সচেতন যথা পশুপক্ষ্যাদি এবং কতকগুলি সম্পূর্ণ চৈতন্য যেমন আত্মা (Soul) প্রভৃতি। এই সকল মনোভেদ সমাবেশ হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এক-একটি মনাড একখানি দর্পণের ন্যায় উহাতে সমস্ত জগৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং এই বিকাশাবস্থা যেরূপ সম্পূর্ণ, সেই মনাডও তদনুরূপ উন্নত। যে পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মবশে মনোভেদ এইরূপ অন্যান্যসংযোগ সাধিত হইয়াছে, তাহাকে লিভনিজ পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্য (Pre-established Harmony) বলেন।

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণেই লিভনিজের দার্শনিক মতের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। লিভনিজ ডেকার্টের ন্যায় কএকটি সূত্রের উল্লেখ করিয়া লজিকের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। লিভনিজের মতে অস্পষ্ট এবং অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান হইতেই ভ্রমের উৎপত্তি এবং এই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান বতকণ বিচ্ছিন্নজ্ঞানে পরিণত না হইবে, ততক্ষণ ভ্রমের নিরাকরণ হইবে না। ভ্রান্ত্যনুগত পন্থা সকল (Logical rules) অমূল্য ন্যায় না করিলে ভ্রমনিবারণ অসম্ভব। স্মরণীয় যতদিন ভ্রমপ্রমাদ বর্তমান থাকিবে, ততদিন লজিকের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেই হইবে। লিভনিজ প্রমাণ সৎকে দুইটি নিয়মের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। সেই দুইটি নিয়মের একটির নাম অন্ব্যভিবিষাদ (The Principle of contradiction), অপরটি পর্যাপ্ত যুক্তি (The Principle of sufficient reason)। ইহা বাস্তবিক বাহ্যে লজিকে সম্ভাব্যযুক্তি (Doctrine of probability) নামে আর এক অংশ যোজিত হয়, ইহা লিভনিজের বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। তিনি নিজে উপরি উক্ত অংশের সূত্রপাত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

লিভনিজের পর তৎকালীন দার্শনিক খ্রিস্টিয়ান ওলফ (Christian Wolff) পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের বিশেষ পর্য্যালোচনা করেন। তিনি তাহার ‘ফিলজফিয়া রাসোনালিস্’ (Philosophia Rationalis) নামক লজিক সৎকে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ওলফ অতীতের পন্থা অবলম্বন করিয়া ধার্মবাহিকরূপে লজিকের আলোচ্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ওলফের মতে লজিক তত্ত্বদর্শন (Ontology) এবং মনতত্ত্ব (Psychology) এই দুই শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, উহাদের পূর্বে আলোচ্য; কারণ যদিও লজিকের স্বীকৃত বিষয়গুলি (Data—Specially the axioms) উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের উপর নির্ভর; তথাপি উক্ত শাস্ত্রের লজিকের প্রণালী অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্ররূপে পরি-

পণ্ডিত হইয়াছে। ওল্ফ অহুমানখণ্ড (Theoretical) এবং নিম্নাভ্যন্তর (Practical) এই দুই অংশে লজিক বিভক্ত করেন। উল্লেখ্য সংজ্ঞাপ্রকরণ (Notion) সংজ্ঞাধারের অন্যান্য সমস্ত নিরাকরণ বা জজ্জবন্ত (Judgment) এবং অহুমান (Inference) এইগুলি প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত এবং শেষোক্ত অংশে পুস্তকপ্রণয়ন, তত্ত্বনির্ণয়-প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে লজিকের আবশ্যিকতা আদোষিত হইয়াছে। ওল্ফ কার্টেসিয়ান স্কুলের সহিত লিব্‌নিজের মতের সমন্বয়সাধন করিয়াছেন। লিব্‌নিজের মতে, অন্যান্যের অবিরোধই সত্যের হুচনা করিয়া থাকে (Absence of contradiction is the criterion of truth)। ওল্ফ কার্টেসিয়ানদিগের মতানুযায়ী হইয়া বলেন, কেবল বিরোধাত্মক হইলেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, সত্য মানসপ্রত্যক্ষের সম্ভাব্য হওয়া আবশ্যিক (The criterion of conceivability)।

লিব্‌নিজের সহযোগী দার্শনিকগণের মধ্যে ক্রিস্টিয়ান টমাস-নিসের (Christian Thomesius) নাম উল্লেখযোগ্য। টমাসিস আরিস্টটল এবং কার্টেসিয়ান এতদ্ব্যতিরিক্ত মতের মধ্যবর্তী মত অবলম্বন করিয়াছেন। লিব্‌নিজের সমকাল-বর্তী দার্শনিক লামবার্ট (Lambert) অঙ্গুগনন বা নূতন তত্ত্ব (Neves Organon) নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

তৎপরেই দার্শনিকপ্রবর ইমানুয়েল কাণ্টের (Emmanuel Kant) আবির্ভাব হয়। কাণ্টকে বর্তমান দার্শনিক জগতের সূর্য্য বলিলে অতুক্তি হয় না। কাণ্টের সময়ে দার্শনিকজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। জর্জগ দেখে কার্টেসিয়ান দর্শন ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া লিব্‌নিজ-প্রবর্তিত মনোভোলজিতে পরিণত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে লক্ষ্যপ্রবর্তিত ইম্পিরিকাল-দর্শন (Empirical philosophy) দার্শনিক হিউম প্রবর্তিত অজ্ঞেয়বাদে (Scepticism) পরিণত হইয়াছিল। কাণ্টের সময়ে এই উত্তরদর্শনের বিরোধ প্রকৃত পরিমাণে স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। কাণ্ট নিজেই বলিয়াছেন, যে হিউমের অজ্ঞেয়বাদই তাঁহার দার্শনিক মতের প্রবর্তন করিয়াছে (It was Hume's scepticism that roused me from my dogmatic slumber)। কাণ্ট কার্টেসিয়ান দর্শনের ইনেট-থিওরি (Innate theory of ideas) সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন নাই। তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। কাণ্ট নিজের এই মতটিকে ইনেট থিওরি (Innate theory) না বলিয়া 'ইনেট' এই কথা পরিবর্তে 'আপ্রিওরি' (A'priori) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

উত্তরশব্দে ব্যবহারগত পার্থক্য কি? তাঁহার দার্শনিক-মতের একটু আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে। কাণ্টের দার্শনিকমতের বহাংকণে বিবরণ দিতে বেগুনা গেল।

কাণ্ট বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। তবে সাধারণতঃ বাহ্যজগৎসম্বন্ধে আমাদের বৈশিষ্ট্য ধারণা আছে, কাণ্টের মতে বাহ্যজগৎ সেক্ষণ নহে। বাহ্যজগৎ বলিতে, যে সমস্ত জাগতিক বস্তু প্রতিকৃতি আমাদের মানস-পটে পতিত হয়, কাণ্ট বলেন যে, বাহ্যজগৎ ঠিক সেক্ষণ নহে। দর্পণে পতিত হইবার জায় বাহ্যজগৎ মানসপ্রতিকৃতির অধীনস্থ নহে। সাধারণতঃ বাহ্যজগৎ বলিলে আমরা বাহ্য বুঝি উহা আমাদের মনঃপ্রসূত। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব আছে, ইহা ব্যতীত বাহ্যজগতের স্বরূপ আর আমাদের জানিবার ক্ষমতা নাই। কাণ্টের মতে সূর্যালোক কাচ-কলমের (Prism) ভিতর দিয়া বাইলে উহা যেমন নীল, পীত, লোহিতাদি সাতটা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হয়, বাহ্যজগৎও সেইরূপ আমাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করিলে মানসিক ধর্ম্মাঙ্ক-সারে স্বতন্ত্র অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এই ভিন্নাবস্থাপন্ন মানসপ্রতিকৃতিকেই আমরা সাধারণতঃ বাহ্যজগৎ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। কাচ-কলমের ভিতর দিয়া দেখিলে যেমন প্রকৃত সূর্যালোক কি প্রকার জানিতে পারা যায় না, তরুণ আমাদের মানসিকধর্ম্মবশে আমরা প্রকৃত বাহ্যজগৎ কিরূপ তাহা জানিতে পারি না। বাহ্যবস্তুর এই প্রকৃত স্বরূপ বাহ্য আমাদের অজ্ঞেয়, কাণ্ট তাহাকে বস্তুসত্তা (Thing-in-itself) বলিয়াছেন। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি বাহ্যবস্তু অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় পদার্থই হইল, তবে দেশ (Space) এবং কালের (Time) স্বরূপ কি? কাণ্ট বলেন দেশ ও কালের বাহ্য অস্তিত্ব নাই, ইহা মনের ধর্ম্ম বা গুণবিশেষ। যদি কোন ব্যক্তি নীল ও লোহিত কাচবিশিষ্ট চন্দ্রা ব্যবহার করে, তাহার চক্ষে যেমন সমস্ত বস্তুই এতদ্ব্যতিরিক্ত বর্ণে রঞ্জিত লক্ষিত হইয়া থাকে; সেইরূপ বাহ্যবস্তুও আমাদের মানসিক জগতে প্রবেশলাভ করিবার সময় দেশ ও কাল এই দুই মানসিক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া দেশ ও কালের সংশ্লিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। দেশ ও কাল এই দুই মানসধর্ম্মকে দার্শনিক কাণ্ট—“অহুজুতির আকার” (Forms of sensuous intuition) এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও কতকগুলি জ্ঞান বাহ্যবস্তু হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যেমন একত্ব (Unity), বহুত্ব (Plurality), সমগ্রতা (Totality), কার্যাকারণসম্বন্ধ (Causality) ইত্যাদি। কাণ্ট বলেন, এই সকল জ্ঞান বাহ্য বস্তু হইতে

পৃষ্ঠীত নহে, এইগুলি মানসিক দর্শনশিষ্য, কেবল বাহ্যিক সকলে আরোপ করা হইয়া থাকে। কাণ্ট এই তিনিকে বোধের আকারবিভাগ (Categories of the understanding) বলিয়া গিয়াছেন।

বাহ্যিকজগতের প্রকৃত স্বরূপকে সৰ্ব্বদে কাণ্ট যেমন অজ্ঞেয়-বাদ অবলম্বন করিয়াছেন, ঐশ্বর ও আত্মা সৰ্ব্বদেও তাঁহার মত তজ্জন। এই দুই তত্ত্ব জ্ঞানগম্য নহে বলিয়া তিনি প্লাম্‌টাই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তবে ঐশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব কাণ্ট অস্বীকার করেন নাই, তিনি তৎ-শ্রেণীত (Critique of Practical Reason) নামক গ্রন্থে এতদ্ব্যতিরিক্ত অস্তিত্ব স্বীকার এবং প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিরূপে উক্ত সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন, বর্তমান প্রস্তাবে আলোচ্য নহে। সুতরাং আমরা লজিক্‌ সংক্ষেপেই তলীর মতের উল্লেখ করিব।

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, কাণ্ট বোধশক্তিকে বোধশক্তির আকার (Forms of the understanding) এবং বোধশক্তির বিষয় (Matter of the understanding) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, লজিক্‌ বোধশক্তির আকার বা প্রেক্ষিতা (Forms of thought) লইয়া সংস্পৃষ্ট থাকিলে, বোধশক্তির বিষয় (Matter of thought) লজিকের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। কাণ্টের আকার (Form) ও বিষয় (Matter) এই দার্শনিক শ্রেণীবিভাগ হইতেই ফরমাল লজিকের (Formal Logic) সৃষ্টি হইয়াছে। কাণ্টই ফরমাল লজিকের সূত্রপাত করিয়া বান; বর্তমানকালে হামিলটন এবং মানসেল (Hamilton and Mansel) কর্তৃক তাহাই পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান ফরমাল লজিকে পরিণত হইয়াছে।

জার্মগদেলে জাকবি (Jacobi), কিয়েসবুটোর (Kieswutter), হফবার (Hoffbauer), ক্রুগ (Krug) প্রভৃতি দার্শনিকগণ কাণ্টের মত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

কাণ্টের সমকালীন তলীর প্রতিপক্ষমতাবলম্বী দার্শনিকগণের মধ্যে ফিক্টে (Fichte) দার্শনিকজগতে সুবিখ্যাত। আমরা এখানে তাঁহার দার্শনিকমতের উল্লেখ করিব না। এই পরম্পর বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে ফিক্টে সমস্ত জগৎ এবং জাগতিক ব্যাপার আত্মার বিকাশ (Manifestation of the Ego) বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফিক্টের মতে জ্ঞানের আকার ও বিষয় (Form and matter of thought) এই কাণ্ট নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ সঙ্গত নহে। সুতরাং তাঁহার মতে, ফরমাল লজিক্‌ বলিয়া একটা পৃথক লজিক্‌ হইতে পারে না।

তৎপরেবর্তী জুএলিঙ্ক দার্শনিক শেলিং (Schelling) ফিক্টের মতানুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার মত বিশেষরূপে উল্লেখ করিতে হইলে তাঁহার দর্শনের উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু তাহা বর্তমান প্রবন্ধের উপবোধী নহে। শেলিংএর মতে সমস্তই একমাত্র নিঃশূন্যের (Absolute) বিবর্ত। শূন্য নিঃশূন্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু নিঃশূন্য শূন্য হইতে উদ্ভূত হয় নাট, ইহা নিজে নিঃশূন্য হইয়াও শূন্যের আধার। এই নিঃশূন্য (Absolute) শেলিংএর মতে জ্ঞানলভ্য (known by intellectual intuition)।

শেলিংএর প্রবর্তিত নিঃশূন্যের (Absolute) স্বরূপ কি, এই বিষয়ের যীমাংসা করা বর্তমান সময়ে বড়ই দুঃসহ। কারণ তাহার মত এতবার পরিবর্তিত হইয়াছে, তজ্জন তাঁহার প্রকৃতমত নির্ধারণ করা প্রায় অসাধ্যসাধন বলিলেও অতুক্তি হয় না। তবে বর্তমান দার্শনিকগণ প্রথম তাঁহার মতকেই সুক্টিযুক্ত এবং সারবান্‌ বলিয়া থাকেন।

যখন সমস্ত বস্তুই নিঃশূন্যের বিবর্ত, তখন বিষয় (Matter) এবং আকার (Form) এইরূপ পার্থক্য থাকিতে পারে না। আকৃতি এবং তরিত্ত পদার্থ অজ্ঞাতস্বয়ক্‌ বিশিষ্ট; একের অভাবে অজ্ঞের অস্তিত্ব অসম্ভব; পদার্থ থাকিলেই আকৃতি থাকিলে এবং আকৃতি থাকিলেই পদার্থের স্থায়িত্ব অবশ্যস্বাভাবী। এইরূপ অজ্ঞাতস্বয়ক্‌বিশিষ্ট বস্তুস্বয়ের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য সংঘটন করা অসম্ভব। সুতরাং শেলিংএর মতে কেবল ফরমাল লজিক্‌ (Formal Logic) বলিয়া কোন পৃথক্‌ শাস্ত্র থাকিতে পারে না। লজিক্‌ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-সহায়কশাস্ত্র হইতে হইলে আকারগত বা ফরমাল (Formal) এবং বিষয়গত বা মেটেরিয়াল (Material) উভয়ই হওয়া আবশ্যক।

ফিক্টে এবং শেলিংএর মতানুসরণ করিয়া জুএলিঙ্ক দার্শনিক হেগেল (Hegel) বলিয়াছেন যে কাণ্ট-প্রবর্তিত জ্ঞানের আকার এবং জ্ঞানের বিষয় (The form and content of thought) এরূপ একটা শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে না। হেগেল বলেন আকার এবং বিষয় (Form and Content) ভাব এবং বস্তু (Thought and Being) এতদ্ব্যতিরিক্ত একটাই লজিকের মূল-ভিত্তি। হেগেল তাঁহার দার্শনিকমতকে 'লজিক্‌' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হেগেলের দার্শনিক মতকে সাধারণতঃ দার্শনিক বা মেটাকিজিকাল লজিক্‌ (Metaphysical Logic) বলা হইয়া থাকে। Metaphysical Logic বলিতে সাধারণ লজিকের জ্ঞান তর্ক বা যুক্তির নিয়ামক-শাস্ত্রবিশেষ বুঝায় না; হেগেলের দর্শন এবং লজিক্‌ একই

জিনিস। হেগেল বলেন যে, এই বিচরাচর এবং ভৎসন্যই সমস্ত ব্যাপারই ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়া এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে নীত হইতেছে; এই বিকাশপ্রণালী ধারাবাহিক, ইহার মধ্যে কোন ব্যবচ্ছেদ নাই। যে প্রণালী অনুসারে এই জাগতিক ক্রমবিকাশ সাধিত হইতেছে, সেই প্রণালীকে দ্বিত্বমূলক প্রণালী বা 'ডাইলেক্টিক্যাল মেথড' (Dialectical method) নামে অভিহিত। কেবল মানসিক জগতে এই ডাইলেক্টিক প্রণালীর প্রভাব নিবদ্ধ নহে, কেবল অন্তর্জগতের বিকাশই এই প্রণালী অনুসারে সাধিত হয় না, জড়জগতের বিকাশও এই নিয়মসাম্পেক। নিয়মটি সংক্ষেপতঃ এই, দুইটি বিরোধী বস্তুবর বা ভাবদ্বয়ের সমন্বয়ে তৃতীয় বস্তু বা ভাবের বিকাশ। ইহার একটীর নাম পূর্ণপক্ষ বা থিসিস্ (Thesis) ইহার বিরোধিতার বা বস্তুর নাম উত্তরপক্ষ বা আন্টিথিসিস্ (Antithesis) এবং এই পরস্পরবিরোধী বস্তু বা ভাবদ্বয়ের সংযোগে মিলিত তৃতীয় বস্তুর নাম সমন্বয় বা সিন্থিসিস্ (Synthesis)। জগতের প্রত্যেক দৃষ্টমান বস্তুই এই নিয়মের অধীন। অস্তিত্ব (Being) এবং অনস্তিত্ব (Not-Being) এই দুই বিরোধিতাবের সম্মিলনে বিকাশ (Becoming) উৎপত্তি হইয়াছে। জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই এই বিকাশসম্পন্ন (A process of becoming), যে অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তিপ্রভাবে (Indwelling Reason) এই ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে, অর্থাৎ এই ক্রমোন্নতিতে যে শক্তির বিকাশ, সেই শক্তিই হেগেলের মতে অন্তঃস্থত্বী (Immanent)। এই অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে জগতের প্রক্রিয়া কোন বাহ্যশক্তির সহায় ব্যতীত আপনার নিয়মানুসারে আপনিই প্রণবিত হইয়াছে। কিরূপে সম্পূর্ণরূপ নিঃশূন্যবস্থা (Simple being) হইতে এই জগতের বিকাশ হইয়াছে, হেগেল তাঁহার দর্শনে এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বাহ্যলভ্যে বস্তু-সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া গেল।

হেগেলের দার্শনিক মত সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথমমাংশে বাহ্য ও অন্তর্জগতের কি কি স্তরে কোন কোন ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহার আলোচনা আছে (The development of those pure universal notions or thought—determinations which underlie and form the foundation of all natural and spiritual life, the logical evolution of the absolute) এই অংশটিকে হেগেল 'লজিক্' বা ভাববিকাশপ্রণালী বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় অংশে বহির্জগতের বিকাশপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে, এই অংশকে হেগেল প্রকৃতিতত্ত্ব (The philosophy

of Nature), নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয় অংশে অধ্যাত্মজন্য কিরূপে বিকাশ লাভ করিয়া দর্শ, রাজনীতি, শিল্প নীতি প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ আছে। এই অংশকে অধ্যাত্মতত্ত্ব (The philosophy of the spirit) নামকরণ করা হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, হেগেলের এই ক্রমবিকাশপ্রণালীর একটা শীর্ষ বা লক্ষ্যস্থল আছে; নিঃশূন্য-ভাবের বিকাশই সেই লক্ষ্যস্থল। কিরূপে শুদ্ধ ভাব (Pure Idea) জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ (Nature and spirit) এই বিধা ভাগে বিভক্ত হইয়া পুনর্মিলিত হইয়া নিঃশূন্যভাবে (The absolute Idea) পরিণত হয়, সমস্ত দর্শনে হেগেল ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাব ও বস্তুর ঐক্যই (The unity of thought and being) এই নিঃশূন্যভাবে (Absolute Idea) স্বরূপ। ইহা অনেকাংশে আমাদের সমাধিকান, জীবজন্মকোষত্ব বা জেন ও জাতীর অভেদজ্ঞানরূপ চরমাবস্থার সহিত সাদৃশ্য আছে।

হেগেলের দর্শনের অন্ত্যস্ত অংশের উল্লেখ না করিয়া উপস্থিত প্রস্তাবোপযোগী তাঁহার দর্শনের প্রথমভাগের অর্থাৎ যে অংশ তিনি লজিক্ নাম অভিহিত করিয়াছেন, সেই অংশেরই উল্লেখ করা যাইবে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে হেগেল তদীয় লজিকে পদার্থবিভাগপ্রণালীর (The development of notion or categories) ক্রমনির্দেশ করিয়াছেন। আরিষ্টটল, ওল্ফ এবং কাণ্ট হইতে হেগেল এই পদার্থবিভাগগুলি গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আরিষ্টটল প্রকৃতি দার্শনিকেরা যেমন পদার্থবিভাগ (Categories) মোটামুটি ধরিয়া লইয়াছেন; কিরূপে পদার্থবিভাগের বিকাশ হইয়াছে তাহা দেখান নাই; হেগেল এরূপ প্রথা অবলম্বন করেন নাই। কিরূপে ডাইলেক্টিক প্রণালী (Dialectical method) ভাব বা পদার্থগুলি ক্রমবিকাশলাভ করিয়াছে, হেগেল তাহা বখাখব্ব বিবৃত করিয়াছেন।

হেগেল তাঁহার লজিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমমাংশের নাম সত্ত্বতত্ত্ব (The Doctrine of Being)। Being এবং Nothing এই দুইটি বিরোধাত্মক ভাবের সংযোগে Becoming বা বিকাশের উৎপত্তি হয়। তৎপরে তিনি অবস্থা (State, there-ness), ব্যক্তি (Individuality), গুণ (Quality), সংখ্যা (Quantity) এবং পরিমাপ (Measure) প্রকৃতি ভাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবৃত আলোচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়মাংশের নাম সত্ত্ববাদ (The Doctrine of Essence)। পদার্থ সকলের সত্তা কি (Essence); কিরূপে Essence এর

বিকাশলাভ হয় (Essence and its manifestation); সৰ্ব (Essence) এবং বিকাশে (appearance) কিরূপ সম্বন্ধ ; এ হাফা সম্বন্ধ (Identity), বহুত্ব (Diversity), বিরোধিতা (Contrariety), অসঙ্গতি (Contradiction) প্রকৃতি এবং বস্তুত্ব (Actuality) ইত্যাদি ভাবের বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে ।

তৃতীয়াংশের নাম ভাববাদ (The Doctrine of notion) । এই অংশে প্রথমতঃ ভাব বা Notion এর স্বরূপ কি, ইহাই বিবৃত হইয়াছে । তৎপরে হেগেল Notion কে তিন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; (১) মানসিক ধারণা বা ভাব (Subjective notion) ; (২) বাহ্যিকতার অর্থাৎ এই মানসিকভাবগুলি বেরূপে বাহ্যিকগত প্রতিকলিত হইয়াছে (Objective notion) এবং (৩) আইডিয়া (Idea) ; আইডিয়া উপরিউক্ত ভাববস্তুর অর্থাৎ Subjective এবং Objective ভাববস্তুর সমন্বয় (Synthesis) ।

তৎপরে হেগেল Subjective notion এর অন্তর্নিহিত ভাবগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । হেগেল বলিয়াছেন, যে Subjective notion এর ক্রমবিকাশ হইতে, সাধারণত্ব বা সার্বভৌমত্ব (Universality), বিশেষত্ব বা বিশেষতাব (Particularity) এবং একত্ব (Singularity) এই ভাবগুলির উৎপত্তি হইয়াছে (They are the moments of the subjective notion) । তৎপরে বাক্য (Judgment) এবং বৃত্তির (Syllogism) স্বরূপ কি ; তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । একত্বের মধ্যে কিরূপে সার্বভৌমত্ব অন্তর্নিহিত আছে, এই তত্ত্বের নিদর্শনই Judgment এর স্বরূপ (The judgment enunciates the identity of the singular with the universal the self-diremption of the notion) কিরূপে সার্বভৌম ভাব (universal notion) বিশেষ ভাবের সাহায্যে (Through the particular) একত্বমূলক ভাবের সহিত (Singular notion) সমন্বিত হয়, ইহার প্রদর্শনই Syllogism এর উদ্দেশ্য । এক, বহু এবং বিশেষ ভাবগুলির সমন্বয়সাধন (Commidiation of universal and singular through particular) বৃত্তিপ্রণালীর মূল ।

পরে (Objective notion) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । Objective notion বলিতে কেহ যেন মানসিক ভাব না বুঝেন । Objective notion বলিতে বাহ্যিকত্ব বুঝায় ; কেবল বাহ্যিকত্ব বলিলে Objective notion বুঝায় না, সম্পূর্ণ এবং ভাবজ্ঞাপক অর্থাৎ বাহ্যিকত্বের বেটী দেখিলে মনে একটা সম্পূর্ণ ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই হেগেল Objec-

tive notion বলিয়াছেন (Objective notion is not an outward being as such, but an outward being complete within itself and intelligently conditioned) ।

বস্তুগত ভাবের উন্নতির ক্রম (Development of the objective notion) নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । হেগেলের মতে বাহ্যিকতা বা মেকানিজম (Mechanism) এই ক্রমোন্নতির প্রথম স্তর । দুইটা স্বতন্ত্রবিশিষ্ট বস্তু যখন কোন একটা তৃতীয় বস্তু বা শক্তি কর্তৃক একত্র হয় এবং অভিন্নব একটা নূতন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, পূর্কোক্ত বস্তুদ্বয়ের এরূপ সংযোগকে বাহ্যসংযোগ বা Mechanism বলে । হেগেল বলেন, এই বাহ্য-সংযোগপ্রণালী বা Mechanism সৃষ্টি-প্রণালীর আদিম বা সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তর ।

হেগেল বলেন, রাসায়নিক আসক্তি (Chemism or Chemical affinity) এই ক্রমোন্নতিপ্রণালীর দ্বিতীয় সোপান । যে শক্তিবশতঃ দুইটা স্বতন্ত্র বস্তু পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র একটা নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেইশক্তিই এই জাগতিক বিকাশপ্রণালীর দ্বিতীয় স্তর । এই অবস্থায় দুইটা স্বতন্ত্র বস্তু একত্র হইয়া নূতন এবং পৃথক্গুণসম্পন্ন অপর বস্তুর সৃষ্টি করিলেও, পূর্কোক্ত বস্তুদ্বয়ের অস্তিত্ব চিরদিনের মত লোপ পায় না ; বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-মতে অধিকাংশস্থলে উক্ত বস্তুদ্বয়কে পূর্কাবস্থায় আনয়ন করিতে পারা গেলেও, যখন বস্তুদ্বয় যৌগিক অবস্থায় থাকে, তখন পরস্পরের স্বাভাব্য (Indifference) পরিহার করিয়া, যে পদার্থটির উদ্ভব করিয়া থাকে, সেই পদার্থটি সম্পূর্ণ নূতন এবং ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত । হেগেলের মতে এই রাসায়নিক শক্তি (Chemism) বাহ্যিকতা (Mechanism) অপেক্ষা উচ্চতরে অবস্থিত ।

টেলিওলজি (Teleology) এই ক্রমোন্নতিপ্রণালীর তৃতীয় বা সর্বোচ্চ সোপান । টেলিওলজি বলিতে সাধারণতঃ নিমিত্ত কারণ (Final cause) বুঝাইয়া থাকে । জাগতিক বিকাশের যে স্তরে উদ্দেশ্যের (End) উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যখন পদার্থসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি উদ্দেশ্যে উহাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং চরম পরিণতিই বা কি হইবে বুঝিতে পারা যায়, সেই অবস্থাকে Teleological Stage বা নৈমিত্তিক স্তর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে (Organic Stage) এই নৈমিত্তিক কারণের বিকাশ অতিশয় স্পষ্ট । কোন জীবশরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার কোন অংশই অতিরিক্ত নহে এবং নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই, প্রত্যেক অঙ্গেরই একটা নির্দিষ্ট কার্য আছে এবং এই কার্যগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র নহে ; একটা কার্য অপর-

উপরি উপর নির্ভর করে; একটা অকর্ষণ্য হইলে অপরও উপর উপর অব্যাহত থাকে না। যেখানে বোধ হয় শরীরের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি মিলিয়া যৌবকারবারের অংশীদারগণের ভার, কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য ও প্রাপিকগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীত হইবে যে শরীর-পোষণরূপ উদ্দেশ্যই ব্যবহার্য শারীরিক প্রক্রিয়া সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ইহা ব্যতীত সৃষ্টির যে অন্তঃস্থ উদ্দেশ্য ইহাদের দ্বারা সাক্ষিত হইয়াছে, হেগেল তাহা হানাত্তরে নির্দেশ করিয়াছেন। যে বিশ্বীয় জ্ঞানপ্রোত সৃষ্টিপ্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং সমস্ত সৃষ্টি প্রণালী যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া বাহিত হইতেছে, হেগেল বলেন যে নিরঞ্জনজ্ঞান বা ব্রহ্ম (The Absolute Idea)-প্রাপ্তিই এতৎ সমুদয়ের লক্ষ্যস্থল।

(৩) আমাদের ভাবার Absolute শব্দের বার্থ প্রতিপক্ষ মিলে না, তবে “নিরঞ্জন” বা “তৎব্রহ্মণ” বলিলে কতকটা হেগেলের Absolute শব্দের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। হেগেলের মতে Absolute আধ্যাত্মিক নয়, জড়ও নয়; বস্তুতঃ বাহ্য হইতে জড়জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ বিকাশ লাভ করিয়াছে সেই পরমপদার্থ (Neither subjective nor objective notion, but the notion that immanent in the object, releases it into its complete independency, but equally retains it into unity with itself)। জড়জগৎ হইতে Absoluteএর স্তর ক্রমান্বয়ে সরিষি, হেগেল তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম স্তর জীবজগৎ (Life), জীবজগতে জ্ঞান ও জড়ের একত্রাবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। যে অন্তর্লীন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া (The End that pervades life) প্রাণিজগৎ চলিতেছে, উহা জ্ঞানমূলক। এই জ্ঞান কিছু বর্তমান স্তরে পরোক্ষভাবে কার্য্য করিতেছে, তৎপরবর্তী স্তরে জ্ঞান আর পরোক্ষভাবে কার্য্যকারী নহে, এই স্তরে আত্ম-জ্ঞানের (Self-consciousness) বিকাশ হইয়াছে। বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ আর দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, একটা অপরের প্রতিরূপ। “আমি” জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জগতের অন্তর্নিহিত জ্ঞানপ্রোত অন্তঃস্থ হইয়া আত্মজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে (Consciousness has returned to itself), বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের বিরোধ এখনও মিটে নাই; জ্ঞানের আধার আত্মা বা আমির নিকট বহির্জগৎ এখনও বাহিরের বস্তু। আত্মা বহির্জগতে আত্মার বিকাশ দেখিতেছে। Absolute Idea বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হইলেই এই বিরোধের নিরাস হয়, তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ভাব ও বস্তু, অন্তর্জগৎ ও

বহির্জগতের বৈষম্য থাকিবে না (The opposites between the subject and the object, Knowing and Being, Thought and Being will cease)। এই নিরঞ্জনজ্ঞান হেগেলের মতে, জাগতিক সত্ত্ব কার্য্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপনায় দিকে টানিয়া লইতেছে। সর্বোপরি উপরি উক্ত বিবরণই হেগেলের লজিক বা ভাবের বর্ণনের মূলভূমি। হেগেলের বহুবিস্তৃত বর্ণনের অত্যন্ত অংশ পরিত্যাগ করিয়া তবীর ‘লজিক’ নামের অংশের আলোচনা করা হইয়াছে। হেগেলের বর্ণন একেই দুর্বোধ্য, অধিকাংশ বস্তুভাবের বিস্তৃত করিতে গিয়া আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে; এরূপ অবস্থার এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অত্যন্ত দার্শনিকেরা ‘লজিক’ বলিতে বাহ্য বুঝেন, হেগেলের লজিক সে প্রণীর বস্তু নহে। হেগেলের লজিক জাগতিকবিশ্বের অস্থিরতার অঙ্কিত। হেগেল ক্রমোন্নতিবাদী (Evolutionist)। হেগেলের মতে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয় জগতেই এই লজিকের বিকাশ সাধিত হইতেছে (Gradual development of the categories both in the subject and the object—mind and matter)।

আরিস্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া হেগেল পর্যন্ত লজিকের উৎপত্তি, পরিবর্তন ও পরিণতি সবকিছু ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত দেওয়া গেল। বিভিন্ন দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া লজিক কি কি ভিন্নভাবে ধারণ করিয়াছে, তৎপরিচয় দেওয়াই উপরি উক্ত বিবরণের উদ্দেশ্য এবং বর্তমান সময়েই বা লজিকের কি পরিপূর্তি সাধিত হইয়াছে, উপরি উক্ত বিবরণ হইতেই জানা যাইবে।

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে দার্শনিকপ্রবর বেকন্ আরিস্টটল প্রবর্তিত পদ্ধতি পরিত্যাগপূর্বক স্বকীয় অভিনব দার্শনিক পদ্ধতি প্রচলিত করিয়া যান। তৎপ্রণীত Novum Organum বা নব্য-তত্ত্ব নামক গ্রন্থ বর্তমান সময়ের ব্যাপ্তিমূলক তর্কের (Inductive Logic) সূচনা করিয়া দিয়াছে। তৎপরে দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) সঙ্গপ্রণমে ব্যাপ্তিমূলক লজিকের পূর্ণাবয়ব পুস্তক প্রণয়ন করেন। মিল ও বেনের গ্রন্থদ্বয়ই বর্তমান সময়ে ‘ইন্ডাক্টিভ লজিক’ সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ। দার্শনিকপ্রবর কাণ্ট (Kant) যে ফরমাল লজিকের (Formal Logic) সূচনা করিয়া গিয়াছেন, বর্তমান সময়ে উহাই হামিলটন ও তংশিয়া মাসেল (Sir William Hamilton and Mansel) কর্তৃক সামান্য পরিবর্তন ব্যতীত একরূপ অক্ষর ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে।

মোটামুটি ব্যাপ্তিমূলক লজিককে ম্যাটেরিয়াল লজিক (Material Logic) এবং ফরমাল লজিককে ‘নিগমনমূলক লজিক

করা হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে এরূপ শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, Deduction বা নিগমন যুক্তির (reasoning) একটি প্রকার ভেদ মাত্র, Material লজিকও Deductive reasoning বা নিগমন-মূলক যুক্তিপ্রণালীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। মৌটিরিয়াল এবং ফরমাল উভয় লজিকেই ইন্ডাক্টিভ এবং ডিডাক্টিভ উভয়বিধ যুক্তিপ্রণালীরই প্রয়োগ আছে; প্রভেদ এই, একটীতে ব্যাপ্তি এবং অপরটীতে নিগমন-যুক্তিপ্রণালীর প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে। লজিকের নামকরণপ্রথাও বোধ হয় তদনুসারে হইয়া থাকিবে। মিল বলেন যুক্তিগ্রন্থই প্রধানতঃ ব্যাপ্তিমূলক। নিগমনযুক্তিপ্রণালী তৎপূর্ববর্তী ব্যাপ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিগমন-যুক্তিপ্রণালীর অন্তর্গত সিলজিসমের (Syllogism) মেজর-প্রেমিস (Major Premiss) বা প্রধান পদ বা পূর্বগমক, ব্যাপ্তিমূলক যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং ইণ্ডাক্সন (ব্যাপ্তি) যুক্তিপ্রণালীর সাহায্য ব্যতিরেকে ডিডাক্টিভ (নিগমন) যুক্তিপ্রণালীর প্রয়োগ অসম্ভব।

জেভন্স (Jevons) প্রকৃতি পণ্ডিতবর্গ বিপরীত মতাবলম্বী। জেভন্স বলেন, যুক্তিপ্রণালী মূলতঃ ডিডাক্টিভ (Deductive); ইণ্ডাক্সন অবাস্তব প্রকার ভেদ মাত্র। ডিডাক্টিভ যুক্তিপ্রণালীকে বিপরীত দিক হইতে দেখিলেই ইণ্ডাক্টিভ যুক্তি প্রণালীতে উপনীত হওয়া যায় (Induction is inverse deduction)।

উপরি উক্ত মতবাদের সংঘর্ষ এখনও মিটে নাই। মতবাদের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বের সামঞ্জস্য যতদিন না হয়, ততদিন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না।

বর্তমান স্থলে কোন কোন সাংপ্রদায়িক দার্শনিক মতগুলির উল্লেখ না করিয়া লজিকের সারার্থগুলি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করা হইবে।

লজিকের উৎপত্তি। লজিকের উৎপত্তি নির্ধারণ করিতে গিয়া যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, মানসিক উন্নতির যে ত্তরে অহুমানের (Inference) বিকাশ, লজিকের উৎপত্তিও সেই ত্তরে। জ্ঞানদর্শন মতে, প্রত্যক্ষ (Perception) যেমন প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে অভ্যন্তর, যুরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষকে সেরূপ প্রমাণের মধ্যে গণ্য করেন না। তাঁহাদের মতে বাহ্য প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়-প্রাধা তাহার আবার প্রমাণ কি প্রত্যক্ষ স্বভাবতঃই স্বতঃসিদ্ধ। এই জ্ঞান মনস্তত্ত্বের (Psychology) প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান লজিকের অধিকার বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ এবং অহুমানের সীমা এত চূর্ণক যে কখন প্রত্যক্ষ হইতে অহুমানে পরাবর্তন করা যায় তাহা নির্ণয় করা দুর্ঘট। অনেক সময় বাহ্য সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া বোধ হইতেছে,

জ্ঞান-র মধ্যে অনেক অহুমান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। মনস্তত্ত্ব-বিদগণ এই শ্রেণীর অহুমানকে অজ্ঞাতসার যুক্তি (Unconscious Reasoning) বলিয়াছেন। অজ্ঞাতসারমূলক যুক্তি লজিকের নীতিমূলক নহে। প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষের অহুমান বহন ক্ষুণ্ণতর, বহন অহুমানক্রিয়া জ্ঞাতসারে সাধিত হয়; সেই সময়েই লজিকের বিকাশাবস্থা। পণ্ডিতদিগের মতে যুক্তি (Reasoning) চিন্তা (Thought or Intellect) সর্বোচ্চ বিকাশ।

লজিকের দার্শনিকতত্ত্ব।—লজিক প্রমাণের নিয়ামকশাস্ত্র। প্রমাণের সত্যাসত্য কিসের উপর নির্ভর করে, তাহা নির্ধারণ করিতে পারিলেই লজিকের মূলতত্ত্ব বোধগম্য হইবে। প্রমাণের সত্যাসত্য কিরূপ এ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে, ইতিপূর্বে তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। মিল প্রকৃতি দার্শনিকগণ বলেন, বাহ্য ও অন্তর্জগতের সামঞ্জস্যই সত্যের প্রকৃত স্বরূপ (Correspondence of thought with the external realities) এবং প্রমাণের যথার্থ অযথার্থ এই হিসাবেই নির্ধারণ করিতে হয়।

হামিলটন প্রকৃতি দার্শনিকগণ বলেন, প্রমাণের যথার্থ অযথার্থ নিরূপণ করিতে হইলে, বাহ্যজগতের সহিত সাম-জ্ঞতের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, শুদ্ধ প্রমাণের সঙ্গতি অসঙ্গতি (Inner consistency or inconsistency) দেখিলেই চলিবে। হামিলটনের মতে বিরোধাতাব্য (Absence of contradiction) সঙ্গতি এবং বিরোধি, (Contradiction) অসঙ্গতি-জ্ঞাপক।

ডেকার্ট প্রকৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, পরিষ্কৃত ভাবই (Distinctness and clearness) সত্যের লক্ষণ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতসমূহের মধ্যে একপক্ষে মিল, যেন প্রকৃতি পণ্ডিত-দিগের মত, অপরপক্ষে হামিলটন মানসে প্রকৃতি পণ্ডিতগণের মত সমধিক প্রচলিত এবং মৌটিরিয়াল এবং ফরমাল উভয়-বিধ লজিকের লক্ষণ সূচনা করিতেছে। দর্শন এবং লজিক অন্বেষণসাহায্যে উদ্ঘাটিত হয় এবং লজিকের মূলভিত্তি অর্থাৎ সত্যের লক্ষণ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য অন্তর্নিহিত দার্শনিকতত্ত্বের পরিবর্তন সাধিত হইলে লজিকও ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হয়।

লজিক ও ভাব। ভাব ও ভাবার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, যে সাংখ্যাত্মক পক্ষ ও অজ্ঞের জ্ঞান একটা অপরটা ব্যতীত চলিতে পারে না। সকল প্রকার চিন্তাবলীই ভাবার সাহায্যে সাধিত হয়। সুতরাং ভাবা অসম্পূর্ণ ভাবজ্ঞাপক এবং ভ্রমপ্রদায়ক পূর্ণ হইলে, তৎসম্বন্ধি ভাবও ভ্রমবশিত হইতে পারে না। সেইজন্য প্রত্যেক লজিকের প্রকমাণেই ভাবাধারিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে ভাবকে তত্ত্বতরঙ্গণে বিশ্লেষণ করিয়া

(Analysing) ভাষা ও ভাষার অন্যান্য সব বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। এতোক মানসিকভাব ভাষার পাহায্যে প্রকাশিত হয়। বক্তৃতা বা কথোপকথন করিলে একটি সম্পূর্ণ বাক্যের সৃষ্টি হয়, সেই বাক্যের অর্থ বা অর্থ (A complete sentence) লক্ষ্যে এক একটি প্রতিজ্ঞা বলা হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শব্দসমষ্টি হইল এক একটি প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই অর্থ লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে নাম-প্রকরণ বা শব্দভুক্তি সবই আলোচনা আছে।

নাম-প্রকরণ।—নামের প্রকৃত স্বরূপ কি, এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রণীত দার্শনিকদিগের মত বিভিন্ন।

নামবাদী (Nominalist) মিলের মতে নাম শুধুমাত্রই পদার্থের সাক্ষ্যের চিহ্ন মাত্র (Symbol)। অভ্যাসক্রমে (Through association) কোন একটি নাম বা শব্দ মনে হইলেই তৎসংস্পর্শে পদার্থটি মনোমধ্যে উদ্ভূত হয়।

হামিলটন প্রকৃতি পণ্ডিতবর্গ ভিন্ন মতাবলম্বী। ইহাদিগের অবলম্বিতমতে ভাববাদ বা কনসেপচুয়ালিজম (Conceptualism) বলে। হামিলটন বলেন যে, যেমন ব্যক্তিগত প্রতিকৃতি কোন ব্যক্তিব্যক্ত শব্দের সহিত সংস্পর্শে আছে, তদ্রূপ জ্ঞাতব্যবস্তু শব্দের সহিত জ্ঞাতগত ভাব (Concept) সংস্পর্শে আছে। এক কথায়, ভাববাদের সাধারণ ভাবের (General idea or concept) অস্তিত্ব স্বীকার করেন; নামবাদীরা সেসকল করেন না।

উপরিউক্ত মতবাদের ব্যতীতও আর এক প্রণীত মত আছে, ইহাকে সংবাদ (Realism) বলে। আরিস্টটল এবং মধ্যযুগের (Scholastic period) অনেক পণ্ডিত এই মতাবলম্বী ছিলেন। ইহারা বলেন যে ভাবসমূহের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ব্যতীত জ্ঞাতব্য বস্তুও একটা গুণের অস্তিত্ব আছে। বলা,—একটা অর্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু তৎসংস্পর্শে ইহার মধ্যে অর্থ বস্তু একটা সাধারণ গুণ আছে, এই গুণ না থাকিলে এটা অর্থপদবাচ্য হইত না। সংবাদী পণ্ডিতগণ Essence বলিয়া গুণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (Reality) স্বীকার করেন, মনোবৃত্তি, গোধ, বুদ্ধ ইত্যাদি; এই জন্য ইহাদিগকে Realist বলা হইয়া থাকে। মিলের মতে, গুণসমষ্টি ছাড়া Essence নামক কোন একটি স্বতন্ত্র গুণ নাই।

তৎপরে নামের প্রণী বিভাগপ্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে। একব্যবস্তু, বহুব্যবস্তু ও সমষ্টিব্যবস্তু (Collective names) ভেদে ভিন্ন প্রণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রণীভেদের দ্বিতীয় প্রকরণঃ ব্যক্তিব্যবস্তু (Concrete) এবং জ্ঞাতব্যবস্তু (Abstract) ভেদে নাম বিভিন্ন।

তৃতীয় প্রকরণে নাম স্বব্যবস্তু (Connotative) এবং অনস্বব্যবস্তু অর্থাৎ গুণব্যবস্তু নয় (Non-Connotative) ইত্যাদি ভেদে দুই প্রণীতে বিভক্ত। যে নাম দ্বারা কেবল একটি নামের বা গুণের প্রকাশ হয়, তাহাকে Nonconnotative বা অনস্বব্যবস্তু নাম বলে। নাম বলিলে নাম-নাম-ধের ব্যক্তিকেই বুঝায়, তদতিরিক্ত আর কিছু বুঝায় না। গুরুত্ব বলিলে কেবল একটি গুণবিশেষকেই বুঝাইল, তৎসংস্পর্শে অন্য কোন ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না, এইরূপ নামকে অনস্বব্যবস্তু বা Non-connotative এবং বাহ্যাবস্তু গুণ এবং অর্থ উভয়েরই প্রণীতি হয়, তাহাকে Connotative বা স্বব্যবস্তু নাম বলে।

চতুর্থ প্রকরণে (Fourth principal division) Positive বা জ্ঞাতব্যবস্তু ও Negative বা জ্ঞাতব্যবস্তু ভেদে নাম বিভিন্ন; যেমন, মনোবৃত্তি, অমনোবৃত্তি, বুদ্ধ, অবুদ্ধ ইত্যাদি।

পঞ্চম প্রকরণে স্বতন্ত্রসাপেক্ষ (Relative) এবং স্বতন্ত্র-নিরপেক্ষ (Absolute or non-relative) এই দুই প্রকার বিভক্ত। যে নামের পরস্পর আত্মস্বতন্ত্র্য তাহাদিগকে স্বতন্ত্রসাপেক্ষ নাম বলে; যেমন শিতা বলিলেই পুষ্ণ আছে হুচনা করে; রাজা বলিলে প্রজাদের হুচনা করে ইত্যাদি।

নামের প্রণীবিভাগ সংক্ষেপে উক্ত হইল। এখন নামের অর্থ-বিচার সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

দার্শনিকপ্রবর আরিস্টটল, অর্থ, গুণ, পরিমাণ ইত্যাদি দশটি পদার্থবিভাগ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, নাম এই দশ প্রণীর কোন না কোনটার অন্তর্গত হইবে। মিল পূর্বোক্ত দশবিধ প্রণীবিভাগ করিয়া অর্থনির্ধারণের আবশ্যিকতা দেখাইয়া স্বীয়মত স্থাপন করিয়াছেন। মানসিক চিন্তা-প্রণালীর বিশ্লেষণ করিয়া, মিল নিম্নলিখিত প্রণীবিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন।

(১) মানসিক ভাব অর্থাৎ বাস্তবসকলের মনের উপর জিয়া (Feelings or states of consciousness.)


(২) মন বা আত্মা—(The mind which experiences those feelings.)

(৩) বাস্তবসকল (The Bodies or external objects) অর্থাৎ যে সকল বস্তু আমাদের মানসিক ভাবগুলির জননিত।

(৪) পৌরোহিত্য জ্ঞান (Succession), সমানধিকরণ জ্ঞান (Co-existence) সাদৃশ্য এবং অসাদৃশ্য জ্ঞান (Likeness and unlikeness.)

অপত্তিক সমতপদার্থই এই চারি শ্রেণীর কোন না কোনটির অন্তর্গত হইবেই।

লজিকের প্রতিজ্ঞা (Logical propositions)—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, একটি সম্পূর্ণমানসিক ভাবজ্ঞাপক বাক্য-লমটিকে প্রতিজ্ঞা (Proposition) বলা যায়। কর্তা, বিধেয়পদ এবং যোজক পদ তেমে প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার তিনটা অংশ আছে। বাহার সম্বন্ধে কিছু উক্ত বা বিহিত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে কর্তৃপদ (Subject) বলে। বাহা উক্ত বা বিহিত হয় সেই পদটিকে বিধেয় পদ (Predicate) বলে এবং যে পদের সাহায্যে বস্তুপদ এবং বিধেয় পদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই পদটিকে যোজক পদ (Copula) বলা হইয়া থাকে। তৎপরে ভাবজ্ঞাপক (Affirmity) এবং অভাবজ্ঞাপক (Negative), সরল (Simple), যৌগিক (Complex), সার্বভৌমিক (Universal), বিশেষ (Particular), অনির্দিষ্ট (Indefinite) ও ব্যক্তিবোধক (Singular) এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তৎপরে প্রতিজ্ঞা সকলের অর্থবিচার সম্বন্ধে (Import of propositions) আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা সকলের অর্থ সম্বন্ধে নানামত দৃষ্ট হয়। কোন কোন মতে প্রতিজ্ঞা কেবল দুইটা মানসিক ভাব বা প্রতিকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ স্থচনা করে (Expression of a relation between two ideas)। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে, দুইটা নামের অর্থের সম্বন্ধস্থাপনই প্রতিজ্ঞার মূল (Expression of a relation between the meanings of two names)। দার্শনিক হব্‌স্ (Hobbes) বলেন যে কর্তৃপদ (Subject) এবং বিধেয়পদ (Predicate) যে একটি বস্তুরই দুইটা ভিন্ন ভিন্ন নাম ইহা প্রদর্শন করাই প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য। যেমন মনুষ্যসকল প্রাণিবিশেষ; এহলে প্রত্যেক মনুষ্যকেই প্রাণী বলা যায়। মনুষ্য এবং প্রাণী এই দুই শব্দ একই জিনিসের নামান্তর মাত্র। হব্‌সের মত একদেশদর্শী এবং অনেকাংশে ভ্রান্তিবিশৃঙ্খিত, সেই জন্য মিল্ প্রভৃতি অপরাপর নামবাদীদিগের মত ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এই শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন যে, কোন বস্তু কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত কি না (In referring something to or excluding something from, a class) ইহা নির্দেশ করাই প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য। যেমন রাম মরণশীল বলিলে বুঝায় যে মরণশীল পদার্থ বা জীব নামক যে শ্রেণী আছে, রাম সেই শ্রেণীগত ব্যক্তি বিশেষ। হস্তী আমিবাসী বস্তু নয়, বলিলে বুঝায় যে সমস্ত

“আমিবাসী বস্তু” নহীরা যে শ্রেণী গঠিত হইয়াছে, হস্তী সেই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে (excluded) উহা বস্তু । এইরূপ লজিকের সমস্ত প্রতিজ্ঞাই একটি শ্রেণী অপর একটি শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট, ইহাই স্থচনা করিয়া থাকে। জাতি (Genus), শ্রেণী (Species) প্রভৃতির পার্থক্য (Differentium) প্রভৃতি, মধ্যযুগের কলাটিক পণ্ডিতদিগের প্রবর্তিত শ্রেণীবিভাগ হইতে প্রতিজ্ঞার এইরূপ অর্থনির্দেশের সূত্রপাত হইয়াছে। আরিষ্টটল প্রবর্তিত সূত্র (Dictum de omni et nullo) অর্থাৎ একটি শ্রেণী সম্বন্ধে যাহা বিহিত হইতে পারে, সেই শ্রেণীগত প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে, এই সূত্র এই সূত্রের মূল।

দার্শনিক মিল্ উপরি উক্ত মত সঙ্গীচীন বলিয়া বোধ করেন না। মিলের মতে কর্তৃপদ (Subject) এবং বিধেয়পদ (Predicate) কোন একটি বিশেষ সম্বন্ধ স্থচনা করে এবং অন্যোক্ত সম্বন্ধ লইয়াই প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি। সেই সম্বন্ধগুলি মিলের মতে সাধারণতঃ পাঁচটা—পৌরুষাণ্য (Sequence), সমানামিকরণ বা সমাবস্থান (Co-existence) বা অন্তিত্ব মাত্র (Simple existence), কার্যকারণ (Causation) এবং সাদৃশ্য (Resemblance)। যে কোন প্রতিজ্ঞা উপরিউক্ত পাঁচটা সম্বন্ধের কোন না কোন একটি সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে।

প্রতিজ্ঞাগুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—বাচক প্রতিজ্ঞা (Verbal proposition) এবং বাস্তব প্রতিজ্ঞা (Real proposition)। যে প্রতিজ্ঞার বিধেয়পদ (Predicate) কর্তৃপদের অর্থ বা অর্থানুশঙ্গ প্রকাশ করে অর্থাৎ কর্তৃপদ যে অর্থ প্রকাশ করে তদতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে বাচক বা Verbal প্রতিজ্ঞা বলা হইয়া থাকে। মনুষ্য বুদ্ধিশালী জীব এখানে “বুদ্ধিশালী জীব” এই বিধেয় পদটি মনুষ্য অর্থে যাহা বুঝায়, তদপেক্ষা কোন অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করিতেছে না; সুতরাং এখানে উপরিউক্ত প্রতিজ্ঞাটি বাচক প্রতিজ্ঞা। যে প্রতিজ্ঞার বিধেয়পদ কর্তৃপদের অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে, সেইরূপ প্রতিজ্ঞাকে বাস্তব প্রতিজ্ঞা (Real proposition) বলে। যেমন “সূর্য গ্রহজগতের কেন্দ্রস্থল” এখানে “সূর্য” এই কর্তৃপদের অর্থের প্রতীতি হইলে গ্রহ-জগতের কেন্দ্রস্থল এই বিধেয় পদটির অর্থ তদন্তর্নিবিষ্ট আছে বুঝায় না, বিধেয়পদটি সম্পূর্ণ নূতন তথ্যপ্রকাশ করে; এই অন্ত প্রতিজ্ঞাটিকে বাস্তব প্রতিজ্ঞা বলে। বাচক প্রতিজ্ঞার নামান্তর অর্থমোক্তক প্রতিজ্ঞা (Explicative) এবং বাস্তব প্রতিজ্ঞার (Real proposition) নামান্তর অর্থযোজক প্রতিজ্ঞা (Amplicative proposition)। প্রতিজ্ঞার অর্থবিচার করিতে

হইলে বিশ্বের পদের বিরোধ আবর্তক এবং বিশ্বেরপদের সহিত কল্পপদের সম্বন্ধ স্থিতিস্থাপক হইলেই প্রতীকার অর্থ নির্ণীত হইল।

সংজ্ঞাপ্রকরণ। (Definition)—বস্তু সকলের সংজ্ঞাপ্রণালী কি নিয়মে সাধিত হইয়াছে, কোন প্রকার সংজ্ঞানির্ণয়-প্রণালী নির্দেশ, কিরূপ বস্তুর সংজ্ঞা নির্দেশ (Define) করা যায় বা যায় না ইত্যাদি বিষয় এই প্রকরণে আলোচিত হইয়াছে। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবর্তক যে, সংজ্ঞা ও ইংরাজী ডেফিনিশন (Definition) সম্পূর্ণরূপে সমার্থক নহে, অধিকতর উপযুক্ত নামের অভাবে সংজ্ঞাপ্রকরণই প্রতীকার স্বরূপ ব্যবহৃত হইল। সংজ্ঞাপ্রকরণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তর্কশাস্ত্রকারদিগের মত বিভিন্ন।

দার্শনিক আরিষ্টটলের মতে কোন পদার্থের সংজ্ঞানির্ণয় করিতে হইলে, সেই পদার্থটি যে জাতির (Genus) অন্তর্গত সেই জাতির এবং ভগ্নশ্রেণী যে সকল অতিরিক্ত গুণ ঐ পদার্থে বিদ্যমান আছে, তাহার উল্লেখ করিলেই পদার্থটির সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইল (Definition per genus et differentias)। আরিষ্টটল এবং তদনুযায়ী মধ্যযুগের অধিকাংশ দার্শনিকগণ সংবাদী (Realist) ছিলেন; উপরিউক্ত সংজ্ঞাপ্রকরণ তাহারিগের দার্শনিকমত সম্মত।

মিল প্রভৃতি নামবাদী (Nominalist) দার্শনিকগণ উক্তমত সমীচীন বলিয়া বোধ করেন না। মিল বলেন যে, প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে পরজাতি (Summum genus) সংজ্ঞিত করা যায় না। তাহার মতে আমাদের সরল মনোভাবগুণ (Elementary feeling) বাস্তব আর সকল পদার্থই সংজ্ঞাধারা নির্দেশ করা যাউতে পারে। সমস্ত সংজ্ঞাই মিলের মতে, নামের অর্থ প্রকাশ করে মাত্র (Enumerates the connotation of the term to be defined); একটী নাম মনে পড়িলেই তরহিত যে সকল গুণধারা সেই নামের পদার্থটি স্মৃতিত হয়, সেই গুণগুলি মনে পড়ে এবং এই গুণগুলির নির্দেশ করাকেই মিল 'সংজ্ঞা' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মিল বলেন, যে বস্তু কোন স্মৃতি করে না, সেসকল বস্তু সংজ্ঞাধারা নির্দেশ করা যায় না। রাম বলিলে কোন অর্থের প্রতীতি হয় না; রাম শব্দটি একটা বস্তু নির্দেশের চিহ্নমাত্র এবং ঐ চিহ্নটি বস্তুনির্দেশের সহায়তা করে মাত্র; সুতরাং রাম শব্দটি সংজ্ঞাধারা নির্দেশক নহে।

যদি কোন নাম বা শব্দ তরহিত সমস্ত অর্থের প্রকাশ না করিয়া অখণ্ডভাবে প্রকাশ করে, সেই স্থলে উক্ত নাম বা শব্দের সংজ্ঞাটিকে অসম্পূর্ণসংজ্ঞা বলা যায় (Imperfect definition)। এ ছাড়া কোন বস্তুর সমবায়ী গুণ সকলের উল্লেখ না করিয়া অসমবায়ী গুণ (Accidents) দ্বারা উক্ত বস্তুর নির্দেশ করিলে, উক্ত বস্তুর সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ হইল, এইরূপ অসম্পূর্ণ-

সংজ্ঞা সংজ্ঞাপদবাচ্য না হইয়া বর্ণনাপদবাচ্য (Description) হইয়াছে।

লেখকের উদ্দেশ্যসাধনার উপরিউক্ত বর্ণনাও (Description) কখন কখন সংজ্ঞাপদবাচ্য হইয়া থাকে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে অবি-
কাংশ সংজ্ঞাই এই হিসাবে রচিত হইয়াছে। লেখক যে গুণ বা বর্ণের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বস্তুসকলের শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করেন; সেই গুণ হইতে বস্তুর সমধিক বিশিষ্ট গুণ নহে; কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য অনুসারে হইতে গুণটির বিশেষ সাধকতা আছে; এইরূপ স্থলে উক্ত নির্দেশ প্রণালীকে বর্ণনা (Description) না বলিয়া বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা (Scientific definition) বলা হইয়া থাকে। প্রাণীতত্ত্ববিদ কুভিয়ার (Cuvier) যজ্ঞবাক্যে "বিশুদ্ধবিশিষ্ট তত্ত্বপ্ৰণালী" জীব বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন; উক্ত সংজ্ঞাটির বর্তমান প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও সংজ্ঞা-পদবাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু কুভিয়ারের উদ্দেশ্য অন্তর্বিধ; তিনি যে প্রণালী (Principle) অনুসারে প্রাণীগণের শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, সেই অনুসারে উপরিউক্ত সংজ্ঞার সাধকতা আছে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাই এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাপ্ত।

নামপ্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংজ্ঞাপ্রকরণ পর্যন্ত ভাষা ও ভাবের সম্বন্ধনিরূপণ, চিন্তাপ্রণালীর যথার্থ-সাধন করিতে হইলে ভাষার কিরূপ সংস্কার আবশ্যক, নামপ্রকরণ, সংজ্ঞানির্ণয়প্রণালী, ভাষার অর্থনির্দেশের সামঞ্জস্যবিধান ইত্যাদি প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। উপরিউক্ত বিষয়গুলি তর্কশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। অতঃপর তর্কশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যসাধক "প্রমাণ" নামক অংশের অবতারণা করা হইতেছে।

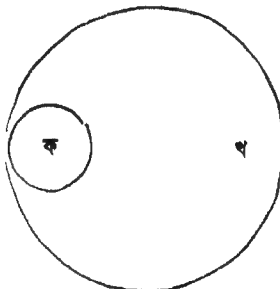
অনুমান (Reasoning)।—পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত অনুমান একটী প্রমাণবিশেষ। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ অপর তিনটিকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, উপমিতি এবং শব্দকে প্রমাণের পঞ্চম বলিয়া স্বীকার করেন না।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোন জ্ঞাতপূর্ণ বিষয়ের জ্ঞান হইতে কোন অজ্ঞাত বা অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, এরূপ বুদ্ধিপ্রণালীকে অনুমান (Reasoning or Inference in general) বলা হইয়া থাকে। কোন বিষয় সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইল, এই বাক্য বলিতে সাধারণতঃ আমরা কি বুঝিয়া থাকি? সাধারণতঃ এই অর্থের প্রতীতি হয় যে, প্রমাণ্য বিষয়ের সত্যাসত্য যে বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে, সেই বিষয়টি আমাদের জ্ঞাত ছিল এবং সেই জ্ঞাতবিষয়টি হইতে অজ্ঞাতবিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

অনুমান নানা প্রণীতে বিভক্ত। প্রধানতঃ নিগমন-যুক্তি (Deductive Reasoning) এবং ব্যাপ্তিমূলক-যুক্তি (Inductive reasoning) উপরিউক্ত প্রণীবিভাগ ব্যতীত আর একপ্রকার অনুমানের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রণীর অনুমান বর্ধাৎ অনুমান (Inference) নহে, কেবল শব্দবিপর্যয়হেতু (Transposition of terms) বর্ধাৎ অনুমান বলিয়া বোধ হয় মাত্র। এইরূপ অনুমানের নাম সাক্ষাৎ অনুমান বা ইমিডিয়েট-ইনফারেন্স (Immediate Inference)। যেমন সকল মনুষ্যই মরণশীল এই বাক্যের পরিবর্তে যদি কোন মনুষ্যই অমর নয় এই পদ ব্যবহার করা যায়, তবে কোন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, এক কথারই বাক্যাকারে পুনরাবৃত্তি করা হয় মাত্র।

ইুরোপীয় দার্শনিকেরা তর্কশাস্ত্রের প্রতিজ্ঞাগুলিকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং যথাক্রমে তাহাদিগকে A, E, I, O এই চারি নামে অভিহিত করিয়াছেন তন্মধ্যে A সার্বভৌমিক সম্মতিজ্ঞাপক, যথা—সকল মনুষ্যই মরণশীল, এখানে মরণশীল পদটি সকল মনুষ্য সম্বন্ধেই বিহিত হইয়াছে। E প্রতিজ্ঞা সার্বভৌমিক অসম্মতিজ্ঞাপক অর্থাৎ কোনস্থলেই বিশেষপদের সহিত কর্তৃপদের একত্রাবস্থিতি নাই; ইহাই জ্ঞাপন করা E প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য। যেমন, কোন বস্তুই সম্পূর্ণ নয়, এখানে সম্পূর্ণ পদটি প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধেই প্রত্যাহার করা হইয়াছে। আংশিক সম্মতিজ্ঞাপক এবং আংশিক অসম্মতিজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাকে যথাক্রমে I এবং O বলে; যেমন, কতক জীব সম্পূর্ণ (I), কতক জীব সম্পূর্ণ নয় (O)।

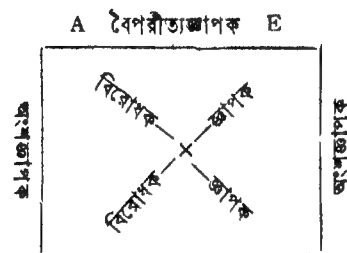
চিত্র দ্বারা সাক্ষাৎ অনুমানের (Immediate Inference) বরূপ অনায়াসে প্রদর্শিত হইতে পারে। যেমন সকল 'ক'ই 'খ'; সুতরাং, কতক খ ক, এবং কতক খ ক নয়, এই উভয় অনুমানই সিদ্ধ হইতে পারে। নিম্নলিখিত বৃত্তদ্বারা প্রত্যেক পদের ব্যাপ্তি (Extension) দর্শিত হইল। ক নামধারী যত বস্তু এবং খ নামধারী যত বস্তু তাহারা যথাক্রমে ক এবং খ বৃত্ত দ্বারা সূচিত হইল। সন্নিহিত চিত্র হইতে দৃষ্ট হইবে যে ক নামধারী যত বস্তু খ নামধারী বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ ক বৃত্ত খ বৃত্তের



অন্তর্গত; সুতরাং ক আখ্যাদারী এমন কোন বস্তু থাকিতে পারে না বাহা খ নয়। কিন্তু খ বৃত্তের যে অংশটুকু ক বৃত্তের একস্থানীয় সেই অংশের খ বলিই ক; সুতরাং কতকখ ক

খ ক; এবং খ বৃত্তের যে অংশ ক বৃত্তের বহির্ভূত, সেই অংশের খ বলি ক নয়; সুতরাং উভয় অনুমানই সিদ্ধ হইল।

কর্তৃপদ এবং বিশেষপদের বরূপ স্থান বিপর্যয় দ্বারা অনুমান সাধিত হয় তাহা সাধারণতঃ তিন প্রকার—(১) সামান্ত ও বিশেষ-বিপর্যয় (Simple conversion and conversion per accident), (২) বিপরীতাবস্থান (Transposition), ও (৩) বিপরীতসাধন (Obversion), এই সকল অনুমানের প্রক্রিয়া বাহ্যাবোধে উল্লেখ করা হইল না। নিম্নলিখিত চিত্র হইতে প্রতিজ্ঞাগুলির পরস্পর সম্বন্ধ নিম্নপিত হইবে।



I আংশিক বৈপরীত্যজ্ঞাপক O

চিত্রদ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, দুইটাই বৈপরীত্যজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞার মধ্যে দুইটাই মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু দুইটাই সত্য হইতে পারে না। আংশিক বৈপরীত্যজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞা-দ্বয়ের মধ্যে দুইটাই সত্য হইতে পারে, কিন্তু দুইটাই মিথ্যা হইতে পারে না। দুই পরস্পরবিরোধজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞা-দ্বয়ের মধ্যে দুইটাই সত্য হইতে কিংবা দুইটাই মিথ্যা হইতে পারে না। একটা মিথ্যা হইলে অপরটা নিশ্চয় সত্য হইবে। অংশজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞা-দ্বয়ের মধ্যে সার্বভৌমিক প্রতিজ্ঞাটি (Universal proposition) বিশেষ প্রতিজ্ঞার (Particular proposition) সত্য প্রতিপাদন করে; কিন্তু বিশেষ প্রতিজ্ঞার সত্য প্রতিপন্ন হইলে সার্বভৌমিক প্রতিজ্ঞার সত্য প্রতিপন্ন হয় না। বিশেষ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে সার্বভৌমিক প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু সার্বভৌমিক প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে বিশেষ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না।

উপরিউক্ত সাক্ষাৎ অনুমান (Immediate Inference) ব্যতীত অনুমান প্রধানতঃ দুই প্রণীতে বিভক্ত;—নিগমনমূলক অনুমান (Deductive Reasoning) এবং ব্যাপ্তিমূলক অনুমান (Inductive Reasoning)।

ডিডাক্টিভযুক্তি।—ডিডাক্টিভ বা নিগমন-প্রণালীতে যুক্তির প্রথম সোপান (First premiss or datum) সার্বভৌমিক জ্ঞাপন (Universality) করে, সেই সার্বভৌমিকজ্ঞাপক

প্রতিজ্ঞাটিকে বিরোধ করিয়া বৃত্তিগ্রহণ প্রসারলাভ করে। অত্যাশ্চর্য্যে প্রায় অধিকাংশবন্দেই এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। যেমন জামিতিশাস্ত্রে কতকগুলি সজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় এবং স্বীকৃত বিষয়ে প্রথম সোপানস্বরূপ ধরিয়া বিরোধ প্রণালীক্রমে অন্যান্য তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। জাগতীয় বে সকল কার্যকলাপ সাধ্যাকারধারা সিংহাসিত হইবার নহে, সেই স্থলে নিগমন- (Deduction) বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক বিষয় এইরূপ উপায় অবলম্বনে নির্ণীত হইয়াছে। সমস্ত ও গ্রহ জগতের সমস্ত তত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়বাহক নহে; কিন্তু গ্রহজগতের অনেক তত্ত্ব জ্যোতির্বিদ কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ স্থলে কোন তত্ত্বের সূচনা দেনিলে সেই তত্ত্বটী প্রমাণীকৃত হইবার উপায় অজ্ঞাত কিছু নহে, অপরূপ জ্ঞাত এবং সীমাসিদ্ধ ঘটনার সহিত উক্ত তত্ত্বের সঙ্গতি (Consistency) আছে কি না এবং অপরূপের ব্যাপকতর তত্ত্ব (Higher principles) হইতে উক্ত তত্ত্ব উপনীত হওয়া যায় (Deduce) কি না ইহারই নিরাকরণ। নিগমন-বৃত্তির (Deductive Reasoning) যেকোন প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে অজ্ঞাত সংশ্রয়স্বিকৃত বৃত্তিই (Syllogism or Ratiocination) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিয়ে উক্ত প্রকার বৃত্তির স্থল মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

অজ্ঞাতসংশ্রয়স্বিকৃত বৃত্তি (Syllogism) ও উক্তরূপ অনু-
মানে প্রতিজ্ঞাব্যয় বা দুইটী স্বীকৃতবিষয়ের সংযোগে তৃতীয়
বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। প্রথমোক্ত প্রতিজ্ঞা-
ব্যয় বা স্বীকৃত বিষয় দুইটীকে প্রেমিস্ (Premiss) বলে।
তন্মধ্যে যে প্রতিজ্ঞা বা বাক্যটীতে প্রধান পদ (Major term)
বা (আমাদের জ্ঞানশাস্ত্রানুসারে) हेतুপদ থাকে, সেই
প্রতিজ্ঞাকে প্রধানবাক্য বা মেজর প্রেমিস্ (Major pre-
miss) এবং যে প্রতিজ্ঞার অপ্রধান পদ (Minor term)
বা আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে সাধ্যপদের উল্লেখ থাকে, সেই প্রতি-
জ্ঞাকে অপ্রধান বাক্য (Minor premiss) বলে। যে
পদের সহযোগে (Mediation) हेতু ও সাধ্যের মধ্যে
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই পদটীকে
মধ্যপদ বা লিপপদ (Middle term) বলা যায়। প্রতিজ্ঞা-
ব্যয়ের (Premisses) সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া
যায়, তাহাকে সিদ্ধান্ত-বাক্য বা নিগমন (Conclusion)
বলে। নিগমিসূত্রের উদাহরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

- (১) প্রত্যেক মনুষ্যই মরণশীল।
- (২) রাম মনুষ্যোপাধিবিধি।
- (৩) অতএব রাম মরণশীল।

উপরি উক্ত দুইটিতে সর্বপ্রথমোক্ত প্রতিজ্ঞাটী প্রধান বাক্য।
(Major premiss) বা জ্ঞানশাস্ত্রোক্ত প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা
“রাম মনুষ্যোপাধিবিধি” অপ্রধান বাক্য (Minor premiss)
বা জ্ঞানশাস্ত্রোক্ত উদাহরণ, তৃতীয় প্রতিজ্ঞা “রাম মরণশীল”
সিদ্ধান্ত বাক্য (Conclusion) বা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত নিগমন।
মরণশীল, রাম এবং মনুষ্য এই তিনটী পদ (Term) বাক্যক্রমে
প্রধান পদ (Major term), অপ্রধান পদ (Minor term)
এবং মধ্যপদ (Middle term) কিংবা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত हेতু, সাধ্য
এবং লিপপদ বাচ্য।

মধ্যপদ বা লিপপদের (Middle term) অবস্থানভেদে
অনুমানের চারিটা অবয়বগত ভেদ হইয়াছে, ঐগুলিকে
ইুরোপীয় জ্ঞানশাস্ত্রবিদগণ সামান্ত্রিক্যে “অবয়ব” (Figure)
আখ্যায় প্রদান করিয়াছেন। তবে প্রথম অবয়বোক্ত
(First figure) অনুমানই সম্যক প্রচলিত; অন্তর্গতলিকে
প্রথমাবয়বে পরিণত করা হইতে পারে।

প্রথম অবয়বোক্ত অনুমানে (First figure) মধ্যপদ
প্রধান বাক্যের কর্তৃপদস্বরূপ এবং অপ্রধান বাক্যের বিষয়
পদস্বরূপ বিবৃত হইয়া থাকে। যথা—

সকল কই খ	কোন কই খ নয়	কোন কই খ নয়।
সকল গই ক	সকল গই ক	কতকগুলি গ ক।
অতএব সকল গই খ	অতএব কোন গই খ নয়	অতএব কতকগুলি গ খ নয়।

দ্বিতীয় অবয়বে (Second figure) মধ্য বা লিপপদ প্রধান
(প্রতিজ্ঞা) ও অপ্রধান (উদাহরণ) বাক্যের বিষয় পদস্বরূপ
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

কোন খ-ই ক নয়	বিদ্যাসক্ত লোকমাজেই সুখী নহে,
সকল গ-ই ক	ধার্মিক মাজেই সুখী,
∴ কোন গ-ই খ নয়	∴ ধার্মিক লোক বিদ্যাসক্ত নহে।

তৃতীয় অবয়ব (Third figure) মধ্যপদ প্রধীন ও
অপ্রধান উভয় প্রতিজ্ঞারই কর্তৃপদস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সকল ক-ই খ	মধুমক্ষিকা মাজেই বুদ্ধিশালী।
সকল ক-ই গ	মধুমক্ষিকা মাজেই পতঙ্গবিশেষ।
অতএব কতকগুলি গ ক	অতএব কতকগুলি পতঙ্গ বুদ্ধিশালী।

এস্থলে দেখা হইতেছে যে, প্রধান ও অপ্রধান বাক্যের
ব্যাপকত্বসূচক বা সার্বভৌমিক (Universal) প্রতিজ্ঞা
হইলেও সিদ্ধান্তবাক্য সার্বভৌমিকস্বভাবাপেক্ষ নহে, বিশেষ-
স্বভাবাপেক্ষ (Particular), ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপর উক্ত সিদ্ধান্ত
নির্ভর করিতেছে। প্রথম প্রতিজ্ঞাটীতে মধুমক্ষিকা মাজেই
বুদ্ধিশালী, এস্থলে কর্তৃপদ ও বিষয়পদের স্থানবিপর্যয় করিয়া
আমরা বলিতে পারি না যে বুদ্ধিশালী জীবমাজেই মধুমক্ষিকা,
কারণ মধুমক্ষিকা নহে এরূপ অনেক বুদ্ধিশালী জীব আছে।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটিতেও “পতঙ্গমাজেই মধুমক্ষিকা বিশেষ এরূপ নির্দেশ করাও সম্ভব নহে। এরূপ স্থলে সিদ্ধান্ত বাক্যের সার্বভৌমত্ব (Universality) নির্দেশ করিলে, সিদ্ধান্তটি অতিব্যাপ্তিসদোষ হইয়া পড়ে।

চতুর্থ অবয়ব (Fourth figure)-বিশিষ্ট অল্পমানে মধ্য পদের অবস্থিতি ঠিক প্রণমাবয়ববিশিষ্ট অল্পমানের বিপরীত-এখানে মধ্যপদ প্রধান প্রতিজ্ঞার বিধেরস্বরূপ এবং অপ্রধান প্রতিজ্ঞার কর্তৃপদস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

সকল খ-ই ক।	সমস্ত মধুবাঈ বুদ্ধিশালী।
সকল ক-ই গ।	সকল বুদ্ধিশালী জীবই মস্তিষ্কবিশিষ্ট।
∴ কতকগুলি গ খ।	∴ কতকগুলি মস্তিষ্কবিশিষ্ট জীব মধুবা নামধারী।

উপরি উক্ত চারি প্রকারের অল্পমান হইতেই দৃষ্ট হইবে যে, দুইটি প্রধান ও অপ্রধান বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একটি প্রতিজ্ঞা অন্ততঃ ব্যাপক (Universal) প্রতিজ্ঞা হওয়া আবশ্যিক। দুইটি বিশেষত্বব্যাপক প্রতিজ্ঞা হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ প্রতিজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে একটীরও ব্যাপ্তি না থাকিলে অল্পমান অসম্ভব। একত্ব বা বিশেষত্ব-বোধক প্রতিজ্ঞাদ্বয় হইতে কোন অল্পমান হইতে পারে কি না এ সম্বন্ধে মতবৈধ আছে। মিলের মতে এরূপ অল্পমান সাধ্য; বেন (Alexander Bain) এবং অন্ত্যস্ত জ্ঞানশাস্ত্রবিদগণের মতে এরূপ অল্পমান অসাধ্য। (Bain's Logic, i. 150.)

দুইটি নিষেধজ্ঞাপক (Negative) প্রতিজ্ঞাদ্বয় হইতেও কোনরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ এরূপ স্থলে ব্যাণ্য-ব্যাপক ভাব থাকিতে পারে না, সুতরাং অল্পমান অসম্ভব।

তদ্বিতীয় মধ্যপদ (Middle term) দুইটি প্রতিজ্ঞার (Premisses) অন্ততঃ একটীতেও একবার সমগ্রভাবে ব্যাপ্ত হওয়া (Distributed) আবশ্যিক। মধ্যপদের সাহায্যেই অল্পমান সাধিত হয়, সেইজন্য মধ্যপদের সমগ্র ব্যাপ্তি থাকা আবশ্যিক।

হেতু, সাধ্য এবং লিঙ্গ (Major, Minor and middle terms) ভেদে পদ তিনটির অনধিক এবং অনন্য হওয়া আবশ্যিক।

এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে অল্পমান বে সকল দোষাধিত হয়, তাহা হেতুভাঙ্গ (Fallacies) প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

উপরি উক্ত নিয়মগুলি আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক অবয়বের (Figure) অন্তর্গত যে সকল যুক্তির সঙ্গতি সাধিত হইয়াছে; তাহাদিগকে সিদ্ধ অল্পমান (Valid moods) বলে। তদ-জুসারে কতকগুলি যুক্তির ‘বারবারা সেলারেকট’ (Barbara,

celarent &c.) নামকরণ হইয়াছে। (Jevons' Logic on Syllogism.)

হামিলটন (Sir William Hamilton) ‘বিধেরপদের মেধত্ব’ (Quantification of the predicates) নামক মতের অবতারণা করিয়া বলেন যে এতদ্বারা সিলজিস্মের অন্ত্যস্ত নিয়মগুলির আবশ্যিকতা নিরাকৃত হইবে।

আরিষ্টটল কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যাপ্তিজ্ঞানবোধক সূত্রই (Dictum de omni et nullo) অন্ত্যস্তসংপ্রদায়িকা যুক্তির ভিত্তিস্বরূপ। ঐ সূত্রের অর্থ এইরূপ; সমস্ত শ্রেণী (Class) সম্বন্ধে যাহা বিহিত হইতে পারে, সেই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেই তাহা বিহিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সিলজিস্মের (Syllogism) প্রধান প্রতিজ্ঞাটি (Major premiss) একটি ব্যাপকপ্রতিজ্ঞা (Universal proposition)। অপ্রধান প্রতিজ্ঞাটি (Minor premiss) প্রধান প্রতিজ্ঞার অন্তর্নিহিতত্ব স্থচনা করে, অর্থাৎ প্রধান প্রতিজ্ঞার কর্তৃপদ যে শ্রেণী (Class) স্থচনা করে, অপ্রধান প্রতিজ্ঞার কর্তৃপদ ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তি ইহাই বুঝায়, সুতরাং প্রধান প্রতিজ্ঞার কর্তৃপদ সম্বন্ধে যাহা বিহিত হইয়াছে,—অপ্রধান প্রতিজ্ঞার কর্তৃপদ উক্ত কর্তৃপদের অন্তর্গত হওয়ায় তৎসম্বন্ধেও উক্ত বিধেরপদ প্রযোজ্য; সিদ্ধান্ত বা নিগমন ইহাই স্থচনা করে মাত্র।

মিল্ উপরিউক্ত সূত্রের (Dictum) সমালোচনাস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, উক্ত সূত্রটি সদোষ এবং কোন নূতন তত্ত্বের অবতারণা করে নাই। শ্রেণী সম্বন্ধে যাহা বিহিত, শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে তাহা বিহিত, এই উক্তি একই অর্থ স্থচনা করে (Truism)। সমগ্রবিশিষ্ট পদার্থ লইয়া একেকটি শ্রেণী গঠিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রেণী ব্যক্তিসমষ্টি বাতীত আর কিছুই নহে, এরূপস্থলে শ্রেণীতে যে গুণ আছে শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থে সেই গুণ আছে বলায় কোন লাভ নাই, কারণ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিতে গুণ আছে বলিয়াই শ্রেণীতে সেই গুণ আছে বলা যায়, পদার্থ সমষ্টি ছাড়া শ্রেণী বলিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। (Mill's Logic, Book II, ch. 2. p 114.)

উপরিউক্ত সূত্রটির সমালোচনা অবলম্বন করিয়া মিল্ অন্ত্যস্ত-সংপ্রদায়িকা যুক্তির (Syllogism) সমালোচনা করিয়াছেন।

মিল্ বলেন, এরূপ অল্পমান কোন নূতনতত্ত্বের অবতারণা করে না, কেবল জ্ঞাত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয় মাত্র। সিদ্ধান্তপদ এক্ষেত্রে একটি নূতন তথ্য নহে। মধুমাজাই মরণশীল বলিয়া, যখন রাম মধুবা এই পদের অবতারণা করা হয়, তখন রাম মরণশীল এই সিদ্ধান্তপদটি মধুমাজাই মরণশীল

এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে স্বাধা। হুত্তর সিদ্ধান্ত, মিলের মতে প্রধান প্রতিজ্ঞার নিহিত আছে, বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা পুনরাবৃত্তি স্বাধা। প্রত্যেক অজ্ঞানতত্ত্ববিদ্যিকী যুক্তিই তাঁহার মতে 'বৃত্তাকারে অজ্ঞান' (Petitio Principii or argument in a circle) দোষযুক্ত। (Mill's Logic, Bk. II. chap. 3.) মিলের উক্ত সমালোচনা অনেক পণ্ডিত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে মিলের সমালোচনা নামবাদের (Nominalism) উপর প্রতিষ্ঠিত। হুত্তর বাহারা নামবাদের যথার্থ স্বীকার করেন না, তাঁহারা উক্ত সমালোচনার সারবত্তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, একটি ব্যাপ্তি (Universal element) না থাকিলে অজ্ঞান হইতেই পারে না। তাঁহার মিলের বিশেষ হইতে বিশেষ অজ্ঞান (Reasoning from particular to particular) স্বীকার করেন না। [Bosarquet's Logic অষ্টমঃ।]

মিল আরিষ্টটলের হুত্তর (Dictum) পরিবর্তে নিজ মতোপযোগী একটি হুত্তর রচনা করিয়াছেন। এটা ঠিক আমাদের দেশের জ্ঞানের লিঙ্গলিঙ্গীর জ্ঞান অজ্ঞানের স্বরূপ। মিলও বলিয়াছেন যে চিহ্ন অপর একটি চিহ্ন হুত্তর করে, সেই চিহ্ন দ্বিতীয় চিহ্নকে বহুতরও হুত্তর করে (Nota notae est nota reipsius, whatever is a mark of any mark, is a mark of that which this last is a mark of)। বেনের (Bain) মতে, উপরি উক্ত হুত্তর অনেক স্থলে সুবিধানকর হইলেও অজ্ঞানের বিশেষ সহায়তা করে না; কারণ উপরিউক্ত হুত্তর হইতে ব্যাপ্তি-জ্ঞানের কোন আভাস পাওয়া যায় না। (Bain's Logic, i. 157.) এতদ্ব্যতীত বেন অপর আপত্তির অবতারণা করিয়াছেন, যে কোন বিশেষ বিষয়ে একটি ব্যাপক নিয়মের প্রয়োগেই নিগমন অজ্ঞানের (Deductive reasoning) আবশ্যকতা (The application of a general principle to a special case) মিলের হুত্তর বাহারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

কোন সিলজিসমে (Syllogism) অজ্ঞানের কোন একটি পদ বা সোপান (Step) প্রচ্ছন্ন থাকিলে সেই প্রকার অজ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন অজ্ঞান বলে (Epicheirema or suppressed syllogism.)

হুইটী বা ভক্তোমিক সিলজিসমের আশ্রয় লইয়া যে যুক্তি-শ্রেণী (Train of reasoning) গঠিত হয়, তাকে যুক্তিশৃঙ্খল (Series) বলে। এরূপস্থলে প্রথম সিলজিসমের সিদ্ধান্তপদ দ্বিতীয় সিলজিসমের প্রধান বা অপ্রধান প্রতিজ্ঞারূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, অজ্ঞানের প্রকৃতস্বরূপ, সবচে মিলের সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধবাদী দার্শনিকগণ (Intuitionist and philosophers) এবং অর্থশাস্ত্রের দার্শনিকগণের মতভেদ আছে। মিলের মত ইম্পিরিকাল স্কুলের মত (Empirical School) এবং মিল উক্ত দার্শনিকমতের সুপাত্র। মিলের মতের যথার্থত্ব অবগত হইতে হইলে, তদীয় দর্শনের সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক।

অর্থদার্শনিকেরা বলেন, আমাদের বোধশক্তি প্রকৃতি-বশতঃ ব্যাপক (Reason is universal in its nature), আমাদের জ্ঞানবিস্তৃতি ব্যাপক হইতে বিশেষত্বের (From the universal to the particular) অভিমুখে অগ্রসর হয়। আমাদের জ্ঞানজীবন (Experience) অগরিষ্ঠ হইয়া বিশেষ জ্ঞানে পরিণত হয়। বীজে যেমন সমস্ত তথ্যব্যবস্থার বৃক্ষটি নিহিত আছে, জ্ঞানবিস্তার (Reason) বিকাশও তদ্রূপ। ইহাদের মতে জ্ঞানবিস্তৃতি বিচ্ছেদমূলক (Dissociative.) [Cairst's Introduction to the critical philosophy of Kant—On the nature of reason (Vernunft) and conceptual element in knowledge]।

স্বতঃসিদ্ধবাদী দার্শনিকগণের মতে (The Intuitionist School) আমাদের জ্ঞানের মূলভিত্তিগুলি স্বতঃসিদ্ধ (Intuitive), সেগুলি প্রমাণসাপেক্ষ নহে। প্রমাণের ভিত্তিই এই মূল বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে। এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ বলেন যে, আমাদের জ্ঞান (Knowledge) বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন বিষয়ে (Ultimate principles) উপস্থিত হয়, যাহা আর বিশ্লেষণ করা যায় না এবং এই বিষয়গুলি এতই স্বতঃসিদ্ধ যে আমাদের বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ সেই দিকে ধাবিত হয়। এই সাক্ষ্যভৌম বিষয়গুলির উপর (Ultimate principles of knowledge) আমাদের সমস্তজ্ঞান ও অজ্ঞান (Reasoning) নির্ভর করে।

মিল এবং তদুত্তরবাদী দার্শনিকগণের (The Empirical school) মত উপরি উক্ত উভয় মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। মিল বলেন, আমাদের জ্ঞানবিস্তৃতি বিশেষ হইলে ব্যাপকের অভিমুখী (From the particular to the universal) জ্ঞান (Experience) সাহচর্যমূলক (associative); ব্যাপ্তি (The universal element in knowledge) বিশেষ বিশেষ বস্তু হইতে গৃহীত (derived from experience)। যখন বিশেষ বিশেষ বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি বস্তুর মধ্যে গুণের সামঞ্জস্য অর্থাৎ সেই বস্তুগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিতে

সেই জগৎ বর্তমান আছে; এই জগৎটি সেইজন্য একটা ব্যাপক জগৎ। এইরূপে সমুদয় ব্যাপকপদার্থের জ্ঞান ইন্ড্রিয়জ্ঞানমূলক; ব্যাপ্তিমূলক যুক্তি (Inductive reasoning) দ্বারা ব্যাপকপদার্থের জ্ঞানে উপনীত হয়।

উপর উক্ত উভয় মতের কোনটী অধিক যুক্তিযুক্ত নির্ধারণ করিতে হইলে, উভয় দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করিতে হয়, কিন্তু বর্তমান বিষয়ের আলোচ্য না হওয়ার সংক্ষেপে মূল মত প্রদত্ত হইল।

ইণ্ডাক্টিভ বা ব্যাপ্তিমূলক যুক্তি (Inductive reasoning) — পূর্বে বলা হইয়াছে যে মিলের মতে জ্ঞান (Knowledge) স্বভাবতঃ ব্যাপ্তিমূলক (Inductive); ইহা বিশেষ হইতে ব্যাপকের দিকে ঋণিত হইতেছে। প্রকৃত অজ্ঞানও (Inference) তাঁহার মতে ব্যাপ্তিমূলক (Inductive)। সিল্জিসমের ব্যাপক প্রতিজ্ঞাটী, মিল বলেন, ব্যাপ্তিমূলক যুক্তি দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। সুতরাং মিলের মতে নিগমনমূলক যুক্তি (Deductive reasoning) তৎপূর্বে সাধিত ব্যাপ্তির (Induction) উপর নির্ভর করে।

দার্শনিক প্রবর - বেকন (Bacon) তৎপ্রণীত "নূতন তত্ত্ব" (Novum Organum) পুস্তকে ইণ্ডাক্সন বা ব্যাপ্তিমূলক যুক্তিপ্রণালীর আলোচনা করিয়া যান। তৎপূর্বে আরিস্টটেল ব্যাপ্তি উল্লেখ করিলেও, তিনি ইহার এতাদৃশ প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। বেকনের পর মিল তাঁহার তর্কশাস্ত্রে ব্যাপ্তির প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সামাজ্য প্রতিজ্ঞা নির্দেশ এবং প্রতিপাদন করিবার উপায়কে মিল 'ইণ্ডাক্সন' বা ব্যাপ্তি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কতকগুলি বিশেষ ঘটনা দেখিয়া তৎপরে যদি সেইরূপ একটা ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে আমরা নির্দেশ করি যে, এতদ্বারা কল তদনুগত হইবে। পর্যাপ্তরূপে সৈক্যবিধ খাইয়া মুতামুখে পতিত হওয়া যদি কেহ অব্যক্তিরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকে অর্থাৎ যদি দেখে যে রাম, হরি, যমু, গোপাল এবং অন্যান্য যে কেহ সৈক্যবিধ খাইয়াছে সকলেই মুতামুখে পতিত হইয়াছে, তাহা হইলে অপর কেহ সৈক্যবিধ খাইয়াছে জানিতে পারিলে, সেই ব্যক্তি সহজেই সিদ্ধান্ত করে যে এ ব্যক্তিও মুতামুখে পতিত হইবে। এরূপ বিশেষ ঘটনা হইতে সাধারণ জ্ঞানে উপস্থিত হওয়ার নাম ইণ্ডাক্সন বা ব্যাপ্তি (Induction)। সৈক্যবিধ তক্ষণে রাম, যমু ও হরি মরিয়াছে, অতএব গোপালও মরিবে, এবং যে কেহ এই বিষয় তক্ষণ করিবে সেও মরিবে, ঘটনার সংখ্যাভুলারের উপর অজ্ঞানের ভ্রম নির্ভর করা প্রকৃত ব্যাপ্তিমূলক অজ্ঞানের স্বরূপ নহে। কেবল ঘটনার সংখ্যা

দেখিয়া অজ্ঞান করাকে বেকন (Bacon) সংখ্যাত্মক ব্যাপ্তি বা ইণ্ডাক্সন (Induction; per enumerationem simplicem) বলে। এরূপ অজ্ঞান বর্ধার ইণ্ডাক্সন বা ব্যাপ্তিপদবাচ্য নহে। প্রত্যেক গ্রহ পর্যবেক্ষণের পর যদি বলা যায় যে গ্রহ মাত্রই সূর্যালোকে আলোকিত, এরূপস্থলে সিদ্ধান্তটী 'ইণ্ডাক্সন' দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে দেখাইলেও বাস্তবিক কোন অজ্ঞান-ক্রিয়া সাধিত হয় নাই। কারণ প্রত্যেক অজ্ঞান জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ে লইয়া যায় (A process from the known to the unknown)। বর্তমান স্থলে "গ্রহ মাত্রই সূর্যালোকে আলোকিত" এই সিদ্ধান্তটী একটা অভিনব সিদ্ধান্ত নহে বা অভিনব বস্তু সন্ধানও আরোপিত করা হয় নাই; সকল গ্রহ পর্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে; অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটী বর্ধার অজ্ঞান নহে (Not an inference properly so called)।

প্রকৃত ব্যাপ্তির স্বরূপ কি; মিল তৎপ্রণীত লজিক গ্রন্থে সবিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন; বর্তমান স্থলে তাঁহার মত সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

মিল বলেন, স্বাভাবিক নিয়মের অব্যক্তিরূপ (Uniformity of nature) ব্যাপ্তির ভিত্তি। প্রাকৃতিক কার্যাবলী একই প্রক্রিয়াধারা সাধিত হইতেছে। নিয়মের অব্যক্তিরূপী লক্ষণ এই যে, জগতে বাহ্য ঘটনা হইতে বা ঘটতেছে, ঠিক তদ্রূপ ঘটনা-পরম্পরার সম্ভাব্য সেই ঘটনা ঘটবেই এবং যতবার এই ঘটনা-সম্ভাব্য সংঘটিত হইবে, ততবার ঘটনাটির সংঘটনও অবশ্যস্বাভাব্য। মনুষ্য মরণশীল, এই সিদ্ধান্তে আমরা কেন বিশ্বাস করি? একটু ভ্রম ভ্রম করিয়া দেখিলেই ব্যাপ্তির যথার্থ স্থিরীকৃত হইবে। এ পর্যন্ত যত লোক আমাদের একশত দুইশত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেই মরিয়াছে। বর্তমান সময়ে বাহ্য জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহাদের কতকংশ মরিতেছে; যে দেশেই হউক না কেন দুইশত বৎসরের লোক জীবিত নাই, কাহাকেও অমর হইয়া থাকিতে এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই, এ সকল বিষয় হইতে সিদ্ধান্ত করি, মরণ মানবজীবনের অব্যক্তিরূপী ধর্মবিশেষ এবং উহার সংঘটন জীবনে অবশ্যস্বাভাব্য। সুতরাং যে সকল লোক বর্তমান সময়ে জীবিত আছে এবং বাহ্য ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবে, সকলেই মরিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। এতদ্বারা এ পর্যন্ত যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেই মরিয়াছে, অতএব সকলেই মরিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। কারণ পুরাকালে বাহ্য জন্মিয়াছে তাহারাই মরিয়াছে বলিয়া বাহ্য বর্তমান আছে এবং জন্মিবে তাহারাই মরিবে

একপ নিম্নতম অব্যক্তিক। কারণ পূর্বে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা মরিয়াছে, অতএব যাহারা ভবিষ্যৎ জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা মরিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। ভবিষ্যৎকালে মানব অমর হইতে পারে, কারণ ভবিষ্যৎ বখন দৃষ্টিয় পরপারে তখন ভবিষ্যতের কথা কি করিয়া বলা যাইবে। কিন্তু অমর-মানের যথার্থ তথ্যটি এই। এ পর্যন্ত মানবজীবন লক্ষ্য করিয়া দেখা হইয়াছে যে, মৃত্যু উহার অবশ্যস্বার্থী ধর্ম। প্রকৃতির কার্য্য অবাধিতারী, যত দিন বর্তমান ঘটনাসমবায় থাকিবে, ততদিন ক্রিয়াকল বন্ধ থাকিবে না। সুতরাং যে ঘটনা-সমবায়ের মৃত্যু সংঘটিত হয়, উহা যতদিন থাকিবে, ততদিন মৃত্যু ঘটবে। কাল মৃত্যু উঠিবে বিশ্বাস করি কেন? বহুকাল হইতে মৃত্যু উঠিতেছে, অতএব কাল উঠিবে, এইরূপ বিশ্বাস করি, কারণ যে ঘটনা-পরম্পরা সংযোগে মৃত্যোদয় সংঘটিত হয়, উক্ত ঘটনা-পরম্পরা বিদ্যমান আছে বলিয়াই মৃত্যোদয় ঘটবে।

উপরোক্ত প্রস্তাব হইতে দৃষ্ট হইবে যে ব্যাপ্তি অমর্যানের প্রয়োজনীয় অঙ্গ নহে। অতীত বা বর্তমান সময়ে ঘটতেছে, অতএব ভবিষ্যৎকালে ঘটবে, গুরু কালের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাৎশ সিদ্ধান্ত নির্দোষ নহে। ঐদৃশ অমর্যমান ব্যাপ্তিরূপ নির্দেশ করে না।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে স্বাভাবিক নিয়মের অব্যক্তিকারিত্ব (Uniformity of Nature) ব্যাপ্তিমূলক বুদ্ধির ভিত্তি। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমহীনতা কিরূপ এবং স্বাভাবিক নিয়মাবলী (Laws of Nature) কাকে বলে, এতদ্বিষয় জ্ঞাত হইলে উক্ত অমর্যমানের স্বরূপোপলব্ধি হইবে।

স্বভাবের অব্যক্তিকারিত্ব সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ যে, স্বভাবে বাহ্য একবার ঘটয়াছে, তাহাই পর্যায়ক্রমে ঘটতেছে। কিন্তু স্বভাব প্রকৃতপক্ষে কুলালচক্রের মত বৈচিত্র্যহীন বস্তু নহে। এক বৎসর ঠিক পরবর্তী বৎসরের অনুরূপ নহে; এ বৎসর সে যে দিন কোন ঘটনা হইয়াছে পর বৎসর সেই দিনে সেই-রূপ ঘটনা ঘটবে, এরূপ কোন স্বভাবনির্দিষ্ট নিয়ম নাই। তবে স্বাভাবিক কতকগুলি ঘটনা একবারে নিয়মবিশীনও নহে; রাত্রি, দিন, ঋতু ও সংবৎসর পর্যায়ক্রমে আসিতেছে এবং বাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে বৈচিত্র্যের সহিত নিয়মের সংমিশ্রণই প্রকৃতির স্বরূপ। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের মধ্যে অমর্যমানের উপাদান স্বরূপ ব্যতিক্রমরাহিত্য (Uniformity) নির্দ্বিগ্ন করিতে হইবে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর স্বরূপ কি প্রকার হই একটি সদোষ অমর্যমান দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইবে। অস্বাভাবিক অর্জনতাবী পূর্বে আক্ৰিকাবাসীরা মনে করিত মনুষ্য মাঝেই কৃষ্ণবর্ণ, কারণ তাহারা কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত

অন্ত কোন বর্ণের মনুষ্য তখনও পর্যন্ত দেখে নাই। তাহাদের নিকট এরূপ অভিজ্ঞতার অবাধিতারিত্ব থাকিলেও সিদ্ধান্তটি নির্দোষ বলা যায় না, কারণ মনুষ্যমাঝেই কৃষ্ণবর্ণ নহে, অনেকেরই নরনগোচর হইতেছে। সেইজন্য বুদ্ধিতে হইবে যে সিদ্ধান্তটি যথাযথ প্রতিপন্ন করা হয় নাই। কিছুদিন পূর্বে যুরোপীয়েরা ভাবিতেন, হংসমাঝেই খেতবর্ণ, অস্তবর্ণবিশিষ্ট হংস কখন তাঁহাদের নরনগোচর হয় নাই। সিদ্ধান্তটি তাঁহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হইলেও, পরবর্তী ঘটনা দ্বারা অর্থাৎ অস্তবর্ণ বর্ণবিশিষ্ট হংসের অস্তিত্ব দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, যে সিদ্ধান্তটি নির্দোষ নহে। কিন্তু যদি বলা যায় যে এমন একজাতীয় লোক আছে, যাহাদের মস্তক কৃষ্ণদেশের নিম্নে অবস্থিত, তাহা হইলে কথাটি অসম্ভব ও অবিদ্যাত বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অবিদ্যাস নিত্যই মুক্তিহীন নহে। কারণ সংসারে বর্ণবৈচিত্র্য এত অধিক, যে তাহাতে অমর্যমানের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে না, কৃষ্ণবর্ণ স্থলে খেতবর্ণ হওয়া তত বিস্ময়কর নহে। কিন্তু মস্তকটি কৃষ্ণদেশের নিম্নদেশে ব্যবস্থিত হওয়া একরূপ অসম্ভব; কারণ বর্ণবৈচিত্র্য অপেক্ষা এতাদৃশ আকৃতিগত বৈচিত্র্য বিরল এবং শারীরবিজ্ঞান (Physiology) নিয়মাবলীও উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করে না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কোন স্থলে একটী বিষয় হইতেই আমরা নির্দোষ অমর্যমানে উপনীত হইতে পারি, অপরস্থলে বহু অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ হইলেও অমর্যমানটি যথাযথ গ্রহণ করা যায় না। উক্ত অমর্যমানের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করিতে পারিলে বিষয়টির মীমাংসার উপস্থিত হওয়া বাইবে।

স্বভাবের ব্যতিক্রমরাহিত্য (Uniformity) বলিলে ব্যতিক্রমরাহিত্য বলিয়া সাধারণ একটী নিয়ম বুঝায় না। স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারগুলি যে বিভিন্ন নিয়মবশে সাধিত হইতেছে, উক্ত নিয়ম-সমষ্টিই স্বভাবের ব্যতিক্রমরাহিত্য (The uniformity in question is not properly uniformity but uniformities, Vide Mill's, Logic, p. 206)। এইরূপ নিয়মগুলির (Uniformities) যে গুলিকে অস্ত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যে নিয়মগুলি অত্যন্ত সাধারণ এবং যে নিয়মগুলি স্বীকার করিলে অস্ত নিয়মগুলি প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এরূপ নিয়মগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী (Laws of Nature) কহে। (Mill's Logic)। জ্যোতির্বিদ কেপলার (Kepler) গ্রহগণের গতি পর্যবেক্ষণ সময়ে তিনটী নিয়মের অবতারণা করেন, ঐ তিনটী নিয়ম (Kepler's Laws), তৎকালে মূল (Ultimate) নিয়ম বলিয়া গণ্য হওয়ার প্রাকৃতিক মূল নিয়ম (Laws of Nature)

বলিয়া গৃহীত হয়; তৎপরে গবেষণার পর স্থিরীকৃত হয় যে এই তিনটি নিয়ম প্রাকৃতিক আদিম নিয়ম নহে, পণ্ডিত নিয়মের (Laws of Motion) অন্তর্গত নিয়মত্রয় মাত্র।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; কার্যকারণ সত্ত্ব (The Law of Causation) ও সমাবস্থান-সত্ত্ব (The Law of Co-existence)। মিল্ তৃতীয় ইওক্টিভ লজিকের ত্রিভিাগ কার্যকারণমূলক নিয়মের (The Laws of Causation) উপর সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ (Empirical or Experimental School) কার্যকারণ জ্ঞানকে সাধারণতঃ পৌরীপৰ্য্য মতবাদ (Succession Theory) বলেন। অজ্ঞেয়বাদী হিউম্ (David Hume) কর্তৃক এই মত প্রবর্তিত হইয়াছে। হিউম্ বলেন, আমাদের কার্যকারণজ্ঞান পৌরীপৰ্য্যজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ববর্তী ঘটনা (Antecedent, event or cause) পরবর্তী ঘটনার (Consequent or effect) সূচনা করিয়া দেয় মাত্র, তৎকালীন কারণ কিরূপে ক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহা জানিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এই সকল পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির মধ্যে কোনটি প্রকৃত কারণ (Real cause) তন্নির্দেশ হলে মিল্ বলিয়াছেন যে অব্যক্তিচাৰী অনন্তসাপেক্ষ (Not conditioned by others) পূর্ববর্তী ঘটনাই কারণ-পদবাচ্য (Cause may be defined to be the antecedent, or the concurrence of antecedents, on which the effect is invariably and unconditionally consequent)। পূর্ববর্তী ঘটনা সকলের মধ্যে একটি ঘটনাই কারণ হইবে এরূপ নহে, দুই তিনটি ঘটনার সহযোগে ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, সকলের সমষ্টিকে (Collective) কারণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, কোনটিকে বাদ দিলে চলিবে না। বস্তুকের শব্দের কারণ বস্তুকনিহিত বাক্য, অগ্নিসংযোগ, বস্তুক এবং এই সকলের সংযোগস্বৰ্গী কোন একটি নহে, কিন্তু এই সকলের একত্র সংযোগ। এইরূপ কার্যকারণসত্ত্ব হলে প্রকৃত ব্যাপ্তিমূলক অনুমানক্রিয়া সাধিত হয়। একটি কার্যকারণ সত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিলে, সেই হলে অনুমান নির্দোষ হইবে, কারণ কার্যকারণসত্ত্ব অব্যক্তিচাৰী।

কোন ঘটনার কারণ নির্দেশ করিতে হইলে কিরূপে পূর্ববর্তী অব্যক্তির ঘটনা সকল বাদ দিয়া প্রকৃত কারণ নির্দেশ করা হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে চারিটি নিয়ম প্রণত হইয়াছে, এই তালিকে ব্যাপ্তিবিজ্ঞ (Canons of Inductive or four Experimental methods) বলে।

এই সকলের বিশেষ বিবরণ দিতে হইলে অনেক কথা

বলিতে হয়। তর্কশাস্ত্রের আভাস দিতে বাইরা এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়াও অসম্ভব। সূত্ররূপে অনুমান অংশের বৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। অতঃপর তর্কশাস্ত্রে অপর কি কি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে—উল্লেখ মাত্র করা যাইবে।

ব্যাপ্তির সূত্র চারিটি—(১) সামান্তসম্বন্ধনির্দেশপ্রণালী (Method of agreement), (২) পার্থক্যসম্বন্ধনির্দেশপ্রণালী (Method of difference), (৩) কার্যকারণের সাহচর্য্য সত্ত্বক নির্দেশপ্রণালী (Method of concomitant variation), (৪) এবং অবশিষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধনির্ণয়প্রণালী (Method of Residues)। (Mill's Logic সূত্র)।

তর্কশাস্ত্রে সন্নিবিষ্ট অস্ত্রাঙ্গ বিষয়ের মধ্যে, অনুপপত্তিসিদ্ধান্ত-প্রণালী (The theory of Hypothesis), সম্ভাব্য-যুক্তি (Calculation of chance), সাদৃশ্যজ্ঞান (Analogy) কিরূপে অনুমানের সহায়তা করে তাবিষয়, কার্যকারণজ্ঞানের প্রমাণ—(Of the Evidence of the Law of Universal causation); সমাবস্থানমূলক নিয়মাবলী, এবং এই সকল নিয়মের কার্যকারণজ্ঞানের উপর অনির্ভরত্ব (Of Uniformities of Co-existence not dependent on causation); প্রকৃতির অব্যক্তির নিয়মাবলী প্রকৃতির উল্লেখ আছে। তৎপরে ব্যাপ্তিমূলক অনুমান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তৎসমূহের উল্লেখ আছে। ঘটনাবলীর বর্ণনা বর্ণন (Observation and Description), দার্শনিক ভাষার আবশ্যিকতা, এবং তৎপ্রতি কি কি প্রয়োজন (Requisites of a Philosophical Language), শ্রেণীবিভাগের আবশ্যিকতা এবং ভৎপ্রণালী (Classification as subsidiary to Induction) প্রকৃতির উল্লেখ আছে।

তৎপরে হেতুভাঙ্গ (Fallacies) আলোচিত হইয়াছে। হেতুভাঙ্গের স্বরূপ কি, কত প্রকারের হেতুভাঙ্গ আছে (Classification of fallacies); সামান্তজ্ঞানমূলক হেতুভাঙ্গ (Fallacies of simple inspection); অভিজ্ঞতামূলক হেতুভাঙ্গ (Fallacies of Observation) সামান্তভেদে হেতুভাঙ্গ (Fallacies of generalisation), নিগমনমূলক হেতুভাঙ্গ (Fallacies of Ratiocination) অস্পষ্ট জ্ঞানমূলক হেতুভাঙ্গ (Fallacies of Confusion) ইত্যাদি। (Mill's Logic, on fallacies প্রবৃত্ত)।

তৎপরে জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়মাবলীর প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব নীতিবিজ্ঞান (Moral Science) সমাজ-বিজ্ঞান (Social Science) প্রকৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রালালোচনা কিরূপে জ্ঞানবিজ্ঞান পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছে তাহার আলোচনা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট

আছে। সেই জন্য উক্ত দার্শনিকগণ চারিটা পন্থা বা পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন—প্রত্যক্ষভিত্তিক পন্থা (Chemical or experimental method), গণিতবিজ্ঞানমূলক পন্থা (Geometrical or Abstract method), বিষয়মূলক নিগমনপ্রণালী (Concrete Deductive method or physical method), বিপরীতনিগমনপ্রণালী (Inverse deductive method) ইত্যাদি।*

৭. বুদ্ধিদান দৃষ্টান্তবিশেষ। যে সকল দৃষ্টান্তে নানা প্রকার বুদ্ধি প্রদর্শিত হয়, তাহাকে জ্ঞার কহে। এই জ্ঞার বহুবিধ। ইহাকে লৌকিক জ্ঞার কহে। এই লৌকিক জ্ঞারের মধ্যে কতকগুলির নাম লক্ষণ ও প্রমাণ লিখিত হইতেছে।

૧ । અક્ષારૂપાનીવશ્ચાયઃ ।

অজ্ঞা হাণ্ড ও কুপাণ্ড অন্তর্বিষয়ে, তত্ত্ব স্তায়। অজ্ঞাপনকালীন হঠাৎ কুপাণ্ড পড়লে এই ক্ষাণ্ড হয়। থাকে, অর্থাৎ কুপাণ্ড উৎপন্ন ছিল, এমন সময় এককালী হাণ্ড আসিতোহিল, বৈবক্ষ্যে এই কুপাণ্ড হাণ্ডের গলবেশে পড়িত হইল, তাহাতে হাণ্ড কাটা পড়িল, বৈবক্ষ্যে হাণ্ডে কুপাণ্ড পড়ন হইল বলিয়া ইহাকে অজ্ঞাকুপাণ্ডি স্তায় করে। যেহেলে বৈবক্ষ্যে কোন বিপত্তি উপস্থিত হয়। অন্তর্বিষয় হইত হয়, তাহাতে এই ক্ষাণ্ডের দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

२ । अज्ञातः प्रनामोऽकीर्तनशायः ।

অজ্ঞাতপুত্র, বাহার পুত্র হয় নাই, তাহার পুত্রের নামকরণ, তৎপুত্র-
জ্ঞার। বাহার পুত্র হয় নাই তৎপুত্রের নামকরণ হইতে পারে না, অতএব
অজ্ঞাতপুত্র নামকরণ বেদন লঙ্ঘনকারী আশাশ্রিত। সেইরূপে লোক-
বেশুলে আশার বশীভূত হইয়া নামাক্রম করিয়া করিতে থাকে, সেই স্থলে
এই ভায়ের দৃষ্টান্ত হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য এই, ভাবিকার্য নির্দেশ
স্থলেই এই ভায়ের উপাধরণ সেধণা বাইতে পারে।

৩। 'অধিকঙ্ক প্রবিষ্টঃ ন চ তদানিঃ' ইতি শ্রায়াঃ ।

যে হুলে অধিক প্রাণি হইলে তার হানি হয় না, সেই হুলে এই তার হইনা থাকে, যেহন লৌকিক প্রাণ আছে 'অধিকতম দোষাণ' অধিক হইলে দোষাবহ নাহে, এইরূপ হুলেই এই জারের উদাহরণ দেখয়া বাইতে পারে। যেহন একটা পুষ্কার দশহাজার অপ করিতে হইবে, কিন্তু সেই হুলে ১২ হাজার অপ হইয়াছে, সেই হুলে এই তার অমুসারে তাহা দোষা বহ হইবে না।

৪। অধারোপস্তারঃ ।

অবস্থাতে বস্তুর আয়তনকে অধ্যারোপন কহে, তদ্ব্যবসায় ন্যায়। সেদৃশ্যে
যন্তে সন্নিধানব, অস্বর ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু। ব্রহ্মাতিবিক্ত সকল পরাধেই
অবস্থ, ব্রহ্মে বিধাতৃত এই অগন্তের আরোপনকার অধ্যারোপন হইয়াছে।
যেসম রম্ভতে সর্গের ও শুভিকার রম্ভতের আরোপন, বেলগ রম্ভ ও শুভিকের

* বাহ্যিক পাকাতা তর্কবাহ্যের নিম্ন বর্ণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন,
 তাহাদের এই পুস্তকগুলি গ্রহণ—*Gröte's Aristotle, Hamilton's
 Logic, Mansel's Logic, Bain's Logic, Venn's Empirical Logic,
 Venn's Logic of chance, Bosanquet's Logic, Bradley's
 Logic, Fowler's Logic, Jevons, & Whately's Logic &c.*

বাণার্থ-জ্ঞান হইল শিখাযুক্ত সর্পের জ্ঞান তিরোহিত হই, তরুণ ব্রহ্মের বরণ আসিতে পারিলে শিখাযুক্ত সর্পের জ্ঞান বিমূর্তিত হয়। যে বজ্রাবরণও ব্রহ্মে সঞ্চারের হ্রাতি হইতেছিল, সেই অজ্ঞানের বিমূর্তি হইলে সঞ্চার শিখা জ্ঞানেরও বিমূর্তি হইয়া থাকে। যেহেতু কোন বস্তুতে অবস্থার আরোপ হইবে, সেইহেতু এই ব্যায়ের উদ্বাহরণ দেওয়া হইতে পারে। যেসকলসঙ্গে এই ব্যায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। অনারম্ভেহপি পরগৃহে সুখী সৰ্গবৎ ।

পূহাৰি নিৰ্ণাণ না কৰিহা সৰ্গেৰ বাহা পৰপূৰ্ণে জুখী হওৱা নাই। ইন্সুৱেৰা বহুকে পূহাৰি নিৰ্ণাণ কৰে, কিন্তু সৰ্প তাহাতে গ্ৰেণে কৰিহা হুখে বাস কৰে, ইহাৰ উদ্দেশ্য এই যে, সুদুৰ্ ব্যক্তি বাগান পূহাৰিৰ আভাষ কৰিবেন না।

৬। অক্ষকপপতনভায়ঃ ।

অজের সুপ-পণ্ড, তথ্যবাক্য ভাষা। কোন অর্থ সাধু কর্তৃক উপস্থি
হইয়া পথে বাইতেছিল, কিন্তু নিরন্তর বাইরাই এ অর্থ একত্রী কুপে
পতিত হইল। অর্থ সাধুর উপদেশ লইয়া চলিতেছিল সত্য, কিন্তু অজ্ঞতা-
বশতঃ সেই উপদেশ অনুসারে চলিতে না পারিয়া অগ্ণে বাইরা কুপে
পতিত হইয়াছিল। বোম্বাইশাস্ত্রে বর্ণনাপ্রদীপ হইয়াছে, কিন্তু আত্মা
বিবাক্য হইয়া পান্থমিহিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া সুপপতনের ভাষা
নয়ক পতিত হইতেছি। ইহার তাৎপৰ্য্য, সাধু বসিও প্রকৃতপথ নির্দেশ
করিয়াছিল, কিন্তু তাহার অজ্ঞক পথ দেখান ভাল হয় নাই এবং অজ্ঞেরও
সেই কথা শুনিয়া যাওয়া বিবাক্য নহে। সাধু অর্থবিক্রয়ীকে উপদেশ দিয়া-
ছিলেন, তাহার ফল হিত না হইয়া অহিত হইল। যদি তিনি অজ্ঞকে
উপদেশ না দিয়া চক্ৰবাক্যকে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে, তাহার উপদেশ
সফল হইত। এইরূপ অজ্ঞবিক্রয়ীই সহুপদেশ দেখেও অগ্ণে বাইরা
পতিত হইয়া থাকে। অজ্ঞকে সহুপদেশ দেখেও সাধুর কর্তব্য নহে এবং
বিলেও তাহাতে ফল হয় না।

୧ । ଅକ୍ଷଗଣକ୍ରମଃ ।

অকর্তৃক বিধারিত গজ অর্থাৎ হস্তী, তত্ত্বা ন্যায়। কতকগুলি
স্বাদ্যাদিপুঙ্খ একজন চন্দ্রাসনের নিকট বাইরা বলিয়াছিল, হস্তী কিজন,
তাঁহার বরণ আদ্যাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া রাখাইসে আমরা ভুতর্পা
হইব। সেই যাকি গজপালার তাহারিগকে লইয়া বাইরা হস্তীর এক
একটা অঘরণ শর্প করাইয়া বলিল এই হস্তী, তাহারো প্রত্যেকে হস্তীর এক
একটা অঘরণ শর্প করিল, তাহাদের মধ্যে যে যে অঘরণ শর্প করিয়াছিল,
তাহারো তাহাকেই হস্তী বলিয়া ব্লি় করিল। অজ্ঞ সকল এইরূপে
হস্তীর বরণ নির্ণয় করিয়া গুহে প্রত্যাপ্ত হইল। একলা তাহাদের মধ্যে
হস্তীর বরণ লইয়া পরশুদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ার যে পার
শর্প করিয়াছিল সে বলিল হস্তী তুতাকার, যে শুভ শর্প করিয়াছিল সে
বলিল হস্তী সর্পাকার, যে উদর শর্প করিয়াছিল, সে বলিল হস্তী ঢাকের
মত, পুঙ্খশর্পকারী কহিল হস্তী গোলাভুলের মত, যে কণ শর্প করিয়া-
ছিল, সে কহিল হস্তী হুলার মত, ইত্যাদিরূপে তাহারো পরশুদে বিবাদ
করিতে লাগিল। এইরূপ বাহারো ঈশ্বরের বরণ অবগত নহে, অথচ
তাহারো অজ্ঞ হস্তিজনের মায় সানান্যজ্ঞানে ঈশ্বরনির্ণয় করিতে বাইরা
পরশুদে বিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই বরণনির্ণয় করিতে সমর্থ
হন না। ইহাই এই ন্যায়ের দৃষ্টান্ত।

৮। অজগোলালুলভ্যঃ।

অজগর্ভক গৃহীত গোলালুল। তথ্যবরক ন্যায়। একজন অজ আপনার কোন আয়ের বাণী বাইতছিল, অজতাবশতঃ মহারণ্যে পতিত হইয়া ধীনভাবে বাসরাছিল, কোন দুষ্টমতি তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাই, তুমি কোথায় বাইবে। অজ তাহাকে নিজ মনোরথ জ্ঞাপন করিলে দুষ্টমতি ঐ অজের মনোরথ জানিতে পারিয়া মজা দেখবার জন্য তাহাকে বলিল, ইহার জন্য তোমার আর তাবনা কি? তোমাকে আমি একটা গাভী আনিয়া দিতেছি, তুমি এই গাভীর লালুল ধরিয়া গমন কর, তাহা হইলে এই গাভীই তোমাকে নগরে পৌছিয়া দিবে। অজ দুষ্টমতির উপদেশানুসারে গোরুর লালুল ধরিল, ইহাতে গাভী উল্লসনে দৌড়াইতে লাগিল। অজ ধীর অতীতবেশ প্রাপ্ত হওয়ায় দূরে থাকুক, বরং নানা প্রকার বিপত্তি লাভ করিল। এই ন্যায়ের তাৎপৰ্য্য এই যে, পূর্ণের উপদেশ কথনও গ্রহণ করিবে না, পূর্ণের উপদেশ গ্রহণে এইরূপ বিপত্তি ঘটয়া থাকে। অজ গোলালুল ধরিয়া বিপন্ন হইয়াছিল বন্ধিয়া, ইহার অজগোলালুলন্যায় নাম হইয়াছে।

৯। অজচটকস্ত্যঃ।

অজগর্ভক গৃহীত চটক, তত্ত্বা ন্যায়। একদা একটা চটক (চটুই গাণী) বৈবাৎ অজের গুহে পতিত হইয়াছিল, অজ তাহাকে ধরিয়া ছিল, ইহাতে অজ চড়াই ধরিয়াছে, এইরূপ একট প্রবাদ হইল। যদি হঠাৎ কোন অতীত বস্তুর লাভ হয়, তাহা হইলে সেইস্থলে এই ন্যায়ের উদাহরণ হইতে পারে। 'অজাকুপালীর ন্যায়ের সহিত এই ন্যায়ের ভেদ এই যে, যে স্থলে হঠাৎ অসিদ্ধ হইবে, সেই স্থলে 'অজাকুপালীর ন্যায়, এবং হঠাৎ অতীতলাভে অজচটক ন্যায় হইবে।

১০। অজপরাপরাস্ত্যঃ।

অজপরাপরা—অজগর্ভক—তত্ত্বা ন্যায়। একজন অজ আর একজন অজকে উপদেশ দিল, ঐ অজ আর একজনকে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিল, অজপরাপরা প্রদত্ত উপদেশ বৈরাগ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হয় না, তত্রূপ অজের উপদেশসমূহও প্রমাণ বলিয়া কথিত হয় না।

অনাবিধ—প্রাণীবদ্ধ অজদের মধ্যে যদি এক অজ গর্ভে পড়ে, তবে সকলেই জড়াজড়ি করিয়া তাহাতে পড়ে, কেহ বিশেষ বিবেচনা করেন না।

১১। অজন্তেবাঙ্কলয়ন্ত বিনিপাতঃ পদে পদে ইতি স্ত্যঃ।

অজন্ত অজের পদে পদে বিপত্তি ঘটয়া থাকে, একজন অজ আর এক অজের যদি অবলম্বন হয়, তাহা হইলে প্রতিপদে বিপত্তি ঘটয়া থাকে। যে স্থলে উভয়েরই বিপন্ন হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১২। অজপজ্জন্ত্যঃ।

অজ ও পজ্জন্ত্বা ন্যায়। এক ব্যক্তি অজ দমননামধারী, আর এক ব্যক্তি বোড়া চলনশক্তিহীন। এই দুইজনের মধ্যে একজনে কোন কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু যদি পরস্পরে মিলিত হয়, তাহা হইলে অনায়াসে সকল কার্য্যই করিতে পারে। দুইজনের পার্থক্যে কোন কার্য্যই সমাপন হয় না। কিন্তু পজ্জ যদি অজের সঙ্গে আরোহণ করে, তাহা হইলে এই উভয়ের সংযোগে কার্য্য সকল সাধিত হইতে পারে। সাংখ্যদশনে এই ন্যায়ের উদাহরণ এইরূপ লিখিত আছে—

প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে সৃষ্টি হইয়া থাকে, প্রকৃতি জড়। তাহার নিজে

কোন কার্য্য করিবার শক্তি নাই, তিনি পুরুষসংযোগে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, পুরুষ বসন প্রকৃতি হইতে পৃথক হয়, তখন আর সৃষ্টি হয় না। ইহার আরও একটা উপাখ্যান আছে। এক মহাপুরুষের কেত্রজ নামে এক পজ্জদাস ও প্রকৃতি নামে অজদাসী ছিল। মহাপুরুষ একদিন পজ্জদাসকে কহিলেন, আমি আমার সংসারের ভার তোমাকে দিলাম, অজ সময়ে অজদাসীকেও তরুণ আজ্ঞা দিলেন। পরে ধনভৃত্য প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইয়া আমি বোড়া কিপ্রকারে সংসারের কার্য্য নির্বাহ করিব, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল; অজদাসীও এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। এই সময় কাকতালীয় ন্যারে উভয়ের মিলন হওয়ার এবং পরস্পর পরস্পরের বিষয় অবগত হইয়া দুইজনে যুক্তি করিল। তখন পজ্জদাস অজদাসীর সঙ্গে আরোহণ করিয়া পরস্পরের সাহায্যে প্রভুর আজ্ঞানুসারে মহাপুরুষের সংসারের সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল।

১৩। অপবাদস্ত্যঃ।

অপবাদ তত্ত্বা ন্যায়। যেরূপ রজ্জ্ববিবর্ত সূর্ণের অর্থাৎ রজ্জুতে সূর্ণ জন্ম হইলে পশ্চাদ্ অমনাশে সূর্ণজ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া কেবল রজ্জু-মাত্র থাকে, তরুণ বস্ত্তবিবর্ত অবস্ত্তর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্ত্ততে অজ্ঞানাদি অড়প্রপঞ্চ যে জন্ম তাহার নাশ হইলে পশ্চাদ্ ব্রহ্মমাত্রের অব-স্থিতি হয়, ইহাকেই অপবাদ ন্যায় কহে। "অপবাদো নাম রজ্জ্ববিবর্তত সূর্ণত রজ্জুমাত্রত্বং, বস্ত্তবিবর্তত অবস্ত্তনঃ অজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চত বস্ত্তমাত্রত্বম্।" (বেদান্তসার)

বেদান্তসারে এই ন্যায়ের উক্তরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ন্যায়ের তাৎপৰ্য্য এইরূপ, অধিকরণে আন্তরূপে প্রতীয়মান বস্ত্তর যথা—হাণ্ডিতে আন্তরূপে প্রতীয়মান পুরুষের হাণ্ডিদি আন্তরীক্ হাণ্ডি। যে অভাব নিস্কর তাহার নাম অপবাদ। ইহা আরও একটু বিস্তৃতরূপে বলা বাইতেছে, এক প্রকার বস্ত্ত অন্যপ্রকার হইলে তাহা বিবর্ত। দুই দধি হয়, ইহা দুইয়ের বিকার জানিতে হইবে, রজ্জ্ব সূর্ণাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে। এই দৃষ্ট জগৎ ইন্দ্রজাল সমূহ, তাৎক্ষিক সম্বাদন্য অর্থাৎ মিথ্যা। ব্রহ্মে জগৎরূপে অভাব নিস্করই অপবাদ। বাস্তবিক জগৎ সত্য নহে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্মে প্রতীত যে এই জগৎ তাহার অভাব-নিস্কর অর্থাৎ বাধ, ইহা তিন প্রকারে বিদূরিত হয়। যথা—জ্যোত, যৌক্তিক ও প্রত্যক্ষ। 'নেতি নেতি' মানসি কিংবা ইহা নহে, ইহা নহে তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই ইত্যাদি প্রকৃতিতে কথিত হইয়াছে ইহাকে জ্যোতবাধ কহে। জনকাদির অভাবে যেরূপ কটকাদির অভাব বোধ হয়, সেইরূপ নিষিদ্ধকারণ ব্রহ্মাতিরিক্তে নিষিদ্ধ-প্রপঞ্চের অভাব হইয়া থাকে, ইহা যৌক্তিক বাধ এবং রজ্জুতে সূর্ণ জন্ম হইলে ইহা রজ্জ্ব নহে সূর্ণ, এইরূপ উপদেশ সহকারে জন্ম তিরোহিত হইয়া রজ্জ্বজ্ঞান বিদূরিত হয়, তরুণ তত্ত্বময়াদি বাক্যজনিত আমি চেতন্যবরূপ এইরূপ বোধ হইলে প্রত্যক্ষরূপে ব্রহ্মান্বিত হয়, ইহাকে প্রত্যক্ষবাধ কহে।

১৪। অপরাভুছারস্ত্যঃ।

অপরাভুছারী ন্যায়। তত্ত্বা ন্যায়। যত দিশাবসান হয়, ততই ছায়া বড় হইতে থাকে। এইরূপ সাংখ্যদশনের ভালবাসা বস্ত্ত শেষ হয়, ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

১৫। অপসারিতামিত্ত্বলভ্যঃ।

তুতল হইতে যদি অপসারিত হইলেও বেরণ কিংবদন্ত তুতলে যদি উদ্ধাপ থাকে, তরুণ ধনী ধন হইতে বিচ্যুত হইলে কিংবদন্ত তাহার পলোয়া থাকে।

১৬। অপস্থানং তু গচ্ছন্তঃ সোদরোহপি বিমুক্তিঃ, ইতি ন্যায়ঃ।

সহোদরও যদি অন্যায় স্থানে গমন করে, তাহা হইলে সহোদরও তাহাকে পরিত্যাগ করে, এই ন্যায়ের তাৎপর্য এই যে, অন্যায়চারী আত্মীয়কেও পরিত্যাগ বিধেয়।

১৭। অরণ্যরোদনন্যায়ঃ।

অরণ্যে রোদন, তত্ত্বা ন্যায়। অরণ্যে বসিয়া রোদন করিলে যেমন কোন ফল হয় না, তরুণ নিখলকার্য্যে এই ন্যায়ের উদাহরণ দেওয়া বাইতে পারে, যে কার্য্যে কোন ফল নাই, সেই কার্য্য পরিত্যাগই বিধেয়।

১৮। অর্কমধুন্যায়ঃ।

অর্কে মধুলাভ, তত্ত্বা ন্যায়। অর্কে অর্থাৎ অর্কবৃক্ষে যদি মধুলাভ হয়, তাহা হইলে পর্কতে বাওরা নিশ্চয়োজন। অর্কে ইহার পাঠান্তর অর্কে এইরূপও আছে, 'অর্কে' অর্থাৎ ঘরের কোণে মধু পাওয়া গেলে দূরদেশে বাওরা নিশ্চয়োজন। সহজ কার্য্য সিদ্ধি হইলে বহু আয়াসের আবশ্যকতা কি?

"অর্কে (ক) চেদ্যু বিমুক্ত কিমর্থঃ পর্কতঃ ব্রহ্মণঃ।

দৃষ্টান্তঃ সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ বস্ত্রমাচরেৎ?" (তত্ত্বকৌমুদী)

অন্নাসাদাণ্য কাথ্য পিত্তেরা কখনও বস্ত্র করেন না। চলিত প্রবাদ আছে যে, 'মসা মারিতে কামান সন্ধ্যা' এই হলে এই ন্যায়ের বিবরণ হইতে পারে।

১৯। অর্জরতীরন্যায়ঃ।

অর্জরতীর—তত্ত্বা ন্যায়। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুঃখবহা পড়িয়া আপনার একটা পোকে প্রতিহাতে বিক্রয়ের জন্য লইয়া যাইত। ক্রেতৃগণ পোকের বয়স জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিতেন, এই গাভী অতি প্রাচীন। ক্রেতার এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া যাইত। ব্রাহ্মণ প্রতিহাতেই পোক লইয়া যান, কিন্তু ক্রেতার তাহার এই কথা শুনিয়া চলিয়া যায়, স্ততরাং বিক্রয় হয় না। একবা এক ব্রাহ্মণ গোবানীকে আসিয়া বলিল, মহাশয় আপনি প্রতিহাতে গাভীটি লইয়া আসেন ও লইয়া যান, বিক্রয় করেন না কেন, তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিল, মনুষ্যের যেরূপ বয়স অধিক হইলে প্রাচীন জানিয়া তাহাকে অধিক দিয়া গ্রহণ করে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি এই গাভীকে অতি প্রাচীন বলিয়া নির্দেশ করার কেইই চেষ্টা করেন না। স্ততরাং আমি কিরিয়ি লইয়া যাই। ব্রাহ্মণ তাহার এই মনোভাব জানিতে পারিয়া কহিল, আপনি আর এই গাভীকে প্রাচীন বলিয়া কহিবেন না, বরং বলিবেন এক বিয়ানের গাই, অনেক দুঃখ ঘের এহ কথা বলিলেই বিক্রয় হইবে।

ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন, উভ্যকে পূর্বে আমি বৃদ্ধা বলিয়াছি, এখন কি করিয়া তরুণা লভ্য নির্দেশ করিব। ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে এই যোগ উদ্ভাবন করিয়া নিজেই স্থির করিলেন যে, এই গো আশ্বাসে আত্ম পুরাণ পুরাণ, জরতী, শরীরে তরুণী হইতে পারে, অতএব এই গাভীকে অর্জরতী নির্দেশ করিতে পারি। ব্রাহ্মণ এইরূপ

তদ্বিচার স্থির করিলে পর, এক ক্রেতা উপস্থিত হইয়া গাভীর বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিলেন, আবার এই গাভী অর্ক জরতী ও অর্কতরুণী। ক্রেতা ব্রাহ্মণকে বিবরানভিক স্থির করিয়া গাভীক্রয় করিয়া লইয়া গেল। যে হলে গাভী ও প্রতিবাসিন্যের মত ক্ষিত্ব গ্রহণ করা এবং ক্ষিত্ব গ্রহণ না করা হয়, সেই হলে এই ন্যায়ের উদাহরণ হইবে।

২০। অর্কঃ ভাজতি পতিভো ভ্রায়ঃ।

পতিত ব্যক্তি অর্ধেক পরিত্যাগ করে, তত্ত্বা ন্যায়। যদি সকল বস্তু নাপের সম্ভাবনা হয় এবং সেই হলে অর্ধেক পরিত্যাগ করিলে বাকি বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়, তাহা হইলে পতিতগণ তাহাই করিয়া থাকেন, সকল বস্তুই জন্য বস্ত্রবান্ হন না।

"সর্বদাপে সনুৎপরে অর্কঃ ভাজতি পতিভোঃ" (চাণক্য)

২১। অশোকবিনিকান্ত্যায়ঃ।

অশোক বিনিক, অশোকবনগমন, তত্ত্বা ন্যায়। অশোকবনে গমন করিলে বেরণ বখাতিসহিত হারা ও সৌরভ লাভে অন্যত্র গমনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তরুণ বশেষ্ট প্রাপ্ত হইলে অন্যস্থলে আর গমনের অভিলাষ হয় না, এইরূপ হলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

২২। অশ্বলোষ্ট্রন্যায়ঃ।

অশ্ব প্রস্তর, লোষ্ট্র টেলা তত্ত্বা ন্যায়। তুলা অশোক লোষ্ট্র কটিন এবং লোষ্ট্র অপেক্ষা প্রস্তর আরও কটিন, যে হলে যদ্যপেক্ষা বাহার বৈধম্য থাকিলে, সেই হলেই এই ন্যায়। অশ্ব ও লোষ্ট্র, অশ্ব হইতে লোষ্ট্রের বিষম-তাই এই ন্যায়ের উদেহ। যে হলে যদ্যপেক্ষা বে লগু, তদ্বয় বশিত হইলে, তথায় 'পাষাণেষ্টকন্যায়' হইবে। পাষাণ হইতে ইষ্টক লগু, অতএব যে হলে যে লগু তরুদেহ হইলে অশ্বলোষ্ট্র ন্যায় না হইয়া পাষাণেষ্টক ন্যায় হইবে, অশ্বলোষ্ট্রন্যায় বৈবম্য বলাই প্রধান।

২৩। অসাধারণ্যেণ ব্যাপদেশা ভবতীতি ন্যায়ঃ।

অসাধারণ্যে ব্যাপদেশ হয়, তত্ত্বা ন্যায়। ব্যা—সোতন প্রাপ্ত ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থ নির্ণীত হইয়াছে, যদিও এই বর্ণনের যোড়শ পদার্থ নিরূপণই প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা হইলেও ইহাতে প্রমাণ বিশেষরূপে দর্শিত হইয়াছে বলিয়া যোড়শপদার্থের মধ্যে অন্য কাহারও নাম না হইয়া ন্যায়দর্শন, এই নামই হইয়াছে, অন্য সকল পদার্থ অপ্রাণ্যরূপে কথিত হইয়াছে। এইরূপে যেখানে প্রাণ্যরূপে নির্দেশ হইবে এই হলে এই ন্যায় হইবে।

২৪। অসাধনানুভূতিভংগং বন্ধায় ভ্রততবৎ।

বান্ধা মুক্তির অসাধক বা অসুগম্যবোধী, তাহার চেতা করিলে ভ্রতের ন্যায় হইতে হয়। ভ্রতর রাক্ষা মুক্তপ্রায় হইয়াও হরিণের চিত্তায় আকৃষ্ট হইয়া মুক্ত হইতে পারেন নাই।

২৫। অসেহবীপন্যায়ঃ।

অসেহবীপ—তত্ত্বা ন্যায়। বেরণ সেহবীপীপ কণকাল মধ্যেই নির্দীপিত হয়, তরুণ যে হলে আত্ম অনিষ্ট হইবে, সেই হলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

২৬। অহিকুণ্ডলন্যায়ঃ।

অহিকুণ্ডল—সর্ববলয়, তত্ত্বা ন্যায়। সর্বদানের সুখলাভুতি দেখিলে

যেদগ্ন বাতাবিক, সেইরূপ যে স্থলে কোন বতাবসিদ্ধ বিষয়ের কথন হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

২৭। অহিনিকুলন্যায়ঃ।

অহি ও নকুল, তত্ত্বা ন্যায়। সাপ ও যেদী যেদগ্ন বাতাবিক দক্ষ এইরূপ যে স্থলে বাতাবিক বিষয়ের বিষয় বলা হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে, যথা—কাকোলুক।

২৮। অহিনিষদনীবৎ।

সর্প নির্দোষের ন্যায় স্নেহ করিবে না। সর্প নির্দোষ (খোলস) পরিত্যাগ করিয়াও সমভাঃপ্রভৃৎ স্থান ত্যাগ করে নাই। কোন আহি-তুণ্ডিক (দাপুড়ে) সেই নির্দোষের অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ছিল। আশ্রয়িকার উদ্দেশ্য কিছুতেই রেহ সমতা করিবে না এবং বহুকালোপ-জুতা একতিকে হেরজানে ত্যাগ করিবে।

২৯। আকাশাপরিচ্ছিন্নন্যায়ঃ।

আকাশ পেরুণ অপরিস্ফিট, তরুণ যে স্থলে অপরিস্ফিট বিষয় বর্ণিত হয় সেই স্থলে এই প্রায় হইয়া থাকে।

৩০। আদ্যবন্তে বা ইতি প্রায়ঃ।

এই কার্য প্রথমে অথবা শেষে করিবে, যে স্থলে এইরূপ কার্যের প্রথমে বা শেষে কার্য করিলে কার্যাসিদ্ধি হয়, সেই স্থলেই এই প্রায় হইয়া থাকে।

৩১। আভাগ্যকৃত্যায়ঃ।

লৌকিক প্রবাদ, তত্ত্বা ন্যায়। লোকপ্রসিদ্ধ কথনকে আভাগ্য কহে, যথা—এই গ্রামের অশুক বটগাছে তৃত আছে এইরূপ লোকপ্রবাদ আছে, এইরূপ জনপ্রবাদমূলক বিষয় যে স্থলে কথিত হয়, তথায় এই প্রায় হইয়া থাকে।

৩২। আশ্রয়ণকৃত্যায়ঃ।

আশ্রয়ণ, তত্ত্বা ন্যায়। একটা কাননে অনেক বৃক্ষ আছে, তাহার মধ্যে আশ্রয়ণই অধিক এবং অন্তান্ত বৃক্ষও আছে, কিন্তু ঐ আশ্রয়ণ অধিক থাকায় ঐ বনের আশ্রয়ণ সংজ্ঞা হইয়াছে। তরুণ প্রধানরূপে যে বিষয় বর্ণিত হইবে, এই প্রায়দ্বারা তাহারই নির্দেশ হইবে।

৩৩। আশ্রয়ণমিত্তি প্রায়ঃ।

যুতই একমাত্র আশ্রয়, অর্থাৎ যুত সেবনে আশ্রয়িত্তি হয়। এইরূপ যে স্থলে মঙ্গল হয়, তথিষ কথিত হইলে এই প্রায় হইয়া থাকে।

৩৪। ইমুক্যবরৈকচিত্ত সমাধিহানিঃ।

একত্র থাকিতে পারিলে ইমুক্যবর প্রায় সমাধিচ্যুত হইতে হয় না, ইমুক্যবর যেদগ্ন একত্রসময়ে সমীপবর্তী রাজ্যকে দেখিতে পার না, তরুণ সমাধিধ পুরুষও একত্রতা কালে জগৎ দেখিতে পার না।

৩৫। উৎপাটিতবস্ত্রনাগত্যায়ঃ।

উৎপাটিত বস্ত্র নাগ অর্থাৎ সর্প তত্ত্বা ন্যায়। যেদগ্ন সর্পের দস্ত ভাঙ্গিয়া যিলে তাহার আর কোন ক্ষমতা থাকে না, কেবল গর্জন থাকে। তরুণ বাহার কার্যে কোন ক্ষমতা নাই, অশচ গর্জন আছে এইরূপ স্থলে এই প্রায় হইয়া থাকে। চলিত প্রবাদও আছে যে, বেন গীত ভাঙ্গা সাপ। আরও লোকে বলে 'তোমার বিষবাত ভাঙ্গিয়াছি', অর্থাৎ তাহার আর কোন ক্ষমতা নাই।

৩৬। উদকনিমজ্জনপ্রায়ঃ।

জলে ডোবা, তত্ত্বা ন্যায়। উদক নিমজ্জন একপ্রকার বিদ্যা। পাণী পাপ করিয়াছে কি না তাহার সত্যতা এবং অসত্যতা জানিবার জন্য পাণীকে ডুবান হয় এবং তাহাকে বলা হইয়া থাকে তুমি জলে ডুবিয়া যাও, আমি এইস্থান হইতে পর নিষ্কপ করিলাম, সেই পর বস্ত্রকণ ফিরিয়া না আসে ততক্ষণ তুমি জলে ডুবিয়া থাকিবে, যদি কিরিয়া আসার মধ্যে তোমার কোন অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তুমি পাণী, কোন অবয়ব দেখা না বাইলে নির্দোষী স্থির হইবে। যে স্থলে সত্যাসত্য বিষয় কথিত হইবে, সেইস্থলে এই প্রায় হইয়া থাকে।

৩৭। উপবন্থ অপবন্থ ধর্মো বিকরোতি হি ধর্মিণমিতি প্রায়ঃ।

উপগত ও অপগত ধর্ম ধর্মীকে বিকৃত করে, তত্ত্বা ন্যায়। অর্থাৎ যে স্থলে ধর্মীর পূর্ণ ধর্ম অপগত হইলে অন্য ধর্মের উৎপত্তি হয়, তরুণ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৩৮। উপবাসাদয়ং ভৈক্ষ্যমিতি প্রায়ঃ।

উপবাস হইতে ভিক্ষা, শ্রেষ্ঠ, ভিক্ষাবৃত্তি রেশজনক হইলেও উপবাসে যে রেশ তাহা অপেক্ষা ভিক্ষার কম রেশ, এইরূপ যে স্থলে অধিক রেশকর বিষয় আর রেশকর বিষয় উপস্থিত হইবে তথায় এই ন্যায় হইবে।

৩৯। উভয়তঃ পাশরজ্জুপ্রায়ঃ।

দুইদিকেই বন্ধন রজ্জু আছে, যেদিকে যাওয়া যাইবে, সেইদিক হইতেই বন্ধ হইতে হইবে। এইরূপ যে স্থলে সকল পক্ষই দৃষ্ট, সেইস্থলে এই ন্যায় হইবে। যথা—চলিত প্রবাদ আছে 'এঙলেও ভেড়ের ভেড়ে, পেছুলেও ভেড়ের ভেড়ে' কোষদিক্ অবলম্বন করিবার যে নাই, দুইপক্ষই সমান দৃষ্ট। এরূপ স্থলে এই ন্যায় প্রয়োগ করা যায়।

৪০। উষরবৃত্তিপ্রায়ঃ।

মকতুমিতে বৃষ্টি হইলে যেদগ্ন কোন ফল হয় না, তরুণ যে কার্যে কোন ফল নাই সেইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৪১। উষ্ট্রকণ্টকভক্ষণ প্রায়ঃ।

উষ্ট্র যেদগ্ন কণ্টক ভক্ষণ করে, তক্ষণ সময়ে কণ্টক থাকার দাক্ষণ কষ্ট হয়, কিন্তু ভক্ষণে কিকিয়ার সুখ হইয়া থাকে। এইরূপ যে স্থলে বহুতর কষ্ট করিয়া সামান্য সুখ হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। যেদগ্ন মানবগণ অকিঞ্চিৎকর স্থাপনায় সংসারে বহুতর কষ্টভোগ করিয়া থাকে।

৪২। ঋজুমার্গেণ সিধ্যতোহধস্ত ব্রহ্মেণ সাধনায়োগ ইতি প্রায়ঃ।

সরল পথে কার্য সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মেণ সাধনায়োগে সাধনাত্মকতা কি? অকর্মধু ন্যায়ের সহিত এই ন্যায়ের সাবৃদ্ধ আছে।

৪৩। একদেশবিকৃতমনস্তবস্তবতি ইতি প্রায়ঃ।

একদেশের বিকৃত অনন্যবৎ হইয়া থাকে, তত্ত্বা ন্যায়। এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৪৪। একং সন্তিসংসতোহপসং প্রচ্যবত ইতি প্রায়ঃ।

একদিকে সন্তান (বোড়া) করিতে বাইলে অপরদিক্ ভয় হয় তত্ত্বা ন্যায়। যেদগ্ন ভয়কাত্যবত একদিক্ হৃদিতে বাইলে যেদগ্ন অপরদিক্ অধির উত্তাপে ভয় হয়, তরুণ একটা উপকার করিতে বাইলে সেই

সকল ব্যায় এতটাই অসম্ভব করিতে হয়, এইরূপ হলে এই ব্যায় হইল অসম্ভব।
উদাহরণ্যঃ কুম্ভারকর্মি ও লৌকিককর্মি এই ব্যায়ের উদাহরণ দিয়াছেন।

৪৫। একবাক্যাতাপরানীঃ সঙ্করকার্যপ্রতিপাদকমিতি ভ্রায়ঃ।

একবাক্যাতাপর বাক্য সকল মিলিত হইয়া বৈশ্ব একটী অর্থের প্রতি-
পাদক হয়, তদ্রূপ যে হলে মিলিতরূপে একটী কার্য হইল থাকে, সেই
হলে এই ব্যায় হইল থাকে।

৪৬। একস্বত্বজ্ঞানসমপ্লস্বত্বজ্ঞানরকমিতি ভ্রায়ঃ।

বৈশ্ব স্বত্বজ্ঞান হইলে অপর স্বত্বজ্ঞান হইত (যাহত) তাহার
সমূহ হয়, সেইরূপ যে হলে একস্বত্বজ্ঞানে অপর স্বত্বজ্ঞান সমূহ হয়, সেই
হলে এই ব্যায় হইল থাকে।

৪৭। একাকিনীপ্রতিজ্ঞাহি প্রতিজ্ঞাতঃ নসাময়মিতি ভ্রায়ঃ।

কেবল প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাত বস্তুসাধন করিতে পারে না, প্রতিজ্ঞা-
পকই প্রতিজ্ঞা, যেহেতু, উদাহরণ, সিংহন ও উপসর্গ এই পাঁচটাই কার্য
সাধন করিয়া থাকে। প্রতিজ্ঞাযাত্র অর্থসিদ্ধি অসম্ভব, এই মত যেহেতু
অর্থসিদ্ধির অন্য আবশ্যক, এইরূপ যে হলে হয়, তথায় এই ব্যায়
হইল থাকে।

৪৮। একামসিদ্ধিং পরিহরতো দ্বিতীয়া আপদ্যতে ইতি ভ্রায়ঃ।

একটী বিশদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে আর একটী বিশদ
আসিয়া উপস্থিত হয়, যে হলে এক দুঃখ হইতে উদ্ধার হইতে গেলে আর
একটী দুঃখ উপস্থিত হয়, সেইহলে এই ব্যায় হইল থাকে।

"একত্র দুঃখত্র ন ব্যবহৃত্য তাবদ্বিতীয়াঃ সপুণ্ডরিতং মে।" ইহাই উদাহরণ।

৪৯। উপাধিকাকালভেদভ্রায়ঃ।

উপাধিক আকালভেদ, তত্ব্য ব্যায়। বৈশ্ব এক আকাশ উপাধি
ভেদে নাম, যথা—ঘটাকাশ, গটাকাশ ইত্যাদি। কিন্তু উপাধি ভি-
দিত হইলে আকাশ এক, এইরূপ যে হলে এক বস্তু আশ্রয়ভেদে বহু
হয়, সেইহলে এই ব্যায় হয়।

"বটসংবৃত্ত আকাশে বীরমানে যথা পুনঃ।

যটো নীরেত নাকাপং তবদ্বীকো নভোপমঃ।" (ঋতি)

একই চৈতন্য সকল ভাবে বিকল্পমান। সেই এক অর্থও চৈতন্যই
ব্রহ্ম। এই অসঙ্গ ব্রহ্মচৈতন্য উপাধিভেদে অর্থাৎ আশ্রয় বেদ্যাদি ভেদে
বিভিন্ন হইয়া বহু হইল থাকে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে।
উপাধি অন্তর্ভুক্ত হইলেই এক নহে বহু। বৈদ্যভূতসে এই ব্যায়ের
এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

৫০। কণ্টচানীকরভ্রায়ঃ।

কণ্টকিত অর্থাৎ ভূষণ, তত্ব্য ব্যায়। সুবর্ণহার গলার রহিয়াছে অপর
অবশ্যতঃ চারিধিক হার হারাইয়াছে তাহিরা অধেয় হইতেছে। এই-
রূপ যে হলে বস্তু আছে, অপর অবশ্যতঃ বস্তু হইয়াছে তাহিরা দুঃখাস্তব
হয়, পরে বস্তু ভাঙিতে পারিলে দুঃখ হইল থাকে, সেইহলে এই ব্যায় হইল
থাক। ইহার উদাহরণ যেহেতু এইরূপ মিলিত আছে, যতঃসিদ্ধ
ব্রহ্মানন্দ শ্রীমৎ বেদান্তসমুদয়ঃ শ্রীমৎ স্বপ্ন সূত্র ভাষিণী অজ্ঞানসমুদয়ঃ
দুঃখ ভোগ করে, পরে কখন কখনই একটী ব্যাকুল আশ্রয়সাধকতার হয়,
কখন ব্রহ্মসমুদয়ঃ বেদান্তঃ শ্রীমৎ ভাষ্যঃ ভিত্তিহীন হয়।

৫১। কবচগোলকভ্রায়ঃ।

গোলককর কবচদ্বন্দ্ব আশ্রয় বৈশ্ব তত্ব্য অসম্ভব এককালীন
দুঃখোপশমন হয়, সেইরূপ যে হলে সকল অধেয় এককালীন কার্য-
প্রসূতি হয়, তথায় এই ব্যায় হইল থাকে। কবচগোলকে পুষ্ণ সূর্য
এককালেই জ্বলিয়া থাকে, এইরূপ কাহারও কাহারও এই কবচগোলক
ব্যয়ে শস্যোৎপত্তি হইল থাকে, যথা—কর এই শব্দ উচ্চারন করিতে
হইলে কণ্টকাকারি অভিযুক্ত দুঃখ হইল শব্দ উচ্চারিত হয়, এই রূপ
এই হলে কবচগোলকভ্রায় হয়।

"কবচগোলক ব্যায়ঃসুপত্তিঃ কতচিরন্তে।" (জ্ঞানপরি ১০২)

৫২। ককেনিগুড়ভ্রায়ঃ।

কুইয়ে গুড় না থাকিলেও গুড় আছে তাহিরা কেবল কক, তত্ব্য
ভ্রায়। যে হলে বস্তু নাই অথচ সেই বস্তুর প্রভাবশায়া কার্য অনুভূত হয়,
সেই হলে এই ভ্রায় হইল থাকে।

৫৩। করকতপভ্রায়ঃ।

কতপ এই শব্দ বলিলেই করকতপ ইহা বোধ হইল থাকে, কর এই
শব্দ নিশ্চয়োজ্ঞান, কিন্তু করকতপ এই শব্দ বলিলে করকতপ করকতপ ই-
হা বোধ হইল থাকে। এইরূপ যে হলে বলা হইবে, সেই হলে এই ভ্রায়
হইবে।

৫৪। কাকতালীভ্রায়ঃ।

কাকগমনকালে তালপতল তত্ব্য ভ্রায়। পাকাতালের উপর হইতে
কাক উড়িয়া বাইবারমাত্র যদি তাল পড়িয়া যায়, তাহা হইলে কাক তাল
ফেলিয়াছে লোক এইরূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে,
তালের পতল সময় হওয়াতেই তাল পড়িত হইয়াছে। কোন এক পখিক
কুখার কাতর হইয়া তাল ফুৎফুৎ উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিল,
এই সময় যদি একটী তাল পড়ে, তাহা হইলে আমি ঐ তাল ভক্ষণ
করিয়া সুরিহুতি করি। ঐ যুক্ত পক্ষতালের উপর পূর্বে একটী কাক
বসিয়া ছিল, ঐ কাক তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গেল, সেই সময়ই একটী তাল
পড়িল। ইহাতে পখিকের অতীতি সিদ্ধ হইল, পখিক 'কাক ও তালের'
ব্যাপার দেখিয়া মনে ভাবিল, কাক উড়িয়া যাওয়াতেই তাল পড়িয়াছে,
কিন্তু বাস্তবিক কাক অতঃ কোন কারণসমুদয়ঃ উড়িয়া গিয়াছে এবং
তালের পতনকাল উপস্থিত হওয়ার তাল পড়িয়াছে, তালপতনের প্রতি
স্বাক্ষরকাল কারণ না হইলেও আপাততঃ কারণ বলিয়া বোধ হইল।
ইহাকেই কাকতালী ভ্রায় কহে।

যে হলে এইরূপ ঘটনা হয় এই হলেই এই ভ্রায় হইল থাকে, অতঃকি-
ন্তু ইহা বা অনিষ্ট হইলেই এই ভ্রায় হয়।

"বগুয়া বেলনঃ কস লম্বতা যে বস্তু ব্রহ্মণঃ।

তসেতৎ কাকতালীভ্রমবিভক্তিসম্বন্ধম্।" (চন্দ্রালোক)

৫৫। কাকদগুপাভ্রায়ঃ।

কাক হইতে কথি ককা কর, একটী লোককে এইরূপ উপদেশ দেওয়া
হইল, 'কাকোজ্যে দধি ককাতাম্' ইহা হইল এইরূপ দুঃখইম যে, কাক
হইতে যে কথি ককা করিতে হইবে, কেবল তাহা নহে, যে কোন কক কথি
নষ্ট করিবে, তাহাকেই নিবারণ করিতে হইবে। কাকপদ লক্ষণার্থে
যে হলে এইরূপ হইবে, সেইহলে এই ভ্রায় হইল থাকে।

৫৬। কাকনঙ্গবেষণাক্তারঃ।

কাকের নঙ্গ বাহ্যিক না এবং ঐ নঙ্গ নঙ্গ ভূত অথবা কুক এই অবশেষ বেষ্ণপ নিফল, সেইরূপ বাহার অবশেষ নিফল, সেইহলে এই ভায় হইয়া থাকে।

৫৭। কাকনাংসং তনোচ্ছিষ্টং শব্দং তদপি দুর্লভমিতি ভায়ঃ।

কাকের নাংস, তাহা আবার কুকুরের উচ্ছিষ্ট, অন্ন এবং অতিদুর্লভ তত্ত্ব লাভ্য। যে হলে অতি নিকৃষ্ট ও অতি তুচ্ছ বস্তুও দুর্লভ হয়, সেই হলে এই ভায় হইয়া থাকে।

৫৮। কাকাকিপোলকভায়ঃ।

কাকের একটী চকু বেষ্ণপ প্রয়োজন অনুসারে উত্তর চকুপোলকে সকার হয়, তক্রপ যে হলে এক পদার্থের উত্তরহলে সম্বন্ধবিবকা হয়, তথায় এই ভায় হইয়া থাকে।

৫৯। কারণগুণপ্রকল্পমভায়ঃ।

কারণগুণ কার্যে সঙ্গত হইয়া, তত্ত্ব লাভ্য। “কারণগুণাঃ কার্য-গুণমাত্রভেদে” কারণের গুণ সমাজীয় কার্যপ্রবর্তক হয়, যথা—তক্রপ জগাদি সমাজীয় পটে হইয়া থাকে, এইরূপ হলেই এই ভায় হইয়া থাকে।

৬০। কারয়িতুঃ কর্তৃত্বভায়ঃ।

যিনিই কার্য করান, তিনিই কর্তা, তত্ত্ব লাভ্য। কার্য শিল্পে না করিলেও অপরাধারা করাইলে এই ভায়াদুসারে তাহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, বেষ্ণপ রাজার সৈন্যাদি যুদ্ধ করিলেও জয় পরাজয় রাজারই হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে—পুণ্য কোন কার্য করে না, বুদ্ধিই করিয়া থাকে তথাচ পুণ্যের কর্তৃত্ব ব্যাপসেন হইয়া থাকে।

৬১। কার্যোণ কারণসম্প্রত্যয়ভায়ঃ।

যে হলে কাৰ্য্যাদি কারণের জ্ঞান হয়, সেইহলে এই ভায় হইয়া থাকে। বেষ্ণপ ধূমধারা বহির জ্ঞান, বৃক্ষধারা বীজের জ্ঞান ইত্যাদি।

৬২। কুশকাশাবলম্বনভায়ঃ।

সত্তরপে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি নদীতে পড়িয়া কুশ বা কাশ অবলম্বন করে, তাহা হইলে ইহা বেষ্ণপ তাহার পক্ষে নিফল হয়, তক্রপ প্রবলবৃত্তি সকল নিরাকৃত হইলে দুর্লভবৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহা নিফল হইয়া থাকে। এইরূপ হলে এই ভায় হইয়া থাকে।

৬৩। কুপথানকভায়ঃ।

যে ব্যক্তি কুপ খনন করে এবং খননসময়ে তাহার পায়ে কর্ধন লাগিয়া থাকে, পরে যখন কুপ হইতে জল নির্গম হয়, তখন ঐ জলে কুপ খানকের পায়েল কর্ধন অপনীত হয়। এইরূপ বিগ্রহাবচ্ছিন্ন ঈশ্বরভেদ বুদ্ধি অর্থাৎ ভগবান্ন রাষ্ট্রপথ্যারী, কৃষ্ণজ্ঞানী এই প্রকার আশাসের যে ভেদ বুদ্ধি, এই ভেদ বুদ্ধিমিত্ত যে দোষ, তাহা ইহার উপাসনা করিতে করিতেই আশ্রিতদোষ হয়, তখন ভক্ত্যত দোষও নিরাকৃত হয়। এইরূপ হলেই এই ভায় হইয়া থাকে।

৬৪। কুপমণ্ডুকভায়ঃ।

সদুস্থিত মণ্ডুক একদিন কোনকমে একটী কুপ মণ্ডকের বিবরে

অবেশ করিয়াছিল, কুপমণ্ডুক তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, সদুস্থমণ্ডুক কহিল, আমি সদুস্থ হইতে আসি-তেছি, তখন কুপমণ্ডুক আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সদুস্থ কিরূপ, তাহাতে সদুস্থমণ্ডুক উত্তর করিল, সদুস্থ অতি বৃহৎ। তাহাতে আবার কুপমণ্ডুক কহিল, এই কুপমণ্ডুক কি? ইহাতে ঐ মণ্ডুক উত্তর দিল, সদুস্থ হইতে বৃহৎ আর কিছুই নাই, এই সদুস্থ সমস্ত নদীসমের পতি। ইহা শুনিয়া কুপমণ্ডুক কহিল, তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ, কুপ হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই। সদুস্থমণ্ডুক শুনিয়া মনে মনে হাস করিতে লাগিল। কুপমণ্ডুক সদুস্থকে না জানিয়া এবং তাহার সহিতা অবগত না হইয়া বেষ্ণপ উপহাসনীয় হইয়াছিল, তক্রপ বাহারা পরের সিদ্ধান্ত না জানিয়া তাহাদের উপর গোচারোপ করেন, তাহারাত এইরূপ উপহাসানন্দ হইয়া থাকেন। এইরূপ হলে এই ভায় হইয়া থাকে।

৬৫। কুপমণ্ডুকভায়ঃ।

কুপ অত্যন্ত গভীর হইলে বেষ্ণপ বস্ত্র বটিকাভারা তাহা হইতে সহজে জল তোলা যায়, তক্রপ শাস্ত্রার্থ অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও উপদেশপয়-শ্যাদি দ্বারা সহজ হইয়া থাকে। কুপ অতি গভীর হইলে কপি কলে অতি সহজে জল তুলিতে পারা যায়, তক্রপ অতিশয় গভীর শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে হইলে গুরুপাশেপয় বস্ত্র আশ্রয় করিলে অতি সহজে অর্থরূপ জল তোলা যায়। এইরূপ হলে এই ভায় হইয়া থাকে।

৬৬। কুর্খাদিন্যায়ঃ।

কুর্খ (কচ্ছপ) বেষ্ণপ নিজের অঙ্গ বেষ্ণাপূর্বক সঞ্চোচ এবং বিকাশ করিয়া থাকে, এইরূপ যিনি ইচ্ছাপূর্বক বৃষ্টি ও লয় করিয়া থাকেন, এই হলে এই ভায় হইয়া থাকে।

“যথা সংহরতে চারং কুর্খোহজানীত সর্বশঃ।” (গীতা)

৬৭। কৃত্তে কার্যো কিং মুহূর্ত্তপ্রসন্ন ইতি ন্যায়ঃ।

কার্য অক্লান্ত হইলে মুহূর্ত্ত প্রায় অর্ধাৎ সময় ভাল বা মন্দ এইরূপ জিজ্ঞাসা নিফল। যে হলে কার্য করিয়া তাহার কলাকল জিজ্ঞাসা করা হয়, সেই হলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৬৮। ক্লদতিহিতো ভাবঃ ত্র্যবং প্রকাশতে ইতি ন্যায়ঃ।

ভাববাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হইলে তাহা ত্র্যবং প্রকাশিত হয়, এইরূপ যে হলে ভাববিহিত প্রত্যয় ত্র্যবং প্রকাশ পায়, তথায় এই ন্যায় হয়।

৬৯। কৈমুক্তিকন্যায়ঃ।

যে হলে দুর্লভ ও দুঃসাধ্য বিষয় সহজে বোধ হইয়া থাকে, তথায় সুবোধ ও সুসাধ্য বিষয় অনায়াসেই বোধ্য যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে তার দুর্লভেও বহন করিতে পারে, সে তার অন্তর্ভুক্তই বলবানে বহন করিতে পারিবে। এইরূপ হলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৭০। কোষপানন্যায়ঃ।

কোন এক ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিয়াছে কি না, তাহা নিশ্চয় কহিবার জন্য তাহাকে কোষপান দিবা করাইতে হয়, যিব্যের সিরনাস্থানে পূর্বদিন উপবাস করিয়া পরদিন দিবাকালে তাহাকে জলপান করিতে দেওয়া হইল। পানী ২৪ অঙ্গুলি জল পান করিয়া আত তাহার একই স্থান হইল বটে, কিন্তু শাস্ত্রনির্দিষ্ট পণ্যত জলপান করিয়া তাহার আভিমন

অবন হইল, এইরূপ বৈকল্য বিদ্যুৎ জ্বলি উজ্জ্বল হইল। নতি বিলা করিল এক বিলাকালে কিংকি হুৎ হইল, পরে বন্য বিলাকন্য পাপভোগকালে কুতীপাকবি বোর বরক হইল, তখন অভিনয় হুৎ হইল। এইরূপ হলে এই ম্যার হইল। থাকে।

৭১। ক্রিয়া হি বিকল্যতে ন বহু, ইতি ম্যারঃ।

ক্রিয়ার বিকল হইল। থাকে, বহুর বিকল হইল না, তত্ব ম্যার। লৌকিকনক ইচ্ছা করিলে কার্য করিতে পারে, নাও করিতে পারে, অন্যথা অন্যথাও করিতে পারে, করা বা না করা এবং অন্যথা করা ইহাতে শক্য হেতু ক্রিয়ারই বিকল হইল, বহুর বিকল হইল না; বোদ্ধবর্ণনের শারীরিক-ভাষ্য ইহার উদাহরণ এইরূপ এতদ হইল।

“কর্তৃৎ অকর্তৃৎ অন্যথা বা কর্তৃৎ শক্যঃ লৌকিকং বৈবিক্যক কর্তৃৎ, বধা—অতির্যে বোদ্ধবর্ণনঃ পুত্রাতি নাতির্যে বোদ্ধবর্ণনঃ পুত্রাতি, উদিতঃ কুহোতি অরুদিতঃ কুহোতি, রমণ পত্যাং অন্যথা বা পজ্জতি ন সম্ভতি বেতি। নতু বহুৎ সৈববতি নাতীতি বা বিকল্যতে বিকলনা হি বুদ্ধবুদ্ধ্যাপেক্ষিত্যাধি” (শারীরিকভাষ্য)। লৌকিক অথবা বৈবিক কর্তৃৎ করিতে, না করিতে অন্যথা অন্যথা করিতে পারা যায়, কিন্তু বহুর বিকল বা অন্যথা করা যায় না, বেরূপ অতির্যে বোদ্ধবর্ণনঃ গ্রহণ করিলে, অন্যথা নাতির্যে বোদ্ধবর্ণনঃ গ্রহণ করিলে, এই হলে বোদ্ধবর্ণনঃ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার বিকল হইবে না, কিন্তু অতির্যে বা নাতির্যে এই ক্রিয়ারই বিকল হইল। থাকে। পদার্থা রথধারা বা অন্য যে কোন প্রকারে গমন করিতে পারা, এইহলেও বহুর বিকল হইতেছে না ক্রিয়ারই বিকল হইতেছে, যে হলে এইরূপ হইবে, সেইহলে এই ম্যার হইল। থাকে।

৭২। খলে কপোতজ্ঞারঃ।

বুদ্ধ, বুদ্ধ ও শিশু কপোতনকল বেমন এককালে খলে পতিত হইল, তরুণ সকল পদার্থ এককালে অপরবিশিষ্ট হইল এই ম্যার হইল।

৭৩। গজভুক্তকপিপ্তজ্ঞারঃ।

হস্তী বেমন কপিপ্ত (কপেল) ভোজন করে, অর্থাৎ তাহার মধ্যে নীল খাইল। কলে, অথচ উপরে উপরে টিক থাকে, এইরূপ বাহ্যের ভিতরে ভিতরে পূর্ণ হইতেছে অথচ বাহ্যের সকল টিক আছে, তাহার এই ম্যার হইল। থাকে।

৭৪। গজলিকাপ্রবাহজ্ঞারঃ।

গজলিকানুহের মধ্যে যদি একটি নদীতে পতিত হইলে, পরে সকল জলই জলে পড়িল। থাকে, এইরূপ হলের মধ্যে একজন বাহা করে, আর সকলই তাহার ভালমন্দ না দেখিল। তাহারই অনুষ্ঠান করে। এইরূপহলে এই ম্যার হইল। থাকে।

৭৫। পতঙ্গপতিকাভ্যারঃ।

কতকগুলি ব্রাহ্মণ তর্পণের কোশা তটে রাখিয়া পক্ষীর অবগাহন করেন। ব্রাহ্মণ করিয়া বহন তর্পণের সিস্তি কোশা গ্রহণ করিলেন, তখন কে কাহার কোশা লন, তাহার বিকল থাকে না, একলা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এইরূপ কোশা বহন হই দেখিল। বীর কোশা উপর একখানি ইট রাখিয়া ব্রাহ্মণ করিতে লাগিলেন, ইহার বেশাশেখি সকলই এইরূপ কোশার ইট রাখিয়া ব্রাহ্মণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃদ্ধ ইহা দেখিয়া হাত

করিল। কহিলেন, সকল লোকই পতঙ্গপতিকা অর্থাৎ বেশাশেখি কর্তৃৎ করে, বহুতঃ বেশাশেখি কেহ সিনেচনা করে না, নতি বুদ্ধিপূর্বক করিত, তাহা হইলে একপ্রকার টিক বিত না। এই প্রকারে আর সকলই পতঙ্গপতিকাপ্রবাহ ম্যারে কিংবা অতঃপরম্যারে ম্যারে এই ম্যারোক্তকূলে পড়িল। থাকে। এইরূপ হলে এই ম্যার হইল। থাকে।

৭৬। গুড়মিহিকাজ্ঞারঃ।

বালককে নিষ্পন্ন করাইতে হইলে বেমন তাহার স্ত্রিম্যারে গুড় লেপ দিয়া নিষ্পন্ন করাইতে হয়, এই হলে নিষ্পত্তোক্তন করানই প্রয়োজন, গুড়-লেপ প্রয়োজনবাহ। একটি বালক ঔষধ জ্বলি বিকল বালিকা সেবন করিতেছে না, তাহাকে বলা হইল গুড়ি ঔষধ সেবন কর, তোমাকে সন্দেশ খাইতে দিব, বালক এই প্রলোভনে অতিবিকল ঔষধ সেবন করিল এবং তাহার কলে প্রয়োপাও লাভ করিল, এইরূপ করনমুহু অতি দুর্ভাগ হইলেও শাস্ত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে অনুকৃত করিলে অকল্য বর্ণ হইবে, এই বর্ণ লাভাশার ব্রতাদি অতি দুর্ভাগ হইলেও জনসমুহ তাহার অনুষ্ঠান করিল। থাকে। বেদ অবান্তর কলে প্রলোভিত করিল। মোক্ষের জন্ম কর্তৃৎ সকল বিধান করিয়াছেন। এইরূপ হলে এই ম্যার হইল। থাকে। মনোমতভাবে এই ম্যারের বিবরণ লিখিত হইয়াছে ০।

৭৭। গোবলীবর্জিত্যারঃ।

বলীবর্জ অর্থে বৃষভকে বুঝায়, তথাচ গো শব্দপূর্বক বলীবর্জ এই শব্দ-প্রয়োগে আরও শীঘ্র বৃষভকে বুঝায়। যে হলে একটি শব্দপ্রয়োগে অর্ধ বোধ হইলেও আরও শীঘ্র বাহ্যে অর্ধ বোধ হয়, তাহা শব্দ প্রয়োগে এই ম্যার হইল। থাকে।

৭৮। বটকুটীপ্রত্যাত্যারঃ।

বটকুটী মনো প্রত্যাত তত্ব ম্যার। পার হইবার পরমা বিহার করে চোর বদিক বিপথে পলাইয়া যাঁতে ছিল, যখন বটকুটী মনো উপস্থিত হইল, তখন প্রত্যাত হইয়াছে, এই চোর বদিকবিপথে বিপথেও যাঁতে হইল এবং পারের কড়িও বিত হইল। এইরূপ যে হলে পেরাজ পরজার দুইই হয়, সেইহলে এই ম্যার হইল। থাকে।

৭৯। তুণাক্ষরজ্ঞারঃ।

বলমতে দুই লাগিয়া বাসের কতক গুণে কাটিল। বাগুরা অক্ষরের মত হইয়াছে, অর্থাৎ বীণ এইরূপ করিল। কাটিল। পিচ্ছিলে যে, তাহা টিক

০ “বেদোক্তসেব কুর্মাণো শিস্যকোহপি তুর্মাণঃ।

সৈবদ্রব্যং লভতে সিদ্ধিঃ সোচনার্ণা কলজ্ঞতিঃ।

কলজ্ঞতিরিং নুণাং মাঝেরো সোচনং পরম্।

প্রোচো বিবকল্য প্রোচো বধা তৈবম্যোচনম্।

অন্ত তাৎপর্যমুক্তং—

শিব শিবং প্রোচোতি বদু বওকলজ্ঞত্যান্।

শিবৈবমুক্তঃ শিবতি তিত্তনপ্যতি বালকঃ।”

তত্র বধা—শিবোপাশানত ন বদু বওদিলাভ এষ প্রোচনঃ কিঞ্চ। রোশং তর্বা বেদোপাশানতকলৈঃ প্রোচনম্ নোকারৈব কর্ণাণি বিবক্তে।” (মলমাস্তব।)

অকস্মিক নষ্ট হইয়াছে। সুপ বীশক অকস্মিক বস্ত করিয়া কাটাইয়া, তৈলাৎ অকস্মিক বস্ত হইয়াছে। এইরূপ যে স্থলে অজ্ঞার্থে প্রবৃত্ত কার্য্য তৈলাৎ অজ্ঞার্থে নিষ্পাদন করে, সেই স্থলে এই ভায় হইয়া থাকে।

৮০। চতুর্লেক্ষবিধ ভায়ঃ।

একজন দাতা প্রচার করিল, চতুর্লেক্ষবিধ ভ্রাম্যণকে আমি বহু স্বর্ণ মুদ্রা দান করিব, কোন মুদ্র এই সংবাদ শুনিয়া দাতার নিকট বাইরা করিল, আমি চতুর্লেক্ষ সমাকরণে অবগত আছি, আমাকে ইহা দান করুন, এই মুদ্র ব্যক্তি বেগপ এই দান লাভ করিতে পারে না, বরং উপহাসনীয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ সন্ধিবাদনরূপ প্রত্যগতির ব্রহ্ম বস্তুতঃ অবগত না হইয়া 'আমি ব্রহ্ম জানি' এইরূপ বলিলে তত্ত্ববিদ্বিগ্নের গতি অবগত হওয়া বার না, বরং উপহাসনীয় হইতে হয়। যে স্থলে এইরূপ হয়, তথায় এই ভায় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

৮১। তম্পকপটকা সজ্জায়ঃ।

টাপাতুল কাপড়ে রাখা ব্যক্তিকে পরে ঐ কুল তেলিয়া দিলেও বেগপ তাহাতে জলপ থাকে, তদ্রূপ বিবরণ্যে যেহু চিত্তে একটা সজ্জার হয়, বিবরণ্যের না থাকিলেও কাপড়ে জলকের নক চিত্তে ঐ বিবরণ্যের ব্রহ্মভাবে সংকার থাকে। এইরূপ স্থলেই এই ভায় হইয়া থাকে।

৮২। চালনীয়াভায়ঃ।

চালনীতে ব্রহ্ম রাখিয়া তাহা ঘুরাইলে বেগপ চালনীস্থিত হইতে ক্রমে ক্রমে সকল বস্তু পড়িয়া যায়, তদ্রূপ কোন এক পাত্রস্থিত বস্তু এইরূপ পতন হইলে এই ভায় হইয়া থাকে।

৮৩। চিত্তানপি পরিভাগ্য কাচমণিগ্রহণভায়ঃ।

চিত্তানপি পরিভাগ্য করিয়া কাচমণিগ্রহণ তত্ত্বা ন্যায়, যে স্থলে উত্তমবস্তু পরিভাগ্য করিয়া তুচ্ছ বস্তু গ্রহণ করা হয়, সেইস্থলে এই ভায় হইয়া থাকে।

"জগৎ নব্যাতাং শীতং ভবতোপালিসরা।

কাচমূল্যে বিক্রীতো হস্ত চিত্তানপিগ্রহণঃ" (খাতিশং)

ইহা এই ভায়ের উদাহরণ হইতে পারে।

৮৪। চৌর্যপরাধেন মাণ্ডব্যাদভায়ঃ।

এক চোরের অপরাধে মাণ্ডব্য ভবির স্ফূর্ত্যোপগরণ নও পুরাণ-প্রসিদ্ধ। এক চোর চুরি করিয়াছিল, তাহার জন্য মাণ্ডব্য ভবির শূল হয়, ইহা পুরাণশাস্ত্রে লিখিত আছে, এইরূপ যে স্থলে একের অপরাধে অপরের নষ্ট হয়, সেই স্থলে এই ভায় হইয়া থাকে।

৮৫। হিরহস্তব্যা।

হির হস্তের দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়। এক দুগি অনলুদ্বির আঁঠুতে না বলিয়া কলম্বে লইয়াছিল। দুগি তাহাকে চোর বলিয়া অনুমান করিলে, সে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষিত্তি-প্রার্থনা করিল। তিনি হস্তক্ষেপ প্রারম্ভ করিতে বলিলেন। দুগিও তদনুরূপে কাহা করিলেন এই কথাবাদের উত্তরে এই যে, অকার্য্য করা উচিত নহে, করিলে প্রারম্ভিত করিতে হয়। এইরূপ স্থলে এই ভায় হইয়া থাকে। (সংখ্যায়ঃ ৮ অঃ)

৮৬। কলম্বেদিকাতায়ঃ।

কুম্ভিকা বেগপ কর্তব্যকি জিও করিয়া লসে কেলিয়া দিলে তাহা কুম্ভিকা বার এক ঐ কুম্ভিকা হইতে কাহা দুইয়া কলে কোঁজলে বেগপ জালিয়া উঠে, তদ্রূপ জীব সেহাদি লসেহেহু মজাবিহুত কইলে সন্ধ্যা-বাগেরে দিসর হয় এবং সেহাবিহুত অপনীত হইলে মোক হইয়া থাকে।

৮৭। জলানয়নভায়ঃ।

জল আন, এই কথা বলিলে বেগপ জলের সন্ধিত সন্ধ্যা এক পাঁত্র জলিয়া থাকে, তদ্রূপ একটা উল হইলে সন্ধ্যা জলানয়নভায়ঃ প্রতীতি হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে এই ভায় হইয়া থাকে।

৮৮। তত্ত্বাভয়ভায়ঃ।

তত্ত্বা ভয় একপ্রকার দিবাভয়ে, ইহাকে চমিত চাটকপড়া বলা বাইতে পারে, কোন বস্তু চুরি বাইলে, চাটক পড়িয়া বাইতে দিলে, যে চুরি করিয়াছে, সেই বস্তু এই চাটক পড়া খায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইতে রক্ত উঠিতে থাকে, এইরূপ বাহাতে সন্ধ্যা অনিষ্ট হয়, তথায় এই ভায় হইয়া থাকে।

৮৯। তৎক্রতুভায়ঃ।

ক্রতু সত্তর অর্থাৎ ব্যান করা, যে বাহা নিরন্তর ভাবে বা ধ্যান করে, সে তাহা প্রাপ্ত হয়, এই শ্রোত উপদেশই তৎক্রতু নামে অভিহিত। এই ব্যাখ্যাসূত্রে যে ব্রহ্মক্রতু হইবে, সে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে। এই তৎক্রতু ব্যাখ্যাই যে যে বিষয় চিন্তা করিলে, সে সেই বিষয় প্রাপ্ত হইবে। বেদান্তদর্শনে ৪ঃ১২০ সূত্রে এই ব্যাখ্যার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

৯০। তত্ত্বপরগুগ্রহণভায়ঃ।

যে স্থলে সত্য্যভিনয়ের মোক এবং মিথ্যাভিনয়ের বস্তু কথিত হয়, সেই স্থলে এই ভায় হইয়া থাকে। একজন চুরি করিয়াছে কি না, এইরূপ সন্দেহ হওয়ার প্রাচুর্য্যপাক পরন্তু উত্তর করাইয়া তাহাকে গ্রহণ করাইলেন, যদি ইহার তত্ত্ব পরগুগ্রহণে হস্ত নষ্ট না হয়, তাহা হইলে নিশাপা এবং বদ্ধ হইলে তাহাকে পাণ্ডা স্থির করিতে হইবে। এইরূপ স্মৃতিবিধির প্রযোজক 'অহং ব্রহ্ম' এই বাক্যই সত্য এবং বস্তু প্রযোজক 'অহং ব্রহ্ম' এই বাক্য মিথ্যা ইহাই স্থির হইল। হামোপা উপনিষদে এই ভায় প্রদর্শিত হইয়াছে *।

৯১। তত্ত্বমাত্বেকোদ্ধরণভায়ঃ।

তত্ত্বপরগুগ্রহণভায়ঃ এই ভায় হইতে পারে, তত্ত্বমাত্বেক গ্রহণও এক প্রকার দিবাভিশেষ। তৈলানি সেহ পদার্থ গমন করিয়া তাহাতে অর্ধমাত্বেক নিক্ষেপ করিতে হইবে, এই পরম তৈলানি হইতে যদি মাৎবেক গ্রহণ করা যায় এবং তাহাতে কোন প্রকার না পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিশাপা এবং বাহার হস্ত পুড়িয়া বাইলে, তাহাকে পাণ্ডা স্থির করিতে হয়।

* "তদ্ব্যবস্থা পুঙ্কণঃ সোম্যোত হস্তদৃষ্টমানয়ভাপদার্থীৎ, তৈলমকারীৎ, পঙ্কতং হস্তেপার্য্যেতি স যদি তত্ত্ব কর্তা। অসতি তত্ত্বএব সত্য্যভাবানং মুকুতং, সত্য্যভিনয়ঃ সত্য্যভাবানমবর্ণনার পরন্তু তত্ত্বঃ অতিমুদ্রাতি স, তত্ত্বভুক্ত অমুদ্রাতে ন বধ্য তত্ত্ব। নান্যভুক্তভাবান্যাদিৎ সর্বং স সত্য্য। তদ্ব্যবস্থাৎ, তত্ত্বভুক্তঃ" (হামোপাঃ)

কথিত হইবে। এই ক্ষেত্রেও সত্যপ্রতিপত্তির দোক ও বিধাতাভিমানের বস্তু স্থিতি হইবে।

৯২। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ।

তত্ত্বজ্ঞান বিষয় হইলে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ হইতে হয়। যেমন এক রাজা এক ভেকবানকে প্রহর করেন। কথা থাকে যে, জল দেখাইলে ভেকবান রাজাকে হাতিয়া বাইবে। একদিন রাজা ভুলক্রমে ভেকবানকে জল দেখাইলেন। তখন ভেকবান চলিয়া গেল। রাজা আপনাতর ভুল স্থিতিতে পারিলেন। এইরূপ বিবৃতি হইলে এই ন্যায় হয়। সাধারণতঃ প্রকৃতিপুঙ্খ অনুসারে এই ন্যায় বর্ণিত আছে।

৯৩। ভূব্যুৎপত্তি ইতি ন্যায়ঃ।

ভূমি তুষ্টি হটক, তত্ব ন্যায়। যে স্থলে প্রতিবাসী কৰ্ম্ম উক্ত পক্ষ হইতে হইলেও বাণী প্রোচিৎসাদিয়ার তাহা স্বীকার করিয়া নয়, তদ্রূপ যে স্থলে তুষ্টিত স্থিতি হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৯৪। তুণ্যলোকান্যায়ঃ।

তুণ ও লোক (লৌক) তত্ব ন্যায়। যেমন লোক একটা তুণ আশ্রয় না করিয়া পূর্ণাঙ্গিত তুণ পরিচাল্য করিতে পারে না, তদ্রূপ আশ্রয় পূর্ণাঙ্গীর সহিত একটা দেহ অবলম্বন না করিয়া পূর্ণাঙ্গিত দেহ পরিচাল্য করে না। যত্নের পূর্বে একটা ভাবনার শরীর হয়, সেই সময় আশ্রয় স্বীকার করিয়াই একটা শরীর প্রহর করিলে এই দেহের অবলম্বন হয়। তদ্রূপ যে স্থলে একটা অবলম্বন ব্যতীত পূর্ণাঙ্গবলম্বন পরিচাল্য হয় না, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৯৫। তুণ্যগণিত্যায়ঃ।

তুণ, অরণি ও মণি এই তিন হইতেই অরণি উৎপত্তি হয়, কিন্তু তুণ অর্থাৎ তুণ হইতে উৎপন্ন বহির প্রতি তুণেরই কারণতঃ, এইরূপ অরণি ও মণিরও জানিতে হইবে। এইরূপ যে স্থলে কাথোর কারণতঃ বাহ্য অর্থাৎ কাথাতাবচ্ছেদক ও কারণতাবচ্ছেদক নানা, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৯৬। দৃষ্টপাত্ত্যায়ঃ।

পত্র বন্ধ হইলে তাহার পত্র থাকে না; কিন্তু আকৃতি পূর্ণবৎ হইলে, এই প্রকার যে বস্তুর দাহ হইলে সেই বস্তুর আকৃতি পূর্ণের ন্যায় থাকে, পত্রের পূর্ণাকার দ্বারা অবস্থান দ্বারা বোধ হইয়া থাকে, তদ্বারা এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৯৭। দৃষ্টবীজ্যায়ঃ।

বীজ বন্ধ হইলে বেরণ তাহার আর অভ্যুৎপাদিকা শক্তি থাকে না, তদ্রূপ পুঙ্খের অব্যবহৃতবশতঃই জীবের সংসার, যখন এই অব্যবহৃত বস্তু হয়, তখন দৃষ্টবীজ্যায়ানুসারে আর জীবের সংসার হইতে পারে না। সাধারণতঃ এই ন্যায়ের বিষয় বিখ্যাত হইয়াছে।

৯৮। দৃষ্টচক্রন্যায়ঃ।

এক ধর্ম্মাবস্থার বটদ্বারের প্রতি যেমন বট, চক্র, পুত্র প্রভৃতির কারণ আছে, তদ্রূপ যে স্থলে এই এক ধর্ম্মাবস্থার প্রতি অনেকের কারণ থাকে, তদ্বারা এই ন্যায় হয়।

৯৯। দৃষ্টপুণ্ডরায়ঃ।

শিষ্টকালের বস্তুর একদেশ যদি ইন্দুর দ্বারা, তাহা হইলে জানিতে

হইবে যে, ইন্দুর শিষ্টক পাইয়াছে, তত্ব ন্যায়। যেমন বৃহৎ একটা বস্তু এক অংশ অর্থাৎ একখানি শিষ্টক পাইয়া পাইয়াছিল, কিন্তুদিন পরে বৃহৎ যেখান বস্তুর কিয়ৎংশ ইন্দুরে পাইয়াছে, তখন তিনি যেন যেন হির করিলেন যে, যখন বৃহৎ বস্তুর একাংশ তখন করিয়া কৈলিয়াছে, তখন অবশ্যই শিষ্টকটা পাইয়া থাকিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ শিষ্টক পিষ্টক অপেক্ষা অনেক কঠিন। যখন তাহাই পাইতে বৃহৎকর ক্ষমতা হইল, তখন তখনকাল অংশ অংশ না পাইয়া বেইয়া পাইবে, একশ সন্দেহ হয় না। এই প্রকারে কোন দৃষ্টকরোঁ দিচ্ছি দেখিয়া কোন হৃদয়া কাথোর দিচ্ছি অগ্রভব করাকেই, লোক বটাপুণ্ডরায় কহে।

১০০। দৃষ্টপুণ্ডরায়ঃ।

দৃষ্টপুণ্ডরায় একটা দেখানোর দিচ্ছি। পশ্চিমধ্যে এক নদী ছিল, তাহা সমস্ত ভিন্ন আর পার হইবার উপায় ছিল না। তখন দৃষ্টপুণ্ডরায় দৃষ্টি করিয়া সমস্তপুণ্ডরায় ঐ নদী পার হইল। নদী পার হইয়া তাহার ভাবিল, আমাদের সকলেই আছে কি বা কেহ নদীয়া জলজন্তু হইয়াছে, ইহা বুঝিবার জন্য আপনাতর সকলেই এক একবার করিয়া গণনা করিল। কিন্তু গণনা মধ্যে আপনাকে না ধরিয়া সকলেরই গণনা নাই এই প্রতীতি (জ্ঞান) করিল। এই জ্ঞান তাহার সকলে গণনের জন্ত অনেক প্রকার শোক তপন করিতে লাগিল। এই সময়ে একজন বিজ্ঞ-পথিক সেইস্থান দিয়া বাইতেছিলেন, তিনি ইহাদের কল্পনা বিলাপে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইহাদিগকে বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার এই বৃত্তান্ত তাহাকে নিবেদন করিয়া আরও অধিকতর শোকাবুল হইল। তিনি তাহাদিগকে গণনা করিয়া দেখিলেন, দৃষ্টপুণ্ডরায় আছে। তখন ঐ বিজ্ঞপথিক তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা পুনরায় গণনা কর, তখন তাহার পুনরায় পূর্ণাঙ্গরূপে গণনা করিতে লাগিল। যখন পর্যন্ত গণনা হইলে পথিক তাহাদিগকে কহিলেন, 'তুমিই দৃষ্টপুণ্ডরায়'। এই উপদেশে তাহাদের শোক বোধ বিলুপ্ত হইল। এইরূপ যে স্থলে সাধুর উপদেশে অম দূর হইয়া অনন্ত সুখ ও দুঃখাদিরও শেষ হয়, তদ্বারা এই ন্যায় হইয়া থাকে। বেরাণতঃ এই ন্যায় প্রবর্তিত হইয়াছে। যথা—
অজ্ঞানোহিতীয তত্ত্বমত্যাগি মহাবাক্যস্বপ্নে তাহার সমুদায়াদি জ্ঞান বিবৃত্তি হয়। তত্ত্বমত্যাগি মহাবাক্যও শিষ্যের সমুদায়জ্ঞান বিবৃত্তি করিয়া ব্রহ্মসাক্ষ্যের উৎপাদন করিয়া থাকে। উপদেশাত্মক তত্ত্বমত্যাগি মহাবাক্যজিজ্ঞাসু শিষ্যের মনে ব্রহ্মসাক্ষ্যবৃত্তি উদ্ভিত করে, তদ্বারা ক্রমে তাহার 'আমি অমুক' এই চিরাত্মক জ্ঞানবৃত্তি বিবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার সেই চিরসিদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব স্বরূপ হইয়া থাকে। ইহাই তাহার দোক।

১০১। দৃষ্টপুণ্ডরায়ঃ।

দেবদত্তার পুত্র, তত্ব ন্যায়। পুত্রের প্রতি মাতা ও পিতা এত-দুঃখেরই সম্বন্ধ আছে, যে স্থলে মাতার প্রাণত্যাগ হইবে, সেইস্থলেই 'দেবদত্তপুত্র' এবং পিতৃপ্রাণত্যাগ বর্ণনায় সেই 'দেবদত্ত' এইরূপ হইবে, অতএব যে স্থলে বাহ্য প্রাণত্যাগ হইয়াছে, সেজন্য সমস্ত বাক্যসমূহ তাহার নির্দেশ হইবে। দৃষ্টপুণ্ডরায় হইতে ইহার একটা উদাহরণ বোঝা হইল—

"অব বংগঃ তদিন্ন বংগঃ ভারতবর্ষী পুত্রঃ ভারতবর্ষীপুত্রঃ বাৎসী মাতরী পুত্রঃবাৎসী মাতরীপুত্রঃ।" (দৃষ্টপুণ্ডরায়ঃ ১০১।১০।১০)

১০২। ঘটরোহণন্যায়ঃ।

ঘটরোহণ অর্থাৎ তুলারোহণ একপ্রকার দিবা, তত্বলা ভাৱ। ইহাতে শাস্ত্রানুসারে তুলার আরোহণ করিলে বহি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ। সমান বা তার হইলে অশুদ্ধ। এইরূপ যে স্থলে সত্যাত্তিসঙ্কেত শুদ্ধি ও মিথ্যাতিসঙ্কেত অশুদ্ধি হয়, সেইস্থলে এই ভাৱ হইয়া থাকে।

১০৩। ধর্ম্মাধর্ম্মগ্রহণন্যায়ঃ।

ধর্ম্মাধর্ম্মগ্রহণও একপ্রকার দিবা। এই দিব্যের নিয়মানুসারে বহি ধর্ম্মবৃত্তি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ এবং অধর্ম্মবৃত্তিগ্রহণে অশুদ্ধ জানিতে হইবে। অতএব যেখানে যাহা সত্য ও অসত্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই ভাৱ সেইস্থলে হইয়া থাকে *। এই দিব্যের বিষয় পিতামহ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে।

১০৪। নকালনিয়মঃ বাসদেববৎ।

তত্ত্বজ্ঞানের কাল নিয়ম নাই, অর্থাৎ এককালে তত্ত্বজ্ঞান হইবে এরূপ কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। বাসদেববৃন্দের ন্যায় লীড় এবং ইন্দ্রের মত বিলম্বও হইতে পারে এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১০৫। নষ্টাশ্বদন্ধুরণন্যায়ঃ।

একদা দুইজন রথে চড়িয়া বনভ্রমণে গিয়াছিল। দৈবক্রমে সেই কাননে অগ্নি লাগায় একজনের রথও অনাজনের অশ্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল, এইরূপে একজন নষ্টাশ্ব ও অনাজন দন্ধুরণ হইয়া কাননে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা দৈবশব্দে দুইজনে দেখা হইল। তখন পরস্পর বৃত্তি করিয়া দ্বন্দ্ব করিলেন, একজনের রথে অন্যের অশ্বযোজনা করিয়া পরস্পর দুইজনে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে গমন করিলেন। এই ন্যায়ানুসারে নিজাম শুদ্ধ ধর্ম্মরূপ রথে জ্ঞানাবসংযোগনা করিয়া মানব চলিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গন্তব্য পরমেশ্বরকে পাইতে পারে।

১০৬। নহি করককর্ণদর্শনারাদর্শাপেক্ষা ইতি ন্যায়ঃ।

করকর্ণ চক্ষুরই গোচর উহা দেখিতে যেমন আদর্শের আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে আর অনুমানাদির আবশ্যক কি? এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১০৭। নহি ত্রিপুত্রো বিপুত্রঃ কণ্যাত ইতি ন্যায়ঃ।

ত্রিপুত্র বলিলে ত্রিশের ব্যাপকভাবশতঃ বিপুত্র আপনাই বুঝায়, কিন্তু বিপুত্র বলিলে ত্রিপুত্রব্যবোধ হয় না, এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১০৮। নহি দৃষ্টে অল্পপপন্নং নাম ইতি ভাৱঃ।

যে স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে, সেইস্থলে প্রমাণান্তরের অবশেষ নিম্নলিখ, এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইবে।

* "রাজতম্য কার্যেতদধর্ম্মধর্ম্মঃ সীসকায়নম্।

লিখৎ ভূত্বং পটে যাপি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নিভাসিতৌ।

অভ্যাক্ষ্য পঞ্চপদ্যোঃ পঞ্চমাতীলাঃ সমর্জয়েৎ।

সিতপুশ্পং ধর্ম্মঃ তাদবর্জ্যেইতি সিতপুশ্পত্বং। ইত্যাদি।

অতিবুদ্ধতমৌলিকং প্রসূরীভাবিলম্বিতঃ।

ধর্ম্মে সূরীতে শুদ্ধিঃ তাদবর্জ্যে তু স যীরতে।" (পিতামহ)

১০৯। নহি নিশা নিশাঃ নিশিকুৎ প্রবর্ত্ততে কিন্তু বিবেচন্যে ত্তোত্বসিদ্ধি ন্যায়ঃ।

নিশা নিশানীরকে নিশা করিতে প্রবর্ত্তিত হয়, কেবল তাহা নহে, কিন্তু বিবেচকে ত্ত্ব (প্রশংসা) করিয়া থাকে, নিশার্যবাসের বস্ত্র প্রাপ্ত্যের জন্যই নিশা প্রবর্ত্তিত হয়, কেবল নিশার জন্য নহে, এইরূপ যে স্থলে হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১১০। নারিকেলফলাবুত্ভাৱঃ।

নারিকেল ফলের মধ্যে বেরূপ জল সঞ্চায় হয়, এই জলসঞ্চায় কেহ জানিতে পারে না, তদ্রূপ যে স্থলে অতর্কিতভাবে লক্ষ্য লাভ হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে। চলিত প্রসিদ্ধিও আছে, লক্ষ্মী আসিবার সময় নারিকেল ফলাবুত্ভ ন্যায় এবং বাহিবার সময় গজভূক্ত কপিথের মত গমন করিয়া থাকেন।

১১১। নিয়গাপ্রবাহভাৱঃ।

নদীপ্রবাহ বেরূপ স্বভাবতঃ যে দিকে গমন করে, খত চেষ্টা করিলেও বেরূপ তাহার গতি কিরান যায় না, সেইরূপ জ্ঞানাত্মীর সংস্কারবশে পরমেশ্বরবিষয়ে ধ্যানাত্মক চিন্তাবৃত্তিপ্রবাহ তাহা হইতে অন্য স্থলে কিরাই-বার অতিশয় যত্ন করিলেও তাহা বিকল হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইবে।

১১২। নৃপনাপিতপুত্রভাৱঃ।

এইরূপ একটা প্রবাদ আছে যে, এক রাজার এক নাপিত ভৃত্য ছিল। রাজা এক দিন তাহাকে কহিলেন, তুমি আমাকে একটা অতি রূপবান্ বালক বর্ণন করাও। নাপিত এইরূপে রাজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সমস্ত নগর অবেশন করিয়া স্বীয় পুত্রের মত একটীও রূপবান্ না দেখিয়া নিজ পুত্রকে রাজসমীপে লইয়া যাইয়া কহিল, রাজন্। এই আমার পুত্ররূপে রতিপতি কল্লর্ণ ভূলা, ইহার মত একটীও আমি রূপবান্ দেখিতে পাইলাম না। এই নাপিতপুত্র অতি কুরূপ, রাজা এই কথাবার্ত্তা নাপিতপুত্র অবলোকন করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমি কি আমাকে উপহাস করিতেছ? তখন নাপিত গললরীকৃতবাস হইয়া কহিল, আমার মনে ইহাই দৃঢ় প্রতীতি যে, ত্রিলোকেও এইরূপ রূপ নাই, আমার পুত্রের কথা আর কি বলিব, এই বিষয়েই আমি আপনার নিকটে আনিয়াছি। রাজা ভাবিলেন, নাপিত সেহের বশীভূত হইয়া কুরূপকেও কুরূপ বলিয়া কহি-রাছে, ইহা ভাবিয়া তাহার উপর ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেন। রাগাতিশয় বশতঃ নাপিতের বেরূপ অতি কুরূপেও সর্বোত্তম বৃদ্ধি হইয়াছিল, তদ্রূপ সন্তুষ্টিদ্বিগের জ্ঞানাত্মীর সংস্কারবশতঃ সর্বোত্তম হরিহরাদি দেবতা পরিত্যাগ করিয়াও ক্ষুদ্রদেবতার প্রতি অতি অনুরক্তি হইলে এই ভাৱ প্ররোপ হইয়া থাকে।

১১৩। পতপ্রাকালনভাৱঃ।

পত (পাক) প্রাকালন করা অপেক্ষা দূর হইতে স্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃ, কাঁচা বা দুইরা বাহাতে কাঁচা না লাগে তাহা করাই ভাল। এইরূপ যে স্থলে অন্তার করিয়া অন্তার নিবারণের চেষ্টা অপেক্ষা অন্তার কার্য্য না করাই ভাল।

"প্রাকালনাঞ্চি পতত দূরাবস্পর্শনং বরং।" এইরূপ স্থলেই এই ভাৱ হইয়া থাকে।

১১৪। পত্ন্যবসানভাষ্যঃ।

দশী পত্নী বধি একদা পত্ন্যে থাকে এবং ই পত্নী সকল একত্র মিলিত হইয়া বেঙ্গ পত্ন্যের তিব্যাক ও উদ্ভবনরূপ ক্রিয়ায় করিতে সমর্থ হয়, তত্ৰপ পক্ষ্যবসানভাষ্য ও পক্ষ্যবসানভাষ্য এক প্রাপকপ ক্রিয়া উপস্থাপন করিয়া বেঙ্গচালন করিয়া থাকে। এইরূপ হলে এই ভাষ্য হইয়া থাকে। সাংখ্যভাষ্যে এই ভাষ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১৫। পত্ন্যবসানভাষ্যঃ।

পত্ন্যবসান পত্নী মৃত হইয়া বেঙ্গ আপনায় অতীত হইলে গমন করিতে সমর্থ হয়, তত্ৰপ জীব বসন হইতে মৃত হইয়া উদ্ভব আকাশে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। জৈনভাষ্যে এই ভাষ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১৬। পত্ন্যবসানভাষ্যে বহুভাষ্যি গত্য ইতি ভাষ্যঃ।

কোন এক ব্যক্তির জালে কতকগুলি পত্নী পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি বহু হয় এবং আর কতকগুলি জালে লইয়া উদ্ভবন করে, বাধ এই উদ্ভবন পত্নীদিগের ধরবার আশায় ইহাদের পত্ন্য অমূল্য করে, এমিকে বাহারা জালবদ্ধ হইয়া ছিল, তাহারাও পলাইল ও উদ্ভবন পত্নীদিগেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, এইরূপ বাহারা প্রবন্ধ রক্ষা না করিয়া অন্ধের আশায় গমন করে, তাহাদের প্রব ও অন্ধ এই দুইই নষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ হলে এই ভাষ্য হইয়া থাকে।

১১৭। পাত্যবসানভাষ্যঃ।

তুলসি হইতে ইষ্টক (ইট) কঠিন, তাহা অপেক্ষাও প্রচুর কঠিন, এইরূপ যে হলে বলা হইবে, তথায় এই ভাষ্য হইবে।

১১৮। পিতাচন্দ্রভাষ্যে পদেপদেহি।

এক আচার্য একজন শিষ্যকে অরণ্যে লইয়া বাইরা তত্ৰাপদেশ করিয়াছিলেন, এক পিতাচন্দ্র ভাষ্যে পদ্যে মৃত হইয়াছিল। তত্ৰাপদেশ অত্যাধিক উপনিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু পিতাচন্দ্র ইহা শুনিয়া মৃত হইয়াছিল। এই দুটোভাষ্যের তাৎপৰ্য্য এই যে, তত্ৰাপদেশ প্রসঙ্গক্রমে প্রাপ্ত হইলেও জ্ঞান হইতে পারে। (সাংখ্যদঃ ৪ অঃ)

১১৯। পিতাপুত্রবহুভাষ্যে নৃষ্টভাষ্যঃ।

পিতা ও পুত্র উভয়েকেই জ্ঞানিত না, কিন্তু উপদেশ পাইয়া জ্ঞানিয়া ছিল। এক ব্রাহ্মণ গতিগী ভাষ্যে গৃহে গিয়া দোষান্তরে গিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে গৃহে আসিয়া নিজ পুত্রকে চিনিতে পারিল না, পুত্রও পিতাকে চিনিতে পারিল না। পরে জ্বর উপদেশে উভয়ে উভয়েকে জ্ঞানিয়া ছিল। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, বহুভাষ্যের উপদেশেও জ্ঞান হইয়া থাকে। (সাংখ্যদঃ ৪ অঃ)

১২০। পিতাপুত্রভাষ্যঃ।

পিতা বস্তুর পোষণ যেমন নিরর্থক, এইরূপ মিসল কার্য্যের হলে এই ভাষ্য হইয়া থাকে।

১২১। পুত্রলিপ্যঃ।

পুত্র লাভ করিবার মন্ত্র দেবতার আরাধনা করিতে করিতে বাধীও বিবর্ত হইল, এইরূপ কোন মন্তব্যকার্যের অমূল্যতা করিতে করিতে তাহার মূলধন নষ্ট হইল, এই ভাষ্য প্রকৃত হইয়া থাকে।

১২২। প্রাপ্যকভাষ্যঃ।

বেঙ্গ শরীর প্রকৃত বস্তু একত্র করিয়া এক অকৃত অতি হিন্দু বস্তু

প্রকৃত বস্তু, তত্ৰপ যে বস্তু বহুভাষ্যে বস্তু এক চিত্তভাষ্য বস্তু হয়, সেইহলে এই ভাষ্য হইয়া থাকে। বেঙ্গলে বিভাষ্য ও অমূল্যবাধি ভাষ্য পুত্রাধিভাষ্যের অভিব্যক্তি হয়, সেইহলেও এই ভাষ্য হইয়া থাকে।

১২৩। প্রাপ্যকভাষ্যঃ।

বেঙ্গ ভেল, হুত ও আরি সহযোগে বীণ প্রকৃত হইয়া প্রাপ্যকমান হয়, সেইরূপ সখ, রত ও তম এই তিন ভূণ পরস্পর বিরোধী হইলেও পরস্পর মিলিত হইয়া বেঙ্গধারণকরণ কার্য্য করিয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনে এই ভাষ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

"প্রাপ্যকভাষ্যে বৃত্তিঃ।" (সাংখ্যদঃ)

১২৪। প্রাপ্যকভাষ্যে বৃত্তিঃ।

কোন প্রয়োজন না থাকিলে বৃত্তিব্যক্তিও কার্য্যে প্রবর্তিত হয় না, এইরূপ প্রয়োজনবশতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, এই ভাষ্য হইয়া থাকে।

১২৫। প্রাপ্যকভাষ্যঃ।

এক ব্যক্তি আপন বাল করে, কিন্তু তাহাকে কার্য্যদ্বারা সন্মানে সময়ে বীচে আসিতে এবং অন্যহলেও বাইতে হয়, তথ্য তাহাকে বেঙ্গ প্রাপ্যকভাষ্যী কহে, সেইরূপ বর্ণীর বিশ্বের প্রাধান্যদ্বারা ইহা তার নাম হইবে।

১২৬। ফলবৎসহকারিন্যায়ঃ।

পথিক কলমুত আরম্ভকালে হারার জন্য উপবেশন করিলে ফল ও পরিমল প্রার্থনা না করিলেও বেঙ্গ আপন হইতে পাইয়া থাকে। যে হলে এইরূপ হইবে, তথায় এই ভাষ্য হয়।

১২৭। বহুভাষ্যে বৃত্তিঃ।

বেঙ্গ বহুভাষ্য (সেক্ষে বাধ) কর্তৃক আত্ম একদা বৃণের একত্র স্থিতি ঘটে না, তত্ৰপ বেঙ্গলে অনেকের পরস্পর বিবাদ হয়, সেইহলে এক বিশ্বের স্থিতি থাকে না, যে হলে এইরূপ হইবে তথায় এই ভাষ্য হইয়া থাকে।

১২৮। বহুভাষ্যে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশব্দবৎ।

বহুলোকের সহিত সখ করিবে না, করিলে রাগাদি ভাষ্য কুমারী শব্দের ন্যায় কলহ হয়। এক কুমারী ততুল কণন করিতে আরম্ভ করিলে হতহিত বহু শব্দভরণ ব্যক্তি উঠিল। দেহলীতে কুটূপ উপনিষ্ট থাকার লক্ষিত হইয়া একদা রাবিল, অবশিষ্টগুলি জালিশা ফেলিল। তখন আর তাহার শব্দভরণ ব্যক্তি না, এই উপাখ্যাসের তাৎপৰ্য্য এই যে, বহুভাষ্য একাকী থাকিলে, বহুভাষ্য হইবে না। আসন্নলিপা সহযোগ ও জ্ঞানভাষ্যের প্রতিবন্ধক।

১২৯। বহুভাষ্যে বৃত্তিঃ।

নামা শব্দ ও নামা উপাসনা থাকিলেও জনের ন্যায় সারগ্রাহী হইবে। জনের বেঙ্গ পুণ পরিভাষ্য করিয়া বহুভাষ্য প্রবণ করে, তত্ৰপ বহুভাষ্য শব্দে বিদ্যা বাজ প্রবণ করিলে। উপবিদ্যা সকল পরিভাষ্য করিলে।

১৩০। বহুভাষ্যে অমূল্যভাষ্য ইতি ভাষ্যঃ।

বহুলোকের অমূল্য ভাষ্য, তত্ৰপ ন্যায়। নামা বস্তু হইলেও তাহার সমতার ভাষ্য অনেক বহুভাষ্য কার্য্য সাধিত হয়। বেঙ্গ ভূণ সকল

একত্র করিয়া রক্ষা করিলে তাহাতে সত্ত্ব হতীও বদ্ধ হয়, তদুপস্থ বহু অঙ্গার বস্তুর মিলনও কার্যসাধক হইয়া থাকে।

"জ্ঞানানুশাসনং যেননঃ কার্যসাধকম্।

"তুযৈঃ সম্পাদ্যতে রক্ষতরা নাশোপৈশি বধ্যতে।"

১৩১। বিরক্ত হেরহানুপানোরোপাদানং হংসকীরবৎ।

বিরক্ত পুরুষ হংসের স্তায় হের অংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদানের অংশ গ্রহণ করিলেন। দুঃখমিশ্রিত জল হংসকে খাইতে গিলে হংস দুঃখভোজন করে, জল পড়িয়া থাকে। ইহার তাৎপৰ্য্য অঙ্গার হইতে সার গ্রহণ বিধের।

১৩২। বিলবন্তিপোধোজ্ঞায়ঃ।

পোধো গুৰ্ভ মধ্যে থাকিলে তাহার বেরূপ বিভাগ হইতে পারে না, তরুণ অজাতপূর শিখাও না জানিয়া তাহাতে দোব দিলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩৩। ব্রাহ্মণগ্রামজ্ঞায়ঃ।

এক গ্রামে অনেক জাতি বাস করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের বাহ্যল্যেত্ব এই গ্রামকে বেরূপ ব্রাহ্মণগ্রাম কহে। সেইরূপ প্রাধান্যের বিবক্ষা হইলেই তথায় এই ন্যায় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

১৩৪। ব্রাহ্মণশ্রমণজ্ঞায়ঃ।

অমণ অর্থে বৌদ্ধমতি, ব্রাহ্মণ নিজধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাকে বেরূপ ব্রাহ্মণশ্রমণ কহে, তরুণ যে হলে ভূতপূর্ব গতি দ্বারা নির্দেশ হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩৫। ভিক্ষুপাদপ্রাসরণজ্ঞায়ঃ।

কোন এক ভিক্ষুক যথেষ্ট ভোজনাদি লাভাশয়ে এক ধনীকে গৃহে প্রবেশ করিয়া এককালীন সকল অতীষ্ট লাভ অসম্ভব ইহা বিবেচনা করিয়া প্রথমে পাদপ্রাসরণ, তাহার পর পরিচর এবং ইহা দ্বারা সকল অভিসাং সম্পাদন করিব, ইহা বিবেচনা করিয়া প্রথমে অন্ন ভিক্ষা ও বহু বিবেচনা করিয়া পরে তাহা হইতে সকল অতীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ যে হলে হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে। চলিত 'হুচ্ছ ইয়া' সাধাইয়া কাল হইয়া বাহির হওয়া ইহাই এই ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

১৩৬। সম্ভ্রমোন্নয়নজ্ঞায়ঃ।

সম্ভ্রমণভিত্তক কোন লোক যদি নয়াগিতে পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বেরূপ একবার সমীক্ষিত ও একবার উপেক্ষিত হয়, এইরূপ দ্বৈতবাদী ষপকসমর্থনের জন্য যত্ববান হইলেও প্রবলযুক্তি না পাইয়া সম্ভ্রমণভিত্তকের ন্যায় রূপে পাইয়া থাকে। এইরূপ হলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩৭। মণিমন্ত্রন্যায়ঃ।

মণি ও মন্ত্রের বেরূপ অধির বাহের প্রতি সাধারণ প্রতিবন্ধকতা আছে, ইহাতে বেরূপ প্রমাণাশেপা করে না, তরুণ বাহাদের কামিনীমজ্জাসা আছে, তাহাদের জ্ঞানমাত্রের প্রতিবন্ধকতা আছে, ইহাতেও কোন যুক্তির অপেক্ষা করে না। তরুণ যে হলে হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩৮। নতুকতোলদস্যায়ঃ।

কোন এক কপট বণিক ত্র্যযত্নের করিবার সময় কেমন ত্র্যয ওজন করিলে সেই-কালে একটী নতুক (বাণ) ফিরা ওজন করিতে লাগিল,

নতুক লাফাইয়া চলিয়া গেল, এই সময় বণিকের কপটতা প্রকাশ পাইল, এইরূপ যে হলে কার্য করিবার সময় কপটতা প্রকাশ পায়, সেই হলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩৯। মরণাধ্বরং ব্যাধিরিতি জ্ঞায়ঃ।

মরণ হইতে ব্যাধিরেব, তত্ব্য ভায়। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় উপস্থিত হইলে তাহা অপেক্ষা আর দুঃখই আশ্রয়ী। এইরূপ হলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৪০। মুজাদিবািকোত্তরগজায়ঃ।

মুগ তুণবিশেষ, ইবীকা গর্ভস্থত্ব তাহার উচ্চরণ তত্ব্য ভায়। মুগ হইতে ইবীকা তুলিয়া লইলে বেরূপ তাহার কোন কতি হয় না। এইরূপ যে হলে যেন বস্তুর গর্ভ (মধ্য) রিত তুলিয়া লইলে তাহার কোন কতি না হয়, এইরূপ হলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৪১। যৎকৃতকং তদনিতিমিতি জ্ঞায়ঃ।

যাহা কৃতক অর্থাৎ কার্য তাহা অনিত্য, তত্ব্য ন্যায়ঃ। কার্যমাত্রই অনিত্য, এইরূপ যে হলে বলা হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১৪২। যৎপন্নঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ ইতি জ্ঞায়ঃ।

যে হলে যাহা প্রকৃত বিষয় তাহাতে তাহারই প্রামাণ্য অধিক অন্য ইতর বিষয়ে প্রামাণ্য হইতেও পারে, না পারে, সাংখ্যদর্শনে বিজ্ঞানভিত্তক ভাষ্যে এই ন্যায়দ্বারা বলিয়াছেন, সাংখ্যদর্শনে প্রধান বর্ণনীয় দুঃখনিবৃত্তি, এই দুঃখনিবৃত্তিনিবন্ধে এই দর্শনই অন্য দর্শনাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য, কিন্তু ঐশ্বর্য্যে এই দর্শন দুর্বল, যেহেতু ঐ ঐশ্বর এই দর্শনের প্রধান বিষয় নহে, কিন্তু বেদান্তদর্শন দর্শনে ব্রহ্মবিষয়েরই অধিক প্রমাণ যেহেতু তাহাদের উহার বর্ণনীয় বিষয়। যে হলে এইরূপ হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১৪৩। যত্রোক্তয়োঃ সমো দোষঃ ন তত্রোক্তোহনুযোক্তো ইতি ন্যায়ঃ।

যে হলে উভয়ের দোষ ও পরিহার সমান, সেইহলে কোন পক্ষই পক্ষানু-যোক্ত্য অর্থাৎ গ্রহণীয় নহে।

"যত্রোক্তয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারকঃ যঃ সমঃ।

নৈকঃ পথানুযোক্ত্যঃ ত্রাং তাদৃশগুণবিচারেণ ॥"

বেদান্তদর্শনে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে, যে হলে দোষও দোষের পরিহার উভয়ই তুল্য সেই হলে কোন পক্ষ অবলম্বনীয় নহে।

১৪৪। যাদৃশং যুগং তাদৃশং চপেটমিতি জ্ঞায়ঃ।

বেরূপ যুগ সেইরূপ চপেট (চড়) অর্থাৎ যে হলে তুল্যরূপ পরিহার হইবে, সেইহলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৪৫। যাদৃশো যক্ষতাদৃশো বলিরিতি জ্ঞায়ঃ।

বেরূপ যক্ষ বলি উপহারও তরুণ, যে হলে তুল্যরূপ উপহার হইবে তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৪৬। যেন উপক্রমাতে উপসংহ্রিতে স বাক্যার্থঃ ইতি জ্ঞায়ঃ।

যাহা দ্বারা উপক্রম ও উপসংহার হয়, সেই বাক্যার্থ তত্ব্য ন্যায় বেরূপ 'দ্বিরি অধিমান' ইহা বলিলে এই প্রতিজ্ঞা বাক্যদ্বারা পক্ষতেরই উপক্রম করা হয় এবং কিংবা বাক্যমান না সেই হেতু বাক্যমান, এই লিগ-মনবাক্যও পক্ষতের বোধ হইতেছে, এই হলে উপক্রম ও উপসংহারে দ্বিরি বাক্যার্থ হইল। এইরূপ হলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৪৭। যোজনপ্রাপ্যায় কাবেবাৎ মনবন্ধনস্তায়।

যোজনপ্রাপ্য কাবেবাতে মনবন্ধন (মন কৈবর্ত জাতিবিশেষ, তাহার ব্রহ্মবন্ধন, অথবা মন বোদ্ধ পুরুষ তাহার ন্যায় বন্ধন) তত্ত্বা ন্যায়। বহি আর জলাশয় হয়, মনবন্ধন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মবি উভয়রূপে আটিকা বাঁধিয়া সেই জলাশয় অনায়াসে পার হয়, কিন্তু নদী বহি যোজনপ্রাপ্য হইয়া তাহা হইলে মনবন্ধন করিয়া ঐরূপ নদীতরঙ্গ অনুভূত, এইরূপ যে হলে হইবে, তদ্বা এই ন্যায় হইবে।

১৪৮। রক্তপটস্তায়।

যে হলে নিরাকাক্ষ বাক্যে আকাক্ষা উপাশিত করিয়া একবাক্যে করা হয়, সেইহলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। যথা—‘পটোংতি’ পট আছে, পট এই বাক্যে কোনরূপ আকাক্ষা নাই, এই নিরাকাক্ষবাক্যে আকাক্ষা উপাশিত করিয়া অর্থাৎ কি প্রকার পট এইরূপ আকাক্ষা তুলিয়া তাহাতে একবাক্যতা করা হইল অর্থাৎ রক্ত পট। যে হলে এইরূপ বলা হয়, তদ্বা এই ন্যায় হইবে।

১৪৯। রজ্জুসর্পস্তায়।

রজ্জুতে সর্প জন্ম তত্ত্বা ন্যায়।

“যত্র বিবক্ষিতং ভাতি কলিতং রজ্জুসর্পবৎ” (অষ্টাবক্রসং)

অক্ষুটালোকে রজ্জু দেখিলে মানবের সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু বধন ক্ষুটালোকে ভাল করিয়া তাহা দেখা যায়, তখন আর সর্পভ্রম থাকে না, তাহা রজ্জু বলিয়াই প্রতীতি হয়। এইরূপ আমাদের অজ্ঞানের অক্ষুটালোকে ত্রুণে জগৎভ্রম হইতেছে, বধন প্রবণ, মনন ও বিধিধাশন দ্বারা অজ্ঞানালোকে চলিয়া বাইবে, জ্ঞানালোকে উদ্ধাসিত হইবে, তখন আর ত্রুণে জগৎভ্রম হইবে না। বেদান্তদর্শনে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ হইলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫০। রাজপুত্রব্যাপ্তায়।

কোন সময়ে একরাজপুত্র চৌরকর্তৃক নীত হইয়াছিল, পরে এই চৌরগণ তাহাকে এক ব্যাধের নিকট বিক্রয় করে, রাজপুত্র ব্যাধত্ববশে বর্জিত হইয়া ‘আমি ব্যাধপুত্র’ এইরূপ ধারণা করিয়াছিল। পরে তাহার কোন আত্মীয় ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ব্যাধত্ববশে রাজপুত্রকে তাহার জন্ম বৃত্তান্ত সকল বলিলে তখন রাজপুত্রের ব্যাধবৃত্তান্ত বিবৃতি হইয়া তাহার মরণ বোধ হইল। এইরূপ যে হলে জাতি হইয়া বাক্যে অপনোদন হয়, তদ্বা এই ন্যায় হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের ত্রুণে বৃত্ত জাতি হইতেছে, কিন্তু তত্ত্বমতাদিন কো তাহার অপনোদন হইয়া ‘অহং ব্রহ্ম’ এই জ্ঞানই অবিচলিত হয়। এইরূপই এই ন্যায়ের বিষয়। সাংখ্যদর্শনে চতুর্ধ অধ্যায়ে ‘রাজপুত্রবৎ ভোগোদেশাৎ’ এইরূপে এই বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫১। রাজপুত্রপ্রবেশনায়।

রাজার পুত্র প্রবেশের সময় অতিশয় জনতা হয়, কিন্তু বহলোকের সমাগম বলিয়া নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এই সকল লোকসমূহ রক্ষীগণের পীড়নভয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত থাকে ও কোন রূপ পোলযোগ করে না, এইরূপ যে হলে বিশৃঙ্খলভাবে কার্য নির্বাহ হয়, তদ্বা এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫২। লক্ষণপ্রমাণাত্মাং হি বস্তুনির্দিষ্টমিতি ন্যায়।

লক্ষণ ও প্রমাণদ্বারা বস্তু নির্দিষ্ট হয়, তত্ত্বা ন্যায়। এইরূপ যে হলে লক্ষণ ও প্রমাণে বস্তু নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেই হলে এই ন্যায় হয়।

১৫৩। লুতাত্ত্বন্যায়।

লুতা কীটবিশেষ তাহা হইতে তত্ত্বনির্ণয় তত্ত্বা ন্যায়। লুতা (মাকড়সা) বেগুন দিলে খীর বেশ হইতে পূত্র নির্বাণ করে ও নিজ ঘোষেই সাহায্য করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম এই জগৎ বহি করিতেছেন এবং সাহায্য ফলে ব্রহ্মই এই জগৎ লীন হইতেছে। এইরূপ হলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫৪। লোষ্ট্রলগুড়ন্যায়।

বেগুন লগুড়দ্বারা লোষ্ট্র চূর্ণীভূত হয়, তদ্রূপ উপদর্শ। ও উপদর্শক হইলে সেইহলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫৫। লোহচূষণন্যায়।

লৌহ ও চূষণ দুইই দিগন্ত, কিন্তু চূষণ লৌহ সন্নিবিষ্টমানেই তাহাকে আকর্ষণ করে, এইরূপ পুরুষ মিত্র হইলেও প্রকৃতিসন্নিধানে কাণ্ড-প্রবর্তক হয়। সাংখ্যদর্শনে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৫৬। বরগোষ্ঠীন্যায়।

গোষ্ঠী অর্থাৎ বর ও বধূণকের পরস্পর আলোচনে, (বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ সকলে) একমত হইয়া বেগুন বরলাভরূপ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে, এইরূপ যে হলে একমত হইয়া কোন একটা কার্যসাধন করা যায়, সেই হলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। গোষ্ঠী বর ও বধূণকের আলোচনাইহার এক মত্যা বর লাভ হয়, এই জন্য এই ন্যায়ের নাম বরগোষ্ঠী ন্যায় হইয়াছে।

১৫৭। বরবাতায় কন্যাবরণমিতি ন্যায়।

বিবাহ করা প্রয়োজন অথচ বিধব্যা বিবাহ করিলে দণ্ড হইতে পারে, এইরূপ হলে বিধব্যা বিবাহ না করাই শ্রেয়ঃ, যে হলে অতীত বস্ত্র লাভ করিতে পিয়া অনিষ্টান্তরের সভাবনা, সেইহলে অতীত বস্ত্র লাভ না করাই ভাল। এইরূপ হলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫৮। বল্লিধূগন্যায়।

ধূমরূপ কার্যদর্শনে বেগুন কারণরূপ কার্যের অনুমান হইয়া থাকে, তদ্রূপ কার্যদর্শনে কারণের অনুমান হইলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫৯। বিদ্যথলটন্যায়।

থলট অর্থাৎ বাহার মাখার টাক পড়িয়াছে। থলটিব্যক্তি যোরে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া তারার জন্য এক বিধবৃকতলে উপবেশন করিয়াছিল, এমন সময় একটা বেল তাহার মস্তকে পতিত হওয়ার তাহার মস্তক ভগ্ন হইল। এইরূপ যে হলে অতীত প্রাপ্তির আশার বাইরা অনিষ্ট লাভ হইয়া থাকে, সেইহলে এই ন্যায় হয়।

১৬০। বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি চ বিশেষণমিতি ন্যায়।

বিশেষ্যে বিশেষণ, তাহাতেও বিশেষণ তত্ত্বা ন্যায়। বেগুন কৃতল

• “থলটো বিবসেবস্ত কিরণঃ সন্তাপিতো মস্তকে, বাহুন্ বেষমমাতপং বিধিবদাঘিষত মূলং পতঃ। তত্রাপ্যস্ত মহাকলেন পততা তত্রঃ সপকঃ শিরঃ, প্রায়ো গচ্ছতি যত্র ভাগ্যাহিততত্রাপ্যং ভাঙ্গনঃ” (লৌকিকন্যায়ঃ)

বটবৎ ও জলবৎ এই স্থলে তৃতলে ঘট বিশেষণ এবং এই বিশেষণটী তৃতল্যেব প্রসূত হইয়াছে, তদুপ বিশেষণ এই রীতিতে যে স্থলে ভাসমান হইবে, তথায় এই ভায় হয়।

১৬১। বিষভক্ষণন্যায়ঃ।

পানী পাণাচরণ করিয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য বিষভক্ষণন্যায় দিয়া করিতে হয়, যথাবিধিবে পানীকে বিষ ভক্ষণ করাইলে যদি প্রকৃত সেই ব্যক্তি পান না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অনিষ্ট হইবে না এবং অনিষ্ট হইলে তাহাকে পাণাচারী বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ যে স্থলে সত্যাক্ষিসন্দের বোঝ এবং মিথ্যাক্ষিসন্দের বন্ধ হয়, সেই স্থলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৬২। বিষবৃক্ষন্যায়ঃ।

অন্ত বৃক্ষের কথা দূরে থাকুক যদি বিষবৃক্ষও বর্জিত করা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও ছেদন করা সম্ভব নহে, সেইরূপ আপনাকর্তৃক আশ্রিত বস্তুর বয়ঃ নাশ করা অসম্ভব, এইরূপ স্থলেই এই ভায় হইয়া থাকে।

"বিষবৃক্ষোহপি সংবর্জ্য বয়ঃ হেতুঃ সমাপ্তম্।" (সূত্রায়ং ২ সং)

এই ভায়ের তাৎপর্য এই যে, নিজে বাহ্যকে বাড়ান যায়, নিজে তাহার কোনরূপ অনিষ্টকরা যায় না।

১৬৩। বীচিতিরঙ্গন্যায়ঃ।

নদীর তরঙ্গ বেগের পর আর একটা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যে স্থলে পরম্পরাগমে কার্যোৎপত্তি হয়, সেইস্থলে এই ভায় হইয়া থাকে।

"বীচিতিরঙ্গজ্ঞানে তদুৎপত্তিঃ কীৰ্ত্তিতা।" (ভাষ্যপরিঃ)

বৈমারিকনিগের মতে ককাদ্যদিবর্ণ বীচিতিরঙ্গ ভায়াদুসারে উৎপন্ন হয়।

১৬৪। বীজাজুরঙ্গন্যায়ঃ।

বীজ হইতে অল্প, কি অল্প হইতে বীজ, বীজ ভিন্ন অল্পয়োৎপত্তি হয় না এবং অল্প হয় না হইলেও বীজ হয় না, সুতরাং অল্পের প্রতি বীজ কারণ না বীজের প্রতি অল্প কারণ ইহার বেগে কিছু স্থির করা যায় না এবং এই বীজাজুরঙ্গবাহ অবদান ইহা বীকার করিয়া লইতে হইবে, এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ভায় হয়। বেদান্তদর্শনে শারীরক-ভাষ্যে এই ভায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

"তৎকৃতধর্মাদধর্মনিমিত্তং শরীরবসিতি চেৎ ন শরীরসদ্বাসিত্বা-
জ্ঞাদধর্ময়োঃ কৃতত্বাসিদ্ধেঃ, শরীরসদ্বস্তুত্বা ধর্মাদধর্ময়োঃ কৃতত্বত্ব চেতরে-
তরাগ্রহণপ্রসঙ্গানজ্ঞাপরম্পরৈব অনাবিকল্পনা।" (বেদান্তং শারীরকত্বাং)

১৬৫। বুদ্ধপ্রকল্পন্যায়ঃ।

একজন লোক একটা গাছে উঠিয়াছিল, মূলপ্রদেশ হইতে একজন কহিল প্রথমে ঐ শাখাটা নাড়া দেও, আর একজন আর একটা শাখা নাড়িতে কহিল, বুদ্ধানুভবান্তি তাহাদের পরস্পর বিসংবাদীবাচ্যে কিছুই করিতে পারিল না, এদিকে আর একজন লোক নিরুপদেশ হইতে বুদ্ধকে দরিদ্রা নাড়া দিল, ইহাতে বুদ্ধও সকলশাখাই কম্পিত হইল। এইরূপ যে স্থলে সকলবস্তুর অবিরোধাচরণ হয়, সেই স্থলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৬৬। বুদ্ধকুমারীবাচ্যন্যায়ঃ।

ইন্দ্র একদা এক বৃদ্ধ কুমারীকে বলিয়াছিলেন, তুমি বয়ঃ প্রার্থনা কর, ঐ বৃদ্ধকুমারী ইন্দ্র কর্তৃক আজ্ঞা হইয়া এইরূপ বয়ঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

আমার অনেক পুত্র বহু স্ত্রীর, বৃত্ত ও কাকনপাত্রে ওষধ ভোজন করুক। কিন্তু এই স্ত্রী কুমারী, ইহার বিবাহ হয় নাই, বিবাহ না হইলে পুত্র ও বনাদি হইতে পারে না, কিন্তু এই কুমারী একটা বয়ে পতি, পুত্র, সো, ধাত্ত ও হিরণ্য লাভ করিলেন। এইরূপ উপাসনাবারা একবোঝসাধন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে তত্ত্বজ্ঞানতত্ত্বসামি বহু সংগৃহীত হয়, তদুপ যে স্থলে একশাক্যারা নানার্থের প্রতিপাদন হয়, সেইস্থলে এই ভায় হইয়া থাকে। মহাভাষ্যে এই ভায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৬৭। বুদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি বিনষ্টমিতি ভ্রায়ঃ।

কোন এক বণিক মূলধন বাড়াইবার জন্য ব্যসনা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার কতকগুলি ভৃত্য অস্ত্রায় ব্যবহার করিয়া তাহার মূল ধনপরিঃ বিনষ্ট করিয়া কেলিল, এইরূপ যে স্থলে তথায় এই ভায় হয়।

১৬৮। ব্রতনিয়মলজ্ঞবদানার্থক্যং শৌকবৎ।

জানসাধক ব্রতাদি পরিভাগ করিলে লোকবৃত্তান্তে জানরূপ প্রয়োজন নষ্ট হইয়া যায়। ইহার উদ্দেশ্য বৃথা ব্রতগ্রহণে পারিতোষ্যে এবং বৃথা পরিভাগ্যেও অনর্থ সংঘটিত হয়।

১৬৯। শম্ববেলান্যায়ঃ।

শম্বদ্বিধি দ্বারা বেলা বিশেষের বেগে জান হয় এবং ঘটাদ্বারা যেমন সময় জানা যায়, তদুপ যে স্থলে পর পর জানা যায়, সেইস্থলে এই ভায় হইয়া থাকে। "বধা—চেত্নাত্তরঃ বৈশাখঃ বৈশাখোত্তরঃ কৈঠ ইতি ক্রমবিশেষজ্ঞানঃ শম্ববেলান্যায়াদিতি।" (মলমাসতত্ত্ব)

১৭০। শতপত্রভেদন্যায়ঃ।

শতপত্র একটা প্যুটীদ্বারা বিভক্ত করিলে একবারেই ভেদ হইল, এইরূপ বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে, প্রত্যেকপত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভক্ত হইয়াছে; কিন্তু কালের পুস্ত্যাবলম্বতঃ তাহার অনুমান হয় না। এইরূপ যে স্থলে অনেকগুলি কার্য পর পর হইলেও এক সময়ে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেইস্থলে এই ভায় হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনে এই ভায় দর্শিত হইয়াছে।

১৭১। শালিসম্পত্তৌ কোদ্রবানশন্যায়ঃ।

শালি উত্তম ধাত্তবিশেষ, কোদ্রব অধম ধাত্তভেদ, উত্তম ধাত্ত থাকিতে অধম ধাত্ত তদুপ তত্ত্ব্য ভায়, যে স্থলে উত্তম বস্ত্র নবে অধম বস্ত্র সেবন করা হয়, সেইস্থলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৭২। শিরোবেষ্টনেন নাসিকান্ধর্ষ ইতি ভ্রায়ঃ।

মস্তক বেষ্টন করিয়া নাসিকান্ধর্ষ তত্ত্ব্য ভায়। যে স্থলে অন্নান্দ-সাধ্য কার্যে বহু আশাস হয়, সেই স্থলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৭৩। স্ত্রীময়স্তন্যায়ঃ।

বেগে ঘটাদি স্ত্রীময় গুণ নাশ হইয়া রক্তগুণ হইয়া থাকে, তদুপ যে স্থলে পুষ্ক গুণ নাশ হইয়া অপর গুণের সমাবেশ হয়, সেইস্থলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৭৪। স্ত্রীলগ্ননকন্যায়ঃ।

একজন লোক একটা কুকুর পুষ্টিয়াছিল এবং তিনি ঐ কুকুরকে স্ত্রীলগ্ন নামে অভিহিত করিতেন। যদি কোন-দিন তাহার স্ত্রীকে স্ত্রীলগ্ন-ইবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে সেইদিন তিনি ঐ কুকুরকে স্ত্রীলগ্ন-একার পালি দিলেন, তাহার স্ত্রী আপনায় স্ত্রীলগ্ন-একার অভিহিত রাখা হিত

হইতেন। ভ্রামকের প্রতি দানি প্রদান বস্তুর অভিপ্রায় ছিল না, তথায় ভ্রামক দ্বারা দানের কারণ না থাকিলেও দানের একা তদ্বিধা রাখাচিত হইতেন। এইরূপ যে হুলে হইবে, তথায় এই ভায় হয়।

১৭৫। স্বঃ কার্যমদ্য কুরীতেতি ভায়ঃ।

যে কার্য করা করিতে হইবে, সেই কার্য অন্য এবং অপরাধের কার্য পূর্নাভূত করিতে হইবে, এইরূপ যে হুলে পরকর্তব্য কার্য পূর্ণ করা যায়, সেই হুলে এই ভায় হইয়া থাকে।

“স্বঃ কার্যমদ্য কুরীতে চাপরাফিকম্।

সহি প্রতীক্যতে স্তূতঃ কৃতন্ত ম বা কৃতন্ত।”

১৭৬। স্তেনবৎ স্তূতঃস্বী ভাগবিবোপাত্যায়।

ভীষ ভাগ ও বিয়োগ এই দুয়ের দ্বারা স্তেনবৎকার ভায় স্বী ও স্তূতী হয়। কোন ব্যক্তি একটা স্তেনবৎকার পুরিয়াছিল। কিছুকাল পরে তাহার মনে হইল, ইহাকে আর বুঝা কঠিই কেন, ইহা ভাবিয়া ছাড়িয়া দিল। স্তেন তখন বস্তনমুক্ত হইয়া স্বী ও পালকের বিচ্ছেদে স্তূতী হইল। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে সংসারে নিরবচ্ছিন্ন স্তূত নাই।

১৭৭। সন্ধ্যাপতিভায়ঃ।

সন্ধ্যাপ (সাড়াদী) বেগুণ মধ্যস্থিত পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ পূর্নোত্তর পদার্থের মধ্যস্থিত পদার্থের গ্রহণ হুলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৭৮। সন্নিহিতাদপি বাবহিতঃ সাকাক্ষঃ বলীর ইতি ভায়ঃ।

সন্নিহিত হইতে বাবহিত পদ বহি আকাক্ষাত হইয়া, তাহা হইলে উহা বলবান হইয়া থাকে তত্ব ভায়। শাকবোধের যোগ্যতাহেতু সাকাক্ষণের অর্থাৎ বাবাহিতবোধের প্রবোধকতা এই নিয়মে তাহার আসক্তিক্রম অনাধার করিয়া অপরবোধ্য পদার্থবাক্য শব্দের ব্যবহিত্য থাকিলেও যে হুলে অপর হয়, তথায় এই ভায় হইয়া থাকে। এইরূপ হুলে এই ভায় হয়।

১৭৯। সন্নিহিতে বুদ্ধিরন্তরসমিতি ভায়ঃ।

সন্নিহিত ও বিপ্রকৃষ্ট এই দুইয়ের যদি উভয়েরই অপর সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে সন্নিহিতে আসক্তি বশতঃ অপর হইয়া থাকে, বিপ্রকৃষ্টের অপর হয় না, এইরূপ যে হুলে হইবে তথায় এই ভায় হয়।

১৮০। সমুদ্রবৃষ্টিভায়ঃ।

সমুদ্রে স্বর্গ হইলে তাহাতে বেগুণ কোন উপকার হয় না, তরুণ যে হুলে নিম্নল কার্য হয়, সেইহুলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৮১। সমুদ্রালম্বনভায়ঃ।

যে হুলে উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে বিশেষণ ও বিশেষ্যভাবদ্বারা অপর অসম্ভব হয়, সেইহুলে উপস্থিত পদার্থের সমুদ্র-অলম্বন করিয়া বোধ হইবে, বেগুণ ঘট, পট ইত্যাদিহুলে ঘট ও পট উভয়ই বিশেষ্যপদ, এই বিশেষ্যপদ অলম্বন করিয়া অপর বোধ হইবে। এইরূপ যে হুলে হইবে, তথায় এই ভায় হইবে।

১৮২। সম্ভবতোকবাক্যে বাক্যাত্মনো চ্যোত ইতি ভায়ঃ।

এক বাক্য সম্ভাবনা হইলে বাক্যাত্মক অভিলম্বণীয় নহে যে হুলে এইরূপ হইবে, তথায় এই ভায় হইবে।

১৮৩। সর্বঃ বিশেষণঃ সাধারণমিতি ভায়ঃ।

বিশেষ্যনামই সাধারণ বস্তু—‘যেত পথ’ এই হুলে পথ যেতবধি।

এইরূপ যে হুলে সাধারণ বাক্য বোধ হইবে সেইহুলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৮৪। সর্বাপেক্ষাক্রান্তঃ।

বহুবোধ্য নিম্নস্থিত হইলে, তাহার মধ্যে একজন আসিলে তাহাকে বেগুণ আহার কেতবা হয় না, সকলের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, এইরূপ হুলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৮৫। সবিশেষণে হি বিবিনিবেধো বিশেষণমুপসংক্রান্তঃ সতি বিশেষ্যে বামে ইতি ভায়ঃ।

বিশেষ্যপদ বাবিত হইলে বিশেষণের সহিত বর্তমান বিধি ও বিশেষ বিশেষণে উপসংক্রান্ত হয়, তত্ব ভায়। বেগুণ ‘ঘটাকালানন্দ নাম্যাকালং ঘটাকাল আনন্দ কর, অন্যাকাল আনন্দ আনন্দক নাই, এই হুলে বিশেষ্যপদ আকাশ হইতে বাবাহিত আনন্দ ও বিধারণ এই বিধি এবং বিশেষ্য হওয়ার ঘটাকালগুণে বিশেষণে উপসংক্রান্ত হইল অর্থাৎ ঘট আনন্দ কর ইহাই বোধ হইল, এইরূপ যে হুলে হয়, তথায় এই ভায় হইয়া থাকে।

১৮৬। সাক্ষাৎ প্রকৃতি বিকারলয় ইতি ভায়ঃ।

সাক্ষাৎ প্রকৃতিতে বিকারের লয় হয়, তত্ব ভায়। বেগুণ ঘটাদির সাক্ষাৎ প্রকৃতি কপালারিতে লয় হয়, পরমাণুতে লয় হয় না, সেইরূপ যে হুলে বিকারের বীর প্রকৃতিতে লয় হইবে, সেইরূপ হুলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৮৭। সাবকাশনিরবকাশদ্বয়োৰ্থে নিরবকাশো বলীয়ান্ ইতি ভায়ঃ।

সাবকাশ এবং নিরবকাশবিধিহুলে নিরবকাশবিধিই বলবান্, তত্ব ভায়। বাহার অনেকগুলি বিধির অর্থাৎ হল আছে, তাহাই সাবকাশ বিধি এবং বাহার কেবল একটা বিধির থাকে, তাহাই নিরবকাশ বিধি। যদি কোন হুলে এই দুইটি বিধি সমান থাকে, তাহা হইলে নিরবকাশবিধিরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। যে হুলে এইরূপ নিরবকাশ বিধির প্রাধান্য হয়, সেইহুলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৮৮। সিংহাবলোকনভায়ঃ।

সিংহ বেগুণ একটা মুগ বৎ করিয়া অগ্রে বাইতে বাইতে পশ্চাদ্ধিক্ অবলোকন করে, তরুণ যে হুলে অগ্রে ও পৃষ্ঠে উভয়ের অপর হয়, সেই হুলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৮৯। সূচীকটাহভায়ঃ।

অন্নানাসাধ্য সূচীনির্মাণের পর কটাহ নির্মাণ। একবা কোন ব্যক্তি এক কর্মকারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে একবাণি কটাহ নির্মাণের জন্য কহিল, ইত্যাসরে আর একব্যক্তি আসিয়া একটা সূচী প্রার্থনা করিল। কর্মকার প্রথমে সূচী নির্মাণ করিয়া পরে কটাহ প্রস্তুত করিয়া দিল, এইরূপ যে হুলে অন্নানাসাধ্য কার্য সারিয়া বহু অন্নানাসাধ্য কার্য করা যায়, সেইহুলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১৯০। সূক্ষোপসূক্ষভায়ঃ।

সূক্ষ ও উপসূক্ষ নামে প্রবলপরাক্রান্ত দুইজন অপর ছিল, ইহারা দুই ভাই পরস্পর বিবাদ করিয়া উভয়ই রিমুট হয়, এইরূপ যে হুলে পরস্পর রিমুট হয়, সেইহুলে এই ভায় হইয়া থাকে।

১১১। সূত্রশাটিকাভ্যাসঃ।

সূত্রশাটিকা হইয়া থাকে, সূত্র শাস্ত্র উপাধান বলিয়া সূত্রের শাস্ত্র এই ভাবিনঃ(ভাষ্য) নির্দেশ হয়, এইরূপ যে স্থলে উপাধানের ভাবিনঃভাষ্য-রূপে নির্দেশ হয় সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১১২। সোপানান্যোহরণভ্যাসঃ।

প্রাসাদোপরি উঠিতে ইচ্ছা হইলে যেস্থল সোপানে আরোহণ করিয়া উঠিতে হয়, অর্থাৎ এক একটী সোপান উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে প্রাসাদোপরি উঠা যায়, এইরূপ ত্রুণ জ্ঞানিতে হইলে প্রথমে এক একটী সোপান উত্তীর্ণ হইলে ত্রুণ জ্ঞানিতে পারা যায়। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য প্রকৃতি ক্রমিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানও চলিয়া বাইতে থাকে, ক্রমে সম্পূর্ণ অজ্ঞান তিরোহিত হইলে ব্রহ্মসাক্ষ্যকার হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১১৩। সোপানান্যোহরণভ্যাসঃ।

যেস্থলে সোপানে আরোহণ করা যায় এবং তাহার বিপরীতক্রমে অব-রোহণ করিতে হয়, এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১১৪। স্থবিরলগুণভ্যাসঃ।

বৃহৎসপতিত লগুণ যেস্থল লক্ষ্যস্থলে পতিত হয় না, এইরূপ লক্ষ্যস্থলে পতন না হইলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১১৫। স্থানানিধনভ্যাসঃ।

স্থান পৃথকভাবে তাহার নিধন, ভ্রম প্রোথিত করিতে হইলে তাহার বৃত্ততার জন্য পুনঃ পুনঃ করা যায়। উত্তোলন ও চালনা করিয়া যেস্থল নিধন করা হয়, তদ্রূপ যে স্থলে খীর পক্ষ সমর্থিতপক্ষের বৃত্ততার জন্য উদাহরণ ও বক্তিত প্রকৃতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ সমর্থন করা যায়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১১৬। স্থানাকস্মতীভ্যাসঃ।

বিবাহের পর পর ও বন্ধুকে অরুচী দেখাইতে হয়, এই অরুচী অতি দূরে অবস্থিত, এইজন্য ইহা অতি দূর, অতিদূর দূরবহু ইহাকে হঠাৎ দেখিতে পারা যায় না, কিন্তু অজুনি নির্দেশপূর্বক লোকে প্রথমে সপ্তমি তাহার পর তাহার সমীপবর্তী অরুচী এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকে এবং তাহাতে ক্রমে অরুচীর জ্ঞানও হয়, এইরূপ যে স্থলে অতি দূর ও দূরবর্তী বন্ধু জ্ঞানের জন্য ক্রমে ক্রমে বোধ হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১১৭। স্থানিত্যভ্যাসঃ।

কৃত্য সকল প্রকৃত্য অতিপ্রাচুর্য্যে কার্য সম্পাদন করিয়া প্রসাদ লাভে আপনাকে লাভবান বিবেচনা করে, এইরূপ যে স্থলে পর-স্পরের উপকার্য ও উপকারকতাব বোধ হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

কতকগুলি লৌকিক ভাষ্যের লক্ষণ লিখিত হইল, ইহা ভিন্ন আরও অনেক লৌকিক ভাষ্য আছে, বাহ্য্য ভয়ে তাহা-দের বিবরণ লিখিত হইল না, কেবল অকার্য্যি ক্রমে তালিকা দেওয়া হইল।

১ অম্যাতপনভ্যাস, ২ অভ্যন্তর বলবতোহপি পৌরহান-

পলা ইতি ভাষ্য, ৩ অদ্বন্দ্বমহনভ্যাস, ৪ অনবীতে মহাত্ম্যে ইতি ভাষ্য, ৫ অনন্তরত বিধিবা তবতি প্রতিবেদ্যে বা ইতি ভাষ্য, ৬ অন্তে বা মতিঃ সাগতিরিতিভাষ্য, ৭ অন্তে রণাবিবাহন্তে-না-বাব কৃতো ন স ইতি ভাষ্য, ৮ অকলস্পনভ্যাস, ৯ অকৃতকৃত-ভাষ্য, ১০ অংশতকণভ্যাস, ১১ অভ্যন্তরভাষ্য, ১২ অর্ধ-বৈশম্যভ্যাস ১৩ অবতাপেক্ষিতানপেক্ষিতমৌর্যিতি ভাষ্য, ১৪ অবতরীপর্ভভ্যাস, ১৫ অবতৃত্যভাষ্য, ১৬ অবিধিপূ-ভাষ্য, ১৭ অবিমুক্ত কৈবর্তভাষ্য, ১৮ আঘাতভাষ্য, ১৯ ইকু-রসভাষ্য, ২০ ইকুবিচারভাষ্য, ২১ ইচ্ছ্যমান্যোঃ সমভি-ব্যাহারে ইব্যমাণন্তেব প্রাধান্যমিতি ন্যায়, ২২ ইবুবেগকরণ্যায়, ২৩ উপজনিব্যমাননিমিত্তোহপ্যাবাপো জাতনিমিত্তমপি উৎসর্গ-বাগত ইতি ন্যায়, ২৪ উপকীৰ্য্যোগপীকভাষ্য, ২৫ উষ্ট্রলগু-ভাষ্য, ২৬ একত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্ত্যাপি তথা ইতি ভাষ্য, ২৭ কণ্টকভাষ্য, ২৮ করিবৃত্তিতভাষ্য, ২৯ কাংস্তভোজী ভাষ্য, ৩০ কামনাগোচরভেদ শব্দবোধ এব শব্দসাধনতাহয় ইতি ভাষ্য, ৩১ কালনাশে কার্য্যনাশভাষ্য, ৩২ কিমজ্ঞানন্ত দ্বন্দ্বমিতি ভাষ্য, ৩৩ কীটভ্রমভাষ্য, ৩৪ কুটুম্বনিজ্যায়, ৩৫ কুস্তীধান্যভাষ্য, ৩৬ কূপন্যায়, ৩৭ কৃতাকৃতপ্রসঙ্গো যো বিধিঃ স নিত্য ইতি ভাষ্য, ৩৮ কোবপালভাষ্য, ৩৯ কোণ্ডিভ্যাস, ৪০ কোন্তে-রাদেশন্যায়, ৪১ খলমৈত্রী ভাষ্য, ৪২ খাদককাতকভাষ্য, ৪৩ গজঘটান্যায়, ৪৪ গণপতিন্যায়, ৪৫ গর্দভারাগগণনা-ন্যায়, ৪৬ গলেপাচ্ছকভাষ্য, ৪৭ গুণোপসংহারন্যায়, ৪৮ গোপীকীয় খদৈশ্বর্ত্যমিতি ন্যায়, ৪৯ গোময়পায়সন্যায়, ৫০ গো-মহিমাদিন্যায়, ৫১ ঘটপ্রদীপভাষ্য, ৫২ চক্রভ্রমণ্যায়, ৫৩ চর্ম্মতন্ত্রী মহিবীঃ ইজ্জীতি ন্যায়, ৫৪ চিত্তামৃতন্যায়, ৫৫ চিত্রপটভাষ্য, ৫৬ চিত্রাঙ্কনান্যায়, ৫৭ চিত্রানলন্যায়, ৫৮ জন-মহনন্যায়, ৫৯ জামাএখং ক্লিপ্তস্থ স্থপাদেবিত্যুপকারকত্বমিতি ন্যায়, ৬০ জ্ঞানধর্ম্মগ্যাভ্যাসপ্রকারে তু বিপথ্য ইতি ন্যায়, ৬১ জ্ঞানাদেনির্ব্ববচ্ছকর্ষোহ্যসীকার্য্য ইতি ন্যায়, ৬২ জ্যোতির্ন্যায়, ৬৩ তত্ত্বাদ্গবগম্যত ইতি ন্যায়, ৬৪ তদভিন্ন-মিতি ন্যায়, ৬৫ তদাগমেহপি দৃষ্টতে ইতি ন্যায়, ৬৬ তমঃ-প্রকাশন্যায়, ৬৭ তরতমভাবাপারমিতিভাষ্য, ৬৮ তামসঃ পরি-বর্জ্জয়েদিতি ন্যায়, ৬৯ তালস্পর্শন্যায়, ৭০ তিথীগধিকরণন্যায়, ৭১ তুলোরমনন্যায়, ৭২ ভাষ্যেদেকং কুলভাষ্যে ইতি ন্যায়, ৭৩ ভাষ্য্য দ্ব্যটনী ইতি ন্যায়, ৭৪ দ্ব্যায়মনন্যায়, ৭৫ দ্ব্য-জনবহিন্যায়, ৭৬ দ্ব্যস্পর্শমরণন্যায়, ৭৭ দ্ব্যপরি পরি-কোজর ইতি ন্যায়, ৭৮ দ্ব্যস্পর্শকান্যায়, ৭৯ দানব্যালকট-ন্যায়, ৮০ দাহকাক্যান্যায়, ৮১ দ্ব্যলৈরপি বাধ্যতে পুত্রবৈঃ পার্থিব্যভিভেদিত্য ইতি ন্যায়, ৮২ দেবভাষ্যিকরণন্যায়, ৮৩ দেব-

বহুব্ধন্যায়, ৮৪ বৈবলীপন্যায়, ৮৫ দেহাধোমুখন্যায়, ৮৬ ধর্মকল্পন্যায়, ৮৭ বর্ষিকল্পন্যায়, ৮৮ ধ্যানপল্লন্যায়, ৮৯ নহি প্রোভিত্ত্যন্যায়, ৯০ নহি ভিক্ষুকা ভিক্ষুকমিত্তি ন্যায়, ৯১ নহি বিবাহানন্তরঃ বরণরীক্ষা ক্রিতে ইতি ন্যায়, ৯২ নহি শাক্ষ্যশাক্ষ্যেনাথেতি ইতি ন্যায়, ৯৩ নহি স্ত্রীকৃপাসিদ্ধিঃ স্ত্রমেব ছেদুঃসাহিত্যাপাঙ্গা ভব-
ভীতি ন্যায়, ৯৪ নাগোদ্রুপতিন্যায়, ৯৫ নাক্ষত্রবিশেষণা বিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষণ সংক্রাম্যভীতি ন্যায়, ৯৬ নীরকীরন্যায়, ৯৭ নীলেকীবরন্যায়, ৯৮ নোনাবিকন্যায়, ৯৯ পটন্যায়, ১০০ পদমপাধিকাতাব্যং স্মারক্যং ন বিশিষ্যত ইতি ন্যায়, ১০১ পরিঘন্যায়, ১০২ পুরুষাধিক্যন্যায়, ১০৩ পুরুষো-
পত্যকান্যায়, ১০৪ পিতৃং হিবা করং লেটীতি ন্যায়, ১০৫ পুর-
ভাগপদা অনন্তরান্ বিধীন্ বাধতে নেতরানিতি ন্যায়, ১০৬ পুট্টপল্লন্যায়, ১০৭ পূর্ণমপদা নিবিশন্তে পশ্চাৎ-
সর্গা ইতি ন্যায়, ১০৮ পূর্ণং পরবলীকন্যায়, ১০৯ প্রেক্ষাপ-
বাদবিষয়ঃ পশ্চাৎসর্গোভিনিবিশতে ইতি ন্যায়, ১১০ প্রকা-
শাশ্রয়ন্যায়, ১১১ প্রকৃতিপ্রত্যয়ধর্মোঃ প্রত্যয়ধর্ম প্রাধান্য-
মিতি ন্যায়, ১১২ প্রণামময়নিবর্তন্যায়, ১১৩ প্রমাণবস্তা-
দৃষ্টানি কল্পানি স্তবহনাপীতি ন্যায়, ১১৪ প্রসঙ্গপঠিত্যায়, ১১৫ বহুজিহ্বাটপ্রদীপন্যায়, ১১৬ বহুরাজকপূরন্যায়, ১১৭ ব্রাহ্মণবর্ণিত্যায়, ১১৮ ভক্ষিতেপি লণ্ডনে ন শাস্তো-
বাসিমিতি ন্যায়, ১১৯ ভায়তীন্যায়, ১২০ ভাবপ্রধানমাধ্যাত-
মিতি ন্যায়, ১২১ ভূমিন্যায়, ১২২ ভূমিকপক্ষিন্যায়, ১২৩ ভূশৈত্যোক্তন্যায়, ১২৪ ভৈরবন্যায়, ১২৫ ভ্রমরন্যায়, ১২৬
মক্ষিকান্যায়, ১২৭ মণ্ডুকপুতিন্যায়, ১২৮ মৎস্তকণ্টকন্যায়, ১২৯ মল্লগ্রামন্যায়, ১৩০ মহিষী প্রসবোদ্বীক্যিত্যায়, ১৩১ মাংস্ত-
ন্যায়, ১৩২ মৃকভয়েন কথাত্যাগন্যায়, ১৩৩ মূর্খসেবনন্যায়, ১৩৪ মুখাসিক্তাত্মন্যায়, ১৩৫ মৃগভয়েন শতানিশ্রয় ইতি ন্যায়, ১৩৬ মৃগবাণ্ডরান্যায়, ১৩৭ মৃতসারপন্যায়, ১৩৮ যঃ কারয়তি
স কহোতোব ইতি ন্যায়, ১৩৯ যঃ কুরুতে স ভূক্তে ইতি ন্যায়, ১৪০ যৎপ্রায়ঃ শ্রুতে যাদৃক্ ততাদৃগ্ভগ্নমাতে ইতি ন্যায়, ১৪১ যদর্থা প্রবৃতিঃ তদর্থাঃপ্রতিবেশঃ ইতি ন্যায়, ১৪২ যদ্বিবাচ-
সীতগানমিতি ন্যায়, ১৪৩ যন্তাজ্ঞানং ভ্রমন্তত্ প্রাতঃ সমাক্ চ
বেদ স ইতি ন্যায়, ১৪৪ যাবচ্ছিন্নতাবচ্ছিন্নোবাধা ইতি ন্যায়, ১৪৫ যেন চাপ্রাপ্তেন যো বিধিরাজ্যতে স তন্ত বাধকো ভবতি
ইতি ন্যায়, ১৪৬ রথবড়বান্যায়, ১৪৭ রশ্মিভূমিন্যায়, ১৪৮
রাজসং ভাসমভেতি ন্যায়, ১৪৯ রাসতরুতিন্যায়, ১৫০ রুচি-
রৌগমপহরতীতি ন্যায়, ১৫১ রেখাগবরন্যায়, ১৫২ রোগি-
ন্যায়, ১৫৩ লাক্ষণকীবনমিতি ন্যায়, ১৫৪ লোহানিন্যায়,

১৫৫ বক্ষবক্ষন্যায়, ১৫৬ বিধিনিবেশো নতি বিশেষণার্থে
বিশেষণ উপসংক্রামেত ইতি ন্যায়, ১৫৭ বিধের হি তুরতে
বধিতি ন্যায়, ১৫৮ বিপরীতঃ বলাবলমিতি ন্যায়, ১৫৯ বিবাহ-
প্রবৃত্ততান্যায়, ১৬০ বিশিষ্টবৃত্তিরিতি ন্যায়, ১৬১ বিশিষ্ট
বৈশিষ্ট্যমিতি ন্যায়, ১৬২ বুদ্ধিকীর্জন্যায়, ১৬৩ বৈশেষ্যাত্ম-
ত্বান ইতি ন্যায়, ১৬৪ ব্যাক্তবাক্তন্যায়, ১৬৫ ব্যাক্তীকীরন্যায়, ১৬৬
ব্রণশোধন্যায় শয়গ্রহণমিতি ন্যায়, ১৬৭ ব্রীহিবীজন্যায়, ১৬৮
শক্তিঃ সহকারিমিতি ন্যায়, ১৬৯ পদোদ্বর্তন্যায়, ১৭০
শাখাচক্রন্যায়, ১৭১ শাকী ছাক্সা শকেনৈব পুরী-
য়েতি ন্যায়, ১৭২ শৈলীন্যায়, ১৭৩ শপুছোদায়ন্যায়, ১৭৪
সজ্জিতচট্টান্যায়, ১৭৫ সতি বোধে ন জানাতীতি ন্যায়, ১৭৬
সর্কশাস্ত্রপ্রচারমকং কশেতি ন্যায়, ১৭৭ সাক্ষ্যং প্রকৃত-
মিতি ন্যায়, ১৭৮ সাধুমেতীন্যায়, ১৭৯ সার্কজ্ঞানীতুল্যার-
বান্যায়, ১৮০ সিংহযুগন্যায়, ১৮১ স্তম্ভনির্মিত্যায়, ১৮২
স্তম্ভগাভিক্ষুকন্যায়, ১৮৩ স্তনকয়ন্যায়, ১৮৪ স্থালীপ্লাকত্যায়, ১৮৫
স্থাবরজঙ্গমবিষয়ন্যায়, ১৮৬ ক্ষতিকৌহিত্যন্যায়, ১৮৭
স্করস্কচন্যায়, ১৮৮ স্বপক্ষানিকর্ষ্যং স্বকৃপাদারিত্যং
গত ইতি ন্যায়, ১৮৯ স্বপ্নবাহন্যায়, ১৯০ অনিশ্চয় চূষত-
মিতি ন্যায়, ১৯১ হস্তায়লকন্যায়।

শ্রীরামদয়ালুনিয়া রঘুনাথবিরচিত লৌকিকন্যায়সংগ্রহে উক্ত
জ্ঞানসমূহের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

আয়কোকিল (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য।
আয়তস্ (অবা) জায়-তসিল্। জায়াজসারে, জায়রপে।
আয়তা (স্ত্রী) জায় তাবো-তল্, টাপ্। জায়ের ভাব, উপযুক্ততা।
আয়দেব, ভরতপ্রীত সঙ্গীতনৃত্যকার গ্রহের টীকাকার।
আয়দেশ (স্ত্রী) ১ বিচারালয়। ২ বিচারসম্বন্ধীয় কর্ম।
আয়পথ (পুং) জায়োপেতঃ পথঃ, সমানে অচলমাসাংস্তঃ।
নীমাংসাশায়। নীতিসম্বন্ধপণ, জ্ঞানপণ, প্রত্যেক সাধু-
লোকেরই ন্যায়পথে বিচরণ করা বিধেয়।
আয়পরতা (স্ত্রী) জায়পরতা ভাবঃ, তল্ টাপ্। জায়বানের কার্য।
আয়বৎ (জি) জায়ঃ বিঘাতেহন্ত, যতুপ্, যন্ত ব। জায়যুক্ত,
নায়পরায়ণ।
আয়বর্তিন্ (জি) জায়-বৃত্ত-পিনি। যিনি ন্যায়পথে চলেন।
আয়বাণীশ (পুং) কাব্যচক্রিকান্যামে একখানি অলঙ্কারগ্রহ-
প্রণেতা, বিভূতিধির পুত্র।
আয়বহিত (জি) ন্যায়েন বিহিতঃ। ন্যায়সম্মত। কৃত। সাহা
ন্যায়পূর্বক করা যায়।
আয়বৃত্ত (স্ত্রী) ন্যায়োপেতঃ বৃত্তম্। ১ শাস্ত্রবিহিতাচার।
(জি) ২ শাস্ত্রবিহিতাচারী।

ভাসবিরুদ্ধ (জি) প্রত্যেকপ্রকারের বিসংবাদী, বুদ্ধিবিরুদ্ধ।

ভাস্যশাস্ত্রী (পুং) মহারাষ্ট্রদেশে ধর্মপ্রবকার উপাধি।

ভাস্যশাস্ত্রী (স্ত্রী) ন্যায় সনতি স্থ-শি। বুদ্ধিপূর্বক কর্মস্ব-
শাস্ত্রী, পঞ্চায়—সূত্রী।

ভাস্যধীশ (পুং) উপাধি বিশেষ। মহারাষ্ট্রদেশে বিচার-
বিভাগের অধ্যক্ষের উপাধি।

ভাসিন্ (জি) ন্যায়োক্ত্যন্ত ইনি। ন্যায়বান্, ন্যায়বৃক্, ন্যায়-
পরায়ণ।

ভাস্য (জি) ন্যায়াদনপেতং ন্যায়-যৎ (ধর্মপার্থান্যাদান-
পেতে। পা ৪।৪।২২)। ন্যায়বৃক্।

ন্যারে ভবঃ। ন্যারাদাগতো বা (দিগাদিত্যো বৎ।
পা ৪।৩।৫৫) ইতি যৎ। ন্যারাগত ধনাদি, যে সকল ধনাদি
ন্যারাদ্বশ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চায়—যুক্ত, ঔপমিক,
লভ্য, ভজনান, অভিনীত, ক্রমোচিত। (শব্দরং)।

“দেবানৈশ্চতান্ সমেত্যোচুন্যায়ঃ বঃ শিতকৃত্বান্।” (মহু ২।১৫২)

ভাস (পুং) ন্যাস্যত ইতি নি-অস্-ঘঞ্। ১ উপনিধি, স্থাপা-
এবা, গচ্ছিত জিনিস, কোনবস্তু একজনের নিকট বিধান-
পূর্বক রাখিয়া দিলে তাহাকে ন্যাস কহে। (স্মৃতি)

[ইহার বিবরণ নিঃক্ষেপ দেখ।] ২ বিন্যাস। ৩ অর্পণ।

“শদন্যাসৈরাসীৎ কমলশরিপূর্ণা বহুমতী

দৃগাকোণৈরিন্দ্রীকৈরমরমভূদধরতলম্।

ইনং যাচে কিকিষিরচয় বচঃ স্মেরমধুরং

ধরান্যাপাত্যায় বিধুমুখি স্নুধয়াঃ পরিরচয়ঃ” (কালিদাস)

৪ ভাগ্য। ৫ কাশিকাখ্যাপাণিনিহ্রদব্যাক্যানগ্রহবিশেষ।

“অহুংস্বত্রপদন্যাসা সপ্তবৃত্তিঃ সমিবন্ধনা।

শব্দবিনোব নো ভাতি রাজনীতিরপ্পশা” (মাঘ ২।১১২)

৬ সংন্যাস।

“বক্ষ্যে বিবিদিশান্যাসং বিশ্বরাসক ভেদতঃ।

হেতু বিদেহমুক্তেন্ত জীবমুক্তেন্ত তৌ ক্রমাৎ”

(জীবমুক্তিবিরুদ্ধ)

৭ পূজা জপাদির পূর্ববিষয়বিশেষ এবং মন্ত্রসিদ্ধাদির জন্য
সেহাভ্যর্থিত্যাগে বর্ণাদিবিন্যাস। পূজা করিতে হইলে ন্যাস
করিতে হয়। তন্ত্র ও পুরাণে ইহার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

“প্রাতঃকালেহথবা পূজাসময়ে হোমকন্ধান।

জপকালেহপি বা তেযাং বিনিরোগঃ পুণক পুণক্”

পূজাকালে সমস্ত বা কুর্বাৎ সাধকসমস্তঃ” (হোমিনীচন্দ্র)

প্রাতঃকাল, পূজাসময় বা হোমকর্ম এই সকল সময়ে
ন্যাস করিতে হয়। ন্যাস পূজার একটা অঙ্গ। তন্ত্রে
অনেক প্রকার ন্যাসের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার

মধ্যে তন্ত্রসারোক্ত কএক প্রকার ন্যাসের বিবরণ লিখিত হইল।
সকল পুস্তকেই মাতৃকান্যাস করিতে হয়।

“অন্য মাতৃকামন্ত্রস্য ত্রক্ষণবিধায়ীকৃত্বো মাতৃকা সন্নবতী
দেবতা হৈলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিরোগঃ।
শিরসি ও ত্রক্ষণে স্বরো নমঃ, মুখে ও গায়ত্রীকল্পনে নমঃ, হৃদি
ও মাতৃকাসরস্বতৌ দেবতায়ৈ নমঃ, শুভে ও ব্যক্তনেভ্যো
বীজেন্ত্যো নমঃ, পাদয়োঃ স্বরোভ্যঃ শক্তিব্যো নমঃ।”

“মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যাসেং পাপনিকৃন্তনীং।

ঋত্বিক্কায়া মন্ত্রস্য গায়ত্রী হুন্ উচ্যতে”

দেবতা মাতৃকাদেবী বীজং বাজনসকরম্।

শক্তয়ন্ত স্বরা দেবি বড়কন্যাসমাচরয়েৎ”

মাতৃকান্যাসে পাপ বিনাশ হয়, এই ন্যাসের ঋষি ত্রক্ষা,
হুন্ গায়ত্রী, দেবতা মাতৃকাসরস্বতী দেবী, বীজ বাজন এবং
শক্তি স্বরসমূহ।

অঙ্গ ও করন্যাস। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অকুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ, ইং চং ছং জং ঝং ঞং, ঙং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, উং টং
ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং ববট্, এং তং থং দং ধং নং ঐং
অনামিকাভ্যাং হঁ, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং
বৌবট্, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং কং অং করতল-
পৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গার কট্। এই প্রকার হৃদয়াদিতেও জানিতে
হইবে। যথা—অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ার নমঃ ইত্যাদি।
পূর্বরূপ বর্ণ সকল যথাক্রমে শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ ববট্,
কবচার হঁ, নেত্রত্রয়ার বৌবট্, করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গার কট্,
এই সকল শব্দের পূর্ব পূর্ব প্রণালী অমুসারে বর্ণ বিভ্রাস
করিতে হইবে। এই ছইটি ভাস অঙ্গ ও করভাস। জ্ঞানার্ণব-
তন্ত্রে এই অঙ্গ ও করভাসের বিধান লিখিত হইয়াছে—

“অং আং মধ্যে কবর্গক ইং ঙং মধ্যে চবর্গকম্।

উ উং মধ্যে টবর্গক্ এং ঐং মধ্যে তবর্গকম্” ইত্যাদি।

অঙ্গভাস ও করভাসই মাতৃকান্তাসের বড় ভাস, ইহা সকল
পাপনাশক, ইহাতে ৬টি মন্ত্রে ৬টি অঙ্গ ভাস করিতে হয় বলিয়া
ইহাকে বড় ভাস কহে, ৬টি মন্ত্র—নমঃ, স্বাহা, ববট্, হঁ, বৌবট্
ও কট্ এবং পঞ্চাঙ্গুলি, করতল-পৃষ্ঠ, হৃদয়াদি পঞ্চ অঙ্গ ও
করতল পৃষ্ঠ এই ৬টি অঙ্গ এই ৬ অঙ্গে ৬ মন্ত্রে ভাস করা হয়,
এই ভাস এই ভাসকে অঙ্গ, কর বা বড় ভাস কহে।

মাতৃকার ঋষাদিভাস, পূর্বোক্তপ্রকারে করভাস ও
অঙ্গভাস করিয়া অন্তর্মাতৃকান্তাস করিতে হইবে। এই অন্ত-
র্মাতৃকান্তাসের বিবরণ অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে—

বেদমধ্যে আধারাদি ক্রম্য পঞ্চাঙ্ক ৬টি পদ আছে। ঐ সকল
পদে এই অন্তর্মাতৃকা-ভাস করিতে হইবে। কঠম্বে বে

বোড়শ দল পদ আছে, তাহার বোড়শ পদে অকারাদি বোড়শ-
বর অল্পস্বারযুক্ত করিয়া বধা—অং নমঃ, আং নমঃ ইত্যাদি রূপে
জ্ঞাস করিতে হইবে। বধা—দ্বয়স্থিত দ্বাদশদল পদে ককারাদি
দ্বাদশবর্ণ, অর্থাৎ ক হইতে ঠ পর্যন্ত বর্ণ, নাভিমূলস্থিত দশ-
দল পদে ডকারাদি দশ বর্ণ, ড হইতে ফ পর্যন্ত, লিঙ্গ মূলস্থিত
ষড়্দল পদে বকারাদি ষড়্‌বর্ণ, ব হইতে ল পর্যন্ত, মূলধার-
স্থিত চতুর্দল পদে বকারাদি চারিবর্ণ, ব হইতে স পর্যন্ত, এবং
ক্রম্যস্থিত ষিটল পদে হ, ঙ এই দুই বর্ণ জ্ঞাস করিতে হইবে।
জ্ঞাসে প্রত্যেকবর্ণ অল্পস্বারযুক্ত করিয়া অর্থাৎ ‘কং নমঃ,
চং নমঃ’ ইত্যাদিরূপে জ্ঞাস করিতে হইবে। এইরূপে মনে মনে
আন্তরিক জ্ঞাস করিয়া বাহ্য জ্ঞাস করিবে। বিকৃতিবশে
আধারাদি মন্তক পর্যন্ত ষট্‌ পদে নিয়মিত ক্রমে বর্ণজ্ঞাস
বিধেয়। মূলধারস্থিত স্রবর্ণাভ চতুর্দল পদে ব, শ, ব, স,
এই চারি বর্ণ, লিঙ্গমূলস্থিত বিদ্যাদাত ষড়্দল স্বাধিষ্ঠানপদে
ব হইতে ল পর্যন্ত, নাভিমূলস্থিত নীলমেঘপ্রভ দশদল মণি-
পূরণপদে ড হইতে ফ পর্যন্ত বর্ণ, প্রাবলসদৃশ দ্বয়স্থিত
দ্বাদশদল অনাহত পদে ক হইতে ঠ পর্যন্ত, কঠস্থিত ধ্রুবর্ণ
বোড়শ দল বিগুচ্ছাধা পদে অকারাদি বোড়শবর এবং
ক্রম্যস্থিত চন্দ্রবর্ণ ষিটল পদে হ ক এই দুই বর্ণন্যাস বিধেয়।
হিমবর্ণ সর্ববর্ণবিকৃতিত সমাহিতচিত্তে এই প্রকারে ধ্যান
করাকেই আন্তর মাতৃকাজ্ঞাস কহে।

এই প্রকারে অস্ত্রমাতৃকাজ্ঞাস করিতে হইবে। এই জ্ঞাসে
প্রথমতঃ মাতৃকা দেবীর ধ্যান করিতে হইবে।

বাহ্যমাতৃকাদ্যান—

“পঞ্চাশদ্রিগভির্বিভক্তমুখদোঃপদ্মধাবক্ষঃস্থগাং

ভাবম্মৌলিবহুচন্দ্রশকলামপীনতুল্যগুণীম্।

মুদ্রামক্ষণং স্রুগাঢ্যকলসং বিদ্যাধা হস্তাশুটজ

বিত্রাণং বিষমপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ॥”

মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদি পঞ্চাশবর্ণময়, ললাট-
দেশে উজ্জ্বল চন্দ্র নিবন্ধ, স্তনদ্বয় অতি সুন্দর; ইনি চারি হস্তে
মুদ্রা, জপমালা, স্রুগাঢ্য কলস ও বিদ্যা ধারণ করিয়া
আছেন। এই মাতৃকা দেবী বিষমপ্রভা ও ত্রিনয়না।

এইরূপ মাতৃকা দেবীর ধ্যান করিয়া পুনরায় জ্ঞাস করিতে
হইবে। জ্ঞাসবিধেয় অজুলি-নিয়ম এইরূপ—ললাটদেশে অনা-
মিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা জ্ঞাস বিধেয়। এইরূপ সুখে তর্জনী,
মধ্যমা ও অনামিকা, নেত্রদ্বয়ে বুদ্ধা ও অনামিকা, কর্ণদ্বয়ে
অজুষ্ঠ, নাসিকাদ্বয়ে কনিষ্ঠা ও অজুষ্ঠ, পঞ্চদ্বয়ে তর্জনী, মধ্যমা
ও অনামিকা, ওষ্ঠদ্বয়ে মধ্যমা, দন্তপংক্তিবরে অনামিকা, মস্তকে
মধ্যমা, মুখে অনামিকা ও মধ্যমা, হস্ত, পাদ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে

কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা, নাভিদেশে কনিষ্ঠা, অনামিকা,
মধ্যমা ও অজুষ্ঠ, উদরে সর্দাঙ্গুলি, বক্ষঃস্থল, অংশবরকুং-
স্থল, দ্বন্দ্ব হইতে হস্ত, দ্বন্দ্ব হইতে পাদ ও মুখ পর্যন্ত সকল
স্থলে হস্ততল দ্বারা জ্ঞাস করিতে হইবে। ইহার নাম মাতৃকা
মুদ্রা, এই মুদ্রা না জানিয়া জ্ঞাস করিলে তাহা নিফল হয়।

“ললাটেনাসিকাসংঘো বিজ্ঞাসেদুৎপদক্কে।

তর্জনী মধ্যমানামা বুদ্ধান্যামে চ নেত্রয়োঃ ॥

অজুষ্ঠং কর্ণয়োঃ ত্ত কনিষ্ঠাজুষ্ঠকৌ নস্যোঃ।

মধ্যান্তিভ্যো গণ্ডয়োঃ মধ্যমাকোষ্ঠোর্যোন্যে ॥” (ইত্যাদি)

মাতৃকাজ্ঞাসের স্থান—ললাট, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,
গণ্ড, ওষ্ঠ, দন্ত, মস্তক, মুখ, হস্তপাদনভি, হস্তপাদাঙ্গ,
পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, দ্বন্দ্ব, বক্ষঃস্থল, জলদি মুখ,
এই সকল স্থলে জ্ঞাস করিতে হইবে। জ্ঞাসের সকল স্থলেই
প্রণবাদি নমোহস্ত করিয়া প্ররোপ করিতে হইবে।

বধা—ওঁ অং নমো ললাটে, ওঁ আং নমো মুখবৃত্তে, ইং ঙং
চক্ষুযোঃ, উং ঊং কর্ণয়োঃ, ঋং ঌং নস্যোঃ, ৐ং ৐ং গণ্ডয়োঃ, এং
ওষ্ঠে, ঐং অধরে, ওং অধোদন্তে, ঔং উর্জদন্তে, অং ব্রহ্মরন্ধ্রে,
অং মুখে। কং দক্ষবাহু মূলে, খং কর্ণদ্বয়ে, গং মণিবন্ধে, ঘং
অঙ্গুলি মূলে, ঙং অঙ্গুলাঙ্গে, এবং চং ঙং জং ঋং ঌং বামবাহু-
মূল সন্ধ্যাঙ্গে, ইত্যাদি। এইরূপে পঞ্চাশবর্ণ বিজ্ঞাস করিয়া
এই জ্ঞাস করিবে।

“ওমাভস্তো নমোহস্তো বা সবিদ্বর্বিদ্বর্জিতঃ।

পঞ্চাশদ্বর্ণবিজ্ঞাসঃ ক্রমাহুক্তো মনীষিতঃ ॥”

সংহারমাতৃকাজ্ঞাস—এই জ্ঞাসে সংহারমাতৃকা দেবীর ধ্যান
করিতে হইবে।

ধ্যান—অক্ষয়জং হরিগণোত্তমদলটক-

বিদ্যাং কঠোরবিরতং দধতীং ত্রিনয়নাং।

অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দরামাং

বর্ণেশ্বরীং প্রণমতত্তনভারনন্ডাম্ ॥”

যিনি হস্ত চতুর্থেয় অক্ষমালা, হরিগণাবক, মূলদলটক ও বিদ্যা
ধারণ করিয়া আছেন, এবং যিনি ত্রিনয়নী, অর্দ্ধচন্দ্র বাহ্য
মৌলিদেবে বিরাটমান, যিনি অরবিন্দবাসিনী, সেই বর্ণেশ্বরী
স্তনভারবিনতা দেবীকে প্রণাম করি। এইরূপে সংহারমাতৃ-
কার ধ্যান করিয়া ‘স্রুগাঢ্য মুখে ঋং নমঃ, জলদি উদরে হং
নমঃ,’ ইত্যাদি রূপে জ্ঞাস করিতে হইবে। এই মাতৃকাবর্ণ
চারি প্রকার—কেবল, বিন্দুযুক্ত, বিসর্গযুক্ত এবং বিন্দু ও বিসর্গ
এই উভয়যুক্ত। এই কেবল মাতৃকাজ্ঞাসে বিদ্যা, বিন্দু ও
বিসর্গ উভয়যুক্ত জ্ঞাসে তত্ত্ব, বিসর্গযুক্ত জ্ঞাসে পুত্র ও বিন্দুযুক্ত
জ্ঞাসে বিস্ত লাভ হয়।

“চতুর্ভা মাতৃকা প্রোক্ষা কেবলা বিনুসংযুতা ।

সবিসর্গা চোত্তরা চ রহস্তা লুপ্ত কথ্যতে ॥

বিদ্যাকরী কেবলা চ সোত্তরা ভক্তিদারিনী ।

পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিস্মৃতিদারিনী ॥”

বিশুদ্ধেবরতন্ত্রে লিখিত আছে, বাক্সিদ্ধি কামনার বাগবীজ (ঐ), শ্রীবুদ্ধি কামনার শ্রীবীজ (শ্রী), সর্গসিদ্ধি কামনার নমঃ, ও বোকবলীকরণে কামবীজ (ক্লী), আদিতে যোগ করিয়া ভাস করিবে। শ্রীকৃষ্ণ বীজ (অঃ) আদিতে যোগ করিয়া ভাস করিবে, ইহা (অঃ) আদিতে যোগ করিয়া ভাস করিলে মন্ত্র সকল প্রেরণ হইয়া থাকে। নবরত্নের প্রবেশে শ্রীবিদ্যাবিসময়ে লিখিত আছে যে, আদিতে বাগবীজ (ঐ) ও অন্তে নমঃ যোগ করিয়া অর্থাৎ “ঐ অং নমঃ ঐ অং নমঃ” ইত্যাদি পঞ্চাশদ্বার ভাস করিলে অগ্নিমাতি অষ্ট সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। বামলে লিখিত আছে, ভূত-তর্ক ও মাতৃকা ভাস না করিয়া কোন পুত্রাদি করিলে তাহা নিফল হইয়া থাকে। অতএব সকল দেবপুত্রের মাতৃকা ভাস অবশ্য বিধেয়। গৌতমীয়তন্ত্রে সামাজ্য ভাসের অঙ্গুলি-নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে, মনে মনে, পুণ্য দ্বারা, অথবা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভাস করিবে ও ইহার বিপরীত করিলে নিফল হয়। সাধারণ ভাসে এই নিয়ম, ভ্রামাদি বিদ্যাবিসময়ে মাতৃকাভাসে আরও কিছু বিশেষ আছে।

সীতভাস—“ও আদ্যরশক্তরে নমঃ” এইরূপ প্রকৃতি, কুর্প, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, খেতবীপ, মণিমণ্ডপ, কমলক, মণিবেদিকা ও রত্নসিংহাসন এই সকল ভাস করিতে হইবে। এই ভাস করিয়া দেহে করিতে হয়, পরে দক্ষিণবক্ষে মণ্ড, বামবক্ষে জ্ঞান, বাম উরুতে বৈরাগ্য, দক্ষিণ উরুতে ঐশ্বর্য, মুখে অধর্ম, বামপার্শ্বে, অজ্ঞান, নাভিতে অবৈরাগ্য, বামপার্শ্বে অনৈ-শ্বর্য, এই সকলের ভাস করিতে হইবে। সকল স্থলেই প্রণবাদি নমোহুত প্রয়োগ হইবে।

“অংসোক্তপুণ্ডরোদ্বাহান্ প্রোক্ষিণ্যোন সাধকঃ ।

ধর্ম্য জ্ঞানক বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং ক্রমশঃ সূচীঃ ।

মুণপার্শ্বে নাভিপার্শ্বে স্বধর্ম্মাদীন প্রকল্পয়েৎ ॥”

পুনরায় মনে ভাস করিতে হইবে, ও অনন্তর নমঃ,

এইরূপ পদ্ম, অং বাহনকলায়ক সূর্যমণ্ডল, উং বোড়ল কলায়ক সোমমণ্ডল, মং মল কলায়ক বক্রিমণ্ডল, সংস্র, রং রক্ত, তং তমস্, আং আত্মন, অং অন্তরাত্মন, পং পরমাত্মন, হ্রীং জ্ঞানাত্মন, অন্তে নমঃ লজ যোগ করিয়া ভাস করিতে হইবে।

সারস্বতিলকে এই ভাসের বিধ লিখিত আছে।

দ্ব্যধি ভাস—

“মহেশ্বরমুখাভ্যাসাৎ বঃ সাংক্যভঙ্গনা মন্ত্রঃ ।

সংসাধরতি শুদ্ধাত্মা স ততঃ ধ্বিরীরিতঃ ॥

ওক্তদ্ব্যধিতকে চাত ভাসস্ত পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

সর্বেবাং মন্ত্রতত্ত্বানাং হৃদনাক্ষর উচ্যতে ॥”

যিনি প্রথমে মহাদেবের মুখ হইতে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তপস্তা দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি করিয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রের ধ্বি। ধ্বিই মন্ত্রের আদি গুরু বলিয়া তাঁহাকে মন্ত্রকে ভাস করিবে। সকল প্রকার মন্ত্রতত্ত্বকে যিনি আচ্ছাদন করিয়া রাখেন, তাঁহার নাম হ্রদ। হ্রদসকল অক্ষর ও পদঘটিত, এই জন্য হ্রদ মুখে ভাস করিতে হইবে। সকল প্রকার জন্তুদিগকে যিনি সর্গ কাধ্যে প্রেরণ করেন তিনি দেবতা, অতএব হ্রদপক্ষে তাঁহার ভাস করিতে হইবে। ধ্বি ও হ্রদ পরিচ্ছাদিত না হইয়া নাস করিলে তাহার ফল হয় না। তন্ত্রাত্মকে লিখিত আছে যে, মন্ত্রকে ধ্বি, মুখে হ্রদ, হ্রদয়ে দেবতা, শুদ্ধমেনে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি ও সর্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে। তৎপরে সেই সেই মন্ত্রোক্ত ন্যাস করিতে হইবে। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি আগমোক্ত বিশাশে প্রতিদিন ন্যাস করে, তাহার দেবতাপ্রাপ্তি ও মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ন্যাস করিয়া মন্ত্র ভগ্ন করে, তাহার সকল বিষয় নিরাকৃত হয়। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যিনি ন্যাসাদি না করিয়া মন্ত্র ভগ্নাদি করেন, তাহার সকলই নিফল হয়।

অঙ্গন্যাসের অঙ্গুলি নিয়ম—তিন, দুই, এক মল, তিন ও দুই অঙ্গুলি দ্বারা হ্রদযাদি যড়জে ন্যাস করিবে। রাঘবভট্ট-ভূত জামলগ্রন্থের বচনে লিখিত আছে যে, মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা হ্রদরে, মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা মন্ত্রকে, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখাঙ্কনে, সর্গাঙ্গুলি দ্বারা কবচে, তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্রে এবং তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিতে হইবে। যে দেবতার ন্যাস করিতে হয়, সেই দেবতার যদি দুইটী নেত্র হয়, তাহা হইলে তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা নেত্রে ন্যাস করিতে হইবে। হ্রদয়ার নমঃ, শিরসে বাহা, শিখায় ববট, ইত্যাদি পুণ্ড্রোক্ত ক্রমে হ্রদ-রাদি যড়জে ন্যাস করিতে হইবে। যে স্থলে পঞ্চাঙ্গ ন্যাস উক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে নেত্র ত্যাগ করিয়া অপর পঞ্চাঙ্গে ন্যাস করিবে। বিষ্ণু বিধরে অঙ্গুষ্ঠদ্বীন সরল হস্ত শাখা দ্বারা হ্রদরে ও মন্ত্রকে ন্যাস করিবে, এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বাধ্যস্ত দুই দ্বারা শিখা, উত্তর হস্তের সর্গাঙ্গুলি দ্বারা কবচ, তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা নেত্রে ন্যাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা করতলে অগ্নি করিবে। যে স্থলে অঙ্গ মন্ত্র নির্দিষ্ট হয় নাই, সেই স্থলে দেবতার নামের আদ্যক্ষর দ্বারা অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ইহার

বিষয় ব্রহ্মবিশলে লিখিত আছে যে, সকল দেবতারই নামের আদ্য অক্ষর দ্বারা অক্ষরন্যাস করা বাইতে পারে।

এই প্রকারে ন্যাসাদি করিয়া দেবতার মুক্তাপ্রদর্শন, ধ্যান ও পূজাদি করিবে। (তত্ত্বসার সামান্যপূজাঃ)

এই যে মাতৃকা প্রভৃতি ন্যাসের বিষয় লিখিত হইল, ইহা সকল পূজাতেই করিতে হয়, পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। মাতৃকা-ন্যাস ও ভূতভক্তি না করিলে পূজাদি সকল নিফল হয়।

“অক্ষরান্যাসপ্রাণং যো মুচ্যতে প্রকল্পেণমুখম্।

সর্ববিধৈঃ স বাধাঃ স্তাদ্ ব্যাভিন্নমুখমিতিবা ॥” (তত্ত্বসার)

এই মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বিষয়ে নানাপ্রকার আছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ বাহুলা ভরে লিখিত হইল না। কেবল কতকগুলির নাম প্রদত্ত হইল,—

বিষ্ণুবিষয়ে ন্যাস কেশবকীর্ত্ত্যাদি, মৃষ্টিপঙ্কজ, তম্ব, ভূতি-পঙ্কজ, দশাক, পঞ্চাক। শিববিষয়ে শ্রীকর্মাণি, ঈশানাদিপঞ্চ-মূর্ত্তি, যজ্ঞ, মূর্ত্তি, গোলক, স্তম্বগাদি ও ভূষণ। অন্নপূর্ণাবিষয়ে পদ্মন্যাস, শ্রীবিদ্যাবিষয়ে বশিন্যাদি, নবযোন্মাদ্বক, পীঠ, তম্ব, পঞ্চদলী, বোড়ঙ্গী, সংহার, স্থিতি, সৃষ্টি, নাদ, বোচা, গণেশ, গ্রহ, নক্ষত্র, যোগিনী, রশ্মি, ত্রিপুরা, বোড়শনিভা, কামরতি, সৃষ্টিস্থিতি, প্রকটযোগিনী, আয়ুধ। তারাবিষয়ে ন্যাস, ব্রহ্ম, গ্রহ, লোকপাল। (তত্ত্বসার) এই সকল ন্যাসের প্রণালী তত্ত্বসারে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। [অস্তান্ত ভাসের বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ম্যাসিক (জি) ন্যাসেন চরিত পর্ণাদিষাং ঠন্ (পা ৪।৪।১০)

ন্যাসকারী, যিনি গচ্ছিত রাখেন। ত্রিরাং বিধাং ভীষ।

ন্যাসিন্ (জি) নি-অস-গিনি। ১ ত্যাগী। ২ সন্নাসী।

ম্যাজ্জ (পুং) নি-উজ্জ-যজ্জ, পূর্বোদরাদিষাং সাধু। ঋগ্ভেদ। গীতিতে উদাত্ত অজুদাত্তরূপ বোড়শ ওকার, ইহাতে তিনটি স্পৃহ, ত্রয়োদশ অঙ্কোকার, এই বোড়শ ওকার।

“চতুর্ধেহনি যৎ প্রোতরমুবাং প্রোতিপদ্যচ্চটামোহুজ্জাঃ”

(আব' শ্রৌ' ৭।১।১) ২ সম্যক্। ৩ মনোজ।

ম্যাজ্জ (স্ত্রী) হ্রাস্বজতি অধোমুখীভবতি নি-উজ্জ-অচ। ১ কর্ণ-রজ, কামরাজা কল। ২ শ্রাদ্ধাদি পাত্রভেদ। “প্রথমে পাত্রে সংস্রবান্ সমবদীং পাত্রং হ্রাজ্জং কুর্ধ্যাৎ পিতৃভ্যাং স্থানমসীতি।” (গোভিল)

“দ্বার্বাং সংস্রবাংস্তেবাং পাত্রে কুর্ধ্যাৎ বিধানতঃ।

পিতৃভ্যাং স্থানমসীতি হ্রাজ্জং পাত্রং করোত্যর্থঃ ॥” (বাজবল্য)

(পুং) ৩ দর্ভমরক্ক্।

“শয়নাসনানানামুত্তানানাত্ত কর্ণম্।

হ্রাজ্জানামিত্তরেবাং পাত্রাদীনামশোভনম্ ॥”

(বাসট শাস্ত্রী' ৬।২৩)

৪ কুশ। ৫ কক্ক। (হেম) (জি) হ্রাজ্জতি অধোমুখীভবতীতি।

৬ কুজ। ৭ অধোমুখ।

“স তত্রৈকেন পাদেন শকটং পর্ষাবর্জয়ৎ।

হ্রাজ্জং পরোধরাকাজ্জী চকার চ কুরোদ চ ॥” (হরিবংশ ৩।১।৬)

৮ রোগকুহ, রোগবশুতঃ বাহার পৃষ্ঠ ও অধোমুখ বজ্র।

“রোগেণ বজ্রীকৃতপৃষ্ঠাবোমুখপূর্বাদিঃ।” (ভারত)

ম্যাজ্জধড়গ (পুং) হ্রাজ্জং ধড়গঃ। কুজ ধড়গ, চলিত বীকা

তরবার। পর্ষায়—কটাতল। (জিকাগ)

ম্যুরাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের আগ্রাবিভাগের ইটা তহসীলের অন্তর্গত একটা গ্রাম। ইটা তহসীলের সদর হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখানে একটা হৃদয় হিন্দুন্দির আছে।

ন্যূন (জি) নূনরতি নি-উন পরিহাণে-অছ। গর্হা, নীচ, ক্ষুদ্র।

“এতৈঃ কর্ণকলৈর্দেবি নূনম্ভাতি কুলোভবঃ।

শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো বিজো ভবতি সংকৃতঃ ॥” (ভা' ১৩।১৪৩।৪৬)

২ উন, অন্ন, কম।

“নান্যদনোন্ন সংস্রষ্টরূপং বিজয়মর্হতি।

ন চাসারং ন চ নূনং ন দূরং ন তিরোহিতম্ ॥” (মহা ৮।২০৩)

নূনতর (জি) প্রচলিত পরিমাণের হ্রাস, চলিত মূল্য বা ওজন অপেক্ষা কম। (দিবাবদান ৩৮১)

নূনতা (স্ত্রী) নূনত্ব ভাবঃ, তল-টাপ্। ক্ষুদ্রতা। অন্নতা।

“যঃ পিত্রা সমুপাত্তানি ধনবীৰ্য্যবশাংসি বৈ।

নূনতাং নরতি প্রাজ্ঞাতমাহঃ পুরুষাধমম্ ॥” (মার্কণ্ডেয়পু' ২।১।৯৫)

নূনপঞ্চাশস্তাব (পুং) নূনপঞ্চাশতঃ উনপঞ্চাশদ্বায়ুনাং ভাবো যজ্ঞ। উনপঞ্চাশস্তাব, চলিত পাগল।

“উদীরিতেন্দ্রিয়ো ধাতা বীকাঞ্চকঃ বদাম্বজাম্।

তদৈব নূনপঞ্চাশস্তাবাজাতাঃ শরীরতঃ ॥” (কালিকাপু' ২অ)

ন্যোকস্ (জি) নিয়তং ওকো যজ্ঞ। নিয়ত স্থানযুক্ত।

“সুভেজসে ন্যোকসে” (ঋক্ ১।৯।১০) ‘ন্যোকসে নিয়ত-স্থানায় ইজার’ (সারণ)

ন্যোচনী (স্ত্রী) দাসী। “রৈত্যাদীনম্বদেবী নারায়ণী জোচনী”

(ঋক্ ১০।৮।১৬) ‘ন্যোচনী বধুত্বজ্জবার্ধং দীংয়মানা দাসী’ (সারণ)

ন্যোজস্ (জি) নি-উজ্জ অসি বলোপে গুণঃ। আর্জবশূভ, স্কটিল।

নুহিমালা (জি) নুগামহিমালা, নুহিমালা, সা অত্যন্তেতি

ইনি। ১ শিব। (জিকাগ) ২ তত্ত্ব (জি) ৩ নুগামহিমালাবিশিষ্ট।

প

প, পকার। পকমবর্ণের প্রথম বর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণের এক-
বিংশতিতম বর্ণ। ইহার উচ্চারণহান ওঠ। ইহার
উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রবৃত্ত, বাহ্যপ্রবৃত্ত, বিবার, বাস ও ঘোষ,
এবং অন্নপ্রাণ। প পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে উপায়ানীর
বর্ণ হয়। বর্ণাভিধানতন্ত্রে ইহার বাচক শব্দ—

“পঃ সুরপ্রিয়তা তীক্ষ্ণা লোহিতঃ পঞ্চমো রমা।

গুহকর্তা নিধিঃ শেবঃ কালরাজিঃ সুরারিহা ॥

তপনঃ পালনঃ পাতা দেবদেবো নিরঞ্জনঃ।

সাবিত্রী পাতিনী পানঃ বীরতন্ত্রো ধরুর্ধরঃ ॥

দক্ষপার্শ্বচ সেনানীর্মরীচিঃ পবনঃ শনিঃ।

উড্ডীশঃ জয়িনী কুন্তোহনশরেখা চ মোহকঃ ॥

মূলঃ দ্বিতীয়মিঙ্গ্রাণী লোলাক্ষী মন-আয়কঃ ॥”(বর্ণাভিধানতন্ত্র)

সুরপ্রিয়তা, তীক্ষ্ণা, লোহিত, পঞ্চম, রমা, গুহকর্তা, নিধি,

শেব, কালরাজি, সুরারিহা, তপন, পালন, পাতা, দেবদেব,

নিরঞ্জন, সাবিত্রী, পাতিনী, পান, বীরতন্ত্র, ধরুর্ধর, দক্ষপার্শ্ব,

সেনানী, মরীচি, পবন, শনি, উড্ডীশ, জয়িনী, কুন্ত, অনলরেখা,

মূল, দ্বিতীয়া, ইঙ্গ্রাণী, লোলাক্ষী, মন ও আয়ক।

এই বর্ণের স্বরূপ—

এই ‘প’ অক্ষর, অব্যয় ও চতুর্ধর্গপ্রদ, ইহার প্রভা
শরৎকালীন চন্দ্রসদৃশ, এই বর্ণ পঞ্চদেবময় ও পরমকুণ্ডলী,
পঞ্চপ্রাণময়, সর্বদা জিশক্তিসমবিত্ত, ত্রিগুণাবহিত, আয়াদি-
তন্ত্রসংযুক্ত এবং মহামোহপ্রদ। (কামধেমুতন্ত্র ৫)

তন্ত্রে এই বর্ণের লিখনক্রম এইরূপ—

একটি রেখা করিয়া তাহার বামদিকে কুঞ্চিত করিবে এবং
কোণ হইতে দক্ষিণদিকে ও কুঞ্চিত করিয়া একটি মাত্রা টানিয়া
দিলে এই বর্ণ হইবে। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র) এই বর্ণে শব্দ, ব্রহ্মা
ও ভগবতী অবস্থান করিতেছেন।

ইহার উৎপত্তি প্রকার—

“ঋতুরেক্ষকারণ মূর্ধগো দন্তগন্তথা।

লুতবর্গলসানোষ্ঠ্যমুপপূর্ণানসংজ্ঞকান্ ॥” (প্রপঞ্চসার)

ইহার ধ্যান—

“বিচিহ্নবসনাং দেবীঃ দ্বিতুজাং পঞ্চজ্যৈষ্ঠমাং।

রক্তচন্দনলিপ্তাবীঃ পদ্মমালাবিকৃষিতাম্ ॥

মপিরদ্ধাদিকেমুদ্র-হারভূষিতবিপ্রহাম্।

চতুর্ধর্গপ্রদাং নিত্যং নিত্যানন্দময়ীং পরাম্ ॥

এবং ধ্যান্য পকারত্ব তদ্ব্যয় দশধা অপেং ॥”

মাতৃকাভাসে এইবর্ণ দক্ষিণ পার্শ্বে ভাস করিতে হয়।
কাব্যাদিতে এই বর্ণ প্রথম প্রয়োগ করিলে অর্থ হইয়া থাকে।

“সুগভময়রঞ্জনশব্দঃ পবর্গঃ” (বৃত্তরত্নাং টীকা)

প (পুং) পাত্যতি বেগেন বৃক্ষানীন্ পত-কর্তরি ড। ১

পবন। পততি বৃক্ষাং ড। ২ পর্ণ, পত্র। পীরতে

ইতি পা-ড। ৩ পান। ৪ পাতন। ৫ অস্ত। ৬ পাতা,

যে পালন করে। পাতি রক্ষতি পা-ক, এই ব্যুৎপত্তিতে পাতা

এই অর্থ হয়। ইহা কোন শব্দের পর প্রযুক্ত হইয়া থাকে,

যথা—গোপ, নৃপ ইত্যাদি।

“রাজমাতকয়োচ্চৈব দ্বাতকো নৃপমানভাক্।” (ময় ২।১০৯)

মুদ্রবোধ ব্যাকরণে ইহা অহুবদ্ব্যক্ৰেপে লিখিত হইয়াছে,

পমুচাদি। মুচাদিগণের সম্বন্ধে—প।

“নঃ স্বাদিঃ গো মুচাদিভঃশমাদির্দো নিটীয়াযোঃ।” (কবিকরঞ্জম)

পইঠা (দেশজ) সোপান, সিঁড়ি, ধাপ।

পইতা (উপবীতের অপভ্রংশ) বজ্রোপবীত, যজ্ঞযন্ত্র।

পঁক্তি (দেশজ) পঙ্ক্তি, ভ্রাণী, রেখা।

পঁইছা (দেশজ) ত্রীলোকদিগের কর্তৃত্বগণবিশেষ।

পঁইত্রিশ (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, পঞ্চত্রিশং, ৩৫।

পাওনি, মধ্যভারতের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটি নগর।

অক্ষা° ২০° ৪৮’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪০’ পূঃ, ভাণ্ডারা নগরের

১৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এই নগরটী বহু প্রাচীনকাল

হইতেই খ্রীষ্টসম্পন্ন ছিল। শতকবল হইতে রক্ষার জন্ত

ইহার তিনদিকে মৃত্তিকানির্মিত উচ্চ প্রাচীর ও উচ্চ প্রাকারের

স্থানে স্থানে যুদ্ধসময়ে শত্রুর উপরে বাণাদি নিক্ষেপের

জন্ত ছিদ্র এবং অপর একপার্শ্বে একটি বিস্তৃত পরিখাও

অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। এখানকার প্রাচীন মন্দিরের

ধ্বংসাবশেষ ইহার পূর্বতন গৌরবের পরিচায়ক। এখানকার

মুরলীধরের মন্দিরই সাধারণের আদরের জিনিষ এবং একটি

পুণ্যক্ষেত্ররূপে গণ্য। এখানে কার্পাস ও রেশমের এক প্রকার

সুদা বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

পাওরি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গড়বালজেলার অন্তর্গত একটি

গ্রাম ও বিচারবিভাগের সদর। অক্ষা° ৩০° ৮’ ১০” উঃ এবং

দ্রাঘি° ৭৮° ৪৮’ ১৫” পূঃ।

পঁচাত্তর (দেশজ) পঞ্চদশত্ব সংখ্যা, ৭৫।

পঁচানই, পঁচানবই (দেশজ) পঞ্চদশত্ব সংখ্যা, ৯৫।

পঁচাশী (দেশজ) পঞ্চাশীত্ব সংখ্যা, ৮৫।

পঁচিশ (দেশজ) পঞ্চবিংশতি, ২৫ সংখ্যা।

পঁচিশ (দেশজ) মাসের পঞ্চবিংশ দিন।

পঁয়তাল্লিশ (দেশজ) পঞ্চচত্বারিংশৎ, ৪৫।

পঁয়ষট্টি (দেশজ) পঞ্চষষ্টি, ৬৫ সংখ্যা।

পঁহুছন (দেশজ) আসিয়া উপস্থিত হওন, আগমন।

পটুঠি (দেশজ) পরিমাণবিশেষ।

“আর ভিগা খান তুলে নামে ছোটটি।

সেই নামে তারা চাল বারান পটুঠি ॥” (কবিকল্প)

পকার (পুং) প-স্বরূপে কারঃ। প-স্বরূপবর্ণ।

পকারাদি (ত্রি) বাহার আদিত প এই বর্ণ আছে।

পকারান্ত (ত্রি) বাহার শেষে প এই বর্ণ আছে।

পকি, জাতিবিশেষ। দাক্ষিণাত্যের ত্তরাচল (তত্তরাচলম্) ও মেকপলি তালুকে ইহাদের বাস। ইহারা খাড়ু নামের কার্য করে বলিয়া, সাধারণতঃ নিকট বলিয়া গণ্য। (বিজগাপটন) বিখ্যাপত্তনের নিকটবর্তী স্থানে বাস করে, ইহারা জাতীর কার্যপালনের বিশেষ পক্ষপাতী।

পকুজ, সর্পবিশেষ। মণিপুরের হিন্দুরাজবংশের উপাত্ত দেবতা। মণিপুরের বর্তমান রাজবংশধরগণ পকুজনাগের বংশজাত বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। যে জীলোকেরা এই নাগপূজার গোঁরোহিত্য করে, তাহারা সাধারণতঃ ‘নইবী’ নামে পরিচিত। ইহারা কোন মন্ত্রে সর্পটিকে বশীভূত করিয়া আসনে বসায় এবং পরে তাহার শ্রীত্যর্থে বিধি মত পূজা করে।

পকুর (গ্রাম্য) পুহুর, পুহুরিণী।

পকেনরী, এক ভ্রমশীল জাতি। মহিষুর ও তৈলঙ্গ দেশে ইহাদের বাস। খুঁটির অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহারা রাজপুহুরগণের অভ্যুত্থানে বিতাড়িত হইলে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। তদবধি ইহারা আর গৃহাদি বাঁধে নাই। বংস যেখানে থাকে, সেই খানেই তাহারা কিছুদিনের মত বাসোপযোগী গৃহাদি রচনা করে। তৈলঙ্গ দেশের বেররী জেলার কোন কোন গ্রামের মণ্ডলগণ এই কৃষাপজাতিসকল।

পকোরেশ, সিদ্ধপ্রদেশের একজন শকবংশীর নরপতি। খুঁটির প্রথম শতাব্দীতে ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচলিত মৃত্যুও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পকটী (স্ত্রী) প্রকটক, পাকড় পাহ। (নিকটপ্ৰে)

পঞ্চ (পুং স্ত্রী) পচতি ষাটিনিকটমাসিতি পচ-কিপ্ পক্, পবরঃ, তত্ কণঃ কলহনঃ কোলাহলপত্রো বা বজ্র। পবরালয়, চাণ্ডালদিগের বাসস্থান। (অমর ২।২।২০)

“মধ্যে বিছাটবি পুরা পঞ্চদ্বন্দ্বাশ্রয়ী।

পলীপতিরকুদ্রয় পিতাক ইতি বিজ্ঞতঃ ॥” (কাশিখ ১২।১৬)

পঞ্চান, ইংরাজবিক্রত ব্রহ্মরাজ্যের তেনসেরিম প্রদেশের নীমাতে প্রবাহিত একটা নদী। প্রায় ৪০ ক্রোশ বহিরা গিয়া ভিক্টোরিয়া পরেন্টের নিকট বকোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

পঞ্চপ্রণালী, ভারতের দক্ষিণসীমা কুমারিকা হইতে কালিমিরার অন্তরীপ পর্যন্ত এবং সিংহল দ্বীপের মধ্যবর্তী যে লব্ধ বিভাগ তাহাই পঞ্চপ্রণালী নামে অভিহিত। ওলন্দাজ শাসনকর্তা পকের নামানুসারে এই প্রণালীর নামকরণ হইয়াছে। ইহারই মধ্যস্থলে ভারত ও সিংহল দ্বীপের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী দৃষ্ট হয়। উহাই ভারতবাসীর “রামেশ্বর সেতুবন্ধ” ও মুরোপীয়গণের “এডামস্ ব্রিজ্” প্রবাদ জীৱামচন্দ্র লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার নির্মিত সেতু খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেন, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি তাহার এক একটা খণ্ড। এই প্রণালীর মধ্যস্থিত রামেশ্বর দ্বীপপুঞ্জ ও তাহাদের পরস্পরের আভ্যন্তরিক সংশ্লিষ্ট দেখিয়া অনুমান হয় যে, এক সময়ে এই সিংহলদ্বীপ ভারতের সহিত সংলগ্ন ছিল অথবা কোন না কোন সময়ে ইহার অভ্যন্তরস্থ চোরাবাণি, চড়া বা জলমধ্যস্থ পুরুত উৎখিত হইয়া ভ্রমিতে পরিণত হইবে। এখান দিরা সচরাচর কাহা-আদি গমনাগমন করিতে পারে না।

পক্তপোড় (পুং) বৃক্ষবিশেষ। হিন্দীভাষার পখোড়া। পর্যায়—পঞ্চকড়া, বর্জন, পঞ্চরক্ষক। ইহার গুণ, দৃষ্টির অজ্ঞান বিষয়ে প্রশস্ত, কটু ও জীর্ণজরনাশক। (রাজনি) ‘পক্তপোড়’ এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

পক্তান (দেশজ) লবণোৎপাদনস্থান। (পাকস্থান শব্দের অপভ্রংশ।)

পক্তব্য (ত্রি) পচ-ভব্য। ১ পাকযোগ্য। ২ জঠরাদি দ্বারা জীর্ণকরণীয়।

পক্তি (স্ত্রী) পচাতে পরিণম্যতে ইতি ভাবে ক্ति। ১ গৌরব। ২ পাক। (মেদিনী)

“বৈবাহিকেহমৌ কুরীত গৃহং কর্ণং যথাবিধি।

পঞ্চযজ্ঞবিধানক পক্তিগৃহাধিকীঃ গৃহী ॥” (মহা ৩।৬৭) ও রত্নন।

পক্তিশূল (স্ত্রী) পক্তৌ দ্রুতভারমিক্সা পরিণামে ভারতে বৎ-শূলং রোগবিশেষঃ। পরিণামশূল, পর্যায়—পাকজ, পরিণামজ। (রাজনি)। অত্রাপি পরিপাককালে এই শূলরোগ হইয়া থাকে।

পক্ত (ত্রি) পচতীতি পচ-পাকে ক্ছ (বুলতুচৌ। পা ৩।১।৩০) পাককর্তা, যিনি পাক করেন।

“যেতে কেবি পমিতারঃ পক্তারো যে চ তে জনাঃ ॥” (অধর্ষ ১০।১৭)

(পুং) ২ অগ্নি।

“অরম্ভা চ পত্না চ পত্নভোক্তা পচে নমঃ” (অমি পুঃ ২ অঃ)
পাক্ত (স্ত্রী) পচাত্ত্বয়ন পচ-ক্ত (স্থবীপচিবীতি। উৎ
৪।১৩৩) গার্হপত্য অমি।

পাক্তিম্ (জি) পাক্তন নিবৃত্তং পহ ক্তি, নম্ (দ্বিভ্যঃ ক্তিঃ।
পা ৩।৩৮৮) ‘ক্লেম্ নিভাঃ’ ইতি নম্। অপরপ্রভৃতি
বাকরণে ‘দ্বিত্বিম্মিতি, এই হ্রস্বস্বরে ‘জিম্’ প্রত্যয়
দ্বারা এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। পাক্তিম্, পাক হইতে ভাত,
বাছা পাক দ্বারা সম্পন্ন হয়, পাক্তিনিবৃত্ত।

পাক্ত্ব (পুং) পচ বাহুলকাৎ ণল্। ১ রারভেন। (শব্দ ৮।২২।১০)
২ পাক।

পাক্ত্বিন্ (জি) পক্-অত্যর্থে ইনি। ১ পাক্তবৃত্ত।
(শব্দ ৬।২।১৩, ভাষ্য)

পাক (স্ত্রী) পচাত্ত্বয় পচ-ক্ত, (পচো বঃ। পা ৮।২।৫৮) ইতি
নিষ্ঠা তস্য বৎ। স্বরিত্তুলানি, ভক্তপ্রভৃতি।

অন্নপাকের বিধিনির্দেশ এইরূপ লিখিত আছে—

“পূর্বাভিমুখে ভূষা উত্তরশাস্থেন বা।

পচেনরঞ্চ মধ্যাহ্নে সারাহ্নে চ বিবর্জয়েৎ ॥

অম্বাভিমুখে পক্ত, অম্বতারণ নিবোধ চ।

পূর্বমুখে ধর্মকামঃ শোকহানিশ্চ দক্ষিণে ॥

ঐকান্দ্যোত্তরমুখে পতিকামশ্চ পশ্চিমে।

ঐশাভিমুখে পক্ত, দরিত্রো জায়তে নমঃ ॥” (বৎসার্ ৪২প।

পূর্ব বা উত্তরমুখ হইয়া মধ্যাহ্নকালে অন্ন পাক করিবে,
সারাহ্নকালে করিবে না। অম্বিকোণে অন্নপাক করিলে তাহা
অমৃতত্বলা হয়। ধর্মদীপী পূর্বমুখে, ধনাদী উত্তরমুখে, ও পতি-
কামী পশ্চিমমুখে পাক করিবে। ঐশানাভিমুখে পাক করিলে
দরিত্র হয়।

“যদা তু আয়সে পাত্রে পকমপ্রাতি বৈ দিহঃ।

স পাপিষ্ঠোহপি ভুক্তক্লেহঃ সৌরবে পরিপচাতে ॥”

ব্রাহ্মণ লৌহপাত্রে পকবস্ত ভক্ষণ করিবেন না, খাইলে
রৌরব নরক হইয়া থাকে।

“ভাত্রে পক্ত, চক্ষুর্হানির্মণৌ ভবতি বৈ ক্ষয়ঃ।

স্বর্ণপাত্রে তু বৎ পকঃ অমৃতং তদপি স্মৃতং ॥”

ভাত্রেপাত্রে পাক করিলে চক্ষুহানি, মণিময়পাত্রে এবং
স্বর্ণময় পাত্রে পাক করিলে অমৃতত্বলা হইয়া থাকে।

যৎসম্ভক্তের মতে, বাতুল, কনিষ্ঠা ভগিনী ও অঙ্গগোত্রের
হাতে পাক্স ভোজন করিতে নাই। *

“বাতুলেন তু বৎ পকঃ ভগিনী চ কনিষ্ঠা।

অঙ্গগোত্রেণ বৎ পকঃ শোণিতং তদপি স্মৃতং ॥

অভক্ত ও ত্রীলোকিকর্ষক পক্ষ এবং পক্ষপাত্রে যে পক্ষ
অন্ন ভাহা নিষ্কল। উক্তব্রহ্ম, কবক, শিল্পী, বজ্র, নক্ষত্র,
শাশল ও শাল কাঠে অন্ন পাক করিলে তাহা ভোজন করিতে
নাই। অধীরা ত্রীর অন্ন এবং বাহাবের সন্ধান হয় নাই তাহা-
দের পক্ষাও স্থবীর, তাহাদের ঘরেও ভোজন করিবে না।
মুদ্রপাত্রে অন্ন পাক করিলে নাস, পক্ষ বা ৮ দিনে তাহা
পরিভোগ করিবে। পাককালীন একবার জল দিবে, পাকপাত্র
জল দ্বারা ত্রিভাগ পূরণ করিবে। যৌগক, কক্ষুগক, গব্যাত্ত
ও বৃত্তসংযুক্ত অন্ন পুনঃ পুনঃ ভোজনে স্থবীর হয় না।

“যৌগকং কক্ষুগকং গব্যাত্তং বৃত্তসংযুক্তম্।

পুনঃ পুনঃ ভোজনে চ পুনরন্নং ন হুযতি ॥” (ঐ ২২ পটল)
পাক (জি) পচ-ক্ত, তত্ত্ব বা। ১ পরিপত, পাক।

“অমিপক্ষাশনো বা ভাতং কালপক্কভুগেব বা।” (মহু ৬।১৭)

২ নিষ্ঠাপ্রাপ্ত। ৩ স্তুত। ৪ পরিপত-বৃদ্ধি। ৫ বিনাশো-
মুখ, প্রত্যাহারবিনাশ।

“অতিপক্বাভ্যন্নমমূল্যাদৌ নিম্পকং কথিতকং। অধীরাভ্যাপ-
সাং পাকে স্মৃতম্। ইবংপকে আপকম্” (অন্নসত্তরত)

পক্কুৎ (পুং) পক্বং কুরোতি বেননাধিত্বং পরিপন্নমিতি
নিম্পিষ্টপত্রমাদিত্বিতি ক-কিপ্ তত্ত্বক্। নিম্বক, ইহার
পত্রাদি পেষণ করিয়া ব্রণাদিতে প্রলেপ দিলে পাকিয়া উঠে।

(জি) পক্বং কুরোতি পচত্যানাদিকং। ২ পাককর্তা, যিনি
অন্নাদি পরিপাক করেন।

পাক্কেশ (জি) ১ শুক্লকেশ, বাহার চুল পাকিয়াছে। (পুং)
২ পাকচুল।

পাক্গাত্ত (জি) ক্ষতগাত্ত, বাহার প্রভাব ফোটকগম্বিত।
(দ্বিষ্যাবধান ৮২।১১।)

পাক্তা (স্ত্রী) পক্কত ভাবঃ, তল-টাপ্। পক্কাবস্থা, পরিপত্তাবস্থা।

পাক্মাংস (স্ত্রী) পক্বং মাংসঃ। পাকসিদ্ধ মাংস, পাক করা
মাংস। ইহার গুণ—হিতকর, বল ও বীৰ্যবর্দ্ধক। (রাজনি)
২ বৃহদন্ন। (মদনপাল)

পাক্মান (জি) পচামান। (দ্বিষ্যাবধান ৪১০ পৃঃ)

পাক্ন্নস (পুং) পক্কত শুভালেঃ স্নঃ। মদ্য। (শব্দর)

পাক্বারি (স্ত্রী) পক্কত অন্নাদেবারি, যদা পক্বং বারি স্থির-

অভক্তেন চ বৎ পক্বঃ ত্রিভা পক্বং ভবেন চ।

পক্ষপাত্রে চ বৎ পক্বঃ তৎসর্গঃ নিষ্কলঃ ভবেন চ।

পহিতারমবীরাঃ তুল্। তুল্। নব্যাত্তেৎ।

অঞ্জনা বা তু বসিতা নারীমাদেব ওহুগ্বে ॥” (সংতপ্ত ২২ পটল)

সদিস্যঃ। কাকি, কাকী, কাকানি। ২ পক্ষল। 'পক্ষ-
বাধি' এইরূপও পাঠান্তর দেখা যায়।

পক্ষ (পুং) পক্ষ পূর্বোদয়বিধাৎ সাধুঃ। অন্ত্যাকৃতিভেদঃ।
(হলা) পর্যায়—পক্ষ, পুক্ষ ও পক্ষণ।

পক্ষান্তোপমোন্নতি (পুং) পক্ষন্তত উপমা যত্র, তাদৃশী
উন্নতির্ভবঃ। রাজকদম্ব। (সৈবুটগ্রন্থাৎ)

পক্ষাতীসার (পুং) হস্ততোক্ত আনতিসার ভিন্ন পক্ষপ্রকার
অতীসারোপঃ। [অতিসার দেখ।]

পক্ষাধান (স্ত্রী) পক্ষত পাক্ত আধানং ৬তম্। পক্ষাধর,
পাক্তুলী।

পক্ষার (জি) পক্ষয়ঃ। কৃতপাক্ত ততুলানি, ততুলানি
রচন করা।

"আমঃ শূদ্রত পক্ষারঃ পক্ষদুঃস্বষ্টমুচ্যতে।" (তিথিতত্ত্ব)

শূদ্র অন্নাদি পাক করিয়া দেবপূজা ও ব্রাহ্মণাদির সেবা
করাইতে পারে না, ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রহ্ম পক্ষার নিবেদন
করিবেন।

"জিহ্ব বর্ণধু কৃত্বাংস পাক্তোক্তনমেব চ।

শূদ্রব্রাহ্মণভিন্নানাং শূদ্রাণাং বরাননে ॥

এতচ্চাত্ত্বব্যাপাককরণং কলীতরপঃ" (তিথিতত্ত্ব)

রঘুনন্দন হর্গোৎসবতত্ত্বে বৈষ্ণব লিখিয়াছেন, তাহাতে,
এইরূপ বোধ হয় শূদ্রও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়া সেই
নৈবেদ্য দিতে পারিবে। বৈষ্ণব শূদ্রগৃহে ব্রহ্মোৎসর্গ স্থলে
চক্ষুপাক করিয়া সেই চক্ষু দ্বারা হোমাদি কার্য সম্পন্ন হইয়া
থাকে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা পাকও দেবোদ্দেশে নিবেদন করা
যাইতে পারে। "ততস্ত শূদ্রকর্তৃকব্রহ্মোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণ-
কর্তৃকচক্ষবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা পাকনৈবেদ্যাদি শূদ্রোহপি দাতু-
মর্হতি।" এবঞ্চ

"আমঃ শূদ্রত পক্ষারঃ পক্ষদুঃস্বষ্টমুচ্যতে।

ইতি অমঃ পাকবিষয়ঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

এই বচনানুসারে শূদ্রও ব্রাহ্মণদ্বারা অন্ন পাক করিয়া
নৈবেদ্য দিতে পারিবে; কিন্তু এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া
যায় না। ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে শূদ্রকর্তৃক কক্ষপাক, পায়স, দধিভক্ষু
ভোজন করিতে পারেন এবং শূদ্রও ইহা দেবোদ্দেশে
দিতে পারে।

"কক্ষপাকানি তৈলেন পায়সঃ দধিভক্ষবঃ।

বিতৈরেষেভ্যানি ভোজ্যানি শূদ্রেণৈবকৃত্যপি ॥" (তিথিতত্ত্ব)

পক্ষাশয় (পুং) পক্ষত আনোদয়শর আশায়ম্। পাকশয়,
নাতিয় অথোতাপ।

"পক্ষাশয়বথোনাতোক্তকর্ম্মনাশয়ঃ স্বভঃ।" (বৈদ্যক)

অন্তদিগের মাতি ও ভ্রমের মধ্যে আশায়র, আশায়রের অর্থ-
প্রদেশে পক্ষাশয়।

"নাতিতনাত্তরং অতোরাহরানশয়ঃ বুধাঃ।

আশায়রশয়ঃপক্ষাশয়ঃপাকশয়া ॥ (ভাবপ্রাণ)

পক্ষেতা, নূরপুরের নিকটবর্তী একটা জনপদ। [নূরপুর দেখ।]

পক্ষ, পরিগ্রহ। অদন্ত চূরানি, উত্তরপর্ষী, নক, সেই। লট

পক্ষয়তি-তে। লোট পক্ষয়তু-তাম্। লিট পক্ষয়া চকার,

লুঙ অপপক্ষৎ-ত। এই দাতু ত্র্যম্বপদীর পরস্মৈপদীও আছে।

লট পক্ষতি। লোট পক্ষতু। লিট পপক্ষ। লুঙ অপক্ষীৎ।

পক্ষ (পুং) পক্ষাতে পরিগৃহণতে দেবপিতৃকার্য্যার বঃ, পক্ষাতে

চক্ষুত পক্ষদলানাং কলানামাপূরণং কয়ো বা বেন, পক্ষ-বঞ্।

যদা পণ-স (গৃধি পণোদ্যকৌ চ। উণ্ ৩৬৯) কক্ষাত্ত্বাশেষঃ।

১ পক্ষমণ অহোরাত্র। পক্ষ বিবিধ গুরু ও কক্ষ, গুরু-

প্রতিপদাবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গুরুপক্ষ, কক্ষা-প্রতিপদ হইতে

অযাবতা পর্য্যন্ত কক্ষপক্ষ। পক্ষভেদে তিথির ব্যবস্থা এইরূপে

হিস করিতে হয়--

"গুরুপক্ষে তিথিগ্রাহ্য যত্নামভ্যুদিতো যবিঃ।

কক্ষপক্ষে তিথিগ্রাহ্য যত্নামভ্যুদিতো যবিঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যে তিথিতে সূর্য্য উদিত হয়, গুরুপক্ষে সেই তিথি

এবং যাহাতে সূর্য্য অস্তমিত হয় কক্ষপক্ষে সেই তিথি গ্রাহ্য।

২ পক্ষদিগের অবরববিশেষ, চলিত পাখা। পর্যায়--

গরুৎ, ছন, পত্র, পতত্র, তনুহ। ৩ শরপক্ষ, বাণের পাখা,

তীরের পাখা। ইহার পর্যায়--বাজ। ৪ সহার, সমুহ।

কেশ শব্দের পরে পক্ষশব্দ থাকিলে সমুহার্থবোধক হইয়া

থাকে। যথা--কেশপক্ষ। ৫ মহাকালশিব, কালোপাধিতে পক্ষ

অন্তর্নিবিষ্ট, এই ভক্ত পক্ষশব্দে মহাদেবকে বুঝায়।

"কতুঃ সংবৎসরো দ্বাসঃ পক্ষঃ সংখ্যা সমাপনঃ।"

(ভারত ১৩।১৭।১৩২)

৬ পার্শ্ব। ৭ গৃহ। ৮ সাধ্যা; সন্ধিৎ সাধ্যমান পদার্থ,

ভাষোক্ত সন্ধিৎসাধ্যাবিশিষ্ট পদার্থ।

"সিবাধরিতরা শূন্যা সন্ধির্ভিন্ন ন বিদ্যাতে।

স পক্ষস্তত্র বৃত্তিভজানাদহমিতিভবৎ ॥" (ভাষ্যপরিচ্ছেদ ৭০)

৯ বিরোধ। ১০ বল।

"বতীর্থানি নিজে পক্ষে পরপক্ষে বিশেষতঃ।

ভট্টশঙ্করৈনুপো বেতি ন স হর্গতিমাশুয়াৎ ॥"

(পঞ্চতন্ত্র ৩৬৬)

১১ সমা। ১২ চূরীত্ব। ১৩ রাজকৃত্রয়। (মেদিনী)।

১৪ বিহগ। ১৫ বলয়। ১৬ শুভ। (শব্দরত্ন)

১৭ সাক্ষাতীত্ববৃত্ত।

“ভরতলাপি বা পক্ষ বো পুট্রীয়াবচেতনঃ।

তং পাশকবস্মৈব প্রেবরমি বসকরম্ ॥” (রাবী ২১৩৮।১৩)

১৮ পিছ ১ ১৯ দেহাৎ। (হেম) ২০ বাসিপ্রতিবাদিককৃৎ
দর্শিত প্রতিপত্তি, কোটিভেদ।

পক্ষক (পুং) পক্ষ ইব প্রতিপত্তিঃ (ইবে প্রতিপত্তৌ)। পা
৫।৩।১৩)। ইতি কন্। ১ পক্ষধার। ২ পার্শ্বার, চলিত বিড়কী-
বার। ৩ পার্শ্বার। (মেনিনী) ৪ সহায়। (শব্দরত্ন)

পক্ষগত (জি) ১ বাহ্যার পক্ষ দ্বারা গমন করে।

“পূর্বে পক্ষগতঃ পুত্র বহুতঃ পক্ষতোভয়াঃ।” (রাবী ৫।৫৬।৪৫)
২ পক্ষী। ৩ পক্ষত।

পক্ষগুপ্ত (পুং) পক্ষবিশেষ।

পক্ষগ্রহণ (স্ত্রী) পক্ষত গ্রহণম্। সাহায্যগ্রহণ।

“প্রকাশপক্ষগ্রহণং ম কুর্বাৎ যুদ্ধনাং অরম্।” (কামরূপ ৮।৮১)

পক্ষগ্রাহ (জি) পক্ষগ্রহণকারী।

“ভেদকালে নরেন্দ্রাণাং পক্ষগ্রাহো ভবিষ্যি।”

(হরিব ৮।১ অ°)

পক্ষগ্রাহিন্ (জি) পক্ষ-গ্রহ-পিনি। পক্ষগ্রহণকারী।

পক্ষঘাত (পুং) পক্ষত দেহাচ্ছিত বাতঃ বিনাশনং বহ্নাৎ
বজ্র বা। অন্যথাঘাতবাতরোগবিশেষ, পক্ষাঘাতরোগ।

[পক্ষাঘাত দেখ।]

পক্ষম্ব (জি) পক্ষং হস্তি হন-ক। ১ পক্ষনাশক। ত্রিশালক—
যে বাস্তব পক্ষিমশালা নাই, এরূপ গৃহ স্তূতনাশক ও বৈরকর।

“পক্ষম্বপরা বর্জিতং স্তূতধ্বংসবৈরকরম্ ॥” (বৃহৎসং ৫।৩।৩৮)

পক্ষংগর (জি) [পক্ষগম দেখ।]

পক্ষচর (পুং) পক্ষে গুরুপক্ষে চরতীতি চর-ট। ১ চর।
২ পৃথকচারিগজ।

পক্ষচ্ছিন্ (জি) পক্ষং ছিনতি পক্ষচ্ছিন-কিপ্। ইজ। (রঘু ১৩।৭)

পক্ষজ (পুং) পক্ষে গুরুপক্ষে জারতে জন-ত। চর। (জিহ্বা°)
(জি) পক্ষজাতমাত্র।

পক্ষজন্ম (পুং) পক্ষে গুরুপক্ষে জন্ম উৎপত্তির্ভবত। চর।

। (শব্দরত্ন) (জি) ২ পক্ষজাতমাত্র।

পক্ষতা (স্ত্রী) পক্ষতা ভাবঃ, তন্ম ততো টাপ্। জ্যোতিষে অহ-
মানোজ্ঞাতাবসমানাদিকরণ সাধাবতানিচরাতাব, অহমিংসা-
বিরহবিশিষ্টসিদ্ধাতাব। এই পক্ষতাই অহমিত্তির কারণ।
“সিদ্ধাবিরহবিশিষ্টবক্ষণাববহিতোত্তরকপোংপক্ষিকাহমিত্তি-
কভিরা বা সিদ্ধিঃ সিদ্ধাবিরহবিশিষ্টাটোত্তরতা জ্ঞাতাবঃ
পক্ষভেতি সার্কভোক্তা।” (নীতি ২)

পক্ষতি (স্ত্রী) পক্ষা সুলঃ (পক্ষাতিঃ। পা ৫।২।২৫) ইতি
পক্ষ-তি। প্রতিপদ্বিতি।

“পক্ষতাত্ত্বিক তিথ্যঃ জ্ঞানং পক্ষকং কৃত্যঃ।” (তিথিতত্ত্ব)

২ পক্ষসুল, চলিত ভান্না, পাকার সুল।

পক্ষত্ব (স্ত্রী) পক্ষ ভাবে ব। পক্ষকর্তা, পক্ষতা।

পক্ষধার (স্ত্রী) পক্ষে পার্শ্বে স্থিতঃ ধারম্। পার্শ্বার, চলিত
বিড়কীবার।

পক্ষধর (পুং) ধরতীতি ধর, ধ-অহ্। পক্ষদ্বা ধরঃ। চর।

(জটধর) (জি) ২ পক্ষধারপক্ষতা। (পুং) ৩ মহাদেবঃ।

(ভারত ১০।১৭ অ°)

পক্ষধর, তত্ত্বচিত্তাবশ্যালোকপ্রাপ্তো জয়দেবের নামভেদ।

[জয়দেব দেখ।]

পক্ষধরমিষ্ট্র, ১ একজন এসিক নৈয়ারিক। বটেশ্বর মহামহো-
পাধ্যায়ের পুত্র। ইনি তত্ত্বনির্ণয়নামে একখানি ন্যায় গ্রন্থ
রচনা করেন। আগম প্রতিভাবলে ইনিও মহামহোপাধ্যায়
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

পক্ষনাড়ী (স্ত্রী) ভান্নার পালক।

পক্ষপদী, (Pteropoda) বাহ্যের পদে পক্ষের দ্বারা
গঠন আছে, যদ্বারা তাহারা নভরগ করিতে পারে। বখা—
রাইও, হারলিরা প্রভৃতি সমুদ্রজীব।

পক্ষপাত (পুং) পক্ষে অভাবাসাহায্যে পাতঃ অভিনিবেশঃ।
অভাবাসাহায্যকরণ, অভাবপক্ষাবলম্বন, একপক্ষে আশ্রিত,
একদিকে টান।

“কচিদ্বিবরতোহর্ষেধু বলিনো দুর্জয়সা চ।

অপক্ষপাতাৎ পততি কার্যেধবিক্রতা নরাঃ ॥”

(ভারত ২।১০।৫৭)

২ গণতাকরণ। বখা—“ঈশ্বরবিবরে বিপত্তিতাং পক্ষপাত-
করণে ন কারণম্।” (শ্রীমাদ্ভাস্য সংক্ষেপ-শারীরক)

পক্ষাণাং গুরুতাং পাতঃ পতনং বজ্র। পক্ষীদিগের অর।

পক্ষীদিগের অর হইলে পক্ষ (পালক) পড়িতে আরম্ভ হয়।

“পক্ষপাতঃ পতনানাম্” (বিজয়রসিকত)

পক্ষপাতকারিন্ (জি) পক্ষপাত-ক-পিনি। অন্যায়রূপে পক্ষ-
সমর্থনকারী।

পক্ষপাতিতা (স্ত্রী) পক্ষপাতিঃ সাহায্যকারিণঃ ভাবঃ, পক্ষ-
পাতি-তল-টাপ্। সহায়তা।

“ন সুবর্ণদরী তদ্বঃ পরং নহ কিং বাগপি তাবকী তথা।

ন পরং পথি পক্ষপাতিতাহনবলমে কিছু মানুষেহপি সা ॥”

(নৈষধ ২।৫২)

২ পক্ষপাতন।

পক্ষপাতিন্ (জি) পক্ষপাতঃ বিভক্তেহ ইনি।

অহগ্রহকারক, অন্যায়পক্ষে সাহায্য বা সমর্থনকারী।

পক্ষপালি (পুং) পক্ষত গৃহত পালিরিব। বক্তৃকা, বিক্ৰী
বান, পার্শ্ববান। (পক্ষর)

পক্ষপুট (পুং) পাবীর ডানা।

"তং পক্ষপুটেবেগেন চিক্বেশ পক্ষতথা।" (হরিশং ১৩২ অ°)

পক্ষপোষণ (ত্রি) পক্ষপোষণকারী, পক্ষসমর্থক।

"বঃ স্থানাং পক্ষপোষণঃ" (ভাগং ৩২৪২২)।

পক্ষপ্রদোত (স্ত্রী) বৃত্তাকালে হস্তের অবস্থাপনভেদ।
(রাশবৃত্তত হস্তরত্নাবলী।)

পক্ষভাগ (পুং) পক্ষত পার্শ্বত পক্ষ এব বা ভাগঃ।

হস্তিপার্শ্বভাগ। (অমর ২৮৮০)।

পক্ষমূল (স্ত্রী) পক্ষত মূলম্। ১ পক্ষতি, ডানা। ২ প্রতিপদ তিথি।

পক্ষরচনা (স্ত্রী) পক্ষগঠন, বহুব্রহ্মকরণ। (বশভূষার)

পক্ষরূপ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩১৭৬২)।

পক্ষবক্তিতক (পুং) বৃত্তাকালে একপ্রকার হাতরাখা। (রাশব-
ৃত্তত হস্তরত্নাবলী)

পক্ষবৎ (ত্রি) পক্ষঃ বিভাতে হস্ত মতুপ, মত ব।

১ পক্ষবিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ২৮।৪।৩) ২ পক্ষত। ৩ উক্ত
কুলোত্তর। জিরাং ভীপ। "ক্কাবিভাং পক্ষবতীং মনোজ্ঞাং"
(ভারত অহ°)

পক্ষবর্জিনী (স্ত্রী) বাদশী তিথিতেম, বাদশী এক সুর্য্যোদয় হইতে
অপর সুর্য্যোদয় পর্যন্ত ব্যাপিনী হইলে তাহা পক্ষবর্জিনী।

পক্ষবান (পুং) ১ এক পক্ষের উক্তি। ২ পক্ষসমর্থন।

"পক্ষবানং হুবহু প্রাবদন্তে বৈনিকায়।"

(ভারত ৭।১৪০৫৭)

পক্ষবাহন (পুং) পক্ষী বাহনমিব বহত। পক্ষী। (শব্দ°)

পক্ষবাহু (পুং) কুমারিকাখণ্ডবর্ণিত ভরতখণ্ডের অন্তর্গত
অমরদ্বিংশেব। "চত্বার্ষ্যেব সহস্রাণি পক্ষবাহুরীষাতে ॥"

(কুমারিকা° ৩৭ অ°)

পক্ষবিন্দু (পুং) কতপক্ষী।

পক্ষবাসু (ত্রি) পক্ষ বাসার্ধে—বাসু। পক্ষে পক্ষে, প্রতিপক্ষে।

"বর্জয়তি হি মাংসানি মাসাঃ পক্ষবাসুহি বা।"

(ভারত ১৩।৫৬৫২ শ্লোক)

পক্ষসু (স্ত্রী) পত্নীতি (পতিবচিভ্যাং স্ত্রীত। পা ৪।২।২০)
ইতি অহম্ স্ত্রীত। গকং।

পক্ষসন্ধি (পুং) পক্ষরোগে সন্ধিঃ। পরসন্ধিকায়।

পক্ষসুন্দর (পুং) পক্ষে যেহাঙ্গে সুন্দরে জন্মঃ। দোব্র।

পক্ষহস্ত (ত্রি) ১ পক্ষবারা আহত। ২ একদিকে পক্ষাঘাত।

পক্ষহোম (পুং) পক্ষব্যাপকো হোমঃ। পক্ষ পর্যন্ত কর্তব্য
হোমভেদ।

পক্ষাঘাত (পুং) পক্ষত আঘাতঃ বিনাশনং বহাৎ বহ বা।
বাতরোগবিশেষ। ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"গৃহীষ্যতি ততো বায়ুঃ শিরাসাং বিশোষ চ।"

পক্ষম্নাতমঃ হস্তি সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয় ॥

কুংসোহর্জকারন্তত তাদকর্ণণো বিচেতনঃ।

একাদ্বাতং তং কেচিনন্যে পক্ষবৎ বিদুঃ ॥" (ভাবপ্র°)

বায়ু কুপিত হইয়া শরীরের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করে এবং
তাহার শিরা ও স্নায়ুসমূহকে শোষণ এবং সন্ধিবন্ধনপূর্বক
মস্তককে শিথিল করিয়া সেহের বাম বা দক্ষিণভাগের একপক্ষ
অর্থাৎ বাহ, পার্শ্ব, উরু ও জল্যানিকে নষ্ট করে। এই রোগে
শরীরের অর্দ্ধভাগ সমুদাই কার্য করিতে অসমর্থ হয়। এই
অঙ্গে সামান্যরূপে স্পর্শজানাদি থাকে। ইহাকে একাদ্বাত
বা পক্ষবৎ অথবা পক্ষাঘাত কহে।

পক্ষাঘাতের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ—পক্ষাঘাত শিশুসংসৃষ্ট বায়ু-
কর্তৃক হইলে গাঢ়বাহ, স্ফাপ, অন্তর্গাহ ও মূর্ছাহর এবং কক-
সংসৃষ্ট বায়ুকর্তৃক হইলে শীতবোধ, যেহের শুষ্কতা ও শোণ হয়।

কোন বায়ুকর্তৃক পক্ষাঘাত হইলে কঙ্কসাধ্য এবং অন্য
যোবের অর্থাৎ পিত্ত ও কৈরুর সংশ্রব থাকিলে তাহা সাধ্য।
যাতুকর হেতু হইলে অসাধ্য হয়। গতিধী, সূতিকাগ্রস্ত, বাসক,
বৃদ্ধ, ক্রীণ এবং বাহার রক্তকর হইয়াছে, তাহাদের পক্ষাঘাত
রোগ অসাধ্য। পক্ষাঘাত রোগে যদি রোগীর বেদনা না থাকে,
তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য জানিতে হইবে।

ভাবপ্রকাশমতে পক্ষাঘাতের চিকিৎসা। মাষাদিকাথ—মাষ-
কলার, আলুকনী, ভেড়াগামুল, বেড়েলা ও জটামাঙ্গী, এই
সকল মিলিত ২ তোলা, জল একসের, শেষ অর্দ্ধপোরা। একে-
পার্শ্ব হিন্দু এক মাষা ও সৈন্ধব ১ মাষা। এই কাথ গমন করিলে
পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়।

গ্রহিকারিতৈল—তৈল ৮৪ সের। কড়ার্ধ পিপুল, চিতা,
পিঙ্গলীমূল, গুঞ্জী, রাসা ও সৈন্ধব এই সকল মিলিত একসের।
কড়ার্ধ মাষকলার ১৬ সের, জল ১ মণ ২৪ সের। শেষ ১৬
সের। এই তৈল বখাঝিহানে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে
পক্ষাঘাত নষ্ট হয়।

মাষাদি তৈল—তিল তৈল ৮৪ সের। কড়ার্ধ মাষকলার,
আলুকনীর বীজ, জাতাইচ, এমণ্ডমূল, রাসা, শতমূলী এবং
সৈন্ধব এই সকল মিলিত একসের। কড়ার্ধ মাষকলার ১৬
সের, জল ১ মণ ২৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেড়েলা ১৬ সের,
জল ১ মণ ২৪ সের, শেষ ১৬ সের। বখাঝিহানে এই তৈল পাক
করিয়া ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত ভাল হয়। (ভাবপ্র° ২ ভা°)
সুক্রতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, ভগবান্

বস্তুই বায়ু নামে অভিহিত। এই বায়ু কুপিত হইলে নানাপ্রকার রোগ হয়। বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া অধ, উর্দ্ধ ও ত্রিধাপ্ৰাণিনী ধনী মধ্যে প্রবেশ করিলে একদিকের অঙ্গের সন্ধিবন্ধন বিস্ত্রিত করে। ইহাতে শরীরের একপক্ষ নান হইয়া বসিয়া ইহাকে পক্ষাঘাত কহে। বায়ুকর্জুক পীড়িত হইয়া শরীরের সমস্ত বা অর্দ্ধ অঙ্গ অকর্ণণা ও নিষ্পন্দ হইলে রোগী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয় বা প্রাণত্যাগ করে। পক্ষাঘাত কেবল বায়ুগ্রস্ত হইলে অতিকষ্টে আরোগ্য হয়, ঐ বায়ুর সহিত যদি পিত্ত বা স্নেহা মিলিত থাকে, তাহা হইলে সহজে আরোগ্য হয়। ক্ষয় জন্য হইলে পক্ষাঘাত রোগ অসাধ্য। (সুশ্রুত নিদানস্থান ১ অ°)।

এই পক্ষাঘাত রোগ বাতব্যাধির একটি ভেদ। বায়ু-কুপিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে, সেই সকল রোগ-কেই বাতব্যাধি কহে। পক্ষাঘাতরোগে রোগীর শরীর স্থান না হইলে ও বেদনা থাকিলে রোগী যদি প্রকৃতিস্থ ও উপকরণ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা বিধেয়। প্রথমতঃ স্নেহস্নেহ দ্বারা অন্নবসন করাইয়া রোগীকে সংশোধন করাইয়া লইতে হইবে। পরে অন্নবাসন ও আত্মপান প্রয়োগ করিবে। অবশেষে আক্ষেপক রোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা বিধেয়। বহুদিন ধরিয়া বিশেষরূপে চুচিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইলে হইতে পারে। (সুশ্রুত)।

এলোপাথীমতে পক্ষাঘাত বা আঙ্গিক অবশতা ৫টি বিভিন্ন কারণে উৎপন্ন হয়—(১) পক্ষাঘাতলোহাই, উভয় কোষ এবং কাশেরকরজ্বর উজ্জ্বাশে রক্তস্রাব, (২) ডিম্বেপরিমা বা অগ্ন্যজ্বানরোগের পরিণাম, (৩) শিকাকালের সার্বাস্ত্রিক অবশতা, (৪) ক্ষিপ্তাবস্থা, (৫) ক্ষয়যুক্ত অবশতার শেষাবস্থা। ক্ষিপ্তাবস্থাদি বিভিন্ন সার্বাস্ত্রিক অবশতা অবশ্যক্রমত বধাস্থানে বর্ণিত হইবে।

শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ অস্থূলভাবে অবশ হইলে তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ (Hemiplegia) কহে। ইংরাজি ভাষায় ইহার পর্যায়—(Paralytic Stroke)। পৃষ্ঠবংশীয় মস্ত্রের উপরিস্থ যে বৃহৎ অংশ (Medulla oblongata) করোটিতে গুপ্ত, তাহার সমগ্র গুহ্র দ্বায়া সকল তীর্থাগুভাবে গমন করে, তাহার উজ্জ্বাশে কোন বৈধানিক পীড়া থাকিলে বিপরীত পার্শ্বে অবশতা লক্ষিত হয়, কিন্তু উহার নিয়ন্ত্রণে কোন পরিবর্তন ঘটিলে যে পার্শ্ব পীড়িত, সেই পার্শ্বই অবশতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আরও জানা যায় যে, Corpus Striatum অথবা আভ্যন্তরিক কোবের (Internal Capsule) উপর রক্তস্রাব বা অল্প কোন পরিবর্তন ঘটিলে কেবল অবশতা এবং দর্শন ক্রিয়া লক্ষ্যীয় মস্ত্রের পার্শ্বই কোবেরের (Optic thalamus)

উপরিস্থিত গোলাকার আভ্যন্তরিক অর্দ্ধাঙ্গ হইলে, স্পর্শ-শক্তির হীনতা অধিরা থাকে। মস্ত্রিক ও মস্ত্রের বৈধানিক পীড়ানিবন্ধন এই রোগের উৎপত্তি, কিন্তু অস্ত্রান্ত ব্যাপিত মস্ত্রিকক্রিয়ার তাবাত্তর ঘটিলেও এই রোগ আসিতে পারে; যথা—মূগী, কোরিয়া, হিট্রিরিয়া প্রকৃতি। উপদংশ-রোগও এই পীড়ার একটি মহৎ কারণ।

লক্ষণ।—মস্ত্রিকের মধ্যে গুহ্র অংশের কোমলতা কিংবা সামান্ত পরিমাণে সংঘত রক্ত (clot) দেখা দিলে, পীড়া আরম্ভ কালেও রোগীর জ্ঞান থাকে; কিন্তু অধিক রক্তস্রাব হইলে তৎকালে রোগী জ্ঞানশূন্য হয়। রোগের আক্রমণগণালীর তারতম্যানুসারে রোগীর শরীরে যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়, তাহাই অগ্রে আলোচিত হইল। সমাজে অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ (Hemiplegia with consciousness) হইলে রোগী হস্তের বা পদের কোন অংশে সামান্ত অবশতা অনুভব করে, তাহা ক্রমশঃই বর্ধিত হইয়া অঙ্গের এক পার্শ্ব হস্ত ও পদকে অবশ করিয়া ফেলে। জ্ঞানশূন্য অবস্থার অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ (Hemiplegia without consciousness) হইলে কতকগুলি পৌনিক লক্ষণ দেখা যায়; যথা—বাক্যের অস্পষ্টতা, স্থানিক অবশতা, মুখের একপার্শ্বের আকৃষ্টতা, দ্রবশক্তির হ্রাস এবং মধ্যে মধ্যে বমন, পরে রোগ প্রকৃত হইলে আক্ষেপ ও অচৈতন্য ঘটয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহা দ্বারা রোগ সহজে জানা যায়।

অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ রোগ পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ভেদে দুই প্রকার। মস্ত্রিকের মধ্যে অধিক রক্তস্রাব হইলে পীড়া পূর্ণ হইয়া থাকে। যদি মস্ত্রিকের দক্ষিণ পার্শ্বে রক্তস্রাব হয়, তবে বাম পার্শ্ব অস্থূলভাবে অবশ হইতে দেখা যায় এবং মস্ত্রিক ও উভয় চক্ষু ক্রমশঃই দক্ষিণদিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। বামদিকের উর্দ্ধ অক্ষিপন্ন কিংবা অবনত, বাম হস্ত ও পদ এবং মুখের বামপার্শ্ব অবশ, জিহ্বা বহির্গত করিলে অবশাঙ্গের দিকে বক্র এবং বক্রের ও উদরের বামপার্শ্ব পেশী সকল সামান্তভাবে স্পীণ ও অবশ বোধ হয়। হস্ত মস্ত্রিকের নিকটবর্তী হওয়াতে অধিক পরিমাণে অবশতা অগ্রে এবং পদ দূরবর্তী হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অন্তিমস্ত্র অবশ হইয়া থাকে। স্মৃতরাং অধিকাংশ স্থলেই পদের পক্ষাঘাতরোগ অগ্রে আরোগ্য লাভ করে। উদরের ও বক্রের পেশীর অবশতা শীঘ্রই দূরীভূত হয় মস্ত্রিক অথবা উহার মস্ত্রিকা (Meninges) মধ্যে অধিক রক্তস্রাব হইলে হস্তপদের অবশতার সহিত দৃঢ়তা বর্তমান থাকে। মস্ত্রিকের কোমলতা হেতু এই রোগে হস্তপদের

শৈল্পীশিল্পিতা দেখা যায়, কিন্তু কোমল বা ক্ষতস্থান জন্মাই লক্ষ্যিত কিংবা তদ্রূপে ঘনবন্ধ (ক্লোরালিস্) উৎপন্ন হইলে উক্ত পেশী সকল দৃঢ় হয়। এই পীড়ার চতুর্থ ও ষষ্ঠ দায় এবং পক্ষাঘাতের চালক অংশ (Motor) কখন কখন আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে চক্ষুপন্ন (অধিকিউলারিস্ প্যালপিট্রেরম্) সংযুক্ত পেশীও সামান্যভাবে অবশতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পীড়িত অঙ্গের পার্শ্বদেশে স্পর্শের ও তাপের অস্বস্তি হয় না। পক্ষাঘাত ও নবম দায় আক্রান্ত হেতু রোগীর বাক্য অস্পষ্ট বোধ হয়। পীড়িত মাংস-পেশী সমূহে প্রত্যাবর্তনিক ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে এবং কলকাস্থির (Patella) প্রতিক্রিয়া-ক্রিয়া বর্ধিত ও শুষ্ক-সন্ধির ক্ষণিক প্রক্ষেপণও লক্ষিত হয়। পেশীসমূহ একবারে "কম্প" প্রাপ্ত হয় না। পীড়ার তরুণাবস্থায় পেশী সকল বৈজ্ঞানিকভাবে দ্বারা বাতাসিক কিংবা অধিক পরিমাণে লক্ষ্যিত হয়, কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে উক্ত রূপ সঙ্কোচন অতি সামান্যতম পরিমাণে হইয়া থাকে। চলিবার সময় রোগী অল্প দিকে-কিঞ্চিৎ নত হইয়া গমন করে। পীড়িতস্থল উচ্চ ও হস্ত বন্ধের পার্শ্ব আন্দোলন করিয়া পদটি একটু গোলাকার ভাবে (Circumduction) সঞ্চালন করে। পদাঙ্গুলিগুলি ভূমির দিকে নতমুখে থাকে। দক্ষিণ পার্শ্বের অবশতার কোমলতা (একেশিয়া) আদিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু যে পীড়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গুদবায়ু (Hyateria), অপম্মার (Epileptic) ও তাণ্ডবরোগ (Chorea) প্রভৃতিতে মুখ আক্রান্ত হয় না। গুদবায়ুরোগজনিত পীড়ার রোগীর হস্ত পশ্চাদিকে নিষ্কিপ্ত ও অবনত করিয়া পীড়িত পদ টেনেটুনে চলে। মজ্জার বৈদ্যনিক পীড়াঘটিত অর্দ্ধাঙ্গাচ্ছেদরোগে রোগীর জ্ঞান থাকে এবং মুখ আক্রান্ত হয় না। অর্দ্ধাঙ্গাচ্ছেদের ব্যতিক্রম-বিকার ঘটলে রোগ আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। অন্যত্র প্রকার রোগ আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা—তরুণ অবস্থার মস্তক উচ্চ করিয়া রোগীকে শরনাবস্থায় রাখিবে। যদি পীড়িত অঙ্গের পেশীসমূহ দৃঢ় থাকে, তাহা হইলে রক্তস্রাব বা গ্রীবার উৎপন্ন আক্রমণ করা বিধেয়। তৎপরে কালোমেল—৫ গ্রেণ ও কেটের অয়েল ১ আউন্স অথবা ১ ফোঁটা ক্রোটন অয়েল তিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। অনন্তর পোটাসি আইওডাইড ৫ গ্রেণ মাত্রায় ৩০ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যিক। যদি মাংসপেশী সকল শিথিল থাকে, তবে গ্রীবাতে ট্রিটার এবং বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে পীড়িত অঙ্গে ক্রানেল বক্স, বর্কন ও বৈজ্ঞানিক

যৌত সংলগ্ন করা বিধেয়। রোগের তরুণাবস্থায় কিংবা শিরঃপীড়া থাকিলে বৈজ্ঞানিকভাবে সংলগ্ন করা উচিত নহে। টিকের টিগ, লাইকার টিক্‌নিয়া ও অস্ত্রান্ত বলকারক ঔষধ দিবে, যদি জানিতে পারা যায় যে এইরূপ পক্ষাঘাত রোগ-গ্রস্ত রোগীর পূর্বে উপদংশরোগ হইয়াছিল, তাহা হইলে পোটাসি আইওডাইড ব্যবহার করিতে দিবে। মজ্জার পীড়া হেতু অর্দ্ধাঙ্গাচ্ছেদ হইলে টিং আর্গট ও বেলেডোনা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য থাকিলে টিক্‌নিয়া ফলদায়ক হয় না। গুদবায়ু প্রভৃতি রোগঘটিত পীড়ায় যথোচিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অস্ত্রান্ত রোগের সহিত মিলিত হইলে পক্ষাঘাত রোগ বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। মানসিক প্রকৃতির পরিবর্তনে যে অবশতার লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাকে লিপ্সাবস্থার অবশতা (General paralysis of the insane) বলে। শিশুম্নায়ুস্থলে অথবা উহার দৃঢ় শাখীর (Portio Dura) কোন পরিবর্তন ঘটলে মুখের মাংসপেশীসমূহ অবশ হয়, তহাকে Bell's palsy or Facial paralysis বলা হইয়া থাকে। এতদ্বির Paralysis agitans, P. diphtheritic, P. Duchene's, P. Glosso labio laryngeal, P. infantile, P. landrys এবং Scrivener's Paralysis প্রভৃতি পক্ষাঘাত রোগেও ঔষধাদি প্রায় একই রূপ। তবে রোগ বিশেষের লক্ষণ পরস্পর একটু বিভিন্ন।

ধর্মশাস্ত্র মতে এই পক্ষাঘাতরোগ মহাপাতক জন্ম হইয়া থাকে।

“পূর্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্ত পরিচয়ে।”

বাগতে ব্যাধিরূপেণ তত্ত কৃচ্ছাদিভিঃ শমঃ ॥

কুষ্ঠঞ্চ রাগযজ্ঞা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাশা অতীসারস্তগন্দরো।

হৃষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোহহিনাশনং।

ইতোবমানয়ো রোগো মহাপাপোক্তবা গদাঃ ॥” (মলমাস্তক)

পূর্বজন্মে যে সকল পাপ অস্বীকৃত হয়, নরকে তাহার ফল ভোগ করিয়া পুনরায় বধন জন্মগ্রহণ হয়, তখন মহাপাতকের চিকিত্সারূপ এই সকল ব্যাধি হইয়া থাকে। এইরূপ মহাপাতকজ চিকিৎসাত জন্ম পর্যন্ত থাকে। পক্ষাঘাত ও কুষ্ঠাদিরোগসমূহ মহাপাতকজ।

বাহার পক্ষাঘাত প্রভৃতি মহাপাতকরোগ হয়, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মহাপাতক রোগী যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে তাহার কোন ধর্মকর্মের অধিকার থাকে না এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া এই রোগে যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া দহন, বহন বা অশৌচাদি

কিছুই হইবে না। এই পাণের প্রারম্ভ করিয়া তাহার বাহান্নি কার্য্য করিতে হইবে।

স্বর্গপাশ্চকে প্রারম্ভিত পরাক্রম, ইহাতে অনন্ত হইলে পক্ষের দানরূপ প্রারম্ভিত বিধেয়। এই পক্ষপেতুর মূল ১৫ কাহন কড়ি। এই পক্ষাতরোগের প্রারম্ভিত করিবার সময় প্রারম্ভিতের ব্যবস্থা লইতে হয়। ব্যবস্থাপত্রে এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে—

“পক্ষাতরোগসংশুদ্ধিতপাপক্ষমার পরাক্রমতাত্পর্য্যে
ব্রাহ্মণেন অজিন্নানি বা যৎকিঞ্চিদক্ষিপকদশকাপী-
দানরূপং প্রারম্ভিতং কার্য্যমিতি বিহ্বায়তম্।”

[প্রারম্ভিতের অস্তিত্ব বিবরণ প্রারম্ভিত দেখ।]

পক্ষাদি (পুং) পক্ষ অদিবর্ত্ত। পক্ষিভ্যক্ত শব্দগণভেদ।
যথা—পক্ষ, বক্ষ, তুষ, কুণ্ড, অঙ্ক, কহলিকা, বলিক, চিত্র,
অস্তি, পখিন, পছা, কুন্ত, গীরক, সয়ক, সকল, সরস, সমল,
অতিবন, রোমন, লোমন, হস্তিন, মকর, লোমক, শীর্ষ, নিবাত,
পাক, হিংসক, মজ্জশ, সুবর্ণক, হংসক, হিংসক, কুংস, বিল,
খিল, যমল, হস্ত, কলা, সর্পক। এই পক্ষাদিগণের উত্তর যক্ষ
প্রভার হয়। (পাণিনি)

পক্ষাধ্যায়, ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত বিবাহমত অধ্যায়।

(দিব্য) ৩০০।২৫)

পক্ষান্ত (পুং) পক্ষত অস্তো যত্র কালে। অমাবস্তা, পূর্ণিমা।
পর্বার—পঞ্চদশী, অর্ধেকুবিপ্রেবপর্ষ, পক্ষাবসর। (শব্দরং)
পক্ষান্তে যাত্রা করিতে নাই, করিলে নিফল হয়।

“পক্ষান্তে নিফলা যাত্রা মাশান্তে মরণং ধ্রুবম্।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

২ পক্ষের অবগান।

পক্ষান্তর (স্ত্রী) অন্যৎপক্ষ পক্ষান্তরং। ১ অপরপক্ষ, অপর
দিচ্। ২ মতান্তর।

পক্ষান্তাস (পুং) ১ হেতুভাস, সিদ্ধান্তভাস। ২ মিথ্যা অল্পযোগ।

পক্ষালিকা (স্ত্রী) কুমারহটের মাতৃভেদ। (ভারত ৪৭ অ°)

পক্ষালু (পুং) পক্ষো বিদ্যাতে যন্ত, পক্ষ অস্ত্যর্থ আলু। পক্ষী।

পক্ষাবসর (পুং) পক্ষত অবসরোহপসরণং যত্র। পূর্ণিমা,

অমাবস্তা। (শব্দরং)

পক্ষাহার (রি) যিনি এক পক্ষের মধ্যে একবার আহার

করেন। (মহাভারত বনপর্ক)

পক্ষিতীর্থ, একটা অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র।

দাক্ষিণাত্যের মাজ্জাজ নগরের ১৮ ক্রোশ দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী

সমুদ্র ও চিকলপটের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম

তিক্ষকক্কুম্বর (তিক্ষক্কুম্বর) অর্থাৎ পবিত্র চিলসিগের

পূর্বত। এই পবিত্রত্ব এক সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়

সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তারনাথের
ভারতীয় বৌদ্ধবর্ণনায় ইতিহাস লিখক তিক্ষক্কুম্বর এই
স্থান বৌদ্ধসিগের অতি পবিত্র পাক্ষিকান্যাস নামে উল্লি-
খিত হইয়াছে। বর্তমান সময়েও এখানকার মন্দিরে শিব ও
শক্তিহুঁতি প্রতিষ্ঠিত এবং তত্তৎ দেবদেবীর পূজা প্রচলিত দেখা
যায়; কিন্তু উক্ত মন্দিরের জৈন-প্রাচীরের সমুদয়ও উৎকর্ষ
শিলালিপি দৃষ্ট হয়। [তিক্ষক্কুম্বর দেখ।]

এখানকার স্থলপুরাণ হইতে জানা যায় যে, বেদ-চতুর্ভুজ
কোন সময়ে দেবদিশেষ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া
প্রতিপূর্ণক আপনাদের চিরস্থায়ী বাসের জন্য নির্দিষ্টস্থান
প্রার্থনা করিলেন এবং সেইস্থানে থাকিয়া তাহার। যেন তাঁহার
শ্রীচরণ পূজা করিতে পারে, এইরূপ মনোভিপ্রায় জ্ঞানাইলেন।
তাঁহাদের প্রার্থনামুহুর্তে শিব সমুদ্রে হইয়া তাহান্নিগকে পূর্বতা-
কারে কণাভরিত করিয়া পরম্পর সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন এবং
সেই পূর্বত্রেণীর একটীতে আপনার আবাস মনোনি-
করিয়া লইলেন। এখানকার শিবহুঁতি “বেদগিরীশ্বর” বা
বেদ-পূর্বতের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে পূজিত হন। প্রবাদ, এই
পূর্বতের যে স্থানে মহাদেব এককোটি কল্পকাল রূপে পরাত
করেন, তথার তাঁহার বিজয়বোধবার্ষ একটা মন্দির নির্মিত
হইয়াছিল। মন্দিরটী অতিশয় প্রাচীন ও বৃহৎ। পূর্বোক্ত
বৃহৎ ও মন্দির-স্থাপনের পর হইতে এই গ্রাম “কল্পবৃন্দ”
নামে খ্যাত হইয়াছে।

উপর উক্ত মন্দির দুইটা বাতীত গিরিপ্রাচীর পাদদেশে
আর একটা মন্দির আছে। মন্দিরটী এখানকার অন্যান্য
মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার চারিটা গোপুর দেখা যায়।
মন্দিরাত্তরে শিবের অঙ্গলিনী শক্তিদেবী। দেবীহুঁতি-
কালবশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। চৈতন্যমানে দেবীর অতিথেক-
কালে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়।

খ্রীষ্ট ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থানমহাহুঁতি নামে বিশেষ
কিছুই শুনা যায় নাই। পরে পেরুগিল ভরিয়ান নামক জনৈক
উপাসকের উদ্দেশ্যে ও বক্তৃতার সাধারণে শিবমহিমার বিমোহিত
হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ তাহাদেরই চেষ্টায় তিক্ষক্কুম্বর নবীন
আকার ধারণ করিয়া দক্ষিণভারতে কাকীপুর সপ্ত তীর্থমালায়
বিস্তৃতি হইয়াছে।

স্থলপুরাণের মতে—যেখানে দেবরাক ইন্দ্র আসিয়া মহা-
দেবের উপাসনা করেন, সেইস্থানটী আজিও ইন্দ্রতীর্থ নামে
খ্যাত। প্রবাদ, ইন্দ্র শিবপূজার উদ্দেশ্যে প্রতি বাদশবৎসরে
আপনার বক্তৃতা ধরাধারে প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে বজ্র
প্রথমে পূর্বতোপরি মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় আসিয়া পতিত

হয়, পরে তিনবার মল্লিক দেবমূর্তি প্রদক্ষিণ করিয়া পরন্তপায়ে কিলীন হইয়া যায়। বাদশববাস্তে বিরহের এই অদ্বুত অভিবেক সাধারণের কোতুহলোদ্দীপক এক নৈসর্গিক বলিয়া বোধ হয়। এখানে শম্ভুতীর্ষ নামে আর একটি পুষ্করিণী আছে। প্রতি বাদশবৎসরে এই স্থান হইতে দুইটা শম্ভু উদ্ধৃত হয়। শম্ভু উদ্ধৃত হইবার দুই তিনদিন পূর্বে কল কমাধরে বোলা ও কেপাযুক্ত হয় এবং মুহূর্ত্তঃ গর্জন ক্রত হইতে থাকে। এই সময়ে নগরবাসিগণ পুষ্করিণীতীরে আসিয়া সতৃক্ণষ্টিতে শম্ভুর উত্থান অপেক্ষা করিতে থাকে। বধা-সময়ে শম্ভু উদ্ধৃত হইলে মহাসমারোহে তাহাকে আনিয়া একটি রোপাপায়ে রাখা হয় এবং নগরপ্রদক্ষিণের পর পরীতনিরম্ব মল্লিকের পূর্বোক্ত শম্ভুর নিকট রাখিয়া দেয়।

এতদ্ব্যতীত আরও আশ্চর্যের বিষয়, এখানে প্রত্যহ বিপ্রহরের সময়ে অর্থাৎ ১২টা হইতে ১ ঘটিকার মধ্যে দুইটা খেতবর্ণের চিল আসিয়া ভোজন করে। উক্ত পক্ষিদ্বয়কে আহাির দিবার জন্য একজন পাণ্ডা নিযুক্ত আছে। ঐ কাকি পক্ষিদের আসিবার পূর্বেই পর্ত্তশিখরে আরোহণ করে ও তথায় চাউন ও চিনি দিয়া অন্ন প্রস্তুত করে এবং পাখীর পানের জন্য কতকটা ঘৃত গলাইয়া দেয়। পক্ষী দুইটা বধাসময়ে পর্ত্তে অবতরণ করে এবং মল্লিকের গিয়া বিগ্রহমূর্ত্তিকে অভিবাদন-পূর্বক পাণ্ডার নিকট ভোজন করিতে যায়। ভোজনান্তে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করে। পরে পাণ্ডা উপস্থিত কাকিগণকে পক্ষিভুক্ত প্রসাদ বিতরণ করেন। এই সভা ঘটনা অনেক স্তরকে দেখিয়া আসিরাছেন। এই কারণেও এই পর্ত্তের তিরকজ্জ্বলম্ নাম হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, উক্ত খেত চিল দুইটা পূর্বে কবি ছিলেন পরে কোন পাণ্ডা লিখ হওয়ার তাহাদের এই অবস্থান্তর ঘটয়াছে।

শম্ভুতীর্থে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যাকালে দ্বানপূর্বক পর্ত্তে সমগ, দেবমূর্ত্তিদর্শন ও সতত তাঁহার ধ্যান এবং অন্ন আহাির করিলে অতি অন্ন সময়ের মধ্যেই কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত, উদ্বাদ ও অন্যান্য নানারোগ উপশম হইতে দেখা যায়। এতদ্বিবেচন বহুতরলোক রোগযুক্ত হইবার আশায় এখানে আসিয়া থাকে। অন্যান্য তীর্ষ সন্ধ্যাও নানা কথা শুনা যায়। এই সকল অলৌকিক ঘটনা শুনিয়া সঙ্গের ওলঙ্কারগণ কোতুহল নিবারণেচ্ছায় ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে আসিয়া পর্ত্তপায়ে স্থানীয় অধিত করিয়া বান।

পক্ষি (পুং জী) পক্ষো বিদ্যাতে যন্ত পক্ষ-ইনি। বিহঙ্গম, চলিত পাখী। পর্যায়—বগ, বিহঙ্গ, বিহগ, বিহঙ্গম, বিহারস, শকুতি, শকুনি, শকুত, শকুন, বিজ, পতঙ্গিন, পঙ্গিন, পতঙ্গ,

পতং, পতঙ্গ, অজঙ্গ, নগৌকস, বাজিন, বিকির, ক্রি, বিক্রির, পতঙ্গি, নীড়োত্তর, গজঙ্গ, শিক্কন, নভঙ্গম, নাকীচরণ, কণ্ডাধি, পতঙ্গ, অগৌকস, চকুত্বং, হুয়ও, সরঙ, পিপতিব, পত্নাবহ, ছাগ। (রাজনি)

পক্ষীদিগের উৎপত্তি অসিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“অরুণস্ত ভাৰ্ঘ্যা শ্বেনী বীৰ্যবন্তৌ মহাবলৌ।

সম্পাতিশ্চ জটায়ুশ্চ প্রমুতো পক্ষিমন্তমৌ ॥” (অসিপুরাণ)

অরুণের ভাৰ্ঘ্যা শ্বেনী, এই শ্বেনীই প্রথম জটায়ু ও সম্পাতি নামে দুইটা পক্ষী প্রসব করে, তাহা হইতেই পক্ষী জাতিক উৎপত্তি। অন্য স্থলে লিখিত আছে—হলচর জলচর ও মাংসাশী পক্ষী জ্যোৎস্বনা হইতে উৎপন্ন। মন্ত্রপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—তুর্কী, শ্বেনী, ভাসী, গৃধ্রী, হুগ্রীষী ও শুচি এই ৬টা তাম্রার কন্যা। ইহাদের মধ্যে তুর্কীর গর্ভে শুকপক্ষী ও উলুকগণ, শ্বেনীর গর্ভে শ্বেনগণ, ভাসীর গর্ভে ভাস ও কুর-পক্ষিগণ, গৃধ্রীর গর্ভে গৃধ্র, কপোত ও পাশাকজাতীয় পক্ষী, হুগ্রীষীর গর্ভে ছাগ, মেঘ, গর্দভ ও উষ্ট্র এবং শুচির গর্ভে হংস, সারস, কারণ্ডব ও বানরগণ সমুৎপন্ন হয়।

ভাবপ্রকাশমতে, যে সকল পক্ষী কুলচর, তাহারা উৎকৃষ্ট ও লঘু। অনুপদেশজ পক্ষী বলকারক, মিথ্র এবং শুভ। পক্ষীর অণু-গুণ—কিঞ্চৎ মিথ্র, পুষ্টিকারক, মধুরস, বায়ুনাশক, গুরু এবং অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ)

[পক্ষী সকলের বিবরণ তত্তদ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ইহারা অণুজ জীব। জীবাবয়বের মধ্যে হস্তের পরিবর্তে ইহাদের দুইটা পাখা আছে। তাহাদারা ইহারা শূন্যমাগে অবলীলাক্রমে উড়িতে সক্ষম। ইহাদের মুখবিবর হইতে ওষ্ঠাগ্রভাগ কঠিন অস্থি সদৃশ চকুযুক্ত। চকুর উপরিভাগে দুইটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাসাছির আছে। উরনের অধোদেশে দুইটা মাত্র পদ, তদ্বারা তাহারা বৃক্ষাদির শাখা, মৃত্তিকা, পর্ত্ত ও গৃহাদির ছাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অনায়াসে ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে। পদদ্বয়ের মহাস্থানে তাঁর এবং গ্রাহিসংলগ্ন। প্রত্যেক পদে চারিটা হইতে পাঁচটা আঙ্গুল ও তদগ্রভাগে ছুঁচাল নখ আছে। এই পদদ্বয় সময় সময় হস্তের কাৰ্য্যও করে এবং বাজ, শিক্কে (Hawks) প্রভৃতি পক্ষিবিশেষের আহািরাদি সংগ্ৰহে বিশেষ উপকারিতা দেখাইয়া থাকে। পদদ্বয়ের পশ্চাত্তাগে মলত্যাগ বা জননেন্দ্রিয়-বিবর এবং তৎপশ্চাতে পুচ্ছদেশ। পুচ্ছ ও তাঁহার সাধারণতঃ বক্ বক্ পালক জন্মে এবং সর্কাদই পশ্চাপেক্ষা কোলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে আবৃত থাকে। ইহাদের মহি-মাজ্জাদক পালকগুলি এক মন্থণ যে কল নিক্ষেপ করিলে

উহারে জল স্পর্শ করে না। এই জন্ত বনমধ্যে অনাবৃত স্থানে থাকিলেও বৃষ্টিপতনকালে ইহাদের গাভ্র জিজিবা জন্মি হয় না, সুতরাং কেহ এই সময়ে ধরিতে গেলে লক্ষ্যেই উড়িতে পারে এবং বীর গন্তব্য পথে গমন করিয়া পক্ষর আরতের বহির্ভূত হইয়া পড়ে।

পক্ষী মাঝেই খেচর। কারণ এমন পক্ষী অতি বিরল বাহারা একটুও উড়িতে জানে না। তবে বাহারা অল্প উড়িতে পারে (অর্থাৎ বাহারা প্রায় সকল সময়েই বৃত্তিকালংগ হইয়া বিচরণ করে) এবং অজ্ঞাত পক্ষী অপেক্ষা ভারশীল, তাহারাই স্থলচর পদবাচ্য—যেমন সাবস সঙ্গ পক্ষী, উটপক্ষী, কুকুট প্রভৃতি। এতদ্বিধ স্থলচর হইলেও যে সকল পক্ষী স্বতঃই জলে বিচরণ করিতে ভালবাসে এবং জল হইতে সাধারণতঃ আহার্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহারাই জলচর পদবাচ্য। যেমন বক, পানকোটী প্রভৃতি।

প্রাণীতত্ত্বজগৎ জলচর (তরপণী) পক্ষিগণের মধ্যে কএকটা সামান্য লক্ষণ নির্দেশ করিয়া ইহাদের জাতিনির্ণয় করিয়াছেন। ঐ সকল লক্ষণের মধ্যে অজুলাভাত্তর একপ্রকার বৃহৎকৃৎই প্রধান। উহার সাহায্যে তাহার অনায়াসে জলে সঞ্চরণ করিতে সক্ষম হয়। এই জন্ত তাহাদের আর একটা নাম জাল-পাখ। ঐ জাল (বৃহৎকৃৎ) তাহাদের পদের পুরোভাগস্থ তিনটা অঙ্গুলীতে পরস্পর সংলগ্ন। ইহাদের পদব্রহ্ম দেহের পশ্চাভাগে স্থাপিত। জাতিভেদে এই পশ্চাভাগের ভারতম্য লক্ষিত হয়। পেঙ্গুইন নামক পক্ষীর পদ প্রায়ই পৃষ্ঠমূলে সংলগ্ন। এই হেতু তাহার স্থলে বসিলে দণ্ডায়মান আছে বলিয়া বোধ হয়। এই শ্রেণীতে ১ম শীতপ্রধান দেশজ পেঙ্গুইন ও ২য় নিমজ্জকাদি (ডুবুরীর জায় কেবল জলে নিমজ্জিত হইয়া খাদ্য আহরণ করিয়া থাকে।), ৩য় গগন-ভেড়াদি, ৪র্থ পানকোটাদি, ৫ম পাণ্ডিচিলাদি ও ৬ষ্ঠ হংসাদি।

শকুনশাস্ত্রবিদগণ পক্ষিবর্গকে এইরূপ আটটা গণে বিভক্ত করেন—

১ম পাখাচাঙ্গী, (Passeres.) অর্থাৎ বাহারা সর্বদা বৃক্ষশাখার বিচরণ করে;—যথা চটক, কাক, নীলকণ্ঠ, টুটুনী, জামা, মাচরাঙ্গা প্রভৃতি।

২য় কাণ্ডচাঙ্গী, (Scansores.) অর্থাৎ বাহারা বৃক্ষকাণ্ডে বিচরণ করে;—যথা দাবীবাট (কাহুঠোকরা), টোকান, কাকাতুরা, নূরী, টীরা প্রভৃতি।

৩য় ক্রান্তচাঙ্গী, (Cursores.) অর্থাৎ বাহারা ভূমিতে ক্রান্তবৎ পদবিক্ষেপ দ্বারা বিচরণ করে, যথা শাহ্ময়গ, কাশো-বারী, উটপক্ষী প্রভৃতি।

৪র্থ জলচাঙ্গী (Grallatores.) অর্থাৎ বাহারা জলে বিচরণ করে; যথা বক, সাবস, পানকোটী ইত্যাদি।

৫য় তরপণী (Natatores.) অর্থাৎ বাহারা পদবাহার সঞ্চরণ করে; যথা হংস, পেঙ্গুইন।

৬ষ্ঠ বর্ষকপণী (Rasores.) অর্থাৎ যে পক্ষীরা মখ-দ্বারা ভূমি বিদারণ করে;—যথা কুকুট, ময়ূর, ঘোনাট, ভিড়ির, শেক প্রভৃতি।

৭ম কাপোতক (Columbae) অর্থাৎ পারাবত ও তৎসদৃশ পক্ষী;—যথা পারাঙ্গা, ঘুঘু ইত্যাদি।

৮ম আখোটক (Raptores.) অর্থাৎ যে সকল পক্ষী আখোটন বা শিকার করিয়া অথবা মাংসভক্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে;—যথা পেচক, বাজ, শিকরা, চিল, গৃধ, হাড়-গিলা, শকুনি প্রভৃতি।

প্রাণীতত্ত্ববিদগণ পক্ষিজাতির আভ্যন্তরিক গঠন ও অঙ্গাদির বৈষম্য আলোচনা করিয়া ইহাদের মধ্যে কএকটা জাতিগত পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার নানাজাতীয় পক্ষীর মধ্যে অনবিত্তর পার্থক্য বিবেচনা করিয়া ইহারিগণকে অনেকগুলি জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন। পক্ষিজাতির শরীরতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ মস্তক, পদতল, পুচ্ছ ও বৃদ্ধাহি প্রভৃতির পরস্পর সমাবেশ ও বিভিন্নতা দেখাইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার বিবরণ সহজবোধ্য নহে। শরীরতত্ত্ব ব্যক্তিগণ এতদ্বিধে আলোচনা করিলে তাহার কতক বৃষ্টিতে পারিবেন। সাধারণতঃ যে কএকটা বিষয় বলিলে সহজে বৃষ্টিতে পারা যায়, তাহাই উল্লেখ করা গেল।

প্রথমতঃ পক্ষিজাতির কোন বিভাগ নির্দেশ করিতে হইলে তাহার বাহ্যিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করা উচিত। যেমন কতকগুলি পক্ষীর পুচ্ছ শরীর অপেক্ষা বড় এবং অপর কতকগুলির ঠিক তদ্বিশপর্যন্ত। কতকগুলির করত অচল-সন্ধি ও কতকগুলির সচল-সন্ধি। কাহারও বৃদ্ধাহি সরল ও লম্বমান নহে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যের অল্পবর্তী হইয়া শকুনবিদেরা নির্দেশ করেন যে, যে সকল পক্ষীর ভ্রাম্যয় মৌলিক-প্রগণ্ডাহি পদাঙ্গুলির নথ সঙ্গ অস্থি অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও বৃদ্ধাঙ্গুলী একটু বড়, তাহারাই ব্যাটীটা শ্রেণী (Group) ভুক্ত ও এপ্টারিগিডি (Apterygidae) শাখার অন্তর্গত। বাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলী তক্ষণ নহে, তাহার ডিনরনিথিডি (Dinornithidae) ও কাসারিয়ারিডি (Casariidae) শাখা মধ্যে লজ্জিবিষ্ট হই-

* About half the known Birds 5000 or thereabout, be-
long, according to G. R. Grey to Professors Huxley's group
the Coracomorphos. Ency. Brit. Vol. III. p. 699.

রাছে। বাহাদের প্রগাথি বক ও অজুলির দুইটা নখাধি-সম্বিত এবং বাহাদের বক্ষপাখি ত্রিকোণিত (পৃষ্ঠদেশের নিম্ন-প্রান্তই অধি) আসিয়া মিলিত হইয়াছে ও উদরাধঃপ্রদেশ পরিস্ফর সেই শাখার নাম রিডী (Rheidae)। আমেরিকা দেশীয় উষ্ট্রপক্ষী (Ostrich) এই থাকের অন্তর্গত। যে সকল পক্ষীর বক্ষপাখি সরল এবং উদরাধঃপ্রদেশ তলপেটের উপস্থানসহ সন্ধিতে সংলগ্ন, সেই শাখাতেই (Struthionidae) আফ্রিকা ও অন্তঃস্থ স্থানবাসী উষ্ট্রপক্ষীগণকে (Ostrich) গণ্য করা বাইতে পারে। সেইরূপ যে সকল পক্ষীর নাসাকলকাখি পশ্চাচ্চাগে প্রোথিত এবং তালুস্পর্কার পক্ষবৎ অস্থির মধ্যভাগে ও ঠোঁটের তলদেশ কীলাকার অস্থি বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই শ্রেণীর পক্ষীগণকে কেব্রিনেটী (Carnates) বলা যায়।

অপর পক্ষে যে সকল পক্ষীর নাসাকলকাখি পশ্চাচ্চাগে সরু এবং ঠোঁটের তলদেশই কীলাকার অস্থি তালু ও মস্তক-ভ্যস্তরস্থ পক্ষবৎ অস্থির সহিত গ্রথিত এবং বাহাদের তালু-সম্বন্ধীয় হৃদযন্ত্র সরল ও নাসাকলকাখি সূচ্যগ্র, সেই সকল পক্ষীজাতি Carinates শ্রেণী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়, উদাহরণ স্বরূপ তাহার একটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যেমন প্রোভার পক্ষী (Plover) বাঙ্গালার ইহার নাম ভিতির। বিজ্ঞানবিদগণ ইহাকে Carinates শ্রেণীভুক্ত করিয়াও ইহাদের মধ্যে কার্সোরিনা (Cursorina) ও কারাড্রিনি (Charadrines or Charadriomorphae) নামে দুইটা স্বতন্ত্র শাখা নির্দেশ করিয়াছেন এবং দেশ ও স্থান ভেদে এই জাতীয় পক্ষীর মধ্যে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দেখিয়া, তাহার এক একটার বিভিন্ন নাম দিয়াছেন। ভিতির পক্ষীর প্রথমেবিভিন্ন শাখার Indian courier, Double bounded, Large Swallow and Small Swallow এবং নিম্নোক্ত শাখার Grey, Golden, Large sand, Small-sand, Keutiah ring, Indian ringed ও Lesser ringed প্রভৃতি জাতি বা সংজ্ঞা দেখা যায়। এতদ্বির চিল, বক, কুকুট, পারাবত, হাঁস প্রভৃতি পক্ষীজাতির মধ্যে অসংখ্য জাতি-গত বিভাগ ও নামস্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। [কপোত ও কাক প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ্য।]

ইহার পর তাহার কয়েটা ও তন্ত্রপাখি অস্থি ও মস্তিষ্কাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে বর্ণন গভীর আলোচনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ নিম্নরোজন। কিরূপে জরায়ু মধ্যে লক্ষিত শুক্র অণুও পরিণত হয়, তাহা কিরূপে বর্ধিত হইয়া পরিপুষ্ট প্রাপ্ত হয় এবং প্রসবান্তে ভিমে তা দিয়া ফুটাইবার পর কি কি অবস্থান্তর ঘটয়া থাকে, সংক্ষেপতঃ তাহারই মোটামুটি আভাস দিতেছি।

[পক্ষীজাতির নীকরণচলপ্রণালী ও অন্যান্য প্রসবের কথা নীচ শব্দে লিখিত হইয়াছে।]

সকল জাতীয় পক্ষীই এক সময়ে ডিম প্রসব করে না। শুভু ও কালভেদে ইহার নীচ নিরূপণ ও সম্ভাবন উৎপাদন করিয়া থাকে। সচরাচর দেখা যায়, কাক, চিল, শালিখ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষিগণ বিভিন্ন সময়ে ডিম প্রসব করে। এই ভিষের বাহু আকৃতি হইতে ইহাদের জাতিগত পার্থক্য অনুমান করা যায়। শাখারগতঃ ডিমগুলির একদিক কোণাকার ও অপরদিক গোলাকার। ডিমের কোণাকার অংশও প্রথমে প্রসবপথ দিয়া বাহিরে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটা গোল অংশের জন্ত পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় *। এইরূপে সকল পক্ষীই যে অণ্ড প্রসব করে তাহা নহে, কোন কোন স্থানে ইহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এতদ্বির বিভিন্ন জাতীয় পক্ষীর অণ্ডাবরক কঠিন স্বকের উপর বিভিন্ন প্রকার রং দেখা যায়†। বিজ্ঞানবিদগণ বলেন, জরায়ু হইতে প্রসববারে আগমনকালে তণ্ডাকার এক প্রকার রন্ধীন পদার্থে লিপ্ত হইয়া আইসে। পরে দেখা যায়, ডিমগুলির উপর নানা রঙ্গের নানা প্রকার দাগ পড়িয়াছে‡। এই দাগ সকল ডিমেই সমভাবে পড়ে না। পিতামাতা দুর্বল হইলে ডিমের বৃহৎ আকৃতি হেতু গর্ভধারে আটকাইলে এবং ভীত অথবা অত্যন্ত উত্তেজিত হইলেও ডিমের উপরে রঙ্গের অন্নতা বরস যত অধিক হইবে, ডিমেও উপরিস্থ এই রন্ধীন দাগ ততই উজ্জলতর হইয়া থাকে। যে সকল পক্ষী দুই বা ততোধিক ডিম প্রসব করে, তাহাদের প্রথম ডিমগুলিতেই রঙ্গের আধিক্য ও পরবর্তী গুলিতে অন্নতা লক্ষিত হয়§। ডিমগুলি একটা হইতে অপরটা অন্নমাত্রার ভিন্ন হইলেও ইহাদিগকে স্পষ্ট এক জাতীয় বলিয়া মনে হয়। একপ্রকার চড়াই পাখী (Passer montanus) আছে, তাহার ৫ হইতে ৬টা ডিম দেয়, ঐগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র। শেষটা সম্পূর্ণ সাদা। হংস ও কুকুট প্রায় ১৫টা করিয়া ডিম প্রসব করে। ইহাদের প্রথম প্রসৃত ডিমের অপেক্ষা শেষগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দেখা যায়।

* শব্দশাস্ত্রবিদ বার্টলেট সাহেব যতদূর এই বিষয় পর্যালোচনা করিয়াছেন।

† কাক (নীলকুটী), চড়াই (লালকুটী), ময়ূর (লাল), উষ্ট্রপক্ষী (কাল ও লাল কুটী)।

‡ কোন কোন ডিমে কুটী সরু, লম্বা বা জুগাকের মত দাগ।

§ অধ্যাপক পার্কার যার বৎসর কাল একটা ছবর্ণ ইগল পক্ষিীর (Aquila Chrysaetus) ডিম সংগ্রহ করেন। তিনি পূর্বাঙ্গের আলোচনা করিয়া বলেন যে, একই সিরম্বে সকল ডিম প্রসব দেখা গিয়াছে, কিন্তু একটীবার মাত্র সাদা ডিম অল্পে প্রসব হইয়া পরে রক্তিম ডিমপ্রসূত হইয়াছিল। এই স্থানে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটয়াছিল।

অন্তরঙ্গ ভীহারি ডিহের আবরক কঠিন বকের মন্থতা, বাদ্য ও গরম্পর দেখাইয়া ইহাদের আভিগত পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। ভীহারি বলেন, উত্তর আফ্রিকার উটুপক্ষীর ডিহ হস্তি-বস্ত্রের জার মন্থ এবং উত্তরাংশ অন্তরীপের নিকটবর্তী স্থানভাগে উটুপক্ষীর ডিহ থলথলে ও বস্ত্রের জার ত্রুটি-হীন; এই দুইটী সাদৃশ্যগত বিভিন্নতা থাকিলেও তাহাদের আভিগত কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এই কারণে ভীহারি এই পক্ষীকে (Ratites) শ্রেণীভুক্ত রাখিয়া বিভিন্ন শাখার বিতক্ত করিয়াছেন। অণ্ডের আকৃতির ভিন্নভিন্নরূপ আলোচনা করিয়াও ভীহারি ইহাদের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন। পেচক (Scrigidae) এবং হাঁড়িচাঁচা (Picaridae) জাতীয় পক্ষীর ডিহ প্রায় গোল। যে সকল ডিহ ছায়াকার গোল না হইয়া সটান হৃৎগত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি Limicolae এবং অপর কতকগুলি Alcidae শাখাভুক্ত। পক্ষান্তরে বনকুহুট (Pterocleididae) জাতীয় পক্ষিদিগের অণ্ড নলের জার কতকাংশে গোলাকার ও সীমাবদ্ধ যেন ভৌতা অথচ গোল। এ ছাড়া শকুনবিদেরা ডিহের আকৃতিগত বৈষম্য দেখাইয়া ইহাদের বিভিন্ন আভিগত নিরূপণ করিয়াছেন। দাঁড়কাক (Corvus Corax) ও গিলেমট (The guillemot) এক আকৃতির হইলেও, উত্তর পক্ষীর ডিহে অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ডিহের আকৃতিতে ১ হইতে ১০ এইরূপ প্রভেদ আছে। কাদাখোঁচা (Snipe or Scolopax gallinago) এবং ব্ল্যাকবার্ড (Black Bird or Turdus merula) পক্ষীর ডিহেও এরূপ অসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কাদাখোঁচা ও Partridge (Perdix cinerea) পক্ষীর ডিহ সমানাকৃতির হইলেও ইহাদের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, কাদাখোঁচা চারিটা মাত্র অণ্ড প্রসব করে, কিন্তু পাট্রিক পক্ষী সাধারণতঃ ১২টির কম প্রসব করে না। ইহাদের ডিহ ফুটিবার মাত্রই ছানা বাহির হইয়া দৌড়িয়া বেড়ায়।

অণ্ডপ্রসব হইবামাত্রই ইহার তা দিতে আরম্ভ করে। বাহারি বারটা ডিহ দেয়, তাহারও প্রথমটী হইতেই তা দিয়া থাকে। সেইরূপ তাহাদেরও ক্রমাগত একটার পর একটা ডিহ ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। কোন কোন শাখাচারী (Passeres) জাতীয় পক্ষী ডিহ ফুটাইতে ১০১১ দিন তা দেয়, অস্তান্ত জাতীর মধ্যে কেহবা ১৩, কেহ ২১, কেহ বা ২৮ দিন নয়। আবার জলচর এবং শিকারী পক্ষীগণের ডিহ তা দিয়া ফুটাইতে একমাসের অপেক্ষা অধিক সময় লাগে। হংসের ডিহ ফুটাইতে প্রায় ছয় সপ্তাহকাল লাগে। ডিহে তা দিয়া ছানা ফুটান কেবলমাত্র পক্ষিগণের কাৰ্য। কোন কোন

জাতীয় পক্ষী একমাত্র পুরুষের উপর এই ভার ভর্য করে। উটুপক্ষিগণ বালুয়র স্থান বা যুক্তিমা খনন করিয়া তাহাতে ডিহ ধারণ করে ও পরে ডিহগুলি মাটিচাপা দেয়। নারী আর সে ডিহের উপর লক্ষ্য রাখে না। বিবাতাগে এই মাটিচাপা অণ্ডগুলি স্থায়ের উদ্ভাগে উত্তর্য হয়; লক্ষ্যর সময় বন্ধা বাইরা তা দিতে থাকে। কতকগুলি পক্ষী আছে, তাহার স্থায় ডিহে তা দিতে জানে না। আমাদের দেশের কোকিল ও আমেরিকা মহাদীপের কাউবার্ড (Cowbird) উভয়েই পরের বাসার ডিম পাড়িয়া সন্তান উৎপাদন করে।

ডিহে তা দিবার চার দিন পরেই অর্থাৎ চার দিনের শেষ-ভাগে ও পঞ্চম দিনের প্রথম হইতে ডিহ-মধ্যস্থ কুহুম ও লাল রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ হয়। অণ্ডস্থ শাবকের করো-টার গঠনের সূত্রপাত এই সময়ে হইয়া থাকে। প্রথমে তরল পদার্থ হইতে গাঢ়তর হইয়া উপাধিত পরিণত হয়, পরে ক্রমশঃই এই করোটা দৃঢ়ীভূত ও ক্রম ক্রম বিন্দুভুক্ত বোধ হয়; ইহাও কএকদিন পরে কাচবৎ স্বচ্ছ অস্থিতে রূপান্তরিত হয়। (শকুনশাস্ত্রবিদগণ মস্তিষ্কভবের যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উক্ত পক্ষিসমূহের ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত অল্পরূপে ব্যক্ত করা সুকঠিন।) এইরূপে ক্রমাগত আবৃত্তকমত তা দিবার পর, ডিহের অভ্যন্তরে পক্ষীর গঠনপ্রণালী কিরূপ নিষ্পাদিত হয়, তাহা আরেই বুঝিতে পারা যায়। ডিহ হইতে ছানা বাহির হইলে ও তাহার গাত্রস্থ নাল করিয়া গেলে চক্ষু ফুটিতে দেখা যায়; কিন্তু এখনও এই শাবক পিতা বা মাতার পালনের মধ্যে থাকিয়া তা প্রাপ্ত হয়, ক্রমে দুই চার দিন পরে তাহাদের গায়ে স্বন্দ স্বন্দ লোম দেখা যায়।

সকল জীবেরই শরীরভাস্তরে নানা শ্রেণীর অস্থি আছে—অর্থাৎ মস্তিষ্কাবরক করোটা ও তাহার উপস্থিসমূহ, হৃৎপিণ্ডাবরক পঞ্জরাস্থিসমূহ, বক ও উদরাবরক লম্বমান বুকাহি প্রভৃতি। ডিহ ফুটিয়া ছানা বাহির হইলে দেখা যায় যে এই অস্থিসমূহের উপরিভাগে স্বকের জার সামান্য অংশ জড়িত আছে। পিতা-মাতার যত্নে লালিত হইয়া ও তাহাদের সংগৃহীত ‘আদার’ জীবন ধারণ করিয়া শাবকের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। ক্রমশঃই মাংসপেশীসমূহ বর্ধিত হইয়া কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই মাংসপেশীর স্বন্দ স্বন্দসমূহের তেজোবর্ধক পদার্থের কতকাংশ ছানা ও পুচ্ছের দীর্ঘাকার পালকে এবং অপর্যাংশ পৃষ্ঠ, বক ও উদরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে পরিণত হয়।

পক্ষিদিগের পার্থক্য কলেক্টারিয়ার পরিচালন হেতু পৃষ্ঠ-বংশের গলা ও পুচ্ছভাগে মাংসপেশীর আধিক্য দেখা যায়।

তাহাদের বুকাহি (Sternum) বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত

ধাকার উন্নয়নে সাধারণতঃ পেশীর বলতা দুই হয়। কেবল মাত্র কতকগুলি মাংসপেশীর হৃদয় স্তম্ভভাগ হইতে পেশী-আচ্ছাদক কিলী মুখে আসিয়া হৃদয়সের ঔল্লিক অস্ত্রবার আবরণ করিয়াছে। এ সকলের ক্রমিক পরিপুষ্টিই পক্ষিজাতির আকাশমার্গে বিচরণের প্রধান কারণ। কিল্পে পক্ষিগণ আপনাপন ডানা উচ্চ ও নিম্ন করিয়া বায়ুমার্গে গমন করে, তাহার কারণ প্রথমতঃ বায়ুর গুরুত্ব অপেক্ষা পক্ষীর গুরুত্ব অনেক কম এবং তাহাদের বন্ধস্থলস্থিত পেশী কাক-চকুৎ বক্ষাহির (Scapulo-coracoid) মধ্য দিয়া পরস্পরে গ্রথিত থাকিয়া প্রগণ্ডস্থিতে মিলিত হইয়াছে। এই পেশী ধাকার পাখী কপিকলের জায় ডানাকে অনায়াসে তুলিতে ও ফেলিতে পারে। ইহাদের নিয়গদ ও অঙ্গুলি শরীর অপেক্ষা সরু এবং উপরিভাগ শরীরাত্তরী মোটা; এই কারণে পক্ষিগণ অবলীনাঙ্করে বৃক্ষের ডালে পা হুঁড়াইয়া নিভ্রা যাইতে পারে।

করোটির গর্ভ মধ্যেই মস্তিষ্কের অবস্থান। ইহার সংশ্লিষ্ট অস্ত্রাঙ্গ শিয়ালমুচ্চর মস্তিষ্কের দুই পার্শ্ববর্তী (অর্থাৎ কর্ণের সরিকটহ) গর্ভ মধ্যে নিহিত থাকে। এই শিয়ালগুলি মস্তিক হইতে ভিন্নাভ্রের যাইবার কালে গর্ভস্থরের বাধাচ্ছেদক অস্থি-প্রাচীরে অস্থ্যপ্রস্থ তাবে ছিন্ন করিয়া তাহার মধ্য দিয়া গমন করে, কতকগুলি শিরা ঐরূপে পরিপুষ্ট হইয়া দুইটা স্বতন্ত্র চক্ষুগোলকে পরিবর্তিত হয়। ইহার সহিত মূলমস্তিষ্কের সংস্রব থাকিলেও চক্ষুগোলকস্থ বিভিন্ন অস্থি আবরণের মধ্যে সরিষিষ্ট। ইহা ভিন্ন মস্তিষ্কের সর্ব পশ্চাতে আরও একটা আধার আছে। এই কোষ মধ্যে পৃষ্ঠবংশাবলধী কাশেরক রক্ত্র মথানলী প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিপ্রাণ্ড হইয়াছে। ইহার মধ্য-ভাগ জালবৎ মস্তিষ্কাবরণ কিলী ও অস্ত্রাঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা আচ্ছাদিত। এই শিরাগুলি পরস্পরের সাহায্যে ইন্ড্রিয়জ্ঞান অন্মাইয়া দেয়। চক্ষে প্রতিভাত বস্তুটা মস্তিষ্কে নীত হইয়া তাহার বর্ণজ্ঞান উপলব্ধি করে। দূরে কাছাকাছে ও ইষ্টকহত করিতে দেখিলে তাহারা উড়িয়া পলার অথবা কোনরূপ শব্দ শ্রুত হইলে তাহারা কাণ খাড়া করিয়া শুনিয়া থাকে।

পক্ষিজাতির চক্ষুর গঠনপ্রণালী গোথিকা, কূর্ঘ, কুস্তীর প্রভৃতি সন্ন্যাসপক্ষাতির সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। ইহাদের অক্ষিপদব কণ্ডার-রক্ত্র দ্বারা পূর্ণমাত্রার চক্ষু পলনকারী স্তম্ভস্থস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ। এই কারণে তাহারা চক্ষুপদব উন্মোচন করিতে অথবা সহজেই স্তম্ভিত করিতে পারে। ইহাদের চক্ষুগোলক চারিটা মস্তকপেশী ও দুইটা বক্ষ্যভাবাপন্ন মাংসপেশীর সাহায্যে ইচ্ছামত বিভিন্নদিকে পরিচালিত হয়। চক্ষুগোলকের যোজকবক্ষের (Conjunctiva)

অব্যবহিত বহির্বেশে অবস্থিত কঠিন বনকক্ষের (Sclerotic) সন্মুখভাগে অঙ্গুরীরকের জায় গোলাকার হৃদয় আঁশের স্তম্ভ অস্থির পাত (plate) আছে। চক্ষুস্থির পার্শ্ববর্তী ভারকামণ্ডল হৃদয় হৃদয় মাংসপেশী দ্বারা পরস্পরে সমান্তরভাবে সংযোজিত। পক্ষিজাতির চক্ষুর সন্মুখভাগের বনকক্ষ (Sclerotic) উপস্থিতিবিধিষ্ট (Cartilaginous)। পক্ষিমাংসেরই প্রবেশের বর্তমান থাকিলেও তাহাদের মধ্যে সকলেই শুনিতে পার না। কএকজাতীয় পক্ষী স্পষ্টরূপে পনের শ্রব ও ভাবা শুনিতে পার এবং তাহা শিক্ষা করিয়া থাকে। আবার কতকগুলি মোটেই শুনিতে পার না। তাহাদের শ্রবণবিবরণ কর্ণপটহ এতাদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে আবৃত যে তাহার মধ্য দিয়া কোন শব্দ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। কূর্ঘ, কুস্তীর প্রভৃতি সন্ন্যাসপক্ষাতির সহিত পক্ষিজাতির শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

[সন্ন্যাস ও সর্পশব্দ ঐষ্টব্য।]

পক্ষীর জিহবার সহিত সন্ন্যাসপক্ষাতিরও অনেক সাদৃশ্য আছে। কতকগুলি পক্ষীর জিহবা তীরাকার হৃদয় ও মূলদেশ কণ্টকযুক্ত এবং কতকগুলি কুস্তীরের জায় জিহবাহীন। Totipalmato ও Balconicepa জাতীয় পক্ষীর জিহবা ক্ষুদ্র ও গোলাকার। Rapaces জাতীয় পক্ষীর জিহবা মোটা ও ধারে লাজ কাটা। Picidae শ্রেণীর জিহবামূলস্থি বিস্তৃত হওয়ার জিহবাও অতিরিক্ত বড় এবং প্রকৃত জিহবাগ্রভাগ তীরের কলার জায় ও কাঁটাযুক্ত।

কোন কোন পক্ষীর অস্ত্রের উপরিস্থ অন্ননালী প্রসারণ-শীল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে অস্ত্র দুইটা। সকল পক্ষীতেই বৃহৎ অস্ত্রটা অস্থিপুতিনালীতে মিলিত। এই স্থান অস্ত্রাবরণ কিলীদ্বারা পরিবেষ্টিত। অধিকাংশ পক্ষীর পাকশয়ের অধো-ভাগান্তের নিকটস্থ রক্ত্র বা অস্ত্রবার ও হৃদবার পরস্পরের সন্মুখবর্তী। Alektoromorphae এবং Aetomorphae শাখার ঈগল ও শিক্রা (Hawk) প্রভৃতি পক্ষীর গলনালী বড় হইয়া কঠিনালীস্থ পক্ষীদিগের খাড়াধারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পারাবতাদির গলনালী দুইটা ছিন্নবিধিষ্ট। যে সকল পক্ষী কেবলমাত্র মটর গম প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের পাকশয়ের কিলীসমূহ বিশেষ পরিপুষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের স্নৈয়িক খিলীর স্বকৃ বর্ধিত হইয়া মোটা ও কঠিন এবং এরূপ খাড়া পরিপাকের উপযোগী হয়। কোন কোন পক্ষী পাখর খাইয়া হজম করিতে পারে, তাহাদের পাকশয় প্রস্তরচূর্ণকারী পদার্থে গঠিত। পতঙ্গদিগের মত পক্ষিজাতিরও বাদশাল্লাস্ত্রের সন্ধিস্থানের ছিন্নস্থ

হোন আছে। পক্ষিদিগের অস্থিগুণিতানালীর পশ্চাৎ এদেশে সন্ধিবিধি কোষবৃত্ত।

এই সকল শিরার সাহায্যে যেরূপে খাদ্যসমূহ কর্তনালী দিয়া পাকায় সে নীত হয় এবং তথায় পরিপাক হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিরার ও ধমনীযোগে ঐ রস প্রথমে রক্তাশয় ও পরে হৃৎকোষে প্রেরিত হইয়া থাকে। পক্ষিজাতির হৃৎকোষ ও শরীর সম্পর্কীয় কৈশিক নালীই রক্তপ্রবাহের মূলধর। যে কোষ-ঘরের কুণ্ডনে হৃৎকোষ হইতে রক্ত অভ্যন্তর ধমনীতে বিক্ষিপ্ত হয়, সেই কোষগুলি পরস্পর ভিন্ন এবং মধ্যে পাতলা আঁইসের মত অস্থিপাত দ্বারা বিভক্ত। হৃৎকোষের আবরক অস্থিপাতে মাংসের অনেক ভাঁজ পড়ার উহা হৃৎকোষের কোষের কপাটের কার্য করে। হৃৎকোষীয় ধমনী ও হৃৎকোষনীতেও ঐরূপ তিনটি কপাট আছে। পক্ষিদিগের হৃৎকোষনীকোষ ঝিল্লিপটলবৎ হইলেও উহা চূড় এবং ইহার চতুর্দিকস্থ বায়ুকোষের বহির্দেশের আচ্ছাদক।

আহারের পরিশুষ্টি হইতে যেরূপ শরীরে রক্তাদির চালনা হয়, সেইরূপ উক্ত শিরাসম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালী হইতে তাহাদের খাদ্য প্রাণস ও নানাপ্রকার ঘরের উত্থান দেখা যায়। কতকগুলি পক্ষী আছে, তাহারা কেবল কর্কশস্বর ব্যক্ত করে। যেমন কাক, পেচক, হাড়িচাঁচ, মারস প্রভৃতি। আবার কতকগুলি পক্ষী যেন গানের ভায় লয়যুক্ত সুমিষ্টস্বর উৎপন্ন করে, এই পক্ষিশ্রেণীমধ্যে এদেশীয় পাণ্ডিয়া, কোকিল, ময়ল, ময়না, শ্রামা, বৌ-কথা-কণ, মগিরা (কেগারি) এবং ইংলণ্ডের Nightingale এবং দক্ষিণ আমেরিকার ঘণ্টাপক্ষী (Bell-bird) প্রভৃতি দেখা যায়। কেনইবা কতকগুলি পক্ষী সুমিষ্ট গান করিতে পারে এবং কেনই বা অন্যান্য পক্ষিগণ পারে না, এই কারণ-নির্দেশের জন্য প্রাণিতত্ত্ববিদগণ যে গভীর আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ উল্লেখযোগ্য। তাহারা বলেন, যে সকল শিরার সাহায্যে বায়ু হৃৎকোষের মধ্যে হইতে ধ্বনিত হইয়া সুমিষ্ট ও শ্রুতিমধুর স্বর উৎপন্ন হয় তাহার প্রণালী এইরূপ—পক্ষীর ডাক বা তৎস্বর ধ্বনি কর্তনালী হইতে উৎপন্ন হয় না, বরং কর্তনালীর নিম্নস্থ বাসনালী, বাসনালী ও বায়ুনালীর সংযোগস্থান এবং কেবলমাত্র বায়ুনালী হইতে ধ্বনি পৃষ্ট হইয়া কর্তনালী দিয়া প্রকাশ পায়। Ratitae ও Cathartidae (আমেরিকাদেশীয় গৃধ্র) শ্রেণীর কেবলমাত্র কর্তনালীতলস্থ খাদ্য ও বায়ুনালী হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশের গায়ক পক্ষিবিশেষের আন্তরিক গঠনপ্রণালীও এইরূপ। কাক প্রভৃতি পক্ষীর স্বর-বাক্তি মধ্যে প্রণালীগত হইলেও তাহারা গান করিতে অক্ষম। কর্তনালীর আন্তরিক হৃৎকোষে একটি

সুগঠিত কোষ আছে। উক্ত কোষই চক্কা হিহুসুবে ললন, ইহার ঠিক পার্শ্বদেশে বায়ুনালীসমূহ বিজ্জিগিকে হুড়াহুড় চক্কার মধ্যবর্তন, যেখানে আবরকঝিল্লীর উল্লৈ তাল পড়িয়া হুইটী হইয়াছে, ঠিক তাহার পশ্চাৎদেশে অবস্থিত। আবরকের সেইখানে একটি বায়ুনালী অপরের তিতর দিয়া গমন করিয়াছে। এই আবরকের অগ্রভাগ সরল ও পৃষ্ঠমণিবন্ধ-ঝিল্লীবিধি, তিত হইবার অগ্রভাগ ক্রমশঃই উপাধির আকারে পরিণত হইয়া চক্কার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার অপরিমিত বায়ুনালীভূজের আন্তরিক হৃৎকোষ বলরাকারে পরিণত হইয়া বায়ুনালীখাণার বহিরদ্বাংশে পরস্পর স্পর্শ করিতেছে। এই সকল বায়ুনালীবলয়ের ২নং ও ৩নংটা বিশেষ কার্যকারী। ইহাদের অভ্যন্তরে স্থিতিস্থাপক বাহ্যতন্ত্রসমূহ সঞ্চিত হইয়া স্ট্রৈমিক ঝিল্লী উৎপন্ন করে। স্ট্রৈমিকঝিল্লী ও মণিবন্ধঝিল্লী-দ্বয়ের বাবদানে যে গহ্বর গঠিত হয়, তাহার মধ্য দিয়া হৃৎকোষ বায়ু-বহির্গমনকালে ইহার স্থিতিস্থাপক পার্শ্বদেশকে স্পন্দিত ও অমুরগন (Vibrating) করে। এইরূপে কর্তনালী মধ্য দিয়া একটি সুমিষ্ট গীতিরস উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক পার্শ্বদেশগুলির বিতান ও বায়ুপ্রসারিত খাগনালীতন্ত্রের বুদ্ধি অনুসারে ঘরের তারতম্য ঘটাইয়া থাকে। উক্ত শব্দোৎপাদক গহ্বরদ্বয়ে মাংসপেশীর সঙ্কোচহেতু শব্দের তারতম্য ঘটে বলিয়া ঐ পেশী বাহু ও অন্তর ভেদে দ্বিবিধ। Alectoromorphae, Chenomorphae ও Dysporomorphae প্রভৃতি পক্ষিজাতির অভ্যন্তর পেশী নাই। Corneomorphae শাখাত্তক পক্ষীর ৫৬ জোড়া আন্তরিক গর্ভযুক্ত পেশী আছে, ঐ পেশী খাদ্যনালী ও চক্কার নিকট হইতে বায়ুনালী-বলয় পর্যন্ত বিস্তৃত। ভোতা-পাখীর তিনজোড়া আন্তরিক পেশী আছে; কিন্তু তাহাদের বাবদান-আবরক (Septum) নাই।

পক্ষিদিগের সূত্রগ্রন্থিতে বিভিন্নাকার কতকগুলি উপথণ্ড আছে। সূত্রকোষের সর্বাগ্রস্থিত উত্তর পার্শ্ববর্তী গোলাকার সূত্রভাগদ্বয়ে (Labrum) ইহাদের অণুকোষ স্থাপিত। শীতের প্রাবল্যে ঐ অণুকোষভাগ সঙ্কুচিত হয় এবং গ্রীষ্মের আধিক্যে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে উহার বৃদ্ধি দেখা যায়, এই কারণে পক্ষিদিগের মধ্যে গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যামোৎপত্তির আধিক্য দেখা যায়।

পক্ষিগণের যে উপায়ে পালক নির্মিত হয়, জাতিভেদে তাহার মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। মতক, গলা, দেহ-বহি (বক ও উদরভাগ), পুচ্ছ ও পদদ্বয় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের পক্ষ বা পালক পরস্পর স্বতন্ত্র। হৃৎকোষের গলার পালক এক কোষের যে অংশ কোন পক্ষীতে আর এরূপ পালক জন্মে না। এই কারণ বকগ্রীবা সাধারণের বিশেষ আদয়ের

জিনিস ও স্থান। বহুরের পুচ্ছ ও কণ্ঠের পালক কখন ও নানাবর্ণে রঞ্জিত এবং ডানার পালকও হংস জাতির ডানার পালকের ভাৱ কলমের ভক্ত বিশেষ আশু। কাকাতুরা জাতীয় পক্ষীর চূড়ার পালক এবং পাশ্চাত্যাদির পায়ে বোঝা বা পর আছে। পক্ষিজাতি মাঝেই পর বা পালকের বিভিন্নতা আছে। পালকের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, শরীরের গুণি হইতে সাধিত হয়। প্রত্যেক পালকের গোড়ার গোশৃঙ্গের শাঁসের ভাৱ রক্তমিশ্রিত মাংসের অস্তিত্ব দেখা যায়।

পক্ষিপালকের গায়ে প্রথমে যে পালক জন্মে, কালে সেই পালক পরিভাগ করিয়া তাহারা নূতন পালক ধারণ করে। চলিত কথায় ইহাকে 'চুক্‌ ফেলা' বলে। পক্ষীমাঝেই বৎসরে একবার তাহাদের পুরাতন ও ঝড় প্রকৃতিতে নষ্ট পালক ভাগ করে এবং নববস্ত্রপরিধানবৎ তাহাদের অঙ্গে নূতন পালক গজাইরা থাকে। সাধারণতঃ যে ঝড়তে যে পক্ষী সন্তান উৎপাদন করে, ঠিক তাহার অব্যবহিত পরেই সেই সেই পক্ষীর পক্ষতাগ হইরা থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও হ্রদ্বক সময়ে কোন কোন পক্ষীকে পুচ্ছের পালক ভাগ করিতে দেখা যায়। কেনই বা পক্ষিগণ পুরাতন পালক ভাগ করিয়া নূতন পালক ধারণ করে এবং চতুশদৃশিগের লোম ভাগ ও সর্প জাতির খোলস ভাগ কেনই বা হয়; এই সকল ভাঙ্গের প্রকৃত কারণ কি, তাহার আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে তাহাদের ডানার পালকের উপর তাহাদের আকাশমার্গে গমনাগমন ও জীবিকাকর্জন হয় বলিয়া তাহাদের নূতন পক্ষধারণের আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। এক্ষণে তাহাদের ডানার নষ্ট পালক পরিবর্তিত না হইলে পক্ষিগণ উড়িতে সক্ষম হইত না, এমন কি তাহারা জড়বৎ অক্ষমতা হইয়া হিংস্রমত কর্তৃক ভুক্ত বা বিনষ্ট হইত।

সকল পক্ষীই একবারে পক্ষ নিক্ষেপ করে না। পালক ফেলিবার সময় আসিলেই তাহারা ডানার দুইদিকের এক একটা করিয়া পালক ফেলিয়া দেয়। ক্রমে ঐ দুইটা গজাইলে পুনরায় এক্ষণে ফেলিতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহাদের উড়িবার বাধাত জন্মে না। অবিকাশ শ্রেণীর পক্ষিপালকগণ প্রায় বৎসরের মধ্যে প্রথমবার পালক ফেলে না; কিন্তু Gallinæ নামক শ্রেণীর পক্ষিপালকগণ অতি শৈশবাবস্থাতেই উড্ডীন হয়, এই কারণে তাহারা পূর্ণবয়স পাইবার পূর্বেই একবার পালক ফেলিতে বাধ্য হয়। হংস-শ্রেণীর (Anatidae) মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকার বিশেষ বৈলক্ষ্য আছে। ইহারা এককালে ডানার পালক ভাগ করে এবং প্রায় এক ঝড়কাল ইহাদের উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। Anatidae

ও Fuligulidae নামক হংসশ্রেণীর পক্ষিগণ পালকবর্জিত হইলে শীতল দেখায়। নূতন পালক উঠিলে তাহারা পুনরায় আকাশে উড়িতে পারে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে Micropterus cinereus থাকের হংসগণ এইরূপে একবার পক্ষবর্জিত হইলে আর উড়িতে পারে না। টার্নিগান * নামে (Platyrhinus = Lagopus mutus) একপ্রকার পক্ষী সন্তানোৎপাদক ঋতুর (Breeding Season) পরে শ্রীপুরুষ উভয়েই পক্ষভাগ করিয়া নূতন পালকধারণ করিলেও, শীত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত শীতসময়মে নূতন পালকধারণ করে এবং শীত অতিবাহিত হইলে পুনরায় তৃতীয়বার শীতবস্ত্র ভাগ করিয়া বসন্তাগমে বিশিষ্টবর্ণযুক্ত পক্ষাবরণে আপনাদিগকে বিভূষিত করে। এই পরিবর্তন কেবলমাত্র তাহাদের দেহস্বচ্ছ হইরা থাকে। পুচ্ছ বা ডানার পালক তাহারা ভাগ করে না, একশ্রেণী বা জাতিগত কোন কোন বিভিন্ন থাকের পক্ষীকে বৎসরে দুইবার পালক ফেলিতে দেখা যায়। যে শ্রেণীতে Garden Warbler (Sylvia salicaria) বৎসরে দুইবার পক্ষ ভাগ করে, সেই শ্রেণীতে Blackcap (S. atricapilla) নামক পক্ষিগণ বৎসরে কেবল একবার পালক পরিভাগ করিয়া থাকে। Emberizidae শ্রেণীর পক্ষীরাও এই নিয়ম প্রতিপালন করে এবং Motacillidae জাতির মধ্যে ভরতপক্ষী (Alaudidae) বৎসরে একবার এবং পাপিটী নামক পক্ষী (Papito = Anthus) বৎসরে দুইবার পালক পরিবর্তন করে, কিন্তু কেহই ডানা বা লেজের পালক ভাগ করে না। শাখাচারী পক্ষিগণকেও সময় সময় পক্ষভাগ করিতে দেখা যায়। তাহারা সময় মত কখন পুচ্ছ কখনও বা গায়েই এইরূপে সকল স্থানের পালক বদল করিয়া থাকে।

পক্ষিজাতির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এক সময়ে এই ভূগর্ভে নানাবিধ পক্ষীর বাস ছিল। কালক্রমে তাহার অন্তর্গত কএকটা জাতি কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে তাহা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। ভারত-মহাদেশগর্ভে মরিসাস (Maurisius) দ্বীপে এক সময়ে ডোডো (Dodo) নামে একজাতীয় পক্ষীর বাস ছিল। বিগত শতাব্দীতে কোন কোন শূন্যশব্দবিদ এই পক্ষী সচক্ষে দেখিয়া ও তাহার প্রতিকৃতি আঁকিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে ঐ পক্ষীর সঙ্গীতভার চিন্মাত্রও নাই। বৃত্তিকা-নিহিত প্রস্তরীভূত অস্থি হইতেই কেবল তাহার পূর্ব অস্তিত্বের আলোচনা করা যাইতে পারে। সেইরূপ বহু শতাব্দী পূর্বে যে সকল পক্ষিকুল কালের কবলে পতিত হইয়া পৃথিবীমধ্যে

প্রোথিত হইয়াছে এবং এখন বাহাদের প্রতীকৃত অস্থি ব্যতীত আর একটীমাত্রও সন্নিবেশিত দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই (অর্থাৎ তাহাদের বংশ এককালেই লোপ পাইয়াছে বলিতে হইবে), সেই পূর্বতন পক্ষিপণ কোনপ্রকার হইতে পারে, লক্ষ্যশাল্যবিশিষ্ট ভূগর্ভ হইতে উদ্ধারিত প্রাচীন পক্ষিভাতির প্রতীকৃত অস্থি হইতে তাহাদের প্রাণী নির্মাণ করা হইয়াছে।

নিউ ইংলণ্ডের কনেকটিকাট উপত্যকার যে সকল পক্ষীর অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিশেষ আলোচনা করিয়া প্রাণী-বিশিষ্ট ভাহারিগকে Ambloyx, Argosoum, Brontozoum, Grallator, Ornithopus, Platypterna, Tridontipes প্রভৃতি প্রাণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার কতকগুলি অস্থিকে সরীসৃপভাতির অস্থি বলিয়া বিবেচনা করেন। Brontozoum প্রাণীর পক্ষীর আকৃতি অতিশয় বড়, ইহাদের পদচিহ্ন ১৬০ ইঞ্চি এবং এক একটা পাদক্ষেপের ব্যবধান ৮ ফিট। বাভেরিয়ার যে প্রান্তরে পক্ষীর কতকগুলি প্রতীকৃত অস্থি ও পক্ষ সংলগ্ন ছিল, তাহার পুঞ্জের কাশেক-অস্থি সরীসৃপের জার কুড়িটা গ্রহিণীশিষ্ট এবং এক একটা গ্রহি হইতে দুইটা করিয়া পালক নির্গত হইয়াছে। এই জাতীয় পক্ষীকে তাহারা Archaeopteryx প্রাণীভুক্ত করিয়াছেন। ইওসিন যুগে (Eocene period) আমরা কতকগুলি পক্ষীর বৃত্তান্ত অবগত হই। ঐ সময়ের একটা বৃহৎকার পক্ষীর (Gastornis parisiensis) অস্থি পাওয়া গিয়াছে। এই পক্ষী-গুলি আকৃতিতে উটপক্ষীর জার বড়। এই সময়ের অব্যবহিত পরে গৃধের (Vulture) জার একপ্রকার পক্ষীর প্রকাশ ছিল। তাহারা এমেন নামক পক্ষী অপেক্ষা ছোট; কিন্তু উত্তরেই Lithornis প্রাণীভুক্ত।

বাসমেন্টন নামক স্থানের যে স্থলে পুরোঁক পক্ষি-ভাতির অস্থি ছিল, সেইস্থলে আর একটা Dasornis জাতীয় বৃহৎ পক্ষীর করোটা পাওয়া গিয়াছে। এই পক্ষীর (Odontopteryx colapicus) চুয়াল বা দন্তমূলে দন্ত আছে। ইওসিন যুগে আরও অসংখ্য অসংখ্য পক্ষীর প্রোথিতাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অনিকাংশ পক্ষীভাতিই বর্তমানকালে দেখা যায়, কেবলমাত্র Agnopteris প্রাণীর সংখ্যা লোপ পাইয়াছে; এই সময়ে প্রোথিত আমেরিকার বোমিং (Wyoming) সহরে যে সমস্ত পক্ষী প্রভৃতির প্রতীকৃত অস্থি পাওয়া যায়, ঐ সকলের মধ্যে একটা সরীসৃপের অস্থির ওজন প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। টার্সিয়ারি ভূত্বক-স্তর-নিহিত (Tertiary deposits) হিমালয় পর্বতের নিম্নতরে উটপক্ষী (Struthio) ও Phaeton

প্রাণীর বৃহৎকার পক্ষীর অস্থি পাওয়া গিয়াছে, উত্তর আমেরিকার টার্সিয়ারি যুগের নিম্নতরে Uintarials প্রাণীর এক প্রকার পক্ষীর অস্থি পাওয়া গিয়াছে, ঐ আকৃতি-একভাবে লোপ পাইয়াছে। এখানে মাইওসিন যুগের যে সকল অস্থি পাওয়া যায়, সেই সকল আকৃতিরই পক্ষী আমেরিকার এখনও বর্তমান আছে। ইহার পরবর্তী মাইওসিন যুগের নানাভাতির পক্ষীর ভূত্বকপ্রোথিত অস্থি পাওয়া যায়।

এতদ্বিধা ক্রমশী ধরণের ওহাভাভের নানাভাতির পক্ষীর কতক পাওয়া গিয়াছে। এখানে একপ্রকার বৃহৎকার বক জাতির (Grus primigenia) অস্থি এবং তন্ন পেচক (Snowy Owl—Nyctea scandiaca) ও Willow grouse (Lagopus albus) পক্ষীর নিদর্শন আছে। মাস্টোথীপের বৃহৎকার হংস (Ogrynus falconeri) এবং দক্ষিণ আমেরিকার লও প্রদেশের Orux ও Rhea নামক পক্ষী উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইটা পক্ষীভাতিই লুপ্ত হইয়াছে। Rhea নামক পক্ষী উটপক্ষীর জার দোড়াইতে পারিত।

ডেনমার্কের একস্থান হইতে (Caperally—Tetrao urogallus ও Great Auk or Garefowl—Alca-impennis) দুইটা পক্ষীভাতির অর্ধপ্রতীকৃত অস্থি পাওয়া গিয়াছে, এখন আর ঐ জাতীয় পক্ষী এই দেশে নাই। ইংলণ্ডের অন্তর্গত নরকোথ প্রদেশে ও ইলাই বীপে কএক (Pelecanus) প্রাণীর পক্ষীর অস্থি পাওয়া যায়। তাহাদের আকৃতি বর্তমান P. onocrotalus অপেক্ষা বড়। দাদাগোয়ার বীপের দক্ষিণাংশ হইতে কতকগুলি Struthio প্রাণীর পক্ষীভাতির অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে হইতে হিলেরার সাহেব (M. Is. Geoffroy St. Hilaire) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে Apyornis maximus প্রাণীর একটা পক্ষীর লও প্যারী সহরে পাঠাইয়া দেন। নিউজিল্যান্ড বীপেও নানাভাতির বৃহৎকার পক্ষীর অস্থি পাওয়া যায়। এই বীপে যেওরি উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পূর্বে ভদেশবাসিগণ অনেক পক্ষী মারিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। এখানকার Harpagornis প্রাণীভুক্ত দিকারিপক্ষী এত বড় যে তাহারা Dinornis প্রাণীর পক্ষীকে চাপা দিতে পারে। এতদ্বিধা এখানে বৃহৎকার হংস (Casimornis) এবং Struthio প্রাণীর Dromornis australis নামক পক্ষীর অস্থি পাওয়া যায়। পূর্বে অস্ট্রেলিয়া বীপে এই পক্ষী প্রচুর দেখা বাইত, কিন্তু এখন তাহাদের সংখ্যা একবারেই লোপ পাইয়াছে। প্রসিদ্ধ এমেন পক্ষিপণও এই প্রাণীভুক্ত। ইহার উটপক্ষীর জার উড়িতে পারে না, কিন্তু খুব দ্রুতগামী।

পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি, এক জাতীয় পক্ষী গত হই
লভাবীর মধ্যে কালের অন্ত ভ্রোতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।
মরিস্ বীপে যে দোদো (*Diodus ineptus*) পক্ষীর কথা
উল্লেখ করিয়াছি, ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে 'বাক্স' কাসল্ নামক
জাহাজের মালিখ্ বেরামিন্ হারি এই জাতীর জীবিত পক্ষী
দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার লিখিত কাগজাদি অদ্যাপি
ইংলণ্ডীয় বায়বরে রক্ষিত আছে। এই বীপের দক্ষিণস্থ বোর্কোঁ
রাওনিয়ন, ম্যাস্কারেগনাম প্রভৃতি বীপে এখন অনেক পক্ষীর
নিদর্শনাদি পাওয়া গিয়াছে, বাহাদের বংশ ইচ্ছাগৎ হইতে
একবারে লুপ্ত হইয়াছে *। এই বীপগুলির পূর্বদিকে
অবস্থিত রড্রিগো নামক বীপে আর একপ্রকার (*Pezophaps*
solitarius) পক্ষীজাতির বাস ছিল। ইহার দোদো
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৬৯১-৯৩ খৃষ্টাব্দে একজন নির্ধারিত
হিউবিনট এই পক্ষীর প্রতিকৃতি আঁকিয়া রাখিয়া যান। পরে
১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Edward Newton নামক জনৈক যুরোপ-
বাসী ইহার অস্থি পাইয়া তাহার পূর্বস্মৃতি স্বীকার করেন।
এখন আর এ পক্ষীজাতির চিহ্ন মাত্রও নাই। এতদ্বিন্ন মরি-
স্ বীপে আর একপ্রকার বোঁটন-ওয়ালা তোতা পাখী (*Lophopsittacus mauritianus*) ছিল। উল্ফার্ট হার্মাছন
১৬০১ খৃষ্টাব্দে যখন মরিস্ ভ্রমণে আগমন করেন, তখন তিনি
এই জাতীয় পক্ষী জীবিত দেখিয়াছিলেন। মরিস্ ও মাস্-
কারাগনিস্ প্রভৃতি বীপে আরও কতকগুলি তোতা, ঘুঘু,
পানকোড়ি প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষীর অস্থির নিদর্শন পাওয়া
গিয়াছে। প্রাণি-তত্ত্ববিদগণ উহাদিগের স্বতন্ত্র আখ্যা প্রদান
করিয়াছেন। এখানে *Aphomypteryx* জাতীয় একপ্রকার
পক্ষী ছিল, উহাদের ঠোঁট অত্যন্ত লম্বা। রাওনিয়ন ও রড্রিগো
বীপে এক সময়ে নানাজাতীয় পক্ষীর বাস ছিল, ক্রমশঃই এই
সকল পক্ষী লয়প্রাপ্ত হইতেছে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে *Star-*
ling (*Fregilupus varius*) নামক পক্ষী জীবিত ছিল। এত-
দ্বিন্ন একপ্রকার ক্ষুদ্রকার পেচক (*Athenamuriora*), বৃহৎকার
তোতা (*Necropsittacus rodericanus*), একপ্রকার ঘুঘু
ও একজাতীয় বক (*Ardea megacephala*), *Miserythrus*
lignati নামক নানাজাতীয় পক্ষী যে এক সময়ে এই বীপে
জীবিত ছিল, তাহা আমরা জনগণাদিগের ভালিকা হইতে
অবগত হই। ফরাসী-অধিকৃত গোয়াদেলোপ ও মার্টিনিক
বীপে ছয়টি বিভিন্ন (*Psittaci*) শ্রেণীর পক্ষী ২৪১০
বৎসর পূর্বে জীবিত ছিল, কিন্তু তাহাদের একটাও আজকাল

দেখা যায় না। আন্তেরর দেশীয় বৃহৎকার হংস (*Scolecophaga*
labradora) প্রায় পক্ষণ বৎসর পূর্বে গ্রীষ্ম ঋতুতে লেট
লরেল ও লাব্রেডরের তীরভূমে বিচরণ করিত। যখন শীতের
অত্যন্ত প্রারম্ভ, তখন তাহারা এই সকল স্থান পরিত্যাগ
করিয়া নভাঙ্কোসিরা, নিউব্রান্সজিক্ প্রভৃতি দক্ষিণদিকস্থ উষ্ণ
প্রধানদেশে পলায়ন করিত। শৃগালাদি মালভূমি চতু-
শ্লব প্রাণী হইতে ইহারা আপনাপন ডিহাদি রক্ষা করিবার
জন্ত পর্বতময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীপে অগাধি প্রবেশ করিত। হিংস্র
জন্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিলেও তাহারা মহুষের হস্ত
হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। কোডুক-
প্রিয় মানবগণ শীকার করণাভিলাষে এই হংসবংশের উচ্ছেদ
সাধন করিল; কিন্তু কেহই লক্ষ্য করে নাই যে এই
হংসজাতি চিরকালের মত মর্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া চলিল।
১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়েডারবারণ হালিফাক্সবন্দরে
এই পক্ষী দেখিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফিলিপবীপের
একজাতীয় তোতাপাখী (*Nestor productus*) বিগত কয়
বৎসরের মধ্যে লোপ হইয়াছে। এরূপ কতকগুলি পক্ষী
আছে, বাহাদের সংখ্যা এক দেশ হইতে লোপ পাইলেও
অপর কোন না কোন দেশে সেই সেই জাতির সংখ্যা আজিও
লক্ষিত হয়। যেমন পূর্বে *Caperally* নামক পক্ষী আয়ারলণ্ডে
ও স্কটলণ্ডে দেখা বাইত, কিন্তু এখন আর আয়ারলণ্ডে ও
স্কটলণ্ডে পক্ষীর একটাও দেখা যায় না।

কিন্তু এ সকল পক্ষীজাতির ধ্বংস হইল, তাহার প্রকৃত
কারণ নির্দেশ করা সুকঠিন, তবে এইমাত্র অনুমান করা যায়
যে, এই সকল বীপগুলিতে অত্যন্ত স্থান হইতে নানা বাকি
বাইয়া বাস করার সেই স্থানগুলিকে তাহাদের বসবাসের
উপযোগী করিয়া লইতে হইয়াছে। এ কারণ তাহারা
তাহাদের আবাসগুলির চতুষ্পার্শ্বই বস্ত্রবিভাগ জালাইয়া
দেয়। যখন বস্ত্রবিভাগ জালিয়া উঠে, তখন কি বীভৎস ব্যাপার
ঘটে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ইহাতে কতক
পক্ষী পুড়িয়া মরিয়াছে এবং কতকংশ ক্ষুদ্রা যুরোপবাসীর
শীকারপ্রিয়তা হেতু জীবন বিসর্জন করিয়াছে, অপর
কতকগুলি বাহা জীবিত ছিল, তাহারা চির অত্যন্ত খামোশ
অভাবে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

এতদ্বিন্ন নানাদেশীয় পৌরাণিক গ্রন্থে অনেকানেক পক্ষীর
উল্লেখ আছে, বাহাদের স্থিতিচিহ্ন ব্যতীত আর কোন নিদর্শন
পাওয়া যায় নাই। হিন্দুদিগের পুরাণে গরুড়পক্ষী, রাক্ষ-
সপোক্ত জটায়ু, জৈমিন্যদিগের ইরোশ, পারস্তবাসিদিগের বক্
ও শাহ-বুরগ, আরবদিগের অজা, তুর্কানাদিগের কার্কিস,

* খ্রীস্ট ১০০০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে লিখিত বিবরণে এই সকল
পক্ষীজাতির উল্লেখ আছে।

ইন্ডিয়ান ও গ্রীকসিগের মিনির, একাধাসিগের বগুনিল ও জাপানবাসীসিগের কিনী নামক অতি প্রাচীন পক্ষিগণের উল্লেখ দেখা যায়।

পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় পক্ষিজাতির বাস আছে, কিন্তু বেশ কয়েকটি পার্শ্বকাল্পারে পক্ষিজাতির মধ্যেও কতক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এই কারণে পক্ষুণীশাস্ত্রবিদগণ সমগ্র পৃথিবীকে ছয়টি ভাগে (Region) বিভক্ত করিয়াছেন এবং একেকটি ভাগের মধ্যেও আবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ (Subregion) গঠন করিয়া পক্ষিজাতির শ্রেণী-বিভাগ নির্ধারিত করিয়াছেন। একেকটি Region এবং সীমা তাঁহারা অকাংশ ও ভাবিবাক্তর দ্বারা নির্দিষ্ট আছে,—

১। অস্ট্রেলিয়ান (অস্ট্রেলিয়া অর্থাৎ প্রায় ভারত মহাসাগরস্থ নতুনগ্রীনল্যান্ড দ্বীপ এই শ্রেণীতে (Group) নিবদ্ধ।) ইহার মধ্যে চারটি উপবিভাগ (Subregion) আছে :— (ক) (Papuan Subregion) অর্থাৎ পাপুয়া দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মালাকা, সিলিবিল প্রভৃতি দ্বীপজাত পক্ষী। (খ) Australian subregion অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া দ্বীপসমূহের তাসমানিয়া (Tasmania or Van Diemen's Land) প্রভৃতি স্থানজাত পক্ষী। এই দ্বীপের অন্তর্গত সকল পক্ষী অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ হংস (Black Swan) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (গ) Polynesian subregion অর্থাৎ পাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বিভিন্ন দ্বীপজাত পক্ষী। (ঘ) New Zealand Subregion অর্থাৎ নিউজিল্যান্ড দ্বীপের ও তৎপার্শ্ববর্তী লর্ড হাওর্ড, নরফোক, কার্বাডক, চাঞ্চন, অকলও প্রভৃতি দ্বীপজাত পক্ষী।

২। নিউট্রিক্যাল—অর্থাৎ সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা হৃদয় অন্তরীপ হইতে পানামাবোজক পর্যন্ত এবং উত্তর আমেরিকার ২২ উত্তর অকাংশ ও কলম্ব ও ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দ্বীপ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে আবার ছয়টি উপবিভাগ (Sub-region) আছে,—

৩। মিয়াটিক—অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ান পূর্বতমাল ও তাহার নিউট্রিক্যাল দ্বীপসমূহ। কালিকর্ণিরা, কানেকা, বাহুদাস প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত।

৪। পেলিয়ার্টিক (Palearctic)—অর্থাৎ আফ্রিকার উত্তরাংশ (বার্বারি রাজ্য), সমগ্র ইউরোপ, আইসল্যান্ড, লিটলবার্জেন, কুম্বাসাগরস্থ দ্বীপ, এশিয়া মাইনর, পালেস্তিন, পারস্য, আফগানিস্তান এবং হিমালয়পর্বতের উত্তরস্থিত নতুনগ্রীন এশিয়াসমূহ। স্থানভেদে ইহার মধ্যেও কতকগুলি বিভাগ গঠিত হইয়াছে :—(ক) European, (খ) Mediterranean, (গ) Mongolian, (ঘ) Siberian প্রভৃতি।

৫। ইন্ডোপাসিফিক—অর্থাৎ মার্কিনমহাসাগর, ভারতীয় মহাসাগর, কোকচিইন, মালয়ান, মিলিনিয়, মলয়ান, মালয় প্রভৃতি স্থান। ইহার মধ্যে :—(ক) Libyan, (খ) Guinean, (গ) Caffarian, (ঘ) Mozambican, (ঙ) Madagascanian.

ইন্ডিয়ান—অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও তিরিকটবর্ষী সিংহল, সুমাত্রা, মালাকা, কর্ণেয়া, মেনান, কোচীন, চীন, জাভা, প্রায় প্রভৃতি দেশজাত। ইহার মধ্যে আবার কয়েকটি পৃথক পৃথক বা Subregion আছে :—(ক) Himalo-chinese, (খ) Indian অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্তর্গত রাজপুতানা, মালব, ছোটনাগপুর, সিংহল প্রভৃতি স্থান। (গ) Malayan অর্থাৎ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মলয় উপদ্বীপ, বোর্নিও, সুমাত্রা, যব, বালি প্রভৃতি দ্বীপ।

প্রাপিতকবিদগণ যে ছয়টি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ ছয়টির একটি ভাগে (Region) যতগুলি পক্ষীর শ্রেণী বা থাক আছে, তাহার পরস্পরে প্রায়ই সমান এবং ঐ সকল পক্ষীর শ্রেণী বা থাক এত বিভিন্ন যে তাহার বিভূত আলোচনা একবারেই অসম্ভব। পূর্বেই লিখিয়াছি, চিল (Kites) জাতীয় পক্ষী স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার; সেই নানানামজাত এক জাতীয় পক্ষীর আকারগত বৈলক্ষণ্য দেখিয়া তাহানীগকে বিভিন্ন থাকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞার অভিহিত করা হইয়াছে ;— যেমন Casuarus শ্রেণী বা জাতিগত পক্ষিগণ বিভিন্ন স্থানবাসী ও সেই সেই স্থানের জলবায়ু-সেবী হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করে, সেইরূপ তাহাদের মধ্যে নামেরও পার্থক্য আছে—

পক্ষিজাতি।	স্থান।
C. galeatus ...	Ceram
C. Papuanus ...	Northern New guinea
C. Westermanni ...	Jobie Island
C. Uniappendiculatus...	New guinea
C. picticollis ...	South New guinea
C. beccarii ...	Wpkup, Ara Island
C. Bicarunculatus ...	Ara Island
C. Australia ...	North Australia
C. Bonnetti ...	New Britain

এইরূপ দেখা যায়, প্রত্যেক পক্ষিজাতির একটি পৃথক পৃথক নাম আছে। বাহুল্য ভরে তৎসমূহের উল্লেখ করিলাম না। বহু পক্ষিবর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক পক্ষীর বাস-পরি-কর্তন বর্ণনা থাকে। কয়েকজাতীয় পক্ষী আছে, তাহার

একটি বহু ভাগবানে এবং বহন একসঙ্গে সেই গুহুর পরিবর্তন হইয়া অল্প আর একটী প্রাণী হইয়া, তখন তাহারা সেই স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বীর অভ্যন্ত গুহুরূপ হানে পুনরায় গমন করে। কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণ বসন্তপ্রিয়, বহন এখানে বসন্তের সমাগম হয়, তখন কোকিল আভিরঙ অক্সাদর হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে বসন্তকালের ডিরোবানে ও গ্রীষ্মের আগমনে উক্ত পক্ষিগণের বিভিন্ন হানে গমন হইয়া থাকে অর্থাৎ কোকিল তখন ঐ দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কোন বসন্তপ্রিয় স্থানে গমন করিয়া থাকে। ঐরূপে চিলজাতির মধ্যেও একটা বৈলক্ষণ্য বৃষ্ট হয়। শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুতে এই জাতীয় পক্ষীকে এদেশে প্রচুর দেখা যায়, কিন্তু বর্ষার প্রায়স্তে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। ইহার কারণ চিলজাতীয় পক্ষিগণ বর্ষাকালের পক্ষপাতী নহে। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, 'রাবণের চুলী সদাই জলিতেছে, পাছে বৃষ্টিপাতে ঐ অগ্নি নির্বাপিত হয় এই আশঙ্কার, ভগবান্ চিলগণকে রক্ষা করিবার আদেশ দেন, সেই অবধি চিলগণ বর্ষার আরম্ভেই তদ্রূপে গমন করিয়া থাকে।' উক্তর আমেরিকার শোর (Shore) নামক পক্ষীদিগকে কখন কখনও ইংলণ্ড ও নরওয়ের পশ্চিম-কূলে আসিতে দেখা যায়। অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে (High Northern latitudes) ইহার সন্ধানোৎপাদন করে। এই হেতু উক্ত সময়ে তাহারা উত্তরদেশে গমন করিয়া থাকে, এই সময়ে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করে। ঐ পশ্চিম-বাতাসে কতকগুলি পক্ষী অতীষ্ট পথে গমন করিতে অক্ষম হইয়া, বাতাসাহায্যে ঐ সকল স্থানে আসিয়া পড়ে। এতদ্বির কএক প্রেয়ীর পক্ষী দেখা যায়, যাহারা শীতকালে আসিয়া উপর হয়। বাজ শীক্রে প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে এই প্রেয়ীভূক্ত করা যাইতে পারে। পরংকালে ভ্রামল পতকেত্রসমূহ শোভিত হইলে নানাজাতীয় পক্ষী আসিয়া থাকাদি পত ঋতুই থাকে। ইহাদের মধ্যে বাসুই নামে এক-প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী আছে, তাহারা কেবলমাত্র ঋতু নষ্ট করিতেই আসিয়া থাকে, কিন্তু আর কোন সময়ে তাহাদিগকে দেখা যায় না। ইংলণ্ডদেশেও এইরূপ Swallow, Nightingale, Cuckoo, Cornrake, Song-thrush, Red breast প্রভৃতি পক্ষীও গুহুর বিভিন্নতা অনুসারে স্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কেবল গুহুর প্রাণ-চাহুসারেই যে তাহারা স্থান পরিবর্তন করে তাহা নহে। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে সেই সকল স্থানে তাহাদের স্বাভাবিক উপ-বোধী খাদ্যাদি পায় না বলিয়া স্থানপরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়।

নিউগিনি, অকবীপ, মিলো, লালবতী প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে

একজাতীয় পক্ষীর বাস আছে, তাহাদের পাখের পালক এত স্থলর ও উজ্জল এবং এরূপভাবে সাজান যে তাহাদিগকে দেখিলেই পক্ষীর রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শকুন-পাখিবিগ্ণ এই পক্ষীকে খাণ্ডাতারী (Passeres) প্রেয়ীভূক্ত করিয়াছেন। এই পক্ষীকে অকবীপবাসীরা 'বুরদবতি', বববীপবাসিগণ মাহুকদেবতা ও বলবাসী বুরদদেবতা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ওলন্দাজ বণিকগণ প্রথমে এই দ্বীপে আসিয়া এই পক্ষীর আকৃতিগত সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া 'Birds of Paradise' অর্থাৎ দেবপক্ষী বা নন্দনপক্ষী আখ্যা প্রদান করেন। দ্বীপবাসিগণের বিবাস এইরূপ, কেই জাতীয় পক্ষিগণ স্বর্গধাম হইতে মর্ত্যপূরীতে আগমন করে এবং কিছুকাল এখানে থাকিয়া বৃদ্ধ হইলে যুত্মর আগমন জানিয়া পুনরায় তাহারা স্বর্গাভিমুখে গমন করে; কিন্তু মহা-অগতে থাকিয়া তাহাদের শরীর ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তদনন্ত তাহারা উর্কে উষিত হইয়া ভূতলে পতিত ও বিনষ্ট হয়। এই পক্ষিগণের পরস্পর বিভিন্নতার এবং ডানা ও পুচ্ছ প্রভৃতির পালকের মনোহর সন্নিবেশহেতু ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রেয়ীর সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বে লোকের বিবাস ছিল, দ্বীপবাসিগণ যে সকল ক্ষুদ্র পক্ষী যুরোপীয় বণিকগণকে বিক্রয় করিত, তাহারা ইচ্ছাক্রমে তাহাদের পা কাটরা দিত। এই পক্ষিগণের মধ্যে বেঙলি পারার জার বর্ণবিশিষ্ট ও বড় (Paradisaea apoda), যাহারা একটু ক্ষুদ্রাকার (Paradisaea minor), রাজনন্দনপক্ষী (Oicinnurus regius) এবং লালবর্ণের নন্দনপক্ষী (P. rubra) তাহারা Paradisidae familyর অন্তর্গত এবং যে সকল পক্ষীর ঠোঁট অপেক্ষাকৃত লম্বা ও দ্রবদবর্ণের (Seleucides alba) তাহারা Epimachidae familyর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের কতকগুলি পুচ্ছের পালক দড়ির জার (Semiaptera wallacei)।

নাবিকগণ সমুদ্রপথে ভ্রমণকালে মহাসাগরবক্ষেও অনেক পক্ষীর দর্শনলাভ করেন, কিন্তু তাহারা কোন দেশবাসী জাতিও তাহার নির্ণয় হয় নাই। ঐ পক্ষিগণের মধ্যে ডিমিপক্ষী (Prion Desolatus), মটনপক্ষী (Estraelata-Lessoni) ও Black-night Hawk প্রভৃতি পক্ষীই উল্লেখযোগ্য।

প্রাণীতত্ত্ববিদগণ বিশেষ গবেষণার সহিত পক্ষিজাতিকে তাহাদের গঠনের পার্থক্য অনুসারে প্রায় ৩০-টা প্রধানজাতি বা প্রেয়ীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

পক্ষিগণ (জী) পক্ষী ইং পূর্ণাঙ্গপরিণে বিভক্তে যতঃ। পক্ষ-ইনি জীপ্ চ। বর্তমান ও আগামী দিনবুক্ত যাদি। হইদিব ও একরাদি।

“সাবহাবকরাজিত পক্ষিত্যভিধীরতে।”

“ভ্রম পূর্বদিনরাত্রৌ ভরিত্তে ভাতে পূর্ববিবলীরদিন-
মানারৈব পক্ষিত্যব্যহারঃ।” (ভক্তিতত্ত্ব) ২ পুণ্য। পক্ষৌ
বিততে বভাঃ, ত্রিরাঃ ত্রীপ। ৩ বিহগী, ত্রীপক্ষী। ৪ শাকিনীঃ
ভেষ। (সেমিনী)

পক্ষিপতি (পুং) পক্ষিণঃ পতিঃ ৬৩৭। ১ পক্ষিরাজ।
২ সম্পাদিত।

পক্ষিপানীয়শালিকা (স্ত্রী) পক্ষিণঃ পানীয়ত পানার্থজন্য
শালিকা। পক্ষীর জলপানস্থান।

পক্ষিপুঙ্খ (পুং) পক্ষিপ্রোষ্ঠ জটায়ু। (রাসা) ৩৫৭।২)

পক্ষিপ্রবর (পুং) পক্ষিপ্রোষ্ঠ, গরুড়। “নব্যে চাত রথং পার্বে
পক্ষিপ্রবরবেগবান্।” (হরিবংশ ৫৪ অঃ)

পক্ষিমুগতা (স্ত্রী) পক্ষিঃ ও মুগহ।

“বাতিচৈঃ পক্ষিমুগতাং নানৈসৈরন্ত্যাজিতান্।” (মহ ১২।২)

পক্ষিরাজ (পুং) পক্ষিণঃ রাজা, টুঙ্গমাসাভ্যঃ। গরুড়, পক্ষীজ।

পক্ষিল (পুং) পক্ষিলম্বারী, বাৎসারন। (ত্রিকাণ্ড ২।৭।২০)
ইনি গৌতমহুত্রের ভাষা প্রণয়ন করেন। [ভায় দেখ।]

পক্ষিশালা (স্ত্রী) পক্ষিণঃ শালা গৃহম্। নীড়, পক্ষীনিগের
আশ্রয়স্থান। পর্যায়—কুলারিকা। (ত্রিকাণ্ড ২।২।৭)

পক্ষিসিংহ (পুং) পক্ষী সিংহ ইব, অথবা পক্ষিঃ সিংহঃ প্রোষ্ঠঃ।
গরুড়, পক্ষিরাজ। (ত্রিকাণ্ড ২।২।৭)

পক্ষিস্বামিন্ (পুং) পক্ষিণঃ স্বামী। গরুড়। (হেম)

পক্ষীন্দ্র (পুং) পক্ষিঃ ইন্দ্রঃ প্রোষ্ঠঃ। ১ পক্ষিপ্রোষ্ঠ, গরুড়।
২ জটায়ু। (রাসা) ৩৫৬।৪)

পক্ষীশ্বর (পুং) পক্ষিণঃ ঈশ্বরঃ। গরুড়।

(শিবপুরাণধর্মসংহিতা ১২।২০)

পক্ষু (জি) পচ-পু (প্রারম্ভিকপক্ষপরিমুখঃ পুং। সুদ্ববোধ)
পানিকর্তা।

পক্ষ্যকোপ (পুং) স্তম্ভতোক্ত নেত্ররোগভেদ। চকুর পাতার
রোগ, ভোঁয়ার রোগ।

শেষ সকল পক্ষ্যপরে সঞ্চিত হইলে পক্ষ্যসমস্ত তীক্ষ্ণ ও
ধর হয়, এই জন্য চকুর অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগে
চকুতে বায়ু, আতপ ও অগ্নিতাপ সঞ্চিত হয় না।

পক্ষ্যবাত (পুং) পক্ষ্যগত নেত্ররোগভেদ। পক্ষ্যবরোগ। (নিবান)

পক্ষ্যনু (স্ত্রী) পক্ষ্যতে পরিগৃহ্যতে আতপতাপাদিকরনেন পক্ষ-
করণে বনিন্। অকিলোম, নেত্রাচ্ছাদক লোম। চলিত ভোরা।

“পার্শ্বৈর্ভূতো পক্ষ্যভিরকিণীব।” (ভাগ ৩।১৩০)

২ পক্ষ্যদির কেশর, কিঞ্চ। ৩ পক্ষ্যদির অন্নভাগ। ৪
কণাদির পক্ষ, গরুড়। (অন্নমালা)

পক্ষ্যপ্রকোপ (জি) পক্ষ্যকোপরোগভেদ।

পক্ষ্যল (জি) পক্ষ্যনু নিবানিবাৎ নবর্থে ইলাহ। পক্ষ্যলুত।

পক্ষ্যাক্ষ (জি) পক্ষ্যকোপরোগভেদ।

পক্ষ্য (জি) পক্ষ্য নিবানিবাৎ ৭৭ (পা ৩।৩৫৪) পক্ষীর,
পক্ষ্যবলী।

পঞ্চাল, হারদরাবাদের নিবানরাজ্যের অন্তর্গত একটি বৃহৎ হ্রদ
বা জলাশয়। ভূপরিমাণ ১২ বর্গমাইল। ইহার চারিধিকের
বেড় প্রায় ২৫ ক্রোশ হইবে। ইহার তিনধারে ছোটপাহাড় ও
একধিকে প্রায় ১ মাইল লম্বা একটি বাঁধ আছে। জলের
গভীরতা প্রায় ৪০ ফিট। এই হ্রদে বহু নংতানি জীব ও বহু-
হস্তী দেখা যায়।

পঞ্চাল, এক প্রকার চর্মনির্মিত ধলি। যে জাতি এই চর্ম
ধলিতে জল বয়, তাহার পঞ্চালী নামে প্রসিদ্ধ। [পঞ্চালী দেখ।]
পঞ্চালী, মুসলমানজাতির এক সম্প্রদায়। জলবাহীর কাঁচাই
ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা পূর্বে হিন্দু ছিল, পরে
মহিম্মররাজ হারদরজালাী কর্তৃক (১৭৩৩-১৭৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে)
মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে
দক্ষিণ হিন্দুস্থানী ও অভ্যন্তরীণ লোকের সঙ্গে মরাঠী ও কণাড়ী
ভাষায় কথা কয়। পুরুষেরা দৃঢ়কার ও সবল, স্ত্রীলোকগণ
অপেক্ষাকৃত কৃশ, কৃকবর্ণ এবং পুরুষের জায় কুলাঙ্কতি।
ইহারা মাথা নেড়া করে ও দাড়ি রাখে, ইচ্ছামত কেহ কেহ
দাড়িও কামায়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্বভাবতঃ পরিষ্কার ও
পরিচ্ছন্ন। পুণ্যবাসী পঞ্চালিয়া কিছু অপরিষ্কার। ইহাদের
পঞ্চালের জল খুঁটান, মুসলমান, পার্শ্ব ও নিরপ্রেমীয় হিন্দুগণ
পান অল্প ক্রয় করিয়া থাকে। জল বহিয়া ইহারা মাসে
১৫ হইতে ২০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিয়া থাকে। ধান-
বানের পঞ্চালিয়া অভ্যন্তর পানাসক্ত, কিন্তু সাধারণতঃই বর্ষাকাল
থাইতে ভালবাসে। সামাজিক গোলামাল বিটাইবার জন্য
ইহাদের মধ্যে একজন ‘পাটিল’ বা মোড়ল থাকে।

ইহারা হানিকি প্রেমীর স্ত্রী সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু কেহই
কলমা পাঠ করে না বা মসজিদে যায় না। তবে মুসলমানের
জায় যত্নে করিতে দেখা যায়। কেবলমাত্র স্বভাতিমধ্যেই
ইহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। ইহারা মুসলমান হইলেও হিন্দুর
পক্ষে উপবাসাদি করে ও ইহা প্রধান কর্তব্য কার্য বলিয়া
ভাবে। আখিনমাসে ‘মশেরা’ উৎসবে ইহারা যোগ দেয়।
ধারবাত, গাতারা, পুণা, শোলাপুর, বিজাপুর প্রভৃতি দাক্ষি-
ণাত্যের প্রধান প্রধান নগরে ইহাদের বাস আছে।

পণ্ডান, ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। ইরাবতী
(ইরাবতী) নদীর বামতীরে অবস্থিত। অক্ষা ২১° ১০' উঃ

এক জামি ৯০° ৩০' পূঃ। বর্তমান রাজধানীর দক্ষিণাংশে প্রায় ৪ ক্রোশ দূর পর্যন্ত প্রাচীন পগানের ধ্বংস রহিয়াছে। ইহার ঠিক পঞ্চাশোৎসে ধারোবেড়িন্ নামক গিরিমালা থাকায়, নদীপার্শ্ব হইতে এই নগর অপূর্ণকীর্তন ছিল; কেবলমাত্র মন্দিরাদির উচ্চ চূড়া ব্যতীত আর কিছুই নষ্টন আকর্ষণ করিতে পারিত না। কর্ণেল ইকুল সাহেব বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই অন্নপরিসর ক্ষুদ্রনগরে এক সময়ে প্রায় হাজার মন্দির শোভা পাইত। সকল মন্দিরই হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পরিচায়ক। অনোরথ সোমন নামা জনৈক বৌদ্ধ এখানে বৌদ্ধমত প্রচার করিলে, তাহারই বতাহুসারী বৌদ্ধগণ ধা-তুনের মন্দিরাদির অধিকরণে এখানে অনেকগুলি মন্দির ও পাগোলা নির্মাণ করেন। বৃষ্টির ৩৪ শতাব্দীর শেষভাগে এই নগর রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। এখানকার শিলালিপি দৃষ্টে বৃষ্টির ৮৪৭-৮৪৯ অব্দ হইতে বাসন শতাব্দী পর্যন্ত এই নগরের বিশেষ সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারবতী নদীর তীরে ত্রৈলোক্য পূর্বতন রাজধানীর উত্তরাংশে প্রাচীন পগাননগর অবস্থিত আছে। ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে মুসলিম সৈন্যরা নগরে বোগলসৈন্ত আসিয়া এই নগর ধ্বংস ও রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করে।

এখানে বহুগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে আনন্দমন্দির, ধাপিত, গৌড়পলেন, ধর্মরক্ষি, সেমবো-কো ও সিদ্ধমুনি প্রভৃতির গঠন ও কারুকার্য উল্লেখযোগ্য। আনন্দমন্দির সপ্ততল, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ১৮৭ হাত। ইহার প্রথম ছয়তল চতুরস্র ও শেষ সপ্তম হিন্দু বা জৈনমন্দিরের ভাৱ গম্বুজযুক্ত। ইহার মধ্যভাগে একটি ২০ হাত দীর্ঘ বুদ্ধমূর্তি আছে। ইহার পর খণ্ডিত, উচ্চে ১০৪ হাত, ও আনন্দমন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা ভদ্রেশ্বরাজের প্রপৌত্র কর্তৃক ১১০০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এখানেও একটি বুদ্ধমূর্তি বোধমূর্তি আছে। গৌড়পলেন প্রভৃতি মন্দিরগুলি গঠন ও শিল্পকার্যাদিনপুণ্যে বিশেষ নূন নহে। আশ্চর্যের বিষয় এরূপ গঠনযুক্ত মন্দিরের একটীরও ভারতবর্ষ অপর কোন মন্দিরের সহিত মিল নাই। কেবলমাত্র একটি মন্দিরের সহিত সিংহলদ্বীপস্থ পোন্নকরার সাতমহল প্রাসাদের (সাত-তোলা) আকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

পগান, মধ্যপ্রদেশের হোলকারীয়া জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। মহাশিবপার্বত্যের উপর স্থাপিত। মহাশিবপার্বত্য মন্দিরের পাণ্ডারের মধ্যস্থ একজন ভোপা এখানকার সর্কার। এখানে সর্বসময়ে বাসমানি গ্রাম আছে।

পগী(বা)পগুগী, তৎসম্রাটবাসী ভীলজাতির একটি গোত্র। ইহার পদ-চিহ্নের অঙ্কন করিয়া চোর বা খুসী আদায়কে বহু

হইতেও ঘরিতে পারে। এখন ইহার প্রাসাদের সৌকর্য্য প্রকৃতির কার্য করে।

পগিন্দ্যান (পগিন্দক) কর্ণুল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। নন্দীকোটকূড় হইতে ৭ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন দুইটা মন্দির ও ৪ খানি শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে একখানি আনন্দেনের মন্দিরে ১৪৩৯ খৃঃ-সম্বতে আর একখানি ১৪৭৭ সম্বতে বিজয়নগররাজ সদাশিবের যন্ত্র উৎকীর্ণ।

পগানু (হিন্দী) রাজা ও উত্তানদির পার্শ্ব নন্দীয়া, যেখানে আবর্জনা ফেলা যায় বা জল নিক্ষেপ হয়।

পঙ্ক (পুং স্ত্রী) পচাতে ব্যাপ্যতে ক্রিডতে বা অনেন পচ-কৃৎ, কৃষক। কর্দম, পাক।

“কল্পন্ত তু লোভেন ময়ঃ পচে মহত্তরে।

বুদ্ধব্যায়গে সন্দ্রাপ্তঃ পথিকঃ সংযতো যথা ॥” (হিতোপ ৩।৬২)

পচাতে ব্যাক্রিয়তে ভ্রুংখমেন পচ-ভৃশ্ (হলান্তেতি।

পা ৩।১২১) করণে বঞ, ততো বিদ্বাং কৃষন্। ২ পাপ।

(অধাষ্টক ৬)। ৩। পঙ্ক (কর্দম)-ভগ্ন পিত্ত, অন্ন ও দাঁহনাপক।

ভয় ও ক্ষয় হিতকর, শীতল। (রাজব) শোধন ও সরত।

(ভাবপ্র)।

পঙ্ককর্কট (পুং) পঙ্কেবু কর্কটঃ, মনোহরঃ। জলযুক্ত পঙ্ক, কোমল কর্দম, চলিত খিড়ন পলি।

‘চলুকা বনজবালে দল্যটো পঙ্ককর্কটঃ ॥’ (ত্রিকা ১।২।১২)

পঙ্ককীর (পুং) পঙ্কপ্রিয়ঃ কীরঃ পক্ষিবিদেবঃ। কোবটিক পক্ষী।

(ত্রিকা) চলিত কান্দাখোঁচা, টিটরপাখী।

পঙ্কক্রীড় (পুং) পঙ্কে পঙ্কেন বা ক্রীড়তি পঙ্ক-ক্রীড়-অচ্। শূকর, গ্রাম্যশূকর। (নিষট্টু) (ত্রি) কর্দমখেলক, যাহারা কাদায় খেলা করে।

পঙ্কক্রীড়নক (পুং) পঙ্কক্রীড়-বার্থে কন্। শূকর।

পঙ্কগড়ক (পুং) পঙ্কে স্থিতো পঙ্ককঃ। মৎস্তবিশেষ, পাঁকাল-মাহ। পর্যায় ব্রহ্মী।

পঙ্কগতি (স্ত্রী) পঙ্কে গতিবর্ত। পঙ্কগড়ক মৎস্ত, পাঁকাল মাহ।

পঙ্কগ্রাহ (পুং) পঙ্কে স্থিতো গ্রাহঃ। জলজন্তুভেদ, মকর-ভেদ। (হারাবলী)।

পঙ্কজ (স্ত্রী) পঙ্কে পঙ্কবা জায়তে পঙ্ক-জন্ম কর্তরি—ড। পরঃ।

বোগার্ধ হারা পঙ্কজাত বস্ত্র মাজ বুরাইত, কিন্তু যোগক

ইহার পর এইরূপ অর্থ হইল।

পঙ্কজন্ম (স্ত্রী) পঙ্কে-জন্ম বস্ত্র। পরঃ। (ত্রিকা)

পঙ্কজন্ম (পুং) পঙ্কে জন্ম উৎপত্তিহান্য বস্ত্র। ব্রহ্ম, পরমোনি।

পঙ্কজাবলী (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ। ২ পদ্মসমূহ।

পঙ্কজিৎ (পুং) পঙ্কজের পুত্রভেদ।

পঙ্কজিনী (স্ত্রী) পঙ্কজানি সম্ভাষণ ইতি ইনি (পুঙ্করাদিত্যো
দেবে। পা ৫।২।১৩৫) ১ পদ্মাকর। (মার্কণ্ডেয়পুং ৭৫।২৪)

২ পদ্মসমূহ। (রত্নমালা) ৩ কমলিনী। পদ্মের কাড়।

পঙ্কজ (পুং) মাসাদিনিমিত্তকে পাপাচারকহ্মণি কণঃ কলহো
বস্ত্র সঃ, পুংসোদরাদিহাং সাধুঃ। পঙ্কজ, শবরাসর,
চাণ্ডালগৃহ। (শব্দরং)

পঙ্কজিৎশরীর (পুং) ১ মানবভেদ। ২ কর্ণমাক্ত দেহ।

পঙ্কজিদ্ভাঙ্গ (পুং) কুমারান্ধরভেদ।

পঙ্কধূম (পুং) নরকভেদ। (হেম)

পঙ্কপুপটী (স্ত্রী) সোরাষ্ট্রমুক্তিকা। (রত্নমা)

পঙ্কপ্রভা (স্ত্রী) পঙ্কত প্রভা প্রকাশো বস্তাঃ। কর্ণমবৃত্ত
ময়কবিশেষ।

পঙ্কমণ্ডুক (পুং) পঙ্কে মণ্ডুক ইব। শব্দক, চলিত শাব্দুহ।
২ জলপঙ্ক্তি। (বৈদ্যকনিঘং)

পঙ্কমুক্ত (স্ত্রী) পঙ্কে রোহতীতি পঙ্কে কহ-কিপ্। পদ্ম। (রাজনিং)

পঙ্করুহ (স্ত্রী) পঙ্কে রোহতীতি কহ-ক (ইণপথজ্যাক্রীকিরঃ
কঃ। পা ৬।১।১৩৫) পদ্ম। (রাজনিং)

পঙ্কলা, দেশাবলীবর্ণিত মল্লভূমস্থ একটা নদী। বিষ্ণুপুরের চুই-
ক্রোশ উত্তরে প্রবাহিত।

পঙ্কবৎ (ত্রি) পঙ্কঃ বিদ্যাভেদন্ত, পঙ্ক-মতুপ্ মস্য ব। কর্ণমবৃত্ত।

পঙ্কবারি (স্ত্রী) কাকিক। (বৈদ্যকনিঘং)।

পঙ্কবাস (পুং) পঙ্কে বাসো বস। ১ ককট। (রাজনিং)
২ মৎস্যাদি।

পঙ্কশুভ্রি (স্ত্রী) পঙ্কে স্থিতা বা শুভ্রিঃ। জর্নামা, জলশুভ্রিভেদ,
চলিত বিহুক। (ত্রিকাং)

পঙ্কশূরণ (পুং) পঙ্কে শূরণ ইব। শাব্দক, চলিত বিহুক।
(পঙ্কশূরণ, পঙ্কশূরণ ও পঙ্কশূরণ এইরূপ তিন সকারবৃত্ত পাঠ
দেখিতে পাওয়া যায়।)

পঙ্কার (পুং) পঙ্কমুক্তি পঙ্কং প্রোণ্য বজ্রভে ইতি বাবৎ
পঙ্ক-ও উপসর্গে ঞ্। ১ জলজ বৃকবিশেষ (Vallisneria)
জলকুজক (Trapa Bispinosa), কটক সেবতী। ২ সৈবাল।
৩ সেতু। ৪ সোপান। ৫ আইল বা বাঁধ। ৬ গড়বাঁই।

পঙ্কিল (ত্রি) পঙ্কে হস্তাশ্লিষ্ট পঙ্ক—ইলচ্ (সোমাদিশাবাদি-
পিচ্ছাদিত্যঃ শব্দোচঃ। পা ৫।২।১০০) সর্করম, পঙ্কীয় পঙ্কবাল,
পঙ্কবৃত্ত, কর্ণমাবৃত। (জটায়র)

লক্ষণ দ্বারা এই শব্দের ব্যাপ্তি অর্ধও হয়।

“মাসং-মজ্জাহিপঙ্কিলা বহী” (ভারত ৮।৪০০৫ শ্লোক)

পঙ্কজ (স্ত্রী) পঙ্কে জাবতে ইতি জম-ত (কবচমাং জনতে।

পা ৩।২।১৩৭) ততো (ভৎপুংসে কৃতীতি। পা ৬।১।১৪)

ইতি সপ্তম্যা অনুল্। পদ্ম। (ত্রিকাং)

পঙ্করুহ (স্ত্রী) পঙ্কে রোহতীতি পঙ্করুহ-ক ততো সপ্তম্যা
অনুল্। পদ্ম।

“বৎপানপঙ্কেকহসেবরা ভবান্” (ভাশং ৭।১৫।৬৬)

(পুং) সারসপক্ষী।

পঙ্কেশ্বর (ত্রি) পঙ্কে পেতে শি-অহ্, ততঃ সপ্তম্যা অনুল্।

১ পঙ্কহারী। (স্ত্রী) ৩ এক প্রকার জলোকা।

“ন চ সঙ্গীর্ণচারিণ্যঃ ন চ পঙ্কেশ্বরাশ্চ তায়।” (ছন্দত)

পঙ্ক্তি (স্ত্রী) পচাতে ব্যাক্তীকিরতে শ্রেণীবিশেষণেতি বাবৎ
পচি—ব্যাক্তিকরণে-কিন্, ইলিচ্ছারুন্, বা পঙ্করতি বিস্তারয়তি
পচ-বিতারে ক্টিচ্। সম্ভাতির সংস্থানবিশেষ। চলিত সারি,
পাঁতি। পর্যায়—বীথী, আলি, আবলি, শ্রেণী, বীথি, আলী,
আবলী, পঙ্ক্তি, শ্রেণি, শরণি, সম্ভতি, বিক্রোলা, পালি, পালী,
বীথিকা। (শব্দরত্নাং)

“বিলোক্যাবিশদা চৈবাং কলপঙ্ক্তিঃ স্ত্রীত্বাৎ।”

(মার্কণ্ডেয়পুং ৪০।৩২)

২ পঙ্কাকরপাদক ছন্দোবিশেষ, এই পঙ্ক্তি ছন্দে প্রতি-
চরণে ৫টা করিয়া অক্ষর হইবে। “ভ্গোগিতি পঙ্ক্তিঃ।”

উদাহরণ—

“কুকসনাথা তর্গকপঙ্ক্তিঃ বামুনকঙ্কে চার চচার।” (ছন্দোমং)

ভাগবতে লিখিত আছে—

“মজ্জারঃ পঙ্ক্তিঃপরা বৃহতী প্রাগতোহন্তবৎ।” (৩।২।৪৬)

মজ্জা হইতে পঙ্ক্তি এবং প্রাগ হইতে বৃহতী উৎপন্ন হই-
রাছে। (পঙ্ক্তিবিংশতিজিংশতি। পা ৫।১।৫২) ইতি
নিপাতনাৎ প্রকৃত্যেঃ পঙ্ক শব্দত টিলোপ্য তি প্রত্যয়ন্ত। ৩
দশাকরপাদকছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১০টা
করিয়া অক্ষর থাকে। ৪ দশমংখা।

“স রাবণশিরঃপঙ্ক্তিঃমজ্জাতব্রণবেদনাম্।” (রত্ন ১২।১২)

৫ পৃথিবী। (শব্দমালা) ৬ গৌরব। ৭ পাখ। (হেম)

পতিতাদি ব্যাক্তির সহিত এক পঙ্ক্তিতে ভোজন করিতে
নাই, ভোজনাদি করিলে পঙ্ক্তিসাধবা সৌর হয়।

“ন সংবসন্ত পতিভৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুত্ৰৈঃ।

ন মূর্ধৈর্নাবলিগৈশ্চ নাতৈর্ন্যারীজাবসারিভিঃ।

একশব্দাসন্নং পঙ্ক্তিভীঃপঙ্কায়নিপ্রশম্।

যাজ্ঞান্যাপনে বোমিত্তৈব সহ ভোজনম্॥

সহাধ্যায়িক দশমঃ সহাধ্যায়নমেন চ।

একাধশ সপ্তমিটা দোবাঃ সাধ্যায়নমিতাঃ।” (কুর্নপুং ১৫ অঃ)

পতিত, চাণাল পুষ্ণ ও বৃষ প্রকৃতির সহিত বাস, এক-
শয্যাসন, একত্র ভোজন, তাহাদের বসন, অধ্যাপন প্রকৃতি
দূষক। এই দোষ একাদশ প্রকার। এক পঙ্ক্তিতে
উপবেশন করিয়া বসি পরস্পরকে স্পর্শ না করে, অথবা ভস্ম ও
অগ্নিবায়ন থাকে, তাহা হইলে পঙ্ক্তিসাধক্য দোষ হয় না।

“একপঙ্ক্ত্যুপবিষ্টা যে ন স্পৃশন্তি পরস্পরম্।

ভস্মনা ক্রমকর্মাণা ন তেষাং সঙ্করো ভবেৎ ॥

অগ্নিনা ভস্মনা চৈব যজ্ঞাঃ পঙ্ক্তিবিভিন্দাতে।” (কুর্ধপু” ১৫)

পঙ্ক্তিকণ্টক (পুং) পঙ্ক্তৌ একপঙ্ক্তৌ কণ্টক ইব।
পঙ্ক্তিদূষক।

পঙ্ক্তিকা (স্ত্রী) শ্রেণী বা সারি। যেমন অক্ষর-পঙ্ক্তিকা।

পঙ্ক্তিকৃত (ত্রি) পঙ্ক্তি-কৃ-অকৃত তত্ভাবে টি। শ্রেণীবদ্ধ।

“ভাষ্য পঙ্ক্তীকৃত্যং সর্গা রময়ন্তি মনোরমং।

গায়ত্র্যঃ কৃষ্ণচরিতং হাদ্যশো গোপকন্যাকাঃ ॥” (হরিবংশ ৭৭ অঃ)

পঙ্ক্তিগ্রীব (পুং) পঙ্ক্তিঃ দশসংখ্যিকা গ্রীবা বস্ত্র। স্বাবণ।

পঙ্ক্তিচর (পুং) পঙ্ক্ত্যা শ্রেণীবদ্ধঃ সন্ চরভীতি পঙ্ক্তি-
চর-ট। কুররপক্ষী। (রাজনি”)

পঙ্ক্তিদূষ (পুং) পঙ্ক্তিং একপঙ্ক্তিং ভোজনে দূষয়তি দূষি-
অণ। পঙ্ক্তিদূষক।

পঙ্ক্তিদূষক (পুং) শ্রাদ্ধকালে ভোজনার্থমুপবিষ্টানাং ব্রত-
স্রাতানাং ব্রাহ্মণানাং পঙ্ক্তিঃ শ্রেণীঃ দূষয়তি যঃ, পঙ্ক্তি-দূষ
কর্তরি ণুল। অপাঙ্ক্তের, শ্রাদ্ধভোজনানর্হ ব্রাহ্মণ। শ্রাদ্ধকালে
পঙ্ক্তিতোজনের অবোধ্যা যে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বাহাদের লইয়া
পঙ্ক্তি ভোজন করিতে নাই। পরম্পরাণের স্বর্গধত্তে ৩৫
অধ্যায়ে লিখিত আছে—কিতব, ক্রপহা, বস্মারোগী, পণ্ডপালক,
নিরাকৃতি, ঔষম্ভোবা, বার্দ্ধক্যিক, গায়ন, সর্গবিক্রী, অগায়-
দাহী, গরদ, কুণ্ডলী, সোমবিক্রী, সামুদ্রিক, রাজদূত, তৈলিক,
কূটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী, অভিশপ্ত, স্তোন, শিঙ্গোপ-
জীবী, মিত্রোহী, পারদারিক, পরিবৃত্তি, হুস্তর্মা, গুরুতরগ,
কুণীলব, দেবলক, নকজোপজীবী, খনষ্ট, বসহগামী এবং বাহার
ঘরে উপপতি ঘাতারাত করে, এই সকল ব্রাহ্মণ অপাঙ্ক্তের।

যে শ্রাদ্ধে গুরুতরগ ও হুস্তর্মা ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে
পিতৃপূজা ভোজন করেন না এবং ঐ শ্রাদ্ধ বিফল হইয়া থাকে।
যে সকল বিশ্রুত্মসিক উপদেশ প্রদান করে, তাহাদিগকেও
শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে নাই। (পরমু” বর্ষ” ৩৫ অঃ)

মহানহিতার পঙ্ক্তিদূষকের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

স্রীষভা, নাতিকতা, ব্রহ্মচারীর অনযয়ন, চর্মরোগ, দূত-
জীড়া, বহুবাক্য, চিকিৎসা, প্রতিশাপরিচার্য, দেবল ব্রাহ্মণের
কাষ্ঠ, বাসবিক্রয়, বাণিজ্য, ঔষধের বা রাজার সরকারী কার্য।

কুংসিত, নখরোগ, ভাকল, গুরু প্রতিকূলচাষ, জ্যোত ও
বার্দ্ধ অগ্নিপরিভ্যাগ এবং কুণীল, বস্মারোগ, হাঁপ, গো
প্রকৃতি পণ্ডপালন, পক্ষ্মহাবজ না করা, ব্রহ্মাধেব, পরিবিতি,
সাধারণের জন্ত উৎসৃষ্ট ধনাদির উপভোগ, মর্জন বা
গায়নাদি বৃত্তি, জীসম্পর্কদ্বারা ব্রহ্মচর্যহানি, অসবর্ণা-বিবাহ,
শূদ্রাবিবাহ ও বাহার জায়ার উপপত্তি আছে, বেতন লইয়া
বেশ অধ্যাপনা, শূদ্র-অধ্যাপনা, নিষ্ঠুরবাক্য, জারকলোষ, পিতা
মাতা ও গুরুজনকে অকারণে পরিভ্যাগ, পতিতের সহিত অধ্য-
য়নাদি ও কস্ত্রাহানাদি দ্বারা সঙ্ঘ, প্রাণনাশের জন্ত বিষ-
প্রদান, সোমবিক্রয়, সমুদ্রযাত্রা, ভূতিবাদাদি দ্বারা জীবিকা,
তৈলের জন্ত তিলাদি বীজপেচন, তুলামান বা লেখাদিবিবরণ,
দ্যুতক্রীড়া না জানিয়াও অর্থ দিয়া পরদ্বারা ক্রীড়া, স্বেপান,
পাপরোগ, ছয়বেশ, ইচ্ছ প্রকৃতির রসবিক্রয়, ধমুক ও
শরনির্মাণ, কোষ্ঠাভগিনীর বিবাহ না হইতে কনিষ্ঠাভগিনীর
পাণিগ্রহণ, মিত্রদ্রোহ, অপদ্বার গণ্ডমালা, শেতকূর্ট, উন্মাদ ও
অন্ধরোগ, বেদনিকা, হস্তী, গো, অশ্ব ও উষ্ট্রের দমন বা
পালন, নক্সাদির গণনা, সেতুভেদাদি দ্বারা প্রবহমান স্রোতের
অবরোধ, বাস্তবিদ্যা, দোতা কার্য, বেতনভোগী হইয়া বৃক্ষরোপণ,
ক্রীড়া দেখাইবার জন্ত কুকুর লালন, ত্রেনপক্ষীর ক্রবিক্রাদি
দ্বারা জীবিকানির্মাণ, কস্ত্রাকাগমন, হিংসা, শূদ্রসেবা, নানা-
জাতীর লোকবাজকতা, আচারহীনতা, ধর্মকার্যে নিরুৎসাহ,
সর্বদা বাচ্চাদ্বারা অপরের বিরক্তি উৎপাদন, স্বয়ং ক্রবিক্রাদি
জীবিকানির্মাণ, ব্যাধির দ্বারা স্থলদেহ, সাধুদিগের নিম্নিত,
পরপূর্বা অর্থাৎ একবার বিবাহ হইয়াছে এমন স্ত্রীর আবার পাণি-
গ্রহণ, ধনগ্রহণ করিয়া শববহন ও ব্রাহ্মণনিমিত্তাচার, যে
ব্রাহ্মণে উপরোক্ত কোন দোষ আছে, তাহার পঙ্ক্তিপ্রবেশের
অবোধ্যা, অতএব ইহার অপাঙ্ক্তের বা পঙ্ক্তিদূষক বলিয়া
খ্যাত। শ্রাদ্ধে এই সকল ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহা
নিফল হয়। (মহু ৩ অঃ)

পঙ্ক্তিদূষকের বিবরণ হোমোহিত্র শ্রাদ্ধকাণ্ডে বিশেষরূপ
লিখিত আছে।

পঙ্ক্তিপাবন (পুং) পঙ্ক্তিঃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভোজন-
রোপবিষ্টানাং বেদবিভাবিশারদানাং ব্রাহ্মণানাং শ্রেণীঃ পুনর্ভি
পাবয়তি বা পঙ্ক্তি-পাবি-লু। শ্রেণীপবিত্রকর্তা, পঙ্ক্তি-
ভোজনে বাহারা উপবেশন করিলে পঙ্ক্তি পবিত্র হয়, তদূপ
ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধভোজনাই। শ্রাদ্ধকালে ভোজনবোধ্য ব্রাহ্মণ।
পরম্পরাণে লিখিত আছে—

“ইমে হি মহম্প্রভে। বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্ক্তিপাবনাঃ।

বিদ্যাবৈদব্রতমাতা ব্রাহ্মণাঃ সর্গা এব হি ॥

সদাচারপর্যন্তেব বিজেরাঃ পঙ্ক্তিপাবনাঃ ।

ব্রাহ্মপিত্তোর্বিশ্ব বস্ত্রঃ শ্রোত্রিরাঃ ধর্মপুরুষাঃ ॥

অতুকাভিগামী চ ধর্মপন্নী যঃ সঙ্গা ।

বেদবিদ্যাত্রতনাতো বিপ্রাঃ পঙ্ক্তি পুনাত্যুত ॥

(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৩৫ অঃ) ইত্যাদি ।

বেদবিদ ব্রাহ্মণ, বাহারা সদাচারপরায়ণ, বাহারা পিত্তা ও
ব্রাহ্মণ বনীভূত, শ্রোত্রিয় এবং বাহারা অতুকাভিগামী
উপগত থাকেন, স্বধর্মপরায়ণ, বেদাদিপরায়ণ ও দ্রাতক এই
সকল ব্রাহ্মণ পঙ্ক্তি পবিত্র করিয়া থাকেন । সভাবাদী, ধর্মশীল,
অকর্ষনিত, তীর্থসারী, অকোষী, অচণ্ড, কাত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়,
সকল ভূতের হিতকারক ; ইহাদিগকে দান করিলে অক্ষর ফল
লাভ হয় এবং ইহারাই পঙ্ক্তিপাবন অর্থাৎ পবিত্রচরিত্র,
বাহারা কোনরূপ দোষাত্মক নহে এইরূপ ব্রাহ্মণই পঙ্ক্তিপাবন ।
পূর্বে পঙ্ক্তিস্বকহলে যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছি,
ঐ সকল দোষরহিত ব্রাহ্মণই পঙ্ক্তিপাবন । ২ পঞ্চাঙ্গিগৃহস্থ,
পঞ্চাঙ্গিযুক্ত গৃহী ।

পঙ্ক্তিরথ (পুং) পঙ্ক্তিষু দশম্ দিক্ গতৌ রথো যন্ত । দশরথ-
রাজ । (শব্দরং) "অযোধ্যারঃ মহারাজঃ পুরা পঙ্ক্তিরথো বলী ।

তস্তাঙ্ঘ্রো রামচন্দ্রঃ সর্বশুরশিরোমণিঃ ॥" (পদ্মপুং পাতালখং)

(রঘু ৯।৭৪)

পঙ্ক্তিরাদিসু (ত্রি) ব্রাহ্মণোক্ত হবিশপঙ্ক্ত্যাদি দ্বারা সমুচ্চ
যজ্ঞ । "অচ্ছাবীরং নর্যং পঙ্ক্তিরাদিসং দেবা যজ্ঞঃ ॥" (ঋক্ ১।৪০।৩)

'পঙ্ক্তিরাদিসং ব্রাহ্মণোক্তহবিশপঙ্ক্ত্যাদিভিঃ সমুচ্চং যজ্ঞং ।

পঙ্ক্তিভিঃ রায়োতি পঙ্ক্তিরাদিঃ, পঙ্ক্তিরাদ-অনু' (উণ্
৪।২২৬) (বারণ) (স্তুতযজুঃ ৩৩।৮২) ।

পঙ্ক্তিবোজ (পুং) পঙ্ক্তিকৃতানি বীজানি যন্ত । ১ বর্ষর
বৃক্ষ, চলিত বাবলাগাছ । ২ আরযধবৃক্ষ, সৌদালগাছ ।
৩ কর্ণিকার বৃক্ষ, চাঁনের কবরীগাছ । (রাজনি)

পঙ্খো (পন্-খো) চট্টগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশবাসী জাতি-
বিশেষ । শব্দনদীর পূর্বকূলে বোঙ্কো-প্রদেশে কর্ণফুলীনদী-
তীরস্থ তিনখানি গ্রামেই ইহার অধিক বাস করে । এখানকার
বনযোগী জাতিদেরাও ইহাদের সহিত একবংশসম্বৃত বলিয়া
মনে করে । ইহার বলে, উত্তর জাতিই এক পিতার দুই
সন্তান হইতে উৎপন্ন—একপুত্রের বংশ পন্খো ও অপুত্রের
বংশ বনযোগী নামে পরিচিত হয় । এই দুইটী জাতির ভাষা,
আচারব্যবহার ও রীতিনীতি প্রায়ই একরূপ । ইহার আপনা-
দিগকে ব্রাহ্মের শাব্যবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয় । ইহাদের
পরম্পরের মধ্যে আত্মগত পার্থক্য এইরূপ যে, বনযোগীরা
তাহাদের বেশভূষা বস্ত্রের অগ্রভাগে চূড়াকারে বাঁধে ও

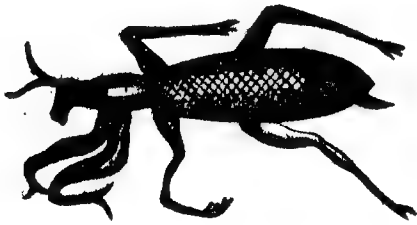
পন্খোরা সেই চূড়াকারের পশ্চাদ্ভাগে বৌপায় বস্ত্র বাঁধিয়া
রাখে ।

অপুত্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে একটি ভাষ্য
পদ প্রচলিত আছে । ইহাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ভুঙ্কোবংশ
নামে এক রাজা হয় । তিনি বিশেষ কন্যাস্বামী ছিলেন
এবং এক দেবকন্ডার পাণিগ্রহণ করেন । একসময় এই পঙ্ক-
প্রদেশে আতন লাগিলে দেবকন্ডার পরামর্শবশত পঙ্কভবানিশপ
সমুদ্রতীরস্থ সমতলক্ষেত্রে নারিঃ-আইলেন, সেই অবধি তাহার
নিয়ন্ত্রণেই আসিয়া বাস করিতেছে । ইহার বলে, পূর্বে
সকল জীবজন্তুই কথা কহিতে পারিত । একদিন সকলে দেব-
কন্ডার কাছে মাংস খাইতে চাহিলে দেববালা ভগবানকে জানা-
ইয়া জীবগণের বাক্শক্তি হরণ করিলেন । সেই অবধি জীব আর
হত্যাজনিত কষ্ট ভাবার প্রকাশ করিতে পারে না । পত্যান ও
খোজি এই দুইটী কুলদেবতা, উত্তরজাতির নিকট হইতে
পূজা পাইয়া থাকে ।

পূর্বে ইহাদের মধ্যে নরহত্যা প্রচলিত ছিল, এখন ইংরাজ
গবর্মেণ্টের কঠোর শাসনে ইহার ঐ রীতিনীতি আচার পরি-
ত্যাগ করিয়াছে । দা, বর্ষা, বস্ক প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া ইহার
যে অঙ্গীকার করে, তাহা কখনই বিশ্বস্ত হয় না । ইহাদের
মধ্যে কোন পর্ক নাই । একমাত্র ধানের শিব্ গজাইলে ও কসল
পাকিলে ইহার অত্যন্ত আমোদ প্রমোদ করে । এই সময়
পত্যান দেবতার নিকট প্রচুর শ্রুত প্রার্থনা করিয়া থাকে ।
ইহার বলে যে, জম্বুদ্বীপস্থ নামক রাজার সময়ে তাহার সমগ্র
পার্বত্য জাতির উপর আবিপত্য অভিযান করিয়াছিল । এই
রাজবংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের জাতিগত অবনতির
মূত্রপাত হইয়াছে ।

বনযোগীরা শব্দেই প্রোথিত করে । রাজা বা অজ্ঞ কোম
সদার মরিলে তাহাকে বসাইরা তাহার উপর মাটি ঢালা দেয় ।
পদ্মপাল, পতল জাতিবিশেষ । সচরাচর গজাংকড়ি দেখিতে
বেরূপ, ইহাদের আকৃতিগত সাধারণ প্রায় তদনুরূপ ।
প্রাণীতত্ত্ববিদগণ ইহাদিগকে (Orthoptera) অর্থাৎ প্রকৃত
ডানার উপরিভাগস্থ কঠিন আচ্ছাদনযুক্ত এবং লক্ষনশীল
(Saltatoria) বলিয়া নির্দেশ করেন । তাহার Gryllidae
ও Locustidae নামে দুইটী জাতিগত সংজ্ঞা নির্দেশ
করিয়া পুনরায় ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রেণী বিভাগ
করিয়াছেন । ইহাদের পশ্চাত্তানের পদ সাধারণতঃ শরীর
অপেক্ষা বড়, এই পদের উপর ভর দিয়া ইহার লাফাইতে
পারে । কিন্তু সমুদ্রভাগের পদগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ।
কন্ডকের সমুদ্রদেশে হতার ভায় কএকটি স্থল স্থল পূঁহা আছে,

তাহারা ইহাদের সম্পর্কিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত পতঙ্গের ভায় ইহাদের দেহবর্ণ ও ভিত্তিতে বিস্তৃত বর্ণ—সবুজ, বর্ণ ও উজ্জ্বল। ভিত্তিতে তিনটি গ্রহিতে আবদ্ধ। ইহাদের ডানা পেট হইতেও বিস্তৃত এবং তাহার উপরে যে কঠিন ঢাকনি (Elytra) আছে, উহারই পরস্পর সংঘর্ষে পুরুষ জাতি একপ্রকার অক্ষুট শব্দ করিয়া থাকে। এই শব্দ শ্রুতির গ্রহিত নিকটে উপর হইতে এবং অপর কোন কোন জাতির ওজ্জ্বল সহিত পৃষ্ঠাবরকের বর্ণ লালিয়াও ঐক্য শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুংপদ্মপাল হইতে স্ত্রীজাতির আকার বিভিন্ন। স্ত্রীজাতির ডিম্বাধার আছে।



পদ্মপাল।

বিভিন্ন দেশে এই পদ্মপাল জাতির বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। বাংলাদেশ পদ্মপাল, উড়িষ্যার ঝিটিকি, আরবে—জরদ্ ও জরদ্-উল-বহর, ইজিপ্তে—করিদি, ফ্রান্স Sauterelle, জার্মান-Heuschrecke, গ্রীস Ophemachez, হিব্রু—চারগোল, আরবে, হিন্দি—চিরি, তিব্বি, ইতালী—Locusta, ইংরাজী—Locust, পর্তুগীজ—Logosta, স্পেন—Langosta, পারস্য—মাইগ্ মলগ্, মলগ্-ই-হালাল, মলগ্-ই-হারাম, মলগ্-ই-দরিরাই প্রভৃতি অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়।

হান, বর্ণ ও আকৃতির তারতম্যহুসারে ইহাদের মধ্যেও প্রায় বিভাগ হইয়াছে।

(১) ইংলও দেশের সবুজবর্ণের পদ্মপাল (Acrida viridissima) প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা।

(২) পদ্মপাল প্রায়ের মধ্যে Gryllus migratorius সাধারণতঃ বড়, ইহারা অনেক সময়ে একএকটা জেলা নষ্ট করিয়া কেলে।

(৩) উড়িষ্যার ঝিটিকি প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা।

(৪) Phymatea punctata দেখিতে অতি ক্ষুদ্র, ইহাদের পেটের তলভাগ লাল ও বক্ষভাগ জরদ্ ও ব্রোজ বর্ণের। এই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও ফুকারির বিশেষ অপকারক।

(৫) আফ্রিকা ও এশিয়ার দক্ষিণাংশে Acridium (edipoda) migratorium দেখিতে দীর্ঘ সবুজ, ডানার কঠিন আবরণ বহু, পাং ও দীর্ঘ সাধা ও পশুগুলি পাটল। ইহারা

পূর্বদিকে প্রায় ১৮ মাইল পথ প্রত্যহ উড়িয়া বাইতে পারে। (৬) সিনাই প্রদেশের Gryllus gregarius (৭) A. peregrinum লাল ও হরিদ্রাবর্ণের, রাশিয়ার ও ভারতের অত্যন্ত স্থানে ইহাদের সমর সমর দেখা যায়।

(৮) Acridium lineole যোগদানের রাজ্যের বাসার্ক বিক্রয় হয়। (৯) Edipoda migratoria—ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস হইতে পারস্য রাজধানী ইস্পাহান এবং মধ্য আফ্রিকা হইতে তাতার পর্যন্ত সমস্ত স্থানে আসিয়া ইহারা সমর সমর শত্রুদির বিশেষ ক্ষতি করে।

অষ্ট্রেলিয়া দীপে যে সকল পদ্মপাল দৃষ্ট হয়, তাহার Tettlignia জাতীয়। ইহারা গজা-কড়ি-এর ভায় ধাসে না থাকিয়া বৃক্ষের উপর বিচরণ করে ও তাহার পত্রাদি খায়। জাতিভেদে কাহারও গাভবর্ণ সবুজ, কমলানবুর রং, কটা বা কাল। ইহাদের জলবৎ স্তন্য স্বকৃতিশিষ্ট পাখীগুলি স্তন্য ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত। Fidicina angularis জাতীয় পদ্মপালের গাত্র কমলানবুর রঙের বিন্দুযুক্ত।

পদ্মপালের উপদ্রব চির প্রসিদ্ধ। ইহারা যখন যে স্থানে আসিয়া পড়ে, তখন জানিতে হইবে যে সে স্থানের শত্রুদির আশা অতি কম। কারণ ইহারা দলবদ্ধ হইয়া যে জেলার আসিয়া উপস্থিত হয়, দেখা যায়, সেই স্থানের ফসলাদি খাইয়া ও খাজাদির শস্যের মূল ছেদ করিয়া বৃক্ষগুলি এককালে উঁটাসার করিয়া ফেলিয়াছে। শান্ত্রে হৃৎকি ও মারীভর বেরুপ দৈবকৃত নিদারুণ অত্যন্ত, সেইরূপ পদ্মপাল-পতনও দুর্লক্ষণ ও দৈবঘটিত উপদ্রবসমূহের নিদর্শন। হৃৎকির সহিত ইহাদের সমাগম হইয়া থাকে, ইতিহাসে তাহার তুরি তুরি প্রমাণ লিখিত আছে। সংস্কৃত ভাষার এই জাতীয় পতঙ্গ ‘শলভ’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, যেমন হৃৎকাদি অলক্ষণের পূর্বলক্ষণ, পদ্মপালের আগমনও সেইরূপ জানিতে হইবে। পদ্মপাল ও মৃতিক প্রভৃতির উপদ্রব স্বাক্ষর অমঙ্গল সূচনা করে। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

“অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভাঃ মৃতিকাঃ বগাঃ।

প্রত্যাসন্নো রাজানঃ বড়োতাঃ ঈশ্বরঃ সূতাঃ ॥”

(কারমক ১০৩০-৩৪)

মহাভারতে লিখিত আছে, শলভেরা দন্তের পরিধারে বেরুপ পানপ ছেদন করে; অর্জুনের স্ত্রীকৃষ্ণা বাণেও শত্রুপণের ওদ্রুপ লম্বা হইয়াছিল। (বিরাতপর্বে ৩৬৩)

শলভ একপ্রকার কীট কড়ি বা পতঙ্গ। যে পতঙ্গ-জাতি কীকে কীকে দলবদ্ধ হইয়া বোনাভরে গমনপূর্বক শত্রুদির উৎসর্গ করে, এই অর্থে তাহারা পদ্মপাল ও

সম্ভবতঃ অপভ্রংশে পক্ষপাল নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহাভারতের উক্ত প্রমাণানুসারে শলভকে তীক্ষ্ণবৃত্ত ও বৃক্ষ-বৃত্তোজ্জ্বলকারী বিবেচনায় পক্ষপাল বলিয়াই বর্ণনা হয়। সেই প্রাচীন সময়েও যে শলভগণের উপগ্রহ সর্বজনবিদিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামায়ণেও বাণের সহিত শলভের তুলনা করা হইয়াছে। (রামায়ণ বৃক্ষকাণ্ড ১০।২৩।) এতদ্বিধ বাইবেলেও বৃষ্টজন্মের বহুপূর্বে পক্ষপালের ভীষণ উপগ্রহের কথা লিখিত আছে। (Exodus X 15.) ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ওহায়ো রাজ্যে পক্ষপালের উপগ্রহ দ্বীকরণপ্রতিপ্রায়ে প্রমাণ উপবাস করণান্তর ভগবানের তত্ত্বভক্তি করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পক্ষপালের জ্বলন্তকি ছিন্নিবার্হা। যে দেশে একবার ইহার আদিয়া পড়ে, তথাকার গাছের পাতা বা ছাল কিছুই রাখিয়া যায় না। যেখান দিয়া পক্ষপাল উড়িয়া যায়, সেখানকার স্থানে স্থানে এক রকম কালমুখযুক্ত পোকা দেখা যায়। দিনের বেলা ইহাদিগকে বড় দেখা যায় না, রাত্রিতে ইহার ধানগাছে উঠিয়া লীখ কাটিয়া ধাতুক্ষেত্র ছারখার করে। ঐরূপ কএকটা পোকা ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৮।১০ দিন পরেই উহার অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ফড়িংএর মত হইয়াছে। ঐগুলি সাধারণতঃ মাঠেই ডিম পাড়ে। যে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া মাটি আলগা করা আছে, ঐগণ সেই নরম জমিই জগৎপ্রসবের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে। এখানে তাহারা চোঙ্গের জায় গর্ত করিয়া তাহাতে আটীর জায় পদার্থ সহযোগে ডিম রাখিয়া দেয়। গর্তগুলি সাধারণতঃ ১।। ইঞ্চি লম্বা ও প্রস্থে ৩।৪ সূতা। প্রত্যেক গর্তে প্রায় ৫০।৬০টা ডিম থাকে। দার্শনিক আরিষ্টটল বলেন, ইহার লীতকালে (অর্থাৎ আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাসে) ডিম মাটির মধ্যে রাখে, বসন্তকালে ঐ ডিম ফুটিয়া পাখা বাহির হয়। প্রসবের পর ঐরূপ উরর হইতে লালার জায় একপ্রকার রোগা নির্গত হয়, উহারারা তাহারা ডিমগুলিকে আটিয়া রাখে। ডিম ফুটিয়া পোকাগুলি মাটির বাহির হইয়া পড়ে। পরে সেই কীটের পূর্ণাঙ্গে পরিণত হইতে প্রায় দেড় বা দুই মাস লাগে। যে ক্ষেত্রে গমের চাষ হয়, সেইখানে পক্ষপালের ডিম অধিক ফুটে, কিন্তু সরিষা ক্ষেত্রে ২।৫টির অধিক ছানা ফুটিতে দেখা যায় না। ইহার সকল প্রকার কলস, কাচা ও শুকনা পাতা, গাছের শুকনা ছাল ও কাঠ, কাগজ, তুলা, পশমী বস্ত্র, এমন কি তেঁড়ার পুটে বসিয়া তাহার গাত্রই গোমও খাইয়া কেনে। মোক্তাভামাকু, কাঁচা ফল, মৃতপক্ষী, বাহুদ্র প্রভৃতি ইহাদের বিশেষ উপাদান। সাপ, বিড়াল, ভেক, শূকর, কাঠ-বিড়াল নানাজাতীয় পক্ষী ইহাদের বিধম শত্রু। ডিম বা ছানা

পাইলে ইহার খাইয়া কেনে। ইহাদের ডিম নষ্ট করিবার উপায় আছে। লাঙ্গল করিয়া মাটি উল্টাইয়া দিলে অথবা জমিতে কেরোসিন তৈল ছড়াইয়া দিলে কিংবা থানা কাটিয়া জ্বলন্তকেন্দ্রসমূহ হইতে সেইদিকে তড়াইয়া পক্ষপালদিগকে খানার কেনিরা মাটি চাপা দিলেও পক্ষপাল নষ্ট হয়। পক্ষপালের আক্রমণ হইতে কেনরকা করিবার আরও অনেক উপায় আছে, তাহার উল্লেখ নিম্নোক্তজন।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই রিহী প্রভৃতি পান্ডাজাতিগণের মধ্যে পক্ষপাল আহাীররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। (Leviticus XI. 22.) রিহীরা ঐ-পক্ষপাল খায়। তাহাদের মতে, উহা ভক্ষ ও ভগবৎপ্রেরিত। মুলারদের মূলমতানুসারে একজাতীয় পক্ষপাল খায়। আরববাসীরা লবণে লিঙ্গ করিয়া মাখন বা চর্কি সহযোগে অথবা পোড়াইয়া খাইয়া থাকে। সেনিগালের লোকেরা পক্ষপাল ভুঁড়া করে এবং তাহাতেই মরদার কাজ হয়। মরকোবাসীরা পোড়া পক্ষপাল খায়। সেখানকার বাজারেও পোড়া পক্ষপাল বিক্রয় হয়। আফ্রিকা, রুস, আমেরিকা, পার্শ্বিরা, ইথিওপিয়া, ব্রহ্ম ও আরাবান প্রভৃতি দেশবাসিগণ, কেহ পোড়াইয়া, কেহ তাজিয়া, কেহ বা চড়চড়ি করিয়া পক্ষপাল খাইয়া থাকে। ব্রহ্মরাজ পক্ষপালের নাকী বাহির করিয়া তাহার মধ্যে মসলা মিশ্রিত মাংস পুরিয়া গরম গরম তাজিয়া ইউলসাংহেবকে (Capt. Yule) খাইতে সেন। ইউলসাংহেব তাহার বিবরণীতে লিখিয়া গিয়াছেন। অনেক পক্ষপালের পিঠা করিয়া ফুফুর বিড়ালকে খাইতে দেয়। মৃত পক্ষপালে জমির উত্তম সার হয়।

পক্ষ (পুং) খজ্রতি গতিবৈকল্যাং প্রায়েতীতি খজ্রি গতিবৈকল্যাং বাহুল্যং হু। ততঃ খজ্র পক্ষে জজ্ঞ গাশেঃ হুম্ চ (বাহুল্য-তাং কুঃ খজ্রোঃগুণো হুমাগমতঃ । উণ্ ১।৩৭) ১ খনৈন্দর, শনিগ্রহ। ২ পরিভ্রাট, পরিভ্রাজক।

“জিকার্গং গমনং যত বিগুম্বকরণায় চ।

যোজনায় পরং যতি সর্গখা পজুরেব সঃ ॥” (চিন্তামণি)

(জি) ৩ জজ্ঞা বৈকল্যাহেতু চলনাক্রম, খজ্র, ঘোড়া, যাহারা চলিতে পারে না, পর্ধ্যা—প্রাণ, জজ্ঞাহীন। (শব্দরত্ন)

“কচ্চিদম্ব্যন্তে মুক্যন্তে পক্ষুঃ বাজানবাক্যবান্।

শিভেব পালি ধর্মজ্ঞ তথা প্রেরিত্যানপি ॥” (ভারত ২।৫।১২৫)

যান হরণ করিলে পক্ষু হয়।

“পুষ্পাশুজকরিত্ত পক্ষুঃপানপদরঃ ॥” (মার্ক পুং ১৫।৩১)

৪ বাতবায়িনিবেশ, এই যোগ জজ্ঞার আশ্রয় করিলে জজ্ঞাটবৈকল্য উপস্থিত হয়, তখন চলিবার শক্তিরোধ হইয়া যায়, এইরূপ অবস্থা হইলে তাহাকে পক্ষু কহে। [খজ্র দেখ।]

পজু (পুং) ১ সছাতিথওবর্ণিত একজন সোমবংশীয় রাজা।
ইনি সুরমহাভক্ত, বিশ্বাসিত্রগোত্র এবং অশ্বিন (অশ্বিন)
রাজ্যের গুরুসে ব্রহ্ম গ্রহণ করেন। অশ্বহীন থাকায় ইহার পজু
নাম হইয়াছিল। ইনি স্বযশ্বন্তের পরামর্শে নানা সংকার্য্য করিয়া
আরণ্যক নামে এক পুত্র লাভ করেন। (সছাতি ১৩২ অঃ)
২ চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। কামরাজের পুত্র।

(সছাতি ১৩০।১৬)

পজুক (ত্রি) পজু-স্বার্থে কন্। পজু, ঘোড়া।

পজুগ্রাহ (পুং) ১ মকর নামক জলজন্তু। ২ মকররাশি।

পজুতা (স্ত্রী) পদার্থব্যয়, পজু-তল্-টাপ্। পজুত্ব। পজুত্বং।

পজুত্বহারিণী (স্ত্রী) পজুত্বং হরতি পজুত্ব-জ-পিনি ত্রিরাং ভীপ্।
শিমুড়ীকৃপ। হিন্দীতে চন্দ্রানী গাছ। 'পজুত্বহারিণী' এইরূপ
পাঠান্তর দেখা যায়।

পজুল (পুং) ১ সিতকাচাত ঘোটক, গুরুবর্ণ অশ্ব। (হেমচ°)
২ এরগুরুক। (বাতটসূত্র° ১৫ অঃ)

পজুল্যাহারিণী (স্ত্রী) সেবনে পজুল্যং পজুত্বং হরতি জ-পিনি।
শিমুড়ীকৃপ। (রাজনি°)

পচ, পাক। জ্বাদি, উত্তরপদী, সক, অনিট্। লট্ পচতি-তে।
লোট্ পচতু, পচতাম্। লিট্ পপাচ, পেচতুঃ। পেচিধ।
পপক। পেচিব। পেচে। লুট্ পচা। লুট্ পচতি-তে।
লুঙ্ অপাকাৎ, অপাকাত্, অপাকুঃ। অপক্ত, অপকাতাং, অপ-
কাত। সন্ পিপকতি-তে। যঙ্ পাপচাতে। যঙ্লুক্ পাপ-
চীতি, পাপকতি। শিচ্ পচয়তি, লুঙ্ অপীপচৎ। জুচ্-পক্,।
জ-পক। পচথাক্তৃ ষিকর্ষক। পরি-পচ-পরিপাক, পরিগাম।
উপসর্গপূর্বক হইলে উপসর্গের অর্থানুসারে বাতুর অর্থ হইবে।

পচ, ব্যক্তীকরণ। জ্বাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ পচতে,
পকতে। লিট্-পচতে, পকতে। লিট্ পেচে, পপকে। কাহারও
কাহারও মতে—পচতি, পকতি, এইরূপ হইবে।

পচ, বিহার। চুয়ানি, উত্তর, সক, সেট্। লট্ পকয়তি-তে।
লুঙ্ অপপকৎ-ত।

পচ (ত্রি) পচতি যঃ পচ-অচ্ (নশিগ্রহিণচাদিত্যো লুপিভটঃ।
পা ৩।১১৩৪) পাককর্তা।

পচক (হিন্দী) কাশ্মীরজাত একপ্রকার গুয়ের মূল (Cassia-
phus Aucklandia) স্থানভেদে ইহার বিভিন্ন নাম দেখা যায়।
বাঙ্গাল ও সংস্কৃত কুড় ও কুঠ, আরব কুঠ-ই-হিন্দী, কুঠ-ই-
আরবি, গ্রীক—Kust, Knatus, হিন্দী—পচক, কুট, উম্মেত,
লাটিন—Coatus Arabica, মলয়—পচা, সিংহলী পজু-মহেনল,
সিরীয়ভাষা—কুঠা, ডেলু—চন্দ্রা প্রভৃতি। পাছগুলি
সাধারণতঃ ৪।৫ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। আশ্বিন কার্তিকমাসে

ইহার মূল উত্তোলন করিয়া টুকরা টুকরা কাটে ও পজাব
দিয়া বোঝাই ও কলিকাতা সহরে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে
চীন, আরব ও পারস্ত প্রভৃতি দেশে নীত হয়। চীনবাসিগণ
এই মূলের সৌগন্ধে বিমোহিত, খুশখুশার জ্বর তাহারাই এই
কাঠ আলাইয়া স্থাবাস ছড়াইয়া থাকে। তাহাদের মতে ইহার
গুণ কামোদীপক। [কুঠ দেখ।]

পচত (পুং) পচতীতি পচ-অভচ্ (ভৃমৃশ্বিবিজিপরিকপচ্যদি-
তমিনমিহর্ষোহভচ্। উণ ৩।১১০) ১ খুঁবা। ২ অগ্নি। ৩ ইন্দ্র।
(ত্রি) ৪ পরিপক।

“পচতং সর্হীরাং বিধাষরাহং তিরো অত্রিমন্তা।” (ঋক্ ১।৬১।৭)
‘পচতং পরিপক’ (সারণ)

পচতভুক্ততা (স্ত্রী) পচত ভুক্তত ইত্যুচ্যতে যন্তাং ক্রিয়ারাং
ময়ুরবাংশকাদিবাং সমাসঃ। পাক কর, ভর্জন কর এইরূপ
আদেশক্রিয়া।

পচৎ (ত্রি) পচতি-যঃ, পচ-শক্ত (লেটঃ শ্রুতিতি। পা ২।২।১২৪)
পাককর্তা।

পচৎপুট (পুং) পচৎ পুটং যন্ত। স্বর্যমণিরূপ। (শব্দচ°)

পচতি (পুং) পচ-ধাতুস্বরূপে পচতি। পচথাতুর স্বরূপ

পচতিকল্প (স্ত্রী) ঐবদ্বৎ পচতীতি ভিত্ত্যং কল্পণ। ঐবদ্বৎ
পাককর্তা, অল্পকম এইরূপ পাককারক।

পচতিতরাম্ (অব্য) অতিশয়েন পচতি পচ-তরগ, আম।
অতিশয় পাককর্তা।

তমপ প্রত্যয় করিয়া ‘পচতিতম্য’ এইরূপ পদও হইবে।

পচত্য (ত্রি) পচতে পাকে সাধু যৎ। পাকবিষয়ে সাধু।

(ঋক্ ৩।৫২।২)

পচন (স্ত্রী) পচাতে ইতি পচ-ভাবে লুট্। পাক।

“জ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দনং।” (ভাগ° ৩।২৬।৪০)

পচতেহেনেন ইতি পচঃ করণে লুট্। ২ পাকসাধন। (ঋক্
১।১৬২।২) (পুং) পচত্যসৌ ইতি পচ-কর্তরি-লু। ৩ অগ্নি।
(শব্দচ°)। (ত্রি) ৪ পাককর্তা।

পচনী (স্ত্রী) ভুক্তমজীর্ণাদিকং পচতেহেনরা পচ-করণে লুট্,
ত্রিরাং ভীপ্। বনবীজপুত্রক, চলিত বনচাৰা। (রাজনি°)

পচনেহী, বান্ধাজেলার একটা প্রায়। বান্ধানগর হইতে ৮
মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে সাতটা হিন্দুমন্দির ও একটা
মসজিদ আছে।

পচস্ত্রী (স্ত্রী) গুণবান্দীন্ পচতি পচ-শক্ত, ত্রিরাং ভীপ্। পাককর্তা।

পচপচ (পুং) পচপ্রকারঃ পচ-প্রকারে বিহত বা পচত পাক-
কর্তৃব্বাদেয়পি পচো বা। মহাদেব। (ভারতশাস্তিণ° ২।৮৩৭ঃ)

পচপ্রকৃষ্ট (স্ত্রী) পচ প্রকৃষ্ট ইত্যুচ্যতে যন্তাং ক্রিয়ারাং ময়ুর-

বাংলাকাঁদাং সমানঃ। পাকজ্বেদনার্থ নিরোগক্রিয়া, পাক কর, জ্বেদনকর এইরূপ আদেশ।

পচমান (ত্রি) পচতেহসৌ ইতি পচ-মানচ্ (লটঃ শতৃশানচৌ। পা ২।২।১২৪) ১ পাককর্তা। (পুং) ২ অগ্নি।

পচম্পাচা (স্ত্রী) পচাং পচ্যাং পচতি পচ্যে বস্, ততো মূম্ ত্রিরাং টাণ্। দাক্ষহরিজা।

পচম্বা, বাঙ্গালার হাঙ্গারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১৪° ২২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ১৮' ৩৬" পূঃ। সিরিডি রেল ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার জ্বর একটি পাহাড়ের উপরে প্রায় ১০।১২ কাঠা জমির অভ্যন্তর হইতে কতকগুলি তাম্রনির্মিত পাত্র ও কুঠার প্রভৃতি খুঁজার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

পচরান, অযোধ্যাপ্রদেশের গোড়া তহসীলের অন্তর্গত একটি গ্রাম। জেলার সদর হইতে ২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ইহার নিকটে ২০ ফিট উচ্চ একটি তৃপ আছে, উহার উপরিভাগে একটি মন্দিরে পৃথীনাত্থের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ টিপির উপরিস্থ জঙ্গল কাটিবার সময় এক বিগ্রহ প্রাপ্ত হন ও মন্দির নির্মাণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ এই স্থানটা প্রাচীন কালে পঞ্চারণ্য নামে খ্যাত ছিল। দ্বিতীয় টিপির উপর পৃথীনাত্থের মন্দির স্থাপিত, তাহার বহির্দিকস্থ ইষ্টকাদির গঠন দেখিলেই উহাকে বৌদ্ধতৃপ বলিয়া মনে হয়।

পচলবণা (স্ত্রী) পচ লবণমিত্যুচ্যাতে যস্তাং ক্রিয়াঃ ময়ূরবাং-শকাদিবাং সমাসঃ। লবণ পাক কর এইরূপ আদেশ।

পচা (স্ত্রী) পচাতে ইতি পচেতিদান্ড, ততট্টাপ্। ১ পাক। (অমর) পচত্যসৌ পচাম্যচ্, ত্রিরাং টাণ্। ২ পাককর্তা।

পচা (দেশজ) বিকৃত, নষ্ট।

পচাই, এ প্রকার মাদক দ্রব্য। চাউল, ভুট্টা বা দে-ধান প্রথমে সিদ্ধ করিয়া মাছরের উপর ছড়াইরা ঠাণ্ডা করিতে দেয়। পরে ঐ সিদ্ধ শস্যে বাকর নামক গুল্ম উত্তমরূপে মিশাইয়া একটি মাটির জালার মধ্যে রাখে। কএকদিন মধ্যে উহা পচিয়া উঠিলে, পানোপযোগী হয়।

পচাকাল (দেশজ) বর্ষাকাল, ভাদ্রমাস। বধা পচা ভাদ্র।

পচাত্তর (দেশজ) ৭৫ সংখ্যা।

পচাড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রায়গড়ের নিকটবর্তী একখানি গ্রাম। এখানে শিবাজী রসদসংগ্রহের জন্ত একটি কেল্লা নির্মাণ করেন। এখানকার রামস্বামী মন্দির বিখ্যাত।

পচাপাত, ঔষধিবিদ্যে (Marrubium Odoratissimum) মূলদমান বণিকপণ এই পত্রের বিদ্যুত আমদানী করেন।

ভাবাকুর মলার জপস্থিরজন্য ইহা মিশ্রিত করা হয়। ত্রীলোক-সিগের মাথার বেশ এবং বস্ত্রাদি গন্ধযুক্ত করিবার জন্ত ইহার আদর দেখা যায়। ভারতবর্ষ, সিংহল ও মলয়দ্বীপপুঞ্জে এই বৃক্ষ অধিক জন্মে।

পচাদি (পুং) পচ আদি বহ্ব। পানিহ্যাক্ গণভেদে। বধা—পচ, বচ, বপ, বন, চল, পত, নদট্, ভবট্, মবট্, চরট্, গরট্, তরট্, চোরট্, গাহট্, হরট্, দেবট্, দোবট্, রক্, নদ, কপ, সেব, মেব, কোব, মেথ, মনট্, ত্রণ, বর্শ, দনট্, দর্শ, জার, তার, স্বপচ। (পানিনি) এই পচাদি ধাতুর উত্তর অহ্ প্রত্যয় হয়। অহ্ প্রত্যয়নিমিত্তক এই সকল ধাতুকে পচাদিপণ কহে।

পচন (দেশজ) বিকৃত করণ।

পচানী (দেশজ) ১ পুতিষ। ২ পচা বা গলা অবস্থা।

পচাল (দেশজ) মলকথা, ধারাপ, কটুকি।

পচালিয়া (দেশজ) যে ধারাপ কথা বলে।

পচালী (দেশজ) ৮৫ সংখ্যা।

পচি (পুং) পচতীতি পচ-ইন্ (সর্গধাতুভ্যঃ ইণ্। উণ্ ৪।১১৭) ১ অগ্নি। ২ পচন।

পচিশ (দেশজ) ২৫ সংখ্যা।

পচিশী (হিন্দি) সত্তরঞ্চ ক্রীড়াবিশেষ। পাশা খেলার হাড়ের তিনটা পাশা লইয়া বেরূপ ঘূরির চাল হয়, তদ্রূপ এই খেলায় ৬ বা ৭ টা কড়ি লইয়া খেলিতে পারা যায়। ৬টা কড়ির খেলায় পঁচিশ পর্য্যন্ত চাল হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। বাঙ্গালার এই খেলা 'দশপঁচিশ' নামে প্রচলিত, একটি ছকে চারিজন খেলিতে পারে, প্রত্যেকের চারিটা ঘূটী, হকে এক এক দিকের ২৪টা করিয়া ৯৩টা চতুরস্র ঘর আছে। ৭টা কড়িতে ৩০ সংখ্যা পর্য্যন্ত চাল হয়, কিন্তু ৭টা কড়ির খেলা হিন্দুস্থানে চলে না।

পচেলিম (পুং) পচত্যসৌ পচ-এলিমচ্ (পচ এলিমচ্। উণ্ ৪।৩৭) ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি।

(ত্রি) স্বয়মেব পচাতে পচঃ কর্তৃকর্তরি কেলিমঃ। ৩ কর্তার আয়াস তির স্বয়ং পক্, বাহা আপনাপনি পক্ হয়। বধা—'ভূমিরূপবীভমাত্রা তদৈব প্রচুরগচেলিমকলত্রীহিতবকসখলিতা ন ভবতি।' (মহুটীকা কুল্লক ৪।১৭২)

পচেলুক (পুং) পচতোদনাদীন, পচো বাহলকাদানেলুকঃ। হ্রস্ব, পাচক, যে ওদনাদি পাক করে। (ত্রিকাণ্ড)

পচোমী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের বরেলী জেলায় একটি গ্রাম। বরেলী হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও তৃপসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব-কীর্তির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। দাক্ষণ বর্ষার সময়ে

“কখনও রেচনং নভং নিরুহচান্ধবাসনম্ ।

পঞ্চকর্ণেদম্বজ্ঞ কর উৎক্ষেপাদিকম্ ॥” (শবচক্রিকা)

বমন, রেচন, নভ, নিরুহবতি ও অম্ববাসন এই ৫টা কর্ণ ।

২ ভাবাপরিচ্ছেদোক্ত পঞ্চ কর্ণ ।

“উৎক্ষেপণং ততোহবক্ষেপণমাকুলং তথা ।

প্রসারণঞ্চ গমনং কণ্ঠাণ্যোতানি পঞ্চ চ ॥” (ভাবাপরিচ্ছেদ ৬)

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুলন, প্রসারণ ও গমন এই ৫টা কর্ণ । [ইহাদের বিশেষ বিবরণ তত্ত্বশংক্রে দ্রষ্টব্য ।]

পঞ্চকর্ণেন্দ্রিয় (স্রী) হস্ত, পাদ, পায়ু, উপায়ু ও জিহ্বা ।

এই ৫টা ইন্দ্রিয়কে পঞ্চকর্ণেন্দ্রিয় কহে । (চরক)

পঞ্চকলস, বোম্বাই প্রদেশবাসী শূত্রজাতিভেদ । পূর্বে ইহাদের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল । ভূমিকর্ষণ, দুগ্ধ-দোহন ও দুগ্ধবিক্রয় ইহাদের ব্যবসায় ছিল । এখন ইহারা পূর্ব ব্যবসা ত্যাগ করিয়া মহাজনী অথবা গবর্মেন্টের অধীনে মজুরী বা কেরাণীর কার্য্য করিতেছে এবং সমাজে উন্নতি লাভ করিয়া আপনাদিগকে রাজপুত্রবংশীর ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে । বরের চতুর্দোলার উপরে পাঁচটা কলস তুলিয়া বরযাত্রার সঙ্গে পথে লইয়া যাইত । প্রায় ত্রিশবৎসর হইল, ইহারা এই নিষ্ঠুর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সমাজ গঠন করিয়াছে ।

পঞ্চকষায় (পুং) পঞ্চবিধঃ কষায়ঃ অথবা পঞ্চানাং বৃক্ষাণাং কষায়ঃ, বহুলরসঃ । পঞ্চপ্রকার কষায়দ্রব্য । মহারানৈ পঞ্চকষায় দ্বারা দ্বান করা হইতে হয় ।

“জম্বুশাল্মলিবাট্যালাং বকুলং বদরং তথা ।

কষায়াঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ প্রীতিকরাঃ শুভাঃ ॥” (হর্গোৎসবপুং)

জম্বু, শাল্মলি, বাট্যাল (বেড়েলা), বকুল ও বদর এই পঞ্চপ্রকার বৃক্ষের ছাল সমপরিমাণে ভিজাইয়া রাখিলে পঞ্চকষায় হইয়া থাকে । এই পঞ্চকষায় ভগবতী দুর্গার অতিশয় প্রিয় ।

পঞ্চকাম (পুং) পঞ্চ কামাঃ কৰ্ম্মধারয়ঃ, সংজ্ঞাভ্যাং ন ষিণ্ডঃ ।

পঞ্চপ্রকার কাম অর্থাৎ কামদেবের ৫টা নাম ।

“পঞ্চকামা ইমে দেবি । নামানি শৃণু পার্শ্বতি ।

কামমগ্নধনকর্ণপদকরঞ্জনসংজ্ঞকাঃ ॥

মীনকেতুমহেশানি পঞ্চমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥” (তত্ত্বসার)

কাম, মগ্নধন, কর্ণপ, মকরধ্বজ ও মীনকেতু, ইহাদিগকে পঞ্চ কাম কহে । এই পঞ্চ বহুবচনান্ত ।

পঞ্চকীর (পুং) কলকূড় । (ত্রিকা)

পঞ্চকূল, প্রাচীন হিন্দুরাজগণের প্রবর্তিত একটি নগরস্বরক্ষণী সভা, পাঁচজন সদস্য দ্বারা সভার মনু্যার কার্য্য পরিচালিত হইত ।

এই পাঁচ ব্যক্তি পাঁচটা সম্রাট রূপে হইতে নির্বাচিত হইত । ক্রমশঃই পঞ্চকূল উপাধিবিধেবে পরিণত হয় । এখনও কোন কোন বিশিষ্ট কার্য্যে বংশে উক্ত উপাধি অপভ্রংশে ‘পঞ্চোলী’ নামে পরিণত হইয়াছে ।

পঞ্চকি-মহল, বিষ্ণুপুরের রাজবাগপ্রদত্ত কতকগুলি লাখরাজ মহল । প্রেলিত-হারের পঞ্চমাংশ লইয়া এই সকল ভূমি বিলি হইয়াছিল । বর্ষাবিস্তৃতির জন্য অথবা অন্য কোন কার্য্যে রাজারা ঐ সমস্ত ভূমি দান করিয়াছেন । কথা থাকে, ইংরাজ গবর্মেন্ট উহার আর খাজনার হার বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না ।

পঞ্চকৃত্য (পুং) পঞ্চ বিদ্যুতঃ কৃত্যং শাখাপন্নবাদিকং বজ্র । পঞ্চপোড়বৃক্ষ, হিম্মী পথোড় । (রাজনি) । (স্রী) পঞ্চ প্রপকিতঃ কৃত্যং কাষ্ঠ্যং সৃষ্টাদিকম্ । সৃষ্টি প্রকৃতি পঞ্চ প্রকার কার্য্য ।

“যদ্বিন্ সৃষ্টিহিতজ্ঞঃসংবিধানাঙ্গপ্রাণকঃ ।

কৃত্যং পঞ্চবিধং লক্ষ্যভাসতে তং হুমঃ শিবম্ ॥” (চিদ্ভাসনি)

সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, বিধান ও অহুগ্রহ এই ৫ প্রকার কার্য্য ।

এই পঞ্চকার্য্যের নাম পঞ্চকৃত্য । যাঁহাতে এই পঞ্চকৃত্য আছে, সেই মহানবকে নমস্কার ।

পঞ্চকুম্ভ (পুং) সৌম্যকীটভেদ । (সুশ্রুত কল্পস্থান ৮ অ°)

পঞ্চকোট, মানভূম জেলার অন্তর্গত একটি গিরিশ্রেণী । বরাকর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । ইহার দক্ষিণ-পূর্বপাদিমূলে একটি দুর্গ নির্মিত ছিল । একসময়ে এইস্থান রাজপ্রাসাদরূপে গণ্য ছিল । এখন ঐ সকল প্রাচীন কীর্তি-সমূহ ধ্বংসাবশেষরূপে পরিণত হইয়াছে । এই পর্বততটস্থ রাজ্যবাসের পঞ্চকোট নাম হইবার কারণ অনেক অনেক কথা বলিয়া থাকেন । কেহ কেহ বলেন যে, এখানকার রাজগণ পাঁচটা বিভিন্ন সামন্তরাজের উপর কর্তৃত্ব করিতেন । আবার কেহ কেহ অহুমান করেন যে, ‘কোট’ পাঁচটা স্বতন্ত্র প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত থাকায় এই স্থানের নাম ‘পঞ্চকোট’ হইয়াছে । স্থানবাসীরা এই স্থানকে পঞ্চকোটের অপভ্রংশে পচেত বা পঞ্চেত বলিয়া থাকে ।

দুর্গের উত্তরাংশে উন্নত গিরিমালা বিরাজিত এবং পশ্চিম-দক্ষিণ ও পূর্বদিকে একটায় পর আর একটি এইরূপ ক্রমা-ধারে ৪টা কৃত্তিম প্রাচীর এবং তাহার ভিতরদিকে স্তম্ভা-জাত পর্বতের উচ্চনির ভূমিভাগসকল আর একটি স্বতন্ত্র প্রাচীরের মত মণ্ডারমান হইয়া দুর্গটা রক্ষা করিতেছে । প্রত্যেক প্রাচীরের মধ্যস্থলে গভীর ও বিস্তৃত খাল কাটা আছে, ইহা এরূপভাবে পর্বতগাত্রস্থ স্রোতোমালায় সহিত

সংযোজিত যে, তাহাতে ইচ্ছামত জল বহির রাখা যায়। আকর্ণকর্ত্তও এই নালাগুলিতে জলস্কার হইয়া থাকে। পূর্বে প্রাচীরগুলিতে অনেক দ্বার ছিল। এখন প্রাচীর-গাত্রস্থ গর্তগুলিই তাহার প্রমাণ দিতেছে, একটীরও দ্বার নাই। দুর্গের চারিদিকে পাথর কাটিয়া যে চারিদিকী বৃহৎ দ্বার রক্ষিত ছিল, এখনও তাহার কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়। আঁক ছুরার, বাজার মহল ছুরার বা বেশবাধ ছুরার, খড়িবাড়ি ছুরার ও ছুরার বাঁধ, সেবাক্ত দ্বারটা আজিও সম্পূর্ণ আছে, এখনও বাহিরের খাত হইতে ভিতরে ছুরার বাঁধ দিয়া জল প্রবেশ করিয়া থাকে। দুর্গের বহিঃস্থ প্রাচীরটা লম্বা পাঁচ মাইল। তথাকার লোকের বলে যে, দুর্গের চতুর্দিকস্থ প্রাকাররঙ্গী পর্বতমালাপরিবেষ্টিত সমুদায় স্থান প্রায় ১২ বর্গ মাইল।

এখানে অনেক প্রাচীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি গৃহ বা মন্দিরের চতুর্দিকে খাল কাটা থাকায় এবং কোনটা বা গভীর জলধি আবৃত হওয়ার তাহার ভিতরে গমনের বিশেষ সুবিধা নাই। হাঁচে ঢালাই ইষ্টকাদি কাটিয়া অথবা মৃত্তিকানিশিথিত অনেক পুতলিকা প্রায় সকল স্থানেই লক্ষিত হয়। পর্বতগাত্রে প্রায় ৩০৫ ফিট উঠে দুর্গের অব্যবহিত সমুখদিকে অনেকগুলি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট কারুকার্যবৃত্ত মন্দির আছে, তন্মধ্যে রঘুনাথের মন্দির ও তাহার মহামণ্ডপ উল্লেখযোগ্য। রাজা রঘুনাথের নামানুসারে এই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। পর্বতের পাদদেশে অনেক স্থান মন্দির ও বৃহৎ বৃহৎ গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ প্রায় শতবৎসরমধ্যেই গভীর জলধি পরিণত হইয়াছে। দুর্গমধ্যস্থ আসানে যে চৌবাচ্চা ও মকরমুখী কোনারা আছে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। কান্দিপুরের বর্তমান রাজা নীলমণিসিংহ দেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রঘুনাথনারায়ণ সিংহ দেব প্রথমে পঞ্চকোট পরিভ্রমণ করিয়া কেশবগড় আসিয়া বাস করেন, পরে নীলমণির পিতা পুনরায় কান্দিপুরে স্থান পরিবর্তন করেন।

এখানকার 'ছুরার বাঁধ' খড়িবাড়ি দ্বারের উত্তরে বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত যে শিলালক্ষণ আছে, তাহাতে "শ্রীবীর হাবির" নামের উল্লেখ দেখা যায়। ইনি কনকিপুর, বাঁকুড়া, হাতনা প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন। এই সকল খেরিা বেশ অল্পমান করা যায় যে, সম্রাট অকবরশাহ কখন দিল্লীর সিংহাসনে এবং রাজা হানসিংহ বাঙ্গালার প্রতিনিধিত্বে প্রেরিত হন, সেই সময়ে অথবা তাহার কিছু পূর্বে হইতেই পঞ্চকোটের শ্রীমুখি হইয়াছিল। পঞ্চকোটের পূর্বতন রাজবংশের

উৎপত্তি ও রাজপদপ্রাপ্তিসম্বন্ধে এইরূপ একটা ব্যপ্তিহাস পাওয়া যায়।

কান্দিপুরের জনকলাল নামে জনৈকরাজা সতীক পুরুষোত্তম বর্ননাভিভাবে পুরী অভিমুখে গমন করেন। পথিমধ্যে গর্ভবতী রাণী অরুণবনে (বর্তমান পচেত বা পঞ্চকোট নামক বন-বিভাগে) একটা সন্তান প্রসব করেন। তীর্থযাত্রার বিলম্ব হেতু পাত্রে পুণ্যস্থানে বিমুখ হইতে হয়, এই ভয়ে রাজা ও রাণী অনিচ্ছাসম্বন্ধে পুত্রটিকে সেইখানে রাখিয়া ঠাকুরদ্বার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে অরুণবনে কপিলাগাই ভ্রমণ করিতে ছিলেন, তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহার ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। একদা একদল শীকারী আসিয়া জীবিত শিশুকে দেখিতে পায় এবং তাহাকে লইয়া পাবাপুরে গমন করে। এখানে শিশুটা পরিবর্তিত হইলে, দেশবাসিগণ তাহাকে মাঝি বা দলপতিভে বরণ করে। ক্রমশঃ রাজার অভাবে চৌরাশি পরগণার (শিবরত্নম) রাজপদে তাহাকেই মনোনীত করা হইল। অন্য বংশাবলীমতে রাজা ও রাণী স্ব-ইচ্ছায় পুত্রটিকে পরিভ্রমণ করেন নাই। যাত্রাকালে শিশুটা হস্তিগৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায়। তাহার পুত্রটিকে মৃতজ্ঞানে পরিভ্রমণ করেন। পুত্রলিয়ার দক্ষিণাংশস্থ কপিলা পাহাড় কপিলাগাই ছিল, সেই কপিলা-হৃদয়ানে পুত্রটা বাঁচিয়া রাখে। কালে অষ্টকালে পাঁচজন রাজা কর্তৃক তিনি গোমুখীরাজনামে পঞ্চকোটে প্রতিষ্ঠিত হন। কেহ কেহ বলেন, ইহার রাজপুত্রবংশীয়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রথমে মানভূমে ও তৎপরে জয়-আশার প্রণোদিত হইয়া এই স্থানে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন।

পাদশাহ নামার লিখিত আছে যে, পঞ্চকোটের জমিদার রাজা বীরনারায়ণ সম্রাট শাহজহানের রাজত্বকালে সাতপতী মনস্বদারপদে অভিষিক্ত হন। তাহার রাজত্বের ৬৪ বৎসরে (১০৪২-৪৩ হিজিরায়) বীরনারায়ণের প্রাণবিরোগ হয়। নবাব আলীবর্দী খাঁর রাজত্বসময়ে ১১০৫-১১৫০ বর্ষাব্দে এখানে রাজা গুরুদনারায়ণ রাজত্ব করিতেন। ১১৭৭ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ নারায়ণের রাজত্বসময়ে কালিদা পরমপা ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখানকার বাউড়ীকাতির মধ্যে তত্রাবতীর পূজা ও উৎসব প্রচলিত আছে। তাত্রমাসের সংক্রান্তিতে পূজা হয় বলিয়া ইহা তাহানামে খ্যাত হইয়াছে। পূজাতে দুই বাঁধে প্রতিমা বিসর্জন হইয়া থাকে। প্রবাদ এইরূপ যে, পঞ্চকোটের কোন রাজার একটা অনেকসামান্যরূপসম্পন্ন ও দরাসীলা কন্যা ছিল। তথাকার অধিবাসিগণ তাহার দরাদরে বৃহৎ হইয়া কুমুদলে অবতীর্ণা নাকায় দরাসেবী বলিয়া তাহাকে যনে



করিত। তিনি বাউড়ী প্রকৃতি নিকটস্থতির দরিদ্রতা
দর্শনে স্থাপিত হইয়া দরিদ্রতাকে তাহারিণকে বহু বন দান করি-
তেন। এই কক্সাতি অন্নবরসেই ভাত্রাসে কালের কয়াল
প্রাণে পতিত হন, কালীপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসিন্দা তাঁহার
বিয়োগে শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহার পূজা ও উপাসনা করিতে
আরম্ভ করে। কেহ কেহ বলেন, তাঁহা উৎসব সর্বপ্রথমে
পঞ্চকোষের রাজত্ববন হইতে সাধারণে প্রচারিত হন। কক্সা
ভাত্রাতীর মৃত্যুতে ভাতর হইয়া রাণী স্বয়ং একটা
ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া পূজা আরম্ভ করেন,
ক্রমেই এই পূজাপদ্ধতি বাউড়ী প্রকৃতি ভাতির মধ্যে ব্যাপ্ত
হইয়া পড়ে।

পঞ্চকোণ (কী) ১ পঞ্চকোণাক্ষক ক্ষেত্রবিশেষ। ২ তত্রাক্ষ
বস্ত্রবিশেষ। ৩ লগাবধি নবম ও পঞ্চমাসক স্থান।

পঞ্চকোল (কী) পাচনবিশেষ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিত্রকমূল
ও শুঠ এই পাঁচ প্রকার ত্রব্য সমভাগে মিশাইলে এই পাচন হয়।

“পঞ্চকোলং কণামূলং কুম্ভা চবাগ্নিনাগৈঃ” (শকট)

“পিল্লী পিল্লীমূলং চবাচিত্রকনাগৈঃ।

পঞ্চতিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তচ্ছাচে” (ভাবপ্র)

এই পাচন গুণ—কটু, কচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, শুণ্ণ, স্রীহা,
উদর ও মূলনাশক। ইহা একটা শ্রেষ্ঠ পাচন। (ভাবপ্র)

পঞ্চকোলয়ুত (কী) চরকোক্ত যুতোবধন্তেন। প্রস্তুত
প্রণালী—গব্য যুত ৪ সের। কক্সা পিল্লীমূল, চই, চিত্রক,
নাগর, প্রত্যেকে একপল, ক্ষুদ্র ৪ সের। যথানিয়মে এই
যুত পাক করিতে হইবে। এই যুত শুষ্করোগনাশক।

(চরক চিকিৎসাঃ ৫ অঃ)

পঞ্চকোষ (পুং) পঞ্চ চ তে কোষাশ্চেতি, সংজ্ঞাভাৎ কর্মধারয়ঃ।
বৈদ্যসমতসিদ্ধ কোষপঞ্চক, অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ,
মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ এই পঞ্চকোষ।
অন্নের বিকার বলিয়া স্থলশরীর অন্নময়কোষ, বাহ্য কিছু
ভোজন করা যায়, শরীর তাহারই বিকার, এই জন্ত শরীর
অন্নময়কোষ। পঞ্চকোষজির সহিত প্রাণপঞ্চক প্রাণময়কোষ,
পঞ্চজ্ঞানজির সহিত মন মনোময়কোষ, পঞ্চজ্ঞানজির সহিত
বুদ্ধি বিজ্ঞানময়কোষ, অহঙ্কারাত্মক বা অভিভাসক আনন্দময়-
কোষ। (শিবগীতা) পঞ্চদশীতে পঞ্চকোষের বিবরণ এইরূপ
লিখিত আছে—

“পিতৃভুতান্ধারীর্জাভাতোহস্মৈব বর্জতে।

সেহঃ সৌমরমো নান্দা প্রাক্ চোক্তঃ সমভাবতঃ” (অন্নময়কোষ)

পূর্ণ্যে মেহে বলাৎ বহুয়কাপাং যঃ প্রবর্তকঃ।

যাঃ প্রাণময়ে নাসাং নাসা চৈতন্যবর্জনাং” (প্রাণময়কোষ)

অহঙ্কার মনভাৎ মেহে নৃবানৌ চ করোতি নাসাং
কান্যাবহুয়া জাতো নাসাং নাসা মনোবর্তকঃ” (বিজ্ঞানময়কোষ)

লীনা জ্যেষ্ঠী বশুবোহে বায়ু দ্বাদানবাংগা।

চিহ্নারোপেত্তরীর্জা বিজ্ঞানময়কোষতঃ” (বিজ্ঞানময়কোষ)

কাচিনন্তুর্থা বুদ্ধিরানন্দপ্রতিবিম্বতঃ।

পূণ্যভোগে ভোগপাতো নিত্যরূপেণ লীয়েত।

কান্যচিৎকততো নান্দা তাদানন্দময়োপায়ঃ” (আনন্দময়)

(পঞ্চদশী)

পঞ্চকোণী (কী) পঞ্চানাং কোণানাং সমাহারঃ। কশির
মধ্যস্থিত দীর্ঘ ও বিস্তৃতিযুক্ত ৫ কোণ স্থান। কালিতে পাণ-
কাষ্ঠ করিলে পঞ্চকোণীতে বিনষ্ট হয়, পঞ্চকোণীকৃত পাণ
অন্তর্গৃহ্যে নোপ হয়।

“বারাণস্তাং কৃত্য পাণং পঞ্চকোণাত্য বিনস্ততি।

পঞ্চকোণাত্য কৃত্য পাণং অন্তর্গৃহ্যে বিনস্ততি” (কালিধ)

পঞ্চক্ষারগণ (পুং) পঞ্চানাং ক্ষারানাং গণঃ। ক্ষারপঞ্চক,
পঞ্চলবণ।

“ক্ষারৈস্ত পঞ্চতিঃ প্রোক্তঃ পঞ্চক্ষারান্তিভো গণঃ।

কাচসৈন্ধবসামুদ্রবিট্ সৌবর্জলকৈঃ সৈম্ভঃ।

তাং পঞ্চলবণং তচ্চ মুচ্ছোপেত্তং বহুভায়বৎ” (রাজনি)

কাচ লবণ, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্ ও সৌবর্জলবণ এই পঞ্চ
লবণকে পঞ্চক্ষার কহে।

পঞ্চখটু (কী) পঞ্চানাং খট্টানাং সমাহারঃ। পঞ্চখট্টার সমা-
হারঃ। সম্মিলন। ত্রিমাং ভীষ পঞ্চখটু।

পঞ্চগজ (অব্য) পঞ্চানাং গজানাং নদীনাং সমাহারঃ। ১ পাঁচটা
সমান্বিত নদী। ২ কাল্পনিক পঞ্চনদীর্ঘ।

পঞ্চগঙ্গা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোলহাপুর জেলার
প্রবাহিত একটা নদী। ইহার তীরস্থ নাগরধান ও বিড় বা
বেরড় গ্রামে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে
পাওয়া যায়।

পঞ্চগঙ্গাঘাট, পুণ্যক্ষেত্র বারানসীধামের অন্তর্গত একটা পবিত্র
তীর্থ। বৈষ্ণবধর্মপ্রচারক রামানন্দ এখানে বাস করিয়া
তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার বাসভূমিতে
পূর্বে একটা ভক্তমা মন্দির ছিল। এখন কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্বের
বেদী দৃষ্ট হয়।

পঞ্চগড়, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটা পরগণা। এখানে সর্বসমেত
১০টা ক্ষুদ্র নগর আছে। ভূপরিমাণ ৪২৪০ বর্গবাইল। এখান-
কার অধিবাসিন্দা ব্রাহ্মই ভাতির সিংহী-শাবাসমূহ। কনি-
কাইই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা।

পঞ্চগুণ (পুং) পঞ্চানাং গুণো যজ। বৈদ্যকোক্ত গুণবিশেষ।

ভূইকুম্ভা, বৃহতী, চাকুলে, কটিকারী ও গোম্বর এই ৫টা ত্রব্যকে পক্ষগণ্য কহে।

“বিদারী পক্ষা বৃহতী পুর্নিপর্ণীমিচ্ছিকা।” (রাজনি)

পক্ষগণি, (বা পক্ষগণি) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা-জেলায় অন্তর্গত একটা বাহ্যানিবাস। সহ্যাদ্রি পর্বতের যে শাখা মহাবালেশ্বর হইতে বাই অভিমুখে বিস্তৃত, সেই শাখার উপরে মহাবালেশ্বর হইতে ১১ মাইল পূর্বে এবং বাই হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে সমুদ্রগুহ হইতে ৪০৭৮ ফিট উচ্চে এই বাহ্যানিবাস অবস্থিত।

পক্ষগত (ত্রি) বীজগণিতোক্ত পক্ষবর্গকৃত রাশি।

পক্ষগব (স্ত্রী) পক্ষাণাং গবাং সমাহারঃ, সমাদে টচুসমালান্তঃ স্ত্রীবতা চ। পক্ষগোর সমাহার।

পক্ষগবধন (ত্রি) পক্ষগাবো ধনং বস্ত। পক্ষসংখ্যায়িত গবধনস্বামী।

পক্ষগব্য (স্ত্রী) গোবিকারঃ গব্যং, পক্ষগণিতং গব্যং। গোলমণ্ডী পক্ষপ্রকার ত্রব্য। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র এই গোলমণ্ডী ৫টাকে পক্ষগব্য কহে। পক্ষগব্য মন্ত্রপূর্বক শোধন করিয়া লইতে হয়। যোদকাদি তন্মাত্রব্য, পায়সাদি ভোজ্যত্রব্য, শকটাদি বান, শয্যা, আসন, পুষ্পমূল ও ফল অপ-হরণ করিলে যে পাপ হয়, পক্ষগব্য পানে সেই পাপ বিনষ্ট হয়। “তন্মাত্রভোজ্যাপহরণে বানশয্যানসন চ।

পুষ্পমূলকলানাক পক্ষগব্যং বিশোধনম্” (ময় ১১।১৬৫)

পক্ষগব্যের পরিমাণ—দুগ্ধ, ঘৃত ও গোমূত্র ১ পল করিয়া গোময় ২ তোলা এবং দধি ৩ তোলা, এইরূপ ভাগে মিশ্রিত করিয়া লইলে পক্ষগব্য হয়। অথবা এইরূপ ভাগ করিয়া সকল সমভাগে লইলে পক্ষগব্য হইবে। গৌতমীয়তন্ত্রে এইরূপ ভাগ লিখিত আছে। যথা—

“পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং ভাবিদ্যাতে।

স্বতঞ্চ পলমাত্রং ত্র্যং গোময়ং ভোলকত্রয়ম্”

দধি প্রস্তুতমাত্রং ত্র্যং পক্ষগব্যমিহং স্তুতম্।

অথবা পক্ষগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে” (গৌতমীয়তন্ত্র)

অতঃস্থলে আবার পরিমাণের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

“গোলমণ্ডিগুণং মূত্রং পরঃ স্ত্রাক চতুঃপদম্।

ঘৃতং তদ্বিগুণং প্রোক্তং পক্ষগব্যে তথা দধি” (গৌতমীয়তন্ত্র)

যে পরিমাণে গোময়, তাহার বিগুণ মূত্র, দুগ্ধ চতুঃপদ, ঘৃত এবং দধি ইহার বিগুণ হইবে।

পক্ষগব্যপানকল—পক্ষগব্যদ্বারা পবিত্র হইলে অশ্বমেধ কল লাভ হয়। এই পক্ষগব্য পরম মেঘা। সৌম্য বৃহস্পতি পক্ষগব্য পান করিলে বাবল্লীকনকৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

“পক্ষগব্যোন পুতন্ত বাজিনেধকলাং লাভেৎ।

গব্যন্ত পরমং মেঘাং গব্যাদিন্তর্য বিদ্যাতে”

সৌম্যো বৃহস্পতি সংযুক্তে পক্ষগব্যন্ত বঃ পিবেৎ।

বাবল্লীকনকভাং পাশাৎ তৎক্ষণাদেব মুচাতে” (বরাহপুরাণ)

গরুড়পুরাণে পক্ষগব্যের বিবরণ আরও একটু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষগব্য লইতে হইলে কাকনবর্ণা গাভীর দুগ্ধ, খেতবর্ণা গাভীর গোময়, তাম্রবর্ণার গোমূত্র, নীলবর্ণার ঘৃত এবং কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দধি ও ইহার সহিত কুশোদক হইলে পক্ষগব্য হয়। ইহার পরিমাণ গোমূত্র ৮ মাষা, গোময় ৪ মাষা, দুগ্ধ ১২ মাষা, দধি ১৯ মাষা এবং ঘৃত ৫ মাষা এই পরিমাণে ৫টা ত্রব্য লইলে পক্ষগব্য হয়।

“পরঃ কাকনবর্ণায়াঃ খেতবর্ণাখগোময়ম্।

গোমূত্রং তাম্রবর্ণায়াঃ নীলবর্ণাভবং ঘৃতম্”

দধি ত্র্যং কৃষ্ণবর্ণায়াঃ দর্ভোদকসমায়ুতম্

গোমূত্রমাবকাক্ষুঠৌ গোময়ন্ত চতুঃপদম্”

কীরত্ব ভানশ প্রোক্তা দয়ন্ত দশ উচ্যতে।

স্বতস্য মাষকাঃ পক্ষ পক্ষগব্যং মলাপহম্”

(গারুড়পু” প্রায়শ্চিত্তপ্র”)

হোমাদির ব্রতধৰ্মে পক্ষগব্যের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। প্রায় সকল পূজার হোমে ও যজ্ঞে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাম্র-পাত্র বা পলাশপত্রে পক্ষগব্য মিশ্রিত করিয়া ‘আপোহিষ্ঠা’ ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে পূত করিয়া পান করিতে হইবে। গারুড়ী দ্বারা গোমূত্র, ‘পক্ষব্যমেতি’ মন্ত্রে গোময়, ‘আপ্যায়শ্বেতি’ মন্ত্রে দুগ্ধ, ‘দধিক্রাবু’ মন্ত্রে দধি, ‘তেজোহসীতি’ মন্ত্রে ঘৃত এবং ‘দেব-সোতি’ মন্ত্রে কুশোদক শোধন করিয়া লইতে হয়।

পক্ষগব্যসূত (স্ত্রী) পক্ষঘৃতৌষধভেদঃ। এই ঘৃত শ্রম ও বৃহদভেদে দুই প্রকার।

শ্রমপক্ষগব্যসূত—ইহার প্রস্তুত প্রণালী—গব্যসূত ৮ সের, গোময় রস ৮ সের, অন্নগবাদধি ৮ সের, গবাহু ৮ সের ও গোমূত্র ৮ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত একদিনে পাক করিতে হয়, এইরূপ করিলে বিশেষ উপকারপ্রদ হয়। ইহা পান করিলে অপন্নর ও গ্রহোন্মাদ নিবারিত হয়।

বৃহৎ পক্ষগব্যসূত—প্রস্তুতপ্রণালী—গব্যসূত ৮ সের, কাথের জল দশমূল, ত্রিকলা, হরিত্রা, দাকহরিত্রা, কুড়চিহাল, ছাতিম-ছাল, অণাকের মূল, নীলব্লক, কটকী, সৌদালকল, ডুম্ব-রের মূল, কুড়, ছুরালতা, প্রত্যেকে ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্থ বাসুনহাটী, আকনাদি, ত্রিকটু, ভেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিরলী, অড়হরকল, মুর্খামূল, বস্তীমূল, চিরাতা, তিষ্ঠামূল, জামালতা, অনন্তমূল, বস্তুরোকা,

স্বত্ব, ময়নাঞ্চল প্রত্যেক ২ ভোলা, গৌরনদ ৪ সের, গৌমুখ ৪ সের, গবাহড় ৪ সের, অন্নগবাহড় ৪ সের। যথাবিধানে এই বৃত্ত পাক করিবে। এই বৃত্ত পান করিলে অপহার ও গ্রহোন্মাদ নিবারণ হয়। (তৈত্তির্যব্রত* অপহারবিহার*, চক্রমন্ত, চরক চিকি* ৩৫ অঃ)

পঞ্চগাঁও, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে ১৭৭৫ খ্রষ্টাব্দে মাদোজী ভোনসু যোগলসৈন্সনিগকে পরাস্ত করেন। এখানে একটি স্কুলর মন্দির আছে।

২ উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২০° ২৮' ১" উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ৩০' ৪" পূঃ।

পঞ্চগু (ত্রি) পঞ্চভিঃ গোভিঃ ক্রীতঃ বিগুসমাসঃ, ঠক্ তত্ব লুক্, ওকারত্ব হ্রস্বঃ। পঞ্চগোষারাক্রীতঃ।

পঞ্চগুণ (পুং) পঞ্চগুণিতঃ গুণঃ কর্মধারয়ঃ। শক্, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ। (স্ত্রী) পঞ্চ গুণা যন্তাঃ, টাপ্। ২ পৃথিবী। পৃথিবীর ৫টা গুণ আছে বলিয়া পঞ্চগুণশব্দে পৃথিবীকে বুঝায়। ৩ পঞ্চদ্বারা গুণিত। ৪ পঞ্চপ্রকার।

পঞ্চগুপ্ত (পুং) পঞ্চানামিচ্ছিন্নাণাং চাপলাং গুপ্তং যজ্ঞ বা পঞ্চানাং পরার্থানাং গোপনং যজ্ঞ। ১ চার্বাকদর্শন। ২ কচ্ছপ। কচ্ছপের করবর, চরণবর ও মন্তক গোপন থাকে বলিয়া অর্থাৎ উহার এই ৫টা অঙ্গ লুকাইয়া রাখে বলিয়া উহাদিগকে পঞ্চগুপ্ত কহে।

পঞ্চগৃহীত (ত্রি) পাঁচটার লক্ষ। (শত° ত্রা° ২৩৭১, কাত্য° শ্রৌ° ২৪৪২)

পঞ্চগুপ্তুরসা (স্ত্রী) স্পৃকা, চলিত পিড়িং শাক। (রাজনি°)

পঞ্চগৌড়, ব্রাহ্মণগণের একটি বিভাগ। সারস্বত, কান্তকূজ, গোড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ শ্রেণীকে লইয়া পঞ্চগৌড় বিভাগ করিত হয়। কুলক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে 'আদি গোড়' নামে পরিচয় দেন। বৈদিক যুগে সরস্বতীতীরবাসী ব্রাহ্মণগণই সারস্বত নামে অভিহিত ছিলেন। এই যাজ্ঞিক সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপলক্ষে কান্তকূজ, গোড় প্রভৃতি স্থানে বাস করিলে, তথার তাহাদের সন্ধান সম্ভোগিগণ কান্তকূজাদি আখ্যা লাভ করেন। সারস্বত, কান্তকূজ প্রভৃতি নামগুলি দেশবাচী। স্বল্পপূরণে সহ্যদ্রিধণ্ডে লিখিত আছে :—

"ব্রাহ্মণা দশধা প্রোক্তা পঞ্চগৌড়ান্ড ত্রাবিধাঃ।"

"ব্রাহ্মণা দশধা চৈব ঋষিহুংপতিসম্ভবাঃ।"

দেশে দেশবিধাচার্য এবং বিস্তারিতা মহীঃ" (সহ্য° ২১৩১৫)

পঞ্চগৌড় ও পঞ্চত্রাবিড় এই দশবিধ ব্রাহ্মণ ঋষিসম্ভব এবং তিন্ন তিন্ন দেশে বাসহেতু তত্তৎ দেশাচারাবলম্বী।

[পঞ্চত্রাবিড় দেখ।]

রাজতরঙ্গিনীতে (৪১৪৭-১৪৯, ৪১৪৯-৪২১, ৪১৬৫)

পঞ্চগৌড় নামে বিস্তৃত জনপদের উল্লেখ আছে। কাশীরাজ অরাদিত্য পঞ্চগৌড়ের রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। হরিসিঙ্গ-রচিত কুলাচাৰ্য্যাকারিকার মহারাজ আদিশূর পঞ্চগৌড়াধিপ উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছেন। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, পঞ্চগৌড় নামে একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল। আমাদের অধ্যক্ষিণী গৌড়মণ্ডল ব্যতীত আরও কএকটা গৌড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। কুর্ণ ও লিঙ্গপূরণে লিখিত আছে, হৃদ্যবংশীয় শ্রাবস্তিপুত্র বংশক গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগরী নির্মাণ করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুতে অযোধ্যা নগরী জনশূন্য হইলে, এই শ্রাবস্তী নগরীতে লবের রাজপাঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশের গোতা জেলা ও তরিকটবর্তী কতক স্থান লইয়া গৌড়দেশ অবস্থিত ছিল। বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশে লিখিত আছে, "অন্তি গৌড়বিষয়ে কোশাধী নাম নগরী।" হিতোপদেশ-রচনাকালে এরূপের পশ্চিমস্থ কতকটা জনপদ গৌড়বিষয় নামে অভিহিত ছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ প্রভুতবর্ষের ৭৩০ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা জয় বৎসরাজকে পরাস্ত করিয়া গৌড় অধিকার করেন। আবার ৭০৫ শকের উৎকীর্ণ আর একখানি তাম্রশাসনে বৎসরাজ অজিতপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এ ছাড়া মরচন্দ্রহরির হস্তীরকাব্যে মালবরাজ উদয়াদিত্যও গৌড়দেশ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইহাতে এক সময়ে মালবরাজ্যের কতকাংশ গৌড় নামে অভিহিত হইত, তাহা জানা যাইতেছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ খানেশ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী এক বিকীর্ণ বিভাগ গোণ্ডবানা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রদেশের অধিকাংশ পৃথ্বীরাজ রায়সার গৌড় নামে অভিহিত হইয়াছে। রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দদেবের ৭৩০ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে এই গৌড়দেশের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। উইলফোর্ড সাহেব এই স্থানকে 'পশ্চিম গৌড়' নামে উল্লেখ করেন। পুরাবিৎ কনিংহাম সাহেবের মতে বর্তমান

১। বিষকোষ কুলীম শব্দ উল্লেখ।

২। "শ্রাবস্ত্যে মহাতেজা বংশকন্ত ততোহন্তবৎ।

নির্মিতা যেন শ্রাবস্তীগৌড়দেশে বিশোভমাঃ।" (কুর্ণ ও লিঙ্গপূরণ)

৩। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড ১০৮ সর্গ।

* অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার গৌড় নামে একটি অতি প্রাচীন গ্রাম আছে, এখানে ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে নির্মিত একটি স্তম্ভ মন্দির আছে। Cunningham's Arch. Sur. Rep. Vol. XI. 70.

+ প্রাচীন কোশাধী নগরী এখন কোশাম ইন্ডাম ও কোশাম খিরাল নামে দুইটি গ্রামে পরিণত। উহা প্রায়গ হইতে বহুদূরতীরে ১৪ কোশ দূরে অবস্থিত। Arch. Sur. of India by A. Fuhrer, Vol. I. 140.

বেতুল, ছিন্নবাড়া শিওনী ও বঙলা এই চারিটি জেলা লইয়া
‘প্রাচীন গোড় বা গোড় দেশ’ অবস্থিত।

উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল তদ্বারা এইরূপ
সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বিষ্ণুগিরির উত্তরাংশে কুরুক্ষেত্র হইতে
বঙ্গদেশের পূর্বসীমা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থান গোড় নামে খ্যাতিলাভ
করিয়াছিল। সারস্বত, কাভকুল, মিথিলা, গোড় ও উৎকল
এই পাঁচটি জনপদই পূর্বোক্ত কোন না কোন একটা গোড়ের
সামিল বা অংশ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, এই কারণে বোধ হয়,
পঞ্চগোড় বলিলে ঐ পঞ্চজনপদবাসী ব্রাহ্মণ বিশেষকে বুঝাইত।
এইরূপে এক সময় সমগ্র আৰ্য্যাবর্তের অধীশ্বর বুঝাইবার জন্য
এক ‘পঞ্চগোড়েশ্বর’ শব্দ ব্যবহৃত হইত। মাঘবাচার্য্যের চণ্ডী-
মঙ্গলে সম্রাট আকবর পঞ্চগোড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।
পূর্বের নিবিরাজি, মহারাজ আদিশূর ও পঞ্চগোড়েশ্বর উপাধিলাভ
করিয়াছিলেন। পূর্বে যিনি আৰ্য্যাবর্তের সম্রাট হইতেন, তিনিই
এই স্পর্ধাজনক উপাধিগ্রহণে আপনাকে সম্মানিত মনে করি-
তেন। বহুশতাব্দিকালেও বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক মিথিলারাজ
শিবসিংহ, কুন্তিবাসের আশ্রয়লাভা গোড়াধিপ ও সুলতান
হোসেন শাহ প্রভৃতিকে এই সমুদ্র উপাধিতে ভূষিত দেখি।

[বিশেষ বিবরণস্বতন্ত্র ‘জাতীয় ইতিহাস’ নামক গ্রন্থের
ব্রাহ্মণকাণ্ডে ৩১-৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চগ্রামী (জী) পকানাং গ্রামাণাং সবারাঃ, ত্রিরাঃ ত্রিৎ।
পঞ্চগ্রামের লোক।

“যলীরি নভ্যাদ্ গ্রামন্ত পনং বা যন্ত গচ্ছতি।

পঞ্চগ্রামী বহিঃক্রোশাদপঞ্চগ্রামখবা পুনঃ।” (বাক্য ২।২৭৫)

পঞ্চচক্র (জী) পঞ্চবিধং চক্রং। তত্রোক্ত পাঁচপ্রকার চক্র।
রাকচক্র, বহাচক্র, দেবচক্র, বীরচক্র ও পতচক্র এই পঞ্চবিধ
চক্রের নাম পঞ্চচক্র। ঐহারা বীরভাবে যজ্ঞ করেন, তাঁহারা
পঞ্চচক্রে পূজা করিবেন *।

পঞ্চচত্বারিংশ (ত্রি) পঞ্চচত্বারিংশং সংখ্যার পূরণ।

পঞ্চচত্বারিংশ (জী) ৪৫ সংখ্যা।

পঞ্চচামর (জী) ছকোবিশেষ। এই ছকের প্রত্যেকপাশে
১৬টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২ ও
১৬ অক্ষর শুদ্ধ হইবে, ইহা ভিন্ন অক্ষর লঘু। ইহার লক্ষণ—

“প্রামাণিকা পদবরাং বহতি পঞ্চচামরম্।”

উদাহরণ—“সুরভ্রম্মলমণ্ডপে বিচিত্ররসনির্মিতে

লঙ্গবিভানকুবিতে সলীলবিজ্ঞানলম্।

* “৪৫ পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র লক্ষিৎ প্রসূতবেৎ।

রাকচক্রং বহাচক্রং দেবচক্রং ভূতীরকম্।

বীরচক্রং চতুর্ভুজং পতচক্রং পঞ্চমম্।

পঞ্চচক্রে যজ্ঞোদ্যোঃ। বীরক কুললক্ষণম্।” (প্রাপত্যোদ্যোঃ)

সুরাধনাভবনবীকরণপ্রাপচামর-

“দুঃসুখসমীরবীজিতঃ সনাত্যন্তঃ ভ্রাম্যসি তম্।” (বৃহতসংহাঃ)

পঞ্চচিহ্নিক (পুং) পঞ্চ চিহ্নঃ প্রত্যঙ্গাঃ বসিন্। ১ অমিতেদঃ।

“পঞ্চকৃষ্ণঃ সাদরভি পঞ্চচিহ্নিকোহস্মিঃ।” (শত্ৰু ব্রা ৭।১।১০০)

‘পঞ্চকৃষ্ণ’ ইতি যথো উপধেয়েষ্টকাচতুর্ভুজৈককন্ঠাঃ সাদনারা-
জাসাং চম্বারীভি পঞ্চচিহ্নিতরো ভবতি’ (ভাষ্য)

পঞ্চটীরা (পুং) পঞ্চ টীরাণি বস্ত্র। ১ যজ্ঞটীর নামান্তর। (ত্রিকা-
১।১।২২) পঞ্চটীরানি বস্ত্রভেদাঃ বস্ত্র। ২ যজ্ঞবোষ।

পঞ্চচূড়া (জী) পঞ্চসংখ্যাকাঃ চূড়াঃ শিরোরস্মানি বস্ত্রাঃ।
অঙ্গরোবিশেষ।

“উর্ধ্বনী মেনকা রস্তা পঞ্চচূড়া তিলোত্তমা।” (রামায়ণ ৩।২২।৭১)

পঞ্চচোলা, হিমালয় পর্বতের একটা অংশ।

পঞ্চছত্রে, একটা পবিত্র ক্ষেত্র ও ব্রাহ্মণগণের পবিত্র
আশ্রম। রামচন্দ্র রাবণনিধনাতে অবোধার প্রত্যাগমনপূর্বক
রাক্ষসহত্যাভ্যন্তরিত পাপক্ষয়ের জন্য এখানকার হত্যাহরণ
সর্বোত্তমের তীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। (অবোধাখ্যাম্)

পঞ্চজন (পুং) পঞ্চভিত্ত্বৈতৈর্ভক্তভেহসৌ পঞ্চ-জন-কর্মণি যজ্ঞ-
(অনিবধ্যোশ্চ। পা ৭।৩।৩৫) ইতি ন বৃষ্টিঃ। ১ পুরুষ। পঞ্চ-
ভূতদ্বারা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে বলিয়া পঞ্চজন শব্দে পুরুষ এই
অর্থ হয়।

“সভাবপ্রাদিকা দেব্যন্তেন ঐশ্বল্যলাভিতাঃ।

পঞ্চ পঞ্চমেন্নেপে পুয়ে ভসিন্ নিবেশিতাঃ।” (রাবতর ৩)

২ মহাবাসবদী প্রাণাদি। ৩ মহাবাতুল্যদেবাসি। ৪ মহাব্য-
ভেদ ব্রাহ্মণাদি।

“প্রাণাদরো বাক্যদেবাৎ।” (বেদান্ত ১।৪।১২)

‘যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যন্ত উত্তরস্মিন্ মত্রে ব্রহ্মবরূপ-
নিরূপণার প্রাণাদরঃ পঞ্চ নির্দিষ্টাঃ’ (শারীরকভাষ্য)

৫ দৈত্যবিশেষ। সংহ্রাদেব কৃতি পত্নীর গর্ভে ইহার জন্ম
হয়।

“সংহ্রাদন্ত কৃতির্ভার্য্যাহন্ত পঞ্চজনং ততঃ।” (ভাগ ৩।১৮।২)

৬ একজন অশুর, পাতালে বাস করিত, ঐক্লব ইহাকে বধ
করিয়া সান্নিপাত স্থানিকে ওকদক্ষিণাশ্বরূপ ইহার বৃতপুত্র
প্রদান করিয়াছিলেন। (ভাগ ৩।৩২) ইহার অস্থিতে যে
শব্দ হয়, তাহা পাকজন্ত নামে খ্যাত হয়। ঐক্লব এই
পাকজন্ত ব্যবহার করিতেন। “পাকজন্তঃ হবীকেশঃ দেববতঃ
ধনঃসঃ।” (শীতা ১)

৭ সগররাজের পুত্রভেদ। হরিবংশে লিখিত আছে—
মহারাজ সগরের তপোবলসম্পন্ন। হুই মহিষী ছিল, সোঁঠা
বিবর্তন্যাহুহিতা কেশিনী। কনিষ্ঠার নাম মহতী, ইনি অরিষ্ট-

নেবির হুহিতা। ঔর্ধ্ব খবি ইহাদের প্রতি তুই হইয়া উভয়কে
স্বয়ং লইতে আদেশ করেন। এই আবেশাহুসারে কেনিনী একজন
বংশধর পুত্র, অপর প্রত্নতীর্থনাশী বহুতর পুত্র প্রার্থনা করেন।
ঔর্ধ্ব তথ্যত বলিয়া বর দেন। তদনুসারে কেনিনী সপনের
। ঔরসে অসমজা নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই অসমজা
ভবিষ্যতে পঞ্চজন নামে বিখ্যাত হন। মহতীর গর্ভে বহুসহস্র
পুত্র হয়। এই সকল পুত্রগণের মধ্যে পঞ্চজন রাজা হন।
পঞ্চজনের পুত্র অংগমান, তৎপুত্র দিলীপ। (হরিবংশ ১৫ অ°)
প্রজাপতিভেদ।

“এবা পঞ্চজনতাক হুহিতা বৈ প্রজাপতেঃ। (ভাগ° ৬।৪।৫১)

(বহ) বহুবচনান্ত ‘পঞ্চজনঃ’ শব্দ বেদের নানা স্থানে
দৃষ্ট হয় এবং তাহার প্রকৃত অর্থ লইয়াও গোল আছে।
ঋকসংহিতার (১০।৫০।৪) “পঞ্চজনঃ সন হোজঃ জুযধঃ”
ইত্যাদি স্থলে নিরুক্তকার পঞ্চজন শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,
“পঞ্চর্জাঃ পিতরো দেবা অমর্যঃ সত্যাসীত্যেকং চত্বারো
বর্গাঃ নিবাসঃপঞ্চমঃ ইত্যৌপমন্তব্যঃ।” (নিরুক্ত ৩।৮)

পঞ্চর্জগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অমরগণ ও সত্যাপণ,
কাহারও মতে এই পঞ্চজাতি। আবার ঔপমন্তব্যের মতে
ব্রাহ্মণাদি চারিবর্গ ও নিবাসকে লইয়া পঞ্চম।

এই পঞ্চজনের সমার্থবাচক পঞ্চকুটী, পঞ্চকিতি, পঞ্চচর্ষণি,
পঞ্চজন্তা, পঞ্চভূম ও পঞ্চজাতা ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ ঋক-
সংহিতার নানা স্থানে দেখা যায়। ‘এই পাঁচটা কি, তাহা ঠিক
বুঝা কঠিন। কোথার দেবগণ সম্বন্ধেও এই পঞ্চজন শব্দের
প্রয়োগ দেখা যায়। (ঋক ১০।৫০।৪)। কোন পাণ্ডিত্য
সংকুলবিদের মতে এই পঞ্চজন শব্দ কোন নির্দিষ্ট জাতিবাচক
নহে। বহুসংখ্যক লোক বুঝাইবার স্থলে, এই শব্দে প্রয়োগ।
‘বাস্তবিক এখন যেমন চলিত কথার “পাঁচজন” বলিলে বহু-
সংখ্যক বুঝায়, বেদেও এইরূপ আছে। তবে নিরুক্তকারের
পূর্ববর্তী ঔপমন্তব্যের কথার জন্য যাইতেছে যে, নিবাসজাতি
পঞ্চবর্গ বলিয়া গণ্য হইত এবং একসময়ে তাহাদের দেবপূজার
অধিকার ছিল। (ঋক ১০।৫০।৪, ৯।৬।২২ প্রকৃতি ত্রৈতীয়া।)

পঞ্চজনালয় (জি) আতীরদিগের সজ্ঞাতভেদ।

(মহাভারত ১৩।২৬ অঃ)

পঞ্চজনী (স্ত্রী) পঞ্চানং জনানাং সমাহারঃ, ততো জীপ্। ১ পাঁচ
জনের সম্মিলন। ২ বিশ্বরূপকতা।

“তদনুশাসনপঞ্চঃ পঞ্চজনীং বিশ্বরূপহুহিতরূপবেদে।” (ভাগ° ৫।৭।১)

পঞ্চজনীন (পুং) পঞ্চজ জনেযু ব্যাপ্তঃ, দ্বি-সংখ্যো সংজ্ঞা-
মিতি সমাসঃ, পঞ্চজনে হিত্ত্ব, পঞ্চজন-থ (পঞ্চজনানুপসংখ্যান-
মিতি ষঃ। পা ৫।১।৯) ১ তত্ত্ব, বাজাদির নং, তাঁড়।

২ নট, অভিনেতা। ৩ পঞ্চ বহুবচন নারক বা প্রভু।
(জি) ৪ পঞ্চব্যক্তিবর্ধী।

পঞ্চজীরকণ্ড (পুং) চক্রবর্ত্তাক ভক্ত্যবগতেন। ইহা
হৃতিকারোপে হিতকর। (চক্রবর্ত্ত)।

পঞ্চজ্ঞান (পুং) ১ পঞ্চানং পদার্থানাং জ্ঞানং বহু। ১ হুত।
২ পাণ্ডপতর্কনাভিজ্ঞ।

পঞ্চ (পুং) পঞ্চগরিষাণমত পঞ্চ-তি। পঞ্চসংখ্যাবৃত্ত বর্ধ।

পঞ্চভুক্ত (স্ত্রী) পঞ্চানং ভুক্তাং সমাহারঃ। পঞ্চভুক্তের সমা-
হার। জিহা অন্তর্ভুক্ত নলোপে বাহু জীপ্। পঞ্চভুক্তী।

পঞ্চভূত (স্ত্রী) পঞ্চানং ভূতানাং সমাহারঃ। ১ পঞ্চভূত।
(ব্রহ্মসংহিতা) ২ পঞ্চমকার। মন্য, মাস, মংস, মূত্রা ও মৈথুন
এই পঞ্চমকার বা ভূত।

“মন্যং মাসং তথা মংসং মূত্রাং মৈথুনম্বেব চ।

পঞ্চভূতমিহ দেবি নির্গাণমুক্তিহেতবে ॥

মকারপঞ্চকং দেবি দেবানামপি হৃদতম্।” (কৈষল্যতন্ত্র ১প°)

ময়াদি পঞ্চমকার নির্গাণমুক্তির কারণ। এই পঞ্চমকার
দেবভাবিগেরও হৃদতম। পঞ্চভূতবিহীন ব্যক্তিনিগের কলিতে
সিদ্ধি হয় না। [পঞ্চমকার দেখ।]

“পঞ্চভূতবিহীনানাং কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে।” (তন্ত্রসার)

বৈকবদিগের পক্ষে ভূতভব, যন্ত্রভব, মনভব, দেবভব ও
ধানভব এই পঞ্চভব।

“ভূতজানমিহ প্রোক্তং বৈকবে শৃণু বরতঃ।

ভূতভবং যন্ত্রভবং মনভবং দেবভবং।

দেবভবং ধ্যানভবং পঞ্চভবং বরাননে।” (নির্গাণতন্ত্র ১২ প°)

বৈকবদিগের পক্ষে এই পঞ্চভবজানই ভূতজান। এই
পঞ্চভবজান নিরলিখিতরূপে লাভ করিতে হয়। প্রথমে
ভূতভব ভূতময় প্রদান করিবেন, তাহাতে সীতল বর্জিকাযুক্ত
দেহহিত ব্রহ্মভেদ উদ্বীণিত হইবে, পরে ঐ ব্রহ্মভেদে ইষ্ট
দেবতার শরীর উৎপন্ন হইবে। ইষ্টদেবতার মন্ত্র সকল বর্ণন,
এই ব্রহ্মবর্ণে ঐবরের অক্ষর বীজ নিহিত আছে, পরে মনে মনে
ঐ মন্ত্রে আমি স্বয়ং দেবভাবরূপ ইত্যাদিরূপে চিন্তা করিবে।
পরে ঐ মন্ত্রে ধ্যান করিবে, মন্ত্রধ্যান করিতে করিতে সকল সিদ্ধি-
লাভ হয়। এই পঞ্চভবসিদ্ধি হইলে নর বিমূঢ় হয় এবং
কদাচ যমমন্দিরে গমন করে না ॥

• “ভজানৌ জিহ্মোভবঃ দেহাবক্যামি পার্জতি।

সীতলং বর্জিকাযুক্তং দেহম্ ব্রহ্মভেদমসু।

ভূতগা ব্রহ্মদেবম ভবংভবঃ পীপিত্ত ভবং।

দেবভাঃ শরীরং হি ব্রহ্মভূতংপদ্যতে প্রবঃ।

অভব হি ভজানো দেবভাঃ ন সংশয়ঃ ॥

পুঙ্খুত পঞ্চতপ। তবে এইরূপ লিখিত আছে—
পঞ্চতন্ত্রের উদয় হির করিয়া শাস্তিকাদি বটু করিতে হইবে।
শাস্তিকার্যে জলতর, বন্যকরণে বহ্নিতর, শুভনে পৃথীতর,
বিষে আকাশতর, উচ্চাটনে বায়ুতর, এবং নারণে বহ্নিতর
প্রশস্ত। পঞ্চতন্ত্রে উদয়-নির্গম করিয়া শাস্তিকাদি কার্য
করিতে হয়, এই জন্ত পঞ্চতন্ত্রোদয়ের বিষয় অতি সংক্ষেপে
লিখিত হইল। ভূমিতন্ত্রের উদয় হইলে উত্তর নাসাপুট হইতে
নগাকারে শ্বাস নির্গত হয়, জলতর ও অগ্নিতন্ত্রের উদয়কালে
নাশার উচ্চতাগ দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হয়। বায়ুতন্ত্রের উদয়
সময়ে বক্রভাবে শ্বাস বহিতে থাকে, আকাশতন্ত্রের উদয় হইলে
নাসিকার মধ্যভাগ দিয়া শ্বাস নির্গত হয়। এই সকল শ্বাস
নির্গমন দ্বারা কোন সময় কোন তন্ত্রের উদয় হয়, তাহা হির
করিতে হইবে। পৃথীতন্ত্রের উদয়ে শুভনে ও বন্যকরণ, জলতন্ত্রের
উদয়ে শাস্তি ও পুষ্টিকর্ম, বায়ুতন্ত্রের উদয়ে মারণাদি ক্রুরকর্ম
এবং আকাশতন্ত্রের উদয়-সময়ে বিবাদি নাশকার্য প্রশস্ত।

পঞ্চতন্ত্রের মণ্ডল—যে তন্ত্রের উদয়ে যে সকল কার্য
উক্ত হইল, সেই তন্ত্রের মণ্ডল নির্ধারণ করিয়া কার্যসাধন
করিতে হইবে। ৬৩টি বিদ্যুৎকৃত বৃত্ত আকাশতন্ত্রের মণ্ডল এবং
বায়ুতন্ত্রে ষড়্ভিংশগণিত ত্রিকোণাকার মণ্ডল, অগ্নিতন্ত্রে অর্ধ-
চক্রাকৃতি, জলতন্ত্রে পদ্মাকার এবং পৃথীতন্ত্রে সবজ চতুঃসমস্তল
করিয়া কার্য করিতে হয়। (তত্ত্বসার) [তথ্য দেখ।]

পঞ্চতন্ত্র (স্ট্রী) নীতিশাস্ত্রবিশেষ। বিদ্যুৎশাস্ত্রবিষয়িত একখানি
সংস্কৃত গ্রন্থ। রাজা হুম্মর্ণনের পুত্রকে ধর্ম ও নীতিবিষয়ে জ্ঞান
দিবার জন্তই তিনি খৃষ্টীয় ৪ম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে নৌশেরবানের রাজত্ব সময়ে এই
গ্রন্থ পঞ্জাবী ভাষায় ও তৎপরে ৭ম ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে
আবদুল্লা-বিন্ মুত্তাফা কর্তৃক আরবীভাষায় অনুবাদিত হয়।
১১৫০ খৃষ্টাব্দে বৈরামশাহের রাজত্বসময়ে পারস্তে, পরে উর্দুতে
এবং তুর্কভাষায় ‘হুমায়ুন নামা’ নামে ভাবান্তরিত হয়। অন্তঃপর

ঈশ্বরত্ব তু বর্ষাঃ তদেব অক্ষরান্বকম্।

তেন বর্ণান্বকং দেহঃ জন্তোরেব ন সংশয়ঃ।

মহাশয়ঃ সর্ববর্ণমহাতে পরমেশ্বরঃ।

বর্ণতত্ত্বমিদং দেবী সন্যাসঃ মম বহুবলং।

যতঃ দেবো ন চান্যোহাস্মি নির্দোষো দেবরূপকঃ।

সর্বত্র দেবত্বং ধ্যানে তৃণভরনভানি।

ধ্যানেন লভ্যে সর্বং ধ্যানেব বিকল্পকঃ।

ধ্যানেন সিদ্ধিযাতোতি বিদ্যা ধ্যানঃ ন সিদ্ধিঃ।

ইতি তে কথিতঃ তৎকালং বৈকুণ্ঠে হুয়েশ্বরঃ।

বক্তাভানবরতকং বিকল্পপো ভবেরয়ঃ।

তে দরা মহি পঙ্কতি কমণ্ডিৎ বমবলিরম্।” (নির্দোষতন্ত্র ১২ পটল)

সিমন শেখ কর্তৃক গ্রীকভাষায় ও পরে হিব্রু, আরামেইক,
ইতালী, স্পেন ও জাংগভাষায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। খৃষ্টীয়
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিব্রু অনুসরণে কাপুয়ারাজ অনেক
আদেশে এই গ্রন্থ লাতিনভাষায় অনুবাদিত হইরাছিল। খৃষ্টীয়
ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজিতে ও তৎপরে ১৬৪৪ ও ১৭০৯
খৃষ্টাব্দে ফরাসীভাষায় এবং ইহা হইতে ক্রমশঃই যুরোপের সমস্ত
বর্তমানভাষায় অনুবাদিত হইয়া ‘পিলপের গল্প’ (Pilpay’s
fables) নামে খ্যাতি লাভ করে। তামিল ও কণাড়ী
প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য ভাষায়ও ইহার অনুবাদ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন
স্থান হইতে প্রাপ্ত পঞ্চতন্ত্র পুথির একটু পাঠান্তর লক্ষিত হয়।
সংস্কৃত ও কণাড়ীভাষায় লিখিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়
যে, গঙ্গানদীতটে পাটলীপুত্র নগরে রাজভবন ছিল, কিন্তু অজ্ঞ
কোন কোন গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের মহিলারোয়া নগরে এই
রাজভবনের কথা লিখিত আছে। খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেল
ব্যতীত আর কোন গ্রন্থে পঞ্চতন্ত্রের অপেক্ষা জগতে বিস্তৃতি ও
খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই।

পঞ্চতন্ত্রাত্রে (স্ট্রী) পঞ্চগুণিতং শব্দান্বিতং হুম্মায়কং তন্মাত্রম্।
হুম্মায়কং মহাত্মত্বং; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্রই
পঞ্চতন্ত্রাত্রে, এই পঞ্চতন্ত্রাত্রে হইতেই পঞ্চমহাত্মত্বের উৎপত্তি
হয়। সাংখ্যমতে—প্রকৃতি হইতে মহৎ (বুদ্ধি), মহৎ হইতে
অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্ত্রাত্রে
উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চতন্ত্রাত্রে প্রকৃতিবিকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতির
বিকৃতি। শব্দ-তন্ত্রাত্রে হইতে আকাশ, এই জন্ত আকাশের
গুণ শব্দ, শব্দ ও স্পর্শতন্ত্রাত্রে হইতে বায়ু, এই জন্ত বায়ুর হইট
গুণ শব্দ ও স্পর্শ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্ত্রাত্রে তেজ এই জন্ত
তেজের তিনটী গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস-
তন্ত্রাত্রে হইতে জল এই জন্ত জলের ৪টী গুণ যথা—শব্দ, স্পর্শ,
রূপ, রস। গন্ধতন্ত্রাত্রে পৃথিবী, এই জন্ত পৃথিবীর ৫টী গুণ,
যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই প্রকারে পঞ্চতন্ত্রাত্রে
হইতে পঞ্চ মহাত্মত্বের উৎপত্তি হইরাছে। আবার যখন
পঞ্চমহাত্মত্ব লীন হয়, তখন আকাশ শব্দতন্ত্রাত্রে, বায়ু স্পর্শ-
তন্ত্রাত্রে, তেজ রূপতন্ত্রাত্রে, বায়ু রসতন্ত্রাত্রে এবং পৃথিবী গন্ধ-
তন্ত্রাত্রে লীন হয়। এই প্রকারে ভূত সকলের সৃষ্টি ও লয়
হইয়া থাকে। যতদিন প্রকৃতির সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন
এইরূপে উৎপত্তি ও লয় হইবে, যখন প্রলয়কাল উপস্থিত
হইবে, পঞ্চতন্ত্রাত্রে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি প্রকৃতিতে লীন হইবে।

(সাংখ্যতত্ত্বকৌলী)

পঞ্চতপ (পুং) পঞ্চভিত্তিকবিত্তিঃ অগ্নিচতুর্দৈবযৌত্তপতি তপ-
অহ। পঞ্চাধিবারা বাহারা তপস্তা করেন।

পঞ্চতপস্ (জি) অগ্ন্যগ্নিভিঃ, পঞ্চতিস্তুতগুণ্ডলুপতি বঃ
পঞ্চ-তপ-অগ্নয়। অগ্নিচতুষ্টয় ও হৃদ্য এই পঞ্চকযুক্ত তপস্বী,
পঞ্চায়ম্বো তপস্বী। চারিখিকে অগ্নি প্রজলিত করিয়া
ত্রীয়ে মধ্যাহ্নকালে হৃদ্যের নিম্নে থাকিয়া বিনি তপস্বী করেন।

“ভৈরবায়ম্বো ভৈরবী ববীরানপি গম্যতে।

পঞ্চমঃ পঞ্চতপস্তুপনো জাতবেদসাম্ ॥” (শিওপা ২।৫১)

পঞ্চতয় (জি) পঞ্চ অববাব বস্ত, অববাবে তয়প। পঞ্চাবব,
পঞ্চসংখ্যা। ২ পঞ্চসংখ্যাক্ত। ত্রিয়ার গ্রীষ্ম, পঞ্চতরী।

“বৃহস্রঃ পঞ্চতব্যঃ ক্রিষ্টাহক্রিষ্টাহঃ ॥” (পাত ২ ১।৫)

পঞ্চতা (জী) পঞ্চানাং তূতানাং ভাবঃ তন্টাপ। মৃত্যু। মৃত্যু
হইলে পঞ্চভূত স্বরূপে অবস্থান করে, এই জন্ত পঞ্চতাস্থে
মৃত্যুকে বুঝায়।

“স তু জনপরিতাপং তৎকৃতং জানতা তে।

নরহর উপনীতঃ পঞ্চতাং পঞ্চবিংশ ॥” (ভাগ ৭।৮।৫২)

২ পঞ্চভাব। (জৈমিনী)

“ধাত্রে সদে লবে বাহুে নাতি ক্রামন্তি পঞ্চতাং ॥” (মহু ৮।১৫১)

পঞ্চতিস্তু (জী) পঞ্চগুণিতং তিস্তং। পঞ্চবিধ তিস্ত ত্রয়া—
কণ্টকারী, শুভ্রী, শুভ্রী, কুষ্ঠ ও ক্রিষাততিস্তু এই পঞ্চবিধ
ত্রয়া পঞ্চতিস্তু। (চক্রান্ত পিত্তস্নেহজর)

অত্রবিধ—নিষ্মূলত্ব, পটোলমূত্র, বাসক, কণ্টকারী ও
শুভ্রী। এই পঞ্চতিস্তু বিসর্প ও কুষ্ঠনাশক।

“নিষং পটোলঃ কুষ্ঠা চ শুভ্রী বাসকতথা।

বিসর্পকুষ্ঠমুৎ খ্যাতো গণোহয়ং পঞ্চতিস্তুকঃ ॥” (ভাবপ্রকাশ)

পঞ্চতিস্তুমৃত (জী) মৃত্তবোধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—গব্য
মৃত ১৪ সের। কদার্ব নিমছাল, পটোলমূত্র, কণ্টকারী,
শুলক, বাসকছাল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্ব জল ৬৪ সের,
শেষ ১৬ সের। কদার্ব মিলিত ত্রিকলা ১ সের। পরে বখা-
নিরমে এই মৃত্ত প্রস্তুত করিবে। এই মৃত্ত পান করিলে কুষ্ঠ,
কুষ্ঠরোগ ও জলীভিপ্রকার বাতজ বাধি বিনষ্ট হয়।

(ভৈরব্যর কুষ্ঠরোগাধিঃ)

পঞ্চতিস্তুমৃতগুণ্ডলু (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—
মৃত ৪ সের। কাথার্ব নিমছাল, শুলক, বাসকছাল, পটোলমূত্র,
কণ্টকারী, প্রত্যেক ১০ পল, মধুপেট্টলীবজ শুণ্ডল
৫ পল, পাকার্ব জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। কাথ
টাকিয়া লইয়া উক্ত থাকিতে তাহার সহিত পুটলীহিত
শুণ্ডল গুলিয়া লইবে। পরে মৃত্তের সহিত এই কাথ-জল
পাক করিতে হইবে। কদার্ব আকনাদি, বিড়ম্ব, দেবদাক,
পঞ্চশিলা, ববকার, সাতিকার, শুঠ, হরিদ্রা, মটরী, চই, কুষ্ঠ,
লতাকটকী, মরিচ, ইলবব, জীরা, চিতামূল, কটুকী, ভেলা,

বচ, পিপ্পলমূল, বজ্রী, আতইচ, ত্রিকলা, মনবাবনী, প্রত্যেক
২ ভোলা। বখানিরমে এই মৃত্ত পাক করিবে। কুষ্ঠরোগে
ইহা একটী উত্তম ঔষধ। ইহা সেবনে কুষ্ঠ, নাকীত্রণ, জলবদর,
গণ্ডমালা, শুণ্ড, মেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

(ভৈরব্যর কুষ্ঠাধিঃ)

পঞ্চতীর্থ (জী) পঞ্চানাং তীর্থানাং সমাহারঃ। তীর্থ-
পঞ্চক। “বিষুন্ধিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থী বিধানন্তঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)
এই পঞ্চতীর্থ স্থানে স্থানে ত্রিয়ার প্রকার। বখা—কাশীহিত
পঞ্চতীর্থ।

‘জানবাপীহুগুপ্ত নমিকেশং ততোহর্করেং।

তারকেশং ততোহর্কর্য মহাকালেশ্বরং তন্তঃ।

ভন্তঃ পূর্নদগুণানিমিত্তোবা পঞ্চতীর্থিকা ॥” (কাশীর্থ ১০০।৩২)

জানবাপী, নমিকেশ, তারকেশ, মহাকালেশ্বর ও নগুপাদি
এই পঞ্চতীর্থ। পূর্বোক্ত স্থানে মার্কণ্ডেয়বট, কুক, রোহি-
ণের, মহাসমুদ্র ও ইন্দ্রহার সরোবর এই পঞ্চতীর্থ, পূর্বোক্তমে
পঞ্চতীর্থ করিলে পূনর্জন্ম হয় না।

“মার্কণ্ডেয়ে বটে কুকে রোহিণেরে মহোদধৌ।

ইন্দ্রপ্রাসদের বাঁধা পূনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥” (তীর্থতত্ত্ব)

পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকলে জান করিলে
যেদূর পূণ্য হয়, এক এক পঞ্চতীর্থে জান করিলে তদূর পূণ্য
হইয়া থাকে।

“পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সর্বাণ্যেবাতিবেচনাং।

তৎপঞ্চতীর্থমানেন সমং নান্যত্র সংশয়ঃ ॥” (বরাহপুঃ)

একাদশীতে বিশ্রাতি, ষাটশীতে পৌরুষ, ত্রয়োদশীতে নৈমিষ,
চতুর্দশী তিথিতে প্রয়াগ এবং কার্তিকমাসে পূজ্য এই পঞ্চতীর্থে
জাননাদি অক্ষয় ফলপ্রদ।

পঞ্চতৃণ (জী) কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইন্দু এই ৫টা পঞ্চতৃণ।

“কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইন্দুশ্চৈব তৃণোত্তমম্।

পঞ্চতৃণমিদং খ্যাতং তৃণজং পঞ্চমূলকম্ ॥” (পরিভাষাঃ)

ভাবপ্রকাশ মতে—শালি, ইন্দু, কুশ, কাশ ও শর এই
পঞ্চতৃণ। (ভাবপ্রঃ)

পঞ্চত্রিংশ (জি) ৩৫ সংখ্যার পূরণ।

পঞ্চত্রিংশ (জী) ৩৫ সংখ্যা।

পঞ্চত্রিংশতি (জি) ৩৫।

পঞ্চত্ব (জী) পঞ্চানাং কিতাদি তূতানাং ভাবঃ। ১ মরণ।

২ পঙ্কের ভাব। পঞ্চভূতের আরম্ভক সংযোগনাশে স্বভাবপ্রাপ্তি।

“মৃত্যাবশ্যং সোৎসর্গং তৎ পঞ্চভূতজোহরীং ॥” (ভাগ ১।১৫।৪১)

পঞ্চধ (জি) পঞ্চানাং পূরণঃ, (খই চ ছলি। পা ৫।২।৫০)

ইতি বেদে ষট্। পঞ্চসংখ্যার পূরণ।

পঞ্চধু (পুং) কোবিল। (বৈ, নিফটু)

পঞ্চদক (পুং) দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫৮।৪৫)

পঞ্চদশ (ত্রি) পঞ্চদশান্নাং পূরণঃ, পূরণে ভট্ট, পঞ্চাধিকা দশ বজ্র বা। পঞ্চদশ সংখ্যার পূরণ, ১৫ সংখ্যা, পঞ্চদশ সংখ্যাচর্চা শব্দ।

“পিতামহাঃ পিতরঃ প্রজাপত্যাং পঞ্চা পঞ্চদশন্তে অসি।”

(অথর্বসং ১১।১।১৯)

২ তিথি। (কথিকল্পলতা)

পঞ্চদশাহিক (ত্রি) পঞ্চদশ দিন মধ্যে ব্রতভেদ, ১৪।১৫ দিনে প্রো ব্রতকাণ্ড নিষ্পন্ন হয়।

১৫ দিনে যে ব্রত সমাপ্ত হয়, তাহাকে পঞ্চদশাহিক কহে।

“পিতৃপিতৃদেবতান্যং প্রোমস্তু প্রতিবাসনম্।

একৈকমুপবাসঃ তাত্ সোমাকৃত্যঃ প্রৌত্তিত্যঃ ॥

এবাং ত্রিরাত্রবত্যালাদেকৈকন্ত বধাক্রমম্।

তুলাপূজব ইত্যেবঃ জেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ ॥” (অত্রিসং)

পঞ্চদশকৃত্যস্ (অব্য) পঞ্চদশ-কৃত্যস্। পঞ্চদশবার।

(লাটী প্রো ১০।১২।২)

পঞ্চদশধা (অব্য) পঞ্চদশ-প্রকারে ধাচ্। পঞ্চদশ প্রকার।

পঞ্চদশান্ (ত্রি) পঞ্চাধিকা দশ। ১ পঞ্চাধিক দশসংখ্যা।

২ তৎসংখ্যার।

পঞ্চদশাহ (পুং) পঞ্চদশ-অহন্। ১৫ দিন। (মহু ৫।৮০)

পঞ্চদশিন্ (ত্রি) পঞ্চদশ পরিমাণমন্ত পরিমাণার্থে ণিনি। পঞ্চদশ পরিমাণযুক্ত। ত্রিরাত্র ভীপ্। পঞ্চবিংশিন্ প্রভৃতি পনও এইরূপে সিদ্ধ হইবে।

পঞ্চদশী (স্ত্রী) পঞ্চদশান্নাং পূরণ-ভট্ট ত্রিরাত্র ভীপ্। ১ পূর্ণিমা। ২ অমাবস্তা।

পঞ্চদশীর্ষ (ত্রি) পঞ্চদশ অবসরেষু দীর্ঘাঃ শরীরন্ত ভূতিশাস্ত্রোক্ত-লক্ষণকপঞ্চস্থলং। শরীরের পঞ্চাবসরলক্ষণ বিশেষ। শরীরের ৫টা স্থান যাহাদের দীর্ঘ হয়, তাহার স্থললক্ষণক্রান্ত।

“বাহু নেত্রয়ঃ কৃচ্ছিরে কু নাসে তথৈব চ।

শুনরোরন্তর্যকৈব পঞ্চদীর্ঘাঃ প্রোন্ততে ॥” (সামুদ্রিক)

বাহু, নেত্র, কৃচ্ছিরে, নাসা এবং বক্ষ দীর্ঘ হইলে সামুদ্রিক রতে শুভজনক।

পঞ্চদেবতা (স্ত্রী) পঞ্চদেবতাঃ সংজ্ঞাৎ কর্মধারয়ঃ। দেবতা-পঞ্চক, আদিভা, গণেশ, দেবী, রুদ্র ও কেশব, এই ৫ জন দেবতাকে পঞ্চদেবতা কহে। সকল পূজার এই পঞ্চদেবতার পূজা করিতে হয়। পঞ্চদেবতার পূজা না করিয়া অন্য কোন দেবতার পূজা করিতে নাই।

“আদিভাঃ পঞ্চাধিক দেবীঃ রুদ্রক কেশবম্।

পঞ্চদেবতামিত্যুক্তং সর্বকর্মসু পূজয়েৎ ॥” (আদিকণ্ড)

কেহ কেহ পঞ্চদেবতাকে প্রথমে বলিয়া থাকেন, কিন্তু মার্কণ্ডেয়-পুণ্যাদিত্যকে প্রথম বলিয়া নির্দেশ করেন। পূজাপ্রয়োগে “শিবাদিশপঞ্চদেবতাজ্যো নবঃ” এইরূপ মন্ত্রে পূজা করিতে দেখা যায়, এইরূপ হলে পঞ্চদেবতার আদিতে শিব।

পঞ্চদ্রাবিড় (পঞ্চদ্রবিল) দ্রাবিড়রাজের অধীন পাঁচটা বিশিষ্ট জনপদ। রাজা রাজেন্দ্রচোড়ের রাজত্বসময়ে উক্ত পঞ্চ জনপদ (১৪০০-১৬৪০ শকে) দক্ষিণভারতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আধাবর্ষে যেমন এক সময়ে ‘পঞ্চগৌড়’ আখ্যায় একটা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্রূপ দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণগণও পঞ্চদ্রাবিড় নামে একটা স্বতন্ত্রসমাজে গঠিত হয়। বিষ্ণুগিরির দক্ষিণভাগে দ্রাবিড়, অন্ধ্র, কণাট, মহারাষ্ট্র ও গুজর নামে পাঁচটা জনপদ পাণ্ডুরাজগণের অধীনে উন্নতির উচ্চশোণানে আরোহণ করিয়াছিল। স্থল-পুরাণে লিখিত আছে :—

“কণাটান্দেব তৈলঙ্গা গুজরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।

আদ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিষ্ণুদক্ষিণবাসিনঃ ॥”

দক্ষিণভারতের এই পাঁচটা স্থান ও তাহার অধিবাসিবর্গ অন্তান্ত নিকট বস্ত্র জাতীরের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বিশেষ গৌরবের সহিত উক্ত হইয়াছে। এই পাঁচটা স্থানের ভাষা তামিল, তেলগু, কণাটী, মরাঠী ও গুজরাটী ভেদে স্বতন্ত্র। পাণ্ডুরাজ রাজেন্দ্রচোড়ের ‘পঞ্চদ্রবিলাদিশিখি’ উপাধি ছিল।

পঞ্চধা (অব্য) পঞ্চ-ধা-(সংখ্যার বিধার্ধে-ধা। পা ৫।৩।৪২) পঞ্চপ্রকার।*

“ধর্ম্যার বশসেধর্ম্যার কামার স্বজনায় চ।

পঞ্চধা বিত্তজন বিত্তমিহামুক্ত চ মোদতে ॥” (ভাগ ৮।১১।৩৭)

পঞ্চধুনী, কঠোরাচাটী বৈকুণ্ঠ তপসিবিস্তার। পরমার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে কার্যক্রেমে ধর্মচর্যা করাই ইহাদের প্রধানকার্য। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শরীরের চতুর্দিকে ও সমুখভাগের অপর একস্থানে আগুন জালিয়া তপস্তা করে এবং সেই সমুখস্থ অগ্নিতে হোম করে ও অভিশপ্তিত জ্রাবাদি ভোগ দিয়া থাকে। এই জন্ত ইহাদিগের পঞ্চধুনী নাম হইয়াছে। সেইরূপ কেহ বা চতুর্দিকে চৌরাসীটী ধূনি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তদ্বাথে উপবেশন-পূর্বক জপাদি করিয়া থাকে।

পঞ্চনাথী, ত্রিবার নগরের ত্রিকনাথের বিধাত মন্দির সমুখস্থ একটা পুণ্যক্ষেত্র ও পুত্রিণী। ত্রিবার হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই তীর্থক্ষেত্র ও মন্দির ত্রিমুরনার্মক জনৈক ঐশি নির্মাণ করেন। এখানে প্রতিবৎসর ‘পঞ্চবস্ত্রনব’ উৎসব উপলক্ষে বৃক্ষ লক্ষ লোক লোকসমাগম হইয়া থাকে। সকলে বলে এই পুত্রিণীতে স্নান করিলে সর্বরোগক্ষয় হয়।

পঞ্চনদ (ত্রি) পটি-কন্নিব্। ১ সংখ্যাবিশেষ, ৫ সংখ্যা।

“পুশকুলকলানাক পঞ্চনদং বিশোবনঃ।” (বহু ১১।১৩৫)

পঞ্চাচক শব্দ—পাণ্ডব, শিবাত, ইন্দির, বর্ষা, ব্রতাসি, মহাপাণ, মহাত্ম, মহাকাব্য, মহামন্ড, পুরাণলক্ষণ, অন্ন, প্রাণ, বর্ষা, ইন্দিরার, বাণ। ২ পঞ্চসংখ্যাবৃত্ত, পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্ট।

পঞ্চনদ (পুং) পঞ্চ নদা যত। ১ হস্তী। ২ কূর্ন। ৩ ব্যাঘ্র।

বে সকল জন্তুর এটা নদ আছে, তাহাকে পঞ্চনদ বলে, কতকগুলি পঞ্চনদ আছে, তাহাদের মূল ভূমণীয়।

“শবকঃ শরকী গোধা বজ্রী কূর্নচ পঞ্চনঃ।” (বৃতি)

শবক, শরকী, গোধা, বজ্রী ও কূর্ন ইহারা পঞ্চনদ।

“ভক্ষ্যঃ পঞ্চনদাঃ সেবাগেমাখকল্পশরক্যঃ।

শবক মৎস্তেষুপি হি সিংহকৃৎকরোহিত্যঃ।” (বাঙ্কর ১।১৭৬)

সেবা, গোধা, কল্প, শবক ও শব এই পঞ্চজন্তু পঞ্চনদ, ইহাদের মাংস আহার করা বাইতে পারে।

পঞ্চনদ (পুং) পঞ্চ পঞ্চসংখ্যাকাঃ নদাঃ সম্ভাভ্য সমাসে ট্।

পঞ্চনদীযুক্ত দেশবিশেষ। ইহার পারন্ত নাম পঞ্জাব। ইহার নামান্তর বাহ্লীক ও ময়দেশ। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চত্ৰভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটা নদী বর্তমান মুলতান নগরের দক্ষিণভাগে আসিয়া সিদ্ধনদীতেও মিলিত হইয়াছে। এই এটা নদী পঞ্জাবের নিম্ন অংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, এই বেশই পুরাণাদিতে পঞ্চনদ নামে উক্ত হইয়াছে। [পঞ্জাব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

“কৃষ্ণঃ পঞ্চনদে জাতু হস্তরৈঃ সিদ্ধনদীমৈঃ।” (রাজতর ৪।২৪৮)

সিদ্ধনদের উত্তরদেশে আরও একস্থলে সাতটা নদীর সঙ্গম দেখা যায়। ঐ সাতটা নদী সপ্তসিদ্ধ নামে খ্যাত।

[সপ্তসিদ্ধ দেখ।]

(স্ত্রী) পঞ্চানাং নদানাং সমাহারঃ। ২ পাঁচটা নদীর সমাহার।

“ততঃ পঞ্চনদঃ ক্লংগং বিচেতবাং সমস্ততঃ।” (রামা ৩।৪৩।২৯)

৩ কাশীস্থিত নদীপঞ্চকল্পণ তীর্থ। কাশীথলে এই পঞ্চনদ তীর্থের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—ধূতপাণা সকলপ্রকার পাপদূর করিতে সর্ষা, ইহার সহিত প্রথম ধর্ম্মনদ অর্থাৎ পবিত্র মঙ্গলময় ধর্ম্মনদ হ্রদে সর্ষাপাণাহারিণী ধূতপাণা ও কিরণা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তৎপরে বধ্যাকালে ভগীরথানীত ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী এই নদীত্রয় আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। ধর্ম্মনদে এই এটা নদী মিলিত হইয়াছে, এই জন্য ইহাকে পঞ্চনদ বলে। এই পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিলে জীবকে আর পাকাত্মিক দেখধারণ করিতে হয় না। সকল তীর্থ অপেক্ষা পঞ্চনদতীর্থে সাহস্য অধিক। পঞ্চনদতীর্থে প্রভা-

সহকারে স্নান করিলে প্রাক্তকর্তার সিদ্ধিলাভকরণ নানা যোনি-পত হইলেও অক্লিমে মুক্ত হইয়া থাকে। (কাশীথ ৫৯ অং.)

৪ অপর তীর্থভেদ। মহাত্মরতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

“অথ পঞ্চনদং পদ্মা নির্যতো নির্যতাননঃ।

পঞ্চবজ্রানবাগ্নোতি ক্রমশো বেৎস্বকীতিভাঃ।” (ভার ৩।৮৭।৭৯)

৫ অল্পরভেদ।

“হবা পঞ্চনদঃ নাম নরকভ মহাময়ম্।” (হরিবংশ ১২।১৮৮)

পঞ্চনমুবরলু, তৈলক কেশবাসী কামার জাতি। ইহার মহিম্বরে পঞ্চন ও জাবিড়ে কামার নামে পরিচিত। তার লৌহ প্রকৃতি বাহু, প্রস্তর ও কাঁচাদির কাজ করাই ইহাদের জাতীর ব্যবসা। শিবের পঞ্চমুখ হইতে ইহাদের উদ্ভব এইরূপ বংশ আখ্যা নির্দেশ করার ইহারা “পঞ্চনদ” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার বজ্রোপবীত ধারণ করে এবং আপনা-দিককে সাধারণ দেবলজ্ঞান শ্রেণীর অপেক্ষা সামাজিক উচ্চ শ্রেণীতে আবদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করে। আচার ব্যস্ত্যারে বিশেষ পরিশ্রম নাই, সাধারণতঃ সকলেই অপরিভার। এজন্য অতি নিষ্কট জাতিও ইহাদের স্পৃষ্ট জল পান করেন। পূর্বে ইহার বিবাহানিতেও পানী চড়িতে পাইত না এবং জাতি মাথার দেওয়া ও জুতা পরাও ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল।

ব্যবসাবিশেষে ইহাদের মধ্যে পাঁচটা বিভিন্ন থাকের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহারা স্বর্ণের কাজ করে, তাহারা কংসালি নামে পরিচিত, লৌহকর কামার, চুতারের কার্যকারী বস্ত্রোপা, শিল্পের পূজাদিনির্ধাপকারী কংসালি এবং ডাকরেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইলেও তাহারা উপরি উক্ত কর্তা থাকের নামে আপনাদের পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে একমাত্র স্বর্ণ-কারগণই চতুর ও অন্ন লিখিতে পড়িতে জানে। অবশিষ্ট সকল শ্রেণীই মূর্খ। জাবিড়ের কামারদিগের মধ্যে পাঁচটা থাক থাকিলেও তাহারা তৈলকবাসীর অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। [পঞ্চবলের বিবরণ পঞ্চনদ শব্দ দেখ।]

পঞ্চনবত (ত্রি) পঁচানবত্, ২৫। (বৃং সং ২।১।৭)

পঞ্চনবতি (স্ত্রী) ২৫ সংখ্যা, তৎসংখ্যাবৃত্ত।

পঞ্চনাথ, সপ্তমূল-মাহাত্ম্যাপ্রণেতা।

পঞ্চনাথের মূল্য, দক্ষিণ আর্কটিকেলার ভোপুয়গ্রামের নিকটবর্তী একটা পর্বত। ইহার শিখরদেশে পর্বতগাত্র কাঁচা ভিন্টা তুলা ও তন্মধ্যে প্রস্তরনির্মিত শয্যাাদি এবং বুদ্ধস্তুতি প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত আছে।

পঞ্চনামন (ত্রি) পঞ্চনামনুত।

পঞ্চনিধন (স্ত্রী) সোমভেদ। (সাতীয়ন স্ত্রী ১।৩।২৯)

পঞ্চনিধান (স্রী) রোগজ্ঞানের পঞ্চবিধ উপায়। নিদান, পূর্বরূপ, উপশয়, সন্ধ্যাপ্তি, রোগবিজ্ঞান এই পাঁচটিকে পঞ্চনিধান কহে।

“নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়ন্তথা।

সন্ধ্যাপ্তিচেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চাশ্বতম্ ॥” (মাধবনি°)

পঞ্চনিম্ব (স্রী) বৃক্ষ (ছাল), পত্র, ফল, পুষ্প ও মূল ইহা সমভাগে গঠিলে পঞ্চনিম্ব কহে।

“নিম্বস্ত পত্রবৃক্ষপুষ্পফলমূলৈর্মিশ্রিতৈঃ।

পঞ্চনিম্বঃ সমাখ্যাতঃ তত্ত্বিকং নিম্বপঞ্চকম্ ॥” (রাজনি°)

পঞ্চনিম্বচূর্ণ, ঔষধভেদ। নিম্বের বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল সমুদায় ১ ভাগ, বিছড়ক ২ ভাগ ও ছাঁচু ১০ ভাগ এই সমুদায় চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া নুইট করিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা। অহুপান শীতল জল ও মধু। ইহা সেবন করিলে পিত্তরেম্মাজনিত মূল ও অরপিত্তরোগ উপশয় হয়।

পঞ্চনী (স্রী) পঞ্চাতে প্রপঞ্চরতে পাশকীড়ানিয়মো যজ্ঞ, পটি বিভারে লুট্টি দ্বিয়ার তীপ্। শারিশৃঙ্খলা, চলিত পাশার ছক।

পঞ্চনীরাভ্রজন (স্রী) পঞ্চানাং নীরাভ্রজনানং সমাহারঃ। পঞ্চ প্রকার আরাগ্নিক। [নীরাভ্রজন দেখ।]

পঞ্চপঙ্কিন্ (পুং) শিবাৎ পঙ্কিপঞ্চকামিকার দ্বারা প্রোদ্রা-জানার্থ শাকুনশাস্ত্রভেদ। এই শাকুন শাস্ত্রে অ, ই, উ, এ, ও, এই পঞ্চ স্বর পারিত্যাবিক পঞ্চপঙ্কীরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই গুণ এই শাকুনশাস্ত্রের নাম পঞ্চপঙ্কীশাস্ত্র।

পঞ্চপঙ্কিশাকুন নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—সুনিগণ মহাদেবকে কিরূপে ভবিষ্যৎ জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাদেব তাহাদের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ, এ সকল সূত্রান্ত পরিজাত হইবার জন্য পঞ্চপঙ্কী অর্থাৎ শাকুনশাস্ত্র প্রকাশ করিতেছি। এই শাকুনশাস্ত্রদ্বারা সকল কার্যে লাভা-লাভ, শুভাশুভ ও অরপণ্যরূপ প্রকৃতি পরিজাত হইতে পারা যাইবে। কল্পিত পঙ্কিগণের বলাবল, শত্রুমিত্রতাব প্রকৃতি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। প্রেরকর্তা যখন প্রের করিবেন, তখন নৈবজ্য সতর্ক হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিবেন। পরে প্রেরকর্তার কার্য দেখিয়া তাহার মানসিক ভাব নিরূপণ করিবেন।

পঞ্চপঙ্কী অ, ই, উ, এ, ও, এই পঞ্চস্বরকে পঙ্কী কল্পনা করিতে হইবে। পঙ্কিগণের নাম জেন, পিঙ্গল, বারস, কুট্ট, ও ময়ূর। ইহাদের ভোজন, গমন, রাজা, নিদ্রা ও মরণ এই পঞ্চ অবস্থা। উক্ত পঙ্কিগণের মধ্যে জেন পূর্বদিকের অধিপতি, পিঙ্গল দক্ষিণদিকের অধিপতি, কাক পশ্চিমদিকের অধিপতি, কুট্ট উত্তরদিকের অধিপতি, ময়ূর কোণ চতুর্ভুজের অধিপতি। ইহার

মধ্যে জেন ও কাক ভবিষ্যৎ কাল, কুট্ট বর্তমান কাল, পিঙ্গল ও ময়ূর ভূতকাল। পঙ্কিগণের মধ্যে জেন হিরণ্য বর্ণ, পিঙ্গল শ্বেতবর্ণ, কাক রক্তবর্ণ, কুট্ট বিচিত্রবর্ণ ও ময়ূর স্তম্ভলবর্ণ। জেনাদি পঙ্কী হইতে কাক বলবান। জেন ও বারস পুরুষ, পিঙ্গল স্ত্রী, কুট্ট স্ত্রী ও পুরুষ এবং ময়ূর নপুংসক। ইহাদের মধ্যে জেন ও পিঙ্গলপঙ্কী ব্রাহ্মণ জাতি, কাক ক্ষত্রিয়, কুট্ট বৈশ্য ও শূদ্র, ময়ূর অন্ত্যজ। এই সকল অর্থাৎ পঙ্কিগণের জাতি, মিত্র, বর্ণ, অবস্থা প্রকৃতি দ্বারা প্রেরের শুভাশুভ জানিতে পারা যাইবে।

এই প্রের গণনা দুই প্রকারে করা যাইতে পারে। প্রথম প্রের বাক্যের অথবা তাহার নামের প্রথম যে স্বরবর্ণ থাকিবে, অথবা উহার প্রথমবর্ণ সংযুক্ত যে স্বর থাকিবে, তাহা অবলম্বন করিয়া অ, ই, উ, এ, ও, এই পঞ্চস্বরের মধ্যে স্বজাতীয় একটি স্বর কল্পনা করিয়া লইবে। যথা,—আমার মনে কি আছে, এইরূপ প্রশ্ন করিলে আমার এই শব্দের আদি স্বর আকার, তাহার স্বজা-তীয় স্বর অ, এই স্বর কল্পনা করিবে। এইরূপে প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন-বাক্য শুনিয়া তাহার আদি স্বর বা আদিবর্ণ সংযুক্ত স্বরগ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে বারনির্ণয় করিয়া ঐ কল্পিত বার দ্বারা গুরুপঙ্ক ও কৃষ্ণপঙ্কভেদে পঙ্কী নিরূপণ করিয়া প্রেরোক্ত দ্রব্য স্থির করিতে হইবে। পরে পঙ্কীর ভোজনাদি অবস্থা দেখিয়া শুভাশুভ ফল বলিয়া দিবে।

প্রের বাক্যের আদি স্বর দ্বারা বারকল্পনা করিয়া সেই বারে যে পঙ্কী হইবে, প্রথমেই ঐ পঙ্কী দ্বারা গণনা করিতে হইবে। এই পঙ্কী দিনপঙ্কী পদবাচ্য। দিনপঙ্কী কার্যাক্ষপী। এই দিনপঙ্কী দ্বারা নষ্ট ও চিহ্নিত দ্রব্য সমুদায় এবং স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির শুভাশুভ ফল অবগত হওয়া যায়। প্রশ্নকালে লব্ধ স্থির করিয়া সেই লগ্নে ঐ পঙ্কীর ভোজন প্রকৃতি অবস্থা জ্ঞাত হইয়া পরে ফল নিশ্চয় করা গণকের কর্তব্য। গণক প্রথমে বস্ত ও বিষয় স্থির করিয়া পচাৎ তাহার ফলাফল বলিয়া দিবেন।

অকার অবধি ওকার পর্যন্ত ঐটা স্বর পঙ্কিরূপে কীর্ণিত হইয়াছে, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই পঞ্চস্বরের মধ্যে অ, আ এই উভয় স্বরে অ; ই, ই এই উভয় স্বরে ই; উ, উ এই দুই স্বরে উ; এ, ঐ ইহাতে এ; ও, ঐ ইহাতে ও বর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে বর্ণ সকল দ্বারা পঙ্কী কল্পনা করিতে হইবে। অ, ঐ, ২ ২ এই বর্ণচতুষ্টয়ের পরিভাগ করিতে হইবে। যদি প্রশ্নের আদিবর্ণে এই স্বর থাকে, তাহা হইলে উহাকে ব্যঞ্জনের মধ্যে গণিবশিত করিয়া উচ্চারণে যে স্বর উপলব্ধি হয়, সেই স্বর গ্রহণ করিতে হইবে। অ পূর্বদিকের, ই দক্ষিণ দিকের, উ পশ্চিমদিকের, ও উত্তরদিকের, ও অবশিষ্ট সকল দিকের অধিপতি। দিক জানিবার আবশ্যক; হইলে দিগধি-

পতি পক্ষী দ্বারা জানা যাইবে। প্রেরণ আদ্যবর্ণে যে বস
থাকিবে, তাহার পক্ষ্য বস যে দিকের অধিপতি হইবে, সেই
দিক সকল কার্যেই বিশেষতঃ রাজ্যকালে ভাগ করিবে।

বাজনবর্ণ হলে এইরূপ পক্ষ্যের স্থির করিয়া লইতে হয়,
ক, ছ, ভ, ধ, ত, ব এই বাজনবর্ণে অ; এবং ই বসদ্বারা ঘ, ঙ,
চ, ন, ম, য; উ এই বসে গ, ঙ, ত, প, ব, য, এইরূপে
এ, ও এই দুই বস ইহাদের পর পর বাজনবর্ণ গ্রহণ
করিতে হইবে। এইরূপ বস দ্বারা বারনির্ণয়দ্বানে অ বসে রবি
ও মঙ্গল, ই বসে সোম ও বুধ, উ বসে বৃহস্পতি, এ বসে শুক্র,
ও বসে শনিবার বোধ হইয়া থাকে। তিথিনির্ণয়স্থলে
অকারাদি পক্ষ্যের বধাক্রমে নক্ষা, ত্রা, রিক্তা, জরা ও পূর্ণা
এই পক্ষ তিথি জানিতে হইবে। লগ্ন নিরূপণ করিতে হইলে
অ বসে মেঘ, সিংহ ও বিহা, ই বসে কচ্ছা, মিথুন ও ককট,
উ বসে ধনু ও মীন, এ বসে তুলা, মৃগ, ও বসে মকর ও কৃত্ত
কল্পনা করিতে হইবে। লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইলে
অকারে রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ও
আর্দ্রা এই সপ্ত নক্ষত্র, ই বসে পুনর্নসু, পূষা, অশ্লেষা, মঘা,
পূর্বফল্গুনী এই ৩ নক্ষত্র, উকারে উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা,
স্বাতি, শিখাণা ও অম্বরাধা এই ৩ নক্ষত্র, একারে জ্যেষ্ঠা, মূলা,
পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণা এই ৫টা নক্ষত্র, ওকারে ধনিষ্ঠা,
শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই ৫টা নক্ষত্র,
এইরূপে নক্ষত্র স্থির করিতে হইবে। সুরাধিপতি স্থির করিতে
হইলে এইরূপে করিতে হইবে, অকারের অধিপতি জৈশ্বর,
ইকারের পবন, উকারের ইন্দ্র, একারের আকাশ এবং ও বসের
অধিপতি সদাশিব। পূর্বদিকে অকারে পৃথিবীতত্ত্ব ও বৃহ-
স্পতি, দক্ষিণদিকে ইকারে জলতত্ত্ব ও শুক্র, পশ্চিমে উকারে
মঙ্গল ও অগ্নিতত্ত্ব, উত্তরদিকে একারে বায়ুতত্ত্ব ও বুধ, উর্ধ্বে
ওকারে আকাশতত্ত্ব ও শনি।

পৃথিবীতত্ত্ব সংগ্রামবিষয়ক প্রেরণ হইলে বুধ, জলতত্ত্ব
প্রেরণ হইলে সন্ধি, অগ্নিতত্ত্ব প্রেরণ হইলে সংগ্রাম জয়, বায়ুতত্ত্ব
প্রেরণ হইলে যুদ্ধে ভঙ্গ ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বায়ুতত্ত্ব
রোগাদি বিষয়ক প্রেরণ হইলে বায়ুজন্য রোগ, অগ্নিতত্ত্ব প্রেরণ
হইলে পিত্তজনিত রোগ, জলতত্ত্ব প্রেরণ হইলে কফজন্য রোগ
এবং পৃথিবীতত্ত্বের সময় প্রেরণ হইলে বায়ুপিত্ত কফের মিশ্রভা-
জনিত রোগ হইরাছে ইহা জানিতে হইবে। প্রেরণকর্তা যদি
বায়ুতত্ত্বকালে প্রেরণ করিয়া অগ্নিতত্ত্বের সময় প্রেরণ করে,
তাহা হইলে বাতপিত্তজনিত রোগ হইরাছে জানিতে হইবে।
তত্ত্ব সকলের বর্ণ নিরূপণ করিয়া বর্ণ স্থির করিতে হইবে।
বায়ুতত্ত্ব মীলবর্ণ, অগ্নিতত্ত্ব রক্তবর্ণ, পৃথিবীতত্ত্ব পীতবর্ণ, ও

জলতত্ত্ব গুরুবর্ণ। পক্ষীদিগের ভোজনাদি অবস্থাদ্বারা কল
হইয়া থাকে। পক্ষিপণের ভোজনাবস্থার প্রেরণ হইলে একমাসে,
গমনাবস্থার প্রেরণ হইলে এক পক্ষে, রাজ্যাবস্থার প্রেরণ হইলে
একদিনে, ও বসাবস্থার প্রেরণ হইলে একবৎসরে কল হয়। এই-
রূপে কলের কাল নিরূপণ করিতে হইবে। পিঙ্গল দ্বারা চতুশ্রাব
জীব, জেন ও বায়স দ্বারা দ্বিপদ জন্তু, কুহুট দ্বারা নখাযুগ ও
শৃঙ্গাযুগ জন্তু এবং ময়ূর দ্বারা পক্ষিকাতি লক্ষিত হইবে।
কাক সর্গাপেক্ষা বলবান, কাক হইতে জেন, জেন অপেক্ষা
কুহুট, কুহুট হইতে পেচক এবং পেচক অপেক্ষা ময়ূর দুর্বল,
ইহা স্থির করিতে হইবে। এই প্রকারে পক্ষী, তত্ত্ব, বায় ও
লগ্ন প্রভৃতি স্থির করিয়া কলাকল নির্ণয় করিতে হইবে।

ধাতুবিষয়ক প্রেরণ হইলে প্রথমে বস দ্বারা বায়ের উদয়
স্থির করিবে। সোমবার ও শুক্রবারের উদয় হইলে মৌপ্য,
বুধবারের উদয় হইলে স্রবর্ণ, বৃহস্পতিবারের উদয়ে রত্নমুক্ত
স্রবর্ণ, রবিবার হইলে মুক্তা, মঙ্গলবার হইলে তাম্র এবং
শনিবার হইলে লৌহ স্থির করিতে হইবে।

উদ্ভিদবিষয়ক প্রেরণে যদি সোম বা শুক্রবারের উদয় হয়,
তাহা হইলে গুগ্গ বা বরী, বুধবারের উদয়ে লতা বা কন্দ,
বৃহস্পতিবারের উদয়ে পত্র, রবিবারে ফল, শনি বা মঙ্গলবারে
মূল ইহা স্থির করিতে হইবে। জতধনাদিবিষয়ক প্রেরণ হইলে
জেনপক্ষী দ্বারা ধন ভূতলে নিখাত আছে, তাহা জানা যাইবে।
এইরূপ পিঙ্গল দ্বারা জতদ্রব্য জল ও পক্ষ মধ্যে, কাক
দ্বারা জানা যায় যে, অপহৃত জব্য ভূগমধ্যে, কুহুট দ্বারা
জাত হওয়া যায় যে, অপহৃত বস্তু ভূগমধ্যে, জেন ও ময়ূর
দ্বারা জানিতে হইবে যে জতদ্রব্য গৃহমধ্যে, এবং জেন ও পেচক
দ্বারা নিরূপণ করা যাইবে যে, জতধন গ্রামমধ্যে আছে।
কাক দ্বারা জানা যাইবে যে, কোম আশীর বস্তু তাহা প্রাপ্ত
হইরাছে, ময়ূর দ্বারা জানা যাইবে যে তাহা কোন গ্রামান্তরে
নীত হইরাছে। ইত্যাদি প্রকারে জতবস্তু প্রেরণ পূর্ণা হইবে।

এই পঞ্চপক্ষীর মধ্যে আবার শত্রুমিত্র আছে। জেনের মিত্র
ময়ূর, ময়ূরের মিত্র পিঙ্গল, কুহুটের মিত্র ময়ূর ও পিঙ্গল,
কাকের মিত্র ময়ূর, পিঙ্গলের মিত্র ময়ূর ও কুহুট। কাক ও
কুহুট জেনের শত্রু, জেন ও কাক কুহুটের শত্রু। পিঙ্গল,
জেন ও কুহুট কাকের শত্রু।

রবি ও মঙ্গলবারে, শুক্র ও কৃষ্ণপক্ষে জেনপক্ষী, শনিবারে
শুক্রপক্ষে ময়ূর, কৃষ্ণপক্ষে কাক, শুক্রবারে শুক্রপক্ষে ময়ূর ও
কৃষ্ণপক্ষে কুহুট, বৃহস্পতিবারে শুক্রপক্ষে কাক ও কৃষ্ণপক্ষে
পিঙ্গল, সোম ও বুধবারে শুক্রপক্ষে পিঙ্গল ও কৃষ্ণপক্ষে কুহুট
অধিপতি হইয়া থাকে। ইহার নাম দিনপক্ষী। এই দিন-

পক্ষী দ্বারা প্রেরিত হইয়া নির্ণীত হয়। তুরগক্ষেয় দিবসে যে বারে যে পক্ষীর পরে, যে পক্ষীর উদয় হয়, তুরগক্ষেয় রাত্রিতে সেই বারে সেই পক্ষীর পরে সেই পক্ষীর উদয় হইয়া থাকে। তুরগক্ষেয় দিনে যে বারে যে পক্ষীর পরে যে পক্ষীর উদয় হয়, তুরগক্ষেয় রজনীতেও সেই বারে সেই পক্ষীর পরে সেই পক্ষীর উদয় হইয়া থাকে। তুরগক্ষেয় দিবাতে প্রথমে যে পক্ষীর উদয়, তাহার একএকটি পক্ষীর পরে একএকটি পক্ষীর উদয় হইবে। তাহার পরপরবর্তী পক্ষী সকল ক্রমশঃ উদিত হইয়া থাকে।

তুরগক্ষেয় দিবসে ও তুরগক্ষেয় রাত্রিতে রবি ও মঙ্গল-বারে সূর্য্যোদয়ে প্রথমে স্ত্রেন, তৎপরে ক্রমে শিজলাদি পক্ষীর উদয় হইয়া থাকে। এই পক্ষীগণের বালা, কুমার, তুরগ, বৃদ্ধ ও মৃত এই ৫টা অবস্থা, এই সকল অবস্থাও দণ্ড করিয়া প্রত্যেক পক্ষী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল অবস্থা প্রভৃতি এবং তদ্বাদি সমাক্রমে অবগত হইয়া দৈবজ্ঞ প্রশ্নের উত্তর করিবেন। পঞ্চপক্ষী দ্বারা সকল প্রশ্নই গণনা করা যাইতে পারে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে পঞ্চপক্ষীর সংজ্ঞাদি ও তৎ প্রভৃতি লিখিত হইল। (শিবোক্ত পঞ্চপক্ষী)

এই শিবোক্ত পঞ্চপক্ষী জিন্ন কার্তিকোক্ত পঞ্চপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে পানিজাত-পঞ্চপক্ষীও কহে। কার্তিক ইহা মহাদেবের নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া মুনিগণের নিকট লোকহিতার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

“শৃগলঃ মুনয়ঃ সর্ষে প্রশান্তমমৃতমম্।

দুতভাবার্থবিজ্ঞানং স্বলপ্রোক্তং মহার্কম্॥

পার্বতীশিববক্তৃত্যায়ঃ স্বলঃ প্রহা মহামনাঃ।

প্রশান্তমমৃতম্যায়ঃ প্রোবাচেনঃ মহার্কম্॥” (পঞ্চপক্ষী)

কার্তিকোক্ত ৫টা পক্ষী এই—ভেরণ্ডক, চকোর, কাক, ফুট ও ময়ূর এই পঞ্চপক্ষী। বেত, গীত, অরুণ, গ্রাম এবং তুরগ যথাক্রমে পঞ্চপক্ষী এই পঞ্চবর্ণবিধিষ্ট। এই পঞ্চপক্ষী দ্বারা সকল ফলাফল জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

পঞ্চপথ (বা প্রহ) উত্তরপশ্চিম ভারতের যমুনানদীর দক্ষিণ-তীরবর্তী পাঁচখানি গ্রাম। পানিপথ, সোণপথ, ইন্দ্রপথ, তিলপথ ও বকপথ—এই পঞ্চগ্রাম প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্র-পক্ষে দান করেন।

পঞ্চপরিষদ, পঞ্চমবার্ষিকী সভা। ইহার অপর একটি নাম যোক্তমহাপরিষদ। চীনপরিব্রাজক বথন কান্তকূজরাজ শিলা-দিত্যকে পরিভ্রাণ করিয়া আসেন, তখন প্রায় ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বসময়ে রাজা এইরূপ ৬ষ্ঠ সভা আয়োজন করিয়াছিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ (ত্রি) পঞ্চাশ, ৫৫।

পঞ্চপঞ্চাশৎ (ত্রি) পঞ্চাশিকা পঞ্চাশৎ। পাঁচ অধিক পঞ্চাশ সংখ্যার পূরণ, ৫৫ সংখ্যার পূরণ।

পঞ্চপাশ্বিন্ (ত্রি) ভাগপঞ্চক।

পঞ্চপাশ্বিনী (ত্রি) পঞ্চ পঞ্চাশঃ পরিমাণসমতাঃ ভিনি পঞ্চদশতোমের বিটুভিভেদ। “পঞ্চপাশ্বিনী পঞ্চপঞ্চদশাত বিটুভিঃ” (ভাগ্যত্রিঃ ৪।১) অথ “পঞ্চদশতোমাত ভিভোঃ বিটুভিঃ”। তত্র প্রথমঃ পঞ্চপাশ্বিনীয়াং বিটুভিঃ (ভাগ্য) পঞ্চদশতোমের তিনটি বিটুভি প্রথম পঞ্চপাশ্বিনী।

পঞ্চপাত্র (পুং) পঞ্চ পঞ্চপাত্রাণ্যাত। বৃকভেদ, ছান্দলা বৃক, চণ্ডালকন্দ। (রাজনিঃ ব° ৪)

পঞ্চপদী (ত্রি) পঞ্চ পাদা অস্তাঃ অন্ত্যলোপঃ ততো ভীপিপ্তাবঃ। ১ ঋক্ ভেদ। (আশ্ব° গৃ° ১।৭।১)। ২ কুশদীপস্থ নদীভেদ। (ভাগ° ৫।৩০।২২)

পঞ্চপর্ণিকা (ত্রি) পঞ্চ পঞ্চপত্রাণ্যাস্যাঃ ততঃ কপ্ কাপি অতঃ ইতঃ। গোরক্ষীকূপ। (রাজনিঃ ব° ৫) পঞ্চপত্রিকা।

পঞ্চপর্বত (ত্রি) হিমালয়ের শৃঙ্গভেদ।

পঞ্চপর্ববন্ (ত্রি) চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি এই পাঁচ দিন।

“চতুর্দশীষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা।

পর্ণীণ্যোতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥” (আহিকতত্ত্ব)

পঞ্চপল্লব (ত্রি) পঞ্চানাং পল্লবানাং সমাহারঃ। আত্মাদি পত্র-পঞ্চক। আত্ম, জম্বু, কপিথ, বীজপূরক (টাবা) ও বিষ্ণু এই পঞ্চবৃক্ষের পল্লবই পঞ্চপল্লব। গন্ধকর্ষে এই পঞ্চপল্লব দিতে হয়।

“আত্মজম্বুকপিথানাং বীজপূরকবিষ্ণোঃ।

গন্ধকর্ষণি সর্বত্র পত্রাদি পঞ্চপল্লবং॥” (শব্দচঞ্জিকা)

পূজাদি কার্যে ঘটস্থাপন করিতে হইলে তাহাতে পঞ্চপল্লব দিতে হয়। আত্ম, অম্বথ, বট, পক্কা (পাকুড়) ও যজ্ঞোদ্বর এই পঞ্চবৃক্ষের পল্লব পঞ্চপল্লব। বৈদিকোক্ত পূজাদি কার্যে এই পঞ্চপল্লব দিতে হয়। তাত্ত্বিককার্যে এই পঞ্চপল্লব দিতে হয় না।

“অম্বথোদ্বরম্পকচূড়ন্তগ্রোধপল্লবঃ।

পঞ্চপল্লবমিত্যুক্তং সর্বকর্ষণি শোভনম্॥” (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

তাত্ত্বিক ঘটস্থাপনে পনস, আত্ম, অম্বথ, বট ও বকুল এই পঞ্চবৃক্ষের পল্লবই গ্রহণীয়।

“পনসাত্ম তথাঅম্বথ বটং বকুলমেব চ।

পঞ্চপল্লববৃক্ষক মুনিভিত্ত্যবৈমিতিঃ॥” (ভক্তসার)

তাত্ত্বিক ও বৈদিক পূজাদিতে ঘটোপরি পঞ্চপল্লব দিয়া ঘট স্থাপন করিতে হয়।

পঞ্চপাড়া (পাঁচপাড়া) উক্তিয়ার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটি নদী। বাঁশ, কুমিরা, ভৈরবী প্রভৃতি কএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর বোলে উৎপন্ন।

পঞ্চপাহাড়ী, বেহার জেলার অন্তর্গত শোণনীর তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র পর্বত ও তটপরিহ একটা গ্রাম। প্রত্নবিৎ কনিংহাম এই স্থান অন্বেষণ করিয়া ইষ্টকের ভয়ত্ব দেখিতে পান। তিনি এই পর্বতকে ঊগুপ্তপর্বত বলিয়া অনুমান করেন। অববং-ই-অববরী নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বহু প্রাচীনকালে এখানে পাঁচটা গুহ্মযুক্ত একটি বৃহৎ পাঁচভোলা বাটা নির্মিত ছিল। ১৮২ হিজিরায় যখন মোগল-সৈন্য পাটনা জয় করিতে আসে, তখন তাহারাই এই ভবন এবং ইহার অপর পার্শ্ব দাঁড়দের কেন্দ্র দেখিয়াছিল।

পঞ্চপাত্র (স্ত্রী) পঞ্চানাম পাত্রাণাম সমাহারঃ। ১ পঞ্চপাত্রের সম্বলন। ২ পঞ্চপাত্রকরণক পাক্ষণশ্রদ্ধ। ইহাকে অষ্টক শ্রদ্ধ কহে। দেবপঞ্চর ও পিতৃপঞ্চর এই পঞ্চ পাত্রে শ্রদ্ধ করিতে হয় বলিয়া পঞ্চপাত্র কহে।

পঞ্চপাদ (ত্রি) পঞ্চ পাদা যন্ত অন্তলোপঃ, সমাসান্তঃ। ১ পঞ্চপাদযুক্ত। ত্রিরাং ভীষি পদ্যবঃ। পঞ্চসংখ্যাকর্মরূপপাদো-হন্ত। ২ সংবৎসর। ঋগ্বেদের ভাবো লিখিত আছে, সংবৎসর পঞ্চ ঋতুরূপ, অর্থাৎ সংবৎসর পঞ্চঋতুরূপ হইয়া থাকে। হেমন্ত ও শিশির এই দুই ঋতু পৃথগভাবে অভিহিত হয় নাই। (ঋক্ ১৬৪।১২)

পঞ্চপাদী (স্ত্রী) পঞ্চানাম পাদানাম সমাহারঃ স্ত্রীপ্। পাদ-পঞ্চক। পাদশব্দে গ্রহের অববর্তন। পঞ্চপাদী সংজ্ঞায় কন্। পঞ্চপাদিকা, শারীরকভাবাব্যর্থানগ্রহভেদ।

পঞ্চপিতৃ (পুং) পঞ্চ পিতরঃ, সংজ্ঞাখ্যাং কর্মধারয়ঃ। পাঁচজন পিতা। “জনকশোচাপনেতা চ যন্ত কন্তাং প্রযজতি।

অন্নদাতা ভরদ্বাতা পটেকতে পিতরঃ স্তুতাঃ।”

(প্রারম্ভিকবিবেকযুক্ত বচন)

ভরদ্বাতা, উপনেতা (যিনি উপনয়ন সংস্থার করেন), যিনি কন্তা দান করেন, অন্নদাতা এবং ভরদ্বাতা এই ৫ জন পিতা বলিয়া অভিহিত হন।

পঞ্চপিতৃ (স্ত্রী) পঞ্চপিতৃঃ পঞ্চবিধঃ পিতৃঃ বা। পঞ্চবিধ পিতৃ, পিতৃপঞ্চক। বরাহ, ছাগ, মহিষ, মৎস্য ও মনুষ্য এই পঞ্চবিধ জন্তর পিতৃকে পঞ্চপিতৃ কহে।

“বরাহমুগমহিষমৎস্যমুদ্রপিতৃকন্।

পঞ্চপিতৃমিত্তি খ্যাতঃ সর্কেষেব হি কর্মজঃ” (বৈজ্ঞকসং)

ইহাদের পিতৃ নিষাদিত্রবে ভাবিত হইলে বিতুষ্ট হয়। (সাং)

পঞ্চপীর, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমীয়াতবর্তী যুক্তকম্বাই এন্দে-

শের সমতলক্ষেত্রের নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র পর্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৪০ ফিট ও উচ্চসমতলক্ষেত্র হইতে ২৪০ ফিট উচ্চ। এই সিরির শৃঙ্গে কেবলবাহ একটি বাটিকা আছে। উহা পাঁচটা মুসলমান মহাপুরুষের নামে উৎসর্গীকৃত। পাঁচটা পীরের আবাস বলিয়া এই পর্বত পঞ্চপীর নামে খ্যাত। সন্ধ্যা-প্রাচীন মহাশয়ার নাম বহা-উল-জাফারিকা। ইনি মুলতান-বানী ও সাধারণে বহাবল হক নামে পরিচিত। নিকটবর্তী হিন্দু অধিবাসিগণ বলে, এই স্থান পূর্বে ‘পঞ্চপাণ্ডব’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, পরে মুসলমান অধিকারে আসিয়া মুসলমানের কীর্তিই প্রকাশ করিতেছে।

পঞ্চপীর, মুসলমানদিগের পাঁচটা মহাশয় (পীর)। মুসলমানগণ পঞ্চপীরের নামের অর্থ বেঙ্গল উৎসবাদি করে, মিরজেলীর হিন্দুর মধ্যেও সেইরূপ পঞ্চপীরের পূজা প্রচলিত দেখা যায়। বঙ্গদেশে সন্তানাদির পীড়া হইলে গ্রহেশ্বর পঞ্চপীরকে চন্দ্র ও জল অথবা ‘সিরদী’ বা জিলাপী প্রভৃতি ভোগ দিয়া পূজা দিতে প্রোত্থিত হন। পঞ্চপীরের আত্মনা কেবল একটি স্তুতিকা-নির্মিত বৌদীয়ায়। কোথাও মুসলমান যোদ্ধা এবং কোথাও নিকট হিন্দু ব্রাহ্মণই ইহাদের পোরাহিত্য করে।

পঞ্চপুকুরিয়া (পাঁচ পুকুরিয়া) ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। এখানে পাট, চাউল ও চর্শের বিস্তৃত ব্যবসার আছে।

পঞ্চপুর, পাতিয়ালাজেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। ইহার বর্তমান নাম পঞ্জোর। পর্বতের তটভূমে সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। ১০০০ খৃষ্টাব্দে আবুরিহান এই স্থানে গমনের এইরূপ পথ নির্দেশ করিয়াছেন, ‘কনৌজ হইতে ৫০ করজন উত্তর পশ্চিমে সরসা, তথা হইতে ১৮ করজন দূরে পঞ্জোর নগর।’ এখানে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু মুসলমানপ্রাধিকারের তাহা একবারে মল হইয়া গিয়াছে। এখনও এখানকার একটি পুষ্করিণীর তীরে ‘কতক-জলি প্রাচীন হিন্দুগণের নির্মিত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুষ্করিণীর জল পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ বোধে অনেক লোক এখনও স্নান করিয়া থাকে। এই প্রাচীন হিন্দুকীর্তির উপর মুসলমানগণ যে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার গজদ্বার প্রভৃতিতে পঞ্চপুর নাম খোদিত আছে। এখানে তিনখানি শিলালিপি আছে, তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীনখানি তালিয়ার নট হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চপুরাণীয়া (ত্রি) প্রারম্ভিকতর্ষ পঞ্চকাণ্ডগণদজ্ঞেভেদে। “যেহন্ত পঞ্চপুরাণীয়া ত্রিপুরাণীয়া বেতি।” (কুল্লক)

পঞ্চপুণ্য (স্ত্রী) পঞ্চপুণ্যঃ পুণ্যঃ। পাঁচ প্রকার পুণ্য। চন্দ্রক, আত্র, নদী, পশু ও করবীর।

“যেহন্ত পঞ্চপুণ্যীয়া ত্রিপুরাণীয়া বেতি।” (কুল্লক)

পঞ্চপুণ্য (স্ত্রী) পঞ্চপুণ্যঃ পুণ্যঃ। পাঁচ প্রকার পুণ্য। চন্দ্রক, আত্র, নদী, পশু ও করবীর।

“চন্দ্রকান্দ্রপদীপদকরবীরক পঞ্চপুণ্যঃ।” (দেবীপুণ্য ১০৭ অঃ)

পঞ্চপ্রাণীপ (পুঃ) পঞ্চপ্রাণীণাঃ বহু । ১ পঞ্চপ্রাণীপশুক আরম্ভিক ।

“কুৰ্ব্বাৎ সপ্তপ্রাণীণেন শব্দাদিবাচ্যকৈঃ ।

হরঃ পঞ্চপ্রাণীণেন বহুশো ভক্তিতৎপরঃ ॥” (পার্বত্যন্তর খণ্ড)

২ পঞ্চপ্রাণীপশুক ধাতুময় প্রাণীপ ।

পঞ্চপ্রাণ (স্ত্রী) পঞ্চবিধরঃ শব্দানরঃ প্রেতঃ সানব ইব বহু ।
সংসাররূপবন । ভাগবতে লিখিত আছে—

একলা রাজা পুরজ্ঞন রথে (অগ্নিদেহে) অধিষ্ঠান করিয়া যেখানে পঞ্চপ্রাণ পাঁচটা সাহু (শব্দাদিবিষয়) আছে, সেই বনে (ভজনারী নেশে) গমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ পুরজ্ঞন সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহার শরাসন (কর্তৃক-ভোক্তৃবাদ্যাদিধান) অতি মহৎ। ইনি যে রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই রথ অতি বিচিত্র। এই রথের অশ্ব ষ্টো (জ্ঞানেশ্বর), এই অশ্ব সকল অতি দ্রুতগামী। ইহার ছইটি নভে (অহঙ্কা ও মমতা) নিবদ্ধ। রথের ছই চক্র (পাণ ও পুণ্য), অক্ষ এক (প্রধান), ধ্বজা তিন (স্ব রজঃ ও ভয়ঃ), বন্ধন পাঁচ (প্রাণাদি পঞ্চবায়ু), প্রগ্রহ এক (মন), সারথি এক (বুদ্ধি), রথীর উপবেশন স্থান এক (হৃদয়) এবং যুগবন্ধনস্থান দুই (শোক ও মোহ), ইহাতে ষ্টো বিধর (পাঁচ কর্মেশ্বর)। পুরজ্ঞন যুগরাকারীর বেশে ঐ রথে উপবেশন করিয়াছিলেন। ইহার গাত্রে স্বর্ণময় কবচ (রজো গুণ) এবং পৃষ্ঠদেশে অক্ষর তুল ছিল। একাদশ অর্থাৎ অহঙ্কারোপাধি হন তাহার সেনাপতি হইয়া ইহার সহিত গমন করিয়াছিল। রাজা পুরজ্ঞন অরণ্যে (সংসারবনে) প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মরূপ (ভোগান্যভিনিবেশ ও রাগদ্বৈষাদি) গ্রহণ করিয়া যুগয়ার বহির্গত হইলেন। যুগয়ার ইহার অতিশয় অহুসার ছিল, এই আত্মরক্তিতে সতীপবর্ত্তিনী ধর্ম্মপত্নী (বিবেক-বুদ্ধি) তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যদিও ধর্ম্মপত্নী ত্যাগের অব্যোধ্যা তথাচ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মপত্নী সতীপে থাকিলে স্বেচ্ছাহুসারে কার্য করা হইত হইয়া উঠে, এই ভক্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কার্যের পথ ভ্রমণ করিয়া লইলেন। তখন তিনি অরণ্যপ্রদেশে বন্যজন্তুরে আত্মরী রক্তি অবলম্বন করিয়া নিশিত বাণ (রাগাদি) দ্বারা অরণ্যে বহু বনচারী (ভজনারী বিধর) ছিল, সকলকে নিহত (আত্মীয়ও) করিলেন। এইরূপে পুরজ্ঞন যুগয়ার বহুতর পশু হনন করিলেন অর্থাৎ তিনি সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বিবেকবুদ্ধিহীন হইয়া প্রেতাস্ত হইলেন। পুরজ্ঞন গৃহে আসিয়া নানাপ্রকার কামোপভোগ করিতে লাগিলেন, এইরূপে সংসারারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাহার নবীন বয়স যুগ্মের জার অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এইরূপে পুরজ্ঞন সংসারারণ্যে বিচরণ করিয়া

অস্ত্রিমে দেহ পরিত্যাগ করিলেন, আবার জন্মগ্রহণ করিলেন, এইরূপ অনিরন্ত জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। (ভাগবতে ৪র্থ ভূতে ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ অধ্যায় ইহার বিবরণ বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে।

এই সংসারারণ্যের বিবরণ বাহা লিখিত হইল, তাহার তৎপরা, পুরজ্ঞন শব্দের অর্থ—পুরুষ অর্থাৎ জীব। তিনি পুর অর্থাৎ দেহকে প্রকটিত করেন, একান্ত তাহার নাম পুরজ্ঞন, এই পুর একপ্রকার নহে, বহুবিধ। এই পুরুষের সখা জৈবর, তিনি অজৈবর। পুরুষ যদিও পুরমাত্র অবলম্বন করেন, ইহাই সংসারারণ্য। পুরুষ প্রকৃতির মায়ায় বিমোহিত হইয়া আপনার স্বরূপ না বুঝিতে পারিয়া বারংবার জন্ম ও মৃত্যুযুগে পতিত হয়। [বিশেষ পুরজ্ঞন শব্দ দেখ] ২ যুগয়ারপ্রদত্ত পাঁচধানি প্রাম। [পঞ্চপদ দেখ।]

পঞ্চপ্রাণ (পুঃ) পঞ্চ চ তে প্রাপাশ্চ । দেহস্থিত বায়ুপঞ্চক ।
শরীরমধ্যে যে বায়ু অবস্থান করে, তাহাকে প্রাণ কহে।
প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ।

“প্রাণোহপানঃ সমানন্দোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ॥” (অমর)

এই পঞ্চপ্রাণ সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহার মধ্যে হৃদয়-দেশে প্রাণনামক বায়ু, গুদদেশে অপানবায়ু, নাভিদেশে সমান বায়ু, কণ্ঠদেশে উদান নামে বায়ু এবং সকল শরীর ব্যাপিয়া ব্যানবায়ু অবস্থান করে।

“হৃদি প্রাণো গুদেহপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ ।

উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ ॥” (তর্কাস্মৃত)

বেদান্ত মতে—এই পঞ্চপ্রাণের মধ্যে উর্দ্ধগমনশীল নাসাগ্র-হারী বায়ুর নাম প্রাণ, অধোগমনশীল বায়ুর আদিস্থানে হারী বায়ুর নাম অপান, সকল নাড়ীতে গমনশীল সমস্তশরীরস্থিত বায়ুর নাম ব্যান। উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থিত উৎক্রমণ বায়ু উদান এবং যে বায়ু দ্রুত অস্থানাদির সসীকরণ অর্থাৎ রস রুধির তত্ত্ব পুরীষাদি করে, তাহাকে সমান বায়ু কহে। ইহা ভিন্ন কেহ কেহ (সাংখ্যমতাবলম্বী) কহিয়া থাকেন যে, নাগ, কূর্ধ, ক্রুর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে আরও পঞ্চবায়ু আছে। ইহা-দের মধ্যে উল্লিঙ্গরাকারী বায়ু নাগ, উল্লীলনকারী বায়ু কূর্ধ, কুখাজনক বায়ু ক্রুর, জন্তনকারী বায়ুর নাম দেবদত্ত এবং পোষণকর বায়ুকে ধনঞ্জয় বায়ু কহে। কিন্তু বৈদান্তিক আচার্যেরা প্রাণাদি পঞ্চবায়ুতে এই নাগাদি পঞ্চবায়ুর অন্তর্ভাব করিয়া প্রাণাদি পঞ্চবায়ুই কহিয়া থাকেন। এই মিলিত পঞ্চবায়ু আকাশাদি পঞ্চভূতের রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়।

০ “বায়বঃ প্রাণাপানদ্যাবোদানসমানাঃ । প্রাণো নাম আশ্বগমনবান-নাসাগ্রহাবলম্বী। অপানো নাম অব্যাবহরমবান্ পার্শ্ববিহাবলম্বী।

এই পঞ্চদ্রু পঞ্চকর্ষের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণের কোশ নামে অভিহিত হয়। (বেদান্তসার) বেদান্তদর্শনের মতে প্রাণের ৫টা বৃত্তি আছে, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বান। প্রাণবৃত্তির নাম প্রাণ, ইহার কার্য উজ্জ্বা-সাদি। অপাণবৃত্তির নাম অপান, ইহার কার্য বলনৃত্ত ত্যাগ প্রকৃতি। বাহা উজ্জ উত্তরের সন্ধিস্থলে বৃত্তিমান, তাহার নাম বান, ইহার কার্য বীৰ্য্যবৎ কার্যনির্বাহ। উজ্জবৃত্তির নাম উদান, ইহা উৎক্রান্ত্যাদির কারণ। বাহা সর্বাঙ্গে সমবৃত্তি, তাহা সমান। এই সমান বায়ু দ্বারা ভূকামরসরক্তাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্বাঙ্গে নীত হয়। (বেদান্তদ" ২।৪।১২)

পঞ্চপ্রাসাদ (পুং) প্রাণীদন্তি মনাসি অত্র, প্র-সদ-অধিকরণে বঞ, উপসর্গত লীর্ঘতঃ। ১ পঞ্চভূতাবিত প্রাসাদ, যে প্রাসাদের পঞ্চভূতা আছে। ২ দেবগৃহবিশেষ, ইহাকে পঞ্চরত্নও কহে।

"পঞ্চৈকচিত্তং রম্যং পঞ্চপ্রাসাদসংযুতম্।

কারিষ্য হরেন্দ্রম্ বৃত্তাপাণো ব্রহ্মদেবম্॥" (অধিপুং)

পঞ্চবন্ধ (পুং) পঞ্চমঃ বন্ধঃ ভাগো যজ। নষ্টব্রবোর পঞ্চ-মাংশ দত্ত, যে ভ্রবা নষ্ট হইরাছে, তাহার পঞ্চমাংশরূপ দত্ত।

"আগমনোপভোগেন নষ্টং ভাব্যমভোজিত্বা।

পঞ্চবন্ধো দমন্তত রাজ্ঞে তেনাবিক্রাবিতে॥" "পঞ্চবন্ধঃ নষ্ট-ব্রব্যত পঞ্চমাংশো দত্তো নাটিকেন রাজ্ঞে দেয়ঃ।" (মিতাক্ষর)

পঞ্চবলা (স্ত্রী) বৈভক্তোক্ত ৫ প্রকার বলা, যথা, বলা, অতি-বলা, নাগবলা, রাজবলা ও মহাবলা। (বৈদ্যকনিং)

পঞ্চবাণ (পুং) পঞ্চবাণাঃ শরা বস্ত। কামদেব। (স্ত্রী) পঞ্চানাম বাণানাম সমাহারঃ। কামদেবের পঞ্চবাণ।

"দ্রবণং শোষণং বাপং তাপনং মোহনাভিধম্।

উদ্যাননক কামস্ত বাপাঃ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ॥"

দ্রবণ, শোষণ, তাপন, মোহন ও উদ্যান এই পঞ্চ-বাণ। পঞ্চপুষ্পের যথা—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল এই ৫ প্রকার পঞ্চবাণের সায়ক।

"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।

নীলোৎপলস্য পটেকতে পঞ্চবাণস্য সারক্যং॥" (শব্দকরঙ্গম)

(ত্রি) পঞ্চবাণবিশিষ্ট।

পঞ্চবাহু (পুং) পঞ্চবাহবেন বস। মহাদেব। (হরিব" ২৭৭ অ')

পঞ্চভ্রুজ (স্ত্রী) উপনিবদ্ভভেদ।

যানো নাম বিশ্বপ্ৰবনবামখিলশরীরবর্তী। উদানঃ কণ্ঠস্থারী উজ্জবন-বান্ উৎক্রমণবাহুঃ। সমানঃ শরীরমধ্যগতানিতপিতারাদিসরীকরঃ। সমীকরণত পরিপাককরণ, হসকধিরগুরুপুটীযাদিকরণম্।

ইহঃ প্রাণাদিপঞ্চকঃ আকাশানিতত্ত্বকোঃশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপন্নতে।" (বেদান্তসার)

পঞ্চভূত (পুং) পঞ্চম্ অক্কেদেন্ তত্রঃ তত্রঃ পুশিত্বাৎ।

অক্কেদেন, যে অক্কেদ পঞ্চস্থানে পুশিত্বি আছে, তাহাকে পঞ্চ-ভূত কহে। "পঞ্চভূতঃ স্বংগুত্বপার্শ্বেন পুশিতঃ॥" (হেমচ')

২ পাচন বিশেষ যথা—ভলক, কেতপাশুড়া, মূতা, চিরাতা ও তঠ। (চক্রবর্ত্ত অরচি')

"হিমোত্তবা পর্ণটবারিবাহ ত্বনিষত্বজীকমিত্য কথ্যম্।

সমীরণিতম্ভরজরুগাণাং ক্রমোতি তত্রঃ বসু পঞ্চভূতঃ॥"

(শাব্দধর)

পঞ্চভূত (স্ত্রী) পঞ্চানাম ভূতানাম সমাহারঃ একচিত্ত সংজ্ঞা-প্রযুক্ত্বাৎ পঞ্চ চ ভূতানি ভূতানি চেতি কর্মধারয়ঃ। কিত্তি, অপ, ভেদ, মনঃ ও যোম এই ভূতপঞ্চক। এই জগৎ পঞ্চ-ভূতাদ্বক। এই পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে ও বিরোধে এই জগ-তের সৃষ্টি ও নাশ হইতেছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই পঞ্চ-ভূতের বিবরণ একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

"অভূতমাদিকারপ্রবিধঃ সৃষ্টিভেদতঃ।

বৈকারিকাদহকারাদেবো বৈকারিকা দশ।

নিগ্ণাতার্কপ্রচেতোহবিবলীপ্রোপেন্নমিজকাঃ।

তৈজসাদিপ্রিরাণাসন্তোমাত্রাক্রমবোগতঃ।

ভূতাদিকাদহকারাৎ পঞ্চভূতানি ভজিরে॥" (শারদাতি' ১ প')

সৃষ্টিভেদে তিন প্রকার অহকার উৎপন্ন হয়। এই তিন প্রকার অহকারের মধ্যে বৈকারিক অহকার হইতে বৈকারিক দশ দেবতা, তৈজস অহকার হইতে ইন্দ্রিয়সকল এবং ভূতাদিক অহকার হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। এইমতে অহকারই পঞ্চভূতের কারণ।

রাঘবভট্ট-দ্রুত বচনে জানা যায় যে, বৈকারিক অহকার সাধ্বিক, তৈজস অহকারের নাম রাজস এবং ভূতাদি অহকারই তামস অহকার পদবাচ্য। এই ভূতাদি হইতেই পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে।*

সাংখ্যদর্শনের মতে পঞ্চভূতমাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত হই-রাছে। প্রকৃতি হইতে মহান্ (বুদ্ধি), মহৎ হইতে অহকার, অহকার হইতে পঞ্চভূতমাত্র এবং এই পঞ্চভূতমাত্র হইতে পঞ্চ-

* "সোহহকারপ্রভেদঃ জ্ঞানমাদিভগণবোগতঃ।

বৈকারঃ সাধ্বিকো নাম তৈজসো রাজসঃ স্মৃতঃ।

ভূতাদিভাসন্তে চ পৃথক্ ভজাদিবাগবদম্।

বৈকারিকাদিরাণ্যাক চত্রেণৈকাদম শ্রুতঃ।

ইন্দ্রিয়ানাদিভীকৃতেন্নবোত্তে পরিকীর্তিতাঃ।

বজাপরং বসন্তম্ সনকমবিকরকম্।

তৈজসাদেব তজ্ঞাতদিপ্রিরাণি তথা দশ।

ভূতাদেঃ পঞ্চ ভজাদিগ্যান্ ভূতমতঃ পরম্॥" (রাঘবভট্ট-দ্রুত বচনম্)

মহাকূতের উৎপত্তি হয়। শব্দতম্ভ হইতে আকাশ, এইরূপ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তম্ভ হইতে যথাক্রমে বায়ু, ভেদ, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে পঞ্চ মহাকূতের উৎপত্তি হয় এবং লয়কালে এই পঞ্চ মহাকূত পঞ্চতম্ভাজে লীন হয়। বেদান্তমতে প্রথমে আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী এইরূপে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে।

“তম্ভাস্তেনান্ধারানঃ আকাশঃ সূতঃ, আকাশাবায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাশঃ, অহ্মাঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে” (ঋগ্বেদে) নৈরাসিকদিগের মতে স্কিতাদিকৃতসমূহ ত্রয়া পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। ক্রিতি, অণু তেজ, মধ্য ও ঘোম এই পঞ্চভূত, কাল, দিক্, দেহ ও মন এই ৯ প্রকার ত্রয়া পদার্থ।

যাহার গন্ধ আছে, তাহাকে পৃথিবী কহে। বায়ু ও জলানি যে কোন পদার্থে গন্ধ অন্বেষিত হয়, তাহা পৃথিবীরই গন্ধ জানিতে হইবে। ইহা তিন আরও পৃথিবীর অনেকগুলি গুণ আছে, গন্ধবৎ, নানা জাতীয় রূপবৎ, বস্তুবিধরসবৎ এবং পাকজস্পর্শবৎ। পৃথিবী তিন আর কিছুতেই গন্ধ নাই, এই জন্য গন্ধবতী বলিলে পৃথিবীকে বুঝায়। তাই গন্ধবৎ পৃথিবীর লক্ষণ। পান্যপানিতে গন্ধ অন্বেষিত হয় না, কিন্তু পান্য গন্ধ করিলে গন্ধ অন্বেষিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, প্রস্তরাদি প্রকৃতই গন্ধহীন, উহার ভস্মে পাকজ গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাকজ গন্ধাদিও পৃথিবী তিন অন্য কোন পদার্থেও থাকে না, কারণে যে গুণ নাই, কার্যে সেই গুণ কখনই থাকিতে পারে না, পান্যে গন্ধ ছিল, তাই পান্যগন্ধে গন্ধাক্রান্ত হইল। বায়ুতে গন্ধ নাই; কিন্তু পুষ্পাদিপরাগ বায়ুর সহিত মিলিত থাকার বায়ুতে গন্ধ অন্বেষিত হয়, এই জন্য বায়ুর নাম গন্ধবৎ। ইহা বলিয়া বায়ু গন্ধবান্ নহে।

নানা জাতীয়রূপ পৃথিবী তিন আর কিছুতেই নাই, একনা নানা জাতীয় রূপবৎ পৃথিবীর লক্ষণ। জল ও ভেদে রূপ আছে, তাহা সত্তা, কিন্তু তাহা গুরু। পার্শ্বাংশবশতঃ জলে বর্ণভেদ দেখা যায়, এবং অগ্নিরও পার্শ্বাংশ লইয়া বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। নানা জাতীয় রূপ কেবল পৃথিবীতেই আছে।

বস্তুবিধ রস কেবল পার্শ্ব পদার্থে বর্তমান, এই জন্য বস্তুবিধ রসবৎ পৃথিবীর লক্ষণ। জলের স্বাভাবিক রস মধুর, কষায়, লবণ প্রভৃতি রস পার্শ্বাংশ সহযোগে উৎপন্ন হয়। পাকজ স্পর্শ পৃথিবী তিন আর কিছুতেই নাই, এই জন্য পাকজ স্পর্শবৎ পৃথিবীর লক্ষণ। পার্শ্ব বস্তুরাশাদিহই আঘাতহার একরূপ স্পর্শ থাকে, পরে অগ্নিতে পাক হইলে আর একরূপ স্পর্শ হয়। অগ্নিতে পাক হইবার পর কঠিনত্ব স্পর্শ হয়, অথচ

জল বায়ু বা ষাট ভেদের স্পর্শ থাকে বিভিন্ন হয় না, ইহাতে দেখা যায় যে, পাকজ স্পর্শ কেবল পৃথিবীতেই আছে, পৃথিবীর স্পর্শ উষ্ণ বা শীত নহে, তবে যে উষ্ণশীতস্পর্শ তারতম্য অন্বেষিত হয়, ইহা জলীয়ান ও অগ্নিবোলে হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে সর্বসমেত ১৪টা গুণ আছে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরস্ব, অপস্ব, বেগ, গুরুত্ব এবং নৈমিত্তিক ত্রব্য। ইহার মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই ৪টা বিশেষ গুণ। এই পৃথিবী বিবিধ নিত্য এবং অনিত্য। পার্শ্ব পরমাণু নিত্য অপর সকল পৃথিবীই অনিত্য। এই নিত্য পৃথিবী অর্থাৎ পার্শ্ব পরমাণু হইতে ক্রমে এই সুবিশাল পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। পরমাণুর অবয়ব নাই, এই পার্শ্ব পরমাণুতেও গন্ধ এবং যে সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল গুণ আছে, কিন্তু তাহা অন্বেষিত হয় না, স্থল পৃথিবীতে গুণ না থাকিলে স্থল পৃথিবীতে গুণ থাকিতে পারে না। স্থল পৃথিবীর আদি ও অন্ত অবস্থা পরমাণু।

অনিত্য পৃথিবী তিন ভাগে বিভক্ত—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। এই পার্শ্ব দেহ চতুর্বিধ—জরায়ুজ, অণুজ, বেদজ ও উত্তীজ। মনুষ্যাদির দেহ জরায়ুজ, পক্ষী প্রভৃতির দেহ অণুজ, উকুন, ছারপোকা প্রভৃতির দেহ বেদজ এবং লতাভঙ্গাদির দেহ উত্তীজ। এই চারি প্রকার দেহের মধ্যে পূর্কোক্ত দুই প্রকার বোনিজ এবং শেষোক্ত দুই প্রকার অযোনিজ। জাগ্রৎস্থিই পার্শ্ববেদ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ অন্বেষক করা যায়, তাহাই জাগ্রৎস্থি। নাসিকার নাম জাগ্রৎস্থি নহে। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানস্থান নাসিকা এই পর্য্যন্ত। যাহা দেহ নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ পৃথিবী, তাহাই বিষয়। স্থলতঃ ভোগ্য পৃথিবী বলিলেও বলা যায়, ব্যাপ্ত হইতে এই বিস্তৃত পৃথিবী সমুদয়ই বিষয়।

অণু (জল) ইহা দ্বিতীয় ভূত। ইহারও অনেকগুলি গুণ আছে, গুরুত্ব মাত্রবৎ, মধুর রসমাত্রবৎ, শীতল স্পর্শবৎ, মেহবৎ, এবং সান্দ্রিক ত্রব্যবৎ। জলে আর কোন রূপ নাই, কেবল গুরুত্ব আছে; পৃথিবীতে নানাবিধরূপ সেই জন্য গুরুত্বমাত্র বিশিষ্ট বলিলে কেবল জলই বোধ হয়। এই জন্য গুরুত্বমাত্রবৎ জলের লক্ষণ। জলে কেবল মধুর রস আছে, অতঃ কোন রস জলে নাই। পৃথিবীতে বস্তুবিধ রস, কেবল মধুর রস পৃথিবীতে নাই। হস্তরাজ মধুর রসমাত্রবিশিষ্ট বলিলে জলই বোধ হয়। এই জন্য মধুর রসমাত্রবৎ জলের লক্ষণ। শীতল স্পর্শ কেবল জলে আছে, আর কিছুতে নাই; পৃথিবী প্রভৃতিতে যে স্পর্শ আছে, তাহা শীতল নহে, এই জন্য শীতল স্পর্শমাত্র জলের লক্ষণ। মেহবৎ ও সন্ধ্যতা জলের লক্ষণ, মেহ

আর কিছুতে নাই। হৃদয়দ্বিতে যে দেহ আছে, তাহা জলের, এই জন্য দেহবিশিষ্ট বলিতে জলকেই বুঝায়। জলের আর একটা গুণ সংসিদ্ধিক্রম, স্বাভাবিকতরলতা। জলে সর্ব-
শুদ্ধ ১৪টা গুণ। নিত্য ও অনিত্য ভেদে এই জল বিবিধ।

ভেল, ইহা তৃতীয় ভূত। ভেলের লক্ষণ—উষ্ণ স্পর্শবশ, ভাষার গুরুরূপবশ এবং নৈমিত্তিক দ্রব্যবশ। বাহাতে উষ্ণ স্পর্শ আছে, ভাষার গুরু এবং নৈমিত্তিক দ্রব্য আছে, তাহাই ভেল। ভেলে সর্বশুদ্ধ ১১টা গুণ আছে। ভেল বিবিধ, নিত্য ও অনিত্য। পরমাপুরুষ ভেল নিত্য, তত্ত্বির অনিত্য।

মক্ণ, ইহা চতুর্থ ভূত। বায়ুর গুণ অপাকত অল্পকালিত স্পর্শবশ এবং তিষ্ঠাক্গমনবশ। বায়ুতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, বায়ুতে কেবল স্পর্শ আছে। তিষ্ঠাক্গমন বায়ুর লক্ষণ এবং স্পর্শাদিরা অল্পবশ। এই বায়ুও বিবিধ নিত্য ও অনিত্য। পরমাপুরুষ ভেল নিত্য, তাহা ত্বির অনিত্য।

আকাশ, পঞ্চম ভূত। বাহা শব্দের আশ্রয়, তাহা আকাশ। শব্দের আশ্রয় আর কেহ নহে, কেবল আকাশ, শব্দ যে আর কোন দ্রব্যে থাকে না, কেবল আকাশেই থাকে। (ভাষাণ) [এই সকলের বিশেষ বিবরণ তত্ত্ব শব্দে উষ্টব্য।]

সাংখ্য ও বেদান্ত মতে—আকাশই ভূতসমূহের উপাদান, এক আকাশ হইতে ক্রমে অল্প ভূত সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অগ্নি পঞ্চভূতাত্মক, পুরুষ শুভাশুভ অদৃষ্টবশে নানা বোনি জন্মণ করে, জীব পঞ্চভূতাত্মক দেহধারণ করে, যখন এই ভোগ-দেহের অবসান হয়, তখন পুরুষ অদৃষ্ট লইয়া সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহে এই পাকভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করে। পঞ্চমভূত পঞ্চভূতাত্মক লীন হয়। মাতাপিতৃভু য়ে শরীর থাকে, তাহা রসান্ত বা ভাস্কর হইয়া যায়। সূক্ষ্ম শরীর শব্দে একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূতাত্মক ও মহৎ এই সপ্তদশ। (সাংখ্যদ) বেদান্ত মতে হুলভূত পঞ্চীকৃত। পঞ্চীকরণ আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যেক ভূতকে সমান ছইভাগে বিভক্ত করিয়া সেই দশভাগের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রাথমিক পঞ্চভাগকে সমান চারি অংশে বিভক্ত করিয়া আবার সেই প্রত্যেক চারি অংশ খরী দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইতর চারিভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগের সহিত মিশ্রিত হইলে পঞ্চীকৃত হয়। পঞ্চভূত পঞ্চাত্মকরূপে সমান হইলেও প্রত্যেকটীতে পৃথক পৃথক আকাশাদি ব্যবহার হয়। এইরূপ পঞ্চীকৃত, পঞ্চভূত হইতে ভূ-আদি লোক ও ব্রহ্মাও এবং চতুর্বিধ হুল শরীর সকল আর তাহাদিগের ভোগোপযুক্ত অন্নপানাদি-সকল উৎপন্ন হইয়াছে। (বেদান্তসার) [পঞ্চীকরণ দেখ।]

ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্ব ও নির্দোষতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চভূত

হইতে সৃষ্টি হয়, আবার লয়কালে ভূতসকল প্রথমে পৃথিবী

জলে, জল ভেঙ্গে, ভেঙ্গে বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লীন হয়।

“মহী সংলীয়তে তোয়ে তোয়ঃ সংলীয়তে রহৌ।

রবিঃ সংলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্নভসি লীয়তে।

পঞ্চভূতাত্মকং সৃষ্টিতত্ত্বং তদ্বৎ বিলীয়তে।”

(ব্রহ্মজ্ঞান ও নির্দোষতত্ত্ব)

ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্ব পঞ্চভূতের মধ্যে এক একটা ভূতের অধি-
আদি পাঁচ পাঁচটা করিয়া গুণ লিখিত আছে যথা—অধি,
নাংস, নখ, নাকী ও ত্বক্ এই চৌদ্দ পৃথিবীর গুণ। বল, সূত্র,
গুরু, রেয়া এবং শোণিত ইহা জলের গুণ। হাড়, নিজ্রা,
ক্ষুধা, জ্বাতি এবং আলত ইহা ভেলের গুণ। ধারণ, পালন, কেশ,
সঙ্কোচ ও প্রসার এই চৌদ্দ বায়ুর গুণ এবং কাম, ক্রোধ, মোহ,
লজা ও ঘোহ এই পাঁচটা আকাশের গুণ।

পঞ্চভূতের নক্ষত্র সকল অর্থাৎ এক একটা ভূত বলিয়া
এই সকল নক্ষত্র পাওয়া যায় যনিষ্ঠা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা,
অশ্বরাধা, শ্রবণা, অশ্বিনী ও উত্তরাশ্রাধা এই সকল নক্ষত্রকে
পৃথী কহে। এইরূপ পূর্বাষাঢ়া, অশ্বিনী, মূল্য, আর্দ্রা, রোহিণী
ও উত্তরাষাঢ়া এই সকল নক্ষত্র জল; তরুণী, কৃত্তিকা, পূষ্যা,
মঘা, পূর্বাষাঢ়া ও পূর্বফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ ও জ্যৈষ্ঠ ইহার
ভেল; বিশাখা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, পূর্বফল্গুনী ও অশ্বিনী
এই সকল নক্ষত্র বায়ু নামে অভিহিত হয়। (সূক্ষ্মবৈদ্য)

পঞ্চভূত (ত্রি) বৈদ্যকোক্ত পাঁচপ্রকার বৃক্ষ। দেবভাটস,
(দেবভাটস) শরী, তম্বা (সিঁড়ি), তালীশপত্র ও নিশিলা।
(বৈদ্যকনি)।

পঞ্চভূত, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাদ বিভাগের গোহেল-
বাড়ের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। পমিতানা হইতে
১২ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৮ বর্গ মাইল।

পঞ্চভূত (ত্রি) পঞ্চানাম পুরণঃ (পুরণে ভট্ট, ততো মাতাবিভক্তি রহি)।

১ পঞ্চসংখ্যার পূরণ, পাঁচ। (মহা ১১২৫)

* “অধিবাংসনখাশ্রবণা নাকীত্বক্ চৈতি পঞ্চমঃ।

পৃথী পঞ্চগণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতম্।

মলঃ সূত্রঃ ত্বক্ গুরুঃ রেয়া শোণিতমেব চ।

ভোর পঞ্চগণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতম্।

হাসো নিজ্রা ক্ষুধা চৈব জ্বাতিরাশ্রবণমেব চ।

ভেলঃপঞ্চগণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতম্।

ধারণঃ চালনঃ কেশঃ সঙ্কোচঃ প্রসারতথা।

অল্পশক্গণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতম্।

ভাষকোষত্বা শোণিতত্বা বোহন্ত পঞ্চমঃ।

নভঃ পঞ্চগণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাবিতম্।” (ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্ব ১ পটল)

২ কঠির। ৩ দক্ষ। (যে)। ৪ মৈথুন।

• “ভগ্নলিঙ্গা যোগেন মৈথুনঃ বহুবৎ প্রিয়।

তস্য নাম ভবেদেবি পঞ্চমঃ পরিকীর্তিত্ব ॥”

(সমরচিত্ততত্ত্ব)

পঞ্চমঃ স্রগাণাং পূরণঃ। (পুং) ৫ তরীকঠোখিত স্রগবিশেষ।

এই স্রগ বড়জাদি সপ্তস্বরের মধ্যে পঞ্চম স্রগ। ইহার উৎপত্তিহীন—

“বায়ুঃ স্রগপতো নাভেরুরো হৃৎকর্কশূর্ঘ্বত্ব।

বিচরন্ পঞ্চমহানপ্রাপ্ত্য পঞ্চম উচ্যতে ॥” (ভারত)

মাত্রিশেষ হইতে বায়ু উদ্ধৃত হইয়া উরস্ (বক্ষ), হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্ধা এই পঞ্চম হান বিচরণ করিয়া পঞ্চম হান প্রাপ্তি হেতু পঞ্চম কহে।

“প্রাণোহপানঃ সমানন্ উদান ব্যান এব চ।

এতেষাং সমবায়েন জায়তে পঞ্চমঃ স্রগ।” (সকীভ দ্যামো°)

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুর সমবায়ের পঞ্চম স্রগ উৎপন্ন হয়। ইহার জাতি ঔড়ব। পঞ্চ স্রগ মিলিত হইয়া স্রগ বলিয়া ইহার নাম পঞ্চম। ইহার কূটতান ১২০, ইহার প্রত্যেক তান ৪০ কল্পিয়া স্রগদায় ৪৮০০ তান। ইহার উচ্চারণজাতি শিক, উচ্চারণহান উরস্, গলদেশ ও মস্তক। বাকরণ মতে অধর। এই স্রগ বিশ্রবর্ণ। ইহার রূপ ইজ্জরপত্নী, বর্ণ ভ্রাম, হান ক্রোকবীণ, দেবতা মহাদেব, বার বৃহস্পতি, সময় ৯ ঘটিকা ৩৪ পল। ইহার চারিটা ক্রতি—কিতি, রক্তা, সাকীপনী ও আলাপিনী। সূর্জনা ভিন যমলী, নির্মলী ও কোমলী। (নাদপুং) ৫ রাগভেদ। (মৈতিনী) কলিনাথ ও সোমেশ্বর মতে—এই রাগ বড় রাগের মধ্যে তৃতীয় রাগ। সোমেশ্বর মতে—ইহার গান সময় শরৎ ঋতু এবং প্রোভঃকাল। কলিনাথ মতে—ইহার রাগিণী ছয় প্রকার, যথা—ত্রিবেণী, তন্ততীর্থা, আভারী, ককুভ, বরাহী ও সাবীরী। সোমেশ্বর মতে—বিভাবা, ভূপালী, কাগাটী, বড়হংসিকা, মালতী, পটমঞ্জরী। এই রাগে গান্ধারবর তীত্র, ঐবত ও পঞ্চমস্রগ সূপ্ত, বড়জ স্রগ জ্যোৎস্নাতান। হনুৎ ও ভরতমতে—তৈরবরাগের অষ্টম পুত্র।

পঞ্চম, ১ দাক্ষিণাত্যবাসী লিঙ্গারংদিগের শাখাতেন।

[লিঙ্গারং দেখ।]

২ কৈনদিগের ৮৪ গচ্ছের মধ্যে একটি।

পঞ্চমশ্রুতি, হিন্দুধর্মের একটি উৎসব। ভাদ্রমাসে সপ্তমি নক্ষত্রের উদ্যে এই উৎসব হইয়া থাকে।

পঞ্চমকবি, বৃন্দলখণ্ডবাসী একজন গায়ক কবি। ইনি অজয়-পড়ের রাজা ওমানসিংহের সভার বিদ্যমান ছিলেন। কয় ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ। ২ রায় বেরেলী জেনারেলের দলভুক্ত নগরবাসী

একজন গায়ক কবি। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সাধারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পঞ্চমকার (স্রী) পঞ্চমংকারং মকারং তত্ত্বং বজ্র। মংজাদি মকারপঞ্চক, মন্য, মাংস, মংস্ত, মূত্রা ও মৈথুন এই ৫ টি পঞ্চমকার।

“মন্যং মাংসং তথা মংস্তো মূত্রা মৈথুনমেব চ।

পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্দোষমুক্তিহেতবে ॥

মকারপঞ্চকং দেবি দেবানামপি চূর্ণতম ॥” (গুপ্তসা° ভূঃ ৭ পটল)

এই মন্যাদি পঞ্চমকার নির্দোষমুক্তির কারণ এবং ইহা দেবতাদিগেরও চূর্ণতম।

মহাসাধুগণ পঞ্চমূত্রা দ্বারা অধিকাংশ জা করিবেন, এই নিয়মে না করিলে দেবতা ও পণ্ডিতগণ মহানিন্দা করিয়া থাকেন। এই জন্ত কায়মনোবাক্যে পঞ্চতত্ত্বপর হইতে হইবে।

“মদৈর্মার্যগৈসত্ত্বাংমংস্তৈর্মূত্রাভির্মৈথুনৈরপি।

স্রীতিঃ সার্কিং মহাসাধুরক্তয়েজ্জগদধিকাম্।

অগ্রথা চ মহানিন্দা গীরতে পণ্ডিতৈঃ স্তূতৈঃ।

কারেন মনসা বাচা তদ্ব্যাক্তত্বপরো ভবেৎ ॥” (কামাখ্যাত° ৫ পং°)

এই পঞ্চমকারের মধ্যে মন্যাদি প্রসিদ্ধ। যে স্ত্রী সকল কার্যে কথিত হইয়াছে, সেইরূপ স্ত্রীপানই প্রেরকর। স্ত্রী-দিগের ভক্ষণযোগ্য যে সকল মাংস কথিত হইয়াছে, সেই সকল মাংস, যে সকল মংস্যভোজনের বিধান আছে, সেই সকল মংস্য। পৃথুক, তণ্ডুল, গোধূম ও চণকাদি ভাঙ্গা হইলে তাহাকে মূত্রা কহে। পঞ্চম মৈথুন। এই পঞ্চমকার।

মংস্তাদির ব্যুৎপত্তি—মায়ামলাদি প্রেমমন, মোক্ষমার্গ-নিরূপণ এবং অষ্টবিধ দুঃখাদি বিনষ্ট হয়, এই জন্য মংস্য নামে অভিহিত হইয়াছে। মাদ্রল্যজনন, সখিদানন্দদান এবং সকল দেবের প্রিয় এই জন্ত মাংস নামে অভিহিত। পঞ্চমকার ব্যাতীত জপাদি ব্রূথা, পঞ্চমকার ভিন্ন সিদ্ধিও চূর্ণতম। পঞ্চমকার শোধন করিয়া অহুস্তান করিতে হয়।

* “বা হরা সর্বকার্যেণ কথিতা ভূবি মুক্তিয়া।

ভক্তা নাম ভবেদেবি তীর্থঃ পানঃ হৃদয়তম্।

মূত্রাণাং ভক্ষণযোগ্যতাঃ বহুমাংসং দেবনির্জিতম্।

যেদয়ত্রৈব বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরন্তম্।

ভক্ষণযোগ্যত্ব কথিতা বে যে মংস্তা বহুমানসে।

তে রহন্তে যদা প্রোক্তা মীমাঃ সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।

পৃথকাতুল্যাকৃষ্টা গোবৃষচণকাদয়ঃ।

ভক্ত নাম ভবেদেবি মূত্রা মুক্তিপ্রদায়িনী।

ভবনিবৃত্ত যোগেন মৈথুনঃ বহুবৎ প্রিয়ঃ।

ভক্ত নাম ভবেদেবি পঞ্চমঃ পরিকীর্তিত্ব ॥” (সমরচিত্ততত্ত্ব ২ পটল)

“সাহসিকাবিশেষনাং বোদ্ধব্যবিশেষপাং ।

অষ্টভূতাবিধিহাং বৎসোতি পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

সাক্ষ্যকল্যণেবৈ সখিবান্ধবানভঃ ।

সৰ্বদেবপ্রিয়দ্বাজ মাংস ইত্যভিধীরতে ।

পঞ্চমং দেবি সৰ্ব্বৈশ্চ নমঃ প্রাপ্তপ্রিয়ঃ তবৈৎ ।

পঞ্চমেন বিনা দেবি চণ্ডীমন্ত্রঃ কথং জপেৎ ।

বহি পঞ্চ বক্ষ্যাম্যেহু ব্রাহ্মিভ্যং সূক্তং প্রিয়ে ।

তস্য সিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্ডীমন্ত্রঃ কথং জপেৎ ॥”

(ফুলারবতঃ পঞ্চমঃ ১০ উ)

পঞ্চমকারের মধ্যে মত প্রধান, কিন্তু সকল ধর্মশাস্ত্রে মন্য-
পানের বিশেষ নিন্দা ও প্রোরচিত্ত বিধান আছে, অতএব
পঞ্চমকারীরাষ্ট্রানে মন্যপান করিলে প্রোরচিত্তই বা হইবে না
কেন ? প্রাপ্ততোবিগীতে ইহার মীমাংসা এইরূপ লিখিত আছে,
যাহারা কেবল মন্যাদি পান করেন, তাহাদের পক্ষেই এই
বিধি ; কিন্তু পঞ্চমকার শোধন করিয়া থাকিলে প্রোরচিত্ত
করিতে হইবে না, বরং পঞ্চমকারীরাষ্ট্রান না করিলে কার্যসিদ্ধি
হয় না। পঞ্চমকারের শোধনের বিবরণ প্রাপ্ততোবিগীতে
লিখিত আছে—

প্রথমে নিজ বামভাগে বটুকোণের অন্তর্গত ত্রিকোণ বিন্দু
লিখিয়া ও বাহুদেশে চতুরস্রবৃত্ত অঙ্কিত করিয়া সামান্তার্য্য জলে
অভ্যক্ষণ করিতে হইবে। পরে ‘আধারপূজা নমঃ’ এই
মন্ত্রে পূজা করিয়া ‘নমঃ’ এই মন্ত্রে প্রক্ষালন, তাহার পর
মণ্ডলোপরি সংস্থাপন করিয়া ‘মং বহুমণ্ডলার দশকলাঙ্ঘনে
নমঃ’ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ‘কটু’ এই মন্ত্রে কলস প্রক্ষালিত
করিবে, তাহার পর ঐ কলসে সুরা পুরিয়া রক্তময় ও মালাদি
বিবিধভূষণে ভূষিত করিয়া উহাকে দেবী বিবেচনা করিয়া
স্থাপিত করিবে। ‘মং বহুমণ্ডলার দশকলাঙ্ঘনে নমঃ’ এই
মন্ত্রে আধারপূজা, ‘অর্কমণ্ডলার দশকলাঙ্ঘনে নমঃ’ এই
মন্ত্রে কলসপূজা, ‘উং সোমমণ্ডলার বোদ্ধকলাঙ্ঘনে নমঃ’
এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পর ‘কটু’ এই মন্ত্রে ত্র্যম্বকোক্তন,
‘হং’ এই মন্ত্র ও অরুণভট্টন মন্ত্রাদ্বারা বীক্ষণ, ‘নমঃ’ এই মন্ত্রে
অভ্যক্ষণ, পরে মূলমন্ত্রে তিনবার গজ আরাণ করিয়া ‘ওঁ’ মন্ত্রে
সূক্ত পুশনিক্ষেপ, ‘হসৌ’ এই মন্ত্রে ত্রিকোণমণ্ডল লিখিতে
হইবে। পরে হসৌ, এই মন্ত্র ও ‘ইঁ ইঁ’ পরমহামিনি
পরমাক্ষপশুভাহিনি চত্রমুখ্যারিতকিনি পাত্রঃ বিশ বিশ বাহা ।
এই মন্ত্রে ষট্ বরিয়া দশবার জপ, পরে ঐ ইঁ ক্রী
আনন্দেশ্বরার বিদ্রহে জ্বাধৈষ্ট্যে ধীমহি ত্রয়োবর্ডনারীষয়ঃ
প্রচোদমাং । এই গায়ত্রী জপ করিয়া মন্দের পাশবিমোচন
করিতে হইবে।

X

শাপ-বিমোচনের মন্ত্র—

“একমেব পরম ব্রহ্ম মূলমন্ত্রমহং ব্রহ্ম ।

কবোক্তবাং ব্রহ্মহত্যং ভেন তে শাপরাঘাৎ ॥

স্বর্ঘ্যমণ্ডলগতুতে বক্ষ্যাম্যসমুদয়ে ।

অমাবীজময়ে দেবি পঞ্চশাপাবিসৃজ্যতাং ॥”

ইত্যাদি মন্ত্র ষট্ বরিয়া তিনবার পড়িতে হইবে। তৎপরে
‘ওঁ বাঁ বাঁ বাঁ বাঁ বাঁ’ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিত্যতৈ জ্বাধৈষ্ট্যে
নমঃ’, এই মন্ত্র ও তিনবার পাঠ, তৎপরে, ‘ওঁ নী ঙ্গ ওঁ নৈ
শৌ’ নঃ পঞ্চশাপাবিমোচিত্যতৈ জ্বাধৈষ্ট্যে নমঃ’ এই মন্ত্র
দশবার জপ করিয়া ইন্দ্রশাপ বিমোচন করিতে হইবে। তৎপরে
‘ওঁ হ্রীঁ ঙ্গী ক্রাং ক্রীং ক্রু’ ক্রৌ ক্রৌ ক্রঃ ব্রহ্মশাপ বিমোচন
অনুত্তম শ্রাবয় বাহা’ এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া ব্রহ্মশাপ
বিমোচন করিতে হইবে। ‘ওঁ হংসঃ ত্রিসদ্বৎসরস্রীকং
সঙ্কোভা বৈদিসহতিধির্দ্রোমনং মূলমন্ত্রমুত্তমং বোমসমভা
গোজা ষতজা অজিতা ষত বৃহৎ’ এই মন্ত্র ত্রয়োপরি তিনবার
পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর ত্র্যম্বকোক্তন ও
আনন্দেশ্বরবীর ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান করিয়া ইহাদের
পূজা করিয়া পঞ্চিষ্ট লিখিতে হইবে, এই চক্রে শিব ও শক্তির
সদাযোগ দ্বিঃ করিয়া মন্য অমৃতময়, ইহা চিত্তা করিতে
হইবে, পরে খেদমুখ্যাদ্বারা অনুভূতকরণ করিয়া ‘বং’ এই বক্ষণবীজ
ও মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া মন্যকে দেবভাষণরূপ বলিয়া চিত্তা
করিবে, এইরূপ করিলে মন্য শোধিত হয়।

মাংসশোধন। ‘ওঁ প্রতধিকু তবতে বীর্ঘোণ মৃগোনভীমঃ
মুচরোগরিষ্ঠা বতোক্ষু জিবু বিক্রমোধগতি জুবনানি বিধা’
এই মন্ত্রে মাংসশোধন করিতে হইবে।

ধীনতত্ত্বি। ‘ওঁ ত্র্যম্বকং বজ্রমহে স্রগতিঃ পুট্ বর্ডনম্ ।

উর্কারকমিব বজ্রানাং মৃত্যোয়ুর্কারমাসুতাং ॥”

মুক্তাশোধন—

‘ওঁ তত্রিকোঃ পরমং পদং নদা পততি ত্বরমঃ সিবীষ চক্ষুরাততম্ ।

ওঁ তত্রিকোচ্যো বিপত্তবোজা গৃবাং

ন সসিকতে বিকো বৎ পরমং পদং ॥” এই মন্ত্রে মুক্তাশোধন।

বৈধুনতত্ত্বি—

“ওঁ বিজুবোনি কলমতু স্টা রূপাশি গিনসতু ।

আসিকতু প্রোপতিষ্ঠাতা গর্জং মধ্যতু তে ॥

গর্জং মেহি সিবীবাণী গর্জং মেহি সরস্বতী ।

গর্জং তে অধিনৌ দেবাবধত্যং পুত্রস্রাজৌ ॥”

এই মন্ত্রে বৈধুন শোধন করিতে হয়, এই পঞ্চমকারের
শোধনবিধি বলা হইল। এইরূপে পঞ্চমকার শোধন না করিয়া
সেবনে পদে পদে বিয় হইয়া থাকে। (প্রাপ্ততোবিগী)

পঞ্চমুটী (পচমুটী) মধ্যপ্রদেশের হোসেনাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি অধিতকা। ইহার চতুর্দিকে চৌরাসেও, জটপাহাড়, ও ধূপগড় গিরিমালা বিরাজিত। এখানে সমতলক্ষেত্র হইতে ২৫০০ ফিট উচ্চে গোহাগপুর নগরে অনেকগুলি প্রাচীন ও সুদৃশ্য মন্দির আছে। এখানকার সর্দারেরা কার্কবংশীয় এবং মহাদেবপর্বতের ভোপাদিগের প্রধান ব্যক্তিই মন্দিরাদির পর্যবেক্ষণ করেন।

পঞ্চমগুলী, গ্রাম্যপঞ্চায়ত। এখন যেমন পল্লিগ্রামে পঞ্চায়ত কর্তৃক নানা বিষয়ের শীমাংসা হয়, পূর্বকালে এই পঞ্চমগুলী হইতেই গ্রামের সকল বিবাদের শীমাংসা ও সকল প্রকার বিচারকার্য সম্পন্ন হইত। শুণ্ডসম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষির শিলালিপিতে (১৩ শতাব্দীতে) সর্বপ্রথম এই 'পঞ্চমগুলী' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

পঞ্চমুনগর, মধ্যপ্রদেশের দামোদর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা° ২৪° ৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ১৩' পূঃ। এখানে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইত।

পঞ্চময় (ত্রি) পঞ্চ-ময়ট। পঞ্চম ভাগীয়।

পঞ্চমবৎ (ত্রি) পঞ্চম মতৃপু মত বঃ। পঞ্চসংখ্যায়ুক্ত।

পঞ্চমহল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাতে পূর্বসীমাবর্তী ইরাজমিরক্ত একটি জেলা। পাঁচটা উপবিভাগে গঠিত বলিয়া এই জেলার নাম পঞ্চমহল হইয়াছে। অক্ষা° ২২° ৩০' হইতে ২৩° ১০' এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৫' হইতে ৭৪° ১০' পূঃ। ভূ-পরিমাণ ১৬১০ বর্গমাইল। এখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। প্রায় সকলগুলিই গ্রীষ্মের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। এই জেলার গোড়ড়া (গোড়া) উপবিভাগে ওর্দাদানামে একটি জন আছে। ইহার জল কখনও শুকাইয়া না। এতদ্ভিন্ন এখানে প্রায় ৭৫০' বৃহৎ বৃহৎ পুরুরিণী ও অসংখ্য কূপ আছে।

জেলার দক্ষিণপশ্চিমকোণে পোরাগড় (পাবাগড়) নামে একটি পর্বত আছে। ইহার শিখরদেশ তথাকার সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় ২৫০০ ফিট উচ্চ। এই উচ্চস্থানে বহু পূর্বকাল হইতে একটি দুর্গ নিশ্চিত হইয়াছিল। ১০২২ খৃষ্টাব্দে তুঘল-রাজগণ এই প্রদেশ ও পাবাগড়ের অধীস্থ ছিলেন। তৎপরে চৌহান রাজগণ এই দুর্গ দখল করিয়া লন। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ এই স্থান আক্রমণ করিয়া অকৃতকাব্য হইয়া পলায়ন করেন। ১৭৬১-১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিন্ধিয়ারাজ এই প্রদেশ দখল করিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহার বংশীয়গণ ভোগ লক্ষণ করে। উক্ত বংশের শেষে কর্ণেল উডিংটন এই দেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইরাজ-রাজ পুনরায় এখানকার শাসনভার সিন্ধিয়ার হস্তে অর্পণ

করেন। পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইরাজগণ বহুত্রে ইহার শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

চম্পানের নগরের ইতিহাসই এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া গণ্য। উক্ত নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র লক্ষিত হয় ৩৫০—১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে অর্ণহলবাড়ার তুঘলগণ ও পরে ১৪৮৪ পর্যন্ত চৌহানগণ রাজত্ব করেন। এই সময় হইতে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চম্পানের নগর গুজরাতে রাজধানীরূপে গণ্য ছিল।

১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে হামায়ুন এই নগর আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়া পরবর্তী বৎসরে আফগানবাদের রাজধানী পরিবর্তন করেন। এখানকার নায়কড়া অধিবাসিগণ চম্পানের প্রাচীন অগ্নি-বাসিগণের বংশধর। এখানে গ্রাম ও নগরাদিতে ৬৭৫টা গ্রাম আছে।

পঞ্চমহাপাতক (স্ত্রী) পাঁচ প্রকার মহাপাতক—ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীপান, স্ত্রের ও গুরুপত্নীগমন এবং ইহাদিগের সংসর্গ এই ৫টা কার্য পঞ্চমহাপাতক। ব্রাহ্মণের এক ভরি সোণা চুরি করিলে স্ত্রেরপদবাচ্য হইবে। স্ত্রের শব্দে চৌধাকেই বুঝায়, কিন্তু পরবচনে বিশেষরূপে উল্লেখ থাকায় এইখানে এইরূপ অর্থ হইবে, চৌধামাত্রই মহাপাতক হইবে না।

“ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীপানং স্ত্রেরং গুরুজননাগমঃ।

মহাস্তমি পাতকাত্মকঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥” (মহু)

মহাদি সকলই এক বাক্যে এই সকল পাপকে মহাপাতক শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। বাহারা এই সকল পাতকাত্মান করেন, তাহাদিগকে মহাপাতকী কহে। মহাপাতকীর সংসর্গও মহাপাতক, এই জন্ম যতপূর্বক তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ বিধেয়। [মহাপাতক দেখ।]

পঞ্চমহাযজ্ঞ (পুং) পঞ্চগুলিতে মহাযজ্ঞঃ। গৃহস্থ কর্তৃক প্রতিদিন কর্তব্য দৈব ও পৈতৃাদি যজ্ঞপঞ্চক, পঞ্চ প্রকার নিত্য-কর্ম, প্রত্যেক গৃহীর প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্তব্য। গৃহস্থ প্রতিদিন পঞ্চস্নানজনিত দে পাশাছুষ্ঠান করে, তাহা পঞ্চ যজ্ঞ দ্বারা বিনষ্ট হয়। এই পঞ্চযজ্ঞের বিষয় ভগবান্ মনু এই-রূপ বলিয়াছেন—

“পঞ্চস্নান গৃহস্থস্ত চুরীপেবগাপনরঃ।

কণ্ডনী চোদকুস্তম্ব বধাতে যান্ত বাহয়ন্

তাসাং ক্রমেণ সর্কাসাং নিকৃতার্থঃ মহাস্তমিঃ।

পঞ্চকুপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাঃ।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তপসম্।

হোমো দৈবো বলিভৌতঃ সৃষজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥”

(মহু ৩।৬৮-৭০)

উল্লন বা আখা, শিল বা জাঁতা, বাটা, টেকি, এবং জলপাত্র না হইলে গৃহস্থের চলে না, অথচ এইগুলি এক একটা স্থান অর্থাৎ প্রাণিবধের স্থান। উল্লন জলিলে পাক হইবে, কিন্তু এই জলত উল্লনে কত কীট পতঙ্গ দ্রব্য হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করে, কখনো প্রভৃতি সকলেতেই নানা প্রকার জীব বিনষ্ট হয়। চূন্নী প্রভৃতি বনস্থান দ্বারা যে পাপ উৎপন্ন হয়, সেই পাপসমূহের হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মহাবিশ্ব গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। অধারন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেব-যজ্ঞ, পশুপক্ষাদিকে অন্নাদি প্রদানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ। শক্তি থাকিতে যে গৃহস্থ এই পঞ্চমহাযজ্ঞ একদিনও পরিচাণ না করেন, তিনি নিত্য-গার্হস্থ্যে বাস করিলেও পঞ্চমহাযজ্ঞে লিপ্ত হন না। দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ, পিতৃলোক ও আখ্যা এই পঞ্চজনকে যে ব্যক্তি উক্ত পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা অন্নাদি না দেয়, সে নিঃশাসপ্রশাস-বিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে অর্থাৎ তাহার জীবন নিফল। কোন কোন বেদশাখায় এই পঞ্চমহাযজ্ঞ অহত, হত, প্রেহত ব্রাহ্মহত ও প্রাশিত এই পঞ্চনামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মযজ্ঞ বাজপেয়ের নাম অহত, হোমের নাম হত, ভূতযজ্ঞের নাম প্রেহত, নরযজ্ঞ বা ব্রাহ্মণগণের অর্চনার নাম ব্রাহ্মহত এবং পিতৃতর্পণের নাম প্রাশিত। (মহু ৩ অ°) তৈত্তিরীয় আর-ণ্যকে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান লিখিত আছে—

“পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সত্যি প্রত্যাহতে। দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞঃ মনুষ্যযজ্ঞঃ ভূতযজ্ঞঃ ব্রহ্মযজ্ঞঃ ইতি” (তৈত্তিরীয় আর°)

এই পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে বেদপাঠ ও বেদাধ্যাপন ইহা ব্রহ্মযজ্ঞ, এট ব্রহ্মযজ্ঞান্তর্গত তত্ত্বজ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে সকল দ্রব্য তিরোহিত হয়। গৃহী যদি আহার না করেন, তাহা হইলেও তাহার পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত কর্তব্য। দায়িক ব্রাহ্মণ বৈশ্বদেব এবং নিরায়িক বাক্তিসকল হোম করিবে। এইরূপে হোম সমাপন করিয়া বিশ্বদেব, সমুদ্র ভূতবৃন্দ এবং পিতৃলোকদিগের উদ্দেশে বলিপ্রদান করিতে হইবে। এইরূপ দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে বলি দিয়া তৃপ্তি না হইলে বা ইচ্ছা থাকিলে এইরূপ সন্তে বলিপ্রদান করা যায়—

“দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বরাহাশি সিন্ধাঃ সযজ্ঞোয়গৈতস্যজ্ঞাঃ।

প্রোতাঃ পিশাচান্তরবঃ সমস্তাঃ বে চান্নমিচ্ছন্তি নরা প্রদন্তম্ ॥

পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদাঃ বৃদ্ধকিতাঃ কণ্ঠনিবদ্ধকাঃ।

প্রোহন্ত তে তৃপ্তিমিং মহান্নং তেভ্যো বিদ্যঠঃ স্তুত্বিনো ভবন্ত ॥

ভূতানি সর্গাদি তথ্যমেতদহংকবিজ্ঞানবতোহন্তমস্তি।

তস্মাদহং ভূতনিকারভূতস্বয়ং প্রবজ্ঞামি ভবায় ভেদান্ ॥

যেহাং ন মাতা ন পিতা ন বহুর্নৈবায়নির্দিষ্ট তথ্যমস্তি।

তত্ত্বগ্নেয়ং ভুবি দত্তমেতৎ প্রোহন্ত তৃপ্তিঃ স্তুতিভা ভবন্ত ॥”

(আহিকতব্য)

গৃহস্থ দিব্যভাগে দুইপ্রহরের সময় চতুঃপথে পবিত্র ভূতাস্ত্রে উপবেশন করিয়া সমস্ত জীবের উদ্দেশে এইরূপ মন্ত্র পাঠ করি-
বেন, দেবগণ, নৈভাগণ, পশুপক্ষিগণ, বৃক্ষশিক্ষসর্পগণ, প্রোহ-
পিশাচগণ, বৃক্ষগণ, কীটপতঙ্গপিপীলিকাবৃন্দ এবং আমার প্রোহন্ত
অন্নভোজনাতিলম্বী জীববৃন্দ সকলের উদ্দেশেই আমি অন্নদান
করিতেছি, ভোজন করিয়া তাহারা তৃপ্তিলাভ করুন। বাহারা
নিরাশ্রয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও বাহাদের কেহ নাই,
এই ভূতলে তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমি অন্ন প্রদান করিতেছি,
তাহারা তৃপ্তিলাভ করুন। ইত্যাদি। এইরূপে ভূতসমূহের
উদ্দেশে বলি দিয়া গৃহী নিজে আহার করিবেন। ইত্যাদিরূপে
পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা প্রত্যেকেরই অবশ্যবিধেয়।
বাহারা এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা
অস্ত্রিমে ঘোর নরকে গমন করে। [ইহার অন্যান্য বিবরণ
তত্ত্ব শব্দে ব্রহ্মব্য।]

পঞ্চমহাব্যাদি, অর্শ, যক্ষা, কুষ্ঠ, প্রমেহ, প্রমেহ ও উন্মাদ এই
পাঁচটা ব্যাদি।

পঞ্চমহাশলক, পঞ্চপ্রকার বায়। পূর্বকালে অতি উচ্চপদস্থ
রাজপুরুষগণই পাঁচ প্রকার বায় বাজাইবার অধিকার পাইতেন,
প্রাচীন শিলালিপি হইতে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।
বাহারা এই পঞ্চবায়ু যন্ত্রের অধিকার পাইতেন, তাহারা
“সমধিগতপঞ্চমহাশলক” ইত্যাদি আখ্যা পাইতেন।

পঞ্চমহিম (স্রী) পঞ্চগব্যং মহিষের মূত্রাদি পঞ্চক। মহিষের
মূত্র, গোমর, দধি, দুগ্ধ ও স্তূত ইহাকে পঞ্চমহিম কহে।

“এতেনৈব ভু কল্লেন স্তূতং পঞ্চাবিকং পচেৎ।

পঞ্চাঙ্গং পঞ্চমহিষং চতুঃকষ্টমবাশি বা ॥” (সুশ্রুত)।

পঞ্চমার (পুং) ১ বলদেব পুত্র। (শব্দর°) ২ পঞ্চবিধ কান।
৩ একজন জৈনধর্ম্মসংস্কারক। ইনি মহাবীরের শিষ্য। মহাবীরের
মৃত্যুর পর ইনি তৎপদ প্রাপ্ত হন।

পঞ্চমাসিক (ত্রি) পঞ্চ মাসাঃ প্রমাণমন্ত তন্ ন পূর্ণপদবৃত্তিঃ।
স্বর্গমাসপঞ্চকমিত দণ্ডাদি। (মহু ৮১২৮) পাঁচমাসা পরি-
মাণ দণ্ড।

পঞ্চমাস্ত্র (পুং) পঞ্চমো রাগঃ সরো বা আন্তে যজ্ঞ। ১ কোকিল,
কোকিল পঞ্চমস্বরের কথা কহে এই জন্য পঞ্চমাস্ত্র শব্দে
কোকিলকে বুঝায়। পঞ্চম মাসেই ভবঃ যৎ। (ত্রি)
২ পঞ্চমাস্তব।

পঞ্চমিন্ (ত্রি) ১ পঞ্চমুক।

পঞ্চমী (স্ত্রী) পঞ্চানং পাণ্ডবানামিন্, অথবা পঞ্চপতীন্
সিনোতি সেবাহেবাদিতিব্যাতি বা পঞ্চ-নী-কিন্। ১ পাণ্ডবপত্নী,
দ্রৌপদী। (মেদিনী)। পঞ্চানং পূরণী ভট্ট, ততো নট
ত্রিমাং ত্রীপ্। ২ শারিখ্ণ্ণা, চলিত পাণার হক। (ভূমিপ্র)।
৩ তিথিবিশেষ। এই তিথি চন্দ্রের পঞ্চম কলা ক্রিয়ারূপ ও
তদ্রূপলব্ধি কাল। পঞ্জিকার সঙ্কেতে শুক্লাপক্ষের পঞ্চমী
হইলে ৫ সংখ্যা এবং কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী ২০ সংখ্যা লিখিত হয়।

এই পঞ্চমী চতুর্থীযুক্ত গ্রাহ্য, অর্থাৎ চতুর্থীযুক্তা পঞ্চমী
তিথিতে পঞ্চমীকৃত্য হইবে।

“স চ চতুর্থীযুক্তা গ্রাহ্য যুখ্যাৎ।

পঞ্চমী চ প্রেক্ষত্বা চতুর্থী সহিত্য বিতো।” (তিথিতত্ত্ব)

[তিথির ব্যবহাশ্রুতি তিথিশিখে দেখে।] আষাঢ় মাসে
শুক্রাঙ্গপঞ্চমী, এই পঞ্চমীতে বনসা ও অষ্টনাগ পূজা করিতে
হয়। মাঘ মাসের শুক্রাঙ্গপঞ্চমীর নাম ত্রীপঞ্চমী এই দিনে
লক্ষী ও সরস্বতী পূজা করিতে হয়।

[পূজা ও ব্যবহারের বিবরণ নাগপঞ্চমী ও ত্রীপঞ্চমী দেখে।]

মাঘ মাসে শুক্রাঙ্গপঞ্চমীর দিন যে ব্রত অঙ্কুরিত হয়, তাহাকে
পঞ্চমীব্রত কহে। এই ব্রত ৬ বৎসর করিতে হয়, এই ব্রত
ইহাকে বটপঞ্চমীব্রতও কহে। প্রথমে মাঘ মাসের শুক্রাঙ্গপঞ্চমীতে
এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি শুক্রাঙ্গপঞ্চমীতে ব্রতোক্ত নিয়মে
পূজা ও কথাদ্বি শ্রবণ করিতে হয়। এইরূপ ৬ বৎসর অঙ্কুরিত
হইলে ইহার উল্লাসন হইয়া থাকে। এই পঞ্চমী ব্রতের বিবরণ
ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“কীরোমে চ পুরা হুস্তং লক্ষীলমবিতং হরিম্।

প্রণম্য পরিপঞ্জয়ে নারদো মুনিসত্তমঃ ॥

নারদ উবাচ। কেনোপায়েন দেবেশ নারীশাক জুখং ভবেৎ।

সৌভাগ্যমতুলং বাতি তমে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥

কথা তবচনং দেবো নারদস্ত মহাশ্রমঃ।

সংশ্রেক্ষ্য কমলাং সর্বো জহি দেবি ভক্তাননে ॥

ইদমিচ্ছ পত্ন্যাসৌক্য পদ্মপদ্মাকবরতা।

বরতং ত্বং পুরত্বতা ঈশত্যা ব্রতব্রূবাচ হ ॥

সেবুবাচ। অতি ঈপঞ্চমী নাম ব্রতং পরমহর্ষতম্।

বৎসরত্বা প্রাপ্যতে লোকৈঃ জুখং সৌভাগ্যবৃদ্ধতম্।”

(ব্রহ্মপুরাণ)

একদা কীরোকলকূলে লক্ষী ও নারায়ণ নরান আছেন, নারদ
তথায় উপস্থিত হইয়া প্রশ্নানুসারে কথোপকথন করিলেন,
তৎপশ্চাৎ। কি উপায়ে নারীদিগের জুখ এবং অজুল সৌভাগ্য হয়,
ইহার বিবরণ ক্রপা করিয়া বলুন। নারদের এই কথা শুনিয়া

লক্ষীপতির ইচ্ছিতানুসারে নারদকে বলিয়াছেন, ঈপঞ্চমী
নামে পরম হর্ষত একটী ব্রত আছে, এই পঞ্চমীতে ত্তিকপূর্বক
আমি (লক্ষী) ও নারায়ণ আমাদের দুই জনের বিবি ও ত্তিক
অনুসারে পূজা করিবে। যে নারী ত্তিকপূর্বক এই ব্রতের
অনুষ্ঠান করে, তাহার লক্ষীভূত্যা হইয়া থাকে। ইহার বিধান
এইরূপ—বিশুদ্ধকালে মাঘ মাসে শুক্রাঙ্গপঞ্চমীতে এই ব্রত আরম্ভ
করিতে হয়। এই ব্রত ৬ বৎসর করিতে হয়। এই ছয়
বৎসরের প্রথম দুই বৎসর অলবণ অর্থাৎ পঞ্চমীর দিন লবণ
তক্ষণ নিবেদ্য, তাহার পর দুই বৎসর হবিষ্যদ্য, তাহার পর-
বৎসরে কল এবং তৎপরবর্ত উপবাস বিধেয়। ৬ বৎসর পূর্ণ
হইলে ব্রতপ্রতিষ্ঠার বিধানানুসারে এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিবে।
এই ব্রতই নারীদিগের একমাত্র সৌভাগ্যবর্ধক। (ব্রহ্মপু)।
ব্রতমালা ও হেমাবতীর ব্রতখণ্ডে এই ব্রতের বিশেষ বিবরণ
লিখিত আছে।

অগ্নিপূরণেও পঞ্চমী ব্রতের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,
প্রাণ, ভাত, আখিন ও কাষ্টিক মাসে শুক্রাঙ্গপঞ্চমীতে ব্রত
করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে। বাহুকি, তক্ষক, কালীয়া,
মণিক্ত, ঐরাবত, বৃতরাষ্ট্র, কর্কোটক ও ধনঞ্জয়, ইহাদের পূজা
করিয়া ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিলে
আয়ু, বিদ্যা, ধন ও সম্পত্তি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে।

(অগ্নিপু ১১৫ অ°)

পূর্বে ব্রহ্মপুরাণোক্ত পঞ্চমীব্রতের বিবরণ যাহা লিখিত হই-
য়াছে, তাহা বিদ্যাপুরাণেও ঐ ব্রতের উল্লেখ আছে, ঐ ব্রতকে
বটপঞ্চমীব্রত কহে, ব্রতের যে কথা আছে, তাহা তাহা বিদ্যাপু-
রাণোক্ত। ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রতের বিবরণ যেরূপ লিখিত হই-
য়াছে, তাহা বিদ্যাপুরাণেও ঠিক তদ্রূপ।

পঞ্চমী তিথিতে অন্ন হইলে ভূগালমাত, ভূগালু, পণ্ডিতা-
গ্রণী, বাগ্মী, শুণী ও বহুগণের নিকট মাননীয় হইয়া থাকে।
“ভূগালমাতো মহুখাঃ ভূগাভ্যঃ ভূগালমেতো বিদ্বাং বরেণ্যঃ।
বাগ্মী শুণী বহুগণৈককমাতঃ প্রমুতিকালে যদি পঞ্চমী ভাং ॥”

(কোষ্ঠীপ্র°)

ও মন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ। তদ্ব্যসারে এই বিদ্যার বিবরণ
এইরূপ লিখিত আছে—

“বাগ্ভবঃ প্রথমং কুটং পশ্চিমং পঞ্চমম্।

মধ্যকুটজং দ্বিবি কামরাজং মনোহরম্।

কথিতা পঞ্চমী বিদ্যা ত্রৈলোক্যভূক্তগোদরা ॥” (ভক্তসার)

পঞ্চমী বিদ্যার বিবরণ লিখিত হইতেছে, যথা—ক, ঐ, ঈ, ল,
ঈ, ইহার নাম বাগ্ভবকুট। কামরাজমন্ত্রের প্রথম কুট এই—
হ, ন, ক, ল, ঈ, ইহাকে কামরাজমন্ত্রের প্রথম কুট কহে। এই

এই পরম হ্রদ। হ, ক, হ, ল, হ্রী' ইহার নাম 'স্বপ্নাবতী' ময়, ইহাকে দ্বিতীয় কামরাজকূট কহে। ক, হ, ব, ল, হ্রী' ইহার নাম 'স্বপ্নাবতী' ময়। হ, ক, ল, ন, হ্রী' ইহার নাম 'শক্তি' কূট। কুলোজীশে লিখিত আছে, প্রথমে বাগ্ভবকূট এবং মধ্যে কামরাজকূটের, এই পক্ষীকূটে পক্ষী বিদ্যা হইবে। এই পক্ষী বিদ্যা ত্রিভুবনের সোভাগ্যপ্রদ।

এই পক্ষীবিদ্যা বিষয়ে মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন, হে দেবি! অতি হ্রদ শক্তি' কূট শ্রবণ কর। তোমার প্রতি রোহণতঃ ইহা কথিত হইল। প্রথমে বাগ্ভবকূট তৎপরে কামরাজ কূটের বোগ করিলে যে স্বয়ং হয়, তাহার নাম শক্তি' কূট। অথবা ল, হ, ক, ল, হ্রী' ইহার নাম শক্তি' কূট। 'বাগ্ভবকূট ও শক্তি' কূট এই কূটদ্বয়াক্ষিক বিদ্যা পক্ষ্যনাশিনী, সিদ্ধিপ্রদা ও সর্গ-দোষ-বিবর্জিত। বাগ্ভবকূট চতুর্বিধ এবং শক্তি' কূট বিবিধ, অতএব পক্ষী-বিদ্যা অষ্টপ্রকার হইল। নামে লিখিত হইরাছে যে, পক্ষীবিদ্যা বিবিধ। তাহার আনুকূটের, পক্ষ পক্ষ্যকর। কামরাজবিদ্যার মধ্যকূট বড়কর এবং কামরাজবিদ্যার শক্তি-কূট চতুর্বিধ। বাগ্ভবকূটের চতুর্বিধাহেতু উক্ত বিদ্যাও চতুর্বিধ। নামে আরও লিখিত আছে যে, ক, হ, হং সঃ, ল, হ্রী' এই কূট পরম হ্রদ। তৎপ্রবোধে ক, হ, ল, ন, হ্রী' এই ময় লিখিত আছে। তন্ময়ারে দেবিত্তে পাওয়া যায় যে, ক, হ, ল, ন, হ্রী' এই কূট পরম হ্রদ। উক্ত বিদ্যাও পূর্ন-বৎ ৮ প্রকার। অষ্ট বিদ্যা ৪ প্রকার, হ্রদয়ার সর্গসময়ে পক্ষীবিদ্যা ৩৬ প্রকার। ঐক্ৰমে লিখিত আছে যে, মহা-দেব তগবতীকে বলিয়াছেন, দেবি! পূর্নোক্ত বিদ্যাসমূহের প্রাণ ময় শ্রবণ কর, ত্রী', হ্রী', হং সঃ, এই ময় বাগ্ভবকূটের আদিত্তে বোগ করিয়া ৭ বার জপ করিবে। পক্ষীবিদ্যার বিশেষ এই বাগ্ভবকূটের আদিত্তে ত্রী' হ্রী' হং সঃ, শক্তি' কূটের অন্তে হং সঃ হ্রী' ত্রী' এবং কামরাজময়ের প্রথমকূটের আদিত্তে ত্রী', মধ্যকূটের আদিত্তে ত্রী' ও তৃতীয়কূটের আদিত্তে হ্রী' এই বীজ যোগ করিয়া জপ করিলে সর্গকাম সিদ্ধ হয়। (ভক্তসার) ৫ রাগিণীবিশেষ। এই রাগিণী বসন্তরাগের ত্রী।

"বসন্তী পক্ষী দৌলী বহরী রূপমঞ্জরী।

রাগিণী বসন্তরাজ বসন্ত শ্রিয়া ইয়াঃ" (সঙ্গীতন")

বসন্ত রাগিণীর ধ্যান—

"সঙ্গীতগোষ্ঠী সুগঠিতাবৎ সঙ্গীতপ্রিত্য পারসনসম্মতৈঃ।

বর্জ্যকিঞ্চি নুশ্রবণমগ্না সা পক্ষী পক্ষ্যবেদবতী" (সঙ্গীতবর্ণ)

৬ নীতিবিশেষ। (ভারত অঙ্গা২৬)

পক্ষীতত্ত্ব (১) পক্ষ্যায় বাগ্ভবপক্ষীনারতা বড়বৎ বাবৎ প্রভিন্দীশ্বরতরপক্ষ্যায় শ্রিয়া কর্তব্যঃ ততঃ নিরম-

বিশেষঃ। নাম মাসের তরপক্ষীনারতা করিয়া ৩ বৎসর পর্যন্ত প্রতিমাসের তরপক্ষীনারতা করিয়া কর্তব্য নিরম-বিশেষঃ। [পক্ষীশব্দ দেখ।]

পক্ষ্যমুখ (পু) পক্ষ্য বিদ্যুতঃ মুখং বতঃ ১ দিহে। (সঙ্গীতন")
পক্ষ্য মুখানি ক্যা। ২ শিব, মহাদেব।

"শিবতত্ত্ব হিতঃ সাক্ষ্য সর্গপাদময়ঃ ততঃ।

স তু পক্ষ্যমুখং ব্যাভো নোকে সর্গাধ-সাক্ষ্যঃ"।

পক্ষ্যমুখ্যকো বহাৎ তেন পক্ষ্যমুখং নৃত্যঃ।

পক্ষ্যমুখং তু মুখং স্যো বামদেবত্বোত্তরে"।

পূর্নং তৎপুঙ্কং বিদ্যামবোরকানি দক্ষিণে।

ঐশানঃ পক্ষ্যো মধ্যে সর্গোবাশ্রয়ি হিতঃ"।

এতে পক্ষ্যমুখং বৎস পাণ্য প্রহাশন্যঃ" (বেদীপুং)।

মহাদেবের এটা মুখ (এই অর্থে তাঁহাকে পক্ষ্যমুখ কহে), ইহার মধ্যে পক্ষ্যমুখের নাম স্যোজাতঃ, মধ্যে বামদেব, পূর্নং তৎপুঙ্কং, দক্ষিণদিকে অব্যোহ এবং সকলের উপরি মধ্যভাগে যে মুখ, তাহার নাম ঐশান, মহাদেবের এই পক্ষ্যমুখ। এই পক্ষ্যমুখ পাণ ও প্রহাশক। এই পক্ষ্যমুখের মধ্যে স্যোজাত তর, বামদেব পীতবর্ণ, তৎপুঙ্কং রক্ত, অব্যোহ কৃষ্ণবর্ণ এবং ঐশান দানাবর্ণাঙ্ক। এই পক্ষ্যমুখ, শিব কামল, কামরূপী এবং জ্ঞানধরপ।

"স্যোজাতঃ তবৎ তরং বামদেবত পীতকং।

রক্ততৎপুঙ্কং জ্যোহব্যোহঃ কৃষ্ণঃ স এষ চ"।

ঐশানঃ পক্ষ্যমুখং সর্গবর্ণসমভিতঃ।

কামলঃ কামরূপী স্যাৎ জ্ঞানধারঃ শিবান্ধকঃ" (বেদীপুং)

২ কত্রাকবিশেষ। এই পক্ষ্যমুখ কত্রাকবিশেষ শুভফলদ।

[কত্রাক দেখ।]

২ আনাহাবান দেবার কর্তা তহীলের অন্তর্গত একটা গ্রাম।

পক্ষ্যমুখী (ত্রী) পক্ষ্যমুখানী ব সঙ্গম্যঃ ১ বাসক। ২ জবা পুষ্পবিশেষ। পক্ষ্য বিদ্যুতঃ মুখং বসাতঃ, জিহাং তীপ্। ৩ সিংহরী, সিংহী। স্তম্ভিকালে পক্ষ্যমুখতানোব পক্ষ্যমুখানী বসাতঃ শক্ত্যঃ। ৪ শিবপত্নী। (শঙ্করাধ্বনি)

পক্ষ্যমুখো (ত্রী) পক্ষ্যবিদ্য মুখো। পূজাবিধিতে কর্তব্য পাঁচ প্রকার মুখো। আনাহাবী, হ্রাশনী, সরিষাশনী, স্যোখিনী ও সন্ধ্যাকরনী এই পক্ষ্যমুখো। পূজাপ্রাণে পক্ষ্যমুখার বিধয় এইরূপ লিখিত আছে—

"সম্যকপূজিতঃ পূর্ণো কত্রাত্যঃ কত্রিতোহমলিঃ।

আনাহাবী সন্ধ্যাত্যো মুখো সৌকসমতমঃ"।

অ্যোখিনী বিধয় তৎ স্যাৎ হ্রাশনী মুখিক ভবেৎ।

উজ্জ্বলতঃ স্তম্ভিক স্যোখ্যঃ সরিষাশনী"।

অন্তঃপ্রবেশিতাচ্ছা সৈব সযোজনী যতা ।

উত্তানমুদ্রীংগলা সন্ধ্যাকরী মতা ॥” (পুন্নাগ্রীণ°)

এই পঞ্চমূত্রা দ্বারা দেবতাদিগের আবাহন করিতে হয় ।

তদনন্তে যোনি প্রকৃতি যুগ্মপঞ্চকের নাম পঞ্চমূত্রা । (তন্ত্রসার)

পঞ্চমূত্রিক (পুং) সন্নিগাভিক অরে দেব যু বিশেষ । যব, বদরীকল, কুলথ, মূল ও কাষ্ঠাবলক এই পঞ্চবিধ জবা এক এক মুঠ লইয়া ইহার ৮ ভাগ ভাগে পাক করিতে হইবে । এই যু মূল, গুণ, কাশ, শ্বাস, ক্ষয় ও অরনাশক ।

(চক্রদত্ত সন্নিগাভিকরটি°)

২ তোলাক । (বৈদ্যকনি°) ও সূর্য্যপ্রভা, স্মৃতা ।

পঞ্চমূত্র (স্ত্রী) পঞ্চবিধ মূত্রম্ । গো, অজা, মেঘী, মহিষী ও গর্দভী এই পঞ্চবিধ অস্ত্র মূত্র । [ইহার গুণ তত্ত্ব শ্বেদে দেখ] ।

পঞ্চমূল (স্ত্রী) পঞ্চ প্রকারম্ পঞ্চগুণিতং বা মূলম্ । পাচন বিশেষ । পাঁচটা জ্বের মূল লইয়া এই পাচন হয়, এই জন্ত ইহার নাম পঞ্চমূল । এই পঞ্চমূলপাচন বৃহৎ, শর, তৃণ, শতাবরী, জীবন, বলা, গোক্ষুর, ও শুক্লচী প্রকৃতি ভেদে নানা প্রকার । যথাক্রমে এই সকল পাচনের বিবরণ লিখিত হইতেছে ।

বৃহৎ পঞ্চমূল—বিষ, ভোণাক, গাভারী, পাটলা ও গণিকারিকা এই পঞ্চ জ্বের মূলে যে পাচন হয়, তাহাকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে । (চক্রদত্ত, মূত্রতত্ত্বস্থান ৩৮ অ°)

শর পঞ্চমূল—শালপর্ণী, পুন্নিপর্ণী, বৃহতী, কটিকারিকা ও গোক্ষুর এই পঞ্চ জ্বের মূল, ইহার গুণ অশ্বারী নাশক ও অভিশয় করিসম্মাপক । (অর্কচিন্তা°) ।

তৃণপঞ্চমূল—কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও গর্ভ এই পঞ্চবিধ মূলের নাম তৃণ পঞ্চমূল ।

শতাবরীদি পঞ্চমূল—শতাবরী, বিনারীকল, জীবন্তী, বিবাগী ও জীবক এই পঞ্চবিধ জ্বের মূলে এই পাচন হয় । ইহার গুণ গুজক, গুরু, বৃষা, বলা, শীতল, কাঙ্ক্ষিত ও অম্লিহৃদিকর ।

জীবকাদি পঞ্চমূল—জীবক, ধ্বজ, মেলা, মহামেলা ও জীবনী এই পঞ্চবিধ জ্বের মূল । গুণ—বৃষা, চক্ষুর হিতকর, ধাতুবর্দ্ধক, দাহ, পিত্ত, ক্ষয় ও তৃক্ষানাশক ।

বলাদি পঞ্চমূল—বলা, পূর্ণবা, এবংত, মূলপর্ণী ও শালপর্ণী এই পঞ্চবিধ জ্বের মূল । গুণ ভেদক, শোক ও অরনাশক ।

(বৈদ্যকনি°)

গোক্ষুরাদি পঞ্চমূল—গোক্ষুর, বদরী, ইন্দ্রবাক্ষী, কাসবর্দ্ধ ও সর্ষপ এই পঞ্চবিধ জ্বের মূল ।

শুক্লচাদি পঞ্চমূল—শুক্লচী, মেঘশ্রী, শারিবা, বিনারি ও হরিদ্রা এই পঞ্চবিধ জ্বের মূল ।

বরীপঞ্চমূল—করবর্দ্ধ, ত্রিকটক, সৈরীরক, শতাবরী ও গুহনরী এই পঞ্চবিধ জ্বের মূল । পঞ্চমূল এই নাম প্রকার ।

বৃহৎ পঞ্চমূলের মতান্তর দেখিতে পাঁচটা বার—বিষ, অশ্বিন, মধ, ভোণাক, কাশরী ও পাটলা । এই পঞ্চবিধ জ্বের মূল ।

“বিষারিমধভোণাক-কাশরীঃ পাটলা তথা ।

জেরঃ বৃহৎ পঞ্চমূলং পঞ্চমূলমিতি স্বতঃ ॥” (শবচ°)

পঞ্চমূলসূতিকা, নীলশিষ্টী, প্রসারিণী, তটী, মুখা ও শুক্লচী, পৈত্তিক হৃতিকান্তিসারে ইহা বিশেষ উপকারী । ইহাতে শর পঞ্চমূল মিশাইলে হৃতিকান্দনমূল হয় ।

পঞ্চানাম্ মূলানাম্ সমাহারঃ, এইরূপ সমাস বাক্য করিলে ‘মূলপঞ্চকম্’ এইরূপ হইবে । ২ মূলপঞ্চক, ৫টা মূলের সমাহার ।

পঞ্চমূলী (স্ত্রী) পঞ্চানাম্ মূলানাম্ সমাহারঃ, (দ্বিগোঃ । পা ৪।১। ২১) ইতি ভীপ্ । শরপঞ্চমূলপাচন ।

“শালপর্ণী পুন্নিপর্ণী বৃহতী কটিকারিকা ।

তথা গোক্ষুরকঙ্কেব পঞ্চমূলী কনীরসী ॥” (শবচ°)

পঞ্চমূল্যাঙ্গি (স্ত্রী) ১ পাচনভেদ । পঞ্চমূলী (শর পঞ্চমূল) বেড়েলা, বেলগুঁঠ, ধনে, নীলোৎপল ও শুক্লী এই সকল জ্বের কাথ পান করিলে বাতাস্তিসার নষ্ট হয় । (পাচনচি°) ২ তৃক্ষ দত্তোক্ত পাচনভেদ । ইহা শর ও বৃহৎ দুই প্রকার ।

শর পঞ্চমূল্যাঙ্গি—শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলগুঁঠ, গুলক, মুখা, গুঁঠ, আকনাদি, চিরাতা, বাল্য, কুটজছাল ও ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ইহাতে সকল প্রকার অতীসার ও জ্বর এবং বমি প্রকৃতি উপদ্রব নষ্ট হয় ।

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাঙ্গি—বিষ, ভোণাক (শোনা), গাভারী, পাঙ্গল, গণিয়ারী, গুঁঠ, পণিকলপত্র, কাঁচড়া, মুখা, যামপত্র, দাড়িমপত্র, বেড়েলামূল, বাল্য, গুলক, আকনাদি, বেলগুঁঠ, বরাক্রান্তা, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধনে, ধাইফুল, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ আতাইচূর্ণ ২ মাষা, জীরচূর্ণ ২ মাষা । ইহার দ্বারা সকলপ্রকার অতীসার রোগ নষ্ট হয় ।

পৈত্তিকে শর পঞ্চমূল্যাঙ্গি এবং বাতরোগপ্রধান স্থলে বৃহৎ পঞ্চমূল্যাঙ্গি ব্যবহার । (ভৈষজ্যরত্না° অরাতীলারাদি°)

পঞ্চমূল্য (স্ত্রী) ভীষভেদ । (ভারত ৩৮।১।১০)

পঞ্চমূল্য (পুং) পঞ্চবিধাঃ বজাঃ । গৃহযকর্তব্য পঞ্চপ্রকার বজাবিশেষ । “ব্রহ্মবজো নৃবজন্ত নৈবযজন্ত সত্তমঃ ।

পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥”

(ক্রিষাবোপা° ১৩ অঃ) [পঞ্চমহাবজ দেখ ।]

পঞ্চরত্ন (পুং) পঞ্চবর্ষীয় বয়ঃ । ১ দিবস ।

“জিবায়া রজনীঃ প্রোহত্যাক্ষাভ্যন্তরুৎপ্রে ।

নাড়ীনাং তদন্তে সত্যো দিবসাত্মকভ্যন্তরে ॥” (আহিকভাষ্য)

রজনী জিবায়া এবং দিবস পঞ্চরত্ন । রাজিভাগের শেষ চারি দণ্ড এবং প্রথম চারিদণ্ড দিব্যভাগের অন্তর্নিবিষ্ট করিলে পঞ্চগ্রহের হয়, শাস্ত্রানুসারে দিব্যভাগে এইরূপ পঞ্চগ্রহের হয় বলিয়া পঞ্চরত্ন শব্দে দিবসকে বুঝায় । দিব্যভাগে কর্তব্য অনেক অধিক, এই জন্য শাস্ত্রকারগণ রাত্রের প্রথম ও শেষভাগ দিব্য ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন । ২ তদন্তি-মানী দেবতাভেদ ।

“বিভাবসোরমুতোয়া যাত্তো রোচিব-নাতপম্ ।

পঞ্চরত্নোহথ ভূতানি যেন জাগ্রতি কর্মম্ ॥” (ভাগ ৩।৬।১৫)

পঞ্চরত্ন (স্ত্রী) পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ রত্নম্ । ইন্দ্রাদি পঁচ পঁচ বৎসর দ্বারা স্বাপন বর্ষাশ্রয়ক বটসংবৎসর ।

“সংবৎসরঃ পঞ্চরত্নং চাহোরাত্রম্ভূবিধঃ ॥”

(ভারত ২।৪৫৫)

পঞ্চরত্নক (পুং) পঞ্চপোড়নুক, পঞ্চোড় গাছ । (রাজনি°)

২ ইন্দ্রিয়পঞ্চকরূপ রত্নকবৃক্ষ ।

পঞ্চরত্ন (স্ত্রী) পঞ্চানাং রত্নানাং সমাহারঃ, বা পঞ্চবিধং পঞ্চ-
শুভিতং রত্নম্ । পঁচপ্রকার রত্ন, যথা—কনক, হীরক, নীলমণি,
পদ্মরাগ ও মুক্ত এবং মতান্তরে মুক্তা, প্রবাল, বৈক্রান্ত, বজ্র ও
মরকত এই পঞ্চপ্রকার ধাতুপদার্থকে পঞ্চরত্ন কহে ।

“কনকং হীরকং নীলং পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্ ।

পঞ্চরত্নমিদং প্রোক্তমুবিভিঃ পূর্নদর্শিতঃ ॥

রত্নানাঞ্চাপ্যভাবে তু স্বর্ণং কর্ণাধিসেব বা ।

সুবর্ণপাণ্যভাবে তু আভ্যং জ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥” (হেমাদ্রি)

এই পঞ্চরত্নের অভাবে কর্ণাধি পরিমাণ সুবর্ণ এবং তাহার
অভাবে আভা গ্রহণীয় । ইহাই পণ্ডিতদিগের মত । বিধান-
পারিজাতমতে পঞ্চরত্ন নীলক, বজ্রক, পদ্মরাগ, মৌক্তিক ও
প্রবাল এই পাঁচপ্রকার ।

“নীলকং বজ্রকঞ্চৈতি পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্ ।

প্রবালং চেতি বিজ্ঞেয়ং পঞ্চরত্নম্ নীলবিভিঃ ॥” (বিধানপারি°)

হেমাদ্রির ব্রতধণ্ডে লিখিত আছে—

“সুবর্ণং রত্নভং মুক্তা রাজাবর্তং প্রবালকম্ ।

রত্নপঞ্চকমাখ্যাতম্” (হেমাদ্রি ব্রতধ°)

সুবর্ণ, রত্নভ, মুক্তা, রাজাবর্ত ও প্রবাল ইহা পঞ্চরত্ন । পঞ্চ-
রত্নানীল উপদেশকর্য্যং বজ্র । ২ নীতিগর্ভ কবিতাপঞ্চক ।

“নাগঃ পোতস্তথা বৈদ্যঃ কান্তিশকো যথাক্রমম্ ।

পঞ্চরত্নমিদং প্রোক্তং বিদ্বাংপি সুহৃৎসমম্ ॥” (কাব্যসং)

২ কাব্যরূপের অন্তর্গত ‘বোধিপোকা’র সন্নিকটস্থ নদীতীর-
বর্তী একটা পঞ্চভ । (স্ত্রী) ৩ পঞ্চরত্ন বৈষ্ণববিশেষ ।

পঞ্চরত্নশি (পুং) পঞ্চ পঞ্চবর্ষীয় বয়সো বয়ঃ । শিশুনাশি পঞ্চবর্ষ
রত্নিকবৃদ্ধ । স্বর্ঘ্যরত্নিতে শিশুনাশি পঁচতীব্র আছে, এই বয়স
পঞ্চরত্নশিবে স্বর্ঘ্যকে বুঝায়, হ্যাকোয় উপনিষদে ইহা প্রোতি-
পানিত হইয়াছে । যথা—“স্বর্ঘ্যরত্নিতে শিশুনাশি, তরু, নীল,
শীত ও লোহিত এই ৫টা বর্ণ আছে । “অথ বা একা
দ্বয়ত নাভ্যভ্যাং শিশুনাশিরতিষ্ঠতি তরুত নীলত শীতত
লোহিতভেদভ্যনো বা আদিত্যাং শিশুনাশি এব তরু এব নীল
এব শীত এব লোহিতঃ ॥” (হ্যাকোয় উপ°) স্বর্ঘ্যদেব
শিশুনাশি, শীতবর্ণ, তরুবর্ণ, নীলবর্ণ ও লোহিতবর্ণ অর্থাৎ
স্বর্ঘ্যরত্নিতে এই সকল বর্ণ বিদ্যমান আছে ।

পঞ্চরত্নলোহ (স্ত্রী) বর্তলোহ । (বৈদ্যকনি°)

পঞ্চরত্না (স্ত্রী) পঞ্চো বিজ্ঞীর্ণো রসো বস্তাম্ । আমলকী,
হরিতকী, রসোন ইত্যাদি সকল দ্রব্যে পঁচটা করিয়া রস বিভ-
মান আছে । (হারাবলী)

পঞ্চরত্নাদিকার্থ, রাজা, গুলক, এরও, গুণী ও এরওমূল ।
ইহা সর্বাঙ্গগত আমবাতনাশক ।

পঞ্চরত্ন (স্ত্রী) পঞ্চানাং রাজীণাং সমাহারঃ সমাসে অহ্ ।

১ রাজিপঞ্চক, পঞ্চনিশা ।

“জিরাভ্যং পঞ্চরত্নং বা দশরাত্রমখাপি বা ॥” (চক্রপাণি)

২ পঞ্চরাত্রসাধ্য অহীনবাগভেদ । (পঞ্চবিংশ ব্রা° ২২।১৩৬)

৩ বৈষ্ণব শাস্ত্রভেদ । এই শাস্ত্রের নাম হইবার কারণ
নারকপঞ্চরাত্রের এইরূপ লিখিত আছে—

“রাত্রক জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং যতম্ ।

তেনেনং পঞ্চরাত্রক প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥” (১।১ অঃ)

রাত্রের অর্থ জ্ঞানগর্ভবচন, এই জ্ঞান পঁচ প্রকার বলিয়া
ইহার নাম পঞ্চরাত্র ।

পঞ্চরাত্র মতাবলম্বিগণ পঞ্চরাত্র বা তাগবত নামে খ্যাত ।

পঞ্চরাত্রমত অতি প্রাচীন । অনেকের বিশ্বাস পঞ্চরাত্র
বা সাংখ্যমত হইতেই আদি বৈষ্ণব ধর্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে ।
বাসুদেবাবি চতুর্ভূহ, প্রেম ও তত্ত্ব এই মতের প্রধান লক্ষ্য ।

মহাভারতে মোক্ষধর্ম সাংখ্য, যোগ, পাণ্ডপাত, বেদ
প্রকৃতির সহিত পঞ্চরাত্র মতের উল্লেখ পাওয়া যায় । (মোক্ষধর্ম
৩৫০ অঃ) ।

ভারতে লিখিত আছে, ‘পূর্বকালে উপরিচর (বজ্র) নামে
হরিতকিপরিচর পরমার্থার্থিক এক নরপতি ছিলেন । সেই
রহীপালই সর্বাঙ্গে স্বর্ঘ্যমুনিঃসৃত পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অবলম্বন-
পূর্বক বিষ্ণুস অর্চনা করিয়া পরিশেষে পিতৃগণের পূজা করি-

ভের।.....তিনি পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অবলম্বনপূর্বক নিত্য কাৰ্য্য ও নৈমিত্তিক বজ্জীর কাৰ্য্য সমুদায়ের অহুতান করিতেন। তাঁহার ভবনে পঞ্চরাত্রবিং প্রধান প্রেধান প্রোত্রিয়েরা শাস্ত্রনির্দিষ্ট ভোগ্যব্রব্য সমুদয় প্রীতিপূর্বক সৰ্ব্বাঙ্গে ভোজন করিতেন। (মোক্ষধর্ম ৩০৬ অঃ)

পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি ও মুখ্য বিষয় সম্বন্ধে ভারতের অভ্যুদয়ে এইরূপ লিখিত আছে—“কুরুপাণ্ডব সময়কালে মহাবীর ধনঞ্জয় বিদ্রোহ হইয়া পড়িলে মহাত্মা সমুদ্রগমন তাঁহার নিকট যে ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন, * তাহা আপনাকে বলিয়াছি। ঐ ধর্ম অতি হৃদ্যবেশা, মৃদু ব্যক্তিত্ব কেহ জানিতে পারে না, সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদসম্বন্ধ ঐকান্তিক ধর্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি অয়ং ধারণ করিয়া আছেন। পূর্বে ধর্মপরায়ণ মহারাজ বৃধিষ্ণির বাসুদেব ও তাঁয়ের সমক্ষে নারায়ণকে ঐ ধর্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে বাহা বলিয়াছিলেন, বেদব্যাস সে সমুদয় বৈশম্পায়নের নিকট কীর্তন করেন।

“ব্রহ্মা নারায়ণের ইচ্ছামুসারে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইলে তিনি আশ্রুত ধর্ম অবলম্বনপূর্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পরে কেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্মের অহুতবর্তী হন। পরে বৈথানস নামক মহর্ষিগণ কেনপগণ হইতে ঐ ধর্ম গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম অভ্যর্হিত হয়। আবার ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার জন্ম লইয়া চন্দ্রের নিকট হইতে ঐ ধর্ম গ্রহণপূর্বক কল্পদেবকে অর্পণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে বাসুদেবগণ প্রাপ্ত হন। পরে সেই সনাতন ধর্ম নারায়ণের মাত্রাপ্রভাবে পুনরায় তিরোহিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার উদয় হইয়া পুনরায় সেই ধর্ম আবিষ্কার করিলেন। মহর্ষি হুর্ণ ভগভা, নিয়ম ও ধনগুণপ্রভাবে নারায়ণ হইতে সেই ধর্মলাভ করিয়া প্রত্যাহ ভিনবার পাঠ করিতেন। সেই কল্প ঐ ধর্ম জিসোপর্ণ নামে অভিহিত। বায়ু হুর্ণ হইতে, পরে মহর্ষিগণ বায়ু হইতে এবং অবশেষে সমুদ্র মহর্ষিগণ হইতে উহা লাভ করেন, তৎপরে তাহা পুনরায় নারায়ণে বিলীন হয়। তৎপরে ব্রহ্মা নারায়ণের কর্ণ হইতে আবার জন্ম লইয়া আরণ্যক বেদের সহিত সম্বন্ধ সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম লাভ করেন, তিনি আরোচিব মন্ত্রকে, আরোচিব মন্ত্র তৎপুত্র লক্ষণকে এবং লক্ষণ আবার নিকপাল হুর্ণগীতকে প্রদান করেন। যেভাবে সেই ধর্ম পুনরায় অভ্যর্হিত হইয়াছিল। অতঃপর ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে নারায়ণ সেই ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা সনৎ-

কুমারকে, সনৎকুমার প্রজাপতি বীরণকে, বীরণ স্নিক পুত্র রৈতাকে এবং রৈতাক দিকপতি কুকিকে সেই ধর্ম প্রদান করেন। শেষে আবার সেই ধর্ম অভ্যর্হিত হইল।

অনন্তর ব্রহ্মা অগ্ন হইতে জন্ম লইয়া নারায়ণের মুখ হইতে পুনরায় সেই ধর্ম প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা বহির্বর্ষণকে, বহির্বর্ষণ ঞ্চোঠ নামে এক সামবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণকে, এবং ঞ্চোঠ মহারাজ অবিকল্মীয়ে নিখাইয়াছিলেন। অবশেষে সেই সনাতন ধর্ম তিরোহিত হয়। তৎপরে ব্রহ্মা সপ্তমবার নারায়ণের নাস্তি হইতে জন্মিলে নারায়ণ তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম কীর্তন করেন। পরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ আপন ঞ্চোঠপুত্র আদিভাকে, আদিভা বিবস্বানকে, বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু পুত্র ইক্ষাকুকে ঐ ধর্ম অর্পণ করিলেন। তদবধি আজও ঐ ধর্ম বিদ্যমান আছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে উহা পুনরায় ভগবানে লীন হইবে। হরিশীতার * ভতিধর্ম প্রসঙ্গে ঐ ধর্ম কীর্তিত হইয়াছে। সেবর্ষি নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম প্রাপ্ত হন। ঐ সনাতন সত্য ধর্মই সকলের আদি, চন্দ্রের ও সুরসুতের। কিন্তু সন্ন্যাস ধর্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ধর্ম ও অহিংসা-ধর্মযুক্ত সংকর্ষপ্রভাবে নারায়ণ প্রীত হন, সেই মহাত্মাকে কেহ কেহ কেবল অনিচ্ছা নৃষ্টিতে, কেহ কেহ অনিচ্ছা ও প্রোছায় নৃষ্টিতে, কেহ কেহ অনিচ্ছা, প্রোছায়, সত্বর্ষণ ও বাসুদেব নৃষ্টিতে উপাসনা করিয়া থাকেন (১)। ইনি সমতাপরিশুভ, পরিপূর্ণ ও আশ্রয়রূপ। ইনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণ সমুদায় অতিক্রম করিয়াছেন। ইনি মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ। ইনি জিলোকের নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্তা, অকর্তা, কাৰ্য্য ও কারণ। ইনি ইচ্ছামুসারে জগতের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।”

(মোক্ষধর্ম ৩৪৮ অধ্যায়।)

মোক্ষধর্মের অন্তস্থানে লিখিত আছে,—

“নরনারায়ণ নারায়ণকে সন্মোহন করিয়া কহিলেন, সেবর্ষে! তুমি যেভাবে অনিচ্ছা নৃষ্টিতে যে ভগবান্ নারায়ণকে দেখিয়াছ, অন্তের কথা দূরে থাকুক, প্রোপতি ব্রহ্মাও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ নহেন। তুমি তাঁহার নিত্য ভক্ত, তাই অয়ং তিনি তোমাকে আপনার নৃষ্টি দেখাইয়াছেন। সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপোনিমগ্ন, তথায় আয়ত্তা হই অম ছাড়া আর কেহই বাইতে সমর্থ নহে। তিনি অয়ং যে স্থানে বিরাজিত আছেন, ঐ স্থানের প্রোভ সহস্র সুখের জ্ঞান সমুদ্র।

* অর্থাৎ ভগবদীভার।

(১) “একমুখবিতানো বা কঠিনমুখমুজিতঃ।

জিহ্বাংগাপি সাত্যাক্তমুখমুজিতঃ।” (১২০০৮৮৭)

হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়, কিন্তু অনেক ঈশ্বর স্বীকার কৃপা। কেমন না এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই কাঙ্ক্ষা-
নিকা হইতে পারে। আর ভগবান্ বাহুদেব এক অখণ্ড অবি-
ভীণ ও পরমার্থভর এইরূপ প্রতীক্সা থাকার সিদ্ধান্তহানি-বোধ
ঘটিতেছে। ঐ চতুর্ভূহ ভগবানেরই এবং তাহার লক্কেই
সমস্তখী এরূপ হইলেও উৎপত্তাসম্ভব বোধ থাকিরা বাইতেছে।
কারণ, ছোটবড় না হইলে, বাহুদেব হইতে সর্গবর্গের, সর্গবর্গ
হইতে প্রেক্সের ও প্রেক্স হইতে অনিষ্করের স্বর হইতে পারে
না। কাঙ্ক্ষাকারণের মধ্যে অভিশর অখণ্ড ছোটবড় থাকই
নিয়ম। যেমন মুক্তিকা ও ঘট। অভিশর না থাকিলে কোন্টী
কাঙ্ক্ষা, কোন্টী কারণ তাহা নির্দেশ করা যায় না। আরও
লেখ, পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তীরা বাহুদেবাবির জ্ঞানৈবখ্যাতিভারতমা-
কৃত ভেদ মানেন না, প্রকৃত বাহুচতুইয়কে অবিশেষে বাহুদেব
বলিয়া নাম করেন। ভগবানের বাহু কি চতুঃসংখ্যাত্তেই
পর্যাপ্ত তাহা নহে। ব্রহ্মদি স্তব পর্যন্ত সন্ন্যাস জগৎ ভগবান্-
বাহু, ইহা স্ত্রী ও বৃত্তিতে প্রাণর্শিত হইরাছে।

ভাগবতভিগের (পঞ্চরাত্রাদি) শাস্ত্রে গুণ, গুণিতাব প্রভৃতি
নানা বিবক্ষ কর্ত্তনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী,
ইহা অবজ্ঞাই বিবক্ষ। ভাগবতগণ বলেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য-
শক্তি, বল, বীৰ্য্য, তেজ, এ সকল গুণ এবং প্রহ্লাদাদি তির
হইলেও আত্মাও গুণবান্ বাস্তবেব। আরও দেখ, তাঁহাদিগের
শাস্ত্রে বেদ নিন্দাও আছে। যথা—

“শান্তিলা চারি বেদে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে
এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি। এই সকল কারণ
ভাগবতদিগের উক্ত করণা অসঙ্গত ও অসিদ্ধ।” ১

শঙ্করাচার্য্য পঞ্চরাত্র মত উদ্ধার করিয়া তাহার বে খণ্ডন
করিয়াছেন, পঞ্চরাত্রমতাবলম্বী রাসানুজ ও মধ্যাচার্য্যীরা তাহা
অসমীচীন বলিয়া মনে করেন। পরম বৈষ্ণব রাসানুজাচার্য্য
তাহার ত্রীভাষ্যে পূৰ্ণপঙ্করূপে উপরোক্ত শঙ্করাচার্য্যের যুক্তি-
গুলি উদ্ধার করিয়া যেরূপে তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহা
পাঠ করিলে পঞ্চরাত্রমত সৰ্ব্বদে অনেক কথা জানিতে পারা
যায়। নিম্নে রাসানুজের মত উদ্ধৃত করিলাম—

“কপিন্দাবিত্তসদাভাং তপবত্ৰহিতপরদসিঃশ্রেয়সাদাবাবোধিসি
পকরাজতয়েংগ্যাসাণ্যাপক্য নিরাক্রিতে তত্রৈবাপক্যতে পরমকারণং
পরমকৃত্ত্যাদাহসেবাং সত্বৰ্ণো দায় জীবো ভারতে সত্বৰ্ণাংপ্রহ্মদসঃজা
নদোভারতে তদ্যবিরুদ্ধসত্তোহহভারো ভারতে ইতি হি তপবত্ৰহিতা
জ্ঞান জীবভোগেশ্বরিঃ প্রতিবিরুদ্ধা প্রতীকতে, প্রত্যহো হি জীবতাদাবিহ
বত্ৰি, ‘ন ভারতে ব্রহ্মতে বা বিশদিত্তসদাভাং ।’ (৭৮।০০)

(১) আকবরখিলি দফতরখিলিয়ার ৮৩ প্রকরণে পকারাজ নিরাকরণ
প্রদত্ত আছে।

[illegible]

পক্ষাৎ গুণে। বিশিষ্টবর্ত্তে বিজ্ঞান চাৰিভেদে পক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞানসি
 সৰ্বত্রঃপ্রসারিতকালমপি পরব্রহ্মভাবে সতি তৎপ্রতিপাদনপন্থ্য বাহ্যন্ত
 জ্ঞানার্থং ন প্রতিবিষ্যতে। এতদ্বক্ষ্য তবতি তাপসব্রহ্মবিজ্ঞানজন্যাদিহ
 তোষাঃ বক্ষীঃবাৎপতিবিলক্সতিহিতেন বাহুবোধ্যং পক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান-
 বৎসকঃ ব্যাতিতসম্যাকপীতব্যং বেদজ্ঞা। চতুর্ভাৎপতিতং ইতি। হি তৎ-
 প্রক্স। বক্ষ্য পৌৰুষসংহিতায়াঃ—

‘কর্তব্যাহম বৈ যম চাতুরীজ্ঞানমিতি’ ।

ଜବାନିକ: ବନଜାତିପ୍ରାକୃତମାନସଃ ପୁ ୩୧ ।"

ইত্যাদি, তত্ৰ চাক্ষুৰাৰোপাসনং বাহুদেবায়োপশয়কোপাসনমিতি
সাক্ষতসংহিতানুজ্ঞা—

‘‘জ্ঞানবান্ধৱ হি নহু ক বাহুসেবাখাৰাজিবাৰ্হ।

বিবেকন পন্ন নান্নর ত্রলোপমিষক অহং ।

ইতি, তদ্বি বাহুসেবায়াঃ পরম ব্রজ সম্পূর্ণবাহু-প্রাপকঃ কৃষ্ণবাহুবিকৃত-
ভোক্তার। বাহাবিকারঃ ভট্টকরাবলুকৌশল কর্ণবাহুভাষিত্ত্বঃ সৰ্বব্য' আপাত
বিভবার্জন্যবাহুং আপা বৃহাক্ষিবাহুঃ পরম ব্রজ বাহুসেবায়াঃ পরম ব্রজ,
বহু পৌত্তরে—

“यन्मोक्षं लब्ध्वा न भवति तत्र पुनरुत्पत्तिः ॥”

অস্বাভাব্যপাতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূৰ্বেণ করণা ॥'

ইত্যাদি, অতঃপর স্বর্ণপীঠানামনি পরস্যেব ব্রহ্মণঃ খেচ্ছামি। ইহং ব্রহ্মণ্যন-
জারহামো বহুধা বিকীরত ইতি প্রতিশিদ্ধিস্যে। যত্রিতব্যং। অস্মাদিনিবৃত্তে।
বিহংসং। ইহং ব্রহ্মণ্যনমো। ইতি যান। অস্মাদিনিবৃত্তে। ইতি যান।
অস্মাদিনিবৃত্তে। ইতি যান। অস্মাদিনিবৃত্তে। ইতি যান।
অস্মাদিনিবৃত্তে। ইতি যান। অস্মাদিনিবৃত্তে। ইতি যান।
(২২/৩২)

"विश्वतिथिः हि श्रीबोधिसत्त्वमित्राणि तत्रैव यथोक्तः परममहिम्नाः—

‘অচেতন’। পরার্থী ৩ মিত্র। সততবিশ্রাম।

ত্রিগুণা কর্ণিণাং কেত্রঃ প্রকৃতোন্নয়নমুচ্যতে ।

ব্যাখ্যারূপেণ সহকৃতস্যান্ত প্রকবস্যা চ ।

न ह्यनादिरमकृन्त पञ्चमार्थेन निश्चितः । इति ।

এবং সর্বাবশি সংহিতায় জীবন্য নিত্যখণ্ডত্যাগীযবন্ধপোষণতিঃ
পকরাভ্যন্তরে এতিমিষ্টৈব, জন্মমরণাবিষ্যৎবাহিত জ্যোতিষেরোগোজীবন্য
মরণোপশান্তে তথা নান্য কভেরিত্যত বন্ধতি, অতো জীবসোণপতিতত্যাগি
এতিমিষ্টৈবেত জীবোণপতিতাবিসিদ্ধাজীবাবিধিপা দুৰোৎসারিত, যন্তৈব
কেবাকিহুসোণঃ, সাংক্ৰে কেষু মিতিমন্তমারঃ সারিতাঃ পকরাভ্যন্তর-
মবীতবাসিতি সাক্ৰে ধৈবৈ পুত্রবান্ধিতী ন সাক্ৰেত যচন্যেববিক্রীতঃ তত্ৰ-
মিতি সোহপ্যাদিত্যত্বেববর্তমানমাক্ৰিততত্ৰগৃহেভ্যাকলাপাণাং অজ্ঞা-
নাত-বিক্রীতঃ, বধা ঐতঃ প্রান্তরনৃতং তে বহতি পুরোহিতাজ্জ্বলতি বে
হরিষোজমিতি অনুমিতহোমনিষোদিতহোমজলসার্বভূতঃ বধা চ কুম-
ফিযাজ্জন্মে সাক্ৰেব কয়েন ভগবোহগোমি বক্রবেণঃ সানবেদমাবর্ষণং
তত্ৰমিতিত্ৰাসিপুত্রাণং পকমতিভ্যরত্য সর্গাং বিদ্যাভাবমভিধায় সোহহং
ভগবে ব্রহ্মবিষেবাসিরাব্রহ্মিতি কুমবিদ্যাভ্যতিমিত্যত সর্গাং বিদ্যাভাব

কেননাশাক্তকন্যা বক্ষ্যমাণকুমারবিদ্যাশ্রমকর্ষণে কৃতং অথবা অন্য নারন্যা
শাক্তেবু বেনেবুৎপন্নতথঃ প্রতিপাদ্যতে তবলাভিসিদ্ধিভোগং বসঃ, এবমেব
পাতিলাসোতি পত্ন্যেবাত্তবেদ্যাহবেদ্যাপারমহত্ত্বাতিপাদনমদ্যতে,

তথা বোধ্যং কৃত্যনিত্যং তথাবোধার্থঃ, শাস্ত্রারম্ভঃ পরমবোধিতানুষ্ঠাতে—

‘অবীতা ভগবন্ বেদঃ সাধোপাখ্যাঃ সখিতরাঃ ।

ক্রতামি চ মরীচিকানি বাক্যবাক্যমুতানি চ ।

ন চৈতেষু সমন্তেহু সংশয়েন শিবা কৃতিং ।

জ্যোত্স্বার্ণং জ্ঞপ্তানি বেন সিদ্ধির্বিধাতি চ ।

● বোধ্যভেদে বধাসারং সংপূৰ্ণ ভগবান্ হরিঃ ।

ততাসুহৃৎপদা বিধান্ সচিক্রেপং বখাহুশ্ব ।’ ইতি চ,

অতঃ ন ভগবান্ বোধ্যঃ বোধ্যঃ পরমকতিখ্যে বাহুমেবো নিধিলহের-

ক্রতানীককল্যাণৈকতানানন্তজ্ঞানান্যাপারিতোবায়ত্তপসংগঃ সভাসঙ্ক-

কাতুর্ধর্গচাতুর্যমধ্যম্যবস্থারূপহিতাশ্রমার্ধকাম্যোক্ষাণ্যপূরবার্ধাতিমুখান্

ভক্তানবলোক্যপারমহত্ত্বমসীলীয়াংসলোভ্যংমহোদধিঃ অম্বরণবহুভুতি-

বারাধনভংকলযাধ্যাঃবোধিনো বোধ্যন্ অম্ববজ্জুসাম্যকর্মেভেভিরাশ-

পরিমিতশাখান্ বিধার্ঘ্যবায়ম্বজ্জুসাম্যকর্মেভেভিরাশ-

ভগবদ্বাধ্যাঃবোধিপঞ্চরাত্রঃ শাস্ত্রং অম্ববয় নিরমেনীতেতি নিরবদ্য ।

বহু পঠৈঃ সূত্রচতুষ্টয়ং কতিচিরকালং প্রামাণ্যমিধেপঃ ব্যাখ্যাং

তৎসূত্রানামনুষ্ঠাং সূত্রকামতিপ্রারম্ভিককৃৎ । তথা হি সূত্রকারণে

বোধ্যভাষাভিধারীনি সূত্রাণ্যভিধায় বোধোপহৃৎপন্নং চ ভারতসংহিতাং

শতশাহিকং কুর্ষতঃ সৌকর্য্যং জ্ঞানকালেহিতিহিতঃ—

‘গৃহেহৈত্র্যচরী চ বানপ্রস্থেহৈত্র্যকৃৎ ।

য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমায়াতুং সেবতাঃ কাং যজ্ঞেত সঃ ।’

ইত্যারম্ভং মহতঃ এবমেব পঞ্চরাত্রশাস্ত্রং প্রক্রিয়া—

ইং শতসহস্রাভি ভারতখ্যানবিত্তরাং ।

আবিধা হতিমহানঃ দগ্ধাঃ হতিমোক্ষতুঃ ।

নবনীতাঃ বখাঃ দগ্ধাঃ বিপদাঃ ত্রাণগো বখা ।

আরণ্যকং চ বেদেভ্য উৎথিত্যেয়া বখাংবহুতুঃ ।

ইং মহোপনিষৎ চতুর্বেদসমবিতঃ ।

সাধ্যবোধোপকৃত্যঃ বেন পঞ্চরাত্রপুস্তকিতম্ ।

ইসং জয়ে ইং ত্রক ইং হিতমুত্তমম্ ।

অম্ববজ্জুসাম্যকর্মেভেভিরাশ-

ভবিষ্যতি প্রমাণং বা এতদেবাত্মসামন্যম্ ।’ ইতি

সাধ্যবোধোপকৃত্যঃ জ্ঞানবোধকর্মবোধোপকৃত্যে বোধকঃ ‘জ্ঞান-
বোধেন সাধ্যানাং কর্মবোধেন বোধিনা’ ইতি জীবপূর্ণাণি—

‘জ্ঞানৈঃ কজিরৈবৈভিঃ সূত্রৈক কৃতমকটৈঃ ।

অর্জুনীরক্ত সোম্য পূরনীরক্ত সাধবঃ ।

স্বাভ্যন্তঃ বিধিমায়াং শীতঃ সর্ষপেন যঃ ।’ ইতি

এবমেব অপ্রাণে বাহরারম্ভে বেনবিদ্যেসম্মে বোধ্যভেদ্যাপারমহত্ত্ব-
বাহুমেবোপাসনার্ধক্যপ্রতিপাদনপত্র সাধুতপাশ্রম্যাপ্রাণাং ত্রাণং ।

অম্ব চ—

‘সাধ্যাঃ বোধ্যঃ পঞ্চরাত্রঃ বোধ্যঃ পাতপতঃ তথা ।

কিনেভ্যেভে কতিচানি পৃথক্কাণি বা নুমে ।’

ইত্যাদি সাধ্যাবীনাশ্যাবয়বীরভ্যেভ্যে শারীরকহপি সাধ্যাবীনি

প্রতিবিদ্যন্ত অত ইহপি ত্রাণ তত্ত্বাং সেনুচ্যতে ইত্যুক্তানীমেন

শারীরকাত্মারম্ভারম্ভিঃ । কিনেভ্যেভে কতিচানি পৃথক্কাণি বেনি

প্রম্যারম্ভঃ ? কিং সাধ্যবোধোপকৃত্যেভ্যেভ্যে এককৃত্যপ্রতিপাদন-

পরাণি পৃথক্কাণিপ্রতিপাদনপরাণি বা, বৈককৃত্যপ্রতিপাদনপরাণি কিং

তদেকং তথঃ ? বখা পৃথক্কাণিপ্রতিপাদনপরাণি তদেবাঃ পরমবোধিতার্থ-

প্রতিপাদনপরাণ্যভি বিকল্পাসম্বলিতকমেব অপ্রাণবলীকরণং...অতঃ

জ্ঞানকৃত্য তত্ত্বভাষিতাভিমাং তদ্বাশাং সর্গাঃ পঞ্চদশং ব্রহ্ম বিং নারায়ণ

ইত্যাদি সর্গস্য ব্রহ্মকৃত্যমনুশ্রবণস্য চ নারায়ণ এব সিদ্ধিতি প্রতীত

ইত্যর্থঃ । অতো বোধ্যভেদ্যঃ পরমহত্ত্বো নারায়ণঃ অম্ববয় পঞ্চরাত্র

কৃত্যস্য যজ্ঞেতি তৎসংগতত্বপাদনবিধিভিত্ত্যসিদ্ধি চ তদ্বিত্তিতত্ত্ব-

সাধ্যভং ন কেনচিচ্ছতাবিহুঃ শকাং, অতত্ত্বৈবেদমুচ্যতে—

‘এবমেব সাধ্যবোধঃ বোধ্যবোধকমেব বা ।

পরম্পরাজ্ঞেতানি পঞ্চরাত্রং কথ্যতে ।’ ইতি

সাধ্যবোধঃ বোধ্যঃ আরণ্যকানি চ বোধ্যবোধঃ পরম্পরাজ্ঞেতত্ব-

প্রতিপাদনপত্রৈকীকৃত্যভেদং পঞ্চরাত্রমিতি কথ্যতে, এতদুক্তং ভবতি

সাধ্যোক্তানি পঞ্চবিংশতিত্বানি বোধোপকৃত্যঃ চ বসমিরন্যাক্ষরকং বোধঃ

বোধোপকৃত্যবোধোপকৃত্যকৃত্য তদ্বাশাং ব্রহ্মকৃত্যং, বোধোপকৃত্য ব্রহ্মকৃত্য-

প্রকারকং কর্মণাং চ ভগবান্ভবনভগবান্ভবতি ব্রহ্মকৃত্যং প্রতিপাদনভ্যা-

রণ্যকানি, এতদেব পরেণ ব্রহ্মক্য নারায়ণেন অম্ববয় পঞ্চরাত্রত্রে বিশলী-

কৃতমিতি, শারীরকে চ সাধ্যোক্তত্বানামব্রহ্মকৃত্যভাষাঃ নিরাকৃত্যং ন

ব্রহ্মক্যং বোধোপকৃত্যভেদেভ্যেভ্যে কেননামিত্তকরণতাপারবরত্ববিপরীত-

করণা বেনবহিচ্ছতানো নিরাকৃত্যে ন বোধব্রহ্মক্যং পতপতিব্রহ্মক্যং চ, অতঃ

‘সাধ্যাঃ বোধ্যঃ পঞ্চরাত্রঃ বোধ্যঃ পাতপতঃ তথা ।

আত্মপ্রমাণোক্তানি ন ইত্যন্যনি বেনুচ্যতিঃ ।’ ইতি (২২/৪০)

‘কপিলাদি শাস্ত্রের ভ্রায় ভগবতুত পদমমঙ্গলসাধন পঞ্চ

রাত্রশাস্ত্রেরও কোন কোন অপ্রতিমূলক অংশ অপ্রামাণ্য আশঙ্কা

করিয়া (পঞ্চরাত্রার্থ কর্তৃক) নিরাকৃত হইরাছে । উক্ত পঞ্চ-

রাত্রশাস্ত্রে এই ভাগবত প্রক্রিয়া রহিয়াছে যে, পরমকারণ

ব্রহ্মকৃত্য বাহুদেব হইতে সর্ষপ নামে জীবের উৎপত্তি, সর্ষপ

হইতে প্রহ্মর নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে অনিচ্ছ-

সংজ্ঞক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইরাছে । কিন্তু এখানে জীবের

উৎপত্তি বলা হইতে পারে না । কেন না, উহা প্রতিক্রিয়া

অর্থাৎ অপ্রতিমূলক । ‘জ্ঞানসম্পন্ন জীব কখন জন্মে না, বা

কখন মরে না’ এই বাক্য দ্বারা সকল প্রকৃতিই জীবের অনাদি

অর্থাৎ উৎপত্তিরাহিত্য বলিরাছেন । সর্ষপ হইতে প্রহ্মর-

সংজ্ঞক মনের উৎপত্তি বলা হইরাছে, এখানে কতী জীব হইতে

করণ মনের উৎপত্তিসম্ভব হয় না । কারণ, ইহা (পরমাত্মা)

হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়, ইহাই প্রকৃতি বলি-

রাছেন । অতএব যদি জীব সর্ষপ হইতে করণ মনের উৎপত্তি বলা

হয়, তবে পরমাত্মা হইতেই উৎপত্তি এবংবাবী প্রকৃতির সহিত

বিরোধ ঘটে, অতএব এই শাস্ত্র প্রতিক্রিয়া অর্থ প্রতিপাদন

করে বলিরা ইহার প্রমাণ্য প্রতিবিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ হলে বাহ্য বক্তব্য, তাহা পরে বলিব। 'বা' শব্দের দ্বারা পক্ষের বৈপরীত্য করনা করিয়া বলিতেছেন যে, ব্রহ্মবিজ্ঞানাদি সৰ্ব্বণ, প্রেছার ও অনিচ্ছ ইহাদের পরব্রহ্মতাব বিদ্যমান থাকার তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রমাণ্য প্রতিবিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ এই সৰ্ব্বণাদি সাধারণ জীবের ন্যায় অতিপ্রেত নহেন, ইহারা সকলেই জীব, সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, ধীর্ঘ ও তেজঃ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যধর্মে যুক্ত, অতএব উক্ত বাদিশাস্ত্রের সত অপ্রমাণিত নহে। 'জীবোৎপত্তিবিকল্প অতিহিত হইয়াছে' বাহারা ভাগবতপ্রক্রিয়ার অনভিজ্ঞ, ইহা তাহাদেরই উক্তি হইতে পারে, ভাগবতপ্রক্রিয়া এইরূপ যে, যিনি স্বাপ্রতিবৎসল বাহুদেবাধ্য পরমব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত, তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে স্বাপ্রতি ও সমাপ্রসঙ্গীয়তাবশতঃ চারি প্রকারে অবস্থান করিতেছেন। পৌঙ্করসংহিতার এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, 'ক্রমাগত ত্রাঙ্গগণ কৰ্ত্তৃক কস্তব্যতাহেতু স্বসংজ্ঞা দ্বারা যেখানে চাতুরান্ব্য উপাসিত হয়, তাহাই আগম।' ঐ চাতুরান্ব্য-উপাসনা যে বাহুদেবাধ্য পরমব্রহ্মেরই উপাসনা, ইহা সাব্যস্তসংহিতারও উক্ত হইয়াছে। বাহুদেবাধ্য পরমব্রহ্ম, সম্পূর্ণ বাঙ্-গুণ্যবপু, স্মৃ, বাহু এবং বিভব এই সকল ভেদভিন্ন এবং অধিকারানু-সারে ভক্তগণ কৰ্ত্তৃক জ্ঞানপূৰ্ব্বক কৰ্ম্মদ্বারা অর্জিত হইয়া সম্যকরূপে লভ্য হইয়া থাকেন। বিভবার্জন হইতে বাহুপ্রাপ্তি ও বাহুার্জন হইতে বাহুদেবাধ্য স্মৃ পরমব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিভব অর্থাৎ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রোতৃভাবসমূহ, স্মৃ অর্থাৎ কেবলমাত্র বাঙ্-গুণ্যবিগ্রহ, বাহু অর্থাৎ বাহুদেব, সৰ্ব্বণ, প্রেছার এবং অনিচ্ছরূপ চতুর্ভূহ। পৌঙ্করসংহিতার উক্ত হইয়াছে যে, 'যেহেতু এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞানপূৰ্ব্বক কৰ্ম্ম দ্বারা বাহুদেবাধ্য অব্যয় পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' অতএব সৰ্ব্ব-ণাদিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল, যেহেতু তাহারা স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিগ্রহ ধারণ করেন। জ্ঞানপরিগ্রহ না করিয়া তিনি বহুরূপে জ্ঞানগ্রহণ করেন, ইহা ঋতিসিদ্ধ এবং পরগাগতবৎসল, এইজন্ত বেচ্ছাদীন বিগ্রহ ধারণ করেন বলিয়া তদভিধায়ক শাস্ত্রের প্রমাণ্য প্রতিবিদ্ধ নহে। ঐ শাস্ত্রে সৰ্ব্বণ, প্রেছার ও অনিচ্ছ ইহারা জীব, মন ও অহঙ্কার সত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, এইজন্ত ইহা-দিগকে জীবাদি শব্দে যে অভিহিত করা হয়, তাহাতে বিরোধ নাই। বেক্স আকাশ ও প্রাণাদি শব্দ দ্বারা পরব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, অর্থাৎ বেক্স আকাশ ও প্রাণ পরব্রহ্মের বরূপ না হইলেও আকাশ ও প্রাণ পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হয়, সেইরূপ জীব, মন ও অহঙ্কারসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা সৰ্ব্বণ, প্রেছার ও অনিচ্ছরূপে অভিহিত হইয়াছে, এইমাত্র।

শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু পরম-সংহিতার লিখিত আছে, চেতনারহিত, কেবল পরপ্রয়োজন-সাধক, অখচ নিত্য, সৰ্ব্বদা বিক্রিয়াযুক্ত, ত্রিভূত, কৰ্ম্মীদিগের ক্ষেত্র ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সৰ্ব্ব ব্যাপ্তিরূপে, এই সৰ্ব্ব অনাদি ও অনন্ত, ইহা পরমার্থ সত্য। এইরূপে সকল সংহিতারই জীব নিত্য এই জন্ত তাহার উৎপত্তি পঞ্চরাত্রমতে প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। বাহ্যর উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবত্ভাবী, জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়, জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্ব স্থিরীকৃত হইলে উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিবিদ্ধ হইবে। পূর্বে পরমসংহিতার উক্ত হইয়াছে, প্রকৃতির রূপ সত্য বিক্রিয়াযুক্ত, উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতি যাহা, এই সত্য বিক্রিয়ার মধ্যে অন্ত-নিবিষ্ট জানিতে হইবে। অতএব সৰ্ব্বণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হন, (শব্দরাচাৰ্য্য) এই যে বোব নিরাহিলেন, তাহা নিরাকৃত হইল।

(শব্দর প্রকৃতি) 'কেহ কেহ বলেন, 'শাণ্ডিল্য সাক্ষবেদে পরাশক্তি প্রাপ্ত না হইয়া পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ইহাতে বেদের নিষ্কা হইল, যেহেতু তিনি বেদে পরাশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই অতএব এই পঞ্চরাত্রশাস্ত্র বেদবিকল্প।' বাহ্য বেদবিকল্প, তাহা কখনই গ্রহণীয় নহে, অতএব এই শাস্ত্র প্রমাণ্য নহে। ইহার উত্তরে ইহারা বলেন, নারদ ও শাণ্ডিল্য যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ও ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি সকল বিদ্যাধ্যান বলিয়া মন্তবিদ ও আত্মবিদ ছিলেন। শাণ্ডিল্য বেদান্তবেদ্য বাহুদেবাধ্য পরব্রহ্মত্ব হইতে অবগত হইয়াছেন, বেদার্থ অতিশয় চুজের, এই জন্য স্থাবাবোধের জন্ত এই শাস্ত্রারম্ভ। পরমসংহিতার কথিত হইয়াছে,

'হে ভগবন্! আমি সাক্ষোপাঙ্গ বেদ সকল বিদ্বত্তরূপে অধ্যয়ন করিয়াছি এবং বাক্যযুক্ত বেদাঙ্গ প্রকৃতিও শ্রবণ করি-রাছি; কিন্তু এ সমুদায়ের মধ্যে বাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়, এরূপ প্রশ্নেরপথ বিনা সংশয়ে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।' আরও লিখিত আছে, 'নিখিল বিদ্যাবিৎ ভগবান্! হরিতত্ত্বজ্ঞানের প্রাতি অল্পকম্পাপূৰ্ব্বক সমুদার বেদান্তের বথাসার সংগ্রহ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছেন, অতএব সেই নিখিল হেয়ের বিরোদি-শ্বরূপ যে কল্যাণ, তদেকতান এবং অনন্ত জ্ঞানানন্দাদি অপ-রিসিত মহৎগুণসাগর বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্ম নাম সেই অপরিমিত কারুণ্য, সৌন্দর্য্য, বাৎসল্য ও উদার্য্যশালী ভগবান্! সত্যসত্ত্ব বাহুদেব চাতুর্ভূষ্য ও চাতুরান্ব্যাবহার অবহিত ভক্তদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাধ্য পুরুষার্থচতুষ্টয়ে উদ্বু দেখিয়া এবং স্ববরণ, স্ববিভূতিবরণ, স্ববরণ-ব্রহ্মের আরাধন ও

আরাধনা ক্ষত কলের যথাযথজ্ঞাপক, অপরিমিত শাখাদম-
বিত ঋণ্ণ যজ্ঞঃ প্রভৃতি বেদ-চতুষ্টয় স্মরনবিধিগণ স্মরনবিধি
মানে করিয়া স্বয়ংই সেই সেই বেদ সমুদায়ের যথাযথ অর্থ-
জ্ঞাপক পঞ্চরাত্র নামক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা
স্পষ্টরূপেই প্রতীত হইতেছে। তবে যে অপরাপর ব্যাখ্যাভূগণ
কোন একটা বিরুদ্ধাশয়ের সূত্রচতুষ্টয়কে অপ্রামাণ্য বলিয়া
বাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সূত্রাকরের অনুশৃঙ্গণ ও সূত্রাকরের
অভিপ্রেত নহে। সূত্রাকর বেদান্তাভিধারি সূত্রসকল প্রণ-
য়ন করিয়া বেদোপসংহরণের নিমিত্ত যে লক্ষ্যস্বাকী তারত-
সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার মোক্ষার্থ উল্লেখস্থলে
জ্ঞান-কাণ্ডে বলিয়াছেন যে, ‘গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং
ভিক্ষুক, ইহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সিদ্ধি অবলম্বন করিতে
ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কোন দেবতাকে উপাসনা
করিবে’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া অতি মহৎ প্রবন্ধ দ্বারা
পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রক্রিয়াই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপে
নিখিত হইয়াছে যে, ‘এই শাস্ত্র অতি বিস্তৃত ভারতাত্মান হইতে
মতীকরণ নবন-দণ্ড দ্বারা দ্বিহইতে সূত্রের ভ্রায় ও দ্বিহইতে
নবনীতের নার উদ্ধৃত হইয়াছে, যেরূপ বিপদবিধিগণের মধ্যে
ব্রাহ্মণ, নিখিল বেদ হইতে আরম্ভ্যক, এবং ওষধিসমূহ হইতে
অমৃত, তরুণ সমুদায় শাস্ত্র মধ্যে চতুর্কোদসমবিত ও পঞ্চ-
সাত্ত্বিকশাসিত এই শাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ। ইহা মহোপনিষদ; ইহা
পরম শ্রেষ্ঠ, ইহাই পরব্রহ্ম এবং ইহাই ঋক্, যজু, সাম ও
আঙ্গিরস দ্বারা সম্বলিত অমৃতময় হিত।’ অথবা এই অনুশাস-
নই প্রমাণরূপে গণ্য হইবে। এখানে সাংখ্যযোগ শব্দ দ্বারা জ্ঞান-
যোগ ও কর্মযোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(বেদব্যাস) ভীষ্মপুত্রের বলিয়াছেন—‘সাত্ত্বিকবিদ-অবলম্বন-
কারী সর্বার্থ কৰ্ত্তৃক যিনি গীত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্রতু, বৈজ্ঞ
ও ক্রতলক্ষণ শূদ্রগণ সেই মাধবকে অর্জনা করিবে, সেবা
করিবে এবং পূজা করিবে।’

অতএব যিনি সাত্ত্বিকশাস্ত্রের এই প্রকার বহুবিধ প্রশংসা
ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই বেদবিদগণী ভগবান্
বাদরায়ণ কি প্রকারে বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মরূপ বাস্তবের
অর্জনাভ্যুপার সাত্ত্বিকশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলিবেন ?

‘আরও, তিনি বলিয়াছেন, হে মনে! সাংখ্য, যোগ, পঞ্চ-
রাত্র, বেদ ও পাণ্ডপত এই সকল কি পৃথক্‌নিষ্ঠ অথবা একনিষ্ঠ
ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সাংখ্যাদিরও এই শাস্ত্রের উপর আদর
আছে, (জানা যাইতেছে।) শারীরকভাবেও সাংখ্যাদি
প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এই শাস্ত্রও তত্ত্বা কি না ?
তাহাতেও শারীরকোক্ত ভাবের অবতারণা করিয়াছেন।

এই সকল কি একনিষ্ঠ অথবা পৃথক্‌নিষ্ঠ ? এই প্রশ্নের অর্থ
এই যে,—সাংখ্য, যোগ, পাণ্ডপত, বেদ ও পঞ্চরাত্র ইহার
কি একতত্ত্বপ্রতিপাদনকারী কিংবা পৃথক্‌ পৃথক্‌ তত্ত্বের প্রতী-
পাদনিতা ? অথবা ইহারাই যে একতত্ত্বের প্রতিপাদন করিবে,
তাহাই কি তত্ত্ব ? যৎকালে পৃথক্‌ পৃথক্‌ তত্ত্বের প্রতিপাদনিতা
হইবে, ঐ সময় ইহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদন-
পরতা এবং বস্ততে বিরুদ্ধনাসম্ভব হেতু একই প্রমাণ স্বীকার্য।
সেই প্রমাণটি কি ? ইহার উত্তর লিখিতে গিয়া “হে ব্রাহ্মণে!
এ সকল জ্ঞান নানামত বলিয়া জানিও। সাংখ্যের বক্তা কপিল”
ইত্যাদি রূপে আরম্ভ করিয়া কপিল, হিরণ্যগর্ভ ও পতঞ্জলিকৃত
সাংখ্যযোগ ও পাণ্ডপতের পৌরুষেয় প্রতীপাদন করিয়া বেদের
অপৌরুষেয় স্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং নারায়ণ নিখিল
পঞ্চরাত্রতত্ত্বের বক্তা, তিনিই সকল বস্তুর একমাত্র নিষ্ঠা ও
তত্ত্ব তত্ত্বাতিহিত তত্ত্বসমুদায়ের ‘এই বিশ্ব সমুদয় ব্রহ্ম নারায়ণ’
ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মাত্মকতা-অনুসন্ধানকারী সকলেরই
একমাত্র নারায়ণই নিষ্ঠা, ইহাই জ্ঞাপন করিতেছে। অতএব
বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মরূপ স্বয়ং নারায়ণই এই পঞ্চরাত্রের বক্তা
এবং ঐ তত্ত্বও তৎস্বরূপ ও তত্ত্বপাসনাবিধারক। একজ্ঞ ঐ তত্ত্ব
ইতর তত্ত্বের সাধারণ্য আছে, ইহা কেহই উচ্চাবন করিতে
সক্ষম নহে।

ঐ তত্ত্বই উক্ত আছে যে, সাংখ্য, যোগ, বেদ এবং আর-
ণ্যক এই পরস্পর অঙ্গসকল পরস্পর একই তত্ত্বের প্রতিপাদন
করিয়াছে বলিয়া, এক পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব, যোগোক্ত যমনিয়মাদি যোগ,
এবং বেদোক্ত কর্মস্বরূপ অঙ্গীকারক আরণ্যক, ইহার ক্রমে
তত্ত্বসমুদয়ের ব্রহ্মাত্মকত্ব, যোগের ব্রহ্মোপাসনা-প্রকারতা ও
কর্মসকলের তদারামনারূপতা অভিধান করিয়া যে একমাত্র
ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই পঞ্চরাত্র-তত্ত্বও পরব্রহ্ম
নারায়ণ স্বয়ংই তৎসমুদায় বিশদরূপে অভিহিত করিয়াছেন।
অতএব সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাণ্ডপত ইহার আশ্র-
প্রমাণ, ইহাদিগকে হেতু দ্বারা খণ্ডন করা বিধেয় নহে। তত্ত্ব
অভিহিত স্বরূপমাত্রই অঙ্গীকার করা উচিত।”

রামানুজের শেখোক্ত সূত্রভাষ্যের টীকার স্মরণার্থ্য
সবিত্তার আলোচনা দ্বারা বরাহস্পতিগণি নানা শাস্ত্র হইতে
প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য-স্থাপনের
চেষ্টা করিয়াছেন।

পাঞ্চরাত্রগণ যজুর্বেদের বাকসনের শাখা-অনুসারে সংস্কার
করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কাহারও একানন-শাখাসমূহ
সংস্কারাদি সম্পন্ন হয়। পাঞ্চরাত্রগণ বলিয়া থাকেন, সংস্কার-

বকন হইতে মুক্তিলাভ করিবার এটা উপায় আছে। ১ম কারবনোবাক্য সংবত করিয়া বেবন্দিরাজিগমন, প্রোক্তভব ও প্রণিপাতপূর্বক ভগবদারাদনা, ২য় ভগবদারাদনার জন্ত পুণ্য-চরন ও পুণ্যজলিপ্রদান, ৩য় ভগবৎসেবা, ৪র্থ ভাগবতশাস্ত্র পঠন, শ্রবণ ও মনন, ৫ম সন্ধ্যা, পূজা, ধ্যান ও ধারণা এবং ভগবানের উপর সম্পূর্ণ চিত্তার্পণ। এইরূপ ক্রিয়াবোধ ও জ্ঞানবোধ দ্বারা বাহুদেবলাভ হয় এবং তাঁহার সান্নিধ্যলাভের সহিত তত্ত্ব পরমৈশ্বর্য সহ নির্দোষ মুক্তিলাভ করেন।

নারদীর পঞ্চরাত্র—১ ব্রাহ্ম, ২ শৈব, ৩ কোমর, ৪ বাশিষ্ঠ, ৫ কাশিল, ৬ গৌতমীয় ও ৭ নারদীর এই সপ্তবিধ পঞ্চরাত্রের উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে—পঞ্চরাত্র ৫ ধানি, ১ বাশিষ্ঠ, ২ নারদীর, ৩ কাশিল, ৪ গৌতমীয় ও ৫ মনংকুমারীর পঞ্চরাত্র। (ব্রহ্মবৈবর্ত জন্ম ১৩২ অঃ।) রামায়ণের শ্রীভাষ্যে সাংখ্য-সংহিতা, পৌকরসংহিতা ও পরমসংহিতা এই তিনখানি পঞ্চ-রাত্র-শাস্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আনন্দসিদ্ধির শঙ্করবিজয়ের পঞ্চরাত্রাগমলীকিত মাধবের উক্তি এবং পঞ্চরাত্রাগম নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়। পঞ্চ-রাত্রমতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ গীতা, ভাগবত, শাণ্ডিল্যসূত্র এবং উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন।

এতদ্বির হরশীর্ষ, পুণ্ড্র, এবং প্রকৃতি কএকখানি পঞ্চরাত্র নামের গ্রন্থ পাওয়া যায়।

হরশীর্ষের মতে পঞ্চরাত্র ২৫ ধানি। যথা—১ হরশীর্ষ, ২ ত্রৈলোক্যমোহন, ৩ বৈভব, ৪ পৌকর, ৫ নারদীয়, ৬ প্রজ্ঞান, ৭ গার্গ্য, ৮ গালব, ৯ শ্রী প্রহ্লাদ (লক্ষী), ১০ শাণ্ডিল্য, ১১ জৈবরসংহিতা, ১২ সাংখ্য, ১৩ বাশিষ্ঠ, ১৪ শৌনক, ১৫ নারায়ণীয়, ১৬ জ্ঞান, ১৭ স্বায়ম্ভুব, ১৮ কাশিল, ১৯ গারুড়, ২০ আত্রেয়, ২১ নারসিংহ, ২২ আনন্দ, ২৩ অরুণ, ২৪ বৌ-ধায়ন, ২৫ বিশ্বামি।

এই ২৫ ধানি পঞ্চরাত্র ব্যতীত শিবোক্ত ও বিষ্ণুপ্রোক্ত

(১) “যান্তানি মূর্তিভির্লোকে পঞ্চবিংশতিসংখ্যাম্।

জালাং সমস্ততরাণাং হরশীর্ষং প্রকীৰ্ত্তিতম্।

ত্রৈলোক্যমোহনং তত্ত্বং বৈভবং পৌকরং তথা।

নারদীরং তথা তত্ত্বং প্রজ্ঞাং গার্গ্যগালবম্।

শ্রীপ্রহ্লাদং শাণ্ডিল্যং তত্ত্বং নারায়ণসংহিতা।

সাংখ্যং মুক্তিসত্ত্বং বাশিষ্ঠং শৌনকং তথা।

নারায়ণীয়মজ্ঞানং তত্ত্বং জ্ঞানং কারবনম্।

স্বায়ম্ভুবং কাশিলকং বিহগেন্দ্রং তথা পরমম্।

অত্রেয়ং নারসিংহাখ্যং আনন্দাখ্যং তথারুণম্।

বৌদায়নং তথা তত্ত্বং বিশ্বামিত্যনিতম্” (হরশীর্ষপঞ্চরাত্র ২ পং)

ভাগবত, পরমপুরাণ, বারাহপুুরাণ, লীলাঙ্গলসংহিতা, বাসনসংহিতা ও পরমসংহিতা এই ষোল্লিখ ভাগবতবিদের নামে বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে।

উপরোক্ত ২৫ ধানি পঞ্চরাত্রের মধ্যে শ্রী বাসনসংহিতা (৩০৫০ শ্লোক), জ্ঞানামৃতসার (১৪৫০ শ্লোক), পরম-সংহিতা বা পরমগম (১২৫০০ শ্লোক), পৌকরসংহিতা (৩০৫০), পরমসংহিতা (২০০০) এবং ব্রহ্মসংহিতা (৪৫০০) এই ছয়খানি নারদীর পঞ্চরাত্রের অন্তর্গত বলিয়াও কথিত।

পঞ্চরাত্রিক (পুং) পঞ্চরাত্রমুপাসনসাধনভাষ্যাত্মক ঠন্। বিষ্ণু। (ভারত শাস্তিগর্ভ ১৪ অঃ)

পঞ্চরাত্রিক (পুং) পঞ্চ রাত্রয়ো বজ্র কণ্। লীলাবতুলক পঞ্চরাত্রির অধিকারভেদে গণিতভেদ। এই গণিতে ৫টা রাত্রি হইবে।

পঞ্চরাত্রিহীনী, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও রক্তজ রোগ। পঞ্চলক্ষণ (স্ত্রী) সর্গাদীন পঞ্চবিধানি লক্ষণানি যজ। ১ পুরাণ, পুরাণের ৫টা লক্ষণ এই জন্ত পুরাণকে পঞ্চলক্ষণ কহে।

“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ।

বংশাচ্চরিতভৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্” (ভারত)

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশাচ্চরিত এই পঞ্চ পুরাণ লক্ষণ। [পুরাণ দেখ।]

পঞ্চানাম লক্ষণানাম সমাহারঃ, ততো ভীপ্। ২ অমৃতান-চিহ্নামগুক্তব্যাখ্যিলক্ষণপঞ্চক, ব্যাখ্যির ৫টা লক্ষণ অর্থাৎ ব্যাপ্তিপঞ্চক।

পঞ্চলবণ (স্ত্রী) পঞ্চানাম লবণানাম সমাহারঃ বা পঞ্চগুণিতং লবণং। পঞ্চবিধ লবণ যথা—কাচ (করকচ্), সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট ও সৌবর্জল এই পঞ্চবিধ লবণ। (স্বাক্ষি ব’ ২২) পরিত্যক্তপ্রাণীপমতে সৌবর্জল, সৈন্ধব, বিড়প, উত্তিহ ও সামুদ্র এই পঞ্চলবণ। (পরিত্যক্তপ্রাণী ৩ অঃ) ইহার ষোল্ল মধুর, বিষ্মদ্রক্কং, স্নিগ্ধ, বলাপহ, বীৰ্যাকর, উষ্ণ, লীপন, তীক্ষ্ণ, কক ও পিত্তবর্জক। (শাক্ষধর)

পঞ্চলাঙ্গলক (স্ত্রী) মুক্তাদিবিভূষিতমণ্ডবতুলানি সারদাক-নির্মিতানি পঞ্চলাঙ্গলকানি যস্মিন্। মহাদানভেদ। মৎস্যপুরাণে এই নামের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

(২) “ভগ্ন ভাগবতভৈব শিবোক্তং বিষ্ণুভাবিতম্।

অমৃতভবং পুরাণমি বারাহং চ তথা পরম্।

ইমে ভাগবতশাস্ত্র তথা নামান্তসংহিতা।

বাসোক্তা সংহিতা চৈব তথা পরমসংহিতা।

বদন্তং মূর্তিভির্লোকে এতদেবাস্তিতং হি তৎ” (হরশীর্ষ পং)

(৩) Dr. B. G. Bhandarkar's Report of the Sanskrit Mss.

“অখাতঃ সন্তাবক্যামি মহাদানবহুতমম্ ।

পঞ্চলাঙ্গলকং নাম মহাপাতকনাশনম্ ॥

পুণ্যং তিথিং সমাসান্য যুগানিগ্রহণাদিকম্ ।

ভূমিদানং ততো দদাত্য পঞ্চলাঙ্গলকাষিতম্ ॥” (২৫৭ অঃ)

যে সকল মহাদান বিহিত আছে, তাহার মধ্যে পঞ্চলাঙ্গলক

একটি। এই দান মহাপাতকনাশক। শুভ তিথিতে পুণ্যকালে সংযতচিত্ত হইয়া এই দান করিতে হয়। এই দানে পাঁচখানি লাঙ্গল, ও দশটা বুধ ভূমি সহিত বিত্তক ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। পাঁচখানি হল উত্তম সারধুক্তকাঠে প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং দশটা (বুধ ঐ সকল বুধকে উত্তমরূপে স্বর্ণাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া) ভূমির সহিত দানবিধানানুসারে দান করিবে। এই দানে অশেষ পুণ্যলাভ হয় এবং মহাপাতকজন্তুপাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। বাহ্যে ভরে ইহার বিদ্যুৎ বিবরণ লিখিত হইল না। মৎস্যপুরাণে ২৫৭ অধ্যায়ে এবং হেমাক্ষির দানখণ্ডে ইহার বিদ্যুৎ বিবরণ লিখিত আছে।

পঞ্চলিঙ্গকোণ, মাজ্জাজপ্রেসিডেন্সীর কড়পা জেলার অন্তর্গত একটি নগর, নেলুরের সীমান্তবর্তী মল্লমকোণ্ডা পর্বতমধ্যে স্থাপিত। এখানকার একটি গুহা মধ্যে এটা লিঙ্গমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পঞ্চলিঙ্গাল, মাজ্জাজের কর্ণুল জেলার তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরে কইননগর হইতে ২১০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানকার পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দিরে একখানি প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

পঞ্চলোকপাল (পুং) পঞ্চ চ তে লোকপালাশ্চেতি সংজ্ঞাত্যং কর্মধারয়ঃ। গ্রহযজ্ঞান্যবিনায়কাদি দেবপঞ্চক। বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারময় এই পঞ্চ দেবতা পঞ্চলোকপাল। “বিনায়কং তথা দুর্গাং বায়ুমাকাশমেব চ।

অশ্বিনৌ ক্রমত্যঃ পঞ্চলোকপালান্ প্রপূজয়েৎ ॥” (বিধানপারিঃ)

পঞ্চলোহ (জি) পঞ্চং বিস্তীর্ণং লোহম্। দৌরাষ্ট্রকলোহ। হেম পঞ্চগুণতঃ লোহম্। পাঁচপ্রকার লোহ; সুবর্ণ, রজত, তাম্র, সীসক ও রস এই পঞ্চাত্মকে পঞ্চলোহ কহে।

পঞ্চলোহক (স্ত্রী) পঞ্চানাং লোহকানাং ধাতুনাং সমাহারঃ। সুবর্ণ, রজত, তাম্র, রস ও নাগ এই পঞ্চাত্মক নাম পঞ্চলোহক। “সুবর্ণং রজতং তাম্রং রসমেতৎ ত্রিলোহকম্।

রজন্যগসমায়ুক্তং তৎপ্রাচ্যঃ পঞ্চলোহকম্ ॥” (রাজনিঃ ব° ২২)

বাভটের মতে—সুবর্ণ, রজত, তাম্র, জগু ও কুমারস এই পঞ্চাত্মক পঞ্চলোহ। (বাভট উঃ ৩৯ অঃ)

পঞ্চলোহ, বজ্রলোহ, সুওলোহ, কাঁতলোহ, পিওলোহ, ও ক্রোকলোহ এই পঞ্চলোহ।

পঞ্চল্লভ, ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশবাসী স্থলকার জাতি।

পঞ্চবক্তুর (পুং) পঞ্চবক্তৃণি বক্ত। শিব, মহাদেব।

“বিষাদাং বিশ্ববীজং নিখিগভরহরং পঞ্চবক্তুরং ত্রিনেয়ম্।” (শিবধান)

পঞ্চবক্তুর শিব, ইহার মন্ত্রাদির বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপে লিখিত আছে—

“সমস্তানাং অরাণাম্ দীর্ঘাঃ শেবাঃ সবিন্দুকাঃ।

ঋক্‌জুতাঃ সার্কচক্রা উপাস্তে নতিসংহিতাঃ ॥

এতিঃ পঞ্চাকৈরৈর্ময়ং পঞ্চবক্তুর্যঃ কীর্তিতম্।

ক্রমাৎ সম্বদসলোহমাগোরবসংজ্ঞকাঃ ॥

প্রাসাদস্ত ভবেৎ শেবং পঞ্চমন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

একেকেন তথৈবেকং বক্তুরং মন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥” (কালিকাপুঃ ৫০ অঃ)

মহাদেবের সম্বদ, সলোহ, মাদ, গোরব ও প্রাসাদ এই পাঁচটা মন্ত্র। এই পাঁচটা মন্ত্র দ্বারা এক একটা বক্তুর পূজা করিতে হয়। অথবা কেবল প্রাসাদমন্ত্রে পূজা করা যায়। এটা মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ নামে মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। মহাদেবের প্রসন্নতা লাভ করে, এই জন্য এই মন্ত্রের নাম প্রাসাদ হইয়াছে। মহাদেবের আনন্দপ্রদ বলিরা সম্বদমন্ত্র, মনের অভিসার পূরণ হেতু সলোহমন্ত্র, আকর্ষক বলিরা মাদ এবং শুভ এইজন্য গোরবমন্ত্র নাম হইয়াছে। মহাদেবের পাঁচটা মুখের নাম সদ্যোজাত, বামদেব, তৎপুরুষ, অঘোর ও জৈশান। এই মুখসমূহের মধ্যে সদ্যোজাত নির্মল ক্ষটিকসদৃশ, বামদেব শীতবর্ণ অথচ সোমা ও মনোরম। অঘোর নীলবর্ণ ভয়জনক ও দস্তবিশিষ্ট। তৎপুরুষ রক্তবর্ণ, দেবমূর্ত্তি ও মনোরম। জৈশান শ্রামবর্ণ ও নিত্য শিবরূপী। মহাদেবের পঞ্চমূর্ত্তির ইহাই ব্রহ্মণ। দক্ষিণদিকের ৫ হস্তে বখাক্রমে শক্তি, ত্রিশূল, খট্টাক, বর ও অস্ত্র এই এটা এবং বামদিকের ৫ হস্তে অক্ষুশ্র, বীজপূর, ভূজঙ্গ, ডমক ও উৎপল নামে এটা ত্রয়া বর্ত্তমান আছে। পূর্বোক্ত সম্বাদি মন্ত্রে মহাদেবের পূজা করিলে সকল সিদ্ধিলাভ হয় এবং এই পঞ্চবক্তুর শিবপূজার বামা, জোঠা, রোজী, কালী, কলবিকারিণী, বলপ্রমথিনী, সর্বভূতদমনী ও মনোঅধিনী এই অষ্ট দেবীকে পূজা করিতে হইবে। (কালিকাপুঃ ৫ অঃ)

২ সিংহ। ৩ পঞ্চমুখ কুম্ভাক। এই পঞ্চমুখ কুম্ভাক ধারণ করিলে সকল পাপ বিদূরিত হয়।

“পঞ্চবক্তুরঃ স্বরং ক্রমঃ কালারির্নাম নামতঃ।

অগম্যাগমনাক্রৈব অভ্যাক্যন্ত চ ভক্তগাং ॥

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্তুর ধারণাৎ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

পঞ্চবক্তুরস (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—গন্ধক, পারদ, সোহাগার বই, মরিচ ও বিব এই সকল ত্রয়া ধূম্রাপাতার রসে একদিন বাড়িয়া ও শুষ্ক করিয়া ২ রতি প্রমাণ রটিকা প্রস্তুত

করিয়া গইবে। অঙ্গুষ্ঠান আদ্যায় হয়। ইহা সেবনে সান্নিধ্যাতিক
অর প্রাপ্তি হয়। (‘আবদী’ ভৈরবচরিত্রা’)

পঞ্চবটী (পুং) পঞ্চাশতীর্ণো বটঃ। উত্তরবট, পঞ্চায় জোতিন,
মহাব্রতী, বালবজোপবীতক। (জি) পঞ্চাশতিকা বটী বজ্র।
২ পঞ্চবটী বন।

“সমাগম্য বিরামেন বাস পঞ্চবটে তথা।” (‘সান্না’ ১০।১০)
পঞ্চবটী (স্ত্রী) পঞ্চানাং বটানাং সমাহারঃ, ততোঃ স্ত্রী।
পঞ্চপ্রকার বৃক্ষবিশেষ। অৰখ, বিষ্ণু, বট, খাজী (আমলকী)
ও অন্যোঃ এই পাঁচটা বৃক্ষের নাম পঞ্চবটী।

এই পঞ্চবটী বহুপূর্বক পঞ্চমিকে স্থাপন করিবে। ইহার
মধ্যে অৰখ পূর্বদিকে, বিষ্ণু উত্তরে, বট পশ্চিমভাগে, আমলকী
দক্ষিণদিকে এবং অন্যোঃ অসিকোণে, এইরূপে পঞ্চবটী স্থাপন
করিয়া পাঁচ বৎসর পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিবে। বাহারা এইরূপে
পঞ্চবটী স্থাপন করে, তাহাদের অনন্ত কল লাভ হইয়া থাকে।
এই পঞ্চবটীর মধ্যস্থলে চতুর্ভূতপরিমিত একটা বেদী করিতে
হইবে। এই পঞ্চবটী সামাজ্য পঞ্চবটী। ইহা জিন্ন বৃহৎ পঞ্চবটী
আছে। বৃহৎ পঞ্চবটীস্থাপনের নিয়ম এইরূপ—চারিদিকে
চারিটা বিষ্ণুবৃক্ষ এবং মধ্যভাগে একটা বিষ্ণু, চারিকোণে ৪টা
বটবৃক্ষ, ২৫টা অন্যোঃ বটলাকারে এবং দিক্‌বিদিকে এক-একটা
ও চারিদিকে অৰখ বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে, এই নিয়মে
বৃক্ষ রোপিত হইলে তাহাকে বৃহৎপঞ্চবটী কহে। যথাসময়ে
এই বৃহৎ পঞ্চবটী স্থাপন করিলে সাক্ষাৎ ইন্দ্রভূম্য এবং
ইন্দ্রলোকে ব্রহ্মসিদ্ধি ও পরলোকে পরমগতি হইয়া থাকে।

১. “অৰখবিষ্ণুবৃক্ষ বটখাজী অন্যোঃ কং।

বটপঞ্চকমিত্যুতঃ স্থাপয়েৎ পঞ্চবটী চ।

অৰখঃ স্থাপয়েৎ প্রাতি বিষ্ণুভূতভাগতঃ।

বটঃ পশ্চিমভাগে তু খাজীঃ দক্ষিণততথা।

অন্যোঃ বহুদিক্‌বাণ্যঃ ভগভার্গঃ সুরেবরি।

অধ্য বেকীঃ চতুর্ভূতঃ স্বকীয়ঃ স্বসমোহমানঃ।

প্রতিষ্ঠাঃ কারয়েতল্যাঃ পঞ্চবটৌত্তরঃ পিবে।

অনন্তকলবাঈ সা ভগসাক্ষিকলমায়িনী।

ইহা পঞ্চবটী প্রোক্তা বৃহৎপঞ্চবটীঃ পুং।

বিষ্ণুবৃক্ষঃ মধ্যভাগে চতুর্দিক্‌ চতুর্ভূতঃ।

বটবৃক্ষঃ চতুর্ভূতঃ বেসমংখ্যঃ প্রোপায়য়েৎ।

অন্যোঃ বটলাকারঃ পঞ্চবিংশতিসংখ্যঃ।

দিক্‌বিদিক্‌আমলকীকৈঃ প্রত্যেকঃ পরমেবরি।

অন্যঃ চতুর্দিক্‌ বৃহৎপঞ্চবটী ভবেৎ।

বঃ করোতি মহেশানি সাক্ষাৎসিদ্ধিঃ ভবেৎ।

ইন্দ্রলোকে ব্রহ্মসিদ্ধিঃ পরঃ চ পরমা বতিঃ চ।

(‘হেমাদ্রি’ ব্রতক বৃহৎ ভগপুং)

প্রতিষ্ঠাবিধি অঙ্গুষ্ঠানে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। বৃহৎ
পঞ্চবটীর মধ্যস্থলেও বেদিকা করিতে হইবে। (‘হেমাদ্রি’ ব্রতক)

২ বটকারণ্যঃ বনবিশেষঃ। ইহা অঙ্গুষ্ঠান নামে এই
অরণ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। বাবারপের মতে, “গোদাদ্বীপের
নিকট পঞ্চবটী অবস্থিত।” (‘সান্না’ ৩।১০ নর্থ) ইহার বর্তমান
নাম মানিক। যেখানে লক্ষ্মণ দুর্জনধার মানিকা জ্বলন করেন,
সেইখানে রঘুনাথের এক মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

[মানিক দেখ।]

পঞ্চবটী, বদরীনাথকেজের অন্তর্গত গ্রামভেদঃ। এখানে
বদরীনাথ মন্দির সহযোগে যোগেশ্বরী, ধ্যানবদরী, বৃদ্ধবদরী,
আদিবদরী ও ভবিষ্যবদরী নামে আরও ৫টা মন্দির আছে,
উহাই পঞ্চবদরী নামে খ্যাত। বদরীনাথে মনসিংহমূর্তি, যোগ-
বদরীতে বাজুদেব মূর্তি, ধ্যানবদরীতে বুদ্ধকেদার ও কশিলেশ্বর
মূর্তি, বৃদ্ধবদরীতে নৌভব মূর্তির সমুদ্রে আসীন বিষ্ণুমূর্তি এবং
ভতানীতে আদিবদরী ও যোগেশ্বরীভারতী বোধীমতে ভবিষ্য-
বদরী মন্দির বর্তমান, এই শেখোক্ত মন্দিরদ্বয়ের বিষ্ণু, পঞ্চক ও
ভগবতী মূর্তি বিদ্যমান আছে।

পঞ্চবর্গ (পুং) পঞ্চ বর্ণী প্রোহাঃ বরঃ। ১ পঞ্চপ্রহরপাতিত-
বাগভেদঃ। “সর্বো পঞ্চবর্ণীঃ পণ্ডকামতঃ।” (‘কাজা’ শ্রৌ’ ৯।৪।১৮)
‘পণ্ডকামতঃ বহমানস্য সর্বো প্রোহাঃপাতিতব্যাঃ পঞ্চবর্ণীঃ পঞ্চ-
প্রোহাঃ ভবতি’ (‘বর্ক’।) (পুং) পঞ্চানাং চারাপাঃ বর্ণঃ।
২ চারপঞ্চক, পাঁচপ্রকার চর।

“বৃহৎ চাটবিধং কৰ্ম পঞ্চবর্ণক তততঃ।

অঙ্গুষ্ঠানপারদৌ চ প্রোহাঃ মণ্ডলা চ ॥” (‘মহা’ ৭।১৫৪)

আর, ব্যহ, কৰ্মচারিগণের আচরণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজ-
কর্মের প্রতি এবং পঞ্চবিধ চার অর্থাৎ কাপটিক, উদাহিত
গৃহপতিব্যয়ন, বৈদেহিকব্যয়ন, এবং তাপসব্যয়ন ইহাদের
প্রতি রাজার সমস্ত লুটি রাখা কর্তব্য। পঞ্চানাং বর্ণাণ্যঃ সমা-
হারঃ, স্ত্রী। পঞ্চবর্ণী। ৩ কেদারোদ্যোগপঞ্চক। এই পঞ্চ-
বর্ণী বলানয়নের ক্রিয়াবিশেষ। (‘নীলকণ্ঠ’ ভাষ্যে বিশেষ
বিবরণ লিখিত আছে।)

পঞ্চবর্ণ (স্ত্রী) পঞ্চবর্ণী বয়ঃ। ১ পঞ্চবর্ণাধিত তপ্তলূপঃ। তপ্তলু-
পূর্ণ করিয়া ৫টা বর্ণ দ্বারা স্মিতি করিলে পঞ্চবর্ণ হয়।

“রজাংসি পঞ্চবর্ণানি মণ্ডলার্থং হি কারয়েৎ।

শালিতপ্তলূপূর্ণেন তপ্তং বা বসন্তবৎ ॥

রক্তং তপ্তলুপূর্ণৈঃ পঞ্চবর্ণৈঃ কাসিসমুদ্রং ॥

হরিতালোদ্রং পীতং রজনীসমুদ্রং কপিত্তং ॥

কৃষ্ণং বৃষ্ণলুপূর্ণৈঃ কপৈঃ কপৈঃ কপৈঃ ॥

হরিতঃ বিষ্ণলুপূর্ণৈঃ পীতককৈঃ কপৈঃ ॥” (‘হেমাদ্রি’ ব্রতক)

মণ্ডলের মিসিত পঞ্চবর্ণের শুদ্ধা করিবে, সর্বভোক্তব্যবসায়, জটিলপত্র প্রভৃতি স্থলে পঞ্চবর্ণের শুদ্ধা দ্বারা মণ্ডল করিতে হয়। ততুল বা বহুচূর্ণ করিয়া ইহাতে গুরুবর্ণ শুদ্ধা এবং ঐ ততুল-চূর্ণে সুতুল, শিকুর ও গৈরিকানি দ্বারা রক্তবর্ণ, ততুল চূর্ণে হরিতাল মিশ্রিত করিয়া পীতবর্ণ, দধিপূলাক (কৃষ্ণরস) মিশ্রিত করিয়া কৃষ্ণবর্ণ এবং পীত ও কৃষ্ণবর্ণমিশ্রিত বিষপত্রোৎপন্ন হরিত এই পঞ্চবর্ণ। পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে এই পঞ্চবর্ণের শুদ্ধা বিশেষ আবশ্যিক।

২ অকার, ওকার, বকার, নাদ ও বিস্ময়ক প্রাণ, প্রাণে ৫টী বর্ণ আছে বলিয়া ইহার নাম পঞ্চবর্ণ হইয়াছে। জিহ্বা টাণ্। ৩ জী গায়ত্রী। ৪ পর্বতভেদ। ৫ বনভেদ। (দেবী-ভাগবত ২১৩।১০০)।

পঞ্চবর্ণক (পুং) যুক্তরক যুক্ত। (বৈভকনিং)

পঞ্চবর্ণশুদ্ধিকা (স্ত্রী) পঞ্চবর্ণের শুদ্ধা। [পঞ্চবর্ণ দেখ।]

পঞ্চবর্জন (পুং) পণ্ডিত যুক্ত। (রাজনিং ৪৮)।

পঞ্চবর্ষীয়ক (ত্রি) ১ পঞ্চবর্ষবাপী। ২ পঞ্চবর্ষযুক্ত। ৩ পাঁচ বৎসরের পুরাতন।

পঞ্চবল, বহিঃস্বরবাপী কবীরজাতি। [পঞ্চমবলু দেখ।]

পঞ্চবন্দল (স্ত্রী) পঞ্চান্ন বন্দলান্ন সমাহারঃ। বন্দলপঞ্চক, ৫ প্রকার বন্দল। ভ্রোগ্য, উদ্বৃষ, অম্ব, মল ও পিঙ্গলী-পীতন এই ৫টী কীরিযুক্তের বন্দল পঞ্চবন্দল নামে প্রসিদ্ধ।

বট, অম্ব, বজ্রতুষ্ট, পাণ্ডু ও বেতস ছাল এই ৫ প্রকার বৃক্ষের ছাল ও পঞ্চবন্দল। ইহাকে পঞ্চবেতসও কহে। (রাজনিং ব' ২২)। ভাবপ্রকাশনতে ভ্রোগ্য, উদ্বৃষ, অম্ব, পারীষ, মল এই পঞ্চবৃক্ষের বৃক্ষই পঞ্চবন্দল। কেহ কেহ পারীষ স্থানে শিরীষ, আবার কাহার মতে বেতস। ইহার গুণ—হিম, ঘোনিরোগ ও ত্রণনাশক। কৃষ্ণ, কষার, বেদোর, ধিলপ, শোক, পিত্ত, কক ও অন্ননাশক, গুত্বকর ও ভয়ানকহোজক।

(ভাবপ্রং)

পঞ্চবাণ (পুং) কামদেব, মদন।

পঞ্চবাণী (স্ত্রী) রাজহুদ্য কান্ডনগুরুপ্রতিপদে কর্তব্য পঞ্চাশিবাণ্য হোমকর্ত্তভেদ। এই পঞ্চবাণী রাজহুদ্যের অঙ্গ কর্ত্তব্য। ইহা কান্ডন মাসের গুরুপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। "পঞ্চবাণীর আদ্যবর্ণী প্রভিঃশিবা বাহ্য মথো চ ত্র্যমণ্যমিবু কুহোতি" (কাণ্ডা' স্ত্রী' ১৪।১।২০)

পঞ্চবায়ু, শরীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ধ্যান প্রভৃতি বায়ু।

পঞ্চবারি, কোপ, দামোহ, আতরীক, ভাণ্ডাগ ও সাধুর জল।

পঞ্চবাণিক (ত্রি) পঞ্চ বর্ণীক ভব। পঞ্চবর্ণনাথ্য কাব্য

বাহা পাঁচ বৎসর করিয়া হয়। বৌদ্ধধর্মের পঞ্চবর্ণবাপী-সহোং সব। (বিদ্যা' ২৩২।১১)

মহাশ্মা অশোক প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবর্ণবাপী বৌদ্ধ-সম্মা না মহা পরিব।

পঞ্চবাহিন্ (ত্রি) পঞ্চবাহ বাহা পাঁচজনের দ্বারা টানা হয়। বানানি।

পঞ্চবিংশ (ত্রি) ২৫ সংখ্যা যুক্ত। ২৫টী।

পঞ্চবিংশ, নামবেন্দ্রগত ব্রাহ্মণভেদ। পঁচিশ অংশে বিভক্ত বলিয়া ইহার নাম পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ হইয়াছে। ২ তোমভেদ।

[প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ দেখ।]

পঞ্চবিংশক (ত্রি) পঞ্চবিংশ সম্বন্ধীয়। ২৫ বৎসরের পুরাতন।

পঞ্চবিংশতি (স্ত্রী) পঞ্চাশিকা বিংশতি। ২৫ সংখ্যা।

পঞ্চবিংশতিতম (ত্রি) ২৫ সংখ্যা।

পঞ্চবিংশতিয় (ত্রি) পঁচিশ।

পঞ্চবিধ (ত্রি) পঞ্চবিধা যত। পাঁচ প্রকার।

পঞ্চবিধপ্রকৃতি (স্ত্রী) পঞ্চবিধা প্রকৃতিঃ। পাঁচ প্রকার রাজান, বধা স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, হর্গ, অর্গ ও দণ্ড এই পঞ্চ প্রকৃতি। (মহা ৭।১৫৬) ২ পঞ্চভূত। [পঞ্চভূত দেখ।]

পঞ্চবিধেয় (ত্রি) পঞ্চপ্রকার।

পঞ্চবিন্দুপ্রসূত (স্ত্রী) নৃত্যের গতি ভেদ।

পঞ্চবিষ, তাম্র, হরিতাল, সর্পগরল, করবীর ও বৎসনাভ, স্বাবর ও জলদায়ক নানাবিধ ঔষধি ও এগুলি প্রধানতম এবং ঔষধার্থে অধিক প্রয়োজনীয়। অজ্ঞাতবিষ ইহাদের সমজাতীয় বা সহযোগে উৎপন্ন।

পঞ্চবিসূচিকাযোগ, অপার্মার্মগলকাথ, কারবেলপত্রকাথ ও তিল, কচিমুগার কাথ ও শিপুল চূর্ণ, বেগুণ ও তুঁটের কাথ এবং বেগুণ ও তুঁট ও কটকলের কাথ। পৃথক পৃথক ঐ পঞ্চযোগ বিসূচিকারোগে উপকারী।

পঞ্চবীজ (স্ত্রী) পাঁচ প্রকার বীজ। বধা কাঁহুজ, শশা, দাড়িম, পদ্ম ও আলতুঙ্গী বীজ। অজ্ঞবিষ রাইশঙ্গিলা, বদামী, জিরা, তিল ও পুত। (নির্বক্ প্রং)।

পঞ্চবীরগোষ্ঠ (হিন্দী) পঞ্চবীরের বসিবার স্থান। বেখানে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চজাতা বসিয়া মন্ত্রণা করিতেন।

পঞ্চবুদ্ধীভ্রম (স্ত্রী) ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানপঞ্চক। বধা স্পর্শন, রসন, জ্ঞান, স্পর্শন ও শ্রোত্র। (চরক)

পঞ্চবৃক্ষ, পাঁচটী বৃক্ষ। কল্লুর, পাম্বিহাত, বজ্রন, কল্লুর ও হরিতালন নামক বর্ষা-পাঁচটী বৃক্ষের নাম।

পঞ্চবৃত্ত, পঞ্চপ্রকার। পাঁচকার।

পঞ্চবৃত্তি (স্ত্রী) পঞ্চবৃত্তি বৃত্তি। পাঁচজনেতে পাঁচপ্রকার

বলোয়ুতি। "কৃত্য পকতব্যঃ স্মিটা অস্মিটাঃ (পাটজল ১৫) চিত্তের পরিণামী বৃত্তি সকল ৫ প্রকার। বৃত্তিসমূহের মধ্যে কতিপয় স্মিটে এবং কতিপয় অস্মিটে। যে বৃত্তি দ্বারা চিত্ত স্মিট হয়, তাহাকে স্মিটবৃত্তি; বাহ্যতে স্পেণ থাকে না, তাহা অস্মিট বৃত্তি। বৃত্তি ৫ প্রকার বলা—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও বৃত্তি। প্রত্যেক, অহমান ও আত্মবাক্য ইহাদিকে প্রমাণবৃত্তি কহে, এই প্রমাণ দ্বারা সকল স্বরূপ জানা যায়। এক বস্তুকে অত বস্তু বলিয়া গ্রহণ হইলে তাহাকে বিপর্যয় কহে, বেদন তত্ত্বিতে রজতজ্ঞান। বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া কেবল শব্দ ভজ্ঞানাদ্বারা যে এক প্রকার বোধ হয়, তাহাকেই বিকল্পবৃত্তি কহে, যেমন দেবদত্তের কবল এই হলে দেবদত্তের স্বরূপ যে চৈতন্য, তাহার অপেক্ষা না করিয়া দেবদত্ত ও কবলের যে ভেদজ্ঞান হয়, তাহাই বিকল্প-বৃত্তি। যে অবস্থার চিত্তে অভাব উপলব্ধিত হয়, তাহার নাম নিদ্রা। পূর্বে প্রমাণ দ্বারা যে যে বিষয় অহত্বত হইয়াছে, কালান্তরে অসংস্কার দ্বারা সেই বিষয়ের বৃত্তিতে যে আরোপ, তাহাকে বৃত্তি কহে। অজ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা এই পঞ্চবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। (পাটজল ১)। [বিশেষ তত্ত্ব ৭ শ্বেত্রঃ ৫]।

পঞ্চশত (স্ত্রী) পঞ্চমিকং শতং। ১ পাঁচ শত। ২ একশত পাঁচ।

"কত্রিয়ারামগুপ্তারঃ বৈশ্যো পঞ্চশতং নমঃ।" (মহ ৮৩৮৫)

পঞ্চশততম (ত্রি) ৫০০ সংখ্যা।

পঞ্চশতিকাবর্তি, ঔষধভেদ। মীলাংপল পত্র ১০০টা, নিম্ব বব ১০০টা, মালতীফল ১০০টা, পিপুলের চাটিল ১০০টা, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া বস্তি প্রস্তুত করিবে। ইহাতে তিবিরাগি রোগ নষ্ট হয়।

জিকুট, উৎপল, হরীতকী, কুড়, রসাজন প্রভৃতির বস্তির অঞ্জন অর্কুণ, পটল, কাচ, তিমির, অর্ঘ ও অঙ্গপাত নিবারিত হয়।

পঞ্চশর (পুং) পঞ্চ শরং বস। কল্প, কামদেব। পঞ্চগণিতাঃ শরঃ। ২ পঞ্চবাণ, কল্পের ৫টা বাণ।

"সম্রোহনোজ্ঞানো চ পৌরুষাঙ্গলত্বা।

তত্ত্বনশ্চেতি কামস্য পঞ্চশাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।"

(ব্রহ্মবৈবর্তপুং শ্রীকৃষ্ণ ৩২ অ°)

পঞ্চশর, ঔষধভেদ। পারদ ও গন্ধক শিখলমূলের সঙ্গে পৃথক পৃথক ২১ বার ভাবনা দিয়া কজলী করিলে, পরে বাসুকায়ের পাক করিলে। ব্যস্তঃ রসি, পান্ডুর-বহিত সেব্য। পঞ্চ-মাংস, মদ্য, ওক পারদ, নবিরুদ্ধ প্রভৃতি। ইহা সেবনে নিশ্চরই অতিশয় বীৰ্য বৃদ্ধি করে।

পঞ্চশলাকাচক্র, কোটিবোদ্ধকরত্ন। [বসু] চক্র দেখ।]

পঞ্চশল (অব্য°) পঞ্চ শল বাহ্যার্থে নবী। পঞ্চ শল, পাঁচ পাট।

পঞ্চশস্য (স্ত্রী) পঞ্চান্য শস্যান্য সমাহারঃ। পঞ্চশস্যক, বাত, মূদগ, তিল, বব ও বেত মর্ষণ। কাহারিও কাহারিও বেত বেত মর্ষণ বুঝে হাব। (দ্ব্যর্থোৎসবমুক্তিঃ)

পঞ্চশাখ (পুং) পঞ্চ শাখা ইব অকুলমো বভ। হস্তঃ পঞ্চশাখ শাখান্য সমাহারঃ। (স্ত্রী) ২ পঞ্চশাখার সমাহার। (বি) ৩ পঞ্চশাখাবিশিষ্ট।

পঞ্চশারদীর, পরংকালে অহোর বসন্তভেদঃ। আশ্বিন অথবা কাশিক মাসে বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত অশ্বিনজা হইতে এই বজ্রের অহুতানাদি করিতে হয়। মকরের তৃত্তি পাবদার্য এই বজ্র অনেক গো-হনন হইয়া থাকে। এই বজ্র আশ্বিনি বিহার মত ১৭টা কক্করহীন বর্ষকার বাঁধ ও কএকটা ডিম বৎসরের ঐরূপ বৎসরীর আবৃত্তক। এখনে বর্ণানিহিত পূজা ও উৎসর্গের পর উক্ত ১৭টা বাঁধকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে বজ্রের বধাবোগ্য প্রক্রিয়াসময়ে আহুতি দিবার পর প্রত্যহ তিনটা করিয়া ঐরূপ গাভীকে দেবোৎসে বলি দেওয়া হইয়া থাকে। পঞ্চম দিনে আরও দুইটা অর্থাৎ পাঁচটা গো-হনন করিয়া ঐ বৎসরের মত বজ্র শেষ হয়। পরংকালে পাঁচদিন ধরিয়া ঐ বাগ হইত বলিয়া ইহার পঞ্চশারদীর নাম হইয়াছে। প্রমাণে পাঁচ বৎসরকাল ঐ বজ্রাহুতানের বিবি আছে। সামবেদের অন্তর্গত তাণ্ড্যব্রাহ্মণে লিখিত আছে, এই বজ্র প্রত্যেক পদ-বস্তিবৎসরে বিস্ত্রবর্ণের গো আবৃত্তক। উক্ত গ্রন্থের বর্ত্তে—প্রথম বৎসরে আশ্বিনমাসের তৃত্তি সপ্তমী বা অষ্টমীতে বজ্রবৃত্ত করিতে হয় এবং পরবর্ত্তী বৎসরে কাশিক মাসের বস্তীতে বজ্রাহুতান বিধিসিদ্ধ। বৎসর উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, প্রথমে প্রজাপতি স্বয়ং বজ্রের অহুতান করেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "যিনি ধনশালী ও স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তিনিই পঞ্চশারদীর বজ্রাহুতানদ্বারা সেব-পূজা করুন।"

পঞ্চশিখ (পুং) পঞ্চা বিকীর্ণা শিখা ক্ষেপসামিধতঃ। ১ সিংহ। ২ সুনিবিশেষ। এই পঞ্চশিখ সুনি সাধোশাস্ত্রভেদঃ। কামন পুরাণে লিখিত আছে, বর্ণের অধিসা নামে এক পত্নী ছিল,

* "যত্যাঃ পরমি কাশিক মাসি-বজ্রতঃ। সতস্যাস্ত্রম্যঃ বাবস্তি পঞ্চ শ্রু বৎসতরীরবাসভেদে ন উচ্যে কিলক্কেঃ।" (ভাড়াঃ ৩৮)।

† উক্ত গ্রন্থের অপর একস্থলে লিখিত আছে—"সারাম্যঃ বা এই বজ্রঃ। এতদ্ব বা একজনা কামনঃ বারাজানকাম্যঃ।" (তৈত্তিরীয় ২৮৮১)। ইহাতে বজ্রভেদঃ কামনঃ উক্তি প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ভাষায় পক্ষে পঞ্চশিখই অন্য গ্রহণ করেন। মহাত্মারতে শান্তি পক্ষে লিখিত আছে, একদা কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামে এক মহর্ষি পৃথিবীপট্টনক্রমে মিথিলানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি সমুদায় সন্ন্যাসধর্মের স্বার্থভিত্তক অবধারণে সমর্থ, নিষ্কাম, অসমিদ্ধচিত্ত, ঋষিদিগের মধ্যে অধিত্যক, কামনাপরিশুদ্ধ এবং মহাব্যগণমধ্যে শ্রীমন্ত সুবংশস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে যোগ হয়, যেন সাংখ্যমতাবলম্বীরা তাঁহাকে কপিল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, তিনিই স্বয়ং পঞ্চশিখ নাম ধারণ করিয়া সমুদায় লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছেন। এই মহাত্মা আত্মহির প্রাধান শিষ্য, চিরজীবী ছিলেন ও সংসার বৎসর মানসজ্ঞের অধষ্ঠান করেন।

ভগবান্ মার্কণ্ডের পঞ্চশিখের বৃত্তান্ত এইরূপ বলিয়াছিলেন, একদা কপিলমহাত্মাবলী অলংঘ্য মহর্ষি একত্র সমাগীন ছিলেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মবজ্রপারায়ণ অন্নময়াদি পক্ষকোষাভিজ্ঞ পরমমাদিগ্ণাহিত পঞ্চশিখ মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া অনাদি অনন্ত পরমার্থ বিবরণ লিজ্ঞাসা করেন। এই স্থানে মহামতি আত্মহরি সমুপস্থিত ছিলেন, তিনি পঞ্চশিখকে শিষ্যের উপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। মহাত্মা আত্মহরি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কপিলের শিষ্য হইয়া শরীর ও পরীরীয় বিবরণ সম্যকরূপে অবগত হইরাছিলেন, কপিলের কৃপার সাংখ্যযোগ অবগত হইয়া আত্মতত্ত্ব সাধাৎকার করিয়াছিলেন। এই আত্মহরি কপিল নামে এক সম্বন্ধিণী ছিলেন। পঞ্চশিখ ইহার শিষ্য ছিলেন, অতএব ইনি পুত্রভাবে কপিলার তত্ত্বপান করিতেল বলিয়া তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ বৃত্তি ও কপিলার পুত্র্য লাভ হইরাছিল। কপিলার তত্ত্বপান করার 'কপিলাপুত্র' এই নাম হয়। (মহাত্মারত ১২।১১৮ অ°)

কৈবর ক্রকের সাংখ্যকারিকার লিখিত আছে—কপিল আত্মরিক ও আত্মহরি পঞ্চশিখকে সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করেন। এই পঞ্চশিখ হইতেই সাংখ্যশাস্ত্র প্রচারিত হয়। [সাংখ্য বেধ।] পঞ্চশিখ, আকগাণসীমাত্তবর্তী হিন্দুকুলপুরুষের পাণ্ডিত্য একটা উপঢাকাত্মনি কবুল নগরের উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন কপিল নগর ছিল। ২৫৭ হিজিরায় হাক্ক-নাই কবুল দখল করিয়া রাজা হন এবং পঞ্চশিখনগরে স্বনামে

• "পর্বত ভার্য্য হিন্দোখ্য ততঃ পুত্রচতুষ্টয়ং।

সম্ভাঃ সুশিখাখিল বোধশাস্ত্রবিচারকং।

জ্যোতঃ সমংকুমারোহুৎ খিতীয়ক সমাতনঃ।

কৃতীঃ লক্ষ্যো নাম চতুর্ধক লক্ষ্যনঃ।

সাংখ্যবেত্তারনগরঃ কপিলঃ খোহুঃ সৌহরিঃ।

কুই। পঞ্চশিখ জ্যোতঃ বোধশাস্ত্র ভগ্নোদিতঃ।

জ্যোতঃ বৎ বস্তুভ্যাংসোপস্থি কবীরস্ব।" (বাংলায় ৫০ ক)

বুঝা অঙ্কিত করিয়া প্রচার করেন। এখানে পঞ্চশিখ নাম স্থানে একটা হর্ষ-নির্ধিত ছিল।

পঞ্চশিখ, বুদ্ধপ্রোক্ত বর্ণ প্রকরণ বা আচার্য্যতত্ত্ব।

পঞ্চশিখ (পুং) পঞ্চশিখাণি অত্র। ১ সর্বভেদ।

২ চীনদেশস্থ বজ্রপুরুষের প্রাচীন নাম। ইহার পাঁচটা চুড়া আছে-বলিয়া পূর্বকালে সকলে পঞ্চশিখ বলিত। এই শিখ-রের এক-একটা হীর, নীলা, পায়া, চুনি ও মালাবর্ন (আকাশের জায় নীল) প্রভৃতি প্রভেদে মণ্ডিত ছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। (বস্তু পুস্তক)

পঞ্চশিখ (পুং) পঞ্চম স্তম্ভ। কীটভেদ। এই কীট সৌম কীটজাতি। ইহার প্রমাণপ্রকৃতি। এই কীটের দংশনে কক্ষজ রোগ হয়। (জ্বরতত্ত্বকলাহানে ৮ অধ্যায়ে কীটবিবরণ প্রভৃতি) [কীট বেধ।]

পঞ্চশূর (স্ত্রী) পঞ্চ শূরবা বজ্র। পাঁচপ্রকার শূরণ। যথা অজরপর্বা, কাষ্ঠী, মালাকল, শূরণ ও বেতশূরণ।

(রাখনি ক° ২২)

পঞ্চশৈরীষক (স্ত্রী) শিরীব বৃক্ক ইহম্ শৈরীষক, পঞ্চসাংখ্যক শৈরীষকম্। শিরিবৃক্কের কুত্ব, মূল, কণ, পত্র ও গুচ্ছ এই ৫টা শিরিব সম্বন্ধে বলিয়া পঞ্চশৈরীষক কহে।

পঞ্চশৈল (পুং) মেকর দক্ষিণস্থিত পর্বত ভেদ।

(মার্কণ্ডের পু° ৫৫ আ°)

২ রাজগৃহের চারিদিকে অবস্থিত বৈভার, বিপুল, মরুভূট, গিরিব্রজ ও স্পর্শচল এই পাঁচটা শৈলই এখন পঞ্চশৈল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (রাজগৃহ মহাত্মা) রৌদ্র, ভৈরব ও হিন্দু এই তিন সম্ভ্রমারের নিকটই এই পঞ্চ শৈল মহাতীর্থরূপে গণ্য। মহাত্মারতের মতে—বৈভার, বিপুল, ঋষিগিরি, চৈত্যক। গিরিব্রজ এই পাঁচটা লইয়া পঞ্চশৈল। (মহাত্মারত সত্য°)

সামান্যের মতে—এই পঞ্চশৈলের মধ্যে গিরিব্রজনগর অবস্থিত ছিল। "পঞ্চানাম্ শৈলমুখ্যানাম্ মধ্যে মালেন শোভতে।"

(রাধা° আদি° ৩২ সর্গ)

পঞ্চখাস, মহাখাস, উর্দখাস, ছিন্নখাস, ক্ষুদ্রখাস ও তমকখাস।

পঞ্চম (ত্রি) পঞ্চবা বড় বা পরিমাণ বেধা ভে। বাহার পরিমাণ পাঁচ বা ছয়। এই পঞ্চ বহুবচনান্ত।

পঞ্চমুঠ (ত্রি) ৩৫ সংখ্যা।

পঞ্চমষ্টি (স্ত্রী) পরমষ্টি।

পঞ্চমষ্টিভন, ৩৫ সংখ্যা।

পঞ্চসত্ত্ব (স্ত্রী) জনশব্দ ভেদ। (রাজতরঙ্গিনী ৫।১৫৫)

পঞ্চসপ্ত (ত্রি) ৭৫ সংখ্যা।

পঞ্চসপ্ততি (স্ত্রী) পঁচাত্তর।

পঞ্চসপ্ততিতম (জি) ৭৫ সংখ্যা।

পঞ্চসপ্তত্ব (জি) পাঁচগুণক সাত, ৩৫ সংখ্যা।

পঞ্চসপ্তিঙ্গী (জী) ওষধিবিবেক। ইহা কৃষ্ণবর্ণের বিভিন্ন যন্ত্রণাবিশিষ্ট, সর্পাকার, পঞ্চ অরুণিপ্রমাণ দীর্ঘ।

“মণ্ডলৈঃ কপিলৈশ্চিহ্নৈঃ সর্পাত্তা পঞ্চসপ্তিঙ্গী।”

(জুজীত চিকিৎসা ৩০ অঃ)

পঞ্চসারপানক (পুং স্ত্রী) পানকভেদ, পানীরবিবেক। ত্রাণক, যক্ষু, বর্জুর, কাশ্মীরী ও পল্লবক এই পঞ্চ ত্রাণ তুল্যাংশে মিশ্রিত করিয়া পানক প্রস্তুত করিলে পঞ্চসারপানক হয়। (বাভট ৫ অঃ)

বৈদ্যক ত্রাণগুণের মতে কাশ্মীর, যক্ষু, বর্জুর, বৃষীকা ও ফলসাকল এই সকলের জল একত্র করিয়া এবং ইহাতে মরিচ শর্করা ও আত্রকাদি দিয়া পরিষ্কার করিয়া ছাকিয়া লইলে পানক প্রস্তুত হয়।* ইহার গুণ বৃদ্ধা, শুষ্ক, ধাতুকর, পিত্ত, তৃষ্ণা, শ্রম ও দাহনাশক। (ত্রাণগুণ)

পঞ্চসিদ্ধান্ত (স্ত্রী) ত্রুক্ষুর্হাস্যামাহারক পঞ্চজ্যোতিষ সিদ্ধান্ত।

পঞ্চসিদ্ধোদয়িক (পুং) পঞ্চ সিদ্ধোদয়ধরো যত্র কপ্। পাঁচ প্রকার সিদ্ধোদয়বিবেক। তৈলকন্দ, সুধাকন্দ, ক্রোড়কন্দ, রুদন্তী ও সূর্য্যাক এই পাঁচপ্রকার ওষধির নাম পঞ্চসিদ্ধোদয়িক।

(রাজনি*)

পঞ্চসুগন্ধক (স্ত্রী) পঞ্চ সুগন্ধা যত্র, কপ্। পাঁচপ্রকার সুগন্ধদ্রব্য যথা—লবঙ্গ, ককোল, কান্ত, জাতীফল ও কর্পূর এই পঞ্চবিধ ত্রাণ তুল্যাংশ হইলে পঞ্চসুগন্ধক হয়।

“কহ্মানি লবঙ্গস্ত তথা ককোলকান্তয়োঃ।

জাতীফলানি কর্পূরমেতৎ পঞ্চসুগন্ধকম্॥” (শকচ*)

রাজনির্ধটমতে কর্পূর, ককোল, লবঙ্গপুষ্প, শুবাক ও জাতীফল, এই পাঁচটি পঞ্চসুগন্ধক। ইহা তাৎপার্য্যবোধে যুগ্ম প্রোদান কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। (রাজনি* ব° ২২)

পঞ্চসুগন্ধিক (স্ত্রী) পঞ্চসুগন্ধক।

পঞ্চসূত্রা (স্ত্রী) সূত্রা প্রণিবেশস্থানং, পঞ্চগুণিতা সূত্রা। পাঁচ-প্রকার প্রণিবেশস্থান। গৃহস্থদিগের পঞ্চস্থানে অনিয়ত প্রাণি-বধ হয় এই জন্য পঞ্চসূত্রা নাম হইয়াছে।

“পঞ্চসূত্রা গৃহস্থত চূরীপেবগুপস্বরঃ।

কণ্ডরী চোদকুন্তল বধ্যতে যাচ্চ বাহরনৃ॥” (ভক্তিবর্ষ)

চূরী, পেবরী, উপস্বর, কণ্ডরী ও উদকুন্ত এই ৫টি গৃহস্থ-দিগের পঞ্চসূত্রা। প্রতিদিন এই পঞ্চসূত্রার অসংখ্য প্রাণিহত্যা

* “কাশ্মীরযক্ষুর্জরী বৃষীকাকলসাকলম্।

ভেবাং জলং পৃথীষাতু একীকৃত্য কিপেদম্।

চাতুর্ভাতেন্দুমরিচশর্করাক্রাক্ষিকাম্।

যত্রৈব দালিকা তৎ পঞ্চসারপানকম্॥” (ত্রাণগুণ)

হইয়া থাকে। এই পঞ্চসূত্রানিষ্ঠ পাণিকরের জন্য পঞ্চ-সারবজের অহর্ভান করিতে হয়। বৈবদেব অহর্ভানে ইহার প্রারম্ভিক হয়। [পঞ্চমহাভাষ্য দেখ।]

পঞ্চসুত্র, আহার লোকান্তরে গমন এবং জীব ও জড় বস্তুভেদ উৎপত্তির কারণ নির্দেশার্থ বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পঞ্চতন্ত্রাত্মের অনুকরণে আরও ৫টি গুণময় পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই পঞ্চসুত্র। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও পঞ্চ এই পাঁচটি গুণের সহযোগে বৈরাগ্য পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ বৌদ্ধদিগের মতেও পাঁচটি বস্তুস্বা বা বিভিন্ন গুণসমষ্টি হইতে মানবজাতির উদ্ভব হইয়াছে মাত্র, কিন্তু হিন্দু-দিগের সহিত আত্মাসম্বন্ধে আর কোন অংশেই ইহাদের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। [পঞ্চতন্ত্রাত্ম ও পঞ্চভূত দেখ।]

বৌদ্ধমতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই ৫টি স্বরূপ—গুণের সমষ্টির নাম স্বক। বৌদ্ধমত শিক্ষা করিতে হইলে ইহার অহরুত্তি ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে এই পঞ্চগুণ শাস্ত্রমধ্যে জটিলভাবে সন্নিবেশিত হইলেও তাহার মর্মগ্রহণের জন্য বলাসম্ভব বাধ্য করা হই-রাছে। বৌদ্ধগণ পঞ্চসুত্রের এইরূপ একটা তালিকা নির্দেশ করিয়াছেন;—

১। রূপস্বক—বস্তুস্বা বা বস্তুতন্মাত্র।

কিষ্টি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ প্রভৃতি চারিভূত; চক্ৰ, কর্ণ, নাসা, জিহবা ও বক্ (দেহ) এই পঞ্চেন্দ্রিয়; আকৃতি, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও ত্র্যয়াদি পঞ্চ পদার্থই পঞ্চবস্তুতন্মাত্র; স্ত্রী ও পুরুষ দুইটি লিঙ্গতন্মাত্র; চেতনা, জীবেতেজির ও আকার এই তিনটি মূল অবস্থা; অজসঙ্গালন ও বাক্যকৃতি মনোভাবজ্ঞাপনের প্রধান উপায় এবং মূলজীবদেহের চিত্তপ্রোদকতা, স্থিতিস্থাপ-কতা, সমতাকরণ, সমষ্টিকরণ, স্থায়িত্ব, কর্ম ও পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতি ৭টি বিভিন্ন গুণের অন্তর্ভুক্ত। সর্বশুদ্ধ এই ২৮টি।

২। বেদনারস্বক—বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি সূত্রঃখাদি প্রথমতঃ ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত। চক্ষুকর্গাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের জ্ঞান হইতেই পাঁচটি এবং স্রুতি হইতে মনে যে জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। এই ছয়টি শ্রেণীর প্রত্যেকটি আবার কটি, অকটি ও স্পৃহাশূন্যভেদে ত্রিবিধ।

৩। সংজ্ঞারস্বক বা অহমিতিতন্মাত্রাত্মক প্রোদনভঃ ছয় ভাগে বিভক্ত এবং এইগুলি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেমন বুদ্ধ সবুজবর্ণ এরূপস্থলে বুদ্ধকে সবুজ বলিয়া ধারণা হইলেও উহার সবুজবর্ণ দর্শনেপ্রিয় হইতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

৪। সংস্কারস্বক—সাধারণতঃ ৫২টি সংস্কার বিভক্ত। কিন্তু

ইহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রতাবাগন নহে। ইহার মধ্যে কতক-গুলি পূর্ববর্তিত তিনটা ভাগের অন্তর্গত ও সমার্থজ্ঞাপক। পূর্বোক্ত রূপ, বেদনা ও সংজ্ঞা বাহ্যিক অবলম্বনে গঠিত এবং সংস্কারভাষা মানসিক ধারণার সাহায্যেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বর্ণা—১ স্পর্শ, ২ বেদনা, ৩ সংজ্ঞা, ৪ চেতনা, ৫ মন-সিকার, ৬ ক্রতি, ৭ জীবিতেন্দ্রিয়, ৮ একাগ্রতা, ৯ বিতর্ক, ১০ বিচার, ১১ বীর্ষা (বাহ্য অজ্ঞান শক্তির উন্নতিতে সাহায্য করে), ১২ অধিমোক, ১৩ স্মৃতি, ১৪ চক্ৰ, ১৫ মধ্যাহ্নতা, ১৬ নিদ্রা, ১৭ মিত্র বা তজ্জা, ১৮ মোহ, ১৯ প্রজ্ঞা, ২০ লোভ; ২১ অলোভ, ২২ উত্তাপ, ২৩ অশুভাপ, ২৪ হ্রী (লজ্জা) ২৫ অহীক, ২৬ দোষ, ২৭ অদোষ, ২৮ বিচিকিৎসা, ২৯ প্রজ্ঞা, ৩০ দৃষ্টি, ৩১-৩২ শারীর এবং মানস প্রসিদ্ধি, ৩৩-৩৪ শারীর ও মানস লঘুতা, ৩৫-৩৬ শারীর ও মানস মুহূর্তা, ৩৭-৩৮ শারীর ও মানস কর্ণজতা, ৩৯-৪০ শারীর ও মানস প্রোজতা, ৪১-৪২ শারীরিক ও মানসিক উত্তোতনা, ৪৩-৪৫ শারীর ও মানস সামা, ৪৬ করণা, ৪৭ সুদিতা, ৪৮ জীর্ষা, ৪৯ মাদ্যসর্বা, ৫০ কার্কশ্ব, ৫১ ঔকতা এবং ৫২ মান বা অভিমান।

৫। চিত্ত, আত্মা ও বিজ্ঞানের সমষ্টিতেই এই পঞ্চমস্তরের উৎপত্তি, জ্ঞান বা চিন্তার অবিরাম স্রোত এবং বেদনার চেতনা-জ্ঞাপক। ইহাতে কোন হেতু, কার্যকর্তা বা আত্মার অনন্ত-কাল স্থায়িত্ব ব্যক্ত করে না। কেবল শরীরভাস্তরস্থ একাগ্র-জ্ঞানের সাহচর্যে অনন্ত-চেতনা প্রকাশ করে মাত্র। বিজ্ঞান-জ্ঞক বা চেতনতত্ত্বাত্মকই পঞ্চম। ইহা সংস্কারের অন্তর্গতী অজ্ঞান গুণসকল পরিপুষ্ট করিয়া ব্যক্ত করে। বিভিন্ন চেতনার ধর্ম ও অধর্ম বিচার করিয়া এই পঞ্চমস্তরটি ৮৯ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানের আবাসস্থান জদর।

উপরিলিখিত অভিধাতু হইতে জানা যায় যে, মহামাত্রেরই শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং মানসশক্তিগুণাদি বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে; কিন্তু ইহার কোনটাই স্থায়ী নহে। রূপভাষাভাজনিত পদার্থাদি ফেনার জ্ঞার ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া পরে রূপান্তরিত বা লোপ প্রাপ্ত হয়। বেদনাজনিত পদার্থাদি জলবুদ্বুদ উপানের জ্ঞার লগ্নস্থায়ী। সংজ্ঞাপ্রকরণে অনুমিত হইতে স্থায়ীভাষিত অনিশ্চিত মরীচিকার জ্ঞার অস্বপ্নান, চক্ৰ অর্থাৎ সংস্কার হইতে মানসিক ও নৈতিক পূর্বাভাসের উদ্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ আসক্তিগুলি কদলী-পত্রের জ্ঞার অস্থায়ী ও সারবতাহীন এবং পঞ্চম বা বিজ্ঞান বাহ্যিক, তাহা ছাড়া বা ইন্দ্রজালিক মায়ার জ্ঞার ভ্রমদৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটকগ্রন্থে ইহার বিধর স্পষ্টভাবে লিখিত

আছে। উক্ত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, জ্ঞানবিশিষ্ট জীবাত্তর্গত এই পঞ্চদশ বা গুণ আত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মানব-দেহ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ ছইটী পরবর্তী মুহূর্তেও তাহা কখনও একরূপ থাকে না। জীবদেহস্থ ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যজগতের পদার্থসমূহের স্পর্শহেতু জীবিত দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই পঞ্চগুণের পরিবর্তনও জীবদেহে উপলব্ধি করা যায়। বৌদ্ধধর্মের পঞ্চদশের মর্ম এই যে কঠিন ও চর্যোধ্য যে, সুদূরবিদ্যুত এই বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত পঞ্চদশকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা কেহই তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের মূল ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। সুত্রপিটকের প্রথমে গোতমের উক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে;—“হে ভিক্ষুগণ! আচার্যেরা (ভ্রমণ ও ভ্রাক্ষণ) আত্মাকে পঞ্চদশ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু যাহারা স্বরাজ্যানী অর্থাৎ যাহারা ধর্মিকের সঙ্গ অথবা ধর্মমত শিকা করে নাই; তাহারাই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার চেতনা প্রভৃতি এককটি গুণ স্থিতি, ধৃতি ও ব্যাপ্তি হেতু আত্মার অমররূপ বলিয়া স্বীকার করেন অতঃপর পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, অবিত্তা ও গুণ সকল হইতে ‘আমি কে’ এইরূপ একটা জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। স্পর্শ ও অবিত্তাজনিত বেদনা হইতে কামাগ্রস্ত অজ্ঞানী ব্যক্তিগণও ‘আমি কে’ এইরূপ একটা ধারণার উপনীত হন, কিন্তু হে ভিক্ষুগণ! যাহারা দীক্ষিত আচার্যের জ্ঞানবান্ শিষ্য, তাহারাই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অবিত্তা বিদূরিত করিয়া জ্ঞান-মার্গে আরোহণ করিতে সক্ষম হন। অবিত্তারূপ আঁধার তাহার অন্তর হইতে দূর হইলে এবং জ্ঞানের বিকাশে ‘আমি কে’ এইরূপ অস্বপ্নান আর তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না।”

বৌদ্ধগণ পঞ্চদশটির আত্মা স্বীকার করেন না। এই জ্ঞান জীব বা আত্মার পূর্বোক্তরূপ অস্তিত্ব তাহাদের প্রচারিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ। এই জ্ঞান বৌদ্ধশাস্ত্রে স্বকীয়-দৃষ্টি ও আত্মবাদ নামে ছইটী শব্দ ক্রমিত হইয়াছে। সৎ ও জ্ঞানী বৌদ্ধমাত্রেরই উহা পরিবর্তনীয়, কারণ ছইটীই মোহবশে মানবকে ভ্রুপথে বিচরণ করায়। কান্দাচার, অনন্তত্ব ও ধ্বংসের বিরুদ্ধবাদ, ব্রতাদি ক্রিয়াকলাপের কার্যকারিতার আত্মা ও উপাদান প্রভৃতি বিষয় উহাদের সমশ্রেণীর এবং অজ্ঞ, মরণ, জরা, শোক, পরিবেদনা, হিংসা, দৌর্য্যভ্যাস ও হত্যা প্রভৃতির একমাত্র কারণ। এতদ্ভিন্ন নাগার্জুনকৃত মাধ্যমিকসূত্রেও পঞ্চদশের কথা বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। স্বয়ং নাগার্জুন বা নাগসেন পজ্ঞাবের অন্তর্গত শাক্যধিপতি শ্রীকুমারজ মিনাম্বারকে পঞ্চদশ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, যেমন চক্ৰ, চক্রগু, রজ্জ্ব ও কাঠাদি লইয়া একটা ঘান নির্মিত হয়

এক এতদ্বিধ আর কোন ব্যবহৃত হয় বা যানের সমষ্টি হইতে পারে না, কেবল পঞ্চমাত্রই উহার ভাব জ্ঞাপন করে এবং রূপের আকৃতি ও গঠন অসুস্থান দ্বারা মানসক্ষেত্রে বহন করে, তদুপ মনুষ্যমাত্রই এই পঞ্চব্রহ্মের গুণ দ্বারা কার্যকারী হইয়া সকল ব্যবহৃত অসুস্থিতি ও জ্ঞান দ্বারা জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকে। স্বয়ং বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, যেমন কেবল কাঁচ বা রত্ন, হুত, চক্রে প্রভৃতির একটি পদার্থ রূপদ্বারা হইতে পারে না, সমগ্র কাঁচরজাদির সহযোগে রূপাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও চেতনা একত্র হইলে জীবদেহের উৎপত্তি ও আত্মার বিকাশ হইয়া থাকে। বাহ্য হটক, বৌদ্ধেরা সকলেই অন্ন বিস্তার জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। [অভিব্যক্তি-কোষাবলী প্রভৃতি]

পঞ্চস্কন্ধবিমোচক, বুদ্ধের উপাধিভেদ। (দিব্যং ২৫১৬)

পঞ্চস্নেহ, স্নত, তৈল, বস, মজ্জা ও সিকৃৎক।

পঞ্চস্রোতাস (স্রী) পঞ্চ স্রোতাংসি যজ্ঞ। ১ তীর্থভেদ। (ভারত শাস্ত্রিপং ২১৮ অঃ) ২ বাগভেদ। মহর্ষি পঞ্চশিখ সহস্রবৎসর ধরিয়া এই পঞ্চস্রোতোযজ্ঞের অর্থচর্চা করিয়াছিলেন।

(ভারত ১২২১৮ অঃ)

পঞ্চস্বর (স্রী) পঞ্চ স্বরা যজ্ঞ। প্রজাপতিদাস বৈভক্তত জ্যোতির্গর্ভভেদ। এই গ্রন্থে ৭টি অধ্যায়—এই সকল অধ্যায়ে শিত্তরিষ্ট, মাতুরিষ্ট, পিতুরিষ্ট, স্ত্রীপুংসকাদি জ্ঞান, সুখদুঃখ, রিষ্টক্ষেদাদিযোগ ও মৃত্যুজ্ঞাননির্ণয় প্রকৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

“পঞ্চস্বরভিধানক গ্রন্থঃ নিদানসম্বতঃ।

কিঞ্চিদুদেশগন্যক স্বরং বন্ধামি শাশ্বতম্॥” (পঞ্চস্বর)

জাতবাগের গুণভাণ্ডের বিষয় গণনা করিতে হইলে প্রথমে আয়ুর্গণনা করা আবশ্যক। প্রথমে মৃত্যু নির্ণয় না করিয়া গুণভাণ্ড গণনা বিফল। কারণ মনুষ্যের মরণ হইলে সেই গুণভাণ্ডের কল কে ভোগ করিবে। এইজন্য সর্ষপ্রকার যজ্ঞে প্রথমে মৃত্যুনির্ণয় করিবে। জন্মসময় হইতে ২৪ বৎসর পর্যন্ত রিষ্টদোষ, এই সময় আয়ুর্গণনা না করিয়া রিষ্টগণনা করিতে হয়। এই সকল রিষ্ট গণনাদির বিষয় পঞ্চস্বরাতে বিশেষরূপে লিখিত আছে। তাহা সহজবোধ্য নহে ও বাহ্য-ভায়ে প্রদর্শিত হইল না। অ, ই, উ, এ, ও এই ৫টি স্বরকে প্রধান করিয়া এই গণনা হইয়াছে এই জন্য ইহার নাম পঞ্চস্বর। (কলিতজ্যোৎ পঞ্চস্বর)

এইরূপে স্বরাদি নির্ণয় করিতে হয়। প্রথমতঃ একাদিক্রমে ৫টি অঙ্কস্থাপন করিয়া তাহাদের নিয়ে ক্রমশঃ আ, কা, ছা, ডা দি ক্রমে সকল বর্ণ সংস্থাপন করিতে হইবে। ৫টি স্বরের নিয়ে ও, ঞ, ণ ভিন্ন ককারাদি হকার পর্যন্ত বর্ণসকলকে ৫ ভাগে

বিভাগ করিয়া সংস্থাপন করিতে হইবে। ও, ঞ, ণ এই তিনবর্ণ নামের আদিতে আর সত্ত্ব হয় না, এই জন্য এই বর্ণত্রয় পরি-
ভ্যক্ত হইল। বদি এই তিন কহার নামের আদিতে থাকে, তাহা হইলে গ, ঙ, ঙ এই তিন অক্ষর গ্রহণ করিবে। বদি কহারও নামের আদিতে সংযুক্তবর্ণ থাকে, তাহা হইলে অসংযুক্তবর্ণের আদিতে যে অক্ষর থাকিবে, সেই বর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে। এই পঞ্চস্বরের প্রথম অক্ষর নিচে আ, কা, ছা, ডা, ধা, ভা, বা এই ৭টি বর্ণ, দ্বিতীয় অক্ষর নিয়ে ই, ঞি, ঞি, চি, নি, মি, শি, তৃতীয় অক্ষর নিয়ে উ, ঙ, ঙ, ঙ, পু, ধ, ঙ, চতুর্থ অক্ষর নিয়ে এ, থে, টে, থে, কে, রে, সে, পঞ্চম অক্ষর নিয়ে ও, চো, চো, দো, বো, লো, হো, বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে ৫ প্রকার স্বর নির্ণীত হয়। দ্বার নামের আদি অক্ষর যেখানে পড়ে, সেই স্থানের স্বর গ্রহণ করিয়া গণনা করিতে হয়। এই পঞ্চস্বরের ৫টি নাম যথা—প্রথম স্বরের নাম উদিত, দ্বিতীয় স্বরের নাম জমিত, তৃতীয় জাত, চতুর্থ সন্ধ্যা ও পঞ্চম স্বরের নাম অস্ত। ইহার আরও ৫টি নামান্তর আছে। জন্ম, কর্ম, আধান, পিতৃ ও ছিত্র। এই পঞ্চস্বরের মধ্যে অকার স্বরের নিয়ে মেঘ, সিংহ ও বৃশ্চিক, ইকার স্বরের নিয়ে কক্ক, মিথুন ও কর্কট, উকার স্বরের নিয়ে ধনু ও মীন, একার স্বরের নিয়ে মকর ও কুম্ভরাশি স্থাপন করিতে হইবে। এই-
রূপে রাশিনির্ণয় করা যাইবে। রাশিনির্ণয় করিয়া স্বরের নিয়ে রাশি ও রাশির নিয়ে তাহাদের অধিপতি গ্রহসকল সংস্থাপন করিবে। যে রাশির অধিপতি যে গ্রহ সেই রাশির স্বরকে সেই গ্রহের স্বর বলা যায়। অ স্বরে রবি ও মঙ্গল, ইকারে চন্দ্র ও বুধ, উতে বৃহস্পতি, এ স্বরে শুক্র, ও স্বরে শনি, এইরূপে গ্রহসন্নিবেশ হইবে।

এই পঞ্চস্বরের আরও ৫টি নাম আছে যথা—প্রথম বাল, এইরূপে যথাক্রমে কুমার, যুবা, বৃদ্ধ ও মৃত। ইহাদের অব-
স্থানসারে গুণভাণ্ড কল নিশ্চয় করা যায়।

উক্ত উদিতাদি পঞ্চস্বরের বালাদি পঞ্চ অবস্থা জানিয়া নামের আদি অক্ষর অনুসারে স্বরনিশ্চিত করিয়া কল নিরূপ-
করিতে হয়। যে স্বরে দ্বার নামের আদি অক্ষর, সেই স্বরে যে স্বর থাকিবে, তাহাই সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে উদিত স্বর বলিয়া
হিস করিতে হইবে। এক এক স্বরের নিয়ে ২ মাস ১২ দিন
করিয়া রাখিয়া দিলে এইরূপে পঞ্চস্বরের নিয়ে স্থাপিত মাণা-
দিতে এক বৎসর পূর্ণ হইবে।

কার্তিকের শেষ ৯ দিন চইতে আরম্ভ করিয়া মাস স্থাপন
করিতে হইবে। অ-স্বরে কার্তিকের শেষ ৯ দিন, অগ্রহায়ণ,
পৌষ ও মাঘ মাসের তিন দিন। ই-স্বরে মঘের ২৭ দিন,

কান্তন ও চৈত্রের ১৫ দিন, উ-স্বরে চৈত্রের ১৫ দিন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের ২৭ দিন। এ-স্বরে জ্যৈষ্ঠের তিন দিন, আশ্বিন, শ্রাবণ ও ভাদ্রের ৯ দিন। ও-স্বরে ভাদ্রের ২১ দিন, আশ্বিন ও কার্তিকের ২১ দিন, এইরূপে প্রতি স্বরে ৭২ দিন করিয়া পঞ্চস্বরে সমস্ত বর্ষ পূর্ণ হইবে। তিথি যোগ করিতে হইলে অ-স্বরে নন্দা, ই-স্বরে ভদ্রা, উ-স্বরে জয়া, এ-স্বরে রিক্তা এবং ও-স্বরে পূর্ণা তিথি হইবে। প্রত্যেক স্বরের তিথির অঙ্ক পৃথক পৃথক যোগ করিলে অ-স্বরে ৮১, ই-স্বরে ৮৭, ও-স্বরে ৯৩, এ-স্বরে ৯৯, ও-স্বরে ১০৫ অঙ্ক হইবে। এই সকল অঙ্কই স্বরাক, এই সকল দ্বারা মৃত্যুবৎসর প্রথমে নির্ণয় করিয়া পরে বার তিথি মাস প্রকৃতির বিষয় স্থির করিতে হইবে; এই পঞ্চস্বরের মধ্যে সপ্তশুদ্ধ গণনামুসারে আয়ুবৎসর স্থির করিয়া লইতে হইবে।

বরসের অঙ্ক, স্বরাক ও রাশির অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্টাঙ্ক দ্বারা নন্দাদি তিথি নির্ণীত হইবে, অর্থাৎ ১ অবশিষ্ট থাকিলে নন্দা ইত্যাদি। বরস, রাশি, স্বরাক একত্র যোগ করিয়া ৬ দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্টাঙ্ক দ্বারা নন্দাদি তিথির মধ্যে কোন্ তিথিতে মৃত্যু হইবে, তাহা নির্ণীত হইবে। বরসের, রাশির ও স্বরের অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৭ দ্বারা ভাগ দিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকিলে, সেই অঙ্ক দ্বারা বার জানা যাইবে। যদি গণিত তিথিতে বারের মিলন না হয়, তবে তিথি কিংবা বারে ১ যোগ বা বিয়োগ করিলে যাহাতে তিথি বার মিলিত হয়, এইরূপ করিয়া লইবে। অষ্টমী তিথিতে এক যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে না। পঞ্চস্বর-মতে এইরূপে গণনাদি করিতে হয়। পঞ্চস্বরের সপ্তশুদ্ধ হইলে সেই বৎসর মৃত্যু হইয়া থাকে। [সপ্তশুদ্ধ উটব্য।]

পঞ্চস্বরোদয় (পুং) পঞ্চানাম স্বরাণামুদয়ো যজ্ঞ। জ্যোতিষতত্ত্ব।

“কালং বক্ষ্যামি সংসিদ্ধৌ ক্ষত্র পঞ্চস্বরোদয়াৎ।

রাধা মালা উদাসা চ পীড়ামৃত্যুতথৈব চ ॥” (গরুড়পুরাণ)

গরুড়পুরাণে এই পঞ্চস্বরোদয়ের বিষয় লিখিত আছে, ৫টা স্বর কাটরা ঐ স্বরে ৫টা বর্ণ বিভাজন করিয়া গণনা করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম পঞ্চস্বরোদয় হইয়াছে।

পাঁচটা স্বরে আ, ই, উ, এ, ঐ এই ৫টা স্বর লিখিতে হয়।

(ইহার বিশেষ বিবরণ গরুড়পুরাণ দ্রষ্টব্য।)

পঞ্চশ্বেদ, পোষ্ট্রশ্বেদ, বাসুকশ্বেদ, বাশশ্বেদ, ঘটশ্বেদ ও আলাশ্বেদ।

পঞ্চহস্ত (স্ত্রী) কান্দীরহৃদ্বানভেন।

“পঞ্চহস্তপ্রদশক্রে মঠে মৃত্যুতকর্তব্যঃ।” (রাঘবতরং ৫:২৪)

পঞ্চহিকা, অন্নকা, যমলা, জুয়া, গভীরা ও মহাহিকা প্রকৃতি।

পঞ্চছোদ্র (পুং) বৈবস্বতমহর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭ অঃ)

পঞ্চমস্তীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (কল্পপুং)

পঞ্চমস্তীর্থ, বাস্তব, পিত্ত, কক, ত্রিদোষ ও কৃমি। যোগ হইলে তাহাকে পঞ্চমস্তীর্থ বলা যায়।

পঞ্চাংশ (পুং) পঞ্চ চ তে অংশাশ্চেতি বৃদ্ধৌ সংখ্যাবচনত পুরণার্থব-
বীকারেণ পঞ্চশব্দঃ পঞ্চমার্থে কর্মবা°। ত্রিশলশাব্দক রাশির
পঞ্চম অংশ। নীলকণ্ঠোক্ততালিকে লিখিত আছে, রাশির
কলাকল জানিতে হইলে কোন্ রাশির অধিপতি কোন্ গ্রহ
তাহা জানা আবশ্যক। ক্ষেত্র, হোরা, জ্যোতিষ, চতুর্থাংশ, পঞ্চমাংশ
প্রভৃতিতে কোন্ অংশের অধিপতি কোন্ গ্রহ তাহা জানা
বিধেয়। এই স্থলে পঞ্চমাংশচক্র দিলাম, ইহাতে কোন্
কোন্ অংশের অধিপতি কোন্ গ্রহ, তাহা সহজেই জানা যাইবে।

	০	১২	২৪	৩৬	৪৮
রাশি	০	১২	২৪	৩৬	৪৮
কলা	১২	২৪	৩৬	৪৮	৬০
সকর	০	১২	২৪	৩৬	৪৮
বহু	১২	২৪	৩৬	৪৮	৬০
বিহা	০	১২	২৪	৩৬	৪৮
তুলা	১২	২৪	৩৬	৪৮	৬০
কনা	০	১২	২৪	৩৬	৪৮
সিংহ	১২	২৪	৩৬	৪৮	৬০
কর্কট	০	১২	২৪	৩৬	৪৮
মিথুন	১২	২৪	৩৬	৪৮	৬০
বৃষ	০	১২	২৪	৩৬	৪৮
মেঘ	১২	২৪	৩৬	৪৮	৬০
	১ পঞ্চমাংশ	২ পঞ্চমাংশ	৩ পঞ্চমাংশ	৪ পঞ্চমাংশ	৫ পঞ্চমাংশ

পঞ্চাঙ্গুরি (জি) পঞ্চ অক্ষরাণি কল্প । ১ নবভেদ । ২ প্রতিষ্ঠাখ্য
ছন্দোভেদ । “গুরু পঞ্চাঙ্গুরেণ ।” (তত্ত্ব বজ্জ ৯৩২)

‘পঞ্চাঙ্গুরেণ ছন্দা ।’ (বেদদীপ)

৩ প্রণব, ইহাতে পাঁচটা অক্ষর আছে বলিয়া ইহাকে
পঞ্চাঙ্গুর কহে । ৪ ‘নমঃ শিবায়’ এই পাঁচটা অক্ষরযুক্ত মন্ত্র ।
লিঙ্গপুরাণে ৮৫ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে ।

পঞ্চাধ্যায়ী (স্ত্রী) পঞ্চাধ্যায়িকাব্যুক্ত গ্রন্থ, পঞ্চতন্ত্র ।

পঞ্চাগন্তুহৃদি, বীতংসভ, দৌহদক, অশাস্তক, কুমিল ও
অঙ্গীর্ণজ হৃদিভেদ ।

পঞ্চাঙ্গি (স্ত্রী) পঞ্চানাম অমীনাম সমাহারঃ । ১ পঞ্চ অঙ্গির সমা-
হার, চতুর্দিকে প্রজলিত চারি অগ্নি ও মধ্যে সূর্য্যায়ি, পঞ্চতপ ।
(পুং) পঞ্চ চ তে অগ্নয়শ্চেতি সংজ্ঞাত্বাৎ কৰ্ম্মধারয়ঃ । ২ পাঁচ-
প্রকার অগ্নি যথা—অবাহাৰ্য্যপচন, গার্হপত্য, সভ্য, আহবনীয় ও
আবসগা ।

‘পবনঃ পাবনশ্চেতা যন্ত পঞ্চাঙ্গয়ো গৃহে ।’ (হারীত)

৩ এই সকল অগ্নিচারি বিহিত কার্য্যকারক তপশ্ভেদ ।

‘কৰ্ম্মনিষ্ঠাত্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাঙ্গিভ্যঃ চচারিণঃ ।’ (বাজবল্যাসং)

‘ত্রেতা অগ্নয়ন্ত যন্ত সন্তি স পঞ্চাঙ্গিঃ, পঞ্চাঙ্গিবিদ্যা বা ।’ (মিতা)

যে সকল সাঙ্গিক ব্রাহ্মণের অর্থাৎ যাহাদের ত্রেতা অগ্নি
আছে, তাহাদিগকে পঞ্চাঙ্গি কহে । দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহ-
বনীয় এই অগ্নিভয়কে ত্রেতাঙ্গি কহে ।

‘উদরে গার্হপত্যাগ্নিমধ্যদেশে তু দক্ষিণঃ ।

আন্ত্রে আহবনোহগ্নিস্ত সভ্যঃ পৰ্ব্বা চ নৃদ্ধনি ॥

যঃ পঞ্চাঙ্গীনিমান্ বেদ আহিতাঙ্গিঃ স উচ্যতে ॥’ (গুরুত্বপুং)

উদরে যে অগ্নি তাহার নাম গার্হপত্য, মধ্যদেশে অগ্নির
নাম দক্ষিণ, মুখে আহবনীয় অগ্নি, মন্তকে সভ্য ও পৰ্ব্বা এই
পঞ্চাঙ্গি । মহতে লিখিত আছে, যাহার গৃহে পঞ্চ অগ্নি আছে,
তাহাকে পঞ্চাঙ্গি কহে ।

‘ত্রিগাটিকেতঃ পঞ্চাঙ্গিস্ত্রিগুণঃ যড়জবিৎ ।’ (মজ্জ ৩১৮৫)

ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে স্বর্গ, পর্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ ও
যোবাস্বক অমিতুল্য আহুতির আধার পদার্থ ।

‘পঞ্চাঙ্গয়ো যে চ ত্রিগাটিকেতাঃ ।’ (প্রতি)

চারিদিকে এবং উর্দ্বদিকে স্থিত পঞ্চভেদবী । পঞ্চাঙ্গি বিদ্যাধ্যায়ী ।

৪ আয়ুর্বেদে মতে চিত্রক, অপামার্গ, ভল্লাতক, গন্ধক ও অর্ক
এই পঞ্চদ্রব্য শরীর হইলে অগ্নির জ্ঞান কার্য্য করে, ইহার
দাহক, গাঢ়ক ও অমৃদীপক ।

পঞ্চাঙ্গ (স্ত্রী) পঞ্চানাম অঙ্গানাম একবাক্তত্বপূর্ণপুঙ্খ-
কলানাম সমাহারঃ । ১ এক বৃক্ষের বক, পত্র, পুষ্প, মূল ও
ফল । (রাজনিং)

২ পুরন্দরগণিশেষ । জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও বিপ্র-
ভোজন, এই পঞ্চাঙ্গোপাসনা ।

‘জপহোমৌ তর্পণকাতিবেকৌ বিপ্রভোজনম্ ।

পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরন্দরগণিযাতে ॥’ (তত্ত্বসার)

৩ বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণীয়ক পঞ্জিকা । এই
পঞ্চাঙ্গফল গুনিলে গজ্ঞানেনর কল লাভ হয় । [পঞ্জিকা দেখ ।]

‘তিথিবারন্ত নক্ষত্রাং যোগঃ করণমেব চ ।

পঞ্চাঙ্গস্ত কলং প্রভা গজ্ঞানফলং লভেৎ ॥’ (জ্যোতিষ)

(পুং) পঞ্চ অঙ্গানি যন্ত । ৪ কন্ঠ, কঙ্কণ । ৫ অধ-
বিশেষ । পর্যায়—পঞ্চতন্ত্র, পুস্তিতত্ত্বরত্নম । (শব্দরং)

৬ প্রণামবিশেষ ।

‘বাহভ্যাং চৈব জাহভ্যাং শিরসা বচনা নৃণা ।

পঞ্চাঙ্গোহয়ং প্রণামঃ ত্রাং পূজাত্ত্ব এবমাবিমৌ ॥’ (তত্ত্বসার)

বাহ, জাহ, মন্তক, বাক্য ও নৃটি এই পঞ্চাঙ্গদ্বারা প্রণাম
করিলে তাহাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কহে । ৭ রাজনীতি, রাজা-
দিগের পঞ্চসিদ্ধি ।

‘সহায়ঃ সাধনোপায়ঃ বিভাগো দেশকালয়োঃ ।

বিনিশাভঃ প্রতীকারঃ সিদ্ধিঃ পঞ্চাঙ্গ ইযাতে ॥’ (কামলক)

সহায়, সাধন, উপায়, দেশ ও কালের বিভাগ ও বিপদ
প্রতীকার এই ষ্টটিকে পঞ্চাঙ্গ কহে । ইহাই পঞ্চাঙ্গসিদ্ধি ।

৮ আগমাদিপঞ্চকবৃক্কভোগ ।

‘সাগমৌ দীর্ঘকালন্ত নিশ্চিত্রোহিহস্তরবোজ্জিতাঃ ।

প্রত্যাধিসমিধানক পঞ্চাঙ্গো ভোগ ইযাতে ॥’ (কাত্যায়ন)

আগম, দীর্ঘকাল, নিশ্চিত্র, অস্তরবোজ্জিত ও প্রত্যাধি-
সমিধান এই ৫ প্রকার ভোগ ।

পঞ্চাঙ্গপুস্ত (পুং) পঞ্চসংখ্যকানি অঙ্গানি গুণানি যন্ত । কঙ্কণ ।

পঞ্চাঙ্গপত্র (জি) পঞ্জিকা । [পঞ্চাঙ্গ দেখ ।]

পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি (স্ত্রী) পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধিঃ । পঞ্চাঙ্গবিষয়ক শুদ্ধি,
তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই পঞ্চাঙ্গবিষয়ক শুদ্ধি,
দোষরহিত বিহিত তিথি প্রকৃতি ।

‘পঞ্চাঙ্গশুদ্ধিবিষয়ে সোদয়ে শশিতারয়োঃ ।

গুরুভ্যোদয়ে শুদ্ধে লগ্নে দ্বাদশোপাধিতে ।

চত্বস্তারাহুত্বল্যে চ শততে সর্ব্বকর্ম্মণি ॥’ (জ্যোতিষ)

পঞ্চাঙ্গাবিপ্রহীণ, বুদ্ধদেবের উপাধিভেদ ।

(দিব্যাবদান ২৫১৭)

পঞ্চাঙ্গিকপঞ্চগণ (পুং) পাঁচপ্রকার পঞ্চমূল, স্বর, বহৎ, তৃণ,
বরী ও কণ্টক এই ৫ প্রকার পঞ্চমূল । [পঞ্চমূল দেখ ।]

পঞ্চাঙ্গী (স্ত্রী) করিদিগের কটিবন্ধনদাম । (হেমচ)

পঞ্চাঙ্গুরি (জি) ১ পঞ্চাঙ্গুরীবিধি । ২ হস্ত । ‘বস্ত্র আত্মং

পঞ্চান্নিঃ" (অবর্ণ) ৪।৮৪ 'পঞ্চান্নিঃ পঞ্চ অল্পরসঃ অল্পরসো বস্তুম্, এবংভূতো বো হন্তঃ।' (ভাষ্য)

পঞ্চান্নল (পুং) পঞ্চ অল্পল ইব পঞ্চানি বস্তু। এরও বৃদ্ধ।
যেত এরও (রাজনি) (স্ত্রী) ২ তেজপত্র। (বৈদ্যকনিধং)
(ত্রি) ৩ পঞ্চান্নলপরিমাণযুক্ত।

পঞ্চান্নলি (ত্রি) পঞ্চ অল্পলিযুক্ত, বাহার ৫টা অল্পলি আছে।
পঞ্চান্নলী (স্ত্রী) তজ্জাহ্বানুপ। (রাজনি ব° ৪)
পঞ্চান্ন (স্ত্রী) অজার পুরীবাণিপঞ্চক।, অজার মূত্র, বিষ্ঠা, দধি, হৃৎ ও গুত।

পঞ্চাঙ্গন, রসায়ন, প্রোতোঙ্গন, সৌবীরঙ্গন, বর্ষণ ও গীস এই পঞ্চ ভাব্যারা প্রস্তুত অঙ্গন হয়।

পঞ্চাতপ (ত্রি) পঞ্চতিরহিস্থ্যেরাতপ্যতে ইতি আঙ তপ-অহ্।
ভপতাপ্রাণেব। এই পঞ্চাতপযোগে যোগীর আসনের এক হাত
অন্তরে চারিদিকে অগ্নি এবং মধ্যে স্থা ধাকিবে। এই
তপত্তা অতি হুঃসাধ্য। পঞ্চাতপ শব্দ ত্রীলিঙ্গে টাপ্ করিলে
পঞ্চাতপা হয়।

"চর্যা পঞ্চাতপা চিত্তা শান্তবী শান্তবো জগঃ।

যজ্ঞৈর্দৈর্ঘ্যকতিঃ শুকৈশ্চতুর্দিকু চতুষ্কৃতম্॥

বল্লিসংস্থাপনং গ্রীয়ে তীত্রাণ্ডন্তত্র পঞ্চমঃ

হস্তান্তরে চতুর্দিকু কৃষা বৈবধানরেটিন।

তদ্ব্যধায়া স্থাযিধং বীক্ষতী বহলাংতকা ॥" (কালিকাপুঃ ৪২)

পঞ্চাত্মক (পুং) পঞ্চ আকাশাদয় আয়া ব্রহ্মপং বা বস্তু।
আকাশাদি পঞ্চভূতব্রহ্মপং। যে সকল বস্তু পঞ্চভূতোৎপন্ন, তাহা
সকলই পঞ্চাত্মক। "পঞ্চাত্মকং মেহমিদং" মার্ক° ১৫ অঃ।

পঞ্চাত্মন (পুং) পরীরহিত পঞ্চবায়ু, প্রাণ, অপান, সমান,
উদান ও বায়। প্রাণই আত্মা বলিয়া ক্রটি প্রভৃতিতে উক্ত
হইয়াছে, প্রাণ পঞ্চাৎ এই জন্ত পঞ্চাত্মন শব্দে পঞ্চপ্রাণ বুঝায়।

পঞ্চান, বাঙ্গার অন্তর্গত বেহার বিভাগের রাজগৃহ পর্বত-
নালায় দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত একটা নদী। এখন এই নদী
প্রায় শুক হইয়াছে। বর্ষাকালে পর্বতযোত জলরাশি ইহার
ধাত মধ্যে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার জলের বৃদ্ধি করে।

পঞ্চানন (পুং) পঞ্চ আননানি বস্তু। ১ শিব। পঞ্চঃ বিবৃতঃ
আননং বস্তু। ২ সিংহ। অকুপ্ত। (শব্দর°) ৪ জ্যোতিষোক্ত
সিংহরাশি।

"পঞ্চাননগতে তানৌ পঞ্চরোকত্তরোরপি।

চতুর্থাহুদিতস্ত্রো নেকিতব্যঃ কদাচন ॥" (তিথিতত্ত্ব)

৫ রজাকবিশেষ, এই রজাক ধারণ করিলে অতিশয়
মজল হয়।

পঞ্চাননগড়িকা, ঔষধ তেল। শুদ্ধ পারদ ৪ তোলা, শুদ্ধগন্ধক

৪ তোলা, এই উভয়ে কঙ্কালী তদ্বারা ১ পল পরিমিত তাম্র
পাত্রের চতুর্দিকে লিখ্ত করিবে, পরে ঐ তাম্রপাত্র সুবাবদ্ধ ও
পঞ্চলবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এই-
রূপে তাম্রভ্রম হইলে সেই তাম্রচূর্ণ ১ পল, পারদ, গন্ধক, পুট-
দ্রব্য লৌহ, যমানী, অত্র, শতপুষ্পা, ত্রিকটু, ত্রিকলা, তেউড়ীমূল,
চই, দন্তীমূল, শিথরী (অপাঙ্গমূল), জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক
১ পল, ঘেঁহুফলের মূল, মান, গ্রহিক (পিঙ্গলীমূল), চিত্রক
(চিত্তে) কুলিণ (হাড়কোড়ার মূল) প্রত্যেক অর্দ্ধ পল।
এই সমস্ত দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণ বটা
করিবে। ইহাতে অরপিত প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। পথ্য
হৃৎ ও মাংসের কোল প্রভৃতি বীর্ঘ্যকর ও গুরুদ্রব্য হিতকর।

পঞ্চাননমুত, ঔষধ তেল। সূত বা তৈল ৪ সের, কাণাধ শালিক
২ পল, পুনর্গবা ২ পল, ইন্দ্রহর (নিসিন্দা পত্র) ২ পল,
কাকনকল ১ পল, কুঁচপত্র ১ পল পাকার্ক জল ৪ সের, শেষ
১ সের। পাক সিদ্ধ হইলে হরিতকী, চিতামূল, যবক্ষার,
শৈব, শুট উত্তমরূপে বস্ত্রে ছাকিয়া প্রত্যেক দুই তোলা
প্রক্ষেপ দিবে। সূত ভক্ষণে এবং তৈল মর্দনে প্রয়োজ্য।
সূতের ১ মাত্রা। ইহা স্ত্রীপদ প্রভৃতি পীড়ার শান্তিকারক
লঘু আহায়। স্নেহায় গোমূত্র ও বাত ও পিত্তের আয়িকো
হৃৎ সেবনীয়। (তৈবজ্ঞারস°)

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, দেশীয় রাজশেখরকোষ নামে একখানি
অভিধানগ্রন্থপ্রণেতা।

পঞ্চাননরস, রসৌষধতেল। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারায়,
তুতে, গন্ধক, অরপাল, পিপুল, সোদালমজ্জা সমভাগে পিষিয়া
সিদ্ধহৃৎ মর্দন করিবে। আমলকীর রস অল্পপান। ইহা সেবনে
জ্বররোগ বিনষ্ট হয়। (রসেন্দ্র° জ্বরোগ°)

অন্তবিধ—বিষ ৪ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, হিন্দুল এক ভাগ,
গন্ধক তিন ভাগ, তাম্র ১২ ভাগ, আকন্দের আটার থলে করিয়া
১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান অবস্থা
বৃদ্ধি দিতে হয়। (রসেন্দ্র° জ্বরোগ°)

অন্তবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারায়, হরিতাল, তুতে, সোহাগা,
বাসক ও গন্ধক সমভাগ করলার রসে এক দিন মর্দন করিয়া
তাম্রপাত্রের মধ্যে ঢাকা দিয়া তাহার উপর বালি দিয়া পাক
করিবে, পরে পাক শেষ হইলে তুলসীপাতার রসে তিন
প্রহর মর্দন করিয়া তিন রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে
হইবে। অল্পপান তুলসীরস ও মরিচ। ইহা সেবনে বিষম
জ্বিরোগ ও দাহবৃত্ত সকলপ্রকার জ্বর ভাল হয়। বাতপিত্ত
জ্বরে অল্পপান পিপুলচূর্ণ ও মধু। পথ্য চিনির সহিত হৃৎ,
ভাত ও দুগের দু। (রসেন্দ্র° জ্বরোগ°)

অন্তবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা ও গন্ধক আমলকীর রসে মর্দন করিয়া ত্রাণা, বটীমধু, খেজুর, ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক একদিন ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অহুপান আমলকীচূর্ণ ও চিনি। ইহা সেবনে ক্ষত্রোগের শান্তি হয়। (রসেন্দ্রশা* শুদ্ধি*)

পঞ্চাননরসলৌহ, ঔষধতর। কারিত ও পুটিত লৌহ ৫ পল, শুগুণ্ড ৫ পল, অত্র ২৪০ পল, পারদ ২৪০ পল, গন্ধক ২৪০ পল, কাপাৰ ত্রিকলা প্রত্যেক ৫ পল, জল ৩০ সের; শেষ ৩ সের ৬ পল। এই কাথে লৌহ অত্র শুগুণ্ড পাক করিবে। স্রুত ৩২ পল, শতবুলীর রস ৩২ পল ও হৃৎ ৩২ পল। লৌহ বা মধুর পাণ্ডে লৌহদলী দ্বারা আন্তে আন্তে অরিসহযোগে পাক করিবে। আসন্নপাকে বিড়ল, শুঠ, ধনিয়া ও গুলকরস, জীরা, পঞ্চকোল, ভেড়ী, দধীমূল, ত্রিকলা, এলাইচ, ও সুতা, ইহাদের প্রত্যেকটা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধপল মাত্র নিক্ষেপ করিবে। পরে রস ও গন্ধক কঙ্কালী করিয়া ঐষহৃৎ থাকিতে মিশাইয়া লওয়া কর্তব্য। পরে ঔষধ নামাইয়া ঠাণ্ডা পাণ্ডে রাখিবে। স্রুত ও মধুর সহিত মাড়িয়া গুলক, শুঠ ও এরণ্ডমূলের কাণের সহিত সেবা। ঔষধ সেবন করিবার পূর্বে বিরোচকাদি দ্বারা দেহ শোধন করা কর্তব্য। ইহাতে আমবাত, সন্ধিবাত, কটীশূল, কৃকিশূল প্রভৃতি উৎকট রোগসকল বিদূরিত হয়।

পঞ্চাননবটী (জী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রসসিন্দূর অত্র, লৌহ, তাম্র ও গন্ধক প্রত্যেক একতোলা, তেলা ৫ তোলা, গুলের রস ৮ তোলায় একদিন মর্দন করিয়া এক মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অহুপান স্রুত। ইহা সেবনে সকল প্রকার অর্শ ও কুষ্ঠরোগ নাশ হয়। এই ঔষধ অর্য পঞ্চর-কথিত। (রসেন্দ্রশা* অর্শচি*)

অন্তবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, তাম্র, অত্র, শুগুণ্ড, জয়পালবীজ, সমভাগে স্রুতসহ মর্দন করিয়া কুলের আটির মত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে শোথ ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়। (রসেন্দ্রশা* পাণ্ডুচি*)

পঞ্চানন্দ, হিন্দুর উপাস্য গ্রাম্যদেবতাত্ত্বিক। বাঙ্গালা ও মহিষের প্রদেশে বাইতি, কৈবর্ত, জালিয়া, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির মধ্যেই এই দেবতার উপাসনা অধিক প্রচলিত। অনেক স্থানে উক্ত শ্রেণীর হিন্দু মহিলাগণ বানস করিয়া এই দেবের পূজা দিয়া থাকে। ইনি বাবাঠাকুর, মনোহর ঠাকুর, পঞ্চানন প্রভৃতি নানা নামে নানা স্থানে অভিহিত হন। তরুতলে, মাঠে বা সরোবর তটে এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। কোথাও মূর্তি গড়িয়া, কোথাও বা বট পাতিয়া পূজা হয়।

কোন প্রাচীন হিব্রুশাস্ত্রে এই পঞ্চানন্দের উপাসনার কথা লিখিত নাই। মহিষের লোকেরা ইহাকে শিব বলিয়াই মনে করেন, এবং ইহার মাহাত্ম্য-বোধ্যার্থে অত্র পঞ্চানন্দ-মাহাত্ম্য নামে একখানি অপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের দোহাই দিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশে কেহ এরূপ মনে করেন না। নেপালের বৌদ্ধেরা ক্ষেত্রপালের পূজা করে, সেই ক্ষেত্রপালের সহিত পঞ্চানন্দের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু নির শ্রেণীর হিব্রুগণের মধ্যে যে পঞ্চানন্দের আগরণ বা পালা গান হয়, তাহাতে ক্ষেত্রপাল ও পঞ্চানন্দ দুই স্বতন্ত্র বলিয়াই ধরা হয়। পঞ্চানন্দ তৈরব, ক্ষেত্রপাল তাঁহার পাত। কোন পুরাবিদদের মতে নেপালের মত পূর্বকালে এই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ দেবতা ক্ষেত্রপাল পঞ্চানন্দ নামেই পূজিত হইতেন, পরে বঙ্গদেশ হইতে যখন উটীয়া বৌদ্ধধর্ম যায়, তখন নির শ্রেণীর হিব্রুগণের নিকট পঞ্চানন্দ ও ক্ষেত্রপাল দুইটা ভিন্ন নামে পূজিত হইতে থাকে। আধুনিককালে পঞ্চানন্দের দেবকেলা তাঁহাকে শিবের স্থানে বসাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

পঞ্চানন্দের মাহাত্ম্যপ্রকাশক অনেক পালা গীত হইয়া থাকে। কিন্তু নির শ্রেণীর গায়কেরা সেই সকল হস্তান্তর করিতে চায় না। এই সকল পালা-রচয়িতার মধ্যে মনোহর বাস প্রধান। ইহার পূর্বে আর কেহ পঞ্চানন্দের গান প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ! কারণ মনোহর নিজগ্রন্থের “নূতন মঙ্গল” এই নাম দিয়াছেন। যথা—

“বপনে কছেন প্রভু নারীর শিরে।

নূতন মঙ্গল গান ব্যাস মনোহরে।”

এ ছাড়া তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—

“বিষ্ণুপদজ্ঞান-রাতি, গোদাগ্রাসে অবস্থিতি,

বপনে তৈরবে হৈল বর।

কাল বাবহার মতে, রচিএ আপন চিত্তে,

ভাবার রটিল মনোহরে।”

উপরোক্ত প্রমাণ হইতে কতকটা বোধ হয় যে দেশ কাল বৃদ্ধিরা গঙ্গাপুত্র বা চণ্ডাল জাতীর মনোহর (২) এই নূতন মঙ্গল প্রকাশ করেন।

মনোহর পঞ্চানন্দের এইরূপ মূর্তি বর্ণনা করিয়াছেন—

“প্রভুর অঙ্গের ছবি, দিন গুণে বেন রবি,

নিয়ন্তর লোচন পাঁকাল।

(১) “রটিল পরায়ছে ব্যাস মনোহরে।

সারস্বতীর পূর্ব গোদা গ্রামে বর।”

* বিষ্ণুপদজ্ঞান—গঙ্গাপুত্র, ভোম বা চণ্ডাল।

(২) কেহ কেহ এই মনোহর ব্যাপকে বাইতি বা কৈবর্ত জাতীর বলিয়া মনে করে।

নিরন্তে পিঙ্গল জটা, ললাটে রক্তের কোঁটা,
 শ্রবণেতে শব্দের কুণ্ডল ॥
 অবসারে পাত নাঙ্গা, ব্রজনাথ যেন ভাবা,
 কথিরে মণ্ডিত রত্ন জিতা ।
 বিধম করাল মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
 শোণিত পানেতে হয় লোভা ॥
 গলে নর মুণ্ডমাল, পরিধান দিগ্‌ছাল,
 পঞ্চমুখে পঞ্চরূপ ধরে ।
 জদরে রক্তের ধার, বিভূতি ভূষণ গার,
 দণ্ডক মূল্যের অখো করে ॥
 নাভিসরোবর চাক্র করি শুভ্র জিনি উরু,
 পদযুগ যেন কোঁকনদ ।
 বিহনে পবিত্র কার অতি বড় শোভা হয়
 দরশনে পলায় আপদ ॥
 শোভিত হয়েছ ভাল লোচন কদ্রাক্ষমাল
 বেষ্টিত আছয়ে মণিবন্ধে ।
 চরণ যুগল মাঝে, কনক নুপুর সাজে,
 বাজিলে মনের যায় সন্দেহ ॥
 অপমালা মহাশয় আসন চণ্ডালডঙ্ক,
 সমাজে তৈরব ভয়ঙ্কর ।
 কথিরে গর্পণ হাতে অশ্রু ফুকের সাথে,
 দেখিয়ে বমের লাগে ডর ॥
 ইচ্ছামত করি তল তেবাস্তর মহাশয়
 সজে রহে মুক্তক সনক ।
 বাম করে বেধা যায়, প্রণাম নাহিক হয়,
 তারে হন অলস পাবক ॥
 শনি মঙ্গলবারে, দানব ধামালি করে,
 ভ্রমণ করয়ে তারা বহু ।
 এই দেব পঞ্চাননে, যেই জন নাহি মানে,
 ছলনে বধেন তার শিশু ॥
 নিরন্তর ব্যাধিগণে, দেখি ফিরে লোকজনে,
 যেবা নাহি মানে পঞ্চাননে ।
 তারে ঘর নানা মতে ভোগ দেয় কোন মতে,
 ছেড়ে দেয় ফিরে যদি মনে ॥
 সজে পাত্র ক্ষেত্রপাল, গান করে পঞ্চতাল,
 শঙ্খিনী সঙ্গিনী করে নাট ।
 ঠিক চুপুয়ের বেলা, হয়ে সজে একমেলা,
 দানবের হয় যেন হাট ॥ ইত্যাদি ।
 মনোহর লিখিয়াছেন, বৈদ্যনাথ ও কামারহাটী এই দুই

গ্রামের আশানেই পঞ্চানন্দের বাস ।° এখন নানা দ্রব্য দিয়া
 লোকে পঞ্চানন্দের পূজা দেয় বটে, কিন্তু মনোহর বলেন,—

“যুগ দীপ পঞ্চভাঙ্গা, মেঘ মহিষ অজা,
 দিলে পূজা করে যত নরে ।

নারীগণ কুতূহলে, হুহিতা নন্দনকোলে
 পূজে শনি মঙ্গল বাসরে ॥”

বাস্তবিক অনেক স্থানে গ্রাম্য মহিলাগণ সন্তানলাভের
 জন্য অথবা সন্তানাদির অমঙ্গল দূর করিবার জন্য পঞ্চানন্দের
 কাছে মানত করে এবং ইষ্টসিদ্ধি হইলে বোড়শোপচারে পূজা
 দিয়া থাকে । উক্ত শ্রেণীর হিন্দুর মানসিক পূজা দিবার সময়
 ভাল ব্রাহ্মণই পোরোহিত্য করিয়া থাকেন ।

মনোহর পঞ্চানন্দের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য এইরূপ
 একটা গল্প লিখিয়াছেন—

“হস্তিনাপুরে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন, বহুদিন তাঁহার
 পুত্র সন্তান হয় নাই, সে জন্য রাজা রাণী সর্দারাই হুৎ প্রকাশ
 করিতেন । এই সময়ে পাত্র ক্ষেত্রপাল একদিন পঞ্চাননকে
 বলিল, প্রভো ! আপনার পূজা প্রচারের এক সুবিধা হইয়াছে ।
 সুরথরাজের পুত্র হয় নাই, আপনি তাহাকে গিয়া বর দিন ।
 তাহার পুত্র হইলে আপনার পূজা প্রচারিত হইবে ।” ক্ষেত্র-
 পালের কথা শুনিয়া পঞ্চানন তপস্বীর বেশে রাজ-অমুচরগণের
 চক্ষে ধূলি দিয়া রাজাস্তঃপুরে গিয়া উঠিলেন । রাজা রাণী
 তখন সোণার খাটে শুইরাছিলেন । সন্ন্যাসীকে দেখিয়া রাণী
 লজ্জায় হেটুমুখে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন । সন্ন্যাসী কহিলেন,
 ‘আমি আজ তোমার অতিথি হইলাম । আমার বরে তোমার
 নিশ্চয় পুত্র জন্মিবে ।’ রাণী সন্ন্যাসীর কথায় ভুট্ট হইয়া
 তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । কিন্তু রাজা চট্টয়া বলিলেন, ‘তুমি
 কেমন সন্ন্যাসি ! ঘরে আপেক্ষা না করিয়া অন্তঃপুরের ভিতর
 ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ ?’ রাজার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী একটু
 পাশ কাটাইয়া অন্তর্হিত হইলেন । রাজা অনেক অহুসন্ধান
 করিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না । রাণী
 আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ‘কোন দেবতা আমাদের ছলিতে
 আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা হেলার হারাইলাম । আর আমা-
 দেয় রাজভোগে কাজ নাই । চল, আমরা তীর্থপর্যটন করিয়া
 ভগবানের সেবা করি, তাহা হইলে যদি প্রভু অহুগ্রহ করেন,
 নচেৎ আর এখানে থাকিয়া কল কি ?’ রাজারও মতিগতি
 ফিরিল । উভয়ে তীর্থপর্যটনে গেলেন । পথে পঞ্চানন
 রাজাকে কত ছলনা করিলেন, শেষে রাণীর তত্ত্বিশাশে তিনি

আবহু হইলেন ও স্বপ্নে দেখা দিয়া উত্তরকে রাজধানীতে ফিরিতে আদেশ করিলেন।

হতিনাপুরে আসিয়াই রাণী গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে অতি সুন্দর এক শিশু জন্মিল। রাণী অতি ভক্তির সহিত পঞ্চানন্দের পূজা দিলেন। ক্রমে সেই শিশুর বয়স ৬ বর্ষ হইল। এদিকে রাজা রাণী পঞ্চানন্দকে ডুলিয়া গেলেন। তাহাতে পঞ্চানন্দ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সংহারমুগ্ধি ধারণ করিলেন। ক্ষেত্রপাল তাঁহাকে সন্তান করিয়া বুকাইলেন, 'প্রভো! আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। যে নিজ হস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ করে, তাহার স্বহস্তে সেই বৃক্ষ ছেদন করা উচিত নহে। রাজা ও রাণী যে সন্তান পাইয়াছে, সে সন্তান আপনার। তাহাকে নষ্ট করা কি আপনার উচিত? তবে কামরূপে ডাকিনীরা আছে, তাহাদের একজনকে পাঠাইয়া দিন। সে গিয়া রাজকুমারকে লইয়া আসুক, তাহা হইলে আবার রাজা-রাণীর মতিগতি ফিরিবে।' তখনই একজন ডাকিনী হতিনাপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। সে সময়ে রাজকুমার পথে খেলা করিতেছিল। ডাকিনী তাহাকে ভুলাইয়া তাহার হুই চক্ষু হাতে চাপিয়া তাহাকে এক গাছে চড়াইয়া কামাখ্যার আনিয়া ফেলিল। এদিকে কুমারকে বহুক্ষণ না দেখিয়া রাণী নিতান্ত উতলা হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে লোক গিয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কেহই রাজপুত্রের সন্ধান পাইল না। রাজা ও রাণীর আহ্বাননিদ্রা বন্ধ হইল।

রাণী অতি কাতরভাবে পঞ্চানন্দকে ডাকিতে লাগিলেন। ভকুবংশল পঞ্চানন্দের আসন টলিল। ক্ষেত্রপালের সহিত পরামর্শে স্থির হইল, রাজকুমারকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। ক্ষেত্রপাল রাজকুমারকে আনিতে চলিলেন, কিন্তু ডাকিনীরা কুমারকে ছাড়িতে চাহিল না। তখন ক্ষেত্রপাল পঞ্চানন্দের অনুচর অসংখ্য দানী লইয়া কামাখ্যা আক্রমণ করিল। ডাকিনীরা কুমারকে ছাড়িয়া দিল। রাজরাণী আবার পুত্রসুখ দর্শন করিলেন। এবার মহাসমারোহে পঞ্চানন্দের পূজা হইল। রাজা পঞ্চানন্দের দেউল নির্মাণ করাইলেন ও তাঁহার সাহায্য চারিদিকে প্রচার করিলেন। ইত্যাদি। *

পঞ্চানন্দ (পুং) ভগ্নাত্মের নিকটবর্তী তেজবরুণ গ্রামস্থ শিবলিঙ্গ-ভেদ। পঞ্চানন্দমাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

পঞ্চানন্দরীয়কর্মান, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎনাশ,

কোন বুদ্ধের যতপাত ও বাজকসম্মানের মধ্যে বিধান-সম্মতন প্রকৃতি পঞ্চমহাপাপ। এইরূপ কৃতপাপের দৃষ্টি নাই।

পঞ্চানন্দগান (স্ত্রী) সায়ভেদ।

পঞ্চানন্দগ্রাম, কলিকাতার উপকণ্ঠ ৫৫ বানি গ্রাম, বাহা ১৭৫৭ খুটীকে ইংরাজ বণিকের সহিত বীরজাকরের সন্ধিসর্তে কোম্পানী বাহাদুর বিনা খাজনার প্রাপ্ত হন। ইহাই ইংরাজ-পণের ভিহি পঞ্চানন্দগ্রামের প্রথম ভূমিদারী। ইহার বহাগত যে ভূভাগ মহারাষ্ট্রী-নাগর সীমাবদ্ধ, তাহাই কলিকাতা মহানগর বলিয়া গণ্য। ইহার সীমার অবশিষ্টাংশ (দক্ষিণে টেলিগ্রাফ লাইনার তীরবর্তী 'গবর্মেণ্টের টেলিগ্রাফ ইয়ার্ড' জুক স্থান, দক্ষিণে ও উত্তরে বরাহনগর প্রকৃতির অন্তর্গত) স্থানসমূহ এখন ২৪ পর-গণার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চানন্দপুর (স্ত্রী) শাক্তকর্ণিমূর্তির তপতাত্ত্বের জন্ম ইন্দ্র-প্রেরিত পাঁচজন অশ্বরী, তাঁহার তপতাত্ত্ব করিয়া যে সরো-বরে তাহার অবস্থান করিয়াছিল সেই সরোবর। রামায়ণে শাক্তকর্ণির পরিবর্তে 'মাওকর্ণি' নাম লিখিত আছে। রামচন্দ্র স্বয়ং এই সরোবর দেখিয়াছিলেন। (রামায়ণ ৩।১।১১)

পঞ্চাভিষেক (বৌদ্ধমতে) ৫টা ঐশ্বরিক গুণশালী।

পঞ্চাভিষেক, নেপালবাসী নেবারী বৌদ্ধগণের মধ্যে বাহার 'বাঁড়া' পদে উন্নীত হইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তাহা-দিগকে পূর্ণাপুর কএকটা সংসার পালন করিতে হয়। শুরুকে জানান দ্বিবার পর, তাঁহার মত হইলে গুরুদেব আলীকর্ষী উপহারগ্রহণ করিয়া শিষ্যের হিতার্থে প্রথমে 'কলসীপূজা' ও পরে 'কলসী' অভিষেক করেন। উহাকে 'দুসল' কহে। ঐ দিন নিকটবর্তী বিহার হইতে আরও চারিজন নারক-বাঁড়া আনাইয়া গুরুদেব শিষ্যের মঙ্গলের জন্ম তাহার মতকে শাক্তিজল দেন এবং সকলে মরপাঠ করে, তৃতীয় দিনে 'প্রবজ্যাত্ত' সমাপন হয়। অন্তঃপর 'পঞ্চাভিষেক'। ঐ দিন গুরু এবং চারিজন নারক একত্র হইয়া কলসীস্থ জল শাশ্বৎ করিয়া ঐ ব্যক্তির গাথার উপর ঢালিতে থাকে। ইহার পর নারকেরা তাহাকে উপরে লইয়া বসায় ও গুরুমণ্ডলপূজার পর গুরুদেব তাহাকে 'চীবর' ও 'নিবাস' দান করেন। ঐ সময়ে তাহার পূর্বনামের পরিবর্তন হইয়া নূতন নামকরণ হয়। শিষ্যও পঞ্চান্তরে তাহার এই নূতন 'বাঁড়া' ধর্মগ্রহণের জন্ম সংসারবৈরাগ্য জ্ঞাপন করে এবং ইহজন্মে আর বিষয় সম্পত্তিতে সে কোন অধিকার রাখিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়।

পঞ্চাভিষেক (স্ত্রী) সর্কতোভজমণ্ডলভগ্নত পঞ্চপদ্মাত্মক মণ্ডলভেদ।

* বাইতি, পোম, চোলা প্রভৃতি জাতীয় পঞ্চানন্দের সেবকেরা নবো-হরের উক পালানি পান করিয়া বেড়ায়। মসোয় ঠাকুরের নামে সচরাচর তহবারে পূজা হয়।

“পঞ্চামৃতং প্রোক্তমেতৎ বৃত্তিকবর্জিতং ।

দীক্ষারং দেবপূজারং মণ্ডলানং চতুষ্টয়ং ॥

সর্গতত্ত্বাহারং প্রোক্তং সর্গসমুদ্ভিদং ॥” (তত্ত্বসার)

তুষ্টিতে চতুরস্র মণ্ডল করিয়া তাহাতে ৩৪ কোঠা অঙ্কিত করিবে, এই প্রকারে অঙ্কিত ক্ষেত্রের মধ্যে চারি ধরে চারিটা ও মধ্যে একটি পদ্ম অঙ্কিত করিতে হইবে। এই পঞ্চামৃতমণ্ডল দীক্ষা ও দেবপূজাকার্য্যে আবশ্যিক। (তত্ত্বসার)

পঞ্চামরা (ত্ৰী) পঞ্চ মরা সংজ্ঞাৰ্থং কর্ণধারয়ঃ। অমরলতা-পঞ্চক। দুর্গা, বিজয়া, বিষপত্র, নিভৃতী ও কালতুলসী এই ৫ জব্যকে পঞ্চামরা লতা কহে। * (রত্নজামল)

পঞ্চামরাদিযোগ (পুং) প্রাপত্যোবিগুহ্যতঃ ৫ প্রকার যোগ-ভেদ। যথা—নেতী, দন্তীযোগ, শৌভী, মল ও ক্ষালন এই ৫ প্রকার যোগ সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাহারা এই পঞ্চামরা যোগগ্রহণ করেন, তাহারা অমর হন, এইজন্য ইহার নাম পঞ্চামরাদিযোগ। পঞ্চামরাদিযোগগ্রহণ করিয়া প্রতিদিন ভুক্তিপূর্ণক ত্রীকুণ্ডলী দেবীর সহস্রনামাষ্টক পাঠ করিতে হইবে।†

পঞ্চামৃত (ত্ৰী) পঞ্চানং অমৃতানাং সমাহারঃ। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি এই পঞ্চবিধ জব্যকে পঞ্চামৃত কহে।

“দুগ্ধং সশকরীকৈঃ ঘৃতং দধি তথা মধু।

পঞ্চামৃতানং প্রোক্তং বিধেয়ং সর্গকর্ম্মণু ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

গর্ভাতী ত্রীকে পঞ্চামৃত ভোজন করাইবে। এই পঞ্চামৃতভোজন নিশ্চয় দিনে আবশ্যিক। জ্যোতিষতত্ত্বে লিখিত আছে—পুংসবনের পর পঞ্চমমাসে গর্ভাবস্থায়

* “একা তু অমরা দুগ্ধা তস্যাঃ সন্ধিঃ সমাহারঃ।

অত্রা তু বিজয়া দেবী দ্বিভিঃপা সযম্বতী ॥

অত্রা তু বিষপত্রায়া শিবদ্যোতায়কারিণী ॥

অত্রা তু যোগেশ্বিনীর্ধে নিভৃতী চামরীলতা ॥

অত্রা তু কালতুলসী ত্রিবিধাঃ প্রিয়তোষিণী ॥

এতঃ পঞ্চামরা জেয়া যোগমঙ্গলকর্ম্মণি ॥” (রত্নজামল ২৬ পটল)

† “পঞ্চামরা মহাযোগঃ ত্রয়াঃ স্যামরো নরঃ।

তৎপ্রকারং যুগু প্রাপ্যব্রতঃ প্রিরমণম্ ॥

তদ্ব্যভাবেন কথং ন কৃত্য পর শতরং ॥

যদি মো কন্যা নিকটে কথাতঃ যোগসাধনম্ ॥

বিদ্যা যোগাঃ বসন্তোব গাঃঃ যোগাবিকং কথং ॥

যোগোপাধ্যোবৈক্যতঃ সঙ্গাশক্তিঃ মঙ্গলম্ ॥

অগ্নে ন মর্শচেৎযোগঃ বধীজৈবাস্তো হিতং ॥

তথা পঞ্চামরা যোগঃ প্রোক্তঃ কতিংসংযতঃ ॥

পত্রেঃ ত্রীকুণ্ডলী যৌবনসহস্রনামাষ্টকম্ ॥

মহাযোগে তৎপ্রমাণং বাসম্ মাংসং সংসারঃ ॥

পঞ্চামরাদিযোগং বদ্যং সর্গসিদ্ধ্যাঙ্গকাশিনী ॥” (প্রাপত্যোবিগুহ্যতঃ)

রবি, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে, রেবতী, অশ্বিনী, পুনর্ভব, পুষ্যা, শ্রাব্টি, মূল্য, মঘা, অশ্লষাধা, হস্তা ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ব্ব ও ত্রীণ লগ্নভুক্তিতে পঞ্চামৃত দান করিতে হয়। (জ্যোতিষতত্ত্ব)

পঞ্চামৃত হারা দেবপূজা ও মহানাদ প্রভৃতি হইয়া থাকে। ২ গুলক, গোন্ধুর, ভালমূলী, সুতীরী ও শতমূলী এই পঞ্চবিধ জব্য একত্র করিবে, ইহাকে পঞ্চামৃত-যোগ কহে।

(রাজনি° ব° ২২)

পঞ্চামৃতপপটী (ত্ৰী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গন্ধক ৮ মাষা, পারা ৪ মাষা, লৌহ ২ মাষা, তাম্র ২ মাষা এই সকল জব্য একত্র করিয়া লৌহপাত্রে মর্দন করিয়া কুল-কাঠের আগুনে গলাইয়া পপটীবৎ গোবরের উপরে কলার পাতে ঢালিতে হইবে। মাত্রা দুইরতি হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮ রতি পর্য্যন্ত। অল্পপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার গৃহিণী, অরুচি, অর্শ, হৃদ্বি, অতীসার, জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, বলিগলিত, নেত্ররোগ প্রভৃতি ভাল হয়। ইহা বৃষা ও আশ্বিনে। (রসেন্দ্রসার° গ্রহণি°)

ভৈবজ্যারহাবলী-মতে—গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অম্র ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধতোলা। প্রথমে এই পাঁচ জব্য একত্র লৌহপাত্রে মর্দন করিবে, পরে অপর লৌহপাত্রে (কড়া প্রভৃতিতে) স্থাপনপূর্ণক মুহু অগ্নিতে পাক করিয়া কদলীপত্রে ঢালিয়া যথাবিধি পপটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পঞ্চামৃতপপটী কহে। মাত্রা ২ রতি। লৌহপানে মর্দন করিয়া সেবন বিধেয়। অল্পপান ঘৃত ও মধু। প্রতিদিন মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৮ বা ১০ রতি পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে। একসপ্তাহকাল সেবনে নানাবিধ গ্রহণী, অরুচি, বমি, দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসার ও নেত্ররোগ প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়। (দীর্ঘাতিসার বা চিরোপথিতাতিসারে গন্ধকের পরিমাণ অর্দ্ধভাগ কমাইয়া দিবে।)

পঞ্চামৃতপিণ্ড (পুং) অম্বদিগের বলপুষ্টিকর পিণ্ডবিশেষ। কটুকা, জয়ন্তী, জামরী, জরলা ও ঘন এই পঞ্চপ্রকার অমৃত অথ সকলের উপকারী।

“কটুকা চ জয়ন্তী চ জামরী জরলা ঘনঃ।

পঞ্চামৃতঃ পিণ্ডঃ।” (নকুল অম্বচি° ১০ অঃ)

পঞ্চামৃতযুগ (পুং) কুলখাদি পঞ্চজব্যাকৃত যুগবিশেষ। কুলখ, মুগ, অরহর, মাষকলায়, বর্ষটী বা রাজপিণ্ডীর বীজ, এই পঞ্চ-বিধ জব্যের যুগ করিলে পঞ্চামৃত যুগ হয়, ইহার গুণ—সন্ধীপন, পাচন, ধাতুবৃদ্ধিকর, লঘু, অরুচিনাশক, বম্যকর, জ্বর, ক্ষয় ও অঙ্গমর্দনশাসক। (বৈদ্যকনি°)

পঞ্চমায়ুতরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারল ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মোহাগা ৩ ভাগ, বিষ ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য জাবার রসে পেষণ করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অহুপান বিশেষে প্রায় সকল রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে জলদোষ, কলোদর, সরিষাত, পীনস, নাসারোগ, ব্রণ, ব্রণশোধ, উপব্রণ, ভগদ্বর, নাড়ীব্রণ, জ্বর, নখদ্রাব্যাত ও ক্ষত এই সকল রোগে প্রস্তুত। (রসজ্ঞানা নাসারোগাবি°)

ভৈবজারসাবলীমতে শুদ্ধ পারল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মোহাগার ৫ই ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা, মরিচ ৩ তোলা এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দন করিবে। এক রতি পরিমাণ বটী সেবনীয়, অহুপান আদার রস। ইহাতে শোধ প্রকৃতি নাসারোগ উপশম হয়।

অন্ত্রপ্রকার—শোধিত পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অত্র ২ তোলা, মরিচ ১০ ভাগ, অত্র ৪ তোলা ও বিষ ১ তোলা এই সমুদায় নেবুর রসে মর্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অহুপান বহেড়াকলের ছাগচূর্ণ ও মধু। ইহাতে বাতকাশ নষ্ট হয়।

পঞ্চমায়ুতলৌহমণ্ডুর, ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অত্র, পারা, শিখটু, ত্রিফলা, মুখা, পিচুস, চিতা-মূল, চিত্রাতা, দেবদারু, দাক্ষহরিদ্র, হরিত্র, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শর্টা, মনে, চই। ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণসমষ্টির অর্ধেক শোধিত মণ্ডুর (বৃদ্ধগণের মতে চূর্ণের সমান লৌহ), মণ্ডুর-চূর্ণের ৪ গুণ গোমুত্র, ৮ গুণ পুনর্গার কাপ ও মণ্ডুর চূর্ণ একত্র পাক করিয়া আসন্ন পাকের লৌহাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ও উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নানাইবে। শীতল হইলে মধু একপল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা বিবেচনাবশত দিবে। অহুপান কুলেখাড়ার রস। ইহাতে গ্রহণী, কানলা ও শোধ প্রকৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চমায় (পুং) পঞ্চসংখ্যক আয়ুঃ। মহাদেবের পঞ্চবক্তৃবিনির্গত তত্ত্বস্বরূপবিশেষ। মহাদেব পূর্ণমুখ হইতে যে তত্ত্বের পিয়বলিয়াছেন তাহা পূর্ণমায়, এইরূপে দ্ব্যাক্রমে পঞ্চমায় উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পূর্ণমায় শব্দরূপ, দক্ষিণ কর্ণরূপ, পশ্চিম প্রায়মায়, উত্তর উত্তরায়ক ও উর্দ্ধমুখ উর্দ্ধমায় তত্ত্ববোধ বা কেবলমায়ুত্বায়ক।

“পূর্ণমায়ঃ শব্দরূপঃ দক্ষিণঃ কর্ণরূপঃ।

পশ্চিমঃ প্রায়রূপঃ ত্বেং উত্তরশ্চোত্তরায়কঃ।

উর্দ্ধমায়ুতত্ত্ববোধকেবলমায়ুত্বায়কঃ।” (ভৈরবতন্ত্র)

মহাদেব বলিয়াছিলেন, আমার ৫ মূখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এইজন্য ইহার নাম পঞ্চমায় হইয়াছে।

“যম পঞ্চমুখেন্দ্রিয় পঞ্চমায়ঃ সর্বমজ্ঞঃ।” (কুর্গারবতন্ত্র)
পঞ্চমায় (স্ত্রী) অমর্তি রসানি প্রাপ্তবৃত্তি জন্ম-রক্ষা, দীর্ঘচোদন-ধরো ইতি আত্মাঃ বৃক্ষাঃ (অমিত্যমৌলীর্ষত। উপ ২।১৬)
পঞ্চমায় আত্মায়াঃ অবখ্যাতীনাং সমাহারঃ। বৃক্ষবিশেষের সমাহার, অবখ প্রকৃতি একটা বৃক্ষ।

“অবখমেকং পিচুর্মদেকং জগোষমেকং দশপুষ্পজাতীঃ।

যে যে তথা দাড়িমমাতুল্যং পঞ্চমায়ানী নরকং ন বাতি।”

(বরাহপু°)

একটা অবখ, একটা পিচুর্মদ ও জগোষ এক, দশ-প্রকার পুষ্প, দ্বিতী মাতুলক এই সকল বৃক্ষ পঞ্চমায়, বাহারো এই পঞ্চমায় রোষণ করেন, তাহাদের নরক হয় না।

ভিষিতত্ত্বের মতে অবখ ১, পিচুর্মদ ১, চম্পক ২, কেশর ৩, তাল ৭ এবং নারিকেল ৯টী এই পঞ্চমায়।

পঞ্চমায় (স্ত্রী) পঞ্চানাময়ানাম কোলাদীনাম সমাহারঃ। অন্নপাকক। সমভাগে মিলিত কুল, দাড়িম, তেঁতুল, চম্পক ও অন্নবেতস। এই ৫ প্রকার অন্ন পঞ্চমায়। ইহা ভিন্ন গোড়া, নারাদা, অন্নবেতস, তেঁতুল ও টাবানেবু এই ৫ প্রকার দ্রব্যও পঞ্চমায়। (রাজনি° ব° ২২) অত্যন্ত পিপাসা হইলে মুখে পঞ্চমায় লেপ দিলে তৃষ্ণা দূর হয়।

“কোলদাড়িমবৃক্ষান্নুজীকাতুলিকারসঃ।

পঞ্চমায়কো মুখে লেপঃ সদা তৃষ্ণা নিবহতি।” (সারকো°)

পঞ্চমায়, ভারতবর্ষের সর্ববাসী গ্রামবিচারসভা। কোন জাতি বা কোন বিশিষ্ট সমাজের মধ্যে কোনরূপ গোলামাল উপস্থিত হইলে জানহ গণমায় ব্যক্তিগণকে সমগ্র মানিয়া একটা সভা গঠিত হয়। তাহাদিগের নিকট বিবাদের বা মনোমালিন্যের প্রকৃত ঘটনা উভয় পক্ষেই জ্ঞাপন করে। এইরূপ ব্যক্তি-সমষ্টির বিচারকেই পঞ্চমায়ের বিচার বলে। পাঁচজন ব্যক্তি লইয়া এটা সভা সংঘটিত হইত বলিয়া ইহার ‘পঞ্চমায়’ নাম হইয়াছে। কি বাপালায় কি উত্তরপশ্চিমফালে কি দক্ষিণাভ্যপ্রদেশে সকল স্থানেই নিয়ন্ত্রণীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে জাতিবিরোধ, জাতিপাত বা কোনরূপ সামাজিক রোধ ঘটিলে পঞ্চমায়েরই তাহার বিচারকার্য সমাধান করেন। এশকিন্টোন্ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, “রাজকীয় শাসনপ্রণালী হইতে প্রভাগপ যে সমস্ত বিষয়ে পঞ্চমায়মূল বিচার পাইবার আশা করেন না, একদা পঞ্চমায়েরই তাহাদের সেই অভাব পূরণ করিয়াছে।” যখন জিরাও এজিয়ার যোবাই-শাসনকর্তা নিখুঁত হন (পুং অঃ ১৬৬৯-১৬৭৭), তখন তিনি হিন্দু, পার্শী ও মুসলমানদিগের বিচারের জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে জন ব্যক্তি (পঞ্চমায়) মনোনীত করিয়া দায়িত্ব-

শাসন বিধির অনুসরণে এই সভাসংগঠন করিয়া লন, সেই সময়ে তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ী পঞ্চায়তকে স্বজাতির সম্বাবহারের জন্য বাধ্য করিয়া লন। এতদ্বিধি মহারাষ্ট্র-প্রাদেশিকের সময়ে দক্ষিণাত্য-প্রদেশে পেশবাগণ এইরূপে কতকগুলির বিচারকার্য রাজপুরুষগণের হস্তে সমর্পণ করেন বটে, অবশিষ্ট সমুদায় কার্যই গ্রাম্য-পঞ্চায়তদিগকে করিতে হইল। এই সময়ে দেওয়ানী আদালতে কৃষকদিগের জমির অধিকার লইয়া যে সকল মামলা উপস্থিত হইতে; এই পঞ্চায়তসভাই তাহার চূড়ান্ত বিচার করিত। ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের মধ্যে হর ব্যবসায়ী, না হয় সেই জাতিসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ঐরূপ ৫ জন লোক বাছিয়া লইত। সাময়িক বিভাগের বিচারকার্য সর্দার-দিগের পঞ্চায়ৎ দ্বারা নিশ্চয় হইত। পঞ্চায়ৎ দ্বারা নিষ্পাদিত মোকদ্দমার কাগজাদি রাজসরকারের কাগজাদির মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এখনও সকল স্থানে নিরপেক্ষের মধ্যে পঞ্চায়তের বিচারকার্য দৃষ্টিগোচর হয়। উহা প্রশস্ত মরদান কিংবা কোন বৃদ্ধাদির তলে বসিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপ পঞ্চায়ত যে কেবল পাঁচজনের দ্বারা নিশ্চয় হয়, তাহা নহে, তাহাতে পাঁচজনের অধিক ব্যক্তিও লক্ষিত হয়। বিচারের পূর্বে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষকেই পঞ্চায়ৎ এবং উভয়পক্ষীয় সাক্ষী ও স্বজাতীয় সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে মিঠান খাওয়াইতে হয়, তাহার পর পঞ্চায়তের বিচারে বাহা নিশ্চয় হয়, তাহাই উভয়পক্ষ প্রাপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বর্তমান ইংরাজ রাজত্বে জুরিপ্রথা এবং প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী যেরূপ, এদেশের পঞ্চায়ৎ প্রথাও কতকংশে তাহার অনুরূপ। আমাদের দেশে প্রাচীনকালেও পঞ্চায়ৎপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাম্রশাসনাদি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। [পঞ্চমণ্ডলী দেখ।]

বান্দালার যে সকল গ্রামে মিউনিসিপালিটি নাই সেই স্থানের ঘাট, রাস্তা, পুকুরিণী, এমন কি পুলিশের চৌকীদার প্রভৃতির নিরোগও এই পঞ্চায়ৎগণের কর্তৃত্বাধীনে হইয়া থাকে।

পঞ্চায়তনী (স্ত্রী) পঞ্চানামুপাত দেবরূপানামায়তনানাং সমাহারঃ। পঞ্চ উপাত্ত দেবতার সমাহার, একপ্রকার নীক্ষা। তন্ত্রনামে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, পঞ্চায়তনী নীক্ষাতে শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য এবং গণেশ, এই পঞ্চদেবতার ঐক্য বস্তু আঁকিয়া ঐ বস্তুর মধ্যে শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণেশ এই পঞ্চদেবতার পূজাদি করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম পঞ্চায়তনী নীক্ষা। ইহাতে বিশেষ এই, যত যদি এই পঞ্চদেবতার মধ্যে শক্তিকে প্রধান বলিয়া ভাবনা করেন, তাহা হইলে তাহার বস্তু বস্তুতে আঁকিয়া পূজা করিবেন এবং ঐ বস্তুর ঐশানকোণে

বিষ্ণু, অগ্নিকোণে শিব, নৈঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে সূর্য্যের বস্তু নির্ধারন করিয়া ইহাদের পূজা বিধের এবং যদি মধ্যস্থলে বিষ্ণুর অর্চনা করা হয়, তাহা হইলে ঐশানকোণে শিব, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈঋতকোণে সূর্য্য এবং বায়ুকোণে অগ্নিকোণে আঁকিয়া পূজা করিবে। যদি মধ্যভাগে শক্তির পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ঐশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে পার্শ্বতীর পূজা করিতে হইবে। যদি মধ্য সূর্য্যের পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ঐশানকোণে শিব, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈঋতকোণে বিষ্ণু এবং বায়ুকোণে পার্শ্বতীর আঁকিয়া পূজা করিতে হয়। মধ্যভাগে গণেশের পূজার ঐশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে শিব, নৈঋতকোণে সূর্য্য এবং বায়ুকোণে পার্শ্বতীর আঁকিয়া পূজা করিতে হয়। এই সকল স্থান ব্যতিক্রম করিয়া পূজা করিলে অশুভ হইয়া থাকে, গণেশবিমর্ষিণী তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। স্বামার্কনচন্দ্রিকা ও গৌতমীয় তন্ত্রের মতে—মধ্যস্থলে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে গণেশ, ঐশানকোণে সূর্য্য, বায়ুকোণে পার্শ্বতীর ও নৈঋতকোণে মহাদেবের পূজা বিধের। কাহার কাহার মতে ঐশানাদি কোণবিভাগে বিকল হয়। গন্ধাদিধারা অর্চনা করিয়া বড়কে পূজা করিতে হয়। পূজার পর ২০ বার যন্ত্রজপ ও নমস্কার করিয়া জপ সমাপ্ত করিতে হইবে। পীঠদেবতা পূজার পর অঙ্গদেবতাপূজা, পরে পীঠভাস, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন প্রভৃতি করিয়া পূজা করিবে। প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রাদিহুলে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অঙ্গদেবতার পূজা করিতে হয়। ভ্রামা, ভৈরবী, তারা, হিরণ্যতা মল্লবোধ ও রুদ্রমন্ত্র এই সকলের পঞ্চায়তনী-নীক্ষা পণ্ডিতদিগের অভিমত নহে।

(তন্ত্রমার)

পঞ্চায়ত, বিষ্ণুর নামভেদ।

পঞ্চায়ৎ, পাঁচজন লোকের সমবায়। কোন সামাজিক বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য সকল লোকে মিলিত হইয়া ৫ জন লোক নিযুক্ত করে। ইহারা সমাজের সকল বিষয় মীমাংসা করিয়া থাকে। [পঞ্চায়ৎ দেখ।]

পঞ্চারী (স্ত্রী) পঞ্চজগৎস্থানমুক্ততীতি যুগতো অণু (কর্মণ্যণ্) পা ৩২১৪) ততো গৌরাদিহাদীত্ব। শারিহ্মলা, পাশার হুক।

পঞ্চার্চিস্ (পুং) পঞ্চ অর্চিঃ বস্তু। বৃহৎসং। (ত্রিকাণ্ড)

পঞ্চাল (পুং) পটি বিতারবচনে কালন্ (তদ্বিধিবিভক্তি-বৃদ্ধিকুলীতি। উপ ১১১৭) দেশবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চাল নামের এইরূপ স্মরণ্য লিখিত আছে,—মহারাজ হর্ষদেবের ৫ পুত্র, সুলাল, স্বরূপ, বৃহদ্রথ, প্রবীর ও কাম্পিল্য। পিতা ঐ পুত্রগণের উদ্দেশে বলিভেদ আবার এই পুত্রগণই ক্যানর

অধীনে এই দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ, এই অল্প এই সকল দেশ পাকাল নামে খ্যাত হয়। (বিক্রপু* ৪ অংশ ১৯ অঃ)

মহাত্মার মতে, নীলরাজের পক্ষ পুরুষে হর্ষাধ রাজপন প্রাপ্ত হন। ইনি হস্তিনাপুররাজ অম্বষ্ঠীপুত্র কনকের জ্যেষ্ঠপুত্র-কীর ছিলেন, এক্ষণে পর সমরন হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। হর্ষাধের পাঁচ পুত্র ছিল, তিনি বলিতেছেন, আমার (পক) পুত্রগণ (অনন্) রাজাপর্যবেক্ষণে সমর্থ। এই হইতেই হর্ষাধের বংশধরগণ 'পাকাল' নামে অভিহিত হইয়াছিল। (১)

হরিবংশে হর্ষাধ স্থানে বাহ্যধ এইরূপ নাম লিখিত আছে। তাঁহার মূলপুত্র, স্বক্কর, বৃহসিহ, যধীনর ও কুমিলার নামে পাঁচটা মহাবীর্যশালী অমরতুলা পুত্র ছিল। সেই পকপুত্র হইতেই এই প্রদেশের নাম পাকাল হইয়াছিল।

মহাত্মার পাঠে আমরা অবগত হই যে, এই পকাল-গণ বিরোধী হইয়া জাত্যধ্বনীর সমরগণকে হস্তিনাপুর হইতে তাড়াইয়া দেন। মহাত্মার পকালজাতির নিবাসভূমিই পকাল নামে প্রসিদ্ধ *।

তত্ত্বদেখিতে পাওয়া যায়—

“কুরুক্ষেত্রং পশ্চিমেষু তথা চোত্তরভাগতঃ।

ইঙ্গপ্রহ্লাদহেশানি লম্বায়োজনকরৈঃ॥

পকালদেশো দেবেশি সৌন্দর্য্যগর্ভভূমিতঃ॥” (শক্তিসঙ্গম)

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম এবং ইঙ্গগণের উত্তরে বিংশ যোজন বিস্তৃত এই পকাল দেশ।

বর্তমান অগাধাপ্রদেশের ও দিল্লীনগরের উত্তরপশ্চিমস্থ গঙ্গানদীর উত্তরতীরবর্তী স্থানসমূহ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাত্মার মতে এই জনপদ হিমালয় পর্বত হইতে চব্বল নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। অতি প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থাদিতেও পকালরাজা ও তথাকার অধিপতি রাজগণের উল্লেখ দেখা যায়†। রামায়ণে লিখিত আছে,—

“তে হস্তিনাপুরে গঙ্গাং তীর্থা প্রত্যমুখা যযুঃ।

পাকালদেশাশাস্য মণেন কুরুজাঙ্গলম্॥” (রামায়ণ ২।৬৮।১৩)

(১) “পটকতে রক্ষণারামঃ দেশানামিতি নঃ শ্রুতম্।

পাকানাং বিজি পকালান্ কীরতজনপদৈঃ কৃতান্।

অজঃ সংরক্ষণে তেভ্যঃ পকালান্ ইতি বিপ্রভ্যঃ॥” (হরিবং ৩২ অঃ)

* পানিনির ব্যাকরণে লিখিয়াছেন—“মুশি সতি প্রকৃতিবিরলবচনে ভবতঃ। পকালানাং নিবাসো জনপদঃ পকালান্ কুরবঃ।”

† হাফোথ উপনিষৎ ৩৯, বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।২, ঐক্যেরজ্যাকপ ৮।১০,

লতপথত্রাং ১০৫।১২, ধর্ম্মপ্রতিপাদ্য ২।১২।৪৪, ভাগবতপুরাণ ৪।২৫।২০ এবং ব্রহ্মসংহিতা অধ্যায় ৪৮।৪৪ প্রভৃতি গ্রন্থে পকাল দেশের উল্লেখ আছে।

ইহাতে বেশ অস্বাভাবিক হইবে বর্তমান দিল্লীনগরের উত্তর ও পশ্চিমবর্তী স্থানসমূহ পাকালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাত্মার মতে আধিপত্য (১।১৬৬।১৫-২৪) লিখিত আছে,—

পাকালরাজ পুত্র পুত্র ক্রমদ্বয়ে শাস্ত্রাধারনের ক্ষমতা হস্তান্তরকারের আশ্রয়ে প্রেরণ করেন। এখানে হোপাচার্যের সহিত পার্শ্বত জীক ও অধ্যয়নপর হইয়া সুখে দিন অতিবাহিত করেন। শিতার মুহূর্ত্তে ঘটিলে ক্রপন পকালের রাজা হন। এক্ষণে যৌগ ক্রপন সখীপে উপস্থিত হইলে দান্তিক পাকালরাজ তাহাকে অবহেলা ও উপহাস করেন। তাহাতে কষ্ট হইয়া যৌগ পক-পাণ্ডবের সাহায্যে ছত্রাবতীর† রাজা ক্রপনকে নির্জিত ও বন্দী করেন। অবশেষে তাঁহার রাজ্য দুইভাগ করিয়া উত্তর-ভাগ আপনি গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণভাগ ক্রপনের হস্তে সমর্পণ করিলেন‡।

ভাগীরথীর উত্তরতীরস্থ ছত্রাবতী-নগরীসম্বিত স্থান উত্তর পকাল এবং ক্রপনাবৃত্ত ভাগীরথীর দক্ষিণকূলস্থ সমুদায় ভূভাগ দক্ষিণ পকাল * নামে খ্যাতিলাভ করে। দক্ষিণ পকাল-লেন রাজধানী কাম্পিলানগর † এই রাজধানীতেই যৌগদীর সমর কার্যসমাপ্ত হয়।

প্রাচীন দক্ষিণ পকালরাজ্যের পূর্বচিহ্নই লক্ষিত হইয়া না। কেবলমাত্র বদাউন ও কলখাবাদ জেলার মধ্যবর্তী দোয়াব প্রদেশে গঙ্গার প্রাচীন খাতের বামকূলে কতকগুলি ভগ্ন ইষ্ট-কাদি পাওয়া গিয়াছে। এখানে এবং উত্তর পকালের অধি-ক্ষতাপুরিতে যে সকল খোদিত ধানীবৃক্ষ, তীর্থকর ও পার্শ্বনাথাদি খোদিত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা বোধ ও গৈলনধর্ম্মের প্রতী-পত্তিকালে সংস্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। পুরাবিদ কনিংহাম এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, মূর্ত্তিগুলি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীর হইবে। (১) রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত কাম্পিলানগর হইতে ভাস্করকার্য্যমুক্ত এক প্রাচীন চতুস্তম্ভ বেদী ভারতীয় বাহুধরে অসীত হইয়াছে। বদাউন হইতে প্রাপ্ত লক্ষণপালের শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে পকালের অন্তর্গত বোদামবৃত্তা নগরে রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতিগণ প্রথমে প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া-

† মহাত্মার মতে এই নগরী অধিক্ষেত্র বা অধিক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। [অধিক্ষেত্র শব্দ দেখ।]

‡ “রাজহিসি দক্ষিণকূলে ভাগীরথ্যাহনুতরে।” (মহাত্মার ১।১৬৬।২৪)

* “রাজা দক্ষিণপকালান্ ক্রপনেনাভিরক্ষিতান্।” (মহাত্মার ১।১৬৬।১১)

† বর্তমান কলখাবাদ জেলার মধ্যে দক্ষিণ পকালের রাজধানী কাম্পিল এবং বেরেলী জেলার উত্তর পকালের রাজধানী অধিক্ষেত্রপুরী অবস্থিত।

(১) Cunningham's Arch. Reports, Vol. I. p. 264,

ছিলেন। উক্ত শিলালিপিতে লক্ষণের পূর্বভন আরও ১৭ জন রাজার নামের উল্লেখ আছে।

পঞ্চালঃ দেশবিশেষঃ সোভজিনোহসা, তস্য রাজা বা অণু, বহু অণো লুঃ। ২ পঞ্চালদেশের লোকসমূহ। এই অর্থে বহুবচন হইবে। ৩ মহাদেব। (ভারত শাস্তিঃ ২৮৬ অঃ) ৪ বাহুবাগোদ্রে ষড়ভেদ। (স্ট্রী) ৫ ছন্দোভেদ। ৬ পঞ্চাল দেশীয়। (ভারত শাস্তিঃ ৩৪৪ অঃ)

পঞ্চাল, সোরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। ইহার পশ্চিম সীমার বনাশ নদী ও পূর্বে শাবরমতী। সাধারণতঃ এই স্থান 'দেবপঞ্চাল' নামে প্রসিদ্ধ। এই জনপদ প্রসিদ্ধ চীন-পরি-ভ্রাজক হিউএন্সিয়াং কর্তৃক সোরাষ্ট্রের মধ্যস্থিত (পঞ্চালের অধীন) আনন্দপুর নামেই উক্ত হইয়াছে। হিউএন্সিয়াং লিখিয়াছেন, আনন্দপুর হইতে বলভী প্রায় ৭০০ মি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আনন্দপুর বলভী হইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্বে বলভী ও আনন্দপুরের বাসধানে যে সকল পার্শ্বতা প্রদেখ ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বনাকীর্ণ ও দুর্গম। এ কারণে তৎকালে ঘুরিয়া বাইতে (অর্থাৎ গোড়া হইতে আরম্ভ করিলে প্রায় ১১৫ হইতে ১১৭ মাইল পথ পর্যটন করিতে) হইত। তাহা হইলে উক্ত দূরত্ব সহিত অনেক মিল দেখা বাইতেছে। এই আনন্দপুরই প্রকৃতপক্ষে 'দেবপঞ্চাল' নামে অভিহিত। এখানে ইহার অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহাভারতে লিখিত আছে—ইক্ষাকুবংশসম্বৃত রাজা হর্ষা তাহার ভ্রাতা কর্তৃক অধোধ্য হইতে বিতাড়িত হইলে বন গমন করেন। সঙ্গে তাহার একমাত্র স্ত্রী মধুমতী ছিলেন। মধুমতীর পরামর্শানুসারে হর্ষা খণ্ডরায় গমন করিলেন। মধুদানব জামাতার আগমনে স্ত্রী হইয়া তাহাকে মধুবন বাতীত তাহার অধিকৃত সমস্ত সোরাষ্ট্র-রাজ্য দান করিয়া তপস্যার্থ বরুণালয় সমুদ্রতীরে গমন করেন। হর্ষাও পরিতোপরি নিজ মনোমত আনন্দ নামে এক রাজধানী স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।†

এখানে প্রবাদ আছে, সোরাষ্ট্রের অন্তর্গত এই পঞ্চাল জনপদ ক্রোশদীর জম্মস্থান বলিয়া অতি বিচিত্র বোধে 'দেব পঞ্চাল' নামে উক্ত হইয়া থাকে। এখানকার বর্তমান থান নামক নগরীর প্রাচীনত্বের কথাও বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

* "ভবিষ্য পার্শ্ববাসঃ সরাষ্ট্রবিধরে মহাম্।

অনুপবিধরেণৈব সমুদ্রাভি নিরাসমঃ।" (হরিবংশ ২৮ অঃ)

† "হর্ষাশচ মহাজ্ঞো বিবো গিরিবরোভমে।

বিশেষবাসান পুরঃ বসার্ষমরয়োপমঃ।

আনন্দঃ নাম তত্রাষ্ট্রঃ সরাষ্ট্রঃ সোভনৈবু ভব্।" (হরিবংশ ২৮ অঃ)

এইস্থান পূর্বে 'জিনেজের' নামে পরিচিত ছিল, কন্দপুরাণভ-র্গত জিনেজেরবাহাঙ্কো তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। চীন-পরিভ্রাজকো আনন্দপুরের পূর্বকীর্তিসমূহের আখ্যান এবং তথাকার ভীর্ষদির আত্মসমিক জীমার্জুন ও কুক প্রভৃতির সময়ের ইতিহাসসমূহ আলোচনা করিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে হরিবংশোক্ত সোরাষ্ট্রান্তর্গত হর্ষাখের স্থাপিত আনন্দপুরীই পরবর্তিকালে আনন্দপুর বা 'দেবপঞ্চাল' নামে কথিত হইয়াছে *।

এখানে একটি অতি সুন্দর মন্দির আছে, সকলেই বলে অনুহুবাড়ারাজ সিদ্ধরাজ জয়সিংহ ইহার নির্মাতা। এত-দ্যতীত এখানকার অস্ত্রান্ত মন্দিরে নাগবেদ্যভাগ্যের স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে বাহুকি প্রভৃতি মহানাগের পূজা প্রচলিত আছে।

আনন্দপুরের ৩ ক্রোশ পূর্বে ধোকল্‌বা নগরের পার্শ্বে দুখন পর্বত ও নগর। এই পর্বতে ধুক নামে এক রাজস বাস করিত, মুকীপুর পাটনের অধিপতি শাকবন্ধি শালি-বাহন-পুত্র গোহিলবংশীয় রাজা রসালু তাহার বিনাশ-সাধন করেন।

আনন্দপুরের রাজগণের প্রতিষ্ঠাপ্রকাশক অনেকগুলি কবিতা ও গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে কতক কতক ঐতি-হাসিক আভাস পাওয়া যায়।† তবে ইহাতে সন তারিখের গোলমাল দৃষ্ট হয়। কনকের পুত্র অনন্তরায় পঞ্চালের অন্ত-র্গত অনন্ত বা আনন্দপুর নগরী স্থাপন করেন। ইহার বংশধরগণ ১৩২০ সর্ষৎ পর্যন্ত এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষ বংশধর অমরসিংহের অধিকার কালে দিল্লীপতি মহম্মদ তোগলক্ ও গুজরাতির সুলতানগণের উপদ্রুপসি আক্রমণে পঞ্চালরাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃই চারিদিক্ বনা-কীর্ণ হইলে কাটির সর্দারগণ ১৬৬৪ সর্ষতে প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের শেষ ঐখ্যা উপভোগ করিবার জন্য এই বস্ত্রভূমি দখল করিলেন।

বহুবন্ধুর শিষ্য স্থিরমতী স্থির এই দেবপঞ্চালনগরে অব-স্থান করিতেন। তারানাথকৃত গ্রন্থে মগধরাজবংশাবলীবর্ণনে

‡ পূর্বোক্ত পঞ্চাল শব্দে লিখিত হইয়াছে যে হর্ষাখের পঞ্চপুত্র হইতে পঞ্চালরাজ্যের নামকরণ হয়। সম্ভবতঃ এই হর্ষাখপ্রতিষ্ঠিত আনন্দ নগর, এবং এখানকার যৌগদী ও জীমার্জুনের এসক হইতে এই স্থান পরে পঞ্চাল নাম প্রাপ্ত হয়।

* এখানকার সর্বপ্রাচীন স্মৃতিস্মারকটি সত্যরূপে রাজা বাহাঙ্কো কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

† Indian Antiquary, Vol. VII. 7-13 পৃষ্ঠার ঐ সকল কবিতার উল্লেখ আছে।

আমরা দেখিতে পাই, পঞ্চালগণ রাখে জনৈক বৌদ্ধরাজ।
পঞ্চালগণের আদিরাজ্যস্থাপন ও তথায় ৫০ বৎসর অবস্থান
করেন। এই সময়ই যে বৌদ্ধপ্রভাবের আনন্দপুর তাহা
কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এখানে পরিব্রাজক হিউএন্
সিয়াংএর সময়ে ১০টী সন্ধ্যারামে প্রায় হাজার বতি সন্ধ্যার
সাধারণ হীনযান বৃত্ত শিকা করিতেন।

পঞ্চাল, দক্ষিণাভাবারী এক পরিভ্রমী জাতি। ইহার
সকল সময়ে একস্থানে বাস করেন না। যখন যেখানে থাকে,
তখন তাহার। আসের আচ্ছাদন দিয়া বাসোপযোগী একটি
ঘর নির্মাণ করিয়া লয়। ইহাদের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে
সাধারণের মত এইরূপ যে তাহাদের পাঁচটী 'চাল' অর্থাৎ
সোণা, রূপা, লোহা, তাম্র ও শিল্প এই পঞ্চাত্মক হইতে
তাহাদের উপজীবিকা লব্ধ হয় বলিয়া তাহাদের 'পঞ্চাল' নাম
হইয়াছে। স্থানভেদে কোথাও কোথাও রেশম ও পাখরের
কার্যও করে। ইহার। যজ্ঞোপবীত ধারণ করে।
দক্ষিণাভা ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদের কতকটা বৈয়তিক্য লুট
হয়। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণমার্গী ও পঞ্চালের বাসমার্গী। কত-
কাংশে বৌদ্ধাচারী হওয়ার ইহাদের শিষ্যস্থা অতি অল্প।
এখনও ইহার। গোপনে বুদ্ধের পূজা করে, কিন্তু বাহিরে ব্রাহ্মণ-
গণের দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। কেহ কেহ অল্পমান
করেন, ইহার। পূর্বে 'পঞ্চাল' মানিয়া চলিত। এই জন্ত তাহার।
কোন সময়ে উক্ত আখ্যায় অভিহিত হইতে হইতে পরে
ক্রমশঃই অপভ্রংশে 'পঞ্চাল' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।
ইহার। বনে, অরণ্যের মধ্যে বৃদ্ধদেবের পূজার জন্য তাহাদের
অস্ত্র পুরোহিত আছে। এতদ্ভিন্ন কোদণ, কর্ণাট ও দক্ষিণ
পঞ্চালগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মবিষয়ক অনেক গ্রন্থ আছে
বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু পুণ্য প্রকৃতি স্থানের পঞ্চালগণ কিছুতেই
প্রাচীন গ্রন্থাদির কথা স্বীকার করে না। বিশ্বকর্মা বংশ বলিয়া
ইহাদের একটি বিশেষ খ্যাতি আছে।

পঞ্চালচণ্ড (পুং) একজন আচার্যের নাম।

পঞ্চালপদবৃত্তি (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ।

পঞ্চাল, সাম্রাজ্য প্রেসিডেন্সির চিত্তর জেলাবাসী কামার জাতি,
পাঁচটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া ইহার। পঞ্চাল নামে
খ্যাত। ইহার। আপনাদিগকে বিব-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়
দেয় এবং যজ্ঞোপবীত ধারণের পর আচার্য উপাধি গ্রহণ
করে। প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে ইহার। অপবিত্র ও বিদেশীয়
বলিয়া ঘৃণা করে। ইহাদের ধারণা পূর্বে পাঁচ বেদ ছিল,

পরে বেদবাস প্রকৃতি অজ্ঞাত এনিম্ন উহা তাদিরা হুমিরা স্ত্রু
করিয়া গিয়াছে।

ধর্মার্থ ক্রিয়া কাণ্ড, বিবাহ প্রকৃতি কাণ্ড ইহার। আপনা-
পনিই করিয়া লয়। বজ্রাতি বস্ত্র হইতেই ইহার। এক
ব্যক্তিকে 'গুরু' বলিয়া মনোনীত করে, সেই ব্যক্তিই সকল কত-
কর্মে উপহিত থাকিয়া কার্য করায়। তথাকার পুরোহিত
ব্রাহ্মণের। এইরূপ আচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের বিবাহ
'পঞ্চাল' তাদিরা নিতে চেষ্টা করে। পঞ্চালগণও বিব-
ব্রাহ্মণের অহুতের 'পঞ্চাল'-আচার বিবাহ সময়ে বিশেষরূপে
সম্পাদনে বস্ত্রপর হয়। এই বিবাদ লইয়া উত্তর সম্রাজ্যের মধ্যে
একটী বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং শেষে আদালত পর্যন্ত
গড়াইয়া বিব-ব্রাহ্মণদিগের জয়লাভ হইয়াছে।

পঞ্চালগণ কিরূপে বাসমার্গীদের সমস্ত্রী পঁড়াইল ইহার
উত্তরে তাহার। বলে যে, চেররাজ পরিমলের সময়ে বেদবাস নামক
জনৈক ব্রাহ্মণ আদির। তাহার রাজপরিবারের পবিত্র ব্রতকর্মাদি
নির্বাহের ভার প্রার্থনা করে। তাহাতে রাজা উত্তর দেন যে,
পঞ্চালগণ (বিব-ব্রাহ্মণ) এ বিষয়ে বিশেষ কার্যদক্ষ, অতএব
আপনার এ প্রার্থনা আমি রক্ষা করিতে পারিলাম না।
রাজার মৃত্যুর পর উক্ত বাস আদির। এই কথা জানাইলে,
রাজপুত্রও অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর বাস রাজার অপর
এক পুত্রের নিকট গিয়া পূর্বতন রাজা ও পঞ্চালগণ সম্বন্ধে
অনেক অযথা গল্প বলিয়া তাহার মন হরণ করিল এবং
তাহাকে পুরোহিতপদে বরণ করিবার লজ্জাও প্রতিশ্রুত করিয়া
লইল। এই পুত্র রাজা হইয়া তাহার পূর্বপ্রতিজ্ঞারক্ষণে বস্ত্রবান্
হইল। কিন্তু তিনি পঞ্চালদিগকে চটাইলেন না। উত্তরের
মধ্যে মিটমিট করিয়া ক্রিয়াকলাপাদি ভাগ করিয়া দেওয়ার
ইচ্ছা ছিল। পঞ্চালগণ এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইল না।
রাজা তাহাদিগকে তাড়াইয়া নিলেন। ইহাতে রাজা মধ্যে মহা-
গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রোগণ পঞ্চাল কর্তৃক ধর্মকার্য
সম্পন্ন হইল না দেখিয়া চারবাস পরিত্যাগ করিল। আসের
মন্ত্রণায় রাজা সাধারণ সমক্ষে ঘোষণা করিলেন, যাহারা রাজপক্ষ
অবলম্বন করিবে, তাহার। দক্ষিণাচারী এবং যাহারা পঞ্চাল-
দিগের পক্ষাবলম্বন করিবে, তাহার। বামাচারী বলিয়া গণ্য
হইবেন।

পঞ্চালদিগের এইরূপ অপমানের কথা শুনিয়া নিকটবর্তী
রাজগণ তাহার বিরুদ্ধে প্রগারমান হইলেন। তাহার। কলিকা-
তিমুখে অগ্রসর হইয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিলেন। বাসও
সেই সময়ে কলিকাতায় পলাইয়া যায়। পূর্বোক্ত উপাখ্যানই
দক্ষিণাচারী ও বাসমার্গীদের উৎপত্তির একমাত্র কারণ।

* বজ্রপুত্রের অধিকার লইয়া বীরশৈব এবং বীরবৈষ্ণবদিগের মধ্যে
বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই প্রবোধে পঞ্চালগণ উপবীত ধারণ করে।

পঞ্চালি (স্ত্রী) [পাঁচালী দেখ।]

পঞ্চালিক, গ্রাম্য পকারত। নেপালের প্রাচীন শিলালিপিতে এই পঞ্চালিকের উল্লেখ আছে।

পঞ্চালিকা (স্ত্রী) পঞ্চার প্রণকার অলতি অল্‌বুল্‌তত টাপ্‌, আর্থে কন্‌ কাপি অত ইবক। বহাদিকৃত পুতলী, পুতুল।

পঞ্চালী (স্ত্রী) পঞ্চাল সৌরাদিচ্চাৎ জীব্‌। বহাদিকৃত পুতলিকা, চলিত কানির পুতুল। ২ দীতিবিশেষ, পাঁচালি গান।

[পাঁচালী দেখ।] ৩ পঞ্চারী রস্য লঘে। পঞ্চালীতি সিহঃ।

নারিপূজা, পাশার হুক।

পঞ্চালেখন, পুণার অন্তর্গত একটি প্রাচীন শিবমন্দির। এই বৃহৎ মন্দিরটী ভগ্নপ্রায়।

পঞ্চাবটী (স্ত্রী) পঞ্চ বিদ্বতবুয়াহুলমাবটীতি বেঠেতে আ-বট অহ্‌। উন্নকট, বালোপবীত। (হারাবলী)। পঞ্চানাং বটানাং সমাহারঃ, নিপাতনান্‌ সাধু। পঞ্চবটী।

“বিবেশ পঞ্চাবটুগ্রসেবিতং রিপুন্‌ দিধুং লজজানিবাধ্যাক্‌”
(গৌ' রামা' ৩২০।৩৮)

পঞ্চাবর্ত্ত (ত্রি) পাঁচোভাগে বিভক্ত বজীর চক্ৰ আক্যপ্রভৃতি।

পঞ্চাবর্ত্তিন্‌ (ত্রি) পঞ্চা আবর্ত্তং বণ্ডনমভ্যজ। পঞ্চা বর্ত্তিত চক্ৰ প্রভৃতি। (আখ' শ্রো' ১।১০।১৯)

পঞ্চাবর্ত্তীয় (ত্রি) পঞ্চাবর্ত্ত যজ্ঞসংবন্ধী (আক্য) (তৈত্তিরিয়ব্রা' ১।১।১।৫।)

পঞ্চাবয়ব (পুং) পঞ্চপ্রতিজ্ঞাদয়োহবয়বা যন্ত। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উগাহরণ, উপনয় ও নিগমনাদয়ক অবয়বপঞ্চক ন্যায় বাক্য। জ্ঞানের পাঁচটী অবয়ব।

পঞ্চাবস্থ (পুং) পঞ্চস্থ ভূতেষু বকারণেষু অবস্থা যন্ত। শব, প্রোতনহে। (ত্রিকা') দেহাবসান হইলে পঞ্চভূত স্বীয় স্বীয় কারণে লীন হয়, এই অস্ত্র পঞ্চাবস্থ্যুক্ত।

পঞ্চাবিক (স্ত্রী) দেবীর দধি, হৃৎ, বৃত্ত, মূত্র ও মল এই পঞ্চবিধ জবা। (বৈদ্যকনি')।

পঞ্চাবী (স্ত্রী) পঞ্চ অবয়বঃ যগ্নাবায়ককালো বয়োহভ্যঃ জীপ্‌। সার্দ্ধ বর্ষপর্যমিত বৃষসহিত স্ত্রী গবী, যে গাড়ীর বৎস আড়াই বৎসরের। “মে পঞ্চাবিশ্‌ মে পঞ্চাবী” (শুক্রযজু' ১৮।২৬)। ‘পঞ্চ অবয়বো যন্ত স পঞ্চাবিঃ, সার্দ্ধবিশংবৎসরো বৃষঃ, তাদৃশী গোঃ পঞ্চাবী’ (ভাষ্য)।

পঞ্চাশ (ত্রি) ৫০ সংখ্যা। পঞ্চাশৎ পূরণে ভট্‌। ৫০ সংখ্যার পূরণ।

পঞ্চাশক্‌ (ত্রি) পঞ্চাশ আর্থে কন্‌। ৫০ সংখ্যা।

পঞ্চাশৎ (ত্রি) পঞ্চাশতঃ পরিমাণমস্য (পঙ্কজবিশেষত্বিংশ-বিত্তি। পা ৫।১৫।৫২) ইতি নিপাতনান্‌ সাধু। ১ সংখ্যাবিশেষ, ৫০ সংখ্যা। ২ পঞ্চাশৎসংখ্যাক্‌।

পঞ্চাশতম্‌ (ত্রি) পঞ্চাশৎ ভবন্‌। পঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরণ।

পঞ্চাশতি (ত্রি) ৮৫ সংখ্যা।

“দীনান্নাং দশপতী পঞ্চাশতবিদ্যাতবৎ” (সাক্ততর' ৫।৭১)

পঞ্চাশৎক (ত্রি) পঞ্চাশৎসংবন্ধী।

পঞ্চাশস্তাগ (পুং) ৫০ ভক্তি। (মহু ৭।১৩০)

পঞ্চাশিকা (স্ত্রী) পঞ্চাশিন্‌ আর্থে-ক, টাপ্‌, টাপি অত ইবঃ। পঞ্চাশ অধিক শত বা সহস্রকৃত। যথা চৌরপঞ্চাশিকা, হট্‌-পঞ্চাশিকা ইত্যাদি।

পঞ্চাশিন্‌ (ত্রি) পঞ্চাশৎ-ভিনি। পঞ্চাশৎ-অধিক শত ও সহস্র-সংখ্যা।

পঞ্চাশীত (ত্রি) ৮৫ সংখ্যা।

পঞ্চাশীতি (স্ত্রী) পঞ্চাশিকা অশীতিঃ। ১ পাঁচাশি। ২ পাঁচাশী সংখ্যাকৃত।

পঞ্চাশীতিতম্‌ (ত্রি) পঞ্চাশীতি ভবন্‌। ৮৫ সংখ্যা।

পঞ্চাস্য (পুং) পঞ্চ বিদ্বতঃ আশ্যং যস্য। ১ সিংহ। পঞ্চানি আশ্রয়ানি যস্য। ২ শিব। (ত্রি) ৩ পঞ্চমুখ বিশিষ্ট।

“লক্ষিতেরং বিশালাক্ষী যত্র শোকপরারণা।

আদ্যরেতাং ন জানীবে পঞ্চাশ্যামিব ভোগিনীঃ”

(গৌ' রামা' ৫।৭৪।২৩)

পঞ্চাহ্‌ (ত্রি) ১ পঞ্চদিনব্যাপী বজীর কার্য। ২ যে পাঁচটী সূত্যাগিনে সোম বা অগ্নিকে পঞ্চাদি উৎসর্গ করিতে হয়।

পঞ্চাহিক (ত্রি) পাঁচদিন সাধ্য যজ্ঞ বা উৎসব।

পঞ্চিকা (স্ত্রী) পুস্তকাদির বিভাগ বা খণ্ড।

পঞ্চিন্‌ (ত্রি) পঞ্চ পরিমাণমস্য ভিনি। পঞ্চ পরিমাণকৃত। (ঐত' ব্রা' ৩।৮।১৮)

পঞ্চীকরণ (স্ত্রী) পঞ্চভূতানাং ভাগবিশেষণ মিশ্রীকরণম্‌, অপঞ্চতায়ক বস্তুর পঞ্চাশতাসম্পাদন, বাহা পঞ্চাশতক নহে, তাহার পঞ্চ ভাগ সম্পাদন। বেদান্তসারে পঞ্চীকরণের বিধর এইরূপ লিখিত আছে,—যে সকল হুল্লভূত আছে, তাহা পঞ্চীকৃত। আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যেক ভূতকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যেক প্রাথমিক পঞ্চভাগকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া সেই প্রত্যেক চারি অংশে তাহার দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগ পরিচয় করিয়া ইতর চারিভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগের সহিত মিশ্রকরাকে পঞ্চীকরণ বলা যায়। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রোমাপ আছে, প্রত্যেক পঞ্চভূতকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া পরে প্রত্যেক পঞ্চভূতের প্রথম ভাগকে চারি অংশ করিয়া অপর পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রথমভাগে ঐ চারি অংশের একাংশ করিয়া যোগ করিলে পঞ্চীকৃত হইবেক।

ক্রটিতে পকীকরণের সঠিক উল্লেখ না থাকিলেও ত্রিভুৎকরণ ক্রটি দ্বারা ইহা লিঙ্গ হইয়াছে। ভূতসমূহ পকীকৃত হইয়া আকাশাদি পৃথক পৃথক নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভূত-সমূহের এইরূপে পকীকরণকালে আকাশে নবজন্ম, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অভিযুক্ত হয়।

এই সকল পকীকৃত পকত্ব হইতে পরস্পর উপরি উপরি বিদ্যমান যে ভুলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহ, জন, তপ ও সভ্যলোক এবং পরস্পর অধোঃ বিদ্যমান যে অতল, বিভল, হুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাললোক, ব্রহ্মাণ্ড, চতুর্বিধ হুল শরীর সকল এবং ইহাদের ভোগোপযুক্ত অঙ্গনাদি উৎপন্ন হইয়াছে। পকীকৃত পকত্বই এই সকলের উৎপত্তির কারণ। (বেদান্তসার)। * দেবী ভাগবতে পকী-করণের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

জান ও ক্রিয়াসংযুক্ত নিখিল কর্ম বনীভূত হইলে তাহা ক্রীড়ার মতের বাচ্য হয়। তৎসংশ্লীষেহোদয়গণ এই ক্রীড়ারূপে সার্বভৌমকেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়া-ছেন। এই ক্রীড়ার বাচ্য সার্বভৌমরূপে আদি তত্ত্ব হইতে ক্রমে শব্দতত্ত্বাদিরূপে অপকীকৃত আকাশ উৎপন্ন হয়, এই আকাশ হইতে স্পর্শাত্মক বায়ু, তাহা হইতে রূপাত্মক তেজ, তৎপরে রসাত্মক জল ও তদনন্তর গন্ধগুণাত্মক পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই অপকীকৃত পকত্ব হইতে ব্যাপকসূত্র উৎপন্ন হয়, ইহা লিঙ্গদেহ নামে অভিহিত। এই লিঙ্গদেহ সর্ব প্রাণাত্মক, এবং ইহাই পরমাত্মার সূত্র দেহ। এই অপকীকৃত পকত্ব হইতে পকীকৃত হইয়া রূপ উৎপাদন করে। এই ভূতসমূহ এইরূপে পকীকৃত হয়। পকত্বের প্রত্যেককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এবং তাহাদের এক এক ভাগকে পুনরায় চারি ভাগে বিভাগ করিয়া যে দুই দুই আনা হইবে, সেই দুই দুই আনা

য য তির বিতীরাণে অর্থাৎ পূর্ণহিত অর্ক ভাগে যোগ করিলে তাহা পক পক অংশ লব্ধিত হইয়া এক একটী হুল লব্ধিত হয়। এই পকীকৃত ভূতপককের কার্য বিরাটদেহ, ভাবাই পরমেশ্বরের হুল দেহ বলিয়া অভিহিত। এই পকীকৃত পক-ভূতহিত প্রত্যেকের স্বাক্ষর দ্বারা শ্রোত্র ও কপাদি পক-জ্ঞানেত্রির উৎপত্তি। আবার এই জ্ঞানেত্রির সকলের প্রত্যেকের স্বাক্ষর মিলিত হইয়া এক অস্ত্রকরণ হয়। পকী-কৃত পকত্বের প্রত্যেকের রজোংশ হইতে বাক, পানি, পায়ু, পানু ও উপহ নামক পককর্ণেত্রির উৎপত্তি হয়। ইহাদের প্রত্যেকের রজো-অংশ মিলিত হইয়া গ্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বান এই পকবায়ু উৎপন্ন হয়। এইরূপে পকীকৃত পকত্ব হইতেই সকল উৎপন্ন হইয়াছে। (দেবীভাগ° ৭।৩২ অঃ)

ক্রটিতে ত্রিভুৎকরণের বিবরণ লিখিত আছে, ত্রিভুৎকরণে পকীকরণের উপলব্ধি হয়। সুরেরবাচ্যেয় পকীকরণবাচ্যকে ইহার বিবরণ বিস্তৃত লিখিত আছে।

পকীকৃত (ত্রি) বাহার পকীকরণ করা হইয়াছে।

“অপকীকৃতভূতাত্মং হৃদ্যাং ভোগসাধনম্” (বেদান্তসারি°)

পকেধীয় (পুং) পকতিরিগতিঃ নিবৃত্তঃ। পকেধসাধ্য হোমভেদ। “সাজৌ নিশারাম পকেধীয়েন চ।” (আপত্য)

পকেত্র (ত্রি) পক ইদ্রাগো দেবতা যত। ইদ্রাদি পক-দেবতার উদ্দেশ্যে দেব হবিঃ প্রস্তুতি।

পকেস্ত্রিয় (স্ত্রী) পকানাং জ্ঞানেস্ত্রিরাণাং সমাহারঃ। শ্রোত্র, যজ্ঞ, রসনা ও গ্রাণ এই পক জ্ঞানেস্ত্রিয়। ইহাতির পক কর্ণেস্ত্রিয় আছে যথা—বাক, পানি, পায়ু, পান ও উপহ এই ৫টী কর্ণেস্ত্রিয়। ইস্ত্রিয় একাদশ, পক জ্ঞানেস্ত্রিয় ও পক কর্ণেস্ত্রিয়, মন উভয়াত্মক বলিয়া মন উভয়েস্ত্রিয়।

পকেযু (পুং) পক ইদ্রো যত। কামদেব। (হলায়ুধ)

পকোপবিষ (স্ত্রী) পকসংখ্যক উপবিষ। উপবিষপকক।

পাঁচপ্রকার উপবিষ। মনসা, অর্ক, করবী, বিবলানুলি ও বিষমুষ্টি এই পকপ্রবা পকোপবিষ। (রাজনি° ব° ২২)

পকোষণ (স্ত্রী) পককোল, পিন্নলী, পিন্নলীমূল, চবা, চিত্রক ও শুভ্রী এই পকবিষ প্রবা। (বৈদ্যকনি° অরচি°)

পকচক্রিকান্তে শুষ্ক, পিপ্পল, মরিচ, পিপ্পলমূল ও চিতে এই পকপ্রবা পকোষণ। (শলচ°)

পকোয়ান্ন (পুং) পক উমানঃ, সংজ্ঞাবৎ কর্মধারয়ঃ। আহার-পাচক শরীরস্থিত পকারি। যে পাচপ্রকার অগ্নি শরীরস্থ জ্বলার পরিপাক করে।

“ভৌমাপ্যায়েরবারব্যাস পকোয়ান্নং হৃদাতস্য।

ভক্তদাহারতঃ সান্ সান্ পার্বিবানীন্ পচস্যবী ॥” (সারকো°)

* “হুলহুতানি ভূ পকীকৃতানি। পকীকরণত আকাশাদি পকশৈককঃ বিধা সমং বিভজ্য তেযু দশম ভাগেযু মধ্যে প্রাথমিকান্ পকত্বাগান্ প্রত্যেকং চতুর্ভা সমং বিভজ্য তেভ্যঃ চতুর্ভা ভাগাভ্যাং স্ববিভীয়ার্জভাগঃ পরিত্যজ্য ভাগান্তরেযু সংবোজনং। তদন্তঃ বিধা বিধায় চৈককঃ চতুর্ভা প্রথমঃ পুংঃ। স্বশেতরবিভীয়ার্গৈশ্বেদোজনায় পক পক তে। অতাপ্রাথম্যঃ সানক-শীর্ষঃ, ত্রিভুৎকরণক্রতেঃ পকীকরণতাপুপলকপার্ধ্যত্বং।

পকানাং পকাত্মকেষু সমানেপি তেযু চ বৈশিষ্ট্যত তদ্বারত্বদ্বাদ ইতি জ্ঞানেন আকাশাদিবাগদেহঃ সম্ভবতি।

এতেভ্যঃ পকীকৃতভ্যঃ ভূতেভ্যঃ কুহুঃ স্বর্গহর্জনতপঃ সত্যমিত্যে-তন্নায়কান্যুপস্থাপি বিদ্যমানানাঃ অনন্তবিতলহৃতরসাতলতলাতল-মহাতলপাতালনামকানাং অধোঃখো বিদ্যমানানাং লোকানাং ব্রহ্মাণ্ডস্য ভবত্বত্বচতুর্বিধহুলশরীরায়সরসানানীনাংকোণপতিত্বতি।” (বেদান্তসার)

পাকৌদন (পুং) পঞ্চা বিত্তভ্যঃ ওদনঃ। পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা পাঁচভাগে বিভক্ত ওদন। "পাকৌদনঃ পঞ্চতিরঙ্গুলিভির্ভাষ্যেভ্যঃ পঞ্চদৈতমেন" (অর্থঃ ৪।১৪।৭)

পঞ্জনিগর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সোলাপুরবাসী জাতি-বিশেষ। ইহারা কৃষকবৃত্তকার এবং মধ্যমাকৃতি। পুরুষেরা দাড়ি রাখে এবং মূলদানের ভায় বস্ত্র পরিধান করে। গ্রীলোকগণ অপেক্ষাকৃত স্থলবী ও স্থলী। বেশত্বা সম্রাট-সিগের ভায়। গ্রীষ্মক উভয়েই কটসহিত। ইহাদের মধ্যে একজন সর্দার আছে। আপনাদের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি নিষিদ্ধ হয়। ইহারা হান্দি শ্রেণীর স্ত্রীসম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু কখনও কল্যাণ পড়ে না।

পঞ্জর (স্ত্রী) পঞ্জাতে কথ্যতে উদয়বসন্তমসে, পজি-রোধে-অরন্।
১ কার্যবিভূক, দেহের অস্থিসহ, শরীরের অস্থিপঞ্জর।

পঞ্জরপিপজর বস্ত্র তবারোহোভিমানিকা।

বিহিতপ্রতিবিচ্ছুর প্রত্নিত্ত্বরণ ভবেৎ ॥" (পঞ্চদশী ৬।১৭৩)

পঞ্জাতে কথ্যতে পঞ্চাধিরাজ। ২ পক্ষী প্রকৃতির বহনগৃহ, পিঁজরা, বাহাতে পক্ষী প্রকৃতি আবদ্ধ থাকে। পর্যায় শালায়।
"ভেন শব্দেন বিহগাঃ প্রভিবৃদ্ধান্ত সম্বয়ঃ।

শাখায়াঃ পঞ্জরাহান্ত যে বাজকুলগোচরাঃ ॥"

(জৈনসামা" ২।৬৫।৫)

পঞ্জাতে কথ্যতে আত্মা বসিন্। পজি রোধে অরন্। ৩ শরীর। (জিকা) আত্মা শরীরে রুদ্ধ হয়, এইজন্য পঞ্জর শব্দে শরীরকে বুঝায়।

"বাসন্তি সহস্রানি নাজীঘারানি পঞ্জরে।

স্থূয়া শান্তবী শক্তিঃ শেবাশ্বেব নিরর্থকাঃ ॥"

(হঠযোগীপিকা ৪।১৮)

'পঞ্জরে পঞ্জরবহিরাহিতিবন্ধে শরীরে' (টীকা)

৪ শেবাহিসহ, পর্যায় কজাল, দেহবদ্ধাধি। (জটীধর) ৫ কলিঙ্গ। ৬ পাতিদিগের নীরাঙ্গনাবিধি। (সারস্বত) ৭ কোলকক। (রাজনি" ৪" ৭)

পঞ্জরক (পুং) পাঁচ। (মহাভারত পাতিপর্কঃ)

পঞ্জরাখোট (পুং) পঞ্জরেশব যন্ত্রেণ আখোটো যুগ্মা বস্ত্রাৎ। মন্ত্র ধর্মিবার-বস্ত্রবিশেষ, মাহ ধরার একপ্রকার বস্ত্র। চলিত পোলো, পর্যায় প্রব, পলব। (জিকা) বিল ও পুফরিনী প্রকৃতির জল তরু হইলে পোলো দিয়া মন্ত্র ধরা হয়। বীণের স্ক স্ক সলা তৈয়ারি করিয়া প্রকৃত করিতে হয়।

পঞ্জরপুয়া (দেশ) পঞ্জরবদ্ধ তরুপক্ষী।

পঞ্জল (পুং) পঞ্চ-অলহ্। কালকক। (রাজনি")

পঞ্জাব, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটা

প্রদেশ। প্রাচীন গ্রন্থানিতে এই স্থান পঞ্চনব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শতদ্রু, বিপাশা, চত্ভাগা, ইরাবতী ও বিত্তভা নামক চৌ নদী এই জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মূল-তানের দক্ষিণাংশে নিম্ন নদীতে মিলিত হইয়াছে। মূলদান ঐতিহাসিকগণ পঞ্চনদীর কারণ পঞ্চনব প্রদেশের নাম 'পঞ্জাব'ী ভারতীয় পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চ ও আব্ (অপ্) জল এইদ্বারা 'পঞ্জাব' নাম দিয়াছেন।

পূর্বে পঞ্চনব ও কাশ্মীর দুইটা স্বতন্ত্র জনপদ ছিল। পঞ্জাবকেশরী রশ্মিৎসিংহের অভ্যুত্থানে উক্ত জনপদ দুইটা এবং পাঞ্চবর্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঞ্জাবের সীমান্ত হইয়াছিল। বর্তমান ইংরাজরাজত্বের কাশ্মীর প্রদেশ স্বতন্ত্র-ভাবে ইংরাজগবর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিরা উহার শাসন-কার্যাদি নির্বাহ হইতেছে; কিন্তু দেশের সর্দারগণের অধীন পঞ্জাবের অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পঞ্জাবের ছোট-লাটের বিচারধীনে রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য লইয়া সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশটা ভারতবর্ষের দশাংশ হইবে এবং ইহার জনসংখ্যাও প্রায় ভারতের একাংশাংশ হইবে। ইহার উত্তর সীমার কাশ্মীররাজ্য, এবং ষাট ও বোনের সামন্তরাজ্য, পূর্বে দিল্লী সম্রাটের বসুন্ধারী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও চীনসাম্রাজ্য, দক্ষিণে সিন্ধুপ্রদেশ, শতদ্রুনদী ও রাজপুতানা এবং পশ্চিমে আকগানস্থান ও বেলুচিস্থান রাজ্য। ইহার রাজধানী লাহোর, কিন্তু যোগলরাজত্বের রাজধানী দিল্লীনগরের ইতি-হাসই উল্লেখযোগ্য বিষয়। অক্ষা° ২৭° ৩৯' হইতে ৩৫° ২' উঃ এবং ৬৯° ৩৫' হইতে ৭৮° ৩৫' পূঃ। ভূপরিমাণ সর্বসমস্ত ১৪২৪৪২ বর্গ মাইল।

পঞ্জাব বলিলে একমাত্র শতদ্রু, বিপাশা, বিত্তভা, চত্ভাগা ও ইরাবতী-পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডকেই বুঝায়। কিন্তু বর্তমান বন্ধাবস্তে সিদ্ধাসগর নোরাব, সিদ্ধ ও জুলিয়ান পর্বতের মধ্যস্থিত দেবরাজ্য বিভাগ এবং শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী সরহিন্দের উপত্যকা ভূমি পর্যন্তও ইহার সীমা মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পঞ্জাবের কতকাংশ ইংরাজের অধীনে এবং অপরংশ সামন্তরাজগণের কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ ইংরাজের অধীনে ৩২টা জেলার এবং দেশস্থ সামন্তরাজগণের অধীনে ৩৪টা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ রাজ্যগুলির মধ্যে পাতিরাণা ও বহাবল-পুর সর্দাপেক্ষা বৃহৎ এবং চচা, মল্লি, লুখত, নাহন, বিলাসপুর, বসহর, নালগড় প্রকৃতি হিমাচলপর্বতস্থ ২০টা সামন্তরাজ্য নাকারি ও বরকুটার সামন্তরাজ্য সর্দাপেক্ষা ক্ষুদ্র।

এখানকার পর্বতমালা সাধারণতঃ ৪টা ভাগে বিভক্ত।

উত্তরপূর্বাংশে হিমালয়পর্বতগণের শিবালিক, বরা নাচা, শ্রীপাহাড় প্রভৃতি পর্বতমালা; দক্ষিণপূর্বাংশে গুয়ানীও ও বিল্লী জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত আরাবলীপর্বতশ্রেণীর বিস্তৃত শাখা; পশ্চিমদিকের দক্ষিণাংশে হুলেমান পর্বত ও উত্তর-পশ্চিমাংশে কাবীরদেশে বিস্তৃত হিমালয়শ্রেণী, সিমলা ও হাওয়ালা পর্বতশ্রেণী সন্নিবেশিত। লবণ পর্বত ও পেশাবর পর্বতমালা। এই সকল পর্বত দিগা অসংখ্য নদী বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে বিপাশা, যমুনা, ইরাবতী, চত্রভাগা, পূক, বিতস্তা, নতঙ্গ, সিন্ধু প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীসকল দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নিম্নলিখিত পঞ্জাব আরাধ্য উপসাগরে মিশিয়াছে। এই সকল নদীতে শীতকালে জল কম থাকে। গ্রীষ্মমাসে হিমালয়ের নিম্নাংশে বরফরাশি গলিয়া প্রবল প্রবাহে নদীতে আসিয়া মিলিত হয়। এই সময়ে নদীর জল এত বৃদ্ধি হয় যে, নদীর উত্তর তীরবর্তী বহুকোণকাণ্ডী স্থানসমূহ বস্তার ভাসিয়া যায়। বর্ষা ঋতুর অধাবহিত পরেই শীতের প্রোদ্যোত লক্ষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই জলপ্রবাহ আর বহিতে থাকে। জল কমিলে পর দেখা যায় যে, জমির উপর এক প্রকার চিকণ তেজাল মাটির পলি পড়িয়াছে। এই জলসিক্ত মৃত্তিকা জমিকে নরম করে, কৃষকদিগকে আর কষ্ট করিয়া উদ্ধাতে লাগ দিতে হয় না।

পঞ্জাবের চারিদিক পর্বতাকীর্ণ হইলেও পূর্বে যমুনা নদী ও পশ্চিমে হুলেমান পর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তৃত স্থান সমতল-ক্ষেত্রে পূর্ব এবং মধ্যে মধ্যে জলসিক্তনের জল নদী দ্বারা বিধৌত। আরাবলী পর্বতের উচ্চ শাখা ও বাল রাজ্যের অন্তর্গতী চিনিওট ও করাণা পর্বতমালা পঞ্জাবের দক্ষিণাংশকে ক্রমশঃ উন্নত করিয়াছে। দিল্লীর উত্তর পশ্চিমাংশে, রোহ-তাক ও হিসারের দক্ষিণে, হিসার ও লীর্বার মধ্যভাগে হিমালয়ের চালু প্রদেশ হইতে লাহোরের দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত কুভাগ, এবং দক্ষিণ পশ্চিমে আরাবলী পর্বতের তটদেশ হইতে বিকা-নের রাজ্যের পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত তুখওসমূহ প্রায় সমতল। হিমালয় ও আরাবলী পর্বতের চালুদেশে এক্সপজাবে সমতল যে, কদাচ প্রত্যেক মাইলে দুই অথবা তিন ফিটের অধিক উচ্চ দেখা যায়।

প্রায় সমুদায় সমতল ক্ষেত্রগুলিই পলির মাটিতে উন্নততা প্রাপ্ত হইয়াছে। পাহাড়ের কিনারা বাতীত বড় একটা পাথর দেখা যায় না। অল্পসল্প চিকণ বালুকাকণা সর্বত্রই পাওয়া যায়; মৃত্তিকা মধ্যে কেবলমাত্র গোলাকার কঁকর লক্ষিত হইয়া থাকে। এখানে কোথাও প্রকৃত মৃত্তিকা পাওয়া যায় না; একমাত্র সারাল বালুকাময় পলিই সকল স্থানে দেখা যায়।

বালুর ভারতবাহিনীতে উচ্চ পলির উপাংশ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিভক্তা, চত্রভাগা ও নিম্নলীল মধ্যভাগে যে সমুদয় 'বল' ভূমি দৃষ্ট হয়, তাহা দক্ষিণে রাজপুতনার বালুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। যেখানে ভূমির উপরে নদীদ্বারা জল বাহিরী সাধারণ কৃত্রিম অপেক্ষা উচ্চ করিয়া রাখা হয়, সেইখানে ভূমির উপরে জল জটিল উঠে। এই জমিকে 'বে' বলে। যে উঠিলে জমির শাকসব্জী নষ্ট হইয়া যায়। যে জমিতে 'বে' কুটো নাই, বা যে স্থান বালুকাকৃত নহে সেই স্থান সর্বদাই উন্নত থাকে, কিন্তু চাষের পর জলসিক্ত আবৃত্তক হয়। পঞ্জাবের পশ্চিমসীমান্তী স্থানসমূহ উচ্চতর উন্নততা না পাইলেও সেখানকার লম্বা লম্বা ভূপরিমিত ভূমিখণ্ড সাধারণতাই উন্নত। এই স্থান 'বাফ' নামে প্রসিদ্ধ। যবাদি ও উদ্ভাদি জলবীজেরই বিচরণের উপযুক্ত স্থান। এখানকার মৃত্তিকানিরহ জলরাশি কোথাও বহু নিরে কোথাও বা বহু নিরে দেখিতে পাওয়া যায়। নদী বা পর্বতাদির নিকটে সম্রাচর ১০ হইতে ৩০ ফিট নিরে এবং তদূর্বর্তী স্থানসকলে প্রায় ১৫০ হইতে ২০০ ফিট নিরে জল পাওয়া যায়। এই জল প্রায়ই লবণাক্ত, এই জল জল ও ওষিদ্ধাদির পক্ষে বিশেষ উপকারী নহে।

পূর্বেকৃত বিভাগানুসারে দেখা যায় যে, হিমালয় পর্বতের উপরিস্থ সমতলভাগাদি, শিবালিক পর্বতশ্রেণী ও পূর্ব পশ্চিম-দিকস্থ সমতল ভূমিতে ঠাকুর, রাঠি, ও রাবত প্রভৃতি পার্শ্ব-জীয় রাজপুত, বিরঠ, ব্রাহ্মণ, কুনেত, দাসি, গুজর, পাঠান, বেলুচী প্রভৃতি পার্শ্বজাতির বাস দেখা যায়। পর্বতবালী জাতির মধ্যে কতকগুলি মুসলমান ও কতকগুলি হিন্দু বণিরা পরিচিত।

পশ্চিমদিকস্থ ওয়াসিপরিস্থ 'বাফ' নামক স্থানে ব্রহ্মপল্লী একটা জাতি দেখা যায়। উহার তথাকার লামল ক্ষেত্রের উপর আপনাপন অধিকারকৃত উদ্ভাদি এবং গোল, তেজা, হাগল প্রভৃতি লবন্য করিয়া বিচরণ করায়। এই স্থানের ভূপাদি বিশেষ হইলে তাহার অপর এক স্থানে গমন করে। যেমন উদ্ভাদি নতন নতন ঋতুতে নতন ওয়াসি ঝাইতে ভালবাসে, তেমনি প্রত্যেক ঋতুতে স্বভাবভঙ্গি তাহাদের উপযোগী নতন নতন উদ্ভাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পশ্চিমাংশবর্তী এই ভূমিতে একমাত্র মূলতান নগর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বাণিজ্যের বিশেষ আদরের জিনিস নাই। ভারতের উত্তরপশ্চিমাংশ-বর্তী সমুদায় স্থানের সহিত বাণিজ্যিক জ্ঞান সিদ্ধান্তে আসিয়া মূলতান পারি হইয়া পকনদীতে ইচ্ছানুরূপ বিভিন্ন শাখা দিগা নৌকামোড়ে গমন করে।

পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ সিন্ধু, নতঙ্গ প্রভৃতি নদীতে বিচ্ছিন্ন

হইরা হুজী সোমাবে পরিণত হইরাছে। এই রাজ্যের পূর্বাংশ নদী দ্বারা ও পশ্চিমাংশ পর্বত দ্বারা বিভক্ত। ইহার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস আছে। পূর্বাংশবাসী লোক-ভুলিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়গত নাম এবং পশ্চিমাংশবাসী ব্যক্তি-গণ জাতিগত নামাভিধান প্রাপ্ত হইরাছে। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাহা লবণপর্বতবেষ্টিত, তথ্যর পেশাবর, রাবলপিন্ডি, বিলিন্দ, কোহাত ও বহু প্রভৃতি করুণী জেলা আছে। রাবলপিন্ডি জেলার অন্তর্গত হাজারা, মুরি ও কহতা তহসীলই প্রধান। এই পার্শ্বাতীর অংশে পেশাবর ও রাবল-পিন্ডি ব্যতীত আর নগর নাই। দেবাইসমাইল খাঁ ব্যতীত মধ্য এসিয়া ও কাবুল প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী ত্রয়া একমাত্র পেশাবর দিরা ভারতে আনীত হয়। এখানে তুলা ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হইরা নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ রপ্তানী হইরা থাকে। স্থানীয় অধিবাসিগণ কেবল চাষবাসের উপর জীবিকার্জন করে এবং পার্শ্বাতীরগণ সাধারণতঃ গোমেষাদি পালন ও চারণ করিয়া থাকে।

এখানে খজুর, পিপুল, বট প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ এবং বায়্র, নীলগাই, হরিণ, পেঁ মেঘাদি নানা জন্তু ও বিভিন্ন বর্ণের পক্ষী দৃষ্ট হয়।

এখানে মুসলমানদিগের মধ্যে পাঠান, শেখ, বেহুচী বা আফগান, সৈয়দ, কান্দীরা ও পরে যোগলগণ আসিয়া বাস করে। হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অনেকেই পূর্বকাল হইতে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। হিন্দুগণ মধ্যে রাজপুত এবং ণ্ট রাজপুতের সংখ্যাই অধিক। জাটরাজ-পুতের বাহারী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহার মুসলমান জাট নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্বিধ মুসলমানগণের মধ্যে অরাইন্ অবান, জুলাহা, ওজর, জুহরা, মুচী, জুজীর, তর্খান, তেলী, মিরাসী, নহি, শোহর মজী, কন্বর, কান্বর মেও, খোবা, কস্তির, খাজা, মণিরার, হুগড়, বর্কলা, মোজা, চনাওলী ও বকর প্রভৃতি করুণী জির ডির শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। শতক্ষর পূর্বাংশে, নিরী, হিসার, কাঙ্ড়া, , রোহতক, জালন্ধর, অমৃতসর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ লোকেই হিন্দুমতাবাসী ক্রিয়াকলাপে আস্থা প্রদ-র্শন করে। পঞ্চাবের রাবলপিন্ডি, কোহাত ও পেশাবর প্রদেশের লোকদিগের মধ্যে (হিন্দু হইলেও) মুসলমানদিগের অজ্ঞকরণ দৃষ্ট হয়। সকল অধিবাসিই শিখ নামে পরিচিত। ইহার 'গুরু-নানকের' শিষ্য। মুজিবদা ও সাহস ইহাদের একটা অধি-তীয় গুণ। এমন অনেক ঐতিহাসিক কথা শুনা গিয়াছে,

বাহাতে শিখসৈন্তের অধিত ডেল, অকুল সাহস ও যুদ্ধবীৰ্য্য তাহাদিগকে বীর্যবতার চরম সীমার স্থানদান করিয়াছে। সাধারণতঃ ইহার মুখ্য। অর মহারাজ রঞ্জিং সিংহ লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না। তাহার অকৃত বীর্যের কথা ভারত-বাসী কাহারও অবদিত নাই।

[শিখ, নানক ও রঞ্জিং শব্দ ত্রুটিঃ]

হিন্দুগণ প্রধানতঃ শিখ, জৈন, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ক্ষত্রিয়, বেগিরা, হিন্দুকাট প্রভৃতি উক্ত শ্রেণীতে এবং হিন্দুশিখগণের নিম্ন শ্রেণীতে চাগার, জুহরা, অরোরা, তর্খান, খিনবার, কুজার, খিরাঠ, ওজার, নাই, আখীর, সোণার, দোহার, কুনেড, রবী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি দৃষ্ট হয়। কাঙড়া জেলার জুল উপ-বিভাগে এবং তিব্বতসীমান্ত স্পীতি রাজ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক। এতদ্বিধ এখানে পার্শ্বী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ী গৃহীন জাতির বাস আছে।

পঞ্চাবের সামাজিকগঠন দেখিলে হুইটী স্পষ্ট চিত্র দেখা যায়। এখানকার পূর্বাংশবাসী ও হিমালয় পর্বতের পাশ্চাত্যবাসী স্থানসমূহে জাতীয় ব্যবসার হইতে জাতীয়তার লক্ষণা করিয়া পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। কারিক পরিপ্রমাণিত বৃত্তিধারা সামাজ্যব্যক্তিগণ বৈষম্য বংশাধ্য প্রাপ্ত হয়, জমিদারদিগের মধ্যেও বাহার রাজকীয় শাসনাদি কার্যে ব্যাপ্ত থাকে, তাহারও সেই মত পরমর্ধ্যাঙ্গ লাভ করে। প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তির জাতীয় ব্যবসা পুরুষপরম্পরার চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে অসবর্ণ বা অসাম্প্রদায়িক বিবাহ প্রচলিত নাই। পশ্চিমাংশবাসী দায় স্থানে এবং সিদ্ধপ্রদেশে যে সকল জাতি আছে, তাহার প্রকৃত একটা জাতি নহে। সম্প্রদায় ভেদে ও সামাজিক ক্রিষ্ণ-কলাপ ভেদে ইহার এক একটা ভিন্ন ভিন্ন থাক হইরা পড়িয়াছে। এখানে বাহাদের জমি আছে, তাহারাই সমাজের একমাত্র গ্রাহি এবং তাহাদের লইয়াই এই এক একটা থাক নিষ্ক-শিত হইয়াছে।

এখানে কোন অপরিচিত কর্ম্মস্থান অথবা গর্হিত ব্যবসার ব্যবসার করিলে তাহার জাতীয়তার হানি হয় এবং তাহাকে সমাজে দূষিত ও অপদহ হইতে হয়। এইজন্য এক্ষণে কার্য তাহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে স্বভাতি বিবাহে কোন বাধা নাই। একমাত্র ধনবানই তাহার অন্তরায়। বাহার সামাজিক অবস্থা যত উন্নত সে সেইরূপ বর পাইলেই বিবাহ করিবে। ধনীব্যক্তি কখনই ধনীনের গৃহে কস্তাপুত্র দানাদান করিবে না। এখানে জাতীয়তার বিশেষ সমাধর নাই। পূর্বোক্ত স্থান-বয়ের সামাজিক গঠন অপেক্ষা লবণপর্বত ও সিদ্ধনদের অপর

* 'মুসিহ' বকে কাঙড়ার আধি অধিবাসিগণের মধ্যে মরসিহপুত্র প্রভৃতির বিধর লিখিত হইয়াছে।

পার্শ্ববর্তী হানসমুহের সামাজিক চিত্র যথাসম্ভব প্রকারে। পরন্তুও ঐক্যবাহুই যে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নহে, পঞ্জাবের পূর্বাংশে মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মপ্রচার করিয়া সাম্প্রদায়িকতার পসার দৃঢ় করিলেও ইসলামধর্মের বীজিত পূর্বভূমি হিন্দুগণ তাহাদের নাম, মর্যাদা, ধর্ম আদি ও ধর্ম পক্ষপাতিতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়াছে। সমগ্র পঞ্জাবপ্রদেশে জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত পদ্ধতি অনুসারে এবং পূর্বভূমি আচার ব্যবহারের বশবর্তী হইয়া তাহারা বর্ণভেদ পালন করিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ পূর্বাংশবর্তী ব্যক্তিগণ সর্বদাই বৈষ্ণব উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী ভারতীয় হিন্দু-প্রাণী ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতেছে, ঠিক সেই-রূপেই বহুকাল হইতেই পশ্চিমাংশবর্তী পঞ্জাবগণ মুসলমান-গণের সহযোগে বাস করিয়া তাহাদের প্রথামত সকল বিষয়ের নকল করিতে শিখিয়াছে। মুসলমান-অনুকরণী ব্যক্তিগণ সহ-জেই মুসলমান ধর্মে আসিয়া পড়িয়াছে।

এখানে ১১১টা বড় নগর আছে, তাহার লোকসংখ্যা ৫০০০ হইতে ২০০০০ পর্যন্ত। আরও ১০৩টা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নগর আছে, উহা হয় বিচারের সদর বা সেনাবাস, না হয় মিউনিসিপালিটি দ্বারা পরিচালিত, বলিয়া নগর পদবাচ্য হইয়াছে। এতদ্বিধ ১ দিল্লী, ২ অমৃতসর, ৩ লাহোর, ৫ মুলতান, ৬ অম্বালা, ৭ রাবলপিন্ডি, ৮ জালন্দর, ৯ শিয়ালকোট, ১০ লুধিয়ানা, ১১ কিরোরপুৰ ১২ ভিবনি, ১৩ পাণিপথ, ১৪ বাটলা, ১৫ রিবারী, ১৬ কর্ণাল, ১৭ জজরানবালা, ১৮ দেৱাগাজী খান, ১৯ দেৱা ইস-মাইলখান, ২০ হসিয়ারপুৰ, ২১ খিলাস প্রকৃতি স্থান রাজ-খানী মধ্যে গণ্য। হিমালয় পর্বতের উপরে সিমলা (গবর্ণরজেনারলের শৈত্যাবাস), মুরী (রাবলপিন্ডি জেলার), ধর্মশালা (কাণ্ডা পর্বতে) এবং ডালহৌসী (গুরুদাস-পুৰে) প্রকৃতি স্থান গ্রীষ্মকালে অবস্থানের জন্য হিতকারী ও মনোরম। এই প্রদেশে সর্বসমেত ৩৪৩২৪ গ্রাম ও নগর আছে।

অধিবাসিগণ অধিকাংশই চাষবাসের উপর জীবিকা নির্ভর করে। অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ দুই তিন হাজার বৎসর পূর্বে বৈষ্ণব সরলভাবে চাষবাস চলিয়াছিল, এখনও সেইভাবে চলিয়া আসিতেছে। এখানে সাধারণতঃ দুই প্রকার চাষ হয়। বসন্তে রবিশত ও শরৎকালে ধরীক বাতের চাষ হইয়া থাকে। ধাত, ইক্ষু, তুলা, মকা, জুয়ারা, জীরা প্রভৃতির চাষ ধরীকের অন্তর্ভুক্ত; তামাক, কলাই ও শাকসবুজ রবিশত মধ্যে গণ্য। উত্তরপশ্চিম ভারতে

যে সমুদায় পশোর চাষ হয়, এখানেও সেই সমুদায় প্রচলিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। চাষবাস ব্যতীত হানসুজি, বাসিন্দা, মসীজীবি, ব্যবহারজীবি প্রকৃতির কাঁচা ও সাধারণে দুর্ভিষোক্ত হয়। ইংরাজ গবর্নেন্ট ও সাধারণ লোকের অবকণ্ঠে পালন করেন, তাহাদের সভান হইলে পরে সেই সকল ন্যায়ক বড় হইলে হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে। গবর্নেন্টের অধিকৃত বস্ত্রপ্রদেশে নানাজাতীয় বুন আছে; উহার অধিকাংশই সামন্তরাজগণের অধীন, কিন্তু গবর্নেন্ট তাহার সম্বন্ধেই ও ডেপুটী কমিসনার এই সমুদায়ের রক্ষাকর্তা।

বাণিজ্যাদির জুখিা হেতু এখানে অনেকগুলি খাল কাটা আছে। বড়ি নোরাব, পশ্চিম বহুনা, সরহিন্দ ও হাত নরীর খালে সকল ঋতুতেই জল থাকে। উত্তর শতঙ্গ, দক্ষিণ শতঙ্গ, চম্রভাগীর খালগুলি, সিদ্ধনদের খালগুলি, মুজরায়গড়ের খালগুলি এবং শাহপুৰ জেলায় ডিসটা খাল সাধারণতঃ কেবলমাত্র জল সরবরাহের জন্য কাটা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অম্বালা, লুধিয়ানা, জালন্দর, অমৃতসর, লাহোর, মুলতান, সত্কার, পেশাবর প্রকৃতি প্রধান প্রধান স্থানে রেলপথ বিস্তার হইয়া বাণিজ্যের বিশেষ জুখিা করিয়া দিয়াছে। এই সকল রেলপথ দিল্লী দিয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও কলিকাতা এবং রাজপুতনা দিয়া করাচী ও বোম্বাই সহরের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। এখনও এখানে নৌকাবোলে বাণিজ্যার্থ পণ্যসম্বা সমুদ্রকূলে নীত হইয়া থাকে।

পঞ্জাব প্রদেশের কৃষিজাত জব্যের মধ্যে বিভিন্ন শক্তাদি, তুলা, লৈঙ্গবলবণ এবং তদ্ব্যপোৎপন্ন অজ্ঞাত কলম্বাদি নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। কার্পাসবস্ত্র, লোহা লক্ক, এবং অপরাপর ব্যবহার্য জব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে এখানে আমদানী হয়। এতদ্বিধ দোণা বা রপার জরি, শাল, উত্তম কাককাব্যাক্ত কাঠনির্মিত জব্যাদি, লৌহপাঞ্জাদি এবং চামড়ার কাজ প্রকৃতি দেখা যায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে একমাত্র লৈঙ্গবলবণই প্রধান। ইহার বিক্রয় হইতে পঞ্জাব গবর্নেন্টের অনেক আয় হয়। মেগথনি, কালাবাগ, লবণপর্বত, ষিলন, শাহপুৰ ও কোহাট-জেলার প্রুর লবণ পাওয়া যায়। উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তবর্তী পথ দিয়া এই দেশে চরল, বিভিন্ন-বর্ণের রক্ত, ছাগলের পশম, রেশম ও চশম, জুপারি ও কল, কাঠ, লোম, পাণ্ড ও খাগ (কাপড়), প্রকৃতি জব্যের ব্যবসা আছে। নীল, মস, নানা ধাতু, লবণ, মসলা, চা, তামাক, কার্পাস বস্ত্র (মিলি ও বিলাতী) কাঁচা বা তৈয়ারি চামড়া প্রকৃতি উত্তরপশ্চিমাংশে হিমালয়ের পার্শ্ববর্তী হানসমুহে জব্য সকল বিবিধরূপে বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

এখানে সাধারণতঃ শীতের আধিক্য লক্ষিত হয়। গ্রীষ্ম-কালে শীত অর থাকে। অক্টোবর মাস হইতে দিবাতাপে উত্তাপ থাকিলেও রাত্রিতে বিলক্ষণ শীত হইয়া থাকে। ইহার পর ক্রমশঃই শীতের বৃদ্ধি হইয়া জানুয়ারী মাসে তুষার রাশি পতিত হয়। পার্শ্বত্যা প্রদেশসমূহে ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে জানুয়ারীর মধ্য পর্যন্ত বড় ও তুষারপাত হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্মাধিক্যে এখানে ৯০° অধিক উত্তাপ লক্ষিত হয় না।

পঞ্জাবের সীমান্তবর্তী ৩৬টি সামন্তরাজ্যের অধিকারভূক্ত স্থান সকল তথাকার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের অধীন। এই ক্ষুদ্র রাজ্য কর্তার কু-পরিমাণ ৩৭৮১৭ বর্গমাইল। উক্ত ৩৬টি রাজ্যের মধ্যে পাতিয়ালা, বহাবলপুর, ঝিন্ড ও নাভা নামক জনপদই শ্রেষ্ঠ এবং ছোট লাটের নিজ শাসনাধীন। চণা কু-ভাগ অশ্বত্থসরের কমিশনরের এবং মালের কোটলা, কাল-সিরা ও ২২টি হিমালয় পর্বতস্থিত রাজ্যগুলি অঝালার কমিশনরের অধীন। কপূরথলা, মন্ডি ও জুখত জাল-জরের, পতোদি দিল্লীর এবং লোহার ও ছজানা প্রভৃতি স্থান হিসারের কমিশনরের অধীন। পূর্কোক্ত সামন্তরাজ্য-গুলি কতক সমতল ক্ষেত্রের উপর ও কতকগুলি পাহাড়ের উপর। নিম্নে উক্ত রাজ্যগুলির পরিমাণ ও নাম লিখিত হইল।

সমতলক্ষেত্রে পাতিয়ালা (৫৮৮৭ বর্গমাইল), নাভা (২৮৮), কপূরথলা (৬২০), ঝিন্ড (১২০২), করিদকোট (৬১২), মালের কোটলা (১৬৪), কালসিরা (১৭৮), ছজানা (১১৪) পতোদি, (৪৮) লোহার (২৮৫) ও বহাবলপুর (১৫০০) এবং পার্শ্বত্যা প্রদেশে মন্ডি (১০০০), চণা (৩১৮০), নাহন (১০৭৭), বিলাসপুর (৪৪৮), বসাহর (৩০২০) লাল-গড় (২৫২), জুখত (৪৭৪) কেউহল (১১৬), বাঘল (১২৪) জবল (২৮৮), ভজি (৯৬) কুমহারসাঁই (৯০) মইলোল (৪৮), বাঘত (৩৬), বলসন্ (৫১), কুঠার (৭), ধামি (২৬), তরোক (৬৭), সাদ্রী (১৬), কুন্দিয়ার (৮), বিজা (৪) মজল (১২), রাবই (৩), ধরকোটা (৫), দাধি (১) প্রভৃতি।

ঐ সকল সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে বহাবলপুরাধিপতি ইংরাজের সহিত সন্ধিহুত্রে এবং অপরগুলি সকলে গবর্নর জেনারেল হইতে প্রাপ্ত সনদের সর্তীহুসারে আবদ্ধ থাকিয়া সেই স্থান সমুদায়ের দখলীকার হইয়া ভোগ করিতেছেন। পাতিয়ালা, ঝিন্ড ও মালের কোটলা রাজ্যের সামন্ত রাজগণ তাহাদের ভূক্তরাজ্যের কর স্বরূপ ইংরাজ রাজ্যের মুদবিগ্রহের সমর অধারোহী সৈন্ত দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য আছেন। অপর-গুলি সামন্তগণকে টাকার কর দিতে হয়। পাতিয়ালা, ঝিন্ড, ও

নাভা রাজ্যের রাজবংশধরগণ ‘কুলকিরা’ বংশীয়। যদি কোন রাজবংশে পুত্রোদি অভাবে বংশ লোপ হয়, তাহা হইলে পূর্ক-সনদের সর্বমত তাঁহারা নিকটবর্তী সপোত্র ও আপন মর্যাদার সমকক্ষ কোন সামন্তরাজ্যের পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অল্প বংশীয় যে পুত্র গোব্যপুত্ররূপে রাজপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে নজরাণা স্বরূপ ইংরাজ গবর্নমেন্টকে কতক টাকা দিতে হয়।

পূর্কোক্তিত্তি তিনটি রাজ্যের কুলকিরা-বংশীয় সর্দারগণ এবং করিদকোটের রাজা ইংরাজের সহিত নিয়মহুত্রে আবদ্ধ আছেন যে, “তাঁহারা আপনাপন রাজ্য মধ্যে ভ্রাবিচার এবং প্রজাবর্গের মঙ্গলের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। বাহাতে তাঁহাদের রাজ্য মধ্যে সতীদাহ, দাসবিক্রয় ও শিশু কন্ডা-হত্যারূপ লঘত কার্য সকল সম্পাদিত না হয়, তদ্বিরে তাঁহারা যত্নপর হইবেন।” আরও লেখা থাকে যে ‘ইংরাজরাজ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাঁহাকে সৈন্ত দিয়া, রসদ যোগাইয়া সমরক্ষেত্রে সাহায্য করিবেন। যদি কখনও রেলপথ বা সরকারী (Imperial) রাস্তা তাঁহাদের রাজ্য দিয়া যাওয়া অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উক্ত রাজগণ বিনা মূল্যে ঐ অধি-স্থান দিতে বাধ্য হইবেন। পক্ষান্তরে ইংরাজরাজ ও তাঁহাদিগকে ঐ সকল রাজ্য ভোগ করিতে পূর্ণ ও খোলসা অধিকার দিয়াছেন। কেবলমাত্র পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্ড, করিদকোট ও বহাবলপুর প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ ইচ্ছা করিলে কোন দোষী ব্যক্তিকে কাঁসি পর্যন্ত দিতে পারেন, অপরের এত ক্ষমতা নাই।

বহাবলপুর, মালের কোটলা, পতোদি, লোহার এবং ছজানা প্রভৃতি স্থানের সামন্তরাজগণ মুসলমান বংশীয়। পাতি-য়ালা, ঝিন্ড, নাভা, কপূরথলা, করিদকোট ও কালসিরার রাজ-গণ শিখবংশসম্বৃত। অবশিষ্ট সকলেই হিন্দু। বহাবলপুরের নবাব দাউদপুত্র বংশীয় মুসলমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বহাবল-থার বংশধর। মালের কোটলার নবাবগণ আকগান জাতীয়, মোগলগণের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষে ইহাদের শুভাগমন হয় এবং মোগল রাজবংশের অবনতির পরেই ইহারা আপন স্বাধীনতা অর্জন করেন। পতোদি ও ছজানার সর্দারগণ আকগান জাতি-সম্বৃত। লোহার নবাব মোগলবংশীয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে লর্ড লেকের সহায়তা করার ইংরাজরাজ তাঁহার সন্ধ্যাবহারে গ্রীত হইয়া তাঁহাকে আরও কএকটি সম্পত্তি দান করেন।

এখানকার শিখ সর্দারগণ প্রধানতঃ জাট বংশীয়। পাতি-য়ালা প্রভৃতি কুলকিরা রাজগণের পূর্কপুরুষ চৌধুরী কুল

১৬৪২ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে যোগলসারাজ্য বিলুপ্ত হইবার সময় এবং পারস্য, আফগান ও মহারাজগণের উপর্যুপরি আক্রমণে ভারতবর্ষে বিশেষ গোলযোগ ঘটে। ঠিক এই সময়ে চৌধুরী কুলের বংশধরগণ মহাবীর্যের মানসে শিখ-সম্রাটের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কপূরখলার রাজা কলাল জাতিভুক্ত এবং বশ সিংহের বংশ-সম্ভূত হইলেও, বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি শিখ-সর্দার হইরাছিলেন। করিমকোটের রাজারা বুরাক জাতি-বংশীয়। সম্রাট বাবরের সহায়তা করার তাঁহারা বিশেষ মান-নীল হন এবং উক্ত মর্যাদা লাভ করেন। বোধসিংহ খালসা রাজ্য স্থাপন করেন। পর্তুগীজ অস্ত্রাঙ্গ সর্দারেরা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন এবং অতি প্রাচীন সম্রাট রাজপুতবংশের সন্তান বলিয়া আপনাদের বংশ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

[পূর্বোক্ত প্রধান প্রধান সামন্তরাজ্য সৰ্ব্বত্র বিস্তৃত ইতিহাস তৎ তৎ পক্ষে দ্রষ্টব্য।]

পঞ্জাবের ইতিহাস।

পঞ্জাব বা পঞ্চনদ প্রদেশ বৈদিক আখ্যায়িকার লীলাক্ষেত্র। ঋক্সংহিতায় যে সপ্ত সিদ্ধির উল্লেখ আছে, অনেকের বিশ্বাস তাহা এই পঞ্চনদ প্রদেশেই প্রবাহিত। উক্ত আদি গ্রন্থে অংকমতী, অঙ্গদী, অনিতভা, অগ্ৰবতী, অসিকী (Akesine), আপরা, আজীকীয়া, কুভা, (Kopha বা কাবুল নদী), কুলিনী, ক্রমু (কুরম), গঙ্গা, গোমতী (গোমাল), গৌরী, জাহ্নবী, তুটামা, দ্ববতী (কাগার), পরুকী, মরুৎবা, মেহৎছু, বিপাট (বিপাশা), যমুনা, রসা, বিতস্তা, বীরপত্নী, শিকা, শুভ্রী (শতদ্রু বা শতলেজ), শর্বাণাবতী, খেতদাবরী, খেতী, সরযু (হরযু), সরস্বতী, সিদ্ধ (Indus), সুবাস্ত (সোরাং), সুসোমা, সুসবা, সীতা বা দীরা, হরীদ্বীপা বা যবাবতী এই যে নদীগুলির উল্লেখ আছে, এগুলি সমস্তই বর্তমান পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত। [আখ্যায়িকায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।] সমুদ্রসংহিতাবর্ণিত ব্রহ্মবিদেশ এক সময়ে এই পঞ্জাব প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল, যে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর লইয়া মহাভারতের উৎপত্তি, সেই কুরুক্ষেত্র এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।

মহাভারতে যে ময়, বাহ্লিক, আর্যট ও গৈকব রাজের উল্লেখ আছে, সেই সকল রাজ্য এই পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত স্থানবিশেষে রাজত্ব করিতেন। এখন যেমন পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে পাতিয়ালা, খিঙ্গ, নাভা প্রভৃতি দেশীয় সামন্তরাজ্যগণের অধীনে বিভিন্ন জনপদ দৃষ্ট হয়, মহাভারতের সময়েও এই পঞ্জাব প্রদেশে ময়, আর্যট, বলাতি প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদ ছিল।

পঞ্চনদের পোকেয় রীতিনীতিসম্বন্ধে মহাভারতে কর্ণধর্মে এইরূপ লিখিত আছে—“ময়দেশে শিতা, গুজ, মাতা, বজ্র, খতর, মাতুল, আমতা, হুহিতা, জাতা, নগা, বহু বাহুব, দাস দাসী সকলে একত্র মিলিত হইয়া সম্যাপান করে, কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষদিগের সহিত সুরতে প্রবৃত্ত হয়, পক্ষু, মন্থ্য ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করে, মদ্যপানে মত্ত হইয়া কখন রোদন কখন হাস্য, কখন অসবধ প্রেলাপ করিয়া থাকে। গাছারকদিগের শৌচ ও ময়কদিগের সজ্জা নাই। ময়দেশী কামিনীরা নির্লজ্জ, কথলারূত, উদরপরায়ণ ও অশুচি। কাজিক তাহাদের অতি প্রিয়। তাহারা বলে, পতি বা পুত্রকে ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু কাজি দিতে পারি না।”

মহাভারতে ময়দেশের যে পরিচয় আছে, এখনও পঞ্জাবের পশ্চিমাংশে পার্শ্বতা প্রদেশে এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। মহাভারতে অরজ্ঞের পুত্রের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তৎপর হইতে বুদ্ধদেবের অভ্যাসের পর্য্যন্ত কে কতদিন রাজত্ব করেন, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

মাকিনরাজ আলেকসান্দরের আগমন-কালে এই প্রদেশ তক্ষশিল, পুরু, চান্দ্রগৌপ্ত ও প্রভৃতি রাজগণের অধীনে নানা অংশে বিভক্ত ছিল। তক্ষশিলরাজ আলেকসান্দরের অধীনতা স্বীকার করিলেও পুরুরাজ অসামান্য সাহসে মাকিনরাজের গতি রোধ করিয়াছিলেন, শেষে তিনি পরাজিত হইলেও আলেকসান্দর তাঁহার বীরত্বের ভূমণী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্বপুত্রে আবদ্ধ হন। [পুরু দেখ।]

তৎপরবর্তীকালে মৃত্যুগলেন, অমিত্রকেতু, মিলন্দ (Menander), কনিষ্ক, ভোরমাগনহ প্রভৃতি ময় ও শকরাজগণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সম্রাট অশোকের রাজত্ব সময়ে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত বিস্তার হইয়াছিল। পেশাবরের অন্তর্গত মুহুম্বজাই উপত্যকার প্রাপ্ত অশোকের উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাহার প্রমাণ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এই দেশে আগমন করেন, তখন তিনি ধ্বংসাবশিষ্ট অনেকগুলি বৌদ্ধ-কীর্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধপ্রভাব তিরোহিত হইলে কোন্ সময়ে এখানে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ব্রাহ্মধর্মের বিস্তারে এবং মুসলমানগণের অভ্যাসে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির ও সন্ধ্যারাম মন্দিরে

* গ্রীক ইতিহাসে Sandrakouptos নামে বর্ণিত। পাক্যাত্য পুরা-বিদগণ ইহাকে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে যে চন্দ্রগুপ্ত আলেকসান্দরের আগমনের বহু পূর্বে রাজত্ব করেন।

৩ স্বাক্ষরপত্রের দেবমন্দিরে স্ফাপিত অথবা পুনর্নির্মিত হইয়াছে। খৃষ্টাব্দ ১২ শতাব্দী হইতেই পঞ্জাব প্রদেশে মুসলমানের আগমন ঘটে। কিরিতা পাঠে জানিতে পারি যে ৬৮২ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর হইতে একজন মুসলমান পঞ্জাবে আসিয়া লাহোরের হিন্দুরাজার নিকট হইতে কতকগুলি ভূমি কান্দিয়া লন। পরে প্রায় ১৭৫ খৃষ্টাব্দে নানুসের পিতা খোরাসানরাজ সবক্তিগিন্ সিন্ধুনদ পার হইয়া পঞ্জাবের বকরুলে মুসলমানের কনতা বিস্তার করেন। লাহোরখিাপতি জরপাল প্রথমে নির্ভীকতার সহিত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। পরে গজদীর জুলতান সবক্তিগিন প্রেরিত দূতকে অবরুদ্ধ করিলে গজদীপতি অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজা করেন। এইযুদ্ধে জরপাল পরাজিত হইয়া খীর রাজধানীতে আসিয়া জীবন বিসর্জন করেন। তাহার পুত্র অনন্দপাল বিশেষ বয়ে বঙ্গদেশকে বিশেষীরে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। তৎপরে ১০২২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জরপালের রাজত্ব সময়ে সবক্তিগিনপুত্র গজদীপতি দ্বাদশ কাসীর হইতে আসিয়া বিনা কষ্টে লাহোর দখল করিলেন। হিন্দুরাজ পলাইয়া আজমীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে মোহুসের নেতৃত্বে হিন্দুসেনাগণ লাহোর আক্রমণ করেন। ছয় মাস অবরোধের পর অকৃতকার্য হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হন। আলবিরগী লিখিয়াছেন, 'এখানেই হিন্দুরাজগণের রাজ্যাধিষ্ঠান লোপ প্রাপ্ত হয়। এমন একজন বংশধর ছিলনা, যে প্রৌপ জালিতে পারে।' গজদীপতিদের অধিকারকালে প্রথম প্রথম লাহোরে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ৩৭ মসউদ্ ইবনু ও তুরান নামক বেশহিত তাঁহার অধিকৃত জনপদসমূহ শত্রুকে অর্পণ করিয়া খৃষ্টাব্দ ১২ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইরানবর্তী নদীতীরে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। ঊক্ত শতাব্দীতে (প্রায় ১১২৩ খৃষ্টাব্দে) দ্বিতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ বোরী লাহোর হইতে দিল্লীনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। পাঠানরাজগণের সময়ে পঞ্জাবপ্রদেশের শাসনভার রাজপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হইত। এই সময়ে আগ্রা ও দিল্লীনগরীই আকগানবাসী মুসলমান-রাজগণের রাজধানী ছিল এবং লাহোর নগরে তাঁহাদের বাসগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৪৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে তেলিক্কা এবং ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরশাহ পঞ্জাবপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুট করেন। ইহার পর রাবলপিন্ডিতে গজর জাতির অভ্যুত্থান এবং হুসিমান পর্বত ও সিন্ধুনের মধ্যবর্তী স্থানে আকগান বা বেলুচী-গণের বাসস্থানই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লাহোররাজ সৌলত খাঁ দৌলীর আমন্ত্রণে মৌগলসম্রাট বাবর ভারতে আসিয়া সমগ্র পঞ্জাব ও সমগ্র হিন্দু পর্যন্ত স্থান অধিকার করিয়া আসিলেন। ইহার হই বৎসর পরে পুনরায় তিনি আকগানিহান হইতে আসিয়া পাণিপথের যুদ্ধে আকগান সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে মৌগল-সম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার সময়ে লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা নগর রাজধানীরূপে গণ্য হইরাছিল। শেরশাহের যুদ্ধের সময় পঞ্জাবরাজ্য হর্গরূপে মৌগলগণকে রক্ষা করিয়াছিল। মৌগলরাজবংশের পূর্ণ প্রভাবের সময় পজনদরাজ্যে শিখজাতি ধীরে ধীরে মত্তক উত্তোলন করিতেছিলেন, কালে তাঁহারা মৌগলরাজের অধীনতা উপেক্ষা করিয়া পঞ্জাব-প্রদেশে স্বাধীনরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খৃষ্টাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে লাহোরনগরে বাবানানক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই শিষ্যসম্প্রদায় 'শিখ' নামে খ্যাত। এই শিখজাতি এতাদৃশ প্রভাপ্রাপ্ত হইরাছিল যে, তাহারাই ক্রমশঃই পঞ্জাবকেই অসমকক হইয়া উঠিল। শিখদিগের ওর্ধ গুরু রামদাস সম্রাট অকবর শাহের নিকট হইতে শিখ-ধর্মবিস্তারের জন্য অনুমতিস্বরূপ নামক স্থান প্রাপ্ত হন। এখানে পুষ্করিণী খনন করিয়া তিনি মন্দির নির্মাণে যত্নবান হন। তাঁহার পুত্র এবং শিখগুরু অর্জুনমহম্মদ ঐ মন্দিরের গঠনকার্য সম্পন্ন করেন। শিখদিগের এরূপ ঐর্ষ্যে ঈর্ষাপরিত হইয়া মৌগলরাজগণ তাঁহাদের বিরোধী হইলেন। লাহোরের মৌগলশাসনকর্তা বিবাদ বাধাইয়া অর্জুনমহম্মদকে বন্দী ও কারারুদ্ধ করিলেন। [অনুসঙ্গ দেখ।]

এই অত্যাচারে শিখগণ উত্তেজিত হইয়া পড়িল, তাহারাই আর নিরীহ প্রজারূপে রাজ্যে বহন না করিয়া উচ্চত বিদ্রোহী বোদ্ধপুরুষের দ্বারা আকার ইন্দিত ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিতে লাগিল। অর্জুনমহম্মদের পুত্র হরগোবিন্দকে আপনাদের নেতৃত্বে বরণ করিয়া তাহার গুরু-হত্যার পরিশোধ লইতে অগ্রসর হইল। মৌগল শাসনকর্তা শিখগণকে এইরূপ শত্রুতাচরণ করিতে দেখিয়া লাহোর হইতে তাড়িয়া দেন। শিখগণ পার্শ্বপ্রদেশে বাইরাও আপনাদের যুদ্ধশিক্ষা পরিচালনা করে নাই বা পূর্বকৃত অত্যাচারের কথা বিস্তৃত হইয়া মুসলমানের শত্রুতা করিতে ভুলে নাই। অবশেষে বখন ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দের পৌত্র গুরুগোবিন্দ (ইন্দোনামক হইতে দশম) হইতেই ইহাদের ধর্ম ও যুদ্ধপ্রাণ সার্থ্যরূপে প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল। প্রথমে শিখসৈন্তের সংখ্যা অল্প থাকার গুরুগোবিন্দ পরাজিত এবং তাঁহার মাতা ও পুত্র-কর্তাগণ শত্রু কর্তৃক মৃত্যুে বিনষ্ট হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুরু-

গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে নৈকর গ্রামে গুপ্তভাবে মুসলমান কর্তৃক নিহত হইলে শিখসম্রাট আরও ক্রিষ্ট হইয়া উঠিল এবং ঐতিহাসিক প্রমাণিত হইয়া তাহার গোবিন্দের শিবা বান্ধার অধীনে পঞ্জাবের পূর্বাংশবর্তী স্থানসমূহ আক্রমণ করিল। উক্ত শিখগণের একগুচ্ছ কোবে পড়িয়া কতকত মোরা হরণত জীবন হারাইরাছিল তাহার সংখ্যা নাই, অসংখ্য মসজিদ ভাঙিয়া ভূমিসাত করা হইরাছিল এবং বালক বালিকা স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি বহুশত মুসলমান অকালে কালগ্রাসে পতিত হইরাছিল। কবরের মধ্যে যে সকল স্তম্ভদেহ প্রোথিত ছিল, সেই সকল দেহ ভুক্তিকা মধ্য হইতে বাহির করিয়া শৃঙ্গাল কুকুর পক্ষী প্রভৃতি প্রকৃতিকে দিয়া খাওয়ান হইরাছিল। সরহিন্দে যোগলশাসনকর্তাকে পরাজিত করিয়া যে বীজতল অভ্যাসার চলিয়াছিল, তাহার শেষ সীমা শাহারগপুর পর্যন্ত গিয়াছিল। পরে তথাকার যোগলসৈন্ত কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে শিখজাতি মুখিয়ানা ও পার্শ্বপ্রদেশে বাহীরা আশ্রয় গ্রহণ করে। দ্বিতীয়বার আক্রমণে শিখগণ এদিকে লাহোর ও অপর দিকে দিল্লী পর্যন্ত স্থানসমূহ লুটপাট ও মুসলমান-হত্যা করিয়া পলায়ন করে।

শিখদিগের একগুচ্ছ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট বাহাদুর শাহ দাক্ষিণাত্য হইতে শিখ দমন করিবার জন্য প্রত্যাহৃত হইলেন, কিন্তু দাবের নামক চূর্ণ শিখগণ যোগলসৈন্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেও বান্দা শীঘ্র অচ্যুতবর্গ সমভিব্যাহারে পর্তুগের মধ্যে পলাইয়া যান। বাহাদুরশাহের মৃত্যুর পর শিখগণ পুনরায় সেনা-সংগ্রহ করিয়া রাজ্যাদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কর্ণশিরারের আদেশে কান্দীরের শাসনকর্তা আবদুল সমজ খাঁ শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া কএকবার যুদ্ধে বান্দাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। এখানে বান্দা ও অজ্ঞাত শিখসর্দারের জীবলীলা শেষ হয়।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাসিরশাহ সৈন্যে পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া কর্ণাল নগরের সন্নিকটে যোগলসৈন্ত পরাজিত করিয়া দিল্লী রাজধানী লুট করেন। অতঃপর শিখগণ পুনরুৎসাহে সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া যোগলসৈন্তের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, কিন্তু যোগল কর্তৃক পরাজিত ও বিধৃত হইল। শিখগণ তথাপি পশ্চাৎপদ হইল না। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে আবদুলশাহ আবদালী কর্তৃক মহারাজারগণ হতবল হইলে শিখগণ বীনবল হইয়া পড়ে। আবদুলশাহ বসেন্দে প্রত্যাগমন কালে অনুভূতর ধ্বংস করেন। তথাকার সন্ধির ভাঙিয়া পুত্রসিং বুজাইয়া পরে গোহত্যা করিয়া সেই পবিত্র স্থানে রক্ত মাখাইয়া দেন। আবদুল শাহ প্রত্যাহৃত হইলে শিখগণ এই অজ্ঞাতচারের

প্রতিশোধ লইতে পুনরায় অগ্রসর হইল। এই সময়ের যুদ্ধে শিখগণ আপনাদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম হইরাছিল।

এই সময়ের মধ্যে নানকপ্রবর্তিত শাক্তিবাদ ধর্মের প্রসারক পরিবর্তন ঘটে। ক্রমে শিখগণ শাক্তিবাদের ধর্মবিশিষ্ট বিরা এক একটা বোদ্ধুল বা 'মিথল' বা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু সকলেই পবিত্র অনুভূতর মতের আশ্রয় লিখিত হইত। যোগলরাজ হুমায়ুনকে পঞ্জাব রাজ্য ছাড়িয়া দিলেও প্রকৃতপক্ষে শিখগণ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে পঞ্জাবের পূর্বাংশবর্তী স্থানসমূহে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আকমান রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলেও শিখসর্দার রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থান হয়। ১৭৯৯ খৃঃ অঃ কাবুলের হুমায়ুনশাহী শাসনকর্তা জমাল শাহ রণজিৎকে লাহোরের শাসনতায় অর্পণ করেন। ক্রমশঃই নিজ বাহুবলে পঞ্জাবকেশরী এই প্রদেশের অধিকাংশ স্থানে আপনায় প্রভাব বিস্তার করিতে বহুবান্ হইলেন, এতদ্ব্যতীত তিনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে শতদ্রু নদীর বামকূল-স্থিত অজ্ঞাত শিখসর্দারেরা অধিকৃত রাজ্যগুলি আক্রমণ করিলেন। এই সকল সামন্তরাজ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। এই সময়ে রণজিৎ ইংরাজের সহিত মিত্রতা সংস্থাপনের জন্য শতদ্রু বামকূলবর্তী রাজ্যগুলি আক্রমণ হইতে নিরস্ত হইলেন এবং ইংরাজগণও শতদ্রু উত্তরস্থিত স্থানসমূহে ইংরাজের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মুলতান আক্রমণ ও দখল করিলেন, পরে সিদ্ধনদ পার হইয়া পেশাবর, দেৱাজাত ও কাশ্মীর অধিকার করিলেন। এইরূপে তিনি বর্তমান পঞ্জাবপ্রদেশ এবং কাশ্মীরের অধিকাংশভূক্ত সামন্তরাজ্যগুলি আপনায় করায়ত্ত করিয়া লইলেন। রণজিৎের জীবৎকালে শিখবল উন্নতির শেষ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎের মৃত্যুর পর তৎপুত্র খলসিংহ লাহোরের সিংহাসন গ্রাপ্ত হন, কিন্তু পর বৎসরেই বিধপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

[রণজিৎসিংহ ও খলসিংহ দেখ।]

খলসিংহের মৃত্যুতে পঞ্জাবে অরাজকতার স্রব্ধপাত হইল। উক্ত শিখসৈন্ত ইংরাজরাজ্য আক্রমণের উত্তোগ করিল। তদনুসারে শিখসর্দারগণ ৬০০০ সৈন্ত ও ১৫০ কামান লইয়া শতদ্রু-পার হইয়া ইংরাজদিগকে (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর) মুক্তকি নগরে আক্রমণ করেন। ইহার তিন দিন পরে কিল্লাসহরে যুদ্ধ হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২১এ জানুয়ারী আলীবাদের যুদ্ধ ঘটে। অতঃপর সোৱাওন নগরের সন্নিকটে শিখ ও ইংরাজ সৈন্তের ৪র্থ বার যুদ্ধ হয়। ৪টা যুদ্ধেই শিখগণ পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাবে সন্মত হন এবং ইংরাজরাজ লাহোর নগর

দখল করেন। লাহোরের দরবারে যে সন্ধির প্রস্তাব হয়, তাহাতে ইংরাজগণ শতক্র ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী স্থানসমূহ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। যুদ্ধের খরচার জন্য যে টাকা দিবার কথা ছিল, তাহার অল্প শিখগণ হাজারা ও কান্দীর এবং বিপাশা ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী সামন্তরাজ্যগুলি ইংরাজের করে অর্পণ করিলেন। মহারাজ গোলাবসিংহের করে ইংরাজ বাহাদুর কান্দীরের শাসনভার দান করিলেন, কিন্তু কান্দীরের এরূপ হস্তান্তরে বিবম গোলমাল ঘটে। লাহোর দরবারের অধ্যক্ষ লালসিংহের প্ররোচনার শিখ-সর্দার প্রতিবন্দী হইলেন। অবশেষে লালসিংহের পদচূতি হইল, নতুন সন্ধিবন্ধে নাবালক দলীপসিংহের রাজ্যপরিচালনার জন্য রাজকাৰ্য্যের ভার ইংরাজ রেসিডেন্ট ও অভিভাবক-সভার (Council of regency) উপর দ্রুত হইল।

এই সময় শিখগণ হস্তভঙ্গ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের প্রেমমিত অগ্নি নির্বাপিত হয় নাই। কোন একটা সামান্য ছল ধরিয়া তাহারা আপনাদের আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পদচূত দেওরান মুল-রাজের উত্তেজনার বিরোধী হইয়া তাহারা ছইজন ইংরাজ সেনানীকে মারিয়া কেলিল। ক্রমেই চারিদিক হইতে শিখসৈন্য-গণ মুলতান নগরে সমবেত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শীমান্তবর্তী সামন্তগণও আসিয়া যোগদান করিলেন। অতঃপর ইংরাজ-সেনানী উইল্ (General Whish) সৈন্তে শিখদলে আসিয়া মিলিলেন। ছত্রসিংহ ও শেরসিংহের উভোগে আত্ম-গানপতি আর্মীর দোস্ত মহম্মদ শিখজাতির সাহায্যার্থ সৈন্ত পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সেনাধ্যক্ষ লর্ড গাফ শতক্র পার হইলেন। রায়নগরের নিকট শেরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই যুদ্ধে শিখগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। অতঃপর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী চিলিয়ান-বালা-রণক্ষেত্রে শিখসৈন্তগণ প্রবল প্রতাপে শিখগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজগণের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। চিলিয়ানবালায় বিখ্যাত যুদ্ধের ২১০ দিন পরে শেরসিংহের দলে তাহার পিতা ছত্রসিংহ ৬ হাজার আত্মগান অঝারোহী লইয়া মিসিত হইলেন। ২২এ ফেব্রুয়ারী লর্ড গাফ ওজরাতের যুদ্ধে পূর্ণপরাজয় অল্প কলঙ্কের প্রতি-শোধ লইলেন। শিখগণ পরাজিত হইলে ইংরাজসৈন্ত বাইরা পেশাবের আর্মীর দোস্ত মহম্মদকে আক্রমণ করে। আর্মীর প্রাণ লইয়া পলাইয়া রক্ষা পান।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মার্চ মহারাজ দলীপসিংহ যে সন্ধি-বন্ধে আবদ্ধ হন তাহার মর্ম এই;—(১) মহারাজ দলীপ রাজ্য

সংক্রান্ত অধিকারসমূহ হাফিজা দিবেন। (২) বেখানে যে সম্পত্তি রাজকীয় বলিয়া পাওয়া যাইবে যুদ্ধের খরচ ও ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট লাহোর-রাজের ঋণ বাবদ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাহা দখল করিয়া লইবে। (৩) মহারাজ রণজিং শাহ জুলা উল্ যুদ্ধের নিকট হইতে যে কোহিনুর রত্ন প্রাপ্ত হন, তাহা লাহোরের মহারাজ ইংলণ্ডের মহারাজকে প্রদান করিবেন। (৪) মহারাজ দলীপসিংহ সপরিবারের ধোর-পোবের অল্প বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা পাইবেন। (৫) তাঁহাকে ইংরাজগণ রাজ ও সম্রাটের চক্ষে দেখিবেন। [দলীপসিংহ দেখ।]

পঞ্জাব ইংরাজাধীন হইল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ইহার শাসনকাৰ্য্য বিচারকসভাধারা পরিচালিত হইত। পরে ইংরাজী অধিকরণে বিভিন্ন জেলার বিভক্ত করিয়া একজন চিফ কমিসনরের হস্তে দ্রুত থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই এই প্রদেশ ছোট্টাটের শাসনাধীন হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। পঞ্জাবপ্রদেশে অবস্থিত দেশীয় সৈন্তগণের মধ্যে অন-স্তোষভাব দেখা যাইতেছিল। ১২ই মে তারিখে যখন দিল্লীর ভয়ানক হত্যার সংবাদ লাহোরে পৌঁছল, তখন মণ্টগোমারি (Sir R. Montgomery) সাহেব মহিফুতা অবলম্বন করিয়া প্রথমেই মিয়ান্মীরে ৩০০০ সৈন্তের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইলেন। ইংরাজগণকে গোবিন্দগড় ও কিরোর ছুর্গে নিরাপদে রাখা হইল। কিরোরপুরের অস্ত্রাগার ভরস্বিত হইলে পর ১৫ই মে সিপাহীগণ স্পষ্টতঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ঐ মাসে ২১এ তারিখে ৫৫ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক ইংরাজগণের বিরুদ্ধাচরী হইয়া অনেক হত্যা করিয়া পার্শ্বভূমি পলায়ন করে। ৭ই ও ৮ই জুন জালন্ধরের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীতে বিদ্রোহিগণের সহিত যোগদান করে। জুলাই ও আগষ্ট মাসের মধ্যে পেশাবর, রিলহ, শিয়ালকোট, মুরি এবং লাহোরের দক্ষিণে ইরানবতী ও শতক্র নদীর মধ্যবর্তী স্থানের সৈন্তগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। পাতি-রালা, বিন্ধ, নাতা, কপূরথলা প্রভৃতি সামন্তরাজগণ এই দারুণ বিপ্লবের সময় ইংরাজরাজের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইংরাজরাজ ও তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে কৃত্তি হন নাই। [সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতেই পঞ্জাবের বাসিন্দা ও কার-কাৰ্য্যের উন্নতি আরম্ভ হয়। প্রথম বৎসরেই অশ্বতসর হইতে মুলতান পর্যন্ত রেলপথ বিস্তার এবং বড়িদোরাব বাল কাটিয়া জল আনা হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্সঅবুওরেলস্ এখানে আগমন করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে

একাদশের সাবস্ফারাপন দ্বিতীয় মহাসভার একত্র হইয়াছিলেন। আকশানবৃত্তকালে এই স্থান বুকের সরস্বতীর কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। পাতিয়ালা, বহাবলপুর, ঝিন, নাভা, কপূরখলা, করিমকোট ও বাহন প্রভৃতি স্থানের সানস্ফারাপন আকশানবৃত্তে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৭৪-১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে জলাভাষে দারুণ হস্তিক উপস্থিত হয়। সনে সনে অগ্না ও বৃষ্টি আসিয়া পঞ্জাব হাইরা বেলে। বৃহ-বিগ্রহের অস্ত পশ্চিম দেশের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়, তাহাতে প্রেক্ষাগণের কষ্টের রাজ্য অধিক বাড়িয়া উঠে, কিন্তু কোহাট হইতে পেশাবার পর্য্যন্ত রেলপথবিভাগকালে অনেক কার্য পাইয়া অগ্নদার হইতে কতক পরিজ্ঞাপ পায়। বুঝাবসানের অব্যবহিত পরেই সরস্বতীর খাল কাটা হয়। ইহাতে পঞ্জাবের অনেক স্থানের জনকষ্ট দূরীভূত হয়। এখন লক্ষ্মীর কৃপার পঞ্জাব প্রদেশ শতশাণী হইয়া উঠিতেছে।

পঞ্জি (গ্রী) পঙ্-ইন্। স্ত্রনালিকা (নকরা)। চলিত পঁহক। ২ পঞ্জিকা। পঞ্জি স্ত্রিয়াং গীপ্, পঞ্জী।

পঞ্জিকা (গ্রী) পঞ্জি-স্বার্থে কন্ টাম্। ১ তুলনালিকা, তুলার পাইল, তুলার স্ত্রতা কাটিতে হইলে পাইল প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ২ ব্যাখ্যানগ্রন্থ, টীকাবিশেষ। “টীকা নিরন্তর-ব্যাখ্যা পঞ্জিকা পদপঞ্জিকা।” (হেমচ)। বাহাতে নিরন্তর ব্যাখ্যা আছে, তাহার নাম টীকা এবং বাহাতে নিরন্তর পদ ভজন আছে, তাহার নাম পঞ্জিকা। ৩ পাণিনীর স্ত্র-বৃত্তিভেদ। ৪ তিথিবাদি পঞ্চাঙ্গবৃত্ত পঞ্জিকা। চলিত পঁজি। বংসরের প্রথমে সৈবজের নিকট হইতে পঞ্জিকা ক্রান্তি হয়, ইহা প্রবণে অন্তত বিদ্যুতি হয়।

“বারো হরতি হুংস্বপ্নং নক্ষত্রং পাণনাশনং।

তিথিভবতি পক্ষায়া যোগঃ সাগরসমঃ।

করণং সর্গতীর্থানি স্রজন্তে দিনপঞ্জিকাঃ।” (সৈবজ)

দিনপঞ্জিকা শুনিলে বারকলে হুংস্বপ্ন নাম, নক্ষত্রে পাণনাশ, তিথিতে পক্ষাতুল্য ফল, যোগে সাগরসমসদৃশ ও করণে সকল তীর্থ ফল হয়। স্রোতিতত্ত্ববৃত্ত বরাহ বচনে লিখিত আছে, বার এবং নক্ষত্র ইহারো হুংস্বপ্ন ও পাণনাশক, তিথি আত্মকরী, যোগ বুদ্ধিবর্দ্ধক, চক্র সৌভাগ্যপ্রদ ইত্যাদি, বাহারো প্রতিদিন পঞ্জিকা-প্রবণ করেন, তাহাদের এই সকল ফল লাভ হয়।*

* “হুংস্বপ্ননামকো বারো নক্ষত্রঃ পাণনাশনক্।

তিথিরাবৃত্তরী প্রোক্তা যোগো বুদ্ধিবিবর্দ্ধকঃ।

চক্রঃ ক্রমোতি সৌভাগ্যবশতঃ শুভদায়কঃ।

করণারভতে লক্ষীঃ যঃ পুণোতি দিনে দিনে।”

(স্রোতিতত্ত্ববৃত্তকরণঃ)

পঞ্জিকায় তিথি, বার, নক্ষত্র, কল্প ও যোগ প্রভৃতি দৈনন্দিন সকল বিষয়ই লিখিত আছে।

চিরপঞ্জিকা।—শকাব্দানুসারে বারগণনা, যে শকাব্দে যে মাসের যে দিবসের বার জানিবার প্রয়োজন হইবে, সেই শকাব্দের অতঃসংখ্যার সহিত সেই শকাব্দের চতুর্থ অর্ধে যোগ করিয়া তাহাতে নিরলিখিত মাসাঙ্ক ও সেই মাসের দিন সংখ্যা এবং অতিরিক্ত হই যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইবে, তাহাকে সাত দিয়া হরণ করিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে বার জানা যাইবে, এক অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, দুই অবশিষ্ট থাকিলে শনিবার ইত্যাদি। মাসাঙ্ক যথা—

মাসাঙ্ক	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

যদি শকাব্দের চতুর্থার্ধে পূর্ণাঙ্ক না হইয়া ভগ্নাঙ্ক হয়, তাহা হইলে ঐ ভগ্নাঙ্কের পরিবর্তে ১ ঘরিয়া লইতে হয়। আর যে শকাব্দের চতুর্থার্ধে ভগ্নাঙ্ক না হয়, সেই শকাব্দের কেবল ভাগের ৬ এবং আধিনের ২ মাসাঙ্ক ধরিতে হয়। এই গণনার যদি না মিলে, তাহা হইতে ১ বার মিলে নিশ্চয় মিলিবে। ইহার একটা উদাহরণ দেওয়া গেল।

উদাহরণ ১৭২২ শকাব্দে ৩১ চৈত্র কি বার হইবে, ইহা গণনাহলে ১৭২২ শকাব্দ, ইহার চতুর্থার্ধে ৪৫০, মাসাঙ্ক ৬, দিনাঙ্ক ৩১ এবং অতিরিক্ত ২ এই সমুদায় যোগ করিয়া ২২৮৮ হইল। ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে, অতএব ইহা জানা গেল যে, ঐ দিন শুক্রবার হইবে।

সনের স্থলেও এইরূপ হইবে। এইরূপ বার গণনা করিয়া তিথি গণনা করিতে হইবে। এইমতে তিথিগণনা।

শকাব্দের সংখ্যাকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়া বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১১ দিয়া পূরণ করিতে হইবে। এই অঙ্কের সহিত নিরলিখিত মাসাঙ্ক, দিনসংখ্যা এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া ৩০ দিয়া ভাগ মিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কে যে তিথি হয়, সেই দিনে সেই তিথি জানিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে করিলে তিথি স্থির হইবে। মাসাঙ্ক যথা—

মাসাঙ্ক	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

এইরূপ গণনাতে যদি ঠিক না মিলে, তাহা হইলে মাসের প্রথমে হইলে ১ বার ও শেষে হইলে ১ যোগ দিতে হয়।

নক্ষত্র-গণনা। তিথি গণনানুসারে সেই দিনের তিথি স্থির

করিয়া নিম্নলিখিত নাসাঙ্ক বোগ করিলে যদি ২৭ অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ২৭ বাদ দিয়া বাহা অবশিষ্ট হইবে, সেই অঙ্কানুসারে নক্ষত্র ঠিক হইবে। ইহাতে যদি না মিলে তাহা হইলে মাসের পূর্বার্দ্ধ হইলে ১ বোগ, এবং শেষার্দ্ধ হইলে এক বাদ দিলে মিলিবে। কিন্তু সেই দিনের যে সংখ্যা তদপেক্ষা সেই দিনের তিথির অঙ্ক অধিক হইলে সে মাসের মাসাঙ্ক বোগ না করিয়া তাহার পূর্বমাসের মাসাঙ্ক তাহাতে বোগ করিবে। মাসাঙ্ক বথা—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

রাশিগণনা।—পূর্ব নিয়মানুসারে নক্ষত্র স্থির করিয়া ঐ নক্ষত্রকে ৪ দ্বারা পূরণ করিয়া ৯ দ্বারা হরণ করিলে বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ১ বোগ করিলে বাহা হয়, সেই সংখ্যানুসারে রাশি হইবে, এক থাকিলে মেঘ, ২ থাকিলে বুধ ইত্যাদি। ইহার একটা উদাহরণ দেওয়া গেল। ১৭২২ শকের ১৮ চৈত্র বাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার কি রাশি? এইরূপ প্রশ্নে পূর্ব নিয়মে নক্ষত্রগণনার ২৩ সংখ্যা অর্থাৎ বনিষ্টা নক্ষত্র হয়, পরে এই সংখ্যাকে ৪ দ্বারা পূরণ করিলে ৯২, এই ৯২ সংখ্যাকে ৯ দ্বারা হরণ করিলে ১০ ফল হইল, অবশিষ্ট দুই থাকিল। ঐ ১০ সংখ্যায় ১ বোগ দিয়া ১১ হইল, ১১ সংখ্যায় কুন্তরাশি স্থির হইল। তাহাতে তিথি বার ও নক্ষত্র প্রভৃতির বিবরণ জানা যায়, তাহার নাম পঞ্জিকা। স্বর্ঘাসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে পঞ্জিকা গণনা হইয়া থাকে। আজ কাল অনেকগুলি পঞ্জিকার প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। দিনচক্রিকার মতেও পঞ্জিকা-গণনা হইয়া থাকে। ইহাকে পঞ্চাঙ্গসাধন বলে। বার, তিথি, নক্ষত্র, বোগ ও করণ এই পঞ্চাঙ্গের গণনা থাকে বলিয়া ইহা পঞ্চাঙ্গসাধন নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্জিকা গণনার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইল।

দিনচক্রিকামতে পঞ্জিকা-গণনা—

ইষ্ট শাকাকে যে বৎসরের পঞ্জিকা গণনা করিতে হইবে, সেই বৎসরের অঙ্কে ১৫২১ বাদ দিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা অক্ষপাণ্ড জানিতে হইবে, এই অক্ষপাণ্ডকে ৩৮৯ দ্বারা পূরণ করিলে তাহাতে ৪০০০ শত বোগ করিয়া ৬০০০ দ্বারা ভাগ করিলে বাহা লঙ্ক হয়, তাহার নাম তিথি দিন। প্রথমে এইরূপে তিথি দিন স্থির করিতে হইবে।

অক্ষপাণ্ডকে ৮৩০ দ্বারা পূরণ করিবে, ১৫১০০ বোগ করিয়া ২০০০০ দ্বারা ভাগ করিবে হইবে। এইরূপ ভাগ দিলে বাহা

লঙ্ক হইবে, তাহা নক্ষত্র দিন ও বোগ দিন করিয়া অক্ষপাণ্ডকে ১১ দ্বারা পূরণ করিয়া তাহাতে ১২ এবং পূর্বোক্ত মতে বাহা তিথিদিন লঙ্ক হইয়াছে, সেই অঙ্ক একত্র বোগ করিয়া ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সেই বৎসরের প্রথম তিথি। যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে ৩০ অনাবস্তা প্রথম তিথি হইবে। অক্ষপাণ্ডকে ১০ দ্বারা পূরণ করিয়া ১১ বোগ করিবে ও পূর্বোক্ত মতে যে নক্ষত্রদিন ও বোগদিন হইয়াছে, সেই অঙ্ক তাহাতে বিরোগ করিয়া ২৭ দ্বারা ভাগ করিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক সেই বৎসরের প্রথম নক্ষত্র হইবে। যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে ২৭ নক্ষত্র হয়। ইহাই প্রথম নক্ষত্র।

অক্ষপাণ্ডকে ৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭ এই প্রত্যেক অঙ্ক দ্বারা পূরণ করিয়া পৃথক পৃথক স্থানে বধাক্রমে রাখিতে হইবে। তাহার পর শেষেরটা অর্থাৎ ২৭ পূরিত অক্ষপাণ্ডকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে বাহা লঙ্ক হইবে, ৫১ পূরিত অক্ষপাণ্ডকে তাহা বোগ করিয়া এই অঙ্ক ৬০ দ্বারা ভাগ ও ৫ পূরিত অক্ষপাণ্ড বোগ করিতে হইবে। ইহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ ও ৯ পূরিত অক্ষপাণ্ড বোগ, পরে আবার ইহাকে ৩০ দ্বারা ভাগ, ৭ পূরিত অক্ষপাণ্ড বোগ বিধেয়। পরে ইহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ ও ৯ পূরিত অক্ষপাণ্ড বোগ করিতে হইবে। পরে তাহাকেও ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া ৭ পূরিত অক্ষপাণ্ড বোগ করিতে হইবে এবং অবশিষ্টগুলি ক্রমশঃ থাকিবে।

তিথি দিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের তিথি দিনটিকে ৩০০ দ্বারা ভাগ করিয়া অপর স্থানের তিথি দিনের সহিত বোগ করিয়া এই বোগাঙ্ক ও পূর্ব কথিত নিয়মানুসারে যে অঙ্ক হইয়াছে, তাহা বধাক্রমে ৭১১১১ এই ক্ষেপাণ্ডের সহিত বোগ করিতে হইবে। বোগ করিয়া বাহা সমষ্টি হইবে, তাহার প্রথমভাগটিকে ৬০ দ্বারা পূরণ করিয়া দ্বিতীয় অঙ্কটির সহিত বোগ করিবে। পরে তাহাকে ১৬৮৫ দ্বারা ভাগ করিলে বাহা শেষ থাকিবে, তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লঙ্কাকে বামদিকে রাখিলে বাহা হয়, তাহাই তিথিকেন্দ্র। ১৬৮৫ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল লাভ হয়, তাহার নাম তিথিকেন্দ্রভ্রম।

অক্ষপাণ্ডকে পূর্বোক্তরূপে বধাক্রমে ১১১১১১১১১১ দ্বারা পূরণ করিয়া পূর্বোক্ত মতে ৬০ ভাগ করিয়া ৪৮১৮১১ পূরিতাঙ্ক পিণ্ডকে বোগ করিয়া এবং তাহা হইতে ৬২৪১১৫১১৪ হীন করিতে হইবে। এবং পূর্বোক্ত তিথিকেন্দ্রভ্রমকে ৩২ দ্বারা পূরণ করিয়া ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া বাহা লঙ্ক হইবে, ও অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পূর্বোক্ত (৬২৪১১৫১১৪ হীন করিয়া বাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই অঙ্কে) হীন করিবে। পরে পূর্ব-

৩০০ তিথি দিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের তিথিদিনকে ৩০০ দিবা ভাগ করিয়া অপর স্থানের তিথি দিনের সহিত যোগ করিয়া পূর্ণাক্ষে যোগ করিবে। এইরূপে গণনা করিলে বার, তিথি ও তিথির দণ্ড পলাদি হির হইবে। অক্ষপিক্তকে ১৫০০ দিবা ভাগ করিলে বাহা লক্ষ হয়, তাহা তিথি বারাদির পনের সহিত যোগ করিলে এবং বারাক্ষকে ৭ দিবা ভাগ নিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই বার এবং তাহার পূর্বে প্রথম তিথি পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে তিথি বারাদি হইবে। অক্ষপিক্তকে পূর্ণমত বধাক্রমে ৭।০৪।৪৪।৫৩।৩৪।১২ দিবা পূরণ করিয়া পূর্ণ মত শেষেরটী হইতে ৬০ ভাগ দিবা লক্ষল বধাক্রমে ৩৪, ৩, ৫০, ৪৫, ০, ৭ পুরিত অক্ষপিক্তকে যোগ করিতে হইবে। নক্ষত্র দিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের নক্ষত্র দিনকে ১২০০ দিবা ভাগ করিয়া অত্র স্থানের নক্ষত্র দিনের সহিত যোগ করিয়া তাহা পূর্ণাক্ষে হীন করিবে, ও তাহাতে ০।২৫।১৭ যোগ করিয়া প্রথমাক্ষকে ৬০ দিবা পূরণ ও দ্বিতীয়াঙ্কটা তাহার সহিত যোগ করিয়া পরে তাহাকে ১৬৩৫ দিবা ভাগ করিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে পুনরায় ৬০ দিবা ভাগ করিয়া লক্ষাক্ষকে বার দিকে বসাইয়া দিলে, তাহার নাম নক্ষত্রকেন্দ্র। এই নক্ষত্রকেন্দ্রকে ১৬৩৫ দিবা ভাগ করিলে বাহা লক্ষ হইয়াছিল, তাহার নাম নক্ষত্রকেন্দ্রভ্রম।

অক্ষপিক্তকে পূর্ণমত বধাক্রমে ১।১৩।২৫।১৮।১৪।৩।১২ দিবা পূরণ করিয়া পূর্ণের মত ৬০ ভাগ করিয়া লক্ষ অক্ষ বধাক্রমে ৩১, ১৪, ১৮, ২৫, ১৩, ১ পুরিত অক্ষপিক্তকে যোগ করিবে। নক্ষত্রদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের নক্ষত্রদিনকে ১২০০ দিবা ভাগ করিয়া অত্র স্থানের নক্ষত্রদিনের সহিত যোগ করিয়া বাহা হইবে, তাহা পূর্ণাক্ষ হইতে হীন করিবে। এইরূপে হীন করিয়া বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে ৪।২৭।৫২।২৬ যোগ করিবে। পূর্ণাক্ষ নক্ষত্রকেন্দ্রভ্রমকে ১৮ দিবা পূরণ করিয়া ৬০ দিবা ভাগ করিয়া বাহা লক্ষ হইবে ও অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পূর্ণাক্ষে (৪।২৭।৫২।২৬ যোগ করিবার পর যে অক্ষ হইয়াছে সেই অক্ষে) যোগ করিবে। তাহাতে বার দণ্ড পল প্রকৃতি হইবে। বারকে ৭ দিবা ভাগ করিলে বাহা শেষ থাকিবে, তাহা বার দিন হইবে এবং তাহার পূর্বে নক্ষত্র পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে নক্ষত্র বারাদি হইবে।

অক্ষপিক্তকে পূর্ণমত বধাক্রমে ৭।৩৩।১৫।৩৫।৫২।৫৮।৪৮ দিবা পূরণ করিয়া পূর্ণ নিরমাহসারে ৬০ ভাগ দিবা লক্ষ অক্ষ সকল ৫৮, ৫২, ৩৫, ১৫, ৩৩, ৭ পুরিত অক্ষপিক্তকে যোগ করিবে, পরে যোগদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া একস্থানে যোগদিনকে

৬০০ দিবা ভাগ, তাহার পর অপর স্থানের যোগদিনের সহিত যোগ করিবে। অনন্তর ঐ অক্ষ পূর্ণাক্ষ হইতে হীন করিতে হইবে। তাহাতে ০।৫৮।১৮ যোগ করিলে বৃদ্ধাক্ষ হইবে। তাহাকে ৬০ দিবা পূরণ করিলে তাহার পরের অক্ষ এই অক্ষে যোগ করিয়া ইহাকে ১৭৩২ দিবা ভাগ করিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে পুনরায় ৬০ দিবা ভাগ করিলে বাহা লক্ষ হইবে, তাহা বারদিকে রাখিলে যোগকেন্দ্র হইবে। এই যোগকেন্দ্র ১৭৩২ দিবা ভাগ করিলে বাহা লক্ষ হইবে, তাহার নাম যোগকেন্দ্রভ্রম।

অক্ষপিক্তকে পূর্ণমত বধাক্রমে ১।৪৬।১০।২৯।৩০।৩০ দিবা পূরণ করিয়া পূর্ণ নিরমাহসারে ৬০ দিবা ভাগ করিয়া লক্ষ অক্ষপ্রণীকে ৩০, ২৯, ১০, ৪৬, ১ পুরিত অক্ষপিক্তকে যোগ করিতে হইবে। পরে যোগদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের যোগদিনকে ২৪০ দিবা ভাগ করিয়া অত্রস্থানের যোগ দিনের সহিত যোগ এবং তাহা পূর্ণাক্ষ হইতে বিরোধ করিতে হইবে। ৪।১২।৩৮।৩ এই অক্ষও তাহা হইতে হীন করিতে হইবে। পূর্ণাক্ষ যোগকেন্দ্রভ্রমকে ১১০ দিবা পূরণ করিয়া তাহাকে ৬০ দিবা ভাগ করিয়া পূর্ণাক্ষ হইতে হীন করিতে হইবে। এইরূপ করিলে বার দণ্ড পল প্রকৃতি হইবে। বারকে ৭ দিবা ভাগ দিলে শেষ বাহা থাকিবে, তাহা বার হইবে। ইহার পূর্বে প্রথম যোগটিকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে, এইরূপ হইলেই যোগ বারাদি হইবে।

হমের পর্কত ও গন্ধার মধ্যগত ভূমির উপর দিবা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত যে একটা রেখা ক্রান্তি হয়, তাহার নাম মধ্য-রেখা। ঐ রেখা হইতে বীর দেশ বত বোজন অন্তর হইবে, সেই বোজনকে দশ দিবা পূরণ করিয়া ১০ দিবা ভাগ দিলে বাহা লাভ হয়, তাহা পল। এই পল যদি ৬০ অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৬০ দিবা বিভাগ করিয়া যে দণ্ড পলাদি হয়, তাহা মধ্যরেখার পূর্বদেশে যে সকল তিথিবারাদি, নক্ষত্র বারাদি, যোগবারাদি ও মেঘ সংক্রান্তি এবং হইয়াছে, তাহার সহিত যোগ করিতে হইবে।

বিহুবদিনের বারাদি এবং ও কেন্দ্র এবং দুই স্থানে পৃথক্ করিয়া ঐ বারক্রমের ও কেন্দ্রক্রমের সহিত প্রতিদিনের বারক্রমকেপাক ও কেন্দ্রক্রমকেপাক যোগ করিলে প্রতিদিনের শুদ্ধবারক্রম ও শুদ্ধকেন্দ্রক্রম হইবে। ঐ শুদ্ধকেন্দ্রক্রম সংখ্যার বণ্ডা গ্রহণ করিয়া তাহা একস্থানে রাখিবে। তাহার পর বণ্ডা ঐ স্থাপিত বণ্ডা অপেক্ষা বত অধিক হইবে, তাহার নাম বনডোণা, আর স্থাপিত বণ্ডা হইতে বত কম হইবে, তাহার নাম অণডোণা, কেন্দ্রের অক্ষ বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে

তোপা দিয়া পূরণ করিয়া বার্লক শোধিত করিতে হইবে, এবং ধনতোপাস্থলে স্থাপিত খণ্ডার পনের সহিত যোগ করিতে এবং ঋণতোপাস্থলে স্থাপিত খণ্ডার পনের সহিত বিয়োগ করিতে হইবে।

ঐ খণ্ডা বারাদি ঋণবণ্ডের সহিত যোগ করিলেই প্রতিনিমের তিথি প্রকৃতি দণ্ডাদি হইবে। ঐ দণ্ডাদি যদি ৬০ দণ্ডের অধিক হয়, তবে তাহাকে ৬০ দিরা ভাগ করিয়া লঙ্কা-বারে যোগ করিতে হইবে। অবশিষ্ট দণ্ডাদি থাকিবে। ইহাতে প্রথম অষ্টটি তিথি হইবে, এইরূপে বার দিবসে তিথির স্থিতিকাল হইবে। এক দিবস যদি বার লঙ্কা না হয়, অর্থাৎ রবিবারের পর মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সোমবার দিন সেই তিথি ৫০ দণ্ড আছে এবং মঙ্গলবার দিনে লঙ্কা দণ্ড আছে। দুইদিনে যদি একই বার লঙ্কা হয়, তাহা হইলে প্রথম লঙ্কাদু পর্যন্ত একটা তিথি, দ্বিতীয় লঙ্কাদু পর্যন্ত আর একটা তিথি। ইহাতে জানা যায় যে, এই দিন জ্যাহ্মপর্ষ হইবে। এই জ্যাহ্মপর্ষ গণনাস্থলে পরলঙ্কাদু হইতে পূর্নলঙ্কাদু বাদ দিরা স্থির করিতে হয়।

কেন্দ্র যদি ষীষ ষীষ ভ্রম হইতে অধিক হয়, অর্থাৎ তিথিকেন্দ্র যদি ২৮।৫ অধিক ও নক্ষত্রকেন্দ্র যদি ২৭।১৫ অধিক এবং যোগকেন্দ্র যদি ২৯।২২ সংখ্যার অধিক হয়, তাহা হইতে আপন ২ কেন্দ্রে বাদ দিরা তিথি বারাদির দণ্ডে ৩২ বাদ দিবে, নক্ষত্র বারাদির দণ্ডে ১৮ যোগ করিতে হইবে। যোগবারাদির দণ্ডে ১১০ হীন করিবে। তাহা হইলে শুদ্ধ বারাদি হইবে। তিথিকেন্দ্রের ভ্রম ২৮।৫, নক্ষত্রকেন্দ্রের ভ্রম ২৭।১৫, যোগকেন্দ্রের ভ্রম ২৯।২২।

তিথির অঙ্ক সংখ্যা যত হইবে, তাহাকে বিভাগ করিয়া যদি তিথিমানের পূর্নার্কে করণ গণিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বিভাগান্তে ২ বাদ এবং তিথিমানের পরার্কে হইলে ১ বাদ দিতে হইবে। অবশিষ্ট অঙ্কে ৭ বাদ দিরা ভাগ করিলে বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই বব, বালব ইত্যাদি ক্রমে করণ জানিতে হইবে।

অক্ষপিককে ১০০৭ দিরা পূরণ করিয়া ৮০০ দিরা ভাগ করিবে, লঙ্কা বার দণ্ড ইত্যাদি হইবে। পূনর্বার অক্ষপিককে ৭ দিরা পূরণ করিয়া ৩০০ দিরা ভাগ দিলে লঙ্কা পলে যোগ করিতে হইবে। তাহার সহিত ৪৪৪৮।১৩ এই ক্ষেপাত যোগ করিয়া দিবে, এবং তাহাকে ৭ দিরা ভাগ দিলে বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা বিবৃৎসংক্রান্তির বারাদি হইবে। ইহাতে পূর্নমত বোশান্তরসংস্কার ও চর্যাসংস্কার করিলেই বিবৃৎসংক্রান্তির শুদ্ধ বারাদি হইবে। এই সময়েই

স্বর্ষসংক্রান্তিতে গমন করেন। স্বর্ষ্য স্বেবরাশিতে গমন করিলে বৈশাখ মাস হইল। এই বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় চৈত্র পর্যন্ত গণনা করিলে এক বৎসর গণনা হইল। মেবদির ক্ষেপবারাদি অঙ্ক এইরূপ।

স্বেবক্ষেপবারাদি—৪৪৪৮।১৩,

বৃবক্ষেপবারাদি—২৫৬৪২,

মিথুনক্ষেপবারাদি—৩১২২১৮,

কক টক্ষেপবারাদি—৩১১৩,

সিংহক্ষেপবারাদি—৩২২১০,

কর্কাক্ষেপবারাদি—২১২১২০,

তুলাক্ষেপ বারাদি—৪৫৫১০,

বৃশ্চিকক্ষেপ বারাদি—৩৪৭১৫১,

ধনুক্ষেপ বারাদি—১১৩৬৫২,

মকরক্ষেপ বারাদি—২৩৬১১,

কুম্ভক্ষেপ বারাদি—৪১৩২৪,

মীনক্ষেপ বারাদি—৫১৫৩২৮।

বিবৃৎসংক্রান্তির শুদ্ধ বারাদিতে এই বুবাতির ক্ষেপাত যোগ করিলে সেই সময়ে স্বর্ষ্য বুব মিথুন ইত্যাদি রাশিতে গমন করে, অর্থাৎ মাসের শেষে ঐ ঐ বারে ঐ ঐ সময়ে সংক্রমণ হয়। কোন মাস কত দিনে শেষ হইবে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল—

দিন, দণ্ড, পল,	দিন, দণ্ড, পল
বৈশাখ ৩০। ৫৬। ৪২	কার্তিক ২১। ৫২। ৫১
জ্যৈষ্ঠ ৩১। ২৫। ৩২	অগ্রহায়ণ ২৯। ২৯। ১
আষাঢ় ৩১। ৩৮। ৩৫	পৌষ ২৯। ১৯। ৯
শ্রাবণ ৩১। ২৭। ৫৭	মাঘ ২৯। ২৭। ২৩
ভাদ্র ৩১। ০। ২০	ফাল্গুন ২৯। ৫০। ৪
আশ্বিন ৩০। ২৫। ৪০	চৈত্র ৩০। ২২। ৩

মূল গণনাতে ৩৬৫। ১৫। ৩১ পলে সংবৎসর হয়। কিন্তু সূর্য গণনাতে ৩৬৫। ১৫। ৩১। ৩১। ২৪ অল্পপলে বৎসর হয়।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে পঞ্জিকাশ্রেষ্ঠতঃপ্রণালী দর্শিত হইল, বাহ্য ভাবে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না। কি প্রণালীতে পঞ্জিকা শ্রেষ্ঠত হয়, তাহাই সাধারণভাবে দেখান উদ্দেশ্য, বাহ্য পঞ্জিকা শ্রেষ্ঠত করিবেন, তাহাদের মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই পাঁচটাই পঞ্জিকার প্রধান বিবরণ। এই সকল গণনা দ্বারা স্থির হইলে, রাশি, রাশিতে গ্রহগণের অবস্থান, সংক্রান্তি, জ্যাহ্মপর্ষ, গ্রহণ প্রকৃতি গণনা ঐ সকলের নিরামূল্য হয়েই থাকে। (দিনচক্রিকা)।

আজকাল অনেক পঞ্জিকা মুদ্রিত হইতেছে, ইহাতে

পঞ্জিকার বিষয় সকল ও ভদ্রাহময়িক নানাবিধ গণনা থাকি-
তেছে। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, অবন, গ্রাহন, গ্রহ-
বিপ্লব অবস্থান, গ্রহকূট, ভদ্রাভঙ্গ দিনের ডালিকা, কাল-
কাল, গ্রহণ ও তাহার ব্যবস্থা, রাশিদিগের সকার প্রকৃতি
গণনা পরিকূটভাবে সন্নিবেশিত হইতেছে। পূর্বে যখন ব্রহ্ম-
বয় ছিল না, হাতে পাঁজি লিখিতে হইত, তখন বার, তিথি,
নক্ষত্র যোগ, করণ ও রাশিচক্রে গ্রহদিগের অবস্থান ও গ্রহ-
দিগের সকার ও গ্রহণ যাত্র গণনা থাকিত। কুলটানিবাসী
৮ হলধর বিজ্ঞানিধি স্কোটিংসিডাড ভ্রাতার কোং (Sanders
Co.) দ্বারা সর্বপ্রথম বাঙ্গালা পঞ্জিকা ছাপাইয়া প্রকাশ করেন।

মিনচক্রিকামতে পঞ্জিকা গণনার বিষয় ষোড়শটী বলিয়াছি,
পূর্বে নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পঞ্জিকাগণনার প্রথমে অব-
শিষ্ট ও তিথি দিন আনয়ন, পরে নক্ষত্রদিন ও যোগদিন, পরে
প্রথম তিথি, প্রথম নক্ষত্র ও প্রথম যোগ, তিথি বারাদি,
নক্ষত্রকেন্দ্র, নক্ষত্রবারাদি, যোগকেন্দ্র, যোগবারাদি, প্রাতি-
দিবসের তিথি, নক্ষত্র, যোগের স্থিতিভঙ্গ ও পলাদি সাধন,
নক্ষত্রানয়ন, যোগানয়ন, করণ ও সংক্রান্তি যথাক্রমে এই সকল
গণনা করিয়া আনয়ন করিলে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়।

পঞ্জিকাকারক (পুং) পঞ্জি করোতীতি কৃ-বুল। কারহ-
জাতি। ‘অথ কারহঃ করণঃ পঞ্জিকারকঃ’ (জটায়র)
২ পঞ্জিকার, যাহার পাঁজি প্রস্তুত করে। দৈবজ্ঞ।

পঞ্জী (স্ত্রী) পঞ্জি-বাহুলকাৎ ঙীপ্। পুত্র নালিকা। ২ পঞ্জিকা,
পাঁজি।

“দৈবজ্ঞবক্ত্রেণ শৃণোতি পঞ্জীং শত্রুকং যতি শশীং কৃকে।”
(দৈবজ্ঞোক্ত)

৩ গ্রহবিশেষ, যথা কুলপঞ্জী, এই পঞ্জীগ্রহে বংশ ও অংশ
বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত থাকে।

“প্রপন্না বিবেকরপাদমান্দো সয়স্বতীং তাং কুলদেবতাক।

শিতপ্রবোধার কুলস্ত পঞ্জী বিবিচ্যতে শ্রীমুখমিশ্রকেন।”

(ঐদ্যনক্ষত্রমিত্র)

পঞ্জিকর (পুং) পঞ্জীং পঞ্জিকার করোতীতি কৃ-ট। কারহ-
জাতি। (ত্রিকা°)

পট, গতি। ড়াদি, পরমৈ, সক, সেই। লট্ পটতি। লোট্
পটতু। বিধিলিঙ্ পটেৎ। লঙ্ অপটৎ। লিট্ পপাট,
পেটতুঃ, পেটুঃ। লঙ্ অপাটীৎ, অপটীৎ। গিহ্ পাটরতি। গিহ্
করিলে উৎ-পূর্বেক পটধাতুর অর্ধ-উৎপলন, উৎপাটরতি।
যহ্ পাপট্যতে। পট, পীপ্তি। চুরা, উভ, অক, সেই। পাটরতি-
তে। অস্পটৎ-ত। অবপূর্বেক হেনন, অর্ধ ও সর্পর্বেক
হইবে—অবপাটরতি হিনতীত্যর্থঃ। পট, বেটন। অদক,

চুরা, উভ, অক, সেই। পটরতি-তে। অপপটৎ-ত।

“পটরতি মালাং মালিকাঃ” (হুর্দাবাস)

পট (পুং স্ত্রী) পটরজানেন পট-বেটনে ব-অর্থে ক। বয়।
পর্দার—জুটেলক।

“যথা যোতো দষ্টিতস্ত নাহিতো রজিত্য পটঃ।

চিবন্তবানিম্বুদ্রাপি বিরাট্ চান্দ্রা তথর্থাতে।” (পঞ্চদশী ৬২)

২ চিত্রপট, চলিত ছবি। দেবীপুরাণে পটের বিষয় এই-
রূপ লিখিত আছে। যাহারা দেবীর পট প্রস্তুত করে,
তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, নুতন বস্ত্র পট প্রস্তুত করিতে
হয়। এই পট সর্বাদিক্রম, সর্বান তত্ত্ববিশিষ্ট ও গ্রহি এবং
কেশবীর্ষীন হওয়া আবশ্যক, পট ছিন্নভুক্ত বা ক্ষাতিত হইলে পট
নির্ধাতার অশুভ হইয়া থাকে।

নবধা, বিতক্ত বস্ত্রের কোণসকলে দেবগণ, দশাঙ্গ ও
পাশাঙ্গ মধ্যে নরগণ এবং অবশিষ্ট তিন অংশে স্বাক্ষসদিগের
আবাস স্থান। নুতন বস্ত্র পরিধান বিত্তভ দিন দেখিয়া
করিতে হয়, ব্রহ্মসংহিতার ৭১ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ বিস্তৃত-
রূপে লিখিত আছে। (পুং) ৩ শিরালবুক। (নেদ্রী)
৪ পুরত্বত। (বিব) (স্ত্রী) ৫ কুত্বণ, গম্বুণ (বরবাদা)
(পুং) ৬ কাপাস। (বৈভকনি°) ৭ হ্রসিক, ছই। (ভরত)

পটিক (পুং) পটেন ছন্ননেন কারতি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক।
শিবিয়। (শব্দমালা)

পটিকা (দেশজ) বাঁধী।

পটিকার (পুং) পটং শোভনবস্ত্রং চিত্রং বা করোতি কৃ-অণ্।

১ তত্ত্বকার, তীতি, যাহারা বস্ত্র প্রস্তুত করে। ২ চিত্রকর,
পটুয়া, ইহার চিত্রকাণ্ড করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

পটিকুটী (স্ত্রী) পটন্য পটিনির্জাতা বা কুটী। বস্ত্র রেশম, কাপ-
ড়ের বর, চলিত তাঁবু। পর্দার—কেনিকা, গুণালমিকা। (হেম)

পটচ্চর (স্ত্রী) কৃতপূর্বে পটং কৃতপূর্বে চরট্, বা পটনিভ্যাক-
শকং চরতীতি পটৎ-চর-অহ্। ১ জীর্ণবস্ত্র। (পুং) ২ চোর।
অমরটীকার রমানাথ ইহার চোরার্ধে এইরূপ দ্ব্যংপত্তি করিয়া-
ছেন। (পটতে আবেষ্টাতে ইতি পট বাহুলকাৎ অৎ, পটনিব
চরতি বঃ, চর-অহ্)। (রমানাথ)। ৩ মহাত্মারত ও পুরাণোক্ত
একটা প্রাচীন জনপদ। ভারতটীকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন,
যে ‘পটচ্চরান্ চোরদেশান্’ (২।৩।১৪) অর্থাৎ বর্তমান মাদ্রা-
ঙ্গের নিকটবর্তী প্রাচীন চোলদেশই পটচ্চর। জৈন হরিবংশ-
মতে মজ্জদেশের এক অংশ। কিন্তু মহাত্মারতে সত্যপর্বে
সহস্রবের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গ পাঠ করিলে মৎস্যদেশের দক্ষিণ ও
চেনি দেশের নিকট বলিয়া বোধ হয়।

পটৎ (অব্য) ১ অব্যক্তাকরণ শব্দ জেন। পটৎ শব্দের উত্তর

ভাচ্ প্রত্যয় এবং টির লোপ ও বিহ্ব করিয়া ‘পটপটাকরোতি’
এই পদ হয়। ২ পট।

পটংক (পুং) পটদিব বেষ্টিত ইব কারতি কৈ-ক। চৌর।

পটংককচ্ছ (ক্লী) পটংকসা কচ্ছা ক্লীবৎ। চোরের কচ্ছ।

পটদ (পুং) কাপাস বৃক্ষ। স্রিয়াং টাপ্।

পটপটি, মৎস্যাদির অভ্যন্তরস্থ বায়ুকোষ। মৎস্যবিশেষের
পটপটি। ইংরাজীতে আইসিংগ্লাস বলে। যে মৎস্তের পটপটিতে
আইসিংগ্লাস প্রস্তুত হয়, কলিকাতা, মাদ্রাজ, মাণ্ডাই, মলবার,
পিনাং ও সিন্ধু দেশে সেই জাতীয় মৎস্ত বৃত্ত হইয়া থাকে।
ইহাদের মধ্যে সুগন্ধকের জ্ঞান একটী থলী দৃষ্ট হয়। কোন
কোন মৎস্যের এই থলী ছোট পাতলা ও স্বচ্ছ, অস্ত্রাক্ত মৎস্যের
থলীর দুইদিকেরই বাস ২৪ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। থলীর
বর্ণ কিসা ও অর্ধ স্বচ্ছ, থলীর মুখে একটী শ্রীংযুক্ত ধারবন্ধনী
আছে, এই মধ্যের আকৃতি সাধারণ অঙ্গের একটু বড় এবং
দেখিতে ত্রৈজল দেহীয় আইসিংগ্লাসের মত। চীনবাসীরা
‘সিকালী’ ও ‘সোজিলী’ নামে যে মৎস্যজাতির পটপটি কলি-
কাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ হইতে স্বদেশে লইয়া বাহিত, উহার
দাম এক টাকার ১/১ দেয়। এই পটপটিগুলিও ইংরাজী আইসিং-
গ্লাসের সমপ্রণীভূত।

বিভিন্ন দেশে এই পটপটির বিভিন্ন নাম দেখা যায়;—
চীনদেশে—লু-পা, যু-কিয়াউ, যুপিরাউ-কিয়াউ, ডেন্মার্ক
ও সুইডেনলণ্ডে—Husblas, ইংরাজী আইসিংগ্লাস (Isinglass),
Sounds, Swim, Air-bag, Swimming bladder,
fish-maws, fish-sounds, ফরাসী—Colle-de poisson.
Oarlock; জার্মান—Hansblase, Hausenblase; গ্রীক—
Ichthyocolla; ইতালী—Cola-de pesce; মালয়—
পলোগপনইকান; আরি-ইকান, পলুগীজ—Colla-de-peixe,
রুশ—Klei rubni, karluk; স্পেন—Colapez; বাঙ্গালা—
বায়ুকোষ বা পটপটি।

মৎস্তাদিকে সত্তরপঞ্চম করিবার জন্ত যে বায়ুকোষ থাকে
তাহা সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম অস্ত্রাবরক বিলীর
(Peritoneum) বহিঃপরিবেষ্টনীর স্তরত্বক্ মাংসযুক্ত এবং
এ মাংসের স্বকের উপরভাগে যে আচ্ছাদক স্তর ত্বক দৃষ্ট
হয়, উহা নাকীসংলগ্ন এবং স্তর স্তর শিরামগুলিতে পূর্ণ, চিকণ
ও কোমল ত্বকই উৎকৃষ্ট আইসিংগ্লাস নামে পরিচিত।

যে সকল মৎস্তের পটপটি বা বায়ুকোষ হইতে আইসিং-
গ্লাস প্রস্তুত হয়, সেই জাতীয় মৎস্ত ধরিয়া পটপটি প্রস্তুত-
কারীদের হতে দেখা হয়। তাহার প্রথমে মাছ ধরিয়া
উহার পটপটি কাটিয়া লয়। পরে উক্ত পটপটি উত্তমরূপে জলে

ধুইয়া রক্ত ও গাঢ়সংলগ্ন অস্ত্র পদার্থ হইতে পরিষ্কার করে।
ভিতরের চিকণ দিক উঠাইয়া সৌভ্রের উত্তাপে ভাল করিয়া
শুকাইয়া লয়। অতঃপর একখানি ভিত্তা কাপড়ের উপর
এ পটপটি ছাকিয়া, তাহা হইতে আটাবৎ পদার্থ বাহির
করিয়া পুনরায় এই পটপটি পত্রের জার শুক করিয়া নানা আকারে
পাকাইয়া রাখে। উহাই আইসিংগ্লাসের আকার। রুশদেশ
হইতে যে উৎকৃষ্ট আইসিংগ্লাস প্রস্তুত হইয়া নানাদেশে রপ্তানী
হয়, তাহার দাম প্রতি পাউণ্ডের ১৪৪ শিলিং। উত্তমরূপে প্রস্তুত
করিতে হইলে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। উত্তমরূপে শুক
করা মিঠাও আবৃত্তক, একটু ভিত্তা থাকিলেই উহা পটিয়া
একপ্রকার হুর্গক উঠে। বিলাতী-রন্ধনে জেলি ও স্প প্রস্তুত
করিয়া তাহার উপরে শুঁড়া আইসিংগ্লাস ছড়াইয়া দেয়।

রুশদেশীয় রুহং রুহং নদীতে যে সকল মৎস্ত জন্মে, তাহার
পটপটিতে এক প্রকার গঁদের জার জ্রব্য প্রস্তুত হয়।
টারগন্ প্রদেশীয় মৎস্ত হইতে যে আইসিংগ্লাস প্রস্তুত হয়,
তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার আকার আটটির মত গোল বা
পুতকের কাগজের জার। অস্ত্রাক্তগুলি বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট
হইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ইহা দেখিতে খেত-
বর্ণ, অর্ধস্বচ্ছ ও শুকনা খটখটে, গরমজলে দিয়া ফুটাইলে
গলিয়া যায়। বিলাতী খাদ্যাদি উপকরণে ইহা উপাদের ও
আদরের জিনিস। রেসমাদি দৃঢ় করিতে ও টিকিৎ প্রাপ্তারে
ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়।

পটভাক্ক, প্রেক্ষণসাধন যন্ত্রভেদ। (দশকু°)

পটভেদন (ক্লী) পুটভেদন, নগর। (অমর ২।১।১)

পটমগুপ (পুং) পটানার বস্ত্রানার মগুপঃ। পটকুটী, বস্ত্রগৃহ,
তীবু।

পটময় (ক্লী) পট-ময়ট। বস্ত্রগৃহ, তীবু। ‘পটবাসঃ পটময়ঃ
দ্ব্যং বস্ত্রগৃহং স্থলম্’ (‘ত্রিকা’) ২ শাটী।

‘পটবাসঃ পটময়ঃ শাটী শাটক ইত্যপি।’ (শব্দরত্নাবলী)

পটর (জি) পট বাহুলকাৎ অরন্, বা পটং বাতি রা-ক।
১ গতিশীল। ২ বস্ত্রধারণক। স্রিয়াং গোরাদিভ্যাং ঙীর্।

পটরক (পুং) পটর স্বার্থে কন্। শুভ্রবৃক্ষ। (রাজনিং ব° ৮)

পটল (ক্লী) পটং বিস্তৃতঃ লাতি পট-লা-ক, বা পটতীতি
পট-কলহ্ (কৃবাদিভ্যাপ্তিৎ। উণ্ ১।১৮) ১ ছদি, চাল।
২ নেত্ররোগ। ৩ পিটক। ৪ পরিচ্ছদ। ৫ তিলক।

“অন্তমিতে দিধসকরে তিমিরভরমিরদসংসক্ত।

সিন্ধুরপটলপাটলকান্তিরিবাগ্রে বতৌ সঙ্ঘাঃ” (কলাবি° ১।২৫)

(ক্লী) ৩ সমূহ। (ভাগ° ৩।১৪।২৬)

১ দৃষ্টির আবরক, চক্ষুর পরদা। মাধবকরের নিধান লিখিত

আছে, চক্রে ৪টা পটল, বাহুপটল ৪ ও রক্তাশ্রয়, দ্বিতীয়
বালসংগ্রহ, তৃতীয় বেষসংগ্রহ, চতুর্থ কালকাহিসংগ্রহ।

(নিধান ও ভাবপ্রাণ)

জ্ঞান-যতে পটল পাঁচটি—বাহুপটল অথবা প্রথম পটল,
ইহা ভেদ ও জ্ঞাপ্রাপ্ত, দ্বিতীয় বাসাপ্রাপ্ত, তৃতীয় বেষ প্রাপ্ত,
চতুর্থ অস্থি-অপ্রাপ্ত ও শব্দ দৃষ্টমণ্ডলাপ্রাপ্ত। (জ্ঞানত)

জ্ঞানতে লিখিত আছে, দৃষ্ট পঞ্চভূতের গুণ হইতে সমুৎপন্ন।
ইহার বাহুপটল অব্যাহতকাল কর্তৃক আবৃত। দোষসমূহ
বিভিন্ন হইয়া শিরাসকলের অভ্যন্তরে গমন করিয়া সকল রূপ
অব্যাহতভাবে দৃষ্ট হয়। বিভূষিত দোষ দ্বিতীয়পটলে অবস্থিতি
করিলে দৃষ্টবিকৃতি ঘটে। দোষ তৃতীয়পটলে অবস্থিতি করিলে
বস্তু সকল বিকৃতভাবে দৃষ্ট এবং চতুর্থ পটলে অবস্থিত হইলে
তিমিররোগ হয়। (জ্ঞানত উত্তরত ৮ অ°)

ভাবপ্রকাশনযতে প্রথম পটলে দোষের সঙ্কর হইলে কখন
অস্পষ্ট, কখন বা স্পষ্টভাবে দর্শন হয়। প্রথম পটল শব্দে
চতুর্থ পটল বুদ্ধিতে হইবে, বাহুপটল নহে। দৃষ্টের অভ্যন্তর-
স্থিত পটলে দোষসংকিত হইয়া পর্যায়ক্রমে একেকটি পটল
প্রাপ্ত হয়। দোষ দ্বিতীয়পটলাপ্রাপ্ত হইলে নানাপ্রকার দৃষ্টি-
বিক্রম হয়, দূরস্থিত বস্তু নিকটে এবং নিকটস্থিত বস্তু দূরে বলিয়া
বোধ হয়, অতি যন্ত্রেও সূচিকাহিজ্র দেখা যায় না।

তৃতীয়পটলে দোষ অধিষ্ঠিত হইলে উর্দ্ধদিকে দর্শন এবং
অধোদিকে কিছুই দেখা যায় না। উর্দ্ধদিকে মূলকায় পদার্থ
সকল বস্তুভূতের দ্বারা বোধ হয় ও এক বস্তুকে নানারূপে
দেখা যায়।

কুপিত দোষ বাহুপটলে অবস্থান করিলে দৃষ্টিরোধ হয়,
তাহাকে তিমির এবং কেহ কেহ বা লিঙ্গনাশ কহিয়া থাকেন।
(ভাবপ্রাণ) [অজ্ঞান বিবরণ নেত্ররোগ দেখ।]

পটলযতি দীপাতে যঃ, পট-অলচ্। (পুং স্ত্রী) ৮ গ্রন্থ।
২ বৃক্ষ। শব্দরক্তাবলীতে বৃক্ষস্থানে বস্তু এইরূপ পাঠান্তর
লিখিত আছে। ১০ কাসমন্দুক। ১১ কাপাস বৃক্ষ। ১২
পটোলবৃক্ষ। (ভাবপ্রাণ)

পটলক (পুং) রাশি, তৃণ।

“পটলকে স্থিতভাষণগম্”। (কণাসরিৎ ৪০।২৭)

পটলপ্রাস্ত (স্ত্রী) পটলজ ছাদসং প্রাস্ত। গৃহচালিকার অস্ত-
ভাগ। চলিত হাঁড়ি, ছাচ। পর্যায় বলীক, নীত্র। (অমর)

পটলী (স্ত্রী) পটল-স্ত্রী। ছদি, চলিত ঢাল। (হেম)

পটব, ১ জনপদভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৫৪)

পটবর্জন (পটবর্জন) দাক্ষিণাত্যবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণশ্রেণী-
ভেদ। ইহাদের মধ্যে হারীত, শাক্তিয়া, ভরবাজ, গৌতম,

কাকশ প্রভৃতি চারিটা পোষ প্রচলিত দেখা যায়, প্রাচীন
শিলালিপিতে এই বংশ পটবর্জিনী বলিয়া উল্লিখিত আছে।

পটবাপ (পুং) পট উপায়ে প্রাচুর্যেণ দীপ্যতে কৰ্ম। পট-
বপ-বঞ। বজ্রগৃহ, ভাবু। (ত্রিকা°)

পটবাস (পুং) পটক পটনির্মিতো বা বাস। ১ বজ্রগৃহ।
২ শাটী। (শব্দর°) পটং বাসয়তি হুরতি করোতি-পট-বাস-
অণ্। ৩ বজ্রহুরতিকরণ-ব্রহ্মভেদ, যে বস্তু দ্বারা কাপক জপক
হয়। বৃহৎসংহিতার ইহার প্রাক্ত প্রণালী এইরূপ লিখিত
আছে,—ত্বক্ ও উল্লীপত্র বন্ধাভাবে অর্ধ পরিমাণে দুইটা এলা
সংযুক্ত করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে এবং ইহা মৃগকপূর্বে প্রবেশ-
করিলে উৎকৃষ্ট গন্ধজবা প্রাক্ত হয়, ইহাকে পটবাস কহে।
(বৃহৎসং ৭৭।১২)

পটবাসক (পুং) পটো বাস্ততেহনেনতি পট-বাস-বঞ, ততঃ
স্বার্থে কন্। পটবাসচূর্ণ, পর্যায় শিষ্টাভ।

পটবেশ্যান্ (স্ত্রী) পটনির্মিতং বেষ্ম। বজ্রগৃহ, ভাবু।

পটব্য (ত্রি) পটবে হিতং পটু-বৎ। (ভট্টে হিতং। পা ৫।১।৫)
পটুবিষয়ে হিতকর।

পটহ (পুং স্ত্রী) পটেন হস্ততে ইতি পট-হন ড, বা পটং শব্দং
জহাতি পটহ-ড নিপাতনাৎ সাধু। ১ আনকবায়া, ঢকা-
বান্ড। যুদ্ধে বাগ্যমান ঢকা, জয়চাক্, যুদ্ধসময়ে সৈন্যদিগের
উৎসাহ দিবার জন্ত এই ঢকা বাদিত হয়। পর্যায় আড়ম্বর।
২ সমারম্ভ। ৩ হিংসন। (শব্দর°)

পটহযোযক (পুং) যে ব্যক্তি ঢাক বাজাইয়া দোষণ করে।

পটহতা (স্ত্রী) পটহের ভাব বা অনি।

পটহভ্রমণ (ত্রি) গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গকে একত্র সমাবেশের জন্ত
যে ঢাক বাজাইয়া গমন করে।

পটাক (পুং) পটতি গচ্ছতীতি পট আক নিপাতনাৎ সাধু।
পক্ষিবেশ্য। স্রিমাং জাতিত্যাৎ স্ত্রী।

পটাকা (স্ত্রী) পটাক-টাপ্। পটাকা। (শব্দর°)

পটাক্ষপ (পুং) রক্তরূপে নটিকের প্রতি গর্তাভে দৃষ্ট পরিবর্তন
জন্ত যে নির্দিষ্ট চিত্রপট থাকে, তাহার ক্ষেপণ।

পটালুকা (স্ত্রী) পট ইব অলভীতি পট-বাহলকাৎ উক-
ততটাপ্। জলোকা। (ত্রিকা°)

পটি (স্ত্রী) পট-ইক্। ১ পটভেল। ২ বাগুলি। ৩ সূতিক, পাণ।

পটিকা (স্ত্রী) পটি স্বার্থে কন্, ততটাপ্। ১ পটি, বস্ত্র।
২ ববনিকা, পর্দা।

পটিমন্ (পুং) পটোভাবঃ পটু পূর্বোদরাদিত্যাৎ ইমনিচ্ (পা
৫।১।১২২) পটুইব।

পট্ঠ (ত্রি) অরমেঘামতিশয়েন পটুঃ পটু-ইটন্ (অতিশয়েন

ভববিষ্টনো। পা ৫০৫৫) অতিশয় পটু।

পটী (জী) পট-ইন্, বাহুল্যং জীপ্। বস্ত্রভেদ, ঘবনিকা, পর্দা।

পটীয়ন্ (ত্রি) অরনোমতিশয়েন পটুঃ, পটু-ইহহন্ (বিষটন-
বিত্তজোপপদে তরবিরহনো। পা ৫০৫৭) অতিশয় পটু।

পটীর (স্ত্রী) পটুভীতি পট-গতো ইয়ন্ (পৃ পৃ কটি পট শোভিত্য
ইয়ন্। উণ্ ৪৩০)। ১ ভূম, উচ্চ। ২ মূলক। ৩ কেদার।
৪ বারিদ। ৫ বেণুসার, বংশলোচন। ৬ বাভিক। ৭ চন্দন।
৮ ধনির। ৯ উদর। ১০ কলপ। ১১ হরলী। ১২ চালনী।
১৩ রমলী। ১৪ লঙ্কাবাহ। (বৈদ্যকনি)।

পটু (ত্রি) পাটরভীতি পট-গতো সিচ্ তত উ, পটামেশচ্।
(কলি পাটীতি। উণ্ ১১২) ১ দক্ষ।

“অমৃতবন্ নবদোলমুত্বংসং

পটুরপি প্রিয়কর্ষকিয়ক্ষ্মা ॥” (রঘুব° ৯৪৬)

২ নীরোগ, দৌগমুক্ত। ৩ চত্বর। ৪ মধুর। (রঘু ৯৭০)
৫ জীক। ৬ ফটু। ৭ নিষ্ঠুর। ৮ ধূর্ত। (জটায়ব)
(স্ত্রী) ৯ হ্রা। ১০ লবণ। ১১ পাণ্ডুলবণ। (রত্নমা°)।
(পুং) ১২ পটোল। ১৩ পটোলপত্র। ১৪ কান্তীর লতা।
১৫ কারবেদ। ১৬ চোরক নামক গন্ধদ্রব্য। ১৭ শিশু।
(রাজনি°) ১৮ চীনকপূর। ১৯ জীমক। ২০ বটা। ২১ ছিকিলী,
হৈচেতা। (বৈদ্যকনি°)

পটু, ঐকর্ষকরিতরচিতা মম্বের সমসাময়িক একজন কবি।

পটুক (পুং) পটু স্বার্থে কন্। পটোল। (শব্দরত্না°)

পটুকল্প (ত্রি) ঐষদ্ব্যং পটুঃ পটু-কল্প। ঐষদ্ব্যং পটু, পটু
হইতে একটু কম।

পটুকোটাই, রাষ্ট্রাঙ্গ প্রেসিডেন্সীর তজাবুর জেলার অন্তর্গত
একটি উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯৯ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের সদর। তজাবুর হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণ-
পূর্বে অবস্থিত। এখানে খুঁটায় ৭ম শতাব্দীর নায়কবংশীয় রাজা
বিজয়রায় নিৰ্মিত একটি কেল্লা আছে।

পটুজাতীয় (ত্রি) পটুপ্রকারঃ, পটু-জাতীয়ঃ। পটুপ্রকার।

পটুতা (স্ত্রী) পটোভাবঃ, পটু-তল, টাপ্। দক্ষতা, কুশলতা,
পটুত্ব।

পটুতৃণক (স্ত্রী) পটু লবণং তৎপ্রচুরং তৃণং ততঃ কন্।
লবণতৃণ। (রাজনি°)

পটুভূলক (স্ত্রী) লবণতৃণ। (রাজনি°)

পটুভ্রয় (স্ত্রী) লবণভ্রয়, বিটু, নৈষভ ও সৌবর্ত লবণ। (বৈদ্যকনি°)

পটুত্ব (স্ত্রী) পটু ভাবে ত্ব। পটুতা, দক্ষতা।

পটুপত্রিকা (জী) পটু পত্রং বভাঃ, কপ্ টাপি অত ইহাং।
১ ক্রম চক্রপ। (রাজনি°)। ২ কীরিকা।

পটুপত্রিকা (জী) পটু পত্রং বভাঃ, কপ্ টাপি অত ইহাং।
কীরিকীক। (রাজনি°)

পটুপণী (জী) পটুপর্ণ-জীব (পাককর্ণপর্ণপুশ্পকলতি। পা
৪১১৬৪) স্বর্ণকীরী।

পটুপুং (পুং) অমৃতবংশীর এক রাজা। (ভাগবত পুং)
পুরাণান্তরে পটুমান ও পটুমারি এইরূপ পাঠান্তর আছে।

পটুমিত্র (পুং) রাজপুত্রভেদ।

পটুম্যা, হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় চিত্রকরভেদ। কাগজাদির উপর
চিত্র অঙ্কনই ইহাদের ব্যবসা।

পটুম্যাখালি, বালারার বাধরগঞ্জ জেলার একটি উপবিভাগ।
ভূ-পরিমাণ ১২২১ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগরসংখ্যা ১০০১
পটুম্যাখালি বউকল, ভুলনাখালী ও ভুলাহিলা প্রভৃতি স্থানই
পুলিশের সদর। পটুম্যাখালি বা লঙ্কাই নগরই এখানকার
প্রধান সদর।

পটুরূপ (ত্রি) প্রশস্তঃ পটুঃ। পটু-রূপ। অতিশয় পটু।

পটুশ (পুং) রাক্ষসভেদ। (ভারত বনপ° ২৮৪ অ°)।

পটুস (পুং) রাজভেদ। (হরিব° ১১৭ অ°)।

পটেম্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটি
নগর। সাতারা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।
এখানকার পটেম্বর নামক পর্বতের শৃঙ্গদেশে এটা গুহা আছে।
এই গুহা ও তৎসংলগ্ন বাটিকাদি ব্যতীত এখানে আরও কয়টা
মন্দির দেখা যায়। ঐ মন্দির ও গুহা সকলে মহাদেবের
লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

পটোকা, অমিক্রীড়ার ব্যবস্থাপনা। চীনদেশ হইতে আনীত
লাল পটোকার বাক্স থাকে, আঙুন দিলে পটাশ করিয়া শব্দ
হয়। এতদ্ব্যতীত তালপটোকা, ভূইপটোকা প্রভৃতি বাকীও
আমাদের দেশে নিৰ্মিত হয়।

পটোটজ (স্ত্রী) পটস্য ছদিসঃ উটে তৃণাদৌ জায়তে বৎ, জন-
ড। ছত্রাক। (শব্দর°)

পটোল (স্ত্রী) পট গতো পট-ওলচ্ (কপিগড়ি গভীতি।
উণ্ ১১৬৭) ১ বস্ত্রভেদ। (মেনিনী) গুর্জরদেশীয় বিচিত্র

পটুবস্ত্র, ইহাকে পটোল কহে। (পুং) ২ বনামপ্রসিদ্ধ
লতিকাকল। (Trichosanthes dioica), বনামখাত
কলশাকবিশেষ, পলতা লতা। পর্যায়—মূলক, ভিজক, পটু,
কর্কশকল, কুলক, বাজিমান, লতাকল, রাজকল, বরভিজ, অমৃত-
কল, কটুকল, কটুক, কর্কশকল, রাজনারা, অমৃতকল, পাণ্ডু-
কল, বীজপর্দ, মাসকল, কুঠারি, কাশমর্দন, পঙ্কর, আতীকল,
জোৎস্না, কঙ্করা। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মারক, শিত,
কক, কণ্ডুতি (চুলকণা), অমৃৎ, অর ও দাহনশীলক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশনতে পাচন, হৃদা, বুধা, লঘু, অধিদীপক, বিহ্ব, কাষনোষ ও ক্রিমিনাশক। পটোলমূল বিরচনকর, পটোলপত্র পিত্তনাশক ও ভিত্তিক। (ভাবপ্রা°)

পত্রাব, উত্তরভারতের সবতল ক্ষেত্র, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রভৃতি নানা স্থানে এই লতা জন্মে। ইহার কলই সাধারণতঃ পটোল নামে খ্যাত। স্থানভেদে ইহার নামের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। বাঙ্গালার পটোল, উড়িষ্যার পটল, ভজরাডী—গোড়ল, হিন্দী—পরবর, পলবল; তামিল—কম্বু, পুন্ডালই, তেলগু—কম্বু পোটলা, মলয়—পটোলম্ব।

এই লতাবিশেষের পত্র, কল ও শিকড় ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পটোলপত্র সাধারণ ‘পলতা’ নামে প্রসিদ্ধ। পিত্তাধিক্য ও অগ্নে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার গুণ—বীৰ্য্যাকর, লঘু, মুখরোচক, তিত্ত ও গুটিকর। পলতার কচি ডগার গুণ গুটিকর ও অগ্নয়। অগ্নক ফলের গুণ ঈতল ও রোচক। বাঙ্গালানিতে পটোল খাইতে স্নিগ্ধ লাগে। কাঁচা কল হেঁচিরা তাহার মূল অজ্ঞাত ঔষধের অমুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। সূক্ষ্মতমতে ইহার শিকড়ের কলের গুণ বিরোচক। পিত্তাধিক্য অগ্নে পলতা ও ধনে সমভাগে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে অরুণাশ ও ‘নাস্ত নাক’ হয়। সুরাসারে রাখিয়া কাঁচা পটোল হইতে যে নির্গাস বাহির হয়, তাহারোচক ঔষধ মধ্যে গণ্য। আয়ুর্কেন্দ্র শাস্ত্রমতে উদরী ও কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসায় পটোল বিশেষ উপকারী। পটোল ফলের আকৃতি একটু লম্বা ও গোল, উপরের ছাল মসৃণ, কাঁচা বেলায় ইহার বর্ণ সবুজ এবং পাকিলে কমলা-নেবুর ক্রায় হরিদ্রাসংযুক্ত রক্তাভ দেখায়। পটোলের মোরকা খাইতে উত্তম লাগে। পটোলের মধ্যে মাছ বা মাংস পুরিয়া ভাজিয়া খাইতে ভাল। যুরোপীয়েরাও নানারূপ বাঙ্গানাদি ও চাটনিতে পটোল ব্যবহার করিয়া থাকে।

পটোলক (পুং) পটোল ইব কাযতি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক। শুক্তি। (শব্দমা°)

পটোলপত্র (স্ত্রী) ১ বস্ত্রীশাকভেদ। ২ পলতা।

পটোলমি (পুং) সূক্ষ্মভোক্ত গণভেদ। পটোলপত্র, চন্দন, (রক্ত চন্দন) মূর্ধা, গুড়ুটী, আকনাদি ও কটুকী। মিলিত সকল দ্রব্য পটোলমিগণ্য। ইহার গুণ—পিত্ত, কফ ও অকুটিনাশক, ত্রণের হিতকর এবং বমন, কণ্ডু ও বিষনাশক। (সূক্ষ্মতম)

ভৈষজ্যরত্নাবলীর মতে—পটোলপত্র, শুক্লক, বুধা, বাসক-ছাল, ব্রহ্মলতা, চিরামতা, নিমছাল, কটুকী ও ক্ষেতপাপড়া মিলিত হইলে তোলা। জল ১০ শেখ ৮০ পোরা। এই কাণ পানে অগ্নক বসন্ত প্রণামিত ও পক বসন্ত ওক হয়। বিকোটক অগ্নে ইহা বিশেষ উপকারী। (বহুবিধাধিকার)

অভ্যগ্রকার—পটোলপত্র, কটুকী, জিকলা, রাধাসমখার মূল, কলাতুর, কটুকী, হরিদ্রা, নাকহরিদ্রা, শুক্লক প্রভৃতির কাণ মধুর সহিত পান বা হুবে ব্যঞ্জন করিলে হৃৎরোগ নষ্ট হয়।

(হৃৎরোগাধিকার)

পটোলমিদিগাধ, পটোলপত্র, কটুকী, পতঙ্গী, জিকলা, শুক্লক মিলিত ২ তোলা, জল ১০ শেখ ৮০ পোরা। এই কাণ পান করিলে বাহ্যিক পৈত্তিক বাতরক ভাল হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° বাতরকাদিকার)

পটোলান্যাস্তৃত (স্ত্রী) চন্দ্রভোক্ত বৃতভেদ। স্বত ৮৫ শের কাষার্থ পটোলপত্র, কটুকী, নাকহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকছাল, জিকলা, ব্রহ্মলতা, ক্ষেতপাপড়া, কলাতুর, প্রত্যেক ১ পল, আমলকী ২ শের, কুড়ুচিছাল, বুধা, বটীমধু, রক্তচন্দন ও শিপুল মিলিত ১ শের। বথানিরসে এই স্বত পাক করিবে। এই স্বতসেবনে চক্ষুরোগ ও অজ্ঞাত রোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী নেত্ররোগাধিকার)

পটোলিকা (স্ত্রী) বাহপটোল, খিদি। ইহার গুণ বাহ, পিত্তর, কচিকৃত, অগ্নয়, বলকর, লীপন ও পাচন। (রাকনি°)

পটোলী (স্ত্রী) পটোল আভিহাৎ ভীষ। জোৎস্না, খিদি।

“পটোলী মুক্তকাত্যাক বাসকেন চ নাশদেং ॥”

(গড়ক ১৯৮ অ°)

পট্ট (স্ত্রী) পট-গড়ো ক ইড়ভাবঃ। ১ নগর। (শব্দর°)

(পুং) ২ শেখ-পাখাণ, চলিত শিলা। ৩ ব্রহ্মদির বন্ধন, পট। ৪ রাজ্যদির শাসনাভ্যুত, চলিত পাট। ভূমিধিকারীর নিকট কোন জমী লইতে হইলে তাহার পাট লইতে হয়।

“ভদ্রাশ্রয় পুত্র! নিম্বা মনস্তানুস্মরীক্যং।

বাচ্যন্তে শাসনং পটে হুস্তাকরনিবেশিতম্ ॥” (মার্ক° পু° ৩৬৮)

৫ পীঠ, পিড়ি। ৬ কলক, ঢাল। ৭ উকীবাড়ি, চলিত

পাণ। ৮ উত্তরীয়াণি, চলিত একপাটী।

“গলিতমিব ভূবো বিলোকা রামং

ধরণিধরন্তনুগুণপট্টীনম্ ॥” (ভট্ট ১০৮০)

৮ কোষের, পাট, রেশম। ৯ লোহিত কোষের উকী-

বাড়ি। (ভরত) রাজ্যরেশমীপাণ।

রাজপণ মন্তকে কীরীটস্বরূপ যে পট ব্যবহার করেন, তাহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

“আচার্য্যগণ পট্টের নিরলিখিতরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন।

যে পট্টের মধ্য ৮ আঙ্গুল বিস্তৃত, এইরূপ পট্ট রাজপণের তত্ত্বজনক। সপ্তাঙ্গুল বিস্তৃত হইলে রাজসমিহী এবং ৬ আঙ্গুল বিস্তৃত হলে হুব্বাকের তত্ত্ব হয়। মধ্য চতুর্দশ বিস্তীর্ণ পট্ট সেমাপতির তত্ত্ব। দ্বি আঙ্গুল বিস্তৃত পট্ট প্রাসাদপট্ট নামে

অভিহিত হয়। এই পাঁচপ্রকার পট্ট। সকল পট্টই বিস্তারের দ্বিগুণ দীর্ঘ, আর পাঁচ বিস্তারের অর্ধ হইবে। পঞ্চশিখাযুক্ত পট্ট নৃপতির, ত্রিশিখাযুক্ত পট্ট যুবরাজ ও রাজমহিষীর এবং একশিখা পট্ট সেনাপতির শুভজনক। শিখাহীন প্রাসাদপট্টও রাজগণের শুভদ। যদি পট্টের পত্র স্থপে বিস্তার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভূমিপতির বৃদ্ধি ও জয় এবং প্রজাগণের স্বাস্থ্যসম্পদ লাভ হয়। পট্টমধ্যে ত্রণ সমুৎপন্ন হইলে রাজা বিনষ্ট হয়। যাহার মধ্যদেশ ক্ষুণ্ণিত হয়, তাহা পরিত্যক্ত। যে পট্টে কোন প্রকার অশুভ চিহ্ন না থাকে, রাজগণের তাহাই শুভফলপ্রদ। (বৃহৎসংহিতা ৪২ অ°) ১০ রাজসিংহাসন। ১১ চতুঃপাণ্ড, চৌমাথা রাজ্য। ১২ শাকভেদ, পাটশাক।

পট্টক (পুং) পট্ট এব ইত্যর্থে স্বার্থে কন্। ১ পট্ট। ২ তামাদি ধাতু যাহাতে রাজকীয় দানাদির বিধর খোদিত হয়। ৩ উৎকীর্ণ শাসনাদি। ৪ মোকদ্দমার নথি। ৫ পাগড়ীর জন্ত রেশমী বস্ত্র। ৬ বৃক্ষবিশেষ।

পট্টজ (ক্ৰী) পট্টাৎ কোষেয়াৎ জায়তে জন-ড। ১ বস্ত্রভেদ, পট্টবস্ত্র, চেলী, তসর বা গরদের কাপড়।

“উর্ণঞ্চ রাজবৈষ্ণব পট্টজং কট্টজং তথা।

কুটীকৃতং তণৈবান্যং কমলাভং সহস্রশঃ॥”

(ভারত ২।৫০।২০)

পট্টদকল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। ইহার প্রাচীন নাম কিশুবোলল বা পট্টন-কিশুবোলল। মালপ্রভা নদীর বাগকুলে বাদামী হইতে ৪ কোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ৫৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫২' পূঃ। এই নগরে অনেকগুলি প্রধান মন্দির ও শিলালক উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ৪ একর ভূমির মধ্যে ৪টা বড় ও ৬টা ছোট মন্দির আছে। বড় মন্দির-গুলির গঠন ও কারুকার্য প্রাবিড়দেশীয় বলিয়া বোধ হয়। এখানকার সর্কাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরে বিরূপাক্ষের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। জৈনমন্দিরাদির অঙ্কুরণে এই মন্দিরের চতুর্দিকে আরও কতকগুলি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। বিরূপাক্ষের সম্মুখস্থ গৃহে তিনটী পদ্মের উপর লক্ষীদেবী আসীন, দুইদিকে হস্তময় তাঁহার মাথার উপর ভাণ্ড কলসী ধারণ করিয়াছে। দেয়ালের গাত্র হইতে যে চতুঃদোণাকৃতি স্তম্ভ বাহির করা আছে, তাহার গাত্রে যে সকল জীমূর্তি খোদিত, তাহাদের মাংস কেশ বিকাশ দেখিলে কোঙ্কণস্থ দেবদাসী রমণীগিরের মনে পড়ে। ইহার উপরিভাগে ‘কীৰ্ত্তিমুখিগিরের চিত্র অঙ্কিত আছে। গম্বুজীঠের দ্বারের সম্মুখে কতকগুলি জীমূর্তি এবং

চৌকাঠের কপালীতে ও কার্ণিশে দেবীমূর্তি সকল অঙ্কুরবর্ণের সহিত শোভিত রহিয়াছে। বাহিরের দেয়ালে বিষ্ণু ও শিবের নানাপ্রকার মূর্তি খোদিত দেখা যায়। এই মন্দির চালুক্য প্রভৃতি রাজগণের সময়কার। সর্বসমেত ১২ খানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। অস্ত্রাজ মন্দিরগুলির মধ্যে মল্লিকার্জুন, সংগ্রামেশ্বর, চঞ্জশেখর, বেলগুড়ি, গোলোকনাথ, আদিকেশ্বর, বিজয়েশ্বর, পাণবিনাশন বা পাণনাথ প্রভৃতি দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। পাণবিনাশন প্রভৃতি ছ'একটা শিবমন্দিরের দ্বারদেশের উপরিভাগে রাম, রাবণ, খর, দুষণ, সুর্ণনাথ, লক্ষ্মণ, সীতা, জটায়ু, শেবনাগ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত আছে। সংগ্রামেশ্বর মন্দিরে উৎকীর্ণ সিন্ধরাজ ২য় চাবুন্নার শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, তিনি পশ্চিম চালুক্যরাজ ৩য় তৈলের অধিকার স্বীকার করিতেন। ইনি স্বয়ং, স্ত্রী দেবাল দেবী ও পুত্র ২য় আচি তিনজনে একত্র কিশুবোললের বিজয়েশ্বর শিবপূজার ব্যয় নির্বাহের জন্ত অনেক ভূমি দান করেন। পট্টন কিশুবোলল ইহাদের রাজধানী ছিল।

পট্টদেবী (স্ত্রী) পট্টে সিংহাসনে স্থিত, তদর্হা বা দেবী। মহাদেবী, পাটরাণী। রাজাদিগের প্রধান মহিষীকে পাটরাণী কহে।

পট্টন (ক্ৰী) পটন্তি গচ্ছন্তি বাগিজো যত্র। পট গতো বাহ লকাৎ তনপ্। পত্তন। (হিরূপকোষ)

পট্টনী (স্ত্রী) পট্টন-গোরানিভাৎ ভীষ্। পত্তন। (হিরূপকোষ) পট্টমঙ্গলম্, মহারা জেলার অন্তর্গত একটি নগর, রামনাদ হইতে ১২ কোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এ স্থানে পাণ্ডুরাজ-গণের নির্মিত শিবমন্দির আছে।

পট্টমহিষী (স্ত্রী) পাটরাণী, রাজার প্রধান স্ত্রী, পট্টদেবী।

পট্টরঙ্গ (ক্ৰী) পট্টং বস্ত্রং রজাতেহনেন পট্ট-রন্জ ঘঞ্। পত্তরঙ্গ, পত্রাঙ্গ, বকম্ কাঠ।

পট্টরঞ্জক (ক্ৰী) পট্টানাং বস্ত্রানাং রঞ্জনং ততঃ কন্। পত্ত-রজ। (রাজনি°)

পট্টরাজ, মহারাষ্ট্রদেশীয় পুণ্ডারী ব্রাহ্মণের উপাধি।

পট্টরাজ্ঞী (স্ত্রী) পট্টারী রাজ্ঞী, পাটরাণী।

পট্টলা (স্ত্রী) ১ জমি বিভাগ, জেলা। সম্ভাদার।

পট্টবন্ধোৎসব, দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুরাজগণের রাজ্যাভিষেক সময়ে এই উৎসব হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ অভিষেককালে তাহাদের কোমরে পট্ট বন্ধনী দেওয়া হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে। চালুক্যবংশীয় রাজা বিজয়বর্ধের শিলালিপিতে এই উৎসবের কথা লিখিত আছে। উৎসবোপলক্ষে রাজগণ অনেক ভূমিদান করিয়া থাকেন।

পট্টশাক (পুং) শাকভেদ। পট্টশাক, নালিতা শাক। ইহা রক্তপিত্তনাশক, বিটকী ও বাতবর্ধক। (ভাবপ্রা°)

পট্টশালী, ধারবাড়প্রদেশবাসী তত্ত্ববার জাতি। রেশমের বস্ত্রাদি বরন করে বলিয়া ইহাদের এই নাম হইয়াছে *। ইহাদের কোনরূপ পদবী নাই, একমাত্র নামই ইহাদের জাতিসংজ্ঞানির্দেশক। কর্ণাটের উত্তরস্থ বাসবমূর্তি, বেঙ্গারির নিকটবর্তী পার্শ্বতী ও বীরভদ্রের মূর্তিই ইহাদের প্রধান উপাত্ত। স্বভাবতঃ ইহারা দৃঢ়কার ও সবল, সাধারণতঃ লিঙ্গায়তদিগের মত। ইহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাসভূমিও বেশ পরিপাটি, একতলা ঘর। খাওয়াদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মত। সকলেই নিরাস্থিভোজী; মাছ, মাংস বা মদ্য কেহই স্পর্শ করে না। বেশভূষাও সাধারণ হিন্দুর অনুরূপ। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের মত কাণে মাকড়ী ও হাতে আটো ধারণ করে। স্ত্রীলোকেরা কাণে, অঙ্গুলিতে, নাকে ও পদাঙ্গুলে মাকড়ীর মত অলঙ্কার এবং হাতে বালা তাগা ও গলার হার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের গহনা পরিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই 'লিঙ্গ' ধারণ করে। বঙ্গবয়নই ইহাদের জাতীয় বাবসা। প্রোত্ৰ প্রোত্ৰকাল হইতে সজ্জা পর্যন্ত পরিশ্রম করে। স্ত্রীলোক এবং বালকেরা তাহাদের কার্যে সহায়তা করে। হিন্দুর পূর্ণদিনে ইহারা কার্য করে না। ব্রাহ্মণদিগের উপর ইহাদের বড় আস্থা নাই, এজন্য ব্রাহ্মণদের উপাত্ত দেবতাকেও ইহারা বিশেষ মন্ত্র করে না। ইহারা গোড়া লিঙ্গায়ত। বিবাহ এবং ব্রতাদি কার্যে লিঙ্গায়ত পুরোহিত ডাকাইয়া ইহারা কাৰ্য্য করায়। চিক্কেরিথমী নামে ইহাদের একজন সাধারণ গুরু আছে, নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত স্থলতানপুরে তাহার বাস।

ভৌতিক ক্রিয়া, ভোজবাজী প্রভৃতিতে ইহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। পুত্র প্রসূত হইলে তাহার নাড়ী কাটিয়া জাতপুত্রের মুখে রেড়ীর তেল দিয়া মাতা ও পুত্রকে স্নান করাইয়া দেয়। পাঁচদিন পর্যন্ত সপরিবারের অশোচ থাকে। পঞ্চমদিনে দ্বাই আদিয়া বজ্রমূর্তি স্থাপন করে। গতিগীমাতাকে ঐ মূর্তি পূজা করিতে হয়। পরে উপস্থিত পাঁচজন সখাকে ছোলা দিতে হয়। ছয়দিনে লিঙ্গায়ত পুরোহিত আদিয়া মৃত্তিকার উপরে পিটুণির গুঁড়া দিয়া আটটি রেখাবৃত্ত একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়া ২টা পাণ, ১টা সুপারি ও ২টা পরসা দিয়া জাত শিশুকে তাহার উপর শয়ন করাইয়া রাখে। পরে জাতশিশুর পিতা-বা নাহুলের বামহস্তে একটী 'লিঙ্গ' রাখিয়া চিনি, মধু, ছদ্ম ও দধিযোগে নয়বার ধোয়াইয়া তাহার উপরে ১০৮ বার সাদা

* কবাড়ীভাষার 'পট' শব্দে রেশম এবং মরাসী ভাষার 'শালী' শব্দের অর্থ তত্ত্ববার বা জাতি

হুতা পাকাইয়া দেওয়া হয়। ঐ হুতা সবেত লিঙ্গটী রেশমের বস্ত্রে আবৃত করিয়া শিশুর গলার বাঁধিয়া দিয়া থাকে। অতঃপর পুরোহিত তিনবার শিশুর গারে পা টেকাইয়া আশীর্বাদ করে ও মাতার কোলে পুত্রটিকে শোয়াইয়া দেয়, মাতাও পুরোহিতকে প্রণাম করে। জন্মদশদিনে জাতবালকের পিসি (পিতার ভগিনী) আদিয়া পুত্রের নামকরণ করে, এই ক্ষণ তাহাকে একটা জামা পারিতোষিক দেওয়া হয়।

বিবাহের প্রথমদিন বর ও কজা উভয়েই হরিদ্রা ও তৈল মাখাইয়া স্নান করায়, পরে লিঙ্গায়ত পুরোহিত, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়কূটুম্ব একত্র ভোজন করান হয়। এই ভোজের নাম 'অরিযান উতা' অর্থাৎ বর বা কজার মঙ্গলকামনা ও মন্ত্রার্থ ভোজ। দ্বিতীয়দিনে 'দেবকাখ্যাড উতা' (অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে দত্ত ভোজ্যাকাখ্য সম্পাদন) হয়। বিবাহ রাত্রে জাতিকূটুম্ব একত্র হইয়া বিবাহসভার উপস্থিত হয় এবং পাণ সুপারি বিদায় পাইয়া থাকে। পাঁচটা সখা স্ত্রীলোক যাহারা কজার ভায় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে 'অদ-গিত্তের' ও যে ছই ব্যক্তি বরের সাহচর্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা 'হওগিরের' নামে কথিত হয়। ঐদিনে জাতীয় মোড়ল 'গন্ধ'কেও নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। তাহাকে পাঁচ দকা পাণ ও সুপারি উপঢৌকন দিতে হয়। বিবাহের পর তৃতীয় দিনে কজার পিতা বরের হস্তে কাপড়, চাউল, জলপাত্র প্রভৃতি দ্রব্য দিয়া থাকেন। অতঃপর বর ও কজাকে উচ্চাসনে বসাইয়া লিঙ্গায়ত পুরোহিত আশীর্বাদার্থ উভয়ের মস্তকে ধান ছড়াইয়া দেয়, সেই সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কজা গলার মঙ্গলহুত্ব বাঁধিয়া পরে উভয়েই আলো আলিয়া বরণ করে। ইহাই বিবাহের শেষ কার্য্য। যে সকল স্ত্রীলোক ও পুরুষ বর ও কজার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকে, তাহারাও উপযুক্ত আহার্য উপহার পায়।

লিঙ্গায়তদিগের ভ্রায় ইহারা শব শ্রুতির রাখা। জন্ম এবং মৃত্যুতে কেবল পাঁচদিন মাত্র অশোচ। স্ত্রীলোকের আর্জবেও তিনদিন অশোচবিধি প্রচলিত আছে। বালাবিবাহ ও বিধবাবিবাহে কোন বাধা নাই। সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইলে গ্রামা পঞ্চায়তেরাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। পট্টসূত্রকার, জাতিবিশেষণ ও টিপোকার চাগ ও রেশমের সূত্রাদি প্রস্তুত করা ইহাদের বাবসা।

পট্টা, মহারাস্ট্রদিগের তত্ত্ববারভেদ।

পট্টাচার্য্য, ১ দক্ষিণাভ্যাসী প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উপাধি।

২ পট্টধর, জৈনদিগের এক এক গচ্ছের সর্গপ্রধান আচার্য্য।

পট্টার (পুং) পট্টমুচ্ছতি ঋ-অণ্। দেশভেদ।

পট্টারক (জি) পট্টারে দেশে ভাষা ধুমাবিধাৎ কুন্। পট্টারদেশক্ৰব।

পট্টাভিরাম শাস্ত্রী, তৈলঙ্গবাসী জনৈক ব্যাতনামা পণ্ডিত।

ইনি কএকখানি জারগ্রন্থ রচনা করেন। [জারগ্রন্থ দেখ।]

পট্টাৰ্হা (জী) পট্টে নৃপাসনে অর্হা বোপা। পট্টারানী।

পট্টিকা (জী) পট্টিরিব কারতি কৈ-ক, জিরাং টাপ্। পট্টিকাখ্য
লোঞ, রক্তবর্ণ লোঞ। (অমরটীকা বাচস্পতি)।

কুঃ পট্টাঃ স্মারার্থে কন্, জিরাং টাপ্ ইষক। ২ বিত্ততি-
প্রমাণ বহু। ৩ পট্, চলিত পাট।

"প্রাক্ সংস্কৃত্যেণ সংপ্রতিপ্তি যুযতি শিরঃ পট্টিকাশাঠিনে।"

(নৈষধ ১৯৬১)

পট্টিকাখ্য (পুং) পট্টিকা আখ্যা যস্য। রক্তলোঞ, পাটিলোঞ।

পট্টিকার (জি) পট্টবস্ত্রবরনকারী।

পট্টিকালোঞ (পুং) পট্টিকা এব লোঞঃ। রক্ত লোঞ, চলিত
পাটিলোঞ, পর্বাণ ক্রমক, বঙ্গলোঞ, বৃহদল, জীর্ণবৃহ, বৃহৎক,
জীর্ণপত্র, অক্ষিতবজ্র, শাষ, বেতলোঞ, গালব, বৃহৎচ, পট্টী,
লাকাংসাদ, বক, মূলবকল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র। (ভাবপ্রঃ)
হই প্রকার লোঞের ঞ্ণ কবার, সীতল, বাত, কক, অজ, ও
বিবনাশক, চক্ষুর্হিতকর। লোঞকের মধ্যে বঙ্গলোঞক
শ্রেষ্ঠ। ইহার ঞ্ণ গ্রাহী, লঘু, পিত্তরক্ত, পিত্তাতিসার ও
শোথনাশক। (ভাবপ্রঃ)

পট্টিকাবাপক (পুং) বাহারী লোঞ বপন করে।

পট্টিকাবায়ক (পুং) বাহারী রেশমের কিতা বুনন করে।

পট্টিভবণ্ডুল, সিংহলবীণবাসী কোই আতির একটা শাখা।

ইহার। মিলি দেবীর উপাসনা করে। সময় সময় নরবলিও
দিয়া থাকে। ইহার। মৃতদেহ দাহ করে ও পরে সেই ভস্মরাশি
কুয় কুয় গোলাকার করিয়া মুক্তিকার পুতিয়া রাখে। ইহার।
গবাদির মাংস ভোজন করে এবং তামাকু খাইতে ভালবাসে।

পট্টিন্ (পুং) পট্টিকা লোঞ। (অমর ২।৪।৪১)

পট্টিল (পুং) পট্টো বিদ্যতেহস্য পট্ অত্যর্থে ইলচ্। পুতিকরজ।

(*Coesalpinia bonducella*) (জটাম্বর)।

পট্টিলোঞ (পুং) পট্টিকালোঞ।

পট্টিলোঞক (পুং) পট্টিলোঞ স্বার্থে কন্। পট্টিকালোঞ।

পট্টিশ (পুং) পট্টি গতে বাহুলকাৎ টিশচ্। অস্ত্রবিশেষ।

"পরশুঃ পট্টিশোনিম স এব চ পরশ্বাঃ।" (অমরটীকা ভরত)

পট্টিশ অস্ত্র এক প্রকার তরবারি সূদৃশ। আরের বহুরূপে,
বৈশম্পায়নীর বহুরূপে ও গুক্রনীতি এই তিন পুত্রেই ইহার
সহান বর্ণনা লক্ষিত হয়।

"পট্টিশঃ পুং প্রমাণঃ স্যাৎ বিহারভীকরশূকঃ।

হস্তপ্রাশনাব্যুতকোমুটীঃ বঙ্গসহোদরঃ।" (বৈশম্পায়ন)

পট্টিশ অস্ত্র বড়োয় সহোদর বরুণ অর্থাৎ ইহার আকার
বঙ্গাতুলা। প্রমাণ পুরুষের মত, হইলেকই সহান ধার থাকিবে।
অগ্রভাগ অভিশর তীক্ষ্ণ, ইহাতে মুষ্টি (হস্তপ্রাশন) থাকিবে। ইহার
কিন্দা বঙ্গাক্রিয়ার স্তায়। এই অস্ত্রের বিবরণ হেমাক্ষির পরি-
শিষ্টে উপনার বচনে এইরূপ লিখিত আছে,—এই অস্ত্রের
ত্রিবিধ দণ্ড উত্তম, মধ্যম, ও অধম। বাহা চার হাত প্রমাণ
তাহা শ্রেষ্ঠ, ৩০ হাত মধ্যম, ৩ হাত অধম। ইহার আকার
মূর্খ বা চক্র সূদৃশ, বিস্তার ১৬ আঙ্গুল এবং চারিদিকে
তীক্ষ্ণধারযুক্ত। ৩২ পল প্রমাণ পত্র, ৩ আঙ্গুল, আর ছয় আঙ্গুল,
কোঁষ সপ্তাঙ্গুল। *

পট্টিন (পুং) পট্-টিনচ্। অস্ত্রভেদ। পট্টিশ। পট্টিশ এই শব্দ
ভালবা শ ও দস্তা স হয়।

পট্টি (জী) পট্টিঃ বাহুলকাৎ টীপ্। ১ পট্টিকা লোঞ। ২ ললাট-
ভূবা। ৩ তলসায়ক। ৪ অশ্ববক্ষঃস্বল বকসরজ্জ। (শব্দমালা।)

পট্টি, পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর জেলার কন্থর তহশীলের অন্তর্গত
একটা প্রাচীন নগর। অক্ষা° ৩১° ১৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°
৫৪' পূঃ। লাহোর রাজধানী হইতে ১৯ কোশ দক্ষিণ পূর্বে
অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্-
সিয়াং চীনপতি নামে এই নগরের উল্লেখ করিয়া যান।

বার্গেশসাহেব লিখিয়াছেন, এই নগর সম্রাট অকবরের
সময়ে স্থাপিত হয়।* কিন্তু অকবরের পূর্বে ছয়মুন এই
পরগণা তাঁহার ভৃত্য জওহরকে দান করেন†। আবুলকজল
এই স্থানকে পট্টি-হেবতপুর বলিয়া লিখিয়াছেন‡। এখানে
যে সকল বড় বড় কবর আছে, স্থানীয় অধিবাসিগণ তাহাকে
'নোগল' বা মর গজ বলিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এইরূপ
বৃহদাকার রাক্ষস সূদৃশ মহাবাগণ উক্ত কবরে নিহিত আছে।
উত্তরপশ্চিম ভারতে এক্রূপ অনেক কবর দেখা যায়। তদ্রূপে
অসুখমান হয় যে গজনীপতি মাক্সুদের সময়ে যে সকল গাজিসৈন্য
জীবন হারাইয়াছিল, তাহাদেরই কবরের উপরে অকবরের
সময়ে ঐ তত্ত্ব নিশ্চিত হইরাছিল ব।

* "উক্ত নামস্বৰ্ণকং পট্টিসমিধিৰ্ব্যকতে।

বংশ। নিবোধ, ত্রিহস্তঃ সার্বত্রিকতত্ত্বস্বত্বভেদে জ্যেষ্ঠরথ্যাদ্যনামাঃ
বক্তরিষাঃ।...তথা "স্বৰ্ণচক্রসমুদ্যাকারঃ বোড়শাঙ্গুলবিস্তারঃ ত্রীকোণাবারিভঃ
বাক্রিশেখপজঃ তবতি। তস্যায় বড়তুলাঃ, কোষঃ সপ্তাঙ্গুলঃ।" ইত্যমি।
(হিমাক্রিপণিশিষ্ট বৃত্ত (উপমা))

** *Travels in Panjab and Bokhara* II. 9.

† *Memoirs of Humayan* p. 112.

‡ *Ainul Akbari*, II. 260.

§ *Cunningham's Anc. Geo. Ind.* p. 202.

হিউএনসিয়াংএর কবীরতে চীনপতি জেলার পরিমি ৩৩০ মাইল ছিল। শকরাজ কনিংহের সময়ও এই নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত রাজা চীন অভিযানবিরে বাসের জন্ম এই স্থান মনোনীত করেন। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, ভারত-বর্ষে পূর্বকালে শিরাসা বা পিচ কল ছিল না। চীনবাদিগণ ঐ কল এ দেশে আনিয়ন করে।

নগরটা চারিদিকে প্রাচীরপরিবেষ্টিত এবং গৃহাদি সমস্তই ইষ্টকনির্মিত। নগরের ২০০ গজ উত্তর পূর্বে একটি প্রাচীন কেল্লা আছে, উহা এখন পুলিশ ও পলিকমিশনের দিয়ারা-বাসে পরিণত হইয়াছে। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণতাই বলিষ্ঠ। অধিকাংশ লোকে দৈনিককৃতি অবলম্বন করিয়াছে।

২ অথোধ্যা প্রদেশের প্রভাপঞ্চকজেলার অন্তর্গত একটি জহলীল। একটি ইষ্টকনির্মিত ভূপুই ইহার প্রাচীনত্ব প্রকাশ করিতেছে। এখানে সর্বসমেত ৮১৬ খানি গ্রাম আছে।

৩ জমির পরিমাপভেদ। ৪ শতভূমি।

পট্টিকাড়, রাজ্য প্রেসিডেন্সীর কোচীন জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। ত্রিচূর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানকার নিকটবর্তী বনে অনেকগুলি বেঘনদ্বির নির্মিত দেখা যায়। স্থানটা জনমানবপূনা, কেবল প্রাচীনত্বপ্রাপক পুতির মালা ও নানা পাণাদির চিহ্ন পড়িয়া আছে।

পট্টিকার, জাতিবিশেষ।

পট্টিকোণ্ডা, রাজ্য প্রেসিডেন্সীর কর্ণুল জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। ভূপরিমাপ ১১৩৪ বর্গ মাইল। ২ উপবিভাগের সমন্বয়। এখানে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী সর টমাস মনরোর ওলাউঠার মৃত্যু হয়। এখানে তাঁহার স্মরণার্থ কূপ ও টোপ নির্মিত আছে।

পট্টিদারী, জমির খাজনার বিলি অমূল্যে জমিজমাভেদ। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে জমির জমা লইলেও সকলেই সেই সেই জমির পৃথক পৃথকরূপে অথবা একত্র গবর্নমেন্টের প্রোপা প্রেসিডেন্সি দিতে বাধ্য থাকে। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে স্থানে স্থানে এইরূপ সীমে জমি বিলি দেখা যায়।

পট্টিরালী, রাজ্য প্রদেশের কোইম্বাতোর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। বর্ষসূচ্য হইতে ১১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে সমুদ্রতীরে একত্রকার সুরক্ষিত প্রস্তরবৎ পদার্থ (Beryl) পাওয়া যায়। পূর্বকালে রোম প্রভৃতি জুসজা রাজ্যে ঐরূপ দ্রব্যের প্রচুর রপ্তানী হইত। এই স্থানকে কেহ কেহ 'পট্টিব' বলিয়া থাকেন।

পট্টিবালা (হিন্দী) আরবালী, পেরাল চাপরাধি প্রভৃতি।

কোমরকর ও পিডমের-ভক্তি পেটীর ভার ইহাদের কোমর থাকে বলিয়া পট্টিবালা নাম হইয়াছে।

পট্টিশ (পুং) মহাশব্দ। (ভারত ১৮১৭২।)

পট্টিশ (ব) (পুং) পট্ট ভক্তি স্যতি বা শো—অত্বেকরণে শো—অত্বেকরণি বা ক। অত্বেক। (হরিব' ১৮৫ অ')

পট্টেরক, বৃক্ষবিশেষ। (Cyperus Hexastachyus)

পট্টেশ্বরমু, রাজ্য প্রেসিডেন্সীর তন্নাবুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। দুইকোণ হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির ও জাহান পায়ে বিলাকলক দৃষ্ট হয়।

পট্টুকোট, (পট্টুকোটই) রাজ্য প্রেসিডেন্সীর তন্নাবুর জেলার অন্তর্গত অন্যথাক ভান্ডুরের নগর। তন্নাবুর নগর হইতে ১০০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। নগরের পশ্চিমদিকে একটি কারুকার্যবিশিষ্ট প্রাচীন শিবমন্দির ও তন্নাবুর এক-খানি শিলালিপি আছে। নগরের উপকণ্ঠবর্তী মহানন্দ্রম নামক স্থানে আর একটি মন্দির আছে। এখানে একটি প্রাচীন চূর্ণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে করানীর উপরে ইংরাজের জয় উপলক্ষে তাজোররাজ প্রাচীন চূর্ণের উপর মৃত্যন একটি চূর্ণ স্থাপন করেন। এই চূর্ণের অভ্যন্তরে বোনাপাটির অংশপতন ও ইংরাজের জয় লিখিত একখানি কলক আছে।

পট্টুভট্ট দাক্ষিণাত্যবাসী একজন কবি। তাঁহার রচিত প্রেম-রসাবলী' কাব্যপাঠে জানা যায় যে তিনি রাজা সিংহভূষণের আশ্রয়ে ১০৬৮ শকে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাঁধুল বংশীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজপ্রাসাদে বাসের জন্ম মহলীপতন হইতে ৫০ ক্রোশ দূরে কাকাবানীপুর নামক স্থান প্রাপ্ত হন।

পট্টুর, রাজ্য প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। এখানে ইজনাথ দ্বারীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। লোকের বিশ্বাস কলিযুগের প্রারম্ভে বরং ইজ্ঞা আসিয়া এই মন্দির স্থাপন করেন। লোকে বলে, এই স্থান বাহাদুর লব্ধে বিবৃত বিবরণ ব্রাহ্মপুরণে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে আরও দুইটি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। পদাধরদ্বারীর মন্দিরের দক্ষিণাংশে যে ছয়টি মন্দির ও একটি মণ্ডপ নির্মিত আছে, প্রবাদ তাহা চোল রাজগণের কীর্তিচিহ্ন।

পট্টেশ্বরাম, রাজ্য প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। খৃষ্টাব্দের উত্তরাংশে গোদাবরী নদীর গর্ভস্থ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পূর্বভেদ উপর অবস্থিত। এখানে প্রাচীন চারিটি মন্দিরে চারিখানি শিলালিপি আছে। স্থান-বাহাদুর দ্বারকার দাক্ষিণাত্যবাসিগণের মধ্যে ইহা একটি পবিত্র তীর্থস্থান হইয়া পড়িয়াছে।

পট্টোপাধায় (পুং) বাহারি দানপট্ট বা দানবিধরক পট্টা
লেখ।

“রাজ্যপ্রদত্তে রদায় হেলুগ্রামেহগ্রাহরবৎ।

লিলেখ পট্টোপাধায়ো ন বদা দানপট্টকম্।” (রাজতরং ৫।৪০১)

পট্টোলিকা (স্ত্রী) পট্টঃ পট্টাখ্যঃ উল্লিখি প্রাপ্যোতীতি উল-
গতো মূল, টাপি ইৎ। ভূমির করগ্রহণের ব্যবস্থাপত্র, পট্টা।

পট্টবেকর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সাতারা, পাটন, ও
শোলাপুরবাসী একটা জাতি। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে
ইহারি কার্য উপলক্ষে গুজরাত হইতে এখান আসিয়া বাস
করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কবাড়ি, কুতারে, পোবার, শাল-
গর ও শিরালকর নামে করটা পদবী এবং ডারহাজ, কান্তপ,
গোতম ও নারদিক প্রভৃতি চারিটা গোত্র দৃষ্ট হয়। একপদবী
ও সমগোত্র হইলে বিবাহ হয় না। জ্রীলোকগণের নামে
হিন্দু দেবদেবীর নাম লিখিত হয়। ইহারি দেখিতে উচ্চশ্রেণীর
হিন্দুর মত। পুরুষেরা মাথার টিকি ও গৌর রাখে, কিন্তু স্ত্রী-
লেই দাড়ি কামাইরা ফেলে। সাধারণতঃ ইহারি গৃহে গুজ-
রাতী ও বাহিরে মসজিদমাধার কথা হয়। নিরামিষাশী হইলেও
ইহারি কেবলমাত্র দশেরা উৎসবে একদিন ভেড়ার মাংস
খাইরা থাকে। অধিকাংশই মদ্যপানী। পুরুষেরা ছুতা
কাপড়, জামা, টুপি প্রভৃতি পরিধান করে। জ্রীলোকেরা
মরাত্তমণীর জায় বেশভূষা করে এবং মাথার উপরে সিল্পুর
দেয়। ইহারি সবল, সহিষ্ণু, কর্মঠ ও আতিথেয়। রেশমের
কাঁসা, পটী, পাকা ও অশ্বসজ্জা এবং গহনাদি বাঁধিবার জুতা
নানাবর্ণে রেশম রং করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ঐ সকল
ব্রণ লইরা ইহারি নিকটবর্তী স্থানসমূহে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।
ইহারি স্থানীয় সকল দেবদেবী এবং ব্রাহ্মণগণের উপাস্ত দেব-
দেবীরও পূজা করে। তুলজাপুরের জগদম্বা দেবীই ইহাদের
কুলদেবতা। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেই ইহাদের পোরোহিত্য করে
যে ব্রাহ্মণ সন্তান ইহাদের ধর্মোপদেষ্টা, তিনি ‘গোপালনাথ’
নামে পূজিত হন। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে
প্রচলিত আছে। ইহারি শব্দাহ করে। সামাজিক বিবাহ
বিসম্বাদ স্বভাবের পক্ষপাত হইতেই নিষিদ্ধি ইহারা পাকে।

পট্টবেগার, বোম্বাই প্রদেশবাসী মুসলমান জাতি। রেশমের
কাঁসা ও সূতা নির্মাণ ইহাদের প্রধান ব্যবসা। ইহারি পূর্বে
হিন্দু ছিল। পরে অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইসলাম ধর্মে
লীকিত হয়। স্ত্রী ও পুরুষগণের বেশভূষা প্রায়ই পট্টবেকর-
দিগের মত। কেবলমাত্র পট্টবেগার পুরুষেরা দাড়ী রাখে।
ইহারি বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। আচারব্যবহার প্রায়ই
সাধারণ মুসলমানের মত। ইহারি আপনাদের অথবা নির-

শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে বিবাহাদি করে। সকলেই হানকি-
শাখাত্ত মুসলমানী সম্প্রদায়ী মুসলমান। কাজীকে সকলেই
বিশেষ মাক্ত করে। বিবাহ ও নিকাহে কাজী আসিয়া বাসকতা
করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও কল্মা পড়ে নাই।
হিন্দুধর্মের উপর এখনও তাহাদের আস্থা আছে। হিন্দু
দেবদেবীকে পূজা, হিন্দুর পর্বে যোগদান ও হিন্দু উপবাসদিগের
পর পারণ প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের লক্ষ্য আছে।

২ উক্ত জাতির প্রাচীন হিন্দু শাখা। রেশমের কাঁসা
প্রভৃতি নির্মাণ করা ইহাদেরও ব্যবসা। বাঘলকোটবাসী পট-
বেগারগণ বলে যে, তাহারাও একসময়ে গুজরাত হইতে
এদেশে আসিয়াছে। প্রতি দুইবৎসরে বরোদা হইতে একজন
জাট (কটক) আসিয়া ইহাদের বংশতালিকা দেখিয়া লইয়া
যায়। নিদারতগণের উপর ইহাদের বড় আস্থা নাই। ইহারি
মাথার টিকি রাখে ও বস্ত্রোপবীত ধারণ করে। তুলসীপত্রে
ইহাদের বিশেষ ভক্তি। গ্রামের নাম হইতেই ইহারি পদবী
প্রাপ্ত হয় এবং সেই গ্রামের নাম হইতেই ইহাদিগের
বিভিন্ন শাখা জানিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে ভর্তার-
গড়গণ কান্তপগোত্রে কহবশাখাসমূহ; সেইরূপ দাজীগণ
পারিষগোত্রে দাজীশাখা; জালনা পুরুষেরা গোঁকুলগোত্রে
রূপেকতর শাখা, কলবগাঁকারগণ গোঁকুলগোত্রে গম্ভব শাখা;
মালজীগণ গৌতমগোত্রে সোনেকতরশাখাসমূহ। ইহাদের
মধ্যে একগোত্রে বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও পাত্রপাত্রী বিভিন্ন
শাখাত্ত হওয়া চাই। রজারি জাতির সহিত ইহাদের
আচারণত কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। খাঙ্গাদি, ব্রীড়নীতি
ও পরিচ্ছন্ন উভয়েরই প্রায় একরূপ। রেশম রং করা ইহাদের
জাতিগত ব্যবসা হইলেও ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রেশমী
বস্ত্র বুনিতে শিখিয়াছে।

ইহারি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বংশসমূহ বলিয়া পরিচয়
দেয়। অস্ত্র কোন জাতিতে ইহারি আপনাদের সমশ্রেণীভুক্ত
করিতে চাহে না। স্বর্গ্যতি ব্যতীত অস্ত্র কাহারও হস্তে ইহারি
অস্ত্রাদি গ্রহণ করেন না। এরূপ সামাজিক দৃঢ়তা সত্ত্বেও সাধা-
রণে ইহাদিগকে ভক্তব্যবশ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। তুলজাপুরের
অম্বাবাই ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা। ইহারি বলে যে,
যখন পরওয়ারাম ধরা নিষ্কত্রিয় করেন, তখন হিন্দুজাতি দেবী
তাহাদিগকে অশ্রিয় দিয়া রক্ষা করেন। উক্ত অম্বাবাই তাহারই
অংশসমূহ। অম্বাবাই ব্যতীত পঙ্কজপুরের বিঠোবা মূর্তিকে পূজা
দিতে ইহারি প্রায়ই শোলাপুরে গমন করে। প্রত্যেক লোকের
বাটীতে গৃহদেবতারূপে জন্মা দেবী অবস্থান করিতেছেন।
জন্মা দেবীর পূজার্থ ইহারি হুন্ড ও গুড় নিবেদন করে; কিন্তু

পাক করা ত্রযা দিব্য অধিকার নাই। হিন্দুপুর্বে ইহার উপবাস ও পারণাদি করে। শিবচতুর্দশী ও আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী ইহাদের মতে অতি পুণ্য। শকরাচার্যকে ইহার শ্রদ্ধা বলিয়া স্বীকার করে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের অপর একজন স্তত্র শ্রদ্ধা বা ধর্মোপদেষ্টা আছে। ঐ ব্যক্তি জাতিতে ভাট। শিবামণ্ডলী তাহাকে সমধিক মন্ত্র করে ও অর্ঘ্যদান করে। ইহার ভবিষ্যৎবক্তার কথা বিশ্বাস করে এবং বিবাহাদি কার্যে গণকের পরামর্শ লইয়া শুভদিন নির্ণয় করিয়া থাকে।

বালকেরা ৫ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে উপবীত ধারণ করে। অন্তান্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপই রত্নারদিগের মত। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোক বিধবা হইলে পুনরায় একবার মাত্র বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু একস্বামী জীবিত থাকিতে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। পুরুষদিগের মধ্যে বহুবিবাহ দেখা যায়। বিবাহকালে প্রথমে বর ও কস্তা উভয়কে একখানি গালিচার সামনা সামনিভাবে বসাইয়া তাহাদের সম্মুখে সাদা চাদর পাতিয়া দেওয়া হয়। পরে পুরোহিত ও সমবেত ভক্তলোকগণ বর ও কস্তাকে আসিয়া ধাক্কা দিয়া আশীর্বাদ করিলে, কস্তাকর্তা কস্তাদান করেন। এই সময় নবগ্রহপূজা করিতে হয়। বিবাহান্তে কস্তার পিতা যোতুক দিলে উপস্থিত বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্বগণ যথাসাধ্য যোতুক দান করেন। বর কস্তা লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে বরগৃহে ৫টা সধবা স্ত্রীলোককে স্বামীসহ ভোজন করাইতে হয়।

ইহার শব্দেহ দাহ করে। যে উত্তরাধিকারী সে একটা ভাড় ও ৪টা পরয়া কাঠখয়ার সম্মুখে রাখে। দাহান্তে সেই স্থানে পিণ্ডদান করে। যে সকল ছাড় পুড়িয়া ছাই হয় নাই, তৃতীয় দিনে মুখারির অধিকারী আসিয়া সেই ছাড়গুলি শুড়াইয়া জলে নিক্ষেপ করে। একাদশ দিনে বন্ধুগণকে ভোজ দেওয়া হয়। মৃত্যুশোচে ইহার অপবিত্র থাকে বলিয়া ত্রয়োদশ দিন কোন কার্যই করে না। সামাজিক বিবাদে পক্ষান্তরে মধ্যস্থতায় বিবাদ নিষ্পত্তি হয়।

বেলগাম্-জেলাবাসিগণের মধ্যে চৌধুরী, নায়কবড়, পবার, শিরোলকর, সাতপুর ও রত্নরাজ প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহার পরম্পরে ভোজন ও পুত্রকস্তাদি আদানপ্রদান করে। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পোরোহিত্য করে। সকলেই আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। পুত্র দশবৎসরের হইলেই উপনয়ন কার্য অমুষ্ঠিত হয়, ঐ সময়ে যথাবিত্ত হোম ও মন্ত্রপাঠ হইয়া থাকে। মৎস্ত, মাংস, মদ্য ও ধূমপানে পুরুষ-মাত্রই আসক্ত।

বিবাহের পূর্বে একদিন ‘গোন্দাল’ নৃত্য হয়। পরে

দেবোৎকর্ষে ব্রাহ্মণ ও জাতি কুটুম্ব ভোজন করান হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে উপস্থিত কুটুম্বগণ বর ও কস্তাকে গ্রামস্থ দেব-মন্দিরে লইয়া যায়। এখানে কস্তার পিতা বরের পূজা করে, কস্তার মাতা বরের পদদ্বয়ে জল ঢালিয়া দেয় এবং কন্যার পিতা পা রগড়াইয়া নিজ অঙ্গরাখা দিয়া ঐ জল মুছাইয়া দেয়। অতঃপর উপস্থিত বাক্তিবৃন্দকে পাণ ও জুগারি দিয়া বিদায় করিতে হয়। পরদিন শুভলগ্নে প্রাতঃকালে অথবা গোখুলি-লগ্নে বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহের পরদিন কন্যাকর্তা বরযাত্রীদিগকে একটা ভোজ দেয়। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহার শব্দেহ দাহ করে। মৃত্যুশোচ ১০ দিন। ষাণ্ডোবা, মহালক্ষ্মী, জন্মা ইহাদের উপাস্ত দেবতা। বেলগামের পটবেগয়েরা রেশম ছাড়া তুলারও ব্যবসা করে।

ধারবাড় জেলাবাসিগণের সহিত ইহাদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। ইহার ক্ষত্রি বা ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত। ভরদ্বাজ, জামদগ্নি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, বাম্বীক, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কএকটা গোত্র দৃষ্ট হয়। আশ্বিনমাসের শুক্লা প্রতিপদে কদলীপত্রের উপর মৃত্তিকা ছড়াইয়া তাহাতে পাঁচ প্রকার বীজ বপন করে এবং পত্র গৃহদেবতার সম্মুখে রাখে। শুক্লা-ষ্টমীতে চুর্ণা দেবীকে একটা ছাগ উৎসর্গ করে। দশমীর দিন যখন ঐ পঞ্চমসী হইতে কলা বাহির হয়, তখন রমণীমণ্ডলী মহাজাকজমকের সহিত ঐ গাছ লইতে গমন করে এবং নদী অথবা খালের জলে ফেলিয়া দেয়। দোলপূর্ণিমার সময় রমণীগণ একত্র হইয়া দেবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া উল্লাসাবস্থায় দেবার্চনা করে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ।

পঠ, লিখনাক্ষরবাচন, পড়া। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট। লট পঠতি। লোট পঠতু। বিধিলিঙ পঠেৎ। লঙ্ অপঠৎ। লিট পপঠ, পেঠতু, পেঠেঃ। লুঙ্ অপঠাৎ, অপঠাৎ। লিচ্ পাঠয়-তি-তে। লুচ্ অপীপঠৎ-ত। যঙ্ পাপঠাতে। যড়লুক পাপঠাতি।

পঠক (পুং) পঠতীতি পঠ-ধূল। পঠক, পঠকর্তা।

পঠদ্রশা (স্ত্রী) পাঠের অবস্থা, পড়ার সময়।

পঠন (ক্ৰী) পাঠ, পড়া, অধ্যয়ন।

পঠনীয়া (ত্রি) পঠ-অনীয়ায়। পাঠা, পড়বার যোগা।

পটমঞ্জরী (স্ত্রী) ত্রিরাগের চতুর্থ রাগিণী। ইহার ক্রাসাংশ গৃহ পঞ্চম। গান সময় একগ্রহর বেলা থাকিতে। ইটার ধ্যান বা লক্ষণ—

“বিয়োগিনী কান্তবিত্তীর্ণপুঙ্গাঃ স্রজঃ বহতী বপুর্বাতিমুদ্রা।

আশান্তমানা প্রিয়রা চ সখ্যা বিধুলরাদী পটমঞ্জরীম্ ॥”

(সঙ্গীতদামো°)

পঠবন (পুং) একজন রাজর্ষি। “যাতিঃ পঠবান্ঠরজ্ঞ”

(ঋক্ ১।১২১।১) ‘পঠবৈতং সংজ্ঞা রাজর্ষিঃ’ (সায়ণ)

পঠসমঞ্জসী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, পঠসমঞ্জসী। (হলায়ুধ)

পঠান (হিন্দী) আফগানদেশবাসী মুসলমান জাতি। ভারত-বর্ষে যে সকল আফগান-বংশধর আসিয়া বাস করে, তাহারা পঠান বা পাঠান নামে অভিহিত হইয়াছিল। আফগানগণ স্বজাতিকে পুস্তুন বা পুগতুন বলিয়া থাকে। সম্ভবতঃ আফগান ভাষার বহুবচনান্ত পুখতানা শব্দের অপভ্রংশে পঠান বা পাঠান। এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আফগানগণ এই নাম সম্বন্ধে বলে যে, উক্ত শব্দের অর্থ ‘সার বস্ত’। সিরীয় ভাষায় পাঠান বা পিঠান শব্দের অর্থ “হাল বা মাস্তুল”, এই-জন্ত পাঠান শব্দে শীর্ষস্থানীয় ব্যায়। [পাঠান দেখ।]

পঠানকোট, পঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত একটা ভহসীল ও নগর। [পাঠানকোট দেখ।]

পঠি (স্ত্রী) পঠ-ইন্ (সর্দধাতুভা ইন্। উণ ৪।১১৭) পঠন, পাঠ।

পঠিত (ত্রি) পঠ-ক্ত। বাচিত, কৃতপাঠ। ২ অধীত, উচ্চারিত। “মহা ন পঠিতা চণ্ডী স্বয়া নাপি চিকিৎসিতম্।

অকস্মাৎগরোপাস্তে কথং ধ্মায়তে চিত্তা ॥” (হাস্তার্ণব)

পঠিতব্য (ত্রি) পঠ-তব্য। পাঠ্য, পড়িবার যোগ্য।

“তন্মাম্মমৈতন্মাহায়াং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।”

(মার্কণ্ডেয়পুং ৯২।৬)

পঠিতান্ত্র (স্ত্রী) মেথলাভেদ।

পঠিতি (স্ত্রী) শব্দালঙ্কারভেদ। (সরস্বতীকণ্ঠভরণ।)

পঠ্যমান (ত্রি) পঠ-শানচ্। যাহা পাঠ করা যাইতেছে।

পড়, গতি। ভাদি, আশ্বনে, সক, সেট, ইদিং। লট পঙতে।
লোট পঙতাং। লঙ অপঙতে। লিট পপঙে। লুঙ অপঙিষ্টে।
গিচ্ পঙয়তে। যঙ পাপঙাতে।

পড়, সংহতি, রাশীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট। পঙ-
য়াত-তে। লোট পঙয়কু-তাং। লিট পঙয়াৎকার, চক্রে।
লুঙ অপিপঙৎ-ত।

পড়ন (দেশজ) ১ পতন। ২ অধ্যয়ন, পড়া।

পড়পড় (দেশজ) পতনপ্রায়, যাহা পতিত হইতে অতি অল্প
অবশিষ্ট আছে। ২ অগ্নিতে দহমান বস্তুর অক্ষুট শব্দ।

পড়পুত (বড়শেরি) তিরুবাকোড়ের অগস্ত্যায়র তালুকের
অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম, তিরুবাকোড়নগর হইতে ৩৮
মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানে কতকগুলি প্রাচীন
মন্দির ও তাহাতে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

পড়বেড়ু, উত্তর আর্কট জেলার পোলুর তালুকের অন্তর্গত
একটা বিধ্বস্ত নগর। কেহ বলেন, এখানেই কুরুবরদিগের

রাজধানী ছিল। প্রায় ১৬ মাইল বেড়ের মধ্যে প্রাসাদ,
দেবমন্দির ও ছত্র (পাংশালা) প্রভৃতির বহু ভগ্নাবশেষ হইতে
ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির বোধে পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে
এইরূপ, কুলোত্কচোলের পুত্র অভোতুই কর্তৃক এই নগর
বিধ্বস্ত ও জনমানবশূন্য হয়, তদবধি ইহা একপ্রকার পরিত্যক্ত
রহিয়াছে। পড়বেড়ু নামে এখানকার নূতন গ্রামে অতি অল্প
লোকের বাস। এই গ্রামেই রেণুকা ও রামস্বামী মন্দিরে
শিলালিপি দৃষ্ট হয়। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে
‘পড়বেড়ু’র উল্লেখ আছে।

পড়সী (দেশজ) প্রতিবেশী, প্রতিবাসী হইতে এই শব্দ হই-
রাছে। এক পরীতে যাহাদের সহিত অবস্থান করা যায়।

পড়া (দেশজ) ১ পতন। ২ অধ্যয়ন। ৩ কোন বস্তু মত্তপূত
করিয়া দিলে তাহাকে পড়া কহে, যেমন চালপড়া, জলপড়া।
বালকের রোগাদি হইলে জলপড়া প্রভৃতি দেয়।

পড়ুয়া (দেশজ) ছাত্র, যাহারা বিদ্যাধ্যয়ন করে।

পড়ো (দেশজ) ১ ছাত্র। ২ পতিত।

পড়োভূঞা (দেশজ) পতিত ভূমি।

পড়ুগুণ্ডি (পুং) অম্বর ভেদ। (ঋক্ ১০।৪৯।৫)

পড়বীশ (স্ত্রী) ১ পাদবন্ধন। ২ পাদবন্ধনযোগ্য রজ্জু।

“বিবর্তনং যচ্চ পড়বীশমবতঃ” (ঋক্ ১।১৬২।১৩)

‘পড়বীশং পাদবন্ধনং’ (সায়ণ) (শত্ৰু ব্রা ১।৪৯।১৩৩)

পণ, ১ ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়াদি। ২ স্তুতি। ভাদি, আশ্বনে, সক,
সেট। লট পণতে। লোট পণতাং। লিট পেণে। লুট
পণিতা। লুট পণিয়াতে। লুঙ অপণিষ্ট, অপণিয়াতাং, অপ-
ণিষত। পণধাতুর স্তুতি অর্থ বুঝাইলে আয়াদেশ হয়। লট
পণায়তি-তে। লোট পণায়কু-তাং। লিট পণায়াক্কার, পেণে।
লুট পণায়িতাসি, পণায়িতাসে। আশীলিঙ পণায়াং, পণিষীষ্ট।

ব্যবহার ক্রয়বিক্রয় অর্থ বুঝাইলেও আয় আদেশ হয়।

“নচোপলেভে বণিজাং পণায়াঃ” (ভট্ট ৩২৭) সন্—পিপণি-
ষতে। যঙ পম্পণ্যতে। যঙলুক পম্পণ্টি। গিচ্ পাপণ্যতি।
লুঙ অপীপণৎ। ক্রদন্ত প্রত্যয়ে পণায়ণীয়, পণনীয়। পণায়ন,
পণন। পণায়ক, পাপক। পণায়িতা, পণিতা ইত্যাদি।

পণ (পুং) পণ্যভেদনেন পণ ব্যবহারে অপ। (নিত্যং পণঃ
পরিণামে। পা ৩।৩৬৬)। ১ কর্ষণপরিমিত তাম্র, কার্ষিক-
তাম্রিক, এককর্ষ তাম্রখণ্ডের নাম পণ। ২ অশীতি বরাটক,
৮০টা কড়ি, ২০ গণ্ডা কড়িতে এক পণ।

“অশীতিভির্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিযীতে।” (ভবিষ্যপুং)

৩ নির্বেশ। ৪ ভূতি। পণো মহোছন্ত্যস্মিন পণ ‘অর্শ আদিতাঃ
অচ্’ ইতি অচ্। ৫ দ্যুত। ৬ গ্নহ, চলিত বাজি। ৭ মূল্য।

৮ ধন। ৯ কাঁধাপণ (৮০টা কড়ি)। ১০ জম্বাশালা।
১১ ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়াদি। পণ কর্তরি অচ। (ত্রি) ১২
ক্রয়বিক্রয়াদিকারক। (পুং) ১৩ শৌভিক। ১৪ গৃহ। (পণতে
অধিকারিতেনে স্তবতোগাদিকং ব্যবহারতি সাধকস্ত স্তবতাস্ত-
সারেণ বৈকুণ্ঠবাসাদি কলং প্রদদাতি, পটাদিভ্যচ্। ১৫ বিষ্ণু।
(ভারত ১৩।১৪২।১১৫।) ১৬ বিবাহাদিতে কৃত্যকর্তা বরকর্তাকে
অথবা বরকর্তা কৃত্যকর্তাকে মধ্যদায়সারে যে টাকা দেয়।

পণগ্রাহি (পুং) পণ্ড বিক্রয়াদেগ্রহিৎ। ১ হট্ট, হাট। (শব্দরং)

পণধা (স্ত্রী) পণ্যাক্ষণ। (ভাবপ্র°)

পণন (স্ত্রী) পণ ব্যবহারে লাট। বিক্রয়। (শব্দরং)

পণফল (স্ত্রী) লম্বনান হইতে দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একা-
দশ স্থান।

“পণকরং দ্বিতীয়াষ্টপঞ্চমৈকাদশঃ বিধঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

পণব (পুং) পণ্য স্ততিং বাতীতি পণ-বা-ক। গায়ন-পটহ,
একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র।

“ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেদ্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।

সহসৈবাত্যাহস্তস্ত শব্দস্তমুলোহস্তবৎ ॥” (গীতা ১।১৩)

পণব শব্দের কেহ কেহ প্রণব এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন।

পণবন্ধ (পুং) পণ্ড বন্ধঃ। মহ (হৃৎ), নিয়মবিশেষে বন্ধন।
কোন কার্যে মতান্তর উপস্থিত হইলে লোকে পণ বা বাজি
রাখিয়া থাকে, যদি ইহা এইরূপ হয়, তাহা হইলে আমি এত পণ
দিব, এইরূপ নিয়মবন্ধের নাম পণবন্ধ।

পণবা (স্ত্রী) পণব-টাপ্। পণব, বাস্তবজ্ঞভেদ।

“পণবঃ পণবা চ স্তাৎ প্রণবোহপ্যত্র বর্ততে ॥” (ভরত দ্বিরূপকোষ)

পণবিন্ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১০।১৭।৫৬)

পণশ(স) (পুং) কটালফলরূপ। (Artocarpus integri-
folia) কাঁটাল গাছ। হিন্দী—কটহর, মহারাষ্ট্র—কণস্থ, কণটি—
হল-সিন, তৈলঙ্গ—উৎপনস, তামিল—পিন্না। ইহার গুণ—কণ
মধুর, পিচ্ছিল, গুরু, হৃদয়, বলবীৰ্য্যবৃদ্ধিকর, শ্রম, দাহ ও শোথ,
কটিকর, গ্রাহক ও হৃদয়। ইহার বীজগুণ জীবাৎ কষায়,
মধুর, বাতল, গুরু ও জ্বগ্দ্দোষনাশক। বাল পণশফল—
(কচি এচডের) গুণ—নীরস ও হৃদয়। মধ্যপকগুণ—দীপন,
কটিকর ও লবণাদি যুক্ত। (রাকনি° ব° ১১) পক্ষফল
রক্তবর্জক, মধুর, শীতল, হৃদয়, বাতপিত্তনাশক, স্নেহ, গুরু
ও বলকর। ইহার মজ্জাগুণ (কাঁঠালের ভূতি) শুক্রল,
ত্রিদোষনাশক, গুল্মরোগে বিশেষ হিতকর। ইহার কাণ মাংস-
গ্রহীণশোকে হিতকর। ইহার কোমল পল্লব চর্ম্মরোগে হিতকর।

পণস (পুং) পণ্যতে ইতি পণ-অস্ (অত্যধিক্যতি। উৎ-
৩।১১৭) পণ্যদ্রব্য।

পণস্ত্রী (স্ত্রী) পণেন ধনেন লভ্যা স্ত্রী। ধন দ্বারা যে স্ত্রী লাভ
হয়, কুলটা, বেত্তা।

পণস্ত, অর্চন। (নিষট্) জ্বাদি, পরসৈ, সেট। লট পণস্ততি।
গোট পণস্তত্ব। লুঙ অপণস্যৎ। ‘পণসা’ এই ধাতুর গকার
মূর্ধ্যা ণ ও দন্ত্য ন হই হয়।

পণ্যার্থ, গোড়ার বৈকবদিগের একটি পবিত্র তীর্থ। শ্রীহট্টের
সুনামগঞ্জ সব-ভিত্তিসনের অধীন লাউড় পরগণা, লাউড়ের
পূর্বতের অধিতাকা প্রদেশে পণ্যার্থ। পণ্য একটি প্রজবণ
মাত্র, প্রেতি বাক্ষরীযোগে অনেক লোক এখানে দ্বান তর্পণ
করিয়া থাকে। শান্তিপুত্রের প্রসিদ্ধ অবৈতাচাৰ্য্য প্রভু
জয়দ্বান লাউড় ছিল, পরে তিনি শান্তিপুত্র গমন করেন।
তৎকর্তৃক লাউড়ে এই পণ্যার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশাননাগরের
অবৈতপ্রকাশ নামক গ্রামে এই তীর্থোৎপত্তিবিবরণ এইরূপ
লিখিত আছে, যথা—

“শ্রীলাউড় ধাম হয় কারণ রত্নাকর।

ধালা অবৈতচক্রের বালালীশোদয় ॥

একদিন শুভ এক অপূর্ণ আখ্যান।

পুত্র কোলে করি নাভা করিলা শয়ন ॥

রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখে অতি চমৎকার।

নিজপুত্র কোলে যেই সেই শিবধার ॥...

সেই অলৌকিক মুক্তি দেখি নাভা স্তম্ভী।

অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া প্রণতি ॥...

নাভা কহে দেখ তুয়া শ্রীচরণোদক।

প্রভু কহে গুরু হয় জননী জনক ॥

নাভা কহে তুহু জগদগুরু সদাশিব।

ঘটে ঘটে আছ নিতা হঞা বহ জীব ॥...

অতএব পাদোদক দেহ প্রভু মোরে।

প্রভু কহে ঐছে বাত না কহ পুনর্বারে ॥

কহ যদি আমি দিব সঙ্গীতর্পণ।

দ্বান পান করি কর মণ্ড প্রবর্তন ॥

এহেন অমৃত স্বপ্ন করি দরশন।

জাগিয়া বসিলা নাভা দ্বারি নারায়ণ ॥

কহে কি আশ্রয় আজি দেখিছ স্বপনে।

প্রভাতে স্বপন সত্য জ্যোতিষ প্রমাণে ॥...

এত কহি অপকৃপ স্বপ্ন বিবরণ।

আজ্ঞাপাশ কহি কৈলা অশ্র বিসর্জন ॥

(অবৈত) প্রভু কহে মাতা করিছ এত পণ।

সর্বতীর্থ আমি হেথায় করিছ স্থাপন ॥

শুনি সহিয়া কহে নাভা ঠাকুরাণী।

এত হইলে বাছা স্বপ্ন সত্য করি মানি ॥

প্রভু কহে আজি নিশায় আনিব সব তীর্থ।

কাল দ্বান করি সিদ্ধ করহ সর্বার্থ ॥

নাভা কহে এই বাক্য কে করে প্রত্যয়।

প্রভু কহে এই বাক্য সত্য সত্য হয় ॥

তবে নিশাকালে প্রভু করিয়া মনন ।

যোগে সর্পতীর্থগণে কৈলা আকর্ষণ ॥

যেছে লোহ গতি অরুণাক্ষ আকর্ষণে ।

তৈছে তীর্থগণ আইলা ক্ষেত্র স্রবণে ॥

মুত্তিমান্ তীর্থ কহে বলাইলা কেনে ।

প্রভু কহে এই শৈলে কর অবস্থানে ॥

তীর্থগণ কহে ইহা যদি করি বাস ।

বহু পুণ্যস্থানের মহিমা হয় নাশ ॥

প্রভু কহে মোর বাক্য না হৈব অজ্ঞা ॥

আসিবা বৎসরে একদিন সবে হেথা ॥

তীর্থগণ কহে প্রভু করহ নির্ণয় ।

কোন দিনে এ পর্কতে হইব উদয় ॥

প্রভু বৈল মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী যোগে ।

সকলে আসিবা পণ কর মোর আগে ॥

তীর্থগণ কহে মোরা সত্য কৈহু পণ ।

তব শ্রীমুখের আঁজা না হব লজ্জন ॥

তদবধি পণাতির্থ হৈল তার নাম ।

পণাবগাহনে সিদ্ধ হয় মনস্কাম ॥” (অষ্টম প্রকাশ)

অষ্টমজননী স্নানান্তর পূর্ণফল লাভ করিয়াছিলেন। তীর্থগণ ‘পণ’ করিয়াছিল বলিয়া ‘পণ’ নাম হইয়াছে।

সুনামগঞ্জ বাজার হইতে পণাতির্থ ৫।৬ মাইলের অধিক নহে।

পণাঙ্গনা (স্ত্রী) পণেন লভ্যা অঙ্গনা। বেশা।

পণায়ী (স্ত্রী) পণায়াতে ব্যবহৃত ইতি পণ-ব্যবহারে স্নাতো চ, স্বার্থে আয় ততো ভাবে অণ, ততটাপ্। ১ স্ততি। ২ দ্যুত। ৩ ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যবহার।

পণায়িত (ত্রি) পণায়াতে অ, পণ-স্বার্থে আগঃ ততঃ কঃ (আয়ানর আর্দ্ধধাতুকে বা। পা ৩।১৩১)। ১ স্ততি। ২ ব্যবহৃত। ৩ ক্রীত, বিক্রীত।

পণাস্থি (স্ত্রী) পণসা পণায় বা যদস্থি। কপর্দক, বরাটক, কড়ি।

পণাস্থিক (স্ত্রী) পণাস্থি স্বার্থে কন্। বরাটক, কড়ি। (হেম)

পণাহান, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগাজেলার অন্তর্গত একটি তহসীল। ইহার উত্তরে যমুনা নদী এবং দক্ষিণে চম্বল নদী পূর্ণপশ্চিমে বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৩৪১ বর্গমাইল। এখানে গবাদির বিস্তৃত বাবসা আছে।

৩ উক্ত তহসীলের সদর ও প্রধান নগর, অক্ষা° ২৬° ৫২' ৩২" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৪' ৫৮" পূঃ। এখানে তিনটা কারুকার্যযুক্ত স্মারক হিন্দু দেবমন্দির আছে।

পণি (স্ত্রী) পণ আধারে ইন্। ১ বিপণি, পণ্যবীথিকা। ধাতু নির্দেশে অর্থাৎ যে স্থলে পণ ধাতু এইরূপ অর্থ বুঝাইবে, সেই স্থলে ইন্ না হইয়া ইচ্ প্রত্যয় হইবে। (পুং) পণ ধাতু।

পণিক (পুং) পণ।

“নামন্তুলিকানীমপকারস্য কারকঃ।

পঞ্চাশৎ পণিকো দশুঃ এষামিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥” (যাজ্ঞ° ২।২৩৬)

পণিত (ত্রি) পণাতে অ ইতি পণ-ক্, অযাতাব পক্ষে সিদ্ধঃ। ১ ব্যবহৃত। (স্ত্রী) ২ গ্রহ, বাজি।

“ততস্তে পণিতং কৃষ্ণা ভগিষ্ঠো দ্বিগ্নসন্তম।

জগ্যতুঃ পরয়া প্রীত্যা পরং পারং মহোদধেঃ ॥” (ভা° ১।২২।৪)

পণিতব্য (ত্রি) পণাতে ইতি পণ-ভব্য। ১ বিক্রয় দ্রব্য। ২ স্তোতব্য। ৩ ব্যবহার্য।

পণিতৃ (ত্রি) পণ-তৃচ্। বিক্রেতা, বিক্রয়কারক, ক্রেতা।

পণিন্ (ত্রি) ব্যবহারো দ্যুতং স্ততির্বা পণঃ অন্ত্যার্থে ইনি। ১ ক্রয়াদি ব্যবহারযুক্ত। ২ স্ততিযুক্ত। (পুং) ৩ ঋষিভেদ।

পণ্টলগুরী (লহরী) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকাহার অন্তর্গত সংখ্বে মেবাসের অধিকৃত একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৫ বর্গমাইল। এখানে নাথু খাঁ ও নাজির খাঁ নামে দুই জন সর্দার বাস করেন।

পণ্টালিয়ন্, একজন প্রাচীন গ্রীক রাজা। পণ্ডাবের কোন স্থানে ইনি রাজত্ব করিতেন। তক্ষশিলা নামক স্থান হইতে ইহার সময়কার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

পণ্ড (পুং) পণ্ডতে নিফলদঃ প্রাপ্তোতীতি পড়ি-গতো পচাদাচ, বা পণ-ড (ঞমস্তাৎ ডঃ। উৎ ১।১১৩) ১ ক্রীবা। (ত্রি) ২ নিফল।

পণ্ডক (পুং) ১ সাবর্ণি মন্তর পুত্রভেদ। ২ পাঠা।

পণ্ডগ (পুং) ১ খোজা। ২ পণ্ডকের পাঠান্তর।

পণ্ডরদেবী, নিজামরাজের বেরার প্রদেশের অন্তর্গত একটি গ্রাম। বুন নগর হইতে ১১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে হোমোডপস্ট্রীদিগের একটি ভগ্নাবশেষ মন্দির দেখা যায়। যে সকল স্তম্ভের উপর ছাদ রক্ষিত ছিল, তাহার অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র ৩৪টি মাত্র বিদ্যমান আছে। ইহার বহির্দেশ অতি সুন্দর শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট।

পণ্ডরাগী, মলবার উপকূলবর্তী একটি প্রধান বন্দর। দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্য বায়ু বহিলে এখানে জাহাজাদি রাখিবার বিশেষ সুবিধা হইত। ইহার পূর্বে সৌন্দর্যের হ্রাস হইয়াছে। বর্তমান কালে কতকগুলি মৎস্যজীবী এই গ্রাম অধিকার করিয়াছে। ঐসিক পৃষ্ঠগীজনাবিক ভাঙ্কোদিগামা এখানে আসিয়া ভারতে পদার্পণ করেন। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিসির বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি যে, এই নগর মলবার উপকূলে নদীর মুখে স্থাপিত। এখানে নানা দ্রব্যের ব্যবসা চলিত এবং অসংখ্য ধনী ও ব্যবসায়ী লোকের বাস ছিল। ভারতের নানা স্থান, সিদ্ধ এবং চীন প্রভৃতি দেশের জাহাজ এই বন্দরে আসিয়া বহুল্য জব্যাদি ক্রয় করিত।

পণ্ডিত্রয় (শেষ) অনর্থক আয়াস, বিফল যত্ন, মিররকশ্রয়।

পণ্ডা (স্ত্রী) পণ্ড-টাপ্। ১ ভীকৃবুদ্ধি। ২ শাস্ত্রজ্ঞান। ৩ বেদো-
চ্ছল্য বুদ্ধি। (হেম) গীতার শব্দরত্নাবলীতে আয়বোধিনি বুদ্ধি।

পণ্ডাপূর্ব (স্ত্রী) পণ্ড: নিফলং অপূর্ণং অদৃষ্টং। কলসাধন-
যোগ্য কল্যায়পহিত শম্বাধর্ম্যায়ক অদৃষ্টং। কলসাধনের অযোগ্য
অদৃষ্টভেদ। যে অদৃষ্টে কল উৎপত্তি হয় না। যে কোন
কার্য্যাহুষ্ঠান করা হয়, তৎকর্ত্ত একটা অদৃষ্ট জন্মে। কিন্তু এই-
রূপ কার্য্যাহুষ্ঠিত হইবে, যে তাহাতে কোন প্রকার কলসাধক
অদৃষ্ট জন্মিবে না। মীমাংসকদিগের মতে সম্ভাবনাদির অহু-
ষ্ঠান না করিলে দূরদৃষ্ট জন্মে। ইহার অহুষ্ঠানে কোনরূপ
শুভাদৃষ্ট জন্মে না, কিন্তু পাপক্ষয় হইয়া থাকে, এই অজ্ঞ
ইহা কল্যায়পহিত শম্বাধর্ম্যায়ক অদৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়।
(মীমাংসাদ°)। ২ ফলের অপ্রতিপাদক অদৃষ্টভেদ, নৈয়ায়িকেরা
ইহা স্বীকার করেন না। ১১

পণ্ডারস, নীচ বা শূদ্রশ্রেণীর হিন্দুসন্ন্যাসী। ইহারাজ্ঞানভারত
ও সিংহলদ্বীপে নিয়ন্ত্রণের হিন্দুগণের পৌরোহিত্য করে।
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণব ও কতকগুলি শৈব। সিংহল-
দ্বীপের নাগতথীরণ দেবীমন্দিরে ও মহিষুরের অন্তর্গত চের
নামক স্থানের শিবমন্দিরে ইহারাজ্ঞান পূজারিণী কার্য্য করে।

পণ্ডার দেব(রায়), বিজয়নগরাধিপ বিজয় রায় ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে
লোকান্তর গমন করিলে, পণ্ডার রায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন।
রাজপদ পাইয়াই তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধির আশা বলবতী হইল।
তিনি নানা আয়োজনের পর ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা নদী
পার হইয়া সাগর ও বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। এখানে
মুসল ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যস্থলে হিন্দু মুসলমানে তিনবার
যুদ্ধ হয় *। যুদ্ধে হুইজন মুসলমানসেনানী বন্দী হইয়া রাজ-
সমীপে প্রেরিত হয়। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডার দেবের মৃত্যু ঘটে।

পণ্ডিত (পুং) পণ্ডা বেদোচ্ছল্য তত্ত্ববিদ্যয়িণী বা বুদ্ধি: সা জাতা-
হস্যা, ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিত্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৩)।
বা পণ্ডাতে তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্যতেহস্যাং, গতার্থে ক্র। শাস্ত্রজ্ঞ, যিনি
শাস্ত্রের যথার্থ ভাংপর্য্য অবগত হইয়াছেন।

১ "জায়নয়ে তু পণ্ডাপূর্ণ: নাক্ষত্রিক্রমতে, বিধাংস্ত ইষ্টসাধনতাজ্ঞানাবী-
কৃতসাধ্যাধ্যমে ইথক বিযজিতা বজতে ইত্যাদৌ বজ কল: ন জয়তে
জ্ঞত্রাণি বর্ণ: কল: কল্যতে" (সিদ্ধান্তমুক্তা)

* খোরাসান রাজদূত আবদুল রক্ষাক (১৪৪৩-৪০ খৃ: অ:) যখন
ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি এই যুদ্ধ ও বিজয়নগরের অতুল
ঐশ্বর্য্য এবং হিন্দুধর্মের অবিচলিত প্রভাব দেখিয়া নিজ রাজসামার
পুথ্যগ্রন্থরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। W. Major উক্ত পুথিকা
অনুবাদ করিয়া India in the fifteenth century, নামে
প্রকাশ করেন।

"নিষেবতে প্রশস্তানি নিকিতানি ন সেবতে।

অনাত্মিক: প্রদধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্" (চিক্সামণি)

যিনি প্রশস্ত কার্য্যের অহুষ্ঠান করেন, এবং নিকিত বিষ-
য়ের সেবা করেন না, অনাত্মিক এবং প্রদধান, ইহাই পণ্ডিতের
লক্ষণ। মহাভারতে লিখিত আছে—

"পঠকাঃ পাঠকাষ্টেব বে চাভে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।

সর্কে বাসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ" (ভারত বনপ°)

পঠক এবং পাঠক, বাহারাজ্ঞান সর্কনা শাস্ত্রালোচনা করে,
এবং ক্রিয়াবান্, তাঁহাকে পণ্ডিত এবং বাহারাজ্ঞান সর্কনা,
তাহাদিগকে মূর্খ কহে। গীতার নিখিত আছে—

"বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে পণ্ডি হস্তিনি।

তনি চৈব স্বপক্ষে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" (গীতা ৫।১৭)

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল প্রভৃতি
সকল জীবের পণ্ডিতগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন। যে কোন
বস্তু পরিদৃষ্টমান হইবে, সমস্ত বস্তুই যিনি ব্রহ্মভাবে অবলোকন
করেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি শ্রবণাদি দ্বারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ-
কার করিয়াছেন, তিনিই পণ্ডিত শব্দবাচ্য।

পণ্ডিত শব্দের পর্য্যায়—বিদ্বান্, বিশিষ্ট, দোষজ্ঞ, সৎ,
জ্ঞানী, কোবিদ, বুধ, ধীর, মনীষী, জ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবান্,
কবি, ধীমান্, গুরি, কৃতী, কৃষ্টি, লক্ষবর্ণ, বিচক্ষণ, দূরদর্শী,
দীর্ঘদর্শী, বিশারদ, কবী, বিদগ্ধ, দূরদৃক্, বেদী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধ,
বিধানগ, প্রজ্ঞিল, কুবি, বিজ্ঞ, মেধাবী, সিল্পক। (মেদিনী)
২ মহাদেব। (ভারত ১।১১।১২৪)

পণ্ডিতক (পুং) ১ বৃত্তান্তের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬ অ°)

পণ্ডিত স্বার্থে কন্। ২ পণ্ডিত শব্দার্থ।

পণ্ডিতজ্ঞাতীয় (ত্রি) ১ মাতৃগ্রামভেদ। ২ মহামাতৃভেদ।

(দিব্য° ২।৩, ৪৭৫।৮)

পণ্ডিততা (স্ত্রী) পণ্ডিত-ভাবে তল্, জিয়াং টাপ্। পণ্ডিতত্ব,
পাণ্ডিত্য, পণ্ডিতের ভাব।

পণ্ডিতমানিক (ত্রি) পণ্ডিত বলিয়া যাহারা অভিমান
করে, মূর্খ।

পণ্ডিতমানিন্ (ত্রি) আত্মানং পণ্ডিতং যন্ততে পণ্ডিত-মন-
ইনি। মূর্খ, পণ্ডিত বলিয়া অভিমানকারী।

পণ্ডিতম্মম্ম (ত্রি) আত্মানং পণ্ডিতম্মম্মতে যঃ, পণ্ডিত-মন-
ম্ম্ মূর্ (আত্মমানে ম্ম্। পা ৩।২।৮৩) পণ্ডিতাভিমাত্রী।

পণ্ডিতম্মম্মমান (ত্রি) যে আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা
করে।

পণ্ডিতরাজ (পুং) পণ্ডিতানাং রাজা, চ্চ সমাসাত্মঃ। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিতসূরি, নরসিংহচন্দ্রপ্রণেতা।

পণ্ডিতমন্ (পুং) পণ্ডিতস্ত ভাবঃ, পণ্ডিতা ইমনিচ। পাণ্ডিত্য।

পণ্ডক (পুং) ১ বাতরোগযুক্ত। ২ গম্ভ।

“বিদগ্ধাংশ পূর্ণাহ্নে সন্ধ্যাকালে চ পণ্ডকঃ।” (মার্কণ্ডেয়পুং)

সন্ধ্যাকালে জাগরণ করিলে পণ্ডিতান হয়, সেই সন্ধান

পণ্ডক (পুং) হয়। ৩ খোজা।

পন্ডরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শোলাপুরের অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। অক্ষা° ১৭° ২৯' ও ১৭° ৫৬' উঃ মধ্যে এবং

দ্রাঘি° ৭৫° ১১' হইতে ৭৫° ৪৪' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমির

পরিমাণ ৪৭০ বর্গ মাইল। এখানে সর্বসমেত ২টা নগর ও ৮৩টা

গ্রাম আছে। জীমা ও মান নদীক দুইটা নদীই প্রধান।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। জীমা নদীর দক্ষিণকূলে

অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ৪০' ৪০' উঃ দ্রাঘি° ৭৫° ২২' ৪০'

পূঃ। বর্ষায় যখন নদীর জল কাণেকাল পুরিয়া উঠে, তখন

অপরপার হইতে পন্ডরপুর নগর অতি সুন্দর দেখায়। নদী-

গর্ভে চরের উপর বিষ্ণুপদ ও নারদমন্দির, কুম্ভভূমী তীরভূমে

অসংখ্য সোপানাবলী, ভূগণের কোথাও মন্দিরাদির উচ্চ

চূড়া, কোথাও ছায়াবিত্তারিণী বনরাজি মধ্যে মধ্যে হর্ষাদি,

কোথাও বা কবরোপরি নির্মিত স্তুতিস্তম্ভ সকল বিরাজিত

থাকিয়া অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণাত্যে এখান-

কার স্থানমাহাত্ম্য সর্বপ্রসিদ্ধ। হিন্দুগণের মধ্যে পূর্ণাপুর

যে রূপ গয়াধাম, বিষ্ণুপদ ও বুদ্ধগয়া প্রভৃতির তীর্থমাহাত্ম্য

এবং বিষ্ণুপদে শ্রাদ্ধপ্রক্রিাদি বিহিত আছে; দক্ষিণাত্যে

আগা হিন্দুধর্ম নিষ্ঠারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণগণ এই স্থানকে

দক্ষিণাপথের গয়া বলিয়া মনোনীত করিয়া লয়েন। পিতৃপুরুষের

শ্রাদ্ধশাস্তি ও পিতৃদানাদি সমস্ত কার্যই এখানে হইয়া থাকে।

এমন কি গয়াধামের অতুল্যরূপে এখানেও কষ্টিপাথরের উপর

বিষ্ণুপদ অঙ্কিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হয়। একারণ পন্ডর-

পুর সকল সময়েই বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

দক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণগণ পন্ডরপুরের বিঠোবান্দেবকে অধিক

মত্ত করেন। উক্ত বিগ্রহমূর্তি নারায়ণের (বিষ্ণুর) প্রকার

ভেদ মাত্র। নগরের মধ্যস্থলে যেখানে বিঠোবার মন্দির

প্রতিষ্ঠিত আছে, তদ্রিকটস্থ স্থান ‘পন্ডরিকেন্দ্র’ নামে প্রসিদ্ধ।

বৈশাখ, আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ মাসে প্রায় কুড়িহাজার হইতে

দেড়সকল লোক সমাগত হয়। প্রতিমাসে গুরুএকাদশীতে

প্রায় দশহাজার যাত্রী আসিয়া থাকে।

পন্ডরপুর পূর্বে বৌদ্ধদিগের বাস স্থান ছিল। হিন্দু-

ধর্মের প্রচার ও আদিপুণ্ডিত্যবিত্তারের সঙ্গে সঙ্গেই পন্ডরপুরের

বৌদ্ধধর্মের লোপ পাইয়াছে। বাস্তবিক বিঠোবার প্রতিমূর্তি

দেখিলে তাহাকে বুদ্ধ অপেক্ষা বুদ্ধ অবতার বলিয়া স্বীকার

করা যায়। পন্ডরপুরে এখনও প্রায় ৭৫ ঘর জৈন বাস

করে। তাহাদের মতে—বিঠোবা জৈনদিগের একজন তীর্থঙ্কর।

উক্ত ৭৫ ঘরের মধ্যে ৮ ঘরের উপাধি ‘বিট্টল দাস’, ইহারা

দেবমন্দির সম্মুখে নৃত্যগীত ও বাজ করে। এখান-

কার ‘বড়বে’ নামক গজাপুত্রগণ ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত। তাহারা

যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া দেবমূর্তি দেখায় এবং তাহাদের দত্ত

উপহারাদি গ্রহণ করে। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত ভূক্যারাম পন্ডরি-

কেন্দ্রকে স্বর্গভূগা জ্ঞান করিতেন। তিনি ও তাঁহার গুরু নাম-

দেব এখানে জীবন অতিবাহিত করেন।

[ভূক্যারাম ও নামদেব দেখ।]

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সৈয়দাখান জাহাঙ্গীর খাঁ

এখানে ছাউনী করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পেশবা রঘুনাথ

রাও সহিত জিযাক রাও মামার যুদ্ধ হয়। উক্ত বৎসরে নানা-

ফড়নবিস ও হরিপহু ফড়কে নারায়ণ রাওর বিধবাপত্নী

গজাবাইকে এখানে নজরবন্দী রাখিয়া রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা

করেন। [নানা ফড়নবিস দেখ।]

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা বাজি রাওর প্রতারণায় মহারাষ্ট্র-

সচিব গজাধর শাস্ত্রী বিঠোবার মন্দির সম্মুখে গুপ্তভাবে নিহত

হন। ১৮১৭ খৃঃ অঃ এখানে ইংরাজের সহিত পেশবার একটি

যুদ্ধ হয়। ১৮৪৭ খৃঃ অঃ দস্যুসর্দার রঘুদী অঙ্গিয়া জেনারল

গেল কর্তৃক পন্ডরপুরে ধৃত হন। ইহার পর প্রায় ১০ বৎসর-

কাল ধনাগার প্রভৃতি লুণ্ঠ করে। ১৮৭৯ খৃঃ অঃ বাহাদুর

বলবন্ত ফড়কে নামক জৈনক বিখ্যাত দস্যুসর্দার পন্ডরপুর

আসিবার কালে ইংরাজ করকবলিত হয়। পন্ডরপুরে পণ্ডরিকা

নামে নাগরাজের পূজা হইয়া থাকে। এখান হইতে প্রতি

বৎসর ‘বুকা’ নামক গজ দ্রব্য, কলাই, ধূপ, কুম্ভমূলের তৈল,

কুঙ্কুম, নৃত্য প্রভৃতি দ্রব্য নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

পণ্য (ত্রি) পণ্যতে ইতি পণ-য, নিপাতন্য সাধুঃ (অবজ-

পণ্য-বর্ধাংহোতি। পা ৩।১।১৩১) ১ পণিতব্য, বিক্রয়

দ্রব্য। ২ ব্যবহার্য্য। ৩ স্তোতব্য। (স্ত্রী) পণ্যতে ব্যব-

হ্রিয়তেহত্ৰ পণ-যৎ। ৪ বিপণি।

“নিত্যং গুণঃ কারুহন্তঃ পণ্যে বচঃ প্রসারিতম্।” (মহু ৫।১০৫)

‘পণ্যে পণ্যবীথিকায়ঃ’ (কুল্লুক)

পণ্যতা (স্ত্রী) পণ্যত্ভা ভাবঃ, পণ্য-তল-টাপ্। পণ্যের ভাব,

পণ্যবিষয়তা।

“সেনান্না পণ্যতাঃ নীতঃ স এবান্ধিষাতে কঠৈঃ।

হস্তী হেমসহস্রং ক্রীয়েত ন যুগ্মসিঃ॥” (দৃষ্টান্ত ৫৫)

পণ্যপতি (পুং) পণ্যেন লভঃ যঃ পতিঃ। পণ্যদ্বারা যে পতি

লাভ হয়। বণিক্।

“বদিগ্জনঃ পণ্যপতিত্ববীরাং।” (রামা ১/১১৯৬)

পণ্যপরিণীতা (স্ত্রী) ১ মূল্য দিয়া বিবাহকৃত্য স্ত্রী। ২ রাজগণের ভোগবিলাসের জন্য রক্ষিতা পত্নীবিশেষ। (দিব্যাং ৫১৯১)

পণ্যভূমি (স্ত্রী) যে পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য রক্ষিত হয়। পণ্যশালী।

পণ্যফল (স্ত্রী) বণিজ্যের দ্বারা প্রাপ্তোন্নতি।

পণ্যমূল্য (স্ত্রী) যে মূল্য দিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে হয়।

পণ্যবোষিৎ (স্ত্রী) পণ্যস্রী, কুসটা, বেস্তা।

পণ্যবিক্রয়শালা (স্ত্রী) পণ্যের বিক্রয়গৃহ, দোকানঘর, পণ্যশালা, হট্টশালা, হাটখোলা।

পণ্যবিক্রয়িন্ (পুং) বণিক, বেণে। কড়, বাহারা কলহ্লাদি বিক্রয় করে।

পণ্যবিলাসিনী (স্ত্রী) পণ্যস্রী, বেস্তা।

পণ্যবীথিকা (স্ত্রী) পণ্যান্য বিক্রয়দ্রব্যগণ বীথিকা গৃহ। বিপণি, পণ্যবিক্রয়শালা। (হলায়ুধ) হট্ট, চলিত হাট, বাজার। হট্টমণ্ডপ। হট্টমণ্ডপ বিক্রয়বীথি।

পণ্যবীথী (স্ত্রী) পণ্যান্য বীথী বিক্রয়গৃহ। ক্রয়বিক্রয়স্থান।

“আপণঃ পণ্যবীথী চ দ্বয়ং বীথীতি সংজ্ঞিতম্।” (শাখত)

পণ্যশালা (স্ত্রী) পণ্যান্য বিক্রয়দ্রব্যগণ শালা। হট্ট, বিক্রয়গৃহ।

পণ্যস্রী (স্ত্রী) পণ্য মূল্যে লভ্যা স্রী, বা পণ্যে হট্টাদি-স্থলে স্থিতা স্রী। বেস্তা।

পণ্যাস্রনা (স্ত্রী) বেস্তা, পণ্যস্রী।

পণ্যাজীব (পুং) পণ্যে ক্রয়বিক্রয়দ্রব্যবীথীতি প্রাপ্তি আ-জীব-ক। ক্রয়বিক্রয়িক, বাহারা ক্রয়বিক্রয় করে; বণিক।

পণ্যাজীবক (স্ত্রী) পণ্যে ক্রয়বিক্রয়দ্রব্যবীথীতি দ্বিভাবীতি, পণ্যাজীবন্ততঃ স্বার্থে কন্ অতিপান্যং স্রীব্যং বা পণ্যাজীবঃ বণিগ্ভিঃ কায়তি শব্দায় তে কৈ-ক। হট্ট, হাট, যে স্থলে ক্রয়-বিক্রয়াদি হয়। (ত্রিকাং)। পণ্যাজীবক ইহার পাঠান্তর পণ্যাজীবক এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পণ্যাক্ষা (পুং স্ত্রী) পণ্যে অক্ষয়তি স্বপুণেন বা অক্ষ-অচ্ টাপ্। ভূগবিশেষ। পর্যায়—কলু-নীপত্রা, পণ্যাক্ষ, পণ্যাক্ষ। ইহার শব্দ—সমবীক্ষ্য, তিক্ত, ক্ষার, সারক। সম্যকদ্রাঘাত রণদ্যং রোপণ। ইতা তিন প্রকার, দীর্ঘা, মধ্যা ও হ্রস্বা।

“দীর্ঘা মধ্যা তথা হ্রস্বা পণ্যাক্ষা ত্রিবিধা দ্রুতা।

রসবীক্ষ্যবিপাকেষু মধ্যমা শৃঙ্গবায়িকা।” (বাজনিং)

পন্থন, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। তহসীলের সদর হট্টে ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে ভরসাজগণের নির্মিত একটি প্রাচীন ভূর্গের স্মৃতিসৌধ লক্ষিত হয়। উক্ত ভূর্গের শিখরদেশে অসংখ্য মহাদেবের

লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানকার ককির মহাদেব শাহের দরগা সাধারণে প্রসিদ্ধ।

পত, গতি। অমন্তুরাদি, উভয়, সন্ সেট। ঐত, ঐশত। এই অর্থে অক সেট। লট পততি-তে। লোট পততু-তাং। বিধিলিঙ্ অপত্যৎ-ত। লুঙ্ অপত্যতৎ-ত।

পত, ঐশা, ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য। দিবাদি, আয়নে, অক সেট। লট পত্যতে। লোট পত্যতাং। বিধিলিঙ্ পত্যত। লুঙ্ অপত্যত। লিট পেতে। লুট পতিতা। লুঙ্ অপতিত, অপ-তিষাভাং, অপতিষত।

পত, ১ গতি। ২ পতন। ৩ ঐশ্বর্য। জ্বাদি, পরমৈ, সন্, সেট ঐশ্বর্য অর্থে অক জ্বাদিভাং সেট। লট পততি। লোট পততু। বিধিলিঙ্ পত্যৎ। লুঙ্ অপত্যৎ। লিট পপাত, পেততু। লুট পতিতা। লুট পতিষতি। লুঙ্ অপতিষৎ। লুঙ্ অপত্যৎ, অপত্যতাং, অপত্যন। সন্ পিপতিষতি, পিৎষতি। যড্ পনীপত্যতে। যড্লুক্ পনীপতিত, পনীপতীতি। গিচ্ পাতয়তি। লুঙ্ অপীপত্যৎ।

ভাব ও কর্মবাচ্যে লট পত্যতে। লুঙ্ অপতিত। ক্রমস্ত পতন, পতি, পাতক, পতিত, পতি, পতিতুং, পাত্য ইত্যাদি। উৎ+পত উদ্গতি, উদ্ভয়ন, উপান। নি+পতন নিপতন, অধঃপতন। গিচ্ নিপাতন, মারণ। এবং নিপাত, (মাহা বৃহৎ অসিদ্ধ তাহাকে একটি বিশেষরূপে সিদ্ধ করণ)। প্র+নি+পত, প্রণাম, প্রণিপাত। বি+নি-পত=বিনিপাত, মারণ। সং+নি+পত নিলন, ঐক্য। নিব+পত, নির্গম। অভি+নিব+পত, অভিনির্গম। প্র+পত, নিপতন, উপস্থিতি। সম+পত, উদ্ভয়ন। প্রবেশ। গমন। অস্ত্রাস্ত্র উপসর্গপূর্বক হট্টে উপসর্গের অর্থানুসারে দাত্তর অর্থ হট্টা থাকে।

পত (ত্রি) পততীতি পতি-অচ্। ১ পৃষ্ট। (স্ত্রী) ২ পতনকর্তা।

পতক (পুং) ১ পতনশীল ব্যক্তি বা বস্তু।

পতকুন্ত (পুং) পক্ষিবিশেষ।

পতগু (পুং) পত উৎপতিতঃ সন্ গচ্ছতি, বা পতেন পক্ষেণ গচ্ছতি পত-গম-ড। ১ পক্ষী।

“দেবদানবগন্ধর্পরক্ষাংসি পতগোরগাঃ।

চেহপি ভোগায় কলন্তে নগেনৈব নিপীড়িতাঃ॥” (মহু ৭৬)

দ্রিমাং জাতিভাং জীহ। ২ স্বধাকারের অন্তর্গত পক্ষাবির মণ্যো একটি।

পতঙ্গ (পুং স্ত্রী) পততি গচ্ছতীতি পতি-অচ্। (পতেরকচ্। উৎ ১/১১৮)।

১ পক্ষী। দ্রিমাং জাতিভাং জীহ। (পুং) ২ মৃগ।

“পতংপতঙ্গপ্রতিমত্তপোনিধিঃ

পুরোহস্য যাবন্ন ভূবি বালীযত ॥” (মাঘ ১।১২)

পতঙ্গ, ক্ষুদ্রাকৃতি জীবভেদ, ফড়িং। ইহাদের শরীর গ্রন্থিযুক্ত বলিয়া ইহারা গ্রন্থিবিশিষ্ট জীবশ্রেণীমধ্যে গণ্য। গ্রন্থি-দেহ জীব সকল সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ১ কর্শটীবর্গ (Crustacea) ২ লুতাবর্গ (Arachnida), ৩ বৃশ্চিকবর্গ বা শতপাদিক (Myriapoda), ৪ পতঙ্গবর্গ (Insecta), ও ৫ কীটবর্গ (Vermes)। গ্রন্থিবিশিষ্ট প্রাণীমাত্রেরই কীটজাতির অন্তর্গত। ইহাদের উৎপত্তি ও অবয়বের পরিপুষ্টি একই প্রকার, আকৃতিভেদে ও অবস্থার পরিবর্তনে ইহাদের নামের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। বৃশ্চিক, কেরো প্রভৃতি কীট বহুগ্রন্থিবিশিষ্ট হইলেও তাহারা কীটশ্রেণীর অন্তর্গত।

[বিশেষ বিবরণ ‘কীট’ ও ‘পতঙ্গপাল’ শব্দ দেখ।]

যে সকল কীট তিনটীমাত্র গ্রন্থিবিশিষ্ট তাহারা ই পতঙ্গ পদবাচ্য। পতঙ্গের মধ্যে আবার তিনটী বিভাগ দেখা যায়, ১ম, পূর্ণ পরিবর্তক (Metabola) অর্থাৎ যাহারা জন্মাবধি বারংবার সম্যক্রূপে দেহ পরিবর্তন করে,—যেমন, ডাঁস, দংশ মসক, মস্কা, মালপোকা ও প্রজাপতি। ২য়, ঈষৎ পরিবর্তক (Hemimetabola) অর্থাৎ যাহারা জন্মাবধি দেহের অতি অল্প পরিমাণে পরিবর্তন করে, যথা ফড়িং, গঙ্গাফড়িং, পতঙ্গপাল, বম্বীক, আরসলা। ৩য়, অপরিবর্তক (Ametabola) অর্থাৎ যাহারা অণু হইতে নির্গত হইবার পরে আর দেহাব-রবের পরিবর্তন করে না। যথা শিলিকাকাদি।

মাছি, মোমাছি প্রভৃতি নানা জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষযুক্ত কীট; এমন কি ডানায়ুক্ত শিলিকাকাকেও পতঙ্গ বলা যায়; কিন্তু সাধারণতঃ পতঙ্গ শব্দে অল্প প্রাণীকে না বুঝাইয়া একমাত্র ফড়িংমিগকে বুঝাইয়া থাকে। প্রজাপতি পতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও, এগন বিশিষ্ট অভিধান গ্রাপ্ত হইয়াছে।

[প্রজাপতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

গীয়াপ্রধান দেশে অধিক উত্তাপের সময় পতঙ্গের উপজব হইয়া থাকে। এই সময়ে মাছি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট প্রচুর জন্মিয়া মনুষ্যাগণকে সর্বদাই উত্তাক করে। এই সময় ওয়ানীর জায় এক পতঙ্গ আসিয়া গৃহাদি ভরিয়া যায়।

হেমন্তকালে গঙ্গাফড়িং-এর জায় ‘স্লামা পোকা’ নামে এক জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ জন্মে। উহার রাত্রিকালে আসিয়া প্রাণীপাদিতে পড়ে ও জীবন হারায়। আফ্রিকা দেশে এক প্রকার পতঙ্গ (Tsetse-fly) জন্মে, তাহাদের কামড়ে গো, অশ্ব, মহিষাদি মরিয়া যায়। Queneia Simaruba নামক এক প্রকার তিক্ত বৃক্ষপত্রের সহিত চিনি বাটরা পায়ে

রাখিয়া দিলে পতঙ্গাদি আসিয়া উহার উপর পড়ে ও তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। ইতালী দেশে (Erigeron viscosum) নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম পাওয়া যায়, ইতালীবাসিগণ উহা হৃদে ডুবাইয়া গৃহে বুলাইয়া রাখে। পতঙ্গগণ উড়িয়া এই পায়ে বসিলে মরিয়া যায়। পতঙ্গগণ সাধারণতঃ বৃক্ষাদির পত্র খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। কোথাও কোথাও ইহাদিগকে পচা মাংস প্রভৃতি খাইতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে চীন ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশবাসিগণ পতঙ্গ রাখিয়া খায়। ইহারা কোথাও বৃক্ষপত্রে কোথাও বা মৃত্তিকা মধ্যে অণুপ্রসব করে। প্রসবের পর গর্ভিণী মরিয়া যায়। জগদীশ্বরের রূপায় সৃষ্টির উত্তাপে এই ডিম্ব ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। কীট শব্দে এতৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে, একত্র এখানে উল্লেখ নিম্নয়োজন।

৩ শলভ। ৪ শালিপ্রভেদ। ৫ জলমধুক বৃক্ষ (রাজনি)। পত-বাহু° অক্ষু°। (জী) ৫ স্তূত। ৬ শারদ। ৭ চন্দন-ভেদ। (শব্দচ°)। ৮ শর, বাণ। ৯ অগ্নি। ১০ অশ্ব। ১১ মস্কিকাদি। ১২ প্রজাপতি প্রভৃতি। (যাহারা অগ্নি দেখিলেই আসিয়া পড়ে)। ১৩ শিশাচ। (মহীধর) ১৪ কৃষ্ণের নামভেদ। ১৫ প্রজাপতির পুত্রভেদ। ১৬ পর্তুভেদ। ১৭ গ্রামের নাম। ১৮ প্রক্ষবীপবাসী জাতিভেদ। ১৯ তাক্কোর পত্নীভেদ।

পতঙ্গকবচ, হ্রদ, বিল, পুকুরিণী প্রভৃতিতে এক প্রকার কীট দেখা যায়। উহাদের সাধারণ আকৃতি পতঙ্গের মত এবং উহাদের দেহ পতঙ্গের কবচের জায় চূড়কবচ আবৃত। ইংরাজিতে ইহাদিগকে Eutromostraca বলে। ত্রুদলক (trilobites), কালিগাস (Calegia) প্রভৃতি জলজকীট এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পতঙ্গম (পুং জী) পতন উৎপন্ন সন্ গচ্ছতি গম-থচ, স্মৃচ। পক্ষী। ত্রিরাং জাতিস্বাং জীষ্। ২ শলভ।

“অলক্ষিতোহমৌ পতিতঃ পতঙ্গমৌ

যথা নৃসিংহোভসি সোহস্বরত্তদা ॥” (ভাগ° ৭।৮।২৪)

পতঙ্গ শব্দার্থ।

পতঙ্গর (পুং) পতঙ্গ পতনের উৎপন্নেন গমনঃ অন্ত্যর্থে র। উৎপন্ননাম্না গতিযুক্ত। (জক ৪।৪।১২)

পতঙ্গবৃত্ত (ত্রি) পতঙ্গস্ত বৃত্তং ইব বৃত্তং যন্ত। ১ পতঙ্গের জায় আচারবিশিষ্ট। ২ পতঙ্গের আচরণ।

পতঙ্গা (জী) ১ অশ্ব। (নিষট্) ২ নদীবিশেষ।

পতঙ্গিকা (জী) পতঙ্গ-স্বার্থে সংজ্ঞার বা কন, ত্রিরাং টাপ্ জত ইৎ। মধুমস্কিকাবিশেষ। পর্যায় পুত্রিকা।

“পতনিকানাং পুচ্ছেনু স্বয়মীকা প্রবেশিতা।” (ভা° ১।১০৮।১০)

পতনিন্ (পুং) পতন্ উৎপন্নেন গমনমন্ত্যাস ইনি। খণ, পকী, ত্রিরাং নান্তদ্বাং ভীপ্। (হরিবংশ ২০ অ°)

পতঞ্জল (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ। ইহার আর এক নাম কাপা। শতপথব্রাহ্মণে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার পাঠান্তর “পতঞ্জল” এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পতঞ্জিকা (স্ত্রী) পতং অভিমতং শব্দং চিক্রয়তি নীড়য়তি স্বারোপিতশব্দেণেতি, পুষোদরাদিচ্চাৎ সাধুঃ। ধমুর্জ্যা, ধমুকের ছিল।

পতঞ্জলি (পুং) পতন্ অঞ্জলিনর্মসাতয়া যমিন্, শব্দজাদিচ্চাৎ সাধুঃ। ১ যোগশাস্ত্রপ্রণেতা মুনীভেদ, পাতঞ্জলদর্শনকর্তা [পাতঞ্জলদর্শন দেখ।] ২ পাণিনির মহাভাষ্যপ্রণেতা।

মহাভাষ্য পতঞ্জলির অসাধারণ কীর্তি, কেবল সংস্কৃত নহে, জগতে কোন ভাষায় এরূপ বিচারমূলক সুবিস্তৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ দেখা যায় না। কোন্ সময়ে ও কি উদ্দেশ্যে এই মহাগ্রন্থ রচিত হয়, তাহা লইয়া বহুদিন হইতেই পাশ্চাত্য ও দেশীয় সংস্কৃতবিদগণের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। কাহারও মতে পতঞ্জলি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে, ১ আবার কাহারও মতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে, আবার কোন কোন পণ্ডিত বহু গবেষণাধারা স্থির করিয়াছেন, খৃষ্ট পূর্ব ২য় শতাব্দীতেই পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয়।*

এখন কোন্ মতটী সঙ্গীচীন, তাহাই দেখিতে হইবে। কেহ বলেন, পাণিনির মত নিরাশ করিয়া নিজমত স্থাপন করিবার জন্ত কাভ্যায়ন বাস্তিক রচনা করেন এবং পাণিনিকে বাস্তিককারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ও সাধারণে বিতর্ক ব্যাকরণজ্ঞান ও পাণিনির মত প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই পতঞ্জলি মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন,—ভাক্তার গোল্ডষ্টুকর কতকটা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু মহাভাষ্য কেবল বাস্তিকের সমালোচনা বলিয়া বোধ হয় না। বাস্তিক পাণিনিমতের পরিশিষ্ট ও বৃদ্ধিস্বরূপ। পাণিনির যে সমস্ত মত কাভ্যায়নের সময় আর্থ বা তৎকাল-প্রচলিত ব্যাকরণের বিতর্ক হইয়াছিল, কাভ্যায়ন তৎকালীন ভাষার উপযোগী করিবার জন্ত সেই সেই স্থানেরই সমালোচনা

করিয়াছেন। পতঞ্জলি আবার পাণিনিমত ও কাভ্যায়নের বাস্তিক বিতর্কভাবে বুঝাইবার জন্তই মহাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বাস্তিক ও মহাভাষ্যের উদ্দেশ্য একই, উভয়েরই উদ্দেশ্য সাময়িক ভাবার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া পাণিনির মত-প্রকাশ। প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার অসুগত করিবার জন্তই পতঞ্জলি কোথাও কোথাও কাভ্যায়নের মতের সমালোচনা ও আপনার মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই জন্ত যে যে স্থানে মত বা বাস্তিকের অভাব, সেই সেই স্থানেই পতঞ্জলি পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি কি, কি বৈজ্ঞানিক উপাদানে সংস্কৃত ভাষা গঠিত, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়াই পতঞ্জলির ভাষা এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই মহাভাষ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সংস্কৃত শাস্ত্রে অনন্তজ্ঞান প্রয়োজন, সেই জন্তই এই মহাগ্রন্থের অপর নাম কণিভাষ্য বা মহাভাষ্য হইয়াছে*। মহাভাষ্যে ভারবাকীর, সৌনাগ, কুণ্ডবাক্যব, বাক্যব, সৌম্য-ভগবৎ, কারিকাকার বায়মভূতি ও শ্রোকবাস্তিককার কাভ্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণের উল্লেখ আছে। সুতরাং উক্ত বৈয়াকরণগণ পতঞ্জলির পূর্ববর্তী।

মহাভাষ্য হইতে পতঞ্জলির অতি সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। (প্রথমধ্যায়ের ৩য় পাদের ৩য় অঙ্কিক) তিনি গোণিকা-পুত্র,* ও (প্রথমধ্যায়ের প্রথম পাদের ৫ম অঙ্কিক) গোন্দর্দীর নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণি ও ত্রিকণ্ডশেষ অভিধানে পতঞ্জলির অপর নাম গোন্দর্দীর ও ‘চুণীকৃত’ লিখিত আছে। শব্দরত্নাবলীতে পতঞ্জলির অপর নাম ‘বরকচি’ আছে, কিন্তু এই নামের উপর কেহ আস্থাবান নহেন, কারণ কাভ্যায়নের অপর নাম বরকচি, কিন্তু পতঞ্জলির অপর

* কণিভাষ্য নামটীও বহুদিন হইতেই প্রচলিত। জীহব মৈষন-চরিতে বিদর্ভপুত্রীর সহিত কণিভাষ্যের উপমা দিয়াছেন।

“পরিখাবলয়জ্ঞেন বান পরেবাং গ্রহণস্য গোচর।

কণিভাষিতভাষ্যককিকা বিষমাত্তুলনামবাণিতা।” (২য় সর্গ)।

(৪) “উত্তরখা গোণিকাপুত্রঃ” (মহাভাষ্য ১।৪।৩৫)।

‘গোণিকাপুত্রো ভাষ্যকারঃ ইত্যাহঃ’ (নাগেশভট্ট)।

(৫) “গোন্দর্দীরদ্বাহ সত্যমেতৎ সতি স্বস্তিমিরিতি।” (মহা ১।১।৪১২১) ‘ভাষ্যকারদ্বাহ’ (কৈরট)।

(৬) বাৎস্যায়নের কামমুত্রে কামমুত্কার গোন্দর্দীর ও গোণিকা-পুত্রের নাম পাওয়া যায়—

“গোন্দর্দীয়ো ভাষ্যাবিকারিকাঃ গোণিকাপুত্রঃ পারমারিকাঃ কামমুত্ঃ সংচিক্ষেপ।” (বাৎস্যায়ন)

উক্ত দুই ব্যক্তি এক কি না এবং পতঞ্জলির সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বুঝা গেল না।

(১) Dr. Weber's Indische Studien (for 1873).

(২) Prof. Peterson, On the date of Patanjali (Journal of the Bombay-Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. xvi. p. 189.)

(৩) Dr. Goldstucker's Panini, and Manava Kalpa Sutra; (Preface, p. 228-230) and Dr. Bhandarkar in Indian Antiquary, Vol. I. p. 302, II. p. 70.

নাম যে বরকৃষ্ণ তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাশিকার (১১১৭৫) পূর্বদেশবাটী উদাহরণ স্বরূপ ‘গোনন্দীয়’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণেও ভারতের পূর্ববিভাগ-বর্ণনার গোনন্দ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ডাক্তার ভাণ্ডারকর বলেন, অযোধ্যাপ্রদেশের মধ্যে যে গোণ্ডা (গোন্ডা) জেলা ও উহার মধ্যে যে এই নামে এক নগর আছে, তাহাই প্রাচীন গোনন্দ, এই স্থানেই ভাষ্যকার পতঞ্জলি জন্মগ্রহণ করেন।

মহাভাষ্যের একস্থানে লিখিত আছে, ‘পুষ্যমিত্র যজ্ঞ করেন। যাজ্ঞকগণ তাঁহার যাজন করেন।’^(১) এ ছাড়া আরও দুই এক স্থানে পুষ্যমিত্রের নাম ও পুষ্যমিত্রসভার উল্লেখ আছে। ইহাতে পুরাবিদগণ অনুমান করেন, পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের যজ্ঞসভার উপস্থিত ছিলেন। বিষ্ণু, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণ হইতে জানা যায়, মৌর্যবংশীয় শেব রাজা বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তাঁহার সেনাপতি (স্বল্পবংশীয়) পুষ্যমিত্র পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন।^(২) মহাভাষ্যেও লিখিত আছে, ‘মৌর্যেরা হিরণ্যের লোভে দেবপূজা প্রকলিত করিয়াছে।’^(৩) আবার অন্য একস্থলে লওঁ উদাহরণ স্বরূপ পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, ‘যখন সাক্যে (অযোধ্যা) আক্রমণ করিয়াছে। যখন মাধ্যমিকদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।’^(৪) ইহাতে ডাক্তার গোল্ডষ্টেকার ও ভাণ্ডারকর বলেন, যে সময়ে গ্রীক যবনেরা অযোধ্যাপ্রদেশ আক্রমণ করে, সেই সময় পতঞ্জলি বিজ্ঞমান ছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন,—‘মিনাক্স’ (Menandros) যমুনা পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। পালিগ্রন্থে ইনি যোনিরাজ মিলিন্দ নামে খ্যাত এবং পঞ্চনদের অন্তর্গত শাকল নামক স্থানে ইহার রাজধানী ছিল। পুরাবিদগণ এখন স্থির করিয়াছেন, ‘পুষ্যমিত্রের সমকালেই মিলিন্দ রাজত্ব করিতেন। পতঞ্জলি এই মিলিন্দের অযোধ্যাক্রমণেরই কথা উল্লেখ করিয়াছেন।’

ভট্টহরি বাক্যপন্থীর নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ‘সংক্ষেপে বা সমাক্তভাবে নব্যবিভাগপরিগ্রাহক বৈয়াকরণদিগের সাহায্যে

এবং (ব্যাক্তির) ‘সংগ্রহ’ লাভ করিয়া সেই তীর্থদর্শী গুরু পতঞ্জলি সমস্ত জ্ঞানবীজ মহাভাষ্যে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে শাস্ত্র গভীরতাপ্রযুক্ত অগাধ এবং যাহাদের বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নাই, একপা সাধারণে কেবল উপরে ভাসিয়া বেড়াইবে নিশ্চয় করিয়া শুকতর্কীমুসারী, সংগ্রহপ্রিয় বৈজ্ঞানিক, সৌভর ও হর্যাক সেই আর্ষ (মহাভাষ্য) গ্রন্থ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন তাঁহার শিষ্যগণ হইতে প্রাপ্ত পতঞ্জলিপ্রণীত সেই আগমের একখানি গ্রন্থ কেবল দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যে ছিল। পরে ভাষ্যাত্মকগণ পূর্বত হইতে সেই আগম লাভ করেন, পুনরায় চম্পাচার্য্যাদি সেই আগম লইয়া বহুখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। (পরে) প্রসিদ্ধ জ্ঞানশাস্ত্রবিৎ স্বদর্শনজ্ঞ আমার গুরু এই আগমের সংগ্রহ প্রণয়ন করেন।’^(৫)

রাজতরঙ্গিণীতেও লিখিত আছে, (অভিমত্যা যখন কাশীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত) সেই সময়ে চম্পাচার্য্য প্রভৃতি ভিন্নদেশ হইতে আগম বা গুরুমুখে বিজ্ঞা লাভ করিয়া মহাভাষ্য প্রচার করিলেন।^(৬)

অভিমত্বার সময় মহাভাষ্য প্রচারিত হইলেও আবার কিছুকাল পরে মহাভাষ্যের পঠন পাঠন বন্ধ হইয়া যায়। কারণ রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে) কাশ্মীররাজ জয়দিত্য বিজিন্ন মহাভাষ্য উদ্ধার করিয়া আবার নিজরাজ্যে প্রচার করেন।

যাহা হউক এখন এই অমূল্য মহারত্ন আর বিলুপ্ত হইবে না, মুদ্রায়ন্ত্রের প্রভাবে বোম্বাই ও কাশীধামে কৈয়টের ‘ভাষ্যপ্রদীপ’ নামক টীকা সমেত এট মহাভাষ্য মুদ্রিত হইয়াছে।

(১) “পুষ্যমিত্র যজ্ঞে যাজকা বাজয়ন্তীতি। তত্র ভবিষ্যৎ।

পুষ্যমিত্রো যাজতে যাজকা বাজয়ন্তীতি।” (মহাভাষ্য ৩।১২।২৬)

(২) ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, পুষ্যমিত্র ১৭৮ হইতে ১৪২ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

(৩) “মৌর্যহিরণ্যার্থিতরজ্যাঃ প্রকলিতা ভবেত্তাৎ ন স্যাৎ। যাত্ততাঃ সন্ততি পূজার্থীনাং ভবিষ্যতি।” (৩।৩।২০০)

(৪) “অরণ্যযবনঃ সাক্যেতঃ। অরণ্যযবনো মাধ্যমিকঃ। পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে অযোধ্যাধর্ষণবিষয়ে লওঁ যজ্ঞব্যঃ।” (অযাধ্যা ১১১)

(৫) “প্রাচীন যজ্ঞপুস্তক নব্য বদ্যাপরিগ্রহণ।

সংগ্রাহ্য বৈয়াকরণান্ সংগ্রহে সমুপাগতে ॥

কৃতোহয়ং পতঞ্জলিনা শুক্লশা তীর্থদর্শিনা ॥

সর্বোবাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে ॥

অলঙ্কারাধে গাভীর্ঘাত্তান ইব সোঃ ৪৭ ॥

তদ্বিরকৃতবুদ্ধীনাং নৈবাযুক্তিতানন্দঃ ॥

বৈজ্ঞানিকোত্তরদ্ব্যংকঃ শুকতর্কীমুসারিতঃ ॥

আর্ষে নিলাষিতে গ্রন্থে সংগ্রহপ্রীতিককূটকৈঃ ॥

যঃ পতঞ্জলিশিষ্যোক্তোঃ ভ্যক্তৌ ব্যাকরণাগমঃ ॥

কলেম দাক্ষিণাত্যে প্রহমাত্রো লাবণ্যিতঃ ॥

পর্বতাদাগমঃ লঙ্কা ভাষ্যবীজামুসারিতঃ ॥

স নীতো বহুশাস্ত্রং চম্পাচার্য্যাদিতঃ পুনঃ ॥

জ্ঞানপ্রদানমার্গাংস্তানভাষ্যং চ দর্শনম্ ॥

প্রদীপো শুক্লশাস্ত্রাকমরমাগমঃ ৪৮ ॥” (বাক্যপন্থীর ২)

(৬) “চম্পাচার্য্যাদিতিলকঃ। বেশান্তরাত্তাদাগমম্ ॥

অবস্থিতঃ মহাভাষ্যং ৪৮ চ ব্যাকরণঃ কৃতম্ ॥” (রাজত ১।১৭৬)

কৈরট বাতীত শেখ-নারায়ণ, সুসিংহ, রামকৃষ্ণানন্দ, লক্ষণ, শিবরামেন্দ্র সরস্বতী, লক্ষ্মীশিব প্রভৃতি রচিত কএকখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। কৈরটের ভাষাপ্রদীপের উপরও অনন্তভট্ট, অন্নভট্ট, কেশরানন্দ, নাগেশ, নারায়ণ, নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, প্রবর্ত-কোণাধার, রামচন্দ্র সরস্বতী ও হরিরাম প্রভৃতি কএক ব্যক্তি টিপ্সনী রচনা করিয়াছেন। নাগেশের মহাভাষাপ্রদীপোদ্যোতের উপর আবার বৈষ্ণনাথপায়গুণ্ডে 'ছায়া' নামে এক সুন্দর বৃত্তি লিখিয়াছেন।

পতং (ত্রি) পত-পত্, বাহুলকাৎ অতি বা। ১ পতনকর্তা। পতনশীল। (পুং) ২ পক্ষী।

পতত্র (ক্লী) পত-গতৌ অত্রন্ (আমিনক্ষিপজিবধিপতিভোহ-ত্রন্। উণ্ ৩।১০৫) বাহন। (উজ্জল)

পতত্রি (পুং) পততি উৎপতীতি পত-অত্রিন্ (পতেরত্রিন্। উণ্ ৪।৬২)। পক্ষী।

পতত্র (ক্লী) পতন্তঃ জায়তে ইতি পতৎ-ত্রৈ-ক। পক্ষ, পাখা। “যেন মে পূৰ্ণমত্ৰীণাং পক্ষচ্ছেদঃ প্রজাত্যয়ে।

কৃত্তো নিবিশতাং ভাটৈঃ পতন্ত্রৈঃ পততাং ভূবি ॥”

(ভাগ° ৮।১১৩৪)

পতত্রিকৈতন (পুং) পতত্রী কৈতনং যস্য। গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু।

“পতত্রিকৈতনং সেবং বোধয়ন্তি দিবোকসঃ।” (হরিব° ৭৩ অঃ)

পতত্রিন্ (পুং) পতত্র অস্ত্যর্থো ইনি। পক্ষী।

পতত্রিরাজ (পুং) পতত্রিণাং রাজা, চন্দ্রমাসান্তঃ। পক্ষি-রাজ, গরুড়।

পতদ্গ্রহ (পুং) পতৎ মুখাদিভ্যঃ ঋণং জলাদি গৃহ্নাতীতি পতৎ গ্রহ-অচ্। প্রতিগ্রহ, চলিত পিক্দানী। বাহাতে থু থু প্রভৃতি ফেলা যায়।

পতদ্ভীরু (পুং) পতন্ পক্ষী ভীরুৰ্যস্যাৎ। ত্রেনপক্ষী, বাজপাখী।

পতন (ক্লী) পত-ভাবে লুট্। চলন, ঋণন, ভ্রংশ, নাশ। পড়া, অধঃসংযোগানুসঙ্গলক্ষণ।

“অশনেঃ পতনেন বেদনা পতনজ্ঞানমতীৰ হুঃসহম্।” (উদ্ভট)। ২ পাপ। “বিহিত্তানমুষ্ঠানং নিলিত্ত চ সেবনাৎ।

অনিগ্রহাক্ষেপ্তিরাণাং নরঃ পতনমুচ্ছতি ॥” (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)।

পাপানুষ্ঠান করিলেই পতন হইয়া থাকে, এই জন্ত পতন শব্দে পাপ বুঝায়। যে সকল কার্য্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান না করা, এবং নিষিদ্ধ কার্য্যের সেবন ও যথাস্থানে ইঙ্গ্রিসংযম না থাকা, এই সকল কারণে পতন হইয়া থাকে। কারণ থাকিলে কার্য্য হইতেই হইবে,

বিহিতের অনুষ্ঠান প্রভৃতি কারণ থাকিলে কার্য্য যে পতন, তাহা কেহই রোধ করিতে পারে না। ৩ পাত্তিত্য।

পতনীয় (ত্রি) পত-অনীয়ন্। ১ পাত্ত। ২ পতনাই। ৩ পতনের যোগ্য। (ক্লী) ৩ পাত্তক।

“নীচাতিগমনং গৰ্ভ-পাতনং ভৰ্তৃহিংসনং।

বিশেষপতনীরানি স্ত্রীণামেতাভ্যপি ক্রবন্ ॥” (যজ্ঞ° ২।২৯৭)।

নীচাতিগমন, গৰ্ভপাত, স্বামিহিংসা এই সকল স্ত্রীদিগের বিশেষরূপে পতনের যোগ্য। কোন কোন কার্য্য করিলে পতিত হইতে হয়, তাহার বিবরণ পতিত শব্দে দ্রষ্টব্য।

পতন্তুক (ত্রি) অধমেধবাগভেন।

পতন্ (পুং) পততি কর্মকরে যস্যাৎ। পত-অম। চন্দ্র। লোক-নিবহের পুণ্য ক্ষীণ হইলে চন্দ্রলোক হইতে পতিত হয়, এইরূপ প্রত আছে, এই জন্ত পতন শব্দে চন্দ্রকে বুঝায়। পততীতি পত্-অম। ২ পক্ষী। ৩ পতক। (সংক্ষিপ্তসার উপাদি)।

পতয়ালু (ত্রি) পতি-আলুহ্ (শুহিগৃহিণতিসরীতি। পা ৩।২।১৫৮) পতনশীল, পর্যায়—পাতক।

পতয়িসু (ত্রি) পতি-বাহুলকাৎ ইসুহ্, ন শি-লোপঃ। পতন-শীল। (ঋক্ ১।১৬৩।১১)।

পতয়িসুক (ত্রি) ইতত্ততঃ পতনশীল। (অথৰ্ব ১।১৮।৬)

পতয় (ত্রি) পত-বাহুলকাৎ অয়ন্। গতা। (ঋক্ ২।২।৪)

পতরু (ত্রি) পত-বাহুলকাৎ অক্। পতনশীল। “পণা যুগস্য পতরোঃ” (ঋক্ ১।১৮২।৭) “পতরোঃ গমনশীলস্য” (সারণ)

পতস্ (পুং) পততীতি পত-অসহ্ (অভাবিচরীতি। উণ্ ৩।১১৭) ১ পক্ষী। ২ চন্দ্র। ৩ পতক। (সংক্ষিপ্তসার উপাদি)।

পতাকা (স্ত্রী) পত্যাতে জায়তে কচ্চিৎ তেদোহনসা, পত-আক প্রত্যয়েন সাধুঃ (বলাকাদয়চ্। উণ্ ৪।১৪) ১ ধ্বজ, নিশান।

“ষেতৈশ্চত্বৈঃ পতাকাভির্ধ্বংসারণবাজিভিঃ।

ভাস্ত্রনীকান্তশোভন্ত রাজনুথপদাতিভিঃ ॥” (ভারত ৬।৭।১৫)

পর্যায়—বৈজয়ন্তী, কেতন, ধ্বজ, পটাকা, জয়ন্তী, বৈজয়-স্তিকা, কদলী, কন্দুপী, কেতু, কদলিকা, বোমমণ্ডল, চিহ্ন। (জটায়র) এই সকল শব্দের মধ্যে কেতন ও ধ্বজ শব্দ পতাকা-র দ্ব্যর্থার্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। (ভারত) পটাদি নির্দিষ্ট বস্ত্রখণ্ডভেদ। পতাকা ত্রিকোণাকার হইবে। দেবমণ্ডপ পতাকা দ্বারা শোভিত করিতে হয়। হোমোস্ত্রের দানধণ্ডে পতাকার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

দেবমণ্ডপে যে পতাকা দিতে হইবে, তাহার প্রমাণ ৭ হাত, ১০ অঙ্গুল বিস্তৃত এবং দণ্ড ১০ হাত হইবে। এই সকল পতাকা সিন্দূর, কব্জর, ধূস, ধূসর, মেঘবসিত, পাণ্ডু এবং

শুভ্র এই ৮ প্রকার বর্ণ পূর্ণাদিক্রমে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, এইরূপ পতাকা শুভজনক *। লোকপালাদির উদ্দেশে পতাকা করিলে তাহাদের যেরূপ বর্ণ এবং যে সকল অস্ত্র, সেই অস্ত্র-সারে পতাকা করিতে হইবে। যে সকল বস্ত্রখণ্ড ত্রিকোণ-কার তাহাকে পতাকা এবং চতুর্কোণ হইলে তাহাকে ধ্বজ কহে। (হেমাদ্রিযুত গরুড়পুং) ২ সৌভাগ্য। ৩ পিঙ্গ-লোক নির্ধারণগণসমূহ। ৪ প্রাতিষিকরূপ নির্ধারণ। এই পতাকা দুই প্রকার, বর্ণপতাকা এবং মাত্রাপতাকা। †

* এ নাটকাজভেদ। [পতাকাহানক দেখ।]

পতাকাহানক (ক্রী) নাটকাজভেদ। নাটক মধ্যে পতাকা স্থান সন্নিবেশিত করিতে হয়।

নাটকে স্থান উত্তমরূপে সন্নিবেশনা করিয়া অর্থাৎ এরূপ স্থানে পতাকা সন্নিবেশিত করিতে হইবে যে, তাহাতে বর্ণনার বিশেষরূপ চমৎকারিয় হয়। ইহার লক্ষণ—

অন্ত কোন এক অর্থ বা বিষয় চিন্তা করিতে থাকিলে আগন্তুক ভাব দ্বারা, অতর্কিতভাবে আসিয়া সেই অর্থ সম-খিত বা উপস্থিত হইলে পতাকাহান হয়। ইহার একটা উদাহরণ দিতেছি, রাম মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ‘আমার সীতাবিরহ একমাত্র হুঃসহ’ এমন সময় হুঃসহ আসিয়া নিবেদন করিল, ‘দেব উপস্থিত’। এইস্থলে রামের ইচ্ছা সীতার বিরহ না হয়, হুঃসহ ‘উপস্থিত’ এই কথা বলায় রামের হুঃসহ সীতাবিরহ উপস্থিত, ইহাই সূচিত হইল। অতএব এইস্থান পতাকাহান হইল। রাম সীতার বিরহ না হয়, এইরূপ চিন্তা করিতে-ছিলেন, আগন্তুক ভাবে সীতার বিরহ উপস্থিত, ইহা সূচিত হইল, নাটকে এইরূপ স্থলে পতাকাহান হয়। ‡

* “সপ্তহস্তাঃ পতাকাঃ স্বাধিঃশতাস্ত্রলিখিতাঃ।

দশহস্তাঃ পতাকানাং যতঃ পক্ষাঃশেষিতাঃ ॥

সিন্দূরা কব্জা বুজা হুসরা মেঘসন্নিভাঃ।

হরিতা পাণ্ডুবর্ণা চ শুভ্রা পূর্ণাভিতঃ ক্রমাৎ ॥

এবং বর্ণাঃ শুভ্রাঃ কাষ্ঠাঃ পতাকাঃ পাকশাসন ॥”

(হেমাদ্রিযুত গরুড়পুং বচনঃ)

† “অমুকবর্ণমাত্রাপ্রভারগোরোভাব গুহলঘুজ্ঞে ভেদ এবাবং সংখ্যাক ইতি মেরপঙ্ক্তিবর্তি তত্ত্বং কোটীদ্বাদশনির্ধারিতবর্ণসংখ্যানাং ভেদানাং প্রথমষড়্বিতীয়াধিপ্রাতিষিকরূপত্ব নির্ধারণ নির্ধারকাক-সমূহো বা পতাকা। সা চ দ্বিধা, বর্ণমাত্রাজ্ঞেদাৎ ॥” (প্রাকৃত পিজল)

‡ “পতাকাহানকঃ বোজাঃ সন্নিবেশোহা বস্তুনি।

যত্রার্থে চিহ্নিতোহস্ত্যস্মিন্ তস্মিন্ভোক্তঃ প্রযজ্যতে।

আগন্তকেন ভাবেন পতাকাহানকত্ব তৎ ॥

সহসৈবর্ষসম্পত্তিঃ পবভূপচারতঃ।

এই পতাকাহান ৪ প্রকার, যথাক্রমে তাহার লক্ষণ লিখিত হইল।

১। অতর্কিতভাবে যে স্থলে পরম প্রীতিকরী অর্থসম্পত্তি লাভ হয়, সেই স্থলে প্রথম পতাকা হান হয়।

২। ব্যাক্য সাতিশয় রিষ্ট ও নানা প্রকার বন্ধযুক্ত হইলে দ্বিতীয় পতাকাহান হয়।

৩। ফলরূপ কার্যের হুচনা এবং রিষ্ট প্রত্যুত্তরযুক্ত হইলে তৃতীয় পতাকাহান হয়।

৪। দ্বার্ষ এবং স্প্লিষ্ট বচনবিজ্ঞাস এবং প্রধানান্তরাপেক্ষী হইলে চতুর্থ পতাকাহান হয়।

এই সকলের উদাহরণ বাহ্য্য ভয়ে প্রদর্শিত হইল না। সাহিত্যদর্পণের বর্ষ পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার নাটকে পতাকা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয় না; কিন্তু সংস্কৃত নাটকে পতাকাহান থাকা চাই, না থাকিলে নাটকে দোষ হইবে।

পতাকিক (ত্রি) পতাকাহস্তান্ত্র ব্রীহাদিহ্মাৎ ঠন্। পতাকাযুক্ত।

পতাকিন্ (ত্রি) পতাকা বিভক্তেহস্ত, পতাকা-ইনি। বৈজয়-স্তিক, পতাকাধারী।

“স তু গোবাসনঃ শৈবঃ সহিতঃ সর্করাজভিঃ।

যযৌ মাতঙ্গরাজেন রাজার্হেণ পতাকিনা ॥” (ভারত ৬।৭।২০)

২ রিষ্টারিষ্টবোধক চক্রবিশেষ, জন্মলগ্নে গ্রহবিশেষের বোধ হইলে পতাকী হয়, এই পতাকী জাতবালকের অন্তঃ। জ্যোতি-স্ত্ব প্রভৃতি জ্যোতিগ্রহে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

পঞ্চমস্রামতে পতাকিচক্র। ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত রিষ্ট গণনা করিতে হয়, সূত্ররূপে যতদিন ২৪ বৎসর না হয়, ততদিন পতাকা প্রভৃতি রিষ্ট দেখিতে হয়। এই চক্র করিতে হইলে প্রথমে উক্তভাবে তিনটা রেখা এবং ত্রিঘ্যুত্বভাবে তিনটা রেখা কল্পনা করিবে, তাহার পর পরস্পর রেখা সকলের বেধের জন্ত ত্রিঘ্যুত্বভাবে ৬টা রেখা উত্তরদিকে লিখিতে হইবে। এইরূপে চক্র প্রস্তুত করিলে পতাকীর বেধ জানা যাইবে। জন্মকালে গ্রহদিগের অবস্থান দ্বারা রিষ্ট জানা

পতাকাহানকমিৎ প্রথমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

ষট্ সাতিশয়রিষ্টঃ নানাবন্ধসমাজয়ঃ।

পতাকাহানকমিৎ দ্বিতীয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

অখোপক্ষেপকং বৎ তু লীনঃ সৰিনয়ঃ ভবেৎ ॥

রিষ্টপ্রত্যুত্তরোপেতং তৃতীয়মিহসূচ্যতে ॥

দ্বার্ষ্যে বচনবিজ্ঞাসঃ হরিষ্টঃ কাব্যোজিতঃ।

প্রধানার্থান্তরাপেক্ষী পতাকাহানকং পরঃ ॥”

(সাহিত্যম্ ৬।২০-৩।৩)

বাইবে। পতাকিচক্রে গ্রহ সংস্থাপন করিতে হইলে উক্তাগ্রহ সর্গশেষ রেখা মেঘরাশি বলিয়া স্থির করিতে হইবে, পরে তাহার বামভাগস্থিত রেখা সকলকে ক্রমে বুধ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্না, তুলা প্রভৃতি রাশি বলিয়া জানিতে হইবে। এই চক্রের রেখার অঙ্কস্থাপন করিতে হয়, মীন, কর্কট, তুলা, কুন্ত, সিংহ, বৃশ্চিক, মকর, কন্না ও ধনুতে ক্রমে ৪।৪।২।০।৩।৮।৮।১৪।২।১০ অঙ্ক যথাক্রমে স্থাপিত করিতে হইবে।

পঞ্চমস্রামতে পতাকাবোধ চারিপ্রকার। যেবা দি দ্বাদশ রাশির যে রাশি লয় হইবে, এই রাশির সমুদ্র রাশি এবং দক্ষিণ ও বামদিক স্থিত রাশি উহা দ্বারা বিদ্ধ হইয়া থাকে; বেধ-ও দণ্ডাধিপতি গ্রহ দ্বারা হয় এবং বিদ্ধ রাশির অঙ্ক সংখ্যা-সারে বর্ষ, মাস ও দিন পরিমিত কালে জাতবালকের রিষ্ট হইবে জানিতে পারিবে। যদি সকল পাণগ্রহকর্তৃক বিদ্ধ হয়, তবে বিদ্ধরাশির অঙ্ক সংখ্যা দিনরূপে, বিদ্ধরাশি মধ্যবল হইলে মাসরূপে ব্যবহৃত হয়। যেক্ষণ পাণগ্রহের বলাবল বিবেচনার দিন মাস ও বৎসর ব্যবহার হয়, সেইরূপ শুভ গ্রহের বলাবল বিবেচনার এইরূপ হইবে। এইরূপে বিদ্ধ শুভগ্রহের বলা-সারে দিনাদি পরিমিত কালে বালকের মৃত্যু হয়।

যদি লগ্নে পাণগ্রহ থাকে, কিংবা নক্ষত্র ক্ষেত্রগত পাণগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে বিদ্ধরাশির পরিমিত অঙ্কের দিন সংখ্যার নিম্নের বালকের মৃত্যু হইবে। এই পতাকী বেধে কোন্ রাশির সহিত কোন্ রাশির বেধ, তাহা বলা যাইতেছে;—ধনু ও মীন-রাশির সহিত কর্কট রাশির বেধ, সিংহের বৃশ্চিক ও কুন্তরাশি, কন্নার মকর ও তুলা, তুলার মীন ও কন্না, বৃশ্চিকের কুন্ত ও সিংহরাশি, ধনুর মকর ও কর্কট, মকরের ধনু ও কন্না, কুন্তের সিংহ, ধনু ও মীন, বৃষের বৃশ্চিক ও কুন্ত, এবং মিথুনের সহিত মকর, কর্কট ও তুলা রাশির বেধ জানিতে হইবে।

পূর্বে তিনটি রাশিতে বেধাদি যে সকল অঙ্ক উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল অঙ্ক ও তাহাদের সম্মিলন দ্বারা বেধ জানা যায়। কর্কট রাশির ১২, সিংহের ১৭, কন্নার ৩৬, তুলার ২৬, বৃশ্চিকের ১৭, ধনুর ৩৯, মকরের ২৬, কুন্তের ১৭, মীনের ২২, মেঘের ১৬, বুধের ১৭, ও মিথুনের ৩৯ সংখ্যা নিদ্ধারিত আছে। (পঞ্চমস্রা)। জ্যোতিষত্ব মতে পতাকিনির্ণয়—পতাকি চক্রে দীর্ঘে ও েহে তিনটি করিয়া রেখা টানিয়া সম-ভাবে সকলের সঙ্গে বেধ করিবে। তাহাতে ৪।৮।২।১০।৩।১০।১৪।২।১০ এই সকল অঙ্ক কর্কট অবধি মীন পর্যন্ত দিতে হইবে। লগ্ন হইতে শুভদণ্ডে বেধ হইলে জাত বালকের শুভ ও পাণ-দণ্ডে বেধ হইলে অশুভ হইয়া থাকে। নিম্নে একটী চক্র দেওয়া হইল—

	মিথুন	বুধ	মেঘ	
কর্কট ৫				৪ মীন
সিংহ ৮				৩ কুন্ত
কন্না ২				১৪ মকর
	তুলা	বিহা	ধনু	
	২০	৬	১০	

প্রথমে জাত বালকের জন্ম দিবসাত্তেদে ঘামার্দ্ধ ও ঘামার্দ্ধাধিপতি স্থির করিতে হইবে, রবির শেষ হই দণ্ড, চক্রের আদি ও শেষ দণ্ড, মঙ্গলের শেষ দণ্ড, বুধ ও বৃহস্পতির প্রথম হই দণ্ড, শুক্রের প্রথম দণ্ড, ঘামার্দ্ধাধিপতির শুভদণ্ড—শনির ৪ দণ্ড কোন সময়ই প্রাপ্ত নহে।

পতাকিচক্রে লগ্ন, সমুদ্র, বাম ও দক্ষিণ এই ৪ প্রকার বেধ অবধারিত হইয়াছে। যেবা দি দ্বাদশ রাশির মধ্যে কোন্ কোন্ রাশির বাম বেধ তাহা বলা যাইতেছে। কর্কট, সিংহ ও কন্না এই তিন রাশির বাম বেধ নাই, কেবল দক্ষিণ, সমুদ্র ও লগ্নবেধ আছে, মকর, কুন্ত ও মীন ইহাদের দক্ষিণ বেধ ভিন্ন অত্র তিন বেধ আছে, তুলা, বৃশ্চিক ও ধনু ইহাদের সমুদ্র বেধ নাই, অত্র তিন প্রকার বেধ আছে। মেঘ, বুধ, ও মিথুন এই তিন রাশির বাম, দক্ষিণ, সমুদ্র ও লগ্ন এই চারি প্রকার বেধই হইয়া থাকে। বুধ, কুন্ত, সিংহ ও বৃশ্চিক এই কয় স্থান বুধলগ্নের বেধস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, এবং এই সকল রাশির ৮।৮।১০ অঙ্ক, এই সকল অঙ্ক পরস্পর সংযুক্ত করিয়া ৩।১২।১৪।১৭ এই সকল অঙ্ক পরিমিত দিন বা মাস বা বর্ষে বালকের পতাকি-রিষ্ট হইবে। যদি দণ্ডাধিপতি গ্রহ পূর্ণ বলবান থাকে, তাহা হইলে ৮।৬ ইত্যাদি দিনের কোন একদিনে বালকের বিনাশ হইবে।

কোন কোন মতে বিদ্ধস্থলে পাণগ্রহ থাকিলে পতাকি-রিষ্ট হয়, কিন্তু এই রিষ্ট প্রাণনাশক না হইয়া পীড়াদায়ক হয়। এই রিষ্ট নিম্নলিখিতরূপে স্থির করিতে হয়—

যেমন বুধ, কুন্ত, সিংহ ও বৃশ্চিক এই চারি রাশি বুধের বেধস্থান হয়, এই চারি রাশির কোন এক রাশিতে যদি কোন পাণগ্রহ থাকে, তবে মতভেদে পতাকিরিষ্ট হইয়া থাকে। মেঘ, বুধ ও মিথুন এই তিন রাশি চার প্রকার বেধবৃক্ষ, জাত-এব ইহাদের রিষ্টনিচায়স্থলে চারিপ্রকার বেধস্থান দৃষ্ট করিয়া রিষ্ট নিরূপণ করিতে হইবে এবং যে যে রাশির বাম বা সমুদ্র বেধ নাই, তাহাদের রিষ্ট এইরূপে নিরূপণ করিতে হইবে। সিংহ, কন্না ও তুলা এই কয় রাশির বাম বেধ ভিন্ন

অন্ত তিন বেধ আছে। কর্কট, ধনু ও মীন এই তিন রাশিই কর্কট রাশির বেধস্থান, ইহার কোন এক রাশিতে যদি দশাধিপতি পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, তবে ৫১০।৪১১।১৩১৫।১৯ পরিমিত দিন, মাস বা বৎসরে বালকের রিষ্ট হয় করিতে হইবে। মকর, কুম্ভ ও মীন রাশির দক্ষিণ বেধ নাই, এবং তুলা, বৃশ্চিক, ও ধনু রাশির সমুখবেধ ব্যতীত অপরাপর সকল বেধ আছে, অতএব ইহাদের রিষ্টবিচার বেধস্থান লইয়া করিবে। (জ্যোতিষতত্ত্ব, পঞ্চমরা)

পতাকীর বিবর মোটামুটি এক প্রকার কথিত হইল। ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে পঞ্চমরা, জ্যোতিষতত্ত্ব, দীপিকা, সংক্ৰতানুকাবলী, জ্যোতিঃসারসংগ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিঃ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কেতুপতাকীর বিবরণ কেতুপতাকী শব্দ দ্রষ্টব্য। কেতুপতাকী দ্বারা বর্ষাধিপতি গ্রহ প্রভৃতি জানা যায়। কেতুপতাকী গণনায় এক এক গ্রহ এক এক বর্ষের অধিপতি হয়, যে বর্ষের অধিপতি যে গ্রহ, সেই বর্ষে সেই গ্রহের দশা হয়।

ত্রিমাং ভীপ্। ২ সেনা।

“ন প্রসেহে স লক্ষ্যকর্মধারাবর্জিতনিং।

রথবধ্বরাজোহপাত্ত কৃত্ত এব পতাকিনীং।” (রঘু ৫।৮২)।

পতাপত (ত্রি) পত-বহুশক্ অচ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অতিশয় পতাকাযুক্ত। ২ উভয়মান পতাকার অক্ষুট শব্দ।

পতি (পুং) পাতি রক্ষতীতি পা-রক্ষণে ডতি। ১ মূল। ২ গতি। ২ পাণিগ্রহীতা, চলিত ভাতার। পর্যায়—ধব, প্রিয়, ভর্তা, কান্ত, প্রাণনাথ, গুরু, হৃদরেশ, জীবিতেশ, জামাতা, সুখোৎসব, নর্যকীল, রতগুরু, স্বামী, রমণ, বর, পরিণেতা, গৃহী। (রাজনি) বিধিপূরুষক যিনি পাণিগ্রহণ করেন, তাহাকে পতি কহে। এই পতি অমূলক, দক্ষিণ, গৃষ্ট ও শঠভেদে চারি প্রকার। ইহার লক্ষণাদি রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে। [এই চারি প্রকার লক্ষণ নারক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ত্রীদিগের পতিই দেবতা, সর্বদা অনন্তচিহ্নে পতির সেবা করা ত্রীদিগের একমাত্র ধর্ম।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে ৪৩ অধ্যায়ে ত্রীদিগের পতির প্রতি ব্যবহারের বিবর বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

[পতিব্রতা শব্দ দেখ।]

“ভাৰ্য্যা গুণনাভর্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্তুতঃ।”

(ভারত ১।৪১৯৯ শ্লোক)

২ অধিপতি, পর্যায়—স্বামী, ঈশ্বর, ঈশিতা, অধিতৃ, নারক, নেতা, প্রভু, পরিবৃত্ত, অধিপ।

“প্রাথমিকপতিঃ কুৰ্য্যাৎ দশগ্রামপতিং তথা।

বিশতীশং শতেশক সহস্রপতিমেব চ।” (মহু ৭।১১৫)

পতিংবরা (স্ত্রী) পতিং বৃণীতে বা সা বৃ-বচ্ ততো বৃম্, (সংজ্ঞায়া ভূত্বব্রীতি। পা ৩।২।৪৬) স্বয়ংবরা, যে স্ত্রী নিজ পতিকে বরণ করে, তাহাকে পতিংবরা কহে। ক্ষত্রিয়-রমণীরা প্রায় এইরূপে বিবাহ করিতেন। দরমন্ত্রী, ইন্দুমতী প্রভৃতি স্বয়ং পতিবরণ করিয়াছিলেন।

“মহুযাবাহং চতুরঙ্গবানমধ্যাস্য কস্তা পরিবারশোভি।

বিবেশ মকাস্তররাজমার্গং পতিংবরা কুণ্ডবিবাহবেশা।” (রঘু ৩।১০)

২ কুম্ভজীরক। (শব্দচ)

পতিকামা (ত্রি) পত্যভিলাষিণী। (ত্রিমাং টাপ্। ১ “অরমপন্ পতিকামা” (অপর্ক ২।১০।৫) ‘পতিকামা পতিং ভর্তারং অভি-লষতী’ (ভাষ্য)

পতিঘাতিনী (স্ত্রী) পতিং হস্তি হন-গিনি। পতিনাশিকা স্ত্রী। যে রমণী পতিকে বিনাশ করে। ২ পতিনাশক হস্তরেখা বিশেষ, স্ত্রীদিগের হস্তে একপ্রকার রেখা আছে, ঐ রেখা থাকিলে তাহাদের পতি বিনষ্ট হয়। কর্কটলগ্নে বা কর্কটস্থ চন্দ্রে মঙ্গলের ত্রিংশাংশে যে স্ত্রী জন্মগ্রহণ করে সেই স্ত্রী পতিঘাতিনী হয়। (বৃহজ্জাতক) যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটা রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূল পর্যন্ত গমন করে, এবং যে নারীর চক্ষু রক্তবর্ণ ও বাহার নাসিকার অগ্রভাগে কুম্ভবর্ণ মশক হয়, বাহার বক্ষস্থল অত্যাচ ও বিস্থত এবং উপরের ঠোটে লোম দৃষ্ট হয়, এই সকল লক্ষণযুক্তা নারী পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। (রেখা সামুদ্রিক)

পতিহ্ন (ত্রি) পতিং হস্তি পতি-হন-টক্ (লক্ষণে জায়াপত্যো-ষ্টক্। পা ৩।২।৫২) পতিনাশহৃৎকলক্ষণভেদ। ত্রিমাং ভীপ্। পতিহ্নী, স্ত্রীদিগের পতিনাশহৃৎক হস্তরেখা। স্ত্রী পতিঘাতিনী হইবে কি না, বিবাহের পূর্বে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আশ্বলায়নগৃহস্থত্রে ইহার বিবর এইরূপ লিখিত আছে। বিবাহের পূর্বে ক্ষেত্র প্রভৃতি অষ্টস্থান হইতে যুক্তিকাসংগ্রহ করিয়া তাহাতে পৃথক ভাবে ৮টা দলা করিয়া অভিন্নরূপপূরুষ কুমারীকে কহিতে হইবে, তুমি ইহার একটা পিণ্ড স্পর্শ কর, পরে যদি ঐ কুমারী ঋশানানীত যুৎপিণ্ড স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহাকে পতিঘাতিনী স্থির করিতে হইবে। “অষ্টৌ পিণ্ডান্ কৃৎষা পিণ্ডান্ অভিন্নয়া কুমারীং ক্রমাৎ, এবা-মেকং গৃহাণেতি।” (আষ’ গৃ’ ১।৫।৬)

পতিত (ত্রি) পততি ব্রটৌ ভবতি স্বর্ণাং শাস্ত্রবিহিতকর্ণণং, সর্বাচারাদিত্যো বা বঃ, পত-কর্তৃরি ক্। ১ চলিত। ২ পলিত। ৩ পতনাপন্ন, চলিত পড়া, পর্যায়—প্রহর (হেম) ৪ পাতিত্য-বিশিষ্ট, বধশ্রুত, নরকগমনহৃৎক কৰ্দ।

“বর্ণনাঃ বঃ সমুদ্রিত পরবর্ণঃ সমাজরেৎ।

অনাপদি ন বিবৃতিঃ পতিতঃ পরিকীৰ্তিতঃ ॥” (মার্ক’ পু°)

যে ব্যক্তি অনাপদ্ কালে অর্থাৎ বিপত্তি সময় উপস্থিত না হইলেও স্বীয় বর্ণ লক্ষন করিয়া পরবর্ণ আশ্রয় করে, পতি-
তেরা তাহাকে পতিত বলিয়া থাকেন।

বৎসপুরাণে লিখিত আছে, যে ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদি অস্বাক্ষ-স্ত্রী
পক্ষন এবং তাহাদের অন্ন ভোজন ও অজানপূর্বক প্রভিগ্রহ
করেন, তিনি পতিত হন, জ্ঞানপূর্বক করিলে তাহাদের
সমান হন।

তত্ত্বিতবহুত ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, বাহারা অগ্নি ও
বিষ প্রদান করে, পানও ও ক্রুরবৃত্তি এবং ক্রোধবশতঃ বিষ,
অগ্নি, জল, উষ্মন প্রভৃতিতে স্বীয় দেহ পরিভাগ করে, তাহারা
পতিত। বাহারা মহাপাতকী তাহারাও পতিতপদবাচ্য। পতিত
ব্যক্তির দাহাদি কার্য হয় না, আরও লিখিত আছে—পতিত-
দিগের দাহ, অস্তোষ্টিক্রিয়া, অরিসঞ্চর ও প্রাণাদি কিছুই
করিতে নাই। এমন কি তাহাদের অন্ন অঙ্গপাতও অকর্তব্য।

“পতিতানাং ন দাহঃ স্ত্রাং নাস্তোষ্টির্নান্নসঞ্চরঃ।

ন চাঙ্গপাতঃ পিত্তো বা কার্য্যং প্রাণাদিকং কচিৎ ॥” (তত্ত্বিতব্)

যাহারা পতিত, তাহাদের সংসর্গ করিতে নাই, পতিতের
সংসর্গেও পাতিত্য জন্মে।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, যাহারা পতিতের সহিত
একত্র ভোজন, শয়ন ও কথোপকথনাদি করে, তাহারা সংবৎ
মধ্যে পতিত হয়; কিন্তু পতিতব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলে
বিগত হইয়া থাকে, পতিত ব্যক্তি বতদিন না প্রায়শ্চিত্তানু-
ষ্ঠান করে, ততদিন তাহার বৈদিককর্ণে অধিকার থাকে না,
এবং অস্ত্রে নিরস্ত্রগামী হইয়া থাকে। পতিত সংসর্গে যিনি
পতিত হন, তাহার উদকাদি কার্য্য হইবে।

পতিত মাত্রই ভাজনীত, কেবল মাতা পতিত হইলে তাহাকে
ভাগ করিতে নাই।

“পতিতা গুরবন্ত্যাভ্যাং ন তু মাতা কদাচন।

গৰ্ভধারণশোভাভ্যাং তেন মাতা পরীরসী ॥” (বৎসপুরাণ)

গুরু সকল পতিত হইলে ভাগ করিবে, কিন্তু মাতাকে
কখনই ভাগ করিবে না, যেহেতু মাতা গর্ভধারণ ও পোষণ
দ্বারা সর্কোপেকা গুরুতর। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—
ব্রহ্মা, কৃত্র, গোবাতী, ও পঞ্চপাতকী ইহাদের উদ্দেশে গম্য
পিও দিলে উদ্ধার হয়। ব্রহ্মপুরাণেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে।
পতিতদিগের উদ্দেশে একবৎসর পরে গরা-প্রাণাদি অনুষ্ঠান
করিতে হয়।

হোমাদি ও প্রায়শ্চিত্তবিবেক প্রভৃতিতে লিখিত আছে—

পতিতের সৎসর পরে নারায়ণবলি দিয়া প্রাণাদি হইতে
পারে। [নারায়ণ বলি-স্বইবা।]

কেহ কেহ বলেন, পুত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে পিতার পাপ
মাশ হইবে ইহার কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু আত্মবাতি-হুলে
প্রমাণ আছে যে, পুত্রের প্রায়শ্চিত্তে পিতার পাপ মাশ
হইয়া থাকে।

পতিতের উদক-বিবরণ—হোমাদিতে লিখিত আছে যে, যদি
কোন ব্যক্তি পতিতের প্রতি কাম্প্যবশতঃ তাহার কৃষ্টি-
সাধন করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে তিনি একটা
দাসীকে আহ্বান করিয়া কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে বলিবেন
যে, তুমি দ্ব্য দিয়া ভিল আনয়ন কর, এবং জলপূর্ণ একটা ঘট
লইয়া দক্ষিণদিকে উপবেশন করিয়া বামচরণ দ্বারা তাহা কেন্দ্র
এবং বামচরণ পাতকীর নির্দেশ এবং পান কর, এই কথা
বলিবে। দয়াপরবশ ব্যক্তির এই কথা শুনিয়া কোন দাসী
অর্থ লইয়া যদি এইরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে পতিতদিগের
কৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপ কার্য্য মৃত্যুই বিনে করিতে হয়।
মদনরয়ে লিখিত আছে, যাহারা আত্মবাতি, তাহাদের সৎসর
এই বিধান। কেহ কেহ বলেন, উপলক্ষণক্রমে সকল পতিত-
বিষয়ে এই নিয়ম জানিতে হইবে। (নির্ণয়সিদ্ধ ৫ পরি°)

পতিতের বিবরণ প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে,—
ব্রহ্মা, কৃত্র, গুরুতরগামী, চোর, নাতিক ও নিমিত্ত কর্তা-
তাসী প্রভৃতি পতিত। হুল কথায় পতিতের এইরূপ লক্ষণ
নির্দেশ করা যায় যে, যাহারা মহাপাতক বা অতিপাতককর
কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারাই পতিত।

পতিতব্য (স্ত্রী) পত-ভবা। পতনযোগা, পতনার্হ। “অকীৰ্ত্তিঃ
শাশ্বতী চৈব পতিতব্যমন্তরম্” (ভারত ১২।৩৬৬৮ শ্লোক)

পতিতসাবিত্রীক (ত্রি) সাবিত্রী পরিক্রষ্ট (কজিরাগি।)

পতিতস্বিত (ত্রি) ভূপতিত।

“দর্শন তত্র নিঃসংজ্ঞঃ পতিতস্বিতমগ্রজম্” (কথাসরিৎসা°)

* “পতিতত তু কাম্প্যাৎ বহুভিঃ কৰ্তুং শিচ্ছতি।

স হি দাসীঃ সমাহার সর্কগাং বস্তবেতনাং।

অগুচ্ছবটহাভাঃ তাং বধ্যবৃত্তং ব্রবীতাসি।

যে দাসি। গচ্ছ স্ত্র্যোঃ তিলাদানয় সত্বরম্।

ভোরপূর্ণঃ ঘটকেনং সতিলাং দক্ষিণামুখী।

উপবিষ্টা তু বাসেন চরণেন ততঃ কিম।

কীৰ্ত্তয়েঃ পাতকিসংজ্ঞাঃ বঃ পিবেতি হৃদর্শনম্।

দিশব্য ততঃ বাক্যং সা লব্ধমূল্যা কয়োতি তৎ।

এবং কৃত্তে ভবেৎ কৃষ্টিঃ পতিতানাং ন চাত্মবা ॥”

(হোমাদিযুক্ত ব্রহ্মবচন)

পতিত্ব (স্ট্রী) পত্নীভাবঃ, স্ব। ১ স্বামিঃ, প্রভুঃ। ২ পতির ধর্মঃ/পতির ভাব।

পতিত্বন (স্ট্রী) যৌবন। (শব্দ ১০।৪০।২)

পতিদেবতা (স্ট্রী) পতির দেবতা যন্তাঃ। পতিব্রতা, যে স্ত্রী পতিষ্ট একমাত্র দেবতা।

পতিদেবা (স্ট্রী) পতির দেবতা যন্তাঃ। পতিব্রতা স্ত্রী।

“স্ট্রীগাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুপ্রবাহত্বকৃত্য।” (ভাগ ৭।১।২৫)

পতিদ্বিম্ (স্ট্রী) পত্যে ষেষ্টি দ্বিষ-কিপ্। পতিদ্বিষী স্ত্রী, যে স্ত্রী পতির প্রতি ঘৃণা করে।

পতিধর্ম (পুং) পত্নীধর্মঃ। স্বামীর ধর্ম।

পতিমান (ত্রি) স্বামি-পথ্যহুবর্তী।

পতিরিপ্ (স্ট্রী) পতিদ্বিষী স্ত্রী। “পতিরিপো ন জনয়ো ছরেবাঃ” (শব্দ ৪।৫।৫) ‘পতিরিপো ন জনয়ঃ পতিদ্বিষ্যাঃ স্ত্রিয় ইব’ (সারণ)

পতিমতী (স্ট্রী) পতিঃ বিদ্ভতেহস্তাঃ মতৃপু, ততঃ স্ত্রিয়াঃ স্ত্রীপ্। স্বামিযুক্তা ভূমাদি। সধবা স্ত্রী-অর্থে পতিবতী এইরূপ পদ হইবে।

পতিলোক (পুং) পতিভোগ্যো লোকঃ স্বর্গাদিঃ, মধ্যপদ-লোপী কথ্যঃ। পতির সহিত ধর্ম্যাচরণ দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক। মনুতে লিখিত আছে, যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া পতিকে অতিক্রম না করেন এবং নারীধর্মে জীবন অতিবাহিত করেন, তাহার ইহলোকে পরমকীর্তি ও পরলোকে পতিলোকে গতি হইয়া থাকে। (মনু ৫।১৬৫-১৬৬)

২ পতির সমীপ। “অমৃতাঙ্গলী পতিলোকমাশিশ” (শব্দ ১০।৮।৫৪০)

‘পতিলোকঃ পতিসমীপমাশিশ প্রাপুহি’ (সারণ)

পতিবতী (স্ট্রী) পতিবিদ্ভতে যন্তাঃ, পতি-মতৃপু, নিপাতনাং বহুঃ, দুগাগমচ, ততো স্ত্রীপ্ (অন্তর্বৎপতিবতোহৃক্। পা ৫।১।৩২) সতর্ভূকা, সধবা স্ত্রী। অস্ত্রার্থে পতিমতী এইরূপ হইবে।

সধবা স্ত্রী অর্থে অগ্বেদে পতিবতী স্থলে পতিবতী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। “উলীষ্যতঃ পতিবতীহুবা” (শব্দ ১০।৮।৫২১)

পতিবেদন (পুং) পতিং বেদয়তি বিদ-লা-ভে গিচ্-ল্য। পতিপ্রাপক, মহাদেব। পতির উদ্দেশে মহাদেবের আরাধনা করিতে হয়। “ব্রাহ্মণং যজামহে অগ্নিঞ্চ পতিবেদনং” (যজু ৩।৬০)

পতিব্রতা (স্ট্রী) পতিব্রতমিব ধর্মার্থকামেষু কারবাভ্যুদয়োক্তিঃ সনোপাত্তোহস্তাঃ। সাক্ষী স্ত্রী, স্বামীর প্রতি একান্ত অমুরক্তা, পর্যায়—সুচারিত্রা, সতী, সাক্ষী, একপত্নী। (শব্দ ৭)

পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণ—

“আর্তান্তে মুনিভা কষ্টে প্রোষিতে মলিনা কুশা।

মুতে স্মিয়েত বা পত্যো সা স্ত্রী জেয়া পতিব্রতা ॥” (ভট্টভট্ট)

যে স্ত্রী স্বামীর হৃৎথে হৃৎথ, ও স্বামীর হৃৎথে স্থখ অমৃতভব করে এবং স্বামীর প্রবাসে মলিনা ও কুশা এবং মরণে অমৃত্যু হয়, তাহাকে পতিব্রতা বলিয়া জানিতে হইবে।

মনুতে লিখিত আছে, বিবাহকালে যে সম্প্রদান করা হয়, তাহাতেই স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মে। তদবধি স্ত্রীলোকের স্বামিপরতন্ত্রতাই একমাত্র বিধেয়। স্বামী যদি শীলরহিত, পরদারহত, বিভ্রাদিগুণবর্জিত হয়, তাহা হইলেও পতিব্রতা স্ত্রী তাহাকে সর্বদা দেবতার দ্বারা পূজা করিবেন, স্ত্রীদিগের স্বামী বিনা পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অমৃত্যু কীর্তিত ব্রত এবং উপবাস নাই। কেবল পতিসেবা দ্বারা তাহার স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হই উন, পতিব্রতা স্ত্রী পতিলোককামী হইয়া কখন তাহার অগ্রিষাচরণ করিবেন না। পতিব্রতা স্ত্রী পতির মরণে পুষ্পমূল ও ফল দ্বারা জীবন ক্ষর করিবেন, কিন্তু পতি বিনা পর-পুরুষের নামোচ্চারণও করিবেন না। যতদিন না মৃত্যু হয়, ততদিন মধু, মাংস ও মৈথুনাদি বর্জনরূপ ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিবেন।

যে সকল স্ত্রী পতিব্রতাদর্শ উল্লেখন করিয়া পর-পুরুষাদি গ্রহণ করে, তাহার ইহলোকে নিন্দিতা হয়, পরকালে শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও অশেষবিধ পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া পীড়া ভোগ করে। (মনু ৬ অ°) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, পতিব্রতা সকল কার্যেই স্বামীর বশবর্তিনী থাকিবে। স্বামী বিদেশে যাঠলে স্ত্রী কৌড়া, শরীরসংস্কার, সভাদর্শন, উৎসবদর্শন, হস্তপ্রহারাস এবং পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য ১ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পতিব্রতা স্ত্রীধর্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সতী স্ত্রী প্রতিদিন ভক্তিতাবে পতিপাদোদক সেবন করিবে। ব্রত, তপস্তা, দেবপূজা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর পদসেবা, স্তব এবং বাহাতে পতি তুষ্ট হন, সেইরূপ কার্য করিবেন, পতির আজ্ঞা না লইয়া কোন কার্যই করিবে না, পতিকে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া পূজা করিবেন। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর বাক্যে সমান প্রভাস্তর করিবে না ও ক্রোধাবেশে পতি তাড়না করিলে তাহাতে কুপিত হইবে না। স্বামী স্মৃতি হইলে তাহাকে ভোজন করা-ইবে কষ্টে স্বামীর নিস্ত্রান্ত করিবে না। পুত্র অপেক্ষা স্বামীর প্রতি শতগুণ প্রেম করিবে। সর্বদা পত্নী সহাস্তবদনে পতির সমীপে উপস্থিত হইবে। পতি পতিব্রতা স্ত্রীর সকল প্রকার পাপ মোচন করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ এবং সকল দেবতার তেজঃ সতীপাদতলে অবস্থিত। স্বয়ং নারায়ণ, দেবগণ, মুনিগণ প্রভৃতি সকলেই

সতীকে ভয় করিয়া থাকেন, পতিব্রতার পদরেণুতে বহুধরা পুত হইয়াছে। সতীকে নমস্কার করিলে সকল পাপ মোচন হয়।

পতিব্রতা ইচ্ছা করিলে ঋণকালে ত্রিভুগং ধ্বংস করিতে পারেন। সতীর পতি ও পুত্র সর্বদা নিঃশঙ্ক, তাহাদের কোথাও ভয় নাই। যিনি পতিব্রতা কল্পা প্রসব করিয়াছেন, তিনি পুত হইয়াছেন এবং কল্পার পিতাও জীবন্ত হইয়া থাকেন।

পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতিদিন স্বামীর পূজা বিধেয়, তাহার বিধান এইরূপ—পত্নী প্রাতঃকালে উঠিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিবেন, পরে স্বামীকে প্রণাম ও স্তব করিয়া গৃহকার্য্য সকল শেষ করিবেন। তদনন্তর দান করিয়া দ্বৈতবস্ত্র, চন্দন ও গুরু পুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া প্রথমে পতিকৈ মনঃপূত জলে দান করাইবেন, তাহার পর বস্ত্র পরাইয়া পা ধুইয়া দিয়া আসনে বসাইবেন এবং ললাটে চন্দন, গলে মালা, গায়ে অহুলেপন প্রভৃতি দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পতিকৈ প্রণাম করিবেন।

“ও নমঃ শাস্ত্রায় শাস্ত্রায় সর্বদেবপ্রিয়ায় স্বাহা” এই মন্ত্রে পাণ্ড, অর্ঘ্য, পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য, সুবাসিত জল ও তাড়ুলাদি দিয়া পূজা করিতে হইবে। তৎপরে পত্নী নিম্নলিখিত স্তব পাঠ করিবেন।

“ও নমঃ শাস্ত্রায় শাস্ত্রে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে।

নমঃ শাস্ত্রায় দাস্ত্রায় সর্বদেবপ্রিয়ায় চ ॥

নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ।

নমস্তায় চ পূজ্যায় জ্ঞানাদারায় তে নমঃ।

পঞ্চপ্রাণাদিদেবায় চক্ষুঃসত্তারকায় চ।

জ্ঞানাদারায় পত্নীনাং পরমানন্দরূপিণে ॥

পতিব্রত্যা পতিবিধু পতিরেব মহেশ্বরঃ।

পতিশ্চ নিঃপাধারো ব্রহ্মরূপ নমোহস্ততে ॥

কমল ভগবন্! দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।

পত্নীবদ্ধো দয়াসিকো দাসীদোষং কমল চ ॥

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সৃষ্টাঙ্কে পদ্ময়া কৃতম্।

সরস্বত্যা চ ধরয়া গঙ্গয়া চ পুরা ব্রজ ॥

সাবিত্র্যা চ কৃতং ভক্ত্যা কৈলাসে শঙ্করায় চ।

মুনীনাঞ্চ সুরাণাঞ্চ পত্নীভিঃ কৃতং পুরা ॥

পতিব্রতানাং সর্কাসাং স্তোত্রমেতৎ শুভাবহং।

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যা শৃণোতি পতিব্রতা।

নরোহজো বাপি নারী বা লভতে সর্ববাহিতং ॥

অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনো লভতে ধনং।

রোগী চ মৃত্যুতে রোগাৎ বদ্ধো মৃত্যুতে বন্ধনাৎ ॥

পতিব্রতা চ স্ত্র্যা চ তীর্থদানকলং লভেৎ।

ফলঞ্চ সর্বকপসাং ব্রতানাঞ্চ ব্রজেশ্বর ॥

ইদং স্তোত্রা নমস্তুভ্য ভুঙ্কৈ সা ভবনুজয়া।

উক্তঃ পতিব্রতাবশ্যো গৃহিণাং প্ররতাং ব্রজ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঁ শ্রীকৃষ্ণখণ্ড ৮-৩ অ°)

পুরাণান্তরে অনেক পতিব্রতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নাম নির্দেশ করা গেল। সূর্য্যের সুবর্চলা, ইন্দ্রের শচী, বশিষ্ঠের অন্নদত্তী, চন্দ্রের রাহিণী, অগস্ত্যের লোণামুদ্রা, চাবনের স্কন্ধা, সত্যবাদের সাবিত্রী, কপিলের শ্রীমতী, সোদাসের মনরত্নী, সগরের কেশিনী, নলের দয়মতী, রামের সীতা, শিবের সতী, নারায়ণের লক্ষ্মী, ব্রহ্মার সাবিত্রী, রাবণের মন্দোদরী, অগ্নির স্বাহাদেবী, প্রভৃতি। ইহারা সকলেই পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্য।

সকল পুরাণেই পতিব্রতাব্রতের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

স্ত্রীদিগের পতিব্রতাই দান, যজ্ঞ, তপস্তা প্রভৃতি সকল কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহার সহিত কোন যোগাদির তুলনা হয় না। যে সকল স্ত্রী পতিব্রতা হইতে অলিত হয়, তাহাদের সকল-প্রকার নরক হয় এবং অধোগতির পরিসীমা থাকে না।

পতিয়ালী, আগ্রাবিভাগের আলীগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। ইটানগর হইতে ১১ কোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। গঙ্গার পুরাতন গড়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের উপরে উচ্চভূমিতে স্থাপিত। এখানে সাহাবুদ্দীন্ ঘোরির নিখিত একটি কেল্লা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, এই নগর পূর্ব্বকালে মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। বিজেতা সাহাবুদ্দীন্ উক্ত মন্দিরসকল ধ্বংস করিয়া তদ্বারা ঐ চূর্ণের চতুর্দিক্হ প্রাচীর নিৰ্ম্মাণ করান।

পতিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন পতিতা ইষ্টন্ ততস্তৃণো লোপঃ। অতিশয় পতনশীল।

“ন উজ্জং প্রপতাতপতিষ্ঠঃ” (শব্দ ১০।১৩৫।৫) ‘পতিষ্ঠঃ অতিশয়েন পতিতা’ (সারণ) পতিত-ঈয়ন্ত্ পতীয়স্। স্ত্রিয়াং ভীপ্। অতিশয় পতিতা।

পতের (পুং স্ত্রী) পততি গচ্ছতীতি পত-এরক্ (পতিকঠিকৃট-গড়িমশিভ্য এরক্। উণ্ ১।৫২)। ১ পক্ষী। (ত্রি) ২ গজা (পুং) ৩ আটক। ৪ গর্ভ। (সংক্ষিপ্তসার উপাদি)।

পতৈনীদেবী, মধ্যপ্রদেশে উচ্চর হইতে ৮ মাইল উত্তরে এবং পিথোরা হইতে ৪ মাইল পূর্বে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত একটি দেবীমন্দির। প্রাচীন গুপ্তমন্দিরাদির অঙ্কুরণে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে নিখিত ও ছাদ সমতল একখণ্ড প্রস্তরে গঠিত। দেবীমূর্ত্তি ৩০ ফিট উচ্চ ও চতুর্ভুজবিশিষ্ট। এতদ্বিধ এখানে চামুণ্ডা, পদ্মাবতী, বিজয়া, সরস্বতী প্রভৃতি পঞ্চদেবী এবং বামভাগে অপরাধিতা, মহামনসী, অনন্তমতি, গাঁদারী,

মানস জালামালিনী, মাহুলী ও দক্ষিণভাগে অর্থাৎ অনন্তমতি, বৈরাভা, গৌরী, কালী মহাকালী ও বজ্রাসকলা প্রভৃতি মূর্তি ও তরিরে নাম খোদিত আছে।

ডাঃ কনিংহাম লিখিয়াছেন যে, মন্দিরটি নিঃসন্দেহে অতিশয় প্রাচীন এবং গুপ্তরাজগণের সময়ে নির্মিত বলিয়া বোধ হয়। অভ্যন্তরস্থ দেবীমূর্তির পাদদেশে খোদিত যে লিপি আছে, তাহা সম্ভবতঃ দেবীমূর্তির সঙ্গে অথবা পরবর্ত্তি-সময়ে লিখিত হয়। তিনি আরও বলেন যে, পিষ্টপুত্রিকা দেবীর প্রাচীন মন্দির ও পবিত্র ভীষ্মকোষের কথা যে সকল তাম্র-শাসনে দেখিতে পাই, সেই প্রাচীন পৃষ্টপুত্রিকা দেবী মন্দির পরবর্ত্তিকালে পঠৈনিদেবী নামে সাধারণে পরিচিত হন।

পতোজা, অযোধ্যা প্রদেশের নীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে হইতে ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে জুলতান নগরের নিকট পর্য্যন্ত একটি সুবিস্তৃত প্রাচীন নগরের প্রবেশদ্বার ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পতোদি, পঞ্জাবের অধীনস্থ একটি সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২৮°১৪' হইতে ২৮°২২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪২' হইতে ৭৬°৫২' ৩০" পূঃ। ভূপরিমাণ ৪৮ বর্গমাইল। মহম্মদ মুমতাজ হুন্সালী খাঁ এখানকার বর্ত্তমান নবাব। ইহার বেলুচ বংশীয়। ইহার পূর্বপুরুষ ফাইজুলত্ব খাঁ হোলকরসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায়, লর্ড লেক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে এই ভূসম্পত্তি দান করেন।

পৎকামিন্ (ত্রি) পাদেন কবতি গচ্ছতি কব-নিগি, ততঃ পাদন্ত পদাদেশঃ। পাদদ্বারা গন্তা। (ভট্ট ৩৪)

পত্ (পুং) পতত্যানেন পত-বাহলকাৎ করণে তক্ত। পাদ। "নিশীথতো নিপতন্তঃ" (অথর্ব ৬।১৩।১)।

পতঙ্গ (স্ত্রী) পতঙ্গ পৃথোদরাদিত্যাং সাধুঃ। রক্তচন্দন, বক্মকাঠ (Caesalpinia suppan) হিন্দী—পতঙ, তৈলঙ্গ—ওকছু-কটু, উৎকল—বকমো। সংস্কৃত পর্যায়—পতঙ্গ, রক্তকাঠ, সুরঙ্গ, পমাণ্য, পটুরঙ্গ, ভাষ্যাবৃক, রক্তক, লোহিত, রক্তকাঠ, রোগকাঠ, কুচন্দন, পটুরঙ্গনক, সুরঙ্গ। ইহার গুণ—কটু, রস, অন্ন, শীত, বাতপিত্তজ্বর, বিস্ফোট, উন্মাদ ও ভূতনাশক। (রাজনি°)

"পতঙ্গং মধুঃ শীতঃ পিত্তশ্লৈষত্রণাত্মকঃ।

হরিতচন্দনবজ্রজের বিশেষাদাহনশনম্॥" (ভাবপ্র°)

(পুং) ২ ভঙ্গরাজ, চলিত ভীমরাজ। ৩ কেশরাজ, চলিত কেওরে। ৪ শালিখা ডোম।

পততস্ (অবা) পত-তস্। পাদ হইতে। (অথর্ব ৬।১৩।১)

পত্ন (স্ত্রী) পতন্তি গচ্ছতি জনা বসিন্। পত-ভনন্ (বীপ-

তিভ্যাং ভনন্। উৎ ১।১৫০) নগর। ভাগবতের ৭।২।১৪ শ্লোকের টীকার ঐতরব্রাহ্মী মহতীপুরী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ২ বৃন্দ। (হার্য°)

পত্ন (পাটন) অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার পূর্ব। তহ-শীলের অন্তর্গত একটি পরগণা। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য রাজপুত্রগণই প্রধান এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কুর্নী জাতিই প্রেষ্ঠ।

২ উক্ত পরগণার সদর। লোন নামক ক্ষুদ্র নদীর উত্তর-তীরে অবস্থিত। এখানে একটি মুসলমান কবিরের কবরের নিকটে প্রতি বৎসর ছইবার মেলা হয়। পৌষ মাসের মেলায় এ স্থানে তিন লক্ষেরও অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ঐ সময়ে উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে এখানে আনিয়া কব-রের সম্মুখস্থ বৃক্ষে সারারাত্রি বাঁধিয়া রাখা হয়। লোকের বিশ্বাস 'পবিত্র-পুরুষ' আসিয়া ঐ হতভাগ্যদিগকে আরোগ্য দান করেন।

পত্ন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটি পর্ব্বতময় উপবিভাগ। এখানে কৈনা, তারলে ও কোলে নামক তিনটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণা নদীতে পড়িয়াছে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এখানে জলকষ্ট উপস্থিত হয়। ভূপরিমাণ ৫৩৬ বর্গমাইল। এখানে ১টি নগর ও ২০১টি গ্রাম আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। কৈনা ও কেরলা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে সাতারা নগরের ২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ২২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৮' পূঃ। নগরটি ছই ভাগে বিভক্ত। একদিকে কৈনার নদীর বামতীরবর্ত্তী রামপুর গ্রাম এবং অপরদিকে ইনামদার সর্দার নাগোজীরাও পত্ননগরের বসতবাটী ও রাজকীয় হর্ম্মাদি। উক্ত সর্দারই এখানকার সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন।

পত্ন, বরোদা রাজ্যের গাইকোবাড় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত একটি উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৬৯ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। প্রাচীন নাম অন-হিলবাড়া পত্ন। বনাস নদীর শাখা সরস্বতীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫১' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১০' ৩০" পূঃ। গুজরাত প্রদেশের মধ্যে এই নগর সর্ব্ব প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী। এখানকার মন্দিরাদি ও বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদাদির কারুকার্য ইহার গঠন ও শিল্প-নৈপুণ্যের গৌরব প্রকাশ করিতেছে। এখানে জৈনদিগের প্রায় ১০৮টি মন্দির আছে। গুজরাত হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, চাণোৎকট বংশীয় রাজা বাণ ৮৬২ বিক্রম সম্বতে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বংশধর সামন্তসিংহের রাজ্যাবসানে তৃতীয় ভাগিনের মুলরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহার অধিকারে এখানে চালুক্য

রাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। অতঃপর বাঘেলা ও বিচারপ্রণী বংশীয় রাজপুত্রগণ এখানে রাজত্ব করেন। ১১২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইলেও এখানে প্রকৃত মুসলমান রাজত্ব ১৩০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অকবর এই প্রদেশসমোগল রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। মহারাষ্ট্র অত্যাচারে পূর্বসমুদ্রের কতকাংশ লোণা দিয়াছিল। বর্তমান নগরের শ্রীমুখি ও চতুর্দিকস্থ অত্যাচার প্রাচীর প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে উত্তরোত্তর ভরবায়ী ও বড়ুনা নির্মিত হয়।

পতন (বা) পতন সোমনাথ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনগড় রাজ্যের সোরথ বিভাগে অবস্থিত একটি প্রাচীন নগর ও তীর্থক্ষেত্র। [সোমনাথ দেখ।]

পতনদার (পারসী) ভূম্যধিকারীর অধীনস্থ ভূসম্পত্তির করদাতা।
পতনবগিক্ (পুং) পতনস্ত্র নগরস্ত্র বগিক্। নগরবগিক্, পর্যায়—স্বাধারী। (ত্রিকা°)

পতনা, বাংলাদেশের শাহাবাদ জেলার ভবুয়া থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। শবরজাতীয় কোন হিন্দুরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া খ্যাত। এখানে বিস্তৃত অটালিকাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহার পার্শ্বস্থ শ্রীরামপুর গ্রামের নামে কেহ কেহ এই প্রাচীন রাজধানীকেও শ্রীরামপুর বলিয়া থাকেন। এখানে যে ভগ্ন প্রস্তর ও ইটকারির স্তূপ পড়িয়া আছে, তাহা পূর্বে পশ্চিমে ৭৮০ ফিট ও উত্তর দক্ষিণে ১০৮০ ফিট লম্বা। ইহা পাঁচটা অসমান ভাগে বিভক্ত। কোণাও কোণাও উচ্চে ৫০ ফিট পর্যন্ত দৃষ্ট হয়। ইহার পূর্বদিকে আরও একটি ঐরূপ লম্বা স্তূপ দেখা যায়। উচ্চে ও প্রাঙ্গে পূর্বোক্তটা অপেক্ষা ইহার আরও তন কম। ইহার দক্ষিণাংশ চামারটোলী এবং উত্তরপূর্বে পতনা নামে গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীরপরিবেষ্টিত তরুতলে মহাবীর মূর্তি ও কতকগুলি ভগ্ন লিঙ্গমূর্তি আছে। শ্রীরামপুর গ্রামের উত্তরে আরও একটি স্তূপ এবং দক্ষিণে বাঘবন নামে একটি গোলাকার উচ্চ ভূমি দৃষ্টগোচর হয়।

পতনাধিপতি (পুং) পতনস্ত্র অধিপতিঃ। রাজভেদ। (ভারত)
পতনী (পারসী) নির্দিষ্ট খাজনা দিবার নিয়মে সংস্থাপিত ভূম্যাদি। জমিদার রাজার নিকট হইতে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, পরে ঐ জমি আর একজনের নিকট নির্দিষ্ট খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে তাহা পতনী হয়। পতনীদারের স্ত্রী চিরস্বামী। পতনীদার বথানিরসে খাজনা না দিলে ‘অটম’ আইনানুসারে কার্শিক’ ও জোষ্ঠমাসে টাকা আদায় হয়। নির্দিষ্ট সময়ে টাকা না দিলে তাহার আর সন্ধ্য থাকে না।

পতনীপ্রভু, (পতন বা পাতনেপ্রভু) বোম্বাই প্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়জাতীর এক শ্রেণীর কারহ বা মনীষীবা। বোম্বাই ও কর্ণাটক প্রদেশে চতুর্বিধ মনীষীবা প্রভু দৃষ্ট হয়, কারহ প্রভু, দমনপ্রভু, ক্রবপ্রভু ও পতনপ্রভু। এই চারিপ্রশ্রেণীর প্রভু বা কারহের মধ্যে পতনপ্রভুগণই আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও বিত্তম ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কল্কপুরাণের সহস্রাবিধে লিখিত আছে, পূর্বে ইহারা “পাঠারী” নামে বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু পৌরাণিকের পতন-প্রভু নাম হয়, এ সম্বন্ধে সহস্রাবিধে এইরূপ লিখিত আছে—

“ত্রিভুজ মানসপুত্র কস্তপ, তংপুত্র হৃদ্য, তংপুত্র বৈবস্বত যজু, তদ্বংশে দিলীপ, তংপুত্র যজু, তংপুত্র অক, তংপুত্র বশমণ, তংপুত্র রাম, তংপুত্র কুশ, তংপুত্র অতিথি, তংপুত্র নিবধ, তংপুত্র নভঃ, তংপুত্র পুণ্ডরীক, তংপুত্র ক্ষেমধরা, তংপুত্র দেবানীক, তংপুত্র বাসী, তংপুত্র দল, তংপুত্র শীল, তংপুত্র উমাত, তংপুত্র বজ্রনাত, তংপুত্র খণ্ডন, তংপুত্র পুণ্ডিত, তংপুত্র বিশ্বসম, তংপুত্র ব্রাহ্মণ্য, তংপুত্র হিরণ্যনাত, তংপুত্র কোশলা, তংপুত্র সোম, তংপুত্র ব্রহ্মিষ্ঠ, তংপুত্র পুণ্ডা, তংপুত্র স্তম্ভদর্শন, তংপুত্র অনিবার্ণ। এই অনিবার্ণের অধপতি নামে এক পুত্র জন্মে। প্রথমে রাজা অধপতির কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তৎপরে তিনি ভরদ্বাজ প্রভৃতি বাদশ ঋষিকে সর্কস্ব দক্ষিণা দিয়া পুত্রোষ্ট্রিবাগ করেন, তাহাতে অল্পকাল প্রভৃতি ১২টী পুত্র জন্মে। এই ১২ জন পুত্রের ১২ জন ঋষির নামে গোত্র হইল, এবং সেই বাদশ ঋষির আরাধ্য শক্তি এই ১২টী রাজপুত্রের কুলদেবী বলিয়া গণ্য হইল। এক সময়ে রাজা অধপতি সপুত্রে শৈঠননগরে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আগমন করেন। এখানে তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে তুলাপুষ্করাদি অনেক সংকর্ষণের অন্নচান করেন। তথায় তুচ্ছ রাজদর্শনে উপস্থিত হন; কিন্তু ঘটনাক্রমে দুনিকে দেখিয়া অধপতি উত্তীর্ণ পাণ্ড অর্থা দিয়া পূজা করেন নাই, তাহাতে তুচ্ছ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, তুমি রাজ্যোপার্গে মনোমুগ্ধ হইয়া আমার অবমাননা করিয়াছ, এই জন্য তোমার রাজনাশ ও বংশনাশ হইবে।” তখন রাজা অধপতি আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া ঋষির পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন ও কাতরভাবে কহিলেন, আমি নানাদি কার্যে অল্পমনস্ক ছিলাম, এই জন্যই এই অপরাধ হইয়াছে, আশায় ক্ষমা করুন।” রাজার কথা শুনিয়া দুনিবর সন্তুষ্ট হইলেন ও রাজাকে কহিলেন, আমার শাপ বৃথা হইবার নহে। তবে তোমার বংশ থাকিবে বটে, কিন্তু তাহারা রাজাধীন হইয়া সকলোই নিঃশৌর্য হইবে ও নিপিকারিত্তি অবলম্বন করিবে। এই শৈঠন-পতনে আমি

কোথবশে শাপ দিয়াছি বলিয়া এই প্রেসিড পাঠারীরগণ ‘পত্নী’
আখ্যা প্রাপ্ত হইবে এবং এই পত্নবংশীরগণের উপাধিতে
‘প্রভু’ পদযুক্ত থাকিবে।^(১) এই বলিয়া ভৃগুমুনি চলিয়া গেলেন।

বর্তমান স্বর্গাবংশীয় পত্নপ্রভুগণ অমপতির উক্ত ১২ জন
পুত্রকেই আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন।
সহাদ্রিথগুহাসারে উক্ত ১২ জনের নাম, গোত্র ও কুলদেবীর
পরিচয় এবং প্রত্যেকের বংশে এখন যে পদবী ব্যবহৃত হইয়া
থাকে, তাহা লিখিত হইল—

১ অমুজ	গোত্র	কুলদেবী	দেবীর স্থান	পদবী	বৈদ
১ অমুজ	ভরদ্বাজ	প্রভাবতী	মহিম	রাণে	
২ দেবক	পুতমাক	কালিকা	মুখাই	প্রধান	
৩ পুখু	বশিষ্ঠ	চণ্ডিকা	দন্তোল	কোঠারে	
৪ কৃত্তবর্গ	কান্তপ	মহালক্ষ্মী	কোলাপুর	নবলকর	
৫ ভর	হারিত	যোগেশ্বরী	যোগেশ্বরী	পট্টেরাও	
৬ শশিক	বৃদ্ধবিক্র	ইন্দ্রাণী	বিসবা	ধুরধর	
৭ সোবান	ব্রহ্মজনাধিন	কামাকী	কাকীপুর	ব্রহ্মাওকর	
৮ সূর্য	সোবলা	একবীরা	কালুগ্রাম	দেশাই	
৯ কোঙলা	কোঙলা	অধিকা	গুজরাত	নায়ক	
১০ মণ্ডক	মাণ্ডবা	মহেশ্বরী	মুখাই	মনকর	
১১ কুশিক	কৌশিক	দুর্গা	কলিকাতা	বেলকর	
১২ মার্জিত	বিখামিত	অরিতা	ভরোচতুলজা	ব্যবহারকর	

নামানি যজ্ঞকাক্য কতাননুত

এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর পত্নীপ্রভু আছে, তাহার
আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় কামপতির সন্তান বলিয়া
পরিচয় দিয়া থাকেন। স্বল্পপুরাণে সহাদ্রিথগুে কামপতির
এইরূপ পরিচয় আছে—

কন্তপ, তৎসুত অত্রি, তাহার চকু হইতে চন্দ্র, তৎসুত
বৃধ, তৎসুত পুরুষবা, তৎসুত নহব, তৎসুত যযাতি, তাহার
পুত্র আয়ু, তৎসুত ত্রপু, তৎসুত বায়, বায় হইতে কুশ,
কুশের পুত্র ভানু, তৎসুত সোম, সোমের পুত্র শিরা, তৎপরে
পুত্রাদিক্রমে ধনঞ্জয়, মাল্য, কামরাজ, পুষ, রবিমণ্ডল, রবির
বংশে সর্বজিৎ, সর্বজিৎ হইতে নধু, তৎপরে পুত্রাদিক্রমে,

(১) “স্বঃ চেন্দ্রবংশমাগ্নো বংশবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি।

তৎসংশাস্ত রাজানো নিঃশোর্ধ্য রাজ্যহীনতঃ।

অব্যপ্রভৃতি তেবাং বৈ লিপিকাভীবনঃ ভবেৎ।

পৈঠমে পুস্তকে লগ্না মরা কোপবশাৎ কিল।

পাঠারীয়াঃ প্রসিদ্ধান্তে পত্নীপ্রভাঃ ভবত বঃ।

প্রভুত্বপদং তেবাং পত্নপ্রভবাক্ষং যে।” (সহ্যাজি ১১৮।১০-১৫)

ইন্দ্রপাল হই, দুর্দগা, ধর্ম, কাম, কৌশিক, রণমণ্ডন, রণ-
মণ্ডনের বংশে শিমিরাজ, তৎসুত বাগলালন, তৎসংশে বজ্রনাভ,
তৎসুত ইন্দুমণ্ডল, তৎসুত কামপাল, তৎসংশে সলিল, তৎসুত
অমঘ, তৎসুত কানী, তাহার বংশে কামপতি জন্মগ্রহণ করেন।
রাজার কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি ঋষিদিগের পরামর্শ
লইয়া পুত্রোন্মী বজ্র করেন, তাহাতে তাহার বহুসংখ্যক
পুত্র জন্মে।

নিম্নে কামপতির বংশধারা, তাঁহাদের গোত্র ও কুলদেবীর
নাম উক্ত হইল ;—

পূর্ব পুরুষ।	কুলদেবী।	গোত্র।
১ পদ্মরাজ	যোগেশ্বরী	আক।
২ শাম *	মহালক্ষ্মী	চ্যবন।
৩ পুখু *	একবীরা	গোতম।
৪ শ্রীধর	কালিকা	কোড়িন।
৫ ব্রজ	প্রভাবতী	সোনর।
৬ চম্পক	কুমারিকা	চম্পক।
৭ নীলরাজ	জগদম্বা	বশিষ্ঠ।
৮ বিছাংপতি	সরস্বতী	বিখামিত।
৯ সুরথ	উমা	ভৃগু।
১০ রঘু	বাগীশ্বরী	অত্রি।
১১ মাগধ	বাগীশ্বরী	অত্রি।
১২ শৈল	ললিতা	ভরদ্বাজ।
১৩ শ্রীপতি *	চণ্ডিকা	হারিতন।
১৪ শৈল	রেণুকা	দেবরাজ।
১৫ নবুল	মহাকালী	ভৃগু।
১৬ দমন	তামসী	অঙ্গির।
১৭ শৈল	ইন্দ্রাণী	গর্গ।
১৮ যজ্ঞ	প্রভাবতী	সোনর।
১৯ গোপক (গোপকিক)*	নীলাম্বা	পার্বত।
২০ জগন	কোলাম্বা	প্রিয়ধি।
২১ ময়ধ	অম্বা	বৃদ্ধবিক্র।
২২ পারসি	বাগীশ্বরী	বৈবস্বত।
২৩ রত্নক	রত্নাকী	ভদ্র।
২৪ প্রদোষ	মহাদেবী	কুপারু।
২৫ শশিরাজ	তামসী	চামর।
২৬ দানরাজ	বজ্রিণী	মার্ত্ত্ত।
২৭ সারজ	মাতুলনা	দাণ্ডা।
২৮ বজ্রধ্বজ *	নীলা	পুতিমাক।
২৯ দেবরাজ	জলবেধা	জাখীল।
৩০ সন্তোষ	মাতৃকা	পদক।
৩১ শ্রীপাল *	মোহিনী	বৈবস্বত।
৩২ কামহালী	ভীমা	গর্গ।

কর্মসমূহ	কর্ম (স্বামী)	বৈতন (মোহ)
১০ শ্রমিক	উর্ধ্বা	অমর
১১ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
১২ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
১৩ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
১৪ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
১৫ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
১৬ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
১৭ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
১৮ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
১৯ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
২০ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
২১ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
২২ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
২৩ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
২৪ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
২৫ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
২৬ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
২৭ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
২৮ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
২৯ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৩০ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৩১ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৩২ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৩৩ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৩৪ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৩৫ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৩৬ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৩৭ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৩৮ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৩৯ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৪০ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৪১ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৪২ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৪৩ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৪৪ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৪৫ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৪৬ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৪৭ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৪৮ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৪৯ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৫০ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৫১ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৫২ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৫৩ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৫৪ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৫৫ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৫৬ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৫৭ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৫৮ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৫৯ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৬০ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৬১ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৬২ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৬৩ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৬৪ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৬৫ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৬৬ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৬৭ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৬৮ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৬৯ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৭০ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৭১ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৭২ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৭৩ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৭৪ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৭৫ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৭৬ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৭৭ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৭৮ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৭৯ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৮০ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৮১ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৮২ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৮৩ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৮৪ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৮৫ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৮৬ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৮৭ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৮৮ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৮৯ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৯০ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৯১ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৯২ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৯৩ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৯৪ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৯৫ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৯৬ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৯৭ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৯৮ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
৯৯ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ
১০০ শ্রমিক	শ্রমিক	কাজ

১১. কাম... ১২. কাম... ১৩. কাম... ১৪. কাম... ১৫. কাম... ১৬. কাম... ১৭. কাম... ১৮. কাম... ১৯. কাম... ২০. কাম... ২১. কাম... ২২. কাম... ২৩. কাম... ২৪. কাম... ২৫. কাম... ২৬. কাম... ২৭. কাম... ২৮. কাম... ২৯. কাম... ৩০. কাম... ৩১. কাম... ৩২. কাম... ৩৩. কাম... ৩৪. কাম... ৩৫. কাম... ৩৬. কাম... ৩৭. কাম... ৩৮. কাম... ৩৯. কাম... ৪০. কাম... ৪১. কাম... ৪২. কাম... ৪৩. কাম... ৪৪. কাম... ৪৫. কাম... ৪৬. কাম... ৪৭. কাম... ৪৮. কাম... ৪৯. কাম... ৫০. কাম... ৫১. কাম... ৫২. কাম... ৫৩. কাম... ৫৪. কাম... ৫৫. কাম... ৫৬. কাম... ৫৭. কাম... ৫৮. কাম... ৫৯. কাম... ৬০. কাম... ৬১. কাম... ৬২. কাম... ৬৩. কাম... ৬৪. কাম... ৬৫. কাম... ৬৬. কাম... ৬৭. কাম... ৬৮. কাম... ৬৯. কাম... ৭০. কাম... ৭১. কাম... ৭২. কাম... ৭৩. কাম... ৭৪. কাম... ৭৫. কাম... ৭৬. কাম... ৭৭. কাম... ৭৮. কাম... ৭৯. কাম... ৮০. কাম... ৮১. কাম... ৮২. কাম... ৮৩. কাম... ৮৪. কাম... ৮৫. কাম... ৮৬. কাম... ৮৭. কাম... ৮৮. কাম... ৮৯. কাম... ৯০. কাম... ৯১. কাম... ৯২. কাম... ৯৩. কাম... ৯৪. কাম... ৯৫. কাম... ৯৬. কাম... ৯৭. কাম... ৯৮. কাম... ৯৯. কাম... ১০০. কাম...

কামপতির পুর নাম।	গোত্র।	বর্তমানবংশীয় গণের উপাধি।	কুলদেবী।	কুলদেবীর বেথানে মন্দির
১ শাম	চন্দ্রভার্গব	হরজিৎ	একদেবী	কাজি
২ পুণ্ড	পৌতব	মোরককর	কলী	কাজি
৩ ব্রহ্ম	শাক্তিয়া	রাজ	বজ্রিণী	বজ্রবাই
৪ জীপতি	বেদনত	জরাকর	বোমেশ্বরী	বোমাই
৫ পুত্রীক	মর্ত্ত	ধারাবর	জারাবেরী	কাজি
৬ বজ্রবট্ট	জামরদি	ভলপতে	বোমেশ্বরী	বোমেশ্বরী
৭ জীপাল	নামাতি	কীর্ষিকর	কমকা	কান্দেবী
৮ শামলি	মুগল	অজিত	দেউবরী	ঠালা
৯ পার্শ্ব	চনাক	দেবদাস	চতিকা	মজোলি
১০ বাহকি	ভার্গব	সেনজিৎ	বজ্রিণী	বজ্রবাই
১১ হরধ	উপমহা	বিজয়কর	জাতিকা	কাজি
১২ গজ	মহোজ	ত্রিলোককর	বজ্রিণী	বজ্রবাই
১৩ আনন্দ	পুলভা	প্রতাকর	জীবেশ্বরী	জীবদাস
১৪ বেত	গর্গ	বজ্রকর	একদেবী	কাজি
১৫ অংশ	বৈশম্পায়ন	আনন্দকর	হরদেবী	হরাজ

সহস্রাব্দে বাতীত কোত্তচিহ্নাধি, বিবাহাধান, জন্মাদিন-গণেশের প্রভুচরিত্র, জ্ঞানেশ্বরী, সেনোর সেন্টা দি জুজার 'মহিম ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থে এই জাতি সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। বিবাহাধান গ্রন্থে লিখিত আছে, বাসববংশীয় রাজা রামরাজ ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে পৈঠনের নিকট, মুসলমানের হস্তে পরাজিত হইলে তৎক্ষণে বিব্রত হইয়া কোত্তপন্থে পলায়ন করেন, তাঁহার সহিত হর্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় প্রভু অমাত্যগণ সপরিবারে আসিয়াছিলেন। সেই প্রভুগণের নাম যথা—

হর্যবংশে ভরবাক গোত্রে বিক্রম রাণে ও মধুহরন প্রধান ;
পুতমাক গোত্রে জীম, ভামরার, শিব ও জীপংরাও প্রধান ;

* চিত্রিত পুরুষের দ্বারা এখনও বেথা যায়, কিন্তু গোত্র ও কুলদেবী অধিকাংশ হুদেই পরিবর্তিত হইয়াছে।

(১) History of the Pattana Prabhu, p. 6. Table. II.
(২) Senhor Caitan De Sousa's Mahim Histom.

বশিষ্ঠগোত্রে বিক্রমসেন, কেশবরায়, গোপাল, ভীম, নারায়ণ, বিশ্বনাথ, ত্রিষক রায়, শিবরায় ও দামোদর কোঠারে; কাঞ্চনগোত্রে কালীধর, ককরায়, গোবিন্দরায়, চন্দ্র, মহাদেব, তারক, ত্রিষক, নারায়ণ ও কেশব নন্দকর; হারিত গোত্রে সেনজিৎ, শ্রীপৎ, রাম ও শঙ্কর পল্লভরায়; বৃহদ্বিজ গোত্রে মাক্কাভা, ত্রিষক, দামোদর, সুরদাস, শিবরায় ও কেশব ধরকর; ব্রহ্মজনার্দন গোত্রে সহস্রসেন, গণেশ, ত্রিষকরায়, শিব, ভানরায়, পদ্মাকর ও কর্ণ ব্রহ্মাঙ্কর; সৌন্দর্য গোত্রে পুণ্ডরীক, দাদা, শিব, গোবিন্দ রায় ও শিবরায় দেশাই; কোড়িনাগোত্রে অনন্তকীর্ত্তি, দেব, ভীম, শিব ও গোবিন্দরায় নায়ক; মাণ্ডব্য গোত্রে বাহুসেব, গোবিন্দ, নারায়ণ, ভ্রাম, ভীম, শ্রীপৎরায়, তারক ও নরহরি দানকর; কোলিক গোত্রে সুরভ, কেশব, কক, ত্রিষক, শ্রীপাল, ভীম, সুরদাস ও রঘুনাথ বেলকর; বিখাঙ্গি গোত্রে জয়বন্ত, দামোদর, গোরক, শিবরায় ও ভীম ব্যবহারকর।

চন্দ্রবংশে—চ্যবনভার্গব গোত্রে দামোদর, শিব, ভীম, রণজিৎ; পৌন্ডর্যগোত্রে মধুসূদন ও ভীম গোরককর; শান্তিল্য গোত্রে বাহুসেব, শ্রীপতি ও ককরায়; দেবদত্তগোত্রে কেশব ও দামোদর জয়াকর; মার্কণ্ডগোত্রে নারায়ণ, লক্ষ্মীধর ও ভীম ধার্যধর; জমদগ্নি গোত্রে নারায়ণ ও কেশব তলপড়ে; নানান্তি গোত্রে সুরদাস ও ভরদাস কীর্ত্তিকর; মূল্যলগোত্রে শ্রীপাল অজীকর; চনাঙ্কগোত্রে সুরভ, জিপল ও রঘুনাথ ধৈর্যাবান; ভার্গব গোত্রে রামদেব লক্ষীধর; মাণ্ডব্যগোত্রে কেশবরায় ও সুরভ জিলোককর; পৌলস্ত্যগোত্রে রাম প্রভাকর; পর্ণ গোত্রে ধর্মসেন বককর; বৈশম্পায়ন গোত্রে লক্ষ্মীধর আনন্দকর এবং উপমহা গোত্রে নারায়ণ ব্যবহারকর।

রাজা বিষদেবের আজরে প্রভুগণ উক্ত রাজকীর পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। বিষদেবের প্রেত ভ্রাতৃশাসন হইতে জানা যায়, প্রভুগণ কোড়প প্রদেশের নানাস্থানে মহাসামন্ত বা শাসন-কর্ত্তা-রূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত রাজ্যের পঞ্চাশ লাভ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে মহিমের প্রভু-রাজগণের বিবরণ কোড়প-চিহ্নাধি ও পর্ত্তগীজদিগের লিখিত মহিমের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

পর্ত্তগীজদিগের আগমনকাল পর্যন্ত প্রভুগণ সাগসেটা, বসাই, মহিম ও বোয়াইনগরের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপসমূহ শাসন করিতেন। ১৫১২ খ্রিঃ অব্দে পর্ত্তগীজেরা এই সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লন। এই সময়ে প্রভুগণ আপনাদিগের পূর্বাধিকার হারাইলেন। পর্ত্তগীজদিগের দোরাণ্ডো ও উৎ-পীড়নে এখানকার হিন্দুসমাজ প্রমাদ গণিয়াছিলেন। পর্ত্ত-

গীজদিগের নিকট অভিযোজন ছিল না, তাহারা ব্রাহ্মণকে ধরিয়া তাহার বাড়ি মোট চাপাইয়া দিত। রাজবংশীয় কাহাকেও পথে পাইলে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া নীচ ঢাকের নত কাণ্ড করাইয়া লইত। এইরূপে তাহারা হিন্দুসমাজের উচ্চজাতির কাহারও মান অপমানের দিকে লক্ষ্য করিত না। পর্ত্তগীজ-শাসনকর্ত্তাগণ প্রভুদিগকে কার্যকুশল ও চতুর বুঝিয়া তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে গ্রাম ও নগরের উচ্চ রাজকীরপদে নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহাদিগের এই সকল কার্যপ্রবন্ধে ইচ্ছা না থাকিলেও পর্ত্তগীজ রাজশুল্কগণের উৎপীড়ন-ভয়ে তাহারা কার্য-প্রবন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পর্ত্তগীজগণ উক্ত হিন্দুসমাজের উপর বড়ই অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণদিগ হিন্দুগণ ভতই মনে করিতেন যে, প্রভুকর্ত্তারীদিগের পরামর্শে এইরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতেছে। এইরূপ বিশ্বাসে, ক্রমে সকল ব্রাহ্মণই প্রভুদিগের উপর অত্যন্ত ঈরিত হইলেন এবং ‘প্রভুরা নীচজাতি, তাহাদিগের সংস্রবে কোন ব্রাহ্মণের থাকি উচিত নয়’ এইরূপ অভি-মত অনেকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বহুদিন প্রভুদিগের রাজকীর প্রভাব ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের বিশেষ কিছুই অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। শিবাজীর অসুস্থত্বকালে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণেরা প্রভুদিগের সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু হিন্দুসুলভিলক শিবাজী ব্রাহ্মণগণের মল্ল অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্রভুদিগের কোনরূপ অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করেন নাই। বরং তিনি প্রভুদিগকে আপ-নার সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, শিবাজীর ইতিহাসে এই সকল প্রভু-সেনাপতিগণের কার্য-দক্ষতার ও বীর্যবতার মধ্যে পরিচয় আছে। লজাজী, রাজারাম, ও তারাবাইএর সময়ও প্রভুদিগকে সমাজে হের করিবার লজ্জা ব্রাহ্মণেরা বিধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সময়েও তাহারা বিফলপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের অতীত সাধনে ক্ষান্ত থাকে। ক্রমে উত্তর জাতির মধ্যে বিশেষ বিবেচনাবলি জন্মিতে লাগিল। মহারাষ্ট্ররাজগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও এই বিবেচনাবলি নিবাহিতে পারেন নাই। প্রভুরা মহারাষ্ট্রপতি সাহর নিকট অভিযোগ করেন যে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের কুলবিবরণমূলক সহায়িত্বও ও অপরায়ণ পুরাণে আধুনিক সৌক্য প্রকিষ্ট করিয়া, তাহাদিগকে সমাজে হের করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বালাজী বাসিরাওএর নিকটও এই অভিযোগ উপস্থিত হইল। তিনি সাহকে জানাইলেন। শিবাজীর জ্ঞান সাহও প্রভুদিগকে ভালবাসিতেন। তিনি অসুস্থ হইলেন, প্রভুগণ বহুপূর্বকাল হইতে বৈষ্ণব ক্রিয়োচিত সংস্কারাদি করিয়া আসিতেছে, এখনও সেইরূপ করিবে। তিনি ঋণ ও মাহিগ্রামের ব্রাহ্মণ-

বিশেষ আদেশ করিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে রাণাবিগের সম্বন্ধেই প্রকৃপণের বেত্রশ পৌরোহিত্যাদি কর্ত্ত করিয়া আনি-
ভেদে, এখনও সেইরূপ করিবেন। সাহ এইরূপ আদেশ করিলেও, তাঁহার প্রতিনিষিদ্ধ অঙ্গীকরণ-পত্রিত তাঁহার আদেশ চাপিয়া রাখেন। এই সময়ে এক সম্প্রতিপালী প্রকৃ কর্ত্তক যখনবরের নিকট সিদ্ধিবিদ্যার নামে একটি গণেশ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রকৃবিগের সহিত চিৎপাবন ও অপর্যাপ্ত ব্রাহ্মণগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। চিৎপাবনেরা বোম্বারের প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্যে ব্রতী হইতে চান, কিন্তু প্রকুরা চেউলদিবাসী বৈষ্ণবী রাজপ্রতিষ্ঠানি ধর্ম্মাবিকারী প্রকৃতিকে আনাইরা বিনায়কের অভিব্যক্তি সম্পন্ন করেন। তাহাতে বসাই-দিবাসী ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎকালীয় জুবোদার রাজপ্রতিষ্ঠানী ফেশবের নিকট গিয়া এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ করেন, 'প্রকৃপণ রাজা বিশ্বদেবের অমৃতবর্ষী রাজপুত্রকজিরসন্তান নহেন। তাহার যে কোন ব্রাহ্মণকে ডাকাইরা ধর্ম্মকর্ত্ত করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিরোধিতা অধিকার না থাকিলেও, তাহার যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করে ও গায়ত্রী উচ্চারণ করে। তাহাদিগের প্রধান পুরোহিত বৈষ্ণবী বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ প্রকৃ-
দিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে একটি মিথ্যা গল্প লিখিয়াছেন। এই গল্পে তিনি প্রমাণ করিতেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন যে, পতন বা পাঠারীর প্রকৃপণ সূর্য্যবংশীয় অশ্বপতি এবং চন্দ্রবংশীয় কামপতির সন্তান।' জুবোদারকে তাহার আরও অমরোথ করিলেন যে, আমাদের রত না লইয়া আপনি পঞ্চকমল, সোণার, তাম্রারী ও স্নাত্ত নীচ শ্রেণীর বর্ধিষ্ণু লোকদিগকে ডাকাইরা প্রকৃদিগের জাতির বিরহ জানিতে পারেন। এ ছাড়া তাঁহার সমাজচ্যুত কএক জন প্রকৃকে আনাইরা তাঁহাদের মুখে শুনাইলেন যে, প্রকৃদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

জুবোদার তদুপায়ে প্রকৃদিগের বিরুদ্ধে পেশবা বাসাজী বাজিরাওএর নিকট এক অভিযোগ পাঠাইলেন। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে পেশবা চেউলের অন্তর্গত প্রত্যেক নগর ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট আদেশ পাঠাইলেন, 'যেন কোন ব্রাহ্মণ প্রকৃদিগের সংস্কারাদি কার্য্য না করেন, করিলে দণ্ডনীয় হইবেন। প্রকুরাও যেন আর গায়ত্রী উচ্চারণ বা যজ্ঞসূত্র ধারণ না করেন।' পেশবার আদেশে প্রকৃদিগের ব্রাহ্মণপুরোহিত বদ্ধ হইল, এই সময়ে ব্রাহ্মণ জুবোদারের আদেশে শত শত প্রকৃ-সন্তান সিগ্ধীত, লাক্ষিত ও ভূতাসুখে পতিত হইরাছিল। যে প্রকুরা গৃহে উপনয়ন বা বিবাহ উপস্থিত হইত, তাহার আর কঠোর

পরিশীল্য থাকিত না। বহু অর্ধবৎ দিতে পারিলে অনেক কঠোরকা পাইতেন, কিন্তু তাঁহার গভীর তাঁহার আর সমাজে বৃহৎ দেখাইতে পারিতেন না। প্রকুরা ব্রাহ্মণবিগের হাতে ৫ বৎসর কাল এইরূপ দাষণ নিগ্রহ ভোগ করেন। তৎপরে ব্রহ্মপ্রকৃপণের জুবোদার রানবী মহাদেব প্রকুরাযাজের করণ আবেদনে প্রিলিত হইয়া পেশবাকে জানাইলেন, 'প্রকৃপণ প্রকৃত কজিরসন্তান হইলেও, তাহাদিগের প্রতি কোন জুবোদার হইতেছে না, তাহার বহু বিনয়রূপে উৎসাহিত হইতেছে। শত্রুতাচার্য্য স্বামী তাঁহার সম্মতিপত্র এই জাতিতে কজির বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।' ইত্যাদি।

ইহার কএক বর্ষ পরে প্রকৃদিগের বিপক্ষগণ পুণার গিয়া পেশবার নিকটে প্রকুরাজাতির বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা অঙ্গবাদ ঘটনা করিলেন। পেশবার আদেশে প্রবাদ ধর্ম্মাবিকারী রামশাস্ত্রী বোম্বাই ও মহিবাসী লম্বর মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণকে জানাইলেন, 'কোন ব্রাহ্মণ প্রকৃদিগের গৃহে কোন প্রকার কর্ম্মচ্যুত করিলে, তাহা ব্রাহ্মণজাতির বিরুদ্ধকর্ম্ম বলিয়া গণ্য করা হইবে।'

এই সময়ে পুণেরির শত্রুতাচার্য্য স্বামী বোম্বাই নগরে উপস্থিত হন। এই সুযোগে প্রকৃপণ গিয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেন এবং সহজাতিক, কুলপঞ্জিকা, কোলাপুরের শত্রুতাচার্য্য-স্বামীর সম্মতিপত্র, বিশ্বদেবের তাম্রশাসন প্রকৃতি উপস্থিত করিয়া তদুপে তাঁহাদের জাতি ও অধিকার-নির্ণয় করিবার জন্য অমরোথ করেন। শত্রুতাচার্য্য স্বামী প্রকুরসন্তানের শোচনীয় অবস্থা তদ্রি ও তাঁহাদের কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত কজির বলিয়াই সম্মতিপত্র দিলেন। এই সময়ে স্বামীজী প্রকৃদিগকে পূর্বাধিকার প্রদান করিবার জন্য পেশবাকেও অমরোথ করিয়া পাঠাইলেন। তৎকালে মাধবরাও (২য়) পুণার পেশবাপদে অধিষ্ঠিত। তাঁহার সভায় শত্রুতাচার্য্যের লিপি পাঠিত হইলে, তিনি সভায় বসাইদিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে অবিলম্বে সভা হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। প্রকৃপণ বাহাতে পূর্ব্ববৎ নির্ধিমে স্ব স্ব ধর্ম্মপালন করিতে পারেন, তাহারও অমরোথ দিলেন।

যদিবর নানা কল্পনাবিশ পেশবার কার্য্যে বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি আবার পুণার ধর্ম্মাবিকারী (সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি) রামশাস্ত্রী ও প্রকৃপক্ষীয় বনভানশাস্ত্রীকে আপনার ভবনে আক্ৰমণ করিয়া প্রকুরাজাতি সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। রামশাস্ত্রী তখন প্রকৃদিগের কজির সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বত আলোচনা হইরাছিল, সমস্তই কল্প-বিশদে শুনাইলেন এবং প্রকুরা যে প্রকৃতকজির, তাহাও

জানাইলেন। প্রভুদিগের প্রতি দ্রব্যাদ্বারের কথা শুনিয়া নানা কক্‌নবিসও বিচলিত হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মণেরা আর কোন প্রকার অত্যাচার না করেন, তাহাও ঘোষণা করিলেন। এত দিনের পর ব্রাহ্মণপ্রভুর বিবাহ মিটিয়া গেল।

প্রভুগণ গোড়া হিন্দু। বসাই প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের প্রতি বশেষ্ট অত্যাচার করিলেও তাঁহাদের ক্ষম্য হইতে ব্রাহ্মণভক্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে ক্ষত্রিয়োচিত সকল সংস্কারই পালন করেন। প্রভুদিগের মধ্যে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাত-কর্ম, নামকরণ, নিষ্কামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন বা যৌবীকন, সমাবর্তন ও অন্ত্যেষ্টি এই সংস্কারগুলিই প্রধান।

প্রভুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ আদরণীয়। কস্তা ও বরের এক গোড়া হইলে বিবাহ হয় না। বালকের ১০ হইতে ১৬ এবং কস্তার ৪ হইতে ৮ বর্ষ মধ্যে বিবাহ হয়। পূর্বকালে ইহাদের মধ্যে ৮ প্রকার বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও এখন কেবল ব্রাহ্ম-বিবাহই প্রচলিত দেখা যায়।

ইহাদের বিবাহ-ব্যাপার বহু বারসাম্য ও বহুদিন সাপেক্ষ। বিবাহে এত অমুঠান আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। পাঁচ পছন্দ হইলে কস্তাপক্ষীয় পুরোহিত গিয়া প্রথমে বরকর্তার নিকট কথা পাড়েন। বরকর্তার অভিমত হইলে বর ও কস্তা উভয়ের কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখা হয়। উভয়ের কোষ্ঠী মিলিলে ও বেনা পাওনা স্থির হইলে তিথি ও লগ্নস্থির করা হয়। তিথিনিষ্পন্ন বা লগ্নপত্র নির্ণয় কার্য বরের বাড়ীতে রাত্রি ৮।১২টার সময় সম্পন্ন হয়।

বিবাহের প্রায় একপক্ষ পূর্বে নিমন্ত্রণ হইতে থাকে। প্রথমে জ্ঞাতিকুটুম্ব জীপুরুষ উভয় পক্ষেরই নিমন্ত্রণ হয়। প্রায় সপ্তাহ থাকিতে কস্তার মাতা হই একটি ছেলে ও চাকর সঙ্গে লইয়া বরের মাতা ও তাঁহার জ্ঞাতিকুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে আসে। বিবাহের চারি দিন থাকিতে বরের মাতা কস্তার মাতাকে বলিয়া পাঠান, ‘কাল ফুলদান হইবে।’ পরদিন বরের মা একটি বালককে লাজাইয়া কস্তাকে আনিতে পাঠান। কস্তা নানা অলঙ্কার ও মহামূল্য বসনে বিভূষিত হইয়া পাখী বা গাড়িতে চাপিয়া প্রায় বিপ্রহরকালে বরের বাড়ীতে আসে। বরের মাতা প্রভৃতি রমণীগণ গিয়া কোলে করিয়া কস্তাকে সম্বাহিয়া আনে। এখানে পানাহারের পর বরের মাতা কস্তাকে সাধ্যমত অলঙ্কার ও ভাল কাপড় দিয়া লাজাইয়া দেন ও জ্ঞাতিকুটুম্বরমণীগণকে দেখাইতে লইয়া যান। উভয় পক্ষের রমণীগণ কস্তাকে কোলে করিয়া

‘তোমার পাণ্ডুরী কি দিয়াছে’, এই কথা জিজ্ঞাসা করে। দেখা শুনার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। সেদিনই সন্ধ্যার পর কস্তা পিতৃভ্রাতার চলিয়া আসে। পর দিন বর ও কস্তার মত সাজিয়া গুজিয়া কস্তার বাড়ীতে যায়। কস্তাপক্ষ হইতে বর ও উৎকৃষ্ট বেশভূষা পায়। এখন আবার ইংরাজী সজ্জা প্রবেশ করায় অনেক বর উৎকৃষ্ট পোষাকের সহিত আবার কোচ, কেদারা আসবাব ও বিলাতী জুতা পাইয়া থাকে। বধা সময়ে বর নিজ গৃহে চলিয়া আসে। পরদিন আহার ও ব্যবহারোপযোগী জিনিসপত্র সংগৃহীত ও বিবাহমণ্ডপ নির্মিত হয়।

বিবাহের দুই এক দিন থাকিতে গাত্রহরিজ্ঞা হয়। পাঁচ জন সখবা মিলিয়া উদ্বল হনুদ কুটিয়া থাকে। তৎপরে আলিপনা দেওয়া একখানি ছোট চোকির উপর বরকে বসাইয়া একজন সখবা বাতীতে সেই হনুদ শুলিয়া বরের কপালে লাগাইয়া দেয়। পরে পাঁচজন আপনাপনি একই হনুদ মাথিয়া ধনে ও শুড় খায়; দালানের একধারে আলিপনা কাটিয়া তাহার উপর একখানি চোকি থাকে, ৪ জন সখবা ৪ কলসী জল আনিয়া চোকির চারিপাশে রাখে। কএকটা আশ্রপত্র কলসীর মুখে দিয়া চারি ধারে স্তূতা দিয়া দ্বিরিয়া দেয়, পরে বরকে আনিয়া সেই চোকির উপর বসাইয়া রাখে। এই সময়ে বাস্তবকরেরা বাজাইতে থাকে ও বালিকারা গান করে। গান শেষ হইলে যে বালিকা প্রথমে গায়ে হনুদ দিয়াছিল, সে বরকে হান করাইয়া দেয়। হানের পর বর নুতন কাপড় ও আইবুড়-ফুলের মালা পরে, পায়ে আলতা দেয়। বালিকারা দীপালোকে তাহাকে বরণ করে। কস্তার বাড়ীতেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। এখন হইতে বরকস্তা ‘নবরদেব’ অর্থাৎ বিবাহের দেবতা বলিয়া গণ্য হয় ও বিবাহের ৪ দিন শেষ না হইলে আর বাড়ীর বাহির হইতে পার না। এই দিন অপরাহ্নে গণেশ, বিবাহমণ্ডপ, বরণদেবতা, শিহুগণ ও নবগ্রহের পূজা, কুমড়া-বলি ও ডুমুরবলি হয়। কুমড়াবলি উৎসবের নাম ‘কহল্যা-মুহুর্ত’, এই সময় বরের ভগিনীপতি বা কোন বিবাহিত আত্মীয় তরবারি দ্বারা কুমড়াটা বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। যে কুমড়া কাটিবে, তাহার কাঁধে সাল ও পিছনে তাহার স্ত্রী থাকে, এইভাবে উভয়ে বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হয়। একজন সখবা আসিয়া দম্পতির (পরস্পরের) সালের অন্তঃপ্রাণ লইয়া গাট্‌হুড়া বাঁধিয়া দেয়। পুরোহিত তরবারি লইয়া সেই ব্যক্তির হাতে দিলে সে এক কোপে কুমড়া হই খণ্ড করিয়া ফেলে। স্ত্রী কুমড়ার গার হনুদ মাখাইয়া পিছন করিয়া দাঁড়ায়। স্বামী হই একোপে কুমড়াটা চারি খণ্ড করিয়া ফেলে, পরে তাহার রমণী আসিয়া আলো আলিয়া তাহাকে বরণ করে।

ভূমির বলির নাম উৎসব বা “উৎসব আবেশন” এই ব্যাপার অনেকটা কুম্ভা বলির মত, ইহাতে ভূমির পাখা ভরবারিয়ার দ্বারা এক কোণে কাটা হয়, যে এই কার্য করে, সে সতীক মানেয় ছোড়া বা ভাল কাপড় উপহার পায়।

এই দিন সন্ধ্যার পর বরণক হইতে এক জন আত্মীয় পান করিতে করিতে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, খেলনা ও তৈজস-পত্রাদি সঙ্গে কক্তার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। কক্তার ভগিনী আসিয়া বরের ভগিনীকে বরণ করিয়া অস্ত্রপুরে লইয়া যায়। এখানে বরের ভগিনী কক্তাকে এক খানি কেনারায় বসাইয়া চুল বাঁধিয়া দেয়, ফুলের মালা পরায় ও ভাল কাপড় পরাইয়া ফুলের মালা গণায় দেয়। শেষে একটা আলো লইয়া কক্তাকে বরণ করে। পরে কক্তা কিছু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া পুতুল হাতে করিয়া তাহার মা ও অপর আত্মীয়গণের নিকট গিয়া দেখায়। পরে বরণকীরেয়া ভবের সামগ্রী বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া আসে। সেই দিন কক্তাপক্ষ হইতেও ঐরূপ বরের বাড়ীতে ডেট পাঠান হয়, তবে কক্তাকে যেমন বরণক হইতে অলঙ্কার সাম খেলনা প্রভৃতি দেওয়া হয়, কক্তার পক্ষ হইতে বরকে সেইরূপ উৎকৃষ্ট পোষাকের সহিত কেনারা, আলনারি, ডেম, পুতক, সতরঞ্জের ছক্, চটিছতা, ছাতা, চা খাইবার মজা রূপার বাসন ইত্যাদি দেওয়া হয়।

বিবাহের দিনে প্রধান অঙ্কঠান ১১টা,—ফলদান, তৈল-উৎসর্গ, কাবান, দান, পা-ধোয়ান, ভূমরপূজা, বরযাত্রা, বিবাহ, নিমজ্জিত ব্যক্তির আবাহন, বিদায় ও বরগৃহে পুনরাগমন।

বিবাহের দিন প্রাতে বরণকীর কোন রমণী গিয়া জাতি কুটুম্বের স্ত্রীলোকদিগকে ডাকিয়া আনে। বেলা প্রায় ১০টার সময় নিমজ্জিত রমণীগণ, পুরোহিত ঠাকুর, বরের কোন বিবাহিত ভ্রাতা, চাকরেরা (বস্ত্র অলঙ্কার ফলমূলাদি মাখায় করিয়া) এবং বাস্তবেরা বাজাইতে বাজাইতে কক্তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। কক্তার কোন আত্মীয় আসিয়া বরের ভগিনীকে বরণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যায়। বিবাহমণ্ডপে বরের জাই পুরোহিতের সাহায্যে গণপতি ও বরণের পূজা করেন, এই সময়ে তিনি কক্তাকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করেন। কক্তা সেই নূতন বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া পিতার পাঠে আসিয়া বসে, তৎপরে কক্তার পিতার ও বরের ভ্রাতার উভয়দিকে ৫ খণ্ড তৈল ও এককটা সুপারি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। পরে কক্তাকে অপর এক স্থানের আলিপনার উপর বসাইয়া ১টা রূপার ছড়ি দিয়া তাহার চুলগুলি সর্বপ্রথম দুই থাক করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর কক্তা উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হয়, আবার তাহাকে বিবাহমণ্ডপে লইয়া গিয়া তাহার কোলে বতকগুলি ফল তুলিয়া

দিয়া একজন সখা বরণ করিতে থাকে। এই সময় বরণকীর দুই এক জন রমণী আভরণান, গোলাবিশাণ, ও এক চোকারি পান লইয়া অস্ত্রপুরের মধ্যে কক্তাপক্ষীয় রমণীদিগকে হলুদ মাখাইয়া দেয়, মাখায় কুম্ভ চন্দন গোলাবিশাণ ছিটাইয়া দেয় এবং পান সুপারি ও নারিকেল খাইতে দেয়। ইহার পর উপস্থিত সকল রমণীকে নারিকেল বিতরণ করা হয়। বরণকীরেয়া চলিয়া আসিলে কক্তার মাতা নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সাল কক্তা-ইয়া আত্মীয় রমণীগণ ও চাকরদের মাখায় ও কাঁকা কলাই ও ময়লা প্রভৃতি চাপাইয়া দিয়া বরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়।

বর আসিয়া রমণীদিগের মধ্যে উপস্থিত হয়। কক্তার ভগিনী বরের আগে জল ফেলিতে ফেলিতে আসে, পরে সে বরের দুই হাতে হলুদ মাখাইয়া দেয় এবং বর ও কক্তা উভয় পক্ষে দুই দুইজন সখা ধান দিয়া আশীর্বাদ করে। এই সময় বরের ভগিনী সোণালী পাড়ের একখানি রেশমী কাপড় বরকে প্রদান করে।

কক্তার মাতা আসিয়া বরের ও বরের মার পা ধুইয়া মুছিয়া দেন, এই সময় তিনিও বর ও বরের মাতাকে ভাল কাপড় দিয়া থাকেন। ৪ জন সখাও এই সময়ে এক এক খানি কাপড় পায়, ইহার পরেই বরের ভগিনী লুকাইয়া এক-ভাল-হলুদ আসিয়া বরের হাতে দেয়। বর ও বরের মাকে খাইতে বলা হয়। কক্তার মা বরকে একবাঁটা দুধ তুলিয়া দিতে যায়, সেই অবসরে বর হলুদের তালটা পাণ্ডুর মুখে মাখাইয়া দেয়। এই সময় বরের অপরাপর আত্মীয়েরা হলুদ লইয়া আয়োদ করিতে থাকে। তৎপরে বেলা ৩টার সময়ে উভয় পক্ষের ৪ জন করিয়া ৮ জন কালিকামন্দিরে তৈল উৎসর্গ করিতে যায়।

বর যাত্রা করিবার পূর্বে কক্তাকর্তারা বরের বাড়ীতে বরের পা ধুয়াইয়া দিতে আসেন। বরকে আলিপনাবোধিত একখানি চোকির উপর বসাইয়া কক্তার পিতা দুধ দিয়া তাহার পা ধুইয়া আপনায় রুমালে মুছাইয়া দেন। এ ছাড়া তিনি বরের কপালে চন্দনলেপন, অঙ্গুলিতে স্বর্ণাঙ্গুরী প্রদান, এবং গোলাবজল ও অন্তর দিয়া, পরে বরকে সেলাম করিয়া চলিয়া আসেন। পা ধোয়ার পর উভয় গৃহেই ভূমর-বলি হইয়া থাকে। তৎপরে মহাসমারোহে বরযাত্রা হয়। বরের সঙ্গে তাহার জাতি কুটুম্ব পুণ্ডর-রমণী সকলেই গিয়া থাকে। পথে অনঙ্গল নিবারণার্থ মাঝে মাঝে নারিকেল কাটিতে কাটিতে যায়। বর ছোড়ার চড়িয়া অগ্রসর হয়। পূর্বে সঙ্গে একখানি তরবারি থাকিত, এখন তৎপরিবর্তে এক এক খানি ছুরিকা থাকে।

বর কক্তার গৃহবারে উপস্থিত হইলে কক্তার মাতা আসিয়া বরণ করে ও অপরাপর তুক তাক করিয়া যায়। শেষে কক্তার

পিতা আসিয়া বরের মুখে একটু মিষ্ট দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া বিবাহসভার লইয়া আসেন। জ্যোতিষী সঙ্গপত্র ধরিয়া ঠিক বিবাহের সময় বলিয়া দেন। কস্তা ও বরপক্ষীর পুরো-হিতধর মত উচ্চারণ করিতে থাকেন।

এদিকে কস্তার মাতা আসিয়া প্রথমে বরের মাতার পান-বন্দনা করিয়া অপরাপর রমণীগণের সহিত অন্তঃপুরে উপস্থিত হন। বরকে কাপড় ছাড়াইয়া বিবাহবেদীর নিকট আনা হয়।

বিবাহে এই কয়টি প্রধান অঙ্গঠান—মধুপান, পদবোতকরণ, লাজাজলি, মুহূর্ত্ত নাম, দানসামগ্রীলিখন, বস্ত্রপূজা, কস্তাদান, লগণ, সপ্তপদীগমন ও বরকস্তাজোজ। বিবাহের আদ্যের মধ্যে আবার কএকটি বিশেষত্ব আছে,—মাতৃকাপূজার সহিত মুক্ত তরবারিপূজা, এবং বর ছাননাতলায় আসিবার পর অন্তঃপুরে একটী গৃহে লইয়া গিয়া বর ও কস্তার মধ্যস্থলে অন্তরপট বা একখানি পর্দা দিয়া তাহার মধ্যে মুক্ততরবারি হস্তে ভাগিনেয়ের বা জামাতার অবস্থান ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক মঙ্গলাষ্টকপাঠ।

কস্তাদানাদি মূল বিবাহকর্য্য সমাধা হইলে ও নিমন্ত্রিত-গণের আদর অভ্যর্থনা শেষ হইলে বর সেই রাত্রেই নিজ গৃহে চলিয়া আসে। বিদায়কালে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের কপালে চন্দনের কঁটা ও প্রত্যেককে ২টা করিয়া নারিকেল দেওয়া হয়। বর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে দুই জন চাকর বর ও কস্তাকে কোলে করিয়া তালে তালে নাচিতে থাকে। পরে কস্তাকে অগ্রে করিয়া বর গৃহে প্রবেশ করে। প্রবেশকালে বরের ভগিনী আসিয়া ষাঁর চাপিয়া দাঁড়ায় ও বলে, ‘তোমার মেয়ে হলে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবে বল, তবে যাইতে দিব?’ সেখান হইতে বরকস্তা বরাবর ঠাকুরঘরে যায়। পরে জী-আচার শেষ হইলে বরের পিতামাতা তাহার কাণে নববধূ নৃতন নামটী বলিয়া দেন। তদনুসারে বর ও বধূ কাণে কাণে তাহার নামটী বলিয়া দেয়। পরে নিমন্ত্রিতেরা ক্ষীর ও সরবত খাইয়া যে ঘর গৃহে গমন করেন। কস্তা কস্তাসিগের সহিত ও বর পুঙ্খবসিগের সহিত রাজ্যবিপান করে।

ইহার পরও ৪৫ দিন উৎসব চলে। বউভাত, বউদেখা, বর ঘরা শাণ্ডীর গহনাচুরি, কস্তাপক্ষীর নিমন্ত্রণ, গহনা-বদল, দেবতাবিদায় ও ভোজ হইয়া উৎসব শেষ হয়।

বিবাহের পর ও কস্তার দ্বাদশ বর্ষ হইবার পূর্বে ‘মুহূর্ত্ত-শাব’ বা শুভবস্ত্রপরিধান হয়। বরের পিতা শুভদিন দেখাইয়া কস্তাকে নৃতন বস্ত্র, অঙ্গরাধা ও সেই সঙ্গে ধান্যসামগ্রী পাঠাইয়া দেন। পুরোহিত গিয়া বখারীতি পূজা করিয়া কস্তাকে সেই সেই সাড়ী ও অঙ্গরাধা পরিতে বলেন। জীলোকেরা নানাপ্রকার আয়োজন করে।

তৎপরে ‘পদম সাব’ বা কুক কাপড় দেওয়া উৎসব স্থির হয়। এই দিন বধূ বস্ত্রালয়ে বখারীতি বকে চাপা ও মাখার ঘোমটা দিয়া বস্ত্রা জীলোকের মত কাপড় পরে।

ঋতুমতী না হওয়া পর্য্যন্ত কস্তা পতিসহ রাজ্যবিপান করিতে পায় না। শিশুগৃহেই থাকিতে হয়। ঋতুমতী হইলে কন্যার মাতা কৌলিক জী-আচারের পর কন্যাকে ঋতুমতী পঠাইয়া দেন। তাহার শাণ্ডী তাহাকে তীরবরে লইয়া রাখেন। চারি দিন পর্য্যন্ত কন্যার মাতা ও অপরাপর রমণীগণ আসিয়া প্রণামত দানাদি করাইয়া যায়।

পঞ্চম দিনে পতিপক্ষীর প্রথম মিলনোৎসব ও গর্ত্তাধান-কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই দিন পুরোহিতের সহিত আরও দশজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া গণপতি ও সপ্তমাতৃকার পূজা, নবগ্রহহোম, ও ভুবনেশ্বরের আবাহন করেন। জীলোকেরা দম্পতিকে রমণীর বেশভূষায় সাজাইয়া বৃত্তাঙ্গীতাদি নানা আয়োজন প্রমোদ করে।*

দ্বীতীয় গর্ভ হইলে পাঁচ মাসে পক্ষায়ত হয়। তখন হইতে গর্ভিণীকে সাধ মিটাইয়া থাইতে পরিতে দেওয়া হয়।

এসবের পরই নবজাত শিশুকে গরমজলে ধুইয়া কেলে। পরে ধাই শিশুর নাড়ী কাটিয়া মাথা ও নাক এক একটু টানিয়া ঠিক করিয়া দেয়। গৃহস্থানী ঠিক জন্মকাল টুকিয়া রাখে। ৪০ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতি স্ত্রীকায়ের থাকে ও এই ৪০ দিন ঠাণ্ডা জল খাইতে পায় না। লোহা পোড়াইয়া জলে ডুবাইয়া রাখে, সেই জল প্রসূতিকে খাইতে দেয়।

জন্মদিন অথবা তৎপরদিন শিশুর পিতা পুরোহিত, জ্যোতিষী ও দুই এক জন বন্ধুবান্ধবের সহিত পুত্রমুখ দর্শন করিতে আসেন। জ্যোতিষী গৃহস্থানীর নিকট হইতে জন্ম-সময় জানিয়া একখানি প্লেটের উপর খড়ি দিয়া কোম্পী প্রস্তুত করেন ও শিশুর শুভাশুভ গণিয়া বলেন। তদনুসারে পিতা শুভলগ্নে পুত্রমুখ দর্শন ও জাতকর্য্য করেন।

যদি শিশুর জন্মলগ্নে দোষ থাকে, তাহা হইলে আর পিতা তাহার মুখ দেখেন না, তাহার শুভার্থ বরণ দান করেন ও স্বস্ত্যয়নাদি করাইয়া থাকেন। জন্মোৎসব উপলক্ষে নর্ত্তকী আসিয়া নাচ গান করে। মিষ্টান্ন বিতরিত হয়। পুরোহিত ও জ্যোতিষী উপযুক্ত বিদায় লইয়া বিদায় হন।

তৃতীয় দিনে প্রসূতি ও শিশুকে দান করান হয়। এই দিন প্রসূতি শিশুকে প্রথম শুভপান করান। ৪ম রাত্রে বস্ত্রপূজা হয় ও ধাত্রী সমস্ত রাতি শিশুকে কোলে করিয়া জাগিয়া থাকে। দশম দিনে প্রসূতি ও শিশুকে দান করাইয়া

* পুনর্বিবাহের পর ৪র্থ দিবসে বর কস্তাকে দান করাইয়া বরের পোষাক কস্তার মাখার ও কস্তার গহনা বরের মাখার বিধিরা দেওয়া হয়।

বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া দেয়। এদিন সমস্ত বাতীতে স্নান ও জল সেচন করা হয়। প্রহতিয় সঙ্গে গৃহস্থ সকলেই পাকগব্য পান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। এদিকে শিশুর পিতা ও পিতৃগৃহ-বাসী সগোষ্ঠী সকলেই বজোপবীত পরিবর্তন করে ও পাকগব্য খাইয়া থাকে।

একাদশ, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ দিনে কএকজন সখা আশিয়া পুত্রকে দোলায় দোলাইতে দোলাইতে নানকরণ করে। ৪০শ দিনে প্রহতি আতুরবয় পরিভ্যাগ করে ও দান করিয়া গুহ্ব হন। এই দিন নূতন কাচের চুড়ি পরিতে হয় ও চুড়িওরালা কিছু পাইয়া থাকে। তৎপরে ৩৭ বা পঞ্চম মাসে শিশুর পিতৃগৃহে আনয়ন, ৬ হইতে ১২ মাসের মধ্যে কর্ণবেধ ও টীকাগ্রহণ (এই উপলক্ষে শীতলাপূজা), দীপ্ত উঠিলে এক দিন দন্তোদগম উৎসব, তৎপরে চূড়াকরণ এবং ৪ হইতে ১০ বর্ষের মধ্যে মৌলী বন্ধন বা উপনয়ন এবং তৎপরে বিবাহ হইয়া থাকে।

বিবাহের ন্যায় মৌলীবন্ধনও ইহাদের একটা প্রধান সংস্কার। বালকের পিতা জ্যোতিষী দ্বারা জন্মকোষ্ঠী দেখাইয়া শুভ দিন স্থির ও উপনয়নের আয়োজন করেন। মৌলী হইবার সপ্তাহ পূর্বে শুভদিনে এক ছটাক হলুদ, সিঙ্গুর, ধনিয়া, ইক্ষু, ও সূতা কিনিয়া কুলদেবতার সমুখে আশিয়া রাখে। দুই তিন দিন পরে পরিবারস্থ দুই তিন জন বালক বালিকা একজন বাস্তবক সঙ্গে আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী গিয়া মৌলীর দিন সকলকে উপস্থিত হইবার গুহ্ব নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসে। এই সময় একটা মণ্ডপ নির্মিত হয়। বাড়ীর গিন্নী গিয়া তাঁহার কোন জামাতার মাকে বলিয়া আসেন যে, 'তোমার ছেলে গিয়া কুমড়া বলি' করিবে। পর দিন বালকের পায়ে হলুদ দেয় ও বিবাহের পূর্বে যে সকল অমুষ্ঠান আছে, এই উপবীতগ্রহণ উপলক্ষেও সেই সকল অমুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই দিন মধ্যাহ্নকালে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ ও তাহাদের মধ্যস্থলে আলিপনার মধ্যবর্তী আসনে উপবিষ্ট বালকেরও ভোজ হয়। ভোজের পূর্বে সকল রমণীর পাত্রে হইতে চারিটা অন্ন লইয়া বালকের ও বালকের মাতার পায়ে দেওয়া হয়। বালক তাহাই খায়। এইদিন রাজিকালে পুরুষভোজ হয়। পরদিন প্রাতঃকালে মণ্ডপের চারিদিকে আলিপনা দিয়া ভগ্নকো হইখানি ছোট 'চৌরঙ্গ' বা চৌকি রাখিয়া দেয়। বালক ও বালকের মাতা সেই চৌকিতে আশিয়া বসে, শীতু বাল্য হইতে থাকে এবং সখাবারী আশিয়া উত্তরকে জলে অভিষেক করে ও পরে বরণ করিয়া চলিয়া আসে। মণ্ডপের এক পার্শ্বে আশিপনা দেওয়া স্থানে একখানি চৌকির উপর

বালক গিয়া বসে, তাহার মাথা ও শিরী আশিয়া তাহার দিকট দাঁড়ায়। প্রথমে মাথা বালকের দক্ষিণ হস্তের অনামিকার একটা জ্বর্যাকুরী পরাইয়া দেন, পক্ষে কীটি বিরা লক্ষ্মীর মাথার একগোছা চুল কাটিয়া দেন এবং বালকের পিতৃবন্য সেই চুল একটা ছবের বাতীতে ধরিয়া লন। পরে দাপিত উঠিয়া কেবল শিখা রাখিয়া বালকের মাথা মুড়াইয়া দেয়। তৎপরে সখা রমণীগণ হাঁচতলার আবার বালককে দান করাইয়া বখারীতি বরণ করেন। ইহার পর বালকের মাথা ভাগিনেরকে একখানি শালা কাপড়ে মুড়িয়া কোলে করিয়া বারান্দার আননে, এখানে বরণ হইলে পর, তাহাকে পুষ্কমুখে লইয়া বাওরা হয়। ইহার কিছু পরে বালক আট জন উপনীত অবত অবিহাতি বালকের সহিত একত্র ভোজন করে। ভোজনান্তে তটি হইয়া ও অলঙ্কার পরিয়া বালক দেবগৃহে পিতার পার্শ্বে আশিয়া পূর্বমুখী হইয়া উপবেশন করে। শুভমুহুর্তে জ্যোতিষী, পুরো-হিত ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণ ভোজপাঠ করিতে থাকেন। জ্যোতিষীর নির্দেশ মত ঠিক সময়ে সকলে নিতুহ্ব হন। পুরো-হিত উত্তরমুখে কাপড় টানিয়া তোলেন। অগ্নি বাসায়েরা জোরে বাজাইতে থাকে ও অভ্যাগতেরা করতালি দিয়া উঠেন। পুরোহিত বামমুখে হইতে ভানধারে বজ্রহস্ত ও মধ্যস্থলে মুক্তচণের সহিত কঙ্কসারের ছাল বাঁধিয়া দেন। এইবার বালক উঠিয়া পিতাকে প্রণাম করে ও পিতার কোলে গিয়া বসে। আচাৰ্য্য কাণে কাণে 'গায়ত্রী' মন্ত্র বলিয়া দেন। উপস্থিত গ্রীলোকেরা বাহাতে গায়ত্রীর কোন অক্ষর শুনিতে না পার, সেই জন্ত পুষ্কমেরা উচ্চৈঃস্বরে ভোজ পাঠ করিতে থাকেন। তৎপরে আত্মীয় বয়স্ক বালককে স্বর্ণ, রৌপ্য বা জড়োয় অম্বুরী অথবা টাকা দিয়া আশীর্বাদ করেন। পুরোহিত হোম করিতে থাকেন ও অগ্নির পাঁচদিন পঞ্চাঙ্গ আশিয়া থাকে। এই পাঁচ দিন বালক কাহাকেও স্পর্শ করে না বা গৃহের বাহির হয় না। উপনয়নের পর মধ্যাহ্নে বালক ডিম্বার খুলি ও দণ্ড হাতে লইয়া বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিন্মা চায়, আত্মীয় কুটুম্ব গ্রীপুষ্ক উভয়েই তিন্মা দান করে। এদিন জাতিকুটুম্ব ভোজ হয়। রাত্রি ৮ টার পর বালক "কালী যাই" বলিয়া মামার বাড়ী চলিয়া আসে। তাহার আত্মীয় কুটুম্বও কিছু পরে তাহার মামার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এখানে সকলে কিছু চিনির খুলি ও নারিকেল খাইয়া বালককে লইয়া পুনরায় কিরিয়া আসে। তৎপর দিন ব্রাহ্মণভোজ হইয়া মৌলী উৎসব শেষ হয়।

মুহূর্তকাল উপস্থিত হইলে গোপুন্ডা, গো-দাদুলম্পট জলপান, আচার্য্যকে গোদান, গীতাপাঠ, মৃত্যুর পর মৃত-ব্যক্তির মুখে গঙ্গাজল, তুলসীপত্র ও একখণ্ড জ্বর্যগ্রনান,

সুস্থ দিনই সুতের পুত্র বা অতি নিকট আত্মীয়ের কেশস্থতন ও বেতবস্ত্র পরিধান, সুতের বিধবা রমণীর অলঙ্কারাদি মোচন আত্মীয় বৃন্দ একত্র হইয়া খট্টার শব লইয়া (রামনাম করিতে করিতে) অশ্রানক্ষেত্রে গমন, অশ্রানে করণীয় সুখাদি প্রভৃতি, অস্তোষ্টিক্রিয়া, ১০ দিন প্রেতের উদ্দেশে কলাপাতে হুঙ্ ও জল প্রদান প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে মুখাদি করে, সে ১০ দিন বাঁকীর বাহির হইতে পারে না। এই কয় দিন পরিবারই কেহ আর রন্ধনাদি করে না, কেবল আর্চনাদ ও শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। আত্মীয় কুটুম্বেরা আহাতিদি পাঠাইয়া দেন ও আসিয়া খাওয়াইয়া যান। ১১শ দিনে শ্রাদ্ধ-ধিকারী কোন ধর্মশালার গিয়া পুরোহিতের সাহায্যে বথারীতি শ্রাদ্ধ ও দানাদি সম্পন্ন করেন। ১০শ দিনেও প্রেতাত্মার জুখা তুখা দূর করিবার জন্ত তিলতর্পণ করা হয়। এই কার্য ভাদ্রমাসের পিতৃপক্ষেও হইয়া থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি অতি দূরদেশে কালক্রমে পতিত হয় অথবা কাহারও ভাড়া যদি পতিকে পরিত্যাগ করিয়া ও পতির কুলে কালি দিয়া চলিয়া যায়, তাহাদেরও উদ্দেশ্য বথারীতি অশ্রানে গিয়া অস্তোষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। এরূপ হলে পতি আর কখন সে পত্নীর মুখদর্শন করেন না।

প্রভুগণ এখন সকলেই প্রায় শৈব। শূদ্ধেরিমঠের শঙ্করাচার্য্যকেই আপনাদের সর্বপ্রধান ধর্মগুরু বলিয়া মনে করেন। বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত ত্তোত্রপাঠ ও দেবপূজা করিতে শিখে। অধিকাংশ প্রভুর গৃহেই গণপতি, মহাদেবের বাণলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলা থাকে ও প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হয়।

প্রভুগণ সকল হিন্দুপূর্ব পালন করেন। এ ছাড়া তাঁহাদের কএকটা বিশেষ পূর্ব আছে, যথা—গুড়িপূর্ব বা চৈত্র গুরু প্রতিপদে (বৎসরের প্রথম দিনে) ধ্বজদান, রামনবমী, হনুমানপূর্ণিমা, অক্ষয়তৃতীয়া, (জ্যৈষ্ঠমাসে) কদলীপূর্ণিমা, আষাঢ়ী গুরু একাদশী, (শ্রাবণ মাসে) নাগপঞ্চমী ও নারিকেলপূর্ণিমা, কৃষ্ণের জন্মটীর্থী, (ভাদ্রে) হরিতাল-তৃতীয়া, গণেশচতুর্থী, মহাপঞ্চমী, গোবীষ্টমী, বামনষাটমী, অনন্তচতুর্দশী, মহালয়া, (আশ্বিনমাসে) দেশেরা, কোজাগরী পূর্ণিমা, দেওয়ালী, (কান্তিকমাসে) যমদ্বিতীয়া, তুলসী-একাদশী, দীপসংক্রান্তি, (ফাল্গুনে) হোলী বা দোলপূর্ণিমা।

প্রভুগণের মধ্যে কোনপ্রকার পকারত নাই। ইহারা পুত্রাদিকে রীতিমত লেখাপড়া শিখান। গবর্মেন্টের সকল উচ্চ বিভাগেই প্রভুস্বচরী দৃষ্ট হয়।

পত্নী (স্ত্রী) পত্নী পুত্র সাধু। রক্তচন্দন, বকমকাঠ। [পত্নী দেখ।]

পত্নী, অম্বুবাণীর একজন রাজা।

পত্নী (অবা) রত্নসংজ্ঞক পাদযাত্রা।

“পত্নী জগার প্রত্যক্ষরতি” (কৃষ্ণ ১০।২৭।১০)

“পত্নী রত্নাটোয়া পাদে” (সারণ)

পত্নী (পুং) পদ্যতে বিশপকসেনাঃ প্রতি পত্নাং গচ্ছতীতি পদ-তি (পদপ্রতিপত্তাং নিং। উণ্ ৪।১৮২)। পদ্যতিক, ইহার পদ দ্বারা গমন করিয়া যুদ্ধ করে।

“পত্নী পদ্যতি রত্নিং রত্নেশঃ” (রত্ন ৭।৩৭)

২ বীর। (বিশ) (স্ত্রী) পদ-ভাবে জিন্ম। ও পতি।

৪ সেনাদলবিশেষ, এক রথ, এক গজ, তিন অশ্ব ও পাঁচ পদ্যতিক সৈন্য ইহার পত্নী নামে অভিহিত।

“একো রথো গজশ্চেকো নরাঃ পঞ্চ পদ্যতিকঃ।

ত্রয়শ্চ তুরগান্তজ্ঞৈঃ পত্নিরিত্যভিধীয়তে ॥” (ভারত ১।১২ অ°)

৫ পঞ্চপঞ্চাশদ্বয় নরসৈন্য।

“নরাণাং পঞ্চপঞ্চাশদেবা পত্নিবিধীয়তে ॥” (ভারত ৫।১৫৪ অ°)

পত্নী (স্ত্রী) পত্নী-কন্যা। পদ্যতি।

পত্নীকায় (পুং) পদ্যতিক সৈন্য।

পত্নীগণক (স্ত্রী) পত্নী গণরত্নীতি গণ-অক। পত্নীগণরিতা, যিনি পত্নী গণনা করেন।

পত্নী (স্ত্রী) পত্নাং তেলতি তিল-গতো বা জিন্ম। পাদ দ্বারা গমনশীল। (হরিবংশ ১০০ অ°)

পত্নীসংহতি (স্ত্রী) পত্নীনাং সংহতিঃ ৬তৎ। পত্নীসমূহ, পাদ্যত, সেনাবৃন্দ।

পত্নী (পুং) গতো বাহলকাদুর, তন্ত চ বিদ্যং। ১ শালিকশাক।

২ জলপিরলী। ৩ পক্টী বৃক্ষ। ৪ শমী বৃক্ষ। (স্ত্রী)

৫ কুচন্দন। (ভৃগুশ্রুত বৃহৎ ৩০ অ°) ৬ পত্নী। ৭ বাতশমন।

পত্নী, [পত্নী দেখ।]

পত্নী, মহারাষ্ট্রবাসী হিন্দুরাজগণের অধীনস্থ ধনাধ্যক্ষের পদ বা কার্য।

পত্নী (স্ত্রী) পত্নীর্থে সৎকোষর, ইতি নকারাদেশঃ স্ত্রীপুচ (পত্নীর্থে যজ্ঞসংযোগে। পা ৪।১।৩২)। বেদবিধানাদ্বসারে উচ্চা, বিবাহিতা। যে কস্তাকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করা যায়, তাহাকে পত্নী কহে। পর্যায়—পাণিগৃহীতী, সহধর্মিণী, ভাষা, জামা, দারা, সধর্মিণী, ধর্মচারিণী, দার, গৃহিণী, সহচরী, গৃহ, ক্ষেত্র, বধূ, জনি, পরিগ্রহ, উচ্চা, কলত্র। (হেমচ°)

“পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদ্বিচ্ছন্দোহনুবর্তিনী।

গৃহাশ্রমসমং নান্তি যদি ভাষ্যং বশাহুগা ॥” (বক্ষসংহিতা)

দক্ষসংহিতায় লিখিত আছে, পত্নীই গৃহধর্মের মূল, যদি পত্নী পুরুষের বশবর্তিনী হয়, তাহা হইলে গার্হস্থ্যশ্রম

অকুলমীর। পত্নী বশে থাকিলে তাহার সহিত বর্ষ, অর্ধ এবং কাশ এই ত্রিবর্ণের কল্লাত হইয়া থাকে। পত্নী যদি স্বেচ্ছাচারিণী হয় এবং তাহাকে যদি নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে বাঘির ন্যায় ক্রেশনারিকা হইয়া থাকে। যে পত্নী স্বামীর অশুভলা, বাক্যদোষবহিতা, কার্যদক্ষা, সতী, মিষ্টভাষিণী ও পতিভক্তিমতী এইরূপ পত্নী সাক্ষাৎ যেরতা। যাহার পত্নী বশবর্তিনী নহে, তাহার ইহলোকেই নরক ভোগ হইয়া থাকে। পত্নী ও পতির পরস্পর অহুসার থাক। স্বর্ণেও চূর্ণত, গৃহহাঙ্গমে বাস কেবল জ্বরের জন্য, কিন্তু পত্নীই এই গার্হস্থ্যজ্বরের মূল। যে নারী বিনীতা ও পতির মনোগত ভাব বুঝিয়া চলে, সেই স্ত্রীই পত্নীশব্দবাচ্য। পত্নী এই সকল গুণবহিত হইলে কেবল হুগ্ধভোগ হয়। নিম্নিতা পত্নী জলোকার তুলা; অলঙ্কার বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতীপালিত হইলেও সর্বদাই পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে। জলোকা কেবলমাত্র রক্ত শোষণ করে, কিন্তু স্ত্রীরূপ জলোকা পুরুষের রক্ত, ধন, ধর্ম প্রভৃতি শোষণ করে এবং এক দণ্ডও ছাড়িলে থাকিতে দেয় না। যতদিন পতি ও পত্নীর বয়স অন্ন থাকে, ততদিন পত্নী সর্বদা শঙ্কায়ুক্ত থাকে, যে পত্নী সর্বদা ছুটিচিত্ত, গৃহোপকরণ স্রবাসমূহের অবস্থান ও পরিমাণ বিষয়ে অতিজ্ঞ এবং অনবরত পতির স্ত্রীতিকর কার্য করে, সেই পত্নীই প্রকৃত পত্নী। এ সকল গুণ যাহার নাই, সে কেবল শরীরক্ষয়কারিণী জন্ম। পুরুষের প্রথম বিবাহিতা যে স্ত্রী, সেই স্ত্রীই ধর্মপত্নী। অপর বিবাহিতা পত্নীগণ কামপত্নী, এই সকল পত্নীতে দৃষ্ট ফল হয়, অদৃষ্টফল ধর্ম প্রভৃতি কিছুই হয় না।

(দক্ষসংহিতা ৪ অ°)

মহতে লিখিত আছে—পতি পত্নীর প্রতি নিরন্ত সদ-ব্যবহার করিবেন। যাহারা স্ত্রীকৃতি কামনা করেন, বিবিধ সংকার্যকালেই হউক, অথবা নিতাই অশন, বসন ও ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীদিগের আয়োদ বিধান করা তাহাদের কর্তব্য। যে পরিবারমধ্যে পতি ও পত্নী উভয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিত করে। বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্বারা কাক্সিমতী না হইলে নারী পতির স্ত্রীতি জঘাইতে পারে না, স্বামীর স্ত্রীতি না হইলে স্ত্রীপতান হয় না। পত্নী যদি ভূষণাদি দ্বারা মনোহরভাবে সজ্জিত থাকে, তাহা হইলে সমুদায় গৃহ শোভা পায় এবং পত্নী স্ত্রীতামিণী না হইলে সকল গৃহ শোভাহীন হয়। যে কুলে নারীগণের সম্যক সমাদর আছে, সেবতারা তথায় প্রসন্ন থাকেন, আর যে কুলে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারের বাগাদি ক্রিয়াকর্মসকল

কুলা হয়। যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদা সুখিত, সেই পরিবার আত্ম বিনষ্ট হয়। স্ত্রীপণ যে কুলে অনগ্রহিত হইয়া অভিসম্পাত ঘেঁষে, সেই পরিবার অতিদারহতের ভাব বিনষ্ট হইয়া থাকে। (মহা ৩ অ°)।

পত্নীত্ব (স্ত্রী) পত্নী ভাবে বা। পত্নীর ভাব বা ধর্ম। স্ত্রীত্ব, স্ত্রীপণ। পত্নীবৎ (স্ত্রী) স্ত্রীর ভাব, স্ত্রীর মত।

পত্নীশালা (স্ত্রী) পত্নী শালা। বজ্রকালে পত্নীর জন্ম নির্দিষ্ট বৃহত্তের, পত্নীশিখিত শালা। এই গৃহ বজ্রশালার পশ্চিমদিকে নির্মাণ করিতে হয়। 'বজ্রশালার পশ্চিমভাগে পত্নীশালা ভান্।' (ভাগবত ৪।৫।১৪ টীকা) পত্নীশাল পদ্বয়েল বিভাধা সেনা জুরেভাধিনা' পা' ২।৪।২৫) স্ত্রীশাল হইবে। 'পত্নীশালং গার্হ-পত্যাক্ষেণ ধোমমিভাধা' (বাকসনোয়সং ১৯।১৮ ভাষা।)

পত্নীসংযাজ (পুং) বৈদিক কর্ত্তেয়। 'শংযুনা পত্নীসংযাজান্ সনিতংবজ্জ্বা সংযাজ।' (তন্ত্রবজ্জ ১৯।২৯) (কাত্য° শ্রৌ° ৩।৭।১১ হ্রীবা)।

পত্নীসংযাজন (স্ত্রী) পত্নীসংযাজরূপ বৈদিককর্মবিশেষ। বিবাহাহুতানের পর এই বৈদিক কর্মের অহুতান করিতে হয়। 'জাযজ্ঞা পত্নীসংযাজনং' (কাত্য° শ্রৌ° ৩।৯।১৪।)

পত্নীসংহনন (স্ত্রী) পত্নী সংহনন ৬৩৭। যেরলা দ্বারা পতি-প্রহৃত বজ্রদীকার জন্ম বজ্রমান্ ও পত্নীর বজ্রনভেদ। (কাত্য° শ্রৌ° ৫।৪।৩০।)

পত্ন্যাটি (পুং) অটতাজ অট-আধারে বজ্জ আটঃ, পত্ন্যাঃ আটঃ। পত্নীগৃহ।

'বাসাগারং ভোগগৃহং কজাপত্ন্যাটিনিকটঃ।' (ত্রিকাণ্ড)

পত্ন্যন্ (স্ত্রী) ১ স্ত্রী গমনসাধন। ২ বায়ুগমন সঙ্গ পতিবিশিষ্ট। ৩ বায়ুভরে অত্রীক্ষে গমনশীল। 'বাতস্ত পত্ন্যদীড়িতা দৈব্যা' (জক্ ৫।৫।৭) 'বাতস্ত পত্ন্যন্ বায়ুগমনসঙ্গগমনার্থং। যথা বাতস্ত পতনসাধনেহতরীক্ষে গচ্ছন্তৌ দৈব্যা দেবাদ্যেদা-মিত্যাচ্' (সারণভাষ্য)

৪ পতননিমিত্ত বৃষ্টি। 'ব্রহ্মীনাং স্বাপন্নরাবুনৌমী' (তন্ত্রবজ্জ) 'ব্রহ্মীনাং ব্রজতো যেরভোদ্যে পেরতে ভা ব্রজৌ যেরোদয়হা আপতাসাং পত্ন্যন্ পতননিমিত্তে বৃষ্টিশিম্পত্যার্থ' (ভাষা)

পত্ন্য (স্ত্রী) পতির ভাষ। (পা ৫।১।১২৮) যেমন সৈন্যপতা। পত্ন্য (স্ত্রী) (স্ত্রী) পততি বৃক্ষাং পত-প্তন্ (সর্বধাতুভাট্টন। উপ ৪।১৫৮) ১ বৃক্ষাবরবিশেষ, চলিত পাতা। পর্বার—পলাশ, ছনন, নল, পর্ণ, ছন, পাত্র, ছানন, বর্হ, বর্হণ, পত্রক। (শব্দর°)

বিভূর উদ্দেশে পত্ন্য নিবেদন করিলে অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। এই সকল পত্রের বিষয় নারসিংহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—অপারার্গের পত্ন্য, ত্বাকরপত্ন্য, খদির, শবী,

দুর্গা, কুশ, বৈদ্যনাথ, বিষ্ণু এবং তুলসীপত্র (পুষ্পের সহিত) বিষ্ণুর বিশেষ ঐতিহ্যিক। বাহারী পুষ্পের সহিত এই সকল পত্র দ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা করেন, তাহার সকল প্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হন, এবং অতিমৈ বিষ্ণুলোক গমন করেন। পূর্ব পূর্ব পত্র অপেক্ষা পর পর পত্রগুলি অধিক পুণ্যজনক। *

কালিকাপুরাণে আছে—অপার্বণপত্র, তুলারকপত্র, গন্ধিনী-পত্র, বলাহক, খদির, বহুল-স্তবক, জম্বু, বীজপুত্র, কুশ, দুর্গাচ্যুত, শমী, আমলক ও আদ্র ইহারি বধাক্রমে দেবী ভগবতীর অধিক ঐতিহ্যিক, এবং এই সকলের অপেক্ষা বিবপত্র অধিক প্রিয়।

(কালিকাপুং ৬৯ অ°।)

নারায়ণের তুলসীপত্র, এবং শিব ও দুর্গা প্রভৃতির বিবপত্র অপেক্ষা প্রিয় বস্তু নাই। বিষ্ণু পূজনে, শান্তিযজ্ঞারনে সকল কর্মে বিষ্ণুকে তুলসীপত্র প্রদান করিলে সকল বিষ নিরাকৃত হয়। শক্তিপূজনেও বিবপত্র এইরূপ। ২ তৈজপত্র। পর্যায়—তৈজপত্র, তমালপত্র, পত্রক, ছদন, দল, পালাশ, অংকক, বাস, তাপস, সুহ্মারক, বজ্র, তমালক, রাম, গোপন, বসন, তমাল, সুরনির্গন্ধ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কক, বাত, বিষ, বস্তি ও কণ্ডুতিদোষনাশক। (রাজনি°)

৩ বাহন। ৪ শরপক্ষ। ৫ পক্ষিপক্ষ। পাত্যে পাত্যতে শাস্ত্রবোধায় বর্ণনিচয়োহনেন, *পত করণে ট্রু। ৬ লিখনাধার, পাত্, ধাতুমর পত্রাকৃতি ত্রয়।

*বাঙ্গালিকে কু সম্প্রাপ্তে জ্ঞান্ধিঃ সজারতে বতঃ।

ধাত্রাক্ষরাগি স্ট্রাণি পত্রাক্ষরভ্যঃ পূরা। (জ্যোতিষতত্ত্ব।)

পাত্যতে স্থানাৎ স্থানান্তরং সমাচারোহনেন। পত্নী, লিপি, পত্র দ্বারা সংবাদ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়।

বরদ্রষ্টকৃত পত্রকৌস্তুভীতে পত্রলিখনাদি প্রকার ও পত্রের অজ্ঞাত বিষয় বিদ্যুত ভাবে লিখিত আছে। অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিত হইল—

পত্র লিখিয়া তাহা রঞ্জিত করিতে হয়। যে পত্র সুবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত হয়, তাহা উত্তম, রৌপ্য দ্বারা হইলে মধ্যম এবং রত্নাদি

* “পত্রাণ্যপি সপুস্পাদি হরেঃ ঐতিহ্যকরাপি চ।

এবম্যামি বৃগজ্ঞেঃ সুখং গম্যতে বস।

অপার্বণপত্রঃ প্রথমঃ তন্মাহ তুলারকং পরম্।

তন্মাহু বাবিরঃ স্রোতঃ ততস্ত লমিপত্রকম্।

দুর্গাপত্রঃ ততঃ স্রোতঃ ততোহপি কুশপত্রকম্।

পত্রঃ তন্মাহমমকঃ ততো বিবপ্য পত্রকং।

বিবপ্যত্রাদপি হরেস্তুলসীপত্রমুত্তমং।

এতদ্যাক বধা লজ্জৈঃ পত্রৈর্বা বোহর্জয়েতসি।

সর্বপাপবিনিস্কৃতো বিষ্ণুলোকে গমীষতে।”

(বারসিংহপুং ৫২ অ°।)

দ্বারা হইলে তাহা অবশ্য হইয়া থাকে। এক হাত ছয় অঙ্গুল প্রমাণ পত্র উত্তম, হস্তপ্রমাণ মধ্যম এবং দুই হস্ত প্রমাণ সামান্ত-পত্র। পত্রভঙ্গের (পত্র ভাঁজিবার) বিষয় এই রূপ লিখিত আছে—পত্র সমান তিন ভাগ করিয়া ভাঁজিতে হইবে, তাহার মধ্যে দুই ভাগ পরিত্যাগ করিয়া শেষভাগে গদ্য বা পদ্যাদি সংযুক্তবর্ণ লিখিতে হইবে।

পত্র-রচনার ক্রম—সুপ তাঁহার লেখকে আস্থান করিয়া পত্র রচনার আদেশ করিবেন, লেখক গদ্য বা পদ্যাদি পদ্যুক্ত পত্র প্রস্তুত করিয়া দুইজন পণ্ডিতের সহিত দুই বা তিন দিন বিচার করিয়া বাহা বরূপ হইবে, তাহাই পত্র পুস্তকে লিখিবেন এবং সামান্ত পত্রে লিখিয়া গোপনে রাজাকে তদাইবেন। তাহার পর রাজলেখক নৃপের আজ্ঞানুসারে ওতপত্র লিখিবেন।*

লেখনপ্রকার—পত্রের প্রথমে মঙ্গলার্থ অঙ্কন, মধ্যে বিন্দু ও সপ্তাঙ্ক লিখিতে হইবে। তৎপরে বস্তি লব প্ররোগ এবং শ্রীশব্দ পূর্বক সংস্কৃত বা চলিত ভাষার কুশল লিখিয়া শুভবাক্য লিখিতে হইবে।

কীর্তি ও প্রীতিযুক্ত পত্র, তৎপরে ‘কিমবিকিমিতাদি’ লিখন শেষ করিবে। অতঃপর পত্রত্রয়প্রেরণ শ্লোক ও মঙ্গলাদির অঙ্ক লিখিতে হইবে। এইরূপে পত্র লিখিবার বিধি জানিয়া যিনি পত্র লিখেন, তিনি স্বদেশ ও বিদেশে কীর্তিলাভ করেন, যিনি শাস্ত্রনিয়ম অবগত না হইয়া রাজপত্র লিখেন, তিনি মন্ত্রীর সহিত মহৎ অবশ্য প্রাপ্ত হন।

* “সুবর্ণরূপ্যরাজ্যায়রাজ্যে পত্রমুত্তমং।

সামাজ্যোত্তমমধ্যমানং পত্ররজনমীরিতম্।

পত্রপ্রমাণং—বড়কুলাধিকং হস্তঃ পত্রমুত্তমমীরিতং।

মধ্যমং হস্তমাত্রং ত্র্যং সামান্তং মুষ্টিহস্তকম্।

পত্রভঙ্গপ্রকারঃ—পত্রস্ত ত্রিভঙ্গীকৃত্য উর্দ্ধে তু বিগুণঃ ত্যজেৎ।

শেষভাগে লিখেদ্বর্ণান্ গদ্যাপদ্যাদিসংযুক্তান্।

পত্রস্ত রচনক্রমঃ—রাজলেখকমাহুর নৃপো জয়াৎ এবমুত্তমঃ।

পত্রঃ কুশ বধাবোধ্যঃ গদ্যাপদ্যাদিসংযুক্তম্।

পণ্ডিততরমণীর লেখকো রহসি হিতঃ।

বধাবোধ্যাসুসারেণ পত্রঃ কুর্য্যাৎ মনোরমঃ।

দিনবরং ত্রয়ঃ বাপি বিচার্য পণ্ডিতেন বৈ।

বজ্রাক্ষেপু বর্ণা জাভা বিলিখেৎ পত্রপুস্তকে।

সামান্তপত্রে সংলিখ্য রহসি প্রাথম্যেণ পদ্যম্।

সুপাক্ষর্য ততঃ পত্রে বিলিখেৎ রাজলেখকঃ।

লেখন প্রকারঃ—অঙ্কনং প্রথমং মধ্যমং মঙ্গলার্থঃ বিচরণঃ।

মধ্যে বিন্দুসম্যুক্তমধ্যঃ সপ্তাঙ্কসংযুক্তম্।

তদনঃ বস্তি বিস্তৃত ততো গদ্যং সুশোভনম্।”

ইত্যাদি। (বরদ্রষ্টকৃত পত্রকৌস্তুভী)।

পত্র লইবার নিয়ম—রাজপত্র, শুক, ব্রাহ্মণ, বতি, সন্ন্যাসী ও বামী ইহাদের পত্র সাপরে বসকে বারণ করিতে হয়। মন্ত্রী পত্র লগাটদেশে; ভাৰ্ঘা, পুত্র ও বিজ ইহাদের পত্র জ্বরে এবং শ্রীযের পত্র কর্ণদেশে বারণ করিতে হয়। ইহা তির অস্ত্র গোবের পত্রবারণের বিশেষ কোন নিয়ম নাই।

পত্রপাঠের নিয়ম—প্রথমে পত্র বহিরা নমস্কারপূৰ্ণক রাজ-সমীপে দক্ষিণদিকে বিতৃত করিয়া নমে নমে হুইবার পড়িয়া হুতীরবারে পরিকট ভাবে রাজাকে গোপনে পড়াইয়া ওনা-ইবে। পোশমীর পত্র গোপনে এবং শুভ পত্র হইলে রাজার আভাস্থানে সভার পড়িতে পারে। পাঠক এইরূপে পত্রাৰ ওনাইরা রাজসমীপে রাজাজ্ঞা প্রতাপালন করিবে।

পত্রে চিত্রের নিয়ম—উর্দ্ধদেশে ছয় অঙ্গুল পরিভাগ করিয়া বর্জুল চক্রবিধ তুলা কন্তরী ও কুহুম দ্বারা চিত্ করিয়া রাজার পত্রে দিতে হইবে। এইরূপ মন্ত্রী পত্র কুহুম দ্বারা, পণ্ডিত ও শুকর চন্দন দ্বারা, বামীর পত্র সিন্দুর দ্বারা, ভাৰ্ঘ্যার পত্র অলঙ্কক, পিতা, পুত্র ও সন্ন্যাসীর পত্র চন্দনে, বতিদিগের পত্র কুহুমে ও কৃত্তোর শব্দ রক্তচন্দনে চিত্রিত করিয়া দিবে। কেবল শকর পত্র রক্তদ্বারা পরচিত্রিত করিয়া দিতে হইবে। সকল পত্রের উর্দ্ধদেশে স্তব্ধল চিত্র করিতে হয়।

রাজপত্রের কোণ ছেদ করিয়া দিতে হয়। রাজপত্রাদির স্থলে রাজাকে মহারাজাধিরাজ, দানশৌভ, সন্মুখিত ও কল-বুদ্ধবরূপ ইত্যাদি বখ্যযোগ্য পদভাস বিধেয়। এইরূপ মন্ত্রীর পত্রে গুণাভাসারে প্রবর, প্রোক্ত ও সন্মুখিতাবির উল্লেখ, পণ্ডিতের পত্রে পনতলে সংখ্যাপূৰ্ণক প্রশংসা, শাস্ত্রাৰ্হনিপুণ ইত্যাদি, শুকপত্রে চরণে প্রশংসাপূৰ্ণক সাংখ্যসিদ্ধান্তনিপুণাদি, বামিপত্রে সনসঙ্কার প্রাণপ্রিয়াদি পদ, ভাৰ্ঘ্যাপত্রে সাধ্বী ও সন্মুখিতাদি এবং প্রাণপ্রিয়া প্রভৃতি পদ, পুত্রের পত্রে আশী-র্বাদপূৰ্ণক প্রাণপুত্র ইত্যাদি, পিতৃপত্রে প্রভুচর্য্য নমস্কার ও সন্মুখিতাদি, সন্ন্যাসীদিগের পত্রে সকলবাছাবিনির্ভুক্ত, সর্গসজ্ঞাধিপারগ এইরূপ পদ বিভাস করিতে হইবে।

শুকর পত্রে ৩টী শ্রীশব্দ, বামীর ৫টী, কৃত্তোর ৪টী, শকর পত্রে ৩টী, দ্বিজের পত্রে ৩টী, পুত্র ও ভাৰ্ঘ্যার পত্রে একটী শ্রীশব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। (বরচিহ্নক পত্রকৌমুদী) রাজা, মন্ত্রী ও শুক প্রভৃতির প্রশংতি এইরূপে লিখিত হয়। বখা—

রাজার প্রশংতি—‘বতিবীৰ্ণচর্য্যচর্য্যজিহোচিহ্নবিত-চর্য্যচর্য্যচরণ-নগেন্দ্রনন্দচক্রিকা-সকোহাৰ্হাণ-চকুরচৈতন্যচকোরব-বদ্বিধ-সমগ্নসকরণ-প্রচলন্তরুচরণব্রহ্মপুটপটল-নগিতভূগুণোত্তীর্ণ-ভূমিষ্ঠলিখাধুসরিত-সকল হরিদন্তরপ্রচ-ভূমদন্তভ্রাঙ্গনদধর-

ভ্রানিবিজ্ঞানিতপ্রভাৰ্হি-পুষ্টিপতিবাহ্যপ্রাণিতাহক-সাহাবাৰ্হা-ভানবরতবিবকারিত্যবিজ্ঞান-ব্রহ্মবরাশিবিজ্ঞানসমুদ্রাধিতো-জিত-বশোমরাণাবলিকবলিতবলিধীচিনকিতবশোদ্বাণলবাদ-চূপালকুণ্ডলিক-শ্রীভূত-মহারাজাধিরাজেবু।’

মন্ত্রীর প্রশংতি—‘বতি শ্রীমৎসবতদান্যভদেবকলিকীর্ষেবু। কোবগোক্তবিক্রীবলগবাকিবৃহণবিদ্যাবর্হীভেন্দুরকব-নিপুণেবু। অনব্ধিবাদৈকনিকৈতনেনু শ্রীশ্রীমন্ত্রিপ্রবীরেবু আশীরাশিবেদনকোহং বর্হীতোহংভ্যং ভক্তবাব্ধেববনু ভক্তভ্যং ভবামবাহতমহুদিনিবনকরণ পুজতি বা।’

শুকর প্রশংতি—‘বতি শ্রীনারায়ণনন্দাধোহ-সিনের-রকরনন্দপুণারদানমানেনু। বিবিধবিভা-বিতোক্তিতাখিল-ভগপালকৃতবেদবেদাদপারগ-ব্রাহ্মণোক্তিতাতারসম্পন্ন-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যসেবামানশ্রীগেবিকবরূপভক্তচর্য্যাবিবেবু কো-টিশঃ প্রশংসাঃ।’

বামীর প্রতি ভাৰ্ঘ্যার প্রশংতি—‘বতি শ্রীমহাদেবপ্রমহেন-ভুবিভাসদিতকলেনু। কর্ণমোহবিভানেনু। নেত্রমোহবি-দৈবভেবু। কান্ড পরিণামেবু। চতুর্গুণপ্রদায়কেবু। মনোম-রূপেবু। শ্রীমৎসবচিতরণবিবেবু। দোবিন্ধ ইব ইন্দি-রিয়াঃ, শকর ইব গিরিজায়াঃ, মহেত্র ইব পুণোদকয়াঃ, প্রতি দিনং বর্জমানা মহারাজনা প্রশংসাপূৰ্ণমাতাং।’

ভাৰ্ঘ্যার প্রতি শুকর প্রশংতি—‘বতি শ্রীমৎসবতপ্রম-পারদাবগনুভৌ প্রিয়ভদ্রায়া নেত্রমুগত কনীনিকারাবিব, চক্ৰজ্ঞ নন্দামামিব, কল্যাকরত কলদিয়াবিব, পথিকজ্ঞ দ্বায়া-রামিব, ভৃগুভূত শীতলাসুভদ্রারামিব, সম সঙ্গের বিবে-দয়তী পত্নী ওভাশীরাশিবেদনকু বর্জনা।’

শিতার প্রতি পুত্রের প্রশংতি—‘বতি শ্রীমদভিসববণবন-চিত্তচিত্তবীরাহুগাছরজিতাহুগৃহীত-বগুহবর্হেবু। মিত্তচরণ-সরোজরজিতপারগ-সংরক্তানদানিতালহুপাশাগভাগসভাকুেবু। শ্রীভূত-পিতৃচরণ-সরোজকেবু। অকিকিংকরকিকরত সম বদকরসমুচিত্তাবনীপুটলয়াঃ সাতীকপ্রণতঃ সন্যাসজন্ম বিজ্ঞাপ্যক।’

পুত্রের প্রতি শিতার প্রশংতি—‘বতি শ্রীমিবেরচরণ-সরোজহুগৃহসনানাদিত্যবিতভাসবভিভাবিলাসগীযু-পর-স্মরাপরাভাবুকাহুপদবাধুরীকুঞ্জগ-বিবিধগুণালকৃত - দিব্যবাব-তংস-সকলবিধাসিধাসমিকুলপবিত্রীকৃত্যপ্রায়েবু। শ্রীভূত-ওভাচারপরিপুত্রিতপুত্রবু ভাশিবাঃ রাসঃ সন্ত বিজ্ঞাপ্যক।’

সন্ন্যাসী ও বতিদিগের প্রশংতি—‘বতি শ্রীমৎসবহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যকরণনিপুণতাপরাভুবেবু। বিবববিবরদোহ-বর্শন-দ্বিভ-প্রশংকরচনাবিতানেনু। বেধবেদাভ-সাংখ্যসিদ্ধান্ত-

বক্তব্য প্রকৃতিপুঙ্খবিস্তার-জ্ঞানশীল। সংবাদবাহ্য-বন্ধিত-
চরণাধিকারপ্রতিষ্ঠাচরণপরিপালন-পবিত্রীকৃতধর্মীভালবু।
সকলকর্তৃদেবপুজিত-ঐশ্বর্যগোবিন্দচরণাবিস্তার। সন্যাসী-
সংস্রাঃ সাতীকপ্রণামসহস্রমজঃ ওং নমো নারায়ণায়ৈতি
মহেশ্বাকমিতমস্ত।

তৃত্যের প্রশতি—‘বতি ভগবতচরণপরাধসকলজবিধাধি-
রক্ষ-গোমহিষাধিপ্রতিপালকনিধিলবংশালসেবক-বশংবদাহুক-
ভূতাঃ প্রতি।’

পত্রের প্রশতি—‘বতিসন্নানন্দপ্রতিভটবশঃপরিপূরিত-
সকলসামন্তরাধানীবিজ্ঞিতবীরশাভাবশেষিতনিজবংশাহুরক্ষক-
সততপরিভ্রমণশরণাতাহুকঃ প্রতি।’

বিবেকীদিগের প্রশতি—‘বতি শ্রীভগবৎপদপঙ্কজপূজনোপ-
চিৎপূর্ণপূজ্যবিজ্ঞীকৃতভক্তকরণদিগবিলাসিনীবিলরংধর্ম্মমিলন-
দীমালাকলাবশোহুযুক্ত-নিরববিবহুপ্রাণনাথরীকৃত-স্বয়মুত-
রীকহেবু।’ বতি শ্রীমৎপদমেশ্বরপাদপাখোকাবাদ-চতুরচিত্তচ-
করীকৃতস্বাক-বৃন্দাবনজনিভামিত-বশ্য-পটীপকপটলালকৃত-
দিগজনাগণজনতটপ্রবলপ্রতাপৌরুধরীকৃতপ্রভাধিপার্শ্বগর্ভাকু--
পারপারেশু।’ (বরকচিত্ত পত্রকোমুদী।)

প্রাচীন শিলালিপি প্রকৃতিতে প্রায় এইরূপ প্রশতি দেখিতে
পাওয়া যায়।

পত্র শব্দ সাধারণতঃ পত্রপত্রকেই বুঝায়। তৎপরে উক্ত
পত্রাদির উপরে লিখিত বস্তুকে বুঝাইতে থাকে। বর্তমান সময়ে
যে মনোভাব সকল কাগজে লিখিয়া পত্রমধ্যে সন্নিবেশিত হয়,
তাহাই এক সময়ে তালপত্র বা ভূর্জপত্রে লিখিত হইয়া
(কাগজের পরিবর্তে) ব্যবহৃত হইত। পত্রপত্রাদিতে পূর্বে
লিখিত হইত বলিয়া এইরূপে লিখিত মনোভাব ‘পত্র’ বা
‘চিঠি’ নামে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে লিখিত কাগজাদি
‘কাগজপত্র’ ‘লেখাপত্র’, ও চিঠিপত্র প্রভৃতি শব্দে প্রযুক্ত
দেখা যায়। পত্র (Letters or Correspondence) লিখ-
নের পদ্ধতি ও তথ্যবয়ে চর্চা আমাদের নাই। সাহিত্যাহুসাগি-
গণ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বেক্ষ মনোবোগী, সেইরূপ তাঁহারা
যদি পত্রাদি লিখন-প্রণয় পক্ষপাতী হইয়া ইহার আলোচনা
বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে ‘চিঠি লিখন’ সাধারণের গৌরব
বলিয়া মনে হইবে এবং সকলেই Addison, Cowper প্রভৃতির
ভায় পত্র লিখিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন।

পূর্বকালে যখন আমাদের দেশে কাগজের সৃষ্টি হয় নাই
তখন ভূর্জপত্র, কদলীপত্র অথবা তালপত্রে চিঠি লিখিয়া
আপনার আত্মীয়জনকে মনোভাব জানাইত। এখনও
পল্লিগ্রামস্থ গুরুদেবের পাঠশালাে বালকগণ প্রথমে তাল-

পত্রের উপর কদলীয়া লিখিতে শেখে, পরে হাতাকর সরল হইলে
কদলীপত্রের উপর ‘সেবকানি’ পাঠি (চিঠি, কদলীয়া বা
সহাজনী পত্রাদি) লিখিয়া থাকে। পূর্ববর্তক হইলে যখন প্রকৃত
বিবরণের হস্তক্ষেপ করিতে সর্ব্বত্র, তখন তাহারা কাগজের
উপর লিখিতে অভ্যাস করে। এখন প্রায় পত্রপত্রাদির উপর
লিখনপ্রণালী উঠিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র উড়িষ্যাদেশ হইতে
প্রেরিত কএকখানি তালপত্রে লিখিত চিঠি (‘ভাষাপত্র’) এবং
প্রাচীন গ্রন্থাদি তালপত্রের উপর নকল হইয়া নানাদেশে
প্রেরিত হয়। উপর আত্ম ও ‘রামকবচ’ ‘অক্ষরকবচ’ প্রভৃতি
ভূর্জপত্রে লিখিত হইয়া থাকে। বিবাহাদি কার্য্য হির
হইলে শুভদিনে শুভকক্ষে বিবাহবন্ধন দৃঢ়করণার্থ সাধারণ
সময়ে একখানি কাগজে বিবাহের পাত্র ও পাত্রী এবং বরকর্তা
ও কস্তাকর্তা ও বিবাহের প্রকৃত লয় ও দিন ধার্য্য করিয়া যে
কাগজে লিখিত হয়, তাহা ‘পত্র’ নামে সাধারণে পরিচিত।
ইংরাজিতে বেক্ষ বিবাহের Contract লিখিত হইয়া রেজ-
ট্রারী হয়, আমাদেরও সেইরূপ আত্মীয়কূটুম্বগণের সাক্ষাতে
ঐ পত্রে চলন ও টাকার ছাপ দেওয়া হয়। অতঃপর হরিদ্রা
দিয়া পরস্পরে স্বাক্ষর করেন যে আমরা উভয়ে এই
সব্ব স্থাপনে স্বীকৃত আছি। ঐ পত্রে সাক্ষিবরূপ সন্মুক্ত
কুলশীল কএকজন ব্যক্তিকে নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। এইরূপ
জন্মাদি সংক্রান্ত কোষ্ঠীপত্রকেও জন্মপত্র বলে।

[কোষ্ঠী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

পত্রক (স্ত্রী) পত্র-স্বার্থে কনু, তদিব কারতি বা কৈ-ক।
১ যক্ষের পত্র। ২ পত্রাবলী। ৩ তেলপত্র। (পুং) ৪ শালিক শাক।
পত্রকঙ্ক (স্ত্রী) পত্রের কঙ্ক, গন্ধমল্লা দেওয়া।

‘পক-পুতেহপুঙ্খ এব সম্যক যং পেয়া বস্তিতং।

দীয়েতে গন্ধবুধ্যার্থং পত্রকং তদ্রূপেতে।’ (চক্রদ’বাতব্যাবিচি’)

তেলপত্র হইলে উক্ত থাকিতে থাকিতে গন্ধ বৃদ্ধির
নিমিত্ত বাহা দেওয়া হয়, তাহাকে পত্রক কহে।

পত্রকাহলা (স্ত্রী) পত্রকাণা আহলা শব্দঃ। ১ পত্রশব্দ।
২ পিজোলা। (হার্য্য)

পত্র(ত্র)কুচ্ছু (পুং) পট্টঃ পত্রকাণেঃ সাধ্যা কুচ্ছু।
ব্রতবিশেষঃ। পর্ণকুচ্ছুত। [পর্ণকুচ্ছু দেখ।]

পত্র(ত্র)ভুপ্ত (পুং) পত্রাদি ভুপ্তি বস্ত। সূত্রী বৃকভেদ,
তেকাটা, সিসগাহ।

পত্রঘনা (স্ত্রী) পত্রমেব ঘনং বস্তা, পত্র বাহুল্যং ভবাং। সাতলা
বৃক, লেহণ গাঁহ।

পত্র(ত্র)জ (স্ত্রী) পত্রম্বায়েত অজ-করণে যজ্ঞ-শব্দাদিবাং
সাধু। পত্রাজ, বক্তচন্দন। (শব্দর’)

পত্রচারিকা (স্ত্রী) ভৌতিক জিহ্মভেদ। (বিদ্যা° ৪৫২০)

পত্রক্ষেপক (কি) পত্রক্ষেপনকারী।

পত্রক্ষেপ্য (কি) ছিন্নপত্র, ডানাকাটা। "পত্রক্ষেপ্যবিবেহ জাতি পদনং বিস্ময়িতং বাবুনা" (মৃচ্ছকটিক)।

পত্রবন্ধার (পুং) পত্রবৎ বন্ধারভবৎ শব্দো বস্তু। পুরোচী বৃক্ষ, বায়ভাটী। (ত্রিকা°)

পত্রজালব (পুং) পটোল ও ভালপত্রোখ জালব।

পত্রণা (স্ত্রী) পত্রৈঃ অণো জীবনমিব বস্তু। পরপত্ররচনা।

"শর্যাপাং পত্ররচনা পত্রণা পরিকীৰ্ত্তিতা।" (হারা°)

পত্রতুলী (স্ত্রী) পত্রবৎ তুল্যবৎ বিধাত্তে বস্ত্রাঃ, অর্প জাদি-
হালহ, ততো গোঁরাদিহাং জীব। বসতিকালতা। পত্রতুল্য,
এইরূপ প্ররোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

পত্রতরু (পুং) পত্রপ্রধানতরুঃ। বিটুখদির বৃক্ষ, ছুখদির।
(রাকনি°)।

পত্রতালক (স্ত্রী) বংশপত্র হরিতাল। (বৈদ্যকনি°)

পত্রদারক (পুং) পত্রবৎ দাররতি বৃক্ষানি ইতি নৃ-পিহ প্ল।
ক্রকচ, চলিত করাত।

পত্রক্রম (পুং) তাড়ী বৃক্ষ।

পত্রনাড়িকা (স্ত্রী) পত্রস্ত নাড়িকা। পত্রশিরা। তাবুলীশিরা।
(জটাম্বর)।

পত্রনামক (স্ত্রী) ভেজপত্র। (বৈদ্যকনি°)

পত্রপরশু (পুং) পত্রে ধাতুনির্মিতপত্রাকারে পরশুরিব,
তক্ষেপকত্বাৎ তথাক্ষং। স্বর্গকার প্রকৃতির বস্তুভেদ, স্বর্ণাদিক্ষেপিক,
চলিত ছেপী। পর্যায় ব্রশ্চন, পত্রপত°। (শব্দর°)

পত্রপা (স্ত্রী) অপত্রপরিমিত অপ-ত্রপ-অহ্ নিপাতনামকার-
লোপঃ। অপত্রপা, লক্ষা। (শব্দর°)

পত্রপাল (পুং) পত্রবৎ পল্যাতে আপ্যাত্তেহসৌ পত্র-পল-বঞ°।
আয়ত চুরিকা, বড় চুরী। (হেম)

পত্রপালী (স্ত্রী) পত্রপাল-স্ত্রীপু°। কর্তনী, চলিত কাঁচী।

পত্রপাশ্যা (স্ত্রী) পাশানাম লম্বঃ পাশা, পত্রাণাম পাশা।
স্বর্ণাদিরচিত লম্বাটুযণ, চলিত টীকা। (অমর)

পত্রপিশাচিকা (স্ত্রী) পত্রৈঃ পত্রৈঃ বা পিশাচীষ, ইবার্থে
কনু। জলজা, জলবারণসাধন বস্তুভেদ, চলিত টোকা।
পর্যায়—খর্পর, বারিজা, মূর্ছখোল। (ত্রিকা°)। ২ মন্তকে
পলাশপত্রবন্ধন।

'বন্ধঃ পলাশপত্রাণাম ইবৈ পত্রপিশাচিকা।' (হারাণলী)

পত্রপুষ্প (পুং) পত্রং পুষ্পমিব বস্তু। রক্তকুলঙ্গী। (রত্নমালা)

পত্রপুষ্পক (পুং) পত্রপুষ্প ইব কারতে কৈ-ক°। ভূজপত্র।

পত্রপুষ্পা (স্ত্রী) পত্রপুষ্প-স্ত্রীপু°। ১ তুলসী। ২ ছত্রপত্র; তুলসী।

পত্রবন্ধ (পুং) পত্রাণাম বন্ধো বন্ধনং বস্তুনি। পুষ্পরচনা, পত্র
পুষ্পাদি দ্বারা বান্ধা।

'রচনা চ পরিপাকঃ পত্রবন্ধ ইতি ভবঃ।

পত্রতলপ্রধানাদিরচনারাং নিপত্যতে ই° (শব্দর°)

পত্রবাল (পুং) পত্রবৎ বলাভেহসিন্ বলা-অধিকরণে বঞ°।
তুলাঘট, কেপনী, ঠাঁক। (ত্রিকা°)

পত্রভঙ্গ (পুং) পত্রাণাম নিবিশিতপত্রাকৃतीनां ভঙ্গো বিচিন্নতা
বস্তু। তন ও কপোলাদিতে কতুরিকাদি রচিত পত্রাধারী।
পর্যায়—পত্রলেখা, পত্রবলী, পত্রলতা, পত্রাচুলী, পত্রাচুলি,
পত্রভক্তি, পত্রভলী, পত্রক, পত্রাবলী। (শব্দর°) পূর্ণে স্ত্রীগণ
কপোল ও তনাদিতে নানাপ্রকার পত্র রচনা করিত, এই পত্র-
রচনা পত্রভঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

পত্রমঞ্জরী (স্ত্রী) পত্রাণাম মঞ্জরী। ১ পত্রের অগ্রভাগ। ২ পত্রা-
কার মঞ্জরীযুক্ত তিলকভেদ। (হেম°)

পত্রমাল (পুং) পত্রাণাম মালা বস্তু। বৈভবময়ক। (বৈদ্যকনি°)

পত্রমালা (স্ত্রী) পত্রাণাম মালা। পত্রমুহ, পত্রের মালা।

পত্রমূল (স্ত্রী) পত্রাণাম মূলং। পত্রের মূল। প্রকারে তুল্যাদিহাং
কনু। পত্রমূলক। তত্ত্বংপ্রকার।

পত্রযৌবন (স্ত্রী) পত্রাণাম যৌবনং বস্তু। পলব, নুতনপত্র।

'নবোদগতে কিশলয়ঃ কিশলয়ঃ পত্রযৌবনম্।' (জটাম্বর)

পত্রেরথ (পুং স্ত্রী) পত্রং পত্রো রথো বানমিব বস্তু। ১ পক্ষী।
(ভাগ° ১১৯/১০) স্ত্রিয়াং জাতিহাং জীব°। ২ বাণ।

পত্রেল (স্ত্রী) ১ পতল ছড়। (বৈদ্যকনি°) ২ ত্রপ, পাতলা
দই। (হেম)

পত্রলতা (স্ত্রী) পত্রাকার লতা বস্তু। ১ পত্রাকার তিলক-
ভেদ। ২ পত্রপ্রধান লতা।

পত্রলবণ (স্ত্রী) পত্রবিশেষেণ পত্রং লবণং। সূক্ষ্মতোক্ত লবণ-
ভেদ। প্রস্তুত অণালী—এরও, ঘণ্টাপারুল, বাসক, নাটী-
করজ, আরবধ ও চিত্রক, ইহাদের আর্দ্রপত্র উদ্বৃৎলে পিষিয়া
তৈল বা স্তনের কলসে প্রক্ষেপপূর্বক ঘটে গোমর লেপিয়া
দত্ত করিতে হইবে। ইহা পত্রলবণ নামে অভিহিত হয়। এই
পত্রলবণ বাতরোগে হিতকর। (সূক্ষ্মত চিকিৎসিত-হাস ৪ অঃ)

পত্রলে(র)থা (স্ত্রী) পত্রাণাম কতুরিকাদিরচিতপত্রাকৃतीनां
লেখা রচনা। পত্রভঙ্গ। তন ও কপোলাদিতে পত্রাবলীরচনা।
"চকার বাগৈরহরানানাম পত্রাবলী প্রোবিতপত্রলেখা।" (রত্নাং ২)

পত্রবলরী (স্ত্রী) পত্রবৃত্তা বররী। ১ তিলকভেদ। ২ পত্রভঙ্গ।

পত্রবলী (স্ত্রী) পত্রাণাম রচিতপত্রাকৃतीनां বলী লভেব।

১ পত্রভঙ্গ। (দাঘ ৮৫২) ২ কত্রভক্তি। ৩ পলাশী লতা।

৩ পর্ণলতা। (রাকনি°)

পত্রবাহ (পুং) পত্রেন পকচ্ছেদেন উহতে ইতি বহ-বঞ।
১ বাণ। (ভট্টাধর) পত্রং লিপিং বহতীতি বহ-বঞ। (জি)
২ লিপিবাহক।

পত্রবাহক (পুং) পত্রবহনকারী, যে পত্র লইয়া যায়।

পত্রবিশেষক (স্ত্রী) পত্রমিব বিশেষো বহু কণ্। ১ তিলক।
২ পত্রভঙ্গ, তন ও কপোলাদিতে পত্রাবলীরচনা। (কুমার ওম)

পত্রবৃশ্চিক (স্ত্রী) পত্রমিব বৃশ্চিকঃ। পত্রাকার বৃশ্চিকভেদ,
একপ্রকার বিছা। (জুক্ত কল্পদ্বান ৮ অঃ)

পত্রবিষ (স্ত্রী) বিষপত্রিকা। (জয়পালবীজের অভ্যন্তরস্থ পত্র),
ভিতলাট, অবরদারক, প্রিয়ঙ্ ও মহাকরন্ড এই পাঁচটা
পত্রবিষ। (জুক্ত কল্পদ্বান ২ অঃ)

পত্রবেষ্ট (পুং) পত্রমিব বেষ্টেতে বেষ্ট-কর্ষণি বঞ। তাদৃশ,
ভূষাবিশেষ। “উষক্কেশশ্চাত্তপত্রলেখো বিল্লিবিমুক্তাকল-
পত্রবেষ্টঃ।” (রঘু ১৬।১৭)

পত্রেশ্বর, জাতিবিশেষ। [পর্ণশবর দেখ।]

পত্রশাক (পুং) পত্রপ্রধানঃ শাকঃ শাকপাৰ্শ্ববিদ্যায়াং কর্ণবা°।
বড় বিধশাকের অন্তর্গত পত্রাঙ্ক শাক, তাকশাক মাত্র।

পত্রশিরা (স্ত্রী) পত্রস্ত শিরেব। ১ পত্রভঙ্গ, পর্যায়—মাটি।
(হারাবলী) ২ পর্ণপংক্তি। ৩ পর্ণনাড়ী, পাণের শিরা।

পত্রশৃঙ্গী (স্ত্রী) পত্রং শৃঙ্গমিব যন্তাঃ, জীব্। দ্রবতীলতা।
মৃষিক-কর্ণিকা, ইহরকানীলতা।

পত্রশ্রেণী (স্ত্রী) পত্রাণাং শ্রেণীব। ১ দ্রবতীলতা। ২ পত্রপংক্তি,
পত্রের সারি।

পত্রশ্রেষ্ঠ (পুং) পত্রং শ্রেষ্ঠং যন্ত। বিবপত্র। মহাদেব ও হর্গার
অতিশয় প্রীতিকর, এই জন্ত সকল পত্রের মধ্যে বিষ্ণুপত্র শ্রেষ্ঠ।

পত্রসুন্দর (পুং) পত্রং সুন্দরং যন্ত। স্নানামথ্যাত্ত বৃক্ষবিশেষ।

পত্রসূচি (পুং) পত্রাণাং সূচিরিব। কণ্টক।

পত্রহিম (স্ত্রী) পত্রেষু হিমং ধ্বনিং দিনে। হিমছদ্দিন। (ত্রিকা°)

পত্রাখ্য (স্ত্রী) পত্রমেব আখ্যা যস্য। ১ তেজপত্র। ২ তালীশপত্র।

পত্রাখ্যা, কামরূপের অন্তর্গত শ্রীপীঠের দক্ষিণে অবস্থিত একটি
নদী। (যোগিনীভক্ত উ° ৪° ১৬০)

পত্রাঙ্ক (স্ত্রী) পত্রমিব অঙ্কং যন্ত। ১ রক্তচন্দন। ২ রক্তচন্দন
সদৃশ কাষ্ঠবিশেষ, চলিত বকম। ৩ তুর্জপত্র। ৪ পদ্মক, পদ্মকাঠ।

পত্রাঙ্গসব, ঔষধভেদ। প্রস্ততপ্রণালী—বকমকাঠ, খদিরকাঠ,
বালকছাল, সিম্বলফুল, বেড়েল, ভেলার মূট, ভ্রাণালতা,
অনন্তমূল, জবাশূলের ছুড়ি, আমের আঁটির পত্র, লাকছরিত্রা,
চিরাতা, পোতার ঢেঁড়ী (অহিকেন কল), জীরা, দোহ, রসায়ন,
তুঁটী, কেওরিয়া, শুড়বক, কুহু, লবঙ্গ (দেবকুহু) প্রত্যেক
এক পল। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে

জালা ২০ পল, বাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২০ পের, মধু ৬০
সের, জল ১২৮ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটি
পাত্রদ্বারা একমাস কাল রাবির। মাত্রা অর্ধপল,
সিবাভাগে ২০ বার প্রোষ্য। ইহা সেবনে শ্বेत ও রক্ত
প্রবর এবং তৎসংযুক্ত বেদনা, জ্বর, শীত প্রভৃতি রোগ
ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্না শ্রীমোগাধিকার)

পত্রাঙ্গুলি (স্ত্রী) পত্রং অঙ্গুলিরিব যন্ত। পত্রভঙ্গ, তনকপোলা-
দিতে কন্তুরিকাধিরচিত পত্রাবলী।

পত্রাঞ্জল (স্ত্রী) পত্রং লেখনপত্রমদ্ব্যভ্যন্তরেন পত্র-অঙ্ক করণে
সূচি। মণী, কালী। (শব্দর°)

পত্রাচ্য (স্ত্রী) পত্রৈরাচ্যং। শিল্পলীমূল। ২ পর্কততৃণ। (রাজনি°)
৩ তৃণাণ্যতৃণ, গন্ধতৃণবিশেষ। ৪ পত্রাঙ্ক চন্দন। ৫ বংশপত্র
হরিতাল। ৬ তালীশপত্র। (বৈদ্যকনি°)

পত্রাশ্র (স্ত্রী) পত্রক। (রাজনি°) পত্রাণাং এইরূপ সূচ্য
পত্রকও দেখিতে পাওয়া যায়।

পত্রাশ্রা (স্ত্রী) পত্রে অশ্রং যন্তাঃ। চুক্তিকা, চলিত চুকাপালত।
(ভাবপ্র°)

পত্রালী (স্ত্রী) পত্রাণাং আলীরিব। ১ পত্রাবলী। ২ পত্রশ্রেণী।

পত্রালু (পুং) পত্র-অত্যর্থে আলুঃ। ১ কাসালু। ২ ইক্ষুভূতৃণ।

পত্রাবলি (স্ত্রী) পত্রাণাং পত্রাকৃতীনাং আবলিঃ পংক্তিরিব
রচনা যন্তাঃ। ১ গৈরিক। পত্রাণামাবলিঃ। ২ পত্রশ্রেণী।

পত্রাবলী (স্ত্রী) পত্রাবলি-বাহুলকাৎ জীপ্। ১ পত্রভঙ্গ।
(শব্দর°) ২ নবচূর্ণসম্প্রদানক মধুশিশ্রিত বহুচূর্ণযুক্ত নবাখণ্ড-
পত্র। বহুচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত ৯টী অখণ্ডপত্রে করিয়া
নবচূর্ণকে দান করিতে হয়।

“অমারাং নিশি সংঘে তু পত্রে চাখণ্ডসংজ্ঞকে।

ক্রমাৎ পত্রাবলী দেয়ং মধুনা বহুচূর্ণকম্ ॥” (কৈবল্যতন্ত্র)

পত্রিকা (স্ত্রী) পত্রী এব, স্বার্থে কন্, ততো হ্রস্বঃ। ১ পত্রী,
লিপি।

“আদিভ্যাগিগ্রহাঃ সর্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ।

দীর্ঘমাহুঃ প্রকৃষ্টং যন্তরং জন্মপত্রিকা ॥” (জ্যোতিষতন্ত্র)

প্রশস্তপত্রং বিদ্যাতে যন্তাঃ, পত্র-ঠন্। কবলী আদি করিয়া
নবপত্রিকা। [নবপত্রিকা দেখ।]

ও কর্পূরভেদ, পাতকপূর।

পত্রিকাখ্য (পুং) পত্রিকা আখ্যা যন্ত। ১ কর্পূরভেদ। (জি)
২ পত্রিকানামক।

পত্রিন্ (পুং) পত্রং পত্রো বিদ্যাতে যন্ত। পত্র-ইনি। ১ বাণ।
(রঘু ১১।৮৪) ২ পক্ষী। (রঘু ১১।২৯) ৩ তেন।

“নভসি মহাসাং কাণ্ডকাকপ্রাপপত্রিণাং।” (দৈবঘ ১৩।১২)

“পঞ্জিণাং ত্রৈলোক্যপঞ্জিকায়াঃ।” (সারণ্য)

পঞ্জাশি হুয়ানি নভাত অত ইনি। ৪ বৃক। ৫ বৃকী।

৬ পর্জত। ৭ ভাল। ৮ খেতকিষী বৃক। ৯ পদ্যবজী।

১০ পামি। (সাকনি) (জি) ১১ পজবিশিট।

পঞ্জিণী (জী) পমিন্ জিরাং গীন্। নবাহু, পরব। (নবত)

পঞ্জিবাহ (পু) পজবাহ, যে পজ লইয়া যায়।

পঞ্জী (জী) পজ-জিরাং গীন্। ১ লিপি, পজ। ২ পদ্যক বৃক।

৩ মহাহুগু তৈল। (চক্র) ৪ গদ্যপঞ্জী। ৫ হুরালতা।

৬ ধ্মিয় বৃক। ৭ ভালবৃক। ৮ জাতিপঞ্জী। (বৈদ্যকনি)

৯ মহাভেজ পজ। (চক্রগত বাতব্যাখিটি)

পঞ্জোপকর (পু) পজনেব উপকর উপকরণ বজ। কালমর্দ বৃক। (হারাবলী)

পঞ্জোর্থ (জী) পজতা উপা সাধনমেনাত্যত অর্থ আদিবাহ।

১ খেতকোষ, রেশমীকাপড়, পটুভূষণ বজ।

“পঞ্জোর্থ জেরিখা তু ক্রকরণ নিবজ্জতি।”

(ভা) ১০১১১১০০)

(পু) পজেরু উপা বজ। ২ শোনাবৃক।

পত্র্য (পু) পজত হিতং বৎ। ত্রোনাবৃক।

পত্ন্যু (পু) পত-ভাবে মনিন্। ১ পতন। করণে মনিন্। ২ পতনসাধন। (জু ৫৭৭)

পত্নু (পু) পতত্যা পত-আধারে বনিন্। মার্ধ। (জু বজু ২২২২) উপাধি ৪১১২ হুজ পদ খাতু করিয়া পদ্য এইরূপ পর নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু খেলনীপে পত-বনিন্ করিয়া এইপদ সিদ্ধ করিয়াছেন।

পৎসল (জী) পততি গজ্জতি অমিন্ পত-সরন্ রজ লত (পতে-রজ লঃ। উণ ৩৭৪) পহা, মার্ধ।

পৎহুতস্ (অব্য) পৎহু-তস্। পাদ হইতে।

“কৃকা রজাসি পৎহুতঃ।” (জু ৮১৪৩৬) “পৎহুতঃ পতঃ”

(সারণ্য) বৈদিক প্রয়োগেই এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, অজ্ঞত হয় না।

পথ, গতি। জাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ পথতি। লিট্ পপাথ, পথতুঃ। পেথুঃ। লুট্ পথিতা। লুঙ্ অপথীৎ।

পথ, প্রবেশ। চুরাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ পাথয়তি, লিট্ পাথরাচকার। লুঙ্ অপপথৎ।

পথ, পথি, পথগমন। চুরাদি, উত্তরপণী, পক্ষে জাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ পথয়তি-তে। লুঙ্ অপপথৎ-ত। জাদি পক্ষে লট্ পথতি। লুঙ্ অপপথীৎ।

পথ (পু) পথতি গজ্জতি পথ-বাক্যে অধিকরণ-ক। পহা, মার্ধ পথ। (জিকাও)

পথ, (মহাটী) মহারাষ্ট্রদেশবাসী-বিষয়া, বাধ্যতা কতা অথবা বানি-কর্তৃক পরিভাষা গ্রীর বিবাহ।

পথক (পু) পথে হুপল, পথ-কন্। ১ মার্ধহুপল। যিনি পথবিবরণ উত্তরকপ জানেন। পথ-বাক্যে কন্। ২ মার্ধ। (জী) ৩ কপিলজালা।

পথৎ (পু) পথতি পথ-পত্। ১ পদ্যকর্তা। ২ পথ। (অমরটী)

পথমার, পথ পথে রাজা এবং মার পথে অতিক্রম। যে কতি হাটরা পথ অতিক্রম করে। যে সকল ভাকপেরালা একত্রিণ হইতে অত গ্রামে চিট্রিগজ বদন করে, Foot-runner। বুটায় ১৫৭ ও ১৬৭ শতাব্দীতে এরূপ পথবাহক অনেক ছিল। শীতের প্রারম্ভে বখন সমুদ্রপথে গমন অসম্ভব হইয়া উঠিত, তখন এই লোকদিগের দ্বারা দাক্ষিণাত্যবাসী রাজপন সেপ-লোভারে বুদ্ধবিগ্রহ অথবা রাজ্যাক্রান্ত পূজাবি প্রেরণ করিতেন। ২ ভারতের মলবার উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহা। এই বাহাজের দ্বারা বুটায় ১৬৭ শতাব্দীতে প্রিয়বর্তী হাম-মুহে বাণিজ্যাদি চলিত।

পথ-লিগোজী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কীসি জেলায় একটি গ্রাম। জিরিহ নগর হইয়া ৩ কোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানে একটি বৃহৎ হ্রদের সমুখে একটি জয়হৎ চকোলা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়। এখানে একটি অকৃত্য ও হুলাকার বিষ্ণুমূর্তি অধ্যাপি রক্ষিত আছে।

পথরোটে, নিজাম রাজ্যের বেয়ার প্রদেশের অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে হোমাদশহীদিগের ‘জীদেবী লক্ষ্মী’ মন্দির বিদ্যমান আছে। এই প্রাচীন মন্দির প্রায় ১৬৫ বৎসর পূর্বে একবার পুনর্নির্মিত হইরাছিল। ইহার বিস্তৃত সভাসভা ১৬টী ভক্তের উপর স্থাপিত।

পথিক (জি) পথানং গজ্জতি য় পথিন্ কন্ (পথঃ কন্। পা ৫১১৩৫) পথগতা, পথে বাহারা গমনাগমন করেন, তাহাদিগকে পথিক কহে। দেশান্তর বা যে কোনস্থলে বাইবার নিমিত্ত গৃহ হইতে নির্ধৃত পথগমনশীল ব্যক্তি। অম্বকাজী, বিশেষত, পথ্যার—অধ্বনীল, অধ্বগ, অধ্বজ, পাথ, গজ, বাত, পথক, যাজিক, বাত্ক, পথিল। (পথর্)

পথিকশালা (জী) পথিকদিগের আবাসস্থান, পাথগৃহ, মর্যাই।

পথিকসংহতি (জী) পথিকানাং সংহতিঃ। পথিকসমূহ, পথিকদিগের সংহতি। (হারাবলী)

পথিকসম্ভতি (জী) পথিকানাং সম্ভতিঃ সমূহঃ। পথিকসম্ম, পথিকসমূহ, পথ্যার—হারি। (জিকাও)

পথিকা (জী) পথিক-টাপু। কপিলজালা। (সাকনি)

৩ বের ১৬ কোশ একদিনে যেট মেরে দিয়ার।

পথিকার (জি) পথান করোতি ক-অ। মার্গকারক, বাহার পথ প্রকৃত করে।

পথিকৃৎ (জি) পথিন্ ক-কিপ্ তুচ্ চ। বজমানদিগের সন্মার্গ-করণশীল। "সহস্র বাহা পথিকৃৎ" (কক ১১০৬১৫)

'পথিকৃৎ বজমানানাম সন্মার্গকরণশীলো বিচক্ষণঃ'। (সারণ)

পথিচক্র (ক্ৰী) জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত চক্রভেদ। বাহা জানিলে সতই বাহার শুভাশুভ বুঝিতে পারা যায়।

"পথিচক্রং প্রবক্ষ্যামি ধ্যাতব্যং বদ্বৈশ্ববাসিনে।

যেন বিজ্ঞাতম্যজ্ঞেণ সন্ধ্যো বায়াক্ষণং বধেৎ ॥"

(নরপতিজয়চর্য্য)

পথিদেয় (ক্ৰী) পথি-মার্গে দেয়, অলুপমানঃ। রাজাকে দেয় করতেন। (হারাবলী)

পথিভ্রম (পুং) পথি প্রাপ্ত ভ্রমো ভ্রমঃ। খদির বৃক্ষ, যেতখদির। (রাজনি)

পথিন্ (পুং) পথ আধারে ইনি। মার্গ, পথ। পথ কোন স্থলে কিরূপ হইবে, তাহার বিবরণ দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, পেশমার্গ ত্রিশ ধনু, প্রামপথ ২০ ধনু, সীমাপথ দশধনু ও রাজপথ দশধনু, পরিমাণ হইবে। (দেবীপু) বাহার পথে বিচরণ করে, তাহাদের মেঘ, কক, হুলভা ও সৌকুমার্য্যাদি নষ্ট হয়। যে ভ্রমণ দেহের পীড়াকর না হয়, এইরূপ পথগমন ইন্দ্রিয়শোষণ এবং আয়ু, বল, মেধা ও অমি-বৃত্তিকারক। (রাজবং) ২ ধর্ম্মাচার।

পথিপ্রজ্ঞ (জি) পথাজিহ্ন, বাহার পথ জানে।

পথিমৎ (জি) পথিনকবৃক। "তা বা এতা প্রবত্যো নেতৃত্বতঃ পথিমতঃ" (ঐত'ব্রাহ্মণ ১২১৪) 'তা এব এতঃ প্রশ্বনেতৃশ্বক-পথিনকসত্তিনকবত্যঃ। পথিনক—অয়ে নম সুপথা।' (ভাষ্য)

পথিরক্ষস্ (পুং) পথানং গচ্ছতি রক্ষ-অজ্ঞ। ১ রক্তভেদ। (ভুল যজু' ১৬৫০) (জি) ২ মার্গরক্ষক। গিনি-পথিরক্ষিন্ মার্গরক্ষক। (কক ১০১৪১১)

পথিল (জি) পথতি গচ্ছতীতি পথগতো ইলহ (মিথিলাদয়শ্চ। উপ ১১৫৮) ইতি নিশাতন্য সাধুঃ। পথিক। (উজ্জল)

পথিবাহক (জি) বাহয়তীতি বহ-পিহ্ ধূলু। ১ মার্গবাহক। ২ ভারবাহক। ৩ শাহুনিক। ৪ নিষ্ঠুর। (শব্দমালা)

পথিবদ্ (জি) কৃতভেদ।

পথিষ্ঠা (জি) পথিদিগের মধ্যে প্রেষ্ঠ।

"ন উজ্জং প্রপথ্যং পথিষ্ঠাঃ" (অথ' ৬২১১১)

'পথিষ্ঠা পতভ্যং পথিষ্ঠাঃ প্রেষ্ঠা' (ভাষ্য) পথিষ্ঠস্থলে পতিষ্ঠ এইরূপ পথই বিতুষ। বৈদিক প্রেরোগে পথিষ্ঠ হইরাছে।

পথিস্থ (জি) পথি-তিষ্ঠতি স্থা-ক। পথে বর্তমান, পথে অবস্থিত।

"ভেবামাগচ্ছত্যঃ স্রাজৌ পথিস্থানঃ বৃকোহভবৎ"

(ভারত ১০৬২৩ শ্লো)

পথীন, নাম ধাতু, পথ ইবাচরতি পথিন্-কিপ্ ধীষঃ। মার্গের ভার আচরণ। পরমৈ, অক, সেট। লট পথীনতি। লুৎ অগথীনীৎ।

পথিষ্ঠা (জি) পথে মার্গে তিষ্ঠতি স্থা-কিপ্, অলুপ্ সমানঃ যেক-বচন্। মার্গে বর্তমান। (কক ৫১৫০১০)

লৌকিক প্রেরোগে পথস্থ এইরূপ হইবে।

পথ্য (জি) পথোহনপেতঃ পথিন্ যৎ (বর্ণপঞ্চাশতায়াদন-পেতে। পা ৪৪১২২)

১ হিত চিকিৎসাদি। ২ হিত কারক ভোজ্যাদ্যভেদ, বাহা সেবনে হিত হয়, তাহাকে পথ্য কহে। পথ্যার—করণ, হিত, আত্মীয়, আত্ম্য। (রাজনি)

ব্যাবি হইলে বা কুমার্গে পদস্থলিত হইলে বাহার অহরানে শুভ হয়, তাহাকে পথ্য কহে। (ক্ৰী) ৩ সৈন্ধব। (বৈভকনি)

(পুং) পথি সাধুঃ দিগামিভ্যাং যৎ। ৪ হরীতকী বৃক্ষ।

'শিবামাঃ বনভিত্তকঃ ত্রাং পথ্যঃ হুল্লরমাতৃকো ॥' (শব্দমালা)

৫ তণ্ডুলীয় শাক। ৬ হিত, মঙ্গল।

"অগ্রিয়ত তু পথ্যত বক্তা শ্রোতা চ চলভঃ ॥" (রামা' ৩৪১১১)

পথ্যকরী (ক্ৰী) রক্তক শালি। (রাজনি' ব' ১৬)

পথ্যকা (ক্ৰী) মেথিকা। (বৈভকনি)

পথ্যকানিন্ (পুং) বটিক ধাতু। (রাজনি' ব' ১৬)

পথ্যভোজন (ক্ৰী) পথ্যং ভোজনং। হিতভোজন। (ভাবপ্র)

পথ্যশাক (পুং) তণ্ডুলীয় শাক। চলিত নটরশাক। (রাজনি')

পথ্যা (ক্ৰী) পথ্য-টাপ। ১ হরীতকী।

"ততঃ সৈন্ধবপথ্যভ্যাং চূর্ণিতভ্যাং প্রকর্ষয়েৎ।

পুনঃ সপ্তদিনে প্রাপ্তে রোমমাংস সমুজ্জিনেৎ ॥"

(হটযোগসীপিকা ৩৩৬)

২ বৃগেকার। ৩ চিঠিটা। ৪ বক্ষ্যাকর্কটকী। (রাজনি')

৫ সংসার সমুজ্জের পথ্যরূপ বলিয়া গলাকে পথ্য কহে।

"পদ্মনাভপল্যেণ গ্রন্থতা পদ্মালিনী।

পরক্ষিণা পুষ্টিকরী পথ্যমৃষ্টিপ্রভাবতী ॥" (কাশিধ' ২১১১২)

পথ্যাদি (পুং) পাচন ভেদ, হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুখা, তপ্তী, আতাইহ্ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, এই কাথ সেবনে আমাশয়াদি প্রশমিত হয়।

অভবিধ—হরীতকী, মজিষ্ঠা, চাকুলে, বাসক, তপ্তী, আতাইহ্ ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে শুষ্করোগাদি অগ্নি প্রবীণ হয়। (পাচমষ্টি')

পথ্যাদিকাথ (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত কাথোদধভেদ। হরী-

বন, শৈথিল্যে কুহেলন, বাতিকে খেবন, নানাপ্রকার কাঠাম, পুরাতন মূল ও লোহিতপালি, লাজম ও মূলমণ্ড, হুৱা, এণ্ড্রুতিয় মাস, সকল কৃত্ত মন্ত, শালিকশাক, বেজাও, লগুন, বৃক্কুয়াও, নবীন কলীকল, পটোল, বাৰ্তীক, বাতিম, যব, অন্নবেতল, জীৱ, নবনীত, হুত, তক্ত, কুৰ্ব্বাক, খাত্তা, কট্টেতল, লবণাৱক, বদামী, মরিচ, মেথী, বাতক, জীৱক, দধি, তাহুল, কট্ট ও ভিক্কুয়স।

অমিয়ানো ও অজীপদিয় অপথা—বিয়েচন, বিটী, মূত্র ও বাহুব্বেগধাৱণ, অতিৰিক্তপান, অধাপন, জাগরণ, বিবশাপন, রক্তশক্তি, মন্ত, মাংস, জলপান, ষ্টিপিক, সৰ্গশালুক, কুটিকা, কীৱ, এপানক, ভালমাস, বালভাল, মেহন, হুটবাৱি, বিক্ক পানান, বিটী ও ভক্ৰ হুৱা।

ক্রিমিৰোগে পথা—জাৱাপন, কামবিয়েচন, শিরোবিয়েচন, ধূম, ককশাক হুৱাসমূহ, শরীরমাৰ্জনা, পুরাতন শালি, পটোল, বেজাও, নবীনমোচ, বৃহতীকল, মৌবিকমাংস, বিড়ল, তিলতৈল, সৰ্গপটেল, সৌৱীৱ, গোমূত্র, তাহুল, হুৱা, কথানিকা ও কট্ট, ভিক্ক এবং কবাব রস।

ক্রিমিৰোগে অপথা—হৰ্দি, তৰেগবিধাৱণ, বিক্ক পানান, বিবানিজা, হুৱজৱা, শিষ্টাৱ, অজীপভোজন, হুত, মাং, দধি, পজশাক, মাংস, হুৱ, অন্ন এবং মধুৱ রস।

রক্তপিত্তে পথা—অধোগমে হৰ্দি, উৰ্দ্ধনিৰ্গমে বিয়েচন, উত্তরয়ে লম্বন, পুরাতনশালি, মূল, ময়ূর, চণক, কুবরী, চিষ্ট ও বহ্মিরমন্ত, শল প্রকৃতিয় মাস, কবাববৰ্ণ, হুত, পনল, শিৱাল, রক্তাকল, পটোল, বেজাও, মহাজক, পুৰাণকুয়াওকল, পকতাল, বাসা, দাতিম, বৰ্জ্ব, বাতী, নারিকেল, কপিথ, শালুক, শিমুৰ্দপত্র, তুৰী, কলিক, জাকা, সিভা, লেক, অবগাহ, অভ্যঙ্গ, শিশির, প্রোৱে, চন্দন, মনোহরকুল বিবিধ কথ, কোমবজ, হুজীভোপবন, প্রিয়লু, বহাৱনালিলন ও হিমবালুক।

রক্তপিত্তে অপথা—বাৱাম, অধনিবেবন, রবিকরণ, তীক কৰ্ণ, কোভ, বেগধাৱণ, চপলতা, হুৱাখবান, খেব, অন্নশক্তি, ধূমপান, হুৱত, কোব, কুলথ, শুভ, বাৰ্তীক, তিল, মাং, সৰ্গ, দধি, তাহুল, মদা, লপন, বিক্কভোজন, কট্ট, অন্ন, লবণ ও বিবাহিত্রব্য।

রাজবন্দরোগে পথা—হুতপক মরিচ ও জীৱকধাৱা সংকৃত লাব ও তিসিরিয়, গোমূত্র, হুৱ, চণক, হাগমাংস, নবনীত ও হুত, শলাকিয়ণ, বহুৱ রস, মেথী, পনল, জাৱেৱ পকল, বাতী, বৰ্জ্ব, নারিকেল, পোভোজন, বহুল, কটি ভালমাস, জাকা, মংসজিকা, শিৱিকি, মরিয়া, বদালা, কপূৰ, মুখমল, সিতচন্দন, অভ্যজন, হুৱজি, অহলেপন, মাং, বেগৱচন,

অবগাহন, বৃহগকবহ, শীত, লায়, হেবকূৰ্ণ দুতশননি প্রকৃতিয় প্রকৃৱ পরিমাণে ভূগধাৱণ, হোৱ, প্রোৱন, মেব ও ভ্রাকশপূনা, বদামপান।

রাজবন্দরোগে অপথা—বিয়েচন, বেগধাৱণ, শ্রম, জী, খেব, অজন, প্রোৱাগর, সাহস, কৰ্ণ, সেবা, ককায়পান, বিবশাপন, তাহুল, কলিক, কুলথ, মাং, রসোৱ, বশোহুৱ, অন্ন, ভিক্ক, কবাব, সকলপ্রকার কট্ট হুৱা, পজশাক, কাম, বিক্কভোজন, শিৱী, ককোচক ও বিদাহি হুৱা।

কাসরোগে পথা—খেব, বিয়েচন, হৰ্দি, ধূমপান, শালি, গোমূত্র, ভমিক, যব, কোৱব, আৱগুণ্ডা, মাং, মূল ও কুলথ-রস, মাংস, হুৱা, পুরাতনবৰ্ণ, হাগমুৱ ও হুত, বাৱনীশাক, বাৰ্তীক, বালমূলক, কট্টকারী, কামবর্দ, জীবজী, জাকা, বাসক, কটি, গোমূত্র, লগুন, পথা, উকোৱক, লাল, মধু, বিবানিজা ও লঘু অন্ন।

কাসরোগে অপথা—বতি, নল্যা, রক্তমোক্ষণ, বাৱাম, নন্তবৰ্ণ, আভপ, হুট পবন, মার্গনিবেবন, বিটী, বিদাহী ও বিবিধ ককহুৱা, মূত্রোৱাৱাদির বেগধাৱণ, মন্ত, কল, সৰ্গ, তুৰী, হুটাহু, হুটোৱপান, বিক্ক ভোজন, ভক ও শীতায়পান।

হিকারোগে পথা—খেবন, বমন, নন্ত, ধূমপান, বিয়েচন, নিত্রা, সিক্ত ও লঘু অন্ন, লবণ, জীৱ কুলথ, গোমূত্র, শালি ও যব, এগাদিয়াংস, পকপিত্ত, লগুন, পটোল, কটি মূল, কক-তুলনী, মদিরা, উকোৱক, মাকিক, হুৱজিৱল, বাভৱেৱনাশক, অন্নপান, শীতাহুসেক, সহসা জাৱ, বিৱাপন, ভৱ, কোৱ, হৰ্দি, প্রিৱোৱেগ, দধ ও সিক্তমুৱাৱাণ, নাতিৱ উৰ্দ্ধশীতল।

হিকারোগে অপথা—বাত, মূত্র, উল্গাৱ ও কাস, ইহাদেৱ লক্ক বেগধাৱণ, রক্ত, অনিল, আভপ, বিক্কভোজন, বিটী, বিদাহী, কক এবং ককজনক হুৱা, নিপ্পাব, পিষ্টক, মাং, আনুপ, আমিষ, নন্তকাট, বতি, মন্ত, সৰ্গ, অন্ন, তুৰী, কল, তৈল, হুট, ভক ও শীতায়পান।

হুৱতেৱে পথা—খেব, বতি, ধূমপান, বিয়েক, কবলগ্রহ, নল্যা, ভালশিৱাবেব, যব, লোহিতপালি, হংসটবী, হুৱা, গোক-ঠক, কাকমাটী, জীবজী, কটি মূল, জাকা, পথা, মাতুলল, লগুন, লবণাজক, তাহুল, মরিচ ও হুত।

হুৱতেৱে অপথা—কাঁটা কৰ্বেল, বহুল, শালুক, জাৱন, ভিক্কভোৱাৱ, বতি, বহু, প্রোৱন।

হুৱতে পথা—বিয়েচন, লম্বন, দান, মূত্র, লাজমও, পুৱা-ভনবৰ্জক, শালি, মূল ও কলার, গোমূত্র, যব, মধু, হুৱা, বেজাও, হুৱহুৱ, নারিকেল, হুৱীতকী, বাতিম, বীকপূৱ, জাতীকল, বাসা, নিজ, কলিকেশৱ, কট্টিকা, চন্দন, চক্কিয়ণ, হিত ও

মনোব্রীতিকর ভক একর বননোহরুল রূপ, রস, পদ, পদ ও পদ।

হৃদিতে অপথ্য—নত, বতি, বেদ, মেঘপান, রক্তদ্রাব, নত-কাঠি, অধার, ভীতি, উবেগ, রক্তা, শিবী, কোববতী, নত, চিত্রা, কুইলো, নরপ, দেববাণী, ব্যাঘ্রা, হজিকা, অজ্ঞন।

তুকাতে পথ্য—শোথন, বমন, নিজা, রান, কবলবারণ, বীপ-নত হরিজাভারি জিহবার অধঃশিরাধের দাহ, কোত্র, শালি, লাক্ষণক, অন্ননত, পর্করা, কুই মূল্য ময়র ও চপকের কুভরন, রক্তাপুশ, তৈলকুর্ক, জাকা, কপিথ, কোল, বলিকা, কুয়াও, দাড়িম, বাজী, ককী, জবীর, কবরক, বীজপু, গোহু, তিক ও ময়র ত্রা, নাপকেশন, এলা, জাতীকল, পথ্য, কুতবুল, টকন, শিখিরানিল, চন্দনা, প্রিয়ালিন, রক্তাভরণধারণ এবং হিমারলেপন।

তুকাতে অপথ্য—মেহ, অজ্ঞন, বেদ, ঘুমপান, ব্যাঘ্রা, নত, আতপ, নতকাঠি, ওক, অন্ন, লবণ, কবার, কটু, জী, হুইল ও তীকবত।

মূর্জার পথ্য—সেক, অবগাহ, মনি, হার, শীত, ব্যজানিল, শীত ও গন্ধবুতপান, ধারাগৃহ, চক্রকিরণ, ধূম, অজ্ঞন, লাবণ, রক্তমোক, দাহ, লোম এবং কচ ইহাদের লুকন, নখাভগীতা, মননোপাংশ, বিরচন, হর্দন, লজ্জন, ক্রোধ, ভয়, হুংথকরীশবা, বিচিহ্ন ও মনোহর কথা, ছায়া, শতযোত, মণিঃ, তিক বত, লাক্ষণক, মূল্যব, গব্যপাশ, সিতা, পুরাণ কুয়াও, পটোল, মোচ, হরীতকী, দাড়িম, নারিকেল, মধুকপুশ, তুখোবক, লঘু অন্ন, সিতচন্দন, কর্পূর নীর, অত্মকল, অকুত বর্নন, উৎকটগীত, উৎকটবাত, শ্রম, শ্রুতি, চিত্তন।

মূর্জার অপথ্য—তর্ক, পজশাক, ব্যাঘ্রা, বেদন, কটু, তুকা ও নিজার বেগরোধ, তক্র।

মদাতারে পথ্য—সংশোধন, সংশমন, বশন, লজ্জন, শ্রম, এণারিমাংস, দ্বা নবা, পরা, সিতা, পটোল, দাড়িম, বাজী, নারিকেল, পুরাণমণিঃ, কর্পূর, শিখিরানিল, ধারাগৃহ, মিজলম, কৌমাবর, প্রিয়ালিন, উত্তম গীতবাজি, শীতায়, চন্দন, রান।

মদাতারে অপথ্য—বেদ, অজ্ঞন, ঘুমপান, নতবর্ষণ, তাবুল।

দাহরোগে পথ্য—শালিধাত, মূল্য, ময়র, চপক, ঘব, লাক্ষণক, লাক্ষণক, সিতা, শতযোত, হুত, হুত, নরনীত, কুয়াও, ককী, মোচ, পনস, বাহু, দাড়িম, পটোল, জাকা, শাখীকল, সকল তিক সেক, অভ্যাস, অবগাহন, উত্তমশবা, শীতলকানন, বিচিহ্নকথা, শীত, শিপি, মজ্জাভাণ, উশীর, চন্দনলেপ, শীতায়, শিখিরানিল, ধারাগৃহ, প্রিয়ালিন, চক্রকিরণ, রান, মনি ও ময়রন।

দাহে অপথ্য—বিক্র অন্ন ও পান, ক্রোধ, বেগধারণ,

পদ্যাবান, জাকা, কনি, শিতকর, কনি, জাঘার, আতপ, জাকা, তাবুল, ময়, বাবাহ, তিক ও কবার।

বাতরোগে পথ্য—অভ্যাস, বর্জন, বতি, বেদ, মেঘ, অব-গাহন, সংবাহন, সংশমন, বাতবর্জন, অরিকশ, উপনাস, কুশবা, দান, আসন, নিরোবতি, নত, আতপ, নতপণ, কুহু, মনি, কুচিকা, তৈল, বনা, মজা, বাহু, অন্ন ও লবণন, কুলখনন, হরা, ছায়াগি, বাস, পটোল, বাজী, লজ্জন, দাড়িম, পজতাল, জবীর, বদর, জাকা, তক্রবর্ষণ জিহা।

বাতরোগে অপথ্য—চিতা, প্রোষণ, বেগধারণ, হর্দি, শ্রম, অনমন, চপক, কলাহ, দীবার প্রকৃতি কুশবা, দাহাব, কুহু, কবীর, লঘু, কশেক, মৃণাল, শিখাবীজ, শালুক, বাগতাল, পজশাক, বিক্র অন্ন, কনি, তক্রপল, কতক প্রতি, কৌত্র, কবার, কটু ও তিকরন, ব্যাঘ্রা, হজাবান, চক্রেশন, খটা, নতবর্ষণ।

পুলরোগে পথ্য—হর্দি, বেদ, লজ্জন, পায়, বর্জি, বতি, মিজা, মেচন, পাচন, তপকীর, পটোল, শোভান, বাজী, পজা, জাকা, কপিথ, কচক, পিরাণ, শালিকপজ, বাতুক, লায়, সৌবর্জন, হিহু, বিহু, বিক, লজ্জন, লবণ, এরওতৈল, হরতিকল, তপায়, জবীরন, কুই।

পুলে অপথ্য—বিক্রধারণ, জাগর, বিবাসন, কক, তিক, কবার, শীতল, ওক, ব্যাঘ্রা, মৈবুল, দা, বৈদল, লবণ, কটু, বেগরোধ, শোক ও ক্রোধ।

হৃদরোগে পথ্য—বেদ, বিরেক, বমন, লজ্জন, বতি, পুরাতন রক্তশালি, জাজল, মৃগ ও পকীর ময়, মৃগ ও কুলখনন, পটোল, কলীকল, পুরাণ কুয়াও, রসাল, দাড়িম, স্পাকশাক, মব মূল্য, এরওতৈল, সৈদব, জাকা, তক্র, পুরাতনওক, জী, বনানী, লজ্জন, হরীতকী, কুই, কুতবুল, আর্জিক, সৌবীর, তক্র, মধু, বাকীরন, কতুরিকা, চন্দন, তাবুল।

হৃদরোগে অপথ্য—তুকা, হর্দি, ময়, বাহু, তক্র, কনি, উপনাস, শ্রম, বাস, বিটা ও অক্রবেগধারণ, কুইল, কবার, বিক, উক, ওক, তিক, অন্ন, কনি, কুহু, হজকাঠ ও রক্তপ্রতি।

মূত্রক্লে, পথ্য—বায়ু লজ্জ হইলে অভ্যাস, নিরবতি, বেদ, অবগাহ, উত্তমবতি, সেক, শিত লজ্জ হইলে অবগাহ, বতিবিধি, বিরচন; প্রেমজ হইলে বেদ, বিরেক, বতি, কনি, ববার, জীক, উক, পুরাতন সোহিতশালি, পোকর হুত, তক্র ও মনি, মূল্যন, সিতা, পুরাণ কুয়াওকল, পটোল, মহার্ক, পোকুরক, কুমারী, কবাক, বর্জ, নারিকেল ও তালের বাবী, ভালশাল, শীতপান, শীতপান, হিমাবাস।

মূত্রক্লে, অপথ্য—বদ, শ্রম, হরত, গজবাজিবা, বিক

ভোজন, ভাবন, মন্ত, লবণ ও আত্মক, বিহু, তিল, সর্বপ, বেগরোধ, মাং, অতি তীক্ষ্ণ, বিদাহী, রুক্ষ ও অন্ন।

অশ্রুতে পথ্য—বস্তি, বিরেক, বমন, লজ্জন, বেদ, অবগাহ, বারিসেচন, বব, কুলখ, পুরাণশালি, মলা, পুরাতন কুম্ভাণ্ড, বাকণ শাক, আত্মক, ববশুক, রেণু, অশ্রুসবাকর্ষণ।

অশ্রুতে অপথ্য—মূত্র ও শুক্রের বেগধারণ, অন্ন, বিষ্টভী, রুক্ষ ও শুষ্ক অন্নপান, বিরুদ্ধ পানাপান।

প্রমেহে পথ্য—প্রথম লজ্জন, বমন, বিরচন, প্রোবর্তন, শমন, দীপন, দীবার, কহু, বব, ভ্রাম্যাক, গোমুখ, শালি, কলম, মূল্যাদির বব, লাক, পুরাতন ছরা, মধু, তক্ষ, উড়ুহর, লতন, নবীন মোচ, পস্তুর, গোবৃক, মুকিপণী, শাক, মন্দারপত্র, ত্রিকলা, কপিখা, জবু, কবার, হস্তাধ্বাহন, অতিভ্রমণ, রবিকিরণ, ব্যারাম।

প্রমেহে অপথ্য—মূত্রবেগ, ধূমপান, বেদ, রক্তমোক্ষণ, দিবানিত্রা, নবায়, দধি, আনুপ মাংস, নিশাব, পিষ্টার, মৈথুন, সৌবীরক, ছরা, শুষ্ক, তৈল, কীর, দ্রুত, শুষ্ক, তুখী, তালনাগ, বিরুদ্ধাশন, কুম্ভাণ্ড, ইক্ষু, দ্রষ্টাধু, বাহু, অন্ন, লবণ ও অভিযানী।

কুষ্ঠরোগে পথ্য—গন্ধে গন্ধে হৃদন, মাসে মাসে বিরচন, প্রতি তিন দিনে নস্ত, ৬ মাসে রক্তমোক্ষণ, সর্পির্লেপ, পুরাতন যবদি মালিক, জালমিষ, আবারফল, বেত্রাণ্ড, পটোল, বৃহতীফল, কাকমাচী, নিষকল, লতন, হিলমোচিকা, পুনর্গবা, মেঘশুক, তন্নাতক, পকতাল, খদির, চিত্রক, নাগপুশ্প, গো, ধর, উষ্ট্র, জব ও মহিবীর মূত্র, কতুরিকা, গরুদার, তিত্ত, বস্ত ও ক্ষারকর্ম।

কুষ্ঠরোগে অপথ্য—পাপকর্ম, কৃত্যভাব, শুকনিকা, শুক-ধর্ষণ, বিরুদ্ধপানাপান, দিবানিত্রা, চণ্ডাংগুতাণ, বিবমাশন, বেদ, মৈথুন, বেগরোধ, ইক্ষু, ব্যারাম, অন্ন, তিল, মাং, জব, শুষ্ক ও নবায় ভোজন, বিদাহী, বিষ্টভীমূলক, আনুপ, মাংস, দধি, হৃদ, মলা ও শুষ্ক।

মূত্ররোগে পথ্য—বেদ, বিরেক, বমন, গওঁ, প্রেতিসারণ, কবল, রক্তমোক্ষণ, নস্ত, ধূম, পত্র ও অগ্নিকর্ম, তৃণধাতু, বব, মূল্য, কুলখ, জালরস, পটোল, বালমূলক, কপূরনীর, তাবুল, তণ্ডাধু, খদির, দ্রুত, কটু, তিত্ত।

মূত্ররোগে অপথ্য—দন্তকাষ্ঠ, দান, অন্ন, মন্ত, আনুপমাংস, দধি, কীর, শুষ্ক, মাংস, ককার, কঠিনাশন, অধোমুখে শরন, শুষ্ক, অভিযানকরক, দিবানিত্রা।

কর্ণরোগে পথ্য—বেদ, বিরেক, বমন, মন্ত, ধূম, শিরোবেধন, গোমুখ, শালি, মূল্য, বব, হরিপাণি, ব্রহ্মচর্য, অভাবণ।

কর্ণরোগে অপথ্য—বিরুদ্ধাশন, বেগরোধ, প্রোবর্তন, দন্তকাষ্ঠ, শিরদান, ব্যাবার, স্নেহন জবা, শুষ্ক, কওঁ, মন, কুম্ভার।

নাসারোগে পথ্য—নির্কাতনিলরহিতি, প্রোণাচোক্ষী ধারণ, গওঁ, লজ্জন, মন্ত, ধূম, ছর্দি, শিরোবেধ, কটুচূর্ণ নাশারহু, দিবা তিনবার প্রবেশন, বেদ, দেহ, শিরোভঙ্গ, পুরাতন বব ও শালি, কুলখ ও মূল্যযুব, কটু, অন্ন, লবণ, মিষ্ট, উষ্ণ ও লঘু ভোজন।

নাসারোগে অপথ্য—বিরুদ্ধাশন, দিবানিত্রা, অভিযানী, শুষ্ক, দান, কোথ, শরৎ, মূত্র, অক্ষণের বেগধারণ, শোক, জব, তৃণ্য।

নেত্ররোগে পথ্য—আশোতন, লজ্জন, অঙ্গন, বেদ, বিরেক, প্রেতিসারণ, প্রেপূরণ, নস্য, রক্তমোক্ষণ, শত্রুক্রিয়া, লেপন, আভ্যপান, সেক, মনোনিবৃত্তি, অভিযুপ্লা, মূল্য, বব, লোহিত, শালিধাতু, কুলখ, রস, পেয়া, লতন, পটোল, বার্তাকু, নবীন মোচ, নবমূলক, পুনর্গবা, কাকমাচী, জালা, চন্দন, তিত্ত, লঘু।

নেত্ররোগে অপথ্য—কোথ, শোক, মৈথুন, অঙ্গ, বায়ু, বিষ্টা, মূত্র, নিত্রা ও বসি এই সকলের বেগ ধারণ, হৃদদর্শন, দন্তবিধর্ষণ, দান, নিশাতোজন, আতপ, প্রোবর্তন, হৃদন, অধুপান, মধুক, পুশ্প, দধি, পত্রশাক, পিণ্যাক, মংসা, ছরা, অজাঙ্গলমাংস, তাবুল, অন্ন, লবণ, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ ও শুষ্ক অন্নপান।

শিরোরোগে পথ্য—বেদ, নস্ত, ধূমপান, বিরেক, লেপ, ছর্দি, লজ্জন, শীর্ষবস্তি, শালী, দ্রুত, পটোল, জালা, বাতুক, আত্ম, ধাতু, দাড়িম, মাকুলঙ্গ, তৈল, তক্ষ, নারিকেল, কুষ্ঠ, তুহরাজ, মূত্র, উল্লী, গড়গার।

শিরোরোগে অপথ্য—কব, জন্তু, মূত্র, বাপ্প, নিত্রা, বিষ্টা এই সকলের বেগধারণ, অঙ্গন, দ্রষ্টনীর, বিরুদ্ধাশন, দন্তকাষ্ঠ, দিবানিত্রা।

গতিবীদিগের পথ্য—শালি, বটিক, মূল্য, গোমুখ, লাজলক্ষু, নবনীত, দ্রুত, কীর, মধু, শর্করা, পনস, কদল, ধাতু, জালা, অন্ন, বাহু, গীতল, কতুরী, চন্দন, মালা, কপূর, অহুলেপন, চক্রিকা, দান, অভ্যঙ্গ, মুহুখ্যা, হিমালি, সন্তর্পণ, প্রিয়বাক, মনোরমবিহার, প্রিয়ভোজন।

গতিবীদিগের অপথ্য—বেদ, বমন, কার, কলহ, বিবমাশন, নক্ত-লকার, চৌধ্য, অপ্রিয়দর্শন, অতি ব্যাবার, আগাস, ভার, অকাল-জাগরণ, বধ, শোক, কোথ, ভর, উষেগ, শ্রদ্ধা, বেশবিধারণ, উপবাস, অধগমন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, শুষ্ক ও বিষ্টভোজন, নক্ত, নিরশন, মলা, আমিষ, উত্তানশরন, ব্রীদিগের অনীশিত।

প্রমুখা জীর পথ্য—লজ্জন, মুহুবেদ, গওঁ কোষ্ঠ, বিশোধন, অভ্যঙ্গন, তৈলপান, কটু, তিত্ত, উষ্ণ, সেবন, দীপন, পানি,

পর্যকালে অপথ্য—লবণ, অন্ন, তীক্ষ্ণ, কটু, পিষ্ট, অত্যঙ্গী, বিদাহী, জ্বর, নাল, দধি, তক্ত, তৈল, ক্রোধ, উপবাস, আভগ, সৈখুন।

হিম ঋতুতে পথ্য—তপ্তজল, উপনাহ, পয়, অন্নপান, ঘৃত, গ্রীসেবা, বহিসেবা, গুরু ও বথেষ্ট ভোজন।

হিম ঋতুতে অপথ্য—নিবাসিত্রা, কুতোজন, অভোজন, লক্ষন, পুরাতনায়, লঘুশাকী ত্রা, ঠেতা, শীতজলাবগাঘন।

শিশিরে পথ্য—গ্রী ও বহিসেবা, মত্ত, অন্নমাস, দধি, ঘৃত, ঘৃত।

শিশিরে অপথ্য—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, অন্ন, কবার ও তিক্ত, সাহুসক, আর্দ্রভোজন, নিবাসিত্রা, চক্ষম, চক্ষসেবা, শীতজলে স্নানাদি। (পথ্যাপথ্য বিনিশ্চয়।)

ভয়, ভগবদ্র, উপদংশ, শূকনোব, বিসর্গ, বিক্ষেপ, মন্থর, ক্ষুরোপ প্রকৃতি সকল রোগের এইরূপ পথ্যাপথ্য লিখিত আছে। বাহ্য্য ভয়ে ঐ সকল রোগের বিবরণ লিখিত হইল না।

যে সকল বস্তু হিতজনক, তাহাই পথ্য, যাহা অহিতকর, তাহা অপথ্য। পথ্যাপথ্য স্থির করিলে এবং ঋতু বিশেষে বাহ্য হিতজনক তাহা সেবন করিলে শরীর সুস্থ ও সবল হয়।

পথ্যাবলু (কী) মাত্রাবৃত্ত ভেদ। ইহার প্রতিপাদে ৮টা করিয়া অক্ষর হইবে। লক্ষণ—

“ব্রহ্মোক্তত্বতো জেন পথ্যাবলুঃ প্রকীর্তিতম্।” (ছন্দোম)

ইহার প্রথম চরণে ১, ৩, ৬, ৭ বর্ণ গুরু ও অন্ত বর্ণ লঘু। দ্বিতীয় চরণে ১, ২, ৬, ৮ বর্ণ গুরু ও অন্ত বর্ণ লঘু। তৃতীয় চরণে ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮ বর্ণ গুরু ও অন্ত বর্ণ লঘু। চতুর্থ চরণে ১, ২, ৩, ৬, ৮ বর্ণ গুরু ও অন্ত বর্ণ লঘু। বৃত্তরসাকরে ইহার লক্ষণ এইরূপ আছে—

“ব্রহ্মোজেন সরিষ্ঠঃ পথ্যাবলুঃ প্রকীর্তিতঃ।”

উদা—“রাসকেলিগত্কস্য কৃকস্য মধুসাসরে।

আসীদোশপদগাকীণং পথ্যাবলুঃ মধুভক্তিঃ॥” (লক্ষণ)

পদ, বৈধ্য। জ্বাদি পরমৈ সন্ধ্যা। লট পদতি। শোড়—

পদত্ব। লিট পদান পদত্বঃ পদত্বঃ। লুঙ অপাদীৎ অপদীৎ।

পদ, পতি, প্রাপ্তি। দিবাদি আদানে অক্ সেট। লট পডতে। শোড় পডতাং। লুঙ অপডত। লিট পেদে। লুট পডা। লুট পডতে। লুঙ অপাদি অপাদ্যতাং অপাদ্যত। সন্ধ্যা পিৎসতে। বড় পনীপডতে। বড় লুঙ পনীপতি। লিট পাদরতি। লুঙ অপীপদৎ।

অহু+পদ—প্রাপ্তি, গ্রহণ। আ+পদ+ভূ ১ আগমন। ২ প্রাপ্তি। ৩ আগতপ্রাপ্তি। ৪ উৎপত্তি। উৎ+পদ—উৎপত্তি। উপ+পদ ১ আগমন। ২ প্রাপ্তি। ৩ উৎপত্তি। ৪ সিদ্ধি। ৫

সদৃশি। অতি+উপপদ—উপসদৃশি অত্যাধ। শিন্+পদ—নিশ্চি। প্র+পদ—প্রাপ্তি। প্রেতি+পদ—প্রতিপত্তি, অধীকার, প্রত্যয়, প্রাপ্তি, জ্ঞান, গ্রহণ, প্রতিপাদন। বি+প্রতিপদ—বিপ্রতিপত্তি, বিরোধ, বিকল্প জ্ঞান। বি+পদ—বিপত্তি। সম্+পদ—১ উৎপত্তি। ২ ভবন। ৩ নিশ্চি। ৪ প্রাপ্তি। প্যত কুরিলে সন্তান অর্থ হইবে।

পদ, পতি। অদন্ত চুরাদি আদানে সন্ধ্যা সেট। লট পদ-রতে। লিট পদ্যাক্তে। লুঙ অপপদত।

পদ (পুং) পডতে গচ্ছতানেন পদ-কিপ্। ১ পাদ, চরণ। কেহ কেহ বলেন পদ শব্দ নহে, পাদশব্দ ভবে পাদশব্দ স্থানে পদ আদেশ হইয়া ‘পদ’ এইরূপ শব্দ হয়, কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে।

“পদোহুত্বিচরণো হস্তিরাঃ।” (অমর)

পদ (কী) পদ-অহ (নক্ষত্রিগণচামিত্যো লুপিতঃ। পা ৩। ১। ১০৪) ১ ব্যবহার। ২ জ্ঞান। ৩ স্থান।

“এবং বঃ সর্কভূতেষু পদভাষ্যানবাঘনা।

স সর্ক সমভাষ্যেভ্য ত্র্যভাষ্যেভ্য পদং পদং।” (মহ ১২। ১২৫)

৪ চিহ্ন। ৫ পাদ। ৬ বস্তু। ৭ শব্দ। ৮ প্রদেশ।

৯ পাদচিহ্ন। ১০ রোকেয় পাদ। (পুং) ১১ কিরণ।

১২ ছত্র, উপনিহ, বস্ত্র, মুদ্রিকা, কমণ্ডলু, আসন, তালন ও

ভোজ্য এই আটটা জব্যকে পদ বলে। দ্রঃপ্রাপ্তিভক্তি ব্যক্তি

ভিন্ন অপর কাহাকেও এই সকল জব্য দিতে নাই। ১৩ হয়

অনুলে একপদ (পদভলের প্রঃ)। ১৪ ঋক বা যজুর্বেদের

পদপাঠ। ১৫ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের লিখিত কৃকবিবরণ

কবিতা। ১৬ স্পৃহিতভক্তের বাক্য, যে বাক্যের অন্তে স্পৃহ ও ভিত্তি

বিত্তি আছে, তাহাকে পদ কহে। “স্পৃহিতভক্তঃ পদং” (স্পৃহণ্যবা)

বাক্যের অন্তে বিত্তি এবং ধাতুর অন্তে ভিত্তি হইলে তাহা

পদবাচ্য হয়। যথা—রাম শব্দ বিত্তিজুক্ত হইলে অর্থাৎ

‘রামঃ’ এইরূপ হইলে পদ হইল। সাহিত্যদর্পণে ইহার লক্ষণ

এইরূপ লিখিত আছে।

“বর্গাঃ পদং প্রযোগার্থানবিত্তকার্যবোধক্যঃ।” (সাহিত্যদর্প ২। ১)

প্রযোগার্থ অর্থাৎ বেঙ্গপ হইলে বাক্য প্রযোগকর্য্য বার এবং

অনবিত্ত ও একার্থবোধক বর্ণ পদ বলিয়া অভিহিত হয়।

এই পদ তিন প্রকার—বাচ্য লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য। অভিধা

শক্তিধারা অর্থবোধ হইলে বাচ্যপদ, লক্ষ্য দ্বারা অর্থবোধ

হইলে লক্ষ্য পদ এবং ব্যঙ্গ্য দ্বারা অর্থবোধ হইলে ব্যঙ্গ্যপদ

হইয়া থাকে। যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কিত পদসমূহ

বাক্য বলিয়া অভিহিত হয়। বাক্যাকরই মহাবাক্য।

বিত্তিজুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। পদই বাক্য

ব্যবহার হয়। শব্দ ও ধাতু ব্যবহার হয় না। পদই প্রকার

নাম এবং ক্রিয়া। পদ ও ধাতুর উত্তর প্রত্যয় হইলে ঐ পদ ও ধাতুকে প্রত্যয়ান্ত বলে। প্রত্যয়ান্ত হইলেও তাহার পদ বা ধাতুই থাকে। উত্তর বিভক্তিবোধ ব্যতীত তাহার পদ হয় না এবং পদ না হইলে বাক্য ব্যবহার হয় না।

পদের উত্তর বিভক্তি বোধ করিলে নাম-পদ হয় বলা যায়, নামের, নামের সকল প্রকৃতি। ধাতুর উত্তর বিভক্তি বোধ করিলে ক্রিয়াপদ হয়। বলা করিতেছি করিয়াছিলম ইত্যাদি। প্রাতিপদিক ও ধাতুর এক একটা অর্থ আছে, কিন্তু বিভক্তি-বৃত্ত অর্থাৎ পদ না হইলে অর্থবোধ হয় না। বেঙ্গল 'কু' ধাতু ইহার অর্থ করা, কিন্তু ধাতুরূপে ইহার ব্যবহার হয় না; পদ হইয়া অর্থাৎ বিভক্তিবৃত্ত হইয়া "করিল করিলার কর" ইত্যাদিরূপে বিভক্তিবৃত্ত বা পদ ব্যবহার হয়। হই বা অবিক পদ একত্র পূর্ব অর্থ প্রকাশ করিলে ঐ পদসমষ্টিকে বাক্য কহে। এই পদ পাঁচ প্রকার—বিশেষ্য, বর্ণনাম, বিবেচন, অব্যয় ও ক্রিয়া।

নৈমারিকদিগের মতে—অর্থবোধক শক্তিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে পদ কহে।

শাস্তিকরণ—সুশুভিহিত হইলে পদ বলিয়া থাকেন। ইহা চারি প্রকার—যৌগিক, স্তম্ভ, যোগস্বত্ব এবং যৌগিকস্বত্ব।

পদক (পুং) পদং বেত্তি যঃ পদ-বুৎ (ক্রমাদিত্যো বুৎ। পা ৪।২। ৩) ১ পদজাতা বেদমন্ত্রপদবিভাজক গ্রন্থের অধ্যোতা। ২ পোস্ত-প্রবর্তক ঋষিভেদ। ৩ স্নানমধ্যাত কর্তৃভূষণ।

সেবপদচিহ্ন ধারণে শুভ হয়। যে সেবতার পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া বালকগণকে ধারণ করান হয়, তাহাই পদক। পদসেব আর্থে-কনু। (স্ত্রী) ৪ পদ।

অম্বৈবন্তপুত্রাণে লিখিত আছে—সুবর্ণ রজত বা পাষাণে ত্রীকণ্ডের পদচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতে হয়, পদচিহ্ন পূজা করিলে সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। সুবর্ণাদিতে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্র, মধ্যমাঙ্গুলিমূলে কমল, পদের অংশমিকে ধ্বজ, কনিষ্ঠামূলে বজ্র, পার্শ্বি মধ্যে অশ্বশূ, অন্তর্গর্ভে ধ্বজ, এবং বামোঙ্গুষ্ঠমূলে পাঞ্চজন এই সকল চিহ্ন দিতে হইবে। (পদ্মপুঁ পাতাল ১২ অ°)

৪ পদপাঠে অত্যন্ত। (দ্বিবারান ৬২০।১৯)

পদকার (পুং) পদবিভাগং করেতি কৃ-অণ্। 'বেদের মন্ত্রপদ-বিভাজক গ্রন্থকর্তা।

পদক্রম (পুং) বেদমন্ত্রের পদবিভাজক ক্রম। তদ্বীতে বেত্তি বা উৎপাদিস্বাৎ চক্। পাদক্রমিক, তৎপ্রস্থাপাতা, তৎপ্রস্থেতা।

পদক্রমক (স্ত্রী) পদং ক্রমক তৌ বেত্তব্যীতে বা বুৎ। ১ পদ ও ক্রমবেত্তা। ২ তৎপ্রস্থেতা।

পদপু (পুং) পদাত্যাং পদ্বীতি পদ-ত। ১ পদাভিক। (হি) ২ পদকার্য পদমকর্তা।

পদপত্তি (স্ত্রী) পদত পত্তিঃ। ১ পদসংকর।

পদপোদ্ভ (স্ত্রী) পদাত্যং পোদ্ভঃ। তারতাম্বাদি পদের পোদ্ভ, ভরবাম প্রকৃতি ও জনের পোদ্ভ। (বিরক্ত)

পদচতুর্ভুক্ত, লেখাবিশেষ। যে বকল কবিতা অনেক হইবে লিখিত হয়, অর্থাৎ কবিতার প্রতিভরণে বিভিন্ন লব্ধা না রাখিয়া পদনংবার কবনশী করা হয়। এই লেখ ৮ হইতে ত্রিবিধ ২০ টি পর্যন্ত পদ থাকিতে পারে।

পদজ্ঞেদ (পুং) পদবিবেচন।

পদজাত (স্ত্রী) পদাত্যাং জাতং। আখ্যাত নাম নিপাত ও উপ-সর্জন পদসমূহ।

পদভ (হি) পদং আশাতি জা-ক। মার্জক, পদভাজ, বিশি পদ ভাসেন। "ন্য পূর্বে পিতরঃ পদভাঃ।" (শব্দ ১।৩৭।২) 'পদভাঃ মার্জকঃ পদানি ভাসতীতি।' (সারণ)

২ প্রকৃতিপ্রত্যয়দ্বয়ে নিম্ন পদবিবরণ জানী।

পদভঙ্গ (পুং) ঋষিভেদ।

পদপুত্র, বালিষীপবনী ব্রাহ্মণদিগের শুক বা পুরোহিতের উপাধি। ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। কাহাকে দিয়া, জান ও ধর্মের উন্নতির জন্য পদপুত্র উপাধি গ্রহণ করিতে হইলে তাহাকে শুকর অবনতি স্বীকার করিতে হয় এবং সেই সঙ্গে তাহার আরও কএকটি পরীক্ষা হইয়া থাকে। কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের পর তাহাকে পবিত্রীকরণের সময় তাহার মতক শুকপদে রক্ষা করা হয় এবং শুকর পাদোদক পান করিতে দেয়। পদপুত্র হইতে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। অতঃপর শুক আদিরা ব্রাহ্মণসমূহকে একটি 'দত্ত' দান করেন। ঐ দত্ত পাইলে সে সর্বজন পূজা ও সকল লোকের ধর্ম-উপদেশ হইতে পারে। এই দত্তধারণ হেতু তাহাদের নাম 'পদপুত্র' হইয়াছে, ইহাদের অপর একটি নাম 'পতিত'। ইহারা মনর মনর পৌরোহিত্যও করে। [ব্রাহ্মণ বালিষীপ পদ দেখ।]

পদভা (স্ত্রী) পদত ভাজ পদ-ভঙ্গ-উপ। পদত, পদর ধর্ম।

পদভঙ্গ (স্ত্রী) ভঙ্গভঙ্গ, পাকের ভঙ্গ।

পদমহত্তা (স্ত্রী) পদমাতাভ্যাত্মানাম দেবতা। আখ্যাতাদিগে সোমাদি দেবতা। "সৌম্যাত্মাতং নাম বারব্যানের ইতি।"

(বালমেনেরপ্রাতিপাধ্য ৩।৩১)

পদনিধন (স্ত্রী) পদমধিকভ্যসিধন। নামভেদ।

(লাট্যাং প্রোক্ত ৩।১১।১)

পদনী (হি) পদপ্রদর্শক।

পদভাস (পুং) পদভাস্যঃ। ১ চরণার্ণব, পদবিক্ষেপ। পদভাস গোপন্য ইব ভাসো যজ। ২ পোক্তর। ৩ ভ্রমোক্ত অরপূর্ণময় হিত পদের তত্ত্বভাস্য। অরপূর্ণেরী তৈরবীর পূজা ও ময়ে পদভাস করিতে হয়। তরুসারে এই ভাসের বিকর এইরূপ লিখিত আছে। অরপূর্ণেরী তৈরবীর পূজার প্রথমে পূজাপদ্ধতি অরুসারে পূজা করিয়া পদভাস করিতে হইবে। পদভাসে বিশেষ এই—একবার ত্রক্ষরত্ব হইতে ত্রক্ষর পর্বাঙ্ক, পুনর্বার ত্রক্ষর হইতে ত্রক্ষরত্ব পর্বাঙ্ক ভাস বিধের। এই ভাসের বিবর জানার্যবে এইরূপ লিখিত আছে বখা—প্রথমে ত্রক্ষরত্ব ও নমঃ, সুখে দ্বী নমঃ, কদরে দ্বী নমঃ, বাসিকার তগতি নমঃ, বৃন্দাধারে দ্বী নমঃ, ক্রমণে নমোদনমঃ, কঠে মাহেবীর নমঃ, নাভিসে অরপূর্ণে নমঃ, লিঙ্গে দ্বাধা নমঃ এইরূপে ভাস করিতে হয়। (তরুসার অরপূর্ণপূজাপ্রঃ)

পদপংক্তি (স্ত্রী) পদচিহ্ন, পদশ্রেণী।

পদপদ্ধতি (স্ত্রী) পদচিহ্ন।

পদপাঠ (পুং) পদত পাঠঃ। বেদপদবিভাজক গ্রন্থভেদ।

পদপূরণ (স্ত্রী) পদত পূরণঃ। ১ পদের পূরণ, পদপূরণ। (ত্রি) ২ পদপূরণবিধিষ্ট।

পদবন্ধ (পুং) পদচিহ্ন।

পদভজ্ঞান (স্ত্রী) বিতক্তিকৃতানাং পদানাং ভজ্ঞনং বিশ্লেষণো যজ বা পদানি ভজ্ঞন্তেনেন ভজ্ঞ করণে লুটি। নিরুক্ত। পূর্বার্ধ শব্দবাখ্যা। যে ব্যাখ্যাগ্রন্থে পদসকল বিশেষরূপে ভজ্ঞিয়া অর্থ লিখিত থাকে। (হেম)

পদভজ্ঞিকা (স্ত্রী) পদানাং ভজ্ঞিকা বিশ্লেষিকা। পঞ্জিকা, টিঙ্গনী।

পদম, আসাম অকলবানী পার্শ্বতীর জাতিভেদ। বর বা আবার জাতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। [আবার দেখ।]

পদমালা (স্ত্রী) পদানাং মালা। ১ পদশ্রেণী। ২ মোহনশীলাবিদ্যা।

“পদমালাং মহাবিদ্যাং সর্গদেবনমন্ততাং।

যাচরামি সুরেশানমুদাহার্যধারিণম্ ॥” (দেবীপুং)

পদরবন, একটি প্রাচীন জনপদ। [পাবা দেখ।]

পদল, দক্ষিণাভাবানী গোড়জাতির একটি শাখা। ইহাদের পথভি, প্রধান বা দেশাই ইত্যাদি কএকটি জাতীয় উপাধি আছে। উক্তশ্রেণীর গোড়দিগকে ধর্মোপদেশ দেওয়া ও ভাটের কার্যই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। এই জাতি হইতে উৎপন্ন

একটি বিশ্লেষণি দেখা যায়; তাহারি বাদ্যকর ও তত্ত্ববিদের কার্য করে।

পদবোপান (ত্রি) ১ পদগতিরোধ। ২ পদস্থাপন। (বৈ)

পদবায় (ত্রি) পদপ্রসারক।

পদবি (স্ত্রী) পদ্যতে সম্যতেকর পদ পতৌ-পদ “পদাতিভ্যামবি” ইতি অবি। ১ পদভি। ২ পদা। ৩ উপনাম, উপাধি। ৪ পদ। ৫ নিয়োগ।

পদবিক্ষেপ (পুং) পদত বিক্ষেপঃ। ১ পদভাস, পা ফেলা।

পদবিগ্রহ (পুং) পদেন বিগ্রহো যজ। ১ সঙ্গ, সমাসবাচ্য।

পদবিচ্ছেদ (পুং) পদত বিচ্ছেদঃ। পদের বিচ্ছেদ, পদের বিচ্ছেদ, পদ ভাঙ্গা।

পদবিন্ (ত্রি) পদং বেত্তি বিন-কিপ্। পদবেত্তা, পদজ, যিনি পদপাঠ অবগত আছেন।

পদবী (স্ত্রী) পদবি পক্ষে ভীৎ। ১ পদা। (রঘু ৭।৭) ২ পদভি।

“অনং প্রবরেন তবাত্ৰ মা নিধাং পদং পদব্যাং সগরত সন্ততঃ।”

(রঘু ৩।৫০)

৩ পদ। (পকত° ১।৫৮)

পদবী (স্ত্রী) বস্তুর অরুসঙ্গ।

পদবৃত্তি (স্ত্রী) পদবস্তুর মধ্য ক্ষেপ।

পদব্যাখ্যান (স্ত্রী) পদত ব্যাখ্যানং যজ। বেদমন্ত্রের বিভাজক গ্রন্থভেদ। তত্ত্ব ব্যাখ্যানগ্রন্থ তত্ত্ব ভাবে বা অগরনাদিত্যাদং।

(ত্রি) পদব্যাখ্যান গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব ভব।

পদশস্ (অব্য°) ক্রমশঃ, পদে পদে।

পদশ্রেণি (স্ত্রী) পদানাং শ্রেণিঃ। পদশ্রেণি, পদপংক্তি।

পদভী (স্ত্রী) পাদৌ চ অজীবভৌ চ তরোঃ সমাহারঃ, (অততুর-বিচতুরেতি। পা ৫।৪।৭৭) ইতি নিপাতনাং সিদ্ধং। পাদ এবং জাহুর সমাহার।

পদসংহিতা (স্ত্রী) পদসংযোগিনা। কেলংহিতায় বে সকল পদ বিশিষ্ট সমালানি দ্বারা তাহার একত্রীকরণ।

পদসংঘাট (পুং) (বা পদসংঘাত) পদসংগাহক গ্রন্থকর্তা বা টীকাকার, বাহারি শব্দ বা পদ সংগ্রহ করেন।

পদসংঘাত (স্ত্রী) গীতের প্রসঙ্গভেদ।

পদসঙ্কি (পুং) স্ক্রতিময় পদসংযোজনা।

পদসমূহ (পুং) ১ পদশ্রেণী। ২ কবিতাদির চরণ, পদপাঠ।

পদস্তোভ (পুং) পদস্থিতঃ স্তোভঃ। পদমধ্য পঠিত নিরর্থক শব্দভেদ।

পদস্থ (ত্রি) পদে স্থিতিঃ স্থা-ক। ১ কর্ণপদে অবস্থিত বা নিযুক্ত। ২ দণ্ডায়মান। ৩ সন্মত।

পদস্থান (স্ত্রী) পদচিহ্নস্থান স্থান। পাদের দণ।

* “একমেকং পুনর্ভবকং পুনরেকং বসন্ততঃ।

চতুস্ততুতথা ব্যাচ্যং পদাত্ততানি পার্শ্বতি।

পদাত্ততানি মেবেপি সবধারেহু বিভাসেৎ।

মুর্ভাধিপুংপর্বাঙ্কঃ পুনতত্ব ব্রহ্মাদে।

ভবাহিরকরভ্যন্তঃ পদানাং সবকঃ ভসেৎ ॥” (তরুসার জানার্যব)

পদস্থিত (ত্রি) পদস্থ, সম্রাট।

পদাত্ত (ত্রি) পদস্ত অক্ষত্বং। ক্রমাক, পাদচিহ্ন।

পদাকী (স্ত্রী) হস্তপদীলতা। (রাধনি°)

পদাজি (পুং) পাদাত্ম্যমতীতি অজ-গতো ইন্। (পাদে চ।

উৎ ৪।১০১) পাদবন্ধস্থানে পদাদেশঃ। পদাতিক।

পদাত (পুং) পদাত্ম্যমতীতি গচ্ছতীতি পদ-অৎ-অহ্। পদাতিক।

পদাতি (পুং) পদাত্ম্যমতীতি গচ্ছতীতি পাদ-অতি (পাদে চ।

উৎ ৪।১০১) পাদবন্ধস্থানে পদাদেশঃ। পদাতিক, চলিত পেরাদা।

পদ্যার—পত্তি, পত্তণ, পাদাতিক, পদাজি, পদা, পদিক, পাদাৎ, পদাতিক, পদাৎ, পারিক, শব্দশালি। (শব্দর°)

পদাতিক (পুং) পদাতি স্বার্থে কন্। পদাতি। (শব্দর°)

পদাতিন্ (ত্রি) পদাতি সৈত।

পদাতীয় (পুং) পদাতি।

পদাত্যধ্যক্ষ (পুং) পদাতীনাধ্যক্ষঃ। পদাতি সেনার অধিপতি।

পদাদি (পুং) পদস্ত আদিঃ। পদের আদি।

পদাদ্যবিদ্ (পুং) পদাদিৎ ন বেত্তি বিদ-ক্টিপ্। পদাদির উচ্চারণে অনতিজ্ঞ, অপকৃষ্টে ছাত্র, যে ছাত্র পদের আদিও উচ্চারণ করিতে পারে না।

পদাধ্যয়ন (স্ত্রী) পদস্ত অধ্যয়নং। পদের অধ্যয়ন।

পদানত (ত্রি) চরণে পতিত, একান্ত অধীন।

পদাঙ্গু (ত্রি) পদেহঙ্গুচ্ছতি অঙ্গু-গম-ঙ। পদাঙ্গুসরণ।

“মমাণ্যোবং মহদ্রক্ষঃ সমুপৈতি পদাঙ্গুগম্।”

(মার্কপু° ৬৩।২২)

পদাঙ্গুরাগ (পুং) পদে অঙ্গুরাগঃ। পদে অঙ্গুরক্তি, ভালবাসা, দেবচরণে তক্তি।

পদাঙ্গুশাসন (স্ত্রী) পদানি অঙ্গুশিষ্যত্বেনেন অঙ্গু-শাস-করণে লুট্। শব্দাঙ্গুশাসন ব্যাকরণ। (যেদি°)

পদাঙ্গুস্বার (পুং) সামভেদ। নিধন স্বরকে স্বার কহে। এই স্বার দুই প্রকার, হারিকারস্বার ও পদাঙ্গুস্বার। বামদেব্য পদ হারিকারস্বার এবং ঔশন পদাঙ্গুস্বার। “স্বারানি হারিকারস্বারপদাঙ্গুস্বারানি।” (লাট্য° ৩৯।৩) ‘স্বরো বেধাং নিধনং ভানি স্বারানি। ভানি বিবিধানি হারিকারস্বারানি পদাঙ্গুস্বারানি চ। বধা—বামদেব্য হারিকারস্বার ঔশনং পদাঙ্গুস্বারঃ।’ (ভাষ্য)

পদান্ত (পুং) পদস্ত অন্তঃ অবসানং। ১ পদের অবসান, পদের শেষ। ২ ব্যাকরণে বাহ্যর পদসংজ্ঞা করা হইয়াছে তাহার অন্ত। ব্যাকরণের কতকগুলি প্রত্যয়াদি পদান্ত বিষয়ে এবং কতকগুলি অপদান্ত বিষয়ে হইয়া থাকে। [ব্যাকরণোক্ত পদসংজ্ঞার বিধ পদশব্দে দ্রষ্টব্য।]

পদান্তর (স্ত্রী) অস্তংপদং পদান্তরং। তিরপদ। অগ্নপদ, একপদ তির অগ্নপদ। ২ দ্ব্যাদান্তর।

পদান্তীয় (ত্রি) পদান্তবধী।

পদান্তিবেক (ত্রি) পদে অতিবিক্রমঃ। পদে স্থাপিত।

পদান্তোজ (স্ত্রী) পদারবিন্দ, পাদপদ্ম।

পদার (পুং) পদং বহুতি প্রায়োত্তীতি অ-অণ্। পাদস্থি, পাদালিঙ্গ। (যেহিনী)

পদারবিন্দ (স্ত্রী) পাদপদ্ম।

পদার্থ (পুং) পদানাং ঘটপটাদীনাং অর্থোৎতিবেদঃ। শব্দাতিবেদে ব্রহ্মাদি। পদার্থ—ভাব, ধর্ম, ভব, স্বভ, বস্তু। (কট্যধর)

ধর্মসমূহের মতভেদে পদার্থও নানা প্রকার। কোন দর্শনে ষট্ পদার্থ, কোন দর্শনে সপ্ত বা ষোড়শ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুমাত্রই পদার্থ পদবাচ্য। গৌতমাদি ঋষিগণ তপঃপ্রভাবে জাগতিক বস্তুনিচরকে প্রথমে কএক শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন, কোন কোন দর্শনে পদার্থের সংখ্যা কিরূপ ভাবে নিরূপিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিধর পর্যালোচনা করা যাইতেছে। পদার্থ তত্ত্ব বা স্বভ একই পদার্থ কোন দর্শনে পদার্থ বা কোন দর্শনে তত্ত্ব ইত্যাদিনির্ণয়ে স্বীকৃত হইয়াছে। আধুনিক নৈমারিকদিগের মতে পদার্থ ৭ প্রকার।

“জগৎ গুণতথা কৰ্ম সামান্তঃ স বিশেষকং।

সমবারতথা ভাবঃ পদার্থঃ সপ্তকীৰ্ত্তিঃ॥” (ভাষ্যপরি° ২)

জগৎ, গুণ, কৰ্ম, সামান্ত, বিশেষ, সমবার ও অভাব এই সপ্ত প্রকার পদার্থ। নব্য নৈমারিকগণ পদার্থকে এই ৭ ভাগে বিভাগ করিয়া অবিল পদার্থ এই সপ্ত পদার্থের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শনকৃত্য কণাদ সপ্তপদার্থ স্বীকার করেন না। অভাব তির পুরোক্ত ষট্ পদার্থই তাহার অন্তিমত। তিনি অভাবকে পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরবর্তী নৈমারিকেরা ষট্ পদার্থকে ভাব পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কেবল ভাব পদার্থ স্বীকার করিলে অভাবের উপলব্ধি হয় না, এই জন্য অভাবকে আর একটা পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করিয়া সপ্ত পদার্থ নির্দেশ করিয়াছেন।

এই সপ্ত পদার্থাত্মিক পদার্থান্তর নাই। ইহাদের মধ্যেই ভাবং পদার্থ অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেহ কেহ এই সপ্ত পদার্থ তির তমঃ ‘অজ্ঞকার’কে আর একটা পৃথক পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু অজ্ঞকারাদি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, বেহেতু আলোকে অজ্ঞাবই অজ্ঞকার। ইহা তির অজ্ঞকার পদার্থে আর কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু বাহ্যর বলেন ‘নীলঃ তদন্তলতি’ নীলবর্ণ অজ্ঞকার চলিতেছে, এইরূপ যে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ভ্রমাত্মক। বাস্তবিক পক্ষে অজ্ঞকার পৃথক পদার্থ হইতে

পারে না, যেহেতু অত্যধ পদার্থের নীলত্ব ও চলন-ক্রিয়া সম্ভবে না। সকল পদার্থকেই জানিতে ও শব্দ দ্বারা নির্দেশ এবং প্রমাণসিদ্ধ করিতে পারা যায় বলিয়া সকল পদার্থকেই উত্তর বাচ্য ও প্রমেররূপে নির্দেশ করা যায়।

পূর্বে যে সপ্ত পদার্থের বিবরণ উল্লিখিত হইল, তাহার বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

প্রথম পদার্থ ১ প্রকার—পৃথিবী, জল, তেল, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন।

দ্বিতীয় পদার্থ ২৪ প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরস্পর, অপরস্পর, বৃদ্ধি, হ্রাস, হ্রস্ব, ইচ্ছা, ঘেব, বস্তু, শুদ্ধত্ব, জব্বত্ব, দেহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম।

নীলশীতাদি বর্ণের নাম রূপ, এই রূপ বর্ণভেদে নানাবিধ। শুষ্কত্ব প্রভৃতির মধ্যে শুষ্ক, নীল, শীত, রক্ত, হরিত, কশিণ ও চিত্র এই ৭ প্রকার রূপ। যে বস্তুর রূপ নাই, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জন্ত রূপই দর্শনের কারণ।

রস হয় প্রকার কটু, কষায়, তিক্ত, অম, লবণ ও মধুর। গন্ধ বিবিধ গৌরভ ও অসৌরভ। স্পর্শ তিন প্রকার—উষ্ণ, শীত ও অশুকাশীত। সংখ্যা একই বিষয় ও ত্রিষাধিতেই নানা-বিধ। সংখ্যা স্বীকার না করিলে কোনরূপ গণনা করা যাইত না। যেহেতু ঐরূপ গণনা সংখ্যা পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। পরিমাণ চারি প্রকার—স্থল, স্থান, দীর্ঘ, হ্রস্ব। তাহাকে অবলম্বন করিয়া ঘট পট হইতে পৃথক্ এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাকে পৃথক্ত্ব কহে। অসমিকট বস্তুত্বের মিলন এবং সমিকট বস্তুত্বের বিরোগকে যথাক্রমে সংযোগ ও বিভাগ কহে। পরস্পর ও অপরস্পর প্রত্যেকে দৈনিক ও কালিকভেদে বিবিধ। দৈনিক পরস্পর—অমুক নগর হইতে অমুক নগর দূর, এই দূরত্ব জ্ঞান বুদ্ধির হইয়া থাকে। দৈনিক অপরস্পর—অমুক স্থান হইতে অমুক স্থান নিকট। এইরূপ কালিক পরস্পর ও অপরস্পর যথাক্রমে জ্যোতিষ ও কনিষ্ঠত্ব ব্যবহারের উপযোগী। বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান বিবিধ, ইহার মধ্যে যথার্থ জ্ঞান প্রমাণ ও অযথার্থজ্ঞান অপ্রমাণবাচ্য। নিশ্চয় ও সংশয়ভেদেও জ্ঞানের দুই প্রকার বিভাগ করা যাইতে পারে। সংশয় নানা কারণে হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম ও হ্রস্ব যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম সকল প্রাণীর অভিপ্রেত এবং হ্রস্ব অনভিপ্রেত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে সূক্ষ্ম, আর ক্রোশাদি হ্রস্ব নানাবিধ। অভিশাপকেই ইচ্ছা কহে। সূক্ষ্ম এবং হ্রস্বভাবে যে ইচ্ছা, তাহা

ঐ প্রার্থনের জ্ঞান হইলে হইয়া থাকে। যে বিষয় হইতে হ্রস্ব হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই বিষয়ে ঘেব ক্রমে এবং যদি সেই বিষয় হইতে কোনরূপ ইষ্টমিতির সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলেও ঘেব অমিরা থাকে। বস্তু তিন প্রকার প্রযুক্তি, নিবৃত্তি ও জীবনবোনি। যে বিষয়ে বাহার চিকীর্ষা থাকে, সে বিষয়ে তাহার প্রযুক্তি ক্রমে, আর বাহার যে বিষয়ে ঘেব থাকে, সে ভবিষ্যৎ হইতে নিবৃত্ত হয়। একান্ত প্রযুক্তি ও নিবৃত্তির যথাক্রমে চিকীর্ষা ও ঘেব কারণ। যে বস্তু থাকার জীবিত থাকা যায়, তাহাকে জীবনবোনি বস্তু কহে। জীবনবোনিবস্তু না থাকিলে প্রাণী সকল অপরকাল জীবিত থাকিতে পারিত না। এই বস্তু দ্বারা প্রাণিগণের স্থান প্রমাণাদি নির্ধারিত হইতেছে। শুদ্ধত্ব পতনের কারণ। বাহার শুদ্ধত্ব নাই সে পতিত হয় না, যেমন তেলঃ প্রযুক্তি। জব্বত্ব করণের কারণ, ইহা স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিকভেদে বিবিধ। জলের জব্বত্ব স্বাভাবিক ও পৃথিব্যাদির জব্বত্ব নিমিত্তাধীন হইয়া থাকে। জলীয় যে শুণের সম্ভাব তাহারা শব্দ প্রযুক্তি চূর্ণ বস্তু পিণ্ডীকৃত হয়, তাহাকে রেহ কহে। রেহ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে বিবিধ। উৎকৃষ্ট রেহ অগ্নিপ্রজ্বলনের এবং অপকৃষ্ট রেহ অগ্নি নির্মাণের কারণ। যথা—তৈলান্তর্কর্ত্তী জলীয় ভাগের উৎকৃষ্ট রেহ থাকার উহার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত জলের অপকৃষ্ট রেহ থাকার তাহারা অগ্নি নির্ধারিত হইয়া যায়। সংস্কার ত্রিবিধ—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। বেগ ক্রিয়াদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অদৃষ্ট ধর্ম এবং অধর্ম। শুভাশুভ পুণ্যাদি পদবাচ্য। ইহা গঙ্গামান ও বাগাদি দ্বারা ক্রমে। পাপকর্মে অন্ততাদৃষ্ট হয়। শব্দ বিবিধ—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি দ্বারা যে শব্দ ক্রমে তাহাকে ধ্বনি এবং কণ্ঠাদি হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ণ কহে। দ্বিতীয় পদার্থ ত্রয়্যাক্রমে থাকে, আর কোন পদার্থ থাকে না। এই ২৪টা গুণ ক্ষিতি প্রযুক্তি প্রথম পদার্থে আছে।

কর্ম—ক্রিয়াকে কর্ম কহে, এই কর্ম পদার্থ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকৃকন, প্রসারণ ও গমনভেদে পঞ্চবিধ। উর্ধ্ব প্রক্ষেপকে উৎক্ষেপণ, অধোবিক্ষেপকে অবক্ষেপণ, বিস্তৃত বস্তু সকলের সম্বন্ধে করাকে আকৃকন, আর সঙ্কুচিত বস্তু সকলের বিস্তার করাকে প্রসারণ কহে। ভ্রমণ, উর্ধ্ব জলন, তির্যক্গমন প্রভৃতির গমনেই অকর্ত্তব্য হইবে, ইহারা স্বতন্ত্র ক্রিয়া নহে। পৃথিবী, জল, তেলঃ, বায়ু ও মনঃ এই পাঁচটা ব্রহ্মে ক্রিয়া থাকে।

জাতি পদার্থ মিত্র এবং অসঙ্গ বস্তুতে থাকে। বস্তুগণ ঘটন জাতি সকল ঘটাই আছে। পর ও অপর ভেদে জাতি

বিবিধ। যে জাতি অধিক স্থানে থাকে, তাহাকে পর জাতি, আর বাক্য অনন্যে থাকে, তাহাকে অপর জাতি কহে। নতুনায়কজাতি ত্রয়, ত্রয় ও কর্ণ এই তিনে আছে, এই সত্ত উহা পরজাতি বলিয়া অভিহিত হয়। বটম ও মীলম প্রকৃতি যে জাতি, ইহা অপর জাতি।

বিশেষ পদার্থ নিজ; আকাশ ও পরমাণু প্রকৃতি এক একটা নিজ ত্রয়ে এক একটা বিশেষ পদার্থ আছে। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই পরমাণু সকলের পরস্পর বিভিন্নরূপতার নিশ্চয় করা বাইত না। যেমন অপরদী বস্তুরের পরস্পরের অবয়বগত বিভিন্নভাবকর্মে বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা বাইতেনে, সেইরূপ পরমাণু প্রকৃতির অকরম নাই, তবে কিরূপে তাহাদিগের বিভিন্নতা নিশ্চয় করা বাইতে পারে? কিন্তু বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিলে এরূপ সন্দেহ হয় না। কারণ তাহা হইলে এই পরমাণুতে যে বিশেষ আছে তাহা সত্ত পরমাণুতে নাই বলিয়া এই পরমাণু সত্ত পরমাণু হইতে তির এবং সত্ত পরমাণুতে যে বিশেষ আছে, তাহা সত্ত পরমাণুতে নাই, এরূপ সত্ত পরমাণু অপর পরমাণু হইতে পৃথক্। এই রীতিক্রমে বাবস্তীর পরমাণুর পরস্পর বিভিন্নরূপতা নিরূপিত হইয়া থাকে।

সমসার—ত্রয়ের সহিত ত্রয় ও কর্ণের; ত্রয়, ত্রয় ও কর্ণের সহিত জাতির; নিজ ত্রয়ের সহিত বিশেষ পদার্থের এবং অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমসার কহে।

এই বট পদার্থ। ইহা তির অস্তাব পদার্থকে লইয়া সত্তপদার্থ কল্পিত হইয়াছে। অস্তাববিবিধ সংসর্গাতাব ও অন্তোক্তাতাব। গৃহ হইতে পুত্রক তির, পুত্রক গৃহ নহে, লেখনীতে স্টের তেন আছে ইত্যাদি স্থলে যে অস্তাব প্রতীয়মান হয়, তাহাকে সংসর্গাতাব কহে। অন্তোক্তাতাব, ধ্বংসাতাব ও প্রাগতাবভেদে সংসর্গাতাব জিবিধ। যে বস্তুর বাহাতে উৎপত্তি হইবে সে বস্তুর তাহাতে পূর্বে যে অস্তাব থাকে, তাহাকে প্রাগতাব কহে। প্রাগতাবের উৎপত্তি নাই, কিন্তু বিনাশ আছে। বিনাশকে ধ্বংস কহে। নিত্য সংসর্গাতাবই অন্তোক্তাতাব। (ভাবাপরি)

গৌডম বোধন পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। বথা—প্রমাণ প্রেমের, সংসার, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাস, জন্ম, বিতর্ক, হেতুভাস, স্থল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। গৌডমের মতে ঐতদতিরিক্ত আর কোন পদার্থ নাই। যত কিছু পদার্থ আছে তাহা এই বোধন পদার্থের মধ্যে। পরবর্তী সৈর্য্যিকেরা কপাল ও গৌডমের মতের সামঞ্জস্য করিয়া সত্ত পদার্থ স্থির করিয়াছেন। [জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শন মত দেখ।]

সাম্যদর্শন স্বীকার দর্শনে পদার্থ তিন প্রকার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ স্বীকরণমাত্র, তোক্তা, অনন্তচিত্ত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্বিকারাবয়ব ও বিজ্ঞ; অন্যান্য কর্মরূপ অবিকার্যবোধিত তত্ত্ববাস্তবতা ও তত্ত্বপদার্থাদি স্বীকারের স্বভাব। কেনাঙ্কে সত্ততাথে বিতর্ক করিয়া পুনর্বার সত্তাংশ করিলে যে মত হয় হয়, স্বীকরণ হয়।

অচিৎ তোক্তা ও দৃষ্ট পদার্থ, অচেতনবয়ব, অকারণক, জগৎ এবং তোগ্যবিকারাম্পদাদি স্বভাবমণী। এই অচিৎ পদার্থ তিন প্রকার—তোগ্য, তোগ্যপকরণ ও তোগ্যর-তন। বাহাকে তোগ্য করা বার, তাহাকে তোগ্য, বাহা বার তোগ্য করা বার, তাহাকে তোগ্যপকরণ এবং বাহাতে তোগ্য করা বার তাহাকে তোগ্যরতন কহে।

ঈশ্বর সকলের নিরামক, হরিগনবাচ্য। ইনি জগতের স্বর্ভা, উপাদান, সকলের অন্তর্ভাবী এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঈশ্বর্য ও স্বীকার্য-সম্পন্ন। চিৎ ও অচিৎ সমুদায় বস্তুই তাহার পরীক্ষ স্বরূপ। পুরুষোত্তম বাহুদেব প্রকৃতি ইহার সংজ্ঞা। এই দর্শনের মতে পূর্বোক্ত তিনটি পদার্থতিরিক্ত সত্ত আর কোন পদার্থ নাই।

শৈবদর্শনের মতেও পদার্থ তিন প্রকার পতি, পত্ত ও পাণ। পতি পদার্থ তগবান্ শিব, পত্তপদার্থ স্বীকার্য। পাণ পদার্থ মল, কর্ণ, মারা ও রোষণজিভেদে চারিপ্রকার। স্বাভাবিক অণুটিকে মল, ধর্ম্মাধর্ম্মকে কর্ণ, প্রোদায়বহার বাহাতে কার্য্য সকল গীম হয় এবং পুনর্বার সৃষ্টিকালে বাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে মারা কহে। এই পাণত্রয়কে 'ল-কল' কহে।

আর্হতদিগের মধ্যে পদার্থ বা তত্ত্ব এই বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কোন মতে তত্ত্ব দুই স্বীকৃত ও অস্বীকৃত, স্বীকৃত বোধাত্মক, অস্বীকৃত অবোধাত্মক। কোন মতে পঞ্চতত্ত্ব, কোন মতে সত্ততত্ত্ব এবং কোন মতে নব তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

সাম্যদর্শনের মতে—প্রকৃতি, প্রকৃতিবিকৃতি, বিকৃতি ও অন্ততর এই চারি প্রকার পদার্থ। মূল প্রকৃতি এবং মহাদানি প্রকৃতি, বোধন বিকৃতি ও অন্ততর পুরুষ। সাম্য মতে ঐতদতিরিক্ত পদার্থ নাই। পাতঞ্জলদর্শনে এই সকল পদার্থ এবং ঐতদতিরিক্ত ঈশ্বর পুরুষ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। বোদ্যত-দর্শনে দুইটি পদার্থ, অনাত্মা ও অনাত্মা। অনাত্মা মারা পদার্থ। [বিশেষ বিবরণ বোদ্যত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মৈত্র্যাক মতে পদার্থ পাচ প্রকার—রস, ত্রয়, স্বীকার্য, বিপাক, পতি।

"ত্রয়ো রসো ত্রয়ো স্বীকার্য বিপাক্য পতির্যেব চ।

পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠতি যৎ যৎ সৃষ্টিভি কৰ্ম চ।" (ভাবপ্র)

পদার্থবিদ্যা, যেখানে পদার্থসমূহের গুণাগুণ বিচার করা হয় তাহার কার্যাদি বর্ণিত হইয়াছে; তাহাকে পদার্থবিজ্ঞান বা Natural Philosophy বলা হইয়া থাকে। জাগতিক পদার্থাদির বিষয় জানিতে হইলে প্রথমে পদার্থ কি? তাহা জানা আবশ্যিক। পদার্থ শব্দে পদের অর্থ। পদের অর্থসঙ্গতি হইলে যে জ্ঞান উপলব্ধি হয়, তাহাকেই পদার্থ বলা যাইতে পারে। জব্য গুণ বা কৰ্ম প্রকৃতি সকলই পদের অর্থ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে, সুতরাং ইহার সকলেই পদার্থ পদ-বাচ্য। শুদ্ধ বস্তু বা জব্য অর্থেও পদার্থ শব্দের প্রচার দেখা যায়। এই অর্থে পদার্থ বিবিধ চিং ও অচিং অর্থাৎ চেতন ও অচেতন।*

যে পদার্থের চৈতন্য আছে, তাহা চিং বা চেতন এবং যাহার চৈতন্য নাই তাহাই অচিং অর্থাৎ অচেতন পদার্থ। একমাত্র পরমাণুই চিহ্ন, বিজ্ঞ ও চৈতন্যবান। জীবগণের আত্মা চৈতন্যময় বটে, কিন্তু উহা জড়ময় দেহধারী, সুতরাং উহা জড় ও চিং এই উভয়ভাবাপন্ন। আর বৃত্তিকা, প্রকৃতি প্রভৃতি যে সকল বস্তু চেতনহীন তাহাদিগকে অচেতন বা জড় পদার্থ বলা যায়। বৃক্ষাদি উদ্ভিদকে 'উদ্ভিদ' রূপে স্বতন্ত্র পদার্থে বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন।

চক্ষু, রসনা, নাসিকা, ত্বক ও কৰ্ম এই পঞ্চ জ্ঞানে-স্ত্রিয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ প্রকৃতি প্রত্যক্ষজ্ঞানের অমুভূতি হয়। এই সকল প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণস্বরূপ চৈতন্য-শূন্য পদার্থের নাম জড়পদার্থ। মূল, মিশ্র ও যৌগিক ভেদে পদার্থ তিন প্রকার।

রাসায়নিকবিদের মতে যে জড়পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিলে, দুই কিংবা ততোধিক অজবিশ জড়পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাই মূল জড়পদার্থ। রসায়নশাস্ত্রজ্ঞগণের মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পারদ ও গন্ধক প্রভৃতি জব্যই মূল পদার্থ, কেননা এই সকল পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিলে তৎতৎ জব্যজাত পদার্থ ব্যতীত অন্যবিধ কোন জব্যই বাহির করিতে পারা যায় না। ক্রিতি, অণু ও বায়ু বিশ্লেষণশীল, কেননা এই সকল জব্য হইতে অন্য-বিধ পদার্থ বাহির করা যায়। যুরোপবাসী জড়বিজ্ঞানবিদগণ তেজকে স্বতন্ত্র জড়পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। যোম-শব্দে শূন্য আকাশ পদার্থকেই বুঝায়, কিন্তু উহার অর্থ শূন্য বা নভোমণ্ডল নহে।

দুই কিংবা ততোধিক মূলপদার্থ পরস্পরের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়াযোগে সংযুক্ত হইয়া যে ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত

পদার্থ উৎপাদন করে তাহার নাম যৌগিক পদার্থ। আর যে স্থলে দুই কিংবা ততোধিক ভিন্ন জাতীয় জব্য পরস্পরের সহিত রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত না হইয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত বা মিলিত থাকে, সে স্থলে এইরূপ মিলনে উৎপন্ন জব্যকে মিশ্রপদার্থ বলা হইয়া থাকে। মিশ্রপদার্থে তাহাদের উপা-দানভূত পদার্থের অনেকগুণ থাকে, কিন্তু যৌগিক পদার্থের গুণের সহিত তাহাদের উপাদানভূত মূলপদার্থসমূহের গুণের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। জল যৌগিক পদার্থ, কেননা অক্সিজেন ও হাইড্রজেন (Hydrogen and Oxygen) বায়ু ইহার উপাদান এবং উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে জলের উৎপত্তি। ইহার গুণের সহিত তাহাদের গুণের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। বায়ুশিশি মিশ্র পদার্থ, কেননা বায়ুশিশির প্রধান উপা-দান অক্সিজেন। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন (Oxygen and Nitrogen) বায়ুয় রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত না হইয়া কেবল মিলিত আছে। সুতরাং বায়ুশিশিতে উভয়গুণের অতিশয় পৃথক পৃথক রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে।

পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকে পরমাণু কহে। এই সূক্ষ্ম পর-মাণু সমষ্টির যোগে বাবতীয় জড় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনকার সর্বপ্রথমে এইমত প্রচার করেন। তিনি বলেন, "যাহার নিজের অবয়ব নাই, অথচ যে পরস্পরায় সন্নি-বেই অবয়ব এবং যাবৎ সূক্ষ্মপদার্থের শেষ সীমাস্বরূপ, তাহার নাম পরমাণু। পরমাণু সকল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণসম্পন্ন।" পরমাণুগণের নাশ নাই। [অণু, পরমাণু ও বৈশেষিক দেখ।]

কঠিন, তরল ও বায়বীয় (Solid, liquid and Gas)-ভেদে জড়বস্তুর অবস্থা ত্রিবিধ। কঠিন অবস্থায় জড়বস্তুর অণু সকল দৃঢ় সন্নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু তরল ও বায়বীয় জব্যের অণু সকল বিরল বিনিবিশ বশতঃ সহজে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইট-কাদি কঠিন জব্য, জল তরল এবং কঠিন ও তরল বস্তুতে তাপ সহকারে যে বায়বীয় জব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প বলা যায়। বায়ু শিশির বায়বীয় ভাব স্বাভাবিক এবং জলীয় বাষ্প প্রকৃতির বায়বীয় ভাব নৈমিত্তিক।

জড় পদার্থ যাত্রাই স্বভাবতঃ অচেতন, নিশ্চেষ্ট, স্থানব্যাপক ও স্ফুটবিশিষ্ট। সুতরাং অচেতনত্ব, নিশ্চেষ্টত্ব, স্থানব্যাপকত্ব ও স্ফুটত্ব জড়ের এই কএকটা স্বাভাবিক ধর্ম। জড়পদার্থ যাত্রাই এই কয়টা গুণবৃত্ত। স্বর্ণ, মূল, পরমাণু, মূল, মিশ্র বা যৌগিক, কঠিন, তরল প্রভৃতি বাবতীয় পদার্থে এরূপ গুণ নাই অথচ জড়পদার্থ, এরূপ পদার্থের অতিশয় অসম্ভব। যে গুণ শুদ্ধ কঠিন জব্যে বৃষ্ট হয়, তাহা কঠিন জব্যের, অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম এবং পূর্কোক্ত ত্রিবিধ ভাবাপন্ন সকল জব্যেই লক্ষিত

* পণ্ডিতবর ঐযুক্ত বিদ্যাদাস মহাশয় 'চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ' এই তিনপ্রকার পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

হয় বলিয়া উহা কঠিনাবি জড়ত্বের সাধারণ ধর্ম। বিভাজ্যতা ও সান্তরতা-গুণ পরমাণুর ধর্ম নহে; কিন্তু পরমাণু সমষ্টিতপ স্তর পদার্থ মাত্রেই কঠিন, তরল ও বায়বীয় সকল অবস্থাতেই এই দুই গুণ লক্ষিত হয়। সুতরাং এই দুইটি জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম না হইলেও কঠিন, তরল ও বায়বীয় সকল সাধারণ ধর্ম বটে। স্থানবাপকত্ব, জড়ত্ব, বিভাজ্যতা ও সান্তরত্ব এই কএকটি জড় পদার্থের সাধারণ-গুণ মধ্যে প্রধান। স্থানবাপকত্ব ও মূর্ত্ত্ব, স্থানবাপকত্ব গুণ-সাপেক্ষ। যদি জব্য সকল স্থানবাপক না হইত, তাহা হইলে তাহার স্থানবাপক হইত না বা তাহাদের কোনরূপ আকার কি মূর্ত্তিও থাকিত না। চৈতন্য-শূন্য ও নিষ্কেষ্ট এই উক্ত গুণই জড়ত্ব শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। আর আকৃষ্ণীয়তা, প্রসারণীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা ও বিভাজ্যতা প্রভৃতি গুণগুলি সান্তরতা গুণ-সাপেক্ষ।

জড় পদার্থ মাত্রেই কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিতা অবস্থিত করে। যে গুণবশতঃ জড় পদার্থ সকল স্থান ব্যাপিতা থাকে, তাহার নাম স্থানবাপকতা। এই স্থানবাপকতা গুণ-বশতঃই জড় জব্য সকল তিন দিকে বিস্তৃত হইয়া স্থান অধিকার করিয়া থাকে। এইরূপে বিস্তৃত থাকিয়া জড় বস্তু যে স্থান অধিকার করে, তাহাকে 'আরতন' বলে। যে সকল গুণ বশতঃ জড় জব্য সকল, ব ব অধিকৃত স্থানে অন্য জব্যের অবস্থিতির অবরোধ জন্মায়, তাহার নাম স্থানবাপকত্ব, যেমন কোন জল-পূর্ণ পিচকারীর মুখ বন্ধ করিয়া যদি তাহার অর্গল ঢাপিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিচকারীর অভ্যন্তরে অর্গলটি প্রবিষ্ট হয় না; কেননা অর্গল ও জল এক সময়ে এক স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। এষ্ট স্থানবাপকত্ব গুণটি পরমাণুনিষ্ঠ-ধর্ম। জড় জব্যের পরমাণু সকল যে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকে তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু অবকাশ বা অন্তর থাকে। জড় বস্তুর পরমাণু সকল স্থানবাপক বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত অবকাশের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং একের পরমাণুগিরের অন্তর্গত অবকাশ স্থলে অন্ত্রের পরমাণু সকল কখন কখন প্রবেশ করে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

যে গুণ বশতঃ জড়বস্তুর আকার বা মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহার নাম মূর্ত্ত্ব। জড় পদার্থ মাত্রেই সাকার ও মূর্ত্ত পদার্থ। ইহারা স্থান ব্যাপিতা থাকে বলিয়া, ইহাদের আরতন ও আকৃতি আছে। বাহার চৈতন্য নাই তাহাকে আমরা অচেতন বা জড় পদার্থ বলি। শক্তি সম্পন্ন না হইলে জড় পদার্থ স্পন্দিত হয় না, শব্দও প্রতীয়মান হয়। জড় পদার্থরূপ শবের উপর

বহন শক্তি বৃদ্ধা করিতে থাকেন, তখনই এই জড়পদার্থ হইতে থাকে। শুধু জড় পদার্থ হইতে কোনদ্রাব্য হয় না। জড় পদার্থ সকল আপনা হইতে চলিতে পারে না এবং চলিত হইলে আপনা হইতে স্থির হইতেও পারে না, এইজন্য উহাকে নিষ্কেষ্ট গুণসম্পন্ন বলে। এইরূপে পদার্থাদির বিভাজ্যতা, সান্তরতা, আকৃষ্ণীয়ত্ব, প্রসারণীয়ত্ব, স্থিতিস্থাপকতা, কঠিনত্ব, কঠোরত্ব, কোমলত্ব, তড়প্রবণতা (ইন্সকো), স্বাস্থ্যত্ব, তাপবতা ও টান বা তারস্বত্ব প্রভৃতি কএকটি বিভিন্ন গুণ কোন না কোন জব্যে বৃষ্ট হয়। পদার্থাদির আণবিক শক্তি সম্বন্ধে আণবিক আকর্ষণ, সংহতি, সংশক্তি, কৈশিক আকর্ষণ, বহিঃপ্রবাহ ও অন্তঃপ্রবাহ গুণাদি এবং জব্যাদির রাসায়নিক বিয়োজন ও সম্মিলন প্রভৃতি পদার্থবিদ্যার শীর্ষাঙ্গিত হইয়াছে। এতদ্রি মাধ্যাকর্ষণ, জব্যাদির ভার, বায়ু, শব্দ, আলোক, জল, তাড়িত, গতি বা বেগ, অমৃত্যু ও অরক্ষণীয় শক্তি সম্বন্ধে এই পদার্থবিদ্যার বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে। স্বভাবজাত জব্য মাত্রেই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাকেই বৈজ্ঞানিক জব্যের Physic বলে। যে গ্রন্থে পদার্থাদির তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে পদার্থবিদ্যা কহে।

পদালিক (পুং) পদত্ব চরণশালিকমিবা। চরণোপরিভাগ।
পদাবলী (স্ত্রী) পদানাং আবলী। পদ-শ্রেণী, পদসমূহ, অনেক পদ। বাহাতে অনেক পদ আছে।

"মধুরকোমলকান্তপদাবলী শৃণু তদা অরদেবসমস্বতীং।"

(গীতগোবিন্দ ১১০)

পদারুতি (স্ত্রী) পদের আয়ুতি।

পদাস (স্ত্রী) সামভেদ।

পদাসন (স্ত্রী) পদঃ পাদন্য বা আসনং। পাদপীঠ, পা রাখা টুল, যাহাতে পা রাখা যায়।

পদি (পুং) পদ কর্ণশ ইন্। গন্তব্য। "পদির্গন্তত্বতি যৎ পত্নতে।" (নিকট ৫১৮) (শব্দ ১১২৫২)

পদিক (পুং) পাদেন চরতীতি পাদ-তন্ (পদাদিত্যঃ তন্। পা ৪।৪।১০) ততঃ পাদস্য পদাদেশঃ। পদাতি সৈন্ত।

পদিস্থায় (পুং) জৈমিনিস্থত্বোক্ত ভায়ভেদ। (জৈমিনিঃ ১১।১৮)

পদিহোম (পুং) পদি পাদস্থানে হোমঃ অনুষ্ঠানমালঃ। ক্রতি-বিহিত হোমভেদ।

পদোপহৃত (স্ত্রী) পাদেন উপহৃতঃ পাদস্য পদাদেশঃ। পাদ দ্বারা উপহৃত।

পদপ (পুং) পদ্যং গচ্ছতীতি পদ-গম-ভ। পদাতিক, পাদচারী।

পদোদ্য (পুং) পদস্য দোষঃ, পাদশব্দস্য পদাদেশঃ। পদশব্দ।

"বৈরিজঃ প্রাক্রীড়তে পদোদ্যৈশ্চায়রা সহ।" (অথর্বা ৫।২.২৬)

পদ্মতি [তী] (স্ত্রী) পদ্মাত হতি পদ্মতীতি, হনু-কিন্ (হিম-কাবিত্তি) চ। পা ৩।৩।৪৪) ইতি পাদস্য পদানেশঃ। ততো তীষ্। ১ বঙ্গ।

“পদ্মঃ ক্রতেদশিতার ঈশ্বরঃ নলীমসামান্যতে ন পদ্মতিং।” (রত্ন ৩।৪৬।) ২ পংক্তি। ৩ প্রোর্থবোধক গ্রহ। ৪ পদবী, উপনার ভেদ, বৈরূপ বোধ, বস্তু প্রকৃতি।

৫ প্রাণী, রীতি। ৬ আচার গ্রহ।

পদ্মি (স্ত্রী) পাদস্য হিমং, পাদস্য পদ্মাতঃ। পাদেয় নীতলতা। পদ্ম (পুং স্ত্রী) পদ্মতে ইতি পদ গতো মনু (অতিত্ব হ-হ-নু ইত্যাদি। উপ ১।১০৯) বনামখ্যাত কোমলবৃক্ষ ও তজ্জাত পুষ্প-বিশেষ। সংস্কৃত পর্যায়—নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশ্বর, পদ্মকর, তামরস, সারস, সরসীকর, বিষপ্রহ্ন, রাসীব, পুন্দর, অস্তোরক, পঞ্চ, অস্তোজ, অমূল, সরসিক, স্রীবাগ, স্রীপর্ণ, ইন্দ্রিয়ালয়, জলেজাত, অজ, নল, নলীকা, মালিক, বনজ, অরান, পুটক, অজ। (শব্দরং)

সাধারণতঃ বেত, লোহিত, শীত ও অসিত এই চারির্বর্ণের পদ্ম আমাদের নয়নগোচর হয়। বর্ণসাত্ত্ব থাকিলেও ইহাদের মধ্যে আকৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আকৃতির বৈলক্ষণ্য হেতু পদ্ম সকলের নানাবিধ সংজ্ঞা হইয়াছে। আমাদের দেশেও পদ্মের অনেক পর্যায় শব্দ থাকিলেও তাহাদের কোনটা কোন জাতীয় তাহা সহজে নির্ণীত হয় না। বেত, রক্ত এবং নীলোৎপলের বিভিন্ন সংজ্ঞানির্দেশক পর্যায় শব্দগুলি উৎপল শব্দে লিখিত হইয়াছে। [উৎপল দেখ।]

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদ্মের বিভিন্ন নাম দেখা যায়। হিন্দী—কনবল, বালালা—পদ্ম, পদম্। উড়িয়া—পদম্। বিজনার—বেশলা। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে—পঘিন্। পঞ্জাব—পম্পাহ, কণ্ণাকড়ী। ইহার শিকড় বা গেঁড়—জী বা কি। সিদ্ধ—বসন্ (গেঁড়) পপুয়ো (বিচি) নীলোকাহ (ওঘি) দক্ষিণে কুহুবলকা ওড। বোম্বাই—কমল, কাকড়ী। কণাড়ী—তবরিকিজা, তবরিকজ। খাশ্মে—মুখলিলাকন্দ। পুণা—পদ্মকন্দ। তামিল—শিবলু—তামরবের, অমল। তেলগু—এররা তামরবের্। মলয়—তমর। সিঙ্গাপুর—নেতুম্। ব্রহ্মে—পা-মু-মা। আরবে—নীলুকের, উজ্জল নীলুকার। পারস্যে—নীলুকের, নীলুহ, বেখনীলুকার। ইংরাজী—The Sacred lotus (Pythagorean or Egyptian Bean) বিজান শাস্ত্রে—Nelumbium Speciosum or Nymphaea Asiaticum.

সাধারণতঃ ভোণা, পুষ্করী, খিল ও ক্ষুর ক্ষুর কলা ও নদী প্রকৃতিতে পদ্ম জন্মিতে দেখা যায়। পদ্ম লতা, শুষ্ক কি বৃক্ষ তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। পুষ্করীতে মধ্যস্থ কর্ণ (পক্ষ) হইতে পদ্ম

জন্মে। প্রথমে পদ্মের বীজ হইতে কলা ও কন্ড গঠিত হয়। পরে সেই কলা পরিবর্তিত হইয়া উর্দ্ধমুখে উন্মিত হইতে থাকে। উর্দ্ধোন্মিত এই কলার কোনটা পদ্মে বা কোনটা পুষ্পে পরিণত হয়। যেদণ্ড হইতে পত্র বা পুষ্প জল হইতে মহাব্যজগতে প্রকাশিত হয়, তাহা অতি কোমল ও কণ্টকযুক্ত, উহাকে নাল কহে। পদ্মের গেঁড় হইতে পত্র বা পুষ্পের নাল বাতীত আরও এক-প্রকার ডাঁটা নির্গত হয়, উহা উক্ত নাল অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বেত বর্ণ, কণ্টকহীন ও কোমল। ইহা মৃণাল নামে পরিচিত; ইহা খাইতে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। হতী ও হংস প্রকৃতি প্রাণিগণ পদ্মবন পাইলেই মৃণাল ভুলিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে।

পদ্মের পত্রগুলি জৈববৈজ্ঞানিক। ইহার জলপৃষ্ঠভাগ শৈবালের স্তায় কোমল এবং বায়ুপৃষ্ঠদিক অত্যন্ত মন্থণ। এই জন্ত কবিগণ মানবদীবনকে ‘পদ্মপত্রে জলবিন্দু বধা’ এইরূপ উপমা দিয়া থাকেন অর্থাৎ পদ্মপত্রে জলবিন্দু বৈরূপ হির থাকে না, মানবদীবনও সেইরূপ অশ্রুহারী ও মন্থর। উভয়ের কাশীর ও হিমালয়ের পার্শ্বভাগদেশ এবং দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে পদ্ম জন্মিয়া থাকে। এতদ্বির মুরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া বীণেও নানাজাতীয় পদ্ম জন্মিতে দেখা যায়। প্রায় গ্রীষ্ম ঋতুতেই পদ্মের পুষ্পনির্গম হইয়া থাকে এবং পুষ্পের গর্ভস্থানে অর্থাৎ কিঞ্চৎ স্থানমধ্যে যে বীজ হয় তাহা সাধারণতঃ বর্ষাপর্গমে পরিপক হইতে আরম্ভ হয়। কচি বীজ খাইতে ঠিক বাসানের স্তায় সুমিষ্ট, অল্পপক বীজ রীষিয়া অথবা ভেটের খইর মত পৈ ভাঙ্গিয়া খাইতে উত্তম এবং অল্পক বীজে পশ্চিমভূখণের জন্মের মালা প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক কলে ১৮।১৯টা করিয়া বীজ থাকে।

পদ্মের নাল বা ডাঁটা হইতে এক প্রকার জরদাত বেত বর্ণের সূক্ষ্ম সূত্র বাহির হয়। ইহা হইতে হিন্দু দেবমন্দিরাদিতে প্রৌপ আলিবার জন্ত একপ্রকার পলিতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বৈভগপের মতে উক্ত সূত্র দ্বারা নির্মিত বস্ত্রে জর বিদূরিত হয়। পদ্ম মধ্যস্থ কেনের স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বাহ্য কিঞ্চৎ নামে খ্যাত, তাহার ধারকতা শক্তি আছে এবং স্বভাবতঃ শীতল। অনেক প্রদাহ, জ্বর হইতে রক্তস্রাব এবং রক্তসা-ধিক্য রোগে (Menorrhagia) আণ্ড কলপ্রদ। বীজ সেবনে বমনোজ্ঞা নিবারিত হয়। বালক বালিকাদির প্রোবাবদি বন্ধ হইলে ইহা মূত্রকারক ও শৈত্যকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাজচর্মের দাহসম্বিত প্রধর জরে রোগীকে পদ্মপত্রে শোরাইলে গাজবাহের উপশম হয়। কোথাও কোথাও দেবমন্দিরাদিতে পদ্মপত্রে নৈবেদ্যাদি প্রোত হয়। সাধারণ লোকে পদ্মপত্রে ভোজন করিয়া থাকে। পদ্মের নাল এবং

পদ্ম হইতে ফুলের ভাণ্ড একপ্রকার আটা বাহির হয়, উন্নয়ন রোগে ইহা অসহ্য ঔষধ। পুষ্পের দল ও কতকাংশে বারকতা উপস্থিতি। ভক্তার ইয়ারসনের মতে ইহার শিকড় বাটনা দ্রুতরোগে অথবা অত্যন্ত চর্মরোগে প্রলেপ দিলে স্বকরোগ নিবৃত্ত হয়। এই বৃক্ষের রস বসন্তরোগে অল্পে মাখাইয়া দিলে পানের জালা নিবারিত হইয়া অল্পে এত দ্রুত হয় যে পাত্র-চর্মে বসে পরিমাণে বসন্ত ছুটিতে পারে না। পাক্কথু, বিলপ, নারাকা প্রভৃতি সকল প্রকার সন্ধ্যোটক রোগে এই প্রলেপ হিতকর।

Nelumbium Speciosum জাতীয় উৎপলের দলের আকৃতি ২১০ হইতে ৩০ ইঞ্চি লম্বা, বাবানের ভাণ্ড গোলাকার পাটলবর্ণ, হিম্বল বর্ণ বা লোহিতাভ বেতবর্ণ হয়। কোন বিশেষ গন্ধ বা স্বাদ নাই। ইহার পত্র বীজ সুপারির ভাণ্ড কঠিন ও ক্রকবর্ণ, গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি। ইহার ছোলের মধ্যে যে সাদা নীল থাকে, তাহা সুবাস ও তৈলাক্ত, পদার্থ তরু ও তৈবলা তরু সম্বন্ধে ইহার দল, নাল ও পেকোর গুণ ও পুষ্পের (*Nymphaea Lotus*) তুল্য। ভক্তার এন্ডারসন (*Civil Surgeon J. Anderson M. B, Bijnor. N. W. P.*) নিখিরাছেন, ইহার বীজ দারবীর মৌর্য্যো একটি বলকারক ঔষধ। চিনি ও জলের সহিত অল্প মাত্রার ($\frac{1}{2}$ Draohm) পান করিলে অল্পে শৈত্যকারক হয়। অধিক অল্পে প্রয়োগ করিলে ইহাতে সূত্রকটু নিবারণ ও বেদ (বর্ণ) নিগম হইয়া থাকে। আতপহট জরে (*Solar Fever*) এবং দাহবৃদ্ধ জরেও ইহার গৈড়, নাল, পদ্ম ও পুষ্প বিশেষ উপকারী। পদ্মফুল হইতে মোমাছি কর্তৃক আক্রান্ত যে মধু মোচাক হইতে পাওয়া যায়, লবকের সহিত ঘসিয়া চক্ষুমধ্যে পালকে করিয়া লাগাইয়া দিলে চক্ষুরোগে উপকার দর্শে। ইহার কন্দবিশিষ্ট শিকড়ায়শ মিঠা তিলের তৈলে সিদ্ধ করিয়া মস্তকের উপরে ঘসিয়া দিলে চক্ষু ও মস্তকের প্রদাহ নষ্ট হয়। কখন কখনও পেকো খেঁচ করিয়া উহার রস বাহির করিয়া সিঁটাইলে চলে। সর্পদংশিত ব্যক্তিকে ইহার গর্ভকেশর ক্রকসরিচের সহিত বাটরা খাইতে দিলে এবং বহিঃ কতকহানে প্রলেপ দিলে আত কল দর্শে ও বিব বিদ্রুত হয়।

ভারতবাসিগণ ইহার গৈড় ও মূল খাইয়া থাকে। আখিন মানে গোড়া উপভাইয়া তুলিয়া রাখে। বর্ষ দিন না ইহার পত্রাদি পচিয়া উঠে, ততদিন তাহাতে হাত দেয় না। পরে ইহাকে টুকরা টুকরা করিয়া রাঁধে বা অত্যন্ত মসলা সহযোগে চাটুনি প্রস্তুত করে। শিল্প ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানাহান-বানী লোকে ইহার শিকড় খায়। ইহার নাল ও পুষ্প রীতি

অনেকে বাজনাবি প্রস্তুত করে। চীনবাসিগণ ইহার গৈড় খিয়ের নবর বরকের সহিত মরবত করিয়া খায় এবং ঈত কালের জন্য লবণ ও তিনিয়ার সহযোগে তাহা জ্বাইয়া রাঁধে।

পদ্মফুল হিম্বুগণের একটি আদরের ফুল। বৈদিক কাল হইতে পদ্মের ব্যবহার দেখা যায়। রামায়ণে ঈশ্রাবের 'নীলোৎপল আঁবি' ও পদ্মের কথা এবং মহাভারতেও বিষ্ণুর নাকিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি প্রভৃতি কথা লিখিত হইয়াছে। এতদ্বির বোঝাইয়া দেবীমরবতী পদ্মের উপরে আনীনা এবং বৈষ্ণবগণিত নারায়ণের হস্তে পদ্মপুষ্পের বিবরণ অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। হিরোবোতল, ট্রাবো, মিওক্রোটাস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক কবিগণের গ্রন্থেও পদ্মের উল্লেখ আছে।

কুহু নামে একপ্রকার কুহুকার বেতপত্র কাষ্ঠের প্রবেশে ৫০০০ ফিট উচ্চ স্থানে জন্মে। বিজ্ঞানবিদেরা ইহাকে *Nymphaea alba* (*The White Water Lily*) এবং ডির ডির স্থানবাসীরা নীলোকার ও বীলোব বিলিয়া থাকে। দুরোগের পুষ্করিণী, কুহু কুহু ঘোড় ও লবণাক্তিত হ্রদাদিতে এই পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়। মূলে গেলিক এসিড (*Gallio acid*) থাকার জ্বালাদি রোগ করিতে ইহা বিশেষ আবৃত্তক হয়। কটুকবার গুণ প্রকৃত ও আটাবৎ পদার্থ মিশ্রিত থাকার, আদ্যনর (রক্ত) রোগে ইহার গৈড় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। ভক্তার ওলকেনসির মতে ইহা ধারকতা ও মাসকতা গুণবৃত্ত। পুষ্পগুণ কামদমনকর। উন্নয়ন রোগে ও বিবদ অল্পে বেদ-জনক ঔষধরূপে ব্যবহার্য। ইহার পুষ্প ও কল জলসিক্ত (*Infusion*) করিয়া সেবন করিলে উচ্চ রোগ সকল প্রশমিত হয়। ইহার মূল বেতসার (*Starch*)-বিশিষ্ট হওয়ার জালবাসীরা উহাতে একপ্রকার 'বিদার' মত প্রস্তুত করে।

রক্তকল বা শালুক নামে পদ্মজাতীয় আর একপ্রকার কুহুকার জলজ পুষ্প দেখা যায়, বিজ্ঞানবিদগণ ইহার *Nymphaea Lotus* নাম দিয়াছেন। ইহার আকৃতি নীলাবুর মত। ডির ডির স্থানে এই পুষ্পের নামও বিভিন্ন প্রকার—হিন্দী কন্বল, ছোট, কন্বল। জালা—শালুক, নাল, রক্তকল, ছোট তণ্ডী। উড়িয়া—খালকাই, রক্তকাই। শিল্প—কুণী, পুণী (বীজ) নেপা, (শিকড়) লোড়ী। দাক্ষিণাত্যে—অরীতুল। উন্নয়ন—নীলোৎপল, কন্বল। তামিল—অরীতামরাই, অরল। তেলুগু—অরীতামর, তেলকল, কোতেক, এর্ভাকোলুক, কলহারু। কপাটী—ভালল-হু। মলয়—অরকল। ব্রহ্ম—

১ "শিকড়ায়শ মূলে বহু পণ্ডিতঃ কুহুপত্রায়ঃ" (মাসার ৪১০১০)

"ভরতাক্যঃ পদ্মঃ সমুচিতঃ" (মহাভারত ৩১৫১০)

কাঃ-ক্ল-ক্লি-নি। সিলাপুর—ওলু। সংকত—কমল, সুন্দ, কলসার, হলক, সন্ধিক। আরব ও পারস্ত—নীলকর।

ইহার পুষ্প খেত, পাটল বা শিশুর বর্ণের হইতে দেখা যায়। এই জাতীয় আর একপ্রকার পুষ্প (*N. pubescens*) দেখা যায়, তাহার পত্র ও পুষ্পের আকার ক্ষুদ্র।

উদারায়, বিহুচিকা, অর ও বহুৎসংক্রান্ত নীড়ার ইহার শুক পত্র অধুনাশীল। অর্ন্ত, রক্তামাশর ও অজীর্ণ রোগে ইহার গোঁড়োমু ওঁড়া সিদ্ধকর ঔষধরূপে প্রযোজ্য। কুষ্ঠ, দস্ত প্রভৃতি চর্মরোগে এবং সর্পবিষে ইহার বীজ সিদ্ধকর। পাকস্থলী বা অন্ত্রসমূহ হইতে রক্তস্রাব হইলে অথবা রক্তশিশিরোগে ইহার পুষ্প ও নাল ওঁড়া করিয়া খাইতে দিলে রোগ আরোগ্য হয়।

ইহার গোঁড় কাঁচা বা রাঁধিয়া খাইতে ভাল লাগে। অপুষ্ট কল কাঁচা খাইতে উত্তম। পাকবীজ ভাজিয়া খই করিয়া খায়। ইহাকে চলিত কথায় 'ভেটের খই' বলে। ঢাকা সহরে ইহার গোড় 'শালুক' এবং নাল ও বীজ 'সম্পলা' নামে বাজারে বিক্রীত হয়।

নীলপদ্ম বলিয়া খ্যাত যে ফুল পুষ্করিণী প্রভৃতিতে দেখা যায়, তাহা প্রকৃত নীলোৎপল নহে। বাঙ্গালার ইহাকে নীল-সাকলা বা নীলসাঁপলা বলে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহার নাম *Nymphaea Stellata*, হিন্দী—নীলপদ্ম, উড়িয়া—ওদিকায়েন, বিজ্ঞানো—বন্তের, বোম্বাই—উম্রিমা-কমল, তেলগু—নীল-কলব, মলয়—চিং-অবেল, সংস্কৃত—নীলোৎপল, উৎপল ও ইন্দীবর এই শ্রেণীতে আরও তিনপ্রকার পুষ্প দেখা যায়;—

(১) *N. Cyanea* মধ্যাকৃতি গন্ধহীন ও নীলবর্ণ আজমীর ও পুরন্দরদে জন্মে। বাঙ্গালা—বড়নীলপদ্ম। (২) *N. perviflora* অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র (৩) *N. Versicolor* সকলের অপেক্ষা আকৃতিতে বড়, সাদা, নীল ও বেগুনী বা লালবর্ণ এবং অনেকগুলি পুষ্পকেশরযুক্ত। বাঙ্গালা নাম বড় শুঁদী।

ইজিপ্টের দক্ষিণ ভাগে, রোকেটা, ডামিয়েটা ও কায়ারো নগরের নিকটবর্তী স্থানে একপ্রকার নীলপদ্ম (*Nymphaea Caerulea* or *Blue water lily*) জন্মে, উহার স্তম্ভমূর গন্ধে ইজিপ্টবাসীগণ এত প্রীত যে বহু প্রাচীনকাল হইতে তাহারা ঐ পদ্মকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া অন্তর্যামিতে খেদিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-আমেরিকার কানাডা হইতে কেরোলিনা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানসমূহে একপ্রকার সৌগন্ধযুক্ত পদ্ম (*N. Odorata*) জন্মে, উহার বর্ণ পাটল। ইহা পূর্বলিখিত পদ্মের মত গুণবিশিষ্ট।

ডেনমার্ক নামক স্থানে *Victoria regia* নামে এক প্রকার

বৃহদাকার পদ্ম জন্মে। ইহার পুষ্পের ব্যাস ১৫ ইঞ্চি এবং পত্রের ব্যাস ৬০ ইঞ্চি। পত্রের আকৃতি খালার ভায় গোলাকার, চারিদিকে ৩ হইতে ৫ ইঞ্চি খালার কানায় মত উচ্চ হইয়া আছে। অত্যন্ত পত্রের ভায় ইহার মধ্যস্থল কাটা নহে। উপর ভাগ উজ্জ্বল সবুজ এবং মধ্য হইলে ভিতরের পিঠ লালবর্ণ ও কণ্টকযুক্ত। এই পুষ্ট পত্রস্বস্থির ন্যায় অনেকগুলি উচ্চ উচ্চ শিরা পত্রের তলভাগে দৃষ্ট হয়। বোঁটার নিকট উহা প্রায় ১ ইঞ্চি পর্দায় পুরু হইয়া থাকে। পত্র ও পুষ্পের নাল এবং পত্রের তলদেশে কণ্টকাকীর্ণ। এই পুষ্প নানাবর্ণের এবং অসংখ্য পত্রযুক্ত হয়। উত্তর এবং পূর্ব অষ্ট্রেলিয়া বীপাংশে একপ্রকার বৃহদাকার নীলপদ্ম পাওয়া যায়; এরূপ প্রকৃতিত পদ্মের ব্যাস প্রায় ১২ ইঞ্চি। বীজ এবং বিকসিত পুষ্পের নালগুলি অংশ-বর্জিত হওয়ার তথাকার আদিম অধিবাসিগণের উহা একটা উপাদের খাদ্য। এতদ্ব্যতীত ছোট রক্ত কমল (*Nymphaea rosea*) এবং চীন, রুষ ও থাশিয়া পর্দাতে হাফ্ জাউন মুজার ভায় একপ্রকার ক্ষুদ্র পদ্ম (*Nymphaea Pygmaea*) জন্মিতে দেখা যায়।

পূর্বে যে নীত বা জলদ বর্ণের পদ্মের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সচরাচর বাঙ্গালা দেশে জন্মে না। উত্তর আমেরিকা, সাইবিরিয়া, উত্তর জার্মানী, লাপল্যাণ্ড, নরওয়ে, স্কটল্যান্ড প্রভৃতি যুরোপের স্থানে স্থানে এই পুষ্প জন্মিতে দেখা যায়। *Nuphar lutea* or *yellow water-lily*, *N. pumila* or *Dwarf yellow water-lily* এবং ফিলাডেলফিয়া ও কানাডা নামক স্থানে *N. advena* নামে পুষ্প লবণাক্ত অথবা মিষ্ট উভয় প্রকার জলেই জন্মিতে দেখা গিয়াছে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পদ্মের বিশেষ স্থাতি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে পদ্মকে 'পদ্মমণি' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বস্তিকের আকৃতি পদ্মের অমুরূপ। এতদ্ব্যতীত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট হিন্দু ও বৌদ্ধ, জাপানী ও চীন দেশীয় দেবদেবী মূর্তি কল্পিত ও চিত্রিত দেখা যায় *।

সচরাচর যে তিন প্রকার পদ্ম দেখা যায়, তাহার মধ্যে সাদাগুলি পুণ্ডরীক, লালপদ্ম কোকনদ, ও নীলোৎপল ইন্দীবর নামে পরিচিত।

সমগ্র বৃক্ষ পৃথিবী, কল কর্তৃকর, পুষ্পস্থিত মধু মকরন্দ, পত্র ও পুষ্পের দাঁটা নাল, জলমধ্যস্থ নাল ফুল, পুষ্পের গর্ভস্থ হস্ত হস্ত স্তম্ভবিশিষ্ট স্থান কিঞ্চক, তদুপরি বীজকোষ, তৎপার্শ্ব-

* জাপান ও চীনবাসীগণ পদ্মের উপর দেবমূর্তি নির্মাণে আপনাদিগকে পৌরষাধিত মনে করেন।

পদ্মশাবি—বিহু বা বুদ্ধ মূর্তি, পদ্মাবতী—শক্তি (লক্ষ্মী) মূর্তি।

বর্ষী হুহুহুহুহুহু পদ্মকেশর, তরুণি কুহু কুহু বেতকর্ণ
বীজের মার পদার্থ পুশ্যেরণ বা কিলক নামে খ্যাত। কবিশ্রু
পদ্মের সহিত নরনারীর অথবা দেবদেবীর চকু ও মুখের সহিত
কুলনা নিম্ন থাকেন।

বৈভবকমতে পদ্মের গুণ—কবীর, মধুর, শীতল, পিত্ত, কক
ও অমলশীতক। পদ্মবীজ কলমানশক। পদ্মপত্রের নখা শীতল
ও লালমানক। পদ্মপুষ্প ভগ্নঃশব্দঃ।

২ পদ্মক, পদ্মের সুখাদিহিত বিম্বলমূহ, হস্তীর মতক ও
ততোধারি চিত্রিত চিলবিশেষ। ৩ সুবিশেষ।

“বভক্ত ভরমশব্দে ততো বিভারমেশবঃ।

পদ্মেন চৈব কৃষ্ণেন নিবিশেত সখা অরঃ” (মহা ৭।১৮৮)

৪ নিখিভেন। (ভারত ২।১০৩০) ৫ লম্বাখিভেন, লম্বাকর্ণ
সংখ্য। ৬ তৎসংখ্যাত। ৭ পুঙ্করমূল। ৮ পদ্মকটৌবধি।

৯ বৌদ্ধমতে নকরাজেন। ১০ লীলক। ১১ কবিশেষ।

“পদ্মাবাসনে চ প্রসরে নিশাচরপ্রোখিতঃ প্রকৃঃ।

সম্বোত্রিকভাষা ব্রহ্মা লুভং লোকমবৈক্যতঃ” (মার্ক’পু’ ৪৭।৩)

১২ শরীরস্থিত বটপত্র। তরুণারে এই বটপত্রের বিবর
এইরূপ লিখিত আছে—ইচ্ছা ও জ্ঞানক্রিয়ায়ক ত্রিকোণাখ্য,
মূলধারে তাহার মধ্যে কোটিস্থানসংখ্য প্রভাবুক্ত বরহুলিদ
অবস্থিত। তাহার উর্ধ্বে কামবীজ, তদুর্ধ্বে শিখাকারা কুণ্ডলী,
তাহার বাহিরে সুবর্ণবর্ণ পদ্ম আছে, এইরূপ ভাবনা করিতে
হয়। ইহাতে হীরকপ্রভ ৬৩১ দল আছে, ইত্যাদি ০।

১৩ বৈদ্যকে পদ্মপত্রের উল্লেখ হলে প্রার পদ্মকেশরই
বুঝাইয়া থাকে।

“বদ্র কু পদ্মসিদ্ধি ভদ্র প্রারঃ পদ্মকেশরঃ প্রোহঃ”
(শ্রীকর্তৃ) (পুং) ১৪ দামরধি। ১৫ দামরবিশেষ। (ভারত
২।১৮) ১৬ পদ্মোত্তরায়ক। ১৭ বলদেব। (হের) ১৮
বৌদ্ধ রত্নমন্ডলের অন্তর্গত রত্নবছবিশেষ।

“হস্তাত্যাক সমালিকা নারী পদ্মনোপরি।

রমেন্দগাঢ় সমাক্ষা বদোহং পদ্মলজ্জকঃ” (রত্নম’)

০ “মূলধারে ত্রিকোণাখ্য ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ায়ক।

মধ্যে বরহুলিদক কোটিস্থানসংখ্য।

উর্ধ্বে কামবীজত কলপাঙ্গীম্বাদক।

তদুর্ধ্বে কু শিখাকারা কুণ্ডলী ব্রহ্মবিগ্রহ।

তবাহে হেরবর্ণিতঃ ব-স-বর্ণিতকুর্দনঃ।

ক্রতসেহস্রসংখ্যঃ পদ্ম ভদ্র বিভাবরঃ।

তদুর্ধ্বেহস্রসংখ্যঃ বদ্রনলঃ হীরকপ্রভঃ।

সমালিকাভবর্ধনঃ কুলবিটাকলজকঃ” ইত্যাদি। (ভারত)

১৯ মরকতেব। (বিদ্যাবিনোদঃ ৪৭।২০১) ২০ কাম্বুলের

একজন হিন্দুরাজ। ইনি ৮৭৮ হইতে ৮৮৭ খ্রীঃাব পর্ষদ

রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহার তান্ত্রমুদ্রা পাণ্ডুরা বিরাজে।

২১ একটী প্রাচীন নগর। ২২ মর্পভেন। ২৩ কাম্বুলের

দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী কুতান। ২৪ মংখোভেন।

২৫ মারবার রাজ্যের একজন রাজা। ইনি উক্তিয়া অধি-

ক্যুর এবং তেলমান বহুর দিফট হইতে বসীলস এবেল

কর করিয়া লন। ২৬ গজার পূর্বনদ। (জৈন হরিবংশ ৫)

[পদ্ম দেখ।] ২৭ একজন রাজা। চন্দ্রবংশে পার্শ্বত সুনিপোকে

জয়গ্রহণ করেন। (সম্রাট ৩০।৬২) ২৮ কুমারাহুচর ভেন।

২৯ জৈনমতে ভারতের নবম চক্রবর্তী। ৩০ কাম্বুলের

একজন রাজমন্ত্রী। ইনি পদ্মবাহীর মন্দির ও পদ্মপুর নগর

স্থাপন করেন।

পদ্মক (স্রী) পদ্মবিব কার্যক্রীতি পদ্ম-কৈ-ক, পদ্মপ্রতিভুতি-

রক্তবর্ণভাং তথ্য। ১ বিম্বলভ, পদ্মের সুখাদিহিত বিম্বলমূহ,

গজমূহিত পুশ্যাকার বিম্বলমূহ। ২ পদ্মকর্ষ। ইহার গুণ—

তুবর, তিক্ত, শীতল, বাতল, লু, বিদগ্ধ, দাহ, বিকোট, কুট,

শ্লেষ, অম ও পিত্তনাশক, রক্তসংস্থাপন, কটিকর, বমি, ব্রণ ও

কুজনাশক। (ভাবপ্র’) ৩ কুটৌবধি। (রাজনি’) পদ্ম-স্বার্থে

কন্। ৪ পদ্মকর্ষ। ৫ পুহারতমভেন? (বিবকর্ষপ্রকাশ)

পদ্মকন্দ (পুং) পদ্মত কন্ডঃ। কলকন্ড, পদ্মের গাঁড়ো।

পর্ষার—শালুক, পদ্মমূল, কটাকর, শালুক, জলালুক। ইহার

গুণ—কটু, বিটী। (রাজনি’) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—শীতল,

কুহা, পিত্ত, দাহ, রক্তসংস্থাপন, গুরু, লগ্রাহী। (স্রী)

২ কলপকি বিশেষ।

পদ্মকর (পুং) পদ্ম করে বত। পদ্মকর বিকু, পদ্মপাণি।

পদ্মকরবীর, পুশ্যকবিশেষ।

পদ্মকর্কট (পুং স্রী) কলপাক, পদ্মবীজ। (বৈদ্যকনি’)

ত্রিমাং টাপ্।

পদ্মকর্ণিকা (স্রী) ১ পদ্মাকারে সম্মিত সেনাসমুদায়ী মধ্যভাগ।

২ কলকর্ণিকা। (বৈদ্যকনি’)

পদ্মকল্প, করভেন, বিগত শেষ কর।

পদ্মকাদ্যমুত (স্রী) চন্দ্রমজোক্ত পক বৃতভেন।

পদ্মকর্ষ (স্রী) পদ্মবিব পদ্মবং কর্ষঃ। ওষধি বিশেষ। পুশ্যম-

খ্যাত সুগন্ধ কর্ষঃ। পর্ষার পদ্মক, শীতক, শীত, মালয়, শীতল,

হিব, তক্ত, কেশরাজ, রক্ত, পাটলাপুশ্যমিত্ত, পদ্মমূল। ইহার

গুণ—শীতল, তিক্ত, রক্তপিত্তনাশক; সৌহ, দাহ, অম, জ্বাতি,

কুট, বিকোট ও পাণ্ডিকারক। (রাজনি’)

পদ্মকাঙ্ক্ষার (স্রী) পদ্মকর্ষ।

পদ্মকিঙ্কর (পুং) পদ্মকেশর। (বৈদ্যকনি°)

পদ্মকিন্ (পুং) পদ্মকং বিশুদ্ধালমভাস্য ইনি। ভূজবৃক্ষ।

(শব্দমালা)

পদ্মকীট (পুং) অগ্নিপ্রকৃতিকীটভেদ। (ভুজত কমহা°)

পদ্মকূট (স্ত্রী) প্রাচীন জনপদভেদ। এখানে হুজীয়ার প্রাসাদ রচিত হইয়াছিল। (হরিবংশ ১৫৭ অঃ)

পদ্মকেতন (পুং) ১ গজদ্বারভেদ। (ভারত উদ্যোগ ১০০ অ°)
(স্ত্রী) ২ পদ্মনিবাস।

পদ্মকেতু (পুং) কেতুভেদ। যে কেতু যুগলের ভায় গৌরবর্ণ এবং পশ্চিমদিকে এক রাত্রি দেখা যায়, তাহার নাম পদ্মকেতু। এই পদ্মকেতুর উপরে ৭ বৎসর হুজিক হইয়া থাকে। (বৃহৎসং ১১৪৯)

পদ্মকেশ(স)র (পুং স্ত্রী) পদ্ম কেশরঃ। কিঙ্কর। (রাজনি°)
পদ্মের রেণু। "গোষ্ঠীরঃ শেবরেজুলাং পদ্মকেশরচন্দনং।"
(ইন্দ্রজালপ°) ইহার শুণ্ণ মলসংগ্রাহক, শীতল, বাহনাশক,
এবং অর্শের আবনাশক। (রাজনি°)

পদ্মকোষ (পুং) পদ্ম কোষঃ। পদ্মের কোষ।

পদ্মক্ষেত্র (স্ত্রী) উক্তিব্যার অন্তর্গত চারিটা পবিজ ক্ষেত্রের মধ্যে একটি।

পদ্মখণ্ড (স্ত্রী) ১ পদ্ম পরিবেষ্টিত স্থান। ২ পদ্মসমূহ।

পদ্মগন্ধ (ত্রি) পদ্মজৈব গন্ধো যন্ত। ১ পদ্মত্বা গন্ধবৃক্ষ।
(উপমানাচ্চ। পা ৫।৪।১০৬) এই স্মৃতিগ্রন্থে ইৎসনাসাত করিলে পদ্মগন্ধি এইরূপ পদ হয়। সেই স্থলেও এইরূপ অর্থ হইবে। (স্ত্রী) ২ পদ্মকাঠ। (ভাবপ্র°)

পদ্মগর্ভ (পুং) পদ্ম গর্ভঃ কুক্ষিরিব যন্ত বিষ্ণুনাভি-কমল-জাতত্বাং তথাং। ১ ব্রহ্মা। (শব্দর°) পদ্মত্ব লসরস পদ্মত্ব গর্ভ আসনভেদ ক্রিতো যন্ত উপাসনক্রিতি শেষঃ। ২ বিষ্ণু।

"পদ্মনাভোহরবিদ্যাকঃ পদ্মগর্ভঃ শরীরভূৎ ॥"

(ভারত ১৩।১৪৯।৫১) ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০২)।

৪ কমল মধ্য।

পদ্মগিরি, (পদ্মাচল)—নেপাল রাজ্যের কাঠমান্ডু নগরের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত গিরিভেদ। এই পর্বতের উপর স্বরূপ-নাথের মন্দির আছে। পদ্মগিরিপুরাণে ইহার মহাশ্রম বর্ণিত হইয়াছে।

পদ্মগুণা (স্ত্রী) পদ্ম ভগবতি আসনভেদ শুণ্ণ-ক, টাপু। লক্ষ্মী।
(ভারত ১।৬৬ অ°)

পদ্মগুপ্ত, মালবরাজ বাক্ষপতির পত্নী রাজকবি। ইনি নব-সাহস্রকচিত্রিত রচনা করেন, এই গ্রন্থে মালবের অনেকটা ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ণিত আছে। [পদ্মবাস-রাজবংশ দেখ।]

পদ্মগ্রাম, বিজয়প্রদেশের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম।

(ভ° ব্রহ্মব° ৮৮১)

পদ্মগৃহ (স্ত্রী) পদ্মালয়, লক্ষ্মী।

পদ্মচারিটী (স্ত্রী) ১ হলকমলিনী, হলপত্র। (বৈদ্যকনি°) ২ নব-নীতধোটা। (চক্রবর্ত্ত বিবচি°)।

পদ্মচারিণী (স্ত্রী) পদ্মাবি চরভীতি চর-পিনি স্ত্রিমাং ভীপু।
উত্তরাপথপ্রসিদ্ধ স্বনামধাত লভাতেন, হল-কমলিনী, পদ্মার—
অন্তর্ধা, অভিচরা, পদ্মা, চারিটী। (অমর) ২ ভাগী, বাকনহাটা।
৩ শবীড়ক। ৪ হরিহা। ৫ লাক্ষা। ৬ বৃদ্ধি। (মেঘিনী)

পদ্মজ (পুং) পদ্মাং বিষ্ণুনাভিকমলাং জায়তে জন-জঃ। ব্রহ্মা,
চতুর্মুখ। পদ্মজন্ম প্রভৃতিরও এই অর্থ হইবে।

পদ্মতন্তু (পুং) পদ্মত তন্তুঃ। যুগল। (রাজনি°)

পদ্মভীর্ষ (স্ত্রী) পুষ্করমূল। (বৈদ্যকনি°)।

পদ্মধাতু, কল্পণাপুণ্ডরীক নামক বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত বীপভেদ।
অরুণেদি নামে এখানে একজন রাজা ছিলেন।

পদ্মনন্দী, ১ প্রসিদ্ধ দিগবরাচার্য কুলকুলের নামান্তর। [কুল-
কুলচার্য দেখ।] ২ রাঘবপাণ্ডবীরের চীকা-রচিত্রিত।

পদ্মনর্দন (পুং) পদ্মস্তেব নর্দনং বজ্র। ১ জীবাস, লোবান্।
(শব্দচ°) ২ সর্জরস। (বৈদ্যকনি°)

পদ্মনাড়িকা (স্ত্রী) হলপদ্মিনী। (বৈদ্যকনি°)

পদ্মনাভ (পুং) পদ্ম নাজো যন্ত, অচলমাসাক্তঃ (অহ প্রত্যস-
পূর্বাৎ সামলোরঃ। পা ৫।৪।৭৫) ব্রহ্মোৎপত্তিকারিণীকৃত-
পদ্মত্ব নাভিজাতত্বাস্ত তথাং। বিষ্ণু। শরনকালে পদ্মনাভ
বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিতে হয়।

"ঐবধে চিন্তয়েবিষ্ণুং ভোজনে চ জনর্দনং।

শয়নে পদ্মনাভঃ বিবাহে চ ব্রাহ্মপতিং ॥" (বৃহদলিকেশ্বরপু°)

২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০৫) পদ্মনিব বর্জুলা-

কৃতিঃ নাভির্ষত। ৩ বৃত্তরাত্তির পূর্বাঙ্গের মধ্যে একটি পুত্র।

(ভারত ১।৬৭।৯৫) ৪ নাপবিশেষ। (ভারত ১২।৩৫৫।৪)

৫ উৎসর্গিণীর জিনভেদ। (হেমচ°) ৬ শুভনাজবিশেষ।

৭ মার্গশীর্ষ হইতে একাদশ মাস।

"পদ্মনাভো মহানাভঃ সুনাতো হৃদ্যভিষং ॥"

(গৌঃ সাময়্য ১।৩১।৭)

পদ্মনাভ, ১. রাজ্য প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত জীমুপিন্তন
(বিমলীপত্তন) রেলার একটি প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা ১৭° ৫৮'
উঃ ও দ্রাঘি° ৮০° ১১' পূঃ। বিজয়নগর হইতে ১০ মাইল দূরে
অবস্থিত। পদ্মনাভের (বিষ্ণুর) পবিত্রক্ষেত্র বলিয়া এই স্থান
প্রসিদ্ধ। এখানকার কেশবদেবদেব লিখিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
এখানকার শিবলিঙ্গের আবির্ভূত হইয়া বনবাসী পাণ্ডবগণকে

আদেশ করেন, আমি শব্দ ও চক্ৰ রাখিয়া চলিলাম, তোমরা এই শব্দচক্ৰের পূজা করিও ।' তৎপন্ন এই বলিয়া শিখরদেশে শব্দচক্ৰ রাখিয়া প্রস্থান করিলেন । তাঁহার নানাহুনারে এই গিরি ও নিকটবর্তী নগর পদ্মনাভ নামে খ্যাত হইল ।

পূর্বতের শিখরদেশে অতি প্রাচীন শব্দচক্ৰ প্রতিষ্ঠিত ও অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহারই অনতিদূরে বিজয়রামরাজ একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন । এই মন্দিরে উঠিবার জন্য উক্ত রাজা ১২২০ খৃঃ বাধান নির্মিত করাইয়াছেন । গিরিশিখর হইতে ভীমলিপতন বন্দর, সাগরবন্দ, সিংহাচল ও বিজয়নগরের দৃষ্ট নয়নগোচর হয় । পূর্বতের পশ্চাদ্দেশে সুভিক্ষাবনবাসীর মন্দির, কএক বর ব্রাহ্মণ ও সংপুত্রের আবাস এবং অনতিদূরে পুণ্যসিলা গোদোহনী নামে একটা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে । বিজয়রামরাজ অনেক সময়ে এই পদ্মনাভে বাস করিতেন । ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুন, তাঁহার সহিত ইংরাজ সৈন্যের বোরডর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে বিজয়রামরাজের মৃত্যু ঘটে ।

পদ্মনাভ নাক্ষিগাত্যাবলীর একটা পবিত্র তীর্থ । রামাঙ্কল-বাসী, গোয়ালদেব প্রভৃতি এই তীর্থদর্শনে আসিয়াছিলেন ।

২ ত্রিবাঙ্কড় রাজ্যের অন্তর্গত একটা অতি পুণ্যস্থান ও প্রাচীন নগর । অনন্তপাহী বিষ্ণুর কেশ বলিয়া এই স্থান অনন্ত-পরনামেও খ্যাত । ব্রহ্মাও উপপুরাণের অন্তর্গত অনন্ত-পরনামোহাওয়া এই স্থানের পৌরাণিক আখ্যান বর্ণিত আছে ।

পদ্মনাভ, ১ তাম্রাচাৰ্য্যদ্বিত একজন প্রাচীন জ্যোতির্বিদ । ইহার রচিত বীজগণিত 'পদ্মনাভ বীজ' নামে খ্যাত ।

২ দশকুমারচরিতোত্তরপীঠিকা-রচয়িতা ।

৩ মাধ্যমিনীয়া আচারসংগ্রহলীপিকা-রচয়িতা ।

৪ লক্ষ্মীনাথের শিষ্য, রামাখণ্ডকাব্যপ্রণেতা ।

৫ কল্যাণদীর মহাকাব্যরচয়িতা ।

৬ কৃষ্ণদেবের পুত্র, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ।

পদ্মনাভের রচিত বলিয়া এই কথখানি গ্রহ পাণ্ডুরা যার—

নার্গদী নামে করণকুতূহলটীকা, গ্রহগণনাব্যবহার, জ্ঞান-প্রাণীপ, জ্যোতির্গণনাব্যবহার (এই গ্রন্থে গ্রহের নার্গদীয় নামে পরিচয় দিয়াছেন), ভুবনলীপ বা গ্রহভাবপ্রকাশ, মেঘা-নয়ন, লক্ষ্মীপ, ব্যবহারপ্রাণীপ ।

৭ একজন এসিড নৈয়ামিক । ইহার পিতার নাম বলভদ্র, মাতার নাম বিজয়লী, জ্ঞাতার নাম গোবর্দ্ধন মিশ্র ও বিশ্বনাথ । ইনি কিশোরাবলীভাস্কর, তত্ত্বচিন্তামণিপরীক্ষা, তত্ত্বপ্রকাশিকা-টীকা, রাধাক্ষয়কৃত্যাহার ও কাশ্যদরহস্ত নামে তাহার টীকা, এবং ১৬৪৮ সন্থতে বীরভদ্রদেবচন্দ্র রচনা করেন ।

পদ্মনাভদত্ত, একজন এসিড বৈরাগ্যরত্ন । ইনি জগদ্ব্যাকরণ, জগদ্ব্যাকরণিকা, প্রয়োজনীপিকা, উপাসিত্বিত্তি, বাহুবলী, বহু-লুপ্তিত্তি, পরিভাষা, গোপালচরিত, আনন্দলহরীটীকা, স্বত্যা-চারচক্রিকা ও ত্ত্বিপ্রয়োগ নামে সংকৃত অভিধান রচনা করেন । ইনি পরিভাষার আপনার পূর্বপুরুষদের এইরূপ পণ্ডিত দিয়াছেন—

সর্বশাস্ত্রবিদ্যার বরকতি, তৎপুত্র কনিষ্ঠাচার্য্যভট্টাবিৎ জ্ঞান-দত্ত, তৎপুত্র পানিনীয়ার্য্যভট্টাবিৎ দ্বর্ষট, তৎপুত্র দীর্ঘাশাস্ত্র-পারগ জয়দিত্য, তৎপুত্র সাংখ্যশাস্ত্রবিদ্যার গণেশ্বর (পদ্মপতি), তৎপুত্র রসমঞ্জরীকার ভাটবদ, তৎপুত্র বেদশাস্ত্রাচার্য্যভট্টাবিৎ হলানুধ, তৎপুত্র বৃত্তিশাস্ত্রাচার্য্যভট্টাবিৎ জীমুত, তৎপুত্র বৈদ্যিক ভবদত্ত, তৎপুত্র কাব্যালকারকারক দামোদর, তৎপুত্র পদ্ম-নাভ দত্ত ।

পদ্মনাভদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত স্মার্ত । ইহার পিতার নাম গোপাল, পিতামহের নাম দামোদর এবং ভ্রাতৃর নাম শিতিকর্ষ । ইনি কাত্যায়নব্রহ্মপতি, প্রতিষ্ঠাদর্শন ও প্রয়োগদর্শন রচনা করেন ।

পদ্মনাভবীজ (কী) পদ্মনাভরচিত বীজগণিত ।

পদ্মনাভি (পুং) পদ্ম নামে বস্তু, সন্যাসভিষেকের নিত্যবাৎসবিক । পদ্মনাভ, বিষ্ণু ।

পদ্মনাল (কী) পদ্মত নাগ । ভৃগুপাল । 'কনিকা পদ্মনাল ভৃগুপাল তত্ত্বলং বিলং ॥' (হেম ৪।২৩১)

পদ্মনিত্তেক্ষণ (ত্রি) পদ্মলক্ষ্য চক্ষুযুক্ত ।

পদ্মনিমীলন (ত্রি) প্রক্ষুণ্ণিত পদ্মের সন্মোচন ।

পদ্মনৈত্র (পুং) বুদ্ধিশেষ । (ত্রি) পদ্মে ইব নৈত্র বস্তু । পদ্ম-চক্ষু, পদ্মকুল্য নৈত্রযুক্ত ।

পদ্মপাণ্ডিত, নাগরসম্প্রদায়ক সংকৃতগ্রন্থরচয়িতা ।

পদ্মপত্র (কী) পদ্মত পত্রমিব, পদ্মপত্রসাদৃশ্যতত্ত্ব তথাক্ষ ।

১ পুষ্করমূল । পদ্মত পত্রং । ২ কমলমূল ।

"অন্তঃপ্রবর্তিতোদারমারুতাপুরিতোদরঃ ।

পদ্মতগাধেপি দুখং প্রবতে পদ্মপত্রবৎ ॥"

(হটযোগীপিকা ২।৩০)

পদ্মপর্ণ (কী) পদ্মত পর্ণ পত্রং । পদ্মপত্র, পুষ্করমূল । (অমরটীকা)

পদ্মপাশলোচন (পুং) পদ্মস্য পলাশে পদ্মে ইব লোচনে বস্যা । বিষ্ণু ।

"নাভ্য তত্তঃ পদ্মপাশলোচনাৎ দ্ব্যংখ্যদ্বিতে দুগদামি ককন ।

বো ভৃগুপতে বহুগৃহীতপদ্মরাজিরেতরৈরন বিবৃণ্যমাণরা ॥"

(ভাগ ৩ কল্প)

পদ্মপাণি (পুং) পদ্ম পানৌ বস। ১ ব্রহ্ম। ২ বুদ্ধভূতিভেদ।

৩র্থ বোধিসত্ত্ব। অমিত্যভের বৈষ্ণবপুর। নেপালের পৌরা-
নিক গ্রন্থে পদ্মপাণির এই কয়টা নামান্তর আছে—

কমলী, পদ্মহত, পদ্মকর, কমলপাণি, কমলহত, কমলাকর,
আর্যাকলোকেতবর, আর্যাকলোকেবর, লোকনাথ।

ভিক্সতে ইনি 'চেন্নেরসি' (অবলোকিতেবর), 'চুগ্গিগ
লাল' (একাদশমুখ), 'চুগ্গোক্ত' (সহস্রকরক), 'চক্কা
পদ্ম কর্ণো' (পদ্মপাণি) ইত্যাদি নামে এবং চীনদেশে 'কন্-
রসেউটৈ' ও 'কন্-শৈ-কিন্দু' (পরম কারুণিক) ইত্যাদি নামে
অভিহিত। বৌদ্ধসমাজে পদ্মপাণির উপাসনা ও ধার্মী বিশেষ
প্রচলিত। নেপালে বিশেষতঃ ভিক্সতে বৌদ্ধগণ অপর সকল
বৌদ্ধ দেবদেবী হইতে পদ্মপাণির পূজা ও তৎপ্রতি ভক্তি
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভিক্সতবাসিগণ বলিয়া থাকেন, পদ্ম-
পাণিই শাক্যমুনির প্রকৃত প্রতিনিধি। বুদ্ধদেব নির্ঝাণলাভ
করিলে কথা উঠে—কে আর জীবের প্রতি করুণা করিবেন ?
তখন পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বরূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি বুদ্ধ-
বার্গরকা, তাঁহার মৃত প্রচার ও সর্বজীবের দয়া করিবার জন্য
আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বজ্রদিন
যৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভূত না হইবেন, ততদিন তিনি নির্ঝাণলাভ-
পূর্বক সুধাবতীধামে গমন করিবার চেষ্টা করিবেন না।
বৌদ্ধেরা আপদে বিপদে পদ্মপাণির স্মরণ করিয়া থাকে।

পদ্মপাণির নানামূর্তি কল্পিত হইয়া থাকে। কোথাও একা-
দশমুখ ও অষ্টহস্ত। একাদশ মুখ চূড়াকারে থাকে থাকে
বিভক্ত থাকে। প্রত্যেক থাকের বর্ণ বিভিন্ন, কঠোর নিকট
যে ভিনটী মুখ থাকে, তাহা খেতবর্ণ, তৎপরে ভিনটী মুখ পীত,
তৎপরে ভিনটী লাল, দশমটী নীল এবং একাদশটী (অমি-
ত্যাভের মুখ) রক্তবর্ণ, ভিক্সতে এইরূপ মূর্তি দেখা যায়।
জাপানে এই ১১টী মুখ অতি ক্ষুদ্র মুকুটাকারে থাকে, তাহার
মধ্যস্থলে দুইটী পূর্ণমূর্তি দৃষ্ট হয়, উপরের মূর্তি দণ্ডায়মান এবং
নীচের মূর্তি উপবিষ্ট, এই দুইটীর সহিত সারি সারি ১০টী ক্ষুদ্র
মুণ্ডমুক্ত থাকে।

নেপালে ও ভিক্সতে বিহত পদ্মপাণি দৃষ্ট হয়, তাঁহার এক
হস্তে খেতপদ্ম থাকে। [বোধিসত্ত্ব দেখ।]

ভিক্সতবাসিগণের বিশ্বাস এই পদ্মপাণির জ্যোতিঃ বিকীর্ণ
হইয়া সমুদ্রে সমুদ্রে ফুটাইয়াসমুদ্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

৩ মূর্তি। (ত্রিকা) ৪ পদ্মহস্তক।

পদ্মপাদ, পদ্মপাদ্যের একজন প্রধানশিষ্য। পদ্মপাদ্যের
পদ্মবিক্রমের লিখিত আছে—'সনন্দন নামে এক শিষ্য পদ্মের
কড়ই জল ও আত্মাহুতি ছিলেন। পদ্ম তাঁহাকে আপনায়

নিকট রাখিয়া সর্বদা পদ্মপাদ্যের উপদেশ দিতেন এবং স্বরচিত
জাযসবুহ তাঁহাকে জিনয়ার পাঠ করাইয়াছিলেন। একদিন
পদ্ম পদ্মার পরপারে তাঁহাকে আহার করতেন। তাঁহার
অচলা ওকতকি দেখিয়া পাদ হইবার সময় পদ্ম তাঁহার পদে
পদে পদ্মগন্ধ বিকসিত করিতে লাগিলেন। সনন্দন সেই
কমলগন্ধের উপর চরণ রাখিয়া জীরের নিকট উপস্থিত হই-
লেন। তাঁহার কতকি ভুলনা নাই বলিয়া পদ্মপাদ্য তাঁহাকে
আলিঙ্গন করিয়া 'পদ্মপাদ' এই নাম প্রদান করিলেন। পদ্ম-
পাদ সর্বদাই জলর নিকট থাকিতেন। তিনি কাশালিকের
করালকবল হইতে জলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

[পদ্মপাদ্য দেখ।]

সৌরপুরাণে (৩৯ ও ৪০ অধ্যায়) পদ্মপাদ্যচাণ্ডি নামে
ও পরম অবৈততত্ববিৎ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

[মধ্যচাণ্ডি দেখ।]

পদ্মপাদ অনেক বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করিয়া বান, তদ্ব্যত্থে
জুরেশ্বরচাণ্ডিকৃত লঘুবার্তিকের টীকা, আত্মানাত্মবিবেক, পদ্ম-
পাদিকা, ও প্রপঞ্চসার এই কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই
পদ্মপাদের অল্পবর্তী শিষ্যগণ হইতেই বশনাধীশিগের 'জীর্থ' ও
'আগ্রহ' শাখা বাহির হইয়াছে।

পদ্মপাদাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ। [পদ্মপাদ দেখ।]

পদ্মপুত্র, কান্দীরাজ বৃহস্পতির মন্ত্রী পদ্ম কর্তৃক (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী)
প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। (রাজত) ৪৬৯৪) ইহার বর্তমান নাম
পান্‌পুর। কান্দীরাজের রাজধানী ত্রীনগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণ
পূর্বে বেহাত নদীর ডানকূলে অবস্থিত। এখনও এখানে অনেক
লোকের বাস আছে। লাকরান্‌ কেলের অল্প এই স্থান প্রসিদ্ধ।

২ রাধাতত্ত্ববর্ণিত যমুনাতীরস্থ একটা পুণ্যস্থান।

পদ্মপুত্রাণ (স্ত্রী) ব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত
মহাপুরাণভেদ। নারদীয়পুরাণে এই পুরাণের বিবরণ এইরূপ
লিখিত আছে—প্রথম সৃষ্টিখণ্ড, ইহাতে প্রথম সৃষ্টাদিক্রম,
নানা আখ্যান ও ইতিহাসাদিবারা ধর্মবিভরণ, পুরুষমাহাত্ম্য,
ব্রহ্মজবিধান, বেদপাঠাদিলক্ষণ, দান, কীর্তন, উদ্যোগবিহা,
তারকাখ্যান, গোমাহাত্ম্য, কালকেয়সিদ্দেভ্যাবধ, গ্রহদিগের
অর্চন ও দান, এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ভূমিখণ্ড—
ইহার প্রথমে পিতৃ-মাতৃ প্রভৃতির পূজা, শিবধর্মকথা, উত্তম
ব্রতের কথা, বৃদ্ধবধ, পুত্র ও বেগের ধর্মাদিখ্যান, পিতৃভ্রাতৃবিদ্যা-
খ্যান, নহবকথা, যবতিচরিত, গুরুতীর্থনিরূপণ, বহু আশ্চর্য-
কথা, অশ্বকোহনবীর্য্যের কথা, হওদৈত্যবধাখ্যান, কানোদাখ্যান,
বিহওবধ, বৃদ্ধলসাবধ, সিদ্ধাখ্যান, স্ত্রীশৌনকসংবাদ, এই
সকল বিষয় প্রের্ষিত হইয়াছে।

তৃতীয় অর্ধখণ্ড, ইহাতে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, সত্ত্বলোকনন্দান, তীর্থযাত্রা, নর্যোৎপত্তিকথন, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থের কথা, কালীশীলপুস্তককথন, কালীমাহাত্ম্য, গয়া ও প্রয়াগমাহাত্ম্য, বর্ণাশ্রমাদিরূপে কর্তব্যোপনিয়োগ, বাসন্ত্যৈবিনিসংবাদ, সপ্তমখণ্ডমহাখ্যান, ব্রতকথন, এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ পাতালখণ্ড—প্রথমে রামের অবশেষ ও রাজ্যান্তিক, অগস্ত্যাদির আগমন, পৌলস্ত্যবংশকীর্তন, অবশেষোপদেশ, হরচর্যা, মানীরাজকথা, জগদ্রাধবর্ণন, বুধাবনমাহাত্ম্য, নিজ-লীলাকথন, মাধবদানমাহাত্ম্য, দানবানার্কস, ধর্মাবদাহ-সংবাদ, যম ও ব্রাহ্মণের কথা, রাজপুতসংবাদ, কুরুক্ষেত্র, শিবশঙ্কুসমারোহ, দধীচীখ্যান, ভরদ্বাজমাহাত্ম্য, শিবমাহাত্ম্য, দেব-রাতস্তুতখ্যান, গৌতমখ্যান, শিবদীপ্তা, কলান্তরীয়াসকথা, ভারতব্রাহ্মসমিতি এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম উত্তরখণ্ড, প্রথমে গৌরীর ঐতিহ্যের পর্বতখ্যান, জালদারকথা, শ্রীশৈলাদির বর্ণন, সাগরকথা, গঙ্গা, প্রয়াগ ও কালীর আধিপত্য, আত্মাদিমানমাহাত্ম্য, মহাছাদনীব্রত, চতুর্বিংশৈকাদশীর মাহাত্ম্যকথন, বিষ্ণুধর্মসংখ্যান, বিষ্ণুদাম-সহস্রক, কার্তিকব্রতমাহাত্ম্য, মাধবদানকল, জয়দীপ ও তীর্থ-মাহাত্ম্য, সাধুমতীর মাহাত্ম্য, সুসিংহোৎপত্তিবর্ণন, দেবদর্শাদি-আখ্যান, গীতামাহাত্ম্যবর্ণন, ভক্ত্যখ্যান, শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য, ইন্দ্রপ্রস্থের মাহাত্ম্য, বহুতীর্থকথা, ময়ূরভাতিখ্যান, ত্রিপাদ-কৃত্যবর্ণন, মৎস্যাদি অবতারকথা, রামদামনত এবং তম্বাহাত্ম্য, উত্তরখণ্ডে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ এই পাঁচখণ্ডে বিভক্ত, এই পাঁচখণ্ড পদ্মপুরাণ যাহারা ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে, তাহারা বৈষ্ণবগণ লাভ করে। এই পদ্মপুরাণে ৫৫ হাজার শ্লোক আছে। যিনি এই পুরাণ লেখাইয়া দত্ত ও স্বর্ণ পুরাণজ্ঞকে দান করেন, তাহারও বৈষ্ণবলোকে গতি হয়। (নারদীয়াপুঃ)

২ দিগম্বর জৈনদিগেরও এই নামে দুইখানি পুরাণ আছে। ইহার মধ্যে একখানি রবিসেনবিরচিত। জৈন হরিবংশকার জিনসেন খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে এই পদ্মপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। জৈনদিগের অনেক পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়। সচরাচর জৈনেরা এই পুরাণকে বৃহৎ পদ্মপুরাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই পুরাণের স্কলোচনা প্রভৃতি কএকটি উপাখ্যান হিন্দু পদ্মপুরাণেও দৃষ্ট হয়।

পদ্মপুস্তক (পুং) পদ্মবিষ পুস্তকং বস্যা। কর্ণিকার হৃৎ। ২ লিকাকর্ণকী।

পদ্মপ্রভ (পুং) পদ্মসোব প্রভা বস্যা। চতুর্বিংশতি অর্ধখণ্ডভ

বট অর্ধখণ্ডেন, জিনভেন। [পদ্মপ্রভনাথ দেখ।] (হেমচ') (জি) পদ্মকুলা প্রভাবক।

পদ্মপ্রভ, একজন পণ্ডিত। ইনি হুনিজুতচরিত্র নামে এক-খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১২২৪ সনতে প্রহরচন্দ্রকালে তদীয় শিষ্য পদ্মপ্রভ হুনি তীহার সহায়তা করেন, তিলকাচাঁবা তৎকৃত আবৃত্তকনিবৃত্তির লঘুগুতির শেখরাগে এবিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। হুনিজুতচরিত্রের শেখরাগে প্রহরচন্দ্র এইরূপ নিজ গুরুপরম্পরার পরিচয় দিয়াছেন,—চক্রবংশে ১ বর্ষমান, ২ জিনেশ্বর ও বুদ্ধিগণ, ৩ জিনচন্দ্র অন্তরদেব, ৪ প্রসন্ন, ৫ দেবতর, ৬ দেবানন্দ, ৭ দেবপ্রভ, বিদ্যপ্রভ ও পদ্মপ্রভ।

পদ্মপ্রভনাথ, জৈনদিগের বট তীর্থকার। ইনি কোশারী নগরে শ্রীধররাজের ঔরসে ও হুদীয়ার গর্ভে কার্তিক কৃষ্ণ দ্বাদশীতে চিত্রা নক্ষত্রে কল্যাণে জন্ম গ্রহণ করেন, সোম হেবাগ্নয়ে দুই দিন পারণ করিয়া কার্তিক ত্রয়োদশীতে লীলা এবং সমেতশিখরে অগ্রহারণ কৃষ্ণ একাদশীতে মোক্ষলাভ করেন। ইহার শরীর রক্তবর্ণ, শরীরমান ২৫০ ধনু, আয়ুর্মান ৩০ লক্ষ পূর্ব, চিত্র পদ্ম। জৈনদিগের বৃহৎ পদ্মপুরাণে ইহার চরিত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। [জৈন দেখ।]

পদ্মপ্রভপণ্ডিত, একজন গ্রন্থকার। ধর্মবোধের শিষ্য ও প্রচার-মিশ্রের গুরু।

পদ্মপ্রিয়া (স্ত্রী) পদ্মানি প্রিয়াণি যস্যঃ। জরৎকাকমুনি-পত্নী মনসাদেবী। (শব্দর') ২ গায়ত্রীরূপ মহাদেবী।

(দেবীভাগ' ১২৬।২৪)

পদ্মবন্ধ (পুং) পদ্মসোব বন্ধঃ রচনা বস্যা। ১ চিত্রকাব্যবিশেষ। ২ লজ্জালঙ্কারভেদ।

"পদ্মান্যাকারহেতুভে বর্ণনাঃ চিত্রমুচ্যতে॥" (সাহিত্যদ' ১০।৬৪৫)

বর্ণনকালের পদ্মানি আকার হইলে চিত্রকাব্য হয়। এই চিত্র কাব্য হইলে পদ্মবন্ধ হয়। ইহার উদাহরণ—

"সারমা সুষমা চাক্র কটা মার বধুতমা।

মাত ধুতুতমা বাসা সা বাসা মেঘ মা রমা॥"



পদ্মবন্ধ।

এইরূপে বর্ণ সকল পদের আকৃতিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া পদ্মবন্ধ হইল।

পদ্মবন্ধু (পুং) পদ্ম্য কমলয়া বন্ধঃ। হৃদ্য। পদ্মেন বধ্যতে
কথ্যতেহসৌ নিশায়াঃ মথুলোভাৎ, বন্ধ-উন্। ভ্রমর। (শব্দচ°)

পদ্মভূ (পুং) পদ্মং বিজ্ঞানাত্তিকমলং ভূকংপত্তিস্থানং বস্য,
বস্য পদ্মাত্তবতীতি ভূ-কিপ্। ভ্রম। ভ্রম্য বিজ্ঞয় নাত্তিকমল
হইতে উৎপন্ন হন, এই ভ্রম পদ্মভূ শব্দে ভ্রম। তাগবতে ইহার
উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে,—

“পর্যাপরেবাং ভূতানামায়াঃ বঃ পুরুষো পদ্মঃ।

স এবানীমিৎ বিধং কন্মাত্তেজস্ব কিকম।

তস্য নাত্তেঃ সমভবৎ পদ্মকোশো হিরণ্যঃ।

তস্মিন্ ভক্তে মহারাজ বরহুশ্চতুরাননঃ ॥” (ভাগ° ৯।১।৮-৮)

পর্যাপর ভগতের কর্তা প্রধান পুরুষ আত্মাই একমাত্র
ছিলেন, কন্মাত্ত আর কিছুই ছিল না। তাঁহার নাত্তিকমল
হইতে বরহু ভ্রমার উৎপত্তি হয়।

পদ্মায় (জি) পদ্ম স্বরূপে রয়ট। পদ্মযুক্ত, পদ্মনির্মিত।

পদ্মালিনী (স্ত্রী) ১ পদ্ম। (কাশীখ° ২৯।১১) ২ (পুং)
পদ্মমালাধারী রাক্ষসভেল।

পদ্মমিহির (পুং) কাশ্মীরদেশের এক পুরাতন ইতিহাসগ্রন্থেতা।

পদ্মমুখ (জি) পদ্মমিব মুখং যন্ত। ১ কমলসদৃশ মুখযুক্ত।
ত্রিমাং ভীষ। ২ ছুরালভা।

পদ্মমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“হস্তৌ চ সমুখৌ কৃতা তদধঃ প্রোথিতাঙ্গুলী।

তলাস্তমিলিতাঙ্গুলৌ কৃষ্টেবা পদ্মমুদ্রিকা ॥” (তন্ত্রসার°)

হস্তদ্বয় সমুখ করিয়া তাহার অধোদিকে অঙ্গুলি সকল
প্রোথিত করিয়া তলাস্তদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মিলিত করিলে পদ্মমুদ্রা
হয়। তন্ত্রোক্ত পূজাদিতে এই মুদ্রা আবশ্যক।

পদ্মমেকর, একজন ঐশিক জৈন পণ্ডিত। পদ্মস্কন্দের গুরু
ও আনন্দমেকর শিষ্য। ইনি ১৬৫১ সন্থতে ব্রাহ্মসমাজ-
নামে মহাকাব্য রচনা করেন।

পদ্মযোনি (পুং) পদ্মং বিজ্ঞানাত্তিকমলং যোনিরূপপত্তিস্থানং
যন্ত। ভ্রম।

“অস্মাদি কারণাদ্রজন্ম পুত্রো ভবতু মে ভবান্।

পদ্মযোনিরিত্তি ধ্যাতঃ মৎপ্রিয়ার্থং ভগবতঃ ॥” (কুর্ধপু° ৯ অ°)

পদ্মরথ (পুং) রাক্ষসভ্রমর। (রাক্ষসতর° ৮।১১৭)

পদ্মরাগ (পুং) পদ্মস্যেব রাগো যন্ত। রক্তবর্ণ মণিবেশেব।

আসল লাল চুইকেই পদ্মরাগ বলে। [চুই শব্দে বিজ্ঞত
বিবরণ দ্রষ্টব্য।] “অগস্ত্যমত” নামক রত্নশাস্ত্রে লিখিত আছে—

ত্রৈলোক্যের হিতকামনার পুরাকালে ইজ্র অহুরকে বিনাশ
করিলে তাহার বিন্দুমাত্র রক্ত বাহাতে ভূমিতলে পতিত না হয়,
সেই ভ্রম হৃদ্যদেব ধারণ করেন, কিন্তু দশাননকে দেখিয়া হৃদ্য

ভীত হইলে সেই রক্ত বিকিষ্ট হইয়া সিংহলদেশে রাখণ গদা-
নদীতে পতিত হইল। রাজিকালে সেই নদীর উত্তরতটে
ও মধ্যে সেই রক্তের খনোক্তাধিবৎ অগিতে লাগিল। তাহা-
তেই এক জাতীয় তিন প্রকার পদ্মরাগের উৎপত্তি।”

বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার মতে—সৌগন্ধিক, কুরুবিন্দ
ও ক্ষটিক হইতে পদ্মরাগ মণির জন্ম। তন্মধ্যে সৌগন্ধিকজাত
পদ্মরাগসকল—ভ্রমর, অজুন, পদ্ম ও অম্বরদের মত দীপ্তিশালী,
কুরুবিন্দজাত পদ্মরাগ বহুবর্ণযুক্ত মলহাসিসম্পন্ন ও ধাতুবিদ্য
এবং ক্ষটিকজাত পদ্মরাগ বিবিধ বর্ণযুক্ত দ্ব্যতিমান ও বিগুহ।

অগস্ত্যের মতে পদ্মরাগ একজাতীয় হইলেও বর্ণভেদে
অনুসারে স্নগন্ধি, কুরুবিন্দ ও পদ্মরাগ এই তিন প্রকার।
পদ্মরাগ দেখিতে পদ্ম ফুলের মত, খনোক্তের মত প্রভাব্যুক্ত,
কোকিল লারস বা চকোর পক্ষীর চক্ষুতুল্য ও সপ্তবর্ণযুক্ত।
সৌগন্ধিক দেখিতে জৈবৎ নীল, পাঁচ রক্তবর্ণ, লালকা রস, হিঙ্গুল
ও কুঙ্কুমের মত আভ্যবৃত্ত। কুরুবিন্দ দেখিতে শশারক্ত, লোহ,
সিন্দুর, শুভ্রা, বন্ধুক ও কিংকরের মত অতিরক্ত ও পীত-
বর্ণযুক্ত।

অগস্ত্যের মতে সিংহল, কালপুর, অন্ধ্র ও তুঘর নামক
স্থানে পদ্মরাগ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে সিংহলে অতি রক্তবর্ণ,
কালপুরে পীতবর্ণ, অন্ধ্রে, তাম্রভাঙ্গবর্ণ ও তুঘরে হরিৎ
ছায়ার মত বর্ণের পদ্মরাগ পাওয়া যায়।

মতান্তরে—সিংহলে যে রক্তবর্ণ পদ্মরাগ পাওয়া যায়, তাহাই
উত্তম পদ্মরাগ, কালপুরেওপন্ন পীতবর্ণকে কুরুবিন্দ এবং তুঘরের
যে নীল-ছায়াবৎ মণি পাওয়া যায়, তাহাই নীলগন্ধি। ইহার

(১) “ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং পুরোজ্ঞে হতোহহরঃ।

বিন্দুনাভমহত্ তন্ত বাবর পততে ভুবি।

গৃহীত্বা তৎকণাভ্যাহুতাবদ্ধৌ দশাননঃ।

তন্ত্রাৎ তেন বিকিণ্ডং অস্বত্ তন্ত মহীতলে।

নদ্যাং রাখণগদ্যাং ধেনু সিংহলকোত্তবে।

তটবরে চ ভ্রমরাং বিকিণ্ডং রখিরং তথা।

রাজৌ ভগত্যাং মধ্যে ভীরবরসমাপ্রিতম্।

খনোক্তাবলিষদীপ্তং বুদ্ধি বহিঃপ্রকাশিতম্ ॥” (অগস্ত্যমত°)

(২) “সৌগন্ধিককুরুবিন্দক্ষটিকভ্যঃ পদ্মরাগসমুৎতিঃ।

সৌগন্ধিকজা অমরাভ্রমরভ্রমরসমুৎতরঃ।

কুরুবিন্দভ্যাঃ শবলা মলহাস্যভ্রমর ধাতুভির্বিদ্যাঃ।

ক্ষটিকভ্যাঃ দ্ব্যতিমানো নানাবর্ণা বিগুহাশ্চ ॥”

(বৃহৎসংহিতা ৮২ অঃ)।

(৩) অগস্ত্যমত—পদ্মরাগপরীক্ষা ৩৭-৪০ শ্লোক।

৪ অন্ধ্রস্থানে রক্ত পাঁচ দেখা যায়।

যথো সিংহলদেশোক্ত পদ্মরাগই উত্তম, যথানুশল যথাস এবং তুহুসদেশোক্তবই নিষ্কটঃ।

যুক্তিকরতরুতে লিখিত আছে—‘রাবণগদানামক হানে বে নকল কুফবিক জমে, তাহা নিবিক রক্তবর্ণ ও পরিষ্কার প্রোভুক্ত, অল্পবিশেষে আর একপ্রকার পদ্মরাগ জমে, তাহা রাবণগদাজাত পদ্মরাগের অনুরূপ বর্ণযুক্ত নহে এবং তাহার মূল্যও অল্প। এইরূপ কটিকাকার তুহুসদেশোক্ত পদ্মরাগও অল্পমূল্য, কিন্তু দেখিতে বড় ইতর বিশেষ নাই।

কোন পদ্মরাগ উৎকৃষ্ট জাতীয়? কোন পদ্মরাগ বিজাতীয়? তাহা নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা যুক্তিকরতরুতে এইরূপ লিখিত আছে—

“কষ্টপাথরে যবিলে বাহার শোভা বৃদ্ধি হয়, অথচ পরিমাণ নষ্ট হয় না, তাহাই জাত্যপদ্মরাগ। সচেৎ বিজাতি বলিয়া জানিবে। হীরক অথবা মাণিকা হটক, যজাতীয় ছইটী পদ্মরাগ মুখামুখি করিয়া রাখিলে অথবা একটা দিরা অপরের গারে আঁচড়াইলে যদি কোন লাগ না লাগে, তবে তাহাই জাতি বলিয়া জানিবে। আবার বাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু, বাহা তেমন চক্চকে নয়, মাজিলে বরং লীপ্তি কমে, অল্পলিতে ধারণ করিলে বাহার পার্শ্বে কাল আভা প্রকাশ পায়, তাহা বিজাতি বলিয়া জানিবে। এ ছাড়া ছইটী মণি লইয়া ওজন করিলে যেটা ওজনে বেশী ভারি হইবে সেটা উত্তম, যেটা অপর অপেক্ষা ওজনে কম হইবে, সেটা অপর অপেক্ষা নিষ্কটঃ।

এতদ্ভিন্ন রত্নশাস্ত্রবিদেরা পদ্মরাগের ৮ প্রকার দেখে, ৪ প্রকার শুণ ও ১৬ প্রকার ছারার বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

দেখিতে পদ্মরাগের ছার একরূপ বিজাতীয় পদ্মরাগ পাঁচ প্রকার আছে—কলসপুরোত্তব, সিংহলোথ, তুহুয়োথ, মুক্তমাণীয় ও শ্রীপণিক। কলসপুরোত্তবের উপর তুবের ছার লাগ হয়, তুহুয়ে কতকটা ভাব্ৰতাৰ লক্ষিত হয়, সিংহলোথে কতকটা কাল আভা থাকে। এইরূপ মুক্তমাণীয় ও শ্রীপণিকেও বৈজাত্যবোধক চিহ্ন দেখা যায়। [চুণী ও মাণিক্য দেখ।]২

(১) “সিংহলে তু তবেরুতঃ পদ্মরাগমহত্তমঃ।

পীতঃ কালপুরোত্ত্বঃ কুফবিন্মিতি দ্ব্যতমঃ।

অশোকপল্লবজ্জারমসুঃ সৌপদ্বিকঃ বিহঃ।

তুহুয়ে হাররা বীলং বীলসম্মিপ্রকীৰ্ত্তিতম্।

উত্তমং সিংহলোথকৃতং নিষ্কটং তুহুরোত্তমম্।

যথাসং যথাজং জোমঃ মাণিক্যঃ কেবলভেদতঃ।”

(২) যুক্তিকরতরু, বৃহৎসংহিতা, অগতিমত, পদ্মপুত্রাণ, শ্রীমুক্ত রামদাস সেনকৃত রত্নরত্ন ও রাজা শৌরীন্দ্রবোধন ঠাহুর রচিত মণিমালায় পদ্মরাগ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

পদ্মরাগময় (জি) পদ্মরাগ-ময়ই। পদ্মরাগবিষিষ্ট।

পদ্মরাজ (পুং) রাজভেদ। (‘রাজতরু’ ৭৭ ভবক)

পদ্মরাজগণি, জানতিলাগণির তরু ও পুণ্যলাগের বিদ্য।

ইনি ১৬৬০ লব্ধে পোতমতুলকবৃত্তি রচনা করেন।

পদ্মলেখা (স্ত্রী) পদ্মাকারা রেখা। হস্তচিত্র পদ্মাকার রেখাভেদ। হস্তে এই রেখা থাকিলে মঙ্গল হইয়া থাকে।

পদ্মলোভন (পুং) পদ্ম বিকৃতমলং বা লোভনং বত। ১ ব্রহ্ম।

২ বর্ষা। ৩ ভুবের। ৪ মৃগ। (জি) ৫ পদ্মলেখাযুক্ত। (স্ত্রী)

৬ তার। ৭ লক্ষী। ৮ সরস্বতী। (যেদিনী) (পুং) ৯ বৃহৎ-বিশেষ। (লকটিং)

পদ্মলেখা (স্ত্রী) কান্দীররাজকজাতেন। (‘রাজতরু’ ৮ ত)

পদ্মবৎ (জি) পদ্ম বিদ্যভেদত, পদ্ম-মতুপ, মত ব। পদ্মযুক্ত।

ত্রিরাং ভীষ্। ২ হৃগপরিণী। কমলিনী, পদ্মের কাড়। (বৈদ্যাকনি)

পদ্মবর্ণক (স্ত্রী) পদ্মভেব বর্ণে বত কপ্। ১ পুঙ্কমূল। (জটায়র) ২ কমলভূগা বর্ণযুক্ত।

পদ্মবাসা (স্ত্রী) পদ্মে বাসা বত। পদ্মালতা লক্ষী। (হেম)

পদ্মবীজ (স্ত্রী) পদ্মত বীজং। কমলবীজ, পদ্মার—পদ্মাক,

গালোভা, কমলী, ভেড়া, জোকাবনী, জোকা, ভায়া, পদ্ম-

পকটী। ইহার ৩৭—কটু, ঝাট, পিত্ত, হৃদি, দাহ ও

রক্তদোষনাশক, পাচন ও হৃদিকরক। (‘রাজনি’)

ভাবপ্রকাশমতে—হিম, বাত, কবার, তিক্ত, তরু, বিষ্টতি,

বলকর, ক্ষক ও গর্ভসংস্থাপক। (‘ভাবপ্র’)

পদ্মবীজাত (স্ত্রী) পদ্মবীজত আভা ইব আভা বত। মথার-কল, চলিত মাথনা। (‘রাজনি’)

পদ্মবৃক্ষ (স্ত্রী) পদ্মকাঠ।

পদ্মবৃষভবিক্রোমিন্, তাবী বৃষভেন।

পদ্মবৃহ (পুং) সমাধিতেদ।

পদ্মশাস্, পদ্ম সংখ্যাক্রমে।

পদ্মশ্রী, বোধিসত্ত্বভেদ।

পদ্মশ্রীগর্ভ, বোধিসত্ত্বভেদ।

পদ্মযশ (স্ত্রী) পদ্মসমূহ।

পদ্মবিজয়, এক প্রসিদ্ধ জৈন বতি। বশোবিজয়গণির সতীর্থ।

ইনি জানবিন্দুপ্রকরণ রচনা করেন।

পদ্মশালী, বোরাই প্রদেশবাসী শালীজাতির এক শাখা।

[শালী দেখ।]

পদ্মশ্রী, কান্দীশ্ররচয়িত্রী এক রমণী।

পদ্মসমান (পুং) পদ্মসং আসনং বত। ১ ব্রহ্ম। (জি)

২ বাহার পদ্মভূগা আসন আছে।

পদ্মসম্বৎ (পুং) পদ্ম বিকৃতমলং মতব উৎপত্তিস্থানং

বক্ত। ১ ব্রহ্মা। ২ একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত। বিমবে-
চনের আস্থানে ইনি ১৪৭ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গমন করেন।

পদ্মসুন্দর, একজন বিখ্যাত জৈনপণ্ডিত। ইনি পদ্মসেনের শিষ্য
ও আনন্দসেনের প্রশিষ্য। হর্ষকীর্তির ষাটপাঠ হইতে জানা
যায়, ‘পদ্মসুন্দর তপাগঙ্কের নাগপুরীর শাখাভুক্ত। ইনি দিল্লীর
অকবরের সত্যর একজন বিখ্যাত পণ্ডিতকে ভক্তবৃন্দে পরাকর
করেন, তাহাতে সম্রাট দ্বীত হইয়া তাঁহাকে একখানি গ্রাম,
বস্ত্র ও দুখ্যাস পারিতোষিক দিয়াছিলেন।’ পদ্মসুন্দর সংস্কৃত
ভাষার ১৬১৫ সন্থতে ‘রায়মহাত্ম্যর মহাকাব্য’ ও ১৬২২
সন্থতে ‘পার্বনাথকাব্য’ এবং প্রাকৃতভাষার ‘জম্বুদ্বীপিকথানক’
রচনা করেন।

পদ্মসরস (স্রী) কান্দীরস্থ ব্রহ্মজেন।

পদ্মসূত্র (স্রী) পদ্মের সূত্র বা মালা।

পদ্মসাগরগণি, একজন জৈনচার্য্য, বিমলসাগরগণির শিষ্য।
ইনি ১৬৮৭ সন্থতে উত্তরপ্রদেশের বৃহৎবুদ্ধিকথা রচনা করেন।

পদ্মসূরি, বৃহৎসঙ্কটভুক্ত একজন জৈনচার্য্য। আসড় রচিত
বিবেকসঙ্কল্পের উপর বাসচন্দ্র বেটীকা করিয়াছিলেন, পদ্ম-
সূরি তাহাই সংশোধন করেন।

পদ্মসুমা (স্রী) ১ গলা। ২ দুর্গা।

পদ্মস্বস্তিক, পদ্মচিহ্নযুক্ত স্বস্তিকভেদ।

পদ্মহাস (পুং) বিহু, পদ্মভাস। (হেমচ’)

পদ্মা (স্রী) পদ্ম বাসস্থলকেনাস্থ্যহত্যঃ, অর্শ আদিবাদচ, টাপূ চ।
১ লক্ষী।

“অলক্ষীমগ্রভঃ সৃষ্টা পদ্মাং পদ্মাং জনাধিনঃ।” (লিঙ্গপু’ ২।৬।৫)

২ লবঙ্গ। ৩ পদ্মচারিণী লতা। পদ্মতে ইতি (অতিভূষি-
তাদি। উপ’ ১।১০০) ইতি মনু, টাপূ চ। ৪ পদ্মগী, মনসা দেবী।
[মনসা দেখ।] ৫ কজ্জিকাবৃক্ষ। ৬ অর্জুং মাতৃভেদ। ৭ কুহুস্ত-
প্প। ৮ বৃহৎপ্রজাভক্তা। ককিদেরের সহিত ইহার বিবাহ হয়।
রাজা বৃহৎপ্রজাভক্তির আগমন শুনিয়া বহমানপুরঃসর কস্তা
সম্প্রদান করেন। ককিদের মনোহিরকুলা ভাৰ্য্যা লাভ করিয়া
উভয় সিংহলধীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। ককিপুরাণের
১০ অধ্যায়ে বিবরণ লিখিত আছে। [ককি শব্দ দেখ।]

৯ বঙ্গদেশে প্রবাহিত গঙ্গার পূর্ব শাখা। খৃষ্টীয় ৮ম
শতাব্দে রচিত জৈনদিগের হরিবংশে এই পদ্মা গঙ্গা-পূর্বনদ নামে
বর্ণিত হইয়াছে। [গঙ্গা দেখ।]

পদ্মাকর (পুং) পদ্মত আকরঃ। পদ্মনক জলাশয় পর্য্যায়—
তড়াগ, কলাশ, সরসী, সরস, সরোজিনী, সরোবর, তড়াঙ্ক,
তটাক, সরস, সর, সরক। (শব্দর’)

পদ্মাকর দেব বরশক্তিবিজয় নামে জ্যোতিঃগ্রন্থচর্চিকা।

পদ্মাকর ভট্ট, নির্ধার্ক মন্ত্রধারের একজন মহাত্মা। ‘কৃষ্ণভট্টের
শিষ্য ও শ্রবণভট্টের গুরু। অমৃতভূতিবরণ পদ্মাকরের মত
উদ্ভূত করিয়া দেন।

পদ্মাক্ষ (স্রী) পদ্মত অক্ষী, সমানে বহু লক্ষ্যসাধ্যঃ। ১ পদ্মলীল।
(হার্য্য) পদ্মে ইব পদ্মবৃগলবৎ অক্ষিণী বস্ত্র। ২ পদ্মনেত্র,
পদ্মভূষা চক্ষু।

পদ্মাট (পুং) পদ্ম পদ্মসমূহং অটতি গচ্ছতি অট-গড়ৌ-অণ্।
১ চক্রমর্দ, চাকলা। (স্রী) ২ তবীজ।

পদ্মানন্দ, পদ্মানন্দপতকরচয়িতা।

পদ্মাচল, ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত গোবর্ধনের নিকটবর্তী
একটা পবিত্র গিরি। এখানে পদ্মগিরীশ্বর নামে শিব ও
অভিরামী নামে তাঁহার শক্তির মন্দির আছে। পদ্মাচলমাহাত্ম্যে
ইহার পৌরাণিক আখ্যান বর্ণিত আছে।

পদ্মালয়া (স্রী) পদ্মবেব আলয়ো বাসস্থানং বত্যাঃ। ১ লক্ষী।
২ লবঙ্গ। ৩ গঙ্গা।

“পদ্মালয়া পরা শক্তিঃ পুরজিৎপরমক্রিয়া।” (কাশীখণ্ড ২০।১০৫)

পদ্মাবতী (স্রী) পদ্ম-অন্তার্থে-মতুপ, মন্ত বতং সংজ্ঞারং দীর্ঘঃ।
১ মনসা দেবী। ২ নদীবিশেষ, পদ্মানদী। ৩ পদ্মচারিণী।
৪ প্রসিদ্ধকবি অরুণদেবের পত্নী।

“জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতীভণিতমতিশাং।”

(গীতগোবিন্দ)

পদ্মাবতী, পৌরাণিক জনপদভেদ। বিহু, মন্ত প্রভৃতি পুরাণে
লিখিত আছে—‘পদ্মাবতী, কান্তিপুরী ও মথুরায় নব নাগ রাজত্ব
করিবে।’ এই পদ্মাবতী নগরী কোথায়? ভবভূতির মল্লভী-
মাধবে লিখিত আছে—‘যেখানে পারা ও সিদ্ধ বহিতেছে,
পদ্মাবতীর উচ্চ সৌমহন্দ্রিরাবলীর চূড়া গগনস্পর্শ করিতেছে,
তথায় লবণের চকল তরঙ্গিনী প্রবাহিত হইতেছে।’ অপর
একস্থানে লিখিত আছে, ‘যেখানে সিদ্ধ ও মধুমতী মিলিত,
অর্ধবিশুণ পবিত্রসৌধ উথিত’ ইত্যাদি। বিদ্যাপেলমালার
মধ্যে অবস্থিত বর্তমান নরবার বা নলপুর হ্রদের পার্শ্বে এখনও
সিদ্ধ, পারা, লবণ বা ছুননদী এবং মহাবার বা মধুমতী নামে
স্রোতস্বতী বহিতেছে। ইহাতে সহজেই বোধ হয়, বর্তমান
নরবারই পদ্মাবতী নামে পূর্বকালে বিখ্যাত ছিল।

২ সিংহলরাজকস্তা, চিত্তোরাধিপ রত্নসেন তাঁহাকে হরণ
করিয়া আনিয়া বিবাহ করেন। গঙ্গানীলিন্দী ছেনে পারশু
ভাষায় ‘কিচ্ছা পদ্মাবৎ’ নামে একখানি গ্রন্থে উক্ত উপাখ্যানটী
প্রথম বর্ণনা করেন। তৎপরে মালিক মহম্মদ জরসী ‘হিন্দী
ভাষায় ঐ গ্রন্থ প্রচার করেন। মহম্মদ ব্যতীত রাও গোবিন্দ
মূলী ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে ‘ভূকবৎ উলব’ নামে ঐ উপাখ্যানটী

পদ্মিনী পক্ষে প্রকাশ করেন। উক্ত পদ্মাবতীর উপাখ্যান লইয়া উৎকলের রাজকবি উপেন্দ্রভট্ট ও প্রায় ২৫০ বর্ষ পূর্বে আরাকানের প্রসিদ্ধ মুলমান কবি আলোরাল বাজলার পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন।

চিতোরের পদ্মিনী উপাখ্যানই বিকৃতভাবে এই পদ্মাবতী কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। চিতোরাবিগ জীমসিংহ পদ্মাবতীর কবি কর্তৃক রচয়িতা নামে বিখ্যাত। উপাখ্যানটী বিকৃত হইলেও এই কাব্যের শেষে আলাউদ্দীনের পরাজয় প্রসঙ্গ আছে। কবি আলোরাল আরাকানরাজের অমাত্য মাপনঠাহুরের আদেশে তাঁহার পদ্মাবতী রচনা করেন। গ্রন্থখানি মুলমানের রচনা কাঁজই মধ্যে মধ্যে মুলমানী ভাব থাকিলেও হিন্দুমানবের আচার ব্যবহার ও প্রকৃত পারিবারিক চিত্র অতি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের সংস্কৃতভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পদ্মাবতীপ্রিয় (পুং) পদ্মাবত্যাঃ প্রিয়ঃ স্বামী। ১ অরংকান-
মুনি। (শব্দঃ) ২ অরদেশঃ।

পদ্মাসন (স্ত্রী) পদ্মসিংহ পদ্মাকারেণ বদ্ধং আসনং। বোগাসন-
বিশেষঃ। গোরক্ষসংহিতায় এই পদ্মাসনের বিবরণ এইরূপ লিখিত
আছে—বাম উরুর উপর দক্ষিণ উরু সংস্থাপন করিয়া
ছন্দরূপে অঙ্কুরস্থাপন করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন
করিতে থাকিবে। এই পদ্মাসন ব্যাবিধিনাশক।

“বামোরপরি দক্ষিণঃ নিয়মতঃ সংস্থাপ্য বায়ং তথা।

দক্ষোরপরি পশ্চিমেণ বিধিনা ধৃত্য কন্ধ্যাত্যাং ধৃতং ॥

অঙ্কুরঃ ছন্দ্রে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়ে-

দেতদ্ব্যাবিধিকারনাশনকরণং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে ॥” (গোরক্ষসং)

হটবোগদীপিকায় এই পদ্মাসনের বিবরণ এইরূপ লিখিত
আছে,—চরণদ্বয় উত্তোলন করিয়া উরু সংস্থাপন করিতে হইবে,
উরুর মধ্যস্থলে হস্তদ্বয় চিৎ করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি করিবে,
এইরূপ করিলে পদ্মাসন হয়, এই আসন সকল ব্যাবিধিনাশক
এবং চূড়ান্ত।

২ পূজার নিমিত্ত বাতুমর পদ্মাকার আসন। ৩ রতিবিবরক
পদ্মাসন।

- “উভাসৌ চরণৌ কৃৎস্না উরুসংযৌ প্রবৃত্ততঃ।
উরুযথো তথোভাসৌ পাণী কৃৎস্না ততো মূলৌ।
নাসাগ্রে বিভ্রমোজ্ঞানতুল্যে দুঃ বিলম্বা।
উভয়ো চিবুকং বক্ষত্রাখ্যায় পবনং নৈবঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্বব্যাবিধিনাশকং।
দ্রব্ধতং বেদ কেবাণি ধীমতঃ লভ্যতে তুবি ॥”
(হটবোগদীপিকা ১১৫—১১৭)

“পদ্মাসনো বাসপাখো লভ্যবেদীর্ঘকলংগুঃ ॥” (রতিমঞ্জরী)
(পুং) পদ্মং বিকৃণ্ডিতকলং আসনং বতঃ। ৫ ব্রহ্মা,
কমলাসনং।

পদ্মাহা (স্ত্রী) পদ্মত আলা আখ্যা বজাঃ। ১ পদ্মচাষিনী
লতা। (রাজনিঃ) (স্ত্রী) ২ লবঙ্গ।

পদ্মিনী (পুং) পদ্মসিংহস্য পুত্রস্য নামাধিবাধিনি। ১ পদ্মভূষণেশ্বরঃ।
২ পদ্মধারী বিষ্ণু। বিষ্ণু পঞ্চভক্তগণাপরমহংসী বলিয়া, পদ্মিনী
শব্দেও বিষ্ণুকে বুঝায়। (স্ত্রী) ৩ পদ্মবারিনাভঃ। ৪ পদ্মনন্দঃ।

পদ্মিনী (স্ত্রী) পদ্মিনী ত্রিবিধা জীবঃ। পদ্মলতা। পর্যায়—মালিনী,
বিসিনী, বৃণালিনী, কমলিনী, পদ্মজিনী, মনোজিনী, মালিকিনী,
মালীকিনী, অরবিন্দিনী, অস্তোজিনী, পুষ্করিনী, জবাগিনী,
অজিনী। ইহার লক্ষণ—

“মূলমালবলোৎসুককটোঃ সমুদ্ভিতা পুনঃ।

পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রোক্তাবিসিদ্ধাশিষ্টা সা বৃতা ॥” (রাজনিঃ)

ইহার ভূগ—মধুর, তিক্ত, কষায়, শীতল, পিত্ত, ক্রিমিদোষ,
বমি, ব্রম ও সন্তাপনাশক। (রাজনিঃ) পদ্মত গন্ধ ইহ
গন্ধো বিঘাতে শরীরে বজাঃ। ২ চতুর্বিংশতি প্রকার জীব
মধ্যে জীবিশেষঃ।

“ভবতি কমলনেত্রা মালিকা ক্ষুদ্ররম্ভা।

অবিরলকুচবুধা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।

মুদ্রবচনজ্বলীলা নৃত্যগীতাহরিতা।

সকলভবভূষণা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥” (রতিমঞ্জরী)

পদ্মিনী জীব রতিপ্রকার এইরূপ লিখিত আছে,—

“কুচং করোণ সংসর্গা পীড়য়েনধরং লুচং।

রমণং পরবন্ধেণ পদ্মিনীরতিমাদিশেৎ ॥” (রতিমঞ্জরী ২৮)

৩ সরোবর। ৪ পদ্ম। ৫ বৃণাল। ৬ হস্তিনী। (ধরনিঃ)

পদ্মিনী, জীমসিংহের প্রধান মহিষী ও সিংহলরাজ হামীরশঙ্কর
কর্তা। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসিংহ সিংহাসনে আরোহণ
করেন। তাঁহার বরস অন্ন থাকার তাঁহার পিতৃব্য জীমসিংহ
রাজকাণ্ডের তত্ত্বাবধানতার প্রাপ্ত হন। এই জীমসিংহই
ভারতপ্রসিদ্ধা পদ্মিনীর পাণিগ্রহণ করেন।

রূপে ভূপে এমন রমণী ভারতে চূড়ান্ত। এই সৌন্দর্যময়ী
অলোকসামান্য রমণীকে লক্ষ্য করিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় কত
কবি কাব্য লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। [পদ্মাবতী
লেখঃ] রাজপুতভাটগণ এখনও তাঁহাকে রাজপুতজননী বলিয়া
সম্বোধন করেন ও তাঁহার কীর্তিগাথা কীর্তন করিয়া সর্ব-
সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন।

পদ্মিনীর রূপই রাজপুতজাতির অনর্ঘ্যের কারণ। মুলতান
আলাউদ্দীন পদ্মিনীসাতের আশায় বিব্রত হইয়াই চিতোর

অবরোধ করেন। বহু দিন অবরোধের পর তিনি প্রচার করেন, ‘পদ্মিনীকে পাইলেই ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।’ কিন্তু বীরচৈত্র্য রাজপুতগণ তাহা শুনিয়া সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন, একজনেরও জীবন থাকিতে যবনের করে কেহ চিতোরের রাণীকে অর্পণ করিতে পারিবেন না। যখন আলাউদ্দীন দেখিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, তখন তিনি ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, ‘আমি সেই অমূল্য জ্ঞানস্বরূপ প্রতিজ্ঞার একবার মাত্র দর্পণে দর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইব।’ ভীমসিংহ এ প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। ধূর্ত আলাউদ্দীন অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া চিতোরে প্রবেশ করিলেন। ভীমসিংহ অতিথির অত্যাচারের জন্য যত্ন ও আরোজনের ক্রটি করেন নাই। এমন কি তিনি আলাউদ্দীনের বিদায়কালে তাঁহার সহিত দুর্গের পাদদেশ পর্যন্ত আসিয়া ছিলেন। ধূর্ত আলাউদ্দীন মিষ্টকথায় রাজপুতদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। ভীমসিংহ যখন আলাউদ্দীনের সহিত শিষ্টালাপ করিতেছিলেন, সেই সুযোগে একদল সশস্ত্র যবনসেনা গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া অতর্কিত ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া ফেলিল। আলাউদ্দীন প্রচার করিলেন, যে পদ্মিনীকে না পাইলে ভীমসিংহকে ছাড়িয়া দিবেন না।

চিতোরবাসী সকলে সেই দারুণ সংবাদ শুনিла। তখন বুদ্ধিমতী পদ্মিনী পতির উদ্ধারের এক অপরূপ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি আলাউদ্দীনকে বলিয়া পাঠাইলেন, ‘তিনি আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তৎপূর্বে যবনাপিকে অবরোধ উঠাইয়া লইতে হইবে। তাঁহার সহচরীগণ যবনশিবির পর্যন্ত তাঁহার অহুসরণ করিতে ইচ্ছা করেন, যাহাতে তাঁহাদের মর্যাদার কোনরূপ হানি না হয়, তাহারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাঁহার যে সকল চিরসঙ্গিনী আছে, তাহারা তাঁহার সহিত দিল্লী পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত। সেই সকল ভদ্রমহিলাগণের মর্যাদা ও সম্মানরক্ষা বিষয়ে যেন কোন ক্রটি না হয় এবং কেহ যেন এই সকল পুরমহিলাদিগের নিকটবর্তী হইয়া অস্ত্রঃপুর্নবিধির ব্যভিচার না করে, তাহারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং শেষ বিদায় লইবার জন্য ভীমসিংহের সহিত তাঁহাকে একবার দেখা করাইতে হইবে।’ আলাউদ্দীন পদ্মিনীর সকল প্রস্তাবেই সন্মত হইলেন।

পরে নির্দিষ্টদিনে সাত শত আবরণযুক্ত শিবিকা আনীত হইল। বাহা বাহা সাতশত সশস্ত্র রাজপুতবীর সেই শিবিকার প্রবেশ করিলেন। আচ্ছাদিত শিবিকাগুলি ক্রমে যবন শিবিরভ্যন্তরে উপস্থিত হইল। অর্দ্ধ যাত্রার পর ভীমসিংহ

প্রাণপ্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদেশ পাইলেন। এখন তিনি যবনশিবিরে প্রেরণীয় সহিত দেখা করিতে আসিলেন। এখানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার একজন সেনানী তাঁহাকে অতি গোপনে শিবিকা মধ্যে রক্ষা করিয়া নগরভিত্তিমুখে বাত্মা করিল। পদ্মিনীর সহচরীগণ শব্দ বিবরণ লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে তাহারা কেহ কিছু বলিল না। অর্দ্ধযাত্রা অতীত হইল, ভীমসিংহ ফিরিলেন না দেখিয়া আলাউদ্দীন দ্বিবার উকীণ হইলেন। আর বিলম্ব সহিতে পারিলেন না। যে সকল শিবিকা শিবিরভ্যন্তরে ছিল, আলাউদ্দীন তাহার আবরণ খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তিনি বাহা দেখিলেন, তাহাতে একদিকে নৈরাত্ত ও অপরদিকে মহাক্রোধ আসিয়া। তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। শিবিকা হইতে বাহির হইয়াই রাজপুতবীরগণ যবনদিগকে আক্রমণ করিল। উভয়দলে যোঁরতর যুদ্ধ হইল। রাজপুতের মধ্যে যতক্ষণ একজনও জীবিত ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা মুসলমান সৈনিকগণকে পলায়িত রাজপুতগণের অহুসরণ করিতে দেয় নাই। আলাউদ্দীনের অতীষ্ট ব্যর্থ হইল।

ভীমসিংহ পশ্চিমদিকে একটা ঘোটকে আরোহণ করিয়া নিরাপদে চিতোরদুর্গে প্রবেশ করিলেন। এদিকে পাঠান-সৈন্যগণ আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল। রাজপুতবীরগণ প্রাণপণে দুর্গ-রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পদ্মিনীর পিতৃব্য গোরা ও তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয় ভ্রাতৃপুত্র বাদল অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পাঠানের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ক্রমেই চিতোর ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছিল। এক এক রাজপুতবীর বহুসংখ্যক যবন-সেনাকে নিহত করিয়া সমরশায়ী হইতে লাগিল। ক্রমে ভীমসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, আর তিনি প্রাণপ্রতিমা পদ্মিনী ও চির-সুখের আবাস চিতোরনগরীকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তিনি স্বপ্নে আবার দেখিলেন, চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিত্য ক্ষুধাতুর হইয়া দ্বাদশ রাজপুত্রের শোণিত চাহিতেছেন। তদনুসারে একে একে এগারজন রাজপুত্র জন্মভূমির জন্য রণস্থলে আত্মোৎসর্গ করিলেন। আর ভীমসিংহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাজবংশের শিঙলোপ হইবার আশঙ্কায় অবশেষে নিজ আত্মোৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজপুতমহিলাগণ জহরব্রতের অহুতান করিতে অগ্রসর হইল। রাজস্থানের প্রাক্করকমলিনী পদ্মিনী চিরদিনের জন্য পতিচর্য্য চূষন করিয়া জলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জন করিয়া নির্মল সতীত্বরত্ন ও রাজপুতকুলপৌরব রক্ষা করিলেন। রাজপুত-

মহিলাপুণ্ড তাঁহার অঙ্গসম্পন্ন করিলেন। জীবনবিহ নিশ্চিত-
মনে শত শত বৈরিকের বিকীর্ণ করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত
অনন্তশয্যা শয়ন করিলেন। চিত্তের বীজপুত্র ও আত্মাউকীর
হস্তগত হইল, কিন্তু তাঁহার বক্ষ সাথের পশ্মিনীর লাভ হইল
না। যেখানে পশ্মিনী দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন, আত্মাউকী
দেখিলেন, সেই তনসাক্ষর গহ্বর হইতে ধূমরাশি তখনও উখিত
হইতেছে। তদবধি সেই গহ্বর পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য হইল।

পশ্মিনীকণ্টক (পুং) পশ্মিনীকণ্টক ইব আকৃতিবিশিষ্টে বস্ত্র।
ক্লুরোগবিশেষ, চলিত পদ্মকাটা। ভাবপ্রকাশে লিখিত
আছে,—যে রোগে গোলাকার পাণ্ডুর্ণ কুণ্ডল অথচ
পদ্মশালক কণ্টকের জার কণ্টকযারা পরিবৃত্ত মণ্ডল
উদিত হয়, তাহাকে পশ্মিনীকণ্টক কহে। এই রোগে
নিম্নের কাণ দ্বারা বমন এবং নিষাধারা বৃত্তপাক করিয়া
মধুর সহিত সেবন বিধেয়। নিষ ও সোন্দাল চূর্ণ দ্বারা
উষর্জন করিলে পশ্মিনীকণ্টক নষ্ট হয় এবং নিষাদিযুক্ত
সেবনে ইহা প্রশমিত হয়। এই বৃত্তের প্রস্থত প্রণালী—
গব্যবৃত্ত ১৪ সের; ককর্ষ নিষপত্র ও সোন্দাল পত্র মিলিয়া
এক সের। নিষপত্রের কাণ ১৬ সের। যথা নিয়মে এই বৃত্ত
পাক করিয়া ৮ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে নিশ্চয়ই
পশ্মিনীকণ্টকরোগ ভাল হয়। (ভাবপ্রঃ ক্লুরোগঃ)

জ্বরভেদে মতে, পদ্মের কণ্টকের জার গোলাকার ও তাঁহার
মণ্ডলটা পাণ্ডুর্ণ এইরূপ ত্রণকে পশ্মিনীকণ্টক কহে। ইহা
বায়ু ও কফ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। (জ্বরভেদঃ ক্লুরোগঃ)
পশ্মিনীকাস্ত (পুং) পশ্মিনীকাস্তঃ। সূর্য্য। (জটায়র)
পশ্মিনীষ প্রভৃতিরও এই অর্থ।

পশ্মিনীবল্লভ (পুং) পশ্মিনীয়া বরভঃ। সূর্য্য।

পদ্মেশয় (পুং) পদ্মে শেতে শী-অহ্ (অধিকরণে শেতে। পা
৩২।১৫, পরবাসবাসিধিতি। পা ৩৩।১৮) ইতি অলুক্।
বিহু। (হেম)

পদ্মোত্তর (পুং) পদ্মোত্তরঃ, বর্ণভঃ শ্রেষ্ঠঃ। ১ কুহুস্ত। (রাজনি°)
২ তৎপুস্ত। ৩ কুহুস্তবীজ। (বৈভক্তনি°)

পদ্মোত্তরাঙ্কুর (পুং) পদ্মোত্তরঃ আঙ্কুরঃ পুংঃ। জিন
চক্রবর্তী বিশেষ। (হেম)

পদ্মোদ্ভব (পুং) পদ্ম উদ্ভব উৎপত্তিস্বাময়ত। ব্রহ্ম।

“ততঃ পদ্মোদ্ভবো রাজন্! সেবসেৎ পিতামহঃ।” (ভারত ১৩৩।৪)

পদ্মোদ্ভবা (স্ত্রী) পদ্মোদ্ভব-টাপ্। মনসাদেবী।

“কান্ত্যা কাকনসরিত্তাং স্রবনাতঃ পদ্মাসনাতঃ শোভনাতঃ
নাগেন্দ্রেঃ কৃতশেখরাতঃ বিবহরীং পদ্মোদ্ভবাতঃ জাগরীং”

(পৌরাণিক ধ্যান)

পদ্য (স্ত্রী) ১ কবিতাবিশেষ। (সহ্যস্রি ২।৩।১) পদ্য চরণবহীভূত
পদ-বৎ। ২ কবিকৃতি। শ্লোক। ৩ কৃত্তিমধুর শব্দবিভাদে
রচিত কবিতা বা কাব্য। সাধারণতঃ পুরাণ, জিশনী
প্রভৃতি হুখে বাজালা ভাবার পদ্য বিধিত হইয়া থাকে।
কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বিজয়গুপ্তের মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়,
চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি এই পদ্যাদি হুখে লিখিত বলিয়া উহার
ভাবা পদ্যনামে পরিচিত। আমরা সকল সময়ে যে ভাবার
কথা কহিয়া থাকি, তাহা পদ্য। [বিশেষ বিবরণ পদ্যপদ্য দেখ।]

পাদলকণরহিত পদসমূহকে পদ্য কলে, কিন্তু পাদলকণযুক্ত
বৃত্তমাত্রা সম্বিষ্ট পাদসমিবেশকে পদ্য বা কাব্য নামে অভি-
হিত করা হয়। [কাব্য দেখ।]

সংস্কৃত ভাবার বিভিন্ন হুখে পদ্যাদি লিখিত হইয়া থাকে।
ছন্দোবিহ লক্ষণ ও বাকাবিভাগ ‘ছন্দশাস্ত্র’ এবং সাহিত্যদর্পণে
বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। বেদাদি গ্রন্থের ভাবা পদ্য বা
পদ্য, কিন্তু উহার ছন্দ ও বাজাদি বস্ত্র। তৎপদ্যবর্তী
পুরাণ যুগে—রামায়ণ অথবা মহাভারতের সময়ে—বেদের ভাবা
বিকৃত হইয়া বা সর্বাঙ্গীণতা লাভ করিয়া কাব্যরূপ নূতন
আকারে দেখা দিয়াছিল। এই প্রাচীন সময়ে হিন্দুদিগের
মধ্যে সংস্কৃত ভাবার যে সকল গ্রন্থ লিখিত, সেই সময়ে গ্রন্থ রচনা
অধিকাংশই পদ্য। শুদ্ধ যে কেবল প্রাচীন হিন্দুগণ কবির ভাবে
গ্রন্থাদি রচনা করিতেন তাহা নহে; হোমার, ভার্জিল, ওভিড,
এস্কাইলাস, সফোক্লিস্, মিলটন, স্পেনসর, ওয়াডসওয়ার্থ
প্রভৃতি সুদূরবাসী পাশ্চাত্য কবিগণও পদ্য লিখিয়া জগতে চির-
স্মরণীয় হইয়াছেন। এই সকল গ্রন্থাদিতে লিখিত আচ্ছাদ্যমান
ভাবা, শব্দযোজনা এবং স্বভাববর্ণনা দেখিলে চমৎকৃত হইতে
হয়। Ballad, Drama, Epic, Lyric, Ode প্রভৃতি কএক-
প্রকার পদ্যের নমুনা এই সকল গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরাণাদি রচিত হইবার পরে কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি
বররুচি, ভর্তুহরি, মাঘ, দণ্ডী, মুদ্রক, কিশাখদত্ত, ক্ষেমীশ্বর,
জটনারায়ণ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণের প্রণীত
কবিতাবলী জগতে অকুলনীর এবং পদ্যজগতের আদর্শ হল।
অতঃপর অরসেব গোদামীর আবির্ভাব। তৎকৃত গীতগোবিন্দ-
নামক গ্রন্থে ‘প্রলয়পরেমিকলে’ ‘ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন’
ও ‘সরগরলখণ্ডনম্ মম পিরসি সুগুনম্’ প্রভৃতি কবিতাগুলি
সমামুখ্যে তুলনা নাই। চণ্ডীদাস, জানদাস, গোবিন্দদাস,
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের
পদ মনোহর এবং প্রেম-প্রকাশক। অসংখ্য বৈষ্ণব কবিগণের
পদলহরী এতই মনোরম যে, তাহাদের রচিত পদ্যাদি
পাঠ করিলে অন্তঃকরণ পুলকিত হয়। বর্তমান কবিগণের

কথ্য হাইকেল মধ্যগন দত্ত কাব্যরূপে নৃতন যুগ পরিবর্তন করিয়াছেন। উক্ত মহাকাব্য 'বেকনাদ বধ ও তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে' মিলটন ও হোমার প্রকৃতি যুরোপীয় কবিগণের অশুক্রণে বাংলা ভাষার বিশেষরূপে অমিত্রাকর হনের অবতারণা করিয়া বাংলা পদ্য-সাহিত্যে নৃতন আশ্বাদ দান করিয়াছেন। গীত, ভোজ প্রকৃতি সাধারণতঃ পদ্যভাষার লিখিত হয়। হাক্-আবুতাই, আবুতাই, কবি, পাঁচালী, জারি, তর্জনা প্রকৃতি গীতাভিনয়ে 'গান ও ছড়া' সমস্তই পদ্যাদি হনেন লিখিত ও কথিত হইয়া থাকে। এতদ্বির সভানারায়ণের পালা, পকানন্দের পালা, গীতলায় গান প্রকৃতি দেববিবরক রচনা পদ্যে লিখিত দেখা যায়।

[পদের নামাদি ও ছন্দাদির বিবরণ, কবি, পাঁচালী ও বৈকব কবি কৃত পদ্যাদির উদাহরণ তত্ত্বক্ষে ও গ্রন্থকারের জীবনীতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।]

ছন্দোমঞ্জরীতে পদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"পদ্য চতুশ্লী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি বিধা।

বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতঃ জাতিমাত্রা কৃতা ভবেৎ ॥" (ছন্দোম)

চারি চরণবিশিষ্ট বাঁকা পদ। এই পদ দুই প্রকার—জাতি এবং বৃত্ত, বাহার অক্ষর সমান, তাহাকে বৃত্ত, আর বাহা :মাত্রাহুসারে হয়, তাহাকে জাতি। সমবৃত্ত, অর্ধসম এবং বিষমবৃত্ত ভেদে বৃত্তও তিন প্রকার। বাহার চারিপাদ সমান, তাহাকে সমবৃত্ত, প্রথম ও তৃতীয়পাদ, দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদ বাহার সমান তাহাকে অর্ধসম এবং বাহার চারিপাদ ভিন্ন তাহাকে বিষমবৃত্ত কহে। ছন্দোবন্ধ পদমাত্রই পদ্য।

৪ পাঠ। (জটায়ব) পদ-বৎ (পদমন্নি নৃত্যং। পা ৪।৪। ৮৭) ৫ নাতিগুড় কর্দ্দম। (সিদ্ধান্তকো) (পুং) পদ্যং জাতিঃ পদ-বৎ। ৬ শূন, পুত্র প্রকার পদ হইতে জন্মগ্রহণ করে, এই অর্থ পদ্য শব্দে শূন্যকে বুঝায়।

"ব্রাহ্মণোহন্ত যুধমাসীং বাহুরাজতঃ কৃতঃ।

উরু তদন্ত যৎ বৈশ্যঃ পদ্যাত্ম শূন্যো ব্যজায়ত ॥" (ওরবজ্ ৩।১।১)

পদ্যময় (ত্রি) পদ্য-বন্ধেণে ময়ত্ব। পদ্যবন্ধপ।

পদ্যো (ত্রি) পাদায় হিতা, পাদ-পদীরায়বায়ৎ যৎ, ততঃ পাদত পদ্যাতঃ। (পদ্যাত্যতদর্থে। পা ৩।৩।৪২) ১ ভূতি। ২ পদ্য। (অক্ ২।৩।২) ৩ পক্ষর।

পদ্যে (পুং) পদ্যতে হ্মন্বিতি পদ-গতো যক্ (কারিতকীতি।

উণ ২।১০) ১ গ্রাম। ২ গ্রামপথ। ৩ ভুলোক। ৪ দেশভেদ।

পদ্যেথ (পুং) পদ্য রথ ইব বক্ত। পদ্যাবী, পদ্যচারী।

(ভাণ ৩।১।১২)

পদ্য (পুং) পদ্যতে হ্মন্বিতেন বা পদ গতো (সক্‌নি-

বৃষন্বিতি। উণ ১।১৪০) ইতি নিপাতমাত্‌ সিদ্ধঃ। ১ ভুলোক। ২ রথ। ৩ পদ্য। (উপাধিকো)

পদ্যন্ (পুং) পদ্যতে পদ্যতে বক্ত পদ-গতো বন্বিপু (কারি-পদীতি। উণ ৪।১।১২) পদ্য।

পদ্য, ভূতি। জাতি, আশ্বনে, সক, সেই আর্ধে-আর ক, তত্ত্ব আশ্বনে। গুট পদ্যতে-পদ্যতি। লুৎ অপনারীৎ, অপনা-রিষ্ট, অপনিষ্ট। নিট পদ্যাত্য বক্তব্য, আগ, চক্রে। পেনে ইত্যাদি।

পদ্যকর, জ্যোতিষক সজ্ঞাভেদ। কেশবান্নের পর পর গৃহকে অর্ধাৎ লয় হইতে বিতীর, অষ্টম, পঞ্চম ও একাদশস্থানের নাম পদ্যকর।

পদ্যরোতি, দক্ষিণ আর্কটের একটা নগর ও রেলস্টেশন। অক্ষা° ১১° ৪৬' ৪০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৩৫' ১৬" পূঃ। একটা বিদ্যুত বাগিচাখান।

পদ্যবেল, কোলাবাজেলার অন্তর্গত প্রধান নগর, পূর্বে থানা জেলার অন্তর্গত ছিল। থানা সহর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ৫৮' ৪০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩° ৯' ১০" পূঃ। লোক সংখ্যা ১০৪২০। এখানে নানাবিধ শক্তের বাগিচা হইয়া থাকে। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে যুরোপীয়গণ এখানকার বন্দরে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেছেন। এখানে সবজির আদালত, ডাকঘর প্রকৃতি আছে।

পদ্যস (পুং) পদ্যতে স্তুরতেহনেন দেবঃ মহাব্যাসিবেতি, পদ-অসচ্ (অত্যবিচয়িতীতি। উণ ৩।১।১৭) কলবুদ্ধবিশেষ। চলিত কাঁটাল ফল। পর্যায়—কণ্টকিকল, মহাসর্ষক, ফলিন, কলবুদ্ধক, ফুল, কণ্টকল, মূলকল, অপুশকল, পুতকল, চম্পকোব, চম্পালু, কণ্টকীকল, রসাল, মুদগকল, পানস। (শব্দরত্না)

ইহার কলের গুণ—মধুর, সুপিঞ্জিল, শুষ্ক, হৃদ্য, বল ও বীৰ্যবদ্ধক, শ্রম, দাহ ও শোথনাশক, কটিকারক, প্রাণী, অতি দুর্জর। ইহার বীজগুণ—জৈবদ্ কষায়, মধুর, বাতল, শুষ্ক, কটিকর। বাল পদ্যস ফল (ইচক) নীরস, মহাব্যবহার জ্ঞা, পক, দীপন ও কটিকর। (রাজনি) ভাবপ্রকাশ মতে—পকপদ্যস শীতল, দ্রিষ্ট, পিত্ত ও বায়ুনাশক, তর্পণ, বৃহৎ, বাত, বাসল, স্নেহল, বলকর, শুক্রবদ্ধক, রক্তপিত্ত, ক্রত ও ক্র-নাশক। অপকফল—বিষ্টপী, বাতল, শুষ্ক, দাহজনক, বলকর, মধুর, শুষ্ক, বৃহৎশোধক। পদ্যসের মজ্জা—বলকর, বাতপিত্ত ও ককনাশক। শুষ্ক ও অগ্নিমান্দ্যরোগে পদ্যস বিশেষ নিবিদ্ধ। [কাঁটাল দেখ।]

পনসতালিকা (ত্রি) পনস্য বীৰ্য্যেণ ভুতায় বতালং, ভবৎ কল-মত্যাভ্য, ঠন্। কণ্টকিকল। (শব্দমালা)

পনসিকা (জী) পনসবৎ কটকমরাত্তিবিধিতে বভাঃ পনস-
ঠন-চীপ। ক্ষুরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ,—বে রোগে বাহু
কণের প্রকোপ হেতু কণের অভ্যন্তরে বেদনাত্মক অথচ
হিরতর শীতলা উৎপন্ন হয়, তাহাকে পনসিকা কহে।

চিকিৎসক প্রথমতঃ পনসিকারোগে শ্বেদ প্রয়োগ করিবেন,
তাহার পর মনঃশিলা, কুড়, হরিদ্রা, হরিভাল ও দেবদারু
এই সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিলে পত্রপাত
করিয়া ত্রণের দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। (ভাবপ্রকাশ)

ক্ষুদ্রত মতে—এই রোগ বাহু ও সেরা হইতে উৎপন্ন হইয়া
থাকে। এই জাতীয় ত্রণ কর্ণ ও পৃষ্ঠের চারিদিকে
হইয়া থাকে। শালুকের দ্বারা ইহার অবরব। এই রোগ
অতিশয় বাতনাশ্রম। (ক্ষুদ্রত ক্ষুরোগাঃ)

পনস্রা, নাম ধাতু, পনঃ স্ততিমিচ্ছতি কাহ, লুগাগমঃ। ত্বোজ্জেছা।
পরমৈ, অক, সেট। লট পনস্ততি। লুঙ অপনস্তীৎ।

পনস্র্যু (ত্রি) পনস্রা-উ। আপনার ত্বোজ্জেছা। (ধৃক্ ১৩০৮৫)

পনহাল, অযোধ্যা প্রদেশের উনাও জেলার পূর্বা তহনীলের
অদীন একটা নগর ও পনহাল পরগণার সদর। উনাও সহর
হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে কএকটা প্রাচীন
হিন্দু দেবালয় আছে। এক মুসলমান লীরের সম্মানার্থ এখানে
প্রতিবর্ষে ছইবার মেলা হয়, তাহাতে ৪৫ হাজার লোক
আসিয়া থাকে।

পনার, পূর্ণিমা জেলার প্রবাহিত একটা নদী, নেপাল হইতে
এই নদীর উৎপত্তি। পূর্ণিয়ার নিকট এই নদীতে ২৫০ মণ
বোঝাই নৌকা চলিতে পারে।

পনালা, বোম্বাই প্রদেশের কোলহাপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা
গিরিহর্গ। কোলহাপুর নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে
অবস্থিত। হর্গ ভগপ্রায় অবস্থার দণ্ডায়মান থাকিলেও ইহার
অত্যন্তর ভাঙ্গা প্রস্তত্বাহুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের আলোচনা করি-
বার অনেক জিনিষ আছে। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে ভোজরাজ
শিলাহার কর্তৃক এই হর্গ নির্মিত হয়। উক্ত রাজার নামাহুসারে
হর্গের উপরিতাপে একটা উচ্চ তত্ত্ব দণ্ডায়মান দেখা যায়।
এখানে কএকটা গিরিগুহা আছে, পরন্তরায়বিশিষ্ট হর্গের
পূর্ব সীমায় অবস্থিত। তিন দরোজা, বাগ দরোজা ও চার
দরোজাগুলি ভগপ্রায় হইলেও উহার কারুকার্য শ্রমজীবীগণের
গুণগৌরববাক্যক। ভোজরাজের চূড়ার বধ্যভাগে মুসলমান
রাজপণ কর্তৃক দুইটা বড় বড় ‘অধরখানা’ নির্মিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে ঐ সকল গিরিগুহা ধ্যানীদিগের বাস-
স্থানে পরিণত ছিল।

পনাসা, [পরীক্ষা দেখ।]

পনিচবল পুরসোত্তমসুত্ একজন ব্রহ্মচারী। ইনি ধর্ম-
প্রদীপ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পনিরা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মোরঘপুর জেলার অন্তর্গত একটা
নগর। [পৈনা দেখ।]

পনিরালা, পত্রাব প্রদেশের দেয়াইসমাইল খাঁ জেলার অন্তর্গত
একটা গ্রাম। দেয়াইসমাইল খাঁ নগর হইতে ১০ ক্রোশ দূরে,
লালি উপত্যকার প্রবেশপথে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ১৪' ০০"
উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৫' ১৫" পূঃ।

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লাহারাপুর জেলার তমবানপুর
পরগণার অন্তর্গত একটা গড়গ্রাম। এখানে শীতানদীর তীরে
বিকীর্ণ আশ্রয়ন নরনগোচর হয়।

পনিষ্ঠম (ত্রি) পন-কর্মণি ইত্য়, অতিশয়েন পনিঃ তমণ।
স্বতাতম। (সাম্ ১৩৭১৫)

পনিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন পনিতা ইত্য়, ত্বণোলোপঃ। ত্বোজ্জ-
তম। (ধৃক্ ৫৫৯১২) পন-ঈত্য়। পনীত্য় এই অর্থ।
দ্বিগাং তীৎ।

পনিষ্ঠপদ (ত্রি) প্পক-বহুলুৎ-অহ অত্যন্তে নিগাগমঃ।
অতিশয় স্পন্দমান। (অর্থক ৫৩০১৩৬)

পনীত (পারসী) নবনীত হইতে প্রস্তুত খাদ্য জবা (Oheese)।
হৃৎ ও লবণ একত্র জাল মিলে উক্ত জবা প্রস্তুত হয়। ইহার
গুণ উষ্ণ ও কটু।

পনু (জী) পন-উ। স্ততি। (ধৃক্ ১৩০১৩৬)

পান্তানীভট্ট, সময়করতকরচরিতা। ইনি লক্ষণতত্ত্বের পুত্র।

পনু, মহারাষ্ট্রদেশে অমাত্য বা সচিব প্রকৃতি রাজকীয় কর্মচারীর
উপাধি।

পনু (ত্রি) পথি জাতঃ কন্। পথিভাত, পথোৎপন্ন।

পনুপিন্দাবদ, পশ্চিম মালবের অন্তর্গত একটা ঠাহুরাত সম্পত্তি।
[পিন্দাব দেখ।]

পনুপ্রতিনিধি, রাজ্যের প্রতিনিধি বরণ পনু উপাধিধারী
কর্মচারী (Viceroy)। মহারাষ্ট্ররাজপণের সময়ে যে ব্যক্তি
রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতেন, তাহাদের বংশধরের
আখ্যায় পনুপ্রতিনিধি হইরাছে। এই পনুপ্রতিনিধিবংশের
অসংখ্যকীর্তি দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে নরনগোচর হয়। লাহোর
তালুকের অন্তর্গত বাহলী নামক স্থানে ঐশ্বর্য্য ও পনুপ্রতিনিধি-
প্রতিষ্ঠিত ভূস্বর্ষ ও বিধেবর্ষ প্রকৃতি অনেকগুলি স্থল
স্থলির আছে।

পনুলিকা, অপরিহার্য পথ, সন্ধ্যা গমি। (সিদ্ধাবদান ৪৮৫)

পনু (পনু) ব্রহ্মদেশবাসী মুসলমান-সম্প্রদায়। দুনিয়াপ্রদেশ
হইতে ইহার এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করে। ১৮৬৭-

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহার তলিহ নামক স্থানে আগমনের আদিপড়া বিস্তার করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশে ইহার পশ্চিম দিকে থাকত।

পদ্মার (পুং) গিরিতে।

পদ্মাই, চম্পারণ্য দেশে প্রবাহিত একটি নদী। কোমের নদীর পূর্বত হইতে উৎপত্ত হইয়া রাঙ্গনগর রাজ্য মধ্য দিয়া নেপাল সীমান্তে কোরি নগর পর্যন্ত আসিয়াছে। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গী ও পরে দক্ষিণপূর্বদিকে গমন করিয়া মিলাপুত্রের এক ক্রোশ পূর্বে ধোরম্ব নদীতে আসিয়া মিলিয়াছে।

পদ্মাক্তিয়া, ১ মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার মুন্সেলী তহসীলের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জমিদারী। এখানকার সামন্তরাজ রাজগোড় নামে খ্যাত। গড়মণ্ডলের গোড় রাজা তিন শতাব্দী পূর্বে এই বংশের পূর্বপুরুষকে এই স্থানের অধিকার স্বত্ত্ব দান করেন। সর্ব সন্মত এখানে ৩৩২ খানি গ্রাম আছে। ভূপরিমাপ ৪৮৬ বর্গমাইল। ২ মুন্সেলী তহসীলের প্রধান গ্রাম। এখানে সম্পত্তির অধিকারী জমিদারের আবাস বাটী আছে।

পদ্মোল, বাংলাদেশের হারবল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে রাজা শিবসিংহের পুত্রসিংহের পার্শ্বে একটি চিনির কল ও অল্প এক স্থানে জিহতের মধ্যে সুবৃহৎ নীল কুঠীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পদ্মাল্লা, মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার খাণ্ডোবা তহসীলের অন্তর্গত একটি গ্রাম। খাণ্ডোবা নগরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৪২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১৬' পূঃ।

পদ্ম (ত্রি) পন-ক। ১ ছাত। ২ গলিত। (পুং) পন ভ্রাতো পন-ন (কৃৎ) বি-জ পনীতি। উপ্ ৩।১০) ৩ অধোগমন।

পদ্মগ (পুং) পদ্ম অধোগমন পতিত বা গচ্ছতীতি গম-ড পদ্ম্য-ন গচ্ছতীতি বা। সর্প, ইহার পদব্যা গমন করে না এই ভজ ইহাঙ্গিকে পদ্মগ কহে। (বিষ্ণুপুং ১।১৭।৭)

২ ওষধিভেদ। ৩ পদ্মকাক্ষ।

পদ্মগকেশর (পুং) নাগকেশর পুং। (রামনিং)

পদ্মগনাশক (পুং) পদ্মগ-নাশ-ল্য। গরুড়।

পদ্মগময় (ত্রি) পদ্মগ-ময়ট্। সর্পস্কুল।

পদ্মগারি (পুং) পদ্মগানাময়ি। গরুড়।

পদ্মগাশন (পুং) পদ্মগ-সর্প-অস্রাণীতি অশ-ল্য। গরুড়।

পদ্মগী (ত্রি) পদ্মগ-জাতো গীঃ। ১ পদ্মগপত্নী। ২ মনসাঙ্গিবী।

পদ্মজা (ত্রি) পদ্ম বজা বজ্রীঃ চর্মপাতক। (হেম°)

পদ্মজী (ত্রি) পদ্মোত্তরণযোক্তীঃ চর্মপাতক।

পদ্ম, (পূর্ণা) মধ্যভারতের বুদ্ধলগ্ন ও এজেনীর তথ্যাবধারণে

পরিচালিত একটি সামন্তরাজ্য। উত্তরে ইন্দোনেশিয়া, বাল্ল ও চরখারি রাজ্য, পূর্বে কোটি, হুহাল, নাগোম ও অজয়গড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য, দক্ষিণে দমো ও জয়লপুর জেলা এবং পশ্চিমে হুমপুর ও অজয়গড়ের সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাপ ২৫৬ বর্গমাইল। এখানকার অধিকাংশ স্থান বিজ্ঞা-অধিকারী ভূমির উপর অবস্থিত এবং জনসংখ্যা পরিপূর্ণ।

হীরকখনির জন্ম পদ্মা চিরপ্রসিদ্ধ। পূর্বে এই খনিতে প্রচুর হীরক পাওয়া যাইত। সেই সময়ে পদ্মা একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল। এখন আর এখানে স্বল্প বর্গহীন হীরক (Diamond of the first water, or completely colorless) পাওয়া যায় না। বেঙলি পাণ্ডুরায়, তাহারদেব বর্ণ মুক্তাকলের দ্বারা সাদা, হরিতাভ, লীতাভ, লোহিতাভ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা কটাবর্ণবিশিষ্ট। পদ্মসু সাহেব এই স্থান হইতে প্রাপ্ত হীরকজাতীর প্রত্যেক সাধারণতঃ চারি নামে নির্দেশ করিয়াছেন, 'মোতিচল' পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, 'মাণিক' হরিতাভ, 'পদ্ম' কমলা নেবুর মত রং বিশিষ্ট এবং 'বৌসপৎ' কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। এখানে সোহের খনি বিদ্যমান আছে।

মহারাজ হুজালালের সময়ে পদ্মার বখেটে সমৃদ্ধি হইয়াছিল। [হুজালাল ও মুন্সেলগঞ্জ দেখ।] তাঁহার সময়ে এখানে তুখন জিগাঠি, প্রতাপশাহী, শিবনাথ কবি, প্রাণনাথী-সম্প্রদায় প্রবর্তক প্রাণনাথ, নিবাক, পুরুষোত্তম, বিজয়তিনন্দন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দী কবিগণ এখানে থাকিয়া স্ব স্ব কবিত্বের পরিচয় দিতেন।

হুজালাল আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র হুদয়শাহকে পদ্মা (পূর্ণা) রাজ্যদান করেন। তিনি এখানে উত্তম রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার সময়ে লালকবি বিদ্যমান ছিলেন। হুদয়শাহীর ছই পুত্র সত্যসিংহ বা সত্যশাহ ও পৃথী-সিংহ। সত্যশাহ পদ্মারাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহার সময়ে রতন-কবি ও করণভট্ট ছই হিন্দীকবি পদ্মার সত্য উজ্জল করেন।

(প্রায় ১৩৭ পৃঃ)

সত্যসিংহের তিন পুত্র উমানিংহ, হিন্দুপৎ ও কারেত সিংহ। হিন্দুপৎ জ্যেষ্ঠ উমানিংহকে ওপুত্বে বিনাশ করিয়া ও কারেতসিংহকে বন্দী করিয়া শিক্তরাজ্য অধিকার করেন। হিন্দুপৎ অত্যাচারী হইলেও সাহিত্যাহরণী ছিলেন, তিনি মোহনভট্ট, রূপশাহী ও করণ ভাস্কর প্রভৃতি হিন্দীকবিরিদ্ভকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। মহারাজ হিন্দুপতির তিন পুত্র জোয়ী সরবেদ সিংহ (দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে), অনিরুদ্ধ সিংহ ও দোকন সিংহ (জ্যেষ্ঠ মহিষীর গর্ভে)। মৃত্যুকালে হিন্দুপৎ অনিরুদ্ধ

সিংহকেই সুকৃত রাজ্য প্রদান করিয়া দান এবং তাঁহার অগ্রোপ-
সাহসারকালে রাজকার্যনির্বাহের জন্য বেতনও বেশী হইয়াছে ও
কালিঙ্গের কেরানীর ও কোষাধ্যক্ষ কার্যেও তাঁহাকে এই
ইহা ব্যতীত রাজ্যের ভূস্বাম্যধিকার সিদ্ধ করিয়া দান।
উক্তের প্রাতা হইলেও রাজ্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কর্মতা গ্রহণ করি-
বার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতে উক্তের মধ্যে
প্রথমে মনোমালিন্য, শেষে রাজ্য গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল।
কার্যেও শেষে সরমের সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাকে
রাজ্য করিতে অগ্রসর হইলেন, তাহাতে উক্তের মধ্যে কএকবার
যোঁরতর ঘূর্ণ হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে রাজ্য অসিদ্ধ সিংহের মৃত্যু হইল। এখন
উক্তের প্রাতা হইয়া কর্মতা বর্মার রাধিয়ার জন্য ন্যায়ন্যক
ধোকলসিংহকে সিংহাসনে বসাইলেন। তাহাতে সরমের
সিংহ ভয়মনোরাগ হইয়া বান্দারাজ ওমানসিংহের সেনাপতি
বোনী অর্জুনসিংহকে আহ্বান করেন।

অর্জুনসিংহ আসিয়া ধোকলসিংহকে রাজ্য হইতে তাকা-
ইয়া দিয়া এখন বান্দারাজের নামে পমারাজ্যের অধিকাংশ অধি-
কার করিয়া বসিলেন এবং শিববান্দারাজ ওকলসিংহের অভি-
ভাবকরূপে আপনাই ভোগ করিতে লাগিলেন। সরমেরসিংহ
এরূপে পুনরায় হতভাস হইয়া হিন্দুগুপ্তপ্রদেশ রাজনগর নামক
স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তথায় মূলমাল্যবীর গর্ভজাত
হরসিংহ নামে এক পুত্র রাধিয়ার ইহলোক ভাগ করেন।

এদিকে ধোকল সিংহ অনেক চেষ্টার পর গৈতুকরাজ্য
উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকদিন রাজ্য
ভোগ করিতে হইল না। কিশোরসিংহ নামে তাঁহার এক অবৈধ
পুত্র সিংহাসন লাভ করিলেন।

উৎসাহেরা বুলেনগুও অধিকার করিলে এই কিশোর-
সিংহ তাঁহাদের সহিত প্রথম সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। বৃটীশ
গবর্নমেন্ট ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে এক সনদ প্রদান করেন।
তাঁহার সত্য প্রবেশ নামে একজন দ্বিতীয় কবি থাকিলেন।
কিশোরসিংহ ক্রমে অভিশ্রম প্রকাশিত হইয়া উঠিলেন।
তাঁহার অস্ত্র কার্যের জন্য তিনি রাজ্য হইতে নির্বাসিত
হইলেন ও হরবংশরাজ্য রাজ্যের শাসন-অধিকার লাভ করি-
লেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে কিশোর সিংহ নির্বাসন অবস্থার
প্রাপ্তভাগ করেন। হরবংশ প্রাতা নরপতিসিংহের সহযোগে
রাজকার্য চালাইলেন। নরপতিসিংহ বড় কবিতারসঙ্গী ও
রিয়োগাঙ্গী ছিলেন। তিনি বনভ্রম, ভোগসিংহ, হরিনাস
প্রভৃতি দ্বিতীয় কবিগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে
হরবংশ রাজ্য মৃত্যু হইলে নরপতিসিংহ রাজ্য হইলেন। তিনি

(১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে) সিংহী বিজয়কালে ইংরাজসিংহকে
বন্দিত লাহার করিয়াছিলেন, তখন তিনি ইংরাজ গবর্নমেন্ট
হইতে ২০০০০ টাকা মূল্যের একটা পোষাক, পোষাপুত্র-
প্রবেশের ক্ষমতা ও ১১টী মাত ভোগ লাভ করেন। মহারাজ
নরপতিসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার আত্মপুত্র নরপ্রভাপ
শ্রীম অন্বেষণের হাতে উক্ত সনদ ও খেলাত পান। রাণী
বিজয়সিংহের ভারতবর্ষী উপাধিগ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীস্থলে তিনি
উপস্থিত ছিলেন ও ১০টী মাত ভোগ প্রাপ্ত হন।

২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৪০'
০০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩০' ৪৫" পূঃ। নগরটি পরিষ্কার পরি-
চ্ছন্ন ও অট্টালিকাধি পরিপোষিত। এখানে অনেকগুলি বড়
বড় মন্দির আছে, তন্মধ্যে বসন্তেশ্বর মন্দিরই প্রধান। স্তম্ভ
প্রাসাদের একটা ধ্বংসের মেলের উপর লোপার কাপড় আঁধারিত
করিয়া তরুণের প্রাণনাথের প্রাণ রক্ষিত আছে। প্রাণনাথ কল্পিত
সত্য হিন্দু ও মুসলমানসিংহের ধর্মপ্রাণ পাঠ করিয়া উক্ত
ধর্মাবলম্বীকে এক মতে আলমের চেষ্টা করিয়া স্তম্ভ মত প্রচার
করেন। তন্মতাবলম্বীগণ এই গৃহকে অতি পবিত্র বোধ করে।

পমারগার (পুঃ) গোত্রপ্রবর্তক প্রবর্তক। তত্তাপত্য ইঃ।
পমারগারি, তত্তাপত্য। বহুবে ইতো লুঃ, পমারগারি, তাহার
অপত্য লকল।

পল্লি (বা পরিয়ার), মলবার উপকূলবাসী একটা জাতি।
চামরাস ও দাসত্ব ইহাদের প্রধান উপকীর্ণিকা।

পল্লিগার, জাতিবিশেষ। ইহারা চর্মের উপর নোখালীর
কার্য করে।

পল্লিয়ার, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটা
নগর। গোয়ালিয়ার দুর্গ হইতে ৬ কোশ দক্ষিণপশ্চিমে
অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৩' ১২" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২' ২" পূঃ।
এখানে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২২এ ডিসেম্বর ইংরাজ-সৈন্তের সহিত
মহারাজ-সৈন্তের ভীষণ যুদ্ধ হয়। বেজর জেনারেল প্রো অগ্রো-
নগর হইতে লুইউগ পাক-পরিচালিত ইংরাজবাহিনীর সহিত
মিলিত হইবার জন্য চাঁদপুরের নিকট সিদ্ধলক্ষী পার হইয়া ৮
কোশ অগ্রসর হইলে যজ্ঞের প্রাঙ্গণের নিকট তিনি মর্যাদা সৈন্ত
কর্তৃক আক্রান্ত হন। ইংরাজগণ পরিয়ারে চলিয়া আসিয়া
হাউসী স্থাপন করিলেন এবং উপস্থাপি আক্রমণ ও পূর্ণ যুদ্ধে
নষ্ট কামানাদির উদ্ধার করিয়া মর্যাদাসৈন্তকে পরিয়ার হইতে
তাকাইয়া দেন।

পল্লিক (পুঃ স্ত্রী) পাদো নিকট, একদেবিসং বাহুল্যকান্দ পদা-
লেশ্য। নিকট চতুর্ভাগ। যে স্থলে পদাংশ হইবে না,
তথায় পাদনিক এইরূপ পদ হইবে।

পল্লাপুর, একটি প্রাচীন নগর। বিখ্যাত এক সমরে এই
নগরের সীমাকৃত ছিল। এখানে প্রাচীন পল্লাপুর নগরের
চূর্ণ ও ভগ্নপরিহৃত ভাঙ্গারি কংসারবেশে নষ্ট হয়।

পয়, গতি। জ্বাতি, বসন্তে, লক, সেই। লই পয়তি। লোই পয়তি। লিই পয়তি। লুৎ অপরীৎ। লুই পয়তি।

পয়স্বর, বিশ্বাসীদিগের মধ্যে দাসবন্দীগণের একপ্রকার বিবাহপ্রথা। এরূপ বিবাহে গ্রীষ্ম উপর স্বামীর কোন অধিকার থাকে না, নামে রাজ্য বিবাহ করিয়া স্বামী অজীতহানে চলিয়া যায়। রমণীর বর্তমান পুত্রগণ এই পিতার নামে বিক্রীত হয়। এই পুত্র বা কন্যার উপর উক্ত রমণীর একমাত্র অধিকার থাকে।

পয়স্বাই, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে প্রবাহিত একটা নদী। পশ্চিমবাট পর্যন্ত হইতে উত্তিত হইয়া অরুণী নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

পয়, গতি। জ্বাতি, আশ্বনে, লক, সেই। লই পয়তে। লিই পয়তে। লোই পয়তে। লুৎ অপরীৎ।

পয়ঃকন্দা (গ্রী) পয়ঃ কন্দে বস্তাঃ। কীরবিদারী, ভূইকুমড়া। পয়ঃকুণ্ড (গ্রী) পয়ঃকুণ্ড।

পয়ঃপাম্ (পারসী) বার্ভা, পয়, খবর।

পয়ঃপাশ্বর (পারসী) বার্ভাবহ, যে ব্যক্তি জৈবরের কথা জানবকে জানায়।

পয়ঃজার (পারসী) জুতা, চটি জুতা।

পয়ঃদা (পারসী) ১ প্রকাশ। ২ সাধারণ। ৩ জাত, প্রকাশিত।

পয়ঃনাম (পারসী) অধীন। অহুগ্রহপ্রার্থী।

পয়ঃনামী (পারসী) অধীনতা।

পয়ঃনালা (দেশজ) পয়ঃপ্রাণী, জল চলিবার পথ।

পয়ঃমন্ত (দেশজ) ১ পয় আছে বার। ২ শুভলক্ষণযুক্ত।

পয়ঃমাল (পারসী) নষ্ট, ধ্বংস।

পয়ঃপয়োক্ষী (গ্রী) পয়ঃপ্রচুরা পয়োক্ষী, যথাপদার্থে কৰ্মধা। নদীভেদ।

পয়ঃপান (গ্রী) ছদ্মপান।

পয়ঃপুর (পুং) পুষ্করিণী বা হ্রদ।

পয়ঃফেনী (গ্রী) পয়ো ছদ্মমিব কেনং বস্তাং গৌরাদিত্যং জীব। একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ছদ্মফেনী ফুল। (রাজনিং)

পয়রা (দেশজ) ১ একপ্রকার তরল শুড়। ২ খেজুর রস।

পয়ঃশয় (পুং) পরস্যাঃ চরঃ সমুহঃ। জলসমূহ। পূর, বেগি।

পয়ঃস্ (গ্রী) পয়ঃতে পীরতে বা পয়ঃ গতো পানে বা অহুঃ। ১ জল। ২ ছদ্ম। (যেহিনী)

“সূর্য্যাদবহরঃ প্রাভবরাসোনোবকেন বা।

পয়োমূলকলৈক্যপি পিতৃভ্যঃ শ্রীতিমাবহনুঃ” (মহাসং ৩।৮১)

৩ অর। ৪ রাজি। (নিবন্ধে)

পয়ঃসা (দেশজ) তাম্রস্রাবিশেষ।

পয়ঃস্ব, প্রবতি (পারসী) কজ্বাতি, অক, সেই। লই পয়তি। লোই পয়তি। লুৎ অপরীৎ।

পয়ঃস্ত (জি) পরসো হৃদয় বিকারঃ, ভয় বিহত বা পরস-বৎ। (পোপারসোর্বৎ। পা ৪।৩।৩০) ১ পরোবিকার, হৃদয়, হৃদি প্রকৃতি। ২ পরোহিত। (যেহিনী)। (পুং) পরঃ শিবজীতি বৎ। ৩ বিজ্ঞান। (শকটং)

পয়ঃস্তা (গ্রী) পরত-টাপু। ১ ছদ্মিকা। ২ কীরকাকোণী। ৩ অকশুপিকা। ৪ ভূইখিনী ফুল। ৫ আদিকা। (যেহ) ৬ অপরীতি। (যেহিনী)

পয়ঃস্বৎ (জি) পরম্ অভ্যর্থে বহুণ্ মত বঃ, সাত্বত্বং ন পদ-কার্যং। ১ জনবিশিষ্ট। ত্রিবাং জীপু। ২ নদী।

পয়ঃস্বল (জি) পরোহিত্যত বলহ, সাত্বত্বং ন পদকার্যং। ১ জন-যুক্ত। ২ ছাগ। (রাজনিং) ত্রিবাং জাতিত্বং জীপু।

পয়ঃস্বিন্ (জি) পরোহিত্যত বিনি ন পদকার্যং। ২ পরো-বিশিষ্ট। ত্রিবাং জীপু। ২ নদী। ৩ খেজুর। ৪ রাজি। (যেহিনী) ৫ কাকোণী। ৬ কীরকাকোণী। ৭ ছদ্মফেনী। ৮ কীরবিদারী। ৯ ছাগি। ১০ জীবজী। (জাবপ্রং) প্রথম জলযুক্ত হইয়া পরস্বিনী শব্দে গন্ধকে বুঝায়।

“পর্যাপরকলপ্রাণিঃ পাচনী চ পরস্বিনী।” (কাশিখং ২৯।১০৬)

১১ গায়ত্রীব্রহ্মণা মহাদেবী।

“প্রজাবতী হুতা পৌত্রী পুত্রপুত্রা পরস্বিনী।” (যেহীতাপং ১২।৬।৯৬)

পয়া (গ্রী) শুষ্ক। (বৈদ্যকনিং)

পয়াম, আশ্বনে পয়ঃ ইচ্ছতি, কাণ্ড, নামধাতু। পয়ঃ পানেন্দ্র। আশ্বনে, অকং সেই, বাহলক্যং ন-লোপঃ। লই পয়ঃতে, পরঃতে।

পয়াম (দেশজ) বলভাব্য হ্রদোভেদ। সচরাচর এই হ্রদে এক একটা পঙ্ক্তিতে ১৪টা করিয়া অক্ষর ও এইরূপ দুই পঙ্ক্তির শেষ অক্ষরে মিল থাকে। প্রাচীন বাংলায় ১৪টা অক্ষরের স্থানে কোথায় ১৬ হইতে ১৮টা পর্যন্ত অক্ষর দৃষ্ট হয়।

পয়োগড় (পুং) পরসো গড় ইব। ১ বনোপল। ২ বীপ। (শকটং) পয়োগল (পুং) পরো গলতি যথাং গল—অপাদানে ক। ১ বনোপল, চলিত করকা। ২ বীপ। (শকটং)

পয়োগ্রহ (পুং) পরসো হৃদয় গ্রহঃ, আধায়ে-অচ্। যজির পাজভেদ। (কাত্যং শ্রৌঃ ১০।২।১০)

পয়োগ্রন (পুং) পরস্য বয়ঃ নিবিকঃ। বর্ষোপল। (হারাং)

পয়োগ্রমন্ (পুং) পরসো জল বস্তাং। ১ শেখ। ২ সুতক।

পয়োগ্রদ (পুং) পরো দধতি দা-ক। ১ শেখ। ২ সুতক। ৩ বহু-বৃণপুত্রভেদ। (হরিশং ৩০ অং) (গ্রী) ৪ কুমারাহুতর দা-ভেদ। (ভারত সত্যং ৪৭ অং)

পরোত্রিত (জি) বহুভূতি বস: ৫-অহ্। পরসো, হৃদস্য জলত বা বস:। ১ ব্রীকন। ২ মেধ। ৩ বৃত্তক। ৪ কোষকর। ৫ অ্যরিকেল। ৬ কশেক। (মেদিনী)

পরোত্রিতা, নদীবিশেষ। (সহ্যাদি ১০৪)

পরোত্রিতা, নদীভেদ। ঘোষাই প্রেসিডেন্সীর আশ্বননগর জেলার কলস-বুদ্রাখ গ্রামের উত্তরাংশে প্রবাহিত। এখন ঐ নদী এবরা নামে খ্যাত।

পরোত্রিত (পুং) পরোত্রিতাতি ধা-অজন্। ১ সনুজ। ২ জলা-ধার। (উচ্ছল)

পরোত্রিতা (স্ত্রী) পরসং জলাসং ধারা। ১ জলধারা। পরসং ধারা বহু। ২ নদীভেদ। (হরিশ্চ ২৩৩ অ°)

পরোত্রি (পুং) পরাসি বীরভেদম্ভিন, ধা-কি (কর্ণপাণি-করণে চ। পা ৩৬৯০) সনুজ।

পরোত্রিক (স্ত্রী) পরোত্রো সনুজে কারতি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক। সনুজকেন। (রাবনি°)

পরোত্রি (পুং) পরাসি নিবীরভেদম্ভিন ধা-ধারণে অধি-করণে কি। সনুজ। "ন গণিতং বসি জম পরোত্রি বহুশিরঃ হিতিক্রমপি বিশ্বতা।" (নৈষধ ৪৮০)

পরোত্রুচ্ (জি) পরোত্রুচ্চি সূচ-কিপ্। ১ জলসূচ্, মেধ। ২ বৃত্তক।

পরোত্রুততীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

পরোত্র (পুং) পরোত্রা রাতীতি রা-ক। থরির। (শব্দচ°)

পরোত্রতা (স্ত্রী) কীরবিধারী। (রাবনি°)

পরোত্রাহ (পুং) ১ মেধ, যে জল বহন করে। ২ বৃত্তক।

পরোত্রু (জি) জলপ্রাবিত, জলপরিবর্তিত। "উত সূতো পরোত্রুধা মাকী" (শব্দ ৮১২৪২) "পরোত্রুধা পরস উদকস্য বর্জরিকো" (সারণ)

পরোত্রিত (পুং) পরোত্রিতপাননাম্যো ব্রতঃ। পরোত্রিত পান-রূপ ব্রতবিশেষ।

"পুণ্যং তিথিং সমাসান্য যুগমবত্তরাদিকং।

পরোত্রিতত্রিরাত্র্য ভাসেকরাজমখাপি বা ৪"

(মৎসপুরাণ ১৫২ অ°)

পুণ্যতিথিতে ত্রিরাত্র্যসাধ্য বা একরাত্র্যসাধ্য পরোত্রিত করিবে, এই ব্রতে কেবল জলমাত্র পান করিতে হয়।

এই ব্রত দুই প্রকার, প্রাপ্তিভাস্যক ও কাম্য। (মহু ১১১৪৪)

২ যজ্ঞীকৃত ব্রতভেদ। এই ব্রতের বিবরণ ভাসবতে লিখিত আছে,—কান্দন নদীর তরুণকে প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশী পর্যন্ত ১২ দিন এই ব্রতের অব্যাহত করিতে হয়। প্রত্যহ্নে প্রোক্তকৃত্যাদি সমাপন করিয়া

নবাহিতকিতে তগবান্, ঐক্যের কথাবিশ্বাসে পূজা করিতে হইবে। এই ব্রতে পরোত্রিত করিয়া থাকিতে হুয়, এই ব্রত এই ব্রতের নাম পরোত্রিত হইরাছে। এই ব্রতাহতান-কালে কোনরূপ অনব্যাপ্য বা অন্ন কোন প্রকার নিষিদ্ধ কর্তব্য করিতে নাই। এই ব্রতে ঐক্যের পূজাই প্রধান। ব্রত সমাপন হইলে ব্রাহ্মণভোজন ও ব্রতাহতাদি উৎসব করিতে হয়। এই ব্রত সকল ব্রত ও ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বেহেতু ইহাতে তগবান্ বিষ্ণু প্রীতলাভ করেন। এই ব্রতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়—

"ঐং দেব্যাবিবরাহেণ যস্যাঃ হানমিহতা।

উকৃতাসি নমস্তত্যং পাণ্ডুর্যং মে প্রণামঃ ৪"

ইত্যাদি। (ভাগবত ৮১৩ অধ্যায়ে এই ব্রতের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।)

পরোত্রু, নদীভেদ। তাপী নদীতে আসিয়া মিলিত হইরাছে। (তাপীখণ্ড ৭১১৪)

পরোত্রী (স্ত্রী) বিদ্যাচলের দক্ষিণদিকে প্রবাহিত নদীবিশেষ। রাবনির্ধক্টের মতে, পরোত্রী নদীর জল রুচিকর, পবিত্র, পাপ ও সকল আঘাতনাশক। সুখ, বল ও কান্তিপ্রদ এবং লঘু। ইহার বর্তমান নাম পারহুনি।

পরোত্রীজাতা (স্ত্রী) পরোত্রী জাতা বতঃ, পূর্বোদয়ানি-খ্যং সাধুঃ। সরস্বতী নদী। (রাবনি°)

পন্ন (স্ত্রী) পূ ভাবে কর্তরি বা অপ্ (প্রদোরপ্। পা ৩০৫৭) ১ কেবল। ২ মোক্ষ। ৩ ব্রহ্ম। ৪ ব্রহ্ম।

"যে ব্রহ্মণি বেদিতব্যো পরকপারমেব চ।" (ত্রিতি)

৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩১৪৯২০) ৬ ব্রহ্মার আয়ু।

"এবম্ ব্রহ্মণো বর্ষমেকঃ বর্ষশতম্ তৎ।

শতং হি তত্ত বর্ষাণাং পরমিত্যভিধীয়তে ৪" (মার্ক ৪৬৪২)

(পুং) ৭ শত্রু। (রঘু ৭১৬৭) ৮ শিব। (ভারত ১৩১৭১৭)

(জি) ৯ শ্রেষ্ঠ।

"পরমোহনার যুক্তো নিকরণো তরুণি তব কটাকোহয়ং।

বিশিখ ইব কলিতকর্ণঃ প্রবিশতি হৃদয়ং নিঃসরতি ৪"

(আর্যাসপ্তশ ৩৫৫)

১০ দুঃ। ১১ অজ্ঞ। ১২ উত্তর। (মেদিনী)

১৩ নৈমারিকদিগের মতে ব্রহ্ম, ৩৭ ও কর্ণভূতিসত্তা,

ব্যাপকসামান্য।

"সামান্যং দ্বিবিং প্রোক্তং পরকপারমেব চ।

ব্রহ্মাদিকর্ষভূতি সত্তা পরভরোচ্যতে ৪

পরভিরা কু বা জাতিঃ সৈবাপরভরোচ্যতে ৪

ব্রহ্মবাদিকর্ষভূতি পরাপরভরোচ্যতে ৪" (ভাবাপরি° ৮-৯)

সামান্য হই একাক্ষ, পর এক অপরা। ত্রয়, ত্রয় ও কৰ্ম এই তিনে যে বৃত্তি অর্থঃ নভা, তাহাকে পরাক্রান্তি কহে। পরক্রিয়া জাতিঃ সশি অপরা জাতি। [জাতি বোধ]

১৪ প্রেতবাচকার্থে পরম্ব প্রয়োগ হইয়া থাকে। ত্রয়বৈবৰ্ত্ত-পুৰাণে লিখিত আছে, অরদাতা হইতে অজীষ্ট দেবতা শতগুণ পর (প্রেত), তাহা হইতে বিদ্যাবরদাতা শতগুণ ওক।

“অরদাতুঃ শতগুণোজীষ্টদেব্যঃ পরঃ বৃত্তঃ।

শতগুণাং শতগুণো বিভাবরপ্রদায়কঃ ॥” (ত্রয়বৈবৰ্ত্তপুঃ ৪৪অ)

পর শব্দের বোণে পরকীর্ত্তি বিতক্তি হইয়া থাকে। ১৫ বোধে-ছায়া উভারিত। “বৎ পরঃ শব্দঃ স পরার্থঃ” (সাংখ্যাত্ম্য) পরঃকৃৎ (জি) পরঃ কৃৎ প্য পরকীর্ত্তিবাৎ হুই। কৃৎ হইতে পর। (ছায়াপাঃ উপঃ ১৩৫৫)

পরপুংস্ (পুং) পরঃ অস্তঃ পুংসঃ, পারকীর্ত্তিবাৎ হুই। যপুংস্ হইতে অস্ত পুংস্। “বৎ পরঃ পুংসা বা পত্নী তাৎ।” (শতঃ ব্রাঃ ১৩১২১)

পরঃশত (জি) শতাৎ পরঃ। শতাবিক সংখ্যা।

পরঃশব্দ (অব্য) ষো দিনাৎ পরম্বঃ পরঃ শব্দঃ, পরঃ সহস্রাৎ পারকীর্ত্তিবাৎ হুই। পরদিন, চলিত পরশত। কেহ কেহ বলেন—অতিক্রান্ত পূর্বতর দিন, যে দিন সিরাছে, তাহার পূর্বদিন, কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ সৌগ। আগামী দিনের পরদিনই পরঃশব্দ, এইরূপ প্রয়োগই সাধু। কেহ কেহ হুটাপন ইচ্ছা করেন না, তাহাদের মতে ‘পরঃশব্দ’ এইরূপ পদ হইবে।

পরঃষষ্টি (জী) পরঃ ষষ্ঠে নিপাতনাৎ হুটাপনঃ। ১ ষষ্টির অবিক সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যাযুক্ত। (শতঃ ব্রাঃ ১৩১২১)

পরঃসহস্র (জি) সহস্রাৎ পরঃ নিপাতনাৎ হুটাপনঃ। সহস্রাবিক সংখ্যা।

পরউর্বা (জী) উর্বাঃ পরঃ। উপসম্বৃত্তে। “উপসম্বৃত্তি একত্রব্যাদিবৃদ্ধ্যা ত্রত্ববুদ্ধির্বাতি তাঃ পর উর্বোরূপসমঃ কেচ-নাহুতিষ্ঠতি” (শতঃ ব্রাঃ ৩৪৪১২৬ ভাষ্য)

পরক (পুং) কেশরাজ। (বৈদ্যকনিঃ)

পরকই, যাত্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। অগস্ত্যেশ্বর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত, এখানকার মন্দিরাদিতে তামিল গ্রন্থ ও তুলু অক্ষরে লিখিত ১০ ধানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

পরকর্মন (জী) পরের কার্য।

পরকর্মনিত (জি) পরকার্যে নিযুক্ত (দাস)। (বৃহৎসং ৩৮৩৬)

পরকলত্র (জী) পরস্ত্রী।

পরকলত্রাভিগমন (জী) পরস্ত্রীগমন। অস্তের জীর সহিত কুসংসর্গে লিপ্ত হইয়া।

পরকার্য (জী) অস্তের কার্য।

পরকীর (জি) পরতের পর-হ (সহান্বিত্য)। পাঃ ৪২৩০৬) ভত্তঃ কৃপাগমঃ। পরসম্বি। “পরকীরশিপানেনু স দ্বারাক কদাচন।” (মহুঃ ৪২০১)

পরকীর (জী) পরকীর-টাপু। দারিকাত্তে। শুণ্ডভাবে বাহার পর পুরুষের প্রতি অহুয়ান, তাহাকে পরকীর কহে। ইহা হুইপ্রকার, পরোয়া ও কতকা। কতকাগণ পিজ্জাদির অধীন থাকে, এই অস্ত পরকীর। কতকার সকলপ্রকার চেষ্টা গোপনীয়।

শুণ্ডা, বিদ্যা, লক্ষিতা, কুলটা, অহুশরানা ও হুসিতা প্রভৃতি দারিকা সকল পরকীরের অন্তর্ভুক্ত। শুণ্ডাদারিকা তিন প্রকার—বৃন্তহরতপোপনা, বর্ত্তিযামানহরতপোপনা ও বর্ত্তমানহরতপোপনা। বিদ্যা হুইপ্রকার, বাগবিদ্যা ও ক্রিমা-বিদ্যা, অহুশরানা দারিকা তিনপ্রকার। (রতিনঃ)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে পরকীর দারিকা লব্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

“অপ্রকাশে বার রতি পরপতি সনে।

পরকীর তাহারে বলয়ে কবিগণে ॥

উড়া আর অহুড়া বিদেশ হয় তার।

উড়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে বার ॥

অহুড়া সে জন বার হয় নাহি বিরা।

পিজ্জাদি অধীন হেতু সেও পরকীর ॥

অনুচ্চ।—শুন শুন শ্রোণ ঝু পিরাইয়া মুখ মধু

এমত করিলে বশ কত গুণ কব হে।

অস্ত সঙ্গে যদি পিতা করে যোরে বিবাহিতা

কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়ি রব হে ॥

এমত করিবা কর্ম নহে যেন ত্রীর বর্ষ

বুকে মুখে হলে দাগ কলঙ্কিনী হব হে।

বাবৎ না বিভা হয় তাবৎ এমন ভর

তাবতি এমত পীড়া হুজনেতে লব হে ॥ ১ ॥

উচ্চ।—আপনার পতি আছে সন্না তারে পাই কাছে

তথাপি দারুণ মন পর লাগি মরে গো।

লঙ্কেত তরুর মূলে লঙ্কেত মল্লীর কূলে

বাটে ভাঙ্গা মঠে মাঠে অন্ধকার ঘরে গো ॥

কিঙ্করী ককণ রোল লুকায়ে হুখন কোল

রমণে নাহিক হুখ কোটালের ভরে গো।

পরপতিরতি আশ বর ছাড়ি পরবাল

হুখ যদি নহে লোক তবে কেন করে গো ॥ ২ ॥

পরকীর ভেদ।—বিদ্যা লক্ষিতা শুণ্ডা কুলটা হুসিতা।

পরকীর নানাতের প্রাচীন লিখিত।
 বিদ্যা।— বিদ্যা বিদ্য হর বাক্য আর কালে।
 কথা শুনি কার্য দেখি বুঝিবা অব্যাহত।
 বাধিত।— চিরপরবাসী বাণী বিরহে কাতরা আমি
 বসন্তে মাতিল কাম কেননে বা থাকিব।
 প্রভুর কুসমোদ্যান বড় যনোহর স্থান
 মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে বাইব।
 ডাকি পিক অলিঙ্গুল হুটে নানা পাতিল কুল
 গাইরা প্রভুর গুণ রজনী গোহাইব।
 করিতে আমার ভব হইবে বহির নব
 সেই বধু তারে দেখা সেই স্থানে পাইব। ৩৩
 ক্রিয়া-বিদ্যা।— জুহে তরে পতি আছে রামা বসে তার কাছে
 ইশারার উপপতি শিক ডাকে ডাকিল।
 রামা বলে হলো দার পাছে পতি টের পায়
 না দেখি উপায় ভেবে তরু হয়ে রহিল।
 কোকিল ডাকিছে হোর কাম তরে পাচে বোর
 প্রান্ত আছে নিজে যাও বলা চকু ঢাকিল।
 আগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাক বনপ্রিয়
 আর কি তোমারে ভর বলা হই রাখিল। ৩৪
 লক্ষিত।— পরপতি রতিচক্ ডাকিতে না পারে।
 লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে।
 আমি প্রভু দেখে এলে রতিচক্ কিসে পেলে
 সোহাগ পঙ্কু মরে সতীপনা হরিলে।
 তুমি এলে বাক্য পায়ে দেখিতে আইতু ধার্যে
 আছাড় খাইছ পথে সে তব না করিলে।
 মুখে বল দস্তচক্ বুক বল নখে ভির
 আলু থাপু বেশ দেখি বুঝি লভা ধরিলে।
 নষ্ট হই ছই ছই তোমা বিনা কার নই
 কলঙ্ক এড়াইবে নাহি সে জন না মরিলে। ৩৫
 গুণ।— হৃদয়ে হতেছে হবে পর সঙ্গে রতি।
 গুণ করে যে জন সে জন গুণমতি।
 মুখে বুক দেখি দাগ শান্ত্রী করন রাগ
 একেতো বিরহে মরি আর এই ভর লো।
 কামিরা গোহাই নিশা আবেশে হারাই নিশা
 কেনন কেনন করে অধর কদর লো।
 তন নিঃ সখাখান্ডে অধর পীড়িতা দাঁতে
 কোন মতে নিবারণ করি এ সময় লো।
 এইরূপে বিবাহাতি রাখিরাহি কুল জাতি
 চকু ধার্যে ভু লোক কত কথা কর লো। ৩৬

হুগটা।— পতি কোলে থাকি বার অনেকতে কাম।
 হুগটা ভাবারে বলে পতিতে নবাক।
 ওরে বিধি নিরাকরণ কি ভোর করিব গুণ
 হুগটার আশা পূর্ণ করিতে না পারিলি।
 হত পব চকু কণ নিলি ছই ছই বান
 উড়িবারে ছই আমি পাখা নিতে নারিলি।
 চৌক ভবনে বসত পুরুষ বিবিধ মত
 লবার বুঝিত বল তাই বুকি মারিলি।
 এ হুগ বা কত সব অভের কি কথা কব
 চকুধরকে গুণ ভবু ছই নারিলি। ৩৭
 হুদিত।— পর সঙ্গে রতি আশে উন্নাসিতা বেই।
 বিদ্যহীন দেখিরা হুদিতা হর সেই।
 প্রবাসে রয়েছে পতি ননী প্রহৃতবতী
 বিধবা শান্ত্রী ওই দৃষ্টহীন রর লো।
 দেবর বিলাস রাস বস্তুর ভবনে বার
 মন মন গন্ধবহ বিবরে মগ্ন লো।
 অত গেছে দিনমণি বতক রসিক ধনি
 ওই গুন বংশীধনি করয়ে ললিত লো।
 রোমাঞ্চ হতেছে যোর খসিছে কাঁচলি ডোর
 কেন সই গুণধর হয়েছ কল্পিত লো।
 পরকীর জুখ বত বরে বরে তনি কত
 অভাগীর ধর্মভর এত করা মরি লো।
 পুর পুরুষের জুখ সেবিলে যে হয় জুখ
 একি জালা সদা জলি হরি হরি হরি লো। ৩৮

পরকৃতি (প্রী) অভের কৃতকাব্যের চরিত্রাখ্যান।
 পরকেশরী, চৌগবংশীর একজন রাজা। কংবংশীর রাজা
 হতিমজের শাসনে ইহার নামোন্মেষ আছে। লম্ববতঃ ইনিই
 মহারাজার কোপরকেশরী বর্ষা।
 পরকেশরীচতুর্বেদীমঙ্গল, কাবেরী নদীর তীরবর্তী এক-
 থানি গ্রাম। বীরচোল নামক জনৈক সুব্রাহ্মণ এই গ্রাম
 ১০০ জন ব্রাহ্মণকে দান করেন।
 পরকেশরীবর্ষা, চৌগবংশীর জনৈক নরপতি। কেহ কেহ
 ইহাকে বীর রাজেন্দ্র বেন; আবার কেহ বা ইহাকে পূর্ণ
 চান্দ্রা বংশীর ২য় কুলোত্তর চোড় বলিরা অধ্বান করেন।
 ২ রাজা রাজেন্দ্র চোলেরও এই উপাধি ছিল।
 পরক্রেম (পুং) পরবর্ত্তি ক্রম—অত্যন্ত কলহাত শব্দের একটা
 ব্যঞ্জন বর্ণের পর আর একটা ব্যঞ্জন বর্ণ। (বক্ প্রোতি ১৫)
 পরক্ৰাখিন্ (পুং) কথাবার্ত্তাক একজন বোকা। ইনি
 হুকপকে বুদ্ধ করেন। (বহাভা প্রোপণ)

পরক্রান্তিজা (জী) বোমনাখিকা জা। "ক্রান্ত্যোক্তে
বিদ্যাবীভ্যক্তা পরক্রান্তিভ্যোক্তে" (স্বর্গসি)

পরকুস্ত্রো (জী) বেদান্তে লিখিত কুস্ত্র কবিতা।

"তথৈব তৈত্তিরীয়াণাং পরকুস্ত্রা ইতি বৃত্তম্।" (বারুপুৰাণ)

পরকেন্দ্র (জী) পরস্য কেন্দ্রং পজ্যাদি। পরপরী।

"তো তু জাতৌ পরকেন্দ্রে প্রাপিনৌ প্রোক্ত্য চেষ্ট চ।

দতানি হব্যকথ্যনি নান্যরেতে প্রদারিনাং ॥" (মহু ৩।১৭৫)

২ পরপরীর। ৩ পরভূমি। (মহু ৮।৩৪১)

পরপথ (দেশজ) ১ পরীক্ষা, ভালমন্দ বিচার করা। ২ অল্পসন্ধান,
খোজ খবর।

পরপ্তদার (পারসী) ১ পরীক্ষাকরণ। ২ অল্পসন্ধান করণ।
৩ পরীক্ষাকারী।

পরপ্তদারী (পারসী) পরীক্ষাকারী।

পরপ্তাই (দেশজ) ১ পরীক্ষা। ২ অল্পসন্ধান।

পরপ্তাম্, মথুরা জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম, আগ্রা
নগর হইতে ২৫ মাইল এবং মথুরা হইতে ১৫ মাইল দূরে একটি
নিম্ন মৃত্তিকাত্মপের উপর অবস্থিত।

এখানে জাখাইয়ার মাজার লজ মাঝমাসে প্রতি রবিবারে
মেলা হয়। বর্তমান কালে এই গ্রামের বিশেষ কোন উল্লেখ
যোগ্য ঘটনা না থাকিলেও, এখানে শকুন্তলিগণের শাসন সময়ের
অসংখ্য প্রস্তর মূর্তি পাওয়া যায়। একটি ৭ ফিট উচ্চ মস্তব্য-
মূর্তি (সাধারণে দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ) ভগ্নপ্রায় হইলেও
ইহার পূর্নকার গঠন ও মস্ত্যতা এখনও হ্রাস হয় নাই। ইহার
পরিচ্ছদাদি স্বতন্ত্র, পরবর্তী শকুন্তলিগণের শাসন সময়ে
খোদিত মূর্তির পরিচ্ছদ হইতে ভিন্ন। গলদেশে একপ্রকার
মালা বিবর্তিত, কিন্তু তাহার পশ্চাতে ৪টা খাঁপা ফুলিতেছে।
ইহার গলদেশে যে লিপি লিখিত আছে, উহাই আগরের
লিপি। উহার অক্ষরগুলি সম্রাট অশোকের সময়ের লিপির
অনুরূপ। মূর্তিটা দেখিলে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর বলিয়া বোধ হয়।
দুইটা হস্তই ভাঙ্গিয়া বাওয়ার এই মূর্তি কাহার তাহা নিশ্চয়
করা যায় নাই।

পরগাঁও, ১ বোখাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটি
গ্রাম। পাটন হইতে ১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।
এখানে তুকাই দেবীর উদ্দেশে একটি মন্দির নির্মিত হয়।
ঐ মূর্তি তুলসীপুর হইতে এখানে আনীত হইয়াছে। ২ থানা
জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহার নীমার গাধা ও গ্রীষ্মমূর্তি
সকল রক্ষিত আছে।

পরগড় (জি) পরং গড়ঃ বিজয়প্রতিভাতীতেতি ২৩৭। পর-
প্রাণ্ড, অপগড়। (ভারত ৩।১৫০২২ সোঁ)

পরগামিন্ (জি) পরং গাঢ়ং গচ্ছতি লিঙ্গেন সম্বাৎ, পরং-গম-
শিনি। বাচালিক শব্দ। "অপভ্রমজিহ্বাবোমোপাধিভিঃ পর-
গামিনঃ।" (অমর)

পরগুণ (জি) পরের বা শত্রুর ছবিবাক্যনক, পরের উপকারী।

পরগণা (পারসী) কৃত্যাবিশেষ। রাজস্ব আদায়ের ছবিগা
লজ এক একটা বিভাগ।

পরগাছা (চলিত) ১ গাছের উপরে যে গাছ আছে। ২ ডাল।
৩ কৈকড়া।

পরগ্রাহি (পুং) পরেণ গ্রহিষ্যত। পর্কাবধি, অকুলি পর্কা। (হার্য)

পরচক্র (জী) পরত শব্দোক্তক্। ১ শত্রুর রাজ্যগ্রহণ।

২ শত্রুরাজ্যে উপর ইতিভেদে। (বৃহৎসং ৩।১৫) ৩ বিশক রাজ্য।

পরচক্রকাম, ১ পররাজশিপায়। ২ বেগালদাহ ২য় জর-
দেবের নামান্তর।

পরচিত্তজ্ঞান (জী) পরচিত্তজ্ঞ জ্ঞানং। অপরের মনোভাব জানা।

পরচলি, পদ্মাবাসী বসিকজাতি। কাবুলী, তাজক ও খাইবার
জাতি হানবাসী জাতির সহিত ইহার পণ্যব্যবসার বিক্রয়
করে।

পরচ্ছন্দ (জি) পরত্ ছন্দো বক্ত। ১ পরাধীন। পরত্ ছন্দঃ,
৬তৎ। ২ পরাভিলাষ।

পরচ্ছন্দবৎ (জি) পরচ্ছন্দঃ বিদ্যাতেহত্ মতুপ্, মত্ ব।
পরচ্ছন্দবৃত্ত।

পরচ্ছিত্র (জী) পরত্ চিত্রং। পরদোষ।

"নীচঃ সর্বপমাত্তাপি পরচ্ছিত্রাপি পত্ততি।

আত্মনো বিষমাত্তাপি পত্তরপি ন পত্ততি ॥" (গরুড়পুং)

পরজাত (জি) পরেণ জাতঃ, পরপুটবাৎ তথাৎ। ১ পট্ট-
দিত, ঔদাতে পরপুট। (পুং) ২ অজ্ঞাৎপর। ৩ কোকিল।

কাক কর্তৃক পুট হয় বলিয়া ইহাকেও পরজাত বলা যায়।

পরজ প্রকৃতির এই অর্থ হইবে।

পরজিত (জি) পরেণ জিতঃ। ১ পরপুট। (জি) ২ শত্রু
কর্তৃক পরাজিত।

পরঞ্জ (পুং) পরং জয়তীতি জি-জরে বাহুলকাৎ ড। ১ তৈল-
নিষ্পেষণ যন্ত্র, বাগিযন্ত্র। ২ ছুরিকাঞ্চল। ৩ ফেন। (মেদিনী)

পরঞ্জন (পুং) পরায়ঃ পশ্চিমাঃ দিশো জনঃ স্বামী, নিপাতনাৎ
সাধুঃ। ১ বরুণ। (হেমচন্দ্র)

পরঞ্জয় (পুং) পরায়ঃ পশ্চিমাঃ দিশঃ জয়তি আনিষ্মেন, জি-মচ,
পুংবদ্যাবঃ যুচ্। ১ বরুণ। ২ শত্রুজয়কর্তা।

পরগ (জি) ১ পার। ২ পঠন।

পরতঙ্গণ, একটি প্রাচীন জনপদ। (মহাভারত ভীষ্ম ৯।৬৫)

পরতন্ত্র (জি) পরতন্ত্র প্রদানং বক্ত। ১ পরাধীন।

করেন। মৃত্যু বাহ্যে বা মৃত্যু কেহ ব্যবহার করেন না। তবে গাভী ও উল খাইতে আশক্তি নাই। ইহারা ব্রাহ্মণোচিত ব্রত উপবাসাদি সকলই পালন করেন, তবে জীবিকানির্ভারের জন্য অনেকই পুরুষাক্রমে সৈনিকবৃত্তি, বণিক ও সওদাগর প্রকৃতির কার্য অবলম্বন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে বাস করিলেও ইহারা সন্তান জন্মিলে ৫ম দিন বটীপূজা না করিয়া বট দিনেই বটীপূজা করিয়া থাকেন।

দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদের আহার ব্যবহার চলিত নাই, তবে পরম্পরের জল পান করিতে আশক্তি নাই।

ইহাদের অবস্থা মন্দ সবে। ইহারা জীবিকার বিরোধী, কিন্তু পুত্রাদিকে ব্রতপূর্বক লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন।

২ শোলাপুর, সাতারা প্রভৃতি অঞ্চলে পরদেশী বলিলে সাধারণতঃ হিন্দুহান হইতে সনাতন ব্রাহ্মণ ও রাজপুত উভয় জাতিই বুঝাইয়া থাকে। এই সকল পরদেশী প্রায় কেহই এ অঞ্চলে স্থায়িরূপে বাস করেন না। সেই জন্য জীবিকাকেও প্রায় সকলে আনে না। প্রায় সকলেই দেশীয় রমণী রাখে। তাহার গর্ভে সন্তানাদি হইলেও তাহাদের প্রতি ভেদন বহু রাখে না। তবে বাঁহারা এখানে বিবাহ করিয়া বাসিয়া হইরাছেন, তাহাদের কথা বহুত্র, এক্ষণ পরদেশীর সংখ্যা অল্প। ইহাদের পুত্রাদি অনেক মর্যাদাপ্রাপক। তবে বাঁহারা দেশ হইতে গ্রী লইয়া আসেন, তাহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুহানীর মত।

পরদুঃখ (স্রী) পরেবাং দুঃখ। পরের দুঃখ, অন্তঃকরের পীড়া।
“তাক্‌দুঃখভোগ্যোন্মোহো সর্বভুতদুঃখবিধঃ।

ভবতি পরদুঃখেন সাধবো নিত্যদুঃখবিভাঃ ॥” (অগ্নিপুরাণ)

পরদেবিন্ (জি) পরেভ্যো দ্বৈত পর-দেব-গিনি। ১ বিদ্যুবক।
২ পরদেবী, পরদেব, খল।

পরধর্ম (পুং) পরঃ শ্রেষ্ঠঃ ধর্মঃ। ১ পরমধর্ম, শ্রেষ্ঠধর্ম। (মহা ১০।১৭।) পরত ধর্মঃ। ২ অপরের ধর্ম, অন্তের ধর্ম।

“শ্রেয়ান্ অর্থস্যো বিজ্ঞানো পরধর্ম্যাং বহুজিভাৎ।

অর্থশ্চৈ নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্যো ভরাবহঃ ॥” (গীতা ৩।৩৫)

পীতার ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে পরধর্ম অহুত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অজ্ঞহানি সম্বোধে অধর্মসাধন শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইহার তাৎপর্য এইরূপ—ব্রাহ্মণ, কজির, বৈজ ও শূদ্র এই চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস চারি আশ্রমবিহিত ধর্মই মহাত্মার নিয়োজিত ধর্ম। ভগবত্যা ব্রাহ্মণের ধর্ম, কিন্তু উহা কজিরের ধর্ম নহে, পরধর্ম। শূদ্রেরা কজিরের ধর্ম, ব্রাহ্মণের পরধর্ম। কেবল ভগবানের নামকীর্তনাদি ব্রাহ্মণের

ধর্ম, ইহা গোবিন্দোক্তই অধর্ম। বর্ণাশ্রমোচিত ব্রত, বেদকী প্রভৃতি কর্তব্য সকল পরধর্মপূর্বক যে ধর্ম অহুত হয়, তাহা বিপত্ত হইলেও সন্যাসপ্রকার অহুত পরধর্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এই জন্য অধর্ম সাধনপূর্বক প্রকৃতি নির্বাণ করিতে করিতে বৃদ্ধ হইলেও সন্যাস হইয়া থাকে। কখন পরধর্ম ভুক্তকল হইয়া না, বাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহাতে শুভকল কলিবার সম্ভাবনা কোথায়? ভগবানের এই উপদেশের তাৎপর্য এই যে, কাহারও পরধর্মসাধন কর্তব্য নহে। পরধর্মসাধনানে প্রতিপদে বিপদ হইয়া থাকে।

পরদ্যান (স্রী) পরঃ শ্রেষ্ঠঃ দ্যানঃ। ১ দ্যানবিশেষ, শ্রেষ্ঠদ্যান।
“যেয়ো মনো নিশ্চলভাং বাতি ধোয়ং বিচিন্তয়ন্।

বস্ত্রদ্যানং পরং প্রোক্তং মুনির্ভগ্নানিচিন্তকঃ ॥” (গলকপুং)

পরদ্য ব্রাহ্মণে দ্যানং ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণবিধায়কং দ্যানমিতি।

২ ব্রহ্মচিন্তন। পরেবাং দ্যানং। ৩ পরের অনিষ্ট চিন্তন।

পরনিপাত (পুং) পরজ নিপাতঃ উচ্চারণঃ। সমাসবিধরে পরে নিপাত অর্থাৎ উচ্চারণ হয়। যেমন ‘মহামাং রাজা’ এইরূপে বিভক্তির লোপ হইয়া ‘মহরাজ’ এইরূপ পদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরনিপাত হইয়া অর্থাৎ বহু শব্দ মিলন শব্দের পরে উচ্চারিত হইয়া রাজমন্ত এইরূপ পদ হইল। ‘রাজ-মন্তাদিহু পরং’ এই শ্রুত্যানুসারে পর নিপাত হইল। এইরূপ সমাস বাক্যে যেমন থাকিবে, বিভক্তির লোপ হইয়া পরে শব্দ উচ্চারিত হইলে পর নিপাত হয়।

পরন্তপ (জি) পরান্ শব্দান্ তপয়তীতি তপ-বচ, খচি ব্রহ্ম (দ্বিবৎপরসোত্তাপে। পা ৩।২।৩৯) ভক্তো যু। পরতাপী, পক্ষপীড়নকারী।

“অতৃপ্তোপাবিযুগলঃ পরন্তপঃ” (ভট্ট ১।১) ২ জিতেজির।

৩ চিন্তামণি। ৪ ভাস্কর মূর্য পুরাতন। (হরি ৭।২৪) ৫ দুঃপ-ভেদ। ইনি মগধাধিপতি। (রঘু ৬।২১)

পরন্তু (চলিত) কিন্তু।

পরপদ (স্রী) পরঃ শ্রেষ্ঠঃ পদং। শ্রেষ্ঠহান। বৃত্তি।

“কল্যাণানাম নিদানং কলিমলমখনং জীবনং সম্ভবনানং।

পাথেরং বস্তুমুচ্চোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তেরে প্রস্থিতস্য ॥” (কহানী)

পরদ্য পরেবাং বা পদং। ২ পরদ্যুতি।

পরপাকনিবৃত্ত (পুং) পরাধর্ম্যং পাক্যং নিবৃত্তঃ। পরোক্ষপক পাকরহিত, পকবজাকর্ষী, বাহারা পকযজ্ঞের অহুতান না করেন।

“গৃহীতাদিঃ সমারোপা পকবজার নির্বপেৎ।

পরপাকনিবৃত্তোহনো মুনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥”

(দিত্যকরা প্রাপ্তিত্যাদ্য)

পরপাকরত (পুং) পরত পাকে রতঃ। পরপাককৃতি। প্রোতঃ-
কালে পক্যজ্ঞ সমাপন করিয়া যিনি পরায় ভোজন করেন।

“গক্যজ্ঞান্ স্বয়ং কৃতা পরায়ুপলীযতি।

সততঃ প্রোতকথায় পরপাকরতস্তস্য।”

(মিতাকরা প্রোতচিত্তাকাং)

যে প্রোতঃকালে উদ্ভিত হইয়া পক্যজ্ঞ সমাপন করিয়া
পরায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, তাহাকে পরপাকরত
কহে। পরপাকরত ও পরপাকনিবৃত্ত ইহাদের আর ভোজন
করিলে চাত্তার্য করিতে হয়।

“পরপাকনিবৃত্তত পরপাকরতস্য চ।

অপচনা চ তুক্রাণাং বিলম্বজ্ঞানপকরেনঃ।” (মিতাকরা)

পরপিশিগাদ (ত্রি) পরস্য শিগুং অন্নাদিকং অতীতি। অন্ন-অণ্।

পরায়োপলীযী, পরায়ভোজী।

পরপুস্তক্য (পুং) পক্যপুস্তক্যে।

পরপুস্তক্য (পুং) পরঃ প্রোতঃ পুস্তক্যঃ। ১ বিহু। ২ অজ পুস্তক্য।
ও উপনায়ক।

“রাজান্ জীবাবধানং ক্রুৎ স্পৃ নিবৃত্তং প্রেরণীয়াং ক্রুচেট্টা

এক। তে কীর্তিকাভা জগদটনপরা বিখ্যোগ্যা পরাশ্রিতঃ।

বা বা পানৌ গৃহীতা বিবিধনসিতা ওষধারোতি মৃতা

সোৎকর্ষ্য সাশি নিত্যং পরপুস্তক্যন্তঃ মারভাবাহুগতিঃ”

(কর্ণাটরাজ্য প্রতি কালিদাসঃ)

পরপুষ্ঠ (পুং) পরেণ কালেন পুষ্ঠঃ পালিতঃ। কোকিল,
কোকিল ডিম দীর দীক হইতে অপসারিত করিয়া কাকের
বাসায় রাখিয়া দেয়, কাক নিজ ডিম বিবেচনা করিয়া রক্ষা
করে, এইরূপে কাক কর্তৃক প্রতিপালিত হয় বলিয়া ইহা-
দিগকে পরপুষ্ঠ কহে।

পরপুষ্ঠমহোৎসব (পুং) পুষ্ঠপুষ্ঠানাং কোকিলানাং মহোৎ-
সবো বহু। আত্ম। আত্মের মুকুলোৎসব হইলে কোকিলদিগের
অতিশয় আনন্দ হয়। (শব্দমালা)

পরপুষ্ঠা (স্ত্রী) পরেণ পরপুষ্ঠবেণ পুষ্ঠা পালিতা। ১ যজ্ঞা।
২ পরাশ্রয়, চলিত পরশাড়া।

পরপূর্ণা (স্ত্রী) পরোন্তঃ পূর্ণোত্তরীয়ায়াঃ। প্রথম পতি
পরিভ্যাগ করিয়া যে পুনরায় পতি গ্রহণ করেন।

“পতিং বিহ্যপকৃষ্টঃ সন্তুঃকষ্টে বা নিবেবেতে।

নির্দৈব বা ভবেদ্রোকে পরপূর্ণেতি চৌচ্যতে” (বহু ৪।১৬৩)

যাহারা অপকৃষ্ট পতিকে পরিভ্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পতিকে
গ্রহণ করেন, তাহাকে পরপূর্ণা কহে। ইহার প্রকার—

“পরপূর্ণাঃ ত্রিবিধাঃ সপ্তপ্রোক্তা বধাক্রমঃ।

পুনরুদ্ভিষাভ্যাগাং যৈরিতী তু কুর্বিধাঃ ৪” (নারদ)

এই পরপূর্ণা স্ত্রী ৭ প্রকার, ইহার মধ্যে পুনরুদ্ভিষাভ্যাগ
প্রকার এবং যৈরিতী চারি প্রকার।

পরপোষি (পরপোতি) কথ্যপ্রদেশের দ্বারপুত্র জেলার দুর্গ
তহশীলের অন্তর্গত একটি সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দারেরা
গোড়াজাতীরা। সর্বসময়ে ২৪টা গ্রাম এই রাজ্যের সীমাবদ্ধ।
এখান গ্রাম পরপোষি। ভূশরিয়া ৩২ বর্গমাইল।

পরপ্রণব, কচিবৃগলরত্নমালাপ্রণেতা।

পরপ্রবাসিন্, যে অস্থাবর শিকা দেয়। ভ্রষ্টাচারী ভক।

(দ্বিগাবধান ২০২।১২)

পরপৌরবতন্তব (পুং) বিষ্ণুনিবৃত্তপুত্রেন। (ভার ১৩।৪ অঃ)

পরপ্রতিনপ্ত (পুং) প্রতিনপ্তঃ পরঃ অন্তরঃ। বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(হেমচন্দ্র)

পরপ্রপৌত্র (পুং) প্রপৌত্রঃ পরঃ অন্তরঃ, বাহুল্যকণ পর-
নিপাতঃ। বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

পরপ্রোষ্য (পুং স্ত্রী) পরেবাং প্রোষ্য। ১ দাস। (স্ত্রী)
২ দাসী। (কাশীখণ্ড ৩৭ অঃ)

পরব্রহ্মজ্ঞ (স্ত্রী) পরং ব্রহ্ম। নিভৃগ্ন নিরূপাধিক ব্রহ্ম। [ইহার
বিষয় ব্রহ্ম শব্দে ব্রহ্ম।] ২ ভগ্নপ্রতিপাদক উপনিষত্ত্বেন।

পরভাগ (পুং) পরত প্রোতঃ ভাগঃ। ১ ভগ্নোৎকর্ষ।

“আভাতি লক্ষণভাগভাগভাগোত্তে

লীলাভিভাগ সন্দর্শনভিবিব ভীষাং” (বহু ৪।১০)

২ সুসম্পাদ। ৩ শেবাংশ। ৪ পশ্চিমভাগ।

পরভাষা (স্ত্রী) সংহত জিহ্বা অজ ভাষা। (হারাবলী)

পরভূক্ত (ত্রি) পরেণ ভুক্তঃ। অপর কর্তৃকভুক্ত।

পরভূক্তা (স্ত্রী) পরেণ পরপুষ্ঠবেণ ভুক্তা। অজ পুষ্ঠবসন্তোগ-
বিশিষ্টা, অজ ভুক্তা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে বাহার্য
পরভূক্তা কাষ্ঠ উপভোগ করে, তাহার্য বতদিন চন্দ্র সূর্য
থাকে, ততদিন নরকে অবস্থান করে। পরভূক্তা স্ত্রী দৈব,
পৈত্র্য প্রভৃতি কোন কার্যে পাক করিবার যোগ্য নহে। ভর্তা
অজভূক্তার আলিঙ্গনে হতশ্রী হইয়া থাকেন, তাহার
তর্পণাদি সকল নিফল হয়।

* “পরভূক্তা কাষ্ঠাক বা ভূক্তে স নরাধমঃ।

স পচেত কালমুখে বাহুল্যবিবাকরো।

ন সা কৈবে ন সা পৈত্রে পাকার্থী পাপসংযুতা।

ভক্তা আলিঙ্গনে ভর্তা হতশ্রীভেলসা হতঃ।

দেবজা পিতৃভক্ত হবাননে চ তর্পণে।

হুধিনো ন ভবন্ত্যবিসিত্যাহ কমলোত্তবঃ।

ভগ্নাহ বরেন ভাব্যাক রক্ষণং ভূক্তে হুধীঃ।

অকথা পাপিনী ভর্তা দিগ্ভিতঃ নরকঃ ব্রহ্মেণঃ।

কলত্রঃ পাকপাত্রক সবা রক্ষিতুর্মহতি।

পরশর্শণভক্তাক ভক্তাঃ বপণনে সবাঃ”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণঅধ্যায় ১ অঃ)

পরভূত (ত্রি) পরান কোকিলান্ বিভক্তি কৃ-কিপ্ কৃগাগল।
১ কাক। (ত্রি) ২ পরমনপোষক, বাহ্যরা অপরকে পোষণ
করিতা থাকে।

“চীরাণি কিং পশি ন সতি শিশক্তি তিক্কাঃ

নৈবাক্ষিপ্ণাঃ পরভূতঃ সরিতোহপাতবান্ ॥” (ভাগ ২।২।৫)

পরভূত (পুং) পরেণ ভূতঃ পুঠঃ। কোকিল। জিহাং টাপ্।

“পরভূতভিরিতিব নিবেদিতে স্বরমতে রমতে ন বধুনঃ ॥”

(রঘু ৯।৪৭)

জাতিবাচক শব্দের উত্তর ত্রীলিকে ত্রীং হয়, এই স্থলে
পরভূতা না হইয়া পরভূতী এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। কেহ
কেহ বলেন, ত্রীলিকে পরভূতী ও পরভূতা এই দুইই হইবে।
(ত্রি) ২ অস্ত পুঠমাত্র।

পরভূত্যা (ত্রি) পরত ভূতা। অস্ত্রের সেবক।

“বৃক্কো তবান্য পিতরৌ পরভূত্যাশ্বমাগডৌ ॥” (হরিব ৮৩ অঃ)

পরম্ (অব্য) পূ-পূৰ্ণো অম্। ১ নিরোগ। ২ ক্ষেপ। (মেদিনী)
ও পচাৎ। ৪ কিত্ত।

“তেভ্যং সর্কে শাস্ত্রপারমাঃ পরং বৃদ্ধিরহিতাঃ ॥” (পঞ্চতন্ত্র)

৫ অধিক। (রঘু ১।১৭) ৬ অন্তর। (রঘু ১।৬৬)

পরম্ (অব্য) ১ অহুজা, চলিত হাঁ।

‘ওমেবং পরমং যতে ॥’ (অমর ৬।৪।১২)

পরম্ (ত্রি) পর উৎকৃষ্টং মাতীতি মা-ক। (আতোহুপসর্গে
কঃ। পা ৩।২।৪) ১ পর, উৎকৃষ্ট। (মহু ৯।৩১১) ২ প্রধান।
(মহু ৯।৯৬) ৩ আদ্য। ৪ ওকার। (বিহ)

“ততঃ পরমমিত্যুক্তা প্রোক্তে দুর্নিমলম্ ॥” (কুমার ৬।৩৫)

৫ অঙ্গের। ৬ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪১) ৭ বিহু।

(ভারত ১৩।১৪।৪৫)

পরম্, ১ কৌতুকলীলাবতীপ্রণেতা। ২ যদুগণের পুত্র ও প্রহাণের
পৌত্র। ইনি ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা যুকুনসেনের বিজয় ঘোষণা
করিয়া যুকুনবিজয় নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করে।

পরমক্রান্তি (ত্রি) স্বর্গানিকাতোক্ হৃদয়ের শেখক্রান্তি।

(স্বর্গাসি ২।২৮)

পরমক্রোধিন্ (পুং) ১ বিশ্বদেবভেদ। (ত্রি) ২ অত্যন্ত
ক্রোধাধিত।

পরমগতি (ত্রি) পরমা গতিঃ। ১ মুক্তি। (ত্রি) ২ মোক্ষহেতু।

“যাং বিপ্রাঃ সততং শাস্তা বিতুজ্ঞাননিচরাঃ গতিং গচ্ছতি
সদ্ব্যভাসাহ পরমাং গতিং ॥” (ভারত মোক্ষধর্ম)

পরমগব (পুং ত্রি) পরমচাসৌ গৌচতি। শ্রেষ্ঠ গাতি।

পরমজা (ত্রি) প্রকৃতি। “বে প্রহাঃ পঞ্চজনীনাঃ বেবাং তিব্যঃ
পরমজাঃ ॥” (তৈত্তিরীয়সং ১।৭।১২।১)

পরমজ্যা (ত্রি) ইজ।

“নিখিতাঃ প্রাপ্যী পরমজ্যা নবজা ॥” (শব্দ ৮।৭৮।১)

পরমনি (পুং) রাজপুত্রভেদ।

পরমন্ (পুং) ব্রহ্মাণান জন্ম রোগভেদ। অত্যন্ত ব্রহ্মাণান
করিলে এই রোগ হয়। মাধবনিনামে ইহার লক্ষণ এইরূপ
লিখিত আছে, অত্যন্ত ব্রহ্মাণানে মেঘোজ্জ্বরহেতু অঙ্গের
জ্বরতা, বৈরত, কৃপা এবং মতক ও অঙ্গলন্ধিতে বেদনা হইয়া
থাকে। (মাধবনি)

পরমদেব হিন্দুধর্মাবলী একজন প্রভাবশালী রাজা। গঙ্গা-
পতি মাদ্বন সোমনাথ জর করিয়া গৃহে বধন করিতেছিলেন,
সেই সময়ে ইনি সঠিক ভাবেই আক্রমণ করেন।

পরমদেবী (ত্রি) ১ শ্রেষ্ঠাদেবী, মহাদেবী। ২ মহাসামন্ত ও
মহারাজদিগের মহিষীর উপাধি।

পরমভট্টারক, সর্গশ্রেষ্ঠ মাতের পাত্র। মহারাজাধিরাজ, একজন
রাজাদিগের উপাধিভেদ।

পরমভট্টারিকা, রাজমহিষীগণের সন্মানহুচক উপাধি।

পরমভাগবত, ভগবান্ বিহুয় উপাসনাকারী। বৈকুণ্ঠদিগের
সাধারণিক উপাধি। ধর্মপ্রাণ প্রাচীন হিন্দুস্বাঙ্গণ ও
প্রাচীন বৈকুণ্ঠাচার্যগণ এইরূপ সন্মানহুচক উপাধি গ্রহণ
করিতেন।

পরমমু্য (পুং) কঙ্কেয় পুত্রভেদ। (হরিব ৩১ অঃ)

পরমপদ (পুং স্ত্রীং) পদ্যভেদে জানিতিঃ প্রাণভেদে ইতি পদং,
পরমং পদং কর্মধা। ১ শ্রেষ্ঠান। ২ পরমদেবভাচরণ।

পরমপুরুষ (পুং) পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ। পুরুষোত্তম বিহুয়।

(মেদিনী)

পরমম্ (অব্য) পর-মা ডমি। ১ অহুজা। ২ বীকার।

পরমব্রহ্ম (স্ত্রী) পরমং ব্রহ্ম। পরদেবর, নামায়ণ।

“বদেতৎ পরমং ব্রহ্ম যদা প্রোক্তং মহায়ুগে ॥

ততঃ রূপং ন জানতি বোগিনোহপি মহায়ুগঃ ॥” (বরাহপুং)

পরমব্রহ্মচারিণী (স্ত্রী) হর্গা। (হেম ৪৮)

পরমমহৎ (ত্রি) পরমঃ সর্কোৎকৃষ্টঃ মহৎ। সর্কোপেকা উৎকৃষ্ট
মহৎ গুণযুক্ত আকাশাদি।

“কালধাম্মনিশাং সর্কগতং পরমং মহৎ ॥” (ভাষ্যপরি)

কাল, আকাশ, জ্ঞান ও সিদ্ধি ইহার পরমমহৎ। পরম মহৎ
ইহা ভাবপ্রধান নির্দেহ জানিতে হইবে। পরমমহৎ সর্কোৎ-
কৃষ্ট মহৎ। “পরমাপুপরমমহৎকোত্তম বশীকারঃ ॥

(পাতঞ্জল দ ১।৪০)

যৈত্রী প্রকৃতি জীবনাবধি চিত্ত নির্মল হইলে একপ্রভা-
অভাস সিদ্ধ হয়, চিত্ত তখন কি পরমাপু কি পরমমহৎ সর্কজই

হির হর। স্মরণ্যতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম পরমাণু পর্যন্ত
সমুদায় বস্তুই তাহার গ্রাহ, প্রাকৃত বা বস্তু হয়।

পরমমাহেশ্বর, মহেশ্বরের উপাসনাকারী। শৈবধর্মের
সাংসারিক উপাধি।

পরমরস (পুং) জলমিশ্রিত তরু।

পরমদীর্ঘদেব, (পরমাল) ১ ক্লেদলব্ধের অন্তর্গত মহোবা
প্রদেশের একজন রাজা। ইনি চন্দেলবংশীয় রাজপুত্র ছিলেন।
দিল্লীর পৃথ্বীরাজ বখন সমেত-রাজকন্যা হরণ করিয়া পলায়ন
করেন, যে সকল ব্যক্তি এই সময়ে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল,
পরমাল তাহাদিগকে শমনভবনে প্রেরণ করেন। এই দ্বন্দ্ব
উত্তরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। শিশু নামক স্থানে
পৃথ্বীরাজ পরমাণকে আক্রমণ করেন। এই দ্বন্দ্ব চন্দেলরাজের
বিতর সৈন্ত নষ্ট হওয়ার তিনি দিল্লীপতির স্মরণাগত হন।
[বিশেষ বিবরণ চন্দ্রাবলম্বণ শব্দ দেখ।]

পরমরস, একজন কবি, শব্বরের পুত্র। ইনি ঐশালকথা নামক
একখানি জৈনগ্রন্থ রচনা করেন।

পরমবকুড়ী, (পর্মভূক্তি) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মহারা জেলার
সামান্য তাগুকের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১° ৩১' উঃ
এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৪২' পূঃ। এখানে বস্ত্রাদি বরনের বৃহৎ
কারবার আছে।

পরমবৈষ্ণব, বিষ্ণুর প্রধান উপাসক। তান্ত্রশাসনোল্লিখিত
প্রাচীন হিন্দুরাজগণের এইরূপ উপাধি দৃষ্ট হয়।

পরমব্রহ্মাণ্য, বাহারী ব্রহ্মার পূজা করে। ব্রহ্মার উপাসক।

পরমর্ষি (পুং) পরমশাস্তোৎপত্তি। বেদব্যাসাদি ঋষি।

“ঋষিঃসাগতো ধাতুর্বিদ্যাসত্যাতপঃশ্রুতিঃ।

এব সন্নিচরো বস্মাৎ ব্রহ্মণশ্চ ততত্ববিঃ॥”

“বিশুদ্ধিসমকালন্ত বুদ্ধা ব্যক্তিমুখিতঃ।

ঋগতে পরমং বস্মাৎ পরমবিত্ততঃ স্তুতঃ॥” (মৎস্রপুং ১২০ অঃ)

বিভা, সভা, তপসা ও বেদ এই সকল বাহাতে আছে,
তাহাকে ঋষি কহে এবং যিনি ঋষি অপেক্ষা সমধিক জ্ঞানশালী
তাহাকে পরমর্ষি কহে। ২ ভেলাদি ঋষিবেশে।

(জিকাও ২৭৭১৬)

পরমশিবাচার্য্য, সিদ্ধাসাহস্রভূতি-প্রকাশিকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

পরমশিবেন্দ্র সম্রাট, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। অভিনব-
নারায়ণেন্দ্র-সম্রাটের শিষ্য। ইনি বেদসারসহস্রনামস্থা ও
শিবসহস্রনামস্থ্য নামে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পরমশুখ, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। সীতারামের পুত্র।

ইনি গর্ভমায়েরা-টীকা, পঞ্চস্বরনির্ণয়, পরাশরীটীকা, বালবোধিনী
নামে জ্যোতিষরহস্যটীকা, বীজবিদ্যাকরণভা, দুর্ভাগ-
পতিটীকা, বহুমালিকাটীকা, রতনবরহ, রতনায়ুত ও শঙ্কুহোরা-
প্রকাশিকা নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পরমসৌপত, বাহারী ভূগতকে (বুদ্ধকে) ভক্তি করে,
বৌদ্ধধর্মে বাহার আস্থা অবচলিত। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী
ভারতীয় রাজগণের মধ্যেও এইরূপ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমস্বামী, সর্গশ্রেষ্ঠ রাজা। রাজচক্রবর্তী।

পরমহংস (পুং) পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ হংস, সোহংস আত্মা যন্ত।
সন্ন্যাসিবেশে। পরমহংস-উপনিষদের মতে, যে ব্রহ্ম বেদান্ত-
মিতে পূর্ণানন্দ পরমাণু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন, আমিই সেই
ব্রহ্ম, এইরূপ অহংভবকারী যোগী পরমহংসই কৃতার্থ। ১

জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান হেতু তাহাতে আর ভেদবুদ্ধি
থাকে না, এই একত্ববুদ্ধিই উত্তর আত্মার সন্ধিতে উৎপন্ন হয়
বলিয়া লক্ষ্য, এই লক্ষ্যে রাজি ও দিনের সন্ধিকালে অহুতীরমান
ক্রিয়ার জার। সকল কাম পরিত্যাগ করিয়া অহংভবভঙ্গেই পরম-
হুতি। যিনি জ্ঞানদণ্ডধারণ করেন, তাহাকেই একদণ্ড বলা যায়।
আর বাহার জ্ঞান নাই, সকল বস্তুতেই আশা আছে, সেই কাঠ-
দণ্ডধারী মহারৌরব নামক ঘোরনরকে পতিত হইয়া থাকে, যিনি
ইহার অন্তর জানিয়া অর্থাৎ জ্ঞানদণ্ড ও কাঠদণ্ডের ভেদ বুঝিতে
পারিয়া উত্তম জ্ঞানদণ্ড ধারণ করেন, তিনিই পরমহংস বলিয়া
অভিহিত হন। ২

ইহার লক্ষণ।—জাতরূপবের, নির্বন্দ, নিরাগ্রহ, সর্বদা
তত্ত্বমার্গে সমাক্ষম্পন্ন, শুদ্ধচিত্ত, যিনি কেবলমাত্র যথাসময়ে
প্রাণধারণের উপযোগী ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন,
লাভালাভে বাহার সমান জ্ঞান, যিনি শূভাগার, দেবগৃহ, ভূপকুট,
বদ্বীক, বৃক্ষমূল, কুলাশপালা, অগ্নিহোত্র, নদীপুলিন, গিরিকূহর
ও কলরাদিতে অবস্থান করেন, বাহার কোনরূপ যত্ন
নাই, নির্দম, কেবলমাত্র গুরুদানপরায়ণ, অধ্যাত্মনিষ্ঠ, যিনি
শুভাশুভ কর্ম নির্মূলনের জন্য সন্ন্যাস দ্বারা দেহত্যাগ করেন,
তাহাকে পরমহংস কহে। যিনি দিগন্ত, বাহার কাহাকেও
নমস্কার করিবার প্রয়োজন নাই, ভ্রাতাদি পিতৃকর্তব্য ও আব-
জ্ঞক নাই এবং বাহার নিকট নিকা এবং ক্ষতি কিছুই হান পায়

(১) “বৎ পূর্ণানন্দিকরসোধঃ তত্ত্বব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি,
তত্ত্বব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি। ২৭

(২) “পরমাত্মান্নোরেককরজ্ঞানেন তত্ত্বোত্তমং এব বিতরণং, বা সা
লক্ষ্য। সর্বদা কাম্যং পরিত্যাগ্যাদৈতে পরমহুতিঃ।

জ্ঞানভোগ্যে বৃত্তো বেদ একবর্তী ন উচ্যতে।

কাঠদণ্ডে বৃত্তো বেদ সর্বদা জ্ঞানবর্জিতঃ।

ন ব্যক্তি লক্ষ্যকাম্যং যোগ্যং মহারৌরবলক্ষ্যকাম্যং।

ইদমন্তরং জাভা ন পরমহংসঃ।” (পরমহংস উপঃ)

না, কিছুশ নিজেই কিছুই পরমহংস। বাঁহার হাথে উবেগ নাই, হাথে অভিশাপ নাই, রাগে অর্থাৎ রক্তন হেতুতে তাগ আছে এবং বাঁহার কাছে ইন্দিয়গ্রান প্রেরণ পায় না, যিনি কাহাকেও প্রেরণ করেন না বা প্রীতিকর বস্তু দেখিবারও দৃষ্টি হয় না, সর্বদা আত্মাতেই অবস্থান করিতেছেন, তিনিই যোগী।^{১)} কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস এই চতুর্বিধ অবস্থার মধ্যে পরমহংস শ্রেষ্ঠ।

“চতুর্বিধবৃত্তান্যং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।

অহোহং তে ভোগযোগাচ্চা মুক্ত্যঃ সর্বশিবোপমাঃ।” (মহানির্বাণ)

পরমহংস হইলে যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া কোপীনাদি ধারণ করিতে হয়। হৃতসংহিতায় লিখিত আছে—
ত্রিগুণ, গোবালমিশ্রিত রজ্জ্ব, জলপবিজ শিখা, পবিত্র কমণ্ডলু, অম্বিন, সূচী, দুঃখনিব্রী (খতা), কুপাণিকা, শিখা ও যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করিবে। কেবল কোপীন, আচ্ছাদন বস্ত্র, নীতনিবারণিকা কছা, যোগপট, বহির্বস্ত্র, পাছকা, অমৃত-ছত্র, অক্ষমালা ও ছিদ্রাদিহীন বৈশ্ববদন্ত, ধারণ করিবে।^{২)}

নির্ণয়সিদ্ধিতে লিখিত আছে,—পরমহংসদিগের মধ্যে বাঁহারা অবস্থান তাঁহার একদণ্ড ধারণ করিবেন, বিধান পরমহংসদিগের দণ্ডাদি কিছুই ধারণ করিতে হইবে না।

“পরম হংসস্তেকদণ্ডঃ এব সোহিপ্যবিহবঃ। বিহবাত সোহপি স্মৃতি ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং ধরতি পরমহংসঃ।” (নির্ণয়সিদ্ধি)

হৃতসংহিতায় লিখিত আছে, পরমহংসগণ সর্বদা প্রণবমন্ত্র জপ করিবেন, যেহেতু প্রণবে বেদমন্ত্র পর্যাবসিত হইয়াছে। ইহার নির্জনদেশে আশ্রয় করিয়া সমাহিতচিত্তে যথাশক্তি সমাধি অবলম্বন করিবেন।^{৩)}

(১) “আশাধরো ন সমস্কারো ন বধাকারো ন দিল্লভ্যন্তিরিবটকারো বাসুকিকো ভবেতিহুঃ।”

“হঃশে বোধিয়ঃ হঃশে নিশ্চয়ঃ তান্যো রাগে সর্বত্র গুণাত্তারোহনতি-
রেহঃ ন বেদে ন প্রমোদকঃ সর্ববাসিমিত্রাণাং পতিরুপরমতে, জ্ঞানে হিরণ্যঃ
ব আচ্ছাদ্যেবাবহীরতে ন এব যোগী চ ন এব জ্ঞানী চ।” (পরমহংস উপা)

(২) “পরমহংসদিগের রজ্জ্ব গোবালমিশ্রিত।

শিখাঃ জলপবিজক পবিত্রক কমণ্ডলুঃ।

পকীসম্বিনঃ সূচীঃ দুঃখনিব্রীঃ কুপাণিকাঃ।

শিখাঃ যজ্ঞোপবীতক নিত্যকর্ম পরিত্যজেৎ।

কোপীনঃ ছাদনঃ বস্ত্রঃ কছাঃ নীতনিবারণিকাঃ।

যোগপটঃ বহির্বস্ত্রঃ পাছকাঃ ছত্রমমৃততমঃ।

অক্ষমালাঃ গুহীরাঃ বৈশ্ববঃ দণ্ডমন্ত্রপণঃ।

অগ্নিহোত্রাদিভির্গর্ভৈঃ সূর্য্যাহুঃ সনঃ হুঃ।

ওমিতি চ ত্রিভিঃ প্রোচ্য পরমহংসেত্রিপুত্রকম্।”

(হৃতসংহিতা—জ্ঞানবোধ)

(৩) “প্রণবায়াজ্ঞো বোধঃ প্রণবে পর্যাবসিতঃ।

তস্যাং প্রণবমন্ত্রৈকঃ পরমহংসঃ সদা জপেৎ।

বিবিকল্পেবালিত্যং স্থানীলঃ সমাহিতঃ।

যথাশক্তি সমাধিহো ভবেৎ সন্ন্যাসিনাং বসঃ।” (হৃতসংহিতা)

পরমহংসগণ “তদ্ব্যমসি” ইত্যাদি মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া সর্বদা আত্মজ্ঞানের অন্বেষণ করিবেন। ‘সোহং শিবোহং’ ইত্যাদি বাক্য বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানালম্বনের পরিচয় দিবেন।

পরমহংসদের আবার এক একটা স্বতন্ত্র লক্ষ্য আছে। ঐ লক্ষ্যকে মণ্ডলী বলে। যেনন মঠের অধ্যক্ষকে মহন্ত বলে, তদ্রূপ পরমহংসমণ্ডলীরও যে এক এক জন অধ্যক্ষ বা কর্তা থাকেন, তাঁহার নাম স্বামী। ঐরূপ মণ্ডলীবদ্ধ পরমহংসগণ কখন গৃহবিশেষে অবস্থিত করেন, কখন বা তীর্থভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া নানা স্থান পর্যটন করিয়া থাকেন।

উক্ত চারিপ্রকার উপাসকের অতোষ্টিক্রিয়াও একরূপ নয়। নির্ণয়সিদ্ধিতে পরমহংস সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে,—

পরমহংসদিগের দেহাবস্থান হইলে শরীর দণ্ড করিতে নাই, ভূমিতে পুতিয়া রাখিতে হয় *। কিন্তু বায়ুসংহিতায় মতে পরমহংস ত্রিগুণ তিন প্রকার সন্ন্যাসীকে মুক্তিকা ধনন করিয়া তাহাতে রাখিয়া পরে দাহ করিবে। পরমহংসের মৃত্যু হইলে দাহ না করিয়া মাটি খুঁড়িয়া পুঁতিবে। তাঁহার মৃত্যুতে অশৌচ নাই, জলক্রিয়াও নাই +।

সাধারণতঃ পরমহংস সন্ন্যাসীই আমাদের নয়নগোচর হয়, কিন্তু অপর তিনপ্রকার সন্ন্যাসী বড় দেখা যায় না। প্রধানতঃ পরমহংস দুই প্রকার—দণ্ডী ও অবস্থত। বাঁহার দণ্ড ভাগ করিয়া পরমহংসগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার দণ্ড-পরমহংস, আর বাঁহার অবস্থত-বৃত্তি অল্পষ্ঠান করিয়া শেষে পরমহংস হন, তাঁহাদের নাম অবস্থত পরমহংস। এই দুই প্রকার পরমহংসই কেবল একমাত্র প্রণবের উপাসনা করিয়া থাকেন। সাধুগণ বলিয়া থাকেন, পরমহংসদিগের জ্ঞানই একমাত্র দণ্ড। যদিও ইহার ঠিকার উপাসক ও তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বী, তথাচ প্রয়োজন হইলে, কেহ কেহ দেবপ্রতিমূর্ত্তির অর্চনা করেন। কিন্তু তাঁহাকে নমস্কার করেন না। ইহাদের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি বীরাচার অবলম্বন অর্থাৎ সন্ন্যাসন করিয়া থাকেন। তত্ত্বাবস্থত দুই প্রকার, পূর্ণ ও অপূর্ণ। পূর্ণতত্ত্বাবস্থতকে পরমহংস ও অপূর্ণকে পরিভ্রাজক বলে।

* “কুটীচকং চ প্রমোহে ভারমোহে বহুদকম্।

হংসঃ জলে ভূমিকোপ্য পরমহংসঃ প্রপুসয়েৎ।” (নির্ণয়সিদ্ধি)

+ “বৃত্তে ন বহনং কার্যং পরমহংসেত সর্বদা।

কর্তব্যং ধননং তত্ত্ব সাপৌচ্যং বোধকক্রিয়া।

অবধারণনঃ কার্যং তদ্রূপেহেতুর্জ্ঞানী সুন।

অথবে হ্রাপিতে তেন হ্রাপিতো হি মহেশ্বরঃ।

অভেদ্যামপি তিক্কাং ধননং পূর্বসমারমণং।

পতাব্দুহী বধাশাজং কৃৎসাদনমুত্তমম্।” (বায়ুসংহিতা)

* “তত্ত্বাবস্থতে বিধিঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।

পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিভ্রাজকঃ শূন্যঃ।”

(প্রাপতোষিগৃহত মহানির্বাণতত্ত্বঃ।)

মহানির্লিপিতত্বের অষ্টমোদ্যে লিখিত আছে—

‘তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোহং বিভাবয় ।

নিকামো নিরহকারঃ স্বভাবেন হৃৎ চর ॥’

শিবা এইরূপ মহামন্ত্র গ্রহণপূর্বক আপনাকে আত্মস্বরূপে বিবেচনা করিবে। তত্ত্বের মধ্যে উল্লিখিত ব্রহ্মস্বরূপ উপদেশ দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর ঐরূপ অর্ধ-প্রতিপাদক নিরলিখিত সচ্চিদানন্দ মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়া থাকেন।

“ওম্ সোহং হংসঃ পরমহংসঃ পরমাশ্রা দেবতা ।

চিদ্রং সচ্চিদানন্দস্বরূপং সোহং ব্রহ্ম ॥”

ওঁ! আমি সেই হংস, পরমহংস, পরমাশ্রদেবতা, আমি সেই জ্ঞানময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম।

এই মন্ত্রের একটি গায়ত্রীও আছে, তাহা অভ্যাস করিয়া লগ্ন করিতে হয়। সেটী এই—

“ওঁ হংসায় বিমহে পরমহংসায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ ।” ওঁ! হংসকে † জ্ঞাত হই, পরমহংসকে চিন্তা করি, হংস আদামিগকে তাহা প্রেরণ করুন।

জাবালোপনিষদে সংযুক্ত, আরাণি, বেতকেতু, হুর্কাসা, ঋতু, নিদ্রা, অড়ভরত, দত্তাজের ও বৈবর্তক প্রভৃতি (আদি) পরমহংস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার আত্মজ্ঞানিক, অব্যক্তাচারী ও উন্নত না হইয়াও উন্নতবৎ আচরণ করেন। (জাবালউঃ ৬) [পরমহংসের বিস্তৃত বিবরণ, হংসোপনিষৎ জাবালোপনিষৎ, সূতসংহিতা, নারদপঞ্চরাত্র, পরমহংসসংহিতা, নির্ণয়-সিদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

২ পরমাশ্রা। ও তৎপ্রতিপাদক উপনিষত্তে। (সুক্তিকোপনিঃ)

পরমাশ্রা (ত্রি) পরমা আশ্রা বক্ত। পরমার্শ।

পরমাণু (পুং) পরমঃ সর্বচরমকঃ অণুঃ। সর্বাপেক্ষে পরিমাণ-যুক্ত বৈশেষিকমতসিদ্ধ ক্রিতি, অণু, ভেদ ও বায়ুর স্ফুল্পাংশ-ভেদ। ঋণকের অবয়ববিশেষ। এই পরমাণু নিত্য ও নিরবয়ব। পরমাণু হইতে হয় আর কোন পদার্থই নাই।

“নিত্যানিত্যা চ না বোধ্য নিত্য্য ভাদগুণকণা।

অনিত্যা কু তদজ্ঞা ত্যং সৈবাবয়বযোগিনি ॥” (ভাবাপরিঃ)

পরমাণু নিত্য ও অনিত্য, ইহার মধ্যে অণুগুণকণা নিত্য, অপর সমস্ত অনিত্য্য, ইহা অবয়বযোগিনি। গব্যাকমার্গে সূর্য-কিরণ পড়িলে তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈরজঃকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ৬ ভাগের একভাগের নাম পরমাণু।

† ইহার আর একটি নাম পরমহংস মন্ত্র। উহা যাবন প্রকার।

‡ হংস শব্দের অর্থ শিব, সূর্য, বিষ্ণু, পরমাশ্রা ইত্যাদি। এই সকল মন্ত্রে হংস ব্রহ্মপ্রতিপাদক।

“জালান্দ্রমগতে ভানৌ বৎ স্তম্ভং বৃক্কতে রজঃ ।

ভাগতত চ বর্তো বঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে ॥” (উর্কানুত)

ভাগ করিতে করিতে বাহা আর বিভাগ করা যায় না, তাহাই পরমাণু। পরমাণু প্রত্যেক হয় না, পরমাণুসংখ্যক হইয়া ঋণক ও জালসংখ্যক হইলে তখন প্রত্যেক হইয়া থাকে। সাধারণ জীবের অবয়ব সকল বিভাগ করিতে করিতে যে স্থলে বিভাগের শেষ হইবে, বাহাকে আর বিভাগ করা যাইবে না, অথবা যে আর বিভক্ত হইবে না, তাহার নাম পরমাণু। এই পরমাণু চারিপ্রকার—জৌন, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। বৃক্ক জগৎ সৃষ্ট হয়, তখন প্রথমতঃ অদৃষ্ট কারণে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া করে, সেই ক্রিয়া বায়বীয় পরমাণুকে পরস্পর সংযুক্ত করে, এইরূপে সংযুক্ত হইলে ঋণক উৎপন্ন হয়। ক্রমে ঋণক, চতুষ্পক এইরূপে বায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে প্রাণীতে ক্রমে অগ্নি, জল ও পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। প্রেরণকালে এইরূপে পরমাণু বিভক্ত হইয়াই, ভূত-সকলের নশ হয়। কেবল পরমাণুই অবস্থিত থাকে, ঐরূপ অবস্থাকে প্রেরণ কহে। পরমাণু পরিমাপের কারণই নাই।

বৈশেষিক দর্শনে বাহা পরমাণু নামে ব্যবহৃত হয়, সাংখ্য-দর্শনের মতে ইহাই তন্মাত্র বলিয়া অনুমানিত হয়। এই তন্মাত্র বা পরমাণু স্থল ভূতপঞ্চকের ও ভৌতিক-জগতের উপাদান-কারণ। সাংখ্যের তন্মাত্র শব্দ বৌদিক, তৎ+মাত্র অর্থাৎ ‘কেবল বা কেবল সেইটুক’। নৈয়ারিকেরা বৈষ্ণব পাণ্ডি পরমাণু জলীয় পরমাণু ও তৈজস পরমাণু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করেন, সেইরূপ সাংখ্যচার্য্যেরাও গুণতন্মাত্র, রসতন্মাত্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মাত্র শব্দের জ্ঞান পরমাণু শব্দ বৌদিক। পরম+অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। পরিমাণ তিনপ্রকার অণু, মধ্যম ও মহৎ। ইহার প্রথমটী সূক্ষ্মতাবোধক, আর তৃতীয়টী বৃহৎ-বোধক। প্রথম পরিমাণ ও মহৎ পরিমাণ যদি বৎপরোনাস্তি হইয়া উঠে, তাহা হইলে তদ্বোধের নিমিত্ত ঐ অণু ও মহৎ শব্দের পূর্বে একটি পরম শব্দের প্রয়োগ হয়। এইজন্য বৎ-পরোনাস্তি সূক্ষ্মবস্তুর নাম পরমাণু। এইরূপ বৃহৎপরিমাণের নাম পরম বৃহৎ। পরমাণুর অজ্ঞ নাম পরিমণ্ডল ও মূলধাতু। শাস্ত্র-ভরে ইহা সূক্ষ্মত্ব নামে পরিভাষিত হইয়াছে।

পরমাণু ও তন্মাত্র এই দুইই অল্পমের পদার্থ। পরমাণুর অল্পমান এইরূপ—স্থল বস্তুমাত্রই বিভাজ্য। বাহা বিভাজ্য তাহার অংশ হইয়া থাকে। বস্তু বিভক্ত হইলে তাহাকে পৃথক, পৃথক অংশে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আরও দেখা যায়, প্রত্যেক বিভক্ত অংশ প্রত্যেক বিভাজ্য অংশের স্ফুল্কার

ধারণ করে, এইরূপে যে স্থলে ক্ষয়তার শেষ হইবে, সেই অবিসংখ্য ও অব্যবশ্যত বস্তুই পরমাণু।

নৈমিত্তিকদিগের মতে—আকাশ বৈশ্ব জলীয় ও অনন্ত, পরমাণু-সেইরূপ অগণনীয়, জলীয় ও অনন্ত। মহাপ্রলয়ে গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, সাগর, শৈল প্রভৃতি সমস্ত বিষ বিভক্ত হইলে সে সকলের পরমাণু আকাশপূর্ণে নিহিত বা লুপ্ত-হিত থাকে। বৈশেষিক দর্শনের মতে পরমাণু হইতে জগৎপূর্ণ হইয়াছে। কণাদ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় বলেন, পরমাণু সকল প্রলয়বাহার নিশ্চল থাকে। যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন ঐ সকল পরমাণু কীবাঙ্গার প্রভাবে সচল হয়। যেই সচল হয়, অমলি সংযুক্ত হইতে থাকে। পরে ঘাণুক, জ্যাণুক প্রভৃতি রূপে সমুদয় অজড়গণ উৎপন্ন হয়। এই মতে পিঁরি, নদী, সমুদ্রাদি-বিশিষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মও সকলই সাবরব। যেহেতু সাবরব, সেহেতুই ইহার আদ্যত আত্ম, উৎপত্তি ও প্রলয় উভয়ই আছে। কার্যমায়েই সকারণ, বিনাকারণে কোন কার্য হয় না, তাহাতেই জানা যায়, পরমাণুনাশিই জগতের কারণ। কণাদ বলেন, ক্রিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিভূত সাবরব। সুতরাং পরমাণুও চারিপ্রকার। যে কালে এই পৃথিবীাদি চরমবিভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ পরমাণু হইয়া যায়, সেই কালের নাম প্রলয়। প্রলয়কালে চরম অবরব অনন্ত পরমাণুই থাকে, তখন আর অবরবী থাকে না। সৃষ্টিকালে এই পরমাণু হইতেই জগৎপত্তি হয়। যে সময়ে দুইটা পরমাণুতে ঘাণুক জন্মায়, সেই সময়েই পরমাণুনিষ্ঠ রূপাদি গুণবিশেষ বাহ্য ও রূপাদি নামে পরিভাষিত, তাহা অস্ত ও রূপাদি গুণবিশেষ জন্মায়। কেবল পরমাণুনিষ্ঠ অন্য গুণ—পারিমাণ্ডিয়া (পরি-মণ্ডল—পরমাণু) পরমাণুর পরিমাণ। ঘাণুকে অন্য পারিমাণ্ডিয়া জন্মে না। ঘাণুকের পরিমাণ অণু ও হ্রস্ব। ঘাণুকাদিক্রমে মূল ভূতোৎপত্তি হয়। (বৈশেষিক দ*)

বেদান্তদর্শনে পরমাণু-কারণ-বাদ নিরাকৃত হইয়াছে। তগবান শঙ্করাচার্য্য পরমাণু হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করেন না এবং কণাদের এই মত ভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইখানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। তগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, ‘পরমাণুরাশি হয় প্রস্তুতিবৃত্তাব, না হয় নিস্তুতিবৃত্তাব, কিংবা উভয়বৃত্তাব, অথবা অস্তুত-বৃত্তাব অর্থাৎ নিত্যবৃত্তাব। বৈশেষিককে এই চারি প্রকারের একপ্রকার অবস্থাই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু এই চারি প্রকারের কোনও প্রকার উপপন্ন হয় না। প্রস্তুতি-বৃত্তাব হইলে প্রলয় হইতে পারে না। নিস্তুতি-বৃত্তাব হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। একাধারে

প্রস্তুতি ও নিস্তুতি উভয় বৃত্তাব থাকিতেই পারে না। নিস্তুতাব হইলে নৈমিত্তিক-প্রস্তুতিনিস্তুতি বস্তুতে পারে সত্য, কিন্তু তদ্ব্যতির নিমিত্ত সকল অর্থাৎ কাল, অদৃষ্ট ও ঐবরোহা, নিত্য ও নিরত সমিহিত, সুতরাং সে পক্ষেও নিত্য-প্রস্তুতির ও নিত্য-নিস্তুতির আশ্রয় হইতে পারে। অদৃষ্টাদি কারণদিগকে অব্যতর অথবা অনিত্য বলিলেও নিত্য-অপ্রস্তুতির আশ্রয় হয়। অতএব পরমাণু কারণবাদ সর্বদা অযুক্ত।

সাবরব ভ্রব্যের শেষ বিভাগই পরমাণু, বৈশেষিকদিগের এই করণা নিত্যত অযুক্ত, কারণ এই যে, বৈশেষিকগণ বলেন, রূপাদিমান্ পরমাণু নিত্য ও তাহারাই ভূতভৌতিক পদার্থের আরম্ভক, রূপাদি আছে বলতেই পরমাণুতে অণু ও নিত্য এই দুয়ের বৈপরীতা পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ বৈশেষিকের পরমাণু পরম কারণাপেক্ষা মূল ও অনিত্য ইহাই উপলব্ধ হয়। কিন্তু তাহা তাহাদের অভিপ্রায়ের বিপরীত। রূপাদি থাকিলে তাহাতে যে মূলত্ব ও অনিত্যত্ব থাকে; তাহা লোক মধ্যে দৃষ্ট হয়। সর্বত্রই দেখা যায় যে, রূপাদিমত্ব সমস্তই সকারণাপেক্ষা মূল ও অনিত্য। বৈশেষিকোক্ত পরমাণুও রূপাদিমান্। যেহেতু রূপাদিমান্, সেই হেতু তাহার কারণ (মূল) আছে এবং পরমাণু সেই কারণাপেক্ষা মূল ও অনিত্য ইহা সহজেই প্রতীত হয়। বৈশেষিক-কার যে অণুর নিত্যতাসাধনের জন্য ‘অবিভা চ’ এই হ্রস্ব বলিয়াছেন, তাহা তাহার মতে অণু-নিত্যতার তৃতীয় কারণ। যদি অণু-নিত্যতাসাধক উক্ত অবিদ্যা শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় যে, দৃশ্যমান মূলকারণের (জগৎপ্রবোর) মূলকারণ প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হয় না, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ, সেইকারণে তাহার নাম অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা অণু-নিত্যতার অন্ততম হেতু। ‘অবিদ্যা চ’ হ্রস্বের অর্থ কথিত প্রকার হইলে ঘাণুক ও নিত্য হইতে পারে। ‘অবিদ্যা পরমাণু-নিচয়ের নিত্যতা স্থাপন করিতে সমর্থ’ এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও নিশ্চিতরূপে অণু নিত্যসিদ্ধ হইবে না, কারণ এই যে, বিনশ্বর বস্তু ঐ হই কারণেই নষ্ট হয়। অস্ত প্রকারে নষ্ট হয় না, এমন কোন নিয়ম নাই। যদি আরম্ভ শব্দের বহু অবরব সংযুক্ত হইয়া ভ্রব্যাত্তর জন্মায়, এইরূপ অর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ নিয়মে বিনাশ সিদ্ধি হইতে পারে সত্য, কিন্তু যদি বিশেষবজ্জিত সামাজ্যাত্মক কারণের বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হওরাকে আরম্ভ বলা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই স্তুতকাঠিক-বিনাশের দৃষ্টান্ত স্বীকৃত অবস্থার বিনাশেও বিনাশ হওয়া সম্ভব হইতে পারে। অতএব পরমাণু সম্বন্ধে বৈশেষিকের যে গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, সে অভিপ্রায় রূপাদি স্বীকার করাতেই বিপরীত হইয়াছে। এই অন্তই পরমাণু-কারণবাদ অযুক্ত, অর্থাৎ

পরমাণুই যে পরম কারণ তাহা নহে। যদ্যপি ঋষি প্রাণন কারণবাদের কোন কোন অংশ বৈদিক ও সংকার্যতাদি আংশের উপজীবনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু পরমাণু কারণ শব্দের কোনও অংশ কোনও ঋষি কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। এ নিমিত্ত বেদবাদীর নিকট পরমাণুবাদ অত্যন্ত অনাদরণীয়।

[বেদান্তদর্শন, বৈশেষিক দর্শন এবং অণু শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পরমাণুস্কন্ধ (পুং) পরমাণুরঙ্গং যন্ত, ততঃ কপ্। ১ ঈশ্বর, বিষ্ণু। (শব্দমা) পরমাণু দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়, এই জন্য পরমাণু ঈশ্বরের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

পরমাত্মক (জি) পরমাত্মন্বার্ধে-কন্। পরমাত্মস্বরূপ।

পরমাত্মন (পুং) পরমঃ কেবল আত্মা। পরব্রহ্ম, পর্যায়—আপোজ্যোতি, চিদাত্মা।

“পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম নিঃশব্দং প্রকৃত্যেতঃ পরঃ।

কারণং কারণানাক শ্রীকৃষ্ণা তগবান্ স্বয়ং ॥” (ব্রহ্মবৈঃ প্রক্ ২০অ)

পরমাত্মা-বিষয়ের দর্শনসমূহে মতভেদ দৃষ্ট হয়, উপনিষদ ও দর্শনসমূহে যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহাই লিখিত হইল।

পরমাত্মার বিষয় বলিতে হইলে প্রথমে আত্মার বিষয় পর্যালোচনা করা আবশ্যিক।

উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে কেবলমাত্র ‘আত্মা’ শব্দ দ্বারা ইহান্বিশেষে বিভিন্ন আত্মার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

দার্শনিকগণ প্রাধান্যতঃ জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা এই দুই প্রকার আত্মাই স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেকস্থলে বৈদান্তিকগণ কেবল ‘আত্মা’ শব্দ দ্বারা পরমাশ্মাকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরমাশ্মাই বৈদান্তিকগণের পরব্রহ্ম।

জীবাশ্মা কি জানা না থাকিলে পরমাশ্মার স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। প্রথমেই জীবাশ্মার স্বরূপই বলিতেছি।

সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসাগরে লিখিয়াছেন, ‘কোন্ কোন্ ব্যক্তি কোন্ কোন্ বস্তুকে জীবাশ্মা বলেন তাহা বলিতেছি—

মুচ্য ব্যক্তির প্রতি প্রতিমা দেখাইয়া বলে, ‘আত্মাই পুত্র হইরা জন্মে’, ‘আপনাতে সেগণ প্রীতি, পুত্রভেদে সেইরূপ হয়।’ আর এই মনে করে, পুত্রের পুত্র হইলে আমার পুত্র অথবা পুত্র নষ্ট হইলে আমিও নষ্ট হইব। এইরূপে তাহারা বলে ‘পুত্রই আত্মা।’

কোন চার্লীক ‘অন্নরসের বিকার পুত্রই আত্মা’ এই প্রতি প্রতিমা দিয়া ভুলশরীরকেই জীবাশ্মা বলিয়া স্বীকার করে। বলে যে, পুত্রকে ফেলিয়াও প্রাণী গৃহ হইতে চলিয়া আসিতে দেখা যায়; কিন্তু সকলেই মনে করে যে ‘আমি হুল

আমি কুল’ ইত্যাদি। আবার কোন চার্লীক বলে, ‘আমি অজ, আমি বধির ইত্যাদি সকলেই মনে করে’। আবার ইঞ্জিরগণের অভাবে শরীর অচল হয়। এ ছাড়া ‘সেই সকল ইঞ্জির প্রজাপতির নিকট গিমাছিল’, ইত্যাদি প্রতিপ্রমাণও আছে। এই যুক্তিবলে ইঞ্জিরগণই আত্মা।

অপর কোন চার্লীক ‘শরীরাদি হইতে ভিন্ন প্রাণময় অস্ত্র-রাশি’ এই প্রতিপ্রমাণ এবং ‘প্রাণের অভাবে ইঞ্জিরগণের ক্রিয়ার অভাব হয়’ এই যুক্তি মনে করিয়া প্রাণকেই আত্মা বলে।

কোন চার্লীক মনে করেই আত্মা বলে। তাহারা এই প্রতিপ্রমাণ দেয় যে, ‘শরীর ইঞ্জির ও প্রাণ হইতে ভিন্ন মনোময় অস্ত্ররাশি’। এই যুক্তিও দেয় যে, মন হস্ত (নিত্যক) হইলে প্রাণাদিরও অভাব হয়। মনে করে, ‘আমি সত্ত্ববিশিষ্ট, আমি বিক্রমবিশিষ্ট’ ইত্যাদি।

বৌদ্ধেরা বিজ্ঞান বা বুদ্ধিকেই আত্মা বলেন, তাঁহাদের যুক্তি এই ‘কর্তার অভাবে করণের অভাব হয়’ ইত্যাদি।

প্রত্যাকর-মতাবলম্বী মীমাংসকগণ ও নৈয়ায়িকগণ বলেন, ‘শরীরাদি হইতে ভিন্ন আনন্দময় অস্ত্ররাশি’ ইহা প্রতিপ্রমাণ ও ‘স্বপ্নকালে অজ্ঞানেতে বুদ্ধাদিরও লয়’ এবং ‘আমি অজ আমি জানী’ ইত্যাদি অমুভব দ্বারা অভাবই আত্মা।

আবার চার্লীকদিগের মধ্যে কেহ হুল শরীরকে, কেহ ইঞ্জিরগণকে, কেহ প্রাণকে, কেহ ‘আমি অজ আমি জানী’ ইত্যাদি অমুভব দ্বারা অজ্ঞানকেই আত্মা বলেন।

কুমারিল-মতাবলম্বী মীমাংসকগণের মতে অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্যই আত্মা। তাহারা এই প্রতি প্রমাণ দেন যে, ‘প্রজ্ঞান বনস্বরূপ আনন্দময়ই আত্মা।’ তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ‘স্বপ্নকালে সকল লীন হইলে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের স্বপ্রকাশ হয়, আরও এইরূপ অমুভব হয় ‘আমি আমাকে জানি না’ ইত্যাদি।

কোন কোন বৌদ্ধের মতে শূন্যই আত্মা। তাহারা এই প্রতিপ্রমাণ দেন যে ‘এই জগৎ পূর্বে অসৎ ছিল’ এবং এইরূপ যুক্তি দেন যে, ‘স্বপ্নকালে সকলেরই অভাব হয়।’ এই অমুভব করেন যে, স্বপ্নকালে আমার অভাব হইয়াছিল, স্বপ্ন হইতে উখিত ব্যক্তি মাত্রেরই এইরূপ উপলব্ধি হইরা থাকে।

এইরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বীর নির্দিষ্ট পুত্র বা ইঞ্জিরগণ বা প্রাণ অথবা মন, কিংবা বুদ্ধি, অথবা অজ্ঞান বা অজ্ঞানদ্বারা উপহিত চৈতন্য কিংবা পুত্রতা কোনটাই জীবাশ্মা নহে। বৈদান্তিকের মতে পুত্রাদি পুত্র পর্যন্ত সময়ের প্রকাশক, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও সত্যস্বরূপ প্রত্যাকচৈতন্যই জীবাশ্মা।

দাত্তিকগণ বলেন, হুল শরীরই আত্মা, এতদতিরিক্ত অজ

কোন আশা নাই, এই অনাস্থাবাদ অতিশয় ভ্রান্ত। সকল কর্মসেই অনাস্থাবাদ নিষিদ্ধ ও বর্জিত হইয়াছে। অধৈর্য্যাত্তিক-গণ পুরোঁকরূপে আশার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

রামানুজ-কর্মণের মতে—চিং ও ঐশ্বরকে জীবাশ্ম ও পরমাশ্মা বলা যায়। এই মতে ‘চিং’ জীববাচ্য, তোক্কা, অশরিত্তির, নির্মল, জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য এবং অনারি কর্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত, ভগবদারাদনা ও তৎপদপ্রাপ্তাদি জীবের স্বভাব। ঐশ্বর অগৎশ্রুতি, অন্তর্দ্বারী এবং অশরিত্তির জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও বীর্য়ানি-শূণ্যপালী। পরমাশ্মার সহিত জীবের ভেদ, অভেদ ও ভেদা-ভেদ এই তিনই আছে। ‘ভবনসি বেতকেতো’ ইত্যাদি ঋতিতে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার পরীক্ষাভাবে কেহ কেহ অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, ফলতঃ ইহাওয়ার অভেদ প্রতীতি হয় না। বাহ্যার জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার ঐক্য স্বীকার করেন, তাহার নিত্যত্ব মূঢ়। ঋতিতে যে স্থলে ঐশ্বর নির্ণয়, এইরূপ অভিহিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি প্রাকৃত জনের জায় রাগদেবাদি গুণসম্পন্ন নহেন। রামানুজ শারীরক হৃদয়ের এইরূপ মত সংস্থাপন করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে একভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের মতে—জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা এই দুই।

নকুলীশ পশুপাতদর্শনের মতে—পরমকারুণিক মহাদেবই পরমেশ্বর এবং জীবই পশু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এই পরমেশ্বরই পরমাশ্মা এবং জীব জীবাশ্মা পদবাচ্য।

শৈবদর্শনের মতে শিবই পরমেশ্বর বা পরমাশ্মা ও জীবগণ পশু। এই পশুই জীবাশ্মা পদবাচ্য। নকুলীশ পশুপত-দর্শনাবলম্বীরা পরমাশ্মার কর্ম্মদি নিরপেক্ষ কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু এতদ্ব্যতাবলম্বীরা তাহা স্বীকার না করিয়া যে বৈরূপ কর্ম্ম করে, পরমেশ্বর তাহাকে সেইরূপ ফল প্রদান করেন, এইরূপ বলিয়া থাকেন।

প্রত্যাক্তিজ্ঞানদর্শনের মতে—জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার ভেদ স্বীকৃত হয় নাই, এই মতে জীবাশ্মার সহিত পরমাশ্মার কোন ভেদ নাই, জীবাশ্মাই পরমাশ্মা, পরমাশ্মাই জীবাশ্মা। তবে যে পরম্পর ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম মাত্র। জীবাশ্মার সহিত পরমাশ্মার যে অভেদ আছে, তাহা অহু-মান-সিদ্ধ। এই দর্শন মতে প্রত্যাক্তিজ্ঞা অস্মিলে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার অভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই মতে পরমাশ্মা স্বভ্যঃ প্রকাশমান, অর্থাৎ আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন। কেহ কেহ এই মতে আপত্তি করিয়া বলিয়া থাকেন, জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার যদি অভেদ কল্পিত হয় এবং পরমাশ্মা স্বভ্যঃ প্রকাশ-মান হয়, তাহা হইলে জীবাশ্মাও স্বভ্যঃ প্রকাশমান কেন না হয়,

ইত্যাদি আপত্তি যীমাংসা করিয়া জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার অভেদ এই মতে সংস্থাপিত হইয়াছে।

রসেশ্বর দর্শনের মতেও—হৃদেব্রহ্মই পরমেশ্বর এবং জীবাশ্মাই পরমাশ্মা।

বৈশেষিক দর্শনের মতে—আশ্মা বিবিধ জীবাশ্মা ও পর-মাশ্মা। বাহার টেচত আছে, তাহাকে আশ্মা কহে। আশ্মা স্বীকার না করিলে কোন ইঞ্জিরহারাই কোন কার্যই হইত না। বহুধা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই জীবাশ্মা পদবাচ্য। পর-মাশ্মা একমাত্র পরমেশ্বর। ভাদরদর্শনেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

এখন উপনিষৎ ও বেদান্ত শাস্ত্রে ইহার বিধর বৈরূপ পর্যালোচিত হইয়াছে, তাহাই একটু আলোচনা করা বাউক। আশ্মোপনিষৎ বলেন, ‘পুরুষ ত্রিবিধ। যথা—বাহ্যশ্মা, অন্ত-শ্মা ও পরমাশ্মা।’

‘স্বকৃ, অহি, মজ্জা, লোম, অহুলি, অহুর্ভ, পৃষ্ঠবংশ, নখ, শুল্ক, উদর, নাভি, মেট্র, কটী, উরু, কপোল, জ, ললাট, বাহু, পার্শ্ব, শির, ধমনী, নেত্রধর, কণ্ঠধর, বাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তাহাই বাহ্যশ্মা।’

‘পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, ইচ্ছা, মেঘ, স্নেহ, হৃৎ, কাম, মোহ ও বিকল্পনাদি এবং স্মৃতি, লিঙ্গ, উদাত্ত, অহুগাত, হৃৎ, দীর্ঘ, স্মৃত, খলিত, গঞ্জিত, ক্ষুণ্ণিত, সুদিত, নৃত্য, গীত, বাদিত ও প্রলয় পর্য্যন্ত, যে শ্রবণ করে, জ্ঞান করে, আবাদন করে, মনে করে, বুঝে ও বুঝিয়া সামান্য কর্ম্ম করে, তাহাই অন্তরশ্মা।’

‘যিনি অক্ষয় ও উপাসনার যোগ্য, প্রাণদায়ক, প্রত্যাহার, সমাধি, যোগ, অহুমান ও অধ্যাত্মচিন্তার বিধর, তাহাই পরমাশ্মা।’

(১) “বৃগস্মিৎসমজ্ঞালোমাজুল্যজুত-পৃষ্ঠবংশনখশূলকোবরনাস্তিমেট্র-কটীকপোলজললাটবাহুপার্শ্বশিরোধমনিকাকীণি জোত্রাণি তবতি জায়তে মিরতে ইত্যেব বাহ্যশ্মা নাম।” (আশ্মোপনিষৎ)

(২) “পৃথিব্যাণ্ডেজোবায়ুকাশশিখাধেবহৃৎকামমোহবিকল্পনাদিভিঃ স্মৃতিলিঙ্গোদাত্তনৃত্য-হৃৎ-দীর্ঘ-স্মৃত-খলিতগঞ্জিতক্ষুণ্ণিত-সুদিত-নৃত্যগীত-বাদিতপ্রলয়-বিজ্ঞিতাদিভিঃ জোতা ভ্রাতা মসরিতা মজ্জা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানশ্মা পুরুষঃ পুরাণং ভাস্মো যীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণিতি শ্রবণজ্ঞাপা-কর্ম্মণকর্ম্মবিশেষণং কয়োতি এবোহন্তরশ্মা নাম।”

(৩) “অথ পরমাশ্মা নাম, যথাকরুণাস্বরূপীঃ।

ন চ প্রাণদায়ক-প্রত্যাহার-সমাধিবোধ্যাহুমানাধ্যাত্মচিন্তকম্।”

(আশ্মোপনিষৎ)

স্বাক্ষরভাষ্যবীরের মতে—আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই চতুর্বিধ আত্মা।^(১)

বীণিকাকার নারায়ণের মতে—আত্মা লিল, অন্তরাত্মা জীব, পরমাত্মা জীবর এবং জ্ঞানাত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ এই চারিটী বিন্দু, নাদ, শক্তি ও শান্তাঙ্ক।^(২)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরমাত্মার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—‘আত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সর্বদা আত্মার উপাসনা করিবে, আত্মার অবেষণ করিলে সকলের অবেষণ করা হইবে। আত্মাতত্ত্ব সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞত তাহার অন্তর্যম বিধের। আত্মজ্ঞানলাভের জন্ত আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে।’

‘আত্মা সর্বভূতে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন’ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-বাক্য সকলই পরমাত্মারই জীবন্ত প্রকাশ করিতেছে। বাক্যপাণি প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রন্থ-খাদি সকল কর্তৃকল এবং ইন্দ্রিয়বিচারী সমস্ত দেবতা, অধিক কি ব্রহ্মাদি জ্ঞান পূর্ণাত্ম সমস্ত প্রাণী পরমাত্মা হইতে উৎপত্তি হয়। এই যে স্বাবর জগদাদি সমস্ত জগৎ, অমিত্যুলিঙ্গের ভাষা বাহ্য হইতে অহরহঃ উদ্ভিত হইতেছে, বাহ্যতে বিলীন হইতেছে এবং স্থিতিকালে জলবিষয় বাহ্যতে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাই আত্মা। এই আত্মার সত্তাবলেই প্রাণের সত্তা, নচেৎ প্রাণ কোনরূপেই আত্মলাভ করিতে পারে না। যিনি সর্বজ্ঞ, বিশেষরূপে সর্ববিদ, অসঙ্গ, সকলপ্রকার সংক্রমণ-রহিত, যে অক্ষরপুরুষের শাসনে সূর্য ও চন্দ্র অক্ষরকণ চলিতেছে, যিনি অন্তর্ধামিরূপে সকল ভূতে অবস্থিত হইয়া সকল পুরুষকে বহন করিয়াও স্বয়ং তাহার অতীত, তিনি জগদ্রাশিগুণ সর্ববাপী আত্মা এবং সকল সংসারের বিধারক সেতুস্বরূপ, সেই আত্মাই সকল সংসারকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যিনি সকলের জীবন ও নিরন্তর, যে আত্মা সকল প্রকার পাপ, তাপ, জরা ও মৃত্যুবিহীন, তিনিই তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জগদ্রাশিগুণ সৃষ্টি হইবার পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিল। ঐ আত্মা হইতে সকল উৎপত্তি হইয়াছে।’ (বৃহদারণ্যক)

(১) ‘আত্মা ব্যাপ্যব্যাপ্যাত্মনমন্তরাত্মানক পরমাত্মানমন্তঃ।’

জ্ঞানাত্মানকাক্ষরঃ তত্ব বিদুঃ সারানিযো বে কলাপারভবে।’

(রামপূর্ণভাষ্যবীর ১১)

(২) নারায়ণ যমত সর্ববর্ষের জ্ঞত এই পৌরাণিক বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

‘আত্মানবন্তরাত্মানঃ পরমাত্মানবসক্কে।’

জ্ঞানাত্মানক বিধিবৎ পীঠং স্রষ্টব্যাসিকম্।’ (নারায়ণের বীণিকা)

কেহ কেহ বলেন “এবমেষাং আত্মানমন্তঃ” এই শ্রুতিতেও সংসারী আত্মা (জীবাত্মা) হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। বাহ্যতঃ এ কথা বলেন, তাহাদের মত-সত্য নহে, কেন না শ্রুতিতেই আছে ‘ব এবোহিত্ত্বকরণ আকাশঃ’ এখানে আকাশ শব্দে পরমাত্মা উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব ঐ স্থলে আত্মার অর্থ পরমাত্মা। ঐ পরমাত্মা হইতেই সকল উৎপত্তি হইয়াছে। যদি বল, আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মা ইহা কে বলিল, জীব অর্থ হইলেই বা পোষ কি? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন “কৈব তদা অভূৎ” জীব (জীবাত্মা) সেইসময়ে অর্থাৎ স্রষ্টৃকালে কোথার ছিল? যখন কিছুই ছিল না, একমাত্র আত্মা ছিল এবং শ্রুতিতেও লিখিত আছে ‘ব এবোহিত্ত্বকরণ আকাশ-তন্মিন্ শেতে’ জগদ্রাশিগুণ যবে আকাশ তখন তাহাতে নিস্তিত ছিল, ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, জীব (জীবাত্মা) আর কখনই নিজের উপরে শয়ন করিতে পারে না, স্তবরাং আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মাই বলিতে হইবে। জীব স্রষ্টৃকালে সংপরা-মাত্মার সহিত মিলিত হয়। শ্রুতিবাক্যসমূহের পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ঐ স্থলে আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মা, ইহাতে আর কোন সংশয় থাকে না।

সংসারী জীবের (জীবাত্মার) বিভিন্ন বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের সামর্থ্য নাই। ব্রহ্মবিভার স্থলে লিখিত আছে, “ব্রহ্ম তে ক্রবানি, ব্রহ্ম জাপরিষামি” হে পার্শ্বি! তোমাকে ব্রহ্মের বিবরণ বলিও, ব্রহ্ম জানাইব। সেই স্থলে লিখিত আছে, ব্রহ্ম (পরমাত্মা) কর্তৃক-ভোক্তৃখাদিরহিত, নিত্য শুদ্ধ মুক্ত জ্ঞানরূপ ও অসংসারী। জীব গ্রন্থ-গ্রন্থাদিসম্বন্ধিত, কর্তৃক ও ভোক্তৃখাদী ও সংসারী। কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, ব্রহ্ম যখন জীব হইতে অভ্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং জীব ও ব্রহ্ম অপেক্ষা অতিশয় নিরুজ্জ্বল, তখন “অহং ব্রহ্মস্মি” আমিই সর্ব-শক্তিমান ব্রহ্ম, এইরূপ বলা বা এই ভাবে উপাসনা করা কোন-ক্রমেই জীবের সম্ভব হইতে পারে না। এই প্রকার অসদাশঙ্কা সম্ভব নহে, কারণ শ্রুতি প্রভৃতিতে জানা যায় যে, ‘পরমাত্মা প্রথমতঃ দ্বিগুণ চতুঃপাদি নির্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, প্রত্যেক বস্তুর অন্তরূপ হইলেন।’ ‘পরমাত্মা সকল বস্তুর সৃষ্টি ও নামকরণ করিয়া নিজেই তাহাতে অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন’, ইত্যাদি সর্বশাখীর মন্তব্যাক্য সকল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, পরমাত্মা এই সকল সৃষ্টি করিয়া ও তত্ত্বাধী-প্রবীষ্ট হইয়া জীব নাম ধারণ করিয়াছেন। পরমাত্মা আকা-শাদি পঞ্চভূতে জীবরূপে প্রবীষ্ট হইয়া নাম (সংজ্ঞা) ও রূপ (মূর্তি) প্রকাশ করিয়াছেন।

যখন প্রাণ সকল শ্রুতিই ব্রহ্মকে আরাধ্যে অভিজিত

করিয়াছেন। ‘সর্বভূতাত্তরাত্মা,’ এখানেও আত্মপদে ব্রহ্মেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রতিভে অনেক স্থলে বস্তুসমূহই পরমাশ্রয়িতরিত সংসারী আত্মার অভাব ঘটনা করিয়াছেন, তখন ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ আমি ব্রহ্ম বলিয়াই আত্মার উপাসনা করা অসম্ভব নহে। এইরূপ উত্তরে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন, জীব ও ব্রহ্ম অর্থাৎ জীবাশ্মা ও পরমাশ্রয় একই বস্তু প্রকৃত শাস্ত্রার্থ হয়, তাহা হইলে পরমাশ্রয়ও সাংসারিক সুখসুখাদি ভোগ করিতে হয়, একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ হইলে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশক শাস্ত্রসমূহ একবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে। যদি বল যে, শ্রোণিপণের সুখ সুখাদি দ্বারা আত্মা লিপ্ত হন না, তিনি ক্ষতিকমণিবৎ স্নুজ্ঞান থাকেন। এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, পরমাশ্রয় সর্বভূতে প্রবেশকালে নিজ নির্জিকার রূপ পরিভাগ করিয়া বিকৃতাবস্থা ধারণ করিয়া জীবাশ্মা প্রাপ্ত হন এবং সেই জীবাশ্মা পরমাশ্রয় হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়রূপে প্রতীয়মান হন। বাস্তবিক অভিন্ন বলিয়াই ‘নাহং ব্রহ্ম’ অর্থাৎ ‘আমি ব্রহ্ম ভিন্ন’ এই জ্ঞান হয় না এবং সাংসারিক অবস্থান্তরে ভিন্ন বলিয়াই পরমাশ্রয় উপাসনা করা যায়, অভিন্ন হইলে উপাসনা হইতে পারে না।

প্রতিভে ‘নেতি নেতি’ অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে বলিয়া সকল প্রকার ঔপাধিক বিশেষ বর্ণ পরিহারপূর্বক পরমাশ্রয় স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। (বৃহদারণ্যকোপনি’)

প্রতিভে যে সকল স্থলে পরমাশ্রয় বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সকল স্থলেই ব্রহ্মবোধক, এই ব্রহ্ম ইহার বিষয় আর অধিক আলোচিত হইল না। [ব্রহ্ম দেখ।]

বেদান্তদর্শনে লিখিত আছে, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্মকলভোক্তা জীব নামক আত্মা আছেন। ইহাকে জীবাশ্মা বলা হইতে পারে। এই জীবাশ্মা আকাশাদির জ্ঞান ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য এইরূপ সংশয় হইতে পারে; কারণ এতদ্ব্যপ্রতিপাদক বিভিন্ন প্রতিভে দেখিতে পাওয়া যায়। কোর কোন প্রতিভা অশুদ্ধিলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, জীবাশ্মা পরব্রহ্ম (পরমাশ্রয়) হইতে উৎপন্ন হন। আবার অত্র প্রতিভা বলিয়াছেন, অবিকৃত পরব্রহ্মই স্বষ্টশরীরে প্রবিষ্ট ও জীবভাবে বিরাজিত আছেন, এবং প্রতিভে জানা যায় যে, একবিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান হইয়া থাকে। সমুদয় বস্তু ব্রহ্মপ্রভব না হইলে একবিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান হইতে পারে না। অবিকৃত পরমাশ্রয়ই যে শরীরে জীবভাবে বিরাজিত আছেন, ইহা কিছুতেই জানিবার উপায় নাই, যেহেতু পরমাশ্রয় ও জীবাশ্মা সমলক্ষণ নহে। পরমাশ্রয় নিশাপ, সক্রিয়, নির্ধরক। জীব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিভাগ থাকাতাই জীবের বিকার্য (জয়

বরণ) জানা যায়। আকাশাদি যেহেতু বিভক্তবস্তু সমস্তই বিকার্য অর্থাৎ জ্ঞান্য পদার্থ। জীব ও পুণ্যপাপকারী, সুখদুঃখভোগী ও প্রতি শরীরে বিভক্ত, এমনই জীবেরও কর্মসংক্রিয়কালে উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ বলাই সম্ভব। আরও দেখ, যেমন আমি হইতে কৃত্ত বিকূলিক বহির্গত হয়, তেমনি পরমাশ্রয় হইতেই জীবাশ্মা উৎপন্ন হয়, আবার প্রলয়কালে উহাতেই লীন হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থপ্রতিপাদক প্রতি দ্বারা ইহা জানা যায় যে, জোপাশ্রয় অর্থাৎ জীবাশ্রয় নষ্ট উপবিষ্ট হইয়াছে। আবার শত শত প্রতি হইতে অবগত হওয়া যায়, বেরণ প্রাণীও পাবক হইতে পাবকরূপী সহস্র সহস্র ক্ষুদ্রিক জন্মে, সেইরূপ এক পরমাশ্রয় হইতে পরমাশ্রয়মানরূপী বিবিধ পদার্থ জন্মে, আবার সেই পরমাশ্রয়তেই লীন হয়। এই প্রতিভে সমানরূপী এই শব্দ থাকার জীবাশ্রয় উৎপত্তি ও বিনাশ কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ক্ষুদ্রিক আমি সমানরূপী, জীবাশ্রয় ও পরমাশ্রয়মানরূপী (অর্থাৎ উভয়ই চৈতন্য, সুতরাং সমানরূপী।) এই সকল প্রতি প্রকৃতি দ্বারা পরব্রহ্ম (পরমাশ্রয়) হইতে জীবের (জীবাশ্রয়) উৎপত্তি সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

পরমাশ্রয়, নিত্য ও নিঃশব্দ। যেমন পদ্মপত্র জল থাকিলেও তাহা জলে লিপ্ত হয় না, তরুণ ওগাভীত পরমাশ্রয়ও কর্মফলে লিপ্ত হন না। যিনি কর্মী আত্মা অর্থাৎ কর্মাত্মর জীব, তাহারই বন্ধন ও যোক হইয়া থাকে। জলে স্রব্যাপ্রতিবিম্ব যেমন বিকৃত স্রব্যের আভাস (প্রতিবিম্ব), তেমনি জীবও পরমাশ্রয় আভাস (প্রতিবিম্ব) ইহা জানিতে হইবে। যেহেতু আভাস সেই জন্যই জীব সাক্ষ্য পরমাশ্রয় নহে, পদার্থাত্মরও নহে।

বিকূলিক যেমন আমি অংশ, জীব (জীবাশ্রয়) সেইরূপ পরমাশ্রয় অংশ। পরমাশ্রয় স-রূপ না রূপাদিহীন? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলিয়াছেন, পরমাশ্রয় রূপাদিরহিত। কারণ এই পরমাশ্রয়প্রতিপাদক প্রতিভায় এই অর্থই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম (পরমাণু তুল্য ক্ষুদ্র) নহেন, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন, অশব্দ, অস্পর্শ, অন্রণ ও অব্যয়, প্রসিদ্ধ আকাশ নামের ও রূপের নির্বাহক, নাম ও রূপ বাহ্যর অন্তরে তিনিই পরমাশ্রয়। তিনি দিবা, সূর্যহীন পুরুষ, অর্থাৎ পূর্ণ, সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ (জন্মরহিত) এবং তিনি অপূর্ণ, অনপর, অনন্তর, অব্যাহ। প্রতি আরও বলিয়াছেন, পরমাশ্রয় নির্বিশেষ, একাকার ও কেবলচৈতন্য। যেমন লবণও অনন্তর, অব্যাহ, সম্পূর্ণ ও রসবন, তরুণ পরমাশ্রয়ও অনন্তর, অব্যাহ, পূর্ণ ও চৈতন্য বন (কেবল চৈতন্য)। ইহাতে ইহাই বলা হইল, পরমাশ্রয় অন্তর্বাহ্য নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্যরূপ বা আকার নাই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই পরমাশ্রয় পার্থক্যালিক রূপ।

কৃত্তিতে অবগত হওয়া যায়, পরমাচার ছইটী রূপ মূর্ত ও অমূর্ত, পরমার্থকরে তিনি অরূপ এবং উপাধি অহ্মারে তাঁহার আরোপিত রূপ মূর্ত ও অমূর্ত। মূর্ত মূর্তিমান অর্থাৎ মূল। অমূর্ত তদ্রূপ, অর্থাৎ মূল। পৃথিবী, জল ও ভূমি এই তৃত-
ত্রেয় রূপের মূর্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশ এই তৃত্বের অমূর্ত-
রূপ। মূর্তরূপটী মূর্ত অর্থাৎ মরণশীল। অমূর্তরূপ অমৃত
অর্থাৎ অবিনশীল।

কৃত্তিসমূহে পরমাচারিত্তিক জীবের অর্থাৎ জীবাচার বিবরণ
উল্লিখিত আছে এবং অবৈতবোধক কৃত্তিও আছে। বহামতি
শব্দপ্রার্থ্য পরমাচারিত্তিক পৃথক জীবাচার অতিশয় বীকার
করেন না। (বোদ্ধদর্পন)

শব্দপ্রার্থ্যের আত্মবোধে লিখিত আছে—বিনি মূল, মূল,
মূল ও বীর্ষ মহেন, বাহার জরা, যার, রূপ, জ্ঞান, ও বর্ণ
নাই, তিনিই পরমাচার। বাহার কোন প্রকার আকার
নাই, বাহার জ্যোতিতে জ্যোতিমান হইয়া দূর্যাদি জ্যোতিষ্ক-
গণ প্রকাশ পাইতেছেন, বাহাকে দূর্যাদি কেহই প্রকাশ
করিতে পারে না এবং বাহাতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বীর্ণ
পাইতেছে, তিনিই পরমাচার। বেরূপ প্রতাপ লোহণিও অন্তরে
ও বাহ্যে প্রদীপ্ত হইয়া আলোক প্রদান করে, সেইরূপ পরমাচার
বাহ্যে ও অন্তরে সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করেন, এবং স্বয়ং
প্রকাশিত হন। পরমাচার ভিন্ন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক
আর কেহ নাই। পরমাচার জগতের অতিরিক্ত, অথচ পরমাচার
ভিন্ন আর কিছুই নাই। বেরূপ মকতুমিতে মরীচিকা হইলে
হলেতে জলজ্ঞান হয়, কিন্তু সেই জল বেরূপ মিথ্যা, সেইরূপ
পরমাচারি বাহা কিছু সকলই মিথ্যা। আসন্ন বাহা কিছু
দেখিতেছি ও শুনিতেছি, সেই লঘুসাই পরমাচার স্বরূপ,
পরমাচার ভিন্ন আর কিছুই নাই। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই সেই
সচ্চিদানন্দময় অব্যয় পরমাচার লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন
পরমাচারপ্রাপ্তির উপায় নাই। বাহার জ্ঞানস্বরূপ প্রোক্তাসিত
হইয়াছে, তিনিই পরমাচারসাক্ষ্য করিতে সমর্থ। যেমন
জ্বলনকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মল সকল বিদূরিত করিলেই
সেই জ্বলন উদীপ্ত হইয়া স্বয়ং প্রকাশ পাইতে থাকে, সেইরূপ
জীবের জ্বলননানি দ্বারা জ্ঞানসি উদীপ্ত হইয়া অজ্ঞানরূপ
মল সকল বিদূরিত পাইলেই স্বয়ং প্রকাশিত হইতে থাকে।
তখন জীবই পরমাচাররূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (আত্মবোধ)

পরমাচারতত্ত্বনির্ণয় অতি হ্রস্ব, বেহেতু কৃত্তি বলিয়াছেন,
“বতো বাচো নিবর্ততে অপ্রাণ্য মনসা নহ” বাক্য যে স্থলে
বাইতে না পারিয়া মনের সহিত কিরিতা আসে। এই কৃত্ত
বাক্যে পরমাচারকে নির্ণয় করা বাইতে পারে না।

দ্বীপবিগল কৃত্তিসমূহের বেরূপ অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন,
পরমাচারবিবরণে সেইরূপ অবধারণ করিয়াছেন, এই কৃত্ত মতভেদ
হইয়াছে বলিয়া অস্বীকৃত হয়। [জীবাচার ও ব্রহ্ম শব্দ জটিল।]
পরমাচারী, বস্তুপূজনপদ্ধতি-রচয়িতা।

পরমাচারিত (পুং) পরম অর্থেভ্যং যত্র। ১ সর্বভেদমহিত
পরমাচার। ২ বিহু।

“নমস্তে জ্ঞানসত্যং নমস্তে জ্ঞানধারক।

নমস্তে পরমাচারিত নমস্তে পুরুষোত্তম ॥” (পুরুষপূরণ)

পরমানন্দ (পুং) পরমঃ সর্বোৎকৃষ্টঃ জ্ঞানমঃ। সকল
জ্ঞানের মধ্যে উৎকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ পরমাচার। পরমানন্দই
পরমাচার। “পরমানন্দস্বাধবঃ” (ঐতরেয়) উপনিষদাদিতে
ব্রহ্মই পরম জ্ঞানকরূপ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, এই কৃত্ত
পরমানন্দ শব্দে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে।

পরমানন্দ, এই নামে একজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম
পাওয়া যায়। ১ অমরকোষমালারচয়িতা।

২ খণ্ডনমণ্ডন নামে হর্ষরচিত খণ্ডনখণ্ডনাদোর টীকাকার।

৩ মকরকসারিণী নামে গ্রন্থরচয়িতা।

৪ বেদান্তভিটীকাপ্রণেতা।

৫ বেদান্তসারটীকাকর্তা।

৬ সাংখ্যতরঙ্গটীকাপ্রণেতা।

৭ একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি গর্গপ্রণীত ‘কাম্যবিবাগ’
নামক গ্রন্থের একখানি সংস্কৃত টীকা রচনা করেন।
ইনি নিজ গ্রন্থে আপনায় ধর্মশুদ্ধরণের এইরূপ পরিচয়
দিয়াছেন,—প্রথমে ভদ্রেখর সুরি, তাঁহার শিষ্য শান্তিসুরি ও
অন্তরদেব সুরি। তাঁহার শিষ্য পরমানন্দ। সংসারে ইহার নাম
ছিল দশোদেব।

৮ একজন কবির রাজা। ইনি সম্রাট অকবর শাহের
নিকট হইতে ভক্তর প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন।

৯ বেনীদন্তের পুত্র। ইনি প্রেরমণিকামালা নামে এক
খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পরমানন্দ ঘন, এক জন বিখ্যাত পাণ্ডিত। চিহ্নানন্দ ব্রহ্মের
সরস্বতীর শিষ্য। ইনি প্রেরমণিকামালী, ব্রহ্মহৃদয়বিবরণ ও
বৃত্তিমহোদধি নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পরমানন্দ চক্রবর্তী, ১ কাম্যপ্রকাশবিভাগিকা নামে কাব্য-
প্রকাশের একখানি টীকারচয়িতা। ইনি নিজগ্রন্থে ইশান
নামে আপনায় গুরু পরিচয় দিয়াছেন।

২ সর্গদাসের পুত্র এবং সোবানন্দ ও ভবানন্দের ভ্রাতা।

ইনি বহিরতত্ত্বটীকা নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

পরমানন্দ দাস, ব্রহ্মবাণী একজন হিন্দী কবি। ককানন্দ

ব্যাসবেদ্যুক্ত রামদাসগোষ্ঠের রামকরণ নামক গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ দেখা যায়।

পরমানন্দ দাস, চৈতন্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব কবি কর্ণপুরের প্রকৃত নাম পরমানন্দ দাস। পৌরাক মহাপ্রভু ইহাকে পুরীদাস বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কাঁচড়াপাড়াবাসী শিবানন্দসেনের ঔরসে ১৪৪৬ খ্রীঃাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিবানন্দ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইনি গৌরানন্দবৈষ্ণব একজন পরমভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরমানন্দের বয়স বধন সাতবর্ষ, সেই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার সহিত ঐক্যে গমন করিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। মহাপ্রভু রূপা করিয়া নিজ শ্রীচরণের বৃন্দাধুঁট এই বালকের হৃদে প্রদান করিয়া-ছিলেন। পরমানন্দ শ্রীগৌরানন্দবৈষ্ণব পদাধুঁট লেহন করিয়া অপূর্ণ কবির শক্তি লাভ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই সময়ে মহাপ্রভু পরমানন্দকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে আদেশ করেন, বালক পরমানন্দ, প্রভুর আদেশ-শ্রবণমাত্র আর্ঘ্যাঙ্কনে একটা শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইলেন। শ্লোক যথা—

“অবসোঃ কুবলয়মকো রজনমুদোসমহেপ্রমণিগাম।

বৃন্দাবনমণিনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥”

এই শ্লোকের প্রণমে ব্রজাঙ্গনাদিগের কর্ণভরণের বর্ণনা থাকার (কাহারও মতে) মহাপ্রভু পরমানন্দকে “কবিকর্ণপুর” আখ্যা প্রদান করেন। ইহার রচিত অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত আছে, যথা—আর্ঘ্যাশতক, চৈতন্য-চরিতামৃত-মহাকাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, আনন্দবৃন্দাবন চন্দ্র, কৃষ্ণলীলাদেশবীপিকা, গৌরগণোদেশবীপিকা এবং অলঙ্কারকৌস্তভ।

আর্ঘ্যাশতক গ্রন্থখানি ইহার প্রথম রচনা। তিনি মহাপ্রভু সন্থীপে যে “অবসোঃ কুবলয়ং” নামে যে শ্লোক রচনা করেন, সেই শ্লোকই এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোক।

১৪৬৪ খ্রীঃাব্দে বৈষ্ণব কৃষ্ণাখিত্যী সোমবারে চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের পরিচয়ান্তি হয়। যথা—

“কোঃ যস্যঃ ক্রতর ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে থাকে তথা বদু ততো দূতগেচ মাসি।
যার হৃদাভিরণমাস্যাসিতবিত্তিরাতিথ্যতরে পরিসমাপ্তিরূপমুখ্য ॥”

কর্ণপুর এই মহাকাব্যখানি বুরারিগুপ্তের কড়চা দেখিয়া রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। এই নাটক পুরীরা রাণা প্রতাপ-রুদ্রদেবের আদেশে ১৪৯৪ খ্রীঃাব্দে রচিত হয়।

“শ্রীমতে চতুর্দশমতে রবিবাসিভূক্ত সৌরো হরিবর্ধনবীজল আবিরাণীং।

ভস্মিতকুণ্ডলবিত্তিভাষী ভবীলীলাগ্রহোদয়মাবিরতবৎ কতমত বজ্রাং ॥”

স্বকর্ণকবি বেদন নিক্রমসিঁকোর কল্প আক্ষেপ করিয়া দানব-লভ্যর একটা শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, “কবিকর্ণপুরও তজ্ঞপ আনন্দবৃন্দাবন চন্দ্রকাব্যে গ্রন্থগ্রহণের কল্প আক্ষেপ-শ্লোক বর্ণন করেন। যথা—

“মতে বাতীঃ পদমহহ চৈতন্যভবৎ-
পরীবারে পদাঙ্কভবতি চ ভবিন্ মিথপদং ॥”

বিদ্যা বৈষ্ণবী প্রথমরসরীতিবিগমিতা।

বিদ্যালম্বো ভাষ্যঃ হৃদযিকমিতাঃ পরিমলঃ ॥”

এই আনন্দবৃন্দাবনচন্দ্রখানি বিদ্যালাগর মহাশয় তাঁহার সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রভাবে গ্রীকপ-পোদ্ভাবি-কৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

“চৈতন্যভূক্তকর্ণাখিতবাণবিকৃতভাষ্যাজীবনবনত জন্মত পুত্রঃ।

গ্রীনাথগাঙ্গুলমল্লভিত্তিকবুদ্ধিকল্পমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপুরঃ ॥”

এই শ্লোকোক্ত গ্রীনাথ গ্রন্থকারের ভ্রাতৃ ছিলেন।

গ্রীকলীলোদেশ ও গৌরগণোদেশ এই দুইখানি গ্রন্থ কোবকাব্য স্থানীয়। অলঙ্কারকৌস্তভ বৃহৎ অলঙ্কারশাস্ত্র। ইহাতে বিস্তৃতভাবে ধ্বনিবিচার আছে। এই গ্রন্থখানি আলঙ্কারিকগণের মধ্যে লিখিত বলিয়া ইহাতে সন্দেহ নাই। অধিক অলঙ্কারাদির ও রসাদির উল্লেখ আছে। কর্ণপুরকৃত একখানি কোব গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়। [কর্ণপুর দেখ।]

পরমানন্দদেব, সংস্কৃতরত্নমালা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

পরমানন্দ নাথ, ভুবনেশ্বরীপদ্ধতি নামক গ্রন্থরচয়িতা।

পরমানন্দ পাঠক, কর্ণপুরবীপিকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, মহাত্মার তীকা-প্রণেতা।

পরমানন্দ মিশ্র, ১ যোগবাসিষ্টসারোদ্ধাররচয়িতা। ২ তরঙ্গাক-মেলের প্রকৃতি। [মেল দেখ।]

পরমানন্দ যোগীন্দ্র, পরমানন্দহরীতোজরচয়িতা।

পরমানন্দ রায়, [চন্দ্রবীপ দেখ।]

পরমানন্দ লাল্লা পুরাণীক, এক জন হিন্দী কবি। কুন্দেশ-খণ্ডের অন্তর্গত অলঙ্কারকে ইনি ১৮৩৭ খ্রীঃাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নামক-নারিকার প্রণয়নকৃত একখানি ‘নখনিখ’ গ্রন্থ ইহার রচিত দেখা যায়।

পরমানন্দ (স্বী) পরমং সেবিত্বপ্রিয়বাৎ শ্রেষ্ঠং অরং। পারদ, কীরিকা, ইহা সেবতা ও শিক্তগণের অতিশয় প্রিয় এই জন্য ইহাকে পরমানন্দ কহে। ইহার প্রভুতপ্রণালী ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—হৃদ অর্ধাঙ্গক হইলে তাহাতে দ্ব্যতক তুল্য নিক্ষেপ করিতে হইবে, পরে ইহাতে দ্ব্যত ও শরীর মিশ্রিত করিলে পরমানন্দ হইবে। ইহার গুণ—হর্ষর, বল ও ধাক্ক পুষ্টিকর, শুষ্ক, বিট্টি, শিথ, রক্তপিণ্ড, অগ্নি ও বায়ুনাশক।

হুৎ, তপসকলা, নৃষি প্রভৃতি দ্বা দ্বি নহবোপে অধিতে
হুটাইরা বে পারস পাৰ হর। কেহ কেহ এই শব্দকে পরম
অর হইতে উৎপন্ন এইরূপ বলিয়াছেন। আবার অপরে বলেন,
চলিত পরমায় শব্দ সম্ভবতঃ পরম ব্যাক্রম এইরূপ অর্থে সম্ভবত
হইরাছে। (ভাবপ্র°)

পরমাপক্রমজ্ঞা (স্ত্রী) স্বর্গাসিদ্ধান্তোক্ত পরমক্রমজ্ঞা।
পরমাপূর্ব্ব (স্ত্রী) পরমং অপূর্ব্বং। স্বর্গাসিদ্ধান্তোক্ত অপূর্ব্ব-
ভেদ। পূজাদির অলহানি না হইয়া সূচাকরণে অঙ্কিত হইলে
পরম অপূর্ব্ব জন্মে।

পরমায়ুজ্ঞা (স্ত্রী) ত্রিপুরাদেবীর পূজার যুজ্ঞভেদ। তন্ত্রমতে
এই যুজ্ঞার বিধর এইরূপ লিখিত আছে,—উত্তর হস্তের মধ্য-
মাংকে মধ্যমুলে রাখিয়া উত্তর হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গকে উত্তর হস্তের
মধ্যমাঙ্গের দ্বারা আবদ্ধ করিবে এবং তর্জনীঘরকে দণ্ডাকার
করিয়া মধ্যমাঙ্গের উপরিভাগে সংস্থাপন করিলে এই যুজ্ঞা
হর। এই পরমায়ুজ্ঞা সর্বসংকোতকারিণী। (তন্ত্রসার)।
এই যুজ্ঞার ত্রিপুরাদেবীর ধ্যান করিতে হর।

ত্রিপুরা পূজাকে আর এক প্রকার পরমায়ুজ্ঞা লিখিত আছে,
তাহাকে যোনিযুজ্ঞাও কহে। ইহার প্রকার এইরূপ—মধ্যমা-
ঙ্গের কুটিল করিয়া তর্জনী তন্ত্রপদ সংস্থাপন করিতে হইবে,
অনামিকা ও কনিষ্ঠা মধ্যগত করিয়া অঙ্কুষ্ঠদ্বারা পরিপীড়ন
করিলে এই যুজ্ঞা হইবে।†

পরমায়ুসু (পং) পরমং আয়ুর্ভূত, পূর্বোদরাদিচাং অঙ্গমা-
সাত্তঃ। ১ অঙ্গনবৃক্ষ। (শব্দচ°)

পরমায়ুসু (স্ত্রী) পরমং আয়ুঃ কর্ণধা°। জীবিতকাল। “শতা-
দুর্ধৈ পুরুষঃ” (জ্ঞতি) মানবের পরমায়ু শতবৎসর। শব্দমালার
পরমায়ুকাল এইরূপ নির্দিষ্ট আছে,—১২০ বৎসর ৫ দিন
মানবের পরমায়ু কাল এবং হস্তীগণের এই পরিমাণকালই
পরমায়ু। ৩২ বৎসর অশ্বের, কুহুরের ১২ বৎসর, ধর ও
করভের ২৫ বৎসর, বুধ ও মহিষের ২৫ বৎসর, বৃশ ও শূকর
প্রভৃতির বতদিন পর্যন্ত ৬টা দত্ত মা হর, ততদিন পরমায়ু
কাল।‡ কোটিশাস্ত্রে লিখিত আছে—

- ১ “মধ্যমাংগে কৃতা কনিষ্ঠেহঙ্কুরোদ্বিতে।
তর্জন্তো বহবঃ কৃতা মধ্যমোপর্নাম্যিকে।
এব চ পরমায়ুসু সর্বসংকোতকারিণী” (তন্ত্রসার)।
- † “মধ্যমে কুটিলে কৃতা তর্জন্তোপরিদ্বিতে।
অনামিকে কথ্যতে তথৈব বি কনিষ্ঠকে।
সর্বা একত্র বসোক্তা অঙ্কুষ্ঠপরিপীড়িতা।
এব চ পরমায়ুসু যোনিযুজ্ঞোবীজিতা” (তন্ত্রসার)।
- ‡ “শতং বর্ষাণি ত্রিংশত্যা দিশাভিঃ পকতিঃ সহ।
পরমায়ুসিঃ প্রোক্তং দশাংগং করিয়াসিঃ।

“অঙ্গনাদিচাং সর্বাং বিকলাং কীর্তিতক ভব°।

তন্ত্রাদানরনং তত্ত কুটীর্ষভির্বিদ্যতে।” (কলিতকোটি°)

মানবের জীবিতকাল যদি জানিতে না পারা যায়, তাহা
হইলে সকলই বিকল হইরা থাকে, এই অঙ্ক সর্বাঙ্গে আয়ুর
পরিমাণ জানা আবশ্যক। মহুঘোর ঐহিক ও পারলৌকিক সকল
কাণ্ডই পরমায়ুর উপর নির্ভর করে।

মহুঘোর পরমায়ু ৫ প্রকারে গণনা করা যায়, কথ্য—
অশোভু, পিতাভু, নিসর্গায়ু ও জীবায়ু। বাহার লগ বলবান্
তাহার শব্দে অশোভু গণনা, এইরূপ দুর্ধা বলবান্ হইলে
পিতাভু, বাহার চক্ৰ বলবান্ তাহার নিসর্গায়ু এবং বাহার
এই তিনই দুর্ধল তাহার জীবায়ু গণনা করিতে হইবে। এই
গণনা করিতে হইলে গ্রহদিগের উক্ত ও নীচ রাশি উচ্চাংশ ও
নীচাংশ জানা আবশ্যক। অশোভুর বর্ষাধি আনরন গ্রহগণের
স্বীয় স্বীয় কর্ণযোগে গুণক অঙ্ক দ্বারা ব ব আয়ু গুলের অঙ্ককে
গুণ করিলে যে অঙ্ক সংখ্যা হইবে, তাহাকে ৬০ দিরা ভাগ
দিতে হইবে, পরে ঐ ভাগকলকে ১২০০ হাজার দ্বারা
ভাগ করিলে বাহা লঙ্ক হইবে তাহাই সেই সেই গ্রহের দত্তায়ু-
র্ব্ব হইবে।

অবশিষ্টাঙ্ককে ১২ দিরা গুণ করিয়া, ১২০০ হাজার দিরা
ভাগ করিলে বাহা লঙ্ক হইবে, তাহা মাস হইবে। অবশিষ্টাংশ-
শব্দে ৩০ দিরা গুণ করিলে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে
১২০০ হাজার দিরা ভাগ দিলে বাহা লঙ্ক হইবে, তাহাই দিন
জানিতে হইবে। ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিরা গুণ করিয়া
১২০০ হাজার দিরা ভাগ দিলে বাহা লঙ্ক হইবে তাহা দণ্ড,
এইরূপ নিয়মে গণনা করিলে পল ও বিপল জানিতে পারা
যাইবে।

যদি লম্বের বল সর্বাঙ্গে অধিক হয়, তাহা হইলে লগ-
কুটের রাশির অঙ্ক বহু সংখ্যা হইবে, তত বর্ষের অঙ্ক লগ দণ্ড
আয়ুর্বর্ষ্যকের সহিত যোগ করিবে, তদ্বারা আয়ুর বর্ষবৃদ্ধি
জানা যাইবে।

অংশ, কলা ও বিকলা প্রত্যেককে ১২ দিরা গুণ করিয়া
দিন স্থানে রাখিতে হইবে, প্রথমতঃ বিকলার অঙ্ককে ৬০
দিরা ভাগ করিয়া ভাগকলকে কলার অঙ্কের সহিত যোগ
করিবে। ভাগাবশিষ্ট অঙ্ক এক স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে,
পরে ঐ যোগক কলার অঙ্ককে ৬০ দ্বারা ভাগ দিরা ভাগলঙ্ক

অঙ্গা দ্ব্যংশৈবদ্বাংগং তদাং দ্ব্যংশবৎসরাঃ।

পকবিশেষভির্বাণি বরত করতত চ।

হুর্ধ্বিভিঃপ্রাণাং বৃত্ত মহিষত চ।

হুদ্রপুষ্করদ্ব্যধিপদাং বহুশাখিতাঃ।” (শব্দমালা)।

অঙ্গ-অংশের সহিত যোগ দিতে হইবে। অবশিষ্টে কলা-
তের ভাষা নিকে রাখিতে হইবে। পরে ঐ যোগ্য অংশকে
৩০ দিরা ভাগ মিলে বাহা লক্ষ হইবে, তাহার অবশিষ্টকে বাহা
থাকিবে, তাহা পূর্বস্থাপিত কলাতের ব্যবস্থাকে রাখিবে, পরে
ঐ ৩০ লক্ষকে তাহার বাবে রাখিবে, ঐ লক্ষা দ্বারা ক্রমে
মাস, দিন, দণ্ড ও পল এই সকল জানা যাইবে। ঐ মাসাদি
লক্ষদ্বারা মাসাদির সহিত যোগ করিলে লক্ষদ্বারা বর্ষ, মাস,
দিন, দণ্ড ও পল হইবে এবং স্থা প্রভৃতি সপ্তগ্রহের ও লগ্নের
লক্ষদ্বারা বর্ষ, মাস, দিন, দণ্ড ও পলাদি সমস্ত যোগ করিলে
বৃত্ত বর্ষ, মাস, দিন ও দণ্ড পলাদি হইবে, তত সংখ্যা
অংশাধুর্গণনাস্থানে রাখিবে।

অংশাধুযতে আয়ুপলানয়ন। অঙ্গকালে গ্রহগণ যে রাশির
বে অংশাদিতে অবস্থিত, সেই সেই রাশি ও অংশ, কলা ও
বিকলাকে এবং লক্ষকূটের রাশি, অংশ, কলা ও বিকলাকে
পৃথক পৃথক স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। পরে একএকটি
গ্রহকূটের রাশির অঙ্কে ৩০ দিরা গুণ করিয়া গুণকলকে
সেই গ্রহকূটের অংশের সহিত যোগ করিবে। পরে
ঐ যোগ্য অঙ্কে ৪০ দিরা ভাগ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্কে
৬০ দিরা গুণ করিয়া তৎপরের বিকলাতের সহিত যোগ করিলে
যে অঙ্গসংখ্যা হইবে, তাহার নাম সেই গ্রহের অংশাধুপল।
এইরূপে প্রত্যেক গ্রহকূটের ও লক্ষকূটের রাশি, অংশ, কলা
ও বিকলাকে এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে যে অঙ্ক সংখ্যা হইবে,
তাহাই সেই সেই গ্রহের ও লগ্নের অংশাধুপল হইবে।
পিণ্ডাধুর্গণনা করিতে হইলে নিসর্গায় লক্ষ স্থলে যে আয়ু-
পলানয়নের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, সেই অনুসারে আয়ুপল
আনয়ন করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে তিন দিরা ভাগ
করিলে বাহা ভাগলক্ষ হইবে, তাহাকে দুই স্থলে রাখিবে।
পরে তাহার একটা অঙ্কে ২০ দিরা ভাগ করিয়া বাহা ভাগ-
কল হইবে, দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে তাহা বিরোধ করিলে বৃত্ত
কলা বিকলা অবশিষ্ট থাকিবে, তত দিন ও দণ্ড রবিপ্রমত্ত
পিণ্ডায় হইবে। চন্দ্রের আয়ুপল বাহা হইবে, তাহা গ্রহণ
করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে ৫ দিরা গুণ করিয়া গুণকলকে
১২ দিরা ভাগ করিবে, ঐ ভাগকলে বৃত্ত কলা বিকলাদির অঙ্ক
থাকিবে, তত দিন ও দণ্ডাদি চন্দ্রপ্রমত্ত পিণ্ডায় হইবে।

মঙ্গল ও বুধপতির আয়ুপল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ৪ দিরা
ভাগ করিলে বৃত্ত কলা বিকলা ভাগকল হইবে, তত দিন ও
দণ্ডাদি মঙ্গল ও বুধপতির বৃত্ত পিণ্ডায় হইবে। বুধের আয়ু-
পল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ৫ দিরা ভাগ করিলে বৃত্ত কলা
বিকলাদি ভাগকল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি বুধের প্রমত্ত

আয়ু হইবে। চন্দ্রের আয়ুপল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ৫ দিরা
ভাগ করিলে বৃত্ত কলা বিকলা ভাগকল হইবে, তাহাকে ২০ দিরা ভাগ করিলে
বৃত্ত কলা বিকলা ভাগকল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি চন্দ্রপ্রমত্ত
পিণ্ডায় হইবে। শনির আয়ুপল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ৩ দিরা
ভাগ করিলে বৃত্ত কলা বিকলা ভাগকল লক্ষ হয়, তত দিন ও
দণ্ডাদি শনিপ্রমত্ত পিণ্ডায় হইবে। [নিসর্গায় প্রভৃতি]

পরমাধু-হানির বিবরণ এইরূপে গণনা করিতে হইবে।
জাতব্যক্তির লক্ষকূট স্থির করিয়া তাহার রাশির অঙ্কে ৩০ দিরা
গুণ করিলে বাহা হইবে, তাহা অংশাধুযতে যোগ করিবে,
পরে ঐ যুক্তাঙ্কে ৬০ দিরা গুণ করিয়া গুণকলকে পরমার্থী কলা-
তের সহিত যোগ করিলে বাহা হইবে, তাহা একস্থানে সংস্থাপন
করিবে। পরে পূর্ব প্রণালীযতে এক একটা গ্রহের বৃত্ত আয়ু
স্থির করিয়া তাহাকে উক্ত স্থাপিত অঙ্ক দ্বারা গুণ করিয়া গুণ-
কলকে ২১০০ দিরা ভাগ করিলে যে বৎসরাদি ভাগকল হইবে,
তাহা স্ব, স্বগ্রহের প্রমত্ত আয়ুর বৎসরাদি হইতে বিরোধ করিয়া
বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই পরমাধু স্থির করিতে হইবে। যদি
লগ্নে পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে এইরূপ স্থির করিতে হইবে,
এবং যদি পাপগ্রহদ্বয় লগ্নে কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে
স্ব স্ব গ্রহের প্রমত্ত আয়ু হইতে উক্ত ভাগকলের অঙ্ক বিরোধ
করিয়া আয়ু স্থির করিবে। দুই বা তিনটা শুভগ্রহ লগ্নে থাকিলে
তাহাদের মধ্যে যে গ্রহ শুভফল প্রদান করিবে, সেই গ্রহের
ভাগকল দ্বারা গ্রহপ্রমত্ত আয়ুকে গুণ করিয়া পূর্বের মত কার্য
করিতে হইবে। লগ্নে যদি দুই বা তিনটা পাপগ্রহ থাকে, তাহা
হইলে তাহাদের মধ্যে যে গ্রহ বলবান থাকে, তাহার ভাগকল
দ্বারা গ্রহপ্রমত্ত আয়ুকে গুণ করিয়া গুণকল দ্বারা পূর্ববৎ
কার্য করিতে হইবে। লগ্নে যদি পাপগ্রহ থাকে এবং ঐ পাপগ্রহ
যদি লম্বাধিপতি হয়, তবে আয়ুহানি গণনা করিতে হইবে না।

এইরূপে সমস্ত গ্রহের ও লগ্নের আয়ুর্দায় পৃথক পৃথক গণনা
করিয়া একত্র যোগ করিলে বৃত্ত বৎসরাদি হইবে, তাহাই জাত-
ব্যক্তির পরমাধু হইবে।

আয়ুর্দায় গণনা করিয়া বাহার বৃত্ত বৎসর পরমাধু হইবে,
সেই অঙ্কে দুই স্থানে স্থাপিত করিবে, পরে একটা অঙ্কে ১০
দিরা ভাগ করিয়া এই ভাগকল হইতে তাহার ১২৮ ভাগের এক
ভাগ বিরোধ করিলে, বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে স্থাপিত
দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে বিরোধ করিয়া বাহা অবশিষ্ট হইবে, তাহাই
প্রমত্তপরমাধু। যে ব্যক্তি পথ্যাদি, অধর্মাদি, সংকুলভাত,
জিহেজির, বিলা ও দেবাক্ষারত, তাহারাই এইরূপ প্রমত্তপরমাধু
প্রাপ্ত হইরা থাকেন।

যে সকল মহা পাপী, লুন্ড, কুপণ, সেব ও দ্রাবণনিষেক,

এবং বঙ্গপটী ও গঙ্গাপটীতে আগত, সেই সকল বহুবা উক্তরূপ নির্দিষ্ট আয়ুঃপ্রাপ্ত না হইয়া অকালে মৃত্যুযুগে পতিত হয়।

জাতকালদ্বারে যোগক আয়ুর বিবর এইরূপ লিখিত আছে। বাহার জন্মকালে লগ্নাধিপতিগ্রহ পূর্ণ বলবান্ হইয়া কেন্দ্রস্থিত শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে। জন্মকালে শুভগ্রহ কেন্দ্রস্থিত বা বহুকেদ্রস্থিত এবং চন্দ্র উচ্চগ্রহস্থিত হইলে যদি লগ্নাধিপতি গ্রহ বলবান্ হইয়া লগ্নস্থিত হয়, তাহা হইলে জাতব্যক্তির ৬০ বৎসর পরমায়ু হইবে। বাহার জন্মকালে বৃহস্পতি লগ্নে থাকেন, এবং লগ্ন বা চন্দ্র হইতে কেন্দ্র অর্থাৎ প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম বা দশম স্থানে শুভগ্রহ থাকে, এবং এই সকল শুভগ্রহের প্রতি লগ্ন স্থানস্থিত পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ৭০ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে মূলদিকোণে শুভগ্রহ ও তুলা স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে যদি লগ্নাধিপতি বলবান্ হয়, তবে জাতব্যক্তির ৮০ বৎসর পরমায়ু হয়। বাহার জন্মকালে বুধগ্রহ বলবান্ হইয়া কেন্দ্র অর্থাৎ লগ্নে চতুর্থ, সপ্তম বা দশমস্থানে অবস্থিত করে, এবং অষ্টম স্থানে কোন পাপগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ৩০ বৎসর পরমায়ু হয়। ঐ অষ্টমস্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে ৪০ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে বৃহস্পতি স্বীয়কেন্দ্রে বা স্বকেন্দ্রাধিপতি অবস্থিত করিলে জাতব্যক্তির ২৭ বৎসর পরমায়ু হয়। বাহার জন্মকালে চন্দ্র স্বীয় কেন্দ্রে বা লগ্নে অবস্থিত করেন, এবং সপ্তমস্থানে শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তাহার ৬০ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে পঞ্চমে বা নবমে শুভগ্রহ অবস্থিত থাকিলে যদি বৃহস্পতি ককটে থাকেন, তবে জাতব্যক্তির ৮০ বৎসর পরমায়ু হয়। যদি মৃত্তিক জন্মলগ্ন হয়, এবং ঐ জন্মলগ্নে বৃহস্পতি থাকেন, তাহা হইলে তাহার ৮০ বৎসর পরমায়ু হয়। বাহার জন্মকালে অষ্টমাধিপতি নবমস্থানে থাকেন এবং লগ্নাধিপতি অষ্টম স্থানে স্থিত হন ও ঐ লগ্নাধিপতির প্রতি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তাহার ২৪ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে লগ্নাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি এই দুইগ্রহ যদি অষ্টম স্থানে থাকে, তবে জাতব্যক্তির ২৭ বৎসর পরমায়ু হয়। বাহার জন্মকালে কোন পাপগ্রহ ও বৃহস্পতি এই উভয় যদি লগ্নস্থিত হন এবং উক্ত গ্রহের প্রতি চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ২২ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে শুক্র ও বৃহস্পতি এই দুই গ্রহ কেন্দ্রস্থানে অর্থাৎ লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে বা দশমে থাকেন, তবে জাতব্যক্তির শত-বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে ককটে বৃহস্পতি ও কেন্দ্র স্থানে শুক্র অবস্থিত করিলে জাতব্যক্তির শত বৎসর পরমায়ু হয়। বাহার জন্মকালে লগ্নে বা দশম স্থানে চন্দ্র অবস্থিত

করেন, তাহার শত বৎসর পরমায়ু হয়। লগ্ন, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, দশম বা দশম স্থানে যদি কোন পাপগ্রহ না থাকে, এবং লগ্ন বা দশম জন্ম-লগ্ন হয় ও কেন্দ্রস্থানে বৃহস্পতি বা শুক্র থাকেন, এবং লগ্ন হইতে অষ্টম ও নবমে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তাহার শত বৎসর পরমায়ু হয়। লগ্ন ও চন্দ্র হইতে অষ্টম স্থানে যদি কোন পাপগ্রহ না থাকে এবং বৃহস্পতি ও শুক্র বলবান্ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ১২০ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্র স্থানে ও একাদশে চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে জাতব্যক্তির ১২০ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে মীনলগ্নে শুক্র, অষ্টম স্থানে চন্দ্র ও কেন্দ্রে বৃহস্পতি থাকিলে এবং চন্দ্রের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, জাতব্যক্তির শতবৎসর পরমায়ু হয়। ইত্যাদিরূপে পরমায়ুর বিবর স্থির করিতে হয়। আরও লিখিত আছে, জ্যোতির্বিদগণ স্থিরকৃত হইয়া গ্রহগণের বলাবল বিচারপূর্বক বর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আয়ুঃযোগের উপদেশ দিবেন ইত্যাদি। পরমায়ুগণনার বিবর অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই চারি কথা বলা হইল। বিশেষ বিবরণ বৃহস্পতি ও জাতকালদ্বার প্রভৃতি জ্যোতির্গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

জ্যোতিবে গৌরহিবাদির পরমায়ু সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। মনুষ্য ও হস্তীর পরমায়ু ১২০ বৎসর ৫ দিন। বাঘ ও ছাগাদির পরমায়ু ১৬ বৎসর, গো ও মহিষের ২৪, উষ্ট্র ও গর্দভের ২৫, কুকুরের ১২ ও অশ্বের ৩২ বৎসর।*

এই সকলের জন্মসময়ের লগ্ন ও গ্রহসংস্থিতি দ্বারা উক্ত আয়ুঃগণনার প্রণালীতে আয়ুর বৎসরাদি স্থির করিয়া তাহাকে হস্তী প্রভৃতির স্বীয় স্বীয় নিরূপিত আয়ুঃদ্বারা গুণ করিবে, পরে এই গুণফলকে ১২০ দিয়া ভাগ দিলে, যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাই উক্ত হস্তী প্রভৃতির পরমায়ু।

সচরাচর মানবদি বত বর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচে, তাহাই পরমায়ু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ১৫০ বর্ষ এমন কি ১৬৫ বর্ষ বয়স্ক মানবেরও নাম শুনা যায়, কিন্তু এরূপ অতি বিরল। যোগবলে কোন কোন ব্যক্তি তিন চারি শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাহাও শুনা যায়।

পরমায়ু, রাজপুতজাতির একটি প্রধান শাখা। রাজপুতদিগের ৩৬টি শাখার মধ্যে যে চারি শাখা অধিকতর হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় যেন, তন্মধ্যে এই পরমায়ু একটি। ইংরাজ ঐতিহাসিকের

* "পলাহানবহুসনা মুকরিণাঃ কাম্রাযজ্ঞানেন্দুপাঃ
সোকাঙ্গোহিহিনাতথোষ্ট্রবরনোভাবি-বর্ধ্যাঃ শুভাঃ।

অথায়ঃ পদমঃ স্তাঃ সুবদিতানীয়ায়ুঃসোঃ পরায়ুঃ

বিষয়ঃ পরায়ুঃ চ বিজ্ঞাতঃ তেনাং ক'টাহুর্ভবেৎ।" (জ্যোতিষ)

অনুযায়ী, হইয়া অনেক এই প্রেক্ষিকে 'এনার' নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'পরমার' নামেই উল্লেখ দেখা যায়। এখন রাজপুতেরা চলিত ভাষায় 'পবার' বা পোরার বলিয়া থাকেন।

কিন্তু এই প্রেক্ষীর উৎপত্তি ও পরমার নাম হইল, তাহা পরগুপ্তের নবসাহসিকচরিত, উদৈপু (পোরালিয়ার) হইতে আবিষ্কৃত মালবরাজগণের শিলাপ্রশস্তি, নাপপুরের শিলালিপি ও বহু তাম্রশাসনে এইরূপ লিখিত আছে—পুরাকালে এক সময় মহাবিশিষ্ট অর্জুন (আবু) শিরির উপরি বাস করিতেছিলেন। বিখ্যাত বনপুরুষ তাঁহার কারখেন্দু হরণ করিয়া আনেন। বশিষ্ঠের প্রভাবে অর্জুন হইতে এক বীরপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি একাকী শত্রুসৈন্য নিধন করিলেন। শত্রু মারিয়া দেখে উদ্ধার করিয়া আনিলে বশিষ্ট তাঁহাকে বলিলেন, তুমি 'পরমার' অর্থাৎ শত্রুহতা পার্শ্ববৈজ হইবে। তদনুসারে ঐ মহাবীরের বংশধরগণও পরমার নামে বিখ্যাত হইলেন।

রাজপুত ইতিবৃত্তলেখক উড্‌সাহেব এই পরমার প্রেক্ষীর মধ্যে আবার ৩৫টী শাখা নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

- ১ মোরি—উহিলোথবংশীয়গণের পূর্ববর্তী চিতোরের রাজগণ।
- ২ সোড়া—মরহুলীর অন্তর্গত ষাট ভূতাপের সামন্তরাজগণ।
- ৩ শফলা—পুণল ও ঝাড়বারের সামন্তগণ।
- ৪ খএর—এই শাখার রাজধানী শৈয়ালু।
- ৫ উমরা হুমরা—পূর্বতন মরহুলবাণী, এখন হুসলমান ধর্মাবলম্বী।
- ৬ বিহিল—চন্দ্রাবতীর রাজগণ।
- ৭ মহীপাথ—সেবারের অধীন বিজৌলীর সামন্তগণ।
- ৮ বলহার—উত্তরমরহুলবাণী।
- ৯ কাবা—পূর্বকালে সোরাঠে এসিদ্ধ ছিল। এখন সিরোহীতে অতি সামান্য আছে।

১০ উমতা—মালব প্রবেশই উমতবারের রাজগণ, (বহুকাল হইতে ই'হারা বাণীনভাবে রাজ্য করিতেছিলেন।) ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে দুটীল সাম্রাজ্যের পর আর ই'হারা বাণীন বলিয়া গণ্য নন।

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| ১১ রেহার | } মালববাণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত। |
| ১২ হুখা | |
| ১৩ সোরাতিয়া | |
| ১৪ হরিহর | |

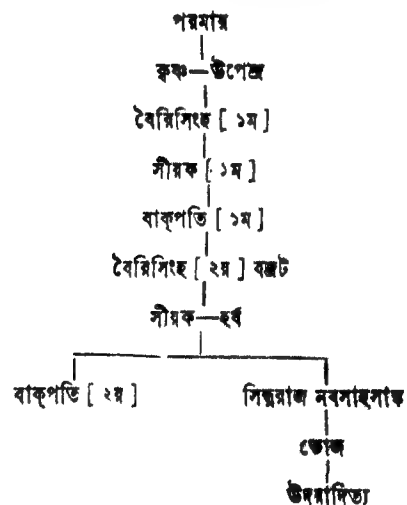
এ ছাড়া চাবান, খেজর, সগরা, বড়কোটী, পুলি, সঙ্গাল,

জীবা, কালপুত্র, কালুনা, কোহিলা, পশা, কাহোবিয়া, বন্দ, মেবা, বরহর, মিলরা, পোমরা, বুতা, মিকুজ, ও চীকা প্রভৃতি কএকটা শাখার সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, ও সিদ্ধনদের অন্তর পায়ে শিলা বাস করিতেছে। উড্‌সাহেব লিখিয়াছেন,—এক সময় সমস্ত মরহুলী পরমার রাজপুতগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ইহাদের বিভিন্ন শাখা—মহেবর, ধারা, লানু, উজ্জয়িনী, চন্দ্রভাগা, চিতোর, আবু, চন্দ্রাবতী, মহোব, মরনানা, পরমাবতী, অনরকোট, বেথের, লোমকী ও পুন্ডন প্রভৃতি স্থান এক সময় জয় করিয়াছিল অথবা মগরী স্থাপন করিয়াছিল।

ঐ সকল স্থানে পরমারগণ কোন্ সময়ে রাজত্ব করিতেন তাহার কোন প্রকৃত ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

বেশী দিনের কথা নয়, তাত্ত্বিক বৃহল প্রভৃতি পুরাবিদগণের দ্বারা মালবের পরমার-রাজগণের ইতিহাস অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে। সংক্ষেপে মালবের প্রবল পরাক্রান্ত পরমার-রাজবংশের পরিচয় দিতেছি।

মালবের নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও পরগুপ্তের 'নবসাহসিকচরিত' হইতে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়।



উপেন্দ্র-কুকরাজ নিজকুলবলে মালবরাজ্য জয় করেন। কোন্ সময়ে ইনি মালবরাজ্য অধিকার করেন, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার অত্যাচার বিচার করা বাইতে পারে।

উপেন্দ্রের পর তৎপুত্র বৈরিসিংহ, তৎপুত্র সীরক ও তৎপুত্র (১ম) বাকপতি, এই কয়জনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শিলালিপি হইতে এইমাত্র জানা যায়—বে ভিস জনেই মহাবীর ছিলেন ও অনেক দাগদাগ করিয়াছিলেন।

(১) "বিখ্যাত বশিষ্ঠাবরত বলতো বহু গাথ তৎপ্রভাব-
জ্ঞেয় বীরবিহুতাপ্রবলনিধন বন্দকায়ক এবঃ
মারিষ্য পরম্ বৈদ্যবিশিষ্ট সত্যভো বৃষিঃ।
উভা পরমারাজ্যঃ পার্শ্ববৈজ্য ভবিষ্যি।" (উদৈপু-প্রশস্তি)

বাক্পতির উত্তরাধিকারী ২য় বৈরিসিংহের অপূর্ণ নাম বজ্রটপাখী। ইহার পুত্র শ্রীহর্ষদেব, নামান্তর সীরক। মেক-
ডুজের প্রবন্ধচিত্রামণিতে ইহার নাম 'সিংহতট' লিখিত হই-
রাছে। পদ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন, সীরক বজ্রটপাখীর রাজা ও এক
হুণরাজকে জয় করিয়াছিলেন। উনপুত্র-প্রশস্তিতে লিখিত
আছে, ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে খোষ্টিগণের লক্ষ্যগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। এই খোষ্টিগ রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজপুত্রের একজন রাজা,
ইহার ৮২০ সম্বতে (৯১১ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ তাম্রশাসন পাওয়া
যায়। এদিকে ধনপালের 'পাইলকী নামমালা' নামক গ্রন্থে
লিখিত আছে, 'ধনন বিক্রমসংতে ১০২৯ বর্ষে (৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে)
যুগপৎ (মাত্রাখণ্ড) মালবাপিগতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া
বিস্তৃতিত হইয়াছিল, তৎকালে এই গ্রন্থ রচিত হয়।' ইহাতে
জানা যাইতেছে, ৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহর্ষদেব মাত্রাখণ্ড আক্রমণ
করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ এই যুদ্ধেই খোষ্টিগদেব প্রাণত্যাগ
বা রাজ্যত্যাগ করেন, কারণ পর বর্ষেই (৮২৪ শকে) তাঁহার
জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণরাজের তাম্রশাসন বাহির হইতে দেখি।
পদ্মগুপ্ত শ্রীহর্ষদেবের মহিষী বজ্রকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন,
তাঁহারই গর্ভে জুগেসিদ্ধ (২য়) বাক্পতি জন্মগ্রহণ করেন।
১০৩১ বিক্রম সম্বতে (৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ বাক্পতির
প্রথম তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় তাঁহার
পিতা শ্রীহর্ষদেব মাত্রাখণ্ডসম্পদ গ্রহণ করিয়াও বেশী দিন
উপভোগ করিতে পারেন নাই।

নবসাহসাক্ষরিত, শিলালিপি ও বাক্পতির তাম্রশাসন
হইতে ইহার অনেকগুলি নামান্তর পাওয়া যায়, যথা—উৎপল-
রাজ, যুজ, অমোঘবর্ষ, পৃথিবীবরজ ও শ্রীবরজ।

ইনি নিজে বিদ্বান্, কবি, বিতোৎসাহী, কাব্যামোদী ও
দ্বিধিকারী বীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। প্রবন্ধচিত্রামণি, ভোজপ্রবন্ধ,
নানাকাব্যসংগ্রহ ও অলঙ্কারগ্রন্থে যুজ-বাক্পতিরাজের কবিতা
উদ্ধৃত হইরাছে।

এই বাক্পতির সত্যরাজকবি পদ্মগুপ্ত, 'বশরূপ' নামক
প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা ধনঞ্জয়, শিল্পলীলাকার হলায়ুধ

ও ধনপাল প্রভৃতি পাক্তগণ থাকিতেন। ধনঞ্জয়ের ভ্রাতা ও
'বশরূপাবলোক' নামক বশরূপের লীলাকার ধনিক-আগম্যকে
বহারাজ উৎপলরাজের (বাক্পতির) 'মহাকাব্যপাণ্ড' বলিয়া
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উনপুত্রের প্রশস্তিতে লিখিত আছে,
'ইনি কর্ণাট, বাট, কেরল ও চোল জয় করিয়াছিলেন। ইনি
যুবরাজকে জয় করিয়া ও তাঁহার সেনাপতিকে হত করিয়া জিপুরী
জয় করিবার জন্য বড়শ উত্তোলন করিয়াছিলেন।' উক্ত 'যুব-
রাজ' চেরির কলচুরিকণীর একজন রাজা। প্রবন্ধচিত্রামণি-
কার লিখিয়াছেন, যুজ বোধশবার চালুক্যরাজ ২য় তৈলপকে
জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু শেববার তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয়
ঘটিল। এইবার তিনি মন্ত্রী রত্নাদিত্যের পরামর্শে গোদাবরী
পার হইয়া তৈলপের রাজ্যসীমার উপস্থিত হইলে পরাজিত ও
শত্রু-করে বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থার বাক্পতি অতি মূল-
লিত করুণ-রসপ্রস্রিত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিছুদিন
পরে তাঁহার পলায়ন-চেষ্টা প্রকাশ হইয়া পড়ার উদ্যম
তাঁহাকে বিনাশ করা হইল। পদ্মগুপ্ত অথবা মালবরাজগণের
কোন শিলালিপিতে উক্ত প্রসঙ্গ লিখিত না থাকিলেও মেক-
ডুজের বর্ণনা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। কারণ চালুক্য-
রাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসনে তৈলপ কর্তৃক বাক্পতি-
ধনন-প্রসঙ্গ মহা আড়ম্বরে বর্ণিত হইরাছে।

অমিতগতির 'সুভাষিতরঙ্গসন্দোহে' লিখিত আছে, 'তিনি
১০৫০ বিক্রমসংবতে (৯৩৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে) যুজের রাজত্বকালে
উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।' এদিকে চালুক্যশাসনলিপি হইতে
জানা যায় যে, তৈলপ ৯১৯ শকাব্দে (৯৯৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে) ইহ-
লোক পরিত্যাগ করেন। এরূপ স্থলে পরমারাজ যুজ-
বাক্পতি ৯২৫ হইতে ৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে
নিহত হন।

যুজ বা ২য় বাক্পতির পর তাঁহার অহুজ সিদ্ধরাজ রাজ্য-
লাভ করেন। নবসাহসাক্ষরিতের মতে তাঁহার বিদ্রূপ 'নব-
সাহসাক' ও 'কুমার নারায়ণ'। ইহার নাম লইয়া পদ্মগুপ্ত
'নবসাহসাক্ষরিত' রচনা করেন। কোন কোন প্রবন্ধে ইহার
নাম সিদ্ধল বা শীঘ্রল লিখিত হইরাছে।

সিদ্ধরাজের প্রথম জীবনের কথা পদ্মগুপ্ত অথবা কোন
শিলালিপিতে লিখিত হয় নাই। কিন্তু মেকডুজ প্রবন্ধচিত্রা-
মণিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'সিদ্ধরাজের স্বভাব বড় ভাল ছিল না। এই জন্য বাক্পতি
তাঁহার প্রতি অতি কঠোর ব্যবহার করিতেন। এমন কি
তিনি একসময়ে সিদ্ধরাজের আচরণে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে
নির্দোষিত করেন। সিদ্ধরাজ জবাবদে পিতা আক্রমণাবাদের

(১) এই রূপান্তর পলাতনের এক পাখা মত। মাকপুত্রের
৩০ ফুলের মধ্যে ১৭৩০ একটি। Tod's Rajasthan, Vol. 1. pp. 82
(London ed.)

(২) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 268.

(৩) সম্ভবতঃ এই হলায়ুধই কথিতব্য রচনা করেন। এই কবি-
রচনা যে সময়ে রচিত হয়, তৎকালে কবি রাষ্ট্রকূটরাজ কুমরাজের সভায়
থাকিতেন। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট-রাজবাণী মাত্রাখণ্ড মালব-সৈন্য কর্তৃক
বিস্তৃতিত হইলে ইনি মালব-রাজবত্যর আশ্রয় করেন।

নিকটবর্তী কালহমনগরের কাছে আসিরা বাস করেন। কিছুদিন পরে তিনি মালবে কিরিয়া আসিলেন। এমার মাল-বাধিৎ মুজ-বাধিৎও তাঁহাকে বহু করিরা লইলেন। অমরিন পরে আবার তাঁহার হুচরিত্তা প্রকাশ হইরা পড়িল। তিনি চকুহীন ও কাঁপশিয়ারাক হইলেন। এই সময়ে তৎপূজ ভোজ জগগ্রহণ করেন। ক্রমে ভোজের বয়স হইল। একদিন মুজ ভবিষ্যৎ বাণী শুনিলেন যে 'ভোজ তাঁহার মহাপুত্র'। মুজ অবিলম্বে তাঁহার শিরচ্ছেদের আদেশ করেন। কিন্তু তাঁহার আদেশপ্রতিপালিত হইবার পূর্বেই ভোজ কোঠভাতের নিকট কএকটা স্রোক লিখিরা পাঠাইলেন। স্রোক পড়িরা মুজের বয়স পসিরা গেল। তখনই তাঁহার হুচরিত্তা ফিরিল। মুজ ভোজকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।*

উদেপুর-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, সিদ্ধুরাজ হুগদিগকে জয় করিয়াছিলেন। আবার পদ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন, ইনি হুগ ও (দক্ষিণ) কোখলরাজ এবং বাগড়, লাট ও মুরলদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। পদ্মগুপ্ত সিদ্ধুরাজের নাগকজা-পরিগর-প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

নাগকজার নাম শপিপ্রভা। কথা হয়, সোণার পদ্ম পাইলে সিদ্ধুরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। নন্দনার ৫০ গব্ধতি দূরে রত্নবতী নগরীতে বজ্রাচুশ নামে এক অহর বাস করিত। তাহাকে বিনাশ করিরা সিদ্ধুরাজ সোণার পদ্ম লাভ করেন।† সিদ্ধুরাজের মন্ত্রী নাম যশোভট-রমাজন।

সিদ্ধুরাজ কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্যন্ত রাজত্ব করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে পদ্মগুপ্তের বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় যে তিনি মুজের মৃত্যুর পর ৮১৯ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সিদ্ধুরাজের পর ভারতপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইনি 'ধারাবিগ' বলিরা পণ্ডিতসমাজে সর্বাঙ্গ বিখ্যাত। ইহার মত বিদ্বান, সুবিবেচক, কবি, দার্শনিক ও মহাবীর, মালবে আর কেহ জগগ্রহণ করেন নাই। উদেপুর-প্রশস্তিতে বর্ণিত হইয়াছে,—

"নাথিতং বিহিতং দত্তং জাতং বদ্যং কেমচিৎ।

কিমদ্যং কথিরাভ্যম শ্রীভোজতঃ প্রসুততঃ" ১৮।

* ডাক্তার হুহলারের মতে, রাজপুতানার অন্তর্গত বর্তমান হুহলপুত্র, কারণ এবংও এখানকার ভাষা 'বাগর' নামে অভিহিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ভজরাতের এক অংশ।

† ই নাগকজা সম্ভবতঃ নাগবন্দীর রাজপুতবালা এবং অহর বজ্রাচুশ সম্ভবতঃ অধ্যাপকবাণী কোন অসভ্যরাজ্যের হইবে। ই অকলে অহর নামে এক অসভ্যরাজ্য আছেও দেখা যায়।

'কথিরাভ্যম ভোজরাজের অধিক কি প্রাশংসা বলিব, তিনি বাহ্য সাধন করিয়াছিলেন, বহ্য দান করিয়াছিলেন, এবং বাহ্য জানিয়াছিলেন, আর কেহ সন্দেহ পায় নাই।'

উক্ত শিলানিধি হইতেই জানা যায় যে, ভোজরাজ চৌধুর, ইন্দ্ররথ, ভোঙ্গল, ভীম এবং গুর্জর, লাট, কর্ণাট ও কুলদ-দিগের অধিপতিগণের সহিত বোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বদ্বন্দেই তাঁহার জয় হইরাছিল কি না সন্দেহ। করণ চালুক্যরাজ ৩৪ জয়সিংহের ৯৪১ শকাব্দের (১০১৯-২০ খৃষ্টাব্দের) লিপিতে তিনি 'ভোজরাজের চক্রবর্তন' অর্থাৎ ভোজ-রাজের বংশোদ্ভূতহারা এবং মালিষচন্দ্র-অহরসরগকামী ও বিধ্বংসকারী বলিরা বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, ভোজরাজ কল্যাণের চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ভীমের পরাজয় সম্বন্ধে যেরকম লিখিয়াছেন, ভীম যে সময় সিদ্ধুরাজের লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় ভোজ কুলচন্দ্র নামক একজন নিগবর জনৈক সৈন্যে অনহিলবাড়-জয়ে প্রেরণ করেন। অমরাসেই পত্তন অধিকৃত হইল। বিজ্ঞতা রাজদ্বারে কপর্দক রোপণ করিরা ও জয়পত্র লইরা চলিরা আসিলেন।

বিজ্ঞানের বিক্রমাকচরিত পাঠে জানা যায়, জয়সিংহের উত্তরাধিকারী চালুক্যরাজ (২৪) সোদেবর (১০৪২-১০৬৮ খৃঃ অঃ) ধারানগরী আক্রমণ করেন এবং ভোজ রাজধানী ছাড়িরা পলাইতে বাধ্য হন।

নাগপুরপ্রশস্তি ও মেরুভূজের প্রবন্ধচিত্তামণিতে লিখিত আছে, চৌদিরাজ কর্ণ ও গুর্জররাজ চালুক্যভীম উভয়ে একত্র হইরা ভোজরাজকে আক্রমণ করেন, তাহাতে ভোজের অধঃপতন হয়।

ভোজের ঠিক কোন্ সময়ে মৃত্যু হয়, তাহা জানা যায় নাই। 'রাজমুগাঙ্ককরণ' হইতে জানিতে পারি যে, ৯৬৪ শকে (১০৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে) ভোজরাজ জীবিত ছিলেন। আবার বিজ্ঞানের বিক্রমাকচরিত (১৮১৬) হইতে বোধ হয়, যে সময় বিজ্ঞান মহাপ্রদেশে উপস্থিত হন, তখনও ভোজরাজ জীবিত ছিলেন। কল্লণও লিখিয়াছেন, কাদীরপতি কলস ও ভোজনরাজ উভয়ে কবিবাকবৎ এক সময়ে জীবিত ছিলেন। (রাজতর-লিপি ৭১২০০, ২৫২ খৃষ্টাব্দ)। এরূপ স্থলে ১০৬২ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পরে ভোজরাজের মৃত্যু হইরাছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজাবিরাজ ভোজের নামে বহুস্থিতিবিবন্ধ প্রচলিত আছে। এ ছাড়া রাজমার্ত্তও নামে যোগসুত্রটীকা—রাজমার্ত্তও, রাজমুগাঙ্ককরণ ও বিধ্বংসবলভ নামে জ্যোতিষ, সমরারণ নামে বাস্তবায়, শূদ্রারমজরীকণা নামে কাব্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ভোজরাজের রচিত বলিরা প্রসিদ্ধ।

ভোজরাজের পর উন্নতিদিত্য দেব নামে এই পরমার-বংশীয় এক জন রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি শত্রুকরকবলিত ধার্মরাজ্য বহু আয়াসে উদ্ধার করেন এবং ধর্মবীর্যবাহুর মন্দির সংহার করিয়া বিখ্যাত হন। কোন্ সময়ে উন্নতিদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্যাপ্রদেশবাসী ভূক্সা জাতির কুলজের বলিয়া থাকেন যে, উন্নতিদিত্য নির্বিবাদে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা জগৎ রাজা তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি কতিপয় অচরিত ও পুরোহিতের সহিত অযোধ্যারাজ্যের অন্তর্গত বনবাসা নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই অঞ্চলের ভূক্সার উন্নতিদিত্যের সন্তান বলিয়া পরিচিত দিয়া থাকেন।

তৎপরে আসিয়া পিপ্লিয়া নগরের তাত্রশাসন ও ভোপাল হইতে প্রাপ্ত উন্নয়বর্ধের (১২৫০ সন্বতে উৎকীর্ণ) তাত্রশাসন হইতে ভোজবংশীয় মহারাজাধিরাজ যশোবর্ধদেব, তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ জয়বর্ধদেব, তৎপুত্র মহাকুমার লক্ষীবর্ধদেব, তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্রপুত্র মহাকুমার উন্নয়বর্ধদেবের নাম পাওয়া যায়। শেষোক্ত মহাকুমারঘর ভোজবংশীয় কি না এবং জয়বর্ধদেবের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানা যায় না। তবে শেষোক্ত তাত্রশাসনে 'জয়বর্ধদেবরাজ্যে বাতীতে' ইত্যাদি প্ররোগ থাকার বোধ হয়, তখন ভোজবংশীয় জয়বর্ধদেবের রাজত্বকাল কতক অতীত হইয়াছে এবং উন্নয়বর্ধদেব তাঁহারই অধীনস্থ অথচ রাজবংশীয় কোন মহামণ্ডলিক বা মহাসামন্ত ছিলেন।^{*} ইনি নর্মদাপুর (বর্তমান নর্মদাতীরস্থ হোসঙ্গাবাদ) নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।

পরমার (পুং) শৌনক ঋষির পুত্রভেদ।

পরমার্থ (পুং) পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ অর্থঃ। ১ উৎকৃষ্ট বস্তু। ২ বথার্থ।

"প্রপঞ্চো বহি বর্জ্যে নিবর্জ্যে ন সংপরঃ।

মারামাট্রমিৎ বৈতম্যমৈতৎ পরমার্থতঃ॥" (মাণ্ডুকাবার্তিক)

পরমঃ সুখঃ অর্থঃ প্ররোজনং। ৩ মোক্ষ। ৪ সুখ। সুখভেদ, ভূখণ্ডাব। (ভ্যাসঃ)

পরমার্থতা (স্ত্রী) সত্যের ভাব। মাথার্থ।

পরমার্থবিদ (জি) পরমার্থঃ বেত্তি বিদ-কিপ্। ১ পরমার্থবেত্তা, যথার্থবেত্তা। ২ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ।

* মতান্তরে ইনি উন্নতিদিত্যের পুত্র।

† Elliot's Races of the N. W. P. (ed by Beames), Vol. I, p. ২০. জগৎরাজের এক ভ্রাতা রণকো ভোজপুররাজ বংশের আদি-পুরুষ বলিয়া গণ্য।

(১) Indian Antiquary, Vol. XVI, p. ২৬৩.

পরমার্থবিন্দ (জি) পরমার্থ-বিন্দ-ক। ১ ত স্বভাবী। ২ শ্রেষ্ঠ ধনলাভকারী।

পরমার্থব্রহ্ম (জি) বথার্থ নিরুক্ত।

পরমার্থিত (পুং) পরমঃ অর্হন্ দেবতা উপাত্ততয়া অত্যন্ত, পরমার্থঃ অহ্। ১ জৈনরাজভেদ। ২ কুমারপালের নামান্তর।

পরমার্থিক (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পরমাহ (পুং) তত্ত্বনিদ।

পরমীকরণমুদ্রা (স্ত্রী) দেবতানিগের আস্থানানুযুক্তভেদ। তন্ত্রসাং ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—উত্তর হস্তের অঙ্গুলীনিম্নরূপে পরম্পর প্রযুক্ত করিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা ত্র্যম্বকতীর্থে ও দেবতার আস্থানে প্ররোগ করিতে হয়। ইহাকে মহামুদ্রাও কহে।

"অজোহুতপ্রযুক্তপ্রসারিতকরামূলী।

মহামুদ্রেরমুদ্রিতা পরমীকরণে বৃথেষঃ।

প্রবোধমেঘিয়া মুদ্রা দেবতাস্থানকর্মণি॥" (তন্ত্রসার)

পরমুদ্রা (পুং) পরেভো মুদ্রাধ্বং। কাক। রোগাদিতে বা স্বভাঃ ইহাদেরমুদ্রা হয় না, এই লক্ষ ইহানিকে পরমুদ্রা কহে। (ত্রিকা)

পরমেক্ষু (পুং) অগুর পুত্রভেদ। (বায়ুপুরাণ)

পরমেশ (পুং) পরমঃ ঈশঃ। পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

পরমেশ্বর (পুং) পরমশাসনৌ ঈশ্বরশ্চেতি। ১ জগৎস্থগাণ্ডিকারক সত্ত্ব জিম্বিক্তিক ব্রহ্ম। ২ বিষ্ণু। (বামনপুং ৫৮ অঃ)

৩ শিব। (হলায়ুধ) ত্রিমাং জীপ্। পরমেশ্বরী। দুর্গা।

"দেবকী মথুরাস্ত পাতালে পরমেশ্বরী।"

(দেবীভাগবত ৩৩০।৭০)

আত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি অর্থেও পরমেশ্বরকে বুঝায়।

পরমেশ্বর, ১ আর্থাভিটশিলাস্তটাকাশ্রয়েতা। ২ কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ত্ব একজন কবি।

পরমেশ্বরতন্ত্র (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

পরমেশ্বর দত্ত, বৈরাগ্যপ্রকরণ নামে গ্রন্থপ্রণেতা।

পরমেশ্বর রক্ষিত, গণাধার নামক গ্রন্থরচয়িতা।

পরমেশ্বর বর্ণা, পরমবংশীয় একজন রাজা, ইনি পেরুভুল্লুর যুদ্ধে বলভরাজের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করেন।

পরমেধু (পুং) অগুর পুত্র, পরমেধুর নামান্তর। (মৎস্যপুং)

পরমেষ্ঠ (পুং) পরমে চিদাক্ষেপে সত্যলোকে বা তিষ্ঠতি স্বাক, অদ্বৈতমাস, অধাভেতি বধ্যং। ১ চতুর্ভুজব্রহ্ম। কিপ্

প্রভার করিয়া পরমেষ্ঠা। প্রজাপতি। (শুদ্রযজুঃ ১৪।৩১)

পরমেশিন্ (পুং) পরমে যোদ্রি চিদাক্ষেপে ব্রহ্মপদে বা তিষ্ঠ-তীতি স্বা-ইনি, স চ কিং (পরমে কিং। উপ ৪।১০) ততোঃ হলুৎ বধ্যক। ১ ব্রহ্ম বা অদ্রি প্রভৃতি দেবতা।

“মহাভারতানুগানি সর্বঃ সংহার এব চ।

ক্রীড়ামিবেতং কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ ॥” (মহু ১০।৮০)

“পরমে স্থানে অনাবৃত্তলক্ষণে তিষ্ঠতীতি” (কুরুক)

২ বিহু। (ভারত ১০।১৪৯।৪৮)

৩ মহাশেষ। (ভারত ৩০।৭।৫৮)

৪ জিনবিশেষ। (হেম)

৫ শালগ্রাম বিশেষ। ইহার লক্ষণ ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—পরমেষ্ঠীনারায়ণের আভা শুক্ল এবং পরচক্র সমাবৃত্ত, আকৃতি বিচিত্র ও পৃষ্ঠদেশে অতি উৎকৃষ্ট ছিত্রবৃত্ত। অস্ত্রবিধ—ইহার আভা শোহিত, একটা চক্র, বিধাকৃতি রেখা ও অতি পুঙ্খল তথ্যির থাকিবে। পুরাণসংগ্রহে লিখিত আছে—পরমেষ্ঠীনারায়ণ শুক্ল আভাবৃত্ত, চক্র ও পদ্মসম্বিত, বর্ষলাকৃতি, পীতবর্ণ এবং পৃষ্ঠদেশে তথ্যিরবৃত্ত। বৈদ্যানরসহিতার শেখিতে পাওয়া যায়, পরমেষ্ঠী নারায়ণ রক্তাভ, চক্র ও পদ্মসংবৃত্ত, পৃষ্ঠদেশে বিধাকৃত তথ্যির, বর্ষল ও পীতবর্ণ। এই পরমেষ্ঠী-নারায়ণ কৃত্তিমুক্তিপ্রদায়ক। ৬ ৬ গুরুবিশেষ।

“আদৌ সর্বত্র দেবেশি ময়দঃ পরমো গুরুঃ।

পরাপরগুরুত্বং হি পরমেষ্ঠী ত্বং গুরুঃ ॥” (বৃহদ্রাণ্ড ২প°)

৭ অজমীড়ের পুত্র। (ভারত ১১।৪০।৩১)

৮ পরমস্থানস্থিত। বাচালিঙ্গ।

“অন্ত জন্মনি জাতোহাসৌ চক্ষুঃ পরমেষ্ঠিনঃ।

চাক্ষুষমতত্ত্বন্ত জগদ্রশ্মিরপি বিজ ! ॥” (মাকড়েরপু° ৭৬।২)

৯ ইন্দ্রজয়ের পুত্র। (ভাগ° ৫।১৫।৩) ১০ প্রজাপতি ও তৎপুত্র। ১১ গরুড়। ১২ চাক্ষুষ মহু। ১৩ বিরাটপুত্র।

পরমেষ্ঠিনী (স্ত্রী) পরমেষ্ঠিন্ জিরাং জীপ্। ১ ব্রাহ্মীকুপ, চলিত বামুনহাটা। (রাজনি°)

২ পরমেষ্ঠীর শক্তি। ৩ স্ত্রী। ৪ বাণেশ্বরী।

পরমৈশ্বর্য্য (স্ত্রী) পরমঃ ঐশ্বর্য্যঃ। শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য।

পরম্পর (পুং) পরং পিপত্তীতি পূ-অচ, ‘তৎপুকে কৃতীতি’

অলুক্ সমাসঃ। ১ প্রপৌত্রাদি, প্রপৌত্রতনয়। (যেদিনী)

২ যুগমল। (হেম) (জি) ৩ অহুক্রম, পর পর।

* “পরমেষ্ঠী চ শুদ্ধাতঃ পরচক্রসম্বিতঃ।

চিত্রাকৃততথা পৃষ্ঠে তথ্যিরকৃতি পুঙ্খলঃ।

পরমেষ্ঠী লোহিতাভচক্রমেকং তথাবৃত্তং।

বিধাকৃতিস্তথ্যিরেখা তথ্যিরকৃতি পুঙ্খলঃ ॥” (ব্রহ্মপুরাণ)

“পরমেষ্ঠী চ শুদ্ধাতঃ পরচক্রসম্বিতঃ।

সর্বলক্ষণা পীতঃ পৃষ্ঠে চ তথ্যিরঃ ক্রমঃ ॥” (পুণ্ডরীকংগ্রহ)

“পরমেষ্ঠী চ রক্তাভচক্রপদ্মসম্বিতঃ।

বিধাকৃততথা পৃষ্ঠে তথ্যিরকৃতি বর্ষলঃ।

পীতবর্ণস্তো বাপি কৃত্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ ॥” (বৈদ্যানরসহিতা)

পরম্পরা (স্ত্রী) পরম্পর-সিদ্ধ্যৈঃ অবহ। (হুমান ৩।৪৯)

২ সন্তান। ৩ বহু। ৪ হিংসা। (হেম)

৫ পরিপাতি। ৬ অহুক্রম, পরপর। (বহুভারত)

“ইমং বিবদন্তে যোগঃ প্রোক্তবানহরবদারঃ।

বিবদ্যান্ মনবে প্রোহ মহুরীক্ষাকবেতব্রবীঃ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং তথা রাজবরো বিহুঃ ॥” (গীতা ৪ অ°)

পরম্পরাক (স্ত্রী) পরম্পররা কারতে প্রকাশতে ইতি কৈ-ক, পরম্পরাহাপিতপতননানং তথাৎ। বজ্রার্ঘণতনন, পর্বার—মনন, প্রোক্ষণ, বাতন, বধ। (শকর°)

পরম্পরাগত (জি) ক্রমাগত, বংশাক্রমে আগত, পিতৃপিতা-মহ হইতে প্রাপ্ত বা প্রচলিত।

পরম্পরাপ্রাপ্ত (জি) পুরুষাক্রমে লভ্য। জনকৃতি, প্রবাদ।

পরম্পরাসম্বন্ধ (জি) পর পর সম্বন্ধবৃত্ত। শ্রেণীবদ্ধরূপে আগত।

পরম্পরীণ (জি) পরাং পরভাষ্যে অহুতবন্তি পরম্পর-খ (পরোপরপরম্পরেতি। পা ৫।২।১০) পরম্পরাপ্রাপ্ত।

“লক্ষ্মী পরম্পরীণাং ত্বং পুত্রপৌত্রীপত্যং নর।” (ভট্ট ৫।১৫)

পরমরণ (পুং) যে পুরুষ পরী তির অন্ত জীতে রমণ অভিলষ করে। লম্পট, উপপত্তি।

পররু (পুং) শিশিঃ দেহাদিকং পুরয়তীতি পূ-বাহুলকাৎ অরু।

কেপলাজশাক, নীলভুলরাজ (Eclipta prostrata) (শিক°)

পররূপ (জি) পরত রূপনিব রূপং যত। যৌত্তরবর্তী(নিজের পর-বর্তী) পরের রূপের জায় লগ্নবিশিষ্ট। (এতি পররূপং। পা ৬।১।১৪)

পরলোক (পুং) পরোলোকঃ। ১ লোকান্তর, স্বর্গাদি, মৃত্যুর পর যে লোকে গতি হয়, তাহাকে পরলোক কহে। যে লোকে অবস্থান করা যায়, তত্তির অপর লোকমাত্রই পরলোক। ২ ইহলোকের বিপরীত, স্বর্গলোক। ৩ স্থানবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—এই স্থান মুক্তাকলের আকর এবং এখানে যে মুক্তাকল জন্মে তাহা কুরুবর্ণ, ধেতবর্ণ কিংবা পীতবর্ণ, শর্করা-সম্বিত ও বিষম। উহা পারলৌকিক মুক্তা নামে প্রসিদ্ধ। (বৃহৎসংহিতা ৮।১।২৪।)

পরলোকগত (জি) পরলোকে গতঃ ইয়া-তৎ। স্বর্গপ্রাপ্ত, মৃত, বাহার দেহাবলান হইরাছে।

পরলোকগম (পুং) পরলোকে লোকান্তরে গমো গমনং যম্মাৎ। মৃত্যু। (হেম°)

পরলোকগমন (স্ত্রী) পরলোকে গমনং। মৃত্যু।

পরলোকপ্রাপ্তি (স্ত্রী) লোকান্তরে গতি, মৃত্যু।

পরবৎ (জি) পরঃ নিবোধকতরাং ত্যক্ত মহুপ্ মত্ভ ব। পরা-ধীন। জিরাং জীপ্।

“ভবানীপীং পরবানবৈতি মহান্ হি বহুতব দেবদাতো।” (মহু ২।৫৩)

পরশবার, মাজার প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলায় অবস্থিত
একটা নদী। অক্ষা° ১১°৩১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪০' পূঃ হইতে
উৎপত্তি হইয়। কুদালুরের নিকট সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।
নদীতটে প্রায় ৫ কোশ পর্যন্ত গাভীরা গমনাগমন করা যায়।
পরশ (পারসী) ১ প্রতিপালক, ২ রক্ষাকর্তা। যেমন 'পরিব
পরশ'।

পরশ (ত্রি) পরশ পরেবার বা বশঃ বলীভূতঃ। অস্ত্র বলী-
ভূত, পর্যায়—পরায়ণ, পরাধীন, পরজন্ম, পরবান্। (হেমচ°)

“বদ বৎপরবশঃ কর্তৃ তত্ত্বং বহুতন বর্জ্যেৎ।

বদ বদাম্ববশঃ জাং তত্ত্বং সেবেত বহুতঃ।” (মহু ৪।১৪২)

যে কিছু কর্ম পরাধীন, তাদৃশ কর্ম বহুপূর্বক বর্জন
করিতে হয়। বাহা কিছু কর্ম আত্মবশ, তাহা বহুপূর্বক করিবে।

পরশশ্রু (ত্রি) পরের বশতাপর, অস্ত্রের ইচ্ছাধীনে কর্মকারী।
অধীন ব্যক্তি।

পরশশ্রুতা (স্ত্রী) অধীনতা।

পরশস্ত্র, আচার্য্যচন্দ্র নামে চন্দ্রাকাব্য-রচয়িতা।

পরশাচ্য (ত্রি) পর দ্বারা নিন্দনীয়। নিন্দিত।

পরশানি (পুং) পরঃ ধর্মঃ বাগরতি প্রকাশরতি বগ শব্দে
লিহ তত ইন্। দাতৃনামেনেকার্থবাদ্য প্রকাশার্থঃ। ১
ধর্মাব্যাক। ২ বৎসর। (সেনদী) পরঃ শব্দঃ সপ্নমিতার্থঃ
বাগরতিতি। ৩ কাঠিকেরবাহন, ঘনুর। (শকমা°)

পরশান্ (পুং) পরত বানঃ। ১ পরের অপবাদ। পরঃ বানঃ।
২ উত্তরবাদ। ৩ প্রবাদ।

পরশাদিন্ (পুং) প্রাতঃবারি প্রতি উত্তরবানী।

পরশপ্রতিষেধ (পুং) বিপ্রতিষেধতেন।

পরশাসী (ত্রি) প্রবাসী। অস্ত্রের গৃহবাসী।

“মাধব কঠিনচন্দ্র পরশাসী,” (বিদ্যাপতি)

পরশব্রহ্ম (ত্রি) শত্রুপক্ষীয় বোদ্ধাদিগের বধকর্তা।

পরবেশ (দেশজ) প্রবেশ, আরম্ভ।

“বরিশ পরবেশ, শিরা গেল ঘূরদেশ।” (বিজাপতি)

পরবেশ্য (স্ত্রী) পরপুরুষের বাসার্থ গৃহ। স্বর্ণ। বৈকুণ্ঠপুরী।

পরবাহুনির্দেশন (পুং) শত্রুপক্ষীয় বৃহত্তরকারী।

পরব্রত (পুং) পরঃ ব্রতঃ যত। যতরাষ্ট্র। (শকরা°)

পরশ (স্ত্রী) স্ত্রীতীতি পুত্রোদরাদিবাং সাধুঃ। রত্নবিশেষ,
ইহার স্পর্শে দ্রাক্ষ সকল স্বর্ণে প্রাপ্ত হয়, এই জন্য ইহার
নাম স্পর্শমণি। পরশ পাণ্ডুর।

“সুভাদানিকপরশমণিরত্নাকরাবিতং।

রুকণ্ডহরিত্রিভুগনিরাকবিরাভিতং।”

(ব্রহ্মবৈবর্তপু° শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ ৪ অ°)

(দেশজ) স্পর্শ, হোঁরা।

“নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে ক্ষোভি।” (বিদ্যাপতি)

পরশপাণ্ডুর (দেশজ) স্পর্শমণি।

পরশবার, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায় উচ্চ ভূমিতে অব-
স্থিত একখানি গড় গ্রাম। অক্ষা° ২১°১৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°
২০' পূঃ। সমগ্র অধিত্যকাত্মনির ঠিক মধ্যস্থলে এই গ্রাম
এবং ইহার চতুর্দিকে আরও ৩০ খানি ধনধান্যপূরিত সমৃদ্ধি-
শালী গ্রাম দেখা যায়।

পরশব্য (ত্রি) পরশবে হিতঃ হিতার্থে যৎ। পরশুর হিতকর,
পরশুর যোগ্য।

পরশালা (দেশজ) ১ পরগাঁহা, বুকাশপরিলাতবুক। ২ পরগৃহ।

পরশাসন (স্ত্রী) অস্ত্রের আদেশ।

পরশু (পুং) পরশ শব্দে শূণ্যত্ব হিন্ত্যানেনেতি পর-শূ-কু,
ভিক (আড় পরশোঃ ধনি শূভাং ভিক। উণ ১।৩৪) অস্ত্র-
বিশেষ, চলিত টাঙ্গী, কুঠার, কুড়ুল। পর্যায়—পত্ত, পরশধ,
পরধ, স্বমিতি, কুঠার। (হেমচ°)

“ততঃ পরশহস্তঃ তমারান্তঃ বৈভ্যপুঙ্কঃ।

আহত্য দেবী বাণোষৈরপাতরত ভূতলে।” (মার্কণ্ডেয়পু° ৮৯।১৪)

প্রাচীন হিন্দুদিগের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্রানুযায়ী ধনু-
র্বেদে এই অস্ত্রের যে বর্ণনা লিখিত আছে, তদনুসারে ইহাকে
একপ্রকার টাঙ্গী বলা যাইতে পারে। একটা যষ্টির মতকে
অর্দ্ধচক্রাকার লৌহকলক তাহার আশ্রয় বিহীন, মুখ সমুখ ভাগে
স্তম্ভ (অর্থাৎ যে দিক্ ধারাল, সেই দিক্ সমুখে থাকে ও চকচকে,
তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট) কিন্তু অঙ্গ মলিন, মূলদেশ সরু অর্থাৎ হাত
দিয়া ধরিবার হুট আছে এবং মস্তক দেশ শিখাসম্বলিত। ইহার
পরিমাণ বাহ পরিমিত এবং কার্য্য পাতন ও ছেদন*। আয়ের
ধনুর্বেদে ইহার আরও কয়টা বিভিন্ন কার্য্যের উল্লেখ দেখা যায়।

“করালমবধাতকং নংপোপদ্রুতমেব চ।

ক্ষিপ্তহস্তঃ স্থিরঃ শূভ্রঃ পরশোস্ত্রং বিনির্দিশেৎ।”

অন্য ভণ্ডহুনিপুত্র নারায়ণাবতার পরশুরাম এই অস্ত্র হস্তে
ধারণ করিয়া ধরা নিঃকরির করিয়াছিলেন। [পরশুরাম দেখ।]

ঋগ্বেদাদি অতিপ্রাচীন গ্রন্থেও এই অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারের
বিবরণ লিখিত আছে। (ঋক্ ৭।১০৪।২১)

(দেশজ) ২ পরশ, চলিত পত্ত, আগামীদিনের পরদিন।

* পরশঃ যন্ত্রবলিঃ তাং বিশালাতপুত্রোহুৎ।

২১২৩৭৮ঃ সপিন্থরে। বাহবাযোরাভ্যাকৃতিঃ।

পাতনং হেবৎ চেতি শুণো পরশাস্মিতো।”

(বৈদ্যশাস্ত্রানুযায়ী ধনুঃশাস্ত্রঃ)

পরশুটি - (পুং) উত্তমমহর পুত্রভেদ।

পরশুধর (পুং) ধরতিতি ধ-অচ, পরশোবরঃ ৬-ভব্। ১
গণেশ। (হলায়ুধ) ২ পরশুরাম।

পরশুমৎ (ত্রি) পরশঃ বিখ্যাতোহত, মহত্। পরশুবৃত্ত,
পরশুধারী।

পরশুরা কোটি, অবোধা-প্রদেশের অন্তর্গত বলাই-খোরার
২ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে
পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত পরশুরা-কোটি নামে একটি বৃহৎ জুপ পড়িয়া
আছে। প্রবাদ, বলিরাজ নামে জনৈক বাহুবলীর রাজা পরশুরা
(পরশু) নামক আদ্যীর তৃত্যোর জন্ম মন্দির ও কতকগুলি
বাসভবন নির্মাণ করিয়া দেন। ঐ জায়গাখিষ্ট জুপটি লম্বে
১৪০০ ফিট ও প্রস্থে ৩০০ ফিট। ইহার পূর্বাংশে ৩৫ ফিট
উচ্চ ভূমির উপরে বে ইষ্টক-ভিত্তি পাওরা গিরাছে, তাহা সম্পূর্ণ-
রূপে হিন্দুদেব-মন্দিরের প্রতিকরণ। এখান হইতে ৫০০ ফিট
পশ্চিমে আরও একটি মন্দিরের ভিত্তি দেখা যায়। উত্তর মন্দি-
রের চারিদিক প্রাচীরপরিবেষ্টিত ছিল, তাহার চিহ্নও বিচক্ষমান
হইরাছে।

পরশুরাম (পুং) পরশুরা কুঠারাখ্যাত্ত্বৈন রামঃ রমণং বভ।
ভগবদবতারভেদ।

“অবতারে বোড়শমে পশুন্ ব্রহ্মরূপো নৃপান্।

ত্রিঃসপ্তকৃষ্ণঃ কুপিভো নিঃক্ৰামকরোদ্রুমীম্ ॥” (ভাগ ১।২অ)

পর্যায়—জামদগ্ন্য, পশু রাম, পরশুরামক, ভার্গব, ভৃগুপতি,
ভৃগুলাপতি। (শব্দরত্ন)

মহাভারতে লিখিত আছে, মহাত্মা অকুর্ পুত্র অজ, অজের
পুত্র বলাকাশ, বলাকাশের পুত্র কুশিক। কুশিক ইন্দ্রকে পুত্র-
রূপে পাইবার আশার কঠোর তপোব্রতান করেন, তাহাতে
দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্বক গাধি
নামে বিখ্যাত হন। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক
রূপবতী কন্যা জন্মে। কুশিকতনয় সেই কন্যাটিকে ভৃগু-
নন্দন ঋতীকের করে প্রদান করেন। ভগবান্ ঋতীক নিজ
প্রিয়তমার পবিত্রভাগুণে স্রীত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার পিতা
মহারাজ গাধির পুত্রভাত্যের জন্ম দুইটা পৃথক পৃথক চক্র প্রস্তুত
করিয়া সত্যবতীকে ডাকিয়া বলেন, তোমার মাকে এই
প্রথম চক্র খাইতে বলিও ও নিজে এই দ্বিতীয় চক্র খাইও।
এই প্রথম চক্র খাইলে তোমার মাতা নিশ্চরই এক কজ্রিয়-
নিহ্নদন বীরপুত্র প্রসব করিবেন, আর তুমি এই দ্বিতীয় চক্র
ভোজন করিলে এক শাস্ত্রজ্ঞান বৈদ্যশাস্ত্রী তপোনিরত পুত্রের
সুখ দেখিতে পাইবে। এই বলিয়া ঋতীক তপস্তার বনগমন
করিলেন। এই সময় গাধি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সতীক ঋতীকের

জায়গানে উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী পিতামাতাকে পাইয়া
পুলকিত অন্তরে চক্ৰের লইয়া জনমীর নিকটে গেলেন ও
আবোধাপাত করুবার বলিলেন। তখন গাধিদ্বিধী পরমাক্রোশে সেই
চক্ৰের লইয়া অক্ষয়নে আপনায় চক্র কড়াইলেন ও কড়ার
চক্র নিজে আহার করিলেন। এইরূপে ক্রমক্রমে সত্যবতীর চক্র
ভোজন করার সত্যবতীর গর্ভ ক্রমে বোরদর্শন হইয়া উঠিল।
ঋতীক পত্নীর গর্ভের জীবনাকার দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,
‘প্রিয়ে! তোমার মা তোমাকে তোমার চক্র না দিয়া তাঁহার
চক্র খাওয়াইরাছেন ও নিজে তোমার চক্র খাইরাছেন। এই জন্ম
নিশ্চর তোমার পুত্র অতি ক্রুরকর্মী ও ক্রোধপরায়ণ এবং তোমার
মাতা তপোনিরত ও ব্রহ্মভোজ্যসম্পন্ন হইবে। আমি তোমার
চক্রেতে ব্রহ্মভোজ ও তোমার মাতার চক্রেতে ক্রতভোজ লস্কিত
করিরাছিলাম, এইজন্য তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণ ও তোমার পুত্র
কজ্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই।’ ঋতীক এই কথা বলিলে, সত্যবতী
কাঁপিতে কাঁপিতে পতির চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্!
আমার পুত্র ক্রতঘর্ষাবলম্বী হইবে, এরূপ কথা বলা আপনায়
উচিত নহে। ঋতীক বলিলেন, আমার দোষ কি? তুমি
চক্রভোজনদোষেই অতি ক্রুরকর্মী পুত্র প্রসব করিবে, ইহা মিথ্যা
হইবার নহে। বিশেষতঃ তোমার পিতার বংশে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন
হইবে, আমি পূর্বেই জানিরাছি। তখন সত্যবতী অতি কাকুতি
মিনতি করিয়া বলিলেন, যদি নিতান্তই আপনায় বাক্য অত্যা
না হয়, তবে যেন তোমার পৌত্র ক্রতঘর্ষাবলম্বী হইয়া জন্মগ্রহণ
করে, কিন্তু আপনাকে দয়া করিয়া শাস্ত্রগণাবলম্বী পুত্র দান
করিতে হইবে। মহাত্মা ঋতীক প্রিয়তমার নিতান্ত কাকুতি
মিনতিতে সন্তুষ্ট হইলেন। যথাকালে সত্যবতী শাস্ত্রজ্ঞান
জগদগ্নিকে ও তাঁহার মাতা বিখ্যাতিকে প্রসব করিলেন।
(শান্তিপর্ক ৪১ অঃ)

বনপর্কে ঐ বিবরণটি কিছু ভিন্ন দেখা যায়,—

‘মহর্ষি ঋতীক বিবাহার্থ উপস্থিত হইলে রাজা গাধি তাঁহাকে
বলিলেন, ‘আমাদের কড়ার বিবাহে আমরা সমস্ত শরীর পাণ্ডরবর্ণ
কর্ণের তিতর রক্তবর্ণ ও বাহিরে শ্রামবর্ণ, এরূপ আকৃতিগুরু
বেগশীল সহস্র অশ্ব পণ লইয়া থাকি।’ ঋতীক তাহাই দিতে
স্বীকৃত হইয়া বরপণের নিকট হইতে এরূপ অশ্ব আনিয়া দিলেন,
যেখানে সেই অশ্বগণ উঠিয়াছিল, সেই স্থান অশ্বতীর্থ নামে
বিখ্যাত হইল। রাজা গাধি সহস্র অশ্ব পাইয়া কাত্তকুজে গণা-
তীরে ঋতীকের হস্তে সত্যবতীকে সম্ভাদান করিলেন। ঋতীকের
বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইলে, তাঁহার পিতা ভৃগু তাঁহাকে দেখি-
বার জন্ম আসিলেন। পুত্র ও পুত্রবধু উভয়ে তাঁহার পূজা
করিলেন। ভৃগু অতি দৃষ্ট হইয়া বধূকে বলিলেন, ‘তুমি কি

তাও, আমি বর দিতেছি।' সভ্যবতী আপনার ও আপনার মাতার পুত্র হইবার জন্য তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। তুণ্ড (তাঁহাকে হইভাগ চক দিয়া) বলিলেন, 'তুমি ও তোমার মা বহুবল করিয়া তুমি উড়ু বর বৃক্ষ ও তোমার মাতা অশ্বখ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিবে। আমি তোমার ও তোমার মাতার জন্য বহু বর করিয়া এই চক্রবর প্রেরিত করিমাছি।' তুণ্ড এই আদেশ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রালহুতি ও রাজী তুণ্ডর আদেশের বিপরীত কার্য করিলেন। বহুকাল পরে তুণ্ড দিবাকালে তাহা জানিতে পারিয়া পুত্রবধূর নিকট পুনরায় আসিলেন ও কহিলেন, 'তত্ত্ব। তোমার মাতা বিপর্যয়ক্রমে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই জন্য তোমার পুত্র ত্রাণ হইয়াও ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং তোমার মাতার পুত্র মহাবীৰ্য্য কজির হইয়াও ত্রাণগাচাৰী হইবে।' তাহা শুনিয়া সভ্যবতী বহুদূরক পুনঃ পুনঃ প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'আমার পুত্র যেন এমন না হয়, আমার পৌত্র যেন এমন হয়।' তুণ্ড 'তাহাই হইবে' বলিয়া সভ্যবতীকে সান্তনা করিলেন।

বহুকালে সভ্যবতী তেজোময় ও কান্তিবিম্বিত জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। এই জমদগ্নি সমস্ত ধনুর্বেদ ও চতুর্বিধ শাস্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। পরে তিনি প্রসেনজিৎ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার রেণুকা নামী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। রেণুকার গর্ভে পাঁচপুত্র জন্মে, রত্নবানু, সুবেগ, বহু, বিদ্যাবহু ও কনিষ্ঠ পরশুরাম। মতান্তরে এই পঞ্চপুত্রের নাম বহু, বিদ্যাবহু, বৃহতঃ, বৃহৎকণ ও রাম।^{১)} পরশুরাম সকল ভ্রাতা অপেক্ষা কনিষ্ঠ হইয়াও শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন ছিলেন। (বনপর্ব)

বিষ্ণু, মন্ত্র, ভাগবত, কালিকাপুরাণ ও সহস্রাধিক পুত্র রেণুকা-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবাংশীয় রেণুজ-কন্যা রেণুকে বিবাহ করেন, তাঁহারই গর্ভে কজিরনিন্দা পরশুরামের উৎপত্তি। সহস্রাধিক লিখিত আছে, 'চৈত্রমাसे পুনর্নব নক্ষত্রে তৃতীয়া তিথিতে রেণুকার গর্ভে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন।'।^{২)} শাস্তিপর্বে লিখিত আছে—পরশুরাম গন্ধমাদন পর্বতে মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে অতি তেজোময় পরশু অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

সহস্রাধিক লিখিত আছে, তর্কব. মহাদেবের নিকট

(১) "বহুমালা মলো জন্মে বাহুবিন্যাসঃ হতঃ।

বৃহতঃ বরং বর্ষ্যো বৃহৎকণঃ শতক্রতুঃ।"

(রেণুকামাহাত্ম্যে ১০।১০)।

* "ততঃস্বহিতমক্রে তৃতীয়ায়াঃ মাংসং।

রেণুকাভ্যাত্ম্যে পর্বতস্থিতঃ স হরির্বতঃ।" (রেণুকামাহাত্ম্যে ১০।১০)

অগ্রশিকা করিয়া পরে বিষ্ণুরাধ দণ্ডেশ্বর নিকট হইতে পরশু বিদ্যালাভ করেন। (এই পরশু হইতেই তিনি পরশুরাম নামে বিখ্যাত হন)।

মহাভারতে আছে—একদিন রেণুকা রাম করিতে গিয়া দেখিলেন, মার্ত্তিকাবত বেশাধিপতি রাজা চিত্রবৎ পদ্মশাল্যভূষিত হইয়া ভাৰ্য্যাসহ জনকীভা করিতেছেন। তদধর্মে তাঁহারও কামসুখা উপিত হইল। পরে তিনি ব্যভিচার হেতু বিচেতনা, সলিল মধ্যে স্নিগ্ধা ও ভ্রম্ভা হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। জমদগ্নি তাঁহার অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন ও দিকার বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম চারিপুত্র আসিলেন, একে একে জমদগ্নি সকলকেই মাতৃবধ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু মোহের বশীভূত হইয়া কেহই পিতার কথায় উত্তর দিলেন না। তাহাতে জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহা-দিগকে অভিশাপ দিলেন। তাঁহারা অভিশপ্ত হইয়া হতচেতন হইয়া পড়িলেন। তৎপরে শক্রহত্যা রাম আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। জমদগ্নি তাঁহাকেও কহিলেন, 'তোমার এই শাপীয়া মাতাকে হনন কর, তজ্জন্য হুঃখ করিও না।' রাম পরশু লইয়া মাতার মৃত্যু হেদন করিলেন। জমদগ্নির ক্রোধ শান্তি হইল। তিনি প্রসন্ন হইয়া রামকে বর চাহিতে কহিলেন। পরশুরাম প্রার্থনা করিলেন, 'আমার মাতা পুনর্জীবিতা হউন, তাঁহার বধ তাঁহার যেন মনে না পড়ে, যুদ্ধে যেন কেহ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে, ভ্রাতৃগণ প্রকৃতিস্থ হউন এবং আমার পরমায়ু যেন দীর্ঘ হয়।' জমদগ্নিও সেই সমস্ত বর দিলেন। তৎপরে একদিন জমদগ্নির পুত্রেরা আশ্রমের বহিঃপ্রদেশে গমন করিলে কাশ্মীরীয়া জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রেণুকা কাশ্মীরীয়াকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার বখোচিত পূজা করিলেন, কিন্তু কাশ্মীরীয়া যুদ্ধমতে উগ্র হইয়া তাঁহার পূজায় শাস্ত হইলেন না, বরং বল-পূর্বক আশ্রমের অনেক বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া কেলিলেন ও হোমধেহুর বৎস হরণ করিয়া লইলেন। তাহাতে হোমধেহু রোদন করিতে লাগিল। পরে রাম আশ্রমে আসিয়া পিতৃমুখে কাশ্মীরীয়ার বিবরণ অবগত হইয়া হৈহয়রাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। তিনি মহা-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া কাশ্মীরীয়ার সহস্র বাহু তলদ্বারা ছেদন করিলেন। তাহাতে অর্জুনের দারাদেবী নিভাত ক্রুদ্ধ হইয়া যে সময়ে রাম আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময়ে জমদগ্নিকে আক্রমণ করিল। তাহারা শরদ্বারা জমদগ্নিকে পীড়ন করিয়া চলিয়া গেল। পরশুরাম আশ্রমে আসিয়া পিতাকে দ্রুতকর দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে পিতার সমস্ত শ্রেষ্ঠকার্য্য নিজস্ব করিলেন ও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সর্ব্বদা কজিরকে বধ করিবেন। (বনপর্ব ১১০-১১৭ অধ্যায়ঃ)

বনপর্বে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের প্রতি বৈরুপ দোষারোপ করা হইয়াছে, শান্তিপর্বে কিন্তু ইহার বিপরীত দেখা যায়। শান্তিপর্বে (৪৯ অধ্যায়) আছে—

কার্ত্তবীৰ্য্যের বাণাগ্রস্রকৃত অগ্নিতে বশিষ্ঠের আশ্রম বহু হয়, তাহাতে বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, ‘তুমি আমার এই তপোবন নষ্ট করিলে, এই জন্ত জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তোমার সহস্র বাহু ছেদন করিবেন।’ মহাবল সহস্রার্জুন খাঙ দাঁড় পরণাপতপ্রতিপালক ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন। হুতরাং বশিষ্ঠের অভিশাপ শুনিয়া কিছু-মাত্র চিন্তিত হইলেন না, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ সেই অভিশাপ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নির খেজুবৎস অপহরণ করিল। বৎস অপহৃত হওয়ার পরশুরাম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীৰ্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও তাঁহার সহস্র বাহু ছেদন করিয়া তাহার অস্তঃপুর হইতে গোবৎস উদ্ধার করিয়া আনিলেন।

কিছুদিন পরে পরশুরাম সমিধকুশাদি আহরণার্থ আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, নির্দোষ কার্ত্তবীৰ্য্যভদ্রনয়ন জমদগ্নির আশ্রমে আসিয়া ভদ্র দ্বারা তাঁহার মৃত্যু ছেদন করিল। পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃবধূ দর্শনে বড়ই কোপাধিত হইলেন ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিতে প্রতিক্রিয়া করিলেন। অনন্তর তিনি শত্রুগ্রহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কার্ত্তবীৰ্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অন্ত্যস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে উন্মূলিত করিলেন। হৈহয়গণের শোণিতধারার পৃথিবী কর্দমযম্ব হইল। এইরূপে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া দম্যপ্রচিভে বনগমন করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে ক্রোধপরায়ণ জামদগ্ন্য ব্রাহ্মণসমাজে নিতান্ত নিম্নিত হইলেন। একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবহু সর্পসমক্ষে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, ‘রাম রাজা যবান্তির দেবলোক হইতে পতন ক্রান্ত যে বজ্রাঘাত হইয়াছিল, সেই বজ্র প্রতর্দন প্রকৃতি অসংখ্য ভূপতি আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নন? তুমি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিবে বলিয়া যে প্রতিক্রিয়া করিয়াছিলে, তাহা বৃথা; এখন কেবল জনসমাজে বৃথা আত্মদ্রাব্য করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া এই পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রহিয়াছ।’ কোপনস্বভাব জমদগ্নিনন্দন পরাবহুর মুখে এই কথা শুনিয়া পুনরায় শত্রু লইলেন। পূর্বে তিনি যে সকল ক্ষত্রিয়কে পরি-ভাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন পরাক্রান্ত হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। পরশুরাম তদুদ্বর্ণনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহা-দিগকে ও তাঁহাদের অন্ন বস্ত্র বালকদিগকে সংহার করিলেন।

কিছুদিন পরে গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়সন্তানগণ জন্মিষ্ট হইলে, পরশুরাম তাহাদিগকেও বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় কতকগুলি ক্ষত্রিয়পত্নী বৎস পুত্রদিগকে পরম বদে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

[এই সকলের নাম ‘ক্ষত্রিয়’ শব্দে জুটবে।]

মহাবীর পরশুরাম এইরূপে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পরিশেষে অবশেষে বজ্রাঘাত করিলেন ও ভদ্রপলকে কস্তপকে সমুদয় পৃথিবী নক্ষিপা দিলেন। তখন কস্তপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়-গণকে রক্ষা করিবার জন্য ক্রক ও প্রগ্রহ হাতে দিয়া নির্দেশ করিয়া রামকে কহিলেন, তুমি এখন নক্ষিপাসাগরের উপকূলে গমন কর। ক্ষত্রিয় হইতে সমুদয় পৃথিবী আমার হইল, আর এখানকার রাস তোমার কর্তব্য নহে। জমদগ্নিভদ্রের কস্তপের আদেশে অবিলম্বে সাগরের কূলে গমন করিলেন। রাম ভদ্রার উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র তাঁহার বাসের নিমিত্ত শূণ্যরাক নামক স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরশুরাম সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। (শান্তিপর্ব্ব ৪৯ অঃ)

বনপর্বে আবার এইরূপ লিখিত আছে, ‘পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমস্তপক্ষকে শোণিত-ময় পক্ষ হ্রদ করিলেন এবং সেই হ্রদে পিতৃগণের ভরণ করিয়া তাঁহার পিতামহ ঋতীর সাক্ষাৎলাভ করেন। ঋতীক রামকে ক্ষত্রিয়বধ করিতে নিবারণ করিলেন। তখন রাম বজ্র দ্বারা দেবেন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়া ঋতীগণকে পৃথিবী দান করিলেন। তিনি দশ ব্যাম আয়ত ও নব ব্যাম উচ্চ এক দুর্বর্ণবেদী প্রস্তুত করিয়া কস্তপকে প্রদান করেন। ব্রাহ্মণেরা কস্তপের আদেশে সেই বেদী খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভাগ করিলেন, তাহাতে সেই ব্রাহ্মণেরা খণ্ডবানন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। রাম কস্তপকে পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র নামক শৈলেন্দ্রে তপস্তাঘটান-পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। (বনপর্ব্ব ১১৭ অঃ)

রামায়ণে (আদিকাণ্ডে) লিখিত আছে,—রথকুলতিলক রামচন্দ্রের (হরধনুস্তলের পর শীতাকে লইয়া পিতার সহিত অযোধ্যা)-প্রত্যাগমনকালে পরশুরাম আসিয়া তাঁহার পথরোধ করেন। তিনি রামের সমুখে আসিয়া বলেন, যে তুমি শৈবধনু তাক্রিয়াছ তুমি আমি আর এক ধনু আনিরাছি। ইহা বৈকুণ্ঠ ধনু। ইহা শৈবধনু হইতে কোন অংশে বীন নহে। বিহু বহর্ষি ঋতীকে এই ধনুদান করেন, তিনি আবার আমার পিতাকে এই ধনু দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে আমি প্রাপ্ত হইরাছি। এই ধনুগ্রহণ করিয়া শরযোজন্য কর, যদি কৃতকার্য্য হও, তবে তোমার সহিত বন্দুধু করিব। তখন রাম অবগীলাক্রমে সেই ধনুকে তপ টানিয়া শরযোজন্য

করিলেন ও কহিলেন, 'হে ভগবদ্রস! এই শরে এখন লক্ষ লোক সংহার করিতে পারি। এখন এসুন, আপনার তপতর্জিত লোক সকল ধ্বংস করিব, কি আপনার আকাশের গতিরোধ করিব।' তখন ভাস্কর্য্য বীরাধীন ও ভক্তিত হইয়া কহিলেন, 'যে দিন আমি কতপক্ষে সমস্ত পৃথিবী দান করিয়াছি, সেইদিন হইতে আমি আর পৃথিবীতে রাজ্যবাস করি না। অতএব আমার গতিনাশ করিও না, আমার তপতর্জিত লোকসমূহ নাশ কর'। রাম লক্ষ্য করিয়া শরভাগ্য করিলেন, পরশুরামের তপোবলশক্তি লোকসমূহ নষ্ট হইল। ভাস্কর্য্য রামের নিকট এইরূপে পুজিত হইয়া মহেঞ্জপর্কতে চলিয়া আসিলেন। (৭৫-৭৬ সর্গ)

রামায়ণ ও মহাভারতের কোন স্থানে পরশুরাম ভগবদ-বতার বলিয়া গৃহীত হন নাই। পরবর্তী কালে মাৎস্ত, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে, ইনি ভগবাদের বর্ষ অবতার ও ভাগবতপুরাণে বোদ্ধ অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পুরাণ ও ভাগবতে পরশুরাম 'অশোভিতার' বলিয়া গৃহীত।

সহ্যাদ্রিখণ্ডের রেণুকামাহাট্টা আবার কিছু বাড়িয়াড়ি দেখা যায়। এই গ্রােহে পরশুরামকে পূর্ণ অবতার বলিয়া ঘোষণা করিবার চেষ্টা আছে। তাঁহার মাতা রেণুকা অপর নাম একবীরা এবং অসিতি গঙ্গা পার্শ্বতী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাঁহার বাতিচারদোষ কাশনের অস্ত তৎসংঘে ভিন্নরূপ উপাখ্যান আছে। [রেণুকামাহাট্টা দ্রষ্টব্য।]

সহ্যাদ্রিখণ্ড হইতে জানা যায়—পরশুরামই সমুদ্র হইতে কোকণ উদ্ধার করিয়া তথায় ব্রাহ্মণবাস স্থাপন করেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, কোকণস্থ ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের সৃষ্টি। [কোকণস্থ ব্রাহ্মণ, কেরল, মলবার প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

কেরলোৎপত্তি নামক গ্রােহে লিখিত আছে, পরশুরাম অহিচ্ছত্র হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া কেরলে বাস করান এবং সমস্ত জনপদ তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন।

বন্যাস জেলার অন্তর্গত তুর্ভীপারের নিকটবর্তী থেরোপড়ের প্রাচীন নাম ভার্গবপুর। প্রবাদ আছে, এখানেই পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। ঐ থেরোপড়ের ও ক্রোশ পশ্চিমে রক্তোই নামে একটা হ্রদ আছে, এখানকার লোকেরা বলিয়া থাকে যে পরশুরাম মহাবাহুকে বধ করিলে তাঁহার রক্তে উক্ত হ্রদ গঠিত হয়। [বঙ্গপুরাণের কৈমিনিসংহিতা, রেণুকামাহাট্টা প্রভৃতি গ্রােহে পরশুরাম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পরশুরাম, ওড়িশা প্রদেশের অন্তর্গত বাগর রাকোর জনৈক রাজপুত্র রাজা। বিবিত্ত্য লিখিত আছে, ইনি ওড়িশার

জলতান বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহার পুত্র ইসলাম বর্ষে লীকিত হন।

পরশুরাম, পূর্ববঙ্গের বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাহান নামক জনপদের একজন হিন্দুরাজা।

[বিস্তৃত বিবরণ মহাহান শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পরশুরাম, কএকজন গ্রহকার। তাঁহাদের রচিত পুস্তকের তালিকা পর পর লিখিত হইল। ১ ঈশাভাটোপনিষত্তীকা, গৃহস্থব্যাখ্যা ও মহাক্রমপ্রতিপ্রণেতা, ইনি কর্ণের পুত্র। ২ রসরাজশিরোমণি-প্রণেতা। ৩ কৃষ্ণদেবের পুত্র পাণ্ডুলীলাবতী-বিবরণ ও ভূপালবন্দরচরিতা।

পরশুরাম, বহুনাগুরের জনৈক রাজা। সূর্য্যাকরের পৌত্র ও হোরিলমিশ্রের পুত্র। ইনি পরশুরামপ্রকাশ-রচিতা খণ্ড-রায়ের প্রতিপালক ছিলেন।

পরশুরাম ঋষি, পনালার অন্তর্গত একটা গিরিগুহা।

পরশুরাম গুর্জর, একজন গ্রহকার। দিনকরকৃত শাস্তিসারে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

পরশুরাম ঠাপা, নেপালের সীমান্তপ্রদেশের একজন শাসন-কর্তা। ১৮১৫ বখন ইংরাজসৈন্য নেপাল আক্রমণে অগ্রসর হন, তৎকালে তিনি ৪০০ গোষ্ঠী লইয়া বাগমতী নদীর তীরে তাঁহাদের সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধে পরশুরাম সসৈন্তে নিহত হইলে, ইংরাজগণ 'তরাই' প্রদেশ ভারতসীমান্তভুক্ত করিয়া লন। [নেপাল দেখ।]

পরশুরাম দেব, নিষার্কসম্প্রদায়ী একজন গুরু। ইনি হরি-ব্যাগদেবের শিষ্য ও হরিবংশদেবের গুরু।

পরশুরাম মিশ্র, একজন বিখ্যাত ভ্যোতির্কিন্দু। ইনি জাতকচক্রিকাটীকা, জাতকচিত্তামণিটীকা, জাতকান্তরগটীকা, জাতকালঙ্কারটীকা, তাজিকচিত্তামণিটীকা, জ্যোতিষামণিটীকা, মুহূর্ত্তচিত্তামণিটীকা প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২ মধুরাচন্দ্র নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

পরশুরাম মুনি, বিভাকরসহ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। এই গ্রন্থকে কেহ কেহ পরশুরামসহ বলিয়া থাকেন।

পরশুরাম শাস্ত্রী, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি কন্নড়-সংস্কৃতসংস্কৃতাকার্য্যনির্ণয় ও কন্নড়সংস্কৃতসংস্কৃতাকার্য্য-নির্ণয়নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পরশুরাম-ক্রিয়াক, একজন মহারাষ্ট্র-নটিব। ইনি প্রথমে কিন্‌হই নামক স্থানে সামান্য 'কুলকর'র কার্য্য করিতেন। ক্রমশঃই তাঁহার প্রতিভা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বখন রাজারাম, রামচন্দ্রপুত্র ও শাস্ত্রী প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-সৈনিক-পুরুষগণ যোগদান হইতে চূর্ণ-সংরক্ষণে চেষ্টা ও পুনরুদ্ধার

কথা শ্রুত, ত্রিষক সেই সময়েই পরশুরাম নিজ বীর্য ও বুদ্ধির
বর্ষেই পরিচয় দিয়া সাধারণে পরিচিত হন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে
অরঙ্গজেব শিক্তি হুগ অবরোধ করেন। পরে সাতারা হুগ
আক্রমণে অগ্রসর হইয়া তিনি পত্র লিখিয়া রামচন্দ্র নবকে
পুণার সরাইলেন। ঐ পত্র আসিয়া ত্রিষকজীর হস্তে পতিত হন,
তিনি বড়বয়সে বুদ্ধিতে পারিয়া প্রকান্তরূপে রামচন্দ্রের বিক্রমচাচারী
হইলেন। অরঙ্গজেব ও পুত্র আজমশাহ উভয়ে সাতারা হুগের
সম্মুখে ছাউনী করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর
শিক্ষিত সেনানী প্রয়াগজী প্রভৃৎ হাবিলদার প্রাণপণে যোগল-
সৈন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে প্রয়াগজী বিশেষ
বীরগণ দেখাইলেও তাঁহাকে সৈন্ত লইয়া হুগমধ্যে আশ্রয় লইতে
হইল। হুগীভ্যন্তরস্থ রসলাদি সকলই ফরাইয়া গেল। সন্ধ্যা
লেই আর উপায় নাই দেখিয়া আশ্রয়সম্পন্ন করিতে কৃতসংকল্প
হইলেন; তখন পরশুরাম ত্রিষক নির্ভয়ে পাদি হুগ মধ্যে
প্রবেশপূর্বক উৎকোচপ্রদানে আজমশাহের মুখবদ্ধ করিলেন।
তিনি যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। পরশুরাম নিজ ইচ্ছামত
রসলাদি লইয়া প্রয়াগজীর সৈন্তদিগের আহারার্থ প্রেরণ করিলেন।

সাতারা হুগের অধঃপতনের একমাস পরে অর্থাৎ
১৭০০ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে রাজারামের মৃত্যু হইলে তৎপত্নী
তারা বাই পরশুরামকে রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিবার জন্য
প্রতিনিধিগণে নিযুক্ত করেন। তাঁহারই উপরে হুগাদি
পর্য্যবেক্ষণের ভারও ন্যস্ত থাকে।

প্রতিনিধি ত্রিষকজী ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে যোগলদিগের নিকট
হইতে বসন্তগড় ও সাতারা হুগ জয় করিয়া লন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে
জুলফিকার খাঁর পরামর্শে অরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র আজমশাহ
শাহকে মুক্তিদান করিলে, শাহ পরশুরামকে সাতারা হুগ
প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ পাঠাইলেন, কিন্তু ত্রিষকজী তাঁহার
কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে বড়বয়সে বুদ্ধিতে না
পারিয়া, ত্রিষক নিজ অধীনস্থ মুসলমান সেনানী সেখ মীর কব্বুক
অবরুদ্ধ হন। উক্ত সেখ মীর সাতারা হুগ বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ
করে। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে শাহ গদাদর প্রেছাদকে কার্য্য হইতে
অবসর দিয়া পরশুরাম প্রতিনিধিকে নাভের সহিত স্বপদে
অধিষ্ঠিত করিলেন। প্রতিনিধি আপন পুত্র কাকজী ভাঙ্করকে
হুগাদি রক্ষণের ভারার্পণ করিয়া, স্বয়ং শাহর বিরুদ্ধাচারী হইয়া
কোলহাপুরের প্রতিনিধিগণ গ্রহণ করেন। তাঁহার এতাদৃশ
ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া শাহ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া পুনরায়
কারারুদ্ধ রাখিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শাহ প্রতিনিধির
দ্বিতীয় পুত্র প্রীতাপের বীরবে প্রীত হইয়া পরশুরাম ত্রিষককে
পুনর্মুক্তি দান করিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে যখন নিজাম-উল-

হুগ লক্ষ্মীপাতার শাসনকর্ত্তী নিযুক্ত হন, তখন ত্রিষকজীর
মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর পেশবা দাদাজী বিশ্বনাথ
দ্বিতীয় হইতে বঙ্গদেশে কিরিতে না কিরিতে প্রতিনিধিগণ
প্রীতাপ পিতৃপদ অধিকার করেন।

পরশুরাম ভাউ-পটবর্জন, একজন মহারাষ্ট্রীয় বৌদ্ধ পুরুষ।
তাসগাঁওবাসী পটবর্জনবংশীয়দিগের ইনি অধিনায়ক ছিলেন।
১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পেশবা নারায়ণ রাওর হত্যা ও রাওবাচার
(রঘুনাথ রাও) মহারাষ্ট্রসিংহাসনগ্রহণে রাজ্যমধ্যে বিঘ্ন
বিস্রাটি উপস্থিত হয়। রাওবাচার মন্ত্রিদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে
অক্ষম হইয়া হায়দর আলীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সুরাতের সন্ধিপত্র চুক্তি
গোলে রঘুনাথ কাকানীর দক্ষিণকূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্র-
ভূভাগ হায়দরকে ছাড়িয়া দিতে কৃতসংকল্প হন এবং হায়দরও
পক্ষান্তরে সৈন্ত ও অর্থ দিয়া তাঁহার সাহায্য করিবে বলিয়া
প্রতিশ্রুত থাকেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এই বন্দোবস্তে লেখাপড়া
শেষ হইলে, হায়দর সসৈন্তে সাবজুর প্রদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ
করিয়া আপনায় অধিকার বিস্তার করিলেন। পুণার মন্ত্রিসভা
হির থাকিতে না পারিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন্‌হের রাও
ত্রিষক পটবর্জন ও পাণ্ডুরঙ্গপন্থকে পাঠাইয়া দেন। হায়দরের
সেনানী মহম্মদ আলীর যুদ্ধে কোন্‌হর জীবলীলা সমরণ
করেন এবং পাণ্ডুরঙ্গ বন্দী হন। অবশেষে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে
তাসগাঁওএর অধিনায়ক পরশুরাম ভাউ মিরাজে সৈন্ত সংগ্রহ
করিয়া নিজামসৈন্তের সহিত হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হইলেন। কাকানী পার হইয়াই, তিনি বুদ্ধিতে
পারিলেন যে, নিজামসৈন্তের অধ্যক্ষ ইব্রাহিম বেগ, হায়দর
আলীর নিকট যুগ লইয়াছেন; কাজেই নিজে অভিগ্রস্ত হইতে
ইচ্ছা না করিয়া তিনি করিয়া আসিলেন। হায়দর নিশ্চিত
রহিলেন না। তিনি কোলহাপুর-রাজমন্ত্রী যশোবন্ত রাওর
সহিত যোগদান করিলেন। পরশুরাম কিরিমাই কোলহাপুর
আক্রমণ ও অভিযাত নামক হুগ অবরোধ ও জয় করিলেন।
১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কোটুরের দেশাই সর্দার ইরাগা হায়দরের
সাহায্যে গোঁকাক নামক স্থান অধিকার করিয়া লইল। ১৭৭৯
খৃষ্টাব্দে পরশুরাম পেশবার সন্ত কেবলমাত্র গোঁকাক জয়
করিলেন না, সেই সন্ধ্যা ইরাগাকেও বন্দী করিয়া আনিলেন।
১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান পেশবার অধিকারে ছিল, পরে
তিনি যুদ্ধের সরঞ্জামী খরচা বাবদ এই ভুলম্পত্তি পটবর্জনদিগকে
দান করেন।

উক্ত বৎসরে রঘুনাথ পলাইয়া সুরাতে জেনারেল গডার্ডের
নিকট আশ্রয়লাভ করেন। এই সূত্রে পুণার মন্ত্রিদল ইংরাজের

আচরণে অস্বীকৃত হইয়া হারদর আলী ও নিজামের সহিত সন্ধি-
স্থলে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিতে
মনন করিলেন। কোলহাপুররাজকেও এই দলে আসিয়া
যোগ দিতে অগ্ররোধ করা হইল। কথা রহিল, মনোশি ও
চিকোড়ি নামক স্থান কোলহাপুররাজ করিয়া পাইবেন, কিন্তু
১২ বৎসরের মধ্যে এই স্থানদ্বয়ের রাজত্ব হইতে যুদ্ধবাদের জন্ম
পরশুরাম ভাউ ১৫ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইবেন।
সুতরাং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এই সম্পত্তির রাজত্ব আদায়ের
তার পরশুরামের উপর থাকিবে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসে
নানা কড়নবিশের আদেশে তিনি ১২০০০ সৈন্ত লইয়া কর্ণেল
গডার্ডকে আক্রমণ করেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম তোর্গল
সর্দারগণের নিকট হইতে মনোশিগুপ্ত অর করিয়া আপনায়
সম্পত্তিকৃত করিয়া লন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান নব্বুও নামক স্থান অধিকার
করিয়া হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। বৃদ্ধের
করিয়া অনেক হিন্দুর আত্মনাশ করা হয়। এই কারণ বিপদে
পড়িয়া শত শত ব্রাহ্মণসন্তান আত্মজীবন বিসর্জন করিয়াছিল।
মহারাত্রিগণি নানা কড়নবিশ নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া ইহার
প্রতিশোধে বস্ত্রবান্ হইলেন। মধ্যে দু'একটি যুদ্ধও হইল।
অবশেষে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে টিপু এককটি স্থান মহারাষ্ট্রদিগকে
ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিলেন বটে, কিন্তু তিনি পুনরায় মহা-
রাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানকে
দমন করিবার মানসে ইংরাজ, মহারাষ্ট্র ও নিজামের একটি
সন্ধি হয়। সমবেত ইংরাজ ও নিজাম সৈন্ত পরিচালিত হইয়া
পরশুরামের সহিত যোগদান করিলেন। এইযুদ্ধে মহারাষ্ট্র
সৈন্তের অধাক হইয়া পরশুরাম ভাউ গমন করেন। ইংরাজ
সাহায্যে পরশুরাম ঐরকমতন পর্য্যন্ত যে সফল স্থান টিপু
নিকট হইতে অধিকার করিয়া লন, বুদ্ধপুত্র গোখলের উপর
তাহার শাসনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ১৭৯২
খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধের অবসান হয়। ইতিহাসে ইহাই তৃতীয়
মহিষ্ময়ের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

মহিষ্ম-যুদ্ধের অবসানে ঐরকমতনে যে সন্ধি স্থাপিত হয়,
তাহাতে কুলভজানী পর্ষদ স্থান, পারশগড় ও কোন্ডুর দেশাধি-
দিগের অধিকৃত স্থানসমূহ যাহা একসময়ে টিপু সুলতানের
অধিকারে ছিল, তাহা মহারাষ্ট্রসীমান্তকৃত হইয়া পরশুরামের
শাসনাধীন হয়। তিনি কোন্ডুর-নগরে একজন বাম্বলভার
নিযুক্ত করিয়া এই নবলভ স্থানকে ধারবাদের অধীন করিয়া
রাখেন। ঐরকমতন হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া পরশুরাম
দেখিলেন যে বুদ্ধপুত্র গোখলে কিতুরের দেশাধি সর্দারদিগের

নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আপনায় কবচা ক্রয়
করিতেছেন; কাহ্নেই তাঁহাকে গোখলের কবচা হ্রাসের জন্ম
বস্ত্রবান্ হইতে হইল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কোলহাপুররাজের
বিরুদ্ধে অগ্রধারণ করিয়া তাঁহার পক্ষ ধর্ম করিয়াছিলেন।
১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বাম্বলভার যুদ্ধ হইলে বাজীরায়ের রাজ্যা-
রোহণ উপলক্ষে পরশুরাম পুণায় নীত হন এবং তথায় তাঁহার
সহিত নানা কড়নবিশের বিবাদ বাধে। অন্তঃপর যোগল-
সৈন্তের উপস্থাপি আক্রমণে উভয়ক হইয়া মহারাষ্ট্র-সচিব নানা
কড়নবিশ সেনানায়কদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া পরশুরাম
ভাউকে সর্গশ্রেষ্ঠ সেনাপতিপদে বরণ করেন। তিনি যোগল-
ছাউনী আক্রমণ করিবার জন্ম শিওরী ও অন্তঃ অখারোহী-
সৈন্তদিগকে আদেশ দিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসে যোগল-
সেনানী নিজাম আলীর সহিত পরশুরামের ঘোরতর যুদ্ধ হয়।
এই যুদ্ধে লালখাঁর আক্রমণে তিনি বিশেষরূপে আহত হন। উক্ত
বৎসরে মহারাষ্ট্র সিংহাসনের জন্ম দত্তকপুত্রগ্রহণ লইয়া ইংরাজ
কর্ণচারী ম্যালেট (Mr. Malet) ও নানা কড়নবিশের ঘোর তর্ক
উপস্থিত হয়। এদিকে বাজীরায়ও মনন পাইবার জন্ম সিন্ধিয়ার
সচিবকে হস্তগত করিলেন এবং সিন্ধিরাপত্যিকে লিখিলেন,
যদি তিনি তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তিতে বিশেষ সহায়তা করেন,
তাহা হইলে স্বয়ং বাজীরায়ও তাঁহাকে ৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি
দান করিবেন।

এই চুক্তি কার্যে পরিণত হইবার পূর্বে, নানা কড়নবিশের
নিকট সফলই প্রকাশ হইয়া পড়িল, তিনি উপস্থিত বিপদ
বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পরশুরাম ভাউকে ডাকাইয়া সমস্ত জানাই-
লেন। পরশুরাম তাসলগাঁও হইতে ৪৮ ঘণ্টার শিউনেরি
দূর্গে (১০ ক্রোশ) উপস্থিত হইয়া বাজীরায়কে পেশবা বলিয়া
ঘোষণা করিবেন, এই প্রস্তাব করিলেন। প্রথমে কেহ তাঁহার
কথার বিশ্বাস করে নাই। পরে যুদ্ধ বাজীরায়ও পরশুরামকে
গো-পুঞ্জ ও গোদাবরীর পবিত্র জলস্পর্শে সত্য করাইয়া দূর্গ
হইতে নামিয়া নিজ ভ্রাতা চিন্মাজি অন্নায় সহিত ভাবী রাজ-
ধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অসুর্য্য রাও পরশুরামের
আদেশে এই দূর্গ মধ্যে বসী রহিলেন। বাজীরায়ও পুণায়
আসিয়া নানা কড়নবিশের সহিত পুনরায় সখ্যভাবে মিলিত
হইলেন *। বসন্ত টই বাজীরায়ের এই অজ্ঞার আচরণে ক্রুদ্ধ
হইয়া সিন্ধিরাপত্যিকে পুণা অভিমুখে সঙ্গেতে অগ্রসর হইতে
প্রার্থনা করিলেন। কড়নবিশ কতকাংশে তীত হইলেও

* এই পাতিহাসন লইয়া উভয়ে এক একবারি সন্ধিপত্র লিখিয়া
পরস্পরকে দেখ। বাজীরায়ের লিখিত পত্রের অনুবাদ Grand Duff's
History of the Marathas, Vol. II. p. 299 দৃষ্ট।

পরশুরাম ভাউ সন্তুষ্ভাবে হৃদ্য করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হৃদ্য হইল না, নানা কড়নবিশ কিংকর্তব্যবিশুদ্ধ হইয়া হৃদ্য করিতে বলহু করিলেন না। তিনি সিন্ধিরাম ভয়ে ভীত হইয়া পুরন্দর হইয়া সাতারা অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। বাজীরাও ও পরশুরাম পুণার রহিলেন। সিন্ধিরাম পুণার নিকটবর্তী হইলে বাজীরাও ও পরশুরাম তাঁহাকে সাগরে অভ্যর্থনা করিলেন। বল্লভ টট অনেক বিবেচনার পর বাজীরাওকে পরচ্যুত করিয়া বন্দী করিলেন এবং পরশুরামের অভিমতে মধুরাওর বিধবা-পত্নী চিন্মাজি অগ্নাকে নতকপুরুষে গ্রহণ করিলেন। চিন্মাজি পেশবা পদে নিয়োজিত হইলেন বটে, কিন্তু পরশুরাম মরিপদে থাকিয়া রাজকাব্যালোচনা করিবে, ইহাই স্থির রহিল।

পরশুরাম মরিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিন্মাজিকে পুণা নগরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মে পেশবা-পদে বরণ করিলেন। পরশুরাম নিজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সিন্ধিরাম বিপদে তিনি যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করিবেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি নিজাম আলীর নব্বী মালির-উল্-মুল্কে কারাগার হইতে মুক্তিদান করেন।

চিন্মাজির পেশবাপদপ্রাপ্তির পর দিনেই পরশুরাম নানা কড়নবিশকে পুণার আসিয়া নূতন শাসনভার গ্রহণ জন্য প্রেরণ করিলেন। নানা আসিলেন না, কোন্‌জন অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। বল্লভ টট পরশুরামকে সিন্ধিয়াসৈন্ত লইয়া নানার পশ্চাদ্ধাবন হইতে আদেশ করিলেন। পরশুরাম নানার বিরুদ্ধে গমন করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার সমুদায় জারগীর অধিকার করিয়া সিন্ধিরামকে অর্পণ করিলেন এবং পুণার আবাসবাটী আপনায় ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিলেন।

ইহাই পরশুরাম ও নানা কড়নবিশের বিবাদের একতম কারণ। নানা কড়নবিশ বাবারাও ফকুকে, তুকাবী হোলকর ও রাজবী পাটেল দ্বারা সিন্ধিরামের সহিত গুপ্তভাবে যত্নব্রত করিলেন যে, যদি তাঁহার একত্র বাজীরাওকে সিংহাসনে বসাইতে পারেন ও বল্লভ টটকে বন্দী করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে পরশুরাম ভাউ পট্টবর্ধনের সমুদয় জারগীর, আত্মদলগর হুর্গ ও মলক টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিবেন। এ দিকে নানা কোলহাপুর-রাজকে নানা ছলে ভুলাইয়া পরশুরাম ভাউকে আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্ষীয় পত্র কোলহাপুর-সর্দার পরশুরামের অধিকৃত প্রদেশ ও বর্ডনগর হুর্গ লুট করেন, পরে তিনি তামসীও অবরোধ ও লুট করণান্তর পরশুরামের বাটী আলাইয়া দিলেন। নানা কড়নবিশ

রাবোজি ভোনসুগে, নিজাম আলী ও ইংরাজের প্রতিজ্ঞ সাহায্যে পুনরুদ্বীর্ণ হইয়া ২৭এ অক্টোবর তারিখে বল্লভটটকে বন্দী করিলেন এবং পরশুরাম ভাউকেও বন্দী করিবার জন্য মালির-উল্-মুল্ ও নারপহ চক্রবর্তীর অধীনে সৈন্ত পাঠাইলেন। পরশুরাম চিন্মাজি আগ্রাকে সঙ্গে লইয়া নিউনেরী হুর্গ অভিমুখে পলাইলেন, কিন্তু পবিত্রা যত ও বন্দী হইলেন এবং বাজীরাও নানা কড়নবিশের সাহায্যে মনসে আরোহণ করিলেন। তাহাদের এ সত্বে রহিল না। বাজীরাও সাতারারাজের সহযোগে নানার সহকারী বাহুরাও ফকু ও নানা কড়নবিশকে বন্দী করিলেন। কিন্তু সাতারারাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বাজীরাও ক্ষুব্ধ হইলেন। উভয়েই হৃদয়ের আরোহনে ব্যস্ত রহিলেন। সিন্ধিরাম সাতারা পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মধুরাও রত্নিরা সাতারা আক্রমণে বিকলপ্রায় হইয়া মালগীওএ করিয়া আসিলেন। এই সময়ে পরশুরাম মধুরাও রত্নিরাজ্যে আসিয়া রাওর নিকট বাহুরাওকে বন্দী করিলেন। তাঁহাকে বাই মলরে আনাইয়া মুক্তিদান করা হইল। কথা রহিল, পরশুরাম পেশবার জন্য সৈন্তসংগ্রহ করিয়া হৃদ্য করিবেন।

পেশবার আরোহণে ও রত্নিরাম সাহায্যে অরমিনের মধ্যে বহু লোক আসিয়া পরশুরামের সৈন্তদলভুক্ত হইল। পরশুরাম দশহাজার সেনা লইয়া নদী পার হইয়া সাতারা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কএকদিন সাতারা হুর্গ অবরোধের পর রাজা আত্ম-সমর্পণ করিলেন। অতীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, পরশুরাম সৈন্ত-দিগকে পূর্বে বেতন দিতে পারিবেন না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনার বিদায় দিলেন। বাজীরাও কিন্তু ছাড়িলেন না, তিনি পরশুরামের নিকট হইতে দশলক্ষ টাকা খোয়াত লইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকিগের সহিত টিপু সুলতানের বিবাদ উপস্থিত হয়। নানা কড়নবিশ পরশুরামের পুত্র অগ্না সাহেবকে সেনানায়কের পদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু অগ্না সাহেব সৈন্তাধ্যক্ষের পদগ্রহণে অসম্মতি জানাইলে, নানা কড়নবিশ পরশুরাম ভাউকে সেই পদ লইতে প্রেরণ করিলেন। এই হুজ্রে পূর্বে মনোমাসিদ্ধ দূর হইয়া উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। পরশুরাম জানাইলেন, যদি তাঁহাকে ধারবার জেলা ও কর্ণাটক রাজ্যের অনেকগুলি কুঠাগ জারগীররূপে দেওয়া হয় এবং বাজীরাও পূর্বে তাঁহাকে যে টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন, যদি তিনি ঐ টাকা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে রেহাই দেন, -তাহাঁ হইলে তিনি বর্ডনাম সময়ে মহারাষ্ট্রবাহিনী পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। এই হুজ্রে টিপু সুলতানের পরাজয় হয়। ইতিহাসে ইহা ৩৪ নবিস্বরের হুদ নামে লিখিত আছে।

বখন একদিকে টিপুসুলতান-দরনের উদ্যোগ হইতেছিল, তখন অন্যদিকে কোলহাপুররাজ সহকারী চিত্তুরসিংহের সহায়-তায় পেশবার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। পরশুরাম মাতার জয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে বিজোহী চিত্তুরসিংহ বরণা নদীর উত্তরে রক্তিরাক্ষিত সৈন্তগণকে আটক করিলেন। কোলহাপুররাজ ও ধুন্ধুগছ গোণ্ডলে পরশুরামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তামগাঁও প্রকৃতি পরশুরামের জারগীরকৃত নানাবান অধিকারে আনিলেন। নানা কড়নবিশ উপায়াস্তর না দেখিয়া ৪র্থ মহিষর যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত সৈন্ত পরশুরামের অধ্যাক্ষতার কোলহাপুর অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। নানা কড়নবিশ পরশুরাম ভাউকে আবেশ করিলেন যেন, কোলহাপুররাজ আর অগ্রসর হইতে না পায়েন (১৩ই ফেব্রুয়ারী—৪ঠা মে ১৭২২ খৃঃ অ।) পরশুরাম প্রথমে দক্ষিণ যুদ্ধে গমন করিয়া ঘাট-প্রভা ও মালপ্রভা নামক পর্বতবহরের মধ্যস্থিত সমস্ত দুর্গ অধিকার করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গোকাঁক হইতে কোলহাপুর অভিমুখে সপলে চিকোড়িতে আসিয়া উপস্থিত হন। নিপানী গ্রামের ৩ মাইল পূর্বে ও চিকোড়ির সন্নিকটে পন্ডনকোড়ী (পন্ডনকুড়ী) নামক গ্রামে কোলহাপুররাজ ও চিত্তুরসিংহ লুতারিত ছিলেন। পরশুরাম এখানে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ পরশুরামের পরাজয় হইল। তিনি জীর্ণরূপে আহত ও বন্দী হইলেন। উক্ত আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কাশেন মুর ১৭২০ খৃষ্টাব্দে পরশুরামকে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বয়স ৪০।৫৫ হইবে, আকৃতি মধ্যম, বীৰ্যবালী, মুখাঙ্কিত স্নান না হইলেও কতকাংশে মনোমুগ্ধকর এবং সংযতাব্যাক্ত।

পরশুরাম শ্রীনিবাস, একজন মহারাষ্ট্রপ্রতিনিধি। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের সমীপবর্তী কোন সময়ে তাঁহার পিতা প্রতিনিধি ভবানীরাওর মৃত্যুর পর তাঁহার জন্ম হয় এবং জন্ম হইতেই তিনি প্রতিনিধিপদ প্রাপ্ত হন। যুবাবসরে তাঁহার সাহসের পরিচয় পাইলেও তাঁহার মানসিক বৃত্তিসমূহ ততদূর সতেজ ছিল না। বাল্যকালে তিনি নানা কড়নবিশের কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া নানাবিধে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ও মৃত্যুকাল বলাবত্তর ও কড়নবিশের শাসনাধীনে শ্রীনিবাসের

একটি পৈতৃক জারগীর ছিল। পরশুরাম বহুতেই সম্পত্তি পরিচালন জায়গ্ৰহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মাতাকে আপনায় মনোভাব জ্ঞাপন করেন। মাতাও পুত্রকে আশা দিয়া বঞ্চিত করিতে লাগিলেন। উদ্ভটপ্রকৃতি প্রতিনিধি বলপূর্বক জমির অধিকার লইতে অগ্রসর হইলেন। পেশবা বাজীরাও উভয়ের মনোমালিঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু বখন দেখিলেন যে পটবর্ধনগণ আর প্রতিনিধিকে সাহায্য করিলেন না, তখন তিনি পরশুরামকে জয় করিবার মানসে বলবন্ত কড়নবিশের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। এই দারুণ বিপদে পরশুরামের সহকারিগণ গুপ্তভাবে লুকাইয়া রক্ষা পাইল; কিন্তু তাঁহার কারাবরণা অপনোদন করিতে আর একজনও বিশেষ চেষ্টা করিল না। সকলেই মনে করিল যে বোধ হয় তাঁহাকে বাবজীবন কারাগারেই কাটাতে হইবে। তাঁহার একমাত্র স্ত্রী তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া মাতার অভিমতে কাণ্ড করিবার জন্য বিস্তর অহুসর বিনয় করিলেন; কিন্তু কঠোরপ্রকৃতি প্রতিনিধি জীর কথায় শ্রীত না হইয়া বরং তাহার উপর চট্টা উঠিয়া তাহার সহিত বাকালাপ বদ্ধ করিলেন এবং ভবিষ্যতে আর তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর কোন তৈলবিক্রেতার স্ত্রীকে (তেলিনী) তিনি আপনায় অভিমত ভাব্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের এইরূপ তেলীকজার সহবাস সাধারণে বড়ই নিন্দনীয় হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কিছুই গোপন করেন নাই। ঐ তেলিনী প্রতিনিধির একরূপ দুর্ঘটনা শুনিয়া সহ্যদ্রিতে বাইয়া কতকগুলি লোক নিজ দলভুক্ত করিয়া লন এবং বসোতাহরণের যে স্থানে পরশুরাম কারাবদ্ধ ছিলেন, ঐ স্থান আক্রমণ করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। মুক্ত হইয়াই পরশুরাম পছন্দ প্রধানের অধীনতা অস্বীকার করিয়া আপনাকে সাতারারাজের ভৃত্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অধিকারভুক্ত নীরা ও বরণা নামক স্থানের অধিবাসিবৃন্দ বিজোহিতার আভাস দেয়, তিনি স্বয়ং বাইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্বজন সহযোগীরা আসিয়া বিজোহীদলের দেহ পুষ্টি করিল। এই সৈন্তসংখ্যা লইয়া তিনি তদীর মাতা ও বলবত্তর ও কড়নবিশের পক্ষীয় ব্যক্তিদ্বিগের উপর নির্ভর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। যে সমস্ত কৃষক তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছিল, তাহার তাহার দলভুক্তদের অংশলাভ করিয়া আরও তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। পরশুরামের অল্পত সাহস থাকিলেও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ত্যাগ-কারিতাপ্রতি ততদূর প্রবল ছিল না। যে অসম সাহসে

• কেহ কেহ বলেন, বিখ্যাত নামক জনৈক ব্যক্তি পরশুরামের মৃতদেহ লইয়া কোলহাপুররাজ সমীপে উপস্থিত হন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ বধ করিতে আবেশ যেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও বরং রণবিষ্টোদ সাহসকে বলিয়াছেন যে, এ কথা সর্বসাধারণের হইলেও কোলহাপুর এখন কি সাতারার বেথানে কোলহাপুররাজের পক্ষ-মণ্ডলী আছে, তাহাদের মধ্যে কেহই এ কথা স্বীকার করেন না।

কর করিয়া তিনি বিজ্ঞোহিল পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইংল্যান্ডের সাধারণ গ্রন্থ না করিলে বাকীরাও কখনও এই বিজ্ঞোহিলবনে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। তিনি হুজুর সজিত হইবার পূর্বে গোবলে নৈবেদ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরশুরামের লঙ্কারিণ পর্বতে করিয়া গিয়া সৈন্ত হুজুর পরামর্শ দিলেন; কিন্তু তিনি সকলের কথা উপেক্ষা করিয়া বসন্তপক্ষের নিকটে গোবলের সম্মুখীন হইয়া হুজুর করিলেন। আক্রমণ সহ করিতে না পারিয়া প্রথম সুখে প্রতিনিবিশ অনেক সৈন্ত পলাইয়া গেল, তিনি কএকজন সাজ লোক লইয়া যুদ্ধ দিলেন; এই যুদ্ধে তাঁহার একটা হাত নষ্ট হয় এবং তাঁহার মস্তকে ভীষণ আঘাত লাগে।

শক্ররা তাঁহাকে মৃত বিবেচনা করিয়া গেল, কিন্তু দৈবক্রমে তিনি সারিয়া উঠিলেন। বাকীরাও তাঁহাকে পুণ্যনগরে বাবাজীঘর কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেন এবং পূর্বোক্ত জারগীরের কতকাংশ তাঁহার ভরণপোষণের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অমরাট্টরাজ্যের সকল দুর্গই রাজীরাওএর অধীনতা স্বীকার করিল, কেবল একমাত্র বসোতা দুর্গ অবনতি স্বীকার করে নাই। প্রিন্সাসগ্রন্থিনী সেই তেলীমগী অগ্ন্যা উৎসাহে ৮ মাস কাল এই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল, অবশেষে দুর্গমধ্যে রসদখানার আশ্রয় লাগায়, উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহার আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। বাপুগোথলে আসিয়া প্রতিনিবিশ সকল ধনসম্পদ অশ্রয়ণ করিলেন এবং বাকীরাওএর আদেশে বাপুগোথলে এই সকল জিত দুর্গের অধিকারী হইলেন।

পরশুরামপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। এখানে একটা মন্দিরে 'চৌহান্দা' নামে একশক্তি (পার্বতী) মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, দক্ষযজ্ঞকালে পার্বতীর দেহাংশ এখানে পতিত হয়। এখানকার সুরোহিতগণ বলেন, বনাকর-বীর আলহা এই দেবীর উপাসনা করিতেন। এখানে দেবীপূজার জন্য অনেক দ্বীপী আসিয়া থাকে।

পরশুরামেশ্বর, উজ্জ্বায়র ভুবনেশ্বরজেলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর শহরের নিকটবর্তী একটা দেবমন্দির। ইহার কাককার্য ও গঠনপ্রণালী নিত্যন্ত মজা নহে।

পরশুবন (স্রী) পরশুবন পত্রবৃক্ষ বনং। 'বগালো' কর্ণধা। নরকভেদ। (ভারত বনপত্র ৩২৩ অং) পরশুবন নরকের পদ্মাদি পরশুর ভূলা, এই জন্ত ঐ নরকের নাম পরশুবন হইয়াছে।

পরশুরিংগ (স্রী) চরারিংগের উৎসংখ্যা। (শতপথ্য ১০২।৭৮৮)

পরশ্ব (স্র) পর+শি অস্ত্রোৎপাদীতি উ, ততঃ পরশ্ব

এবাতি কা-ক। হুঠার। 'খারঃ শিতঃ দ্বাপরংখত সত্যবন-চ্যুৎপলপদ্মসারঃ' (বহু ৭৪২)

পরশ্বিনু (স্রী) পরশ্ববীর। 'বন্দো লকলী চন্দ্রী শরী চন্দ্রী পরশ্বীঃ' (হরিনাম ২১৯ অং)

পরশ্বসু (অব্য) পর-বশ, পুনোদয়নিকায় সাধুঃ। আশ্বিন-বিনের পরশ্বিন, অথবা রতনিনের পূর্বশ্বিন, চমিত পত্নী।

"পরশ্বত মহাভাগ লাক্ষ্মণ বদাহনং পত্নী।"

(মার্কণ্ডেয়পুং অধীকৃতকরিত)

পরশ্বোয়সু (স্রী) পরশ্বকি। পরশ্ব উৎসর্গ লাভ করিয়া অস্ত্রিয়ে যাকপ্রাণি।

পরশ্বক্ষ, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রবিধি পক্ষিমাণভেদ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে পরশ্বাখু বিভাগমত্রে লিখিত আছে যে, ৮ পর-শ্বাখুতে=১ পরশ্বক্ষ এবং পরশ্বক্ষ=১ জসরেণু হইয়া থাকে।

(মার্কণ্ডেয়পুং ৪৯।৩৭-৩৯)

পরশ্ব (অব্য) পরশ্বাং পরশ্বিনু পরো বা পক্ষ্মাখ্যার্থে বাহু অসি। পর হইতে বা পরশ্ববীরে।

পরশ্বজ (স্রী) ১ অস্ত্রের সজ বা বস্ত্রতা। ২ অস্ত্রের সহিত বিবাহিত। ৩ প্রসঙ্গ। "রস পরশ্বদে উঠে মজু কাপ।" (বিদ্যাপতি)

পরশ্বজত (স্রী) ১ অস্ত্রের সহিত মিলিত বা বিবাহিত। ২ বশ-যুদ্ধে লিপ্ত।

পরশ্বক্ষারক (পুং) দেশভেদ। তরায়ক দেশবাসী।

পরশ্বক্ষক (পুং) পরা প্রোক্তা সজা যজ্ঞ। ততঃ কপ। আত্মা। (পদরং)

পরশ্বক্ষ (পুং) অস্ত্রের সহিত সজ, আত্মীয়তা, হুঁত্বিতা।

পরশ্ববর্ণ (পুং) সমানবর্ণঃ সর্বঃ পরেণ সর্বঃ ততঃ। পর বা উত্তরবর্তী বর্ণের সমান বর্ণ।

পরশ্বহান (স্রী) পরশ্ববর্তী বর্ণের সমানবর্ণ। "বকারন্ত শ্পর্শে পরশ্বহানঃ" (অথর্বাশ্রুতিশাখা ২।৩১)

পরশ্বাং (অব্য) পর-চাং। পরকে দেওয়া।

পরশ্বাৎকৃত (স্রী) পর শব্দে যে বাসিকার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহিতা হইত।

পরশ্বোবা (স্রী) পরশ্বাং সেবা। অস্ত্রের সেবা।

পরশ্বতর (স্রী) ততঃ তরশ্বিতঃ, পরঃ সাতিশতঃ তরঃ, পারশ্বতর-শ্বাং সাধুঃ। অস্ত্রপরশ্বতর তরশ্বিতঃ। (বহু ১০।১৫১৩)

পরশ্বাং (অব্য) পর-পক্ষ্মাখ্যার্থে অস্ত্রাতি। পক্ষ্মাখ্যার্থ-বৃত্তি-পর শব্দার্থ, পর হইতে বা পরশ্ববীরে ইত্যাদি। "ততঃ পর-শ্বাং বোগেশ্বরগতিং বিভূতামাহারতি" (ভাগ ৫।২।৪২)

পরশ্বী (স্রী) পরশ্বাং স্রী। পরের পত্নী, পরকীর্য নারী। লক্ষ্মণ পরশ্বীর প্রতি বাহুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পরােকে (অব্য) পর-অক বহুলকাণ্ডে। দুঃ। (নিকট)
 পরাকাশ (পুং) বায়ু দ্বারা প্রতিজ্ঞাত ও কাণ্ডে অকৃত অর্ধের
 পৰীক্ষা। বায়ু দ্বারা প্রতিজ্ঞা করা যায়, এবং কাণ্ডে তাহা
 অনুষ্ঠিত না হয়, এইরূপ অর্ধের পৰীক্ষা। (শতব্রাঃ ১৪৮০/১২)

পরাক্রান্ত (ক্রী.) ১ পাছদীভেদ। (বেদীভাণ্ড ১২৫৫১১)
২ পরিশীল্য।

পরাক্রপুঞ্জী (ক্ৰী) অপসারণ। (রাজনিঃ)

পরাক্রম (পুং) পরাক্রম্যতেহেনেন ক্রম-বঞ, (নোবাভোপ-
নেশত। পা ৭।৩।৩৪) ইতি ন বৃদ্ধিঃ। নক্তি, পথ্যার—
ক্রমিণ, তর, সহ, বল, পৌৰ্ব্ব, স্থায়, তর, প্রাণ, মহ, শূন্য,
সামর্থ্য। (শব্দরত্নাঃ)

“পরাক্রমক যুদ্ধে ক্রান্তে নির্ভরঃ পুমান্।” (মার্কণ্ডেয়পুঃ ১২।১০)

২ বিক্রম। (মার্ক পুঃ ২০।২৫)

৩ উদ্যোগ। (বেদিনী) ৪ নিজাতি। (শব্দরত্নাঃ) ৫ বিহু।

“ঐবৎ জনতাং সেতুঃ সভ্যধর্মঃ পরাক্রমঃ।”

(ভারত ১০।১৪৯।৪৪)

পরাক্রম, ১ চোলবংশীর জনৈক নরপতি। [চোল দেখ।]

২ পাণ্ড্যবংশীর নৃপতেন, ইনি সম্ভবতঃ ১০৭০ খৃঃ অব্দে মহ-
ম্মদ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব নাম কালিকণ্ড পরা-
ক্রম পাণ্ড্য। ১২৪৮ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ইহার
নামোল্লেখ আছে। ৩ উক্ত বংশীর অপর একজন নৃপতি।
খ্রিষ্টাব্দ-চক্রবর্তী পরাক্রম পাণ্ড্যদেব। ১৫৪৬ শকে উৎকীর্ণ
ইহার একখানি প্রস্ততি পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে উক্ত
রাজবংশধরদিগের নির্মিত অনেক কীর্তি লক্ষিত হয়।

পরাক্রমকেশরিন্ (পুং) পরাক্রমে কেশরীষ। বিক্রমকেশরী,
বিক্রম প্রকাশে সিংহকৃত্য। ২ বিক্রমকেশরী রাজার পুত্রভেদ।

পরাক্রমজ্ঞ (ত্রি) পরাক্রমঃ শব্দবলং জানাতীতি জ্ঞ-ক।
শব্দর পরাক্রম যে জানিতে পারে।

পরাক্রমবৎ (ত্রি) পরাক্রমঃ বিভাভেহন্ত মতুপ্ মন্ত ব। বিক্রম-
শালী, পরাক্রমযুক্ত।

পরাক্রম বাহু, (মহৎ) সিংহলদ্বীপের একজন রাজা। ইনি
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার দিবার জন্য
মঠ, বিহার ও নানাস্থানে মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দেন,
এ কারণে ইনি সাধারণ হইতে ‘মহৎ’ ও লঙ্ঘনের উপাধি
লাভ করেন। ১১২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতা বিজয়বাহুর মৃত্যু
হয়। পিতার মৃত্যুর পর রাজপরিবারবর্গের মধ্যে রাজ্যবি-
কার লইয়া বিবম গোল বাধে, তৎকালে প্রায় ২২ বৎসর পরিয়া
যুদ্ধ হয়। অবশেষে বুদ্ধবিগ্রহাদি শাস্তি হইলে ১১৫০ খৃষ্টাব্দে
পরাক্রম সিংহাসন গ্রাপ্ত হন। লঙ্কার রাজধানী অহরামাপুর
গ্রীহীন হইলে পুলভিননগর (পোলোরুবা) রাজধানীরূপে গণ্য
হয়। এই নগরেই পরাক্রমবাহুর অভিব্যক্তি কার্য সম্পন্ন
হইয়াছিল। ইহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে ইনি দক্ষিণ
সিংহলের (সোহণ) অধিপত্যকে পরাজয় করিয়া তাম্রা

নিজ অধিকারভুক্ত করেন। নরেন্দ্রভিত্তাবলোকনগ্রন্থীপিকা
নামক সিংহলদেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থগর্ভে আমরা জানিতে
পারি যে, রামায় দেশাধিপতির সহিত রাজ্য পরাক্রমের বিলম্ব
মহাব ছিল। রামাভাধিপতি চতুর্লোকের পরামর্শে সিংহল
রাজত্বকে বন্দি করিলেন। এতদ্ব্যতীত লঙ্কীপরাজ্য-কাত্ত-
পের + নিকট সিংহলরাজ যে উপত্যকন ও পঞ্জাদি প্রেরণ
করিয়াছিলেন, তাহাও আটকাইলেন। পরাক্রমবাহু ক্রুপিত
হইয়া বদেন্দীরের মধ্যে একটি মহাসভা আহ্বান করিয়া তাহা-
বিগণকে যথাযথ বর্ণনা করিলেন এবং রামাভরাজকে বিনাশ অথবা
বন্দি করিয়া জানিতে উত্তেজিত করিলেন। দৈবজ্ঞজ্ঞেই দমি-
লাধিকারী সেনাপতি হইয়া আগ্রসর হইলেন। রামাভরাজ
পরাজিত ও বন্দি হইয়া সিংহলরাজ সখীপে নীত হইলেন।
মহ্মাধিপতি পরাক্রম পাণ্ড্য কুলশেখর হইতে উদ্ধৃত হইলে
পরাক্রম-বাহুর শরণাপন্ন হন। সিংহলরাজ নিজ মহামন্ত্রী
লঙ্কাপুর-নগরনাথকে কুলশেখর-নাথের আদেশ দিলেন। কুল-
শেখর পরাজিত ও বন্দি হইলেন। রামেশ্বরের নিকটে লঙ্কাপুর-
নগরনাথ প্রতিষ্ঠিত জরত্মতে এই কীর্তি বোঝিত হইয়াছে।
১১৬২ খৃষ্টাব্দে ইনি কাঞ্চোজ ও অরমণ্ড এবং চোল ও পাণ্ড্য
রাজ্য আক্রমণ করেন। ইহার পত্নী পাণ্ড্যরাজপুত্রী লীলা-
বতীর স্নানাস্থিত মূর্ত্তা অদ্যাপিও পাওয়া যায়। স্বামীর মৃত্যুর
পর লীলাবতী ১১৯৭, ১২০২ ও ১২১১ খৃষ্টাব্দে তিনবার রাজ্য-
ধিকার প্রাপ্ত হন। ইনিও স্বামীর ন্যায় বিদ্যাভ্যাসগিণী ছিলেন।

পরাক্রমবাহু জিপিটক অল্পদূরে বৌদ্ধধর্মরক্ষার বিশেষ
শক্তপাতী ছিলেন। একারণ বুদ্ধবিগ্রহাদি নানা বিপদবশেও
তিনি বৌদ্ধগ্রন্থসম্বিত সর্বসম্মতে ১৩০টি বিদ্যামন্দির স্থাপন
করেন। অভিধানল্লীপিকা নারী একখানি কোণ ইহারই
রাজত্ব সময়ে রচিত হয়। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।
কেহ কেহ নিঃশতমল ও মহাপরাক্রমবাহুকে একই ব্যক্তি
বলিয়া অহুমান করেন।

* চতুর্থ সংস্করণের পূর্ব ক্রান্ত নামে একজন চোলরাজ সিংহলের
সিংহাসন অধিকারে প্রয়াস হইলে বিজয়বাহু তাহাকে পরাজিত করেন।
(Jour. R. A. S. Vol. VII p. 154.) মৃত্যুর পর শাস্তি স্থাপিত হইলে,
সম্ভবতঃ পরাক্রম বাহু ইহার দিকট উপত্যকনাদি পাঠাইতেন।

† Jour. R. A. S. Vol. VII. p. 155 & J. A. S. B. Vol. XLI
197.

‡ Jour. A. S. B. Vol. p. XLI. p. 190.

§ কেহ কেহ এই স্থানকে জারাকান বা রাক্ষসেশ্বর অর্থাৎ বদমাশ মনে
করেন। Ind. Ant. Vol. XVII. p. 126. কিন্তু রাজাবলী, রাজবংশাবলী
ও মহাবংশে এই স্থান করমণ্ডলকূলে অর্থাৎ বদমাশ স্থিতি আছে।

¶ J. R. A. S. Vol. VII. p. 164.

পরাক্রম বাহু বীররাজ নিঃশঙ্কর, সিংহলের জটনক রাজা ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, মহাপরাক্রমবাহুর মৃত্যুর পর ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজ্যাবিকার পান। পরাক্রম বাহুর রাজত্ব কালের শেষভাগে উৎকীর্ণ যে তিনগনি শিলালবক পাঁচগ পিরামিডে, তাহাতে লিখিত আছে—পরাক্রমবাহু সিংহলদ্বীপবাসীদিগকে বলিতেছেন, যেম ভাহারা স্বদেশীয়ের মধ্যে একজনকে রাজা না করিয়া ভারতবাসী কোন কছির নরপতিকে রাজপদে বরণ করে। সেই কারণ বলিদের অন্তর্গত সিংহপুরাশিখতি রাজ্য জয়গোণের পুর নিশ্চকর নির্দোষিত হইয়া সিংহলে আবস্থিত ও রাজপদে নিয়োজিত হন। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার কল্প হয়। সিংহলদে আয়োজন করিয়া তিনি “শ্রীমন্তব্যোমি কালিদ-পরাক্রমবাহু-বীররাজ-নিঃশঙ্কর-অপ্রতিম-লঙ্কেশ্বর মহারাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। পাণ্ডুরাজ্য, পুন্ড্রিয়াদি খনন ও মল্লিকারি নির্দোষ রাজ্যে ইহার রাজত্ব সময়ে বিশেষ কোন সন্ধান ঘটে নাই। ইহার বীরবাহ নামে এক পুত্র ও মল্লিকানন্দী নামে এক কন্যা ছিল। প্রজাগণের সুবিধার জন্য ইনি করসংগ্রহে প্রোৎসাহিত করেন, কিন্তু প্রজাগণের অসন্তোষকর কোন কর্মই তিনি গ্রহণ করেন নাই। ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যুর পর বীরবাহ একবৎসরকাল রাজত্ব করিলে পুনরায় রাজ্য লীলাবতী রাজ্যাবিকার লাভ করেন।

[পরাক্রমবাহু ‘বহু’ শব্দে।]

পরাক্রম বাহু ৩য়, সিংহলদ্বীপের একজন বৌদ্ধ রাজা। ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজ্যাশ্রয় করিয়াছিলেন। ইনি পিতৃহৃদিত মল্লিকারি পুত্রনির্দোষ, চোলরাজ্য হইতে প্রথম আনাইয়া দেশবাসীদিগকে ‘জিহিটক’ শিলা সেওরা, মল্লিক ভারতের নানা স্থান হইতে বৌদ্ধগ্ৰন্থ সংগ্রহ এক বৌদ্ধধর্ম পুস্তকাদি বিচারের জন্য একটি সভা স্থাপিত করেন। ‘পুন্ড্রাবলি’ নামে একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ইহার রাজত্বকালে রচিত হয়।

পরাক্রমবাহু ৪র্থ, সিংহলদ্বীপের একজন বৌদ্ধ রাজা, ১৩১৪-১৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।

পরাক্রমবাহু ৫ম, (শ্রীমন্তব্যোমি) সিংহলের একজন বৌদ্ধ রাজা। ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার রাজত্বের সময় ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে শিলালবক হইতে আনাইয়া দ্বারা যে, ইনি দেবরাজ বিজয় উদ্দেশে সুমিত্রাবিক্রমের নিকটে একটি নারিকেলশূণ নির্দোষ করিয়াছিল।

পরাক্রম বাহু ৬ম, সিংহলদ্বীপবাসী একজন প্রথম পরাক্রম

বৌদ্ধ রাজা। কলম্বো কব্বের নিকটবর্তী ‘অববল্লমপুর’ নগরে (বর্তমান কোটি) ১৪১০—১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা সুনেন্দ্রা মহাবৌদ্ধের ‘সুসংসার’ ১৪৪০ সংবৎসরে একটি বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

পরাক্রম বাহু ৭ম, সিংহলদ্বীপবাসী একজন বৌদ্ধ রাজা। সম্ভবতঃ ১৪০৫-১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজ্যাশ্রয় করিয়াছিলেন। পিতৃ, রাজা ও কহল নামক সিংহলের তিনটি বিভাগই ইহার অবনতি প্রকার করিয়াছিল। রাজ-অম্বাল্য-দ্বীপ নামক স্থানের খিলাসি হইতে জানিতে পারি যে, ইনি ২০৫১ বুদ্ধ-সংবৎসরে লঙ্কার সিংহাসনে আরুঢ় হন।

পরাক্রমিনু (জি) পরাক্রম অজাতি ইনি। পরাক্রমবুদ্ধ।

(হরিবংশ ২৪৩ অঃ)

পরাক্রম (পুং) পরাক্রমজাতীয় বস্তু। পুন্ড্রা, কুন্ডর উপর বস্তুবস্তু যে বস্তু ওঁড়া হয়। পরাক্রম—সুমনোরজ, কোহ্মরেন্দু, পুন্ডরেন্দু। (শব্দরত্ন)

“লিঙ্ক ন বুদ্ধ নাকং ন পক্ষী ন চরণঃ পরাক্রমঃ।

অশ্রুপ্তেব নলিতা বিধ্বংসধূপেন মধু পীতং ॥”

(আর্যাসংগ্ৰহী ৫০৬) ২ ধূমি। (রত্ন ৪০০) ০ নানীর জ্ঞাবিশেষ। ৪ গিরিপ্রভেদ। ৫ বিখ্যাতি। ৬ উপরাক্রম। ৭ চন্দন। (বৈদ্যী) ৮ স্বচ্ছ গমন। (শব্দরত্ন) ৯ কর্পূর-রত্ন। (বৈদ্যকনিমিত্ত)

পরাক্রমেশ্বর, (Stamen) ফলের হুল পুষ্পগাহি ব্যতীত অবশিষ্ট স্ত্রসমূহ। পরাক্রমেশ্বরের বিরোধিতা ধূমির তার এক প্রকার ওঁড় ওঁড় গাধা থাকে।

পরাক্রমতি (পুং) ১ শিব। (ভারত ১০১৭১৪২) (জী) ২ গায়ত্রী। (দেবীভাগ) ১২৭১০১)

পরাক্রমশূ (জি) রহিত। “অতোহহমন্ত স্বরূপে প্রবেক্ষ্যামি পরাক্রমশূ।” (ভাগ ৮।১২৯)

পরাক্রমবহু (পুং) পরাক্রমের নামান্তর। [পরাক্রম শব্দে।]

পরাক্রম (পুং) পক্ষর আগমন বা আক্রমণ।

পরাক্র (স্ত্রী) পক্ষীর অধঃ বা পশ্চাৎগ।

পরাক্রম (পুং) পরাক্রম কামীস্রুভো বিবক্ষ্য দদাতীতি বা-ক। শিব। (শব্দরত্ন)

পরাক্রব (পুং) পরাক্রম বলকৃত্য প্রচুরবীর্যঃ রাতি প্রাপ্তো-জীতি বা-ক। সমুদ্র। (জিকা)

পরাক্রম (জি) পরাক্রম প্রতিলোপ্যামিৎ বহু। কিন্তু, পরাক্রম—পরাক্রম, চলিত বুদ্ধিমান। (বহু ১০১১২) ২ প্রতি-কুল। ৩ শিবুৎ। (পুং) ৪ ভরোক্ত বহুবিশেষ।

“কুবীরকং যুধে নারী শিরভাঙ্গনমেব চ।

অসৌ পরাশুখঃ প্রোক্তঃ মধ্যে তু বিকূলহিতঃ ॥” (ভরনীর)
পরাশুখতা (স্ত্রী) পরাশুখতা ভাবঃ, তল-টাপ্। পরাশুখত,
পরাশুখের ভাব।

পরাচ (ত্রি) পরা অক্ষতীতি পরা-অক্ষ-কিপ্। ১ প্রতিলোম-
গমনাশ্রয়, প্রতিলোমগামী। ২ উর্দ্ধগামী। (পুং) ৩ অপ্র-
ত্যক্ষণবা পরের আশ্রয়। ৪ পরগামী বাহু পদার্থবোধক,
প্রত্যঙ্গপদাশ্রয়।

“পরাকি বানি ব্যভূষণং স্বরক্কে, তন্মাৎ পরাৎ পত্ততি নাতরায়ান্।
কচ্চিহীরঃ প্রোজগামানমৈকং ॥” (কঠোপনিঃ)

পরাচিত (ত্রি) পরেণ আচিতঃ, পালিতঃ। পরপুট, পর দ্বারা
প্রতিপালিত। পর্যায়—পরিরক্ষ, পরজাত, পরৈখিত।

পরাচী (স্ত্রী) পরা-অক্ষ-কিপ্ ত্রিয়ারা তীপ্। অহলোম দ্বারা
আবৃত্তা ঞক্। “তিল্কডো হিকরোতি ন পরাচীতিঃ” (তাণ্ডা°ত্রা°)
২ পরিবর্তিতী বিহীতভেদে।

পরাচীন (ত্রি) পরা অক্ষতি অনভিমুখীভবতীতি কিপ্ (ঋত্বিগ্
নমক্। পা ৩।২।৫০) পরাশুখ, বিমুখ।

“জানমেকং পরাচীনৈরিত্তিরৈত্র্যক্ নিত্তগং।

অবতাতার্থরূপেণ ভ্রাত্য শব্দনিধির্গণি ॥” (ভাগ° ৩।৩২।২৮)
২ অচীন।

পরাচৈস্ (অব্য) পরাশুখ। “বান্ধব দূরে নিষ্কৃতিং পরাচৈঃ”
(ঞক্ ১।২৪।১০) ‘পরাচৈঃ পরাশুখং কৃষা।’ (সারণ)

পরাজয় (পুং) পরাজয়তীতি জি-অপ্। রণে ভজ। রণ শব্দ
উপলক্ষণ, বিদ্যা, বিবাদ প্রভৃতিও ইহার মধ্যে বুদ্ধিতে হইবে,
পরাজব, পর্যায়—ভজ, হারী, হারি। (শব্দর°)

“অনিভোষা বিজরো যন্মান দৃষ্টতে যুগমানয়োঃ।

পরাজয়ন্ত সংগ্রামে তন্মান্ যুধং বিবর্জয়েৎ ॥” (মহু ৭।১০২)

পরাজিৎ (পুং) কল্পকবচের পুত্রভেদে। (হরিবংশ ৩৭ অঃ)

পরাজিত (ত্রি) পরা-জি-কর্মণি ক। কৃতপরাজয়, পরাজুত,
বিজিত, যে হারিয়া গিয়াছে। পর্যায়—হারিত, বিজিত, নিজিত।

পরাজিসু (ত্রি) জরী, বিজেতা।

পরাঞ্জ (পুং) পরান্ অনক্ষতীতি অঞ্জ ব্যাপ্তৌ অহ। ১ তৈল-
নিষ্পীড়ন-যন্ত্র। ২ কেন। ৩ ছুরিকাদল। (শব্দর°)

পরাঞ্জন (স্ত্রী) ১ পরাঞ্জ, তৈলযন্ত্র। ২ কেন। ৩ ছুরিকাদল।
পরাণ্ডা, বোম্বাই প্রদেশের আন্ধ্রনগর জেলার অন্তর্গত একটা
দুর্গ ও নগর।

পরাণ (পুং) পরা-অণ্-বিচ, ততো ণৎ। প্রাণ। (স্ত্রী) সায়ভেদে।

পরাণুতি (স্ত্রী) বিভাটন। দুরীকরণ। ভিন্নস্থানে প্রেরণ।

“জাত্বা পরাণুতৌ।” (তৈজস্বীরসং ৩।২।৩২)

X

পরীতংস (পুং) ১ ভাঙিত। ২ দাঁড়া দ্বারা হটাঁহা দেওন।

“কজমেবাতাঃ পরভাং করোতঃপরীতসৌ।” (কাঠক° ২৪।৩)

পরীতর (ত্রি) অত্যন্ত দূরতর।

“পরীতরং হু নিষ্কৃতিজিহীতান্।” (ঞক্ ১০।৪২।১)

“পরীতরং অত্যন্তঃ দূরতরং।” (সারণ)

পরীৎপর (পুং) পরাৎ প্রোতাদপি পরঃ প্রোতঃ। ঐক্যক।

“যেবাঃ কালন্ত কালোহং বিখ্যত্বিবিধিরেব চ।

সংহারকর্ত্ত্বঃ সংহর্ত্তা পাতুঃ পাতা পরাৎ পরঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ঐক্যকল্পমধ্যঃ ৩ অঃ)

বিহু। ভগবান্ বিহু হইতে আর কেহ প্রোত নাই, এই
জন্ত তিনিই একমাত্র পরাৎপর।

পরীৎপ্রিয় (পুং) পরাদপি প্রিয়ঃ। কৃপণিশেষ, উলুখত।

পরীতান্ (পুং) পরঃ আত্মা। ১ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম। পরত
আত্মা ৬তৎ। ২ পরের আত্মা।

“হুয়ংহুতাং কুচ্চিাদিতাতারিনাং জরঃ সর্দৈকজ ন বৈ পরাশ্বান্।”
(ভাগ° ৪।১২।৭)

‘পরো দেহ আত্মা যেবাঃ পরাধীনাত্মনাং বা ইতি।’ (শ্রীধরস্বামী)

পরীতাদি (ত্রি) যে প্রকারে শত্রুদিগের পরাশুখ হয়, সেইরূপ
দানকারী। “অসিতুরি পরীতাদিঃ।” (ঞক্ ১০।৮।১২)

‘পরীতাদিঃ পরাদাতা শত্রুণাং পরাশুখং যথা ভবতি তথা
আদাতাসি।’ (সারণ)

পরীতান (পুং) পরং উৎকৃষ্টমদনং যত, যথা পরান্ শত্রূন্ অতি
বা আদয়তি, অদ-লুৎ, পিচ্-লুর্বা। পারসী ষোটক। পারত
দেশোত্তর অর্থ। (ত্রিকাণ্ড)

পরীতান (স্ত্রী) পরমৈ আদানং সম্যকদানং। পরোপকারার্থ
দয়াদিবারা কৃপণাদিকে সম্যক দান।

“বদন্তঃ যৎপরীতানং যৎপুত্ৰং যন্ত দক্ষিণাঃ।” (গুরুবজ্ ১৮।৬৪)

‘পরীতানং পরোপকার্য দয়াদিনাকৃপণেভ্যো দত্তম্।’ (মহীধর)

পরীতি (পুং) পরত আধিঃ। অস্তের আধি, অপরের মানস-
পীড়া। পরঃ আধিঃ। ২ অতিশয় মানসপীড়া।

পরীধীন (ত্রি) পরত পরেবাং বা অধীনঃ। পরবণ, পর্যায়—
পরতন্ত্র, পরবান্, নাথবান্।

“বাধীনবৃত্তেঃ সাক্ষাৎ ন পরাধীনবৃত্তিতা।

যে পরাধীনকর্ম্মাণো জীবজ্ঞোহপি চ তে মৃত্যোঃ ॥” (গুরুপু° ১১৩ অঃ)

পরীধীনতা (স্ত্রী) পরাধীনতা ভাবঃ, তল্ ততঃ টাপ্। পরা-
ধীনের ভাব। পরাধীনের ধর্ম।

পরীনা (শেষঃ) বস্ত্র পরিধান করান।

পরীনা (স্ত্রী) পরানিত্যতরা পরা-অণ্-করণে বাহনকাং
অন, ত্রিযাং টাপ্। চিকিৎসা। (শব্দচ°)

এই শব্দে পঞ্চপাঠ অর্থাৎ পরামসা এইরূপ পাঠই সাধু।

এইরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন।

পরাস্ত, দেশভেদ। (মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৯৪৭)

পরাস্তক (পুং) পরোহস্তকঃ। ১ সর্পনাশক মহাদেব, মহাদেব সকল নাশ করেন বলিয়া তাহাকে পরাস্তক কহে।

(কালীখণ্ড ৮ অঃ)

২ শীতান্তদেশ। (দিব্যাং ১০)

পরাস্তকরায়, চোলবংশীর একজন নরপতি। ইনি মহারা ধ্বংস করিয়াছিলেন, এই লজ্জা ইহার আর একটা নাম মধুরাস্তক।

পরাস্তকাল (পুং) পরং সংসারোত্তরং অন্তকালঃ, মুমুকুদিগের সংসারহানি, দেহান্তকাল, যে সময় দেহাবসান হয়।

“তে ব্রহ্মলোকেষু পরাস্তকালে পরাস্তাত্মা পরিসুচ্যন্তি সৰ্কে।”

(মুক্তকোপং ৩২।৬)

‘সংসারিণো যে মরণকালান্তে অন্তকালান্তানপেক্ষা মুমুকুতাঃ সংসারহানৌ দেহপরিভাগকালঃ পরাস্তকালঃ।’ (ভাষ্য)

বাহারা সংসারী তাহাদের বধন দেহান্তকাল উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্তকাল কহে এবং মুমুকুদিগের যে সংসারহানি অর্থাৎ ভোগ ও দেহাদির অন্তকাল উপস্থিত হয়, তাহাকেই পরাস্তকাল কহে, সংসারীদিগের দেহাবসানের পর পুনরায় তাহাদের জন্ম হয়, এই লজ্জা তাহা অন্তকাল, মুমুকুদিগের দেহাবসানের পর আর জন্ম হয় না, এইলজ্জা তাহার নাম পরাস্তকাল।

পরাস্তিকা (স্ত্রী) শীতরূপ মাজাবৃত্তভেদ।

“অন্ত যুগ্মমতিতা পরাস্তিকা।” (বৃত্তরত্নাং)

পরাস্তিকজ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আন্ধ্রপ্রদেশ জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। উক্ত জেলার উত্তরপূর্বকোণে অবস্থিত। এই স্থান সাধারণতঃ শীতল ও স্বাস্থ্যকর। জলের অভাব না থাকিলেও এখানে চাব্বাসের বিশেষ সমাদর দেখা যায় না। জেলার অধিকাংশ স্থান পর্বতাবৃত্ত ও বনময়। একমাত্র শাবর-মতী নদীতীর পর্য্যন্ত স্থান কিছু নিম্ন থাকায় সেইখানে উত্তমরূপ কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। এখানে সর্বসমেত ছইটি নগর ও ১৫৯টা গ্রাম আছে। ভূমির পরিমাণ ৪৪৯ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। আন্ধ্রপ্রদেশ-নগর হইতে ১৬০০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২০°২৬' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫০'৪৫" পূঃ। নগরটা বেশ সমৃদ্ধিশালী। এখানে সাবান-প্রস্তুতের লজ্জ ৬টা কারখানা আছে। উক্ত ব্যবসাই এখানকার প্রধান বাণিজ্যব্যবসা। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে জম্মানস্কন্দি, বকুবাব, রত্নলগব এবং বখানবীতীরবর্ত্তী মলকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরই প্রধান।

পরামি (স্ত্রী) পরম্যা অনন্য। অত্যাধিক ভক্ত পিঠিকাদি,

পরকর্ষক শতপাকজ ব্যবসায়। পর-শৃষ্টার। শৃষ্টে পরায় ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে—

“পরায়ঃ পরবাসন্ত নিত্যং ধর্ম্মরক্তভ্যাজেৎ।” (বৃত্তি)

ধর্ম্মরত ব্যক্তি পরায় ও পরবাস সতত পরিত্যাগ করিবেন। সংযমদিনে ও পার্শ্বদিনে পরায় বিশেষ নিষিদ্ধ। পরায় ভক্ষণ করিয়া বাগাদি করিলে তাহা নিফল। পরায় ভোজন করিয়া যদি তীর্থ গমন করা হয়, তাহা হইলে ফলের অন্নতা হইয়া থাকে। একাদশীতম্বে লিখিত আছে, বাহার অন্নভোজন করিয়া পুত্রোৎপাদন করা যায়, বাহার অন্ন তাহারই সেই পুত্র হয়। যেহেতু অন্ন হইতে রেতোৎপন্ন হয়। রেতাই সন্তানের কারণ। এই নিষিদ্ধই বাহার অন্ন, সন্তানও তাহার হইয়া থাকে। মহাশুদ্ধ নিপাত হইলে বতদিন সৎবৎসর পূর্ণ না হয়, ততদিন পরায়ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। পরায়ভোজনে এইরূপ প্রতিশ্রুতি লিখিত আছে, গুরু অন্ন, মাতুল, শ্বশুর ও ভ্রাতার অন্ন সেবন করা বাইতে পারে, ইহা পরায় মধ্যে গণ্যীয় নহে।*

আবার শাস্ত্রে এরূপও পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণের অন্নভোজনে দারিদ্র্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন প্রেযাতা, বৈতের অন্ন শূদ্র এবং শূদ্রের অন্ন হইয়া থাকে।

• সংযমদিনে পরায় ভাষ্য।—

“কাংস্যং মাংসং মদ্যং চপকং কোরদুবকম্।

শাকং মধু পরায়ক ভ্যাজেদুপবসন্ত রিত্রম্।” (একাদশীতম্)

পারশ্বদিনে ভাষ্য।—

“অভ্যাজক পরায়ক তৈলং নির্দ্রাণ্যলব্ধমব্।

তুলসীচরমঃ দ্যুতং পুন্ড্রভোজনমেব বা।

বস্ত্রপীড়ানং তথা কারঃ স্বাদস্তাং বর্জ্যয়েৎ যঃ।

পরায়ভোজ্য বাগাদি নিফল।—

“পরপাকেষ পুষ্টস্ত যিহস্ত গৃহমেধিনঃ।

ইন্দ্ৰং দত্তং তপোবধীতং বস্ত্রাং তস্ত তত্ত্ববেৎ।”

পরায় ভোজন দ্বারা পুত্রোৎপাদনে দোষ বধ।—

“বস্ত্রায়েন তু ভূক্তেন ভাষ্যাং সমধিগচ্ছতি।

যস্তাং তস্য তে পুত্রা জরায়োতঃ প্রবর্ত্ততে।” (একাদশীতম্)

পরায় ভোজন করিয়া তীর্থগমনও ফল অন্ন।—

“বোদ্ধশাংসং স লভতে যঃ পরায়েন গচ্ছতি।

অর্ঘ্যং তীর্থকলং তস্য যঃ প্রদদেন গচ্ছতি।” (প্রারম্ভিকতম্)

মহাশুদ্ধনিপাত ভাষ্য।—

“অন্তঃপ্রাঙ্কঃ পরায়ক গন্ধঃ মালাক মৈথুনম্।

বর্জ্যয়েৎ গুরুপাতে তু স্বাবৎপূর্ণা ন বৎসরঃ।” (ভুক্তিতম্)

তত্ত্বোজনে প্রতিশ্রুতি।—

“ওর্করং বাতুলারং বা বস্ত্রারং তৎবেৎ চ।

পিতৃপুত্র্য চৈবারং ন পরায়ণিত্য বৃত্তিঃ।” (একাদশীতম্)

“শ্রুতধার্ম্যে দারিত্র্যং কজিহ্মারেন প্রেষ্যতাং।

বৈভারেন তু শূদ্রকং শূদ্রাদ্রৈরনরকং ব্রজেৎ ॥” (একান্বীত°)

তত্ত্ব লিখিত আছে, বাহারা পরান্ন ভোজন করে, তাহাদের
অসিদ্ধি হয় না, বরং হানি হইয়া থাকে।

“জিহ্মা দদ্যা পরান্নেন করৌ দদৌ প্রতিগ্রহাৎ।

মনো দদ্য পরান্নাভিঃ কথং সিদ্ধিরূরাননে ॥” (তত্ত্ব°)

(জি) পরান্ন নিত্যমন্ত্যাস্য অর্শাদি অচ্। ২ পরামোপ-
জীবী, পর্যায় পরপিণ্ডাদি। বাহারা কেবল পরের অন্ন
ভক্ষণ করিয়া জীবিকা ধারণ করে।

পরান্নপরিপুষ্ট (জি) অপরের প্রদত্ত অন্নাদি ভোজনে
পরিবর্দ্ধিত (দেহ)।

পরান্নভোজী (জি) যে অক্তের ভোজ্য ভোজন করে।

পর্যাপ (জি) পরা গতা আপো যন্তাং। অচন্যাসান্তঃ
(অবর্ণাভ্যাহা। পা ৬।৩।১৬) ইত্যস্য বার্তিকোক্ত্যা পক্ষে
অপ জন্মভাবঃ। পরাগত জলাপান। বিকল্প পক্ষে যে
স্থলে জন্ম হইবে সেই স্থলে ‘পরেণ’ এইরূপ পদ হইবে।

পর্যাপর (ক্ৰী) পরমাপিগর্ভি আ-পূ-অচ্। পরবকফল।
(ভাবপ্র°) পরক অপরক তয়োঃ সমাহারঃ। পর ও অপর।

“এতান্চ সহযজেন প্রজ্ঞানঃ কারণং পরম্।

পর্যাপরবিদঃ প্রাজ্ঞান্ততো যজ্ঞান্ বিতুষতে ॥” (বিষ্ণুপু° ১।৬।২৭)

পরম ও অপরসম্বন্ধ।

পর্যাপরগুরু (পুং) পরমাদপি পরঃ শ্রেষ্ঠঃ পরাপরঃ, পূর্বা-
দরাদিভ্যং সাধুঃ, পরাপরশাস্তৌ গুরুশ্চেতি। গুরুবিশেষ।
তত্ত্ব ভগবতীকে পরাপরগুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। *

পর্যাপরত্ব (ক্ৰী) পরাপরস্য ভাবঃ ত্ব। পরম ও অপরম্ব যুক্তের
ভাব। পরাপরতা।

“পর্যাপরত্বদীহেতুরেকা নিত্য দিগুচ্যতে ॥” (ভাষ্যপরি°)

পর্যাপরৈত্ (জি) ১ পশ্চাদ্ভ্রমরণ। ২ শ্রেণীবদ্ধরূপে পর-
লোকান্বিতে গমন।

“পর্যাপরৈততা বহুবিরো অস্ত”। (অপর্ক ১৮।৪।৪৮)

পর্যাপাতুক (জি) গর্ত্ত্রাং সম্বন্ধীয়। “যৎপুরা সোমস্য ক্রমাদ-
পৌরীত গর্ত্ত্রাপ্রজ্ঞানং পর্যাপাতুকাঃ স্যুঃ ॥” (তৈত্তি সৎ ৬।১।৩০)

পর্যাপুর (ক্ৰী) পরা হুলাঃ পুং, সমাসান্তবিধেরনিত্যভাং ন
সমাসান্তঃ। হুল দেহ। “পর্যাপুরোনিপুরো যে তরতি”
(শুক্রযজুঃ ২।৩০)। “পর্যাপুরঃ হুলদেহান্।” (ভাষ্য)

* “আদৌ সর্বত্র দেবেশি সত্ত্বঃ পরমো ভবঃ।

পর্যাপরগুরুত্বং হি পরমেন্দ্রী বহুঃ তরঃ ॥” (বৃহদীত ২ প°)

তত্রাভ্যন্তরে—“বহুভাতাভ্যন্তরঃ প্রোক্তঃ বহুত পরমোভ্যন্তরঃ।

পর্যাপরগুরুত্বং হি পরমেন্দ্রী গুরুত্বং ॥”

পরপ্রাসাদিমন্ত্র (পুং) প্রাসাদিনকারী অন্তঃস্বয় বিশেষ।

পর্যাপ্তীভূত (জি) পরকে সৃষ্ট দেখাইরা গত।

(বিদ্যা° ২৫৩।২৪)

পর্যাপব (ক্ৰী) সামভেদ।

পর্যাপ্তিক্তি (ক্ৰী) পরা উৎকৃষ্টা তক্তিঃ। সধ্যতক্তি। ঐক্যকোর
প্রতি গোপিনীগণের যে উত্তমা আহুতক্তি।

পর্যাপ্তব (পুং) পরাক্রমভূতে ইতি পরাতবনমিতার্থঃ, পরা কৃ-অপ্।

১ পরাম্বয়।

“মদ্যাসকোহহমুচ্ছিতো ন চৈবাহং জিতেশ্রিয়ঃ।

কথমিচ্ছং যন্তোহপি দেবায় শক্রপরাতবং ॥” (মার্ক° পু° ১৮।২৮)

২ তিরস্কার। ইহার পর্যায়—ভক্তার, তিরস্ক্রিয়ার, পরিত্যাব,
বিপ্রেকার, পরিত্যব, অতিক্রব, অভ্যাকার, নিকার, বিনাশ।
অনেক স্থলে পরাতাব এইরূপ পাঠ আছে, তথায় আর্ষপ্রোগ-
বশতঃ অপূ না হইয়া বঞ্চে প্রায় হইয়াছে। ৩ বৈবস্বংগের অন্তর্গত
এম বর্ষ। এই বৎসর সম্বলী ও ইহাতে অগ্নি, শত্রু, যোগ,
পীড়া এবং ব্রাহ্মণ ও গো সকলের তর হয়। (বৃহৎসং ৮।৪২)

পর্যাপ্তবুক (জি) পতন বা ধ্বংসশীল (রাষ্ট্রাদি)।

পর্যাপ্তিক (পুং) পরমাত্মিকতে আ-তিক-অপ্। বানপ্রস্থভেদে,
এই বানপ্রস্থে পরগৃহে অন্ন পরিমাণে ভিক্ষা করিতে হয়।

“অশকুটাননাঃ কেচিং পরাতিকাতথাগরে ॥” (হরিব° ২৬৮ অ°)

পর্যাপ্ত (জি) পরাক্রমভূতে য, পরা-কৃ-ক্ত। পরাম্বিত।

পর্যাপ্ততি (ক্ৰী) পরা-কৃ-ক্তিন্। পরাম্বয়।

পর্যাপ্তমর্শ (পুং) পরাম্বৃত্ততে ইতি পরামর্শনমিতার্থঃ, পরা-মৃশ-
ভাবে যঞ্। ১ যুক্তি, বিবেচন। পর্যায় বিতর্ক, উন্নয়,
বিমর্ষণ, অধ্যাহার, তর্ক, উহ। (হেম) জাম্ববন্তে ব্যাধিবিধিষ্ট
লক্ষণম্বৃত্তা জ্ঞানকে পরামর্শ কহে।

“ব্যাপ্তস্য লক্ষণম্বৃত্তাঃ পরামর্শ উচ্যতে ॥” (ভাষ্যপরি°)

পরামর্শ হইলেই অহুমিতি জ্ঞান হইয়া থাকে। ব্যাধি-
বিশিষ্টের পক্ষের সহিত বৈশিষ্ট্যাবগাহিজনাই অহুমিতিজনক।

অহুমিতিতে ব্যাধিজ্ঞান কারণ, এবং পরামর্শ ব্যাপার, এই

ব্যাপার অর্থাৎ পরামর্শ হইলেই অহুমিতি জ্ঞান হইয়া থাকে।

“ব্যাপারস্ত পরামর্শঃ করণং ব্যাধিবীক্যবৎ ॥” (ভাষ্যপরি°)

কোন পুরুষ মহানসাদিতে ধূম দর্শন করিয়া ধূমে বহিষ
ব্যাধি স্থির করিল, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম সেই সেই স্থলেই
বহি এইরূপ ব্যাধি স্থির করিল। পরে কোন সময়ে পুরুষে
ধূম দর্শন করিয়া স্থির করিল, পূর্বে মহানসাদিতে ধূম দেখিয়া
ধূম বহিষ ব্যাপ্য এইরূপ স্মরণ হইল, তখন বহিষ্যাপ্য
ধূমবান্ পুরুষ এই জ্ঞান হইল। যেখানে যেখানে ধূম থাকে,
সেই সেই স্থলেই অগ্নি থাকে, অতএব এই পুরুষে যখন ধূম

পদ্মায়ৎ (অব্য) পদ্ম-অব-বাহনকাৎ অতি। দুয়দেখ। (নিবন্ধ)
২ প্রকৃষ্টতম। (বৃষ্ ১০৫০)

পরাবত (স্রী) পরা-অব বাহল্যকং অতচ্। পরবক। (রাজনি°)

পরাবত্না (স্রী) পরক অবরক বিষয়সেনাত্যাতঃ, অচ্-টাপ্।

বিদ্যাভেদ। “ভারবাজোহদ্বিরসে পরাবরাং” (সুওকোপ°)

‘পরাবরাং পরমাং পরমাদবরণে প্রাপ্তেতি পরাবরাং পরাবর-
সর্কাবিদ্যাবিবরবাণ্ডেবা’ (ভাষ্য) (জি) পরমাদপ্যবরঃ।
২ শ্রেষ্ঠতম।

পরাবর্ত (পুং) পরা বর্ত্যতে ইতি পরা-বৃত-অপ্। ১ পরিবর্ত,
বিনিময়। (হেম°) ২ প্রত্যাবর্তন।

পরাবর্তন (স্রী) পরা-বৃত-গিচ্-লুট্। প্রত্যাবর্তন।

পরাবর্তিত (জি) পরা-বৃত-গিচ্-ক্ত। প্রত্যাবর্তিত, কেরান।

পরাবর্তব্যবহার (পুং) পরিবর্তনীয় ব্যবহার আইনানুযায়ি-
কার্য, পুনর্সার বিচারপ্রার্থনা (Appeal)।

পরাবর্ষ্য (জি) পরাবর-বৎ। পরাবর সম্বন্ধীয়।

পরাবলি, পূর্বে রাজপুতনার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর।

পারোলি হইতে ৩০ ক্রোশ উত্তরপূর্বে এবং গোয়ালিন্দার
দুর্গের ৮ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটি উচ্চভূমির
উপরে কারুকার্যযুক্ত একটি স্তম্ভের প্রাচীন মন্দির এবং দক্ষিণ-
পূর্বে উপত্যকার প্রায় শতাধিক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মন্দিরশ্রেণী
বিদ্যমান আছে। এখানকার অধিবাসীরা বলে যে, এই নগর
পূর্বে ‘ধারোন’ নামে খ্যাত ছিল এবং ধারোন, কুত্বাল ও
সুহনিয়া এই তিনটি নিকটবর্তী ভিন্ন ভিন্ন নগর পূর্বে এক
ছিল। তখন এই নগর দৈর্ঘ্যে ১২ ক্রোশ ছিল, সুহনিয়া-
বাসীরাও এ কথার সমর্থন করিয়া থাকে।

কূপের উপরে নিখিত প্রাচীন মন্দিরসংলগ্ন টোলপুরের
মহারাজ নিখিত ক্ষুদ্র কেল্লা; চৌরাসুয়া নামে একটি আচ্ছাদিত
কূপ; (ইহার প্রাচীরের উপরে একখানি শিলাখণ্ডে লিখিত
আছে যে, গোয়ালিন্দারের “তোমর রাজবংশীর মহারাজাধিরাজ
শ্রীকীর্ত্তি সিংহদেব সনৎ ১৫২৮”।) কূপের দক্ষিণস্থ উপত্যকা
মধ্যে অবস্থিত কুতেশ্বর শিবমন্দির, (এই মন্দিরে উত্তরপশ্চিমে
৯ খানি গৃহের একটিতে ১১০৭ সনতে উৎকীর্ণ একখানি
শিলালিপি আছে), এতদ্বিত্ত উপত্যকা মধ্যস্থিত বিষ্ণুমন্দির,
লিঙ্গমন্দির ও একটি বৃহৎ মন্দিরের চত্বর দেখিবার জিনিষ ও
কৌতূহলোৎসাহক।

পরাবহু (পুং) পরাগতঃ বজ্রাখ্যং বহু ধনং বসীং। অসুহৃদিগের
হোতৃত্বভেদ। হোম করিবার সময় অনেক মন্ত্রে লিখিত আছে,
‘নিরন্তঃ পরাবহুঃ’ অসুহৃদিগের হোতা এই হোমস্থান হইতে
‘নিরন্ত হউক।

‘নিরন্তঃ পরাবহুরিতি পরাবহু হইব নাম অসুহৃদাং হোতা
ন তমেবৈতদ্ধোত্বসদনামিরতি।’ (শতপথব্রা° ১৫।১২০)

২ রৈতানুনিপুত্রভেদ। (ভারত-বনঃ° ১৩৫ অঃ)

৩ গজকর্ত্তেদ। (ভাষা° ৮।১১।২৪) ৪ বিখ্যাত্তির পৌত্র-
ভেদ। (শান্তিপ°)

পরাবহু (পুং) পরা বহতীতি বহ-অহ্। সপ্তবাহুর অন্তর্গত
সপ্তমবাহু। এই বাহু পরিবহ বাহুর অন্তর্হিত। (সিদ্ধান্তসিরো°)
“আবহঃ এবহশ্চৈব বিবহশ্চ সমীরণঃ।

পরাবহঃ সংবহশ্চ উবহশ্চ মহাবলঃ॥” (হরিবংশ ২৩৬ অঃ)

পরাবাক (পুং) পরাতব-বচন।

“নমতে অধিবাক্য পরাবাক্য তে নমঃ।” (অথর্ব° ৩।১৩।২)

‘পরাবাক্য পরাতবত বক্ত, পরাতববচনারৈব বা।’ (সারণ°)

পরাবিজ্ঞ (পুং) পরা-ব্য-ক্ত। সুবেদ। (শকমালা) (জি)
২ প্রত্যাবিজ্ঞাত।

পরাসূজ্ (পুং) পরা সূজতি তপসা পাশং বর্জয়তি পরা-সূজী
বর্জনে কিপ্। ঋষিভেদ। (ঋ° ১।১১।৮)

পরাসূতি (স্রী) পরা-আ-বৃত-জিন্। প্রত্যাসূতি, যে পথে
যাওয়া হইয়াছিল, সেইপথে পুনরায় আসা। (হরিবংশ ৫৬ অঃ)
২ পরিবর্ত।

পরাবেদী (স্রী) পরমুৎকর্ষনাবিলম্বীতি বিদ-অণ্, দ্বিরাং ত্রীপ্।
বৃহতী। (ইতি কেচিৎ)

পরশপুত্র, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডালেলার অন্তর্গত দুইখালি
সমুদ্রশীলা গ্রাম। গোণ্ডালনগরের ৭০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ও
নবাবগঞ্জ হইতে কর্ণেলগঞ্জ বাইবার রাস্তার পাশাপাশিভাবে
অবস্থিত। যে গোণ্ডাল বৎসর বজ্রার জামিরা গিয়াছিলেন,
তাহার একমাত্র পুত্র রাজা পরশরাম কলহংস প্রায় ৪০০
বৎসর পূর্বে এই গ্রাম স্থাপন করেন। ইহার বংশধর
পরশপুত্রের রাজা এবং গুবারিয়ার কলহংসীদিগের সর্দার উক্ত
গ্রামের পূর্বাংশ একটি সুবৃহৎ মন্দিরানির্মিত গৃহে আজিও
বাস করিতেছেন। এই গ্রাম আটা নামে খ্যাত। নাম হইবার
কারণ এই যে, উক্ত বংশের প্রথম পুরুষ বাবুলাল সা নামক
জৈনক ব্যক্তি পরশপুত্রের নিকট শ্রীকার করিতে গিয়া দেখিলেন,
এক ককির পচা মাংস ভক্ষণ করিতেছে। ককির বাবুলালকে
দেখিয়া উক্ত জব্য ভোজন করিতে বলিলে পাছে ককির
ভোজনে অনিচ্ছা দেখিয়া অভিসম্পাত করে, এই ভয়ে তিনি
জড়সড় হইলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে ঐ জব্য আটার
পরিণত হইল। পরে ঐ পাত বাবুলালের নিখিত দুর্গের সম্মুখে
পুতিরা রাখা হয়। তদবধি ঐ স্থান ‘আটা’ নামে প্রসিদ্ধি
লাভ করে।

পরশশর (পুং) পরান্ আশুগতি পৃ-হিংসারাং অহ্। ১ নাগভেদ।
(ভারত ১।৫৭।১৮)

২ অধিকেন, ইনি বশিষ্ঠপুত্র শক্তির ঔরসে এবং অদৃষ্টতীর
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নামনিকৃতি বহা—

“পরাস্য স বতন্তেন বশিষ্ঠঃ স্থাপিতো মুনিঃ।

গর্ভহেন ততো লোকো পরাশর ইতি বৃতিঃ” (তারভ ১।১৭৬০)

‘পরাস্যোরাশাসনমবস্থানং যেন স পরাশরঃ, আচ্ছ পূর্বা-
জ্ঞাসত্যে উন্ন’ (নীলকণ্ঠ)

ইনি যে সময় গর্ভে অবস্থিতি করেন, সেই সময় বশিষ্ঠ
মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই জন্ত ইহার পরাশর নাম হয়।

মহাতারতের আদিপর্বে লিখিত আছে, মরীচি বশিষ্ঠের শত
পুত্রের মধ্যে শক্তি, কোটপুত্র। অদৃষ্টতীর সহিত ইহার
তত্তপরিণয় হয়। একলা শক্তি অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন,
এমন সময় ইক্কাকুবাকীর কন্যাবধা নামে এক রাজা মৃগয়ার
অভিশয় প্রাপ্ত হইয়া শক্তি যে স্থলে বিচরণ করিতেছিলেন,
সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পথ অতি সঙ্গীর্ণ,
একজনের বেশী কেহ ইহাতে গমন করিতে পারে না। রাজা
শক্তিকে সরিয়া বাইতে বলিলেন। শক্তি, রাজাকে পথ ছাড়িয়া
দিলেন না। এই লইয়া দুইজনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল।
মৃগশি অভিযার ক্রোধ হইয়া দোহবশে রাক্ষসের ভায়, তাহাকে
কশাঘাত করিতে লাগিলেন। শক্তি, এখানে অতিহত ও
ক্রোধমুগ্ধিত হইয়া সেই ভূগালাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান
করিলেন, আমি তাপস, তুমি আমাকে রাক্ষসের ভায় এহার
করিলে, এই কারণে তুমি অভাববি রাক্ষস হইবে। পুনরায়
ভূগতি জন্ত আর একজন ঋষি কর্তৃক এইরূপ শাপাতিভূত হন।
শাপাতিভূত ভূগতি তৎকাল্য রাক্ষস হইয়া প্রথমেই শক্তিকে
তক্ষণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনষ্ট হইল।

বশিষ্ঠের শতপুত্রনাশ বিধামিত্রের কৌশলেই হইয়াছিল।
বশিষ্ঠসেব পুত্রশোক নিতান্ত কাতর হইয়া বনরীরাপাতের
জন্ত অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে
পারেন নাই। তখন পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে
লাগিলেন। পঞ্চাঙ্গিকে হঠাৎ বেদজনি প্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, কে বেদজনি করিতেছে? তখন অদৃষ্টতী কহিল,
আমি আপনায় কোটপুত্রবৎ অদৃষ্টতী। আপনি যে বেদজনি
ওনিরাছেন, তাহা আমার গর্ভে হালধবর্ণীর পুত্রের আনিবেন।
তখন বশিষ্ঠসেব অদৃষ্টতীর গর্ভে এক সন্তান আছে জানিয়া
পরমালসিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন।
পথিমধ্যে এক রাক্ষস আসিয়া অদৃষ্টতীকে আক্রমণ করিল,
বশিষ্ঠসেব তাহাকে ব্রহ্মদ্বারা জলপ্রৌঞ্চ করিলেন, ইহাতে
তাহার শাপ বিঘোচন হইল। ইনিই ইক্কাকুবাকীর কন্যাবধা।

অদৃষ্টতী আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শক্তির ভায় শক্তির

বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বশিষ্ঠসেব বহু তাহার কাত-
কর্ণ প্রভৃতি সম্পাদন করিলেন। এই পুত্র যে সময় গর্ভস্থ ছিল,
সেই সময় বশিষ্ঠসেব পরাস্য অর্থাৎ কীচন বিসর্জন করিতে
কৃতসঙ্কর হইয়াছিলেন, একজ্ঞ এই পুত্র পরাশর নামে খ্যাত
হন। পরাশর জন্মাবধি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন।
একলা তিনি মাতা অদৃষ্টতীর সবকে বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া
সম্বোধন করেন। অদৃষ্টতী ইহা শুনিয়া সজলনয়নে তাহাকে
কহিলেন, তুমি বাহাকে পিতা বলিয়া জানিতেছ, ইনি
তোমার পিতা নহেন, পিতামহ। বনমধ্যে এক রাক্ষস
তোমার পিতাকে তক্ষণ করিয়াছে। পরাশর এই কথা শুনিয়া
সর্বলোক সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বশিষ্ঠ তাহাকে
এইরূপ সকল লোক বিনাশকরণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া অনেক
প্রবোধ বাক্যে এই পাশকর্ষ হইতে নিবৃত্ত করাইলেন। কিন্তু
তিনি এই সঙ্কর পরিভাগ করিলেন না, ক্রোধমগ্নরূপে ক্রি-
লেন না। অনন্তর তিনি এক রাক্ষসসত্ত্বের অস্থান করি-
লেন। তিনি শক্তির বিনাশ স্মরণ করিয়া আবালবৃদ্ধ
সকল রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠসেব তাহার
পূর্ব প্রতিজ্ঞা তক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া এইবার আর কিছুই
নিবেধ করিলেন না। ক্রমে রাক্ষস সকল দগ্ধ হইতে লাগিল।
অনন্তর পুলস্ত্য ও পুলহ প্রভৃতি ঋষিগণ পরাশরের নিকট
উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে পরাশরকে কহিলেন,
তাত! যে সকল রাক্ষস তোমার পিতৃবধের কিছুই
অবগত নহে, সেই সকল নির্দোষ রাক্ষস বধ করিয়া
অনর্থক স্ত্রীর ধ্বংস করিতেছ, এখন আমাদের অমরোপ
এই জ্ঞানক হত্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বজ্র সমাপন কর।
বিশেষতঃ তপশিব্রাহ্মণদিগের ইহা বর্ষ নহে, শাস্তিই তাহাদের
পরমধর্ম। তুমি রোষপরত হইয়া এই ভরাব বজ্রের অস্থ-
তান করিয়া কেবল আমার প্রজাবর্গের সমুচ্ছেদ করিতেছ।
তোমার পিতাকে যে রাক্ষস তক্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে
তাহাদের কিছুমাত্র দোষ নাই। তোমার পিতা আত্ম-
দোষেই ইহলোক হইতে বর্গে গমন করিয়াছেন। নচেৎ
তোমার পিতাকে তক্ষণ করে রাক্ষসের একপ সান্ধ্যা কোথায়?
বিধামিত্রও কেবল এ বিবরে নিমিত্তমাত্র হইয়াছিলেন। তোমার
পিতা ও তাহার কনিষ্ঠ সহোদরগণ এবং রাজা কন্যাবধা
সকলেই বর্গে দেবগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তোমার
পিতামহ বশিষ্ঠসেব এ সকল কৃতান্ত অবগত আছেন।
এখন তুমি তোমার বজ্রসমাপন কর, তোমার বকল হউক।
তখন পরাশর তাহাদের আমোদসম্বাদে এই বজ্র সমাপন করি-
লেন এবং সকল রাক্ষসসত্ত্বের জন্ত যে অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল,

তাহা হিবিলয়ের উত্তরাংশে মহারণো পরিভাগ করিলেন।
তবীয় সেই বহি অগ্নিগণি প্রতিপক্ষে দাঁকল, কৃক ও প্রেতর সকল
কৃত করিয়া থাকে। (ভারত আদিপর্ক ১৭৫ হইতে ১৮২ অঃ ১)

এই পরাশর হইতে বেদবিভাগকর্তা কুকটবৈশ্যন কাস জন্ম
গ্রহণ করেন। দেবীভাগবতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত
আছে,—একদা পরাশর তীর্থযাত্রার উপলক্ষে সমস্ত দেশ
ভ্রমণ করিয়া বসুনাভীয়ে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে বসুনা
পার হইবার জন্য বীষরকে আবেশ করেন। বীষর কার্যে
ব্যস্ততাপ্রযুক্ত হুনিরকে পার করিবার জন্য তাহার পালিতা কড়া
মন্ত্রগন্ধাকে বলিলেন। বহুকড়া মন্ত্রগন্ধা বীষরের আদেশ-
ক্রমারে তাহাকে নইরা পার করিয়া দিতে প্রযুক্ত হইল।
অনন্তর বসুনামধ্যে বাইতে বাইতে পরাশর হুনি সেই চার-
লোচনা মন্ত্রগন্ধাকে দেখিয়া সৈবঘটনাব্যবহায়ে কামাতুর হইয়া
পড়িলেন। হুনিবর তাহার নবীন গোবনোদ্যম দর্শনে উপভোগে
অভিলাষী হইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিত্তা
কহিলেন, আমি নিতান্ত কামপীড়িত হইরাছি, আমার অভি-
লাষ পূরণ কর। তখন মন্ত্রগন্ধা হুনিরকে কহিলেন,
আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের বংশধর এবং সকল বেদবেদান্তাদি
শাস্ত্র বিশারদ ও অতি তপস্বী। আপনার কুল, গীল ও
ধর্মের বিগৃহীত কার্যে কেন প্রযুক্ত হইতেছেন? আমার এই
শরীর মন্ত্রগন্ধে পরিপূর্ণ, তথাপি কেন আপনি এই অনার্থো-
চিত কার্যে প্রযুক্ত হইতেছেন? আপনি এই দৃষ্ট বৃদ্ধি পরিভাগ
করুন। মন্ত্রগন্ধা যখন দেখিলেন, হুনি নিতান্তই কামপীড়িত,
তাহার কোন বাত্বোই কলোদর হইতেছে না, তখন তিনি
হুনিরকে কহিলেন, এখন আপনি বৈধব্যাবলম্বন করুন, অগ্রে পর
পারে বাই, তাহার পর বাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। পরাশর ইহা
তুলিয়া হস্ত পরিভাগ করিলেন। পরাশর পরপারে নীত হইয়া
কামাতুর ভাবে পুনরায় তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন। তখন
মন্ত্রগন্ধা কীপিতে কীপিতে হুনিরকে কহিলেন, হুনিবর! কামোপ-
ভোগ সমানরূপেই সুখকর হইয়া থাকে। আমার শরীর
অতিশয় দুর্বল পরিপূর্ণ অতএব নিবৃত্ত হউন। পরাশর তাহার
এই কথা তুলিয়া কখনোই তাহাকে চারুভবনা, সর্কাকুলস্বরী
ও বোজনগন্ধা করিয়া দিলেন। কল্যাণী তখন হুনিরকে
উপভোগ্যভিলাষী দেখিয়া আবার বলিলেন, হুনিবর! এক্ষণে
বিভাগ, লোক সকল বিশেষতঃ ভটস্থিত পিতা দেখিতে পাই-
বেন, ইহা পতবৎ অতি লভ্যকর এবং শাস্ত্রেও দিবা-বিহার নিষিদ্ধ
হইরাছে, অতএব বতকণ না রাখি হর, ততকণ আপনি প্রতীক
করুন। পরাশর এইবাক্য মুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ
তপঃপ্রভাবে চতুর্দিক সুস্ফটিকার করিয়া কেলিলেন, তাহাতে

চতুর্দিকে অন্ধকার হইল। অনন্তর মন্ত্রগন্ধা পরাশরকে অতি
বুহুধরে কহিলেন, হুনিবর! আমি এক্ষণে কড়া, আপনি
আমাকে উপভোগ করিয়াই বহা ইচ্ছা তুলিয়া নইবেন, কিন্তু
আপনার বীষ্য অদোষ, আমাকে নিতান্তই পটভারব করিতে
হইবে, তখন! তাহার পর আমার কি গতি হইবে। আমাকে
ইহার উপদেশ দিন। তখন পরাশর কহিলেন, অরা আমার
প্রিয়কাব্য সম্পাদন করিয়া আমার তুমি কড়াই হইবে।
ইহাতেও যদি তোমার ভয় হয়, তাহা হইলে তুমি অভিলষিত
বর প্রার্থনা কর। তখন মন্ত্রগন্ধা এইরূপ বর প্রার্থনা করি-
লেন, আমার পিতা, মাতা বা অপর কেহ এ বিষয়ের কিছুই
যেন জানিতে না পায়েন এবং বাহাতে আমার কড়াক্রম নষ্ট
না হয়, তাহাই করুন ও আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন
আপনার সমান তেজস্বী ও তপী হয়। আমার পায়ে এই
দৌগন্ধ যেন চিরবিদ্যমান করে ও আমার যেন যৌবন সর্বদা
নবনবরূপে বিদ্যমান থাকে।

পরাশর এই কথা তুলিয়া কহিলেন, হুনিবর! তোমার
গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই পুত্র বিতুর অংশ হইতে সমুৎপন্ন
হইয়া ত্রিতুবনে বিখ্যাত হইবে। তুমি নিস্তর জামিও, কোন
বিশেষ কারণবশতঃ আমি তোমাতে কামাগত হইরাছি, নতুবা
ইতিপূর্বে কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই।
পূর্বে আমি সর্কাক কত অলসরাগিণের রূপ দর্শন করিয়াছি,
তাহাতে আমার তিতুগায় বিকার উপস্থিত হয় নাই। তোমাকে
দেখিয়া এইরূপ কামাতিকৃত হইবার বৈবই একমাত্র কারণ,
অতএব দৈবকে অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নাই। নতুবা
তোমাকে এতরূপ দুর্গন্ধের দেখিয়া কিমন্ত মোহ প্রাপ্ত হই-
লাম। তোমার পুত্র পুরাণ-কর্তা, বেদজ্ঞ ও বেদের বিভাগ-
কর্তা হইবে।

অবিবর পরাশর সভাবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া
উপভোগান্তে বসুনার দান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান
করিলেন। তখন সভাবতী সেই মুহুর্তে পটগ্রহণ করিলেন
এবং অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় কন্দর্পসমূহ এক পুত্র প্রসব করি-
লেন। এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতাকে গৃহগমনের জন্য
অক্লরোধ করিয়া তপস্তার মনোনিবেশ করিলেন এবং কহিলেন,
মাতা! যখনই আপনার আমাকে প্রয়োজন হইবে, তখনই
আমাকে স্মরণ করিবেন, স্মরণ নাহেই আমি উপস্থিত হইব।
সভাবতীও তখন পিতৃসঙ্গীতে প্রস্থান করিলেন। এই পুত্র বীণে
প্রযুক্ত হয় বলিয়া তাহার নাম বৈশ্যদন হইল।

(দেবীভাগ ২৭ অঃ)

এই পরাশর একবাণি সংহিতা প্রণয়ন করেন, ইহাতে

কলিযুগে কর্তব্য ব্যবস্থা সকল সন্নিবেশিত আছে। ইহাতে লিখিত আছে—

“কৃত্তে কু মানবো ধর্মস্ত্রেতায়াঃ পৌত্তমঃ স্তমঃ।

হাপরে পঞ্চলিখিতো কলৌ পরিশরঃ স্তমঃ॥” (পরিশরঃ)

সত্যযুগে মনু কর্তৃক ঋষি প্রদান, ত্রেতাযুগে পৌত্তম, হাপরে পঞ্চ ও লিখিত এবং কলিযুগে একব্রাহ্ম পরিশরের রত্নই গ্রহণীয়। এই সহিতার ১২টা অধ্যায়। তাহার প্রথম অধ্যায়ে যুগভেদে ধর্মাদি ভেদ কথন, ২ অধ্যায়ে আচারধর্ম ও পুঙ্খধর্মাদি কথন, ৩ অধ্যায়ে অশৌচ ব্যবস্থা ও আত্মহরণাদি দোষ, ৪ অধ্যায়ে প্রারচিত্তমত, অস্তোষ্টিক্রিয়া ও কুলপুতলিকাদি কথন, ৫ অধ্যায়ে প্রাণিষ্ট প্রারচিত্ত ব্যবস্থা, ৬ অধ্যায়ে প্রাণিবধ প্রারচিত্ত কথন, ৭ অধ্যায়ে ত্র্যম্বক প্রভৃতি, ৮ অধ্যায়ে গোবধাদি প্রারচিত্ত, ৯ অধ্যায়ে গোবধাপবাদ প্রভৃতি, ১০ অধ্যায়ে অগ্ন্যগ্ন্যবাদি প্রারচিত্ত, ১১ অধ্যায়ে অগ্ন্যগ্ন্যবাদি প্রারচিত্ত, ১২ অধ্যায়ে প্রারচিত্তান্ন দানভেদাদি।

পরিশর সহিতার এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইরাছে। পরিশরের সহিত অজ্ঞ মহাদিসংহিতার বিরোধ হইলেও কলিকালে পরিশরের মতই গ্রহণীয়।

ইনি বিষ্ণুপুরাণ ও পরিশর উপপুরাণের বক্তা।

ও আয়ুর্বেদভক্ত্যকারক ঋষিভেদে। (চরক ব্রহ্মসং।)

৪ নাগভেদ।

পরিশর, ইজ। শঙ্করসংসারী, হিংসাকারী। “ইজো বাতুনামতবৎ পরিশরঃ।” (অঙ্ক ৭।১০।২১)

‘পরিশরঃ পরিশাত্তিতা হিংসিতা।’ (সারণ)

“পরিশরঃ ত্বং তেবাং পরাহতঃ।” (অথর্ব ৬.৫৫।১)

‘হে পরিশর পরাগতা পুণ্যতি হিন্তি শত্ৰুং ইতি পরিশর ইজঃ। “ইজো বোদ্য পরিশরীং ইত্যজ্ঞ স্যামানং। পরিশর ইতি নিগমো ভবতীতি” (নিরুক্ত ৬।৩০) ব্যাকবচনাচ্চ। শৃ হিংসারাম্। অস্যাং পচাৎ।’ (অথর্ববেদভাষ্য ৬।৫৫।১)

পরিশর, ১ হোরাশাত্র বা পরিশরীহোরা নামে একখানি জ্যোতির্গ্রহ রচয়িতা।

২ একজন জ্যোতির্বিদ। বরাহমিহির রচিত বৃহজ্জ্যাকরণে ইহার উল্লেখ আছে।

৩ কুবিপত্তিপ্রণেতা।

৪ পুঙ্খব্রহ্মাচারচরিতা।

৫ পুরাণরত্ন নামক গ্রন্থপ্রণয়নকর্তা।

৬ যোগোপদেশনামক একখানি যোগশাস্ত্রপ্রণেতা।

পরিশর ভট্ট, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি বৎসভের পুত্র ও রত্নেশ্বরের কুলপুরোহিত। অষ্টমৌলী, কদম্বোদয়ী, গণরত্ন-

কোষভোজ (শ্রীমদ্রাজভোজ ও ভোজরত্ন), বর্ষকরত্নাকর, বোদ্যসার, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য (এই গ্রন্থখানি তিনি শ্রীমদ্ভগবতের প্রাথমিকস্থানে রচনা করেন) প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত।

২ ইহার আর একটা নাম রত্ননাথ। ইনি ভগবদ্গুণ-দর্শন বা বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরিশর, গোত্রভেদ। বাল্যলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, মথুরানিতি, ভাষ্যলী, পাখারী, জুবর্ণবর্ণিক এবং পূর্ববঙ্গের ভূঁই-দালীদিগের মধ্যে এই গোত্র প্রবর্তিত দেখা যায়। উড়িষ্যার ‘করণ’দিগের ও বিহারবাসী রাজপুত, বাস্তন ও জোলাদিগের মধ্যেও এই গোত্র প্রচলিত। জোলাদের সগোত্রে বিবাহ হইতে বাধা নাই।

পরিশর দাস, কৈবর্তভাতির শাখাভেদ।

পরিশরীয়া (পরিশর্য) ভক্তরাষ্ট্র ব্রাহ্মণদিগের একটা শাখা।

কাঠিরাবাড়প্রদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে ইহাদের বাস আছে।

পরিশরবাড়, বশিষ্ঠগোত্রীর নেপালী ব্রাহ্মণদিগের একটা ধর।

পরিশরিন্ (পুং) পরিশরেন প্রোক্তং ভিক্ষুত্বং পরিশরং তদ্বিনাভেহতাত্যায়ন্যন্যেতি ক, ইন্চ, পরিশরীতি হ্রস্বঃ। পরিশরী, চতুর্ধাশ্রয়ী। (অমর টীকাভূত)

পরিশরেশ্বর (পুং) কলপপুরাণবর্ণিত দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গভেদ।

পরিশরেশ্বরতীর্থ (স্ত্রী) শিবপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত তীর্থভেদ। এখানে দান করিলে পুণ্যলাভ হয়।

পরিশরস্ (স্ত্রী) পরিশরন, পরিশরুং হিংসন। “বৎপরিশরসো পারিম” (অথ ৬।৪৫।২) ‘পরিশরো পরিশরনেন পরিশরুং-হিংসনেন’ (ভাষ্য)

পরিশাত্তয়িত্ব, শঙ্কহিংসাকারী। (নিরুক্ত ৬।৩০)

পরিশ্রয় (ত্রি) পরো আশ্রয়ো যন্ত। ১ অপ্রাপ্তিত। দ্বিগং টাপ্। পরিশ্রয়ো বৃক্ষোপরিভাত লতা বিশেষ। চলিত পর-সাত্ত। পর্যায়—বদা, বৃক্ষাবনী, বৃক্ষকহা, জীবন্তিকা, বশিনী, পুত্রিণী, বক্ষা, পরপুটী। (শব্দচ)

পরিশ্রিত (ত্রি) পরের আশ্রিত, পরাধীন।

পরিশ্র (পুং) দূরতা, কোন ত্র্য ফেলিলে কতদূরে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই নির্দিষ্ট দূরতা।

পরিশ্র (পুং) অবরোধ, পোষিতদোষ। ২ অজ্ঞ পুরুষে আসক্তি।

পরিশ্রন (স্ত্রী) পরা-অস-ভাবে-সুহৃৎ। ১ মারণ, বধ। পরং আসনং। ২ প্রোক্তাসন।

পরিশ্রিন্ (ত্রি) ইষ্টকাদি নিক্ষেপ দ্বারা দূরতার পরিমাপ।

পরিশ্র (ত্রি) পরা-পতঃ প্রোক্তা অসমো যন্ত। বৃদ্ধ, বাহার প্রাপবাহু নির্ভর হইরাছে, তাহাকে পরিশ্র কহে। ইহার

পর্যাহাট বিবর বৈবাক্য গ্রহে এইরূপ লিখিত আছে, বাহার উচ্ছাদ অতি দীর্ঘ বা অতি ব্রহ্ম, স্পন্দনহীন, বহু সকল প্রতিকীর্ণ, আতশকর, তাহাকে পরাহু জানিতে হইবে। বাহার পদ্ম সকল জটাবৎ, বাহার চকুযব একুতিহীন, বিকৃতিবৃত্ত, অকুৎপিত্ত, অতি প্রবীট, অতি কুটিল, অতি বিবদ, অতি প্রকৃত প্রকৃতি তাহাকে পরাহু জানিতে হইবে।* (চরক ইজির ৪ অ°) [বৃদ্ধা শব্দ দেখ।]

পরাহুতা (স্ত্রী) পরাস্যাত্তত ভাবঃ, তল্-টাণ্। ১ বৃত্তঃ। ২ নিরূপণবতঃ।

পরাক্ষদিন্ (পুং) পরান্ আক্ক্ষিতুং শীলনত আ-ক্ক্ষ-দিনি। চোরভেদঃ। ডাকাইত।

পরাস্ত (জি) পরাস্ততে স্ব, পরা-অস-স্ত। নিরস্ত, পরাস্তিত। “ইগিরাস্ত বরমন্ত পুনর্বা স্বীকৃতেব পরবাসপরাস্তা।” (নৈবধ ৬ সর্গ)

পরাস্তোত্র (স্ত্রী) উৎকৃষ্ট তব।

পরাস্ত্র (জি) নিক্ষেপযোগ্য।

পরাহ (পুং) পরমুত্তরবর্গি অহঃ, ততঃ ট্। (রাজাহসখিতা-ট্। পা ৪।৪।৯১) পরদিন।

পর্যাহাট (পোড়াহাট), বালালা প্রদেশের সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূমির পরিমাণ ৭৯১ বর্গমাইল। এখানে সর্ব সময়ে ৩৮০ খানি গ্রাম আছে।

এখানকার রাজগণের বংশ-আখ্যা সবেছে দুইটা স্বতন্ত্র ইতি-হাস পাওয়া যায়। পর্যাহাটের সর্দারগণ পূর্বে সিংহভূমের রাজা বলিরা সাধারণে পরিচিত ছিল। এই রাজবংশের আদি পুরুষ যিনি প্রথমে রাজ্যোপাধি লাভ করেন, তাঁহার সবেছে এইরূপ চরিত্রাখ্যান শুনা যায়। কোন ভূঁইয়া বন কাটিতে গিয়া বৃক্ষকোটর মধ্যে একটি বালককে দেখিতে পায়। সে ঐ বালককে গৃহে আনিয়া লালনপালন করে। ক্রমে ঐ বালক ভূঁইয়া জাতির নেতা বলিরা গণ্য হয়। বালক অতি শৈশব

হইতেই পটুদি* বা পাহাড়ী সৈন্যের উপাসনা করিত। কিন্তু সিংহ উপাধিধারী রাজগণবিষয়ের সকলেই বলিরা থাকে যে, তাহারাজ্যের এবং তাহারদের শরীরে রাজপুত্ররক্ত বহমান। ইহার কারণ, ‘আবাদের পূর্বপুরুষ যিনি প্রথমে এখানে আসিয়া সিংহাসন লাভ করেন, তিনি রাজবংশবাসী ও কবচবাসী রাজপুত্র ছিলেন। তিনি জগদাধ-দর্শন মনেসে শ্রীক্ষেত্রে আসিবার কালে এই স্থান দিয়া গমন করেন এবং এখানকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া মনোনীত করে। কিছুকাল পরে সিংহভূমের পূর্বদিকস্থ ভূঁইয়াদিগের সহিত কোলহানবাসী লর্কা কোলদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজা সপরিবারে কোলদিগের সহিত যোগ দেন। যুদ্ধে ভূঁইয়াদিগের পরাজয় হইলে ক্ষত্রিয়রাজ ভূঁইয়া ও কোল উভয় জাতির সর্দার-রাজা হইলেন।’ দুইটা গল্পেই কোল বা ভূঁইয়াদিগের উপর আধিপত্যের কথা আছে, কিন্তু কোনটা সত্য, তাহা স্থির করা দুঃস্বপ্ন। সৎসঙ্গীর সকলেই পর্যাহাট সর্দারগণকে রাজপুত্র-বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন।

পর্যাহাট বা সিংহভূমের সামন্তরাজ্য চারিদিকে পর্বতপরি-বেষ্টিত হওয়ায় মহারাত্রি আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইরাছিল। পূর্বকাল হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানকার রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে উক্ত বৎসরে বনজাম সিংহ দেব ইংরাজের সখ্যতা স্বীকার করেন। সরাইকেলার অধিপতি বিক্রমসিংহ ও খলুয়ারাজ বাবু চৈতন্যসিংহের উপরে শাসনক্ষমতা ও মহারাজ উপাধি পাইবার জন্য এবং লর্কা কোলদিগকে দমন করিতে ও রাজ্য বিক্রমসিংহের নিকট হইতে কএকটা দেবমূর্তি উদ্ধারের আশায় পোড়াহাটরাজ ইংরাজরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিত্ররাজরূপে গণ্য হইলেন। ইংরাজরাজ সরাইকেলা ও খলুয়ার উপর তাঁহার অধিপত্য স্বীকার করিলেন না, বরং তাঁহার নিকট হইতে বাৎসরিক ১০১ টাকা কর দাখ্য করিয়া দিলেন এবং তাঁহার রাজকীর আইন বা কার্যাদি সবেছে ইংরাজরাজ হস্ত-ক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অস্বীকার করিলেন। এই সূত্রে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংরাজরাজ কএকখানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া লন। ঐ পত্রানুসারে উক্ত সর্দারগণ স্থানীয় বিদ্রোহী লম্বনের সময় সৈন্ত দিয়া আপনাপন অধিকৃত স্থান রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পোড়াহাটরাজ সরাই-

* তন্ত্র চেষ্টাঙ্গাঙ্গোহিতীর্থঃ অতিব্রহ্মঃ বা তাৎ পরাহরিতি বিখ্যাত, তন্ত্র চেষ্টাঙ্গো পরিবৃত্তভবনেন ন স্পন্দনহীনঃ পরাহরিতি বিখ্যাত। তন্ত্র চেষ্টাঙ্গাঃ প্রতিকীর্ণাঃ বেতা জাতশকরাঃ হাঃ পরাহরিতি বিখ্যাত। তস্য চেষ্টাঙ্গানি জটাবৎমানি হাঃ পরাহরিতি বিখ্যাত। তস্য চেষ্টাঙ্গী একুতিহীনে বিকৃতিবৃত্তে অকুৎপিত্তে অতিপ্রবীটে অতি-জিলে অতিবিবদে অতিপ্রকৃতে অতি বিমুত্তবন্ধনে সত্যোজিষিতে সত্যতনিসিষিতে নিমেষোজ্যোতিঃপ্রভৃতে বিভ্রান্তবৃত্তিক হীনবৃত্তিক * ব্যতনবৃত্তিক বহুলাভে কপোতভাষে অদ্যাবধি কৃকলীলপীতবেতভার-হরিতহারিণ্ডকবৈকানিকাগাং বর্ণানামন্ততনোভাসিসুতে বা স্যাভাঃ পর্যাহরিতি বিখ্যাত।” (চরক ইজিরহাস)।

* কেউনরবাসী ভূঁইয়গণ এই দেবীকে “ঠাকুরাণী মাই” নামে পূজা করিয়া থাকে।

কেনা-পড়ির নিকট হইতে যে বিগ্রহমূর্তির জন্ম লাবী করেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্নমেন্টের আদেশানুসারে তিনি ঐ বিগ্রহ কিরিয়া পান। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের অবস্থার হ্রাস হইলে ইংরাজগণ কোলহানের শাসনভার গ্রহণে লইয়া উক্ত রাজাকে ৫০০ টাকা দানসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে টাইবাসার বিদ্রোহ হইলে পোড়াহাটের শেখ রাজা অর্জুনসিংহ বিদ্রোহদমনভার ইংরাজ গবর্নমেন্টের হস্তে অর্পণ করেন, কিন্তু হঠাৎ আপনি ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হওয়ার ইংরাজ কর্তৃক বারানসীধামে দাবজীবন বন্দী হইয়া থাকেন। তদবধি এই প্রদেশ ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে।

পরাঙ্গ (পুং) পরক তদন্তেতি কর্ণবা, (অহোহু এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।১১) ইতি অহাদেশঃ, ততো গমঃ। অপরাঙ্গ, বিকাল, দিবসের পরভাগ।

পরি (অব্য) পৃ-ইন্। ১ সর্কতোভাব। ২ বর্জন। ৩ ব্যাধ। ৪ শেব। ৫ ইখতুভ। ৬ আখ্যান। ৭ ভাগ। ৮ বীজা। ৯ আলি-জন। ১০ লক্ষণ। ১১ দোষাখ্যান। ১২ নিরসন। ১৩ পূজা। ১৪ ক্যাপি। ১৫ ভূষণ। (যেনিনী) ১৬ উপরম। ১৭ শোক। (হেম) ১৮ সন্তোষভাবণ। (শব্দর) পরি-বিংশতি উপসর্গের মধ্যে একটি; ইহার অর্থ ১ সর্কতোভাব। ২ অভিশয়। ৩ বীজা। ৪ ইখতাব। ৫ চিহ্ন। ৬ ভাগ। ৭ ভ্যাগ। ৮ নিয়ম। (মুদ্রবোধটীকা ভূগী)

লক্ষণ-ইখতুভ, আখ্যান, ভাগ ও বীজা অর্থে প্রতি পরি এবং অল্প কর্ণপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়, অর্থাৎ এই সকল অর্থে বিতীরা বিভক্তি হয়।

“লক্ষণেখতুভাখ্যানভাগবীপ্সান্ন প্রতিপর্ধ্যনঃ।” (পাপিনি)

ইহার উদাহরণ যথা—“লক্ষণার্থে বৃক্ষঃ প্রতিপর্ধ্যা বা বিদ্যোততে বিদ্যাৎ। ইখতুভাখ্যানে ভক্তো বিজুং প্রতিপর্ধ্যা বা। ভাগে লক্ষ্মীহরিং প্রতি পর্ধ্যাভবা, হরেভাগ ইত্যর্থঃ। বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি পর্ধ্যা বা সিক্তি।” এই সকল উদাহরণের প্রত্যেক স্থলে পরিশব্দের যোগে বিতীরা বিভক্তি হইয়াছে। বর্জনার্থে বৃষাইলে পরিশব্দের যোগে পক্ষী বিভক্তি হয়।

মৃত, ব্যবহার ও পরাজয় অর্থে অক্ষ, লক্ষা ও সংখ্যাব্যচক শব্দের ‘পরি’র সহিত সমাস হয়। “দূতে অক্ষং বিপরীতং বৃন্তং” অক্ষপরি, এইরূপ ‘লক্ষাপরি, একপরি’ ইত্যাদি হইবে।

পরিংশ (পুং) লেশ। “বলপাষোষধীনাং পরিংশমারিশামহে।”

(শব্দ ১।১৮।৭) ‘পরিংশং লেশঃ।’ (সারণ)

পরিক, রাজপুতনাগাণী ব্রাহ্মণগণের এক শাখা। মাতৃবার ও বৃন্দী প্রদেশে ইহাদের বাস।

পরিকথা (স্ত্রী) পরিভ্যঃ কথা। কথ্যভেদ, বাস্তব ভেদ। বর্ণসংক্রান্ত বাক্যালাপ বা গল্প। (বিদ্যা ২২৫।২৬)

‘অথ বাস্তবভেদাঃ স্মৃতিসমুৎপত্তকথা কথা।

আখ্যায়িকা পরিকথা কলাপকবিশেষকৌঃ।’ (ত্রিকট)

পরিকল্প (পুং) পরিভ্যঃ কল্পো বস্তুং, বা পরিকল্পতেহনেন পরিকল্প-করণে ষজ্। ১ ভূত। ২ পরিভ্যঃ কল্প।

পরিকল্প (পুং) পরিকীৰ্ত্তিতে ইতি পরি-ক-অপ্। (ঋগোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) বা পরিকল্পিতেহনেনেতি কৃ-ষ। ১ পর্ধ্যাভ। ২ পরিবার। ৩ সমারম্ভ। ৪ বৃন্দ। (শব্দর) ৫ প্রগাঢ় গাঢ়িকা বন্ধ।

“গাঢ়ং পরিকল্পং বন্ধা শুক্লমাদার চামিকং।

ক্লেদে তন্ত্যারামাদার অগার মুহগামিনীঃ” (শার্ক পুং ১৬।২৫)

৬ বিবেক। (বিষ) ৭ সহকারী। জগদীশ সামান্ত নিরুক্তিতে পরিকর অর্থে সহকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

“পরিকরঃ সহকারী স চ ব্যাপ্তিপক্ষধর্মস্বামিঃ।” (জগদীশ)

৮ অলঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“উক্তির্বিশেষবৈঠৈঃ সাত্তিপ্রারৈঃ পরিকরো মতঃ।”

(সাহিত্যদ ১০।৭০৪)

যেখানে অভিপ্রায়বাক্য বিশেষণ দ্বারা উক্তি হয়, সেই স্থলে পরিকর অলঙ্কার হয়। যথা—উদাহরণ—

“অঙ্গরাজ! সেনাপতে! দ্রোণোপহাসিন্!

কর্ণ! রথৈকনং ভীমাকুশাসনং।” (সাহিত্যদ)

দ্রুশাসনকে ভীম কর্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া অশ্বখামা কর্ণকে উপহাসস্বলে বলিতেছেন, যে কর্ণ! তুমি অঙ্গদেশের রাজা, এখন সেনাপতি ও দ্রোণের উপহাসকারী, ভীম হইতে দ্রুশাসনকে রক্ষা কর। কর্ণের দ্রুশাসনকে রক্ষা করা নিতান্ত উচিত ছিল, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তাই অশ্বখামা কর্ণের প্রতি ‘অঙ্গরাজ, সেনাপতে, দ্রোণোপহাসিন্’ এই তিনটি বিশেষণ সাত্তিপ্রারে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই জন্ত এস্থলে পরিকর অলঙ্কার হইল। ৯ সমরিত। ১০ সংযুক্তহত। “বন্ধ-পরিকর।” ১১ ভৃত্য। ১২ সংঘমন, ধারণ।

১৩ নাটকাদির মুখে উৎক্ষেপ, পরিকর প্রভৃতি বিন্যাস করিতে হয়। ইহার লক্ষণ—সমুখিত অর্থের অর্থান কাব্যার্থের যে বিস্তার, তাহাকে পরিকর কহে, প্রথমে কাব্যার্থের বিবৃতি করিতে হইবে। “সমুৎপন্নার্থাৎহালাং জ্ঞেয়ঃ পরিকরঃ পুনঃ।”

(সাহিত্যদ ৩।৪৪০)

পরিকর্তন (স্ত্রী) ১ অবশেষ। (ভুক্তত্ব ১ অঃ)

২ হ্রেনবৎ অল্পভাব। (বাচট চিকিৎসা ১ অঃ)

পরিকর্তৃ (পুং) পরিকরোভ্যুতি পরি-কৃ-ভূত্। অনুজ্ঞাক্রো

কনিষ্ঠ বিবাহের বাক্য, জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইবার পূর্বে
কনিষ্ঠের বিবাহকর্মে বিনি বয়সি পাঠ করেন। (উদাহতঃ)

পরিবর্তিকা (স্ত্রী) ১ কর্তব্যে পীড়া। (চর্য চি° ৩ অঃ)
২ বয়স ৩ বিয়েচনের ব্যাপণিশেষ। (সুশ্রুত চি° ৩৪ অঃ)

পরিবর্তন (স্ত্রী) পরিবর্তিতে ইতি পরি-ব-নিন্। কুছুমানি
বার। শরীরশোভানিৰূপ সংস্কার। গাজে অলকাভিলকা
প্রভৃতি কাটাকে পরিবর্তন কহে। দানোবর্তনাদি। শরীর
সংস্কারমাত্র। পর্যায়—অলংকার, প্রতিকর্ষ। (শব্দর°)
“বিবৃধৈরসি বস্ত্র দাক্ষৈণ্যসমাশ্রেণে পরিবর্তনমি স্থতঃ।
তস্মিনং কুল দক্ষিণেতরং চরণং নিম্নিতরাগমেহি তে ॥”

(কুমার ৪।১২)

(পুং) পরিত্যক্ত বস্ত্র। ২ পরিচারক, সেবক। (রত্নমা°)

পরিবর্তিন (ত্রি) পরিবর্তন বিঘাতে হস্ত, পরিবর্তন-শিনি। পরি-
কর্মী, সকল কর্মকারক পরিচারক। (সুশ্রুত পুত্র° ৫ অঃ)

পরিবর্ত (পুং) পরি-ব-ভাবে বঞ্। ১ সমাকর্ষণ। কর্তৃত্ব
বর্জন, অব্যাহতাব্যঃ। ২ কর্তব্যবর্জন।

পরিবর্তণ (পুং) টানিয়া লইয়া নানা স্থানে গমন। (দ্রব্য° ৪।৫।৩)

পরিবর্তিন (ত্রি) যে টানিয়া লয়।

পরিবর্তিত (স্ত্রী) পরিবর্তন-ভাবে-ক্ত। আকলন। তৎকৃতমনেন
ইষ্টাদিষ্টাদিনি। পরিবর্তিতিনি, তাহার কর্তা, আকলনকর্তা।

পরিবর্তন (ত্রি) প্রবকনা, ঠকান, লঠতা।

পরিবর্তন (স্ত্রী) ১ হিরনিশ্চয়। ২ রচনা। ৩ আদর্শ। ৪ নির্দেশ।

পরিবর্তন (স্ত্রী) ১ মনন, চিন্তন। দ্বিতীয় টাপ্। ২ রচনা।

পরিবর্তিত (ত্রি) পরি-ব-ক্ত। ১ অস্থিগত। ২ সজ্জিত।
৩ নির্দিষ্ট। ৪ স্থিরীকৃত। ৫ রচিত। ৬ বৃণাচ্ছয়ানলক।

পরিবর্তিত (ত্রি) পরিত্যক্তঃ কাক্ষিতঃ অভিলাষো যেন।
১ তপস্বী। ২ সম্পূর্ণ অভিলাষশূন্য।

পরিবর্তন (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পরিবর্তন (স্ত্রী) ১ উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন। ২ আরোপিত
জগবর্ণন। আদ্যপ্রশংসা।

পরিবর্ত (ত্রি) পরি-ব-ক্ত। ১ ব্যাপ্ত। ২ বিস্তৃত। ৩ বিস্তৃত।
৪ সমাপিত।

পরিবর্তিত (ত্রি) ১ প্রশংসিত। ২ উচ্চারিত। ৩ কথিত।
৪ গীত।

পরিবর্ত (স্ত্রী) পরি সর্বতো ভূমিতঃ কুং। পুরবারকূটক।
পর্যায়—হস্তনখ, নগরবারকূটক। (পুং) ১ নাগরাজভেদ।

পরিবর্তিতায়, নাগরাজভেদ। গদবংশীয় নরপতি ৩য় মাধবের
বংশধর।

পরিবর্ত (স্ত্রী) পরিত্যক্তঃ কুলং। উত্তরায় হিত কুল।

পরিবর্ত (ত্রি) পরি সর্বতোভাবে কুলং। সর্বতোভাবে কুল,
অতিশয় কীৰ্য।

পরিবর্ত (পুং) ১ আচার্যভেদ। (ত্রি) ২ সর্বতোভাবে কথিত।

পরিবর্ত (অব্য) কেশভোপরি। কেশের উপরিভাগ।

পরিবর্ত (পুং) অভ্যন্ত ক্রোধ।

পরিবর্ত (পুং) পরি-ক্রম-ভাবে বঞ্। (বোধোত্তাপ-
বেশভেতি। পা ৭।৩।৪৪) ইতি উপহার্য ন বৃদ্ধিঃ। ১ ক্রীড়ার্থ
পদযাত্রা গমন, ইতস্ততঃ পাদবিহার। ২ প্রদক্ষিণ। পৃথিবীর
সকল দিক্ প্রদক্ষিণ করিলে অশেষ পুণ্যসংকার হয়। বরাহ-
পুরাণে লিখিত আছে—

“শুভত্রে মহাপুণ্যং পৃথিব্যাং সর্বতো দিশং।

পরিবর্ত্য বখাধ্বানং প্রদাপগণিতং ততঃ ॥

ভূম্যাঃ পরিবর্তনে সত্যক্ প্রমাণং যোজনানি চ।

বটিকোটসহস্রাণি বটিকোটশতানি চ।

তীর্থভেতানি দেবাস্ত তারকাস্ত নত্যহলে।

গণিতানি সমস্তানি বাহুনা জগদ্বাহুবা ॥” ইত্যাদি। (বরাহপু°)

ইহাতে আরও লিখিত আছে, বিদ্বি একবার বহুদা
প্রদক্ষিণ করেন, তাহার এই সকল প্রদক্ষিণ করার
ফল হয়।

পরিবর্তমণ (স্ত্রী) পরি-ক্রম-গুট। পরিবর্ত, গমন, ক্রীড়ার্থ
পদযাত্রা গমন। প্রদক্ষিণ।

পরিবর্তমসহ (পুং) পরিবর্তমং বিহারং সহতে ইতি সহ-পঢ়া-
দাহ্। ছাগল। (ত্রিকা°) দ্বিতীয় জাতিব্যাং তীর্ষ।

পরিবর্তমা, ১ দেবমন্দিরের চতুর্দিকে গীমারূপে যে সকল কুত্র কুত্র
দেবমন্দির বা গৃহাদি থাকে, তাহাকে উক্ত মন্দিরের পরিবর্তমা
কহে। ২ মন্দিরের চতুর্দিক্ প্রাচীর।

পরিবর্ত (পুং) পরি ক্রী-অহ্। বিক্রীত বস্তুর পুনঃক্রয়,
বিনিময়। “কোবাংশেনাঙ্ককোবেণ সর্বকোবেণ বা পুনঃ।

শেবপ্রকৃতিরকার্থং পরিবর্তম উপাধৃতঃ ॥” (কামন্দকী ৯।১৭)

২ নিরত কাল ভূতি দ্বারা স্বীকরণ। পরিবর্তনের করণ
কারকের বিকল্পে সম্ভাবনাতা অর্থাৎ চতুর্থাবিক্রীত হয়। যথা—
শতেন শতায় বা পরিবর্তিতঃ। ইত্যাদি।

পরিবর্তমণ (স্ত্রী) পরি-ক্রী-গু। পরিবর্ত।

পরিবর্তমা (স্ত্রী) পরিত্যক্ত ক্রিয়া। ১ পরিধাদি দ্বারা
বেঠন। ২ একাধি যাগভেদ। “নদাস্ক্রিয়া অহুক্রিয়া পরি-
ক্রিয়া বা সর্বকামঃ” (আষ° শ্রোত° ৯।৫।১২।) “পরিবর্তমা-
পোকাহা ভবতি তেবাগন্যতমেন স্বর্গকামো বজ্রত।” (নারায়ণ)

পরিবর্ত (ত্রি) পরি-ব-ক্ত। ১ পরিবর্ত। ২ অতিক্রান্ত।
৩ উদ্ভাটক।

পরিষ্কৃত (পুং) পরি-ক্লি-কৃৎ। অতিশয় ক্লেশ, অস্বস্তি।
“কৃপণপক্ষপরিষ্কৃতো নহেয়াৎ শাখতীঃ সমাঃ।”

(ভারত ১২।১১৩২ স্তোত্র)

পরিষ্কৃত (ত্রি) পরিষ্কৃতোহিত্যভ্যেতি। পরিষ্কৃতবৃত্ত।
পরিষ্কেশ (পুং) পরি-ক্লি-কৃৎ। অতিশয় ক্লেশ।
পরিষ্কেষ্ট (ত্রি) পরি-ক্লি-কৃৎ। ১ অতিশয় শ্রান্ত। ২ কষ্টদায়ক।
পরিষ্কণ (পুং) পরি-ক্লি-কৃৎ। ১ মেঘ। (বিক্রম ৩১১)
পরিষ্কৃত (ত্রি) পরি-ক্লি-কৃৎ। ১ জট। ২ নট।
পরিষ্কয় (পুং) পরি-ক্লি-গোতি ক্লি-অহ্। ১ ক্ষয়, বিনাশ।
২ পতন। (মহা ২।৫২)

পরিষ্কব (পুং) কৃত, চলিত ইতি।

পরিষ্কা (স্ত্রী) ১ কর্ম, শ্রুতি। ২ মরণ।

পরিষ্কাণ (স্ত্রী) পরি-ক্লি-ভাবে লুট্। পরীক্ষা। “যানি
পরিষ্কাণাত্মসংগে কৃষ্ণাঃ পশবোহিতবনু” (ঐত ৩।৩৪)

পরিষ্কাম (ত্রি) পরি-ক্লি-কৃৎ, ভত্যঃ কামাদেশঃ পরিতঃ কামঃ।
অতিক্রম, করগ্রাস্ত। শুভ।

পরিষ্কালন (স্ত্রী) পরি-কাল-লুট্। ১ পরীক্ষালনীর বস্ত্র,
জল। ২ খোঁচকরণ।

পরিষ্কিং (পুং) পরি সর্কতো ভাবেন কীর্যতে হস্ততে দ্রুতিতং
যেন, পরি-ক্লি-কৃৎ বা পরিষ্কাণেযু কৃষ্ণু ক্রিয়তি ইষ্টে ইতি
কিপ্। অভিন্নতার পুত্র। পর্যায়—পরীক্ষিং, পরিষ্কৃত, পরি-
ক্লিত নামের নিম্নকিত এইরূপ লিখিত আছে, কৃষ্ণ সকল পরি-
ষ্কিং হইলে এই পুত্র উৎপন্ন হয় বলিয়া পরিষ্কিং এই নাম হয়।
“বিরিটন্ত স্তত্যং পূর্কং লুণাঃ শাখীবধনঃ।

উপসন্ন্য পত্যাঃ দৃষ্টাঃ ব্রতবান্ ত্রাক্ষণোহব্রবীৎ ॥

পরিষ্কাণেযু কৃষ্ণু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।

এতদন্ত পরিষ্কিং গর্ভস্থত ভবিষ্যতি।” (ভারত ১০।১৬২-৩)

[পরীক্ষিং দেখ।] ২ কৃষ্ণপুত্র বিশেষ।

“কুমোন্ত পুত্রাশ্চকারঃ স্তব্যাঃ স্তব্রতপা।

পরিষ্কিং কু মহাবাহুঃ প্রবরন্তারিসমজঃ ॥” (হরিব ৩২।১০)

৩ অবিকিং পুত্র। (ভারত ১।১৪।৫০) ৪ পর্যায়বাহার

নিবর্নিকারী। “পরিষ্কিতোত্তমো অস্তা” (শব্দ ১।১২৩৭)

“পরিষ্কিতোঃ পর্যায়েন নিবসতোঃ, পরিষ্কৃতোবা” (সারণ)

৫ পরিষ্কর, কীরণ। “অদিতৈপরিষ্কিরমিহোমাসঃ প্রজাঃ

পরিষ্কৃত্যঃ স্ত্রীঃ স্ত্রীয়াঃ প্রজাঃ পরিষ্করতি।” (ঐত ৩।৩২)

পরিষ্কিণ্ড (ত্রি) পরিতঃ কিপ্যাতে ইতি কিপ্-কৃৎ। পরি-
খাণ্ডিষ্যাদি-ক্লি-ভ, পর্যায়-ক্লি-ভ। ২ সর্কতোভাবে ক্লেশবৃত্ত।

পরিষ্কীর্ণ (ত্রি) পরি-সর্কতোভাবে ক্লি-ভ। অতিশয় ক্লিণ,
করগ্রাস্ত।

পরিষ্কোপ (পুং) পরিতঃ কিপ্যাতে বিবরবাসনারা স্ত্রীয়াঃ যেন
পরি-ক্লি-করণে কৃৎ। ১ ইঞ্জির।

“একাদশ পরিষ্কোপং মনো ব্যাকরণাঙ্কং।” (ভারত আর্ষ ৩৬অঃ)

২ পরিতন্মালন, চতুর্দিকে বেঁটন। ৩ নিষ্কোপ।

পরিষ্কোপক (ত্রি) পরি-ক্লি-কৃৎ তাচ্ছল্যে কৃৎ। পরিতন্মালন-
শীল। পরিক্রমশীল।

পরিষ্কোপিন্ (ত্রি) পরি-ক্লি-কৃৎ তাচ্ছল্যে-ক্লি-ভ। পরিতঃ ক্লেশপ-
শীল। স্ত্রিয়াঃ ক্লি-ভ।

পরিখা (স্ত্রী) পরিতঃ খণ্ডতে ইতি খন-ড। (অন্তেষপীতি।
পা ৩।১।১০১) ১ রাজধানীদি বেঁটন ধাত। চমিত গড়খাই,

পর্যায়—খের। দুর্গ ও রাজনগর পরিখাধারা বেঁটন করিতে হয়।

“ভিন্দ্যাকৈব তড়াগানি প্রোকারপরিখাতথা।

সমবন্ধন্যেঠেনং রাজৌ বিভাসয়েৎ তথা ॥” (মহা ৭।১২৬)

ইহার পরিমাণাদি—যে সকল স্থান শত্রু হইতে রক্ষা করি-
বার প্রয়োজন, তাহার চারিদিকে শত হস্ত প্রশস্ত ও দশহস্ত
গভীর খাত করিবে এবং প্রবেশপথ সঙ্কেতবৃত্ত হইবে।
মিত্রগণ কেবল এই সঙ্কেত জানিবেন ও ইহা শত্রুগণের অগম্য
হইবে।*

পরিখাত (স্ত্রী) পরিতঃ খাতং। ১ পরিখা। (ত্রি) ২ পরিখননকর্ম।

পরিখীকৃত (ত্রি) অপরিখাঃ পরিখাঃ কৃত্যঃ, অতুততদ্ভাবে দ্বি,
ততো দীর্ঘঃ। পূর্বে বাহার পরিখা ছিল না, এখন পরিখাযুক্ত।

“স বেলাবপ্রবলগয়াং পরিখীকৃতসাগরাং।” (রঘু ১।৩০)

পরিখেন্দ (পুং) পরিতঃ খেনঃ। ১ অত্যন্ত খেন। ক্লেশ।
২ পরিশ্রম। ৩ অবসান, ক্লান্তি।

পরিখ্যাভ্যঃ (ত্রি) পরিতঃ সর্কতোভাবেন খ্যাভ্যঃ প্রথিতঃ।
বিখ্যাত, অতি প্রসিদ্ধ।

পরিগ (ত্রি) পরি গচ্ছতি গম-ড। চতুর্দিকে ভ্রমণ।

পরিগণ (পুং স্ত্রী) বাটী।

পরিগণন (স্ত্রী) পরি-গণ-ভাবে লুট্। ১ সর্কতোভাবে গণন।

২ বিধি ও নিষেধশাস্ত্রের বিশেষরূপে কীর্তন।

পরিগণনীল (ত্রি) পরি-গণ-অনীল। পরিগণনার যোগ,
সংখ্যা করার উপযুক্ত।

পরিগণিত (ত্রি) ১ সর্কতোভাবে গণনাযুক্ত, সংখ্যাত।

২ বিধিনিবেধে, বিশেষরূপে কথিত।

* “এহ চ পরিখানং পতহত্যঃ প্রশতকং।

পরিঃ শিবিরাণ্যক পতীঃ দশহস্তকং।

সঙ্কেতপূর্ককৈব পরিখাধারীলিতঃ।

পত্রোন্নয়ন্য মিত্রস্ত দব্যমেব হুৎন চঃ”

(অনুবেবর্কঃ পুঃ শ্রীকৃষ্ণ ২০২)

পরিগৃহ্য (জি) পরি-গৃহ-বৎ। পরিগৃহ্যায় যোগ্য।

“কর্ণোন্নয়নোৎপরিগৃহ্যায় যথাহিত্যায় ননো নমন্তে।”

(ভাণ্ড ৮৬৮)

পরিগৃহ্য (জি) পরি-গৃহ-ক। ১ প্রাপ্ত। ২ বিবৃত। ৩ জাত।

৪ চেষ্টিত। ৫ গত। ৬ বেষ্টিত।

“অথ সবৎসুল্লুখাদিতিঃ পরিগৃহ্যোচ্ছদ্ব্যবস্থায়ঃ।”

(ভাণ্ডিকা ১০১১)

পরিগৃহ্যিত (জি) পরি-গৃহ-ক। পরিগৃহ্যন। পরিগৃহ্যন।

পরিগৃহ্যিত্ব (জি) পরিগৃহ্যিতং তৎকৃতমনেন ইটাদিচ্ছাদিনি।

পরিগৃহ্যিতকর্তা, পরিগৃহ্যনকারী।

পরিগৃহ্যিক (পুং) বালরোগভেদ। চলিত এঁচ্যা লাগা।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—যে বালক গর্ভিণী মাতার তত্ত্বপান করে, প্রারম্ভে তাহার কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, ক্লেশতা, অরুচি ও ব্রণ হর এবং উন্নয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বালকের এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে পরি-গৃহ্যিক বা পরিভবরোগ কহে। এই রোগ হইলে অগ্নি-প্রদীপক ঔষধ সকল প্রয়োগ করিতে হইবে। অগ্নিপ্রদীপ হইলে এই রোগ আগুনিই প্রশমিত হয়।

পরিগৃহ্ণ (স্ত্রী) পরি-গৃহ-লুট। অত্যন্তগৃহ্ণ, অতি নিম্ন।

পরিগৃহন (স্ত্রী) পরি-গৃহ-ভাবে লুট। ক্ষুভ্রাদিচ্ছাৎ ন পত্নঃ।

অত্যন্ত গহন।

পরিগীতি (স্ত্রী) হ্রস্বোত্তেজ।

পরিগুত (জি) পরি-গৃহ-ক। অত্যন্ত গুপ্ত। ততঃ চতুরর্থায়

অব্যাদিচ্ছাৎ ক। পরিগৃহক, তাহার অদূর দেশাদি।

পরিগৃহ্ণ (জি) পেটুক, অধিক ভক্ষণশীল। (দিব্যা ৩৫১।১০)

পরিগৃহীত (জি) পরিগৃহ-কর্শ্বণ-ক। স্বীকৃত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। উপাত্ত।

পরিগৃহীতি (স্ত্রী) পরি-গ্রহ-কিন্তু তত ইটো দীর্ঘঃ। পরিগ্রহ।

“সর্গতৈ বাচঃ সর্গত ব্রহ্মণঃ পরিগৃহীতৌ।” (ঐত ৩।২।১৫।৩০)

(জি) পরিগ্রহ-ক্যপ। গ্রহণযোগ্য।

পরিগৃহ্ণৎ (জি) পরিগৃহ মতৃপ্ মত ব। পরিগৃহ্ণয়ক।

(তৈত্তিরীয়স ৫।৪।৬।৩০)

পরিগৃহ্ণা (স্ত্রী) পরিগৃহ্যতোভাবেন গৃহ্যতে বা পরিগ্রহ-কর্শ্বণি ক্যপ। নারী, পাণিগৃহীতা স্ত্রী।

পরিগ্রহ (পুং) পরিগ্রহণমিতি পরি-গ্রহ-অপ। (এব ক্রমিতি-কমন্ড। পা ২।৩।৫৮) ১ প্রতিগ্রহ।

“কর্তারোবপরিগ্রহে নিখিলতা বসাদিহাঙ্কুবে, তত্ত্ব বৃত্ত বসি হিতা প্রেরতরা কাচিঅনোবপরা।” (পঞ্চতন্ত্র ৪।৭)

২ সৈতপ-স্ফাভাস। ৩ পতী, ভাণ্ডা। ৪ পরিগৃহন।

৫ পরিবার। ৬ আদান। (মু ২।৫৬) ৭ পীকার। ৮ লু।

৯ কন্ড। ১০ শাপ। ১১ শপথ। ১২ রাহবকৃত্তিক ভাণ্ডার।

(অজয়) ১৩ পুত্রদারাদির তর্কব্য পরিমাণ, বেতন।

“একদ্যা তত তৈবুজি বহুত্ববাদ্যবাহতঃ।

শক্তিধাবেক্য লাক্যক ভূতানাক পরিগ্রহম্।” (মু ১।১২৫)

পরিগৃহ্ণতেহেনেনেতি গ্রহ-অপ। ১৪ হত। ১৫ বিহু।

(ভারত ১০।১৪১।৫৮) যিনি বিহুয় পরপাশ হন, বিহু

তাহাকে সর্কতোভাবে গ্রহণ করেন বলিয়া তাহার নাম পরিগ্রহ হইয়াছে। ১৬ সাধন। “অজিনবগুভ্যঃ কুশমেখলাং।

বতগিরং যুগলপরিগ্রহাম্।” (মু ২।২১)

‘যুগলপং পরিগ্রহঃ কণ্ডুনসাধনং বস্ত্রাত্মম্’ (মহিলাধ)

পরিগ্রহক (জি) পরিগ্রহকর্তা। যিনি পরিগ্রহ করেন।

পরিগ্রহণ (স্ত্রী) ১ সর্কতোভাবে গ্রহণ। ২ বস্ত্রপরিধান।

পরিগ্রহময় (জি) পরিগ্রহ স্বরূপে ময়ট। পরিগ্রহ স্বরূপ,

গ্রীপুত্রাদি। পরিগ্রহঃ মতৃপ্, মত ব। পরিগ্রহয়ক গ্রীপুত্রাদি

সম্মিলিত।

পরিগ্রহবৎ (জি) পরিগ্রহঃ মতৃপ্ মত ব। পরিগ্রহয়ক।

গ্রীপুত্রাদিসম্মিত।

পরিগ্রহিন্ (জি) পরিগ্রহঃ বিহ্যতেহত, পরিগ্রহ-ইনি।

পরিগ্রহয়ক। (মার্ক পু ৪।৭।৩০)

পরিগ্রহিত্ব (জি) পরি-গ্রহ-তৃহ। ১ বস্ত্রগ্রহণকারী শিতা।

২ গ্রহণকারী।

পরিগ্রাম (অব্য) গ্রামস্য অভিযুৎ। গ্রামের অভিযুৎ।

পরিগ্রাহ (পুং) পরি-গ্রহ-বাক্ (পরো বক্তে। পা ৩।৩।৪৭)

১ যজবেদিবিশেষ।

পরিগ্রাহু (জি) পরি-গ্রহ-পাৎ। গ্রহণী, গ্রহণের যোগ্য।

“বথা জিৎ ন বিদ্যেযুর্য নগরবাসিনঃ।

তথায় ব্রাহ্মণো বাচঃ পরিগ্রাহুস্ত বত্বতঃ।” (ভারত ১।৬২৬৯)

পরিষ (পুং) পরিষত্তেহেনেনেতি পরি-হন-অপ্ ততো বাদেশশ্চ।

(পরো বঃ। পা ৩।৩।৮৪) ১ লৌহময় লঙক। ২ লৌহযুগ লঙক।

পর্যায়—পরিষাতন, পরিষাতক।

“বাহুনানুভাবানাম কাণ্ড কাণ্ডাক ভাণ্ডার।

পানান পরিষাপাক হতানাকোক্তিঃ সহ।” (ভারত ৩।৬৭।২৪)

ভাণ্ডারে পূর্বকালে বুকের দমন এই অন্ন ব্যবহার হইত।

(১) “মাতুঃ ক্রমো গর্ভিণ্যাঃ ততঃ প্রায়ঃ শিষ্যশি।

কাণ্যায়িনাথবস্তুতজ্ঞানাকচিঅনৈঃ।

যজতে কোট্যুত্যা ৫ ভবাহঃ পরিষতিকম্।

রোগঃ পরিষাবাক্য তত্র বৃত্তীত দীপনম্।” (ভাবপ্রকাশ বালরোগঃ)

ধর্মেরে লিখিত আছে—এই অস্ত্র যুগোল, লবে সর্দি গ্রিহত ।
৩ পরিষাত, পরিতোহনন । ৪ জ্যোতিষের অন্তর্গত সপ্তবিংশতি-
বোলের মধ্যে উনবিংশতি বোলে। কোন শুভকর্ম করিতে
হইলে এই বোলের অর্ধেক বাম দিতে হয়।

“পরিষত জ্যোতিষঃ শুভকর্ম ততঃ পরম্।” (জ্যোতিষসারসং)

এই বোলে জাতবালক বংশের কুটার স্বরূপ, অসত্য সাক্ষী,
ক্ষমাবিহীন, বদান্ধতা ও শত্রুবিজয়ী হইয়া থাকে।

(কোম্প্রিও)

৫ অর্গল। ৬ মূলপদ। ৭ শূল। (অস্ত্র) ৮ কলস,
জলপাত্র। ৯ কাচ ঘট। ১০ গোপুত্র, পুরবার। ১১ সন্ন।
(শব্দ) ১২ কার্তিকাহুচরভেদ। (ভারত ৯।৪৫।৩৩)

১৩ চণ্ডালবিশেষ। (ভারত ১২।১৩৮।১১৪)

পরিষ এই শব্দের র হলে ল করিয়া পলিষ এই শব্দ হয়।

১৪ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ১৫ সুভগুণবিশেষ। (সুভ্রত নিঃ ৮ অঃ)

পরিষট্টন (স্ত্রী) পরি-ষট্ট-স্টাট্। সর্লভোভাবে ঘটন, ঘটী,
পরিচলন। (ভারত বনপর্ব)

পরিষট্টিত (ত্রি) পরি-ষট্-ক্ত। সম্যক্ বর্ণিত।

পরিষদ্ব্য (পুং) পরি-দ্ব-দ্বন্। বজ্রাঘ মহাবীরপাত্র পতিত
ফেনাদির ক্ষরণ।

পরিষদ্ব্য (পুং) পরিষদ্ব্যভেদঃ বৎ। মহাবীরাজ বর্ষসম্বন্ধিপাত্র।

“পরিষদ্ব্যমৌহবরং।” (কাত্য্য শ্রৌঃ ২৬।২।৬)

‘পরিষদ্ব্যং বর্ষসম্বন্ধি বৎপাত্রজাতং কাঠময়মুখাশি তদৌহবরং।’
(দেবনাথ)

পরিষা, (বা পর্বা) মুকের, ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণাবাসী
কৃষিক্রীড়ি জাতিবিশেষ। গরের কার্য করিয়া অথবা চাষবাশ
করিয়া ইহারা আপনাদের জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে।

ইহাদের বাহ্য আকৃতি ও শরীরাদির গঠন আলোচনা
করিলে ইহাদিগকে ত্র্যবিড় অথবা প্রাচীন অনার্য জাতীয়
বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে,
কোন হিন্দুদেবতা আবস্তক মত আপনার গায়ের দাম
হইতে একজন ঘোড়পুরুষ দ্রষ্ট করেন, ঐ ব্যক্তিই পরিষা-
জাতির আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন, পরন্তুরাম পৃথিবী
নিক্কির করিলে কতকগুলি রাজপুত উত্তরপশ্চিম প্রদেশ
হইতে পলাইয়া এ অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করে। আসিবার
সময় তাহারা বজ্রোপবীত শোণনীর জলে নিক্ষেপ করিয়া
শুণ্ডভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তদবধি তাহারা ‘পালিয়া’
নামে প্রসিদ্ধ হয়। দিনাজপুরের ‘পালিরাগণ’ কোচবংশোদ্ভব

হইলেও তাহারা আপনাদের এইরূপ রাজপুতবংশ আখ্যা
প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে অনেক ত্র্যবিড়শাখা আপনা-
দিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতে সোভাগাবান্ হইতে
করে। বোধ হয় সেই পালিরাগণ হইতেই এই পরিষাজাতির
উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, কোন সময়ে
তুঁইরাগণ তদ্রূপবাণী হিন্দুগণের শ্রীতি শ্রীতি ও আচার
ব্যবহার অনুকরণ করিলে, ক্রমশঃই তাহারা নিরশ্রের
হিন্দুর মধ্যে গণ্য হইয়া বর্তমান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভাগলপুরে পরিষার মধ্যে দুইটা স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ আছে,
সুপা পর্বা ও পালিয়ার পর্বা। সুবার, মান্দি, মরাব, মারিক,
ওরা, পাত্র, রাই, রাউত ও শিরার প্রভৃতি কএকটা বিভিন্ন
পদবী ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

ইহাদের মধ্যে বালিকা ও বয়স্ক কন্ডার বিবাহ প্রচলিত
আছে। বালিকাবিবাহই ইহাদের মধ্যে বিশেষ আদরশীল।
যে পিতার বালিকা কন্ডা পাত্রহা করিবার সক্তি আছে, সে
কখনই কন্ডাকে অবিবাহিতাব্যবহার ঋতুমতী হইতে দিবে না।
কন্ডা বিবাহের পূর্বে ঋতুমতী হইলে তাহাকে সমাজে নিল্লেখ্য
হইতে হয়। সীমন্তে সিন্দূরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ।
যদি জী বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে স্বামী অস্ত্রজী গ্রহণ করিতে
পারে অথবা যদি জী হুস্তরিত্রা হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে
পরিভাগ করিয়া অস্ত্র একটা বিবাহ করিতে পারে। স্বামী
জীকে পরিভাগ করিলেও তাহার জাতি নাশ হয় না, বরং
সে অস্ত্রপুরুষ বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারে। স্ত্রীভাগ
করিয়া অস্ত্রপত্নীগ্রহণের কোন নিয়ম নাই।

ইহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্যাদি বিশেষ আদরশীল নহে।
এ বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত কোন কোন আংশে বিবদিশ ভাব
লক্ষিত হয়। নিরশ্রের মৈথিল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের যাজকতা
করে। শবদেহের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া গোড়া হিন্দুর মত। ত্রয়োদশ-
দিনে মৃতের শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি
অসমসাহসী কার্যে আত্মজীবন বিসর্জন করে, তাহা হইলে
ইহারা একটা গোলাকার তক্ত মুক্তিকাত্তল নির্মাণ করিয়া
মৃত ব্যক্তির নামে (উপদেবতাবোধে) উক্ত তক্তকে পূজা করিয়া
হাংবলি ও মিষ্টান্ন উপহার দেয়।

পরিষাত (পুং) পরিহৃত্তে অনেন পরি-হন্-ক্ত। ততঃ
উপধায়া বৃদ্ধিঃ নতঃ। ১ পরিষ অস্ত্র। ২ হনন।

পরিষাতন (স্ত্রী) ১ পরিষাত। (স্ত্রী) ২ সর্লভোভাবে
হনন। ৩ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৪ আঘাত।

পরিষাতিন্ (ত্রি) পরি-হন-গিনি। ১ হননকারী। ২ অবজা-
কারী।

(১) ‘পরিষো বর্গলাকারভাদময়ঃ স্ত্র্যরিয়ঃ।’

বৈদ্যক্যমণ্ডপাত্যমিন্ জ্যোতঃ বিচক্ষণঃ।’ (বৈশম্পায়নীয় শব্দঃ)

পরিমূর্ত্তিক (ত্রি) ১ পরিত্যক্ত প্রাণবিশিষ্ট। ২ বান-
প্রভেদ। (ভারত আখ" ৯২ অ") পরিমূর্ত্তিক এইরূপ পাঠান্তর
যেহেতু পাওরা বার।

পরিষোষ (পুং) পরিতোষোষো বসিন্। ১ মেঘশব্দ। ২ শব্দ।
৩ অবাচ্য।

‘পরিষোষঃ সাদব্যাচে নিনাদে জলদধনৌ’ (হেম)

পরিচক্র (পুং) ১ বাবিশক্তি অবদানকের শাখাভেদ। ত্রিঃ
টাপ্। ২ নগরী বিশেষ।

পরিচক্রা (ত্রি) পরি-চক্র-ভাবে শ, সার্বভৌমকৃত্যং ন খ্যাদেশঃ।
১ নিশা। (শত্ৰু ব্রা" ১৩৫১১৪) পরি-বর্জনে-অ। ২ বর্জনে।

পরিচক্র্য (ত্রি) পরি-বর্জনে-চক্র-ণাৎ, বর্জনার্থকৃত্যং ন খ্যাদেশঃ।
বর্জনীয়। “মা বো বচাসি পরিচক্র্যাপি” (ঋক ৩৫২১১৪)
‘পরিচক্র্যাপি বর্জনীয়ানি’ (সারণ)

পরিচতুর্দশ (ত্রি) পরিহীনচতুর্দশ যতঃ, ততঃ উ সমাসান্তঃ।
একাধিক চতুর্দশরূপ, পঞ্চদশ সংঘাষিত। আর্ষপ্ররোগ হলে
সমাসান্ত বিধির অনিত্যতাহেতু উ সমাসান্ত হইবে না।

“ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব ভৃত্যঃ পরিচতুর্দশ” (ভারত বনপ" ১ অ")

পরিচপল (ত্রি) পরি সর্গতোভাবেন চপলঃ। অতি চপল।

পরিচয় (পুং) পরি-সমস্তাৎ চরনং বোধো জ্ঞানমিত্যর্থঃ, পরি-চি
জপ্। বিশেষরূপে জ্ঞান, চেনা, জানাণ্ডনা, পর্যায়—সংজ্ঞা,
প্রণয়। “হেতুঃ পরিচয়হেতুর্বা বক্তৃণ্ড গনিতিকৈব সা” (মাঘ ২১৭৫)
২ নামের অবস্থাত্তেদ।

“আরম্ভন্ত ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়োহপি চ।

নিম্পত্তিঃ সর্ববোধগেযু সাদবস্থ্যচতুর্দশম্” (হঠযোগদী" ৪৬৯)

পরিচয়বৎ (ত্রি) পরিচয়ঃ বিদ্যতেহস্য। পরিচয়-নতুপ্, মস্য ব।
পরিচয়যুক্ত।

পরিচর (পুং) পরিতত্ত্বরতীতি পরি-চর পচাদাচ্। ১ যুক্ত-
কালে পরপ্রহার হইতে রথরক্ষক। যুদ্ধসময়ে যে যোদ্ধা পুরুষ
কোন রথীর রথ, বিপক্ষ পক্ষের প্রহার হইতে রক্ষা করিবার
জন্তু নিযুক্ত থাকেন ও সৈন্তগণের দোষাদির বিচার করিয়া
সামরিক নিয়মে দণ্ডাদি অবধারণ করেন, এবং যে ব্যক্তি
স্বাক্ষর রাজস্বাদি ব্যবস্থাপন কার্যে নিযুক্ত থাকেন। ২ প্রজা-
সামন্ত ব্যবস্থাপনকারী। ৩ সেনাবিধিরে রাজার দণ্ডনায়ক।
পর্যায়—পরিবিশ্ব, সহায়। ৪ পরিচর্যাকারক, অহুচর, ভৃত্য,
সেবক।

“উপচারভূতা দাক্ষামহুরাগচ্চ ভর্ত্তি।

শৌচশ্চেতি চতুর্ধোহং ৩৭ঃ পরিচরে জনে” (চরক সূত্র" ৯ অ")

• বিনি বিশেষরূপে উপচারক, অভিযন কার্যাদক, বাহার
প্রকৃত প্রতি বিশেষ অহুরাগ আছে ও শৌচসম্পন্ন, তিনিই

পরিচরের উপযুক্ত। অশ্বতে লিখিত আছে, দিগ্, অনিষিত,
বলবান্, যোগী কাকির রক্ষাবিধিরে সর্বদা নিযুক্ত, বৈদ্যের
আজ্ঞাকারী ও অশ্রান্ত, এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে পরি-
চর কহে। (অশ্বত্থ ব্রহ্ম" ৩৪ অ")

পরিচরণ (পুং) পরি-চর-স্ম। পরিচর্য্য, সেবা।

পরিচরণকর্ম্ম (স্ত্রী) পরিচরণং সেবৈব কর্ম্ম। পরিচর্য্য,
সেবা। ইহার বৈদিক পর্যায়—ইরজাতি, বিবেধ, সপর্বাতি,
নমস্জাতি, হ্রস্জাতি, ঋজোতি, ঋগ্জি, ঋজুতি, সপতি, বিবাসতি।
এই দশ পরিচরণকর্ম্ম। (বেদ-নিষক্ট ৩ অ")

পরিচরণীয় (ত্রি) পরি-চর-অনীয়ম্। পরিচর্য্যার যোগ্য, সেবা।

পরিচরিতব্য (ত্রি) পরি-চর-ভব্য। পরিচর্য্যার যোগ্য।

পরিচরিত্ব (ত্রি) পরি-চর-ত্বহ্। পরিচর্য্যাকারক।

পরিচর্তন (স্ত্রী) অধরজ্ঞেদ। (ভৈষজ্যসং" ১৩৪৪৩)

পরিচর্য্য (স্ত্রী) চর্য্যবৎ। (শাংখ্যায়ন ব্রা" ৩১২২)

পরিচর্য্য (স্ত্রী) পরিচর্য্যতে পরিচরণমিত্যর্থঃ, পরি-চর (পরি-
চর্য্যাপরিসংঘেতি। পা ৩।১।১০১) ইত্যস্মা বাক্তিকোক্ত্যাম্, শ,
বক্তৃচ ইতি নিপাত্যতে। সেবা, শুশ্রূষা।

“অথবা বাক্তিকে প্রাপ্তে পরিচর্য্য্য করিবাতি।

পুত্রঃ পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ পুণ্যার্থং কলবিকরোঃ” (দেবীভাগ" ১।৪।১১)

পর্যায়—বরিবস্যা, শুশ্রূষা, উপাসন, পরিষদ্যা, উপাসনা,
উপাতি, শুশ্রূষণ। (শব্দর") যত্নে পিতা, যাতা, গুরু, আত্মা ও
অগ্নি প্রভৃতির পরিচর্য্য করা উচিত। (ভারত ৫।৩০।৩।)

পরিচর্য্যাবৎ (ত্রি) পরিচর্য্য্য বিদ্যতেহস্য নতুপ্, মস্য ব।
১ যাহার পরিচর্য্য্য করা হইয়াছে। ২ মাননীয়।

পরিচায্য (পুং) পরিচর্য্যতে ইতি (অমৌ পরিচায্যোপচায্য-
সমুহাঃ। পা ৩।১।১০১) ইত্যনেন সাধুঃ। বজ্রাযিঃ। পর্যায়—
১ সমুহা, উপচায্য। ২ বজ্রাযিকুণ্ড। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে লিখিত আছে
‘অগ্নিরিহ ন বহিঃ কিমগ্নিধারণার্থং বিশেষঃ’ (সিদ্ধান্তকৌ")
পরিচায্য এই শব্দের অর্থ—অগ্নি, কিন্তু অগ্নি শব্দে বহিঃ নহে,
অগ্নিধারণার্থং স্থলবিশেষ। ‘পরিচায্যং বিচিহ্নীত প্রামক্যমঃ’
(শত্ৰু ব্রা" ৫।৪।১০১) (ত্রি) ৩ সেবা, শুশ্রূষণার্থ।

পরিচার (পুং) পরি-চর ভাবে ণ্। সেবা। (ভারত বনপ" ৯৭ অ")

পরিচারক (ত্রি) পরিচরতীতি পরি-চর-ণুল। সেবক, ভৃত্য,
চাকর।

“তজ্জায্যভূতঃ কান্তজৈরহায্যৈঃ পরিচারকৈঃ।

অপরাধিতমস্যামস্যাম্যং নৈবৈবিপাশহঃ” (মহু ৭।২।১৭)

পর্যায়—ভৃত্য, দাসের, দাসের, দাস, গোপাক, চেষ্টক,
নিবোজা, কিছর, প্রেযা, ভূমিযা, ভিল্লর, চেষ্ট, গোপা, পরা-
চিত্ত, পরিচরক, পরিচর্য্য। (হেম)

২. যোগাধি সমরে বাহাদা তজবা করে (Nuree)-১
পরিচায়ক রোগবৃত্তির একটা বল। উক্ত পরিচায়কের সঙ্গে
জুড়ই যোগে আবেগ্য হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তজবাতিক,
কার্ধাকুশল, প্রভৃতি ও তচিবাকি, শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক বলিয়া
কথিত। “ও দেবনন্দিয়ারি কার্ধানির্কাহক।

পরিচারণ (স্ট্রী) পরি-চর-শিচ-লুট। ১ সেবা। “শুভবর্ণ্যসমা-
খ্যাতজিবপরিচারণ।” (ভারত ১৩৬৪৬৪ শ্লোক)

২ সহাস করণ, সজত হওন। (দিব্যা ১১৩) ৩ সেবার
জন্য অপেক্ষা করণ। (দিব্যা ১১৪২৫)

পরিচারিক (ত্রি) পরিচারে প্রস্থতঃ ঠন্। দাস। স্ত্রিয়াং টাপ্।
পরিচারিকা, দাসী।

পরিচারিন্ (ত্রি) পরিচারঃ অত্যর্থে ইনি। ইতত্ততঃ ভ্রমণ-
কারী। ২ সেবক।

পরিচার্য (ত্রি) পরিচর্যতেহসৌ ইতি পরি-চর-কর্মণি গ্যৎ।
সেবা।

পরিচালক (পুং) পরিচালনকারী, নেতা, চালক।

পরিচালকতা, (Conductivity) যে গুণ থাকিতে জড় বস্ত-
সকল এক পরমাণু হইতে পরমাণু-অন্তরে তাপ সঞ্চালন করে,
তাহাদিগকে প্রবল পরিচালক (Good conductors)
বলে। ইহার বিপরীত গুণ সম্পন্ন হইলে দুর্বল পরিচালক
(Bad conductors) বলে।

পরিচিৎ (ত্রি) পরিচকীয়তে চি-কর্মণি কিপ্। পরিচঃ
স্থাপিত, সর্বতোভাবে স্থাপিত, চতুর্দিকে স্থাপিত। (শুক্র ১২৪৬) কর্ত্তরি কিপ্। (ত্রি) ২ পরিচর্যকর্ত্তা।

পরিচিত (ত্রি) পরি-চি কর্মণি ক্ত। পরিচর্যবিশিষ্ট, জ্ঞাত,
অজ্ঞাত। “অ্যকবোয়ঃ চিরপরিচিতা ভক্তভূমীতি বুধ্য।

মা খিদ্দাং জিতুবনজনজ্ঞাপহেভোঃ ক্রমাক।” (পদ্মভূত)

পরিচিতি (স্ত্রী) জ্ঞাপ্তি। পরিচর। জানা ওনা।

পরিচিন্তক (ত্রি) চিন্তাশীল। অধ্যয়নকারী।

পরিচূষন (স্ত্রী) সপ্রেষ চূষন।

পরিচেষ (ত্রি) পরি-চি-কর্মণি য। ১ পরিচর্যবোধ্য।
২ অভ্যাসনীয়।

পরিচূড় (ত্রি) ঊঠ, খলিত, পতিত। গ্রীলিজে পরিচূড়ি
এইরূপ পদ হয়।

পরিচ্ছৎ, (পরিচ্ছৎ) একজন কোচরাজ। বাঙ্গালার
উত্তরাংশে এবং কোচবিহারের পার্বত্য কোচ-হাজো প্রদেশে
ইনি রাজ্য করিতেন। বর্ত্তমান পোয়ালপাড়া বেলা ও নির
আদাম এবং ব্রহ্মপুত্রের বামকূলে করাইবাড়ী পরগণার হাত-
শিলা (হাতিশৈল) হইতে পোয়ালপাড়ার উক্ত নদীর বাঁক

পর্বাৎ উক্তরাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইহার পুর্বসীমা কামরূপ।
যখন কোচবিহারের সিংহাসনে রাজা লক্ষীনারায়ণ বর্ত্তমান,
সেই সময়ে অর্থাৎ অকবরশাহের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহের
রাজত্বকালের প্রথমে ইনি এই প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন।
সত্ৰাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বৎসরে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে)
ইনি সোমকু পরগণার জমিদার রঘুনাথকে সপরিবারে বন্দী
করিয়া রাখিলে উক্ত জমিদার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা শেখ
আলাউদ্দীন ফতেপুরি ইসলাম-খাঁর নিকট পরিচ্ছতের
নামে নালিশ করিয়া পাঠান। শেখ আলাউদ্দীন তদন্তে
জানিলেন যে যথার্থই পরিচ্ছৎ রঘুনাথকে সপরিবারে কারাবদ্ধ
করিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাকে সরল মনে রঘুনাথের পরি-
বারবর্গকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ পাঠাইলেন। পরিচ্ছৎ
ওঁহুতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার কথার কর্পণাত করিলেন না।
আলাউদ্দীন কোচবিহারপতি লক্ষীনারায়ণের স্ত্রীর তাঁহাকে
বিনয়বনত না দেখিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য
কাড়িয়া লইবার জন্য সৈন্ত সজ্জা করিতে লাগিলেন।

সেনাপতি মুকরম খাঁ যুদ্ধার্থে ছয়হাজার অশ্বারোহী, বাস
হাজার, পদাতি ও পাঁচশত স্ত্রী জাহাজ লইয়া কোচহাজো অভি-
যুখে অগ্রসর হইলেন। সমুখবাহিনী সেনাপল লইয়া কমাল খাঁ
হাতিশিলার ছাউনী করিয়া ধুবড়ীদুর্গ অতিযুখে অগ্রসর হইয়া
পরিচ্ছৎকে আক্রমণ করিলেন। উক্ত দুর্গে পরিচ্ছৎ ৫০০ শত
অশ্বারোহী ও দশহাজার পদাতি লইয়া অবরুদ্ধ হইলেন।
একমাস কাল অবরোধ ও উপযুগপরি তোপ বৃষ্টির পর,
অনেক সৈন্তক্ষয় হওয়াতে পরিচ্ছৎ নিজ বাসবাটী খেলা হইতে
সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং
রঘুনাথের পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।
কিন্তু সেনাপতি দুর্গ দখল করিয়া লইলেন এবং সন্ধির সংবাদ
বাঙ্গালার নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে তিনি
আপনার অঙ্গীকার মত ১০০ হতী, ১০০ অশ্ব ও ২০ মণ
মুসকর প্রেরণ করিলেন, কিন্তু বজাধিপ তাহাতে পরিতুষ্ট না
হইয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে এবং তাঁহাকে সশরীরে
বন্দিভাবে আনিতে আদেশ দিলেন। কাজেই পুনর্বার যুদ্ধ
অগ্নিহাধ্য হইয়া উঠিল। পরিচ্ছৎ নিজ মর্যাদারক্ষার জন্য
বর্ষাশেষে ৪৮০ অশ্বারোহী, দশহাজার সৈন্ত ও ২০০ হতী
লইয়া ভীমবেগে বুড়ী আক্রমণ করিলেন। মুললহানসৈন্ত
প্রথমে আত্মরক্ষা করিয়াও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং সেই
ভাবে খেলা অতিযুখে প্রস্থান করিল। নবাবের সেনাপল

(১) ইহা মৈমনসিংহের অন্তর্গত হুসন পরগণা। ব্রহ্মপুত্রবর্মের পূর্বাংশে
পারো ও করাইবাড়ী পরগণার মধ্যে অবস্থিত।

হুসরী পরিত্যাগ করিয়া গলাঘর নদীতে পরিষ্করের সেনাদল আক্রমণ করে। এখানে একটি ছুর মৌযুহ হইয়া যায়।

পরিষ্কিং বলবুদে মোগলসৈন্তের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া খেলার বাইরা আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি তুলিলেন যে তাঁহার পিতামহজাতা কোচবিহাররাজ লক্ষীনারায়ণ তাঁহার বিরুদ্ধে মোগলসৈন্তের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইরাছেন। তখন তিনি বনাস্ নদী তীরবর্তী বুদনগরে পলায়ন করিলেন। খেলা অতিক্রম করিয়া মোগলেরা তাহার পশ্চাদ্‌মুসরণ করিল। তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। মুকরম খাঁ ধনরত্ন ও পরিষ্কংকে বন্দীভাবে লইয়া ঢাকার আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁর নিকট চলিলেন। ইত্যবসরে নবাব আলী উদ্দীনের মৃত্যু ঘটে, মুকরম ঢাকার উপস্থিত হইয়াই মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। কাজেই আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁর পুত্র হোসদ ও মুকরম খাঁ দিল্লীখর জাহাঙ্গীরের নিকট সংবাদ পাঠাইতে বাধ্য হইলেন, জাহাঙ্গীর পরিষ্কংকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে আদেশ করিলেন। তিনিও উক্ত আদেশানুসারে বিচারার্থ সম্রাট সমীপে প্রেরিত হইলেন।

রাজা পরিষ্করের এই দুঃবস্থা ঘটিলে, তাঁহার ভ্রাতা বলদেব আসামরাজ স্বর্গদেবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে সোলামারি পরগণায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহারাই উভয়েই আপনাদের পূর্ষ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্য মোগল সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত পরি কএকটি যুদ্ধের পর তাঁহারাও জীবন বিসর্জন করেন।

পরিষ্কংগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মিরট জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। মিরট নগর হইতে ৭ ক্রোশদূরে অবস্থিত। এখানে যে প্রাচীন কেল্লার চতুর্দিকে নগরটি প্রতিষ্ঠিত, প্রবাদ অর্জুনের পৌত্র পরিষ্কিং ঐ দুর্গ ও নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীতে গুজরজাতির অত্যাচারে রাজা নরানসিংহ কর্তৃক ঐ দুর্গের জীর্ণসংস্কার হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত কেল্লার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এখন ঐ বাটীতে পুলিশের আড্ডা হইরাছে। গঙ্গা হইতে অল্পদূরত্ব পর্যন্ত যে খাল গিয়াছে, তাহা এই নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিত।

পরিষ্কদ (পুং) পরিষ্কাল্যতেহেনেনতি পরিষ্কদ-গিহ, ততো য় (শুংসি সংস্কারঃ)। পা ৩৩(১১৮) ততো উপপাদ্রব্যঃ। ১ পরিবার। হ'হতী, অধ, বহ্ন, কবলদি উপকরণ, বেশ,

পোষাক। "সমাপরিষ্কৃতস্য যদ্ব্যবহার্যমর্থনং।

শাস্ত্রেণবুদ্ধিতা বুদ্ধিমৌর্খী বহুবি-জাততঃ।" (যু ১১২২)

৩ আচ্ছাদন। ৪ আসবাব। ৫ পরিষ্কন, অল্পচর।

পরিষ্কদ (পুং) পরিষ্কৃত্যতে হেনেন পরি-হৃদি সংসরণে-৩৫।

পরিষ্কদ, পোষাক। (হলায়ত)

পরিষ্কদ (ত্রি) পরিষ্কদঃ কর্তরি, করণি বা ক্তা। ১ পরিষ্কদ-

বিশিষ্ট। ২ পরিষ্কৃত। ৩ আচ্ছাদিত। ৪ সজ্জিত। ৫ কুবিজ।

পরিষ্কিত্তি (ত্রি) পরি-হৃদ-ভাবে ক্তিন্। ১ অবধারণ।

"যদ্যোরেকতরত্ব বাগ্যসমিক্তার্থপরিষ্কিত্তিঃ প্রমা" (সাংখ্যহু-

১৮৮) 'অর্থত্ব বক্তনঃ পরিষ্কিত্তিরংধারণং' (ভাষ্য) ২ পরিষ্কিত্তি।

পরিষ্কদ (পুং) পরি-হৃদ-ভাবে করণানৌ চ ৩৫। ১ গ্রহ-বিচ্ছেদ, পুস্তকের ভাগ।

'সর্গবর্ণপরিষ্কোদোদ্যাতাধারাকসংগ্রহঃ।

উচ্চাসঃ পরিবর্ত্তচ পটলঃ কাণ্ডমাস্ত্রিরাং॥

স্থানং প্রকরণং পক্ষাঙ্কিকক গ্রহসঙ্ঘঃ॥' (ত্রিকাণ্ড")

কাব্যনাট্যাদির ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ হয়। কাব্যে সর্গ, কোষে বর্গ, অগভারে পরিষ্কদ ও উচ্চাস, কথায় উদঘাত, পুরাণ ও সাহিত্যনিতে অধ্যায়, নাটকে অঙ্ক, তত্ত্রে পটল, ব্রাহ্মণে কাণ্ড, সংগীতে প্রকরণ, ইতিহাসে পক্ষ, ভাষ্যে আঙ্কি, এই সকল নামে অভিহিত হয়। এইরূপ পাদ, তরঙ্গ, ত্রবক, প্রপাঠক, বৃদ্ধ, মঞ্জরী, লহরী, শাখা প্রকৃতিও গ্রন্থসম্বন্ধে হইয়া থাকে। ২ সীমা, অবধি। ৩ অংশ, ভাগ। ৪ ইয়াক্ষপে অবধারণ। ৫ নির্ণয়।

"পরিষ্কোদাতীতঃ সকলবচনানামবিষয়ঃ

পুনর্জন্মন্যম্মিরভূতবপণং যো ন গতবান্।

বিবেকপ্রাধঃসাহুপচিতমহামোহগহনো

বিকারঃ কোহপাত্তর্জয়তি চ তাপক কুরুতে॥" (মালতীমাধব)

পরিষ্কদক (ত্রি) ১ সীমা। ২ পরিমাণ। (ত্রি) ৩ বিচ্ছেদ,

অস্তর নির্দেশক। ৪ সীমানিরূপক।

পরিষ্কদকর (পুং) সমাধিভেদ।

পরিষ্কদ্য (ত্রি) পরি-হৃদ-করণি-ণাৎ। ১ পরিমেয়, ইয়তাক্ষ-রূপে নির্ণয়। ২ অবধারণ। ৩ বিভাজ্য।

পরিচ্ছা, মন্দিরাদির পরিচারক পুরোহিত। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পুরোহিতগণের প্রধান ব্যক্তি এই নামে অভিহিত।

পরিজন (পুং) পরিগতো জনঃ। পরিবার, পোষ্যবর্গ, প্রতি-পাল্যলোক।

"বদ্বিৎ শ্রদ্ধাস্তো বরদ পরমোক্তৈরপি সতী-

মথচ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেরত্রিভুবনঃ।" (মহিষপ্রোত্র)

২ নিরন্তর পরিবর্তি পরিচায়ক। (আনন্দলহরী ৩০)

পরিজনতা (স্ত্রী) পরি-জন ভাবে তল ততঃ টাপু। অধীনতা, পরায়ত্ততা। পরিজনের ভাব।

পরিজন্ম (পুং) পরিণয়তে ইতি পরি-জন-ন্ নিপাতনাৎ সাধু। ১ চন্দ্র। ২ অগ্নি। পূৰ্ব্বজতীতি অজঃ পরিপূৰ্ব্বত মনু, অকারলোপঃ, ততঃ নিপাতান্তে। ৩ পরিগতা। (বেদভাষা)

পরিজ্ঞা (ত্রি) জেতুং শক্য জ্ঞা, পরিতো জ্ঞা। চতুর্দিকে জয় করিতে সমর্থ।

পরিজ্ঞপিত (ত্রি) অহুজবরে আশ্রয়না করা। বিভবিজ করিয়া ময়োচ্চারিত।

পরিজ্ঞপ্ত (ত্রি) যুদ্ধ, বোহিত। (দ্বিবাংলান ৩২৭।২৬)

পরিজ্ঞমিত (স্ত্রী) পরিজ্ঞমি ভাবে ক্ত। কখনক্ষেণ, দশাঙ্গ চিত্র-জন্মের অন্তর্গত দ্বিতীয় জন্ম।

“প্রতো নির্দয়তা শাঠ্য চপলাচ্চাপপাদনাৎ।

ববিচক্ষণতাব্যক্তিভঙ্গ্য ত্রাৎ পরিজ্ঞমিতম্ ॥” (উজ্জলনীলমণি)

পরিজ্ঞা (স্ত্রী) উৎপত্তিহান। আদিজন্মভূমি।

“বিদ্যা তে সর্বাঃ পরিজ্ঞাঃ পুরতান্”। (অথর্ববেদ ১২।৫৬।৬)

পরিজ্ঞাত্য (ত্রি) মূৰ্খতা। জড়তা। গতিহীনতার ভাব।

“সলিলপ্লাবিতানীষ পরিজ্ঞাত্যানি মানবঃ”। (জুহুত)

পরিজ্ঞোজ, জুটান সীমান্তে হিমালয়শিখরদেশে অবস্থিত একটা গিরিশিখর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সাতহাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই পৃথ দিয়া তিব্বতবাসীদের সহিত বংসরের সকল সময়েই বাণিজ্যাদি সম্পন্ন হয়।

পরিজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) ১ কথোপকথন। ২ প্রত্যভিজ্ঞান।

পরিজ্ঞা (স্ত্রী) সম্যক্জ্ঞান। নিশ্চর্যাবধারণ।

পরিজ্ঞাত (ত্রি) জানিত। অবগারিত। বিশেষরূপে চিন্তিত।

পরিজ্ঞাতৃ (ত্রি) ১ যিনি সকল বিষয়জ্ঞাত আছেন বা সম্যক পৰ্য্যাপোচনা করেন। ২ পরিদর্শক। ৩ জ্ঞানী, বুঝিমান।

পরিজ্ঞান (স্ত্রী) পরি-জ্ঞা-লুট। হৃদয়জ্ঞান। (হৃদয়সিদ্ধান্ত ২।১ রজন্য) সর্কতোভাবে জানা।

পরিজ্ঞেয় (ত্রি) জ্ঞাতব্য। বাহ্য অবধারণ করা যায়।

“ত্রীমুখমনপত্যানাং শাঠ্যবতঃ মণ্ডলং পরিজ্ঞেয়ম্”।

(বৃহৎসং ৬৮।৫৫)

পরিজ্ঞান (ত্রি) ১ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত ভূমি।

“ইবমাপো ন লীপয়ঃ পরিজ্ঞান্”। (ঋক ১।৬।৩৮)

‘পরিজ্ঞান পরিতো ব্যাপ্তায়াং ভূমৌ। অমতির্গতিকর্ষা অজ-গতিকোপযোগঃ আত্যাং পরিপূর্ণাত্যাং বদু করিত্যাদৌ ॥’

(উৎ ১।১৫৮)

“কনিং প্রভায়াতোনিপাতিতঃ স্থগং হুমুগিত মধ্যমা মুক্”।

(সারণ)

২ ইতস্ততঃ গমনকারী।

“তক্ষনাসত্যাত্যাং পরিজ্ঞানং স্থখং স্বয়ং”।

‘পরিজ্ঞানং পরিতো গন্তারং স্থবং উপদ্যাপবেশনে স্থবকরং

মনু প্রতাহেংকারলোপ আচ্ছাদ্যত্বং চ নিপাতনাৎ’ (সারণ)

পূৰ্ব্বা ও অধিনীকুমারবরের ইতস্ততঃ গমন লইয়া এইরূপ লিখিত আছে। কোথাও বায়ু ও ক্রয়ের গমনে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

“বৃষ্টং পরিজ্ঞা বাতো দদাতুঃ”। (ঋক ৭।৪০।৬)

পরিজ্ঞানা (পুং) চন্দ্র। চতুর্দিকে প্রসর্পিত অগ্নি।

পরিজ্ঞি (ত্রি) পরি-জ্ঞ-কি। পরিতো গতা, চারিদিকে গমন।

পরিজ্ঞন্ (পুং) পরি-জ্ঞ-কনি (বরু-কন্, পুংসিতি। উণ্ ১।১৫৮) ১ ইজ। ২ অগ্নি। কেহ কেহ পরি-জ্ঞ-কনিং প্রত্যয় করিয়া পরিজ্ঞবন্ ও পরিজ্ঞয়ন্ এই দুইটী পদ করনা করিয়া থাকেন। বাচস্পত্যের মতে এই দুইটী পদ প্রামাণিক। পরিজ্ঞয়ন্ নিপাতনে সিদ্ধ করিলে প্রামাণিকের কোন কারণ দেখা যায় না।

পরিজ্ঞীনক (স্ত্রী) পরি-জ্ঞী-ক্ত, ততঃ বার্ধে-কন্। পক্ষীদিগের গতিবিশেষ।

“জীনং প্রজীনমুজীনং সংজীনং পরিজ্ঞীনকং”। (জটায়র)

মহাভারতে লিখিত আছে—

“অতিজীনং মহাজীনং খজীনং পরিজ্ঞীনকং”। (ভার ৮।৪১।২৭)

পরিগত (ত্রি) পরিগতি-য় পরি-গম-ক্ত। ১ গক। ২ উক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত। ৩ সর্কতোভাবে নত। ৪ নদীতীরাদিতে বক্র-ভাবে প্রবৃত্ত হওয়াদি।

‘ভির্ধ্যাক্ দন্তপ্রহারন্ত গজঃ পরিগতো মতঃ’। (হলায়ুধ)

৫ ভির্ধ্যাগতি গজ।

পরিগতপ্রত্যয়, যে কার্যের ফল পরিগত হইয়াছে।

(বিদ্যা ৫৪।২)

পরিগতি (স্ত্রী) পরি-গম-ক্তি। ১ অবনতি, পরিগত।

২ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। ৩ অবসান। ৪ শেষ। ৫ বার্ক্য।

পরিগত (ত্রি) পরি-গত-ক্ত। ১ বহু। ২ পরিহিত। ৩ প্রবৃত্ত। ৪ পরিবহ, আলিঙ্গিত।

পরিগমন (স্ত্রী) ১ রূপান্তরপ্রাপ্তি। ২ কাঁচা হইতে পক্যবস্থা। ৩ উত্তরাবস্থা।

পরিগময়িতৃ (ত্রি) ১ নমনকারিতা। ২ পরিপাচয়িতা।

পরিগম (পুং) পরিগমনং পরি-গম-অপু। বিবাহ। দারপন্নিগ্রহ।

পরিগমসম্বন্ধজাত (পুং) বর্ধগমীর গর্ভজাত।

পরিণাম (পূঃ পরিণম-বক্ঃ) ১ বিকার, প্রকৃতির অন্তর্ভা-
তাক। ২ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বিকার। ব্রহ্মণ্য কঠোর বিকার
ভব, সুবিকার বট। (অমর ভরত) ২ চরম, শেষ।
“পরিণামমুখে পরীক্ষিৎ যথাক্ষেপ্তম্ বচসি কতোদয়া।
অভিধীয়াবতীভ তেভ্যে বহরীয়াসি দৃষ্টতে শুভঃ ॥” (ভারবি ২:৪)
৩ অর্থাৎকারভেদ। ইহার লক্ষণ—

“বিবরাহভারোণ্যে প্রকৃতার্থোপযোগিনি।

পরিণামো ভবেত্তুল্যাকুল্যাবিকরণো বিধা ॥” (সাহিত্যম্ ১:৩৭৯)

আরোপ্যমান বস্তু আরোপ বিষয়ের অভিন্নরূপে অর্থ প্রকৃত
কার্যের উপযোগী হইলে পরিণাম-অলঙ্কার হয়। যে হলে
প্রকৃতার্থের উপযোগিবিশেষে বিবরীর আরোপ হয়, সেই হলে
পরিণাম অলঙ্কার হয়। এই পরিণাম দুই প্রকার, তুল্যাবি-
করণ ও বাহিকরণ। ইহার ভাবার্থ—যে হলে একটা বর্ণনীর
বিষয়ে অল্প একটা বস্তুর আরোপ করা হয় এবং ঐ আরোপা-
মান বস্তু অভিন্নরূপে প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী হয়, তাহা হইলে
এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

“স্মিতেনোপায়নং দূরাগতস্ত কৃতং মম।

জ্ঞানোপদীড়মাশ্রয়ে কতো দূতে পগন্তরা ॥” (সাহিত্যম্)

নারক নারিকাকে বলিতেছে, আমি দূর হইতে আসিয়াছি,
তুমি হস্তধারা ইহার উপায়ন (উপঢ়োকন) করিয়াছ, এই হলে
নারকনারিকাসমাগম বর্ণনীর বিষয়, নারককে নারিকার হাত
উপঢ়োকন দেওয়া প্রকৃত বর্ণনীর বিষয়ের উপযোগী হইরাছে
এবং ইহা উপায়নরূপে আরোপিত হইরাছে, এই লক্ষ এই হলে
এই অলঙ্কার হইল।

“বনেচরাগাং বনিতাস্থানীং দরীগৃহোৎসবনিবৃত্ততাসাং।

জবন্তি যত্রোষধয়ো রজন্যান্মতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ ॥”

(সাহিত্যম্)

রাত্রিকালে দরীগৃহনির্গত কিরণযুক্ত ওষধিলতা সকল
বনিতাস্থ বনেচরদিগের সুরতক্রীড়ার তৈলহীন প্রদীপের
কার্য্য করিতেছে, এইহলে সুরতক্রীড়া বর্ণনীর বিষয়। ইহাতে
প্রদীপের আবৃত্তক; কিন্তু প্রদীপ না থাকার কিরণযুক্ত
ওষধিলতা সকল তাহার কার্য্য করিতেছে, অতএব প্রদীপের
পরিবর্তে আরোপিত বস্তু প্রকৃতবিষয়ের উপযোগী হইরাছে
বলিয়া পরিণাম-অলঙ্কার হইল।

প্রকৃতবিষয়ে কোন এক বস্তুর আরোপ হইলে রূপক
অলঙ্কার হয়। পরিণামহলেও রূপক অলঙ্কার হইতে পারে,
এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আলঙ্কারিকেরা ইহার নিরাকরণ
করিয়াছেন। পরিণাম অলঙ্কারে যে আরোপ হইবে, তাহা
বর্ণনীর বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে, কিন্তু রূপকে তাহা

হইবে না, আরোপমাত্রই রূপকালঙ্কারের বিষয় এবং যে হলে
আরোপ অভিন্নরূপে প্রকৃতার্থের উপযোগী হইবে, সেই হলেই
পরিণাম অলঙ্কার হইবে। পরিণাম ও রূপক—এইরূপ প্রভেদ
জানিতে হইবে।

৪ এই পরিদৃষ্টমান অগৎ প্রকৃতির পরিণাম। সাধারণতঃ
এই পরিণামের বিষয় বিদ্যুতরূপে লিখিত আছে, সংক্ষিপ্তভাবে
ইহার বিষয় একটু আলোচনা করা বাইতেছে।

প্রকৃতি পরিণামশীলা।

“পরিণামিনো হি ভাষাঃ শব্দে চিতিশব্দে ॥” (সাধারণতঃ)

এক চিৎশক্তি ভিন্ন আর সকলই পরিণামী। প্রকৃতি
রূপমাত্রও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। “না পরি-
ণম্য লক্ষণমণা ভিত্তে ॥” (তবকো) সকল সময়ই প্রকৃতির
পরিণাম হইয়া থাকে। যখন অগৎ ছিল না, প্রকৃতির যে
অবস্থা মহাপ্রলয়, অব্যক্ত ও প্রধান সংজ্ঞার সংজ্ঞিত, সে
অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণামের বিরাম ছিল না। পরিণামবাহী
কপিল বলেন, পরিণাম দুইপ্রকার, সূক্ষ্মপরিণাম ও বিসদৃশ
পরিণাম। পরিণাম, পরিবর্তন, অবস্থান্তর, স্বরূপপ্রচুতি,
এ সকল কথা একই অর্থে প্রয়োগ করা হয়।

পরিণামের ভাবে বলিতে হইলে—পরিণামের এইরূপ লক্ষণ
নির্দেশ করা বাইতে পারে। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনে পরিণাম
ও বিবর্ত লইয়াই বিবাদ। বেদান্তবাদী পরিণাম স্বীকার
করেন না। বেদান্তসারে পরিণাম ও বিবর্তের লক্ষণ এইরূপ
লিখিত আছে—

“সত্ত্বতোহন্তথাপ্রথা বিবর্ত ইতুদানন্তঃ।

অন্তত্ত্বতোহন্তথাপ্রথা বিবর্ত ইতুদানন্তঃ ॥” (বেদান্তসার)

স্বরূপের অন্তর্ভা হইয়া যে কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে,
তাহার নাম বিকারী বা পরিণামী কারণ। যেমন হৃৎ দধির
প্রতি পরিণাম-কারণ। অর্থাৎ হৃৎ তাহার স্বরূপ হৃৎক বিনষ্ট
হইলে তবে দধি হয়, হৃৎ দধি আকারে পরিণত হয় এবং
স্বরূপের প্রকারান্তর না হইয়া যে কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে,
তাহার নাম বিবর্ত। যেমন রজ্জু সর্পের প্রতি বিবর্ত কারণ।
এতহলে বস্তুর বিকার হয় না, বস্তুস্বরূপই থাকে, তবে রজ্জুতে
সর্পের ভ্রম হইয়া থাকে, এই মাত্র। মহামতি শঙ্করাচার্য্য
বেদান্তদর্শনের চীকার এই পরিণামবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।
ইহার বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

পূর্বে সূক্ষ্ম ও বিসদৃশ এই দুই প্রকার পরিণাম উল্লি-
খিত হইরাছে। মহাপ্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, সে পরি-
ণাম সূক্ষ্ম পরিণাম। সত্ত্ব স্বরূপে, রজঃ রজোরূপে, তমঃ
তমোরূপে পরিণত হইলে তাহাকেই সূক্ষ্ম পরিণাম বলা যায়।

যখন বিসদৃশ পরিণাম আরম্ভ হয়, তখনই জগৎ রচনার আরম্ভ। জগৎ-অবস্থা আসিলে প্রকৃতি নতুন নতুন বিসদৃশ পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন। বিসদৃশ পরিণামের বিবরণ এই যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি ও তাহারই বিনিময়ে বা পরস্পরাহুপ্রবেশে বিভিন্ন বস্তুর জন্ম। এই দুই প্রকার পরিণাম সর্বকালের নিমিত্ত নিরমিত অর্থাৎ অতিদূর অতীতকাল হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎকালের নিমিত্ত নিরমিত। স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানে বাহ্যকে অপরিণামী ভাবিতেছি, তাহাও প্রকৃত অপরিণামী নহে। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু প্রভৃতির কেহই অপরিণামী নহে। তবে কি না ঐ সকল পদার্থের পরিণাম অত্যন্ত মুহু ও স্থূল। বস্তুর তীব্র পরিণাম শীঘ্র অমুতৃত হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, মহাজল ও মহাবায়ু প্রভৃতি মুহুপরিণামে আবদ্ধ থাকার তাহাদের জীর্ণতা অমুতৃতগোচরে না আসিলেও মুক্তিগোচরে আইবে। মুহুপরিণামের চরমসীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝিবার দৃষ্টান্ত। তীব্রপরিণামের এত তীব্রতা আছে যে, পূর্ণরূপে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরক্ষণেই অমুতৃত হয়। আবার মুহুপরিণামের এত মুহূর্ত আছে যে, তাহা বহুসংখ্যক বৎসরেও অমুতৃত হয় না। এই কারণে বলিয়াম, মুহুপরিণামের চরমসীমাই সদৃশপরিণাম। সদৃশ ও বিসদৃশ এই দুইপ্রকার পরিণাম থাকাতোই প্রকৃতিতে কখন প্রলয় ও কখন জগৎ হইতেছে। গুণপরিণামের তারতম্যাহুসারে অচিরাত্ কোন কোন বস্তুর বিকার বা পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন বস্তুর পরিণাম হয়ত আমাদের জীবনে অমুতৃত না হইয়া আমাদের অদৃষ্টান সন্তানদিগের অমুতৃতগোচরে উপস্থিত হইবে। প্রকৃতিরই বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু, জরা, লয়, বালা, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জীর্ণতা, মধ্যতা প্রভৃতি। কাল সূর্য্যকে আমরা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বুঝিতে হইবে, আজ তাহার সে অবস্থা নাই, পরিণাম হইয়াছে। কাল যে জগৎপ্রাণ বায়ু সেবন করিয়াছি, আজ তাহারও পরিণাম হইয়াছে। আদিসর্গকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণীর বৈরূপ স্বভাবাদি ছিল, কপিলের সময় যাহা ছিল, আজ আমাদের সময়ে তাহা নাই, পরিবর্তিত হইয়াছে। অধুনা আমাদের সময় যাহা চলিতেছে, আমাদের পরে তাহা থাকিবে না, পরিবর্তিত হইবে। পরিণামস্বভাবা প্রকৃতির, তদুৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাপ্রতিত স্থাবর জলবায়ব বস্তুর অনির্লীচ্য পরিণামের কথা মনে ভাবনা করাও কঠিন ব্যাপার। প্রকৃতি পরিণামশীলা। আদিবিধান কপিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রকৃতি জড়া, অস্বাধীন অথবা জগত্তের নির্ধারণকর্তা। প্রকৃতি-পরিণামে জগত্তের উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্বেই

বলিয়াছি। প্রকৃতি জড়া, জড়বস্তুর আপনা-আপনি প্রকৃত হয় না, যদি কদাচিৎ কখন কোনবার স্বয়ং প্রকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার সে প্রকৃতি সর্বথা অনিরমিত অর্থাৎ স্থূলশীল। জানশক্তি না থাকিলে কেহ কখন নিরমিত কার্য করিতে পারে না। এমন নিরমমুক্ত ও এরূপ কোশল-পূর্ণ জগত্তের নির্ধারণ কি জড়-প্রকৃতির কেবল পরিণামে সম্ভবে? জানশূন্য জড়-প্রকৃতি ইহার কর্তা হইলে এতদিন ইহা উৎপন্ন অথবা বিলুপ্ত হইয়া বাইত। ইহাতে কেহ কেহ অমুমান করেন, যে অম্বাহতেজ্ঞা-জ্ঞানসম্পন্ন সর্বশক্তিমান কোন এক কর্তৃপুরুষ ইহার অধিষ্ঠাতা বা নিয়ামক আছেন, তিনিই প্রকৃতি-দ্বারা সুনিয়মে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কপিল কহেন, তাহা নহে। প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, স্থিতি হইতেছে এবং পরলয় হইবে। রথ একটা অচেতন বস্তু, চেতনাবান পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে যেমন স্বেচ্ছাহুসারে নিরমিতরূপে গতিবান করে, অথবা সুবর্ণধাতু এক জড় দ্রব্য, কোন কুশলী স্বর্ণকার তাহার অধিষ্ঠাতা বা কর্তা হইয়া তাহাকে যেমন কুণ্ডলাদি আকারে পরিণামিত করে, প্রকৃতি সম্বন্ধে সেরূপ পরিণামক বা সেরূপ প্রেরণকর্তা কেহ নাই। সেরূপ অধিষ্ঠাতার অমুমান নিশ্চয়োজন। প্রকৃতি জড়, তাই বলিয়া রথ-নিয়ন্তা সারথির জ্ঞান তাহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার করনা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না, প্রকৃতি অস্বাধীন বলিয়া তাহাকে পরিণামিত করিবার জন্ত কর্তৃকারের জ্ঞান পৃথক ব্যক্তি থাকার প্রয়োজন হয় না। অন্যদি অনন্ত পুরুষই তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্ত্রক ইহা পরিণামের প্রয়োজনক।

কপিলহুজে লিখিত আছে, “তৎসমিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ” (কপিলহু) যেমন সমিধানবশতঃ ইচ্ছাদি-গুণশূন্য জড়স্বভাব অরক্ষাস্তমণি লৌহের সম্বন্ধে সচেতন অধিষ্ঠাতার জ্ঞান কার্যকারী হয়, সেইরূপ সাদৃশ্যবিশেষবশে নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয় আদ্যাই তাদৃশী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার বা প্রেরকের কার্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

যেমন লৌহ ও চুৎক উভয়ই জড়স্বভাব, ইচ্ছাদি গুণশূন্য ও স্বয়ং প্রকৃতিরহিত অথচ পরস্পর সমিহিত হইবামাত্র পরস্পর পরস্পরের শরীরে বিক্রিয়া (লৌহশরীরে চলন এবং চুৎক শরীরে আকর্ষণক ভাব) উপস্থিত করে। সেইরূপ আদ্য নিষ্ক্রিয় ও ইচ্ছাশূন্য হইলেও এবং প্রকৃতি জড় ও স্বতঃ প্রকৃতিরহিত হইলেও সমিধান বিশেষের বলে প্রকৃতিশরীরে পরিণাম-শক্তির উদয় হইয়া থাকে। জড়স্বভাব বলিয়া অনিরমিত পরিণামের আপত্তি অস্বীকার্য। কেন না নিরমিত-

রূপে পরিণত হইয়াই প্রকৃতির স্বভাব। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই নিরবিক্ত পরিণামের অধীন। হস্তের যদি ভিন্ন কর্ণ পরিণাম হয় না, চূর্ণবৃত্ত হরিত্রা রক্তবর্ণই হয়, কৃষ্ণবর্ণ হয় না। প্রকৃতির ও প্রাকৃত পদার্থের নিরবিক্ত পরিণামের বিষয়ে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। সাংখ্যকারিকার লিখিত আছে, “সলিলবৎ প্রতি শুণাশ্রবিশেষণাং” (সাংখ্যকা)। মেঘনির্মুক্ত সলিল এক, একরূপ ও একরস, কিন্তু সেই এক ও একরসায়ক জল সুবিধীতে আসিয়া নানাবিধ পার্শ্ব বিকারের সংযোগে অর্থাৎ তাল ও তালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বীজ ভাবাপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে। তালবীজ বা তালবৃক্ষ বাহ্যক আকর্ষণ করিল, তাহা একরস হইল, নারিকেল বাহ্য আকর্ষণ করিল, তাহা অন্তরস হইল। অন্ত-এবং একই জল যেমন কারণবিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন ফলে ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি করে, সেইরূপ প্রকৃতিনিষ্ঠগুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিতত্ত্ব ও এক এক গুণের সমুদ্ভব হওয়ারে প্রবলের সহযোগে দুর্বল গুণগুলি বিকৃত হইয়া যায়। অতএব প্রকৃতির নিরবিক্ত পরিণামের জন্ত প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা স্বভাব সিদ্ধ স্বভাব বাতীত স্বতন্ত্র প্রেরক থাকি সম্ভব নহে।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্ত্ব।

সৃষ্টি-প্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিবিষ্টতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রসূরণ হয়। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন ও তমোগুণে সংহার। একথা বারী ইহা বুঝা যায় যে, পূর্বে গুণসমূহায়ের সাম্যভঙ্গে সর্ব প্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্ভিক্ত করিয়াছিল, তাই সত্ত্বগুণ সর্বপ্রথমে মহত্ত্ব (বাহার পর নাই—নির্ণল বিকাশ) প্রাপ্ত হইয়াছিল, মহত্ত্ব হ্রদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বর্তমান প্রাণি-নিচয়ের বুদ্ধির বীজহীন চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখা যায় যে, প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরিহরমূর্তির জায় ঘিমুস্তিতে অবস্থিত। তাহার একমূর্তি বা এক পরিণাম মনন, অধ্যবসায় নামে; আর দ্বিতীয় মূর্তি বা পরিণাম অভিমান ও অহং নামে পরিচিত হইয়াছে। ‘আমি’ ‘আমি আছি’ ‘বস্তু’ ‘বস্তু আছে’ ‘আমার’ ‘আমার কৃতগিমা’ ইত্যাদি প্রকার নিষ্করাশ্বক-বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই জ্ঞানশক্তিই সহজাতরূপে জীবের অন্তরাশ্বায় নিরন্তর সংলগ্ন আছে। জ্ঞানশক্তির স্রষ্টিই মহান্। মহান্ ও পূর্ণ জ্ঞান মহান্ কথা, পূর্ণজ্ঞান শক্তি সাংখ্যিক মহত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দের অভিধেয়। যে মহান্ পুরুষ এই মহান্ বুদ্ধিতত্ত্ব পূর্ণরূপে

প্রতিবিম্বিত হয়, তিনিই সাংখ্যিক পুরুষ, ইহাকে ইন্দ্রও বলা যহিতে পারে। ভুলোক, স্থলোক, অন্তরীকলোক, চন্দ্রলোক, স্বর্গলোক, ঐহলোক, নক্ষত্রলোক, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি সমস্ত লোকের সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই মহত্ত্ব নামক ব্যাপক-বুদ্ধি। আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্র স্বর্গ প্রভৃতি লোকস্থিতিগের জ্ঞান ইত্যাদিক্রমে সেই সেই মেঘে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা যেরূপ এই হস্তপদাদি-বিশিষ্ট মেঘের উপর আমি ও আমার এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি, সেইরূপ সাংখ্যিক পুরুষ সম্পূর্ণ বুদ্ধিতত্ত্বের বা অন্তঃকরণ-সমষ্টির উপর আমি ও আমার ইত্যাকার অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছেন। আমরা যেরূপ আমাদের হস্তপদাদি যথেষ্ট প্রেরণ করি, সেইরূপ পুরুষও অন্তঃকরণকে যথেষ্ট প্রেরণ করিয়া থাকেন। কপিল লিখিয়াছেন, “মহাশাখাং আশাং কাশ্যং তমসঃ।” (কপিলব্রহ্ম) প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই—সর্বদা সমুৎপাদ্য বিবরো-পরজ্ঞা বুদ্ধির অধগাছ খণ্ড খণ্ড বিবররাশি পরিভাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কেবল অথবা বিতৃষ্ণ-বুদ্ধিই মহত্ত্ব এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে। প্রথমে কেবল চিদানুপুরুষ ও প্রকৃতি ছিল, যখন প্রকৃতির বিসৃষ্ট পরিণামে জগৎ আরম্ভ হইল, তখন প্রকৃতির প্রথম পরিণামে অর্থাৎ মহত্ত্ব নামক বুদ্ধিতে চিদানু আরম্ভন বাতীত অন্ত পদার্থের আরম্ভন ছিল না এবং তাহার পরিচ্ছিন্নকও ছিল না। সুতরাং তাহা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। পরে প্রকৃতি হইতে যতই স্থল স্থলবিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, ততই তাহা বিবরপরিচ্ছিন্ন ও মলিন হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম মহত্ত্বই জগদীজ। এই মহত্ত্ব হইতে অর্থাৎ এই মহত্ত্বের পরিণামেই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যখন এই জগৎকার্যের রচনা আরম্ভ হয় নাই, তখন মহত্ত্ব তৎকালের সেই অবস্থা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

“আগীদিবং তমোভূতমপ্রজাতমলক্ষণম্।

অপ্রত্যক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রাপ্তমিব সর্বভূতম্॥” (মহু ১ অঃ)

এ জগৎ প্রথমে প্রকৃতিলীন ছিল, প্রকৃতিতে লীন থাকাই লয় বা প্রলয়। যে অবস্থা এখন লোকের অজ্ঞাত, অলক্ষ্য ও অপ্রত্যক্য অর্থাৎ প্রত্যক, অসুমান ও শব্দাদি প্রমাণ ছিল না, প্রমাণের বিবর প্রেমের পদার্থ তাহাও ছিল না, সে অবস্থা প্রায় মহান্‌বুপির স্রষ্টা।

যেমন আমাদের প্রোগাৎ স্রষ্টি ভাদিবাগ্যের নেত্র উদ্বীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞানভঙ্গ্য বিদূষিত ও জ্ঞানবিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি নিত্যাত্ম হৃদয়াকর প্রায় প্রকৃতির-পরি-

গামে জগৎসৃষ্টি ভাঙ্গিবান্ন প্রকৃতিগর্ভে স্রজগতের অতি-
স্বল্পক (অল্প-স্রজ) তমোভবকারক সৃষ্টিসামর্থ্যবৃত্ত মহত্বের
আবির্ভাব হইল। যেমন জগৎ-সৃষ্টি ভাঙ্গিল, অমনি মহান
বিকার আসিল। স্রজগৎ অলকো ভংগাজে অক্ষিত হইল।
ইহাই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। এখন দ্বিতীয় পরিণামের
বিষয় কিছু আলোচনা করা যাউক। একটা বিষয় জানিয়া
রাখা উচিত যে, জ্ঞানশক্তির অঙ্গগামিনী ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির
অঙ্গগামিনী ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অঙ্গগামিনী সৃষ্টিশক্তি।

প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম অহংতত্ত্ব—

“প্রকৃতের্বাহান্ন মহতোহহংকারঃ।” (সাংখ্যকারিকা ২২)

প্রকৃতি হইতে মহৎ ও মহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি
হয়, ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। পূর্বোক্ত প্রথম
পরিণামের অর্থাৎ আমি আছি ইত্যাদি সহজাত নিশ্চয়াত্মিক-
বৃত্তির একদেশে যে অহংবৃত্তি সঙ্গর আছে, তাহাই প্রকৃতির
দ্বিতীয় পরিণাম এবং অহংতত্ত্ব এই আখ্যায় আখ্যাত। এই
অহংতত্ত্ব প্রত্যেক আখ্যায় আশ্রিত। এই অহং এক একটা
গণনার ব্যাপ্তি ও সমস্ত গণনার সমষ্টি। অহং, অভিমান ও
অহংতত্ত্ব নামভেদমাত্র। মহত্বের সহিত অহংতত্ত্বের প্রভেদ
এই যে, মহত্বের অন্তর্গত আমি অলকোৎপন্ন, আর অহং-
তত্ত্বের আমি লক্ষ্যপূর্বক উৎপন্ন। অহংএর প্রধান লক্ষ্য
আত্মার জীবতাব। ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। এইবার
প্রকৃতির তৃতীয় পরিণামের বিষয় আলোচিত হইল—

প্রকৃতির তৃতীয় পরিণাম ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্ব
ও মহত্বের পরিণাম অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব হইতে যে
বিভিন্ন পরিণাম ঘটরাছে, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্রে এইরূপে লিখিত
আছে—অহংকার তত্ত্বের দুই পরিণাম ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র,
যেমন এক হৃৎ হইতে বিবিধ পরিণাম বা বিকার অর্থাৎ
হানী ও ছানার জল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক অহংতত্ত্বের
পরিণামে বিবিধ বিকার উৎপন্ন হইরাছে, ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র।
ইন্দ্রিয়গণ বহু ও প্রকাশবতাব। তন্মাত্রপ্রবাহ অব্যক্ত ও
অপ্রকাশবতাব। উভয়ের আকারও ভিন্ন। ইন্দ্রিয় ও
তন্মাত্র তুল্যাকার ও তুল্যবতাব না হইবার কারণ এই যে,
অহংতত্ত্বের রসোত্তপ অহংতত্ত্বকে ঐক্য বিভিন্ন আকারে ও
বতাবে বিকৃত করিয়াছিল। প্রকৃতির পরিণাম অভ্যন্ত
বিভিন্ন ও বোধাতীত, এই জন্য অহংতত্ত্ব হইতে প্রকাশ-
বতাব (একাদশ ইন্দ্রিয়) ও অপ্রকাশবতাব (পঞ্চতন্মাত্র)
উৎপন্ন হইল। কপিল বলিয়াছেন—“ইত্যেব প্রাকৃত্যঃ
সর্গঃ।” “অবুদ্ভিপূর্বকত্বাৎ।” এই পদ্যটাই অবুদ্ভিপূর্বক

সৃষ্টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। অভ্যন্তর প্রাকৃতিক সৃষ্টি। আত্মার
বেরণ সলিল, বৃত্ত ও বৃত্তিকাদি নইরা বুদ্ধিপূর্বক ঘটপটাদি
নির্মাণ করি, সেইরূপ প্রাকৃতিসৃষ্টি বতাবারা নিরবিতররূপে এই
সৃষ্টি হইয়াছে।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র, এই
বোদ্ধশ পদার্থ, ইহারা অহংতত্ত্বেরই পরিণাম। একাদশ ইন্দ্রি-
য়ের ঐক্য আর কোন পরিণাম বলা বাইতে পারে? মন উভয়
ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়কে মন পরিচালন করে,
এই জন্য মনকে উভয় ইন্দ্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাব
শব্দে জারমান বস্তু, যে যে বস্তু করেন, তাহার তাহারই বুদ্ধি,
হ্রাস, পরিবর্তন ও বিনাশ হয়। বস্তুর এই প্রকার পরিণামকে
অজ্ঞাত দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভাববিকার শব্দে অভিহিত
করিয়াছেন। ভাববিকারগ্রন্থ নহে, এমন জন্তবস্ত্র অপ্রসিদ্ধ
অর্থাৎ নাই। সাংখ্য মতে পুরুষ ব্যতীত অপরিণামী কোন
পদার্থ-ই নাই।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে “পরিণামমত্বাৎ হি ভাবাঃ না
পরিণামা ক্ষণমণ্যবতিষ্ঠন্তে।” তাব সকল পরিণামী, না পরিণত
হইরা ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। দৃষ্ট বস্তুর যে পরিণাম
ধর্ম আছে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মনও জন্মবান্ সে অন্য মনও
ভাববিকারগ্রন্থ।

পূর্বে যে পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলিয়াছি, ঐ পঞ্চতন্মাত্র হইতে
পঞ্চমহাত্ম হইয়াছে। এইরূপ—চতুর্বিংশতিতত্ত্বই প্রকৃতির
পরিণাম। এই প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপন্ন ও জগতের
নাশ হইতেছে। কল বাহা কিছু হয়, তাহা সকলই প্রকৃতির
পরিণামে হইরা থাকে। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

মহামতি শঙ্করাচার্য্য প্রকৃতির পরিণামে জগতের সৃষ্টি ও
নাশ ইহা স্বীকার করেন না এবং এই মত বস্ত্র করিয়া
থগুন করিয়াছেন। তগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, সাংখ্যশাস্ত্রে যে
প্রধানের পর পরিণামী মহত্বের ও অহংতত্ত্বের উল্লেখ আছে,
সেগুলি কি লোক, কি বেদ কিছুতেই উপলব্ধি হয় না। কিন্তু
পরিণামী মহৎ, অহংকার বাহা সাংখ্যযোগের কল্পিত, তাহা
লোক ও বেদ উভয়ই অপ্রসিদ্ধ।

সাংখ্যবক্তা কপিল স্বদানিগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রধান
কহেন। এই কপিলের মতে গুণজর ব্যতীত অন্য কিছু নাই।
তাহাকে কার্য্যপ্রবৃত্ত (স্বইচ্ছা) ও কার্য্যনিবৃত্ত (প্রেলয়ো-
দ্ব্য) করার জন্য কহেই নাই। পুরুষ আছেন সত্য, কিন্তু
তিনি উদাসীন ও নিষ্কিন; এই জন্য তিনি কাহারও প্রবর্তকও
নহেন নিবর্তকও নহেন, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে প্রধান
অনপেক, অথচ প্রবৃত্ত হন। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা

হইলে কখন বহুত্ববিধভাবে পরিণত হন, কখন হন না। ইহা ভুলক বা প্রামাণ্য নহে। শব্দরাতার্য পরিণামবান স্বীকার না করিয়া অর্থাৎ এই ভগ্ন প্রকৃতির পরিণাম ইহা না বলিয়া তিনি এই ভগ্ন ব্রহ্মের নিবর্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন ও এই বস্তু বসিও অবৈদিক তাহা হইলেও বেদের কতিপয়মিহিত এইরূপ স্বীকার করিয়া সাংখ্যের পরিণামবান নিরাকরণ করিয়াছেন। (বেদান্তসার ২ অঃ)

পরিণাম, একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-ধর্মপ্রচারক, ইনি স্বয়ং বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করিয়া বিখ্যাত হন। খেড়া জেলার ইহার সমাধিস্থির অব্যাপি বর্তমান আছে। ইহার শিষ্যসম্প্রদায় জন্মগতই ভিন্নমত আশ্রয় করিতেছে।

পরিণামক (জি) পরিণাম-স্বার্থ-কন্। ১ পরিণাম। ২ পরিণামযুক্ত।

“কালএব নৃণাং ক্ষত্রঃ কালশচ পরিণামকঃ।

কালো নয়তি সর্গং বৈ হেতুভূতান্ত মদিথাঃ।”

(হরিবংশ ৬০ অধ্যায়)

পরিণামদর্শিন্ (জি) পরিণাম শেষে গন্ততি দৃশ-গিনি। সূক্ষ্ম-দর্শী, উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া যে কর্ম করে, শেষভ্রষ্টা, যে কর্ম করিলে যোগ্য ফললাভ হয়, তাহা যে অনুভব করিতে পারে।

পরিণামশূল (পুং) পরিণামে পরিণাকে চরমাবস্থায় শূলং বস্তু বা পরিণামে ভুক্তারাদেঃ পরিণাকে উৎপন্ন্যে শূলং বস্মাৎ। শূলরোগবিশেষ। ভুক্তভ্রব্যের বসন পরিণাক হয়, তখন এই রোগ উপস্থিত হয়, এই ভক্ত ইহাকে পরিণামশূল কহে। ইহাকে চলিত কথায় বলা যায়, পরিণাকের সময় বেদনা ধরা। ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, স্বকীয়কারণে অর্থাৎ লক্ষ্যনির্ধারণ কুপিত বলবান্ বায়ু লবীপঙ্ক হইয়া কক্ষ ও শিল্পকে দ্রুতিত করিয়া পরিণামশূল উৎপাদন করে। পরিণামশূল ভুক্তভ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় উদ্ভূত হইয়া থাকে। বাতজাদি ভেদে পরিণামশূলের লক্ষণ সংক্ষেপে লিখিত হইল। বাতজ পরিণামশূলে আগ্রান, আটোপ, মল-বৃদ্ধির রুদ্ধতা, মানি ও কম্প হয়। শিথ ও উষ্ণ জিহ্বা দ্বারা এই রোগ উপশম হয়। পৈত্তিক পরিণামশূলে পিপাসা, দাহ, মানি ও স্বর্ণোপশম হইয়া থাকে। কটু, অন্ন ও লবণসমৃদ্ধ ভ্রব্যসেবনে এই রোগ বৃদ্ধি এবং শীতক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়। স্নৈয়িক পরিণামশূলে বসি, ক্লান্তি, সংমোহ ও অন্ন বেদনা হয়। এই বেদনা দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে। কটু ও তিক্তরস সেবনে এই রোগ প্রশমিত হয়। উষ্ণ দুইটা সোলের মিলিত লক্ষণদ্বারা শিথোক্ত এবং জিহ্বোক্ত মিলিত লক্ষণদ্বারা স্নৈয়িক পরিণামশূল জানিতে হইবে।

জিহ্বোক্ত পরিণামশূলে রোগীর মাংসবল ও কর্মক্ষমতা ক্রীণ হইয়া অস্বাভ্যাস হয়। পরিণামশূলের লক্ষণ লিখিত হইল, এখন ইহার চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইতেছে, পরিণামশূলেরোগ নিবারণের জন্য প্রথম উপবাস, বমন ও বিরেচনপ্রয়োগ করিতে হইবে। বমনকলের কাথ দ্রব্যব্যবহারে, এবং কান্তার, পোণ্ডক বা কোষকার, ইচ্ছুরক কিংবা নিজের কাথ বা ভিডলাউ ইহাদের রস আকর্ষ পর্বাত রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইতে হইবে। তেউকী বা নীলীচূর্ণ তেরেণ্ডার তেলের সহিত পান করিলে বিরেচন হয়, ইহাতে পরিণামশূল সন্ধ্যা নিবারিত হয়।

বিড়লের ততুল, জিতু, তেউকী, দলী ও চিত্ত এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ বস্তুর পরিণাম, তাহার শিথ ও শুষ্ক সহ মোদক প্রস্তুত করিয়া ২ তোলা পরিমাণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে জিহ্বোক্ত পরিণামশূল প্রশমিত হয়। শুষ্ক, তিল ও শুষ্ক সমভাগে হুড়দারা সেবন করিয়া লেহন করিলে তিন সাতার মধ্যে পরিণামশূল নিবারিত হয়। শব্দভ্রমচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। দোহ, হরিতকী পিঙ্গলী ও শুষ্কচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়। জলসংযুক্ত স্নগক নারিকেলের মধ্যে সৈন্দব পুরিয়া ঘৃতিকাধারা তাহাতে অল্পসি পরিমাণ লেপ দিতে হইবে। তাহার পর উহাকে ঘুটিয়ার অমিতে গোড়াইয়া উহার মধ্যস্থ সৈন্দব-সংযুক্ত নারিকেল যথামাত্রায় পিঙ্গলীর সহিত ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার পরিণামশূল নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—লোহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

“লোহচূর্ণসমায়ুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমেব বা।

মধুনা স্মাদিতং ক্রয় ! পরিণামাশূলমুৎ ॥” (গরুড়পুং)

হারিতসংহিতার চিকিৎসিত স্থানে ৯ অধ্যায়ে পরিণাম শূলের চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ আছে—

পরিণামশূলে—তিক্ত ও মধুর ভ্রব্যাদি বমন, বিরেচন ও বস্তিক্রিয়া উপকারক। শুষ্কচূর্ণ দুই তোলা ও শুষ্ক দুই তোলা ঘৃদের সহিত পায়ল করিয়া সেবন করিলে প্রবল পরিণামশূল নষ্ট হয়। শব্দকের গর্ভস্থিত মাংস সকল নিকালিত করিয়া উহার আবরণ ভঙ্গ করিয়া তাহার এক বা দুইমাথা উষ্ণজলে গুলিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। ইহা পান করিবার পূর্বে ঘৃত কবল করিতে হয়। অগ্ন্যভ্যাসন

পরিণিহসক করিয়া নরনংস্ক দ্বির সহিত মটর ও ববের ছাত্ত
তক্ষণ করিলে মীত্র পরিণামশুল প্রেমিত হয়। তিল, তুঁট
হরিতকী ও শব্দ একত্র করিয়া একতোলা প্রমাণ শুদ্ধিকা
প্রস্তুত করিবে। ইহা ভিন্ন শব্দকারি শুদ্ধিকা, শম্বরস-
শুদ্ধিকা, সামুদ্রাস্যচূর্ণ, মণ্ডাত্তলোহ, শিরসীমৃত, বীজপূর্যাস্যমৃত,
কোলাদিমধুর, কীরমধুর প্রভৃতি ঔষধ সকল পরিণামশুলে
বিশেষ উপকারক। (ভৈবজ্যার শ্লোমি) [শ্লোরোগ দেখ।]
পরিণামিন্ (জি) পরি-শব্দ-শিনি। পরিণামবৃত্ত, বাহার পরি-
ণাম হয়, সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়ের মধ্যে
প্রকৃতিরই পরিণাম হয়, পুরুষের হয় না, এরূপ বিবৃত
হইরাছে। প্রকৃতিই পরিণামিনী।

"শূন্যতাবিষয়ে ঘরোরেকতরত হানে হস্তভরণযোগঃ।"

(সাংখ্য ১।৭০)

দ্বিতীয় পূর্বে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই পদার্থ ছিল, তাহা বলিয়া
এই উক্তই অগৎকারণ নহে। উক্ত উক্তরের পূর্ববর্তিতা
থাকিলেও কারণতাপক অবর ও কতিরেক যুক্তিঘরের
বলে একটায়ই কারণতা অর্থাৎ কেবল প্রকৃতির কারণতা
অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে অগৎ উৎপন্ন হয়, কেবল প্রকৃতিই
পরিণামিনী ইহা স্থিরীকৃত হইরাছে। [প্রকৃতি ও পরিণাম দেখ।]
পরিণামদৃষ্টি (জী) পরিণামে দৃষ্টি। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। (জি)
২ যিনি ভবিষ্যৎ বিষয়ে দৃষ্টি করেন।

পরিণায় (পুং) পরিতো বাসনক্ষিপ্তো নরনং। পরি-নী-বঞ্
(পরিণোদীনা হুতাস্ত্রেরোঃ। পা ৩।৩০৭) চারিদিকে
পাশার শুটচলা, শারীর চারিদিকে নরনং। ২ বিবাহ। বঞ্
প্রত্যয় পরে বাহ্যপ্রযুক্ত উপসর্গের দীর্ঘ হয়, এই নিয়মামুসারে
পরিণ ইকার দীর্ঘ করিলে 'পরিণায়' এইরূপ পদ হইবে।

পরিণায়ক (পুং) পরি-নী-বুল্। ১ সেনাপতি। ২ স্বামী।

পরিণায়ক রত্ন, বৌদ্ধসাম্রাজ্যবর্তীদিগের সপ্তধনের অন্তর্গত
একটা ধন। (দিব্যাধান ২।১।১৮)

পরিণাহ (পুং) পরিনহাতেহনেন ইতি পরিনহ-বঞ্। ১ বিস্তার
পর্যায়—বিখ্যাত, চলিত উল্লার, চোড়া।

"অরস্ত্রীনাং সহস্রক শতানি দশপঞ্চ ৮।

পরিণাহন্ত বৃক্ষত কলানাং রসভেদিতান্।" (ভারত ৩।৭।২২)

বঞ্ পরে ইকারের দীর্ঘ করিয়া 'পরিণাহ' এইরূপ হইবে।

পরিণাহবৎ (জি) পরিণাহ বদাদিচ্চাৎ বাহ্ মতুপ্, মত ব।
বিস্তারযুক্ত।

পরিণাহিন্ (জি) পরিণাহ-বদাদিচ্চাদিনি। পরিণাহযুক্ত,
বিস্তারযুক্ত। (পানিনি ৪।২।৩৬)

পরিণিহসক (জি) পরি-শিনি-চূষনার্থে ক, ভতো ৭ৎ।

১ চূষনকারী। ২ তক্ষণকারী। "কলানাং পরিণিহসকঃ।"

(ভট্ট ৩।১৩৬)

পরিণিহসা (জী) পরি-শিনি-অ, টাপ্। ১ চূষন। ২ তক্ষণ।

পরিণিনংস্ (জি) ১ পরিণত হইতে ইচ্ছুক। (পুং) ২ তীক্ষ্ণ-
প্রহারেচ্ছুক। "তথৈব রম্যঃ পরিণিনংস্ জরলাবুপতি" (রাঘ ৪।৩৪)

পরিণীত (জি) পরি-নী-ক্ত। বিবাহিত, বাহার শাস্ত্রানুসারে
বিবাহ হইরাছে।

পরিণেতৃ (পুং) পরিনহতীতি পরি-নী-তৃহ। বোলা, ভতী,
বিবাহকর্তা স্বামী।

"কিঁতৈ দণ্ডরতো দণ্ডান্ পরিণেতুঃ প্রোতয়ে।

অপার্বকামো ততাতাং ধন্যএব মনীষিণঃ॥" (রঘু ১।২৫)

২ পরিতো নেতা, চতুর্দিকে নরনকারী।

পরিণেয় (জি) পরি-নী-বৎ। ১ পরিত নরনীর, চতুর্দিকে
নীরমান। ২ বিবাহের যোগ্য। জিহাং টাপ্, পরিণেমা, পরি-
ণয়ের যোগ্য।

পরিণিত, বোঝাই প্রদেহনকারী রজকজাতি। ইহার পূর্বে
জাতিতে কুণবি ছিল বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু 'কাপড়
কাচা' বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবধি ইহাদের পরিণিত আখ্যা
লাভ হইরাছে। ইহার পূর্বে কোথায় ছিল এবং কোন
সময়েই বা এখানে আসিয়াছে, তাহার কিছুই জানা যায় না।
পুরুষগণের নামের শেষে 'মেহতর' (দলপতি) ও স্ত্রীলোক-
দিগের নামের শেষে 'বাই' শব্দের যোগ দেখা যায়। অজুদে,
আদমানি, আরাবেক, বিরাট, বকড়, বেহাড়ে, বোম্বলে,
ভাগবৎ, দলবি, দেশাই, গব্বি, গাইকবাড়, গৈবারাইকর,
কদম্ব, কাটে, কোথলে, লাকগে, মানে, ফন্দ, রাবৎ, সোঁকড়,
সালুকে, শলানে, শীর্ধাৎ, শোম্বলে, সোনামে, তরোতে ও
ধানেকর নামে ইহাদের মধ্যে এককটি বিভিন্ন পদবীযুক্ত
থাক দেখা যায়। এক পদবীযুক্ত হইলে ইহাদের মধ্যে বিবাহ
হয় না। আম্রপত্র, কইগাছ, খেত আকন, কাণ্ডনী গাছের
ডাঁটা, কদম্বপত্র বা পুষ্প, এবং 'কর্তক' লতা, এই পঞ্চপদবী
ইহাদের বিবাহের 'দেবক'। আম্রদলগরের অন্তর্গত
অগদ্বীওর বহিরোবা (ভৈরব) দেবী, পুষ্পার দাবলমলিক,
ভুলজাপুরের দেবী, এবং জেজুরির খাণ্ডোবা ইহাদের প্রধান
উপাস্য দেবতা।

পরিণতগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—পরিণত ও কহ-
পরিণত। কোথাও কোথাও পরিণত, উক (উহ) পরিণত, ও
নিয় পরিণত, এই তিনটি ভাগ দৃষ্ট হয়। কহ পরিণত জাতিতে
নিকট এবং ভিন্ন জাতির সংস্রবে উৎপন্ন। উক্তর সম্মুখদেই
একত্র আহাঁরাবি করে না অথবা পরস্পরের মধ্যে আপদাপন

কতারা আঁধারপ্রধান করে না। সামাজিক প্রকৃতিতে ইহারা কুণবিদগের অহরূপ। হুদের জন্ত গো-বহি ও খাঁদের জন্ত ছাগলাহি ও পালিত পক্ষী সকল পালন করে। ইহারা উৎসব উপলক্ষে ও উপবাসদিতে দান করে, এতদ্বিধ প্রত্যহ ইহারা ভোজনের পূর্বে কেবলমাত্র হাত ও পা ধুইয়া থাকে। দানান্তে ইহারা পুষ্পচন্দন দিয়া গৃহস্থিত দেবপূজা করে। গো ও শূকর মাংস ব্যতীত ইহারা জন্ত সকল প্রকার মাংস, এবং মানকতার জন্ত মধ্য ও তাজ পান করিয়া থাকে। পুরুষেরা টিকি রাখে। গ্রীষ্মকাল উত্তরের পরি-জন্মই হিন্দুর মত এবং কুণবি জাতির জায় বিশেষ কার্যোপলক্ষে পুরুষেরা ও গ্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিত্তে ভালবাসে। সহরের অধিবাসী পরিত্তেরা একমাত্র রজকবৃত্তি দ্বারা এবং গ্রামবাসিগণ উক্ত বৃত্তি ব্যতীত কৃষিকার্য্য দ্বারা ও কীটিকানিকাহ করে। ইহারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাপড়াদি লইয়া নদীতীরে গমন করে এবং কাপড়াদি কাচিয়া সাংকালে গৃহে প্রত্যাগত হয়। গ্রীলোকেরা গৃহাদির কার্য্যসমাপন করিয়া পুরুষদিগের সহিত কাপড় ধোতকরণে অথবা হলচালনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। অজ্ঞাত সময়ে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা কুণবিদিগের জায় মনে করিলেও, যখন ইহারা কাপড় ধোত করিয়া আনে, তখন ইহারা কুণবি অপেক্ষা অনেকাংশে নিকট বলিয়া গণ্য হয়। কারণ সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ পরিত্তদিগের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে অশুচিবোধে দান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের ধোতবস্ত্র তুলসীগাছের জল দিয়া শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করেন। বিবাহাদিতে যখন 'সমুখ' (বরের মা কনের মুখ দেখেন) প্রথা অহুস্তিত হয়, সেই সময় পদতলে বিছাইবার জন্ত একখানি বিস্তৃত বস্ত্র পরিত্তদিগকে দিতে হয় এবং বরকনে একত্র বাটীতে গুভাগমন করিলে 'বরাত' উৎসবেও তাহাদিগকে ঐ বস্ত্র সরবরাহ করিতে হয়। কার্তিকমাসে দেওয়ালী উৎসবে ইহারা সঙ্গীক একখানি মুক্তিকার থালে প্রদীপ, পাণ ও ধাত্ত রাখিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের (বাহার বাহার কাপড় কাচে) দ্বারদেশে যাইয়া আরতি করে এবং তাহাদের দত্ত পয়সা লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়।

ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, মুখ গোল, নাসিকা পুরু, বলিষ্ঠ, এবং গোলগাল। আকৃতিগত সৌন্দর্য্যে 'কুরুবর' রাখাল জাতির সহিত অনেক মিলে। প্রায় সকল জাতির পাচিত অন্ন ইহারা গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণীর অসৌচান্তে বস্ত্র ধোত করে বলিয়া ইহারা মাসে মাসে একদিন ব্রাহ্মণবাড়ী প্রসাদ পাইয়া থাকে। কতারা ১০।১২ বৎসরে এবং পুত্রের ১৬।২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়। বিধবা-বিবাহ ও বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে।

বরের পিতা বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া দিলে, কতারা পিতা বর, বরকর্ত্তা ও তাহার আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রিত করিয়া আপনায় বাটীর নিকটস্থ একটী নির্দিষ্ট ভবনে আনিয়া রাখে। পরদিন ঐ বালককে হরিদ্রা মাখাইয়া দেয় এবং একত্রী চতুর্দশ দ্বানের চারি কোণে চারিটী জনপূর্ণ কলসী রাখিয়া, তাহার গলায় সুতা বেঁধেন করে। যখন ঐ চতুর্দশ মধ্যে বালককে দান করান হয়, তখন চারিদিকে চারিজন লোক অঙ্কুলি উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; ঐ সময় পুনরায় তাহাদের আঙ্কুলে লাগাইয়া হুতা দিয়া বিসর্জিত হয়। দানের পর বালক বহিবেষ্টিত হুতার, নিয়ে আসিয়া দাঁড়ায় এবং একজন লম্বা গ্রীলোক প্রদীপ ও ধাত্ত লইয়া তাহাকে বরণ করে এবং ধাত্তগুলি (কুতে ধরিবে না বলিয়া) বরের চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। এ দিকে কতারা বাটীতেও কতাকে ঐরূপভাবে দান করান ইহারা থাকে। বিবাহ দিনে পাঁজকে নুতন বেশ ভূষার সম্ভিত করিয়া কতারা ভবনে লইয়া যাওয়া হয় এবং কতারা বামদিকে বরকে ও একখানি টুলের উপর পাশাপাশিভাবে বসাইয়া দেয়। ঐ সময়ে তাহাদের মাথার উপর একখানি হরিত্রাচিত্রিত বস্ত্র আচ্ছাদন দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ (গ্রাম্য জোয়ী) পুরোহিত আসিয়া উত্তরকে ধাত্ত দিয়া আশীর্বাদ করেন এবং কতারা গলায় মঙ্গলহুত ও পরে কতারা বাম ও বরের দক্ষিণ হস্তে হলুদের শিকড়ের সহিত 'কঙ্কণ' বা হুতা বাঁধিয়া দেন। ঐদিন সন্ধ্যার সময় বরকর্ত্তা উত্তরেই বরের বাটীতে গমনকালে পশ্চিমধ্যে মারাত্মীয় পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহের মন্ত্রতন্ত্র নাই, কতাকে কঙ্কলে বসাইয়া বরের পিতা কতারা সীমন্ত-সিন্দুর দান করে এবং বালিকার কোলে ঐটী নারিকেল ও পাঁচটা খন্ডুর দেয়। কতারা পুষ্পোৎসবে পাঁচদিন অশৌচ থাকে, পরে শুভদিনে গ্রীকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ইহারা কতকাংশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মসেবী এবং কতকাংশে লিঙ্গায়তদিগের অহরূপকারী। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ইহাদের সেরূপ ভক্তি, লিঙ্গায়ত জন্মদিগের প্রতিও তদহরূপ। মুসলমান কবিরের উপরও ইহাদের বিশেষ অহরূপ ও আস্থা আছে। বিবাহ সময়ে ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করে এবং হুতার পর লিঙ্গায়ত প্রণাম্যুসারে তাহাদের কবর হইবার জন্ত জল দিয়া আসিয়া বাজন করে। যে সকল ব্যক্তি শবদেহে প্রোথিত করিবার জন্ত কবরস্থান পর্য্যন্ত গমন করে, সেই সকল ব্যক্তি কিরিয়া আসিবার কালে কতকগুলি দুর্লভাধার সঙ্গে করিয়া আনে। যেখানে মানবদেহ হইতে প্রাপ্যায় বহির্গত হইয়াছিল, সেই স্থানে রক্তিত জলপাত্র ঐ দুর্লভাগুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। তৃতীয় দিনে উত্তম উত্তম অন্নবাঞ্ছনাধি

নইরা কবরের সম্মুখে বাইরা প্রেতের লজ রাখিয়া দেয়।
দশম দিবসে জাতিভোজন হইয়া থাকে।

যে দিনারত ইহাদের বংশপরম্পরার শুরু হয়, তিনি
‘মাদিবলাবা’ * নামে খ্যাত। বেলগাম জেলার বনমা দেবী
ইহাদের কুলদেবতা। হিন্দু পক্ষাদিতে ইহারা যোগদান করে
এবং আবাচ ও কার্তিকবাসের ওলা একাদশীতে এবং শিবরাত্রে
ইহার উপবাস করে। তবিবাহাগি, সামুদ্রিক বিদ্যা ও ডাকিনী
বোদিনির কথাই ইহাদের বিশ্বাস আছে। শ্রী প্রস্তুত
হইলে ৪ দিন অপৌচ থাকে। পঞ্চমদিনে জাতশিও ও
প্রস্তুতিকে দান করাইরা দেয়, ঐ দিন বটপূজা ও উপ-
স্থিত কুটুম্বগণকে মাংস ও মিষ্টান্ন ভোজন এবং জন্মোদন দিনে
পুত্রের নামকরণ হয়। সামাজিক কোন পোলযোগ বা বিবাদ
হইলে একটা পকারত আহুত হয়। শুরু আসিয়া সভাপতির
আসিন গ্রহণ করেন। পকারতের বিচারে সকল নিষ্পত্তি
হইয়া থাকে।

পরিতকন (স্ত্রী) ইতস্ততঃ ভ্রমণ, ঘুরিয়া বেড়ান।

পরিতকন (স্ত্রী) পরি-তক হসনে মনিন্। পরিতোগমন,
চতুর্দিকে গমন। তদর্হতি যৎ, পরিতক্কা। পরিতোগন্তব্য,
চতুর্দিকে গমনীয়। “যঃ পুরসাতা পরিতক্কো যনে” (শ্লোক ১।৩।১৩)
‘পরিতক্কো পরিতোগন্তব্যো’ (সারণ)

পরিতক্কা (জি) পরি-তন-ক্। সর্গতোবাপ্ত, চারিদিকে
বাপ্ত। “পরিষা পরিতক্কা” (অপর্ক ১।৩।১৫) ‘পরিতক্কা
সর্গতো বাপ্তেন’ (ভাষ্য)

পরিতপ্ত (জি) পরি-তপ-ক্ত। পরিতাপযুক্ত, বাহার পরি-
তাপ হইয়াছে।

পরিতপ্তি (স্ত্রী) পরি-তপ-ক্তিন্। পরিতাপ।

পরিতর্কণ (স্ত্রী) ১ বিবেচনা। ২ একাগ্র চিন্তা।

পরিতর্কিত (জি) সম্যক বিবেচিত। বাগ্‌হুবাদ দ্বারা স্থিরীকৃত।

পরিতর্পণ (জি) পরিতুটিকর। (স্ত্রী) সম্যক তৃপ্তি।

পরিতর্পিত (জি) বাহাতে তৃপ্তি করান হইয়াছে।

পরিতপ্ (অব্য) পরি-তসিন্ (পর্ষাভিত্যাক। পা ৫।৩।২)
সর্গতঃ, সকলদিকে, চতুর্দিকে অভিযাপ্তি। চারিদিকে,
সর্গতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে। পরিতঃ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া
বিভক্তি হয়, বণা ওক্তাঃ ককঃ পরিতঃ, ইত্যাদি।

“পুরোপকঠোপবনাশ্রাণাঃ কলাপিনামুদত্তত্যাহেতৌ।

প্রগাতিশকে পরিতোদিগন্তান্ চূর্ঘ্যম্বে বৃহতি মদলার্থে ॥”

(রঘু ৬।৯)

পরিতাপ (পুং) পরি সর্গতোভাবেন তপ্যতেহেনেহ পরি-
তপ-বঞ। ১ হৃৎ, সভাপ, ননভাপ। ২ নরকান্তর।

‘পরিতাপস্ত পুংসি তপ্যে চ নরকান্তরে।’ (মেদিনী)

৩ শোক। ৪ ভয়। ৫ কন্দ। ৬ অভ্যুত্থাত।

“পরিতাপক গাজেভ্যঃ পীড়া বাদ্যাক কংসনঃ।

অপহস্তি নরবান্। দয়াং কুরু মহীপতে ॥” (মার্ক পু ১।৫।৩৯)

পরিতাপিন্ (জি) পরিতাপ অত্যর্থে ইনি। পরিতাপযুক্ত,
বাহার পরিতাপ হইয়াছে।

পরিতারণীয় (জি) পরিতারণের যোগ্য। রক্ষণীয়।

পরিতিক্ত (জি) অত্যন্ত তিক্ত। ২ বৃক্‌ভেদ, নিম (Melia
Azedarach)।

পরিতুষ্ঠ (জি) পরি-তুষ-ক্ত। পরিতোষযুক্ত, সন্তুষ্ট।

“বৎপ্রার্থাতে যদা তুপ যদা চ কুলনন্দন।

মন্তব্যং প্রোণাত্যং সর্গং পরিতুষ্ঠী দদামি তৎ ॥”

(মার্ক পু ৯।১০)

পরিতুষ্টি (স্ত্রী) পরি-তুষ-ক্তিন্। পরিতোষ, সন্তোষ।

পরিতৃপ্ত (জি) পরি-তৃপ কর্তরি-ক্ত। সম্যক তৃপ্তিযুক্ত।

পরিতোষ (পুং) পরি-তুষ-বঞ। সন্তোষ, সকলরূপে তুষ্টি।

পরিতোষণ (জি) বাহাতে তুষ্টি হয়। (স্ত্রী) পরি সর্গতো
ভাবেন তোষণং। তুষ্টি।

“যদত্র ক্রিয়তে কর্ণ ভগবৎপরিতোষণম্।

জ্ঞানং যতদধীনং হি তত্ত্বিযোগসমমিতম্ ॥” (ভাগ ১।৫।৩৫)

পরিতোষয়িতৃ (জি) পরিতোষকারী, বাহাতে তুষ্টি সম্পাদন
হয়।

পরিতোষবৎ (জি) পরিতোষ বিদ্যাতেহত, পরিতোষ-মতুপ,
মত ব। পরিতোষযুক্ত, সন্তুষ্ট।

পরিতোষিন্ (জি) পরিতোষ অত্যন্ত ইনি। পরিতুষ্টি, সন্তুষ্ট।

পরিত্যক্ত (জি) পরিত্যক্তি তাক্-ত্‌হ্। পরিত্যাগকারী,
যে পরিত্যাগ করিয়াছে।

“অকারণপরিত্যক্তা মাতাপিত্রৌত্তরোত্তরা ॥” (মহু ৩।১৫৭)

পরিত্যক্ত (স্ত্রী) পরি-তাক্-কিপ্। পরিত্যাপ্তি।

পরিত্যক্ত্য (জি) পরি-তাক্-বৎ। পরিত্যাগের যোগ্য।
বর্জনীয়। বাহা পরিত্যাগ করা যায়।

পরিত্যক্ত (জি) পরি-তাক্-ক্ত। বাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

পরিত্যজন (স্ত্রী) পরি-তাক্-জন্। পরিত্যাগ, বর্জন।

পরিত্যাগ (পুং) পরিত্যজনমিতি পরি-তাক্-বঞ। সর্গতো-
ভাবে বর্জন, পর্ষায়—হোষণ। (ত্রিকা)

“গুরোরাবলিগত কার্যাকার্যনকানতঃ।

উৎপৎপ্রতিপন্ন পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥” (যৎতত্বক)

* মাদিবলদিবের আচার্য। কবাড়ী ভাষার মতককে মাদিবল বলে।

পরিভাগসেন (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাসরিংসা ৪২৫৪)

পরিভাগিন্ (জি) পরিভাগ-অভ্যর্থ ইনি। পরিভাগবৃদ্ধ, যিনি পরিভাগ করেন। “অহরকেন্তথা চাষ্টৈরপরিভাগিতি প্রিয়ঃ।” (পৌঃ স্মাঃ ১৭২১০২)

পরিভাজন (স্রী) পরিভাগ। “সকলুখলালিগ্রাহরেণ গ্রাপপরিভাজনাৎ” (অহু। ৮৩১৬ ক্লৃক)

পরিভাজ্য (জি) পরি-ভজ-ণ্যৎ। পরিভাগের যোগ্য। বাহা পরিভাগ করা যায়। “তাবদপ্যপরিভাজ্যং কুমের পাণ্ডবান্ প্রেতি।” (ভারত উদযোগপর্ক)

পরিভ্রান্ত (জি) পরি-ভ্রস-ক্ত। ভীত।

পরিভ্রাণ (স্রী) পরিভ্রাণতে ইতি পরি-ভ্রৈ-লুট্। ১ রক্ষণ, বারপোশ্যের নিবারণ। পর্যায়—পর্যাপ্তি, হস্তধারণ।

“পরিভ্রাণার সাধনাং বিনাশার চ হস্ততাৎ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্ত্যমি যুগে যুগে ॥” (গীতা ৪৮)

পরিভ্রাত (জি) পরি-ভ্রৈ-ক্ত। রক্ষিত।

পরিভ্রাতব্য (জি) পরি-ভ্রা-তব্য। পরিভ্রাণের যোগ্য।

পরিভ্রাতৃ (জি) পরি-ভ্রা-তৃহ। পরিভ্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা। যিনি পরিভ্রাণ করেন।

পরিভ্রায়ক (জি) পরিভ্রাতা, পরিভ্রাণকর্তা।

পরিদংশিত (জি) পরিদংশো জাতোহস্ত তারকাদিভাদিতহ। কৃতসরাহ। (ভারত ৪১৩৬ অ°)

পরিদর (পুং) দস্তরোগভেদ (Sponginess of Gums)। দস্তমূলে এই পীড়া হইলে শীতল রোগের ভায় রক্তমোক্ষণ করিয়া শুষ্ক ও ত্রিফলার কাণে গণ্ডু ধারণ করিবে। প্রিয়ঙ্গু, মূতা ও ত্রিফলা একত্র বাটীয়া প্রলেপ দিলে কতকাংশ উপশম হয়। দস্তমূত্রির কোমলতা। (সুশ্রুত নি° ১৬ অ°)

পরিদর্শন (স্রী) পরি-দৃশ-লুট্। সমাক্রমে অবলোকন।

পরিদান (স্রী) পরিদীর্ঘতে ইতি পরি-দা-ভাবে লুট্। পরি-বর্ত, বিনিময়, প্রতিরূপদান।

পরিদায় (পুং) পরি-দা-ষৎ। আমোদদায়ী, সুগন্ধ। “সুপা-রিত্ত গিরেঃ পাদৈঃ পরিদায়ৈঃ সুপারিণৈঃ।” (হরিব° ২১৮ অ°)

পরিদায়িন্ (পুং) পরিভাজ্য শাস্ত্রধর্ম্য দণ্ডাভীতি পরি-দা-গিনি। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে তাহার কনিষ্ঠকে কস্তাদানকারী। এইরূপ বিবাহ, শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যিনি উক্ত রূপ পাত্রকে কস্তাদান করেন এবং বে বিবাহ করে, উভয়ই পতিত হয়। “জ্যেষ্ঠে অনির্কিষ্টে কনীনান্ নির্কিশন্ পরিবেস্তা ভবতি পরিবিনো জ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কস্তা পরিদায়ী দাতা, পরিকর্তা বাজকতে সর্কে পতিতাঃ” (উদাহতকথ্য হারীতঙ্গ°)

পরিদাহ (পুং) পরি-দহ-ষৎ। ১ অভ্যন্তদাহ। ২ মানসিক হঃখ।

পরিদাহিন্ (জি) পরিদাহ-অভ্যর্থ ইনি। পরিদাহবৃদ্ধ, অভ্যন্তদাহবৃদ্ধ। (পাণিনি ৩২।১৪২)

পরিদীন (জি) পরি সর্বতোভাভেন দীনঃ। অতিশয় মানসিক ক্লিষ্ট। অতি বিষর্ষ। (স্মাঃ ৪২২।১)

পরিদুর্ভল (জি) পরি অতিশয়েন দুর্ভলঃ। অতি দুর্ভল। অতিশয় ক্ষীণ। কাষ্ঠাক্ষম। (মার্ক° পু° ২৪।১৬)

পরিদেব (পুং) পরিদেবন, অহুশোচন, হঃখ।

“কিন্তু সঙ্গ সংগ্রামে বৃত্ত হুঃখাধনঃ প্রেতি।

পরিধেবো মহানদা জ্যেষ্ঠা যে নাভিনন্দনম্ ॥”

(ভারত° ৭৮৪।৪)

পরিদেবক (জি) পরিদেবরতীতি পরি-দেব-বুল্। পরিদেবন-কারী, অহুশোচনকারী, অহুতাপকারী, বিলাপকারী।

পরিদেবন (স্রী) পরি-দিব-লুট্। অহুশোচনোক্তি, বিলাপ, অহুশোচনা, অহুতাপ।

“পরিদেবনক পাঞ্চালা বাসুদেবস্ত সন্নিধৌ।

আশাসনক ক্লকস্ত হুঃখার্থীয়াঃ প্রেক্ষিতম্ ॥” (ভারত ১২।১৪৬)

পরিদেবনা (স্রী) পরিদেবরতীতি পরি-দিব-বৃহ, (গায়-প্রহো বৃহ্। পা অ৩।১০৭) ততটাপ্। শোকনিমিত্ত বিলাপ, হঃখে অহুশোচনা।

“অযাক্ষাণীনি তুতানি বাক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনাভেব তত্র কা পরিদেবনা ॥” (গীতা° ২ অ°)

পরিদেবিত (জি) পরি-দেবি-ক্ত। ১ বিলাপ। ২ হুঃখিত, ক্লিষ্ট।

পরিদেবিন্ (জি) পরি-দিব-ভাক্ষীল্যে গিনি। পরিদেবনশীল। বিলাপকারী, স্ত্রিঃয় ভীপ্। “কল্পপরিদেবিনী” (সকুন্তলা)

পরিদ্রষ্ট (জি) পরি-দৃশ-তৃহ। পরিদর্শনকারী।

পরিদ্রীপ (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১০০ অ°)

পরিদ্রেশস্ (জি) সর্বতোভাবে বিক্ৰাচাচারী।

পরিধর্ষণ (স্রী) পরি-ধ্ব-লুট্। আক্রমণ।

পরিধান (স্রী) পরিধীরতে বৎ, পরি-ধা-কশ্বগি লুট্। পরি-ধেয় বস্ত্র, পর্যায়—অস্ত্রীর, উপসংখ্যান, অধোহঃগত।

“বরং বনং ব্যাগ্রজগাদিসেবিতং জলেন ধীনং বহুকটকাবৃতং।

তুগানি শয্যা পরিধানবক্ষণং ন বহুসম্যে ধনধীনীভীতিতম্ ॥”

(পঞ্চতন্ত্র ৪।২৩)

২ পরা। ৩ পিধান, আচ্ছাদন।

পরিধানীয় (জি) পরি-ধা-অদীরহ্। পরিধানের যোগ্য, পরি-ধেয় বস্ত্রাদি। স্ত্রিঃয় টাপ্। পরিধানীয়া শ্রাদ্ধাদিহিতা উক্তবাৎ। “সর্বত্রোক্তমাং পরিধানীরেতি বিভাৎ।” (আখ° প্রো° ২।১৬।৩)

পরিধাপন (স্রী) পরি-ধাপি-লুট্। ১ পরিধেয়বস্ত্র। ২ পরান, পরিধান করান।

পরিধাপনীয় (ত্রি) পরি-ধাপ-অনীয়ত্ব। পরিধানের যোগ্য।

পরিধায় (পুং) পরিধীরতেহর, পরি-ধা-বঞ। ১ জলহান।

২ পরিচ্ছদ, আধার। ৩ নিত্যত্ব। জনহানের পরিবর্তে কেহ কেহ জনহান এই পাঠ করেন। ভাবে বঞ। ৪ পরিধান।

‘পরিধায়ো জলহানে পরিচ্ছদনিতবয়োঃ’ (মেদিনী)

মেদিনী, হেমচন্দ্র প্রভৃতি পরিধায় অর্থে জলহান এই অর্থই করিয়াছেন।

পরিধায়ক (পুং) ১ আচ্ছাদক। ‘পরিধায়কো হুপত আচ্ছাদকঃ’ (অঙ্ক ১।৫২।৫ সারণ) ২ কেটনী, বেড়া।

পরিধায়ণ (স্ত্রী) পরি-ধারি-লুট। প্রতিবন্ধক।

পরিধার্য (ত্রি) পরি-ধৃ-ণ্যৎ। পরিধায়ণযোগ্য। রক্ষণীয়।

(হরিকণ্ঠ ১২৭ অ)

পরিধাবিন্ (ত্রি) পরিধাবনকারী, ভ্রমণকারী।

পরিধাবিন্ (পুং) বহি সংবৎসরের অন্তর্গত একটা সংবৎসর।

পরিধি (পুং) পরিধীরতেহনেন পরি-ধা-কি (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।২২) পরিবেশ, বস্তির সমস্তাৎ রেখা।

২ চন্দ্রসূর্যের মণ্ডল, চন্দ্রসূর্যাসদীপ মণ্ডল।

‘অনুগম্যসুপেবিবান্ বভৌ পরিধেযুক্ত ইবোক্ষদীধিতিঃ’

(রঘু ৮।৩০)

৩ বস্তির তরুশাখা। ‘ধারিণঃ পলাশঃ বৈকবিশতিদার-কমিঞ্চ্য কয়োতি তরঃ পরিধয়ঃ’ (আপত্য)

‘পরিধিনা বজ্রিরক্ষ-শাখারামুপস্থ্যকে’ (মেদিনী)

৪ ভূগোলাদির ঘেষন। (শীলাবতী) পরিধীরতে যদিত পরি-ধা-কন্দ্রপি কি। ৫ পরিধেয় বস্ত্র।

‘মেঘভ্রামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্রাৎ’ (ভাগ৮।৭।১৭)

‘কনকং সুবর্ণমিব শীতং পরিধি বস্ত্রং বস্ত্র’ (শ্রীধর)

পরিধিশ্চ (পুং) পরিধৌ তিষ্ঠতি পরিধি-স্থা-ক। ১ পরিচারক, পরিচর। ২ যুক্তকালে পরপ্রহার হইতে রথরক্ষক, যুদ্ধাদিতে রথীর রক্ষাধ চারিদিকে স্থিত সৈন্যাদি।

পরিধিপতিথেচর (পুং) মহাদেব। (ভারত অহং ৬৭ অঃ)

পরিধীর (ত্রি) গভীর, অতি ধীর।

পরিধৃপিত (ত্রি) ধূপধারা হ্রবাসিত, হৃগ্নকীকৃত।

পরিধুমন (স্ত্রী) হৃৎকতোক্ত ভূকাপীড়িতের উপহারভেদরূপ উপগ্রবভেদ, চলিত চৌমা চেতুরতোলা।

পরিধুমায়ন (স্ত্রী) হৃৎকতোক্ত উপহারভেদ।

পরিধূসর (ত্রি) পরিসরকতোভাবেন ধূসরঃ। অতিশয় ধূসরবর্ণ।

পরিধেয় (ত্রি) পরিধাভূঃ শকাৎ পরি-ধা-বৎ (অচোবৎ।

পা ৩।১।২৭) আত ইৎ, তত্য শুভঃ। (উদাত। পা ৩।৪।৬৫)

পরিধানীয়, পরিধানের যোগ্য। ২ পরিধানোপযুক্ত বস্ত্রাদি।

পরিধ্বংস (পুং) পরি-ধ্বন্-বঞ। নাশ।

‘রাজকাষ্ঠপরিধ্বংসাৎ বহী সোবেণ লিপ্যতে।’

(হিতোপ ১।১।১৮)

পরিধ্বংসিন্ (ত্রি) পরিধ্বনল শীলার্থে-ইনি। ধ্বংসশীল।

‘দণ্ডভাবে পরিধ্বংসী মাংস্তো ভ্রায়ঃ প্রবর্ততে।’

(কামকীরী-নীতি ২।৪০)

পরিদগর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিদ্ধাদেশের ধর ও পার্কর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। বর্তমান বিয়রা নগরের সম্মুখে অবস্থিত। বাগবেলনিবাসী বংশে পরমার নামে জনৈক রাজা এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি আছে, মুসলমান আক্রমণে এই নগরের প্রাচীন কীর্তিসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এখানে খেতপ্রভুরনির্মিত কতকগুলি জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের মধ্যে যে গুলি এখনও জীর্ণাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে, তাহার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

পরিদন্দন (ত্রি) পরিদন্দ-শিচ-ল্যু, ক্ষুদ্রাদিভ্যৎ ন গৃহ্যৎ।

১ সন্তোষকারক। (স্ত্রী) ভাবে লুট। ২ সন্তোষকরণ।

পরিদিন্দা (স্ত্রী) অতিশয় নিন্দা।

‘আয়োৎকর্ষং ন মার্গেত পরেবাং পরিদিন্দরা।’

(ভারত শান্তিপর্ক)

পরিদিন্দ্র (ত্রি) অতিশয় নিয়।

পরিদিক্ষাণ (স্ত্রী) অতি নির্দোষ।

পরিদ্বিবিবপ্প (ত্রি) পরি-দ্বি-বপ-সন্ তত উ। দান করিতে অভিলাষী। (ভট্ট ৩।৪২)

পরিদ্বির্বাতি (স্ত্রী) নির্দোষ-গতি। (দ্বিবাৎ ১৫০।১৮)

পরিদ্বিবৃত (ত্রি) পরিতো নিবৃতঃ। সম্যক্রূপে নির্দোষ-প্রাপ্ত। লক্ষনির্দোষ। যোক্ষ। (দ্বিবাৎ ৭২।১৯)

পরিদ্বিবৃত্তি (স্ত্রী) যোক্ষ।

পরিদ্বিচ্চয় (পুং) দ্বির নিচ্চয়।

পরিদ্বিষ্ঠা (স্ত্রী) পরি-দ্বি-ষ্ঠা-ভাবে অ, ততঃ টাপ্। পর্যবসান, সমাপ্তি। ‘পারম্পর্যোহণ্যেকজ পরিদ্বিষ্ঠা।’ (সাংখ্য ১।৬৬)

পরিদ্বৈষ্টিক (ত্রি) সর্বোত্তম।

পরিদ্ব্যাস (পুং) যে স্থলে কাব্যার্থের নিষ্পত্তি অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে কীর্তন হয়, তাহাকে পরিদ্ব্যাস কহে।

‘ভবিশ্যন্তিঃ পরিদ্ব্যাসঃ।’ (সাহিত্য ৬।৩৪)

পরিপক (ত্রি) পরি-পচ-ক্ত। ১ পরিপাকযুক্ত। ২ পরিপত। হৃগ্নক, পাকা। ৩ বহুদর্শী।

পরিপকতা (স্ত্রী) পরিপকত ভাব, ভলু, জিয়াং টাপ্। ১ পরিপতাবস্থা। ২ বহুদর্শিতা।

পরিপর্ণ (ক্ৰী) পরিপণাতে ব্যবহৃতহেন্নেম, পরি-প-প-।
(পুংসি সংজ্ঞারঃ স্বঃ প্রারোপ। পা ৩৩১১৮) মূলধন, চলিত পুঁজি।

পরিপতন (ক্ৰী) পরি-পত-পুট্। অত্যন্ত উত্তরন।

পরিপতি (পুং) সৰ্ব্ববাপী। (গুরুষু ৫১০)

পরিপদ্ (ক্ৰী) পরিপদ-কিপ্। ১ জাল, কান। ২ জীব, প্রাণিমাণ।

পরিপদিন্ (ত্রি) শব্দ।

পরিপঙ্খ (পুং) পঙ্খানং বর্জয়িত্বা ব্যাপ্য বা তিষ্ঠতি পখি-অছ।
১ পখে বর্জনকারী। ২ পখে ব্যাপক।

পরিপঙ্খক (পুং) পরিপঙ্খতি দোষাদিকং প্রাপ্নোতীতি পরি-
পখি-ধূল্। ১ শব্দ। (গুরুষু ৪১২৪)

“হতো দ্ব্যর্থোদনঃ পাপো রাজ্যন্ত পরিপঙ্খকঃ।” (ভার ১০।১৬৩১)

পরিপঙ্খিক (পুং) পরি-পঙ্খ-ঠক্। শব্দ।

পরিপঙ্খিত্ব (ক্ৰী) পরিপঙ্খিনো ভাবঃ, পরিপঙ্খিন্ ভাবে স্ব।
পরিরোধন।

পরিপঙ্খিন্ (ত্রি) পরিসর্যতো ভাবেন দোষাখ্যানং পঙ্খয়িত্বঃ
শীলমন্ত। পরি-পঙ্খ-গিনি। শব্দ।

“ইন্দিয়ন্তেন্দ্রিয়ভার্থে রাগদ্বৈধৌ ব্যবস্থিতৌ।

তয়োর্বশমাগচ্ছন্তৌ হস্ত পরিপঙ্খিনৌ।” (গীতা ৩৩৪)

২ প্রতিকূলাচারী। বেদেই এই প্ররোগ যুক্তিযুক্ত, কিন্তু
অজ্ঞানল উপচারবশতঃ প্ররোগ হইয়া থাকে। গাণিনিতে
লিখিত আছে।

“ছন্দসি পরিপঙ্খিণিরিণৌ পৰ্বাবস্থাতরি।” (পা ৫১২৮২)

পরিপরিণ্ (ত্রি) পরিপরি (ছন্দশীতি। পা ৫১২৮২) ইতি
নিপাতাতে। ১ শব্দ। ২ নানাহান ভ্রমণকারী ভ্রমরবিশেষ।

“মা জা পরিপরিণো বিদম্মা।” (গুরুষু ৪১৩৪)

‘সর্যতঃ লঙ্করন্তত্ত্বরবিশেষঃ পরিপরিণ উচ্যন্তে’ (ভাষ্য)

পরিপবন (পুং) পরি-পু করণে লুট্। চালনী। (মিক্ত ৪১২)

পরিপশব্য (ত্রি) ব্যাপ্তৌ পরিঃ, পশোয়িত্বং যৎ, ততঃ প্রাদি-
সমাসঃ। সকল পশুস্বয়ী। (কাভ্যা° স্রো° ৮১৮১৩)

পরিপাক (পুং) পরিপচ্যতে ইতি পরি-পচ-ষঞ্। ১ পরি-
পকতা। জীর্ণতা।

“ইত্যভূতং কেবলবিকিপক-মাংসেন মন্তঃ পরিপাকজেন্তি।”

(ভাবপ্র°)

২ নৈপুণ্য। ৩ পরিণাম।

পরিপাকিনী (ক্ৰী) পরিপাকঃ পরিপাকশক্তিঃ বিদ্যাতেহত্যাঃ,
পরিপাক-ইনি-কীপ্। জিবুৎ, তেউকীলতা।

পরিপাচন (ত্রি) ১ সম্যক্ পচনশীল। ২ পরিপাককরণ।

পরিপাচনা, সম্যকরূপে পকতার পরিণত করণ। পকাবহার
আনয়ন। (বিদ্যা° ১২৫১১)

পরিপাচয়িত্ব (ত্রি) পরিপাচনকারী।

পরিপাটল (ত্রি) অকৃত্ব। “দোড়রাগপরিপাটলাং২।”

(মহু ১১১১০)

পরিপাটি (ক্ৰী) পরিপাটনং, পরি-পট-ঘাৰ্ধে পিচ, অচ ই, যা
পরি ভাগেন পাটিঃ পাটনং পতিবর্তাঃ। ১ পাটপাটাবিশিষ্ট।
পর্বার—আহপূর্কী, আবুৎ। অহক্রম, পর্বার, আহপূর্ক,
আহপূর্কক, পরিপাটি, ক্রম।

পরিপাটী (ক্ৰী) পরিপাটী-কীপ্। ১ অহক্রম, পর্বার। (মেঘ)
২ পাটিগণিত।

পরিপাঠ (পুং) সম্যক্ ধ্বন, আহপূর্কিক কথন। (অব্য)
সম্যকরূপে পাঠ।

“ন ধর্মঃ পরিপাঠেন খকো ভায়ত। বৈদিতুম্।” (ভারত শান্তি°)

পরিপাঠক (ত্রি) আহপূর্ক পাঠ বা প্রকাশকারী।

পরিপাণ (পুং ক্ৰী) ১ পরিতঃ পালন, পরিরক্ষণ। ২ পরিপালক।

“পরিপাণমসি পরিপাণং মেদাঃ স্বাহা।” (অথর্ক ২।১৭।৭)

‘পরিপাণং পরিতঃ পালনং, তৎকৃত্বাৎ তান্নদ্বাং পরিপালক
ইত্যর্থঃ।’ (সারণ) ‘পরিপাণং পরিরক্ষণং।’

(অথর্কভাষ্য ৪।২০।৮)

পরিপাণ্ডু (ত্রি) পাণ্ডুর্বা ক্রমতায়ুক্ত।

“গ্নপয়তি পরিপাণ্ডু সর্মমত্যাঃ শরীরম্।” (উত্তরায়° ৩ অঙ্ক)

পরিপাতন (ক্ৰী) নিপাতন। হিংসন, ধ্বংসকরণ, নষ্টকরণ।
(বিদ্যা° ৪১৭।৬)

পরিপাদ (অব্য) পাদবর্জন করিয়া।

পরিপান (ক্ৰী) পানীয়।

“বিহুবিধাং পরিপানমপ্তিতে।” (ঋক্ ৫।৪৪।১১)

পরিপার্শ্ব (ত্রি) পার্শ্ব, নিকট।

পরিপার্শ্বচর (ত্রি) নিকটে বা পার্শ্বে চরণ বা গমনকারী।

পরিপার্শ্ববর্তী (ত্রি) নিকটবর্তী।

পরিপালক (ত্রি) পরিরক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক। (মার্ক° পু° ৬৭।৫)

পরিপালন (ক্ৰী) ১ পরিরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ।

“উঃপাদনমপত্যত্ কাতত পরিপালনম্।” (মহু ২।২৭)

২ রক্ষা। “প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্।” (রামা° ৬.৮৫.২)

পরিপালয়িত্ব (ত্রি) পরিপালি-তৃচ্। রক্ষক, পরিপালক।

পরিপাল্য (ত্রি) পালনযোগ্য, রক্ষণযোগ্য, পালনযোগ্য।

“বস্বিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।

তথৈব পরিপাল্যোহনৌ বদা বশমুপাগতঃ।” (বাক° ১।৩৪২)

পরিপিজ্বর (ত্রি) পিজল বা রক্তবর্ণ।

“হোলাকটেকং রক্তাভিপঙ্কতাং পরিপিজ্বরঃ।” (কাশ্যক ১০।১৪)

পরিপিশ্তীকৃত (ত্রি) বাহা পিষ্টকাদ্যে পরিণত করা হইয়াছে।

পরিপিপালিয়ি (স্ত্রী) পালন বা রক্ষণ করিবার ইচ্ছা।
(অকর্যাকাব্য)

পরিপিষ্ট (জি) পরি-পিব-ক্ত। দলিত।

পরিপিষ্টক (স্ত্রী) পরি-পিব-ক্ত সংজ্ঞায় কন্। সীসক।

পরিপীড়ন (স্ত্রী) ১ শেবণ, নিংড়ান।

"তিলপরিপীড়নোপকরণকাটানি।" (জুক্ত নিদা)

২ উৎপীড়ন। ৩ অনিষ্টকরণ।

পরিপীড়া (স্ত্রী) ১ শেবণ, নিংড়ান। ২ পীড়া দেওয়া।

পরিপুটন (স্ত্রী) ১ ডেনন। ২ সম্পূটকরণ।

পরিপুঙ্করা (স্ত্রী) ককটীভেদ, গোড়ুয়া (শব্দ)। চলিত
রাজগোয়ুৎ।

পরিপুঙ্ক (জি) পরি-পুং-ক্ত। ১ পরিবর্দ্ধিত। ২ পরিপোষিত,
পরিপালিত।

পরিপুঙ্কতা (স্ত্রী) সম্যক বৃদ্ধি। পরিপুঙ্ক।

পরিপুঙ্কন (স্ত্রী) সম্যক পূজা। সম্যকপাসনা।

পরিপুঞ্জিত (জি) উপাসিত, অর্চিত।

পরিপূত (জি) ১ বিত্তক। (স্ত্রী) ২ অগতুঃ ধাতু।

"পরিপূতেহু ধানোহু শাকমূলকলেহু চ।

নিরম্বরে শতং দণ্ডঃ সাবরেহর্ষনতং সমঃ।" (মহু)

পরিপূরক (জি) ১ পরিপূরণকারী, যে পূরণ করিয়া দেয়। ২ সম্পূর্ণ।

পরিপূরণ (স্ত্রী) ১ পূরণকরণ। ২ সম্পূর্ণতাসাধন।

পরিপূর্ণ (জি) পরি-পূ-ক্ত। ১ সম্পূর্ণ। ২ তৃপ্ত, স্বচ্ছন্দ।

পরিপূর্ণতা (স্ত্রী) পরিপূর্ণতা ভাবঃ তল-টাপু। পর্যায়—
আভোগ, সম্পূর্ণতা। (অমর)

পরিপূর্ণত্ব (স্ত্রী) সম্পূর্ণত্ব, পরিপূর্ণতা।

"পূর্ণতে পরিপূর্ণত্বং সুখচক্রত তে সখি।

ন জানে কং চকোরং হি বিভাভা পালয়িষ্যতি॥" (উড়ট)

পরিপূর্ণচন্দ্রবিম্বপ্রভ (পুং) বোধশাস্ত্রবর্ণিত সমাধিভেদ।

পরিপূর্ণসহস্রচন্দ্রবতী (স্ত্রী) ইন্ড্রের পরীভেদ। (হেম)

পরিপূর্ণাহতরশ্মি (পুং) চত্র।

পরিপূর্ণার্থ (জি) পূর্ণার্থ।

পরিপূর্ণেন্দু (পুং) পূর্ণচন্দ্র। (বৃহৎসংহিতা)

পরিপূর্ণি (স্ত্রী) পরিপূর্ণতা, সম্পূর্ণতা। (বৃহৎসংহিতা)

পরিপূর্ণা (স্ত্রী) পরি-পূর্ণ-আপু। জিজ্ঞাসা।

পরিপূর্ণানিকা (স্ত্রী) বিভাষ্য বিবরণ। যে বিবরণ লইয়া বাৎ
প্রতিবাদ জিজ্ঞাসা করা যায়। (বিদ্যা" ৪৮:১১:৪)

পরিপেল (স্ত্রী) পরি-পেল-অহু। কৈবর্তীমূতক।

"পরিপেলং প্লবং বলাং তৎকুটরটসংজ্ঞকম্।

জায়তে মূতকাকারং শৈবালকুলসকরে॥" (অবহটী) তরত)

পরিপেলব (জি) ১ অত্যন্ত কোবল।

"গোয়ালিআ কুহনপরিপেলব।" (শাহুতল)

(স্ত্রী) ২ কৈবর্তীমূতক (Cyperus Rotundus.)

পরিপোট (পুং) পরি-পুট-ব-ক্ত। ১ পরিপুটন। ২ কর্ণপালিত
রোগভেদ।

"সৌকুমার্যাকিরোংকুটসহস্রাভিপ্রবর্দ্ধিতে।

কর্ণশোকো ভবেৎ পাল্যাং সজ্জঃ পরিপোটবান্।

কৃষ্ণকর্ণনিভঃ শুভ্রঃ স বাতাং পরিপোটকঃ।" (জুক্ত)

পরিপোটক (জি) কৃক্ভেদক, পরিপুটক।

পরিপোটন (স্ত্রী) ১ ডেনন। ২ পরিপোট, কর্ণপালিরোগ-
ভেদ। (জুক্ত)

পরিপোষক (জি) পরি-পুং-ব-ক্ত। পরিরক্ষক, পরিপালক।

পরিপোষণ (স্ত্রী) পরি-পুং-মুট। ১ পরিপুটি। ২ রক্ষা-
বেক্ষণ। ৩ পালন।

"দেবগুরুচ্যুতে ভক্তিবিবর্ণপরিপোষণম্।" (ভাগ" ৭:১১:২৩)

পরিপোষণীয় (জি) পরিপোষণ-অনীয়ায়। পরিপোষণযোগ্য,
পরিপাল্য।

পরিপ্রস্ন (পুং) যুক্তাযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

"ভবিষ্যি প্রশ্নিগাতেন পরিপ্রস্নেন সেবরা।" (গীতা ৪:৩৪)

পরিপ্রাপ্য (স্ত্রী) করণীয়। সমাধার যোগ্য। (বিদ্যা" ৪:১০:৬)

পরিপ্রাপ্তি (স্ত্রী) লাভ, প্রাপণ, পাওয়া।

পরিপ্রার্থ (স্ত্রী) পরিপ্রার্থ, নৈকট্য। (শাখায়ন ভা" ২:২)

পরিপ্রী (জি) প্রীৎ তর্পণে, কিং, কুহতরপদ-প্রকৃতিস্বরস্ব
প্রীপরিভা, সর্কপ্রকারে তোষণকারী।

"পুরুষ্টত কতিচিং পরিপ্রিয়ঃ।" (শব্দ ২:১৭:১১)

"পরিপ্রিয়ঃ.....পরিভঃ প্রীপরিভূপি।" (সারণ)

পরিপ্রেষ (জি) পরি-প্রেষ-কিপু। পরিভঃ গতা।

"প্রবাসো ন প্রেসিতাসঃ পরিপ্রেষঃ।" (শব্দ ১:১৭:১৫)

"পরিপ্রেষঃ পরিভো গতাঃ।" (সারণ)

পরিপ্রেশু (জি) পরি-প্র-আপ-স-উ। ১ পাইতে ইচ্ছুক।

২ পরিপালন-অভিলাষী। ৩ ইচ্ছুক, অভিলাষী।

পরিপ্রেষণ (স্ত্রী) পরি-প্রেষ-মুট। ১ চারিদিকে পাঠান। ২
নির্দাসন। ৩ পরিভাগ।

পরিপ্রেষিত (জি) পরি-প্রেষ-ক্ত। ১ প্রেরিত। ২ নির্দাসিত।
৩ পরিভাক্ত।

পরিপ্রেষ্য (পুং) পরি-প্রেষ-ব-ক্ত। ১ পরিচর, দাস।

(ভারত ৪:৩২)

(জি) ২ প্রেরণযোগ্য।

পরিপ্লব (জি) পরি-প্ল-অহু। ১ জলোপরি ভ্রমণ, সঞ্চরণ করা।

“পরিপ্ৰবেশ্য বাহা চরাচরেভ্য বাহা।” (৩২২২)

২ চকল। “দেবচক্রং বা একং পরিপ্ৰবৎ ৭৭ সৎবৎসরঃ।”

(শাখ্যায়নত্রা ২০।১)

৩ আকুল। “পরিপ্ৰবঃ চকলে ভাবাকুলেহপি পরিপ্ৰবঃ” (বিষ)

(পুং) ৪ পোত, নোকা। (রাবা ১।৪৫।৩)

৫ পুরাপোক সুবীনলরাজপুত্রভেদ। (ভাগ ৯২২।৪২)

৬ কলমাবন। ৭ পরিপীড়ন।

পরিপ্ৰবা (স্ত্রী) পরি-প্ৰব-টাপু। বজীর দর্জীভেদ।

(কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৯।২।১৫)

পরিপ্ৰবমান (জি) জলে ভাসমান।

পরিপ্ৰাব্য (অব্য) ১ প্রাবিত হইয়া। ২ জলে ডুবাইয়া।

“আচম্য চৈকহভেন পরিপ্ৰাব্য তখোরকম্।”

(ভারত অরুণাসন পর্ব)

পরিপ্পুত (জি) পরি-প্পু-ক্ত। ১ প্রাবিত। ২ পরিকম্পিত।

৩ মাত, জমাদিবাধা আক্রীকৃত। (স্ত্রী) ৪ লক্ষ, স্বপ্ন।

পরিপ্পুতা (স্ত্রী) ১ মদিরা, মদ্য। (হেম ৫।৫৬৬)

২ মৈথুনবেদনাবৃত্ত স্ত্রী-অঙ্গভেদ।

“পরিপ্পুতায়া যোনৌ তু গ্রামাধর্মে কজা ভূশা।” (মাধবকর)

পরিবর্জ (পুং) পরিত্যক্ত।

পরিবর্হ (পুং) পরিবৃহতেহনেন বর্হ-বঞ। ১ পরিচ্ছেদ।

হস্তাধকলমাদি রাজযোগাশ্রয়।

“মহতা পরিবর্হেণ রাজযোগেন সংহৃতঃ।” (ভারত আদিপর্ব)

২ রাজচিহ্ন। (অমর)

৩ আসবাব। ৪ তৈজস পদার্থ। ৫ সম্পত্তি।

পরিবর্হণ (স্ত্রী) পরি-বর্হ-লুট্। রাজান হস্তাধপরিচ্ছাদি।

২ পরিবৃদ্ধি। ৩ পূজা, উপাসনা।

পরিবর্হণ (জি) উপকরণ বচন। “বেদানি রামঃ পরিবর্হণতি

বিশ্রাণা সৌহার্দিনিধিঃ স্তম্ভঃ।” (বু ১৪।১৫)

পরিবাধ (স্ত্রী) চারিদিকে বাধা।

“ন বরং তে পরিবাধো অদেবীঃ।” (ঋ ৫।২।১০)

‘পরিবাধঃ পরিতো বাধিক’ (সারণ)

পরিবাধা (স্ত্রী) ১ বাধা, পীড়া। ২ প্রতি।

পরিবার বীপ, ভারতমহাসাগরস্থ একটা বীপ। এখানকার
অধিবাসীরা দেখিতে পাশুরাবাসীদিগের মত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত
ধর্মীকার। ইহাদের মাথার চুল খোঁপার জায় মস্তকের
পচ্ছাদ্যে হেলান থাকে।

পরিবৃহণ (স্ত্রী) পরি-বৃহ-লুট্। ১ সবুজ, উন্নতি। (ভাগ

৫।১৭) ২ অকীভূত শত্রু বা গ্রহ। “ধর্মোপাধিপত্যো বৈম বেষঃ

সপরিবৃহণঃ।” (বু ১২।১০০)

পরিবৃহিত (জি) ১ সবুজ, উন্নত। ২ বৃক্ষ, অকীভূত।

পরিবৃহ (জি) ১ বর্ণেই। ২ বৃক্ষ। ৩ সবুজের অধিপ, বা

কর্তা, প্রেত। ‘অচরতি রঘুনাং পরিবৃহঃ’ (সাহিত্যদ)

পরিবৃহতম (স্ত্রী) ১ গ্রহ। ২ প্রেতভব।

পরিবোধ (পুং) পরি-বু-বঞ। জান।

পরিভক্ষ (জি) পরজবা-ভক্ষকারী।

পরিভক্ষণ (স্ত্রী) পরি-ভক্ষ-লুট্। সম্পূর্ণরূপে ভোজন।

পরিভক্ষিত (জি) পরি-ভক্ষ-ক্ত। ১ খাদ্যাদি হইতে বঞ্চিত।

২ করগ্রাণ্ড, কৃতভক্ষণ।

পরিভগ্ন (জি) পরি-ভগ্ন-ক্ত। বাহার মধ্যে বাধা দেওয়া হই-

রাছে। কৃতভগ্ন।

পরিভঙ্গ (পুং) সর্কতোভাবে ভঙ্গ, চূর্ণ করা।

পরিভন্ন (পুং) পরি-ভী-অপু। অত্যন্ত ভয়।

পরিভৎসন (স্ত্রী) ভিরহরূপ, ভয়প্রদর্শন। (রাবা ৫।৬৭।৪০)

পরিভব (পুং) পরি-ভূ-অপু। ১ অনাগর, ভিরহাশ্র, অবজা।

২ পরাজয়, পরাভব।

“কলমস্তোপহাসত সন্যঃ প্রাপ্তসি পত্ত মাং।

সুগাঃ পরিতবো বাগ্ৰামিতাবেহি যদা কৃতম্।” (বু ১২।৩৭)

পরিভবন (স্ত্রী) পরি-ভূ-লুট্। পরিত্যব।

পরিভবনীয় (জি) পরি-ভূ-অনীয়। পরাভবযোগ্য।

পরিভবিন্ (জি) পরি-ভূতাক্ষীল্যো ইনি। পরিভবনশীল।

স্ত্রিয়াঃ ঐব্।

পরিভাব (পুং) পরি-ভূ-বঞ। (পদ্যোক্তবোহবজ্ঞানে।

পা ৩৩।৫৫) পরিত্যব।

পরিভাবিন্ (জি) পরি-ভূ-প্রাহাণিবাৎ ভূতেহর্থে পিদি।

সর্কতোভাবে পরিত্যবক। স্ত্রিয়াঃ ঐপু।

পরিভাবনা (স্ত্রী) বাক্যভেদ। যে স্থলে কুতূহলোত্তর বাক্য

অর্থাৎ অতিশয় উৎসাহের সহিত বাক্য কথিত হয়, তাহাকে

পরিভাবনা কহে।

“কুতূহলোত্তরা বাচঃ প্রোক্তা তু পরিভাবনা।”

(সাহিত্যদ ৩।৩৪৭)

এই পরিভাবনা নাটকানিতে বহুল পরিমাণে বর্ণন করিতে

হয়। ২ চিন্তা।

পরিভাবন (স্ত্রী) ১ মিলন, সংযোগ। ২ চিন্তন।

পরিভাষ্ (স্ত্রী) পরি-ভাষ্-কিপু। ১ লগন। ২ উৎসাহিত-

করণ। ৩ কোন কথা বলা। ৪ সংপর্শার্থ দেওয়া।

পরিভাষক (জি) নিমক, ভিরহাশ্রক, অপবাদকারী।

(দিব্য ৩।১০)

পরিভাষণ (স্ত্রী) পরি-ভাষ্-লুট্। সনিক-উপাণ্ড, নিন্দা-

যারা ছুটবচন * ভূতিবচনকে পরিভাষণ করে। ২ আলাপ।

৩ নিয়ম। 'নিম্নোপালভবচনে পরিভাষণবিধিতে।' (বিষ্ণু) পুস্তিকা, আপনগত, বৃত্ত বা বাগলক দণ্ডনীর নহে, কিন্তু ইহাদিগকে পরিভাষণ অর্থাৎ নিম্নাবচন দ্বারা ভৎসনা করিবে।

"আপনগতোহপরা বৃত্তো পুস্তিকী বাগলক বা।

পরিভাষণমর্থতি তৎ শোণমিতি স্থিতিঃ ॥" (বহু ৯২৮০)

পরিভাষণীয় (জি) পরি-ভা-ব-জনীয়। পরিভাষণের যোগ্য, ভৎসনীয়। "ব্যাবৃত্তবৃত্তপুস্তিকালা ন দণ্ডনীরঃ, কিন্তু তে পুংঃ কিং কৃতমিতিপরিভাষণীয়ঃ" (মহুটী* ভূক্ত ৯২৮০)

পরিভাষা (স্ত্রী) পরি-ভা-ব-অ-ভুতপা। ১ পরিভূত ভাষা। ২ পদার্থবিবেচক আচার্যাদিগের বৃত্তিবৃত্ত বাগল। (কাব্যপ্রকাশ-টীকায় চণ্ডীদাস) পর্যায়—প্রজ্ঞাপি, ঠেলা, সচেত, সমরকার। (ত্রিকা*) ৩ স্ত্রীলক্ষণবিশেষ।

"সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধিনির্ব্বাণ এব চ।

অতিবেদ্যধিকারিত বহুবিধঃ স্ত্রীলক্ষণম্।"

এছের সংকেপনির্বাচ্যার্থ সচেতবিশেষ, শাস্ত্রজ্ঞদিগের কৃত্রিম সংজ্ঞা, এই পরিভাষা অবরবের অর্থ অন্তর্ভুক্ত করিয়া এছের নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবে, ইহাকে বিশিষ্ট সংজ্ঞা করে। বৈয়াকরণপরিভাষা, বৈদ্যপরিভাষা। বৈদ্যক বা বৈদ্য পুস্তিকাদিগের সুবিধার জন্য পরিভাষা জ্ঞান আবশ্যক। যে সকল শব্দের গ্রন্থবিশেষে যে নির্দিষ্ট অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাকেই পরিভাষা করে।

"অব্যক্তাভুক্তলেশোক্তসন্ধির্বাচ্যপ্রকাশিকাঃ।

পরিভাষাঃ প্রবক্তান্তে লীপীভূতাঃ স্ত্রীনিষ্ঠিতাঃ।" (বৈদ্যকপরি*)

লীপ বৈয়াকরণ অঙ্ককার নাম করিয়া আলোক প্রকাশ করে, সেইরূপ পরিভাষা দ্বারা ভ্রমহস্তল সকল অনায়াসে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

পরিভাষিন্ (জি) পরি-ভা-ব-ইনি। কথনযুক্ত।

পরিভাষিত (জি) পরি-ভা-ব-ক্ত। কথিত। সচেতব্যাকারপে ব্যবহৃত।

পরিভূক্ত (জি) পরি-ভূ-ক্ত। উপভূক্ত, বাহ্য ভোগ করা হইয়াছে।

পরিভূক্ত (জি) ১ বাহ্য ভোগ করা হইয়াছে। ২ পরিত্যক্ত (বস্তাদি)। (বিদ্যাস* ২৭৭২১)

* উপালভো ভূক্তাঃ, বিদ্যাসা সহ বর্তমানো ব উপালভুতঃ সন্ধি-পরিভাষণঃ। উপালভো ভূগাবিকরণেন ভূতিপূর্ব্বকোহপি ভবতি। যথা মহাহুস্ত ভবতঃ কিমিবহুতিং ভবতি, অত্র হু সংভূতো ন পরিভাষণঃ। ঈকান্তয়েহপি বহুলম্য ভবত্যাগমনং যোগ্যমিতি বিদ্যাপূর্ব্বকঃ।"

(অব্যয়সিদ্ধান্ত ১০৭১০)

পরিভোগ্য (জি) ব্যবহার যোগ্য। (বিদ্যাস* ২৭৭২৫)

পরিভূ (জি) পরি-ভূ-ক্ত। সর্ব্বভোগ্যে প্রাপ্তিযুক্ত।

"বহুভবনং বিদ্যাসঃ পরিভূতসি" (কক ১১১৪)

"পরিভূঃ পরিতঃ প্রাপ্তবানসি" (সায়ণ)

পরিভূত (জি) পরি-ভূ-ক্ত। ১ তিরস্কৃত। ২ অনাদৃত। (হেমচ*) পঙ্কায়—অবগণিত, অবহত, অবজ্ঞীত, অবমানিত, অতিভূত, অপ্রভত। (শব্দর*)

পরিভূতি (স্ত্রী) পরি-ভূ-ক্তিন্। পরিভাব্যু। "বীতিভির্বি-খানি পরিভূতিভিঃ" (কক ৭৬৬১০) "পরিভূতিভিঃ পরি-ভাব্যৈকঃ" (সায়ণ) (কব্যসরিৎসা* ২৭৭২০০)

পরিভূতিনাম্ন, ডাকনাম। কোল বিশিষ্ট নামের পরিভূতের যে আছের নামে সন্মতর ডাকা যায়।

পরিভূষণ (পুং) কোম ভরিম সম্পূর্ণ রাজস্ব দিয়া শান্তি স্থাপন। (কামন্দকী* নী* ৯১৮১০)

পরিভেনক (জি) ভেনককারী। "বজ্জ্ঞাষা যোগিনঃ সর্ব্বং বট-চক্রপরিভেনকাঃ।" (হেম)

পরিভোক্তৃ (জি) পরের ভ্রাতৃত্বজনককারী বা পরের ভ্রাতৃ ব্যবহারকারী। ২ শুভ্রধনোপভোগী।

"পরিভোক্তা কুমির্ভবতি কীটোভবতি মৎসরী।" (বহু ২১২০১)

"পরিভোক্তা অল্পচিত্তেন গুরুধনোপভোগ্যঃ।" (ভূক্ত)

পরিভোগ (পুং) পরি-ভূ-ব-গ্। উপভোগ, ভোগ্যগ।

"ভূতৈব বহু বিপ্রভোগঃ পরিভোগান্ অপুরান্।" (ভারত ৯২১১৪৬)

পরিভ্রংশী (পুং) ১ বিচ্যুতি। ২ পলায়নপূর্ব্বক রক্ষা।

"নচ শত্রুপরিভ্রংশো রাজানো বিকল্পিব্যবঃ।" (হরিবংশ ৯৬ অঃ)

পরিভ্রংশন (স্ত্রী) পরিভ্রাতি। বিচ্যুতন। "নলত নৃপতে রাজ্যাং পরিভ্রংশনম্।" (পঞ্চতন্ত্র)

পরিভ্রম (পুং) পরি-ভ্র-ম-অচ্। ১ সর্ব্বভোগ্যগ্রহণ, পর্যটন। ২ ভ্রম।

পরিভ্রমণ (স্ত্রী) পরি-ভ্র-ম-গাট। পর্যটন।

পরিমণ্ডল (জি) পরি সর্ব্বভোগ্য মণ্ডলং। বর্ত্তল। (হেম)

"লক্ষোত্তরঃ সার্ব্বভোগ্যোটিযোজনপরিমণ্ডলং ভূবলরস্ত্র লগেন"

(ভাগ* ৪২২১৯২) ২ পরমাণুপরিমণ, পরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু। (বৈশেষিক সূত্র*)

(পুং) ৩ পুরুষবিশেষ।

"ভ্রাত্রোদৌ কু স্ত্রুভৌ বাহু ব্যাসো ভ্রাত্রোধ উচ্যতে।

ব্যাসেন উচ্চুরো বস্ত্র অব উচ্চক সেহিমঃ।

সমোচ্চুরপরিমাণো ভ্রাত্রোধপরিমণ্ডলঃ।" (মৎসক* ১১৮ অঃ)

(স্ত্রী) ৪ লক্ষপাণ্ডিত্য রমণীবিশেষ। ৫ পুরুষবিশেষ।

"পরিমণ্ডলভ্রাত্রোদৌ বস্ত্রঃ কলকপুরুষঃ।

অসিত্যভ্রাত্রোদৌ বিদ্য ইব পাবকঃ।" (ভারত ৯২১১১)

• ৩ গোলাকার বা আবর্তনশীল।

“পরিমণ্ডলোরত্নবিদ্যাপীঠিত নাক্তিতঃ জ্বলিতঃ।”

(বৃহৎসং ৩৮/২১)

১ চক্রে ৮ চতুর্ভুজ কোণিত্বিত। ৮ পরিধি। (পুং)

২ মণক। [ভগ্নোপপরিমণ্ডল দেখ।]

পরিমণ্ডলতা (স্ত্রী) পরিমণ্ডল ভাবে-তল। বর্তুলতা, গোলত্ব।

পরিমণ্ডলিত (ত্রি) পরিমণ্ডলোহিত সজাতঃ, পরিমণ্ডল-ভারকাদিস্থিতত্ব। গোলাকার আবর্তনশীল।

পরিমন্ডুর (ত্রি) মন্ড মন্ড গতি। ধীরগতি। (মাৎ ৯/৭৮)

পরিমন্ড (ত্রি) পরিমন্ড, ক্রান্ত। “পরিমন্ডমর্থনয়নো দিবসঃ।”

(মাৎ ৯/৩০)

পরিমন্ডতা (স্ত্রী) ক্রান্তজনকতা, অবসাদ, মানি।

পরিমন্ড্য (ত্রি) কোপপরিমন্ড। “কবিদিয়ে মন্ডতঃ পরিমন্ডব্যঃ ইয়ুঃ ন মন্ডত দিবঃ।” (শুক ১/৩৯/১০) “পরিমন্ডবে কোপপরিমন্ড্যতা” (শায়ণ)

পরিমন্ড (পুং) পরিমন্ডিতেহসিন্ পরি-মন্ড-আধারে অপ্।

১ বায়ু। “তৎ ব্রাহ্মণ পরিমন্ড ইত্থাপাসীত।” (তৈতি’ উ’

৬/১০/১৪) “পরিমন্ডিতেহসিন্ পঞ্চদেবতাবিহৃত্যংগুটিশ্চন্দ্রমা

আদিত্যোহম্পরিভ্যোতাঃ, অতো বায়ুঃ পরিমন্ডঃ, প্রত্যন্তর-প্রসিদ্ধেঃ। স এবাং বায়ুরাকাসেনানন্তঃ ব্রাহ্মণপরিমন্ড-ইত্থাপাসীত।” (ভাষ্য)

পরিমর্দ (পুং) পরি-মৃদ-ভাবে ঘঞ্। ১ ঘর্ষণ। ২ নাশন। ৩ হিংসন।

পরিমর্দন (স্ত্রী) পরি-মৃদ-লুট্। পরিমর্দ।

পরিমর্শ (পুং) পরি-মৃশ-ঘঞ্। ১ ঘর্ষণ। ২ পরিমর্শ বিচার।

পরিমল (পুং) পরিমলতে অগুণিপার্শ্বিকণাং ধরতীতি মল-অচ্। ১ বিমর্দন। ২ কুসুমাদি মর্দন। ৩ বিমর্দোৎপন্ন জনমনো-হর গন্ধ। ৪ সুরতাদি বিমর্দোৎপলিপনককুমাদিগন্ধ। সুরতি মালাগন্ধাদি ধারণ দ্বারা উৎপন্ন হওয়া গন্ধ। (হাসী)

“রতিমূলিতললানাক্রমজলবাহিনো মৃদু যজ্ঞ।

রথকেশকুসুমপরিমলবাসিতদেহা বহুত্যানিলাঃ ॥”

(কলাবিলাস ১/৫)

অগন্ধকে পরিমল কহে। ৫ পরিত্যক্ত সখক। (উদয়ন)

৬ পণ্ডিতসমূহ। (শব্দরং)

৭ একজন প্রহকার। কেবল ইহার নামোদ্দেশ্য করিয়াছেন।

পরিমাণ (স্ত্রী) পরিমায়তেহনেন, পরি-মা-করণে লুট্। মাপ, বস্তুপরিমাপ ও ভাষা দ্বারা জ্ঞেয় পরিমাপ।

সৈমিকদিগের দ্বারা মাপ ব্যবহারের কারণই পরিমাণ,

পরিমিত ব্যবহারের অনাবশ্যিক কারণকেই পরিমাণ কহে।

ইহা পরিমাপকার, অণু, বহু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব। অনিত্য পরিমাণ সংখ্যা জ্ঞাত। যদুকামির যে পরিমাণ, তদাঃ অনিত্য, যেহেতু ইহা সংখ্যাক্ত। পরমাণুর পরিমাণ যদুকামির পরিমাণের প্রতি কারণ নহে।

যে উপায়ে তরল অথবা কঠিন বস্তুর উপরুক্ত মাপ জানা যায়, তাহাকেই পরিমাপবিদ্যা কহে।

ভারতীয় আবিষ্কারের মধ্যে মরুপাণ্ডিত কাল হইতে পরিমাণপ্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মানব বতই সত্য হইতে থাকিল, সামাজিক হিসাবে সকল দিকেই তাঁহার একটা বাধাবিধি সিনন করিতে থাকে, এইরূপে কখন আবিষ্কৃত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শুভকালে বাণিজ্যে সকলদিকে অশুভলক্ষ্য হাপসের লক্ষ্য তাঁহারের মধ্যে পরিমাণের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কোন কোন যুরোপীয় পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, মিসরবাসীদিগের নিকট হইতেই ভারতীয় আবিষ্কার মাপের উপায় প্রথম শিক্ষা করেন। আবার কেহ বলেন, অনেক মাপ ত্রাবিড়ীয়দিগের সংস্বে আর্থা কর্তৃক উদ্ভাবিত; কিন্তু অল্পসংখ্যক। বতনর জানা গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পরিমাণগুলি ভারতীয় আবিষ্কারের নিজস্ব বলিয়াই বোধ হয়।

অক্সফোর্ড (৩৪৭/২২-২৩ থেকে) ‘কোশ’ ও ‘কোশরী’ শব্দের উল্লেখ আছে। বলা—

“এতোক ইয়ু রাকনত ইজ্জ দশ কোশরীর্ণ বাজিনোহাং।”

হে ইজ্জ! এতোক তোমার তবকারী (আমাকে) অর্ধপূর্ণ দশ সংখ্যক কোশ ও দশটা অধ দিয়াছেন।

“দশাবান্ দশ কোশাণ্ দশ বজ্জাখিতোজ্জা।

দশহিরণাপিতান্ দিবোদাসাদসনিং ॥”

আমি দিবোদাসের নিকট হইতে দশটা অধ, দশটা অর্ধ কোশ, বস্ত্র, প্রচুর ভোজ্য ও দশটা হিরণ্যপিত্ত পাইয়াছি।

উপরোক্ত দুইটা থেকে ‘কোশ’ ও ‘কোশরী’ শব্দে কোন

• “পরিমাণ জ্ঞেয়বাস্যবহারক কারণ।

অণুদীর্ঘঃ বহুদুঃসমিত তন্তোর ইতিত্যঃ।

অনিত্যে তরদিত্যঃ তাং দিত্যে দিত্যাহুতত্ব।

পরিমাণঃ ঘটাদৌ তু পরিমাণজ্ঞাত্যতে।

অনিত্যঃ যাদুকাদৌ তু সংখ্যাক্তমুদাহৃতত্ব।

পরিমাণঃ ঘটাদৌ তু পরিমাণজ্ঞাত্যতে।

এতঃ দিহিমাণোঃ যঃ সংখ্যাক্তেন লভতে।

পরিমাণঃ তুলকাদৌ মাপমাত্রমাপত্যঃ ॥”

(ভাষ্যপরিচ্ছেদ ১১০-১১০)

নির্দিষ্ট ওজন বা মাপ বুঝাইতেছে।^১ বিশেষতঃ পরে লক্ষ্য-
হিরণ্যগণিতের উল্লেখ থাকার বিশেষ সন্দেহ থাকিতেছে না।

অক্ষসংহিতা ও অখর্কসংহিতার ‘নিক’ শব্দের উল্লেখ দেখা
যায়।^২ যদিও সারণ্যচার্য ‘নিক’ শব্দের ‘হার’ অর্থ করিয়া-
ছেন।^৩ কিন্তু বহুপূর্বকাল হইতেই বিশেষ ওজনের অর্থ-
মুদ্রাই বুঝাইত। এখন যেমন সোহরের মালা অনেক
পলার সের, বৈদিক সময়ে সেইরূপ নিকের মালা পলার পরিমিত।
এই ‘নিক’ শব্দ দেবীরাও প্রাচীন মুদ্রাপরিমাণের কতকটা
আভাস পাওয়া যাইতেছে।^৪

বেদসংহিতা বিবরকর্ণনির্কীহের লক্ষ্য আবিস্কৃত হয় নাই,
সেই লক্ষ্য প্রতির মধ্যে পরিমাণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিবার
আবশ্যক হয় নাই। তবে গুরুবজ্রকৌলীর শতপথব্রাহ্মণে
(১২।৭।২) “হিরণ্যং অর্ঘ্যং শতমানম্” এবং মাঘবের কাল-
নির্ণয়ধৃত “অর্ঘ্যপলাকানি ববজ্রগণনিসিদ্ধানি” ইত্যাদি প্রতি-
বাক্যাদ্বারা বৈদিককালে যে পরিমাণপ্রথা প্রচলিত ছিল,
তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। শতপথব্রাহ্মণে যে
‘শতমান’ শব্দ আছে, মহাসংহিতার ইহা পরিমাণবিশেষ।
কাত্যায়নের ব্যাক্তিকেও এই শতমানের উল্লেখ আছে। মাধবা-
চার্য যে ‘অর্ঘ্যপলাকার’ উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ কেহ মনে
করেন, তাহাই ভারতের প্রাচীনতম ছেনিকাটা মুদ্রা। এখনও
ভেলগুডাবার ‘শলাকু’ শব্দে মুদ্রাচিত বুঝাইয়া থাকে।

পানিনির একটা সূত্র আছে, “রূপাদাহতপ্রশংসরোপম্।”
(৫।২।১২০) অর্থাৎ আহত বা প্রশংসার্থে রূপশব্দের উত্তর
মন্তর্থে যণু প্রত্যয় হয়। এখানে আহতরূপা অর্থাৎ টাকার
মত দ্রব্য বুঝাইতেছে। কামিনিকারও এখানে লিখিয়াছেন
যে, ‘আহতং রূপমন্ত, রূপো দীনারঃ।’ এই ‘রূপা’ হইতেই
এখনকার ‘রূপী’ (টাকা) হইয়াছে। [মুদ্রা শব্দে বিদ্যুত
বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা কতকটা বুঝা যায় যে, নির্দিষ্ট
আকার বা ওজনের মুদ্রা বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল।
বৈদিককালে হোমাদি নির্কীহের লক্ষ্য যুতের বিশেষ প্রয়োজন
হইত, সেইজন্য বৈদিক গ্রন্থে যুতের পরিমাণ স্পষ্ট লিখিত
আছে। যথা—অখর্কগণিষিটে—

(১) অখর্কজনের সময়ে অখর্ককারী ব্যাধির আদিরূপ এইরূপ নির্দিষ্ট
ওজনের ডোঁড়া দেখাছিল।

(২) নিকবা বা কণযতে অক বা মুহিতর্বিবঃ। (বৃ ৮।৪।১৫)

“কৃত্যং কৃত্যাকৃতে যোবা নিকমিব প্রতিবুদ্ধত।” (অখর্কসং ৫।১৪।৩)

(৩) “নিকঃ হারঃ।” (বৃ ৮।৪।১০)

(৪) পানিনিও “শতসহস্রাভ্যাক দিকাং” (৫।২।১২০) এই সূত্রে নিক-
মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন।

“যুতপ্রমাণং বক্ষ্যামি মাঘকং পক্ষককলম্।

মাসকাশি চতুষ্বষ্টি পলমেকং বিধীয়তে।

ষাতিংশংপলিকং প্রেহং মাগধৈঃ পরিকীর্তিতম্।

আঠিকন্ত চতুষ্প্রেহং চতুর্ভির্দ্রোণমাঠিকৈঃ।

দ্রোণপ্রমাণং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণা নিশ্চিতং পুরা।

যাদশাভ্যধিকৈর্নিত্যং পলানাং পক্ষতিঃ শতৈঃ।”

যুতের প্রমাণ বলিতেছি,—

৫ ককল (রতি) = ১ মাঘ ... (প্রায় ৮৭৫ গ্রেণ)।

৬৪ মাঘক = ১ পল ... (৫৬০ গ্রেণ)।

৩২ পল = ১ মাগধপ্রহ ... (১৭২০ গ্রেণ)।

৪ মাগধপ্রহ = ১ আঠিক ... (৭১৬০ গ্রেণ)।

৪ আঠিক = ১ দ্রোণ ... (২৮৬৭২০ গ্রেণ)।

মহু, বাজবক্য প্রভৃতির স্মৃতি ও বহুপূরাণগ্রন্থে বিভিন্ন দ্রব্যের
পরিমাণের বিবরণ বিদ্যুতভাবে বর্ণিত আছে। মহু (৮।১৩২-১৩৬),
বাজবক্য (১।৩৬১), ও নারদ এইরূপে সংখ্যাপরিমাণ নির্ণয়
করিয়াছেন—

৮ জনসেগু = ১ লিকা।

৩ লিকা = ১ রাজসর্ষপ।

৩ রাজসর্ষপ = ১ গোরসর্ষপ।

৬ গোরসর্ষপ = ১ যব।

৩ যব = ১ ককল (রতি বা গুজাবীজ)

বৈদ্যকে এইরূপ সংখ্যাপরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে—

৩০ পরমাণু = ১ জনসেগু বা বালী।

৮৬ বালী = ১ মরীচি (সূর্য্যকিরণ)

৬ মরীচি = ১ রাজিকা।

৮ সর্ষপ = ১ যব।

৪ যব = ১ গুজা (রতিকাক, রতি)।

জুক্তিতে পলকুড়বাদি পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে—

১২ ধাতু = ১ মাঘা বা অর্ঘ্যমাঘা।

১৬ মাঘা = ১ অর্ঘ্য।

২১ মাঘা = ১ ধরণ।

৩৪০ ধরণ = ১ কর্ণ।

৪ কর্ণ = ১ পল।

৪ পল = ১ কুড়ব।

৪ কুড়ব = ১ প্রেহ।

৪ প্রেহ = ১ আঠিক।

৪ আঠিক = ১ দ্রোণ।

১০০ পল = ১ কুলা।

২০ কুলায় = ১ ভার। যতাতরে ১০ ভারে ১ আতিত।

দানবৈশিষ্ট্যের মতে ১০ আধারে এক ভার।

ময় ও বাজবন্ধাদির মতে স্রবর্ণের পরিমাণ—

৫ কুড়ল = ১ মাষ।

১৬ মাষ = ১ কর্ণ, অক বা স্রবর্ণ (তোলক)।

৪ কর্ণ = ১ পল (নিক)।

১০ পল = ১ ধরণ।

বাজবন্ধের মতে ৫ স্রবর্ণে এক পল।

উক্ত স্রুতিকারদিগের মতে রজতপরিমাণ—

২ রজ্জিকা = ১ মাষক।

১৬ মাষক = ১ ধরণ বা পুরাণ।

১০ ধরণ = ১ শতমান বা পল।

৮০ রজ্জিকা = ১ পণ বা কার্ষাপণ।

নারদ বলেন, ২০ মাষকে এক কার্ষাপণ, আবার বৃহস্পতির মতে ২০ মাষকে এক পল। স্রুতরাং ৪ প্রকার মাষা পাওয়া যাইতেছে—৫ রজ্জিকার এক প্রকার মাষ, (নারদের মতে) ৪ রতিতে এক মাষ, (বৃহস্পতির মতে) ১৬ রজ্জিকার ১ মাষ এবং চতুর্থ প্রকার মাষা ২ রজ্জিকার হইতেছে।

কাহারও মতে ৫ স্রবর্ণে এক নিক। আবার কাহারও মতে ১৫০ স্রবর্ণে এক নিক। ১০৮ স্রবর্ণে বা তোলকে এক উরুভূষণ, পল বা দীনার।

গোপালভট্ট স্রুতি হইতে মণিকারের (জহরীর) পরিমাণ এইরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন—

৬ রজ্জিকা = ১ মাষক বা হেমধানক।

৪ হেমধানক = ১ মল, ধরণ বা টঙ্ক।

২ টঙ্ক = ১ কোণ।

২ কোণ = ১ কর্ণ।

পুরাণানিতে ধানাদির পরিমাণ লিখিত আছে, কিন্তু সকল পুরাণে একরূপ নহে।

বরাহপুরাণ মতে—

১ মুষ্টি = ১ পল।

২ পল = ১ প্রস্থতি।

৮ মুষ্টি = ১ কুড়ি।

৪ পুন্ডল = ১ আঢ়ক।

৪ আঢ়ক = ১ জোণ।

ভবিষ্য ও স্বামী-মতে—

২ পল = ১ প্রস্থতি।

২ প্রস্থতি = ১ কুড়ব।

৪ কুড়ব = ১ প্রহ।

৪ প্রহ = ১ আঢ়ক।

৪ আঢ়ক = ১ জোণ।

২ জোণ = ১ কুন্ত।

ভবিষ্যের মতে ১৬ জোণে ১ ধারি, কান্দমতে ২০ জোণে ১ কুন্ত ও ১০ কুন্তে ১ বাহ।*

* সঙ্কটবিহ কোলব্রুক সাহেব এদেশীয় কুন্ত হইতে ইংরাজী Comb-এর উৎপত্তি মনে করেন। তিনি লিখিয়াছেন, ১০ ইকে ১ হাত হইলে

বরাহপুরাণে প্রোহর নিকিভাণ 'সেতিকা' নামে বর্ণিত হইয়াছে। হেমাজির মতে, সেতিকা কুড়বেরই নামান্তর। লম্ব-প্রবীণ, স্রুতিসার, রত্নাকর ও কলতরু প্রভৃতি লিখককারদিগের মতে, সেতিকা কুড়বেরই সমান, তবে ১২ প্রস্থতিতে এক কুড়ব হয়। লক্ষ্মীধর স্পষ্ট লিখিয়াছেন, সাধারণ মর্দ্বা অঙ্গলি করিলে তাহার অঙ্গলি মধ্যে বতদূর ধরে এরূপ ১২ অঙ্গলি প্রমাণের নাম কুড়ব। বাচস্পতিদ্বিপ্রও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। কুন্ডক ভট্ট ২০ জোণে এক কুন্ত স্বীকার করিলেও তাহার মতে ২০০ পলে ১ জোণ। জাতুকর্ণের মতে ৫১২ পলে ১ কুন্ত, রত্নাকরের মতে ২০ প্রোহে এবং দানবৈবেকে ১০০০ পলে ১ কুন্ত লিখিত আছে।

বৃহৎসামবাস্তবে এক পরিমাণের উল্লেখ আছে, তাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। যথা—

২০ তোলকে ১ সের, ২ সেরে ১ প্রোহ।

আইন-ই-অকবরীতে লিখিত আছে, ভারতের কোন কোন অংশে পূর্বে এক সময়ে ১৮ নামে ১ সের এবং কোন স্থানে ২২ নামে ১ সের চলিত ছিল, কিন্তু অকবরের রাজ্য-রাজ্যে ২৮ নামে সের ঠিক হয়, পরে সম্রাট ৩০ নামেই সের ঠিক করিয়া দেন। ২০ মাষ বা ৫ টঙ্কে ১ নাম, মতান্তরে ২০ মাষ ৭ রজ্জিকার ১ নাম হয়, এরূপ স্থলে রাজমাস্তও-বর্ণিত সের ও আইন-ই-অকবরীর সের একই বলিয়া বোধ হয়।

ভবিষ্য, স্বামী ও পদ্মপুরাণে যে মাণ আছে, চণ্ডেশ্বরের সংগ্রহ হইতে জানা যায় যে, মিথিলার উক্ত পরিমাণ প্রচলিত ছিল। জোণ ব্যতীত চণ্ডেশ্বর (বাংলভূষণে) আরও কএকটি পরিমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

৪ জোণ = ১ মাণিকা।

৪ মাণিকা = ১ ধারী।

২০ ধারী = ১ বাহ।

গোপালভট্ট আর একপ্রকার ধাতু পরিমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

৪ আয়ুঃ = ১ শাক ?

৪ শাক ? = ১ বিঘ।

১৮০২ বস ইকে ১ ধারী হয়। স্রুতরাং ১ ধারী = ২ সুসেল, ২ পেক ও ১৬ গ্যালান। এরূপ স্থলে ১ কুন্ত = ১৬ ধারী = ৩ সুসেল ও ৩ গ্যালান। লক্ষ্মী-ধরের স্রুতি কলতরুতে—১৬ তোলকে ১ পল এবং ১ ধারির ওজন ১৪০০০ তোলক = ২১৫ পাউণ্ড (Avoirdupois) এবং ১ কুন্ত ওজনে ১৭২২০ তোলক = ১০৮ পাউণ্ড; ইহা গদের মাগের কোম্বের (Comb) পরিমাণের সমান। এক্ষণে এক বাহ ওজনে আর এক টন। (Colebrooke's Misc. Essays Vol. I. p. 504.)

- ৪ বিহ=১ কুড়ব।
 ৪ কুড়ব=১ প্রহ।
 ৪ প্রহ=১ খারী।
 ৪ গোপী=১ জোপিকা।

তু-পরিমাণ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৪২।৩৭-৩৯) লিখিত আছে,—

- ১১ † পরমাণু=১ জগৎরেশু।
 ১১ জগৎরেশু=১ মহীরজঃ।
 ১১ মহীরজঃ=১ বালাগ্র (কেশগ্র)।
 ১১ বালাগ্র=১ লিকা।
 ১১ লিকা=১ ববোদন।
 ১১ ববোদন=১ অঙ্গুল।
 ৬ অঙ্গুল=১ পল।
 ২ পল=১ বিততি।
 ২ বিততি=১ হস্ত।
 ৪ হস্ত=১ ধনুর্কণ্ড।
 ২ ধনুর্কণ্ড=১ নাড়িকা।

২০০০ ধনু=১ গবুতি।

৪ গবুতি=১ যোজন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অত্র একস্থানে লিখিত আছে—

- ২১ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে=১ অরশ্বি।
 ১০ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে=১ প্রোদেশ।

আমিত্যপুরাণের মতে ২ অরশ্বি=১ কিহু।

হারীভেদে মতে কিহু ও হস্ত এক, ৪ কিহুতে ১ লব।

কিন্তু আমিত্যপুরাণের মতে ৩০ ধনুতে ১ লব।

২০০০ ধনুতে ১ ক্রোশ, ২ ক্রোশে ১ গবুতি, ২ গবুতিতে ১ যোজন, আবার বিষ্ণুপুরাণে ১০০০ ধনুতে ১ ক্রোশ। কিন্তু

৪ লীলাবতীটীকার লিখিত আছে—‘কোন পাত্রের সকল দিকের পরিসর এক হাত করিয়া হইলে তাহাকে যদন্ত বলে, মগধে উহার নাম ‘খারীক’ ইহা বড়কোণী হইয়া থাকে। উৎকলের খারীক গোলাবরীর মক্ষিপাণে প্রচলিত, তথায় ১০ ক্রোশে এক খারী, ৪ আটকে ১ ক্রোশ, ৪ প্রহে ১ আড়ক ও ৪ কুড়বে ১ প্রহ। কুড়ব যদন্তাকার হইবে, ইহার ৩ই অঙ্গুলি করিয়া পরিসর থাকিবে এবং দ্বিত্তিকা অথবা তবৎ কোন ত্রয়াদির্গিত।’

এরূপহলে কুড়বে ১০ই ঘন অঙ্গুল হইতেছে। কিন্তু—লক্ষ্মীধর কল্পতরুতে লিখিয়াছেন,—কুড়বের বিস্তার ৪ অঙ্গুলি ও গভীরতাও তাই, এরূপহলে এক কুড়বে ৬৪ ঘন অঙ্গুল হয়।

† কোলব্রুক সাহেব বে মার্কণ্ডেয়পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণু হইতে ববোদন পর্য্যন্ত ১১ স্থানে ৮ সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। (Colebrooke's Essays, Vol. 1, p. 536.)

গোপালভট্ট প্রাচীন মন্ত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, ‘বিদেশীর ভ্রমণকারীরা ৪০০০ ধনুতে ১ যোজন গণনা করেন।’ লীলা-বতীতে এইরূপ লিখিত আছে—

৮ বব=১ অঙ্গুলি।

২৪ অঙ্গুলি=১ হস্ত।

৪ হস্ত=১ দণ্ড (=১ ধনুঃ)

১০ হস্ত=১ বংশ।

২০০০ দণ্ড=১ ক্রোশ।

২০ বংশ=১ নিরজ।

৪ ক্রোশ=১ যোজন।

কাল পরিমাণ।

মম্বর মতে—

বরাহপুরাণ মতে—

১৮ নিমেষ=১ কাঠা।

৬০ কণ=১ লব।

৩০ কাঠা=১ কলা।

৬০ লব=১ নিমেষ।

৩০ কলা=১ কণ।

৬০ নিমেষ=১ কাঠা।

১২ কণ=১ মুহূর্ত।

৬০ কাঠা=১ অতিপল।

৩০ মুহূর্ত=১ অহোরাত্র।

৬০ অতিপল=১ বিপল।

১৫ অহোরাত্র=১ পক্ষ।

৬০ বিপল=১ পল।

২ পক্ষ=১ মাস।

৬০ পল=১ দণ্ড।

২ মাস=১ ঋতু।

৬০ দণ্ড=১ অহোরাত্র।

৬ ঋতু=১ অয়ন।

৬০ অহোরাত্র=১ ঋতু।

২ অয়ন=১ বৎসর।

ভবিষ্যপুরাণমতে—১০০০ সংক্রমে ১ ক্রটি, ১০০ ক্রটিতে ১ তৎপণ, ৩ তৎপণে এক নিমেষ।

সূর্যসিদ্ধান্তের মতে গোপালভট্ট যুত বিষ্ণুপুরাণ মতে—

৬ প্রাণ=১ বিকলা। ৬ প্রাণ=বিনাড়িকা।

* বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ রিজ্ ডেভিড্ নামা বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে এইরূপ ‘যোজন পরিমাণ’ স্থির করিয়াছেন—

হানের নাম। গ্রন্থমতে দূরত্ব। বর্তমানদূরত্ব। প্রতিযোজনে কত মাইল।

কাশী হইতে উরুবেল ১৮ যোজন ১২৮ মাইল ৮ মাইল।

কাশী হইতে তক্ষশিলা ১২০ যোজন ৮৪০ ” ৭ ”

নালন্দা হইতে রাজগৃহ ১ যোজন ৮ ” ৮ ”

কুশীনগর হইতে রাজগৃহ ২৫ ” ১৫০ ” ৭ ”

আবন্তী হইতে ঐ ৪৫ ” ২৭৫ ” ৭ ”

গঙ্গা হইতে রাজগৃহ ৫ ” ৩৫ ” ৮ ”

অমুরাধপুর হইতে

রিদ্বিবিহার ৮ ” ৪০ ” ৭ ”

অমুরাধপুর হইতে

ঈপারদেশ ১৫ ” ১৫০ ” ৭ ”

উপরোক্ত গ্রন্থাদ্বয়সারে বোধ হইতেছে যে, পূর্বকালে ৭ই হইতে

৮ মাইলে মোটামুটি এক যোজন গণিত হইত। (Rhys David's Ancient coins and Measures of Ceylon গ্রন্থে।)

৩০. ফুট = ১২ ইঞ্চি।
৩০. বর্গ = ১ বর্গ।
৩০. বর্গ = ১ বর্গ।
৩০. অর্ধোত্তর = ১ মাস।
১২ মাস = ১ বছর।

মুসলমানী আমলে এদেশে মুসলমানেরা এইরূপে ওজন করিত (হক্ মুসলমানে লিখিত আছে)।

১ বর্গ = ১ হকত (অর্থাৎ বীজ)।

২ হকত = ১ তহ।

৪ বর্গ = ১ কিরাট (কড়ি)।

৮ বর্গ = ১ দাক।

১৬ বর্গ = ১ মিছাল।

৩০৬ বর্গ বা ৪ $\frac{১}{২}$ মিছাল = ১ অত্তার বা গীর (সেতক)।

৭ $\frac{১}{২}$ মিছাল = ১ ঠকীরং (ঠক)।

১২ মিছাল = ১ রটল (পাউণ্ড)।

২৪ মিছাল = ১ মন।

১৭ মন = ২ কৈলজং।

বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে নিম্নে সংখ্যা পরিমাণাদি হির হইয়া থাকে, নিম্নে লিখিতেছি—

- ১ কড়ার (বা ১টার) ... ১০ সিকিগুণ্ডা।
৪ " (৪টার) ... ১ একগুণ্ডা।
৫ গুণ্ডার (২০ টার) ... ৫ একবুড়ি।
২০ গুণ্ডার (৮০ টার) ... ১০ চারবুড়ি বা একগণ।
৮০ গুণ্ডার (১৬ বুড়িতে) ... ১০ চারগণ বা একটোক।
১৬ গণে ... ১ কাহন।

মুদ্রাবিভাগ।

- পাঁচ কড়ার ... একসিকি পরসা ১১০।
২ সিকি পরসার ... আধপরসা ২৪।
২ আধলাতে ... এক পরসা ৫।
২ পরসাতে ... এক ডবল পরসা ১০।
২ ডবল পরসার ... এক আনা ১০।
২ আনাতে ... এক হরানি (রোপ্য) ১০।
২ হরানীতে ... এক সিকি (রূপা) ১০।
২ সিকিতে ... এক আধুলি (রূপা) ১০।
২ আধুলিতে ... ১ টাকা ১।
১৬ টাকার ... ১ মোহর (সোণ)।

কোম্পানীর টাকা—১৬ আনা; সিকা ১৬ টাকা

কোম্পানির ১/১০ টাকার সমান; সিকা ১৬ গুণ্ডা—

কোম্পানির ১/১১ সমান, কোম্পানির ১৬ টাকা সিকা ১৬০

আনার সমান।

- ১ কড়ার ... এক পরসা ১০।
৫ গুণ্ডার ... এক পরসা ৫।
৪ পরসার ... এক আনা ১০।
৪ আনার ... এক সিকি ১০।
৪ সিকিতে ... ১ টাকা ১।
ইংরাজীতে ৩ পাইর একপরসা ও ১২ পাইতে এক আনা হয়।

ইংরাজী মুদ্রার পরিমাণ।

- ৪ কার্ডিতে ... ১ পেনি।
১২ পেনে ... ১ শিলিং।
৫ শিলিং ... ১ ক্রাউন।
২০ শিলিং ... ১ পাউণ্ড বা সত্যরেন্দ্র।
২১ শিলিং ... ১ গিনি।

এক শিলিং প্রায় আটআনার সমান। ১ ক্রাউনে এক টাকা হয়।

মুদ্রাবিভাগ।

- এক ক্রাউন ... —
দুই ক্রাউন ... —
তিন ক্রাউনে ... এক কড়া ১।

- ২০ বিন্ডিতে ... এক মুন ১।
৪ মুন ... এক রেগু ১।
৪ রেগুতে ... এক তিল ১।
৮ তিলে ... এক কড়া ১।
২০ তিলে ... এক কাপ।
৪ কাপে ... এক কড়া ১।

৬০ ক্রান্তিতে এক পরসা। ৫ তাতে এক কড়া, ৬ বহুতে এক কড়া, ৭ বীলে এক কড়া, ৮ বহুতে এক কড়া, ৯ দহীতে এক কড়া, ১০ নিকে এক কড়া ১১ ক্রে এক কড়া, ১২ নুর্ধো এক কড়া, ১৩ বেদে এক কড়া, ১৪ দুবনে এক কড়া, ১৫ তিথিতে এক কড়া, ১৬ কলার এক কড়া, ১৭ নখে এক কড়া, ২৭ ববে এক কড়া, ১০০ মুন এক কড়া, ১২৮০ বহরে এক কড়া, ২০৪ হলে এক কড়া, ৩২০ রেগুতে এক কড়া। ভাল, দহী প্রভৃতি পাই লিখিবার প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়া থাকে। ১৬ = তিনকড়া পাঁচতাল, ২১৬ = দুই গুণ্ডা এক কড়া হরকর।

মৈসোর ওজন।

- ৪ ধানে ... ১ রতি।
৬ রতিতে ... ১ আনা।
১০ রতিতে ... ১ দ্বাদশ।
৮ দ্বাদশ ... ১ রোলা।

বৈদেশিক ওজন-তির বর্ণ রোপ্য প্রকৃতিতে ১২ ক্যার, এক তোলা হয়।

জাকারি ওজন।

২০ গ্রেণে ... ১ কুপল।

৩ কুপলে ... ১ ড্রাম।

৮ ড্রাম ... ১ আউন্স।

১২ আউন্সে ... ১ পাউণ্ড।

১৮০ গ্রেণে একতোলা হুতরাং ১ পাউণ্ড ৩ তোলা।

জাকারি উষ্মের মাপ।

৬০ বিনিমে ... ১ ড্রাম।

৮ ড্রামে ... ১ আউন্স।

১৬ আউন্সে ... ১ পাউন্ড।

১৬ আউন্সে ... ১ হেমি-পাইন্ট।

১ আউন্সে আর আধ ছটাক, ১ পাইন্ট আর আয়সের সমান।

বর্ণ রোপ্যটির ওজন।

৪ ধানে ... এক রতি ১।

৬ রতিতে ... এক আনা ১০।

১৬ আনার—একতোলা বা এক তরি ১৬।

একটা কুচের (ওজাকলের ওজন) একরতির সমান।

ইংরেজিতে বর্ণটির ট্র ওজন।

২৪ গ্রেণে ... ১ পেনিওয়েট।

২০ পেনিওয়েটে ... ১ আউন্স।

১২ আউন্সে ... ১ পাউণ্ড।

১৮০ গ্রেণে—১ তোলা। ১০০ পাউণ্ড—১ মণ।

এতদুপরেও ওজনের পাউণ্ড—১০০০ গ্রেণ; ট্র ওজনের পাউণ্ড—৫৭৬০ গ্রেণ। এতদুপরেও ওজনের আউন্স ৪৩৭৬০ গ্রেণ ও ট্র ওজনের আউন্স ৪৮০ গ্রেণ। ট্র ওজনের ৬ আউন্স ৮ তোলা।

দেশীয় ওয়ার সাধারণ ব্যবহারি ওজন।

পাঁচ কড়ার ... দিকি কাঁচা ১।

৪ দিকিতে ... ১ কাঁচা ৫।

৪ কাঁচার ... ১ ছটাক ১০।

৪ ছটাকে ... ১ পোরা ১০।

৪ পোরাতে ... ১ সের ১।

১০ সেরে ... ১ চৌক ১০।

৪ চৌকে বা ৪০ সেরে ১ মণ ১/১০।

সেরের পরিমাপ বর্জিত নবান বছরে, কোথাও ৬০ তোলায়, কোথাও ৮০ তোলায় কোথাও বা ১০০ তোলায় সের হয়।

৮০ তোলায় সের থাকি ও ৬০ তোলায় সের থাকি, পাকি ওজনের ছটাক—৫ তোলা। হুতরাং কাঁচা, গাছ, কড়া, কাগ বর্জিতের পাঁচ দিকি, এক দিকি, এক আনা ও সেফরতির সমান। পাঁচসেরের ওজনকে এক পত্তরি কহে।

৮ পত্তরি ... ১ মণ ১।

হুমির ওজন।

১ সের ... ১২০ তোলায় কিছু বেশী।

১ মণ ... ৩৬ সের। কুঠীর ১২ মণ, পাকি

১০ মণের আর সমান।

খাত চাউল প্রকৃতির মাপ।

৪ কোণে ... এক পালি ১০।

৪ পালিতে ... এক কাঠা ১০।

৪ কাঠার ... এক আড়ি ১।

৪ আড়িতে ... এক সলি ৫।

৪ সলি বা ২০ আড়িতে এক বিপ ১০।

১৬ বিপে ... এক গোটা ১৬।

অন্তবিধ—

৪ কাঁচার ... ১ ছটাক ১০।

৪ ছটাকে ... ১ কুনিকা ১০।

৪ কুনিকার ... ১ রেক ১০।

৪ রেকে ... ১ পালি ৫।

৮ পালিতে বা ৪০ সেরে ১ মণ ১/১০।

খাত চাউলটির মাপ নানামানে নানাপ্রকার। ১০ ছটাকে ১ খুটি, ২ খুটিতে ১ রেক, ২ রেকে একপালি, ২ পালিতে ১ মন, ২ মনে ১ কাঠা, ৮ কাঠাতে ১ আড়ি, ২০ আড়িতে ১ বিপ, ১৬ বিপে ১ কাহন হয়।

খড় কড়ি কল ইত্যাদি মণ।

৪টা বা ৪ কড়ার ... ১ গুণ্ডা ১।

৫ গুণ্ডার ... ১ কুড়ি ৫।

৪ কুড়িতে ... ১ মণ ১০।

১৬ মণে ... ১ কাহন ১।

আম, আঁঠ, খড় প্রকৃতি শতের মরে, হাজার মরে বা কুড়ি মরে বিক্রয় হয়।

হুমির ইয়োগি যৈথিক মাপ।

২ হুততে ... এক ব।

৪ বতে ... এক ইকি বা কুহল।

১২ ইকে ... এক কুট।

১৪০ কুটে ... এক হাজি।

৩ কুটে বা ২ হাজে ... এক মণ।

১০০-পাইল ... এক হাইল।
 ২-হাইলে ... এক কোশ।
 তিন ঘন লবে এক ইক।
 ৬ পক্ষে এক কান্দ (জল বাগিয়ার পরিমাপ), ৪১০ পক্ষে
 এক পোল, ৪০ পেসলে ১ কান্দ। ৮ কান্দ = ১ হাইল, ৩
 হাইল = ১ লিগ। ১৪ বা ১০২২ ইকিতে ১ লিগ। ২২ পক্ষে
 ১ চেন বা ১০০ লিগ (Link)। ৯ ইকে ১ বিঘা।

অন্য পরিমাপ:

৮ ঘবোদরে ... ১ অঙ্গুলি।
 ৪ অঙ্গুলিতে ... ১ হুট।
 ৩ হুট বা ১২ অঙ্গুলি ... ১ বিঘা।
 ১ বিঘা বা ২৪ অঙ্গুলি ... ১ হাত।
 ৪ হাতে ... ১ গজ।
 ২০০০ গজতে বা } ... ১ কোশ।
 ৮০০০ হাতে }
 ৪ কোশে ... ১ যোজন।
 ৬ অঙ্গুলিতে ... ১ ছটাক।
 ১ হাতে ... ১ পোয়া।
 ৪ হাতে ... ১ কাঠা।
 ৫ কাঠার বা ২০ হাতে ... ১ চৌক।
 ২৫ কাঠার বা ৮০ হাতে ... ১ বিঘা।

এককাঠা—৬ হুট বা ৪ হাত; এক বিঘা—১২০ হুট;
 একহাইল—৪৪ বিঘা, এককোশ—১০০ বিঘা। ২৪ মৈথিক
 হুটে বা ৪০ পক্ষে ১/ বিঘা হয়।

দেশীয় প্রথার ক্যানারি বর্ণনাপ।

৬৪ ঘবোদরে ... ১ বর্গ অঙ্গুলি।
 ৫১৬ বর্গ অঙ্গুলি ... ১ বর্গ হাত।
 ১ বর্গহাতে ... ১ গজা বা তিল।
 ৫ বর্গহাতে ... ১ বর্গকাঁচা।
 ৪ কাঁচা বা ২০ বর্গহাতে ... ১ বর্গহটাক।
 ৪ হটাক বা ৮০ বর্গহাতে ... ১ কাঠা।
 ৫ কাঠার ... ১ চৌক।
 ২০ কাঠার বা ৬৪০০ বর্গহাতে ... ১ বিঘা।

কাঠার ২০ ভাগের একভাগকে হুল কহে, অতঃপর
 ১ হুল = ১৬ বর্গহাত বা ১৬ গজা।

ইংলণ্ডীয় ছবির বর্ণনাপ।

২১০ বর্গ অঙ্গুলি ... ১ বর্গকাঁচা।
 ১৪৪ বর্গহটাক ... ১ বর্গহুট।
 ৯ বর্গহুটে ... ১ বর্গগজ।

১৮০ বর্গহুটে ... ১ বর্গপোয়া।
 ১২০ বর্গহুটে ... ১ বর্গকাঠা।
 ১৪৪০০ বর্গহুটে ... ১ বর্গবিঘা।

৪৮৪ বর্গবিঘা = এক একার; এক একরে = ৮ বিঘা।
 কাঠা; ৬৪০ একারে এক বর্গহাইল।

১৭২৮ ঘন ইকে ... ১ ঘনহুট।
 ২৭ ঘনহুটে ... ১ ঘনগজ।
 ১০৮২৪ ঘন অঙ্গুলিতে ... ১ ঘনহাত।
 ৮ ঘনহাতে ... ১ ঘনগজ।

হুণ বাগিয়ার ক্ষত যে কার্ভিমির্জিত 'কোয়া' বাবহার হয়,
 তাহার পরিমাপ এই ঘন প্রণালী হইতে পাওয়া যায়।
 কোয়া দীর্ঘ ২৭ ইকি, ওয়ার ২০ ইকি ও পটীয়া ৯ ইক।
 এককোয়ার পাকি ১০ সওয়া ঘন হুণ ঘরে। ৮০ কোয়ার
 ১০০ ঘন।

ব্রাহ্মণ পরিমাপ।

৮ ঘবোদরে ... ১ অঙ্গুলি।
 ৩ অঙ্গুলিতে ... ১ পিলা।
 ৮ পিলাতে ... ১ হুট।
 ২ হাতে ... ১ গজ।

কান্দ পরিমাপ।

২৫ তার ... ১ দিভা।
 ২০ দিভার ... ১ মীস।
 ১০ মীসে ... ১ বেল।

কতকগুলি কাগজ ২৪ তার দিভা হয়।

কলম ইত্যাদির পরিমাপ।

১২ টার ... ১ ভজন।
 ১২ ভজনে ... ১ কোশ।
 ২৪ টার ... ১ বাভিল।
 ২০ টার ... ১ কোর।

কাল পরিমাপ।

৬০ অঙ্গুলিতে ... ১ বিপল।
 ৬০ বিপলে ... ১ গল।
 ৬০ গলে ... ১ দণ্ড।
 ৭২০ দণ্ডে ... ১ প্রহর।
 ৮ প্রহরে বা ৬০ দণ্ডে ... ১ দিন।
 ৩০ দিনে ... ১ মাস।
 ১২ মাসে বা ৩৬৫ দিনে ... ১ বৎসর।

ইংলণ্ডীয় কাল পরিমাপ।

৬০ সেকেন্ডে ... ১ মিনিট।

৬০ মিনিটে ...	১ ঘণ্টা।
২৪ ঘণ্টার ...	১ দিন।
৭ দিনে ...	১ সপ্তাহ।
৫২ সপ্তাহ একদিনে ...	১ বৎসর।
২৪ মিনিটে ১ দণ্ড, ২৪০ দণ্ডে ১ ঘণ্টা, ০ ঘণ্টার ১ প্রহর।	
১২ বৎসরে একবৃৎ, ১০০ বৎসরে একশতাব্দ। একবৎসরের	
প্রকৃত সময়ের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট	
৪৮ সেকেন্ড অথবা ৩৬৫ দিন ১৪ দণ্ড ০১ পল ৫২ বিপল	
হইবে।	

ইংল্যান্ডে প্রচলিত ভরমাপনী।

১০ ড্রাই ...	১ আউন্স।
১৬ আউন্স ...	১ পাউণ্ড।
১৪ পাউণ্ড ...	১ সেন্টার।
২৮ পাউণ্ড ...	১ কোয়ার্টার।
৪ কোয়ার্টারে ...	১ হ্যাণ্ড্রেডওয়েট বা হন্দর।
২০ হন্দরে ...	১ টন।

১২ পাউণ্ড = ৩৫ সের; ১ পাউণ্ড = ১০ আব সেরে কিছু কম (৩২ ড্রাই ওজনে) ১ আউন্স আব হটাকের কিছু কম (প্রায় ২ ড্রাই ৭ আনা) এক হন্দর = ১৪৮/১৫ একমণ চৌদ্দ সের লাভ হটাকের কিছু বেশী। ১ টন = ২২ মণ ৮ সের ৮/১০ তের হটাক। কুঠার ওজনের ৩০ মণে = ১ টন।

পরিমাপক (সী) পরিমাপক (দিক্‌শর্ন, বায়োমিটার যন্ত্রাদি)। বাট্‌মেরা, ত্রাণাদির শুদ্ধ পরিমাপক তোল (Weight) ভূমাদি ভরীপকালে অবলম্বিত পরিমাপাংশ (Measuring Unit)

পরিমাপফল (সী) ক্ষেত্রফল। ভূমির মধ্যগত স্থানের পরিমাপ।

পরিমাপবৎ (জি) পরিমাণ বিদ্যতেহত মতুপ্ মত ব। পরি-মাপযুক্ত।

পরিমাপিন্ (জি) পরি-মাপ-ইন্। পরিমাপবিধি। পরিমাপ আছে যার।

পরিমাপ(দ)দ (পং) পরি-মাপ-বৎ। মহাত্তত্ত্বোক্তের অন্তর্গত ঘোলটী সাহিত্যেদ।

পরিমাপ (পং) পরি-মাপ-বৎ। পরিমার্জনা, পরিহার করণ। মার্গ ধাতু যাত্রা নিষ্পাদিত হইলে এই শব্দে ‘অবেষণ’ অর্থ বুঝাইবে।

পরিমার্গ (সী) অবেষণ। অহসন্ধান।

পরিমার্গিতব্য (সী) অবেষণীয়। “ততঃ পদং তৎ পরি-মার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি তুঃ” (গীতা ১৫।৪)

পরিমার্গিন্ (জি) অবেষণকারী। মীকার্ণ পদ্ধতিপ্রণয়কারী।

পরিমার্গ্য (জি) পরি-মাপ-বৎ (চর্চায়) কৃত্রিম্যভ্যোঃ। পা ৭।৫২) ইতি ভূত পঃ কৃত্রিম্যভ্যোঃ। ১ পরিমার্গ্য; পরিমোহ-নীৰ। পরিহারযোগ্য। ২ অবেষণীয়।

পরিমার্জ (জি) পরি-মাপ-বৎ। পরিহার করণ। যাত্রাবলা।

পরিমার্জিন (সী) পরি-মাপ-মুহি, ভূতো যুক্তি। যাত্রাক্রম, মধুমতক।

“মধুতলমুহিভবোঃ বেটীতাঃ সমিতান্ত বে।

মধুমতকমুহিভেঃ ভূতাত্মা পরিমার্জিনঃ” (পঞ্চট)

২ পরিমোহন, পরিহারণ। ৩ মধুতলপাত্র।

পরিমিৎ (জী) গৃহাদির ছাব্ব কড়ি, বরোণা বা বংশ নত প্রকৃতি।

“উপমিতাঃ প্রতিমিতামণো পরিমিতানুত।” (অর্থশাস্ত্রে ১.৩।১)

‘বংশলক্ষণাদিবৎ শালা শালা নাম গৃহম্।’ (ভাষ্য)

পরিমিত (জি) পরি-মাপ-জ, পরিমিতা মিতং বা। ১ যুক্ত।

২ পরিমাপবিধি। ৩ কৃতপরিমাপ। ৪ বর্ষা পরিমাপ।

“ত্রিবিধং পরিমিতমধিকব্যয়িনঃ জনমাকুলীকরতে।

কীণাঞ্চলমিব লীনতনজঘন্যায়ঃ কুলীনায়ঃ” (উভট)

পরিমিতি (জী) পরি-মাপ-জিন্। পরিমাপ। ভূমিমান শাস্ত্র, জরিপবিদ্যা। অঙ্কশাস্ত্র বিশেষ। জ্যামিতি শাস্ত্রে প্রতিপাদিত

বস্তুর (ভূমাদির) পরিমাপ নির্দেশ জ্ঞত এই গ্রন্থে অঙ্ক প্রয়োগ দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের প্রকৃত পরিমাপ বা আয়তন কি,

তাছাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোন বস্তুর উপরিতল বা বহি-র্দেশ, ক্ষেত্রফল, বস্তু বা জীব প্রকৃতির আকৃতির ব্যাপকত

অর্থাৎ তৎ তৎ বস্তু বা জীব আশ্রয়ণম শরীরাতনপ্রকৃত কতটা স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার ঘন পরিমাপ এবং

গৃহ, বাটিকা, উদ্যান প্রকৃতির ভূমাদির পরিমাপ এই শাস্ত্র-সায়ে নির্ণীত হইয়া থাকে। জ্যামিতি অথবা ত্রিকোণমিতি

শাস্ত্রনিষ্পাদিত কতকগুলি প্রতিজ্ঞা, অতি সহজে পরিমিতি অঙ্কবিদ্যার সাহায্যে, (পূর্বোক্ত শাস্ত্রগ্রন্থের সত্যনিষ্ঠা

ধারাগুলি বলবৎ গ্রাহ্য বিবেচনা করিয়া) নিশ্চয় ফল বাইতে পারে। কোন একটি বস্তুর পরিমাপ নির্দেশ করিতে

হইলে, সেই জাতীয় বস্তুর অঙ্ক একটি আংশিক বিভাগ গ্রহণ করিতে হয়। জ্যামিতি শাস্ত্রে উহা Magnitude বা আয়ত-

নাংশ এবং অঙ্কবিদ্যার উহাকে Measuring unit বা পরি-মাপাংশ বলে। যেমন কোন একটি নির্দিষ্ট রেখা (Straight-

line) বাপিতে হইলে সেই মাপের পরিমাপক ১ ইঞ্চি, ১ লিঞ্চ অথবা ১ ফুট প্রকৃতি পরিমাপাংশের আবশ্যক হয়; সেইরূপ

কোন একটি সমতলক্ষেত্রের ভূমির পরিমাপ দ্বিভূতে হইলে, প্রথমে সেই ভূমির বর্গক্ষেত্রফল (square area) নির্ধারণ

করা আয়তক, ইহাতে পাট বুঝা যায় যে, এক একটা ক্ষুদ্র বর্গ-ইকের পরিমাপ সমষ্টিতে এইরূপ একটা বৃহৎ জমির পরিমাপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন একটা চতুর্ভুজ বহু বাহার লম্বা ১০ ইঞ্চ এবং প্রস্থ ৫ ইঞ্চ উহার পরিমাপ স্থির করিতে হইলে, লম্ব দিয়া প্রস্থকে গুণ করিতে হইবে। ইহাতে যে বর্গফল ($10 \times 5 = 50$ বর্গ ইঞ্চ) হয়, তাহাই উক্ত বস্তুর আকার বা ব্যাপকারণন।

একটা জমি কত বিঘা, কত কাঠা, তাহা জানিতে হইলে জ্যামিতিশাস্ত্রের অবলম্বনীয় সমস্তর রেখা, সরল রেখা, সমকোণী ত্রিভুজ, পক্ষকোণী, ঘট্টকোণী, অষ্টকোণী, বৃত্ত বা পরিমি প্রভৃতির নিরূপিত গণনার সাহায্যে সহজে যে উপায়ে জমির পরিমাপ স্থির হয়; পরিমিতিশাস্ত্রে তাহাকে ক্ষেত্রব্যবহার বা Surveying বলে। জুম্যাদির জরিপ কার্যের পরিমাপ্যাতক যে ক্ষুদ্র অংশ সাধারণে ধার্য আছে, ইংরাজিতে তাহাকে Link বলে, আমাদের দেশে বেরূপ অছুরি, হস্তপ্রকৃতি পরিমাপ যন্ত্রের সাহায্যে জুম্যাদির জরিপ কাঠা, বিঘার পণ্ডিত হয়, ইংরাজিতে তদ্রূপ লিঙ্ক হইতে একার এবং সেই একার বাঁদালা পরিমাপ্যাতক দ্বারা বিঘার রূপান্তরিত হয়। ১০ যদি কোন একটা জমির পরিমাপ লম্ব ৫৭৫ লিঙ্ক ও প্রস্থ ৪২৫ লিঙ্ক হয়; তাহা হইলে উক্ত জমি কত বিঘা জানিতে হইবে, প্রথমে দুইটা রাশিকে পরস্পর গুণ করিলে জমির বর্গফল ২৪৪০৭৫ পাওরা গেল। কিন্তু ১০০০০০ বর্গ লিঙ্কে ১ একার জমি হয়, এই যোগটা বতঃসিদ্ধ; অতএব পূর্কোক্ত ২৪৪০৭৫ বর্গ লিঙ্কে নিয়োক্ত ১০০০০০ বর্গ লিঙ্ক দিয়া ভাগ করিলে উহার ফল ২.৪৪০৭৫ একার হইবে। একারকে পরিমাপ পক্ষের তালিকাভাসারে সহজেই বিঘার লওয়া বাইতে পারে। এবং দশমিক অংশকেও পুনরায় বিভাগ করিয়া রুড, পার্সেস অথবা কাঠা, ছটাকে রাখিতে পারা যায়।

ত্রিকোণ ও চতুর্ভুজ আকৃতিবৃত্ত জমির পরিমাপ অতি সহজেই লব্ধ হইয়া থাকে। পূর্কোক্ত লিখিত হইয়াছে যে, একটা চতুর্ভুজের পরিমাপ তাহার লম্ব ও প্রস্থের গুণফল হইতে পাওয়া যায়; তাহা হইলে জানা যায়, সমান্তর রেখাধারের সমান্তরী সমান্তর রেখার উপর স্থাপিত দুইটা ত্রিভুজ পরস্পর সমান। সুতরাং এরূপ একটা ত্রিভুজ যে চতুর্ভুজের অর্ধাংশ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ত্রিভুজের পরিমাপ জানিতে হইলে তাহার ভল্লহ রেখা (Base) দিয়া লম্ব রেখা (Perpendicular) অর্ধাংশকে গুণ করিলে যে গুণফল হয়, তাহার অর্ধাংশই উক্ত ত্রিভুজজমির পরিমাপ হইবে। চতুর্ভুজ,

পক্ষকোণী, অষ্টকোণী ও দশকোণী প্রকৃতির পরিমাপ নিরূপিত উপায়ে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

কোন একটা চতুর্ভুজ (Quadrilateral figure) বিভক্ত করিতে পারিলেই তাহার পরিমাপ সংখ্যাতক নির্দেশ করা বাইতে পারে, কিন্তু সমান্তরোপস্থিত ও সমকোণবৃত্ত পক্ষকোণী অষ্টকোণী বা দশকোণী প্রকৃতি (Regular polygon) চিহ্নিত জমির পরিমাপ নির্দেশ করিতে হইলে উক্ত ক্ষেত্রের জুম্যাদির অর্ধাংশ লইয়া তাহাতে বহ্যকিন্দ্র (Centre) হইতে কোন একটা পার্শ্বরেখার লম্বমান অঙ্কুরেখার (Perpendicular) সংখ্যা দিয়া গুণ কর, যে গুণফল লব্ধ হইবে, তাহাই উক্ত ক্ষেত্রের পরিমাপ জানিতে হইবে। সাধারণের জ্ঞানার্থে নিম্নে বহু সমবাহ ও সমকোণী (Regular polygon) ক্ষেত্রের পরিমাপ জানের জন্য একটা তালিকা প্রস্তুত হইল। এই তালিকার ব্যবহারপ্রণালী এইরূপ—

কোন একটা বহুরেখাবৃত্ত সমকোণী ও সমবাহ Regular polygon ক্ষেত্রের কোন বাহুর বর্গফলগ্রহণ করিয়া তাহাভে নিরূপিত তালিকা প্রস্তুত—ক্ষেত্রফলের সহিত গুণ কর, যে গুণফল হইবে, তাহাই উপস্থিত ক্ষেত্রের জমির পরিমাপ জানিবে।

বহু অংশ বিশিষ্ট ক্ষেত্র	সীমা রেখা	রেখাধারের মধ্যবর্তী কোণের অর্ধাংশ	সীমার একটা রেখা এক হইলে তাহার পরিমাপ	সীমারেখা এক হইলে তাহার ঊর্ধ্ব রেখার পরিমাপ
সমকোণী ত্রিভুজ	৩	৩০°	০.৪৬৫০২২৭	০.২৮৮৬৭১৪৪৬
“ চতুর্ভুজ	৪	৪৫°	১	০.৫
সমবাহ পক্ষকোণ	৫	৫৪°	০.৭২০৭৭৭৫	০.৩৮৮১৪০২৪০২
“ ষট্ঠকোণ	৬	৬০°	২.০২৮০৭৬২	০.৮৬৬০২৫৪০৬৮
“ সপ্তকোণ	৭	৬৪°	৩.৬০৬০২১২৪	১.০৬৬২৬০৬৬৪
“ অষ্টকোণ	৮	৬৭°	৪.৮২৮২২৭১	১.২০৭১০৬৭১২
“ নবকোণ	৯	৭০°	৬.১৮১৮২৪২	১.৩৭৭৭৩৮৭০৭৭
“ দশকোণ	১০	৭২°	৭.৬৪৪২০৮৮	১.৫০৮৮৫১৭০৮৬
“ একাদশকোণ	১১	৭৩°	৯.২৪৫৬০৬৮	১.৭০২৮৪০৬৩২৪
“ দ্বাদশকোণ	১২	৭৫°	১১.১৪০১৪২৪	১.৮৬৬০২৫৪০৬৮

উদাহরণ—কোন একটা পক্ষকোণের একটা সীমারেখা যদি ২০ ফিট হয়, তাহা হইলে উহার বর্গফল ৪০০ পতকে ১.৭২০৭৭৭৫ দিয়া গুণ করিলে ৬৮৮.১২০২ ফিট যে ফল লাভ হয়, তাহাই উক্ত ক্ষেত্রের পরিমাপ হইবে।

বৃত্ত সম্বন্ধে পরিমিতি শাস্ত্রে অনেকগুলি প্রণালী লিখিত আছে। কোন একটা বৃত্তক্ষেত্রের পরিমি, উহার ব্যাসকে ৩.১৪১৫৯ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হয়, তাহার সমান এবং ইহাও জানা উচিত যে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের জমিপরিমাপ নির্দেশ করিতে হইলে নিরূপিত করণী পদ্ধতি অবলম্বন করিলে

নহকেই পাঠ্যঃ দ্বিভূতে পারে। (১) বুকের অর্ধাক্ষকে ব্যাসার্ধ দ্বিরা গুণ করিলে যে কল হয়, তাহাই ভূমির পরিমাপ। (২) বাসের বর্গকলকে ৭৮৫৫ দ্বিরা গুণ করিলে ভূমির পরিমাপ পাওয়া যায়। (৩) পরিবির বর্গকলকে ০.৭৯৫৭৭৫ দ্বিরা গুণ করিলে লব্ধ গুণকলই ভূমির প্রকৃত পরিমাপ হইবে।

কোন একটা নিরেট বস্তুর পরিমাপ লইতে হইলে তাহার লম্ব, প্রস্থ ও উচ্চতা পরস্পর গুণনে যে কললাভ হয়, তাহাই বস্তুর পরিমাপ। পিরামিড Pyramid অথবা কোন কোণাকার (Cone) বস্তুর পরিমাপ লইতে হইলে তাহার ভলভূমির পরিমাপকলকে উহার লম্বের দ্বারা গুণ করিলে যে কল হইবে, তাহার তৃতীয়াংশই উহার পরিমাপ নির্দেশক। কোন একটা নিরেট গোলাকার Sphere or solid circle বস্তুর পরিমাপ জানিতে হইলে উহার পরিমিতিক ব্যাস দ্বিরা গুণ করিলে পাওয়া যায়। যে গোলবৃত্তের ব্যাস ৩৬ ইঞ্চ তাহার পরিমাপ $36 \times 0.52359878 = 80.915408$ বর্গ ইঞ্চ। ঐ গোলবৃত্তের সমগ্র পরিমাপ জানিতে হইলে উহার বাসের ঘনগুণ (Cube) অর্থাৎ 36^3 কে 0.52359878 দ্বিরা গুণ করিলে পাওয়া যায়, অথবা ক্ষেত্রকলকে বাসের দ্বিরা গুণ করিলে একাংশ দ্বিরা গুণ করিলে যে কল লাভ হয়, তাহাই সেই নিরেট গোলাকার বস্তুর পরিমাপ হইবে। যথা— $80.915408 \times \frac{1}{3} \times 36 = 2882.2028$ নিরেট ইঞ্চ (Solid inch) প্রথমোক্ত প্রমাণাদ্বারা $36^3 \times 0.52359878$ গুণ করিলেও ২৮৮২.২০২৮ কল পাওয়া যায়। সমতলক্ষেত্রাদির জরীপ বা মাপ সবক্ষেত্রে বিশেষরূপে ক্ষেত্রব্যবহার পক্ষে আলোচিত হইয়াছে। [ক্ষেত্রব্যবহার দেখ।]

পরিমিলন (স্রী) সম্যক মিলন। (রত্নাব° ৪০।১১)

পরিমুখ (ত্রি) মুখমণ্ডলের চতুর্দিক।

পরিমুক্ত (ত্রি) সম্যকরূপে মুক্ত। স্বাধীন।

পরিমুগ্ধ (ত্রি) মূগ্ধের অর্থ সরল। (মাঘ ২।৩২)

পরিমুচ্য (ত্রি) মোচনের বোগা।

পরিমুহ (ত্রি) পরি-মুহ-ক। ১ ব্যাকুল। ২ আলোড়িত। ৩ কোড়িত।

পরিমুহতা (স্রী) ১ ব্যাকুলতা। ২ ভ্রম। ৩ বিরক্তি।

পরিমূর্ণী (স্রী) বৃদ্ধা, অরোগতা, অরাতুরা।

পরিমূজ্ (ত্রি) পরি-মূজ্-কিপ্। পরিহার করণ। পরিমূজ।

পরিমূজ্য (ত্রি) পরি-মূজ-ক্যাপ্ (মুকোবিত্তায়া। পা ৩।১।১১৩) পরিমার্জ্য। ধোতকরণ। পরিহারকরণ।

পরিমূহ্তি (ত্রি) পরিহার। মার্জন।

পরিমেষ (ত্রি) পরিবীক্ষণে ইতি পরি-মা-ধৎ (অতো যৎ।

পা ৩।১।১৭। ইৎ বতি। পা ৩।১।১৬) ইতি পীতি ইৎ, অতো-গুণঃ। পরিমাপবিশিষ্ট, আর সংখ্যক পরিমাতব্য, পরিমাপিত, পরিমাপের বোগা।

“মাতৃদামপ্রপীড়তি পরিমেষপুত্রমরো।

অমৃত্যবিশেষত্ব সেনাপরিবৃত্তাবিবঃ” (রত্ন ১।৩৭)

পরিমোক্ষ (পুং) পরিতোষোক্তঃ পরিত্যাগঃ। ২ মলত্যাগ।

“পাত্ত্বনন্ত মিত্ত পরিমোক্ষত নারগঃ।

হিংসার নিবৃত্তেত্ত্বতোনিরন্ত গুণঃ বৃত্ত্বঃ”

(ভাগ° ২।৩।১৮) ‘পরিমোক্ষত মলত্যাগত’ (স্বামী) ২ বিহু। ৩ বিমুক্তি, নিকীর্ণ, বোক্ষ, সম্যক মুক্তি। (ভারত ১।২।১৬০)

পরিমোক্ষণ (স্রী) পরি-মোক্ষ-মুট্। ১ পরিত্যাগ। ২ মুক্তি। ৩ মোক্ষ। ৪ মলত্যাগকরণ। ৫ (সুজ্ঞত) দ্রোতক্রিয়া দ্বারা পরিহারকরণ।

পরিমোচন (স্রী) চটপট শব্দ।

পরিমোষ (পুং) পরি-মুহ-বহ্। তের। চুরি।

পরিমোষক (পুং) পরি-মুহ-কৃন্। পরিমোষণকারী, চোর।

পরিমোষিন্ (ত্রি) পরি-মুহ-কীভি পরি-মুহ-শিনি। পরিমোষণ-শীল, চৌর্য ভ্রাতাবপন।

পরিমোহন (স্রী) পরি-মুহ-মুট্। বশীকরণ। মোহনসম্পাদন।

পরিমোহিত (ত্রি) ১ আলোড়িত। ২ চেতনাহীন। ৩ অন্তর্বাধপূত।

পরিমোহিন্ (ত্রি) পরি-মুহ-শিনি। পরিমোহনশীল।

পরিম্লান (ত্রি) ১ হীনপ্রভ। (স্রী) ২ শোক, ভয় বা হৃৎধ-জনিত মুখাদির মলিনতা। মুখমালিন্ত।

পরিম্লায়িন্ (পুং) পরি-ম্ল-শিনি। ১ তিমিররোগ জেদ। ইহার লক্ষণ—

“পিত্তং কুর্ধ্যাৎ পরিম্লায়ি মুহুর্ভিতং পিত্তভেজসা।

পীতা দিশন্ত যদ্যোতান্ ভাঙ্করকাপি পততি ॥

বিকীর্যমাণান্ যদ্যোতৈর্ভাঙ্করভ্রোভিরেব বা ॥” (মাধব নিবান)

এই রোগ পিত্ত ভজ হইয়া থাকে, ইহাতে দিক্ নকল উদ্যত নৃধোর ভায় বা যদ্যোতপূর্ণ বৃক্সমূহে সমাকীরের ভায় দেখার। [তিমিররোগ দেখ।] (ত্রি) ২ মালিন্তমুক্ত, মলিনভাববিশিষ্ট।

পরিমুক্ত (পুং) পরিত উভয়ভো বিহিতো বজোহত। উভয়ভঃ বিহিত বজঃ। (কাভা° ১৪।১।৩)

পরিমুক্ত (ত্রি) পরিবেষ্টিত।

পরিমাপ (স্রী) চতুর্দিকে গমন। চারিদিকে ভ্রমণ।

দ্বিরাং জীপ্ পরিমাপী। (পা ৮।৪।২২)

শ্রীরামপুর লব ও কুশের 'বহারণ' ভূমি বলিয়া অস্থিত হয়। এই অস্থানবিশেষ কুলবর্তী সোনেরবর বহাদেব মন্দিরের পরি-কটে ও গদার উত্তর তীরে আলিও অনেকাসংখ্যক তীরের ফলা ভূগর্ভ হইতে পাওয়া বাইতেছে; এখানে গঙ্গাতীরে যে সকল মন্দির নির্মিত দেখা যায়, তাহা বর্তমান সময়ে নির্মিত। এখানে পাহাড়ের উপরে উজীর দীর জলমাস্থানী ধীর একটি ইষ্টকনির্মিত কেয়ার জংলাবশেষ গঙ্গাতীর হইতে দেখা যায়। এখানে প্রতিবৎসর কাঠিকী পূর্ণিমার লক্ষাধিক লোক গদার ও কিলে দাস করিতে আসে।

পরিহার, বেহারবাণী শাক্যপিত্রানুগণের একটি 'পুর' বা থাক। ২ সাক্যক প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অধিবাসী নিয় প্রেসীড জাতিবিশেষ।

পরিবোধ (পুং) পরি-বু-ভাবে ব.ক্। পরিভাঃ বোধ। উত্তমসিক বোধ। ব.ক্ পড়ে বাহুল্যে পরিব ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীবোধ' এইরূপ হইবে।

পরিবোধ্য (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পরিবক্ষক (ত্রি) পরি-বক্ষ-বুল। রক্ষাকর্তা, সর্বতোভাবে রক্ষাকারী।

পরিবক্ষণ (ক্ৰী) পরি-বক্ষ-লুট্। সর্বতোভাবে রক্ষাকরণ।

পরিবক্ষণীয় (ত্রি) পরি-বক্ষ-অনীয়ন্। রক্ষায় যোগ্য। সকল-প্রকার রক্ষায় যোগ্য।

পরিবক্ষা (ক্ৰী) পরিপালন। (মহা ৫।১০৪)

পরিবক্ষিত (ত্রি) উত্তমরূপে রক্ষিত।

পরিবক্ষিতব্য (ক্ৰী) পরি-বক্ষ-ভব্য। পরিবক্ষণীয়, সর্বতোভাবে রক্ষায় যোগ্য।

পরিবক্ষিতিন্ (ত্রি) রক্ষাকারী। চৌকীদার।

পরিবক্ষিত্ব (ত্রি) পরি-বক্ষ-ভূত্ব। পরিবক্ষক। "অশিষ্টানাং নিরস্তা হি শিষ্টানাং পরিবক্ষিতা।" (ভারত আদিপর্ক)

পরিবক্ষিন্ (ত্রি) রক্ষাকারী।

পরিবক্ষ্য (ত্রি) রক্ষায় যোগ্য।

পরিবক্ষ্য (পুং) রক্ষাজ্ঞেয়। (অধর্মবেদ ৮।৮।২২)

পরিবক্ষ্যা (ক্ৰী) পরিতোষা। প্রচারমার্গ।

"অধিতানং মনস্তাসাং পরিবক্ষ্যা সমবর্তী।" (মহা ৮।৩৪।৩৪)

"পরিবক্ষ্যা প্রচারমার্গ।" (নীলকণ্ঠ)

পরিবর্ত (পুং) পরিবর্ত্যতে ইতি পরি-বর্তি ব.ক্। ততো হ্রস্ব (রত্নেরশপ্তিটোঃ। পা ৩।১।৩০) আলিঙ্গন। "পরিবর্ত-রক্তঃ ক ইব ভবিত্যন্তোবুদ্ধঃ।" (সাহিত্যক ১০)

"গ্যারংকামনিং অপরাপি তবৈবলাপমস্ত্রাবণী।

ভূবৎকৃতকৃতনির্ভরপরিবর্তাদৃশং বাহুতি।" (শ্রীভাগো ৫।৭)

পরিবর্তন (ক্ৰী) পরি-বর্ত লুট্। আলিঙ্গন।

পরিবর্তিন্ (ত্রি) পরিবর্ত বিদ্যতে ইতি পরি-বর্ত-ইনি। সংস্বেদ-বৃত্ত। আলিঙ্গনবৃত্ত। "গাণধীশ্রীতব্রহ্মসানি বর্তমানকাণী-কলাপপরিবর্তিতববিবঃ।" (ভাষা ৩।২৮।২৪)

"কাণীকলাপস্তেন পরিবর্তঃ সংস্বেদঃ বিদ্যতে বৃত্ত ভবঃ।" (বাণী)

পরিবর্তক (ত্রি) পরি-বর্ত-ভাজীল্যে ব.ক্। সমস্তাং রটন-লীল। চারিদিকে গমনলীল।

পরিবর্তিন্ (ত্রি) পরি-বর্ত-ভাজীল্যে বিহুন্। সমস্তাং রটনলীল।

পরিবর্তপ্ (পুং) ১ পাপরূপ রক্ষক। ২ পরিবাদকারী, নিষক। "আ বিবাহ্যা পরিবর্তপক্ষমসি।" (ঋক ২।২০।৩) "পরিবর্তপক্ষঃ পাপরূপং রক্ষঃ। বহা রপলপ ব্যক্তার্যং বাচি। কিপু। পরিবর্ততো নিষকান্।" (সারণ)

পরিবর্তাপিন্ (ত্রি) পরামর্শ দ্বারা প্রভুত্ববিধানকারী। "বনরাতে পুরোধংসে পুরুষং পরিবর্তাপিন্।" (অধর্ম ৫।৭।২)

পরিবর্তো (পুং) পরি-বর্ত-ব.ক্। সম্যক্ অবরোধ। আটকান।

পরিবর্ত (ত্রি) পরিতোষাতি লাক্ষ্য। পরিতোষগ্রাহক, ততোঃ শিবাশিষ্টাংশ। পারিভ, তাহার অপত্য।

পরিবর্তলু (ত্রি) অতি লব্ধ, সহজে বাহ্য পরিণাক হয়।

পরিবর্তজন (ক্ৰী) ইতস্ততঃ লক্ষন, অঁপান।

পরিবর্তপ্ত (ত্রি) পরি-লুপ-ক্ত। অদ্রুত, গত, হৃত।

পরিবর্তে (পুং) পরি-লিখ-ব.ক্। পরিতো লেখনসাধন দ্রব্য।

পরিবর্তেখন (ক্ৰী) বক্তৃতাধানে সকলদিকে রেখাদিকরণ।

পরিবর্তেহিন্ (পুং) কর্ণরোগজ্ঞেয়।

পরিবর্তোপ (পুং) পরি-লুপ-ব.ক্। ১ হানি। ২ বিলাপ।

পরিবর্তংশ (ক্ৰী) প্রত্যারণা, ছলনা।

পরিবর্তজ্ঞ (ক্ৰী) ১ গোলাকার বেলীজ্ঞেয়। ২ নগরীজ্ঞেয়।

পরিবর্তসক (পুং) বৎসের অপত্য।

পরিবর্তসর (পুং) সংবৎসর পঞ্চকের অন্তর্গত বৎসরবিশেষ।

"শকাব্দং পঞ্চভিঃ শেবাং সমাদ্যাদিষু বৎসরঃ।

সম্পাদীনাং পূর্বকৃত্ত ভবোনাপূর্বক মতাঃ।" (মলমাস্তত্ব)

বৃহৎসংহিতার লিখিত আছে, সংবৎসর, পরিবৎসর, ইন্দ্র-বৎসর, অম্বুবৎসর ও ইন্দ্ৰবৎসর এই পঞ্চবৎসর বৃহৎসংসরের অন্তর্গত, বৃহৎসংসরের মধ্যে নহে। পরিবৎসরের অধিপতি সূর্য। এই বৎসরের প্রারম্ভে বৃষ্টি হয়।

(বৃহৎসংহিতা ৮।২৪-২৫)

পরিবৎসরীণ (ত্রি) সমস্ত বর্ষাবাপী।

পরিবৎসরীয় (ত্রি) সমস্ত বর্ষ লব্ধকারী।

পরিবর্তন (ক্ৰী) পরি-বর্ত-লুট্। ১ পরিবাদ, নিষা।

পরিবর্ত (পুং) পরি-বর্ত-ব.ক্। পরিবর্তাবর্তন। সর্বতোভাবে

বর্জন। "কন্যোত্তরী পরিবর্ত ইত্যো" (কৃষ্ণ ১৩২০।৮)
পরিবর্তে পরিভো বর্জনে (সারণ)

পরিবর্ত (জি) পরিবর্তনীয়।

পরিবর্তক (জি) পরিবর্তন্য পরি-বর্ত-ক। পরিভাগ্যকারী।

পরিবর্তন (জী) পরিবর্ততে পরিত্যক্তে প্রাপ্তবৈ, পরি-
বৃত্ত-পিচ্-সুট। ১ সারণ। ভাবে সুট। ২ পরিভাগ্য কখন

কোন জন্ম পরিবর্তন করিতে হয়, তাহার বিষয় কুরপুরণে

লিখিত আছে, একশযা, একাসন, একপাণ্ডি, তাঁও, পকার-
মিশ্রণ, বাকন, অধারন, বোনি, সহভোজন, সহাধার, সহ-

ধাজন এই একাদশকে সাধবা কহে, ইহাদের সমীপে অবস্থান
করিলে পাপ সংক্রামিত হয়, এই জন্য সর্বপ্রথমে ইহা বর্জন

করিবে। * (কৃষ্ণ উপনিঃ ১৫ অ°) চাপকা বলিয়াছেন,

"হুসিন্ বেলে ন সমাচো ন প্রীতি ন চ বাক্যঃ।"

"ম চ বিদ্যাগমঃ কশিচ তং দেশং পরিবর্তয়েৎ।" (চাপকা)

যে দেশে সম্মান নাই, প্রীতি, বাক্য ও কোনপ্রকার বিদ্যা-
শাস্ত নাই, সেই দেশ পরিবর্তন করিবে। গুরুপুরণে লিখিত

আছে, কৃষ্ণব্রাহ্মণ, অবেদ্যাক্রিয়, জড়বৈশ্ব এবং অক্ষরসংযুক্ত
শূত্র দুই হইতে পরিবর্তন করিবে। কৃত্যধা, কুমিজ, কুরাজ,

কুবজ, কুসোদহা ও কুদেশ পরিত্যাগ বিধেয়। † (গুরুপুঃ ১১৪ অ°)
পরিবর্তনীয় (জি) পরি-বৃত্ত-পিচ্ অনীয়ম্। পরিবর্তনের

যোগ্য, পরিভাগ্যার্থ।

পরিবর্তিত (জি) পরি-বৃত্ত-পিচ্-ক। পরিভাজ্য।

পরিবর্ত (পুং) পরিবর্তনমিতি পরি-বৃত্ত ভাবে বঞ্। ১ বিনি-

ময়, বদল।

"কবাস্ত্যুতুং নৃষ্ট। নবং নবমিবাগতম্।

ঋতুনাং পরিবর্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংকরঃ।" (রামা° ২।১৪।২৫)

২ কুররাজ। ৩ অপবর্তন। (মেদিনী) ৪ যুগান্তকাল।

(হেম) ৫ গ্রন্থবিচ্ছেদ। (জটায়ু) ৬ মৃত্যুপূত্র জন্মসহর পুত্র-

ভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,

* "একশয্যাসনং পংক্তিতাপকারমিশ্রণম্।

বাল্যাদ্যধারনে ঘোষিতুং বৈ সহভোজনম্।

সহাধ্যায়ন্ত নগমঃ সহবাজনম্বেচ চ।

একাদশমুদিতা পোষাঃ সাধবঃপাণ্ডিত্যঃ।

সমীপে চাপ্যবস্থানং পাপং সংক্রান্তে যুগাৎ।

তস্যাৎ সর্বপ্রকারে সাধবা পরিবর্তয়েৎ ১৪

(কৃষ্ণ উপনিষদ ১৫ অধ্যায়)

† "ব্রাহ্মণঃ বালিশং ক্রত্বযোচ্চারং বিশং লভুঃ।

সুদক্ষসনযুক্তং সুভক্তং পরিবর্তয়েৎ।

কৃত্যধাক কুমিজ কুরাজান কুসোদহম্।

কুবজ কুদেশক কুরতঃ পরিবর্তয়েৎ।" (গুরুপুঃ ১১৪ অ°)

সুভক্তঃ ক্রত্বঃ নাম এক যুক্ত ছিল, বলিয় কটা সিংহাসন

সহিত ইহার নিদাহ কহ। এই সিংহাসন দর্শন অনেকগুলি

পুত্র করে, ইহারা সকলেই কন্যাসি। ইহাদের মধ্যে পরিবর্ত

হুতীর। ইহার এই নাম রাখিবার কারণ এই যে, এই পুত্র

অন্ত গ্রীষ্ম গর্তে অপর গ্রীষ্ম দর্শন পরিবর্তিত ও কলার বাক্যকেও

বিশদীভরণে প্রতিপালিত করিয়া আত্মান অকৃত্যন করে,

এইজন্য ইহার নাম পরিবর্ত হয়। ইহার শাস্তির জন্য বেভ-

লষণ ও মল্লোর সম্রাজ্ঞা মল্লকিমান বিধেয়। পরিবর্তের

দুই পুত্র বিরণ ও বিরণ। ইহাও কৃষ্ণাও, প্রাণীও, পরিবা

ও সব্র প্রায় করিয়া থাকে এবং গাফল্যমিতে কলিয়া

তকীয় পরিবর্তন করে। এইরূপ পরিবর্তন করিতে করিতে

বর্তপাত হইয়া থাকে। এইজন্য গর্তাবহার ক্রীলোককে

বৃত্ত, পর্বত, প্রাণীও, সাগর ও পরিবা প্রায় করিয়া-ব্রমণ

করিতে নাই। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫১ অ°) ৭ অক্ষুতি। (সুখাসি°)

পরিবর্ততে পরি-বৃত্ত-অহ। ৮ পরিবৃত্তযুক্ত কদাচি। ৯ বিবাহাদি

কাণ্যে পরম্পরের কলপপুত্রের আলামনপ্রাণ। [বিবাহ লেখ।]

পরিবর্তক (জি) ১ বোরা ফেরা। ২ ঘৃণীল। ৩ পরিবর্তনযোগ্য।

৪ কাল্যবর্তক। (পুং) ৫ জন্মসহর একযুক্ত। [পরিবর্ত-কোঁ।]

পরিবর্তন (জী) পরি-বৃত্ত-সুট। পরিবর্ত, পর্থাগ, পরিদান,

বিনিময়, নৈময়, ব্যতিহার, পরাবর্ত, বৈবয়, বিময়। (হেম)

"অক্ষমকপরিবর্তনোচিতে তত্ব বিভক্তরশুভাযুক্তে।

বলকী চ হ্রস্ববলম্বনা কল্যাপি চ বামলোচনা।" (রত্ন ১০।১০)

২ প্রেরণ। ৩ বদলান।

পরিবর্তনীয় (জি) পরি-বৃত্ত-অনীয়ম্। পরিবর্তনের যোগ্য।

পরিবর্তিকা (জী) মেট্রপ্তভোগভেদ। উপস্থের পীড়া। চলিত

মুদা। ইহার লক্ষণ ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, অতিশয় মর্জন,

পীড়ন বা অতিশয় দ্বারা বামনদায় কুপিত হইয়া কখন মেট্রপ্ত

চর্কে আশ্রয় করে, তখন বাতসংসৃতপ্রযুক্ত শিল্পের চর্চ

কীত হয় এবং শিরোগ্রের অধ্যবিত চর্চকোষ গ্রহিকোষে

লগমান হয়, কখন কখন বেদনার সহিত দাহ ও পাক উপ-

স্থিত হয়, এই আগন্তক ব্যতীত রোগকে পরিবর্তিকা কহে।

ইহা ককালবিক হইলে কঠিন ও কতৃক হইয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—পরিবর্তিকা রোগে দ্রুত ব্রহ্মণ করিয়া

আহায়েনঃ অতঃ পিতৃ ত্রয়া বিবে। (ভাবপ্রঃ কুরঙ্গোদ্যতিঃ)
(হৃৎকৃত্তে বিদানহানে ১০ অধায়ে ইহার লক্ষণ বিধিত আছে।)

পরিবাসিন্ (ত্রি) পরিবাসিত্বঃ সীলনত, সীলার্থে পিদি। পুনঃ
পুনঃ আয়তিবৃত্ত। পরিবর্তনশীল, পরিবর্তনমতাব।

“ততঃ স্থবিপলা বীৰ্য্য বেশভ্যাঃ পরমজিহাঃ।

দৃষ্টতঃ কপিভা বেশ্য ভাণী চ পরিবাসিনীঃ”

(রাবায়ণ ৪২৯২)

(স্ত্রী) ২ বিটু ভিত্তে। (সার্ভাঃ ৩১১৮) “পরিবাসিনী
জিহ্বাভিত্তিঃ” (ভাষ্যঃ ২২২১) “পরিবাসিনী-স্মারভিনী
বিটুভিঃ” (ভাষ্যঃ)

পরিবৎ জন্ম (ত্রি) বেটন করিয়া অবশেষ, প্রদক্ষিণ।

(কাঠক ২৪২)

পরিবর্তন (স্ত্রী) পরি-বৃৎ-শূট। সত্যরূপে বৃত্তিকরণ, বাতান।

“পাতালপ্রতিক পশ্যামঃ পশুনাং পরিবর্তনঃ” (মহ ১০০১)

পরিবাসিত্ত (ত্রি) পরি-বৃৎ-পিচ্ ক। বৃত্তিপ্রাপ্তি, বাহা
বাতান হইয়াছে। “ভাবকবৃত্তিপরিবাসিত্তকো ভবাতি।”

(বহুতলা ৭ অক)

পরিবর্তন (ত্রি) বর্ধীভূত।

পরিবর্হ (পুং) পরি-বর্হ-বঞ। ১ পরিচ্ছন্ন, স্নানকৃত চারুভ্রম্মাদি।

পরিবলথ (পুং) পরিতো বসভাজ পরি-বল উপসর্গে বসোহিতি
অথহ। প্রাণ। (হেম)

পরিবহ (পুং) পরি সর্গতোভায়েন বহতীতি পরি-বহ-অহ।
সপ্তবাহুর অন্তর্গত বর্ভবাহু। এই পরিবহ বাহু অথহ বাহুর
উপরিহিত।

“কৃবাহুরাবহ ইহ এবহতদুর্গঃ

ভাহুরবহনহুংবহনঃসংকথত।

অভ্যন্তরোহপি অথহঃ পরিপূর্ণকোহমাং

বাহঃ পরাবহ ইমে পবন্যঃ প্রসিদ্ধাঃ”

(সিদ্ধান্তশিরো) [বাহু বেধ]

পরিবাস (পুং) পরি সর্গতো বোবোজ্ঞেধেন বাণ্ড কখনঃ।

পরি-বস-ভায়ে-বঞ। অপবাহ। সিন্ধা।

“সীতলসর্গনিরতাঃ পরবিজাপহারকাঃ।

পরমিলাপনরোহপরিবাসপরাঃ খলাঃ” (বার্কণ্ডেরপু ১৪২)

পরি-বস-বিহু করণে বঞ। বীণাবাসনবহ। (বেদিনী)

বঞ পরে বাহুল্যে পরিব ইকার দীর্ঘ করিয়া ‘পরীবাস’ এই
রূপ হইবে।

পরিবাসক (ত্রি) পরিবহতীতি পরি-বহ-বুল। পরীবাসকর্তা,

নিষক, অপবাসকারী।

পরিবাসিন্ (ত্রি) পরিবহতীতি পরিবাসিত্বঃ সীলনত বা। পরি-বস-
সীলার্থে পিদি। পরিবাসকর্তা, নিষক।

“সমুদ্রব্রতঃ কে ভবে স্তমি পরিবাসিনাং” (ভারত ৩২১২৩)

পরিবাসো নিকী বিদ্যতেহত অজ্ঞার্থে ইনি। পরিবাসিষিতি।

পরিবাসিনী (স্ত্রী) পরিবহতি বহনমিতি পরি-বহ (অপ্যভ্যর্তো
পিনিভাঙ্গীল্যে। পা ৩২১৭৮) ইতি সিনি, জিহ্বাঃ স্ত্রীপু। সন্ত-
তস্তীভূত বীণা। বে বীণায় ঐতি ভাব আছে, তাহাকে পরি-
বাসিনী কহে।

“কলতরা বচস্য পরিবাসিনী

সরসিতা রসিতাকপনাবহুঃ” (রাব ৩১৯)

পরিবাপ (পুং) পরি সর্গত উদ্রাভে ইতি পরি-বপ-বঞ। ১
পূর্ণাতি, বপন ২ জলস্থান। ৩ পরিচ্ছন্ন। (বেদিনী)। বঞ
প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরিব ইকার দীর্ঘ করিয়া পরীবাপ এইরূপ
পদ হইবে। ৪ বৃত্তন। (হেতু)

পরিবাপন (স্ত্রী) পরি-বপ-পিচ্-শূট। ১ বৃত্তন। ২ পরিবাপ।

পরিবাসিত্ত (ত্রি) পরিবাপতে ব, পরি-বপ-পিচ্-ক। ১ বৃত্তিত।
২ পরিবাপনে নিয়োজিত।

পরিবাপ্য (ত্রি) ১ পরিবাপবোধ্য বা বৃত্তনবোধ্য।

পরিবার (পুং) পরিব্রজতেহনেন পরি-বৃ-করণে বঞ। পরি-
জন্ম, কুটুম্বাদি, পোষাবর্গ, ইহার। পরিবৃত্ত থাকে, এই অত পোষা-
বর্গের নাম পরিবার হইয়াছে।

“সহস্রব্রতঃ চতুরম্বান-

সম্যাক কভা পরিবারপোতি” (মহু ৬১০)

২ বক্তাকোষ। ৩ পরিচ্ছন্ন। বঞ প্রত্যয়ে বাহুল্যে
পরিব ইকার দীর্ঘ করিয়া ‘পরিবার’ এইরূপ পদ হইবে। বধা—

“ক্রব্যাঙ্গপপরিবারপিত্তিভারিবি জন্মঃ” (মহু ১৫১৬)

পরিবারণ (স্ত্রী) ১ পরিচ্ছন্ন, আবরণ। ২ কোষ, বাপ।

পরিবারবৎ (ত্রি) পরিবারো বিদ্যতেহত যত্প মত ব।
আবরণযুক্ত।

পরিবাস (পুং) ১ গৃহ। ২ প্রবাস।

পরিবাসন (স্ত্রী) পরিবাসতেহনেন পরি-বাস-শূট। বজির-
বেদাঙ্গাদানাহুল ব্যাপারবিশেষ। “ওবাৎ প্রসেনে পরিবাস
বেদপরিবাসনানি নিবধাতি” (আপস্তব-হু)।

পরিবাসস্ (স্ত্রী) সানভেদ।

পরিবাহ (পুং) পূর্বাভেদে ভূগাণিকং যেন, পরি-বহ-বঞ।

পরীবাহ, অলোচ্ছাস, জলপ্রবাহ।

“ন বিশেষ পূরীভঃ সিন্ধা কলপাপারপশাভবনঃ।

পরিবাহবিবাবলোককন্ম বভুঃ পৌরবহুবাঙ্কহু” (মহু ৮৭৪)

বঞ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরিব ইকার দীর্ঘ করিয়া ‘পরীবাহ’
এই পদ হইবে। ২ অপনির্বপ্রণালী। “পূর্বোৎপীড়ে ভূগাপত
পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া” (উত্তররাম ৩ অঃ) ৩ বোহাদ।

৪ রাহোপহারবোধ্য বহ।

পরিবাহক (বি) পরিবাহ-বিভাজ্যত্ব লক্ষণ প্রকাশ্য ।
অপেক্ষিত, প্রবাহক ।

পরিবাহিন্ (বি) ভাসমান, প্রবাহনীয় ।

পরিবিশেষ (প্রী) পুণিবিশিষ্ট ।

পরিবিক্রমিন্ (বি) বিক্রমণীয়, বিক্রমক ।

পরিবিক্রোত (পুং) পরি-বি-কৃত-ব-ক্ । ১ সম্পূর্ণ কোভন-
শীল । ৩ হানিকর ।

পরিবিল্ল (পুং) পরি-বিল-ক্ । পরিবিলি, কোঠের বিবাহ না
হইলে যে কন্যার বিবাহ করে ।

“কোঠে অনির্দিষ্ট কন্যারান্ নির্দিষ্ট পুত্রবেত্তা ভবতি,
ইত্যাদি” (উদাহতঃ)

পরিবিত্ত (পুং) পরি-বিত-ক্, ন লভ্য নঃ । বিবাহকারীর অকৃত-
বিবাহ কোঠ ভ্রাতা ।

পরিবিত্তি (পুং) পরিবর্তনঃ বিবতি লভতে ইতি পরি-বিত-
ক্টিচ । বিবাহিত ব্যক্তির অবিবাহিত কোঠ ভ্রাতা ।

“দারাদিহোতসংযোগঃ কৃত্যে বোহগ্রহে হিতে ।

পরিবেতা ন বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তি পূর্ণঃ ১” (বহু ৩১৭২)

পরিবিল্ল (বি) পরি-ব্যধ-ক্ । ১ পরিতোষিত, সকল প্রকারে
বিদ্ধ । (পুং) ২ কুবেয় । (হেবচ)

পরিবিল্লক (পুং) পরিবিল্লতি পরি-বিল্ল-বুল্ । পরিবেতা ।

পরিবিল্লঃ (পুং) পরিত্যজ্য কোঠভ্রাতরং বিল্লতি অস্বাধান-
ভাষাদিকং লভতে ইতি পরি-বিল্ল-পত্ । পরিবেতনকর্তা, অবি-
বাহিত কোঠ থাকিতে কৃতবিবাহ কন্যি । কোঠের বিবাহ না হইলে
কন্যিের বিবাহ হইবে না, ইহাই শাস্ত্রবিধি, এবং সকল ধর্ম-
শাস্ত্রেই একাধা নিশ্চিত হইয়াছে । কিন্তু শাস্ত্রে ইহার প্রতিশ্রুতিও
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার বিবরণ উদাহতঃ দেখিতে আছে—

“শোভনরস্বরীতৈকব্রবণানসহোদরান্ ।

বেত্তান্তিসকপতিতপ্তুল্যান্তিরোগিণঃ ॥

জন্মকালবিরহজন্মাননকৃতকান্ ।

অভিবৃদ্ধানভাষাং কবিসকান্ বৃণত চ ॥

ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাশ্চ কামতঃ করিণতথা ।

কুলটোজন্তোরাত্ত পরিবিল্ল ন হুয়াতি ॥”

(উদাহতঃ পুত্রকোপপরিবিল্ল)

কোঠ সহোদর বদি শোভনর হিত হয়, (শাস্ত্রে শোভনর
অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, যে স্থলের ভাষা বিভিন্ন এবং গিরি
সহানবী প্রকৃতি ব্যবধান থাকে, তাহাকে শোভনর কহে ।
অথবা গণমিমে যেস্থলের বার্তা প্রতঃ হয় না, তাহাকেও শোভনর
কহে । কুলপুত্রির হতে ৩০ বোজন হইলে আবার তাহারও
কাহারও হতে ৪০ বা ৩০ বোজন । উচ্চিতিভাবের হতে ৪০

বোজনের পর ৩০ বোজন পর্যন্ত এবং ইহাতে গিরি ও সহানবী
প্রকৃতি ব্যবধান ও ভাষার প্রভেদ থাকে, তাহা শোভনর নামে
কথিত হয় ৩০) গ্রীষ্ম, একব্রবণ অর্থাৎ কন্যার একটি নাম লভ
আছে, বেত্তান্তিক, পতিত ও পুত্রকুল্য । (বহু পুত্রকুল্যের এইরূপ
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ পুত্রকুল্য, বালিকিক,
কাকস্থলীলব, বৈশ্য এবং বর্দ্ধনিক অর্থাৎ টাকার জন্য এবং
করে, তাহাকে পুত্র কহে ।) † অভিযোগি, জন্ম, বৃদ্ধ, অন্ধ,
বধির, কুল, ধান, কুলী, অভিবৃত্ত, ভাষাশীল, অর্থাৎ বাহ্যিক
শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভাষাভাবকুল্য, কাককারী, বাহ্যিক শাস্ত্রের বিধান
নামে না অর্থাৎ বেত্তান্তিক, কুলট (যিনি পুত্রকুল্যনিষিদ্ধ),
লভক ও চৌর, কোঠভ্রাতা এই সকল বোধ্যকুল হইলে কন্যি
বিবাহ করিলে পোষের হয় না । শোভনরবিধি প্রকৃতি হইলে
তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পর বিবাহ করা উচিত ।
ইহাই শাস্ত্রসম্মত । আবার কোন স্থলে লিখিত আছে,

“অন্যথা ব্রু বর্ণাশি ক্যানান্ বর্ণার্থযোগ্যঃ ।

ভাষ্যঃ প্রতীক্ষিতঃ ভ্রাতা প্রবাসঃ পুণঃ পুণঃ ॥

উদ্যতঃ কিম্বি কুলী পতিতঃ গ্রীষ্ম এবং বা ।

রাজবান্ধবাবী চ ন ভাষ্যঃ ভাষ্যঃ প্রতীক্ষিতঃ ৪” (উদাহতঃ)

এই বচনানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, কোঠ বর্ণার্থের
জন্ম গমন করিলে, তাহার জন্ম ১২ বৎসর প্রতীক্ষা করিলে ।
কিন্তু উদ্যত, পানী, কুলী, পতিতাদি হইলে তাহার প্রতীক্ষা
করিতে নাই । প্রারম্ভিকবিধে লিখিত আছে, বিদ্যার্যের
জন্ম গমন করিলে ব্রাহ্মণ ১২ বৎসর, কায়ির ১০ বৎসর, বৈশ্য
৮ বৎসর এবং পুত্র ৬ বৎসর প্রতীক্ষা করিলে । উপর
বলেন, কোঠ বদি বিবাহ না করে এবং বিবাহ করিতে অসম্মতি

৪ শোভনরপরিভাষাঃ ব্রুতমস্মিঃ—

‘বাক্যে ব্রু বিচিত্রায়ে গিরিণী ব্যবধানকঃ ।

সহানব্যভ্রতঃ ব্রু তদশোভনরসূচ্যতে ।

শোভনরস্বরীতৈকব্রবণান্ দিকটোংশি ভবেদ্যপি ।

তত্ত্বশোভনরঃ প্রোক্তঃ পরমেষ ব্রুতুবা ।

গন্যত্রয়ে বা বার্তা ব্রু ন প্রকৃতং পথা ৪’ (ব্রুতপতিঃ ।)

‘শোভনরঃ ব্রুত্বোক্তে ব্রুত্বোক্তব্রুতঃ ।

চত্বারিংশৎ ব্রুত্বোক্তে ত্রিংশদেকো ভবেৎ চ ৪’

ব্রুত্বব্রুত্বোক্তে বাগ্যবৈজ্ঞান্যি ভেদান্যে নামভ্রাতার্যবেৎ বাগ্যভ্রাত
ত্রিভুত্ববৈশিষ্ট্যে ত্রিংশৎ বোজনভ্রাতারে ত্রিভুত্ব বৈশিষ্ট্যে তদুপরি এক-
বৈশিষ্ট্যে চত্বারিংশৎবোজনোপরি বাগ্যবৈজ্ঞান্যভ্রাতার্যভেদোক্তোক্তে
ব্রুত্বোক্তোপরি বৈজ্ঞান্যভ্রাতার্যে । (তদ্বিচিত্রাভ্রাতার্যে)

† পুত্রকুল্যাদিঃ ব্রুত্বঃ—

‘বোধ্যকান্ বাগ্যবিকান্ ভবা কাকস্থলীলবান্ ।

উদ্যতান্ বর্দ্ধনিকান্ কৈবল্যান্ পুত্রকুল্যান্ ৪” (উদাহতঃ)

সেই ভাবেই হইল কঠিন বিবাহ করিতে পারেন, ইহাতে কোন
ইহা লক্ষ্য করিয়া

কিন্তু প্রান্তিকবিধের ন্যে কোট উপস্থিত যবে অল্প-
কিন্তু করিলেও কঠিন বিবাহ করিতে পারিলে তাহা কবেই যে
কোটি বিবাহবিবাহ হইয়া যোগসঙ্গীতবদন করিয়াছেন, অথবা
পূর্বোক্তকরণে পতিত হইয়াছেন, কেইজন্যে বিবাহ স্বকীয়
নহে, বাহ্যিক এইরূপ বিবাহ করে; তাহাদের প্রান্তিকভা-
জান করিতে হয়। (উদাহরণ)

পরিবৃত্ত (ত্রী) পরীক্ষা; প্রের দিকসি। (দিক্য) ২৩১১৩০

পরিবৃত্ত (পুং) পরি-বৃত্ত, বৃত্ত নহ, অপরেক ব্যবহার্য ন
পক্ষ। পরিবৃত্ত।

পরিবিত্তদান (পুং) কোট অধিবাসিত থাকিত বিবাহিত
কঠিন। "নিবৃত্তে পরিবিত্তদানকাজ।" (ভরতবৃত্ত ৩০২)

"অন্য কোট উত্তরবৃত্ত।" (মহাভারত)

পরিবিত্ত (ত্রি) পরিবৃত্ত, বৈচিত্র্য।

পরিবিত্তি (ত্রী) পরি-বিত্ত-কিছ। ১ পরিচয়। ২ ব্যাপ্তি।

"শিত্তাং পরিবিত্তি বেদ্যা বসেনাতি।" (কৃষ্ণ ৩০০২)

পরিবিত্ত (অব্য) বিবৃত্ত; বিবৃত্ত; পরি ইত্যাব্যীভাষঃ। সর্বতো
বিবৃত্ত, সকল স্থলেই বিবৃত্ত। (সুত্রোপাধীকার চণ্ডীদাস)

পরিবিত্তার (পুং) পরিভোবিহারঃ। সম্যক বিহার, সর্বতো-
ভাবে বিহার।

"আজ্ঞাপ্রত্যাহ্বনো বসনকোষ-

মন্ত্যপুং পরিবিত্তারভূষণ রম্যঃ।"

(ভাগবতপুং ৪।১২১৬)

পরিবিত্তল (ত্রি) সম্যকরূপ কোটিজ বা উচ্চৈজিত, অত্যন্ত ময়।

পরিবী (ত্রী) পরি-বো-কিপ্ সস্ত্যসারণে দীর্ঘঃ। ১ পরিবাসিত।
২ পরিতঃ স্যত। (ভরতবৃত্ত ৬৭)

পরিবীক্ষণ (ত্রী) পরীতোবীক্ষণঃ। সর্বতোভাবে অবলোকন,
অভিনিবেশপূর্ণক দর্শন।

পরিবীত (ত্রি) পরি-বো-ক্ সস্ত্যসারণে দীর্ঘঃ। পরিবেষ্টিত।
(কৃষ্ণ ১০১৪১১)

পরিবৃত্তগ (ত্রী) পরি-বৃত্ত-কিছ লুট্। বহুলীকরণ।

পরিবৃত্তিত (ত্রি) পরিভোবৃত্তিতং। ১ সর্বতোভাবে দীপ্তি-

বিবিত্তি। ২ সর্বতোভাবে কঠিন-পরিবৃত্তি। ৩ সর্বতোভাবে বৃত্তি-
বিশিষ্ট। ৪ সর্বতোভাবে অবিনিবৃত্তি।

পরিবৃত্ত (ত্রি) পরি-বৃত্ত-ক। ১ পরিবৃত্তি। ২ পরিবৃত্তি।

(সাহিত্যার্থঃ)

পরিবৃত্ত (ত্রি) পরি-বৃত্ত-ক। পরিবৃত্তি।

(কৃষ্ণ ১০১২০১১১)

পরিবৃত্ত (ত্রী) পরি-বৃত্ত-কিছ।

"বেদ্যা বি নিবৃত্তীনাং বহুভূত পরিবৃত্তম্।" (কৃষ্ণ ১০১২০২০)

"পরিবৃত্তং পরিবর্তনং।" (মহাভারত)

পরিবৃত্ত (ত্রি) পরি সর্বতোভাবে বৃত্তি, বৃত্তিতে ইতি বৃহি
বৃত্তো বৃত্তরি ক, নিপাতনাৎ ইকারলোপঃ, নিভা ভক্ত ভক্তক।

অধিগ, প্রভু।

"অগং পরিবৃত্তঃ প্রৌঢ়প্রীতিতং স কল্যাণিনম্।

কৃষ্ণ প্রাচ্যভূতবপুস্তো ভূয়োহপাতকতঃ।" (ভাগবতপুং ১০১২০২)

পরিবৃত্ত (ত্রি) পরি সর্বতোভাবে বৃত্তঃ। আবৃত, বৈষ্ণব।

"ব্যবহার্যম্ বৃত্তং পক্ষেণ সৈভ্যঃ পরিবৃত্তোহুৎসবঃ।"

(মিতাকরা)

পরিবৃত্তি (ত্রী) পরি-সর্বতোভাবে বৃত্তিঃ। বৈষ্ণব, পরিবের।

পরিবৃত্ত (ত্রি) পরি-বৃত্ত-ক। পরিভোবৃত্ত।

পরিবৃত্তাক্ষমুখ (ত্রি) যে ব্যক্তি মুখের অর্ধেকটা দিগ্ভাইরাছে।

পরিবৃত্তি (পুং) পরিবর্তনে বর্ততে ইতি পরি-বৃত্ত-কিছ। পরি-
বেত্তা। পরি-বৃত্ত-ভাবে ক্রিণু। ১ পরিবর্তন। (ভারত

১৪।১৮।২২) ২ অর্থালভার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"পরিবৃত্তিবিমিতঃ সন্মানান্যৈকৈতবেৎ।"

(সাহিত্যার্থঃ ১০।১০৫)

যে স্থলে সম, অধিক বা মূল দ্বারা বিনিময় হয়, সেই স্থলে
পরিবৃত্তি অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"দ্বা কটাক্ষযোগ্যী জগ্ৰাহ জবরং ময়।

অথ তু জবরং দ্বা গৃহীত্বা মননজরঃ।" (সাহিত্যার্থঃ)

হে হরিণলোচনে! তুমি আমাকে কটাক্ষ দিয়া আমার মন জর
করিয়াছ, এবং আমিও জবর দিয়া মনজর গ্রহণ করিয়াছি।

এই স্থলে পূর্বে চরণে কটাক্ষ দিয়া জবরগ্রহণ ও পরচরণে জবর
দিয়া মনজর গ্রহণ করিয়া হইয়াছে, বলিয়া প্রথমার্ধে সমান

ক্রিয়া দ্বারা এবং পরার্ধে মনন দ্বারা বিনিময় হইয়াছে, অতএব

এই স্থলে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হইল।

পরিবৃত্তিসহ (ত্রি) পরিবৃত্তিঃ পরাবৃত্তিঃ সহতে সহ-অচ্।

বৌদ্ধিকপদ ভেদ।

পরিবৃত্ত (ত্রি) প্রাপ্তবৃত্তি। "অনন্ত বিনয়পরিবৃত্তক।" (ভাগবত)

পরিবৃত্তি (ত্রী) পরিবর্তন।

১ উপলব্ধি—কোটিভাষা দ্বারা ভিত্তিভাষ্যে নৈব কার্যেৎ।

অন্যভাষ্যে কুল্লিত শব্দে বচনং যথা।

বপিতঃ—অগ্রভাষ্যে বদ্যবিরিধিকার্যাদিভ্যঃ যথা।

অগ্রভাষ্যে কুল্লিতভাষ্যে যথাপি।

এভেন বিবাহব্যবস্থাদি যোগ্যেভি প্রান্তিকবিধেবঃ।"

(উদাহরণ)

“ঐতিহাসিকসম্বন্ধে স্থানবিশেষে পৌরাণিকপরিবৃত্তিঃ।”

(বৃহৎসং ৪।৪)

পরিবৃত্তি (পুং) পরিবর্তিত শব্দের পাঠান্তর।

পরিবৃত্তিত (ত্রি) পরি-বৃত্ত-ক। ১ সর্কতোভাবে বৃত্তিবিধিষ্ট।

২ সর্কতোভাবে উদ্যমবিধিষ্ট।

পরিবেত্ত (পুং) পরিভাষা জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিদ্বতি ভাষ্যাময়াদিকং বা লভতে বিদ-ভৃচ্ (বুল্ ভৃটো। পা ৩।১।৩৩)। অনুচ্ছোভে কৃতবিবাহ কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে।

“দারাদিহোত্রসংযোগে কুরুতে যোঃগ্রজে হিতে।

পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিত পূর্বকঃ ॥” (মহু ৪।৩১১)

পরিবেদ (পুং) পরি-বিদ-ঘঞ। পরিজ্ঞান। সম্পূর্ণ জ্ঞান।

পরিবেদক (পুং) পরি-বিদ-ঘঞ। পরিবেত্তা, পরিবেদনকারী।

পরিবেদন (ক্লী) পরি-বিদ-লুট্। ১ বিবাহ। ২ অধ্যাধান।

“ক্লীবে দেশান্তরগতে পতিতে ভিক্ষুকেহপি বা।

যোগশাস্ত্রাভিযুক্তো চ ন দোষঃ পরিবেদনে ॥”

(উদাহৃতবৃত্ত শাস্তাতপ)

৩ সর্কতোভাবে জ্ঞান। (ভারত ১৪।১৬।১২) ৪ সর্কতো

ভাবে বিচরণ। ৫ সর্কতোভাবে বিদ্যামানত্ব। ৬ সর্কতো

ভাবে লাভ। ৭ সম্যক জ্ঞঃ। ৮ বাদ্যমুবাদ।

পরিবেদনা (ক্লী) বিদগতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, বিযুক্তকারিতা, সম্যক বিবেচনা, পরিণামদর্শিতা।

পরিবেদনীয় (ক্লী) পরি-বিদ-অনীয়ন্ স্মিয়াং টাপ্। পরি-বেদনাধী, পরিবেদনের যোগ্যতা, বিবাহযোগ্যতা। জ্যেষ্ঠ অনুচ্ছোভাক্রমে কনিষ্ঠ কর্তৃক বিবাহিতা কস্তা।

পরিবেদিনী (ক্লী) পরিবেদোহস্তাত্মমিতি ইনি, ক্লীপ্ চ। পরিবেত্তার ক্লী। (হেমচ°)

পরিবেশ (পুং) পরিতো বিশতীতি পরি-বিশ-ঘঞ। বেটন, পরিধি। (সেনিনী)

“বাতেন মণ্ডলীভূতাঃ সূর্য্যচন্দ্রমসোঃ করঃ।

মালান্তা ব্যোম্নি তদ্বতে পরিবেশঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥”

(ভরতবৃত্ত সাহসাক)

পরিবেশ (পুং) পরিতো বিষতে ব্যাপ্যতেহনেন বিব-ব্যাপনে ঘঞ। পরিবৃত্তি, পরিধি, চক্রস্বর্গের মণ্ডল। ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

“সংসৃজিতা রবীন্দ্রাঃ কিরণাঃ পবনেন মণ্ডলীভূতাঃ।

নানাবর্ণাঙ্কিতরত্নশ্রেণী ব্যোম্নি পরিবেশাঃ ॥” (বৃহৎসং ৩৪।১)

সূর্য বা চন্দ্রের কিরণ পটল সংহিত হইয়া বায়ুঘরা মণ্ডলীভূত হইলে স্বরবেশ আকাশে নানাবর্ণ আভিভিষিষ্ট মণ্ডল

হইয়া থাকে, ইহাকে পরিবেশ কহে। রক্ত, বীল, পাঁচুর, কপোত, পূর, শকল, হরিষর্প ও তরুণ পরিবেশ কহিলে বলা-ক্রমে ইন্দ্র, বসু, বরুণ, বিষ্ণু, বায়ু, মহাদেব, ব্রহ্মা ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন। বসু ক্রমের তরুণ পরিবেশ কহিলে এবং পরস্পর অণাশ্রয়ত্ব বাহা বৃহৎসং প্রকীর্ণিত হয়, সেই সময় কলম পরিবেশ বাহুরক্ত। যে পরিবেশ চাক্ষুশী, শ্রী, শ্রোত্র, তৈল, কীর ও কলের জার আভিভিষিষ্ট, অকালকৃত, অবি-কলবৃত্ত ও স্নিগ্ধ সেই পরিবেশ স্পর্শক ও কলাশকর। যে পরিবেশ গুণসামুদ্রায়ী, অনেক আভিভিষিষ্ট, হস্তস্পর্শক, স্বক এবং অসমপ্রশকট, পরামন, ও শূন্যটক স্পৃশ অবস্থিত, তাহা পাশকর হয়। পরিবেশ সূর্যগ্রহীবাগদূশ হইলে অতি-বৃষ্টি, বহুবর্ণ হইলে ক্রমবর্ণ, বৃহৎ হইলে তর, ইন্দ্রবর্ণ সূর্য বা অশোককুম্বসদৃশপ্রভাবিধিষ্ট হইলে বৃক্ক হয়। যে বস্তুতে পরিবেশ একবর্ণযোগে বহল, স্নিগ্ধ ক্রমের দ্বারা ক্রম ক্রম বেগ দ্বারা ব্যাপ্ত হইবে বা সূর্য্যাক্রম পীতবর্ণ হইবে, সেই সময় তৎকরণ্য বৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রের পরিবেশ রক্তবর্ণ হইলে নরেন্দ্রবধ হইয়া থাকে। আর বাহার লগ্ন ও মশমরাশিতে সূর্য ও চন্দ্র পরিবিষ্ট হন, তাহারও বৃদ্ধা হয়।

মিমণ্ডল পরিবেশ সেনাপতির ভরজনক, কিন্তু অত্যন্ত শত্রু-কোপকর নহে। মিমণ্ডল বা তদধিক মণ্ডলবান্ পরিবেশে শত্রুকোপ, যুবরাজ্যের এবং নগররোধ হইয়া থাকে। কোন গ্রহ চন্দ্র বা নক্ষত্র যদি পরিবেশ দ্বারা নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তিন দিনে বৃষ্টি বা একমাসে বিগ্রহ ঘটে। আর হোত্রা ও লগ্নাধিপতি বা জন্মনক্ষত্রের পরিবেশ খটিলে রাজার অশুভ হয়। শনি পরিবেশ মণ্ডলগত হইলে ক্রম ধাতু নষ্ট করেন এবং স্বায়র ও ক্রমকগণের হননকারী হইয়া বাতবৃষ্টি উৎপাদন করিয়া থাকেন। মঙ্গল পরিবেশগত হইলে কুমার সেনাপতি ও সৈন্য-গণের বিজয় এবং অগ্নি ও শত্রুজাতকর হইয়া থাকে। বৃহস্পতি পরিবেশগত হইলে পুরোহিত, অমাত্য ও নৃপগণের পীড়া হয়। বুধ পরিবেশগত হইলে মন্ত্রী, স্বায়র ও লেখকদিগের পরিবৃত্তি এবং সূর্য হইতে হয়। শুক্র পরিবিষ্ট হইলে কত্রি ও রাজগণের পীড়া এবং স্পর্শক হয়। কেতু পরিবেশগত হইলে কৃষা, জনল, মুকু, রাজা এবং শত্রু হইতে ভয় হইয়া থাকে। রাহু পরিবিষ্ট হইলে গর্ভভর এবং ব্যাধি ও নৃপজয় উপস্থিত হয়। এক পরিবেশের অভ্যন্তরে গ্রহবরের অবস্থান হইলে বৃক্ক এবং রবি, চন্দ্র ও শনি এই তিন গ্রহই পরিবিষ্ট হইলে ক্ষুণ্ণ ও বৃষ্টিজনিত ভয় হইয়া থাকে। গ্রহচক্রের পরিবেশগত হইলে অমাত্য ও পুরোহিত সহিত রাজা মুকুর বশীভূত হয়। পক্ষাদি গ্রহ

পরিবেষণ হইলে অগৎ যেন প্রেরণকালের মত হইয়া থাকে। জারাজ্ঞ অর্থাৎ নগরাদি পক্ষগ্রহ অথবা লক্ষ্যগণ যদি পৃথক-রূপে পরিবেষণ হয়, অথচ উদিত না হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্রবধ হইয়া থাকে। প্রতিনিবাসি চতুর্থা পর্বাত তিথিতে পরিবেষণ হইলে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বিনাশ হয়। পঞ্চমী অবধি সপ্তমী পর্বাত তিথিতে শ্রেণী, পুর ও কোবের অস্তিত্ব, অষ্টমীতে পরিবেষণ হইলে যুবরাজের এবং তৎপরস্থিত তিথিগ্রন্থে পরিবেষণ হইলে রাজার, বাদশীতে পুর-রোধ এবং অরোদশীতে হইলে শত্রুনোহ হইয়া থাকে। চতুর্দশীতে পরিবেষণ উদিত হইলে রাজার পীড়া, পূর্ণিমা ও অশা-বস্তার নরপতির পীড়া হইয়া থাকে। পরিবেষণ-অভ্যন্তরে যদি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নগরবাসীদিগের পীড়া, পরি-বেষণ বহির্ভাগে রেখা থাকিলে গমনশীল ব্যক্তির পীড়া হইয়া থাকে। গ্রহভুক্তি বা কক্ষবিভাগ করিলে যে দেশের ভাগে পরিবেষণ বর্ণ রক্ত, ভ্রাম্য বা কক্ষ হইবে, সেই দেশের পরাজয় হইয়া থাকে। দ্বিচ্ছা খেতবর্ণ বা দীপ্তিশালী পরিবেষণ বাহা-দিগের ভাগে পতিত হয়, তাহাদের জয় হইয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা ৩৪ অঃ)

পরিবেষণ (পুং) পরিবেষণীতি পরি-বিষ-বুল্। পরিবেষ্টা, পরিবেষণকর্তা, যিনি ভক্ষ্যবস্ত্র বিভাগপূর্বক অর্পণ করেন, যিনি খাবার ভাগ করিয়া দেন। ইহার লক্ষণ—

“সাতচন্দ্রনচিহ্নিতঃ স্রবসঃ প্রবী প্রসন্নানঃ
স্পষ্টাঙ্গাঃ স্রবঃ প্রসন্নঃ স্রীকান্তপুংসারতঃ।
স্বামিরেহগঃ স্বকার্যনিপুণঃ প্রোচো বদান্তঃ শুচিঃ
বিপ্রো বা পরিবেষণকুলজ্ঞাতোহপি বা ভূপতে ॥”

(পাকরাজেশ্বর)

যিনি পরিবেষণ করিবেন, তিনি দান করিয়া অঙ্গ চন্দ্রন লেপন করিবেন, উত্তমবস্ত্র মালাদি ধারণ করিয়া থাকিবেন, তিনি বিশ্রান্তকিপরাগণ, প্রসন্নস্বভাব, প্রকৃতজ্ঞ, স্বকার্যকুশল, প্রোচ, বদান্ত, শুচি ও কুশীল এই সকল গুণ সম্পন্ন হইলে রাজার পরিবেষণের যোগ।

পরিবেষণ (স্ত্রী) পরি-বিষ-গিচ্-লুট্। ১ বেটন। ২ ভোজনার্থ ভোজন পায়ে অন্নাদির দান, অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া।

“পাণিভ্যাস্তৃপসংগৃহ স্বরমস্যা বর্জিতঃ।

বিপ্রান্তিকে শিত্বং ধারয়ন্তী নৈককপনিকিপেৎ ॥”

(মহু° ৩২২৪)

অন্নপূর্ণ পাত্র স্বয়ং উত্তর করে গ্রহণ করিয়া পরিবেষণের অন্ত শিহুদিগকে স্নান করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণের সমীপে

স্থাপন করিবে। ছই হস্তে ধারণ না করিয়া যে অন্ন দান হয়, বা পরিবেষণ করা হয়, ইষ্টচেতা অন্নেরো তাহা অগ্ৰহণ করে। শাকস্থপাদি বাজ্ঞন সকল পক্ষ, দধি, ঘৃত ও মধু এ সকল পরিবেষণের পূর্বে অতি সাবধান হইয়া অন্তমনে ভূমিতে স্থাপন করিবে। বিবিধপ্রকার ভোজ্যাদি, নানা-প্রকার কলমূল, ক্ষয়গ্রাহী মাংস সকল ও পানীয় এই সকল ক্রমেক্রমে সমাহিতমনে প্রাচ-নিমজ্জিত ব্রাহ্মণের সমীপে উপস্থিত করিয়া অতি সাবধানে তাহাদিগকে পরিবেষণ করিতে হইবে এবং পরিবেষণ কালে পরিবেষণ্য্য ভোজ্যাদ্যের গুণ-কীর্ত্তন করিবে। পরিবেষণকালে অশ্রুপাত করিবে না, মিথ্যাকথা কহিবে না। (মহু° ৩২২৪-২৩০) প্রাচ্যতবে প্রাচ্যকালে ক্রিয়ণে ব্রাহ্মণকে পরিবেষণ করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিব-রণ লিখিত আছে, বাহ্যভবে অধিক লিখিত হইল না। পরিবেষণ কালে অন্নপাত্র সংস্থাপিত করিয়া সেই অন্ন পাত্রান্তরিত করিয়া উত্তর হস্তে পরিবেষণ করিবে। মৈথিলেরা বলিয়া থাকেন, এক দক্ষিণ হস্তের দ্বারাই পরিবেষণ বিধেয়; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, কেন না শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে একহস্তে দত্ত অন্ন ও শূদ্রাদত্ত অন্ন ভগ্ন করিবে না এবং বশিষ্ঠবচনে লিখিত আছে, একহস্তে দত্ত স্নেহ পদার্থ, লবণ ও বাজ্ঞনাদি প্রদত্ত হইলে ভোক্তা কেবল পাপমাত্র ভোজন করেন, অতএব এক হস্তে পরিবেষণ করিবে না।*

পরিবেষণ (ত্রি) পরিবেষণঃ বিদ্যতেহস্ত পরিবেষণ মতুপ্ মতু ব। ১ পরিবেষণক, পরিবিষ্ট। ২ পরিমণ্ডলযুক্ত। চজ্ সুখাদির চতুর্দিকস্থ জ্যোতির্বিম্বিত।

পরিবেষিন্ (ত্রি) পরিবেষণোহস্ত্য ইনি। পরিবেষণবিম্বিত। পরিবিষ্ট। “প্রতিদিবসমহিমকিরণঃ পরিবেষী সন্ধ্যায়োষ্মদোরণ বা।”

(বৃহৎস° ৩৩৪)

পরিবেষিকা (স্ত্রী) পরিবেষতি বা পরি-বিষ-বুল্ স্ত্রিরাং টাপ্, অত ইচ্চক। পরিবেষণকর্তা, পরিবেষণকারিণী স্ত্রী। ইহার লক্ষণ—

কপূর্বদৌরভমুখী নরনতিরায়া।

বিদ্যধরা শিরসি বহুহৃদ্যকিপুলা

মলম্মিতা ক্ষিত্তিত্তা পরিবেষিকা ত্রাৎ ॥” (পাকরাজেশ্বর)

* “এখান পাকস্থল্যা আকৃষ্য অথবা ভোজনপায়ে ন দেয়ঃ কিন্তু হালায়িকঃ পাণিত্যং পাত্রান্তরিত্যং প্রাচ্যে পরিবেষণে উভাত্যামপি হস্তাভ্যাংকৃত্য পরিবেষণবিধিঃ সন্তপুয়াৎ। বহু প্রাচ্যে পরিবেষণক দক্ষিণপাণিমায়েনৈবভোজনবিধায়াং বিধিলোকঃ তদ্ব। একেন পাণিনা, দত্তঃ শূদ্রাদ্যঃ ন ভক্ষয়েতিবাচ্যি পুরাণীরেন একপাণিভ্যঃ শূদ্রাদত্ত-ভক্ষণ-বিধেয়েন ভক্ষ্যভক্ষণবিধিতাপি বিবিধত্যাং পাণিত্যামপি পাত্রান্তরিতঃ কৃত্বা দেয়ঃ।” (প্রাচ্যতবে)

পরিবেশিকা জী দান করিয়া বিতৃত বলন পরিধান করি-
য়েন এবং তিনি নবমণ্ডিতাঙ্গী ও তাঁহার মুখে কর্ণের হৃদয়
করিয়ে, তিনি নয়নাভিরাম, তাহার অপর বিশ্বকলসঙ্গী, তিনি
মতকলমে হৃদয়শূন্যকল ধারণ করিয়েন এবং জীবৎহৃদয়ী
হইবেন।

পরিবেষ্টন (স্রী) পরি-বেষ্ট-স্রু। ১ চারিদিকে বেষ্টন। ২ রেখা।

পরিবেষ্টিত (জি) পরি-বেষ্ট-ক। চারিদিকে বেষ্টিত, পরিবৃত্ত।
পর্যায়—পরিমিত, বলমিত, নিবৃত্ত, পরিচ্ছন্ন, পরীত। (হেমচ)

পরিবেষ্ট (জি) পরি-বৃষ-তৃহ। পরিবেষণকারী, যিনি
পরিবেষণ করেন। স্রিয়াং জী।

পরিবেষ্টব্য (জি) পরি-বিষ-কর্ণশি-তব্য। পরিবেষণযোগ্য।

‘তস্মৈকেন হস্তেনানীম পরিবেষ্টব্যম্’ (কুল্লুক ৩২২৫)

পরিবেষ্টিত্ব (জি) পরি-বেষ্ট-তৃহ। পরিবেষ্টক, পরিবেষ্টনকারী।

‘বিষষ্টকং পরিবেষ্টিতারম্’ (ভোতাখতরোপনিষৎ ৩৭)

পরিব্যক্ত (জি) প্রকটিত, সম্যকরূপে প্রকাশিত।

‘স্বহৃদ্যানপরিব্যক্তানধীনমিষিবাহিতান্’ (হরিংগ ১৮ অঃ)

পরিব্যয় (পুং) ১ সম্যকব্যয়, খরচ। ২ দান। ৩ পণ্যভব্য।

পরিব্যয়ণ (স্রী) জড়ান, পাকান, আচ্ছাদন করা।

‘পরিব্যয়ণং প্রতি সমস্তং পরিমুখতি।’ (শতপথব্রা ৩৭।১।১০)

পরিব্যয়ণীয় (জি) পুনরাবৃত্তিযোগ্য (জ্ঞক্যাদি)। (আখ্যান-
শ্রোত ৬।২।৪)

পরিব্যাধ (পুং) পরি সর্বতোভাবেন বিখ্যাতীতি পরি-ব্যাধ-প।

(ভাদ্রব্যেতি। পা ৩।১।১৪১) অণুবেতস, ক্রমোৎপল।

(জি) ২ চতুর্দিকে বেধনকারক। (পুং) ৩ জ্বিভেদ।

পরিব্রজ্য (জি) পরিব্রমণযোগ্য। ‘ন চৈকেন পরিব্রজ্যং

ন গন্তব্যং তথা নিশি।’ (ভারত ১২ পর্ব)

পরিব্রজ্য। (স্রী) পরি-ব্রজ-ভাবে কাপ্ স্রিয়াং টাপ্। ১ তপস্।

২ ইতস্ততঃ ভ্রমণ। ৩ ভিক্ষুর ভ্রাম জীবনবাহী।

‘বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেবু ভোজনম্।

কাঞ্চায়নমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ’ (মহ ১০।৫২।)

পরিব্রজ্যমিন (পুং) পরি-ব্রজ-বৃদ্ধাবিস্ময়মিচ্ছ। আধিপত্য।

পরিব্রাজ্ (পুং) পরিব্রজ্য পুত্রাদিকং ব্রজতি পরি-ব্রজ্-কিপ্
লীর্ষঃ। পুত্রাদিগণ ও সকল কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া যিনি
আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করেন, তাকে পরিব্রাজ্ কহে। ভিক্ষু, বতি।

‘সর্বদায়তপরিভ্রাজ্যো ভৈক্ষ্যাত্তং ব্রজমূলতঃ।

নিশ্মরিগ্রহভারোহসমভ্যঃ সর্বজন্তুঃ’

১ স্রিয়াংপ্রিয়পরিষদে স্বহৃদ্যংবাধিকারিতা।

সর্বোজ্জয়সমাহারো ধারণা ধ্যাননিভাতা।

ভাবঃকুড়িরিত্যেব পরিব্রাজ্-ব্য উচ্যতে’ (গরুড়পু)

যিনি সকল আরম্ভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিশ্মরিগ্রহ,
সকল জন্তর প্রতি হোহপুত্র, স্বহৃদ্যে সমান, বাহ ও অভ্যন্তর
মোটসম্পন্ন, জিতেজির, ধ্যান ও ধারম্যশীল এবং ভাববিত্ত এই
সকল গুণ থাকিলে তাকে পরিব্রাজ্ বা পরিব্রাজক কহে।

পরিব্রাজ (পুং) পরিত্যজ্য সর্বান্ বিবরভোগান্ প্রহস্মদ্যং
ব্রজতীতি পরি-ব্রজ-সংজ্ঞার কৰ্ত্তরি ব্রজ্। পরিব্রাজক।

পরিব্রাজক (পুং) পরি-ব্রাজ-বার্ধ কন, পরিব্রজতীতি পরি-
ব্রজ-পুং বা। পরিব্রাজ্। যিনি সকলপ্রকার বিবরভোগ পরিত্যাগ
করিয়া পরিব্রমণ করেন, তাঁহাকে পরিব্রাজক কহে। পর্যায়
চতুর্ধাত্রী, ভিক্ষু, কর্ণশী, পান্যশরী, যজ্ঞরী, সন্ন্যাসী, ভ্রমণ,
পরিব্রাজ, পরাশরী, ব্রজক। (শব্দর) [পরবহুল দেখ।]

‘স পরিব্রাজকচ্ছায়া স্ফাকারশিরোবহঃ।

প্রতিপদে স্বকং রূপং ধাবণো স্ফাকসানিগঃ’

(সামা ৩।৪৬।২)

পরিব্রাজি (স্রী) পরি-ব্রজ-পিচ্-ইন্। জ্ঞাবণী। (সামনি)।
চলিত পুণ্ড্রী।

পরিব্রাজ্যনীয় (জি) পরিব্রজতে ইতি পরি-ব্রজ-অনীয়ম্।
সর্বতোভাবে শঙ্কাবিবর, অভিশর শঙ্কর যোগ্য।

‘শাস্ত্রং স্মৃতিস্তিমসি প্রতিক্রিয়নীয়-

মারাদিতেহপি নৃপতিঃ পরিব্রাজ্যনীয়ঃ।

অহে স্থিতিপি সুবতিঃ পরিব্রাজ্যনীয়ঃ।

শাস্ত্রে নৃপে চ যুযতো চ ক্রুতো বশিষ্ঠঃ’ (উদ্বট)

পরিব্রাজ্যন (জি) পরি-ব্রজ-অত্যর্থে ইনি। অভিশর শঙ্কর, ক্রুত, উপভব শঙ্কর।

‘দিত্তিঃ তত্ত্বং যাদোদয়পতাপরিব্রাজ্যনী।

পূর্ণং বর্ষপতে সাক্ষী পুত্রো প্রহৃদ্যে বমো’ (ভাগ ৩।১৭।২)

‘পরিব্রাজ্যনী দেবোপভবং শঙ্করান্’ (ঐদ্যবধী)

পরিব্রাজ (পুং) ১ অভিসম্পাত, অভিশাপ। ২ তিরস্কার।

পরিব্রাজ্যিত (জি) ১ নির্দোষিত, উপশমপ্রাপ্ত। ২ দূরীকৃত।

পরিব্রাজ্যিত (জি) চিরকাল একরূপ। (মহাভারত উদযোগপ)

পরিব্রাজ্যি (স্রী) পরিতঃ শিষ্টঃ, শিব-জ্ঞ। পরিশেষবিশিষ্ট।

অবশিষ্টার্থবোধক প্রহ। প্রথমে প্রহে বাহা শিথিল হয়, অব-
শেষে সেই সকল অশিথিল বিষয়ের বাহাতে আলোচনা থাকে,
তাহাকে পরিব্রাজ্যি কহে। যথা ছন্দোগপরিব্রাজ্যি, গৃহপরি-
ব্রাজ্যি ইত্যাদি।

পরিব্রাজ্যন (স্রী) পরি-ব্রজ-স্রু। অভিশর অঙ্গুলীনচর্চা।

২ অবগাহন। ৩ আলম্বন। ‘সলিলতলবললতাপরিব্রাজ্যন-
মলয়সরীরে।’ (লীতগো ১।২৭)

পরিপ্ত (জি) সর্বতোভাবে তৃপ্ত, পরিপূর্ণ।

পরিভ্রম (ত্রি) নির্বলতা, প্রসন্নতা। "ততাবিলাসঃপরিভ্রম-
হেত্যে।" "প্রসাদহেত্যে" (মহানিষ রত্ন ১০১০৬) ২ পৌ-
ষক, নির্দোষিতাপ্রতিপাদন। ৩ পাশকিস্তি।

পরিভ্রমাবা (ত্রি) সর্কতোভাবে শুভ্রা।

পরিভ্রমক (ত্রি) পরিভ্রম শুভ্র শুভ্র-ক। মাসে ব্যক্তভেদ।

"মাংসং বহুদৈতত্ত্বং সিতং চেতাংনা বৃহৎ।

জীরকান্যঃ সন্ধ্যাক্তং পরিভ্রমং তদুচ্যতে।" (শবচক্রিকা)

প্রবেশে মাংস উত্তম করিয়া দিতে ডাকিয়া পরে জলে সিদ্ধ
করিবে, এবং ইহাতে জীরকাদি মিশ্রিত করিলে তাহাকে পরি-
ভ্রম কহে। (ত্রি) ২ সর্কতোদীনস, অতি শুভ্র, বাহ্যিক কিছু-
মাত্র হল নাই।

"উপতপোধাদক নব্যঃ পঞ্চলসি সন্ধ্যাসি ৩।

পরিভ্রমপাশানি বন্যাস্তপনানি ৪।" (রাশা ২৪৯১৫)

পরিভ্রমু (ত্রি) সম্যকপ্রকারে শূভ বা বিরহিত। "গুতমাতরণ-
প্রয়োজনঃ পরিভ্রমু শরীরমধ্য মে।" (রত্ন ৮১৩৬)

পরিভ্রমু (ত্রি) হুয়া, মধ্য। (বৈদ্যকনিষ)

পরিভ্রমেশ (পুং) পরি-শিব-যজ্ঞ। অবশেষ, অবসান, উপসংহার।

পরিভ্রমেশ (ত্রি) পরি-শিব-লুট। পরিভ্রম, শেষ, অবসান,
অবশিষ্ট।

"দাত্তি তেহং তানর্জ তথা স কৃতবান্ যথা।

তথেই দবা যযুঃ স্বর্গং তে সত্ৰপরিভ্রমেশং।" (ভাগ ৯৪১৫)

পরিভ্রমো (পুং) পরি-ভ্রম-ভাবে যজ্ঞ। ১ পরিভ্রমোদন, সর্কতো
ভাবে শুভ্র। ২ অংশোধ, অংশপনয়ন, ধারশোধ।

পরিভ্রমোদন (ত্রি) পরি-ভ্রম-লুট। পরিভ্রমো, সর্কতোভাবে
শুভ্র। (মহাটীকার কুল্লুক ৬৪৫)

পরিভ্রমো (পুং) পরি-ভ্রম-ভাবে যজ্ঞ। সর্কতোভাবে শুভ্রতা,
নীরসতা।

"বাগ্ধুর্কপরিপীতাদুর্ধ্বপরিভ্রানপক্কয়।

তুভাগ ইব কালেন পরিভ্রোযং পরিভ্রাতি।" (রাশা ৪১৫১০৪)

পরিভ্রোষণ (ত্রি) পরি-ভ্রম-লুট। পরিভ্রো, সর্কপ্রকারে
শুভ্রতা।

পরিভ্রোষিন্ (ত্রি) পরি-ভ্রম-শি। পরিভ্রোষযুক্ত। পরিভ্রোষ-
বিশিষ্ট।

"তত্ব তুপতিবিবেচনীমোমপরিভ্রোষিণঃ।" (রাজতরং ২১৩৯)

পরিভ্রম (পুং) পরি-ভ্রম-যজ্ঞ-ন বৃষ্টিঃ। পরিভ্রান্তি, পর্যায়—
ভ্রম, রূপ, রূপ, প্রয়াস, আয়াস, ব্যায়। (হেমচ)

"তমাত্তিখাক্রিয়াশান্তরকোতপরিভ্রম্।" (রত্ন ১৫৮৮)

পরিভ্রমাপহ (ত্রি) পরিভ্রম অশব্দি ইতি পরিভ্রম-অপ-হ-
ত। পরিভ্রম অপনোদনকারী (বাহু, জল প্রভৃতি)।

পরিভ্রম (পুং) পরি-ভ্রম-যজ্ঞ, (এরচঃ পা ৩০৭০৬) ১ সত্য।

ভাবে অচ। ২ আশ্রয়, অবলম্বন। ৩ বেটন। (বেটিনী)

পরিভ্রমিন্ (ত্রি) পরি-ভ্রম-অতঃর্থে ইমি। পরিভ্রমকারী,
যিনি অতিশয় পরিভ্রম করিতে পারেন।

পরিভ্রময়ণ (ত্রি) পরি-ভ্রম-লুট। বেড়াদির দ্বারা বেটন।

পরিভ্রান্ত (ত্রি) পরি-ভ্রম কর্তরি-ক। সর্কতোভাবে ভ্রান্তি-
যুক্ত, স্রিষ্ট।

"পরিভ্রান্তো বরংকৃত বটবর্ষো জরায়িতঃ।

কৃষিতঃ স মহারণ্যে দর্শনমুসিতম্।" (ভারত ১৪৯২৬০)

পরিভ্রান্তি (ত্রি) পরি-ভ্রম-ভাবে-কিন্। স্রান্তি। পরিভ্রম।

পরিভ্রান্ত (পুং) স্রান্তি।

পরিভ্রিৎ (ত্রি) পরি-ভ্রি-কিপ্, তুগাগমত। ১ হ্রস্বপাষণ।

(শত) ব্রা ৭১১২২) ২ বজিরেটক সমসংখ্যক পাণাপণঃ।

(কাত্যায়নশ্রৌ ১৮৩১২)

পরিভ্রিত (ত্রি) পরি-ভ্রি-ক। সমাশ্রিত। ভাবে-ক।

(ত্রি) ২ আশ্রয়। ৩ পরিতো বেটন। ৪ বৃষ্টাদি পরিহারক।

ভিন্নকরণাদি দ্বারা বেটন। (শত) ব্রা ৩১২১৮)

পরিভ্রুত (ত্রি) পরি-ভ্র-ক। ১ সর্কতোভাবে প্রবণবিশিষ্ট।

যিনি সম্পূর্ণরূপে প্রবণ করিয়াছেন। (পুং) ২ কুমারাহুতরভেদ।

পরিভ্রিষ্ট (ত্রি) পরি-ভ্রি-ক। আলিজিত।

পরিভ্রোষ (পুং) পরি-ভ্রি-ভাবে যজ্ঞ। আশ্রয়।

পরিভ্রু (ত্রি) বাটিকাদির অংশভেদ।

পরিভ্রুবারিক (পুং) তৃত্বা, চাকর।

পরিভ্রু (ত্রি) পরিভ্রো ভাবঃ, 'অতলো ভাবে' ইতি হ। পরি-
বদের ধর্ম, পরিবদের ভাব।

"অত্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপধীবিদ্যাম্।

সহস্রাণঃ সমেতানাম্ পরিভ্রুঃ ন বিদ্যতে।" (মহু ১২১১১৪)

বেদহীন ব্রাহ্মণ সহস্র হইলেও তাহাদের পরিভ্রু নাই।

পরিভ্রু (ত্রি) পরিভ্রু সীমন্তস্যাং, পরি-সদ অধিকরণে কিপ্,
(সদিরপ্রত্যেঃ পা ৮১০৭০) ইতি বহুং। সত্য, সমাজ,
বহুজন সমাগমস্থান।

"দশাবরা বা পরিভ্রু বং ধর্মঃ পরিকল্পয়েৎ।

জ্যোতা বাপি বৃদ্ধস্থা তৎ ধর্মঃ ন বিতালয়েৎ।

জৈমিন্যো হৈতুকত্বকী নৈককো ধর্মপাঠকঃ।

জয়ন্তাশ্রমিণঃ পূর্বে পরিভ্রু ত্র্যং দশাবরা হ"

(মহু ১২১১১১-১১১২)

দশ অথবা তিনের মূল না হয়, এই বৃত্তিহিত ধর্মক

ব্রাহ্মণদিগের সত্য বসাইতে হইবে, ইহাকে পরিভ্রু কহে। এই

পরিভ্রু হইতে যে ধর্ম নিরূপিত হইবে, তাহা সকলেরই পিতা-

যাযী। ইহাৎকহই লক্ষ্যন করিতে পারিবে না। যেহেতুদের
অধোতা, অহুমানক, তাকিক, পদার্থনিরুক্তিকুশল, এবং বান-
বাদি ধর্মশাস্ত্র যিনি পাঠ করিয়াছেন, এইরূপ ব্রহ্মচারী, গৃহ-
বা বানপ্রস্থ অন্তর্ন দশটী ব্রাহ্মণ লইয়া পরিষদ করিবে। ধর্ম-
নির্ণয় বিষয়ে যে পরিষদ হইবে, তাহা ঋক্ বজ্রঃ সাম এই তিন
বেদের বিশেষ মর্মজ্ঞ অন্তর্ন তিনটী ব্রাহ্মণ লইয়া করিতে হইবে।
আহার্য বাহা নির্ণয় করিয়া দিবে, তাহাই সকলে মানিয়া
চলিতে হইবে। যাহাদের কোন ব্রত নাই, বোধ্যায়ন নাই,
যাহারা জাতিগাত্র ব্রাহ্মণ, এইরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তি হইলেও
তাহাদিগকে লইয়া পরিষদ হইবে না অর্থাৎ ইহাদের পরিষদ
নাই। ইহারা যাহা উপদেশ দিবে, তাহা গ্রহণীয় নহে।
চরকের বিমানস্থানে অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে, পরিষদ
ছই প্রকার জ্ঞানবতী পরিষদ ও মুঢ়-পরিষদ। সাধারণতঃ
পরিষদ তিন প্রকার—জ্ঞান-পরিষদ, উদাসীন-পরিষদ, ও
প্রতিনিবিশিষ্ট-পরিষদ। প্রতিনিবিশিষ্ট-পরিষদ জ্ঞান, বিজ্ঞান,
বচন, প্রতিবচন ও শক্তি সম্পন্ন হওয়া উচিত, মুঢ়-পরিষদে
কাহারও সহিত জ্ঞান করা বিধেয় নহে। ২ সভা।

পরিষদ (পুং) পরিতঃ সীদতীতি পরি-সদ-অচ্। পরিষদ, অহুচর।

পরিষদ্য (পুং) পরিষদমর্হতীতি পরিষদ-য়ৎ। ১ সভা, পরিষদ।
স্তব করিবার নিমিত্ত সমবেত ঋত্বিজিগের সভাযোগ্য পবমান
অগ্নিভেদ। “পরিষদ্যোহসি পবমানঃ।” (শুক্রযজুঃ ৫।৩২)

‘ঋং পরিষদ্যঃ পবমানচাসি স্তোতুং সমতা ঋত্বিজঃ পরিষৎ
তদযোগ্যঃ পরিষদ্যঃ অতএব শুক্লযাজুঃ পবমানঃ।’ (মহীধর)
৩ পর্যাশ্র। “পরিষদ্যঃ হিরণ্যকুরক্ণো।” (ঋক্ ৭।৪।৭)
‘পরিষদ্যঃ পর্যাশ্রং।’ (সায়ণ)

পরিষদ্বন্ (ত্রি) চতুর্দিকে বর্তমান পরিচারক।

“তদিন্দ্রস্ত পরিষদ্বানো।” (ঋক্ ১০।১।১০)

‘পরিষদ্বানো পরিতো বর্তমানাঃ পরিচারকাঃ।’ (সায়ণ)

পরিষদ্বল (ত্রি) পরিষদভ্যাতীতি পরিষদ-বলচ্ (রজঃকৃষাভূতি-
পরিষদো বলচ্। পা ৫।২।১১১) সভাষদ, পরিষদ।

‘ব্রাতীনব্যালগীপ্রান্তঃ জ্ঞানঃ পরিষদ্বলঃ।’

পরিষদ্বলান্নহাত্রৈষ্করাট নৈকটিকাশ্রমঃ।” (ভট্ট ৪।১২)

পরিষীবণ (ক্লী) পরি-সিব-ভাবে লুট্, বৎ ততো দীর্ঘশ্চ,
নিপাতনাৎ সিদ্ধং। গ্রহীকরণ, চলিত গাঁট দেওয়া। (ভাত্যা°
শ্রোতঃ ৮।৬।১২) পক্ষে পরিষেবণ।

পরিষূতি (ক্লী) পরি-সূ-প্রেরণে ক্তিন্, ততঃ বৎ। প্রেরণ,
পরিতঃ প্রেরণ, চারিদিকে প্রেরণ। ২ প্রেরক। “বুৎ রেতঃ
পরিষূতেরুক্ষ্যথঃ” (ঋক্ ১।১১।৯৬) ‘পরিষূতঃ পরিতঃ
প্রেরকাং’ (সায়ণ)

পরিষেক (পুং) পরি-সিচ্-বঞ্, ততঃ বৎ। পরিষেচন।

‘সীতমাসেচনং কাথ্যং পরিষেকশ্চ সীতলাঃ।’ (বৃহতঃ)

পরিষেচক (পুং) পরি-সিচ্-বুল্, ততঃ বৎ। পরিষেচক, সেচক,
চারিদিকে সেচনকারী।

পরিষেচন (ক্লী) পরি-সিচ্-লুট্, ততঃ বৎ। পরিষেচন, সেচন,
চারিদিকে সেচন।

পরিষোড়শ (ত্রি) বোল সংখ্যায় পূর্ণ।

পরিষক্ণ (ত্রি) পরি-ক্ণ-ক্, দত্ত ভক্ত চ নঃ (পরেণ। পা
৮।৩।৭৪) ইতি বহুৎ বৎ। ১ পরিষক্ণ। ২ পরিপুষ্ট, পরিপালিত।
৩ ভূতাবিশেষ। ৪ বক্তপুত্র। ৫ পরপুষ্ট ব্যক্তি।

পরিষ্কন্দ (ত্রি) পরিষ্কন্দতীতি কন্দ-অচ্ ‘পরেণেতি বৎ। পরি-
কন্দ, পরপুষ্ট। (অমর-টীকার রমানাথ)

পরিষ্কর (পুং) পরি-কৃ-ভাবে বাহুলকাৎ অণ্, হ্রট্ বৎ।
রথের রক্ষাদি। “সপ্তধিমণ্ডলং জেয়ঃ রথতাসীং পরিষ্করঃ।”
(ভারত কর্ণণ° ৩৪ অঃ)

পরিষ্কার (পুং) পরিস্ক্রিয়তেহেনেন পরি-কৃ-বঞ্, ততঃ হ্রট্
(সম্প্রিষ্ঠাৎ করোতো) ভূষণে। পা ৬।১।১০৭ (পরি-
নিবীতি। পা ৮।৩।৭০) ইতি বৎ। ১ অলঙ্কার, ভূষণ, সজ্জা।
২ সাংসার, শুদ্ধি, শোধন। ৩ শোভা। ৪ সজ্জিতকরণ।
৫ নিঃশলীকরণ। ৬ স্বচ্ছতা, নির্মলতা।

পরিষ্ক্রিয়া (ক্লী) পরি-কৃ-শ্, হ্রট্ স্ক্রিয়াং টাপ্। পরিষ্কারকরণ।
‘হোমায়িদেবতাধূপভক্ষনা চ পরিষ্ক্রিয়া।
কাথ্য্য কীরাদিভাণ্ডানামেব তত্রক্ষণং বৃতং।”
(মার্ক°পু° ৫।১।৩৮)

পরিষ্কৃত (ত্রি) পরিস্ক্রিয়তে ইতি পরি-কৃ-ক্, হ্রট্ ততঃ
বৎ। ১ ভূষিত, অলঙ্কৃত। ২ বেষ্টিত। (হেম) ৩ আহিত-
সংস্কার। (অমরটীকার ভরত)

পরিষ্কৃতভূমি (ক্লী) পরিষ্কৃত্য বজ্রাখং পশুবক্ষনায় বজ্রপাত্জা-
সাদনায় চাহিতসংস্কারা ভূমিঃ। বেদি। (অমরটী° ভরত)
বিগুহভূমি।

পরিষ্কটবনীয় (ত্রি) পরিষ্কটবন (স্তোমের, জন্ত অতীষ্ট। (শাখা-
ঘনশ্রী° ১৭।৭৬)

পরিষ্টি (ক্লী) পরি-ইব-ক্তিন্, শক্কাবিদ্যাৎ পরঙ্গপৎ। সর্কতঃ
অবেষণ, সকলদিকে অবেষণ। “অহুত্রতা শুভ্রবৎ পরিষ্টি-
দোনভূম” (ঋক্ ১।৬।৫০) ‘পরিষ্টিঃ পরিতঃ সর্কতোহবেষণং
ভূবৎ’ (সায়ণ) বৈদিক প্রয়োগেই কেবল পরিষ্টি এইরূপ
হইবে, লৌকিক প্রয়োগে ‘পরীষ্টি’ এইরূপ পদ হইবে।
(ঋক্ ৭।১৯।৭, ১০।১৪৭.৩)

পরিষূতি (ক্লী) পরি-সূ-ক্তিন্, ততঃ বৎ বৎ। পরত

তত্ৰ চ ট। ভূতি, ভব। “মহীবেবত সবিতুঃ পরিটুতিঃ” (বৃক্ ৫।৮।১১)। “পরিটুতিঃ ভূতিঃ মহী মহতী ভূতিবিপুলী” (সারণ)

পরিটুত (ত্রি) পরি-তত-কিপ্। বনজ। পরিতোমবৃক্, “ইক্সোমকৃতঃ পরিটুতঃ” (বৃক্ ১।১৩৬।১১)। “পরিটুতঃ পরি-তোমবৃক্ ভূতিভিবৃক্” (সারণ)

পরিটোভ (পুং) ভূতিবৃক্ সামভেদ।

পরিটোম (পুং) পরিতঃ স্তুরতে নানাবর্ণবস্তাদিতি, ত-মন্ ততঃ বহুং কেচিৎ পুরঃ স্তোতিং প্রতি অল্পপর্ণগাং ন বঃ ইক্সক্। পরিটোম ইতি কল্পয়তি। গজপৃষ্ঠস্থিত চিত্রকঙ্কল, হাতীর পৃষ্ঠের মূল। গজপৃষ্ঠাভরণ কঙ্কল। বহু না করিয়া কাহারও মতে পরিটোম এইরূপ পদ হইবে।

পরিষ্ঠল (স্ত্রী) পরিতঃ স্থলং (বিহুস্মিগরিষ্ঠাঃ স্থলং। পা ৮।৩।২৬) ইতি বহুং। চারিগিকৈশ্ব স্থল।

পরিষ্ঠা (স্ত্রী) পরি-স্থ-কিপ্ বহুং। পরিবেষ্টন করিয়া স্থিত। “অহিমণঃ পরিষ্ঠাং হবঃ” (বৃক্ ৬।৭২।৩)। “পরিষ্ঠাং পরিবৃত্তা স্থিতাং” (সারণ)

পরিষ্যন্দ (পুং) পরি-স্তন্দ-বঞ্, ততঃ বহুং। নদী, খাত, বাসুকামর জলাভূমি, ধীপ।

পরিষ্যান্দিন্ (ত্রি) পরিষ্যন্দ অন্তর্বে ইনি। প্রবহমান (স্রোত)।

পরিষ্বস্ত (ত্রি) আলিসিত। (সামারণ)

পরিষ্বজ্ (পুং) পরি-ব্জ-বঞ্। (পরিনিবীতি। পা ৮।৩।৭০) বহুং। আলিঙ্গন।

“অঙ্গদপ্রস্থানাক হরীণাং রামদর্শনম্।

হুমতঃ পরিষ্বজো রাঘবেন মহাশ্মন।” (রামা° ১।৪।৮)

পরিষ্বজ(জ)ন (স্ত্রী) পরি-ব্জ-লুট্ ততঃ বহুং। আলিঙ্গন।

পরিষ্বজল্যা (পুং স্ত্রী) গৃহাদিতে ব্যবহার্য তৈজসভেদ।

“সংদংশানাং কলশানাং পরিষ্বজল্যস্ত চ।”

পরিষ্বজান (ত্রি) পরিষ্বজমান।

“পরিষ্বজানাশ্চাজোজ্ঞং যযুর্নাগরিষ্ঠাস্তদা।” (রামা° ২।৮।১০)

পরিষ্বজ্য (ত্রি) আলিঙ্গনযোগ্য। “পরিষ্বজ্যো ভবামরা।” (বনপর্ব) (অথ° ২।৩।৫)

পরিষ্বজ্জীয়স্ (ত্রি) দৃঢ় আলিঙ্গনবহু। (অথর্ব° ১০।৮।২৫)

পরিষ্বকিত (স্ত্রী) ইতস্ততঃ লক্ষ্যমান।

পরিসংবৎসর (অব্য) উর্কঃ সংবৎসরাৎ অব্যায়ীভাবঃ। বৎসরের উর্ক, একবৎসরের পর।

“রাজদিক্শাতক শুক্লন্ প্রিরবৎসরমাতুলান্।

অর্ধেগমধূপক্ৰেণ পরিসংবৎসরাৎ পুনঃ॥” (মহ ৩।১১৯)

“পরিসংবৎসরাদিত্যি সংবৎসরং বর্জয়িত্বা তদুর্কঃ গৃহাগতান্ পুনর্মধূপক্ৰেণ পূজয়েৎ।” (কুল্লুক) যোগাতিথি পরিসংবৎসর

শব্দেয় এইরূপ অর্থ বিধিরাজেন, “পরিপত্তঃ অতিক্রান্তঃ সংবৎসরো যেষাম্ তান্ পরিবৎসরান্” (যোগাতিথি) (পুং) ২ পরিবৎসর।

পরিসংখ্যা (ত্রি) পূর্ণসংখ্যাত্মক।

পরিসংখ্যা (স্ত্রী) পরি সম্ খ্যা-অজ্। ১ পরিগণনা। গণনা।

“বিজ্ঞায়া বিদ্যাঃ পরিসংখ্যায়াম্ যে

কোটিশতক্রো দশ চাহরেতি।” (রঘু ৫।২।১)

২ কাব্যালঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“প্রলাদপ্রলতো বাপি কথিতাষ্মনো ভবেৎ।

তাদৃগ্নায়াপোহচেচ্ছাক আর্ষোহিৎ বা তদা॥

পরিসংখ্যা—

(সাহিত্যদ° ১০।৭৩৫)

প্রম্পূর্ণকই হউক বা অপ্রম্পূর্ণকই হউক কথিত বস্তু হইতে যদি তাদৃশ অল্প বস্তুর ব্যবচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ তাদৃশ অল্পের প্রতিবেশ হয়, তাহা হইলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হয়। ইহা শাক্ত ও আর্ষ এই দুই প্রকার হইয়া থাকে।

উদাহরণ—“কিং ভূষণং সূদৃঢ়মজ যশো ন রত্নং

কিং কার্ণামাঘাচরিতং সূক্ততং ন দোষঃ।

কিং চকুরপ্রতিহতং ধিষণা ন নেত্রং,

জানাতি কন্দপঃ সদদধিবেকং॥”

সূদৃঢ় ভূষণ কি? রত্ন, রত্ন নহে; কার্ণা কি? আঘাচরিত, দোষ নহে; অপ্রতিহত চকু কি? ধিষণা (বুদ্ধি), নেত্র নহে। তন্নিম্ন অপর কোন্ ব্যক্তি সদদধিবেক জানে! এই স্থলে প্রম্পূর্ণক ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সূদৃঢ় ভূষণ কি? এই প্রশ্নে রত্ন সূদৃঢ় ভূষণ নহে, বশই সূদৃঢ়ভূষণ রত্ন, তৎসদৃশ অর্থাৎ রত্নসদৃশ বস্তুর দ্বারা রত্ন ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে, এই জন্ত এই স্থলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল, অন্তঃসরণেও এইরূপ জানিতে হইবে।

এখানে রত্নাদির যশাদি লক্ষ্যদ্বারা ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া ইহা শাক্ত। প্রম্পূর্ণক অর্থদ্বারা ব্যবচ্ছেদের উদাহরণ—

“কিমারিধ্যং সদা পুণ্যং কচ্চ সেবাঃ সদাগমঃ।

কো ধ্যেয়ো ভগবান্ বিষ্ণুঃ কিং কাম্যং পরমং পদং॥”

সদা আরাধ্য কি? পুণ্য, সেবনীয় কি? আগম, কে ধ্যেয়? ভগবান্ বিষ্ণু, প্রাধীনীয় কি? পরমপদ। এই স্থলে আরাধ্য কি না পুণ্য, পাপ আরাধ্য নহে, অর্থ দ্বারা ইহাই প্রতীতি হইতেছে, এই জন্ত এই স্থলে অর্থবশতঃ পাপাদির ব্যবচ্ছেদ হওয়ার অর্থ পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল।

অপ্রম্পূর্ণক উদাহরণ—

“ভক্তিভবে ন বিভবে বাসনং শাস্ত্রে ন দ্যুভিকামাস্ত্রে

চিত্তা যশসি ন বপুষি প্রায়ঃ পরিদ্রুতং মহাতং॥”

মহৎব্যক্তিদেগের ভক্তি ভবের, বিভবে নহে, আসক্তি শাস্ত্রে,

যুগতিকামায়ে নহে, চিত্তা বশে, শরীরে নহে, প্রায় ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থলে অগ্নিপূর্বক নহে অথচ বিতবাদি পক্ষের ব্যবচ্ছেদ হইরাছে বলিয়া এইস্থলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল। (সাঁ ১০ পং)

২ বিবিত্তেল।

পরিসংখ্যাত (ত্রি) পরি-সংখ্যা-ক্ত। পরিগণিত।

পরিসংখ্যান (স্ত্রী) পরি-সংখ্যা-ল্যুট। পরিগণন। “তদ্বানং পরিসংখ্যানং লক্ষণং হেতুলক্ষণং।” (ভাগ ২।৮।১৮)

পরিসংঘুক্ত (ত্রি) চারিদিকে লক্ষ্যমান।

পরিসংচক্ষ্য (ত্রি) পরিত্যাগযোগ্য, নিক্ষেপযোগ্য।

পরিসংকর (পুং) স্মৃতিকালাদুর্ভাগ সঙ্করতি পরি-সং-চর অছ।
প্রতিসংকরকাল, স্মৃতিশ্রেলয়কাল।

“ত্রিবিধঃ সর্গভূতানাং কীর্তিতে পরিসংকরঃ।

অন্যস্মৃতিভাঙ্গরূপে বোধ্যঃ সংবর্তকোহনলঃ ॥

যেথা হেকার্ণবো বায়ুতথারাত্রিহাঙ্গনঃ।” (বরাহপুং)

ভূতসমূহের ত্রিবিধ পরিসংকর কীর্তিত হইরাছে।

পরিসন্তান (পুং) পরি-সম্-তন-ঘঞ। তন্ত্রী, তার। (তৈত্তিরীয় সং ৭।৪।২।১১)

পরিসভ্য (পুং) সভারায় সাধুঃ যৎ। সভা। পরিসর্গতোভাবেন সভাঃ। পরিষদা, সভাসদ।

পরিসমন্ত (পুং) চতুর্দিকের পরিধি। গোলবৃত্তের চতুঃসীমা।

পরিসমাপন (স্ত্রী) সম্যকরূপে সমাধাকরণ।

পরিসমাপ্তি (স্ত্রী) পরিতঃ সমাপ্তিঃ। পরিশেষ।

পরিসমৎসুক (ত্রি) অত্যন্ত উৎসুক, উদ্বিগ্ন, চিন্তাকুল।

“তত্ সুখ্যোদয়ঃ যাবৎ সর্গং পরিসমৎসুকম্।” (রামা ২।৬৫।১১)

পরিসমুহন (স্ত্রী) পরি-সম্-উহ ভাবে লুট। যজ্ঞাদিতে অনলো-পরি যোনভাবে সমিধ্ প্রদান। ২ পতিত ভূগদির প্রচ্ছেদ করিয়া অগ্নিগোধো প্রক্ষেপরূপ ব্যাপারভেদ। ৩ অগ্নির চারি-দিকে মার্জ্জন। (আশ্ব ৭° ২।৪)

“সমিধ্গাহিতং বহিঃ কৃতা পরিসমুহনম্।

পরিভীষ্য সমভাচ্চ্য সমিধিরজুহোদ্বিজঃ ॥” (ভাগ ৮।১৮।১১)

পরিসর (পুং) পরিসরস্ত্রাৎ, পরি-স্ব-ব। পর্য্যন্তত্, নদী, নগর ও পর্বতাদির উপান্তভূমি।

“যুক্তাজ্যৈঃ স্তনপরিসরজিরহ্যৈশ্চ হারৈঃ।

নৈশো মার্গঃ সবিক্রময়ে হৃচ্যতে কামিনীনাং ॥” (মেঘদূত ৬২)

২ যুজ্জ। ৩ বিধি। (মেদিনী)

পরিসরণ (স্ত্রী) পরি-স্ব-ল্যুট। ১ ইতস্ততঃ ভ্রমণ বা চলন। ২ পরাতব। ৩ যুজ্জ।

পরিসর্প (পুং) পরি সমভাৎ সর্পণ, পরি-স্ব-ঘঞ। ১ পরি-

ক্রিয়া। ২ পরিজনাদি দ্বারা বেটন। ৩ সর্পতোভাবে গমন।

৪ সর্পবিশেষ। (জুহুত কন্থা ৪ অঃ) ৫ কুটমোগবিশেষ।

অষ্টাদশপ্রকার কুটের মধ্যে ইহা এক প্রকার। ইহার লক্ষণ—

পীড়কা হইতে রস নিঃসৃত হইয়া প্রসারিত হইতে থাকিলে

পরিসর্প কহে। (জুহুত নিদানহা ৫ অঃ) ৬ সাহিত্য-

দর্পণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, ইহার লক্ষণ—“দৃষ্টেনটোয়সরণং পরিসর্পক

কথাতে।” (সাহিত্যদ ৬।৩৫৩) কোন বস্তু প্রথমে দৃষ্ট হইয়া,

পরে নষ্ট হইলে, তাহার বসি অহুসরণ করা হয়, তাহাকে

পরিসর্প কহে। নাটকে পরিসর্প বর্ণন করিতে হয়। বিলাস,

পরিসর্প, বিধৃত ও তাপন প্রকৃতি বর্ণনা না করিলে নাটকে

দোষ হইয়া থাকে। উদাহরণ—“ভবিভবামত্র তরা। তথাহি,—

অভ্রামতা পুরস্তাদবগাচা জবনগৌরবাৎ পশ্যাৎ।

যায়েহত পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্কজভূতভেদনবা ॥”

(শকুন্তলা ৩ অঃ)

পরিসর্পণ (স্ত্রী) পরি-স্ব-ল্যুট। প্রসরণ। গমন। “বৃধি-

তিরজৎ পরিসর্পণং যুগঃ পরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাঙ্গনি ॥”

(ভাগ ১।১৫।১২) ‘পরিসর্পণং প্রসরণং’ (স্বামী)।

পরিসর্পিন্ (ত্রি) পরিসর্প-অস্তার্থে ইনি। পরিসর্পিত, গম্ভা।

“তে বোরাঃ ক্রুরকর্ষণা আকাশপরিসর্পিণঃ।” (ভারত-বনপং)

পরিসর্ধ্যা (স্ত্রী) পরিসরণমিতি স্ব-গতো (পরিচর্যা পরি-

সংঘেতি। পা ৩।৩।১০১) ইতি সূত্রস্ত ব্যাভিকোক্ত্যা নিপাতনাৎ

সিদ্ধং। ১ পরিসার। সর্পতো গমন। ২ ভূমিতে সর্পতো ভ্রমণ।

৩ সর্পস্ব। ৪ অন্তসরণ। ৫ সেবা।

পরিসহস্র (ত্রি) সহস্রের পূরণ। (শাখ্যাদিন প্রৌতসূত্র ১।৭।১২)

পরিসাধন (স্ত্রী) ১ নিষ্পাদন, সম্প্রদায়করণ, স্থিরকরণ। ২ পরম

বিষয়ের সাধন। (মেঘাতিথি) “নিক্ষেপেষু সর্কেষু বিধিঃ

ত্ৰাৎ পরিসাধনে।” (মহ ৮।১৮৮)

পরিসাস্ত্রন (স্ত্রী) সর্পতোভাবে সাধনাকরণ। পরম্পর মিলন।

পরিসামন্ (স্ত্রী) সামভেদ। (কাত্য ৭° ৪।২।৩)

পরিসারক (ত্রি) পরি-স্ব-ল্যুট। পরিতো গম্ভা, চতুর্দিকে গমনশীল।

পরিসারিন্ (ত্রি) পরি-সার-অস্তার্থে ইনি। ভ্রমণকারী, ইতস্ততঃ গম্ভা।

পরিসিক্তিকা (স্ত্রী) ১ মণ্ডবিশেষ। (বৈদ্যকনি) ২ কটিক।

(বাতট উ° ২২ অঃ)

পরিসীমন্ (পুং) শেষ, অবধি। চতুঃসীমা।

পরিসীর্ষ্য (স্ত্রী) হলসংযুক্ত চর্মবন্ধনী। (শতপথব্রা ৭।১।২।৩)

পরিমর্প (পুং) পরি মর্পতীতি পরি-মর্প-অছ। (পরেত। পা

৮।৩।৭৪) ইতি পক্ষে বহুভাবঃ। পরপুট, পরদ্বারা প্রতিখালিত।

পরিহ্রু (পুং) পরি-হ্র-ক্, তত্ ৫ নঃ পক্ষে বহ্যভাবঃ।
পরিহ্রু।

পরিহ্রু (পুং) পরি-হ্র-অচ্, পক্ষে বহ্যভাবঃ। ইতস্ততঃ হ্রদান,
বিকিরণ করণ। “রাজত বাজকৈতত্ত্ব কতো বোধীপরিহ্রুঃ।”

(ভারত ১৫১৯ অঃ)

পরিহ্রুগ (ক্লী) পরি-হ্র-লুট্। বিক্ষেপণ, বিকিরণ করণ।
“বধাবিধি পরিহ্রুগাদিহোমধর্ষণে গৃহ্যহোক্তেন।”

(মহু ৮।১০৬ কুলুক)

পরিহ্রুত (পুং) পরিহ্রুতে প্রোক্ততে নানাবর্ণব্যাং পরি-
হ্রুত বা পরিহ্রুতঃ স্তোমোহ্র। গজপৃষ্ঠস্থিত চিত্রকথল।

পরিহ্রুত (ক্লী) বাসবাটী। স্থিতি। “বোমি তত্ত পরিহ্রুতান
মানস্যমথলভ্যতে” (মহাত্মা ১৪৪২ অঃ) ২ সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা।

পরিহ্রুত (পুং) পরিহ্রুত অধিকরণে বহু। ১ কুহুমপ্রকরাদি
ও পত্রাবলীর রচনা। ২ পরিহ্রুত। ৩ পরিহ্রুত। (হেম) ভাবে
বহু। ৪ সর্গতোভাবে স্পন্দন। ৫ মর্দন।

“নাং প্রতিবলো ভীক। রাক্ষসাপসো মম।

সোহুং যুধি পরিহ্রুতমথবা সর্গরাক্ষসঃ।” (ভারত ১।১৫৪:৮)

পরিহ্রুত (ক্লী) পরি সর্গতোভাবে স্পন্দতে ইতি পরি-
হ্রুত-লুট্। সর্গতোভাবে স্পন্দন।

পরিহ্রুতমান (ত্রি) পরিহ্রুততে ইতি পরিহ্রুত-মানচ্।
সর্গতোভাবে স্পন্দমান। “অনবরতপরিহ্রুতমানা পরিহ্রুত-
পয়নাপিরমাণুচেতনসংযোগ সন্তানাস্ত্য ব্যক্তীনাং”- (শিরোমণি)।

পরিহ্রুত (ত্রি) পরি-হ্রু-ইনি। স্পন্দকারী। জাগ্রা-
কারী। প্রতিযোগিতাকারী। “করতলৈঃ কিসলয়চ্ছায়া-
পরিহ্রুতভিঃ” (শকুন্তল)।

পরিহ্রুত (ত্রি) ব্যক্ত, প্রকাশিত। “কা বিদবৎচরবতী নাতি-
পরিহ্রুতশরীরল্যাবণ্য” (শকুন্তল ৫ অঃ) (ভাগ ৩।২।৩২)

পরিহ্রুত (ক্লী) ১ আশ্চর্য্যাদীপন। বিস্ময় সম্পাদন। অল্প
বুদ্ধিতে পরের কোতূহলবর্জন।

পরিহ্রুত (পুং) পরি-হ্রু-ভাবে বহু। অপ্রমাণকণ্ডে বা
বহু। পরিহ্রুত। যুতাদিকরণ। প্রাণিকর্ষক হইলে হস্তী
প্রকৃতির মদকরণ।

পরিহ্রুত (ত্রি) পরি-হ্রু অত্যর্থে ইনি। পরিহ্রুতবৃত্ত।
করণবৃত্ত।

পরিহ্রুত (পুং) পরি-হ্রু-ভাবে অণু। পরিহ্রুত করণ।

পরিহ্রুত (পুং) পরি-হ্রু শিচ্-অচ্। ১ পরিহ্রুতজনক উপ-
জবভেদ। বসন বিরেচন স্যাপন বিশেষ। হ্রুতে এইরূপ
লিখিত আছে,—ক্রুরকোঠ বা অভিশপ্ত দোষবিশিষ্ট ব্যক্তিকে
যুহু বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে সমস্ত দোষ উৎসিষ্ট

হইয়া নিঃশেষে নির্গত হয় না। ইহাতে সেই সকল দোষ
অল্পে অল্পে স্রবিত হইতে থাকে, ইহাতে দোষলী, উদয়ের
বিষ্টকভাব, অরুচি, শরীরের অবসরতা ও বেদনা ভয়ে। ইহাতে
শিত ও দেহাশ্রাব হয়, এই জন্য ইহার নাম পরিহ্রুত। এই-
রূপ হইলে অজ্ঞান, ধব, তিনিশ ও পলাশ ইহাদের কাণে
মধুসংযোগপূর্ব্বক আত্মপান করিবে। দোষের শান্তি হইলে
সেহন কার্য্য করিয়া পুনরায় সংশোধন করিতে হইবে।

বৈদ্য ও রোগীর অজ্ঞতাংশতাই পরিহ্রুত প্রকৃতির বসন ও
বিরেচনের ব্যাপণ ঘটায় থাকে। (হ্রুত চিকি ৩৪ অঃ)

পরিহ্রুত (ক্লী) জলপরিষ্কারক পাত্রভেদ।

পরিহ্রুত (ত্রি) পরিহ্রুত অত্যর্থে ইনি। বা পরি-হ্রু-
তাক্ষিল্যে শিনি। ১ নিরন্তর শাবণীল। (পুং) ২ ককল ভগ-
নয় রোগভেদ।

“কণ্ডুয়নো ঘনশ্রাবী কঠিনো মন্দবেদনঃ।

শেতাভ্যাসঃ ককলঃ পরিহ্রুতী ভগনয়ঃ।” (মাধবনিঃ)

প্রেম প্রকৃতি হইয়া বায়ুদ্বারা অধোদিকে প্রেরিত হয়,
ইহাতে গুরু আত্মবৃত্ত পীড়িত কঠিন, অগবেদনবৃত্ত ও শেত-
বর্ণ হয় এবং কণ্ডুয়নের সহিত গাঢ় পুয়শ্রাব হইয়া থাকে,
ইহা হইতে নিরন্তর শাব হয় বলিয়া ইহাকে পরিহ্রুতী কহে।

[ভগনয় দেখ।]

পরিহ্রুত (ক্লী) পরিহ্রুতবতীতি পরি-হ্রু-কৃপ্ তুচ্ ৮। ১ বরুণ-
আজ। ২ মদিরা, মত্ত। “এমাং পরিহ্রুতঃ কুন্ত আদধঃ কল-
শৈরগুঃ” (অথর্ষ ৩।১২।৭)। ‘পরিহ্রুতঃ পরিহ্রুতবতীলভ
মধুনঃ’ (সায়ণ) ২ করণ। (ত্রি) ৩ সর্গতোভাবে করিত।
“অমাং পরিহ্রুতো রসং” (শুক্লযজু ১৯।৭৫)।

পরিহ্রুত (ত্রি) পরিহ্রুতঃ স্রুততঃ (পত্যাৰ্হেতি। পা ৩।৪।৭২)
ইতি কর্তরি ক্। ১ শাবণক। ২ সর্গতো ভাবে করিত।
৩ পুশাদি হইতে নিঃসৃত সাররূপ পদার্থ। “উর্জং বহন্তীরমৃতং
যুতং পয়ঃ কীলালং পরিহ্রুতং” (শুক্ল যজু ২।৩৪) ‘পরিহ্রুতং
বহন্তীঃ পুশ্পেভ্যো নিঃসৃতং সায়ং বহন্ত্যঃ। তচ্চ সায়ং ত্রিবিধং,
উর্জশ্চেন স্রুতশ্চেন পয়ঃশ্চেন চাভিধেয়ং।’ (বেদপীপঃ)

পরিহ্রুত-দধি (ক্লী) পরিহ্রুতঃ দধি। বস্ত্রগালিত দধি, ছাঁকা
দই, ইহার গুণ বাতনাশক, কফকৃৎ, দিগ্ধ, দুঃপ ও পিত্তর।
(হ্রুত হু ৪৫ অঃ)

পরিহ্রুত (ক্লী) পরিহ্রুত ত্রিরাং টাণ্। ১ ত্রাকামদ্য। (বৈভকনিঃ)
২ বাকরী। (বেদিনী)। মধ্য অমাদি করণ দ্বারা হইয়া
থাকে, এই জন্য ইহাকে পরিহ্রুত কহে।

পরিহ্রুত (ক্লী) পরি-হ্রু-লুট্। সন্ধ্যা নাশ, কর।

পরিহ্রুত (অব্য) হ্রোদপরি অব্যবীভাবঃ। হ্রুত উপনিষৎ।

(জি.) ভর্তা পরিব্রাজিকাং পা। পরিহত, হস্ত উপরি-
দেশে ভব।

পরিহর (পুং) পরি-হ-অণ্। পরিহার।

পরিহর, গোহারডাগাবাসী কুস্তারজাতি।

পরিহরণ (স্ত্রী) পরি-হ-দ্রুট্। পরিবর্জন। ভাগ, নাপ।

পরিহরণীয় (জি) পরি-হ-অনীয়দ্। পরিহরণের যোগ্য, ভাগের
যোগ্য। পরিহার্য।

পরিহর্তব্য (জি) পরি-হ-তব্য। ভাগযোগ্য।

“বক্সা পরিহর্তব্য বহলোবা হি শরীরা।” (মার্কণ্ডেয়পু ২৬৮)

পরিহর্ষণ (জি) সম্যক্ হর্ষত।

পরিহব (পুং) সম্যক্ আবাহন। (অথর্ক ১৯৮৮)

পরিহবন্ত (অবা) হতত পরি, পরিবর্জনে অব্যবহৃত। হস্তের
পরিবর্জন।

পরিহাটক (স্ত্রী) ১ ভাগা, মল প্রভৃতি অলঙ্কার। ২ বলর।

পরিহাণ (স্ত্রী) পরি-হা-দ্রুট্। ক্ষতি, ক্ষয়, হ্রাস।

পরিহানি (স্ত্রী) পরিক্ষয়, নানতা, বিশেষ হানি।

পরিহার (পুং) পরি-হ্রিয়তেহেনেনতি পরি-হ-ঘঞ্। ১ অবজ্ঞা।
২ অন্যদয়। ৩ দোষবচনের পরিহরণ।

“পরিহারো নাম তন্তৈব দোষবচনত পরিহরণং বধা।”

(চরক বিমানস্থান ৮ অঃ)

৪ ভাগ্য, পরিবর্জন। ৫ গোপন। “কথমিলানীমাখ্যানং
নিবেদনামি কথং বা আখ্যানং পরিহারং করোনি” (শকুন্তলা ১অঃ)
৬ বিব্রিত জ্বালা।

“জিহ্বা সম্পূজয়েৎ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্মিকান্।

প্রদদ্যাৎ পরিহারং চ খ্যাপয়েৎ পরমনি চ ॥” (ময়ু ৭২০১)

৭ স্থানবিশেষ। (ময়ু ৮২৩৭) ৮ দোষাপনয়। ৯ উপেক্ষা।

৭ঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরি হইকার দীর্ঘ করিলে ‘পরিহার’
এইরূপ পদ হইবে।

পরিহার, স্বর্গ ও চন্দ্রবংশীয় রাজপুত্র জাতির একটি স্বতন্ত্র
শাখা। ইহার সাধারণতঃ ‘অরিকুল’ নামে খ্যাত। প্রবাদ,
আব্দ পর্বতে মুনিগণ যজ্ঞ করিবার কালে অনলকৃত হইতে
করুণা বীকবান্ পুরুষ উৎপন্ন হন *। পরিহার বংশের
আদিপুরুষগণে যিনি উভূত হইরাছিলেন, মুনিগণ তাঁহাকে
যজ্ঞহার রক্ষার ভার অর্পণ করেন। এই মহাপুরুষ হইতেই
তাঁহার বংশধরগণ পরিহার নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

* Cunningham's Arch. Sur. Report of India Vol.
XXI. p. 98.

এই বজ হইতে চাহমান, পরমার, পরিহার প্রভৃতি চারটি ‘অরিকুল’
রাজপুত্রজাতির উদ্ভব হয়। [চাহমান, পরমার প্রভৃতি দেখ।]

উচ্চরের পরিহাররাজগণ বহু প্রাচীনকাল হইতে আপনাদের
পুণ্ড্রপুরুষের বংশগঠিত দিরা থাকেন *।

কলচুরীরাজ কালজয় জয় করিয়া পরিহারদিগকে আপনায়
অধীনে আনয়ন করেন। ঐ সময় কালজয় প্রাচ্য পরিহার-
রাজের অধিকারভুক্ত ছিল। কলচুরীরাজ নিক বিজয়কীর্তি
দেখিরা করিবার জন্য উক্ত বৎসরে (২৪৯ খৃষ্টাব্দে) কলচুরী
বা চেরি লবং প্রেলন করেন।

ইহার আপনাদিগকে কুলদলখণ্ড ও রেবাখানী চন্দেল ও
বাবেলজাতি অপেক্ষাও পূর্বতন বলিয়া থাকে। মহোবাখণ্ডে
লিখিত আছে যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে চন্দেলরাজ পরমালয়ের
মন্ত্রী পরিহার রাজপুত্রবংশীয় ছিলেন।

কলবহবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালের পর, খৃষ্টীয় ১১২৯
হইতে ১২১১ অব্দ পর্যন্ত গোরাশিয়ার প্রদেশে পরমালয়ের
হইতে ৭ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন †।

অতঃপর জলতান শাম্ উদীন-ই-রাল-ভমালেশের গোরাশিয়ার
(উচ্চরপ্রদেশ) আক্রমণ হইতেই এখানে মুসলমান রাজ্য
স্থাপিত হয় ‡।

পরমাররাজের পরিহারমন্ত্রী প্রধান বংশধর, যিনি অসম্মি
জননীর নামকরাজাকে বাস করিতেছেন, তাঁহার নিকট ভদ্রা
যায় যে, তাঁহার গোবিন্দদেবের বংশধরত্ব এবং হাখীরপুত্রাধি-
পতি পরিহারবংশীয় বিখ্যাত রাজা কামর সিংহের পৌত্র
সারঙ্গদেবও তাহাদের পূর্বপুরুষ। উক্ত সারঙ্গদেব মায়বড়
প্রদেশে যাইয়া বাস করেন। কর্ণেল টড লিখিয়াছেন,—

* Ptolemy পোরবোই (Porvori) নামে একটী বহু প্রাচীন
সমুদ্রশিলা জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহার বিলহরি, বহরিবন ও
মুলতাই প্রভৃতি নগরে রাজত্ব করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কামিংহাম ইহাদিগকে
পরিহার বলিয়া বিবেচনা করেন। (Cunningham's Arch. Rept.
IX. 55.

† তাহাদের নাম গোরাশিয়ার পক্ষে দেখ।

(১) Tabakat-i-Nasiri, I. p. 611. কিন্তু ক্রিষ্ণার লিখিত
আছে, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বহাউদ্দীন জুজল গোরাশিয়ার আক্রমণ করিলে,
পরিহাররাজ সারঙ্গদেব কুতবুদ্দীন আইবেককে বদশেরকার্ণি আজ্ঞান
করেন। আইবেক লবং আসিয়া গোরাশিয়ার জয় ও দিল অধিকার
বিস্তার করিলেন। ৬০৭ হিজরার কুতব-পুত্র আরানের (আজম) রাজত্ব
সময়ে হিন্দুগণ পুনরায় এই প্রদেশ জয় করিয়া লয়েন। ১২০২ খৃষ্টাব্দ
পর্যন্ত পরিহার-রাজগণ রাজত্ব করিলে পর উচ্চরের লোপ হয়; অতঃপর
এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত হইয়া গড়ে এবং মুসলমান রাজগণ বহুতে
রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন।

Briggs' Firishta, Vol. I. p. 202.

দশাব্দ^১ নগরে পরিহারদিগের রাজবাণী ছিল। কদোম হইতে বিভাজিত রাঠোর সর্দার চন্ড বিজয়বাক্তকতা করিয়া পরিহারদিগকে রাজা হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে সেই সমস্ত স্বত্ব করিয়া লয়^২।

কুমারী (কুমারী), সিদ্ধ ও চন্ডল নদীর সঙ্গমস্থলে ২৪টা গ্রাম জুড়িয়া একটা পরিহার উপনিবেশ আছে। ইহার ঠগী বিজোহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা অভ্যুত্থান করিয়াছিল। এখনও কুমারী ও চন্ডল নদীতীরের মধ্যবর্তী সন্ধ্যা ভাস্কর উপন্যাস 'ঠাকুর' উপাধিধারী পরিহারবংশীয় জমিদারগণ ভোগ করিতেছেন।

উত্তর-পশ্চিম ও অবোধ্যাপ্রদেশের এভাবা জেলাবাসী পরিহারেরা দ্ব্যস্তিত হারা কীর্তিকার্য্য করিত। বমুনা, চন্ডল, সিদ্ধ, কুমারী ও পাহল প্রভৃতি পঞ্চনদী প্রবাহিত হ্রদ্বয় স্থানে ইহারা লুকাইয়া থাকিত এবং সময় সময় আপনাদের ঐক্যতর পরিচয় দিত।^৩

নাহরদেব নামক জনৈক পরিহারসর্দার পুথিরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।^৪ দিল্লীপতি অনুজপালের পরাজয়ের পর হইতে এই প্রদেশে তাহাদের অভ্যুত্থান দেখা যায়। বর্তমান সময়ে ইহারা চোহান ও সেকর রাজপুত জাতির সহিত আপনাদিগকে পরিচয় দিত।^৫

উনাও জেলার সিকন্দরপুর পরগণার অন্তর্গত 'চৌরাণি' গ্রামের জমিদারগণ পরিহারবংশীয়। ইহাদের বংশাবধা হইতে জানা যায় যে, ইহারা কান্দীর রাজ্যের জীনগর (জিনিগি) হইতে এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। উক্ত বংশ-বিবরণীতে লিখিত আছে, "সম্রাট হুমায়ূনের রাজত্ব সময়ে বমুনীর অপর তীরবর্তী জিনিগিবাসী কোন পরিহার-রাজপুত্রের সহিত পরেভাবাসী এক দীক্ষিত কস্তার বিবাহ হয়। বয়স্ক লইয়া পরেভা গমনকালে তাহার স্ত্রীসঙ্গী গ্রামে অবস্থান করেন। ঐখানে তাহার একটা হুর্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হুর্গাধিপতি কে? উত্তরে জানিতে পারিলেন যে, ঐ হুর্গাধিপ শূত্রজাতীয়। পরিহারগণ বর ও কস্তা লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরে খেলি উৎসবের দিনে ভাগে-নিংহ নামক জনৈক সর্দার সঙ্গে আসিয়া

রাজিকালে হুর্গ অধিকার করেন।"^৬ এখন ঐ সম্পত্তি তাহার মধ্যে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিমে কল্লবহ ও চোহানদিগের সহিত ইহাদের বিবাহ হয়। ইহার কাল্পির অধিকার লইয়া গোত্মনদিগের সহিত বিবাহ উপহিত করে। অবশেষে চন্ডেল কর্তৃক পরাজিত হইয়া ভবিষ্যে কাল হয়। আজমগড়বাসীরা বলে যে, গহরবাড় জাতি কর্তৃক নরবার প্রবেশ হইতে তাড়িত হইলে তাহার দহ-দহাবাদ পরগণার আসিয়া বাস করে। জালোনবাসী পরিহারেরা বিরাট ও গোত্মন শাখার রাজপুতদিগকে কস্তা দান করে, কিন্তু তাহাদের বর হইতে কস্তাদি গ্রহণ করে না। পকাতরে তাহার কল্লবহ, ডমোরিয়া, চন্ডেল ও রাঠোর প্রভৃতি বরের কস্তা লইয়া পুত্রের বিবাহ দেয়। হামীরপুরবাসী পরিহারেরা মৈনপুরী-চোহান, ডমোরিয়া, বাগোন ও রাঠোর রাজপুত্রের বরে কস্তাদান করে এবং দীক্ষিত, বিরাট, চন্ডেল, গোত্মন, সেকর, কাগপুরবাসী গোড় ও চোহান রাজপুত্রগৃহে পুত্রের বিবাহ দেয়। আগ্রাবাসী পরিহারেরা আপনাদিগকে কাস্তপ গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

প্রাচীনতম উচ্চর রাজ্যে পরিহার-রাজগণের কৃত পূর্বতন কীর্তিসমূহের সংসারশেষ খুঁড়ি ৭ম ৮ম শতাব্দীর পূর্বসময়ে নির্মিত বলিয়া অনুমান হয়। এখানকার বিলহরি গ্রামে লক্ষণ-সেন পরিহার কৃত "লক্ষণ সাগর" এবং অভয়রাজ্য নির্মিত 'সিলোদগড়' নামক একটি সুবিশীর্ণ হুর্গ উল্লেখযোগ্য।

পরিহারক (জি) পরি-হ-বুল। পরিহারকারী। (কৌ) পরিহাটক।

পরিহারিন্ (জি) পরি-হ-পিনি। পরিহারকারী, পরিভাগী। পরিহার্য্য (জি) পরি-হ-গ্যৎ। পরিহারযোগ্য। (পুং) অলঙ্কারভেদ, হার, বলয়।

পরিহাস (পুং) পরি-হ-স-ভাবে হ-ও। ১ পরিহসন, ঠাট্টা। পরীহাস। পর্য্যায়—ক্রীড়, বর্করা, দেবনা।

"পরিহাসঃ কেলিমুখঃ কেলির্দেবননন্দগী।" (জিকাণ্ড)

পরিহাসপুর, কান্দীর রাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, রাজা ললিতাদিত্য (৭২০-৭৬০ খৃঃ অব্দ) এই নগর স্থাপন করেন। বেহাত নদীর পূর্ব বা দক্ষিণকূলে, বর্তমান সফল গ্রামের নিকট অবস্থিত। এই নগরের প্রাচীনকীর্তিসমূহের সংসারশেষ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আবুলকজল^৭ নিজ গ্রন্থে "সিকন্দর (১০৩২-

(১) লক্ষ্যত ভাবায় ইহার নাম মলোত্রি। বর্তমান বোম্বাই নগরে ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ভয়াবহ ঈশ্বর, ভাষ্য যুক্ত প্রতিমূর্তি ও শিলালিপি দেখিয়া টড লিখিয়াছেন, "The remains of it bring to mind those of Volterra or Cortona and other ancient cities of Tuscany." I. 109.

(২) Annals of Rajasthan, Vol. I. p. 108-9.

(৩) Census Rept. N. W. P. 1885. I. App. 66.

(৪) Annals of Rajasthan, Vol. I. p. 108.

(৫) Elliott's Chronicles of Unas, p. 58.

(৬) Ain-i-Akbari, II. p. 135.

১৪১০ খৃঃ অব্দে কৰ্ণক এই সময়ের বৃহৎ নদীর-কূলের কথাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সিক্কের পরিহাসপুরই যে উক্ত নদীর নাম করেন, সেই ইষ্টকাদির মধ্যে একখানি ভাটকলক পাওয়া যায়, উহাতে লিখিত আছে, “১১০০ পত বৎসর পরে এই নদীর সিক্কের কর্ণক বিষয়ে হইবে।” আবুলকল ও কীর্ত্তাবর্ণিত ভাটনাথনের কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না।

পরিহাস্ত (জি) পরি-হস-প্যৎ। পরিহসনীর, পরিহাসবোধ।
পরিহিত (জি) পরি-হা-ক্ত। ১ বাহা পরিহান করা হইয়াছে।
২ চতুর্দিকে ছিড়। ৩ আবরিড, আচ্ছাদিত।

পরিহীণ (জি) ১ সর্বতোভাবে হীন, শ্রীষ্ট। ২ পরিত্যক্ত।
পরিহ্রৎ (জি) পরি-হ-ক্শ্ণ তুগাপম্ভ। পতিত, দ্রষ্ট, ক্ষত।
পরিহ্রতি (জি) পরি-হ-ক্শ্ণিন্। সর্বতোভাবে হানি, নাপ, ক্ষয়।
পরিহ্রৎ (জি) গমনপূর্ণক হস্ত। “ন হ্রত পতন্তঃ পরিহ্রৎ।”
(ঋক্ ৩।৪।৫) “পরিহ্রৎ পরিগত্য হস্তা ভব।” (সারণ)

পরিহ্রৎ (জি) পরিপীড়িত।
“পরিহ্রৎ তেনা জনো যুয়াদন্তঃ বারতি।” (ঋক্ ৮।৪।৭।৮)
“পরিহ্রৎ তেন পরিপীড়িতে নৈব তপোনিরমানিনা প্রাপ্যতুঃ।”
(সারণ)

পরিহ্রতি (জি) সর্বতোভাবে পীড়া, পরিবাধ।
“ন তং মর্ত্ত্য নশতে পরিহ্রতিঃ।” (ঋক্ ৭।৮।২।৭)
“পরিহ্রতিঃ পরিবাধ।” (সারণ)

পরীক্ষক (জি) পরি-ঈক্ষ-ধূল। প্রমাণ বা তর্ক দ্বারা নিরূপক। পর্যায়—কারণিক।
“বেদাঃ পরাঃ ধুমুপতি পরীক্ষকাণাম্।” (রাজত ২।৬০)
২ ব্যবহারাদিতে দিবাগি পরীক্ষাকারক।

পরীক্ষণ (জি) পরি-ঈক্ষ-লুট্। ১ পরীক্ষা। ২ রাজ কর্ণক চরাদি দ্বারা অমাত্যাদির ভাবত্বনিরূপণ। ৩ বস্ত্তব্যাবধারণ।
৪ সর্বতোভাবে দর্শন।

“বীজারবাহরররীসোহপুংগা পরীক্ষণম্।” (বাজবল ২।১৮০)

পরীক্ষা (জি) পরিত ঈক্ষতে নরা পরি ঈক্ষ-অ (পুরুষ হল)।
পা ৩।৩।১০২ ততষ্ঠাপ্। ১ গুণদোষবিবেচন, তর্কপ্রমাণাদি দ্বারা বস্ত্তর তত্ত্বাবধারণ, দোষগুণাহসন্ধান। দিবা, দিবা করিলে দোষ করিয়াছে কি না তাহার নির্ণয় হয়। ঘট অগ্নি প্রকৃতি দ্বারা পরীক্ষা হইয়া থাকে।

“বটোহরিকদকৈব বিবং কোবন্ত পঞ্চমম্।

বটক ততুলং প্রৌক্তং সপ্তমং তত্ত্বাবধকম্॥

বটক কালবিহীনক্ মনসঃ প্রবলং দৃঢ়ম্।

দিব্যান্যোভানি সর্গানি নির্দিষ্টানি বরুণাঃ।” (বৃহস্পতি)

ঘট, অগ্নি, উষক, বিব, কোব, ততুল, তত্ত্বাবধক, কাল ও প্রবল এই সকল দিবা দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। পানী এই সকল দিবা করিয়া যদি উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত পরীক্ষা হইল। পরীক্ষার কাল বিষয়ে লিখিত আছে, চৈত্র, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ, এই তিন মাসে পরীক্ষা করিতে হইবে। ইহাই পরীক্ষার সাধারণ মান। ইহার মধ্যে ঘটদ্বারা পরীক্ষা সকল প্রকৃতে হইয়া থাকে। শিশির, হেমন্ত ও বর্ষার অগ্নিপরীক্ষা, শরৎ ও গ্রীষ্মে জল, হেমন্ত ও শিশিরে বিব, সকল প্রকৃতেই কোব পরীক্ষা হইতে পারে। নারদ-সংহিতায় লিখিত আছে, শীতকালে জলতত্ত্ব, উষ্ণকালে অগ্নি-শোধন, বর্ষাকালে বিব ও প্রবোতে তুল্যপরীক্ষা কর্তব্য নহে।

পূর্নাকালে সকলপ্রকার পরীক্ষা করিতে হইবে, অশ-রাহু, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নে সবার কখন পরীক্ষা করিতে নাই।

“পূর্নায়ৈ সর্ববিধানায় প্রদানং পরীক্ষীকৃতম্।

নাগরায়ৈ ন সন্ধ্যায়ৈ ন মধ্যাহ্নে কলাচনম্।” (নারদ)

আয় ও লপথের (পরীক্ষার) বিষয়ে লিখিত আছে, দেবতা, শিতার চরণ, এবং পুত্র, দার ও স্ত্রীদের মস্তক স্পর্শ করিয়া লপথ করিলে তাহাকেও পরীক্ষা বলা বাইতে পারে, অন্য কারণে এই লপথ বিহিত হইয়াছে।

“সত্যবাহনশাশ্বানি পৌরীষকনকানি চ।

দেবতাপিতৃপাদাশ্চ নস্তানি স্ত্রুতানি চ॥

লপথং শিরাসি পুত্রাণাং দার্যাণাং স্ত্রীনাং চ।

অভিবোগেহু সর্কেহু কোবপানমথাপি বা॥

ইত্যেতে লপথাঃ প্রোক্তাঃ মনুনা ব্রহ্মকারণাঃ॥” (নারদ)

সামান্য অপর্যবে এইরূপ লপথ করিলে বিত্ত্ব বসিরা ছিন্ন করিতে হইবে। এই পরীক্ষাকে সামান্য পরীক্ষা বলা বাইতে পারে। জ্যোতিষে লিখিত আছে, বৃহস্পতি সিংহস্থিত, মকরস্থিত বা অশ্বিনস্থিত হইলে এবং মলমাসে জ্যৈষ্ঠাঙ্কী ব্যক্তি কর্ণক পরীক্ষা কর্তব্য নহে। রবিত্ত্বিকি এবং তুলা ও শুক

(১) “চৈত্র্যা দার্ঘ্যশিরাশ্চৈব বৈশাখন্ত তথৈব হি।

এতে সাধারণ মান দিবাভাসবিবোধিনঃ।

ঘটঃ সর্কর্কঃ প্রোক্তো বাতে নতি বিবর্জয়েৎ।

অগ্নিঃ শিশিরহেমন্তবর্ষাঃ পরীক্ষীকৃত্যঃ।

শরৎ গ্রীষ্মে হু সলিলা হেমন্তে শিশিরে বিবম্।

কোবন্ত সর্কলা হেমন্তা ভাৎ সার্ককালিকম্।” (শিতাবহ)

বিভাকরায় নারদঃ—ন শীতে তোরণজিঃ ভারোকালেহ্মিণোপধঃ।

ন প্রোত্বি বিবং সন্ধ্যাং ন প্রবোতে তুল্যং দৃশ্যম্।”

অত্যন্ত হইলে এবং অষ্টমী, চতুর্দশী, শনি ও মঙ্গলবারে পরীক্ষা করিতে নাই।^(১)

ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিতে হইলে বট, কজিরকে হতাপন, বৈতকে সলিল, পুত্রকে বিব, এতদ্বিধি অস্ত সকলকেই কোষ দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে বিব পরিভাষা করিয়া সকলেরই তুলা দিয়া অর্থাৎ তুলাদ্বারা পরীক্ষা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

“ব্রাহ্মণত ঘট্টা দেয়ঃ কজিরত হতাপনঃ।

বৈতস্ত সলিলং দেয়ং পুত্রত বিবদেব তু ॥

সাধারণঃ সমস্তানাং কোষঃ প্রোক্তো মনীষিভিঃ।

বিববর্জং ব্রাহ্মণত সর্বেষাং তুলা বৃত্তা ॥” (বিদ্যাতত্ত্বত নারদ)

ব্রতচারী, অতি আর্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, তপস্বী ও স্ত্রী ইহাদের দিবা (পরীক্ষা) নিষিদ্ধ হইয়াছে। শূন্যপাশি অস্ত্রাভি পাত্রেয় সহিত একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন, ইহাদের যে দিবা নিষেধ, তাহা তুলার ইত্যর অর্থাৎ তুলা পরীক্ষা জির আর ইহাদের কোন পরীক্ষা হইবে না। কাভ্যারন-বচনে লিখিত আছে, লোহ-শিল্লীকে অগ্নিপরীক্ষা, অম্বুসেবীকে সলিল এবং সুখরোগীকে তুলা পরীক্ষা করিবে না।

“ন লোহশিল্লিনামগ্নিঃ সলিলং নাম্বুসেবিনাম্।

তত্বলৈন নিযুক্তীত ব্রাহ্মণঃ সুখরোগিপিত্ত ॥” (বিদ্যাতত্ত্বত কাভ্য)

নারদবচনে লিখিত আছে—স্রীষ, আতুর, সম্বলীন, পরি-তাপাধিত, বাল ও বৃদ্ধ ইহাদের পরীক্ষা ঘটে করিতে হইবে। আর্তের তোরতডি, পিত্তরোগীকে বিব, খিট্রী, অন্ধ ও কুনখীর অধিকর্ণ, স্ত্রী এবং বালকের সজ্জন, নিরুৎসাহ, ব্যাধিক্রম ও আর্ত ইহাদের জলদিবা নিষিদ্ধ। বিচারক অপরাধ বিবেচনা করিয়া ধর্মশাস্ত্রানুসারে পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যে স্থলে সাক্ষীদিগের সমতা হয়, সেই স্থলে বিচারক প্রতিজ্ঞা করাইবেন এবং প্রাণান্তিক বিবাহ হইলে সেইস্থলে সাক্ষী বিদ্যমান থাকিলেও দিবা প্ররোগ করিতে হইবে।

“সমতঃ সাক্ষিণাং যত্র দিবাভ্যন্তমপি শোধয়েৎ।

প্রাণান্তিকবিবাহেষু বিদ্যমানেষু সাক্ষি ॥

দিব্যমালম্বতে বাণী ন পুচ্ছেৎ তত্র সাক্ষিপম্।” (বিদ্যাতত্ত্ব)

দিকান্তকে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, কাহল্য ভয়ে অধিক লিখিত হইল না।

[ঘট্টাদি দিব্যের বিশেষ বিবরণ ভূতঃ শব্দে ও দিব্যশব্দে লেখা।]

ভিবক্ রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবেন, তৎপরে ঔষধ নির্দোষে নিবেশ (

“বুড়িঃ পত্ততি বা ভাবান্ বহুকারণযোগজান্।

যুক্তিক্রিলাসা জেরা জিবর্গঃ সাধ্যতে বরা ॥

এবা পরীক্ষা নীত্যাভা বরা সর্বং পরীক্ষাতে।

পরীক্ষাং সমস্কৈব ভরা নতি পুনর্ভবঃ ॥” (চরক সূত্র ১১অঃ)

অনেক কারণবশতঃ ঘাটা উৎপন্ন হয়, বুড়িয়ারা ইহা অবগত হইলে তাহাকে জিকলা যুক্তি করে। ইহা দ্বারা জিবর্গ ব্যধিত হয়, এই বুড়িয়ারা সকল পরীক্ষা করা যায়। ভিবক্ রোগীর নিকট বাইরা এইরূপে পরীক্ষা করিবেন,—দর্শন, স্পর্শন ও শ্রব এই তিনপ্রকারে রোগের পরীক্ষা করিতে হয়। দর্শন দ্বারা পরমাণু, রোগের সাধ্যতা ও অনাধ্যতাদি, স্পর্শন দ্বারা শীতলতা, উষ্ণতা, মৃদুতা ও কঠিনতা এবং নাকীপরীক্ষা প্রকৃতি, আর শ্রবদ্বারা উৎপন্ন শব্দ, গুরুতা, গিগাসা, অতৃকা, কুখা, অকুখা, এবং বলাবলাদি পরীক্ষা করিবে। রোগীকে বিবেচনার সহিত দর্শন এবং শ্রব জিজ্ঞাসা না করিলে অথবা সম্যক্ প্রকারে অবস্থার বর্ণন করা না হইলে প্রকৃত রোগ নির্ণীত হয় না, এই বিশেষ বিবেচনার সহিত রোগ পরীক্ষা করা উচিত। নেত্র, জিহ্বা এবং মূত্র প্রকৃতি দেখিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। প্রথমে নেত্রপরীক্ষা—বায়ুর প্রকোপে নেত্র রক্ত, ধূস্র ও অরুণবর্ণ অস্তঃপ্রবিষ্ট ও দৃষ্টিশক্তি হয়। পিত্তপ্রকোপে নেত্র হরিরাখণ্ডের জায় বা রক্ত কিংবা হরিতবর্ণ ও দাহযুক্ত হয় এবং রোগী শ্রীলগ্নের আলোক সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। কফের প্রকোপে নেত্র জিহ্ব, অঙ্গুষ্ঠ, ওরুণবর্ণ, জ্যোতির্বিহীন এবং বলাধিত হয়। দুই দোষের আধিক্যে গোবর্ষের মিশ্রলক্ষণসম্বিত চক্ষু হয়। ত্রিদোষের প্রকোপে চক্ষু অত্যন্ত অন্তর্নিবিষ্ট ও নেত্রের প্রান্তভাগ উন্নীলিত এবং চক্ষু হইতে অনবরত অঙ্গুপাত হইয়া থাকে। জিহ্বা পরীক্ষা করিতে হইলে বায়ুর প্রকোপে জিহ্বা শাকপত্রের জায় আভা-বিশিষ্ট, রক্ত ও ক্ষুণ্ণিত হয়। পিত্ত প্রকোপে জিহ্বা রক্ত অথবা জামবর্ণ, কফের প্রকোপে জিহ্বা পরিগলিতপ্রায় (চট-চটের জায়) আর্দ্র ও ওরুণবর্ণ হয়। এই দোষের সংমিশ্রণে ত্রিদোষের লক্ষণযুক্ত, ত্রিদোষের প্রকোপে জিহ্বা দৃঢ়বৎ, পোজিহ্বাদির জায় থরস্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। মূত্রপরীক্ষা করিতে হইলে মূত্রবায়ুর প্রকোপে পীতবর্ণ, পিত্তপ্রকোপে রক্ত বা নীলবর্ণ, রক্তবৈতরণ্যে রক্তবর্ণ এবং কফের প্রকোপে

(১) “সিংহে যকরণে চ লীয়ে চাত্তসিতে তথা।

মলমাসে ন কর্তব্যং পরীক্ষা করকাজিলা।

রবিগুণ্ডো ভরো চৈব ন ক্রতঃসংগতে পুনঃ।

সিংহে চ রবো লৈব পরীক্ষা নকতে দুইঃ ॥

সাইব্যাং ন চতুর্ভুজঃ প্রাণতিক্রমপরীক্ষণে।

ন পরীক্ষা দিব্যাক্ত ন দিতোমসিমে তথা ॥” (বিদ্যাতত্ত্বত জ্যোঃ)

খেতবুর্ন কেনিল হইয়া থাকে। শরীরের শীতলতা ও উষ্ণতা নি অবগত হইবার জন্য গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া তাহার পর নাকী পরীক্ষা করিতে হইবে। নাকী পুরুষের নক্ষিণ হস্তের, ও স্ত্রীলোকের বামহস্তের দেখিতে হইবে। তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা মনোযোগের সহিত স্পর্শ করিয়া নাকী পরীক্ষাপূর্বক শারীরিক স্বাঃ চক্ষু প্রভৃতি অবগত হইবেন। মানের অব্যাহিত পরে, নিদ্রিত অবস্থার, ক্ষুধিত, পিপাসার্ত, আতপ-তাড়িত বা ব্যায়ামাদি দ্বারা স্নাত ব্যক্তির নাকীপরীক্ষা কর্তব্য নহে। যে হেতু এই সকল অবস্থার নাকীর গতি সম্যক-প্রকারে অবগত হইতে পারা যায় না। (ভাবপ্রঃ ১ খ*)

[নাকীপরীক্ষার অন্ত বিবরণ নাকীশল দেখ।]

চরকের বিমানস্থানে ৮ অধ্যায়ে পরীক্ষার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। যে কোন জব্য পরীক্ষা না করিলে তাহার ভাল মন্দ স্থির হয় না। এই জন্য সকল জব্যেই পরীক্ষা করা উচিত।

পরীক্ষা (পুং) পরি সর্কতোভাবেন ক্ষীয়তে হস্ততে হুরিতং যেন পরি-কি-বধে কিপু কৃচ্ চ বা পরিক্ষীগেয়ু কুরবু ক্ষীয়তে ইষ্টে উপসর্গস্ত দীর্ঘস্বঃ কিপু যঞাদৌ কচিভবৎ, ইতি উপসর্গস্ত দীর্ঘস্বঃ। অর্জুনের পৌত্র, অভিমহ্যার পুত্র উত্তরার গর্ভজাত। মহাতারতে লিখিত আছে, 'কুল পরিক্ষীগ হইলে এই বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য ইহার নাম পরীক্ষিং হউক।' * তাগবতে ইহার নামনিরুক্তি ভিন্নরূপ লিখিত আছে, 'ইনি গর্ভাবস্থায় যে পুঙ্খকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সকল মনুষ্যের পরীক্ষা করিতেন, এই ব্যক্তিই কি সেই পুঙ্খ? এই জন্যই ইহার নাম পরীক্ষিং হইল।' †

মহাবীর অশ্বখামা অর্জুনকর্তৃক পরাজিত ও শিরোনগ্ন হইলে তিনি ভাবী পাণ্ডববংশ নিম্নলু করিবার অভিপ্রায়ে পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ইবীকান্ত পরিত্যাগ করেন। বায়ুদেব জানিতে পারিয়া উত্তরার গর্ভরক্ষা করেন। অশ্বখামা শর-প্রভাবে উত্তরার গর্ভ হইতে ছয়মাসের পুত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে বায়ুদেবের নিয়োগানুসারে কুন্তী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। পরে ভগবান বায়ুদেব সেই অকালজাত অজাত-বাল্যবীৰ্য্যপরাক্রম ও শত্রুদ্বিধারা দৃঢ় বালককে স্বীয় তেজ দ্বারা সজীবিত করিলেন। (দৌশ্তিকপর্ব ১৬ অঃ ও আদি-পর্ব ৯৫ অঃ)

* "পরিক্ষীণে কুলে জাতো তবৎসরঃ পরীক্ষিরাযোতিঃ।" (১২০৮৮৫)

তথা—"পরিক্ষীগেয়ু কুরবু সৌত্তরারাজীজননঃ।

পরিক্ষীণভবন্তেন সৌত্তরারাজো বনীঃ" (১৪০১২৫)

† "স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিতি বৎ প্রভুঃ।

গর্ভে দৃষ্টবহুখ্যায়ন পরীক্ষেত মরোবিহঃ।" (ভাগবত ১১১১০০)

* মহারাজ মুনির্দ্বির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে পরীক্ষিংকে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের উপ-বেশহাসারে পরীক্ষিং রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

যশাকালে তিনি মাত্রবতী নামে এক রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করেন, তাহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম। (আদি ৯৫ অঃ)

মতান্তরে—তিনি রাজা উত্তরের ইরাবতী নামী কন্যাকে পরিণয় করেন, তাহারই গর্ভে জনমেজয়াদি ৪০টা সন্তান উৎপন্ন হইল। (ভাগবত ১১১৬২)

মহারাজ অভিমহ্যনন্দন রূপাচার্যকে গুরু করিয়া গঙ্গা-তীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবগণ মানবগণের নরনগোচর হইয়াছিলেন।

পরীক্ষিং যখন কুরুজাদলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন গুলিলেন তাঁহার রাজ্যমধ্যে কলি প্রবেশ করি-য়াছে। তিনি এই অশ্রিয়বার্তা শুনিয়া চূড়ামন্যমানে সিঁদ-ি-জয়ে বাহির হইলেন। সরস্বতীতীরে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, একটা গাভী ও একটা বুঝ অনাথবৎ কাতর হইতেছে এবং রাজবেশধারী এক শূদ্র হস্তে দণ্ড লইয়া তাহাদিগকে আঘাত করিতেছে। বুকের তিনটা পা নাই, একটা মাত্র পা আছে। সেই বুঝ ত্রিপাদদ্বীন ধর্ম ও সেই গাভী স্বয়ং পৃথিবী। সেই দণ্ডধারী শূদ্ররাজই কলি। বুকের নিকট পরিচয় পাইয়া পরীক্ষিং কলিকে শাসন করিবার জন্য ধ্বংসাত্মক করিলেন। কলি প্রাণত্যাগে ভীত হইয়া রাজবেশ ছাড়িয়া তাঁহার পদতলে শরণ লইলেন এবং তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য অশ্রুরোধ করিলেন। রাজা পরীক্ষিং দ্রুত, মন্যাদিপান, ক্রী, হিংসা এই সকল স্থান কলির অধিকার জন্য নির্দেশ করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে মিথ্যা, মদ, কাম, হিংসা ও বৈরাগ্য এই পাঁচটা বস্তুও প্রদান করিলেন। পরে বুঝরূপী ধর্মের তপস্বী, শৌচ, দয়া এই যে তিনটা পদ গিয়াছিল, তাহাও আবার বর্জিত করিয়া দিলেন। (ভাগবতে ১১৭ অঃ)

একদিন তিনি যুগয়ায় বাহির হইলেন। এক যুগ তাঁহার বাণে বিক হইয়া গহনবনে প্রবেশ করিলে তিনি একাকী পদভ্রমে অনেক অধেষণ করিয়াও যুগ বাহির করিতে পারি-লেন না। একে তখন তিনি ষষ্টিবর্ষ বয়স বৃদ্ধ, তাহাতে পরি-ভ্রান্ত হইয়া ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িলেন। পরে সেই বনমধ্যে এক মৌনব্রত মুনিকে দেখিয়া তাহাকে যুগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি মৌনী ছিলেন, স্তবরাগ কোন উত্তর দিলেন না। একে ক্ষুধা তৃষ্ণায় রাজা কাতর ছিলেন, তাহাতে শাখা-

‡ বুকেরের প্রভুরের রাজ্যে জনমেজয়ের পিতা এক পরীক্ষিতের উদ্দেশ্য আছে।

পুত্র বৃক্ষের ছায়া উপবিষ্ট থাকিলে কোন কথা না কহিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিডেন না যে ঐ কবি যৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। এখন ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ধনুঃকোটাধারা এক মৃতসর্প তুলিয়া সেই যৌনী মূনির ঘণ্ডে জড়াইয়া দিলেন। তাহাতে মূনি কোন উত্তর না দেওয়ার পরীক্ষা স্মৃতির স্বাভাবিক হইয়া নগরে চলিয়া আসিলেন।

সেই কবির গোপার্শ্বে জাত শূকী নামে এক মহাতেজা পুত্র ছিলেন। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার কালে তাঁহার এক বয়স্কের নিকট শুনিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার পিতার অপমান করিয়া তাঁহার গলায় মৃতসর্প জড়াইয়া দিয়াছে। কোপান্বিত শূকী তদনিবাসী জলম্পর্শ করিয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন, 'যে পাশাপাশি নিয়মপাথে পিতার ক্ষেত্র মৃতসর্প দিয়াছে, আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে তুমি আশ্রিৎ যেন তাহাকে দংশন করে।' শূকী এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া পিতার নিকট গিয়া শাপপ্রদানের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন মূনির শয়ীক গৌরমুখ নামক এক শিবাকে পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা তাঁহার নিকট শাপবৃত্তান্ত অবগত হইলেন ও তক্ষক হইতে ভীত হইয়া সতর্ক থাকিলেন। এদিকে সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবি কস্তপ রাজার নিকট আসিতেছিলেন, পথে নাগরাজ তক্ষক কস্তপকে তাড়াতাড়ি যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছ? কস্তপ উত্তর করিলেন, আজ ভুলগরাজ তক্ষক কুলকুলপ্রাণী রাজা পরীক্ষিতে দণ্ড করিবে, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য যাইতেছি।' তক্ষক কহিলেন, 'আমিই তক্ষক। আমি দংশন করিলে তুমি কি বাঁচাইতে পারিবে? আমার এই অদ্ভুত বীৰ্য্য দেখ।' এই বলিয়া তক্ষক এক বৃক্ষে দংশন করিল। দংশনমাত্র সেই বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল। তখন কস্তপ সেই বৃক্ষের জীবন প্রদান করিলেন। তখন তক্ষক কস্তপকে বলিল, তুমি কি আশায় রাজার নিকট যাইতেছ? কস্তপ বলিল, অনেক ধনলভের আশায় যাইতেছি। তাহা শুনিয়া তক্ষক কস্তপের আশায় দ্বিগুণ অর্থ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। পরম ধার্মিক পরীক্ষিৎ সুরক্ষিত প্রাসাদে সাবধানে থাকিলেও তক্ষক ছদ্মবেশে আসিয়া বিবহুিধারা তাঁহাকে ভ্রমাবশেষ করিল। (ভারত আদি ৫০ অঃ)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে, রাজা পরীক্ষিৎ আপনার আসন যত্নে অবগত হইয়া মন্ত্রিগণকে সতর্ক করিয়া ও সপ্ততল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য চতুর্দিকে মণিমন্দির-ধারী রক্ষিণ নিযুক্ত করিলেন। সপ্তমদিবসে তক্ষক হস্তিনাপুরে আসিয়া শুনিলেন যে পরীক্ষিৎ মণিময় ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত

প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস করিতেছেন।^১ এখন তক্ষক কিরূপে তাঁহাকে দংশন করিবে এই ভাবনার অস্থির হইল। শেষে কএকজন সর্পকে তপস্বী লাক্ষাইরা তাহাদের হাতে, কল দিল ও কলমধ্যে কীটরূপে নিজে প্রবেশ করিল; কিন্তু তপস্বী-বেশী সর্পদিগকে রক্ষিণ প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। ষাটগণ রাজার অহুমতিক্রমে তাঁহাদের প্রদত্ত কলগুলি লইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিল। রাজা তপস্বিবস্ত কল মনে করিয়া মন্ত্রীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন এবং নিজে একটীমাত্র সুপক কল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন। কল বিদারিত হইবামাত্র তন্মধ্যে একটা ক্ষুদ্র কীট বাহির হইল। রাজা সেই কীটকে ক্রকলোচন ও তাত্রবৎ দেখিলেন। এই কীট দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন, সূর্য্যদেব অস্ত্র যাইতেছেন, এখন আমার তক্ষক বিব হইতে আর ভয় নাই; কিন্তু সেই ব্রহ্মশাপের মান রক্ষা করি, এই কীট আমার দংশন করুক। পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন করিলেন। অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট ভরানক কালাঘিরূপ তক্ষকমুষ্টি ধারণ করিল। তাহার বিষজাত অঘিষিখা উখিত হইয়া রাজাকে শীঘ্রই দণ্ড করিয়া ফেলিল। এরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া গগনে প্রস্থান করিল। (দেবীভাগ ২ ভূক্ত ১০ অঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপ অবগত হইয়া সাত দিন প্রায়োপবেশন করেন এবং সেই ৭ দিন ওকদেব তাঁহাকে ক্রককথাপ্রসঙ্গে সমস্ত ভাগবত গ্রন্থ শুনাইয়াছিলেন।

(বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি সকল পৌরাণিক গ্রন্থে পরীক্ষিৎ সম্বন্ধে অসংখ্য কথ্য পাওয়া যায়।)

২ কুলপুত্রভেদ। ৩ অননুপুত্র ও জীমসেনের পিতা। (ভারত ১১৫৪০) ৪ অযোধ্যারাজভেদ।

পরীক্ষিত (পুং) পরীক্ষাণে কুলকুলে ক্ষীণতিম্ ঙ্গেইম ইতি পরি-ক্ষি-ক্ত, উপসর্গস্ত দীর্ঘঃ। অভিমন্যুপুত্র।

"পরীক্ষাণে বংশে ব্রুজাতো বস্মাৎ বরঃ স্তবঃ।

তস্মাৎ পরীক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে॥"

(দেবীভাগবত ২৭৭৬)

পরীক্ষা সম্ভাভা অস্ত, তারকাদিষ্মদিত্। (জি) ২ কৃত-পরীক্ষা, বাহার পরীক্ষা করা হইয়াছে, বাহার দোষগুণ বিচারিত হইয়াছে।

পরীক্ষিতব্য (জি) পরি-ঈক-তব্য। পরীক্ষণীয়, পরীক্ষার যোগ্য, বাহার পরীক্ষা উচিত।

পরীক্ষিন্ (জি) পরি-ঈক-ইনি। পরীক্ষাকারক, যুক্তি ও প্রমাণাদি দ্বারা যিনি পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষা (জি) পরি-ইক-গ্যৎ। পরীক্ষার যোগ্য। বাহার
দোষগুণ বিচার হইবার যোগ্য।

পরীক্ষা (জী) বজাৎ পুনঃভব, পরিষৎ।

পরীক্ষা (পুং) পরি-নস-কিপ্। ১ বাপক। (ঋক্ ৫।১০।১)
২ চারিদিকে বহু। “সং ন ইজ্ রায় পরীক্ষা।” (ঋক্ ১।২২।২০)
‘পরীক্ষা পরিতোষনেন’ (সারণ) ৩ মহৎ। “ইজ্ রায় পরীক্ষা”
(ঋক্ ৫।৩১।১২) ‘পরীক্ষা মহতা রায় ধনেন’ (সারণ)

পরীক্ষা (অব্য) পরি-নস-বাপ্তৌ বাহ্ আৎ দীর্ঘঃ। বহ-
পদার্থ। (নিঘট্) (ঋক্ ৯।২৭।২)

পরীক্ষা (জী) পরি-নহ-ভাবে কিপ্, ‘নহি বৃত্তীভাদিনা’
পূর্ণপদন্ত দীর্ঘঃ। পরীক্ষন, আচ্ছাদন। “চক্রাণাং পরীক্ষা
পৃথিব্যা” (ঋক্ ১।৩০।৮) “পরীক্ষা আচ্ছাদনং সর্বতো-
বাস্তি” (সারণ) (শত্ ব্রাং ২।৩।১৩২, তৈত্তিরীয় আর
৫।১।১) ২ পরিতো বহু। ৩ তৎ কর্ম।

৪ কৃক্কেত্রহ জনপদভেদ। (কাত্যায়নশ্রৌতসূ ২৪।৬।৩৪,
লাটায়ন ১।১১।১, পঞ্চবিংশত্ৰাং ২৫।১৩।১, শাখায়ন শ্রৌতসূ
১।৩।২১।৩২)

পরীক্ষা (পুং) পরিতো নয়নং, পরি-নী-ঘঞ্। ‘উপসর্গত
দীর্ঘং কিপ্ ঘঞাদৌ কচিং ভবেৎ’ ইতি পাণ্ডিকো দীর্ঘঃ।
পরীক্ষা, শারীর (পাশার) উন্নয়ন। (অমরটীকা ভরত)

পরীত (জি) পরি-ই-ক্ত। পরিবেষ্টিত। (হেম)

“ততঃ কামপরীতানী সন্ধৎপ্রচলমানসী।” (ভারত ১।১১।২।৭)
২ চতুর্দিকে গমন।

পরীতৎ (জি) পরি-তন-কিপ্ (নহিবৃতি বৃথিবাদীতি। পা
৬।৩।১১৬) ইতি পূর্ণপদন্ত দীর্ঘঃ। সর্বতোভাবে বিস্তৃত।

পরীতাপ (পুং) পরি-তপ ঘঞ্, ঘঞিদীর্ঘঃ। পরিতাপ।

পরীতি (জী) পুশাঙ্গন। (বৈদ্যকনিঘট্)

পরীতিন্ (জি) পরিত, পরিবেষ্টিত।

পরীতোষ (পুং) পরি-তুষ-ঘঞ্, ঘঞিদীর্ঘঃ। পরিতোষ, সন্তোষ।

পরীত (জি) সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র।

পরীতাহ (পুং) পরি-নহ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। পরিদাহ।

পরীধ্য (জি) প্রাঙ্গলন বা আলিহবার যোগ্য।

পরীক্ষা (জী) পৃথাপ্তুমিচ্ছা, পরি-আপ-সন্ ততো অ, ত্রিয়াৎ
চাপ্। ১ পাইবার ইচ্ছা। ২ ক্ষিপ্ততা।

পরীক্ষু (জি) পাইবার ইচ্ছুক।

পরীতাব (পুং) পরি ভাব্যতে ইতি পরি-ভাবি-ঘঞ্ বৈক-
রিকদীর্ঘঃ। পরিভাব, অনাদর। (অমরটীকা ভরত)

পরীত (জী) পূর্ণভেদনেনেতি পূ-জৈরন্ (কৃ পূ কটীতি।
উপ্ ৪।৩০) কল। (উজ্জল)

পরীমন্ (জি) ২ দৈব। “অপ্ বজতে পরীমনি” (ঋক্ ৯।৭।৩)
‘পরীমনি দৈবে’ (সারণ) ২ প্রচুর।

পরীরক্ত (পুং) পরিরক্তভেদে ইতি পরি-রক্ত-ঘঞ্, ভাবে বৈক-
রিক-দীর্ঘঃ। পরিরক্ত, আলিঙ্গন। (ভরত ষিদ্ধপদ্যোঃ)

পরীবর্ত (পুং) পরি-বৃত-ঘঞ্ (উপসর্গত ঘঞীতি। পা ৬।৩।
১২২) ইতি দীর্ঘঃ। পরিবর্তন, পর্যায়, প্রতিদান, নৈবেদ্য,
নিয়ম, পরিবর্ত, বৈবেদ্য, বিনিময়, পরিদান। (শব্দর) ২ কুর্-
রাজ। (জটায়র)

পরীবাদ (পুং) পরি-বদ ভাবে ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। দোষো-
চাস। পর্যায়—কুংসা, নিশা, জুগুপ্সা, গর্হা, গর্হণ, নিন্দন,
কুৎসন, পরিবাদ, জুগুপ্সন, আক্ষেপ, অবর্ণ, নির্দান, অপক্ৰোশ,
তৎসন, উপক্ৰোশ, অপবাদ, অববাদ। (শব্দর) ২ বীশাদি
বাদন। (জটায়র)

পরীবার (পুং) পরিব্রিজভেদনেনেতি পরি-বৃ-ঘঞ্, উপসর্গত
দীর্ঘঃ। ১ খড়গকোষ। ২ জলম, পরিজন। ৩ পরিচ্ছদ, শোভা-
জনক উপকরণ, ছত্রচামরাদি। (ভরত)

পরীবাহ (পুং) পরিতো বহত্বানেনেতি পরি-বহ-ঘঞ্, ততো
দীর্ঘঃ। ১ অশোকাস। ২ জবজবোর প্রবাহ। “কথিতং পরী-
বাহন পুরমিচ্ছা সরাসি চ।” (ভারত ৭।৬।১৩) পরিত
উহতে ইতি ঘঞ্। ২ রাজযোগ্যবহ। (মেদিনী)

পরীষ্টি (জী) পরি-ইষ-ক্তিন্। ১ গবেষণা। ২ অহসঙ্কান,
অধেষণ। ৩ পরিচর্যা, সেবা। ৪ ইচ্ছা, অতিলাব।

পরীসার (পুং) পরি-সৃ-ঘঞ্, ততোদীর্ঘঃ। ১ পরিসর্যা।
২ সর্বতোগমন, পরিসরণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ।

পরীহার (পুং) পরিহরণমিতি পরি-হ-ঘঞ্, ততোদীর্ঘঃ।
অবজ্ঞা, অনাদর।

পরীহাস (পুং) পরি-হস-ঘঞ্, ততোদীর্ঘঃ। পরিহসন,
উগহাস। “পরীহাসং ন কুর্বাতি পরীহাসক পুত্রক।” (মার্ক পু
৩।৮।৮) পর্যায়—জব, কেলি, ক্রীড়া, লীলা, নন্দ্য, পরিহাস,
কেলিমুখ, দেবন। (ত্রিকা)

পরু (পুং) পিপতীতি পূর্তো পূ বাহুলকাৎ উ। ১ সমুদ্র।
২ স্বর্গলোক। ৩ গ্রহি। ৪ পর্তুত। (সংক্ষিপ্তসার উপাদি)

পরুচ্ছেপ (পুং) পরুদিশে কোহস্য পূর্বোদাদিহাৎ সাযু।
অবিভেদ, দিবোদাস। (নিরুক্ত ১।৪৩)

পরুৎ (অব্য) পূর্ণশিন্ বৎসরে, ইতি। (সদ্যঃ পক্ষমিতি। পা
৫।৩।২২) ইতি পূর্ণত পদ্যভাব্য, উৎচ। গতবৎসর, পরবর্ষ।

পরুত্ (জি) পরুৎ গতবৎসরে ভবঃ, (চির পরুৎ পরাতিভ্যন্তে।
বক্তব্যঃ। পা ৪।৩।২৩ ব্যতিক) ইতি পরুৎ। পরবৎসরে ভব,
বাহ্য পরবৎসরে হইয়াছে। গতবর্ষীয়।

পল্লবান্ন (পুং) পল্লব সমুদ্রঃ পল্লবতোবা ভারমিব যস্য। ষোড়শ।

পল্লব (পুং) পল্লবান্ন। (হেম)

পল্লব (স্ত্রী) পিবতি অলং বৃদ্ধিঃ করোতীতি উব্ধ (প্ নহি কলিতা উব্ধ। উণ্ ৪।৭৫) নিষ্ঠুর বাক্য, কার্কশ্য, কাটিক, অপরের দেশ, জাতি, কুল, বিদ্যা, শির, রূপ, বৃত্তি, আচার, পরিচ্ছদ, শরীর ও কর্মজীবির প্রত্যেকরূপে যে দোষ বচন, তাহাকে পল্লব কহে।

“তামুবাচ ততো রামঃ পল্লবঃ জনসংসদি।

অমুখ্যমাণা সা সীতা বিবেশ অলং সতী ॥”

(হেম রামায়ণ ১।১।৮২)

২ নীল ঝিণ্ডী। (শব্দচ)। (ত্রি) ও কর্কর।

“অসিতবিচিত্রনীলপল্লবো জনঘাতকরঃ ॥” (বৃহৎসং ৩।৩৯)

৪ কক, কর্কশ, কটিন, নিষ্ঠুর, উদ্ধত। (হেম) রামায়ণ ১।৫৮।১০) ৫ নিষ্ঠুরোক্তি। ৬ মলিন। ‘ভদ্র পুরুষেহপি গিরিশে মেঘময়ীমুচিতেন স্তম্ভগামি’ (আখ্যাসপ্তশতী ৪১৯)

পল্লবাক্ষর (ত্রি) কর্কশবচন। বাহার বর্ণ সকল অতি কর্কশ।

“সেবকঃ স্বামিনং ষেঠি কৃপণং পল্লবাক্ষরং ॥” (শব্দতন্ত্র ১।৫৬১)

পল্লবাহ্ন (পুং) একপ্রকার নল গাছ।

পল্লবিত (ত্রি) পল্লবোহস্ত সঙ্গাতঃ, পল্লব-ইতচ্। কর্কশভাবী।

“নাথোঃ পল্লবিততাপি মনো ন বাতি বিক্রিয়াং ॥”

(হিতোপং ১।৮১)

পল্লবমিন্ (পুং) পল্লব-অস্ত্যর্থে ইমন্। পল্লবযুক্ত, পল্লব বাহ্যবাহী।

“অভিমানমেব তৎপল্লবমিনঃ নিরস্তি ॥” (ঐতঃ ব্রাং ৪।২৬)

পল্লবীকৃত (ত্রি) অপল্লবঃ পল্লবঃ কৃতঃ, অকৃততভাবে চি, ততঃ দাঘঃ। পূর্বে বাহা পল্লব ছিল না, তাহা পল্লব করা হইয়াছে।

পল্লবোত্তর (ত্রি) পল্লবাদিতরঃ। কোমল, পল্লব ভিন্ন।

পল্লবোক্তি (স্ত্রী) পল্লবা উক্তিঃ। ১ নিষ্ঠুর কথন।

(ত্রি) পল্লবা উক্তির্থতঃ। ২ নিষ্ঠুর বাক্যবাহী, যিনি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন।

পল্লবোক্তিক (ত্রি) পল্লবমেব উক্তির্থতঃ, ততঃ স্বার্থে ক্ কৃৎ বা। নিষ্ঠুরকথা।

পল্লব (স্ত্রী) পু-উস্ (অধি-প্ বসি যজিতনীতি। উণ্ ২।১১৮) এষি। “কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্রোরোহন্তি পল্লবঃ পল্লবস্পরি ॥”

(শব্দতন্ত্র ১।৩২০) (শব্দ ১।১৯৭।১২)

২ পল্লবফল।

পল্লব (স্ত্রী) পু-উবন্। ফল বৃক্ষভেদ। পল্লবফল, ফলবা ও ফলহি হিন্দী। (Xylocarpus Granatum) ফলস।

পল্লব—পল্লবক, নাগলোপন, পল্লব, অল্লাহি, পরাশর,

নীলচর্চ, গিরিশীলু, পরাবত, নীলমণ্ডল, পল্লব। ইহার গুণ—
অন্ন, কটু, কক্কল পীড়া ও বাতনাশক। অপক পল্লবের
গুণ—পিত্তবৃদ্ধিকারক ও উষ্ণ। পল্লবের গুণ—কষ্ময়, কচিপ্রাণ,
পিত্ত ও শোফনাশক, তপ্তর। (রাজনিং) ভাবপ্রকাশ
মতে—অপকবহার, অন্ন, পিত্তকর ও লঘু, পক সমুদ্র, পাকে
শীত, বিঠলী, বৃহৎ, জ্বা, তৃকা, পিত্ত, দাহ, অন্ন, জল,
ক্ষয় ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্রকাশ) হারীত মতে ইহা
সকল প্রকার সন্ধিবাতনাশক। (চরকসুত্রস্থান ২৩ অধ্যায়
এবং সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায় ইহার গুণের বিবরণ আছে।)

পল্লবক (স্ত্রী) পল্লব স্বার্থে-কন্। পল্লবফল।

“পল্লবকং পল্লবং ত্যাজ্যং জটিলগদলোপমং ॥” (বৈদ্যকরং)

পল্লবকসুত্রী, ত্রুক্ষাওপুরাণবর্ণিত জনপদভেদ, বর্তমান নাম
শোণাবর।

পল্লবকাদি (পুং) পল্লবক আদির্ভিন্ন। গণভেদ। পল্লবক,
বরা, ত্রাক্ষা, কটুকল, কতকফল, রাজাহ্ন, নাড়িমশাক।
এই সকল ত্রুক্ষা পল্লবকাদিগণ, এই গণহারে যে কবার প্রস্তত
হয়, তাহাকেও পল্লবকাদি কহে। ইহার গুণ—তৃকা, বাত ও
মূত্রনাশক। (বাভট্ট সূত্রস্থান ১৫ অঃ)

পরেণ্ডা, নিজাম রাজ্যের নলদুর্গ জেলায় অন্তর্গত একটি
প্রাচীন নগর ও দুর্গ। আন্ধ্রনগর জেলায় সীমান্ত প্রদেশে
অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ১৬' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ০০' ১৮"
পূঃ। বাক্সনীরাজ ২য় মহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী মাফুদ খাণ্ডা
গবান্ এই দুর্গ নিয়ন্ত্রণ করান। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য আন্ধ্র-
নগর আক্রমণ ও জয় করিলে এই নগর উক্ত সূর্যে কিছুকালের
জয় নিধানশাহী রাজগণের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল।
১৬৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজহানের সেনাপতি আফ্গানী এবং
১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র শাহজহা এই দুর্গ আক্রমণ এবং অব-
রোধ করিয়া জয় করিতে পারেন নাই। এই নগর ধ্বংসপ্রায়
হইলেও দুর্গের অবস্থা সুন্দর।

পরেত (ত্রি) পরং লোকমিতঃ। মৃত, মড়া।

“অলঙ্ককারানি পদানি পাদরোষিকীর্ণকেশাঙ্ক পরেতভূমি ॥”

(কুমার ৫।৬৮)

(পুং) ২ ভূতাত্তর ভূতথোনিবিশেষ। ৩ প্রেত।

পরেতভূমি (স্ত্রী) পরেতানাং মৃতানাং ভূমিঃ। প্রেতভূমি,
প্রেতদিগের আবাসস্থল, অশ্মান।

পরেতরাজ (পুং) পরেতেষু মৃতেষু রাজভে ইতি রাজ ধীশ্রো
(সংহৃষিষেতি। পা ৩।২।৬১) ইতি কিপ্ বা পরেতানাং
প্রেতানাং রাট। প্রেতরাজ যম।

পরেতবাস (পুং) পরেতানাং বাসঃ। অশ্মানভূমি, পরেতভূমি।

পরেশজী (অথ) পরশিহন (সদ্যঃ পরশিত। পা ৪৩২২)
ইতি নিপাতনং সাধু। পর দিন।

পরেশজী পুরোহিতের প্রেরণা দ্বারা চিত্তবন্দু।

পরেশজী পুরোহিতের প্রেরণা দ্বারা চিত্তবন্দু ৥" (ভট্ট ৪১৩০) *

পরেশজী (অথ) পর-এজাস্। পরদিন।

পরেশ (জি) পরা গতা আপো যত্র (হাস্তরূপসর্গেভ্যোঃ ৬৭।

পা ৩৩২৭। 'অবর্ণিতা' বার্তিক। ইতি ৬৭। পরাপ, বাহা
হইতে জল নির্গত হইয়াছে। (নিষাক্তকৌমুদী)

পরেস, বোম্বাই নগরীর উত্তর উপকণ্ঠস্থিত একটা প্রধান

নগর। বিটোরিয়া টার্মিনস্ হইতে ২ ক্রোশদূরে অবস্থিত।

পুরে মুরোপীয় বণিকগণ এই নগরী স্থানে বাস করিত।

এখনও এখানে গবর্মেণ্ট-প্রশাসন বর্তমান আছে। এই

প্রশাসন পুরে জেসুইট সম্প্রদায়ের গির্জা ও 'কন্ভেন্ট'

ছিল। যখন বোম্বাই প্রদেশ ইংরাজের হস্তগত হয়, সেই সময়ে

জেসুইটদিগের বান্দোরা কলেজের অধ্যক্ষ অনেক জমিদার

করিয়া বসেন। ইংরাজগণ উক্ত অধিকার গ্রাহ্য করিলেন না,

জেসুইটগণ (১৬৮২-৯০ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

করিলেন; এই যুদ্ধে সিদ্দি জাতীয়েরা জেসুইটদিগের সহায়তা

করে। যুদ্ধে জেসুইটগণ পরাজিত হইলে ইংরাজরাজ সিদ্দি-

দিগের নিকট হইতে ধর্মগন্ধির ও তদধিকৃত স্থানসমূহ কাড়িয়া

লন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে জেসুইটদিগকে বোম্বাই হইতে তাড়া-

ইয়া দেওয়া হয় এবং রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম-

পরিচালন-ভার ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্তৃক 'কার্মেলাইট' (Car-

melites)-দিগের হস্তে সমর্পিত হয়। বিশপ হিবার লিথিয়াছেন,

পরেসের গির্জাসমির ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একজন পারসীর

অধীনে থাকে। পরে ইংরাজ কর্তৃক পরিচালিত এই বাটী তাঁহার

নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হরন্ বি সাহেব

সর্বপ্রথম গবর্ণর হইয়া এই বাটিকায় পদার্পণ করেন। ১৮১২-

২৭ খৃষ্টাব্দে পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার হইয়াছে।

পরেশ (পুং) পরঃ দেশঃ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু।

পরেশগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত

একটা উপবিভাগ। এখানে গবর্মেণ্টের অধিকারে ১১০

খানি ও জমিদারদিগের অধীন ২০ খানি গ্রাম আছে। ভূমির

পরিমাণ সর্বসমেত ৬৪০ বর্গমাইল।

পরেশজী ভোন্স্লে, মহারাষ্ট্রসদায় নাগপুরপতি রঘুজী

ভোন্স্লে পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃ-

সিংহাসন প্রাপ্ত হন। মানসিক ও শারীরিক দৌর্বল্য হেতু

তাঁহাকে স্বচাক্ষরপে রাজকাব্যপরিচালনে অক্ষম দেখিয়া সাধা-

রণের আশ্রয়ে তদীয় ব্রাহ্মসম্প্রদায়ী মধুজী ভোন্স্লে (অম্বা-

ব্রাহ্মণ) সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। উক্ত মধুজী জার্মানের

যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার সহিত আপনায় বলবীর্যের পরিচয় দিয়া

ছিলেন। স্বচক্রে মহারাষ্ট্রসেনানী আপনায় পবিত্র হস্তদ্বারা

মানসে রাজকর্মচারীদিগের পরামর্শ না লইয়া স্বব্রাহ্মণকে

ব্রাহ্মইয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। উক্ত

বৎসরে ২৭এ মে মাসে সন্ধির সন্ধি দ্বারা হইয়া গেল, ইহাতে

কোম্পানি বাহাদুর নাগপুররাজকে গৃহ ও বহিঃ শত্রু হইতে

রক্ষা করিতে প্রতিক্রান্ত হইলেন এবং মহারাষ্ট্র-সদায়ও পক্ষা-

ত্তরে ইংরাজের সহায়তার জন্য একদল অস্বারোহী, ৬ হাজার

পদাতি এবং একদল মুরোপীয় কামানবাহী সৈন্যদল পোষণ

করিবার জন্য ৭১০ লক্ষ টাকা দিবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে

নিজ খরচে ডিনহারার অস্বারোহী ও দুই হাজার পদাতি

রাখিতে হইবে। এই কার্যের জন্য রাজপুত্রদিগের মধ্যে

বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই অস্বার শত্রু হইয়া দাঁড়া-

ইল, এমন কি স্বয়ং পেশবার ও তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন।

অম্বা সাহেব আপনাকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ ১লা

ফেব্রুয়ারীতে পরেশজীকে রাজিযোগে হত্যা করেন।

পরেস্ কু (জী) পঠেরিবাতে ইতি ইব বাহলকান্ তু, বার্ধে

কন্, রিয়াং টাঙ্গ। বহুহুতি, বহুপ্রহতা গাভী, যে গাভীর

সন্তান হইয়াছে।

পঠেরিবাতে (জি) পঠেরিবাতেঃ সর্বাধিকঃ। ওদানীজ দান্য পর-

গুট। পরকর্তৃক সংবদ্ধিত, পর্যায়—পর্যাপ্ত, পরিচালন,

পরজাত। (পুং) ২ কাকিল।

পঠেরনী, বুদ্ধলবণের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। কিয়দংশ বা

কেননগরী তীরে অবস্থিত। এখানে প্রত্নতত্ত্বের অনেক

প্রতিষ্ঠা দেখা যায়।

পরোক্ষ (স্ত্রী) অক্ষোঃ পরঃ। অগ্রতাক। অসাকান্। চকুর

অগোচর।

"পরোক্ষ কার্যহস্তার প্রত্যক্ষ প্রেরণাদিনম্।

বর্জয়েৎ তাদৃশঃ মিত্রঃ বিবকৃতঃ পরোক্ষম্ ॥" (চারণ্যম্)

পরোক্ষ পরোক্ষঃ বিদ্যতেহতঃ 'অর্শ অদিত্যোহু' ইতি

অহ। (জি) ২ তদ্বিশিষ্ট, পরোক্ষজ্ঞানবিশিষ্ট, জ্ঞতি ও

আপত্যক্যাধিনির্নিত জানবিশেষ।

"অতি কুটুহ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেতি বার্তরা।" (পদ্যলী ৭১৩৭)

(পুং) পরোক্ষমত্যাভীতি অহ। ২ তপস্বী, তপস্বীদিগের

জ্ঞতি ও আপত্যক্যাধিনির্নিত জান আছে বলিয়া পরোক্ষ শব্দে

তপস্বী বুঝায়। ৩ যবান্তিপৌত্র, অম্বর পুত্রভেদ। (ভাগ ৯২৩১)

পরোক্ষ (স্ত্রী) পরোক্ষতা ভাবঃ, য। চকুর অগোচরের ভাব।

পরোক্ষবৃত্তি (স্ত্রী) পরোক্ষ বৃত্তিঃ। চকুর অগোচর কার্য।

পরোপকার (জি) ১ অষ্ট অর্থ, অষ্ট বিঘ বা বহু।

পরোপা (স্ত্রী) পরেণ উক্ত। পর কর্তৃক বিবাহিত।

পরোপা, মহাত্মারতের পুত্র। স্ব-একেশ্বর অধীনস্থ ইংরাজরাজ্যিক একটি সামন্তরাজ, গোরাপারার-রাজের অধিকারভুক্ত। এখানকার রাজবংশীয়গণ আপনাবিশিষ্ট অসংখ্য কচ্ছপীয় রাজপুত্র বদিয়া পরিচর্য্য করেন। পূর্বে ইহার নামবায়ের 'চাকুর' নামে পরিচিত ছিল। সৌভাগ্যে সিন্ধির নরবার-সর্দার মনুসিংহের পৈতৃক সম্পত্তি কান্দিরা পান। সেই অঞ্চল উত্তেজিত হইয়া মনুসিংহ উপদ্রুপসিদ্ধিরাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠনপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদ্রবে সিন্ধিরাজ্যেও প্রচণ্ড বিশেষ উত্তাক এবং রাজা স্বয়ংও বিচলিত হইয়া পড়িলেন; কাজেই তিনি তাঁহার সহিত বহুত্ব স্বাপনে বহুবান্ হইলেন। ইংরাজ রেসিডেন্টের মধ্যস্থতার মধ্যস্থত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পরোপারাজ্য ও ছয়খানি গ্রামের শাসনকার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু বন্দোবস্ত রহিল যে, তাঁহার উপর যেমন ইংরাজরাজ কটাক রাখিবেন, তদ্রূপ তিনি সিন্ধিরাজ্য-সীমান্তে দস্যর উপদ্রব নিবারণে বহুবান্ থাকিবেন। ইহার বংশধর রাজা নানসিংহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের বোজনান করেন; কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উপদ্রুত হাসানরা পাইয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার পৈতৃক সকল সম্পত্তিই কিরিয়া পান। বিদ্রোহী ভাতিয়া ভোপীকে ধরিবার জন্য তিনি ইংরাজের বেসাহরতা করিয়াছিলেন, তজ্জ্ব ইংরাজরাজ তাঁহাকে বাৎসরিক হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি জারগীর স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নানসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র গজনধর সিংহ শিশুশবে অভিভূত হন। যেখানে সামন্ত-রাজের বাস, তাহাই পরোপনগর নামে খ্যাত। অক্ষা° ২৪° ৫২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৭' পূঃ। এখানকার পুরাতন জর্জ-প্রাচীরের কতকাংশ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজসৈন্য কর্তৃক ধ্বংস পরিণত হয়।

পরোপকার (পুং) পরোপকার্য্য। অস্ত্রের উপকার। পরের হিতসাধনব্যাপার, পরের উপকার করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। পূর্বে নীচি প্রভৃতি মূল্যবান নিম্ন গ্রাণ পরিভাষণ করিয়াও পরোপকার করিয়াছিলেন। কবিগণ পরোপকারের জন্য নিম্ন গ্রাণ বিশদ্বর্জন দিয়া থাকেন। পরোপকার, সকল ধর্ম্মস্বরূপ এবং সকল ধর্ম্মভঙ্গির লক্ষ্য। পরোপকার দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহা শত অবশেষে বজ্রের তুল্য। ১০

পরোপকারিন্ (জি) উপ-ভ-পিনি পরোপকারী। যিনি পরের উপকার করেন, পরোপকারক।

পরোপজ্ঞাপ (পুং) পরোপকারের মধ্যে পরোপকার বিদ্যমান বস্তু।

পারোবাহ (জি) পরো বারবাহো কন্য, নিপাতনাং হুই। পরম বহুব্রুত। (শতপথব্রাহ্মণ ৩।৫।৩।১০)

পারোয়া (পারসী) ১ চিত্তা। ২ ভয়।

পারোয়ানা (পারসী) আকাশপত্র, হস্তমাল্য।

পারোরজস্ (জি) রজনঃ পরঃ, হুই নিপাতনাং সাধু। ১ রানাতাপ। ২ বিব্রুত। (শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৭।১৫।১)

পারোলক (স্ত্রী) লকাং পরঃ, হুই নিপাতনাং সাধু। ১ লক সংখ্যা হইতে অধিক সংখ্যা। ২ ভবিত।

পারোলী, গভাতীরবর্তী একখানি প্রাচীন গ্রাম। কাপপুর নগরের প্রায় ৭ কোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পারোবরং (অব্য) ১ পরম্পরাক্রমে। ২ মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত।

পারোবরীণ (জি) পরাংস্তাবরংস্তাহুভবতি (পারোবরপরম্পর-পুত্রপৌত্রমহুভবতি। পা ৪।২।১০) ততঃ অবরত্যং নিপাততে। শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠত্বতঃ, ভালমন্দত্বতঃ।

পারোবরীয়স্ (জি) পরস্চ বরীয়াস্ত নিপাতনাং পূর্ব্বপদে হুই। অভ্যন্ত শ্রেষ্ঠ পরমাঙ্গ।

"পারোবরীয়সীহ লোকান্ জয়তি।" (ছানোগা° উঃ)

পারোফিহ্ (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ।

পারোফী (স্ত্রী) পরঃ শত্রুকো বতঃ। তৈলপায়িকা, তৈলাপোকা। ২ কাশ্মীরদেশস্থিত নদীবিশেষ। ১০

পর্কটি (স্ত্রী) পৃচ্ছ সম্পর্কে বাহুল্যকাদটি। প্রকৃৎ বৃক্ষ, পাহাড়গাছ।

পর্কটী (স্ত্রী) পর্কটি (বহ্বাদিত্যস্ত। পা ৪।১।৪৫) ইতি তীব্। প্রকৃৎ বৃক্ষ, পাহাড় গাছ।

পর্কটিন্ (পুং) পাহাড় গাছ, পর্যায়—প্রক, জটা, কমণ্ডলুতক, কণীতন, কীরী, সুপার্শ্ব, কমণ্ডলু, স্ক্রী, অবরোহ, শাখী, গর্দভাত, পীতন, দৃঢ়প্ররোহ, প্রকক, প্রবল, মহাবল। ওপ—

পরোপকারিত্ববর্ত্তা বঙ্গোপাধিতি: পুত্র।

অভি: প্রোতোপকার: তাৎ কিং লভঃ নরা পুত্র: ৪

বর্ধিচিমা পুরাণিত: মোক্ষ প্রভেদে ভূবি।

সর্ব্বধর্ম্মব্য: সারঃ সর্ব্বধর্ম্মজনসত্ত: ৪

পরোপকার: কর্ণব্য: প্রোতঃ কটবৈতরপি।

পরোপকারঃ পুণ্যং ভুলং কটবৈতরপি। (পারোপকারঃ ২২ অঃ)

(১) "কোটিবাক্যকোটিবাক্যিত্বতঃ পুণ্যং সিদ্ধিতিঃ।

তীর্থ। পরোপকারঃ ভগ্নেনাং নির্দ্বন্দ্বাধ্যাখিনিঃ। (রাজতঃ ১২-৩৭)

১ "এব মে প্রথমে ভাতি শুভধর্ম্মপ্রদো যিথি।

পরোপকার্য্যবর্ত্তঃ সর্ব্বধর্ম্মঃ ভূতঃ সূচ্যঃ ৪

কই, কবায়, শিশির, রক্তবায়, বৃহা, ত্রণ ও প্রোণনাশক।
(রাজনি) ভাবপ্রকাশ-কৃত—

“রক্তঃ কবায়ঃ শিশিরো ত্রণবোনিগদাশকঃ।

বহুপিত্তককায়ঃ শোণহা রক্তপিত্তবৎ।” (ভাবপ্রকাশ)

কবায়, শিশির, ত্রণ, বোনিরোগ, বাহ, পিত্ত, রক্ত, অন্ন,
শোণ ও রক্তপিত্তনাশক।

পৰ্জ্বনী (স্ত্রী) পরা বাহঃ জননীতি পর-জন-পিতৃ। ‘কর্ণগণ্’
ইতি অণু ত্রিয়াঃ স্ত্রীপৃ। দাক্ষহরিদ্রা।

পৰ্জ্বন্ত (পুং) পৰ্জ্বতি নিকৃতি বৃহৎ ননীতীতি পুৰু-সেচনে
(পৰ্জ্বন্তঃ। উপা ১০০) ইতি নিপাতনাৎ বকারত বকারঘে
নামুঃ। ১ ইত্ৰ।

“জয়ীপৰ্জ্বন্তাবধন্ত মিহং মেহসিন্ হবে।” (বৃহৎ ৬৫২।১৬)

২ পকার্যমান মেহ। (অমর) ৩ মেহ। (বিষ) পৰ্জ্বন-
সুভমেহ।

“বজ্রাবতি পৰ্জ্বন্তঃ পৰ্জ্বন্তামসমভবঃ।” (গীতা)

৩ কল্পপপতীর পূর্ববিশেষ। এই পুত্র গন্ধৰ্ব মধ্যে গণনীয়।
(ভারত ১৬৫।৪৪) ৫ বিষ্ণু, বিষ্ণু পৰ্জ্বন্তের ভায় নকল
অভিলাষ প্রদান করিয়া থাকেন।

“কুমুদঃ কুমারঃ কুমঃ পৰ্জ্বন্তঃ পাবনোহনিলঃ।”

(ভারত ১৩।১৪৯।১০০)

‘পৰ্জ্বন্তবৎ আধ্যাত্মিকানিতাপত্রয়ঃ শময়তি সৰ্গান্ কামান-
ভিবৰ্জীতি পৰ্জ্বন্তঃ।’ (শাকরভাষ্য)

পৰ্জ্বন্তাক্রম্য (ত্রি) মেঘবৎ গর্জনশীল।

পৰ্জ্বন্তপত্নী (স্ত্রী) পৰ্জ্বন্তঃ পতিরিবাতাঃ পত্নীম্ স্ত্রীপৃ।
১ বশা। “বশা পৰ্জ্বন্তপত্নীম্বো অপোতি ত্রাক্ষণাঃ।” (অথর্ব ১০।
১০।৬) পৰ্জ্বন্তপত্নী। ২ ইত্ৰের পত্নী, শতীদেবী।

পৰ্জ্বন্ত্যুরেতস্ (ত্রি) পৰ্জ্বন্তো রোতো বন্ত। নলভেন।

পৰ্জ্বন্ত্যবৃদ্ধ (ত্রি) পৰ্জ্বন্ত দ্বারা প্রাপ্তবৃদ্ধি।

পৰ্জ্বন্ত্য (স্ত্রী) পৰ্জ্বন্ত-টাপৃ। দাক্ষহরিদ্রা। (রাজনি)

পৰ্ণ, হরিতীকরণ। অমল, চুরানি, উত্তরপলী, সব, সেটু। লটু
পৰ্ণরতি-তে। লোটু পৰ্ণরত-তাং। লিটু পৰ্ণরাককার, চক্রে।
কুই অপপৰ্ণৎ-ত। সুভবোধটীকার হর্নাদাস শিখিরাছেন,—লটে
‘পৰ্ণাপরতি’ এইরূপ পদ হইবে।

“পৰ্ণরতি পৰ্ণাপরতি চম্পকং।” (হর্নাদাস)

পৰ্ণ (স্ত্রী) পিপতীতি পূ-ন (খা পূবতজাতিত্যা নঃ। উপা ৩৬)

বা পৰ্ণরতীতি পৰ্ণ-অচ্। ১ পত্র, পাতা। (কুমার ৫।২৮)

২ তাবুল, পাণ। [তাবুল দেখ।]

“অনিবার যুগে পূর্ণ পূর্ণ বাসরতে নয়।

মতিভ্রংশো ঘরিত্য ভাসন্তে ন স্বরতে হরিঃ।” (রাজনি)

পিপতী পালরতি পদনপাতাতি পূ-ন। ৩ পত্র,
পাখনা, পালক।

“হুতুগং পত্রমালকা ভক্ত পৰ্ণবতন্তং।”

(ভারত ১।৩০।২৪)

(পুং) ৪ পলাশ বৃক্ষ। “অথবে যো নিবদনং পৰ্ণে যো
বসতিহুতা।” (বৃহৎ ১০।১৭।৫)

পৰ্ণক (পুং) পৰ্ণ-বার্ধে কন্। ১ পৰ্ণবার্ধ। ২ বহিভেদ। ভক্ত
গোত্রাপত্য ইঞ। পার্ণকি, পৰ্ণক জবির গোত্রাপত্য।

পৰ্ণকার (পুং) পৰ্ণ তাবুলঃ করোতি উৎপাদয়তি পৰ্ণ-ক-অণ্।
বার্জীবী, বারুই, এই নামে প্রসিদ্ধ জাতিভেদ। ইহার
তাবুল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, এই জন্ত ইহাদিগকে পৰ্ণ-
কার কহে। [বারুই দেখ।]

পৰ্ণকুটিকা (স্ত্রী) পৰ্ণকুটী।

পৰ্ণকুটী (স্ত্রী) পৰ্ণে নির্মিতা কুটী, মধ্যপদদো’ কর্ণবা’।

পত্রমাত্ররতি কুতুগুহ, পাতার ঘর।

পৰ্ণকুচ (পুং) পৰ্ণদ্বারা কুচুং ব্রতঃ বন্ত। পত্রকুচুত।

“পর্ণোদ্বরণাণীবিষপত্রকুশোদকৈঃ।

প্রত্যেকং প্রত্যাহ পীঠৈঃ পৰ্ণকুচু উদাহৃত্য।”

(বাজবল্য স’ ৩০।১৬)

পলাশপত্রের কাথ, উক্তূর পত্র, পদ্মপত্র, বিষপত্রের
কাথ এবং কুশল এই পাঁচ প্রকার জলের মধ্যে প্রত্যেক দিন
এক এক রুচম জলপান দ্বারা পাঁচদিন অতিবাহিত করিলে
যে ব্রত হয়, তাহার নাম পৰ্ণকুচু। এই পৰ্ণকুচু ব্রত পাণ-
নাশক। ইহাকে পত্রকুচুও কহে। এই ব্রত পকাহসাধা,
অর্থাৎ পাঁচ দিন ধরিয়া করিতে হয়।

পৰ্ণথপ্ত (পুং) পৰ্ণমেঘ থপ্তো বন্ত, পূর্ণাদিহীনতাং তথাৎ।

১ পূর্ণহীন বনস্পতি, বৃক্ষ। পৰ্ণত তাবুলত থপ্তা। ২ তাবুল-
কাংশ, তাবুলের একাংশ। (স্ত্রী) পৰ্ণ-সমূহে থপ্তু। ৩ পৰ্ণসমূহ।

পৰ্ণথপ্তেশ্বর, ঐবধবিশেষ। প্রোক্ত প্রণালী—রস, গন্ধক, মনঃ-
শিলা ও বিষ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র মর্দন করিয়া নিসিলা-
পত্রের রসে ও আদার রসে তিসবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে
১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। পাণের সহিত
সেবনে গীত অন্ন নাপ হয়। (তৈবকার) জরাদিকার।)

পৰ্ণচীরপট (পুং) মহাদেব। (ভারত শান্তি ২৮৬ অঃ)

পৰ্ণচোরকু (পুং) পৰ্ণ চোররতীতি পৰ্ণ-চোরি-বুল। চোরক
নামক পক্ষী। (রাজনি)

পৰ্ণদন্ত, শুণ্ডবন্দীর সম্রাট কলকুণ্ডের অধীন সুবাস্ত্রপ্রদেশের

* “পৰ্ণমূলে কথোবাণিঃ পৰ্ণাণ্যে পাশপত্বে।

জীর্ণং পৰ্ণং বরোহাঃ শিরাস্তুভিঃপ্রাণিনী।” (আহিকভট্ট)

(বর্তমান কাঠিরাবাড়) একজন শাসনকর্তা। ইনি বদেপশালক বীর এবং শত্রুদিগের বশস্বরূপ বলিয়া পরিচিত।

পৰ্ণনর (ত্রি) তীরের বেখানে পালক দেওয়া বার।

পৰ্ণধ্বস (ত্রি) পৰ্ণ-ধ্বস-কর্তৃরি কিপ্। পৰ্ণধ্বসকর্তা।

পৰ্ণনর (পুং) পৰ্ণেঃ পলাশপত্রৈর্নির্মিতো নরঃ, নরাকারঃ পুত্ৰ-লকঃ। পলাশ পত্র দ্বারা রচিত নরাকার পুতুল। পিতৃ-প্রকৃতির অস্থি না পাইলে দাহের জন্য তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ নয় এবং পলাশপত্র দ্বারা রচিত উপাত্তবোধিত ও বর্ষপট্ট-লিখ নরাকার পুতুলক। যে স্থলে পিতৃদিগের অস্থি পাওয়া যায় না, সেইস্থলে এই পৰ্ণনর দাহ করিয়া অশৌচ গ্রহণপূর্বক অস্ত্রোৎকীর্ণা করিতে হয়। বিধিপূর্বক দাহ না হইলে তাহার অশৌচ বা প্রাণ্ণিদি নিষিদ্ধ, এই জন্য অস্থির অশৌচে সেই শবের প্রতিনিধিস্বরূপ পৰ্ণনর নির্মাণ করিয়া প্রারম্ভিকাহুষ্ঠান করিয়া তাহার দাহ করিতে হইবে। ইহার বিবরণ শুদ্ধিভাষ্যে লিখিত আছে, অস্থির নাশ হইলে তিনবটী পলাশপত্র দ্বারা পুরুষের প্রতিকৃতি করিতে হইবে, ইহার মধ্যে মস্তকদেশে অশীতাক্ষ-সংখ্যা, গ্রীবাতে দশ, বক্ষঃস্থলে ত্রিশং, অর্ধে ২০, বাহুদ্বয়ে ১০০, দশটী পক্ষে দশটী অঙ্গুলি, বৃণদ্বয়ে দাদশার্ধ, শিরে অষ্টার্ধ, উরুদ্বয়ে শত, জাহ্নব এবং অস্ত্রাভে ত্রিশং ও পদাঙ্গুলিসমূহে দশ, এই সকলসংখ্যক পত্র দ্বারা ঐ ঐ অঙ্গ কল্পিত করিতে হইবে। ইহাতে পুরুষাকৃতি হইবে, এই সকল পত্র উপাখ্যে দ্বারা বেটন করিয়া বর্ষপট্ট দ্বারা লেপন করিতে হইবে। এই-রূপ হইলে তাকে মন্ত্রপূর্বক দহন করিতে হয়।

“অস্থিনাশে পলাশানাং ত্রীণি বটীশতানি চ ॥

পুরুষপ্রতিকৃতিং কৃৎস্না দহেত মন্ত্রপূর্বকম্ ॥

অশীতাক্ষস্ত শিরসি গ্রীবায়াং দশ বোজয়েৎ ॥

উরসি ত্রিশংতং দদ্যাৎ ত্রিশংতং অর্ধে তথা ॥

বাহুভ্যাং শতং দদ্যাৎ দদ্যাৎ অঙ্গুলিশতম্ ॥

দাদশার্ধং বৃণদ্বয়োরাষ্ট্রাং শিরঃ এব চ ॥

উরুভ্যাং শতং দদ্যাৎ ত্রিশংতং জাহ্নবজয়োঃ ॥

পদাঙ্গুলিশ্চ দশ এবৎ প্রোক্তং লক্ষণম্ ॥

উপাখ্যেঃ সংবেষ্টা বর্ষপট্টেন লেপয়েৎ ॥”

(শুদ্ধিভাষ্যে আশ্বলায়নগৃহপরি)

পূর্বোক্তরূপে পলাশপত্র দ্বারা নর প্রস্তুত হইলে তাহাকে পৰ্ণনর কহে। শুদ্ধিভাষ্যে আশ্বলায়নে লিখিত আছে,— অস্থির অশৌচে পলাশপত্র দ্বারা অথবা শরপত্র দ্বারা পুরুষের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহা দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, আচার্য ও যোগ্যতা হেতু শরপত্র দ্বারা পুতুলক নির্মাণ করিয়া বহুকালিভে পলাশপত্র দিতে

হইবে, তাহা উপাখ্যে বেটন এবং বর্ষপট্ট লেপন করিলে পৰ্ণনর পদব্যাচ্য হয়। যদি পিতৃদিগের কাহার বক্ষঃস্থল এবং তাহার অস্থি যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অশৌচের মধ্যে পৰ্ণনরদাহ করিলে ঐ অশৌচ কাল মধ্যেই শুদ্ধি হয়। অশৌচ-কাল অতীত হইয়া যাইলে তাহার নয় পৰ্ণনরদাহ করিলে জিরাভাশৌচ হয়, তৎপরে শুদ্ধি ॥

পৰ্ণনরদাহের পর যদি পুনরায় অস্থিলাভ হয়, তাহা হইলে তাহার দাহ করিবে, কিন্তু পিতৃদিগের দাহ করিতে হইবে না। কারণ বিষ্ণু বলিয়াছেন, বাহারা অনন্থিক, তাহারা ত্রিপক্ষ অতীত হইলে পৰ্ণনর দাহ করিবেন, ত্রিপক্ষের মধ্যে করিবেন না। তদুৎকৃষ্ট সময় অতীত হইলে কৃষ্ণকেশের অষ্টমী ও দশ (অমাবস্তা) তিথিতে পৰ্ণনর দাহ করিয়া তিনদিন অশৌচ গ্রহণপূর্বক পিতৃদিগের দাহ করিতে হইবে। যখনই এই ঘট-নের সমীপস্থানে স্থির করিয়াছেন, অশৌচকাল মধ্যে যদি পৰ্ণনর দাহ না হয়, তাহা হইলে ত্রিপক্ষের মধ্যে করিবে না, তাহার পরে দাহ করিবে। ত্রিপক্ষের পর কৃষ্ণাষ্টমী বা অমাবস্তার দিন দাহ বিধেয়।

“পুত্রোচ্চতপলভ্যোরনু তদস্থীনি কদাচন।

তদলাভে পলাশস্ত সত্তবে হি পুনঃ ক্রিয়া ॥”

“হি যস্মাৎ তদলাভে অন্ত্যমপ্রাপ্তৌ পলাশস্ত তৎকৃতপুতুল-কস্মা দাহক্রিয়া। পুনরপি সত্তবে অস্থিলাভে অস্থিদাহক্রিয়া বিহিতা, তদানন্দি পুনরস্থীনি প্রাপ্তান্তে তদা পুনর্দাহক্রিয়া-শৌচে কর্তব্যো, ন পুনঃ পিতৃগণিমানং বক্ষ্যমাণযুক্তোঃ।” বিষ্ণুঃ—

ত্রিপক্ষে তু গতে পৰ্ণ-নরঃ মহাদনয়িকঃ।

ত্রিপক্ষাত্যন্তরে রাজানু নৈব পৰ্ণনরঃ দহেৎ ॥

তদুচ্চতপীয়ী প্রাপ্য দশং বাপি বিচক্ষণঃ ॥ (শুদ্ধিভাষ্য)

অষ্টমীতে পৰ্ণনরদাহের বিধান আছে। অষ্টমী শব্দে শুক্র ও কৃষ্ণা দুইই হইতে পারে, ইহার মধ্যে কোন অষ্টমীতে পৰ্ণ-নর দাহ হইবে। ইহার মীমাংসা এইরূপ—পিতৃকাৰ্য্য সকল কৃষ্ণকক্ষে বিহিত হইয়াছে, সেই জন্য এই প্রোক্তকাৰ্য্য কৃষ্ণা-ষ্টমীতেই হইবে, শুক্রাষ্টমীতে হইবে না। (শুদ্ধিভাষ্য)

মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তট্টীকা পীষ্বদ্বারায় লিখিত আছে, প্রোত-

১. “তদলাভে পলাশোৎপন্নঃ পত্রৈঃ কাৰ্য্যঃ পুমানপি।

শতৈরুদ্ভিকৃত্য বট্যা শরপত্রৈর্বিধানতঃ ॥”

তদলাভে অস্থিলাভে। অত্র পলাশপত্রশরপত্রয়োঃ তুল্যার্থেনোপাধায়াং আশ্বলায়নহুত্রেইপি প্রতিভূতো শরপত্রস্য দাতঃ। অত্র অচোরাৎ বোধ্য-বাচ্চ শরপত্রৈঃ পুতুলকঃ কৃৎস্না শিরঃপ্রকৃতিষু পলাশপত্রাদি দেয়াসি। ভতে বেটন উপাখ্যেঃ, লেপনঃ বর্ষপট্টেনৈতি। অশৌচাত্যন্তরমধ্যে শেব্যেব শুদ্ধিঃ। তদন্তরপৰ্ণনরদাহে তু জিরাভঃ। (শুদ্ধিভাষ্য)

সংস্কার দুই প্রকার, প্রত্যক্ষশরীরের এবং তৎপ্রতিকৃতি, ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষশরীর সংস্কারে শুভাশুভ দিন বিচার করিতে নাই, অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শবের অগ্নিকাণ্ড করিলে দোষ হইবে না; কিন্তু প্রতিকৃতিস্থলে এ নিয়ম নহে, তাহার শুভাশুভ দিনের বিচার আবশ্যিক। প্রতিকৃতিসংস্কারে অর্থাৎ পৰ্ণনয়াদি দাহস্থলে তিনপ্রকার কাল বিহিত হইয়াছে, প্রথম অশৌচ মধ্যে, দ্বিতীয় বর্ষান্তান্তরে, তৃতীয় সপ্তমসরের পর, যদি অশৌচ মধ্যে প্রতিকৃতি সংস্কার করিতে হয়, তাহা হইলে বর্ষাসম্ভব দিনশুদ্ধি বিচার করিতে হয়। কিন্তু বর্ষমধ্যে বা তৎপরে যদি প্রতিকৃতি সংস্কার না হয়, তাহাতে দিনশুদ্ধি প্রভৃতি অবশ্যই বিচার্য।* শুক্র, শনি ও মঙ্গলবারে, অমাবস্তা, চতুর্দশী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ, একাদশী ও যজ্ঞী এই সকল তিথিতে; মূলা, জ্যেষ্ঠা, আর্দ্রা ও অশ্লেষা, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ ও পূর্বফল্গুনী, ভরণী, মঘা, পুষ্যা ও রেবতী নক্ষত্রে এবং ত্রিপুঙ্কর-যোগে প্রতিকৃতিদাহ করিতে নাই।† এই মতে অমাবস্তার দিন প্রতিকৃতিদাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু রঘুনন্দন শুদ্ধিভাষ্যে লিখিয়াছেন—

“পৰ্ণনয়ং দহেন্নৈব বিনা দর্শং কথঞ্চন।

অস্থ্যলাভে তু দর্শে তু ততঃ পৰ্ণনয়ং দহেৎ ॥

নরঃ পৰ্ণং দহেন্নৈব প্রাক্ত্রিপুঙ্করং কথঞ্চন।

ত্রিপুঙ্করং তু গতে দহ্যং দর্শে প্রাপ্তে হনয়িকঃ ॥” (শুদ্ধিভাষ্য)

এই বচনানুসারে অবগত হওয়া যায়, অমাবস্তার দিনই পৰ্ণনয়দাহ প্রাপ্ত; কিন্তু মুহূর্ত্তচিন্তামণির মতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গয়া ও গোদাবরী বাতীত শুক্র ও শুক্রের অন্ত, পৌষ ও বিষ্ণুশ্রয়নে প্রতিকৃতি দাহ করিবে না। বাতীপাতযোগ ও বৈধৃতযোগে পৰ্ণনয়াদির দাহ করিবে না। প্রতিকৃতিসংস্কার কি জ্ঞত করিতে হয়? যাহারা কোনস্থানে গমন করিয়া দৈবাৎ মৃত হইয়াছে এবং যাহাদের মৃত দেহ পাওয়া যায় না, তাহাদের প্রতিকৃতি দাহ করিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ষ করিতে হয়, যাহাদের

দেহ পাওয়া যায় না, তাহাদের অস্থি সংগ্রহ করিয়া দাহ করিতে হইবে এবং অস্থির অলাভ হইলে তখন পৰ্ণনয়রচিত শব করিয়া তাহার দাহ বিধেয়।

ছন্দোগস্থত্রে লিখিত আছে, যদি শরীর বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার অস্থিসংগ্রহ করিয়া ক্ষীরোদকে প্রক্ষালন, তৎপরে কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতি করিয়া দাহ করিবে। যদি অস্থিও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পলাশপত্র দ্বারা কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতি দাহ করিতে হইবে। পলাশপত্র নিয়মিত নিয়মে সংস্থাপন করিতে হয়—

৪০ মতকে, ১০ গ্রীবার, ২০ বন্ধস্থলে, ৩০ উদরে, ৫০ করিয়া দুই হাতে ১০০, অঙ্গুলিতে ৫, ৭০ করিয়া দুই পাদে, পাদাঙ্গুলিতে ৫ করিয়া ১০, শিরদেশে ৮, বুধে ১২, এ ছাড়া যটাদিক ত্রিংশৎসংখ্যক পলাশপত্রদ্বারা আবরন করনা করিয়া এই পত্ররচিত আবরন কৃষ্ণাজিনে করিয়া দাহ করিবে। এই শবপ্রতিকৃতিদাহের নাম পৰ্ণনয়দাহ। এইরূপ পৰ্ণনয়দাহেই কালাদি নিয়ম অপেক্ষা করিতে হয়।‡

মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তত্ত্বীকা পীযুষধারায় ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহ্যভায়ে আর অধিক লিখিত হইল না।

পৰ্ণনাল (স্ত্রী) পাতার নাল।

পৰ্ণপ্রাত্যিক, জনপদভেদ।

পৰ্ণভেদিনী (স্ত্রী) পর্ণানি ভিনভীতি পৰ্ণ-ভিন্-গিনি। ত্রিঘাং ভীপ্। প্রিয়ঙ্। (রাজনি°)

পৰ্ণভোজন (পুং) পর্ণাশ্বেষ ভোজনং যন্ত, পর্ণানি ভুঙ্কে ইতি বা পৰ্ণ-ভূজ কৰ্ত্তরি-ল্য। ১ ছাগল। (ত্রি) ২ পত্র-ভোজিমাত্র।

পৰ্ণমণি (পুং) পৰ্ণবর্ণো মণিঃ মথালো° কৰ্ম্মধা°। ১ হরিশ্মণি। (অপর্য্য ৩৫১) ২ ভৌতিক অন্তস্তেদ।

পৰ্ণময় (ত্রি) পৰ্ণত বিকারঃ, বিকারে ময়ট্ (ঘাচচ্ছন্দসি। পা

শ্রেতকাৰ্য্যাদি মুক্কীত জ্যেষ্ঠং ততোত্তরায়ণম্।

কৃৎপক্ষে চ তত্রাপি বর্জ্যেৎ তু দিনক্ষয়ম্।”

(মুহূর্ত্তচি° এবং তত্ত্বীকা)

১ “অধাতঃ পূৰ্ণাহবিধিং ব্যাখ্যান্যামঃ। যদি শরীরঃ নন্তেদম্বী-
ভাদ্যায়াদীনি ক্ষীরোদকে প্রক্ষাল্যাহিতঃ কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতিঃ কৃষ্ণা
পূৰ্ণবদহেৎ, ভোদামলাভে পলাশপত্রঃ কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতিঃ কৃষ্ণা চম্বা-
রিংলতা শিরো দশভির্জীব্যং বিশংতোয়ত্রিংশতোদয়ঃ পলাশতা পলাশতা
বাহু তয়োরেব পঞ্চভিরঙ্গুলীং সপত্যা পাদৌ তথৈবাসুণীভিরষ্টাভিঃ শিখা
দ্বাদশভির্হৃৎপং ভাং কুশৈর্বেষ্টরিদ্বা তদ্বিরে পূৰ্ণবদ্ দহেৎ।” (ছন্দোগস্থত্রে)
‘এতিঃ পলাশপত্বেত্তরবরকরনা ভবতি তাঃ প্রতিকৃতিঃ তদ্বিরে কৃষ্ণাজিনে
পূৰ্ণবসিতি পিতৃসেবধিবা দহেৎ।” (তত্ত্বীকা)

* “অশৌচমধ্যে ক্রিতে পুনঃ সংস্কারকৰ্ষ্য চেৎ।

শোধনীয়ঃ দিনঃ তত্র বর্ষাসম্ভবমেব তু।

অশৌচবিদিস্বত্তো চেৎ পুনঃ সংক্রিয়তে মৃতঃ।

সংশোধ্যাবঃ দিনঃ গ্রীষ্মমূর্ধঃ সংবৎসরাদ্যযি।

শ্রেতকাৰ্য্যাদি শেবঃ। অশৌচাৎ পরতো বিজ্ঞার্থমথিলঃ মধ্যে বর্ষা-
সম্ভবসিতি।”

† “একাদশ্যাত্ সন্ধ্যায়ঃ সিনীবাল্যাঃ তৃণাদিনে।

বতস্যো চ চতুর্দশ্যাত্ কৃত্তিকাঃ ত্রিপুঙ্করে।

ন কুর্ধ্যাৎ শুক্লশ্রাবস্তে গোষে ষাপে মলিনৃচে।

বিলম্বিতং শ্রেতকাৰ্য্যং পরাং গোদাবরীং বিনা।

৪৩১৫০) পৰ্ণের বিকার। ত্রিরাং ভীষ। “বস্ত্রপৰ্ণময়ী জুহুর্ভবতি
ন স পাণং। স্নোক্তং শৃণোতি।” (ঋতি)

পৰ্ণমাচাল (পুং) পৰ্ণমাচালতীতি পৰ্ণ-আ-চল-পিচ্ অণ্,
নিপাতনাং বিভক্তেলোপাত্যবঃ, বাহুলকাৎ মুম্বা। কৰ্ম্মরল-
বৃক্ষ। (Averrhoa carambola)।

পৰ্ণমুচ্ (ত্রি) পৰ্ণানি মুচ্ছত্যত্র মুচ্-আধারে কিপ্। বৃক্ষের
পৰ্ণমোচনাধার শিশিরকাল।

পৰ্ণমূল (স্ত্রী) পৰ্ণানাম্ মূলং। তাব্দূলমূল, পাণের বোটা।

পৰ্ণমুগ (পুং) পৰ্ণচরো মুগঃ পতঃ। পতভেদ। মুগপৰিশেষঃ।
ইহার বিবরণ সূত্রতে লিখিত আছে,—মল্লু, মুখিক, বৃক্ষশারিক,
বহুল, পুতিবাস ও বানর প্রভৃতি পৰ্ণমুগ। ইহাদের মাংস শুণ্ণ—
মধুর, গুরুপাক, বুঘা, চক্ষুঘা, শোণিতে দ্বিতকর, মলমুত্রবর্দ্ধক,
এবং কাস, অৰ্শ ও শ্বাসনাশক। (সূত্রত পৃষ্ঠস্থান ৪৬ অ°)

বৃক্ষমৰ্কটিকা, বানর। তাব্দপ্রকাশে লিখিত আছে,—

“বনোকোবৃক্ষমাক্ষারবৃক্ষমৰ্কটিকায়ঃ।

এতে পৰ্ণমুগাঃ প্রোক্তাঃ সূত্রতাদৌ মহাবিভিঃ।।

জলোকা বানরো বৃক্ষমাক্ষারো বৃক্ষবিড়ালঃ।।” (ভাবপ্র°)

পৰ্ণয় (পুং) ইজ কৰ্ত্তৃক নিহত অম্বরভেদ। (সায়ণ)

পৰ্ণরুহ (পুং) পৰ্ণং রোহত্যত্র রুহ-আধারে কিপ্। পৰ্ণজননা-
ধার বনস্তকাল।

পৰ্ণল (ত্রি) পৰ্ণ-অন্ত্যৰ্থে সিদ্ধাদিভ্যাং লচ্। পত্রযুক্ত।

পৰ্ণলতা (স্ত্রী) পৰ্ণপ্রধানা লতা। নাগবল্লী, তাব্দুলী লতা।
(রাজনি°)

পৰ্ণবৎ (ত্রি) পৰ্ণং বিস্মতেহস্ত, পৰ্ণ-মতুপ, মন্ত ব। পত্র-
যুক্ত বৃক্ষ।

পৰ্ণবন্ধ (পুং) ঋষিভেদ। ততো গোত্রাপত্যো গর্গাদিভ্যাং বৎ।
পার্বন্ধ, ভনোগোত্রাপত্য।

পৰ্ণবল্লী (স্ত্রী) পৰ্ণপ্রধানা বল্লী। পলাশীলতা। (রাজনি°)

পৰ্ণবাদ্য (স্ত্রী) পত্রসঞ্চালন দ্বারা উখিত শব্দ।

পৰ্ণবী (ত্রি) পৰ্ণমিব অজতি, অজ-কিপ্, ততঃ অজবীভাবঃ।
বগ। “পৰ্ণবীরিব দীরতি” (ঋক্ ৯৩।১)

পৰ্ণবীটিকা (স্ত্রী) পৰ্ণত বীটিকা। শুবকীকৃত তাব্দুল,
পাণের বিভা।

পৰ্ণবদ (পুং) পৰ্ণানি শব্দ্যন্তে শীঘ্রান্তে যত্র শব্দসংজ্ঞারঃ আধারে
ব। ১ পতিত পৰ্ণবিত্তদেশ। ২ তরুণ ক্রমভেদ।

(তুল্লবহু° ১৬।৪৬)

পৰ্ণশয্যা (স্ত্রী) পৰ্ণরচিতা শয্যা মধ্যলো° কৰ্ম্মধা°। পত্র-
রচিত শয্যা, পাতার বিছানা।

“সুপ্যতে পৰ্ণশয্যাহ স্বরংভদ্রাহ তুতলে।” (স্বান° ২।২৮।১১)

পৰ্ণশবর (পুং স্ত্রী) পৰ্ণভক্ষণকরঃ শবরো যত্র। ১° দেশভেদ।

(মার্কণ্ডেয়পু° ৪৮।১২)

পৰ্ণশবর, শবর জাতিবিশেষ। ইহার বৃক্ষপত্র গ্রথিত করিয়া
আপনাদের লজ্জা নিবারণ করিত। ইহার আদিম অনাৰ্য্য-
জাতি, যুদ্ধ বিগ্রহাদিতেও বিশেষ পটু ছিল। টলেমী ইহাদিগকে
Phullitæ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আগর নগর ইহাদের
রাজধানী ছিল। কেহ কেহ উক্ত আগরকে বর্তমান সাগর
বলিয়া অহুমান করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও এই জাতি ও
তদদেশের উল্লেখ আছে। (মার্ক° পু° ৪৮।১২) [শবর দেখ।]

পৰ্ণশবরী, উপদেবী বিশেষ। নেপাল প্রদেশে ইনি ‘আর্য্য পৰ্ণ-
শবরী ভারাদেবী’ নামে খ্যাত। ইনি সর্বদাই পত্রভূষণে ভূষিতা
থাকেন। ইহার নামের ধারণী (কবচ) পরিধান করিলে
সকল বাধা ও বিঘ্ননাশ হয়। “ভগবতী পিশাচিচ পানশরশু-
ধারিণী” এইরূপ অস্ত্রমালাবিভূষিতা পিশাচী দেবীর বর্ণনা
পাওয়া যায়। উপাসনাকালে ‘ওঁ পিশাচপৰ্ণশবরী ক্রীং হঃ হ্’
ফটু পিশাচি ‘আহা’ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। পৰ্ণ-
শবরীসাধন সম্বন্ধে সাধনমালাতন্ত্রে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত
আছে। (সাধনমালাতন্ত্র ৯০ পটল।)

পৰ্ণশালা (স্ত্রী) পৰ্ণরচিতা শালা। পত্ররচিত কুটার, পাতার
ঘর। পর্যায়—উটজ, পর্ণোটজ।

“নির্দিষ্টাং কুলপতিনা স পৰ্ণশালা-

মধ্যান্ত্র প্রেতপরিগ্রহস্থিতিরঃ।।” (রবু ১।৯৫)

২ মধ্যদেশস্থিত গ্রামবিশেষ। * এই দেশ গঙ্গা ও যমুনার
মধ্যবর্তী, এবং যামুনগিরির অধোদিকে অবস্থিত, এই স্থান
অতি রমণীয় ও ব্রাহ্মণদিগের আবাসভূমি।

পৰ্ণশালা, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত
একটা তীর্থক্ষেত্র। ভদ্রাচলম্ নগর হইতে ১০ ক্রোশ দূরে
অবস্থিত।

পৰ্ণশালাত্র (পুং) ভদ্রাশ্রবণস্থিত কুলাচলভেদ।

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।৫)

পৰ্ণশুম্ (পুং) পৰ্ণং শুভাত্যত্র, শুভ-আধারে কিপ্। বৃক্ষের
পত্রশোষক শীতকাল।

পৰ্ণস (ত্রি) পৰ্ণস্তাদূরদেশাদি। পৰ্ণতৃণাদিভ্যাং স। পৰ্ণের
অদূর দেশাদি।

পৰ্ণসি (পুং) পূ°পু°রূপে অসি গুচ্চ (সানসি বর্ণসি পৰ্ণগীতি।

* “মধ্যদেশে মহান্ গ্রামো ব্রাহ্মণানাং বহুব্ধ হ।

গঙ্গাযমুনসম্মেধ্যো যামুনয়া পিরেরনঃ।

পৰ্ণশালেতি বিভাভ্যো রমণীয়ো নরাণি।।” (ভারত ১৭।৪৮।১০)

উৎ ৪।১০৭) ১ পদ্ম। ২ জলগৃহ। জলটুকী, জলমগ্নাঙ্কিত
গৃহ। ৩ শাক। ৪ আভরণক্রিয়া। (সংকিস্তসার উপনিষদিত্তি)
পর্ণা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের আগ্রা জেলার অন্তর্গত পণাহাট
তহসীলের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। এখানে যমুনার দক্ষিণকূলে
পর্ণতের উপরে একটি দুর্গ নির্মিত আছে। [পর্ণা দেখ।]

পর্ণাটিক (পুং) শব্দভেদ। তত্ত গোত্রাপত্যং ইঞ পর্ণাটিকি,
তদগোত্রাপত্য। বহুবচন ইঞের গোপ হয়। কিন্তু
ক্রীলিঙ্গে হয় না। ক্রীলিঙ্গে ‘পর্ণাটিকী’ এইরূপ পদ হইবে।

পর্ণাঙ্গ (ত্রি) পর্ণমতি ব্রতার্থঃ অদ-অণ্। ১ ব্রত জন্ত পত্র-
ভক্ষক। (পুং) ২ শব্দভেদ। (ভারত সভাপণ ৪ অঃ)
৩ দময়ন্তীপ্রেরিত জনৈক ব্রাহ্মণ। [নল ও দময়ন্তী দেখ।]

পর্ণাল (পুং) ১ নৌকাভেদ। ২ কোদালীশিবেশ। ৩ ক্ষুদ্র বৃক্ষ।
পর্ণাল (বা পর্ণালা) দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত
একটি নগর। কোল্হাপুর নগরের ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে
অবস্থিত। বিজাপুররাজ আদিল খাঁর সেনানী রত্নম খাঁ ১৬৬০
খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গ সমীপে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর নিকট পরাজিত
হন। অতঃপর এখানে শিবাজীর সাহিত বিজাপুরসেনানী খাজা
নেকনামের পুনরার বৃক্ষ ঘটে, তদবধি এই দুর্গ মহারাষ্ট্রদিগের
অধিকারে থাকে। অবশেষে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের
আদেশে মুকারব খাঁ পর্ণালা অবরোধ করেন এবং শত্ৰুকে
পরাজিত করিয়া উক্ত দুর্গ দখল করেন। বর্তমান মানচিত্রে
এই স্থান পণালা নামে খ্যাত। [পণালা দেখ।]

পর্ণাশন (পুং) পর্ণং অশ্নাতি ভক্ষয়তীতি অশ-ল্য, পর্ণানাম-
শনো বা। ১ শব্দ। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ পত্রভোজিন্যত্র।

পর্ণাশা, ১ আলাহাবাদ প্রদেশের বাল্লা জেলার অন্তর্গত একটি
প্রাচীন গ্রাম। আলাহাবাদ নগর হইতে ৯৭ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে
গঙ্গা ও তমসা নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে উচ্চ ভূমির উপর
অবস্থিত।

পর্ণাশা, ১ পারিষদ্রপূর্ণত হইতে নিঃসৃত একটি মহানদী। ইহার
অপর একটি নাম পর্ণবহা (মৎস্যপু ১১৪২৩)। মহাভারত
সভাপর্বে ২ম অধ্যায়ে এই নদী মহানদী ও শোণ মহানদ নামে
উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ শোণ নদের জল ভাঙ্গিয়া ইহার
কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল। আর্য জেলার পশ্চিমে প্রবাহিত
বনাস নদীই প্রাচীনকালে পর্ণাশা নামে উক্ত হইত। ২ উক্ত
নদীতীরবর্তী একটি নগর। টেলমী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

পর্ণাস (পুং) পর্ণৈরনতি দীপ্যতি শোভতে ইতি অস-দীপ্যে
অছ। তুলসী। (অমর ২।৪।৭২)

পর্ণাসি (পুং) পর্ণ-অস-বাহলকাৎ ইন্। তুলসী।

পর্ণাহার (ত্রি) পর্ণং পত্রং আহারো যত। ব্রতের জন্ত পত্র-
ভোজী। বাহার্য্য পত্র আহার করে। (সামান্য ৩।১০।২)
পর্ণিক (ত্রি) পর্ণং পণ্যমত্ঠন্ (কিসরাদিত্যত্ঠন্) পা ৪।৪।৫৩)
পর্ণবিক্রেতা।

পর্ণিকা (ত্রী) ১ হৃদপদ্ম। (রাঘনি) ২ পুষ্টিপণী, চাকুলিয়া।
৩ শালপণী। ৪ অযিমহ, গণেরি। (বৈদ্যকনিঃ)

পর্ণিন্ (পুং) পর্ণ অত্যর্থে ইনি। ১ বৃক্ষ। ত্রিরাং ভীষ। পর্ণিনী,
মায়পণী। (রত্নমালা) ২ শালপণী। (বৈদ্যকনিঃ) ৩ পুষ্টিপণী।
৪ অক্ষরোভেদ। ইহাদের বর্ণ পর্ণের মত, এই জন্য ইহাদিগকে
পর্ণিনী কহে।

“মেনকা সহস্রভা চ পর্ণিনী পুষ্টিকাহলা।” (হরিবংশ ২১৮।৪২)

পর্ণিনীময় (স্ত্রী) মায়পণী ও মূলপণী।

পর্ণিল (ত্রি) পর্ণ অত্যর্থে পিচ্ছাদিচ্ছাদিলিচ্। পর্ণবিশিষ্ট।
পিচ্ছাদিগণস্বত্বে এই পাঠ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পর্ণীয় (ত্রি) পর্ণ উৎকরাদিত্যৎ হ (উৎকরাদিত্যত্হ) পা
৪।২।৯০) পর্ণ স্বত্বীয়।

পর্ণোটজ (স্ত্রী) পর্ণনির্মিতং উটজং, মধ্যলোৎ কণ্ঠ্য।
পর্ণশালা। (হারাবলী)

পর্ণোৎস (পুং) পর্ণানাম উৎসঃ। কান্দীরস্থ জনপদভেদ।

পর্ণ্য (ত্রি) পর্ণ-যৎ। পর্ণের হিতকর, পর্ণ স্বত্বীয়।

পৰ্তুগাল (পৰ্তুগাল) যুরোপ-মহাদেশের অন্তর্গত একটি
রাজ্য। আটলান্টিক মহাসমুদ্রতীরে অবস্থিত। ইহার উত্তর-
সীমা স্পেন দেশের অন্তর্ভুক্ত গালেসিয়া প্রদেশ; পূর্বে
স্পেন-সীমান্তবর্তী লিগুন, ইস্টার-মহারা ও সেভিল প্রদেশ,
দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে আটলান্টিক মহাসাগর। ইহা দৈর্ঘ্যে
প্রায় ৩৫০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১০০ মাইল। ভূ-পরিমাপ
প্রায় ৩৫১৮২ বর্গমাইল।

স্পেন ও পৰ্তুগাল দুইটি স্বতন্ত্র-রাজ্য বলিয়া গণ্য হইলেও
প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে স্বভাব-রক্ষিত কোন আড়াল নাই।
এই রাজ্যে প্রবাহিত মিন্হো, ডুরো, টেগুস, গোয়াডিয়ানা,
প্রভৃতি কতকগুলি নদী, স্পেন দেশ হইতে উৎস হইয়া
আটলান্টিক সাগরে পতিত হইয়াছে এবং মন্ডোগো, জিঝিরে
ও সর্দো নামক নদীদ্বয়ই পৰ্তুগাল রাজ্যমধ্যে উৎপন্ন ও
প্রবাহিত। অলেমুটেজো, অলগারভ, বেইরা, এণ্টার-ডুরো-ই-
মিন্হো, ইস্টার-মহারা, ট্রাস-অস-মন্টো প্রভৃতি ছয়টি বিভাগে
এবং ১৭টি জেলা, ২৬টি কোমারকাস্ (Comarcas—বিচার
বিভাগ) ২২২টি কনসেলহো (Concelho) এবং ৩৯৬০টি
পারিসে (Parishes) বিভক্ত।

পৰ্তুগালের উপকূল-ভূমি লম্বা প্রায় ৫০০ মাইল; তদাধো

পশ্চিমকূল ৪০০ মাইল ও দক্ষিণ ১০০ মাইল। দক্ষিণ-পশ্চিম কূলে সেন্ট-ভিলেট এবং পূর্বদক্ষিণে সেন্ট-মেরিয়া অন্তরীপ-দ্বয় বর্তমান। পশ্চিমকূলস্থ স্থানের ভূমি পর্বতাকীর্ণ ও পূর্ব-ভাগে সমতলক্ষেত্র সকল বিস্তৃত আছে। সেন্ট-ভিলেট হইতে সিরি-ডি-গম্বিক নামক পর্বতশ্রেণী শাখা বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে উত্তরমুখে স্বেতুবল হ্রদ পর্যন্ত আসিয়া পুনরায় সমতল-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। উপকূলভূমি এইরূপ পর্বতবেষ্টিত থাকায় দূর, উচ্চ ও শব্দকর্ষক দূরভাষা বলিয়া বিবেচিত। এই হ্রদের উত্তর-পশ্চিমভাগে আবার সিরি-ডি এরাবিডা দেখা দিয়াছে, ইহার শেষদীর্ঘায় এম্পিচেল নামক আর একটি অন্তরীপ। অতঃপর টেগস নদীর মোহানা পর্যন্ত ভূভাগ প্রায় সমতল, কিন্তু উক্ত নদীর অপর পারে, লিস্বননগরের উত্তর এবং পশ্চিমাংশে সিট্রা, মাক্রা, টোরিস্-ভেড্রিস্ প্রভৃতি গিরিশ্রেণী ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল পর্বতের শেষদীর্ঘায় পৰ্তুগালের সর্বপশ্চিম সীমান্তে কারো-ডি-রোকা নামক গিরিশৃঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে। টেগসনদী ও সমুদ্রতীরের মধ্যবর্তী পর্বতসমূহের মধ্যে মধ্যে উপত্যকাভূমি সকল বিরাজমান দেখা যায়। উত্তরাভিমুখী পর্বতরাঞ্জির অন্তঃসীমায় পেনিক নামক প্রায়োদীপ। এস্থান হইতে মণ্ডেগোনদীমুখ পর্যন্ত স্থান উচ্চ ও নিম্ন। মণ্ডেগো নদীর উত্তরাংশে মণ্ডেগো অন্তরীপ পর্যন্ত সিরি-ডি অল্কাবা নামক পর্বত শোভমান। এখান হইতে ডুরো নদী নদীতীর পর্যন্ত ভূমি বালুকাময়, সমতল ও জলাদিতে পূর্ণ। অতঃপর মিন্‌হা নদী পর্যন্ত ভূমি উচ্চ ও পর্বতময়। ইত্যাদি নানা কারণে পৰ্তুগালের উপকূলভূমি এতই বিপন্নজনক যে, একখানি ক্ষুদ্র বোট লইয়া অন্ন্যাসে ইহার বন্দরাদিতে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। সমুদ্র হইতে বাতাসাংযোগে উল্লিখিত জলরাশি বেলাভূমিতে আহত হইয়া ভীষণ আকারে ফেনসহ উচ্ছ্বসিত হয়। শীতকালে দক্ষিণবায়ু বহিলে সমুদ্রোপকূল অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ বোধ হয়, এই সময়ে বন্দরে প্রবেশকারী নৌকাযাত্রীর প্রাণ সর্বদাই সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে।

প্রকৃত প্রভাবে পৰ্তুগাল রাজ্য সমতলক্ষেত্র অতি বিরল। উত্তরপ্রদেশসমূহে পিরিনিজ-পর্বতশ্রেণীর শাখাপ্রশাখা ব্যাপ্ত এবং দক্ষিণদিকে বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী স্পেনরাজ্যের সিরি-মোরেনা (Sierra Morena) নামক পর্বতের শাখা মাত্র। সমগ্র পৰ্তুগালরাজ্যে কেবলমাত্র দুইটি বৃহৎকার সমতলক্ষেত্র দেখা যায়। প্রথমটি অলেম্টেজো প্রদেশে এবং অপরটি অলেম্টেজো ইস্টার-মহারা প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। বেইরা প্রদেশেও অপর একটি ক্ষুদ্রাকার সমতলভূমি আছে, তাহা ভোগা নদীর

মোহানা হইতে দেশান্তরে বিস্তৃত। পর্বতবহুল হওয়ার, এখানে উপত্যকার সংখ্যাও অনেক। যেস্থান দিয়া মণ্ডেগো নদী প্রবাহিত, সেই উপত্যকাটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুরম্য ও শতভ্রামল।

সাধারণ জলবায়ু উষ্ণ হইলেও, মধ্যম্পেনের জায় কখনও এখানে জলাভাব বা উষ্ণাধিক্য লক্ষিত হয় না। অত্যন্ত শীতের সময় লিস্বননগরে ৬১°.৩ উত্তাপ পাওয়া যায়। সমুদ্রতীর পর্বতমালা-পরিবেষ্টিত থাকায়, সময় সময় এখানে জলবায়ুর প্রভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে। উত্তরাংশবর্তী পার্শ্বতীর জেলাসমূহে শীতকালে শীতাদিক্য ও ভূমারপাত হয়, কিন্তু দক্ষিণে শীত ক্ষণ-স্থায়ী এবং ভূমারপাত মোটেই হয় না। গ্রন্থের সময় এ স্থানে এতাদৃশ উত্তাপ পরিলক্ষিত হয় যে, শীতপ্রধান দেশবাসীরা এখানে বাস কর্তব্য বিবেচনা করে। এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাজ্যের পশ্চিমাংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার উচ্চভূমি স্বাস্থ্যকর, কিন্তু নিম্ন অথবা লবণাক্ত জলাসমূহের নিকটবর্তী স্থান ততদূর স্বাস্থ্যপ্রদ নহে।

জমি বিশেষ উর্বরা হইলেও, চাষবাসের প্রতি লোকের ততদূর আগ্রহ নাই। এখানে গম, যব, যৈ, ছোলা, পাট ও শণ উচ্চ জমিতে এবং নাভাল জমিতে চাউলের চাষ হয়। কমলানবু, নেবু, ডুমুর ও বাদাম মধ্য ও দক্ষিণ প্রদেশে উৎপন্ন হয়। আঙ্গুরের চাষই পৰ্তুগীজদিগের প্রধান উপজীবিকা ও পরিভ্রমজাত দ্রব্য। ডুরো নদীর উত্তরাংশে যে বিস্তৃত আঙ্গুরের গোলা আছে, তাহা হইতে আঙ্গুর-নির্যাসে প্রস্তুত এক-প্রকার উৎকৃষ্ট মদ্য অপোর্টো (Oporto) নগর হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। এতদ্বিধকন এবং উৎকৃষ্টতাহেতু সাধারণের আগ্রহে এই সুরস ও স্বাস্থ্যকর মদ্য 'পোর্ট' নামে খ্যাত। এখানে লৈতুন ফলের চাষ হয় বটে, কিন্তু তাহার তৈল ততদূর উৎকৃষ্ট হয় না। স্থলে নানাজাতীয় জীবজন্তু এবং জলে বিভিন্নপ্রকার মৎস্য দেখা যায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রেট ও মার্কল প্রস্তর এবং লৌহ ও কয়লা পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্তী লবণাক্ত জলাভূমি শুকাইয়া প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উত্তরাংশ ও পার্শ্বতীর জেলাবাসিগণ উদ্যমশীল ও কণ্ঠঠ; কিন্তু নিরাংশের অধিবাসিবৃন্দ অপেক্ষাকৃত অলস, ভয়মনোয়ধ এবং বেশভূষা ও বসবাসাদিতে অপরিহার্য। শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের আদবকায়না মহুযোচিত নহ্ন ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। বিদেশীদিগকে ইহারা বেশ আদর অত্যাধীন করিতে জানে। মধ্যপ্রস্তুত ও মণ্ডবিক্রয় ইহাদের প্রধান ব্যবসা। স্বদেশজাত নানাপ্রকার ফল ও দক্ষিণপ্রদেশস্থ পোলায় (Cork) বাগি

ইহাদের বার্য পরিচালিত হয়। কেহ কেহ মোটা রকম পশী ও রেশমীবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, তুলা লিনেন ও জহরতাদির কার্য এবং ব্যবসা করিয়া থাকে। লোহ, কাষ্ঠ ও মুক্তিকানিৰ্মিত নানা-প্রকার শিল্প কার্যও দেখা যায়।

পৰ্তুগালের ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা।

পূৰ্ণকালে পৰ্তুগালবাসিগণ বিশেষ বিদ্যাভ্যাসী ছিলনা, কিন্তু তাহাদের জাতীয় ভাষার উন্নতি ও জাতীয়তার গৌরব অশেষীয় ইতিহাসে স্পষ্টাকরে খোদিত হইতেছে। আরবজাতির (Moors) নিকট হইতে স্বদেশ-উদ্ধার এবং জাতীয় স্বাধীনতার পরিপুষ্ট একমাত্র 'ট্রাবাডুর' আখ্যায়ী পৰ্তুগীজ কবিগণের বীরবৃত্তক ভাষার লিখিত কাব্যাদি হইতে ব্যটিয়াছিল। জাতীয় একতা পৰ্তুগীজদের অধিকার করিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সত্য-শান্তিময়ী সৃষ্টি ধারণ করিয়া পৰ্তুগালবকে বিরাগ করিতে লাগিলেন। একতাবদ্ধ পৰ্তুগীজজাতি কাব্যমোদ বিসর্জন দিয়া, শব্দবলে জাতীয় গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই যুগে যেরূপ ভাষার পৰ্তুগীজগণ পদ্য লিখিতেন, উহা যুরোপ জগতে 'বীরভাষা' বা Romance language নামে অভিহিত ছিল। বীরভাষার অব্যবহিত পরেই পৰ্তুগালে বীরযুগের উৎপত্তি। এই সময়ে ভাস্কো-দা-গামা (Vasco-da-gama) ও আফন্সো-দি-আলবুকার্ক (Alfonso de-Albuquerque) প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী বীরচেতা পুরুষ জয়গ্রহণ করিয়া, জাতীয় গৌরবরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাদের বাহ ও বুদ্ধিবলে পৰ্তুগীজগণের রাজ্যভূক্তির বলবতী পিপাসা কতকাংশে উপশান্ত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ইহাদের সমসাময়িককালে (১৪৯৫-১৫৫৮ খৃঃ অব্দে মধ্যে) কামিস (Camões) ও মিরান্দা (Francisco Sa de Miranda) নামক পণ্ডিতদ্বয় ভাষার পৌরাসিকতা বর্জন করিয়া তাহাতে গ্রীক, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞভাষার (Classical school) অনুকরণে পৰ্তুগীজভাষার গঠন করিলেন। পূৰ্বতনভাষা বিশেষরূপে পরিমার্জিত ও নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া অপেক্ষাকৃত আরও উজ্জ্বল ও সুশ্লিষ্ট হইয়া উঠিল। কামিসের জাতীয়-সঙ্গীত (National Epics) পৰ্তুগীজ জনগণের সুখাদ্যাদি চালিয়া দিত। এই সময়ে পৰ্তুগালে স্পেন-আধিপত্য বিস্তার পাইলে পৰ্তুগীজ-জীবন একবারে সিন্ধুয় হইয়া পড়ে। বর্তমানকালে ভিন্নদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সিন্ধুয় অনুকরণে তদেশীয়ভাবসমূহ স্বদেশীয় প্রথমধ্যে সন্নিবেশিত পৰ্তুগীজসাহিত্যে নূতনযুগের (New native

school) ব্যটি হয় এবং ইহারই সাহায্যে কি পদ্য, কি ইতি-হাসিক গদ্যবর্ণনা, সকল দিকেই ভাষার প্রকৃত পুষ্ট দেখা যায়।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন পৰ্তুগালরাজ শিকার উন্নতিক্রমে নূতন আইন বিবিধ করেন, তখন পৰ্তুগাল মধ্যে শিক্ষিতলোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। এই আইনে লিখিত থাকে, প্রত্যেক এক হাইলের মধ্যে যেখানে বিদ্যালয় থাকিবে, সেই স্থানে হাইরা ৭ম হইতে ১৫শ বর্ষীয় বালকবালিকা যাদেরই বিদ্যাশিক্ষা করিবে। যদি কোন পিতামাতা আইনের মর্ম অবজ্ঞা করিয়া আপন পুত্রকন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি বা তাহার রাজ্যব্যয়ে বড়ই হইবেন। প্রথম পুত্র আইন জারি থাকিলেও দেখা যায় যে, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বত্র পৰ্তুগীজদিগের মধ্যে শতকরা ৮২ জন লোক লিখিতে বা পড়িতে জানিত না। পরে ক্রমশঃই পৰ্তুগালে বিদ্যাভ্যাস বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে প্রায় ৩৫১-টা বিদ্যালয় ও ১৯৮১১১ বিদ্যার্থীর সংখ্যা পাওয়া যায়।

সাহিত্য বাতীত অজ্ঞাত বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ১৭টি জেলার ১৭টি বিদ্যালয়ভিগারিনি সত্য (Lycees) গঠিত হয়। কোন ব্যক্তি কোন বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, এই সত্যার অনুমতি লইয়া কোইম্বুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোন বিশেষ শিল্পবিদ্যালয়াদিতে (The Special School) শিল্প কৃষি প্রভৃতি লিখিতে পারিতেন। উক্ত 'বিশেষ বিদ্যালয়ের' শিক্ষাকার্য্য অচ্যুতরূপে সুযোগ্য পণ্ডিতমণ্ডলী-দ্বারা নির্বাহিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে অপটো ও লিস্বন নগরের Polytechnic School, Polytechnic Academy, the medical School & Industrial Institutes, এবং লিস্বননগরের The Institute-general of Agriculture, The Royal & Marine observatories, the Academy of fine Arts এই কয়টা প্রধান। রাজ্যভূগ্ৰহে রক্ষিত ও রাজ্যব্যয়ে পরিচালিত লিস্বন, এভোর, ভিলা-রিএল, ভাগা ও অপটোর সাধারণ পুস্তকাগার বিশেষ মূল্যবান। টোর-ডেল-টোমো নামক স্থানের মহাফল্গুনা (Archives) এখানে উল্লেখযোগ্য। টোমোর পুস্তকাগারে প্রাচীন কাগজপত্রাদি (Records) বাতীত, পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথিসমূহের আলোচনার জন্য এবং রাজকীয় কূটনীতিসমূহের সমাক্ষিচারের জন্য আরও একটি বিদ্যালয়ের সম্ভাবিত স্থাপিত হইয়াছে।

পৰ্তুগালের বাণিজ্য।

বাণিজ্যাদির বিস্তারকরে, এখানে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রায়

*-Trombadour.--খ্রীষ্টীয় ১১শ হইতে ১০শ শতাব্দী মধ্যে যে সকল কবি জাতীয় উন্নতির করে বীরত্ব উপাধিক ভাষার কবিতা লিখিতেন, তাহাদাই উক্ত নামে খ্যাতি লাভ করেন।

১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মেলবোর্ন, ৫০ মাইল ট্রামপথ ও ২১০০ মাইল টেলিগ্রাফ-ভার নানাধানে সংযোজিত হইয়াছে। উক্ত মেলবোর্নের সাহায্যে লিস্বন, জালেসিয়া-ডি-অক্টাই, ভালাদ্রা, মাজিদ্, অশটো, টুগা, নাইন, জাগা, কেরো, অলগার্ড (Algarves), এলবাস, বেডেজস, সেভিল, কেভিল, মালাগা, বেইরা, কিওইরাডাকোজ, কেরোয়া, কেলোরিকো, সোয়ার্ডা প্রভৃতি স্থানে বিনামূল্যে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে। লিস্বন নগর হইতে সমুদ্রগত দিরা হুদুর আমেরিকা উপনিবেশে রাইও-ডি-জেনিরো নগর পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসান হইয়াছে।

সাধারণতঃ ইংল ও তদধিকৃত রাজ্যসমূহ, ইউনাইটেড-ষ্টেটস, জাপান ও স্পেন রাজ্যের সহিত পৰ্তুগালবাসীগণ বাণিজ্যকাপারে লিপ্ত। জীবিত জহাজি, জন্তুসমূহ জব্বাদি, মৎস্য, রেশম, পশম, কেশ, তুলা, শর্ক, পাট, চকোরকাঠ, গম, বব, ময়লা প্রভৃতি, নানাপ্রকার শাকসবজী, উপনিবেশজাত নানাজাত্য, বাজু ও অন্যান্য ধনিক-পদার্থ, মদ্য, কাচ ও নানা মাটির বাসন, কাগজ, কলম ইত্যাদি এবং স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন নানাজাতীয় ত্রব্য এখান হইতে আমদানী ও রপ্তানী হয়।

পৰ্তুগালের শাসনপ্রণালী।

পৰ্তুগালরাজ্যে একজন বংশোদ্ভূত রাজা থাকিলেও রাজ্যমধ্যে পূর্ণক্ষমতা বিস্তারের অধিকার তাঁহার নাই। ১৮২৬, ১৮৫২ এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রোড রাজসনন্দ (Ocharter) অনুসারে স্বয়ং রাজা হুইটমাত্র সভার (Ochambers) সভাপতিত্বে কার্য ও রাজ্যশাসনাদি পরিচালন করিতে এবং রাজ্যসংক্রান্ত নিয়মাদি (Laws) সংগঠন করিতে বাধ্য আছেন। শাসনসম্পর্কীয় কোন কার্য কিংবা কাহাকেও মন্ত্রী বা 'পিরর' (Peer) পদে উন্নীত করিতে হইলে, তাহাকে মন্ত্রিসভার (Council of state এর) পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজার নির্বাচনে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী, গ্রহকার ও বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তি দ্বারা এখানকার 'হাউস অফ পিররস্' নামক সভা গঠিত। এই সভার সর্বসমেত ১৫০ জন সভ্য আছেন। এতদ্বির 'হাউস অফ ডেপুটীস্' নামে আর একটা সভা আছে। নগর-বাসী ২৫ বৎসরের প্রত্যেক পুরুষেরই (মিনি বাৎসরিক ২০ টাকা রাজস্ব দেন অথবা ভূসম্পত্তির বাৎসরিক ১১ টাকা আর প্রাপ্ত হন, তাহার) সভ্যনির্বাচনের ক্ষমতা আছে। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায়ী, পুরোহিত, রাজকর্ণচারী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাতেরই উক্ত নির্বাচনে ভোট দিবার

অধিকার আছে। রাজ্য নিজের স্বত্ব বাহক রাজ্য হইতে ১৪০০০ পাউণ্ড মুদ্রা প্রাপ্ত হয়।

পূর্বে অপেক্ষা এখন পৰ্তুগালের সৈন্যসংখ্যা অধিক। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের নতুন আদেশ অনুসারে পৰ্তুগীজসৈন্যের প্রত্যেক সৈন্যকে ১২ বৎসর কার্য করিতে হইবে। শুল্কাতিক, অধা-রোধী ও কামানবাহী সৈন্য ব্যতীত, নৌবল বৃদ্ধির জন্য ৩০ বানি কনের জাহাজ ও ১৪ বানি বায়ুগামী পালের জাহাজ আছে। লকলজনিই আশ্চর্যকর কামানসজ্জিত। পৰ্তুগীজসৈন্যের স্থলপথে দুর্দার্য সজ্জিত সৈন্য প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার এবং নৌযুদ্ধ-পরিচালনের জন্য ২৮০ জন সেনাবী ও ৩২৫৫ জন নাবিক আছে।

পৰ্তুগালরাজ মহামতি জোঁরাওর (John the great) পুত্র নাবিকহৃদয়শি হেনরিক (Dom Henric the Navigator) বিশেষ উদ্যমে নৌ-পথে গমন ও দেশলোভের বাণিজ্যস্থাপন জন্য আকর্ষণীয় উৎসর্গ করেন। এই মহাপুরুষ পূর্বাভিমুখে ভারতবর্ষে আসিবার আশার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত (১৪৯৪-১৪৯৮ খৃঃ অব্দ) জলপথ পর্যালোচনা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অবস্থিতিরূপপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে উত্তমাশা অন্তরীপ বৈঠন করিয়া, ভারত-আগমনপথ সভ্যজগতে প্রকাশিত হয়। এই পথ আবিষ্কৃত হওয়ার সভ্য যুরোপপথে হুদুর ভারতের বাণিজ্যের আশা মুকুলিত হইয়াছিল। তাঁহার এই উপকারের জন্য সমগ্র যুরোপবাসী একসময় পৰ্তুগীজরাতির উপর বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা মে পৰ্তুগীজগণ পোপের নিকট পূর্ব-আবিষ্কৃত এবং ভবিষ্যতে বাহা আবিষ্কৃত হইবে ভৎসমুদায় দেশের অধিকার ও শাসনকার্যনির্বাহের জন্য একখানি তমস্কক বা অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর কলম্বু কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পরেই, ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পৰ্তুগীজ-অধিকার অল্পর রাবিবার জন্য পোপ আর একখানি শাসন দিখিয়া দেন। উক্ত শাসনের অনুবলে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জুলাই ডাভো-দা-গামা নামক জনৈক পৰ্তুগীজ, রাজা মাহু-এলের আদেশে হুসজ্জিত জাহাজাদি সঙ্গে লইয়া ভারত উদ্দেশে বহির্গত হন। ১৫০০ শতাব্দীতে ক্রোয়াল দ্বিতীয় দল লইয়া দেশজর আকাজকা পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্রপথে অগ্রসর হই-লেন। তাঁহার উপর আদেশ রহিল, দেশভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ভিন্ন-ধর্মীয় ব্যক্তিদিগকে স্বধর্মে দীক্ষা দিবে। দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিবাহিত করিয়া ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২২এ নবেম্বর আজিকার পূর্ব উপহুলে উত্তীর্ণ হন এবং পরবৎসর ২০এ মে ভারতের কালিকট

নগরে পল্লবিত্ত করেন। অপরদিকে অদৃষ্ট লোকে ভেদাল প্রতিষ্ঠা বাতায় ভাঙিত হইয়া দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেন্সি হাটোর উপকূলে উপনীত হনেন ও পরে তথা হইতে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কালিকটে আগমন করেন। খৃষ্টাব্দ ১৫৭৭ খতাবের শেষভাগ হইতে পর্তুগীজগণ আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলবর্তী হানসমুহ এবং উত্তরাংশ অন্তরীপ হইতে এসিয়ায় দক্ষিণভাগে জাপান পর্যন্ত সমুদ্রের সন্নিকটবর্তী হান এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশই অধিকার করিয়া বসিলেন। খৃষ্টাব্দ ১৫০০ হইতে ১৮১০ অব্দের মধ্যে ভাংরা পূর্ব-সমুদ্রস্থিত হান সকলের উপর প্রভুতা বিস্তার করিয়া সেই সেই স্থানের বাসিন্দা নিয়ন্ত্রিত করিয়া কেলিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য সকল ছাড়িয়া দিলেও, ভাংরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারত-মহাসাগরই যে সকল স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া গেল—

আফ্রিকারাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে—মেলিল, ফুইলোয়া, কোয়ারিবা, সোকালা, মোজাম্বিক, মোম্বাশা (১৬১৫ খৃঃ অব্দে অধিকারচ্যুত হয়), এলোলা, মোসামেডিস, প্রিন্সেপ দ্বীপ, সেন্ট জেমসেস দ্বীপ, এলুভা, সেনিগাম্বিয়া, বিসাও, কেম্প-ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ, আঙ্গোলা ও মদিরা প্রভৃতি স্থান।

আরবে—আদেন ও মক্কা (১৬৮৮ খৃঃ অব্দে আরব কর্তৃক পর্তুগীজগণ মক্কা নগর হইতে বহিষ্কৃত হন।)

পারস্তে—বসোরা ও অর্মজ নগর।

ভারতবর্ষে—সিক্কিমের তীরবর্তী দেবল বা দেউল ও চাঁট; মলবার উপকূলে দীউ, দমন, এসেরম্, দম্ব, সেন্ট জেনিস; আগাসিয়াম্, চাবুল বা চেউল, দেবল, বসাঁই (Bassein) শালসেট বা গাটাপুরী, মহিম, বোম্বাই, টাঙ্গা (থানা), করম্ব, গোয়া, হোমোর, বার্সিলোর, মজলুর, কালিকট, ক্রম্বুর, কোচিন, ফুইলন, কন্নমণ্ডল উপকূলে নাগপত্তন, মাইলাপুর, সেন্ট থোমে, মহলী-পত্তন বন্দর প্রভৃতি স্থান ও বঙ্গোপসাগরতীরবর্তী বাল্যালার কতক স্থানে, আরাকান ও চট্টগ্রাম জেলায় পর্তুগীজেরা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। [পর্তুগীজশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া।]

সিংহলদ্বীপে—মাদ্রাস, পয়েন্ট-ডি-গল, কলম্বো, জাফনাপত্তন এবং মলাকাদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থান পর্তুগীজ অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পেশ, মার্তাবান, জরসিলোস প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাসিন্দার্থ স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বেকাও ও ফরোকা নামক দ্বীপও এক সময় পর্তুগীজ-রাজত্বের অধীনস্থ বহন করিয়াছিল। এখন পর্তুগালবাসী-সিপের আর সেসকল দ্বীপের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহাদের আর সেসকল উদ্ভাব্য নাই, সেসকল বাসিন্দাও

কোথায়। এখন পর্তুগীজগণ দ্বীপের সন্নিহিত বসিলেও অনুভূতি হয় না।

বর্তমানকালে পর্তুগীজগণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলবর্তী ডেলগোয়া উপদ্বীপ হইতে ডেলগোভা অন্তরীপ পর্যন্ত হান ভোগ করিতেছেন। ভারত গোয়া, দমন ও দীউ এবং ফুইল চীনসমুদ্রে একমাত্র বেকাও পর্তুগীজগণের অধীন। ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে ভাংরা বেকাও অধিকার করেন এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ভাংরা ভূমধ্যসাগরতিকে বাৎসরিক ৫০০ লক্ষ তাল (Tael) মুদ্রা খাজনা দিতে বাধ্য হন। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, নাবিকগণের হেনরিকের পদাধিকার করিয়াই পর্তুগীজগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পর্তুগালরাজ ২য় জোয়াওর আদেশে, পিত্রো-ডি-কোবিলহাঁও ও আকলো ডি-পারভা পূর্বসমুদ্রে বাসিন্দাশ্রমারবুধির আশায়, যখন হইতে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বহির্গত হন। উভয়ে বেনলম্, রোডম্, আলেক্সান্দ্রিয়া, কায়রো হইতে ধর্ম পর্যন্ত আসিয়া লেখিত সাগরতীরে ওলিলের যে, আদেন হইতে কালিকট নগরে প্রভূত বাসিন্দা চলিয়া থাকে। তদনুসারে ভাংরা আদেন অভিমুখে অগ্রগমন হইলেন এবং তথা হইতে পারভা আবিসিনিয়া দেশে ও কোবিলহাঁও আরবদেশীয় অর্পণগোষ্ঠে আরোহণ করিয়া কন্নুরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। এখান হইতে কালিকট ও গোয়া নগর পরিদর্শন করিয়া তিনি পুনরায় আফ্রিকাভিমুখে প্রাধান্য করিলেন। পর্তুগীজ জাতির ভারত আগমন পক্ষে কোবিলহাঁও সাহেবই সর্বপ্রথম। অন্তঃপর খৃষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দে পর্তুগীজ কর্তৃক বাল্যালার অন্তর্গত হানবিশেষের অধিকারের উল্লেখ আছে। সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) ও চাটিগাঁও (চট্টগ্রাম) নামক দুইটা বাল্যালার প্রাচীন বন্দর পর্তুগীজ কর্তৃক Porto Piquen and Porto Grande (the Little Haven and the great Haven) নামে অভিহিত হইয়াছিল। পর্তুগীজগণের ভারতে ও বাল্যালার আগমন এবং নানান স্থলে দস্যবৃত্তি ও তীব্র অভিযানের কথা 'পর্তুগীজ' শব্দে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। [পর্তুগীজ দেখ।]

পর্তুগালের ইতিহাস।

সমগ্র পর্তুগালের প্রাচীন ইতিহাস নাই। পর্তুগালের প্রাচীন ইতিহাস স্পেন দেশের সহিত জড়িত। হিরোডোটস স্পেন ও পর্তুগাল এই দুইটা দেশ একত্র 'আইবিরিয়া' নামে ও রোমকেরা 'হিস্পানিয়া' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। [স্পেন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া] ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে বার্গা-ভির কাউন্ট হেন্দ্রী এই প্রদেশ (Terra Portucalensis or the county of Porto cale) উপহার স্বল্প প্রাপ্ত হন; তদবধি পর্তুগালদেশবাসী পর্তুগীজগণের প্রাচীন ইতি-

হানত উভয়ের চেষ্টা আরম্ভ হয়। আইবিরিরা বাসী পৰ্তুগালে কিনিবীর জাতির উপনিবেশ ছিল। এই প্রোবোরীপের পূর্বতন অধিবাসিগণ আইবিরি ও কেটকাতীর ছিলেন। বধন ভূম্য-নাগরের উপস্থলবর্তী দেশসমূহ কাৰিকিনীরদিগের উপক্রমে নবাই ত্রুত, সেই সময়ে কাৰিকিনীর-সর্দার হামিলকার এই রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। অন্তঃপন্ন রোমক জাতি এই প্রবেশ জর করিয়া আপনায় শাসনকমতা বিস্তার করিয়া-ছিলেন। রোমকাধিকারে এই রাজ্যের কতকাংশ লুসিতানিয়া নামে খ্যাত ছিল।

পরে ক্রমান্বয়ে তাভাল, এলান ও ভিসিগণ জাতি পৰ্তুগাল আক্রমণ ও নুতন করেন; সর্বশেষে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে আরববাসী মুসলমানগণ এই রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে গার্সিরা-ডি-মেনেজিন্ নামক জনৈক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত পৰ্তুগালকে রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্গত 'লুসিতানিয়া' নামক স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। অন্তঃপন্ন বার্গাডো-মি-ত্রিটো প্রাচীন গ্রাথদিয় সাহায্যে পৰ্তুগালকে লুসিতানিয়া অব-ধারণপূর্বক ভিরাএথাসকে পৰ্তুগীজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। পৰ্তুগালকে 'লুসিতানিয়া' রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেক প্রয়াসকবি রাজী নহেন*। কামিলগ্রুথ পৰ্তুগীজ কবি-গণ পৰ্তুগালকে লুসিতানিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতে আনন্-বোধ করিতেন। তাঁহার রচিত "Os Lusindas" নামক কবিত্ব কাব্যই তাহার জাজলা প্রমাণ।

প্রায় দুই শতাব্দী কাল পৰ্তুগালবাসিগণ ওমরদের খলিফাগণের জুবনতি স্বীকার করিয়াছিল। সুবিজ্ঞ মুসলমান খলিফাগণের সময়ে লিস্বন, লমেনগো, ভিসেউ ও অপটৌ প্রভৃতি নগরে রোমক-বারমশাসন-প্রথাঙ্গারে রাজকাৰ্য্য পরিচালিত হইত, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে, ওমিরদখলিকাদিগের বলবীৰ্য্য হ্রাস হইলে, খৃষ্টধর্মাবলম্বী ভিসিগথবংশীয় রাজগণ অষ্টুরিরা পূর্বতঃশী হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপস্থাপিত পৰ্তুগাল আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে গালিসিয়াসরাজ ২য় বাহুতো, অপটৌ রাজধানী আক্রমণ করিয়া মুসলমান অধিকার হইতে বর্জ্জবাল এণ্টার-মিন্হো-ই-ডুরো পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওমিরদ খলিফাগণের প্রেভাব বিলুপ্ত হইলে পর, মুসলমান

আধিরগণ স্বাধীনতা-কাজ উত্থায়া প্রথান প্রথান, বগরে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে লিয়নামিগতি কার্দিনাল-মি-এট বেইরা আক্রমণ করেন।

পরবর্তী ১০৫৭ ও ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যথাক্রমে লমেনগো, ভিসেউ এবং কোইব্রা প্রভৃতি স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে কার্দিনালের সোঠপুত্র গার্সিরা, অপটৌর কাউন্ট এবং সেবনলো নামা আরববংশীয় কোইব্রার কাউন্টকে আপনায় অধীনতা স্বীকার করাইলেন। কার্দিনালের দ্বিতীয়পুত্র ৬ষ্ঠ আলকলো ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসম্পদগুলি সুরক্ষিত করিয়া মুসলমানদিগকে দমন করেন; অবশেষে মুসলমানগণ ধর্মমতে উন্নত হইল। আলমোরাবংশীয় মুসলমানরাজ মুজ-ইবিন-তেম-ফিন ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে জলাকাতে খৃষ্টানরাজকে পরাভূত করিয়া মুসলমানাধিকার বিস্তার করিলেন। উক্তমুসলমানশক্তি হ্রাস করিবার জন্য ৬ষ্ঠ আলকলো সমস্ত খৃষ্টান-জগতে আবেদন করিলে, তাঁহার সাহায্যার্থ কাউন্ট রেমণ্ড ও বার্গাণ্ডির অধি-পতি কাউন্ট হেনরী বীরদর্পে আগ্রসর হইলেন। উক্ত বীর-পুরুষদ্বয়ের অধ্যক্ষতার আলুকনসো বেডাক্সের 'মোতালিকে' পরাজিত করিয়া লিস্বন ও সান্তারিম্ নগর জয় করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে আর উক্ত নগরদ্বয়ের আধিপত্য উপভোগ করিতে হইল না। আলুকোর বলিকা মুজফের সেনানী শের পুনরায় উক্ত নগরদ্বয় দখল করিয়া লইলেন। আলুকনসো কিংকর্ডব্যবিস্ট হইয়া গালিসিয়াসীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে নুতন বন্দোবস্ত করিলেন। তদনুসারে তিনি অপটৌ ও কোইব্রার অধীনস্থ সামন্তদিগকে একত্র করিয়া, তৎপ্রদেশ বার্গাণ্ডিপতি হেনরীকে স্বীয় অধি-কর্তা থিরেসা সহ দান করিলেন এবং কাউন্ট রেমণ্ডকে স্বীয় উত্তরাধিকারী কস্তা ইউয়েকা ও গালিসিয়া প্রদেশের শাসন ভার অর্পণ করেন। উক্ত হেনরী তৎকালে একজন বোকা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি ক্রুজেড-বুজের অধিনায়ক হইয়া বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বার্গাণ্ডির ডিউক রবার্ট ইহার পিতামহ ও তাঁহার তৃতীয়পুত্র হেনরী ইহার পিতা ছিলেন।

হেনরীর ধারণা ছিল, ৬ষ্ঠ আলুকনসোর মৃত্যু হইলে তিনিই স্বত্ত্বের রাজ্যবিকারী হইবেন। ১১০২ খৃষ্টাব্দে আলুকনসো আপন কস্তা হিউয়েকাকে সিংহাসন দান করিয়া ইহলোক পরিভ্রাণ করেন। হেনরী অতীষ্টিক হইল না* দেখিয়া, লিয়ন আক্রমণ করিলেন। উত্তরপক্ষে দোরডন বুক হইতে লাসিল, অপারদিকে মুসলমান সর্দার শের আলমোরাবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১১১২ খৃষ্টাব্দে

* "The Roman Provinces of Lusitania, whether according to the division of Iberia, into three provinces under Augustus or into five under Hadrian, in no way coincided with the historical limits of the Kingdom of Portugal." *Ency. Brit.* Vol. XIX p. 599, (8th ed)

এস্টোৰী নগরে হেনরীর যুদ্ধ হইলে, থিরেসা হেনরীর নাবালক-পুত্র আফসো-হেনরিকের প্রতিনিধিত্বে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন। এই রমণী রূপবোবনসম্পন্ন, বিদ্যাবতী ও বহু ভণবতী ছিলেন। তিনি পুত্র আফসোর অধিকৃত রাজ্যকে স্বাধীন করিতে বিশেষ বুদ্ধিবার করিয়াছিলেন। রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহার রাজত্ব সর্বদাই দুর্ভাগ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। ১১১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশপ অফ সেণ্টিয়াগো কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া পৰ্তুগালের উত্তরসীমান্তে টর ও ওরেন্স নামক স্থান আক্রমণ করেন। ১১১৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ কোইম্ব্রানগরে তাঁহাকে অবরোধ করে। অতঃপর ভগিনী ইউরেকা তাঁহাকে ১১২১ খৃঃ অব্দে বন্দি করিয়া লইয়া যান। বিশপ গেলমাইরিও ও মরিসিও বিভিনিও (Archbishop of Braga)-র মধ্যস্থতার উত্তরে মিলন হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই, দুই ভগিনীকে আপনাপন প্রণয়ী লইয়া ব্যত থাকিতে দেখা যায়। কাজেই ইউরেকাপুত্র ৭ম আলফন্সো ও হেনরিক উভয়েই মাতৃঘরের বিরোধী হইলেন। ১১২৭ খৃষ্টাব্দে ৭ম আলফন্সো বলপূর্বক আক্রমণ করিয়া থিরেসাকে তাঁহার অবনতি স্বীকার করাইতে প্রয়াসী হইলেন। পুত্র হেনরিক মাতার আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেন। ১১২৮ খৃষ্টাব্দে সান-মামিডের যুদ্ধে হেনরিকের জয়লাভ হইল। থিরেসা পুত্রের নিকট বন্দি হইলেন। পরে হেনরিক মাতাকে পুনরায় মুক্তিদান করেন।

মুগ্ধশব্দ বয়ঃক্রম-কালে আফসো রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ঐ ৬০ বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া তিনি রাজ্যলক্ষ্যকে পরাধীনতাশাসন হইতে মুক্ত করেন এবং আপন পুত্রের জ্যেষ্ঠ একটা স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্য রাখিয়া যান। তিনি মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়া এবং স্বাধীনতার জন্ত গেলিসিয়াসীমান্তে ৭ম আলফন্সোর বিরুদ্ধে চারিবার যুদ্ধ করেন এবং বলডিভেজের দ্বন্দ্বযুদ্ধে কাষ্টিলবাসী বীরদিগের পরাক্রম ধ্বংস করিয়া তৎকালীন খৃষ্টান-জগতে একজন মহাবীর বলিয়া গণ্য হন। তৎপরে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণপূর্বক পৰ্তুগাল রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে আফসো কোইম্ব্রার রাজ-ধানী রক্ষার জন্ত থিরিয়া নগরে একটা দুর্গ নির্মাণ করান এবং নাইট-টেম্পলার ও নাইট-হস্পিটেলিয়ারদিগকে মুসলমান আক্রমণে নিযুক্ত করেন। ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন ৭ম আলফন্সো ভিত্তিরবার যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতেছিলেন, তৎকালে হেনরিক কস্ট-ইব্রি-আবী-দানিশের অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করেন। বেজের দক্ষিণবর্তী নগরে তিনি মিলিত মুসলমান সেনাদলের সম্মুখীন হইলেন। মুসলমান-অধিনায়ক আদীর ওয়ার ওরিক-

নগরের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে বেজের বল মুসলমানেরা পরাজিত হইল ভাষা নহে, সবে সবে ভাষী জাতসম্পর্কীয় ৭ম আলফন্সোর অর্জুনেরা তাঁহাকে পরিভাগ করিয়া চলিল। ১১৪০ খৃষ্টাব্দে কার্ভাল গায়-ডি-ভিকোর বরে জামোরা নগরে উভয় ভ্রাতার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। আফসো হেনরিক পৰ্তুগালের সর্বময় রাজা হইলেন এবং পোপের অধীনতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর পৰ্তুগালের অল্পদৈ মুসলমানদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই ঘটে নাই।

১১৪৪ খৃষ্টাব্দে আবু জাকারীয়া কর্তৃক টেম্পলার বীরগণ দৌরী-নগরে পরাজিত হন। ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে মার্কোসে তাহার সাভারিম ও লিস্বন নগর অধিকার করে। উক্ত বৎসর ২৪শে অক্টোবর হেনরিক জুজেন্দ্রাবী বিভিন্ন দেশীয় বীরগণের সাহায্যে লিস্বন নগর পুনরুদ্ধার করেন, তৎপরে তিনি সিণ্টা, পলমেলা ও অলমাজা অধিকার করিয়া ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে অলকাশের-ডো-সাল নামক মহানগরী জয় করিলেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি অলমোহেনবংশীয় থলিকার অধীনস্থ মুসলমান-সৈন্তের নিকট পরাজিত হন। মুসলমানগণ আপন-পনি বিবাদ করিয়া পৃথকরূপে অধিকৃতস্থান ত্যাগ করিয়া লইলেন। তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আধিপত্য গ্রহণ করিলেও সর্বশেষে দুর্ভাগ হইয়া পড়িলেন।

উক্ত প্রকৃতি আফসো-হেনরিক পরাজিত হইলেও, তাহার অন্তর্নিহিত উক্ত আশা ক্রমশঃই বলবতী হইতেছিল। তিনি ব্যাডাজস্ আক্রমণ করিতে প্রতিক্ষা করিলেন। তদীয় জামাতা কার্দিনাক তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডারগান হটলেন। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যাডাজস্ অবরোধ করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষ-রূপে আহত ও বন্দি হইলেন। ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে যদি তিনি স্পেনসম্পর্কীয় গালিসিয়াআক্রমণরূপ যুদ্ধাপারে লিপ্ত না থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর এতদূর নিগ্রহভোগ করিতে হইত না। রাজা আফসো আপনায় মুক্তির জন্ত গালিসিয়ার যুদ্ধকার্য হইতে নিলিপ্ত থাকিতে প্রতিক্ষা করিলেন, কার্দিনাক তাহার উপর আর বেশী চাপাচাপি করিলেন না। যুদ্ধ রাজা মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষত আর আরোগ্য হইল না। ১১৬৯ খৃঃ অব্দে, মুসলমান-দিগের গৃহবিবাদ চুকিয়া গেলে, অলমোহেনবংশীয় থলিকা যুদ্ধ-আবু-রাফু আফ্রিকা হইতে সাগর পার হইয়া বহু সৈন্ত সমভিযাহারে স্পেনরাজ্যে উপনীত হইলেন এবং অলমোহেতেজো প্রদেশে পৰ্তুগীজলক স্থানদুহ অধিকার করিয়া লইলেন। পরে ১১৭১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরাজ সাভারিম্ আক্রমণে

জৰনোরথ হইরা, হেনরিকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ১১৭২ খৃষ্টাব্দে আকসো হেনরিক আপন পুত্র ডন সাবুকে আপনার সহিত সিংহাসনে বসাইরা রাজা বলিরা প্রচার করিলেন। পুত্র উপযুক্ত পিতার পুত্রের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকিরা পিতার গৌরব বর্দ্ধন করিরাছিলেন। প্রায় ১২ বৎসরকাল অলেম্টেজো প্রদেশ একটা বিজিত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইরাছিল। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ নতন সৈন্ত লইয়া পুনরায় সাত্তারিৎ অবরোধ করেন, এখানে উত্তর সৈন্তে যোয় সাধৰ উপস্থিত হয়। ঠাা জুলাই সাতকো আক্রমণকারীদিগকে বিশেষরূপে বিজিত ও বর্দ্ধিত করিলেন। যুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষতের আঘাত প্রাপ্ত হন। ক্রমেদ্ব্যেছা রাজা আকসো-হেনরিক আপন রাজ্যাবসান সময়ে এই বিখ্যাত যুদ্ধবিজয়ে রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিরা ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর, পুত্র ১৪ ডন সাতকো রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি পিতার জায় যুদ্ধবিজয় বিশেষ পরিচর না দেখাইলেও রাজ্যপরিচালনের ক্ষমতা শাসনবিধির পরিবর্তন, নিরমারি সংগঠন এবং নগরাদি নির্মাণহেতু সাধারণে "প্লেস্তোভারডর" বা নগরপ্রতিষ্ঠাপক উপাধি লাভ করেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অলগার্ড প্রদেশ ও তাহার রাজধানী সিলভেস নগর জয় করেন; কিন্তু ১১৯২ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ-আবু-রাবু পুনরায় অলগার্ড, অলেম্টেজো ও অল্কাশের-ডো-সাল প্রভৃতি স্থান অধিকার করিরা লইলেন। অল্মোহেদ খলিফাদিগের অধীনে মুসলমানগণকে বীর্ঘবান্ ও দুর্ধর্ষ তাবিরা পর্তুগীজরাজ সাতকো সন্ধি করিরা ফেলিলেন। অতঃপর প্রায় যুদ্ধবিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিরা তিনি নগরাদির বৃদ্ধি ও স্থিতিবিস্তার উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগ দেন। পূর্বে লিখিত হইরাছে, পর্তুগালনগরে প্রাচীন রোমক প্রকার স্বায়ত্বশাসন প্রচলিত ছিল। মুসলমানগণ সেই প্রকার উপকারিতা বুঝিরা তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিরাছিলেন, কিন্তু সাতকো সেই প্রকার অজ্ঞকরণ করিলেও নীতি ও বিবেচনাপূর্ণ আইনবান্ রাজ্যকে প্রশাসিত করিলেন এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও উত্তর ফ্রান্সেরা ক্রমেদ্ব্যেছা পর্তুগালে উপনিবেশ স্থাপন করাইরা রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি রাজ্যস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে ও সময়-বিভাগের প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগকে জেলায় পত্রিমুসলিম বিভাগ করিরা দিলেন। আদেশ রহিল, যে কোন উপায়ে হউক ঐ সকল ভূমি প্রজাবিধি করিরা কর্ষণ করিতে হইবে। অতঃপর ধর্মবান্জকদিগের অধিকার লইয়া, তাঁহার সহিত পোপ ও ইনোসেন্টের বিবাদ বাধে। পোপের কথা উপেক্ষা করিরা রাজা বাজক-

দিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে আদেশ দেন। ধর্মবান্জকদিগের উপর প্রত্যাশ কর্তার আদেশ পোপের নিকট বজাধাভ-তুল্য বোধ হইল; তিনি উপস্থিতি বৃত্ত প্রেরণ করিরাও রাজ্যকে মতান্তর গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি পোপের 'পবিত্র আসনের' সোহাই দিরা তাঁহার অবনতি ও বাৎসরিক দের কর প্রার্থনা করিরা পাঠাইলেন। জুলিও রাজ-মন্ত্রী জুলিও (Chancellor Julio) তাঁহার কথার কর্ণপাত না করিরা বলিরা পাঠাইলেন যে "রাজ্যবশে তিনি ধর্মবান্জকের অধিকৃত স্থানসমূহ কাড়িরা লইয়া, (তিনি ইচ্ছা করিলে) নতন বন্দোবস্ত করিতে পারেন।" অপর্যন্ত বিশপ মার্টিনহো রজিকেন্স এই বিবাদ ব্যাপারে লিপ্ত থাকার রাজ্যবশে অবরুদ্ধ হন; পরে রোমনগরে (১২০৯ খৃঃ অব্দে) পলাইয়া পোপের আশ্রয়ে আশ্রয়লাভ রক্ষা করেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে বার্ডকাহেতু, রাজা সাতকো দুর্জয় হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধা-বয়স আর তিনি ধর্মবান্জক, পোপ অথবা বিশপদিগের সহিত বিবাদ রাখিতে চাহিলেন না। তিনি পোপের প্রার্থনা মতে সকল কথার সার দিলেন। আপন পুত্রকর্তাদিগকে বধোপ-যুক্ত ভূসম্পত্তি দান করিরা তিনি আল্কাবান্স-মঠে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহন করণমানসে সংসারভ্রম পরিত্যাগ করিলেন। ১২১১ খৃষ্টাব্দে এই মঠেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ২য় আকসো পিতৃপদে অভিষিক্ত হন।

মন্ত্রী জুলিওঁর পরামর্শমতে ২য় আকসো রাজ্যভাগত বিশপ, ফিডালগো (Fidalgoes) ও রিকস হোমেন (Ricos homens) প্রভৃতিক একত্র করিরা এক মহাসভা (Cortes) আহ্বান করিলেন। পর্তুগীজ ইতিহাসে ইহাই প্রথম বিচার-সভা। ইনি পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেও, (জুলিওঁ প্রেরিত নতন আইন অনুসারে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকেন না বলিরা) ধর্মবান্জকদিগকে আর অধিক জমির উপস্ব ভোগ করিতে দিলেন না। রাজা ২য় আকসো যোদ্ধা ছিলেন না তাঁহার অর্থপিপাসা বলবতী ছিল। তিনি আপন জাত ও ভগিনী-দিগকে শত্ৰুদত্ত সম্পত্তির ভাগ দিলেন না, বরং জাতবর্গকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিরা দিলেন। অবশেষে সিওনরাজ ২য় আল্ফন্সো তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলে, তিনি ভগিনী-দিগকে কুমারী রাখিরা বিবরভোগ করিতে সজ্জিত দিলেন। রাজা সয়ং উদারনৈতিক ও স্ব-নিপুণ না হইলেও তাঁহার অধীনস্থ মন্ত্রিবর্গ, বাজক ও সামরিক কর্মচারিগণ দক্ষতা সহ-কারে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিরা আপনাদের বীরত্বের পরিচর দিরাছিল। ১২১২ খৃষ্টাব্দে আপনাপন অধ্যক্ষ লইয়া পর্তুগীজপদাতিগণ নতস্-ডি ভোলোসায় যুদ্ধ করিরাছিল।

অষ্টপুত্র তাঁহার। সুসলমান কল হইতে পুনর্বার অলমস্টেকো করি করিয়া, ১২১৭ খৃষ্টাব্দে অল্কাশের ভো সাল অধিকার-পূর্বক আভালুসিয়ার 'ওরাগী' সুসলমানবিগকে পরাজয় করেন।

জুলিয়ার পদাঙ্গারী সন্নী গোন্সালো-মেস্তিলের পরাধীন্যস্বারে রাজা ব্রাগার আর্কবিশপ এসতেইও সোরা-রিকের অধিকৃত ভূমাদি কাড়িয়া লন। এই কারণে পোপ ৩য় ইনোকেন্সিয়ান্স রাজাকে ধর্মশালা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং বতদিন না তিনি ব্রাগার কতিপূরণ করেন এবং নূতন চালেগনকে রাজকর্ণ হইতে নিষ্কৃতি দেন, তত কাল তাঁহার রাজ্যমধ্যে নিষেধবিধি (Interdict of the Church) প্রচারিত থাকিবে। রাজা পোপের কথার কর্ণপাত করিলেন না। এইরূপ ধর্মকাণ্ডে নিষিদ্ধ হইয়া, রাজা ১২২০ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন।

ইহার মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় সাকো ত্রয়োদশ বৎসরে সিংহাসনে আরুঢ় হন। বালকরাজার রাজ্যে সচরাচর বেক্রপ রাষ্ট্রবিম্ব লভ্যবশ্য হয়, ইহার সময়েও বিশপ ও মহারাজ ব্যক্তিগণের মধ্যে ভ্রূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। গোন্সালো মেস্তিল, পিস্তো এনিস্ (Lord Steward)-প্রমুখ রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ রাজসিংহাসন অটল রাখিবার জন্ত পোপের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহাতে রাজ্যমধ্যে ব্রাগার আর্ক-বিশপের ক্ষমতাশক্তি হইল। তিনি নূতন লর্ড ট্রুয়ার্ড এড্রিল পেরিস্ ও লিয়নরাজ ৯ম আলফসোর পুরাশ্রম মতে ১২২৬ খৃষ্টাব্দে এলবাস অবরোধ ও জয় করিলেন। ক্রমশঃই বালক-রাজের সূচ্যতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তিনি পরবর্তী বৎসরে পূর্বতন কর্ণচারী তিনসেন্টকে প্রধান সন্নী (Chancellor), পিস্তো এনিস্কে প্রধান কোষাধ্যক্ষ (Lord Steward) ও মার্টিন্ এনিস্কে রাজপতাকাবাহক কার্যে পুনর্বার অভিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজকক্ষমতার এইরূপ বৃদ্ধিতে, বিশপ ও ধর্ম-বালকদিগের মধ্যে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার রাজ্যকে রাজ্যচ্যুত করিবার আশার ভিতর ভিতর বড়বজ্র করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে রাজা পোপের শাস্তির জন্ত বৃষ্টধর্মরক্ষার্থ বিধব্রী সুসলমানগণের সহিত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইলেন। বিশপদিগকে ধর্মপ্রাণ রাজার বিরোধী দেখিয়া পোপ ১২২৮ খৃষ্টাব্দে এবিভিলাবাগী জনকে দূত প্রেরণ করেন, উক্ত ব্যক্তি এখানে আসিয়া পৰ্তুগীজ বিশপদিগকে বধেই লাহনা ও ভিরফটর করিয়া, পরে প্রধান বিচারপতি তিনসেন্টকে পোয়ার্ডার বিশপ বলিয়া মনোনীত করিলেন। ১২৩৭ খৃষ্টাব্দে ২য় ডম সাকোর সহিত পুনরায় ধর্মবালকদিগের কলহ হয়; তাহাতে পোপ ৯ম গ্রোগরি পৰ্তুগাল রাজ্যে নিষেধাজ্ঞাপ্রবর্তন

করেন, পরে সাকো পোপের অবনতি থাকার করার অকাহতি পান।

১২৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সুসলমানবিগকে অলপার্ভ প্রদেশে আক্রমণ করিলেন। তৎপরে ক্রমাগত মার্টোলা, আর-মন্টি, ১২৪০ খৃষ্টাব্দে কেসেলো ও ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে টাভিরা জয় করেন। ১২৪০ হইতে ১২৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পৰ্তুগালরাজ তানা মেনদিরা লোপেজ নারী কোন কাউন্সিলান্ বিধবায়ব্রীর অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হন। তাঁহার এই কদম্ব রুটিতে পৰ্তুগালবাগী সকলেই তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহার রাজত্বাত আকলোক সাগরে আক্রান করিয়া আপনাদের পরিচালকরূপে মনোনীত করিল। স্বয়ং পোপও সাকোর রাজ্যচ্যুতির জন্ত আদেশপত্র পাঠাইলেন। পোপের আদেশে জোরঁও এগাস্ (Archbishop of Braga), টাইবারসিও (Bishop of Coimbra) ও পিস্তো সালভে-ডোরিস্ (Bishop of Oporto) ব্রাগার রাজধানী পারি-নগরে আকলোর নিকট গমন করেন। আকলো তাহাতে পূর্ণ-সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, তাহার ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লিস্বন নগরে আনাইয়া রাজ্যরক্ষক (Defender of the Kingdom) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময় ঐরা ২ বৎসর কাল রাষ্ট্র-বিম্বের পর, ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে ডম সাকোর মৃত্যু হয়।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, আকলো অলপার্ভ প্রদেশ জয় করিয়া লইলেন। পৰ্তুগাল-রাজ্যসীমার এরূপ বৃদ্ধি কাউল ও লিওনাধিপতি ১০ম আলফসোর জয়ই সহিল না, তিনি ক্রোধিত হইলেন। উত্তরে যুদ্ধ হইল, অবশেষে রাজা ৩য় আকলো, আলফসোর অবৈধ-কন্যা তানা বিএটিস্কে বিবাহ করিতে সম্মত হওয়ার, উত্তরের বিবাদ মিটিয়া যায়। তৎপরে তিনি পৰ্তুগালরাজ্যে চক্ষু কিরাইলেন। পারীনগরের ঐতি-ক্রতিসম্বন্ধে তিনি বিশপদিগের ক্ষমতা হ্রাসের জন্ত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত রাজা ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে লিরিয়া নগরে এক মহাসভা আহ্বান করেন। সমবেত নগরবাগী ভ্রূলোক ও উচ্চশ্রেণীর বালকগণের সাহায্যে তিনি প্রথম ম্রী (Matilda, Countess of Boulogne) বর্তমান থাকিতে পুনরায় আকলো-দি-ওরাইজের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্ত পোপের নিষেধবিধি অবজ্ঞা করিলেন। অবশেষে পৰ্তুগালরাজ বিশপ ও আর্কবিশপগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া পোপ ৩য় উরবানের নিকট প্রার্থনা করিলে, ১২৬২ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বিতীয়বিবাহ বৃক্তিসিদ্ধ বলিয়া সাধারণে জ্ঞাত হইল এবং তাঁহার ষোড়শম ডম-ডিনিজ্ রাজ্যাবিকারী হইবেন, ইহাও

৪র্থ আকসো রাজপদ লাভ করিয়াই, পিতার মতামতসরণ-
পূর্বক কার্য করিতে লাগিলেন। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ
কজা ডোনা মেরিয়াকে কাটিলপতি ১১শ আলফোন্সোর হস্তে
দান করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করেন; কিন্তু কাটিলপতি
তাহার কজাকে তাক্সিয়া করার, পর্তুগালরাজ তাহার নিষ্ঠুর
ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন।
সেণ্ট-ইসাবেলের মধ্যস্থতার ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে
সন্ধি স্থাপিত হইল। আকসোপুত্র ডম-পিত্রো পেনাকিএল
ডিউকের কজা কন্সটান্স মাহএলকে বিবাহ করিলেন।
৪র্থ আকসো মরক্কোরাজ আবু হাফসএর বিরুদ্ধে ১১শ
আলফোন্সোকে সহায়তা করিতে প্রেরিত হইলেন। মিলিত
খৃষ্টানসৈন্য সালাডোন্নীডটে মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া
কিরয়ব্যোযা করিলেন। এইযুদ্ধে পর্তুগালরাজ বিশেষ
রক্তাক্ত দেখাইয়া 'বীর' উপাধি লাভ করেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে

আরোগপরাজ ৪র্থ পিজোর সহিত নিজকজা ডোনা লিওনো-
রার বিবাহ দিয়া পর্তুগালরাজ নিজ বলপুষ্টি করেন। রাজা
৪র্থ আকনসো ডোনা-ইনিস্-ডি-কাস্টোর বিবম হত্যার লিপ্ত
খাকার আপনার শেষদীর্ঘন কলঙ্কিত করিয়া ছিলেন।

রাজা ১ম ডম পিজো রাজাসনে আসীন হইয়া প্রথমে
১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে ডোনা ইনিসের নিহতাকে কঠোর দণ্ডাজ্ঞা
দিয়া, তাহার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন এবং ইনিসের
প্রতি প্রগাঢ় অমৃতরাগবশতঃ মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইয়া,
মহাসমারোহে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট শোভিত করিলেন।
অবশেষে তলীর যুদ্ধে মহাশোক প্রকাশ করিয়া শোক-
সন্তপ্তমুখে সেই মৃতদেহ বহনপূর্বক আলকোবাশা-মঠে রাজা
ও রাণীনিগের কবর পার্শ্বে গোর দিলেন।

যে স্থান ও প্রতিজিবাংসাপূর্ণ জারপগাছবর্তী হইয়া, তিনি
রাজকার্য্য পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, পর্তুগীজ রাজ্যের ইতিহাসে
তাহা জলন্ত অক্ষরে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি কি ধর্ম-
যাজক, কি সম্রাট ব্যক্তি, সকলকেই সমানভাবে কঠিন দণ্ডাজ্ঞা
দিয়া, সাধারণ ব্যক্তির নিকট হইতে Pedro the Severe
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপন পিতামহের মত
ইংলণ্ডের বদ্ধতা ভালবাসিতেন। ইংলণ্ডরাজ ৩য় এডওয়ার্ডের
সহিত তাঁহার এতাদৃশ সত্ৰাব ছিল যে, ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড
আপন প্রজাবর্গকে পর্তুগালের ক্ষতিজনক কোন কর্ম্ম করিতে
নিষেধ করিয়া রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। অতঃপর ১৩৫৩
খৃষ্টাব্দে আক্ষো মাটিন্স্ অল্‌হোর অধ্যক্ষতায় লণ্ডন ও
সমুদ্রতীরবর্তী পর্তুগালবাসী বণিকগণের মধ্যে একটা সন্ধি হয়,
উক্ত সন্ধির বলে উত্তরজাতির বাণিজ্যে ও পণ্যদ্রব্যে উভয়ের
বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে। পিজোর রাজত্বকালে
বাণিজ্যোন্নতির ইহাই দ্বিতীয় স্তর।

মহারাণী কনস্টান্সের গর্ভজাত পিজো-পুত্র ফার্দিনান্দ ১৩৬৭
খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বে পর্তু-
গালে রাজতন্ত্রের (Absolute monarchy) লক্ষণ দেখা দিয়া
ছিল। রাজা নিজের কার্য্য ভুলিয়া, প্রজার স্বর্থ ভুলিয়া, একমাত্র
নিজের ঐহিক সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অল্‌গার্ড
যুদ্ধাবসানের পর, যখন পর্তুগালে শান্তি বিরাজ করিতেছিল,
তখন পর্তুগালবাসী কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিতে আপনাদিগকে
ধনবশে গর্ভিত ও বিজ্ঞাচর্য্যর সৌভাগ্যসম্পন্ন মনে করিয়া, আপনা-
দের অবস্থা অসুধাবন করিতে লক্ষ্য হইয়াছিলেন। রাজার বর্তমান
সাম্প্রদায় প্রজার হৃদয়ে অসন্তোষের একমাত্র কারণ হইয়াছিল।

ফার্দিনান্দ হুর্কল ও লঘুচেতা হইলেও, রাজ্যরুদ্ধির আশা
তাঁহার হৃদয়ে বসবস্তী ছিল। তিনি আরোগপরাজকজা

লিওনোরাকে বিবাহ করিতে প্রতিকৃত্ত হইয়া, ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে
কাটিলরাজ পিজোর (The cruel) যুদ্ধেতে কাটিলসিংহাসন
প্রার্থী হইলেন। কারণ তাঁহার শিড়ামহী মিগ্রিট্‌স্ কাটিলরাজ-
কজা ছিলেন। অনেকে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেও
কাটিলবাসী সম্রাটবংশীর অনেকেই পর্তুগীজকে সিংহাসন দিতে
ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার পিজোর অবৈধপুত্র ট্রেইবারেবাসী
হেনরীকে (Henry II) কাটিলসিংহাসনে বসাইলেন। এই
স্থরে উত্তরণকে যুদ্ধ বাধে। পরে পোপ ১১শ জেনেরির
মধ্যস্থতার ফার্দিনান্দ কাটিলের আশা ছাড়িয়া গেল এবং
২য় হেনরীর কজা লিওনোরাকে বিবাহ করিতে সম্মত
হন। পোপ মধ্যস্থ হইলেও এই সন্ধি কার্য্যে পরিণত
হইল না, ফার্দিনান্দ পুনরায় ট্রাস্-অল্-মোটেবাসী কোন
ডব্রলোকের ডোনা-লিওনো-তেলিজ নারী বিবাহ কজার
প্রণয়ে ও রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন।
কাটিলরাজ ২য় হেনরী আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া
প্রতিশোধগ্রহণে প্রস্তুত হইলেন এবং সন্দেশো আদিয়া লিস্-
বন্‌নগর অবরোধ করিলেন। ফার্দিনান্দ উপায়ান্তর না দেখিয়া
গণ্টের (Gauat) রাজা জনের সহিত সন্ধি করিতে ব্যাপৃত
রহিলেন। রাজা জন পিজো জুরেলের কজা কনষ্টান্সকে
বিবাহ করার, কাটিলরাজসিংহাসনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। এই
কারণে তাঁহার সহিত হেনরীর পূর্ব হইতে শত্রুতা ছিল।
পরে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে কাটিলরাজের সহিত ফার্দিনান্দের সন্ধি
স্থাপিত হয়।

মহারাণী লিওনোরা পর্তুগালরাজ ফার্দিনান্দকে অধিকার
করিয়া বসিলেন। রাজা রাণীরহস্তে চিত্তপুস্তলিকার জার
রহিলেন; রাণী রাজ্যের সর্বসম্বী কত্রী হইলেন। ক্রমশঃই
রাণীর অত্যাচারে রাজ্যশুদ্ধ লোক উত্ৰাক্ত হইয়া পড়িল।
ইংলণ্ডের ৩য় এডওয়ার্ডের সহিত পর্তুগালরাজ যে মিত্রতা-
স্থজে আবদ্ধ হন, রাণী সেই সন্ধির উচ্ছেদসাধন করেন।
এই সকল অজায় অত্যাচার সঙ্ঘ করিয়া প্রজাগণ ক্রমশঃই
তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। জোরগাঁও
ফার্দিনান্দ এন্ড্রিয়ারো নামক যে ব্যক্তি ইংলণ্ডরাজসভার পূর্ব-
কথিত সন্ধিপত্র লইয়া গমন করেন, মহারাণী তাঁহার রূপে
মোহিত হইলেন। তাঁহার শৈখ্যচাতি ঘটিল। তিনি প্রণয়নস্থজে
রূপ দিলেন। এন্ড্রিয়ারোকে ওয়েল অংশের কাউন্ট করিবার
জন্য তিনি রাজাকে বিশেষরূপে পীড়ন আরম্ভ করেন।

কাটিল সিংহাসন-বাসিনা এখনও ফার্দিনান্দের হৃদয়হাসির
হইতে অপনোদিত হয় নাই। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে ২য় হেনরীর
মৃত্যুর পর, তিনি হেনরীর উত্তরাধিকারী ১ম জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিতে পুনরায় ইংলণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংলণ্ডের ২য় রিচার্ড তাঁহার সাহায্যার্থ আদল-অক্কেবিজকে সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র এডওয়ার্ড (১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার মহাসভার অভিমতে) কার্দ্দিনালের একমাত্র সন্মতি ও পৰ্তুগাল-সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বিএটিসকে বিবাহে সম্মত হইলেন। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে পৰ্তুগাল-রাজ নিজ স্বভাবোচিত অধীকৃত সত্তা ভঙ্গ করিলে এবং রাণীর ইচ্ছানুযায়ী হইয়া ইংরাজগণকে পৰ্তুগাল হইতে তাড়াইয়া দিলে; ইংরাজগণ পৰ্তুগাল লণ্ডভঙ্গ করিয়া কাটিলপতি ১ম জনের সহিত নিজতা স্থাপন করিলেন। এই সন্ধিবন্ধে রাজা জন পৰ্তুগীজ-রাজকন্যা জোনা বিএটিসকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং কথা রহিল যতদিন বিএটিসের জ্যেষ্ঠপুত্র কন্যাপ্রাপ্ত না হন, ততদিন মহারানী সিওনোরা রাজপ্রতিনিধিত্বে রাজকাৰ্য্য পক্ষাসোচনা করিবেন। ইহার হরমাল পরে ২২এ অক্টোবর কার্দ্দিনালের মৃত্যু হইলে, রাণী জোনা সিওনোরা রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

সিওনোরা রাজোচ্চরী হইয়াও বৈধিদিন রাজ্যে স্বেচ্ছতোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অনুষ্ঠাপিত পৰ্তুগীজগণের জাতীয়-ভার পতীর বনজারার আবহিত হইল, সকলেই ঘৃণার জলন্তবিষে জর্জরিত হইয়া, অপচরিতা রাণীর রাজ্যশাসনে ভীষণ কটাক্ষ-পাত করিতে লাগিল। কাটিলরাজের সহিত বিবাহবন্ধে পৰ্তুগালের রাজত্ব একত্রীকরণও তাঁহার অন্যতম কাৰ্য্য। পিত্রো সিত্তিরারের অবৈধপুত্র ডম জন (Grand master of the Knights of St. Bennett of Aviz) রাণীর দ্বনিত চরিত্রে এবং রাজ্যে স্বাধীনতা-স্থাপনে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া, ৬ই ডিসেম্বর লিস্বননগরে বিদ্রোহিনীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যে মহারানী সিওনোরার প্রাণরপাজ এণ্ডুরোরাকে হত্যা করিলেন। রাণী প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সকলের অসম্মতিতে সান্তারিম্ নগরে পলাইয়া গেলেন। তথা হইতে কাটিলপতি ১ম জনকে তাঁহার সাহায্যার্থ ডাকিয়া পাঠাইলেন। এদিকে ডম জন সর্বসমকে পৰ্তুগালের পরিমিতা (Defender of Portugal) বলিয়া বিধোষিত হইলেন। জোয়াঁও দাস্ রিগাস্ (João das Regras) চাঙ্গেলার পদে ও আলভেরিস্ পেরেরা (Alvares Pereira) কনটেবল পদে প্রোত্ঠিত হইলে, রাজ্যভর রাণী ও কাটিলরাজ জনকে বৃহৎগ্রহে উদ্রুত দেখিয়া ডম জনও ইংলণ্ডের সাহায্যপ্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজরাজ সাহায্যার্থ প্রোত্ঠিত হইলে তিনি পৰ্তুগালরাজধানী সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেন।

কথা লব্ধে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে কাটিলরাজ জন সৈন্যে পৰ্তু-

গালে আসিয়া লিস্বন অবরোধ করিলেন। হুড়ে তাঁহারই পরাজয় হইল, তিনি স্বদেশে কিরিরাজ চলিলেন। দেশে পুনরায় পূর্বে তিনি জানিতে পারিলেন, জোনা সিওনোরা বিশ্বযোগে তাঁহার প্রাণ লইতে চেষ্টিত আছেন। রাজা তাঁহাকে ধরিয়া টোর্ডেমিলার ঘাটে অবরুদ্ধ রাখিলেন। এখানে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে পৰ্তুগালরানীর প্রাণবাদ্য বহির্গত হয়।

একটানায় হুড়ে উত্তরজাতির বিরোধ মিটিল না। উত্তর দেশের স্বাভাৱনিক স্ববল্য সেধিরা ভবিষ্যতে বিতীৰ হুড়ের সূচনা হইতেছিল। পৰ্তুগীজগণ আশ্চর্য্যের স্বাধীনতা হারাষ্টার ভয়ে প্রাণপণে হুড় করিয়া জাতীয় পৌরস্বয় করিয়াছিল। অটোলেব্রিও ও ট্রাকোসের হুড়ে কনটেবল কনভেন্স-পেরেরা বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া কাটিলর সৈন্যদলকে পরাজিত করেন; তৎকালে তিনি "The Holy Constable" নাম প্রাপ্ত হন। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে কোইব্রার মহাসভার পৰ্তুগালের সিংহাসনে অধিষ্ঠানকৃত রাজনির্বাচনের প্রস্তাব হইল। চাঙ্গেলারের কথারিতে সকলে ডম জনকে পৰ্তুগালের রাজা বলিয়া মনোনীত করেন।

রাজা জন রাজদুর্গে সাধার লইয়া, সকলের অভিমতে ৪০০ তীরন্দাজ ইংরাজসৈন্য ও রাজাহু বীরদলয় ব্যক্তিবিগকে সঙ্গে লইয়া উক্ত বৎসর আগষ্ট মাসে আলভুরোটার রণক্ষেত্রে কাটিলরাজের প্রোত্ঠনৈত লগ্নে ক্রোধ করেন। অতঃপর পুনরায় অক্টোবর মাসে 'হোলি কনটেবলের' হতে বলভার্ভে নামক স্থানে কাটিলরাজ পরাজিত হন। উপহুঁপতি এইরূপে বিপর্য্যত হইয়া কাটিলরাজের বলব্রহ্ম হইতে লাগিল, অবশেষে পরবর্তী বৎসরে, বখন গণ্টের শাসনকর্তা জন টুই হাজার বর্ষা-ধারী ও তিন হাজার তীরন্দাজ লইয়া কাটিল আক্রমণ করেন, তখন কাটিলপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া, লক্ষি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের সহিত লক্ষি ও মিত্রতার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া পৰ্তুগালরাজ পুনরায় ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে দুই রাজ্যে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কার্যে মিত্রতাস্থাপনের জন্ত একখানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। উক্ত পত্র Treaty of Windsor নামে খ্যাত। রাজা ডম জন গণ্টের শাসনকর্তা জনের দ্বিতীয় পত্নীপুত্রকৃত কন্যা ফিলিপাকে (Philippa of Lancaster) বিবাহ করিয়া, বসিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি করিলেন। এই সময়ে কাটিলরাজের সহিত পৰ্তুগালরাজের সন্ধি স্থাপিত হয়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে উক্ত পত্র পরিবর্তিত হইয়া, অবশেষে ১৪১১ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে পূর্ণশান্তি বিবাদ করিয়াছিল। এই লক্ষি ইংলণ্ডের ৩র্থ, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ হেনরী ও ২য় রিচার্ড সকলেই আমলকভাবে পূরণ করিয়াছিলেন। ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে বখন

হেনরিক পুত্র তম ডিনিজ পিতার বিবাহে অগ্রদূত করেন, তখন ২য় রিচার্ড রাজা জনের সাহায্যার্থ দৈত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৪র্থ হেনরী তাঁহাকে Knight of the Garter উপাধি দান করেন। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে আপন পুত্রত্রয়ের উত্তরজনার প্রবৃত্তি হইয়া, রাজা আফ্রিকারদ্বারদেশে সরতোবানী যুরদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রদূত হইলেন। রাজপুত্র তম হেনরী, তম পিজো ও তম হেনরিক বীরনাম গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যুরদিগকে কুটিল নগরে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজরাজ ৫ম হেনরী তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কুটিলার অধিকার হইতে পূর্বপালের অল্পটুকুও উদ্ধৃত হইল। পূর্বপালরাজ্যের বহির্দেশে ইহাই পূর্বপালগণের প্রথম অধিকার। যুদ্ধাবসানে উক্ত তিনজনেই আপনাপন অতীতপথে গমন করিলেন। কোর্ট তম এডওয়ার্ড রাজ্যশাসনে পিতার সহায়তার ব্যাপৃত রহিলেন, সেকান পিজো (Duke of Coimbra) ব্রুয়োপের নানাব্যবসায় জ্ঞান করিয়া আপনাকে সুবিক্র পণ্ডিত ও বোদ্ধবীররূপে সর্বত্র পরিচিতি করিয়াছিলেন। তৃতীয় তম হেনরিক একমাত্র সমুদ্রযাত্রা ও বিভিন্নদেশে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি অলগার্বের শাসনকর্তৃ, ডিউক অফ ডিসেট এবং Master of the order of Christ উপাধি গ্রহণ করিয়া, সেগ্রিস নগরে বাসভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্বপালরাজ জনের রাজত্বের শেষাংশ পূর্বপালগণের নানাদেশে আবিষ্কারে উল্লসিত লইয়াছিল। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে জনের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র এডওয়ার্ড রাজ্যশাসিকার প্রাপ্ত হন। পিতার জ্ঞান বহু সঙ্গুণে ভূষিত হইলেও তিনি রাজ্যসংক্রান্ত এককটি গুরুতর কার্যে হতক্ষেপ করিয়া আত্মজীবন কলুষিত করিয়া দান। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি এন্ডোরা নগরে একটা মহানভা আহ্বান করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহার পিতৃদত্ত যে সকল ভূসম্পত্তি রাজ্যের সম্রাটলোকগণ ভোগ করিতেছেন, তাহার সমুদ্রপূর্বপ্রদেশ ভোগ করিতে পাইবে; পূত্রসন্তান অবর্তমানে সেই সকল সম্পত্তি রাজসংসারভুক্ত হইবে। সম্রাট তদবস্থায় অনেকেরই পুত্রসন্তান না থাকায়, তাঁহার আপনাপন মানসকার্যে জ্ঞাত এই সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্ক্ষিত পলাইয়া গেলেন। এডওয়ার্ড বুঝিলেন, সহজেই তাঁহার অতীতসিদ্ধি হইয়াছে। রাজ্যের অধিকাংশ সম্রাট ব্যক্তি ভিন্নদেশে চলিয়া বাওরায়, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়িল। এডওয়ার্ড পিতার রাজনীতির সমন্বয় হইয়া আরাগন-রাজকর্তার পাশিগ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডরাজ উইলিয়মের সন্ধিহুতবে তাঁহাকে Knight of the Garter

উপাধি দিলেন। তিনি নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা তম হেনরিককে সমুদ্রযুদ্ধে সানাতানে গমন জ্ঞাত উৎসাহিত করেন। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে টাজিয়ারের যুদ্ধবাজা হইতেই পূর্বপালের ভবিষ্যৎ সোশাবিকার আশা কথকালের জন্য নির্দীপিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা তম কার্থিনান, পিজো, হেনরিক ও পোপ প্রভৃতি লকলেই নিবেদন করিলেন, তিনি টাজিয়ার আক্রমণ জন্য এক গল নৌসেনা প্রেরণ করেন। শত্রুহতে এডওয়ার্ডের সেনা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, অবশেষে টাজিয়ারবাসিনগত বীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কার্থিনানকে বন্দী করিয়া, সৈন্যদিগকে ছাড়িয়া দিলে, রাজা ভ্রাতার জীবে নিরাশ হইয়া বিবেদ স্বপ্নীকিত হইলেন। মন্ডিকের বিকৃতিতে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকালে ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা শেষ করিতে হইল। তম কার্থিনান ও কেন্সগয়ে বন্দী থাকিয়া অবশেষে অত্যন্ত ভোগের পর নিজ দলদাক্ষিণ্যের ও দৃঢ়তার জন্য "The Constant Prince" নাম গ্রহণ করিয়া ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে জীবন বিসর্জন করিলেন।

এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর, তৃতীয় অরবরক পুত্র ৫ম আকলো সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বালকরাজের প্রতিনিষিদ্ধ লইয়া রাজমাতা তেনা লিওনোরা ও পুত্রভাত তম পিজোর (Duke of Coimbra) যথো বিরোধ উপস্থিত হইল। কিন্তু লিসবননগরবাসী সকলেই পিজোর পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই 'রিক্টেট' বা প্রধান অভিভাবকরূপে মনোনীত করিলেন। ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যমধ্যে তম পিজোর ক্ষমতা উচ্চলীমায় আরোহণ করে। এই সময় এডওয়ার্ডপুত্র ৫ম আকলো বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পুত্রভাত পিজোর কল্যাণ লিওনোরাকে বিবাহ করিলেন। তসিনীকে বিবাহ করিয়াও তাঁহার মন শান্তিলাভ করিল না। পুত্রভাতের একাধিপত্যে তিনি ক্রমশঃই ক্ষোভিত হইতে লাগিলেন। ডিউক অফ ব্রাগান্সা তাঁহার মনে পুত্রভাত-বিষেবাগ্নি উদ্দীপিত করিতেছিলেন; কাজেই তাঁহার অস্ত্র-করণ ক্রমশঃই বিবদন হইতেছিল। তিনি পুত্রভাতকে রাজসংসার হইতে বহিষ্কৃত করিতে মনস্থ করিলেন। অবশেষে তিনি ডিউক অফ ব্রাগান্সার পরামর্শানুসারে রাজকীর্তিসম্বন্ধে লইয়া ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে আলফারোবিল্লা নগরের সন্নিকটে পুত্রভাত-সৈন্তের সমুদ্বীণ হইলেন। যুদ্ধে তম পিজো জীবনদান করিলেন। অন্তঃপর ৫ম আকলো দেশ জয় মানসে আফ্রিকার গমন করিয়া ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে অল্ফারেশের সেউইয়ার ও ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে আরজিলা ও টাজিয়ার রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। আফ্রিকার যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্ব ও যুদ্ধবিভার পরিচয় প্রদান করিলে, সকলেই তাঁহাকে "The African" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। একদিকে যেমন তিনি আফ্রিকার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার

খুলতাজ ডব্‌ হেনরিকের (The Navigator) উৎসাহে প্রাণো-
বিস্ত পৰ্তুগীজগণ সমুদ্রপথে দেশাবিকারে ব্যাপৃত থাকিয়া নানা-
স্থানে গমন করিতে লাগিল। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে হেনরিকের
মৃত্যু ঘটিলেও, রাজা তদীয় খুলতাজের দেশাধিপত্যের মহাকাব্যে
সাধারণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রাজা ৫ম আক-
সোঁর অন্তর্নিহিত কাটিল-বিজয়বাসনা দিন দিন উদীপ্ত
হইতেছিল। এতদুদ্দেশ্য সাধনের আশায় তিনি কাটিলপতি
৪র্থ হেনরীর বালিকাকন্যা জোঁরানাকে বিবাহ করিয়া রাজ-
সিংহাসনপ্রার্থী হইলেন। অপর দিকে কাটিলবাসিগণ আর-
গণরাজ কার্দিনালের বালিকাপত্নী ইসাবেলার পক্ষাবলম্বন
করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে অভিযত প্রকাশ করিল।
এইরূপে উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয়েই শত্রুদি
প্রেরণ করিয়া পরস্পরের সমুদ্রযাত্রা হইলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে
টোরোর যুদ্ধে পৰ্তুগীজগণ বিশেষরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন।
রাজা ক্রোধে গমন করিয়া ১১শ মাইর নিকট সাহায্যপ্রার্থনা
করিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না। পরাস্তর নাই দেখিয়া,
রাজা ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে অলুকাটাঁরা সন্ধিপক্ষে নাম স্বাক্ষর করিতে
বাধ্য হইলেন এবং তদনুসারে নব-পরিশীতোভার্যা জোঁরানাকে
মঠে চিরনির্ধারিত করিতে বাধ্য হন। এইরূপ মনঃকষ্টে
তাঁহার চিত্তচাকলা হুজি হয়। প্রায় আধোমাদ্যবাহ্য এক-
বৎসর অতিবাহিত করিয়া রাজা ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরি-
তাগ করিয়া সকল জাতির শান্তি করিলেন।

রাজা ২য় জন পৰ্তুগালসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কাটিল ও
ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যসূত্রে সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং প্রজাবর্গের
সন্তোষবিধানপূর্বক রাজকাব্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।
তৎকালীন ইংলণ্ডরাজ ৭ম হেনরী ও ফ্রান্সের অধিপতি ১১শ
মাইর অধিকরণে রাজ্যশাসন করিয়া, তিনি আপন বাজত অধি-
কতর উচ্চল করিয়া তুলিলেন। টোরোর যুদ্ধে বীরত্বপ্রকাশ
করিয়া তিনি একজন বিখ্যাত সৈনিকপুরুষ মধ্যে গণ্য হন।
রাজ্যস্থ সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদিগের অধিকারস্থ ভূম্যদির বিচার রাজ-
বিচারক (Corregidors) দ্বারা নিষ্পন্ন হইবার জন্য এভোরার
মহাপতি আহ্বান করেন। তাঁহার পিতার রাজত্ব সময়ে ব্রাগাজার
ডিউক কার্দিনাল স্বাধীনতালাভহেতু বধেচ্ছাচারিতা করার,
তাঁহার দমন একান্ত আবশ্যিক হইয়া পড়ে। উক্ত মহাসভার
অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য কার্দিনালপ্রমুখ সন্ত্রস্ত ভ্রম্যব্যক্তি-
দিগের ক্ষমতা হ্রাস। কাজে কাজেই তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ
ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রাগাজার ডিউকে আক্রমণ
করা তাঁহার মূলমন্ত্র হইল। তিনি ডিউকে রাজকোষ-
ভার অপরাধে দণ্ডিত এবং আবদ্ধ রাখিয়া এভোরার নগরে

নামমাত্র বিচারের জাণে তাঁহাকে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকে
প্রেরণ করিলেন। কার্দিনাল (Duke of Viseu) নামক
রাজার নিকট আত্মীয়, সন্ত্রাস্ত ভ্রম্যলোকদিগের নেতৃত্বদে
বরিত হইলেন। আত্মীয় বলিয়া রাজা তাঁহার উপরেও
নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। ১১শ মাইর রাজনীতির অস্থ-
বর্তী হইয়া তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে নিজ হাতে সেতুবলনগরে তাঁহার
নিধনসাধন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার শ্রেণিতপিশাঙ্গা
নির্ধারিত হইল না। তিনি রাজপদ নিকটক করিতে আরও
অসীতিজন ভ্রম্যলোকের (Nobles) রক্তক্ষণন করিলেন।
এই সকল সম্বন্ধেই ভ্রম্যব্যক্তিদিগকে আপন চক্ষুর অন্তরাল
করিতে রাজা বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। এখন তিনি নির্ধি-
বদে শত্রু-পরিশূদ্ধ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এত-
দূরবর্তন প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহাকে "The Perfect king"
নামে ডাকিতেন।

যদিও তিনি আপনার অজীউসিদ্ধিক্রমে, এতাদৃশ নৃশংস
আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পৰ্তুগীজগণকে তিনি কখনও
আলস্তে দিনযাপন করিতে দেন নাই। ডম হেনরিকে শিক্ষিত
নাবিক-সম্প্রদায় বিশেষউদ্ভবে তাঁহার অধীনে সমুদ্রপথে দেশে
দেশে ভ্রমণ করিয়াছিল। গোল্ডকোটে (Gold Coast)
বাণিজ্যবিস্তারের জন্য তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে এলমিনা (La
Mina or Elmina) নগরে একটা দুর্গ নির্মাণ করান।
১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বার্থেলোমিউ ডিরাশ উত্তমালা অন্তরীপ
পরিভ্রমণ করিয়া আলগোয়া উপসাগরে উপনীত হন। ১৪৮৭
খৃষ্টাব্দে রাজা প্রেটোর জনের আবেষণ এবং ভারতবর্ষে পৌঁছিবীর
জন্য একদল সজ্জিত নৌসেনা প্রেরণ করেন। উক্ত বৎসরে
তিনি বিশেষ তথ্যসম্বন্ধে পিজো ডি এভোরার ও গম্বালো
এনিস্টকে টিব্রটো প্রদেশে এবং উত্তর মহাসাগর দিয়া কাথে
(Cathay) বাইবার পন্থা নিরূপণ-মানসে মাটিম লোপেজকে
নভা-জিম্বা দ্বীপে পাঠাইয়া দেন। ইহাই উত্তরপূর্ব
(North East Passage) পন্থা নিরূপণের প্রথম উদ্ভব।
এতাদৃশ বিচক্ষণতা সত্ত্বেও রাজা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে কল-
ম্বসের ভ্রমণ ও আমেরিকা দর্শনরূপব্যাপার অলীক বিবেচনার
তাহাকে কার্য হইতে অব্যাহতি দিয়া বিষয় ভ্রম্যত্বক কার্য
করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষার্ধকাল তিনি ভাঙ্কো-না-
গামার ভারত-আক্রমণ জন্য রণতরী সজ্জা প্রেরণে বিবৃত
ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারই রাজত্বসময়ে পৰ্তুগাল ও স্পেন
রাজ্যের মধ্যে অনাবিকৃত-দেশসমূহের বিভাগ-ব্যবস্থা করিয়া
পোপ একখানি আদেশপত্র প্রদান করেন। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে
জোঁপুজ আকসোঁর মৃত্যু হওয়ার, রাজার জীবন ভারাক্রান্ত

বেবি হইয়াছিল। স্পেনরাজ কার্দ্দিনালের কন্যা ইসাবেলার সহিত এই পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি যে ভবিষ্যৎ আশার উৎসাহিত হইয়াছিলেন, পুত্রের নিধনে তাহা চিরদিনের তরে নিরাশার অভলম্বে ডুবিয়া গেল। মর্মান্বিত হইয়া রাজা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা শেষ করিলেন।

অতঃপর ডক্‌ মাজএল "The Fortunate" পৰ্তুগালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে কার্দ্দিনালকে (Duke of Viseu) ২য় জন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন, ইনি তাঁহারই অল্পভ্রম ভ্রাতা। ডাকো-দা-গামা, আকসো-দা-আলবুকার্ক, ক্রাসেকো অলমিদা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নাবিক ও যোদ্ধগণ নানা-স্থানে পর্যটনপূৰ্ণক পৰ্তুগাল রাজলরীকে অতুল ঐশ্বৰ্য্যে ভূষিতা করিয়া, ইহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠাশালী করিয়াছিল। এ বিষয়ে 'রাজা স্বয়ং উন্মোগী না হইলেও কাটিলিংহাসন-অধিকারবাসনা স্বতঃই তাঁহার ক্ষম্রে জাগিয়া ছিল। আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি আকসোর বিধবা পত্নী কার্দ্দিনালপুত্রী ইসাবেলাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নবপরিণীতা পত্নীর মনস্তত্ত্বের জন্ত তিনি পৰ্তুগাল হইতে রিহদী (Jews)-দিগকে তাড়াইয়া দিতে প্রীকৃত হইলেন। রিহদীগণ পৰ্তুগালে থাকিয়া কখনও কোন অপ-কার করে নাই, চিরকাল তাহারা রাজ্যের মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত ছিল। আকসো-হেনরিকের আশ্রয় হইতে তাহারা এত-দিন নিরাপদে পৰ্তুগালে বাস করিলেও বর্তমান রাজা তাহা-দিগকে তাড়াইতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু প্রিয়তমা পত্নীর খাতির এড়াইতে পারিলেন না। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে শুভবিবাহ সমাধা হইয়া গেল। বিবাহের পর তিনি স্পেনরাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবার চেষ্টা করেন। পরবর্তী বৎসরে রাজকন্যা ইসাবেলার টোলেডো নগরে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ার, তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজ্য-আশা চিরদিনের মত লুপ্ত হইল। ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া, তিনি পুনরায় আপন শ্রালিকা মেরিয়ারকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহেও তাঁহার আশা মিটিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ শালীর পুত্র এম চার্লস স্পেনের সিংহাসনাধিকারী হইয়াছিলেন। রাজা বধন স্বরাজ্যে বিবাহ-ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তখন ডাকো-দা-গামা, কেরাল (ইনি ১৫০০ খৃঃ অঃ ব্রেজিল আবিষ্কার করেন), আলবুকার্ক, অলমিদা, হুয়ার্তে, পাচেকো প্রভৃতি প্রধান প্রধান পৰ্তুগীজ নাবিকগণ ভারতবর্ষে পৰ্তুগীজ-গৌরবরক্ষার নিযুক্ত ছিলেন। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে জোয়াঁ-দা-নোভা এসেন্সন (Ascension) দ্বীপ ও আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci) আমে-রিকার রাইও-প্রাটা ও পারা-ভাই রাজ্য আবিষ্কার করেন।

১৫০২ খৃষ্টাব্দে ডিওগো লোপেজ-বিসিগুইরা মলাকা জয় এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আলবুকার্ক গেরা অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ক্রালিকো সেনীও মলাকা দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার ও ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে লোপেজ সোয়ারিস্ নিফলেন, কলম্বো নগরে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে কার্গালো-পেরিঙ্ক-এব্রোদা চীনমাত্রাজের কাউন নগর অধিকার করিয়া ১৫২১ খৃষ্টাব্দে শিকিন্ নগরে গমন করেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে মগাল্‌ও (Magalhães) যে প্রশান্তী দ্বীপ জুবিদাজনক গমনপথ আবিষ্কার করেন, তাহা অস্ত্রাণী (Straits of Magellan)। তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে ৩য় জন, মাজএলের সিংহাসন অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু ২য় জন কর্তৃক দেশস্থ ভ্রলোকদিগের কবচা হ্রাস হওয়ার, সকলেই প্রজাবর্গের ও দেশের হিত কুসিরা রাজার বিরুদ্ধাচারী হইতে বড়বড় করিতে লাগিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বোর করালীরাষ্ট্রবিপ্লবের সময় করালী ভ্রলোক-দিগের মানসিক-অবস্থা বাহা ঘটাইয়াছিল, পৰ্তুগালের অদৃষ্টে সেইরূপ ঘটবার সূচনা হইতেছিল। ভারতীয় বাণিজ্যধনে রাজকোষ পর্যাপ্তরূপে পূর্ণ থাকার, রাজা পৰ্তুগাল হইতে রাজকর আদায় একরূপ বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রজাবর্গের ইহাতে জুবিদা হইলেও, তাহারা রাজ্যশাসনের স্বথৈচ্ছাচারিতার (Absolutism of the government) বিরুদ্ধ হইয়া বর্ণৈচ্ছাচার করিয়া পলায়ন করিল। উপহৃৎপরি বুড়ে অলেনকটো ও অলগার্ড এসেন্সনও লোককর হইরাছিল।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে স্তম্ভহান্ দেশাধিকার করে পৰ্তুগালের লোকসংখ্যা আরও কমিতে লাগিল। কেবল দুবকোরাই মন্য ও ধনাঙ্কনের আশায় সৈনিক বা নাবিক হইয়া লুণ্ঠ-পথে ভিন্নদেশগমনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। কত-শত পৰ্তুগীজও দ্বীপদ্বীপবিহার লুণ্ঠ লইয়া ব্রেজিল ও মদি-রায় গমনপূৰ্ণক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যে সকল পৰ্তুগীজ স্বদেশে ছিল, তাহারাও আপনাপন অধিকৃত ভূমিাদি ও বাসবাটী পরিভাগ করিয়া বাণিজ্যে ধনবান্ হইবার আশায় লিসবন্‌ নগরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। পৰ্তুগীজগণের এইরূপ ভিন্নভিন্ন স্থানে গমন জন্য রাজা, রাজ্যস্থ ভ্রলোক, অথবা সামরিক-কর্মচারীগণ কেহই বিশেষ মনোযোগী হইলেন না। তাঁহারাদর হেনরিক আনীত আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাসদিগের দ্বারা আপনাপন ভূমি কর্ণ করাষ্টতে লাগিলেন। রোমরাজ্যের অধঃপতনে ইতালীর যে লশা ঘটাইয়াছিল, পৰ্তুগালের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক কুটিলমুখে কর্মচারি-দিগের উৎকোচগ্রহণ ও অত্যাচারে পৰ্তুগীজগণের অদৃষ্টলক্ষী শীঘ্র

দীৰ্ঘ পৰ্য্যায়ের উদ্যোগ দেখিতেছিলেন। তাহার উপর আবার ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে "Holy office" এর সাহায্যে রাজা জেইইই ও দণ্ডবিধায়ক (Inquisition) সম্প্রদায়ী খৃষ্টানদিগকে পৰ্তুগালে আনাহঁরা সাধারণের অগ্রের হইয়া উঠিলেন। রোমের প্রধান প্রধান ধর্মবাহকগণ তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেও পৰ্তুগালবাসী রিহনীখৃষ্টান (Neo-christian) গণ তাহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। 'দণ্ডদাতৃ'-সম্প্রদায় পৰ্তুগালের উপকার না করিয়া বরং বিশেষ অপকার করিয়াছিল। [খৃষ্টান বেধ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপখণ্ডে বেঙ্গল বিদ্রোহভিত্তিক পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল, পৰ্তুগালের অদৃষ্টে তাহা আর ঘটে নাই। রাজ-অনুগ্রহে দণ্ডবিধায়ক খৃষ্টান দল প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, কিন্তু রাজা আপন অবনতির পথরক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তাহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ার, তিনি বর্ণশূন্য হইলেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আপন পৌত্র সিবাটি-ননের জ্যেষ্ঠ সিংহাসন রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ইহারই রাজত্বের আলবুকার্কের দীর্ঘ নগর জয়, সেন্ট ব্রাশিল্ ডেভি-রায়ের বর্ণপ্রচার ও নাদো-দা-কান্হাওয়ার ভারত-শাসনখ্যাতি পৰ্তুগীজ ইতিহাসের প্রধান ঘটনা।

তিনি বংশধরের বালক ডব সিবাষ্টিয়ন্ পৰ্তুগালসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দারুণ গোলাবোমের সময় বালকের রাজত্ব বেঙ্গল বিদ্রোহ কল ঘটনা থাকে, তাহারও রাজত্ব তাহাই ঘটিল। রাজার ইচ্ছানুসারে রাণী কাথেরাইন্ ও রাজ-দ্রাভা কার্ডিনেল হেনরী রাজার প্রতিনিধি ও রক্ষক হইলেন। বালকরাজের শিক্ষক ও রাজমন্ত্রী লুই এবং মার্টিন্ গনসালবিস্ কামারা নামক দ্রাবিড় প্রকৃতপক্ষে সকল কর্মের অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবালক বলিয়া ঘোষিত হইলেন। অতঃপর আফ্রিকা আক্রমণে মনস্থ করিয়া তিনি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কিউটা ও টাঞ্জোরস্ নামক স্থান পরি-দর্শনে গমন করেন। সোভাগাক্রমে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মৌলী আন্ধ্র ইন্স আবহুতা ২য় কিলিপের সাহায্য না পাইয়া সিবা-ষ্টিয়ানের মরণপান হন। রাজা তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া, মরক্কোর জুলডার আবহুল মালিকের সহিত যুদ্ধে ব্যয়নির্বাহের জ্ঞান বরাহ্মে রিহনী-খৃষ্টানদিগের উপর অস্বাভাবিক খাড়া করি-লেন এবং কতক টাকা ধার করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগি-লেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বেনা নদে লইয়া আফ্রিকার উপকূলে পদার্পণ করেন ও মৌলী আন্ধ্রের সৈন্তের সহিত মিলিত হইলেন। অকস্মৎ অন্ধরীর নামক স্থানে উভয় সৈন্তের সংঘর্ষ হইল। পৰ্তুগীজরাজ যুদ্ধ পরাজিত হইলেন।

দক্ষিণ নিশান উঠিল। মুসলমানসৈন্য শান্তির জ্ঞান অশেষক করিতে লাগিল। ইতারমেরে সিবাষ্টিয়ান্ জীবিতভাবে অখারোহী মুসলৈজদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই বোর যুদ্ধের পর সিবাষ্টিয়ান্, মৌলী আবহুল মালিক এবং অন্যান্য পৰ্তুগীজ সেনানী প্রভৃতি সকলেই শবদতরমে গমন করিলেন। এই দারুণ ধ্বংস-সংবাদ পৰ্তুগালে পৌঁছিলে, রাজদ্রাভা কার্ডিনেল হেনরী পৰ্তুগালের রাজা হইলেন। ১য় হেনরী রাজা হইলেন বটে, কিন্তু সিংহাসনের অধিকার লইয়া মার্কোলের বংশধরদিগের মধ্যে একটা গোলাবোম উপস্থিত হইল। হেনরী মিসুবনের মহানভার উপর বিচারভার অর্পণ করিলেন। কোই-ব্রার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্পত্তি হইল, কাথেরাইন্ ডাচেস্ অফ্ ব্রাগাঞ্জাই রাজপদ পাইলেন; কিন্তু স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ উৎকোচ প্রদানে লক্ষ্যকে বশীভূত করিতে প্ররমী হইলেন। খৃষ্টোঁও-দা-বোরা ও এটোনিও পিন্হেরো (Bishop of Leiria) তাহার পক্ষাবলম্বনপূর্বক ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রভাবে পৰ্তুগালবাসীদিগকে অর্থ ও ভূম্যাদি দানের অঙ্গীকার করিয়া বণ করিয়া ফেলিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ৩১এ জানুয়ারী হেনরীর মৃত্যু ঘটিলে, লক্ষ্যে ২য় কিলিপকে রাজ্যরূপে গ্রহণ করেন।

কিলিপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, মুহুম্মদিয়ারণ হেঁজু ব্রাগাঞ্জার ডিউককে বাসনা করিতে ব্রেজিলরাজা ও রাজা উপাধি দান করিবার অঙ্গীকার করিলেন। আরও অষ্টরিয়া-রাজপুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ বিদ্যা ব্রাগাঞ্জাধিপত্যকে হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে কোন-রূপে শান্ত করিলেও, রাজা লুইস অষ্ট্রেলপুত্র এটোনিও (Prior of Crato) উল্লাসে উদ্ভূত হইয়া সাক্ষাতিম্ নগরে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা দিলেন এবং স্নান্যে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াও প্রচার করিলেন। পৰ্তুগীজগণের অর্থপ্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহার দণ্ডবিধায়ক সম্প্রদায়ের অত্যাচারে নিভেজ হইয়া পড়িয়াছিল, সে অত্যাচার এখনও ভুলিতে পারে নাই। কাজেই তাহার স্পেনরাজ কিলিপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহিল না। তাহার ২য় চার্জের পুত্র কিলিপের অভিক্রমত দানাদির কথার নির্ভর করিয়া আপনাপন স্বাধীনতার আশায় চাহিয়া রহিল। পৰ্তুগীজগণ এটোনিওর কথার তাজ্জিল্যভাবে সেখানেইতে লাগিল। ডিউক অফ্ আল্জা এককল স্পেনসৈন্ত লইয়া পৰ্তু-গালে প্রবেশ করিলেন, অকস্মাতার যুদ্ধে এটোনিও পরাজিত এবং কিলিপ রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

কিলিপ রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিয়া, পৰ্তুগাল শাসনের জ্ঞান-অবোধ করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে মৌলীর বংশভার

তিনি পৰ্তুগালের শাসন-ব্যবস্থা, প্রজাবর্ষের স্বাধীনতা ও অধিকার-রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এইরূপ একটি বক্তৃতা করেন,—‘নতল সময়েই মহাসভার অধিবেশন আবশ্যক, কোন বিশেষ কার্যের বিচার করিতে হইলে পৰ্তুগীজ মহাসভা তাহা নিশ্চিন্ত করিবেন। রাজ্যের সকল কর্তব্যচারীর পদ পৰ্তুগীজ জাতীয় অস্ত্রভাষীর ব্যক্তি পাইবে না। পৰ্তুগালের সমুদায় কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য রাজ্যের সহিত একটি মহাসভা (Council) থাকিবে।’ ইহারই রাজত্ব সময়ে ৪ জন ব্যক্তি বৃত্ত রাজা ডম নিবাতিয়নের নাম গ্রহণ করিয়া পৰ্তুগালসিংহাসন লইতে প্রয়াসী হন। তাহারা সকলে বধাক্রমে বৃত্ত এবং কাশরাঙ্গা বলিয়া মন্যকৃত হইলে রাজত্বও বৃত্তিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন করেন।

যে ৬০ বৎসরকাল (১৫৮০-১৬৪০ খৃঃ অব্দ) পৰ্তুগাল স্পেনরাজ্যের অধীনে ছিল, পৰ্তুগীজ ইতিহাসে উহা the sixty years' captivity নামে লিখিত। ৬০ বৎসর বন্দীভাবে থাকিয়া পৰ্তুগালকে কত বে মিশ্রণ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরাজরাজ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে পৰ্তুগীজদিগের নিকট হইতে কেরোমণর আক্রমণ ও লুট করেন, পরে ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসীগণ উপযুগপরি পৰ্তুগীজ উপনিবেশ ও অধিকৃত-স্থানসমূহ আক্রমণ করিয়া বণিজ্য-ব্যবসায় কড়িয়া লন। রাজা ফিলিপের উদ্যোগে সুবিখ্যাত স্পেনীয় (The Spanish Armada) পৰ্তুগাল উপকূলে সজ্জিত হইয়া ইংলণ্ড আক্রমণে অগ্রসর-হয়, কিন্তু সৈবক্রমে, প্রবল ঝটিকার এই নৌবহরসমূহ স্পেনীয় সমুদ্রগর্ভে কোথায় বিলীন হইয়াছিল, তাহা কেহই অবগত নহেন। ফিলিপের রাজ্য-শাসন হইতেই পৰ্তুগালের অবনতির বিতীর্ণ সোপান আরম্ভ।

স্পেনশাসনে উদ্ভূত হইয়া, পৰ্তুগীজগণ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে লিস্ববন্‌নগরে প্রথমে অসন্তোষের লক্ষণ দেখাইতে লাগিল। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে এভোরা নগরে বিদ্রোহিনী রাজসৈন্যকে পরাজিত করিয়া কিছুদিনের জন্য রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছিল। অবশেষে যখন স্পেনরাজ ফরাসী ও কাটোলাণ্ড বিদ্রোহে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, পৰ্তুগীজগণের পক্ষে ইহাই বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হইল। জোৰ্জ ও পিটো রিবিয়ো, বিগ্‌এল-ডি-অলমিগা, পিস্তো-ডি-মোডোনা কনট্রাডো, এণ্টোনিও ও লুই-ডি-অল্‌ভা প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তির বড়-বয়ে একটি রাজদ্রোহিনী সংগঠিত হইল। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ৮ জুন তিসেবর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাহারা রাজসৈন্য-দিগকে পরাজিত করিল। সকলের অভিযুক্তে জাগাজার ডিউককে রাজপদ গ্রহণের জন্য লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল। ১৬ই ডিসেম্বর তাহাকে লিস্ববন্‌ নগরে আনিয়া রাজপদে বরণ

করা হইল। অতঃপর নবত পৰ্তুগালবাসী উক্ত হইয়া স্পেন-বাসীদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। পরবৎসর ১২এ জানুয়ারী লিস্ববন্‌র মহাসভার আবেশে রাজা ৪র্থ জন পৰ্তুগালের রাজা ও ডুগুজ বিওতোয়াল উত্তরাধিকারী হইলেন।

পৰ্তুগীজগণ স্পেনের বিদ্রোহচারী হইয়া রাজ্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু আপনাদিগকে স্বাধীনতা রক্ষণে অক্ষম জাবিরা নাহাবার্ম জ্রাণ, হলণ্ড ও ইংলণ্ডে লোক পাঠাইলেন। প্রথমে পৰ্তুগালের সৌভাগ্যলব্ধী পৰ্তুগাল-জন্টাকানে উজ্জলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু পৰ্তুগীজ উপ-নিবেশসমূহে ওলন্দাজগণ আধিপত্য বিস্তারের জন্য বুদ্ধিপ্রসূ লিগু থাকার পৰ্তুগালকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজা ৪র্থ জনের শাসনে পরিভূট না হইয়া তাহারা মেরজিনের (Mazarin) পরামর্শানুসারে লঙ্‌ভিলের (Longueville) ডিউককে পৰ্তুগালের শাসনভার দিয়া আপনাদিগকে পুনরায় জ্রাণের অধীন রাখিতে সক্ষম করিলেন। এই সময়ে ফরাসী ও স্পেনিয়ার্‌দিগের সহিত বোরতর বৃদ্ধ হইয়াছিল। কাজেই স্পেনরাজ্যের হস্তান্তর তখন ঘটনা উঠিল না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ৪র্থ জনের মৃত্যু হয়। তখনও স্পেন-ফরাসী-যুদ্ধের অব-শান হয় নাই।

রাজ্যের উত্তরাধিকারী ডম বিওতোয়াল (Prince of Brazil) শিতার পূর্বে লোকান্তরিত হওয়ার রাজ্য বিতীর্ণপূর্ব ৬ষ্ঠ আকসো জরোদণ বৎসরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজমাতা রাজকাণ্ডের প্রতিনিষিদ্ধ নিয়ম হস্তে লইলেন। এই রমণী বাহী অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী ছিলেন। স্পেনরাজ্যের বিচ্ছেদ বৃদ্ধ করিবার মানসে তিনি মার্সাল স্কোমবার্গকে (Marshal Schomberg) সৈন্যশিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ডম-এণ্টোনিও লুই দি-মেনেজিন্স এলবাস নগরে ডম-লুই-দি-হারোকে পরাজিত করিলেন। বৃদ্ধ জর হইলেও পৰ্তুগালের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল না। ফরাসীগণ মেরজিনের প্রয়োচনার পৰ্তুগালকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইংলণ্ডরাজ এখন সুযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। বিতীর্ণ চার্লস পৰ্তুগীজরাজকন্যা কাথেরাইন্‌ অফ জাগাজাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি জামিতেন, এই বিবাহে পৰ্তুগীজরাজমাতা অনেকগুলি উপনিবেশিক-সম্পত্তি উপঢৌকন দিবেদ। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বিবাহ হয় হইয়া গেল, নেভউইচের আরল (Earl of Sandwich) বয় লইতে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে লিস্ববন্‌নগরে আগমন করিলেন। পৌরকলরূপ

ইংলণ্ডরাজ টাক্সিয়ার, বোবাই ও গল (Galle) নামক স্থান প্রাপ্ত হইলেন এবং ওলন্দাজ ও পর্তুগীজগণের বিবাদ মিটাইবার জন্য ইংলণ্ডরাজ সেনানাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। ইংরাজসৈন্ত আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই স্পেনের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। উক্ত বৎসরে রাজপুত্রকে সাবালক ঘোষণা করিয়া, রাজযাত্রা সংসারান্ত্রম ভাণ করিলেন এবং মঠে বাইরা অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার পরামর্শ মতে কার্টেল মেলহোরের কাউন্ট জুজাই-ডার্সকোআলো রাজকাব্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইংরাজসৈন্য উপস্থিত হইলে, রাজযাত্রার অজ্ঞার কার্টেল মেলহোর সৈন্ত সকল একত্র করিলেন এবং কোমবার্গ সেনাপতি হইলেন। এই বিপুলবাহিনী লইয়া কোমবার্গ যে সকল যুদ্ধ করেন এবং রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যে সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি 'বিজয়ী' (Affonso the Victorious) নাম প্রাপ্ত হন। ১৬০০ ভিলাক্লোরের কাউন্টের সাহায্যে কোমবার্গ প্রথমে অট্রিয়ারাজ ডন্ জনকে পরাজিত করিয়া, পরে এজোরা নামক স্থান অধিকার করেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে কুইলান-রোড্রিজো নগরে পিত্রো জাকো দি মখলদে (Pedro Jaques de Magalbaes) অজুন্যর (Ossuna) ডিউককে পরাজয় করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে বেরারান্ডার মার্ক'ইস্ মোন্টে ক্লারোর (Montes Olaros) যুদ্ধে এবং খুটেই ও লা-পেয়েরা ভিলা-ভিকোয়ার যুদ্ধে স্পেনসৈন্তের উপর জয়পতাকা উড্ডীন করেন। এইরূপে উপযুগপরি বিধ্বস্ত হইয়া স্পেনরাজ হতবল হইয়া পড়িলেন। উভয়ের মধ্যে কখনো একটা সন্ধি হইল, কিন্তু তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইল না। কার্টেল মেলহর আপনাদি এবং পর্তুগালের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য পর্তুগালরাজের সহিত ফরাসীরাজকন্যা এলিজাবেথের (Marie Franooise Elisabeth Mademoiselle d' Aumale) ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে বিবাহ দিলেন। এই রমণী ফরাসীরাজ ৪র্থ হেনরীর পৌত্রী ও সাত্তর-বিশৃয়ের ডিউকের কন্যা। ফ্রান্সের অধিপতি ১৪শ লুই এই বিবাহে অসম্মত হইলেন। বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। কার্টেল মেলহর আপনাদি পক্ষে আপনি স্ত্রীর মারিলেন, নববধূ স্বামীর পক্ষ করিলেন না। তিনি রাজ-জাতা ডম পিত্রো প্রণয়ে আসক্ত হইলেন। প্রায় চতুর্দশ-বৎসর কলহে ও দগুতি স্বামীরহায়ে কাল কাটাওয়া তিনি বিবাহবন্ধনবিচ্ছেদের জন্য লিসবনের প্রেষ্ঠ-খর্ষমন্দিরে আবেদন করিলেন। এদিকে ডম পিত্রো জাতাকে রাজপ্রাসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ রাখিয়া ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে জাহাজী দাসে

শাসনভার নিজ হস্তে লইলেন। ১৬৬৬ ফেব্রুয়ারী তিনি স্পেন-রাজকে কিছুটা রাজ্য অর্পণ করিয়া সন্ধি করিলেন। ১৬৬৭ বার্ড পোপের সম্মতিক্রমে রাণীর আনিভাণ্ডার সম্বন্ধ হইল। ২রা এপ্রেল রিমেট ডম পিত্রোর সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, কার্টেল মেলহর ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন। দ্বর্ভাগ্যক্রমে ৬ষ্ঠ আকলো যক্ষী হইয়া টার্সিরা ও পরে সিন্টার নির্মলসিত হইলেন, এখানে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। উক্ত বৎসরে রাণিরও মৃত্যু ঘটয়াছিল।

এ পর্যন্ত পিত্রো রাজ-অভিভাবক হইয়া রাজকাব্য পর্যাশেষিত করিতেছিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আকলোর মৃত্যুর পর, তিনি পিত্রো নামে পর্তুগালের রাজা হইলেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্ধুর অসুস্থতায় পুনরায় ঘেরিয়া সোক্রিসকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্পেনরাজ ২য় চার্লসের মৃত্যুর পর, স্পেনের সিংহাসন লইয়া খোল বাধে। এই সময়ে তিনি ফরাসীরাজ ১৪শ লুইর পৌত্র ৫ম লিপপকে সিংহাসন দিতে মনস্থ করিয়া ১৭০১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-নৌসেনাদল টেগন্স নদীর মোহানায় আসিয়া অবস্থিত করিতে আদেশ দেন। ইংলণ্ডের Whig মন্ত্রিসভা পর্তুগালের পক্ষপাতিত্বে বিরক্ত হইলেন। জন মেথুনের (Right Hon John Methuen) নামা জনৈক ব্যক্তিকে রাজকীয় ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যনিশ্চতির জন্য সন্ধি করিতে পাঠান হয়। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা উক্ত সন্ধিপত্র (Methuen Treaty) স্বাক্ষর করিলেন। স্পেনরাজ-সিংহাসন লইয়া যে যুদ্ধ হয়, ইতিহাসে তাহা Wars of the Spanish Succession নামে লিখিত। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মিলিত পর্তুগীজ ও ইংরাজসৈন্ত সালভাটোরা ও ভালেলা অধিকার করিলেন। পর বৎসরে রাজা ডম পিত্রো তগিনী কাথেরাইনকে (Queen Dowager of England) রাজ-প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করিয়া নিজে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন। এদিকে ইংরাজসেনানী লর্ড গালওরে ও পর্তুগীজ সেনাধ্যক্ষ জোয়াঁ-দা-জুজা ও মার্ক'ইস্ ডাস মিনাস একত্র ক্রোধে অকাতোরা কোর্রিয়া, টাক্সিলো, প্রাকেমিয়া, কিউমাড-রড্রিজো ও আভিলা অধিকার করিয়া কিছুদিনের জন্য মাদ্রিদ নগর অধিকার করিলেন। রাজা রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ইহার বিন্দুবিদগ্ধ জানিতে পারিলেন না। বহুবল হেতু তিনি দিন দিন অবসর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে অকাতোরা নগরে তিনি মৃত্যুক্রে আসিজন করিলেন। স্থানিয় প্রাক্যশাসন করিয়া তিনি মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিয়াছিলেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসভার (Cortes) অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আর এই সভার অধিবেশন হয় নাই।

ডুম পিজেরি ব্রুজার পর, তাঁহার পুত্র ডুম জন, কাথেরা-ইনের নিকট হইতে রাজত্বের গ্রহণ করিলেন। পিতৃবধু ডিউক-অফ-ক্যাডাভালের পরাকর্ষনতে তিনি স্পেনরাজ্যে কলিপকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সময়ে ক্যাডাভালের অভিমতে রাজা জন অস্ট্রিয়সম্রাট ১ম লিওপোল্ডের কন্যা আর্কডাচেস্ মরিয়ানাকে বিবাহ করিলেন। পর্তুগালরাজ আপনায় দলপুষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শিত না। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ কাইয়ার (Cair) এবং ১৭১১ খৃষ্টাব্দে রাও-ডি-জেনিরো নগরে বিশেষরূপে স্পেনসৈন্তের নিকট পরাজিত হইল। অতঃপর উট্রেটসন্ধির (Treaty of Utrecht) দ্বিই বৎসর পরে ১৭১৫ খৃঃ অব্দে মাজিন্ নগরে উত্তররাজ্যে সন্ধিস্থাপিত হইল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে পোপের অহুমতিক্রমে রাজা তুর্কানিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজ্য করেন। বিধর্মী তুর্কসৈন্য মাটাপান অন্তরীপের অন্তরে পর্তুগীজের নিকট পরাজিত হয়। পূর্বোক্ত সন্ধিসর্ত্তে কলিপপুত্র ডুম কার্দি-নান্দ পর্তুগালরাজকন্যা মেরিমা বার্বারাকে এবং ডুম জোসেক স্পেনরাজকন্যা মরিয়ানাকে বিবাহ করিলেন। রাজা পোপকে অর্থদান করেন। তৎকাল পোপ লিস্বনের আর্কবিশপকে পেট্রিয়ার্ক পদ দান করিলেন এবং রাজাও সেই সঙ্গে ‘ফিডেলিসিমাস্’ (Fidelissimus or the most faithful) উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

১৭১০ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর, ডুম জোসেক পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিলেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে প্রধান রাজনৈতিক সিবাটিও দা-ক্যাভালহো (Duke of Pombal) তাঁহার রাজ্যশাসনকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজকার্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া রাজমন্ত্রী রাজার মন হরণ করিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর ভয়ানক ভূমিকম্পে, বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি প্রজাগণের অভাব মোচন করিয়াছিলেন; তৎকাল তিনি রাজ্যের সর্বময়কর্ত্তা ও সকলের প্রকার পাত্র হইয়া পড়িলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে টাভোরাস বড়সঙ্গে বাতিবাস্ত হইয়া তিনি জেমুইট সম্প্রদায়কে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজাকে পুনরায় হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। অবশেষে তিনি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্প্রদায়কে রোমের সন্ধি অনুসারে সমুদ্র দমন করিলেন।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে যখন স্পেনরাজ সপ্তকর্ষবাপী যুদ্ধবিগ্রহে (Seven years' war) লিপ্ত, তখন মার্কুইন্স সারিরা নামক জনৈক স্পেনসেনানী পর্তুগাল-আক্রমণ করিয়া ভাগাভাগি ও অলম্বিয়া জয় করে। পর্তুগাল-রাজমন্ত্রী গোমাল ইংলণ্ডের সাহায্যে স্পেনিয়ার্ডিগকে ডেলসিরা-ডি-অকাতার

ও ডিলা-ডেল্লা নামক স্থানে পরাজিত করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী উত্তর দলে শক্তি স্থাপিত হয়। রাজা জোসেকের রাজত্বের প্বেলসময়ে দক্ষিণ-আমেরিকার সেক্রামেন্টোর অধিকার লইয়া পুনরায় স্পেনরাজ্যের সহিত বিবাদ বাধে। এই গোলাবোম্ব না মিউভেই ১৭৭৭ খৃঃ তাঁহার প্রাণবিরোপ হয়। তাঁহার কেবলমাত্র ৪টা কন্যা ছিল, তন্মধ্যে কোঠা ডোনা মেরিমা ক্রালিকা রাজকন্যা ডুম পিত্রোকে বিবাহ করেন। সেই ৩য় পিত্রো রাজা বলিরা খোষিত হইলেন। কিন্তু রাজা ও রাণী উত্তরে চরমলতার পরিচয় দিলে বিধবা রাজ্ঞীর হস্তে রাজ্যশাসন তার অর্পিত হইল। তিনি গোমালকে রাজা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

যখন পর্তুগালের আভ্যন্তরিক অবস্থা এইরূপ, করাসী রাজ্যে তখন (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত। লক-লেই রাণীর শাসনের বিরোধী হইয়া উঠিল। এদিকে রাণীর স্বামী ও কোঠপুত্র ডুম জোসেক কালগ্রাসে পতিত হইলেন। রাণীর সন্তক একবারে বিকৃত হইয়া পড়িল। কাজেই সাধারণের অনুরোধে ডুম জন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের প্রকৃত অভিভাবক হইলেন। যে সকল পর্তুগীজ করাসীদিগের মতামতরূপে উত্তেজিত, অথবা পর্তুগীজরাজ্যে যে সকল করাসী বিদ্রোহিতার উত্তেজক বলিয়া অহুমিত হইয়াছিল; তাহারা সকলেই নির্জিত ও তাক্তিত হইলেন।

সাধারণের আগ্রহে জন কর্মবিশ্ব-কেলটারের অধিনায়কতার ৫০০০ পর্তুগীজ-সৈন্য পূর্ব পিরিনিজ্ অভিমুখে ও ৪ খানি নৌসেনাবাহী জাহাজ মার্কুইন্স নিজার অধীনে ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে ভূমধ্যসাগরে প্রেরিত হইল। কেলটার করাসী-সৈন্যের সহিত বিতর্ক যুদ্ধ করিলেও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহার দেখিলেন যে গোডয়ের (Godoy, Prince of the Peace) অধ্যাক্ততার স্পেনগবর্নেন্ট পর্তুগালরাজ্যের মিত্রতা তুলিয়া বাসেল নগরে করাসীবিপ্লবকারীদিগের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সান্ ইলডেকলোর সন্ধি হইবার পর স্পেনরাজ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। স্পেন-সৈন্যগণ পর্তুগীজ সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, পর্তুগীজগণ ইংরাজরাজ্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সান্ চার্লস্ টুয়ার্ট সনৈস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবশেষে স্পেনরাজ্যের মধ্যস্থতার করাসীর সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলিতে লাগিল। সন্ধি হইল না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহাবীর নেপোলিয়নের আদেশে তদীয় ভ্রাতা লুই বোনাপার্টে (Lucien Bonaparte) মাজিন্ নগরে আসিয়া পর্তুগালরাজকে ইংরাজের মিত্রতা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বাহাতে করাসী বলিৎ ব্যতীত

ইংরাজ প্রকৃতি অন্যান্য জাতি পর্তুগীজ বন্দরে বাণিজ্য করিতে না পারে, তাহাও বলিয়া পাঠাইলেন। পর্তুগীজমুদ্রিগণ তাঁহার কথা গুলিলেন না। কাজেই লেক্সার্কের (Leclerc) অধীনে ফরাসীসৈন্য স্পেন দেশে প্রবেশ করিল। ওলিভেরা, কেম্পোমেওর, আরোকেস্ ও ফ্রান্স দা-রোজা নামক স্থান বিনারকপাটে স্পেনিয়ার্ডদিগের কর-কবলিত হইল। অবশেষে ব্যাডাজেস উত্তরদলের সন্ধি হয়, তাহাতে পর্তুগীজগণ স্পেন-রাজকে অলিভেরা প্রদেশ এবং পারী নগরের সন্ধি অঙ্গসারে ফরাসীরাজকে আবেদন পর্যন্ত ফরাসী গিনির অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ব্যাডাজেসের সন্ধিতে নেপোলিয়নের মন উঠিল না। মনে মনে তিনি পর্তুগালরাজ্যের ধ্বংস করনা করিতে লাগিলেন। পর্তুগালকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি লেনিস্ (Lannes) নামক একজন ফরাসী সেনানীকে লিস্বনে পাঠাইলেন। লেনিস্ প্রভুর আদেশে সকল কার্য করিতে-ছিলেন। ইংলণ্ডের পক্ষপাতী মন্ত্রিনলকে তিনি বিদায় দিলেন। পর্তুগালরাজকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে নেপোলিয়ান ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে জুনোকে (Junot) পাঠাইলেন। যুরোপের নানাহানে যুদ্ধ হেতু তিনি পর্তুগালরাজকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করাইতে চাহিলেন না। কেবলমাত্র তাঁহাকে নিরপেক্ষ রাখিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়া, প্রুসিয়া ও রুসিয়া জয় করিয়া পর্তুগাল ধ্বংসের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জুনো ফরাসী ও স্পেনবাহিনী সঙ্গে লইয়া পর্তুগাল আক্রমণ করিল। একদল স্পেনসৈন্য মিন্হো ও অলেম্টেজো জয় করিয়া লইল। জুনো বীরদর্পে আসিয়া আত্মপট্টিজ অধিকার করিলে সংবাদ রাজপ্রাসাদে যাইয়া পৌঁছিল। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ সার সিডনি স্মিথ পরামর্শ দিলেন রাজপ্রতিনিধি ও রাণীর ব্রেজিলে যাওয়াই ভাল এবং তিনি অগ্নি বিপদসমুদ্রে পর্তুগাল রক্ষা করিবেন। ১ম মেরিয়া ও ডন অনু তত্ত্বাবধান-সভার হস্তে পর্তুগাল সমর্পণ করিয়া ইংরাজের আহাঙ্কে চড়িয়া আমেরিকায় পলায়ন করিলেন। ইংরাজ নোসেনাদল টেগস্ নদীর মোহানা ছাড়াইতে না ছাড়াইতে পরিশ্রান্ত ফরাসীসৈন্য আসিয়া লিস্বন্ অধিকার করিল।

জুনো পর্তুগাল অধিকার করিয়া দেখিলেন সকলেই ফরাসীমতের পক্ষপাতী। স্বাধীনতা-প্রার্থী মান্যগণ ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহার দলে মিলিত হইল। মাহুইস্ অঙ্গোণা বসেনো আসিয়া তাহার অবনতি স্বীকার করিল, রিকেন্দী

সভা (Council of Regency) প্রজাবর্গের বনোভন বুন্ডিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিল না। জুনো পর্তুগীজদিগের নিকট হইতে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজকোষ করারত করিলেন এবং পর্তুগাল রাজ্যকে আপন সেনানীযুদ্ধের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী, তিনি 'ব্রাজিলারাজবংশের রাজ্যশেষ হইয়াছে' বলিয়া ঘোষণা করেন। পক্ষান্তরে ব্রাজিলারাজসিঙ্হাসন পাইবার আশায় তিনি পর্তুগীজদিগকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিলেন। নেপোলিয়ন যুদ্ধের ব্যয়বরূপ পর্তুগীজদিগের নিকট হইতে ৪ কোটি ফ্রাঙ্কমুদ্রা চাহিলেন; জুনোর অত্বনয়ে ২ কোটি মুদ্রাতেই রক্ষা হইয়া গেল। জুনো পর্তুগালের রাজপদ-প্রার্থী হইয়া সম্রাটকে জানাইলেন। এদিকে পর্তুগালে ফরাসী ও স্পেনী-সেনানীদিগের মধ্যে বিবাদ বাধিল। জুনো লিস্বন্ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। রাজকাৰ্য্য অপটোর বিশপপ্রমুখ প্রতিনিধি-সভার হস্তে ন্যস্ত রহিল। উক্ত যাজকপ্রবর ইংরাজরাজের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। এতদিন সেনানীদিগের শাসনে পর্তুগালবাসী সকলেই উত্তাক্ত হইয়াছিল। সকলেই ফরাসীদ্রবীকরণে বদ্ধপরিকর হইল। সোভাগাক্রমে ইংলণ্ডরাজ বিশপের কথার কাণ দিলেন। সার আর্থার ওয়েলেসলি সামান্য সৈন্য লইয়া পর্তুগালে উপনীত হইলেন। যোগেণা নদীযুখে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সদলে লিস্বন্ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই আগষ্ট রোলিশা-নগরে লাবৌদেকে (Laborde) এবং ২১এ তারিখে ভিমিএরো নগরে জুনোকে সদলে পরাভূত করিলেন। ফরাসীরা পরাজিত হইলে, সিট্রািনগরের অধিবেশনে (Convention of Cintra) স্থির হইল, জুনো পর্তুগাল ত্যাগ করিয়া যাইবেন এবং তদবিক্তত জর্গানি পর্তুগীজহস্তে অর্পণ করিবেন।

এইরূপে বিনা আঘাসে ফরাসীশাসন হইতে উন্মুক্ত হইয়া পর্তুগীজগণ পুনরায় রাজরক্ষীসভা (Regency) প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং রাজ্যের সামরিক বিভাগের উন্নতির জন্ত ডমিঙ্গো এণ্টোনিও ডি সুলজা কোটিন্হে নামক ব্যক্তিকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া তথাকার মন্ত্রিসভা হইতে একজন উপযুক্ত সেনানী শিক্ষকরূপে প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে মাননীয় জে. সি. ভিলেয়ার ও মেজর জেনারেল বেরেসফোর্ড লিস্বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্তুগীজ সৈন্য এইরূপে শিক্ষিত ও ইংরাজ-পরিচালিত হইলেও ফরাসীভরে তাহারা সদাই জড়নড় রহিলেন। করুণার যুদ্ধে সাব্বজন যুদ্ধের পরাভব ও মাণীল সপ্টের অর্পণ-বিষয়ে পর্তুগীজগণ বিচলিত হইলেন। অবশেষে ওয়েলেসলির অধ্যক্ষতায় পর্তুগীজসৈন্য সন্টকে অপটো হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

অন্তঃপন্থা দেখানার মুখে পৰ্তুগীজগণ বখাৰ্খই বীরকীবনের পরিচয় নিরাহিল। নকিন ক্রাণের সকল মুখে, বিশেষতঃ সেলামাভাও ওভেলের মুখে তাহার করাসীর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া আপনাদের লুণ্ঠ-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইরাছিল। যুরোপখণ্ডে ইহাই ‘পেনিনসুলায় যুদ্ধ’ নামে খ্যাত।

মুদ্রাবশানের অব্যবহিত পরেই, ১৮১০ খৃষ্টাব্দে উন্মাদগ্রস্তা রাণী ১ম মেরিয়ায় মৃত্যু হইলে, রাজপ্রতিনিধি নিজে ৬৬ জন নামে পৰ্তুগাল-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাণী সালোটা জোয়া-কুইনা (Carlota Joaquina) উচ্চাভিলাষে প্রোদিত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে প্রতিনিধির কার্যে সকলেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। ইংরাজসেনানী সার চার্লস ইয়ার্ট ও মার্সাল বেরেস্কোর্ড পৰ্তুগাল শাসনভার গ্রহণে প্ররোচিত হইলেন। দারুণ বিপদের সময় কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি রাজসভার প্রজাবর্ণ ইংরাজের শাসন সহ্য করিলেও, শান্তির কোমলকোড়ে বৈদেশিকের প্রভু তাহাদের ভাল বোধ হইল না। পৰ্তুগালের স্বাধীনতার জন্য পৰ্তুগীজগণ সকলেই বন্ধপরিকর হইল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বেরেস্কোর্ড পৰ্তুগালে না থাকায় তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল। পৰ্তুগীজগণ ইংরাজ কর্মচারীদিগকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিলেন এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে নূতন প্রতিনিধি-সভা ও একটি নূতন সাধারণ-সভা (New Constitution) সংগঠিত হইল। সভার অভিমতে ফিউডাল প্রথা (Feudalism) উঠাইয়া দিয়া নূতন ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা জনকে রাজ্যে কিরিয়া আসিতে অহুরোধ করিলেন। রাজা জন নিজ পুত্র পিয়্রোকে ব্রেজিল সিংহাসনে বসাইয়া, আপনি পৰ্তুগাল অভিযুখে অগ্রসর হইলেন। রাজা জন পুত্রের পরামর্শানুসারে নূতন সভার পক্ষপাতী হইলেও রাণী ও তৎপুত্র ডম মিগুএল তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজেই তাঁহাদিগকে লিস্বন নগর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও নিশ্চিন্ত রহিলেন না। রাজার বিপক্ষে পুনরায় বড়যন্ত্র করিয়া তাঁহারা রাজবন্ধু মাৰ্কুইস্ অব লৌলেকে (Marquis of Loule) হত্যা করিলেন এবং রাজমন্ত্রী পলমেলা ও শ্রম রাজা প্রোসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। বৈদেশিক মন্ত্রিগণের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে রাজা পুনরুজ্জীৱিত লাভ করিলেন। পলমেলা পুনরায় মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। অন্তঃপন্থা রাজা রাণী ও পুত্র মিগুএলকে সঙ্গে লইয়া ব্রেজিলে গমন করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি আপন সম্পত্তি বালিকার মেরিয়া ইসাবেলাকে দিয়া দান।

ব্রেজিলপ্রতিষ্ঠা ৪র্থ ডম পিয়্রো পৰ্তুগালের সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ইংরাজমন্ত্রী সারচার্লস ইয়ার্টকে সনক-পুত্র লিখিয়া পৰ্তুগালে পাঠাইলেন,—“বনি মেরিয়া তাঁহার ভ্রাতা ডম মিগুএলকে বিবাহ করেন এবং মিগুএল নূতন সভার (New Constitution) কার্য্যাবলীর অহুমোদন করেন; তাহা হইলে মেরিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।” এই কথা মন্ত্রিসভাকে জানাইয়া, তিনি নিজকর্তা ডোনা মেরিয়া-না-প্রোরিয়াকে পৰ্তুগাল-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। সনক পাইয়া মহানজা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং পলমেলাও প্রধানমন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মৃত্যুবশতঃ মিগুএলকে রাজপ্রতিনিধিপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। উচ্চাভিলাষী মিগুএল প্রজাগণের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া আপনাকে একেবারে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পলমেলা, সালদান্হা, ভিলাফ্রোস, মাম্পিও প্রভৃতি সদলে নির্কাসিত হইলেন। তাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া মনোবেদনা জানাইলেন। ডিউক অফ ওরেলিংটন ও টোরি মজীসভা মিগুএলের কার্য্য অহুমোদন করিয়া তাঁহাদের কথা উড়াইয়া দিলেন। অগত্যা ভয়মনোরথ হইয়া পলমেলা, কাউন্ট ভিলাফ্রোস ও জোসে এন্টোনিও গারেরো প্রতিনিধি হইয়া বালিকা রাণীর পক্ষে টাসিরা (Azores) দ্বীপ শাসন করিতে লাগিলেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ডম পিয়্রো ব্রেজিলের রাজসিংহাসন নিজ বালকপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া লণ্ডননগরে আপন কস্তার নিকট আসিয়া মিলিত হইলেন। তথা হইতে ভ্রাতা মিগুএলকে দমন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এলোন্সে আসিয়া সমবেত সৈনিকমণ্ডলীর অধ্যক্ষতার কাউন্ট ভিলাফ্রোসকে নিযুক্ত করিলেন এবং কাপেন সর্টোরিয়াস নো-সেনাপতি হইলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জুলাইমাসে ডম পিয়্রো সদলে অপার্টোনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উত্তরণকে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অক্টোবর মাসে সর্টোরিয়াস অলপথে মিগুএলকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মেজর জেনারল জোঁও কার্লো সালদান্হা করাসী সেনানী বোর্মো (Bourmont)-পরিচালিত মিগুএল সৈন্যকে অপার্টো নগরে পরাজিত করিলেন। কাউন্ট ভিলাফ্রোস অপার্টো হইতে অলগার্ড প্রদেশে গমনপূর্বক তেলিজ জোঁদাকে পরাজিত করিলেন এবং তথায় সৈন্যে অগ্রসর হইয়া লিস্বন অধিকার করিয়া লইলেন। অন্তিমকালে কাপেন চার্লস নেপিরার-পরিচালিত বাহিনী সেক্ট-জিন-সেট অন্তরীপের অদূরবর্তী অলপথে মিগুএলসৈন্যকে পরাস্ত করিল। উক্ত বৎসরে রাণী মেরিয়া লিস্বনে আসিলেন।

শিভা পিত্তো তাঁহার প্রতিনিধিত্বে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইংলও ও ফ্রান্সের রাণী ২য় মেরিয়ার পুত্র অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে বিলিউ স্পেন ও পর্তুগাল সৈন্তের সাহায্যে বিভিন্ন সেনাপতিসিংহের কার্যকুশলতার টোরিস, নোভাস, আলমোয়ার, দেইরা, ট্রাস-অস-মোটে, আসিসিয়া (Assiceira), অলেবুটেজো ও এভোরারক্টের যুদ্ধে বিজ্ঞান লগনে পরাজিত হইলেন। অবশেষে ডন মিক্সেল আত্মসমর্পণ করিলেন। ছিন্ন হইল, ডিসি এবং তাঁহার বংশবরগণ পর্তুগাল রাজ্যে আর কখনও প্রবেশ করিতে পারিবে না।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রাণী ২য় মেরিয়ার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। ডন পিত্তো এতাবুৎ হুসহ হুতফাণ্যে লিপ্ত থাকিয়া ক্রমশঃই দ্রাব হইয়া পড়িতেছিলেন, আরাম ও অবকাশ লাভেছার তিনি সিন্বেসের নিকটবর্তী কোয়েলুজ (Queluz) গ্রামে বাইরা বাস করেন। এখানে ছয় দিন বাসের পর, পরিশ্রম ও বলকরজনিত চর্মরোগের তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

শিতার মৃত্যুর পর, রাণী ২য় মেরিয়ার পঞ্চদশ বর্ষে পর্তুগাল-সিহাসনে আরোহণ করেন। পলয়েলার রাজ্যশাসনে অনেক ক্রমশঃই বিরক্ত হইয়া ক্রমে একটা বিশিষ্ট দলের সৃষ্টি করিল। উত্তর দলের বিরোধিতার রাজ্য মধ্যে মহা বিপ্লবলতা উপস্থিত হইল। হাপাখানার বাণীতাদানরূপ বিবাহযুগে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পরস্পরে দু'একটা যুদ্ধ হইয়া গেল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে গ্রানাডার মহাসভার (Convention of Granada) সন্ধি অনুসারে উত্তরের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার 'মিক্সেলাইট' (Miguelites) বহুতাল পর্তুগালে অত্যাচার আরম্ভ করিল।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রাণী মেরিয়া, লুইজিস চার্লস্ ইউলিন্ সেনোপলিয়ানকে (Duke of Leuchtenberg) বিবাহ করেন। ইইবাস মধ্যে ইউলিনের মৃত্যু হওয়ার, রাণী পুনরায় প্রিন্স কার্লিনাককে (of Saxe Coburg-Gotha, The first King of the Belgians) বিবাহ করিলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর মেরিয়ার মৃত্যু হইলে, তাঁহার প্রকৃতপুত্র ৫ম ডন পিত্তো বক্তবিন না সুর্যপ্রাপ্ত হন, ততদিন শিভা (King-Consort) ২য় ডন কার্লিনাক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত রহিলেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পিত্তো সাবালক হইয়া রাজ্যশাসনভার অধস্তে গ্রহণ করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হোহেনজোলার্ন-রাইখফ্রীটকারীকে বিবাহ করিয়া স্ত্রী হন। দাসক্রম বিক্রম-প্রথা নিবারণে বহুপরিচর করানীপণ আফ্রিকার উপকূল

অধিনে ক্যাপ্ত ছিল। সোমাবিকবানী পর্তুগাল করানী উপসোত অগ্রিক করে। করানীসম্রাট ৩য় সেনোপলিয়ান আদবিরাল ল্যাউর (Laurid) অধিনে একবল সেনোপলিয়ান প্রেরণ করিয়া এবং কতিপয়ল অন্য টালা আদার করিয়া লইলেন। ১৮০০-০১ খৃষ্টাব্দে এখানে বিপ্লবিতা ও নীতিজর দেখা দেয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে দান, তাঁহার দ্রাভা ডন কার্লিনাক ও ডন জনের বিপ্লবিতা প্রাণে মৃত্যু হয়। ইহার রাজকালে জোঁর্জো ব্যাতিভা, এটোনিও কেলিসিয়ানো এবং লুই অগাঠো রেবেলোর সাহায্যে সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিভাগিকার বিশেষ উন্নতি হইরাছিল।

ডন লুই দান হইয়া ইতালীসাজ ডিউর মাজ্জেলের ক্রা পারার পাণিগ্রহণ করেন। পলয়েলো প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও বীরপুরুষগণ একে একে কালক্রমে পতিত হইলেন। ইহাদের পরবর্তী ডিউক্ অফ্ সোলো, আণ্ডইয়ার, মাকু'ল্ আভিলা, এটোনিও মাজ্জেল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজ্যশাসনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ও সু-বিগ্রহ জুলিয়া রাজনৈতিক কার্যে মন দিয়াছিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজকর্তা হইতে অবসর বিদায় লভ্য মালদানহাকে লণ্ডনগরে হুতক্ষেপে পাঠাইলেন। এখানে রাজকর্তা ক্যাপ্ত থাকিয়া ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হাউস্ অফ্ সিয়র্সের গুনগঠন হইরাছিল। ইহার রাজকালে সের্গা শির্টে, রবার্টো আইভেল ও বুটো কাশেলো প্রভৃতি ক্রমকরিশপ মধ্য আফ্রিকার স্থানসমূহের গুণতব আফ্রিকার করিয়া আফ্রিকারাজ্যের প্রীতিদর পুত্র উপাটন করেন। রিজিনারডর (Regenerador) দলের নায়ক কোটে শেরিয়া ডি সোলো ১৮১১-১৭, ১৮১৮-২২ ও ১৮৮০ অব্দে মহামন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারই বক্তে রেলপথ প্রভৃতি এবং নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হাকু'ইলেনো প্রীতি পর্তুগালের ইতিহাস প্রথম সৃষ্টি হইরাছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন কবি কামিনের উদ্দেশে একটা জাতীয় মহোৎসব আরম্ভ হয়।

লুইর মৃত্যুর পর ডন কার্লস্ (Dom Carlos) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১২এ অক্টোবর রাজ্যাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি করানীসম্রাট্ এনিসিকে বিবাহ করেন। পর্তুগালসম্রাটের জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ও রাজবংশের লুই (Prince Royal Luis Filipe, Duke of Braganza) ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ২১এ মার্চ অধিগ্রহণ করেন।

